সটীক

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

আদি লীলা

শ্রীশ্রীনিতাই-গৌরহরি-সীতানাথ।

অবতরণিকা।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অতি উপাদেয় গ্রন্থ। ইহা দার্শনিক সত্যের সহিত প্রেমের পবিত্রভাবে মাখামাখি। ইহার ন্যায় একাধারে কবিত্ব ও তত্ত্বকথা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। কিন্তু হায়! কালের গতিতে এ হেন গ্রন্থের আদর নাই। এখন মানব হীন-বুদ্ধি-ও ক্ষীণ-মস্তিষ্ক, তাই এ সকল আর ধারণা করিতে পারে না,—এখন কেবল মজার গল্পই মিষ্ট লাগে।

অনেক বিজ্ঞ এবং সংস্কৃতজ্ঞ ইহাকে পয়ারে রচিত গ্রন্থ বলিয়া উপেক্ষা করেন। ইঁহাদের এ ব্যবহারের কোন কারণ থাকিলে দুঃখ ছিল না; কিন্তু ইঁহারা কেবল সমালোচনার ব্যপদেশে আপনাদের বিদ্বেষ-বিষ বমন করেন মাত্র। এ প্রকৃতির লোক যে অতি অসার ও অপদার্থ, তাহা বলাই বাহুল্য। বাঙ্গালা বলিয়া যদি ইহা অরুচিকর হয়, তবে ত সমস্ত বাঙ্গালা পুস্তকই অপাঠ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে, চূড়ামণি মহাশয়ের ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা, উপদেশপূর্ণ প্রস্তাব-প্রবন্ধ এবং শাস্ত্রসমূহের অনুবাদ কখনই ত পড়া চলিতে পারে না। সংস্কৃতের সম্মান রাখুন,—সুখের বিষয়; কিন্তু, তাই বলিয়া ভাবপূর্ণ ভাষা-গ্রন্থের অনাদর করা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে। তাহা হইলে ত বাঙ্গালা ভাষাকে একেবারে উপেক্ষা করা হয়। এ প্রকৃতির লোকদের সহিত ঐক্যমত হইতে আমরা নিতান্ত অনিচ্ছুক।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভাষা ও ভাবের কঠিনতা-প্রযুক্ত সম্প্রদায়মধ্যে অনেক অকল্যাণ ঘটিতেছে। কতিপয় অনভিজ্ঞ ব্যক্তি ইহার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে অসমর্থ হইয়া, বহুবিধ বিকৃত ব্যাখ্যা করতঃ বিবিধ প্রকার কল্পিত ধর্ম্মের সৃষ্টি করিতেছে। এজন্য এখন বৈষ্ণব-সম্প্রদায় নানা প্রকার অযথা মতাবলম্বী ব্যক্তিতে পরিপূর্ণ। যদিও প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্মের সহিত ইহাদের আদৌ আলাপ নাই, তথাপি সাধারণে ইহাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া জানে। সমাজে এই সকল অসদাচার ব্যক্তি বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত থাকায়, বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের উপর অনেকেই এখন অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। তাই আজ আমরা পূজ্যপাদ কবিরাজ মহাশয়ের আলোচিত প্রকৃত-বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বুঝাইবার নিমিত্ত এই বৃহদ্ব্যাপারে ব্যাপৃত হইলাম।

এ পর্য্যন্ত এই শ্রীগ্রন্থের যত গুলি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার কোনখানিই পূর্ণাবয়বসম্পন্ন নহে। কোন খানিতেই গ্রন্থগততত্ত্বের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই, কোন খানিতেই পাঠকের জ্ঞাতব্য বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায় না। এজন্য অদ্যাবধি এ বিষয়ের অভাব অপূর্ণ রহিয়াছে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বৈষ্ণবের দ্বিতীয় বেদ। ইনি ভাষার অনুরোধ রাখেন না, ছন্দ-যতির ধার ধারেন না, ভাব ও উচ্ছ্বাসই ইঁহার সর্ব্বস্ব। এই ভাব ও উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করা কেবল পাণ্ডিত্যের কাজ নহে। শুধু ব্যাকরণাভিধানের সাহায্যেও ইহার অর্থ উদ্ভেদ করিবার উপায় নাই। ভাষায় ইহার ভাব সম্যক্ ব্যক্ত হয় নাই। অপিচ ইহার স্থানে স্থানে আধুনিক অপ্রচলিত দেশজ ও গ্রামজ শব্দের ব্যবহার থাকায়, ইহার প্রতিবাক্যপ্রয়োগও সাধারণের সাধ্যায়ত্ত নহে। শুদ্ধ গুরু-পরম্পরায় শিক্ষিত ব্যক্তিই ইহার অর্থ করিতে সমর্থ। তাই আমি গুরুবংশীয়দেরই আশ্রয় লইয়াছি। ইহা ইঁহাদের পৈতৃক সম্পত্তি, ইহাতে কেবল ইঁহাদেরই অধিকার আছে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে।

ইহা আরও কয়েকটা জটিল ব্যাপারে বিজড়িত। ইহাতে অপরাপর গ্রন্থের সারসঙ্কলনপূর্ব্বক স্বমত সবল করা হইয়াছে। অতএব তত্তাবৎ শাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞতা না থাকিলে, ইহার অর্থ উপলব্ধি করা অসম্ভব। ভক্তকুল-চূড়ামণি কৃষ্ণদাস নানা দিগ্দেশ পরিভ্রমণ-সময়ে যে সকল উপদেশপূর্ণ ঘটনা অবলোকন করিয়াছিলেন, গ্রন্থরচনা-কালে সে সমস্ত যথাযোগ্য স্থানে সন্নিবেশিত করিতে ত্রুটি করেন নাই। এখন এই গুলি বুঝানই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কঠিন। তবে যতই যাহা হউক না কেন,—গোস্বামিগণের দ্বারা যে, সকল বিষয়েরই সুমীমাংসা হইবে, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বৈষ্ণবদিগের অবশ্য-পাঠ্য। অল্প কথায় ইহার মধ্যেই যাবতীয় বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত নিহিত আছে। কি জন্য বৈষ্ণবগণ ভোগসুখে জলাঞ্জলি দিয়া "হা নাথ, হা প্রাণবল্লভ" বলিয়া ব্যাকুল হইয়া বেড়ান, কোন্ মহাধন লাভ-

লালসায় দীনাতিদীন বৈষ্ণবদল বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত কৈবল্যকেও গোষ্পদের ন্যায় জ্ঞান করেন,—যদি বুঝিতে বাসনা হয়, তবে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করুন। ইহার তাৎপর্য্য অন্তরে উদিত হইলে, আপনার প্রাণের কপাট খুলিয়া প্রেমের প্রস্রবণ অনন্তধারে উচ্ছলিত হইয়া উঠিবে,—হৃদয়-ব্যোমে বৈরাগ্যের বিমল বাতাস শীতল ভাবে বহিতে থাকিবে, সংসারের জ্বালা-মালা তখনি জুড়াইয়া যাইবে।

ভাষা-গ্রন্থের মধ্যে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতই বৈষ্ণবতার প্রাণ, অপরাপরগুলি অস্থি-মেদ-মজ্জাবিশেষ। প্রাণের অভাবে কিছুরই কার্য্যক্ষমতা থাকে না। প্রাণবিহীন-বস্তু নির্জ্জীব বা জড়। জড়ত্ব কেবল যন্ত্রণাময়, কাহারও বাঞ্ছনীয় নহে। অতএব যদি ধর্ম্ম-জগতের সার-সর্ব্বস্ব বৈষ্ণবতা কি বুঝিতে হয়, তবে তাহা এক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠেই পরিপূর্ণ হইতে পারে। মরণাধীন মানবকুলে জন্মিয়া অমর হইবার ইচ্ছা থাকিলে, এক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ভক্তিসহকারে অধ্যয়ন করা ব্যতীত আর দ্বিতীয় উপায় দেখা যায় না। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত না পড়িলে, শ্রীচৈতন্য-মাহাত্ম্য বুঝা যায় না; না বুঝিয়া ধর্ম্মযাজন করিলে, সে ধর্ম্মাচরণে কোন ফল নাই। শ্রীচন্দ্রামৃতকার তাই লিখিয়াছেন:—

বিনা বীজং কিং নাঙ্কুরজননমঙ্কোপি ন কথং
প্রপশ্যেন্মো পঙ্গুর্গিরিশিখরমারোহতি কথম্?
যদি শ্রীচৈতন্যে চরিরসময়াশ্চর্য্যবিভবে-
হপ্যভক্তানাং ভাবী কথমপি পর-প্রেমরভসঃ॥

কোন গ্রন্থের টীকা করা যে কতদূর কঠিন, তাহা বলা যায় না। অনেক অপরিণামদর্শী এরূপ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া কেবল বিপ্লব বাড়াইয়া থাকেন। মহারাজ ভোজও তাই একদিন আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন:—

দুর্ব্বোধং যদতীব তদ্বিজহতি স্পষ্টার্থমত্যুক্তিভিঃ,
স্পষ্টার্থেষ্বতিবিস্তৃতিং বিদধতি ব্যর্থৈঃ সমাসাদিকৈঃ।
অস্থানেঽনুপযোগিভিশ্চ বহুভির্জ্জল্পৈর্ভ্রমং তন্বতে,
শ্রোতৄণামিতি বস্তুবিপ্লবকৃতঃ সর্ব্বেঽপি টীকাকৃতঃ॥

অর্থাৎ—ব্যাখ্যাতৃগণ স্বীয় ব্যাখ্যেয় গ্রন্থের অতীব দুর্ব্বোধ স্থল পরিত্যাগপূর্ব্বক, সরল ও সুস্পষ্ট স্থলের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। তাঁহারা সকলেই অস্থানে অনুপযোগি-জল্পনা-পূর্ণ বস্তু বিপ্লবকারিণী টীকা করায়, পাঠকবর্গের অর্থ উপলব্ধি না হইয়া বরং ভ্রমই জন্মিয়া থাকে। বাস্তবিক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের টীকাকারগণও এই সকল দোষ পরিহারপূর্ব্বক কার্য্য করিতে পারেন নাই, এজন্যই বাজারে হাজার হাজার পুস্তক থাকিতে আবার আমাদিগকে এই ব্যাপারে ব্যাপৃত হইতে হইল।

আমরা ব্যাখ্যাতৃগণের কার্য্যগতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বিস্মিত হইয়াছি। কেহ বা ইহার বিশাল বিস্তার দেখিয়া আত্মহারার ন্যায় কতকগুলি "আবল তাবল" বকিয়াছেন, আর কেহ বা স্বজাতিপ্রেমে অন্ধ হইয়া শ্রীরূপের ন্যায় ভক্তস্বরূপ মহাজনকেও "লঘুচেতা" বলিয়া নিজ হৃদয়ের উদারতা দেখাইয়াছেন। আমরা এ সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিব না, বিচক্ষণ পাঠকবর্গ নিজে নিজে বুঝিয়া লইবেন।

গ্রন্থের মর্ম্মাবগতি করানই টীকা বা ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য। বৃথা বাগ্‌বিন্যাসে গ্রন্থ-কলেবর বৃদ্ধি করা বিজ্ঞবর্গের অনুমোদিত নহে। ইহাতে বরং পাঠকবর্গের বিরক্তি আরও বাড়িয়া উঠে। স্বয়ং কবিরাজ মহাশয়ই এ কথা স্বীকার করিয়াছেন। মহারাজ ভোজও একদিন এইমত সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন:—

উৎসৃজ্য বিস্তরমুদস্য বিকল্পজালং, ফল্গু প্রকাশমবধার্য্য চ সম্যগর্থান্।
সন্তঃ পতঞ্জলিমতেবিবৃতির্ম্ময়েয়মাতন্যতে বুধজনপ্রতিবোধহেতুঃ॥

অর্থাৎ—আমি বিস্তার-দোষ পরিহারপূর্ব্বক, সন্দেহ-সঙ্কুল বাক্য বর্জ্জনান্তর, যাহাতে সুস্পষ্টরূপে সম্যক্ অর্থ উপলব্ধি হয়, এই রূপ বিশদ করিয়া পাতঞ্জল-সূত্রের বৃত্তি প্রণয়ন করিব। পণ্ডিতগণের প্রীতির কারণ ইহাতে কোন প্রকার কূট ব্যাখ্যা বা বৃথা বাগাড়ম্বর, কিম্বা সন্দেহসূচক বাক্যের সংস্রব থাকিবে না। আমরাও এই সকল মহানুভবদিগের মহাবাক্যের অনুসরণ করিতে যথাসাধ্য যত্ন করিব।

গ্রন্থখানি সাধারণকে বুঝাইব বলিয়াই আমাদের অনুষ্ঠান, কিন্তু বুঝিবার সামর্থ্য না থাকিলে অবশ্যই বুঝান যাইবে না। এ স্থানে আমাদের একটী গল্প মনে পড়িল। কোন সময় এক নিরক্ষর ব্রাহ্মণকুমার এক আচার্য্য সমীপে যাইয়া প্রার্থনা করেন "মহাশয়! আমাকে কৃপাপূর্ব্বক গায়ত্রীর শাপোদ্ধার শিক্ষা দিউন।" আচার্য্য তাঁহার বিস্তার বিষয় অবগত হইয়া বলিয়াছিলেন যে,—"বাপু আমি সকল শাপগুলির উদ্ধারের মন্ত্র শিক্ষা দিতে পারি; কিন্তু তুমি যে শাপ দিয়াছ, তাহা ত উদ্ধার করিতে পারিব না।" ব্রাহ্মণসন্তানের নিরক্ষরতাই এই প্রকার উত্তরের কারণ। তাই বলি, যাঁহারা ভাষার কৃপালাভেও বঞ্চিত; তাঁহাদের ত স্বভাবতঃই বুঝিবার সামর্থ্য নাই। "রঘুবংশ" লিখিতে বসিয়া মহাকবি কালিদাস বলিয়াছিলেন :—

তং সন্তঃ শ্রোতুমর্হন্তি সদসদ্ব্যক্তিহেতবঃ।
হেম্নঃ সংলক্ষ্যতে হ্যগ্নৌ বিশুদ্ধিঃ শ্যামিকাপি বা॥

—রঘুবংশম্, প্রথম সর্গঃ।

অর্থাৎ—"গুণ-দোষ-বিবেচক পণ্ডিতগণই রঘুবংশাখ্য প্রবন্ধ শ্রবণ করিবার যোগ্য, যেহেতু স্বর্ণের নির্দ্দোষাবস্থা এবং মালিন্য অগ্নিতেই পরীক্ষিত হইয়া থাকে।" তবে ভাষানভিজ্ঞ জনগণেরও আশা আছে, তাঁহারা গ্রন্থ ক্রয় করিয়া নিকটস্থ কোন কৃতবিদ্যের কাছে সমস্ত জানিয়া শুনিয়া লইতে পারেন। এ উপায় অবলম্বন করিলে আর কাহাকেও কোন বিষয়ে বঞ্চিত বা দুঃখিত হইতে হইবে না। আমরাও যতদূর পারি, ব্যাখ্যাগুলিকে সহজ ও সরল করিবারই চেষ্টা করিয়াছি।

মানুষ ভ্রান্ত। মানুষের কাজে পদে পদে ভ্রম-প্রমাদ ঘটিয়া থাকে। আমরা আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি-অনুসারে যথাসাধ্য সদ্ব্যাখ্যাই করিব। সুবিজ্ঞ পাঠকগণ কোন স্থানে কোন প্রকার ত্রুটি দেখিলে, নিজ স্বভাব-সুলভ গুণে ক্ষমা করিবেন। ব্যাখ্যাংশে কেহ কোনরূপ দোষ দর্শাইয়া পত্র লিখিলে, সঙ্গত হয়, আমরা ভবিষ্যতে তাহা সংশোধন করিবার চেষ্টা করিব।

আমরা বহু অর্থব্যয় ও অপর্য্যাপ্ত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া, শ্রীধাম বৃন্দাবন ও ভিন্ন ভিন্ন শ্রীপাটের প্রাচীন ও আধুনিক ২০। ২২ খানি পুস্তক সংগ্রহপূর্ব্বক ইহার পাঠ শোধন করিয়া দিলাম। এতদ্গ্রন্থের মুদ্রিত পাঠ অভ্রান্ত বলিয়া বিবেচিত হওয়ায়, আর পাঠান্তরের উল্লেখ থাকিল না। মূলের সহিত ভিন্ন ভিন্ন মহাত্মার টীকার তুলনা করায়, ইহার অকাট্য ভাব আরও প্রতিপন্ন হইয়াছে।

ঘটনা স্রোতে পড়িয়া গ্রন্থখানি অনেক ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক ব্যাপারে বিজড়িত হইয়াছে। পাঠকবর্গের এই সকল অবগতির কারণ অবশ্য কৌতূহল হইতে পারে। এই হেতু আমরা ঐ সকলের যথোচিত বর্ণনা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছি। অবশ্য এই সকল নির্ব্বাহ করিতে অনেক আয়াস ও অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের ভাবনা কি? আমরা যে অশীতি লক্ষ বৈষ্ণবের আবাসে বসিয়া এই ব্রতে ব্রতী হইতেছি। আমাদের আবার সাহায্য সহানুভূতির অভাব কোথায়? আমরা ত বেশী কিছু চাহি না,—শতকরা একজন মাত্র একখানি গ্রন্থ ক্রয় করিলেই যে, আমরা অনায়াসে একার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিব।

গ্রাহকগণের কাছে উত্তরোত্তর উৎসাহ পাইলে, আমরা ক্রমশঃ কার্য্যের উন্নতি দেখাইতে পারিব। আর্থিক সচ্ছলতা হইলে আরও অনেক বিষয় ভাল দেখিতে পাইবেন। পাঠকগণের আগ্রহ-আহ্লাদ দেখিলে, প্রভুগণেরও প্রীতি-প্রসন্নতার উদয় হইবে। সঙ্কল্প-সার্থক হইতেছে দেখিলে, তাঁহারা আরও অধিকতর শ্রম সহকারে কার্য্য করিতে পারিবেন।

অহেতুক কৃপাময় অভিন্ন-গোপীনাথ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অপূর্ব্ব প্রেরণায় আজ তাঁহারই পাদদেশে বসিয়া, এই দুস্তর কার্য্য-সাগরে সঙ্কল্প-তরী ভাসাইলাম। নানা শ্রীপাটের প্রভুপাদগণ ইহার কর্ণধার; অতএব গন্তব্য তীরে উপনীত হওয়া সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই।

শ্রীপাট অম্বিকা,
কার্ত্তিক, শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪০৬। শকাব্দাঃ ১৮১৩

দীনাতিদীন—
শ্রীশশিভূষণ দেব শর্ম্মা।

কৃতজ্ঞতা-স্বীকার।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পরিশুদ্ধরূপে প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে পূজ্যপাদ পিতৃদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীপাদ মণিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় বিবিধ শ্রীপাটের বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তবেত্তা প্রায় সকল প্রভুসন্তান ও আচার্য্যসন্তানেরই সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথম সংস্করণ প্রচারকালে যাঁহারা ব্যাখ্যা ও তত্ত্বাবধারণের ভার লইয়াছিলেন, পিতৃদেব তাঁহাদিগের নাম শ্রীগ্রন্থের প্রথম খণ্ডে প্রকাশপূর্ব্বক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবার অবসর পাইয়াছিলেন। কিন্তু, শ্রীগ্রন্থ পরিসমাপ্তির পূর্ব্বে এবং দ্বিতীয় সংস্করণ প্রচার ব্যপদেশে এই দীর্ঘকাল মধ্যে আরও যে সকল মহাভাগ পিতৃদেবকে শ্রীগ্রন্থ সম্পাদনে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নাম আর প্রকাশ করিবার সুযোগ হইয়া উঠে নাই। আজ ব্যাখ্যাতৃগণ সকলেই প্রায় নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট। কিন্তু, আজিও তাঁহাদিগের অক্ষয়কীর্ত্তিস্বরূপ এই শ্রীগ্রন্থ—সম্প্রদায়ের অশেষ কল্যাণ বিধান করিতেছেন। শ্রীশ্রীগৌড়ীয় সমাজ এই সকল মহাত্মার শ্রীচরণে চিরদিন ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া ধন্য হইবেন। অভিনব সংস্করণ প্রচার অবসরে আজ আমরাও তাই কৃতজ্ঞতার সহিত এই সকল স্বধামগত ব্যাখ্যাতৃমহোদয়গণের চরণে অসংখ্য দণ্ডবন্নতি নিবেদন করিতেছি। ইঁহারা প্রসন্ন হইয়া আমাদিগের এই নূতন সংস্করণ প্রচারের প্রত্যূহ সকল নিরসন করুন—ইহাই আমাদিগের একমাত্র প্রার্থনা।

পণ্ডিতপ্রবর	শ্রীল শ্রীপাদ	মদনগোপাল গোস্বামী	শ্রীপাট শান্তিপুর।
"	"	রাধিকানাথ গোস্বামী	ঐ
"	"	অদ্বৈতচাঁদ গোস্বামী	ঐ
"	"	উপেন্দ্রমোহন গোস্বামী	শ্রীপাট খড়দহ।
"	"	নীলমণি গোস্বামী	শ্রীধাম বৃন্দাবন।
"	"	মদনগোপাল গোস্বামী	শ্রীপাট মাড়ো।
"	"	বিষ্ণুচন্দ্র গোস্বামী	ঐ
"	"	বেণীমাধব গোস্বামী	শ্রীপাট মালীপাড়া।
"	"	বিজয়গোপাল মুখোপাধ্যায়	ঐ
"	"	বিপিনবিহারী গোস্বামী	শ্রীপাট বাঘ্নাপাড়া।
"	"	প্যারীমোহন গোস্বামী	মহিষাড়েরা।
"	"	বলাইচাঁদ গোস্বামী	কলিকাতা
"	সিদ্ধান্তবাচস্পতি	শ্যামলাল গোস্বামী	ঐ
"	মহামহোপাধ্যায়	অজিতনাথ ন্যায়রত্ন	শ্রীধাম নবদ্বীপ।

এতদ্ব্যতীত যে সকল মহাত্মা এই সংস্করণ প্রচারে নানা প্রকারে আমাদিগকে সাহায্য করিতেছেন, যথাস্থানে তাঁহাদিগেরও নাম প্রকাশ করিব। ইতি—

শ্রীবৈশাখী-পূর্ণিমা,
শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩৮। শকাব্দাঃ ১৮৪৬

দীনাতিদীন—
শ্রীগোপেন্দুভূষণ শর্ম্মা।

প্রকাশকের নিবেদন।

এতদিনে পূজনীয় পিতৃদেবের প্রাণপাত পরিশ্রমের ফল—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইতে চলিলেন। দীর্ঘকাল নানারূপ পরিশ্রমের ফলে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রচারের সমস্ত আয়োজন করিয়া দিয়া তিনি নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন। সুতরাং এবারের নূতন কথা বলিবার আমার কিছুই নাই। তাঁহারই স্বহস্ত লিখিত "দ্বিতীয় বারের বক্তব্য"ই নিম্নে অবিকল প্রকাশিত করিলাম।

"দ্বিতীয়বারের বক্তব্য

শ্রীগুরু কৃষ্ণ-বৈষ্ণব-কৃপায় শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের দ্বিতীয় সংস্করণ আরব্ধ হইল। দীর্ঘকাল বৈষ্ণবশাস্ত্রের অনুশীলন দ্বারা যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তদনুসারে বর্ত্তমান সংস্করণ সম্পাদনের ব্যবস্থা করিলাম। প্রথমবারে শ্রীপাদ মদন-গোপাল প্রভু প্রকটরূপে আমার সহায় ছিলেন, এবার তাঁহার নিত্যধামের সিদ্ধদেহের করুণা-কণাই এই দুস্তর কার্য্যে অবলম্বনীয়।

আমাদের প্রথম সংস্করণ প্রচারিত হইবার পরে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের কয়েকটী সংস্করণ বাহির হইয়াছে বলা বাহুল্য, সে সবই আমাদের অনুকৃতি। তবে দুঃখের বিষয়, অনেকে চৌর্য্যবৃত্তি লুকাইবার জন্য আমাদের ব্যাখ্যাগুলিকে রূপান্তরিত করিতে যাইয়া বড়ই বিকৃত করিয়াছেন। এজন্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পিপাসু ভক্তগণকে সতর্ক হইয়া গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে অনুরোধ করি। ফলতঃ সকলেই যদি আমাদের মত দেখিয়া শুনিয়া এবং প্রকৃত পণ্ডিত ও মর্ম্মবিদ্ আচার্য্যসন্তানগণকে লইয়া কার্য্য করিতে পারিতেন, তাহা হইলে আমাদের আনন্দ রাখিতে স্থান হইত না। তবে যতই যাহা হউক, আমাদের সেই প্রথম উদ্যমের ফলে এখন যে দেশে দেশে এই শ্রীগ্রন্থের বহুল প্রচার আরম্ভ হইয়াছে, ইহাতেই আমরা সুখী।

প্রথম সংস্করণ প্রকাশকালে কচিৎ অর্থাভাবে, কচিৎ ভ্রমবশতঃ, গ্রন্থে যে সকল ত্রুটি থাকিয়া গিয়াছে, বর্ত্তমান সংস্করণে সেই সকল পরিহারার্থ যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছি। পুস্তকখানি সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন করিবার জন্য সম্প্রদায়স্থ যত গণ্যব্যক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের ভারার্পণ করিয়াছি; সুতরাং ব্যক্তিবিশেষের সম্পাদিত গ্রন্থের ন্যায় ইহাতে কোনপ্রকার সঙ্কীর্ণতা থাকা সম্ভবপর নহে।

এবার গ্রন্থের মূলাংশে মুদ্রাকরপ্রমাদ পরিহার ব্যতীত অন্য কোন পরিবর্ত্তন বা পরিবর্জ্জন ঘটিবে না। তবে যে যে স্থলে প্রভুপাদ কোন কথা বলেন নাই, অথবা অস্ফুটভাবে বলিয়াছেন, প্রয়োজনানুরোধে কেবল সেই সেই স্থলে তাঁহারই নির্দ্দেশানুসারিণী ব্যাখ্যা সংযোজিত হইবে। বিশেষ বিশেষ বিষয়ের বিশদ বিবৃতি পরিশিষ্টে পৃথক্‌ভাবে সন্নিবেশিত হইবে।

এবারেও গ্রন্থ সংস্থাপন প্রথমবারের মত করা হইবে। মূল ইংলিশ অক্ষরে, টীকা ও অনুবাদ স্মলপাইকা অক্ষরে এবং সর্ব্বনিম্নে টিপ্পনী ও তাৎপর্য্য বর্জ্জাইস অক্ষরে মুদ্রিত হইবে। টিপ্পনীর বামভাগে মূলের অনুরূপ অঙ্ক ও তাৎপর্য্যের দক্ষিণভাগে শ্লোকের অঙ্কানুযায়ী অঙ্ক থাকিবে এবং পাঠান্তর স্থলে শুদ্ধ (* †) প্রভৃতি কতিপয় চিহ্ন ব্যবহৃত হইবে। কোন শ্লোক একবার ব্যাখ্যাত হইলে, তাহার দক্ষিণভাগে আর অঙ্কপাত না করিয়া শুদ্ধ চিহ্নবিশেষ দিয়া টিপ্পনীতে তাহার ব্যাখ্যা-স্থলের উল্লেখ থাকিবে। পদচ্ছেদ ঘটিত অর্থোপলব্ধির কারণ, (,) কমা, (;) সেমিকোলন, (।) পূর্ণচ্ছেদ (—) ড্যাস ও (-) হাইফেন্ ব্যবহৃত হইবে। সামাসিক পদগুলি ও ভিন্ন ভিন্ন পদের পৃথকৃত্ব প্রদর্শনের নিমিত্ত হাইফেন্ ও কোন পদের অর্থ প্রকাশার্থ পরবর্ত্তী পদের পূর্ব্বে ড্যাস প্রভৃতি সংযোজিত হইবে। যদিও বাঙ্গলা কি সংস্কৃত পুস্তকে এত চিহ্ন-প্রয়োগের প্রয়োজন নাই, তথাপি দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনায় ক্ষান্ত হইতে পারিলাম না।

ইহা ভিন্ন এবার পরিশিষ্টে যে সকল বিষয় সন্নিবেশ করিবার মানস করিয়াছি, সেগুলি এই—(১) ভাষাতত্ত্ব ও শব্দকোষ, (২) বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ইতিহাস, (৩) বৈষ্ণবস্মৃতি, (৪) স্বকীয়াতত্ত্ব, (৫) পরকীয়াতত্ত্ব, (৬) উভয় তত্ত্বের সমন্বয় (৭) উপা-

সনার ক্রম ও সাধ্যবস্তু নির্ণয়, (৮) পাত্রপাত্রী পরিচয়, (৯) বৈষ্ণব তীর্থের ভৌগোলিক সংস্থান, (১০) বেদান্তবিচার, (১১) গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ নির্ণয়, (১২) উদ্ধৃত গ্রন্থাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়—ইত্যাদি ইত্যাদি। পরিশিষ্টের লেখকগণ প্রত্যেকেই প্রখ্যাত পণ্ডিত। যে বিষয় যিনি লিখিবেন, তাহাতে তাঁহার নামোল্লেখ থাকিবে। এবারের এই পরিশিষ্টই নূতন সংস্করণের নূতনত্ব।

প্রথমবারে আমরা প্রাচীন বাঙ্গলার ভাষাগত গবেষণায় মনোনিবেশ করি নাই। তখন কেবল ২০।২২ খানি প্রাচীন পুঁথি মিলাইয়া পাঠের শুদ্ধি ও সঙ্গতি রক্ষা করিয়াছিলাম। সে সময় পাঠান্তর সন্নিবেশেরও তত প্রয়োজন মনে হয় নাই। অধুনা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ প্রাচীন বাঙ্গলার যে প্রকৃতি নির্ণয় করিয়াছেন এবং সে সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাহিত্যরথী অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের সহিত যে পরামর্শ করিয়াছি, তদনুসারে এবার প্রয়োজন হইলে পাঠান্তর যোজনারও ত্রুটী হইবে না।

গ্রন্থকার সংক্ষেপে বৈষ্ণব ধর্ম্মের সকল বিষয়েরই উদ্দেশ ও উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীভগবানের স্বরূপতত্ত্ব হইতে সম্প্রদায়ের নিত্য-নৈমিত্তিক সকল ক্রিয়া-কলাপেরই উল্লেখ আছে। ভূগোল, ইতিহাস, বংশ-চরিত, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি যত কিছু বিষয় বিবৃত হইয়াছে। যে প্রেমভক্তি-প্লাবনে শ্রীচৈতন্যদেব নিরাকার ব্রহ্মবাদীগণকেও স্বীয় চরণানুচর করিয়াছিলেন, এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেই কেবল তাহার সুচারু আলোচনা লক্ষিত হয়। এবার পরিশিষ্টে এই সকল বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত করিতে সবিশেষ চেষ্টা করিব। এরূপ উদ্যম ও উদ্যোগ অদ্যাপি আর কেহ করেন নাই।

চিত্র ও মানচিত্রে গ্রন্থের অস্ফুটভাব পরিস্ফুট হয়, এজন্য এবার ফটোএচিং, ইলেক্ট্রোপ্লেট, লিথো, উডকাট প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর চিত্র সংযোজিত করিবার চেষ্টা রহিল। অধুনা যাঁহাদের শিল্প-নৈপুণ্যে স্বদেশবাসী সম্যক্ চমৎকৃত, তাঁহারাই চিত্রাদি অঙ্কন করিবেন। এবার ইহাও এই গ্রন্থের একটী বিশেষ গৌরবের বিষয়।

এবার গ্রন্থের রাজ ও গার্হস্থ্য ভেদে দুইটী সংস্করণ হইবে। আকার-সৌষ্ঠব ব্যতীত রাজসংস্করণে গ্রন্থের অন্য কোন বিশেষত্ব থাকিবে না। রাজা-মহারাজদিগের পুস্তকালয়ে গার্হস্থ্য সংস্করণ পাছে সৌন্দর্য্যহানিকর হয়, সেই ভয়েই আমাদের এ অনুষ্ঠান। নচেৎ গার্হস্থ্য সংস্করণের গ্রন্থও যে অতি উৎকৃষ্ট হইবে, তৎপক্ষে সন্দেহমাত্র নাই।

প্রভুপাদ মদনগোপালের সিদ্ধান্তরাজি যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া এখনও মূর্ত্ত হইয়া আছেন, শ্রীলাদ্বৈতবংশাবতংস সেই শ্রীল শ্রীযুক্ত মুরলীমোহন গোস্বামী দাদাপ্রভু এবার এই সংস্করণ প্রচারে আমার সহায় হইয়াছেন। সুতরাং এ সংস্করণ সর্ব্বাংশে সুন্দর হইবে, সে সম্বন্ধে আমার যথেষ্টই ভরসা আছে।

উপসংহারে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পরমসহায় সাধনোচিতধামপ্রবিষ্ট বদান্যবর রাজর্ষি রায় বনমালী রায় বাহাদুরের দান শৌণ্ডতার জন্য কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহার নাম উল্লেখ করিলাম। ভক্ত পাঠকগণ, সকলে তাঁহার পুত্র পরিজনগণের মঙ্গল প্রার্থনা করুন, ইহাই অনুরোধ।

বৈষ্ণবদাসানুদাস—

শ্রীশশিভূষণ দেবশর্ম্মা।"

পাঠকগণ দেখিবেন, দ্বিতীয় সংস্করণটীকে সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন করিবার জন্য কি ভাবে পিতৃদেব সুদীর্ঘকাল যত্ন করিয়া গিয়াছেন। বলা বাহুল্য, তিনি যে ভাবে গ্রন্থখানিকে প্রকাশিত করিতে চাহিয়াছিলেন, আমি ঠিক সেই ভাবেই কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি। ইহাতে পিতার সঙ্কল্পিত কার্য্য পূর্ণ করা ব্যতীত আমার নূতন কৃতিত্ব কিছুই নাই। যে সকল হিতৈষী আচার্য্য ও সুহৃৎ যে সকল স্থানে কিছু বলিতে চাহিয়াছেন, পরিশিষ্টে তাহা সন্নিবেশিত করিবার বাসনা রহিল।

দীনাতিদীন—

শ্রীগোপেন্দুভূষণ শর্ম্মা।

সপার্ষদ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বন্দনা।

শ্রীগুরু-বন্দনা।

যাঁহার কৃপায়, ভব-পারাবার
তরিতে পেলাম তরি।
সেই গুরু-পদ- কমল-যুগলে
বার-বার নতি করি।
কর আশীর্ব্বাদ, অহে দয়াময়
যেন হে বাসনা পূরে।
তব বলে যেন, সকল সময়
"গোরা গোরা" মুখে স্ফুরে।

শ্রীগৌরাঙ্গ-বন্দনা।

জয়-জয় নাথ, ভুবন-মঙ্গল
অবতার-সার গোরা।
অনন্ত-অপার, তোমার মহিমা
কেমনে জানিব মোরা?
বিধি-ব্যোমকেশ, পারেনি চিনিতে
তবে কেন পুনঃ ঢাকা?
রাধা-ভাব-দ্যুতি, মাখিয়া আবেশে
লুকালে মোহন বাঁকা!
কি খেলা খেলিতে, এলে অবনীতে
কে পারে বলিতে প্রভু!
তব কৃপা বিনা, সুরাসুর-নর
নাহি জানে কণা কভু।
কৃপা-পাত্র যত, পেলে সমাচার
দুরাচার গেল দূর।
নাম-সুধা পানে, জাগিল জগৎ
ভাঙ্গিল কলির ভুর।
হায় হায় নাথ! হেন অবতার
হয়নি হবে না আর।
আচণ্ডালে প্রেম, বিলালে আপনি
দীন ভাবে দ্বারে-দ্বার।
আমা সবাকার, প্রতি কৃষ্ণদাস
বড়ই দয়ালু ছিল।
সেই সুধা-রাশি, ভরিয়া ভাণ্ডার
যতনে রাখিয়া দিল।
অমিয়-অম্বুধি, তোমার চরিত
ভবের ঔষধ বধু!
খেলে একবার, পায় অধিকার
দাস্য, সখ্য কিম্বা মধু।
তথাপি প্রাণেশ, কলির কুহকে
কেহ নাহি দেখে তায়।
রতন ফেলিয়া, লয় কাচ-কণা
সুধা ফেলি বিষ খায়।
কেমনে আস্বাদ, পাবে আর বাব
কি হবে উপায় তার।
বড়ই ব্যথিত, হৃদয়-নিলয়
সদা আমা সবাকার।
কিবা আছে নাথ, বিনা তব কৃপা
কি পারি করিতে মোরা?
উর তবে হৃদে, উর দয়াময়
রাধা-ভাব-দ্যুতি-চোরা!

শ্রীনিত্যানন্দ-বন্দনা।

জয় নিত্যানন্দ, অভেদ-বিগ্রহ
গোরা-প্রেম-গর-গর।
তোমার মহিমা, তোমাতে প্রকাশ
কিবা জানে নারী-নর?
তুমি নাথ শেষ, অনন্ত অশেষ
বিশেষ বলিতে কার
আছে হে শকতি, সুরাসুর নরে
অথবা কাহারো আর?
দয়াল নিতাই, বিদিত জগৎ
এমন আর ত নাই।
মার খেয়ে প্রেম যাচিলে আপনি,
হেন দয়া কোথা পাই?
গোরা-প্রেম দান করিবার তরে
অবনীতে অবতার।
সে কাজ সাধিতে তব কৃপা বিনা
আছে হে শকতি কার?

তেঁই তব পদে নিলাম শরণ,
দাসের বাসনা পূর।
নিজ কৃপা গুণে, করুণা বিতরি'
সেবক-হৃদয়ে উর।

——:——

শ্রীঅদ্বৈত-বন্দনা।

জয় জয় অহে শান্তিপুর-পতি
অদ্বৈত-আচার্য্য প্রভু।
যে কৃপা জগতে, প্রকাশ করিলে
পারি কি বলিতে কভু?
শান্তিপুরে বাস, শান্তি-প্রিয় তুমি
সেই হেতু দয়াময়!
শান্তি নিকেতনে আনিয়া আদরে
ঘুচালে কলির ভয়।
তব কৃপাবলে, পাইল জগৎ
গোপিনী-গোপন ধন।
যোগী ত্যাগী জন, নাহি যাহা দিল
যুগে যুগে নারায়ণ।
এস ভবে প্রভু, হৃদয় আসনে
পূরাও বাসনা তুমি।
গোরা প্রেমরসে আবার ভাসুক্
সোনার ভারতভূমি।

——o——

শ্রীগদাধর-বন্দনা।

জয় গদাধর, গোরাশক্তি রূপী
ভাবাবেশ ভরা-দেহ।
জানাও আবেক, করুণা প্রকাশি'
কিবা সুধা গোরা স্নেহ।
কি ভাবে কখন গোরা লয়ে কোলে
খেলিতে কতই খেলা।
কে বুঝে সে তত্ত্ব, অনন্ত অগাধ
অপার প্রেমের মেলা।

এস এস তবে, হৃদয় মন্দিরে
ছড়ায়ে রূপের ছাঁদ।
তোমরা আসিলে, জানিতে নিশ্চয়
আসিবে গৌরাঙ্গ চাঁদ।

——•——

শ্রীশ্রীবাস-বন্দনা।

জয় জয় জয়, ভক্ত-কুলমণি
শ্রীবাস পণ্ডিতবর।
তোমার চরিত্র অতুল জগতে,
ভাষায় আসে না স্বর।
আপনি আচরি শিখালে সকলে—
কি ধন গৌরাঙ্গ চাঁদ।
কুতূহলে তেঁই কলি জীব কুলে
লাগি গেল প্রেম-ফাঁদ।
ত্রিতাপ-তাড়নে, জ্বলিত সতত
ছিল না উপায় আর।
তোমার কৃপায়, এড়াল সে দায়
অহে গোরাগত-প্রাণ।
ভকতি-প্রবাহে, ভাসালে ভুবন
কৃপাদানে আর বার।
পূরাও দাসের, অন্তর বাসনা
বরষি সুধার ধার।

——o——

শ্রীভক্ত বন্দনা।

গোরাগত-প্রাণ, অসংখ্য ভকত
কেবা পারে কতে নাম?
সবাকার পায়ে, বাক্য-মন কায়ে
শত শত পরণাম।
সবে আশীর্ব্বাদ, কর দীন দাসে
যেন হে বাসনা পুরে —
"শ্রীচরিতামৃত" পাঠে সবাকার
হৃদয়ে গৌরাঙ্গ স্ফুরে।

——•——

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

আদিলীলা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্। তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকং ॥ ১ ॥

গ্রন্থারম্ভে গ্রন্থকৃন্নিখিলবিঘ্নবিঘাতায় শিষ্টাচারপরম্পরাপ্রাপ্তং গুর্ব্বাদিনমস্কাররূপং মঙ্গলমাচরতি বন্দে ইত্যাদি। গুরূন্ মন্ত্রগুরুভজনশিক্ষাগুরূবাদীন্, ঈশস্য ঈশ্বরস্য ভক্তান্ শ্রীবাসপ্রমুখান্, নমু কোঽসৌ ঈশ ইত্যপেক্ষয়াহ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকমিতি—কৃষ্ণঃ যশোদাস্তনন্ধয় এব চৈতন্যঃ কৃষ্ণচৈতন্যঃ, যদ্বা কৃষ্ণস্য চৈতন্যং প্রতীতির্যতঃ তং, যদ্দর্শনাৎ সর্ব্বেষাং শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তির্জাতা, সর্ব্বথা তস্যৈবাবির্ভাবোঽয়মিত্যর্থঃ—তদানীং সর্ব্বেষামেবান্তরঙ্গভক্তানাং নন্দনন্দনত্বয়ৈব তস্য স্ফুরণাদিত্যর্থঃ—স এব সংজ্ঞা অভিধানং যস্য সঃ, (সংজ্ঞায়াং কন্) তং, ঈশং ভগবন্তং, ঈশস্য তস্যৈব অবতারান্ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যাদীন্, তস্য ঈশস্য প্রকাশরূপান্ শ্রীনিত্যানন্দাদীন্, তস্যৈব শক্তীঃ শক্তিরূপান্ শ্রীগদাধরপণ্ডিতাদীংশ্চ অহং বন্দে ইতি ॥ ১ ॥

মন্ত্রদাতা ও শিক্ষাদাতৃপ্রভৃতি গুরুগণকে, শ্রীবাস প্রভৃতি ঈশ্বরের ভক্তবর্গকে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামা ঈশ্বরকে, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভৃতি তাঁহার অবতারগণকে, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভৃতি তাঁহার প্রকাশ এবং শ্রীগদাধর-পণ্ডিতপ্রভৃতি তাঁহার শক্তিবর্গকে আমি বন্দনা করি ॥ ১ ॥

এই শ্লোক মঙ্গলাচরণসূচক। গ্রন্থাদি প্রণয়ন-প্রারম্ভে বিঘ্নপরিহার ও তাহার অবাধ পরিসমাপ্তির জন্য আর্য্যগ্রন্থকৃদ্গণ শিষ্টাচার-পরম্পরাপ্রাপ্ত রীতিরক্ষার জন্য সর্ব্বাভীষ্টপূরক দেবাদির যে বন্দনা করেন, তাহার নাম মঙ্গলাচরণ।

মঙ্গলাচরণ তিন প্রকার—আশীর্ব্বাদ, নমস্কার ও বস্তুনির্দ্দেশ। আলোচ্য-শ্লোক নমস্কারের অন্তর্গত। নমস্কার দ্বিবিধ—সামান্য ও বিশেষ। "নিরপেক্ষভাবেন যৎ সর্ব্বমধিকৃত্য বর্ত্ততে, তৎ সামান্যং"—অর্থাৎ নিরপেক্ষভাবে সকলকে অধিকার করিয়া যাহা বর্ত্তমান থাকে, তাহার নাম—সামান্য। "কেনচিৎ হেতুনা একং দ্বৌ বাধিকৃত্য যো বর্ত্ততে, স বিশেষঃ"—অর্থাৎ কোন হেতুবশতঃ এক বা দুইকে অধিকার করিয়া যাহা বর্ত্তমান থাকে, তাহার নাম—বিশেষ। ইহা সেই সামান্য নমস্কার-রূপ মঙ্গলাচরণ।

গ্রন্থকার একমাত্র শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের বন্দনা না করিয়া কেন যে গুরু প্রভৃতি ছয়তত্ত্বের বন্দনা করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এইরূপ:—সংসারে মনুষ্যের প্রকৃতি দ্বিবিধ—দৈব ও আসুর। যাঁহারা বিষয়ে বিমুখ এবং ভগবানে উন্মুখ ও কৃতজ্ঞ, তাঁহারা দৈবপ্রকৃতি, আর যাঁহারা ভগবানে বিমুখ এবং বিষয়ে উন্মুখ ও কৃতঘ্ন, তাঁহারা আসুরপ্রকৃতি।

কৃতঘ্ন লোকে উপকার অস্বীকার করে, পরন্তু কৃতজ্ঞ লোকে চিরজীবন তাহা স্মরণ রাখিয়া প্রীত্যনুকূল ব্যবহারের প্রয়াস পান। জন্মকালে মানবের পশুর সহিত অতি অল্প প্রভেদ থাকে। ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধির সহিত নানা সদুপদেশ লাভ করিয়া সে মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয়। যাঁহাদের নিকট উপদেশ লাভ হয়, তাঁহারা উপদেষ্টা অর্থাৎ গুরু। গুরু ত্রিবিধ—শ্রবণগুরু, দীক্ষাগুরু ও ভজন-শিক্ষাগুরু। যাঁহার নিকট সংসারের নশ্বরত্ব ও ভগবদ্ভজনের মহত্ত্ব শ্রবণ করিয়া ভজনে অভিলাষ হয়, তিনি শ্রবণগুরু। ঐ শ্রবণগুরুর দীক্ষাদানে শাস্ত্রানুসারিণী যোগ্যতা থাকিলে, তাঁহার নিকট দীক্ষা লওয়া যায়। দীক্ষাদাতা গুরুকে মন্ত্রগুরু কহে।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ। গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥২॥

ইদানীং "আশীর্নমস্ক্রিয়াবস্তুনির্দ্দেশোঽন্ততমঃ স্মৃতঃ" ইত্যাদি প্রমাণাৎ বিশেষেণ নমস্কাররূপমঙ্গলমাচরন্ স্বেষ্টদেবতাং স্বগুরুঞ্চ নমস্করোতীত্যাহ বন্দে ইত্যাদি। সহ একদা উদিতৌ পুষ্পবন্তৌ লুপ্তোপমা, পুষ্পবন্তৌ দিবাকরনিশাকরাবিব "একয়োক্ত্যা পুষ্পবন্তৌ দিবাকরনিশাকরাবি"ত্যমরাৎ। গৌড়োদয়ে গৌড়দেশ এব উদয়াচলে সহোদিতৌ যুগপদুদয়ং প্রাপ্তৌ (উদিতাবিতি বর্ত্তমানে ক্তঃ)। গৌড়োদয়ে ইতি সর্ব্বদা পূর্ণত্বঞ্চ সূচিতং, অতএব চিত্রৌ আশ্চর্য্যৌ, শং কল্যাণং দত্ত ইতি শন্দৌ তমঃ অন্ধকারং অজ্ঞানঞ্চ নুদত ইতি তমোনুদৌ (নুদ্ খণ্ডনে), ইত্যস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দাবহং বন্দ ইত্যন্বয়ঃ ॥ ২ ॥

যুগপৎ উদিত চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় যাঁহারা গৌড়দেশরূপ উদয়গিরিতে উদিত, সকলের কল্যাণসম্পাদক এবং তমোনাশক, সেই আশ্চর্য্যরূপী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দকে আমি বন্দনা করি ॥ ২ ॥

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে গুরুকরণবিধি এইরূপ :—ব্রাহ্মণ বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ব্রাহ্মণের নিকট, ক্ষত্রিয় বৈষ্ণবব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের নিকট, বৈশ্য বিষ্ণু-উপাসক ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের নিকট এবং শূদ্র বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। ক্ষত্রিয়াদি গুরু অনুকল্প। যোগ্য ব্রাহ্মণ পাইলে ক্ষত্রিয়াদির নিকট দীক্ষা গ্রহণ অকর্ত্তব্য এবং উত্তমবর্ণের হীনবর্ণের নিকট দীক্ষাগ্রহণ অবিধেয়। "কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়? যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়।"—এ ব্যবস্থা শ্রবণগুরু সম্বন্ধে, অথবা এস্থলে গুরু শব্দে গুরুবৎ পূজ্য। শ্রবণগুরুর যোগ্যতাভাব হইলে, অন্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণীয়। যিনি ভজন শিক্ষা প্রদান করেন, তিনি শিক্ষাগুরু। এ বিষয়ে শ্রীশ্রীরসামৃতকার বলেন, "গুরুপাদাশ্রয়স্তস্মাৎ কৃষ্ণ দীক্ষাদিশিক্ষণং" অর্থাৎ প্রথমে গুরুদেবের পাদাশ্রয় করিয়া তত্ত্বকথা শ্রবণ ও তৎপরে তাঁহার নিকট দীক্ষা ও শিক্ষা গ্রহণ করিবে। ইহার বিশেষ বিবরণ ভক্তিসন্দর্ভে [illegible]। ফলতঃ গুরুতত্ত্ব একই, কেবল কার্য্যভেদে নাম ভেদ মাত্র।

"অখণ্ডমণ্ডলাকারং" ইত্যাদি প্রমাণে বুঝা যায় যে, গুরুতুল্য উপকারী জগতে আর কেহ নাই। "একমপ্যক্ষরং যস্মাদ্ গুরুঃ শিষ্যে নিবেদয়েৎ। পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্দ্রব্যং যদত্ত্বা চানৃণী ভবেৎ।" অর্থাৎ গুরু যে শিষ্যকে একটীমাত্র অক্ষর প্রদান করেন, পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নাই, যাহা প্রতিদান করতঃ কেহ তাহা হইতে আনৃণ্য লাভ করিতে পারে। দৈব-প্রকৃতি মনুষ্যের নিকট গুরু সাক্ষাৎ দেবতা। এজন্য দৈব প্রকৃতি গ্রন্থকার সর্ব্বপ্রথমে গুরুগণেরই বন্দনা করিয়াছেন।

গুরু-পাদাশ্রয়ে দীক্ষা-শিক্ষাদি লাভ হইলেও ভক্তি ব্যতীত ভগবত্তত্ত্ব অনুভূত হয় না। ভক্তিও ভগবৎ-প্রসাদ ব্যতীত লাভ হইবার উপায় নাই। ভগবৎ প্রসাদলাভের সাধনপন্থাও সুদুর্জ্ঞেয়। ভগবান্ পরম দয়ালু হইলেও, ঐকান্তিক ভক্ত ভিন্ন অন্যের দুঃখ তাঁহার অনুভূত হয় না। হিরণ্যকশিপুর অত্যাচারে স্বর্গ মর্ত্ত্য উপদ্রুত হইলে, ইন্দ্রাদি সুরগণ প্রভুকে দুঃখের কত কথা জানাইয়াছিলেন,—তিনি তখন তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়াছিলেন মাত্র, কোন প্রতিকার করেন নাই। কিন্তু, যখন প্রিয়ভক্ত প্রহ্লাদের প্রতি উপদ্রব হইল, অমনি নৃসিংহমূর্ত্তি ধারণ করতঃ প্রহ্লাদ ও তৎসম্বন্ধীয় লোকের দুঃখ দূর করিয়াছিলেন। ইহাতে প্রতিপন্ন হইল এই যে, ভক্তের কৃপার অধীন ভগবৎকৃপা। ভক্ত নিরঙ্কুশ দীনকেও দয়া করেন, ভক্তকৃপা ব্যতীত ভক্তিলাভ [illegible] ভগবৎসাক্ষাৎকার হয় না। এই হেতু গ্রন্থকার গুরু বন্দনার পরেই ভক্তের বন্দনা করিয়াছেন।

ভক্তিলাভের পর ভগবৎসাক্ষাৎকার হয়, এই নিমিত্ত ভক্ত-বন্দনার পরেই ভগবদ্বন্দনা করিয়াছেন।

দানবগণ সাধকের সাধনের অনেক প্রকার ব্যাঘাত করে এবং ভগবান্ স্বীয় অবতারদ্বারা সেই সমস্ত নিবারণ করেন। তিনি অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন "হে অর্জ্জুন। সাধুদিগের পরিত্রাণ, অসাধুদিগের বিনাশ এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত যুগে যুগে আমি অবতীর্ণ হইব।" এই নিমিত্ত ভগবৎ-বন্দনার পরেই অবতারগণের বন্দনা।

সাধনের পরিপাকে যখন অনন্ত-প্রকাশ ভগবান্ ভক্তের নিকট স্ফুরিত হন, তখন ভক্ত সেই সকল প্রকাশরূপকে বন্দনা করেন। ভগবানের সেই সকল মহিমা সন্দর্শন করিয়া ভক্ত মনে মনে বিচার করেন, ভগবান্ কি উপায়ে স্থাবর জঙ্গমাদিতে প্রকাশিত হন। এই অবস্থায় ভগবানের অবিচিন্ত্য অনন্ত শক্তির সত্তা তাঁহার অনুভূত হয়। এই নিমিত্ত গ্রন্থকার সর্ব্বশেষে শক্তিবর্গের বন্দনা করিয়াছেন।

এই শ্লোকে তত্ত্বসাক্ষাতের সুন্দর ক্রম সূচিত হইয়াছে। অপিচ এতদ্দারা গুর্ব্বাদিতত্ত্ব যে শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীচৈতন্য হইতে অভিন্ন বা এক, ইহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই শ্লোক সাবরণ গ্রন্থ প্রতিপাদ্য শ্রীচৈতন্যদেবের বন্দনামূলক হইলেও গুর্ব্বাদি তত্ত্বখ্যাপনের চমৎকারিত্বে ইহা গ্রন্থকারের তত্ত্বজ্ঞতার অপূর্ব্ব নিদর্শন, সন্দেহ নাই। গ্রন্থকারের বিরচিত পয়ারস্থলে ইহার অবশিষ্ট ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১ ॥

গ্রন্থকার প্রথম শ্লোকে সামান্যাকারে গুর্ব্বাদিতত্ত্বের বন্দনা করিয়া এই শ্লোকে বিশেষভাবে স্বগুরু ও স্বেষ্টদেবতার বন্দনা করিয়াছেন। অতএব ইহা বিশেষ-নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণ। বিশেষের লক্ষণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা,
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং,
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥৩॥

পুনরপি বস্তুনির্দ্দেশরূপমঙ্গলমাচরতি—যদদ্বৈতমিত্যাদি। উপনিষদি বেদশীর্ষকে যৎ অদ্বৈতং নাস্তি দ্বৈতং বিশেষো যত্র তৎ ব্রহ্মেতি বদন্তি ঔপনিষদাঃ, তৎ অস্য চৈতন্য-কৃষ্ণস্য তনুভা তনোর্দ্দেহস্য কান্তিঃ নির্ব্বিশেষাবির্ভাব ইত্যর্থঃ, তত্রৈব তনুকান্তিত্বেনোৎপ্রেক্ষা কৃতা। যোগশাস্ত্রে য আত্মা পরমাত্মা অন্তর্যামী প্রকৃত্যাদিনিয়ামকঃ পুরুষঃ কারণার্ণবশায়ীতি বদন্তি যোগিনঃ, সোঽস্য অংশবিভবঃ ঐশ্বর্য্যরূপঃ। ষড়্ভিরৈশ্বর্য্যৈর্বিশিষ্টঃ যো পূর্ণোভগবানিতি বদন্তি সাত্বতাঃ, স স্বয়ং শ্রীচৈতন্যকৃষ্ণ এব। অতএব ইহ জগতি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাৎ পরং অন্যৎ পরতত্ত্বং মূলতত্ত্বং নাস্তি। কৃষ্ণচৈতন্যাদিত্যনুক্ত্বা চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাৎ ইতি বিপর্য্যয়নির্দ্দেশেন তয়োস্তত্ত্বান্তরত্বমীষদপি নাশঙ্কনীয়মিতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

উপনিষৎসকল যাঁহাকে অদ্বৈতব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন,—তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অঙ্গকান্তি, যোগশাস্ত্র যাঁহাকে পরমাত্মা বা অন্তর্যামিপুরুষ বলেন,—তিনি ইঁহার অংশস্বরূপ, যাঁহাকে ষড়ৈশ্বর্য্যশালী পূর্ণভগবান্ বলে,—তিনি স্বয়ং এই শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য; অতএব জগতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অপেক্ষা আর পরতত্ত্ব নাই ॥ ৩ ॥

যে শ্রীচৈতন্যদেব তামস কলিযুগে হরিনাম প্রচারপূর্ব্বক জীবগণের সংসারমোচনের উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, যে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু আচণ্ডালে সুদুর্লভ প্রেম প্রদানপূর্ব্বক জগৎ সুধারসসিক্ত করিয়াছেন এবং যিনি করুণাবশতঃ গ্রন্থকর্ত্তাকে স্বপ্নে দর্শন দান ও শ্রীবৃন্দাবন গমনের উপদেশ দান করিয়াছেন, সেই কলিঘোরতিমিরবিনাশন ভুবনমঙ্গল শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে মহিমামুগ্ধ গ্রন্থকারের পুনর্ব্বার বিশেষভাবে নমস্কার করা স্বাভাবিক ব্যাপার। গ্রন্থকার তাই এই শ্লোকে অভীষ্টদেব ও নিজগুরুদেবকে বিশেষভাবে নমস্কার করিতেছেন।

এই শ্লোকে ভক্তির সহিত ভাবের গাঢ়তাও সমধিক বর্ত্তমান। আকাশাদির সহিত গৌড়দেশের উপমায় পরিবর্ত্তে উদয়গিরির সহিত উপমা বড়ই চমৎকার। আকাশে এককালে শশী-সূর্য্যের উদয় অনেকেই অবলোকন করিয়া থাকেন, কিন্তু উদয়াচলে উভয় গ্রহের এককালে উদয় অসম্ভব ও অপ্রাকৃত ব্যাপার। ইহাতে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা যে অপ্রাকৃত তত্ত্ব, ইহাই ব্যক্ত হইয়াছে।

আর এক কথা, সূর্য্য সকল দিন পূর্ণভাবে প্রতিভাত হন, কিন্তু কলার হ্রাস-বৃদ্ধি থাকায় চন্দ্রের তাহা নাই,—চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সূর্য্য প্রতিদিন পূর্ণরূপে উদয়াচলে উদিত হইয়া থাকেন বটে; কিন্তু চন্দ্র পূর্ণিমাতিথিতেই কেবল পূর্ণরূপে উদয়গিরিতে দেখা দেন। এই উদয়াচলস্থ সূর্য্যচন্দ্রের উপমায় শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর পূর্ণতা প্রকটিত হইয়াছে।

দেশ ও পাত্রনির্ণয়ান্তর গ্রন্থকার কালনির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। কোন্ সময়ে প্রভুগণের অবতার, এক্ষণে সেই কথা হইতেছে। 'উৎ' পূর্ব্বক 'ই' ধাতু বর্ত্তমানে 'ক্ত' প্রত্যয় করিয়া 'উদিত' পদ নিষ্পন্ন হয়। বর্ত্তমান-প্রয়োগপ্রযুক্ত লীলার বর্ত্তমানতা স্পষ্টরূপেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। হতভাগ্য জীবের নয়নগোচর না হইলেও,—"অদ্যাপি সে লীলা করে গৌরচন্দ্র রায়। কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায় ॥"

'এক মহাপ্রভু আর প্রভু দুইজন' ইত্যাদি প্রমাণ থাকায় বিশেষ নমস্কারস্থলে, গ্রন্থকার তিনপ্রভুকে নমস্কার না করিয়া শুদ্ধ মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুকে নমস্কার করিলেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে:—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু গ্রন্থকারের গুরু; "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ" ইত্যাদি বচনের অনুগত হইয়া তিনি তাই উপদেষ্টা ও দীক্ষাদাতা শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু এবং উপাস্য দেবতা শ্রীমহাপ্রভুকেই বিশেষভাবে বন্দনা করিয়াছেন। এস্থলে প্রভু মর্য্যাদায় বন্দনা করা উদ্দেশ্য নহে।

শ্লোকে 'পুষ্পবন্তৌ' শব্দ লুপ্তোপমা। লুপ্তোপমায় সাদৃশ্যবোধক বাক্যের লোপ হইয়া থাকে। স্বরূপ ও গুণ বা ধর্ম্মের তুলনায় উপমালঙ্কার প্রযুক্ত হয়। এস্থলে স্বরূপাংশেই উপমা হইয়াছে। মানবচক্ষুর গোচর ও অগোচর অবস্থা লইয়াই যেমন চন্দ্রসূর্য্যের উদয়াস্ত বলা হয়, তদ্রূপ এস্থলে প্রভুদ্বয়েরও উদয়াস্ত বলিতে আবির্ভাব তিরোভাবই বুঝিতে হইবে। উদয়াস্ত অর্থে এস্থলে জন্ম মৃত্যু নহে ॥ ২ ॥

গ্রন্থকার এই শ্লোকে বস্তুনির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন। গ্রন্থগত উদ্দিষ্ট বস্তুর নির্দ্দেশের নাম বস্তুনির্দ্দেশ। শ্রীচৈতন্যদেবের অজ্ঞান-তমোনাশিনী প্রেমভক্তি প্রচারের শক্তি কোথা হইতে আসিল, পাছে জীবের মনে এই সন্দেহ সমুদিত হয়, তজ্জন্য তিনি যে কি বস্তু এবং তাঁহার প্রভাবই বা কত, এই শ্লোকে গ্রন্থকর্ত্তা তাহাই সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শন করিতেছেন। চৈতন্য অনুবাদ এবং কৃষ্ণ বিধেয় বলায়, চৈতন্য ও কৃষ্ণ যে অভিন্ন, ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছেন। পূর্ব্বে শাস্ত্রীয় প্রমাণে শ্রীকৃষ্ণ যে সাক্ষাৎপরব্রহ্ম, তাহা স্থির হইয়াছে। অতএব সকলেই জানেন—যেসকল বস্তু প্রত্যেকে কোন এক বস্তুর সমান, তাহারা পরস্পর সমান। সুতরাং গ্রন্থকর্ত্তা সাহস-সহকারে বলিয়াছেন,—'ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ'।

বস্তুনির্ণয়সম্বন্ধে কতিপয় লক্ষণ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। যথা স্বরূপ, তটস্থ ইত্যাদি। গ্রন্থকার এস্থলে সে সমস্ত লক্ষণের অনুশীলন করেন নাই। ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সহিত চৈতন্যচন্দ্রের অভিন্নভাব প্রতিপাদন করিয়া, স্বরূপ-লক্ষণ অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছেন। কোন পদার্থকে যেমন উল্লিখিত

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥ ৪ ॥

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিহ্লাদিনী শক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ,
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপং ॥৫॥

আশীর্ব্বাদরূপমঙ্গলাচরণমাহ—অনর্পিতেতি। শচীনন্দনোহরির্বো যুষ্মাকং হৃদয়কন্দরে সদা স্ফুরত্বিত্যন্বয়ঃ। "দরী তু কন্দরো বাস্ত্রী"ত্যমরঃ। কিম্ভূতঃ ?—চিরাৎ চিরকালং ব্যাপ্য, প্রাক্ অর্থাৎ সত্যত্রেতাদ্বাপরেষু ন অর্পিতাং ইত্যনর্পিতাং ('চরট্ ভূতপূর্ব্বে' ইত্যনেন চরট্ প্রত্যয়ঃ)। উন্নতঃ প্রবীণত্বেন স্বীকৃতোমুখ্য উজ্জ্বলরসঃ শৃঙ্গাররসো যস্যাং তথাভূতাং স্বভক্তিশ্রিয়ং স্বভক্তিসম্পত্তিং, সম্প্রদানানির্দ্দেশাৎ সর্ব্বেভ্যঃ প্রাণিভ্যঃ সমর্পয়িতুং দাতুং করুণয়া কলাববতীর্ণঃ। পুনঃ কিম্ভূতঃ ?—পুরটাৎ সুবর্ণাদপি সুন্দরো-যো-দ্যুতিকদম্বঃ কান্তিসমূহস্তেন সন্দীপিতঃ প্রকাশীকৃতঃ আবৃত ইতি ভাবঃ। অত্র হরিশব্দেন সিংহোপি ব্যজ্যতে। স যথা স্বকান্ত্যা গুহাগতং ধ্বান্তং নিরস্য স্বাপত্যানি পালয়তি তদ্বিপক্ষান্ শৃগালাদীংশ্চ দূরীকরোতি, তথায়মপি স্বস্ফুর্ত্ত্যা অন্তঃকরণং নির্ম্মলীকৃত্য স্বভক্তান্ পালয়তি—তদ্বিরোধিনঃ কামক্রোধাদীংশ্চ বিদ্রাবয়তি; ইত্যাদয়ো বহবোধ্বনেঃ পল্লবা বিদ্যন্তে, বিস্তরভয়ান্নোক্তাঃ, সহৃদয়ৈর্ম্মনীষয়া উদ্ভাবনীয়া ইতি ॥ ৪ ॥

ইদানীং বস্তুনির্দ্দেশ-নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণমাহ—রাধাকৃষ্ণেত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণস্য নরাকৃতিপরব্রহ্মণঃ প্রণয়স্য প্রেম্নঃ বিকৃতির্বিলাসঃ স্বস্যানন্দানুভবসাধনরূপা স্বরূপভূতা হ্লাদিনীশক্তিঃ—শ্রীরাধা, অতস্তৌ শক্তিশক্তিমন্তৌ রাধাকৃষ্ণৌ একাত্মানাবপি পুরা অনাদিকালাৎ ভুবি শ্রীবৃন্দাবনে দেহভেদং গতৌ। অধুনা বৈবস্বতমন্বন্তরীয়াষ্টাবিংশতিচতুর্যুগীয়কলিযুগে তদ্বয়ং রাধাকৃষ্ণদ্বয়ং ঐক্যমাপ্তং প্রাপ্তং চৈতন্যাখ্যং যৎ প্রকটং শ্রীকৃষ্ণস্বরূপং নৌমি স্তৌমি "নুলস্তুতা"বিত্যস্মাৎ। নম্ন

যাহা কখন কাহাকেও অর্পণ করেন নাই, সেই স্বীয় উন্নতোজ্জ্বল ভক্তিরূপ সম্পত্তি সাধারণকে প্রদান করিবার নিমিত্ত; যিনি কৃপা করিয়া কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এবং যিনি সুবর্ণ হইতেও রমণীয় কান্তিযুক্ত, সেই শচীনন্দন হরি তোমাদিগের হৃদয়কন্দরে স্ফুরিত হউন ॥ ৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের বিলাসরূপ হ্লাদিনীশক্তিই শ্রীরাধা, এই হেতু রাধাকৃষ্ণ একাত্মক হইলেও অনাদিকাল হইতে শ্রীবৃন্দাবনে দেহভেদ অঙ্গীকার করিয়াছেন। সম্প্রতি কলিযুগে সেই দুইয়ে একত্বপ্রাপ্ত, এবং বাহে শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি গ্রহণ করিয়া চৈতন্য নামে বিখ্যাত,—সেই শ্রীকৃষ্ণস্বরূপকে আমি স্তুতি করি ॥ ৫ ॥

পদার্থ সমূহের দ্বারা চিহ্নিত করা যায়, তদ্রূপ এখানেও করা হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেব কে ?—না, উপনিষৎসকল যাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তন করেন, যোগশাস্ত্র যাঁহাকে অন্তর্যামী পুরুষ বলিয়া প্রতিপাদন করেন, ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ যিনি ভগবান্, তিনিই এই অনুকম্পাবিভূর্ত এক অদ্বিতীয় মূলতত্ত্ব শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু।

সহসা এই বস্তু-জ্ঞানলাভ সহজ নহে। কি উপায়ে বস্তু জ্ঞানলাভ হইতে পারে, ইহা গ্রন্থকার প্রথম শ্লোকে সঙ্কেত করিয়াছেন। গুরুকৃপা ও ভগবদ্ভক্তের সঙ্গলাভই বস্তু জ্ঞানলাভের মুক্তদ্বার। যখন গুরু ও ভক্তের সংসর্গে হৃদয়ক্ষেত্র নির্ম্মল ও জ্ঞানালোকে আলোকিত হয়, তখন আর অজ্ঞানসম্ভূত সংশয়সমূহ থাকিতে পারে না। যে পর্য্যন্ত চিত্ত নির্ম্মল ও সমুজ্জ্বল না হয়, সে পর্য্যন্ত তত্ত্বপ্রসঙ্গে বিশ্বাস হওয়া সুকঠিন। ভক্তির বিমল যমুনাপ্রবাহে যখন অন্তঃকরণের ধ্বান্তরাশি ধৌত হয়, তখন আপনিই আস্থা আইসে। পরম তাত্ত্বিক কবিরাজ গোস্বামী স্বীয় যোগ্যতাপ্রভাবে যে বস্তু-নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহারই প্রার্থনা অনুসারে তাহা পাঠকগণের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হউক। মূলতত্ত্ব হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইলে, জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তি, সাকার-নিরাকার প্রভৃতি সকল তত্ত্বই আয়ত্ত হইয়া থাকে। ব্রজেন্দ্রনন্দনাভিন্ন শ্রীচৈতন্যদেবই সেই মূলতত্ত্ব। ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান্ সকলই তিনি ॥ ৩ ॥

শ্রীচৈতন্যতত্ত্বে সকলের সহসা বিশ্বাস হওয়া সুকঠিন, কিন্তু তাঁহার কৃপাব্যতীত জীবের সে বিশ্বাসলাভও অসম্ভব। তজ্জন্য গ্রন্থকর্ত্তা জগতের প্রতি করুণাবশতঃ আশীর্ব্বাদ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ভক্তির সকারিভাব দৈন্যের অধীন হইয়া অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট বর্ণকে আশীর্ব্বাদ করা অনুচিত বোধ হওয়ায়, যেন শ্রীস্বরূপ গোস্বামীপাদই আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, এই অভিপ্রায়ে তৎকৃত শ্লোকদ্বারা জগতের মঙ্গল প্রার্থনা করিয়াছেন। অবতারের বাহ্য প্রয়োজন ও যুগধর্ম্মপ্রচারেরও উদ্দেশ করা হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণেতর জাতি যেমন ব্রাহ্মণসন্তানকে সদিচ্ছা প্রণোদিত হইয়া "ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন" বলেন, এস্থলে গ্রন্থকারও ঠিক তাহাই করিয়াছেন ॥ ৪ ॥

পূর্ব্বে শ্লোকদ্বয়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে নন্দনন্দন রূপে নির্দ্ধারিত করায়, এই আপত্তি হইতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণ শ্যামসুন্দর ইঁহাকে গৌরাঙ্গ

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥৬॥
সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী,
গর্ভোদশায়ী চ পয়োব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যা-
নন্দাখ্য-রামঃ শরণং মমাস্তু ॥ ৭ ॥
মায়াতীতে ব্যাপি-বৈকুণ্ঠলোকে
পূর্ণৈশ্বর্য্যে শ্রীচতুর্ব্যূহমধ্যে।

কিং রাধিকা তত্র সাযুজ্যমাপ্তা? নহি নহীত্যাহ রাধায়াঃ ভাবশ্চ দ্যুতিঃ কান্তিশ্চ তাভ্যাং সুবলিতং যুক্তং। রাধায়া ভাবকান্তি-গ্রহণেনৈব তদৈক্যমুৎপ্রেক্ষিতমিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণস্য বাঞ্ছাত্রয়পূরণরূপমবতারমূলপ্রয়োজনমাহ—শ্রীরাধায়া ইত্যাদি। শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা প্রণয়স্য প্রেম্নো মহিমা মহত্ত্বং কীদৃশো বা? অনয়া রাধয়া মদীয়োঽদ্ভুতমধুরিমা আশ্চর্য্যমাধুর্য্যাতিশয়ো যেন প্রেম্না আস্বাদ্যঃ আস্বাদয়িতুং শক্যঃ, স মধুরিমা কীদৃশো বা? মদনুভবাৎ মামনুভূয় অস্যাঃ সৌখ্যং সুখাতিশয়ঃ কীদৃশং বা?—ইতি লোভাৎ তত্ত্রয়ানুভবার্থং লোভাতিশয়াৎ তদ্ভাবাঢ্যঃ তস্যাঃ ভাবযুক্তঃ সন্ শচীগর্ভসিন্ধৌ শচীগর্ভরূপক্ষীরসমুদ্রে হরীন্দুঃ কৃষ্ণচন্দ্র সমজনি প্রাদুর্ব্বভূব ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীমন্নিত্যানন্দতত্ত্বমাহ—সঙ্কর্ষণ ইত্যাদি পঙ্‌ক্তিঃ। পরব্যোম্নি চতুর্ব্যূহস্থিতো যঃ সঙ্কর্ষণঃ, কারণার্ণবশায়ী প্রথমঃ পুরুষাবতারঃ—প্রকৃত্যন্তর্যামী মহাবিষ্ণুঃ; গর্ভোদশায়ী ব্রহ্মাণ্ডান্তর্যামী দ্বিতীয়ঃ; পয়োব্ধিশায়ী ক্ষীরোদশায়ী ব্যষ্ট্যন্তর্যামী তৃতীয়ঃ; শেষ অনন্তশ্চ যস্য অংশকলা অংশশ্চ কলা চ, স নিত্যানন্দরামো মূলসঙ্কর্ষণঃ শ্রীবলদেবো মম শরণমস্য ভবতু ॥ ৭ ॥

সামান্যেনাভিধায় বিশেষেণাহ—মায়াতীতে ইত্যাদি। মায়াতীতে ব্যাপিনি সর্ব্বব্যাপকে ব্রহ্মস্বরূপত্বাৎ পূর্ণষড়ৈশ্বর্য্যাবিশিষ্টে বৈকুণ্ঠলোকে চতুর্ব্যূহমধ্যে যস্য সঙ্কর্ষণাভিধেয়ং রূপং অতিশয়েন প্রকাশতে, তং শ্রীনিত্যানন্দাভিধং রামং প্রপদ্যেঽহম্ ॥ ৮ ॥

শ্রীরাধিকা যে প্রেমদ্বারা আমার অদ্ভুত মধুরিমা আস্বাদন করিতে সমর্থ, তাঁহার সেই প্রেমের মহিমাই বা কি প্রকার, আমার মাধুর্য্যই বা কিরূপ এবং আমাকে অনুভব করিয়া শ্রীরাধিকার যে সুখাতিশয় হইয়া থাকে, সেই সুখই বা কাদৃশ—এই তিন বিষয়ে অতিশয় লোভহেতু, শ্রীরাধিকার ভাব অঙ্গীকার করতঃ, শ্রীশচীদেবীর গর্ভরূপ চন্দ্রসমুদ্রে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়াছেন ॥৬॥

পরব্যোমে চতুর্ব্যূহান্তর্গত সঙ্কর্ষণ কারণার্ণবশায়ী প্রকৃতির অন্তর্যামী প্রথম পুরুষ, গর্ভোদশায়ী ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী দ্বিতীয় পুরুষ, ক্ষীরোদশায়ী ব্যষ্টির অন্তর্যামী তৃতীয় পুরুষ এবং অনন্ত,—ইঁহারা যাঁহার অংশ ও কলা, সেই নিত্যানন্দ নামক বলদেব আমার আশ্রয় হউন ॥ ৭ ॥

মায়াতীত সর্ব্বব্যাপক এবং ষড়ৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ বৈকুণ্ঠলোকে, চতুর্ব্যূহ অর্থাৎ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ—ইহার মধ্যে যাঁহার সঙ্কর্ষণ-নাম্নী মূর্ত্তি প্রকাশিত আছে, সেই নিত্যানন্দাভিধ বলদেবকে আমি আশ্রয় করিলাম ॥ ৮ ॥

এবং তদ্রূপে দেখিতেছি, তবে কি রূপে এক তত্ত্ব? এই আশঙ্কা পরিহারার্থ এই শ্লোকের অবতারণা করিলেন। যে শক্তি দ্বারা পরব্রহ্ম নিরন্তর আনন্দ অনুভব করেন, সেই শক্তির নাম হ্লাদিনী শক্তি। ব্রহ্ম যেমন আনন্দস্বরূপ, তাঁহার শক্তিও তেমনি আনন্দস্বরূপা; সুতরাং অভিন্ন পদার্থ। সেই হ্লাদিনী শক্তিই মূর্ত্তিমতী শ্রীরাধিকা, অতএব রাধাকৃষ্ণ একই স্বরূপ। সেই রাধিকার ভাব গ্রহণ করিয়া ভক্তরূপ এবং কান্তি অঙ্গীকারকরতঃ শ্রীগৌরাঙ্গ হইয়াছেন ॥ ৫ ॥

ভগবান্ শক্তিমান্ হইয়া কি নিমিত্ত শক্তির ভাব ও কান্তি গ্রহণ করিলেন,—এই সন্দেহ নিবারণের নিমিত্ত ষষ্ঠ শ্লোকের সমাবেশ করিলেন। শ্রীরাধিকা—প্রেমের আশ্রয়, শ্রীকৃষ্ণ—প্রেমের বিষয়। আশ্রয় জাতীয় ভাব অঙ্গীকার না করিলে, বিষয় জাতীয় মাধুর্য্যের আস্বাদন হয় না। বিষয়-জাতীয় মাধুর্য্যানুভবে আশ্রয়ের যে সুখ অনুভূত হয়, তাহাও আশ্রয়-জাতীয় ভাব অবলম্বন ব্যতীত জানিতে পারা যায় না। এই নিমিত্ত রাধিকা যে প্রেম দ্বারা আমার মাধুর্য্য আস্বাদন করেন, সেই প্রেমের মহত্ত্ব কতদূর, আমার মাধুর্য্যই বা কীদৃশ এবং আমাকে অনুভব করিয়া শ্রীরাধিকার যে সুখ হয়, তাহাই বা কি প্রকার,—এই বাঞ্ছা করিয়া অর্থাৎ তাহারই আস্বাদন করিতে অভিলাষ করিয়া শ্রীরাধিকার ভাব ও কান্তি গ্রহণ করতঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভক্তরূপ এবং গৌরবর্ণ হইয়াছেন। ৬।

এই শ্লোকেই শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব নিরূপিত করা হইয়াছে; তথাপি প্রীতির প্রাচুর্য্য বশতঃ পশ্চাল্লিখিত চারিটি শ্লোকে শ্রীনিত্যানন্দের বৈভব কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ৭—১১ ॥
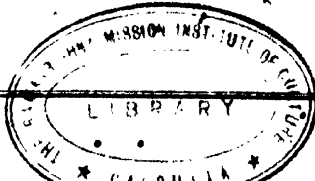
রূপং যস্যোদ্ভাতি সঙ্কর্ষণাখ্যং
তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ৮ ॥
মায়াভর্ত্তাজাণ্ডসংঘাশ্রয়াঙ্গঃ
শেতে সাক্ষাৎকারণাম্ভোধিমধ্যে।
যস্যৈকাংশঃ শ্রীপুমানাদিদেব-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ৯ ॥
যস্যাংশাংশঃ শ্রীলগর্ভোদশায়ী
যন্নাভ্যব্জং লোকসংঘাতনালং।
লোকস্রষ্টুঃ সূতিকাধামধাতু-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ১০ ॥
যস্যাংশাংশাংশঃ পরাত্মাখিলানাং
পোষ্টা বিষ্ণুর্ভাতি দুগ্ধাব্ধিশায়ী।
ক্ষৌণীভর্ত্তা যৎকলা সোঽপ্যনন্ত-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ১১ ॥
মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ,
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ ॥ ১২ ॥
অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে ॥ ১৩ ॥

মায়াভর্ত্তেত্যাদি। মায়য়াঃ প্রকৃতের্ভর্ত্তা নিয়ামকঃ মায়াভর্ত্তা, অজাণ্ডসংঘস্য ব্রহ্মাণ্ডসমূহস্য আশ্রয়ঃ অঙ্গং যস্য সঃ, যস্য পুনঃ কারণাম্ভোধি-মধ্যে শেতে, এবম্ভূতঃ স আদিদেবঃ প্রথমঃ পুমান্ পুরুষঃ মহাবিষ্ণুর্যস্য বলদেবস্য একাংশঃ মুখ্যাংশঃ, তং শ্রীনিত্যানন্দরামমহং প্রপদ্যে ॥ ৯ ॥

যস্যাংশাংশ ইত্যাদি। গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয়ঃ পুরুষঃ—হিরণ্যগর্ভান্তর্যামী যস্য অংশস্যাংশঃ, তং শ্রীনিত্যানন্দাখ্যং বলরামমহং প্রপদ্যে। কোঽসৌ গর্ভোদশায়ীত্যাশঙ্ক্যেনাহ—যস্য লোকসংঘাত এব নালং তৎ, নাভিপদ্মং লোকস্রষ্টুর্ব্রহ্মণঃ সূতিকাধাম উৎপত্তিস্থানমিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

যস্যাংশাংশাংশ ইত্যাদি। অখিলানাং ব্যষ্টিজীবানাং পরমাত্মা অন্তর্যামী পোষ্টা পালয়িতা চ যো দুগ্ধাব্ধিশায়ী বিষ্ণুস্তৃতীয়ঃ পুরুষো ভাতি বিরাজতে, স যস্য বলদেবস্য অংশাংশস্য অংশঃ; যস্য ক্ষৌণীভর্ত্তা ভূভৃৎ অনন্তঃ স যস্য কলা আবেশাবতারত্বাৎ; তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ১১ ॥

শ্রীঅদ্বৈততত্ত্বমাহ—**মহাবিষ্ণুরি**ত্যাদি শ্লোকদ্বয়েন। জগৎকর্ত্তা জগজ্জন্মাদিহেতুর্মহাবিষ্ণুর্মায়া নিয়ন্তা যস্য মায়য়া উপাদাননিমিত্তভূতয়া অদো বিশ্বং সৃজতি, অদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ সর্ব্বশক্তিমান্ তস্যৈব মহাবিষ্ণোরেব অবতারঃ অঙ্গরূপঃ। এব-কারেণ সর্ব্বথা তৎস্বরূপ ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

ইদানীমদ্বৈতাচার্য্যনামনির্ব্বাচনমাহ—**অদ্বৈতমি**ত্যাদি। হরিণা ভগবতা সহ অদ্বৈতাদভেদাৎ অদ্বৈতমিতি ভক্তেঃ শংসনাদুপদেশাৎ আচার্য্যং গুরুং, ভক্তভাবাঙ্গীকারমন্তরেন ভক্তিপ্রচারো নঃ স্যাদত এব ঈশ্বরত্বে সত্যপি ভক্তরূপেণাবতারো যস্য স তং, ভক্তাবতারং তং প্রসিদ্ধং ঈশ্বরমদ্বৈতাচার্য্যনামাশ্রয়ে ॥ ১৩ ॥

যিনি প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণকর্ত্তা, যাঁহার অঙ্গ ব্রহ্মাণ্ডরাশির উদ্ভব-স্থান, যিনি কারণার্ণবে শয়ন করিয়া আছেন এবং আদিপুরুষ মহাবিষ্ণু যাঁহার মুখ্য অংশ, আমি সেই নিত্যানন্দরূপী বলদেবের শরণাগত হই ॥ ৯ ॥

যাঁহার নাভিপদ্ম লোকসমষ্টির আশ্রয় এবং ব্রহ্মার উৎপত্তি-স্থান, সেই গর্ভোদশায়ী যাঁহার অংশের অংশ,—সেই নিত্যানন্দাখ্য বলদেবের আমি শরণাগত ॥ ১০ ॥

ব্যষ্টিজীবের অন্তর্যামী এবং পালনকর্ত্তা ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু যাঁহার অংশাংশের অংশ এবং ভূধারী অনন্ত যাঁহার কলা, সেই নিত্যানন্দরূপ বলরামের আমি শরণ লইলাম ॥ ১১ ॥

যে জগৎকর্ত্তা বিষ্ণু মায়াদ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করেন, এই ঈশ্বর অদ্বৈতাচার্য্য—তাঁহারই অবতার অঙ্গরূপ ॥ ১২ ॥

যিনি হরির সহিত দ্বৈতভাবরহিতপ্রযুক্ত অদ্বৈত এবং ভক্তি প্রচার করেন বলিয়া আচার্য্য, সেই * ভক্তাবতার পরমেশ্বর অদ্বৈতাচার্য্যকে আমি আশ্রয় করি ॥ ১৩ ॥

প্রথম শ্লোকে শ্রীঅদ্বৈত তত্ত্ব নিরূপণ করিলেন। পর শ্লোকে অদ্বৈতাচার্য্য নামের অর্থ করিলেন ॥ ১২ ॥ ১৩ ॥

* ভক্তভাব স্বীকার না করিলে, ভক্তি প্রচার করিতে পারা যায় না।

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকং।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকং ॥১৪॥

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ ॥ ১৫ ॥

দীব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ-
শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীশ্রীরাধাশ্রীলগোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥ ১৬ ॥

পঞ্চতত্ত্বমাহ—পঞ্চতত্ত্বাত্মকমিতি। পঞ্চানাং তত্ত্বানাং সমাহারঃ পঞ্চতত্ত্বং তদেব আত্মা যস্য তং; কিন্তৎ পঞ্চতত্ত্বমিত্যপেক্ষায়ামাহ—ভক্তেত্যাদি। ভক্তো ভক্তভাবময়ঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ শ্রীনিত্যানন্দশ্চ রূপং স্বরূপঞ্চ যস্য স তং। ভক্তস্তদ্ভাবময়োঽদ্বৈতাচার্য্যোঽবতারো যস্য স তং। শুদ্ধভক্তাঃ শ্রীবাসাদয় আখ্যা সংজ্ঞা যস্য স তং। অন্তরঙ্গভক্তা গদাধরাদয়ঃ শক্তয়ো যস্য স তমিত্যর্থঃ, এবস্তূতং শ্রীকৃষ্ণং নমামীতি শেষঃ ॥ ১৪ ॥

জয়তামিতি। সুরতৌ দয়ালূ। "কৃপালু সুরতৌ সমা"বিত্যমরঃ। পঙ্গোঃ স্থানান্তরং গন্তুমসমর্থস্য, শ্লেষেণ অনন্যগতিকস্য। মন্দা জ্ঞান সাধনে কুণ্ঠা মতিঃ প্রজ্ঞা যস্য তস্য মম, এতেন একান্তিত্বং ব্যঞ্জিতং। গম্যতে ইতি গতী ফলরূপৌ, মম সর্ব্বস্বরূপে পদাম্ভোজে যয়োস্তৌ রাধামদনমোহনৌ জয়তাং সর্ব্বোৎকর্ষমাবিষ্কুরুতামিত্যন্বয়ঃ (চিরুৎকর্ষে) ॥ ১৫ ॥

দীব্যদ্বৃন্দেতি—শ্রীমতী রাধা শ্রীলঃ লোকাতীতশোভাযুক্তো গোবিন্দদেবশ্চ তাবহং স্মরামি। কথম্ভূতৌ? দীব্যতি কান্তিমতি বৃন্দাবনে যে কল্পদ্রুমাঃ কল্পবৃক্ষাস্তেষামধঃ মূলে যদ্রত্নাগারং রত্নমন্দিরং তস্মিন্ যৎ সিংহাসনং তত্রাসীনৌ। পুনঃ কথম্ভূতৌ? প্রেষ্ঠালীভিঃ পরমপ্রিয়তমসখীভিঃ ললিতাবিশাখাদিভিঃ সেব্যমানৌ ॥ ১৬ ॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে ভক্তরূপ, শ্রীনিত্যানন্দরূপে ভক্তস্বরূপ, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যরূপে ভক্তাবতার, শ্রীশ্রীবাসাদিরূপে ভক্তাখ্যক এবং শ্রীগদাধরাদিরূপে ভক্তশক্তিক, সেই শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি ॥ ১৪ ॥

যাঁহারা অতিশয় দয়ালু এবং আমার ন্যায় গতিবিহীন ও স্থূলবুদ্ধির একমাত্র গতি এবং যাঁহাদিগের পাদপদ্ম আমার সর্ব্বস্ব, সেই শ্রীরাধা এবং শ্রীমদনমোহন উৎকর্ষ আবিষ্কার করুন ॥ ১৫ ॥

শ্রীবৃন্দাবনস্থ কল্পবৃক্ষের মূলে রত্নময় মন্দিরমধ্যস্থ সিংহাসনে উপবিষ্ট এবং পরমপ্রেষ্ঠ-সখিগণকর্তৃক সেব্যমান—শ্রীমতী রাধিকা ও শ্রীগোবিন্দদেবকে স্মরণ করি ॥ ১৬॥

প্রথম শ্লোকে ছয়তত্ত্ব বলিয়া এই শ্লোকে পঞ্চতত্ত্ব বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, মন্ত্রদাতা গুরু ভগবৎপ্রকাশে এবং শিক্ষাগুরু ভক্তে অন্তর্ভাবিত করিয়া পঞ্চতত্ত্ব নিরূপণ করিলেন। যেমন গোগণ ইতস্ততঃ তৃণচর্বণানন্তর একস্থানে নিশ্চিন্ত হইয়া, সেই ভুক্ততৃণাদি উদ্গীরণ করতঃ রোমন্থন করে, সেইরূপ ভগবান্ ব্রজলীলাদি করণানন্তর শ্রীচৈতন্যরূপে তাহারই আস্বাদন করিলেন। অতএব এই অবতারে সেই সব লীলামাধুর্য্য আস্বাদনার্থ সকলেই ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন।

এস্থানে এইরূপ আপত্তি হইতে পারে যে, পরমেশ্বরের কিরূপে ভক্তভাব হইতে পারে? ইহার সিদ্ধান্ত এই যে, ভগবান্ স্বমুখে বলিয়াছেন—"সাধু সকল আমার হৃদয় এবং আমি সাধুদিগের হৃদয়। যেহেতু সাধুগণ আমাভিন্ন কিছুই জানে না, আমিও সাধুভিন্ন কিঞ্চিন্মাত্র অন্য জানিনা।" এইবাক্যে ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, ভগবান্ নিরন্তর ভক্তদিগকেই চিন্তা করেন, তাঁহার হৃদয়ে ভক্তভিন্ন কিছুই প্রতিভাত হয় না এবং ভক্তগণও নিরন্তর ভগবানকে চিন্তা করেন, তাহাদিগেরও হৃদয়ে ভগবান্ ভিন্ন অন্য কোন বস্তু প্রতিভাত হয় না। তাই নারদ বলিয়াছেন "কচিত্তদ্ভাবনাযুক্তস্তন্ময়োঽনুচকার হ" অর্থাৎ কোন সময় প্রহ্লাদ কৃষ্ণচিন্তায় নিমগ্ন হইয়া কৃষ্ণলীলার অনুকরণ করিয়াছিলেন। আবার বলিয়াছেন "কৃষ্ণগ্রহগৃহীতাত্মা ন বেদ জগদীদৃশং" প্রহ্লাদ কৃষ্ণরূপ গ্রহ (ডাইন) কর্তৃক আবিষ্ট হইয়া এতাদৃশ জগৎ জানিতে পারেন নাই, অর্থাৎ আপনাকে কৃষ্ণ বলিয়াই জানিয়াছিলেন। যদি নিরন্তর ভগবচ্চিন্তায় তদ্ভাবাপত্তি হয়, তবে নিরন্তর ভক্তচিন্তায় ভগবানেরই বা ভক্তভাবাপত্তি না হইবে কেন? শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠা শ্রীরাধিকার চিন্তায় কেন না রাধিকা ভাবাপত্তি হইবে? কাঁচপোকা যখন তৈলপায়িকা লইয়া যায়, তখন ঐ তৈলপায়িকা কাঁচপোকা ভাবিতে ভাবিতে যদি কাঁচপোকার রূপ ধারণ করিতে পারে, তবে ভগবান্ নিরন্তর 'রাধা রাধা' ভাবিয়া কেনই বা না তাঁহার কান্তি ধারণ করিবেন? এ সকল বিষয় সহৃদয়সংবেদ্য।

একণে ইহাই প্রতিপাদিত হইল যে, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাকে ভাবিয়া তাঁহার ভাবকান্তিতে আবিষ্ট হইয়াছেন। এই নিমিত্ত সকল শক্তির মূলস্বরূপা শ্রীরাধা,—তাঁহা অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ ভক্ত নাই; তাই তাঁহার ভাব অবলম্বন করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তরূপ হইলেন। তবে যখন স্বরূপে আবিষ্ট হয়েন, তখন শ্যামসুন্দর রূপেই প্রকাশ পান। এস্থলে তাদৃশ ভক্তবিশেষের অনুভবই প্রমাণ। এইরূপ যখন স্বশক্ত্যাবিষ্ট শোধাদিতে অভিমান হয়,

শ্রীমান্রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষণ্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েস্তু নঃ॥১৭॥
১। এই তিনঠাকুর গৌড়ীয়াকে করিয়াছেন আত্মসাৎ।
এ তিনের চরণ বন্দি, তিনে মোর নাথ॥
গ্রন্থের আরম্ভে করি মঙ্গলাচরণ।
গুরু, বৈষ্ণব, ভগবান্—তিনের স্মরণ॥
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্নবিনাশন।
অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিত-পূরণ॥
সে মঙ্গলাচরণ হয় ত্রিবিধ প্রকার।—
২। বস্তুনির্দ্দেশ, আশীর্ব্বাদ, আর নমস্কার॥
প্রথম দুই শ্লোকে ইষ্টদেবে নমস্কার।
সামান্য-বিশেষরূপে দুই ত প্রকার॥
তৃতীয় শ্লোকেতে করি বস্তুর নির্দ্দেশ।
৩। যাহা হইতে জানি পরতত্ত্বের উদ্দেশ॥
চতুর্থ শ্লোকেতে করি জগতে আশীর্ব্বাদ।
সর্ব্বত্র মাগিয়ে কৃষ্ণচৈতন্য-প্রসাদ॥
৪। সেই শ্লোকে কহি বাহ্য অবতার-কারণ।
৫। পঞ্চম ষষ্ঠ শ্লোকে কহি মূল-প্রয়োজন॥
এই ছয় শ্লোকে কৃষ্ণচৈতন্যের তত্ত্ব।
আর পঞ্চ শ্লোকে নিত্যানন্দের মহত্ত্ব॥
আর দুই শ্লোকে অদ্বৈততত্ত্বাখ্যান।
আর এক শ্লোকে পঞ্চতত্ত্বের ব্যাখ্যান॥
এই চৌদ্দ শ্লোকে কহি মঙ্গলাচরণ।
৬। তঁহি মধ্যে কহি সব বস্তু-নিরূপণ॥
সব শ্রোতা বৈষ্ণবেরে করি নমস্কার।
এই সব শ্লোকের করি অর্থ-বিচার॥
সকল বৈষ্ণব শুন করি' একমন।
৭। চৈতন্যকৃষ্ণের শাস্ত্রমত নিরূপণ॥
৮। কৃষ্ণ, গুরুদ্বয়, ভক্ত, অবতার, প্রকাশ।
৯। শক্তি,—এই ছয় রূপে করেন বিলাস॥

শ্রীমান্ ইত্যাদি—বেণুস্বনৈর্গোপসুন্দরীরাকর্ষন্ সন্, রাস এব রসঃ তমারভ্য শোভমানঃ সঃ, অত এব শ্রীমান্ শোভাতি-

যিনি বেণুধ্বনি দ্বারা গোপীগণকে আকর্ষণ করতঃ রাসলীলাকারী এবং বংশীবটসমীপে যোগপীঠে অবস্থিত, সেই সর্ব্বাতিশয়-শোভাশালী গোপীনাথ আমার সমস্ত অভীষ্ট সম্পাদন করুন॥ ১৭॥

তখন বলদেবের ভক্তাভিমান উদ্বুদ্ধ হইয়া ঐশ্বর্য্যকে আচ্ছাদিত করে। অংশ শিবরূপাবিষ্ট রুদ্রে যখন অভিমান হয়, তখন মহাবিষ্ণুর ভক্তাভিমান প্রবল হইয়া স্বীয় ঐশ্বর্য্যকে আবরণ করে, সুতরাং শ্রীঅদ্বৈত এবং শ্রীনিত্যানন্দেরও ভক্তভাব হইয়াছে। শ্রীবাসাদি ভক্তবর্গ ভগবানেরই অধিষ্ঠান এবং রুক্মিণ্যাদি স্বরূপশক্তি ভক্তবর্গমধ্যে সন্নিবেশিত হইলেও ভগবানেরই স্বরূপভূত, তাই তাঁহাদিগকে পৃথক্ নির্দ্দেশ করিলেন। এই পঞ্চতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন, সেইজন্যই গ্রন্থকার শ্রীকৃষ্ণকে পঞ্চতত্ত্বাত্মক বলিয়াছেন॥ ১৪॥ ॥ ১৭॥

১। এই .....আত্মসাৎ—গোবিন্দ, গোপীনাথ এবং মদনমোহন অর্থাৎ মদনগোপাল—এই তিন ঠাকুর গৌড়ীয়াকে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর সম্প্রদায়কে আত্মসাৎ করিয়াছেন অর্থাৎ আপনার বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। শ্রীরূপ গোস্বামী গোবিন্দকুণ্ড হইতে গোবিন্দদেবকে প্রাপ্ত হন। শ্রীসনাতন গোস্বামী মথুরার চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণের গৃহে মদনমোহনকে লাভ করেন এবং শ্রীমধুপণ্ডিত বংশীবটের সমীপস্থ যোগপীঠে গোপীনাথকে লাভ করেন। এই তিন মহাশয়ই ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সম্প্রদায়ভুক্ত। এই হেতু গৌড়দেশস্থ রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র ও বৈদিক ব্রাহ্মণগণ শ্রীমহাপ্রভুর সম্প্রদায়ভুক্ত হইলে, এই তিনের সেবাদি করিতে পারেন, অন্যে পারে না।

২। বস্তুনির্দ্দেশ—তত্ত্বনিরূপণ। ৩। পরতত্ত্ব=মূলতত্ত্ব। উদ্দেশ—সামান্য কথন। ৪। অবতারের বাহ্যকারণ—যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তন।

৫। পঞ্চম .....প্রয়োজন—পঞ্চম শ্লোকে শ্রীরাধিকাতত্ত্ব নির্দ্দেশ। ষষ্ঠ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের বাঞ্ছাত্রয় অর্থাৎ রাধাপ্রেমের ইয়ত্তা, স্বমাধুর্য্যের অনুভব জন্য শ্রীরাধার সুখাতিশয় এবং স্বমাধুর্য্যের ইয়ত্তা, এই তত্ত্বত্রয় আস্বাদনার্থ ভক্তভাব অঙ্গীকারপূর্ব্বক অবতার করিয়া, আস্বাদন করাই মূল প্রয়োজন অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য অবতারের মুখ্য কারণ। ৬। তঁহি নিরূপণ—সেই সেই শ্লোকের মধ্যে সেই সেই তত্ত্বের নিরূপণ করিয়াছি।

৭। চৈতন্য ... নিরূপণ—কৃষ্ণচৈতন্য না বলিয়া চৈতন্যকৃষ্ণের এইরূপে নির্দ্দেশ করায়, চৈতন্যরূপে প্রকট শ্রীকৃষ্ণই মূলতত্ত্ব, ইহাই গ্রন্থকারের অভিপ্রায়। চৈতন্যকৃষ্ণের শাস্ত্রমতে নিরূপণ এই কথায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্রমত ভিন্ন অন্যমত গ্রহণ করেন না, ইহাই তাৎপর্য্য।

৮। গুরুদ্বয়—মন্ত্রগুরু ও শিক্ষাগুরু। এইস্থানে শিক্ষাগুরু শব্দে ভজনশিক্ষক এবং যাঁহার নিকট শ্রবণ করিয়া ভজন করিতে রুচি জন্মে, সেই শ্রবণগুরুই বুঝিতে হইবে; শ্রবণগুরু অর্থাৎ বর্ত্মপ্রদর্শক গুরু। ৯। এই ছয়রূপে=১ কৃষ্ণ, ২ গুরুদ্বয়, ৩ ভক্ত, ৪ অবতার, ৫ প্রকাশ, ৬ শক্তি,—এই ছয় রূপে।

এই ছয় তত্ত্বের করি' চরণ বন্দন।
প্রথমে সামান্যে করি মঙ্গলাচরণ'।
বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকং ॥*
মন্ত্রগুরু, আর যত শিক্ষাগুরুগণ ;
তাঁ' সবার চরণ আগে করিয়ে বন্দন।
শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট-রঘুনাথ,
শ্রীজীব, গোপাল-ভট্ট, দাস-রঘুনাথ।
এই ছয় গুরু—শিক্ষাগুরু যে আমার ;
এই গুরুগণে আগে করি নমস্কার।
১। ভগবানের ভক্ত যত শ্রীবাসপ্রধান ;
তাঁ' সবার পাদপদ্মে সহস্র প্রণাম।
অদ্বৈত-আচার্য্য—প্রভুর অংশ-অবতার ;
তাঁর পাদপদ্মে কোটি প্রণতি আমার।
২। নিত্যানন্দ-রায়—প্রভুর স্বরূপপ্রকাশ ;
তাঁর পাদপদ্ম বন্দোঁ, যাঁর মুঞি দাস।
গদাধর-পণ্ডিতাদি—প্রভুর নিজশক্তি ;
তাঁ' সবার চরণে মোর সহস্র প্রণতি।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রভু স্বয়ংভগবান্ ;
তাঁহার পদারবিন্দে অনন্ত প্রণাম।
৩। সাবরণ-প্রভুরে করিয়া নমস্কার ;
৪। এই ছয় তেঁহ যৈছে, করি সে বিচার।
৫। যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ।
গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে ;
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে সপ্তদশাধ্যায়ে দ্বাবিংশতিশ্লোকে উদ্ধবং প্রতি ভগবদ্বাক্যং—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়োগুরুঃ ॥ ১৮ ॥

৬। শিক্ষাগুরুকে ত জানি—কৃষ্ণের স্বরূপ ;
অন্তর্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ—এই দুইরূপ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে উনত্রিংশাধ্যায়ে ষষ্ঠশ্লোকে শ্রীভগবন্তং প্রতি শ্রীমদুদ্ধববাক্যং—

নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-

শয়প্রকটনশীলঃ তস্মিন্নেব নিখিলমাধুর্য্যাবিস্তারাৎ। বংশীবটনামা বটস্তস্য সমীপে যোগপীঠে অবস্থিতঃ। এবংভূতো গোপীনাথস্তন্নামা শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহো নোঽস্মাকং শ্রিয়ে অভীষ্টসম্পত্তয়েঽস্ত ইত্যন্বয়ঃ ॥ ১৭ ॥

আচার্য্যমিত্যাদি। আচার্য্যং গুরুং মাং মৎস্বরূপং বিজানীয়াৎ, কদাচিদপি তং নাবমন্যেত। যতোগুরুঃ সর্ব্বদেবময়ঃ সর্ব্বেষাং দেবানাং শক্ত্যাবিষ্ট অতোমর্ত্ত্যবুদ্ধ্যা তস্মৈ নাসূয়েত তস্মিন্ দোষারোপং ন কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

নৈবোপযন্তীত্যাদি। হে ঈশ ইন্দ্রিয়াদীনাং সৎপথপ্রবর্ত্তক ! কবয়োব্রহ্মবিদোপি ব্রহ্মায়ুষাপি চিরকালে-

---

হে উদ্ধব ! গুরুদেবকে আমার স্বরূপ বলিয়াই জানিবে, কখনই তাঁহাকে অবজ্ঞা করিবে না। যে হেতু গুরু সর্ব্বদেবাশ্রয়,—অতএব মনুষ্য-জ্ঞানে তাঁহাতে কোন দোষারোপ করিবে না ॥ ১৮ ॥

হে বিভো ! ব্রহ্মবিদ্‌গণ আপনার কৃত উপকার স্মরণ করতঃ বর্দ্ধিতপরমানন্দ হইয়া কিছুতেই আনৃণ্য লাভ

১। ভগবানের…প্রধান—শ্রীবাস যাঁহাদিগের প্রধান—অগ্রগণ্য, সেই ভগবানের যত ভক্তগণ।

২। নিত্যানন্দ…দাস—বলদেব বৈষ্ণবগণান্তঃপাতী হইলেও, নিজগুরু বলিয়া নিত্যানন্দপ্রভুকে স্বরূপপ্রকাশ বলিলেন। "যাঁর মুঞি দাস" এই বাক্যেই ইহা স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন এবং পরেও বলিলেন "যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস, তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ।"

৩। সাবরণ—পারিষদের সহিত। ৪। তেঁহ—তিনি অর্থাৎ মহাপ্রভু যে রূপে এই ছয় তত্ত্ব হইয়াছেন, এক্ষণে তাহারই বিচার করিতেছি।

৫। গুরু—এ স্থানে মন্ত্রগুরু। * ১ পৃষ্ঠায় দেখুন।

ম্নাচার্য্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি ॥ ১৯ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং দশমাধ্যায়ে দশম-শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং—

তেষাং সতত-যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥২০॥

যথা ব্রহ্মণে স্বয়মুপদিশ্যানুভাবিতবান্।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে ত্রিংশদবধি পঞ্চত্রিংশৎ-শ্লোকে ব্রহ্মাণং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং—

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতং।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥ ২১ ॥

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ ॥ ২২ ॥

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্যৎ সদসৎ পরং।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত
সোঽস্ম্যহম্ ॥ ২৩ ॥

নাপি তবাপচিতিং প্রত্যুপকারং আনৃণ্যমিতি যাবৎ নৈব উপযন্তি প্রাপ্নুবন্তি। যতস্তংকৃতমুপকারং স্মরন্ত ঋদ্ধমুদ উপচিত-পরমানন্দা ভবন্তি। উপকারমেবাহ—যো ভবান্ বহিরাচার্য্যবপুষা গুরুরূপেণ, অন্তশ্চৈত্ত্যবপুষা অন্তর্যামিরূপেণ, অশুভং বিষয়বাসনাং বিধুন্বন্ নিরস্যন্ স্বগতিং নিজং রূপং ব্যনক্তি প্রকটয়তি তস্য তব ॥ ১৯ ॥

ভূতানাঞ্চ সম্যগ্‌জ্ঞানমহং দদামীত্যাহ—তেষামিতি। এবং সততযুক্তানাং ময্যাসক্তচিত্তানাং প্রীতিপূর্ব্বকং যথা স্যাত্তথা ভজতাং তং বুদ্ধিরূপং যোগমুপায়ং দদামি। তমিতি কং?—যেন তে ভক্তা মামুপযান্তি প্রাপ্নুবন্তি ॥ ২০ ॥

অথ তত্র পরমভাগবতায় ব্রহ্মণে শ্রীভাগবতাখ্যং নিজশাস্ত্রমুপদেষ্টুং তৎপ্রতিপাদ্যতমং বস্তুচতুষ্টয়ং প্রতিজানীতে—জ্ঞানমিতি। মে মম ভগবতো জ্ঞানং শব্দদ্বারাযাথার্থ্যনির্দ্ধারণং ময়া গদিতং সৎ গৃহাণ। ইত্যন্যো ন জানাতীতি ভাবঃ। যতঃ পরমগুহ্যং ব্রহ্মজ্ঞানাদপি রহস্যতমং; মুক্তানামপি সিদ্ধানামিত্যাদেঃ। তচ্চ বিজ্ঞানেন তদনুভবেনাপি যুক্তং গৃহাণ। ন কেবলমেতাবদেব, কিঞ্চ সরহস্যং তত্রাপি রহস্যং যৎ কিমপ্যস্তি তেনাপি সহিতং, তচ্চ প্রেমভক্তিরূপমিত্যগ্রে ব্যঞ্জয়িষ্যতে। তথা তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ, তচ্চ সতি স্বপরাধাদ্যাবিঘ্নে নষ্টে ঝটিতি বিজ্ঞানরহস্যে প্রকটয়েৎ, তস্মাত্তস্য জ্ঞানস্য সহায়ঞ্চ গৃহাণেত্যর্থঃ। তচ্চ শ্রবণাদিভক্তিরূপমিত্যগ্রে ব্যঞ্জয়িষ্যতে। যদ্বা রহস্যমিতি তদঙ্গস্যৈব বিশেষণং, সুহৃদাবিব মিথঃ সংবর্দ্ধকয়োরেকত্রাবস্থানাদিতি ॥ ২১ ॥

তত্র সাধ্যয়োর্বিজ্ঞানরহস্যয়োরাবির্ভাবার্থমাশিষং দদাতি—যাবানহমিতি। যাবান্ স্বরূপতো যৎ পরিমাণকোঽহং। যথা ভাবঃ সত্তা যস্যেতি যল্লক্ষণোঽহমিত্যর্থঃ। যানি স্বরূপান্তরঙ্গাণি রূপাণি শ্যামচতুর্ভুজত্বাদীনি গুণাঃ ভক্ত-বাৎসল্যাদ্যাঃ কর্ম্মাণি তত্তল্লীলা যস্য স যদ্রূপগুণকর্ম্মকোঽহং তথৈব তেন সর্ব্বেণ প্রকারেণৈব তত্ত্ববিজ্ঞানং যাথার্থ্যানুভবো মদনুগ্রহাত্তে তবাস্তু। এতেন চতুঃশ্লোকার্থস্য নির্ব্বিশেষপরত্বং স্বয়মেব নিরস্তং। তত্ত্ববিজ্ঞানপদেন রূপাদীনামপি স্বরূপভূতত্বং ব্যক্তং। অত্র বিজ্ঞানাশীঃ স্পষ্টা। রহস্যাশীশ্চ পরমানন্দাত্মক-তত্তদ্যাথার্থ্যানুভবেনাবশ্য-প্রেমোদয়াৎ ॥ ২২ ॥

তদেবাভিধেয়চতুষ্টয়ং চতুঃশ্লোক্যা নিরূপয়ন্ প্রথমং জ্ঞানার্থং স্বলক্ষণং প্রতিপাদয়তি—অহমেবাসমিতি।

করিতে পারিতেছেন না। যেহেতু আপনি বাহিরে গুরুরূপে উপদেশদ্বারা এবং অন্তরে অন্তর্যামিরূপে সৎপ্রবৃত্তিদ্বারা দেহিগণের বিষয়বাসনা নিরাস করতঃ নিজরূপ প্রকট করিয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—হে পার্থ! যাহারা আমাতে আসক্তচেতাঃ এবং আমাকে প্রীতিপূর্ব্বক ভজনা করে, আমি তাহাদিগকে যাহাতে আমায় পাইতে পারে, এমন উপায় উদ্ভাবন করিয়া দিই ॥ ২০ ॥

ভগবান্ স্বয়ং ব্রহ্মাকে যে উপদেশ দিয়া স্বরূপ অনুভব করাইয়াছিলেন, তাহাই বলিতেছেন—

হে ব্রহ্মন্! পরম রহস্য (১)জ্ঞান, (২)বিজ্ঞান, ভক্তি এবং ভক্তিসাধন তোমাকে দিতেছি, তুমি গ্রহণ কর ॥ ২১ ॥

হে বেদগর্ভ! আমার পরিমাণ, সত্তা. স্বরূপভূত শ্যামচতুর্ভুজাদি রূপ, ভক্তবাৎসল্যাদিগুণ এবং তত্তল্লীলা স্বরূপত যাদৃশী, আমার কৃপায় সেই সকল তোমার অনুভব-গোচর হউক ॥ ২২ ॥

(১) জ্ঞান = তত্ত্ব নির্দ্ধারণ। (২) বিজ্ঞান = অনুভব।

ঋতেহর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি। তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ ॥২৪॥

তত্রাহং-শব্দেন তদ্বক্তা মূর্ত্ত এবোচ্যতে, ন তু নির্ব্বিশেষং ব্রহ্ম তদবিষয়ত্বাৎ। আত্মজ্ঞানতাৎপর্য্যকত্বে তত্ত্বমসীতিবৎ ত্বমেবাসীরিতি বক্তুমুচিতত্বাৎ। ততশ্চায়মর্থঃ,—সম্প্রতি ভবন্তং প্রতি প্রাদুর্ভবন্নসৌ পরমমনোহর-শ্রীবিগ্রহোঽহমেবাগ্রে মহাপ্রলয়কালেঽপ্যাসমেব। অতো বৈকুণ্ঠ-তৎপার্ষদাদীনামপি তদুপাঙ্গত্বাদহংপদেনৈব গ্রহণং রাজাসৌ গচ্ছতীতিবৎ, ততস্তেষাঞ্চ তদ্বদেব স্থিতির্বোধ্যতে। অহমেবেত্যেবকারেণ কর্ত্রন্তরস্যাস্নপন্থাদিকস্য চ ব্যাবৃত্তিঃ। আসমেব সাম্প্রতং ভবতা দৃশ্যমানৈর্বিশেষৈরেভিরগ্রেপি বিরাজমান এবাতিষ্ঠমিতি নিরাকারত্বাদিকস্যৈব ব্যাবৃত্তিঃ। এতেন প্রকৃতীক্ষণতোপি প্রাগ্ভাবাৎ পুরুষাদপ্যুত্তমত্বেন ভগবজ্জ্ঞানমেব কথিতং। নন্বু কচিন্নির্বিশেষমেব ব্রহ্মাসীদিতি শ্রূয়তে, তত্রাহ—সৎকার্য্যং অসৎকারণং তয়োঃ পরং যদ্ব্রহ্ম তন্ন মত্তোঽন্যৎ। তদানীং প্রপঞ্চে বিশেষাভাবাৎ নির্ব্বিশেষ-চিন্মাত্রাকারেণ, বৈকুণ্ঠে তু সবিশেষ-ভগবদ্রূপেণেতি শাস্ত্রদ্বয়ব্যবস্থা। এতেন ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমিত্যাদ্যুক্তং ভগবজ্জ্ঞানমেব প্রতিপাদিতং। অতএবাস্য জ্ঞানস্য পরমগুহ্যত্বমুক্তং। নন্বু সৃষ্টেরনন্তরং জগতি নোপলভ্যসে তত্রাহ—পশ্চাৎ সৃষ্টেরনন্তরমপ্যহমেবাস্ম্যেব, বৈকুণ্ঠে তু ভগবদাদ্যাকারেণ প্রপঞ্চে ত্বন্তর্য্যাম্যাকারেণেতি শেষঃ। এতেন সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়হেতুরহেতুরন্তর্য্যাদিনা প্রতিপাদিতং ভগবজ্জ্ঞানমেবোপদিষ্টং। নন্বু সর্ব্বত্র ঘটপটাদ্যাকারা যে দৃশ্যন্তে তে তু তদ্রূপাণি ন ভবন্তীতি তবাপূর্ণত্বপ্রসক্তিঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—যদেতদ্বিশ্বং তদপ্যহমেব মদনন্যত্বান্মামকমেবেত্যর্থঃ। অনেন "সোঽয়ং তেঽভিহিতস্তাত ভগবান্ বিশ্বভাবনঃ। সমাসেন হরের্নান্যদন্যস্মাৎ সদসচ্চ যৎ।"—ইত্যাদ্যুক্তং ভগবজ্জ্ঞানমেবোপদিষ্টং। তথা প্রলয়ে যোঽবশিষ্যেত সোঽহমেবাস্ম্যেব। এতেন "ভবানেকঃ শিষ্যতে শেষসংজ্ঞ" ইত্যাদ্যুক্তং ভগবজ্জ্ঞানমেবোপদিষ্টং। তথা পূর্ব্বং সানুগ্রহপ্রকাশ্যত্বেন প্রতিজ্ঞাতং যাবত্ত্বং সর্ব্বকালদেশাপরিচ্ছেদ্যত্বজ্ঞাপনয়োপদিষ্টং। এবং নান্যদ্ যৎ সদসৎ-পরমিত্যনেন ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমিতি জ্ঞাপনয়া যথাভাবত্বং, সর্ব্বাকারাবয়বিভগবদাকারনির্দ্দেশেন বিলক্ষণানন্তরূপত্বজ্ঞাপনয়া যদ্রূপত্বং, সর্ব্বাশ্রয়তানির্দ্দেশেন বিলক্ষণানন্তগুণত্বজ্ঞাপনয়া যদ্গুণত্বং, সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়োপলক্ষিত-বিবিধক্রিয়াশ্রয়ত্বকথনেনালৌকিকানন্তকর্ম্মত্বজ্ঞাপনয়া যৎকর্ম্মত্বঞ্চ ॥ ২৩ ॥

অথ তাদৃশ রূপাদিবিশিষ্টস্যাত্মনোব্যতিরেকমুখেন বিজ্ঞাপনার্থং মায়ালক্ষণমাহ—ঋতেঽর্থমিত্যাদি। অর্থং পরমার্থভূতং মাং বিনা যৎ প্রতীয়েত, মৎপ্রতীতৌ তৎপ্রতীত্যভাবাৎ মত্তোবহিরেব যস্য প্রতীতিরিত্যর্থঃ। যচ্চাত্মনি ন প্রতীয়েত যস্য চ মদাশ্রয়ত্বং বিনা স্বতঃ প্রতীতির্নাস্তীত্যর্থঃ। তথালক্ষণং বস্তু আত্মনো মম পরমেশ্বরস্য, মায়াং জীবমায়াগুণমায়েতি দ্ব্যাত্মিকাং মায়াখ্যশক্তিং বিদ্যাৎ। তত্র শুদ্ধজীবস্যাপি চিদ্রূপত্বাবিশেষেণ তদীয়রশ্মিস্থানীয়ত্বেন চ স্বান্তঃপাতএব বিবক্ষিতঃ। অর্থং বিনা প্রতীতৌ দৃষ্টান্তঃ যথাভাস ইতি। আভাসোজ্যোতির্বিম্বস্য স্বীয়প্রকাশাদ্ব্যবহিতপ্রদেশে কশ্চিদুচ্ছলিতপ্রতিচ্ছবিবিশেষঃ, স যথা তস্মাদ্বহিরেব প্রতীয়তে ন চ তং বিনা তস্য প্রতীতিস্তথা সাপীতি। ভগবদাশ্রয়ং বিনা স্বতোঽপ্রতীতৌ দৃষ্টান্তো যথা তম ইতি। অন্ধোকারো যথা জ্যোতিষোঽন্যত্রৈব প্রতীয়তে জ্যোতির্বিনা চ ন প্রতীয়তে জ্যোতিরাত্মনা চক্ষুষৈব তৎ প্রতীতির্ন পৃষ্ঠাদিনা ইতি তথেয়মপীতি জ্ঞেয়ং। বিদ্যাদিতি প্রথমপুরুষনির্দ্দেশস্ত্বায়ং ভাবঃ। অন্যান্ প্রত্যেব খল্বয়মুপদেশঃ ত্বন্তু মদ্ভক্তশক্ত্যা সাক্ষাদেবানুভবন্নসীতি। এবং মায়িকদৃষ্টিমতীত্যৈব রূপাদিবিশিষ্টং মামনুভবেদিতি ব্যতিরেকমুখেনানুভাবনস্যায়ং ভাবঃ। শব্দেন নির্দ্ধারিতস্যাপি মৎস্বরূপাদের্মায়াকার্য্যাবেশেনৈবানুভবো ন ভবতি তদনুভবার্থং মায়াত্যাজনমেব কর্ত্তব্যমিতি। এতেন তদ্বিনাভাবাৎ প্রেমাপ্যনুভাবিত ইতি গম্যতে ॥ ২৪ ॥

হে প্রজাপতে! প্রলয়কালে আমিই ছিলাম; কার্য্য, কারণ ও কার্য্যকারণাতীত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মও আমা হইতে পৃথক্ নহে; সৃষ্টির পরেও আমিই থাকিব এবং এই যে বিশ্ব দেখিতেছ, ইহাও আমা হইতে ভিন্ন নহে ॥ ২৩ ॥

পরমার্থভূত বস্তু আমি ব্যতীত যাহার প্রতীতি হয়, অর্থাৎ আমার প্রতীতি হইলে যাহার প্রতীতি হয় না, মদাশ্রয় ভিন্ন যাহার স্বতঃ প্রতীতি হয় না, তাহাকেই আমার মায়া বলিয়া জানিবে। যেমন আভাস জ্যোতির্বিম্বের বাহিরেই

এই শ্লোকে কেবল ভগবজ্জ্ঞানই উপদিষ্ট হইল। ২৩। এই শ্লোকে শ্রীভগবানের সহিত মায়ার কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা বুঝাইবার জন্য দৃষ্টান্ত দিলেন যেমন আভাস ও তম। অন্ধকার যেমন আলোকের অপেক্ষী, মায়াও তেমনি ভগবানের অপেক্ষিকা। ২৪।

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহং ॥ ২৫ ॥
এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎস্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥২৬॥

এতন্মতং সমাতিষ্ঠ পরমেণ সমাধিনা।
ভবান্ কল্পবিকল্পেষু ন বিমুহ্যতি কর্হিচিৎ ॥ ২৭ ॥

তথাহি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে প্রথম শ্লোকঃ—*
চিন্তামণির্জয়তি সোমগিরির্গুরুর্মে

অথ তত্রৈব প্রেমরহস্যত্বং বোধয়তি—যথা মহান্তীতি। যথা মহান্তি ভূতানি নানাবিধেষু প্রাণিষু প্রবিষ্টানি অন্তঃস্থিতানি অপ্রবিষ্টানি বহিঃস্থিতানি চ ভান্তি, তথা তেষু; ন তেষু ভক্তেষ্বপ্যহমন্তর্মনোবৃত্তিষু বহিরিন্দ্রিয়বৃত্তিষু চ বিস্ফুরামীতি। ভক্তেষু সর্ব্বথানন্যবৃত্তিতা হেতুর্নাম কিমপি স্বপ্রকাশং প্রেমাখ্যমানন্দাত্মকং বস্তু মম রহস্যমিতি ব্যক্তিতং ॥ ২৫ ॥

অথ ক্রমপ্রাপ্তং রহস্যপর্য্যন্তস্য সাধকত্বাৎ রহস্যত্বেনৈব তদঙ্গমুপদিশতি—এতাবদেবেতি। আত্মনো মম ভগবতস্তত্ত্বজিজ্ঞাসুনা যাথার্থ্যমনুভবিতুমিচ্ছুনা এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং শ্রীগুরুচরণেভ্যঃ শিক্ষণীয়ং। কিন্তৎ—যৎ একমেব বস্তু অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং বিধিনিষেধাভ্যাং সদা সর্ব্বত্র স্যাদিতি উপপদ্যতে। তত্রান্বয়েন যথা "এতাবানেব লোকেঽস্মিন্" ইত্যাদি; ব্যতিরেকেন যথা "মুখবাহূরুপাদেভ্য" ইত্যাদি। সর্ব্বত্রৈব ভগবদ্ভজনমেবোপদিষ্টমিতি নির্দ্দিষ্ট-রহস্যাঙ্গমিতি ॥ ২৬ ॥

নন্বতিগম্ভীরার্থং চতুঃশ্লোকীভাগবতমিদং কথং ময়াবগন্তুং শক্যং বিবদমানানাং মতবৈবিধ্যাদিত্যত আহ—এতদিতি। এতন্মতং মদীয়ং সম্যগনুতিষ্ঠ সমাধিনা চিত্তৈকাগ্রেণ বিমৃশেত্যর্থঃ। তথা সতি কল্পবিকল্পেষু মহাকল্পানুকল্পেষু ভবান্ কর্হিচিদপি ন বিমুহ্যতি মোহং ন প্রাপ্স্যতি ॥ ২৭ ॥

অথ শ্রীমান্ লীলাশুকাপরনামধেয়ো বিল্বমঙ্গলনামা কবীন্দ্রঃ কৃতজ্ঞতাপরবশতয়া বর্ত্মোপদেশগুরুর্মন্ত্রগুরুঃ শিক্ষাগুরুশ্চেতি গুরুত্রয়ং স্বেষ্টদেবতাঞ্চ স্মরতি—চিন্তামণিরিতি। চিন্তামণিঃ সা বেশ্যা জয়তি, তদ্বাক্যমাত্রেণাপি স্বস্য জাতানুরাগত্বাত্তস্যাঃ সর্ব্বোৎকর্ষতয়া আদৌ নির্দ্দেশঃ। ইয়মেব বর্ত্মোপদেশগুরুঃ, তথা সোমগিরিস্তন্নামা মে মম গুরুর্মন্ত্রগুরু-

প্রতীত হয়, কিন্তু জ্যোতির্বিম্ব ব্যতীত তাহার প্রতীতি হয় না, এবং অন্ধকার যেমন জ্যোতিঃ প্রকাশের অন্যত্র প্রতীত হয়, কিন্তু জ্যোতির্ব্যতিরেকে তাহার প্রতীতি হয় না, তদ্রূপ এই মায়াকে জানিবে ॥ ২৪ ॥

যেমন মহাভূত সকল নানাবিধ প্রাণীর অন্তর এবং বাহিরে অবস্থিত থাকে, সেইরূপ আমিও ভক্তের অন্তঃকরণবৃত্তি এবং বহিরিন্দ্রিয়-বৃত্তিতে স্ফূর্ত্তি পাই ॥ ২৫ ॥

বিধি ও নিষেধ দ্বারা সকল দেশে সকল কালে অবশ্যকর্ত্তব্যরূপে যাহার উপপাদন হয়, আমার তত্ত্বানুভবে অভিলাষী জনগণ গুরুর নিকট তাহাই শিক্ষা করিবে ॥ ২৬ ॥

এতএব হে বিধে! তুমি একাগ্রচিত্তে সম্যক্ প্রকারে আমার উপদেশ মত অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলে কি মহাকল্পে কি অনুকল্পে কথনই মুগ্ধ হইবে না ॥ ২৭ ॥

চিন্তামণি নাম্নী বেশ্যা, মন্ত্রগুরু সোমগিরি, শিক্ষাগুরু এবং যাহার শিরোভাগে শিখিপাখা শোভা পাইতেছে,

* এই শ্লোক রচয়িতার ইতিবৃত্ত তৎকৃত গ্রন্থের পদ্যানুবাদক শ্রীল যদুনন্দন ঠাকুরের পদ্যাংশ দ্বারা জ্ঞাপন করা গেল। যথা :—

দাক্ষিণাত্য দেশে আছে কৃষ্ণবেণ্বা নদী।
যাহার পশ্চিম পারে তাহার বসতি ॥
শ্রীবিল্বমঙ্গল নাম ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত।
কবীন্দ্র অবধি সর্ব্ব লোকেতে বিদিত ॥
পূর্ব্ব দুর্ব্বাসনা তারে কৈল আকর্ষণ।
কন্দর্প চেষ্টাতে মগ্ন হইল তার মন ॥
সেই নদীর পূর্ব্বদিকে বেশ্যার বসতি।
চিন্তামণি তার নাম সুন্দরী যুবতী ॥
বড়ই আসক্তি তার সেই বেশ্যাসনে।
সদা সেই চেষ্টা বিনে আন্ নাহি জানে ॥
একদিন বর্ষাকালে রাত্রি ঘোরতর।
মেঘ-গর্জ্জন বৃষ্টিধারা পড়ে নিরন্তর ॥
তাতে কামচেষ্টা অতি হইল অন্তরে।
সে চেষ্টাতে অন্ধ হৈলা কিছু নাহি স্ফুরে ॥
নদীপারে যাইতে বিঘ্ন-শঙ্কা নাহি গণে।
নিজ ঘর হইতে যান সেই বেশ্যা স্থানে ॥
নৌকা নাহি নদীপার হইতে না পারে।
মৃতকে ধরিয়া গেলা সেই নদী পারে ॥

শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপিচ্ছমৌলিঃ,
যৎপাদকল্পতরুপল্লবশেখরেষু
লীলা-স্বয়ম্বররসং লভতে জয়শ্রীঃ ॥ ২৮ ॥

১। জীবে সাক্ষাৎ নাহি তা'তে গুরু চৈত্ত্যরূপে ;
শিক্ষা-গুরু হয় কৃষ্ণ মহান্ত-স্বরূপে ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ষড়বিংশা-

জয়তি। তথা শিক্ষাগুরুশ্চ জয়তি। শিক্ষাগুরুরিতি জাতাবেকবচনং ; তেষামনেকত্বাদ্বিশিষ্য নামোল্লেখো ন কৃতঃ। তথা যমেষ্টদেবো ভগবান্ শিখিপিচ্ছমৌলিঃ শিখিপিচ্ছান্যেব মৌলিঃ শিরোভূষণং যস্য স, ইতি শ্রীবৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণো জয়তি । বর্ত্তমান-প্রয়োগেন নিত্যলীলা সূচিতা । স কীদৃগিত্যাহ—যদিতি। দ্যূতনর্ম্মকেলিসুরতাদিষু জয়েনোৎকর্ষেণ শ্রীঃ শোভা যস্যাঃ। অথবা সৌন্দর্য্যাদি-পাতিব্রত্যাদি-সৌভাগ্যবৈদগ্ধ্যাদিভি-র্গৌর্য্যাস্তরুন্ধত্যাদি-ব্রজকিশোরিকা-কুলাদয়োঽপি নির্জ্জিতা যয়া সা। জয়যোগাৎ জয়া, সা চাসৌ স্ত্রিয়োঽপ্যংশিনীত্বাৎ শ্রীশ্চ জয়শ্রীঃ শ্রীরাধা। যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পাদাবেব কৌমল্যারুণ্যসর্ব্বাভীষ্টপূরকত্বাদিনা কল্পতরুপল্লবৌ, তয়োঃ শেখরেষু তদঙ্গুলীনখাগ্রেষু লীলয়া যঃ স্বয়ম্বরস্তদ্রসং তজ্জন্যসুখং লভতে। উত্তর-পদস্থযৎশব্দস্তৎশব্দং নাপেক্ষতে ইতি ॥ ২৮ ॥

ও যাঁহার পদকল্পতরুর নখাগ্রে জয়শ্রী লীলাবশত স্বয়ম্বর-সুখ লাভ করিতেছেন, সেই ভগবান্ নন্দনন্দন জয়যুক্ত হউন ॥ ২৮ ॥

বেশ্যা দ্বারে গেলা কপাট খিল লাগে তার।
প্রবেশিতে নারে তাতে মহা চেষ্টা পায় ॥
প্রাচীরের চতুর্দ্দিকে ডাকিয়া বেড়ায়।
মেঘের গর্জ্জনে তারা শুনিতে না পায় ॥
সেই কালে দেখে ভিত্তি-গর্ত্তের ভিতরে।
কালসর্প অর্দ্ধ অঙ্গ প্রবেশে কুহরে ॥
অর্দ্ধ অঙ্গ আছে বাহে তার পুচ্ছ ধরি।
প্রাচীর লঙ্ঘিয়া পড়ে প্রণালী উপরি ॥
পড়িতে হইল মূর্চ্ছা নাহিক চেতন।
শব্দ শুনি বেশ্যা দেখে লঞা সখীগণ ॥
বিজুরী ছটায় তারে দেখিয়া তখন।
শীঘ্র তারে আনে বেশ্যা লঞা সখীগণ ॥
হাহাকার করি' বেশ্যা বহু চেষ্টা পাইল।
শুশ্রূষা করিয়া তারে সুস্থির করিল ॥
তবে আগমন-কথা বিবরি কহিলা।
যেন যেন রূপে নদী পারাদি হইলা ॥
বৃত্তান্ত শুনিয়া বেশ্যা লাগিলা কাঁপিতে।
অতিশয় দুঃখী হৈয়া লাগিল কহিতে ॥
"শাস্ত্র জানি' মূর্খ কেহ নাহি তোমা বিনে।
বিরস-রসের লাগি বধহ আপনে ॥
হাহা ধিক্ ধিক্ রহ জীবন আমার।
মহা পাপীয়সী আমি জানিনু নির্দ্ধার ॥
নানান্ কপটভাবে পুরুষ বঞ্চিয়া।
মন-ধন হরি লাউ তাকে প্রতারিয়া ॥
এমন আসক্তি যদি জন্মে কৃষ্ণ লাগি।
তবে কিবা লাভ নহে কৃষ্ণ-অনুরাগী ॥
কালি আমি প্রাতঃকালে সকল ছাড়িয়া।
ভজিব কৃষ্ণের পায়ে একান্ত করিয়া ॥"
এইরূপে সেই রাত্রি সখীগণ লৈয়া।
তাহার শুশ্রূষা করে নির্ব্বেদ কহিয়া ॥
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাসনে রাসকুঞ্জলীলা।
গান করে সখীসনে হৈয়া এক-মেলা ॥
তার বাক্য শুনি লীলাশুক মহাশয়।
মনে মনে দুঃখ ভাবি আপনা ভৎর্সয় ॥
মনে কহে—"কালি প্রাতে এ সব ছাড়িয়া।
ভজিব কৃষ্ণের পায়ে একান্ত হইয়া ॥"
নিদ্রা নাহি হয় সদা চিন্তিত অন্তর।
রাধাকৃষ্ণ-লীলা-গীত শুনয়ে বিস্তর ॥
সে লীলা শ্রবণ মাত্র মায়াবন্ধ গেল।
পূর্ব্ব-সিদ্ধ প্রেমাঙ্কুর তবহি জন্মিল ॥
"সেই রাধাকান্ত মোর কোটি প্রাণ-প্রাণ।
তারে ছাড়ি কিবা মুই করু অনুষ্ঠান ॥"
—এত বিচারিতে মনে পোহাইল রাতি।
প্রাতে উঠি বেশ্যা-পায়ে কৈল স্তুতি-নতি।
সেই পথে চলি গেলা সেই নদী তীরে।
বৈষ্ণব আছেন যথা সোমগিরিবরে ॥
আপন-বৃত্তান্ত তারে কহিলা সকল।
উপাসনা কৈলা শ্রীগোপাল-মন্ত্রবর ॥
সেই মন্ত্র লইতে মাত্র কি কহিব আর।
অতি অনুরাগ হৈল উদয় তাহার ॥

১। জীবে…স্বরূপে—পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ শিক্ষাগুরুর মধ্যে চৈত্ত্যরূপ গুরু অর্থাৎ অন্তর্যামী গুরু জীবের সাক্ষাৎগোচর হয়েন না ; কেবল শ্রীকৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে অর্থাৎ ভক্তরূপে দেখা দিয়া সৎশিক্ষা দেন।

ধ্যায়ে ষড়্‌বিংশ-শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং—

তততোদুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্তএবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ॥২৯॥

তথাহি শ্রীমদ্‌ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চবিংশতাধ্যায়ে দ্বাবিংশতি-শ্লোকে দেবহূতিং প্রতি শ্রীকপিলদেববাক্যং—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসম্বিদো-
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥ ৩০ ॥

১। ঈশ্বরস্বরূপ ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান।
ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম ॥

তথাহি শ্রীমদ্‌ভাগবতে নবমস্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ে একপঞ্চাশৎ-শ্লোকে দুর্ব্বাসসং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং—

সাধবোহৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহং।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যোমনাগপি ॥৩১॥

তথাহি শ্রীমদ্‌ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে ত্রয়োদশাধ্যায়ে অষ্টমশ্লোকে বিদুরং প্রতি যুধিষ্ঠিরবাক্যং—

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা ॥৩২॥

তীর্থসেবাদিসঙ্গাদপি সৎসঙ্গঃ শ্রেয়ানিতি দর্শয়তি—ততোদুঃসঙ্গমিত্যাদি। ততস্তস্মাদ্ বুদ্ধিমান্ জনো-দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য দূরতোবিহায় সৎসু সাধুসু সজ্জেত সঙ্গং কুর্য্যাৎ। যতঃ সন্ত এব নান্যে অস্য মনোব্যাসঙ্গং ভক্তিপ্রতিবন্ধিকাং বাসনাং উক্তিভির্ভক্তিমহিমপ্রতিপাদকৈর্ব্বচনৈশ্ছিন্দন্তি ॥ ২৯ ॥

সৎসঙ্গস্য ভক্ত্যঙ্গত্বমুপপাদয়তি সতামিতি। সতাং সাধূনাং প্রসঙ্গাৎ মিথোমিলনাৎ মম কথা ভবন্তি। তাসাং কথানাং জোষণাৎ সেবনাৎ অপবর্গোহবিদ্যানিবৃত্তির্বর্ত্মেব যস্মিন্ তস্মিন্ ময়ি প্রথমং শ্রদ্ধা ততোরতির্ভাবঃ ততোভক্তিঃ প্রেমা অনুক্রমিষ্যতি অনুক্রমেণ ভবিষ্যতীত্যর্থঃ। নমু বিষয়বাসনয়া কষায়িতচেতসঃ কথং তব কথাশ্রবণং সম্ভবেদত আহ—হৃদিতি। হৃৎকর্ণয়োঃ রসায়নাঃ সুখদাঃ, শ্রবণে প্রবর্ত্তমানস্যৈব প্রথমং রুচিঃ স্যাৎ। তথা সতি কথং শ্রদ্ধা সম্ভবেদত আহ—বীর্য্যেতি। বীর্য্যস্য যস্য সম্বেদনং যাসু, তাঃ কথা ইতি ॥ ৩০ ॥

সাধব ইত্যাদি। সাধবো-মহ্যং মম হৃদয়ং, তেভ্যোহন্যত্র মমাবেশোনাস্ত্যেব। সাধূনান্তু অহমেব হৃদয়ং, তেষামপি মদন্যত্র নাবেশঃ। যতস্তে সাধবো-মদন্যৎ মাং বিনা অন্যৎ কিমপি ন জানন্তি নানুভববিষয়ীকুর্ব্বন্তি, অহমপি তেভ্যোহন্যৎ কিমপি নানুভবামি ॥ ৩১ ॥

ভবতাঞ্চ তীর্থাটনং ন স্বার্থং, কিন্তু তীর্থানুগ্রহার্থমিত্যাহ—ভবদ্বিধা ইত্যাদি। হে প্রভো ভবদ্বিধা ভবাদৃশা ভাগবতাঃ স্বয়মেব তীর্থীভূতাঃ, কিন্তু মলিনজনসম্পর্কেণ তীর্থানি গঙ্গাদিব্যতিরিক্তানি মলিনানি ভবন্তি। স্বস্যান্তঃস্থিতেন গদাভৃতা হরিণা সন্তঃ পুনস্তীর্থীকুর্ব্বন্তি ॥ ৩২ ॥

সেইজন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অসৎ সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধু সংসর্গ করিবে; যেহেতু সাধুরাই ভক্তিতত্ত্ব উপদেশ দ্বারা তাঁহার মনের বাধা বিদূরিত করেন ॥ ২৯ ॥

সাধুদিগের সম্মিলন হইলে, হৃদয় ও শ্রবণের সুখকর আমার প্রভাবপূর্ণ কথার আলোচনা হয়, সেই সকল সেবনে অবিদ্যানিবর্ত্তক আমাতে অতি শীঘ্রই শ্রদ্ধা, রতি এবং প্রেমভক্তি পর্য্যায়ক্রমে জন্মিয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

ভগবান্ দুর্ব্বাসাকে বলিয়াছেন—হে ঋষে! সাধু সকল আমার হৃদয়, আমিও সাধুদিগের হৃদয়, তাঁহারা আমা ভিন্ন জানেন না; আমিও তাঁহাদের বিনা কিছুই জানি না ॥ ৩১ ॥

যুধিষ্ঠির বিদুরকে কহিলেন—হে প্রভো! ভবাদৃশ ভগবদ্ভক্ত স্বয়ং তীর্থস্বরূপতা লাভ করিয়াছেন। আপনাদের

১। ঈশ্বর...অধিষ্ঠান—ভক্ত ঈশ্বরের অধিষ্ঠান অর্থাৎ ভক্ত ভগবানের হৃদয়ে নিরন্তর প্রকট থাকেন বলিয়া ঈশ্বরের স্বরূপ। ভগবান্ অভক্ত হৃদয়ের নিয়ন্তা হইলেও, তাহাতে প্রকটরূপে অবস্থিতি করেন না। তজ্জন্য অভক্ত তাঁহাকে হৃদয়ে দেখিতে পায় না, ভক্ত হৃদয়েই দেখিতে পান। আধেয়ের সহিত আধারের ঐক্য হেতু ঈশ্বরস্বরূপ বলা হইয়াছে।

১। সেই ভক্তগণ হয় দ্বিবিধ প্রকার—
পারিষদগণ এক, সাধকগণ আর ॥
ঈশ্বরের অবতার এ তিন প্রকার—
২। অংশ-অবতার, আর ৩। গুণ-অবতার ॥
৪। শক্ত্যাবেশ-অবতার তৃতীয় এমত।
৫। অংশ-অবতার—পুরুষ-মৎস্যাদিক যত ॥
৬। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—তিন গুণাবতারে গণি।
৭। শক্ত্যাবেশ—সনকাদি পৃথু ব্যাসমুনি ॥
৮। দুই রূপে হয় ভগবানের প্রকাশ—
একে ত প্রকাশ হয়—আরে ত বিলাস ॥
৯। একই বিগ্রহ যদি হয় বহুরূপ।
আকারে ত ভেদ নাহি একই স্বরূপ ॥
মহিষী-বিবাহে যৈছে, যৈছে কৈল রাস।
১০। ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণের মুখ্য-প্রকাশ ॥

তথাহি শ্রীমদ্‌ভাগবতে দশমস্কন্ধে একোনসপ্ততমাধ্যায়ে দ্বিতীয়শ্লোকে নারদ-বাক্যং—

চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্।
গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ ॥ ৩৩ ॥

তথাহি তত্রৈব ত্রয়স্ত্রিংশাধ্যায়ে তৃতীয়শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শ্রীশুকদেব-বাক্যং—

রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো-গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ ॥

চিত্রমিতি। অহো চিত্রং! অস্মদাদ্যচিন্ত্যশক্তিময়ং। কিন্তৎ? একোদ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় উদাবহদিতি। নম্বন্যোষামপি ইতোঽপ্যনেকেঽধিকা বিবাহা দৃশ্যন্তে তত্রাহ—যুগপদিতি। নহু সৌভর্য্যাদিবৎ শ্রীনারদাদিষ্বপি কায়ব্যূহাদিশক্ত্যয়ঃ সন্তি, তাং যোগযোগ্যাদিভিঃ করং তত্রাপি বিস্ময়স্তত্রাহ—একেন বপুষেতি। নত্বেকস্মিন্নেব বপুষি বিস্তার্ণানেক-করাদিত্বং বিধায়, তত্রাপি ন চিত্রং শ্রুতং সৌভর্য্যাদিতো মহাপ্রভাবত্বাৎ তত্রাহ—গৃহেষু পৃথগিতি। তত্র তত্র গৃহে পৃথক্ পৃথগাদির্ভাবাদিকং বিধায়েত্যর্থঃ। অতএব উদাবহদিতি আডঃ প্রয়োগঃ, স চ ছন্দসি ব্যবহিতাশ্চেতি ন্যায়েন অসম্যগুদাবহদিতি যোজ্যং ॥ ৩৩ ॥

রাসোৎসব ইতি। তাসাং মণ্ডলরূপেণাবস্থিতানাং গোপীনাং দ্বয়োর্দ্বয়োর্মধ্যে প্রবিষ্টেন তেনৈব কণ্ঠে গৃহীতানাং আশ্লিষ্টানাং; কথম্ভূতেন?—যং সর্ব্বাঃ স্ত্রিয়ঃ ব্রজসুন্দর্য্যঃ স্বনিকটং মামেবাশ্লিষ্টবানিতি মন্যেরন্ তেন। এতদর্থং দ্বয়োর্দ্বয়ো-

তীর্থ-ভ্রমণে কোন স্বার্থ নাই; কিন্তু তীর্থ-সকল অসাধুসংসর্গে অতীর্থ হইলে, আপনারা অন্তঃস্থ গদাধর ভগবানের দ্বারা সেই সকল তীর্থকে পুনর্ব্বার পবিত্র করেন ॥ ৩২ ॥

একা ভগবান এক শরীরে এক সময়ে পৃথক্ গৃহে ষোড়শ সহস্র কন্যার পৃথক্‌রূপে পানিপীড়ন করিয়াছেন, ইহা অতিশয় আশ্চর্য্য ॥ ৩৩ ॥

১। সেই .... প্রকার—পারিষদ এবং সাধক ভেদে ভক্ত দ্বিবিধ। যাঁহাদিগের বিগ্রহ শুদ্ধসত্ত্বময় এবং যাঁহারা বৈকুণ্ঠাদি ধামে ভগবৎ-সারথ্য-মন্ত্রণাদির কার্য্যে নিযুক্ত এবং অবসরক্রমে ভগবৎ সেবাও করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে পারিষদ বলে। যাঁহারা ভগবৎ সেবা প্রাপ্তির জন্য সাধনে প্রবৃত্ত, তাঁহারা সাধক। ২। অংশ-অবতার=স্বয়ংরূপের অংশভূত হইয়া, যাহাতে ন্যূনপরিমাণে সর্ব্বদা স্বেচ্ছাধীন শক্তির প্রকাশ হইয়া থাকে, তাহাকে অংশ বলে। ৩। গুণাবতার=প্রকৃতির গুণত্রয়ের নিয়ামককে গুণাবতার বলে। ৪। শক্ত্যাবেশ-অবতার=মহত্তম জীবে ভগবান্ স্বীয় শক্তি সঞ্চার দ্বারা আবিষ্ট হইয়া জগতের কার্য্য সম্পাদন করেন; সেই মহত্তম জীবগণকে আবেশাবতার বলে।

৫। অংশ ....যত=যিনি প্রকৃতি, ব্রহ্মাণ্ড এবং ব্যষ্টি জীবের অন্তর্যামী, তাঁহাকে পুরুষাবতার বলে। প্রকৃতির অন্তর্যামী সঙ্কর্ষণ প্রথম পুরুষ, ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী প্রদ্যুম্ন দ্বিতীয় পুরুষ এবং ব্যষ্টিজীবের অন্তর্যামী অনিরুদ্ধ তৃতীয় পুরুষ। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, হংস, রাম, নৃসিংহ প্রভৃতি লীলাবতারগণও অংশাবতার। ৬। ব্রহ্মা.... গণি—রজোগুণের নিয়ন্তা ব্রহ্মা। সেই ব্রহ্মা দুই প্রকার; কোন কল্পে অংশাবতার, কোন কল্পে আবেশাবতার। সত্ত্বগুণের নিয়ন্তা বিষ্ণু অংশাবতার; তমোগুণের নিয়ন্তা শিব অর্থাৎ রুদ্র অংশাবতার ও আবেশাবতার ভেদে দ্বিবিধ। ইঁহারা গুণের নিয়ন্তা বলিয়া গুণাবতার।

৭। শক্ত্যাবেশ ... মুনি=সনকাদি বলায় নারদ, পরশুরাম, বুদ্ধ এবং কল্কী প্রভৃতি আবেশাবতারগণকে বুঝিতে হইবে।

৮। প্রকাশ=আবির্ভাব। ৯। একই বিগ্রহ অর্থাৎ কায়ব্যূহ। কায়ব্যূহে এক আকারে অনেক শরীর প্রকাশ হয়, প্রকাশে এক শরীর অনেক স্থানে প্রকাশ পায়; কায়ব্যূহ এবং প্রকাশের এই ভেদ। ১০। মুখ্য-প্রকাশ=সর্ব্বাঙ্গীন প্রকট। গ্রন্থকারের মতে মুখ্য এবং অমুখ্য ভেদে প্রকাশ দ্বিবিধ। যাহার মতে মুখ্য-প্রকাশ বলায় বুঝিতে হইবে যে, অমুখ্য-প্রকাশ আর একটী আছে।

প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ।
যং মন্যেরন্নভস্তাবদ্বিমানশতসঙ্কুলং ॥ ৩৪ ॥

তথাহি শ্রীলঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে আবেশকথনে নবমশ্লোকঃ—

অনেকত্র প্রকটতা রূপস্যৈকস্য যৈকদা।
সর্ব্বথা তৎস্বরূপৈব স প্রকাশ ইতীর্য্যতে ॥৩৫॥

১। একই বিগ্রহ যদি আকারে হয় আন্,
অনেক প্রকাশ হয়,—বিলাস তার নাম।

তথাহি শ্রীমদ্‌ভাগবতে তদেকাত্মরূপকথনে পঞ্চমশ্লোকঃ—

স্বরূপমন্যাকারং যত্তস্য ভাতি বিলাসতঃ।
প্রায়েণাত্মসমং শক্ত্যা স বিলাসোনিগদ্যতে ॥৩৬॥

২। যৈছে বলদেব, পরব্যোমে নারায়ণ;
৩। যৈছে বাসুদেব প্রদ্যুম্নাদি সঙ্কর্ষণ।
৪। ঈশ্বরের শক্তি হয়, এ তিন প্রকার;—
৫। এক মহিষীগণ পুরে, লক্ষ্মীগণ আর;

মধ্যে প্রবিষ্টেনেত্যর্থঃ। নন্বেকস্য কথং তথা প্রবেশঃ সর্ব্বসন্নিহিতে বা কুতঃ স্বৈকনিষ্ঠত্বাভিমানস্তাসামিত্যত আহ—যোগেশ্বরেণেতি অচিন্ত্যশক্তিনেত্যর্থঃ। এবম্ভূতেন শ্রীকৃষ্ণেন পরমানন্দঘনমূর্ত্তিনা (করণেন) গোপীনাং সমূহেন বিরাজিতঃ রাসোৎসবঃ স্বয়মেব প্রবৃত্তঃ। তাবদেব নভঃ দেবানাং বিমানশতৈঃ সঙ্কুলিতমাসীদিতি ॥ ৩৪ ॥

অনেকত্রেত্যাদি। একস্য রূপস্য অনেকত্র অনেকস্থানে একদা একস্মিন্ কালে যা প্রকটতা প্রাকট্যং সর্ব্বথা তৎ স্বরূপৈব ন কেনাপ্যংশেন ন্যূনা সা প্রকাশ ইত্যর্য্যতে কথ্যতে। ইদং প্রকাশলক্ষণং ॥ ৩৫ ॥

স্বরূপমিত্যাদি। যস্য মূলস্বরূপস্য যৎ স্বরূপং বিলাসতো লীলাবশতোঽন্যাকারং স্বতোভিন্নাকারং প্রায়েণাত্মসমং স্বসদৃশং ভাতি স বিলাসোনিগদ্যতে। প্রায়েণেতি শক্ত্যা কিঞ্চিদূনমিত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণ আমারই নিকটেই আছেন, গোপীগণের এই অভিমান যে প্রকারে হয়, মণ্ডলীস্থ সেইরূপ অভিমানিনী গোপীগণের দুই দুইয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অচিন্ত্যশক্তিশালী শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক গোপীবাজিরাজিত রাসোৎসব সংপ্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তৎক্ষণাৎ সেই আনন্দানুভব লালসায় আকাশপথ দেবগণের শত শত বিমানে আচ্ছাদিত হইয়াছিল ॥ ৩৪ ॥

অনেকস্থানে এক রূপের যুগপৎ প্রাকট্যকে প্রকাশ বলে, কিন্তু ঐ প্রাকট্য সর্ব্বাংশে তাঁহার স্বরূপ অর্থাৎ কোন অংশে ন্যূন নহে ॥ ৩৫ ॥

যে স্বরূপ লীলানিমিত্ত ভিন্নাকারে প্রকাশিত হন এবং যিনি শক্তিতে প্রায়ই মূলরূপের সদৃশ, কেবল কোন কোন শক্তিতে কিছু ন্যূন, তাঁহাকে বিলাস বলে ॥ ৩৬ ॥

একবার ভক্তিদ্বারা ভগবান্‌কে প্রসন্ন করিতে পারিলে, ভগবান্ ভক্তের সকল বাসনাই পূর্ণ করেন। গোপীগণ ভক্তি সাধনের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, তাই তিনি তাঁহাদের প্রত্যেকের প্রতি প্রীত হইয়া "আমি কেবল তোমারই" জানাইয়া কৃতার্থ করিবার কারণ, এই মহারাসে এত মহানুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। রাসোৎসব এক অপূর্ব্ব ব্যাপার। ষোড়শ সহস্র গোপী সকলেই জানিতেন—কৃষ্ণ তাঁহার। তাই ভগবান্ তাঁহাদের চিরপোষিত বাসনা পূর্ণ করেন; এবং মণ্ডল এমন ভাবে রচনা করেন, যাহাতে তাঁহারা প্রত্যেকে স্বীয় পার্শ্বে প্রিয় কৃষ্ণকে আলিঙ্গনেচ্ছু দেখিয়া, পরম প্রীতিলাভ করিতে পারেন। রাসে ভক্তবাঞ্ছা পূরণ প্রবৃত্তির পূর্ণ প্রকাশ, তাই দেবগণও নভোমণ্ডলে রাসের মহিমা দেখিতে লালায়িত ॥ ৩৪ ॥

গ্রন্থকর্ত্তা একই বিগ্রহের অভিন্নাকার বহু স্বরূপকে প্রকাশ বলিয়াছেন। ঐ বহু রূপ কি প্রকার, তাহা বুঝাইবার জন্য "মহিষী বিবাহে যৈছে যৈছে কৈল রাস" উক্তি। এই শ্লোক স্বীয় উক্তি সমর্থনের জন্য প্রয়োজিত হইয়াছে। ৩৫ ॥

১। প্রকাশে যেমন এক মূর্ত্তিই অনেক স্থানে প্রকটিত হন্, বিলাস তাদৃশ নহে; কিন্তু ভিন্ন মূর্ত্তিতে প্রকটিত হন; এবং যাঁহার বিলাস, তাঁহা হইতে শক্তিও অল্প পরিমাণে আবিষ্কৃত হয়।

২। যৈছে…যেমন—যেমন বলদেব শ্রীকৃষ্ণের বিলাস এবং পরব্যোমে নারায়ণও শ্রীকৃষ্ণের বিলাস।

৩। যৈছে…সঙ্কর্ষণ—যেমন পরব্যোমে নারায়ণের আবরণ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ। তন্মধ্যে নারায়ণের বিলাস—বাসুদেব এবং বাসুদেবের বিলাস—সঙ্কর্ষণ, এই রীতিতে বিলাস বুঝিতে হইবে। শক্তি প্রকাশ কালে ঈষদূন হইলে বিলাস; আর অপেক্ষাকৃত অধিক ঊন হইলে অংশ। ৪। শক্তি—হ্লাদিনী শক্তি।

৫। পুরে…দ্বারকাতে—দ্বারকাতে রুক্মিণ্যাদি মহিষীগণ, মহাবৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীগণ এবং ব্রজে গোপীগণ—এই তিন প্রকার ঈশ্বরের শক্তি। তন্মধ্যে

ব্রজে গোপীগণ, আর স'বাতে প্রধান ;
ব্রজেন্দ্রনন্দন যা'তে স্বয়ংভগবান্।
স্বয়ংরূপ-কৃষ্ণের কায়ব্যূহ তার সম ;
১। ভক্তসহিত হয় তাঁহার আবরণ।
ভক্ত-আদিক্রমে কৈল স'বার বন্দন ॥
এ স'বার বন্দন—সর্ব্ব শুভের কারণ ;
প্রথম শ্লোকে সামান্য-মঙ্গলাচরণ ;
দ্বিতীয় শ্লোকেতে করি বিশেষ-বন্দন।
বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ
তমোনুদৌ ॥*
ব্রজে যে বিহরে পূর্ব্বে কৃষ্ণ-বলরাম ;
২। কোটী সূর্য্য-চন্দ্র জিনি দোঁহার নিজধাম।

সেই দুই জগতের হইয়া সদয়,
গৌড়দেশ-পূর্ব্বশৈলে করিল উদয়।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর প্রভু নিত্যানন্দ ;
যাঁহার প্রকাশে সর্ব্ব জগৎ-আনন্দ।
৩। সূর্য্য-চন্দ্র হ'রে যৈছে সব অন্ধকার ;
বস্তু প্রকাশিয়া করে ধর্ম্মের প্রচার।
৪। এই মত দুই ভাই জীবের অজ্ঞান-
৫। তমোনাশ করি' কৈল বস্তুতত্ত্ব দান।
৬। অজ্ঞান-তমের নাম কহি যে কৈতব—
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাঞ্ছা আদি সব।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয়শ্লোকে ব্যাসদেবেনোক্তং ;—

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র
পরমোনির্ম্মৎসরাণাং সতাং,

ধর্ম্ম ইত্যাদি। ইদানীং শ্রোতৃপ্রবর্ত্তনায় শ্রীমদ্ভাগবতস্য কাণ্ডত্রয়বিষয়েভ্যঃ সর্ব্বশাস্ত্রেভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যং দর্শয়তি—ধর্ম্ম ইতি। অত্র শ্রীমদ্ভাগবতে পরমোধর্ম্মোনিরূপ্যতে। পরমত্বে হেতুঃ প্রকর্ষেণ উজ্ঝিতং কৈতবং ফলাভিসন্ধিলক্ষণং কপটং যস্মিন্ সঃ। প্র-শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ। কেবলমীশ্বরারাধনলক্ষণোধর্ম্মোনিরূপ্যতে অধিকারিতোপি ধর্ম্মস্য পরমত্বমাহ—নির্ম্মৎসরাণাং (পরোৎকর্ষাসহনং মৎসরঃ) তদ্রহিতানাং সতাং ভূতানুকম্পিনাং। এবং কর্ম্মকাণ্ডবিষয়েভ্যঃ শাস্ত্রেভ্যঃ শ্রেষ্ঠত্বমুক্তং। জ্ঞানকাণ্ডবিষয়েভ্যোপি শ্রৈষ্ঠমাহ—বেদ্যমিতি। বাস্তবং পরমার্থভূতং বস্তু বেদ্যং ন তু বৈশেষিকাণামিব দ্রব্যগুণাদিরূপং। যদ্বাস্তবশব্দেন বস্তুনোঽংশো জীবঃ, বস্তুনঃ শক্তির্মায়া, বস্তুনঃ কার্য্যং জগচ্চ—তৎ সর্ব্বং বস্তেব, ন ততঃ

মহামুনি নারায়ণ কর্ত্তৃক বিরচিত, এই শ্রীমদ্ভাগবতে সর্ব্বভূত-বৎসল নির্ম্মৎসর সাধুদিগের নিমিত্ত, সর্ব্বপ্রকার ফলাভিসন্ধিরূপ-কপট রহিত, পরম ধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে। এই ভাগবতেই আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক

গোপীগণ সমস্ত শক্তি হইতে সর্ব্বাংশে প্রধান। যেহেতু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগের প্রেমে বশী এবং ইহাই গোপীগণের প্রাধান্যের প্রমাণ। এই গোপীগণ স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের কায়ব্যূহ স্বরূপ, এই হেতু শ্রীকৃষ্ণের সদৃশ।

১। ভক্ত…আবরণ—ভক্তের সহিত এ সকল শ্রীকৃষ্ণের আবরণ হইয়াছেন। * ২ পৃষ্ঠায় দেখুন।

২। কোটী …ধাম—যদি কোটী সূর্য্য এবং চন্দ্র একত্র মিলিত হয়, তবে তাঁহাদিগের কান্তিকেও পরাস্ত করে, এমন যাঁহাদিগের অঙ্গকান্তি। ইহাতে ব্রজে ঐশ্বর্য্য এবং মাধুর্য্যের পূর্ণ প্রকাশ বুঝাইতেছে। তবে ঐশ্বর্য্য এখানে মাধুর্য্যের অনুগত থাকিয়াই তাহাকে পুষ্ট করে।

৩। সূর্য্য…অন্ধকার—সূর্য্য-চন্দ্র অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া ঘটপটাদি বস্তু প্রকাশ করেন এবং তাঁহাদিগের উদয়ে যে সৌর ও চান্দ্র দিন নিষ্পন্ন হয়, তাহাতেই লোকে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে ; সুতরাং চন্দ্র ও সূর্য্য হইতেই যেরূপ ইহলোকে ধর্ম্মপ্রচার হয়, এস্থলেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে।

৪। অজ্ঞানতম=স্বরূপের অপ্রকাশ। ৫। বস্তুতত্ত্ব=পরমার্থভূততত্ত্ব।

৬। কৈতব=কপট। অন্তরের ভাবকে আবৃত করিয়া বাহ্যে অন্যভাব প্রদর্শনকে কপট বলে। ধর্ম্ম=যাগাদিজন্য পুণ্য। অর্থ=যথাশ্রুত ; কাম=বিষয়ভোগ। মোক্ষ=আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিপূর্ব্বক পরমানন্দপ্রাপ্তি। ধর্ম্মাদির অন্যতম অভিলাষ করিয়া ভগবদারাধনা করিলে, বাহ্যে দেখা যায় ভগবদ্ভজন করিতেছে ; কিন্তু অন্তরে কিছুমাত্র ভগবানে প্রীতি নাই ; কেবল কতদিনে বাঞ্ছিত ফল পাইব, তাহাই সে চিন্তা করে,—তাহার হৃদয়ে কেবল বাঞ্ছিত ফলই সর্ব্বদা প্রতিভাত হয়। বাঞ্ছিত ফললাভ করিলে আর ভগবানের সহিত কোন সম্বন্ধ থাকে না, অতএব কামনাই কপট।

বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিম্বা পরৈরীশ্বরঃ,
সদ্যোহৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ
শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥ ৩৭ ॥

১। তা'র মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান ;
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তির হয় অন্তর্ধান।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয় শ্লোকে ব্যাখ্যাতঞ্চ শ্রীধরস্বামিচরণেন ;—

'প্র' শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তইতি।*

২। কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভকর্ম্ম।
সেহ এক জীবের অজ্ঞান-তমোধর্ম্ম ॥
যাঁহার প্রসাদে এই তম হয় নাশ ;
তমোনাশ করি, করে তত্ত্বের প্রকাশ ॥

৩। তত্ত্ববস্তু-কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি প্রেম রূপ ;
নাম-সঙ্কীর্ত্তন-সব আনন্দস্বরূপ।
সূর্য্য-চন্দ্র বাহিরের তমঃ সে বিনাশে ;
বহির্বস্তু ঘটপট-আদি সে প্রকাশে।

৪। দুই ভাই, হৃদয়ের ক্ষালি অন্ধকার ;
দুই ভাগবৎ-সঙ্গে করায় সাক্ষাৎকার।

৫। এক ভাগবত বড়—ভাগবত শাস্ত্র ;
৬। আর ভাগবত—ভক্ত ভক্তিরস-পাত্র।

৭। দুই ভাগবত-দ্বারা দিয়া ভক্তিরস ;
তাহার হৃদয়ে তার প্রেমে হয় বশ।
এক অদ্ভুত—সমকালে দোঁহার প্রকাশ !
আর অদ্ভুত—চিত্ত-গুহার তমঃ করে নাশ !
এই চন্দ্র-সূর্য্য দুই পরম সদয় ;
জগতের ভাগ্যে গৌড়ে করিল উদয়।

পৃথগিতি বেদ্যং, প্রযত্নেন বিনৈব জ্ঞাতুং শক্যমিত্যর্থঃ। ততঃ কিমত আহ—শিবদং পরমসুখদং, কিঞ্চ আধ্যাত্মিকাদি-তাপত্রয়োন্মূলনঞ্চ। অনেন জ্ঞানকাণ্ডবিষয়েভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যং দর্শিতং। কর্ত্তৃতোপি শ্রৈষ্ঠ্যমাহ—মহামুনিঃ শ্রীনারায়ণস্তেন প্রথমং সংক্ষেপতঃ কৃতে। দেবতাকাণ্ডগতং শ্রৈষ্ঠ্যমাহ—শনৈঃ শাস্ত্রৈস্তদুক্তসাধনৈর্ব্বা ঈশ্বরোহৃদি কিংবা সদ্য এবাবরুধ্যতে স্থিরী-ক্রিয়তে। বা-শব্দঃ কটাক্ষে। কিন্তু বিলম্বেন কথঞ্চিদেব, অত্র শুশ্রূষুভিঃ শ্রোতুমিচ্ছদ্ভিরেব তৎক্ষণাদবরুধ্যতে। নন্বু ইদমেব তর্হি কিমিতি সর্ব্বে ন শৃণ্বন্তি ? তত্রাহ—কৃতিভিরিতি, শ্রবণেচ্ছা তু পুণ্যৈর্বিনা নোৎপদ্যত ইত্যর্থঃ। তস্মাদত্র কাণ্ডত্রয়ার্থস্য যথাবৎ প্রতিপাদনাদিদমেব সর্ব্বশাস্ত্রেভ্যঃ শ্রেষ্ঠমতোনিত্যমেতদেব শ্রোতব্যমিতি ভাবঃ ॥ ৩৭ ॥

তাপত্রয়ের উন্মূলনকারী এবং পরমকল্যাণপ্রদ পরমার্থভূত বস্তু অনায়াসে অনুভূত হয়। অন্য শাস্ত্রীয় সাধনবর্গ কি সদ্যই ঈশ্বরকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় ? যদিই হয়, দীর্ঘকালে ও বহুক্লেশে, কিন্তু পুণ্যশীল পুরুষেরা এই ভাগবত শ্রবণেচ্ছা করিলেই, তৎক্ষণাৎ ঈশ্বরকে হৃদয়ে বশীভূত করেন ॥ ৩৭ ॥

প্রোজ্ঝিত-কৈতব—এই স্থানে উজ্ঝিত কৈতব বলিলেই বিবক্ষিতার্থ সম্পন্ন হইত, তবে কেন 'প্র' শব্দ দিয়া অধিকপদত্ব দোষ স্বীকার করিলেন ?—এই আশঙ্কায় টীকাকার বলিয়াছেন, যদ্যপি কামনা শব্দে বিষয়ভোগ বুঝায় বটে, কিন্তু মোক্ষবাঞ্ছারও কামত্ব দেখাইবার জন্য 'প্র' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। 'প্র' শব্দের অর্থ প্রকর্ষ, অতএব বাসনার প্রকর্ষ যে মুক্তি বাসনা, তাহা পর্য্যন্ত বুঝিতে হইবে ॥ ৩৭ ॥

১। মোক্ষ—এস্থানে সাযুজ্য-মুক্তি। ধর্ম্মার্থ কামিদিগের সাধনসময়ে সেব্য সেবক-ভাব বিনষ্ট হয় না, কিন্তু মুমুক্ষুদিগের সাধনাবস্থাতেই সোঽহং অর্থাৎ 'সেই আমি' এই বুদ্ধি থাকাতে, সেব্য-সেবক ভাব থাকে না। তাহাতেই বলিলেন, মোক্ষবাঞ্ছায় কৃষ্ণভক্তির অন্তর্ধান হয়।

২। শুভাশুভ কর্ম্ম—শুভকর্ম্ম—পুণ্য, স্বর্গাদি সুখে আবিষ্ট করে, অশুভকর্ম্ম—পাপ, যমসাদি যোনিতে আবিষ্ট করে। এই উভয় অবস্থাতেই কৃষ্ণভক্তির বাধা হয়। ৩। তত্ত্ববস্তু—যাহা নিশ্চিত, পরমার্থভূত পদার্থ তাহাই আনন্দ। আনন্দের নিমিত্তে সকলেই লালায়িত, তাই তাহাকে তত্ত্ববস্তু বলে। কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি অর্থাৎ সাধনভক্তি, প্রেম অর্থাৎ ফলভক্তি এবং হরিনাম,—এ সকল জড়পদার্থ নয়, আনন্দস্বরূপ ; এই নিমিত্ত ইহারা তত্ত্ববস্তু।

৪। ক্ষালি—ক্ষালন করিয়া। ৫। ভাগবত শাস্ত্র—ভগবদ্ভক্তি-প্রতিপাদক গ্রন্থরাজি। ৬। ভাগবত—জাতরতি ভক্ত। ভক্তিরসপাত্র—ভক্তিরসের আশ্রয়। ৭। দুই...বশ—দুই ভাগবত দ্বারা সাধকের হৃদয়ে ভক্তিসঞ্চার পূর্ব্বক, প্রেমের আবির্ভাব করিয়া এবং সেই প্রেমের বশীভূত হইয়া সেই ভক্ত-হৃদয়ে অবস্থিতি করেন।

সেই দুই প্রভুর করি চরণ বন্দন ;
১। যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্টপূরণ।
এই দুই শ্লোকে কৈলোঁ মঙ্গল-বন্দন ;
তৃতীয় শ্লোকের অর্থ শুন সর্ব্বজন।
বক্তব্যবাহুল্য গ্রন্থ-বিস্তারের ডরে
বিস্তারি না বর্ণি ; সারার্থ কহি অল্পাক্ষরে।

তথাহি অনাদিব্যবহারসিদ্ধ প্রাচীন শাস্ত্রে উক্তঞ্চ—

মিতঞ্চ সারঞ্চ বচো হি বাগ্মিতেতি ॥৩৮॥

২। শুনিলে খণ্ডিবে চিত্তের অজ্ঞানাদি দোষ ;
কৃষ্ণে গাঢ় প্রেম হবে—পাইবে সন্তোষ।
৩। শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত-মহত্ত্ব,
৪। তাঁর ভক্ত, ভক্তি, নাম, প্রেম, রসতত্ত্ব।
ভিন্ন ভিন্ন লিখিয়াছি করিয়া বিচার ;
৫। শুনিলে জানিবে সব বস্তুতত্ত্বসার।
শ্রীরূপরঘুনাথ-পদে যার আশ ;
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

স্বল্পাক্ষর এবং সারগর্ভ বচনই বাগ্মিতা ॥ ৩৮ ॥

১। যাহা হইতে—যে বন্দনা হইতে।

২। অজ্ঞানাদি—আদি শব্দে অজ্ঞান, বিপর্য্যাস, ভেদ, ভয় এবং শোক। ৩। শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত—ইঁহাদিগের মহত্ত্ব (প্রাধান্য অর্থাৎ মাহাত্ম্য)। ৪। তাঁর…তত্ত্ব—ভক্ত, ভক্তি, নাম, প্রেম এবং রস ইঁহাদিগের তত্ত্ব (স্বরূপ)। ৫। বস্তুতত্ত্বসার—বস্তুতত্ত্বের স্বরূপ।

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে গুর্ব্বাদিবন্দন-নাম

প্রথম পরিচ্ছেদঃ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে, বালোঽপি যদনুগ্রহাৎ।
তরেন্নানামতগ্রাহব্যাপ্তং সিদ্ধান্তসাগরং ॥১॥
কৃষ্ণোৎকীর্ত্তনগাননর্ত্তনকলাপাথোজনিভ্রাজিতা,
সদ্ভক্তাবলিহংসচক্রমধুপশ্রেণীবিহারাস্পদং।
কর্ণানন্দিকলধ্বনির্বহতু মে জিহ্বামরুপ্রাঙ্গণে,
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে তব লসল্লীলাসুধাস্বর্ধুনী ॥২॥

জয়জয় শ্রীচৈতন্য! জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈতচন্দ্র! জয় গৌরভক্তবৃন্দ!
তৃতীয় শ্লোকের অর্থ করি বিবরণ,
১। বস্তুনির্দ্দেশরূপ-মঙ্গলাচরণ।

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা,
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং,
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥*॥

২। ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—অনুবাদ তিন,
অঙ্গপ্রভা, অংশ, স্বরূপ—তিন বিধেয়-চিহ্ন।
অনুবাদ আগে, পাছে বিধেয়-স্থাপন;
সেই অর্থ কহি, শুন শাস্ত্র-বিবরণ।
৩। স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ পরতত্ত্ব,
৪। পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণানন্দ, পরম-মহত্ত্ব।

শ্রীচৈতন্যপ্রভুমিত্যাদি। অহং শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে। নন্বু কিমর্থং পুনরপি তদ্বন্দনমিত্যাহ—যদনুগ্রহাৎ যস্য চৈতন্যপ্রভোরনুগ্রহাৎ প্রসাদাৎ, বালোঽপি অজ্ঞোঽপি নানারূপাণি মতান্যেব গ্রাহা জলজন্তুবিশেষাস্তৈর্ব্যাপ্তং সিদ্ধান্ত-সাগরং তরেৎ॥ ১॥

ইদানীং তল্লীলাবর্ণনসামর্থ্যমাশাস্তে—কৃষ্ণোৎকীর্ত্তনেত্যাদিনা। হে দয়ানিধে শ্রীচৈতন্য! তব লসন্তী যা লীলাসুধা সৈব স্বর্ধুনীব মে জিহ্বামরুঃ নিরুদকদেশঃ স এব প্রাঙ্গণমিব তস্মিন্ প্রবহতু তদেবাপ্লাবয়ত্বিতি যাবৎ। কথম্ভূতা?

শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে আমি বন্দনা করি। যাঁহার অনুগ্রহে অজ্ঞ ব্যক্তিও বিবিধ মতরূপ গ্রাহব্যাপ্ত সিদ্ধান্তসাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারে॥ ১॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণের উচ্চকীর্ত্তন-গান এবং নর্ত্তন-পরিপাটি-রূপ-পদ্মগুলীতে পরিশোভিত, যিনি সাধুভক্তপরম্পরা-রূপ হংস, চক্রবাক্ ও ভ্রমররাজির একান্ত বিহারস্থান এবং যাঁহার মধুর ও অস্ফুট ধ্বনি শ্রবণযুগলের আনন্দ-সম্পাদক, হে করুণা-বরুণালয় ভগবন্ শ্রীচৈতন্যদেব! তোমার সেই সমুজ্জ্বলা লীলা-সুধাবাহিনী গঙ্গা আমার জিহ্বারূপ মরুপ্রদেশে প্রবাহিত হউন॥ ২॥

১। বস্তু নির্দ্দেশ—উদ্দিষ্ট তত্ত্বরূপ বস্তুনিরূপণ। * ইহার ব্যাখ্যাদি ও পৃষ্ঠায় দেখুন।

২। ব্রহ্ম…বিধেয় স্থাপন—অনুবাদ ও বিধেয়ার্থ গ্রন্থকর্ত্তা পরে বলিবেন। যথা—"বিধেয় কহিয়ে তারে যে বস্তু অজ্ঞাত। অনুবাদ কহি তারে যেই হয় জ্ঞাত॥" আত্মা—পরমাত্মা। ব্রহ্ম, আত্মা ভগবান্ এই তিনটী আপাততঃ জ্ঞাত হইলেও আকাঙ্খার নিবৃত্তি হইতেছে না, তাঁহারা যে কিরূপ, ইহা জানিতে ইচ্ছা হয়। তাহার পর যখন ব্রহ্মের অঙ্গপ্রভাত্ব, পরমাত্মার অংশত্ব এবং ভগবানের মূলস্বরূপত্ব বিধান করা হয়, তখনই আকাঙ্খার নিবৃত্তি হয়। যদি কেবল অঙ্গপ্রভাদি বলি, তাহাতে কেহই কিছু অবগত হইতে পারে না, কিন্তু ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ বলিলে, তাহার পর অঙ্গপ্রভাদির আকাঙ্খা হয়, তজ্জন্য তৎপরেই সে গুলি নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

৩। শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংভগবান্—তিনিই পরতত্ত্ব (মূলতত্ত্ব)। ৪। পরম-মহত্ত্ব—পরম মহান্ যাঁহা হইতে আর বৃহৎ পদার্থ নাই। * গ্রাহ,—হাঙ্গর।

১। নন্দসুত বলি যাঁরে ভাগবতে গাই ;
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্যগোসাঞী।

২। প্রকাশ-বিশেষে তেঁহ ধরে তিন নাম—
ব্রহ্ম, পরমাত্মা আর স্বয়ংভগবান্।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথম স্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে একাদশশ্লোকে শৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥৪॥

৩। তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণমণ্ডল,
উপনিষদ্ কহে তাঁরে—ব্রহ্ম সুনির্ম্মল।

৪। চর্ম্মচক্ষে দেখে যৈছে সূর্য্য নির্ব্বিশেষ,
৫। জ্ঞানমার্গে লৈতে নারে কৃষ্ণের বিশেষ।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে ষট্চত্বারিংশ শ্লোকঃ—

যস্য প্রভাপ্রভবতো জগদণ্ডকোটী-
কোটীষ্বশেষ-বসুধাদি বিভূতিভিন্নং।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥৫॥

কোটী-কোটী ব্রহ্মাণ্ডে যে ব্রহ্মের বিভূতি,
সেই ব্রহ্ম—গোবিন্দের হয় অঙ্গকান্তি।

কৃষ্ণস্য তদীয়নামরূপগুণলীলাদীনামুৎকীর্ত্তনং উচ্চৈর্ভাষণং গানং স্বরতালাদিসম্বলিতং, নর্ত্তনং তালাদ্যনুসারি পাদক্ষেপণং, তেষাং কলাবৈদগ্ধী সৈব নয়নাহ্লাদকত্বাদিনা পাণোজনীনীব তৈর্ভ্রাজিতা শোভিতা। পুনঃ কথম্ভূতা? সন্তঃ সদাচারাঃ, এতেন 'অপি চেৎ সুদুরাচার' ইত্যাদিনা সাধুকৃতা ব্যাবৃত্তাঃ। তাদৃশানাং ভক্তানামাবল্যঃ শ্রেণয়ঃ হংসচক্রবাকমধুকরা ইব তেষাং শ্রেণীনাং পরম্পরাণাং বিলাসাস্পদং, (আস্পদশব্দস্যাজহল্লিঙ্গত্বাৎ স্ত্রীলিঙ্গবিশেষণত্বেপি ক্লীবত্বং) এবং কর্ণয়োরানন্দী মধুরাস্ফুটধ্বনির্যস্যাঃ সা ॥ ২ ॥

কিং তত্ত্বমিত্যপেক্ষায়ামাহ—বদন্তীতি। জ্ঞানং চিদেকরূপং, অদ্বয়ত্বঞ্চাস্য স্বয়ংসিদ্ধতাদৃশাতাদৃশতত্ত্বান্তরাভাবাৎ স্বশক্ত্যেকসহায়ত্বাৎ পরমাশ্রয়ং তং বিনা তাসামসিদ্ধত্বাচ্চ তত্ত্বমিতি পরমপুরুষার্থতাদ্যোতনায় পরমসুখরূপত্বং তস্য তস্য জ্ঞানস্য বোধ্যতে। অতএব তস্য নিত্যত্বঞ্চ দর্শিতং। অয়মর্থঃ—তত্ত্ববিদস্তু যদেবস্তুত্বং অদ্বয়ং জ্ঞানং তদেব তত্ত্বং বদন্তীতি। অত্র শ্রীমদ্ভাগবতাখ্য এব শাস্ত্রে কচিদন্যত্রাপি তদেকং তত্ত্বং ত্রিধা শব্দ্যতে। কচিদ্ব্রহ্মেতি কচিৎ পরমাত্মেতি কচিদ্ভগবানিতি চ। অত্র শক্তিবর্গলক্ষণতদ্ধর্ম্মাতিরিক্তং কেবলং জ্ঞানং ব্রহ্মেতি শব্দ্যতে। অন্তর্য্যামিত্বময়মায়াশক্তিপ্রচুরচিচ্ছক্ত্যংশবিশিষ্টং পরমাত্মেতি, পরিপূর্ণসর্ব্বশক্তিবিশিষ্টং ভগবানিতি ॥ ৪ ॥

যস্যেত্যাদি। যস্যেতি জগদণ্ডকোটি-কোটিষু ব্রহ্মাণ্ডার্ব্বুদকোটিষু অশেষরূপাভির্বসুধাদিরূপাভির্বিভূতিভির্ভিন্নং ভেদং প্রাপ্তং যৎ নিষ্কলং পূর্ণং অনন্তং অপরিচ্ছিন্নং অশেষভূতং মূলস্থানং যৎ ব্রহ্ম তৎ প্রভবতঃ প্রভবনশীলস্য শ্রীগোবিন্দস্য অঙ্গপ্রভা, তং আদিপুরুষং গোবিন্দমহং ভজামীতি। যয়োরেকরূপত্বেহপি বিশিষ্টতয়াবির্ভাবাৎ, শ্রীগোবিন্দস্য ধর্ম্মিরূপত্বসবিশিষ্টতয়াবির্ভাবাৎ, ব্রহ্মণোধর্ম্মরূপত্বং ততঃপূর্ব্বস্য মণ্ডলস্থানীয়ত্বমিতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

তত্ত্ববেত্তৃগণ অদ্বয়জ্ঞানকে তত্ত্ব বলেন। সেই জ্ঞান নির্ব্বিশেষরূপে প্রকাশ হইলে, ঔপনিষদেরা তাঁহাকে ব্রহ্ম বলেন, অন্তর্য্যামিরূপে প্রকাশ হইলে, যোগীরা পরমাত্মা বলেন, এবং পরিপূর্ণ সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট হইলে, সাত্বতেরা তাঁহাকে ভগবান্ বলেন ॥ ৪ ॥

যিনি কোটি-কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অশেষ বসুধাদি-বিভূতি-ভেদে ভিন্ন হইয়াছেন, সেই নিষ্কল, অনন্ত এবং অশেষভূত ব্রহ্ম যে প্রভুর অঙ্গপ্রভা, আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি ॥ ৫ ॥

১। গাই—গান করিয়া থাকেন। (সেকালের প্রয়োগ) ২। তেঁহ—সেই কৃষ্ণ। ৩। শুদ্ধ—অপ্রাকৃত, কেবল।
৪। নির্ব্বিশেষ—যাহাতে কোন শক্তি, ধর্ম্ম এবং গুণাদির প্রকাশ না হইয়া, কেবল বিশিষ্টাকারে প্রকাশ হয়, তাহাকেই নির্ব্বিশেষ বলে।
৫। বিশেষ—শক্তিবর্গ, সেই শক্তিসমূহের বিশিষ্টরূপ বোধ হইলে, সবিশেষ হইল।

সে গোবিন্দ ভজি আমি—তেঁহ মোর পতি।
১। তাঁহার প্রসাদে মোর হয় সৃষ্টি-শক্তি ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ষষ্ঠাধ্যায়ে দ্বাত্রিংশশ্লোকে শ্রীভগবন্তং প্রতি উদ্ধববাক্যং—

মুনয়ো বাতবসনাঃ
শ্রমণা ঊর্দ্ধমন্থিনঃ।
ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি,
শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ ॥৬॥

২। আত্মা-অন্তর্য্যামী যাঁরে যোগশাস্ত্রে কয়,
সেহ গোবিন্দের অংশ-বিভূতি যে হয়।
৩। অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য্য ভাসে,
তৈছে জীবে গোবিন্দের অংশ প্রকাশে।

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং দশমাধ্যায়ে দ্বিচত্বারিংশশ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং—

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন ধনঞ্জয়।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥৭

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে নবমাধ্যায়ে ঊনচত্বারিংশ শ্লোকে শ্রীভগবন্তং প্রতি ভীষ্মবাক্যং—

তমিমমহমজং শরীরভাজাং
হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতমাত্মকল্পিতানাং।
প্রতিদৃশমিব নৈকধার্কমেকং,
সমধিগতোঽস্মি বিধূতভেদমোহঃ ॥৮॥

মুনয়ঃ ইত্যাদি। বাতবসনা দিগম্বরাঃ শ্রমণাঃ ব্রহ্মাভ্যাসপরাঃ ঊর্দ্ধমন্থিনঃ নৈষ্ঠিকাঃ। শান্তাঃ ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ সন্ন্যাসিনঃ ত্যক্তপরিগ্রহাঃ। অমলা নির্ধূতকষায়াঃ, এবংভূতা মুনয়স্তে ব্রহ্মাখ্যং ধাম যান্তি প্রাপ্নুবন্তীতি ॥ ৬ ॥

অথবেতি। বহুনা পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞাতেন কিন্তব কার্য্যং? যস্মাদিদং সর্ব্বং জগৎ একাংশেন একদেশমাত্রে বিষ্টভ্য ব্যাপ্য অহমেব স্থিতঃ, ন মদ্ব্যতিরিক্তং কিঞ্চিদস্তীতি ॥ ৭ ॥

পরমাত্মস্থাপনায় তত্র বিভুত্বং দর্শয়ন্ স্বমত্যাপকল্পনমেবোপসংহরতি—তমিতি। তমিমমগ্রত এবোপবিষ্টং শ্রীকৃষ্ণং বাহ্যান্তর্য্যামিরূপেণ নিজাংশেন শরীরভাজাং হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতং অধিষ্ঠিতং। ভিন্নমূর্ত্তিমৎসু বসন্তমপি একমভিন্নমূর্ত্তিমেব সমধিগতোঽস্মি। অয়ং পরমানন্দবিগ্রহ এব ব্যাপকঃ স্বান্তর্ভূতেন নিজাকারবিশেষণান্তর্য্যামিতয়া তত্র তত্র স্ফুরতীতি বিজ্ঞাতবানস্মি—যতোঽহং বিধূতভেদমোহঃ অস্যৈব কৃপয়া দূরীকৃতোভেদমোহঃ। ভগবদ্বিগ্রহস্য ব্যাপকত্বাসম্ভাবনাজনিতলক্ষণোমোহো যস্য তথাভূতোঽহং। তেষু ব্যাপকত্বে হেতু—আত্মকল্পিতানাং আত্মনৈব পরমাশ্রয়ে প্রাগুক্তানাং। অত্র দৃষ্টান্তঃ প্রতিদৃশমিতি। প্রাণিনাং নানা-দেশস্থিতানামবলোকনং প্রতি যথা এক এবার্কোবৃক্ষকুড্যাদ্যুপরিগতত্বেন তত্রাপি কুত্রচিদব্যবধানঃ সম্পূর্ণত্বেন সব্যবধানত্বসম্পূর্ণত্বেনানেকধা দৃশ্যতে তথেত্যর্থঃ। নৈকধা দৃশ্যতে তথেত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তোঽয়মেকদেশেব তত্র তত্রোদয়

হে প্রভো! দিগম্বর, পরমার্থসাধনে শ্রমশীল, ঊর্দ্ধরেতা, শান্ত, সর্ব্বত্যাগী এবং নির্ম্মলচেতা মুনিগণ তোমার নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মরূপ তেজঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৬ ॥

হে অর্জ্জুন! তোমার এত অধিক জানিবার প্রয়োজন কি? আমি একাংশ দ্বারা সকল জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছি ॥৭॥

যেমন একই সূর্য্য বৃক্ষ-কুড্যাদি নানা বস্তুর উপরিভাগে অনেক প্রকারে স্ফুরিত হয়েন, সেইরূপ যিনি সকলের আশ্রয়ভূত আপনাতে আবির্ভূত প্রাণিগণের প্রতি-হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন, অদ্য আমি ভেদমোহশূন্য হইয়া, সেই অজকে প্রত্যক্ষ-গোচর করিলাম,—আমার কি ভাগ্য ॥ ৮ ॥

১। তাঁহার…শক্তি—ব্রহ্মা সৃষ্টিকরণে ইচ্ছুক হইয়া ভগবান্‌কে যে স্তুতি করিয়াছেন, শ্লোকে সে কথা স্পষ্ট না থাকিলেও "তাঁহার প্রসাদে মোর হয় সৃষ্টি-শক্তি" এই কবিরোক্তি প্রার্থনায় তাহা প্রকাশ করিলেন।

২। আত্মা পরমাত্মা—ব্যষ্টিজীবের অন্তর্যামী। ৩। অনন্ত…প্রকাশে—একস্থানে অনেক কাচ থাকিলে, যুগপৎ প্রত্যেক কাচেই যেমন এক সূর্য্য প্রকাশ পায়, সেইরূপ এক গোবিন্দের অংশ পরমাত্মা এক হইয়াও অনন্ত জীবে প্রকাশ পাইয়া থাকেন।

১। সেই ত গোবিন্দ সাক্ষাৎ চৈতন্যগোসাঞি।
২। জীব নিস্তারিতে ঐছে দয়ালু আর নাই।
পরব্যোমেতে বৈসে—নারায়ণ নাম ;
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ লক্ষ্মীকান্ত ভগবান্ ;
৩। বেদ, ভাগবত, উপনিষদ্, আগম,
'পূর্ণতত্ত্ব' যাঁরে কহে—নাহি যাঁর সম।
ভক্তিযোগে ভক্ত পায় যাঁর দরশন ;
৪। সূর্য্য যেন সবিগ্রহ দেখে দেবগণ।
৫। জ্ঞান-যোগ-মার্গে তাঁরে ভজে যেই সব ;
ব্রহ্ম-আত্মা-রূপে তারা করে অনুভব।
উপাসনাভেদে জানি ঈশ্বরমহিমা ;
অতএব সূর্য্য তা'তে দিয়ে ত উপমা।
সেই নারায়ণ—কৃষ্ণের স্বরূপ-অভেদ।
একই বিগ্রহ, কিন্তু আকার-বিভেদ।
ইহোঁ ত দ্বিভুজ, তিহোঁ ধরে চারি হাত ;
ইহোঁ বেণু ধরে, তিহোঁ চক্রাদিক সাথ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে চতুর্দ্দশ শ্লোকে শ্রীভগবন্তং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং—

নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনা-
মাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়না-
ত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥ ৯ ॥

৬। শিশু-বৎস হরি' ব্রহ্মা করি অপরাধ,
অপরাধ ক্ষমাইতে মাগেন প্রসাদ—
"তোমার নাভিপদ্ম হৈতে আমার জন্মোদয় ;
তুমি পিতা-মাতা—আমি তোমার তনয়।

ইত্যেতন্মাত্রাংশে, বস্তুতস্তু ভগবদ্বিগ্রহোঽচিন্ত্যশক্ত্যা তথাতথা ভাসতে, সূর্য্যস্তু দূরস্থবিস্তীর্ণাস্মতাস্বভাবেনেতি শেষঃ ॥ ৮ ॥

তর্হি নারায়ণস্য পুত্রঃ ত্বামম কিমায়াতমত্রাহ—নারায়ণস্ত্বমিতি। ন হীতি কাকা ত্বমেব নারায়ণ ইত্যাপাদয়তি। কুতোঽহং নারায়ণ ইতি চেদত আহ—সর্ব্বদেহিনামাত্মাসি। এবমপি কিং নারায়ণো ন ভবসি? নারং জীবসমূহোঽয়নমাশ্রয়ো যস্য স তথেতি। ত্বমেব সর্ব্বদেহিনামাত্মত্বান্নারায়ণ ইতি ভাবঃ। হে অধীশ! ত্বং নারায়ণো ন হীতি পুনঃ কাকুঃ। অধীশঃ প্রবর্ত্তকঃ। ততশ্চ নারস্যায়নং প্রবৃত্তির্যস্মাৎ স তথেতি। পুনস্ত্বমেবাসাবিতি। কিঞ্চ ত্বমখিললোকসাক্ষী অখিলং লোকং সাক্ষাৎ পশ্যসি, অতো নারময়সে জানাসীতি ত্বমেব নারায়ণ ইত্যর্থঃ। নম্বেবং নারায়ণপদব্যুৎপত্তৌ ভবেদেবং তত্ত্বন্যথা প্রসিদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ—নারায়ণোঽঙ্গমিতি। নরাদুদ্ভূতা যেঽর্থাঃ চতুর্বিংশতিতত্ত্বানি নরাজ্জাতং যজ্জলং তদয়নাদ্ যো নারায়ণঃ প্রসিদ্ধঃ সোঽপি তবৈবাঙ্গং মূর্ত্তিঃ। নহু জলশায়িত্বং তস্য মায়িকং নেত্যাহ—তচ্চাপি সত্যং তজ্জলশায়িত্বং তস্য চ সত্যং সত্যলীলত্বাত্তবৈব ন তব মায়েতি। অতঃ পূর্ব্বোক্তমাত্মত্বাদ্যং মম সিদ্ধমেব। নহু মায়িকজলান্তঃপাতেন তদপি মমাঙ্গং কিমু জগদিব মায়িকং? নহি নহীত্যাহ—তচ্চ তবাঙ্গং সত্যমেব ন তু মায়া মায়িকমিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

হে প্রভো! যেহেতু আপনি সমস্ত প্রাণিবর্গের একমাত্র আশ্রয়, প্রবর্ত্তক এবং অন্তর্য্যামী, অতএব আপনি কি নারায়ণ নহেন? আপনি নিশ্চয় নারায়ণ এবং নর হইতে উৎপন্ন চতুর্বিংশতি তত্ত্ব এবং জলকে আশ্রয় করিয়া যিনি নারায়ণ-সংজ্ঞা লাভ করিয়াছেন, তিনিও তোমারই মূর্ত্তি। এ সকলই সত্য, তোমার মায়া নহে, অতএব তুমিই নারায়ণ ॥ ৯ ॥

১। সাক্ষাৎ—সাক্ষাৎ শব্দ প্রয়োগে ইহাই প্রতিপাদিত হইল যে, গোবিন্দ ও চৈতন্যের কোন অংশে কিছুমাত্র ভেদ নাই। ২। ঐছে—এমন অর্থাৎ এতাদৃশ। ৩। বেদ…সম—উপনিষদ বেদের শিরোভাগ ; আগম—পঞ্চরাত্রাদি ; বেদাদি শাস্ত্র যে নারায়ণকে পূর্ণতত্ত্ব বলিয়া নিশ্চয় করেন এবং যাঁহার সম অর্থাৎ তুল্য নাই—যিনি অসমোর্দ্ধ।

৪। সূর্য্য…দেবগণ—নরলোকে সূর্য্য নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্ম্মণ্ডলরূপে দৃষ্ট হন, কিন্তু স্বর্গ হইতে সুরগণ দেখেন—"রক্তাজযুগ্মাভয়দানহস্তং, কেয়ূরহারাঙ্গদকুণ্ডলাঢ্যং। মাণিক্যমৌলিং দিননাথমীড়ে, বন্ধূককান্তিং বিলসত্ত্রিনেত্রং।" ৫। জ্ঞান…অনুভব—উপাসক জ্ঞানমার্গে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম এবং যোগমার্গে পরমাত্মরূপে অনুভব করে। আত্মা—পরমাত্মা। ৬। শিশু—গোপবালক। বৎস—গোবৎস। হরি'—হরণ করিয়া।

পিতামাতা বালকের না লয় অপরাধ,
অপরাধ ক্ষম—মোরে করহ প্রসাদ।”

কৃষ্ণ কহেন—“ব্রহ্মা তোমার পিতা নারায়ণ
আমি গোপ, তুমি কৈছে আমার নন্দন ?”

ব্রহ্মা বলেন—“তুমি কি না-হও নারায়ণ ?
তুমি নারায়ণ শুন তাহার কারণ—
প্রাকৃতাপ্রাকৃত-সৃষ্ট্যে যত জীবরূপ ;
তাহার যে আত্মা তুমি—মূলস্বরূপ।
১। পৃথ্বী যৈছে ঘটকুলের কারণ-আশ্রয়,
জীবের নিদান তুমি, তুমি সর্ব্বাশ্রয়।
‘নার’-শব্দে কহে সর্ব্বজীবের নিচয় ;
‘অয়ন’-শব্দেতে কহে তাহার আশ্রয়।
অতএব তুমি হও মূল-নারায়ণ।
এই এক হেতু ; শুন দ্বিতীয় কারণ—
জীবের ঈশ্বর-পুরুষাদি অবতার ;
তাঁহা স'বা হৈতে তোমার ঐশ্বর্য্য অপার।
অতএব অধীশ্বর তুমি সর্ব্বপিতা ;
২। তোমার শক্তিতে তারা জগৎ-রক্ষিতা।
৩। নারের অয়ন যা'তে করহ পালন ;
অতএব হও তুমি মূল-নারায়ণ।
তৃতীয় কারণ শুন শ্রীভগবান্ !
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড—বহু বৈকুণ্ঠাদি ধাম ;
ইথে যত জীব তার, ত্রৈকালিক কর্ম্ম ;
তাহা দেখ, সাক্ষী তুমি, জান তার মর্ম্ম ;
তোমার দর্শনে সর্ব্বজগতের স্থিতি।
তুমি না দেখিলে কা'র নাহি স্থিতি-গতি।
৪। নারের অয়ন যা'তে কর দরশন ;
তাহাতেও হও তুমি মূল-নারায়ণ।”
কৃষ্ণ কহেন— “ব্রহ্মা তোমার না বুঝি বচন ;
জীবহৃদিজলে বৈসে সেই নারায়ণ।”
ব্রহ্মা কহে—“জলে জীবে যেই নারায়ণ,
সে সব তোমার অংশ, এ সত্য বচন।
কারণাব্ধি ক্ষীরোদ-গর্ভোদকশায়ী ;
৫। মায়াদ্বারা সৃষ্টি করে, তাতে তারা মায়ী।
৬। এই তিন জলশায়ী সর্ব্ব-অন্তর্য্যামী ;
৭। ব্রহ্মাণ্ড-বৃন্দের আত্মা—পুরুষ নামী।
৮। হিরণ্যগর্ভের আত্মা-গর্ভোদকশায়ী,
ব্যষ্টিজীব-অন্তর্যামী ক্ষীরোদকশায়ী।
এ সবার দরশনে আছে মায়াগন্ধ ;
৯। তুরীয় কৃষ্ণেতে নাহি মায়ার সম্বন্ধ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়ে ষোড়শশ্লোকে নারায়ণে তুরীয়াখ্যে ইত্যস্য ব্যাখ্যায়াং শ্রীধরস্বামিধৃত শ্লোকঃ—

বিরাট্ হিরণ্যগর্ভশ্চ
কারণং চেত্যুপাধয়ঃ।

বিরাট্ স্থূলং হিরণ্যগর্ভং সূক্ষ্মং কারণমবিস্থা ইত্যেত ঈশস্য পুরুষাবতারস্য উপাধয়ঃ যত্তু এতৈস্ত্রিভিরুপাধিভির্হীনং

বিরাট্, হিরণ্য এবং কারণ—এই তিনটী ঈশ্বরের পুরুষাবতারের উপাধি ; এই অবস্থাত্রয়াতীত যে বস্তু, তাঁহাকে

১। পৃথ্বী—মৃত্তিকা যেমন ঘটাদির উপাদান কারণ, মৃত্তিকা ব্যতীত কখনই ঘট হয় না এবং ঐ ঘট যেমন মৃত্তিকাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে, মৃত্তিকা টানিয়া লইলে আর ঘট থাকিতে পারে না, তদ্রূপ জীবের কারণ ও আশ্রয় তুমি, তোমা ব্যতিরেকে জীবের সত্তা থাকে না।

২। তোমার·· রক্ষিতা—সেই পুরুষাবতারগণ তোমার শক্তিতেই জগৎ রক্ষা করেন। ৩। নারের অয়ন—জীবের আশ্রয় যে পুরুষাবতার, তাহাকেও তুমি পালন কর, এ কারণে তুমি মূলনারায়ণ। ৪। নারের অয়ন—এ স্থলে পূর্ব্বোক্ত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডাদি।

৫। মায়ী—মায়ার নিয়ন্তা বলিয়া মায়ী, মায়ার সহিত ইহাদিগের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। ৬। এই তিন জলশায়ী—কারণার্ণবশায়ী, ক্ষীরোদশায়ী এবং গর্ভোদশায়ী। ৭। ব্রহ্মাণ্ডবৃন্দ—মহাসমষ্টি, অর্থাৎ প্রকৃতি, তাহার আত্মা (অন্তর্য্যামী) পুরুষ—প্রথমপুরুষ কারণার্ণবশায়ী। ৮। হিরণ্যগর্ভের আত্মা—অন্তর্য্যামী। ৯। তুরীয়···সম্বন্ধ—তুরীয় কৃষ্ণ মায়িকাবস্থাতীত।

ঈশস্য যন্নিবৃত্তিহীনং
তুরীয়ং তৎ পদং বিদুঃ ॥১০॥

১। যদ্যপি তিনের মায়া লঞা ব্যবহার।
তথাপি তৎস্পর্শ নাই, সব মায়াপার ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে একাদশাধ্যায়ে চতুস্ত্রিংশ শ্লোকে শৌনকাদীন্ প্রতি সূতবচনং—

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥ ১১ ॥

সেই তিন জনের তুমি পরম-আশ্রয়,
তুমি মূল-নারায়ণ—ইথে কি সংশয় ?
২। সেই তিনের অংশী পরব্যোম-নারায়ণ ;
তেঁহ তোমার বিলাস, তুমি মূল-নারায়ণ।"
অতএব ব্রহ্ম-বাক্যে—পরব্যোম-নারায়ণ ;
তেঁহ কৃষ্ণের বিলাস, এই তত্ত্ববিবরণ।
৩। এই শ্লোক তত্ত্ব-লক্ষণ ভাগবতসার ;
৪। পরিভাষারূপে ইহার সর্ব্বত্রাধিকার।
৫। ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—কৃষ্ণের বিহার ;
৬। এ অর্থ না জানি মূর্খ অর্থ করে আর।
অবতারী—নারায়ণ, কৃষ্ণ—অবতার।
তেঁহ চতুর্ভুজ, ইঁহ মনুষ্য-আকার ॥
এই মতে নানারূপ করে পূর্ব্বপক্ষ।
৭। তাহারে নির্জ্জিতে ভাগবত-পদ্য দক্ষ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে একাদশ শ্লোকে শৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং। *
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥১২॥

৮। শুন ভাই! শ্লোকার্থ করহ বিচার ;
এক মুখ্য-তত্ত্ব, তিন তাহার প্রকার।
৯। অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ববস্তু, কৃষ্ণের স্বরূপ ;
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—তিন তাঁর রূপ।
১০। এই শ্লোকের অর্থে তুমি হৈলা নির্ব্বচন ;
আর এক শুন ভাগবতের বচন—

তৎসম্বন্ধরহিতং তৎ পদং বস্তু তুরীয়ং বিদুর্জানন্তি ॥ ১০ ॥

প্রাকৃতগুণৈরসম্বন্ধত্বে হেতুঃ—এতদিতি। আদৌ প্রকৃতিগুণময়ে প্রপঞ্চে তিষ্ঠন্নপি সদৈব তদ্গুণৈর্ন যুজ্যত ইতি যৎ এতদীশস্যৈবৈশ্বর্য্যং। তদাশ্রয়া শ্রীভগবদাশ্রয়া পরমভাগবতানাং বুদ্ধির্যথা প্রকৃতিস্থা কথঞ্চিত্তত্র পতিতাপি ন যুজ্যতে তদ্বৎ ॥ ১১ ॥

তুরীয় বলে ॥ ১০ ॥

যেমন ভগবদাশ্রিত বুদ্ধি দৈবাৎ প্রাকৃত বস্তুতে নিপতিত হইয়াও তাহাতে লিপ্ত হয় না, সেইরূপ ভগবান্ প্রকৃতি-গুণময় প্রপঞ্চে অবস্থিতি করিয়াও যে তাহার গুণে লিপ্ত থাকেন না, ইহাই ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য ॥ ১১ ॥

১। যদ্যপি…পার—যদ্যপি এই তিন পুরুষাবতার মায়াদ্বারা সৃষ্ট্যাদি কার্য্য সম্পাদন করেন, তথাপি মায়া তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। ইঁহারা কেবল সান্নিধ্যমাত্রে মায়ার উপকার করেন।

২। সেই তিন—সেই তিন পুরুষ পরব্যোমনাথের অংশ ; সেই পরব্যোম নারায়ণ তোমার বিলাস, অতএব তুমিই মূলনারায়ণ।

৩। এই শ্লোক—"নারায়ণস্ত্বমিত্যাদি" শ্লোক। তত্ত্বলক্ষণ—তত্ত্বের সূত্রস্বরূপ। ৪। পরিভাষা—অনিয়মে নিয়মকারিণী পরিভাষা ; যাহার দ্বারা অনিয়মে নিয়ম বিধান হয়, তাহাকে পরিভাষা বলে ; অন্যস্থানে সঙ্কোচ করিয়া একস্থানে নিয়মিত করাকে পরিভাষা বলে ; এই পরিভাষাই সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী ; যখন ব্রহ্মা বলিলেন, নারায়ণ তোমার অঙ্গ, তখন ইহাই প্রতিপাদিত হইল—নারায়ণেরও মূল কৃষ্ণ ; অধিকার—অনুবৃত্তি বা ব্যাপ্তি। ৫। কৃষ্ণের বিহার—কৃষ্ণই সেই সেই রূপ প্রকাশ করেন। ৬। 'এ অর্থ' হইতে 'পূর্ব্বপক্ষ' পর্য্যন্ত পরমতের উত্থাপন।

৭। ভাগবত পদ্য—'বদন্তি তত্তত্ত্ববিদ' ইত্যাদি শ্লোক। নির্জ্জিতে—জয় করিতে। * ইহার ব্যাখ্যাদি ২১ পৃষ্ঠায় দেখুন।

৮। শুন ভাই—এটী প্রতিপক্ষের প্রতি সম্বোধন। তুমি 'বদন্তি' ইত্যাদি শ্লোকের অর্থের বিচার কর, তাহাতেই বুঝিতে পারিবে যে, শ্রীকৃষ্ণই সকলের মূল। ৯। অদ্বয়…স্বরূপ—অদ্বয়জ্ঞানই তত্ত্ব, সেইই প্রকৃত বস্তু, তাহাই কৃষ্ণের স্বরূপ। সেই কৃষ্ণের তিন রূপ অর্থাৎ উপাসকের উপাসনাভেদে সেই মূলতত্ত্ব তিনরূপে প্রকাশ হয়েন। ১০। নির্ব্বচন—নিরুত্তর।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে অষ্টাবিংশতি শ্লোকে শৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে-যুগে ॥ ৩॥

তদেব পরমাত্মানং সাঙ্গমেব নির্দ্ধার্য্য প্রোক্তানুবাদপূর্ব্বকং শ্রীভগবত্তমপ্যাকারেণ নির্দ্ধারয়তি—এতে ইতি। এতে পূর্ব্বোক্তাঃ, চ শব্দাদনুক্তাশ্চ, প্রথমমুদ্দিষ্টস্য পুংসঃ পুরুষস্য অংশকলাঃ, কেচিৎ স্বয়মেবাংশাঃ সাক্ষাদংশত্বেনাংশাংশত্বেন দ্বিবিধাঃ। কেচিদংশাবিষ্টত্বাদংশাঃ, কেচিত্তু কলাবিভূতয়ঃ ইহ যো বিংশতিতমাবতারত্বেন কথিতঃ 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্' এষ পুরুষস্যাপ্যবতারী ভগবানিত্যর্থঃ। অত্র 'অনুবাদমনুক্তৈব ন বিধেয়মুদীরয়ে'দিতি দর্শনাৎ শ্রীকৃষ্ণস্যৈব ভগবত্ত্বলক্ষণোধর্ম্মঃ সাধ্যতে, ন তু ভগবতঃ কৃষ্ণত্বমিত্যায়াতং। ততঃ শ্রীকৃষ্ণস্যৈব ভগবত্ত্বলক্ষণধর্ম্মত্বে সিদ্ধে মূলত্বমেব সিদ্ধ্যতি. ন তু ততঃ প্রাদুর্ভূতত্বং, এতদেব ব্যনক্তি - স্বয়মিতি। তত্র চ স্বয়মেব ভগবান্, ন তু ভগবতঃ প্রাদুর্ভূততয়া, ন তু বা ভগবত্তাধ্যাসেনেত্যর্থঃ। ন চাবতারপ্রকরণে পঠিতঃ ইতি সংশয়ঃ, পৌর্ব্বাপর্য্যে পূর্ব্বদৌর্ব্বল্যং প্রকৃতিবদিতি ন্যায়াৎ 'যদ্যগ্নিষ্টোমে যদ্যুদ্গাতা বিচ্ছিন্দ্যাদদক্ষিণেন যজ্ঞেত যদি প্রতিহর্ত্তা সর্ব্বস্বদক্ষিণেন'তি শ্রুতেঃ। তয়োশ্চ কদাচিদ্দ্বয়োরপি বিচ্ছেদে প্রাপ্তে বিরুদ্ধয়োঃ প্রায়শ্চিত্তয়োঃ সমুচ্চয়াসম্ভবে পরমেব প্রায়শ্চিত্তং সিদ্ধান্তিতং তদ্বদিহাপীতি। অথবা 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মি'তি শ্রুত্যা প্রকরণস্য বাধঃ। অত এতৎপ্রকরণেঽপ্যন্যত্র ক্বচিদপি ভগবচ্ছব্দমকৃত্বা তত্রৈব ভগবানিতি 'ভগবানচ্যুতঃস্বয়মিতি' বৃতবান্। তস্যচাস্যাবতারেষু গণনা তু স্বয়ংভগবানপ্যসৌ স্বরূপস্থ এব নিজপরিজনবৃন্দানামানন্দবিশেষচমৎকারায় কিমপি মাধুর্য্যং নিজজন্মাদিলীলয়া পুষ্ণন্ কদাচিৎ সকললোকদৃশ্যো ভবতীত্যপেক্ষয়ৈবেত্যাগতং। অবতারশ্চ প্রাকৃতবৈভবেঽবতরণমিতি। অত্র 'তু'শব্দোঽংশকলাভ্যঃ পুংসশ্চ সকাশাৎ ভগবতো বৈলক্ষণ্যং বোধয়তি। যদ্বা—অনেন 'তু' শব্দেন সাবধারণা শ্রুতিরিয়ং প্রতীয়তে, ততশ্চ 'সাবধারণা শ্রুতির্বলবতী'তি ন্যায়েন শ্রুত্যৈব শ্রুতমপ্যন্যেষাং মহানারায়ণাদীনাং স্বয়ংভগবত্ত্বং গুণীভূতত্বমাপদ্যতে। এবং পুংস ইতি ভগবানিতি চ প্রথমমুপক্রমোদ্দিষ্টস্য তস্য শব্দদ্বয়স্য তৎসাহাদবেণ তেনৈব চ শব্দেন প্রতিনির্দ্দেশাত্তাবেব স্বস্বভাবিকে স্মারয়তি। উদ্দেশপ্রতিনির্দ্দেশয়োঃ প্রতীতিস্থগিততানিরসনায় বিরুদ্ধাদ্ব্যতিরেক এব শব্দঃ প্রযুজ্যতে তৎসমো বা। যথা জ্যোতিষ্টোমাধিকারে বসন্তে জ্যোতিষায় জেতেত্যত্র জ্যোতিঃশব্দো জ্যোতিষ্টোমবিষয়ো ভবতীতি। ইন্দ্রারীতি পদ্যার্দ্ধস্যত্র সাম্বেতি, তু শব্দেন বাক্যস্য ভেদাৎ তচ্চ তাবত্তৈবাকাঙ্ক্ষাপরিপূর্ত্তেঃ। একবাক্যে তু চ-শব্দ এবাকরিষ্যতে। ততশ্চেন্দ্রারীত্যত্র অর্থান্তত্র পূর্ব্বোক্তাঃ পুরুষস্যাংশকলারূপা ইন্দ্রারিভিদৈত্যৈর্ব্যাকুলমুপদ্রুতং লোকং যুগে যুগে মৃড়য়ন্তি সুখয়ন্তীতি ॥ ১৩ ॥

হে ঋষিগণ! যে সকল অবতারের নাম কীর্ত্তন করিলাম এবং ইহার পর যে সকল অবতারের নাম কীর্ত্তিত হইবে, তাঁহাদিগের কেহ পুরুষাবতারের অংশ, কেহ বা বিভূতি, কিন্তু বিংশতিতমাবতারে যাঁহার নাম উল্লেখ করিয়াছি, সেই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্, অর্থাৎ পুরুষাবতারের অবতারী। পূর্ব্বোক্ত অবতারাবলী যুগে যুগে দৈত্যগণের অত্যাচারে উপদ্রুত লোকদিগকে সুখী করেন ॥ ১৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ যদি পুরুষের অবতার হইতেন, তবে 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং' বলিবার প্রয়োজন ছিল না, 'এতে চাংশকলা পুংস' বলিলেই বাক্য শেষ হইত। 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং' বলায়, ইহাই প্রতিপাদিত হইল যে তিনি পুরুষের অবতার নন। অনুবাদ না বলিয়া কখনও বিধেয় বলিতে নাই, কারণ অগ্রে আধার নির্দ্দেশ না হইলে, কোন বস্তুরই প্রতিষ্ঠান হয় না। যাহার ভগবত্তা সাধন করিব, অগ্রে তাহারই উল্লেখ করা উচিত, নচেৎ কোথায় ভগবত্তা সাধন করিব? এই নিমিত্ত অগ্রে কৃষ্ণ শব্দ প্রয়োগ করিয়া, পশ্চাৎ ভগবান্ এই শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহাতে ইহাই বোধ হইতেছে, শ্রীকৃষ্ণেরই ভগবত্তা অবধারণ করিলেন; কিন্তু ভগবানের কৃষ্ণত্ব সাধন করা বুঝাইল না। কৃষ্ণের ভগবত্তা সিদ্ধ হইলে, তিনিই যে সকলের মূল, ইহা সিদ্ধ হইল; কিন্তু তিনি যে ভগবান্ হইতে আবির্ভূত, ইহা সিদ্ধ হইল না; এই নিমিত্ত স্বয়ং শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। স্বয়ং শব্দ দ্বারা তিনি স্বয়ংই ভগবান্, ভগবান্ হইতে আবির্ভূত নন, ইহাই সিদ্ধ হইল। এই প্রকরণে অন্যত্র কোনস্থানেই ভগবান্ শব্দ প্রয়োগ করেন নাই; কেবল কৃষ্ণাবতার স্থানেই 'ভগবানচ্যুতঃস্বয়ং' ইহাই বলিয়াছেন। 'কৃষ্ণস্তু' এই 'তু' শব্দের অবধারণ অর্থ, তাহাতে কৃষ্ণই স্বয়ংভগবান্, আর কেহ নয়, অর্থাৎ মহানারায়ণাদির স্বয়ংভগবত্তা গৌণ, কৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তা মুখ্য। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্ব-স্বরূপে অবস্থিতি করিয়া নিজ পরিজনের আনন্দবিশেষ চমৎকারার্থ, জন্মাদিলীলাদ্বারা অনির্ব্বচনীয় স্বীয় মাধুর্য্য পোষণ করতঃ কদাচিৎ সকল লোকের গোচর হইয়া থাকেন। এই অভিপ্রায়েই অবতারগণের মধ্যে গণনা করিয়াছেন। প্রাকৃত বৈভবে অবতরণের নাম অবতার ॥ ১৩ ॥

সব অবতারের করি সামান্য লক্ষণ,
তার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের করিল গণন।
১। তবে সূত-গোসাঞী মনে পেয়ে বড় ভয়,
যার যে লক্ষণ তাহা করিল নিশ্চয়।
২। অবতার সব—পুরুষের কলা অংশ ;
৩। কৃষ্ণ স্বয়ং-ভগবান্ সর্ব্ব-অবতংস।
৪। পূর্ব্বপক্ষ কহে—তোমার ভাল ত ব্যাখ্যান ?
পরব্যোম নারায়ণ স্বয়ং-ভগবান্ ;
তেঁহ আসি কৃষ্ণরূপে করেন অবতার।
এই অর্থ শ্লোকে দেখি, কি আর বিচার ?
৫। তারে কহে—কেন কর কুতর্কানুমান,
শাস্ত্র-বিরুদ্ধার্থ কভু না হয় প্রমাণ।

তথাহি একাদশীতত্ত্বে ব্রতলক্ষণকথনে ধৃতন্যায়ঃ—

অনুবাদমনুক্ত্বা তু
ন বিধেয়মুদীরয়েৎ।
ন হ্যলব্ধাস্পদং কিঞ্চিৎ,
কুত্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ না কহিয়া না কহি বিধেয় ;
আগে অনুবাদ কহি, পশ্চাৎ বিধেয়।
'বিধেয়' কহিয়ে তারে যে বস্তু অজ্ঞাত ;
'অনুবাদ' কহি তারে যেই হয় জ্ঞাত।
৬। যৈছে কহি—"এই বিপ্র পরম পণ্ডিত" ;
'বিপ্র' অনুবাদ, ইহার বিধেয় 'পাণ্ডিত্য'।
বিপ্র করি জানি তার পাণ্ডিত্য অজ্ঞাত ;
অতএব বিপ্র আগে, পাণ্ডিত্য পশ্চাৎ।
৭। তৈছে ইহাঁ অবতার, সব তার জ্ঞাত ;
কার অবতার ? সেই বস্তু অবিজ্ঞাত।
৮। 'এতে' শব্দে অবতারের আগে অনুবাদ,
'পুরুষের অংশ' পাছে বিধেয় সংবাদ।
তৈছে কৃষ্ণ অবতার-ভিতরে হৈল জ্ঞাত ;
তাহার বিশেষজ্ঞান—সেই অবিজ্ঞাত।
৯। অতএব 'কৃষ্ণ' শব্দ আগে 'অনুবাদ' ;
'স্বয়ং ভগবত্ত্ব' পাছে 'বিধেয়' সংবাদ।

অনুবাদং উদ্দেশ্যং সামান্যেন কথনমিতি যাবৎ, বিধেয়ং তত্রৈব অনুবাদ্যে বিধাতুং শক্যং নত্বনুবাদমন্তরেণ বিধেয়তাবিধানং সম্ভবতি, অতএব অনুবাদমনুক্ত্বা তু বিধেয়ং নোদীরয়েৎ। ন লব্ধমাস্পদং স্থানং যেন তথাভূতং কিমপি বস্তু কুত্রচিদপি ন প্রতিতিষ্ঠতি প্রতিষ্ঠাং লভতে ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ না বলিয়া কখন বিধেয় বলিবে না। যাহার স্থান পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, সে কোন স্থানেই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না ॥ ১৪ ॥

অগ্রে অনুবাদের জ্ঞান না হইলে, বিধেয়তা সাধন করা যায় না। পর্ব্বতে বহ্নিসাধন করিতে হইলে, প্রথম পর্ব্বতের জ্ঞান হওয়া আবশ্যক, নচেৎ কোথায় বহ্নির সাধন করিব ? এই নিমিত্ত অগ্রে অনুবাদ বলিতে হইবে। অনুবাদ পরিজ্ঞাত হইলে, তাহাতে বিধেয়তা স্থাপন হইতে পারে ; সুতরাং বিধেয় পশ্চাৎ বাচ্য ॥ ১৪ ॥

১। তবে…ভয়—সকল পুস্তকেই 'তবে শুকদেব মনে পেয়ে বড় ভয়' এই পাঠই দেখা যায়, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটী সূতের উক্তি। লেখকের অনবধানবশতঃ 'শুকদেব' লেখা হইয়াছে। অতএব 'তবে সূত গোসাঞী মনে পেয়ে বড় ভয়' এই পাঠই সাধু।

২। যে সকল অবতারের নাম উল্লেখ করিলাম, তন্মধ্যে পুরুষাবতারের কেহ অংশ, কেহ বা বিভূতি, এ রূপ লক্ষণ অর্থাৎ সামান্য লক্ষণ।

৩। স্বয়ং…অবতংস—মধ্যে যে শ্রীকৃষ্ণের নাম উল্লেখ করিয়াছি, তিনি পুরুষাবতারের অবতার নন, তিনি স্বয়ংভগবান্ এবং সকল অবতারের অবতংস (শিরোমণি অর্থাৎ মূল)। ৪। পূর্ব্বপক্ষ—পূর্ব্বপক্ষবাদী। 'পূর্ব্বপক্ষ' হইতে 'কি আর বিচার' এই পর্য্যন্ত প্রতিপক্ষের মত।

৫। তারে…প্রমাণ—বিপক্ষকে বলিতেছেন যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ তর্ককে কুতর্ক বলে। তুমি বলিতেছ—পরব্যোমনাথ কৃষ্ণ হইয়াছেন, কিন্তু তোমার অনুমান শাস্ত্র-বিরুদ্ধ এবং ইহার অনুকূল তর্কও নাই, এ নিমিত্ত তোমার ব্যাখ্যা প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য নহে।

৬। যৈছে…পাণ্ডিত্য—বিপ্র পরিজ্ঞাত না হইলে, কোথায় পাণ্ডিত্য বিধান করিব ?

৭। সূত সকল অবতারের নাম কীর্ত্তন করিয়া কাহার অবতার এই আকাঙ্ক্ষাপূরণার্থ অবতারের বীজ যে পুরুষাবতার অবিজ্ঞাত ছিলেন, পরে (২ পরি, ১৩ শ্লোকে) তাঁহার নাম কীর্ত্তন করিলেন। ৮। 'এতে' অনুবাদ অগ্রে এবং 'পুরুষের অংশ' বিধেয় পশ্চাৎ বলিলেন।

৯। অতএব—সংবাদ—'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং' এইস্থানে কৃষ্ণ শব্দ অগ্রে আছে, এই নিমিত্ত অনুবাদ। 'ভগবান্ স্বয়ং' পশ্চাৎ নির্দ্দেশ

কৃষ্ণের 'স্বয়ং-ভগবত্ত্ব' ইহা হৈল সাধ্য ;
স্বয়ংভগবানের কৃষ্ণত্ব হৈল বাধ্য।
১। কৃষ্ণ যদি অংশ হৈত অংশী নারায়ণ ;
তবে বিপরীত হৈত সূত্রের বচন।
'নারায়ণ-অংশী যেই স্বয়ংভগবান্,
তেঁহ শ্রীকৃষ্ণ'—ঐছে করিত ব্যাখ্যান।
২। ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব ;
আর্ষ-বিজ্ঞ-বাক্যে নাহি দোষ এই সব।
বিরুদ্ধার্থ কহ তুমি, কহিতে কর রোষ,
৩। তোমার অর্থে অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ-দোষ।

যাঁর ভগবত্ত্ব হৈতে অন্যের ভগবত্তা ;
'স্বয়ং-ভগবান্' শব্দের তাহাতেই সত্তা।
দীপ হৈতে যৈছে বহু দীপের জ্বলন ;
মূল এক দীপ তাহা করিয়ে গণন।
তৈছে সব অবতারের কৃষ্ণ সে কারণ ;
আর এক শ্লোক শুন কুব্যাখ্যা-খণ্ডন—

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে দশমাধ্যায়ে প্রথমশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং—

অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ ॥১৫॥

দশলক্ষণং পুরাণং প্রাহেত্যুক্তং তানি দশলক্ষণানি দর্শয়তি—অত্রেতি। গুণপরিণামাৎ পরমেশ্বরাৎ কর্ত্তুঃ ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোম পঞ্চতন্মাত্র-মহদহঙ্কারাণাং জন্ম—সর্গঃ ; ব্রহ্মকৃতশ্চরাচরঃ সর্গঃ—বিসর্গঃ ; ভগবতঃ সৃষ্টানাং তত্তন্মর্য্যাদাপালনেনোৎকর্ষঃ—স্থিতিঃ ; স্থিতেষু স্বভক্তেষু তস্যানুগ্রহঃ—পোষণং ; তত্রৈব স্থিতৌ নানা-কর্ম্মবাসনা—উতয়ঃ ; তত্তন্মন্বন্তরস্থিতানাং মন্বাদীনাং তদনুগৃহীতানাং সতাং চরিতানি তান্যেব ধর্ম্মঃ তদুপাসনাখ্যঃ সদ্ধর্ম্মঃ—মন্বন্তরাণি ; হরেরবতারানুচরিতং অস্যানুবর্ত্তিনাঞ্চ কথা—ঈশানুকথাঃ ; জীবস্য স্বোপাধিভিঃ সহ হরৌ শয়ঃ—নিরোধঃ ; অবিদ্যয়াধ্যস্তমজ্ঞত্বাদিকং ত্যক্ত্বা পরমাত্মসাক্ষাৎকারঃ . মুক্তিঃ ; যতো বিশ্বস্য সৃষ্টিলয়প্রকাশা ভবন্তি, স ভগবানেব আশ্রয়ঃ। অত্র শ্রীমদ্ভাগবতে উক্তাঃ সর্গাদয়ো দশার্থা লক্ষ্যন্তে।

গুণপরিণামহেতু পরমেশ্বরকর্ত্তৃক পঞ্চভূত, পঞ্চতন্মাত্র, মহত্তত্ত্ব এবং অহঙ্কারের সৃষ্টি—সর্গ ; ব্রহ্মাকর্ত্তৃক চরাচরসৃষ্টি – বিসর্গ, সৃষ্ট পদার্থের তত্তন্মর্য্যাদাপালনদ্বারা ভগবানের উৎকর্ষ—স্থান (স্থিতি), স্থিত স্বভক্তে ভগবানের অনুগ্রহ—পোষণ, স্থিতিতে নানা কর্ম্মবাসনা উতি, সেই সেই মন্বন্তরস্থিত মনু ও মনুপুত্রাদির সাধুচরিতরূপ ধর্ম্ম অর্থাৎ ভগবদুপাসনাখ্য সদ্ধর্ম্ম—মন্বন্তর, হরির অবতারানুচরিত এবং তদনুবর্ত্তিদিগের কথা ঈশানুকথা, উপাধির সহিত

করায় উহাই বিধেয় হইল। যেমন 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্' বলিলে পর্ব্বতে বহ্নি সাধ্য হয়, সেইরূপ 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং' বলায় কৃষ্ণতে ভগবত্তা সাধ্য হইয়াছে। স্বয়ংভগবানে কৃষ্ণত্ব-ধর্ম্ম বাধ্য হইল অর্থাৎ এরূপ সাধন হইতে পারে না।

১। কৃষ্ণ- - -বচন—কৃষ্ণ যদি নারায়ণের অংশ হইতেন, তবে সূত্রের বাক্য বিপরীত হইত অর্থাৎ 'স্বয়ম্ভগবাংস্তু কৃষ্ণ' এইরূপ হইত।

২। ভ্রম- - -সব—ভ্রম—অতত্ত্বস্তুতে তত্ত্বস্তু বুদ্ধি ; যেমন শুক্তিতে রজত জ্ঞান। প্রমাদ—অনবধানতা অর্থাৎ মনোযোগ না থাকায় এক কথা অন্যরূপে বোঝা বা শুনা। বিপ্রলিপ্সা—বঞ্চনেচ্ছা। করণাপাটব—ইন্দ্রিয়ের অপটুতা, যেমন কামলরোগে দূষিতচক্ষু শঙ্খকে পীতবর্ণরঞ্জিত দেখে। এই চারি দোষ থাকায় সাধারণ মনুষ্য বাক্যের প্রামাণ্য নাই। ঋষি—ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণয়নকর্ত্তা ভৃগু নারদ প্রভৃতি। বিজ্ঞ—বিষ্ণুরহস্যে ব্রহ্মা বলিয়াছেন—'অর্চ্চয়ন্তি সদা বিষ্ণুং মনোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ। তেষাং হি বচনং কার্য্যং তে হি বিষ্ণুসমা মতাঃ।' অর্থাৎ—যাঁহারা কায়িক, বাচিক, মানসিক ক্রিয়াদ্বারা সর্ব্বদা বিষ্ণুকেই অর্চ্চনা করেন, তাঁহাদিগের ব্যবস্থানুসারে কার্য্য করিবে ; যেহেতু তাঁহারা বিষ্ণুসদৃশ। এতাদৃশ ব্যক্তিদিগকে বিজ্ঞ বলে। অতএব ঋষি এবং বিজ্ঞের বাক্যে ভ্রমাদি দোষ নাই, তাঁহারা যাহা বলেন, তাহাই প্রমাণ। এ নিমিত্ত ঋষিবাক্য ভাগবতে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই প্রমাণ। যখন সেই ভাগবতেই স্পষ্ট বলিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংভগবান্ ; তখন ইহাতে আর কোন সংশয় হইতে পারে না।

৩। অবিমৃষ্ট- - -দোষ—যে স্থানে প্রধান রূপে বিধেয়াংশের নির্দ্দেশ হয় না, তাহাকেই অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ দোষ বলে। পদার্থের মধ্যে উপাদেয় ভাবপ্রযুক্ত বিধেয়ই প্রধান, অতএব তাহাকেই প্রাধান্যে নির্দ্দেশ করা উচিৎ। তাহার বৈপরীত্য 'অনুবাদ না কহিয়া না কহি বিধেয়' এই নিয়মের অপলাপ হয়। উদ্দেশ্যের পূর্ব্বে বিধেয়ের উপাদান করিলে, অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ দোষ হয়। তাহাতে শব্দজন্য বোধের বড়ই কষ্ট হয় বলিয়া আলঙ্কারিকেরা তাহাকে দোষ রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

তত্রৈব দ্বিতীয়শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং—
দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং নবানামিহ লক্ষণং।
বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা ॥১৬॥

১। আশ্রয় জানিতে কহি এ নব পদার্থ,
২। এ নবের উৎপত্তিহেতু সেই আশ্রয়ার্থ।
৩। কৃষ্ণ এক সর্ব্বাশ্রয়—কৃষ্ণ সর্ব্বধাম;
কৃষ্ণের শরীরে সর্ব্ব-বিশ্বের বিশ্রাম।

তথাহি ভাবার্থদীপিকায়াং দশমস্কন্ধস্য প্রথমাধ্যায়ে প্রথমশ্লোকব্যাখ্যানে স্বামিনোক্তং—
দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহং।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ ॥১৭॥

৪। কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তিত্রয়-জ্ঞান,
যার হয়, তার নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান।
৫। কৃষ্ণ-স্বরূপের হয় ষড়্‌বিধ বিলাস;
প্রাভব-বৈভব-রূপে দ্বিবিধ প্রকাশ।
৬। অংশ-শক্ত্যাবেশরূপে দ্বিবিধাবতার;
৭। বাল্য-পৌগণ্ড ধর্ম্ম দুইত প্রকার।
৮। কিশোরস্বরূপ কৃষ্ণ—স্বয়ং-অবতারী,
৯। ক্রীড়া করে এই ছয় রূপে বিশ্ব ভরি'।

নন্বেবমর্থভেদাৎ শাস্ত্রভেদঃ স্যাত্তত্রাহ দশমস্যেতি। দশমস্যাশ্রয়স্য বিশুদ্ধ্যর্থং তত্ত্বজ্ঞানার্থং নবানাং লক্ষণং স্বরূপং কথয়ো বর্ণয়ন্তি। নম্বত্র নৈবং প্রতীয়তে অত আহ-শ্রুতেন শ্রুত্যা কণ্ঠোক্ত্যেব স্তুত্যাদিস্থানেষু অঞ্জসা সাক্ষাদর্থেন তাৎপর্য্যবৃত্ত্যা চ তত্ত্বদাখ্যানেষু বর্ণয়ন্তি ॥ ১৬ ॥

দশমে দশমস্কন্ধে তৎ প্রসিদ্ধং শ্রীকৃষ্ণ ইতি আখ্যা নাম যস্য তৎ পরং মূলং ধাম স্বরূপং। দশমং আশ্রয়রূপং নমামি। কিম্ভূতং? তৎ নবভিঃ সর্গাদিভিস্তাৎপর্য্যবৃত্ত্যা লক্ষিতং। পুনঃ কিম্ভূতং? আশ্রিতানাং ভক্তানামাশ্রয়ো বিগ্রহো যস্য তৎ এবং জগতাং ধাম আশ্রয়রূপং ॥ ১৭ ॥

জীবের হরিতে লয়-নিরোধ, অবিদ্যাধ্যস্ত অজ্ঞতাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক পরমাত্মসাক্ষাৎকার—মুক্তি এবং যাঁহা হইতে বিশ্বের সৃষ্টি, লয় এবং প্রকাশ হয়, সেই ভগবান্‌ই আশ্রয় ॥ ১৫ ॥

আশ্রয়তত্ত্ব কৃষ্ণের তত্ত্বজ্ঞানার্থ মহাত্মাগণ আরও নয়টীর স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন। স্তুত্যাদিস্থানে শব্দদ্বারা সাক্ষাদ্ভাবে এবং অন্যান্য আখ্যানের তাৎপর্য্যে সেই শ্রীকৃষ্ণকেই কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ১৬ ॥

যিনি বিশ্বসর্গাদি নব পদার্থের তাৎপর্য্যগোচর, যাঁহার বিগ্রহ ভক্তগণের একমাত্র আশ্রয় এবং যিনি জগতের বিশ্রামস্থান, সেই দশম-পদার্থ শ্রীকৃষ্ণ-নামক মূলস্বরূপকে আমি প্রণাম করি ॥ ১৭ ॥

১। আশ্রয়---পদার্থ—আশ্রয়-পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানার্থ এই নয় পদার্থের উল্লেখ করিলাম। ২। এই নয় পদার্থে কিরূপে আশ্রয়তত্ত্ব জ্ঞান হয় এবং কি নিমিত্ত যে শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় বলে, তাহাই বলিতেছেন। যাহা হইতে নয় পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে, এই চিন্তা করিলেই মূলস্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞান হয়। এই সকল বস্তুর অবলম্বন (আশ্রয়) তিনিই বোধ্য হইয়া থাকেন। ৩। কৃষ্ণ---বিশ্রাম—এক কৃষ্ণই কারণরূপে বিশ্বের আশ্রয় অর্থাৎ প্রলয়কালে সূক্ষ্মরূপে তাঁহাতেই সমস্ত অবস্থিতি করে, স্থিতি সময়ে তিনি সকলের ধাম অর্থাৎ আশ্রয় এবং প্রলয়কালে সমস্ত বিশ্বের তিনিই বিশ্রামস্থান অর্থাৎ তাঁহাতেই সমস্ত প্রবেশ করে। এই প্রকারে নয় পদার্থ দ্বারা তিনিই লক্ষিত হয়েন।

৪। কৃষ্ণের স্বরূপ—প্রাভব-বৈভবাদি। শক্তিত্রয়—চিচ্ছক্তি (স্বরূপশক্তি) বা অন্তরঙ্গা শক্তি, মায়াশক্তি (বহিরঙ্গা শক্তি) ও জীবশক্তি (তটস্থাশক্তি)। যাহার স্বরূপ ও শক্তিত্রয়ের অনুভব হয়, তাহার আর কৃষ্ণেতে অজ্ঞান থাকে না, অর্থাৎ তাহার কৃষ্ণতত্ত্ব অনুভবগোচর হয়।

৫। কৃষ্ণ---বিলাস—যাহাতে পূর্ণ-শক্তির বিলাস তাহাকে পরাবস্থ বলে। যাঁহারা শক্তি-প্রকাশের তারতম্যবশতঃ পরাবস্থ হইতে ন্যূন এবং যাঁহাদিগের রূপ সর্বথা হরি-স্বরূপ, তাঁহাদিগকে প্রাভব এবং বৈভব বলে। প্রাভবে অল্পশক্তির ও বৈভবে তদপেক্ষা অধিক শক্তির প্রকাশ হয়। ৬। অংশ---দ্বিবিধাবতার—বিলাস-তুল্য হইয়া যাহাতে অল্পশক্তি অভিব্যক্ত হয়, তাহাকে অংশ বলে; যেমন সঙ্কর্ষণাদি এবং মৎস্যাদি। জ্ঞানশক্ত্যাদির ভাগদ্বারা যাহাতে ভগবান্ আবিষ্ট হয়েন, সেই মহত্তম জীবকে শক্ত্যাবেশ-অবতার বলে; যেমন নারদ, সনক, পৃথু প্রভৃতি। ৭। বাল্য—পঞ্চম বর্ষ পর্য্যন্ত, পৌগণ্ড—দশম বর্ষ পর্য্যন্ত। ৮। প্রাভব, বৈভব অংশাবতার, আবেশাবতার, বাল্য এবং পৌগণ্ড—এই ছয়রূপে কৃষ্ণের এই ষড়্‌বিধ বিলাস। ৯। কিশোর স্বরূপ—কৈশোর তাঁহার স্বরূপ পূর্ণ। স্বয়ং অবতারী—কৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্ এবং সর্বাবতারের মূল।

১। এই ছয় রূপে হয় অনন্ত বিভেদ ;
অনন্তরূপে এক রূপ, নাহি কিছু ভেদ।
২। চিচ্ছক্তি—স্বরূপশক্তি অন্তরঙ্গানাম ;
তাহার বৈভব—অনন্ত বৈকুণ্ঠাদি ধাম।
৩। মায়াশক্তি বহিরঙ্গা—জগৎকারণ ;
তাহার বৈভব—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ।
৪। জীবশক্তি—তটস্থাখ্য, নাহি যার অন্ত ;
মুখ্য তিন শক্তি—তার বিভেদ অনন্ত।
৫। এই ত স্বরূপগণ, আর তিন শক্তি ;
সবার আশ্রয় কৃষ্ণ, কৃষ্ণে সবার স্থিতি।
যদ্যপি ব্রহ্মাণ্ডগণের পুরুষ আশ্রয়,
সেই পুরুষাদি সবার, কৃষ্ণ মূলাশ্রয়।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ—কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়,
'পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ' সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে প্রথম শ্লোকঃ—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণ ॥১৮॥

ঈশ্বর ইতি। কৃষ্ণ ইতি বিশেষ্যং তমাদায় শাস্ত্রপ্রবৃত্তত্বাৎ স চ যশোদাস্তনন্ধয়োরূঢ্যার্থোঽত্র গ্রাহ্যো, ন তু সত্তাভিন্নানন্দো যোগার্থোঽপি, রূঢ়ির্যোগমপহরতীতি ন্যায়াৎ। এবমুক্তং ভট্টৈঃ—'লক্ষাত্মিকা সতী রূঢ়ির্ভবেদ্যোগাপহারিণী। কল্পনীয়া তু লভতে নাত্মানং যোগবাধত' ইতি নামকৌমুদী-কৃদ্ভিশ্চ, 'কৃষ্ণ-শব্দস্য তমালশ্যামলত্বিষি যশোদায়াস্তনন্ধয়ে পরব্রহ্মণি রূঢ়ি'রিতি যোগার্থস্তাভতো লাভাচ্চ। পরম ঈশ্বর ইতি বিশেষণাভ্যামনন্যাপেক্ষিত্বরূপং তস্য স্বয়ত্বমুক্তং। অন্যথা ঈশ্বর ইত্যেব ব্রূয়াৎ। ইত্থঞ্চ বিলাস-স্বাংশবর্গেভ্যো বৈলক্ষণ্যং। স চ কিং ধাতুরিত্যাহ—সচ্চিদিতি। চিদ্রূপো য আনন্দস্তদ্ভুতো বিগ্রহ ইতি কর্ম্মধারয়ঃ, মূর্ত্ত স্বপ্রকাশানন্দ ইত্যর্থঃ। সম্মিতি সৌন্দর্য্যযুক্তঃ অতি রম্যাঙ্গ-সন্নিবেশ ইত্যর্থঃ। এবঞ্চ-মুক্তজীবেভ্যো বৈলক্ষণ্যং তেষাং বিগ্রহাত্মভেদসত্ত্বাৎ। সচ্ছব্দেন সর্ব্বাত্রাত্মত্বং নোক্তং, তত্ত্বস্য সর্ব্বকারণত্বোক্ত্যা প্রাপ্তেঃ। লীলামাহ—গোবিন্দ ইতি, সুরভীরভিপালয়ন্তমিত্যাত্তরপাঠাৎ গোপালনলীল ইত্যর্থঃ। ন চানয়ান্যূনত্বং। 'গোভ্যো যজ্ঞাঃ প্রবর্ত্তন্তে, গোভ্যো দেবাঃ সমুত্থিতাঃ। গোভির্বেদাঃ সমুদ্গীর্ণাঃ, স ষড়ঙ্গপদক্রমা' ইতি গোস্তুক্তাৎ। নাদীয়ন্তে স্ববিধেয়তয়া ন গৃহ্যন্তে ইয়মিতানাদির্যদূনাং, আদীয়ন্তে স্ববিধেয়তয়েত্যাদির্ব্রজৌকসাং। উপসর্গেভ্যঃ কিং? স্বয়মনাদির্হেতুশূন্যোঽহমেষামাদিরিত্যর্থস্য নোক্তস্তস্যোক্তবক্তোলাভাৎ। লীলান্তরমাহ—সর্ব্বেতি। 'সকারণং করণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপ' ইতি মন্ত্রবর্ণঃ। এষা লীলা স্বাংশপুরুষদ্বারেতি বোধ্যমিতি ॥১৮॥

যিনি সর্ব্বশক্তিপরিপূর্ণ মূর্ত্তস্বপ্রকাশানন্দ, গোপালনলীল, যদুদিগের অর্চ্চনগ্রাহী, ব্রজবাসীর বিধেয় এবং স্বাংশপুরুষদ্বারা বিশ্বের কারণের কারণ, সেই শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বাশ্রয় ॥ ১৮ ॥ 169915

১। এই···ভেদ—এই প্রাভবাদি ছয় রূপের অনন্ত ভেদ আছে ; যথা—মোহিনী, হংস, শুক্লাদি-যুগাবতার, ধন্বন্তরি, ঋষভদেব, ব্যাস, দত্তাত্রেয় এবং কপিলদেব প্রভৃতি প্রাভবের ভেদ। কূর্ম্ম, বরাহ, হয়গ্রীব, পৃশ্নিদেব এবং বলদেব প্রভৃতি বৈভবাস্থের অনাস্থরভেদ। সঙ্কর্ষণাদি এবং মৎস্যাদি অংশাবতারের বিবিধ ভেদ। কুমার, নারদ এবং পৃথু প্রভৃতি আবেশাবতারের প্রভেদ এবং বাল্য-পৌগণ্ডের উত্তরোত্তর বয়োধিক-প্রকটে বিবিধ ভেদ। এইপ্রকারে অনন্তরূপ হইলেও তিনি একরূপ, এই সকল অবতারাদির সহিত তাঁহার কিছুমাত্র প্রভেদ নাই।

২। চিচ্ছক্তি··নাম—যেমন অগ্নির দাহিকাশক্তি সর্বথা অগ্নিস্বরূপ, সেইরূপ চিদ্রূপ ভগবানের চিচ্ছক্তি সর্বথা তাঁহার স্বরূপ, এই নিমিত্ত চিচ্ছক্তিকে স্বরূপশক্তি বলে ; সেই স্বরূপশক্তির নামান্তর অন্তরঙ্গাশক্তি ; বৈকুণ্ঠাদি অনন্ত ভগবদ্ধাম সেই চিচ্ছক্তির বৈভব (অর্থাৎ বিলাস), সেই চিচ্ছক্তিই বৈকুণ্ঠাদিরূপে প্রকাশিত। ৩। মায়া··গণ—যে শক্তি বিশ্বের কারণ, তাহাকে মায়াশক্তি বলে। সেই মায়াশক্তি জগৎ প্রকাশের ভিন্ন স্থানে প্রকাশ হয় বলিয়া তাহাকে বহিরঙ্গাশক্তি বলে। অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-গণ সেই মায়াশক্তির বৈভব।

৪। জীব···অন্ত—জীবশক্তির নাম তটস্থাশক্তি, তাহাও অনন্ত। এই জীবশক্তি চিদ্রূপপ্রযুক্ত আত্মরূপ-মায়া হইতে ভিন্ন এবং মায়াপরতন্ত্রত্ব ঈশ্বর হইতে ভিন্ন এই নিমিত্ত ইহাকে তটস্থশক্তি বলে। ৫। এইত··স্থিতি—প্রাভবাদি স্বরূপগণ কৃষ্ণেরই প্রকাশ, সুতরাং তাঁহাতে ইহাদিগের যে যাহার প্রকাশ হয়, সে তাহাতেই অবস্থিতি করে, যেমন অগ্নির প্রকাশ অগ্নিতেই অবস্থিতি করে। যেমন সাধারণ পুরুষের বুদ্ধ্যাদিশক্তি তাহাতেই অবস্থিত, সেইরূপ শক্তিমানেই শক্তি অবস্থিতি করে। অতএব কৃষ্ণই সর্ব্বাশ্রয়।

এ সব সিদ্ধান্ত তুমি জান ভাল-মতে ;
১। তবু পূর্ব্বপক্ষ কর আমা চালাইতে ?
সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্রকুমার,
আপনি চৈতন্যরূপে কৈল অবতার।
অতএব চৈতন্য গোসাঞী পরতত্ত্ব-সীমা।
২। তাঁরে ক্ষীরোদশায়ী কহি, কি তাঁর মহিমা ?
৩। সেহ ত ভক্তের বাক্য—নহে ব্যভিচারী,
সকল সম্ভবে তাঁতে যাঁতে অবতারী।
অবতারীর দেহে সব অবতারের স্থিতি,
কেহ কোনরূপে কহে যেমন যাঁর মতি।
কৃষ্ণকে কহয়ে কেহ—নর-নারায়ণ ;
কেহ কহে—কৃষ্ণ হয় সাক্ষাৎ-বামন।
কেহ কহে—কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী অবতার ;
অসম্ভব নহে,—সত্য বচন সবার।

কেহ কহে—পরব্যোম-নারায়ণ করি ;
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে, যাতে অবতারী।
সব শ্রোতাগণের করি চরণ-বন্দন ;
এ সব সিদ্ধান্ত শুন করি একমন।
৪। সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস ;
ইহা হৈতে লাগে কৃষ্ণে সুদৃঢ় মানস।
চৈতন্য-মহিমা জানি এ সব সিদ্ধান্তে ;
চিত্ত দৃঢ় হঞা লাগে, মহিমা-জ্ঞান হৈতে।
৫। চৈতন্যপ্রভুর মহিমা কহিবার তরে,
কৃষ্ণের মহিমা কহি, করিয়া বিস্তারে।
চৈতন্য-গোসাঞীর এই তত্ত্বনিরূপণ—
স্বয়ং-ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
শ্রীরূপরঘুনাথ-পদে যার আশ ;
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

১। আমা চালাইতে—আমাকে উদ্বেগ দিতে ? ২। তাঁরে···মহিমা—সেই কৃষ্ণকে ক্ষীরোদশায়ী বলিলে মহত্ত্বের, কি আধিক্য হইবে ?
৩। যাঁহারা কৃষ্ণকে ক্ষীরোদশায়ী বলেন্ তাঁহারা ভক্ত, এ নিমিত্ত তাঁহাদিগের বাক্য ব্যভিচারী নয় অর্থাৎ অযুক্ত নয় ; যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ অবতারী। ইহার তাৎপর্য্য এই,—অবতারে যে শক্তি অপেক্ষাকৃত অল্পপরিমাণে প্রকাশিত হয়, অবতারীতে সেই সকল শক্তি পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ পায়, কিন্তু যাহার যে পর্য্যন্ত গ্রহণের সামর্থ্য, সে তাহাই গ্রহণ করে ; অতএব যখন অল্পপরিমাণে শক্তি গ্রহণ করে, তখন অংশাদিরূপে নির্দ্দেশ করে। যেমন একশতের মধ্যে অবশ্যই দশ থাকে, তেমনি অংশীতে অবশ্যই অংশ থাকে, এনিমিত্ত কাহারই বাক্য মিথ্যা নয়। ৪। সিদ্ধান্ত···মানস—সিদ্ধান্ত বলিয়া শুনিতে আলস্য করিও না অর্থাৎ অমনোযোগ করিও না। সিদ্ধান্তদ্বারা কৃষ্ণের মহিমার জ্ঞান হয়। বস্তুর যতই মহিমাধিক্য অবগত হওয়া যায়, ততই তাহাতে আসক্তি জন্মে। এইরূপে যখন কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা পরমোৎকর্ষ বুঝিবে, তখন দৃঢ় হইয়া চিত্ত তাঁহাতেই লিপ্ত থাকিবে। ৫। চৈতন্য···বিস্তারে—এস্থলে এরূপ আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে যে, চৈতন্যচরিত বলিতে প্রবৃত্ত হইয়া কৃষ্ণের মহিমা বলিতেছ কেন ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—যখন ইহাই বলা হইল যে, শ্রীকৃষ্ণই চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ, তখন শ্রীকৃষ্ণমহিমা কীর্ত্তন করিলেই চৈতন্যমহিমা বলা হইল। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, রাম-নৃসিংহাদির ন্যায় চৈতন্যপ্রভুকে নন্দনন্দন হইতে স্বতন্ত্র করিলে, চৈতন্যপ্রভু বলিতে কিছুই থাকে না।

এই পরিচ্ছেদে-গ্রন্থকর্ত্তা চৈতন্যতত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের সমকালে, কিম্বা কিছু পরে, আজি-কালিকার মত স্বকপোল কল্পনা অথবা স্বেচ্ছাচার ছিল না, সকলেই বেদ পুরাণ শ্রুতি-স্মৃতি স্বীকার করিতেন ; তাই গ্রন্থকার সেই সকল শাস্ত্রবচন উদ্ধার করিয়া নিজ মত প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পিত্তাধিক্য জনগণের যেমন মিঠাই প্রভৃতি মিষ্ট লাগে না, তদ্রূপ জিগীষাপরতন্ত্র ব্যক্তিবর্গও এ অবতারের মহিমামাধুরী আস্বাদন করিতে অধিকার পাইবে না। ব্যাকুলপ্রাণে তাঁহাতে প্রপন্ন জনগণই এই সব গূঢ় ব্যাপার বুঝিতে সমর্থ।

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে বস্তুনির্দ্দেশ মঙ্গলাচরণে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্বনিরূপণং নাম

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে যৎপাদাশ্রয়বীর্য্যতঃ।
সংগৃহ্ণাত্যাকরব্রাতাদজ্ঞঃ সিদ্ধান্তসম্মণীন্ ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য! জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈতচন্দ্র! জয় গৌরভক্তবৃন্দ!
তৃতীয় শ্লোকের অর্থ কৈলঁ বিবরণ;
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ শুন ভক্তগণ।
অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ,
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥২॥*

পূর্ণ-ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার,
১। গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার।
২। ব্রহ্মার একদিনে তিঁহ একবার
অবতীর্ণ হঞা করেন প্রকট বিহার।
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—চারিযুগ জানি;
সেই চারিযুগে এক দিব্য-যুগ মানি।
৩। একাত্তর চতুর্যুগে এক মন্বন্তর;
চৌদ্দ মন্বন্তর ব্রহ্মার দিবস-ভিতর।
বৈবস্বত নাম এই সপ্তম মন্বন্তর;
৪। সাতাইশ চতুর্যুগ তাহার অন্তর।
অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে;
ব্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশে।
দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-শৃঙ্গার—চারি রস,
চারি ভাবের ভক্ত যত, কৃষ্ণ তার বশ।
দাস, সখা, পিতামাতা, কান্তাগণ লঞা;
ব্রজে ক্রীড়া করে কৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হঞা।
যথেষ্ট বিহরি, কৃষ্ণ করে অন্তর্ধান;
অন্তর্ধান করি মনে করে অনুমান—

শ্রীচৈতন্য ইতি। শ্রীচৈতন্যপ্রভুমহং বন্দে। যস্য শ্রীচৈতন্যপ্রভোঃ পাদয়োরাশ্রয়স্তস্য প্রভাবতঃ অজ্ঞঃ যাথার্থ্যং পরিচেতুমসমর্থঃ, আকর-ব্রাতাৎ খনিসমূহাৎ সিদ্ধান্তস্বরূপান্ সন্মণীন্ সংগৃহ্ণাতি সমাহরতীতি ॥ ১ ॥

যাঁহার চরণাশ্রয়প্রভাবে অজ্ঞ ব্যক্তিও শাস্ত্ররাশি হইতে সিদ্ধান্ত-স্বরূপ উপাদেয় মণি সকল সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়, সেই শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে আমি প্রণাম করি ॥ ১ ॥

---

* ইহার ব্যাখ্যাদি ৪ পৃষ্ঠায় দেখুন।

১। ব্রজের সহ—নিজ পরিকরের সহিত। প্রকটলীলায় যাহাকে বৃন্দাবন বলে, অপ্রকট লীলায় তাহারই নাম গোলোক। ২। ব্রহ্মার এক দিন—সহস্র নাম চতুর্যুগ, অথবা কল্প। ব্রহ্মার এক দিনে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ একবার অবতীর্ণ হইয়া প্রকটবিহার করেন। ইহাতে ইহাই প্রতিপাদন করিলেন, কৃষ্ণাবতার হইতে গৌরাঙ্গাবতার পৃথক্ নহেন। পৃথক্ হইলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের স্বয়ংভগবত্তা স্থাপন হয় না। যে হেতু এককল্পে স্বয়ংভগবানের বারম্বার অবতার নাই। যেমন কোন গ্রন্থকার নিজ গ্রন্থের অভাব পূরণার্থ একখানি পরিশিষ্টগ্রন্থ প্রণয়ন করেন, সেই পরিশিষ্টগ্রন্থ কিন্তু মূলগ্রন্থ হইতে পৃথক্ নয়, সেইরূপ ব্রজলীলার অভিলাষত্রয়-পূরণার্থ যখন গৌরাঙ্গদেবরূপে অবতার, তখন চৈতন্যলীলা কৃষ্ণলীলার পরিশিষ্ট ও অভিন্ন। ৩। মন্বন্তর—মনুর সময়, কিঞ্চিদধিক চতুর্যুগ, সহস্র চতুর্যুগের চতুর্দ্দশ ভাগের এক ভাগ। (১) স্বায়ম্ভুব মনু—ব্রহ্মার শরীর দুই ভাগে বিভক্ত হইলে, দক্ষিণ ভাগ স্বায়ম্ভুব মনু ও বামভাগ তাঁহার পত্নী শতরূপা। (২) অগ্নির পুত্র স্বারোচিষমনু। (৩) উত্তম, (৪) তামস, (৫) রৈবত,—এই তিন মনু প্রিয়ব্রতের পুত্র। (৬) চক্ষুর পুত্র চাক্ষুষ। (৭) সূর্য্যের পুত্র বৈবস্বত। (৮) সূর্য্যের ছায়াগর্ভজাত পুত্র সাবর্ণি। (৯) বরুণের পুত্র দক্ষসাবর্ণি। (১০) উপশ্লোকের পুত্র ব্রহ্মসাবর্ণি। (১১) ধর্ম্মসাবর্ণি। (১২) রুদ্রসাবর্ণি। (১৩) দেবসাবর্ণি। (১৪) ইন্দ্রসাবর্ণি। এই চতুর্দ্দশ মনু। ইহার প্রথম ছয় মন্বন্তর অতীত হইয়াছে, বর্ত্তমানে বৈবস্বত মন্বন্তর। ইহার পর সাবর্ণি প্রভৃতি সাত মনু হইবেন। ৪। অন্তর—গত হইয়াছে।

১। 'চিরকাল নাহি করি প্রেমভক্তি দান ;
২। ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান।
সকল জগতে মোরে করে বিধিভক্তি ;
৩। বিধিভক্ত্যে ব্রজবাস পাইতে নাহি শক্তি।
৪। ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানেতে সব জগৎ-মিশ্রিত ;
৫। ঐশ্বর্য্যশিথিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীত।
৬। ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে বিধিমার্গে ভজন করিয়া,
বৈকুণ্ঠকে যায় চতুর্বিধ মুক্তি পাঞা ;
৭। সার্ষ্টি-সারূপ্য আর সামীপ্য-সালোক্য।
৮। সাযুজ্য না লয় ভক্ত—যাতে ব্রহ্ম-ঐক্য।
৯। যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তিমু নাম-সংকীর্ত্তন ;
১০। চারি ভাবে ভক্তি দিয়া নাচামু ভুবন।
আপনি করিমু ভক্তভাব অঙ্গীকারে ;
আপনি আচরি' ভক্তি শিখামু সবারে।
আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।
—এই ত সিদ্ধান্ত গীতা-ভাগবতে গায়।

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং চতুর্থাধ্যায়ে অষ্টমশ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥৩॥

তথাহি তত্রৈব তৃতীয়াধ্যায়ে চতুর্বিংশতি শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহং।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥৪॥

তথাহি তত্রৈব একবিংশতি শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—

সাধূনাং স্বধর্ম্মবর্ত্তিনাং পরিত্রাণায় রক্ষণায়, দুষ্টং কর্ম্ম কুর্বন্তীতি দুষ্কৃতঃ তেষাং বিনাশায় বধায় চ, এবঞ্চ ধর্ম্মস্য সংস্থাপনার্থং সাধুরক্ষণেন দুষ্টবধেন চ ধর্ম্মং স্থিরীকর্ত্তুং, যুগে যুগে তত্তদবসরে, সম্ভবামি প্রপঞ্চে প্রকটোভবামীত্যর্থঃ। ন চৈবং দুষ্টনিগ্রহং কুর্ব্বতোপি ভগবতো নৈর্ঘৃণ্যং শঙ্কনীয়ং। যথাহুঃ—'লালনে তাড়নে মাতুর্নাকারুণ্যং যথা ভবেৎ। তদ্বদেব মহেশস্য নিয়ন্তুঃ গুণদোষয়ো'রিতি ॥ ৩ ॥

উৎসাদেয়ুরিতি চেদ্ যদি অহং কর্ম্ম ন কুর্য্যাং, তদা ইমে লোকা উৎসীদেয়ুঃ ধর্ম্মলোপেন ভ্রশ্যেয়ুঃ, ততশ্চ যো বর্ণসঙ্করো ভবেত্তস্যাপ্যহমেব কর্ত্তা স্যাং ভবেয়ং। এবমহমেব প্রজা উপহন্যাং মলিনীকুর্য্যাং ॥ ৪ ॥

হে অর্জ্জুন! সাধুদিগের রক্ষণ, নিষিদ্ধাচারীদিগের বিনাশ এবং ধর্ম্মের সংস্থাপনের নিমিত্ত আমি যুগে যুগে অবতার করি ॥ ৩ ॥

হে অর্জ্জুন! আমি কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে ধর্ম্ম লোপ হওয়ায়, এই সকল লোক ভ্রষ্ট হইয়া যাইবে; তাহা হইতে যে বর্ণসঙ্করের সৃষ্ট হইবে, তাহার কর্ত্তাও আমি হইয়া সমস্ত প্রজার মলিনতাসাধক হইব ॥ ৪ ॥

১। চিরকাল—অনেক কাল। ২। ভক্তি---অবস্থান—প্রেমভক্তি ব্যতীত জগতের অবস্থান অর্থাৎ স্থিরতা থাকে না। ৩। বিধি---শক্তি—কেবল শাস্ত্রশাসনে প্রবর্ত্তিত হইয়া বিধিমার্গে ভজনকে বৈধীভক্তি বলে। যাহাতে প্রীতির লেশমাত্র নাই, কেবল ভগবদ্ভজনের অকরণজন্য প্রত্যবায়-পরিহারার্থই করা হয়, সেই বৈধীভক্তির এমন সামর্থ্য নাই যে, ব্রজভাব অর্থাৎ শুদ্ধ দাস্যাদিভাব প্রদান করে। ৪। ঐশ্বর্য্যজ্ঞান—ভগবানের অসমোর্দ্ধ প্রভাবের অনুসন্ধান। ৫। ঐশ্বর্য্য---প্রীত—আমার প্রভু, আমার সখা, আমার লাল্য এবং আমার কান্ত, এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যানুভববিষয়ে চিত্তের আবেশকে প্রেম বলে। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে সঙ্কোচ এবং গৌরব হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত প্রেম শিথিল হইয়া যায়, তাদৃশ অবস্থাতে কৃষ্ণের প্রীতি সম্পাদন হয় না।

৬। যাহাতে শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যে লোভ উৎপন্ন হয় না, কেবল শাস্ত্রবিধিদ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়া বিধিঅনুসারেই ভজন হয়, তাহাকে বিধিমার্গ অথবা বৈধীভক্তি বলে। লোভপ্রবর্ত্তিত হইয়া বিধিবিহিত ভজনকে রাগানুগমার্গ বা রাগানুগা-ভক্তি বলে। এই রাগানুগা-ভক্তি ব্যতীত ব্রজভাব লাভ হয় না। ৭। সার্ষ্টি—সমানৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তি, সারূপ্য—সমানরূপপ্রাপ্তি, সামীপ্য—সমীপে অবস্থিতি, সালোক্য—সমানলোকে বাস।

৮। সাযুজ্য—তাঁহাতে লয়। ব্রহ্মসাযুজ্য এবং ভগবৎসাযুজ্য ভেদে সাযুজ্য দ্বিবিধ। ৯। যুগধর্ম্ম—কলিযুগধর্ম্ম, নামসঙ্কীর্ত্তন।

১০। চারি ভাব—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর এই চারি ভাব। ইহার যে কোন এক ভাবে লোভ করিয়া হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিলে, স্বীয় ভাব (অর্থাৎ দাস্যাদির মধ্যে নিজের অভীষ্টভাব) প্রাপ্ত হইবে।

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরোজনঃ।
স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥৫॥

১। যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে ;
২। আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে।

তথাহি শ্রীলঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে পরাবস্থায়াং শ্রীকৃষ্ণবিবরে দ্বিতীয়াদ্ধৃতঃ বিল্বমঙ্গলকৃত শ্লোকঃ—

সন্ত্ববতারা বহবঃ পঙ্কজনাভস্য সর্ব্বতোভদ্রাঃ।
কৃষ্ণাদন্যঃ কোবা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি ? ৬॥

৩। তাহাতে আপন ভক্তগণ করি সঙ্গ ;
৪। পৃথিবীতে অবতরি করিমু নানারঙ্গ।'—
৫। এত ভাবি কলিকালে প্রথম-সন্ধ্যায় ;
অবতীর্ণ হৈল কৃষ্ণ আপনি নদীয়ায়।
৬। চৈতন্য-সিংহের নবদ্বীপে অবতার,
সিংহগ্রীব, সিংহবীর্য্য, সিংহের হুঙ্কার।
সেই সিংহ বসুক্ জীবের হৃদয়-কন্দরে ;
৭। কল্মষদ্বিরদ নাশে যাঁহার হুঙ্কারে।
প্রথম লীলায় তাঁর বিশ্বম্ভর নাম ;
৮। ভক্তিরসে ভরিল, ধরিল ভূতগ্রাম।
৯। 'ডুভৃঞ্' ধাতুর অর্থ ধারণ পোষণ ;
ধরিল পোষিল প্রেম দিয়া ত্রিভুবন।
শেষলীলায় নাম ধরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ;
১০। শ্রীকৃষ্ণ জানায়ে সব বিশ্ব কৈল ধন্য।
১১। তাঁর যুগাবতার জানি গর্গ মহাশয়।
কৃষ্ণের নামকরণে করিয়াছে নির্ণয়।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়ে নবম শ্লোকে নন্দং প্রতি গর্গবাক্যং—

কর্ম্মকরণের লোকসংগ্রহো যথা স্যাত্তথাহ যদ্যদিতি। শ্রেষ্ঠোজনঃ যদ্‌যদাচরতি ইতরঃ প্রাকৃতো জনোপি তত্তদেবাচরতি। শ্রেষ্ঠোজনঃ কর্ম্মশাস্ত্রং যাবৎ প্রমাণং মন্যতে তদেব লোকোপ্যনুসরতি ॥ ৫।

সন্ত্বিতি। অংশেন পদ্মনাভরূপস্যশ্রীকৃষ্ণস্য সর্ব্বতোমঙ্গলরূপা বহবোঽবতারাঃ সন্তু তিষ্ঠন্তু, কিন্তু কৃষ্ণাদন্য এবম্ভূতঃ কস্তাবদ্বর্ত্ততে যো লতাজাতিষ্বপি প্রেমাণং দদাতীতি ? ৬॥

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেরূপ আচরণ করেন, প্রাকৃত লোক তাহারই অনুসরণ করে এবং তিনি যাহা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, ইতর লোক তাহারই অনুবর্ত্তী হয় ॥ ৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণের অংশ পদ্মনাভের শত শত অবতার থাকুন, কিন্তু কৃষ্ণ ভিন্ন এমন কে আছে যে, লতা-জাতিকেও প্রেমদান করিতে সমর্থ ? ॥ ৬ ॥

১। যুগধর্ম্ম-হৈতে—সত্য যুগের যুগধর্ম্ম ধ্যান, ত্রেতার যজ্ঞ, দ্বাপরের পরিচর্য্যা এবং কলিযুগের নামসঙ্কীর্ত্তন। এ সকল ধর্ম্মপ্রচার অংশাবতার দ্বারা এমন কি আবেশ এবং বিভূতিদ্বারাও হইতে পারে। ২। আমা ··· দিতে—যেহেতু অংশাবতারাদিতে শুদ্ধভক্তিদাতৃত্বশক্তি প্রকট নাই। ৩। তাহাতে—সেই হেতু, অর্থাৎ আমি ভিন্ন যখন ব্রজপ্রেমদান অংশাদি হইতে হয় না, সেইহেতু।

৪। নানা রঙ্গ—নানা লীলা। ৫। কলিকালে ··· সন্ধ্যায়—কলির সন্ধ্যাতে। যুগের প্রথমভাগ সন্ধ্যা এবং অন্তভাগ সন্ধ্যাংশ। মনুষ্যমানে ৩৬০ বর্ষে এক দেববর্ষ। দেবমানে ১২০০০ বর্ষে মনুষ্যের চতুর্যুগ। তন্মধ্যে দেবমানে সত্যযুগ ৪০০০, সন্ধ্যা ৪০০, সন্ধ্যাংশ ৪০০, সাকল্যে ৪৮০০। ত্রেতা ৩০০০, সন্ধ্যা ৩০০, সন্ধ্যাংশ ৩০০, সাকল্যে ৩৬০০। দ্বাপর ২০০০, সন্ধ্যা ২০০, সন্ধ্যাংশ ২০০, সাকল্যে ২৪০০। কলি ১০০০, সন্ধ্যা ১০০, সন্ধ্যাংশ ১০০, সাকল্যে ১২০০। সমষ্টি ১২০০০ বর্ষ। ৬। 'অনর্পিতচরীং' এই শ্লোকে হরিশব্দ নানার্থ। হরিশব্দে সিংহও বুঝায়। এক্ষণে শ্লেষদ্বারা সিংহ-সাধর্ম্ম্য প্রতিপাদন করিতেছেন, ইহাই বুঝিতে হইবে। ৭। কল্মষদ্বিরদ—কল্মষ-(দুর্ব্বাসনাদি-)রূপ-মত্তহস্তী।

৮। ভূতগ্রাম—প্রাণিসমূহ। ৯। বিশ্বশব্দ পূর্ব্বক ভৃ ধাতু হইতে বিশ্বম্ভর শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ঐ ভৃ ধাতুর দুই অর্থ—ধারণ এবং পোষণ। বিশ্বম্ভর নামে সেই দুই অর্থই আছে। ১০। কৃষ্ণস্য চৈতন্যং সম্যক্ জ্ঞানং যতঃ সঃ অর্থাৎ কৃষ্ণের চৈতন্য (সম্যক্ জ্ঞান) যাঁহা হইতে হয় তাঁহার নাম কৃষ্ণচৈতন্য। সে সময় তিনি সকল লোকেরই কৃষ্ণানুভব করাইয়াছিলেন। 'চিতি সংজ্ঞানে' এই ধাতু হইতে চৈতন্যপদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ১১। তাঁর (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের) যুগাবতার (যুগধর্ম্ম প্রচারার্থ অবতার) জানাইয়া গর্গাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ সময়েই পীতবর্ণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনুঃ।
শুক্লোরক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥৭॥

শুক্ল, রক্ত, পীতবর্ণ—এই তিন দ্যুতি ;
সত-ত্রেতা-কলিকালে ধরেন শ্রীপতি।

১। ইদানীং দ্বাপরে তেঁহো হৈল কৃষ্ণবর্ণ ;
এই সব শাস্ত্রাগম-পুরাণের মর্ম্ম।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে পঞ্চবিংশতি শ্লোকে জনকং প্রতি যোগেন্দ্র-বাক্যং—

তত্র প্রকটার্থঃ—তব পুত্রস্তুয়ং কোঽপি মহাপুরুষ ইতি নন্দং বোধয়ন্নাহ—আসন্নিতি। অনুযুগং যুগে যুগে বারং বারং তনূর্গৃহ্নতোঽস্য শুক্লাদিবর্ণাস্ত্রয় আসন্। ইদানীং ত্বৎপুত্রত্বে তু জগন্মোহনশ্যামবর্ণতামেবায়ং গতঃ, এতদুক্তং ভবতি তনুর্গৃহ্নত ইতি স্বাতন্ত্র্যোক্ত্যা যোগপ্রভাব ইবোক্তঃ। তত্র চ শুক্লাদিরূপগ্রহণেন শ্রীনারায়ণস্বভাবস্য বাক্যা তদুপাসনাযোগ এব পর্য্যবসায়িতঃ, পূর্ব্বপূর্ব্বং তদংশভূতশুক্লাদ্যুপাসনয়া তত্তৎ সাম্যাদিপ্রাপ্ত্যা শুক্লাদিপ্রাপ্তিঃ, সম্প্রতি তু কৃষ্ণতাপ্রসিদ্ধস্বাক্ষান্নারায়ণোপাসনয়া তৎসাম্যপ্রাপ্ত্যা কৃষ্ণতাপ্রাপ্তিরিতি বক্ষ্যতে চ নারায়ণসমো গুণৈরিতি। ইত্থং পূর্ব্ববৃত্তমুক্তং পরমভাগবতঃ শ্রীনন্দশ্চ তোষিতঃ। এবং পরমোৎকর্ষপ্রাপ্তেস্তৎস্বরূপনিষ্ঠত্বাৎ কৃষ্ণস্ত্যেব তাবন্মুখ্যং নাম জ্ঞেয়ং। অতো নাম্নাপি কৃষ্ণতাং গত ইত্যর্থোঽপি জ্ঞেয় ইত্যভিপ্রায়ঃ।

অপ্রকট-বাস্তবার্থশ্চায়ং—অনুযুগং যুগে যুগে তনুর্গৃহ্নতঃ প্রকটয়তস্ত্রয়ো বর্ণা আসন্ প্রকটা বভূবুঃ, তত্র যো যঃ শুক্লঃ প্রাদুর্ভাবঃ, যো যো রক্তঃ, যো যঃ পীতশ্চ উপলক্ষকাশ্চৈতে বর্ণান্তরবতাং সর্ব্বেপীদানীমস্যাবির্ভাব সময়ে কৃষ্ণতামেতদ্রূপতামেতস্মিন্নন্তর্ভূততামেব গতঃ সর্ব্বাংশমাদায় স্বয়মবতীর্ণত্বাৎ, অতঃ স্বয়ংকৃষ্ণত্বাৎ সর্ব্বনিজাংশস্য কৃষ্ণীকর্ত্তৃত্বাৎ সর্ব্বাকর্ষকত্বাচ্চ মুখ্যং তাবৎ কৃষ্ণেতি নাম।

ছন্নার্থশ্চায়ং—যদুক্তোদীনিত্যসম্বন্ধাৎ যথা ইদানীং দ্বাপরান্তে কৃষ্ণতাং গতঃ স্বয়মবতারী, তথা তেনৈব প্রকারেণ ইদানীং কলিযুগাদিদ্বারে পীত ইতি কিঞ্চিৎ স্থূলকালমবলম্ব্য ইদানীমিতি পদার্থ উভয়ত্রাপ্যন্বেতীতি, ননু তর্হি সাক্ষাৎক্রিয়মাণোঽস্য কৃষ্ণোবর্ণঃ কিং ইদানীন্তন এব কিংবা পূর্ব্বমপ্যাসীদেব, তস্যৈব প্রাকট্যমধুনেতি, তত্র ন কেবলং কৃষ্ণবর্ণ এব পূর্ব্বমাসীৎ অপি তু অন্যেপি বর্ণা এবাসন্নিতি, ত্রয়োপি বর্ণা যথাসম্ভবং পূর্ব্বপূর্ব্বযুগে তদানীং দৃশ্যমানাস্তত্তৎ পূর্ব্বমপি আসন্নেব, নিত্যাস্ত্বনামেব তেষাং তদানীং প্রাকট্যং, ন তু তে তদানীমেবাপূর্ব্বা অভবন্নিত্যর্থঃ। অস্য কথম্ভূতস্য ? অনুযুগং তনূরবতারান্ গৃহ্নতঃ 'অবতারা হ্যসংখ্যেয়া' ইতি স্মৃতোক্তেঃ। এবঞ্চ বৈবস্বতমন্বন্তর-গতাষ্টবিংশ চতুর্যুগীয় দ্বাপরকলিযুগয়োঃ স্বয়মবতারী কৃষ্ণঃ পীতশ্চ প্রাদুর্ভবতি, তদ্যুগদ্বয়াবতারৌ শ্যামকৃষ্ণৌ তদা তত্রৈবান্তর্ভূতৌ তিষ্ঠতঃ। তত্র পীতস্য। 'সুবর্ণবর্ণোহেমাঙ্গো, বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী। সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তোনিষ্ঠাশান্তিপরায়ণ' ইতি ভারতাদ্যুক্তেরপি বিশিষ্টস্পষ্টত্বয়া, অন্যত্র কাপ্যনুক্তিস্মৃতিরহস্যত্বাৎ 'ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ সত্ত্ব'মিতি সপ্তমে প্রহ্লাদেনাপি ছন্নত্বেনৈবোক্তত্বাৎ। ছন্নত্বঞ্চ স্বীয়বর্ণভাবয়োরন্যদীয়বর্ণভাবাভ্যামাবৃতত্বেন তদানীন্তনজনৈঃ প্রায়ো দুর্লক্ষ্যত্বমেবেতি স্বস্য দুর্লক্ষত্বং চিকীর্ষা চ তস্য রহস্যবস্তুজাতব্যঞ্জকতাহেতুকৈবেতি গৌড়ীয়চক্রচূড়ামণিভিরবগম্যাবগমাৎ। অতএব তৎপ্রমাপকবচনস্য নানাতন্ত্রবিপানেনেত্যস্য যুগাবতারপ্রকরণপঠিতস্য তথৈব ছন্ন এবার্থেঽবসীয়তেঽর্থান্তরেণেতি ॥ ৭ ॥

প্রকট-অর্থ=হে ব্রজরাজ! তোমার এই পুত্র প্রতি যুগেই শরীর পরিগ্রহ করিয়া থাকেন, এইহেতু ইঁহার শুক্ল, রক্ত এবং পীত এই তিনবর্ণ ছিল ; সম্প্রতি ইনি কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই নিমিত্ত ইঁহার কৃষ্ণও এক নাম হইবে।

অপ্রকট বাস্তবার্থ=হে ব্রজপতে! যুগে যুগে নানা অবতারকারী তোমার পুত্রের তিনবর্ণ প্রকট হইয়াছিল, তন্মধ্যে যিনি যিনি শুক্লবর্ণ, যিনি যিনি রক্তবর্ণ এবং যিনি যিনি পীতবর্ণ, তদ্ভিন্ন অন্য বর্ণশালী অবতারগণ সম্প্রতি ইঁহার আবির্ভাবসময়ে কৃষ্ণতা প্রাপ্ত (অর্থাৎ ইঁহার অন্তর্ভূত) হইয়াছেন।

ছন্ন অর্থ যথা=হে গোপরাজ! যুগে যুগে নানা অবতারকারী তোমার তনয়ের নিত্যধামে শুক্ল, রক্ত এবং পীত

নন্দ মহাশয় বুঝিলেন, আমার পুত্র অন্যান্য যুগে শুক্লাদি অবতারের উপাসনা করিয়া, তাঁহাদিগের সমানরূপতা পাইয়াছিলেন ; সম্প্রতি নারায়ণের উপাসনায় তাঁহার সমানরূপতা অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। সকল অংশ লইয়া স্বয়ংভগবান্ অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহা বলাই উদ্দেশ্য। ৭ ॥

১। ইদানীং দ্বাপরে—বৈবস্বত-মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশচতুর্যুগের দ্বাপরে।

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ ॥৮॥

কলিযুগে যুগধর্ম্ম—নামের প্রচার ;
১। তথি লাগি পীতবর্ণ চৈতন্যাবতার।
২। তপ্তহেম-সম কান্তি, প্রকাণ্ড শরীর,
নবমেঘ জিনি কণ্ঠধ্বনি যে গভীর।
৩। দৈর্ঘ্য-বিস্তারে যেই আপনার হাত,
চারি হস্ত হয়-মহাপুরুষ বিখ্যাত।
'ন্যগ্রোধ-পরিমণ্ডল' হয় তাঁর নাম,
ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলতনু চৈতন্য গুণধাম।
আজানুলম্বিতভুজ, কমললোচন ;
তিলফুল-জিনি-নাসা, সুধাংশুবদন।
৪। শান্ত, দান্ত, কৃষ্ণভক্তি-নিষ্ঠা-পরায়ণ ;
সুশীল, ভক্তবৎসল, সর্ব্বভূতে সম।
৫। চন্দন-অঙ্গদ-বালা, চন্দন-ভূষণ
নৃত্যকালে পরি' করেন কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।
এই সব গুণ লঞা মুনি বৈশম্পায়ন ;
সহস্রনামে কৈল তাঁর নামগণন।
দুই লীলা চৈতন্যের—আদি আর শেষ ;
৬। দুই লীলার চারি চারি নাম বিশেষ।

তথাহি শ্রীমহাভারতে দানধর্ম্মে একোনপঞ্চাশদধিকশততমাধ্যায়ে সহস্রনাম্নি সহস্রনাম স্তোত্রং—
সুবর্ণবর্ণোহেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তোনিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥৯॥

ব্যক্ত করি, ভাগবতে কহে আর বার ;
কলিযুগে ধর্ম্ম—নামসংকীর্ত্তন সার।

দ্বাপরযুগাবতারং কথয়ন্ শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবময়তদ্যুগবিশেষস্য শ্রীকৃষ্ণস্য চ বৈশিষ্ট্যাভিপ্রায়াভিপ্রেত্য তমেব তত্ত্বৎ সর্ব্বময়মাহ—দ্বাপরে ইতি। দ্বাপরে বৈবস্বতমন্বন্তরীয়াষ্টাবিংশচতুর্যুগীয়দ্বাপরে, ভগবান্ শ্যামঃ অতসীপুষ্পসঙ্কাশঃ, পীতং বাসো যস্য সঃ, নিজানি স্ব-স্বরূপভূতানি আয়ুধানি চক্রাদীনি যস্য সঃ, শ্রীবৎসোনাম বক্ষসো দক্ষিণে ভাগে রোম্নাং প্রদক্ষিণাবর্ত্তঃ স আদির্যেষাং করচরণাদিগতপদ্মাদীনাং তৈরঙ্কৈশ্চিহ্নৈর্লক্ষণৈর্বাহ্যৈঃ কৌস্তুভাদিভিঃ পতাকাদিভিশ্চ উপলক্ষিতঃ ॥ ৮ ॥

সুবর্ণবর্ণ ইতি। সুবর্ণবৎ পীতোবর্ণঃ যস্য সঃ। হেমদাহোত্তীর্ণং কনকমিব অঙ্গং অঙ্গকান্তির্যস্য সঃ। বরাং

এই তিন বর্ণ নিত্যই বিদ্যমান রহিয়াছে। সম্প্রতি বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগীয় দ্বাপরশেষে যেমন কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেইরূপ এই অষ্টাবিংশচতুর্যুগীয় কলির প্রথমভাগে পীতবর্ণতাও প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৭ ॥

বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশ চতুর্যুগীয় দ্বাপরে অতসী-কুসুমের ন্যায় শ্যামবর্ণ, পীতাম্বরধারী, স্বরূপভূত-চক্রাদি-যুক্ত শ্রীবৎসাদিচিহ্ন চিহ্নিত এবং কৌস্তুভাদিভূষণে ভূষিত হইয়া ভগবান্ অবতীর্ণ হন ॥ ৮ ॥

সুবর্ণ বর্ণ (১) হেমাঙ্গ (২) বরাঙ্গ (৩) চন্দনাঙ্গদী (৪) এই চারিটীনাম আদিলীলায় এবং সন্ন্যাসকৃৎ (১) শম (২) শান্ত (৩)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যেমন শ্রীরাধিকার ভাব এবং কান্তি গ্রহণ করিয়া ছন্নাবতার, তাঁহার প্রমাণশাস্ত্রও তেমনি অন্যার্থদ্বারা প্রচ্ছন্ন। শাস্ত্রার্থ ছন্ন বলিয়াই ছন্নাবতার, নতুবা আবার ছন্ন কি? রূপ বা গুণে ছন্ন বলিলে সকল অবতারই ত ছন্ন। ৭ ॥

অতসী—মসিনা। শ্রীবৎসচিহ্ন—বক্ষঃস্থলের দক্ষিণভাগে রোমের প্রদক্ষিণাবর্ত্ত ॥ ৮ ॥

১। তথি লাগি—তাহার নিমিত্ত অর্থাৎ নামপ্রচারার্থ। পীতবর্ণ—শ্রীরাধিকার অঙ্গকান্তি। শ্রীরাধিকা মহাভাবস্বরূপা, সেই মহাভাবকে অগ্রে করিয়া নামপ্রচার দ্বারা ইহাই জানাইতেছেন যে, যে প্রীতিপূর্ব্বক এই নাম গ্রহণ করিবে, আমি তাহাকে মহাভাব পর্য্যন্ত প্রদান করিব। পূর্ব্বেও শ্রীকৃষ্ণের স্বগতচিন্তায় বলিয়াছেন—'আমি বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে' সে এই পীতবর্ণসুবর্ণের ব্যাখ্যা।

২। তপ্তহেমসমকান্তি—হেমাঙ্গের ব্যাখ্যা। ৩। দৈর্ঘ্য-উচ্চতা। বিস্তার—বাহুদ্বয় তির্য্যগভাবে প্রসারণ। হীন পুরুষ সাড়ে তিনহাত হয়, মহাপুরুষেরা চারি হাত হয়েন, তাহাকেই ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল বলে। এই হইতে সুধাংশুবদন পর্য্যন্ত বরাঙ্গের ব্যাখ্যা।

৪। শান্ত ইত্যাদি—শম, শান্ত, নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণ এই তিন নামের ব্যাখ্যা। ৫। চন্দন ইত্যাদি—চন্দনাঙ্গদীর ব্যাখ্যা। অঙ্গদ শব্দে কেয়ূর এবং বলয়। ঘৃষ্ট চন্দননির্ম্মিত প্রগণ্ডে অঙ্গদ, করে বলয় এবং অন্যান্য অঙ্গে যথাযোগ্য ভূষণ পরিধান পূর্ব্বক সঙ্কীর্ত্তনে নৃত্য করিতেন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে উনত্রিংশ শ্লোকে জনকং প্রতি করভাজনবাক্যং—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥১০॥

মহাপুরুষত্বদ্যোতকং অঙ্গং শরীরং যস্য সঃ। চন্দনেনাঙ্কিতে প্রগণ্ডে অঙ্গদে কেয়ূরে যস্য সঃ। সন্ন্যাসং চতুর্থমাশ্রমং কৃতবান্। শমো নিগৃহীতান্তঃকরণঃ। শান্তো ভগবদেকনিষ্ঠচিত্তঃ। নিষ্ঠা চিত্তস্য একাগ্রতা, শান্তিঃ সমস্তাবিদ্যানিবৃত্তিঃ তৎপরায়ণঃ ॥৯॥

শ্রীকৃষ্ণাবতারানন্তরকলিযুগাবতারং পূর্ব্ববদাহ—কৃষ্ণেতি। ত্বিষা কান্ত্যা যোঽকৃষ্ণো গৌরস্তং সুমেধসো যজন্তি। গৌরত্বকাস্য—'আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহস্য, গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ। শুক্লোরক্তস্তথাপীত, ইদানীং কৃষ্ণতাং গত' ইত্যত্র পারিশেষ্যপ্রমাণলব্ধং, ইদানীমেতদবতারাস্পদত্বেনাভিখ্যাতে দ্বাপরে কৃষ্ণতাং গত ইত্যুক্তেঃ, শুক্লরক্তয়োঃ সত্যত্রেতাগতত্বেন দর্শিতং পীতস্যাতীতত্বং প্রাচীনতদবতারাপেক্ষ', অত্র শ্রীকৃষ্ণস্য পরিপূর্ণত্বেন বক্ষ্যমানত্বাৎ যুগাবতারত্বং, তস্মিন্ সংকোংশাবতারা অন্তর্ভূতা ইতি তত্তৎ প্রয়োজনং তস্মিন্নেকস্মিন্নেব সিধ্যতীত্যপেক্ষয়া, তদেবং যদা দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণোঽবতরতি তদৈব কলৌ শ্রীগৌরোঽবতরতীতি স্বারস্যলব্ধে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাববিশেষ এবায়ং গৌর ইত্যায়াতি তদব্যভিচারাৎ। তদেতদাবির্ভাবত্বং তস্য স্বয়মেব বিশেষণদ্বারা ব্যনক্তি। কৃষ্ণবর্ণং কৃষ্ণেত্যেতৌ বর্ণৌ যত্র তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনাম্নি কৃষ্ণত্বাভিব্যঞ্জকং কৃষ্ণেতি বর্ণযুগলং প্রযুক্তমস্তীতার্থঃ। তৃতীয়ে শ্রীমদুদ্ধববাক্যে 'সমাহুতা' ইত্যাদি পদ্যে শ্রিয়ঃ সবর্ণেনেত্যত্র টীকায়াং শিয়া রুক্মিণ্যাঃ সমানং বর্ণদ্বয়ং বাচকং যস্য, সবর্ণোরুক্মীত্যপি দৃশ্যতে। যদ্বা—কৃষ্ণং বর্ণয়তি তাদৃশস্বরূপমানন্দবিলাসস্মরণোল্লাসবশতয়া স্বয়ং গায়তি পরমকারুণিকতয়া চ সর্ব্বেভ্যোপি লোকেভ্যস্তমেবোপদিশতি যস্তং। অথবা—স্বয়মকৃষ্ণং গৌরং ত্বিষা স্বশোভাবিশেষেণৈব কৃষ্ণোপদেষ্টারঞ্চ, যদ্দর্শনেনৈব সর্ব্বেষাং শ্রীকৃষ্ণঃ স্ফুরতীত্যর্থঃ, কিংবা সর্ব্বলোকদৃষ্টাবকৃষ্ণং গৌরমপি ভক্তবিশেষদৃষ্টৌ ত্বিষা প্রকাশবিশেষেণ কৃষ্ণবর্ণং তাদৃক্ শ্যামসুন্দরমেব সন্তমিত্যর্থঃ, তস্মাত্তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপস্যৈব প্রকাশাৎ তস্যৈবাবির্ভাববিশেষঃ স ইতি ভাবঃ। তস্য ভগবত্ত্বমেব স্পষ্টয়তি—'সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং'। অঙ্গান্যেব পরমমনোহরত্বাদুপাঙ্গানি ভূষণাদীনি মহাপ্রভাবত্বাত্তান্যেবাস্ত্রাণি সর্ব্বদৈবৈকান্তবাসিত্বাত্তান্যেব পার্ষদাঃ। বহুভির্মহানুভাবৈরসকৃদেব তথা দৃষ্টোঽসাবিতি গৌড়বারেন্দ্রবঙ্গোৎকলাদিদেশীয়ানাং মহাপ্রসিদ্ধেঃ। যদ্বা—অত্যন্তপ্রেমাস্পদত্বাত্তত্তুল্যা এব পার্ষদাঃ শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যমহানুভাবচরণপ্রভৃতয়ঃ, তৈঃ সহ বর্ত্তমানমিতি চার্থান্তরেণ ব্যক্তং। অথবা—অঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈতাচার্য্যৌ উপাঙ্গং তদবয়বাঃ পার্ষদাঃ শ্রীবাসাদয়স্তৈঃ সহ বর্ত্তমানং তদেবংভূতং কৈর্যজন্তে? যজ্ঞৈঃ পূজাসম্ভারৈঃ। 'ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবা' ইত্যুক্তেঃ, তত্র চ বিশেষেণ তমেবাভিধেয়ং ব্যনক্তি। 'সঙ্কীর্ত্তনং বহুভির্মিলিত্বা তদ্গানসুখং' শ্রীকৃষ্ণগানং তৎপ্রধানৈঃ। তথা সঙ্কীর্ত্তনপ্রাধান্যস্য তদাশ্রিতেষ্বেব দর্শনাৎ স এবাত্রাভিধেয় ইতি স্পষ্টং। অতএব সহস্রনাম্নি তদবতারসূচকানি নামানি কথিতানি—'সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী। সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণ' ইত্যেতানি। দর্শিতঞ্চৈতৎ পরম-

নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণ (৪)—এই চারিটী নাম শেষলীলায় ॥ ৯ ॥

মহারাজ জনক! অবধানপূর্ব্বক শ্রবণ কর। যিনি সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে অকৃষ্ণ অর্থাৎ পীতবর্ণ হইলেও ভক্তবিশেষের দৃষ্টিতে প্রকাশবিশেষে তাদৃশ শ্যামসুন্দর হইয়াই প্রকাশিত হন, যাঁহার অঙ্গর মনোহরতাহেতু উপাঙ্গ (অর্থাৎ ভূষণাদি) এবং মহাপ্রভাববশতঃ অস্ত্র সর্ব্বথা আত্মতুল্য অদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতি যাহার পার্ষদ অথবা যাঁহার নিত্যা-

বিভিন্ন লীলায় নাম বিভিন্ন করিয়া বলিয়াছেন ॥ ৯ ॥

দ্বাপরে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবতার, তাহার অব্যবহিত কলিযুগে গৌরাঙ্গাবতার। ইহাতে শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাববিশেষ, ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে। অন্যান্য অবতারের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীগৌরাঙ্গের ব্যতিরেক দেখা যায় না। যদ্ব্যতিরেকে যাহা হয় না, সে তাহা হইতে পৃথক্ নহে। যেকালে স্বয়ংভগবান্ অবতার করেন, সেইকালে অংশরূপযুগাবতার তাঁহাতে প্রবিষ্ট থাকেন, এ নিমিত্ত বৈবস্বত-মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগীর দ্বাপরে এবং কলিতে পৃথক্ যুগাবতার নাই; স্বয়ংভগবান্ তত্তদংশদ্বারা ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তনাদি-কার্য্য সাধন করেন ॥ ১০ ॥

৬। পরবর্ত্তী শ্লোকার্দ্ধদ্বয়ের পূর্ব্বার্দ্ধগত চারি নাম আদিলীলার এবং শেষার্দ্ধের চারি নাম অন্ত্যলীলার।

শুন ভাই! এই সব চৈতন্যমহিমা ;
এই শ্লোকে কহে তাঁর মহিমার সীমা।
'কৃষ্ণ' এই দুই বর্ণ সদা যার মুখে ;
অথবা কৃষ্ণকে তেঁহ বর্ণে নিজ-সুখে।
১। 'কৃষ্ণবর্ণ'-শব্দের এই দুই ত প্রমাণ ;
২। কৃষ্ণ বিনা তাঁর মুখে নাহি আইসে আন্।
কেহ তাঁরে বলে যদি 'কৃষ্ণবরণ' ;
৩। আর বিশেষণে তাহা করে নিবারণ।
দেহকান্ত্যে হয় তেঁহ অকৃষ্ণবরণ ;
অকৃষ্ণ-বরণে কহে পীত-বরণ।

তথাহি শ্রীমদ্রূপগোস্বামিচরণঃ স্তবমালায়াং শ্রীচৈতন্যদেবস্য দ্বিতীয়স্তবে প্রথমশ্লোকঃ—

কলৌ যং বিদ্বাংসঃ স্ফুটমভিযজন্তে দ্যুতিভরা-
দকৃষ্ণাঙ্গং কৃষ্ণং মখবিধিভিরুৎকীর্ত্তনময়ৈঃ।
উপাস্যঞ্চ প্রাহুর্যমখিলচতুর্থাশ্রমজুষাং,
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥ ১১॥

৪। প্রত্যক্ষ তাঁহার তপ্তকাঞ্চনের দ্যুতি ;
৫। যাহার ছটায় নাশে অজ্ঞানতমস্ততি।
জীবের কল্মষতমঃ নাশ করিবারে,
৬। অঙ্গ-উপাঙ্গ-নাম নানা অস্ত্র ধরে।
৭। ভক্তির বিরোধি কর্ম্ম—ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম।
তাহার কল্মষ নাম—সেই মহাতমঃ।
বাহু তুলি হরি বলি প্রেমদৃষ্ট্যে চায় ;
করিয়া কল্মষ নাশ প্রেমেতে ভাসায়।

তথাহি স্তবমালায়াং শ্রীচৈতন্যদেবস্য দ্বিতীয় স্তবে অষ্টমশ্লোকঃ—

স্মিতালোকঃ শোকং হরতি জগতাং যস্য পরিতো
গিরান্তু প্রারম্ভঃ কুশলপটলীং পল্লবয়তি।

বিদ্বচ্ছিরোমণিনা সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যেন—'কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ, প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা। আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে, গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ' ইতি ॥ ১০ ॥

কলাবিতি। স চৈতন্যাকৃতির্দেবো নোঽস্মান্ কৃপয়তু কৃপাবিষয়ান্ করোতু। চৈতন্যাকৃতির্শ্চিন্মূর্ত্তিঃ। 'আকৃতিস্ত্রিয়াং রূপে সামান্যবপুষোরপী'তি মেদিনীকরঃ। পক্ষে—চৈতন্যনাম্নী আকৃতির্যস্য স শচীপুত্র ইত্যর্থঃ। দেবঃ সর্ব্বারাধ্যঃ পাষণ্ডিবিজিগীষুশ্চ। স ক ইত্যপেক্ষ্যাহ - বিদ্বাংসঃ 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণ'মিত্যাদিবাক্যার্থতাৎপর্য্যজ্ঞাঃ, যং কলৌ চতুর্থযুগে উৎকীর্ত্তনময়ৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রধানৈঃ মখবিধিভির্ভক্তিযজ্ঞৈঃ স্ফুটং সাক্ষাৎ যজন্তে অর্চ্চয়ন্তি। যং কীদৃশমিত্যাহ। কৃষ্ণাঙ্গং ইন্দ্রনীলমণিশ্যামলাবয়বমেব দ্যুতিভরাদকৃষ্ণং পীতং। 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণ'মিত্যুক্তেঃ, যদ্যপি ত্বিষাঽকৃষ্ণমিত্যুক্তেঃ শুক্লকপিলাদিত্বমপায়াতি তথাপি 'আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ। শুক্লোরক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গত' ইতি দশমে গর্গোক্তৌ পারিশেষ্যেণ পীতকান্ত্যর্ণাভাহুক্তঃ স্যুঃ। যং ভীষ্মাদয়ো বিদ্বাংসোঽখিলচতুর্থাশ্রমজুষাং সর্ব্বপরিব্রাজামুপাস্যং পূজ্যঞ্চ প্রাহুঃ ; 'সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তোনিষ্ঠাশান্তিপরায়ণ' ইতি যতিরাজং বদন্তীত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

নন্দ এবং অদ্বৈত অঙ্গ-অঙ্গাবয়বরূপ অস্ত্র এবং শ্রীবাসাদি পার্ষদ, কলিযুগে বুদ্ধিমানেরা সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে তাঁহারই অর্চ্চন করিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

যিনি অঙ্গকান্তিচ্ছটায় পীতবর্ণ হইয়াও শ্যামলাবয়ব, শাস্ত্রতাৎপর্য্যবেত্তা মহানুভবগণ কলিযুগে সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞদ্বারা যাঁহার সাক্ষাৎ অর্চনা করেন এবং সমস্ত সন্ন্যাসিগণের উপাস্য (অর্থাৎ রাজা) বলিয়া যাঁহাকে নির্দ্দেশ করেন, সেই চৈতন্যাকৃতি ভগবান্ আমাদিগকে স্বীয় করুণার বিষয় করুন ॥ ১১ ॥

১। কৃষ্ণবর্ণ—এই শব্দের দুই অর্থ। যাঁহার মুখে 'কৃষ্ণ' এই দুইবর্ণ অর্থাৎ অক্ষর সর্ব্বদা বিদ্যমান, তাঁহাকে কৃষ্ণবর্ণ বলে এবং যিনি নিজানন্দে বিভোর হইয়া কৃষ্ণকে বর্ণনা করেন, তাঁহারও নাম কৃষ্ণবর্ণ। ২। অতএব কৃষ্ণ ব্যতীত তাঁহার মুখে অন্য কথা আইসে না।

৩। আর বিশেষণ—'ত্বিষা অকৃষ্ণং' এই বিশেষণ। ৪। প্রত্যক্ষ…দ্যুতি—'ত্বিষা অকৃষ্ণং' ইহার ব্যাখ্যা।

৫। তমস্ততি—তমোবিস্তৃতি। ৬। অঙ্গ এবং উপাঙ্গ নামক নানা অস্ত্র। ৭। ধর্ম্ম (শুভ) অধর্ম্ম (অশুভ) তদ্রূপ কর্ম্ম অর্থাৎ শুভাশুভ। যে কর্ম্ম ভক্তির বিরোধী তাহারই নাম কল্মষ, তাহাই মহাতমঃ।

পদালম্বঃ কং বা প্রণয়তি ন হি প্রেমনিবহং ?
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নং কৃপয়তু ॥১২॥

শ্রীঅঙ্গ-শ্রীমুখ যেই করে দরশন ;
তার পাপ ক্ষয় হয়, পায় প্রেমধন।
অন্য-অবতারে সব সৈন্য-শস্ত্র সঙ্গে।
চৈতন্য-কৃষ্ণের সৈন্য অঙ্গ-উপাঙ্গে ॥

তথাহি অঙ্গোপাঙ্গানামাত্রাবতারঃ শ্রীরূপগোস্বামিভিরপি স্তবমালায়াং শ্রীচৈতন্যদেবস্য স্তবে প্রথমশ্লোকে নিরূপিতোঽস্তি—

সদোপাস্যঃ শ্রীমান্ ধৃতমনুজকায়ৈঃ প্রণয়িতাং,
বহদ্ভির্গীর্বাণৈর্গিরিশপরমেষ্ঠিপ্রভৃতিভিঃ।
স্বভক্তেভ্যঃ শুদ্ধাং নিজভজনমুদ্রামুপদিশন্,
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদং ॥১৩

১। অঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র করে স্বকার্য্য-সাধন
'অঙ্গ' শব্দের আর অর্থ শুন দিয়া মন ॥

নিখিলকল্যাণকরত্বং বর্ণয়ন্ বিশিনষ্টি—স্মিতেতি। যস্য স্মিতালোকঃ স্মিতপূর্ব্বকঃ কৃপাকটাক্ষঃ, জগতাং তদ্বর্ত্তি-প্রাণিনাং শোকং হরতি। যস্য গিরান্তু প্রারম্ভঃ সম্ভাষণোপক্রমঃ, জগতাং কুশলপটলীং কল্যাণসংহতিং পল্লবয়তি বিস্তারয়তি চ। যস্য পদালম্বঃ চরণাশ্রয়ণং, কং বা জনং প্রেমনিবহং কৃষ্ণপ্রেমসন্ততিং ন প্রণয়তি অপি তু সর্ব্বং জনং তং প্রাপয়তীত্যর্থঃ ॥১২॥

শ্রীস্কন্দারণ্যে স্থিতঃ শ্রীরূপঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য তত্ত্বং বর্ণয়ন্ দর্শনমাশাস্তে—সদেতি। স চৈতন্যো মে দৃশোর্নেত্রয়োঃ পদং পুনরপি কিং যাস্যতি ? 'পদং ব্যবসিতিত্রাণস্থানলক্ষ্যাঙ্ঘ্রিবস্তু'ষ্বিতি নানার্থবর্গঃ। নয়নেত্রব্যবসায়ং তদ্বিষয়তাং স কদা গমিষ্যতীতি তাদৃগ্ভাগ্যং কদা মে স্যাদিতি ভাবঃ। স কীদৃগিত্যাহ—গিরিশপরমেষ্ঠিপ্রভৃতিভিঃ শিববিরিঞ্চ্যাদিভি-র্গীর্ব্বাণৈর্দেবৈঃ সদা নিত্যমুপাস্যঃ সেব্যঃ। নন্বু তৎসন্নিধৌ ন তে প্রতীয়ন্তে তত্রাহ—ধৃতেতি। কৃষ্ণাবতারে সাক্ষাদেব তমুপাসিতবন্তঃ, ইহ ত্বাচার্য্যহরিদাসাদিবপুর্ধৃত্বোপাসত ইত্যর্থঃ। প্রণয়িতাং তস্মিন্ প্রীতিং বহদ্ভিঃ প্রাপ্নুবদ্ভিঃ, কিং কুর্ব্বন্নিত্যাহ—স্বভক্তেভ্যঃ স্বরূপদামোদরাদিভ্যো নিজভজনমুদ্রাং স্বভক্তিপরিপাটীমুপদিশন্। শুদ্ধাং কর্ম্মযোগাদ্যনাবৃতাং। অয়মর্থঃ—'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং। যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধস' ইত্যেকাদশে চতুর্থযুগাবতারো বর্ণিতঃ, স এব কৃষ্ণচৈতন্যঃ। হরিকীর্ত্তনপ্রধানস্য যজ্ঞস্য তদসাধারণধর্ম্মস্য তত্রৈব দর্শনাৎ। অসাধারণধর্ম্মেণ লক্ষণেন হি লক্ষ্যং পরিচীয়তে। 'জন্মাদ্যস্য যত' ইতি সূত্রে যথা জগজ্জন্মাদিহেতুত্বেন তল্লক্ষ্যং ব্রহ্ম পরিচিতং। স চাবতারো গীর্ব্বাণৈঃ সেব্য ইতি। 'ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্য'মিতি তদনন্তরোক্তেঃ। অসকৃদাবির্ভাব-নমেতং শ্রুতিরপি দ্যোতয়তি—'মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তক' ইতি। এবং সাক্ষাদীশ্বরতয়া নিশ্চিতেঽপি তস্মিন্ যদি কস্যচিন্মন্দমতেরনাস্থা স্যাৎ,সা তু তদপ্রসাদাদেবেতি জ্ঞায়তে। 'তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকং ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমীশ'-মিত্যাদি শ্রুতেঃ 'অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি। জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো, ন চান্য একোপি চিরং বিচিন্বন্নি'ত্যাদি স্মৃতেশ্চ, তৎপ্রসাদ এব তদ্বীক্ষণহেতুরিত্যন্বয়ব্যতিরেকদৃষ্টং বাসুদেবসার্ব্বভৌমাদৌ ব্যক্তমেত-দিতি ॥১৩॥

যাঁহার ঈষদ্ধাস্যমাখা কটাক্ষ নিঃশেষে জগতের শোক শান্তি করে, যাঁহার সম্ভাষণোপক্রম কল্যাণপরম্পরা বিস্তার করে এবং যাঁহার চরণাশ্রয় জন-সমূহকে প্রেমসংহতির পাত্র করে, সেই চৈতন্যাকৃতি হরি আমাদিগকে শীঘ্রই কৃপার বিষয় করুন ॥১২॥

ব্রহ্ম-রুদ্রাদি-দেবতা নরশরীর ধারণ করতঃ প্রীতিপূর্ব্বক অবসরে অবসরে যাঁহার সেবা সম্পাদন করেন, যিনি স্বরূপদামোদর প্রভৃতি স্বভক্তগণকে বিশুদ্ধ-ভক্তি-পরিপাটির উপদেশ দেন, সেই চৈতন্যদেব আর কি আমার নয়নগোচর হইবেন ? ॥১৩॥

এই শ্লোকে গিরিশ-পরমেষ্ঠি প্রভৃতিরূপ স্বীয় অঙ্গ এবং উপাঙ্গের অবতার প্রমাণিত হইল ॥ ১৩।

১। অঙ্গ...সাধন—অঙ্গ এবং উপাঙ্গরূপ অস্ত্রই তাঁহার কার্য্য সাধন করে, অন্য অস্ত্রের প্রয়োজন হয় না।

'অঙ্গ' শব্দে 'অংশ' কহে শাস্ত্রপরমাণ ;
১। অঙ্গের অবয়ব 'উপাঙ্গ' ব্যাখ্যান।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে চতুর্দ্দশশ্লোকে শ্রীভগবন্তং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং—

নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনা-
মাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়না-
ত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া ॥ ১৪ ॥ *

জলশায়ী অন্তর্য্যামী যেই নারায়ণ ;
সে তোমার অংশ, তুমি মূল-নারায়ণ।
'অঙ্গ' শব্দে 'অংশ' কহে, সেহো সত্য হয়।
২। মায়া-কার্য্য নহে—সব চিদানন্দময়।
অদ্বৈত-নিত্যানন্দ—চৈতন্যের দুই অঙ্গ ;
অঙ্গের অবয়বগণ কহিয়ে উপাঙ্গ ;
৩। অঙ্গোপাঙ্গ তীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রভুর সহিতে ;
৪। সেই সব অস্ত্র হয় পাষণ্ড দলিতে।
৫। নিত্যানন্দ-গোসাঞী সাক্ষাৎ হলধর ;
৬। অদ্বৈত-আচার্য্য প্রভু—সাক্ষাৎ ঈশ্বর ॥
শ্রীবাসাদি-পারিষদ সৈন্য সঙ্গে লঞা ;
৭। দুই সেনাপতি বুলে কীর্ত্তন করিয়া।
৮। পাষণ্ডদলনবানা নিত্যানন্দ রায়।
৯। আচার্য্য-হুঙ্কারে পাপ-পাষণ্ডী পলায়।
সংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ;
১০। সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে তাঁরে ভজে—সেই ধন্য।
১১। সেই ত সুমেধা, আর কুবুদ্ধি সংসার ;
সর্ব্বযজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণনাম-যজ্ঞ সার।
১২। 'কোটী অশ্বমেধ এক কৃষ্ণনাম সম'—
যেই কহে, সে পাষণ্ডী, দণ্ডে তারে যম।
ভগবৎসন্দর্ভ-গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে,
এই শ্লোক জীবগোসাঞী করিয়াছেন ব্যাখ্যানে।

তথাহি শ্রীভগবৎসন্দর্ভে দ্বিতীয়শ্লোকে শ্রীজীবগোস্বামিবাক্যং—

অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবং।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্ম কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতঃ ॥১৫

অন্তঃকৃষ্ণমিতি। অন্তঃকৃষ্ণং যশোদাস্তনন্ধয়স্বভাববন্তং বহির্দেহকান্তিচ্ছটাভিঃ পীতায়মানং। দর্শিতং অবতারিতং অঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদরূপং বৈভবং যেন তং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং, কলৌ সংকীর্ত্তনাদ্যৈর্বয়মাশ্রিতাঃ স্মেতি ॥ ১৫ ॥

যিনি বহির্ভাগে পীতবর্ণ হইয়াও অন্তরে কৃষ্ণ এবং যিনি অঙ্গ-উপাঙ্গরূপ অস্ত্র ও পার্ষদবর্গকে পৃথিবীতে আবির্ভাবিত করিয়াছেন, আমরা সংকীর্ত্তনযজ্ঞে সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের আশ্রয় লইলাম ॥ ১৫ ॥

---

* ইহার ব্যাখ্যাদি ২৩ পৃষ্ঠায় দেখুন ॥ ১৪ ॥

১। অঙ্গের প্রত্যেক অবয়বের নাম উপাঙ্গ।

২। মায়া কার্য্যের পৃথক্ সত্তা নাই, অর্থাৎ চৈতন্যসত্তাতেই তাহাদিগের সত্তা ; ঈশ্বরের চিদ্বিভূতি তাদৃশ নয়। চৈতন্যের বিলাস সকলই সত্য, যেহেতু সে সমস্ত চিদানন্দময়।

৩। অঙ্গ…সহিতে—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে অঙ্গ ও উপাঙ্গরূপ তীক্ষ্ণ অস্ত্র বিদ্যমান আছে।

৪। সেই…দলিতে—অঙ্গ উপাঙ্গরূপ অস্ত্র স্বয়ং পাষণ্ড দলন করিতে সমর্থ হয়। ৫। হলধর—বলরাম।

৬। সাক্ষাৎ ঈশ্বর—প্রকৃতির অন্তর্যামী মহাবিষ্ণু। ৭। দুই সেনাপতি—নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য্য। বুলে—ভ্রমণ করেন।

৮। বানা—হিন্দী ভাষায় চূড়া বলে ; অর্থাৎ পাষণ্ডদলনে অগ্রগণ্য। ৯। পাপপাষণ্ডী পলায়—পাপরূপ পাষণ্ডী সকলের চিত্তশুদ্ধি হয়। ১০। তাঁরে—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে। সংকীর্ত্তন করাই মহাপ্রভুর উপাসনা, যাহারা সংকীর্ত্তনযজ্ঞ দ্বারা তাঁহার উপাসনা করে, তাহারাই ধন্য। ১১। সুমেধা—সুবুদ্ধি। যাহারা অন্যোপাসনা করে, তাহারাই কুবুদ্ধি এবং সংসারী। ১২। কোটি…যম—দশবিধনামাপরাধের মধ্যে অন্য শুভ ক্রিয়ার সহিত নামের সমতাজ্ঞান একটি নামাপরাধ। সুতরাং নামকে কোটি অশ্বমেধের তুল্য বলিলেও নামের নিকট অপরাধ হয়, অতএব যে ইহা বলে সে পাষণ্ডী। নামাপরাধীর যমযাতনা ভোগ করিলেও নিস্তার নাই।

উপপুরাণেহ শুনি শ্রীকৃষ্ণবচন ;
কৃপা করি ব্যাসপ্রতি কহিয়াছেন কথন।

তথাহি কচিদ্ উপপুরাণে,

অহমেব কচিদ্ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ।
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি, কলৌ পাপহতান্নরান্।১৬

ভাগবত, ভারতশাস্ত্র, আগম, পুরাণ;
২। চৈতন্য-কৃষ্ণ-অবতার-প্রকট-প্রমাণ।
প্রত্যক্ষে দেখহ নানা প্রকট-প্রভাব,
৩। অলৌকিক কর্ম্ম, অলৌকিক অনুভাব।
দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ ;
৪। উলূকে না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ।

তথাহি শ্রীসম্প্রদায়মতকুবেরযামুনাচার্য্যকৃতালবন্দার-স্তোত্রে পঞ্চদশ শ্লোকে—

ত্বাং শীলরূপচরিতৈঃ পরমপ্রকৃষ্টৈঃ,
সত্ত্বেন সাত্ত্বিকতয়া প্রবলৈশ্চ শাস্ত্রৈঃ।
প্রখ্যাতদৈবপরমার্থবিদাং মতৈশ্চ,
নৈবাসুরপ্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুং ॥১৭॥

আপনা লুকাইতে প্রভু নানা যত্ন করে ;
তথাপি তাঁহার ভক্ত জানয়ে তাঁহারে।

তথাহি শ্রীসম্প্রদায়মতকুবেরযামুনাচার্য্যকৃতালবন্দার-স্তোত্রে অষ্টাদশশ্লোকঃ ;—

উল্লঙ্ঘিতত্রিবিধ-সীমা-সমাতিশায়ি
সম্ভাবনং তব পরিব্রঢ়িমস্বভাবং।
মায়াবলেন ভবতাপি নিগুহ্যমানং,
পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ ॥১৮॥

অসুর-স্বভাবে কৃষ্ণে কভু নাহি জানে ;
৫। লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তজনস্থানে।

তথাহি শ্রীহরিভক্তিবিলাসস্য পঞ্চদশবিলাসে একাশীত্যধিক শতাঙ্কধৃতং বিষ্ণুযামোত্তরবচনং—

অহমেবেতি। হে ব্রহ্মন্! অহং স্বয়ং ভগবানেব কচিৎ বৈবস্বতমন্বন্তরীয়াষ্টাবিংশচতুর্যুগীয় কলৌ সন্ন্যাসাশ্রমং চতুর্থাশ্রমং আশ্রিতঃ সন্ পাপহতান্নরান্ হরিভক্তিং গ্রাহয়িষ্যামি ॥ ১৬ ॥

নন্বেবংভূতং হরিং তামসাঃ কথং ন সেবন্তে? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—ত্বামিতি। হে ভগবন্! তব পরমপ্রকৃষ্টৈঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টতমৈঃ শীলং সুস্বভাবশ্চ রূপাণি চ চরিতানি চ তৈঃ সত্ত্বেন লোকাতীতবলেন চ, সাত্ত্বিকতয়া সত্ত্বপ্রধানতয়া প্রবলৈঃ শাস্ত্রৈশ্চ, প্রখ্যাতং প্রসিদ্ধং দৈবং পরমার্থঞ্চ যে বিদন্তি তেষাং মতৈশ্চ আসুরপ্রকৃতয়স্ত্বাং বোদ্ধুং জ্ঞাতুং ন প্রভবন্তি ন সমর্থা ইতি ॥১৭॥

ভক্তাস্তু ত্বাং জানন্তীত্যাহ—উল্লঙ্ঘিতেতি। উল্লঙ্ঘিতা ত্রিবিধা দেশকালকৃতপরিচ্ছেদা পরিমাণঞ্চ যেষাং সীমা সমা অতিশায়িনী চ সম্ভাবনা চ যেন তং, ভবতা মায়াবলেন স্বযোগমায়াপ্রভাবেন নিগুহ্যমানমপি তব পারিব্রঢ়িমং প্রভুত্বস্য স্বভাবং, কেচিত্ত্বয়ি অনন্যভাবা একান্তভক্তা, অনিশং নিরন্তরং পশ্যন্তি ॥ ১৮ ॥

হে ব্রহ্মন্! আমি কোন কলিযুগে (অর্থাৎ বৈবস্বতমন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে) সন্ন্যাস গ্রহণ করতঃ পাপমলামলিন জনগণকে হরিভক্তি প্রদান করিব। ১৬ ॥

হে ভগবন্! তোমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট শীল, রূপ, চরিত ও অসমোর্দ্ধবল এবং সত্ত্বপ্রধান প্রবলশাস্ত্ররাশি এবং প্রসিদ্ধ দৈব-পরমার্থবেত্তা পণ্ডিতগণের মতদ্বারা আসুরপ্রকৃতি জনগণ তোমাকে জানিতে সমর্থ নহে। ১৭ ॥

হে ভগবন্! যিনি দেশ ও কালকৃত পরিচ্ছেদ এবং পরিমাণ, এই ত্রিবিধ সীমাকে উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন এবং যাঁহার সমতা ও অতিশয়ের সম্ভাবনা নাই, তুমি যোগমায়াপ্রভাবে তোমার সেই প্রভুত্বের স্বভাব গোপন করিলেও, তোমার কতিপয় অনন্যভক্ত নিরন্তর তাহা সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন॥ ১৮ ॥

১। উপপুরাণ—ব্রহ্ম-পুরাণাদি অষ্টাদশ পুরাণ ভিন্ন উপপুরাণ ; দেবীপুরাণ, কালিকাপুরাণ প্রভৃতি। ২। চৈতন্যকৃষ্ণ—চৈতন্যরূপ কৃষ্ণ। চৈতন্য অনুবাদ, কৃষ্ণ বিধেয়। ৩। অনুভাব—প্রভাব। ৪। উলূক—পেচক। ৫। লুকাইতে নারে—ভক্তের নিকট কৃষ্ণ আপনাকে গোপন করিতে পারেন না।

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ,
বিষ্ণুভক্তিপরোদৈব, আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ ॥১৯॥*

আচার্য্যগোসাঞী—প্রভুর ভক্ত-অবতার ;
কৃষ্ণ-অবতারহেতু যাঁহার হুঙ্কার।
কৃষ্ণ যদি পৃথিবীতে করেন অবতার ;
১। প্রথমে করেন গুরুবর্গের সঞ্চার। ‡
পিতা-মাতা গুরু-আদি যত মান্যগণ ;
প্রথমে করান্ পৃথিবীতে জনন।
২। মাধব, ঈশ্বরপুরী, শচী, জগন্নাথ ;
অদ্বৈতআচার্য্য প্রকট হৈল সেই সাথ।
৩। প্রকটিয়া দেখে আচার্য্য সকল সংসার ;
কৃষ্ণ-ভক্তি-গন্ধহীন বিষয়-ব্যবহার।
৪। কেহ পাপে কেহ পুণ্যে করে বিষয় ভোগ
৫। ভক্তিগন্ধ নাহি, যাতে যায় ভবরোগ।
৬। লোকগতি দেখি আচার্য্য করুণহৃদয় ;
বিচার করেন—"লোকের কৈছে হিত হয় ?
৭। আপনি শ্রীকৃষ্ণ যদি করেন অবতার ;
আপনে আচরি ভক্তি করেন প্রচার।
নাম বিনা কলিকালে ধর্ম্ম নাহি আর ;
কলি-কালে কৈছে হবে কৃষ্ণ অবতার ?
শুদ্ধভাবে করিব কৃষ্ণের আরাধন।
নিরন্তর সদৈন্যে করিব নিবেদন।
আনিয়া কৃষ্ণেরে করোঁ কীর্ত্তন সঞ্চার।
তবে সে 'অদ্বৈত' নাম সফল আমার।"
—কৃষ্ণে বশ করিবেন কোন্ আরাধনে ?
বিচারিতে, এক শ্লোক হইল তাঁর মনে।

তথাহি শ্রীহরিভক্তিবিলাসস্য একাদশবিলাসে দশাধিকশতাঙ্কধৃত-গৌতমীয়তন্ত্রে নারদবচনং—

তুলসীদলমাত্রেণ, জলস্য চুলুকেন বা
বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যোভক্তবৎসলঃ ॥২০॥

দ্বৌ ইতি। অস্মিন্ মনুষ্যলোকে দৈব আসুরশ্চেতি দ্বৌ ভূতসর্গৌ দ্বিবিধা প্রাণিসৃষ্টিঃ। দৈব আসুরশ্চ তৌ দ্বৌ কাবিত্যাহ—বিষ্ণুভক্তিপরো হরিভক্তিপরায়ণো দৈবঃ, তদ্বিপর্য্যয়ো হরিবহির্ম্মুখ আসুরশ্চেতি ॥ ১৯ ॥

তুলসীদলেতি। তুলসীদলমাত্রেণ মাত্রপদেন মধুচন্দনাদিবিরহিতেন কেবলেনেত্যর্থঃ। তদভাবে জলস্য চুলুকেন গণ্ডুষেণ, ভক্তবৎসলো হরিঃ ভক্তেভ্য আত্মানং বিক্রীণীতে তদায়ত্তং করোতীত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

এই পৃথিবীতে দৈব এবং আসুরভেদে প্রাণিসৃষ্টি দুই প্রকার ; তন্মধ্যে হরিভক্তিপরায়ণ দৈব ও হরিবহির্ম্মুখ আসুর ॥১৯॥
ভক্তবৎসল হরি ভক্তদত্ত কেবল তুলসীদল অথবা এক গণ্ডুষ জলদ্বারা আপনাকে ভক্তাধীন করেন ॥ ২০ ॥

১। সঞ্চার—প্রাদুর্ভাব। ২। মাধব—মাধবেন্দ্র পুরী, ইনি চৈতন্য সম্প্রদায়ের মূলস্বরূপ। ইঁহার শিষ্য অদ্বৈতাচার্য্য এবং ঈশ্বরপুরী ; এই ঈশ্বরপুরীর নিকট মহাপ্রভু দশাক্ষর মন্ত্র দীক্ষাগ্রহণ করেন। শচী জগন্নাথ—মহাপ্রভুর পিতামাতা।

৩। প্রকটিয়া ব্যবহার—কৃষ্ণভক্তিসম্বন্ধরহিত এবং বিষয়ঘোরান্ধকূপে সকল লোক ডুবিয়া আছে, ইহাই আচার্য্য দেখিলেন। ৪। পাপ—নিষিদ্ধাচরণ, পরধন অপহরণ, পরদারগমন প্রভৃতি। পুণ্য—যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানজন্য, তদ্দ্বারা পরকালে স্বর্গে যাইয়া অমৃতসেবন ও অপ্সরার সহিত বিহার। এইরূপ পাপ ও পুণ্যদ্বারা বিষয়ভোগ।

৫। ভক্তি—রোগ—যে ভক্তি হইতে সংসাররোগের শান্তি হয়, সে ভক্তির গন্ধমাত্রও নাই। ৬। লোকের দুর্গতি দেখিয়া লোকের প্রতি আচার্য্যের দয়া হইল। জীবের দয়া আপনার দুঃখ ভোগের জন্য, যেহেতু পরদুঃখনাশে তাহার সামর্থ্য নাই ; অতএব জীব দয়াবশতঃ পরের দুঃখে দুঃখই অনুভব করে। কিন্তু ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, তাঁহার দয়া হইলে, তিনি সকলের দুঃখ খণ্ডন করিয়া আপনি পরমানন্দ অনুভব করেন। অতএব দয়ালু আচার্য্য কৃষ্ণের অবতার করাইয়া জীবের দুঃখনাশ এবং ভক্তিসুখদান করতঃ পরমানন্দ অনুভব করিবেন।

৭। 'আপনি শ্রীকৃষ্ণ যদি' হইতে 'তবে সে অদ্বৈত নাম সফল আমার' এই পর্য্যন্ত আচার্য্যের স্বগত বচন। কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণের অবতার হইতে পারে না, আমি যদি শুদ্ধভাবে আরাধন এবং সদৈন্যে নিবেদন করতঃ তাঁহাকে পৃথিবীতে আনিয়া সংকীর্ত্তন প্রচার করিতে পারি, তবেই আমার অদ্বৈত (যাহার সদৃশ নাই) নাম সার্থক জানিব। * পাঠান্তরে—বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতোদৈবঃ। ‡ পাঃ—করেন সত্বার।

এই শ্লোকার্থ আচার্য্য করেন বিচারণ—
"কৃষ্ণকে তুলসীজল দেয় যেই জন ;
তার ঋণ শোধিতে কৃষ্ণ করেন চিন্তন—
'জল তুলসীর সম কিছু নাহি অন্যধন।' *
তারে আত্ম বেচি করে ঋণের শোধন।"
—এত ভাবি আচার্য্য করেন আরাধন ;
গঙ্গাজল-তুলসীমঞ্জরী অনুক্ষণ ;
কৃষ্ণপাদপদ্ম ভাবি, করেন সমর্পণ।
কৃষ্ণের আহ্বানে করে সঘনে হুঙ্কার ;
এইমতে কৃষ্ণেরে করাইল অবতার।
চৈতন্যের অবতারে এই মুখ্যহেতু ;
১। ভক্তের ইচ্ছায় অবতার—ধর্ম্ম-সেতু।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে একাদশশ্লোকে শ্রীভগবন্তং প্রতি ব্রহ্মস্তুতিবচনং—

ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজ-
আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাং।
যদ্‌যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি,
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায় ॥২১॥

২। এই শ্লোকের অর্থ সংক্ষেপের সার,—
ভক্তের ইচ্ছায় কৃষ্ণের সর্ব্ব অবতার।
৩। চতুর্থ শ্লোকের অর্থ হৈল সুনিশ্চিতে ;
অবতীর্ণ হৈলা গৌর প্রেম প্রকাশিতে।
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

ভক্তানাম্ ত্বং বশ এবেত্যাশয়ং কিং বক্তব্যমিত্যাহ—ত্বমিতি। ননু ভো নাথ! পুংসাং ভক্তানাং ভক্তিযোগেন প্রেম্ণা পরিভাবিতং যোগ্যতামাপাদিতং যৎ হৃৎসরোজং তস্মিন্। শ্রুতং ভগবৎপ্রতিপাদকং বেদবৈদিকশাস্ত্রবিচারশ্রবণং তেন ঈক্ষিতঃ পন্থা যস্য স ত্বমাস্সে তিষ্ঠসি। তে ভক্তা ধিয়া যদ্‌যদ্ বিভাবয়ন্তি, চিন্তয়ন্তি তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে প্রকর্ষেণ তৎ সমীপে নয়সি প্রকটয়সীত্যর্থঃ। নন্বীশ্বরোঽহং কথমেবং তেষাং বশঃ স্যাম্, তত্রাহ – সদনুগ্রহায়েতি। সৎসু তেষু অনুগ্রহ এব বশত্বে কারণং নান্যদিতি ভাবঃ। ননু শ্রুতমাত্রেণ মম কথং বহূনাং রূপাণাং জ্ঞানং স্যাৎ, তদভাবে চ কথমেকতরনিষ্ঠা স্যাত্তত্রাহ – উরুগায়েতি। বেদেন ত্বমুরুধৈব গীয়স ইতি। স্ব-স্ব-মতানুসারেণ সাম্যাদিতি ভাবঃ ॥ ২১ ॥

হে নাথ! স্বপ্রতিপাদক বেদ এবং বৈদিক-শাস্ত্রের বিচার শ্রবণদ্বারা যাঁহার পথ সমালোচিত হয়, সেই তুমি প্রেমবাসিত ভক্তহৃদয়ে নিরন্তর অবস্থিতি করিয়া থাক। হে উরুগায়! তোমার সেই ভক্তেরা প্রেমবাসিত বুদ্ধি দ্বারা যিনি যে যে রূপ চিন্তা করেন, তুমি কৃপা করিয়া সেই সেই তনু তাঁহাদিগের সমীপে প্রকাশ করিয়া থাক ॥ ২১ ॥

* পাঃ—আর নাহি ধন।

১। ভক্তের—ধর্ম্মসেতু—ভক্তের ইচ্ছায় ভগবানের অবতার হইয়া থাকে, ইহাই পরবর্ত্তী শ্লোকে প্রমাণ করিলেন।

২। এই শ্লোক—অবতার—'ত্বং ভক্তিযোগ' ইত্যাদি শ্লোক ; ইহার সারার্থ এই যে, শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের ইচ্ছায় অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

৩। চতুর্থ শ্লোক—'অনর্পিতচরীং' ইত্যাদি। প্রেম দান করিবার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ, ইহাই এই শ্লোকের অর্থ।

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে চৈতন্যাবতারসামান্যকারণং নাম

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শ্রীচৈতন্যপ্রসাদেন
তদ্রূপস্য বিনির্ণয়ং।
বালোঽপি কুরুতে শাস্ত্রং
দৃষ্ট্বা ব্রজবিলাসিনঃ ॥১॥

জয়জয় শ্রীচৈতন্য! জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈতচন্দ্র! জয় গৌরভক্তবৃন্দ!
১। চতুর্থ শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ।
২। পঞ্চম শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন।
৩। মূল শ্লোকের অর্থ করিতে প্রকাশ,
৪। অর্থ লাগাইতে আগে কহিয়ে আভাস।
চতুর্থ শ্লোকের অর্থ এই কৈল সার—
৫। প্রেম-নাম প্রচারিতে এই অবতার।
৬। সত্য এই হেতু, কিন্তু এহ বহিরঙ্গ;
৭। আর এক হেতু শুন আছে অন্তরঙ্গ।
৮। পূর্ব্বে যেন পৃথিবীর ভার হরিবারে,
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হৈলা শাস্ত্রেতে প্রচারে!
স্বয়ংভগবানের কর্ম্ম নহে ভারহরণ;
স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু করে জগৎপালন।
৯। কিন্তু কৃষ্ণের সেই হয় অবতারকাল;
ভারহরণকাল তাতে হইল মিশাল।
১০। পূর্ণ-ভগবান্ অবতরে যেই কালে;
আর সব অবতার তাতে আসি মিলে।
১১। নারায়ণ-চতুর্ব্যূহ-মৎস্যাদ্যবতার,
১২। যুগ-মন্বন্তরাবতার যত আছে আর;
সভে আসি কৃষ্ণ-অঙ্গে হয় অবতীর্ণ।
ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ।
অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে;
১৩। বিষ্ণুদ্বারে কৃষ্ণ করে অসুরসংহারে।

শ্রীচৈতন্যেতি। বালোঽপি অনভিজ্ঞোঽপি শ্রীচৈতন্যস্য প্রসাদেন কৃপয়া শাস্ত্রং দৃষ্ট্বা তদ্রূপস্য চৈতন্যরূপস্য ব্রজবিলাসিনঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বিনির্ণয়ং তত্ত্বনিরূপণং কুরুতে ॥ ১ ॥

শাস্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিও চৈতন্যদেবের কৃপায় চৈতন্যরূপধারী শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে ॥ ১ ॥

১। চতুর্থ শ্লোক,—'অনর্পিতচরীং' ইত্যাদি। ২। পঞ্চমশ্লোক,—'রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিঃ' ইত্যাদি। ৩। মূলশ্লোক—'রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিঃ' ইত্যাদি। ৪। লাগাইতে—সঙ্গতি করিতে। আভাস—বক্তব্যাকবণোদ্দেশ।

৫। প্রেমনাম প্রচারিতে—প্রেম এবং হরিনামপ্রচারার্থে এই গৌরাঙ্গ অবতার। ৬। প্রেম ও নাম প্রচারার্থ অবতার, ইহাও সত্য, কিন্তু তাহা বাহ্য প্রয়োজন। ৭। আর ··অন্তরঙ্গ—কিন্তু আর যে একটি অন্তরঙ্গ (অর্থাৎ প্রধান) হেতু আছে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।

৮। পূর্ব্বে···পালন—ভূভারহরণার্থ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহাই ভাগবতাদিশাস্ত্র প্রচার করেন। কিন্তু ভূভারহরণ স্বয়ংভগবানের কার্য্য নহে। সত্ত্বগুণে পালন, সেই সত্ত্বগুণের নিয়ামক বিষ্ণু জগৎ পালন করেন।

৯। কিন্তু···মিশাল—বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশচতুর্যুগের দ্বাপরের শেষে কৃষ্ণাবতারের সময়। সেই সময় ভিন্ন স্বয়ং ভগবানের আর অবতার হয় না। সেই সময় পৃথিবী দৈত্যভরে আক্রান্ত হওয়ায়, ভূভারহরণের কাল কৃষ্ণাবতারের কালের সহিত মিশ্রিত হইল।

১০। পূর্ণ···মিলে—যে কালে স্বয়ংভগবান্ অবতীর্ণ হয়েন, সেই কালে সকল অবতার তাঁহাতে মিলিত থাকেন, আর পৃথক্ অবতারের প্রয়োজন হয় না। যেমন সম্রাট্ সুখবিহারার্থ মফঃস্বল গমন করিলে, সে কালে প্রতিনিধির প্রয়োজন নাই, সর্ব্বশক্তিমান্ সম্রাটই সর্ব্ব কার্য্য সম্পাদন করেন। সেইরূপ সর্ব্বৈশ্বর্য্য ও সর্ব্বমাধুর্য্যপরিপূর্ণ স্বয়ংভগবান্ ভূতলে অবতীর্ণ থাকিলে, আর স্বতন্ত্র অংশাবতারের প্রয়োজন হয় না। তিনিই প্রয়োজনমতে অনন্ত শক্তি হইতে যেমন যেমন কাজ তেমনি তেমনি শক্তি প্রকাশ করিয়া, যাবতীয় জাগতিক ব্যাপার সম্পাদন করেন।

১১। চতুর্ব্যূহ—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ। ১২। যুগমন্বন্তরাবতার—যুগাবতার ও মন্বন্তরাবতার।

১৩। বিষ্ণু···সংহার—বিষ্ণু ভগবৎশরীর হইতে স্বতন্ত্র হইয়া অসুরবিনাশ করেন না, বিষ্ণুঅংশেই অসুরমারণাদি কার্য্য হয়। অসুর

আনুসঙ্গ কর্ম্ম এই অসুরমারণ ;
১। যে লাগি অবতার, কহি সে মূলকারণ—
প্রেমরসনির্য্যাস করিতে আস্বাদন,
রাগমার্গভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ।
২। রসিকশেখর কৃষ্ণ, পরমকরুণ ;
এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্গম।
৩। 'ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে সব জগৎ মিশ্রিত ;
৪। ঐশ্বর্য্যশিথিলপ্রেমে নাহি মোর প্রীত।
৫। আমাকে ঈশ্বর মানে—আপনাকে হীন ;
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন।
আমাকে ত যে-যে ভক্ত, ভজে যেই ভাবে ;
তারে সে-সে ভাবে ভজি, এ মোর স্বভাবে।

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং চতুর্থাধ্যায়ে ১১শ শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং—
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে, তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে, মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ২ ॥
মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি,
এই ভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধভক্তি ;
৬। আপনাকে বড় মানে, আমারে সম-হীন ;
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্ব্যশীতিতমাধ্যায়ে একত্রিংশশ্লোকে গোপীঃ প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—
ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহোভবতীনাং মদাপনঃ ॥৩॥

তর্হি কিং ত্বয়াপি বৈষম্যমস্তি যস্মাদেবং ত্বদেকশরণানামেবাত্মভাবং দদাসি নান্যেষাং সকামানামিত্যত আহ—যে ইতি। যথা যেন প্রকারেণ যেন প্রয়োজনেন যৎফলার্থিতয়া মাং প্রপদ্যন্তে ভজন্তে, তাংস্তথৈব তৎফলদানেনাহং ভজামি অনুগৃহ্ণামি। ন তু সকামা মাং বিহায়েন্দ্রাদীনেব যে ভজন্তে তাননপেক্ষ ইতি মন্তব্যং, যতঃ সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারৈরিন্দ্রাদিসেবকা অপি মমৈব বর্ত্ম ভজনমার্গমনুবর্ত্তন্তে, ইন্দ্রাদিরূপেণাপি মমৈব সেব্যত্বাৎ ॥ ২ ॥

অপ্রসিদ্ধঃ মদৈশ্বর্য্যং নূনমেতাভিরপি জ্ঞাতমস্তীতি ক্ষণাদনুসন্ধায় তদেবাবলম্ব্য যাথার্থ্যেনাপি সান্ত্বয়তি। অহমেবেশ্বরশ্চেত্তথাপি শক্রক্ষপণলীলাবেশেন কৃতেঽপি ভবতীনাং বিয়োজনে মম শক্তির্ন ভবিষ্যতোব স্নেহপারবশ্যাদিত্যপি প্রায়েণাহ—ময়ীতি। হি প্রসিদ্ধৌ। ভক্তির্নবিধানামেকাপি প্রীতিমাত্রং বা ভূতানাং সর্ব্বেষামপি অমৃতত্বায় মোক্ষায় কল্পতে। ততো ভবতীনাং সর্ব্বতঃ পূজ্যানাং, মদাপনঃ মামেব সাক্ষাৎ প্রাপয়তি বলাদাকর্ষতি যঃ স্নেহ উভয়াস্ত্রীভাবহেতুঃ প্রেমপরিপাকবিশেষঃ স, যদাসীৎ সংযোগবিয়োগলীলাভ্যামাবির্ভূত, তত্ দিষ্ট্যা অতিভদ্রং, পুনর্বিয়োগসংভবা-

হে পার্থ! যাহারা যে ভাবে আমাকে উপাসনা করে, আমি তাহাদিগকে সেই ভাবেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি, কর্ম্মাধিকারী মনুষ্যগণ নানা প্রকারে পূজা করিলেও তাহারা একমাত্র আমারই অনুসরণ করিয়া থাকে ॥ ২ ॥

আমাতে সামান্য প্রীতিই প্রাণিগণের সংসারমোচনে সমর্থ। তোমাদিগের আমাতে যে মদাকর্ষকস্নেহ হইয়াছে,

মারণকার্য্য অবতারের মুখ্য প্রয়োজন নয়—আনুষঙ্গিক কার্য্য। ১। যে লাগি - যেজন্য কৃষ্ণের অবতার, সেই মূলকারণ এক্ষণে বলিতেছি।

২। রসিকশেখর—রসাস্বাদনে পরমপ্রবীণ। এইহেতু স্বয়ং প্রেমরসের নির্য্যাস (সার) আস্বাদন করিবেন। পরমকরুণ—দয়ালুর পরমাবধি। এইহেতু রাগ-ভক্তি লোকে প্রচার করিবেন। এই দুই কারণ হইতে তাঁহার অবতার করিতে ইচ্ছা হয়।

৩। 'ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে' হইতে 'রাগমার্গ ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্ম কর্ম্ম' এই পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের স্বগত-চিন্তা।

৪। ঐশ্বর্য্যশিথিলপ্রেমে—'ইনি সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বনিয়ন্তা অচিন্ত্য অনন্ত শক্তিশালী' ইত্যাদি জ্ঞানে সঙ্কোচগৌরবাদি হয় বলিয়া প্রেম শিথিল হইয়া যায়। ৫। আপনাকে অধীন—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে প্রেম শিথিল হয়, তাহাই এক্ষণে প্রতিপাদন করিতেছেন।

৬। আপনাকে বড় মানে,—বয়স্যবর্গ আপনাকে বড় জ্ঞান করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্বসদৃশ মনে করে। মাতা পিতা আপনাকে বড় মানিয়াই শ্রীকৃষ্ণকে লালাবোধে হীন করিয়া বোধ করেন। স্বাধীনভর্ত্তৃকা প্রেয়সী আপনাকে কৃষ্ণাপেক্ষা গৌরবান্বিত বোধ করেন, আবার মিলনে সখ্যভাব উদ্বুদ্ধ হয়, এ নিমিত্ত সম করিয়া মানেন এবং মানে অধীরা হইয়া হীন মনে করেন।

মাতা মোরে পুত্রভাবে করেন বন্ধন,
অতিহীন-জ্ঞানে করে লালন-পালন।
সখা শুদ্ধসখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ ;
'তুমি কোন্ বড় লোক—তুমি আমি সম।'
১। প্রিয়া যদি মান করি করয়ে ভর্ৎসন ;
বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন
২। এই শুদ্ধভক্তি লঞা করিমু অবতার ;
করিব বিবিধবিধ অদ্ভুত বিহার।
৩। বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি যে যে লীলার প্রচার ;
৪। সে সে লীলা করিব যাতে মোর চমৎকার।
৫। মো-বিষয়ে গোপীগণের উপপতি-ভাবে,
যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে।
আমিহ না জানি, তাহা না জানে গোপীগণ ;
দুঁহার রূপেগুণে দুঁহার নিত্য হরে মন।
৬। ধর্ম্ম ছাড়ি রাগে দুঁহে করয়ে মিলন ;
৭। কভু মিলে, কভু না মিলে, দৈবের ঘটন।

ভাবাদিতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

সে অতি মঙ্গলকর অর্থাৎ আর বিয়োগ হইবে না ॥ ৩ ॥

১। প্রিয়া…মন—যেমন পিতামহ প্রীতিপূর্ব্বক পৌত্রকে 'শালা' বলিলে, তাহাতে তাহার হৃদয়ে আনন্দের উল্লাস হইয়া থাকে, কিন্তু অপ্রীতিতে যদি 'আসিতে আজ্ঞা হয়' বলেন, তাহাতে সে বড়ই ক্লেশ বোধ করিয়া থাকে, তদ্রূপ প্রীতির সহিত যাহা করা যায়, বা বলা যায়, তাহাই আনন্দের হেতু হয়। অতএব প্রেম অপেক্ষাও সার মান, সেই মানের ভর্ৎসন কেন না সুমধুর হইবে? কেন না, প্রেমই যে ভর্ৎসনারূপে নিঃসৃত হইয়াছেন। ২। এই…বিহার—পূর্ব্বোক্ত এই বিশুদ্ধভক্তি প্রচারার্থ অবতীর্ণ হইয়া, বিবিধ অদ্ভুত বিহার করিব।
৩। বৈকুণ্ঠাদ্য—বৈকুণ্ঠের লীলা ঐশ্বর্য্যপ্রধান, ব্রজলীলা মাধুর্য্যময়। ৪। যাতে মোর চমৎকার—অন্যের কথা কি বলিব, যে সব লীলা করিব, তাহার মাধুর্য্যে আমিও চমৎকৃত হইব। ৫। মো বিষয়ে…প্রভাবে—এ স্থানে উপপতিশব্দে সাধারণ জার নয়, উৎকট রাগ বশতঃ বিবাহধর্ম্ম লঙ্ঘনকরতঃ যিনি নায়িকার প্রেমের বিষয় হন, এস্থানে উপপতি শব্দে তাঁহাকেই প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাহাই শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থেও বলিয়াছেন, যথা—

'রাগেণোল্লঙ্ঘয়ন্ ধর্ম্মং, পরকীয়াবলার্থিনা। তদীয়প্রেমসর্ব্বস্বঃ বুধৈরুপপতিঃ স্মৃতঃ'।

যিনি পরকীয়া অবলারূপে প্রার্থনাকারী রাগ হেতু বিবাহধর্ম্ম উল্লঙ্ঘনকরতঃ তাঁহাদিগের প্রেমের বিষয় হন, ভক্তিরসবেত্তা পণ্ডিতেরা তাঁহাকেই উপপতি বলেন। শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তা গোপীগণের কিরূপে শ্রীকৃষ্ণে উপপতিভাব হইবে, এই আশঙ্কা পরিহারার্থ বলিতেছেন—যোগমায়া ইত্যাদি। ভগবানের অঘটনঘটনপটীয়সী স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ যোগমায়া অঘটন ঘটাইতে (যাহা হয় না তাহাও করিতে) সমর্থ। অতএব নিজপতিকে উপপতি এবং স্বীয়কান্তাকে পররমণীরূপে প্রতীত করাইয়াছিলেন। যোগমায়ার মোহে শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বের ব্যাঘাত হয় না, কারণ যোগমায়া কৃষ্ণের স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তি; তাঁহার ইচ্ছায় প্রেরিত হইয়াই তাঁহাকে এবং গোপীগণকে মোহিত করিয়াছেন। এতাদৃশ মোহের প্রয়োজক স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। যেমন যুদ্ধনিবৃত্ত মহারাজ নিদ্রাসুখার্থী হইয়া শয়ন করিলে, তাঁহারই আজ্ঞাক্রমে ভৃত্যবর্গ অঙ্গমর্দ্দন পূর্ব্বক তাঁহাকে নিদ্রিত করিলে, তিনি দাসের অধীন না হইয়া স্বীয় প্রভুত্বের আবিষ্কার করিয়া থাকেন, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণ যোগমায়ায় মোহিত হইয়া পরস্পরের বিশুদ্ধ মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগের পতি এবং গোপীগণ আমার পত্নী, এরূপ বোধ গোপীগণ ও শ্রীকৃষ্ণের থাকিলে, প্রেমের গাঢ়তা প্রকাশ পায় না। পতি এবং পত্নী ধর্ম্মানুরোধে পরস্পরকে ভজনা করিয়া থাকে; তাহাতে সম্পূর্ণ মাধুর্য্যের আস্বাদন হয় না। পতি-পত্নীভাব আচ্ছাদিত থাকিলে, পরস্পরের যে আবেশ হয়, তাহার প্রতি পরস্পরের প্রকৃত মাধুর্য্যই হেতু। এই অবস্থায় পরস্পরের প্রকৃত মাধুর্য্য পরস্পর অনুভব করিতে পারেন। তাই বলিয়াছেন—'দোঁহার রূপগুণে দোঁহার নিত্য হরে মন'। বর্ষাকালের গঙ্গার প্রবলতর স্রোত যেমন সেতুবন্ধ ভগ্ন করিয়া সমুদ্রে মিলিত হয়, সেইরূপ গোপীগণ অসীম রাগবেগবশতঃ পাণিগ্রহণবিধি উল্লঙ্ঘন করতঃ শ্রীকৃষ্ণে মিলিত হইয়াছিলেন। এইরূপে গোপী অনুপম প্রেম এবং স্বীয় মাধুর্য্য লোকে প্রকাশ করিয়াছেন, যাহা শ্রবণ করিয়া তত্তদ্ভাবে মাধুর্য্যলুব্ধ হইয়া সকলেই রাগানুগা ভক্তিতে প্রবৃত্ত হইবে।

৬। ধর্ম্ম—শাস্ত্রবিধি অনুসারে কার্য্য করাকে ধর্ম্ম বলে। যেমন ব্রাহ্মণের সন্ধ্যা-বন্দনা ধর্ম্ম না করিলে পাপ হয়, সেই পাপ পরিহারের নিমিত্ত সন্ধ্যা করেন, কিন্তু পাপের ভয় না থাকিলে, কখনই সন্ধ্যা করিতেন না; সেইরূপ দম্পতির পরস্পরের যথাসময়ে উপসর্পণ ধর্ম্ম না করিলে পাপ হয়, তাই পরস্পর প্রীতি না থাকিলেও পাপ পরিহারার্থ পরস্পরের ভজনা করেন। এইস্থানে কিন্তু সেরূপ নয়, শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণের মিলনের প্রতি রাগই হেতু। ৭। চিত্রজল্প প্রভৃতি মহাভাবের চরমোৎকর্ষ বিরহেই দেখা যায়। এ নিমিত্ত সর্ব্বদা মিলন হইলেই ভাবের পুষ্টি

এই সব রসসার করিব আস্বাদ ;
১। এই দ্বারে করিব সব ভক্তের প্রসাদ।
২। ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ ;
রাগমার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্ম কর্ম্ম।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশাধ্যায়ে ষট্‌ত্রিংশশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং—

অনুগ্রহায় ভক্তানাং
মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
তাদৃশী ভজতেঃ ক্রীড়া
যাঃ শ্রুত্বা তৎপরোভবেৎ ॥৪॥

নবাপ্তকামস্ত কুতঃ ক্রীড়ায়াং প্রবৃত্তিঃ কুতস্তরাং বা বক্রিদৃষ্ট্যা লোকবিগীতে তস্মিন্নিত্যত আহ—অনুগ্রহেতি। ভক্তানামনুগ্রহায় 'মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ' ইতি পদ্মপুরাণীয় শ্রীভগবদ্বচনাৎ। মানুষং নরাকারমাশ্রিতঃ ব্রজরূপেণ সর্ব্বাশ্রয়ে২পি স্বয়মাশ্রয়ং কৃতবানিতি। তস্য পরব্রহ্মস্বরূপস্য পরমাশ্রয়ত্বঞ্চ দর্শিতং। এতদুক্তং— 'দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহমিতি।' তথা চ শ্রীভগবদুপনিষদঃ—'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমিতি।' আশ্রিত ইতি পাঠে-পাদরবিষয়ঃ কৃত ইতি স এবার্থঃ। স্বেচ্ছয়া মানুষং দেহমধুনৈব বিরচয্যাশ্রিত ইতি ব্যাখ্যাতুং ন ঘটতে পরত্রে তত্র লোকে২ধিষ্ঠাতৃত্বেন কৃষ্ণাখ্যনরাকার-পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোপৈরনুভূতত্বাৎ এবং ভক্তানুগ্রহার্থং তৎক্রীড়েত্যভিপ্রেতং। আপ্তকামত্বে২পি ভক্তানুগ্রহো যুজ্যতে বিশুদ্ধসত্ত্বস্য তথা স্বভাবাৎ। বস্তাবভাবিতে চান্যত্র দৃশ্যতে২সৌ। তথা রন্তিগণানুগ্রাহকে শ্রীজড়ভরতচরিতে যথা বা ভবদনুগ্রাহকে মরীতি চ। তত্র ভক্তশব্দেন ব্রজদেব্যো ব্রজজনাশ্চ সর্ব্বে কালত্রয়সম্বন্ধিনো২ন্যে চ বৈষ্ণবা গৃহীতাঃ। ব্রজদেবীনাং পূর্ব্বরাগাদিভির্ব্রজজনানাং জন্মাদিভিরন্যেষাঞ্চ তত্তদ্দর্শনশ্রবণাদিভিরপ্যর্থস্ফুরণাৎ। অতএব তাদৃশভক্তপ্রসঙ্গেন তাদৃশীঃ সর্ব্বচিত্তাকর্ষিণীঃ ক্রীড়া ভজতে যাঃ সাধারণীরপি শ্রুত্বা ভক্তেভ্যো২ন্যোপি জনস্তৎপরোভবেৎ, কিমুত রাসলীলারূপামিমাং শ্রুত্বেত্যর্থঃ। বক্ষ্যতে চ—'বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণো'রিত্যাদি। যদ্বা—মানুষং দেহমাশ্রিতঃ সর্ব্বো২পি জীবস্তৎপরোভবেৎ মর্ত্ত্যলোকে শ্রীভগবদবতারাস্তথা ভজনে মুখ্যত্বাচ্চ। মানুষ্যামেব সুখেন তচ্ছ্রবণাদি সিদ্ধেঃ। ভূতানামিতি পাঠে নিজাবতারকারণভক্তসম্বন্ধেন সর্ব্বেষামেব জনানাং বিষয়িণাং মুমুক্ষুণাং মুক্তানাঞ্চেত্যর্থ ইতি পরমকারুণ্যমেব কারণমুক্তং। তথাপি ভজনসম্বন্ধেনৈব সর্ব্বানুগ্রহো জ্ঞেয়ঃ। অন্যথৈতঃ। অত্র বহির্ম্মুখানপীতি তৎপর্য্যন্তং বিবক্ষিতং। পরমপ্রেমপরাকাষ্ঠাময়তয়া শ্রীশুকস্যাপি তদ্বর্ণনাতিশয়প্রবৃত্তেঃ। গোপীনামিত্যস্যার্থান্তরে স্বেবং ব্যাখ্যেয়ং। নন্বেবমপি নিত্যবদ্‌গুপ্তমেব তথা ক্রীড়তু কিং প্রাপঞ্চিকভ্যাস্তৎপ্রকটনেন, তত্রাহ—ভক্তানাং প্রপঞ্চগতানাং অনুগ্রহায় মানুষং দেহং মর্ত্ত্যলোকরূপং বিরাড়্‌দেহাংশমাশ্রিত্য তত্র প্রকটো২ভূদিত্যর্থঃ। 'যস্য পৃথিবী শরীর'মিত্যাদি শ্রুতৌ তত্রাপি তচ্ছরীরশব্দপ্রয়োগাৎ মানুষশব্দেন তল্লোকলক্ষিতত্বাচ্চ। অন্যৎ সমানং। অথবা তৎপরোভবেদিত্যত্র ভক্তানাং ভূতানাং বহুত্বাৎ স্বেককর্তৃত্বেন বিপরিণামাদনুবর্ত্তেরন্। ব্যাখ্যান্তরে চাধ্যাহারাদি কষ্টতা পতেৎ। ভগবানিতি তু তত্র তত্র ব্যাখ্যানে২পি প্রকরণাদেব লভ্যতে। তস্মাত্তাদৃশীঃ ক্রীড়া

ভগবান্ ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহার্থ তাদৃশী অর্থাৎ সেইরূপ সচ্চিদানন্দময়ী লীলা করিয়া থাকেন, যাহা নরমাত্রেই শ্রবণপূর্ব্বক ভগবৎকথাশ্রবণাদিপরায়ণ হইবেন, অর্থাৎ অবশ্য শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তির অনুষ্ঠান করিবেন ॥৪॥

হইয়া থাকে। এই সকল ভাবের উৎকর্ষ এবং গোপীগণের প্রেমের নির্ম্মলতা দেখাইবার জন্য প্রথম পরকীয়াভাস প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু রসের পুষ্টি স্বকীয়াতেই পরিপূর্ণ হয়, ললিতমাধব নাটকে তাহার সবিশেষ নিরূপণ আছে।

"তৎপরোভবেৎ" এই শ্লোকে 'ভবেৎ' এইটি ক্রিয়া-পদ, ভূ-ধাতুর লিঙ বিভক্তির প্রথমপুরুষের একবচন। এ স্থানে লিঙের অর্থ—বিধি। যাহার রাগতঃপ্রবৃত্তি নাই, কেবল শাস্ত্রই পালন করিতে বলেন এবং না করিলে প্রত্যবায় অর্থাৎ পাপ জন্মে, তাহাকেই বিধি বলে। এ স্থানে লিঙ দ্বারা শাস্ত্র ইহাই বলিতেছেন যে, নরমাত্রই অবশ্য ভগবৎকথা-শ্রবণপরায়ণ হইবে অর্থাৎ অবশ্য ভগবদ্ভজন করিবে। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি

১। এই দ্বারে—এই উপায়ে।

২। ভক্তগণ—ভক্তিপ্রতিপাদক শাস্ত্রে দৃঢ়শ্রদ্ধাযুক্ত। রাগমার্গ—ব্রজের লীলাসম্বন্ধীয় নির্ম্মল রাগবৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে, তাহাতে যে লোভ জন্মে, সেই অবস্থা। ধর্ম্ম—বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। কর্ম্ম—শ্রুতিস্মৃতিবিহিত অগ্নিহোত্রাদি। এই সকল কর্ম্ম ভক্তিবিরোধী বলিয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক যাহাতে জীব রাগমার্গে ভজন করিতে প্রবৃত্ত হয়, এই লীলাদ্বারা তাহাই করিব।

১। 'ভবেৎ' ক্রিয়া বিধিলিঙ, সেই ইহা কয়—
কর্ত্তব্য অবশ্য এই—অন্যথা প্রত্যবায়।
২। এই বাঞ্ছা যৈছে কৃষ্ণপ্রাকট্য-কারণ ;
অসুরসংহার আনুসঙ্গ প্রয়োজন।
৩। এইমত চৈতন্যকৃষ্ণ পূর্ণভগবান্ ;
যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তন নহে তাঁর কাম।
কোন কারণে হৈল যবে অবতারে মন ;
যুগধর্ম্ম কাল হৈল সে কালে মিলন।
৪। দুই হেতু অবতরি লঞা ভক্তগণ ;
আপনে আস্বাদে প্রেম, নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
সেই দ্বারে আচণ্ডালে কীর্ত্তন সঞ্চারে ;
৫। নাম-প্রেমমালা গাঁথি পরাইল সংসারে।

অসৌ ভজতে যাঃ শ্রুত্বাপি স্বয়মপি তৎপরো ভবেৎ। যদা যদা শৃণোতি তদা তদা সাক্ষাদ্ভবতীত্যর্থঃ। কেচিদেবমাহুঃ — ভগবন্ ইতি প্রকরণপ্রাপ্তঃ, ভক্তানামনুগ্রহায় ভক্তাননুগৃহীতুং, মানুষং মনুষ্যপ্রচুরং, দেহং ভূতলং 'যস্য পৃথিবী শরীর-মিতি'শ্রুতেঃ, আশ্রিতঃ অবতীর্ণ ইত্যর্থঃ, তাদৃশীঃ স্বস্বরূপভূতাঃ সচ্চিদানন্দময়ীরিত্যর্থঃ, ক্রীড়া ভজতে করোতি সংকোহপি জনঃ [illegible]ব শাস্ত্রাধিকারশ্রবণাৎ, যাঃ শ্রুত্বা যাসাং শ্রবণানন্তরং তৎপরো ভগবৎকথা-শ্রবণকীর্ত্তনাদিপরায়ণো ভবেদিতি নরমাত্রং প্রত্যপূর্ব্বস্য বিধির্বোদ্ধব্যঃ। 'মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ। চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা, গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্। য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরং। ন ভজন্ত্যবজানন্তি, স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ।' ইত্যভজতাং সোপপত্তিকনিন্দা-শ্রবণাদিতি ॥ ৪ ॥

করিতে করিতে লোভের উৎপত্তি হইলে, রাগানুগা ভক্তিতে আপনিই প্রবৃত্তি হইবে। রাগানুগা ভক্তির প্রবর্ত্তক বিধি হয় না।

কতকগুলি পশুপ্রকৃতি লোক স্বীয় ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য এই শ্লোকের স্বকামাসাধনোপযোগী অর্থ করিয়া অনেক সরলহৃদয়া অবলার সতীত্বরত্ন অপহরণ করিয়া থাকে। ইহাদিগের দলে 'ভক্ত' শব্দ স্ত্রীবাচক এবং সাধু ও মানুষ শব্দ পুরুষবাচক। ইহারা এই শ্লোকের এইরূপ অর্থ করিয়া থাকে—"শ্রীকৃষ্ণ ভক্তগণ অর্থাৎ স্ত্রীদিগকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত মানুষ দেহ অর্থাৎ সেই দলে পুরুষদেহ আশ্রয় করিয়া সেই ক্রীড়া অর্থাৎ রাসক্রীড়া (ইহাদিগের মতে সম্ভোগই রাস) করেন ; যাহা শ্রবণ করিয়া অপর স্ত্রীলোকও সেই ক্রীড়াপরায়ণা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সাধুসঙ্গে সম্ভোগাদিপরায়ণা হইবে। যদি তাহা না করে, সে নরকে যাইবে, বিধিলিঙ দ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে।" তোষিণীর মতে 'মানুষং দেহমাশ্রিতঃ' প্রথমপক্ষে ভগবান্ নরাকৃতি দেহ প্রকট করিয়া, দ্বিতীয়পক্ষে মানুষ দেহ ভূতল, যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন—পৃথিবী তাঁহার শরীর। পক্ষান্তরে ভগবান্ যে সকল লীলা করিয়াছেন, মানুষদেহাশ্রিত জীব তাহা শ্রবণ করিয়া তৎপরায়ণ অর্থাৎ ভগবৎপরায়ণ হইবেন। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই শ্লোকের ক্রীড়া-শব্দ সাধারণ লীলাবাচক, কেবল রাসক্রীড়াবাচক নহে। যৎ শব্দ ও তৎ-শব্দের নিয়ত সম্বন্ধ। 'তাদৃশীঃ ক্রীড়া' এই তৎ শব্দের সম্বন্ধ—'যাঃ শ্রুত্বা' এই যৎ শব্দের সহিত। 'তৎপর' এই তৎ শব্দে পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে শক্তি অর্থাৎ যাহার কথার প্রক্রম হইয়াছে, তাহাকেই বুঝাইবে। অতএব শ্রুত্বার পর তৎ শব্দ থাকায় 'তৎ'শব্দে শ্রবণকেই বুঝাইবে। সুতরাং তৎপরো ভবেৎ বলায় ভগবৎকথা শ্রবণপরায়ণ হইবে,—ইহাই প্রতিপাদিত হইল। ভক্ত শব্দে বিষয়পরাঙ্মুখ এবং ভগবানে উন্মুখ জনগণ। ব্যাভি-চারিণী স্ত্রীর কোন কালে ভক্ত হওয়া ত দূরে থাক্, তাহাদিগের কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষাতেই অধিকার নাই। কেন না শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে বলিয়াছেন—

তান্ত্রিকেষু চ মন্ত্রেষু দীক্ষায়াং যোষিতামপি। সাধ্বীনামধিকারোঽস্তি, শূদ্রাদীনাঞ্চ সদ্ধিয়াং ॥

পতিসেবাপরায়ণা স্ত্রীর এবং দ্বিজসেবাসংরত শূদ্রেরই তান্ত্রিক-মন্ত্রদীক্ষায় অধিকার আছে। যাহারা পতিসেবা পরিহার করতঃ জারসেবায় রত তাহাদিগকে ভক্ত বলা যাইতে পারে না। আরও কথা হইতেছে যে, শাস্ত্রোক্ত আচরণশীলকেই সাধু বলে। যাহারা নিষিদ্ধ পরদারাদিতে রত, এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণশীল, সেই দুরাচারগণকে সাধু বা মানুষ না বলিয়া শূকরাদি পশু বলাই উচিত ॥ ৪ ॥

১। ভবেৎ ··· প্রত্যবায়—'যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ' ভবেৎ এই ক্রিয়া ভূ-ধাতুর বিধিলিঙ দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে। বিধিলিঙ ইহাই বলি-তেছে, ভগবল্লীলা শ্রবণ করিয়া তৎপর অর্থাৎ সেই লীলাশ্রবণপরায়ণ হইবে, নচেৎ প্রত্যবায়ী (পাপী) হইবে। এই লীলা শ্রবণ করিতে করিতে তাহাতে লোভ হইলে অনায়াসে রাগমার্গে প্রবৃত্তি হইবে। রাগমার্গে প্রবর্ত্তনে বিধি হইতে পারে না, যে হেতু উহা মনোধর্ম্ম।

২। এই বাঞ্ছা—পূর্ব্বোক্ত অভিলাষ অর্থাৎ ব্রজলীলা। প্রাকট্যকারণ—প্রকাশের জন্য। যৈছে—যেমন। যেমন ব্রজলীলা প্রকাশের জন্য কৃষ্ণের অবতার, আর অসুর বধ আনুসঙ্গিক।

৩। এইরূপ—এইরূপ চৈতন্যরূপী কৃষ্ণের পূর্ব্বোক্ত বাঞ্ছাত্রয় পূরণার্থ আবির্ভাব, আর যুগধর্ম্ম ও নামসঙ্কীর্ত্তন-প্রচার আনুসঙ্গিক।

৪। দুই হেতু—প্রথম প্রেমমাধুর্য্য আস্বাদন, দ্বিতীয় নামসঙ্কীর্ত্তন-প্রচার। ৫। নামপ্রেম—নাম এবং প্রেম।

এইমত ভক্তভাব করি অঙ্গীকার ;
আপনি আচরি ভক্তি করিল প্রচার।
দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য আর যে শৃঙ্গার ;
১। চারিভাবের চতুর্ব্বিধ ভক্তই আধার।
নিজ নিজ ভাব সবে শ্রেষ্ঠ করি মানে ;
২ নিজ ভাবে করে কৃষ্ণ-সুখ আস্বাদনে।
৩। তটস্থ হইয়া মনে বিচার যদি করি ;
সব রস হৈতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী।

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণ বিভাগে স্থায়িভাবলহর্য্যাং দ্বাবিংশশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামি-বাক্যং—

যথোত্তরমসৌ স্বাদবিশেষোল্লাসময্যপি।
রতির্বাসনয়া স্বাদ্বী ভাসতে কাপি কস্যচিৎ ॥৫॥

৪। অতএব মধুর-রস কহি তার নাম,
স্বকীয়া-পরকীয়াভাবে দ্বিবিধ সংস্থান।
৫। পরকীয়া-ভাবে অতি রসের উল্লাস ;

ননু আসাং রতীনাং তারতম্যমস্তি বা ন বা। তত্রাদ্যে সর্ব্বেষামেকত্রৈব প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ। দ্বিতীয়ে কস্যচিৎ কাচিৎ প্রবৃত্তৌ কিং কারণং, তত্রাহ—যথোত্তরমিতি। অসৌ পঞ্চবিধা মুখ্যরতিঃ যথোত্তরম্ উত্তরক্রমেণ স্বাদবিশেষস্য উল্লাসময্যপি আধিক্যবত্যপি, বাসনয়া বাসনাভেদেন, কাপি কস্যচিৎ ভক্তস্য স্বাদ্বী অতিরুচিতা ভাসতে। ননু রত্যাদীনাং বিবেক্তা কতমঃ স্যাৎ। নির্ব্বাসনঃ একবাসনো বহুবাসনো বা। তত্রাদ্যযোর্ব্বিতারতম্যভাবাবিবেকত্বং ন ঘটত এব, অন্ত্যস্য চ রসাভাসিতা পরিবদনাদ্যমস্তীতি মতাং। তদেকবাসনস্য তু ঘটতে রসান্তরস্যাপ্রত্যক্ষেঽপি সদৃশরসস্যোপমানেন প্রমাণেন বিসদৃশরসস্য তু সামগ্রীপরিপোষাপরিপোষদর্শনাদনুমানেন চেতি ॥ ৫ ॥

সেই পঞ্চবিধ রতি উত্তরোত্তর স্বাদাধিক্য থাকিলেও, ভক্তবিশেষের বাসনাভেদে কোন রতি স্বাদু হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর—এই পঞ্চবিধ রতির বিভাবাদির বৈশিষ্ট্য এবং আধিক্যবশতঃ উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতা হইলেও শান্ত্যাদির মধ্যে যাহার যে জাতীয় বাসনা অর্থাৎ সংস্কার থাকে, তাহার সেই রতিই পরম স্বাদু বলিয়া প্রতীত হয় ॥ ৫ ॥

১। চতুর্ব্বিধ ভক্ত—দাস, সখা, বৎসল (অর্থাৎ পিতা মাতা) এবং কান্তা। ইহারা যথাক্রমে দাস্য প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ ভাবের আধার (আশ্রয়)।

২। নিজ ভাব—সকলেই স্ববাসনা অনুসারে স্বীয় ভাবকে শ্রেষ্ঠ বোধ করে। (বাসনা—সংস্কারবিশেষ।)

৩। তটস্থ…মাধুরী—তটস্থ (পক্ষপাতশূন্য) হইয়া বিচার করিলে, শৃঙ্গার-রসে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মাধুর্য্য। স্ববাসনানুসারে নিজভাবেরই রসেরই সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে, অন্য রসের হয় না, সুতরাং কেহ তারতম্যও অনুভব করিতে পারে না। যাহার কোন বাসনা নাই, তাহার কোন রসেরও সাক্ষাৎকার নাই। যে বহুবাসন, সে যখন যাদৃশ ভক্তের সমীপস্থ হয়, তখন তাহার তাদৃশ ভক্তের রসই পরম স্বাদু বোধ হয়, তবে রসের তারতম্যবিচার কোন্ ব্যক্তি করিবে, এইরূপ আপত্তি হইলে বলা হইয়াছে যে, এক-বাসন ভক্তই ইহার তারতম্য স্থির করিতে পারে। সদৃশ রস—যেমন শান্তদাস্যের এবং সখ্যমধুরের মধ্যে পরস্পর সাদৃশ্য আছে। রসের প্রত্যক্ষ না হইলেও উপমানপ্রমাণ দ্বারা সদৃশরসের এবং বিভাবাদির পরিপোষণ ও অপরিপোষণ হেতু অনুমানদ্বারা বিসদৃশরসের বিচার করিতে এক বাসনই সমর্থ। সেই জন্য বলিলেন 'বিচার যদি করি"—অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বিচার দ্বারা তারতম্য বিবেক হইতে পারে।

৪। অতএব…সংস্থান—তাহাকেই মধুররস বলি, যাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মাধুরী আছে। স্বকীয়া ও পরকীয়া এই দুই ভাবে যাহার সংস্থান অর্থাৎ অবয়ব সন্নিবেশ। স্বকীয়ার লক্ষণ উজ্জ্বলে যথা—

করগ্রাহং বিধিং প্রাপ্তা পত্যুরাদেশতৎপরাঃ। পাতিব্রত্যাদবিচলাঃ স্বকীয়াঃ কথিতা ইহ॥

যাঁহারা পাণিগ্রহণবিধি অনুসারে পরিগৃহীত পতির আজ্ঞানুবর্ত্তিনী এবং পতিসেবা বিধি হইতে অবিচলিতা, এ স্থানে তাঁহারাই স্বকীয়া।

রাগেণৈবার্পিতাত্মানো, লোকযুগ্মানপেক্ষিণঃ। ধর্ম্মেণাস্বীকৃতা যাস্তু পরকীয়াঃ ভবন্তি তাঃ।

যাহা ইহলোক এবং পরলোকের অপেক্ষা করে না, তাদৃশ রাগ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া যাঁহারা আত্মসমর্পণ করিয়াছেন এবং পাণিগ্রহধর্ম্মানুসারে এ স্থানে অস্বীকৃতা, পরকীয়া শব্দবাচ্য তাঁহারাই।

৫। পরকীয়া ভাবে—এতাদৃশ পরকীয়া ভাবে পরোঢা, বেশ্যা এবং অনুরাগবিরহিতা স্ত্রীতে রস হয় না, রসাভাস হয়। ইঁহারা অন্য পুরুষ কর্ত্তৃক বিবাহিত না এবং যখন রাগেই আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তখন অননুরাগী বলিতে পারা যায় না, বরং পূর্ব্বোক্ত স্বকীয়া অপেক্ষা ইঁহাদের অনুরাগের আধিক্যই আছে। এতাদৃশ রাগই রসপোষক, অতএব তাদৃশ পরকীয়া ভাবেই রসের উল্লাস হয়। পরকীয়া কামিনীতে রসের উল্লাস হয়—এমন কথা বলেন নাই। এই যে পরকীয়া-ভাব, ইহা ব্রজ বিনা অন্যত্র সম্ভবে না। ললিতমাধব গ্রন্থে শ্রীরাধিকার পতিম্মন্যের নাম

ব্রজ বিনা ইহাঁর অন্যত্র নাহি বাস।
১। ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি ;
২। তার মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি।
৩। প্রৌঢ় নির্ম্মল ভাব প্রেম সর্ব্বোত্তম ;
কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস আস্বাদকারণ।
৫। অতএব সেই ভাব অঙ্গীকার করি ;
৪। সাধিলেন নিজবাঞ্ছা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।

তথাহি স্তবমালায়াং শ্রীচৈতন্যদেবস্য স্তবে দ্বিতীয় শ্লোকঃ—

সুরেশানাং দুর্গং গতিরতিশয়েনোপনিষদাং,
মুনীনাং সর্ব্বস্বং প্রণতপটলীনাং মধুরিমা।
বিনির্য্যাসঃ প্রেম্নো নিখিলপশুপালাম্বুজদৃশাং
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদং ৬

তথাহি তত্রৈব তৃতীয় শ্লোকঃ—

অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী,
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ।
রুচং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্ ;
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥৭॥

এষ চৈতন্যদেবো ন চতুর্থযুগাবতারঃ কৃষ্ণস্যাংশঃ। 'কৃতে শুক্লো ধর্ম্মমূর্ত্তি, রক্তস্ত্রেতাযুগে মতঃ। দ্বাপরে চ কলৌ চাপি শ্যামলাঙ্গঃ প্রকীর্ত্তিত' ইতি তস্য শ্যামবর্ণত্বস্মরণাৎ, কিন্তু প্রেয়সীভাবকান্তিভ্যাং পিহিতস্বভাবকান্তিঃ স্বয়ংকৃষ্ণ এবাবিরভূদিতি ভাবেনাহ—**সুরেশানা**মিতি। সুরেশানাং দুর্গং নির্ভয়স্থানং। উপনিষদাং বেদশিরসাং অতিশয়েন গতিঃ পরতত্ত্বসঙ্কারঃ। মুনীনাং সর্ব্বস্বং তপোবিজ্ঞানলক্ষণমৈহিকং পারত্রিকঞ্চ ধনং। প্রণতপটলীনাং দাসভক্তবৃন্দানাং মধুরিমা দাস্যভক্তিমাধুর্য্যং। নিখিলপশুপালাম্বুজদৃশাং সমস্তব্রজবনিতানাং প্রেম্নঃ কৃষ্ণবিষয়কস্য বিনির্য্যাসঃ সারঃ, স চৈতন্যঃ কিং পুনরপি মে দৃশোঃ পদং যাস্যতীতি ॥ ৬ ॥

নমু চতুর্থ যুগাবতারঃ 'শ্যামলাঙ্গঃ কৃতে শুক্লো, ধর্ম্মমূর্ত্তি'রিত্যাদি স্মরণাৎ। অস্য তু চৈতন্যস্য তদ্ যুগাবতারস্য গৌরত্বং কুতস্তত্রাহ—**অপার**মিতি। যঃ কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য ব্রজাঙ্গনালক্ষণস্য স্নিগ্ধভক্তনিচয়স্য কমপ্যনির্ব্বাচ্যং মধুরং শৃঙ্গারাপরপর্য্যায়ং রসস্তোমং হৃত্বা উপভোক্তুং স্বয়ং তদ্ভাবেনাস্বাদয়িতুং স্বাং রুচিং দ্যুতিমাবব্রে পিদধে। কিং কুর্ব্বন্নিত্যাহ—তদীয়াং তদ্বৃন্দসম্বন্ধিনীং দ্যুতিং প্রকটয়ন্নুপরি প্রকাশয়ন্। অন্যোহপি চোরঃ স্বরূপমাবৃত্য চোরয়তীতি

যিনি ইন্দ্রাদি দেবগণের অভয়দাতা, উপনিষদের একমাত্র লক্ষ্য, মুনিগণের ঐহিক-পারত্রিকের সর্ব্বস্ব, দাস-ভক্তগণের দাস্যভক্তিমাধুর্য্য এবং সমস্ত ব্রজ-বনিতার শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের সার, সেই চৈতন্যদেব কি পুনর্ব্বার আমার নয়নগোচর হইবেন ! ৬ ॥

যিনি ব্রজবনিতাগণের উজ্জ্বল রসবৃন্দ অপহরণ পূর্ব্বক উপভোগ করিবার নিমিত্ত তদীয় কান্তি প্রকাশ করত স্বীয় রূপ-আবরণ করিয়াছেন,সেই পরমবিনোদী চৈতন্যাকৃতিভগবান্ আমাদিগকে সাতিশয় কৃপার ভাজন করুন ॥ ৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদনার্থ প্রেয়সীর ভাব ও কান্তি দ্বারা স্বীয় ভাব-কান্তি আচ্ছাদিত করিয়া গৌরাঙ্গরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, এই শ্লোকে ইহাই প্রতিপাদিত হইল ॥৬॥
প্রেয়সীর কান্তিদ্বারা স্বীয় অঙ্গকান্তি আচ্ছাদিত করিয়াছেন, ইহাই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য ॥৭॥

অভিমন্যু অর্থাৎ তিনি পতি না হইয়াও পতি বলিয়া অভিমানমাত্র করেন। বিদগ্ধমাধবে ব্যক্ত 'শ্রীরাধিকাদির বিবাহ যোগমায়া মিথ্যাপ্রত্যয় করিয়াছিলেন।' সেই সেই গ্রন্থের পর্য্যালোচনায় এইমাত্র অবগতি হয়, রাধা চন্দ্রাবলী প্রভৃতি যে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সী, যোগমায়া সেই ভাব আবৃত করিয়া অন্য গোপের সহিত বিবাহ মিথ্যা প্রতীত করিয়াছিলেন, অতএব গোপীগণ কৃষ্ণের নিত্যপ্রেয়সী, এই নিমিত্ত বলিলেন "ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস।"

১। এই ভাব—এতাদৃশ পরকীয়া-ভাব। ২। তার মধ্যে—ব্রজবধূগণ মধ্যে। ভাবের অবধি—ভাব বৃদ্ধি পাইয়া যত দূর উন্নত হইতে পারে। ৩। প্রৌঢ়—প্রাপ্তচরমোৎকর্ষ। নির্ম্মল—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানশূন্য। এতাদৃশ প্রেম সর্ব্বোত্তম, কারণ তাহা কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস আস্বাদনের হেতু। প্রেমের লক্ষণ উজ্জ্বল বলিয়াছেন, যথা—সর্ব্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে। যদ্ভাববন্ধনং যুনোঃ, স প্রেমা পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ধ্বংসের কারণ বিদ্যমান থাকিলেও যাহার ধ্বংস হয় না, যুবক-যুবতীর তাদৃশ ভাববন্ধনকে প্রেম বলে।

৪। অতএব—যেহেতু রাধাপ্রেম কৃষ্ণমাধুর্য্য-আস্বাদের হেতু। ৫। নিজবাঞ্ছা—পূর্ব্বোক্ত বাঞ্ছাত্রয়। গৌরাঙ্গ শ্রীহরি—পীতবর্ণ শ্রীকৃষ্ণ।

১। ভাবগ্রহণের হেতু কৈল ধর্ম্মস্থাপন ;
২। তার মুখ্য হেতু কহি শুন সর্ব্বজন।
৩। মূলহেতু আগে শ্লোকের কৈল আভাস।
৪। এবে কহি সেই শ্লোকের অর্থ প্রকাশ।

তথাহি শ্রীরূপ-গোস্বামিকড়চায়াং— *

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপং ॥৮॥

৫। রাধা-কৃষ্ণ এক-আত্মা, দুই দেহ ধরি ;
অন্যোন্যে বিলাসরস আস্বাদন করি।
সেই দুই এক এবে চৈতন্য-গোসাঞী ;
৬। ভাব আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঁই।
৭। ইথি লাগি আগে করি তাহার বিবরণ ;
যাহা হৈতে হয় গৌরের মহিমা-কথন।
৮। রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়বিকার ;
স্বরূপশক্তি 'হ্লাদিনী' নাম যাঁহার।
৯। 'হ্লাদিনী' করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন ;
'হ্লাদিনী দ্বারায় করে ভক্তের পোষণ।
১০। সচ্চিদানন্দপূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ ;
১১। একই চিচ্ছক্তি তাঁর—ধরে তিন রূপ।
১২। আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী,
চিদংশে সম্বিদ্—যারে জ্ঞান করি মানি।

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ রতিভক্তিলহর্য্যাং প্রথম-শ্লোকব্যাখ্যায়াং ধৃতং বিষ্ণুপুরাণপ্রথমাংশীয় দ্বাদশাধ্যায়-ষ্টাচত্বারিংশ পদ্যং—

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি ন গুণবর্জ্জিতে ॥৯॥

প্রসিদ্ধমেৎ। শ্রুতিরপ্যেতৎ সূচয়তি—যদাপশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিমিত্যাদিনা। এবং কুতশ্চকার, তত্রাহ—কুতকীতি, তাসাং ভাবাস্বাদে বিনোদবান্। 'কৌতূহলং বিনোদঃ স্যাৎ, কুতকঞ্চ কুতূহলমি'তি হলায়ুধঃ। যদ্যপ্যুক্ত স্মৃতেঃ প্রতিযুগাবতারশ্যামলস্তথাপি বৈবস্বতমন্বন্তরগতাষ্টাবিংশতিতমচতুর্যুগীয়কলিসন্ধ্যায়াং স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণএব স্বপ্রেয়স্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ কান্তিভাবাভ্যাং স্বকান্তিভাবৌ সমাবৃণ্বন্নবততারেতি স্বীকর্ত্তব্যং, কৃষ্ণবর্ণমিত্যাদেরাসনবর্ণাস্ত্রয় ইত্যাদেশ্চ। এবমভিপ্রেত্যৈব 'ছন্নঃকলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বমিতি' সপ্তমে প্রহ্লাদোক্তশ্চোপপদ্যেত ॥ ৭ ॥

হ্লাদিনীতি। হ্লাদিনী আহ্লাদকরী, সন্ধিনী সত্ত্বা, সম্বিৎ বিদ্যাশক্তিঃ। একা মুখ্যা অব্যভিচারিণী সারভূতেতি যাবৎ। সর্ব্বসংস্থিতৌ সর্ব্বস্য সম্যক্ স্থিতির্যস্মাৎ তস্মিন্ সর্ব্বাধিষ্ঠানভূতে ত্বয্যেব, ন তু জীবেষু। জীবেষু চ যা গুণময়ী ত্রিবিধা সা ত্বয়ি নাস্তি। তামেবাহ—হ্লাদতাপকরী মিশ্রেতি। হ্লাদকরী মনঃপ্রসাদোত্থা সাত্ত্বিকী, তাপকরী বিষয়-

ভগবান্ আহ্লাদরূপ হইয়া যাহা দ্বারা আহ্লাদ অনুভব করেন এবং অন্যকে অনুভব করান সেই শক্তির নাম হ্লাদিনী, স্বয়ং সত্তারূপ হইয়া ও যদ্দ্বারা

১। ভাবগ্রহণ—ভাব-আস্বাদন। ২। তার—ভাব-আস্বাদনের, মুখ্যহেতু—মূলকারণ। ৩। মূলহেতু···আভাস—অগ্রে শ্লোকের মূলহেতু (মুখ্যকারণ) আভাস কৈল (করিলাম)। ৪। সেই শ্লোক—'রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতি' ইত্যাদি শ্লোক।

৫। এক···করি—যে কালে কেবল শক্তিরূপে রাধিকা থাকেন, তখন অমূর্ত্ত, তখন শ্রীকৃষ্ণে তাদাত্ম্যাপন্ন হইয়া থাকেন। কিন্তু যখন শক্তির অধিষ্ঠাত্রীরূপে প্রকটিত হয়েন, তখন মূর্ত্তিমতী হইয়া আবরণরূপে প্রকাশ পান ও পরস্পরে বিলাসরস আস্বাদন করেন।

৬। ভাব আস্বাদিতে—ভাব আস্বাদন করিবার নিমিত্ত। দোঁহে···ঠাঁঞি—দুয়ে এক হইলেন।

৭। ইথি লাগি—ইহার নিমিত্ত। তাহার—সেই দুইয়ে এক বলিয়াছি তাহার। ৮। প্রণয়বিকার—প্রীতির বিলাস। ৯। হ্লাদিনী··· পোষণ—শ্রীকৃষ্ণ হ্লাদিনী শক্তি দ্বারা স্বয়ং আনন্দ অনুভব করেন এবং ভক্তগণকে অনুভব করাইয়া পোষণ করেন।

১০। সচ্চিদানন্দপূর্ণ—সৎ, চিৎ, আনন্দ এই তিনে পরিপূর্ণ কৃষ্ণস্বরূপ। ১১। চিৎশক্তি—স্বরূপশক্তি। তাঁর—শ্রীকৃষ্ণের। একই রূপ—কৃষ্ণের এক স্বরূপশক্তি তিন রূপে প্রকাশ হয়েন। ১২। আনন্দাংশে···সম্বিৎ—আনন্দাংশপ্রধান চিচ্ছক্তির নাম হ্লাদিনী, সদংশপ্রধান চিৎশক্তির নাম সন্ধিনী ও চিদংশপ্রধান চিচ্ছক্তির নাম সম্বিৎ।

* ব্যাখ্যাদি ৫ পৃষ্ঠায় দেখুন। কড়চা—খসড়া কাগজ, যে কাগজে প্রজার উসুল-বাকী লেখা থাকে ; এখানে ডায়েরী। এই শব্দ যাবনিক।

১। সন্ধিনীর সার অংশ, শুদ্ধসত্ত্ব নাম ;
২। ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম।
৩। মাতা, পিতা, স্থান, গৃহ, শয্যাসন আর ;
৪। এ সব কৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্বের বিকার।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে একবিংশতি শ্লোকে শিববাক্যং—

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব-শব্দিতং,
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ

বিয়োগাদিষু তাপকরী তামসী। তদুভয়মিশ্রা বিষয়জন্যা রাজসী। তত্র হেতুঃ সত্ত্বাদিগুণৈর্বর্জ্জিতে। তদুক্তং সর্ব্বজ্ঞসূক্তৌ 'হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ, সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর। স্বাবিদ্যাসংবৃতোজীবঃ, সংক্লেশনিকরাকর' ইতীতি। অত্র হ্লাদকরূপোপি ভগবান্ যয়া হ্লাদতে হ্লাদয়তি চ সা হ্লাদিনী, সত্তারূপোঽপি যয়া সত্তাং দধাতি ধারয়তি চ সা সন্ধিনী এবং জ্ঞানরূপোপি যয়া জানাতি জ্ঞাপয়তি চ সা সংবিদিতি জ্ঞেয়ং। তত্র চোত্তরোত্তরত্র গুণোৎকর্ষেণ সন্ধিনী-সংবিৎ হ্লাদিনীতি ক্রমোজ্ঞেয়ঃ। তদেবং তচ্ছক্ত্যাত্মকত্বে সিদ্ধে যেন স্বপ্রকাশতালক্ষণেন তদ্বৃত্তিবিশেষেণ স্বরূপং বা স্বয়ং স্বরূপশক্তির্বা বিশিষ্টং বাবির্ভবতি তদ্বিশুদ্ধসত্ত্বং। তচ্চান্যনিরপেক্ষাস্তৎপ্রকাশ ইতি জ্ঞাপনজ্ঞানবৃত্তিকত্বাৎ সংবিদেব। অস্য মায়য়া স্পর্শাভাবাবিশুদ্ধত্বং। তত্র চেদমেব সন্ধিন্যংশপ্রধানশ্চেদাধারশক্তিঃ সংবিদংশপ্রধানমাত্মবিদ্যা হ্লাদিনীসারাংশপ্রধানং গুহ্যবিদ্যা, যুগপচ্ছক্তিত্রয়প্রধানং মূর্ত্তিঃ। অত্রাধারশক্ত্যা ভগবদ্ধাম প্রকাশতে। তদুক্তং 'যৎ সাত্বতাঃ পুরুষরূপমুশন্তি সত্বং লোকযত' ইতি। তথা জ্ঞান তৎপ্রবর্ত্তকলক্ষণবৃত্তিদ্বয়কয়া আত্মবিদ্যয়া তদ্বৃত্তিরূপমুপাসকাশ্রয়ং জ্ঞানং প্রকাশতে। এবং ভক্তি তৎপ্রবর্ত্তকলক্ষণবৃত্তিদ্বয়কয়া গুহ্যবিদ্যয়া তদ্বৃত্তিকয়া প্রীত্যাত্মিকা ভক্তিঃ প্রকাশতে। অতএব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে লক্ষ্মীস্তবে স্পষ্টীকৃতে 'যজ্ঞবিদ্যা মহাবিদ্যা, গুহ্যবিদ্যা চ শোভনে। আত্মবিদ্যা চ দেবি ত্বং, বিমুক্তিফলদায়িনীতি।' যজ্ঞবিদ্যা, কর্ম্মবিদ্যা ; মহাবিদ্যা, অষ্টাঙ্গযোগঃ ; গুহ্যবিদ্যা, ভক্তিঃ ; আত্মবিদ্যা জ্ঞানং ; তং সর্ব্বাশ্রয়ত্বাত্ত্বমেব তত্তদ্রূপা ; বিবিধানাং মুক্তীনাং বিবিধানাং ফলানাং দাত্রী ভবসীত্যর্থঃ। অথ মূর্ত্ত্যা পরতত্ত্বাত্মকঃ শ্রীবিগ্রহঃ প্রকাশতে। ইয়মেব বসুদেবাখ্যা, তদুক্তং শ্রীমহাদেবেন 'সত্ব'মিতি।

সত্ত্বমিতি। বিশুদ্ধং স্বরূপশক্তিবৃত্তিত্বাজ্জাড্যাংশেনাপি রহিতমিতি বিশেষেণ শুদ্ধসত্ত্বং যৎ তদেব বসুদেবশব্দেনোক্তং। কুতস্তস্য সত্বতা বসুদেবতা বা তত্রাহ। যৎ যস্মাৎ তত্র তস্মিন্ সত্বে পুমান্ বাসুদেব ঈয়তে প্রকাশতে। অগোচরস্য গোচরতা হেতুত্বেন লোকপ্রসিদ্ধসত্বসাম্যাৎ সত্বতা ব্যক্তা। তস্মাদ্বসুদেবশব্দিতং বিশুদ্ধসত্ত্বং। ইত্থং স্বয়ংপ্রকাশজ্যোতিরৈকবিগ্রহভগবজ্জ্ঞানহেতুত্বেন 'কৈবল্যং সাত্বিকং জ্ঞানং, রজোবৈকল্পিকন্তু যৎ। প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং, মন্নিষ্ঠং নির্গুণং স্মৃতমি'ত্যাদৌ বহুত্র গুণাতীতাবস্থায়ামেব ভগবজ্জ্ঞানশ্রবণেন চ সিদ্ধমত্র বিশুদ্ধপদাবগতং স্বরূপশক্তি-

হে ভগবন্! হ্লাদিনী, সন্ধিনী এবং সংবিদ্ এই মুখ্য স্বরূপভূত তিন শক্তি অব্যভিচারে সর্ব্বাধিষ্ঠানভূত তোমাতেই অবস্থিত। কিন্তু হ্লাদকরী সাত্বিকী, তাপকরী তামসী এবং তদুভয়মিশ্রা রাজসী, এই শক্তিত্রয় গুণাতীত তোমাতে নাই ॥৯॥

সত্তা ধারণ করেন ও অন্যকে ধারণ করান, সেই শক্তির নাম সন্ধিনী। জ্ঞানরূপ হইয়াও যদ্দারা আপনি জানেন এবং অন্যকে জানান, সেই শক্তির নাম সম্বিৎ। সন্ধিনী, সংবিৎ এবং হ্লাদিনী এই তিনের উত্তরোত্তর গুণের উৎকর্ষ আছে ; অর্থাৎ সন্ধিনী হইতে সংবিতের গুণ উৎকৃষ্ট, সংবিৎ হইতে হ্লাদিনীর গুণ উৎকৃষ্ট। হ্লাদিন্যাদি ত্রিরূপাত্মিকা শক্তির নাম চিচ্ছক্তি। সেই চিচ্ছক্তির যে প্রকাশিত বৃত্তিবিশেষদ্বারা স্বরূপ বা স্বয়ং স্বরূপশক্তিই অথবা স্বরূপশক্তিবিশিষ্ট বস্তুর আবির্ভাব হয়, তাহার নাম বিশুদ্ধসত্ত্ব। অন্যনিরপেক্ষ চিচ্ছক্তির প্রকাশকে বিশুদ্ধসত্ত্ব বলে। তন্মধ্যে সন্ধিন্যংশপ্রধান বিশুদ্ধসত্ত্বকে আধারশক্তি, সংবিদংশপ্রধানকে আত্মবিদ্যা, হ্লাদিনীসারাংশপ্রধানকে গুহ্যবিদ্যা এবং যুগপচ্ছক্তিত্রয়প্রধান বিশুদ্ধসত্ত্বকে মূর্ত্তি বলে। তন্মধ্যে আধারশক্তি দ্বারা ভগবদ্ধাম বৈকুণ্ঠাদির প্রকাশ হয়। যাহার জ্ঞান এবং জ্ঞানপ্রবর্ত্তিকা বৃত্তি আছে সেই আত্মবিদ্যাদ্বারা তদ্বৃত্তিরূপ উপাসকাশ্রয় জ্ঞানের প্রকাশ হয়। যাহার ভক্তি এবং ভক্তিপ্রবর্ত্তিকা দ্বিবিধ বৃত্তি, সেই গুহ্যবিদ্যা দ্বারা স্বীয়বৃত্তিরূপ প্রীতিস্বরূপ ভক্তির প্রকাশ হয় এবং মূর্ত্তিদ্বারা পরতত্ত্বস্বরূপ শ্রীবিগ্রহের প্রকাশ হয়। মনের প্রসন্নতা জন্য সাত্বিকীশক্তি হ্লাদকরী, বিষয়বিয়োগাদিজনিত তামসীশক্তি তাপকরী এবং বিষয়জন্য সুখদুঃখমিশ্রা রাজসীশক্তি মিশ্রাশক্তি। এই সগুণ শক্তি জীবনিষ্ঠ। ৯।

১। সার অংশ—ঘনীভূত ভাগ। ২। যাহাতে—যে সন্ধিনীতে ভগবানের সত্তা (বিদ্যমানতা) অর্থাৎ যাহাতে তাঁহার অভিব্যক্তি হয়।
৩। স্থান—গোলোক-বৈকুণ্ঠাদি। ৪। এ সব—এই সকল শুদ্ধসত্ত্বের বিকার (বিলাস)। শুদ্ধসত্ত্বই মাতাপিতাস্থানাদিরূপে প্রকাশ পান।

সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো-
হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে ॥ ১০ ॥

কৃষ্ণভগবত্তাজ্ঞান—সম্বিতের সার,
২। ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব তাঁর পরিবার।
৩। হ্লাদিনীর সার—প্রেম, প্রেমসার—ভাব;
ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম—মহাভাব।
মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধা-ঠাকুরাণী;
৪। সর্ব্বগুণখনি, কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি।

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ রাধাচন্দ্রাবল্যোঃ-শ্রেষ্ঠতাকথনে শ্রীরূপ গোস্বামি-বাক্যং—

তয়োরপ্যুভয়োর্ম্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।
মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতি-বরীয়সী ॥১১॥

৫। কৃষ্ণপ্রেমভাবিত যাঁর চিত্তেন্দ্রিয়কায়;
৬। কৃষ্ণনিজশক্তি রাধা ক্রীড়ার সহায়।

বৃত্তিভূত স্বপ্রকাশতাশক্তিলক্ষণত্বং তস্য ব্যক্তং। ততশ্চ সত্ত্বে প্রতীয়তে ইত্যত্র করণ এবাধিকরণ-বিবক্ষা। স্বরূপ-শক্তিবৃত্তিত্বমেব বিশদয়তি। অপাবৃত আবরণশূন্যঃ সন্ প্রকাশতে। প্রাকৃতং সত্ত্বং ক্ষেত্রতি প্রতিফলনমেবাবসীয়তে। ততশ্চ দর্পণে মুখস্যেব তদন্তর্গততয়া তস্য তত্রাবৃতত্বেনৈব প্রকাশঃ স্যাদিতি ভাবঃ। ফলিতার্থমাহ—এবম্ভূতে সত্ত্বে তস্মিন্ নিত্যমেব প্রকাশমানো ভগবান্ মে ময়া মনসা বিশেষেণ ধীয়তে ধার্য্যতে চিন্ত্যত ইত্যর্থঃ। তৎ সত্ত্বতাদাত্ম্যোপপন্নেনৈব মনসা চিন্তয়িতুং শক্যত ইতি পর্য্যবসিতং। নন্বু কেবলেন মনসৈব চিন্ত্যতাং, কিং তেন সত্ত্বেন? তত্রাহ—হি যস্মাৎ, অধোক্ষজঃ অধঃকৃতমতিক্রান্তমক্ষজমিন্দ্রিয়জজ্ঞানং যেন সঃ। 'নম' ইতি পাঠে হি শব্দস্থানে হ্যপ্যচ্ছশব্দঃ পঠ্যতে। ততশ্চ বিশুদ্ধসত্ত্বাখ্যয়া স্বপ্রকাশতা-শক্ত্যৈব প্রকাশমানোঽসৌ নমস্কারাদিনা কেবলং অনু-বিধীয়তে সেব্যতে, ন তু কেনাপি প্রকাশ্যত ইত্যর্থঃ। তদেব সদৃশ্যত্বেনৈব স্ফুরন্নাসাবদৃশ্যত্বেনৈব নমস্কারাদিনাস্মাভিঃ সেব্যত ইতি তৎপ্রকরণসঙ্গতিশ্চ গম্যতে। অথ যতো ভগবদ্বিগ্রহপ্রকাশকবিশুদ্ধসত্ত্বস্য মূর্ত্তিত্বং বসুদেবত্বঞ্চ, অতএব তৎপ্রাদুর্ভাববিশেষে ধর্ম্মপত্ন্যাং মূর্ত্তিত্বং, শ্রীমদানকদুন্দুভৌ চ বাসুদেবত্বমিতি বিবেচনীয়ং। তদেব হ্লাদিন্যাদ্যেকতমাংশ-বিশেষপ্রধানেন বিশুদ্ধসত্ত্বেন যথাযথং শ্রীপ্রভৃতীনামপি প্রাদুর্ভাবো বিবেক্তব্যঃ। তত্র চ তাসাং ভগবতি সম্পদ্রূপত্বং সংপৎ-সম্পাদকরূপত্বং সংপদং স্বরূপঞ্চেত্যাদি বিবিধরূপকত্বং জ্ঞেয়ং। তত্র চ তাসাং কেবলশক্তিমাত্রত্বেনা-মূর্ত্তানাং ভগবদ্বিগ্রহাদ্যৈকাত্ম্যেন স্থিতিস্তদধিষ্ঠাতৃরূপত্বেন মূর্ত্তানাস্তু তদাবরণতয়েতি দ্বিরূপত্বমপি জ্ঞেয়মিতি দিক্ ॥ ১০ ॥

তয়োরিতি। তয়োরুভয়ো রাধাচন্দ্রাবল্যোর্ম্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথা সর্ব্বপ্রকারেণ অধিকা শ্রেষ্ঠা। যত ইয়ং মহাভাবস্বরূপা

বিশুদ্ধ অর্থাৎ জাড্যাংশ বিরহিত সত্ত্বের নাম বসুদেব। যেহেতু অনাবৃত এবং ইন্দ্রিয়ের অগোচর পরমপুরুষ ভগবান্ সেই বিশুদ্ধ সত্ত্বে প্রকাশিত হইয়া থাকেন; এই হেতু তাঁহার নাম বাসুদেব। আমি বিশুদ্ধ-সত্ত্বভাবাপন্ন মানসে তাঁহাকেই চিন্তা করিয়া থাকি ॥ ১০ ॥

ভগবৎ স্বরূপভূত চিচ্ছক্তির নাম শুদ্ধসত্ত্ব, সেই শুদ্ধসত্ত্ব 'বসুদেব'শব্দবাচ্য, এই নিমিত্ত শুদ্ধসত্ত্ব মূর্ত্তি। আনকদুন্দুভিও 'বসুদেব' শব্দ বাচ্য। শুদ্ধসত্ত্বভাবাপন্ন মানসে ভগবানের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। কেবল শক্তিমাত্র হ্লাদিনী প্রভৃতি অমূর্ত্ত ভাবে ভগবদ্বিগ্রহের ঐকাত্ম্যভাবাপন্ন হইয়া এবং অধিষ্ঠাতৃরূপে মূর্ত্তিমতী হইয়া, আবরণরূপে অবস্থিতি করেন। অতএব শক্তিবর্গের দ্বিরূপত্ব আছে ॥ ১০ ॥

যদ্যপি ব্রজদেবী মাত্রই মহাভাবস্বরূপা, তথাপি মাদনাখ্য মহাভাব শ্রীরাধা ভিন্ন অন্যে নাই, এই অভিপ্রায়েই মহাভাবস্বরূপা বলিয়াছেন, অর্থাৎ এ স্থানে মহাভাব বলিতে মাদনাখ্য মহাভাব বুঝিতে হইবে ॥ ১১ ॥

১। কৃষ্ণভগবত্তাজ্ঞান—কৃষ্ণ যে ভগবান্ তদ্বিষয়ের অনুভব। ২। তাঁর—কৃষ্ণভগবত্তাজ্ঞানের। বিশেষ জ্ঞানে যেমন সামান্য জ্ঞান অন্তর্ভূত থাকে, সেইরূপ সবিশেষ ভগবত্তা জ্ঞানে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান অন্তর্ভূত আছে।

৩। ভাব—উত্তরোত্তর উৎকর্ষাবস্থাপন্ন প্রেমের নাম ভাব। সেই ভাব মধুররসে পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া মহাভাবরূপে বিখ্যাত হয়েন।

৪। সর্ব্বগুণখনি—সর্ব্বগুণের আকর। ৫। ভাবিত—বাসিত। যাঁর—যে শ্রীরাধিকার চিত্ত, অন্তঃকরণ, ইন্দ্রিয়, কায়, শরীর কৃষ্ণপ্রেমে বাসিত। যেমন কর্পূরবাসিত জল অর্থাৎ জলের কোন অংশ যেমন কর্পূর রহিত নয়, সেইরূপ শ্রীরাধিকার চিত্ত, ইন্দ্রিয় এবং কায়, ইহাদিগের কোন অংশ কৃষ্ণপ্রেম-রহিত নয়। ৬। নিজশক্তি—অন্তরঙ্গ স্বরূপশক্তি। ক্রীড়ার সহায়—লীলার সহায়।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে ত্রয়োত্রিংশ শ্লোকঃ—

আনন্দচিন্ময়-রসপ্রতিভাবিতাভি-
স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো-
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ১২॥

২। কৃষ্ণেরে করায় যৈছে রস-আস্বাদন,
ক্রীড়ার সহায় যৈছে শুন বিবরণ—
কৃষ্ণকান্তাগণ দেখি ত্রিবিধ প্রকার—
৩। এক লক্ষ্মীগণ, পুরে মহিষীগণ আর,
ব্রজাঙ্গনারূপ আর কান্তাগণ সার;
৪। শ্রীরাধিকা হৈতে কান্তাগণের বিস্তার।
৫। অবতারী কৃষ্ণ যৈছে করেন অবতার;
অংশিনী রাধা হৈতে তিনগণের বিস্তার।
৬। লক্ষ্মীগণ হয় তাঁর অংশবিভূতি;
৭। বিম্ব-প্রতিবিম্বরূপ মহিষীর ততি।
৮। লক্ষ্মীগণ তাঁর বৈভব বিলাসাংশরূপ;
মহিষীগণ বৈভব বিলাস-স্বরূপ।

যদ্যপি সর্ব্বাসু ব্রজদেবীষু মহাভাবোবিদ্যতে, তথাপি পরমোৎকর্ষমাণোন্মাদনাখ্য-মহাভাবঃ শ্রীরাধিকায়ামেব নান্যত্র, তদভিপ্রেত্যৈব মহাভাবস্বরূপেয়মিত্যুক্তং। গুণৈরতিবরীয়সী অতিশ্রেষ্ঠা ইতি॥ ১১॥

আনন্দ ইতি। আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভিরিত্যনেন তাসাং সর্ব্বাসামপি ভক্তিরসপ্রতিভাবিতাত্বং গম্যতে। ভক্তির্হি শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মোতত্র পরমানন্দারূপতয়া দর্শিতা। তস্যাশ্চ রসতাপত্তিঃ স্থাপিতা। ততশ্চ তেনানন্দচিন্ময়াত্মকেন ভক্তিবিশেষময়েন প্রতিভাবিতাভিঃ প্রতিক্ষণং সম্পাদিতসত্তাভিঃ কলাভিঃ শক্তিভিবিতার্থঃ, অখিলানাং গোলোকবাসিনামন্যেষামপি প্রিয়বর্গানামাত্মভূতঃ পরমশ্রেষ্ঠতয়াত্মবদব্যভিচার্য্যাপি তাভিরেব সংনিবসতীতি তাসামতিশয়ত্বং দর্শিতং। তত্রাপি নিজরূপতয়া স্বদারত্বেনৈব ন তু প্রকটলীলাবৎ পরদারাভাসেন পরমলক্ষ্মীণাং তাসাং পরদারত্বাসম্ভবাৎ। অস্য স্বদারতাময়-রসস্য কৌতুকাবগুণ্ঠিতয়া সমুৎকণ্ঠয়া পোষণার্থং প্রকটলীলায়াং তাসু পরদারতা ব্যবহারেণ নিবসতি। সোঽয়ং য এব প্রকটলীলাস্পদে গোলোকে নিজরূপব্যবহারে যো নিবসতীতি ব্যজ্যতে। তথা চ ব্যাখ্যাতং গৌতমীয়মন্ত্রে তদপ্রকটলীলানিত্যলীলানীলমধ্যদশাব্যাখ্যানে—'অনেকজন্মসিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেবেতি।' গোলোক এবেত্যেবকারেণ সোঽয়ং লীলা তু তস্মাদন্য বিস্তৃত ইতি প্রকাশ্যতে॥ ১২॥

সেই রাধাচন্দ্রাবলী উভয়ের মধ্যে রাধিকা সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠা; যেহেতু ইনি মহাভাবস্বরূপা এবং নানা গুণের খনি॥ ১১॥

যাঁহারা আনন্দচিন্ময় রসে প্রতিভাবিত এবং স্বদাররূপে বিখ্যাত, সেই হ্লাদিনীশক্তিরূপা গোপীগণের সহিত অখিলের আত্মস্বরূপ যিনি গোলোকে বাস করিতেছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি॥ ১২॥

এই শ্লোকে শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি এবং তাঁহার চিত্ত, ইন্দ্রিয় এবং শরীর কৃষ্ণপ্রেমে ভাবিত, ইহাই প্রমাণিত হইল॥ ১২॥

১। নিজশক্তি—অন্তরঙ্গ স্বরূপশক্তি; ক্রীড়ার সহায়—লীলার সহায়। ২। যৈছে—যে প্রকারে শ্রীরাধিকা রসাস্বাদন করান্ তাহা বলিলাম, এক্ষণে যেরূপে তিনি কৃষ্ণের ক্রীড়ার সহায় হন্, তাহাই বিস্তাররূপে বলি শ্রবণ কর। ৩। এক লক্ষ্মীগণ—বৈকুণ্ঠাদিতে লক্ষ্মীগণ এক প্রকার। পুরে—দ্বারকাতে মহিষীগণ। সমস্ত কান্তাগণের মধ্যে সারভূত ব্রজে ব্রজাঙ্গনা। এই ত্রিবিধ কান্তাগণ। ৪। শ্রীরাধিকা---বিস্তার,—সকল কান্তাগণই শ্রীরাধিকার অংশ। ৫। যৈছে—যেমন। যাহা হইতে অবতার সকল হয়, তাহার নাম অবতারী; অবতারী কৃষ্ণ যেমন মৎস্যাদি হইতে সমস্ত অবতার করেন অর্থাৎ কৃষ্ণ হইতে যেমন মৎস্যাদি অবতার হয়, সেইরূপ অংশিনী রাধিকা হইতে কান্তাগণের প্রকাশ হয়। যাঁহার অংশ সমস্ত কান্তাগণ, তাঁহাকে অংশিনী বলে। ৬। তাঁর—শ্রীরাধিকার; অংশবিভূতি—বৈভবাংশ অর্থাৎ বিলাস। ৭। মহিষীর ততি—মহিষীর শ্রেণী। শ্রীরাধিকার বিম্ব—অর্থাৎ শ্রীমতীর শ্রীমূর্ত্তির প্রতিবিম্ব স্বরূপ।

৮। লক্ষ্মীগণ ---রূপ—মূলস্বরূপ হইতে কিঞ্চিৎন্যূন শক্তিকে বৈভব বলে। মূলতত্ত্বের রূপান্তরে প্রকাশকে বিলাস বলে। তাঁর—শ্রীরাধিকার। লক্ষ্মীগণ শ্রীরাধিকার বৈভববিলাসের অংশ (অর্থাৎ ন্যূন শক্তিস্বরূপ) এবং মহিষীগণ বৈভববিলাসস্বরূপ। ব্রজদেবীগণ তাঁহার কায়ব্যূহবিশেষ, আকার মাত্র ভেদ। আকার ও স্বভাবের বিভিন্নতা না হইলে রসের পুষ্টি হয় না, এই নিমিত্ত ব্রজদেবীগণ ভিন্নভিন্ন আকার এবং স্বভাববিশিষ্ট, বস্তুত সকলেই শ্রীরাধিকার শরীরবিশেষ।

আকারস্বভাবভেদে ব্রজদেবীগণ,
কায়ব্যূহরূপ তাঁর রসের কারণ ॥*
বহু কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস,
লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ।
১। তার মধ্যে ব্রজে নানা ভাব-রস-ভেদে,
কৃষ্ণকে করায় রাসাদিক-লীলাস্বাদে।
গোবিন্দানন্দিনী রাধা—গোবিন্দমোহিনী ;
গোবিন্দসর্ব্বস্ব—সর্ব্বকান্তাশিরোমণি।

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ ভক্তিসামান্যলহর্য্যাং প্রথমশ্লোকব্যাখ্যায়াং ধৃতবৃহদ্গৌতমীয়-তন্ত্রং—

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥১৩॥

২। 'দেবী' কহি দ্যোতমানা পরমসুন্দরী,
৩। কিম্বা কৃষ্ণপূজা-ক্রীড়ার বসতিনগরী।
'কৃষ্ণময়ী' কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে-বাহিরে ;
যাঁহা-যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।
কিম্বা প্রেমরসময় কৃষ্ণের স্বরূপ ;
৪। তাঁর শক্তি, তাঁর সহ হয় একরূপ।
৫। কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে,
অতএব 'রাধিকা' নাম পুরাণে বাখানে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রিংশদধ্যায়ে চতুর্বিংশতি শ্লোকে কাশ্চিৎ গোপীঃ প্রতি কস্যাশ্চিৎ গোপ্যাঃ বাক্যং—

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥১৪॥

দেবীতি। দীব্যতি দ্যোততে ইতি দেবী সৌন্দর্য্যাতিশয়বতীত্যর্থঃ। অথবা দিব্যতি ক্রীড়তীতি দেবী রাসলীলাদি হেতুভূতেত্যর্থঃ। কৃষ্ণময়ীতি (স্বরূপার্থে ময়ট্) তেন সর্ব্বথা কৃষ্ণাদভিন্না। রাধয়তীতি রাধিকা কৃষ্ণারাধনতৎপরা। পরদেবতা সর্ব্বারাধ্যা। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী লক্ষ্মীগণাংশিনী। সর্ব্বাঃ কান্তয়ঃ শোভা যস্যাং সা যৎ-সৌন্দর্য্যলেশমপেক্ষ্যৈব সর্ব্বেষাং সৌন্দর্য্যমিত্যর্থঃ। সংমোহয়িতুং অর্থাৎ কৃষ্ণ পর্য্যন্তং শীলমস্যা ইতি সংমোহিনী। অতএব পরা পরাশক্তিরূপেত্যর্থঃ ॥১৩॥

অনয়েতি। নূনং বিতর্কে নিশ্চয়ে বা। হরিঃ সর্ব্বদুঃখহর্ত্তা ভগবান্ শ্রীনারায়ণ ঈশ্বরঃ ভক্তাভীষ্টপ্রদানসমর্থঃ স্বতন্ত্রো বা। অনয়ৈবারাধিত আরাধ্যঃ বশীকৃতঃ, ন ত্বস্মাভিঃ। রাধয়তি আরাধয়তীতি রাধানামকারণঞ্চ দর্শিতং। তত্র

দেবী শ্রীরাধিকা অন্তরে এবং বাহ্যে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তিমতী, সর্ব্বারাধ্যা ও লক্ষ্মীগণের মূলস্বরূপা, সর্ব্ব শোভার একমাত্র আশ্রয় এবং মদনমোহন-মোহনকারিণী ; এইহেতু তিনি পরাশক্তি বলিয়া কথিত হইয়াছেন ॥ ১৩ ॥

রাসে শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে, অন্বেষণ করিতে করিতে শ্রীরাধিকার পদচিহ্ন দর্শন করিয়া

ইনিই আরাধনা করিয়াছেন, ইহাতেই ইঁহার নাম 'রাধা' ইহা বুঝাইল। রাধ্-ধাতুর অর্থ আরাধনা, যিনি আরাধনা করেন, তাঁহার নাম রাধা। সাক্ষাৎ রাধা-শব্দ না বলিয়া তাৎপর্য্য দ্বারা রাধার নাম নির্দ্দেশ করিলেন। অসাধারণ বিশেষণ দ্বারা বিশেষ্যের উপস্থিত হইলে, সহৃদয়-হৃদয়ে চমৎকারিতা সম্পাদন করতঃ রসের উদ্রেক করে। যেমন, "যিনি পদ্মিনীর মুদ্রা ভঞ্জন করেন, যিনি উদয়াচলবনালীর নূতন মন্দার কুসুম-স্বরূপ, যিনি চক্রবাক্ যুগলের বিরহব্যাধির উপশমক এবং যিনি প্রকোপিত মর্কটকুটের কপোলের ন্যায় তাম্রবর্ণ, তিনিই ঐ উদিত হইতেছেন।" এই দৃষ্টান্ত পদে পূর্ব্বোক্ত অসাধারণ বিশেষণগুলি সূর্য্যকেই উপস্থিত করিতেছে ; অধিকন্তু ইহাতে সহৃদয়হৃদয়ের যেরূপ উল্লাসবর্দ্ধক হয়, কেবল সূর্য্য উদিত হইতেছেন বলিলে, তাদৃশ উল্লাস হয় না। ১৪।

১। তার মধ্যে…লীলা স্বাদে—স্বপক্ষ, বিপক্ষ, সুহৃৎপক্ষ এবং তটস্থপক্ষাদি ভাব এবং রস ভেদে শ্রীকৃষ্ণকে রাসাদি লীলার আস্বাদন করায়।

২। দেবী…সুন্দরী—দিব্ ধাতুর অর্থ বিজিগীষা, ইচ্ছা, পণি, দ্যুতি, ক্রীড়া এবং গতি। দ্যোতমানা—দীপ্তিমতী, অতএব পরমসুন্দরী।

৩। কিম্বা…বসতিনগরী—যাঁহার আত্মা কৃষ্ণারাধন ক্রীড়ার নিবাসনগরী তাঁহার নাম দেবী। ৪। শক্তি…রূপ—শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ হেতু, রাধাকৃষ্ণ একরূপ। ৫। কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্ত্তিরূপ—কৃষ্ণের অভিলাষ পূরণই তাঁহার কৃষ্ণারাধনা ; অতএব কৃষ্ণকে আরাধনা করেন বলিয়া ইঁহার নাম রাধিকা। রাধ ধাতুর অর্থ আরাধনা, তাহার কর্তৃবাচ্যে ইক্ প্রত্যয়ে রাধিকা নাম নিষ্পন্ন হইয়াছে।

* পাঃ…স্বরূপ।

১। অতএব সর্ব্বপূজ্যা পরমদেবতা ;
সর্ব্বপালিকা, সর্ব্বজগতের মাতা।
২। 'সর্ব্বলক্ষ্মী' শব্দ পূর্ব্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান ;
সর্ব্বলক্ষ্মীগণের তেঁহ হয় অধিষ্ঠান।
৩। কিম্বা 'সর্ব্বলক্ষ্মী' কৃষ্ণের ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য ;
তার অধিষ্ঠাত্রী-শক্তি সর্ব্বশক্তিবর্য্য।
সর্ব্বসৌন্দর্য্যকান্তি বৈসয়ে যাঁহাতে,
সর্ব্বলক্ষ্মীগণের শোভা হয় যাঁহা হৈতে।
৪। কিম্বা 'কান্তি' শব্দে কৃষ্ণের সব ইচ্ছা কহে,
কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা রাধাতেই রহে।
রাধিকা করেন কৃষ্ণের বাঞ্ছিতপূরণ ;
'সর্ব্বকান্তি' শব্দের এই অর্থ বিবরণ।
জগৎ-মোহন কৃষ্ণ—তাঁহার মোহিনী ;
অতএব সমস্তের 'পরা' ঠাকুরাণী।
রাধা—পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ—পূর্ণশক্তিমান্ ;
দুই বস্তু ভেদ নাহি—শাস্ত্রপরমাণ।
৫। মৃগমদ, তার গন্ধ, যৈছে অবিচ্ছেদ ;
৬। অগ্নি-জ্বালাতে যৈছে কভু নাহি ভেদ।
৭। রাধা-কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ ;
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ।
প্রেমভক্তি শিখাইতে আপনে অবতরি ;
রাধা-ভাবকান্তি দুই অঙ্গীকার করি।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে কৈল অবতার ;
এই ত পঞ্চম শ্লোকের অর্থপরচার।
৮। ষষ্ঠ শ্লোকের অর্থ করিতে প্রকাশ,
প্রথমে কহিয়ে সেই শ্লোকের আভাস।
অবতরি প্রভু প্রচারিলা সঙ্কীর্ত্তন,
এহো বাহ্য হেতু—পূর্ব্বে করিয়াছি সূচন।
৯। অবতারের আর এক আছে মুখ্যবীজ,
রসিকশেখর কৃষ্ণের সেই কার্য্য নিজ।
অতিগূঢ় হেতু সেই ত্রিবিধপ্রকার ;
১০। দামোদরস্বরূপ হৈতে যাহার প্রচার।
স্বরূপগোসাঞী প্রভুর অতি-অন্তরঙ্গ ;
তাহাতে জানেন প্রভুর এ সব প্রসঙ্গ।

হেতুঃ, গোবিন্দো নোহস্মান্ বিশেষেণ হিত্বা দূরতো নিশি বনান্তস্থাত্, তত্রাপি অস্মদগম্যে একান্তস্থানে যামনয়ৎ, তত্র চ সর্ব্বা অপ্যস্মান্ বিহায় যন্ গচ্ছন্নেব বামেব স্বতোহনয়দিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

গোপীগণ বলিয়াছেন—হে সখীগণ! এই রমণীই সর্ব্বাভীষ্টপূরক ভগবান্ হরির নিশ্চয় আরাধনা করিয়াছেন, যেহেতু গোকুলেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া প্রীতিপূর্ব্বক ইহাঁকে নির্জ্জন স্থলে আনয়ন করিয়াছেন ॥ ১৪ ॥

১। অতএব...পরা ঠাকুরাণী—এই পর্য্যন্ত ১৩শ সংখ্যক শ্লোকের প্রত্যেক পদের ব্যাখ্যা। ২। সর্ব্বলক্ষ্মী...ব্যাখ্যান—"লক্ষ্মীগণ তাঁর বৈভব বিলাসাংশ রূপ" পয়ারে ৫৪ পৃষ্ঠায় এই সর্ব্বলক্ষ্মীশব্দের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। ৩। ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য যথা—ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য, বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চাপি ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা ॥ সমগ্র (১) ঐশ্বর্য্য—প্রভুত্ব (২) বীর্য্য—মণিমন্ত্রমহৌষধির ন্যায় অচিন্ত্য প্রভাব (৩) যশঃ (৪) শ্রী—সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তি (৫) জ্ঞান এবং (৬) বৈরাগ্য—এই ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য।

৪। কান্তি...পূরণ—কম্ ধাতুর অর্থ ইচ্ছা, সেই কম্ ধাতুর ক্তি-প্রত্যয়ে কান্তি শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, অতএব কান্তি শব্দে ইচ্ছা। কৃষ্ণের সমস্ত কান্তি অর্থাৎ ইচ্ছা রাধিকাতে আছে, এইহেতু সর্ব্বকান্তিময়ী এবং কৃষ্ণের সকল বাঞ্ছা পূরণে সমর্থ।

৫। মৃগমদ—মৃগনাভি। অবিচ্ছেদ—মৃগমদ ও তাহার গন্ধ উভয়ের কদাচিৎ যেমন বিচ্ছেদ নাই। ৬। জ্বালা—শিখা।

৭। রাধা...স্বরূপ—যেমন মৃগমদ ও তাহার গন্ধের এবং অগ্নি ও তাহার জ্বালার ভেদ নাই, সেইরূপ রাধা কৃষ্ণ একই রূপ, লীলারস আস্বাদনার্থ দুইরূপে প্রকট। ৮। ষষ্ঠ শ্লোক—শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা ইতি। ৯। মুখ্য বীজ—মুখ্য কারণ, রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের সেইটি কার্য্য।

১০। দামোদর স্বরূপ—ইহাঁর নাম পূর্ব্বে দামোদর ছিল, পরে সন্ন্যাস করিয়া গুরুর নিকট যোগপট্ট উপাধি নাম গ্রহণ না করায় 'স্বরূপ' নাম হইয়াছিল ; অর্থাৎ যিনি উপাধিরহিত হইয়া স্ব-স্বরূপে স্থিত। এই জন্য ইহাঁকে দামোদরস্বরূপ বা স্বরূপদামোদর অথবা কেবল স্বরূপ বা দামোদর বলে।

রাধিকার ভাব-মূর্ত্তি—প্রভুর অন্তর ;
সেই ভাবে সুখদুঃখ উঠে নিরন্তর।
শেষলীলায় প্রভুর কৃষ্ণবিরহ-উন্মাদ ;
১। ভ্রমময় চেষ্টা, সদা প্রলাপময় বাদ।
২। রাধিকার ভাব যৈছে উদ্ধব দর্শনে ;
সেই-ভাবে মত্ত প্রভু রহে রাত্রিদিনে।
রাত্র্যে প্রলাপ করেন, স্বরূপের কণ্ঠ ধরি ;
৩। আবেশে আপন ভাব কহয়ে উঘারি।
৪। যবে যেই ভাব উঠে প্রভুর অন্তর,
৫। সেই গীত-শ্লোকে সুখ দেন দামোদর।
এবে কার্য্য নাহি কিছু এ সব বিচারে ;
৬। আগে কহিব গিয়া করিয়া বিস্তারে।
পূর্ব্বে ব্রজে কৃষ্ণের ত্রিবিধ বয়োধর্ম্ম—
৭। কৌমার, পৌগণ্ড আর কৈশোর অতিমর্ম্ম।
বাৎসল্য-আবেগে কৈল কৌমার সফল ;
৮। পৌগণ্ড সফল কৈল লঞা সখাবল।
রাধিকাদি লঞা কৈল রাসাদিবিলাস ;
৯। বাঞ্ছাভরি আস্বাদিল রসের নির্য্যাস।
১০। কৈশোর-বয়স, কাম, জগৎ সকল ;
রাসাদিলীলায় তিন করিল সফল।

তথাহি তোষণ্যাং রাসস্থ প্রথমশ্লোক ব্যাখ্যায়াং ধৃত বিষ্ণুপুরাণস্থ পঞ্চমাংশীয়ত্রয়োদশাধ্যায়স্থ পঞ্চপঞ্চাশৎ পদ্যং—

সোঽপি কৈশোরকবয়ো মানয়ন্মধুসূদনঃ।
রেমে স্ত্রীরত্নকূটস্থঃ ক্ষপাসু ক্ষপিতাহিতঃ ॥১৫॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং চতুর্বিংশত্যধিকশততমশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামি-বাক্যং—

বাচা সূচিত-শর্ব্বরী
রতিকলা-প্রাগল্ভ্যয়া রাধিকাং,
ব্রীড়াকুঞ্চিতলোচনাং
বিরচয়ন্নগ্রে সখীনামসৌ।
তদ্বক্ষোরুহচিত্রকেলিমকরী
পাণ্ডিত্যপারংগতঃ,

স ইতি। যথা গোপাঙ্গনাঃ কৃষ্ণং রময়ন্তি স্ম তথা সোঽপি শ্রীকৃষ্ণোঽপি স্ত্রীরত্নানাং স্ত্রীশ্রেষ্ঠানাং গোপীনাং কূটেষু সমূহেষু স্থিতঃ সন্ কৈশোরকবয়ো মানয়ন্ সফলীকুর্ব্বন্ রাসলীলামৃতে কৈশোরস্থ সৎকারাভাবাদিত্যর্থঃ। ক্ষপাসু শারদীয়রজনীষু রেমে। কথম্ভূতঃ? ক্ষপিতং বিনাশিতং অহিতং জগতামশুভং যেন সঃ। এতেন জগদপি সফলীচকার ইত্যর্থঃ॥ ১৫ ॥

বাচা ইতি। যজ্ঞপত্নীসদৃশীঃ প্রতি তত্তল্লীলান্তরজ্ঞদূতীবাক্যং। অসৌ হরিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ, সূচিতং শর্ব্বর্য্যা রজন্যা রতেঃ কলায়াঃ কৌশলস্থ প্রাগল্ভ্যমৌদ্ধত্যং যয়া সা তয়া বাচা, সখীনামগ্রে শ্রীরাধিকাং ব্রীড়য়া কুঞ্চিতলোচনাং মুদিতনয়নাং কৃত্বা

মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ কিশোর বয়সের সৎকারার্থ জগতের অশুভ নাশ করতঃ সুন্দরী স্ত্রীসমূহে অবস্থিত করিয়, শারদীয় রজনীতে রাসক্রীড়া করিয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥

যোগিগণের অগোচর হরি, সখীদিগের সমীপে উদ্ধত বাক্যে শ্রীরাধিকার রজনীর রতিকৌশলের প্রগল্ভতা প্রকাশ-

গোপীগণের সহিত রাসাদি লীলার অনুষ্ঠান না করিলে কৈশোর বয়স ব্যর্থ হইত, ইহাই প্রমাণিত হইল। ১৫।
গোপীগণের সহিত লীলা ব্যতীত কৈশোরের সাফল্য নাই, ইহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রমাণিত হইল। ১৬।

১। প্রলাপ—অনর্থ বাক্য। বাদ—কথা।

২। রাধিকার···দর্শনে—মথুরাগমনের পর শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন, সেই সময় উদ্ধবকে দর্শন করিয়া শ্রীরাধিকার যেমন ভাব হইয়াছিল। উদ্‌ঘূর্ণা, চিত্রজল্প প্রভৃতি যাহার বিবিধ ভেদ, সেই মোহন নামক অধিরূঢ় মহাভাবকে বিরহ দশায় মোহন বলে। শ্রীরাধিকা উদ্ধব দর্শনে তাদৃশ ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন। ৩। উঘারি—উদ্‌ঘাটিত করিয়া। ৪। অন্তর—অন্তরে। ৫। সেই··· দামোদর—যখন যেরূপ ভাব উপস্থিত হইত, তৎকাল দামোদর তদনুরূপ গীত বা শ্লোক পাঠ করিয়া মহাপ্রভুকে সুখী করিতেন। ৬। আগে—অন্ত্যখণ্ডে।

৭। কৌমার···মর্ম্ম—পঞ্চম বর্ষ পর্য্যন্ত কৌমার, দশম বর্ষ পর্য্যন্ত পৌগণ্ড, ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত কৈশোর এবং তাহার পর যৌবন।

৮। সখাবল—সখারূপ সৈন্য। ৯। নির্য্যাস—সার। ১০। কৈশোর···সকল—রাসাদি লীলায় আবিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ কৈশোর বয়স, কাম এবং

কৈশোরং সফলীকরোতি
কলয়ন্ কুঞ্জে বিহারং হরিঃ ॥১৬॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে সপ্তমাঙ্কে তৃতীয় শ্লোকে বৃন্দাং প্রতি পৌর্ণমাসী বাক্যং—

হরিরেষ ন চেদবাতরিষ্য-
ন্মথুরায়াং মধুরাক্ষি রাধিকা চ,
অভবিষ্যদিয়ং বৃথা বিসৃষ্টি-
র্মকরাঙ্কস্তু বিশেষতস্তদাত্র ॥১৭॥

এই মত পূর্ব্বে কৃষ্ণ রসের-সদন,
যদ্যপি করিল রসনির্য্যাস চর্ব্বণ।
তথাপি নহিল তিন বাঞ্ছিত পূরণ;
তাহা পূরাইতে তবে করিল যতন। *

১। তাহার প্রথম বাঞ্ছা করিয়ে ব্যাখ্যান—
২। কৃষ্ণ কহে—আমি হই রসের নিধান।
৩। পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব;
রাধিকার প্রেমে আমা করায় উন্মত্ত।
না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল;
যে বলে আমাকে করে সর্ব্বদা বিহ্বল!
৪। রাধিকার প্রেম—গুরু, আমি—শিষ্য নট;
সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট।

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে অষ্টমসর্গে সপ্তসপ্ততিশ্লোকে শ্রীরাধাবৃন্দয়োঃ উক্তিপ্রত্যুক্তী—

কস্মাদ্বৃন্দে প্রিয়সখি?
হরেঃ পাদমূলাৎ, কুতোঽসৌ?

তস্যা রাধায়া বক্রোক্তয়োঃ স্তনয়োঃ চিত্রকেলিমকর্য্যাং (তন্নির্ম্মাণে ইত্যর্থঃ) যৎ পাণ্ডিত্যং তস্য পারংগতঃ, অতএব কুঞ্জে এবম্ভূতং বিহারং কলয়ন্ কুর্ব্বন্ কৈশোরং বয়ঃ সফলীকরোতীতি ॥ ১৬ ॥

হরিরিতি। হে মধুরাক্ষি! মথুরায়াং মাথুরে মণ্ডলে এষ হরিশ্চেদ্ যদি নাবাতরিষ্যৎ শ্রীরাধিকা চ চেন্নাবাতরিষ্যৎ, তদা অত্র বিধাতুর্বিসৃষ্টির্বৃথা অভবিষ্যৎ, মকরাঙ্কঃ কামস্তু বিশেষতো বৃথা অভবিষ্যৎ। (ধাত্বর্থাসম্ভাবনায়াং লৃঙ্)। রাধাকৃষ্ণাবতারং বিনা জগৎকাময়োর্ব্যর্থত্বসূচনাৎ তাভ্যামেব তয়োঃ সফলত্বমিতি সূচিতং ॥ ১৭ ॥

হে প্রিয়সখি বৃন্দে! ত্বং কস্মাদাগতাসীত্যর্থঃ? বৃন্দাহ—হরেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পাদমূলাৎ। অসৌ কৃষ্ণঃ কুত্র? কুণ্ডারণ্যে

প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাকে লজ্জায় মুদ্রিতলোচনা করতঃ স্তনযুগলে চিত্রিত কেলি-মকরীনির্ম্মাণে অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছিলেন; অর্থাৎ সেই অবকাশে স্থিরভাবে তাঁহার স্তনযুগলে কেলি-মকরী রচনা করিয়াছিলেন। এইরূপ কন্দর্পের কুঞ্জে বিহার করতঃ স্বীয় কৈশোর বয়সকে সফল করিয়াছিলেন ॥ ১৬ ॥

হে মধুরাক্ষি বৃন্দে! যদি এই মাথুরমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধিকা অবতীর্ণ না হইতেন, তবে বিধাতার জগৎ এবং কন্দর্পের সৃষ্টি বৃথা হইত ॥ ১৭ ॥

রাধা বলিতেছেন—হে প্রিয়সখি বৃন্দে! তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? বৃন্দা—শ্রীকৃষ্ণের পাদমূল হইতে। রাধা—তিনি কোথায়? বৃন্দা—রাধাকুণ্ডসমীপ বনমধ্যে।

শ্রীকৃষ্ণ, রাধাপ্রেমে এতই বশীভূত ও বিহ্বল যে প্রতি তরুলতায় স্ফূর্ত্তিময় রাধারূপ দর্শন করতঃ বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন। ১৮।

সকল জগৎ এই তিনকে সফল করিয়াছেন।

* পাঃ;—এই আস্বাদিতে যদি। ১। করিয়ে—করিতেছি।

২। প্রথম বাঞ্ছা—(শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশঃ) শ্রীরাধিকার প্রণয়ের মহিমা কি প্রকার? ২। নিধান—আশ্রয়।

৩। পূর্ণানন্দ…উন্মত্ত—যে বস্তুর অভাব থাকে, তাহা না পাইলে ব্যাকুলতা বশতঃ চিত্ত উন্মত্তপ্রায় হয়। আমিত পূর্ণানন্দময়, আমার কোন অভাবই নাই, তবে কেন রাধাপ্রেম আমাকে উন্মত্ত করে?

৪। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমবশ্য হইলে তাঁহার ঈশ্বরত্বের হানি হয় না; যেহেতু তাঁহারই স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীর সার প্রেম, স্বীয় স্বরূপশক্তির অধীন হইলে স্বতন্ত্রতার হানি হয় না, যেমন সূর্য্যের তেজঃ সূর্য্যকান্তিমণিতে প্রতিফলিত হইয়া সূর্য্যাপেক্ষা অধিকতর তেজঃ প্রকাশ করে, তদ্রূপ হ্লাদিনীর সার প্রেম ভক্তের হৃদয়ে প্রকটিত হইয়া, অধিকতর মাধুর্য্য প্রকট করে। এই হেতু রাধা—প্রেম-গুরু, আর শ্রীকৃষ্ণ—শিষ্য।

কুঞ্জারণ্যে, কিমিহ কুরুতে ?
নৃত্যশিক্ষাং, গুরুঃ কঃ ?
তং ত্বন্মূর্ত্তিঃ প্রতিতরুলতাং
দিগ্বিদিক্ষু স্ফুরন্তী,
শৈলূষীব ভ্রমতি পরিতো-
নর্ত্তয়ন্তী স্বপশ্চাৎ ॥১৮॥

নিজ-প্রেমাস্বাদে মোর হয় যে আহ্লাদ ;
তাহা হৈতে কোটীগুণ রাধা-প্রেমাস্বাদ।
১। আমি যৈছে পরস্পর-বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাশ্রয় ;
রাধাপ্রেম তৈছে সদা বিরুদ্ধ-ধর্ম্মময়।
রাধাপ্রেমা বিভু—যার বাড়িতে নাহি ঠাঁই ;
তথাপি সে ক্ষণে ক্ষণে বাড়য়ে সদাই।
যাহা বই গুরুবস্তু নাহি সুনিশ্চিত ;
২। তথাপি গুরুর ধর্ম্ম গৌরব-বর্জ্জিত।
যাহা বই সুনির্ম্মল দ্বিতীয় নাহি আর ;
তথাপি সর্ব্বদা বাম্য-বক্র-ব্যবহার।

তথাহি দানকেলিকৌমুদ্যাং দ্বিতীয়শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামি-বাক্যং—

বিভুরপি কলয়ন্ সদাভিবৃদ্ধিং,
গুরুরপি গৌরবচর্য্যয়া বিহীনঃ।
মুহুরুপচিতবক্রিমাপি শুদ্ধো,
জয়তি মুরদ্বিষি রাধিকানুরাগঃ ॥১৯॥

৩। সেই প্রেমার রাধিকা পরম 'আশ্রয়'।
সেই প্রেমার আমি হই কেবল 'বিষয়'।
৪। বিষয়-জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ ;
আমা হৈতে কোটিগুণ আশ্রয়ে আহ্লাদ।
আশ্রয়-জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায় ;
যত্নে নারি আস্বাদিতে, কি করি উপায় ?

রাধাকুণ্ডসমীপস্থবনে। কিং কুরুতে ? নৃত্যশিক্ষাং। গুরুঃ কঃ ? প্রতি তরুলতাং (অব্যয়ীভাবসমাসঃ) দিগ্বিদিক্ষু শৈলূষীব উত্তমনটীব স্ফুরন্তী ত্বন্মূর্ত্তিঃ। তং কৃষ্ণং স্বপশ্চাৎ নর্ত্তয়ন্তী পরিতো ভ্রমতি ॥ ১৮ ॥

বিভুরিতি। মুরদ্বিষি শ্রীকৃষ্ণে রাধিকায়া অনুরাগো বিভুর্ব্যাপকোঽপি চিচ্ছক্তিবৃত্তিরূপত্বাৎ। সদৈব অভিতোবৃদ্ধিং কলয়ন্ ধারয়ন্। লোকবল্লীলা কৈবল্যাৎ। অনুরাগোনাম সদানুভূয়মানোঽপি বস্তুনি অপূর্ব্বতয়া অনুভূতত্বভানসমর্পকঃ প্রেম্নঃ পাকরূপভাববিশেষঃ, স চ প্রতিক্ষণং বর্দ্ধত এবেতি। গুরুরপি পরমোৎকৃষ্টোঽপি গৌরবচর্য্যয়া সম্মাননাদি ক্রিয়য়া বিহীনো মদীয়তাময় মধুস্নেহোত্থত্বাৎ। মুহুর্বারংবারং উপচিতোবর্দ্ধিতো বক্রিমা কৌটিল্যপর্য্যায়বাম্যলক্ষণো যস্মিন্ তথাভূতোঽপি শুদ্ধঃ শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মকত্বাৎ নিরুপাধিকত্বাচ্চ। জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততাং ॥ ১৯ ॥

রাধা—সেখানে কি করিতেছেন ? বৃন্দা—নৃত্যশিক্ষা। রাধা—গুরু কে ? বৃন্দা—সর্ব্বত্র প্রতি তরুলতায় স্ফুর্ত্তিময়ী তোমার মূর্ত্তি নটীর ন্যায় পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁহাকে নাচাইয়া লইয়া ভ্রমণ করিতেছে ॥ ১৮ ॥

যিনি বিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক হইয়া প্রতিক্ষণে বর্দ্ধনশীল, গুরু অর্থাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াও গৌরবচর্য্যা (সম্মাননাদি-ক্রিয়া)-বর্জ্জিত, এবং বারম্বার বক্রভাব ধারণ করিয়াও বিশুদ্ধ, সেই শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক রাধানুরাগ জয়যুক্ত হউন ॥ ১৯ ॥

সর্ব্বদা অনুভূত বস্তুকে প্রতিক্ষণে নূতন নূতনের ন্যায় অনুভব করিলে, তাহাকে অনুরাগ বলে। এই অনুরাগ প্রেমের পাকবিশেষ, এই নিমিত্ত প্রতিক্ষণে বৃদ্ধিই পায়। যেমন দুগ্ধপাকে দুগ্ধ স্বরূপে থাকিয়াও যখন উচ্ছলিত হয়, তখন বৃদ্ধি পায় দেখা যায়, তদ্রূপ অনুরাগও ব্যাপক হইয়া বৃদ্ধি পায়। শ্রীরাধিকার শ্রীকৃষ্ণে মধুস্নেহ, তাহাতে 'আমার কৃষ্ণ' এই অভিমান অতিশয়রূপে আছে, সেই মদীয়তাময় মধু

১। বিরুদ্ধ ধর্ম্মাশ্রয়—বিরুদ্ধ ধর্ম, যথা সগুণ ও নির্গুণ, বহুরূপ হইয়াও একরূপ, ইচ্ছাময় হইয়াও নির্বিকার, সর্বব্যাপী হইয়াও যশোদা-ক্রোড়স্থ, সর্ব্বসমদৃষ্টি হইয়াও ভক্তবৎসল, নিরপেক্ষ হইয়াও ভক্তপক্ষপাতী, আত্মারাম হইয়াও ভক্তপ্রেমাকাঙ্ক্ষী, স্বতন্ত্র হইয়াও ভক্তাধীন—ইত্যাদি ইত্যাদি। রাধাপ্রেম যে বিরুদ্ধ ধর্ম্মময়, তাহা পরে প্রতিপাদন করিতেছেন—রাধাপ্রেমা ইত্যাদি।

২। গৌরব—গুরুর ধর্ম্ম গৌরব, তাহা রহিত। ৩। আমি রাধিকাপ্রেমের বিষয়, বিষয়জাতীয় সুখের আস্বাদ আমার হয়, কিন্তু এ সুখের কোটিগুণ আশ্রয়জাতীয় সুখ। ইহারই জন্য আশ্রয়জাতীয় সুখ আস্বাদন করিতে ইচ্ছার উদ্রেক।

১। কভু যদি এই প্রেমার হইয়ে আশ্রয় ;
তবে এই প্রেমানন্দের অনুভব হয়।
এই চিন্তি রহে কৃষ্ণ পরম কৌতুকী,
২। হৃদয়ে বাড়য়ে প্রেম লোভ ধক্‌ধকী।
৩। এই এক, শুন আর লোভের প্রকার—
স্বমাধুর্য্য দেখি কৃষ্ণ করেন বিচার।
৪। অদ্ভুত অনন্ত পূর্ণ মোর মধুরিমা ;
ত্রিজগতে ইহার কেহ নাহি পায় সীমা।
৫। এই প্রেমদ্বারা নিত্য রাধিকা একলী,
আমার মাধুর্য্যামৃত আস্বাদে সকলি।
৬। যদ্যপি নির্ম্মল রাধার সৎ-প্রেম-দর্পণ ;
তথাপি স্বচ্ছতা তার বাড়ে ক্ষণে-ক্ষণ।
আমার মাধুর্য্যের নাহি বাড়িতে অবকাশে ;
৭। এ দর্পণের আগে নবনব রূপে ভাসে।
৮। মন্মাধুর্য্য, রাধার প্রেম, দোঁহে হোড় করি,
৯। ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দোঁহে কেহ নাহি হারি।
আমার মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয় ;
১০। স্ব স্ব প্রেম অনুরূপ, ভক্তে আস্বাদয়।
দর্পণাদ্যে দেখি যদি আপন মাধুরী ;
আস্বাদিতে হয় লোভ আস্বাদিতে নারি।
১১। বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ-উপায় ;
রাধিকা-স্বরূপ হৈতে তবে মন ধায়।

তথাহি ললিতমাধবে অষ্টমাঙ্কে অষ্টাবিংশশ্লোকে মণিভিত্তৌ স্বপ্রতিবিম্বং দৃষ্ট্বা বিস্ময়েন শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী,
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।

অপরিকলিতেতি। মণিভিত্তৌ স্বপ্রতিবিম্বলক্ষাতিশয়ং বপুশ্চিত্রং দৃষ্ট্বা ভগবানাহ—মম এব গরীয়ান্ কোঽপি অনির্ব্বচনীয়া মাধুর্য্যস্ত পূরঃ স্ফুরতি। কথম্ভূতঃ ? অপরিকলিতপূর্ব্বঃ পূর্ব্বমননুভূতঃ মমাপি চমৎকারী চ। কোঽসৌ

শ্রীকৃষ্ণ মণিভিত্তিতে স্বীয় প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া বলিতেছেন—আহা! অদৃষ্টচর আমার কি আশ্চর্য্য গুরুতর মাধুর্য্যরাশি প্রকাশিত হইতেছে, যাহার দর্শনে এই আমিও শ্রীরাধিকার স্থায় লুব্ধচেতা হইয়া পরমৌৎসুক্যে উপভোগ করিতে অভিলাষ করিতেছি ॥২০॥

স্নেহজনিত অনুরাগে বাহে কোন সমাদরাদি থাকে না ; এই নিমিত্ত অনুরাগ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াও সম্মানাদি বর্জ্জিত ; স্নেহ উৎকর্ষাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া অননুভূত আস্বাদ বিশেষকে অনুভব করণার্থ বাহ্যে যে কৌটিল্য ধারণ করে, তাহাকে মান বলে। মানে বারম্বার কৌটিল্য ধারণ করিলেও তাহা বিশুদ্ধ, যেহেতু শ্রীরাধার অনুরাগ কামগন্ধবর্জ্জিত এবং শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মক। অতএব রাধিকার প্রেম বিরুদ্ধ-ধর্ম্মময় ॥১৯॥

ভগবান্ সত্যসঙ্কল্প, যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই করিতে পারেন। তিনি রাধিকার স্থায় যখন স্বীয় মাধুর্য্য উপভোগ করিতে বাঞ্ছা করিয়াছেন, তখন তাহা অবশ্যই করিবেন ॥২০॥

১। কভু…আশ্রয়—বিষয় কখন আশ্রয়ের সুখ অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। অতএব যদি রাধিকাপ্রেমের আশ্রয় হইতে পারি, তবেই এই প্রেমানন্দের (রাধিকার প্রেমানন্দের) অনুভব করিতে সমর্থ হইব। ২। হৃদয়ে…ধক্‌ধকী—কৃষ্ণের হৃদয়ে রাধাপ্রেমের আস্বাদনার্থ ধকধকী (অধীরতা)। ৩। এই এক—আশ্রয়জাতীয় সুখাস্বাদন এই পর্য্যন্ত 'শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশোবা' ইহার ব্যাখ্যা। ৪। মধুরিমা—মাধুর্য্য। মাধুর্য্য—রূপগুণলীলাদিমনোহরতা। ৫। একলী—একমাত্র।

৬। সৎপ্রেম—উৎকৃষ্ট প্রেম, উহা নির্ম্মল দর্পণস্বরূপ। স্বচ্ছতা—নির্ম্মলতা। ৭। নবনবরূপে ভাসে—এটি অনুরাগের লক্ষণ ;

৮। হোড়—জিগীষা। ৯। ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে-প্রতিক্ষণে বৃদ্ধি পায়। যদ্যপি ভগবন্মাধুর্য্য ও প্রেম অপ্রাকৃত, হ্রাসবৃদ্ধিবিরহিত, তথাপি ভক্তচিত্তের স্বচ্ছতার তারতম্য অনুসারে হ্রাসবৃদ্ধির স্থায় বোধ হয়। সূর্য্যের প্রভা সর্ব্বদাই একরূপ থাকিলেও যখন দূরে থাকে তখন অল্পপ্রকাশ এবং নিকটবর্ত্তি হইলে যেমন অধিকপ্রকাশ বোধ হয়, সেইরূপ কৃষ্ণের মাধুর্য্য প্রতিক্ষণে নবনবায়মান (উত্তরোত্তর বর্দ্ধনশীল)রূপে প্রতীয়মান হয়।

১০। স্ব স্ব প্রেম অনুরূপ—যে নয়নের যাদৃশী শক্তি, তাহার তাদৃশ রূপগ্রহণে সামর্থ্য। সেইরূপ যে ভক্তের যেরূপ প্রেম, তিনি তদনুরূপ ভগবন্মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে সমর্থ হন।

১১। বিচার…ধায়—যখন স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদ-উপায় চিন্তা করি, তখনই শ্রীরাধার স্বরূপ গ্রহণ করিতে মন ধায় (উৎকণ্ঠিত হয়)।

অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ,
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব ॥২০॥

১। কৃষ্ণমাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক বল ;
কৃষ্ণ-আদি নরনারী করয়ে চঞ্চল।
শ্রবণে দর্শনে আকর্ষয়ে সর্ব্বমন ;
আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করেন যতন।
এ মাধুর্য্যামৃত পান সদা যেই করে,
তৃষ্ণা শান্তি নহে ; তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তরে।
অতৃপ্ত হইয়ে করে বিধিরে নিন্দন—
২। 'অবিদগ্ধ বিধি ভাল না জানে সৃজন।
কোটি নেত্র নাহি দিল, সবে দিল দুই ;
তাহাতে নিমিষ, কৃষ্ণ কি দেখিব মুই ?'

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একত্রিংশাধ্যায়ে পঞ্চদশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি গোপীবাক্যং—

অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং,
ত্রুটি যুগায়তে ত্বামপশ্যতাং।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে,
জড়-উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাং ॥২১॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাশীতিতমাধ্যায়ে সপ্তবিংশশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং—

গোপ্যশ্চ কৃষ্ণমুপলভ্য চিরাদভীষ্টং,
যৎপ্রেক্ষণে দৃশিষু পক্ষ্মকৃতং শপন্তি।
দৃগ্‌ভির্হৃদীকৃতমলং পরিরভ্য সর্ব্বা-
স্তদ্ভাবমাপুরপি নিত্যযুজাং দুরাপং ॥২২॥

৩। কৃষ্ণাবলোকন বিনা নেত্রের ফল নাহি আন্‌
যেই জন কৃষ্ণ দেখে সেই ভাগ্যবান্‌।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একবিংশাধ্যায়ে সপ্তমশ্লোকে কাশ্চিৎ গোপ্যঃ সখীঃ প্রত্যূচুঃ—

চমৎকারঃ ? ইত্যাহ অহং বিস্তামানোহহমপি যং প্রতিবিম্বরূপং প্রেক্ষ্য রাধিকেব লুব্ধচেতাঃ সন্ সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে অভিলষামি ॥২০॥

কিঞ্চ ক্ষণমপি ত্বদদর্শনে দুঃখং দর্শনে চ সুখং দৃষ্ট্বা সর্ব্বসঙ্গপরিত্যাগেন যতয় ইব বয়ং ত্বামুপাগতাঃ, ত্বম্ কথমস্মাংস্ত্যক্তুমুৎসহসে ইতি সকরুণমাহুঃ—অটতীতি দ্বয়েন। যদ্ যদা ভবান্ কাননং বৃন্দাবনং প্রতি অটতি গচ্ছতি তদা ত্বামপশ্যতাং প্রাণিনাং, কিমু তাস্মাকং,ত্রুটি ক্ষণার্দ্ধমপি যুগবদ্ভবতি। এবমদর্শনে দুঃখমুক্তং, পুনঃ কথঞ্চিদ্দিনান্তে কুটিলাঃ কুন্তলাশ্চূর্ণকুন্তলা উপরিভাগে যস্মিন্ তথাভূতং শ্রীমুখং উচ্চৈর্বীক্ষমাণানাং তেষাং, কিমুতাস্মাকং, দৃশাং পক্ষ্মকৃৎ ব্রহ্মা জড়োমন্দ এব, নিমেষমাত্রমপ্যন্তরমসহমিতি দর্শনসুখমুক্তং ॥২১॥

গোপ্যশ্চেতি। গোপ্যশ্চ অভীষ্টং অভীষ্টমেব লিঙ্গং যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য প্রেক্ষণে দৃশিষু নেত্রেষু ব্যবধায়কপক্ষ্মকৃতং বিধাতারং শপন্তি, তং শ্রীকৃষ্ণং চিরাৎ কুরুক্ষেত্রে উপলভ্য দৃগ্‌ভির্নেত্রদ্বারৈর্হৃদীকৃতং হৃদয়ে প্রবেশিতং পরিরভ্য নিত্যযুজা নিত্যসংযুক্তত্বাভিমানিনীনাং পট্টমহিষীণামপি দুরাপং তদ্ভাবমাপুরিতি ॥ ২২ ॥

হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি দিবসে যখন গোচারণার্থ বৃন্দাবনে ভ্রমণ কর, তখন তোমার অদর্শনে আমাদিগের কথা দূরে থাকুক, প্রাণিমাত্রেরই ক্ষণার্দ্ধকাল যুগপরিমিত হইয়া থাকে। পুনর্ব্বার সায়ংকালে যখন ব্রজে আগমন কর, সে সময় তোমার কুটিলালকাবৃত শ্রীমুখদর্শনকারীদিগের নিকট নিমেষের সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা বড়ই নির্ব্বোধ বলিয়া বোধ হয় ॥ ২১ ॥

গোপীগণ যাঁহার দর্শনের ব্যবধায়ক নিমেষের কর্ত্তা বিধাতাকে শাপ প্রদান করিয়া থাকেন, সেই পরমাভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে বহুকালের পর লাভ করিয়া নয়নদ্বারা হৃদয়স্থ করতঃ আলিঙ্গন পূর্ব্বক পট্টমহিষীদিগেরও দুর্লভ ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ২২ ॥

কৃষ্ণদর্শনে নিমেষমাত্র ব্যবধানও অসহ্য, আবার দর্শনেও তৃষ্ণাবৃদ্ধি ব্যতীত শান্তি হয় না, ইহাই প্রতিপাদিত হইল ॥ ২১ ॥

১। স্বাভাবিক—স্বতঃসিদ্ধ। কৃষ্ণ-আদি—কৃষ্ণ হইতে যাবতীয় নরনারীকে পর্যন্ত কৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদনার্থ চঞ্চল করে। শ্রবণ এবং দর্শনদ্বারা সকলের মন আকর্ষণ করে। এমন কি শ্রীকৃষ্ণও স্বীয়মাধুর্য্য আস্বাদনার্থ যত্নশীল। ২। অবিদগ্ধ—সৃষ্টিকার্য্যে নৈপুণ্য রহিত। ৩। আন—অন্য।

অক্ষণ্বতাং ফলমিদং ন পরং বিদামঃ,
সখ্যঃ পশূননুবিবেশয়তোর্বয়স্যৈঃ।
বক্ত্রং ব্রজেশসুতয়োরনু বেণুজুষ্টং।
যৈর্বা নিপীতমনুরক্তকটাক্ষমোক্ষং ॥ ২৩ ॥

তথাহি তত্রৈব দশমস্কন্ধে চতুশ্চত্বারিংশাধ্যায়ে ত্রয়োদশশ্লোকে গোপীঃ প্রতি মথুরাবাসিনীভিরুক্তং—

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং,
লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধং।
দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ-
মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঈশ্বরস্য ॥ ২৪ ॥

অপূর্ব্ব মাধুরী কৃষ্ণের, অপূর্ব্ব তার বল ;
যাহার শ্রবণে মন হয় টলমল।
১। কৃষ্ণের মাধুরী কৃষ্ণে উপজয়ে লোভ ;
সম্যক্ আস্বাদিতে নারে, মনে রহে ক্ষোভ।

অক্ষণ্বতামিতি। হে সখ্য ইতি সুষ্মাভিরেতন্নিতরাং জ্ঞায়ত এবেতি ভাবঃ। অনু পশ্চাৎ স্থিত্বা বনাদ্বনান্তরং বা বিশেষেণ প্রবেশেন সঙ্কেতমধুরশব্দাদিনা প্রবেশয়তোঃ। ব্রজেশো গোপরাজ শ্রীনন্দএব তস্য সুতয়োঃ শ্রীবলদেবস্যাপি তৎসুতত্বব্যবহারোদর্শিত এব। তয়োর্মধ্যে অনু পশ্চাদ্বেণুজুষ্টং বক্ত্রং যৈর্নিপীতং, শ্রীকৃষ্ণস্য বক্ত্রমেব বেণুজুষ্টতয়া কনিষ্ঠতয়া পশ্চাদ্ভাবেন চ প্রসিদ্ধং অতএবৈকবং, নিতরাং পীতমিত্যনেন বক্ত্রস্য সুধাময়চন্দ্ররূপকত্বং ধ্বন্যতে। বৈ প্রসিদ্ধং, তথা স্নিগ্ধকটাক্ষমোক্ষং যথা স্যাত্তথা দৃষ্টঞ্চ। যদ্বা, অনুরক্তজনানাং যুষ্মাকং কটাক্ষমোক্ষো যস্মিন্, কিংবা অনুরক্তজনেষু কটাক্ষমোক্ষো যস্য তদিতি সেবায়াং সুখবিশেষঃ সংপত্তিহেতুঃ, তেষাং অক্ষণ্বতামিন্দ্রিয়বতামিদং নিপানং তোষণঞ্চৈব ফলং সর্ব্বেন্দ্রিয়সাফল্যাং বিদ্মঃ, ন চান্যৎ কিমপি তন্নিপানাদিরূপস্য পরমফলরূপত্বয় সর্ব্বেন্দ্রিয়কর্ম্মসাফল্যসিদ্ধেঃ। অয়মপি নিগূঢ়াভিপ্রায়ঃ। ইদমেব পরং কেবলং ফলং ন বিদ্মঃ, কিন্তু জুষ্টং প্রীত্যা দষ্টং যৎ তর্হি কিমন্যৎ ফলং তদাহুঃ। যৈরধরামৃত পানদ্বারা নিপীতং তেষাং যন্নিপীতং যন্নিপানরূপং ফলমিদমেবেতি ॥ ২৩ ॥

ব্রজভুবাং ধন্যত্বেন তদাসিমাত্রস্য ধন্যত্বং তেষাং ব্যঞ্জিতং। তত্রাপি শ্রীগোপীনাং কিং বক্তব্যমিতি কাশ্চিৎ পরমবিদগ্ধাঃ শুকেনাপ্যনুমোদমানেষ্বর্মীষু বাঢ়মনমনুমোদমান বাক্যাহুঃ—গোপ্য ইতি। তপো ভগবদারাধনলক্ষণং কিং কতমং আচরিতবত্যঃ। ঈদৃশ ফলস্য বাঙ্‌মনসাতীতত্বাৎ। তদপি তাদৃশমিত্যর্থঃ। যদি জানিম তদা বয়মপি তত্রোদ্যমং করবামেতি ভাবঃ। কথন্তত্রাহ—যৎ যস্মাৎ অমুষ্য শ্রীকৃষ্ণস্য লাবণ্যেন সারং শ্রেষ্ঠং অসমোর্দ্ধং অনন্ত তদাবির্ভাবান্তরেষ্বপি ন বিদ্যতে সমং কিমুতোর্দ্ধং যস্য তদিত্যর্থঃ। অনন্যসিদ্ধং ন অন্যেন অর্দ্ধভরণাদিনা সিদ্ধং, কিন্তু স্বতএব অনুসবাভিনবং প্রতিক্ষণমধিকাবির্ভাবি। প্রেমতৎস্ফুর্ত্ত্যা পরস্পরবর্দ্ধনত্বাৎ। দুরাপং লক্ষ্যাদিভির্দ্দুর্লভমপি শ্রিয়ঃ সর্ব্বশোভায়াঃ ঈশ্বরস্য পরমেশ্বরস্যাপি পরমালম্বনরূপমিত্যর্থঃ। ঐশ্বরস্যেতিপাঠে ঐশ্বর্য্যস্য যশসশ্চ একান্তধাম অব্যভিচারিস্থানং এবম্ভূতং সৌন্দর্য্যং যা নিত্যং পিবন্তীতি ॥ ২৪ ॥

হে সখিগণ! বয়স্যবর্গের সহিত বনান্তরে গোমহিষাদি পশুগণের প্রবেশকারী ব্রজরাজসুতদ্বয়মধ্যে অনুরক্তজনে কটাক্ষমোচক এবং বেণুসেবিতবদনমণ্ডল যাঁহারা দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সেই চক্ষু ধারণের ফল ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি আছে, তাহা ত জানি না ॥ ২৩ ॥

মথুরাস্থ স্ত্রীগণের বাক্য—হে সখি! না জানি গোপীগণ কি অনির্ব্বচনীয় তপস্যা করিয়াছিলেন! কেননা যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সেই সৌন্দর্য্যসুধা সর্ব্বদা পান করেন, যাহা লাবণ্যের সার, যাঁহার সমান বা অধিক নাই, যাহা স্বভাবত সুন্দর ও প্রতিক্ষণে নবনবায়মান, লক্ষ্মী প্রভৃতির দুর্লভ, সর্ব্বপ্রকার যশঃ ও শোভা এবং সকল ঐশ্বর্য্যের অব্যভিচারিস্থান ॥২৪॥

নিশ্বর প্রেমের স্বভাব এতুক্তি, উহাই এই শ্লোকে ব্যঞ্জিত হইল ॥ ২৩ ॥

প্রেম এবং কৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি ইহারা পরস্পর সংবর্দ্ধক। এই নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য প্রতিক্ষণে নবনবায়মান হইয়া প্রকাশ পায়। প্রেমের যত বৃদ্ধি হইবে, ততই শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তির বৃদ্ধি হইবে, যতই স্ফূর্ত্তির বৃদ্ধি হইবে; ততই প্রেমেরও বৃদ্ধি হইবে ॥ ২৪ ॥

১। কৃষ্ণের··· লোভ—কৃষ্ণের মাধুর্য্য উপভোগার্থ কৃষ্ণের লোভ উপজয়ে অর্থাৎ উৎপাদন করে, কিন্তু সম্যক্ আস্বাদ করিতে পারে না।

১। এইত দ্বিতীয় হেতুর কহিল বিবরণ ;
২। তৃতীয় হেতুর এবে শুনহ লক্ষণ।
অত্যন্ত নিগূঢ় এই রসের সিদ্ধান্ত ;
স্বরূপ-গোঁসাঞী মাত্র জানেন একান্ত।
যে বা কেহ অন্য জানে, সেহ তাঁহা হইতে ;
৩। চৈতন্য-গোসাঞীর অত্যন্ত মর্ম্ম যাঁতে।
৪। গোপীগণের প্রেমের 'রূঢ় ভাব' নাম ;
শুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম কভু নহে কাম।

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং ত্রয়শ্চত্বারিংশাদিক শতাঙ্কধৃতং গৌতমীতন্ত্রং—

প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাং
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥২৫

৫। কাম-প্রেম, দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ ;
৬। লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ-বিলক্ষণ।
৭। 'আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা' তারে বলি কাম ;
'কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা' ধরে প্রেম নাম।
কামের তাৎপর্য্য—নিজসম্ভোগ কেবল ;
৮। কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্য প্রেম হয় মহাবল।
৯। লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম, কর্ম্ম ;
লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহসুখ, আত্মসুখমর্ম্ম।

প্রেমৈবেতি। গোপরামাণাং ব্রজসুন্দরীণাং প্রেমৈব কাম ইতি প্রথাং খ্যাতিমগমৎ গচ্ছতীতি। এতাঃ পরং তন্ময়ভূত ইত্যাত্মস্যত্য তত্র হেতুমাহ—ইতীতি। অতএব ভগবৎপ্রিয়া ভগবদ্ভক্তা অপি উদ্ধবাদয়, এতং এতাদৃশেন কান্তাত্বাভিমান-রূপেণ ভাবেনোপলক্ষিতো ন তু বিশিষ্টোযঃ প্রেমাতিশয়স্তমেব বাঞ্ছন্তি ন তু প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ ॥২৫॥

ব্রজসুন্দরীগণের প্রেমই কাম নামে বিখ্যাত, অতএব উদ্ধবাদি ভগবদ্ভক্তগণ সেই প্রেম পাইতে অভিলাষ করেন ॥২৫॥

গোপীগণের প্রেম কাম হইলে, উদ্ধব মহাশয় কখনই এ কথা বলিতেন না যে, মুমুক্ষু, মুক্ত এবং আমরা (হরিদাস) নিরন্তর সেই গোপীগণের ভাব প্রার্থনা করি, ইত্যাদি ॥২৫॥

দর্পণাদিতে বরং দর্শনেও কিঞ্চিৎ পরিমাণে স মাধুর্য্যের আস্বাদন হইতে পারে, নচেৎ মণিভিত্তিতে প্রতিবিম্ব দর্শনে উপভোগে অভিলাষ হইবে কেন? কিন্তু শ্রীরাধিকা আস্বাদন করিয়া যেরূপ আনন্দ অনুভব করেন, তাহা না হওয়ায় মনে ক্ষোভ থাকিল।

১। এই ক্ত…বিবরণ—'কীদৃশো বা মদীয়' এই অবস্থারের দ্বিতীয় কারণ বিবৃত হইল। ২। তৃতীয় হেতু—আমার মাধুর্য্য অনুভব করিয়া শ্রীরাধিকার যে প্রকার সুখ হয়, তাহাতে লোভ। ৩। মর্ম্ম যাঁতে—যে শ্রীরূপ-গোস্বামীতে মহাপ্রভুর অত্যন্ত মর্ম্ম (অতি নিগূঢ় তত্ত্ব) বিদ্যমান।

৪। গোপীগণের…কাম—প্রণয়, স্নেহ, মান, রাগ, অনুরাগ এবং মহাভাব, এই ছয়টী প্রেমের বিলাস হেতু 'প্রেম'-শব্দবাচ্য। গোপীগণের প্রেমের নাম 'রূঢ় ভাব'। যাহা প্রণয়ের উৎকর্ষবশতঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে অধিকতর দুঃখ-সুখরূপে চিত্তকে রঞ্জিত করে, তাহাকে রাগ বলে। পরম মর্য্যাদাপন্ন কুলবধূদিগের স্বজন এবং আর্য্যপথ হইতে ভ্রংশে যাদৃশ দুঃখ, তাদৃশ দুঃখ অগ্নি, বিষ বা মরণাদিতে নয়। অতএব স্বজন এবং আর্য্যপথ হইতে ভ্রংশেও কৃষ্ণসম্বন্ধলাভ পরমসুখদানের যোগ্যতা সেই রাগের চরম সীমা। তাহাকে আশ্রয় করিয়া প্রবৃত্ত অনুরাগই ভাব-পদবী লাভের যোগ্য। সেই ভাব জন্মাবধি ব্রজদেবীদিগের দেখা যায়, যাহা পট্টমহিষীগণেও সম্ভাবিত হইতে পারে না। যে ভাবে উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক অর্থাৎ পাঁচ ছয় অথবা সমস্ত সাত্ত্বিকভাব পরমোৎকর্ষের সীমা প্রাপ্ত হয়, তাহার নাম রূঢ় ভাব। অতএব এতাদৃশ প্রেমকে কদাচ কাম বলা যাইতে পারে না। ব্রজসুন্দরীর এই ভাবকে মহাভাব বলে।

৫। বিভিন্ন লক্ষণ—পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ। ৬। লৌহ…বিলক্ষণে—যেমন লৌহ ও কাঞ্চনের স্বরূপ (প্রকৃতি) বিলক্ষণ (ভিন্নরূপ), তদ্রূপ কাম ও প্রেমের স্বরূপ বিলক্ষণ। ৭। আত্মেন্দ্রিয়…কেবল—নিজ ইন্দ্রিয়ের প্রীতিসাধনের ইচ্ছাকে কাম বলে। এই কাম রজোগুণের কার্য্য। যেহেতু কাম ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে প্রবৃত্তি উৎপাদন করে। চিত্তের কষায়—কাম। ৮। কৃষ্ণসুখ…মহাবল—যেহেতু কৃষ্ণসুখই প্রেমের তাৎপর্য্য, এই নিমিত্ত প্রেম মহাবল (মহাবলিষ্ঠ) কাম অতি লঘু। ৯। লোকধর্ম্ম—লোকাচার। বেদধর্ম্ম—বিহিত ক্রিয়া। দেহধর্ম্ম—ক্ষুৎপিপাসাদি। দেহের কর্ম্ম—পান ভোজনাদি। দেহসুখ—শুশ্রূষাদি। আত্মসুখমর্ম্ম—আত্মসুখের রহস্য, অর্থাৎ মনের স্বচ্ছন্দতা সম্পাদন। আর্য্যপথ—বহুকাচরিত সদাচার-পরম্পরা। এই সকল ত্যাগপূর্ব্বক অর্থাৎ এই সকলের ফল ঐহিক পারলৌকিক সুখ, তাহা ত্যাগ করিয়া যে কৃষ্ণের ভজন করে। তাহাতেও নিজের সুখাভিলাষার্থ কেবল কৃষ্ণসুখার্থ প্রেমের সেবন, প্রেমপূর্ব্বক সেবা করে, তাহাতে কৃষ্ণের সুখ হইলে নিজের আনন্দ হয়। ইহার নাম রূঢ় অনুরাগ। এই অনুরাগ মহাভাব রূপে পরিণতিযোগ্য। তাৎপর্য্য—অবিদ্যাধিকারে সমস্ত কর্ম্মত্যাগ। যে যাহা নয়, তাহাতে

দুস্ত্যজ্য আর্য্যপথ নিজ পরিজন ;
স্বজন করয়ে যত তাড়ন-ভর্ৎসন।
সর্ব্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন ;
কৃষ্ণসুখ-হেতু করে প্রেমের সেবন।
ইহাকে কহিয়ে—কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ,
১। স্বচ্ছ-ধৌত বস্ত্রে যেন নাহি কোন দাগ।
অতএব কাম-প্রেমে বহুত অন্তর ;
২। কাম অন্ধকারতমঃ, প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর।

অতএব গোপীগণের নাহি কামগন্ধ ;
কৃষ্ণসুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একত্রিংশাধ্যায়ে উনবিংশ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি গোপীবাক্যং—

যত্তে সুজাত চরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥২৬॥

যদ্দিতি। তে তব সুজাতং সুকুমারং চরণাম্বুরুহং অম্বুরুহরূপকেন সিদ্ধেপি সুকোমলত্বে সুজাতেতি বিশেষণং, ততোপি পরমকোমলত্ববিবক্ষয়া। শনৈঃ ইত্যত্র হেতুঃ ভীতা ইতি। তত্র চ হেতুঃ কর্কশেষ্বিতি। স্তনেষু দধীমহীত্যত্র হেতুঃ। হে প্রিয়েতি প্রিয়ত্বেন হৃদ্যৈব তত্রাপি স্তনেষ্বিব ধারণস্য যোগ্যত্বাৎ তেনাটবীমটসি, অধুনা নিশি বনে ভ্রমসীত্যর্থঃ, স এব চরণস্যৈব ধারণে পুনঃ পুনস্তদ্বিশ্লেষে চ হেতুরুক্তঃ। অনিষ্টাশঙ্কয়া তত্রৈব বর্দ্ধিতস্নেহাতিশয়ত্বাৎ। পূর্ব্বং গোচারণায় তৃণময়প্রদেশ এব পরিভ্রমণাৎ প্রায়িকত্বেন শিলেত্যাদ্যুক্তং, সম্প্রতি তু কর্করাপ্রায়ত্বেন দৃশ্যমানে পুলিনোপরিতঃ যমুনাতটে ভ্রমণাৎ কূর্পাদিভিরিতি। যদ্যপি তদানীং শ্রীবৃন্দাদেব্যাদি প্রযত্নেন শ্রীবৃন্দাবনস্য স্বভাবেন চ তেষামপি তত্র তত্র শঙ্কা নাস্তি তথাপি 'অনিষ্টাশঙ্কীনি বন্ধুহৃদয়ানি ভবন্তী'ত্যাদি ন্যায়েন তাসাং সা সংজাতৈব। ভ্রমতি মুহ্যতি। ভবদায়ুষামিতি ইত্থমেবোপক্রান্তং ত্বয়ি ধৃতাসব ইতি। মধ্যে চাত্যন্তং চলসি যদ্‌ব্রজাদিতি. অতস্তর্হি ব্যথা মাস্ম জীবন এবোচ্যতে তদধুনা প্রাণান্ ধারয়িতুং কথঞ্চিদপি ন শক্নুম ইতি ভাবঃ। তদেবং তাদৃশং কা এব হৃদ্রুজঃ তন্নিরসনঞ্চ স্বয়মেব পরমপ্রিয়তমাঙ্গে সলালন

গোপীগণ কহিতেছেন—হে প্রিয়! তোমার সুকোমল চরণপদ্ম কঠিন স্তনমণ্ডলস্পর্শে পাছে ব্যথা পায়, এই আশঙ্কায় আমরা তাহা ধীরে ধীরে ধারণ করিব ; আর ঐ চরণে এই রাত্রিকালে বনমধ্যে বিচরণ করিতেছ, তাহাতে কি ক্ষুদ্র পাষাণ

এই শ্লোকে মহাভাবের ক্রিয়া লক্ষিত হইতেছে—যাহাতে কৃষ্ণের সুখ হয়, তাহাতে দুঃখের আশঙ্কা। গোপীগণের কঠিন স্তনে শ্রীকৃষ্ণ চরণ অর্পণ করিয়া সুখ বোধ করেন, কিন্তু গোপীগণ ভাবেন—আমাদিগের কঠিন স্তনস্পর্শে না জানি, শ্রীকৃষ্ণচরণে কতই ব্যথা লাগে, আবার এমনও ভাবেন—আমাদিগের স্তন কোমল হইলে চরণে ব্যথা হইত না বটে, কিন্তু কৃষ্ণের সুখ হইত না। এই শ্লোকে এইরূপ শত শত ধ্বনি আছে বাহুল্যভয়ে নিরস্ত রহিতে হইল। অতএব গোপীগণের কৃষ্ণসুখার্থই কৃষ্ণসম্বন্ধ, ইহাই এই শ্লোকদ্বারা সমর্থিত হইল ॥২৬॥

সেই বুদ্ধি করাকে অবিদ্যা বলে, যেমন দেহেতে আত্মবুদ্ধি। যাহাদিগের দেহে আত্মবুদ্ধি, তাহারাই অবিদ্যার রাজ্যের প্রজা ; কর্ম্মকাণ্ডাদি সমস্ত নিয়ম অবিদ্যার আইন, তাহার রাজ্যে যাহারা বাস করে, সেই আইন মত না চলিলে রাজবিদ্রোহী হইয়া চিরকাল সংসার কারাগারে দুঃখ পায় ; যাঁহারা অবিদ্যার রাজ্য ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা সে আইন মত চলিবেন কেন? যাহাদিগের দেহে আত্মবুদ্ধি তাহারাই অবিদ্যার প্রজা। যে জ্ঞানিগণের আত্মার ভিন্নাংশ জীবে আত্মবুদ্ধি তাঁহারাই অবিদ্যার রাজ্য ত্যাগ করিয়াছেন। যে গোপীগণ সকল-আত্মার মূল-আত্মা শ্রীকৃষ্ণকে আত্মা বলিয়া তাঁহার সুখার্থ সকল ক্রিয়া সম্পাদন করেন, তাঁহারা অবিদ্যা বলিতে যে কিছু আছে, তাহাও জানেন না। এই হেতু পূর্ব্বোক্ত লোকধর্ম্মাদি অনধিকার বশতঃ ত্যাগ করিয়া স্বাভাবিক প্রীতির বিষয় মূল-আত্মা শ্রীকৃষ্ণেরই সেবা করেন।

১। স্বচ্ছ...দাগ—স্বচ্ছ এবং ধৌত বস্ত্রে যেমন কোন দাগ থাকে না, তদ্রূপ এ প্রেমেও কোন উপাধি নাই।

২। কাম...ভাস্কর—কাম অন্ধতমঃ (গাঢ় অন্ধকার) অন্ধকারে বস্তু থাকিলেও যেমন জানা যায় না, এমন কি আপনাকেও দেখিতে পায় না ; কিন্তু সর্প-ব্যাঘ্রাদি যাহা মনে ভাবে, তাহাই যেন সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়, তদ্রূপ কামী ব্যক্তি তত্ত্ববস্তু দেখিতে পায় না, আপনাকে শরীর বলিয়া যখন ব্যক্ত করে, শরীরসম্বন্ধে সম্বন্ধস্থাপন করে, তখন আপনাকেও জানে না, কিন্তু মনে মনে যাহাকে স্ত্রী ভাবে, পুত্র ভাবে, তাহাই তত্তদ্রূপে উপস্থিত হয়। এই নিমিত্ত বলিলেন - কাম অন্ধতমঃ। প্রেম নির্ম্মল সূর্য্যস্বরূপ—সূর্য্য উদিত হইলে যেমন প্রকৃতরূপে বস্তু জ্ঞান হয়, আর মনঃকল্পিত কিছু দেখিতে পায় না, কোন ভয়ও থাকে না, সেইরূপ প্রেমের উদয় হইলে, প্রকৃত বস্তুতত্ত্ব যে শ্রীকৃষ্ণ, তাহাই অন্তরে বাহিরে দেখিতে পায়, আর মনঃকল্পিত পতিপুত্রাদিময় সংসার অনুভবের বিষয় হয় না। এই নিমিত্ত বলিলেন—প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর।

১। আত্ম-সুখদুঃখ গোপী না করে বিচার ;
কৃষ্ণসুখ হেতু করে সব ব্যবহার।
কৃষ্ণ লাগি আর সব করি পরিত্যাগ ;
২। কৃষ্ণসুখ-হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বাত্রিংশাধ্যায়ে বিংশ শ্লোকে গোপীঃ প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—

এবং মদর্থোজ্ঝিত লোক বেদ
স্বানা হি বো ময্যনুবৃত্তয়েঽবলাঃ।
ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং
মাসূয়িতুং মার্হথ তৎপ্রিয়ং প্রিয়াঃ ॥২৭॥

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় আছে পূর্ব্ব হৈতে ;
৩। যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে।

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং চতুর্থাধ্যায়ে একাদশশ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥২৮॥

৪। সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হৈল গোপীর সেবনে,
তাহাতে প্রমাণ কৃষ্ণ শ্রীমুখবচনে—

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বাত্রিংশাধ্যায়ে একবিংশশ্লোকে গোপীঃ প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।

সুখনিরসনমেবেতি ক্রতমেব সমাগচ্ছেতি ভাবঃ। নয়সীতিপাঠে গচ্ছসীত্যর্থঃ। (নয় গত্যর্থাদি ধাতোঃ)। তদেবং তাসাং সর্ব্বত্রাপি ভাবস্য প্রেমৈকময়ত্বে স্থিতে শ্রীভগবতোঽপাবমেব জ্ঞেয়ং, হন্তেমা ময়ি প্রেমৈকময্য ইত্যাভ্যঃ পরম সুখময়াত্মদানমেব সমঞ্জসং, তচ্চ যোগ্যাশাদেবমেবমিত্যালোচ্য তাদৃশ প্রেমবিলাসময় তত্তদিচ্ছা জাগ্রত ইতি। এবমন্যদপুষ্টং সহৃদয়ৈস্তদেকরসিকৈরিতি ॥২৬॥

এবমিতি। মদর্থমুজ্ঝিতো লোকো যুক্তাযুক্তাপ্রতীক্ষণাৎ বেদশ্চ ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রতীক্ষণাৎ স্বাজ্ঞাতয়ঃ স্নেহত্যাগাৎ যাভিস্তাসাং বোযুষ্মাকং পরোক্ষমদর্শনং যথা ভবতি তথা ভজতা যুষ্মৎপ্রেমালাপান্ শৃণ্বতৈব তিরোহিতং অন্তর্দ্ধানেন স্থিতং তত্তস্মাৎ, হে অবলা হে প্রিয়াঃ ! প্রিয়ং মাং অসূয়িতুং দোষারোপেণ দ্রষ্টুং যূয়ং মার্হথ ন যোগ্যাঃ স্থ ইতি ॥২৭॥

ন পারয়েঽহমিতি। ব ইতি সম্বন্ধমাত্রে ষষ্ঠী, যুষ্মান্ প্রতীত্যর্থঃ। স্বীয়ং প্রত্যুপকারকৃত্যং ন পারয়ে কর্ত্তুং ন

কণিকাঘাতে বেদনা বোধ হইতেছে না ? ইহা ভাবিয়া আমাদিগের মতি বিমুগ্ধ হইতেছে, যেহেতু তুমি আমাদিগের পরমায়ুঃ ॥২৬॥

হে অবলাগণ ! তোমরা আমার নিমিত্ত যুক্তাযুক্ত প্রতীক্ষা না করিয়া ঐহিক পারত্রিক ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রতীক্ষা না করিয়া, বেদশাস্ত্র এবং স্নেহভাক্ জ্ঞাতিবর্গকে পরিহার পূর্ব্বক কেবল আমার সুখসম্পাদনার্থ উপস্থিত হইয়াছ ; আমিও তোমারই নিমিত্ত তোমাদিগের প্রেমালাপ শ্রবণার্থ এবং ধ্যানপ্রবাহ সম্পাদনার্থ অন্তর্দ্ধান করিয়াছিলাম। আমি তোমাদিগের প্রিয়, এইহেতু আমার প্রতি দোষারোপ করা উচিত নয় ॥২৭॥

হে গোপীগণ ! তোমাদিগের সংযোগ আপাততঃ কামময় রূপে প্রতীয়মান হইলেও, বস্তুতঃ নির্গুণ প্রেমময়তা

গোপীগণ লোক, বেদ এবং জ্ঞাতি পরিত্যাগ করায়, নিজ সুখ এবং দুঃখের বিচার নাই, একমাত্র কৃষ্ণসুখার্থ সকল ত্যাগ করায় কৃষ্ণে শুদ্ধ অনুরাগ আছে, এই শ্লোকে ইহাই সমর্থিত হইল ॥২৭॥

ইহার ব্যাখ্যা চতুর্থ পরিচ্ছেদে দ্বিতীয় অঙ্কে আছে ॥ ২৮ ॥

১। আত্ম সুখ ...সব ব্যবহার—গোপীগণের নিজের সুখে অনুরাগ ও দুঃখে বিদ্বেষ নাই, তাঁহাদিগের সকল চেষ্টাই কৃষ্ণ সুখার্থ।

২। শুদ্ধ—নিষ্কাম। ৩। যে যৈছে...তৈছে—যে ভক্ত যে প্রকারে ভজে, কৃষ্ণও সেই প্রকারে তাঁহাকে ভজেন।

৪। সে প্রতিজ্ঞা... বচনে—গোপীগণ সকল পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিলেন বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সকল পরিত্যাগ করিয়া গোপীগণের সেবনে অসমর্থ। সুতরাং যে আমাকে 'যে প্রকার ভজে, আমি তাহাকে সেই প্রকার ভজি'—কৃষ্ণের এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল।

যা মাভজন্ দুর্জ্জয়গেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥২৯॥

তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজদেহে প্রীত ;
সেহ ত কৃষ্ণের লাগি, জানিহ নিশ্চিত।
১। 'এই দেহ কৈলুঁ আমি কৃষ্ণে সমর্পণ ;
তাঁর ধন, তাঁর ইহা সম্ভোগসাধন।
এ দেহ-দর্শনস্পর্শে কৃষ্ণসন্তোষণ'
এই লাগি করে অঙ্গের মার্জ্জন-ভূষণ।

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে গোপীপ্রেমামৃতে ষট্‌ত্রিংশাঙ্কধৃতাদিপুরাণীয়ে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—

নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যো মমেতি সমুপাসতে,
তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ নিগূঢ়প্রেমভাজনং ॥৩০॥

আর এক অদ্ভুত গোপীভাবের স্বভাব ;
বুদ্ধির গোচর নহে যাহার প্রভাব।
গোপীগণ করে যবে কৃষ্ণ-দরশন,
সুখবাঞ্ছা নাহি, সুখ হয় কোটিগুণ।
গোপিকা-দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয় ;
তাহা হৈতে কোটিগুণ গোপী আস্বাদয়।
২। তাঁ সবার নাহি নিজ সুখ-অনুরোধ ;

শক্নোমি। যদ্বা যুষ্মাকং যৎ বো অসাধারণং সাধুকৃত্যং তদহং ন পারয়ে তৎসদৃশপ্রত্যুপকারে ন সমর্থোঽস্মীত্যর্থঃ। অত্র হেতুঃ নিরবদ্যাকামময়ত্বেন প্রতীয়মানত্বেপি বস্তুতো নির্ম্মল-প্রেমবিশেষময়ত্বেন নির্দ্দোষা সংযুক্ সংযোগঃ সম্যক্ মদ্বিষয়কচিত্তৈকাগ্রতা স্বস্বপত্যাদি স্পর্শাভাবে ন চ নির্দ্দোষো সংযুক্ সঙ্গমোবা যাসাং। তত্র হেতুর্যা ইতি দুর্জ্জয়াঃ কুলবধূত্বেন ছেত্তুমশক্যা অপি গেহশৃঙ্খলা গৃহসম্বন্ধিন্য ঐহিক-পারলৌকিক-সুখকর-লোকধর্ম্মমর্য্যাদাঃ, সংবৃশ্চ্য মামামভজন্ পরমানুরাগেণ ময্যাত্মনিবেদনং কৃতবত্যস্ত্যর্থঃ। মচ্চিত্তন্তু বহুষু প্রেমযুক্ততয়া নৈবমেকনিষ্ঠং তস্মাদ্বো যুষ্মাকমেব সাধুনা সাধুকৃত্যেন তৎ যুষ্মৎ সাধুকৃত্যং প্রতিযাতু প্রতিকৃতং ভবতু, সৌশীল্যেনৈব মমানৃণ্যং, ন তু মৎকৃতপ্রত্যুপকারেণেত্যর্থঃ। যদ্বা বিগতো বুধো গণনাভিজ্ঞো যস্মাত্তেনানন্তেনায়ুষাপীত্যর্থঃ। দুর্জ্জয়গেহশৃঙ্খলা নিত্যগোপালনাদি দৃঢ়কৃত্যনিবন্ধনাৎ সর্ব্বস্বজনানুবৃত্তিবন্ধাংশ্চ সংবৃশ্চ্য যা ভবতীরহং মা অভজ সেবিতুমনস্মি। শৃঙ্খলামিতি পাঠেপি স এবার্থঃ। দুর্জ্জয়েতি বিশেষণেন শৃঙ্খলাঙ্কংকেণ চ নিজশক্ত্যাপাচ্ছেদ্যত্বং। সংশব্দেন চাশক্তি কিঞ্চিৎ ত্যাগেপি বহিরপি ত্যাগাসামর্থ্যং। যুষ্মদাত্মার্পণেন সর্ব্বনৈরপেক্ষ্যপূর্ব্বকভজনস্যাভাবেন চ প্রত্যুপকারাশক্তেঃ ॥২৯॥

নিজাঙ্গমিতি। যা গোপ্যো নিজাঙ্গমপি মমেতি কৃষ্ণার্পিতমিদমঙ্গং কৃষ্ণস্যেতি কৃষ্ণস্য ভোগ্যমিতি হেতোঃ সমুপাসতে নিজদেহে যত্নং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। অতএব হে পার্থ! তাভ্যো গোপীভ্যঃ পরমন্যৎ মে মম নিগূঢ়ং-প্রেমপাত্রং নাস্তি ॥৩০॥

বশতঃ নির্দ্দোষ ; অতএব তোমাদিগের অসাধারণ সাধুকৃত্য অনন্তকালেও আমি পরিশোধ করিতে পারিব না। তোমরা যে অচ্ছেদ্য গৃহশৃঙ্খলা (অর্থাৎ গৃহসম্বন্ধি ঐহিক পারলৌকিক সুখকর লোকধর্ম্ম মর্য্যাদা) ছেদন করিয়া, পরমানুরাগে আমাতে আত্মনিবেদন করিয়াছ ; তোমাদিগের সেই কৃত্য (অর্থাৎ সৌশীল্য) দ্বারা তাহার প্রতিকার (অর্থাৎ আনৃণ্য) হউক ॥২৯॥

গোপীগণ নিজ অঙ্গকেও আমার ভোগ্য বলিয়া যত্ন করেন। তাই বলি, হে অর্জ্জুন! সেই গোপীগণ হইতে আমার নিগূঢ় প্রেমের পাত্র আর কেহই নাই ॥৩০॥

তোমরা যেমন ঐহিক ও পারলৌকিক সুখকর লোকধর্ম্মমর্য্যাদা ও বন্ধুবর্গকে পরিত্যাগ করিয়া আমাতে আত্ম সমর্পণ করিয়াছ ; আমি কিন্তু সেইরূপ অন্তরে বাহিরে সকল পরিত্যাগ করিয়া তোমাদিগকে ভজিতে অসমর্থ, এ নিমিত্ত তোমাদিগের নিকট ঋণী থাকিলাম ॥২৯॥

গোপীগণের স্বীয় দেহেতেও মমতা নাই ; কেবল তাহা কৃষ্ণসেবার সামগ্রী বলিয়া যত্ন করেন ॥৩০॥

১। 'এই দেহ' হইতে 'কৃষ্ণ সন্তোষণ' এই পর্য্যন্ত গোপীর উক্তি, গোপীগণের নিজ দেহে যত্ন করিবার হেতু নির্দ্দেশ কৈলু (করিলাম)।

২। গোপীগণের নিজ-সুখে অনুরোধ, অনুবর্ত্তন অর্থাৎ বাঞ্ছা না থাকিলেও কৃষ্ণদর্শনে গোপীগণের অধিকতর আনন্দ হয়, এই বিরোধ

তথাপি বাড়য়ে সুখ ; পড়িল বিরোধ।
এ বিরোধের একমাত্র দেখি সমাধান ;
১। গোপিকার সুখ কৃষ্ণ-সুখে পর্য্যবসান।
গোপিকা-দর্শনে কৃষ্ণের বাড়ে প্রফুল্লতা ;
সে মাধুর্য্য বাড়ে—যার নাহিক সমতা।
'আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ'—
এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গ-মুখ।
গোপীশোভা দেখি কৃষ্ণের শোভা বাড়ে যত ;
কৃষ্ণশোভা দেখি গোপীর শোভা বাড়ে তত।
২। এই মত অন্য-অন্যে পড়ে হুড়াহুড়ি ;
৩। অন্য-অন্যে বাড়ে কেহ মুখ নাহি মুড়ি।
কিন্তু কৃষ্ণের সুখ হয় গোপীরূপগুণে ;
৪। তাঁর সুখে সুখ-বৃদ্ধি হয় গোপীগণে।
৫। অতএব সেই সুখ কৃষ্ণসুখ পোষে ;
৬। এইহেতু গোপীপ্রেমে নাহি কামদোষে।

যথোক্তং শ্রীরূপ গোস্বামিনা স্তবমালায়াং কেশবাষ্টকে অষ্টম শ্লোকে—

উপেত্য পথি সুন্দরীততিভিরাভিরভ্যর্চ্চিতং
স্মিতাঙ্কুরকরম্বিতৈর্নটদপাঙ্গভঙ্গীশতৈঃ।
স্তনস্তবকসঞ্চরন্নয়নচঞ্চরীকাঞ্চলং,
ব্রজে বিজয়িনং ভজে বিপিন-দেশতঃ কেশবং ॥৩১

৭। আর এক গোপীপ্রেমের স্বাভাবিক চিহ্ন ;
যে প্রকারে হয় প্রেম কামগন্ধহীন।
৮। গোপীপ্রেম করে কৃষ্ণমাধুর্য্যের পুষ্টি ;
মাধুর্য্য বাড়ায় প্রেম হইয়া সন্তুষ্ট।
৯। প্রীতিবিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ ;
তাঁহা নাহি নিজসুখবাঞ্ছার সম্বন্ধ।
১০। নিরুপাধি প্রেম যাঁহা, তাঁহা এই রীতি ;
প্রীতিবিষয়সুখে আশ্রয়ের প্রীতি।

উপেত্যেতি। তীব্রানুরাগবতীভিঃ প্রিয়াভিস্তু সাক্ষাৎকৃত এবাভূদিতি বর্ণয়ন্ বিশিনষ্টি—উপেত্যেতি। সুন্দরীভির্যুবতিশ্রেণীভিঃ হর্ম্ম্যাবলীমুপেত্যারুহ্য পথি মার্গ এব নটদপাঙ্গভঙ্গীশতৈঃ কটাক্ষমালাভিরভ্যর্চ্চিতং পূজিতং। আভিরিতি কথেস্তৎসাক্ষাৎকারো ব্যজ্যতে। তচ্ছতৈঃ কীদৃশৈরিত্যাহ—স্মিতেতি। মন্দহাসবত্তিরিতার্থঃ, স্বয়ঞ্চ তাঃ সচ্চকারেতি বর্ণয়ন্ বিশিনষ্টি। তাসাং স্তনা বিচিত্র-কঞ্চুকী-ভূষিতত্বাৎ স্তবকা গুচ্ছা ইবেতি স্তনস্তবকাস্তেষু সঞ্চরন্নয়নয়োশ্চঞ্চরীকয়োর্ভৃঙ্গয়োরিবাঞ্চলপ্রান্তভাগো যস্য সঃ (লুপ্তোপমেয়ং ন চ রূপকং) নয়নাঞ্চলসঞ্চারস্য তত্বাধকত্বাৎ ॥১৩॥

দর্শনার্থ অট্টালিকোপরি আরূঢ় ব্রজযুবতিগণ ঈষৎহাস্যযুক্ত কটাক্ষভঙ্গীপরম্পরায় যাঁহার পূজা করিতেছেন এবং যাঁহার নয়নভৃঙ্গ সেই ব্রজযুবতীদিগের স্তনস্তবকে সঞ্চারিত হইতেছে, বনপ্রত্যাগত ব্রজে-বিজয়শীল সেই কেশবকে ভজনা করি ॥৩১॥

গোপীর ও কৃষ্ণের পরস্পরের শোভা পরস্পরের আনন্দবর্দ্ধক, তাহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রতিপাদন করিলেন। গোপী এবং কৃষ্ণ পরস্পর পাচ

আসিয়া উপস্থিত হইলে ইহার একমাত্র সমাধান বা মীমাংসা এই যে—গোপীদর্শনে কৃষ্ণের উল্লাস হইলে, তাহাতে তাঁহার অধিকতর মাধুর্য্য প্রকাশিত হয়, তখন কৃষ্ণের উল্লাস দর্শনে গোপীরও আনন্দ হয়, এইরূপে পরস্পরের নিঃসীম ভাব আনন্দসিন্ধু উচ্ছলিত হইয়া থাকে।

১। গোপিকার সুখ…পর্য্যাবসান—কৃষ্ণসুখে গোপিকাসুখের পর্য্যবসান (পরিসমাপ্তি)। ২। এই মত…নাহি মুড়ি—এইরূপে অন্য অন্যের অর্থাৎ গোপীশোভা এবং কৃষ্ণশোভা এ দু'য়ের বৃদ্ধিই হইতে থাকে, তখন পরস্পর শোভাদ্বয়ের হুড়াহুড়ি (ঠেলাঠেলী) হইতে থাকে। ৩। মুখ নাহি মুড়ি—কেহ মুখ মুদ্রিত করে না, অর্থাৎ কেহই পরাভূত হয় না। ৪। তাঁর—কৃষ্ণের। ৫। অতএব সুখ…পোষে—কৃষ্ণসুখানুভবে গোপীদিগের যে সুখ হয়, তাহার অনুভবে কৃষ্ণের সুখ পরিপুষ্ট হয়, অর্থাৎ গোপীসুখই কৃষ্ণসুখের পোষণকর্ত্তা। ৬। এই হেতু…দোষে—এই নিমিত্ত গোপীপ্রেমে কাম নাই, কেন না আত্মসুখই কামের তাৎপর্য্য। ৭। আর এক…চিহ্ন—গোপীপ্রেম যে সর্ব্বথা কামসম্বন্ধরহিত, তাহার এমন একটী স্বতঃসিদ্ধ চিহ্ন আছে। ৮। গোপীপ্রেম…সন্তুষ্ট—গোপীপ্রেম কৃষ্ণমাধুর্য্যকে পুষ্ট করে, তাহাতে কৃষ্ণমাধুর্য্য সন্তুষ্ট হইয়া গোপীগণের প্রেমের বৃদ্ধি সম্পাদন করেন। ৯। প্রীতি…সম্বন্ধ—প্রীতি, রতি বা প্রেম ইহাদের বিষয় শ্রীকৃষ্ণ, এবং আশ্রয় গোপীগণ। যেস্থানে রতি-বিষয়ক আনন্দে আশ্রয়ের আনন্দ হয়, তাহা (অর্থাৎ সেই স্থানে) নিজসুখ-বাঞ্ছার লেশ ও নাই। ১০। নিরুপাধি…আশ্রয়ের প্রীতি—যেস্থানে নিরুপাধি প্রেম থাকে, তথায় এই অসাধারণ রীতি যে, প্রীতিবিষয়ক সুখে আশ্রয়ের প্রীতি অর্থাৎ সুখ হয়।

১। নিজ প্রেমানন্দে কৃষ্ণ-সেবানন্দ বাধে ;
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে ;

তথাহি **ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ** পশ্চিম বিভাগে প্রীতিভক্তিলহর্য্যাং ত্রয়োবিংশ শ্লোকে শ্রীরূপ গোস্বামি-বাক্যং—

অঙ্গস্তম্ভারম্ভমত্তুঙ্গয়ন্তং,
প্রেমানন্দং দারুকো নাভ্যনন্দৎ।
কংসারাতেবীজনে যেন সাক্ষা-
দক্ষোদীয়ানন্তরায়ো ব্যধায়ি ॥৩২॥

তথাহি **তত্রৈব** দক্ষিণবিভাগে সাত্ত্বিকভাবলহর্য্যাং ঊনত্রিংশশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামি-বাক্যং—

গোবিন্দপ্রেক্ষণাক্ষেপি বাষ্পপূরাভিবর্ষিণং।
উচ্চৈরনিন্দদানন্দমরবিন্দবিলোচনা ॥৩৩॥

২। আর শুদ্ধ-ভক্ত কৃষ্ণপ্রেমসেবা-বিনে ;
৩। স্বসুখার্থ সালোক্যাদি না করে গ্রহণে।

তথাহি **শ্রীমদ্ভাগবতে** তৃতীয়স্কন্ধে ঊনত্রিংশাধ্যায়ে দেবহূতিং প্রতি কপিলদেব বাক্যং—

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ, ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে,
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ॥

অঙ্গস্তম্ভেতি। প্রেমানন্দং স্তম্ভারম্ভমুত্তুঙ্গয়ন্তং সন্তং নাভ্যানন্দদিত্যন্বয়ঃ। অয়মর্থঃ—প্রেমা তাবৎ দ্বিধা বিশেষণ-ভাক্ স্তম্ভাদিনা আনুকূল্যেচ্ছয়া চ। তত্র দাসানামানুকূল্যেচ্ছেবাতিশয্যা সেবারূপ-স্বপুরুষার্থ-সম্পাদকত্বাৎ, স্তম্ভাদিকস্তদ্দ্বয়মেব তদ্বিঘাতত্বাৎ, তস্মাৎ স্তম্ভকরত্বাংশেনৈব তং নাভ্যনন্দৎ কিন্ত্বানুকূল্যকরত্বেনৈবাভ্যানন্দদিতি। 'সবিশেষণে হি বিধিনিষেধৌ বিশেষণপদমুপসংক্রামত' ইতি ন্যায়েন। আরম্ভ আটোপঃ। অঙ্গস্তম্ভাসঙ্গমিতি বা পাঠঃ ॥ ৩২ ॥

গোবিন্দেতি। অরবিন্দবিলোচনা শ্রীরাধা গোবিন্দস্য, দর্শনমাক্ষেপ্তুং শীলং যস্য তস্য বাষ্পপূরস্য, অভিবর্ষিণং প্রেমানন্দমুচ্চৈরতিশয়েন অনিন্দৎ নিনিন্দ ॥ ৩৩ ॥

মদিতি। অথ যস্যা এবোৎকর্ষজ্ঞানার্থমেতে ভক্তিভেদা নিরূপিতাঃ সা ভক্তিমাত্রকত্বান্নিষ্কামা নির্গুণা কেবলা স্বরূপ-সিদ্ধা নিরূপ্যতে। ইয়মেবাকিঞ্চনাখ্যাখ্যত্বেন সর্ব্বোত্তমভিহিতা তামাহ—'মদ্‌গুণশ্রুতি মাত্রেণ' ন তু তত্রোদ্দেশ্যান্তরসিদ্ধ্যভি-প্রায়েণ প্রাকৃতগুণময়করণানাং সর্ব্বেষাং গুহাকরণাগোচরপদবী তস্যাং শেতে গুহ্যতয়া নিশ্চলতয়া চ তিষ্ঠতি ময়ি অবিচ্ছিন্না

অঙ্গে স্তম্ভাখ্য সাত্ত্বিক ভাবের অতিশয় প্রবর্দ্ধক প্রেমানন্দকে কৃষ্ণ-সারথি দারুক অভিনন্দন করেন নাই। যেহেতু সে প্রেমানন্দ শ্রীকৃষ্ণের চামর-বীজনে গুরুতর বিঘ্ন বিধান করিয়াছিল ॥ ৩২ ॥

শ্রীরাধিকা কৃষ্ণদর্শনের প্রতিবন্ধি বাষ্পপূরবর্ষুক প্রেমানন্দকে অতিশয় নিন্দা করিয়াছিলেন ॥ ৩৩ ॥

সমুদ্রে গঙ্গাজলের গতির ন্যায় সকল ইন্দ্রিয়ের অগোচরপদবীতে অবস্থিত আমাতে অনিবার্য্য মনোগতিই সেই নির্গুণ

আসক্তিপূর্ব্বক পরস্পরকে অবলোকন করিতেছেন ॥ ৩১ ॥

অন্তরে প্রেমানন্দ উচ্ছলিত হইলে শরীরে স্তম্ভাদি অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব প্রকাশ পায়, তন্মধ্যে যাহা জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ব্যাপার রোধ করিয়া শরীরকে নিশ্চেষ্ট করে, তাহাকে স্তম্ভ বলে। তাদৃশ স্তম্ভারম্ভক প্রেমানন্দকে দারুক অভিনন্দন করেন নাই ; যেহেতু শরীরে স্তম্ভ হইলে, চামর-ব্যজন সেবায় ব্যাঘাত হয়। এতাদৃশ দুর্লভ প্রেমানন্দকেও অভিনন্দন না করার হেতু—ভক্তের সেবাই পুরুষার্থ। বস্তুতঃ স্তম্ভাংশে প্রেমানন্দকে অভিনন্দন করেন নাই, কিন্তু আনন্দাংশে অভিনন্দন আছে ॥ ৩২ ॥

হর্ষাদি-জনিত নেত্রে জলের উদ্গমকে অশ্রু বলে। সেই অশ্রু-নামক সাত্ত্বিক ভাবের আরম্ভক প্রেমানন্দ কৃষ্ণদর্শনের ব্যাঘাতক বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। এই স্থানেও অশ্রু-অংশে নিন্দা, নতুবা প্রেমানন্দ সেবা ও দর্শনের ব্যাঘাতক নয়, কিন্তু তজ্জনিত স্তম্ভাদি ॥ ৩৩ ॥

১। নিজ প্রেমানন্দে···মহাক্রোধে—নিজের প্রেমানন্দ যদি সেবানন্দের বাধা জন্মায়, তাহা হইলে সেই কৃষ্ণ-সেবার বিঘ্নকারক প্রেমানন্দের প্রতি ভক্তের মহা ক্রোধ হয়। 'কৃষ্ণের সুখসম্পাদক সেবার ব্যাঘাতকারী আমার প্রেমানন্দ'—এই বোধে নিজের প্রেমানন্দের প্রতিও ক্রোধ জন্মে। নিরুপাধি প্রেমের এই স্বভাব—বিষয়ানন্দে আশ্রয়ানন্দ। ২। আর—অর্থাৎ ভক্ত যে সেবার বিরোধে কিছুই গ্রহণ করেন না, এ বিষয়ে আরও বলি। ৩। স্বসুখার্থ···গ্রহণে—ভক্ত নিজ সুখের নিমিত্ত সালোক্যাদি দিলেও গ্রহণ করেন না। ইহাতে ইহাই প্রতিপাদিত হইল যে, ভগবৎসেবার আনুকূল্যে হইলে সালোক্যাদিও গ্রহণ করিয়া থাকেন। সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য এবং একত্ব—সালোক্যাদি শব্দে এই পঞ্চবিধ

লক্ষণং ভক্তিযোগস্য, নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতং।
অহৈতুক্যব্যবহিতা, যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥৩৪॥
সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্লন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥৩৫॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ে দুর্ব্বাসসং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং—

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ং।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎকালবিপ্লুতং॥

১। কামগন্ধ-হীন, স্বাভাবিক গোপী-প্রেম;
নির্ম্মল, উজ্জ্বল, শুদ্ধ যেন দগ্ধহেম।
কৃষ্ণের সহায়, গুরু, বান্ধব, প্রেয়সী;
গোপিকা হয়েন প্রিয়া, শিষ্যা, সখী, দাসী।

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে গোপীপ্রেমামৃতে দ্বাত্রিংশাঙ্কধৃতাদিপুরাণে শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—

সহায়া গুরবঃ শিষ্যা, ভুজিষ্যা বান্ধবাঃ স্ত্রিয়ঃ।
সত্যং বদামি তে পার্থ গোপ্যঃ কিং মে ভবন্তি ন॥৩৭

বিষয়ান্তরেণ ছেত্তুমশক্যা যা মনোগতিঃ সা। অবিচ্ছিন্নত্বে দৃষ্টান্তো যথেতি। গতিরিতি পূর্ব্বস্মাদাকৃষ্যতে ছান্দসত্বাৎ। লক্ষণং স্বরূপং। নন্থ তস্যা গুণশ্রুতেঃ কা বার্ত্তা উদ্দেশ্যান্তরাভাবেন মনোগতিত্বভাবেন চ দ্বিধাপি নির্দ্দেষ্টুমশক্যাত্তত্রাহ। অহৈতুকী ফলানুসন্ধানরহিতা। অব্যবহিতা স্বরূপসিদ্ধত্বেন সাক্ষাদ্রূপা, ন তু আরোপাদিসিদ্ধত্বেন ব্যবধানাত্মিকা, তাদৃশী যা ভক্তিঃ শ্রোত্রাদিনা সেবনমাত্রং সা চ তস্য স্বরূপমিত্যর্থঃ। মাত্রপদেন অবিচ্ছিন্না, ইত্যনেন চ মনোগতেরহৈতুকীত্যাদি সিদ্ধেঃ পৃথগ্‌-যোজনার্থত্বাৎ। সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গীত্যাদিষু নির্গুণোমদপাশ্রয় ইত্যাদিভিস্তদাশ্রয়াদানাং নির্গুণত্বস্থাপনাৎ। 'মাং ভজন্তি গুণাঃ সর্ব্বে, নির্গুণং নিরপেক্ষকং। সুহৃদং প্রিয়মাত্মানং, সাম্য সঙ্গাদয়োঽগুণা' ইত্যত্র তদ্গুণানামপ্যপ্রাকৃতত্বশ্রবণাৎ॥ ৩৪॥

সালোক্যেতি। অহৈতুকীত্বমেব বিশেষতোদর্শয়তি—সালোক্যেতি। জনা মদীয়াঃ। সালোক্যাদিকমপি। উত অপি। দীয়মানমপি ন গৃহ্নন্তি মৎসেবনং বিনেতি। গৃহ্নন্তি চেত্তর্হি মৎসেবনার্থমেব গৃহ্নন্তি ন তু তদর্থমেবেত্যর্থঃ। সার্ষ্টিং সমানৈশ্বর্য্যং, একত্বং ভগবৎসাযুজ্যং ব্রহ্মসাযুজ্যঞ্চ। অনয়োস্তল্লীলাত্মকেন তৎসেবনার্থত্বাভাবাদ্ গ্রহণাদাবপ্যুক্তত্বমেবেতি॥৩৫॥

মৎসেবয়েতি। তে ভক্তা মৎসেবয়া প্রতীতং প্রাপ্তমপি সালোক্যাদি চতুষ্টয়ং নেচ্ছন্তি। কুতঃ মৎসেবয়া পূর্ণাঃ। অন্যৎ কালবিপ্লুতং কালবিধ্বস্তং কুতো গৃহ্নন্তি॥ ৩৬॥

সহায়া ইতি। হে পার্থ! তে তুভ্যমহং সত্যং বদামি গোপ্যঃ মে কিং ন ভবন্তি! যতঃ সহায়া গুরবঃ শিষ্যা

ভক্তিযোগের লক্ষণ, যে ভক্তি ফলানুসন্ধানরহিত এবং সাক্ষাৎ-স্বরূপা॥ ৩৪॥

আমার সেবা ব্যতিরেকে শুদ্ধ ভক্তগণ সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য, এবং একত্ব—এই পঞ্চবিধ মুক্তি প্রদান করিলেও, গ্রহণ করেন না। ৩৫॥

আমার সেবায় পরিপূর্ণ ভক্তগণ যখন সালোক্যাদি মুক্তি-চতুষ্টয় সম্মুখে উপস্থিত হইলেও ইচ্ছা করে না, তখন কাল কবলগ্রস্ত অন্য স্বর্গাদি গ্রহণ করিবেন কেন?॥ ৩৬॥

ভক্তগণ আমার সেবা ব্যতিরেকে কিছুই গ্রহণ করেন না, যদি গ্রহণ করেন তবে আমার সেবার নিমিত্তই। সালোক্য—ভগবানের সমান লোকে বাস। সার্ষ্টি—তাঁহার সমান ঐশ্বর্য্য। সামীপ্য—তাঁহার নিকটে অবস্থিতি। সারূপ্য—তাঁহার সমান রূপ। একত্ব—সাযুজ্য; ভগবৎ-সাযুজ্য এবং ব্রহ্মসাযুজ্য ভেদে সাযুজ্য দ্বিবিধ। ৩৫।

এই শ্লোকে শুদ্ধ ভক্তেরা ভগবৎসেবা ব্যতিরেকে কিছুই প্রার্থনা করেন না, ইহাই প্রমাণ করিলেন। ৩৬।

মুক্তি। তন্মধ্যে ভক্ত কখন একত্ব গ্রহণ করেন না, কারণ তাহাতে সেব্য-সেবক ভাব বিলুপ্ত হইয়া যায়।

১। কামগন্ধহীন---ধাসী—গোপীপ্রেম কামসম্বন্ধরহিত এবং স্বাভাবিক (স্বতঃসিদ্ধ)। নির্ম্মল—আবিলতাশূন্য; উজ্জ্বল—চাকচিক্যযুক্ত; শুদ্ধ—অপ্রাকৃত; দগ্ধহেম—দাহোত্তীর্ণ সুবর্ণ; অতএব গোপিকা কৃষ্ণের সহায় (অশক্যকার্য্য সম্পাদক); গুরু—হিতোপদেষ্টা। বান্ধব—জ্ঞাতি; প্রেয়সী—প্রিয়তমা অর্থাৎ সুখসম্পাদিকা; প্রিয়া—প্রীতির বিষয়; শিষ্যা—[illegible]; সখী—হিতানুশংসিনী দাসী;—সেবিকা।
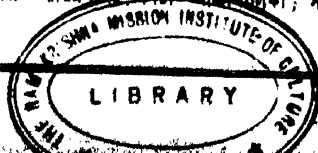
১। গোপিকা জানেন কৃষ্ণের মনের বাঞ্ছিত,
প্রেম-সেবা-পরিপাটী, ইষ্ট-সমীহিত।

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে গোপী-প্রেমামৃতে পঞ্চত্রিংশাঙ্কধৃতাদিপুরাণে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—

মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্য্যাং মচ্ছ্রদ্ধাং মন্মনোগতং।
জানন্তি গোপিকাঃ পার্থ নান্যে জানন্তি তত্ত্বতঃ ॥৩৮

২। সেই গোপীগণ মধ্যে উত্তমা রাধিকা ;
রূপে, গুণে, সৌভাগ্যে, প্রেমে সর্ব্বাধিকা।

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে ভক্তামৃতে একচত্বারিংশাঙ্কধৃতপদ্মপুরাণং—

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যা কুণ্ডং প্রিয়ন্তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা, বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥৩৯॥

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে গোপী-প্রেমামৃতে ত্রয়শ্চত্বারিংশাঙ্ক-ধৃতাদিপুরাণে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—

ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা, যত্র বৃন্দাবনং পুরী।
তত্রাপি গোপিকাঃ পার্থ যত্র রাধাভিধা মম ॥৪০

৩। রাধাসহ ক্রীড়া রসবৃদ্ধির কারণ ;
আর সব গোপীগণ রসোপকরণ।

ভুজিষ্যাঃ দাস্যঃ বান্ধবাঃ স্ত্রিয়ঃ প্রেয়স্যশ্চ ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

মন্মাহাত্ম্যমিতি। হে পার্থ! মম মাহাত্ম্যং মম সপর্য্যাং সেবাং মাং প্রতি শ্রদ্ধাং দৃঢ়বিশ্বাসং মম মনোগতভাবঞ্চ তত্ত্বতঃ স্বরূপতোগোপিকা জানন্তি। অন্যে কেঽপি ন জানন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

যথেতি। বিষ্ণোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য, রাধা যথা প্রিয়া, তস্যা রাধায়া অরিষ্টাখ্যং কুণ্ডঞ্চ তথা প্রিয়ং। ন তু সাধারণপ্রিয়েত্যাহ। সর্ব্বাসু গোপীষ্বপি মধ্যে একা মুখ্যা সৈব রাধিকৈব বিষ্ণোঃ অত্যন্তবল্লভা অসমোর্দ্ধপ্রীতিপাত্রমিত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

ত্রৈলোক্য ইতি। হে পার্থ! ত্রৈলোক্যে ত্রিষু লোকেষু মধ্যে পৃথিব্যেব ধন্যা। কুত ইত্যাহ—যত্র পৃথিব্যাং বৃন্দাবনং নাম পুরী বিরাজতে। তত্রাপি বৃন্দাবনেঽপি বৃন্দাবনবাসিষ্বপি মধ্যে গোপিকা ধন্যাঃ। কুতো গোপ্যো ধন্যা ইত্যাশঙ্ক্যাহ—যত্র যাসু গোপীষু রাধাভিধা রাধানাম্নী মমবল্লভা গোপী বর্ত্ততে। এতেন রাধয়া গোপীনাং তাভি-র্ব্রজবাসিনাং তৈঃ পৃথিব্যাঃ তথা চ ত্রৈলোক্যস্য ধন্যত্বমিতি ধ্বনিতং। ৪০ ॥

হে অর্জ্জুন! আমি তোমাকে সত্যই বলিতেছি, গোপীগণ যে আমার কি নয়, তাহা বলিতে পারি না ; যেহেতু গোপী আমার সহায়, গুরু, শিষ্যা, দাসী, জ্ঞাতি এবং প্রেয়সী ॥ ৩৭ ॥

হে কুন্তীনন্দন! আমার মাহাত্ম্য, সেবাপরিপাটী, শ্রদ্ধা এবং মনোগত ভাব যথার্থরূপে গোপিকাই অবগত আছেন, আর কেহই জানে না ॥ ৩৮ ॥

শ্রীরাধিকা যেরূপ কৃষ্ণের প্রিয়া, তাঁহার রাধাকুণ্ডও তাদৃশ প্রিয়, সমস্ত গোপীর মধ্যে মুখ্যা শ্রীরাধিকাই শ্রীকৃষ্ণের অতিশয়বল্লভা ॥ ৩৯ ॥

হে পাণ্ডুনন্দন! ত্রিলোকী মধ্যে পৃথিবীই ধন্যা, যাহাতে বৃন্দাবননগরী বিরাজিতা, তন্মধ্যে আবার গোপীগণ ধন্যা যেহেতু তন্মধ্যে আমার অত্যন্তবল্লভা রাধিকা বিরাজমানা। ৪০ ॥

১। বাঞ্ছিত—অভিলষিত। ইষ্ট-সমীহিত—অভীষ্ট চেষ্টা। ২। সর্ব্বাধিকা—সর্ব্ব গোপীর মধ্যে প্রধান।

৩। রাধাসহ- - -রসোপকরণ—শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধিকার সহিত ক্রীড়ারসের বৃদ্ধি নিমিত্ত অন্যান্য গোপী সেই রসের উপকরণ (সহকারী কারণ)। ইহার তাৎপর্য্য এই যে—অন্য গোপীগণ ব্যতিরেকে রসের পুষ্টি হয় না। ভরত মুনি বলিয়াছেন—

বহু বার্য্যতে যতঃ খলু যত্র প্রচ্ছন্নকামুকত্বঞ্চ। যাচমিথো দুর্লভতা সা পরমা মন্মথস্য রতিঃ ॥

নায়ক এবং নায়িকার যাহা হইতে বহুত্ব নিবারিত হয়, যাহাতে প্রচ্ছন্নকামুকত্ব থাকে এবং যাহা পরস্পর দুর্লভ মন্মথের সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, সেই রতিই শ্রেষ্ঠা। বহুকান্তা ব্যতীত বহুধারণ, প্রচ্ছন্নকামুকতা এবং পরস্পর দুর্লভতা সম্ভবে না।

স্বপক্ষ, সুহৃৎপক্ষ, তটস্থপক্ষ এবং বিপক্ষভেদে গোপীগণ চতুর্ব্বিধ। যাহাদিগের আপন হইতে শ্রীরাধিকাতে প্রেমাতিশয়, যাঁহারা শ্রীরাধিকাসুখেই স্বীয় সুখ মানেন এবং সম্পূর্ণরূপে তাঁহার অনিষ্টের বাধা দানও ইষ্ট সম্পাদন করেন এবং যাহাদিগের সমীরতাময় রাধাসরূপ ভাব, তাহারাই স্বপক্ষ। যৎকিঞ্চিৎ ইষ্টসাধক এবং অনিষ্টবাধককে সুহৃৎপক্ষ বলে। বিপক্ষের সুহৃৎপক্ষ ; তটস্থপক্ষ এবং পরস্পরদ্বেষী, ইষ্টনাশক এবং

১। কৃষ্ণের বল্লভা রাধা—কৃষ্ণপ্রাণ-ধন ;
তাঁহা বিনা সুখ-হেতু নহে গোপীগণ।

তথাহি শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দে তৃতীয়সর্গে প্রথম-শ্লোকে শ্রীজয়দেববাক্যং—

কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাং।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ ॥২১॥

সেই রাধার ভাব লঞা চৈতন্যাবতার ;
যুগধর্ম্ম নামপ্রেম কৈল পরচার।
সেইভাবে নিজবাঞ্ছা করিল পূরণ ;
অবতারের সেই বাঞ্ছা মূলকারণ ;
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-গোসাঞী ব্রজেন্দ্রকুমার,
২। রসময়মূর্ত্তি কৃষ্ণ—সাক্ষাৎশৃঙ্গার ;
৩। সেই রস আস্বাদিতে কৈল অবতার ;
৪। আনুসঙ্গে কৈল সব রসের প্রচার।

তথাহি শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দে প্রথমসর্গে একাদশ-শ্লোকে শ্রীজয়দেববাক্যং—

বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর-
শ্রেণীশ্যামলকোমলৈরুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবং।

কংসারিরিতি। যথা সা তস্মিন্নুৎকণ্ঠিতা তথা কংসারিরপি রাধাং, আ সম্যক্প্রকারেণ, ধৃত্বা ব্রজসুন্দরীস্তত্যাজ হৃদয়ে তদ্ধারণপূর্ব্বকশারদীয়রাসান্তবিস্ফূর্ত্ত্যা চলিত ইত্যর্থঃ। কীদৃশীং—পূর্ব্বানুভূতস্মৃত্যাপস্থাপিতবিষয়স্পৃহা বাসনা সম্যক্ সারভূতায়াঃ প্রাক্নিশ্চিতায়া বাসনায়া বন্ধনায় স্থূণালিখনন্যায়েন দৃঢ়ীকরণায় শৃঙ্খলাং নিগড়রূপাং পরমাশ্রয়ামিত্যর্থঃ। যথা কশ্চিদ্বিবেকী পুরুষঃ তারতম্যেন সারবস্তুনিশ্চয়াৎ তদেকনিষ্ঠস্তদন্যৎ সর্ব্বং ত্যজতি তথায়মপি তাস্তত্যাজ ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥৪১॥

বিশ্বেষামিতি। হে সখি! মধৌ বসন্তে মুগ্ধো হরিঃ ক্রীড়তি। কিং কুর্ব্বন্—বিশ্বেষাং সর্ব্বগোপীগণানামনুরঞ্জনেন তেষাং স্বস্ববাঞ্ছাতিরিক্তরসদানাৎ প্রীণনেনানন্দং জনয়ন্ পুনঃ পুনঃ কুর্ব্বন্ ; অঙ্গৈরনঙ্গোৎসবমাধিক্যেন প্রাপয়ন্। কীদৃশৈঃ—নীলকমলশ্রেণীতোঽপি শ্যামলকোমলৈঃ ; ইন্দীবরশব্দেন শীতলত্বং শ্রেণীপদেন নবনবায়মানত্বং শ্যামলপদেন সুন্দরত্বং কোমল-শব্দেন সুকুমারত্বঞ্চ সূচিতং। ননু দ্বিকোটিস্থোঽয়ং রসঃ নায়কস্যানুরাগে সত্যপি নায়িকানুরাগমন্তরেণ কথং তদুদয়ঃ স্যাদত আহ—ব্রজসুন্দরীভিরালিঙ্গিতঃ আলিঙ্গনানুরঞ্জনেনানুরঞ্জিত ইত্যর্থঃ। এতেনান্যোন্যানুরঞ্জনমাত্র তাৎপর্য্যকতয়া প্রেমপরি-পাকোদ্গতপূর্ণরসাবির্ভাবেন প্রাকৃতরসস্তিরস্কৃত ইতি সূচিতং। তর্হি সঙ্কোচাপত্তিঃ স্যাৎ—নৈবং বাচ্যং, স্বচ্ছন্দং যথাস্যাত্তথা কালদেশক্রিয়াণামসঙ্কোচাদিত্যর্থঃ। তথাপি তস্য সর্ব্বাঙ্গতা ন স্যাৎ। অভিতঃ সর্ব্বৈরঙ্গৈরিত্যর্থঃ। তথাপ্যঙ্গানাং

শ্রীকৃষ্ণ সম্যক্ সারভূত রাসলীলা-বাসনার বন্ধনার্থ শৃঙ্খলারূপিণী শ্রীরাধাকে হৃদয়ে ধারণ করতঃ অন্য ব্রজসুন্দরীগণকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিয়াছিলেন ॥ ৪১ ॥

হে সখি! সর্ব্ববিধ গোপীগণের বাঞ্ছাতিরিক্ত রসদানে প্রীতি এবং ইন্দীবরশ্রেণী হইতেও শ্যামল ও কোমল অঙ্গদ্বারা অনঙ্গোৎসব সম্পাদন করতঃ, অসঙ্কোচ ব্রজসুন্দরীদিগের সর্ব্বাঙ্গদ্বারা প্রতি অঙ্গে আলিঙ্গিত হইয়া, বসন্তে মুগ্ধ শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়া করায়, বোধ হইতেছে যেন শৃঙ্গার-রস মূর্ত্তিধারণ করতঃ কৃষ্ণরূপে ক্রীড়া করিতেছেন ॥ ৪২ ॥

রাধাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া কৃষ্ণ গোপীগণকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহাতে 'রাধা বিনা সুখহেতু অন্য গোপী নয়'—ইহাই প্রমাণিত করিলেন। ৪১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গাররস-স্বরূপ, তাহাই এই শ্লোক দ্বারা সমর্থন করিলেন। ৪২ ॥

অনিষ্টকারক বিপক্ষ ; এ বিপক্ষের তটস্থতাময় ভাব ; এই হেতু পরস্পর বিপক্ষ ভাব। এই নানা ভাববিশিষ্ট গোপী ব্যতীত ক্রীড়ারসের পুষ্টি হয় না। স্বপক্ষ মিলনের সাহায্য করে, বিপক্ষ প্রতিবন্ধতা করে, সুহৃৎপক্ষ অনিষ্টের প্রতিবন্ধ করে এবং তটস্থপক্ষ বিপক্ষের সহিত মিলনের সাধন সাহায্য করে। এই প্রচ্ছন্ন কামুকতা দ্বারা রসের পুষ্টি হয় ; এই নিমিত্ত বলিয়াছেন—আর সব গোপীগণ রসোপকরণ।

১। কৃষ্ণের---ধন—রাধা কৃষ্ণের বল্লভা, কৃষ্ণের প্রাণ এবং সর্ব্বধন। তাঁহা বিনা—রাধা বিনা। ২। সাক্ষাৎ শৃঙ্গার—মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গার-রস। শ্রীকৃষ্ণ শৃঙ্গার-রসের অধিষ্ঠাতৃদেবতা, এই নিমিত্ত তাঁহাকে শৃঙ্গার-রস বলিলেন। শ্রীরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে শৃঙ্গাররসের বর্ণ শ্যাম এবং অধিষ্ঠাতৃদেবতা নন্দনন্দন উক্ত হইয়াছে। অধিষ্ঠাতৃদেবতা ও অধিষ্ঠানে কোন রূপ ভেদ নাই, যেমন হ্লাদিনীশক্তির অধিষ্ঠাতৃদেবতা শ্রীরাধা। ৩। সেই রস—শৃঙ্গার-রস। ৪। সব রসের প্রচার—বীরকরুণাদিরসের প্রচার।

স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ,
শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিব মধৌ মুগ্ধোহরিঃ
ক্রীড়তি ॥৪২॥

১। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-গোসাঞী রসের সদন,
২। অশেষ বিশেষে কৈল রস আস্বাদন।
৩। সেইদ্বারে প্রবর্ত্তাইল কলিযুগধর্ম্ম ;
চৈতন্যের দাসে জানে এই সব মর্ম্ম।
৪। অদ্বৈত-আচার্য্য, নিত্যানন্দ, শ্রীনিবাস,
গদাধর, দামোদর, মুরারি, হরিদাস ;
আর যত চৈতন্য-কৃষ্ণের ভক্তগণ,
ভক্তিভাবে শিরে ধরি সবার চরণ।
ষষ্ঠ শ্লোকের অর্থ কহিল আভাস ;
মূল শ্লোকের অর্থ শুন করিয়ে প্রকাশ।

তথাহি শ্রীরূপগোস্বামিকড়চোদ্ধৃত-শ্লোকঃ—
শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশোবানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥*

৫। এ সব সিদ্ধান্ত গূঢ়—কহিতে না যুয়ায় ;
না কহিলে কেহ ইহার অন্ত নাহি পায়।
৬। অতএব কহি কিছু করিয়া নিগূঢ় ;
বুঝিবে রসিক ভক্ত—না বুঝিবে মূঢ়।
হৃদয়ে ধরয়ে যে চৈতন্য-নিত্যানন্দ ;
এ সব সিদ্ধান্তে সে-ই পাইবে আনন্দ।
৭। এ সব সিদ্ধান্ত-রস আম্রের পল্লব ;
৮। ভক্তগণ-কোকিলের সর্ব্বদা বল্লভ।
৯। অভক্ত-উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ ;
তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ বিশেষ।
যে লাগি কহিতে ভয় সে যদি না জানে,
ইহা বই কিবা সুখ আছে ত্রিভুবনে ?
অতএব ভক্তগণে করি নমস্কার ;
নিঃশঙ্কে কহিয়ে সব হউক চমৎকার।
কৃষ্ণের বিচার এক আছয়ে অন্তরে—
১০। "পূর্ণানন্দ পূর্ণরসরূপ কহে মোরে।
আমা হৈতে আনন্দিত হয় ত্রিভুবন ;
আমাকে আনন্দ দিবে, ঐছে কোন্ জন ?
আমা হৈতে যার হয় শত শত গুণ ;
সেই জন আহ্লাদিতে পারে মোর মন।
আমা হৈতে গুণী বড় জগতে অসম্ভব ;
১১। একেলা রাধিকা তাহাঁ—করি অনুভব।
১২। কোটিকাম-জিনি রূপ যদ্যপি আমার ;
অসমোর্দ্ধমাধুর্য্য—সমতা নাহি যার।

দিঙ্মাত্রতা স্যাৎ ন প্রত্যঙ্গমিতি একৈকাঙ্গস্য যথোচিত ক্রিয়ায়ামিত্যর্থঃ। নম্বেকেনানেকেষাং সমাধানং কথং স্যাত্তত্রাহ— শৃঙ্গাররসোমূর্ত্তিমানিত্যহমুৎপ্রেক্ষে, যতঃ সোঽপ্যেক এব বিশ্বমপুরঞ্জয়ন্নানন্দয়তীতি ॥ ৪২ ॥

* ৫ পৃষ্ঠায় দেখুন।

১। রসের সদন—বিবিধ রসের আশ্রয়। ২। অশেষ বিশেষে—বিবিধ প্রকারে। ৩। সেই দ্বারে—রসাস্বাদনদ্বারা। ৪। শ্রীনিবাস—শ্রীবাসপণ্ডিত। ৫। না যুয়ায়—উচিত হয় না। ৬। নিগূঢ়—আচ্ছাদিত। ৭। আম্রের পল্লব—আম্রের মুকুল। যদিও পল্লব বলিতে নূতন পত্র বুঝায়, তথাপি মুকুলের কোমলতা প্রতিপাদনার্থ পল্লবশব্দ প্রয়োগ হইয়াছে। লক্ষণাদ্বারা পল্লবশব্দে মুকুল। ৮। বল্লভ—প্রিয়।

৯। অভক্ত-উষ্ট্রের…বিশেষ—যদি অভক্ত-উষ্ট্রের ইহাতে প্রবেশ না হয় (অর্থাৎ তাহারা যদি বুঝিতে না পারে), তাহা হইলে আমার বিশেষ আনন্দ হয়। উষ্ট্র যেমন কোমল তৃণাদি উপেক্ষা করিয়া যাহাতে মুখ ক্ষত বিক্ষত হইয়া যায়, সেই কণ্টকচর্ব্বণ সুখকর বোধ করে ; অভক্তও তদ্রূপ ভক্তিরস উপেক্ষা করিয়া, দুঃখময় সাংসারিক কষ্টকে সুখ বোধ করে, সুতরাং তাহাদিগের উপেক্ষাই ভাল। সেই জন্য অভক্তকে উষ্ট্র বলিয়াছেন।

১০। পূর্ণ রসরূপ—পূর্ণস্বরূপ। এইখান হইতে ৭৪ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় স্তম্ভের ৫ম সূত্রের 'তিন সুখ আস্বাদিতে হয় অবতীর্ণ' এই পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের স্বগত বিচার। ১১। একেলা—একমাত্র।

১২। কোটীকাম…নাহি যায়—আমার রূপ তো বরং কোটিকামবিজয়ী ; কিন্তু যাহার সমান বা উর্দ্ধ-অধিক নাই, এমন মাধুর্য্য যাহার সেই

মোর রূপে আপ্যায়িত করে ত্রিভুবন ;
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন।
মোর গীত-বংশীস্বরে আকর্ষে ভুবন ;
রাধার বচনে হরে আমার শ্রবণ।
যদ্যপি আমার গন্ধে জগৎ সুগন্ধ ;
মোর চিত্তপ্রাণ হরে রাধা-অঙ্গগন্ধ।
যদ্যপি আমার রসে জগৎ সরস ;
রাধার অধর-রসে আমা করে বশ।
যদ্যপি আমার স্পর্শ কোটীন্দুশীতল ;
রাধিকার স্পর্শে আমা করে সুশীতল।
এইমত জগতের সুখে আমি হেতু ;
১। রাধিকার রূপগুণ আমার জীবাতু।
২। এইমত অনুভব আমার প্রতীত ;
বিচারি দেখিয়ে যদি—সব বিপরীত।
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় নয়ন ;
আমার দর্শনে রাধা সুখে অগেয়ান।
৩। পরস্পর বেণুগীতে হরয়ে চেতন ,
মোর ভ্রমে তমালেরে করে আলিঙ্গন।
'কৃষ্ণ-আলিঙ্গন পাইনু জনম সফলে'—
এই সুখে মগ্ন রহে বৃক্ষ করি কোলে।
অনুকূল বাতে যদি পায় মোর গন্ধ,
উড়িয়া পড়িতে চাহে, প্রেমে হয়ে অন্ধ।
তাম্বুলচর্চ্চিত যবে করে আস্বাদনে ;
আনন্দসমুদ্রে ডুবে কিছুই না জানে।
আমার সঙ্গমে রাধা পায় যে আনন্দ ;
শতমুখে বলি তবু না পাই তার অন্ত।
লীলা-অন্তে সুখে ইঁহার যে অঙ্গ-মাধুরী ;
তাহা দেখি সুখে আমি আপনা পাসরি।
৪। 'দোঁহার যে সম রস'—ভরতমুনি মানে ;
আমার ব্রজের রস সেহ নাহি জানে।
অন্যোন্য-সঙ্গমে আমি যত সুখ পাই ;
তাহা হৈতে রাধা-সুখ শত অধিকাই।

তথাহি ললিতমাধবে নবমাঙ্কে পঞ্চমশ্লোকে শ্রীরাধিকাং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—

নির্ধূতামৃতমাধুরীপরিমলঃ কল্যাণি বিম্বাধরো-
বক্ত্রং পঙ্কজসৌরভং কুহরিতশ্লাঘাভিদস্তে গিরঃ।
অঙ্গং চন্দনশীতলং তনুরিয়ং সৌন্দর্য্যসর্ব্বস্বভাক্
ত্বামাস্বাদ্যমমেদমিন্দ্রিয়কুলং রাধেমুহুর্মোদতে॥৪৩

নির্ধূতেতি। হে রাধে! মমেন্দ্রিয়কুলং ইন্দ্রিয়সমূহঃ ত্বামাস্বাদ্য মুহুর্বারংবার মোদতে হর্ষযুক্তং ভবতি। তত্র হেতুঃ—হে কল্যাণি! তে তব বিম্বাধরঃ রক্তবর্ণাধরঃ নির্ধূতৌ পরাজিতৌ অমৃতানাং মাধুরীপরিমলৌ যেন সঃ। বক্ত্রং মুখং পঙ্কজস্য সৌরভমিব সৌরভং যস্য তৎ। গিরোবাচঃ কুহরিতানাং কোকিলধ্বনীনাং শ্লাঘাভিদস্তিরস্কারিণ্যঃ। অঙ্গং অবয়বঃ চন্দনশীতলং চন্দনাদপি স্নিগ্ধঃ। ইয়ং তনু মূর্ত্তিঃ সৌন্দর্য্যাণাং সর্ব্বস্বং ভজতে যা সা॥ ৪২॥

হে কল্যাণি! তোমার বিম্বাধর অমৃতের মাধুরী ও পরিমলের পরাভবকারী, বদন পদ্ম অপেক্ষা সুগন্ধ, বাণী কোকিলের গর্ব্বহারিণী, অঙ্গ চন্দন হইতেও সুশীতল এবং এই মূর্ত্তি সৌন্দর্য্যের সর্ব্বস্ব-অপহারিণী। হে রাধে! তোমাকে আস্বাদন করিয়া, আমার ইন্দ্রিয়বর্গ আনন্দের পরাকাষ্ঠায় উপস্থিত হইয়াছে॥ ৪৩॥

রাধার সমতার সম্ভব কোথায়? অর্থাৎ আমার রূপ কোটিকামবিজয়ী বলিয়া উল্লেখ করিলে, কথঞ্চিৎ সমতার দিগ্‌দর্শন হয়; কিন্তু রাধা-মাধুর্য্যের সমতার সম্ভবই নাই।

১। জীবাতু—জীবনৌষধ অর্থাৎ জীবিত থাকিবার একমাত্র হেতু। ২। এইমত- -বিপরীত—এইমত (পূর্ব্বোক্ত বিচার); এই অনুভব আমার প্রতীতির বিষয় অর্থাৎ আমি জগতের সুখাদির হেতু, আমার সুখাদির হেতু শ্রীরাধিকা, কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে, বিপরীত বোধ হয়, আমিই রাধিকার অধিকতর সুখহেতু ইহাই অবধারিত হয়। পরে তাহাই প্রতিপন্ন করিতেছেন। ৩। পরস্পর বেণুগীত—বেণু বেড়বাঁশ; তাহাদিগের পরস্পর ঘর্ষণ ধ্বনিতে বংশীধ্বনি বোধ হয়।

তথাহি শ্রীরূপগোস্বামিনোক্তং—

রূপে কংসহরস্য লুব্ধনয়নাং
স্পর্শেঽতিহৃষ্যত্ত্বচং,
বাণ্যামুৎকলিতশ্রুতিং পরিমলে
সংহৃষ্টনাসাপুটাং।
আরজ্যদ্রসনাং কিলাধরপুটে
ন্যঞ্চন্মুখাম্ভোরুহাং,
দম্ভোদ্গীর্ণমহাধৃতিং বহিরপি
প্রোদ্যদ্বিকারাকুলাং ॥৪৪॥

১। তাতে জানি, মোতে আছে কোন এক রস;
আমার মোহিনী রাধা তাঁরে করে বশ।
আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ;
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ।
নানা যত্ন করি আমি, নারি আস্বাদিতে;
২। সে সুখমাধুর্য্যঘ্রাণে লোভ বাড়ে চিতে।
৩। রস আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার;
প্রেমরস আস্বাদিল বিবিধ প্রকার।'
রাগমার্গে ভক্ত ভক্তি করে যে প্রকারে;
তাহা শিখাইল লীলা-আচরণদ্বারে।
৪।"এই তিন তৃষ্ণা মোর নহিল পূরণ;
বিজাতীয়-ভাবে নহে তাহা আস্বাদন।
রাধিকার ভাব-কান্তি অঙ্গীকার বিনে;
সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে।
রাধাভাব অঙ্গীকরি—ধরি তাঁর বর্ণ;
তিন সুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ।"—
সর্ব্বভাবে কৈল কৃষ্ণ এই ত নিশ্চয়,
হেনকালে আইল যুগাবতার-সময়।
সেইকালে শ্রীঅদ্বৈত করে আরাধন;
৫। তাঁহার হুঙ্কারে কৈল কৃষ্ণ আকর্ষণ।
পিতামাতা গুরুগণ আগে অবতারি;
রাধিকার ভাব-বর্ণ অঙ্গীকার করি;
নবদ্বীপে শচীগর্ভ শুদ্ধদুগ্ধসিন্ধু;

রূপ ইতি। কংসহরস্য শ্রীকৃষ্ণস্য রূপে লুব্ধে নয়নে যস্যাস্তাং। স্পর্শে অঙ্গসঙ্গে হৃষ্যন্তী পুলকিতা ত্বক্ যস্যাস্তাং। বাণ্যাং রুচি উৎকলিতে উৎকণ্ঠিতে শ্রুতী কর্ণৌ যস্যাস্তাং। পরিমলে অঙ্গসৌরভে সংহৃষ্টে নাসাপুটে যস্যাস্তাং। অধরপুটে আরজ্যন্তী অনুরাগান্বিতা রসনা জিহ্বা যস্যাস্তাং। ন্যঞ্চৎ নমৎ-মুখমেবাম্ভোরুহং যস্যাস্তাং বহিরপি দম্ভেন কপটেন উদ্গীর্ণা বহিরানীতা ন তু অন্তঃস্থিতা ধৃতির্যস্যাস্তাং। অন্তস্তু প্রোদ্যতা বিকারেণ আকুলাং তাং রাধামহং স্মরামীতি শেষঃ ॥ ৪৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণের রূপে যাঁহার নয়নযুগল লোলুপ, অঙ্গসঙ্গে ত্বগিন্দ্রিয় অতিশয় পুলকিত, বচনশ্রবণে শ্রুতিযুগল উৎকণ্ঠিত, অঙ্গপরিমলে নাসিকা প্রফুল্ল, বিম্বাধরে রসনা অনুরক্ত, বদনারবিন্দ সর্ব্বদা অবনত, বাহ্যে কপটধৈর্য্য এবং অন্তরে বিকারাকুলতা, সেই শ্রীরাধাকে আমি স্মরণ করি ॥ ৪৪ ॥

৪। দোঁহার- - -জানে—নায়ক এবং নায়িকা উভয়ের রস সমান হয়, ইহা ভরত মুনির সিদ্ধান্ত; কিন্তু মুনি আমার ব্রজের রস অবগত নহেন। যেহেতু ব্রজে নায়ক হইতে নায়িকার রসাস্বাদজনিত আনন্দাতিশয় হয়। এ নিমিত্ত উভয়ের সমান রস নয়। ইহা অন্যোন্য ইত্যাদি দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন।

১। তাতে জানি—'আমার দর্শনে রাধা সুখে অগেয়ান্' ইত্যাদি আলোচনা করিয়া জানি। ২। সে সুখমাধুর্য্যঘ্রাণে—ঘ্রাণ করি মাত্র, আস্বাদন করিতে পারি না। সে সুখ…বাড়ে চিতে—ইহাতে সে মাধুর্য্যের কিঞ্চিৎ আস্বাদন হইয়াছে, ইহাই প্রতিপাদিত হইল। অপূর্ব্ব আম্রাদি-ফলের সৌরভগ্রহণে কিঞ্চিৎ আস্বাদন হয়, তাহাতেই লোভ জন্মে। শ্রীকৃষ্ণও পরিমলবৎ স্বমাধুর্য্য আস্বাদন করায়, তাহাতে লুব্ধ হইয়াছেন।

৩। কৈল—করিলাম। ৪। এই তিন…আস্বাদন—শ্রীরাধিকার প্রণয়মহিমা, যাহাদ্বারা আমার মাধুর্য্য আস্বাদন করেন, সেই আমার মাধুর্য্য এবং আমার মাধুর্য্য-অনুভবে শ্রীরাধিকার সুখোদয়—এই তিন যে কি প্রকার, ইহাই আমার তিন-বাঞ্ছা। বিজাতীয় ভাবে—বিষয় জাতীয় ভাবে। তাহা—আশ্রয় জাতীয় সুখ। ৫। হুঙ্কার—ভাবের অনুভাব বিশেষ।

৬। এই দুই শ্লোকের—পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকের যে অর্থ করিলাম, তাহা আমার স্বকপোল কল্পিত নয়। শ্রীরূপগোস্বামীর বর্ণিত শ্লোক

তাহাতে প্রকট হৈলা কৃষ্ণ পূর্ণ-ইন্দু।
এই তো ষষ্ঠ শ্লোকের করিল ব্যাখ্যান ;
স্বরূপগোসাঞী-পাদপদ্ম করি ধ্যান।
৬। এই দুই শ্লোকের আমি যে করিনু অর্থ ;
শ্রীরূপগোসাঞী-শ্লোক প্রমাণসমর্থ।

তথাহি স্তবমালায়াং শ্রীচৈতন্যদেবস্য দ্বিতীয়-স্তবে ৩য় শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিনোক্তং—

অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী,
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুম্ কমপি যঃ।
রুচং স্বামাবব্রে দ্যুতিমিহ তদীয়াং প্রকটয়ন্
স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু ॥*॥

মঙ্গলাচরণং কৃষ্ণ
চৈতন্যতত্ত্বলক্ষণং।
প্রয়োজনঞ্চাবতারে
শ্লোকষট্কৈর্নিরূপিতং ॥৪৫॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ;
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

মঙ্গলাচরণমিতি। মঙ্গলাচরণং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্বস্য লক্ষণং অবতারে প্রয়োজনঞ্চ শ্লোকষট্কৈঃ ষড়্ভিঃ শ্লোকৈর্নিরূপিতং নির্ণীতমিতি ॥ ৪৫ ॥

মঙ্গলাচরণ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্বরূপের লক্ষণ এবং অবতারের মূল প্রয়োজন—শ্লোক ছয়টী দ্বারা নিরূপিত হইল ॥ ৪৫ ॥

তদ্বিষয়ে সমর্থ—সে সম্বন্ধে প্রবল প্রমাণ।

* ইহার ব্যাখ্যাদি ৫০ পৃষ্ঠায় দেখুন।

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে চৈতন্যাবতারসামান্যকারণং নাম

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বন্দেঽনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং শ্রীনিত্যানন্দমীশ্বরং।
যস্যেচ্ছয়া তৎস্বরূপমজ্ঞেনাপি নিরূপ্যতে ॥১॥

জয়জয় শ্রীচৈতন্য! জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈতচন্দ্র! জয় গৌরভক্তবৃন্দ!
এই ছয় শ্লোকে কহিল কৃষ্ণচৈতন্য-মহিমা;
পঞ্চ শ্লোকে কহি নিত্যানন্দতত্ত্বসীমা।
সর্ব্ব অবতারী কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্;
তাঁহার দ্বিতীয়-দেহ—শ্রীবলরাম।
১। একই স্বরূপ—দুই ভিন্নমাত্র কায়;
আদ্য কায়ব্যূহ—কৃষ্ণলীলার সহায়।
সেই কৃষ্ণ—নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র;
সেই বলরাম সঙ্গে—শ্রীনিত্যানন্দ।

তথাহি শ্রীরূপগোস্বামিকড়চায়াঃ শ্লোকঃ—

*সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী,
গর্ভোদশায়ী চ পয়োব্ধিশায়ী।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যা-
নন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু ॥২॥*

২। শ্রীবলরামগোসাঞী মূল-সঙ্কর্ষণ;
৩। পঞ্চ রূপ ধরি করে কৃষ্ণের সেবন।
৪। আপনি করেন কৃষ্ণলীলার সহায়;
সৃষ্টিলীলাকার্য্য করে ধরি চারি কায়।
৫। সৃষ্ট্যাদিক সেবা তাঁর আজ্ঞার পালন;
৬। শেষরূপে করে কৃষ্ণের বিবিধ সেবন।
সর্ব্বরূপে আস্বাদয়ে কৃষ্ণ-সেবানন্দ,
সেই রাম শ্রীচৈতন্যসঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ।
৭। সপ্তম শ্লোকের অর্থ করি চারি শ্লোকে,
যাতে নিত্যানন্দতত্ত্ব জানে সর্ব্বলোকে।

তথাহি শ্রীরূপগোস্বামিকড়চায়াঃ শ্লোকঃ—

মায়াতীতে ব্যাপি-বৈকুণ্ঠলোকে,
পূর্ণৈশ্বর্য্যে শ্রীচতুর্ব্যূহমধ্যে।

অন্বয় ইতি। শ্রীনিত্যানন্দমহং বন্দে, কিম্ভূতং? অনন্তমগণ্যমদ্ভুতমৈশ্বর্য্যং যস্য তং। ঈশ্বরং স্বাধীনবৈভবং। যস্য শ্রীনিত্যানন্দস্য ইচ্ছয়া কৃপয়া অজ্ঞেনাপি ময়া তস্য স্বরূপং নিরূপ্যতে বর্ণ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

যাঁহার ইচ্ছায় মাদৃশ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও তাঁহার স্বরূপ নিরূপণ করিতে সমর্থ, সেই অনন্ত-অদ্ভুত-ঐশ্বর্য্যশালী পরমতত্ত্ব নিত্যানন্দপ্রভুকে আমি বন্দনা করি ॥ ১ ॥

---

* ইহার ব্যাখ্যাদি ৫ পৃষ্ঠায় দেখুন।

১। একই স্বরূপ ...লীলার সহায়—একই স্বরূপ (একতত্ত্ব)। আদ্য কায়ব্যূহ (যুদ্ধার্থ সেনাসন্নিবেশ)। সৈন্যাধ্যক্ষ পুরুষ যেমন ব্যূহ মধ্যে অবস্থিতি করিয়া নির্ব্বিঘ্নে কার্য্য সম্পাদন করেন, শ্রীকৃষ্ণও তদ্রূপ বলদেবাদি কায়ব্যূহে অবস্থান করতঃ লীলা করিয়া থাকেন। অতএব বলদেব প্রথম কায়ব্যূহ এবং কৃষ্ণলীলার সহায়স্বরূপ। ২। গোসাঞী—গোস্বামী। গোস্বামিশব্দ গুরুপর্য্যায়। ৩। পঞ্চরূপ—সঙ্কর্ষণ, কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদশায়ী, ক্ষীরাব্ধিশায়ী এবং শেষ, এই পঞ্চরূপ। ৪। আপনি...চারি কায়—বলদেব মূল-সঙ্কর্ষণরূপে কৃষ্ণলীলায় সহায় অর্থাৎ সাহায্য করেন এবং কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদকশায়ী এবং শেষ—এই চারিরূপে সৃষ্টিলীলা কার্য্য করেন।

৫। সৃষ্ট্যাদিক...পালন—সৃষ্ট্যাদিকার্য্য দ্বারা কৃষ্ণের আজ্ঞাপালনরূপ সেবা করেন। ৬। বিবিধ সেবন—ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বস্ত্র, উপবন, গৃহ, যজ্ঞসূত্র এবং সিংহাসন—এই সকল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শেষ (অর্থাৎ অনন্ত) শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। ৭। সপ্তমশ্লোক—সঙ্কর্ষণঃ

রূপং যস্তোস্তাতি সঙ্কর্ষণাখ্যং,
তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥৩॥

১। প্রকৃতির-পার—পরব্যোম নামে ধাম ;
২। কৃষ্ণবিগ্রহ যৈছে বিভুত্বাদি-গুণবান্।
সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু বৈকুণ্ঠাদি-ধাম ;
কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-অবতারের তাঁহাই বিশ্রাম।
৩। তাহার উপরিভাগে—কৃষ্ণলোক খ্যাতি,
দ্বারকা, মথুরা, গোকুল—ত্রিবিধত্বে স্থিতি।
৪। সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোক-ধাম,
শ্রীগোলোক, শ্বেতদ্বীপ, বৃন্দাবন নাম।
সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু, কৃষ্ণতনু-সম ;
উপর্য্যধো ব্যাপি আছে—নাহিক নিয়ম।
৫। ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তার কৃষ্ণের ইচ্ছায় ;
একই স্বরূপ তার, নাহি দুই কায়।
৬। চিন্তামণি ভূমি, কল্পবৃক্ষময় বন ;
৭। চর্ম্মচক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের সম।
প্রেমনেত্রে দেখে তার স্বরূপপ্রকাশ ;
গোপ-গোপী-সঙ্গে যাঁহা কৃষ্ণের বিলাস।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াঃ পঞ্চমাধ্যায়ে পঞ্চবিংশ শ্লোকে—

চিন্তামণি-প্রকর-সদ্মসু-কল্পবৃক্ষ-
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তং।
লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥৪॥

৮। মথুরা-দ্বারকায় নিজরূপ প্রকাশিয়া ;
নানারূপে বিলসয়ে চতুর্ব্যূহ হৈয়া।
৯। বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ ;
১০। সর্ব্বচতুর্ব্যূহ-অংশী তুরীয় বিশুদ্ধ।

চিন্তামণীতি। চিন্তামণীনাং প্রকরেণ সমূহেন রচিতানীতি ভাবঃ। সদ্মানি গৃহাণি তেষু। কিম্ভূতেষু ? কল্পবৃক্ষলক্ষৈরাবৃতেষু। সুরভীঃ কামধেনূঃ, অভি সর্ব্বতোভাবেন চারণানয়নচারণ-গোষ্ঠানানয়নপ্রকারেণ পালয়ন্তং। কদাচিদ্‌দ্রুতসি তু বৈলক্ষণ্যমিত্যাহ—লক্ষ্মীতি। লক্ষ্মীসহস্র গোপসুন্দর্য্য এবেতি তাসাং সহস্রাণাং শতৈঃ সম্ভ্রমেণ সেব্যমানং।

গোলোকে লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষমণ্ডিত চিন্তামণিরাশিবিরচিত গৃহে যিনি সুরভীগণকে পালন করিতেছেন এবং অসংখ্য গোপীগণ সম্ভ্রমে যাঁহার সেবা করিতেছেন সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ৪ ॥

চিন্তামণি, কল্পবৃক্ষ এবং কামধেনুর নিকটে যে যাহা প্রার্থনা করে, সে তাহাই পায়। এতাদৃশ চিন্তামণি, কল্পবৃক্ষ এবং কামধেনু গোলোকে অসংখ্য। অতএব গোলোকের বৈভব সর্ব্বাতিরিক্ত ও অনির্ব্বচনীয় ॥ ৪ ॥

কারণতোয়শায়ী ইত্যাদি। চারি শ্লোক—মায়াতীতে ইত্যাদি চারি শ্লোক।

১। প্রকৃতির পার—প্রকৃতির অতীত। ২। কৃষ্ণ…বিশ্রাম—যৈছে যেমন। যেমন কৃষ্ণবিগ্রহ বিভুত্বাদিগুণবান্ (বিভুত্বাদি ধর্ম্ম বিশিষ্ট) সেইরূপ বৈকুণ্ঠাদি ভগবদ্ধামও সর্ব্বগ (সর্ব্বত্রগামী)। অনন্ত—অপরিচ্ছিন্ন বৈভব। বিভু—সর্ব্বব্যাপী। কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণের অবতারগণের তাহাই (সেই সকল ধামে) বিশ্রাম (অবস্থিতি)। ৩। তাহার · স্থিতি—পরব্যোমের উপরিভাগে কৃষ্ণলোক এই খ্যাতি (নাম)। দ্বারকা, মথুরা এবং গোকুল এই ত্রিবিধত্বে (তিন প্রকারে) কৃষ্ণলোকের অবস্থিতি।

৪। ব্রজলোকধাম—ব্রজবাসিগণের বাসস্থান। গোলোক, শ্বেতদ্বীপ এবং বৃন্দাবন এই তিন গোকুলের নামান্তর। কৃষ্ণবিগ্রহ যেমন সর্ব্বগ, অনন্ত এবং বিভু, সেইরূপ গোকুলও সর্ব্বগাদিগুণশালী। নাহিক নিয়ম—গোকুল ব্রহ্মপদার্থ এই নিমিত্ত তাহার ব্যাপ্তির নিয়ম (প্রতিবন্ধ) নাই।

৫। ব্রহ্মাণ্ডে··কায়—গোকুল ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর এবং বাহ্য ব্যাপিয়া আছে, কৃষ্ণের ইচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ড মধ্যেই প্রকাশিত হয়। ভগবান্ ও তাঁহার ধাম একই স্বরূপ (একতত্ত্ব)। এই মিমিত্ত দুই কায় (দুই বিগ্রহ) নহে অর্থাৎ অদ্বিতীয়। ৬। চিন্তামণি ভূমি—চিন্তামণিময় ভূমি।

৭। চর্ম্মচক্ষে···বিলাস—যেমন কামলরোগাক্রান্ত চক্ষুঃ শুক্লবর্ণ শঙ্খকে পীতবর্ণ দেখে, সেইরূপ চর্ম্মচক্ষে অপ্রাকৃত বৃন্দাবনকে প্রাকৃতের ন্যায় দর্শন করে ; কিন্তু প্রেমরূপ চক্ষুদ্বারা তাহার অপ্রাকৃত স্বরূপের প্রকাশ দেখিতে পায়। অতএব বুঝিতে হইবে যে, জড় ইন্দ্রিয় জড় বস্তু গ্রহণ আর অপ্রাকৃত প্রেমচক্ষুঃ অপ্রাকৃত বৃন্দাবনের স্বরূপ দর্শন করিয়া থাকে। ৮। মথুরা—হৈয়া—পূর্ব্বে পরব্যোমের উপরিভাগে উত্তরোত্তর দ্বারকা, করে মথুরা এবং গোলোকের অবস্থিতি বলিয়া গোলোকের লীলাদিতত্ত্ব নিরূপণানন্তর পর-পর মথুরা এবং দ্বারকার লীলাদি বলিতেছেন।

১। এই তিন লোকে কৃষ্ণ কেবল-লীলাময় ;
২। নিজগুণ লৈয়া খেলে অনন্ত সময় ।
পরব্যোম মধ্যে করি স্বরূপ প্রকাশ ;
নারায়ণরূপে করে বিবিধ বিলাস ।
স্বরূপবিগ্রহ কৃষ্ণের কেবল দ্বিভুজ ;
৩। নারায়ণরূপে সেই তনু চতুর্ভুজ ।
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম—মহৈশ্বর্য্যময় ;
৪। শ্রী,ভূ, লীলাশক্তি যাঁর চরণ সেবয় ।
যদ্যপি কেবল তাঁর ক্রীড়ামাত্র ধর্ম্ম ;
৫। তথাপি জীবের কৃপায় করে এত কর্ম্ম ।
৬। সালোক্য, সামীপ্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য প্রকার ;
চারি মুক্তি দিয়া করে জীবের নিস্তার ।
৭। ব্রহ্মসাযুজ্যমুক্তের তাঁহা নাহি গতি ;
বৈকুণ্ঠ বাহিরে তা' সবার হয় স্থিতি ।
৮। বৈকুণ্ঠ-বাহিরে এক জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল ;
কৃষ্ণের অঙ্গের প্রভা—পরম উজ্জ্বল ।
৯। সিদ্ধলোক নাম তার—প্রকৃতির পার ;
চিৎস্বরূপ, তাঁহা নাহি চিচ্ছক্তিবিকার ।
১০। সূর্য্য-মণ্ডল যৈছে বাহিরে নির্ব্বিশেষ ;
ভিতরে সূর্য্যের রথ-আদি সবিশেষ ।
তৈছে পরব্যোমে নানা চিচ্ছক্তি-বিলাস,
নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্বিম্ব বাহিরে প্রকাশ ।
১১। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সেই কেবল-জ্যোতির্ম্ময়,
সাযুজ্যের অধিকারী তাহা পায় লয় ।

তথাহি **ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ** সাধনভক্তি-লহর্য্যাং দশাধিকশততমাঙ্কধৃত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণং—

সিদ্ধলোকাস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি ।
সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চহরিণা হতাঃ ॥৫॥

১২। সেই পরব্যোমে নারায়ণ-চারিপাশে,
দ্বারকা চতুর্ব্যূহের দ্বিতীয় প্রকাশে ।

তদেব চিন্তামণিপ্রকরসদ্মাদিময়ং কথা গানং নাট্যং গমনমপীতি বক্ষ্যমাণানুসারেণেতি । তমেবম্ভূতং আদিপুরুষং সর্ব্বকারণ-কারণং গোবিন্দমহং ভজামি ইতি ॥ ৪ ॥

সিদ্ধলোকা ইতি । তমসঃ প্রকৃত্যাবরণস্য পারে বহিঃ সিদ্ধলোকো বর্ত্ততে । **সিদ্ধা নির্বীজাষ্টাঙ্গযোগিনঃ** হরিণা হতা দৈত্যাশ্চ ব্রহ্মসুখে নির্ব্বিশেষব্রহ্মানুভবে মগ্নাঃ সন্তঃ যত্র সিদ্ধলোকে মুক্তিধাম্নি **বসন্তীতি** ॥ ৫ ॥

প্রকৃতি আবরণের পর সিদ্ধলোক অর্থাৎ মুক্তির ধাম । অষ্টাঙ্গযোগে-প্রাপ্তসিদ্ধি-যোগিগণ এবং শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক নিহত দৈত্যগণ ব্রহ্মসুখে নিমগ্ন হইয়া এই সিদ্ধলোকে অবস্থিতি করেন ॥৫॥

৯। বাসুদেব সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ—এই চারিকে চতুর্ব্যূহ বলে । ১০। সর্ব্ব চতুর্ব্যূহ অংশী—পরব্যোমগত চতুর্ব্যূহ এই চতুর্ব্যূহের অংশ। যাহার অংশ তাহাকে অংশী বলে । তুরীয়—উপাধিশূন্য ; অতএব বিশুদ্ধ মায়াসম্বন্ধ বর্জ্জিত ।

১। এই তিন লোকে—গোকুল মথুরা এবং দ্বারকা-লোকে । কেবল লীলাময়—লীলাভিন্ন অসুরবধাদি কার্য্য নাই। ২। নিজগুণ…সময়—ইহাকেই নিত্যলীলা বা অপ্রকট লীলা বলে । কৃষ্ণের ইচ্ছায় ইহা যখন ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে প্রকাশ পায়, তখন তাহাকে প্রকটলীলা বলে । প্রকটলীলা প্রপঞ্চ এবং অপ্রপঞ্চে মিশ্রিত হইলে, অসুরমারণাদি এবং স্থানান্তর-গমনাগমনাদির প্রয়োজন হয়,-অতিকেই সেই সময় ভগবান্ পৃথিবীকেও স্পর্শ করেন। ৩। সেই তনু—দ্বিভুজ তনু ।৪। শ্রী—মহালক্ষ্মী । ভূ এবং লীলা,—এই দুই শক্তি মহালক্ষ্মীর সখী । ৫। জীবের কৃপায়—জীব প্রতি কৃপা করিয়া ৬। সালোক্য…নিস্তার—সালোক্য (ভগবানের সমান লোকে বাস), সামীপ্য (ভগবানের সমীপে বাস) সার্ষ্টি (তাঁহার সমান ঐশ্বর্য্য) ও সারূপ্য (তাঁহার সমান রূপপ্রাপ্তি), এই চারি প্রকার মুক্তি দিয়া জীবকে নিস্তার করেন । ৭। ব্রহ্মসাযুজ্য—নির্বিশেষ ব্রহ্মে লয়প্রাপ্তি ।

৮। জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল—কৃষ্ণের অঙ্গপ্রভারাশি । ৯। সিদ্ধলোক—চিৎস্বরূপ (চিৎসত্তামাত্র)। সে স্থানে চিচ্ছক্তির বিকার (বৈচিত্র্যকর বিলাস) নাই । ১০। সূর্য্যমণ্ডল…সবিশেষ—সূর্য্যমণ্ডল যেমন বাহিরে নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ জ্যোতিঃস্বরূপমাত্র ; কিন্তু ভিতরে রথাদিরূপ বিশেষত্ব আছে, তৈছে (সেইরূপ) পরব্যোমে নানা বৈচিত্রীকর চিচ্ছক্তিবিলাস আছে, বাহিরে নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্বিম্বমাত্র প্রকাশ পায় । ১১। নির্ব্বিশেষ…লয়—সেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম কেবল জ্যোতির্ম্ময় চিৎসত্তামাত্র । সাযুজ্যমুক্তির অধিকারিগণ সেই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হয় । তাহারা স্বরূপশক্তির বিলাস ভগবানের নিত্যলীলা দেখিতে পায় না । ১২। সেই…পাশে—নারায়ণের চারিদিকে দ্বারকাদি-চতুর্ব্যূহে প্রথম প্রকাশ ও পরব্যোমে দ্বিতীয় প্রকাশ ; সুতরাং দ্বারকাদিস্থ চতুর্ব্যূহের অংশ পরব্যোমের চতুর্ব্যূহ, এই দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ পূর্ব্ববৎ তুরীয় (নিরুপাধি)।

বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ—
দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ এই, তুরীয় বিশুদ্ধ।
১। তাঁহা যে রামের রূপ—মহাসঙ্কর্ষণ,
চিচ্ছক্তি-আশ্রয় তেঁহ কারণের কারণ।
২। চিচ্ছক্তি-বিলাস এক 'শুদ্ধ-সত্ত্ব' নাম ;
শুদ্ধসত্ত্বময় যত বৈকুণ্ঠাদি ধাম।
৩। ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্য তাঁহা—সকল চিন্ময় ;
সঙ্কর্ষণ-বিভূতি সব জানিহ নিশ্চয়।
৪। 'জীব' নাম তটস্থাখ্য, এক শক্তি হয় ;
মহাসঙ্কর্ষণ সব জীবের আশ্রয়।
যাঁহা হৈতে বিশ্বোৎপত্তি, যাঁহাতে প্রলয় ;
৫। সেই পুরুষের সঙ্কর্ষণ সমাশ্রয়।
৬। সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বাদ্ভুত, ঐশ্বর্য্য অপার ;
অনন্ত কহিতে নারে মহিমা যাঁহার।
তুরীয় বিশুদ্ধসত্ত্ব সঙ্কর্ষণ নাম ;
তেঁহ যাঁর অংশ—সেই নিত্যানন্দ-রাম।
অষ্টম শ্লোকের এই কৈল বিবরণ ;
নবম শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন।

তথাহি শ্রীরূপগোস্বামিকড়চায়াঃ শ্লোকঃ—

মায়াভর্ত্তাজাণ্ডসংঘাশ্রয়াঙ্গঃ,
শেতে সাক্ষাৎ কারণাম্ভোধিমধ্যে।
যস্যৈকাংশঃ শ্রীপুমানাদিদেব-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥৬॥*

বৈকুণ্ঠ-বাহিরে যেই জ্যোতির্ম্ময় ধাম ;
তাহার বাহিরে কারণার্ণব নাম।
বৈকুণ্ঠ বেড়িয়া এক আছে জলনিধি ;
অনন্ত, অপার—তার নাহিক অবধি।
৭। বৈকুণ্ঠের পৃথিব্যাদি সকল চিন্ময় ;
মায়িক-ভূতের তথি জন্ম নাহি হয়।
চিন্ময় জল সেই পরম-কারণ ;
যার এক কণা গঙ্গা, জগৎপাবন।
৮। সেই ত কারণার্ণবে সেই সঙ্কর্ষণ ;
আপনার এক অংশে করেন শয়ন।
মহৎস্রষ্টা পুরুষ তেঁহ জগৎকারণ ;
আদ্য অবতার করে মায়ার ঈক্ষণ।
মায়াশক্তি রহে কারণাব্ধির বাহিরে ;
৯। কারণ-সমুদ্র মায়া পরশিতে নারে।
১০। সেই ত মায়ার দুইবিধ অবস্থিতি,
জগতের উপাদান প্রধান প্রকৃতি।

---

*৬ পৃষ্ঠায় দেখুন।

১। তাঁহা…কারণ—পরব্যোমে রামের যে রূপ, তাঁহার নাম মহাসঙ্কর্ষণ। তিনি কেবল চিচ্ছক্তির আশ্রয় এবং জগতের মুখ্য কারণ মহাবিষ্ণুর ও কারণ অর্থাৎ অবতারী। ২। শুদ্ধসত্ত্ব—কেবল সত্ত্ব ; চিচ্ছক্তির বিলাস—বৃত্তিবিশেষ। ভগবানের স্বরূপশক্তিকে চিচ্ছক্তি বলে। ৩। ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্য—ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চাপি ষন্নাং ভগ ইতীঙ্গনা। ঐশ্বর্য্য—প্রভুত্ব ; বীর্য্য—প্রভাব ; যশঃ—সদ্গুণ-খ্যাতি ; শ্রী—সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তি ; জ্ঞান ; বৈরাগ্য—প্রপঞ্চে অনাসক্তি ; সমগ্র অর্থাৎ অসীম—এই ছয়টির ভগসংজ্ঞা, অর্থাৎ এইগুলিকেই ছয়টি ঐশ্বর্য্য বলে।

৪। জীব…আশ্রয়—তাঁহার তটস্থশক্তির নাম জীব। মহাসঙ্কর্ষণ সমস্ত জীবের আশ্রয় ; মহাসঙ্কর্ষণ হইতেই সকল জীবের উৎপত্তি অর্থাৎ উদ্ভব হয়। ৫। সেই…সমাশ্রয়—যে প্রথম-পুরুষ হইতে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয় হয়, মহাসঙ্কর্ষণ সেই পুরুষের সমাশ্রয় (অংশী)।

৬। সর্ব্বাশ্রয়…অপার—তিনি সর্ব্বাশ্রয় (সকলের আশ্রয়) তাঁহার ঐশ্বর্য্য সর্ব্বাদ্ভুত (সকল হইতে আশ্চর্য্য) এবং অপার (অসীম)। ৭। পৃথিব্যাদি—মৃত্তিকাদি। মায়িক—মায়া-কার্য্য ভূতের জন্ম (উৎপত্তি) তথি (বৈকুণ্ঠে) নাই। ৮। সঙ্কর্ষণ—পরব্যোমের দ্বিতীয় ব্যূহ। এক অংশে—মহাবিষ্ণু রূপে ; সেই মহাবিষ্ণু মহত্তত্ত্বের সৃষ্টিকর্ত্তা, জগতের কারণ এবং আদ্য অবতার। তিনি বিশ্বসৃষ্টির নিমিত্ত মায়ার প্রতি ঈক্ষণ করেন। মায়া জড়, সুতরাং স্বয়ং সৃষ্টি করিতে অসমর্থ। এই নিমিত্ত ভগবান মায়ার প্রতি ঈক্ষণ করিয়া তাহাতে শক্তিসঞ্চার করিয়া দেন ; তাই মায়া সৃষ্ট্যাদি করিতে সমর্থ হয়। ৯। কারণসমুদ্র…নারে—মায়া কারণ-সমুদ্রকে স্পর্শ করিতে পারে না।

১০। সেই…প্রকৃতি—সেই মায়ার দুই প্রকারে অবস্থিতি। জগতের প্রধান উপাদান—প্রকৃতিরূপে। প্রকৃতি—উপাদান-কারণ। যে কারণকে গ্রহণ করিয়া কার্য্যের উৎপত্তি হয়, তাহাকে উপাদান-কারণ বলে ; যেমন ঘটকার্য্যের প্রতি মৃত্তিকা উপাদান-কারণ।

১। জগত-কারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা ;
শকতি-সঞ্চারে তারে কৃষ্ণ করি কৃপা।
কৃষ্ণ-শক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ-কারণ ;
অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যেন করয়ে জারণ।
অতএব কৃষ্ণ—মূল-জগতকারণ ;
২। প্রকৃতি কারণ যৈছে অজাগলস্তন।
৩। মায়াঅংশে কহি তারে নিমিত্তকারণ ;
সেহ নহে যাতে কর্ত্তা-হেতু নারায়ণ।
৪। ঘটের নিমিত্ত-হেতু যৈছে কুম্ভকার ;
৫। তৈছে জগতের কর্ত্তা পুরুষাবতার।
৬। কৃষ্ণ কর্ত্তা, মায়া তাঁর করেন সহায় ;
৭। ঘটের কারণ যেন দণ্ডাদি উপায়।
৮। দূর হৈতে পুরুষ করে মায়াতে অবধান ;
৯। জীবরূপ বীর্য্য তাতে করেন আধান।

১০। এক অঙ্গাভাসে করে মায়াতে মিলন ;
মায়া হৈতে জন্মে তবে ব্রহ্মাণ্ডের গণ।
১১। অগণ্য অনন্ত যত অণ্ডসন্নিবেশ ;
তত রূপে পুরুষ করে সবাতে প্রবেশ।
১২। পুরুষ-নাসাতে যবে বাহিরায় শ্বাস ;
নিশ্বাস-সহিতে হয় ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ।
পুনরপি শ্বাস যবে প্রবেশে অন্তরে ;
১৩। শ্বাস-সহ ব্রহ্মাণ্ড পৈশে পুরুষ-শরীরে।
১৪। গবাক্ষের রন্ধ্রে যেন ত্রসরেণু চলে ;
১৫। পুরুষের লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডের জালে।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে চতুঃপঞ্চাশৎ-শ্লোকঃ—

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য,
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা। যস্য লোমবিলজা লোককূপাদাবির্ভূতা জগদণ্ডনাথা বিষ্ণ্বাদয় একনিশ্বসিতকালং নিশ্বাসৈকপরিমিতং

যাঁহার লোমকূপে আবির্ভূত বিষ্ণু, ব্রহ্মা এবং রুদ্র তাঁহার একনিশ্বাসপরিমিত সময় অবলম্বন করিয়া স্ব স্ব

১। জড়=অচেতন। প্রকৃতি জগতের কারণ হইতে পারে না। এই নিমিত্ত কৃষ্ণ জীবের প্রতি কৃপা করিয়া প্রকৃতিতে নিজশক্তি সঞ্চারিত করেন। অতএব ভগবান্ জগতের মুখ্যকারণ এবং প্রকৃতি গৌণকারণ। যেমন প্রতপ্ত লৌহ তৃণাদি জারণ (অর্থাৎ ভস্মীভূত) করিলে দাহের প্রতি অগ্নিই মুখ্যকারণ, লৌহ গৌণকারণ মাত্র হয়, সেইরূপ সৃষ্টির প্রতিও অগ্নিস্থানীয় ভগবানই মুখ্যকারণ ; লৌহস্থানীয় প্রকৃতি গৌণকারণ মাত্র।

২। প্রকৃতি···অজাগলস্তন—ছাগলের গলদেশে যে স্তন আছে, তাহা হইতে যেমন দুগ্ধ নিঃসৃত হয় না, সেইরূপ কেবল প্রকৃতি হইতে সৃষ্টি হইতে পারে না। পারে না বলিয়াই প্রকৃতিকে গৌণকারণ বলিয়াছেন। বস্তুতঃ কৃষ্ণশক্তিযুক্ত হইয়াই প্রকৃতি সৃষ্টি করেন। কৃষ্ণশক্তি ব্যতিরেকে যখন প্রকৃতি সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন না, তখন শ্রীকৃষ্ণই জগতকারণ, প্রকৃতি নয়, ইহাই বুঝাইল। এই জন্যই তপ্তলৌহের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।

৩। মায়াঅংশে···নারায়ণ—পূর্ব্বে মায়ার দ্বিবিধ অবস্থিতি বলা হইয়াছে ; গুণমায়া এবং জীবমায়া। গুণমায়া—প্রকৃতি। প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ, এই তিন গুণ হইতে জগতের সৃষ্টি হয়, এই নিমিত্ত প্রকৃতিকে গুণমায়া বলে ; আর যিনি জীবকে মোহিত করিয়া সংসারে নিক্ষিপ্ত করেন, তাঁহাকে জীবমায়া বলে। এই জীবমায়াই মায়া শব্দে ব্যবহৃত। এক্ষণে সেই মায়ার কথাই বলিতেছেন, অর্থাৎ প্রকৃতি-অংশে উপাদান, আর মায়াঅংশে নিমিত্তকারণ যেমন পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বস্তুতঃ প্রকৃতি উপাদান কারণ নয়, তপ্ত লৌহবৎ কৃষ্ণই জগতের উপাদান কারণ, সেইরূপ মায়া নিমিত্ত কারণ নয়, নারায়ণই নিমিত্ত কারণ। ৪। হেতু—কারণ। ৫। কর্ত্তা—নিমিত্ত-কারণ। পুরুষাবতার—প্রথম পুরুষ, কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু। ৬। সহায়—সহায়তা। ৭। উপায়—সহকারী। ৮। পুরুষ—পুরুষাবতার। অবধান—অধিষ্ঠান ; করে মায়াতে অবধান—মায়াতে স্বীয় শক্তির সঞ্চার করেন। ৯। জীবরূপ বীর্য্য—জীবনাম চিচ্ছক্তি। তাতে—মায়াতে। এই পুরুষের নাম সঙ্কর্ষণ। প্রলয়কালে সকল জীব ইঁহার শরীরে প্রবিষ্ট হয়, পুনর্ব্বার সৃষ্টিসময়ে প্রকৃতিতে নিহিত করেন। ১০। অঙ্গাভাস—অঙ্গচ্ছটা। মায়ার সহিত পুরুষের সাক্ষাৎ স্পর্শ নাই, যখন তাঁহার অঙ্গচ্ছটা মায়ার সহিত মিলিত হয়, সেইকালে মায়া হইতে ব্রহ্মাণ্ডরাশি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইনিই মহাসমষ্টির (অর্থাৎ প্রকৃতির) অন্তর্য্যামী প্রথম পুরুষাবতার। ১১। অণ্ডসন্নিবেশ—ব্রহ্মাণ্ডের অবয়ব-সংস্থান। পুরুষ—কারণার্ণবশায়ী। যত ব্রহ্মাণ্ড তত রূপ প্রকাশ করিয়া প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে অন্তর্য্যামী রূপে প্রবেশ করেন। ইনি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী দ্বিতীয় পুরুষাবতার গর্ভোদশায়ী। এ বিষয় বিস্তার রূপে পরে বলিবেন ১২। পুরুষ—কারণার্ণবশায়ী। ১৩। পৈশে—প্রবেশ করে। ১৪। ত্রসরেণু—ছয় পরমাণু, বস্তুতঃ অপেক্ষাকৃত স্থূল, ইহাই তাৎপর্য্য। ১৫। ব্রহ্মাণ্ডের জালে—ব্রহ্মাণ্ডরাশিতে।

বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো-

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥৭॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে একাদশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং—

ক্বাহং তমোমহদহং-খচরাগ্নিবার্ভূঃ-

সংবেষ্টিতাণ্ডঘটসপ্তবিতস্তিকায়ঃ।

কেদৃগ্বিধাবিগণিতাণ্ডপরাণুচর্যা-

বাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহিত্বং ॥৮॥

অংশের অংশ যেই—'কলা' তার নাম।

১। গোবিন্দের প্রতিমূর্ত্তি—শ্রীবলরাম।

২। তাঁর এক স্বরূপ—শ্রীমহাসঙ্কর্ষণ,

৩। তাঁর অংশপুরুষ হয় কলাতে গণন।

৪। যাঁহাকে ত কলা কহি তেঁহ মহাবিষ্ণু ;

মহাপুরুষ-অবতারী সেহ সর্ব্বজিষ্ণু।

৫। গর্ভোদ ক্ষীরোদশায়ী দোঁহে পুরুষ নাম;

৬। সেই দুই যাঁর অংশ—বিষ্ণু বিশ্বধাম।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে ষষ্ঠাধ্যায়ে চত্বারিংশশ্লোকে আদ্যোঽবতারঃ পুরুষ ইত্যাদ্য শ্রীধরস্বামিকৃতব্যাখ্যায়াং ধৃতং তথা লঘুভাগবতামৃতে চ পূর্ব্বখণ্ডে অবতারপ্রকরণে নবমাঙ্কধৃতঞ্চ সাত্বততন্ত্রং—

বিষ্ণোস্তু ত্রীণি-রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথোবিদুঃ।

একস্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতং।

সমরমাশ্রিত্য জীবস্থ তত্ত্বধিকারিতয়া জগতি প্রকটং তিষ্ঠন্তি, স মহান্ বিষ্ণুর্মহাবিষ্ণুর্যস্য কলাবিশেষস্তমাদিপুরুষং গোবিন্দমহং ভজামি ॥ ৭ ॥

ক্বাহমিতি। তমঃ প্রকৃতিঃ মহান্ মহত্তত্ত্বং অহং অহঙ্কারঃ খং আকাশং চরোবায়ুঃ অগ্নিস্তেজঃ বার্জলং। ভূঃ পৃথিবী প্রকৃত্যাদি পৃথিব্যন্তৈরেতৈঃ সংবেষ্টিতোযোঽণ্ডঘটঃ স এব তস্মিন্ বা স্বমানে সপ্তবিতস্তিঃ কায়ো যস্য সোঽহং ক ? ক চ তে মহিত্বং ? কথংভূতস্য ঈদৃগ্বিধানি যান্যবিগণিতাণ্ডানি তান্যেব পরমাণবস্তেষাং চর্য্যা পরিভ্রমণং তদর্থং বাতাধ্বানো গবাক্ষা ইব রোমবিবরাণি সূক্ষ্মতমৈকদেশা যস্য তস্য তব, অতঃ স্বয়মেবানুকম্প্যাং কর্ত্তুমর্হসীতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

বিষ্ণোরিতি। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণস্য ভগবতঃ পুরুষাখ্যানি ত্রীণি রূপাণি বিদুঃ। তেষু একং আদ্যং মহতো মহত্তত্ত্বস্য বিশ্বাঙ্কুররূপস্য স্রষ্টৃ-কারণার্ণবশায়ি প্রকৃত্যন্তর্যামি। দ্বিতীয়ং ব্রহ্মাণ্ডান্তর্যামি গর্ভোদশায়ি। তৃতীয়ং ক্ষীরোদশায়ি

অধিকারে প্রকটরূপে অবস্থিতি করেন, সেই মহাবিষ্ণুও যাঁহার কলা-বিশেষ ; সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ৭ ॥

ব্রহ্মা ভগবানকে বলিয়াছেন—হে ভগবন্! প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল এবং মৃত্তিকা এই সকল আবরণে বেষ্টিত ব্রহ্মাণ্ডরূপ যে ঘট, তন্মধ্যে স্বপরিমাণে সার্দ্ধ-ত্রিহস্তপরিমিত শরীর আমিই বা কোথায় ; আর এতাদৃশ অগণিত ব্রহ্মাণ্ডরূপ পরমাণুর গতাগতির বাতায়নস্বরূপ যাঁহার রোমবিবর, সেই তোমার মহিমাই বা কোথায় ? অতএব তোমার সহিত আমার কিছুতেই তুলনা হইতে পারে না ॥ ৮ ॥

বিষ্ণুর পুরুষ নামে তিনটি রূপ ; তন্মধ্যে আদ্যরূপ—কারণার্ণবশায়ী, মহত্তত্ত্বের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং প্রকৃতির অন্তর্যামী সঙ্কর্ষণ। দ্বিতীয় রূপ—ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী, গর্ভোদশায়ী প্রদ্যুম্ন। তৃতীয় রূপ—সর্ব্ববিদ প্রাণীর অন্তর্যামী, ক্ষীরোদশায়ী

শ্রীকৃষ্ণের অংশাংশ মহাবিষ্ণু। বস্তুতঃ পরব্যোমস্থ সঙ্কর্ষণের বিলাসবিগ্রহ মহাবিষ্ণু। এই নিমিত্ত বলিয়াছেন কলাবিশেষ ॥ ৭ ॥

ব্রহ্মার শ্রীকৃষ্ণকে প্রথমপুরুষরূপে স্তুতি করিবার অভিপ্রায় এই যে, কৃষ্ণের মহত্ব অপেক্ষা করিয়া পুরুষের মহিমা। প্রথম-পুরুষের রোমকূপ হইতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নিঃসৃত হয় এবং ব্রহ্মাণ্ডরূপ-ঘটমধ্যে ব্রহ্মা থাকায়, প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে যে পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মা, ইহাই প্রমাণ করিলেন ॥ ৮ ॥

১। প্রতিমূর্ত্তি—বিলাস। ২। স্বরূপ—বিলাস। ৩। অংশ—বিলাসরূপ। ৪। যাঁহাকে…সর্ব্বজিষ্ণু—ব্রহ্মসংহিতা যাঁহাকে গোবিন্দের কলা কহিয়াছেন, তিনিই মহাবিষ্ণু বা মহাপুরুষ, ইনি দ্বিতীয় পুরুষধারা অবতারী। সর্ব্বজিষ্ণু—সর্ব্বজেতা। এই প্রথম পুরুষ প্রলয়কালে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আকর্ষণ করেন, এই নিমিত্ত ইহাকেও সঙ্কর্ষণ বলে। ৫। গর্ভোদ-ক্ষীরোদশায়ী—গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী। ৬। সেই দুই—গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদশায়ী। বিষ্ণু—মহাবিষ্ণু। বিশ্বধাম—অনন্তব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়।

তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং
তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥৯॥

যদ্যপি কহিয়ে তাঁরে কৃষ্ণের কলা করি ;
১। মৎস্যকূর্ম্মাদ্যবতারের তেঁহ অবতারী।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে অষ্টাবিংশশ্লোকে শৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগেযুগে ॥*

সেই পুরুষ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা ;
নানা অবতার করে জগতের ভর্ত্তা।
২। সৃষ্ট্যাদি-নিমিত্তে যেই অংশের অবধান ;
সেই ত অংশেরে কহি 'অবতার' নাম।
৩। আদ্য অবতার—মহাপুরুষ ভগবান্।
৪। সর্ব্ব-অবতারবীজ সর্ব্বাশ্রয়-ধাম।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে ষষ্ঠাধ্যায়ে চত্বারিংশাদিশ্লোকে নারদং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং—

আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য,
কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ ;
দ্রব্যং বিকারোগুণ-ইন্দ্রিয়াণি,
বিরাট্ স্বরাট্ স্থাস্নু চরিষ্ণু ভূম্নঃ।
অহং ভবোযজ্ঞ ইমে প্রজেশা,
দক্ষাদয়োযে ভবদাদয়শ্চ ;
স্বর্লোকপালাঃ খগলোকপালাঃ,
নৃলোকপালাস্তললোকপালাঃ।

সর্ব্বভূতস্থং ব্যষ্ট্যন্তর্যামি। তানি রূপাণি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে সংসারাদিতি শেষঃ ॥ ৯ ॥

অবতারান্ বিস্তারেণাহ—আদ্য ইতি। যাবদধ্যায়সমাপ্তিঃ। পরস্য ভূম্নঃ স্বরূপেণ শক্ত্যা চ সর্ব্বাতিশায়িনঃ আদ্যঃ প্রথমোঽবতারঃ প্রাকৃতবৈভবে স্বেচ্ছয়াবির্ভাবঃ পুরুষঃ প্রকৃতীক্ষণকর্ত্তা কারণার্ণবশায়ী। যদ্যপি সর্ব্বেষামবিশেষেণাবতারত্বমুচ্যতে তথাপি কালশ্চ স্বভাবশ্চ সদসদিতি কার্য্যকারণরূপা প্রকৃতিশ্চ এতাঃ শক্তয়ঃ মন আদীনি কার্য্যাণি

অনিরুদ্ধ, এই তিন রূপ জানিলে সংসার হইতে মুক্তি পাওয়া যায় ॥ ৯ ॥

ব্রহ্মা নারদকে বলিয়াছেন—হে নারদ! স্বরূপ এবং শক্তিতে যিনি সর্ব্বাতিশায়ী, সেই ভগবানের প্রথম অবতার প্রকৃতি-প্রবর্ত্তক কারণার্ণবশায়ী মহাপুরুষ। অপর কাল, স্বভাব, কার্য্যকারণরূপা প্রকৃতি মহত্তত্ত্ব, পঞ্চমহাভূত, অহংকার সত্ত্বাদি গুণ ইন্দ্রিয়গণ, বিরাট্ (অর্থাৎ সমষ্টিশরীর), সমষ্টিজীব, স্থাবর, জঙ্গম অর্থাৎ ব্যষ্টিশরীর, আমি,

পুরুষ বলিতে যে অন্তর্যামী, ইহাই এই শ্লোকে প্রতিপাদিত হইল। যখন কারণার্ণবশায়ী প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করেন, তখন প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই গুণত্রয়ের ক্ষোভ উপস্থিত হয়, তাহাতেই মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি। এই মহত্তত্ত্ব প্রকৃতির প্রথম পরিণাম, ইহাতে বিশ্ব সূক্ষ্মরূপে অবস্থিত আছে। নিদ্রাভঙ্গের পর অভিমান উৎপত্তির পূর্ব্বে যে সামান্য জ্ঞান হয়, তাহাকে মহত্তত্ত্ব বলে। প্রথম পুরুষ মহাসমষ্টির অন্তর্যামী দ্বিতীয়পুরুষ সমষ্টির (অর্থাৎ ব্রহ্মার) অন্তর্যামী ও তৃতীয় পুরুষ ব্যষ্টির (অর্থাৎ সর্ব্বভূতের) অন্তর্যামী ॥৯॥

যদ্যপি অবিশেষে সকলকেই অবতার বলিয়াছেন, তথাপি কাল, স্বভাব এবং প্রকৃতি-শক্তি মন অবধি জঙ্গম পর্য্যন্ত কার্য্য অর্থাৎ

*ইহার ব্যাখ্যাদি ২৬ পৃষ্ঠায় দেখুন।

১। মৎস্য…অবতারী—কৃষ্ণের কলা বলিয়া ইহাকে সামান্য জ্ঞান করিও না, যেহেতু ইনি মৎস্য-কূর্ম্ম প্রভৃতি অবতারের অবতারী।

২। সৃষ্ট্যাদি… নাম—সৃষ্ট্যাদিকার্য্যার্থ যখন যে শক্তি প্রকাশের প্রয়োজন হয়, তখন তন্মাত্র শক্তির প্রকাশ হইয়া থাকে। অপরিচ্ছিন্ন (অর্থাৎ ইয়ত্তাহীন) বস্তুর অংশ সম্ভব না হইলেও, শক্তিপ্রকাশের তারতম্য অনুসারে অংশাদির ব্যবহার আছে। যাহাতে স্বেচ্ছাবশতঃ প্রকৃতরূপে নানা শক্তির প্রকাশ হয়, তাঁহাকে পূর্ণ এবং যাঁহাতে প্রয়োজনানুসারে শক্তিবর্গের অল্প মাত্রায় প্রকাশ হয়; তাঁহাকে অংশ বলে। অতএব যখন যে শক্তির যে মাত্রায় প্রকাশ হইবার প্রয়োজন হয়, তখন সেই শক্তি সেই মাত্রায় প্রকট করিয়া থাকেন। প্রপঞ্চে যে কালে যেই অংশের অবধান (অর্থাৎ অভিনিবেশ) হয়, সেইকালে সেই অংশকে অবতার বলে।

৩। মহাপুরুষ—কারণার্ণবশায়ী। আদ্য—প্রথম অবতার।

৪। বীজ—উদ্গমস্থান। বস্তুতঃ দ্বিতীয়-পুরুষ গর্ভোদশায়ী হইতেই প্রায় সকল অবতারের আবির্ভাব। গর্ভোদশায়ী অবতারী বলিয়া প্রথম পুরুষকে অবতারের বীজ বলিয়াছেন।

গন্ধর্ব্ববিদ্যাধরচারণেশা,
যে যক্ষোরক্ষোরগনাগনাথাঃ ;
যে বা ঋষীণামৃষভাঃ পিতৃণাং,
দৈতেন্দ্রসিদ্ধেশ্বরদানবেন্দ্রাঃ।
অন্যে চ যে প্রেত-পিশাচ-ভূত-
কুষ্মাণ্ড-যাদোমৃগপক্ষ্যধীশাঃ ;
যৎ কিঞ্চ লোকে ভগবন্মহস্ব-
দোজঃ সহস্বদ্বলবৎ ক্ষমাবৎ।
শ্রীহ্রীবিভূত্যাত্মবদদ্ভুতার্ণং,
তত্ত্বং পরং রূপবদস্বরূপং ॥১০॥

তত্রৈব প্রথমস্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে প্রথমশ্লোকে শৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং—

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভিঃ।
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া ॥১১॥

ব্রহ্মাদয়ো-গুণাবতারা দক্ষাদয়ো-বিভূতয় ইতি বিবিক্তবাং, মনোমহত্তত্ত্বং, দ্রব্যং মহাভূতানি. বিকারোঽহঙ্কারঃ, গুণঃ সত্ত্বাদিঃ বিরাট্ সমষ্টিশরীরং পাতালাদি, স্বরাট্ সমষ্টিজীবোহিরণ্যগর্ভঃ, স্থাস্নু স্থাবরং চরিষ্ণু জঙ্গমং, ব্যষ্টিশরীরং। অহং ব্রহ্মা ভবোরুদ্রঃ যজ্ঞোবিষ্ণুঃ দক্ষাদয়ো-যে প্রজেশাঃ প্রজাপতয়ঃ ভবদাদয়ঃ নারদাদয়ঃ স্বঃ ভুবর্লোকঃ তদ্গতলোকপালাঃ। তললোকপালাঃ পাতালাধিপতয়ঃ। গন্ধর্ব্ববিদ্যাধরচারণানামীশাঃ। যক্ষরক্ষোরগনাগানাং নাথাঃ। (রক্ষোরগেতি সন্ধিরার্ষঃ)। উরগাঃ একমস্তকাঃ। নাগা অনেকশিরস্কাঃ। যে বা ঋষীণাং পিতৃণাঞ্চ ঋষভাঃ শ্রেষ্ঠাঃ। দৈত্যানামিন্দ্রাঃ সিদ্ধেশ্বরা দানবেন্দ্রাশ্চ তে। প্রেতানাং পিশাচানাং ভূতানাং কুষ্মাণ্ডানাং যাদসাং জলজন্তূনাং মৃগাণাং পশূনাং পক্ষিণাঞ্চ যে অধীশাঃ। কিং বহুনা, লোকে যৎ কিঞ্চিদ্ভগবদাদি (ভগঃ শ্রীকামমাহাত্ম্যবীর্য্যযত্নার্ককীর্ত্তিষিত্যমরঃ) মহস্বৎ তেজোযুক্তং ওজঃ সহোবলানি ইন্দ্রিয়মনঃশরীরপাটবানি। হ্রীঃ অকর্ম্মসু জুগুপ্সা। বিভূতিঃ সম্পত্তিঃ, আত্মাবুদ্ধিঃ অদ্ভুতার্ণং আশ্চর্য্যবর্ণং। তৎ সর্ব্বং তত্ত্বং। রূপবৎ সাকারং অস্মদাদিকং। পরং অরূপবৎ নিরাকারং কালাদিকঞ্চেতি দ্বিবিধং ভগবদ্রূপমপি অস্বরূপং ন ভগবতঃ স্বরূপং তস্য স্বরূপশক্তিবিলাসত্বাভাবাদিত্যর্থঃ। এবঞ্চ কালাদীনাং পুরুষাবতারস্য কর্ম্মত্বেপি তে শক্তয়ঃ। ব্রহ্মাদয়ো গুণাবতারাঃ প্রজাপত্যাদয়ো বিভূতয়ঃ অন্যে কেচিৎ জ্ঞানিনো-যোগিনঃ কর্ম্মিণোমূঢ়াশ্চ সর্ব্বে পুরুষাবতারস্য সৃষ্ট্যাদিলীলাপরিকরা জ্ঞেয়াঃ ॥ ১০ ॥

জগৃহ ইতি। আদৌ পূর্ব্বং ভগবান্ পূর্ণষড়ৈশ্বর্য্যত্বেন নির্দ্দিষ্টঃ, স এব পৌরুষং পুরুষাকারং পুরুষাখ্যাং বা রূপং আনন্দচিন্মূর্ত্তিং আদৌ সর্গারম্ভে জগৃহে প্রাদুশ্চকার। কথং ? মহদাদিভিঃ মহদহঙ্কারপঞ্চতন্মাত্র পঞ্চভূতৈকাদশেন্দ্রিয়ৈঃ

(ব্রহ্মা) রুদ্র, বিষ্ণু এই সকল দক্ষপ্রভৃতি প্রজাপতি ; তুমি প্রভৃতি (নারদাদি) দেবর্ষিগণ, স্বর্লোকের অধিপতিগণ, খগলোক, নৃলোক এবং তললোকের অধিপতিগণ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, চারণ, যক্ষ, রক্ষঃ, সর্প এবং নাগ, ইহাদিগের যে সকল অধিপতি, যাঁহারা ঋষি এবং পিতৃলোকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, দৈত্যগণ, সিদ্ধগণ এবং দানবগণের যাহারা অধিপতি ; এবং এতদ্ভিন্ন যাহারা প্রেত, পিশাচ, ভূত, কুষ্মাণ্ড, জলজন্তু, পশু এবং পক্ষিগণের অধিপতি ; আর অধিক কি বলিব, লোকে ঐশ্বর্য্যযুক্ত, তেজোযুক্ত ইন্দ্রিয়ের পাটবযুক্ত, মানসপাটবযুক্ত বিশিষ্টবলযুক্ত, ক্ষমাযুক্ত, শোভান্বিত, লজ্জা-

শক্তি ও কার্য্যরূপে অবতার। ব্রহ্মা, রুদ্র, এবং যজ্ঞ গুণাবতার। তন্মধ্যে যজ্ঞ বিষ্ণুর সাক্ষাৎ অবতার ; ব্রহ্মা ও রুদ্র আবেশ অবতার। জ্ঞান ও শক্তি সঞ্চার করতঃ ভগবান্ যাহাতে আবিষ্ট হন, সেই মহত্তম জীবকে আবেশ-অবতার বলে। সেই আবেশ দ্বিবিধ—ভগবদাবেশ ও শক্ত্যাবেশ। ভগবদাবিষ্ট ব্যক্তি গ্রহগ্রস্তের ন্যায় 'আমি ভগবান্' বলিয়া পরিচয় দেন ; যেমন ঋষভদেব। শক্ত্যাবিষ্টেরা ভক্তাদিরূপে পরিচিত হন, যেমন নারদাদি। যাহাতে আবেশ হইতে অল্প শক্তির প্রকাশ হয়, তাহাকে বিভূতি বলে, যেমন দক্ষাদি প্রজাপতিগণ। এমন কি, যাহাতে কিছু না কিছু অসাধারণ দৃষ্ট হইবে, তাহাই ভগবদ্বিভূতি বলিয়া জানিবে ॥১০॥

প্রলয়কালে মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র এবং পঞ্চভূত, এই সব কারণ মহাপুরুষে লীন হইয়া থাকে। কল্পের প্রারম্ভে সেই পুরুষ পুনরপি তাহাদিগকে ব্যক্ত করিয়া লোকসৃষ্টি করেন। এই শ্লোকদ্বারা সর্ব্বাবতারের বীজস্বরূপ গর্ভোদশায়ীর অবতারী মহাবিষ্ণু যে শ্রীকৃষ্ণের কলা, ইহাই প্রমাণ করিলেন। শ্রী, ভূ, কীর্ত্তি, ইলা, লীলা, কান্তি, বিদ্যা, বিমলা, উৎকর্ষিণী, জ্ঞানা, ক্রিয়া, যোগা, প্রহ্বী, সত্যা ঈশানা এবং অনুগ্রহা, এই ষোড়শ স্বরূপশক্তিযুক্ত

১। যদ্যপি সর্ব্বাশ্রয় তেঁহ, তাঁহাতে সংসার ;
অন্তরাত্মারূপে তাঁর জগৎ-আধার ;
প্রকৃতিসহিত তাঁর উভয় সম্বন্ধ ;
তথাপি প্রকৃতিসহ নাহি স্পর্শগন্ধ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে একাদশাধ্যায়ে চতুস্ত্রিংশশ্লোকে শৌনকাদীন্ প্রতি সূতবচনং—

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ ;
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥১২॥ *

২। এইমত গীতাতেহ পুনঃপুনঃ কয়।
সর্ব্বদা ঈশ্বরতত্ত্ব অচিন্ত্যশক্তি হয়।

৩। 'আমি ত জগতে বসি, জগৎ আমাতে ;
না আমায় জগৎ বৈসে, না আমি জগতে।
৪। অচিন্ত্য-ঐশ্বর্য্য এই জানিহ আমার'—
৫। এই ত গীতার অর্থ কৈল পরচার।
৬। সেই ত পুরুষ, যাঁর 'অংশ' ধরে নাম ;
চৈতন্যের সঙ্গে সেই নিত্যানন্দ-রাম।
৭। এই ত নবম শ্লোকের অর্থবিবরণ ;
দশম শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন।

তথাহি শ্রীরূপগোস্বামিকড়চায়াঃ শ্লোকঃ—

যস্যাংশাংশঃ শ্রীলগর্ভোদশায়ী,
যন্নাভ্যব্জং লোকসংঘাতনালং।

রূপং কৃত্বা লোকানাং ভুবনানাং সিসৃক্ষয়া স্রষ্টুমিচ্ছয়া। কিম্ভূতং তদ্রূপমিত্যাহ—সম্ভূতং সমাকসত্তাং। অথবা মহদাদিভিঃ সম্ভূতং মিলিতং অন্তর্ভূতমহদাদিতত্ত্বমিত্যর্থঃ। 'সম্ভূয়াম্ভোধিমভ্যেতি মহানদ্যা নগাপগে'তি মাঘকাব্যপ্রয়োগাৎ সম্ভবতির্মিলনার্থঃ ; তত্র হি মহদাদীনি লীলায়াসন্নিতি। পুনঃ কীদৃশং তদ্রূপমিত্যাহ—ষোড়শকলং। ষোড়শ শ্রীভূর্লীলা কীর্ত্তিরিলাকান্তির্বিদ্যেতি সপ্তকং, বিমলোৎকর্ষিণী জ্ঞানা ক্রিয়া যোগা প্রহ্বী সত্যা ঈশানা অনুগ্রহেতি নব চ, এতা মুখ্যাঃ শক্তয়োযস্মিন্ তৎ। তৎসৃষ্ট্যুপযোগিপূর্ণশক্তিরিত্যর্থঃ। তদেব যত্তদ্রূপং জগৃহে স ভগবান্ যৎ তেন গৃহীতং তৎ স্বস্বজ্ঞানামাশ্রয়ত্বাৎ পরমাত্মেতি পর্য্যবসিতং।

বিশিষ্ট, সম্পন্ন, আশ্চর্য্যবর্ণযুক্ত, অস্মদাদির ন্যায় সাকার, কলাদির ন্যায় নিরাকার যে কিছু আছে, সে সকলই পরতত্ত্ব অর্থাৎ ভগবানের অবতার॥ ১০॥

সূত বলিয়াছেন—হে ঋষিগণ! ভগবান্ মহত্তত্ত্বাদিদ্বারা লোকসৃষ্টির জন্য সম্যক্ সত্তাভূত এবং ষোড়শ মুখ্যশক্তিযুক্ত শ্রীবিগ্রহ সর্গারম্ভে আবির্ভাবিত করিয়াছিলেন॥ ১১॥

ভগবান্ প্রকৃতিতে থাকিলেও প্রকৃতির সহিত ভগবানের এবং ভগবানের সহিত প্রকৃতির যে স্পর্শসম্পর্ক নাই, ইহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রমাণ করিলেন॥১২॥

---

* ইহার ব্যাখ্যাদি ২৫ পৃষ্ঠায় দেখুন।

১। তেঁহ—তিনি। সেই পুরুষ সর্ব্বাশ্রয় অর্থাৎ তাঁহা হইতে জগতের উৎপত্তি। তাঁহাতে সংসার—তাঁহাতে জগতের অবস্থিতি। অন্তরাত্মারূপে জগৎ তাঁহার আধার—অন্তর্য্যামিরূপে তিনি জগতে প্রবিষ্ট আছেন। যদিও প্রকৃতির সহিত তাঁহার দুই সম্বন্ধ, অর্থাৎ প্রকৃতি তাঁহাতে এবং তিনি অন্তর্যামিরূপে প্রকৃতিতে অবস্থিত আছেন, তথাপি প্রকৃতির সহিত তাঁহার স্পর্শ-লেশ নাই। ২। গীতাতেহ—গীতাতেও।

৩। 'আমি ত' হইতে 'অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য এই জানিহ আমার'—এই পর্য্যন্ত গীতায় অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।

৪। অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য—যাহা লোকবুদ্ধির বিষয়ীভূত নহে, তাহাকে অচিন্ত্য বলে। ঐশ্বর্য্য—শক্তি।

৫। পরচার—প্রচার, অর্থাৎ প্রকাশ করিলাম। গীতার শ্লোক যথা ;—

'ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা। মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ। ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরং॥'
ভগবান্ বলিয়াছেন—দেখ অর্জ্জুন! যাহার মূর্ত্তি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গোচর হয় না, সেই আমি সকল জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছি, সকল ভূত আমাতেই অবস্থিতি করিতেছে, অথচ আমি সে সকল ভূতে নাই এবং ভূত সকলও যে আমাতে নাই, ইহাই আমার ঐশ্বরিক যোগ।

৬। সেই ত…রাম—সেই পুরুষ অর্থাৎ মহাবিষ্ণু যাঁর 'অংশ' নাম (অর্থাৎ অংশ-সংজ্ঞা) ধারণ করেন, সেই রাম (বলদেবই) নিত্যানন্দ।

৭। নবম শ্লোক—'মায়াভর্ত্তা' ইত্যাদি।

লোকত্রষ্টুঃ সূতিকাধাম ধাতু-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ১৩ ॥*

১। সেই পুরুষ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া ;
২। সব অণ্ডে প্রবেশিলা বহুমূর্ত্তি হৈয়া।
ভিতরে প্রবেশি দেখে—সব অন্ধকার ;
রহিতে নাহিক স্থান করিল বিচার।
৩। নিজ অঙ্গে স্বেদ-জল করিল সৃজন ;
সেই জলে কৈল অর্দ্ধ ব্রহ্মাণ্ড-ভরণ।
৪। ব্রহ্মাণ্ডপ্রমাণ—পঞ্চাশৎ কোটী যোজন ;
৫। আয়াম-বিস্তার হয়ে দুই এক সম।
জলে ভরি অর্দ্ধ, তাঁহা কৈল নিজবাস ;
আর অর্দ্ধে কৈল চৌদ্দ ভুবন প্রকাশ।
৬। তাঁহাই প্রকট কৈল বৈকুণ্ঠ নিজধাম ;
৭। শেষশয়ন জলে করিলা বিশ্রাম।
অনন্তশয্যাতে তাঁহা করিল শয়ন।
৮। সহস্র মস্তক তাঁর সহস্র বদন।
সহস্র নয়ন-হস্ত সহস্র চরণ ;
৯। সর্ব্ব-অবতারবীজ জগৎকারণ।
১০। তাঁর নাভিপদ্ম হৈতে উঠিল এক পদ্ম ;
১১। সেই পদ্ম হইল ব্রহ্মার জন্মসদ্ম।
সেই পদ্মনালে হৈল চৌদ্দ ভুবন।
১২। তিঁহ ব্রহ্মা হঞা সৃষ্টি করিল সৃজন।
বিষ্ণুরূপ হৈয়া করে জগত পালনে ;
১৩। গুণাতীত বিষ্ণু—স্পর্শ নাহি মায়া সনে।
১৪। রুদ্ররূপ ধরি করে জগৎ-সংহার ;
১৫। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় ইচ্ছায় যাঁহার।
১৬। হিরণ্যগর্ভ-অন্তর্যামী জগৎকারণ ;
১৭। যাঁর অঙ্গ করি করে বিরাট কল্পন।
হেন নারায়ণ যাঁর অংশেরও অংশ ;
সেই প্রভু নিত্যানন্দ সর্ব্ব-অবতংস।
১৮। দশম শ্লোকের অর্থ কৈল বিবরণ ;
একাদশ শ্লোকের অর্থ শুন দিয়া মন।

তথাহি—শ্রীরূপ গোস্বামি কড়চায়াং শ্লোকঃ—

যস্যাংশাংশাংশঃ পরমাত্মাখিলানাং,
পোষ্টাঃ বিষ্ণুর্ভাতি দুগ্ধাব্ধিশায়ী।

* ইহার ব্যাখ্যাদি ৬ পৃষ্ঠায় দেখুন। ১। সেই পুরুষ—কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড—অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড।

২। বহু মূর্ত্তি হৈয়া—প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে এক এক গর্ভোদশায়ীরূপে প্রবিষ্ট হইলেন। ইনি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী দ্বিতীয় পুরুষাবতার। ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত, সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডভেদে গর্ভোদশায়িরূপও অনন্ত। ৩। স্বেদজল—ঘর্মজল। ব্রহ্মাণ্ডপ্রমাণ—ব্রহ্মাণ্ডপরিমাণ। ৫। আয়াম—দীর্ঘ, বিস্তার—প্রস্থ।

৬। তাঁহাই—সেই গর্ভোদকে। নিজ ধাম—স্বরূপভূত চিন্ময়ধাম। প্রকট করিলেন—ব্রহ্মাণ্ডের বহিঃস্থিত বৈকুণ্ঠধামকে অভিব্যক্ত করিলেন। বৈকুণ্ঠও সর্ব্বব্যাপী-স্বপ্রকাশ, ইচ্ছামাত্রেই তাঁহার প্রকাশ হয়। ৭। শেষ-শয়ন—অনন্ত-শয্যা। ৮। তাঁর—গর্ভোদশায়ীর। সহস্র মস্তক ইত্যাদি—এ স্থানে সহস্র শব্দ অসংখ্যবাচক। ৯। সর্ব্বঅবতার বীজ—ইহাঁ হইতে মৎস্য, কূর্ম প্রভৃতি সকল অবতারের উৎপত্তি। জগৎকারণ—মহাবিষ্ণু মহত্তত্বাদি কারণ সৃষ্টি করেন। দ্বিতীয় পুরুষ-প্রাণি সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার কারণ এবং নিয়ন্তা, তাই ব্যষ্টিজগতের কারণ।

১০। নাভিপদ্ম—পদ্মাকৃতি নাভি। পদ্ম হইতে—পদ্মসমীপ হইতে। ১১। জন্ম-সদ্ম—জন্মস্থান। ১২। তিঁহ—তিনি। ব্রহ্মা-হঞা—সেই গর্ভোদশায়ী ব্রহ্মা হইলেন, পরন্তু ব্রহ্ম তাঁহার অবতার। ব্রহ্মা দ্বিবিধ—অংশাবতার এবং আবেশাবতার। যে কল্পে ব্রহ্মার মত উপযুক্ত জীব না থাকে, সে কল্পে গর্ভোদশায়ী স্বয়ং ব্রহ্মা হইয়া সৃষ্টি করেন। আর যোগ্য জীব থাকিলে, তাহাতেই শক্তি সঞ্চার করিয়া সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করেন। ১৩। গুণাতীত…সনে—ব্রহ্মা রুদ্রের সহিত মায়ার (অর্থাৎ মায়িক রজঃ এবং তমোগুণের) যেরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে, গুণাতীত বিষ্ণুর সেরূপ নাই ; দূর হইতে বিষ্ণু সত্বগুণের নিয়মন করেন মাত্র। পালনকর্ত্তা কখনও আবেশাবতার নয়।

১৪। রুদ্র—রুদ্রও ব্রহ্মার ন্যায় অংশাবতার এবং আবেশাবতার। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং রুদ্র—এই তিনটী গুণাবতার।

১৫। যাঁহার—যে গর্ভোদশায়ী ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং রুদ্ররূপে আপন ইচ্ছায় সৃষ্টি স্থিতি এবং প্রলয় করেন। ১৬। হিরণ্যগর্ভ—সমষ্টি জীব।

১৭। বিরাট—চতুর্দ্দশভুবনরূপ বিরাট ; পাতাল পাদতল, রসাতল পার্ষ্ণি এবং মহাতল পাদাগ্র, এইরূপে যাঁহার অঙ্গ কল্পনা করা হইয়াছে। হেন—এতাদৃশ, নারায়ণ—গর্ভোদশায়ী, যাঁর—যে বলদেবের অংশের অংশ, সেই প্রভু বলদেবই নিত্যানন্দ। অবতংস—চূড়ামণি।

১৮। দশম শ্লোক—'যস্যাংশাংশঃ' ইত্যাদি।

ক্ষৌণীভর্ত্তা যৎকলা সোঽপ্যনন্ত-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥ ১৪ ॥ *

নারায়ণের নাভিনালমধ্যেতে ধরণী ;
ধরণীর মধ্যেতে সপ্তসমুদ্র যে গণি।
১। তাঁহা ক্ষীরোদধিমধ্যে শ্বেতদ্বীপনাম ;
পালয়িতা বিষ্ণু—তাঁর সেই নিজধাম।
২। সকল জীবের তিঁহ হয় অন্তর্যামী ;
জগতপালক তিঁহ জগতের স্বামী।
যুগ-মন্বন্তরে করি নানা অবতার ;
ধর্ম্ম সংস্থাপন করে অধর্ম্ম সংহার।
৩। দেবগণে নাহি পাই যাঁর দরশন,
ক্ষীরোদকতীরে যাই করেন স্তবন।
তবে অবতার করে জগত পালন ;
অনন্ত বৈভব তাঁর নাহিক গণন।
সেই বিষ্ণু হয় যাঁর অংশাংশের অংশ ;
সেই প্রভুনিত্যানন্দ সর্ব্ব-অবতংস।
৪। সেই বিষ্ণু শেষরূপে ধরেন ধরণী ;
৫। কাঁহা আছে মহীশিরে হেন নাহি জানি।
সহস্র বিস্তীর্ণ যাঁর ফণার মণ্ডল ;
সূর্য্য জিনি মণিগণ করে ঝলমল।
৬। পঞ্চাশৎ কোটি যোজন পৃথিবী বিস্তার ;
যাঁর এক ফণে রহে—সর্ষপ আকার।
সেই ত অনন্ত-শেষ ভক্ত অবতার,
ঈশ্বরের সেবা বিনা নাহি জানে আর।
সহস্র বদনে করে কৃষ্ণগুণ গান ;
নিরবধি গুণ গান, অন্ত নাহি পান।
৭। সনকাদি ভাগবত শুনে যাঁর মুখে ;
ভগবানের গুণ কহে, ভাসে প্রেমসুখে।
৮। ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন,
৯। আরাম, আবাস, যজ্ঞসূত্র, সিংহাসন ;
এত মূর্ত্তিভেদ করি কৃষ্ণ সেবা করে ;
১০। কৃষ্ণের শেষতা পাঞা 'শেষ' নাম ধরে।
সেই ত অনন্ত—যাঁর কহি এক কলা ;
হেন প্রভু নিত্যানন্দ কে জানে তাঁর খেলা ?
এ সব প্রমাণে জানি নিত্যানন্দসীমা।
১১। তাঁহাকে অনন্ত কহি কি তাঁর মহিমা ?
১২। অথবা ভক্তের বাক্য মানি সত্য করি ;
সকল সম্ভবে তাঁতে যাঁ'তে অবতারী।
অবতার-অবতারী অভেদ যে জানে ;
১৩। পূর্ব্বে যৈছে কৃষ্ণে কেহ কাহ করি মানে
কেহ কহে—কৃষ্ণ হয় সাক্ষাৎ নারায়ণ ;
কেহ কহে—কৃষ্ণ হয় সাক্ষাৎ বামন।
১৪। কেহ কহে—ক্ষীরোদকশায়ী-অবতার ;
১৫। অসম্ভব নহে সত্য বচন সবার।

* ইহার ব্যাখ্যাদি ৩ পৃষ্ঠায় দেখুন।

১। তাঁহা—সপ্ত সমুদ্রমধ্যে যে ক্ষীরসমুদ্র, তন্মধ্যে শ্বেতদ্বীপ পালনকর্ত্তা বিষ্ণুর স্থান। ইনিই তৃতীয় পুরুষাবতার ক্ষীরোদশায়ী। ২। সকল জীবের—ব্যষ্টি জীবের। ৩। দেব...স্তবন—দেবগণ এই ক্ষীরোদশায়ীর দর্শন পান্ না, দৈত্যগণের অত্যাচার হইলে ক্ষীরসমুদ্রের তীরে উদ্দেশে স্তব করেন।
৪। শেষরূপে—অনন্তরূপে। এই অনন্ত আবেশ-অবতার। ৫। কাঁহা...জানি—মস্তকের কোন্ স্থানে পৃথিবী আছে, তাহা অনন্তের অনুভব নাই।
৬। পঞ্চাশৎ...বিস্তার—পঞ্চাশৎ কোটী যোজনবিস্তীর্ণ পৃথিবী সর্ষপের ন্যায় যে অনন্তের ফণার এক দেশে আছে। ৭। সনকাদি...মুখে—তৃতীয়স্কন্ধে বর্ণিত আছে যে সনকাদি অনন্তের নিকট ভাগবত শুনিয়াছেন। অনন্ত হইতেই ভাগবতের প্রবৃত্তি। ৮। উপাধান—বালিশ। ৯। আরাম—উপবন। আবাস—বাসস্থান। ১০। কৃষ্ণের শেষতা—যাঁহার কৃষ্ণেতে অবসান হয়, তাঁহার নাম শেষ। ১১। তাঁহাকে...মহিমা—সেই নিত্যানন্দকে অনন্ত বলিলে কি তাঁর মহিমার বৃদ্ধি হইবে? ১২। অথবা...অবতারী—যাঁহারা নিত্যানন্দকে অনন্ত বলেন, সে সকল ভক্তের বাক্যও সত্য বলিয়া স্বীকার করি। কেননা, নিত্যানন্দ অনন্তেরই অবতারী। অবতারীতে অবতার নিহিত আছেন। এই নিমিত্ত যখন নিত্যানন্দ বা বলদেবের ভক্তাবতার অনন্ত অংশে আবেশ হয় তখন তিনি ভগবানের দাস বলিয়া অভিমান করেন। ১৩। কাহ—কোনরূপ। ১৪। ক্ষীরোদকশায়ী-অবতার—ক্ষীরোদশায়ীর অবতার। ১৫। অসম্ভব...সবার—নারায়ণাদিরূপে কৃষ্ণকে নির্দেশ করা অসম্ভব নয় ; সুতরাং সকলের বাক্যই সত্য।

১। কৃষ্ণ যবে অবতরে সর্ব্বাংশ-আশ্রয় ;
২। সর্ব্ব অংশ আসি তবে কৃষ্ণেতে মিলয়।
যেই যেই-রূপে জানে সেই তাহা কহে ;
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে—কিছু মিথ্যা নহে।
অতএব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যগোসাঞী ;
৩। সর্ব্ব-অবতার-লীলা করি সবারে দেখাই।
৪। এইরূপে নিত্যানন্দ অনন্তপ্রকাশ।
সেই-ভাবে কহি মুঞি চৈতন্যের দাস।
৫। কভু গুরু, কভু সখা, কভু ভৃত্যলীলা ;
৬। পূর্ব্বে যেন তিন ভাবে ব্রজে কৈল খেলা।
৭। বৃষ হঞা কৃষ্ণ সনে মাথামাথি রণ ;
৮। কভু কৃষ্ণ করে তাঁর পাদ-সম্বাহন।
৯। আপনাকে ভৃত্য করি কৃষ্ণে প্রভু মানে।
কৃষ্ণের কলার কলা আপনাকে জানে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একাদশাধ্যায়ে একবিংশ-শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং—

বৃষায়মাণৌ নর্দ্দন্তৌ যুযুধাতে পরস্পরং।
অনুকৃত্য রুতৈর্জন্তূংশ্চেরতুঃ প্রাকৃতৌ যথা ॥১৫॥

তথাহি তত্রৈব পঞ্চদশাধ্যায়ে ত্রয়োদশশ্লোকে-পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং—

কচিৎ ক্রীড়াপরিশ্রান্তং গোপোৎসঙ্গোপবর্হণং
স্বয়ং বিশ্রাময়ত্যার্য্যং পাদসম্বাহনাদিভিঃ ॥১৬॥

তথাহি তত্রৈব ত্রয়োদশাধ্যায়ে চতুস্ত্রিংশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য বলদেববাক্যং—

কেয়ং বা কুত আয়াতা
দৈবী বা নার্য্যুতাসুরী।
প্রায়োমায়াস্তু মে ভর্ত্তু
র্নান্যা মেঽপি বিমোহিনী ॥১৭॥

তত্রৈব অষ্টষষ্টিতমাধ্যায়ে ষড়্বিংশশ্লোকে দুর্য্যোধনাদীন্ প্রতি বলদেববাক্যং—

বৃষায়মাণাবিতি। বৎসপালাএব কৃত্রিমাঃ কম্বলাদিপিহিতা বৃষরূপমনুকুর্ব্বন্তি তৈঃ সহ স্বয়মপি বৃষায়মাণৌ বৃষবদাচরন্তৌ নর্দ্দন্তৌ তদনুকারিশব্দান্ কুর্ব্বন্তৌ রামকৃষ্ণৌ পরস্পরং যুযুধাতে, রুতৈঃ শব্দৈর্জন্তূন্ হংসময়ূরাদীন্ অনুকৃত্য প্রাকৃতৌ যথা প্রাকৃতবৎ চেরতু বিচেরতুঃ ॥ ১৫ ॥

কচিদিতি। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণঃ ক্রীড়য়া পরিশ্রান্তং, গোপানাং উৎসঙ্গঃ ক্রোড় এব উপবর্হণমুচ্ছীর্ষকং যস্য তমার্য্যমগ্রজং বলদেবং পাদসংবাহনাদিভিঃ। আদি পদাদ্বীজনাদীনি। বিশ্রাময়তি বিগতশ্রমং করোতি ॥ ১৬ ॥

অথাত্র কাপি কস্যাপি মায়ৈব হেতু ভবেদিতি তর্কয়তি—কেয়মিতি। ইয়ং তেষু প্রেমবর্দ্ধিনী মায়া দুর্ঘটনাশক্তিঃ

গোচারণার্থ বনে গমন করিয়া বলদেব এবং কৃষ্ণ বৃষের ন্যায় শব্দ করতঃ পরস্পর মাথামাথি যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং প্রাকৃত বালকের ন্যায় হংসময়ূরাদির শব্দের অনুকরণপূর্ব্বক বিচরণ করিয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥

কখন অগ্রজ ক্রীড়ায় পরিশ্রান্ত হইয়া গোপগণের ক্রোড়দেশ উপাধান করতঃ শয়ন করিলে, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পাদসংবাহনাদি দ্বারা তাঁহাকে বিগতশ্রম করেন ॥১৬ ॥

এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বলদেবের যে সখ্য, তাহাই প্রমাণ করিলেন ॥১৫॥

শ্রীকৃষ্ণের যে বলদেবে গুরুবুদ্ধি, তাহাই এই শ্লোকদ্বারা প্রমাণ করিলেন ॥১৬॥

১। কৃষ্ণ…নহে—যে কালে সর্ব্বাংশের আশ্রয় কৃষ্ণ অবতার করেন, সে সময় সর্ব্ব-অংশ-বর্গ কৃষ্ণেতে আসিয়া মিলিত হন। তজ্জন্য যে ব্যক্তি যে রূপে কৃষ্ণকে জানে, সে সেই রূপেই কহে। অতএব সর্ব্বাংশ লইয়া অবতীর্ণ কৃষ্ণে পূর্ব্বোক্ত নারায়ণাদি সকল রূপই সম্ভব। ২। মিলয়—মিলিত হয়। ৩। দেখাই—দেখাইয়াছেন। ৪। অনন্ত-প্রকাশ—অনন্তের অবতার। সেই ভাবে—অনন্ত ভাবে। ৫। ভৃত্যলীলা—দাসের ন্যায় ব্যবহার। ৬। তিন ভাবে—গুরু, সখা এবং ভৃত্যভাবে।

৭। বৃষ…রণ—মাথায় মাথায় ঘাতপ্রতিঘাতদ্বারা রণ (যুদ্ধকে) মাথামাথি বলে। পল্লীবালকের 'ঢু'মারামারী ক্রীড়া। ইহাতে বলদেবের সখ্য ব্যক্ত হইল। ৮। কভু…সম্বাহন—ইহাতে বলদেবে শ্রীকৃষ্ণের গুরুবুদ্ধি ব্যক্ত হইল। ৯। আপনাকে…জানে—এতদ্বারা বলদেবের শ্রীকৃষ্ণে দাস্য প্রকাশ হইল।

যস্যাংঘ্রিপঙ্কজরজোঽখিললোকপালৈ-
র্মৌল্যুত্তমৈর্ধৃতমুপাসিততীর্থতীর্থং।
ব্রহ্মা ভবোঽহমপি যস্য কলাঃ কলায়াঃ,
শ্রীশ্চোদ্বহেম চিরমস্য নৃপাসনং ক? ১৮॥

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য ;
যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য।
এমতে চৈতন্যপ্রভু একলে ঈশ্বর ;
১। আর সব পারিষদ—কেহ বা কিঙ্কর।
২। গুরুবর্গ—নিত্যানন্দ, অদ্বৈত-আচার্য্য ;
৩। শ্রীনিবাস ; আর যত—লঘু, সম, আর্য্য।

কা কিং লক্ষণা। বা শব্দঃ সমুচ্চয়ার্থঃ। কুত আয়াতা কস্মাৎ সমুদ্ভূতা কেন চ কৃতেত্যর্থঃ। কুত ইত্যেব বিচারয়তি বা শব্দো বিতর্কে, তত্তৎপিত্রাদ্যুপাসিতৈর্দেবৈঃ কৈরপি মহাপ্রভাবৈঃ কৃতা কিমুতেভ্যোঽপি মুনীনাং প্রভাবং পর্য্যালোচ্য তত্রৈব পক্ষান্তরং কল্পয়তি—নারীতি। অত্রাপি বাশব্দো যোজ্যঃ। নন্বেবং শ্রীকৃষ্ণবল্লিত্পুত্রাদিষু প্রেমবর্দ্ধনস্পর্দ্ধা ব্রজজনানাং ন সম্ভবতি ইত্যাশঙ্ক্য পুনর্বিকল্পয়তি। উত পক্ষান্তরে। আসুরী স্বস্বাপত্যেষ্বপি শ্রীকৃষ্ণসদৃশস্নেহবিবর্দ্ধনেন ব্রজস্থ কৃষ্ণবিষয়কভাববিশেষ হান্ত্যা তন্মাহাত্ম্যসঙ্কোচায়ার্থং কংসাদিভ্যঃ কৃতা কিং পূতনাদীনাং তন্মোহনতা দর্শনাৎ। যথা—মায়েয়ং দেবতানাং মুনীনাঞ্চ তল্লীলালোভেন প্রাচীনানন্দর্বাপ্য স্বয়মাবির্ভাবমণী। সা তু তেষাং সাধূনাং ন সম্ভবতীতি তর্কান্তরে অসুরাণান্তু পূতনাবৎসাসুরাদিবৎদুষ্টভাবময়ীতি জ্ঞেয়ং। তথা তু শ্রীকৃষ্ণইব তেষু মম স্নেহবৃদ্ধির্ন সম্ভবতীত্যাহ—প্রায় ইতি। প্রায়শোমৎস্বামিনঃ শ্রীকৃষ্ণস্য মায়েয়মস্তু স্যাৎ। নির্দ্ধারণে সম্ভাবনা। তস্য স্ববিষয়কচঞ্চলতাসম্ভাবনায়া হেত্বনালোচনয়া তাদৃশ প্রেমস্তৎস্বরূপৈকানুবধ্যতালোচনয়া চ প্রায় ইত্যুক্তং। বিমোহিনী নিরনুসন্ধানপ্রেমবদ্ধনী বিশব্দোদীর্ঘকালহাস্যপেক্ষয়া ইতি লক্ষণমপ্যস্যা দর্শিতং॥ ১৭॥

যস্যেতি। যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য অঙ্ঘ্রিপঙ্কজস্য রজইতি জাত্যেকত্ববিবক্ষয়া যৎকিঞ্চিদেকমপি রজঃ কথঞ্চিৎ কুত্রচিৎ প্রাপ্তঃ ব্রহ্মা ভবো-বা রুদ্রঃ অহং বলদেবঃ শ্রীঃ স্বরূপশক্তিরিতি বয়ং চিরং চিরকালং ব্যাপ্য উদ্বহেম শিরসি উদ্বোঢ়ুং প্রার্থয়ামহে ন তু প্রাপ্তাঃ। অঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজঃ কিম্ভূতং? অখিললোকপালৈর্মৌল্যুত্তমৈঃ মৌলীসুষ্ঠুরুত্তমাঙ্গৈর্ধৃতং ধারণয়া মনসি কৃতমিতি ভাবঃ। পুনঃ কিম্ভূতং উপাসিতং সর্ব্বৈঃ সেবিতং যৎতীর্থং গঙ্গা তস্যাপি তীর্থং তীর্থত্বনিমিত্তং। বয়ং কথম্ভূতাঃ? যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য কলায়াঃ অংশস্য কলা অংশাঃ। অস্য ঈদৃশস্য শ্রীকৃষ্ণস্য নৃপাসনং ক, অপি তু কুত্রাপি নাস্তীতি ক্রোধোপহাসঃ। বস্তুতস্তু ক্ষেত্যাতিনিকৃষ্টমেব পদমিত্যর্থঃ॥ ১৮॥

যে সময় ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের মঞ্জুমহিমা দর্শনার্থ বৎস ও বৎসপালগণকে হরণ করেন, সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্মা এবং বৎস ও বৎসপালের হর্ষবিধানার্থ স্বয়ং বৎস ও বৎপালাদিরূপে সম্বৎসর ব্রজে এবং বনে বনে বিহরণ করেন। দীর্ঘকালের পর একদা বনমধ্যে ঐ বৎস ও বৎসপালগণের প্রতি বলদেবের শ্রীকৃষ্ণসদৃশ স্নেহ হওয়ায়, তিনি বিতর্ক করিতেছেন,—এ মায়া কে, কাহাকর্তৃক বা প্রযুক্ত হইল? ইহা কি দেবতার বা মনুষ্যের অথবা অসুরের মায়া? না তাহা ত সম্ভব নহে। বোধ হয়, এ আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণেরই মায়া, নতুবা অন্য মায়া যে আমাকে মোহিত করিতে অসমর্থ! ১৭॥

লক্ষণা-হরণান্তর কুরুগণকর্তৃক ধৃত সাম্বকে আনয়ন করিতে হস্তিনাপুরগত বলদেব ঐশ্বর্য্যমত্ত কুরুগণের বচন শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন,—সমস্ত লোকপাল অলঙ্কৃতমস্তকে যাঁহার পাদপদ্মের রেণু সমাধিতে ধারণ করেন, যে রেণু গঙ্গাদিতীর্থের তীর্থত্ব-সম্পাদক এবং যাহা ব্রহ্মা, রুদ্র, আমি (বলদেব) এবং বৈকুণ্ঠ-লক্ষ্মী, আমরা অংশাংশ হইয়া চিরকাল সযতনে শিরোদেশে ধারণ করিতে প্রার্থনা করি, এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে নৃপাসন অতি তুচ্ছ॥ ১৮॥

এই শ্লোক দ্বারা বলদেবের শ্রীকৃষ্ণে দাস্য ভাব প্রমাণ হইল॥ ১৭॥
এই শ্লোকে ও বলদেবের শ্রীকৃষ্ণে দাস্য ভাব প্রমাণ হইল॥ ১৮॥

১। পারিষদ—সর্ব্বদা নিকটবর্ত্তী ও লীলায় সহকারীকে পারিষদ বলে। কিঙ্কর—আদেশপ্রতিপালক। ২। গুরুবর্গ—পূজ্যগণ; মাতা পিতা, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত ও শ্রীবাস প্রভৃতি। ৩। আর যত—অন্য যে সব ভক্তবৃন্দ তন্মধ্যে কাহাকেও লঘু (কনিষ্ঠ অর্থাৎ দাসানুদাস) কাহাকেও সম (নিজের সদৃশ) এবং কাহাকেও আর্য্য (অর্থাৎ পূজনীয়) বলিয়া চৈতন্যদেব মানিতেন।

১। সবে পারিষদ, সবে লীলার সহায় ;
সবে ল'ঞা নিজকার্য্য সাধে গৌর-রায়।
অদ্বৈত-আচার্য্য, নিত্যানন্দ—দুই অঙ্গ ;
দুই জনে ল'ঞা প্রভুর যত কিছু রঙ্গ।
অদ্বৈত-আচার্য্য-গোসাঞী সাক্ষাৎ ঈশ্বর ;
২। প্রভু গুরু করি মানে ; তেঁহ ত কিঙ্কর।
আচার্য্যের তত্ত্ব কিছু না যায় কথন ;
৩। কৃষ্ণে অবতারি' যেঁহ তারিল ভুবন।
৪। নিত্যানন্দ-স্বরূপ পূর্ব্বে হইলা লক্ষ্মণ ;
৫। লঘু ভ্রাতা হ'ঞা করে রামের সেবন।
রামের চরিত্র যত দুঃখের কারণ ;
৬। স্বতন্ত্র লীলায় দুঃখ পায়েন লক্ষ্মণ।
৭। নিষেধ করিতে নারে যা'তে ছোট ভাই :
মৌন করি রহে লক্ষ্মণ মনে দুঃখ পাই।
কৃষ্ণাবতারে জ্যেষ্ঠ হৈল সেবার কারণে ;
কৃষ্ণকে করাইল নানা সুখ-আস্বাদনে।
৮। রাম-লক্ষ্মণ—কৃষ্ণ-রামের অংশবিশেষ ;
৯। অবতারকালে দোঁহে দোঁহাতে প্রবেশ।
১০। সেই অংশ ল'ঞা জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠাভিমান ;
১১। অংশ-অংশিরূপে শাস্ত্রে করয়ে ব্যাখ্যান।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে পঞ্চচত্বারিংশ-শ্লোকঃ—

রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠ-
ন্নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥১৯॥

শ্রীচৈতন্য—সেই কৃষ্ণ, নিত্যানন্দ—রাম ;
নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম।
নিতাই-মহিমা-সিন্ধু অনন্ত-অপার ;
১২। এক কণা স্পর্শি মাত্র সে কৃপা তাঁহার।
আর এক শুন তাঁর দয়ার মহিমা ;

স এব কদাচিৎ প্রপঞ্চেন নিজাংশেন স্বয়মপ্যবতরতীত্যাহ—রামাদিতি। যঃ কৃষ্ণাখ্যঃ পরমঃ পুমান্ কলানিয়মেন তত্র নিয়তানামেব শক্তীনাং প্রকাশেন রামাদিমূর্ত্তিষু তিষ্ঠন্ তত্তন্মূর্ত্তীঃ প্রকাশয়ন্ নানাবতারমকরোৎ। য এব স্বয়ং সমভবদ্বতার তং লীলাবিশেষেণ গোবিন্দমহং ভজামীত্যর্থঃ। তদুক্তং শ্রীদশমে দেবৈঃ—মৎস্যাশ্বকচ্ছপবরাহনৃসিংহহংসরাজন্যবিপ্রবিবুধেষু কৃতাবতারঃ, ত্বং পাসি নস্ত্রিভুবনঞ্চ তথাধুনেশ ভারং ভুবো হর যদূত্তম বন্দনন্তে ইতি ॥ ১৯ ॥

যে কৃষ্ণ নামক পরমপুরুষ নিয়ত শক্তিবর্গের প্রকাশদ্বারা রামাদিমূর্ত্তি প্রকাশ করতঃ নানা অবতার করিয়াছেন এবং যিনি স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ১৯ ॥

এই শ্লোকদ্বারা শ্রীরাম যে অংশ এবং শ্রীকৃষ্ণ অংশী—ইহাই প্রমাণ করিলেন ॥১৯॥

১। সবে…সহায়—চৈতন্যের ভক্তমাত্রেই পারিষদ এবং লীলার সহায়। ২। প্রভু…মানে—মহাপ্রভু অদ্বৈত আচার্য্যকে গুরু বলিয়া মানিতেন। যেহেতু তিনি শচীদেবীর মন্ত্রদাতা গুরু এবং নিজগুরু ঈশ্বরপুরীর সতীর্থ ছিলেন। তেঁহ ত কিঙ্কর—আচার্য্য আপনাকে চৈতন্যদেবের কিঙ্কর বলিয়া মানিতেন। ৩। অবতারি—অবতার করাইয়া। যেঁহ—যিনি।

৪। নিত্যানন্দস্বরূপ—নিত্যানন্দ-তত্ত্ব অর্থাৎ বলদেব। ৫। লঘু ভ্রাতা—কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ৬। স্বতন্ত্র লীলায়—স্বাধীন লীলায়। ৭। যা'তে ছোট ভাই—লক্ষ্মণ অনুজ হইয়া শ্রীরামকে কোন কষ্টকর কার্য্যে নিবৃত্ত হইতে বা সুখকর কার্য্যে অনুমতি করিতে না পারিয়া মনে মনে দুঃখ অনুভব করেন, তজ্জন্য কৃষ্ণাবতারে বলদেবরূপে তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হইলেন। অতএব গুরু হইয়া কষ্টকর কার্য্যে নিবৃত্ত এবং ইষ্টকর কার্য্যে প্রবৃত্ত করিবেন। ৮। অংশবিশেষ—সর্ব্বাপেক্ষা বিশিষ্ট অংশ। রাম শ্রীকৃষ্ণের অংশ, লক্ষ্মণ বলদেবের অংশ।

৯। অবতারকালে—শ্রীকৃষ্ণ এবং বলদেবের অবতারকালে। দোঁহে দোঁহাতে প্রবেশ—শ্রীরাম শ্রীকৃষ্ণে এবং লক্ষ্মণ বলদেবে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। ১০। সেই…কনিষ্ঠাভিমান—রাম ও লক্ষ্মণ অবতারে যেরূপ জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠ অভিমান ছিল, কৃষ্ণ-বলরামে প্রবিষ্ট হইয়া রামলক্ষ্মণের অংশ হয়েও সেইরূপ জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ অভিমান হয়।

১১। অংশ-অংশিরূপে—রামচন্দ্র অংশ ও শ্রীকৃষ্ণ অংশী, ইহা শাস্ত্রের মীমাংসা। ১২। সে কৃপা তাঁহার—তাঁহার কৃপায় তাঁহার মহিমা

১। অধম জীবেরে চড়াইল ঊর্দ্ধ সীমা।
২। দেবগুহ্য-কথা এই অযোগ্য কহিতে;
তথাপি কহিয়ে তাঁর কৃপা প্রকাশিতে।
৩। উল্লাসের বসে লিখি তোমার প্রসাদ;
নিত্যানন্দ প্রভো! মোর ক্ষম অপরাধ।

৪। অবধূতপ্রভুর এক ভৃত্য প্রেমধাম;
মীনকেতন-রামদাস হয় তাঁর নাম।
আমার আলয়ে অহোরাত্র সঙ্কীর্ত্তন;
তাহাতে আইল তিঁহ পা'ঞা নিমন্ত্রণ।
মহাপ্রেমময় তিঁহ বসিল অঙ্গনে;
সকল বৈষ্ণব তাঁর বন্দিলা চরণে।
নমস্কার করিতে কা'র উপরেতে চড়ে;
৫। প্রেমে কা'কে বংশী মারে কাহাকে চাপড়ে।
যে নেত্রে দেখিতে অশ্রু মন হয় যার;
সেই নেত্রে অবিচ্ছিন্ন বহে অশ্রুধার।
৬। কভু কোন অঙ্গে দেখি পুলককদম্ব;
৭। এক অঙ্গে জাড্য তাঁর আর অঙ্গে কম্প।
৮। নিত্যানন্দ বলি যবে করেন হুঙ্কার;
তা'দেখি লোকের হয় মহা চমৎকার।
৯। গুণার্ণব মিশ্র নমে এক বিপ্র আর্য্য;
শ্রীমূর্ত্তি নিকটে তিঁহ করে সেবাকার্য্য।
অঙ্গনে আসিয়া তিঁহ না কৈলা সম্ভাষ,
১০। তাহা দেখি ক্রুদ্ধ হ'ঞা বলে রামদাস—
১১। "এই ত দ্বিতীয় সূত রোমহরষণ;
বলভদ্রে দেখি যে না কৈল প্রত্যুদ্গম।"
এত বলি নাচে গায় করয়ে সন্তোষ,
১২। কৃষ্ণকার্য্য করে বিপ্র, না করিল রোষ।
উৎসবান্তে গেল তেঁহ করিয়া প্রসাদ,
মোর ভ্রাতা-সনে তাঁর হইল কিছু বাদ।
১৩। চৈতন্যপ্রভুতে তাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস,
১৪। নিত্যানন্দপ্রতি তাঁর বিশ্বাস-আভাস।
ইহা শুনি রামদাসের দুঃখ হৈল মনে;
তবে ত ভ্রাতারে আমি করিনু ভর্ৎসনে।
১৫। দুই ভাই এক তত্ত্ব—সমান প্রকাশ,
নিত্যানন্দ না মান, তবে হবে সর্ব্বনাশ।

সমুদ্রের এক কণা স্পর্শি (স্পর্শ করিতেছি—বর্ণন করিতেছি)।

১। অধম জীবেরে—আমাকে। গ্রন্থকারের দৈন্যোক্তি। ২। দেবগুহ্য—দেবতারা স্বপ্ন বা জাগ্রদবস্থায় সাক্ষাৎ হইয়া যাহা বলেন, তাহাকে দেবগুহ্য বলে; কাহারও নিকট তাহা প্রকাশ করিতে নাই। ভগবান্ অদিতেকে বলিয়াছেন, যথা—'সর্ব্বং সম্পত্স্যতে দেবি দেবগুহ্যং সুসংবৃতং'। হে দেবি! দেবগুহ্য সুসংবৃত হইলে, সকল বিষয়ই সম্পন্ন হয়। ৩। উল্লাসের অপরাধ—এই পদ্যটী নিত্যানন্দপ্রভুকে সম্বোধন করিয়া গ্রন্থকর্ত্তা বলিতেছেন। ৪। অবধূত—বর্ণাশ্রমাতীত। প্রেমধাম—প্রেমের আশ্রয়। ৫। বংশী মারে—নিত্যানন্দপরিকরেরা প্রায়ই গোপ-ভাবে আবিষ্ট, এই নিমিত্ত তাঁহাদের হস্তে সর্ব্বদা বংশী থাকে। ৬। পুলককদম্ব—পুলকরাশি; উদ্দীপ্তপুলকাখ্যসাত্ত্বিক ভাবাবলী। পুলক—রোমাঞ্চ। ৭। জাড্য—জড়তা, শরীরের স্তব্ধীভাব। যাহাতে শরীরের জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ব্যাপার থাকে না, তাহাকে স্তম্ভ নামক সাত্ত্বিক ভাব বলে।

৮। হুঙ্কার—উচ্চস্বর নামক অনুভাব বিশেষ। ৯। আর্য্য—শ্রেষ্ঠ। ১০। তাহা রামদাস—গুণার্ণবমিশ্র রামদাসকে দেখিয়া আদর করেন নাই, তাহাতে তাঁহার ক্রোধ হয় নাই; তবে সে ব্যক্তি অন্য মহান্‌কেও যে এইরূপ অনাদর করিয়া থাকে, এই ধারণায় তিনি ক্রোধ করিয়াছিলেন। রামদাসের এ ক্রোধ তমোগুণের কার্য্য নয়; পরন্তু ইহা ভগদ্ভাবের সঞ্চারি ভাব।

১১। এই…রোমহরষণ—সূতজাতি রোমহর্ষণ নৈমিষারণ্যে ঋষিদত্ত ব্রহ্মাসনে বসিয়া পুরাণ পাঠ করিতেছিলেন, এমন সময় বলদেব তথায় উপস্থিত হইলে, ঋষিগণ গাত্রোত্থান করিলেন। কিন্তু রোমহর্ষণ সেই আসনেই বসিয়া রহিলেন। তাহা দেখিয়া বলদেব বলিলেন—'কি আশ্চর্য্য! এটা সূত জাতি হইয়া ঋষিগণের নিকট উচ্চাসনে বসিয়া আছে। এই ধর্ম্মধ্বজী বিনাশের জন্যই যে আমার অবতার!' এই বলিয়া কুশধারা সূতের মস্তকচ্ছেদন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় সূত—সূতের ন্যায় মহদনাদরকারী। ক্ষত্রিয়-ঔরসে ব্রাহ্মণীগর্ভে সূত জাতির উৎপত্তি, অতএব সূত বর্ণসঙ্কর।

১২। কৃষ্ণকার্য্য করে—সেই ব্রাহ্মণ কৃষ্ণবিগ্রহের সেবা করিতেন বলিয়া, তাহার উপর ক্রোধ করিলেন না। ১৩। ভার—আমার ভ্রাতার। ১৪। বিশ্বাস আভাস—অন্তরে বিশ্বাস নাই, বাহিরে ঈষৎ বিশ্বাসের ভাব প্রকাশ। ১৫। দুই ভাই—চৈতন্য ও নিত্যানন্দ। সমান-প্রকাশ—তুল্যশক্তিমান্।

একেতে বিশ্বাস অন্যে না কর সম্মান ;
১। অর্দ্ধ-কুকুটীয় ন্যায়—তোমার প্রমাণ।
২। কিম্বা দুই না মানিয়া হও ত পাষণ্ড,
একে মানি, আরে না মানি—এই মত ভণ্ড।
ক্রুদ্ধ হঞা বংশী ভাঙ্গি চলে রামদাস ;
তৎকালে ভ্রাতার মম হৈল সর্ব্বনাশ।
৩। এই ত কহিল তাঁর সেবকপ্রভাব ;
আর এক কহি তাঁর দয়ার স্বভাব।
৪। ভাইকে ভর্ৎসিনু মুঞি,—ল'ঞা এই গুণ ;
সেই রাত্রে প্রভু মোরে দিলা দরশন।
৫। নৈহাটীনিকটে ঝামটপুর গ্রাম ;
তাঁহা স্বপ্নে দেখা দিলা নিত্যানন্দ-রাম।
দণ্ডবৎ হ'ঞা আমি পড়িনু পায়েতে ;
নিজ পাদপদ্ম প্রভু দিলা মোর মাথে।
'উঠ উঠ' বুলি মোরে বলে বারবার ;
৬। উঠি তাঁর রূপ দেখি, হৈনু চমৎকার।
৭। শ্যাম-চিক্কণ-কান্তি—প্রকাণ্ড শরীর ;
সাক্ষাৎ কন্দর্প যৈছে মহামল্ল বীর।
সুবলিত হস্তপদ কমললোচন,
পট্টবস্ত্র শিরে, পট্টবস্ত্র পরিধান ;
৮। সুবর্ণকুণ্ডল কর্ণে, স্বর্ণাঙ্গদ বালা ;
পায়েতে নূপুর বাজে, কণ্ঠে পুষ্পমালা।
চন্দনলেপিত অঙ্গ, তিলক সুঠাম ;
৯। মত্তগজ-জিনি মত্ত মন্থরপয়ান।
কোটিচন্দ্র-জিনি মুখ, উজ্জ্বল বরণ ;
দাড়িম্ববীজসম দন্ত, তাম্বুল চর্ব্বণ।
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত অঙ্গ ডাহিনে বামে দোলে ;
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া গম্ভীর বোল বোলে।
রাঙ্গা যষ্ঠি হস্তে দোলে যেন মত্তসিংহ ;
চারি পাশে বেড়িয়াছে চরণেতে ভৃঙ্গ।
পারিষদগণে দেখি সব গোপবেশ ;
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' সবে কহে প্রেমেতে আবেশ।
শিঙা-বাঁশী বাজায় কেহ, কেহ নাচে গায়,
চামর ঢুলায় কেহ তাম্বুল যোগায়।
নিত্যানন্দ স্বরূপের দেখিয়া বৈভব ;
কিবা রূপগুণলীলা—অলৌকিক সব।
আনন্দে বিহ্বল আমি কিছুই না জানি ;
তবে হাসি প্রভু মোরে কহিলেন বাণী—
'অয়ে অয়ে কৃষ্ণদাস না করহ ভয় ;
বৃন্দাবনে যাহ তাঁহা সর্ব্ব লভ্য হয়।"
১০। এত বলি, প্রেরিল মোরে হাতসানি দিয়া ;
অন্তর্ধান কৈল প্রভু নিজগণ লৈয়া।
মূর্চ্ছিত হইয়া মুঞি পড়িনু ভূমেতে ;
স্বপ্নভঙ্গ হৈলে দেখি হঞাছে প্রভাতে।

১। অর্দ্ধ কুকুটীয় ন্যায়—শাস্ত্রোক্ত যুক্তিমূলক দৃষ্টান্ত বিশেষ। যেস্থানে একাংশ গ্রহণ ও অপরাংশ বর্জ্জন হয়, সেই স্থানে পণ্ডিতেরা এই ন্যায়ের দৃষ্টান্ত দিয়া থাকেন। একজনের একটি কুকুটী ছিল ; সে প্রচুর অণ্ড প্রসব করিত ও তদ্দ্বারা লোকটির জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। একদিন মনে মনে বিচার করিল, এই কুকুটী পশ্চাদর্দ্ধদ্বারা অণ্ড প্রসব করে, অতএব ইহার পশ্চাদর্দ্ধ রাখিয়া পূর্ব্বার্দ্ধে ভোজন করি। ইহাই সে স্থির করিয়া পূর্ব্বার্দ্ধ ছেদন করতঃ ভক্ষণ করিলে পর পশ্চাদর্দ্ধ আর অণ্ড প্রসব করিল না। যেমন কুকুটীর পূর্ব্বার্দ্ধ বিনাশ করিয়া পশ্চাদর্দ্ধের আদর করায় কোন উপকারে আইসে না, সেইরূপ নিত্যানন্দকে না মানিয়া চৈতন্যকে আদর করিলেও হিত হয়না। ২। কিম্বা...ভণ্ড—বরং দুই জনকে না মানিয়া পাষণ্ড হও, সেও ভাল, তথাপি চৈতন্যকে মান, আর নিত্যানন্দকে যে মান না, এই যে তোমার মত, ইহা ভণ্ড (কপট)। ৩। তাঁর—নিত্যানন্দপ্রভুর। ৪। ভাইকে...গুণ—ভ্রাতাকে আমি যে ভর্ৎসনা করিলাম, আমার এই গুণটি গ্রহণ করিয়া, অর্থাৎ এই গুণে সন্তুষ্ট হইয়া।

৫। ঝামটপুর গ্রাম—কাটোয়ার সন্নিহিত গঙ্গার পশ্চিম ভাগে দুই ক্রোশ দূরে নৈহাটী ও ঝামটপুর, এই দুই গ্রাম বিদ্যমান আছে।

৬। হৈনু—হইলাম। ৭। শ্যাম—যদিও নিত্যানন্দপ্রভু পীতবর্ণ, তথাপি গুরু এবং কৃষ্ণ একতত্ত্ব ইহা জানাইবার জন্য শ্যাম-সুন্দররূপে দর্শনদান করিলেন। ৮। স্বর্ণাঙ্গদ—স্বর্ণময় তাড়। ৯। পয়ান—প্রয়াণ ; গতি। ১০। হাতসানি—হাতকড়ি। হাতকড়ি দিয়া যেমন বন্দীকে লইয়া যায়, আমাকেও সেইরূপ বৈরাগ্য-হাতকড়ি দিয়া বৃন্দাবনে প্রেরণ করিলেন। প্রেরিল—প্রেরণ করিলেন।

কি দেখিনু কি শুনিনু—করিয়ে বিচার ;
প্রভু-আজ্ঞা হইল বৃন্দাবনে যাইবার।
সেইক্ষণে বৃন্দাবনে করিনু গমন ;
প্রভুর কৃপাতে সুখে আইনু বৃন্দাবন।
জয় জয় নিত্যানন্দ ! নিত্যানন্দ রাম !
যাঁহার কৃপাতে পাইনু বৃন্দাবনধাম।
জয়জয় নিত্যানন্দ ! জয় কৃপাময় !
যাঁ'হতে পাইনু রূপসনাতনাশ্রয়।
১। যাঁহ'তে পাইনু রঘুনাথ মহাশয়।
যাঁহ'তে পাইনু শ্রীস্বরূপ-আশ্রয় !
সনাতন-কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত ;
২। শ্রীরূপ-কৃপায় পাইনু রসভাবপ্রান্ত।
জয়জয় নিত্যানন্দচরণারবিন্দ !
যাঁহা হৈতে পাইলাম শ্রীরাধাগোবিন্দ।
জগাই মাধাই হৈতে মুই সে পাপিষ্ঠ,
৩। পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ।
মোর নাম শুনে যেই তার পুণ্যক্ষয় ;
মোর নাম লয় যেই তার পাপ হয়।
এমন নির্ঘৃণ মোরে কে বা কৃপা করে ;
এক নিত্যানন্দ বিনা জগতসংসারে ?
৪। প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা-অবতার ;
উত্তম অধম কিছু না করে বিচার।
৫। যে আগে পড়য়ে তারে করয়ে নিস্তার ;
৬। নিস্তারিলা যেহেতু মো-হেন দুরাচার।
মো-পাপিষ্ঠে আনিলেন শ্রীবৃন্দাবন ;
মো-হেন অধমে দিলা শ্রীরূপচরণ।
শ্রীমদনগোপাল-শ্রীগোবিন্দ দরশন !
কহিবার যোগ্য নহে এ সব কথন।
বৃন্দাবন-পুরন্দর মদনগোপাল,
রাসবিলাসী সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রকুমার ;
শ্রীরাধা-ললিতাদি সঙ্গে রাসেতে বিলাস ;
৭। মন্মথ-মন্মথরূপে যাঁ[illegible] প্রকাশ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বাত্রিংশাধ্যায়ে দ্বিতীয়শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শ্রীশুকবাক্যং—

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ ॥২০॥

তাসামিতি। তাসাং তথা রুদতীনাং অধুনা মদ্দুঃখসম্ভাবনয়া দৈন্যবিশেষেণাসাং রোদনাৎ প্রাণা গতপ্রায়া ইতি তেন বিতর্কমাণানামিত্যর্থঃ। এবমাত্মানপেক্ষায় তদেকাপেক্ষয়ৈক দৈন্যবিশেষেণ তৎপ্রাপ্তিরিতি দর্শিতং। শৌরিঃ শূরবংশাবির্ভূতত্বেন প্রসিদ্ধোপি তাসামেবাবিরভূৎ সর্ব্বোত্তোঽপ্যপূর্ব্বদাবির্ভাবাদিত্যর্থঃ। তথা চ বক্ষ্যতে—ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যৈকপদং বপুর্দধদিতি। গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্যরূপং লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধং। দৃগ্ভিঃ পিবন্তীত্যাদৌ। তথৈব গোপীষু বিশেষোক্তিঃ। বাঞ্ছন্তি যদ্ ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চেতি শ্রীমদুদ্ধবসিদ্ধান্তানুসারেণ সর্ব্বাধিকপ্রেমবতীষু তাসু স্বরূপমেব চ তাদৃশত্বং। প্রপদ্যমানস্য যথাশ্রুতঃ স্মারিত্যাদি-ন্যায়েন তথৈব দর্শয়তি—সাক্ষান্মন্মথমন্মথ ইতি। নানা বাসুদেবাদিচতুর্ব্যূহেষু যে সাক্ষান্মন্মথাঃ স্বয়ং কামদেবা ন তু তদীয়শক্ত্যংশাবেশিপ্রাকৃতমন্মথবদসাক্ষাদ্রূপাঃ। তেষামপি মন্মথঃ মন্মথশ্চ প্রকাশকঃ চক্ষুষশ্চক্ষুরিত্যাদিবৎ। যেষাং রূপাগুণানামংশেন তৎপ্রকাশঃ কোঽসৌ তানখিলানেব প্রকাশয়ন্নিত্যর্থঃ। অতএবাস্য মহামন্মথত্বেনৈকাক্ষরাদিমন্ত্রাধ্যানানি চ সন্তি। কিন্তু তস্মিন্

১। রঘুনাথ—রঘুনাথ দাস ২। রসভাবপ্রান্ত—রস ও ভাবের চরম সীমা। ৩। পুরীষের কীট—বিষ্ঠাকৃমি হইতেও আমি লঘিষ্ঠ ; অতিহীন।
৪। কৃপা-অবতার—সাক্ষাৎকৃপা নিত্যানন্দরূপে ভগবৎকৃপা অবতীর্ণ হইয়াছেন। এখানে উৎপ্রেক্ষা, কৃপাতিশয় তাৎপর্য্য। ৫। যে আগে পড়য়ে—তাঁহার সম্মুখে যে উপস্থিত হয়। ৬। যেহেতু—যেহেতু তাঁহার অগ্রে উপস্থিত হইলেই নিস্তার করেন, সেই হেতু। মো-হেন—মৎসদৃশ ; অর্থাৎ আমাকে নিস্তারিলা (নিস্তার করিলেন)। ৭। মন্মথ-মন্মথ—মন্মথ বলিতে সাক্ষাৎকাম, অর্থাৎ চতুর্ব্যূহের তৃতীয় ব্যূহ প্রদ্যুম্ন যাহার আবেশ-অবতার (প্রাকৃত কাম) সেই অপ্রাকৃত তৃতীয় ব্যূহ মন্মথ অর্থাৎ সাক্ষাৎ কামেরও মর্ম্ম মথিত করেন বলিয়া সাক্ষান্মন্মথমন্মথ বলা হইল।

দু'পাশে ললিতা-রাধা করেন সেবন ;
স্বমাধুর্য্যে লোক-মন করে আকর্ষণ।
নিত্যানন্দদয়া মোরে তাঁহা দেখাইল ;
১। রাধামদনমোহনে 'প্রভু' করি দিল।
বৃন্দাবনে যোগপীঠ কল্পতরুবনে ;
রতনমণ্ডপ, তাঁহা রত্নসিংহাসনে।
শ্রীগোবিন্দ ব'সেছেন ব্রজেন্দ্রনন্দন ;
মাধুর্য্য প্রকাশি' করেন জগৎমোহন।
বামপার্শে শ্রীরাধিকা সখীগণসঙ্গে ;
রাসাদিক-লীলা প্রভু করে কত রঙ্গে।

২। যাঁর ধ্যান নিজলোকে করি পদ্মাসন ;
অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রে করে উপাসন।
এ চৌদ্দ ভুবনে যাঁরে সবে করে ধ্যান ;
বৈকুণ্ঠাদিপুরে যাঁর লীলাগুণগান।
৩। যাঁহার মাধুরী করে লক্ষ্মী আকর্ষণ ;
রূপ গোসাঞি করেছেন সে রূপ বর্ণন।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং সপ্তাশীতিতমশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং—

স্মেরাং ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং সাচিবিস্তীর্ণদৃষ্টিং,
বংশীন্যস্তাধরকিশলয়ামুজ্জ্বলাং চন্দ্রকেণ।
গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুমিতঃ কেশিতীর্থোপকণ্ঠে,

ধ্যানেহস্যাকারকমন্মথস্বব্যঞ্জনার্থমেব জ্ঞেয়ং। মন্মথপদস্য যৌগিকবৃত্ত্যা তেষামপি ক্ষোভকাদিরূপঃ সন্নিতি ধ্বনিতং। এবং তাদৃশরূপস্যাদিরসে পরমাবলম্বনতা ভক্ত্যন্তরাগমাত্রতা চ দর্শিতা। তদেবং স্বরূপাবির্ভাবস্থাপূর্ব্বতামুক্ত্বা বিলাসবেশয়োরপ্যাহ—স্মেরেত্যাদিবিশেষণত্রয়েণ। স্মরমানং মুখাম্বুজং যস্য সঃ। স্মরমানেতি বর্ত্তমানপ্রয়োগেণ তাৎকালিকত্ববিবক্ষয়া সহজস্মিতাদ্বৈলক্ষণ্যপ্রতীতেঃ। যথা পীতমম্বরং ধরতীতি পীতাম্বরধরঃ। পীতাম্বর ইত্যনেনৈব বিবক্ষিতে সিদ্ধে ধারণপ্রয়োগোঽতিরিক্ত এবেতি। তেন তদানীমস্যাবিষ্টধারণবোধনাৎ। তথা স্বগীত্যা ত্রাপি প্রশংসায়াং মত্বর্থীয়বিধানাৎ। কিঞ্চিৎ স্মিতেনাত্মনঃ সুপ্রসন্নত্বং যোগস্য চ পরিহাসময়ত্বং পীতাম্বরধারণেন তাসাং তুল্যবর্ণত্বেনৈব তত্র স্বরুচিত্বং প্রথীতি কেবতৎ সঙ্গিতয়া তাং বিনা যস্য সঙ্গান্তরারোচকত্বঞ্চ জ্ঞাপিতং। তথা চ শ্রোতৃহৃদয়ে তৎপ্রবেশায় তাৎকালিকশোভাবর্ণনমিতি ॥ ২০ ॥

স্মেরামিতি। হে সখে! তব যদি বন্ধূনাং স্ত্রীপুত্রাদীনাং সঙ্গে রঙ্গঃ কৌতূহলমস্তি বিদ্যতে, তদা ইতঃ অস্মিন্ কেশিতীর্থস্য উপকণ্ঠে সমীপে গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুং নন্দনন্দনবিগ্রহং মা প্রেক্ষিষ্ঠাঃ মাবলোকয়। কথম্ভূতাং—স্মেরাং স্মিতবদনাং, তথা গ্রীবাকটিজানুষু ভঙ্গিত্রয়েণ যুক্তাং তথা সাচিবিস্তীর্ণদৃষ্টিং বক্রপ্রশস্তাবলোকনাং, তথা বংশ্যাং ন্যস্ত-মধর এব কিশলয়ং যয়া তাং, তথা চন্দ্রকেন ময়ূরপিচ্ছেন উজ্জ্বলামিতি মা প্রেক্ষিষ্ঠা ইতি নিষেধব্যাজেনাবশ্যকার্য্যমিতি-

প্রশস্তবনমালাধারী শৌরী শ্রীকৃষ্ণ তৎকালে মুখপদ্ম প্রফুল্লকরতঃ পীতাম্বরধারণপূর্ব্বক সাক্ষাৎমন্মথের মনও ক্ষোভিত করিয়া সেই গোপীগণসমীপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ॥ ২০ ॥

হে সখে! যদি তোমার কুটুম্বগণের সহিত বাস করিতে ইচ্ছা থাকে, তবে ঈষদ্ধাস্যযুক্ত ত্রিভঙ্গবঙ্কিম বিশালনয়নশালী মুরলীবদন শিখিপিচ্ছধারী এবং কেশিতীর্থবিহারী গোবিন্দনামক ভগবদ্বিগ্রহ অবলোকন করিও না ॥২১॥

এই শ্লোক দ্বারা তিনি যে সাক্ষাৎ মন্মথের মনও মথন অর্থাৎ ক্ষুব্ধ করেন, তাহাই প্রমাণিত হইল ॥২০॥

এই শ্লোকে নিন্দাচ্ছলে গোবিন্দকে স্তুতি করিয়াছেন। নচেৎ যাঁহার দর্শন নিষেধ করিয়াছেন, তাঁহার আবার মাধুরী বর্ণনের প্রয়োজন কি? ইহার ফলিতার্থ এই যে, যদি দেখিতে হয়, তবে এই রূপই দর্শন কর ॥২১॥

১। রাধা…দিল—নিত্যানন্দের দয়া রাধামদনমোহনকে আমার 'প্রভু' করিয়া দিলেন, অর্থাৎ শ্রীনিত্যানন্দের দয়ায় রাধামদনমোহনের, নিকটে বাস করিয়া তাঁহার সেবাকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ২। নিজলোক—গোকুল। সেই গোকুল সহস্রপত্র কমলাকৃতি, তাহার কর্ণিকায় শ্রীকৃষ্ণ উপবিষ্ট। ইহার বিশেষ বিবরণ ব্রহ্মসংহিতায় আছে। পদ্মাসন—ব্রহ্মা। ব্রহ্মসংহিতায় উল্লেখ আছে যে, ভগবান্ ব্রহ্মাকে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র প্রদান করেন। তিনিও সেই মন্ত্রে তাঁহার অর্চ্চনা করেন এবং গোবিন্দ নামে স্তুতি করেন। সেই গোবিন্দই এই শ্রীমূর্ত্তি।

৩। যাঁহার…আকর্ষণ—গোবিন্দের মাধুরী লক্ষ্মীকেও আকর্ষণ করে।

মা প্রেক্ষিষ্ঠাস্তব যদি সখে বন্ধুসঙ্গে-
ঽস্তি রঙ্গঃ ॥২১॥

১। সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রসুত ইথে নাহি আন্ ;
যে বা অজ্ঞে করে তাঁরে প্রতিমাদি জ্ঞান।
সেই অপরাধে তার নাহিক নিস্তার,
ঘোর নরকেতে পড়ে, কি বলিব আর ?
হেন যে গোবিন্দপ্রভু পাইনু যাঁহা হৈতে ;
তাঁহার চরণকৃপা কি পারি বর্ণিতে ?
বৃন্দাবনে বৈসে যত বৈষ্ণবমণ্ডল ;
কৃষ্ণনামপরায়ণ পরমমঙ্গল।
যাঁর প্রাণধন নিত্যানন্দ-শ্রীচৈতন্য ;
রাধাকৃষ্ণভক্তিবিনা নাহি জানে অন্য।
২। সে বৈষ্ণবের পদরেণু তার পদছায়া ;
মো অধমে দিল নিত্যানন্দ করি দয়া।
৩। 'তাঁহা সর্ব্ব লভ্য হয়'—প্রভুর বচন ,
সেই সূত্র—এই তাঁর কৈল বিবরণ।
৪। সে সব পাইনু আমি বৃন্দাবন আয় ;
সেই সব লভ্য এই প্রভুর কৃপায়।
আপনার কথা লিখি নির্লজ্জ হইয়া ;
নিত্যানন্দগুণে লেখায় উন্মত্ত করিয়া।
নিত্যানন্দপ্রভুর গুণমহিমা অপার ;
সহস্রবদনে শেষ নাহি পায় যাঁর।
শ্রীরূপরঘুনাথপদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

অন্বয়। তদেতন্মাধুর্য্যেঽস্মভূয়মানে স্বয়মেব তুচ্ছং মংস্যসে, তস্মাদেনামেব পশ্যেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২১ ॥

১। ইথে—ইহাতে। নাহি আন্—অন্যথা নাই।

২। তার—শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর। ৩। 'বৃন্দাবন যাহা তাঁহা সর্ব্ব লভ্য হয়।'—নিত্যানন্দপ্রভুর এই স্বপ্নে-আদিষ্ট বচন মাত্র সূত্র করিয়া বৃন্দাবনে আসিয়া যাহা যাহা লাভ করিলাম এই স্থানে তাহার বিবরণ প্রকাশ করিলাম। ৪। আয়—আসিয়া।

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে চৈতন্যাবতারসামান্যকারণং নাম

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বন্দে তং শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যমদ্ভুতচেষ্টিতং,
যস্য প্রসাদাদজ্ঞোঽপি তৎস্বরূপং নিরূপয়েৎ ॥১॥

জয়-জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময় !
জয় নিত্যানন্দ ! জয়াদ্বৈত মহাশয় !
পঞ্চ শ্লোকে কহিল নিত্যানন্দ-তত্ত্ব ;
শ্লোকদ্বয়ে কহি অদ্বৈতাচার্য্যের মহত্ত্ব।

তথাহি শ্রীরূপগোস্বামিকৃত কড়চায়াং শ্লোকদ্বয়ং—

মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ ॥ ২ ॥ *
অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ ;
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে ॥ ৩ ॥ †

অদ্বৈত-আচার্য্য গোঁসাই সাক্ষাৎ-ঈশ্বর ;
যাঁহার মহিমা নহে জীবের গোচর।
মহাবিষ্ণু সৃষ্টি করে জগদাদি-কার্য্য ;
তাঁর অবতার সাক্ষাৎ অদ্বৈত আচার্য্য।
যে পুরুষ সৃষ্টি-স্থিতি করেন ইচ্ছায়,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন লীলায়।
১। ইচ্ছায় অনন্ত মূর্ত্তি করেন প্রকাশ,
২। এক এক মূর্ত্তিতে করেন ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ।
৩। সে পুরুষের অংশ অদ্বৈত নাহি কিছু ভেদ,
৪। শরীর-বিশেষ তাঁর নাহিক বিচ্ছেদ।
৫। সহায় করেন তাঁর লইয়া প্রধান ;
ইচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ড কোটি করেন নির্ম্মাণ।
জগৎ-মঙ্গলাদ্বৈত, মঙ্গল-গুণ-ধাম ;
মঙ্গল চরিত্র সদা, মঙ্গল যাঁর নাম।
কোটি অংশ, কোটি শক্তি, কোটি অবতার ;
এত লঞা সৃজে পুরুষ সকল সংসার।
মায়া যৈছে দুই অংশ—নিমিত্ত-উপাদান ;
৬। মায়া—নিমিত্তহেতু, উপাদান—প্রধান।
৭। পুরুষ ঈশ্বর ঐছে দ্বিমূর্ত্তি করিয়া,
বিশ্ব-সৃষ্টি করে নিমিত্ত উপাদান লৈয়া।
৮। আপনে পুরুষ বিশ্ব-নিমিত্তকারণ ;
অদ্বৈতরূপে উপাদান হয় নারায়ণ।
৯। নিমিত্তাংশে করে তিঁহ মায়াতে ঈক্ষণ,
উপাদান-অদ্বৈত করে ব্রহ্মাণ্ড সৃজন।

বন্দ ইতি। তং প্রসিদ্ধং তথা অদ্ভুতানি চেষ্টিতানি যস্য তং শ্রীমন্তং ভক্তিসম্পত্তিং বিতরন্তমিত্যর্থঃ ; অদ্বৈতাচার্য্যমহং বন্দে। তং বিশিনষ্টি—যস্য অদ্বৈতাচার্য্যস্য প্রসাদাৎ প্রসন্নতাং প্রাপ্য অজ্ঞঃ শাস্ত্রাজ্ঞানভিজ্ঞোঽমলক্ষণোজনোপি তৎস্বরূপং তস্যাদ্বৈতাচার্য্যস্য স্বরূপং তত্ত্বং নিরূপয়েৎ নিরূপয়িতুং সমর্থো ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

যাঁহার প্রসাদে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও তদীয় তত্ত্ব নিরূপণ করিতে সমর্থ হয়, সেই অলৌকিক-চরিত প্রসিদ্ধ আচার্য্যকে আমি বন্দনা করি ॥ ১ ॥

গ্রন্থকর্ত্তা দৈন্যপরতন্ত্র হইয়া বলিতেছেন,—অদ্বৈততত্ত্ব নিরূপণ করিতে সামর্থ্য না থাকিলেও, তাঁহার কৃপায় তাঁহার তত্ত্বনিরূপণে সমর্থ হইব ॥ ১ ॥

* ৩ পৃষ্ঠায় দেখুন। † ৬ পৃষ্ঠায় দেখুন।

১। অনন্ত মূর্ত্তি—গর্ভোদশায়ী-রূপ অসংখ্য মূর্ত্তি। ২। এক এক মূর্ত্তিতে—সেই গর্ভোদশায়ীরূপ অনন্ত মূর্ত্তির এক এক মূর্ত্তি এক এক ব্রহ্মাণ্ডে অন্তর্যামিরূপে প্রবেশ করেন। ৩। সে পুরুষের—সেই মহাবিষ্ণুরূপ প্রথমপুরুষের। ৪। তাঁর—মহাবিষ্ণুর। শরীর—বিগ্রহ ; বিশেষ মাত্র—ভেদমাত্র। নচেৎ কোন অংশেই বিচ্ছেদ অর্থাৎ ভেদ নাই। ৫। সহায়···নির্ম্মাণ—প্রধান (প্রকৃতি) তাঁর লইয়া (সেই পুরুষের শক্তিতে আবিষ্ট হইয়া) সৃষ্ট্যাদির সহায় (সাহায্য মাত্র) করেন। পুরুষ ইচ্ছায় কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করেন।

৬। নিমিত্ত-হেতু—নিমিত্ত কারণ। প্রধান—উপাদানকারণ। ৭। ঐছে—ঐরূপ। পুরুষ ও ঈশ্বর এই দ্বিমূর্ত্তি হইয়া যথাক্রমে নিমিত্ত ও উপাদান কারণ লইয়া বিশ্ব সৃষ্টি করেন। ৮। আপনে···নারায়ণ—আপনে পুরুষ মহাবিষ্ণুরূপে বিশ্বের নিমিত্ত-কারণ এবং অদ্বৈত-রূপে উপাদান কারণ। নারায়ণ—মহাবিষ্ণু। ৯। নিমিত্তাংশে—নিমিত্ত অংশ দ্বারা। ঈক্ষণ—আলোচনা অর্থাৎ প্রলয়কালে আমাতে সকলই

অদ্বৈত আচার্য্য কোটি ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা ;
১। আর এক এক মূর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ডের ভর্ত্তা।
২। সেই নারায়ণের মুখ্য অঙ্গ—অদ্বৈত।
'অঙ্গ' শব্দে অংশ করি কহে ভাগবত।

তথাহি শ্রীমদ্‌ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে চতুর্দ্দশশ্লোকে শ্রীভগবন্তং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং ;—

নারায়ণস্ত্বং ন হি সর্ব্বদেহিনা-
মাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়না-
ত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া॥ ৪ ॥ *

ঈশ্বরের অঙ্গ-অংশ, চিদানন্দময় ;
মায়ার সম্বন্ধ নাহি—এই শ্লোকে কয় ;
অংশ না কহিয়া কেন কহ তাঁরে অঙ্গ ?
অংশ হইতে অঙ্গ যা'তে হয় অন্তরঙ্গ।
মহাবিষ্ণুর অংশ-অংশ—অদ্বৈত গুণধাম ;
৩। ঈশ্বরের অভেদ হৈতে 'অদ্বৈত' পূর্ণ নাম।
৪। পূর্ব্বে যৈছে কৈল সর্ব্ব বিশ্বের সৃজন ;
৫। অবতরি কৈল এবে ভক্তি প্রবর্ত্তন।
জীব নিস্তারিল কৃষ্ণভক্তি করি দান ;
গীতা-ভাগবতে কৈল ভক্তির ব্যাখ্যান।
ভক্তি উপদেশ বিনা নাহি তাঁর কার্য্য ;
৬। অতএব নাম এবে হৈল 'আচার্য্য'।
দুই নাম মিলি হৈল 'অদ্বৈত আচার্য্য' ;
৭। বৈষ্ণবের গুরু তিঁহ জগতের আর্য্য।
৮। কমল-নয়নের তিঁহ যাতে অঙ্গ-অংশ ;
'কমলাক্ষ' করি নাম ধরে অবতংস।
ঈশ্বর-সারূপ্য পায় পারিষদগণ ;
চতুর্ভুজ পীতবাস যৈছে নারায়ণ।
অদ্বৈত আচার্য্য ঈশ্বরের অংশবর্য্য ;
তাঁর তত্ত্ব, নাম, গুণ সকল আশ্চর্য্য।
৯। যাঁহার তুলসীদলে, যাঁহার হুঙ্কারে,
স্বগণ সহিতে চৈতন্যের অবতারে।
যাঁর দ্বারা কৈল প্রভু কীর্ত্তন-প্রচার ;
যাঁর দ্বারা কৈল প্রভু জগৎ নিস্তার।
আচার্য্য গোঁসাইর গুণ মহিমা অপার ;
জীব-কীট কোথা পাইবেক তার পার ?
আচার্য্য গোঁসাই চৈতন্যের মুখ্য অঙ্গ।
আর এক অঙ্গ তাঁর প্রভু নিত্যানন্দ।
প্রভুর উপাঙ্গ শ্রীবাসাদি ভক্তগণ ;
১০। হস্ত, মুখ, নেত্র, অঙ্গ, চক্রাদ্যস্ত্র সম।
এ সব লইয়া প্রভু করেন বিহার ;
করেন এ সব লঞা বাঞ্ছিত প্রচার।
১১। 'মাধবেন্দ্র পুরীর ইঁহ শিষ্য'—এই জ্ঞানে,
আচার্য্যকে শ্রীচৈতন্য গুরু করি মানে।
লৌকিক লীলাতে ধর্ম্মমর্য্যাদা রক্ষণ ;
স্তুতি-ভক্তি করেন তাঁর চরণবন্দন।

লীন হইয়া রহিয়াছে, পুনর্ব্বার ইহাদিগের সৃষ্টি করিতে হইবে, ইত্যাকারূপ আলোচনা পূর্ব্বক মায়াতে চিদাভাস সঞ্চারিত করেন। উপাদান-অংশে অদ্বৈত-রূপে প্রকৃতিতে শক্তি সঞ্চার করিয়া ব্রহ্মাণ্ডগণের সৃষ্টি করেন।

১। আর · ভর্ত্তা—এক এক মূর্ত্তিতে এক এক গর্ভোদশায়িরূপে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের ভর্ত্তা (ধারণ বা পোষণকর্ত্তা)। ২। নারায়ণের—মহাবিষ্ণুর। ৩। ঈশ্বরের অভেদ ··নাম—ঈশ্বরের সহিত কিছুমাত্র ভেদ না থাকা হেতু অদ্বৈত এই পূর্ণ নাম হইয়াছে অর্থাৎ সর্ব্বাংশে অভেদ থাকায় অদ্বৈত নাম হইয়াছে। ৪। পূর্ব্বে—সৃষ্টির প্রথমে। ৫। এবে—অধুনা—বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগীয় কলিযুগে। ৬। আচার্য্য—ভক্তিতত্ত্বের উপদেষ্টা। ৭। আর্য্য—পূজ্য। ৮। কমলনয়নের—নারায়ণের। অঙ্গ-অংশ—স্বরূপভূত অংশ।

৯। হুঙ্কার—প্রেমের অনুভাব। তুলসীদল এবং হুঙ্কারই চৈতন্যাবতারের কর্ত্তা (মূল)। ১০। হস্ত···সম—এগুলি উপাঙ্গের বিবৃতি। ১১। ইঁহ—অদ্বৈতাচার্য্য। অদ্বৈতাচার্য্য মাধবেন্দ্র পুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রের অপর শিষ্য ঈশ্বর পুরীর নিকট চৈতন্যদেব দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই জ্ঞানে—গুরুর সতীর্থ জ্ঞানে। আচার্য্যকে—অদ্বৈতাচার্য্যকে। গ্রন্থকার প্রায় স্থানেই অদ্বৈত প্রভুকে কেবল আচার্য্য শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কারণ চৈতন্যসম্প্রদায়ের আচার্য্যই অদ্বৈতপ্রভু।

* ২০ পৃষ্ঠায় দেখুন। অঙ্গশব্দে যে অংশ তাহাই শ্লোকদ্বারা সপ্রমাণ করিলেন॥ ৪॥

চৈতন্য গোসাঞিকে আচার্য্য করে প্রভুজ্ঞান ;
আপনাকে করে তাঁর দাস-অভিমান ।
সেই অভিমান সুখে আপনা পাসরে ;
'কৃষ্ণদাস হও' জীবে উপদেশ করে ।
কৃষ্ণদাস অভিমানে যে আনন্দসিন্ধু ;
কোটি ব্রহ্মসুখ নহে তার একবিন্দু ।
'মুই সে চৈতন্যের দাস আর নিত্যানন্দ' ;
১। দাসভাব সম নহে অন্যত্র আনন্দ ।
২। পরমপ্রেয়সী লক্ষ্মী হৃদয়ে বসতি ;
তিঁহ দাস্যসুখ মাগে করিয়া মিনতি ।
দাস্যভাবে আনন্দিত পারিষদগণ ;
বিধি, ভব, নারদাদি, শুক, সনাতন ।
৩। নিত্যানন্দ অবধূত সবাতে আগল,
চৈতন্যের দাস্য-প্রেমে হইল পাগল ।
শ্রীবাস, হরিদাস, রামদাস, গদাধর,
মুরারি, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখর, বক্রেশ্বর,
৪। এ সব পণ্ডিত লোক পরম মহত্ত্ব ;
চৈতন্যের দাস্যে সবে হইল উন্মত্ত ।
৫। এই মত গায় নাচে করে অট্টহাস,
লোকে উপদেশে—'হও চৈতন্যের দাস' ।

৬। 'চৈতন্য গোসাঞি মোরে করে গুরুজ্ঞান,
তথাপি আমার হয় দাস অভিমান' ।
কৃষ্ণপ্রেমের এই এক অপূর্ব্ব স্বভাব,
গুরু, সম, লঘুকে করায় দাস্যভাব ।
ইহার প্রমাণ শুন শাস্ত্রের ব্যাখ্যান,
মহদনুভব যাতে সুদৃঢ় প্রমাণ ।
অন্যের কি কথা ! সেই নন্দ মহাশয়,
তাঁর সম গুরু কৃষ্ণের আর কেহ নয় ।
শুদ্ধবাৎসল্য,—ঈশ্বরজ্ঞান নাহি তাঁর ;
৭। তাঁহাকেও প্রেমে করায় দাস্য অনুকার ।
তিঁহ রতি-মতি মাগে কৃষ্ণের চরণে,
তাঁহার শ্রীমুখবাণী তাহাতে প্রমাণে—
৮। 'শুন উদ্ধব ! সত্য কৃষ্ণ আমার তনয় ;
"তিঁহ ঈশ্বর" হেন যদি তব মনে লয় ।
৯। তথাপি তাঁহাতে মোর রহু মনোবৃত্তি,
১০। তোমার ঈশ্বর কৃষ্ণে হউ মোর মতি' ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তচত্বারিংশাধ্যায়ে অষ্টষষ্টিতমশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য নন্দবাক্যং—

মনসোবৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ ;

অনুরাগেণ প্রাবোচমিত্যুক্তত্বাম্মনস হত্যাদ্যুক্তিরনুরাগকৃতৈব নত্বৈশ্বর্য্যজ্ঞানকৃতা তস্মাত্তস্যৈশ্বর্য্যপ্রাধান্যং মতমালোচ্য স্বাভাবিক্যাঃ স্বব্যঞ্জকেন তদভ্যুপগমাপবাদেনৈব স্বাভীষ্টং প্রার্থয়ন্তে—মনস ইতি দ্বাভ্যাং । যদি ভবদ্ভিরস্যেশ্বরত্বেনৈব মন্যতে, যদি চাস্মাকং তৎপ্রাপ্তির্দূরত এব, তথাপি চাস্মাকং মনসোবৃত্তয়ঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়া বাচো নামাভিধায়িন্যঃ অভিধায়িন্যঃ কায়শ্চ তৎ প্রহ্বনাদিষু স্যুরিতি (প্রার্থনায়াং লিঙ্ ।) প্রহ্বণং প্রহ্বীভবং নম্রত্বং । আদিগ্রহণাৎ সেবাদিকং ॥ ৫ ॥

নন্দ মহাশয় উদ্ধবকে বলিয়াছেন—হে উদ্ধব ! যদি তোমরা শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে

১। অন্যত্র—ঈশ্বর ভাবে । ২। হৃদয়ে বসতি—স্বর্ণরেখা রূপে বক্ষঃস্থলে বাস করেন । ৩। সবাতে—সকল পারিষদ মধ্যে । আগল—অগ্রগণ্য । ৪। পরমমহত্ত্ব—পরমোৎকর্ষশালী । ৫। অট্টহাস—প্রেমের অনুভাব । অট্টহাসের লক্ষণ ;—

"উৎফুল্লনাসিকারন্ধ্রমালোড়িতমুখেক্ষণং । উদ্ধতং বিকৃতাকারং নাট্যেঽট্টহসিতং মতং ॥"

যাহাতে নাসারন্ধ্র স্ফীত, মুখ এবং নয়ন আলোড়িত হয়, সেই উদ্ধত ও বিকৃতাকার হাস্যকে অট্টহাস বলে । ৬। 'চৈতন্য গোসাঞি' এই হইতে 'দাস অভিমান'—ইহা আচার্য্যের উক্তি । ৭। অনুকার—অনুকরণ ৮। 'শুন উদ্ধব' এই হইতে মনসোক্ত শ্লোক পর্য্যন্ত নন্দ মহাশয়ের বাক্যের উত্থাপন । ৯। রহু—রহুক ; থাকুক । ১০। হউ—হউক ।

বিশুদ্ধ বাৎসল্যাশ্রয় নন্দ মহাশয়ও শ্রীকৃষ্ণে দাস্যোচিত কায় প্রার্থনা করিয়াছেন, ইহাই এই শ্লোকদ্বারা সপ্রমাণ করিলেন ॥ ৫ ॥

বাচোঽভিধায়িনীর্নাম্নাং কায়স্তৎপ্রহ্বনাদিষু ॥৫॥

এবং তত্রৈব একোনষষ্টিতম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য নন্দবাক্যং—

কর্ম্মভির্ভ্রাম্যমাণানাং যত্র ক্বাপীশ্বরেচ্ছয়া।
মঙ্গলাচরিতৈর্দানৈ রতির্নঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে ॥ ৬ ॥

১। শ্রীদামাদি ব্রজে যত সখার নিচয়,
২। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন কেবল সখ্যময় ;
৩। কৃষ্ণ সঙ্গে যুদ্ধ করে—স্কন্ধে আরোহণ ;
তারা দাস্যভাবে করে চরণ সেবন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়ে পঞ্চদশশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবচনং ;—

পাদসম্বাহনং চক্রুঃ, কেচিত্তস্য মহাত্মনঃ।
অপরে হতপাপ্মানো ব্যজনৈঃ সমবীজয়ন্ ॥ ৭ ॥

কৃষ্ণের প্রেয়সী ব্রজে যত গোপীগণ,
যাঁর পদধূলী করে উদ্ধব প্রার্থন,
যাঁ' সবার উপরে কৃষ্ণের প্রিয় নাহি আন,
তাঁরাও আপনাকে করে দাসী-অভিমান।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একত্রিংশাধ্যায়ে ষষ্ঠশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য গোপীবাক্যং—

ব্রজজনার্ত্তিহন্ বীর যোষিতাং,

কর্ম্মভিরিতি। ঈশ্বরেচ্ছয়া যত্র ক্বাপি কর্ম্মভির্ভ্রাম্যমাণানাং নোঽস্মাকং মঙ্গলাচরিতৈঃ পুণ্যকর্ম্মভির্দানৈশ্চ ঈশ্বররূপে কৃষ্ণে রতিরস্তু স্যাদিতি। তদিচ্ছয়েত্যনুক্ত্বা ঈশ্বরেচ্ছয়েতি পৃথগীশ্বরপদোক্তিঃ স্বভাবানুসারেণ। কর্ম্মভিরিতি নরলীলাপন্নত্বাদাত্মনি সাধারণ্যমনন্যেন। দানস্য পৃথগুক্তিস্তেষাং স্বেষু প্রাচুর্য্যাৎ, অত্র চ বাক্যদ্বয়মিদং বিয়োগময়-পিতৃবাৎসল্যেনাপি সম্ভবতীতি ॥ ৬ ॥

পাদসংবাহনমিতি। কেচিৎ মহাত্মনঃ মহাত্মানঃ পরমভাগ্যবন্ত ইত্যর্থঃ ; যদ্বা মহাগুণগণাশ্চর্য্যরূপস্য তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পাদসংবাহনঞ্চক্রুরিতি। কিম্ভূতা—হতস্তাদৃশতৎসেবান্তরায়রূপঃ পাপ্মা যৈস্তে—ইত্যাত্মানমধিক্ষিপতি। তেষাং নিত্যতাদৃশত্বেপি "অয়মাত্মা অপহতপাপ্মে"তিবৎ প্রয়োগঃ। এবমিদং পদং পূর্ব্বেণ পরেণাপি যোজ্যং। কেচিদিতি বহুত্বং ক্রমেণ পরিবৃত্ত্যা শ্রীমৎপাদাব্জয়োর্বহুভিঃ সংবাহনাৎ, কিম্বা বহুলশয্যাসু প্রত্যেকত্রিচতুরতয়া তত্র প্রবৃত্তেরভিপ্রায়েণ। তথাভূতা অপরে পল্লবাদিনির্ম্মিতৈর্ব্যজনৈঃ সম্যগ্ মন্দমধুবচালনাদিমুদ্রয়া অবীজয়ন্ ॥ ৭ ॥

ব্রজজনেতি। নোঽস্মান্ ভজ অস্মদ্দুঃখং প্রতিকুর্ব্বন্নিকটে তিষ্ঠ। অহো! আস্তাং তাদৃশোপি মনোরথঃ, প্রথমং তাবচ্চাত্র মনোহরং জলরুহতুল্যমাননমপি যোষিতাং নোদর্শয়। তত্র ব্রজজনার্ত্তিহন্নিতি ভজনস্য যোগ্যত্বমুক্তং, অন্যথা অস্মদস্মদশাপত্ত্যা আর্ত্তিহননাসিদ্ধিঃ স্যাৎ; হে বীরেত্যদেয়স্যাপি দানসামর্থ্যমুক্তং। নিজজনানাং নিজপ্রিয়জনানাং স্ময়োমান-ধ্বংসনং নাশকং স্মিতং যস্য হে তথাভূত! তব স্মিতমাত্রেণাপি মানোনিরস্যতে,—তদর্থমস্তর্ধানেনালমিতি ভাবঃ। অনেনৈব পরমমনোহরত্বমপ্যভিপ্রেতং, অতস্তদবশ্যং দ্রষ্টুমপেক্ষ্যতে ইতি ভাবঃ। হে সখে! ইতি ভজনে প্রকার-বিশেষঃ সূচিতঃ যথা অভজনে চাস্মাকং দুর্দ্দশায়াঃ পশ্চাত্ত্বয়াপি কিল দুঃখং লব্ধব্যং, সখ্যেন তুল্যব্যথত্বাৎ ; কিম্বা বিশ্বাসঘাতদোষপ্রসক্তেরিতি ভাবঃ। বিরহদৈন্যেন সখেদস্যাত্মন ঔদ্ধত্যমাশঙ্ক্যাহুঃ—ভবতঃ কিঙ্করীরিতি।

আমাদিগের চিত্তবৃত্তি শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে, বাণী তাঁহার নাম-কীর্ত্তনে এবং শরীর তাঁহার সেবাদিকার্য্যে নিযুক্ত হউক ॥ ৫ ॥

হে উদ্ধব! কর্ম্মবশতঃ ঈশ্বরেচ্ছায় আমরা যে কোন যোনিতেই জন্মগ্রহণ করি, পুণ্যকর্ম্ম ও দানদ্বারা যেন তোমাদিগের ঈশ্বর কৃষ্ণে আমাদের রতি রক্ষিত হয় ॥ ৬ ॥

কতকগুলি গোপ, মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের পাদ-সংবাহন এবং সেবা-বিঘ্ন-বিবর্জ্জিত আর কতকগুলি, পল্লবাদি নির্ম্মিত ব্যজন দ্বারা মন্দ মন্দ বীজন করিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥

১। নিচয়—সমূহ। ২। কেবল সখ্যময়—বিশুদ্ধ সখ্যময় অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানরহিত। ৩। স্কন্ধে আরোহণ—শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধে আরোহণ।

এই শ্লোকদ্বারা গুরুবর্গশ্রেষ্ঠ শ্রীল নন্দ মহাশয়ও যে শ্রীকৃষ্ণের দাসোচিত-ভাব প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহাই সপ্রমাণ করিলেন। ৬ ॥

বিশুদ্ধ সখ্যময় গোপগণ দাসোচিত পাদ-সংবাহনাদি কার্য্য করিয়াছিলেন। অতএব সমান হইয়াও যে দাসাভিমান যায় না, ইহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রমাণ করিলেন। ৭ ॥

নিজজনস্ময়ধ্বংসনস্মিত।
ভজ সখে ভবৎকিঙ্করীঃ স্ম নো
জলরুহাননং চারু দর্শয় ॥ ৮ ॥

তত্রৈব সপ্তচত্বারিংশাধ্যায়ে ঊনবিংশশ্লোকে ভ্রমরং প্রতি শ্রীরাধিকাবাক্যং—

অপিবত মধুপুর্য্যামার্য্যপুত্রোঽধুনাস্তে,
স্মরতি স পিতৃগেহান্ সৌম্য বন্ধূংশ্চ গোপান্,
ক্বচিদপি স কথা * নঃ কিঙ্করীণাং গৃণীতে,

যোষিতার্মিতি তত্রাস্মাকং সামর্থ্যাভাবাৎ স্বয়মেব কৃপয়া দর্শয়েতি ভাবঃ। যদ্বা যোষিতাং মধ্যে যে নিজজনাস্বৎপরিগ্রহাস্তেষাং স্ময়ধ্বংসনস্মিত অতএব নিজদাসীরস্মান্ ভজ। তৎপ্রকারমেবাহুঃ—জবেত্যাদিনা। যদ্বা পরমার্ত্ত্যা প্রণয়কোপেনাহুঃ—ব্রজজনার্ত্তিহন্নিতি। হে তথাভূতাপি যোষিতাং বীর যোষিদ্বধে সমর্থেত্যর্থঃ। অতোঽস্মাকং মৃতপ্রায়া এব বৃত্তাঃ। তথা নিজজনস্ময়ধ্বংসন-কপটস্মিত! তদধুনা অভবৎকিঙ্করীরস্মা অদাসীরেব ভজ। চারু জলরুহাননঞ্চ নোদর্শয় মরণস্যৈব নিশ্চিতত্বাৎ। অন্যৎ সমানং ॥ ৮ ॥

অপিবত ইতি। অহো! কিং কিং ময়া প্রলপিতং, প্রষ্টব্যন্তু ন পৃষ্টমিতি পর্য্যবসানে সার্জ্জবং সগাম্ভীর্য্যং সদৈন্যং সচাপল্যং সোৎকণ্ঠং সগদ্গদং সবাষ্পধারং পৃচ্ছতি—অপীতি। 'অপি প্রশ্নে'। অস্য চরণত্রয়ময়বাক্যত্রয়েণাপ্যন্বয়ঃ। বত ভো দূত! আর্য্যপুত্র ইতি রূঢ়াবৃত্ত্যা স এবাস্মাকং বাস্তবঃ পতিঃ, অন্যস্তু লোকপ্রতীতিমাত্রময়ঃ, ঘাণমাত্রভাগ্যত্বাত্তদীয়ভাবাভাবাদিতি ব্যঞ্জিতং। তদুক্তং—"ইতি গোপ্যোহি গোবিন্দে"ত্যাদিনা;—ইত্যার্জ্জবং। তত্র মধুপুর্য্যামাস্তইতি প্রাগেবং প্রশ্নশ্চিহ্নাৎ সন্দেশস্থানাগমনাৎ, ন তু কেবলতয়া তিহুরগুরুকুলগমনশ্রবণাৎ, তচ্ছ্রবণে সতি ব্যগ্রতয়া প্রথমং তদেব পৃচ্ছেৎ। ন তু মানভঙ্গীপ্রসঙ্গং লভেত। যস্মাদেব ব্রজনরদেবেনাপি তন্ন পৃষ্টং। তদশ্রবণঞ্চ প্রথমলব্ধগায়ত্রীপুরশ্চরণার্থ-গুপ্ত-বাসব্যাজেন তৎপ্রত্যাখ্যানাৎ, স চ ব্যাজঃ শত্রুভিরতিক্রান্তিভয়াৎ ব্রজস্থানামেষাং মহাদুঃখস্য চ শঙ্কিতত্বাদিতি জ্ঞেয়ং। তদেবমন্যত্র গমনাজ্ঞানেঽপি সোঽয়ং প্রশ্নস্তু পালস্তকং গাম্ভীর্য্যং ব্যনক্তীতি - গাম্ভীর্য্যং। নন্বু দেবি তত্রাসৌ সুখমাস্ত এবেতি চেত্তর্হি অত্রত্যান্ পিত্রাদীন্ কিংস্মরতীত্যন্যৎ পৃচ্ছতি—স্মরতীত্যাদি। এবমগ্রেঽপি ব্যাখ্যেয়ং। পূর্ব্ব পূর্ব্বস্মিন্নতুষ্টেত্তরোত্তরপ্রশ্নো জ্ঞেয়ঃ। তত্র পিত্রাদি-স্মরণগর্ভিত-তদ্গৃহান্ স্মরতীতি পৃচ্ছতি। স মধুপুরীনিবাসী ব্রজজনৈকজীবাতুর্য্য আর্য্যপুত্রঃ; পিতুর্ব্রজেন্দ্রস্য গেহানিতি জন্মভূমিত্বাদিনা স্মরণযোগ্যতোক্তা। বহুত্বং ব্রজস্যেতস্ততো গমনেন পুত্রসুখার্থং স্থানে স্থানে বিচিত্রগৃহনির্ম্মাণাৎ। গেহ-শব্দেন তস্য পিতৃমাতৃ-তল্লালন-তত্তৎস্বকীয়বাল্যলীলাদিকমুপলক্ষ্যতে। বন্ধূন্ জ্ঞাতীন্ উপনন্দাদীন্। গোপাংশ্চ শ্রীদামাদীন্। ক্বচিৎ কস্মিংশ্চিৎ স্থানে অবসরে বা। স শ্রীদামপ্রিয়সখোঽস্মৎপ্রিয়ো নাথো বা। গৃণীতে স্বমুখেনোচ্চারয়েদপি? তত্র যোগ্যতামাহ—কিঙ্করীণামিতি বহুধা কৃতসেবানামিতি—দৈন্যং। কথা ইতি বহুত্বং কিঙ্করীণাং বহুত্বাৎ প্রত্যেকং কথাবৈচিত্র্যাৎ স্বতএব বাহুল্যাচ্চ। কথামিতি পাঠে একামপি। অগুরু-সকাশাদপি সুষ্ঠুগন্ধো যস্য তাদৃশং ভুজমিতি ধ্যানবিশেষেণ সাক্ষাৎসৌরভমনুভবন্তীবোৎকণ্ঠাবেশং দ্যোতয়তি মূর্দ্ধ্নি ধাস্যতীতি দৈন্যাৎ। কিঙ্করীত্বমেব সর্ব্ববিঘ্ননিবারণপূর্ব্বকং স্থাপয়িষ্যতীত্যর্থ ইতি - চাপলং। কদেতি তত্রানিশ্চয়েন পরমবৈকল্যং সূচয়তি। অত্রাপি বিতর্কে 'নু'শব্দোবিচারতোঽপ্যনিশ্চয়ং সূচয়তীতি পরমোৎকণ্ঠা-পরাকাষ্ঠা দর্শিতা। পূর্ব্বমার্য্যপুত্র ইত্যুক্ত্যা স্বস্য তদ্বধূত্বং স্থাপয়িত্বাপি সম্প্রতি কিঙ্করীত্বস্থাপন-প্রার্থনা দৈন্যাদেব, তাৎপর্য্যন্তু তদ্বধূত্বএব, যথা—"নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ" ইতি সঙ্কল্প্যাপি "শ্যামসুন্দর তে দাস্যং" ইতি কুমারীভিরুক্তং তদ্বৎ। "তস্যাহং গৃহমার্জ্জনী"ত্যাদি-কালিন্দ্যাদিবচনবচ্চ। যদ্বা 'বত

রাসে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানে অন্বেষণানন্তর গোপীগণ পুলিনে আসিয়া গান করিতেছেন,—হে ব্রজজনের আর্ত্তিহর! হে মহাবীর! তোমার ঈষৎ হাস্যই যখন প্রিয়জনের মান বিনাশ করে,—আমরা ত তোমার দাসী, তবে আর কেন? আমাদিগকে ভজনা কর? তোমার সরোরুহ-সদৃশ চারু মুখমণ্ডল আমাদিগকে একবার দেখাও ॥ ৮ ॥

পরম-প্রেয়সী গোপীগণও কান্তাভিমান ত্যাগ করতঃ শ্রীকৃষ্ণের কিঙ্করীত্বেরই অভিমান করিয়াছিলেন, ইহাই বুঝাইলেন। ৮।

শ্রীরাধিকা কৃষ্ণকে আর্য্যপুত্র বলিয়া আপনাতে কৃষ্ণ-বধূত্ব স্থাপন করিয়াও দৈন্যভরে আপনাদের কিঙ্করীত্ব প্রার্থনা করিলেন। কান্তার হইতেও কিঙ্করীতে আনন্দাতিশয্য, ইহাই এই শ্লোকদ্বারা সমর্থন করা হইয়াছে। ৯।

* কথাং—ইতি পাঠান্তরঃ।

ভুজমগুরুসুগন্ধং মূর্দ্ধ্ন্যধাস্যৎ কদা নু ॥ ৯॥

তাঁ'সবার কথা রহু শ্রীমতী রাধিকা;
সবা হৈতে সকলাংশে পরম অধিকা।
১। তিঁহ যাঁর দাসী হঞা সেবেন চরণ;
২। যাঁর প্রেমগুণে কৃষ্ণ বশ অনুক্ষণ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রিংশাধ্যায়ে ত্রয়স্ত্রিংশত্তমশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য শ্রীরাধিকাবাক্যং—

হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ, ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ।
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে, সখে দর্শয় সন্নিধিং ॥১০॥

দ্বারিকাতে রুক্মিণ্যাদি যতেক মহিষী;
৩। তাঁহারাও আপনাকে মানে কৃষ্ণদাসী।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্র্যশীতিতমাধ্যায়ে একাদশশ্লোকে দ্রৌপদীং প্রতি কালিন্দীবাক্যং—

তপশ্চরন্তীং মাজ্ঞায়, স পাদস্পর্শনাশয়া,
সখ্যোপেত্যাগ্রহীৎপাণিং, সাহং তদ্‌গৃহ-
মার্জ্জনী ॥ ১১ ॥

তথাহি তত্রৈব চতুস্ত্রিংশশ্লোকে দ্রৌপদীং প্রতি লক্ষ্মণাবাক্যং;—

খেদে'। অধুনাপি মধুপুর্য্যামেবাস্তে কিং? এতাবন্তং কালং তত্র স্থাতুং নার্হতি কিন্তু শীঘ্রমাগন্তুমর্হতীতি ভাবঃ। অত্র আর্য্যপুত্রঃ, সৌম্যাশ্চ তে বন্ধবশ্চ তান্। অতি সুপ্রকৃতত্বাদিনা স্মরণোযোগ্যতোক্তা ॥ ৯ ॥

হা নাথ ইতি। 'হা খেদে আর্ত্তি-সম্বোধনে বা' ততশ্চ সর্ব্বত্রৈব যোজ্যং। নাথ স্বামিতয়া পালক! রমণ কান্তোচিতসুখপ্রদ! প্রেষ্ঠ মদ্বিষয়ক-তত্তচিতপ্রেমবিস্তারক! ক্বাসি? এবমেবং ময়ি স্নিগ্ধোপি সংপ্রত্যেকাকী ক বর্ত্তসে? হাহা তদজ্ঞানেন মমচিত্তং ক্ষুভ্যতীতি ভাবঃ। বীপ্সা অতি-বৈয়গ্রেণ। পুনরালিঙ্গনাদি-নিজসৌভাগ্যস্মারকেণ নিজরসোদ্দীপক-তদঙ্গবিশেষসৌন্দর্য্যস্মরণেন মুহুস্তীবাহ—মহাভুজেতি। পুনরপি দৈন্যেনাহ—দাস্যা ইত্যাদি। তত্রৈব কিং পুনরপি মমালিঙ্গনাদি-লাভায় মমাবাসং মৃগয়সীত্যাশঙ্ক্য নহি নহীত্যাহ। সখে দত্তনিজসাহচর্য্য-সৌভাগ্যসন্নিধিং নিজসন্নিধানমপি দর্শয় জ্ঞাপয় মাত্রং। সাহচর্য্যদানেন ভবতৈব জনিতব্যসনানি সম্প্রতি তত্র মা গৃহ্নামি কিন্তু ত্বমত্র বিত্তসে ইতি মনসাপি নিশ্চয়তঃ স্বস্থা ভবেয়মিতি ভাবঃ। তত্র হেতুঃ দাস্যাঃ সখ্যাদাবযোগ্যায়াঃ কিন্তু তাদৃশ-ত্বৎকৃপয়ৈব বলাদুৎপাদিত-ত্বদেকসুখানুকূল্যতাৎপর্য্যায়া ইত্যর্থঃ। তত্রাপি কৃপণায়াস্তদিদং দুঃখং সোঢ়ুমশক্তায়াঃ পরিহর্ত্তুঞ্চাজ্ঞানত্যা ইত্যর্থঃ। অতো ন ময়ি বঞ্চনা কার্য্যা, নাপি নিজানুতাপবীজং বপ্তব্যমিতি ভাবঃ। ঔদার্য্যনামা চানুভাবোহয়ং, যথোক্তং—'ঔদার্য্যং বিনয়ং প্রাহুঃ সর্ব্বাবস্থাগতং বুধা' ইতি। ততশ্চ বিমুহ্য ভূমাবপতদিতি জ্ঞেয়ং ॥ ১০ ॥

তপ ইতি। প্রকরণপ্রাপ্তঃ স শ্রীকৃষ্ণঃ স্বস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পাদস্পর্শনস্য আশয়া তপশ্চরন্তীং মা মাং আজ্ঞায় বিবুধ্য সখ্যা অর্জ্জুনেন সহ উপেত্য মম পাণিমগ্রহীৎ যথাশাস্ত্রং মাং বৃঢ়বানিত্যর্থঃ। নমু তপশ্চরণাদিনা ত্বমেব তস্য যোগ্যা ভার্য্যা,—নেত্যাহ—অহং তস্য গৃহমার্জ্জনী চ দাসী, ন চ পত্নীত্বে যোগ্যেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

হে সৌম্য! আর্য্যপুত্র অধুনা কি মধুপুরীতে আছেন? তিনি কি পিতা, মাতা, গৃহ, জ্ঞাতিবর্গ এবং শ্রীদামাদি গোপগণেকে স্মরণ করিয়া থাকেন? আমরা তাঁহার কিঙ্করী, কখনও আমাদিগের কথা কি বলিয়া থাকেন? আহা, কবে তিনি অগুরু হইতে সুগন্ধ হস্ত আমাদিগের মস্তকে ন্যস্ত করিবেন ॥ ৯ ॥

হা নাথ! হা রমণ! হা প্রিয়তম! হে মহাবাহো!! তুমি এক্ষণে কোথায় রহিলে? হে সখে! অতি-দীনা তোমার দাসীকে স্বীয় সন্নিধান দর্শন করাও ॥ ১০ ॥

হে দ্রৌপদি! আমি শ্রীকৃষ্ণের চরণসেবা মাত্র প্রার্থনা পূর্ব্বক তপস্যা করিতেছিলাম জানিয়া, শ্রীকৃষ্ণ নিজ সখা অর্জ্জুনের সহিত উপস্থিত হইয়া আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু আমি তাঁহার গৃহমার্জ্জনী দাসীমাত্র ॥ ১১ ॥

শ্রীরাধিকা পরম-প্রেয়সী হইয়াও আপনাকে দাসী বলিয়া অভিমান করেন, ইহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রতিপাদন করিলেন ॥ ১০ ॥

১। যাঁর—যে শ্রীকৃষ্ণের। ২। যাঁর—যে শ্রীরাধিকার।

৩। আপনাকে মানে কৃষ্ণদাসী—আপনাকে কৃষ্ণদাসী বলিয়া অভিমান করেন।

আত্মারামস্ত তস্যেমা বয়ং বৈ গৃহদাসিকাঃ।
সর্ব্বসঙ্গনিবৃত্ত্যাদ্ধা তপসা চ বভূবিম ॥ ১২ ॥

১। আনের কি কথা ? বলদেব মহাশয় ;
২। যাঁর ভাব—শুদ্ধ সখ্য-বাৎসল্যাদিময়।
তিঁহ আপনাকে করে দাস-ভাবনা ;
কৃষ্ণদাস-ভাব বিনা আছে কোন্ জনা ?
সহস্র-বদন যেঁহ শেষ সঙ্কর্ষণ ;
৩। দশ দেহ ধরি করে কৃষ্ণের সেবন।
৪। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে রুদ্র সদাশিবের অংশ ;
গুণাবতার তিঁহ সর্ব্বদেব-অবতংশ।
তিনিও করেন কৃষ্ণের দাস্যের প্রত্যাশ ;
নিরন্তর কহে শিব—'মুই কৃষ্ণদাস'।
কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত বিহ্বল দিগম্বর ;
৫। কৃষ্ণগুণ-লীলা গাই নাচে নিরন্তর।
৬। পিতামাতা-গুরুসখা-ভাব কেনে নয় ?
কৃষ্ণপ্রেমার স্বভাব—দাস্যভাব সে করায়।
এক কৃষ্ণ সর্ব্বসেব্য জগত-ঈশ্বর ;
আর যত সব তাঁর সেবকানুচর।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য ঈশ্বর ;
অতএব আর সব তাঁহার কিঙ্কর।
কেহ মানে, কেহ না মানে, সব তাঁর দাস ;
যে না মানে, তার হয় সেই পাপে নাশ।
'চৈতন্যের দাস মুই, চৈতন্যের দাস,
চৈতন্যের দাস মুই, চৈতন্যের দাস'—
৭। ইহা কহি নাচে গায় হুঙ্কারে গভীর ;
ক্ষণেকে বসিলা আচার্য্য হইয়া সুস্থির।
ভক্ত-অভিমান মূল—শ্রীবলরাম ;
সেই ভাবে অনুগত তাঁর অংশগণ।
তাঁর অবতার এক—শ্রীসঙ্কর্ষণ ;
ভক্ত করি অভিমান করে সর্ব্বক্ষণ।
তাঁর অবতার আর শ্রীযুত লক্ষ্মণ ;
শ্রীরামের দাস্য তিঁহ কৈল অনুক্ষণ।
সঙ্কর্ষণ অবতার কারণাব্ধিশায়ী ;
৮। তাঁহার হৃদয়ে ভক্ত-ভাব অনুযায়ী।
তাঁহার প্রকাশভেদ অদ্বৈত আচার্য্য ;
কায়মনোবাক্যে সদা ভক্তি তাঁর কার্য্য।
বাক্যে কহে—'মুই চৈতন্যের অনুচর' ;
'মুই তাঁর ভক্ত'—মনে ভাবে নিরন্তর।

এবমাবেশেনাত্মানং বহুবর্ণয়িত্বা সলজ্জাইব সর্ব্বাঃ স্বজ্যেষ্ঠাঃ সন্তোষয়ন্ত্যপসংহরতি—আত্মারামস্যেতি। সর্ব্বসঙ্গনিবৃত্ত্যা মুমুক্ষাপর্য্যন্তরাহিত্যেন সাক্ষাত্তপসা সাক্ষাৎস্বধর্ম্মেণ ভক্তিযোগেনেত্যর্থঃ, ন তু অবিত্যাবদ্বিষয়বর্ণাশ্রমধর্ম্মেণ, আত্মারামস্য স্বয়মেব পূর্ণস্বাদাত্মমাত্র-ক্রীড়াযোগ্যস্যাপি তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ইমা বয়ং গৃহদাসিকা বভূবিমেতি তস্য কারুণ্যমাত্রমত্র কারণমিতি ভাবঃ। এবং দৈন্যাস্তাববিশেষাব্যঞ্জনেন কিন্তু ভক্তিমাত্রব্যঞ্জনেন তত্ত্বর্ণনেন স্বয়ং তত্তৎ-কথনপ্রাগল্‌ভ্যমপ্যাচ্ছন্নং ॥ ১২॥

হে দ্রৌপদি ! আমরা সকলেই চতুর্বর্গ ফল পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল ভক্তিযোগ দ্বারা, সেই আত্মারামের গৃহদাসী হইয়াছি ॥ ১২ ॥

মহিষীগণ বিবাহিতা পত্নী হইয়াও যে শ্রীকৃষ্ণের দাস্য প্রার্থনা করেন, এই দুই শ্লোক দ্বারা তাহাই সপ্রমাণ করিলেন ॥ ১১ ॥ ১২ ॥

১। আনের—অন্যের। ২। শুদ্ধ—ঐশ্বর্য্যগন্ধ-রহিত। ঐশ্বর্য্য জ্ঞান থাকিলে ত বাৎসল্যাদিতে দাস্যভাব হইতেই পারে, যেমন—জন্মকালে দেবকী-বসুদেবের দাস্য, বিশ্বরূপ-দর্শনে অর্জ্জুনের দাস্য ইত্যাদি ; কিন্তু বলদেবের শুদ্ধ-সখ্যমিশ্র-বাৎসল্যেও দাস্যভাব দেখান হইল।

৩। দশ দেহ—ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন, উপবন, বাসগৃহ, যজ্ঞসূত্র, সিংহাসন এবং শেষরূপ—এই দশপ্রকার দেহ।

৪। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে…সর্ব্বদেব অবতংস—শিবতত্ত্বের মূল শুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তি প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে এক এক রুদ্র, সেই সদাশিবের অংশ এই রুদ্রই—গুণাবতার। সর্ব্বদেব অবতংশ—সকল দেবের শিরোমণি অর্থাৎ সর্ব্বদেবারাধ্য। ৫। গাই—গাহিয়া, গান করিয়া।

৬। পিতা…ভাব কেনে নয়—পিতা প্রভৃতির ভাব কেনে নয় ; অর্থাৎ যে কোন ভাবই হউক না কেন, তথাপি কৃষ্ণপ্রেমের স্বভাব,—যে সে দাস্যভাব করায়। ৭। হুঙ্কারে গভীর—গভীর হুঙ্কার করেন। ৮। অনুযায়ী—অনুগত।

১। জল-তুলসী দিয়া করেন কায়েতে সেবন
ভক্তি প্রচারিয়া সব তারিল ভুবন।
২। পৃথিবী ধরেন যেই শেস-সঙ্কর্ষণ ;
৩। কায়ব্যূহ করি করে কৃষ্ণের সেবন।
৪। এই সব হয় শ্রীকৃষ্ণের অবতার ;
নিরন্তর দেখি সবার ভক্তির আচার।
এ সবাকে শাস্ত্রে কহে ভক্ত-অবতার ;
ভক্ত-অবতার পদ উপরি সবার।
৫। অতএব অংশী—কৃষ্ণ, অংশ—সব আর ;
৬। অংশী-অংশে দেখি জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ আচার।
৭। জ্যেষ্ঠভাবে অংশীতে হয় প্রভুজ্ঞান,
৮। কনিষ্ঠভাবে আপনাকে ভক্ত-অভিমান।
কৃষ্ণের সমতা হৈতে ভক্ত বড়-পদ
৯। আত্মা হইতে কৃষ্ণের ভক্ত প্রেমাস্পদ।
১০। আত্মা হইতে কৃষ্ণ ভক্তে বড় করি মানে,
১১। তাহাতে বহুত শাস্ত্রবচন প্রমাণে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে চতুর্দ্দশ-শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং ;—

ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্ ॥ ১৩ ॥

১২। কৃষ্ণসাম্যে নাহি তাঁর মাধুর্য্যাস্বাদন,
১৩। ভক্তভাবে করি তাঁর মাধুর্য্য চর্ব্বণ।
১৪। শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই বিজ্ঞ-অনুভব,
মূঢ় লোক নাহি জানে ভাবের বৈভব।
ভক্তভাব অঙ্গীকরি বলদেব, লক্ষ্মণ,
অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শেষ সঙ্কর্ষণ,
কৃষ্ণের মাধুর্য্য-রসামৃত করে পান ;
সেই সুখে মত্ত কিছু নাহি জানে আন।
অন্যের আছুক কার্য্য আপনে শ্রীকৃষ্ণ ;
আপন মাধুর্য্য পানে হইয়া সতৃষ্ণ।
স্বমাধুর্য্য আস্বাদিতে করেন যতন ;

মমাপি ভক্তএব প্রেষ্ঠইত্যাহ ন তথেতি। আত্মা অহমেব, গর্ভোদশায়িরূপেণ যোনিরুৎপত্তিস্থানং যস্য স ব্রহ্মা পুত্রোপি, শঙ্করঃ সুখকরত্বসূচনয়া মৎস্বরূপভূতোপি, সঙ্কর্ষণো গর্ভসঙ্কর্ষণসূচনয়া বলদেবো ভ্রাতাপি, শ্রীলক্ষ্মীরাশ্রয়বিশেষসূচনয়া ভার্য্যাপি, তে সর্ব্বে—পুত্রত্বাদিনা ন প্রিয়তমাঃ কিন্তু ভক্ত্যৈব। কিমধিকং অহমপি তথা ন যথা ভবান্। অতো ভক্ত্যাধিক্যাদ্যথা ভবান্ প্রিয়তমস্তথা ন তে ইত্যর্থ—ইতি ভক্তানাং প্রিয়তমত্বে নিদর্শনং ॥ ১৩ ॥

হে উদ্ধব! ব্রহ্মা পুত্র, শঙ্কর স্বরূপ, সঙ্কর্ষণ ভ্রাতা এবং লক্ষ্মী ভার্য্যা হইয়াও আমার তাদৃশ প্রিয়তম নয়। এমন কি আমিও আমার তাদৃশ প্রিয়তম নই, যেমন তুমি আমার প্রিয়তম ॥ ১৩ ॥

ভক্তই যে ভগবানের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম, ইহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রমাণ করিলেন। ব্রহ্মাদি পুত্রাদি রূপে প্রিয় নহে ; কিন্তু ভক্তরূপেই প্রিয়। আবার এ সকল হইতে পরমভক্ত উদ্ধব সর্ব্বাধিক প্রিয়তম—ইহাই এ শ্লোকের অভিপ্রায় ॥ ১৩ ॥

১। কায়েতে সেবন—নিজকায়ে স্বীয় শরীরে অর্থাৎ মস্তকে কৃষ্ণমন্ত্রে জল-তুলসী অর্পণ করিয়া কৃষ্ণের সেবন করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে শ্রীচৈতন্যভাগবতে বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

২। পৃথিবী—পৃথিবীকে। ৩। কায়ব্যূহ—অনেক মূর্ত্তিগ্রহণ। ৪। এই সব—মূল সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি।

৫। অতএব… আর—যাহাতে সমস্ত অংশ অবস্থিতি করে, তাহাকে অংশী বলে ; অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিপরিপূর্ণ। আর যাহা পূর্ণের এক এক ভাগ অর্থাৎ যাঁহাতে সম্পূর্ণশক্তির প্রকাশ নাই, তাহার নাম অংশ। এক শ্রীকৃষ্ণমাত্র অংশী, আর বলদেব প্রভৃতি সমুদয় অবতারই অংশ।

৬। অংশী…আচার—অংশীতে জ্যেষ্ঠের আচার, অংশেতে কনিষ্ঠের আচার। ৭। প্রভুজ্ঞান—প্রভু বলিয়া অভিমান।

৮। কনিষ্ঠ ভাবে…অভিমান—অংশ কনিষ্ঠভাবে আপনাকে ভক্ত বলিয়া অভিমান করেন। ৯। আত্মা—স্বরূপ।

১০। ভক্তে বড় করি মানে—ভক্তকে কৃষ্ণ আপনা হইতেও অধিকতর প্রেমাস্পদ করিয়া মানেন। ১১। বহুত শাস্ত্রবচন প্রমাণে—বহুতর শাস্ত্রীয় বচন প্রমাণ আছে। ১২। কৃষ্ণ-সাম্যে—কৃষ্ণসাম্য দ্বিবিধ—স্বৈশ্বর্য্যোত্তর-সারূপ্যাদি এবং সাযুজ্য।

১৩। মাধুর্য্য চর্ব্বণ—মাধুর্য্যের পুনঃ পুনঃ আস্বাদন। ১৪। এই বিজ্ঞ-অনুভব—বিজ্ঞানুভূতি ; বিজ্ঞের তত্ত্বজ্ঞের অর্থাৎ অনুভবীর অনুভবও এই।

ভক্তভাব বিনা নহে তাহা আস্বাদন।
ভক্তভাব অঙ্গীকরি হৈলা অবতীর্ণ,
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-রূপ সর্ব্ব ভাবে পূর্ণ।
নানা ভক্তভাবে করে স্বমাধুর্য্য পান,
পূর্ব্বে করিয়াছি এই সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যান।
১। অবতারগণের ভক্ত-ভাবে অধিকার,
ভক্ত-ভাব হৈতে অধিক সুখ নাহি আর।
২। মূল ভক্ত-অবতার শ্রীসঙ্কর্ষণ,
৩। ভক্ত-অবতার তঁহি অদ্বৈত গণন।
অদ্বৈত-আচার্য্য গোঁসাইর মহিমা অপার,
৪। যাঁহার হুঙ্কারে কৈল চৈতন্যাবতার।
কীর্ত্তন প্রচারি কৈল জগৎ-তারণ,
অদ্বৈত-প্রসাদে লোক পাইল প্রেমধন।

৫। অদ্বৈত মহিমানন্ত কে পারে কহিতে ?
সেই লিখি যেই শুনি মহাজন হৈতে।
আচার্য্য-চরণে মোর কোটি নমস্কার,
ইথে কিছু অপরাধ না লইও আমার।
তোমার মহিমা কোটি সমুদ্র অগাধ,
তাহার ইয়ত্তা কহি বড় অপরাধ।
জয়! জয়! জয়! জয়! অদ্বৈত-আচার্য্য!
জয় জয় শ্রীচৈতন্য! নিত্যানন্দ আর্য্য!
দুই শ্লোকে কৈল অদ্বৈততত্ত্ব নিরূপণ,
পঞ্চতত্ত্বের বিচার এবে শুন ভক্তগণ।
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ,
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

১। অবতারগণের—অংশাবতারগণের। ২। শ্রীসঙ্কর্ষণ—মহাসঙ্কর্ষণ অর্থাৎ বলদেব। ৩। তঁহি—সেই হেতু। যখন সঙ্কর্ষণ মূলভক্ত, তখন সঙ্কর্ষণের অবতার অদ্বৈতাচার্য্যও ভক্তমধ্যে গণ্য। ৪। যাঁহার হুঙ্কারে চৈতন্যাবতার—যে অদ্বৈতের হুঙ্কারে চৈতন্যাবতার কৈল (করিয়াছেন) অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইয়াছেন।

৫। মহিমানন্ত—অনন্ত মহিমা।

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে শ্রীঅদ্বৈততত্ত্বনিরূপণং নাম
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ।

তবে নিজ ভক্ত কৈল যত ম্লেচ্ছ আদি,
১। সবে এক এড়াইল কাশীর মায়াবাদী।
বৃন্দাবন যাইতে প্রভু রহিলা কাশীতে,
মায়াবাদিগণ তাঁরে লাগিলা নিন্দিতে—
"সন্ন্যাসী হইয়া করে নাচন-গায়ন,
না করে বেদান্তপাঠ—করে সংকীর্ত্তন।
২। মূর্খ সন্ন্যাসী—নিজ ধর্ম্ম নাহি জানে,
৩। ভাবক হইয়া ফেরে ভাবকের সনে।"
এ সব শুনিয়া প্রভু হাঁসে মনে মনে,
উপেক্ষা করিয়া কারে না কৈল সম্ভাষণে।
উপেক্ষা করিয়া কৈল মথুরা গমন,
মথুরা দেখিয়া পুনঃ কৈল আগমন।
৪। কাশীতে লেখক শূদ্র চন্দ্রশেখর,
৫। তার ঘরে রৈলা প্রভু স্বতন্ত্র-ঈশ্বর।
৬। তপন-মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা নির্ব্বাহণ;
৭। সন্ন্যাসী-সঙ্গে নাহি মানে নিমন্ত্রণ।
সনাতন-গোঁসাই আসি তাহাই মিলিলা;
তাঁর শিক্ষা লাগি প্রভু দু'মাস রহিলা।
তাঁরে শিক্ষাইল সব বৈষ্ণবের ধর্ম্ম;
৮। ভাগবত-আদি শাস্ত্রের গূঢ় অর্থ-মর্ম্ম।
ইতিমধ্যে চন্দ্রশেখর মিশ্র-তপন,
দুঃখী হ'য়ে প্রভুপদে কৈল নিবেদন,—
"কতেক শুনিব প্রভু তোমার নিন্দন?
না পারি সহিতে এবে ছাড়িব জীবন!
তোমাকে নিন্দয়ে সব সন্ন্যাসীর গণ!
৯। শুনিতে না পারি ফাটে হৃদয়-শ্রবণ!"
ইহা শুনি রঁহে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া,
সেইকালে এক বিপ্র মিলিল আসিয়া।
আসি নিবেদন করে চরণে ধরিয়া,—
১০। "এক বস্তু মাগোঁ দেহ প্রসন্ন হইয়া।
সকল সন্ন্যাসী মুই কৈনু নিমন্ত্রণ,
তুমি যদি আইস—পূর্ণ হয় মোর মন।
১১। না যাহ সন্ন্যাসি-গোষ্ঠে ইহা আমি জানি,
মোরে অনুগ্রহ কর নিমন্ত্রণ মানি"।
হাঁসি প্রভু নিমন্ত্রণ কৈল অঙ্গীকার,
১২। সন্ন্যাসীরে কৃপা-হেতু এ ভঙ্গি তাঁহার।
সেই বিপ্র জানে প্রভু না যান কার ঘরে,
১৩। তাঁহার প্রেরণায় তাঁরে অত্যাগ্রহ করে।
১৪। আর দিন গেলা প্রভু সে বিপ্রভবনে,
দেখিলেন---বসিয়াছে সন্ন্যাসীর গণে।
সবা নমস্কারি গেলা পাদপ্রক্ষালনে,
১৫। পাদ প্রক্ষালিয়া বসিলেন সেই স্থানে।
বসিয়া করিল কিছু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ,
মহাতেজোময় বপু কোটিসূর্য্যাভাস।
প্রভাবে আকর্ষে সব সন্ন্যাসীর মন,
উঠিলা সন্ন্যাসী সব ছাড়িল আসন।
প্রকাশানন্দ নাম এক সন্ন্যাসী-প্রধান
প্রভুকে কহিল কিছু করিয়া সম্মান;—
১৬। "ইহাঁ আইস, ইহাঁ আইস, শুনহ শ্রীপাদ!
১৭। অপবিত্র স্থানে বৈস কিবা অবসাদ?

১। কাশীর মায়াবাদী = অদ্বৈতবাদ প্রচারে কাশী তখন খুবই প্রসিদ্ধ। ২। নিজ ধর্ম্ম = সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম অর্থাৎ বেদান্ত-পাঠাদি। ৩। ভাবক = নিন্দোক্তি। ৪। লেখক = লিপিকার, পুঁথি লিখিয়া জীবিকা সম্পাদন করিতেন বলিয়া লেখক বলা হইয়াছে। ৫। রৈলা = রহিলেন। ৬। ভিক্ষা নির্ব্বাহণ—ভিক্ষা সম্পাদন, মধ্যাহ্ন গ্রহণ। ৭। সন্ন্যাসী···নিমন্ত্রণ---কোন সন্ন্যাসীর সহিত ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন না। ৮। গূঢ়-অর্থ-মর্ম্ম---গূঢ় অর্থ এবং মর্ম্ম, অর্থাৎ তাৎপর্য্য ও অভিপ্রায়। ৯। শ্রবণ = কর্ণ।

১০। মাগোঁ—মাগি অর্থাৎ প্রার্থনা করি। ১১। গোষ্ঠে = সভায়। ১২। সন্ন্যাসীরে কৃপাহেতু—সন্ন্যাসীদিগকে কৃপা করিবার এই নিমিত্ত। এ ভঙ্গী তাঁহার—মহাপ্রভুর এরূপ ভঙ্গী, অর্থাৎ সেই ব্রাহ্মণকে অন্তর্যামীরূপে নিজ নিমন্ত্রণে প্রেরণ করাও তাঁহারই ভঙ্গী।

১৩। তাঁহার প্রেরণায়—মহাপ্রভু সন্ন্যাসিগণকে কৃপা করিবেন বলিয়া সেই ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণার্থ প্রেরণ করিয়াছেন এবং সেই প্রেরণাতেই ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুকে ভিক্ষা-গ্রহণার্থ অতিশয় আগ্রহ করিতেছেন। ১৪। আর দিন—পরদিন। ১৫। সেই স্থানে—পাদপ্রক্ষালন স্থানে।

১৬। ইহাঁ আইস—এখানে আসুন। শ্রীপাদ—সন্ন্যাসীদিগের পরস্পর সমাদরপূর্ব্বক সম্বোধন-বাক্য। ১৭। অপবিত্র স্থানে = যে স্থানে পাদ প্রক্ষালন করে, সে স্থান অপবিত্র অর্থাৎ উপবেশনে অপ্রশস্ত। অবসাদ = হীনতা; অর্থাৎ তুমি এমন কি হীন যে, অপবিত্র স্থানে বসিবে?

১। প্রভু কহে—"আমি হই হীন সম্প্রদায়,
২। তোমার সম্প্রদায়ে বসিতে না জুয়ায়।"
আপনে প্রকাশানন্দ হাতেতে ধরিয়া,
বসাইল সভা মধ্যে সম্মান করিয়া।
পুছিল—"তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ?
কেশব-ভারতীর শিষ্য তাতে তুমি ধন্য !!
৩। সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী তুমি রহ এই গ্রামে,
কি কারণে আমা সবার না কর দর্শনে ?
সন্ন্যাসী হইয়া কর নর্ত্তন-গায়ন,
ভাবক সব সঙ্গে লঞা কর সঙ্কীর্ত্তন।
৪। বেদান্ত-পঠন-ধ্যান সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম,
তাহা ছাড়ি কর কেন ভাবকের কর্ম্ম ?
প্রভাবে দেখিয়ে তোমা সাক্ষাৎ নারায়ণ,
হীনাচার কর কেন ? এর কি কারণ ?"
প্রভু কহে—"শুন শ্রীপাদ ইহার কারণ,
গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিল শাসন,—
৫। 'মূর্খ তুমি ! নাহি তব বেদান্তাধিকার,
কৃষ্ণনাম জপ সদা এই মন্ত্রসার।
কৃষ্ণনাম হৈতে হবে সংসার মোচন,
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ।
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম ;
সর্ব্বমন্ত্রসার নাম—এই শাস্ত্রমর্ম্ম।'
এত বলি এই শ্লোক শিখাইল মোরে—
'কণ্ঠে করি এই শ্লোক করহ বিচারে।

তথাহি বৃহন্নারদীয়-বচনং ;—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।

হরের্নাম ইতি। কলৌ কেবলং হরের্নামৈব গতিঃ সাধ্যসাধনরূপেত্যর্থঃ। হরের্নামেতি বারত্রয়কীর্ত্তনেন 'এব' কারেণ 'কেবল'শব্দেন চ তস্যৈব অত্যন্তদার্ঢ্যং সূচিতং। অন্বয়েনোক্ত্বা ব্যতিরেকেণাপ্যাহ—অন্যথাগতির্নাস্ত্যেবেতি বারত্রয়েণ পূর্ব্ববদ্দার্ঢ্যমুক্তং। উভয়ত্র ত্রিরুক্তেরয়মভিপ্রায়ঃ—সত্যযুগে যা ধ্যানাদিরূপা গতিঃ, সা কলৌ নাস্ত্যেব মলিনচিত্তত্বাৎ, কস্তাবদুপায় ইত্যাহ—হরের্নামৈব কেবলং, ধ্যানাদিজনিত-পরতত্ত্বসাক্ষাৎকারানন্দো নাম-সঙ্কীর্ত্তনাদেব ভবিতুমর্হতীতি। ত্রেতায়াং যা যজ্ঞাদিজনিতচিত্তশুদ্ধিরূপা গতিঃ, সা কলৌ নাস্ত্যেব, পবিত্রদ্রব্যাদ্যভাবেন যজ্ঞাদ্যসিদ্ধেঃ, কিন্তর্হি—হরের্নামৈব কেবলং ; সঙ্কেত্যাদিনাপি নামোচ্চারণং দ্রাগেব চিত্তং বিশোধয়িতুং শক্নোতি কিমুত শ্রদ্ধাপূর্ব্বকমিতি। দ্বাপরে যা প্রতিমা-পূজনাদিনা ভগবদাবেশরূপা গতিঃ. সা কলৌ নাস্ত্যেব যথাশাস্ত্রং সংস্কারাদ্যভাবেন শরীরশুদ্ধেরভাবাৎ, কিন্তর্হি—হরের্নামৈব কেবলং, যথাকথঞ্চিন্নামকীর্ত্তিতমেব শরীরান্তঃকরণশুদ্ধিপূর্ব্বকং ভগবদাবিষ্টং করোতীত্যর্থঃ। অতএব এব-কেবলাদি-শব্দৈস্তদেব দৃঢ়ীকৃতমিত্যলমতিবিস্তরেণ ॥ ৩ ॥

কলিযুগে একমাত্র হরিনাম, হরিনাম, হরিনাম। ইহা ভিন্ন আর গতি নাই, নাই, নাই ॥ ৩ ॥

তিনবার করিয়া বলিবার অভিপ্রায় এই যে,—কলিযুগে তমোগুণে চিত্ত মলিন হওয়ায়, সত্যযুগের ন্যায় ধ্যান-ধারণাদিরূপা গতি হইবার সম্ভাবনা না থাকিলেও এক হরিনামই চিত্তে ভগবৎস্ফূর্ত্তি করান্। এইজন্য বলিলেন,—কেবল হরিনাম আর অন্যথা গতি নাই অর্থাৎ ধ্যান ধারণাদি কলিতে নাই এবং হইতে পারে না। (এই প্রথম)। পবিত্র দ্রব্য এবং দেশাদির অভাবে চিত্তশুদ্ধির হেতু যজ্ঞাদিরূপা গতিও কলিতে নাই, তাই বলিলেন অন্যথা গতি অর্থাৎ যজ্ঞাদিরূপা গতিও কলিযুগে নাই, কেবল একমাত্র হরিনাম অর্থাৎ নামসঙ্কীর্ত্তন দ্বারা শীঘ্র চিত্তশুদ্ধি সম্পাদিত হয়। (এই দ্বিতীয়)। প্রতিমা-পূজায় শীঘ্রই ভগবানে চিত্ত আবিষ্ট হয়, ইহাই দ্বাপরযুগীয় ধর্ম্ম। কিন্তু কলিযুগে শরীর-শুদ্ধির অভাবে তাহাও হইতে পারে না, তাই বলিলেন,—অন্যথা গতি নাই অর্থাৎ সংস্কারাদির অভাবে শরীরশুদ্ধি না হওয়ায় প্রতিমাপূজারূপা গতিও হয় না। কেবল মাত্র হরিনামই একমাত্র গতি। (এই তৃতীয়)। তিনকালেই অন্যগতি নাই,—ইহাই মাত্র গতি ; এই নিমিত্ত তিনবার নিষেধ ও তিনবার বিধান করিয়াছেন। ৩।

১। **হীন সম্প্রদায়**—শঙ্কর সম্প্রদায়ে তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, গিরি, পর্ব্বত, কানন, পুরী, ভারতী এবং সরস্বতী—এই দশ সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসিদিগকেই দশনামী বলে। শঙ্করাচার্য্য কোন অপরাধ-বিশেষের জন্য গিরি-ভারতীপ্রভৃতি কয়েকটীর দণ্ড কাড়িয়া লওয়ায়, তাঁহাদের দণ্ড নাই। ভারতীর অর্দ্ধ দণ্ড ছিল, এই নিমিত্ত ভারতী হীন-সম্প্রদায়। কেননা ইঁহাদিগকে গুরু ত্যাগ করিয়াছেন। মহাপ্রভু সেই ভারতী-সম্প্রদায়ে দণ্ডগ্রহণ করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত বলিলেন,—আমি হীন সম্প্রদায়। ২। **না জুয়ায়**—যুক্তিযুক্ত হয় না। ৩। **সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী**—তুমিও আমাদেরই মত দশনামী সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী। ৪। **বেদান্ত-পঠন-ধ্যান**—বেদান্ত পঠন ও ধ্যান অর্থাৎ সূত্রপাঠ ও অর্থবিচার। ৫। 'মূর্খ তুমি' এই হইতে 'এই শ্লোক-

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥ ৩

এই আজ্ঞা পাঞা নাম লই অনুক্ষণ ;
নাম লৈতে লৈতে মোর ভ্রান্ত হৈল মন।
ধৈর্য্য করিতে নারি হৈলাম উন্মত্ত ;
হাঁসি, কাঁদি, নাচি, গাই, যেন মদমত্ত।
তবে ধৈর্য্য করি মনে করিনু বিচার ;
কৃষ্ণনামে জ্ঞানাচ্ছন্ন হইল আমার।
পাগল হইনু আমি ধৈর্য্য নাহি মনে ;
এত চিন্তি নিবেদিল গুরুর চরণে ;—
'কিবা মন্ত্র দিলা গোঁসাই ! কিবা তার বল !
জপিতেই মোরে মন্ত্র করিল পাগল।
হাসায় নাচায় মোরে করায় ক্রন্দন ;'
এত শুনি গুরু মোরে বলিলা বচন—
"কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এই ত স্বভাব,
যেই জপে তার উপজয়ে কৃষ্ণে ভাব।
১। কৃষ্ণবিষয়ক-প্রেমা পরমপুরুষার্থ ;
২। যার আগে তৃণ তুল্য চারি পুরুষার্থ।
৩। পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেম আনন্দামৃতসিন্ধু ;
মোক্ষাদি-আনন্দ যার নহে এক বিন্দু।
কৃষ্ণনামের ফল প্রেমা সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ;
৪। ভাগ্যে সেই প্রেম তোমায় করিল উদয়।
৫। প্রেমার স্বভাবে করে চিত্ত-তনু-ক্ষোভ ;
৬। কৃষ্ণের চরণ প্রাপ্ত্যে উপজায়ে লোভ।
প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাসে, কাঁদে, গায় ;
৭। উন্মত্ত হইয়া নাচে, ইতি-উতি ধায়।
৮। স্বেদ, কম্প, গদ্গদাশ্রু, রোমাঞ্চ, বৈবর্ণ্য,
উন্মাদ, বিষাদ, ধৈর্য্য, গর্ব্ব, হর্ষ, দৈন্য ;
এতভাবে প্রেমা ভক্তগণেরে নাচায় ;
কৃষ্ণপ্রেমানন্দ-সুখসাগরে ভাসায়।
ভাল হইল, পাইলে তুমি পরম পুরুষার্থ ;
তোমার প্রেমাতে আমি হইলাঙ কৃতার্থ।
নাচ, গাও, ভক্তসঙ্গে কর সঙ্কীর্ত্তন,
৯। কৃষ্ণনাম উপদেশি তার' সর্ব্বজন'—
এত বলি এক শ্লোক শিখাইল মোরে ;
ভাগবতসার এই বলে বারে বারে।

তথাহি শ্রীমদ্‌ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে অষ্টাত্রিংশত্তমশ্লোকে জনকং প্রতি যোগীন্দ্রবাক্যং ;—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।

মর্ম্ম', এই পর্য্যন্ত গুরুর বাক্য। তারপর 'এতবলি এক শ্লোক শিখাইল মোরে' এই ছত্রটী মহাপ্রভুর উক্তি। তারপর 'কণ্ঠে করি এই শ্লোক করহ বিচারে'—এটি আবার গুরুর বাক্য।

১। কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা—যে প্রেমার গোচর কৃষ্ণ অর্থাৎ যে প্রেমদ্বারা কৃষ্ণতত্ত্ব অনুভব হয়। ২। যার আগে—যে প্রেমার অগ্রে। চারি পুরুষার্থ—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ, এই চারি পুরুষার্থ অর্থাৎ পুরুষের প্রয়োজন।

৩। পঞ্চম পুরুষার্থ—শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক-প্রীতি গাঢ় হইলে, তাহাকে প্রেম বলে, সেই প্রেমই পঞ্চমপুরুষার্থ। ৪। প্রেম-উদয়—প্রেম তোমাতে উদয় করিল, উদিত হইল। কৃষ্ণপ্রেম জীবের ধর্ম্ম নয়,—শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূত হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তি ; এ নিমিত্ত প্রেম ব্রহ্মপদার্থ সর্ব্বব্যাপী। তাদৃশ যোগ্যতাপন্ন চিত্তে তাহার প্রকাশ হয়। যেমন সূর্য্যকিরণ সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইলেও, সূর্য্যকান্তমণিতে সম্যক্ প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ বিশুদ্ধ চিত্তেই প্রেমার উদয় হয়। ৫। ক্ষোভ—ভাবান্তর। ৬। প্রাপ্ত্যে=প্রাপ্তির নিমিত্ত। উপজায়ে—উৎপাদন করে।

৭। ইতি-উতি—ইতস্ততঃ। ৮। স্বেদ হইতে বৈবর্ণ্য পর্য্যন্ত সাত্ত্বিক এবং উন্মাদ হইতে দৈন্য পর্য্যন্ত সঞ্চারী ভাব। শ্রীকৃষ্ণভাবে আক্রান্ত চিত্তকে সত্ত্ব বলে, সেই সত্ত্ব ভাবিত চিত্ত হইতে স্বভাবতঃ উৎপন্ন ভাবকে সাত্ত্বিকভাব বলে। স্বেদ—ঘর্ম্ম ; গদ্গদ—স্বরভেদের ক্রিয়া ; অশ্রু—নেত্রে জলোদ্গম ; রোমাঞ্চ—রোমোদ্গম ; বৈবর্ণ্য—শরীরের বর্ণের বিকৃতি ;—এই সাত্ত্বিকভাব-সকল প্রেমারই ক্রিয়া। অন্তরে প্রেমের উদয় হইলে, বাহ্যে এই সকল ক্রিয়া হয়। সঞ্চারী ভাব=সহকারী ভাব, প্রেমসমুদ্রের তরঙ্গস্বরূপ। তরঙ্গ যেমন সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়া সমুদ্রকে বৃদ্ধি করতঃ সমুদ্রে মিশিয়া সমুদ্র-স্বরূপ হয়, তদ্রূপ সঞ্চারি-ভাব প্রেম হইতে উত্থিত হইয়া প্রেমকে উচ্ছলিত করতঃ পুনর্ব্বার প্রেমেরই স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। উন্মাদ—চিত্তভ্রম, বিষাদ—অনুতাপ, ধৈর্য্য—পূর্ণতা, গর্ব্ব—অন্য-হেলন, হর্ষ—চিত্তের প্রসন্নতা ও দৈন্য—দুর্ব্বলতা,—এই গুলিকে সঞ্চারীভাব বলে। ৯। তার'—উদ্ধার কর।

হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥ ৪ ॥

১। এই তাঁর বাক্যে আমি দৃঢ়বিশ্বাস করি'
নিরন্তর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন করি।
সেই কৃষ্ণনাম কভু গাওয়ায় নাচায়;
গাই নাচি নাহি আমি আপন ইচ্ছায়।
২। কৃষ্ণনামে যে আনন্দসিন্ধু-আস্বাদন;
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক-সম।"

তথাহি শ্রীহরিভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে ভক্তিসামান্য-লহর্য্যামষ্টাবিংশাঙ্কধৃত শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়স্য চতুর্দ্দশাধ্যায়ীয়ষট্‌ত্রিংশ শ্লোকঃ;—

ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদ-
বিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে,
ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্‌গুরো ॥ ৫॥

প্রভুর মিষ্টবাক্য শুনি সন্ন্যাসীর গণ,
চিত্ত ফিরি গেল,—কহে মধুর বচন;—
"যে কিছু কহিলে তুমি সব সত্য হয়;
৩। কৃষ্ণপ্রেমা সেই পায়, যার ভাগ্যোদয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কর ইহায় সবার সন্তোষ;
বেদান্ত না শুন কেন? তাহে কিবা দোষ?"
এত শুনি হাসি প্রভু বলিলা বচন;—
"দুঃখ না মানহ যদি করি নিবেদন"।
ইহা শুনি বলে সব সন্ন্যাসীর গণ;—
"তোমাকে দেখিয়ে যেন সাক্ষাৎ-নারায়ণ।
তোমার বচন শুনি জুড়ায় শ্রবণ;
তোমার মাধুরী দেখি জুড়ায় নয়ন।

সা ভক্তিস্ত্রিধা—আরোপসিদ্ধা সঙ্গসিদ্ধা স্বরূপসিদ্ধা চ, তত্র ততোঽন্যসা তৃতীয়া ফলরূপা ভক্তিশ্চ প্রাপ্তিব্যাহ—**এবংব্রত** ইতি। অত্র নামকীর্ত্ত্যেতি তৃতীয়াশ্রুত্যা তত্রাপ্যতিশয়সাধকতমত্বব্যঞ্জনাৎ, তত এবং শৃণ্বন্নিত্যাদিপ্রকারং ব্রতং যস্য তথাভূতোপি সন্ স্বপ্রিয়াণি তন্নামস্বসংখ্যেষু মধ্যে যানি স্ববাসনাপোষকাণি তেষাং কীর্ত্ত্যা কীর্ত্তনেন মুখ্যেন কারণেন জাতানুরাগ আবির্ভূতমহাপ্রেমেত্যর্থঃ। অতএব দ্রুতচিত্তঃ শ্লথহৃদয়ঃ কদাচিত্তৎকৃপয়াজ্জিতং ভগবত্তমাস্কলয্য উচ্চৈর্হসতি, এতাবন্তং কালমুপেক্ষিতোঽস্মীতি রোদিতি, অত্যৌৎসুক্যাদ্রৌতি, আক্রোশতি, অতিহর্ষেণ গায়তি; জিতং জিতমিতি নৃত্যতি,—কিং দাম্ভিকবৎ পরান্ প্রকাশয়িতুং? ন,—উন্মাদবৎ গ্রহগৃহীতবৎ, লোকবাহ্যঃ বিবশঃ। অথবা হাস্যাদীনাং কারণানি ভক্তিভেদানন্ত্যাদনন্তান্যেব জ্ঞেয়ানি ॥ ৪ ॥

ত্বৎ ইতি। হে জগদ্‌গুরো! তব সাক্ষাৎকরণজনিত আহ্লাদএব বিশুদ্ধঃ অব্ধিঃ সমুদ্রস্তস্মিন্ স্থিতস্য মে মম ব্রাহ্ম্যাণি সমাধৌ ব্রহ্মানুভবজনিতানি সুখানি অপি গোষ্পদায়ন্তে গোষ্পদস্থজলবৎ প্রতীয়ন্তে, কিমুত পারমেষ্ঠ্যাদীনি। অত্র ব্রাহ্ম্যাণীতি পারমেষ্ঠ্যাদীনি তু ন ব্যাখ্যেয়ং, পরব্রহ্মানন্দেনৈব তস্য তারতম্যং ভাগবতাদিপ্রসিদ্ধমিতি—তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দেত্যাদি ॥ ৫ ॥

হে মহারাজ! ভগবদ্ভজনশীল পুরুষ স্বীয় বাসনাপোষক হরিনাম প্রাধান্যে কীর্ত্তন করিতে করিতে মহাপ্রেমের আবির্ভাব হওয়ায় শ্লথহৃদয় হইয়া প্রেমপরবশ হওত উন্মত্তের ন্যায় কখন উচ্চৈঃস্বরে হাস্য, কখন বা রোদন, কদাচিৎ চীৎকার, কখন গান এবং কখন বা নৃত্য করিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

হে জগদ্‌গুরো! তোমার সাক্ষাৎকারজনিত আনন্দ-সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া আমার ব্রহ্মানুভবজনিত সুখও গোষ্পদ-সদৃশ প্রকাশ পাইতেছে ॥ ৫ ॥

১। তাঁর—গুরুর। ২। কৃষ্ণনামে…সম—কৃষ্ণনাম করিতে করিতে মহাপ্রেমার উদয় হয়, তৎপরে কৃষ্ণসাক্ষাৎকাররূপ আনন্দসিন্ধুর আস্বাদন হয়, সিন্ধুকেই ব্রহ্মানন্দকেও খাতোদক অর্থাৎ খাদের জল বলিয়া বোধ হয়। ৩। কৃষ্ণ-প্রেমা…যার ভাগ্যোদয়—যে ব্যক্তির সৌভাগ্যোদয় হয়, তিনিই কৃষ্ণপ্রেমা প্রাপ্ত হন। কেবল হরিনাম-কীর্ত্তনে যে মহাপ্রেম পর্য্যন্তের আবির্ভাব হয়, ইহাই এই শ্লোকদ্বারা সপ্রমাণ করিলেন ॥ ৪ ॥
কৃষ্ণনাম লইতে লইতে মহাপ্রেমের উদয়-সাক্ষাৎকার এবং কৃষ্ণমাধুর্য্যের অনুভবে নিবীড় পরমানন্দের আস্বাদন হয়, ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ৫ ॥

তোমার প্রভাবে সবার আনন্দিত মন ;
কভু অসঙ্গত নয় তোমার বচন"।
প্রভু কহে "বেদান্ত-সূত্র ঈশ্বর-বচন ;
ব্যাসরূপে কহিয়াছেন শ্রীনারায়ণ।
১। ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব ;
ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব।
২। উপনিষদ্ সহিত সূত্র কহে যেই তত্ত্ব ;
৩। মুখ্যাবৃত্তি সেই অর্থ পরমমহত্ত্ব।
গৌণবৃত্ত্যে যেবা ভাষ্য করিল আচার্য্য।
তাহার শ্রবণে নাশ হয় সব কার্য্য।
৪। তাঁহার নাহিক দোষ,—ঈশ্বরাজ্ঞা পাঞা,
গৌণার্থ করিল মুখ্য-অর্থ আচ্ছাদিয়া।

৫। 'ব্রহ্ম' শব্দ মুখ্য অর্থে কহে 'ভগবান্'।
চিদৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ অনূর্দ্ধসমান।
৬। তাঁহার বিভূতি-দেহ সব চিদাকার ;
চিদ্বিভূতি আচ্ছাদিয়া কহে নিরাকার !
৭। চিদানন্দ দেহ তাঁর স্থান-পরিবার।
তাঁরে কহে প্রাকৃত-সত্ত্বের বিকার !
৮। তাঁর দোষ নাহি, তিঁহ আজ্ঞাকারী দাস।
আর যেই শুনে, তার হয় সর্ব্বনাশ।
৯। বিষ্ণুনিন্দা আর নাহি ইহার উপর ;
প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর।
১০। ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন জ্বলিতজ্বলন,
জীবের স্বরূপ যেন স্ফুলিঙ্গের কণ।

১। ভ্রম প্রমাদ ইত্যাদির ব্যাখ্যা ২৮ পৃষ্ঠায় দেখুন। ২। উপনিষদ্—বেদের শিরোভাগ, যাহাতে আত্মতত্ত্ব নির্ণীত আছে। সূত্র—বেদান্ত সূত্র। ৩। মুখ্যাবৃত্তি...কার্য্য—শব্দশক্তিদ্বারা যে অর্থলাভ হয়, তাহার নাম মুখ্যাবৃত্তি। যেমন বৃষ-শব্দ পুঙ্গব পদার্থকে উপস্থাপিত করে, তাহাতেই বৃষ শব্দের শক্তি, ইহারই নাম মুখ্যা বৃত্তি। আর শব্দার্থ পরিত্যাগ করিয়া কষ্টকল্পনা দ্বারা যখন অন্যার্থ প্রতিপাদন করে, তখন তাহার নাম গৌণী বৃত্তি অর্থাৎ তাৎপর্য্য বৃত্তি। যেমন কোন ব্যক্তি বলিলেন,—'রাম বৃষ', এই রাম বলিতে দ্বিপাদ মনুষ্য, আর বৃষ বলিতে চতুষ্পদ পশুবিশেষ, অতএব ইহার অর্থসঙ্গতি হয় না। তখন তাৎপর্য্য বৃত্তি দ্বারা বৃষ শব্দের কিয়দংশ পরিত্যাগ করিয়া কিয়দংশ গ্রহণ করিতে হইবে ; যথা—বৃষশব্দে বৃষগত জড়তা, স্থূলবুদ্ধি, হিতাহিতশূন্যতা প্রভৃতি ধর্ম্মযুক্ত রাম,—ইহাই 'রাম বৃষ' অর্থ বুঝিতে হইবে, এই যে অর্থ দ্বারা বাক্যের সঙ্গতি করা হইল, ইহাকেই গৌণীবৃত্তি বলে। শঙ্করাচার্য্য গৌণীবৃত্তি দ্বারা যে সকল ভাষ্য করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিলে সকল কার্য্য বিনষ্ট হয়।

৪। তাঁহার...আচ্ছাদিয়া—তাঁহার=শঙ্করাচার্য্যের। ঈশ্বরাজ্ঞা=ঈশ্বরের আদেশ। শঙ্করাচার্য্য মহাদেবের অবতার, মহাদেব যে ভক্তাবতার ইহা পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ভগবান রুদ্রকে বলিয়াছেন,—

আগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বং হি জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু। মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥ ইতি।

অর্থাৎ হে রুদ্র! তুমি কল্পিত আগমদ্বারা সকল জনকে আমাতে বিমুখ কর এবং আমাকে তাহাদের কাছে গোপন কর। ভগবানের এইরূপ আজ্ঞা পাইয়াই আচার্য্য শঙ্কর মুখ্য-অর্থ আচ্ছাদন করতঃ গৌণীবৃত্তি অবলম্বন করায়, তাঁহার দোষ হয় নাই।

৫। ব্রহ্ম...সমান—'অথ কস্মাদুচ্যতে ব্রহ্মেতি বৃংহতি বৃংহয়তি চেতি, যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ' ইত্যাদি শ্রুতিঃ। 'বৃহত্ত্বাদ্বৃংহণত্বাচ্চ যদ্ ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ।' ইতি বিষ্ণুপুরাণং। কি নিমিত্ত তাঁহাকে ব্রহ্ম বল অর্থাৎ ব্রহ্ম-শব্দের অর্থ কি? শ্রুতি এই প্রশ্ন উত্থাবিত করিয়া উত্তর করিলেন,—যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম এবং সকলকে বৃহৎ করেন, তিনিই ব্রহ্ম। দ্বিতীয় শ্রুতি বলিলেন,—যিনি সামান্য-বিশেষরূপে সকলই জানেন, তিনিই ব্রহ্ম। বিষ্ণুপুরাণ বলিলেন,—বৃহত্ত্ব এবং বৃংহণত্ব ধর্ম্ম থাকাতেই তাঁহাকে ব্রহ্ম বলে। এই সকল শ্রুতি-পুরাণাদি-দ্বারা ব্রহ্ম-শব্দে সর্ব্বশক্তিপূর্ণ পদার্থই প্রতিপাদন করে। সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পদার্থই ভগবান্, অতএব ব্রহ্ম-শব্দেরও মুখ্য অর্থ ভগবান্। তিনি চিৎ অর্থাৎ জড়বিলক্ষণ ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ। অনূর্দ্ধসমান—যাঁহা হইতে ঊর্দ্ধ এবং যাঁহার সমান নাই।

৬। তাঁহার=ভগবানের। বিভূতি=বৈভব। চিদাকার=জড়বিলক্ষণ আকার অর্থাৎ চিৎ তত্ত্বাকারে প্রকাশ পায়। ৭। চিদানন্দ...বিকার—তাঁর—ভগবানের। দেহ=শরীর। স্থান=বৈকুণ্ঠাদি। পরিবার=বৈকুণ্ঠস্থ পরিকর। এ সকলই চিদানন্দময়,—ইহাতে প্রকৃতি-সম্বন্ধ নাই, কিন্তু শঙ্করাচার্য্য ভগবানের দেহ, স্থান এবং পরিবারবর্গকেও প্রকৃতির সত্ত্বগুণের বিকার বলিয়াছেন।

৮। তাঁর=শঙ্করাচার্য্যের। আজ্ঞাকারী দাস—ইহা পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ৯। বিষ্ণুনিন্দা...কলেবর=গুণকে দোষ করিয়া কীর্ত্তনের নাম নিন্দা। সর্ব্বশাস্ত্রেই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ বলিয়াছেন, যে সচ্চিদানন্দ পুরুষের পুরুষার্থ, যে বিগ্রহে মুনিগণের ব্রহ্মানুভূতি হয়, যে দেহকে সর্ব্বশাস্ত্র পুরুষার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই দেহকে প্রাকৃত করিয়া মানা অপেক্ষা আর অধিক বিষ্ণুনিন্দা কি আছে?

১০। ঈশ্বরের...কণ=তত্ত্ব—স্বরূপ। জ্বলিত=প্রজ্বলিত অর্থাৎ রাশীকৃত। জ্বলন=অগ্নি। তদ্রূপ ঈশ্বরতত্ত্ব। জীবতত্ত্ব অগ্নিস্ফুলিঙ্গ-স্বরূপ।

জীবতত্ত্ব শক্তি, কৃষ্ণতত্ত্ব শক্তিমান্ ;
গীতা-বিষ্ণুপুরাণাদি ইহাতে প্রমাণ।

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং সপ্তমাধ্যায়ে পঞ্চম-শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ৬ ॥

তথাহি শ্রীভগবৎসন্দর্ভে 'সত্ত্বং রজস্তম ইতি ত্রিদেব'-মিত্যস্য ব্যাখ্যায়াং ধৃতং বিষ্ণুপুরাণস্য ষষ্ঠাংশীয়সপ্তমাধ্যায়স্য ষষ্টিমে-পদ্যং—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা
অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ ৭ ॥

১। হেন জীবতত্ত্ব লঞা লিখি পরতত্ত্ব ;
আচ্ছন্ন করিল শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর-মহত্ত্ব।
২। ব্যাসের সূত্রেতে কহে পরিণাম-বাদ ;
৩। 'ব্যাস ভ্রান্ত' বলি তাহা উঠাইল বিবাদ।
'পরিণামবাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী'—
এত কহি বিবর্ত্তবাদ স্থাপনা যে করি।

অপরামিমাং প্রকৃতিমুপসংহরন্ পরাং প্রকৃতিমাহ—অপরেয়মিতি। অষ্টধোক্তা যা প্রকৃতিরিয়মপরা নিকৃষ্টা জড়ত্বাৎ পরার্থত্বাচ্চ। ইতঃ অচেতনায়াশ্চেতনভোগ্যভূতায়াঃ প্রকৃতের্বিজাতীয়াকারাং জীবভূতাং পরাং তস্যা ভোক্তৃত্বেন প্রধানভূতাঞ্চ মদীয়াং প্রকৃতিং বিদ্ধি, যয়েদমচেতনং কৃৎস্নং জগদ্ধার্য্যতে ॥ ৬ ॥

বিষ্ণুশক্তিরিতি। বিষ্ণোঃ স্বরূপভূতা পরা চিৎস্বরূপা প্রোক্তা। ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা শক্তিরপরা প্রোক্তা। অবিদ্যা কর্ম্ম কার্য্যং যস্যাঃ সা তৎ সংজ্ঞা মায়েত্যর্থঃ। যদ্যপীয়ং বহিরঙ্গা তথাপ্যস্যাস্তটস্থশক্তিময়মপি জীবমাবরিতুং সামর্থ্যমস্তীত্যাহ তত্রৈব—'তয়া তিরোহিতাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা। সর্ব্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ত্তত' ইতি। অস্যার্থঃ—তয়েতি তারতম্যেন তৎকৃতাবরণস্য ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু লঘুগুরুতাভাবেন বর্ত্ততইত্যর্থঃ। তদুক্তং—'যয়া সম্মোহিতোজীব' ইতি যাদৈবাচিন্ত্যায়া মায়য়া চিদ্রূপতা নির্ব্বিকারাদিগুণরহিতস্য প্রধানস্য বিকারিত্বং জ্ঞেয়ং ॥ ৭ ॥

হে মহাবাহো! পূর্ব্বে যে অষ্টবিধ প্রকৃতির কথা বলিলাম, ইহা অপরা। সমস্ত জগৎকে যে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, আমার সেই জীব-স্বরূপ প্রকৃতিকে এই ভোগ্যরূপ অচেতন অপরা-প্রকৃতি হইতে বিভিন্ন করিয়া জানিও ॥ ৬ ॥

বিষ্ণুশক্তি তিনপ্রকার ; পরা অর্থাৎ বিষ্ণুর সর্ব্বপা স্বরূপভূত-চিৎস্বরূপ-অন্তরঙ্গা-নাম্নী প্রথমা শক্তি ; অপরা অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞনামা জীবশক্তি,—ইহা চিদ্রূপা হইলেও স্বরূপশক্তি হইতে বিভিন্না তটস্থা নাম্নী দ্বিতীয়া শক্তি ; এবং যাহার কার্য্য অবিদ্যা, সেই মায়া—বহিরঙ্গা-নাম্নী তৃতীয়া শক্তি ॥ ৭ ॥

রাশীকৃত অগ্নিকে যেমন অন্ধকার ঢাকিতে পারে না, তদ্রূপ মায়াও ঈশ্বরকে আবরণ করিতে পারে না। কিন্তু অন্ধকার যেমন স্ফুলিঙ্গকে পরাভব করে, তদ্রূপ মায়াও জীবকেই আচ্ছন্ন করে। অতএব ঈশ্বর ও জীব বিভিন্ন পদার্থ।

এই দুই শ্লোকদ্বারা জীবতত্ত্ব যে ঈশ্বরের শক্তি—ইহাই সপ্রমাণ করিলেন। ৬। ৭।

১। হেন···মহত্ত্ব—এতাদৃশ স্ফুলিঙ্গকণসদৃশ শক্তিরূপ জীবতত্ত্ব লইয়া (অর্থাৎ সেই জীবতত্ত্বকে) ঈশ্বরতত্ত্ব বলিয়া লিখিয়াছেন। "অবিদ্যা প্রতিবিম্বিত-চৈতন্য জীব, মায়া-প্রতিবিম্বিত চৈতন্য ঈশ্বর। রজস্তমঃপ্রধান অবিদ্যা, সত্ত্বপ্রধান মায়া। রজস্তমোগুণ বিনষ্ট হইলে, সত্ত্বপ্রধান উপাধিবিশিষ্ট ঈশ্বর হন। রজস্তম বিক্ষেপ এবং আবরণ করে, এই নিমিত্ত জীব সংসারী ; সত্ত্ব আবরণ-বিক্ষেপ করে না, এই নিমিত্ত ঈশ্বরের সংসার নাই ; বস্তুতঃ ঈশ্বর ও জীব একই তত্ত্ব"—ইহাই শঙ্করাচার্য্যের মত। ইহা দ্বারা ঈশ্বরের পরম মহত্ত্ব আচ্ছাদিত করা হইয়াছে।

২। ব্যাসের সূত্রেতে—'জন্মাদ্যস্য যতঃ' এই সূত্রে। সূত্রার্থ এই যে—যাঁহা হইতে এই বিশ্বের জন্মাদি অর্থাৎ জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ হয়,—তিনিই ব্রহ্ম। বস্তুর স্বরূপগত অবস্থান্তরকে 'পরিণাম' বলে, যেমন দুগ্ধের অবস্থান্তর দধি। আর বস্তুর স্বরূপগত অবস্থান্তর না হইয়া অবস্থান্তরের জ্ঞান জন্মাইলে 'বিবর্ত্ত' বলে, যেমন রজ্জুতে সর্প। ব্যাসসূত্রে ব্রহ্ম অপাদানকারক-হেতু উপাদানকারণ, বিশ্ব—কার্য্য। ব্রহ্ম হইতে বিশ্বের জন্মাদি হয়, ইহাতে 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' এই ব্যাস-সূত্রে সুতরাং 'পরিণামবাদ'ই কথিত হইয়াছে। বিশেষতঃ বেদান্তদর্শনে 'বিবর্ত্তবাদের' নামও নাই।

৩। ব্যাস···করি—তন্মধ্যে কোন ব্যক্তি আপত্তি তুলিলেন যে,—"ব্যাস ভ্রমবশতঃ পরিণামবাদ বলিয়াছেন। কারণ, পরিণামবাদ স্বীকার করিলে, ঈশ্বর বিকারী হইয়া পড়েন, যেমন দুগ্ধের পরিণাম দধি। এ স্থানে দুগ্ধ যেমন বিকৃত হইয়া দধিরূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ ঈশ্বরেরও বিকার হইয়া বিশ্বরূপে পরিণতি বলিতে হয়। ইহাতে সর্ব্বশাস্ত্র যে ঈশ্বরকে নির্ব্বিকার বলিয়াছেন, তাহার সঙ্গতি হয় না। বিশেষতঃ যাহার বিকার আছে, তাহার বিনাশ হয়, যেমন দেহাদি। সুতরাং ঈশ্বরের অবিনাশিত্বের সঙ্গতি হয় না। এই সমস্ত দোষ-পরিহারার্থ বিশ্ব যে ব্রহ্মের বিবর্ত্ত ইহাই যুক্ত।

১। বস্তুত পরিণামবাদ সেই ত প্রমাণ ;
২। 'দেহে আত্ম-বুদ্ধি' এই বিবর্ত্তের স্থান।
৩। অবিচিন্ত্যশক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্ ;
ইচ্ছায় জগৎরূপে পায় পরিণাম।
তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অবিকারী ;
৪। প্রাকৃত চিন্তামণি তাহা দৃষ্টান্ত ধরি।
৫। নানা রত্ন-রাশি হয় চিন্তামণি হৈতে ;
তথাপিহ মণি রহে স্বরূপ-অবিকৃতে।
প্রাকৃত-বস্তুতে যদি অচিন্ত্যশক্তি হয় ;
ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি ইথে কি বিস্ময় ?
৬। 'প্রণব' সে মহাবাক্য—বেদের নিদান ;
৭। ঈশ্বরস্বরূপ প্রণব সর্ব্ববিশ্বধাম।
৮। সর্ব্বাশ্রয় ঈশ্বরের প্রণব উদ্দেশ ;
৯। 'তত্ত্বমসি' বাক্য হয় বেদের একদেশ।
১০। প্রণবের মহাবাক্যতা করি আচ্ছাদন ;
মহাবাক্য করি তত্ত্বমসির স্থাপন।
সর্ব্ববেদসূত্রে করে কৃষ্ণের অভিধান ;
১১। মুখ্যবৃত্তি ছাড়ি কৈল লক্ষণা-ব্যাখ্যান।

যেমন অজ্ঞানতাবশতঃ রজ্জুতে সর্পজ্ঞান হয়, বস্তুতঃ রজ্জু ভিন্ন আর কিছুই নাই ; তদ্রূপ অনাদি-অবিদ্যা বশতঃ ব্রহ্মেতে বিশ্বের জ্ঞান হয়, বস্তুতঃ সকলই ব্রহ্ম,—ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই।" ইহাই বিবর্ত্তবাদীর যুক্তি।

১। বস্তুতঃ…প্রমাণ—বিবর্ত্তবাদীরা যাহাই বলুন, বস্তুতঃ ব্যাসসূত্রে পরিণামবাদেরই প্রমাণ করিয়াছেন। ২। দেহে আত্ম বুদ্ধি—'আমি স্থূল' 'আমি কৃশ' ইত্যাদি জ্ঞান। স্থূলত্ব-কৃশত্ব ধর্ম্মবিশিষ্ট দেহে যে আত্মবুদ্ধি, তাহাই বিবর্ত্ত অর্থাৎ তত্ত্বতঃ আত্মা দেহ না হইলেও, আপনাকে দেহ বলিয়া যে অভিমান, ইহাই বিবর্ত্তের স্থান।

৩। অবিচিন্ত্য…অবিকারী—যাহা কাহারই চিন্তার বিষয় হয় না, তাহাকে অবিচিন্ত্য বলে। সেই অবিচিন্ত্যশক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্ ইচ্ছাবশতঃ জগদ্রূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়েন। পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াও অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে অবিকারীই থাকেন। ৪। দৃষ্টান্ত ধরি,—দৃষ্টান্ত দিই।

৫। নানা…অবিকৃতে—চিন্তামণি হইতে নানাবিধ ধনরত্ন উৎপন্ন হইলেও, চিন্তামণির স্বরূপ বিকৃত হয় না অর্থাৎ চিন্তামণি রত্নরাশি প্রসব করিয়াও যেমন তেমনই থাকে, তাহার হ্রাস বৃদ্ধি হয় না ; তদ্রূপ পরমেশ্বর ইচ্ছাবশতঃ বিশ্বরাশি উৎপাদন করিয়াও স্বরূপতঃ যেমন তেমনই থাকেন, কোন অংশের ব্যতিক্রম ঘটনা হয় না। পরিণামবাদে যে ঈশ্বরের বিকার-সম্ভাবনা হইয়াছিল, এতদ্দ্বারা তাহার খণ্ডন করিলেন।

৬। প্রণব…নিদান—বর্ণ-সমুদয় পদ, যেমন 'ঘটঃ'। পদ-সমুদয় বাক্য, যেমন 'অহং ঘটং করোমি' ; এই তিনটী পদ মিলিত হইয়া একটী বাক্য হইল। যে বাক্যে উপক্রম-উপসংহারাদিদ্বারা গ্রন্থের তাৎপর্য্যার্থ অবধারিত হয়, তাহাকে মহাবাক্য বলে। উপক্রমাদি যথা,—

উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্ব্বতাফলং। অর্থবাদোপপত্তী চ, লিঙ্গং তাৎপর্য্য-নির্ণয়ে॥

(১) উপক্রম (আরম্ভ) উপসংহার (পরিসমাপ্তি) এ দুয়ের ঐক্য থাকিবে ; (২) অভ্যাস (পুনঃ পুনঃ কথন) ; (৩) অপূর্ব্বতা (প্রমাণান্তরের অবিষয়) ; (৪) ফল (প্রয়োজন) ; (৫) অর্থবাদ (প্রশংসা) ; [৬] উপপত্তি (শাস্ত্রানুগত যুক্তি),—এই ষড়্বিধ লিঙ্গদ্বারা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য অবধারিত হইয়া থাকে। সকল বেদের মহাবাক্য—প্রণব ; যেহেতু প্রণব সকল বেদেরই নিদান, অর্থাৎ প্রণব হইতেই সকল বেদের আবির্ভাব হইয়াছে। ৭। ঈশ্বর…বিশ্বধাম—শাস্ত্র প্রণবকে ঈশ্বরস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা,—'ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম' ওঁ—এই একাক্ষর ব্রহ্ম। "ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।" ওঁ তৎ এবং সৎ—এই ত্রিবিধ ব্রহ্মের নির্দ্দেশ। শ্রুতিতে 'ওঁ ইতি নেদীয়ান্ ব্রহ্মণঃ' ওঁ এই শব্দ ব্রহ্মের অন্তরঙ্গ নাম। সর্ব্ববিশ্বধাম—যোগশাস্ত্রাদিতে প্রণব হইতে সকল বিশ্বের উৎপত্তি বলিয়াছেন। এই প্রণবেই সকল বেদের পর্য্যবসান আছে। সৃষ্টি স্থিতি-প্রলয়ের হেতুভূত পুরুষেই সাক্ষাৎপরম্পরায় সকল বেদের সমন্বয় থাকায়, প্রণব—পরমেশ্বরের বাচক ; সুতরাং তাহাতে সকল বেদের তাৎপর্য্য থাকায় প্রণবই মহাবাক্য। ৮। উদ্দেশ—বাচক। ৯। 'তত্ত্বমসি' বাক্য—গুরু শিষ্যকে বলিয়াছেন যে,—যাহার উপদেশ করিলাম সেই তুমি অর্থাৎ সেই পরমাত্মার তুমি তটস্থশক্তিহেতু বিভিন্নাংশ। 'তত্ত্বমসি'বাক্য বেদের একদেশ অর্থাৎ ছান্দোগ্য-উপনিষদে ষষ্ঠপ্রপাঠকে প্রসঙ্গক্রমে ইহা বলিয়াছেন, কিন্তু ঐ ছান্দোগ্যের উপক্রম এবং উপসংহারাদিতে ব্রহ্মেরই উদ্দেশ আছে, এবং ষষ্ঠ প্রপাঠকেও সেইরূপ আছে। বেদের কোন স্থানেই উপক্রমাদিতে জীব ও পরমাত্মার ঐক্য নির্দ্দেশ নাই। সুতরাং সকল বেদার্থে তত্ত্বমসি বাক্যের সমন্বয় না থাকায়, উহা মহাবাক্য হইতে পারে না। বিশেষতঃ বেদান্ত-দর্শনে পরমেশ্বরের নির্দ্দেশ ব্যতীত, জীব ও পরমাত্মার ঐক্য কোন স্থানেই সুব্যক্ত দেখা যায় না। বাহুল্য ভয়ে সে সকল বিষয় এখানে বিস্তারিত না করিয়া "পরিশিষ্টে" আলোচিত হইবে।

১০। প্রণবের…স্থাপন—শঙ্করাচার্য্য প্রণবের মহাবাক্যতা আচ্ছাদিত করিয়া, তত্ত্বমসি-রূপ প্রাদেশিক বাক্যকে মহাবাক্য বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন। ১১। মুখ্য…ব্যাখ্যান—মুখ্যা, লাক্ষণিকী এবং গৌণী ভেদে শব্দের ত্রিবিধ বৃত্তি। তন্মধ্যে স্বরূপ, জাতি, গুণ এবং ক্রিয়াদ্বারা নির্দ্দেশযোগ্য বস্তুতে সঙ্কেতিত শব্দবৃত্তিকে মুখ্যাবৃত্তি বলে। যেমন,—হরিশব্দ স্বরূপতঃ বিষ্ণুতে, গো-শব্দ জাতিদ্বারা গো-পিণ্ডেতে, শুক্ল শব্দ গুণদ্বারা শ্বেতবর্ণেতে এবং পাচক-শব্দ ক্রিয়াদ্বারা পচনশীল ব্যক্তিতে সঙ্কেতিত হওয়ায়, হরি প্রভৃতি শব্দের বিষ্ণু প্রভৃতিতেই শক্তি অবধারিত আছে।

১। স্বতঃপ্রমাণ বেদ—প্রমাণশিরোমণি ;
লক্ষণা হইলে * স্বতঃপ্রমাণতা-হানি।
২। এইমত প্রতি সূত্রে সহজার্থ ছাড়িয়া,
গৌণ-অর্থ ব্যাখ্যা করে কল্পনা করিয়া।"—
এইমত প্রতি সূত্রে করিলা দূষণ ;
শুনি চমৎকার সব সন্ন্যাসীর গণ।
সকল সন্ন্যাসী কহে—"শুনহ শ্রীপাদ !
৩। তুমি যে খণ্ডিলে অর্থ, সে নহে বিবাদ।
আচার্য্যকল্পিত অর্থ—সবে ইহা জানি ;
৪। সম্প্রদায়-অনুরোধে তবু তাহা মানি।
৫। মুখ্য অর্থ ব্যাখ্যা কর দেখি তোমার বল।"
৬। মুখ্যার্থ লাগাইল প্রভু সূত্রসকল।—
৭। "বৃহদ্বস্তু ব্রহ্ম কহি শ্রীভগবান্ ;
ষড়্বিধ-ঐশ্বর্য্যপূর্ণ পরতত্ত্বধাম।
৮। স্বরূপ ঐশ্বর্য্য তাঁর, নাহি মায়াগন্ধ ;
৯। সকল বেদের ভগবান্ সে 'সম্বন্ধ'।

এ নিমিত্ত হরি প্রভৃতি শব্দ স্বীয় শক্তিদ্বারা বিষ্ণুপ্রভৃতি পদার্থকে উপস্থিত করে। শব্দের অভিধাবৃত্তি বা এইরূপ শক্তি দ্বারা যে অর্থলাভ হয়, তাহাকেই মুখ্যাবৃত্তি বলে। পূর্ব্বোক্ত স্বরূপাদি-দ্বারা-সঙ্কেতিত-বস্তুর সম্বন্ধযুক্ত পদার্থে শব্দের যে প্রবৃত্তি, তাহাকে লক্ষণা বলে। যেমন,—'গঙ্গায় গোপপল্লী বসতি করিতেছে' বলিলে, মুখ্যাবৃত্তি দ্বারা গঙ্গা-শব্দে ভাগীরথ্যাত্মক জলপ্রবাহকেই বুঝাইলেও, তাহাতে গোপপল্লীর অবস্থিতির সম্ভব না হওয়ায়, গঙ্গা-শব্দে এখানে গঙ্গা-সম্বন্ধযুক্ত-তীরে বসতি করিতেছে, এইরূপই চেষ্টা করিয়া বুঝিতে হয়। শব্দের যে শক্তিদ্বারা এস্থলে গঙ্গা-শব্দে জল না বুঝাইয়া তীর বুঝাইল, তাহাকেই লক্ষণা বলে। অনেক কষ্টকল্পনায় এতাদৃশ অর্থ প্রতিপাদিত করিতে হয়, এইজন্য ইহাকে লক্ষণাবৃত্তি বলে। পূর্ব্বোক্ত-সঙ্কেতিত-শব্দার্থদ্বারা-লক্ষিত গুণযুক্ত তৎসদৃশেতে গৌণী বৃত্তির প্রবৃত্তি হয়। যেমন,—'দেবদত্ত সিংহ হইয়াছেন' এইরূপ শব্দাবলী প্রয়োগ করিলে, দেবদত্ত-শব্দে পুরুষবিশেষ এবং সিংহশব্দে চতুষ্পাদ-পশুবিশেষ বুঝাইলেও, 'দেবদত্ত সিংহ হইয়াছেন,—এ কথায় দেবদত্তের আর দুইখানি চরণ বহির্গত হইয়াছে, মস্তকে জটা ইত্যাদি সিংহের আকার আকারিত হইয়াছে—ইহা না বুঝাইয়া, সিংহশব্দে সিংহগত শৌর্য্যবীর্য্যাদি-গুণাতিশয়যুক্ত দেবদত্ত,—ইহাই গৌণীবৃত্তি দ্বারা লাভ হইল। লক্ষণা ও গৌণী—এ উভয় বৃত্তিতেই শব্দের শক্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া একটী নূতন অর্থ কল্পনা করিতে হয়। এই নিমিত্ত শক্যার্থই সর্ব্বপ্রধান। শঙ্করাচার্য্য বলেন যে,—ব্রহ্মেতে জাতি, গুণ এবং ক্রিয়া না থাকায়, মুখ্যা বৃত্তির প্রবৃত্তি হইতে পারে না, সুতরাং লক্ষণাবৃত্তি স্বীকার করিতেই হইবে। এই নিমিত্ত ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম' ইত্যাদি স্থলে সাক্ষাৎ-সত্য-জ্ঞানাদি প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া লক্ষণা দ্বারা সত্য-শব্দে অসত্যের, জ্ঞানশব্দে জড়ের এবং আনন্দ শব্দে দুঃখের প্রতিষেধ-রূপ পদার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু জাতি গুণ-ক্রিয়ার অভাবে শব্দের মুখ্যাবৃত্তি না হউক, স্বরূপতঃ প্রবৃত্তির কোন বাধা নাই, সুতরাং লক্ষণা-স্বীকারে প্রয়োজনাভাব। শঙ্কর কিন্তু এইরূপে অকারণে মুখ্যাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া লক্ষণা-স্বীকার করতঃ বেদান্তসূত্র এবং শ্রুতির ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

১। স্বতঃপ্রমাণ··· হানি—স্মৃতি প্রভৃতির প্রমাণ যেমন বেদপ্রামাণ্যাধীন, বেদ সেরূপ নয়। বেদ স্বয়ংপ্রমাণ অর্থাৎ অন্য কোন প্রমাণের অপেক্ষা না করিয়া আপনা হইতেই প্রমাণ-পদবীতে অধিরূঢ়। যেমন সম্রাটের আদেশ অর্থাৎ সম্রাট যাহা বলিবেন তাহাই করিতে হইবে, সেইরূপ বেদও যাহা বলিবেন, তাহাই প্রমাণ। এইহেতু বেদ প্রমাণের শিরোমণি হইয়াছেন। লক্ষণা দ্বারা তাহার প্রকৃতার্থ অন্যথা করিলে, বেদের স্বতঃপ্রামাণ্যের হানি হয়, অর্থাৎ বেদ যাহা বলেন, তাহার অন্যথা করা হয়। যাহার কথার অন্যথা হয়, তাহা কাহারই প্রমাণ হইতে পারে না।

* হইলে—করিলে, পাঠান্তর। ২। সহজার্থ=মুখ্যার্থ। গৌণ অর্থ=কষ্ট-কল্পনা দ্বারা প্রতিপাদিত অর্থ। ৩। সেহ নহে বিবাদ=তাহাতে কোন বিবাদ নাই। ৪। সম্প্রদায়···মানি=আচার্য্যের অর্থ কল্পিত হইলেও সম্প্রদায়ের অনুরোধে আমাদিগকে মানিতে হয়। ৫। বল=শক্তি, ব্যাখ্যানপটুতা। ৬। সূত্র সকল=বেদান্তসূত্র সকলে।

৭। বৃহদ্বস্তু···ধাম—একণে 'অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা' এই প্রথম সূত্রস্থ ব্রহ্ম-শব্দের অর্থ মুখ্যাবৃত্তি দ্বারা বলিতেছেন—'বৃংহতি বৃংহয়তীতি ব্রহ্ম' যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং সর্ব্বাশ্রয় তিনিই ব্রহ্ম। বস্তুর উৎকর্ষ বা অপকর্ষ তদ্গত ধর্ম্ম দ্বারা নির্ণীত হয়। ব্রহ্ম শব্দে বৃহৎ ও সর্ব্বাশ্রয় বস্তু প্রতিপাদিত হইলে, অবশ্যই ব্রহ্মেতে বৃহত্ত্ব এবং সর্ব্বাধারকতা-শক্তি বিদ্যমান আছে। অতএব বৃহত্ত্বাদিধর্ম্ম-যোগহেতু তাঁহাকে শাস্ত্রে ভগবান্ বলিয়াছে। এইবার ভগবান্ এই শব্দের ব্যাখ্যা করিতেছেন যে,—ষড়্বিধ-ঐশ্বর্য্যপূর্ণ। ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্য যথা ;—

'ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য, বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চাপি, ষণ্ণাং ভগইতীঙ্গনা।'

সমগ্র ঐশ্বর্য্য (প্রভুত্ব), বীর্য্য (মণি, মন্ত্র এবং মহৌষধির ন্যায় অচিন্ত্যপ্রভাব), যশঃ (সদ্গুণতা খ্যাতি), শ্রী (সর্ব্বপ্রকার সম্পৎ), জ্ঞান (ত্রৈকালিক অর্থাৎ যে জ্ঞানের দেশ-কাল প্রতিবন্ধক হয় না), বৈরাগ্য (প্রপঞ্চে অনাসক্তি) —এই ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্যের পরিপূর্ণতা যাঁহাতে আছে অর্থাৎ যিনি নিত্যই এই ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্যশালী, তিনিই ভগবান্। ধাম=স্বরূপ।

৮। স্বরূপ···গন্ধ—ভগবানের এই ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্য তাঁহার স্বরূপ। যেমন অনল তেজোস্বরূপ, আর তাহার প্রকাশকতা শক্তিও তেজঃস্বরূপ, তেমনি চিদ্রূপ ভগবানের ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্যও চিৎস্বরূপ। সে ঐশ্বর্য্যের মায়াগন্ধ (মায়াসম্বন্ধ) নাই। ৯। সম্বন্ধ=পূর্ব্বোক্ত ষড়্বিধ লিঙ্গদ্বারা তাৎপর্য্য

১। তাঁরে নির্বিশেষ কহি চিচ্ছক্তি না মানি,
২। অর্দ্ধ স্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি।
৩। ভগবান্-প্রাপ্তিহেতু যে কিছু উপায়*—
শ্রবণাদি ভক্তি—কৃষ্ণপ্রাপ্তির সহায়।
৪। সেই সর্ব্ববেদের 'অভিধেয়' নাম;
৫। সাধনভক্তিতে হয় প্রেমের উদ্গম।
৬। কৃষ্ণের চরণে যদি হয় অনুরাগ;
কৃষ্ণ বিনু অন্যত্র তার নাহি রহে রাগ।
৭। পঞ্চমপুরুষার্থ সেই প্রেম মহাধন;
কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস করায় আস্বাদন।
প্রেম হৈতে কৃষ্ণ হয় নিজভক্তবশ;
প্রেম হৈতে পাই কৃষ্ণসেবা-সুখরস।
'সম্বন্ধ' 'অভিধেয়' 'প্রয়োজন' নাম;
৮। এই তিন অর্থ সর্ব্বসূত্রে পর্য্যবসান।"
এইমত সব সূত্রের ব্যাখ্যান শুনিয়া,
সকল সন্ন্যাসী কহে বিনয় করিয়া;—
"বেদময়-মূর্ত্তি তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ!
ক্ষম অপরাধ পূর্ব্বে যে কৈল নিন্দন"।
সেই হৈতে সন্ন্যাসীর ফিরি গেল মন;
'কৃষ্ণ'-'কৃষ্ণ'-নাম সদা করয়ে গ্রহণ।
এইরূপে তা' সবার ক্ষমি অপরাধ,
৯। সবাকারে কৃষ্ণনাম করিল প্রসাদ।
তবে সব সন্ন্যাসী মহাপ্রভুকে লইয়া,
১০। ভিক্ষা করিলেন সবে মধ্যে বসাইয়া।
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু আইলা বাসাঘরে,
হেন চিত্র লীলা করে গৌরাঙ্গসুন্দরে।
১১। চন্দ্রশেখর বৈদ্য আর মিশ্রতপন;†
১২। শুনি দেখি আনন্দিত সে সবার মন।
প্রভুকে দেখিতে আইসে সকল সন্ন্যাসী;
প্রভুর প্রশংসা করে সব বারাণসী।
বারাণসীপুরী আইলা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য;
পুরী সহ সব লোক হৈল মহাধন্য।
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে প্রভুরে দেখিতে,
মহাভিড় হয় দ্বারে নারে প্রবেশিতে।

গোচর অর্থাৎ প্রতিপাদ্য প্রতিপাদকতারূপ সম্বন্ধ। ভগবান্ প্রতিপাদ্য অর্থাৎ প্রতিপাদনের বিষয়, বেদ সেই ভগবান্কে প্রতিপাদন করেন, সুতরাং শাস্ত্র ও ভগবানের এই 'সম্বন্ধ'।

১। তাঁরে—ভগবান্‌কে। নির্ব্বিশেষ—নির্দ্ধর্ম্মক অর্থাৎ কেবল চিৎসত্তা। ২। অর্দ্ধ হানি—অর্দ্ধস্বরূপ অর্থাৎ অর্দ্ধশক্তিরূপ স্বরূপ না মানিলে, ব্রহ্মের পূর্ণতার ব্যাঘাত হয়। * পাঠান্তর—যে কহি উপায়।

৩। উপায়—গতি, তন্মধ্যে শ্রবণাদি। তথাহি সপ্তমস্কন্ধে,—
'শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং, সখ্যমাত্মনিবেদনং।'
অর্থাৎ শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, সেবা, অর্চ্চন, প্রণাম, দাস্য, সখ্য এবং আত্মনিবেদন—এই নববিধা ভক্তি কৃষ্ণপ্রাপ্তির সাক্ষাৎসহায়।

৪। অভিধেয়—কৃষ্ণপ্রাপ্তির সাধনরূপে বাচ্য। ৫। উদ্গম—উদয়। ৬। অনুরাগ—প্রেম। তার—ভক্তের। রাগ—চিত্তরঞ্জন।

৭। পঞ্চম পুরুষার্থ—চতুর্থ পুরুষার্থ যে মোক্ষ, তাহার উপরিও বিরাজমান, তাই পঞ্চম পুরুষার্থ বলা হইল। সেই প্রেম উদিত হইয়া বলপূর্ব্বক ভক্তকে কৃষ্ণমাধুর্য্যরস আস্বাদন করায়। ৮। এই তিন অর্থ পর্য্যবসান—সকল বেদান্তসূত্র পরতত্ত্বরূপে কৃষ্ণকেই প্রতিপাদন করেন। শ্রবণ কীর্ত্তনাদি সাধনভক্তিই অভিধেয়রূপে এবং প্রেমই প্রয়োজন-অর্থ পুরুষার্থরূপে পর্য্যবসান করিয়াছেন।

৯। সবাকারে প্রসাদ—সেই সন্ন্যাসীগণ মহাপ্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, মহাপ্রভু তাঁহাদিগের প্রতি অন্তরে প্রসন্ন হইলেন। তখন তাঁহাদিগের মন ফিরিল, মহাপ্রভুর নিন্দা করা দূরে থাক্, তাঁহাতে নিতান্ত অনুরক্ত হইলেন; তখন তাঁহারা নিরন্তর কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; সেই কৃষ্ণনাম সকলকে প্রসাদ করিলেন, অর্থাৎ সকলের প্রতি প্রসন্ন হইলেন।

১০। ভিক্ষা বসাইয়া—সকল সন্ন্যাসী মহাপ্রভুকে আপনাদের মধ্যস্থলে বসাইয়া তাঁহার সহিত ভোজন করিলেন। এটী আদরের চিহ্ন।

১১। বৈদ্য—শূদ্র হইতে বৈশ্যাগর্ভজাত বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ। মোক্ষধর্ম্মে বলিয়াছেন যথা;—
'চাণ্ডালো ব্রাত্য-বৈদ্যৌ চ, ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াং চ। বৈশ্যায়াঞ্চৈব শূদ্রস্য, ব্রহ্মপসদাঃ স্মৃতাঃ।'
শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া এবং বৈশ্যাতে যথাক্রমে চাণ্ডাল, ব্রাত্য ও বৈদ্য—এই তিন জাতির উৎপত্তি হয়। ইহারা তিনই নিকৃষ্ট জাতি। অতএব এস্থানে বৈদ্য বলিতে অম্বষ্ঠ নয়, যেহেতু ইহার পূর্ব্বেই চন্দ্রশেখরকে শূদ্রজাতি বলিয়াছেন। † পাঠান্তর—'চন্দ্রশেখর, তপনমিশ্র, সনাতন'।

১২। শুনি দেখি—চন্দ্রশেখরের শুনিয়া, তপনমিশ্রের দেখিয়া।

প্রভু যবে যান বিশ্বেশ্বর-দরশনে,
লক্ষ লক্ষ লোক আসি মিলে সেই স্থানে।
স্নান করিতে যদি যান গঙ্গাতীর,
তাঁহাই সকল লোক আসি হয় ভিড়।
বাহু তুলি প্রভু বলে—"বল হরি-হরি";
হরিধ্বনি করে লোক স্বর্গ-মর্ত্ত্য ভরি।
লোক নিস্তারিয়া প্রভুর চলিতে হইল মন,
বৃন্দাবনে পাঠাইল শ্রীসনাতন।
রাত্রি-দিবসে লোকের দেখি কোলাহল ;
১। বারাণসী ছাড়ি প্রভু আইলা নীলাচল।
২। এই লীলা আগে কহিব বিস্তার করিয়া ;
৩। সঙ্ক্ষেপে কহিল ইহাঁ প্রসঙ্গ পাইয়া।
৪। এই পঞ্চতত্ত্ব-রূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ;
৫। কৃষ্ণ-নাম-প্রেম দিয়া বিশ্ব কৈল ধন্য।
মথুরাতে পাঠাইল রূপ-সনাতন ;
৬। দুই সেনাপতি কৈল ভক্তিপ্রচারণ।
৭। নিত্যানন্দ গোসাঞে পাঠাইলা গৌড়দেশে,
তিঁহ ভক্তি প্রচারিল অশেষ-বিশেষে।
৮। আপনি দক্ষিণদেশে করিলা গমন,
গ্রামে গ্রামে কৈল কৃষ্ণনাম-প্রচারণ।
৯। সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত কৈল ভক্তির প্রচার,
কৃষ্ণপ্রেম দিয়া কৈল সবার নিস্তার।
এই ত কহিল পঞ্চতত্ত্বের ব্যাখ্যান,
ইহার শ্রবণে হয় চৈতন্য-তত্ত্বজ্ঞান।
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দাদ্বৈত তিন জন,
শ্রীবাস-গদাধর-আদি ভক্তগণ।
সবার চরণপদ্মে করি নমস্কার,
১০। যৈছে-তৈছে কহি কিছু চৈতন্যবিহার।
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ,
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

১। নীলাচল—নীলগিরি, যে স্থানে জগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির। ২। আগে=অগ্রে, 'ইহার পর' এই অর্থে প্রাচীন প্রয়োগ। ৩। প্রসঙ্গ=বলিবার অবসর। ৪। পঞ্চতত্ত্ব—ইহার ব্যাখ্যা পূর্ব্বে হইয়াছে। ৫। কৃষ্ণনামপ্রেম—কৃষ্ণনাম এবং কৃষ্ণপ্রেম।

৬। দুই সেনাপতি—শ্রীল রূপ ও শ্রীল সনাতন ; কৃষ্ণপ্রেম প্রচারে ইঁহারা দুই ভাই সেনাপতির তুল্যই বলশালী।

৭। গৌড়দেশ—সাধারণতঃ গৌড় বলিতে সারা বঙ্গদেশকেই বুঝাইত। ৮। দক্ষিণদেশ=দাক্ষিণাত্য প্রদেশ। ৯। সেতুবন্ধ ভারতবর্ষের দক্ষিণপ্রান্তস্থিত প্রসিদ্ধ তীর্থ। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মদুরা জেলায় রামনাদ রাজের জমীদারীর মধ্যে এই প্রসিদ্ধ তীর্থে রামেশ্বর শিবমূর্ত্তি বিরাজমান আছেন।

১০। যৈছে তৈছে—যেমন তেমন।

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে পঞ্চতত্ত্বাখ্যান-নিরূপণং নাম
সপ্তম পরিচ্ছেদঃ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বন্দে চৈতন্যদেবং তং ভগবন্তং যদিচ্ছয়া।
প্রসভং নর্ত্ত্যতে চিত্রং লেখরঙ্গে জড়োঽপ্যয়ম্॥
জয়-জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-গৌরচন্দ্র !
জয়-জয় পরমানন্দ জয় নিত্যানন্দ !
জয়-জয় অদ্বৈত-আচার্য্য কৃপাময় !
জয়-জয় গদাধর-পণ্ডিত মহাশয় !
জয়-জয় শ্রীবাসাদি-গৌর ভক্তগণ !
প্রণত হইয়া বন্দোঁ সবার চরণ।
১। মূক কবিত্ব করে যাঁ'-সবার স্মরণে ;
পঙ্গু গিরি লঙ্ঘে, অন্ধ দেখে তারাগণে।
২। এ সব না মানে যেই পণ্ডিতসকল ;
তা' সবার বিদ্যাপাঠ ভেক-কোলাহল।
৩। এ সব না মানি যেই করে কৃষ্ণভক্তি ;
কৃষ্ণকৃপা নাহি তারে, নাহি তার গতি।
৪। পূর্ব্বে যৈছে জরাসন্ধ-আদি রাজগণ ;
বেদধর্ম্ম করি করে বিষ্ণুর পূজন।
কৃষ্ণ নাহি মানে, তাতে 'দৈত্য' করি মানি ;
চৈতন্য না মানিলে তৈছে 'দৈত্য' তারে জানি।
৫। "মোরে না মানিলে সব লোক হবে নাশ"---
এ লাগি কৃপায় প্রভু করিল সন্ন্যাস।
৬। "সন্ন্যাসী-বুদ্ধ্যে মোরে করিবে নমস্কার ;
তথাপি খণ্ডিবে দোষ, পাইবে নিস্তার"।
হেন কৃপাময় প্রভু না ভজে যে জন ;
৭। সর্ব্বোত্তম হইলেহ তারে অসুরে গণন।
অতএব পুন কহোঁ ঊর্দ্ধ-বাহু হঞা ;
চৈতন্য-নিতাই ভজ কুতর্ক ছাড়িঞা।
৮। যদি বা তার্কিক কহে---"তর্ক সে প্রমাণ,
৯। তর্কশাস্ত্রসিদ্ধ যেই সেই সেব্যমান"।

বন্দে ইতি। তং প্রসিদ্ধং ভগবন্তমাদিস্ফুরদৈশ্বর্য্যং চৈতন্যদেবং শচীনন্দনরূপমহং বন্দে। যস্য ইচ্ছয়া কর্ত্ত্রা জড়োঽপি অয়ং মল্লক্ষণোজনো লেখরঙ্গে প্রসভং হঠাৎ চিত্রমাশ্চর্য্যং যথা স্যাত্তথা নর্ত্ত্যতে॥ ১॥

যাঁহার ইচ্ছা হঠাৎ এই উন্মত্ত ব্যক্তিকেও লেখারূপ-রঙ্গস্থলে আশ্চর্য্যরূপে নাচাইতেছেন, আমি সেই ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবকে বন্দনা করি॥ ১॥

১। মূক,—বাকশক্তিরহিত। কবিত্ব করে,—অলঙ্কারযুক্ত বাক্য বলে। পঙ্গু—গতিশক্তিরহিত। অন্ধ,—দর্শনশক্তিরহিত।

২। এ সব—পূর্ব্বোক্ত পঞ্চতত্ত্ব। না মানে—কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণ-পরিকরাদি রূপে স্বীকার না করে। তা' সবার—তাহাদিগের। বিদ্যাপাঠ—শাস্ত্রাধ্যয়ন। ভেক-কোলাহল—ভেক মকমাক। ভেকের কোলাহল তাহার অপকারের নিমিত্তই হয়, কেন না ভেক শব্দ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, সেই শব্দ শ্রবণে সর্প আসিয়া তাহাকে ভক্ষণ করে। সেইরূপ শাস্ত্রপাঠের ফল তত্ত্বজ্ঞান, সেই তত্ত্ব সাক্ষাৎ লাভ করিয়াও পণ্ডিতাভিমানে অনাদর করিলে, বৃথা শব্দ কীর্ত্তন করিয়া কালগ্রাসেই নিপতিত হয়। ৩। এ সব না মানি··· গতি—পূর্ব্বোক্ত পঞ্চতত্ত্বকে না মানিয়া অর্থাৎ ন্যূনতত্ত্ব বোধে অনাদর করিয়া যদি কৃষ্ণভক্তির যাজন করে, তাহার প্রতি কৃষ্ণের কৃপা হয় না এবং তাহার কোনই সদ্গতি হয় না।

৪। পূর্ব্বে···মানি—পূর্ব্বকালে যেমন জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজগণ বেদোক্তপদ্ধতি অনুসারে পরতত্ত্বরূপে বিষ্ণুর পূজা করিতেন, কিন্তু সেই বিষ্ণুই যে শ্রীকৃষ্ণ, ইহা স্বীকার করিতেন না, তাই জরাসন্ধাদিকে মুনিগণ দৈত্য বলিতেন ; তেমনি চৈতন্যদেবকে যশোদানন্দন বলিয়া যাহারা মানে না, তাহাদিগকেও দৈত্য বলিয়া জানি। শ্রীচৈতন্যের অভিন্নকৃষ্ণত্বে দার্ঢ্যোক্তি। ৫। "মোরে···নাশ" এবং "সন্ন্যাসী···নিস্তার"—শ্রীমহাপ্রভুর স্বগত-চিন্তা। ৭। হইলেহ—হইলেও, প্রাচীন প্রয়োগ। ৮। তর্ক—হেতু, পরামর্শ এবং সংশয়াদির অনন্তর প্রকৃততত্ত্ব-নির্ণয়ার্থ বিচারকে তর্ক বলে। কেহ কেহ তত্ত্বনির্ণয় পর্য্যন্তকে তর্ক বলেন। ৯। তর্ক···সেব্যমান—যে তত্ত্ব তর্কশাস্ত্রদ্বারা সাব্যস্ত হইবে, তাহাই সেব্য।

১। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দয়া করহ বিচার ;
বিচার করিলে চিত্তে পাইবে চমৎকার।
২। বহুজন্ম কর যদি শ্রবণকীর্ত্তন ;
তবু না পাইবে কৃষ্ণপদে প্রেমধন।

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে ভক্তিলহর্য্যাং সামান্ত-প্রকরণে চতুর্বিংশাঙ্কধৃত-তন্ত্রং ;—

জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদিপুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধনসাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্ল্লভা ॥ ২ ॥

৩। কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি-মুক্তি দিয়া ;
কভু প্রেমভক্তি না দেন, রাখেন লুকাইয়া।

জ্ঞানত ইতি। অত্র জ্ঞানযজ্ঞাদিপুণ্যে সাসঙ্গে এব বাচ্যে তয়োস্তাদৃশত্বং বিনা ভুক্তিমুক্ত্যোরপি সিদ্ধির্ন স্যাৎ। অস্তু তাবৎ সুলভত্ববার্ত্তা, অতঃ সাধনসহস্রাণামপি সাসঙ্গত্বমেব লভ্যতে বাক্যার্থক্রমভঙ্গস্যাবশ্যপরিহার্য্যত্বাৎ সহস্রশব্দোপ-লিঙ্গেশ্চ। তত্র যদি জ্ঞানযজ্ঞাদিপুণ্যয়োঃ সাসঙ্গত্বং তদেকনিষ্ঠত্বমাত্রং বাচ্যং, তদা তাদৃশাভ্যামপি তাভ্যাং তয়োঃ সুলভত্বং নোপপদ্যতে 'ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসা'মিত্যাদেঃ ; 'ক্ষুদ্রাশা ভূরিকর্ম্মাণো বালিশা বৃদ্ধমানিন' ইত্যাদেশ্চ। তস্মাত্তয়োঃ সাসঙ্গত্বং নৈপুণ্যেন বিহিতত্বমিত্যেব বাচ্যং, নৈপুণ্যাঞ্চ ভক্তিযোগসংযোগকৃতমিতি। 'পুরেহ ভূমন্ বহবোঽপি যোগিনস্ত্বদর্পিতেহা নিজকর্ম্মলব্ধয়ে'ত্যাদেঃ, 'স্বর্গাপবর্গয়োঃ পুংসা'মিত্যাদেশ্চ। অথ হরিভক্তিশব্দেন সাধ্যরূপোত্তম-পর্য্যায়স্তত্ত্বাবরূপোচ্যতে। 'ভক্ত্যা সংজাতয়া ভক্ত্যা' ইত্যাদিবৎ। ততশ্চ সাধনশব্দেন হরিসম্বন্ধিসাধনমেবোচ্যতে তৎ-সম্বন্ধিত্বং বিনা তস্য তজ্জন্মাযোগাৎ। তথা চ সাধনশব্দেন সাক্ষাদ্ভজনে বাচ্যে তত্র পূর্ব্বক্রমতঃ সাসঙ্গত্বে লব্ধে সহস্রশব্দ-নির্দ্দেশেনাপর্য্যাপ্তানাং সুলভাচ্চ, তীতস্য কস্যাপি তত্র প্রবৃত্তির্ন স্যাৎ, তেন তয়োঃ সুলভত্বম্। 'শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতং। নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি। তত্রাপ্যহং কৃষ্ণকথাঃ প্রগায়তামনুগ্রহেণাশৃণবং মনোহরাঃ। তাঃ শ্রদ্ধয়া মেঽনুপদং বিশৃণ্বতঃ প্রিয়শ্রবস্যঙ্গ মমাভবদ্রতি'রিত্যাদৌ প্রসিদ্ধং। তস্মাৎ সাধনশব্দেন 'ন সাধয়তি মাং যোগ' ইত্যাদিবৎ তদর্থানিযুক্তসর্ব্বাদিকমেবোচ্যতে। অতএব সাধনশব্দ এব নির্দ্দিষ্টো, ন তু ভজনশব্দঃ। তস্য সাসঙ্গত্বং নাম চ তদর্থানিয়োগাৎ পূর্ব্ববন্নৈপুণ্যেন বিহিতত্বমেব তৎসাহস্রৈরপি তদর্থহেতুভক্তিস্যাদনভজনমেব বর্জ্জনেন প্রবর্ত্তয়তি, তথাপি কারিকায়ামনাসক্তৈর্বিতি নক্তুং তত্র চাসঙ্গেন সাধননৈপুণ্যমেব বোধ্যতে, তন্নৈপুণ্যাঞ্চ সাক্ষাদ্ভজনে প্রবৃত্তিঃ, ততশ্চ তস্য তাদৃশসামর্থ্যেঽপ্যন্যত্র স্বর্গাদৌ প্রবৃত্ত্যা ন বিদ্যতে, আসঙ্গঃ নৈপুণ্যং যেষু তাদৃশৈর্নানাসাধনৈর্বিনা, তাদৃশনানাসাধনস্য নেষ্টং। 'তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ। শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা' ইত্যাদৌ, তস্মাদিতরমিশ্রত্বাপি ন যুক্তেতি ॥ ২ ॥

জ্ঞান দ্বারা মুক্তি এবং যজ্ঞাদিপুণ্য দ্বারা স্বর্গাদি সুখভোগকে অনায়াসেই লাভ করা যাইতে পারে ; কিন্তু সাধন সহস্র দ্বারা কোনরূপেই হরিভক্তি লাভ হয় না ॥ ২ ॥

১। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দয়া বিচার করিলে, চিত্তে চমৎকার (অসাধারণ মহিমা) দেখিতে পাইবে।

২। বহু জন্ম প্রেমধন—গ্রন্থকার এস্থলে তর্কদ্বারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সেব্যত্ব নির্ণয় করিতেছেন। তাই সংশয়ানন্তর তদ্বিচারপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সেব্যত্ব নির্ণয় করিয়া দেখাইতেছেন। প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব সেব্য কি না, এই সংশয় উদ্ভাবিত করিয়া, তদনন্তর তাঁহার সেব্যত্ব-অবধারণার্থ বিচার উপস্থিত করিতেছেন। স্বর্গাদি সুখভোগ ও মুক্তিতে আসক্তি রাখিয়া, ভগবদ্ভজনাসক্তি রহিত হৃদয়ে বহুজন্ম শ্রবণকীর্ত্তনাদির অনুষ্ঠান করিলেও, শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক-প্রেমরূপধন কিছুতেই লাভ করিতে পারিবে না। কৃষ্ণপদে—কৃষ্ণে। (গৌরবার্থ-পাদশব্দ।)

স্বর্গাদি সুখভোগ ও মুক্তিতে আসক্ত এবং ভগবদ্ভজনে আসক্তি-বিরহিত ব্যক্তির সাধন-সহস্রসত্ত্বেও হরিভক্তি সুদুর্ল্লভ, ইহাই এই শ্লোকদ্বারা সপ্রমাণ করিলেন ॥ ২ ॥

৩। ছুটে,=ছুটী পান অর্থাৎ অবসর পান। ভক্ত,=প্রেমলাভের অযোগ্য সাধক ভক্ত। কভু,=কখন। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমপ্রাপ্তির অযোগ্য সাধক-ভক্তকে স্বর্গাদি সুখভোগ বা মুক্তি দিয়া অবসর গ্রহণ করেন,—তখন তাহাকে ভক্তি না দিয়া লুকাইয়া রাখেন ; পিতার ধনরত্নাদি সকলই পুত্রের নিমিত্ত সঞ্চিত হইয়া থাকে ; কিন্তু পুত্র উপযুক্ত না হইলে তাহাকে অর্পণ করেন না, প্রত্যুত তাহার নিকট গোপন করেন ; কিন্তু পিতা অপরে

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে ষষ্ঠাধ্যায়ে অষ্টাদশ-শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং ;—

রাজন্ পতির্গুরুরলং ভবতাং যদূনাং,
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করোবঃ।
অস্ত্বেবমঙ্গ ভগবান্ ভজতাং মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগং॥৩॥

১। হেন প্রেম চৈতন্য-নিতাই দিল যথা-তথা ;
জগাই-মাধাই পর্য্যন্ত, অন্যের কি কথা ?
স্বতন্ত্র ঈশ্বর,—প্রেম-নিগূঢ়-ভাণ্ডার,
বিলাইল যারে তারে, না কৈল বিচার !
২। অদ্যাপিহ দেখ—'চৈতন্য'-নাম যেই লয় ;
কৃষ্ণ-প্রেমে পুলকাশ্রুবিহ্বল সে হয়।
'নিত্যানন্দ' বলিতে হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয় ;
গদ্গদ-পুলকাঙ্গ * অশ্রু-গঙ্গা বয়।
৩। কৃষ্ণ-নাম করে অপরাধের বিচার ;
'কৃষ্ণ' বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে তৃতীয়া-

শ্লোকস্থিতি। ভবতাং পাণ্ডবানাং যদূনাঞ্চ পতিঃ পালকঃ গুরুরুপদেষ্টা দৈবমুপাস্যঃ প্রিয়ঃ সুহৃৎ কুলস্য পতির্নিয়ন্তা, কিং বহুনা ক্ব চ কদাচিৎ দৌত্যাদিষু বঃ পাণ্ডবানাং কিঙ্করোপি আজ্ঞানুবর্ত্তী ন চ তথা যদূনামিতি যদ্ভ্যোপি প্রেমবত্বেন ভবতামাধিক্যমেবেতি ভাবঃ। অস্তু নামৈবং তথাপ্যন্যেষাং নিত্যং ভজতাং ভজমানানাং ভজমানেভ্যঃ মুক্তিং দদাতি, কর্হিচিদ্ ভক্তিযোগং প্রেমানং ন দদাতি। কর্হিচিন্ন দদাতীত্যুক্তে কর্হিচিদ্দদাতীত্যায়াতি অতএব কর্হিচিদপীতি নেত্যুক্তং। 'অসাকল্যে চ চিচ্চনা'বিত্যুক্তেঃ। তস্মাদাসঙ্গেনাপি কৃতে সাধনভূতে সাক্ষাদ্ভক্তিযোগে যাবৎ ফলভূতে ভক্তিযোগে দৃঢ়াসক্তির্ন জায়তে তাবন্ন দদাতীত্যর্থঃ। তদেতৎ ফলেচ্ছুত্বাভাবে বাসনাস্তরাভাবে চ সতীত্যর্থঃ॥ ৩॥

হে রাজন্! তোমাদিগের (পাণ্ডবদিগের) এবং যাদবদিগের যিনি পালক, উপদেষ্টা, উপাস্যদেব, সুহৃৎ এবং কুলপতি, আর অধিক কি বলিব—কদাচিৎ যিনি দৌত্যাদি কার্য্যে তোমাদিগের আজ্ঞানুবর্ত্তী,—হে মহারাজ! সেই ভগবান্ মুকুন্দ, তোমাদিগের এ প্রকার হইলেও ভজমানদিগকে মুক্তিদান করেন, কখন প্রেমভক্তি দান করেন না॥ ৩॥

সর্ব্বদাই এই চিন্তা করেন, আমার পুত্র উপযুক্ত হইলে, ইহার ধন ইহাকে অর্পণ করিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইব। সে অবস্থায় যদি পুত্র পিতার নিকট উপাদেয় দ্রব্য প্রার্থনা করে, তখন পিতা তাহাকে আপাতত চাকচিক্যযুক্ত অসার বস্তু দিয়া ভুলাইয়া রাখেন ; কিন্তু উপযুক্ত সময়ে পুত্রকে আহ্বান করিয়া স্বয়ংই সমস্ত ধনরত্নাদি অর্পণ করেন, সেইরূপ কৃষ্ণের প্রেমভক্তি ভক্তের নিমিত্তই সঞ্চিত রহিয়াছে, কিন্তু ভক্ত যোগ্যতালাভ না করা পর্য্যন্ত তিনি সে প্রেম অর্পণ করেন না, প্রত্যুত ভক্তের নিকট গোপনই রাখেন। শ্রীকৃষ্ণ অন্তরে সর্ব্বদাই এই চিন্তা করেন যে, ভক্ত প্রেমলাভের যোগ্যতা-লাভ করিলে, তখন প্রেমভক্তি দান করিয়া ইহার নিকট নিষ্কৃতিলাভ করিব। অযোগ্য-অবস্থায় প্রেমভক্তি প্রার্থনা করিলে, আপাতত রমণীয় পরিণাম-অসার ভুক্তি-মুক্তি দিয়া ভুলাইয়া রাখেন ; কিন্তু যোগ্যসময়ে আপনা হইতেই সাধককে প্রেমদান করেন।

ভগবান্ প্রায়ই সাধকদিগকে মুক্তিদান করেন, কখন প্রেমভক্তি দান করেন না, যে সময় সাধকের সমস্ত ফলাকাঙ্ক্ষা নিঃশেষে বিদূরিত হয়, অন্য বাসনা বিলীন হইয়া যায়, প্রেমভক্তিতে দৃঢ়াসক্তি হয়, সেই সময়ই তিনি প্রেমভক্তি প্রদান করেন, ইহার পূর্ব্বে যথাযোগ্য ভুক্তি-মুক্তিমাত্রই দিয়া থাকেন। এই প্রমাণে গ্রন্থকার নিজের 'বহুজন্ম…প্রেমধন' বাক্য সমর্থন করিলেন॥ ৩॥

১। হেন প্রেম…বিচার—প্রথমতঃ সংশয় হয়, চৈতন্যদেব সেব্য কি না ? তাহাতে যে বিচার উপস্থিত হয়, তাহাতেই এই তর্ক আসিল যে, প্রেম বহুতর সাধনে বহুজন্মে পাওয়া যায় না, ভগবান্ও ভক্তগণকে সহসা প্রদান করেন না এবং ঈশ্বরপ্রসাদ ভিন্ন প্রেমভক্তিও লাভ হয় না ; কিন্তু শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ এতাদৃশ প্রেমভক্তি অযোগ্য ব্যক্তিকেও প্রদান করিলেন, এমন কি, জগাই ও মাধাই ব্রাহ্মণকুমার হইয়া অভক্ষ্য ভক্ষণ, সর্ব্বদা সুরাপান এবং নিরন্তর দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়াও প্রেমভক্তির চরমসীমার অধিকারী হইয়াছিলেন। অতএব তার্কিক! তুমি বিচার করিয়া দেখ, ইঁহাকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর ভিন্ন কি বলিব ? তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর বলিয়াই ত পাত্রাপাত্র বিচার না করিয়া প্রেমের নিগূঢ় ভাণ্ডার যারে তারে বিলাইলেন ; যদি তাঁহার উপর কেহ কর্ত্তা থাকিত, সে অবশ্যই নিবারণ করিত।

২। অদ্যাপিহ—অদ্যাপিও।

* পাঠান্তর—আউলায় সর্ব্ব অঙ্গ।

৩। অপরাধের বিচার,—এ স্থানে অপরাধ বলিতে দশবিধ নামাপরাধ। তথাহি পাদ্মে ;—

ধ্যায়ে চতুর্বিংশ-শ্লোকে সূতং প্রতি শৌনকবাক্যং ;—

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং,
যদ্গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো,
নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ ॥ ৪ ॥

১। এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্ব-পাপ নাশ ;
২। প্রেমের কারণ ভক্তি করয়ে প্রকাশ।
৩। প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার ;
৪। স্বেদ-কম্প-পুলকাদি গদ্গদ-অশ্রুধার।
অনায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন,—
এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন।
হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার ;
তবু যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার।
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর ;
৫। কৃষ্ণনাম-বীজ তাঁহা না করে অঙ্কুর।
৬। চৈতন্য-নিত্যানন্দে নাহি এ সব বিচার ;
নাম লৈতে প্রেম দেন, বহে অশ্রুধার।
৭। স্বতন্ত্র-ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার ;
তাঁরে না ভজিলে কভু নাহিক নিস্তার।

তদিতি। অশ্মবৎ পাষাণবৎ সারো বলং কাঠিন্যং যস্য তৎ, অথবা অশ্মসারং লোহময়মেব তৎ হৃদয়ং। যৎ খলু গৃহ্যমাণৈঃ কীর্ত্ত্যমানৈরপি হরিনামধেয়ৈর্ন বিক্রিয়েত। অথ কার্য্যে যদা বিকারো-ভবতি, তদা নেত্রে জলং অশ্রু, গাত্ররুহেষু হর্ষঃ রোমাঞ্চঃ সম্ভবতীতি অতিগম্ভীরাণাং মহানুভাবানাং হরিনামভিশ্চিত্তদ্রবেঽপি বহিরশ্রুপুলকাদীনামদর্শনাৎ, অভ্যাসপরাণাং পিচ্ছিলচিত্তানাং সত্ত্বাভাসাত্তভাবেঽপি দর্শনাচ্চ। অতএব বহুনামগ্রহণেঽপি চিত্তদ্রবাভাব এব নামাপরাধলিঙ্গং, ন ভাবদশ্রু-পুলকাদ্যভাব ইতি তাৎপর্য্যং, সাকল্যেন চিত্তদ্রবে অশ্রুপুলকাদিকং সম্ভবতি ॥ ৪ ॥

বহু নাম গ্রহণেও যে হৃদয় দ্রব হয়না, তাহা লৌহময় অর্থাৎ অতি কঠিন জানিবে। যে কালে চিত্ত দ্রব হয়, তখন নেত্রে জল এবং শরীরে রোমাঞ্চ পরিস্ফুট হয়।

সর্ব্বাপরাধকৃদপি মুচ্যতে হরিসংশ্রয়াৎ। হরেরপ্যপরাধান্ যঃ কুর্য্যাদ্দ্বিপদপাংসনঃ ॥
নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্যাত্তরত্যেব স নামতঃ। নাম্নোপি সর্ব্বসুহৃদো হ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ ॥

মনুষ্য সর্ব্ববিধ অপরাধ করিয়া হরিকে আশ্রয় করিলে, সকল অপরাধ হইতে মুক্ত হয়। যদি সেই নরাধম পুনর্ব্বার হরির নিকটে অপরাধ করিয়া হরিনামের আশ্রয় লয়, তবে সে ভগবদপরাধ হইতেও নিস্তার পাইতে পারে ; কিন্তু সকলের সুহৃদ্ শ্রীহরিনামের নিকটে অপরাধ হইলে, তাহার নিশ্চয়ই নরকে পতন হয়। নামাপরাধ দশবিধ যথা,—

ভগবদ্ভক্তের নিন্দা [১] বিষ্ণুর গুণনামাদি হইতে পৃথক্রূপে শিবের গুণনামাদির চিন্তন [২] গুরুতে অবজ্ঞা [৩] বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্রের নিন্দা [৪] হরিনামমাহাত্ম্যে অর্থবাদ অর্থাৎ প্রশংসামাত্র মনন [৫] প্রকারান্তর কল্পনা করিয়া মাহাত্ম্য খর্ব্বকরা [৬] নামবলে পাপে প্রবৃত্তি [৭] অন্য শুভক্রিয়ার সহিত নামের সাম্য মনন [৮] অশ্রদ্ধাবান্ এবং বিমুখজনকে হরিনামের উপদেশ [৯] নামমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া নামে অপ্রীতি [১০]। এই দশবিধ অপরাধ থাকিলে, নাম তাহাকে প্রেম দান করেন না। সুতরাং অপরাধী 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিলেও প্রেমোদয় অথবা প্রেমের বিকার (অনুভাব, অশ্রুপুলকাদি) কিছুই হয় না।

বহুবার নাম গ্রহণ করিলেও যদি চিত্ত দ্রব না হয়, তখন জানিবে—ইহার প্রচুরতর নামাপরাধ আছে ; কিন্তু অশ্রু-পুলকাদি চিত্তদ্রবের লিঙ্গ নয়, যেহেতু অতিগম্ভীর মহানুভাবদিগের হরিনামগ্রহণে চিত্ত দ্রব হইলেও, বাহ্যে অশ্রুপুলকাদি লক্ষিত হয় না। আবার যে সকল পিচ্ছিলহৃদয় ব্যক্তির হৃদয় অতি কঠিন, কিন্তু বাহিরে মার্দ্দবাভাস দেখা যায়, অভ্যাসবশতঃ তাহাদিগেরও বাহ্যে অশ্রুপুলকাদির সঞ্চার হয়। তবে সম্যক্রূপে চিত্ত দ্রব হইলে সাত্ত্বিকভাব গোপন করা কঠিন। নামগ্রহণ করিলেও নামাপরাধীর চিত্ত দ্রব হয় না, এই শ্লোকদ্বারা ইহাই প্রমাণ করিলেন ॥ ৪ ॥

১। এক কৃষ্ণ নামে—কৃষ্ণনাম একবার কীর্ত্তিত হইলে অথবা একমাত্র কৃষ্ণনামের দ্বারা। ২। ভক্তি ভাবভক্তি। ৩। প্রেমের বিকার = চিত্তদ্রব। ৪। স্বেদ এবং কম্পাদি সাত্ত্বিক ভাবগুলি প্রেম বিকারের অনুভাব অর্থাৎ ক্রিয়া। ৫। তাঁহা = অপরাধি-চিত্তে। অঙ্কুর-প্রেমের অঙ্কুরভাব। ৬। এ সব বিচার—কৃষ্ণনাম যেমন অপরাধীকে প্রেমদান করেন না, চৈতন্য-নিত্যানন্দ সেরূপ নহেন ; অপরাধী ব্যক্তি তাঁহাদিগের মুখোদ্গীর্ণ হরিনাম গ্রহণ করিলে, ইঁহারা তাহাদিগকেও প্রেম প্রদান করেন।

৭। স্বতন্ত্র ঈশ্বর—যে অপরাধ ভোগ ব্যতীত বিনষ্ট হয় না, তাহাকেও বিনাশ করিলেন, তাহাতেই তাঁহার স্বতন্ত্রত্ব প্রকাশিত হওয়ায়

১। ওহে মূঢ় লোক ! শুন চৈতন্যমঙ্গল ;
চৈতন্যমহিমা যাতে জানিবে সকল।
কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস ;
২। চৈতন্য-চরিতে ব্যাস—বৃন্দাবন-দাস।
বৃন্দাবন-দাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল ;
যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল।
চৈতন্য-নিতাইর যাতে জানিয়ে মহিমা ;
যাতে জানি কৃষ্ণভক্তিসিদ্ধান্তের সীমা।
ভাগবতে যত ভক্তি-সিদ্ধান্তের সার ;
লিখিয়াছেন ইঁহা আনি করিয়া উদ্ধার।
৩। চৈতন্যমঙ্গল যদি শুনে পাষণ্ডী যবন ;
সেহ মহাবৈষ্ণব হয় তত ক্ষণ।
মনুষ্য রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য ;
বৃন্দাবনদাস-মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য।
বৃন্দাবন-দাস-পদে কোটি নমস্কার ;
ঐছে গ্রন্থ করি তিঁহ তারিলা সংসার।
৪। নারায়ণী—চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট-ভাজন ;
তাঁর গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাস-বৃন্দাবন।
তাঁর কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত্র-বর্ণন !
যাহার শ্রবণে শুদ্ধ কৈল ত্রিভুবন।
অতএব ভজ লোক চৈতন্য-নিত্যানন্দ !
খণ্ডিবে সংসারদুঃখ, পাইবে আনন্দ।

বৃন্দাবন-দাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল ;
তাহাতে চৈতন্য-লীলা বর্ণিল সকল।
৫। সূত্র করি সব লীলা করিল গ্রন্থন ;
পাছে বিস্তারিয়া তাহা কৈল বিবরণ।
চৈতন্যচন্দ্রের লীলা অনন্ত-অপার ;
বর্ণিতে বর্ণিতে গ্রন্থ হইল বিস্তার।
বিস্তার দেখিয়া কিছু সঙ্কোচ হইল মন ;
সূত্র-ধৃত কোন লীলা না কৈল বর্ণন।
নিত্যানন্দ-লীলা-বর্ণনে হইল আবেশ ;
৬। চৈতন্যের শেষ লীলা রহিল অবশেষ।
সেইসব লীলার শুনিতে বিবরণ ;
বৃন্দাবনবাসী ভক্তের উৎকণ্ঠিত মন।
৭। বৃন্দাবনে কল্পদ্রুম সুবর্ণ সদন ;
মহাযোগপীঠ তাঁহা রত্ন-সিংহাসন।
তাঁতে বসি আছে সদা ব্রজেন্দ্রনন্দন ;
৮। শ্রীগোবিন্দদেব-নাম সাক্ষাৎ-মদন।
রাজসেবা হয় তাঁর বিচিত্রপ্রকার ;
দিব্য সামগ্রী, দিব্য বস্ত্র-অলঙ্কার।
সহস্র সেবক সেবা করে অনুক্ষণ ;
সহস্রবদনে সেবা না যায় বর্ণন।
সেবার অধ্যক্ষ—শ্রীপণ্ডিত-হরিদাস।
যাঁর যশঃ গুণ সব জগতে প্রকাশ।

সর্ব্বেশ্বরত্ব নির্ণীত হইল। ইঁহারা যে অত্যন্ত উদার অর্থাৎ দাতার শিরোমণি, ইহাও প্রতিপাদিত হইল। এই তর্কদ্বারা শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দের সর্ব্বেশ্বরত্ব ও ভজনীয়ত্ব নির্ণীত হইল।

১। চৈতন্যমঙ্গল—শ্রীল বৃন্দাবনদাস-কৃত শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতের পূর্ব্বে চৈতন্যমঙ্গল নামই ছিল। চৈতন্যমঙ্গল—যাহাতে মঙ্গলস্বরূপ চৈতন্য-লীলা বর্ণিত হইয়াছে। ২। ব্যাস—বিস্তার কর্ত্তা। ৩। পাষণ্ডীগণ ও যবনগণ।

৪। নারায়ণী—শ্রীবাস পণ্ডিতের ভ্রাতৃকন্যা। নিত্যানন্দপ্রভু শ্রীবাসগৃহে ব্যাস-পূজা করিয়াছিলেন। সেই নৈবেদ্য মহাপ্রভু ভোজন করিয়া ভুক্তাবশিষ্ট নারায়ণীকে কৃপাপূর্ব্বক প্রদান করেন, তাহাতেই নারায়ণীর প্রেম জন্মে। ব্যাসপূজার নৈবেদ্য ভোজন করায় নারায়ণীর গর্ভে ব্যাসাবতার বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের জন্ম হয়। অদ্ভুত—অপূর্ব্ব। শুদ্ধ—কৃতার্থ।

৫। সূত্র করি—সংক্ষেপ করিয়া। ৬। চৈতন্যের অবশেষ—গ্রন্থ-বাহুল্য ভয় এবং নিজের গুরুদেব শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর লীলায় অত্যন্ত আবেশ, এই দুই কারণে চৈতন্যের অন্ত্যলীলা বর্ণন করেন নাই।

৭। বৃন্দাবন-সিংহাসন—কল্পবৃক্ষতলে সুবর্ণনির্ম্মিত মন্দিররূপ যোগপীঠে রত্ন-সিংহাসন স্থাপিত আছে।

৮। সাক্ষাৎ মদন—যিনি স্বমাধুর্য্যাদিদ্বারা জগৎ মোহিত করেন, তাঁহাকেই মদন বলে অর্থাৎ যিনি মাতাইয়া তোলেন। সুতরাং মদনশব্দের মুখ্যশক্তি কৃষ্ণেতে। তাঁহারই কিঞ্চিৎ আভাস লইয়া রতিপতি প্রাকৃত-মদন প্রাকৃত-জগৎ মোহিত করেন।

সুশীল সহিষ্ণু শান্ত বদান্য গম্ভীর,
১। মধুর বচন, মধুর চেষ্টা, অতি ধীর।
সবার সম্মান-কর্ত্তা করেন সর্ব্ব-হিত ;
কৌটিল্য-মাৎসর্য্য-হিংসা-শূন্য তাঁর চিত।
২। কৃষ্ণের যে সাধারণ সদ্‌গুণ পঞ্চাশ ;
সেই সব গুণ তাঁর শরীরে প্রকাশ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে অষ্টাদশাধ্যায়ে দ্বাদশশ্লোকে শ্রীভগবন্তমুদ্দিশ্য ভদ্রশ্রবো-বাক্যং—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা,
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা,
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥ ৫ ॥

৩। পণ্ডিতগোসাঞির শিষ্য অনন্ত-আচার্য্য ;
কৃষ্ণপ্রেমময়-তনু উদার সর্ব্ব-আর্য্য।
তাঁহার অনন্ত গুণ কে করু প্রকাশ ?
তাঁর প্রিয়শিষ্য এই পণ্ডিত-হরিদাস।
চৈতন্য-নিত্যানন্দে তাঁর পরম বিশ্বাস ;
চৈতন্যচরিতে তাঁর পরম উল্লাস।
বৈষ্ণবের গুণগ্রাহী, না দেখয়ে দোষ ;
কায়মনোবাক্যে করে বৈষ্ণব-সন্তোষ।
নিরন্তর শুনে তেঁহ চৈতন্যমঙ্গল ;
তাঁহার প্রসাদে শুনেন বৈষ্ণবসকল।
৪। কথায় উজলে সভা যেন পূর্ণচন্দ্র ;
নিজগুণামৃতে বাঢ়ায় বৈষ্ণব-আনন্দ।
তেঁহ বড় কৃপা করি আজ্ঞা দিল মোরে ;
গৌরাঙ্গের শেষলীলা বর্ণিবার তরে।
কাশীশ্বর গোসাঞির শিষ্য গোবিন্দ-গোসাঞি,
৫। গোবিন্দের প্রিয়সেবক তাঁর সম নাই।
যাদবাচার্য্য গোসাঞি শ্রীরূপের সঙ্গী ;

সদ্যোতি। যস্য ভগবতি অকিঞ্চনা নিষ্কামা ভক্তিরস্তি বিদ্যতে, তত্র তস্মিন্ ভক্তে সুরাঃ শিবব্রহ্মাদয়োদেবা মুনয়শ্চ গুণৈর্জ্ঞানবৈরাগ্যাদিভিঃ সহ যদৃচ্ছয়ৈব সমাসতে সম্যক্ বশীভূয় আসতে তিষ্ঠন্তীত্যর্থঃ। অসতি নামমাত্রভাতে স্বর্গাদি বিষয়সুখে মনোরথেন বহির্ধাবতঃ হরাবভক্তস্য কুতো মহতাং গুণা জ্ঞানবৈরাগ্যাদয়ঃ সম্ভবন্তি গৃহাসক্তস্য হরিভক্ত্যসম্ভবাৎ ॥ ৫ ॥

ভগবান্ হরিতে যাহার নিষ্কাম ভক্তিযোগ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাতে শিব-ব্রহ্মাদি-দেবগণ এবং মুনিগণ বশীভূত হইয়া অবস্থিতি করেন। মনোরথপূর্ব্বক নামমাত্র বিভাত অসৎ স্বর্গাদিবিষয়সুখে নিরন্তর ধাবমান শ্রীহরির অভক্ত জনে সে সকল মহদ্‌গুণ কোথা হইতে আসিবে ? ৫ ॥

১। মধুর চেষ্টা—মধুর চেষ্টাযুক্ত। ২। কৃষ্ণের সাধারণ পঞ্চাশৎ গুণ। যথা,—

সুরম্যাঙ্গতা ১। সর্ব্ববিধ শুভলক্ষণ এবং অঙ্গোত্থ সুলক্ষণ যোগ ২। সৌন্দর্য্য দ্বারা লোচনানন্দকারিতা ৩। তেজঃ ৪। মহাবলযুক্ততা ৫। বয়োযুক্ততা ৬। বিবিধ ভাষায় অভিজ্ঞতা ৭। সত্যবাক্যতা ৮। সর্ব্বত্র সাধুবাক্য প্রয়োগ ৯। বাবদূকত্ব ১০। সমস্ত শাস্ত্র ও নীতিতে অভিজ্ঞতা ১১। বুদ্ধিমত্তা ১২। সর্ব্বদা নব-নবোন্মেষিজ্ঞানশালিতা ১৩। চতুঃষষ্টি বিদ্যা এবং বিলাসে চিত্তের লিপ্ততা ১৪। চতুরতা ১৫। দক্ষতা ১৬। কৃতজ্ঞতা ১৭। প্রতিজ্ঞা ও নিয়মের সত্যতা ১৮। পাত্রানুসারে তদুচিত ক্রিয়াকারিতা ১৯। শাস্ত্রানুসারে ক্রিয়াকরণ ২০। শুচিতা ২১। জিতেন্দ্রিয়তা ২২। ফলোদয় পর্য্যন্ত কর্ম্মকারিতা ২৩। দম ২৪। ক্ষমাশীলতা ২৫। গাম্ভীর্য্য ২৬। ধৃতি ২৭। শম ২৮। দানবীরতা ২৯। ধার্ম্মিকতা ৩০। শৌর্য্য ৩১। পরদুঃখাসহিষ্ণুতা ৩২। গুরু, ব্রাহ্মণ এবং বৃদ্ধাদির যথাযোগ্য সৎকারকরণ ৩৩। সুস্বভাববশতঃ চরিত্রের কোমলতা ৩৪। বিনয় ৩৫। লজ্জা ৩৬। শরণাগত-পালন ৩৭। সুখিতা ৩৮। ভক্ত-সুহৃত্তা ৩৯। প্রেমবশ্যতা ৪০। সর্ব্বশুভঙ্করতা ৪১। প্রতাপ ৪২। নির্ম্মল যশোরাশি ৪৩। সকলের অনুরাগের পাত্রতা ৪৪। সাধুপক্ষপাতিতা ৪৫। সুন্দরীবৃন্দ মোহনশীলতা ৪৬। সর্ব্বারাধ্যতা ৪৭। সমৃদ্ধিশালিতা ৪৮। সর্ব্বমুখ্যতা ৪৯। ঈশ্বরত্ব ৫০।

৩। পণ্ডিত—গদাধর পণ্ডিত। ৪। উজলে—উজ্জ্বলিত করে। ৫। গোবিন্দের—গোবিন্দ-বিগ্রহের।

ভগবদ্ভজন করিতে করিতে ক্রমশঃ ভগবদ্‌গুণসমূহ চিত্তের স্বচ্ছতা অনুসারে ভক্তে যে অভিব্যক্ত হয়, ইহাই এই শ্লোকদ্বারা প্রমাণ করিলেন। ৫।

চৈতন্যচরিতে তেঁহ অতি বড় রঙ্গী।
পণ্ডিত-গোঁসাঞীর শিষ্য ভূগর্ভ-গোঁসাঞি,
গৌরকথা বিনা তাঁর মুখে অন্য নাই।
১। তাঁর শিষ্য গোবিন্দ-পূজক চৈতন্য-দাস,
মুকুন্দানন্দ-চক্রবর্ত্তী প্রেমী কৃষ্ণদাস।
* আর এক মহাশয় চক্রবর্ত্তী-শিবানন্দ,
অহর্নিশ ভাবে যে চৈতন্য-নিত্যানন্দ।
রাধাকৃষ্ণ-লীলামৃত করে সদা পান,
মদনমোহন বিনা নাহি জানে আন।
আর যত বৃন্দাবনবাসী ভক্তগণ,
শেষ-লীলা শুনিতে সবার হৈল মন।
মোরে আজ্ঞা দিল সবে করুণা করিয়া,
২। তা' সবার বোলে লিখি নির্লজ্জ হইয়া।
বৈষ্ণবের আজ্ঞা পাঞা চিন্তিত-অন্তরে,
৩। মদনগোপালে গেলাঙ আজ্ঞা মাগিবারে।
দর্শন করিয়া কৈলুঁ চরণ-বন্দন,
গোঁসাঞীদাস পূজারী করেন চরণ-সেবন।
প্রভুর চরণে যবে আজ্ঞা মাগিল,
প্রভুকণ্ঠ হইতে মালা খসিয়া পড়িল।
সর্ব্ববৈষ্ণবগণ হরিধ্বনি দিল,
৪। গোঁসাঞীদাস আনি মালা মোর গলে দিল।
৫। আজ্ঞা-মালা পাঞা মোর হইল আনন্দ,
৬। তাঁহাই গ্রন্থের তবে করিল প্রবন্ধ।†
৭। এ গ্রন্থ লেখায় মোরে মদনমোহন,
৮। আমার লিখন যেন শুকের পঠন।
সেই লিখি মদনগোপাল যে লেখায়,
৯। কাষ্ঠের পুতলি যৈছে কুহকে নাচায়।
কুলাধিদেবতা মোর মদনমোহন,
যাঁর সেবক—রঘুনাথ-রূপ-সনাতন।
বৃন্দাবনদাসের পাদপদ্ম করি ধ্যান,
তাঁর আজ্ঞা লৈয়া লিখি, যাহাতে কল্যাণ।
চৈতন্যলীলাতে ব্যাস—বৃন্দাবন-দাস,
১০। তাঁর কৃপা বিনা অন্যে না হয় প্রকাশ।
মূর্খ নীচ ক্ষুদ্র মুঞি বিষয়-লালস,
বৈষ্ণবাজ্ঞা-বলে করি এতেক সাহস।
শ্রীরূপ-রঘুনাথ চরণের মাত্র বল,
যাঁর স্মৃতে সিদ্ধ হয় বাঞ্ছিত-সকল।
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ,
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

১। তাঁর = ভূগর্ভ গোস্বামীর। গোবিন্দপূজক = চৈতন্যদাস গোবিন্দের পূজা করেন। *পাঠান্তর—আচার্য্য গোস্বামীর শিষ্য চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ।
২। বোলে = বাক্যে। ৩। মদনগোপালে = মদনমোহনের শ্রীমন্দিরে। গেলাঙ = গেলাম।
৪। মালা = মদনমোহনের নির্ম্মাল্য মালা। ৫। আজ্ঞা-মালা = নির্ম্মাল্যমালা পাওয়াতেই বুঝিলাম, শ্রীমদনমোহনদেব গ্রন্থ লিখিতে মালা দ্বারা আমাকে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। ৬। প্রবন্ধ = গ্রন্থের আরম্ভ। † পাঠান্তর—তাঁহাই করিনু এই গ্রন্থের আরম্ভ।
৭। মদনমোহন = মদনমোহন এবং মদনগোপাল একই বিগ্রহ। ৮। শুকের পঠন = টিয়া পাখী যেমন পালকের শিক্ষামত রামকৃষ্ণ নামাদি পাঠ করে, সে নিজে কিছু করিতে পারে না, আমার লেখাও তদ্রূপ। শুকের—পক্ষীবিশেষের। ৯। পুতলি—পুত্তলিকা।
১০। তাঁর প্রকাশ—ব্যাসাবতার বৃন্দাবনদাসের কৃপা ভিন্ন অন্যেতে চৈতন্যলীলার প্রকাশ হয় না।

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে গ্রন্থবিবরণং নাম

অষ্টম পরিচ্ছেদঃ।

নবম পরিচ্ছেদ।

তং শ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্যদেবং বন্দে জগদ্‌গুরুং।
যস্যানুকম্পয়া শ্বাপি মহাব্ধিং সন্তরেৎ সুখং ॥১॥
জয়-জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-গৌরচন্দ্র !
জয়াদ্বৈতচন্দ্র ! জয় প্রভু নিত্যানন্দ !
জয়-জয় শ্রীনিবাস-আদি ভক্তগণ !
১। সর্ব্বাভীষ্টপূর্ত্তি করে যাঁহার স্মরণ।
মালাকারঃ স্বয়ং কৃষ্ণঃ প্রেমামরতরুঃ স্বয়ং।
দাতা-ভোক্তা তৎফলানাং যস্তং চৈতন্যমাশ্রয়ে ॥২॥
প্রভু কহে—"আমি 'বিশ্বম্ভর'-নাম ধরি ;
নাম সার্থক হয়, যদি প্রেমে বিশ্বভরি।"
এত চিন্তি লৈল প্রভু মালাকার-ধর্ম্ম ;
২। নবদ্বীপে আরম্ভিল ফলোদ্যান-কর্ম্ম।
৩। শ্রীচৈতন্য-মালাকার পৃথিবীতে আনি ;
ভক্তিকল্পতরু রুইল, সিঞ্চি ইচ্ছাপানি।
৪। জয় শ্রীমাধব-পুরী কৃষ্ণ-প্রেমপুর !
ভক্তিকল্পতরুর তিঁহ প্রথম অঙ্কুর।
৫। ঈশ্বর-পুরী-রূপে সে অঙ্কুর পুষ্ট হইল ;
৬। আপনি চৈতন্য-মালী স্কন্ধ উপজিল।

তমিতি। তং প্রসিদ্ধং জগতাং গুরুং হরিনামোপদেষ্টারং, শ্রীমান্ রাধাভাবদ্যুতিমাংশ্চাসৌ কৃষ্ণচৈতন্যদেবশ্চেতি তং বন্দে। যস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবস্যানুকম্পয়া কৃপয়া শ্বা কুক্কুরোঽপি মহাব্ধিং সমুদ্রং সুখং যথা স্যাত্তথা সন্তরেৎ সন্তরণেন তৎপারং গচ্ছেদিতি ॥ ১ ॥

মালাকার ইতি। যঃ স্বয়মেব মালাকার উদ্যানরচয়িতা স্বয়মেব, কৃষ্ণপ্রেমকল্পতরুশ্চ প্রেমরূপাণাং কল্পতরু-ফলানাঞ্চ স্বয়ং দাতা ভোক্তা চ, তং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহমাশ্রয়ে শরণং ব্রজামীত্যর্থঃ। স্বায়ত্তীকৃতপ্রেমো-বদান্যশিরোমণে-রাশ্রয়গ্রহণেন মনোদ্দেশঃ সফলীভবিষ্যতীতি ভাবঃ, বদান্যো ভোক্তৈবান্যান্ যথেষ্টং ভোজয়িতুং সমর্থো নান্য ইতি ধ্বনিতং। তেন অনধিকারিণোঽপি কৃষ্ণপ্রেমবারিধৌ নিমজ্জয়িষ্যতীত্যাদয়ো বহবো ধ্বনেঃ পল্লবা বিস্তস্তে সহৃদয়ৈরাস্বাদ-নীয়া ইতি ॥ ২ ॥

জগতে হরিনামোপদেষ্টা প্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে বন্দনা করি। যাঁহার কৃপা হইলে কুক্কুরও পরমসুখে সন্তরণ করিয়া মহাসমুদ্র পার হইতে সমর্থ হয় ॥ ১ ॥

যিনি স্বয়ং মালী এবং কৃষ্ণপ্রেমকল্পতরু ও সেই কল্পবৃক্ষের প্রেমরূপফল সাধারণকে প্রদান এবং স্বয়ং উপভোগ করেন, আমি সেই চৈতন্যদেবের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম ॥ ২ ॥

১। যাঁহার—যাঁহাদিগের। ২। ফলোদ্যান কর্ম্ম—ফলের উদ্যান প্রস্তুত করা রূপ কর্ম্ম। ৩। চৈতন্য…মালাকার—চৈতন্য মালাকার ভক্তিকল্পতরু পৃথিবীতে আনয়ন করিয়া রুইল (রোপণ করিলেন) এবং ইচ্ছা-পানি (ইচ্ছারূপ জল) তাহাতে সেচন করিলেন।

৪। কৃষ্ণপ্রেম-পুর—যাঁহার দেহাদির উপাদান শুদ্ধপ্রেম। প্রথম অঙ্কুর—ইঁহার পূর্ব্বে কোন সম্প্রদায়েই শুদ্ধভক্তি ছিল না। ইনি ব্রহ্মসম্প্রদায়ের শিষ্য, শঙ্কর সম্প্রদায়ে দণ্ড গ্রহণ করেন। ৫। ঈশ্বর পুরী…হইল—পূর্ব্বে একমাত্র মাধবেন্দ্র পুরী শুদ্ধ-ভক্ত ছিলেন, ঈশ্বর পুরী তাঁহার শিষ্য হইলে, সেই অঙ্কুর পুষ্ট হইল অর্থাৎ ক্রমশঃ শুদ্ধভক্তি-মার্গ বিস্তৃত হইতে লাগিল। ঈশ্বর পুরী হালিসহর নগরে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ৬। আপনি…হয়—শ্রীচৈতন্যদেব ঈশ্বর পুরীর শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া সর্ব্বত্র শুদ্ধভক্তি প্রচার করতঃ স্বয়ং স্কন্ধ (গুঁড়ি) রূপী হইলেন। নিজ অচিন্ত্যশক্তি-বলেই তাঁহার এই স্কন্ধরূপ ধারণ।

নিজাচিন্ত্যশক্ত্যে মালী আপনি স্কন্ধ হয় ;
১। সকল শাখার সেই স্কন্ধ মূলাশ্রয়।
২। পরমানন্দ-পুরী, আর কেশব-ভারতী,
ব্রহ্মানন্দ-পুরী, আর ব্রহ্মানন্দ-ভারতী,
বিষ্ণুপুরী, কেশবপুরী, পুরী কৃষ্ণানন্দ,
শ্রীনৃসিংহ তীর্থ, আর পুরী-সুখানন্দ ;
৩। এই নব মূল বিকসিল বৃক্ষমূলে ;
৪। তার অষ্ট মূলে বৃক্ষ করিল নিশ্চলে।
মধ্যমূল পরমানন্দপুরী মহাধীর ;
অষ্ট মূলে অষ্ট দিকে বৃক্ষ কৈল স্থির।
স্কন্ধের উপরে বহু শাখা উপজিল ;
উপরি-উপরি শাখা অসংখ্য হইল।
বিশ-বিশ শাখা করে একৈক মণ্ডল ;
মহা-মহা শাখা ছাইল ব্রহ্মাণ্ডসকল।
একৈক শাখাতে উপশাখা শত শত ;
যত উপজিল, তাহা কে গণিবে কত ?
মুখ্য-মুখ্য শাখাগণের নাম গণন ;
৫। আগেতে করিব, শুন বৃক্ষের বর্ণন।
৬। বৃক্ষের উপরে শাখা হৈল দুই স্কন্ধ ;
এক ত অদ্বৈত নাম, আর নিত্যানন্দ।
সেই দুই স্কন্ধে বহু শাখা উপজিল ;
তার উপশাখাগণে জগৎ ছাইল।
বড় শাখা, উপশাখা, তার উপশাখা,
*জগৎ ব্যাপিল তার কে করিবে লেখা ?
৭। শিষ্য, প্রশিষ্য আর উপশিষ্যগণ,
জগৎ ব্যাপিল, তার নাহিক গণন।
৮। উডুম্বর-বৃক্ষ যৈছে ফলে সর্ব্ব অঙ্গে ;
এইমত ভক্তিবৃক্ষে সর্ব্বত্র ফল লাগে।
মূলস্কন্ধের শাখা আর উপশাখাগণে,
লাগিল যে প্রেমফল অমৃতকে জিনে।
পাকিল সে প্রেমফল অমৃতমধুর ;
বিলায় চৈতন্য-মালী নাহি লয় মূল।
ত্রিজগতে যত আছে ধনরত্ন-মণি ;
এক ফলের মূল্য করি তাহা নাহি গণি।
মাগে বা না মাগে কেহ, পাত্র বা অপাত্র ;
৯। ইহার বিচার নাহি, জানে—দিব মাত্র।
অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি ফেলে চতুর্দ্দিশে ;
দরিদ্র কুড়ায়ে খায়, মালাকার হাসে।
মালাকার কহে—"শুন বৃক্ষ-পরিবার !
মূলশাখা উপশাখা যতেক প্রকার !
১০। অলৌকিক বৃক্ষ করে সর্ব্বেন্দ্রিয় কর্ম্ম ;
স্থাবর হইয়া ধরে জঙ্গমের ধর্ম্ম।
এ বৃক্ষের অঙ্গ হয় সব সচেতন,
বাড়িয়া ব্যাপিল সবে সকল ভুবন ;
একা মালাকার আমি কাঁহা কাঁহা যাব ?
একেলা বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব ?
একেলা উঠায়া দিতে হয় পরিশ্রম,
১১। কেহ পায়, কেহ না পায়, রহে মনে ভ্রম।

১। সেই স্কন্ধ—চৈতন্য রূপ স্কন্ধ। ২। পরমানন্দ পুরী—ইনিও মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। ইঁহার জন্মস্থান ত্রিহুত। কেশব ভারতী—ইঁহার নিকট কাটোয়া নগরে মহাপ্রভু দণ্ড গ্রহণ করেন। [পরিশিষ্ট দেখুন]।

৩। বিকসিল—বিকশিত হইল অর্থাৎ বাহির হইল। ৪। পরমানন্দ পুরী—মূল শিকড়। কেশব ভারতী প্রভৃতি অষ্ট মূল অষ্ট দিকে থাকিয়া বৃক্ষকে নিশ্চল ভাবে রাখিলেন অর্থাৎ বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তরূপ ঝঞ্ঝাবায়ুও নড়াইতে পারে নাই। ৫। আগেতে—প্রথমে। ৬। দুই স্কন্ধ—দুই স্কন্ধ-শাখা ! গুঁড়ির উপরে যে প্রধান ডাল, তাহাকে স্কন্ধ-শাখা বলে। ৭। শিষ্য...গণন—পূর্ব্বোক্ত বড় শাখা ইত্যাদির ব্যাখ্যা। ৮। উডুম্বর—যজ্ঞডুমুর। ইহার ডাল ও গুঁড়ি সর্ব্বাঙ্গে ফল উৎপন্ন হয়। ৯। জানে দিব মাত্র—আমি সকলকে এই প্রেমফল দান করিব, ইহাই মালী জানেন। এ ফলের কে যোগ্য কে অযোগ্য, তাহা তিনি বিচার করেন নাই। ১০। অলৌকিক...কর্ম্ম—লৌকিক বৃক্ষের যেমন কোনরূপ ইন্দ্রিয় ব্যাপার নাই, অলৌকিক বৃক্ষের সেরূপ নয়। ইহাদিগের ইন্দ্রিয়-ব্যাপার আছে। জঙ্গমের ধর্ম্ম—গমনশীলতা। ১১। রহে মনে ভ্রম—মনে ভ্রম রহিল ; দিলাম বটে, সকলে বুঝি পাইল না, এই চিন্তায় মন অস্থির রহিল। * যত উপজিল—পাঠান্তর।

অতএব আমি আজ্ঞা দিল সবাকারে,
যাঁহা-তাঁহা প্রেমফল দেহ যারে তারে।
একেলা যে মালী আমি কত ফল খাব ?
না দিয়া বা এত ফল কি আর করিব ?
আত্ম-ইচ্ছা-মতে বৃক্ষ সিঞ্চি নিরন্তর ;
তাহাতে অসংখ্য ফল বৃক্ষের উপর ;
অতএব সব ফল দেহ যারে-তারে,
খাইয়া হউক লোক অজর-অমরে।
জগৎ ভরিয়া মোর হবে পুণ্যখ্যাতি,
সুখী হঞা লোক মোর গাইবেক কীর্ত্তি।
ভারতভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার,
১। জন্ম সার্থক করে, করি পর-উপকার।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বাবিংশাধ্যায়ে চতুর্স্ত্রিংশ-শ্লোকে সখীন্ প্রতি শ্রীকৃষ্ণবচনং ;—

এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয়-আচরণং সদা ॥ ৩ ॥

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়াংশে দ্বাদশাধ্যায়ে পঞ্চচত্বারিংশ-শ্লোকঃ ;—

প্রাণিনামুপকারায় যদেবেহ পরত্র চ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা তদেব মতিমান্ ভজেৎ ॥ ৪ ॥

মালী মনুষ্য—আমার নাহি রাজ্যধন,
ফলফুল দিয়া করি পুণ্য উপার্জ্জন।
২। মালী হঞা বৃক্ষ হৈলাও এই ত ইচ্ছাতে,
সর্ব্বপ্রাণী উপকার হয় বৃক্ষ হৈতে।”

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বাবিংশাধ্যায়ে ত্রয়োত্রিংশ-শ্লোকে সখীন্ প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং ;—

অহো এষাং বরং জন্ম সর্ব্বপ্রাণ্যুপজীবিনাং।
সুজনস্যেব যেষাং বৈ বিমুখা যান্তি নার্থিনঃ ॥ ৫ ॥

এই আজ্ঞা কৈল যদি চৈতন্য-মালাকার,
পরম আনন্দ পাইল বৃক্ষ-পরিবার।

এতাবদিতি। দেহিনাং বিচিত্রবহুলদেহভৃতাং কর্ত্তৃভূতানাং প্রাণৈঃ প্রাণানাদরেণ কর্ম্মভিঃ অর্থৈর্ধনব্যয়েন ধিয়া সদুপায়চিন্তনাদিনা বাচা উপদেশাদিক্রিয়য়া চ কৃত্বা দেহিষু জীবেষু শ্রেয় আচরণং যৎ (পাঠান্তরে শ্রেয় এবাচরেৎ সদেতি যৎ) এতাবজ্জন্মসাফল্যমিতি ॥ ৩ ॥

প্রাণিনামিতি। যদেব কর্ম্ম ইহ অস্মিন্ লোকে পরত্র পরলোকে চ প্রাণিনামুপকারায় ভবতি, মতিমান্ জনঃ কর্ম্মণা মনসা বাচা চ তদেব ভজেৎ ॥ ৪ ॥

অহো ইতি। অহো ইতি বিস্ময়ে হর্ষে বা। এষাং বৃক্ষাণাং জন্ম বরং সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠং, কুতঃ সর্ব্বেষাং প্রাণিনামুপজীবনং জীবিকাহেতুঃ। (জীবিনামিতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ), তদেবাহ—সুজনস্য দয়ালোরিব (পঞ্চম্যর্থে ষষ্ঠী)। যেষাং যেভ্যো অর্থিনোজনা বিমুখা ন যান্তি। বৈ প্রসিদ্ধৌ ॥ ৫ ॥

ইহলোকে প্রাণ, ধন, বুদ্ধি এবং বাক্যদ্বারা প্রাণিগণ জীবের কল্যাণ সাধন করিতে পারিলেই জন্মসফল হয় ॥ ৩ ॥

যে কর্ম্ম ইহলোকে এবং পরলোকে প্রাণিগণের উপকারার্থ হয়, বুদ্ধিমান্-জন ক্রিয়া, মন এবং বাক্যদ্বারা তাহারই অনুষ্ঠান করিবে ॥ ৪ ॥

অহো ! সকল প্রাণীর জীবিকাহেতু এই বৃক্ষগণের জন্ম সকল হইতে শ্রেষ্ঠ, যেহেতু দয়ালুর ন্যায় ইহাদিগের নিকট হইতে অর্থিগণ কদাচ বিমুখ হইয়া ফিরিয়া যান্ না ॥ ৫ ॥

১। জন্ম…উপকার—যাহারা ভারতবর্ষে মনুষ্য জন্ম পাইয়াছে, তাহারা পরোপকার করিয়া তাহা সার্থক করে। নচেৎ তাহাদের সে জন্ম বিফল হয়। "জন্ম সার্থক কর, করি পর-উপকার"—এরূপ পাঠও আছে।

ভারতভূমিতে মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া পরোপকার করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য, ইহাই এই শ্লোকদ্বারা সপ্রমাণ করিলেন ॥ ৩ ॥

এখানেও পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত তাৎপর্য্য জানিবে ॥ ৪ ॥

২। মালী…হৈতে—বৃক্ষ হইতে সকল প্রাণীর উপকার হয়, তাই আমি মালী অর্থাৎ মানুষ হইয়াও স্বীয় ইচ্ছায় (কর্ম্মফলতঃ নয়) বৃক্ষ (কৃষ্ণপ্রেম-কল্পতরু) হইলাম।

যেই যাঁহা তাঁহা দান করে প্রেমফল,
প্রেমফলাস্বাদে মত্ত ব্যাপিল সকল।*
মহা-মাদক প্রেমফল পেট ভরি খায়,
১। মাতিল সকল লোক,—হাসে, নাচে, গায়।
কেহ গড়াগড়ি যায়, কেহ ত হুঙ্কার,
দেখি আনন্দিত হঞা হাসে মালাকার।
২। এই মালাকার খায় এই প্রেমফল,
নিরবধি মাতি রহে বিবশ বিহ্বল।

সর্ব্বলোক মত্ত কৈল আপন সমান,
প্রেমে মত্ত লোক বিনা নাহি দেখি আন।
যে যে পূর্ব্বে নিন্দা কৈল বলি মাতোয়াল,
সেহ ফল খায় নাচে, বলে—'ভাল ভাল'।
এই ত কহিল কল্পবৃক্ষ-বিবরণ,
এবে শুন ফলদাতা যে যে শাখাগণ।
শ্রীরূপ-রঘুনাথ পদে যার আশ,
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

* পাঠান্তর—ফলাস্বাদে মত্ত লোক হইল সকল।

১। হাসে…হুঙ্কার—হাস্য, নৃত্য, গান, গড়াগড়ি এবং হুঙ্কার এ সকল প্রেমের অনুভাব ক্রিয়া।

২। খায়—খাইয়া।

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে ভক্তিকল্পতরুবর্ণনং নাম
নবম পরিচ্ছেদঃ।

দশম পরিচ্ছেদ।

শ্রীচৈতন্যপদাম্ভোজমধুপেভ্যো নমোনমঃ।
কথঞ্চিদাশ্রয়াদ্যেষাং শ্বাপি তদ্গন্ধভাগ্ ভবেৎ ॥১॥

জয়-জয় শ্রীচৈতন্য! জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈতচন্দ্র! জয় গৌরভক্তবৃন্দ!

১। এ মালীর এ বৃক্ষের অকথ্য-কথন;
এবে শুন—মুখ্যশাখার নাম-বিবরণ।
চৈতন্যপ্রভুর যত পারিষদচয়,
লঘু-গুরু-ভাব কারও না হয় নিশ্চয়।
যে-যে মহান্ত তাঁ'সবার করিব গণন,
কেহ নাহি করিতে পারে জ্যেষ্ঠ-লঘুক্রম।
অতএব তাঁ'সবার পদে নমস্কার,
নাম-মাত্র করি, দোষ না লও আমার।
বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রেমামরতরোঃ প্রিয়ান্।
শাখারূপান্ ভক্তগণান্ কৃষ্ণপ্রেমফলপ্রদান্ ॥২॥
২। শ্রীবাস-পণ্ডিত আর শ্রীরাম-পণ্ডিত,
দুই ভাই দুই শাখা জগতে বিদিত।
৩। শ্রীপতি-শ্রীনিধি আর দুই সহোদর,
চারি ভাইর দাসদাসী গৃহ-পরিকর।
দুই শাখার উপশাখা তাঁ'সবার গণন,
যাঁর গৃহে মহাপ্রভুর সদা সঙ্কীর্তন।
চারি ভাই সবংশে করে চৈতন্যের সেবা,
গৌরচন্দ্র বিনা নাহি জানে দেবী-দেবা।
আচার্য্যরত্ন নাম—এক বড় শাখা,
তাঁর পরিকর—তাঁর শাখা-উপশাখা।
আচার্য্যরত্নের নাম শ্রীচন্দ্রশেখর,
৪। যাঁর ঘরে দেবীভাবে নাচেন ঈশ্বর।
৫। পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধি বড়শাখা জানি,

শ্রীচৈতন্যেত্যাদি। শ্রীচৈতন্যস্য পদাম্ভোজয়োর্মধুপেভ্যোভ্রমরেভ্যোনমোনমঃ, কথঞ্চিৎ, কেনচিদপি প্রকারেণ যেষাং শ্রীচৈতন্যপদাম্ভোজমধুপানামাশ্রয়াৎ শ্বা তত্তুল্যপরমনীচজনোপি তয়োঃ শ্রীচৈতন্যপদাম্ভোজয়োর্গন্ধং ভজতি প্রাপ্নোতীতি তথা তাদৃশো ভবেৎ। শ্বাপীত্যনেন চ যথা কমলমধুপানমত্তস্য ভ্রমতোভ্রমরস্য কথঞ্চিৎ সম্বন্ধাৎ তন্মুখনির্গলন্মধুগন্ধেন কুকুরোপ্যামোদিতো ভবেদিত্যত্র দৃষ্টান্ত উহ্যঃ। অতঃ সজ্জনচরিতলিখনরূপসজ্জনাশ্রয়াৎ তৎপ্রসঙ্গলিখনমযোগ্যাদপি মত্তঃ সুখং সম্যগ্ঘটয়তীতি ভাবঃ ॥ ১ ॥

বন্দে ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এব প্রেমামরতরুঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমফলপ্রসূঃ কল্পবৃক্ষঃ তস্য শাখারূপান্ কৃষ্ণপ্রেমৈব ফলং তৎ প্রদদতীতি তান্ প্রিয়ান্ ভক্তগণানহং বন্দে ইতি ॥ ২ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পাদপদ্মের ভ্রমরগণকে আমি বারম্বার প্রণাম করি,—যাঁহাদিগকে যে কোন প্রকারে আশ্রয় করিলে, কুক্কুরও সেই গন্ধ লাভ করিতে সমর্থ হয় ॥ ১ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ-প্রেমকল্পতরুর শাখাস্বরূপ কৃষ্ণপ্রেমপ্রদ প্রিয় ভক্তগণকে আমি বন্দনা করি ॥ ২ ॥

১। এ মালীর—চৈতন্য মালীর। এ বৃক্ষের—ভক্তি-কল্পবৃক্ষের। অকথ্য কথন,—কথন—কথা, অকথ্য—বাক্য দ্বারা যাহা প্রকাশ করা যায় না।

২। শ্রীবাস পণ্ডিত—ইঁহার পূর্ব্ব বাস কুমারহট্ট গ্রামে ছিল, পরে নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পর কুমারহট্টে ফিরিয়া যান। কুমারহট্টের বর্ত্তমান নাম হালিসহর। ৩। আর দুই সহোদর—শ্রীবাস পণ্ডিত ও শ্রীরাম পণ্ডিত ছাড়া বাকী দুই ভাই। ৪। দেবীভাব—চন্দ্রশেখরের গৃহে যে কৃষ্ণলীলার অভিনয় হয়, তাহাতে মহাপ্রভু রুক্মিণীভূমিকা গ্রহণ করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন। আচার্য্যরত্ন—বিদ্যার উপাধি, ইঁহার বিশেষ বিবরণ শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে আছে। ৫। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি—ইঁহার বাসস্থান চট্টগ্রাম। গদাধর পণ্ডিত পরে ইঁহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। ইঁহার সহিত মিলনের পূর্ব্বে পুণ্ডরীক বলিয়া মহাপ্রভু রোদন করিতেন। ইঁহার বিশেষ বিবরণ শ্রীচৈতন্যভাগবতে দেখুন।

যাঁর নাম লঞা প্রভু কাঁদিলা আপনি।
১। বড়শাখা গদাধর-পণ্ডিত গোসাঁই ;
তিঁহ লক্ষ্মীরূপা—তাঁর সম আর নাই।
তাঁর শিষ্য-উপশিষ্য তাঁর উপশাখা।
এইমত সব শাখার উপশাখায় লেখা।
২। বক্রেশ্বর-পণ্ডিত প্রভুর বড় প্রিয়ভৃত্য ;
একভাবে চব্বিশপ্রহর যাঁর নৃত্য।
আপনে মহাপ্রভু গায় যাঁর নৃত্যকালে ;
প্রভুর চরণ ধরি' বক্রেশ্বর বলে—
"দশসহস্র গন্ধর্ব্ব মোরে দেহ চন্দ্রমুখ !
তারা গায়, মুঞি নাচি, তবে মোর সুখ"।
৩। প্রভু বলেন—"তুমি মোর পক্ষে এক পাখা ;
আকাশে উড়িয়া যাও পাইলে আর পাখা"।
পণ্ডিত-জগদানন্দ প্রভুর প্রাণ-রূপ ;
লোকে খ্যাতি যিঁহ সত্যভামার স্বরূপ।
প্রীতে করিতে চাহে প্রভুর লালন-পালন ;
বৈরাগ্য-লোকভয়ে প্রভু না মানে কখন।
দুইজনে খটমটি লাগয়ে কোন্দল ;
তাঁর প্রীতিকথা আগে কহিব সকল।
৪। রাঘব-পণ্ডিত প্রভুর আদ্য অনুচর ;
তাঁর এক শাখা মুখ্য মকরধ্বজ-কর।
তাঁর ভগ্নী দময়ন্তী প্রভুর প্রিয়দাসী ;
প্রভুর ভোগ্যসামগ্রী যে করে বারমাসি।
সে সব সামগ্রী এক ঝালিতে ভরিয়া ;
রাঘব লইয়া যাস গুপ্ত করিয়া।
বারমাস তাহা প্রভু করেন অঙ্গীকার ;
'রাঘবের ঝালি' বলি প্রসিদ্ধি যাহার।
সে সব সামগ্রী আগে করিব বিস্তার ;
যাহার শ্রবণে ভক্তের বহে অশ্রুধার।
৫। প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পণ্ডিত-গঙ্গাদাস ;
যাঁহার স্মরণে হয় ভববন্ধ-নাশ।
চৈতন্যপার্ষদ শ্রীআচার্য্য-পুরন্দর ;
'পিতা' করি যাঁরে কহে গৌরাঙ্গসুন্দর।
দামোদর-পণ্ডিত শাখা প্রেমেতে প্রচণ্ড ;
প্রভুর উপরে যিঁহ কৈল বাক্যদণ্ড।
দণ্ড-কথা কহিব আগে বিস্তার করিয়া ;
দণ্ডে তুষ্ট প্রভু তাঁরে পাঠাইলা নদীয়া।
৬। তাঁহার অনুজশাখা শঙ্কর-পণ্ডিত ;
'প্রভু-পাদ-উপাধান' যাঁর নাম বিদিত।
সদাশিব-পণ্ডিত যাঁর প্রভুপদে আশ ;
প্রথমেই নিত্যানন্দের যাঁর ঘরে বাস।
শ্রীনৃসিংহ-উপাসক প্রদ্যুম্নব্রহ্মচারী ;
প্রভু তাঁর নাম থুইল 'নৃসিংহানন্দ' করি।
নারায়ণ-পণ্ডিত শাখা পরম-উদার ;
চৈতন্যচরণ বিনা নাহি জানে আর।
৭। শ্রীমান্‌পণ্ডিত শাখা প্রভুর নিজভৃত্য ;
দেউটি ধরেন যবে প্রভু করেন নৃত্য।
শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী বড় ভাগ্যবান্ ;
যাঁর অন্ন মাগি' কাড়ি' খাইল ভগবান্।
নন্দন-আচার্য্য শাখা জগতে বিদিত ;

১। গদাধর পণ্ডিত—ইনি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকুলোৎপন্ন কুলীন। ইনি কৌমারকাল হইতে ব্রহ্মচর্য্যব্রত ধারণ করিয়াছিলেন। ইঁহার ভ্রাতার বংশ অদ্যাপিও ভরতপুরে বিদ্যমান আছেন। লক্ষ্মীরূপা—রুক্মিণী-ভাবে ভাবিতা। ২। বক্রেশ্বর পণ্ডিত—ইঁহার জন্মস্থান মেটিরী।

৩। আকাশে উড়িয়া যাও—তোমার তুল্য সজ্জনের সঙ্গলাভ হইলে, আকাশ অর্থাৎ স্বপ্রকাশ যাঁহার বস্তু ভগবান্‌কে অনায়াসে পাওয়া যায়। উড়িয়া যাও—পূর্ব্ব পূর্ব্ব অঙ্গ সম্যক্ সাধন না করিয়াই, উত্তরোত্তর সাধন করিয়া প্রেমলাভ হইতে পারে,—ইহাই এ বাক্যের তাৎপর্য্য। ৪। রাঘব পণ্ডিত—ইঁহার বাসস্থান কলিকাতার সন্নিহিত গঙ্গাতীরস্থ পানিহাটি গ্রাম।

৫। পণ্ডিত গঙ্গাদাস—নবদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণ। ইঁহার নিকট মহাপ্রভু ব্যাকরণাদি-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অদ্যাপি যাঁহার বাসস্থান বিদ্যানগর নামে বিখ্যাত। ৬। তাঁহার—দামোদর পণ্ডিতের। উপাধান—বালিস। ৭। শ্রীমান্ পণ্ডিত—ইনি মহাপ্রভুর পূর্ব্ব হইতেই বৈষ্ণব ছিলেন। চন্দ্রশেখরের গৃহে মহাপ্রভুর লক্ষ্মীভাবে নৃত্যকালে ইনি দেউটি ধরিয়াছিলেন। দেউটি—প্রদীপ বা মশাল।

১। লুকাইয়া দুই প্রভু যাঁর ঘরে স্থিত।
২। শ্রীমুকুন্দ-দত্ত শাখা প্রভুর সমাধ্যায়ী ;
যাঁহার কীর্ত্তনে নাচেন চৈতন্য-গোসাঞি।
৩। বাসুদেব-দত্ত প্রভুর ভৃত্য মহাশয় ;
সহস্র মুখে যাঁর গুণ কহনে না যায়।
জগতে যতেক জীব—তার পাপ লঞা ;
নরক ভুঞ্জিতে চায় জীবে ছোড়াইঞা।
৪। হরিদাস-ঠাকুর শাখা অদ্ভুত-চরিত ;
তিন লক্ষ নাম তিঁহ লয় অপতিত।
তাঁহার অনন্ত গুণ—কহি দিক্-মাত্র ;
৫। আচার্য্য-গোসাঞি যাঁরে ভুঞ্জায় শ্রাদ্ধপাত্র।
৬। প্রহ্লাদ-সমান তাঁর গুণের তরঙ্গ ;
যবন-তাড়নে যাঁর নাহিক ভ্রূভঙ্গ।
তিঁহ সিদ্ধি পাইলে তাঁর দেহ লঞা কোলে ;
নাচিলা চৈতন্যপ্রভু মহাকুতূহলে।
তাঁর লীলা বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন-দাস ;
যে-বা অবশিষ্ট, আগে করিব প্রকাশ।
তাঁর উপশাখা যত কুলীনগ্রামী জন ;
৭। সত্যরাজ-আদি তাঁর কৃপার ভাজন।
৮। শ্রীমুরারি-গুপ্ত গুপ্তপ্রেমের ভাণ্ডার ;
প্রভুর হৃদয় দ্রবে শুনি দৈন্য যাঁর।
প্রতিগ্রহ না করে, না লয় কারও ধন,
৯। আত্মবৃত্তি করি' করে কুটুম্বভরণ।
চিকিৎসা করেন যারে হইয়া সদয়,
দেহরোগ ভবরোগ দুই তার ক্ষয়।
শ্রীমান্-সেন প্রভুর সেবকপ্রধান,
চৈতন্যচরণ বিনা নাহি জানে আন।
১০। শ্রীগদাধর-দাস শাখা সর্ব্বোপরি,

১। দুই প্রভু—নিত্যানন্দ এবং অদ্বৈতাচার্য্য। নিত্যানন্দ প্রভু তীর্থপর্য্যটনে নবদ্বীপ আসিয়া নন্দনাচার্য্যের গৃহে গোপন ভাবে ছিলেন। সেই স্থানেই মহাপ্রভুর সহিত তাঁহার মিলন হয়। অদ্বৈত প্রভুও মহাপ্রভুকে পরীক্ষা করিবার জন্য ইঁহার গৃহে লুকাইয়া ছিলেন। চৈতন্যদেব সংবাদ পাঠান, তখন অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহার ঈশ্বরত্ব জানিতে পারেন। ২। মুকুন্দ দত্ত—বৈদ্যবংশোদ্ভব, ইঁহার পূর্ব্ব বাস শ্রীহট্টে ছিল। ইনি মহাপ্রভুর সহাধ্যায়ী এবং সুগায়ক ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই ইনি মহাপ্রভুর প্রিয়। ইনি যখন কীর্ত্তন করিতেন, তখন মহাপ্রভু নৃত্য করিতেন।

৩। বাসুদেব দত্ত—ইনি একদিন মহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা করেন,—প্রভো! জগতের জীবসকল আমাকে পাপ দিয়া সুখী হউক, আমি তাহাদিগের পাপ লইয়া চিরকাল নরকে দুঃখ ভোগ করি, নচেৎ জীবের দুঃখ আর সহ্য করিতে পারি না। তদুত্তরে মহাপ্রভু বলেন,—তুমি পাপ লইয়া একটী ব্রহ্মাণ্ডের জীবগণকে উদ্ধার করিলে, অপর ব্রহ্মাণ্ডের জীব আসিয়া জন্মগ্রহণ করিবে এবং দুঃখ পাইবে। তাহাদিগের উদ্ধার হইলে, আবার অপর ব্রহ্মাণ্ডের জীব আসিবে এবং দুঃখ পাইবে। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, জীবও অনন্ত। বাসুদেব! যাক্, তুমি যে জীবের দুঃখে দুঃখী হইয়াছ, ইহাতেই তাহাদিগের মঙ্গল হইবে।

৪। হরিদাস ঠাকুর—ইনি ক্ষত্রিয়-কুলোদ্ভব। যবন কর্ত্তৃক পালিত, এই জন্য আপনাকে যবন বলিয়া দৈন্য করিতেন। অপতিত—কখন যাহা ভঙ্গ হইত না। ৫। আচার্য্য গোসাঞি ... শ্রাদ্ধপাত্র—অদ্বৈত প্রভু একদা পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়া পাত্রান্ন হরিদাস ঠাকুরকে ভোজনার্থ অর্পণ করিলে, হরিদাস বলিয়াছিলেন, প্রভো! বিপ্রের শ্রাদ্ধান্ন যবনকে খাওয়াইলে! না জানি, ইহার পর তোমার মনে আরও কি আছে। প্রভু বলিলেন, তুমি ভোজন করিলে কোটি ব্রাহ্মণের ভোজন হয়। ইনি ব্রহ্মার অবতার, এই নিমিত্ত ইঁহাকে ব্রহ্ম হরিদাসও বলে। মহাপ্রভুর অবতারের পূর্ব্বে প্রথমতঃ ইনি আচার্য্যের নিকটেই থাকিতেন, পরে কুলীনগ্রামে গিয়া বাস করেন। শান্তিপুরের নিকট ফুলিয়া গ্রামে ইনি ভজন করিতেন। অদ্যাপিও সে স্থানে 'হরিদাসের পাট' বলিয়া বিখ্যাত একটী স্থান আছে ; মধ্যে মধ্যে সেখানে অনেক অলৌকিক ভাব প্রকাশ পায়। মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পর ইনি পুরীতে বাস করেন। কিন্তু, দৈন্যবশতঃ কখন সিংহদ্বার সমীপেও গমন করিতেন না। ৬। প্রহ্লাদ ... ভ্রূভঙ্গ—হিরণ্যকশিপু বিনাশার্থ অনেক যাতনা দিলেও প্রহ্লাদের যেমন কোন ক্ষোভ হয় নাই, সেইরূপ হরিদাস হরিনাম গ্রহণ করিতেন বলিয়া, যবনগণ তাঁহাকে বাইস-বাজারে বেত্রাঘাত প্রদান করিলেও, তাঁহার কোন ক্ষোভ জন্মে নাই। যবনগণের শিরশ্ছেদনার্থ সুদর্শন চক্র উপস্থিত হইলে, তিনি অনেক স্তুতি করিয়া বলিয়াছিলেন, "হে সুদর্শন! ইহারা মায়াজালে বদ্ধ হইয়া যথেষ্ট যাতনা ভোগ করিতেছে, আর ইহাদিগের উপর কোন দণ্ড বিধান করিও না।" এইরূপ বাক্য বলাতেই সুদর্শন শান্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার পঞ্চত্ব প্রাপ্তিতে সেই মৃত কলেবর স্কন্ধে লইয়া মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে সমুদ্রতীরে গিয়া, সেই সৈকতভূমে স্বয়ং তাঁহাকে সমাহিত করেন। ৭। সত্যরাজ—ইঁহার উপাধি খান ; ইনি কায়স্থ কুলোৎপন্ন। ৮। মুরারি গুপ্ত—ইনি বৈদ্য কুলোদ্ভব, চৈতন্যদেবের সহাধ্যায়ী ; ইনি মহাপ্রভুর প্রথম লীলার যে স্মরণ পুস্তক লিখেন, তাহার নাম "মুরারি গুপ্তের কড়চা"। ইনি হনুমানের অবতার। ৯। আত্মবৃত্তি—চিকিৎসা বৃত্তি। ১০। গদাধর দাস—ইনিও কায়স্থ কুলোদ্ভব। ইঁহার বাসস্থান এঁড়িয়াদহ। ইনি নিজ গ্রামের দুর্দ্দান্ত কাজিগণকে হরিনাম উচ্চারণ করাইয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন।

কাজীগণের মুখে যেই বোলাইল হরি।
১। শিবানন্দ-সেন প্রভুর ভৃত্য অন্তরঙ্গ,
প্রভুস্থানে যাইতে সবে লয় যাঁর সঙ্গ।
প্রতি বর্ষে প্রভুর গণ সঙ্গেতে লইঞা,
নীলাচলে যান, পথে পালন করিঞা।
ভক্তে কৃপা করেন প্রভু এ তিন স্বরূপে,—
২। সাক্ষাৎ, আবেশ, আর আবির্ভাব-রূপে।
সাক্ষাতে সকল ভক্ত দেখে নির্ব্বিশেষ;
৩। নকুল-ব্রহ্মচারী দেহে প্রভুর আবেশ।
'প্রদ্যুম্ন-ব্রহ্মচারী' তাঁর আগে নাম ছিল;
'নৃসিংহানন্দ' নাম প্রভু পাছে ত রাখিল।
তাঁহাতে হইল চৈতন্যের আবির্ভাব;
ঐছে অলৌকিক প্রভুর অনেক স্বভাব।
আস্বাদিল এ সব রস সেন-শিবানন্দ;
বিস্তারি কহিব আগে এ সব আনন্দ।
শিবানন্দের উপশাখা—তাঁর পরিকর;
পুত্র ভৃত্য আদি করি চৈতন্যকিঙ্কর।
৪। চৈতন্যদাস, রামদাস, আর কর্ণপূর;
তিনপুত্র শিবানন্দের—তিন ভক্তশূর।
শ্রীবল্লভসেন আর সেন-শ্রীকান্ত;
শিবানন্দ সম্বন্ধে প্রভুর ভক্ত একান্ত।
প্রভুর প্রিয় গোবিন্দানন্দ মহাভাগবত;
প্রভুর কীর্ত্তনীয়া-আদি শ্রীগোবিন্দ-দত্ত।
৫। শ্রীবিজয়দাস নাম প্রভুর আখরিয়া;
প্রভুকে অনেক পুঁথি দিয়াছেন লিখিয়া।
'রত্নবাহু' বলি প্রভু থুইল তাঁর নাম;
অকিঞ্চন প্রভুর ভৃত্য কৃষ্ণদাস নাম।
৬। খোলাবেচা শ্রীধর প্রভুর প্রিয়দাস;
যাঁর সনে প্রভু করে নিত্য পরিহাস।
প্রভু যাঁর নিত্য লয় থোড় মোচা ফল;
৭। যাঁর ফুটা লৌহপাত্রে প্রভু পীলা জল।
প্রভুর প্রিয়দাস অতি ভগবান্-পণ্ডিত;
যাঁর দেহে কৃষ্ণ পূর্ব্বে হৈল অধিষ্ঠিত।
জগদীশ-পণ্ডিত আর হিরণ্য মহাশয়;
যাঁরে কৃপা কৈল বাল্যে প্রভু দয়াময়।
এই দুই ঘরে প্রভু একাদশী-দিনে;
বিষ্ণুর নৈবেদ্য মাগি খাইল আপনে।
প্রভুর পড়ুয়া দুই—পুরুষোত্তম সঞ্জয়;
ব্যাকরণে মুখ্যশিষ্য দুই মহাশয়।
৮। বনমালী-পণ্ডিত শাখা বিখ্যাত জগতে;
সুবর্ণ-মুষলহল যে দেখিল প্রভুর হাতে।
শ্রীচৈতন্যের অতি প্রিয় বুদ্ধিমন্ত খান;
আজন্মাজ্ঞাকারী তিঁহ সেবকপ্রধান।
৯। গরুড়-পণ্ডিত লয় শ্রীনামমঙ্গল;
নামবলে বিষ যাঁরে না করিল বল।
গোপীনাথ সিংহ এক চৈতন্যের দাস;

১। শিবানন্দ সেন—ইনি অম্বষ্ঠ কুলোৎপন্ন। ইঁহার বাসস্থান হালিসহর।

২। আবেশ—দুই প্রকার; শক্তির সঞ্চারকরণ এবং স্বয়ং গ্রহাবিষ্টবৎ আবিষ্ট হওন। আবির্ভাব—সাধারণে দেখিতে পায় না, যাহাকে দেখা দিতে ইচ্ছা করেন, সেই মাত্র দেখিতে পায়। ৩। নকুল ব্রহ্মচারী—ইঁহার বাসস্থান অম্বিকার নিকট প্যারীগঞ্জ।

৪। কর্ণপূর—ইঁহার নাম পরমানন্দ দাস। ইনি মহাপ্রভুর কৃপায় প্রথমকালে যখন প্রথম শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে কর্ণের বর্ণন করেন, এইজন্য তাঁহার নাম কর্ণপূর। সে শ্লোকটি এই :—

শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষোরঞ্জনমুরসো মহেন্দ্রমণিদাম। বৃন্দাবনতরুণীনাং মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তি॥

ইঁহার গর্ভাধান পুরীতে হয়, এই নিমিত্ত ইঁহার এক নাম 'পুরীদাস'। ভক্তশূর—ভক্তপ্রধান।

৫। আখরিয়া—লেখক। ৬। খোলা-বেচা—তরকারী বিক্রয়কারী। ৭। ফুটা লৌহপাত্র—ইহা দরিদ্রতাসূচক। ভক্তের বস্তু বড়ই স্বাদু, আমার অতিশয় প্রীতিকর, ইহাই জানাইবার জন্য মহাপ্রভু স্ফুটিত লৌহপাত্রস্থিত জল পান করিয়াছিলেন।

৮। বনমালী পণ্ডিত—একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাসের গৃহে খট্টার উপরি বসিয়া বলদেবের ভাবে আবিষ্ট হইয়াছিলেন, সেই সময়ে ইনি মহাপ্রভুর হস্তে সুবর্ণনির্ম্মিত হল এবং মুষল দেখিতে পাইয়াছিলেন। ৯। লয়—গ্রহণ করেন অর্থাৎ মঙ্গলময় শ্রীহরিনাম গ্রহণ করেন।

'অক্রূর' বলি প্রভু তাঁরে কৈল পরিহাস।
১। ভাগবতী দেবানন্দ, বক্রেশ্বর কৃপাতে ;
ভাগবতের ভক্তি-অর্থ পাইল প্রভু হৈতে।
২। খণ্ডবাসী মুকুন্দদাস, শ্রীরঘুনন্দন ;
নরহরিদাস, চিরঞ্জীব, সুলোচন।
এই সব মহাশাখা চৈতন্যকৃপাধাম,
প্রেম-ফল-ফুল করে যাঁহা তাঁহা দান।
৩। কুলীনগ্রামবাসী সত্যরাজ, রামানন্দ ;
যদুনাথ, পুরুষোত্তম, শঙ্কর-বিদ্যারত্ন।
বাণীনাথ বসু আদি যত গ্রামী জন,
সবেই চৈতন্য-ভৃত্য, চৈতন্য-প্রাণধন।
প্রভু কহেন—"কুলীনগ্রামের যে হয় কুক্কুর ;
সেহ মোর প্রিয়, অন্য জন বহুদুর।"
কুলীনগ্রামের ভাগ্য কহনে না যায়,
শূকর চরায় ডোম, সেহ কৃষ্ণ গায়।
৪। অনুপম, শ্রীরূপ, আর শ্রীসনাতন,
৫। এই তিন শাখা বৃক্ষের পশ্চিমে সর্ব্বোত্তম।
তার মধ্যে রূপ-সনাতন বড়শাখা,
অনুপম, জীব, রাজেন্দ্রাদি উপশাখা।

৬। মালীর ইচ্ছায় দুই শাখা বহুত বাড়িল,
বাড়িয়া পশ্চিমদেশ সব আচ্ছাদিল।
৭। আসিন্ধু-নদীতীর, আহিমালয়,
বৃন্দাবন-মথুরাদি যত দেশ হয়।
দুই শাখার প্রেম-ফলে সকল ছাইল,
প্রেম-ফলাস্বাদে লোক উন্মত্ত হইল।
পশ্চিমের লোক সব মূঢ় অনাচার,
তাঁহা প্রচারিল দোঁহে ভক্তি-সদাচার।
৮। শাস্ত্রদৃষ্ট্যে কৈল লুপ্ততীর্থের উদ্ধার,
৯। বৃন্দাবনে কৈল শ্রীমূর্ত্তি সেবার প্রচার।
১০। মহাপ্রভুর প্রিয়ভৃত্য রঘুনাথদাস,
সব ছাড়ি কৈল প্রভু-পদতলে বাস।
১১। প্রভু তাঁরে সমর্পিল স্বরূপের হাতে,
১২। প্রভুর গুপ্ত-সেবা কৈল স্বরূপের সাথে।
ষোড়শ বৎসর কৈল অন্তরঙ্গসেবন,
স্বরূপের অন্তর্ধানে আইলা বৃন্দাবন।
১৩। বৃন্দাবনে দুই ভাইর চরণ বন্দিয়া ;
১৪। 'গোবর্দ্ধনে ত্যজিব দেহ ভৃগুপাত করিয়া।'
—এই ত নিশ্চয় করি আইল বৃন্দাবনে ;

১। ভাগবতী—ভাগবত-বাচক। দেবানন্দ—ইঁহার বাসস্থান নদীয়ার উপবিভাগ রাণাঘাটের অন্তর্গত কাঁচড়াপাড়া ষ্টেসনের নিকট 'কুলিয়া' গ্রাম বলিয়া প্রসিদ্ধ। পরন্তু ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতির লেখা অনুসারে কুলিয়া—শান্তিপুর ও নদীয়ার মধ্যবর্ত্তী পল্লীবিশেষ। অধুনা ইহার নাম—'সাত-কুলিয়া'। ২। খণ্ডবাসী—বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া উপবিভাগের অধীন খণ্ডগ্রাম, অদ্যাপি শ্রীখণ্ড নামে বিখ্যাত। মুকুন্দ হইতে সুলোচন পর্য্যন্ত সকলেই অম্বষ্ঠ কুলোৎপন্ন। ৩। কুলীনগ্রামবাসী…বিদ্যারত্ন—এই পদ্যের পূর্ব্বার্দ্ধে কায়স্থ, পরার্দ্ধে ব্রাহ্মণ। কুলীনগ্রাম,—বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত মেমারী ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী স্বনামপ্রসিদ্ধ গণ্ডপল্লী। ৪। অনুপম…শ্রীসনাতন—মহাপ্রভু অনুপম বলিয়াই ডাকিতেন, নচেৎ ইঁহার নাম শ্রীবল্লভ। ইনি রামোপাসক ছিলেন। সনাতন, রূপ এবং অনুপম—ইঁহারা যজুর্ব্বেদী বৈদিক ব্রাহ্মণ, ইঁহাদিগের বাসস্থান গৌড়ের নিকট নৈহাটী গ্রাম। ৫। এই…সর্ব্বোত্তম—ইঁহারা পশ্চিমদেশে ভক্তিপ্রচার ও শ্রীবৃন্দাবন উদ্ধার করেন। ৬। দুইশাখা—রূপ এবং সনাতন।

৭। আসিন্ধুনদীতীর—সিন্ধুনদীর তীর পর্য্যন্ত। আহিমালয়—হিমালয় পর্য্যন্ত। ৮। শাস্ত্র…উদ্ধার—শাস্ত্রে যে যে স্থানে যে যে তীর্থের কথা আছে, তদনুসারে ব্রজমণ্ডলে সেই সেই স্থানে সেই সেই তীর্থের আবিষ্কার করিলেন। ৯। শ্রীমূর্ত্তি—গোবিন্দ, গোপীনাথ প্রভৃতি শ্রীমূর্ত্তি।

১০। রঘুনাথ দাস—ইনি হুগলী জেলার অন্তর্গত সপ্তগ্রামনিবাসী কায়স্থ-কুলজ হিরণ্যদাসের পুত্র। শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্য-গৃহে মহাপ্রভুর সহিত ইঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ইনি যদুনন্দন ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য। বাল্য হইতেই ইঁহার সংসারে বৈরাগ্য। ইনি সপ্তগ্রাম হইতে বার দিবসে শ্রীক্ষেত্রে মহাপ্রভুর নিকট পৌঁছেন, সে সময় পথে তিন দিন মাত্র ভোজন করিয়াছিলেন। ১১। স্বরূপের হাতে—স্বরূপের তত্ত্বাবধানে। স্বরূপ—ইঁহার পূর্ব্ব বাস নবদ্বীপে ছিল, ইঁহার নাম 'দামোদর'। মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিয়াছেন শুনিয়া ইনি আপনিও সন্ন্যাস করিলেন, কিন্তু গুরুর নিকট যোগপট্টাদি কিছুই গ্রহণ করেন নাই, এ নিমিত্ত ইঁহার নাম 'স্বরূপ' হইল। ১২। গুপ্তসেবা—অজ্ঞাত পরিচর্য্যা। যৎকালে রসগানে মহাপ্রভুর ভাবোদয় হইত, সে সময় অঙ্গরক্ষাদিরূপ সেবা করিতেন। তিনি যে সেবা করিতেন, মহাপ্রভু তাহা জানিতেন না; তাই ইঁহাকে গুপ্ত সেবা বলিয়াছেন। ১৩। দুই ভাই—রূপ ও সনাতন। ১৪। ভৃগুপাত—পর্ব্বতের উপর হইতে দেহত্যাগার্থ পতনকে ভৃগুপাত বলে।

আসি রূপ-সনাতনে কৈল দরশনে।
তবে দুই ভাই তাঁরে মরিতে না দিল ;
নিজ তৃতীয় ভাই করি নিকটে রাখিল।
১। মহাপ্রভুর লীলা যত বাহির-অন্তর ;
দুই ভাই তাঁর মুখে শুনে নিরন্তর।
অন্ন-জল ত্যাগ কৈল অন্য কথন ;
২। পল দুই তিন মাঠা করেন ভক্ষণ।
সহস্র দণ্ডবৎ করে, লয় লক্ষ নাম ;
সহস্র বৈষ্ণবে নিত্য করেন প্রণাম।
রাত্রি-দিনে রাধাকৃষ্ণের মানসে সেবন ;
প্রহরেক মহাপ্রভুর চরিত্র কথন।
৩। তিন সন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে অপতিত স্নান ;
ব্রজবাসী বৈষ্ণবেরে আলিঙ্গন দান।
সার্দ্ধসপ্তপ্রহর করে ভক্তির সাধনে ;
চারিদণ্ড নিদ্রা—সেহ নহে কোন দিনে।
তাঁহার সাধনরীতি শুনিতে চমৎকার !
সেই রূপ-রঘুনাথ—প্রভু যে আমার।
ইঁহা সভার যৈছে হৈল প্রভুর মিলন ;
আগে বিস্তারিয়া তাহা করিব বর্ণন।
৪। শঙ্করারণ্য আচার্য্য বৃক্ষের এক শাখা ;
মুকুন্দ, কাশীনাথ, রুদ্র, উপশাখা লেখা।
৫। শ্রীনাথ পণ্ডিত প্রভুর কৃপার ভাজন ;
যাঁর কৃষ্ণসেবা দেখি বশ ত্রিভুবন।
জগন্নাথ আচার্য্য প্রভুর প্রিয় দাস ;
প্রভুর আজ্ঞাতে যেই কৈল গঙ্গাবাস।
৬। কৃষ্ণদাস বৈদ্য, আর পণ্ডিত শেখর ;
কবিচন্দ্র আর কীর্ত্তনীয়া ষষ্ঠীবর।
নাথমিশ্র, শুভানন্দ, শ্রীরাম, ঈশান ;
শ্রীনিধি, শ্রীগোপীকান্ত, মিশ্র ভগবান্।
সুবুদ্ধি মিশ্র, হৃদয়ানন্দ, কমল, নয়ন ;
৭। মহেশ পণ্ডিত, কর শ্রীমধুসূদন।
পুরুষোত্তম পালিত, জগন্নাথ দাস ;
৮। শ্রীচন্দ্রশেখর বৈদ্য, দ্বিজ হরিদাস।
রামদাস কবিচন্দ্র, শ্রীগোপাল দাস ;
ভাগবতাচার্য্য, ঠাকুর শারঙ্গ দাস।
জগন্নাথ তীর্থ, বিপ্র শ্রীজানকীনাথ ;
গোপাল আচার্য্য আর বিপ্র বাণীনাথ।
৯। গোবিন্দ, মাধব, বাসুদেব—তিন ভাই ;
যাঁ' সবার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য-নিতাই।
১০। রামদাস অভিরাম সখ্যপ্রেমরাশি ;
ষোল সাঙ্গের কাষ্ঠ তুলি যে করিল বাঁশী।
প্রভুর আজ্ঞায় নিত্যানন্দ গৌড়ে চলিলা ;
তাঁর সঙ্গে তিন জন প্রভুর আজ্ঞায় আইলা।
শ্রীরাম দাস, মাধব, বাসুদেব ঘোষ ;
প্রভু সঙ্গে রহে গোবিন্দ পাইয়া সন্তোষ।
ভাগবতাচার্য্য, চিরঞ্জীব, রঘুনন্দন ;
মাধবাচার্য্য, কমলাকান্ত, শ্রীযদুনন্দন।
মহা-কৃপাপাত্র প্রভুর জগাই মাধাই ;
পতিতপাবন গুণের সাক্ষী দুই ভাই।
*নবদ্বীপের ভক্তের কৈল সংক্ষেপ কথন ;

১। বাহির-অন্তর—অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ সহিত যে যে লীলা। ২। পল—তোলা। মাঠা—ঘোল। ৩। অপতিত—নিয়মিত।

৪। শঙ্করারণ্য—মহাপ্রভুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিশ্বরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে তাঁহার শঙ্করারণ্য আচার্য্য নাম হয়। দশনামীর মধ্যে অরণ্য একটী নাম।

৫। শ্রীনাথ পণ্ডিত—ইনি চৈতন্য-মতমঞ্জুষা নাম্নী শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা রচনা করেন। ৬। কৃষ্ণদাস বৈদ্য—অন্য একজন। ইনি কৃষ্ণদাস কবিরাজ নন। আপনাকে শাখা-মধ্যে গণনা করা উচিত হয় না। ৭। কর শ্রীমধুসূদন—শ্রীমধুসূদন কর।

৮। শ্রীচন্দ্রশেখর বৈদ্য—ইনি পরে কাশীবাস করেন। কাশীতে ইহাঁরই গৃহে মহাপ্রভু কিছুকাল ছিলেন। ৯। তিন ভাই—ইহাঁরা তিন ভ্রাতা কীর্ত্তন করিতেন। নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে তিন ভ্রাতা পুরুষোত্তম হইতে গৌড়দেশে আসিয়াছিলেন। ১০। রামদাস—ইহাঁর অপর নাম অভিরাম। ইহাঁর পাট খানাকুল-কৃষ্ণনগর। ষোল জন লোকে যে প্রকাণ্ড কাষ্ঠ কাঁধে করিয়া আনয়ন করিয়াছিল, ইনি তাহা অনায়াসে তুলিয়া ফুৎকার দ্বারা রন্ধ্র করত বংশী বাজাইয়াছিলেন। * নবদ্বীপের—গৌড়দেশের, পাঠান্তর।

অনন্ত চৈতন্যভক্ত না হয় গণন।
নীলাচলে এই সব ভক্ত প্রভুসঙ্গে ;
১। দুই স্থানে প্রভু-সেবা কৈল বহু রঙ্গে।
কেবল নীলাচলে প্রভুর যে যে ভক্তগণ
সংক্ষেপে করিয়ে কিছু সে সব গণন—
নীলাচলে প্রভুর সঙ্গে যত ভক্তগণ ;
সবার অধিক প্রভুর মর্ম্মী দুই জন।
২। পরমানন্দ পুরী, আর স্বরূপদামোদর ;
গদাধর, জগদানন্দ, শঙ্কর বক্রেশ্বর।
দামোদর পণ্ডিত, ঠাকুর হরিদাস ;
রঘুনাথ বৈদ্য আর রঘুনাথ দাস।
ইত্যাদিক পূর্ব্বসঙ্গী বড় ভক্তগণ ;
নীলাচলে রহি করে প্রভুর সেবন।
আর যত ভক্তগণ গৌড়দেশবাসী ;
প্রত্যব্দে প্রভুরে দেখে নীলাচলে আসি।
নীলাচলে প্রভুর যার প্রথম মিলন ;
সে ভক্তগণের এবে করিব গণন—
৩। বড় শাখা এক সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ;
তাঁহার ভগিনীপতি গোপীনাথাচার্য্য।
কাশী মিশ্র, প্রদ্যুম্ন মিশ্র, রায় ভবানন্দ ;
যাঁহার মিলনে প্রভু পাইলা আনন্দ।
আলিঙ্গন করি তাঁরে বলিল বচন—
"তুমি পাণ্ডু, পঞ্চ পাণ্ডব তোমার নন্দন।
৪। রামানন্দ রায়, পট্টনায়ক গোপীনাথ ;
কলানিধি, সুধানিধি, নায়ক বাণীনাথ।
এই পঞ্চপুত্র তব মোর প্রেম-পাত্র ;
রামানন্দ সহ মোর দেহভেদ মাত্র।"
শ্রীপ্রতাপরুদ্র রাজা, ওড্র কৃষ্ণানন্দ ;
পরমানন্দ মহাপাত্র, ওড্র শিবানন্দ।
ভগবান্-আচার্য্য, ব্রহ্মানন্দাখ্য ভারতী ;
৫। শ্রীশিখী মাহিতি আর মুরারি মাহিতি।
মাধবী দেবী—শিখী মাহিতির ভগিনী ;
শ্রীরাধার দাসী মধ্যে যাঁর নাম গণি।
ঈশ্বর পুরীর শিষ্য—ব্রহ্মচারী কাশীশ্বর ;
শ্রীগোবিন্দ-নাম আর প্রিয় অনুচর।
৬। তাঁর সিদ্ধিকালে দোঁহে তাঁর আজ্ঞা পাঞা ;
নীলাচলে প্রভুস্থানে মিলিলা আসিঞা।
গুরুর সম্বন্ধে মান্য কৈল দোঁহাকারে ;
তাঁর আজ্ঞা শুনি সেবা দিলেন দোঁহারে।
অঙ্গসেবা গোবিন্দেরে দিলেন ঈশ্বর ;
৭। জগন্নাথ দেখিতে সঙ্গে আগে কাশীশ্বর।
৮। অপরশ যান প্রভু মনুষ্য-গহনে ;
লোক ঠেলি পথ করে কাশী বলবানে।
রামাই নন্দাই—দুই প্রভুর কিঙ্কর ;
গোবিন্দের সঙ্গে সেবা করে নিরন্তর।
বাইশ ঘড়া জল দিনে ভরেন রামাই ;
গোবিন্দের আজ্ঞায় সেবা করেন নন্দাই।
৯। কৃষ্ণদাস-নাম শুদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণ ;
যাঁরে সঙ্গে লঞা কৈল দক্ষিণে গমন।
১০। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য প্রেমভক্তি-অধিকারী ;

১। পূর্ব্বোক্ত ভক্তগণ প্রায়ই নবদ্বীপ এবং নীলাচল এই দুই স্থানে মহাপ্রভুর সেবা করিয়াছেন। ২। পরমানন্দ পুরী—মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। স্বরূপ-দামোদর—পূর্ব্ব নাম দামোদর, সন্ন্যাসের পর নাম স্বরূপ, এই হেতু ইহাঁকে স্বরূপ-দামোদর বলে।

৩। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য—ইহাঁর নাম বাসুদেব ; নবদ্বীপের মহেশ্বর বিশারদের পুত্র ; ইনি পুরীর রাজা প্রতাপরুদ্রের সভাপণ্ডিত হইয়া সপরিবারে নীলাচলে বাস করেন। ইনি শঙ্কর-মতাবলম্বী ছিলেন, পরে চৈতন্যদেবের নিকট ভক্তি-ব্যাখ্যা শুনিয়া পরম-ভক্ত হইয়াছিলেন।

৪। রামানন্দ রায়—গোদাবরীর নিকটস্থ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ৫। শিখী মাহিতী এবং মুরারি মাহিতি—দুই ভ্রাতা, জগন্নাথের লিখনাধিকারী ছিলেন। ৬। সিদ্ধি-কালে—সিদ্ধিপ্রাপ্তি-কালে। ৭। আগে—অগ্রগামী। ৮। অপরশ...গহনে—মনুষ্যসঙ্কুল স্থানে অপরশ অর্থাৎ কাহাকেও স্পর্শ না করিয়া গমন করেন। ৯। কৃষ্ণদাস—ইনিই কালা কৃষ্ণদাস।

১০। বলভদ্র ভট্টাচার্য্য—যে সময় মহাপ্রভু বনপথে মথুরা গমন করেন, তখন এই বলভদ্র ভট্টাচার্য্য সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। যে স্থানে

মথুরা-গমনে প্রভুর যিঁহ ব্রহ্মচারী।
বড় হরিদাস আর ছোট হরিদাস,
দুই কীর্ত্তনীয়া রহে মহাপ্রভুর পাশ।
রামভদ্রাচার্য্য আর ওড্র সিংহেশ্বর,
তপন-আচার্য্য আর রঘু নীলাম্বর।
সিংহা ভট্ট, কামা ভট্ট, দস্তুর শিবানন্দ,
গৌড়ে পূর্ব্বে ভৃত্য প্রভুর প্রিয় কমলানন্দ।
অচ্যুতানন্দ অদ্বৈতআচার্য্যতনয়,
নীলাচলে রহে প্রভুর চরণ-আশ্রয়।
নির্লোম শ্রীগঙ্গাদাস আর বিষ্ণুদাস,
এ সবার প্রভু-সঙ্গে নীলাচলে বাস।
বারাণসী মধ্যে প্রভুর ভক্ত তিন জন,
চন্দ্রশেখর বৈদ্য, আর মিশ্র তপন।
রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য—মিশ্রের নন্দন।
প্রভু যবে কাশী আইলা দেখি বৃন্দাবন।
চন্দ্রশেখর-গৃহে কৈল দুই মাস বাস,
তপন মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা দুই মাস।
রঘুনাথ বাল্যে কৈল প্রভুর সেবন,
উচ্ছিষ্টমার্জ্জন আর পাদসংবাহন।
বড় হৈলে নীলাচলে গেলা প্রভু স্থানে,
অষ্টমাস রহিল, ভিক্ষা দিলেন কোন দিনে।
১। তাঁর আজ্ঞা পাঞা বৃন্দাবনেরে আইলা,
আসিয়া শ্রীরূপ-গোসাঞি-নিকটে রহিলা।
তাঁর স্থানে রূপ-গোসাঞি শুনেন ভাগবত,
প্রভুর কৃপায় তিঁহ কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত।
এই মত সংখ্যাতীত চৈতন্যভক্তগণ,
দিঙ্মাত্র লিখি—সম্যক্ না যায় কথন।
একৈক শাখাতে লাগে কোটি কোটি ডাল,
তাঁর শিষ্য উপডাল, তার উপডাল।
সকল ভরিয়া আছে প্রেম-ফল-ফুলে,
ভাসাইল ত্রিজগৎ কৃষ্ণপ্রেমজলে।
একৈক শাখার শক্তি অনন্ত মহিমা,
সহস্রবদন যার দিতে নারে সীমা।
সঙ্ক্ষেপে কহিল মহাপ্রভুর ভক্তগণ,
সমগ্র বলিতে নারে সহস্রবদন।
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ,
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

ভোজ্যান্ন ব্রাহ্মণ না পাইতেন, সেস্থানে স্বয়ং ভিক্ষা করিয়া মহাপ্রভুকে ভিক্ষা দিতেন। শাখা বলিতে মন্ত্রশিষ্য নয়, যাঁহারা মহাপ্রভুর শ্রীমুখে ভক্তিতত্ত্ব অবগত হইয়া প্রেমভক্তি প্রচার করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে শাখা বলে। মহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রেমকল্পতরু নিত্যানন্দাদ্বৈত তাঁহার স্কন্ধ। গুঁড়ির রস যেমন স্কন্ধ-শাখাদিতে সঞ্চারিত হইয়া ফলরূপে পরিণত হয়, সেইরূপ মহাপ্রভুর ভক্তিসিদ্ধান্ত-রস সমস্ত গণে সঞ্চারিত হইয়া প্রেমরূপে পরিণত হয়। তদনুসারে তাঁহারা সকলকেই প্রেম দান করেন। এই হেতু যজ্ঞডুম্বুরের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন অর্থাৎ গুঁড়ি স্কন্ধ শাখা এবং উপশাখা—সকলেই প্রেমদানে সমর্থ। এইরূপ অদ্বৈত এবং নিত্যানন্দের শাখাগণও জানিবে। শাখার মধ্যে সকলেই শিষ্য নহেন, তবে তন্মধ্যে কেহ কেহ শিষ্যও আছেন।

১। তাঁর—প্রভুর।

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে মূলস্কন্ধশাখা-গণনং নাম

দশম পরিচ্ছেদঃ।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

নিত্যানন্দপদাম্ভোজ ভৃঙ্গান্ প্রেমমধূন্মদান্,
নত্বাখিলান্ তেষু মুখ্যা লিখ্যন্তে কতিচিন্ময়া ॥১॥

জয়-জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য !
জয়াদ্বৈতচন্দ্র ! জয় নিত্যানন্দ ধন্য !

তস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সৎপ্রেমামরশাখিনঃ,
ঊর্দ্ধস্কন্ধাবধূতেন্দোঃ শাখারূপান্ গণান্নুমঃ ॥ ২॥

শ্রীনিত্যানন্দবৃক্ষের স্কন্ধ গুরুতর,
যাহাতে জন্মিল শাখা-প্রশাখা বিস্তর।
১। মালাকারের ইচ্ছাজলে বাঢ়ে শাখাগণ,
প্রেম-ফল-ফুলে ভরি ছাইল ভুবন।
অসংখ্য অনন্ত গণ—কে করু গণন ?
আপনা শোধিতে কহি মুখ্য-মুখ্য জন।
২। শ্রীবীরভদ্র গোসাঞি স্কন্ধসম শাখা,
তাঁর উপশাখা যত—অসংখ্য তার লেখা।
ঈশ্বর হইয়া কহায় 'মহাভাগবত',
বেদধর্ম্মাতীত হঞা বেদধর্ম্মে রত।
অন্তরে ঈশ্বর-চেষ্টা, বাহিরে নির্দ্দম্ভ,
চৈতন্য-ভক্তিমণ্ডপে তিঁহ মূলস্তম্ভ।
অদ্যাপি যাঁহার কৃপাপ্রভাব হইতে ;
চৈতন্য-নিত্যানন্দ গায় সকল জগতে।
সেই বীরভদ্র গোসাঞির লইনু শরণ ;
যাঁহার প্রসাদে হয় অভীষ্ট পূরণ।
শ্রীরামদাস আর গদাধরদাস ;
চৈতন্যগোসাঞির ভক্ত, রহে তাঁর পাশ।
নিত্যানন্দে আজ্ঞা যবে হৈল গৌড়ে যাইতে ;
মহাপ্রভু এই দুইজনে দিল সাথে।
৩। অতএব দুই-গণে দোঁহার গণন ;
৪। মাধব-বাসুদেব-ঘোষের এই বিবরণ।
রামদাস মুখ্যশাখা সখ্য-প্রেমরাশি ;
ষোল সাঙ্গের কাষ্ঠ যে তুলিয়া কৈল বাঁশী।
৫। গদাধরদাস গোপীভাবে পূর্ণানন্দ ;
যাঁর ঘরে দান-কেলি কৈল নিত্যানন্দ।
শ্রীমাধব ঘোষ মুখ্য কীর্ত্তনীয়াগণে ;
নিত্যানন্দপ্রভু নৃত্য করে যাঁর গানে।

নিত্যানন্দেতি। নিত্যানন্দস্য পাদাবেব অম্ভোজে তয়োর্ভৃঙ্গান্ ভ্রমররূপান্ শাখারূপভক্তানিত্যর্থঃ, ভ্রমররূপকেন তৎপাদপদ্মং ত্যক্তুমসমর্থানিতি ভাবঃ। অখিলান্ তান্ নত্বা তেষু মধ্যে মুখ্যাঃ কতিচিৎ শাখা ভক্তা ময়া লিখ্যন্তে। কিম্ভূতান্—প্রেমৈব মধু তেন তদাস্বাদেনেত্যর্থঃ, উন্মদান্ উন্মত্তীকৃতান্ তান্ ॥ ১ ॥

তস্যেতি। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এব সতো নিত্যস্য প্রেমরূপফলস্য অমরশাখী কল্পবৃক্ষস্তস্য প্রসিদ্ধস্য তস্য ঊর্দ্ধস্কন্ধরূপস্য অবধূতেন্দোর্নিত্যানন্দচন্দ্রস্য শাখারূপান্ গণান্ নুমঃ স্তুমঃ বয়মিতি শেষঃ ॥ ২ ॥

প্রেম-মধুপানে উন্মত্তীকৃত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর পাদপদ্মের ভৃঙ্গস্বরূপ সমুদায় শাখাভক্তগণকে প্রণাম করিয়া তন্মধ্যে কতিপয় ভক্তের নাম আমি লিখিতেছি ॥ ১ ॥

প্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপ প্রেমকল্পতরুর প্রধানস্কন্ধ শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রের শাখারূপ-গণকে আমরা স্তুতি করি ॥ ২ ॥

১। ইচ্ছাজলে—ইচ্ছারূপ জলে। ২। শ্রীবীরভদ্র গোসাঞি—ইনি নিত্যানন্দপ্রভুর পুত্র। স্কন্ধসম শাখা—নিত্যানন্দ সদৃশ।

৩। দুইগণে—মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দপ্রভুর গণে। দোঁহার—রামদাসও গদাধরদাসের।

৪। এই বিবরণ—মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ প্রভুর গণে গণন।

৫। গদাধর দাস—এঁড়েদহ ইঁহার শ্রীপাট। ইঁহার বৃত্তান্ত মহাপ্রভুর শাখা গণনে বলা হইয়াছে। দানকেলি—দানলীলার অভিনয়।

১। বাসুদেব গীতে করে প্রভুর বর্ণনে,
কাষ্ঠ-পাষাণ দ্রবে যাহার শ্রবণে।
২। মুরারি-চৈতন্যদাসের অলৌকিকলীলা,
ব্যাঘ্রগালে চড় মারে, সর্পসঙ্গে খেলা।
নিত্যানন্দের গণ যত—সব ব্রজসখা,
শিঙ্গা-বেত্র-গোপবেশ—শিরে শিখিপাখা।
রঘুনাথবৈদ্য উপাধ্যায় মহাশয়,
যাঁহার দর্শনে কৃষ্ণে প্রেমভক্তি হয়।
৩। সুন্দরানন্দ—নিত্যানন্দের শাখা-ভৃত্য মর্ম্ম,
৪। যাঁর সনে নিত্যানন্দ করেন ব্রজনর্ম্ম।
৫। কমলাকর-পিপ্পলাই অলৌকিকচরিত,
অলৌকিকপ্রেম তাঁর ভুবনে বিদিত।
৬। সূর্য্যদাস সরখেল, তাঁর ভাই কৃষ্ণদাস,
নিত্যানন্দে দৃঢ়বিশ্বাস—প্রেমের নিবাস।
৭। গৌরীদাস পণ্ডিত যাঁর প্রেমোদ্দণ্ড ভক্তি,
৮। কৃষ্ণপ্রেমা দিতে নিতে ধরে যিঁহ শক্তি।
নিত্যানন্দে সমর্পিল জাতিকুলপাঁতি,
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ করি প্রাণপতি।
নিত্যানন্দের প্রিয় পণ্ডিত পুরন্দর,
৯। প্রেমার্ণব মধ্যে ফিরে যৈছে মকর।
পরমেশ্বরদাস নিত্যানন্দৈকশরণ,
কৃষ্ণভক্তি পায়—তাঁরে যে করে স্মরণ।
১০। জগদীশপণ্ডিত সর্ব্বজগৎপাবন,
কৃষ্ণপ্রেমামৃত বর্ষে যেন বর্ষা-ঘন।
নিত্যানন্দ-প্রিয়ভৃত্য পণ্ডিত ধনঞ্জয়,
অন্তরে বিরক্ত সদা কৃষ্ণপ্রেমময়।
মহেশপণ্ডিত ব্রজের উদার গোপাল,
ঢক্কাবাদ্যে নৃত্য করে—প্রেমে মাতোয়াল।
নবদ্বীপে পুরুষোত্তমপণ্ডিত-মহাশয়,
নিত্যানন্দনামে যাঁর মহোন্মাদ হয়।
বলরামদাস কৃষ্ণপ্রেমরসাস্বাদী,
নিত্যানন্দ-নামে হয় পরম উন্মাদী।
মহাভাগবত যদুনাথ কবিচন্দ্র,
যাঁহার হৃদয়ে নৃত্য করেন নিত্যানন্দ।
রাঢ়ে জন্ম যাঁর কৃষ্ণদাস দ্বিজবর,
শ্রীনিত্যানন্দের তিঁহ পরম কিঙ্কর।
কালা-কৃষ্ণদাস বড় বৈষ্ণবপ্রধান,
নিত্যানন্দচন্দ্র বিনা নাহি জানে আন্।
সদাশিব-কবিরাজ বড় মহাশয়,
শ্রীপুরুষোত্তমদাস তাঁহার তনয়।
আজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে,
নিরন্তর বাল্যলীলা করে কৃষ্ণসনে।
তাঁর পুত্র মহাশয় শ্রীকানু-ঠাকুর,
যাঁর দেহে রহে কৃষ্ণপ্রেমামৃত-পূর।
১১। মহাভাগবত-শ্রেষ্ঠ দত্ত উদ্ধারণ,
সর্ব্বভাবে সেবে নিতানন্দের চরণ।

১। বাসুদেব—বাসুদেব ঘোষ। গীতে—গানে। প্রভুর—মহাপ্রভুর। ২। মুরারিচৈতন্যদাস—ইঁহার নিবাস খড়দহ। ৩। সুন্দরানন্দ—ইঁহার শ্রীপাট মহেশপুর। মর্ম্ম—অত্যন্ত অন্তরঙ্গ। ৪। ব্রজনর্ম্ম—ব্রজভাবে পরিহাস। ৫। কমলাকর পিপ্পলাই—ইঁহার নিবাস মাহেশ। ইনি তত্রত্য জগন্নাথের সেবক ছিলেন। হরিনামাদি-শ্রবণে সকলের প্রেমভরে অশ্রু নিপতিত হয়, কমলাকরের হয় না,—তাহাতে তিনি বড়ই দুঃখিত হন। একদা শ্রবণ-সময়ে নয়নে পিপ্পলীচূর্ণ প্রদান করতঃ অশ্রু নিঃসারণ করায়, মহাপ্রভু ইঁহার নাম পিপ্পলাই রাখিয়াছিলেন; সেই হইতে ইঁহাকে 'কমলাকর পিপ্পলাই' বলে। ৬। সূর্য্যদাস সরখেল—ইঁহার নিবাস শ্রীপাট অম্বিকা। বসুধা ও জাহ্নবী নাম্নী ইঁহার দুই কন্যাকে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বিবাহ করেন। ৭। গৌরীদাস পণ্ডিত—ইঁহার শ্রীপাট অম্বিকা। ইনি শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর মন্ত্রশিষ্য এবং প্রিয়নর্ম্মসখা সুবলের অবতার। কিরূপে মহাপ্রভুর প্রীতি সম্পাদন করিতে হয়, তাহা ইনিই জানিতেন। অদ্যাপিও প্রেমবশ্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব প্রেমে বশীভূত হইয়া শ্রীগৌরীদাস-পণ্ডিতের গৃহে বিরাজমান আছেন। শ্রীমহাপ্রভুর উপাসনা-তত্ত্ব ইনিই জানিতেন। কৃষ্ণ এবং চৈতন্য যে একই তত্ত্ব, তাহা অনুভব করিয়াই ইনি উপাসনা করিতেন। অদ্যাপিও এখানে দশাক্ষরী বিদ্যা এবং 'কুন্দেন্দীবরকান্তিমিন্দুবদনং' ইত্যাদি ধ্যানে মহাপ্রভুর পূজা হইয়া থাকে।

৮। দিতে—দান করিতে। নিতে—লাভ করিতে।

৯। যৈছে—যেমন। ১০। জগদীশ পণ্ডিত—ইঁহার পাটবাটী চাকুন্দের নিকটবর্ত্তী যশড়া গ্রাম। বর্ষাঘন—বর্ষাকালীন মেঘ। ১১। দত্ত

আচার্য্য বৈষ্ণবানন্দ ভক্তি-অধিকারী,
পূর্ব্বে নাম ছিল যাঁর 'রঘুনাথ পুরী'।
বিষ্ণুদাস, নন্দন, গঙ্গাদাস—তিন ভাই,
১। পূর্ব্বে যাঁর ঘরে ছিলা নিত্যানন্দ গোসাঁই।
নিত্যানন্দভৃত্য পরমানন্দ-উপাধ্যায়,
শ্রীজীবপণ্ডিত নিত্যানন্দগুণ গায়।
পরমানন্দগুপ্ত কৃষ্ণভক্ত মহামতি,
পূর্ব্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের বসতি।
নারায়ণ, কৃষ্ণদাস, আর মনোহর,
দেবানন্দ,—চারিভাই নিতাইকিঙ্কর।
বিহারী কৃষ্ণদাস—নিত্যানন্দপ্রভুপ্রাণ,
নিত্যানন্দ বিনা তারা নাহি জানে আন্।
নকড়ি, মুকুন্দ, সূর্য্য, মাধব, শ্রীধর,
রামানন্দ বসু, জগন্নাথ, মহীধর।
শ্রীমন্ত, গোকুলদাস, হরিহরানন্দ,
শিবাই, নন্দাই, অবধূত পরমানন্দ।
বসন্ত, নবীন হোড়, গোপাল, সনাতন,
বিষ্ণাই হাজরা, কৃষ্ণানন্দ, সুলোচন।
কংসারিসেন, রামসেন, রামচন্দ্র কবিরাজ,
২। গোবিন্দ, শ্রীরঙ্গ, কুমুদ—তিন কবিরাজ।*

পীতাম্বর, মাধবাচার্য্য, দাসদামোদর,
শঙ্কর, মুকুন্দ, জ্ঞানদাস, মনোহর।
নর্ত্তকগোপাল, রামভদ্র গৌরাঙ্গদাস,
নৃসিংহ, চৈতন্যদাস, মীনকেতন রামদাস।
বৃন্দাবনদাস—নারায়ণীর নন্দন,
'চৈতন্যমঙ্গল' যিঁহ করিলা রচন।
ভাগবতে কৃষ্ণলীলা বর্ণিলা বেদব্যাস,
চৈতন্যলীলাতে ব্যাস—বৃন্দাবনদাস।
সর্ব্বশাখাশ্রেষ্ঠ শ্রীবীরভদ্র গোসাঞি,
তাঁর উপশাখা যত—তার অন্ত নাই।
অনন্ত নিত্যানন্দ-গণ—কে করু গণন?
† আপনা পবিত্র হেতু লিখি কত জন।
৩। এই সবশাখা পূর্ণ পাকা প্রেমফলে,
যারে দেখে, তারে দিয়া ভাসাইল সকলে।
৪। অনর্গল প্রেম সবার, চেষ্টা অনর্গল,
প্রেম দিতে কৃষ্ণ দিতে ধরে সবে বল।
সঙ্ক্ষেপে কহিল এই নিত্যানন্দ-গণ,
৫। যাঁহার অবধি না পায় সহস্রবদন।
শ্রীরূপ-রঘুনাথ পদে যার আশ,
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

উদ্ধারণ—উদ্ধারণ দত্ত। কেহ কেহ বলেন—উদ্ধারণ দত্ত সুবর্ণবণিক্, তাঁহার নিবাস-স্থান হুগলীর নিকটবর্ত্তী সপ্তগ্রাম। কেহ কেহ বলেন—উদ্ধারণ দত্ত গন্ধবণিক্, তাঁহার নিবাসস্থান কাটোয়ার উত্তর গঙ্গাতীরে তাঁহারই নামে বিখ্যাত উদ্ধারণপুর গ্রাম। শ্রীচৈতন্যভাগবত কেবল বণিক্ বলিয়াই ইঁহার পরিচয় দিয়াছেন।

১। যাঁর ঘরে ছিল—মহাপ্রভুর শাখা-গণনায় একথা বলা হইয়াছে। ২। তিন কবিরাজ—গোবিন্দ কবিরাজ, শ্রীরঙ্গ কবিরাজ এবং কুমুদ কবিরাজ।

* পাঠান্তরে—"গোবিন্দ, শ্রীরঙ্গ, মুকুন্দ—তিন কবিরাজ"। † পাঠান্তরে—"আত্মপবিত্রতাহেতু লিখিল কথো জন"।

৩। এই…প্রেমফলে—সম্পূর্ণ পক্ব অর্থাৎ পরম স্বাদু প্রেমফলে এই সব শাখা পরিপূর্ণ। ৪। অনর্গল—প্রতিবন্ধ রহিত। ৫। অবধি—সীমা।

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে নিত্যানন্দস্কন্ধশাখা-বর্ণনং নাম

দশম পরিচ্ছেদঃ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

অদ্বৈতাঙ্ঘ্র্যব্জভৃঙ্গাংস্তান্,
সারাসারভৃতোঽখিলান্।
হিত্বা সারান্ সারভৃতো-
নৌমি চৈতন্যজীবনান্॥ ১॥

জয়-জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য!
জয়-জয় নিত্যানন্দ! জয়াদ্বৈত ধন্য!
শ্রীচৈতন্যামরতরোর্দ্বিতীয়স্কন্ধরূপিণঃ।
শ্রীমদদ্বৈতচন্দ্রস্য শাখারূপান্ গণান্ নুমঃ॥ ২॥

বৃক্ষের দ্বিতীয় স্কন্ধ আচার্য্যগোসাঞি,
তাঁর যত শাখা হইল, তার অন্ত নাই।
চৈতন্য মালীর কৃপা-জলের সেচনে,
সেই জলে পুষ্ট স্কন্ধ বাঢ়ে দিনে দিনে।
১। সেই স্কন্ধে যত প্রেমফল উপজিল,
২। সেই কৃষ্ণপ্রেমফলে জগৎ ভরিল।
সেই জল স্কন্ধে করে শাখার সঞ্চার,
ফল-ফুলে বাঢ়ি শাখা হইল বিস্তার।
প্রথমে ত একমত আচার্য্যের গণ,
৩। পাছে দুইমত হৈল দৈবের কারণ।
৪। কেহ ত আচার্য্য-মতে, কেহ ত স্বতন্ত্র,
৫। স্বমতকল্পনা করে দৈবপরতন্ত্র।
আচার্য্যের মত যেই—সেই মত 'সার',
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘি চলে—সেই ত 'অসার'।
অসারের নামে ইঁহা নাহি প্রয়োজন,
৬। ভেদ জানিবারে করি একত্রে গণন।
৭। ধান্যরাশি মাপি যৈছে পাতনা সহিতে,
উড়াই পাতনা পাছে সংস্কার করিতে।
অচ্যুতানন্দ বড় শাখা আচার্য্য-নন্দন,
আজন্ম সেবিলা যিঁহ চৈতন্যচরণ।
"চৈতন্যপ্রভুর গুরু কেশব ভারতী"—
এই পিতৃবাক্য শুনি দুঃখ পাইলা অতি।
৮। "জগদ্গুরুতে কর ঐছে উপদেশ,
তোমার এই উপদেশে নষ্ট হৈল দেশ।
চৌদ্দভুবনের গুরু—চৈতন্য গোসাঞি;
তাঁর গুরু অন্য—ইহা কোন শাস্ত্রে নাই।"
পঞ্চবর্ষের শিশু কহে সিদ্ধান্তের সার;
শুনিয়া পাইলা আচার্য্য সন্তোষ অপার।

অদ্বৈতাঙ্ঘ্র্যব্জেত্যাদি। অখিলান্ অদ্বৈতস্য অঙ্ঘ্রী এব অব্জে তয়োর্ভৃঙ্গান্ মধুকররূপান্ ভক্তান্, কিম্ভূতান্—সারাসারভৃতঃ, সারঃ অদ্বৈতাচরিতং অসারং তদনাচরিতং তৌ বিভ্রতীতি তান্ নৌমি স্তৌমি (ণু স্তুতাবিতি) অহমিত্যাক্ষেপলব্ধং প্রথমমিতি শেষঃ। পশ্চাদসারান্ হিত্বা সারভৃতো নৌমি; কিম্ভূতান্—চৈতন্যজীবনানিতি॥ ১॥

শ্রীচৈতন্য ইতি। শ্রীচৈতন্য এব অমরতরুঃ কল্পবৃক্ষস্তস্য দ্বিতীয়স্কন্ধরূপিণঃ শ্রীমদদ্বৈতচন্দ্রস্য শাখারূপান্ গণান্ নুমঃ নমোবয়মিতি শেষঃ॥ ২॥

প্রথমতঃ সারাসারগ্রাহী অদ্বৈতপাদাব্জে ভৃঙ্গরূপ অখিল ভক্তকে এবং পশ্চাৎ অসারকে পরিত্যাগ করিয়া সারগ্রাহী শ্রীচৈতন্যপ্রাণ ভক্তগণকে স্তুতি করি॥ ১॥

শ্রীচৈতন্যরূপ কল্পতরুর দ্বিতীয়-স্কন্ধ অদ্বৈতাচার্য্যের শাখারূপ গণদিগকে আমরা স্তুতি করি॥ ২॥

অদ্বৈতপ্রভু যে প্রণালীতে মহাপ্রভুর অর্চ্চনাদি করিয়াছেন, যেরূপে চৈতন্যতত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন এবং যে মন্ত্রে তাঁহার পূজা করিয়াছেন, তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া যাঁহারা মহাপ্রভুর অর্চ্চনাদি করেন, তাঁহারাই সারভৃৎ—তদ্ভিন্ন সকলেই অসার। এ নিয়ম কেবল স্বগণের প্রতি নয়, যেই কেন হউক না, শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যের মতের বিরুদ্ধ আচরণ করিলেই অসার-মধ্যে গণ্য হইবে,—ইহাই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য। ১।

১। উপজিল—উৎপন্ন হইল। ২। সেই—ঐরূপ উৎপন্ন। ৩। দৈবের কারণ—দুর্ভাগ্যবশতঃ।

৪। আচার্য্য-মতে—আচার্য্য আচরিত মার্গে অর্থাৎ আচার্য্য-মতানুসারে প্রবর্ত্তমান হইয়া চৈতন্যের ভক্তি করেন। স্বতন্ত্র—স্বাধীন অর্থাৎ আচার্য্যমতের অনুবর্ত্তন করেন না। ৫। দৈবপরতন্ত্র—দুষ্ট প্রারব্ধের অধীনতাবশতঃ। ৬। ভেদ—সারবস্তু হইতে অসারের ভেদ অর্থাৎ পার্থক্য। জানিবারে—জানাইবার জন্য। ৭। পাতনা—ধান্যের অসার ভাগ, (চিটে বা আগড়া)। ৮। জগদ্গুরুতে—শাস্ত্রে নাই—অচ্যুতানন্দের উক্তি।

কৃষ্ণমিশ্র নাম আর আচার্য্য-তনয়,
চৈতন্য গোসাঞি বৈসে যাঁহার হৃদয়।
শ্রীগোপাল-নামে আর আচার্য্যের সুত,
তাঁহার চরিত্র শুন অত্যন্ত অদ্ভুত।
১। গুণ্ডিচা মন্দিরে মহাপ্রভুর সম্মুখে,
সঙ্কীর্ত্তনে নৃত্য করে বড় প্রেমসুখে।
নানা ভাবোদ্গাম দেহে—অদ্ভুত নর্ত্তন,
দুই গোসাঞি 'হরি'বোলে আনন্দিত-মন।
নাচিতে নাচিতে গোপাল হইলা মূর্চ্ছিত,
২। ভূমিতে পড়িলা, দেহে নাহিক সম্বিত।
৩। দুঃখিত হইলা আচার্য্য, পুত্র কোলে লঞা,
রক্ষা করেন শ্রীনৃসিংহের মন্ত্র পড়িঞা।
* পড়েন আচার্য্য মন্ত্র, না হয় চেতন,
আচার্য্যের দুঃখে সবে করেন ক্রন্দন।
৪। তবে মহাপ্রভু তাঁরি হৃদে হস্ত ধরি,
'উঠহ গোপাল' বলি বলে 'হরি-হরি'।
৫। উঠিল গোপাল প্রভুর স্পর্শ-ধ্বনি শুনি,
আনন্দিত হঞা সবে করে হরিধ্বনি।
আচার্য্যের আর পুত্র শ্রীবলরাম,
৬। আর পুত্র রূপ শাখা জগদীশ নাম।†
কমলাকান্তবিশ্বাস-নাম আচার্য্যকিঙ্কর,
আচার্য্যের ব্যবহার সব তাঁহার গোচর।
নীলাচলে তিঁহ এক পত্রিকা লিখিয়া,
প্রতাপরুদ্রের স্থানে দিলা পাঠাইয়া।
সেই পত্রীর কথা আচার্য্য নাহি জানে,
৭। কোন পাকে সে পত্রী আইলা প্রভুস্থানে।
সে পত্রীতে লেখা আছে এই ত লিখন—
"ঈশ্বরত্বে আচার্য্যেরে করেছে স্থাপন।
কিন্তু তাঁর দৈবে কিছু হইয়াছে ঋণ,
ঋণ শোধিবারে চাহি মুদ্রা শত তিন।"
পত্র পড়িয়া প্রভুর মনে হইল দুঃখ,
বাহিরে হাসিয়া কিছু বলে চন্দ্রমুখ—
"আচার্য্যেরে স্থাপিয়াছে করিয়া ঈশ্বর,
৮। ইথে দোষ নাহি, আচার্য্য দৈবত ঈশ্বর।
৯। ঈশ্বরের দৈন্য করি করিয়াছে ভিক্ষা,
অতএব দণ্ড করি করাইব শিক্ষা।"
১০। গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিলা—"ইহাঁ আজি হৈতে
১১। বাউল্যা বিশ্বাসেরে না দিবা আসিতে।"
দণ্ড শুনি বিশ্বাস হৈল পরমদুঃখিত,
শুনিয়া প্রভুর দণ্ড আচার্য্য হর্ষিত।
বিশ্বাসেরে কহে—"তুমি বড় ভাগ্যবান্,
তোমারে করিল দণ্ড প্রভু ভগবান্।
পূর্ব্বে মহাপ্রভু মোরে করেন সম্মান,
১২। দুঃখ পাই মনে আমি, কৈল অনুমান—
১৩। 'মুক্তি' শ্রেষ্ঠ করি কৈল বাশিষ্ঠ ব্যাখ্যান,
ক্রুদ্ধ হইয়া প্রভু মোরে কৈল অপমান।

১। গুণ্ডিচা-মন্দির—আষাঢ়ীয় দ্বিতীয়া-দিবসে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাদেবী রথারোহণ পূর্ব্বক অশ্বমেধ-বেদি অর্থাৎ জন্মস্থান দেখিতে গমন করেন। রথের পর সপ্তাহকাল যে মন্দিরে জগন্নাথদেব বাস করেন, তাহার নাম গুণ্ডিচা-মন্দির। এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের দ্বিতীয়া মহিষী গুণ্ডিচাদেবী কর্ত্তৃক ইহা স্থাপিত। এই মন্দিরে জগন্নাথ দর্শন করিলে মুক্তিকাম ব্যক্তিরা সাযুজ্য-মুক্তি লাভ করেন। ইহাকে চলিত কথায় লোক গুণ্ডাবাড়ী বলে। ইহা শ্রীমন্দির হইতে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূরে অবস্থিত। ২। সম্বিৎ—চেতনা। ৩। পুত্র কোলে লঞা—পুত্র গোপালদাসকে কোলে লইয়া শ্রীনৃসিংহের মন্ত্রপাঠ করতঃ রক্ষা করিতে লাগিলেন। * পাঠান্তর—নানামন্ত্র পড়েন আচার্য্য, না হয় চেতন। দুঃখী হইয়া আচার্য্য করেন ক্রন্দন। ৪। ধরি—ধারণ করতঃ। ৫। স্পর্শ—পাণিস্পর্শ; ধ্বনি—হরিধ্বনি; শুনি—শ্রবণ করিয়া।

৬। আর পুত্র…নাম—রূপ এবং জগদীশ, আচার্য্যের এই দুই পুত্র, শাখা (শাখারূপ)। আচার্য্যের শাখা-গণনায় অন্ত শাখার উল্লেখ করা সঙ্গতি-বিরুদ্ধ। † পাঠান্তর—আর পুত্রস্বরূপ শাখা জগদীশ নাম। ৭। কোন পাকে—কোন প্রকারে, ঘটনাচক্রে। ৮। দৈবত-ঈশ্বর—দেবতারও ঈশ্বর। ৯। দৈন্য করি—দীনভাব আরোপ করিয়া। ১০। ইহাঁ—এই স্থানে। ১১। বাউল্যা—উন্মত্ত, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজ্ঞানশূন্য।

১২। দুঃখ পাই—মহাপ্রভুকৃত সম্মানে আমি মনে দুঃখ পাই। কৈল অনুমান—যুক্তি করিলাম।

১৩। মুক্তি শ্রেষ্ঠ করি…অপমান—মহাপ্রভু আচার্য্যকে গুরু-জ্ঞানে মান্য করিতেন, কিন্তু তাঁহার তাহা মিষ্ট লাগিত না। একদা তিনি নিজ অভিলাষ চরিতার্থ করিবার কারণ শান্তিপুরে আসিয়া শিষ্যগণকে বাশিষ্ঠ-যোগ শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এমন সময় মহাপ্রভুও নিত্যানন্দপ্রভুকে সমভিব্যাহারে লইয়া আচার্য্যভবনে উপনীত হইলেন। মহাপ্রভু আচার্য্যকে তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আচার্য্য! বলুন দেখি—জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে

দণ্ড পাঞা হৈল মোর পরম আনন্দ,
১। যে দণ্ড পাইল ভাগ্যবান্ সে মুকুন্দ।
২। যে দণ্ড পাইলেন শ্রীশচী ভাগ্যবতী ;
৩। সে দণ্ড-প্রসাদ আর-লোকে পাবে কতি ?"
এত কহি আচার্য্য তারে করিয়া আশ্বাস ;
আনন্দিত হঞা আইলা মহাপ্রভুর পাশ।
প্রভুরে কহেন—"তোমার না বুঝি এ লীলা ;
৪। আমা হইতে প্রসাদপাত্র করিলে কমলা !
আমারেহ কভু যেই না হয় প্রসাদ ;
তোমার চরণে আমি কি কৈল অপরাধ !!"
এত শুনি মহাপ্রভু হাসিতে লাগিলা ;
বোলাইলা কমলাকান্তে—প্রসন্ন হইলা।
৫। আচার্য্য কহে "ইহাকে কেন দিলে দরশন ?
৬। দুই প্রকারে এই মোরে করে বিড়ম্বন।"
শুনিয়া প্রভুর মন প্রসন্ন হইল ;
৭। দোঁহার অন্তর কথা দোঁহে সে বুঝিল।
৮। প্রভু কহে—"বাউলিয়া, ঐছে কাঁহে কর ?
আচার্য্যের লজ্জা-ধর্ম্ম-হানি সে আচর !
প্রতিগ্রহ না করিয়ে কভু রাজধন ;
বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন।
মন দুষ্ট হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ ;
কৃষ্ণ-স্মৃতি বিনা হয় নিষ্ফল জীবন।
লোক-লজ্জা হয়, ধর্ম্ম-কীর্ত্তি হয় হানি
ঐছে কর্ম্ম না করিহ কভু ইহা জানি।"
৯। এই সবাকারে শিক্ষা সবে মনে কৈল ;
আচার্য্য গোসাঞি মনে আনন্দ পাইল।
১০। আচার্য্যের অভিপ্রায় প্রভুমাত্র বুঝে ;
১১। প্রভুর গম্ভীরবাক্য আচার্য্য সমুঝে।
এই ত প্রস্তাবে আছে বহুত বিচার ;
গ্রন্থবাহুল্যের ভয়ে নারি লিখিবার।
১২। শ্রীযদুনন্দনাচার্য্য অদ্বৈতের শাখা ;
তাঁর শাখা-উপশাখাগণের নাহি লেখা।
১৩। বাসুদেবদত্তের তেঁহ কৃপার ভাজন ;
সর্ব্বভাবে আশ্রিয়াছে চৈতন্যচরণ।

শ্রেষ্ঠ কি ?' আচার্য্যও অবসর বুঝিয়া বলিলেন—'জ্ঞান'। মহাপ্রভু অমনি অধীর হইয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন। এই ব্যাপার স্বচক্ষে অবলোকন করিয়া শচী মাতা তখন তাঁহাকে শান্ত করেন এবং আচার্য্যেরও অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।

১। যে দণ্ড···মুকুন্দ—মুকুন্দ দত্ত কোন সময় জ্ঞানি সভায় জ্ঞানকে এবং কোন সময় ভক্ত-সভায় ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ব্যাখ্যা করায়, শ্রীবাস-গৃহে যে দিন মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশ হয়, সে দিন তিনি তাহার তথায় প্রবেশ নিষেধ করিয়াছিলেন। পরে অন্যান্য ভক্তগণ তাঁহার জন্য অনুরোধ করিলে মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন, কোটি জন্মের পর মুকুন্দ আমার দর্শন পাইবে। গৃহের বহির্ভাগে দৃঢ় বিশ্বাসী মুকুন্দ এই কথা শুনিবামাত্র "পাইব পাইব" বলিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন, কৃপাময় মহাপ্রভু তখন তাহার সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহাকে দর্শন ও আলিঙ্গন দিয়াছিলেন।

২। শচী ভাগ্যবতী—শচীদেবীর জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বরূপ সর্ব্বদা আচার্য্যসমীপে যাতায়াত করিতেন বলিয়া তিনি সন্ন্যাস করিলে, শচীমাতার মনে সংশয় হয়,—বুঝি আচার্য্যই উপদেশ দিয়া আমার পুত্রকে গৃহত্যাগী করিয়াছেন। পরে বিশ্বম্ভরও আচার্য্যের অনুগত হইলে, তিনি মনে করিয়াছিলেন—এ পুত্রটীও বুঝি আচার্য্যের পরামর্শে গৃহত্যাগ করে। এই নিমিত্ত শচীদেবী আচার্য্যের কাছে অপরাধিনী হইয়াছিলেন। মহাপ্রভু তাহা জানিতে পারিয়া প্রকারান্তরে তাঁহাকে অদ্বৈতের পদধূলি লওয়াইয়া অপরাধ ক্ষমা করাইয়াছিলেন। ৩। আর লোকে=অন্যলোকে। কতি—কোথায়। ৪। আমা হইতে··কমলা—গুরুতর অপরাধীকে উপেক্ষা না করিয়া দণ্ড দিলে, তাহার অপরাধ ক্ষমা করা হয় এবং তাহা একটী প্রসন্নতারই চিহ্ন। দণ্ডদ্বারা শিক্ষা হইলে আর তাদৃশকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। তাই তুমি কমলাকান্তকে দণ্ড দিয়া তাহার অপরাধ ক্ষমা করিলে ; কিন্তু আমাকে কখন এতাদৃশ দণ্ড দিলে না, কেবল উপেক্ষাই করিলে ; অতএব বুঝিলাম প্রভু—আমা হইতে কমলাকান্তই তোমার অধিক প্রসন্নতার পাত্র এবং আরও বুঝিলাম যে, তোমার নিকট আমার কোন বিশেষ অপরাধই আছে। এ সকলই আচার্য্যের দৈন্যোক্তি।

৫। ইহাকে···দরশন—যদি কমলাকান্তের প্রতি প্রসন্নই না হইবে, তবে ইহাকে ডাকাইয়া দর্শন দিলে কেন ?

৬। দুই প্রকারে—প্রথমতঃ অদ্বৈতপ্রভুর অজ্ঞাতে প্রতাপরুদ্রের নিকট ধনপ্রার্থনা, দ্বিতীয়তঃ তদ্দ্বারা মহাপ্রভুর মনে কষ্ট দেওয়া,—এই দুই প্রকারে। ৭। দোঁহার=মহাপ্রভু এবং অদ্বৈতপ্রভুর। ৮। বাউলিয়া=পাগলা, এটী প্রীতি-সম্বোধন। ঐছে=এতাদৃশ কার্য্য। কাঁহে=কেন। ঐরূপ কার্য্যে—অর্থাৎ রাজদ্বারে ধন যাচ্ঞায় আচার্য্যের লজ্জা, ধর্ম্ম এবং আচারের হানি হয়। ৯। এই···কৈল—উপরি উক্ত উপদেশগুলি কেবল কমলাকান্তের প্রতি নয়, সকলের প্রতিই প্রদত্ত হইল,—মহাপ্রভুর গণ ইহাই মনে ধারণা করিলেন। অতএব এই উপদেশগুলি যাহারা লঙ্ঘন করে, তাহারাও চৈতন্যবিমুখ বলিয়া বুঝিতে হয়। ১০। আচার্য্যের অভিপ্রায়—আচার্য্যের এই অভিপ্রায় যে, কমলাকান্তকে লক্ষ্য করিয়া সকলকে শিক্ষা প্রদান করুন। মহাপ্রভুও তদনুরূপ করিলেন। ১১। গম্ভীরবাক্য—কমলাকান্তকে শিক্ষা দিবার ছলে সকলকে শিক্ষা প্রদান করা।

১২। যদুনন্দনাচার্য্য—ইঁহার বাসস্থান সপ্তগ্রাম, ইনি শ্রীরঘুনাথ দাসের মন্ত্রগুরু। লেখা=সীমা। ১৩। তেঁহ=যদুনন্দনাচার্য্য।

১। ভাগবতাচার্য্য আর বিষ্ণুদাসাচার্য্য ;
চক্রপাণি-আচার্য্য অনন্ত-আচার্য্য।
২। নন্দনী আর কামদেব চৈতন্যদাস ;
দুর্ল্লভবিশ্বাস আর বনমালীদাস।
জগন্নাথ কর আর কর ভবনাথ ;
হৃদয়ানন্দ সেন আর দাস ভোলানাথ।
যাদবদাস, বিজয়দাস, দাস জনার্দ্দন,
অনন্তদাস, কানুপণ্ডিত দাস নারায়ণ।
শ্রীবৎস পণ্ডিত, ব্রহ্মচারী হরিদাস ;
পুরুষোত্তম ব্রহ্মচারী, আর কৃষ্ণদাস।
পুরুষোত্তম পণ্ডিত, আর রঘুনাথ ;
বনমালী কবিচন্দ্র, আর বৈদ্যনাথ।
লোকনাথ পণ্ডিত আর মুরারি পণ্ডিত ;
শ্রীহরিচরণ আর মাধব পণ্ডিত।
বিজয় পণ্ডিত আর পণ্ডিত শ্রীরাম ;
অসংখ্য অদ্বৈত-শাখা—কত লব নাম ?
৩। মালি-দত্ত জল অদ্বৈত-স্কন্ধ যোগায় ;
সেই জলে জীয়ে শাখা—ফুল-ফল হয়।
৪। ইহার মধ্যে মানি পাছে কোন শাখাগণ ;
না মানে চৈতন্য-মালী দুর্দ্দৈবকারণ।
৫। যে জন্মাইল, জীয়াইল,—তাঁরে না মানিল ;
কৃতঘ্ন হইল, তারে স্কন্ধ ক্রুদ্ধ হৈল।
৬। ক্রুদ্ধ হঞা স্কন্ধ তারে জল না সঞ্চারে ;
জলাভাবে সেই শাখা শুকাইয়া মরে।
চৈতন্যবিহীন দেহ শুষ্ককাষ্ঠসম ;
জীবিতেই মৃত সেই, মৈলে দণ্ডে যম।
৭। কেবল এ-গণ-প্রতি নহে এই দণ্ড ;
চৈতন্যবিমুখ যেই—সেই ত পাষণ্ড।
কি পণ্ডিত, কি তপস্বী, কিবা গৃহী-যতী ;
৮। চৈতন্যবিমুখ যেই, তার এই গতি।
যেই যেই লইল অচ্যুতানন্দের মত ;
সেই আচার্য্যের গণ মহাভাগবত।
৯। অচ্যুতের যেই মত—সেই মত সার ;
আর যত মত—সব হইল ছারখার।
সেই সেই আচার্য্যের কৃপার ভাজন ;
অনায়াসে পাইল সেই চৈতন্যচরণ।

১। বিষ্ণুদাসাচার্য্য—ইনি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ; ইঁহার বাসস্থান নদীয়া জেলার মাণিদিগ্রাম।

২। নন্দনী=ইঁহার গাদী পুরুষোত্তমে। নন্দনী ও জঙ্গলী—ইঁহারা শান্তিপুরে আগমন করিয়া শ্রীসীতামাতার নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, আচার্য্যা তাঁহাদিগকে বলিলেন যে,—তোমরা পুরুষ, স্ত্রীলোকের নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিলে, তোমাদিগের গুরুসেবা কিরূপে সম্পন্ন হইবে ? ইহা শ্রবণ করিয়া তাঁহারা বিষন্ন হইলেন। তাঁহাদিগের আগ্রহাতিশয় বুঝিয়া আচার্য্যা অন্তঃপুর গমনে অনুমতি করিলে, তাঁহারা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, আপনাদিগের সেই দেহ স্ত্রীদেহ হইয়াছে। গমনমাত্রেই শ্রীসীতা-মাতা তাঁহাদিগের ললাটে হরিমন্দির তিলক দিয়া তন্মধ্যে সিন্দুরবিন্দু এবং করে কঙ্কণাদি অর্পণ করতঃ মন্ত্রপ্রদান করিলেন। তখন তাঁহারা গুরুসেবা করতঃ ভজন করিতে লাগিলেন। অদ্যাপিও সেই গাদীর মোহান্ত ললাটে সিন্দুরবিন্দু, হস্তে বলয় এবং মস্তকে কেশপাশ ধারণ করেন এবং উপরিভাগে স্ত্রীর ন্যায় বস্ত্রাদি পরিধান করেন। জঙ্গলীর গাদী—জঙ্গলী-টোটা বলিয়া খ্যাত ও মালদহ জেলায় অবস্থিত। ৩। মালিদত্ত···ফলফুল হয়—বৃক্ষের মূলে যে রস থাকে, তাহা স্কন্ধ আকর্ষণ করতঃ শাখা-প্রশাখাতে সঞ্চারিত করে ; তাহাতেই পুষ্পফলাদি উৎপন্ন হয়। স্কন্ধ জল আকর্ষণ না করিলে, শাখা প্রশাখা শুষ্ক হইয়া যায় ; সুতরাং তাহাতে ফল পুষ্পাদির সম্ভাবনা থাকে না। সেইরূপ শ্রীমহাপ্রভু প্রদত্ত কৃপারূপ জল অদ্বৈতরূপ স্কন্ধ আকর্ষণ করিয়া শাখারূপ স্বগণে সঞ্চারিত করিয়াছেন ; সেই কৃপাফলে শাখারূপ স্বগণ জীয়ে (জীবন ধারণ করে) এবং ঐ শাখায় ফুল (ভক্তি) ও ফল (প্রেম) উৎপন্ন হয়।

৪। ইহার মধ্যে=এই সকল শাখার মধ্যে। মানি=মানিয়া। পাছে=পশ্চাৎ। অর্থাৎ এই সকল শাখার মধ্যে কোন কোন শাখাগণ অগ্রে মানিয়া, পশ্চাৎ চৈতন্য মালীকে মানিল না ; অর্থাৎ পরে তাহারা আচার্য্য-মতের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল। ইহার কারণ—তাহাদিগের দুর্দ্দৈব (দুর্ভাগ্য)। ৫। যে জন্মাইল···হৈল—যে চৈতন্য-মালী ঐ শাখাগণকে জন্ম দিয়াছেন এবং কৃপাবারি-দানে বাঁচাইলেন, তাহারা তাঁহাকে না মানিয়া কৃতঘ্ন হইল ; সেজন্য অদ্বৈতরূপ স্কন্ধ তাহাদিগের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন। ৬। জল না সঞ্চারে=আর কৃপাবারি প্রদান করিলেন না।

৭। এ গণ—আচার্য্যের এই গণ। চৈতন্যবিমুখ—যাহারা আচার্য্য-আচরিত মতের বিরুদ্ধ, তাহারাই চৈতন্যবিমুখ এবং তাহাদিগকে পাষণ্ড বলে।

৮। তার এই গতি=সেও পাষণ্ড হইবে। ৯। অচ্যুতের···ছারখার—পূর্ব্বে বলিয়াছেন, 'আচার্য্যের মত যেই—সেই মত সার। তাঁর আজ্ঞা

১। সেই আচার্য্যের গণে কোটি নমস্কার ;
অচ্যুতানন্দপ্রায় চৈতন্য জীবন যাহার।
এই ত কহিল আচার্য্যগোসাঞির গণ ;
২। তিন স্কন্ধ-শাখার কৈল সঙ্ক্ষেপ-গণন।
শাখার উপশাখা—তার নাহিক গণন ;
কিছুমাত্র কহি করি দিগ্-দরশন।
শ্রীগদাধর পণ্ডিত শাখাতে মহোত্তম ;
তাঁর উপশাখা কিছু করি যে গণন।
শাখাশ্রেষ্ঠ ধ্রুবানন্দ, শ্রীধর ব্রহ্মচারী ;
ভাগবতাচার্য্য, হরিদাস ব্রহ্মচারী।
অনন্ত আচার্য্য, কবি দত্ত, মিশ্র নয়ন ;
৩। গঙ্গা মন্ত্রী, মামু ঠাকুর, কণ্ঠাভরণ।
ভূগর্ভ গোসাঞি আর ভাগবতদাস ;
যেই দুই আসি কৈল বৃন্দাবনে বাস।
বাণীনাথ ব্রহ্মচারী বড় মহাশয় ;
বল্লভ চৈতন্যদাস কৃষ্ণপ্রেমময়।
শ্রীনাথচক্রবর্ত্তী আর উদ্ধবদাস ;
জিতা মিশ্র, কাঠ-কাটা জগন্নাথদাস।
* শ্রীহরি আচার্য্য, দাসপুরিয়া গোপাল ;
কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, পুষ্প গোপাল।
শ্রীহর্ষ, রঘু মিশ্র, পণ্ডিত লক্ষ্মীনাথ ;
রঙ্গবাটী চৈতন্যদাস, শ্রীরঘুনাথ।
† অমোঘ পণ্ডিত আর চৈতন্যবল্লভ ;
যদু গাঙ্গুলী আর মঙ্গল বৈষ্ণব।
৪। এই ত সঙ্ক্ষেপে কহিল পণ্ডিতের গণ ;
ঐছে আর শাখা উপশাখার গণন।
৫। পণ্ডিতের গণ সব ভাগবতধন্য ;
প্রাণবল্লভ সবার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
এই তিন স্কন্ধের কৈল সঙ্ক্ষেপ গণন ;
যাঁ' সবার স্মরণে হয় বন্ধবিমোচন।
যাঁ' সবার স্মরণে পাই চৈতন্যচরণ ;
যাঁ' সবার স্মরণে হয় বাঞ্ছিতপূরণ।
অতএব তাঁ' সবার বন্দিয়া চরণ ;
চৈতন্যমালীর কহি লীলা-অনুক্রম।
গৌরলীলামৃতসিন্ধু অপার অগাধ ;
কে করিতে পারে তাহে অবগাহ-সাধ ?
৬। তাহার মাধুরীগন্ধে লুব্ধ হয় মন ;
অতএব তটে রহি চাখি এক কণ।
শ্রীরূপ-রঘুনাথ পদে যার আশ ;
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

লজ্যি চলে সেই ত অসার'। এস্থানে বলিলেন 'অচ্যুতের যেই মত সেই মত সার' ইত্যাদি, ইহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে—আচার্য্য যেভাবে যেনিয়মে যে পদ্ধতি-অনুসারে যেমত্নে চৈতন্যদেবের আরাধনা করিতেন, অচ্যুতানন্দও তদনুরূপ শ্রীমহাপ্রভুর আরাধনা করিয়াছিলেন, কখনই তাহার অন্যথা করিতেন না ; সুতরাং আচার্য্য চরিত পথের পথিক—শ্রীঅচ্যুতানন্দ। এইরূপে পূর্ব্ব ও পরের বিরোধ ভঞ্জন হইল।

১। সেই···যাহার = অচ্যুতানন্দ প্রায় (অচ্যুতানন্দ সদৃশ) যাঁহাদের চৈতন্যই জীবন, সেই আচার্য্যের গণে কোটি নমস্কার।

২। তিন স্কন্ধ—শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ এবং শ্রীঅদ্বৈত, এই তিন স্কন্ধ। ৩। মামু ঠাকুর = মহাপ্রভু ইঁহাকে মামা বলিয়া সম্বোধন করিতেন, তাহাতেই সকলে মামুঠাকুর বলিত। ইনিই গদাধর পণ্ডিতের সেবিত গোপীনাথের সেবাধিকারী। * দাসপুরিয়া গোপাল = পাঠান্তর, সাদিপুরিয়া গোপাল। † "অমোঘ পণ্ডিত···" ইত্যাদি পয়ারের পূর্ব্বে অন্য পুঁথিতে এই দুই ছত্র অতিরিক্ত আছে :—"চক্রবর্ত্তী শিবানন্দ শাখাতে উদ্দাম। মদনগোপাল পায়ে যাঁহার বিশ্রাম।" ৪। পণ্ডিতের গণ = গদাধর পণ্ডিতের গণ। ৫। ভাগবত-ধন্য = ভাগবত-প্রধান।

৬। তাহার মাধুরী···এক কণ—চৈতন্যলীলামৃতসমুদ্র অগাধ এবং অপার ; তাহাতে কেহই অবগাহন করিতে পারে না ; কিন্তু তাহার মাধুর্য্য-গন্ধে লুব্ধ হইয়া সেই সমুদ্রের তটে অবস্থিতি করতঃ অমৃতের এক কণামাত্র চাখি (আস্বাদন করি)।

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে অদ্বৈতস্কন্ধশাখা-বর্ণনং নাম
দ্বাদশ পরিচ্ছেদঃ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

স প্রসীদতু চৈতন্যো-দেবো যস্য প্রসাদতঃ।
তল্লীলাবর্ণনে যোগ্যঃ সদ্যঃ স্যাদধমোঽপ্যয়ং ॥১॥

জয়-জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরচন্দ্র!
জয়াদ্বৈতচন্দ্র! জয়-জয় নিত্যানন্দ!
জয়-জয় গদাধর! জয় শ্রীনিবাস!
জয় শ্রীমুকুন্দ, বাসুদেব, হরিদাস!
জয় দামোদর-স্বরূপ! জয় মুরারিগুপ্ত!
এই সব চন্দ্রোদয়ে তমঃ কৈল লুপ্ত!
* জয় শ্রীচৈতন্যভক্ত-পূর্ণচন্দ্রগণ!
সবার প্রেম-জ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল ত্রিভুবন।
এই ত কহিল গ্রন্থারম্ভে মুখবন্ধ,
১। এবে কহি চৈতন্য-লীলা ক্রম-অনুবন্ধ।
২। প্রথমে ত সূত্ররূপে করিব গণন,
পাছে বিস্তারিঞা তার করিব বিবরণ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পৃথিবীতে অবতরি,
৩। অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহরি।
৪। চৌদ্দশত-সাত-শকে জন্মের প্রমাণ,
চৌদ্দশত-পঞ্চান্নে কৈল অন্তর্ধান।
চব্বিশ-বৎসর প্রভু কৈল গৃহবাস,
নিরন্তর কৈল তাহে কীর্ত্তন-বিলাস।
চব্বিশ-বৎসর শেষে করিয়া সন্ন্যাস,
চব্বিশ-বৎসর কৈল নীলাচলে বাস।
৫। তার মধ্যে ছয়-বৎসর গমনাগমন,
কভু দক্ষিণ, কভু গৌড়, কভু বৃন্দাবন।
অষ্টাদশ-বৎসর রহিলা নীলাচলে,
৬। কৃষ্ণপ্রেম-নামামৃতে ভাসাইল সকলে।
৭। গার্হস্থ্যে প্রভুর লীলা—'আদিলীলা'খ্যান,
'মধ্য'-'অন্ত্য' দুইলীলা—শেষলীলা-নাম।
আদিলীলামধ্যে প্রভুর যতেক চরিত,
৮। সূত্ররূপে মুরারিগুপ্ত করিলা গ্রথিত।
প্রভুর মধ্য-অন্ত্য-লীলা স্বরূপদামোদর,
সূত্র করি' গাঁথিলেন গ্রন্থের ভিতর।
৯। সেই দুইজনের সূত্র দেখিয়া শুনিয়া,
১০। বর্ণনা করেন বৈষ্ণব ক্রম যে করিয়া।

স প্রসীদতুরিতি। স প্রসিদ্ধোদেবশ্চৈতন্যঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ প্রসীদতু প্রসাদং করোতু। নন্বু কথং চৈতন্যপ্রসাদং যাচসে? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—যস্য শ্রীচৈতন্যস্য প্রসাদাৎ প্রসাদং প্রাপ্য অধমোঽপি অয়ং মল্লক্ষণোজনঃ তল্লীলাবর্ণনে সদ্যো-যোগ্যঃ স্যাদিতি ॥ ১ ॥

সুপ্রসিদ্ধ সেই শ্রীচৈতন্যদেব আমায় প্রসন্ন হউন। যাঁহার প্রসাদে মাদৃশ অধম জনও তৎক্ষণাৎ তাঁহার লীলা বর্ণনে যোগ্যতালাভ করে ॥ ১ ॥

---

* পাঠান্তর—জয় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের ভক্তচন্দ্রগণ।

১। অনুবন্ধ—পর পর কথন। ২। সূত্ররূপে—সংক্ষিপ্তভাবে, মাত্র স্থূল বিষয়গুলির উল্লেখপূর্ব্বক। ৩। প্রকট বিহরি—সর্ব্বসাধারণ জনগণের নয়ন-গোচরীকৃত লীলাবিলাস করিয়া। ৪। জন্মের প্রমাণ—কবি কর্ণপুরের গ্রন্থে শ্রীগৌরাঙ্গের জন্ম এইরূপই প্রমাণিত হইয়াছে। যথা;—

'শাকে চতুর্দ্দশ-শতে রবিবাজিযুক্তে। গৌরোহরির্ধরণীমণ্ডলমাবিরাসীৎ।'

রবি-বাজী (সূর্য্যের অশ্ব)—৭, তদ্যুক্ত (সাতযুক্ত) চতুর্দ্দশ শকে অর্থাৎ চৌদ্দশত সাত শকে গৌরহরি পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

৫। তার মধ্যে—শেষ চব্বিশ বৎসরের মধ্যে। ৬। কৃষ্ণপ্রেমনামামৃত—কৃষ্ণপ্রেমামৃত ও কৃষ্ণনামামৃত। ৭। গার্হস্থ্যে—গৃহাশ্রমে।

৮। সূত্ররূপে...গ্রথিত—চৈতন্যদেব নবদ্বীপে থাকিয়া যে যে লীলা করেন, মুরারি গুপ্ত সেইগুলি সূত্ররূপে অর্থাৎ সংক্ষেপে লিখিয়া রাখেন; ইহাকেই "মুরারি গুপ্তের কড়্চা" বলে। আর সন্ন্যাসের পর পুরীতে থাকিয়া যে যে লীলা করেন, স্বরূপ-দামোদর নিজগ্রন্থে সেগুলি যে সূত্রাকারে গ্রথিত করেন, তাহারই নাম—"স্বরূপ গোস্বামীর কড়্চা"। ৯। সেই দুই...শুনিয়া—মুরারিগুপ্ত ও স্বরূপদামোদরের সূত্র অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত কড়্চা দেখিয়া এবং তৎকালীন বৈষ্ণবের নিকট শ্রবণ করিয়া এই গ্রন্থ বিরচিত হইল। ইহা গ্রন্থের প্রামাণিকতার নিদর্শন।

১০। ক্রম যে করিয়া—অনুক্রম করিয়া।

১। বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর, যৌবন—চারি ভেদ,
অতএব আদিখণ্ডে লীলা চারি ভেদ।
সর্ব্বসদ্‌গুণপূর্ণাং তাং বন্দে ফাল্গুনপূর্ণিমাং।
যস্যাং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোঽবতীর্ণঃ কৃষ্ণনামভিঃ ॥২॥
বৈবস্বতমনোরষ্টাবিংশকে যুগসম্ভবে,
চতুর্দ্দশশতাব্দে বৈ সপ্তবর্ষসমন্বিতে।
ভাগীরথীতটে রম্যে শচীগর্ভমহার্ণবে,
রাহুগ্রস্তে পূর্ণিমায়াং গৌরাঙ্গঃপ্রকটো ভবেৎ ॥৩॥
ফাল্গুনপূর্ণিমা-সন্ধ্যায় প্রভুর জন্মোদয়,
সেইকালে দৈবযোগে চন্দ্রগ্রহণ হয়।
'হরি হরি' বলে লোক হরষিত হঞা,
২। জন্মিল চৈতন্যপ্রভু নাম জন্মাইয়া।

৩। জন্ম, বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর, যুবাকালে,
হরিনাম লওয়াইলা প্রভু নানা ছলে।
বাল্য-ভাবে ছলে প্রভু করেন ক্রন্দন,
৪। 'হরি কৃষ্ণ'-নাম শুনি রহয়ে রোদন।
অতএব 'হরি হরি' বলে নারীগণ,
দেখিতে আইসে যেবা সর্ব্ববন্ধুজন।
৫। 'গৌর-হরি' বলি তাঁরে হাসে সব নারী,
অতএব নাম তাঁর হইল—'গৌরহরি'।
বাল্য-বয়স যাবৎ হাতে খড়ি দিল,
পৌগণ্ড-বয়স যাবৎ বিবাহ না কৈল।
৬। বিবাহ হইল তবে নবীন যৌবনে,
সর্ব্বত্র লওয়াইলা প্রভু নামসঙ্কীর্ত্তনে।

সর্ব্বসদ্‌গুণপূর্ণামিতি। সর্ব্বৈঃ সদ্‌গুণৈরুগ্রচারাদিবিরহিতশান্তগ্রহর্ক্ষাদিরূপৈঃ পূর্ণাং তাং প্রসিদ্ধাং ফাল্গুনপূর্ণিমামহং বন্দে। নম্নু কার্ত্তিক্যাদিকং বিহায় কিমিতি ফাল্গুনীবন্দনং? তত্রাহ—যস্যামিতি; যস্যাং ফাল্গুনপূর্ণিমায়াং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ কৃষ্ণনামভিস্তদানীমুপরাগসময়ে কীর্ত্ত্যমানৈঃ কৃষ্ণনামভিঃ সহ অবতীর্ণঃ, তন্মিষেণ স্বাবতারপ্রয়োজনসঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞোঽপ্যবতারিত ইতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

বৈবস্বতেতি। বৈবস্বতমনোর্বৈবস্বতাখ্যস্য মনোরষ্টাবিংশকে অষ্টাবিংশতিসংখ্যাপূরণান্বিতে যুগসম্ভবে যুগানাং চতুর্ণাং যুগানাং সম্ভবোমেলনং যস্মিন্ তস্মিন্ কলাবিত্যর্থঃ। শক-নরপতেঃ সপ্তবর্ষসংযুক্তে চতুর্দ্দশশতসংখ্যকে অব্দে বর্ষে রম্যে সর্ব্বগুণালঙ্কৃতে ভাগীরথ্যা গঙ্গায়াস্তটে সমীপে নবদ্বীপে ইত্যর্থঃ। রাহুগ্রস্তে চন্দ্রে ইতি শেষচন্দ্রে রাহুনা গ্রস্তে সতি শচীগর্ভমহার্ণবে গৌরাঙ্গঃ প্রকটোঽভবৎ। ভাগীরথীতটে ইত্যনেন নবদ্বীপস্য পাবনত্বোদ্ধারকর্তৃত্বাদিকং ধ্বনিতং। শচীগর্ভস্য মহার্ণবত্বরূপকেণ গৌরাঙ্গস্য চন্দ্রত্বমারোপিতং, তেন তস্য তমোহরত্বঞ্চ সূচিতং। তমোরূপস্য রাহোরপি নাশকত্বং, ন তু তেন গ্রস্তত্বঞ্চেত্যনুধ্বনিঃ। অতো জগতাং তমস্তাপাদিকং হরন্তং চন্দ্রং গ্রসন্তং রাহুমপি গ্রাসিতুমবতীর্ণ ইত্যপি ধ্বন্যন্তরং। গৌরাঙ্গ ইত্যেতেন তস্য নিষ্কলঙ্কত্বং ব্যঞ্জিতং, তেন প্রকাশবহুলত্বমিত্যাদয়ো বহবো ধ্বনেঃ পল্লবা বিরাজন্তে, বাহুল্যভিয়া ন ব্যঞ্জিতাঃ ॥ ৩ ॥

সর্ব্বপ্রসিদ্ধ এবং সর্ব্বসদ্‌গুণপরিপূর্ণ ফাল্গুনী-পূর্ণিমাকে আমি বন্দনা করি। যে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব কৃষ্ণনাম সঙ্গে লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥ ২ ॥

বৈবস্বত মনুর অষ্টাবিংশতি চতুর্যুগের কলিতে সপ্তবর্ষান্বিত চতুর্দ্দশ শকাব্দে রমণীয় গঙ্গা-সমীপস্থ নবদ্বীপে ফাল্গুন-পূর্ণিমায় উপরাগ-সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গদেব প্রকট হইয়াছিলেন ॥ ৩ ॥

১। ভেদ—বাল্য পৌগণ্ডাদির লক্ষণ চতুর্থ পরিচ্ছেদে ৫৭ পৃষ্ঠায় দেখুন। ২। নাম জন্মাইয়া—জন্মের পূর্ব্বেই হরিনাম উচ্চারণ করাইয়া; পরে স্বয়ং জন্মিল—জন্মিলেন, প্রাদুর্ভূত হইলেন। 'জন প্রাদুর্ভাবে' জন্ ধাতুর অর্থ—প্রাদুর্ভাব। ৩। জন্ম…ছলে—যুবা, যৌবন। জন্ম, বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর এবং যৌবন,—এই পাঁচ সময়েই জীবকে নানা ছলে হরিনাম লওয়াইলেন। ৪। রহয়ে রোদন—রোদন থামে।

৫। গৌর…হরি—গৌরবর্ণ হেতু সকলে তাঁহাকে 'গৌর' বলিয়া ডাকিত। আবার 'হরি' বলিলে তাঁহার কান্না থামিত; নারীগণ তাই তাঁহাকে গৌরহরি বলিয়াই হাসিতেন; এই নিমিত্ত শেষে তাঁহার নামও 'গৌরহরি' হইল।

৬। নবীন যৌবন—কৈশোরের শেষভাগ।

পৌগণ্ড-বয়সে পড়েন, পড়ান শিষ্যগণে,
সর্ব্বত্র করেন কৃষ্ণনামের ব্যাখ্যানে।
১। সূত্র, বৃত্তি, পাঁজী, টীকা—কৃষ্ণেতে তাৎপর্য্য,
শিষ্যের প্রতীত হয়, সবার আশ্চর্য্য!
যারে দেখে তারে কহে—"কহ কৃষ্ণনাম",
কৃষ্ণনামে ভাসাইল নবদ্বীপগ্রাম।
কিশোর বয়সে আরম্ভিলা সঙ্কীর্ত্তন,
রাত্রিদিনে প্রেমে নৃত্য—সঙ্গে ভক্তগণ।
নগরে নগরে ভ্রমে কীর্ত্তন করিয়া,
ভাসাইল ত্রিভুবন প্রেমভক্তি দিয়া।
চব্বিশ-বৎসর ঐছে নবদ্বীপগ্রামে,
লওয়াইলা সর্ব্বলোকে কৃষ্ণপ্রেমনামে।
চব্বিশ-বৎসর ছিলা করিয়া সন্ন্যাস,
ভক্তগণ লৈয়া কৈল নীলাচলে বাস।
তার মধ্যে নীলাচলে ছয় বৎসর,
নৃত্য-গীত প্রেমভক্তি-দান নিরন্তর।
সেতুবন্ধ আর গৌড় ব্যাপি বৃন্দাবন,
প্রেম-নাম প্রচারিয়া করিলা ভ্রমণ।
এই 'মধ্যলীলা' নাম—লীলা-মুখ্যধাম,
শেষ অষ্টাদশ বর্ষ—'অন্ত্যলীলা' নাম।
তার মধ্যে ছয় বৎসর ভক্তগণ-সঙ্গে,
প্রেম-ভক্তি লওয়াইল নৃত্য-গীত-রঙ্গে।
দ্বাদশ বৎসর শেষ রহিলা নীলাচলে,
২। প্রেম-বস্তু শিক্ষাইল আস্বাদন-ছলে।

রাত্রি-দিবসে কৃষ্ণবিরহ-স্ফুরণ,
৩। উন্মাদের চেষ্টা করে,—প্রলাপ বচন।
৪। শ্রীরাধার প্রলাপ যৈছে উদ্ধবদর্শনে,
সেইরূপ প্রলাপ-চেষ্টা করে রাত্রি-দিনে।
বিদ্যাপতি, জয়দেব, চণ্ডীদাসের গীত,
আস্বাদয়ে রামানন্দ-স্বরূপ-সহিত।
৫। কৃষ্ণের বিয়োগে যত প্রেমচেষ্টিত,
আস্বাদিয়া পূর্ণ কৈল আপন বাঞ্ছিত।
অনন্ত চৈতন্যলীলা ক্ষুদ্র জীব হঞা,
কে বর্ণিতে পারে তাহা বিস্তার করিঞা?
৬। সূত্র করি গণে যদি আপনি অনন্ত,
সহস্রবদনে—তবু নাহি পায় অন্ত।
দামোদরস্বরূপ আর গুপ্ত মুরারি,
মুখ্যমুখ্য লীলাসূত্র লিখিয়াছে বিচারি।
সেই অনুসারে লিখি লীলাসূত্রগণ,
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন তাহা দাস বৃন্দাবন।
চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবনদাস,
মধুর করিয়া লীলা করিলা প্রকাশ।
গ্রন্থবিস্তারভয়ে ছাড়িলা যে যে স্থানে,
সেই সেই স্থানে কিছু করিব ব্যাখ্যানে।
প্রভুর লীলামৃত তেঁহ কৈল আস্বাদন,
তাঁর ভুক্তশেষ কিছু করিব চর্ব্বণ।
আদিলীলা-সূত্র লিখি শুন ভক্তগণ,
সঙ্ক্ষেপে লিখিব, সম্যক্ না যায় কথন।

১। সূত্র…আশ্চর্য্য—পাঁজী=পঞ্জিকা নাম্নী কলাপ ব্যাকরণের টীকা। সূত্র, বৃত্তি প্রভৃতি সমুদায়ের যে কৃষ্ণেতে পর্য্যবসান, ইহাই তাৎপর্য্য। বৃত্তি দ্বারা ব্যাখ্যা করেন; শিষ্যগণেরও সে অর্থ প্রতীত হয়; তাহাতে সকলেরই আশ্চর্য্য বোধ হয়। এ বিষয় শ্রীচৈতন্যভাগবতে বিস্তারিতরূপে বর্ণিত আছে। ২। আস্বাদন ছলে—স্বয়ং আস্বাদন করিয়া অন্যকে প্রেম-বস্তু (প্রেম-তত্ত্ব) শিক্ষা দিলেন। ৩। উন্মাদের…বচন—বিরহাদি জনিত হৃদয়ের ভ্রম—উন্মাদ; প্রলাপাদি তাহার ব্যাপার। এই উন্মাদ—প্রেমের সঞ্চারী-ভাব।

৪। উদ্ধব-দর্শনে—যে সময় উদ্ধব মহাশয় গোপীগণের সান্ত্বনার্থ ব্রজে আগমন করতঃ শ্রীকৃষ্ণের সন্দেশবাক্য গোপীগণকে বলিতে গিয়াছিলেন, সেই সময় উদ্ধব-দর্শনে, মধুকরকে উদ্দেশ করিয়া শ্রীরাধিকার চিত্রজল্প-রূপ, যাহা শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে, সেইরূপ প্রলাপই শ্রীমহাপ্রভুর হইয়াছিল। মাদনাখ্য অধিরূঢ়-মহাভাব ব্যতীত এ চিত্রজল্প সম্ভবে না। ৫। যত প্রেম-চেষ্টিত—কৃষ্ণের বিরহে প্রেমের উন্মাদাদি যত প্রকার চেষ্টা হইতে পারে, মহাপ্রভু তাহা স্বয়ং আস্বাদন করিয়া আপনার পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

৬। সূত্র করি…অন্ত—অনন্তদেব স্বয়ং যদি সূত্র করিয়া সহস্রবদনে চৈতন্যলীলা গণনা করেন, তবুও অন্ত পান না।

১। কোন বাঞ্ছা পূর্ণ লাগি ব্রজেন্দ্রকুমার,
অবতীর্ণ হৈতে মনে করিল বিচার।
আগে অবতারিল যে—গুরু-পরিবার,
সঙ্ক্ষেপে কহিয়ে, কহা না যায় বিস্তার।
শ্রীশচী, জগন্নাথ, শ্রীমাধব পুরী,
কেশব ভারতী আর শ্রীঈশ্বর পুরী।
অদ্বৈত আচার্য্য আর পণ্ডিত শ্রীবাস,
আচার্য্যরত্ন, বিদ্যানিধি, ঠাকুর হরিদাস।
শ্রীহট্ট দেশেতে ঘর—উপেন্দ্রমিশ্র নাম,
বৈষ্ণব পণ্ডিত ধনী সদ্গুণপ্রধান।
সপ্ত মিশ্র তাঁর পুত্র, সপ্ত ঋষীশ্বর,—
২। কংসারি, পরমানন্দ, পদ্মনাভ, সর্ব্বেশ্বর।
জগন্নাথ, জনার্দ্দন, ত্রৈলোক্যনাথ,
৩। নদীয়ায় গঙ্গাবাস কৈল জগন্নাথ।
৪। জগন্নাথ মিশ্রবর—পদবী পুরন্দর,
নন্দ-বসুদেব-রূপ সদ্গুণসাগর।
তাঁর পত্নী শচী-নাম পতিব্রতা সতী,
যাঁর পিতা—নাম নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী।
৫। রাঢ়দেশে জন্মিলা ঠাকুর নিত্যানন্দ,
গঙ্গাদাস পণ্ডিত, গুপ্ত মুরারি, মুকুন্দ।
অসংখ্য ভক্তের করাইয়া অবতার ;
শেষে অবতীর্ণ হইলা ব্রজেন্দ্রকুমার।
প্রভুর আবির্ভাব-পূর্ব্বে যত বৈষ্ণবগণ ;
অদ্বৈত-আচার্য্যস্থানে করেন গমন।
৬। গীতা-ভাগবত কহেন আচার্য্য-গোসাঞি ;
জ্ঞান-কর্ম্ম নিন্দি কহেন ভক্তির বড়াই।
সর্ব্বশাস্ত্রে করে কৃষ্ণভক্তির ব্যাখ্যান ;
৭। জ্ঞান-যোগ-তপোধর্ম্ম নাহি মানে আন্।
তাঁর সঙ্গে আনন্দ করেন বৈষ্ণবগণ ;
কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণপূজা, নামসঙ্কীর্ত্তন।
কিন্তু সর্ব্বলোকে দেখি কৃষ্ণবহির্ম্মুখ ;
বিষয়ে নিমগ্ন লোক,—দেখি পায় দুখ।
লোকের নিস্তার হেতু করেন চিন্তন—
"কেমতে এ সব লোক হইবে তারণ ?
কৃষ্ণ অবতরি করেন ভক্তির বিস্তার ;
তবে সে সকল লোকের হয় ত নিস্তার।"
কৃষ্ণে অবতারিতে আচার্য্য প্রতিজ্ঞা করিয়া ;
কৃষ্ণপূজা করেন তুলসী-গঙ্গাজল দিয়া।
৮। কৃষ্ণ আহ্বানিয়া করেন সঘন হুঙ্কার ;
হুঙ্কারে আকৃষ্ট হৈলা ব্রজেন্দ্রকুমার।
জগন্নাথমিশ্রপত্নী শচীর উদরে ;
অষ্টকন্যা ক্রমে হৈল—জন্মি জন্মি মরে।
অপত্যবিরহে মিশ্রের দুঃখী হৈল মন ;
পুত্র লাগি আরাধিলা বিষ্ণুর চরণ।
তবে পুত্র জনমিলা বিশ্বরূপ-নাম ;
৯। মহাগুণবান্ তেঁহ বলদেবধাম।

১। কোন বাঞ্ছা…পরিবার—ব্রজেন্দ্রকুমার কোন (অনির্ব্বচনীয়) বাঞ্ছা পূর্ণ লাগি (পূর্ণ করিবার জন্য) মনোমধ্যে বিচার করিলেন যে, আমাকে অবতীর্ণ হইতে হইবে; সেইজন্য তাঁহার আগেই গুরুবর্গকে অবতারিত করিলেন।

২। কংসারি হইতে ত্রৈলোক্যনাথ পর্য্যন্ত সাতজন উপেন্দ্র মিশ্রের পুত্র। ইঁহারা সাত জন—মরীচি প্রভৃতি সপ্তর্ষির অবতার।

৩। গঙ্গাবাস—জগন্নাথমিশ্রের পূর্ব্ববাস শ্রীহট্টে ছিল; পরে নদীয়ায় (নবদ্বীপে) গঙ্গাতীরে বাস করিয়াছিলেন।

৪। পদবী—উপাধি। নন্দ-বসুদেবরূপ—নন্দ-বসুদেবের অবতার।

৫। রাঢ় দেশে—বীরভূম জেলার অন্তর্গত মল্লারপুর ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী একচাকা গ্রামে।

৬। কহেন—ব্যাখ্যা করেন। বড়াই—প্রাধান্য। ৭। জ্ঞান…আন্—জ্ঞান, যোগ, তপঃ, ধর্ম্ম এবং অন্য কোন সাধনকে নাহি মানে অর্থাৎ প্রধান বলিয়া আদর করেন না; বিশুদ্ধ ভক্তিরই প্রাধান্য বর্ণনা করেন।

৮। হুঙ্কার—উদ্ভাস্বর নামক প্রেমের অনুভাব।

৯। বলদেবধাম—বলদেবের স্বরূপ।

১। বলদেব-প্রকাশ—পরব্যোমে সঙ্কর্ষণ ;
তেঁহ বিশ্বের উপাদান-নিমিত্ত-কারণ।
২। তাঁহা বিনা বিশ্ব * কিছু বস্তু নহে আর ;
অতএব 'বিশ্বরূপ' নাম হৈল তাঁর।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুক-বাক্যং ;—

নৈতচ্চিত্রং ভগবতি হ্যনন্তে জগদীশ্বরে ;
ওতং প্রোতমিদং যস্মিন্ তন্তুষঙ্গ যথা পটঃ ॥৪॥

৩। অতএব প্রভুর তেঁহ হৈল বড় ভাই ;
৪। কৃষ্ণ-বলদেব দুই—চৈতন্য-নিতাই।
পুত্র পাঞা দম্পতী হৈলা আনন্দিতমন ;
বিশেষে সেবন করে গোবিন্দচরণ।
চৌদ্দশত-ছয়-শকে শেষ মাঘমাসে ;
জগন্নাথ-শচীর দেহে কৃষ্ণের প্রকাশে।
মিশ্র কহে শচীস্থানে—"দেখি অন্যরীত ;
৫। জ্যোতির্ম্ময় দেহ, গেহ লক্ষ্মী-অধিষ্ঠিত।
৬। যাঁহা-তাঁহা সর্ব্বলোক করয়ে সম্মান ;
ঘরে পাঠাইয়া দেন ধন-বস্ত্র-ধান"।
শচী কহে—"মুই দেখোঁ আকাশ-উপরে ;
দিব্যমূর্ত্তি লোক আসি স্তুতি যেন করে।"
জগন্নাথ কহে—"আমি স্বপন দেখিল ;
জ্যোতির্ম্ময়ধাম মোর হৃদয়ে পশিল।
৭। আমার হৃদয় হৈতে গেলা তোমার হৃদয়ে ;
হেন বুঝি জন্মিবেন কোন মহাশয়ে।"
এত বলি দোঁহে রহে হরষিত হইয়া ;
শালগ্রাম সেবা করে বিশেষ করিয়া।
হৈতে হৈতে হৈল গর্ভ ত্রয়োদশ-মাস ;
তথাপি ভূমিষ্ঠ নহে, মিশ্রের হৈল ত্রাস।
৮। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী কহিল গণিয়া—
"এই মাসে পুত্র হইবে শুভক্ষণ পাইয়া।"
চৌদ্দশত-সাত শকে মাস যে ফাল্গুন ;
পৌর্ণমাসী-সন্ধ্যাকালে হৈল শুভক্ষণ।

প্রতিযোধাস্বসুরূপমাত্রশক্তিপ্রকাশধারিণ্যা নরলীলয়ৈব কৃতমিত্যাশ্চর্য্যেণ বর্ণ্যতে, নত্বৈশ্বর্য্যলীলয়েত্যাহ—নৈতচ্চিত্রমিতি। তস্মিন্ বলদেবে এতদ্ধেনুকবধরূপং কার্য্যং ন চিত্রং। অচিত্রত্বে হেতুঃ—কিম্ভূতে ?—ভগবতি, শক্ত্যা সমগ্রৈশ্বর্য্যাদিযুক্তে। অনন্তে স্বরূপেণাপ্যপরিচ্ছিন্নে। তথোপাধিসম্বন্ধেনাপি জগদীশ্বরে। যস্মিন্নিদং বিশ্বং ওতং ঊর্দ্ধতন্তুষু পটইব গ্রথিতং, প্রোতং তির্য্যক্ তন্তুষু পটইব সংগ্রথিতং। সর্ব্বতোঽনুস্যূতং বর্ত্ততে। দৃষ্টান্তেঽপি তন্তূনাং কারণত্বেন কার্য্যাৎ পটাদনন্যত্বং, অত্র তাদৃশভগবত্ত্বাদিকং শ্রীকৃষ্ণাংশেষু মুখ্যত্বাৎ যুক্তমেবেতি ॥ ৪ ॥

হে মহারাজ ! বস্ত্র যেমন তন্তুতে ওতপ্রোত (তানা পড়িয়ান) ভাবে অবস্থিত, তদ্রূপ এই বিশ্ব যে ষড়ৈশ্বর্য্যশালী স্বরূপতঃ-অপরিচ্ছিন্ন জগদীশ্বরে অনুস্যূত হইয়া আছে, এই দৈত্যবধরূপ কার্য্য তাঁহাতে কিছুই আশ্চর্য্য নহে ॥ ৪ ॥

সঙ্কর্ষণ হইতে বিশ্ব যে পৃথক্ নয়,—ইহাই এই শ্লোকদ্বারা প্রমাণ করিলেন ॥ ৪ ॥

১। বলদেব-প্রকাশ…কারণ—পরব্যোমস্থ সঙ্কর্ষণ বলদেবের প্রকাশমূর্ত্তি। তিনিই এই বিশ্বের উপাদান এবং নিমিত্ত কারণ। ২। তাঁহা বিনা…আর—সঙ্কর্ষণ ভিন্ন বিশ্ব অন্য বস্তু হইতেই পারে না। কারণ হইতে ত আর কার্য্যের পৃথক্ সত্তা নাই ; কারণের সত্তাতেই কার্য্যের সত্তা ; কারণকে ত্যাগ করিলে কার্য্য বলিতে কোন বস্তুই থাকে না। অতএব তাঁহার নাম বিশ্বরূপ হইল। * পাঠান্তর—বিশ্বে।

৩। অতএব…বড় ভাই—ব্রজে বলদেব শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা, সেই কারণে বলদেবের প্রকাশ বিশ্বরূপও মহাপ্রভুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা হইলেন।

৪। কৃষ্ণ এবং বলরাম—এই দুইই চৈতন্য ও নিত্যানন্দ—পৃথক্ তত্ত্ব নহেন, অর্থাৎ বিশ্বরূপাদির ন্যায় অবতারান্তর নহেন।

৫। জ্যোতির্ম্ময় দেহ—দেহ জ্যোতির্ম্ময় অর্থাৎ প্রকাশবহুল। গেহ—গৃহ। গৃহ লক্ষ্মীকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত অর্থাৎ গৃহে নিরন্তর লক্ষ্মী বিরাজমান।

৬। যাঁহা তাঁহা…ধান—যেখানে সেখানে সকল লোকেই মিশ্রের সম্মান করে, এইটী জ্যোতির্ম্ময় দেহের চিহ্ন। মিশ্রের ঘরে সকলেই ধন-বস্ত্রাদি পাঠাইয়া দেন,—এইটী লক্ষ্মীর অধিষ্ঠানের চিহ্ন। ৭। আমার…হৃদয়ে—আমার হৃদয় হইতে সেই জ্যোতির্ম্ময় ধাম তোমার হৃদয়ে প্রবেশ করিল।

৮। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী—শচীদেবীর পিতা ; জ্যোতিষ শাস্ত্রে নবদ্বীপের ইনি তখন বড় পণ্ডিত।

১। সিংহরাশি, সিংহলগ্ন, উচ্চ গ্রহগণ,
ষড়্‌বর্গ, অষ্টবর্গ, সর্ব্ব সুলক্ষণ।
'অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিল দরশন,
সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন্ প্রয়োজন ?'—
এত জানি চন্দ্রে রাহু করিল গ্রহণ!
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি' নামে ভাসে ত্রিভুবন।
জগৎ ভরিয়া লোক বলে 'হরি হরি'
সেইক্ষণে গৌরকৃষ্ণ ভূমে অবতরি।
প্রসন্ন হইল সব জগতের মন,
'হরি' বলি হিন্দুকে হাস্য করয়ে যবন।
'হরি' বলি নারীগণ দেয় হুলাহুলি,
স্বর্গে নৃত্য-বাদ্য করে দেব কুতূহলী।
প্রসন্ন হইল দশদিক্, প্রসন্ন নদীজল,
স্থাবর জঙ্গম হইল আনন্দে বিহ্বল।

* * * *

যথারাগঃ।

নদীয়া উদয়গিরি পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি
কৃপা করি হইল উদয়,
পাপ-তমো হৈল নাশ ত্রিজগতের উল্লাস
জগৎ-ভরি হরিধ্বনি হয়।

১। সিংহরাশি, সিংহলগ্ন, উচ্চস্থ গ্রহগণ, ষড়্‌বর্গ এবং অষ্টবর্গ—ইহারা সকলেই শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মকালে সুলক্ষণ অর্থাৎ শুভলক্ষণযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে প্রকাশিত হইল।
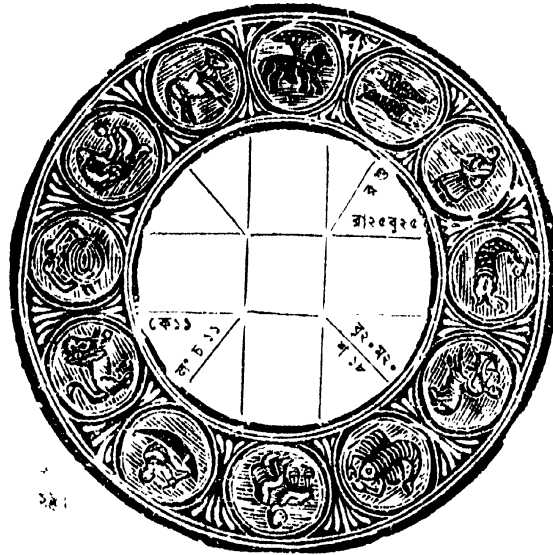
রাশি এবং লগ্নে বৃহস্পতি, বুধ, রবি, রাহু এবং শনির পূর্ণদৃষ্টি এবং মঙ্গলের দৃষ্টি ও লগ্নে চন্দ্র থাকায়, রাশি ও লগ্ন পরিশুদ্ধ এবং শুভলক্ষণান্বিত হইয়াছে। সিংহরাশিস্থ চন্দ্র বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়াছে, তাহাতে জন্ম হইলে, সৎপুত্রের উৎপাদক, বহুশ্রুত, বহুগুণযুক্ত এবং নৃপতুল্য হয়। (মহাপ্রভু পক্ষে সৎপুত্র—হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন।)

লগ্নে সমস্ত গ্রহের দৃষ্টি আছে; ইহাতে জন্মগ্রহণ করিলে, নৃপ, বলবান্, নির্ভয় ও দীর্ঘজীবী হয়।

উচ্চস্থ গ্রহগণ—শুভলক্ষণ হইয়াছে; যথা—বৃহস্পতি নিজক্ষেত্রে, মঙ্গল এবং শুক্র উচ্চাভিলাষী; রাহু, বুধ, রবি, শুক্র সপ্তমকেন্দ্রে থাকায় উচ্চস্থ হইয়াছে। ইহারা জন্মকালে উচ্চস্থ হইলে, রাশি ও লগ্নের বল বৃদ্ধি করে।

ষড়্‌বর্গও শুভলক্ষণযুক্ত হইয়াছে; ক্ষেত্র, হোড়া, দ্রেক্কাণ, নবাংশ, দ্বাদশাংশ এবং ত্রিংশাংশ—ইহাকে ষড়্‌বর্গ বলে।

কুজ, শুক্র, বুধ, চন্দ্র, সূর্য্য, বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, শনি, বৃহস্পতি—ইহাদের যথাক্রমে মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, ধনু, মকর, কুম্ভ, এবং মীন—ইহারা ক্ষেত্র। অতএব সিংহরাশি রবির ক্ষেত্র। রবিক্ষেত্রে জন্ম হইলে—দক্ষ, ত্যাগী, শুচি, বলবান্, মেধাবী, সদ্গুণে মন্মথ-সদৃশ এবং নানাশাস্ত্রবেত্তা হয়।

সেই কালে নিজালয় উঠিয়া অদ্বৈতরায়
নৃত্য করে আনন্দিতমনে,
১। হরিদাসে লঞা সঙ্গে হুঙ্কার কীর্ত্তনরঙ্গে
কেন নাচে কেহ নাহি জানে।
২। দেখি উপরাগ হাসি শীঘ্র গঙ্গা ঘাটে আসি
আনন্দে করিল গঙ্গাস্নান,
৩। পাঞা উপরাগ-ছলে আপনার মনোবলে
ব্রাহ্মণেরে দিল নানা দান।

জগৎ আনন্দময় দেখি মনে সবিস্ময়
৪। ঠারে-ঠোরে কহে হরিদাস—
"তোমার ঐছন রঙ্গ মোর মন পরসন্ন
৫। জানি কিছু কার্য্যে আছে ভাস"।
আচার্য্যরত্ন শ্রীবাস হৈল মনে সুখোল্লাস
যাই স্নান কৈল গঙ্গাজলে,
আনন্দে বিহ্বল মন করে হরিসঙ্কীর্ত্তন
নানা দান কৈল মনোবলে।

লগ্নের মানার্দ্ধকে হোড়া বলে; তন্মধ্যে প্রথম হোড়া সূর্য্যের, দ্বিতীয় হোড়া চন্দ্রের। যখন সিংহলগ্নের প্রথম হোড়ায় সূর্য্যো অস্ত, তখন নিশ্চয়ই চন্দ্রের হোড়ায় জন্ম হইয়াছে। চন্দ্রের হোড়ায় জন্ম হইলে—শান্তপ্রকৃতি, সর্ব্বগুণযুক্ত, স্থিরবুদ্ধি, সুহৃৎ কর্ত্তৃক আদৃত, নানাবিধ রত্নশালী, সুন্দরীস্ত্রীবান্, উত্তমপুত্রবান্ ধনযুক্ত, সুবেশ, শুচি, ত্যাগী, দেবতা গুরু ও ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনে নিরত এবং রাজমন্ত্রী হয়।

লগ্নমানকে তিন ভাগ করাকে দ্রেক্কাণ বলে। প্রত্যেক অংশের যথাক্রমে—রবি, বৃহস্পতি এবং মঙ্গল—অধিপতি। পূর্ব্বযুক্তি অনুসারে বৃহস্পতির দ্রেক্কাণে জন্ম হয়। তাহাতে জন্ম হইলে অতিশয় গুণযুক্ত, দীর্ঘজীবী, রত্নযুক্ত, সদ্বুদ্ধি, প্রিয়ভাষী, যুক্তবিনয়ের অনুসারী, ধার্ম্মিক, মোক্ষজ্ঞানপরায়ণ, কৃপালু, শান্তপ্রকৃতি, সুশীল, শুচি, স্বদাররত, পরদারবিমুখ, বিখ্যাত এবং যশস্বী হয়।

লগ্নমানকে নয় ভাগ করাকে নবাংশ বলে। তাহার যথাক্রমে প্রথমাদি অংশের—মঙ্গল, শুক্র, বুধ, চন্দ্র, রবি, বুধ, শুক্র, মঙ্গল এবং বৃহস্পতি,—অধিপতি। পূর্ব্বযুক্তি অনুসারে রবির অংশে জন্ম হয়; তাহাতে জন্ম হইলে, গৌরবর্ণ, বিশালনেত্র, নাসান্বিত দীর্ঘবদন, স্বর্ণরঞ্জক, নিবিড়কেশপাশ, পণ্যকুশল এবং মধুরভাষী ইত্যাদি গুণযুক্ত হয়।

লগ্নমানকে দ্বাদশ ভাগ করিলে দ্বাদশাংশ বলে। তাহার যথাক্রমে প্রথমাদি অংশের—রবি, বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল, শুক্র, বুধ এবং চন্দ্র—অধিপতি। পূর্ব্বযুক্তি অনুসারে বৃহস্পতির দ্বিতীয় অংশে জন্ম হয়। তাহাতে জন্ম হইলে, শুদ্ধ, দীর্ঘাকার, স্থিরবুদ্ধি, সিংহের ন্যায় গম্ভীরস্বরযুক্ত, অভিশয়দাতা, বক্তা, স্থূলকায়, পীতাম্বরধারী, নীতিমান্, ধর্ম্মমূর্ত্তি, শান্তপ্রকৃতি, সুনিপুণ, মধুরভাষী, সুবর্ণবর্ণ, দয়ালু, নানাবিধসুখযুক্তশরীর এবং দেবপূজ্যাংশজন্মা অর্থাৎ দেবপূজ্য হরি তাঁহার অবতার হয়েন।

লগ্নমানকে ত্রিশ ভাগ করিলে ত্রিংশাংশক বলে। তাহার প্রথমাদি পাঁচ অংশের মঙ্গল, ষষ্ঠ্যাদি পাঁচ অংশের শনি, একাদশাদি আট অংশের বৃহস্পতি, ঊনবিংশাদি সাত অংশের বুধ, ষড়্বিংশাদি পাঁচ অংশের চন্দ্র—অধিপতি। পূর্ব্বযুক্তি অনুসারে বৃহস্পতির অংশে জন্ম হইয়াছে। তাহাতে জন্ম হইলে—সতীস্ত্রীর প্রিয়, সুরূপ, রাজপ্রিয় এবং দীর্ঘায়ুঃ হয়।

এইরূপ অষ্টবর্গও শুভলক্ষণযুক্ত হইয়াছে; যথা—জন্মকালে যে গ্রহ যে রাশিতে থাকে, তদনুসারে রেখা-পতি দ্বারা অষ্টবর্গের শুভাশুভ নির্দ্ধারণ করিবে। অষ্টবর্গ—রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি এবং লগ্ন। ইহাদের রেখা-সন্নিবেশ নিম্নে দেওয়া হইল।

রবি রেখা ৪৮। চন্দ্র রেখা ৪৯। মঙ্গল রেখা ৩৯। বুধ রেখা ৫৪।

১। হুঙ্কার—উচ্চারণাধ্য অদ্ভুতাব বিশেষ। ২। উপরাগ—গ্রহণ। ৩। মনোবলে—মনের উচ্চতানুসারে।
৪। ঠারে ঠোরে—ইঙ্গিতে। ৫। বাক্য দ্বারা প্রকাশ না করিলেও বোঝা যাইতেছে,—যেন কোন পূর্ব্বসঙ্কল্পিত কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে, তাহারই ভাস অর্থাৎ আভাস পাইয়াছেন।

১। এইমত ভক্ততিতি* যাঁর যেই দেশে স্থিতি
তাঁহা-তাঁহা পাঞা মনোবলে,
নাচে, করে সঙ্কীর্ত্তন, আনন্দে বিহ্বল মন
দান করে গ্রহণের ছলে।
ব্রাহ্মণ-সজ্জন-নারী নানাদ্রব্যে থালী ভরি
আইল সবে যৌতুক লইঞা,
যেন কাঁচা-সোনা-জ্যোতিঃ দেখি বালকের মূর্ত্তি
আশীর্ব্বাদ করে সুখ পাঞা।
সাবিত্রী, গৌরী, সরস্বতী শচী, রম্ভা, অরুন্ধতী
আর যত দেব-নারীগণ,
নানাদ্রব্যে পাত্রভরি ব্রাহ্মণীর বেশ ধরি
আসি সবে করে দরশন।
২। অন্তরীক্ষে দেবগণ গন্ধর্ব্ব, ঋষি, চারণ
স্তুতি-নৃত্য করে বাদ্য-গীত,
৩। নর্ত্তক, বাদক, ভাট নবদ্বীপে যার নাট
আসি সবে নাচে পাঞা প্রীত।
কেবা আসে, কেবা যায় কেবা নাচে কেবা গায়
৪। সম্ভালিতে নারি কার বোল,
খণ্ডিলেক দুঃখ-শোক, প্রমোদপূরিত লোক,
মিশ্র হৈলা আনন্দে বিহ্বল।

আচার্য্যরত্ন, শ্রীবাস, জগন্নাথমিশ্র পাশ,
আসি তাঁরে করি সাবধান,
করাইল জাতকর্ম্ম, যে আছিল বিধিধর্ম্ম,
তবে মিশ্র করে নানা দান।
যৌতুক পাইল যত, ঘরে বা আছিল যত,
সব ধন বিপ্রে দিল দান;
৫। যত নর্ত্তক গায়ন, ভাট অকিঞ্চন জন,
ধন দিয়া কৈল সবার মান।
শ্রীবাসের ব্রাহ্মণী, নাম তাঁর মালিনী,
আচার্য্যরত্নের পত্নী সঙ্গে;
সিন্দুর, হরিদ্রা, তৈল, খই, কলা নারিকেল
দিয়া পূজে নারীগণ রঙ্গে।
৬। অদ্বৈত-আচার্য্যভার্য্যা, জগৎ-বন্দিতা আর্য্যা,
নাম তাঁর সীতা ঠাকুরাণী;
আচার্য্যের আজ্ঞা পাঞা, চলে উপহার লঞা,
দেখিতে বালকশিরোমণি।
৭। সুবর্ণের কড়ি বউলি, রজতপত্র-পাশুলি,
সুবর্ণের অঙ্গদ কঙ্কণ;
৮। দু'বাহুতে দিব্য শঙ্খ, রজতের মলবঙ্ক,
স্বর্ণমুদ্রা নানা হারগণ।

গুরু রেখা ৫৬।

শুক্র রেখা ৫২।

শনি রেখা ৩৯।

লগ্ন রেখা ৩৭।
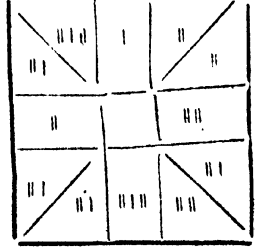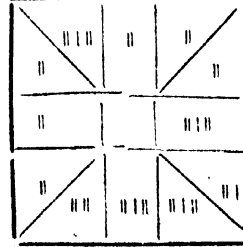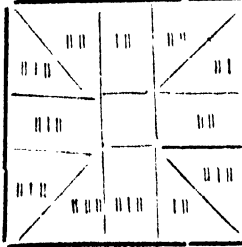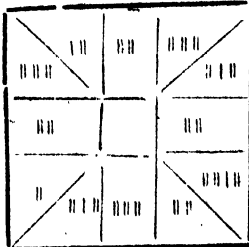
প্রত্যেক গ্রহের এবং লগ্নের সমষ্টি রেখাকে দ্বাদশ ভাগ করিলে যে সংখ্যা হয়, তাহা হইতে অপচয় শত্রু এবং নীচগৃহে অধিক না হওয়ায়, অষ্টবর্গ শুভলক্ষণযুক্ত হইয়াছে। গ্রন্থবাহুল্যভয়ে বিস্তারিত লিখিত হইল না, জ্যোতির্ব্বিদেরা গণনা করিয়া দেখিবেন। এ সম্বন্ধে বলিবার অনেক থাকিল। যে সুসময়ে মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন, এতাদৃশ যোগে কখনই জীবের জন্ম হইতে পারে না, এমন কি অংশাবতার সময়েও এমন সংযোগ হয় না। সকলই ভাল; কেবল স্ত্রী পুত্রের স্থান ভাল নাই। সেটী শুভ কি অশুভ—ভাবকেরা তাহা বিচার করিবেন।

১। ততি—সমূহ; * পাঠান্তরে—যতি—সন্ন্যাসী। ২। চারণ—দেবযোনি-বিশেষ। ৩। যার নাট—যাহাদিগের নাট্য হয়। ৪। সম্ভালিতে—বুঝিতে। ৫। গায়ন—গায়ক। অকিঞ্চন—দরিদ্র। ৬। আর্য্যা—শ্রেষ্ঠা। ৭। কড়ি বউলি—কর্ণাভরণ। রজতনির্ম্মিত পাশুলি—পাদাঙ্গুলির আভরণ। অঙ্গদ—তাড়। কঙ্কণ—করভূষণ। ৮। মল বঙ্ক—বঙ্ক মল অর্থাৎ বাঁকমল। স্বর্ণমুদ্রা—স্বর্ণনির্ম্মিত নামাঙ্কিত অঙ্গুরী।

১। ব্যাঘ্রনখ হেমজড়ি, কটি-পট্টসূত্রডোরি,
হস্তপদের যত আভরণ।
২। চিত্রবর্ণ পট্টশাড়ী, ভুনি-ফোতা পট্টপাড়ি,
স্বর্ণ-রৌপ্য মুদ্রা বহুধন।
দূর্ব্বা, ধান্য, গোরোচন, হরিদ্রা কুঙ্কুম চন্দন,
মঙ্গলদ্রব্য পাত্রেতে ভরিঞা;
৩। বস্ত্রগুপ্ত দোলা চড়ি, সঙ্গে লঞা দাসী চেড়ী,
বস্ত্রালঙ্কারে পেটারি ভরিঞা।
ভক্ষ্য ভোজ্য উপহার সঙ্গে লৈল বহুভার,
শচীগৃহে হৈলা উপনীত,
৪। দেখিয়া বালকঠাম, সাক্ষাৎ গোকুলকান,
বর্ণমাত্র দেখে বিপরীত।
৫। সর্ব্বঅঙ্গ সুনির্ম্মাণ, সুবর্ণপ্রতিভাভাণ,
সর্ব্বঅঙ্গ সুলক্ষণময়,
বালকের দিব্য মূর্ত্তি, দেখি পাইল বহু প্রীতি,
বাৎসল্যেতে দ্রবিল হৃদয়।
দূর্ব্বা ধান্য দিল শীর্ষে, কৈল বহু আশীষে—
৬। "চিরজীবী হও দুই ভাই।"
ডাকিনী শাকিনী হৈতে, শঙ্কা উপজিল চিতে,
ভয়ে নাম থুইল 'নিমাই'।
৭। পুত্র-মাতা স্নানদিনে, দিল বস্ত্র-বিভূষণে,
পুত্রসহ মিশ্রেরে সম্মানি,
শচী মিশ্রের পূজা লঞা, মনেতে হরিষ হঞা,
ঘরে আইলা সীতা ঠাকুরাণী।

ঐছে শচী জগন্নাথ, পুত্র পাঞা লক্ষ্মীনাথ
পূর্ণ হইল সকল বাঞ্ছিত,
৮। ধন-ধান্যে ভরে ঘর লোকমান্য কলেবর
দিনে দিনে হয় আনন্দিত।
মিশ্র—বৈষ্ণব, শান্ত অলম্পট, শুদ্ধ, দান্ত
ধনভোগে নাহি অভিমান,
পুত্রের প্রভাবে যত ধন আসি মিলে তত
বিষ্ণুপ্রীতে দ্বিজে দেন দান।
লগ্ন গণি হর্ষমতি, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী,
৯। গুপ্তে কিছু কহিল মিশ্রেরে—
১০। "মহাপুরুষের চিহ্ন, লগ্নে অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন
দেখি—এই তারিবে সংসারে"।
ঐছে প্রভু শচীঘরে, কৃপায় কৈল অবতারে,
যেই ইহা করয়ে শ্রবণ।
গৌর প্রভু দয়াময় তারে হয়েন সদয়
সেই পায় তাঁহার চরণ।
পাইয়া মনুষ্যজন্ম যে না শুনে গৌরগুণ
হেন জন্ম তার ব্যর্থ হৈল।
১১। পাইয়া অমৃতধুনী পিয়ে বিষগর্ত্তপানী
জন্মিয়া সে কেন নাহি মৈল ?
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ আচার্য্য-অদ্বৈতচন্দ্র
স্বরূপ-রূপ-রঘুনাথদাস।
ইঁহা সবার শ্রীচরণ শিরে ধরি নিজধন
জন্মলীলা গাইল কৃষ্ণদাস।

১। ব্যাঘ্রনখ হেমজড়ি—সুবর্ণজড়িত ব্যাঘ্রনখ, ইহা বালকের কণ্ঠাভরণ। কটি-পট্টসূত্র ডোরি—কটিতে ধারণার্থ পট্টসূত্র নির্ম্মিত ডোর, ঘুনসী। ২। চিত্রবর্ণ পট্টশাড়ী—নানাবর্ণযুক্ত এবং পট্টসূত্রনির্ম্মিত শাটী বস্ত্র, ইহা শচীকে দিবার জন্য। ভুনি—নীলরক্তাদি পাইড়যুক্ত বস্ত্র, ফোতা—চাদর। ভুনি ও ফোতা—এ দুইয়েরই পট্টপাড়ি অর্থাৎ রেশমের পাইড়। স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা—স্বর্ণমুদ্রা মোহর, রৌপ্যমুদ্রা টাকা। ৩। বস্ত্রগুপ্ত—বস্ত্রাচ্ছাদিত। দোলা—চৌপালা; হাল্‌কা বলিয়া ইহাতে শীঘ্র যাইবার সুবিধা। চেড়ী—চেটী, বাহিরের কর্ম্মকারিণী দাসী। ৪। ঠাম—অবয়ব-সন্নিবেশ অর্থাৎ গঠন। কান—কানু অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ। ৫। ভাণ—সদৃশ। ৬। দুই ভাই—বিশ্বরূপ এবং মহাপ্রভু। ৭। স্নানদিনে—জননাশৌচান্তদিবসে। ৮। লোকমান্য কলেবর—যাঁহার কলেবর সকলের মাননীয়। ৯। গুপ্তে—গোপনে। ১০। লগ্নে অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন—জন্মলগ্নে ও বালকের অঙ্গে মহাপুরুষের চিহ্ন ভিন্ন ভিন্ন আকারে অর্থাৎ লগ্নে এক আকারে এবং অঙ্গে অন্যবিধ আকারে; ইহা পর পরিচ্ছেদে বলিবেন। ১১। অমৃতধুনী—অমৃতনদী।

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে জন্মোৎসব-বর্ণনং নাম
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদঃ।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

তথাহি শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসস্য বিংশবিলাসে প্রথমশ্লোকঃ—

কথঞ্চন স্মৃতে যস্মিন্ দুষ্করং সুকরং ভবেৎ।
বিস্মৃতে বিপরীতং স্যাৎ শ্রীচৈতন্যং নমামি তং॥১॥

জয়-জয় শ্রীচৈতন্য! জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈতচন্দ্র! জয় গৌরভক্তবৃন্দ!
প্রভুর কহিল এই জন্মলীলা-সূত্র;
১। যশোদানন্দন যৈছে হৈল শচীপুত্র।
সঙ্ক্ষেপে কহিল জন্মলীলা-অনুক্রম;
এবে কহি বাল্যলীলা-সূত্রের গণন।

বন্দে চৈতন্যকৃষ্ণস্য বাল্যলীলাং মনোহরাং।
লৌকিকীমপি তামীশচেষ্টয়া বলিতান্তরাং॥২॥

২। বাল্যলীলায় আগে প্রভুর উত্তান-শয়ন;
৩। পিতা-মাতায় দেখাইল চিহ্ন-চরণ।
৪। গৃহে দুইজন দেখে লঘু পদচিহ্ন;
৫। তাহে শোভে ধ্বজ, বজ্র, শঙ্খ, চক্র, মীন।
দেখিয়া দোঁহার চিত্তে জন্মিল বিস্ময়;
কার পদচিহ্ন ঘরে, না পায় নিশ্চয়!
৬। মিশ্র কহে—"বালগোপাল আছে শিলাসঙ্গে
তেঁহ মূর্ত্তি হঞা জানি খেলে ঘরে রঙ্গে।"
সেইক্ষণে জাগি নিমাই করয়ে ক্রন্দন;
অঙ্কে লঞা শচী তাঁরে পিয়াইল স্তন।
স্তন পিয়াইতে তাঁর চরণ দেখিল;
সেই চিহ্ন পায়ে দেখি মিশ্রে বোলাইল।
দেখিয়া মিশ্রের হৈল আনন্দিত মতি;
৭। গুপ্তে বোলাইল নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী।
চিহ্ন দেখি চক্রবর্ত্তী বলেন হাসিয়া—
"লগ্ন গণি পূর্ব্বে আমি রাখিয়াছি লিখিয়া।
বত্রিশ-লক্ষণ মহাপুরুষ-ভূষণ;
এই শিশু-অঙ্গে দেখি সে সব লক্ষণ।

তথাহি সামুদ্রিকে তৃতীয়শ্লোকঃ:—

পঞ্চদীর্ঘঃ পঞ্চসূক্ষ্মঃ সপ্তরক্তঃ ষড়ুন্নতঃ।
ত্রি-হ্রস্বপৃথুগম্ভীরো দ্বাত্রিংশল্লক্ষণোমহান্॥ ৩॥

কথঞ্চনেতি। কথঞ্চন যেন কেনাপি প্রকারেণ যস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে স্মৃতে স্মৃতিপথমারূঢ়ে সতি দুষ্করং কর্ত্তুমশক্যমপি সুকরম্ ভবেৎ, তস্মিন্ বিস্মৃতে সতি বিপরীতং সুকরমপি দুষ্করং স্যাৎ, তং শ্রীচৈতন্যমহং নমামি॥ ১॥

বন্দে ইতি। চৈতন্যকৃষ্ণস্য চৈতন্যরূপেণ সাধারণদৃষ্টৌ প্রতীয়মানস্য ভক্তবিশেষদৃষ্টৌ কৃষ্ণস্য যশোদানন্দনস্য মনোহরাং তাং বাল্যলীলামহং বন্দে। কথম্ভূতাং?—লৌকিকীমপি ঈশচেষ্টয়া অলৌকিকচেষ্টয়া বলিতং যুক্তমন্তরং যস্যাস্তামিতি॥ ২॥

পঞ্চদীর্ঘ ইতি। পঞ্চ নাসাভুজহনুনেত্রজানূনি দীর্ঘাণি যস্য সঃ; পঞ্চ ত্বক্‌কেশাঙ্গুলিপর্ব্বদন্তরোমাণি সূক্ষ্মাণি যস্য

যে কোন প্রকারে যাঁহার স্মরণ করিলে দুষ্কর কর্ম্মও সুকর হয় এবং যাঁহার বিস্মরণে তাহার বিপরীত অর্থাৎ সুকর কর্ম্মও দুষ্কর হইয়া উঠে, আমি সেই শ্রীচৈতন্যদেবকে প্রণাম করি॥ ১॥

চৈতন্যরূপী শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার বন্দনা করি; যে লীলা লৌকিকী হইয়াও অন্তরে অলৌকিক চেষ্টায় সম্বলিত॥ ২॥

যাঁহার নাসা, ভুজ, হনু অর্থাৎ কপোলের উর্দ্ধভাগ, নেত্র এবং জানু, এই পাঁচটী অঙ্গ দীর্ঘ; ত্বক্, কেশ, অঙ্গুলিপর্ব্ব,

---

১। যৈছে = যেরূপে; অর্থাৎ যশোদানন্দন যেরূপে শচীনন্দন হইলেন, এই তাঁহার জন্মলীলার সূত্র অর্থাৎ সঙ্ক্ষিপ্ত বিবরণ বলিলাম।

২। উত্তান শয়ন = চিত হইয়া শয়ন। ৩। চিহ্ন চরণ = চরণ চিহ্ন; স্বয়ং ভগবত্তা-বোধক চরণস্থরেখারূপ ধ্বজবজ্রাদি-চিহ্ন। ৪। লঘু = ক্ষুদ্রাকার। ৫। তাহে ...মীন—ধ্বজাদি অন্যান্য চিহ্নের উপলক্ষণ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের চরণদ্বয়ে যে ঊনবিংশতি চিহ্ন আছে, তন্মধ্যে বাম চরণে অর্দ্ধচন্দ্র, কলস, ত্রিকোণ, ধনু, আকাশ, গোষ্পদ, মৎস্য এবং শঙ্খ—এই অষ্ট চিহ্ন; আর দক্ষিণ চরণে ধ্বজা, পদ্ম, বজ্র, অঙ্কুশ, যব, স্বস্তিক, ঊর্দ্ধরেখা, অষ্টকোণ, জম্বুফল, চক্র এবং ছত্র—এই একাদশ চিহ্ন। ৬। শিলা = শালগ্রাম শিলা। ৭। গুপ্তে = গোপনে।

১। নারায়ণের চিহ্ন-যুক্ত হস্ত-চরণ ;
এই শিশু সব লোকে করিবে তারণ।
এই ত করিবে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচার ;
ইঁহা হৈতে হবে দুইকুলের নিস্তার।
মহোৎসব কর সবে—বোলাহ ব্রাহ্মণ ;
আজি দিন ভাল, কর নাম-করণ।
সর্ব্বলোকে করিবে ইঁহো ধারণ-পোষণ ;
২। 'বিশ্বম্ভর' নাম ইঁহার এই ত কারণ।"
শুনি শচী মিশ্রের মনে আনন্দ বাড়িল ;
ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী আনি মহোৎসব কৈল।
৩। তবে কতদিনে প্রভুর জানু চঙ্ক্রমণ ;
৪। তাঁহা নানা চমৎকার করাইল দর্শন।
৫। ক্রন্দনের ছলে বোলাইল হরি-নাম ;
নারী সব 'হরি' বলে, হাসে গৌরধাম।
৬। আর কত দিনে কৈল পদ-চঙ্ক্রমণ ;
শিশুগণ লঞা কৈল বিবিধ খেলন।
একদিন শচী খই-সন্দেশ আনিয়া ;
বাটা ভরি দিঞা বলে—"খাওত বসিয়া"।

এত বলি গেলা শচী গৃহ-কর্ম্ম করিতে ;
লুকাইয়া লাগিল শিশু মৃত্তিকা খাইতে।
দেখি শচী ধাঞা আইলা করি 'হায় ! হায়' !
মাটী কাড়ি লঞা বলে—"মাটী কেন খায়" ?
কাঁদিয়া কহিল শিশু "কেন কর রোষ ?
তুমি মাটী খাইতে দিলা, মোর কিবা দোষ ?
খই, সন্দেশ, অন্ন, যত—মাটীর বিকার ;
এহো মাটী, সেহো মাটী, কি ভেদ বিচার ?
মাটী দেহ, মাটী ভক্ষ্য,—দেখহ বিচারি ;
অবিচারে দাও দোষ, কি বলিতে পারি ?"
অন্তরে বিস্মিতা শচী বলিলা তাঁহারে—
"মাটী খাইতে জ্ঞানযোগ কে শিখাল তোরে ?
মাটীর বিকার অন্ন খাইলে দেহ পুষ্টি হয় ;
মাটী খাইলে রোগ হয়,—দেহ যায় ক্ষয়।
মাটীর বিকার ঘটে পানী ভরি আনি ;
মাটীপিণ্ডে ধরি যবে—শোষি যায় পানী।"
আত্ম লুকাইতে প্রভু বলিলা তাঁহারে—
"আগে কেন ইহা মাতা না বলিলা মোরে ?

সঃ ; সপ্ত নেত্রান্তপাদতলকরতলতাল্বোষ্ঠাধরজিহ্বানখাশ্চ বক্রা রক্তবর্ণা যস্য সঃ ; ষট্ বক্ষঃস্কন্ধনখনাসিকাকটিমুখানি উন্নতানি তুঙ্গানি যস্য সঃ ; ত্রীণি গ্রীবাজঙ্ঘামেহনানি হ্রস্বানি পরিমাণতোলঘূনি যস্য সঃ ; ত্রীণি কটিললাটবক্ষাংসি চ পৃথূনি বিশালানি যস্য সঃ ; ত্রীণি নাভিস্বরসত্ত্বানি চ গম্ভীরাণি যস্য সঃ ; ত্রি-হ্রস্বপৃথুগম্ভীর ইতি ত্রিশব্দঃ হ্রস্বপৃথুগম্ভীরাণাং প্রত্যেকমন্বেতীতি এতানি পঞ্চদীর্ঘাদীনি দ্বাত্রিংশৎ-লক্ষণানি যস্য সঃ মহান্ মহাপুরুষ ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

দন্ত এবং রোম—এই পঞ্চস্থানে সূক্ষ্মতা ; নেত্রপ্রান্ত, পাদতল, করতল, তালু, ওষ্ঠাধর, জিহ্বা এবং নখ—এই সপ্তস্থানে রক্তিমা ; বক্ষঃস্থল, স্কন্ধ, নখ, নাসিকা, কটিদেশ এবং মুখ—এই ছয়টি অঙ্গ উন্নত ; গ্রীবা, জঙ্ঘা এবং মেহন—এই তিন অঙ্গ হ্রস্ব ; কটি, ললাট এবং বক্ষঃস্থল—এই তিন স্থান বিস্তীর্ণ ; এবং নাভি, স্বর ও বুদ্ধি—এই তিন স্থানে গাম্ভীর্য্য, যাঁহাতে অসাধারণ এই বত্রিশটী লক্ষণ দেখা যায়, তিনিই মহাপুরুষ ॥ ৩ ॥

১। নারায়ণের · চরণ—নারায়ণের হস্তে ও পদে যে সকল চিহ্ন থাকা শুনা যায়, এই শিশুর হস্ত ও চরণ সেই সকল চিহ্নযুক্ত।

২। বিশ্বম্ভর···কারণ—ভৃ-ধাতুর অর্থ ধারণ ও পোষণ এবং 'বিশ্ব' শব্দে লোক-সমুদায় ; সুতরাং লোকসমুদায়কে ইনি ধারণ ও পোষণ করিবেন, এই অর্থে ইঁহার নাম বিশ্বম্ভর থাকিল। এই ত কারণ—ধারণ ও পোষণ করিবেন, ইহাই বিশ্বম্ভর নাম রাখার কারণ। ৩। জানু চঙ্ক্রমণ—জানু অর্থাৎ হাঁটু দ্বারা পুনঃ পুনঃ গমন ; অর্থাৎ হামাগুড়ি দিয়া চলা। ৪। তাঁহা—সেই জানু চঙ্ক্রমণ লীলায়। ৫। ক্রন্দনের ছলে হরিনাম—হরি বলিলে গৌরের রোদন থামিত ; নারীগণ আসিলেই তিনি রোদন করিতেন, তাহাতে নারীগণ রোদন থামাইবার জন্য হরি হরি বলিতেন ; এইরূপে ক্রন্দনচ্ছলে হরিনাম বলাইলেন।

৬। আর···পদ চঙ্ক্রমণ—কিঞ্চিৎ অধিক বয়স প্রকট হইলে, পদ দ্বারা গমন।

এবে ত জানিল আর মাটী না খাইব,
ক্ষুধা লাগে যবে তব স্তনদুগ্ধ পিব।"
এত বলি জননীর কোলেতে চড়িয়া,
স্তনপান করে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া।

এইমতে নানা ছলে ঐশ্বর্য্য দেখায়,
বাল্যভাব প্রকটিয়া পশ্চাৎ লুকায়।
১। অতিথি-বিপ্রের অন্ন খাইল তিন বার,
পাছে গুপ্তে সেই বিপ্রে করিল নিস্তার।
২। চোরে লঞা গেল প্রভুকে বাহিরে পাইয়া,
তার স্কন্ধে চড়ি আইলা, তারে ভুলাইয়া।
ব্যাধি-ছলে জগদীশ-হিরণ্য-সদনে,
বিষ্ণুনৈবেদ্য খাইলা একাদশীদিনে।
শিশুগণে লঞা পাড়াপড়শীর ঘরে,
চুরি করি দ্রব্য খায়, মারে বালকেরে।
শিশুসব শচী-স্থানে কৈল নিবেদন,
৩। শুনি শচী পুত্রে কিছু দিল ওলাহন।
"কেন চুরি কর ? কেন মারহ শিশুরে ?
কেন পর-ঘরে যাহ ? কিবা নাহি ঘরে ?"
শুনি ক্রুদ্ধ হঞা প্রভু ঘর-ভিতর যাঞা,
ঘরে যত ভাণ্ড ছিল ফেলিল ভাঙ্গিঞা।
তবে শচী কোলে করি করাইল সন্তোষ,
লজ্জিত হইলা প্রভু জানি নিজদোষ।
কভু মৃদু-হস্তে কৈল মাতাকে তাড়ন,
৪। মাতাকে মূর্চ্ছিতা দেখি করয়ে ক্রন্দন।
নারীগণ কহে—"নারিকেল দেহ আনি,
তবে সুস্থ হইবেন তোমার জননী।
৫। বাহির হইঞা প্রভু আনিল দুই ফল,
দেখিয়া বিস্মিত হৈলা বনিতা সকল।

কভু শিশুসঙ্গে স্নান করেন গঙ্গাতে,
কন্যাগণ আইলা তাঁহা দেবতা পূজিতে।
গঙ্গাস্নান করি পূজা করিতে লাগিলা,
কন্যাগণ মধ্যে প্রভু আসিয়া বসিলা।
কন্যাগণে কহে—"আমা পূজ, আমি দিব বর,
গঙ্গা-দুর্গা দাসী মোর—মহেশ কিঙ্কর।"
আপনি চন্দন পরে, পরে ফুলমালা,
নৈবেদ্য কাড়িয়া খায় সন্দেশ-চাল-কলা।
ক্রোধে কন্যাগণ কহে—"শুনহ নিমাই ;
গ্রাম-সম্বন্ধে তুমি আমা-সবার ভাই।
৬। আমা-সবার উপর হেন করিতে না জুয়ায় ;
৭। না লহ দেবতাসজ্জ, না কর অন্যায়।"
প্রভু কহে—"তোমা সবায় দিল এই বর ;
তোমা-সবার ভর্ত্তা হবে পরমসুন্দর।
৮। পণ্ডিত, বিদগ্ধ, যুবা, ধনধান্যবান্ ;
সাত সাত পুত্র হবে চিরায়ু মতিমান্।"
বর শুনি কন্যাগণের অন্তরে সন্তোষ ;
৯। বাহিরে ভৎর্সন করে করি মিথ্যা-রোষ।
কোন কন্যা পলাইল নৈবেদ্য লইঞা ;
তারে ডাকি কহে প্রভু ক্রোধযুক্ত হঞা।
"যদি মোরে নৈবেদ্য না দিবে হইয়া কৃপণী ;
বুড়া ভর্ত্তা হবে আর সাত সতিনী।"

১। অতিথি · নিস্তার—এক দিবস কোন তৈর্থিক ব্রাহ্মণ জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন। তিনি বালগোপাল-মন্ত্রে দীক্ষিত। অন্নপাক করিয়া ইষ্টদেবে অন্ন নিবেদন করা মাত্র মহাপ্রভু হঠাৎ আসিয়া তাহার এক গ্রাস ভোজন করিলেন। পুনর্ব্বার শচীমাতার আগ্রহে ব্রাহ্মণ অন্ন পাক করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় ভোগ লাগাইলে, তৎক্ষণাৎ মহাপ্রভু সেই অন্নের এক গ্রাস ভক্ষণ করিলেন ; তৃতীয় বারে মহাপ্রভুকে গৃহে রুদ্ধ করিয়া রাখা হইল। ব্রাহ্মণের পাক সমাপ্তি হইলে মাতা পিতা এবং গৃহজনকে যোগনিদ্রায় মোহিত করিয়া বালগোপাল রূপে দর্শন দিয়া, প্রভু সেই ব্রাহ্মণকে নিস্তার করিয়াছিলেন। ইহার বিশেষ বিবরণ শ্রীচৈতন্যভাগবতে আছে। ২। চোরে···ভুলাইয়া—একদিন দুইজন চোর নানা অলঙ্কারে ভূষিত মহাপ্রভুকে ভুলাইয়া স্কন্ধে করিয়া লইয়া যায়। কিন্তু মহাপ্রভুর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া অনেক স্থান ভ্রমণ করতঃ অবশেষে মিশ্র-গৃহেই উপস্থিত হয়। তখন প্রভুকে অবতারিত করিয়া তাহারা পলায়ন করিয়াছিল। এ সকল লীলা শ্রীবৃন্দাবনদাস বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিয়াছেন।

৩। ওলাহন—অধিক্ষেপপূর্ব্বক কথন। ৪। মূর্চ্ছিত—কৃত্রিম মূর্চ্ছাযুক্ত। ৫। দুই ফল—এখানে দুই নারিকেল। ৬। আমা···জুয়ায়—আমাদিগের সঙ্গে এরূপ করা উচিত নয়। ৭। দেবতা সজ্জ,—দেবপূজার সজ্জা। ৮। বিদগ্ধ—রসিক। ৯। বাহিরে···রোষ—বাহিরে মিথ্যারোষ করতঃ ভৎর্সনা করিয়া লজ্জাবশতঃ অন্তর্গত ভাব গোপন করিলেন। ইহাকে অবহিত্থা নামক সঞ্চারি ভাব বলে।

ইহা শুনি অ'লবার মনে হৈল ভয়—
১। "কোন কিছু জানি কিম্বা দেবাধিষ্ঠ হয়!!"
আনিয়া নৈবেদ্য তারা সম্মুখে ধরিল;
খাইয়া নৈবেদ্য তারে ইষ্টবর দিল।
এই মত চাপল্য সব লোকেরে দেখায়;
দুঃখ কেহ নাহি মানে, সবে সুখ পায়।
একদিন বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মী-নাম;
দেবতা পূজিতে আইলা করি গঙ্গাস্নান।
তাঁরে দেখি প্রভুর হৈল সাভিলাষ মন;
লক্ষ্মী প্রীতি পাইলা, পাইয়া প্রভুর দর্শন।
২। সাহজিক প্রীতি দোঁহার করিল উদয়;
বাল্যভাবাচ্ছন্ন, তবু হইল নিশ্চয়।
দোঁহে দেখি দোঁহার চিত্তে হইল উল্লাস;
৩। দেবপূজা-ছলে দোঁহে করিল প্রকাশ।
৪। প্রভু বলে—"আমা পূজ আমি মহেশ্বর;
আমারে পূজিলে পাবে অভীপ্সিত বর।"
৫। লক্ষ্মী তাঁর অঙ্গে দিল কুসুম-চন্দন;
গলে মালা দিয়া কৈল চরণ বন্দন।
প্রভু তাঁর পূজা পাঞা হাসিতে লাগিলা;
৬। শ্লোক পড়ি তাঁর ভাব অঙ্গীকার কৈলা।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বাবিংশাধ্যায়ে পঞ্চবিংশশ্লোকে শ্রীকাত্যায়নীব্রতপরাঃ গোপীঃ প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং;—

সঙ্কল্পো বিদিতঃ সাধ্ব্যো ভবতীনাং মদর্চ্চনং।
ময়ানুমোদিতঃ সোঽসৌ সত্যো ভবিতুমর্হতি॥৪॥

এইমত লীলা করি দোঁহে গেলা ঘরে;
গম্ভীর চৈতন্যলীলা কে বুঝিতে পারে?
৭। চৈতন্য-চাপল্য দেখি প্রেমে সর্ব্বজন;
শচী-জগন্নাথে আসি দেন ওলাহন।
একদিন শচীদেবী পুত্রেরে ভর্ৎসিয়া;
ধরিবারে গেলা, পুত্র গেলা পলাইয়া।
৮। উচ্ছিষ্টের গর্ত্তে ত্যক্ত হাণ্ডীর উপর;
বসিয়া আছেন সুখে প্রভু বিশ্বম্ভর।
শচী আসি কহে—"কেন অশুচি ছুঁইলা?
গঙ্গাস্নান কর যাই, অপবিত্র হৈলা।"
৯। ইহা শুনি মাতাকে কহিল ব্রহ্মজ্ঞান;
বিস্মিতা হইয়া মাতা করাইল স্নান।

সঙ্কল্প ইতি। হে সাধ্ব্যঃ পরমপ্রেমাধ্যবসায়গুণরূপবত্যস্তেন চ মদেকাপেক্ষিতা ইত্যর্থঃ, অতোভবতীনাং মদর্চ্চনং মদ্বিষয়কপতিভাবময়প্রেমসেবাত্মকঃ সঙ্কল্পো ময়া বিদিতঃ জ্ঞাতসর্ব্বার্থঃ, স চানুমোদিতঃ, ভদ্রং কৃতমিতি স্বাভিলাষসিদ্ধ্যা সমাস্বাদিতঃ অতো ভবতীনাং কামনান্তরাভাবান্ময়ানুমোদিতত্বাচ্চ; যদ্বা সাধ্ব্যো মদেকাপেক্ষিকাঃ স চাসৌ সত্যঃ সদাপ্যব্যভিচার্য্যেব ভবিতুং যুজ্যত এব, কিন্তত্র মমাগ্রস্ত বা বরাভিপ্রয়াসেনেত্যর্থঃ, সম্ভাবনং যোগ্যতাধ্যবসানং, অর্হত্বং যোগ্যত্বমিতি কাশিকায়াং, সম্ভাবনেঽলমীতিতি অর্হে কৃত্যেতি সূত্রয়োর্ভেদো বিবিক্তোঽস্তি, অধ্যবসানমারোপণং রূপকালঙ্কারাদৌ প্রসিদ্ধমেবেতি, সম্ভাবনার্থত্বে চ কল্পিতে মহতাং সম্ভাবিতং সত্যমেবেতি তথা ব্যাখ্যাতং॥ ৪ ॥

হে সাধ্বীগণ! আমার সেবা করাই তোমাদিগের অভিলাষ, তাহা অগ্রেই জানিয়াছি এবং তাহা আমি অনুমোদনও করিয়াছি, অতএব তোমাদিগের মনোরথ সত্য হইবার যোগ্য॥ ৪ ॥

১। কোন…হয়—ইনি হয়ত কোন কিছু মন্ত্রাদি বা জ্যোতিষই জানেন, অথবা কোন দেবাধিষ্ট (দেবাবিষ্ট) হইবেন। কারণ, ইনি যাহা বলেন, তাহাই সত্য হয়। ইহাই কন্যাদের স্বগত আশঙ্কোক্তি। ২। সাহজিক—স্বাভাবিক। প্রীতি—প্রিয়তা। দোঁহার—লক্ষ্মী এবং মহাপ্রভুর। বাল্যভাবে আচ্ছন্ন হইলেও সে সময় পরস্পরের প্রীতি নিশ্চিত হইয়াছিল। ৩। দেবপূজাচ্ছলে পরস্পর স্ব স্ব প্রীতি প্রকাশ করিয়াছিলেন।
৪। প্রভু বলে…বর—এই পয়ারে মহাপ্রভুর প্রীতির প্রকাশ হইল। ৫। লক্ষ্মী তাঁর…বন্দন—লক্ষ্মীর প্রীতিপ্রকাশক ক্রিয়া।
কাত্যায়নী-ব্রতপরা কুমারীগণ তৎকালে সিদ্ধ হইয়াও যথাযোগ্য সময়ে যেমন কৃষ্ণসেবা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমিও আমার সেবার যোগ্যতা পাইয়াও উপযুক্ত সময়ে অর্থাৎ বিবাহানন্তর সেবার অধিকারিণী হইবে, ইহাই এ শ্লোকের তাৎপর্য্য॥ ৪ ॥
৬। তাঁর ভাব—মহাপ্রভুতে তাঁর (লক্ষ্মীর) প্রতিভাব। ৭। চাপল্য—মহাপ্রভু-বিষয়ক প্রেমের পোষক চাপল্য-নামক সঞ্চারি ভাব।
৮। হাণ্ডী—হাঁড়ি। ৯। ব্রহ্মজ্ঞান—"এক ব্রহ্ম ভিন্ন সকলই মিথ্যা, অনাদি-অবিদ্যাবশত জীব ভ্রান্ত হইয়া চিন্মাত্র ব্রহ্মকে প্রপঞ্চ রূপে অনুভব

কভু পুত্র-সহ শচী করিল শয়ন ;
১। দেখে দিব্য লোক আসি ভরিল অঙ্গন।
শচী বলে—"যাহ পুত্র ! বোলাহ বাপেরে" ;
মাতৃ-আজ্ঞা পাঞা প্রভু চলিল বাহিরে।
চলিতে চরণে নূপুর বাজে ঝন্ ঝন্ ;
শুনি চমকিত হৈল পিতামাতার মন।
মিশ্র কহে—"এই বড় অদ্ভুত কাহিনী ;
শিশুর শূন্যপদে কেন নূপুরের ধ্বনি ?"
শচী কহে—"আর এক অদ্ভুত দেখিল ;
দিব্য-দিব্য লোক আসি অঙ্গন ভরিল।
কিবা কোলাহল করে, বুঝিতে না পারি ;
২। কারে স্তুতি করে,—হেন অনুমান করি।"
৩। মিশ্র বলে—"কিছু হউক, চিন্তা কিছু নাই ;
বিশ্বম্ভরের কুশল হউক এই মাত্র চাই।"
একদিন মিশ্র পুত্রের চাপল্য দেখিয়া ;
ধর্ম্মশিক্ষা দিলা বহু ভৎর্সন করিয়া।
রাত্রে স্বপ্ন দেখে এক আসিয়া ব্রাহ্মণ ;
মিশ্রেরে কহয়ে কিছু সরোষ বচন।—
"মিশ্র ! তুমি পুত্রের স্বরূপ নাহি জান ;
ভৎর্সন তাড়ন কর 'পুত্র' করি মান।"
৪। মিশ্র কহে—"দেব সিদ্ধ মুনি কেন নয় ?
যে সে বড় হউক—এ যে আমার তনয়।
পুত্রের লালন-শিক্ষা—পিতার স্বধর্ম্ম ;
৫। আমি না শিখালে কৈছে জানিবে ধর্ম্মমর্ম্ম ?"
বিপ্র কহে—"এই যদি দেব-সিদ্ধ হয় ;
স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান, তবে শিক্ষা ব্যর্থ হয়।"
মিশ্র কহে—"পুত্র কেন নহে নারায়ণ ?
তথাপি পিতার ধর্ম্ম—পুত্রের শিক্ষণ।"
এইমত দোঁহে করে ধর্ম্মের বিচার ;
৬। শুদ্ধবাৎসল্য মিশ্রের—নাহি জানে আর।
এত শুনি দ্বিজ গেলা হঞা আনন্দিত ;
মিশ্র জাগিয়া হৈল পরম বিস্মিত।
বন্ধু-বান্ধবের স্থানে স্বপন কহিল ;
শুনিয়া সকল লোক বিস্মিত হইল।
এইমত শিশুলীলা করে গৌরচন্দ্র ;
দিনে দিনে পিতা-মাতার বাড়য়ে আনন্দ।
৭। কত-দিনে মিশ্র পুত্রের 'হাতে খড়ি' দিল।
৮। অল্পদিনে দশ-ফলা অক্ষর শিখিল ;
বাল্যলীলা-সূত্রের এই কৈল অনুক্রম।
ইহা বিস্তারিয়াছেন দাস বৃন্দাবন ;
অতএব এই লীলা সংক্ষেপে সূত্র কৈল ;
পুনরুক্তিভয়ে বিস্তারিয়া না লিখিল।
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ;
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

করেন। বিচার করিলে, ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই ; তখন অপবিত্র বলিতে কিছুই থাকে না। পবিত্র-অপবিত্র-ভাব সকলই অবিদ্যাকল্পিত মিথ্যা, সুতরাং অপবিত্র কিছুই নয়—সকলই পবিত্র। যেহেতু সকলই ব্রহ্ম"—ইত্যাদি বিস্তৃত কথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে বর্ণিত আছে।

১। দিব্য লোক = মনুষ্যভিন্ন লোক অর্থাৎ স্বর্গীয় লোক। ২। কারে…করি = কাহাকেও যেন স্তুতি করিতে লাগিল, ইহাই অনুমান করিলাম। ৩। কিছু হউক = যে কিছু হউক। ৪। মিশ্র কহে…তনয়—দেব অথবা সিদ্ধ কিম্বা মুনি কেন নয়, অর্থাৎ সে যত বড়ই হউক না কেন, কিন্তু আমারই ত ছেলে। ৫। ধর্ম্ম-মর্ম্ম = ধর্ম্মরহস্য। ৬। নাহি জানে আর—আর, অন্য ; অর্থাৎ ঈশ্বর বলিয়া জানেন না।

৭। হাতে খড়ি = বিদ্যারম্ভ। ৮। দশ ফলা = পরস্পর ব্যঞ্জনবর্ণের যোগকে ফলা বলে। পূর্ব্বের শিক্ষকেরা ফলাকে দশভাগে বিভক্ত করিয়াছেন ; যথা—ক্য, ক্র, ক্ল, ক্ব, ক্ন, ক্ম, র্ক, ক্ষ, স্ক এবং ঙ্ক, এই দশ প্রকার। কেহ কেহ দ্বাদশ-ফলা বলেন ; তাঁহাদিগের মতে কৃ ও কৢ এই দুইটাও ফলা মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু ঋ ও ৯ স্বরবর্ণ বলিয়া ফলারূপে ধরা ঠিক নয়।

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে বাল্যলীলা-সূত্রবর্ণনং নাম

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদঃ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

কুমনাঃ সুমনস্ত্বং হি যাতি যস্য পদাব্জয়োঃ।
সুমনোঽর্পণমাত্রেণ তং চৈতন্যং প্রভুং ভজে ॥১॥

জয়-জয় শ্রীচৈতন্য! জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈতচন্দ্র! জয় গৌরভক্তবৃন্দ!
পৌগণ্ড-লীলার সূত্র করিয়ে গণন,
১। পৌগণ্ড-বয়সে প্রভুর মুখ্য অধ্যয়ন।

পৌগণ্ডলীলা চৈতন্যকৃষ্ণস্যাতিসুবিস্তৃতা।
বিদ্যারম্ভমুখা পাণিগ্রহণান্তা মনোহরা ॥ ২ ॥

২। গঙ্গাদাসপণ্ডিত-পাশে পড়ে ব্যাকরণ,
৩। শ্রবণমাত্রে কণ্ঠে কৈল সূত্র-বৃত্তিগণ।
৪। অল্পকালে হৈলা পাঁজী-টীকাতে প্রবীণ,
৫। চিরকালের পড়ুয়া জিনে হইয়া নবীন।
অধ্যয়নলীলা প্রভুর দাস বৃন্দাবন,
৬। 'চৈতন্যমঙ্গলে' কৈল বিস্তারি বর্ণন।
একদিন মাতার করি চরণে প্রণাম,
প্রভু কহে—"মাতা মোরে দেহ এক দান।"
মাতা কহে—"তাহা দিব, যে তুমি মাগিবা,"
প্রভু কহে—"একাদশীতে অন্ন না খাইবা"।
শচী কহে—"না খাইব, ভালই কহিলা";
সেই হৈতে একাদশী করিতে লাগিলা।
তবে মিশ্র বিশ্বরূপের দেখিয়া যৌবন,
৭। কন্যা মাগি বিভা দিতে করিল যতন।
৮। বিশ্বরূপ শুনি ঘর ছাড়ি পলাইলা,
সন্ন্যাস করিয়া তীর্থ করিবারে গেলা।
শুনি মিশ্রপুরন্দরের দুঃখি হৈল মন,
তবে প্রভু মাতা-পিতার কৈল আশ্বাসন—
"ভাল হৈল—বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল,
পিতৃকুল মাতৃকুল দুই উদ্ধারিল।
আমি ত করিব তোমা দোঁহার সেবন";
শুনিয়া সন্তুষ্ট হৈল পিতা-মাতার মন।
একদিন নৈবেদ্য তাম্বুল খাইয়া,
ভূমিতে পড়িলা প্রভু অচেতন হইয়া।

কুমনা ইতি। যস্য পদাব্জয়োঃ সুমনসাং কুসুমানাং পক্ষে সোঃ শোভনস্য কৌটিল্যাদিরহিতস্য মনসোঽর্পণমাত্রেণ কুৎসিতং কামাদিবাসনাক্তং মনো যস্য স, সুমনস্ত্বং পুষ্পবৎ কোমলতাদিযুক্তস্বভাবং পক্ষে ভুক্তিমুক্তিস্পৃহারাহিত্যং যাতি প্রাপ্নোতি, তং প্রভুং চৈতন্যমহং ভজে ॥ ১ ॥

পৌগণ্ডেতি। চৈতন্যরূপেণাবতীর্ণস্য কৃষ্ণস্য পঞ্চমবর্ষান্তমারভ্য দশমবর্ষপর্য্যন্তং পৌগণ্ডং, তত্র ভবা লীলা পৌগণ্ডলীলা; কিংভূতা? বিদ্যারম্ভো মুখ আদির্যস্যাঃ সা; পাণিগ্রহণং বিবাহোঽন্তোঽন্তিমো যস্যাঃ সা; মনোহরা সর্ব্বচিত্তাকর্ষিণী সা; অতি সুবিস্তৃতা বক্তুমশক্যেত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

যাঁহার পদারবিন্দে সুমনঃ অর্পণ মাত্রেই কুমনাও সুমনস্ত্ব লাভ করে, আমি সেই প্রভু চৈতন্যদেবকে ভজনা করি ॥১॥
বিদ্যারম্ভ হইতে বিবাহ পর্য্যন্ত পরম মনোহর শ্রীচৈতন্যরূপী শ্রীকৃষ্ণের পৌগণ্ডলীলা অতিশয় বিস্তীর্ণ ॥ ২ ॥

এই শ্লোকে সুমনঃ শব্দে পুষ্প ও সুন্দর মনঃ—এতদুভয়ই বুঝাইয়া শ্লেষালঙ্কার হইয়াছে ॥ ১ ॥

১। মুখ্য অধ্যয়ন—অধ্যয়ন মুখ্য অর্থাৎ প্রধান। ২। গঙ্গাদাস পণ্ডিত পাশে—গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট। ৩। সূত্র—যাহাতে অল্পাক্ষরে অসন্দিগ্ধ রূপে সারবস্তু কথিত হয়, তাহাকে সূত্র বলে। সেই সূত্রের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাকে বৃত্তি বলে। মহাপ্রভু ব্যাকরণের সূত্র ও বৃত্তি শ্রবণ মাত্রেই কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। ৪। পাঁজী টীকা—পঞ্জিকা নাম্নী কলাপ ব্যাকরণের টীকা। প্রবীণ—পারদর্শী। ৫। নবীন—নূতন পড়ুয়া। তিনি নূতন পড়ুয়া হইয়াও যাহারা চিরকালের পড়ুয়া অর্থাৎ দীর্ঘকাল শাস্ত্রানুশীলন করিয়াছেন, তাহাদিগকেও জয় করিলেন। ৬। বিস্তারি—বিস্তার করিয়া। ৭। মাগি—অন্বেষণ করিয়া। ৮। শুনি—বিবাহের কথা শ্রবণ করিয়া।

আস্তেব্যস্তে পিতা-মাতা মুখে দিল পানী,
সুস্থ হঞা কহে প্রভু অদ্ভুত কাহিনী—
"এথা হৈতে বিশ্বরূপ মোরে লঞা গেলা,
'সন্ন্যাস করহ তুমি' আমারে কহিলা।"
১। আমি বৈল 'আমার অনাথ পিতা-মাতা,
আমিহ বালক, সন্ন্যাসের কিবা কথা ?
গৃহস্থ হইয়া করি পিতৃমাতৃ-সেবন,
ইহাতেই সন্তুষ্ট হবেন লক্ষ্মী-নারায়ণ'।
তবে বিশ্বরূপ ইঁহা পাঠাইল মোরে,
মাতাকে কহিলা কোটি কোটি নমস্কারে।"
এইমত নানা লীলা করে গৌরহরি,
কি কারণে লীলা, ইহা বুঝিতে না পারি !
কতদিন রহি মিশ্র গেলা পরলোক,
মাতা-পুত্র দোঁহার বাড়িল হৃদি শোক।
বন্ধু-বান্ধব আসি দোঁহে প্রবোধিল,
২। পিতৃক্রিয়া বিধিমতে ঈশ্বর করিল।
কত দিনে প্রভু চিত্তে করিল চিন্তন,—
৩। "গৃহস্থ হইলাম, এবে চাহি গৃহধর্ম্ম।
গৃহিণী বিনা গৃহধর্ম্ম না হয় শোভন";
এত চিন্তি বিবাহ করিতে হৈল মন।

তথাহি উদ্বাহতত্ত্বে সপ্তমাঙ্কে
দক্ষ-ধৃতা স্মৃতিঃ—

ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে ॥৩॥

দৈবে একদিন প্রভু পড়িয়া আসিতে,
বল্লভাচার্য্যের কন্যা দেখে গঙ্গাপথে।
৪। পূর্ব্বসিদ্ধ ভাব দোঁহার উদয় হইল,
দৈবে বনমালী ঘটক শচীস্থানে আইল।
শচীর ইঙ্গিতে সম্বন্ধ করিল ঘটন,
৫। লক্ষ্মীকে করিল বিভা শচীর নন্দন।
বিভা বিস্তারিয়াছেন দাস বৃন্দাবন,
পুনরুক্তিভয়ে ইঁহা না কৈল বর্ণন।
পৌগণ্ডলীলায় লীলা বহুতপ্রকার,
বৃন্দাবনদাস তাহা করিয়াছেন বিস্তার।
৬। অতএব দিঙ্মাত্র ইহাঁ দেখাইল,
৭। চৈতন্যমঙ্গলে সর্ব্বলোকে খ্যাত হৈল।
শ্রীরূপ-রঘুনাথ পদে যার আশ,
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

ন গৃহমিতি। পণ্ডিতা গৃহং বাসস্থানং গৃহং কেবলং নাহুঃ, কিন্তু গৃহিণী সহধর্ম্মিণী গৃহমুচ্যতে, হি যতস্তয়া গৃহিণ্যা সহিতঃ মিলিতঃ সন্ সর্ব্বান্ ধর্ম্মার্থাদীন্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুত ইতি ॥ ৩ ॥

পণ্ডিতেরা কেবল গৃহকে গৃহ বলেন না, কিন্তু গৃহিণীকে গৃহ বলিয়া থাকেন ; যেহেতু গৃহস্থ ব্যক্তি পত্নীর সহিত মিলিত হইয়া সকল প্রকার পুরুষার্থ লাভ করেন ॥ ৩ ॥

১। বৈল—বলিলাম। ২। বিধিমতে—যথাশাস্ত্র। ইহাতেও শ্রীগৌরাঙ্গের শাস্ত্রবিধিতে আদর প্রকটিত হইল। ৩। গৃহস্থ হইলাঙ—পিতার পরলোক গমনানন্তর আমি গৃহস্থ অর্থাৎ এই গৃহের অধিপতি হইয়াছি ; এক্ষণে গৃহস্থোচিত ক্রিয়াকলাপ আমার কর্ত্তব্য ; এ নিমিত্ত বিবাহ করা উচিত হইয়াছে। ৪। পূর্ব্বসিদ্ধ=অনাদিসিদ্ধ। ৫। বিভা=বিবাহ। ৬। দিঙ্মাত্র দেখাইল—দিগ্দর্শনমাত্র করাইলাম অর্থাৎ লীলার পথ দেখাইলাম মাত্র। ৭। চৈতন্যমঙ্গলে…হৈল—শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে (শ্রীচৈতন্যভাগবতে) এবং লোক সমাজেও বিখ্যাত হইল।

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে পৌগণ্ডলীলাসূত্রবর্ণনং নাম
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদঃ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

কৃপাসুধাসরিদ্যস্য বিশ্বমাপ্লাবয়ন্ত্যপি।
নীচগৈব সদা ভাতি তং চৈতন্যপ্রভুং ভজে॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য! জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈতচন্দ্র! জয় গৌরভক্তবৃন্দ!

জীয়াৎ কিশোরচৈতন্যো
মূর্ত্তিমত্যা গৃহাশ্রমাৎ।
লক্ষ্ম্যার্চ্চিতোঽথ বাগ্দেব্যা
দিশাংজয়িজয়চ্ছলাৎ॥ ২ ॥

এই ত কৈশোরলীলাসূত্র-অনুবন্ধ;
শিষ্যগণে পড়াইতে করিলা আরম্ভ।
শত শত শিষ্যসঙ্গে সদা অধ্যাপন;
ব্যাখ্যা শুনি সর্ব্বলোকের চমকিত মন।
সর্ব্বশাস্ত্রে সর্ব্বপণ্ডিত পায় পরাজয়;
১। বিনযভঙ্গীতে কারও দুঃখ নাহি হয়।
বিবিধ ঔদ্ধত্য করে শিষ্যগণসঙ্গে;
জাহ্নবীতে জলকেলি করে নানা রঙ্গে।
২। কত দিনে কৈল প্রভু বঙ্গেতে গমন;
যাঁহা যায় তাঁহা লওয়ায় নামসঙ্কীর্ত্তন।
বিদ্যার প্রভাব দেখি চমৎকার চিত্তে;
শতশত পড়ুয়া আসি লাগিলা পড়িতে।
সেই দেশে বিপ্র—নাম মিশ্র তপন;
৩। নিশ্চয় করিতে নারে সাধ্য সাধন।
বহুশাস্ত্রে বহুবাক্যে চিত্তে ভ্রম হয়;
সাধ্য-সাধন শ্রেষ্ঠ—না হয় নিশ্চয়।
স্বপ্নে এক বিপ্র কহে—"শুনহ তপন!
নিমাইপণ্ডিত স্থানে করহ গমন।
তেঁহ তোমার সাধ্য-সাধন করিবে নিশ্চয়;
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তেঁহ, নাহিক সংশয়।"
৪। স্বপ্ন দেখি মিশ্র আসি প্রভুর চরণে;
স্বপ্নের বৃত্তান্ত সব কৈল নিবেদনে।

কৃপাসুধেতি। যস্য কৃপৈব সুধাসরিৎ অমৃতনদী বিশ্বমাপ্লাবয়ন্ত্যপি সদা নীচগৈব নিম্নগৈব ভাতি প্রকাশতে, তং চৈতন্যপ্রভুমহং বন্দে॥ ১॥

জীয়াদিতি। কিশোরঃ দশমবর্ষানন্তরং পঞ্চদশবর্ষপর্য্যন্তং বয়সি স্থিতঃ কিশোরঃ স চাসৌ চৈতন্যশ্চেতি সঃ, গৃহাশ্রমাৎ গৃহাশ্রমং প্রাপ্যেত্যর্থঃ (যবর্থে পঞ্চমী), মূর্ত্তিমত্যা লক্ষ্ম্যা স্বপত্ন্যা অর্চ্চিত ইতি (বর্ত্তমানে ক্তঃ), অথ অনন্তরং দিশাং-জয়ী দিগ্বিজয়ী তস্য জয়চ্ছলাৎ জয়ব্যাজাৎ, (সাপেক্ষস্য সাপেক্ষেণেতি সমাসঃ)। বাগ্দেব্যা সরস্বত্যা চ অর্চ্চিতঃ সাপত্ন্য-মিহ্নূত্যেতি ভাবঃ, স জীয়াদিতি (আশিষি লিঙ্)॥ ২॥

যাঁহার করুণারূপ অমৃতনদী সকল-জগৎ আপ্লাবিত করিয়াও সর্ব্বদা নীচগা, অর্থাৎ নিম্নাভিমুখী হইয়া প্রকাশিত, আমি সেই চৈতন্যপ্রভুকে ভজনা করি॥ ১॥

যিনি গৃহস্থ হইয়াও মূর্ত্তিমতী-লক্ষ্মী স্বীয়পত্নী কর্ত্তৃক এবং দিগ্বিজয়ীর জয় ছল করিয়া সরস্বতী কর্ত্তৃক অর্চ্চিত,—সেই কিশোর-চৈতন্য জয়যুক্ত হউন॥ ২॥

১। বিনয় ভঙ্গীতে...হয়—বিনীতভাবে সকল পণ্ডিতের সহিত বিচার করিতেন, এ জন্য পরাস্ত হইয়াও পণ্ডিতগণ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইতেন। ২। বঙ্গেতে—বঙ্গদেশে; অর্থাৎ পূর্ব্বদেশে। ৩। নিশ্চয়...সাধ্যসাধন—জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগ—এই ত্রিবিধ সাধনের মধ্যে কোন্ সাধন শ্রেষ্ঠ এবং মুক্তি, স্বর্গাদি-সুখ-ভোগ এবং প্রেম—এই ত্রিবিধ সাধ্যের মধ্যেই বা কোন্ সাধ্য শ্রেষ্ঠ? এ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যায় চিত্তে ভ্রমই উপস্থিত হয়; কোন নিশ্চয় করিতে পারেন নাই। ৪। মিশ্র—তপন মিশ্র।

১। প্রভু তুষ্ট হঞা সাধ্য-সাধন কহিল।
"নাম সংকীর্ত্তন কর"—উপদেশ কৈল।
তাঁর ইচ্ছা—প্রভু সঙ্গে নবদ্বীপে বসি ;
প্রভু আজ্ঞা দিল—"তুমি যাও বারাণসী।
তাঁহা আমার সঙ্গে তোমার হইবে মিলন।"
আজ্ঞা পাঞা মিশ্র কৈল কাশীতে গমন।
২। প্রভুর অতর্ক্য লীলা বুঝিতে না পারি ;
স্বসঙ্গ ছাড়াঞা কেন পাঠান কাশীপুরী ?
৩। এইমতে বঙ্গে লোকের কৈল মহাহিত ;
নাম দিয়া ভক্ত কৈল—পড়াঞা পণ্ডিত।
এইমত বঙ্গে প্রভু করে নানা লীলা ;
এথা নবদ্বীপে লক্ষ্মী বিরহে দুঃখী হৈলা।
৪। প্রভুর বিরহ-সর্প লক্ষ্মীরে দংশিল ;
বিরহ-সর্পবিষে তাঁর পরলোক হৈল।
অন্তরে জানিল প্রভু—যাতে অন্তর্যামী,
দেশেরে আইলা প্রভু শচীদুঃখ জানি।
ঘরেতে আইলা প্রভু লঞা বহু ধন ;
৫। তত্ত্ব কহি কৈল শচীর দুঃখবিমোচন।
শিষ্যগণ লঞা পুনঃ বিদ্যার বিলাস,
বিদ্যাবলে সবে জিনি ঔদ্ধত্যপ্রকাশ।
তবে বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর পরিণয় ;
তবে ত করিল প্রভু দিগ্বিজয়ী-জয়।
বৃন্দাবনদাস ইহা করিয়াছেন বিস্তার ;
৬। স্ফুট করি নাহি করেন গুণ-দোষ বিচার।
৭। সেই অংশ কহি তাঁরে করি নমস্কার ;
যা' শুনি দিগ্বিজয়ী কৈল আপনা ধিক্কার।
জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি, প্রভু শিষ্যগণসঙ্গে ;
বসিয়াছেন গঙ্গাতীরে বিদ্যার প্রসঙ্গে।
হেনকালে দিগ্বিজয়ী তথায় আইলা ;
গঙ্গার বন্দনা করি প্রভুরে মিলিলা।
বসাইলা প্রভু তাঁরে আদর করিয়া ;
দিগ্বিজয়ী কহে মনে অবজ্ঞা করিয়া—
"ব্যাকরণ পড়াও ! নিমাইপণ্ডিত তোমার নাম ?
৮। বাল্যশাস্ত্রে লোকে তোমার কহে গুণগ্রাম।
৯। ব্যাকরণমধ্যে জানি পড়াও কলাপ ;
১০। শুনিল ফাঁকিতে তোমার শিষ্যের সংলাপ।"
প্রভু কহে "ব্যাকরণ পড়াই—অভিমান করি ;
১১। শিষ্যেহ না বুঝে, আমি বুঝাইতে নারি।
কাঁহা তুমি সর্ব্বশাস্ত্রে কবিত্বে প্রবীণ ;
১২। কাঁহা আমি-সব শিশু পড়ুয়া নবীন।

১। সাধ্য-সাধন—কৃষ্ণপ্রেমই সাধ্য এবং শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তিযোগই সাধন। নাম, রূপ, গুণ এবং লীলার যথাক্রমে শ্রবণাদি করিতে হয়। চিত্তের বাসনা-ক্ষয়ের নিমিত্ত প্রথমতঃ নামের শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিবে। চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে রূপের শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করিবে ; অন্যথা বিষয়-বাসনার মলিন চিত্তে, রূপের স্ফূর্ত্তি হইবার সম্ভাবনা হয় না। হৃদয়ে রূপ স্থিরীকৃত হইলে, গুণের শ্রবণাদি করিবে; অন্যথা গুণের শ্রবণাদি করিলেও অনুভবের গোচর হয় না। এইরূপে গুণ শ্রবণাদি করিতে করিতে আসক্তির বৃদ্ধি হইলে, সপরিকর লীলার শ্রবণাদি করিবে, অন্যথা সেই সকল লীলা হৃদয়ে প্রাকৃতরূপে স্ফুরিত হইলে মহান্ অনর্থ হয়। এইহেতু মহাপ্রভু তপন মিশ্রকে প্রথমতঃ হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের উপদেশ দিয়াছিলেন। সাধক-মাত্রের প্রতিই শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই উপদেশ বুঝিতে হইবে। ২। অতর্ক্য—তর্কাতীত ; কেন তিনি এরূপ লীলা করিলেন, তর্কদ্বারা কেহই তাহা স্থির করিতে পারে না। ৩। বঙ্গে—পূর্ব্ববঙ্গে। মহাপ্রভু পূর্ব্বদেশস্থ লোকের দ্বিবিধ হিতসাধন করিয়াছিলেন। এক—হরিনাম উপদেশ দ্বারা সকলকে ভক্ত করিয়াছিলেন, অপর—শাস্ত্রের অধ্যাপনা দ্বারা অনেককে পণ্ডিত করিয়াছিলেন।

৪। প্রভুর ··হৈল—লক্ষ্মীদেবীকে যে সর্প দংশন করে, সে ত সর্প নয়,—প্রভুর বিরহই সর্পরূপে তাঁহাকে দংশন করিয়াছিল ; অর্থাৎ তিনি প্রভুর বিরহজ্বালা সহ্য করিতে পারেন নাই। এটীও ছল মাত্র। বস্তুতঃ লক্ষ্মী স্ব-স্বরূপে প্রকট থাকিলে, মহাপ্রভুর সন্ন্যাস এবং প্রেম প্রচার হয় না, এই নিমিত্ত পূর্ব্বেই তাঁহাকে অন্তর্ধাপিতা করিলেন। ৫। তত্ত্ব কহি—লক্ষ্মীর অদর্শনে শোকানুতপ্তা শচীদেবীকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দ্বারা তাঁহার শোকজন্ম দুঃখ খণ্ডন করিয়াছিলেন। ৬। স্ফুট…বিচার—স্পষ্ট করিয়া অর্থাৎ কি প্রকারে দিগ্বিজয়ীকে পরাজিত করিয়াছিলেন, তাহার গুণ ও দোষের বিচার স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। ৭। তাঁরে—বৃন্দাবনদাসেরে। ৮। বাল্যশাস্ত্রে—বাল্যকালে পাঠ্য বলিয়া ব্যাকরণাদির নাম বাল্যশাস্ত্র। গুণগ্রাম—গুণরাশি, প্রতিভা। ৯। কলাপ—ব্যাকরণবিশেষ ; ইহার সূত্র সর্ব্ববর্ম্মাচার্য্যকৃত ও বৃত্তি দুর্গসিংহকৃত। ১০। ফাঁকি—সমস্ত গ্রন্থের অসঙ্গতি প্রদর্শনপূর্ব্বক সঙ্গতির প্রশ্ন। সংলাপ—পরস্পর ভাষণ। ১১। শিষ্যেহ—শিষ্যেরাও। ১২। আমি সব—আমরা সকল। পড়ুয়া নবীন—নূতন ছাত্র।

তোমার কবিত্ব কিছু শুনিতে হয় মন,
কৃপা করি কর যদি গঙ্গার বর্ণন।"
শুনিয়া ব্রাহ্মণ গর্ব্বে বর্ণিতে লাগিলা,
১। ঘটী-একে শতশ্লোক গঙ্গার বর্ণিলা।
২। শুনি প্রভু কৈল তাঁর অনেক সৎকার,—
"তোমা সম পৃথিবীতে কবি নাহি আর।
তোমার শ্লোকের অর্থ বুঝে কার শক্তি?
তুমি ভাল জান অর্থ—কিম্বা সরস্বতী*!
এক শ্লোকের অর্থ যদি কর নিজমুখে,
শুনি সব লোক তবে পায় বড় সুখে"।
৩। তবে দিগ্বিজয়ী ব্যাখ্যার শ্লোক পুছিল,
৪। শতশ্লোকের এক শ্লোক প্রভু ত পড়িল।

তথাহি দিগ্বিজয়িবাক্যং—

মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং
যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তিসুভগা।
দ্বিতীয়শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈরর্চ্চ্যচরণা
ভবানীভর্ত্তুর্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণা ॥ ৩॥

"এই শ্লোকের অর্থ কর"—যদি প্রভু বৈল,
বিস্মিত হঞা দিগ্বিজয়ী প্রভুকে পুছিল—
৫। "ঝঞ্ঝাবাতপ্রায় আমি শ্লোক পড়িল,
৬। তার মধ্যে শ্লোক তোমার কণ্ঠে কৈছে হৈল?"
প্রভু কহে—"দেববরে তুমি কবিবর,
৭। তৈছে দেববরে কেহ হয় শ্রুতিধর।"
শ্লোক ব্যাখ্যা কৈল পণ্ডিত পাইয়া সন্তোষ,
৮। প্রভু কহে—"কহ শ্লোকের কিবা গুণ-দোষ?"
বিপ্র কহে—"শ্লোকে নাহি দোষের প্রকাশ,
৯। উপমালঙ্কার গুণ, কিছু অনুপ্রাস।"
প্রভু কহে—"কহি যদি না করহ রোষ,
কহ তোমার এই শ্লোকে কিবা আছে দোষ?
১০। প্রতিভার কাব্য তোমার দেবতা সন্তোষে,
১১। ভাল বিচারিলে তার জানি গুণ-দোষে।
তাতে ভাল করি শ্লোক করহ বিচার",
১২। কবি কহে—"যে কহিল সেই বেদসার।
১৩। ব্যাকরণীয়া তুমি—নাহি পড় অলঙ্কার,

মহত্ত্বমিতি। গঙ্গায়া ইদং মহত্ত্বং মহিমা, সততং নিরন্তরং, নিতরাং নিশ্চিতং, আভাতি দেদীপ্যমানং বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। বিধেয়স্য প্রাধান্যবিবক্ষয়া পূর্ব্বমুদ্দেশঃ কৃত ইত্যপেক্ষয়াহ—যদিত্যাদি, যদ্ যস্মাৎ এষা গঙ্গা বিষ্ণোশ্চরণঃ কমলমিব, তস্মাৎ উৎপত্ত্যা সুষ্ঠু ভগমৈশ্বর্য্যং যস্যা সা সুরনরৈর্দেবমনুষ্যৈঃ কর্তৃভূতৈরর্চ্চ্যৌ অর্চ্চনার্হৌ চরণৌ যস্যাঃ সা, কেব?—দ্বিতীয়শ্রীলক্ষ্মীরিব, যা চ ভবানীভর্ত্তুর্মহাদেবস্য শিরসি বিভবতি বৈভবং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ, অতএব অদ্ভুতগুণবতীত্যর্থঃ ॥ ৩॥

যিনি বিষ্ণুর চরণকমল হইতে উৎপন্ন হইয়া অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছেন, দ্বিতীয় লক্ষ্মীর ন্যায় যাঁহার চরণ সুরনরগণের অর্চ্চনীয় এবং যিনি ভবানীভর্ত্তার জটাজূটে অদ্ভুত গুণ ধারণকরতঃ বিহার করিতেছেন, সেই গঙ্গাদেবীর এই সকল মহিমা নিরন্তর দেদীপ্যমান রহিয়াছে ॥ ৩॥

১। ঘটী একে—এক ঘটিকার (এক দণ্ডের) মধ্যে; ঘটিকা শব্দে দণ্ড। ২। সৎকার—সাধুবাদ। * পাঠান্তর—কিবা সরস্বতী
৩। ব্যাখ্যার শ্লোক—অর্থাৎ 'কোন্ শ্লোক ব্যাখ্যা করিতে হইবে বল' ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন। ৪। শত শ্লোকের এক শ্লোক—দিগ্বিজয়ী যে একশত শ্লোকে গঙ্গার স্তুতি করিলেন, তাহার মধ্য হইতে এক শ্লোক। ৫। ঝঞ্ঝাবাত—ঝড়। পড়িল—পড়িলাম।
৬। কৈছে—কি প্রকারে। ৭। শ্রুতিধর—যাহারা শ্রবণমাত্রেই কোন বিষয় ধারণা অর্থাৎ আয়ত্ত করে, তাহাদিগকে শ্রুতিধর বলে।
৮। গুণ-দোষ—গুণ এবং দোষ। ৯। উপমালঙ্কার—যে কাব্যে উপমান চন্দ্রাদি এবং উপমেয় মুখাদির সাদৃশ্য প্রকাশ হয়, তাহাকে উপমালঙ্কার বলে, এই শ্লোকে 'দ্বিতীয়শ্রীলক্ষ্মীরিব' এই স্থানে উপমালঙ্কাররূপ গুণ আছে। কিছু অনুপ্রাস—এক অক্ষরের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিকে অনুপ্রাসালঙ্কার বলে। এই শ্লোকে কিছু (অল্প পরিমাণে) সেই অনুপ্রাস-অলঙ্কাররূপ গুণও আছে।
১০। প্রতিভার কাব্য...সন্তোষে—'প্রজ্ঞা নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভা মতা'; নূতন নূতন উন্মেষশালিনী বুদ্ধিকে প্রতিভা বলে। প্রতিভা—কবিত্ব-বীজরূপ শক্তি। যাহা না থাকিলে কাব্যের প্রসার হয় না, সেই প্রতিভাজনিত তোমার এই কাব্য দেবতারও সন্তোষ সম্পাদন করে।
১১। তার—প্রতিভার কাব্যের। ১২। যে কহিল—যাহা কহিলাম। সেই বেদসার—তাহাই যথার্থ। ১৩। ব্যাকরণীয়া—ব্যাকরণের পণ্ডিত।

তুমি কি জানিবে এই কবিত্বের সার ?"
প্রভু কহে—"অতএব পুছি যে তোমারে,
বিচারিয়া গুণ-দোষ বুঝাহ আমারে।
নাহি পড়ি অলঙ্কার—করিয়াছি শ্রবণ,
তাতে এই শ্লোকে দেখি বহু দোষ-গুণ ?"
কবি কহে—"কহ দেখি কোন্ গুণ-দোষ ?"
প্রভু কহে—"কহি শুন, না করিও রোষ।
১। পঞ্চ দোষ এই শ্লোকে, পঞ্চ অলঙ্কার,
ক্রমে আমি কহি, শুন করহ বিচার।
২। অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ দুই ঠাঁই চিহ্ন,
বিরুদ্ধমতি, ভগ্নক্রম, পুনরাত্ত—দোষ তিন।
৩। 'গঙ্গার মহত্ত্ব' শ্লোকের মূল বিধেয়,
'ইদং' শব্দ অনুবাদ পাছে অবিধেয়।
বিধেয় আগে কহি পাছে কহিলে অনুবাদ,
৪। এই লাগি শ্লোকের অর্থ করিয়াছে বাধ।

তথাহি একাদশীতত্ত্বে ব্রতলক্ষণকথনে ত্রয়োদশাঙ্কধৃতন্যায়ঃ ;—

অনুবাদমনুক্ত্বা তু ন বিধেয়মুদীরয়েৎ।
ন হ্যলব্ধাস্পদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি ॥৪॥

৫। 'দ্বিতীয়শ্রীলক্ষ্মী' ইহাঁ দ্বিতীয়ত্ব বিধেয়।
সমাসে গৌণ হৈল, অর্থ গেল ক্ষয়।
'দ্বিতীয়' শব্দ বিধেয়, তাহা পড়িল সমাসে,
'লক্ষ্মীর সমতা' অর্থ করিল বিনাশে।
৬। অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ এই দোষের নাম।
৭। আর এক দোষ কহি, শুন সাবধান।
'ভবানীভর্ত্তৃ' শব্দ দিলে পাইয়া সন্তোষ,
বিরুদ্ধমতিকৃৎ-নাম এই মহাদোষ।
'ভবানী' শব্দে কহে মহাদেবের গৃহিণী,
'তাঁর ভর্ত্তা' কহিলে—দ্বিতীয় ভর্ত্তা জানি।
'শিবপত্নীর ভর্ত্তা'—ইহা শুনিতে বিরুদ্ধ,
৮। 'বিরুদ্ধমতিকৃৎ' শব্দশাস্ত্রে কভু নহে শুদ্ধ।
'ব্রাহ্মণপত্নীর ভর্ত্তার হস্তে দেহ দান'—
শব্দ শুনিতেই হয় দ্বিতীয় ভর্ত্তা জ্ঞান।
৯। 'বিভবতি' ক্রিয়ায় বাক্যসাঙ্গ, পুনঃ বিশেষণ—
'অদ্ভুতগুণা'—এই পুনরাত্ত দূষণ।
১০। তিন পাদে অনুপ্রাস দেখি অনুপম,
এক পাদে নাহি, এই দোষ—ভগ্নক্রম।

এই শ্লোকের ব্যাখ্যা ২৭ পৃষ্ঠায় দেখুন ॥ ৪ ॥

১। পঞ্চ দোষ…অলঙ্কার—এই শ্লোকে পাঁচটী দোষ এবং পাঁচটী অলঙ্কার আছে।

২। অবিমৃষ্ট বিধেয়াংশ…চিহ্ন—যাহা কাব্যের রসাস্বাদনকে স্থগিত করে, তাহাই কাব্যের দোষ। পদে, পদাংশে, বাক্যে, অর্থে এবং রসে এই দোষ পঞ্চবিধ। প্রত্যেক দোষের আবার বহু ভেদ আছে। [পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য]। যে স্থানে বিধেয়াংশের প্রাধান্যরূপে নির্দ্দেশ হয় না অর্থাৎ যে স্থানে বিধেয় নিশ্চয় করা যায় না, তাহাকে অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ রূপ দোষ বলে। সেই অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ দোষ এই শ্লোকের দুই ঠাঁই চিহ্ন অর্থাৎ দুই স্থান অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ দোষযুক্ত। বিরুদ্ধমতি—বিরুদ্ধার্থে বুদ্ধি হওয়া। পুনরাত্ত—বাক্যসমাপ্তির পর পুনঃকথনের নাম পুনরাত্ত। ভগ্নক্রম—যে ক্রমে বর্ণন হইতেছে, তাহার অন্যথা হওয়ার নাম ভগ্নক্রম। পূর্ব্বোক্ত দুই স্থানে অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ দোষ ও এই তিন দোষ—সাকল্যে পাঁচটী দোষ।

৩। গঙ্গার মহত্ত্ব…অবিধেয়—এই শ্লোকে মূল বিধেয়—গঙ্গার মহত্ত্ব, ইদং শব্দ—অনুবাদ। বিধেয় 'মহত্ত্বের' পাছে (পরে) অনুবাদ 'ইদং' শব্দ দেওয়া অবিধেয় (অকর্ত্তব্য)। যেহেতু নিয়মানুসারে অনুবাদ অগ্রে ও বিধেয় শেষেই দিতে হয়। সুতরাং এ স্থানে অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ দোষ হইয়াছে। ৪। এই লাগি…বাধ—এইজন্য অর্থাৎ বিধেয়ের অগ্রে কথন এবং অনুবাদের পশ্চাৎ কথন দ্বারা শ্লোকের প্রকৃতার্থের বাধ (বাধা) করিয়াছে। ৫। দ্বিতীয়ত্ব বিধেয়—দ্বিতীয়ত্বই সাধ্য, অর্থাৎ 'গঙ্গা শ্রীলক্ষ্মীর্দ্বিতীয়েব' এইরূপ থাকিলেই 'লক্ষ্মীর সমান গঙ্গা' ইহাই বুঝাইত, কিন্তু 'দ্বিতীয়লক্ষ্মীরিব' এইরূপ বলায়, সমাসে গুণীভূত হওয়ায়, লক্ষ্মীসদৃশ এই অর্থ বুঝায় না। ৬। অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ…নাম—এই স্থানেও অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ দোষ হইয়াছে। ৭। সাবধান—অবধানতার সহিত অর্থাৎ মনোযোগ দিয়া। ৮। 'বিরুদ্ধমতিকৃৎ…শুদ্ধ—বিরুদ্ধমতিকৃৎ শব্দশাস্ত্রে শুদ্ধ হয় না, অর্থাৎ শাস্ত্রে প্রয়োগ করা উচিত হয় না। ভবানীর পত্যন্তরের আশঙ্কা উৎপাদন করে বলিয়া ভবানীভর্ত্তা এই শব্দ বিরুদ্ধমতিকৃৎ-দোষদুষ্ট হইয়াছে। ৯। 'বিভবতি'…দূষণ—এইবার 'সমাপ্তপুনরাত্ততা' দোষ দেখাইতেছেন। 'ভবানীভর্ত্তুর্যা শিরসি বিভবতি' এই বিভবতি ক্রিয়া প্রয়োগ করিয়া বাক্যের সাঙ্গ (সমাপ্তি) করিলেন, সুতরাং আকাঙ্ক্ষা মিটিয়া গেল, পুনর্ব্বার 'অদ্ভুতগুণা' এই বিশেষণ দেওয়ায় পুনরাত্ততা-দোষ হইয়াছে। ১০। তিন পাদে…ক্রম—এই শ্লোকের তিন পাদে অনুপম অনুপ্রাস আছে। যথা ;—প্রথমপাদে পাঁচবার 'ত'কারের আবৃত্তি, তৃতীয়

যদ্যপি এই শ্লোকে আছে পঞ্চ অলঙ্কার ;
এই পঞ্চ দোষে শ্লোক কৈল ছারখার।
দশ অলঙ্কার যদি এক শ্লোকে হয় ;
এক দোষে সব অলঙ্কার হয় ক্ষয়।
সুন্দর শরীর যৈছে ভূষণে ভূষিত ;
এক শ্বেতকুষ্ঠে যেন করয়ে নিন্দিত।

তথাহি ভরতমুনি-বাক্যং—

রসালঙ্কারবৎ কাব্যং দোষযুক্ চেদ্বিভূষিতং।
স্যাদ্বপুঃ সুন্দরমপি শ্বিত্রেণৈকেন দুর্ভগং ॥ ৫ ॥

পঞ্চ অলঙ্কারের এবে শুনহ বিচার ;
১। দুই শব্দালঙ্কার, তিন অর্থ-অলঙ্কার।
শব্দালঙ্কার—তিন পাদে আছে অনুপ্রাস ;
২। 'শ্রীলক্ষ্মী' শব্দে—পুনরুক্তবদাভাস।
৩। প্রথম চরণে পঞ্চ 'ত'কারের পাঁতি ;
৪। তৃতীয় চরণে শ্লোকের পঞ্চ 'রেফ'স্থিতি।
চতুর্থ চরণে চারি 'ভ'কার প্রকাশ ;
অতএব শব্দ-অলঙ্কার অনুপ্রাস।
৫। 'শ্রী'শব্দে 'লক্ষ্মী'শব্দে এক বস্তু উক্ত ;
পুনরুক্তিপ্রায় ভাসে, নহে পুনরুক্ত।
৬। 'শ্রীযুত লক্ষ্মী' অর্থে—অর্থের বিভেদ ;
পুনরুক্তিবদাভাসে শব্দালঙ্কারভেদ।
৭। 'লক্ষ্মীরিব' অর্থালঙ্কার উপমা প্রকাশ ;
৮। আর অর্থালঙ্কার আছে—নাম বিরোধাভাস।
গঙ্গাতে কমল জন্মে—সবার সুবোধ ;
কমলে গঙ্গার জন্ম—অত্যন্ত বিরোধ।
ইহাঁ বিষ্ণুপাদপদ্মে গঙ্গার উৎপত্তি ;
বিরোধালঙ্কার, ইহার মহা চমৎকৃতি !
৯। ঈশ্বর-অচিন্ত্যশক্ত্যে গঙ্গার প্রকাশ ;
ইহাতে বিরোধ নাহি—বিরোধ-আভাস।

তথাহি শ্রীভগবৎ-শ্রীচৈতন্যপাদোক্তঃ শ্লোকঃ—

রসালঙ্কারেতি। কাব্যং কবিবচনং, রসঃ শৃঙ্গারাদিঃ, অলঙ্কার উপমাদিঃ, তাভ্যাং যুক্তঞ্চেদ্ বিভূষিতং ভবতি চেদ্, যদি দোষযুক্ দোষযুক্তং ভবতি, যথা সুন্দরমপি বপুঃ শরীরং একেন কেবলেন শ্বিত্রেণ শ্বেতকুষ্ঠেন দুর্ভগং কুৎসিতং স্যাৎ, তদ্বৎ—তদপি দূষিতং স্যাদিত্যর্থঃ॥ ৫ ॥

পরমসুন্দর শরীরও যেমন এক শ্বেতকুষ্ঠ রোগে কুৎসিত হইয়া যায়, সেইরূপ রস এবং অলঙ্কারযুক্ত পরমভূষিত কাব্যও দোষযুক্ত হইলে আর শোভা পায় না॥ ৫ ॥

পাদে পাঁচবার 'র'কারের আবৃত্তি এবং চতুর্থপাদে চারিবার 'ভ'কারের আবৃত্তি আছে ; কিন্তু দ্বিতীয় পাদে তাদৃশ অনুপ্রাস না থাকায় ক্রমভঙ্গ হইল, এই নিমিত্ত এই শ্লোকে ভগ্নক্রম নামক দোষ হইয়াছে।

কাব্য—রসালঙ্কারাদিযুক্ত হইলেও যৎকিঞ্চিৎ দোষেই নিন্দিত হয়, ইহাই আলঙ্কারিক ভরতমুনিপাদের এই শ্লোক দ্বারা সপ্রমাণ করিলেন ॥৫॥

১। যে কেবল শব্দশোভা সম্পাদন করে, তাহাকে শব্দালঙ্কার এবং যে অর্থশোভা সম্পাদন করে, তাহাকে অর্থালঙ্কার বলে।

২। যে শব্দার্থের আপাততঃ পুনরুক্তির প্রতিভাস হয়, তাহাকে পুনরুক্তবদাভাস-নামক শব্দালঙ্কার বলে। এই অলঙ্কার ভিন্নাকার শব্দ দ্বারা সম্পন্ন হয়। ইহাতে কেবল শব্দশোভারই বৃদ্ধি করে, এই নিমিত্ত ইহার নাম শব্দালঙ্কার। ৩। পাঁতি—পংক্তি, সমূহ।

৪। তৃতীয় চরণে শ্লোকের—শ্লোকের তৃতীয় চরণে। রেফস্থিতি—'র'কারের অবস্থান। ৫। শ্রীশব্দে…উক্ত—শ্রী ও লক্ষ্মী এই দুইটী শব্দে একই বস্তু (পদার্থ) উক্ত হয়, অর্থাৎ এই দুই শব্দই লক্ষ্মী-বাচক। পুনরুক্তিপ্রায়—পুনরুক্তির ন্যায়। ভাসে—আপাততঃ প্রতীত হয়।

৬। শ্রীযুত (শোভাযুত) লক্ষ্মী—এই অর্থে প্রয়োগ করিলে শ্রী ও লক্ষ্মীশব্দের অর্থের বিভেদ (বিভিন্নতা) হইল। পুনরুক্তিবৎ—পুনরুক্তির ন্যায়। আভাসে—আপাততঃ প্রতীত হয়। ৭। লক্ষ্মীরিব—লক্ষ্মী সদৃশী। লক্ষ্মীকে যেমন সুরনরগণ অর্চ্চনা করেন, তদ্রূপ গঙ্গাকেও অর্চ্চনা করেন, এই অংশে গঙ্গা ও লক্ষ্মীর সাদৃশ্য। এস্থানে লক্ষ্মী উপমান ও গঙ্গা উপমেয়, সুতরাং ইহাকে উপমা-নামক অর্থালঙ্কার বলে। উপমালঙ্কার কেবল অর্থেরই শোভা সম্পাদন করে বলিয়া ইহা অর্থালঙ্কার মধ্যে গণ্য।

৮। বিরোধাভাস—আরোপ, কবির প্রৌঢ়োক্তি, কালভেদ এবং ঈশ্বরাদির মহিমাধিক্য দ্বারা সমাবেশ লাভকারী—জাতি, গুণ, ক্রিয়া বা দ্রব্যের সহিত জাতি, গুণ, ক্রিয়া এবং দ্রব্যের আপাততঃ পরস্পর বিরোধের ন্যায় যে আভাস হয়, তাহাকে বিরোধাভাস-নামক অর্থালঙ্কার বলে।

৯। ঈশ্বর-অচিন্ত্যশক্ত্যে…প্রকাশ—এস্থানে ঈশ্বর মহিমাধিক্য দ্বারা আশঙ্কিত বিরোধের পরিহার হইল।

অম্বুজমম্বুনি জাতং
ক্বচিদপি ন জাতমম্বুজাদম্বু।
মুরভিদি তদ্বিপরীতং
পাদাম্ভোজান্মহানদী জাতা ॥ ৬ ॥

'গঙ্গার মহত্ত্ব' সাধ্য, সাধন তাহার—
১। বিষ্ণুপাদোৎপত্তি,—অনুমান-অলঙ্কার।
স্থূল এই পঞ্চ দোষ, পঞ্চ অলঙ্কার,
সূক্ষ্ম বিচারিয়ে যদি—আছয়ে অপার।
২। প্রতিভা-কবিত্ব তোমার দেবতা প্রসাদে,
৩। অবিচার-কবিত্বে অবশ্য পড়ে দোষ বাদে।
বিচারি কবিতা কৈলে হয় সুনির্ম্মল,
সালঙ্কার হৈলে—অর্থ করে ঝলমল।"
শুনিয়া প্রভুর ব্যাখ্যা দিগ্বিজয়ী বিস্মিত!
৪। মুখে না নিঃসরে বাক্য, প্রতিভা স্তম্ভিত।
বলিতে চাহয়ে কিছু না আসে উত্তর,
৫। মনে কিছু বিচারয়ে হইয়া ফাঁপর—
"পড়ুয়া বালক কৈল মোর বুদ্ধিলোপ,
জানি সরস্বতী মোরে করিয়াছেন কোপ।
যে ব্যাখ্যা করিল, সে মনুষ্যের নাহি শক্তি,
৬। নিমাইর মুখে রহি জানি বলে সরস্বতী।"
এত ভাবি কহে—"শুন নিমাই পণ্ডিত!
তোমার ব্যাখ্যা শুনি আমি হইলাঙ বিস্মিত।
অলঙ্কার নাহি পড়, নাহি শাস্ত্রাভ্যাস,
কেমনে এ সব অর্থ করিলে প্রকাশ?"
তাঁর প্রশ্ন শুনি প্রভু হৈলা বড় রঙ্গী,
তাঁহার হৃদয় জানি কহে করি ভঙ্গী—
"শাস্ত্রের বিচার ভাল-মন্দ নাহি জানি,
সরস্বতী যে বলান, কহি সেই বাণী।"
ইহা শুনি দিগ্বিজয়ী করিল নিশ্চয়—
"শিশুদ্বারে দেবী মোরে কৈল পরাজয়।
আজি তাঁরে নিবেদিব করি জপ-ধ্যান,
শিশুদ্বারে করে মোরে এত অপমান!"
বস্তুতঃ সরস্বতী অশুদ্ধ শ্লোক করাইল,
৭। বিচারসময়ে তাঁর বুদ্ধি আচ্ছাদিল।
তবে শিষ্যগণ সব হাসিতে লাগিল,
৮। তা'-সবা নিষেধি প্রভু কবিকে কহিল—
"তুমি মহাপণ্ডিত হও কবিশিরোমণি!
যাঁর মুখে বাহিরায় এহেন কাহিনী *।
তোমার কবিত্ব যেন গঙ্গাজলধার,
তোমাসম কবি কোথা নাহি দেখি আর।
ভবভূতি, জয়দেব, আর কলিদাস,
তাঁ' সবার কবিত্বে হয় দোষের প্রকাশ।

অম্বুজমিতি। অম্বুনি জলে অম্বুজং পদ্মং জাতং ভবতি, ক্বচিদপি অম্বুজাৎ অম্বু ন জাতং, এতত্তু কার্য্যকারণভাবো নিয়ত এব, কিন্তু মুরভিদি হরৌ তদ্বিপরীতং দৃশ্যতে, যতস্তস্য পাদাম্বুজান্মহানদী গঙ্গা জাতা প্রাদুর্ভাবং গতা ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

জল হইতে পদ্ম উৎপন্ন হয়, কখন পদ্ম হইতে জলের উৎপত্তি হয় না,—কিন্তু মুরারিতে তাহার বিপরীত দেখিতেছি, যেহেতু তাঁহার পাদপদ্ম হইতে জলময়ী গঙ্গাদেবী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ॥ ৬ ॥

১। অনুমান-অলঙ্কার=অলঙ্কারাদিকৃত বৈচিত্র্য বশতঃ সাধন অর্থাৎ হেতু জন্য সাধ্যের অনুমানকে অনুমানালঙ্কার বলে। এস্থলে গঙ্গার মহত্ত্ব সাধ্য, বিষ্ণুপাদোৎপত্তি তাহার সাধন অর্থাৎ হেতু। অনুমানের প্রকার যথা—"গঙ্গা মহতী বিষ্ণুপাদোৎপন্নত্বাৎ" অর্থাৎ গঙ্গা মহতী, যেহেতু ইনি বিষ্ণুপাদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। এই বাক্যে অলঙ্কারাদির বৈচিত্র্য থাকায়, অনুমান-নামক অর্থালঙ্কার হইল।

২। দেবতা প্রসাদে=দেবতা প্রসন্ন হন। ৩। অবিচার-কবিত্বে=যে কবিতা বিচার করিয়া করা হয় না। ৪। স্তম্ভিত=নিষ্ক্রিয়। প্রতিভার ক্রিয়া কবিতা রচনাদি রহিত হইল। ৫। ফাঁপর=কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ভাব। ৬। রহি=অবস্থিতি করিয়া। জানি=মনে হয় যেন।

৭। তাঁর=দিগ্বিজয়ীর। বুদ্ধি=বিবেকবতী বুদ্ধি। আচ্ছাদিল=অর্থাৎ সদসৎ-বিচারসামর্থ্য বিলুপ্ত হইয়া গেল। ৮। তা' সবা নিষেধি—শিষ্যগণ ঔদ্ধত্যবশতঃ হাস্য করিয়াছিল, তাহাদিগকে ভৎসনপূর্ব্বক নিষেধ করিলা।

* পাঠান্তর—ঐছে কাব্যবাণী।

১। দোষ-গুণ-বিচারে এই অল্প করি মানি,
✽ কবিতাকরণে শক্তি—তাহা সে বাখানি।
শৈশব-চাপল্য কিছু না লইও আমার,
২। শিষ্যের সমান মুই না হই তোমার।
আজি বাসা যাহ, কালি মিলিব আরবার,
শুনিব তোমার মুখে শাস্ত্রের বিচার।"
　　এইমতে নিজঘরে গেলা দুইজন,
কবি রাত্রে কৈল সরস্বতী-আরাধন।
৩। সরস্বতী স্বপ্নে তাঁরে উপদেশ কৈল,
সাক্ষাৎ-ঈশ্বর করি প্রভুরে জানিল।
প্রাতে আসি প্রভুপদে লইল শরণ,
প্রভু কৃপা কৈল, তাঁর খণ্ডিল বন্ধন।
ভাগ্যবান্ দিগ্বিজয়ী সফলজীবন,
৪। বিদ্যাবলে পাইল মহাপ্রভুর চরণ।
এসব লীলা বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবনদাস,
৫। যে কিছু বিশেষ, ইহঁা করিল প্রকাশ।
৬। চৈতন্যগোসাঞির লীলা অমৃতের ধার,
সর্ব্বেন্দ্রিয় তৃপ্ত হয় শ্রবণে যাহার।
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ,
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

১। দোষ গুণ...বাখানি—কবিতার দোষ ও গুণের বিচারকে সামান্য বলিয়াই বোধ করি, কিন্তু তোমার কবিতারচনার শক্তিকেই বাখানি অর্থাৎ প্রশংসা করি। ✽ পাঠান্তর—কবিত্বকরণ, এ পাঠান্তর ভুল, কারণ কবিতাই রচনা করা যায়, কবিত্ব রচনা করা যায় না।

২। শিষ্যের...তোমার—আমি তোমার শিষ্যের সমানও হই না। ৩। সরস্বতী...জানিল—স্বপ্নে সরস্বতীর উপদেশ পাইয়া, তখন মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর বলিয়া জানিলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—মহৎকৃপা ব্যতীত কেবল বিদ্যাবলে ঈশ্বরতত্ত্ব জানিতে পারা যায় না।

৪। বিদ্যাবলে—কবিত্বশক্তিপ্রভাবে, অর্থাৎ কবিত্বশক্তি দ্বারা কাব্যরচনা করিয়া দেবগণকে স্তুতি করিয়াছিলেন, তাহাতে দেবগণ সন্তুষ্ট হইয়া মহাপ্রভুর তত্ত্ব বুঝাইলেন; পরে মহাপ্রভুর চরণলাভ করিলেন। এখানেও মহৎকৃপাই হেতু।

৫। যে কিছু বিশেষ—যাহা তিনি বর্ণন করেন নাই। ৬। ধার=ধারা।

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে কৈশোরলীলাসূত্রবর্ণনং নাম
ষোড়শ পরিচ্ছেদঃ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

বন্দে স্বৈরাদ্ভুতেহং তং চৈতন্যং যৎপ্রসাদতঃ।
যবনাঃ সুমনায়ন্তে কৃষ্ণনামপ্রজল্পকাঃ ॥ ১ ॥

জয়-জয় শ্রীচৈতন্য ! জয় নিত্যানন্দ !
জয়াদ্বৈতচন্দ্র ! জয় গৌরভক্তবৃন্দ !
কৈশোরলীলার সূত্র করিল গণন,
যৌবনলীলার সূত্র করি অনুক্রম।
বিদ্যা-সৌন্দর্য্য-সদ্বেশ-সম্ভোগ-নৃত্য-কীর্ত্তনৈঃ।
প্রেমনামপ্রদানৈশ্চ গৌরো দীব্যতি যৌবনে ॥২॥
১। যৌবনপ্রবেশে অঙ্গের অঙ্গ বিভূষণ,
দিব্যবস্ত্র, দিব্যবেশ, মাল্য, চন্দন।
২। বিদ্যার ঔদ্ধত্যে কাহু না করে গণন,
সকল পণ্ডিত জিনি করে অধ্যাপন।
৩। বায়ুব্যাধিচ্ছলে কৈল প্রেম-পরকাশ,
ভক্তগণ লঞা কৈল বিবিধ বিলাস।
তবে ত করিল প্রভু গয়াতে গমন,
ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে তথাই মিলন।
৪। দীক্ষা-অনন্তরে হৈল প্রেমের প্রকাশ,
দেশে আগমন পুনঃ প্রেমের বিলাস।
শচীকে প্রেমদান, তবে অদ্বৈত মিলন,
৫। অদ্বৈত পাইল বিশ্বরূপ-দরশন।

বন্দে ইতি। স্বৈরা স্বেচ্ছাময়ী অদ্ভুতা লোকোত্তরা ঈহা চেষ্টা যস্য তং, তং প্রসিদ্ধং চৈতন্যং তন্নামানং প্রভুমহং বন্দে। যস্য প্রসাদতঃ যবনা ম্লেচ্ছা কৃষ্ণনামপ্রজল্পকাঃ সন্তঃ সুমনায়ন্তে সুমনসঃ সাধব ইবাচরন্তীত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

বিদ্যা ইতি। যৌবনে যৌবনপ্রাকট্যে সতি বিদ্যা শাস্ত্রাদিজ্ঞানং সৌন্দর্য্যং লাবণ্যং সদ্বেশঃ সাধুভূষণাদি সম্ভোগঃ নৃত্যং কীর্ত্তনং নামসঙ্কীর্ত্তনাদি—এতৈঃ প্রেম্নোনাম্নশ্চ দানৈশ্চ গৌরো দীব্যতি ক্রীড়তি ॥ ২ ॥

যাঁহার প্রসাদলেশ লাভ করিয়া যবন সকলও কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করতঃ সাধুস্বভাব হইয়াছিলেন, সেই স্বেচ্ছাময় অদ্ভুত-লীলাকারী চৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি ॥ ১ ॥

বিদ্যা, শরীর লাবণ্য, সাধুবেশ, সম্ভোগ, নৃত্য, কীর্ত্তন এবং প্রেম ও নামের সর্ব্বত্র বিতরণ দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যৌবনারম্ভে ক্রীড়া করিতেছেন ॥ ২ ॥

১। অঙ্গ বিভূষণ—স্বীয় অঙ্গই অলঙ্কারস্বরূপ ছিল। অর্থাৎ অন্য অলঙ্কার পরিধান করিলে অঙ্গের শোভা বরং আবৃতই হইত, এই নিমিত্ত কেবল দিব্য বস্ত্রাদি মাত্র ধারণ করিতেন। ২। ঔদ্ধত্য—পরগুণের অসহিষ্ণুতা, নরলীলায় প্রাকৃতবৎ ব্যবহারের নিদর্শন। কাহু—কাহাকেও।

৩। বায়ুব্যাধিচ্ছলে…পরকাশ—এ সকল বিষয় শ্রীচৈতন্যভাগবতে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে ; এস্থলে কেবল সূত্র রূপে গণনা করিলেন।

৪। দীক্ষা-অনন্তরে—ঈশ্বর পুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবার পর। ৫। অদ্বৈত…দরশন—একদিন গোপীভাবে অদ্বৈতপ্রভু শ্রীবাসের অঙ্গনে নৃত্য করিতে করিতে গড়াগড়ি দিতেছিলেন, এমন সময়ে মহাপ্রভু তাঁহাকে উঠাইয়া দেবমন্দির মধ্যে লইয়া গেলেন। অনন্তর দ্বার রুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি কি দেখিতে চাও ? অদ্বৈতপ্রভু বলিলেন—ভারত-যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন, আমি সেই রূপ দর্শন করিতে অভিলাষ করি। এই কথা বলিতে বলিতে আচার্য্য সেই গৃহমধ্যে কুরুক্ষেত্র দর্শন এবং সৈন্যদিগের কোলাহল শব্দ শ্রবণ করিলেন, পরে অর্জ্জুনের রথে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার শরীর মধ্যে বিশ্বমণ্ডল ও সম্মুখে অর্জ্জুন করযোড়ে স্তুতি করিতেছেন—দেখিতে পাইলেন।

প্রভুর অভিষেক তবে করিল শ্রীবাস ;
১। খাটে বসি প্রভু কৈল ঐশ্বর্য্য প্রকাশ।
২। তবে নিত্যানন্দ-স্বরূপের আগমন ;
প্রভুকে মিলিয়া পাইল ষড়্ভুজ দর্শন।
৩। প্রথমে ষড়্ভুজ তাঁরে দেখাইল ঈশ্বর ;
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-শার্ঙ্গ-বেণুধর।
৪। পাছে চতুর্ভুজ হৈলা—তিন অঙ্গ বক্র ;
দুই হাতে বংশী, দুই হাতে শঙ্খ-চক্র।
তবে ত দ্বিভুজ কেবল বংশীবদন ;
শ্যাম-অঙ্গ পীতবস্ত্র ব্রজেন্দ্রনন্দন।

৫। তবে নিত্যানন্দ-গোসাঞীর ব্যাসপূজন ;
৬। নিত্যানন্দাবেশে কৈল মুষলধারণ।
৭। তবে শচী দেখে রাম-কৃষ্ণ দুই ভাই ;
৮। তবে নিস্তারিল প্রভু জগাই-মাধাই।
৯। তবে সপ্তপ্রহর প্রভু ছিল ভাবাবেশে ;
যথা-তথা ভক্তগণ দেখিল বিশেষে।
১০। বরাহ-আবেশ হইল মুরারি ভবনে ;
১১। তার স্কন্ধে চড়ি প্রভু নাচিলা অঙ্গনে।
তবে শুক্লাম্বরের কৈল তণ্ডুল ভক্ষণ ;
'হরের্নাম' শ্লোকের কৈল অর্থ বিবরণ।

১। খাটে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ—একদিন শ্রীবাস দ্বার রোধপূর্ব্বক দেবগৃহ মধ্যে শ্রীনৃসিংহদেবের পূজা করিতেছিলেন, এমন সময়ে মহাপ্রভু ভাবাবেশে উন্মত্তের ন্যায় আসিয়া পদাঘাতে দেবমন্দিরের দ্বার মোচন করতঃ অভ্যন্তরে বিষ্ণুখট্টায় উপবেশন পূর্ব্বক 'আমি সেই, আমি সেই' বলিতে লাগিলেন। শ্রীবাস চক্ষুরুন্মীলন করিয়া সম্মুখে শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দর্শন করিলেন, তিনি তখন পূজার সমস্ত সামগ্রী দ্বারা বিশ্বম্ভরেরই পূজা করিয়াছিলেন।

২। তবে · আগমন—তদনন্তর নিত্যানন্দপ্রভু ও স্বরূপগোস্বামী শ্রীনবদ্বীপে আগমন করেন। নিত্যানন্দপ্রভু নবদ্বীপে আসিয়া প্রথমতঃ নন্দনাচার্য্যের গৃহে লুকাইয়া থাকেন। ৩। ঈশ্বর=গৌরাঙ্গপ্রভু।

৪। তিন অঙ্গ—গ্রীবা, কটি এবং জানু এই তিন অঙ্গ। প্রথমে ষড়্ভুজ মূর্ত্তি—ছয় হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শার্ঙ্গ ধনুঃ এবং বেণুধারণ করেন। তদনন্তর চতুর্ভুজ হইয়া দুই হস্তে বংশী এবং অপর দুই হস্তের মধ্যে দক্ষিণহস্তে চক্র এবং বামহস্তে শঙ্খ ধারণ করেন। তদনন্তর দ্বিভুজ হইয়া কেবল বংশীই দুই হস্তে ধারণ করেন। শেষে এই রূপে দর্শন দিয়া এই দ্বিভুজ মুরলীধর রূপই যে স্বীয় স্বরূপ,—তাহাই জানাইলেন।

৫। তবে · ব্যাসপূজন—মহাপ্রভুর ইঙ্গিতে একদিন নিত্যানন্দপ্রভু ব্যাসপূজা করিবেন বলিয়া শ্রীবাসকে আয়োজন করিতে বলেন। সকলে সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, তখন শ্রীবাস নিত্যানন্দপ্রভুকে ব্যাসপূজা করিতে বলায়, নিত্যানন্দপ্রভু পূজার আয়োজনীয় পুষ্পমালা মহাপ্রভুর কণ্ঠে অর্পণ করিলেন; পরে মহাপ্রভুও ভক্তগণকে নৈবেদ্য বিভাগ করিয়া দিলেন।

৬। নিত্যানন্দাবেশে···ধারণ—একদিন শ্রীবাসগৃহে দ্বারবন্ধ করিয়া মহাপ্রেমাবেশে সঙ্কীর্ত্তন হইতেছিল, হঠাৎ মহাপ্রভু বলরামাবেশে খট্টার উপরে বসিয়া নিত্যানন্দপ্রভুকে 'হল ও মুষল দেও' বলিলেন; 'এই লও' বলিয়া নিত্যানন্দপ্রভুও তাঁহার হাতে হাত দিলেন, সেই সময় কোন কোন ভক্ত তাঁহার হস্তে হল ও মুষল দর্শন করিয়াছিলেন। "নিত্যানন্দাবেশে" এই স্থানে "বলরামাবেশে" এই পাঠ হইলেই সঙ্গত হয়।

৭। তবে শচী ··দুই ভাই—একদিন রজনীতে শচীমাতা স্বপ্ন দেখিলেন, তাঁহার দেবালয়স্থ কৃষ্ণ-বলরাম মূর্ত্তিদ্বয়, বিশ্বম্ভর এবং নিত্যানন্দ—এই চারি জনে কাড়াকাড়ি করিয়া নৈবেদ্য ভোজন করিতেছেন। পরদিন শচীমাতা মহাপ্রভুকে ঐ কথা বলিয়া নিত্যানন্দকে ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন, পরে মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দপ্রভু দুই জনে ভোজনে বসিলে, শচীমাতা কৃষ্ণ ও বলরাম ভোজন করিতেছেন দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন।

৮। তবে ··জগাই মাধাই—তদনন্তর মহাপ্রভু জগাই মাধাইকে উদ্ধার করিলেন।

৯। তবে···ভাবাবেশে—একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাসগৃহে নিত্যানন্দের সহিত নৃত্য করিতে করিতে ভাবাবেশে বিষ্ণুখট্টার উপরি উপবিষ্ট হইলেন, তখন ভক্তগণ পুরুষসূক্ত মন্ত্রে মহাপ্রভুর অভিষেক এবং বিবিধ উপচারে পূজা করিয়া বহুবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য ভোজন করিতে দিলেন। মহাপ্রভু হাত পাতিয়া স্তূপাকার সমস্ত দ্রব্য ভক্ষণ করিয়াছিলেন। এই দিন সাতপ্রহর কাল মহাপ্রভু ভাবাবেশে ছিলেন। সে সময় সর্ব্ব অবতারের ভাব তাঁহাতে প্রকাশ পাইয়াছিল, এবং তিনি ভক্তগণের মনের গুহ্য কথা ব্যক্ত করিয়া সকলের সংশয়াপনোদন করিয়াছিলেন ও সকলকে অভিলষিত বর প্রদান করিয়াছিলেন।

১০। বরাহ ··ভবনে—একদিন বরাহ অবতারের শ্লোক শুনিয়া মহাপ্রভুর বরাহের আবেশ হইয়াছিল। তখন শূকর শূকর বলিয়া চীৎকার করতঃ মুরারি গুপ্তের দেবালয়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং বরাহের ন্যায় হস্তপদ দ্বারা চলিতে আরম্ভ করিয়া সম্মুখস্থ জলপূর্ণ পাত্র দশন দ্বারা উত্তোলন করিয়াছিলেন। ১১। তার স্কন্ধে···অঙ্গনে—একদিন শ্রীবাসগৃহে নারায়ণের আবেশে মহাপ্রভু গরুড় গরুড় বলিয়া ডাকিয়াছিলেন, মুরারি গুপ্ত তখন গরুড়-ভাবাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন।

তথাহি বৃহন্নারদীয়ে—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥৩॥

১। কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার ;
নাম হৈতে হয় সর্ব্বজগৎ নিস্তার।
২। দার্ঢ্য লাগি 'হরের্নাম' উক্তি তিনবার ;
জড়লোক বুঝাইতে পুনরেবকার।
'কেবল' শব্দ পুনরপি নিশ্চয়কারণ ;
জ্ঞান-যোগ-তপ-কর্ম্ম-আদি নিবারণ।
অন্যথা যে মানে, তার নাহিক নিস্তার ;
'নাহি নাহি নাহি' এই তিন 'এব'কার।
তৃণ হৈতে নীচ হঞা সদা লইবে নাম ;
৩। আপনি নিরভিমানী, অন্যে দিবে মান।
৪। তরুসম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে ;
ভৎর্সন-তাড়ন কারে কিছু না বলিবে।
কাটিলেও তরু যেন কিছু না বোলয় ;
শুকাইয়া মৈলে কারে পানী না মাগয়।
এইমত বৈষ্ণব কারে কিছু না মাগিবে ;
৫। অযাচিত বৃত্তি কিম্বা শাক-ফল খাইবে।
৬। নিরন্তর নাম লৈবে, যথালাভে সন্তোষ ;
৭। এমত আচার করি ভক্তিধর্ম্ম পোষ।

তথাহি শ্রীমুখশিক্ষাশ্লোকঃ—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥ ৪ ॥

তৃণাদপীতি। তৃণমপি কদাচিৎ মূলে অঙ্গুল্যগ্রেণ দৃঢ়তরমপষ্টব্ধং উর্দ্ধশিরস্তবতি, তথাভূতোপি ন ভবেৎ, সর্ব্বদা নতশিরসা ভবিতব্যমিত্যভিপ্রায়েণাহ—তৃণাদপি সুনীচেনেতি। তরুরপি কদাচিৎ প্রবলতরতাপরাশিং সোঢ়ুমসমর্থোম্রিয়েত,

তৃণ হইতেও অতিশয় নীচ, তরু হইতেও সহিষ্ণু এবং আপনি মানাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া অন্যের সম্মান প্রদান করতঃ সর্ব্বদা শ্রীহরি-কীর্ত্তন করিবে ॥ ৪ ॥

ইহার টীকা ও অনুবাদ ১০৭ পৃষ্ঠায় দেখুন ॥ ৩ ॥

কদাচিৎ মূলদেশ অঙ্গুল্যগ্র দ্বারা চাপিলে তৃণ উর্দ্ধশিরা হয়, তখন তাহার নীচত্ব থাকে না, কিন্তু ভক্ত সর্ব্বদা নতশিরাই থাকিবে। এই অভিপ্রায়ে বলিলেন—তৃণ হইতেও সুনীচ হইবে। অতিশয় তাপে বৃক্ষ শুষ্ক হইয়া মরিয়া যায় অর্থাৎ সে তাপ সহ্য করিতে পারে না, কিন্তু ভক্ত আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক এই তাপত্রয়ে অবসন্ন না হইয়া হরিকীর্ত্তন করিবে। এই অভিপ্রায়ে বলিলেন—তরু হইতেও সহিষ্ণু হইবে। কীর্ত্তনীয়—এই পদে বিধি বুঝাইতেছে। 'তৃণাদপি' ইত্যাদি কর্ত্তার বিশেষণ অর্থাৎ এতাদৃশ বিশেষণ-বিশিষ্ট হইয়া হরি-কীর্ত্তন কর—অন্যথা প্রত্যবায়ী হইবে, ইহাই মহাপ্রভুর আজ্ঞা ॥ ৪ ॥

১। কলিকালে—অবতার—নাম ও নামীর ভেদ না থাকায়, কলিতে নামরূপেই ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়াছেন।

২। দার্ঢ্য লাগি—দৃঢ়তার জন্য। উক্তি তিনবার—যেমন সত্য, সত্য, সত্য এইরূপ তিনবার বলিলে আর মিথ্যার আশঙ্কা থাকে না, তদ্রূপ দৃঢ়তার জন্য হরের্নাম, হরের্নাম, হরের্নাম—ইহাও তিনবার বলিয়া হরিনামই যে গতি, ইহার দার্ঢ্য করিলেন। পুনরেবকার—'হরের্নামৈব' পদে আবার এব-কার দিলেন—জড়বুদ্ধি লোককে বুঝাইবার নিমিত্ত, অর্থাৎ পুনর্ব্বার 'এব' শব্দ দিয়া অতিশয় দৃঢ়তা করিলেন। 'কেবল' শব্দ নিশ্চয়ার্থ ; অর্থাৎ নিশ্চয়ই হরিনাম গতি, জ্ঞান যোগাদি গতি নয়,—ইহাই 'কেবল' শব্দ দ্বারা জানাইলেন। 'নাস্ত্যেব' এই এব-কারের সহিত নাস্তি তিনবার বলিয়া ইহাই প্রতিপাদন করিলেন যে,—যে ব্যক্তি ইহার অন্যথা মানে, তাহার গতি অর্থাৎ নিস্তার নাই।

৩। নিরভিমানী—মানাকাঙ্ক্ষা রহিত হইবে। ৪। তরু সম বলিবে—বৈষ্ণব তরু সম (বৃক্ষ সদৃশ) হইয়া অন্যের তাড়ন ভৎর্সন সহিষ্ণুতা (সহ্য) করিবে। কারে কিছু না বলিবে=কারে (কাহাকেও) কিছু অর্থাৎ তাড়ন-ভৎর্সনাদি বাক্য বলিবে না। ৫। অযাচিত বৃত্তি=বিনা প্রার্থনায় যাহা উপস্থিত হয়, তাহার দ্বারা জীবিকা সম্পাদন করাকে অযাচিত-বৃত্তি বলে। শাক ফল খাইবে=অযাচিত-বৃত্তিতে প্রতিগ্রহজন্য দোষ আলোচনা করিয়া পবিত্র জীবিকা বলিতেছেন—শাক ফল খাইবে। বনে শাক ও ফল আহরণ করিয়া জীবনধারণ করিলে, জীবনধারণার্থ প্রতিগ্রহ-জনিত দোষের সম্ভাবনা থাকে না।

৬। যথালাভে সন্তোষ=বিনা প্রযাসে যাহা লাভ হয়, তাহাতে অন্তরে সন্তোষ লাভ করিবে।

৭। এমত=পূর্ব্বোক্ত তৃণ হইতে নীচ হইয়া ইত্যাদি আচার (আচরণ) করিয়া। ভক্তিধর্ম্ম পোষ=ভক্তি এবং ধর্ম্মকে পোষণ কর ; অন্যথা তাহারা ক্রমে ক্রমে নষ্ট হইবে।

১। ঊর্দ্ধবাহু করি কহোঁ, শুন সর্ব্বলোক,
২। নামসূত্রে গাঁথি পর কণ্ঠে এই শ্লোক।
প্রভু-আজ্ঞায় কর এই শ্লোক আচরণ,
অবশ্য পাইবে তবে শ্রীকৃষ্ণচরণ।

তবে প্রভু শ্রীবাসের গৃহে নিরন্তর,
রাত্রে সঙ্কীর্ত্তন কৈল এক সংবৎসর।
কপাট দিয়া কীর্ত্তন করে পরম-আবেশে,
৩। পাষণ্ডী হাসিতে আইসে, না পায় প্রবেশে।
কীর্ত্তন শুনি বাহিরে তারা জ্বলি-পুড়ি মরে,
শ্রীবাসেরে দুঃখ দিতে নানা যুক্তি করে।
৪। একদিন বিপ্র—নাম গোপালচাপাল,
৫। পাষণ্ডীপ্রধান সেই দুর্ম্মুখ বাচাল।
৬। ভবানীপূজার সব সামগ্রী আনিল,
রাত্রে শ্রীবাসের দ্বারে স্থান লেপাইল।
৭। কলার পাত উপরে থুইল ওড়ফুল,
হরিদ্রা সিন্দূর রক্তচন্দন তণ্ডুল।
মদ্যভাণ্ড পাশে ধরি নিজঘরে গেল,
প্রাতঃকালে শ্রীবাস দ্বারে তা' দেখিল।
বড় বড় লোকে সব আনিল বোলাঞা,
সবারে কহে শ্রীবাস হাসিঞা হাসিঞা—
"নিত্য রাত্রে করি আমি ভবানীপূজন,
আমার মহিমা দেখ ব্রাহ্মণ সজ্জন!"
দেখি সব শিষ্ট লোক করে হাহাকার—
"হেন কর্ম্ম ইহা কৈল কোন্ দুরাচার?"
হাড়ী আনি দ্রব্য সব দূর করাইল,
৮। জল-গোময় দিয়া সেই স্থান লেপাইল।
তিন দিন রহি সেই গোপালচাপাল,
সর্ব্বাঙ্গে হৈল কুষ্ঠ, বহে রক্তধার।
সর্ব্বাঙ্গে বেড়িল কীটে, কাটে নিরন্তর,
অসহ্য বেদনা, দুঃখে জ্বলয়ে অন্তর।
গঙ্গাঘাটে বৃক্ষতলে রহে ত বসিয়া,
একদিন কহে কিছু প্রভুকে দেখিয়া—
"গ্রাম সম্বন্ধে মুই তোমার মাতুল,
৯। ভাগিনা! মুই কুষ্ঠ ব্যাধ্যে হঞাছি ব্যাকুল।
লোক সব উদ্ধারিতে তোমার অবতার,
মুঞি বড় দুঃখী, মোরে করহ উদ্ধার।"
এত শুনি হৈল প্রভু মহাক্রোধ-মন,
ক্রোধাবেশে বলে তারে তর্জ্জন বচন—
"আরে পাপি! ভক্তদ্বেষি! তোরে উদ্ধারিমু?
১০। কোটিজন্ম ঐছে তোরে কীড়ায় খাওয়াইমু।
শ্রীবাসেরে করাইলি ভবানীপূজন,
কোটিজন্ম হবে তোর রৌরবে পতন।
পাষণ্ডী সংহারিতে মোর এই অবতার,
পাষণ্ডী সংহারি ভক্তি করিমু প্রচার।
এত বলি গেলা প্রভু করিতে গঙ্গাস্নান,
১১। পাষণ্ডীর দুঃখভোগে না রহে পরাণ।

ভক্তস্য আধ্যাত্মিকাদিভিস্তাপৈর্নাবসীদেদিত্যভিপ্রায়েণাহ—তরোরপীতি। আধ্যাত্মিকাদিতাপসহনশীলেন ভবিতব্যমিত্যর্থঃ। অমানিনা স্বস্য মানাকাঙ্ক্ষাশূন্যেন অন্যেভ্যো মানপ্রদেন সতা সদা হরিঃ কীর্ত্তনীয়ো ভবেদিতি বিধানে কৃত্য প্রত্যয়ঃ ॥ ৪ ॥

১। কহোঁ=কহিতেছি। ২। নামসূত্রে=হরিনাম রূপ সূত্রে। এই শ্লোক="তৃণাদপি সুনীচেন" ইত্যাদি। ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—তৃণাদপি ইত্যাদি শ্লোকানুগত হইয়া নাম সংকীর্ত্তন কর। ৩। পাষণ্ডী=শ্রৌতস্মার্ত্ত-আচার বহির্ভূত।

৪। গোপাল চাপাল=নাম গোপাল, অত্যন্ত চঞ্চল বলিয়া লোকে তাহাকে চাপাল বলিত।

৫। বাচাল—বহুবিধ গর্হিতবাক্য প্রয়োগকারী। ৬। ভবানী—মদ্যমাংসপ্রিয়া তামসী শক্তি।

৭। ওড়ফুল—জবাফুল; ওড্র শব্দে জবা, সেই ওড্রের অপভ্রংশে ওড়। ৮। জল-লেপাইল—মদ্যস্পর্শে স্থান অপবিত্র হইয়াছিল সেই জন্য হাড়ী দ্বারা জল গোময়ে স্থান পবিত্র করিলেন; নচেৎ ভবানী-পূজায় স্থান অপবিত্র হইয়াছিল ইহা তাৎপর্য্য নহে। বৈষ্ণবাচারে মদ্য অতীব অপবিত্র। ৯। ভাগিনা—এটী সম্বোধন পদ, অর্থাৎ হে ভাগিনা। ১০। কীড়ায়—কীটদ্বারা। ১১। সেই পাষণ্ডীর=সেই গোপাল চাপালের।

সন্ন্যাস করি প্রভু যবে নীলাচলে গেলা,
তথা হৈতে যবে কুলিয়া গ্রামে আইলা।
তবে সেই পাপী প্রভুর লইল শরণ,
হিত উপদেশ কৈল প্রভু হইয়া করুণ—
"শ্রীবাস পণ্ডিত স্থানে আছে অপরাধ,
তাঁহা যাহ, তেঁহ যদি করেন প্রসাদ।
তবে তোমার হবে এই পাপবিমোচন,
যদি পুনঃ ঐছে নাহি কর আচরণ।"
তবে সেই বিপ্র লইলেক শ্রীবাস শরণ,
তাঁহার কৃপায় হৈল তার পাপ বিমোচন।
আর এক বিপ্র আইল কীর্ত্তন দেখিতে,
দ্বারে কপাট, না পাইল ভিতরে যাইতে।
ফিরি গেলা বিপ্র ঘরে, মনে দুঃখী হঞা,
আর দিনে প্রভুকে কহে গঙ্গাতে দেখিঞা—
"শাপিব তোমারে আমি পাঞাছি মনোদুঃখ",
পৈতা ছিঁড়িয়া শাপে প্রচণ্ড দুর্ম্মুখ—
"সংসার সুখ তোমার হউক বিনাশ",
শাপ শুনি প্রভুর চিত্তে বাড়য়ে উল্লাস।
প্রভুর শাপবার্ত্তা যেই শুনে শ্রদ্ধাবান্,
ব্রহ্মশাপ হৈতে তার হয় পরিত্রাণ।
১। মুকুন্দদত্তেরে কৈল দণ্ডপরসাদ,
খণ্ডিল তাহার চিত্তে সব অবসাদ।
২। আচার্য্য গোসাঞিরে প্রভু করে গুরুভক্তি,
ইহাতে আচার্য্য বড় হয় দুঃখমতি।

ভঙ্গী করি জ্ঞানমার্গ করিল ব্যাখ্যান,
ক্রোধাবেশে প্রভু তাঁরে কৈল অবজ্ঞান।
তবে আচার্য্য-গোসাঞির আনন্দ হইল,
লজ্জিত হইয়া প্রভু প্রসাদ করিল।
মুরারিগুপ্ত মুখে শুনি রাম-গুণগ্রাম,
ললাটে লিখিল তাঁর 'রামদাস' নাম।
শ্রীধরের লৌহপাত্রে কৈল জলপান,
সকল ভক্তেরে দিল ইষ্টবরদান।
হরিদাস ঠাকুরকে করিল প্রসাদ,
আচার্য্য-স্থানে মাতার খণ্ডাইল অপরাধ।
ভক্তগণে প্রভু নাম-মহিমা কহিল,
৩। শুনি এক পড়ুয়া তাঁহা 'অর্থবাদ' কৈল।
নামে স্তুতিবাদ শুনি প্রভুর হৈল দুঃখ,
সবে নিষেধিল—"ইহার না দেখিও মুখ।"
৪। সগণে সচেলে গিয়া কৈল গঙ্গাস্নান,
ভক্তির মহিমা তাঁহা করিল ব্যাখ্যান—
"জ্ঞানকর্ম্ম যোগধর্ম্মে নহে কৃষ্ণ-বশ,
কৃষ্ণবশ-হেতু এক—প্রেমভক্তিরস।"

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে চতুর্দশাধ্যায়ে উনবিংশশ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—

ন সাধয়তি মাং যোগো,
ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব!
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো,
যথা ভক্তির্ম্মমোর্জ্জিতা॥ ৫॥

ন সাধয়তীতি। যোগ আসনপ্রাণায়ামাদিঃ, সাঙ্খ্যং আত্মানাত্মবিবেকঃ, ধর্ম্মো গার্হস্থ্যধর্ম্মঃ, স্বাধ্যায়োব্রহ্মচারিধর্ম্মঃ, তপো বানপ্রস্থধর্ম্মঃ, ত্যাগঃ সন্ন্যাসঃ—এতে মাং তথা ন সাধয়তি বশায় নোন্মুখীকরোতি যথা মম উর্জ্জিতা প্রেমরূপা ভক্তিঃ সাধয়তি বশীকরোতীত্যর্থঃ॥ ৫॥

হে উদ্ধব! আমার উর্জ্জিতা ভক্তি অর্থাৎ প্রেমভক্তি আমাকে যেমন বশীভূত করে, অষ্টাঙ্গযোগ, আত্মানাত্মবিবেক, গার্হস্থ্য ধর্ম্ম, ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থধর্ম্ম এবং সন্ন্যাস—ইহারা আমাকে তাদৃশ বশীভূত করিতে সমর্থ হয় না॥ ৫॥

১। মুকুন্দ দত্ত ইত্যাদি ১২০ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দেখুন। পরসাদ = প্রসাদ। ২। আচার্য্য = অদ্বৈতাচার্য্য। এ সকল বৃত্তান্ত ১৪০ পৃষ্ঠায় দেখুন। ৩। অর্থবাদ = স্তাবক বাক্য। 'তথার্থবাদো হরিনাম্নি' ইত্যাদি প্রমাণে হরিনাম-মহিমাতে অর্থবাদ করিলে নামের নিকট অপরাধ হয়; এই নিমিত্ত নাম মাহাত্ম্যকে অর্থবাদ করিয়া অর্থবাদ করিবে না। ৪। সগণে…গঙ্গাস্নান = পরিকরগণসহ সবস্ত্র গঙ্গাস্নান করিলেন। ইহাই প্রায়শ্চিত্ত।

মুরারিকে কহে—"তুমি কৃষ্ণ বশ কৈলা",
শুনিয়া মুরারি শ্লোক পড়িতে লাগিলা।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একাশীতিতমাধ্যায়ে ষোড়শশ্লোকে সুদামবিপ্রবাক্যং—

ক্বাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ।
ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ ॥ ৬॥

একদিন প্রভু সব ভক্তগণ লঞা,
সঙ্কীর্ত্তন করি বৈসে শ্রমযুক্ত হঞা।
এক আম্রবীজ প্রভু অঙ্গনে রোপিল,
তখনি জন্মিয়া বৃক্ষ বাড়িতে লাগিল।
দেখিতে দেখিতে বৃক্ষ হইল ফলিত,
পাকিল অনেক ফল, সবেই বিস্মিত।
শত দুই ফল প্রভু শীঘ্র পাড়াইল,
প্রক্ষালন করি কৃষ্ণে ভোগ লাগাইল।
১। রক্ত-পীত-বর্ণ—নাহি অষ্টি-বল্কল,
একজনের পেট ভরে খাইলে এক ফল।
দেখিঞা সন্তুষ্ট হৈলা শচীর নন্দন,
সবারে খাওয়াইলা, আগে করিয়া ভক্ষণ।

২। অষ্ট্যাঁশ-বল্কল নাহি—অমৃতরসময়,
এক ফল খাইলে রসে উদর পূরয়।
এইমত প্রতিদিন ফলে বারমাস,
বৈষ্ণবে খায়েন ফল, প্রভুর উল্লাস।
এই সব লীলা করে শচীর নন্দন,
অন্য লোকে নাহি জানে—বিনা ভক্তগণ।
এইমত বারমাস কীর্ত্তনাবসানে,
আম্রমহোৎসব প্রভু করে দিনে দিনে।
কীর্ত্তন করিতে প্রভু আইলা মেঘগণ,
আপন ইচ্ছায় কৈল মেঘ নিবারণ।
একদিন প্রভু শ্রীবাসে আজ্ঞা দিল—
৩। "বৃহৎসহস্রনাম পড়, শুনিতে ইচ্ছা হৈল।"
৪। পড়িতে আইল স্তবে নৃসিংহের নাম,
শুনিয়া আবিষ্ট হৈলা শ্রীগৌরাঙ্গধাম।
নৃসিংহ-আবেশে প্রভু হাতে গদা লঞা,
পাষণ্ডী মারিতে যায় নগরে ধাইঞা।
নৃসিংহ-আবেশ দেখি মহাতেজোময়,
পথ ছাড়ি ভাগে লোক পাঞা বড় ভয়।

ক্বাহমিতি। অহং জীববিশেষঃ ক, তত্রাপ্যহং দরিদ্রো ধনহীনঃ পাপীয়াংশ্চ তদ্ভাগ্যহীনঃ ক! স তু শ্রীনিকেতনঃ স্বভাবতস্তত্তৎসম্পত্তিমান্ তচ্ছক্তিমাংশ্চ কেত্যর্থঃ। তত্র তত্র চ সতি ব্রহ্মবন্ধুঃ বিপ্রকুলে জাত ইতিহেতোর্বাহুভ্যাং স্বাভ্যামেব পরিরম্ভিতঃ পরিরব্ধঃ, স্ম বিস্ময়ে। এবং পরিরম্ভে বিপ্রত্বমেব কারণমুক্তং ন তু সখ্যং, তত্রাত্মনোঽতীবাযোগ্যত্বমননাৎ, অতোভগবতো ব্রহ্মণ্যতৈব শ্লাঘিতা, ন তু ভক্তবৎসলতাপীতি ॥ ৬ ॥

হীন জীব তাহাতে আবার দরিদ্র ও ভাগ্যহীন আমিই বা কোথায়, আর সেই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্ শ্রীনিকেতনই বা কোথায়! কিছুতেই তাঁহাতে ও আমাতে তুলনা হইতে পারে না। আহা! আমি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বলিয়া বাহুদ্বয় প্রসারণ করতঃ তিনি আমাকে দৃঢ়তর আলিঙ্গন করিলেন ॥ ৬ ॥

প্রেমভক্তি ভিন্ন ভগবৎপ্রীতি সম্পাদন করিতে কেহই সমর্থ নয়, ইহাই এই শ্লোকদ্বারা প্রতিপাদন করিলেন ॥ ৫ ॥

সুদামা দৈন্যবশতঃ আপনাকে ভক্তিহীন বোধ করিয়া এই সকল কথা বলিয়াছেন; এই নিমিত্ত ভগবানের ব্রহ্মণ্যপ্রিয়তা গুণেরই প্রশংসা করিয়াছেন,—ভক্তবৎসলতা গুণের প্রশংসা করেন নাই ॥ ৬ ॥

১। নাহি অষ্টি-বল্কল—আঁটি ও বাকলা অর্থাৎ হেয়াংশ নাই, তাহার সর্ব্বাংশই উপাদেয়। ইহা দ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইল যে, উক্ত আম্র অপ্রাকৃত।

২। অষ্ট্যাঁস বল্কল নাহি—আঁটি, আঁশ ও বাকলা নাই; অতএব কেবল অমৃততুল্য স্বাদু রসরূপ।

৩। বৃহৎসহস্রনাম—মহাভারতীয় ভীষ্মোক্ত সহস্রনাম-স্তোত্র।

৪। নৃসিংহের নাম—উক্তস্তোত্রস্থিত 'নারসিংহবপুঃ শ্রীমান্' ইত্যাদি।

১। লোক-ভয় দেখিয়া প্রভুর বাহ্য হইল,
শ্রীবাস-গৃহেতে আসি গদা ফেলাইল।
শ্রীবাসে কহেন প্রভু করিয়া বিষাদ—
"লোকে ভয় পাইল, মোর হৈল অপরাধ।"
শ্রীবাস বলেন—"যে তোমার নাম লয়,
তার অপরাধ কোটি কোটি ক্ষয় হয়।
অপরাধ নাহি, কৈলে লোকের নিস্তার,
যে তোমা দেখিল, তার ছুটিল সংসার।"
এত বলি শ্রীনিবাস করিল সেবন,
তুষ্ট হঞা প্রভু আইল আপন ভবন।
আর দিন শিবভক্ত শিবগুণ গায়,
প্রভুর অঙ্গনে নাচে—ডমরু বাজায়।
মহেশ-আবেশ হৈলা শচীর নন্দন,
২। তার স্কন্ধে চড়ি নৃত্য কৈল বহুক্ষণ।
৩। আর দিন এক ভিক্ষুক আইল মাগিতে,
প্রভুর নৃত্য দেখি নৃত্য লাগিলা করিতে।
প্রভুসঙ্গে নৃত্য করে পরম-আবেশে,
প্রভু তারে প্রেম দিল—প্রেমরসে ভাসে।
৪। আর দিন এক জ্যোতিষ্-সর্ব্বজ্ঞ আইল,
তাহারে সম্মান করি প্রভু প্রশ্ন কৈল—
"কে আছিলাঙ আমি পূর্ব্বজন্মে কহ গণি?"
গণিতে লাগিল সর্ব্বজ্ঞ প্রভুর বাক্য শুনি।
৫। গণি ধ্যানে দেখে সর্ব্বজ্ঞ মহাজ্যোতির্ম্ময়,
অনন্ত-বৈকুণ্ঠ-ব্রহ্মাণ্ড সবার আশ্রয়।
পরতত্ত্ব পরব্রহ্ম পরম-ঈশ্বর,
দেখি প্রভুর মূর্ত্তি সর্ব্বজ্ঞ হইল ফাঁপর।
বলিতে না পারে কিছু, মৌন হইল,
৬। প্রভু প্রশ্ন কৈল পুনঃ,—কহিতে লাগিল—
"পূর্ব্বজন্মে ছিলা তুমি জগৎ-আশ্রয়,
পরিপূর্ণ ভগবান্ সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়।
পূর্ব্বে যৈছে ছিলা তুমি এবেহ সেরূপ,
৭। দুর্ব্বিজ্ঞেয় নিত্যানন্দ তোমার স্বরূপ।"
প্রভু হাসি কহে—"তুমি কিছু না জানিলা,
পূর্ব্বে আছিলাঙ আমি জাতিতে গোয়ালা।
গোপগৃহে জন্ম ছিল, গাভীর রাখাল,
সেই পুণ্যে এবে হৈনু ব্রাহ্মণ-ছাওয়াল।"
৮। সর্ব্বজ্ঞ কহে—"আমি তাহা ধ্যানে দেখিলাঙ,
তাহাতে ঐশ্বর্য্য দেখি ফাঁপর হইলাঙ।
সেই-রূপ এই-রূপে দেখি একাকার,
কভু ভেদ দেখি, এই মায়ায় তোমার।
যে হও সে হও তুমি তোমাকে নমস্কার,"
প্রভু তারে প্রেম দিয়া কৈল পুরস্কার।
একদিন প্রভু বিষ্ণুমণ্ডপে বসিয়া,
'মধু আন, মধু আন'—বলেন ডাকিয়া।
৯। নিত্যানন্দ-গোসাঞী প্রভুর আবেশ জানিল,
গঙ্গাজলপাত্র আনি সম্মুখে ধরিল।
জলপান করি নাচেন হইয়া বিহ্বল,
১০। যমুনাকর্ষণলীলা দেখয়ে সকল।

১। লোক ভয়=লোকদিগের ভয়। ২। তার স্কন্ধে—শিবের আবেশ হওয়ায়, সেই শিবভক্তকে বৃষ বোধ করিয়া, তাহার স্কন্ধে আরোহণ করিয়াছিলেন। ৩। মাগিতে=যাচ্ঞা করিতে। ৪। জ্যোতিষ-সর্ব্বজ্ঞ=জ্যোতিষ শাস্ত্রের সর্ব্বজ্ঞ।

৫। গণি ধ্যানে…আশ্রয়—সেই সর্ব্বজ্ঞ গণনা করিয়া দেখিলেন যে, মহাজ্যোতির্ম্ময় অনন্তবৈকুণ্ঠ এবং অনন্তব্রহ্মাণ্ড সকলের তিনিই আশ্রয়। বৈকুণ্ঠপক্ষে অনন্তপক্ষে অপরিচ্ছিন্ন এবং ব্রহ্মাণ্ড পক্ষে অসংখ্য। ৬। প্রভু প্রশ্ন…লাগিল—পুনর্ব্বার প্রভু প্রশ্ন করিলে, সর্ব্বজ্ঞ তখন কহিতে লাগিলেন। ৭। দুর্ব্বিজ্ঞেয় স্বরূপ—দুর্ব্বিজ্ঞেয় (জানিতে অশক্য), নিত্যানন্দ অর্থাৎ পরিপূর্ণ আনন্দ, তাহাই তোমার স্বরূপ।

৮। তাহা=গোপনন্দন। তাহা…দেখি—কিন্তু তাহাতে অর্থাৎ সেই গোপবালকে ঐশ্বর্য্য দেখিয়া। ৯। আবেশ=বলরামাবেশ।

১০। যমুনাকর্ষণ-লীলা—একদা বসন্তকালে বলদেব দ্বারকা হইতে ব্রজে আসিয়া, ব্রজস্থ স্বীয় গোপীগণের সহিত রাসক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সময় মধুপানে মত্ত হইয়া জলকেলি করিবার জন্য যমুনাকে আহ্বান করিলেন; কিন্তু যমুনা আগমন না করায়, লাঙ্গলাগ্র দ্বারা যমুনাকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু সেই যমুনাকর্ষণ-লীলা করিয়াছিলেন এবং সকলে তাহা দেখিয়াছিলেন।

১। মন্দমত্তগতি বলদেব-অনুকার,
২। আচার্য্যশেখর তাঁরে দেখে রামাকার।
বনমালী-আচার্য্য দেখে সোণার লাঙ্গল,
সবে মিলি নৃত্য করে আনন্দে বিহ্বল।
এইমত নৃত্য হইল চারিপ্রহর,
সন্ধ্যায় গঙ্গাস্নান করি সবে গেলা ঘর।
৩। নগরীয়ালোকে প্রভু যবে আজ্ঞা দিলা,
ঘরে ঘরে সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলা—
"হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ,
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।"
মৃদঙ্গ করতাল সঙ্কীর্ত্তন মহাধ্বনি,
'হরি হরি' ধ্বনি বিনা আর নাহি শুনি।
শুনিয়া যে ক্রুদ্ধ হইল সকল যবন,
৪। কাজী-পাশে আসি সবে কৈল নিবেদন।
৫। ক্রোধে সন্ধ্যাকালে কাজী এক ঘরে আইলা,
মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া লোকে কহিতে লাগিলা—
৬। "এতকাল প্রকটে কেহ না কৈল হিন্দুয়ানী,
এবে যে উদ্যম চালাও কার বল জানি ?
কেহ কীর্ত্তন না করিহ সকল নগরে,
আজি মুই ক্ষমা করি যাইতেছি ঘরে।
৭। আর যদি কীর্ত্তন করিতে লাগ পাইমু,
সর্ব্বস্ব দণ্ডিয়া তার জাতি যে লইমু।"
৮। এত বলি কাজী গেল,—নগরীয়ালোক
প্রভু-স্থানে নিবেদিল পাঞা বড় শোক !
প্রভু আজ্ঞা দিল—"যাহ করহ কীর্ত্তন !
আমি সংহারিব আজি সকল যবন।"
ঘরে গিয়া সব লোক করয়ে কীর্ত্তন,
কাজীর ভয়ে স্বচ্ছন্দ নহে—চমকিত মন।
তা' সবার অন্তরে ভয় প্রভু মনে জানি,
কহিতে লাগিলা লোকে শীঘ্র ডাকি আনি—
"নগরে নগরে আজি করিব কীর্ত্তন,
সন্ধ্যাকালে কর সবে নগরমণ্ডন।
৯। সন্ধ্যাতে দেউটি সবে জ্বাল ঘরে ঘরে,
দেখি কোন্ কাজী আসি মোরে মানা করে !"
এত কহি সন্ধ্যাকালে চলে গৌররায়,
কীর্ত্তনের কৈল প্রভু তিন সম্প্রদায়।
১০। আগে সম্প্রদায়ে নৃত্য করে হরিদাস,
মধ্যে নাচে আচার্য্য গোসাঞী পরম উল্লাস।
পাছে সম্প্রদায়ে নৃত্য করে গৌরচন্দ্র,
১১। তাঁর সঙ্গে নাচি বুলে প্রভু নিত্যানন্দ।
বৃন্দাবনদাস ইহা চৈতন্যমঙ্গলে,
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন প্রভু-কৃপাবলে।
এইমত কীর্ত্তন করি নগর ভ্রমিলা,
ভ্রমিতে ভ্রমিতে প্রভু কাজী-দ্বারে গেলা।
তর্জ্জ-গর্জ্জ করে লোক, করে কোলাহল ;
১২। গৌরচন্দ্রবলে লোক প্রশ্রয় পাগল।
কীর্ত্তনের ধ্বনিতে কাজী লুকাইল ঘরে ;
তর্জ্জ-গর্জ্জ শুনে, তবু না হয় বাহিরে।
উদ্ধতলোক কাজীর ভাঙ্গে পুষ্পবন ;
বিস্তারি বর্ণিলা ইহা দাস বৃন্দাবন।
তবে মহাপ্রভু তার দ্বারেতে বসিলা—
১৩। ভব্যলোক পাঠাইয়া কাজী বোলাইলা।

১। অনুকার—অনুকরণ। ২। রামাকার—বলদেবাকার। ৩। নগরীয়া লোকে—নগরবাসীগণকে। আজ্ঞা দিল—হরিসঙ্কীর্ত্তন করিবার জন্ত আজ্ঞা প্রদান করিলেন। ৪। কাজী—যবন বিচারপতি। ৫। এক ঘরে—এক নগরবাসীর গৃহে। ৬। প্রকটে—স্পষ্টরূপে।
৭। লাগ পাইমু—সাক্ষাৎ দেখিতে পাই ৮। নগরীয়া লোক—ইহার পর পদ্যে 'প্রভুস্থানে নিবেদিল' ইত্যাদির সহিত অন্বয়।
৯। দেউটি—দীপদণ্ড অর্থাৎ মশাল। ১০। আগে…পরম উল্লাস—হরিদাস মুসলমানধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছেন, অতএব অগ্রে হরিদাসকে কীর্ত্তন করিতে দেখিয়া সকল মুসলমান ক্রুদ্ধ হউক—এই অভিপ্রায়ে অগ্রে হরিদাসকে কীর্ত্তনে নিযুক্ত করিলেন। অদ্বৈত প্রভুর কৃপায় হরিদাস বৈষ্ণব হইয়াছেন, সুতরাং তাহার পর তাঁহাকে দেখিলে আরও ক্রুদ্ধ হইবে—এই অভিপ্রায়ে তাহার পরে অদ্বৈতাচার্য্যকে নিযুক্ত করিলেন। ১১। বুলে—চলে। ১২। প্রশ্রয়—[illegible]। ১৩। ভব্য—শান্তপ্রকৃতি।

দূর হৈতে আইলা কাজী মাথা নোয়াইয়া ;
কাজীরে বসাইলা প্রভু সম্মান করিয়া।
১। প্রভু বলেন "আমি তোমার আইলাম অভ্যাগত,
আমা দেখি লুকাইলা এ ধর্ম্ম কেমত ?"
কাজী কহে—"তুমি আইস ক্রুদ্ধ হইয়া ;
তোমা শান্ত করিবারে রহিনু লুকাইয়া।
এবে তুমি শান্ত হৈলা, আসি মিলিলাঙ ;
ভাগ্য মোর—তোমা হেন অতিথি পাইলাঙ।
২। গ্রাম-সম্বন্ধে চক্রবর্ত্তী হয় আমার চাচা ;
৩। দেহ-সম্বন্ধ হৈতে গ্রাম-সম্বন্ধ সাচা।
৪। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী হয় তোমার নানা ;
সে সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা।
ভাগিনার ক্রোধ মামা অবশ্য সহয় ;
মাতুলের অপরাধ ভাগিনা না লয়।"
এইমতে দুহাঁর কথা হয় ঠারে-ঠোরে ;
৫। ভিতরের তত্ত্ব কেহ বুঝিতে না পারে।
প্রভু কহে—"প্রশ্ন লাগি আইনু তোমার স্থানে ;
কাজী কহে—"আজ্ঞা কর, যে তোমার মনে।"
প্রভু কহে—"গোদুগ্ধ খাও গাভী তোমার মাতা ;
৬। বৃষ অন্ন উপজায়, তাতে তেঁহ পিতা।
পিতা-মাতা মারি খাও, এবা কোন্ ধর্ম্ম ?
৭। কোন্ বলে কর তুমি এমত বিকর্ম্ম ?"
কাজী কহে—"তোমার যৈছে বেদ-পুরাণ ;
৮। তৈছে আমার শাস্ত্র কেতাব-কোরাণ।
৯। সেই শাস্ত্রে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-মার্গভেদ ;
নিবৃত্তি-মার্গে জীবমাত্রে বধের নিষেধ।
প্রবৃত্তি-মার্গে গোবধ করিতে বিধি হয় ;
১০। শাস্ত্র-আজ্ঞায় বধ কৈলে নাহি পাপ-ভয়।
তোমার বেদেতে আছে গোবধের বাণী ;
অতএব গোবধ করে বড় বড় মুনি।"
প্রভু কহে—"বেদে কহে গোবধ নিষেধ ;
অতএব হিন্দুমাত্রে না করে গোবধ।
জীয়াইতে পারে যদি তবে মারে প্রাণী ;
বেদ-পুরাণে আছে হেন আজ্ঞাবাণী।
১১। অতএব জরদ্গব মারে মুনিগণ ;
বেদমন্ত্রে সিদ্ধ করে তাহার জীবন।
জরদ্গব হঞা যুবা হয় আরবার ;
তাতে তার বধ নহে হয় উপকার।
কলিকালে তৈছে শক্তি নাহিক ব্রাহ্মণে ;
অতএব গোবধ কেহ না করে এখনে।

১। অভ্যাগত—অনাহ্বানে উপস্থিত। ২। চক্রবর্ত্তী—নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী, মহাপ্রভুর মাতামহ। মহাপ্রভুর সহিত সন্ধি করিবার জন্য কাজী গ্রামসম্বন্ধ পাতাইতেছেন। চাচা—পিতৃব্য। ৩। সাচা—সমীচীন অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। ৪। নানা—মাতামহ।

৫। ভিতরের তত্ত্ব...পারে—কাজী যখন নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীকে পিতৃব্য বলিলেন, তখন ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কাজীতে কংসের আবেশ ; যদ্যপি কৃষ্ণাবতারে সকল দৈত্যেরই মুক্তি হইয়াছে এবং কংসাদির জন্ম হইবার সম্ভাবনা নাই, তথাপি লীলাপুষ্টির জন্য কোন যোগ্য জীব সেই সেই ভাবে আবিষ্ট হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। এইরূপ জগাই-মাধাইয়েও দন্তবক্র-শিশুপালের ভাবাবেশ জানিবে।

৬। বৃষ অন্ন উপজায়—বৃষ স্কন্ধে লাঙ্গলবহন পূর্ব্বক ভূমিকর্ষণ করতঃ অন্ন (ভক্ষ্য দ্রব্য) উপজায় (উৎপাদন করে)।

৭। বিকর্ম্ম—নিন্দিত কর্ম্ম। ৮। কেতাব কোরাণ—মহম্মদ প্রচারিত কোরাণ, পরবর্ত্তি খলিফাগণের প্রণীত কেতাব।

৯। ঐহিক এবং পারলৌকিক স্বর্গাদি সুখে প্রবর্ত্তক শাস্ত্রকে প্রবৃত্তি মার্গ বলে এবং বৈষয়িক সুখের দোষ দেখাইয়া সংসারমোচনে উন্মুখকারি শাস্ত্রকে নিবৃত্তি-মার্গ বলে। যাহারা উৎকট-বাসনাযুক্ত, তাহারা প্রবৃত্তিমার্গে অধিকারী ; প্রবৃত্তি-মার্গে বৈধ বিষয় ভোগ দ্বারা চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন করে। যাহাদিগের বাসনানিবৃত্তি হইয়াছে, তাহারা নিবৃত্তিমার্গে অধিকারী। প্রবৃত্তি-মার্গাধিকারী ঐহিক পারলৌকিক সুখার্থ কাম্য-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে এবং কর্ম্মফল ভোগার্থ পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মরণ জন্য দুঃখ ভোগ করে। নিবৃত্তি-মার্গাধিকারী চিত্তশুদ্ধি দ্বারা অথবা প্রত্যবায় পরিহার-পূর্ব্বক কিম্বা পরমেশ্বরে কর্ম্মফল অর্পণ করতঃ নিষ্কাম কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করে ; তজ্জন্য তাহাদিগের আর জন্ম-মরণ-জন্য সাংসারিক দুঃখ ভোগ করিতে হয় না।

১০। শাস্ত্র যে অধিকারীকে যাহা করিতে বলেন, তাহাই তাহার ধর্ম্ম এবং যাহা নিষেধ করেন, তাহাই অধর্ম্ম। অতএব শাস্ত্রের আজ্ঞায় গোবধ করিলে পাপ হইতে পারে না, অন্যথা শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য হয়। ১১। জরদ্গব—বৃদ্ধ বৃষ।

তথাহি মলমাসতত্ত্বে সন্ন্যাসনিষেধবিচারে ধৃতো ব্রহ্মবৈবর্ত্তীয়-কৃষ্ণজন্মখণ্ডস্য পঞ্চাশীত্যধিক-শতাধ্যায়স্থাশীত্যধিকশততমশ্লোকঃ—

অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকং।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥৭॥

তোমরা জীয়াইতে নার, বধমাত্র সার ;
নরক হইতে তোমার নাহিক নিস্তার।
গো-অঙ্গে যত লোম তত সহস্র বৎসর,
১। গোবধ রৌরব মধ্যে পচে নিরন্তর।
তোমা-সবার শাস্ত্রকর্ত্তা সেহ ভ্রান্ত হৈল ;
২। না জানি শাস্ত্রের মর্ম্ম ঐছে আজ্ঞা দিল।"
শুনি স্তব্ধ হৈল কাজী নাহি স্ফুরে বাণী ;
বিচারিয়া কহে কাজী পরাভব মানি—
"তুমি যে কহিলে পণ্ডিত সেই সত্য হয় ;
৩। আধুনিক আমার শাস্ত্র বিচারসহ নয়।
কল্পিত আমার শাস্ত্র আমি সব জানি ;
জাতি-অনুরোধে তবু সেই শাস্ত্র মানি।"
৪। সহজে যবনশাস্ত্রে অদৃঢ়বিচার ;
হাসি তারে মহাপ্রভু পুছেন আরবার—
"আর এক প্রশ্ন করি, শুন তুমি মামা ;
যথার্থ কহিবে, ছলে না বঞ্চিবে আমা।
তোমার নগরে হয় সদা সঙ্কীর্ত্তন ;
বাদ্যগীত কোলাহল সঙ্গীত নর্ত্তন।
তুমি কাজী, হিন্দুধর্ম্মবিরোধে অধিকারী ;
কি লাগি না কর মানা বুঝিতে না পারি।"
কাজী বলে—"সবে তোমায় বলে গৌরহরি ;
সেই নামে তোমায় সম্বোধন করি।
৫। শুন গৌরহরি ! এই প্রশ্নের কারণ ;
নিভৃতে যাও যদি তবে করি নিবেদন।"
প্রভু বলে—"এ লোক আমার অন্তরঙ্গ হয় ;
স্ফুট করি কহ তুমি, না করিহ ভয়।"
কাজী কহে—"যবে আমি হিন্দু-ঘর গিয়া ;
কীর্ত্তন করিল মানা মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া।
সেই রাত্রে এক সিংহ মহাভয়ঙ্কর ;
নরদেহ সিংহমুখ গর্জ্জয়ে বিস্তর।
শয়নে আমার উপর লাফ দিয়া চড়ি ;
অট্ট অট্ট হাসে করে দন্ত-কড়মড়ি !
মোর বুকে নখ দিয়া ঘোর স্বরে বলে—
'ফাড়িমু তোমার বুক মৃদঙ্গ বদলে।
মোর কীর্ত্তন মানা করিস্—করিমু তোরে ক্ষয়',
আঁখি মুদি কাঁপি আমি পাঞা বড় ভয়।
ভীত দেখি সিংহ বলে হইয়া সদয়—
৬। 'তোরে শিক্ষা দিতে কৈল তোর পরাজয়।

অশ্বমেধমিতি। অশ্বমেধমশ্বমেধাখ্যং যজ্ঞং, গবালম্ভং গোমেধাখ্যং যজ্ঞং যস্মিন্ গোরালম্ভনং হননং ক্রিয়তে, সন্ন্যাসং ব্রাহ্মণেতরবিষয়ং, পলপৈতৃকং মাংসেন পিতৃশ্রাদ্ধং মাংসাষ্টকাদিকং, নিয়োগবিধিনা দেবরেণ করণেন সুতোৎপত্তিং পুত্রোৎপাদঞ্চ—এতানি কলৌ কলিযুগে বিবর্জ্জয়েদিতি ॥ ৭ ॥

অশ্বমেধ যজ্ঞ, গোমেধ যজ্ঞ, ব্রাহ্মণাতিরিক্ত জাতির সন্ন্যাস, মাংসের দ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ এবং নিয়োগবিধিহেতু দেবর দ্বারা পুত্রোৎপাদন—এই পাঁচটী কলিযুগে বর্জ্জন করিবে ॥ ৭ ॥

এই শ্লোক দ্বারা কলিযুগে গোবধ যে নিষিদ্ধ, ইহাই প্রতিপন্ন করিলেন ॥ ৭ ॥

১। গোবধ—গোবধকারী। ২। মর্ম্ম—অভিপ্রায়। ৩। বিচারসহ নয়—বিচার সহ্য করিতে পারে না অর্থাৎ বিচারের মুখে টিকে না।

৪। অদৃঢ়-বিচার—ভালরূপ বিচারপূর্ব্বক এ শাস্ত্র প্রণীত নয়।

৫। প্রশ্নের কারণ—আমি কেন সঙ্কীর্ত্তন নিবারণ করি না, এই যে প্রশ্ন করিলে, তাহার অর্থাৎ অনিবারণের কারণ।

৬। তোরে শিক্ষা...পরাজয়—তোর যে পরাজয় অর্থাৎ বুকে নখাঘাতাদি করিলাম, তাহা কেবল তোকে শিক্ষা দিবার জন্য ; নচেৎ তোকে ক্লেশ দিতে প্রস্তুত নহি।

সে দিন বহুত নাহি কৈলি উৎপাত ;
১। তেঞি ক্ষমা করি না করিনু প্রাণাঘাত।
ঐছে যদি পুনঃ কর, তবে না সহিমু ;
সবংশে তোমারে মারি যবন নাশিমু'।
এত কহি সিংহ গেল, আমার হৈল ভয় ;
এই দেখ নখ-চিহ্ন আমার হৃদয়।"
এত বলি কাজী নিজ বুক দেখাইল ;
শুনি দেখি সর্ব্বলোক আশ্চর্য্য মানিল !
কাজী কহে—"ইহা আমি কারে না কহিল ;
সেই দিন এক আমার পেয়াদা আইল।
আসি কহে—'গেল মুই কীর্ত্তন নিষেধিতে ;
অগ্নি-উল্কা মোর মুখে লাগে আচম্বিতে।
পুড়িল সকল দাড়ি মুখে হইল ব্রণ' ;
যে পেয়াদা যায়, তার এই বিবরণ।
তাহা দেখি বলিল মুই মহাভয় পাঞা—
'কীর্ত্তন না বর্জ্জিহ ঘরে রহত বসিঞা'।
তবে ত নগরে হয় স্বচ্ছন্দে কীর্ত্তন ;
শুনি সব ম্লেচ্ছ আসি কৈল নিবেদন—
'নগরে হিন্দুর ধর্ম্ম বাড়িল অপার ;
হরি-হরি-ধ্বনি বই নাহি শুনি আর'।
আর ম্লেচ্ছ কহে—'হিন্দু কৃষ্ণ-কৃষ্ণ বলি ;
হাসে কাঁদে নাচে গায়, গড়ি যায় ধুলি।
হরি-হরি করি হিন্দু করে কোলাহল ;
২। পাতশা শুনিলে তোমার করিবেক ফল'।
তবে সেই যবনেরে আমি ত পুছিল—
৩। 'হিন্দু হরি বোলে তার স্বভাব জানিল।
তুমিহ যবন হঞা কেন অনুক্ষণ ;
হিন্দুর দেবতার নাম লহ কি কারণ ?'
ম্লেচ্ছ কহে—'হিন্দুরে আমি করি পরিহাস,
কহিল কেহ কৃষ্ণদাস, কেহ রামদাস।
কেহ হরিদাস সদা বলে 'হরি-হরি',
৪। জানি—কার ঘরে ধন করিবেক চুরি।
সেই হৈতে জিহ্বা মোর বলে হরি-হরি,
ইচ্ছা নাহি—তবু বলে, কি উপায় করি ?'
আর ম্লেচ্ছ কহে—'শুন আমি এই মতে,
হিন্দুকে পরিহাস কৈল ; সেদিন হইতে
জিহ্বা কৃষ্ণ-নাম করে, না মানে বর্জ্জন,
না জানি কি মন্ত্রৌষধি জানে হিন্দুগণ !'
এত শুনি তা' সবারে ঘরে পাঠাইল,
হেনকালে পাষণ্ডী হিন্দু পাঁচ সাত আইল !
আসি কহে—'হিন্দুর ধর্ম্ম নাশিল নিমাই,
যে কীর্ত্তন প্রবর্ত্তাইল কভু শুনি নাই।
৫। মঙ্গলচণ্ডী-বিষহরি করি জাগরণ,
তাতে নৃত্য-গীত-বাদ্য যোগ্য আচরণ।
পূর্ব্বে ভাল ছিল, এই নিমাই পণ্ডিত,
৬। গয়া হৈতে আসিয়া চালায় বিপরীত।
উচ্চ করি গায় গীত, দেয় করতালি,
মৃদঙ্গ-করতালশব্দে কর্ণে লাগে তালি।
না জানি কি খাঞা মত্ত হঞা নাচে গায়,
হাসে কাঁদে উঠে পড়ে গড়াগড়ি যায়।
৭। নগরীয়া পাগল কৈল, সদা সঙ্কীর্ত্তন,
রাত্রে নিদ্রা নাহি যাই, করি জাগরণ।
৮। নিমাই নাম ছাড়ি এবে বোলায় গৌরহরি,
৯। হিন্দুর ধর্ম্ম নষ্ট কৈল, পাষণ্ডী সঞ্চারি।

১। না করিনু প্রাণাঘাত—প্রাণাঘাত করিলাম না অর্থাৎ তোকে প্রাণে মারিলাম না।
২। ফল—উচিত দণ্ড। ৩। তার স্বভাব জানিল—হিন্দু সর্ব্বদা হরি হরি বলে, এ তাহার স্বভাব—ইহাই বুঝিলাম। ৪। জানি—বোধ করি।
৫। মঙ্গলচণ্ডী…আচরণ—মঙ্গলচণ্ডী-বিষহরির পূজায় রাত্রি জাগরণের প্রথা আছে, তাহাতেই নৃত্য-গীতাদির আচরণ উচিত। ৬। চালায় বিপরীত—পূর্ব্ব আচরণের বিপরীত কার্য্য চালাইতে লাগিয়াছে। ৭। নগরীয়া—নগরীয়াকে, নগরবাসীকে। ৮। বোলায়—বলাইতেছে।
৯। হিন্দুর…সঞ্চারি—পাষণ্ড-মত সঞ্চার করিয়া হিন্দুধর্ম্ম বিনষ্ট করিল।

১। কৃষ্ণের কীর্ত্তন করে নীচ বার-বার,
২। এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড় ।
হিন্দুশাস্ত্রে ঈশ্বরনাম মহামন্ত্র জানি,
সর্ব্বলোক শুনিলে মন্ত্রের বীর্য্য হয় হানি ।
গ্রামের ঠাকুর তুমি সবে তোমার জন,
৩। নিমাই বোলাঞা তারে করহ বর্জ্জন।'
তবে আমি প্রীতিবাক্য কহিনু সবারে—
'সবে ঘরে যাহ, আমি নিষেধিব তারে' ।
হিন্দুর ঈশ্বর বড়—যেই নারায়ণ,
সেই তুমি হও, হেন লয় মোর মন।"
এত শুনি মহাপ্রভু হাসিয়া হাসিয়া,
কহিতে লাগিলা কিছু কাজীরে ছুঁইয়া—
"তোমার মুখে কৃষ্ণনাম এ বড় বিচিত্র!
পাপক্ষয় গেল, হৈলা পরমপবিত্র ।
হরি-কৃষ্ণ-নারায়ণ—লইলে তিন নাম,
বড় ভাগ্যবান্ তুমি বড় পুণ্যবান্ ।"
এত শুনি কাজীর দুই চক্ষে পড়ে পানী,
প্রভুর চরণ ছুঁই বলে প্রিয়বাণী—
"তোমার প্রসাদে মোর ঘুচিল কুমতি,
এই কৃপা কর যে তোমাতে রহু ভক্তি।"
প্রভু কহে—"এক দান মাগিয়ে তোমায়,
সঙ্কীর্ত্তন বাধ যেন নহে নদীয়ায়।"
৪। কাজী কহে—"মোর বংশে যত উপজিবে,
৫। তাহাকে তালাক্ দিব কীর্ত্তন না বাধিবে।"
শুনি প্রভু 'হরি' বলি উঠিলা আপনি,
উঠিল বৈষ্ণব সব করি হরিধ্বনি ।
কীর্ত্তন করিতে প্রভু করিলা গমন,
সঙ্গে চলি আইসে কাজী উল্লসিতমন ।
কাজীরে বিদায় দিল শচীর নন্দন,
নাচিতে নাচিতে আইলা আপন ভবন ।
এইমতে কাজীরে প্রভু করিল প্রসাদ,
ইহা যেই শুনে তার খণ্ডে অপরাধ ।
একদিন শ্রীবাসের মন্দিরে গোসাঞী,
নিত্যানন্দ সঙ্গে নৃত্য করে দুই ভাই ।
শ্রীবাস-পুত্রের তাঁহা হইল পরলোক,
তবু শ্রীবাসের চিত্তে না জন্মিল শোক ।
৬। মৃতপুত্রমুখে কৈল জ্ঞানের কথন,
আপনে দুই ভাই হৈলা শ্রীবাসনন্দন ।
তবে ত করিলা সব ভক্তে বর দান,
৭। উচ্ছিষ্ট দিয়া নারায়ণীর করিল সম্মান ।
৮। শ্রীবাসের বস্ত্র সিঞে দরজী যবন ।
প্রভু তারে করাইল নিজরূপ দর্শন ।

১। নীচ—নীচ জাতি। বার বার—পুনঃ পুনঃ। ২। উজাড়—উৎখাত অর্থাৎ উৎসাদিত। ৩। বর্জ্জন—নিষেধ। ৪। উপজিবে—উৎপন্ন হইবে। অদ্যাপিও সেই কাজীর বংশ বিদ্যমান আছে, তাহারা কীর্ত্তনের সমাদর করিয়া থাকে। ৫। তালাক্—শপথ, দিব্য।

৬। মৃত পুত্র···কথন—একদিন মহাপ্রভু ভক্তগণসহ শ্রীবাসগৃহে দ্বার রুদ্ধ করিয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতেছিলেন, এমন সময়ে শ্রীবাসের একমাত্র পুত্রের মৃত্যু হইল। অভ্যন্তরে স্ত্রীগণের ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণে শ্রীবাস বাটীর মধ্যে আসিয়া দেখিলেন,—পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে। তখন পাছে রোদন-ধ্বনিতে মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তন ও নৃত্য ভঙ্গ হয়, এই আশঙ্কায় তিনি স্ত্রীগণকে নানা প্রবোধে শান্ত করিয়া আপনি কীর্ত্তনস্থানে আসিয়া অতিশয় আসক্তিতে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে এই সংবাদ সকল ভক্তগণ জানিতে পারিলেন, পরে রাত্রিশেষে মহাপ্রভুও শুনিয়া 'গোবিন্দ গোবিন্দ' বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং বলিলেন আমার প্রেমে যাহাদিগের পুত্রশোক বিস্মরণ হয়, তাহাদিগকে কিরূপে ত্যাগ করি? তৎপরে যখন সৎকার করিতে শব লইয়া যায়, সেই সময় মহাপ্রভু সেই মৃত বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি শ্রীবাসের একমাত্র পুত্র, পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া চলিলে কেন? তখন প্রভুর বাক্যে শব উত্তর করিল,—যতদিন কর্ম্মবশতঃ এই দেহে ছিলাম, ততদিন শ্রীবাস পিতা, আমি পুত্র; এইক্ষণে সে কর্ম্ম ফুরাইল, অন্য কর্ম্মবশতঃ অন্য দেহে চলিলাম। এ সংসারে কেহ কাহারও পিতা-মাতা নয়। সকলেই আপন আপন কর্ম্মফলভোগ করিতে এই সংসারে আগমন করে। আমিও কতবার শ্রীবাসের পিতা হইয়াছি। অতএব প্রভো! অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাকে বিদায় দিন্। মৃত বালকের মুখে এরূপ শুনিয়া সকলের চমৎকার হইল। পরে মহাপ্রভু শ্রীবাসকে বলিলেন—আমি ও নিত্যানন্দ দুইজনে তোমার পুত্র হইলাম।

৭। নারায়ণী—শ্রীবাসের কন্যা। ৮। সিঞে—সেলাই করে।

'দেখিনু ! দেখিনু !' বলি হইল পাগল,
১। প্রেমে নৃত্য করে, হৈল বৈষ্ণব-আগল।
আবেশে শ্রীবাস ঠাঁই বংশী মাগিল,
শ্রীবাস কহে—"বংশী তোমার গোপী হরি' নিল।"
শুনি প্রভু—"বোল বোল" বলেন আবেশে,
শ্রীবাস বর্ণেন বৃন্দাবনলীলারসে।
প্রথমেতে বৃন্দাবনমাধুর্য্য বর্ণিল,
শুনিয়া প্রভুর চিত্তে আনন্দ বাড়িল।
শুনি "বোল বোল" প্রভু বলে বারবার,
পুনঃ পুনঃ কহে শ্রীবাস করিয়া বিস্তার।
বংশীবাদ্যে গোপীগণের বনে আকর্ষণ,
তা' সবার সঙ্গে যৈছে বনবিহরণ।
তার মধ্যে ছয় ঋতুর লীলার বর্ণন,
মধুপান, রাসোৎসব, জলকেলিকথন।
"বোল বোল" বলে প্রভু শুনিতে উল্লাস,
শ্রীবাস কহেন তবে রাসবিলাস।
কহিতে শুনিতে ঐছে প্রাতঃকাল হৈল,
প্রভু শ্রীবাসেরে তোষি আলিঙ্গন কৈল।
২। তবে আচার্য্যের ঘরে কৈল কৃষ্ণলীলা,
রুক্মিণীর স্বরূপ প্রভু যাতে আপনে হৈলা।
কভু দুর্গা-লক্ষ্মী হয়—কভু বা চিচ্ছক্তি,
খাটে বসি ভক্তগণে দিল প্রেমভক্তি।
একদিন মহাপ্রভুর নৃত্য-অবসানে,
এক ব্রাহ্মণী আসি ধরিল চরণে।
চরণের ধূলি সেই লয় বারবার,
দেখিয়া প্রভুর দুঃখ হইল অপার।
৩। সেইক্ষণে ধাঞা প্রভু গঙ্গাতে পড়িল,
নিত্যানন্দ হরিদাস ধরি উঠাইল।
বিজয় আচার্য্যের ঘরে সে রাত্রে রহিলা,
প্রাতঃকালে ভক্ত সব ঘরে লঞা গেলা।

একদিন গোপীভাবে গৃহেতে বসিয়া,
'গোপী গোপী' নাম লয় বিষণ্ণ হইয়া।
এক পড়ুয়া আইল প্রভুকে দেখিতে,
'গোপী গোপী' নাম শুনি লাগিলা বলিতে—
"কৃষ্ণনাম না লও কেন—কৃষ্ণনাম ধন্য !
'গোপী গোপী' বলিলে বা কিবা হয় পুণ্য ?"
শুনি প্রভু ক্রোধে কৈল কৃষ্ণদোষোদ্গার,
ঠেঙ্গা লঞা উঠিল প্রভু পড়ুয়া মারিবার।
ভয়ে পলায় পড়ুয়া, প্রভু পাছে পাছে ধায়,
৪। আস্তে-ব্যস্তে ভক্তগণ প্রভুরে রহায়।
প্রভুরে শান্ত করি আনিল নিজ ঘরে,
পড়ুয়া পলাঞা গেল পড়ুয়া-সভারে।
পড়ুয়া সহস্র যাঁহা পড়ে এক ঠাঞি,
প্রভুর বৃত্তান্ত দ্বিজ কহে তাঁহা যাঞি।
শুনি ক্রোধ কৈল সব পড়ুয়ার গণ,
সবে মিলি করে তবে প্রভুর নিন্দন—
"সব দেশ ভ্রষ্ট কৈল একেলা নিমাঞি,
ব্রাহ্মণ মারিতে চাহে, ধর্ম্মভয় নাঞি !
পুনঃ যদি ঐছে করে মারিব তাহারে,
কোন্ বা মানুষ হয়—কি করিতে পারে ?"
প্রভুর নিন্দায় সবার বুদ্ধি হৈল নাশ,
সুপঠিত বিদ্যা কারও না হয় প্রকাশ।
তথাপি দাম্ভিক পড়ুয়া নম্র নাহি হয়,
যাঁহা তাঁহা প্রভুর নিন্দা হাসি সে করয়।
সর্ব্বজ্ঞ গোসাঞী জানি তা' সবার দুর্গতি,
ঘরে বসি চিন্তেন তা'সবার অব্যাহতি—
"যত অধ্যাপক, আর তার শিষ্যগণ,
৫। ধর্ম্ম-কর্ম্ম-তপোনিষ্ঠ নিন্দুক দুর্জ্জন।
এই সব মোর নিন্দা অপরাধ হৈতে,
—আমি লওয়াইলেও ভক্তি না পারে লইতে।

১। আগল—অগ্রমুখ্য অর্থাৎ বৈষ্ণবের অগ্রগণ্য [illegible]। ২। আচার্য্যের—চন্দ্রশেখর আচার্য্যের। ৩। গঙ্গাতে পড়িল—সেই স্ত্রীর স্পর্শে পাপ আশঙ্কায় গঙ্গাতে অবগাহন করিলেন। ৪। রহায়—[illegible]। ৫। ধর্ম্ম-কর্ম্ম-তপোনিষ্ঠ—[illegible] ধর্ম্মনিষ্ঠ।

নিস্তারিতে আইলাঙ আমি, হৈল বিপরীত ;
এ সব দুর্জ্জনের কৈছে হইবেক হিত ?
আমাকে প্রণতি করে—হয় পাপক্ষয় ;
তবে সে ইহারে ভক্তি লওয়াইলে লয়।
মোরে নিন্দা করে—যে না করে নমস্কার ;
এ সব জীবের অবশ্য করিব উদ্ধার।
অতএব অবশ্য আমি সন্ন্যাস করিব ;
১। সন্ন্যাসীর বুদ্ধ্যে মোরে প্রণত হইব।
২। প্রণতিতে হবে ইহার অপরাধক্ষয় ;
নির্ম্মল হৃদয়ে ভক্তি করিব উদয়।
এ সব পাষণ্ডীর তবে হইবে নিস্তার ;
আর কোন উপায় নাহি,—এই যুক্তি সার।"
এই দৃঢ় যুক্তি করি প্রভু আছেন ঘরে ;
৩। কেশবভারতী আইলা নদীয়ানগরে।
প্রভু তাঁরে নমস্করি কৈল নিমন্ত্রণ ;
ভিক্ষা করাইয়া কিছু কৈল নিবেদন—
"তুমি ত ঈশ্বর বট সাক্ষাৎ-নারায়ণ ;
কৃপা করি কর মোর সংসারমোচন।"
ভারতী কহেন—"তুমি ঈশ্বর অন্তর্যামী ;
যে কহ সে করিব, স্বতন্ত্র নহি আমি।"
৪। এত বলি ভারতীগোসাঞী কাটোয়াতে গেলা,
৫। মহাপ্রভু তাঁহা যাই সন্ন্যাস করিলা।
সঙ্গে নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর আচার্য্য,
৬। মুকুন্দ দত্ত—এই তিন কৈল সর্ব্বকার্য্য।
এই আদিলীলার কৈল সূত্র-গণন ;
বিস্তারি বর্ণিলা ইহা দাস বৃন্দাবন।
যশোদানন্দন হৈল শচীর নন্দন ;
৭। চতুর্ব্বিধ ভক্তভাব করেন আস্বাদন।
৮। স্বমাধুর্য্য-রাধাপ্রেমরস আস্বাদিতে ;
রাধাভাব অঙ্গী করিয়াছে ভাল মতে।
গোপীভাব যাতে প্রভু করিয়াছে একান্ত ;
ব্রজেন্দ্রনন্দনে মানে আপনার কান্ত।
গোপিকাভাবের এই সুদৃঢ় নিশ্চয় ;
৯। ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনু অন্যত্র না হয়।
শ্যামসুন্দর শিখিপিচ্ছ গুঞ্জাবিভূষণ ;
গোপবেশ ত্রিভঙ্গিম মুরলীবদন।
১০। ইহা ছাড়ি কৃষ্ণ যদি হয় অন্যাকার ;
গোপীভাব নাহি যায় নিকটে তাহার।

তথাহি ললিতমাধবে ষষ্ঠাঙ্কে চতুর্দ্দশশ্লোকে সূর্য্যপত্নীং সবর্ণাং প্রতি বিশাখাবাক্যং—

গোপীনাং পশুপেন্দ্রনন্দনজুষো
ভাবস্য কস্তাং কৃতী,
বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে দুরূহপদবী-
সঞ্চারিণঃ প্রক্রিয়াং।

গোপীনামিতি। গোপীনাং ভাবস্য তাং প্রসিদ্ধাং প্রক্রিয়াং ব্যাপারমিতি যাবৎ বিজ্ঞাতুং কঃ কৃতী ক্ষমতে সমর্থো ভবতি ? কথম্ভূতস্য—পশুপেন্দ্রনন্দনং মাধুর্য্যসারং নিঃশেষেণ প্রকটয়ন্তং জুষতে স্বায়ত্তীকুর্ব্বন্ সেবতে তস্য ইতি, (কর্ত্তরি

দুর্গম পদবীতে সঞ্চরণশীল গোপীগণের নন্দনন্দননিষ্ঠ ভাবের প্রক্রিয়া বুঝিতে কোন্ পণ্ডিত সমর্থ হন্ ? আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শ্রীকৃষ্ণ পরিহাসার্থ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ নারায়ণরূপে প্রকটিত হইলে, গোপীগণের রাগোদয় সঙ্কুচিত হয়॥ ৮॥

১। হইব—হইবে। ২। ইহার—ইহাদিগের। ৩। কেশব ভারতী—ইনি শঙ্কর-সম্প্রদায়ী দশনামীর মধ্যে 'ভারতী' সম্প্রদায়ী।
৪। কাটোয়া—কণ্টকনগর ; বর্দ্ধমান জেলার অধীন কাটোয়া এখন এই মহকুমার প্রধান নগর। ৫। সন্ন্যাস—চতুর্থাশ্রম। ৬। সর্ব্ব কার্য্য—সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বাঙ্গকৃত্য সমুদায়। ৭। চতুর্ব্বিধ ভক্ত-ভাব—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মাধুর্য্য। ৮। স্বমাধুর্য্য…কান্ত—নিজ মাধুর্য্য এবং রাধাপ্রেম এই দুই আস্বাদনার্থ [illegible] (সর্ব্বতোভাবে) রাধা-ভাব গ্রহণ করিয়াছেন। যেহেতু মহাপ্রভু [illegible] গোপীভাব গ্রহণ করায় [illegible] আপনার কান্ত (পতি) বলিয়া মানে (মানেন)। ৯। অন্যত্র না হয়—গোপীভাব অন্যবিধ আকারে প্রকাশিত হয় না।
১০। ইহা ছাড়ি—শ্যামসুন্দর ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত আকার ছাড়ি।

আবিষ্কুর্ব্বতি বৈষ্ণবীমপি তনুং
তস্মিন্ ভুজৈর্জ্জিষ্ণুভি-
র্যাসাং হন্ত চতুর্ভিরদ্ভুতরুচিং
রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি ॥ ৮ ॥

বসন্তকালে রাসলীলা করি গোবর্দ্ধনে ;
অন্তর্ধান কৈল সঙ্কেত করি রাধা সনে।
১। নিভৃত-নিকুঞ্জে বসি দেখে রাধার বাট ;
অন্বেষিতে আইল তাহাঁ গোপীকার ঠাট।
দূর হৈতে কৃষ্ণ দেখি বলে গোপীগণ—
"এই দেখ কুঞ্জের ভিতর ব্রজেন্দ্রনন্দন।"
২। গোপীগণ দেখি কৃষ্ণের হইল সাধ্বস ;
লুকাইতে নারিলা, তাহে হইলা বিরস।
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি করি আছেন বসিয়া ;
কৃষ্ণ দেখি গোপী কহে নিকটে আসিয়া—
"ইহোঁ কৃষ্ণ নহে, ইহোঁ নারায়ণ মূর্ত্তি ;"
এত বলি সবে তাঁরে করে নতি-স্তুতি—
"নমো নারায়ণ দেব করহ প্রসাদ ;
৩। কৃষ্ণসঙ্গ দেহ, মোর ঘুচাহ বিষাদ।"
এত বলি নমস্করি গেলা গোপীগণ ;
হেন কালে রাধা আসি দিল দরশন।
৪। রাধা দেখি কৃষ্ণ তাঁরে হাস্য করিতে ;
সেই চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি চাহেন রাখিতে।
লুকাইল দুই ভুজ রাধার অগ্রেতে ;
বহু যত্ন কৈল কৃষ্ণ, নারিল রাখিতে।
রাধার বিশুদ্ধভাবের অচিন্ত্য-প্রভাব ;
যে কৃষ্ণেরে করাইল দ্বিভুজ-স্বভাব।

তথাহি **উজ্জ্বলনীলমণৌ** শ্রীরূপগোস্বামি-বাক্যং—

রাসারম্ভবিধৌ নিলীয় বসতা
কুঞ্জে মৃগাক্ষীগণৈ-
র্দৃষ্টং গোপয়িতুং সমুদ্ধুরধিয়া
যা সুষ্টু সন্দর্শিতা।

ক্কিবিতি), কৃষ্ণমাধুর্য্যাস্বাদনে ভাবস্যৈব স্বাতন্ত্র্যং ব্যঞ্জিতমিতি ; অতএব দুরূহায়াং আরোঢ়ুমশক্যায়াং পদব্যাং সঞ্চরিতুং শীলমস্যেতি, (শীলার্থে ণিনিতি), তস্য তাদৃশএব স্বভাবেনেকেনাপ্যন্যথাকর্ত্তুং শক্য ইত্যর্থঃ। যতো জিষ্ণুভির্জয়কাশিভিঃ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মৈর্বিরাজমানৈরিত্যর্থঃ চতুর্ভির্ভুজৈরুপলক্ষিতাং, অদ্ভুতা চমৎকারকারিণী নারায়ণতোঽপ্যধিকেত্যর্থঃ রুচিঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াকর্ষিণী শোভা যস্যাস্তাং, বৈষ্ণবীং বিষ্ণ্বাকারতয়া প্রতীয়মানাং তনুং পরিহাসার্থমাবিষ্কুর্ব্বতি তস্মিন্ কৃষ্ণে, হন্ত আশ্চর্য্যে, যাসাং গোপীনাং রাগোদয়ঃ রাগোচ্ছলনং কুঞ্চতি সঙ্কোচায়মানোভবতীত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

রাসারম্ভেতি। রাসস্যারম্ভবিধৌ কুঞ্জে নিলীয় নিহ্নুত্য বসতা সা কৃষ্ণেন মৃগাক্ষীগণৈরিতি তাসাং দৃষ্টিপথং বঞ্চয়িতুমশক্যমিতি ভাবঃ। গোপীগণৈর্দৃষ্টমাত্মানং গোপয়িতুং সমুদ্ধুরধিয়া ব্যাকুলচেতসা সতা যা চতুর্বাহুতা সুষ্টু যথা স্যাত্তথা সন্দর্শিতা। হন্ত আশ্চর্য্যে, রাধায়াঃ প্রণয়স্য প্রেম্নো মহিমা দৃশ্যতামিতি শেষঃ। যস্য প্রণয়স্য শ্রিয়া প্রভাবসম্পত্ত্যা প্রভবিষ্ণুনাপি প্রভবনশীলেনাপি হরিণা সা চতুর্ব্বাহুতা রক্ষিতুং ন শক্যাসীদিতি ॥ ৯ ॥

রাসারম্ভে নিকুঞ্জবনে লুক্কায়িত শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের নয়নগোচর হইলে, আপনাকে গোপন করণার্থ ব্যাকুলচিত্ত হইয়া যে চতুর্ভুজরূপ দেখাইয়াছিলেন, রাধাপ্রেমের আশ্চর্য্যমহিমা-প্রভাবে পরমপ্রভাবী হইলেও শ্রীকৃষ্ণ সেই চতুর্ভুজ মূর্ত্তি রক্ষা করিতে পারেন নাই ॥ ৯ ॥

গোপীগণের ভাব গোপবেশ নন্দনন্দনে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত, এমন কি তাহাতে একই ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে,—ইহাই এই শ্লোকদ্বারা প্রতিপাদন করিলেন ॥ ৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বথা মহাভাবের চরম অবস্থাপন্ন শ্রীরাধিকার ভাবের বশবর্ত্তী, [illegible] অকপট রাধিকাভাবের অগ্রে শ্রীকৃষ্ণ কপটতা রাখিতে পারেন না,—ইহাই এই শ্লোক দ্বারা সমর্থন করিলেন ॥ ৯ ॥

১। বাট—আগমন পথ। ঠাট—দল। ২। সাধ্বস—ভয়। ৩। দেহ—দাও। ৪। হাস্য—কৌতুক।

রাধায়াঃ প্রণয়স্য হন্ত মহিমা
যস্য শ্রিয়া রক্ষিতুং
সা শক্যা প্রভবিষ্ণুনাপি হরিণা
নাসীচ্চতুর্ব্বাহুতা ॥ ৯ ॥

১। সেই ব্রজেশ্বর ইহঁা জগন্নাথ পিতা,
সেই ব্রজেশ্বরী ইহঁা শচীদেবী মাতা,
সেই নন্দসূত ইহঁা চৈতন্যগোসাঞী,
সেই বলদেব ইহঁা নিত্যানন্দ ভাই।
২। বাৎসল্য-দাস্য-সখ্য-ভাবময়—
সেই নিত্যানন্দ কৃষ্ণচৈতন্যসহায়।
প্রেমভক্তি দিয়া তিঁহ ভাসাইল জগতে,
তাঁহার চরিত্র লোক না পারে বুঝিতে।
অদ্বৈত-আচার্য্য-গোসাঞী ভক্ত-অবতার,
কৃষ্ণ অবতারি' কৈল ভক্তির প্রচার।
৩। সখ্য-দাস্য দুই ভাব সহজে তাঁহার,
কভু প্রভু করেন তাঁরে গুরু-ব্যবহার।
শ্রীবাসাদি যত মহাপ্রভুর ভক্তগণ,
নিজ-নিজ ভাবে করেন চৈতন্যসেবন।
৪। পণ্ডিত গোসাঞী আদি যাঁর যেই রস,
সেই সেই রসে প্রভু হয় তাঁর বশ।
৫। তিঁহ—শ্যাম, বংশীমুখ গোপবিলাসী,
ইঁহ—গৌর, কভু দ্বিজ, কভু ত সন্ন্যাসী।

অতএব আপনে প্রভু গোপীভাব ধরি,
ব্রজেন্দ্রনন্দনে কহে প্রাণনাথ করি।
৬। তেঁহ কৃষ্ণ, তেঁহ গোপী—পরম বিরোধ,
অচিন্ত্য-চরিত্র প্রভুর অতি সুদুর্ব্বোধ!
ইথে তর্ক করি কেহ না কর সংশয়,
কৃষ্ণের অচিন্ত্য-শক্তি এইমত হয়।
৭। অচিন্ত্য অদ্ভুত কৃষ্ণচৈতন্য-বিহার,
৮। চিত্র ভাব, চিত্র গুণ, চিত্র ব্যবহার।
৯। তর্কে ইহা নাহি মানে, সেই দুরাচার,
কুম্ভীপাকে পচে সেই নাহিক নিস্তার।

তথাহি শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ স্থায়ীভাবলহর্য্যাং উনপঞ্চাশদঙ্কধৃত-প্রভাসখণ্ড-বচনং—

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যত্তু তদচিন্ত্যস্য লক্ষণং ॥১০॥

অদ্ভুত চৈতন্যলীলায় যাহার বিশ্বাস,
সেই-জন যায় চৈতন্যের পদ-পাশ।
প্রসঙ্গে কহিল এই সিদ্ধান্তের সার,
ইহা যেই শুনে শুদ্ধভক্তি হয় তার।
লিখিত গ্রন্থের যদি করি অনুবাদ,
তবে সে গ্রন্থের অর্থের পাইয়ে আস্বাদ।
১০। দেখি ইহা ভাগবতে ব্যাসের আচার,
কথা কহি অনুবাদ করে বারবার।

অচিন্ত্যা ইতি। যে ভাবা অচিন্ত্যাশ্চিন্তয়িতুমশক্যাস্তান্ তর্কেণ ন যোজয়েৎ। নম্বু কিন্তাবদচিন্ত্যত্বমিত্যাহ—যচ্চ প্রকৃতিভ্যঃ পরং প্রকৃত্যতীতং অচিন্ত্যস্য তল্লক্ষণং, প্রকৃত্যতীতত্বমচিন্ত্যত্বমিত্যাচিন্ত্যস্য লক্ষণমিতি ॥ ১০ ॥

যাহা কাহারই চিন্তারে বিষয় নয়, তাহাতে তর্ক করিবে না,—যাহা প্রকৃতির অতীত তাহাই অচিন্ত্য ॥ ১০ ॥

যাহা মনুষ্যবুদ্ধির বিষয় হয় না, তাহাতে তর্ক করিয়া ফল কি? অতএব তর্ক না করিয়া বিশ্বাস করাই মনুষ্যত্ব। বিশেষতঃ অচিন্ত্যশক্তি-সম্পন্ন পরমেশ্বরের কিছুই ত অসম্ভব নয় ॥ ১০ ॥

১। ইঁহা—নবদ্বীপে। ২। বাৎসল্য...ভাবময়—বলদেবের ব্রজে বাৎসল্যদাস্যমিশ্র সখ্য, সুতরাং নবদ্বীপেও শ্রীনিত্যানন্দের সেই ভাব। ৩। সখ্য-দাস্য দুই ভাব—সখ্যমিশ্র দাস্য। ৪। পণ্ডিত গোসাঞী—গদাধর পণ্ডিত। ৫। তিঁহ—ব্রজে। ইঁহ—নবদ্বীপে। ৬। তেঁহ কৃষ্ণ, তেঁহ গোপী—তিনিই কৃষ্ণ, তিনিই গোপী অর্থাৎ যিনি কৃষ্ণ তিনিই গোপী—এই বিরোধ অচিন্ত্যশক্তি দ্বারা সমাধান হইবে। ৭। কৃষ্ণচৈতন্য বিহার—অচিন্ত্য এবং অদ্ভুত। ৮। চিত্র—আশ্চর্য্য। ৯। তর্কে...নিস্তার—যে ব্যক্তি তর্ক করিয়া ইহা মানে না, সে দুরাচার কুম্ভীপাক নরকে যায়। ১০। দেখি ইহা...আচার—শ্রীভাগবতে শ্রীব্যাসের এইরূপ আচার দেখিতেছি। তিনিও ভাগবত বলিয়া অনুক্রমণিকাধ্যায়ে সমস্ত ভাগবতার্থের অনুবাদ করিয়াছেন। অনুবাদ—পুনঃ কথন।

১। তা'তে আদিলীলার করি পরিচ্ছেদ গণন,
প্রথম পরিচ্ছেদে—কৈল মঙ্গলাচরণ।
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে—চৈতন্যতত্ত্ব-নিরূপণ,
স্বয়ং ভগবান্ যেই ব্রজেন্দ্রনন্দন।
তিঁহ চৈতন্য-কৃষ্ণ শচীর নন্দন,
তৃতীয় পরিচ্ছেদে—জন্মের সামান্য-কারণ।
যুগধর্ম্ম, কৃষ্ণনাম, প্রেমপ্রচারণ,
তঁহি মধ্যে প্রেমদান—বিশেষ-কারণ।
চতুর্থে—কহিল জন্মের মূল প্রয়োজন,
স্বমাধুর্য্য, প্রেমানন্দরস-আস্বাদন।
পঞ্চমে—শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব-নিরূপণ,
নিত্যানন্দ হৈলা রাম রোহিণীনন্দন।
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে—অদ্বৈততত্ত্বের বিচার,
অদ্বৈত-আচার্য্য মহাবিষ্ণু অবতার।
সপ্তম পরিচ্ছেদে—পঞ্চতত্ত্বের আখ্যান,
পঞ্চতত্ত্ব মিলি যৈছে কৈল প্রেমদান।
অষ্টমে—চৈতন্যলীলা-বর্ণন-কারণ,
এক কৃষ্ণনামের মহামহিমা কথন।
নবমেতে—ভক্তিকল্পবৃক্ষের বর্ণন,
শ্রীচৈতন্য-মালী কৈল বৃক্ষ-আরোপণ।
দশমেতে—মূলস্কন্ধের শাখাদি-গণন,
সর্ব্ব শাখাগণের যৈছে ফল বিতরণ।
একাদশে—নিত্যানন্দশাখা বিবরণ,
দ্বাদশে—অদ্বৈতস্কন্ধ শাখার কথন।
ত্রয়োদশে—মহাপ্রভুর জন্মবিবরণ,
কৃষ্ণনাম সহ যৈছে প্রভুর জনম।
চতুর্দ্দশে—বাল্যলীলার কিছু বিবরণ,
পঞ্চদশে—পৌগণ্ডলীলা সংক্ষেপ-কথন।
ষোড়শ পরিচ্ছেদে—কৈশোরলীলার উদ্দেশ,
সপ্তদশে—যৌবনলীলা কহিল বিশেষ।
এই সপ্তদশ আদিলীলার প্রবন্ধ,
২। দ্বাদশ প্রবন্ধ তা'তে গ্রন্থ মুখবন্ধ।
৩। পঞ্চ প্রবন্ধে পঞ্চ বয়স-চরিত,
সংক্ষেপে কহিল অতি না কৈল বিস্তৃত।
বৃন্দাবনদাস ইহা চৈতন্যমঙ্গলে,
বিস্তারি বর্ণিল নিত্যানন্দ আজ্ঞাবলে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলা অদ্ভুত অনন্ত,
ব্রহ্মা-শিব-শেষ যার নাহি পায় অন্ত।
যেই যেই অংশ কহে, শুনে সেই ধন্য,
অচিরে মিলিবে তারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-অদ্বৈত-নিত্যানন্দ,
শ্রীবাস-গদাধর-আদি যত ভক্তবৃন্দ।
যত যত ভক্তগণ বৈসে বৃন্দাবনে,
নম্র হঞা শিরে ধরোঁ তাঁ' সবার চরণে।
শ্রীস্বরূপ-শ্রীরূপ-শ্রীসনাতন,
শ্রীরঘুনাথদাস-শ্রীজীব-চরণ,
শিরে ধরি বন্দোঁ। নিত্য করোঁ তাঁর আশ,
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

১। তা'তে=সেই হেতু। ২। তা'তে=তন্মধ্যে, অর্থাৎ প্রথম হইতে দ্বাদশ প্রবন্ধপদে (দ্বাদশ পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত) গ্রন্থের মুখবন্ধ।
৩। পঞ্চ বয়স-চরিত=জন্ম, বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর এবং যৌবন—এই পঞ্চ বয়স চরিত। চরিত—লীলা; অর্থাৎ জন্মলীলা, বাল্যলীলা, পৌগণ্ডলীলা, কৈশোরলীলা এবং যৌবনলীলা—এই পঞ্চ লীলা শেষ পাঁচ পরিচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে।

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে যৌবনলীলাসূত্রবর্ণনং নাম সপ্তদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

ইতি আদিলীলা সমাপ্ত।

আদিলীলা

সূচীপত্র।

মধ্যলীলা

সূচীপত্র।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

মধ্যলীলা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

যস্য প্রসাদাদজ্ঞোঽপি সদ্যঃ সর্ব্বজ্ঞতাং ব্রজেৎ।
স শ্রীচৈতন্যদেবো মে ভগবান্ সম্প্রসীদতু ॥১॥
বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ॥২
জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ, রাধা-মদনমোহনৌ ॥ ৩ ॥
দীব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ—
শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীমদ্রাধা-শ্রীলগোবিন্দদেবৌ,
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥ ৪ ॥
শ্রীমান্রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েস্তু নঃ ॥৫॥
জয়-জয় গৌরচন্দ্র! জয় কৃপাসিন্ধু!
জয়-জয় শচীসুত! জয় দীনবন্ধু!
জয়-জয় নিত্যানন্দ! জয়াদ্বৈতচন্দ্র
জয়-জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ;
পূর্ব্বে কহিল আদিলীলার সূত্রগণ,
যাহা বিস্তারিয়াছেন দাস-বৃন্দাবন।
অতএব তার আমি সূত্রমাত্র কৈল,
যে কিছু বিশেষ—সূত্র-মধ্যেই কহিল।
এবে কহি—শেষলীলার মুখ্য সূত্রগণ,
প্রভুর অশেষ লীলা—সম্যক্ না যায় বর্ণন।
তার মধ্যে যেই ভাগ দাস-বৃন্দাবন,
চৈতন্যমঙ্গলে বিস্তারি করিল বর্ণন।
সেই ভাগের ইহাঁ সূত্র মাত্র লিখিব,
১। ইহাঁ যে বিশেষ কিছু, তাহা বিস্তারিব।
চৈতন্যলীলার ব্যাস দাস-বৃন্দাবন,
২। তাঁর আজ্ঞায় করোঁ তাঁর উচ্ছিষ্ট চর্ব্বণ।

যস্যেতি। যস্য প্রসাদাৎ প্রসাদং প্রসন্নতাং প্রাপ্যেতি (যবর্থে পঞ্চমী), অজ্ঞোপি মূর্খতমোঽপি সদ্যস্তৎক্ষণাৎ সর্ব্বজ্ঞতাং ব্রজেৎ প্রাপ্নুয়াৎ, স ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবো মে প্রসীদতু প্রসাদং করোতু (ইত্যাশিষি লোট্) ॥ ১ ॥

যাঁহার প্রসাদলেশ লাভ করিয়া অজ্ঞ ব্যক্তিও তৎক্ষণাৎ সর্ব্বজ্ঞতাশক্তিসম্পন্ন হয়, সেই ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ১ ॥

তাৎপর্য্য,—আমার কোন জ্ঞানাদি না থাকিলেও শ্রীচৈতন্যদেবের প্রসাদ পাইলেই অনায়াসে তাঁহার দুরূহলীলা বর্ণন করিতে সমর্থ হইব ॥ ১ ॥
আদিলীলার প্রথম পরিচ্ছেদে ২, ১৫, ১৬, ১৭ সংখ্যক শ্লোকে ক্রমান্বয়ে এই চারিটী শ্লোকের টীকা ও অনুবাদ আছে। ২। ৩। ৪। ৫ সংখ্যক শ্লোক চারিটি সকল পুস্তকের এস্থানে নাই।

১। যে বিশেষ কিছু—অর্থাৎ যাহা শ্রীবৃন্দাবনদাস বর্ণন করেন নাই। ২। করোঁ—করি।

ভক্তি করি শিরে ধরি তাঁহার চরণ,
শেষলীলার সূত্র কিছু করিয়ে বর্ণন।
চব্বিশ-বৎসর প্রভুর গৃহে অবস্থান,
তাঁহা যে করিল লীলা 'আদিলীলা' নাম।
চব্বিশ-বৎসর শেষ যেই মাঘ মাস,
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস।
সন্ন্যাস করিয়া চব্বিশ-বৎসর অবস্থান,
তাঁহা যেই লীলা—তার 'শেষলীলা' নাম।
শেষলীলার 'মধ্য' 'অন্ত্য'—দুই নাম হয়,
লীলা-ভেদে বৈষ্ণব সব নাম-ভেদ কয়।
তার মধ্যে ছয়-বৎসর গমনাগমন,
নীলাচল, গৌড়, সেতুবন্ধ, বৃন্দাবন।
তাঁহা যেই লীলা তার 'মধ্যলীলা' নাম,
তার পাছে লীলা 'অন্ত্যলীলা' অভিধান।
আদিলীলা, মধ্যলীলা, অন্ত্যলীলা আর,
এবে মধ্যলীলার কিছু করিয়ে বিস্তার।
অষ্টাদশ-বর্ষ কেবল নীলাচলে স্থিতি,
আপনি আচরি জীবে শিক্ষাইল ভক্তি।
তার মধ্যে ছয়-বৎসর ভক্তগণ-সঙ্গে,
প্রেমভক্তি প্রবর্ত্তাইল নৃত্যগীত—রঙ্গে।
নিত্যানন্দ-প্রভুরে পাঠাইলা গৌড়দেশে,
তিঁহ গৌড়দেশ ভাসাইল প্রেমরসে।
১। সহজেই নিত্যানন্দ কৃষ্ণপ্রেমোদ্দাম,
প্রভু—আজ্ঞায় কৈল যাঁহা-তাঁহা প্রেমদান।
তাঁহার চরণে মোর কোটি নমস্কার,
চৈতন্যের ভক্তি যিঁহ লওয়াইল সংসার।

চৈতন্য-গোসাঞী যাঁরে বলে—'বড় ভাই',
তিঁহ কহে—"মোর প্রভু চৈতন্য-গোসাঞী"
যদ্যপি আপনে হন প্রভু বলরাম,
২। তথাপি করেন 'চৈতন্যের দাস'-অভিমান।
"চৈতন্য সেব, চৈতন্য গাও, লও চৈতন্য নাম,
চৈতন্যে যে ভক্তি করে—সেই আমার প্রাণ"—
এইমত লোকে চৈতন্যভক্তি লওয়াইল,
দীন-হীন-নিন্দুক সবারে নিস্তারিল।
তবে প্রভু ব্রজে পাঠাইল রূপ-সনাতন,
প্রভু-আজ্ঞায় দুই ভাই আইলা বৃন্দাবন।
ভক্তি প্রচারিয়ে সর্ব্ব তীর্থ প্রকাশিল,
৩। মদনগোপাল-গোবিন্দের সেবা প্রচারিল।
নানাশাস্ত্র আনি কৈল ভক্তিগ্রন্থ-সার,
মূঢ় অধমজনের কৈল নিস্তার।
প্রভুর আজ্ঞায় কৈল সব শাস্ত্রের বিচার,
৪। ব্রজের নিগূঢ় রস করিল প্রচার।
৫। হরিভক্তিবিলাস আর ভাগবতামৃত,
৬। দশম টিপ্পনী, আর দশম চরিত।
এই সব গ্রন্থ কৈল গোসাঞী সনাতন,
রূপগোসাঞী কৈল যত কে করু গণন?
প্রধান প্রধান কিছু করিয়ে গণন,—
৭। লক্ষ গ্রন্থ কৈল ব্রজবিলাস-বর্ণন।
রসামৃতসিন্ধু আর বিদগ্ধমাধব,
উজ্জ্বলনীলমণি আর ললিতমাধব।
দানকেলীকৌমুদী আর বহু স্তবাবলী,
৮। অষ্টাদশ লীলাছন্দ, আর পদাবলী।

১। প্রেমোদ্দাম—প্রেমাতিশয়শালী। ২। করেন চৈতন্যের দাস অভিমান—"আমি চৈতন্যেরদাস" এই অভিমান করেন। "চৈতন্য সেব…আমার প্রাণ"—শ্রীনিত্যানন্দের উক্তি। ৩। মদনগোপাল—সম্প্রতি মদনমোহন নামে বিখ্যাত। শ্রীসনাতন-গোস্বামী মদনমোহনের সেবা এবং শ্রীরূপ-গোস্বামী গোবিন্দদেবের সেবা প্রকাশ করেন।

৪। নিগূঢ় রস—মধুর রস। ৫। ভাগবতামৃত—শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত। ৬। দশম টিপ্পনী—বৃহত্তোষণী নাম্নী দশম স্কন্ধের টীকা।

৭। লক্ষ গ্রন্থ—অনুষ্টুভ্ ছন্দের অক্ষরানুসারে গণনা করিলে এক লক্ষ শ্লোক।

৮। পদাবলী—যে গীতগ্রন্থের প্রতি গীতের অবসানে 'সনাতন'-শব্দ যুক্ত।

১। গোবিন্দবিরুদাবলী, তাহার লক্ষণ ;
২। মথুরামাহাত্ম্য আর নাটক-লক্ষণ।
লঘুভাগবতামৃতাদি কে করু গণন ?
সর্ব্বত্র করিল ব্রজবিলাস বর্ণন।
তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র নাম শ্রীজীব গোসাঞী ;
যত ভক্তিগ্রন্থ কৈল তার অন্ত নাই।
৩। শ্রীভাগবতসন্দর্ভ নাম গ্রন্থবিস্তার ;
ভক্তিসিদ্ধান্তের তাতে দেখাইল সার।
৪। গোপালচম্পূ নামে গ্রন্থ মহাশূর ;
নিত্যলীলা স্থাপন যাহে ব্রজরসপূর।
এইমত নানা গ্রন্থ করিয়া প্রকাশ ;
গোষ্ঠী সহিতে কৈল বৃন্দাবনে বাস।
প্রথম বৎসরে অদ্বৈতাদি ভক্তগণ ;
প্রভুরে দেখিতে কৈল নীলাদ্রি গমন।
রথযাত্রা দেখি তাঁহা রহিলা চারিমাস ;
প্রভুসঙ্গে নৃত্যগীত পরম উল্লাস।
বিদায়-সময় প্রভু কহিলা সবারে—
৫। "প্রত্যব্দে আসিবে সবে গুণ্ডিচা দেখিবারে।"
প্রভু-আজ্ঞায় ভক্তগণ প্রত্যব্দ আসিয়া ;
গুণ্ডিচা দেখিয়া যান্ প্রভুরে মিলিয়া।
দ্বাদশ বৎসর ঐছে কৈল গতাগতি ;
৬। অন্যোন্যে দোঁহার দোঁহা বিনা নাহি স্থিতি।
শেষ আর যেই রহে দ্বাদশ বৎসর ;
কৃষ্ণের বিরহ-লীলা প্রভুর অন্তর।
৭। নিরন্তর রাত্রিদিন বিরহ-উন্মাদে ;
হাসে, কান্দে, নাচে, গায়—পরম বিষাদে।
যে কালে করেন জগন্নাথ দরশন ;
মনে ভাবে—কুরুক্ষেত্রে পাঞাছি মিলন।
রথযাত্রায় আগে যবে করেন নর্ত্তন ;
৮। তাঁহা এই পদ মাত্র করয়ে গায়ন।

তথাহি পদং—

৯। "সেই ত পরাণনাথ পাইনু ;
যাঁহা লাগি মদন-দহনে দহি গেনু।"

১০। এই ধুয়া গানে নাচে দ্বিতীয় প্রহর ;
১১। কৃষ্ণ লঞা ব্রজে যাই—এ ভাব অন্তর।
এইভাবে নৃত্যমধ্যে পড়ে এক শ্লোক ;
সেই শ্লোকের অর্থ কেহ নাহি বুঝে লোক।

তথাহি কাব্যপ্রকাশে প্রথমোল্লাসে চতুর্থাঙ্কধৃতং তথা পদ্যাবল্যাং ষড়শীত্যধিকত্রিশতাঙ্কধৃতঞ্চ কস্যাশ্চিৎ নায়িকায়া বচনং—

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বর-
স্তা এব চৈত্রক্ষপা,

স্মইতি। রেবাতীরে কৃতক্রীড়তয়া তৎস্থানং প্রতি উৎসুকায়াঃ কস্যাশ্চিন্নায়িকায়া উক্তিরিয়ং। যঃ কৌমারং হরতি বিবাহেনাপনয়তীতি কৌমারহরঃ পতিঃ, স এবহি বরঃ অভিমতঃ। এতেনাভিমতস্য পত্যুঃ সত্তা প্রতিপাদিতা। অত্রাপি তত্তদ্রতিকারণমস্তীত্যত আহ—তা এবেতি। তা এব যাসু তত্র ক্রীড়িতং তৎসজাতীয়া ইত্যর্থঃ। চৈত্রস্য ক্ষপা

১। তাহার—গোবিন্দবিরুদাবলীর। ২। নাটক-লক্ষণ—নাটকচন্দ্রিকা নামক গ্রন্থ। ৩। শ্রীভাগবত সন্দর্ভ—যাহাকে ষট্‌সন্দর্ভ বলে।

৪। মহাশূর—অতি বৃহৎ। ৫। প্রত্যব্দ—প্রতি বৎসর। গুণ্ডিচা—রথযাত্রায় জগন্নাথ, বলরাম এবং সুভদ্রা রথারোহণ পূর্ব্বক জন্মবেদিতে গমন করিয়া সপ্তাহকাল অবস্থিতি করেন, তৎকালীন যাত্রার নাম গুণ্ডিচা-যাত্রা। কিম্বদন্তী আছে যে,—ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার মহিষীর নাম গুণ্ডিচা ছিল, সেই নামে ঐ যাত্রা বিখ্যাত হয়। ৬। অন্যোন্যে—পরস্পরে। দোঁহার—প্রভু ও ভক্তের। দোঁহা বিনা—ভক্ত এবং প্রভু বিনা। অর্থাৎ মহাপ্রভু ও ভক্তের, ভক্ত এবং মহাপ্রভু বিনা পরস্পরের অবস্থান ছিল না। কখন প্রভু আগমন ও আবির্ভাব করিয়া ভক্তের সহিত মিলিত এবং কখন ভক্তগণ গমন করিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছেন।

৭। উন্মাদ—জ্ঞানের ভ্রম। ৮। গায়ন—গান। ৯। পাইনু—পাইলাম। যাঁহা লাগি—যাঁহার জন্য। দহি—দগ্ধ হইয়া। গেনু—গেলাম।

১০। ধুয়া—গানের মুখ। যাহার সহিত সকল অংশের মিল থাকে। ১১। কৃষ্ণ লঞা…অন্তর—যখন রথের অগ্রে নৃত্য করেন, তখন মনে মনে এই চিন্তা করিতেছিলেন যে, কুরুক্ষেত্র হইতে শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজে লইয়া যাইতেছি।

স্তে চোম্মীলিতমালতী সুরভয়ঃ
প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরত-
ব্যাপারলীলাবিধৌ,
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে
চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥ ৬ ॥

এই শ্লোকের অর্থ জানে একেলা স্বরূপ,
১। দৈবে সে বৎসর তাঁহা গিয়াছেন রূপ।
প্রভু-মুখে শ্লোক শুনি শ্রীরূপ-গোসাঞী,
২। সেই শ্লোকের অর্থ-শ্লোক করিল তথাই।
শ্লোক করি এক তালপত্রেতে লিখিয়া,
আপন বাসার চালে রাখিল গুঁজিয়া।
শ্লোক করি রাখি গেলা সমুদ্রস্নান করিতে,
হেনকালে আইলা প্রভু তাঁহারে মিলিতে।
হরিদাস-ঠাকুর আর রূপ ও সনাতন,—
জগন্নাথ-মন্দিরে এই না যান্ তিনজন।
৩। মহাপ্রভু জগন্নাথের উপলভোগ দেখিয়া,
নিজগৃহে যান্ এই তিনেরে মিলিয়া।
৪। এই তিন মধ্যে যবে থাকে যেই জন,
তাঁরে আসি আপনে মিলে—প্রভুর নিয়ম।
দৈবে আসি প্রভু যবে ঊর্দ্ধেতে চাহিলা,
চালে গোঁজা তালপত্রে সেই শ্লোক পাইলা।
শ্লোক পড়ি প্রভু আছেন আবিষ্ট হইঞা,
রূপ-গোসাঞী আসি পড়িলা দণ্ডবৎ হইঞা।
৫। উঠি মহাপ্রভু তাঁরে চাপড় মারিয়া,
কহিতে লাগিলা কিছু কোলেতে করিয়া—
"মোর শ্লোকের অভিপ্রায় কেহ নাহি জানে,
মোর মনের কথা তুই জানিলি কেমনে?"
এত বলি তাঁরে বহু প্রসাদ করিয়া,
স্বরূপ গোসাঞীরে শ্লোক দেখাইল লঞা।
স্বরূপে পুছেন প্রভু হইয়া বিস্মিতে—
"মোর মনের কথা রূপ জানিল কেমতে?"

বাত্রয়ঃ উন্মীলিতাভির্বিকশিতাভির্মালতীভিঃ পুষ্পতরুবিশেষৈঃ সুরভয়ঃ সৌরভবাহিনঃ। প্রশস্তং উঢ়ং গতির্যেষাং তে প্রৌঢ়া মন্দগামিনঃ ইত্যর্থঃ (বহতের্গমনার্থত্বাৎ)। তে তাদৃশাঃ কদম্বানিলা ধূলিকদম্ববায়বশ্চ, চৈত্রে তস্যৈব সদ্ভাবাৎ। সা চৈব তদবস্থৈব অস্মি ভবামি বর্ত্তে ইত্যর্থঃ। তথাপি তাদৃশসামগ্রীসত্ত্বেঽপি সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ নিধুবনব্যাপারবিধানার্থং রেবায়া নর্ম্মদায়া নদ্যা রোধসি তটে বেতসীতরুতলে চেতঃ চিত্তং সমুৎকণ্ঠতে তত্রৈব বিহর্ত্তুমভিলষতীত্যর্থঃ। এতেন রেবাতটস্য প্রাশস্ত্যাতিশয়ো ব্যঞ্জিত ইতি ॥ ৬ ॥

পূর্ব্বে রেবানদীর বেতসীতরুতলে পতির সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন, এইক্ষণে সেই স্থানের প্রতি সমুৎসুক হইয়া কোন নায়িকা বলিতেছেন,—যিনি বিবাহ করিয়া কৌমারকাল অপনীত করিয়াছেন, সেই পতিই আমার অভিমত। তাদৃশ চৈত্র মাসের জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি-সমুদায়—তাদৃশ বিকশিত-মালতীকুসুমগন্ধবাহী কদম্বকাননের মন্দ মন্দ বায়ু এবং আমিও সেই অর্থাৎ তাদৃগবস্থাপন্নই আছি, তথাপি সুরতলীলা-বিধানার্থ আমার চিত্ত সেই নর্ম্মদানদীর তীরে বেতসীতরু-তলে সমুৎকণ্ঠিত হইতেছে ॥ ৬ ॥

ক্রীড়ার সামগ্রী থাকাতেও তাদৃশ স্থানাভাবে পূর্ব্বের ন্যায় আনন্দ অনুভূত হইতেছে না। মহাপ্রভু শ্রীরাধিকার ভাবে আবিষ্ট হইয়া যখন জগন্নাথ দর্শন করেন, তখন মনে এই চিন্তা করেন যে,—দীর্ঘ বিরহের পর কুরুক্ষেত্রে আসিয়া কৃষ্ণ-দর্শন পাইলাম; কিন্তু বৃন্দাবনের যমুনাতীরে নিকুঞ্জবনে কৃষ্ণসঙ্গ লাভার্থ মনঃ সমুৎসুক হইতেছে। এই শ্লোকটী এই ভাবেরই স্মারক, ইহাকে স্মরণালঙ্কারও বলা যাইতে পারে ॥ ৬ ॥

১। রূপ—শ্রীরূপগোস্বামী। ২। অর্থশ্লোক—ভাবার্থযুক্ত তদনুরূপ শ্লোক। ৩। উপলভোগ—বাল্যভোগ। ইহাকে বল্লভভোগও বলে। এদেশে শীতল ভোগ বলে। ৪। এই তিন…নিয়ম—হরিদাস, শ্রীরূপ গোস্বামী এবং শ্রীসনাতন গোস্বামী এই তিন জনের মধ্যে যখন যিনি উপস্থিত থাকেন, মহাপ্রভু প্রতিদিন আসিয়া তাঁহার সহিতই মিলিত হয়েন, ইহাই তাঁহার নিয়ম ছিল। ৫। চাপড়—থাবড়া। ইহা বাৎসল্যসূচক ও প্রভুর আন্তরপ্রীতির পরিচায়ক।

স্বরূপ কহেন—"যাতে জানিল তোমার মন ;
১। তাতে জানি—হয় তোমার কৃপার ভাজন।"
প্রভু কহে—"তারে আমি সন্তুষ্ট হইয়া ;
২। আলিঙ্গন কৈলুঁ সর্ব্বশক্তি সঞ্চারিয়া।
যোগ্যপাত্র হয় গূঢ়রস-বিবেচনে ;
তুমিহ কহিও তারে গূঢ়রসাখ্যানে।"
এ সব কহিব আগে বিস্তার করিয়া ;
৩। সঙ্ক্ষেপে উদ্দেশ কৈল প্রস্তাব পাইয়া।

তথাহি শ্রীরূপগোস্বামিচরণৈরুক্তোঽয়ং শ্লোকঃ—

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখং।
তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে,
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥৭॥

এই শ্লোকের সঙ্ক্ষেপার্থ শুন ভক্তগণ !
৪। জগন্নাথ দেখি যৈছে প্রভুর ভাবন,—
শ্রীরাধিকা কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের দর্শন
যদ্যপি পায়েন, তবু ভাবেন ঐছন—
৫। "রাজবেশ, হাতী ঘোড়া মনুষ্য গহন ;
কাঁহা গোপ-বেশ, কাঁহা নির্জ্জন বৃন্দাবন।
সেই ভাব সেই কৃষ্ণ সেই বৃন্দাবন ;
যবে পাই তবে হয় বাঞ্ছিত পূরণ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বাশীতিতমাধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশৎশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণপ্রতি গোপীবাক্যং—

আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং,
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।

কুরুক্ষেত্রযাত্রায়াং লব্ধকৃষ্ণসঙ্গা শ্রীরাধিকা সখীং প্রত্যাহ—প্রিয় ইতি। হে সহচরি ! স প্রসিদ্ধঃ মম প্রিয়ঃ পতি-বর্য্যঃ ("ধবঃ প্রিয়ঃ পতির্ভর্ত্তে"ত্যমরাৎ) শ্রীকৃষ্ণঃ সর্ব্বচিত্তাকর্ষণশীল ইত্যর্থঃ, কুরুক্ষেত্রে মিলিতঃ স্বয়মেবেত্যর্থঃ। অহো ! অস্মাকং ভাগ্যং ! যস্তাবদস্মিন্যান্বিষ্য মহতা যত্নেনাপি ন লভ্যতে, সঃ স্বয়মেব মিলিত ইতি ধ্বনিতং। তথাহমপি সা প্রসিদ্ধা। রাসক্রীড়ায়াং সর্ব্বগোপীবিহায় সাধনপ্রসাদনার্থং, যামাদায়ান্তর্ধায় স্থিত ইতি সাহমিতি নিগূঢ়োঽয়ং গর্ব্বঃ সূচিতঃ। ইদং উভয়োরাবয়োঃ সঙ্গমসুখং মিলনজনিতানন্দপূরস্তদেব তাদৃগেব। তথাপি উপযোগিসামগ্রীসত্ত্বেঽপি মে মনঃ কালিন্দ্যা যমুনায়াঃ পুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি, তত্র গমনায় সমুৎসুকং ভবতীত্যর্থঃ (স্পৃহ্‌-ধাতুযোগে চতুর্থী)। কথম্ভূতায়—অন্তর্বিপিন-মধ্যে খেলন্ ইতস্ততোবিসর্পন্নিত্যর্থঃ, মধুরোঽমৃতস্পৃহাহরো যো মুরল্যাঃ পঞ্চমঃ স্বরঃ উচ্চরাগবিশেষস্তং জুষতে সেবতে ইতি তস্মৈ। তাদৃশ মুরলীগানস্যান্যত্রাসম্ভবাত্তদ্দেশস্য সর্ব্বত উৎকর্ষো ধ্বনিতঃ। মুরলীবদন এব অস্মাভিঃ সহ সর্ব্বদা বৃন্দাবন এব বিহরতু ইতি ভঙ্গ্যা স্বাভিপ্রায়ঃ সূচিত ইতি ॥ ৭ ॥

আহুশ্চেতি। যদ্যপি পরোক্ষবাদায় দৃষ্টান্তায় বাধ্যাত্মভঙ্গোক্তমপি তাদৃগর্থমনাদৃত্য তদ্বচনেনৈব তং প্রাপ্তব্যং আত্মা

কুরুক্ষেত্র-যাত্রায় কৃষ্ণসঙ্গতি লাভ করিয়া শ্রীরাধিকা সহচরীকে বলিতেছেন—"হে সখি ! কুরুক্ষেত্রে আসিয়া আমার প্রিয় বলিয়া বিখ্যাত এই শ্রীকৃষ্ণের মিলন লাভ করিলাম, আমিও সেই রাধা, আমাদিগের পরস্পরের মিলনজনিত সুখও তাদৃশ ; কিন্তু মুরলীর মধুর পঞ্চমস্বরের সেবনকারী যমুনার তীরস্থ নিকুঞ্জবনে যাইতে আমার মন সমুৎসুক হইতেছে"॥ ৭ ॥

কুরুক্ষেত্র-যাত্রায় গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন—"হে পদ্মনাভ ! যিনি ভক্তগণের সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপে ও অগাধ-

---

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের যে মাধুর্য্য প্রকট হয়, তাহা কুরুক্ষেত্রে হইতেছে না ; বৃন্দাবন ভিন্ন স্থানে শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃকরণে তাদৃশ উল্লাস না হওয়ায়, বেণুধ্বনিও নাই। অতএব শ্রীবৃন্দাবনের মহিমা বচনাতীত—ইহাই এ শ্লোকের তাৎপর্য্য ॥ ৭ ॥

১। ভাজন—পাত্র। ২। সর্ব্বশক্তি সঞ্চারিয়া—নিগূঢ়রসের মীমাংসায় উপযোগি-শক্তি সঞ্চার পূর্ব্বক তাহাকে আলিঙ্গন করিলাম।
৩। প্রস্তাব—প্রসঙ্গ। বলিবার অবসর।
৪। ভাবন—মনের ভাব।
৫। মনুষ্য গহন—মনুষ্য সঙ্কুল।

সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং,
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ ॥ ৮ ॥

তোমার চরণ মোর ব্রজপুর-ঘরে ;
উদয় করয়ে যদি তবে বাঞ্ছা পূরে।"
ভাগবতের শ্লোকার্থ বিশদ করিয়া ;
রূপগোসাঞী শ্লোক কৈল লোক বুঝাইয়া।

তথাহি ললিতমাধবে দশমাঙ্কে ষট্‌ত্রিংশশ্লোকে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণং প্রত্যাহ—

যা তে লীলাপদপরিমলোদ্গারি-বন্যাপরীতা,
ধন্যা ক্ষৌণী বিলসতি বৃতা মাধুরী মাধুরীভিঃ।
তত্রাস্মাভিশ্চটুল পশুপীভাবমুগ্ধান্তরাভিঃ,
সংবীতস্ত্বং কলয় বদনোল্লাসিবেণুর্বিহারং ॥ ৯ ॥

পরমসন্তুষ্টা বভূবুস্তথাপি পরমৌৎসুক্যেন প্রার্থয়ন্তে স্মেত্যাহ—আহুশ্চেতি। তা গোপ্য আহুশ্চ কিমিত্যাহ—হে নলিননাভেতি পদ্মাকারনাভিত্বাৎ পরমসৌন্দর্য্যমুদ্দিষ্টং, তে পদারবিন্দং অতোঽরবিন্দরূপকেণ শ্রীপদস্য পরমমধুরত্বং তাপহরত্বাদিকঞ্চ ধ্বনিতং। অতএব যোগোভক্তিযোগস্তদীশ্বরৈর্বশীকৃতভক্তিযোগৈরিত্যর্থঃ। হৃদ্যেব বিশেষেণ সর্ব্বোৎকৃষ্টতয়া ভাব্যং চিন্ত্যং। অগাধবোধৈর্জ্ঞানিভির্মুক্তৈরপি পরমপুরুষার্থতয়া ভাব্যং। কিঞ্চ সংসারএব কূপস্তস্মিন্ পতিতানাং উত্তরণায় উদ্ধারায় অবলম্ব্যত ইত্যবলম্বং আশ্রয়রূপং, এবং ভক্তমুক্তবিষয়িণাং ত্রয়াণাং সেব্যত্বেন সাধ্যত্বং সাধনত্বঞ্চোক্তং। সদা মনসি জুষাং ত্বৎকৃপয়া ত্বৎসেবমানানামপি নোঽস্মাকং গেহং প্রতি সকৃদপ্যুদিয়াৎ প্রকটং ভবতু। যদ্বা—প্রথমতো হে নলিননাভেতি সম্বোধ্য স্বপরিচয়বিশেষং জ্ঞাপয়িত্বা তাবতা বিরহস্যানৌচিত্যং দুঃসহত্বঞ্চ জ্ঞাপিতং, বাক্যার্থশ্চায়ং—আস্তাস্তাবদ্দুর্বিধিহতামামস্মাকং ত্বদ্দর্শনবার্ত্তাপি, হে নলিননাভ! তব পদারবিন্দং তদুপদেশানুসারেণাস্মাকং মনস্যুদিয়াৎ। নন্বু কিমিবাত্রাগন্তাব্যস্তত্রাহুঃ—যোগেশ্বরৈরেব হৃদি বিচিন্ত্যং ন ত্বস্মাভিস্তৎস্মরণাবস্থ এব মূর্চ্ছাগামিবুদ্ধিভিঃ চরণস্যারবিন্দরূপকং তৎস্পর্শেনৈব দাহশান্তির্ভবতি, ন তু স্মরণেনেতি জ্ঞাপনায়। নন্বু তথা নিদিধ্যাসনমেব যোগেশ্বরাণাং সংসারদুঃখমিব ভবতীনাং বিরহদুঃখং দূরীকৃতং। তদুদয়ং করিষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহুঃ—সংসারকূপপতিতানামেবোত্তরণাবলম্বং ন ত্বস্মাকং বিরহসিন্ধুনিমগ্নানাং তচ্চিন্তনে দুঃখবৃদ্ধেরেবানুভূয়মানত্বাদিতি ভাবঃ। নন্বত্রৈবাগত্য মুহুর্ম্মাং সাক্ষাদনুভবত তত্রাহুঃ—গেহং জুষাং পরগৃহিণীনামস্বাধীনানামিত্যর্থঃ। যদ্বা—গেহং জুষামিতি তব সঙ্গতিশ্চ তৎপূর্ব্বসঙ্গমবিলাসধাম্নি তত্তদস্মৎকামদুঘস্বাভাবিকাস্মৎপ্রীতিনিলয়ে নিজগৃহে গোকুলএব ভবতু ন তু দ্বারকাদাবিতি স্বমনোরথবিশেষেণ তস্মিন্নেব প্রীতিমতীনামিত্যর্থঃ। 'যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বর' ইত্যাদিবৎ তস্মাদস্মাকং মনসি ভবচ্চরণচিন্তনসামর্থ্যাভাবাৎ স্বয়মাগমনস্যাসামর্থ্যাদনভিরুচো সাক্ষাদেব শ্রীবৃন্দাবনএব যদ্যাগচ্ছতি তদৈব নিস্তার ইতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

যা ইতি। যা ধন্যা প্রেমধনোপেতা মাধুরী মথুরাপুর্য্যা অদূরভবেত্যর্থঃ (অদূরভবশ্চেতি চাতুরর্থিকস্তদ্ধিতঃ)। মথুরা মধুরাচেতি কোষাৎ। ক্ষৌণী বৃন্দাবনভূরিত্যর্থঃ। বিলসতি বর্ত্তমান-প্রয়োগেণ তস্যা নিত্যত্বমপ্রাকৃতত্বঞ্চ সূচিতং। কিম্ভূতা?—তে লীলাপদানাং লীলাস্থানানাং পরিমলোদ্গারিণী যা বন্যা বনসমূহঃ (বন্যা বনসমূহে স্যাদি"ত্যমরাৎ) তয়া

বোধ মুক্তপুরুষদিগের পুরুষার্থরূপে চিন্তনীয়, এবং সংসারকূপে নিপতিত বিষয়ীগণের উদ্ধারের অবলম্বনস্বরূপ, তোমার সেই চরণারবিন্দ গেহ অর্থাৎ বৃন্দাবনস্থিত আমাদিগের মনে সর্ব্বদা উদিত হউন" ॥ ৮ ॥

দ্বারকায় শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণলাভ করিলে এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন—"তোমার লীলাস্থান সকলের পরিমল-প্রকাশশীল বনরাজি-পরিবৃত এবং মাধুরীরাশিতে সমাচ্ছাদিত যে ধন্যা মথুরার অদূরবর্ত্তিনী ভূমি অর্থাৎ

গোপীগণ কুরুক্ষেত্র-যাত্রায় শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ লাভ করিয়াও চিত্তপ্রসাদ না পাইয়া শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনগমন প্রার্থনা করিতেছেন—ইহাই এই শ্লোক দ্বারা বর্ণনা করিলেন ॥ ৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় নব-বৃন্দাবন নির্ম্মাণ করতঃ সেইস্থানে সমস্ত ব্রজবাসী গোপীগণ এবং শ্রীরাধিকার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রেয়সি! প্রার্থনা কর, ইহার পর তোমার কি প্রিয়কার্য্য সাধন করিব?" তখন শ্রীরাধা বলিলেন—"আমার সখীগণ মিলিত হইয়াছেন, স্বীয় ভগিনী চন্দ্রাবলীকে লাভ করিলাম, যত্র ব্রজেশ্বরী উপস্থিত এবং এই বৃন্দাবনস্থ নিকুঞ্জধামে আপনার সঙ্গলাভ করিলাম, ইহার পর আর আমার কি প্রিয়কার্য্য সাধন করিবেন? তথাপি এই প্রার্থনা—শ্রীবৃন্দাবন গমনপূর্ব্বক আমাদিগের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীমুখে বেণু ধারণ

এইমতে মহাপ্রভু দেখি জগন্নাথে ;
সুভদ্রা সহিত দেখে বংশী নাই হাতে।
'ত্রিভঙ্গসুন্দর ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন
কাঁহা পাব'—এই বাঞ্ছা বাড়ে অনুক্ষণ।
রাধিকার উন্মাদ যৈছে উদ্ধব-দর্শনে ;
১। উদ্‌ঘূর্ণা-প্রলাপ তৈছে প্রভুর রাত্রিদিনে।
২। দ্বাদশ বৎসর শেষ ঐছে গোঙাইল ;
৩। এইমত শেষলীলা ত্রিবিধানে কৈল।
সন্ন্যাস করি চব্বিশ বৎসর কৈল যে যে কর্ম্ম ;
অনন্ত অপার তার কে জানিবে মর্ম্ম ?
উদ্দেশ করিতে করি দিগ্‌দরশন ;
মুখ্য মুখ্য লীলার করি সূত্র-গণন।
প্রথম সূত্র—প্রভুর সন্ন্যাস-করণ ;
সন্ন্যাস করি প্রেমাবেশে চলিলা বৃন্দাবন।
রাঢ়দেশে তিনদিন করিলা ভ্রমণ ;
প্রেমেতে বিহ্বল, বাহ্য নাহিক স্মরণ।
নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভু ভুলাইয়া ;
গঙ্গাতীরে লঞা আইলা যমুনা বলিয়া।
শান্তিপুরে আচার্য্যের গৃহে আগমন ;
প্রথম ভিক্ষা কৈল তাঁহা, রাত্রে সঙ্কীর্ত্তন।
৪। মাতা-ভক্তগণে তাঁহা করিল মিলন ;
সর্ব্ব সমাধান করি কৈল নীলাদ্রি গমন ;
৫। পথে নানা লীলারস—দেব-দরশন ;
মাধবপুরীর কথা—গোপাল স্থাপন।
ক্ষীরচুরির কথা সাক্ষীগোপাল-বিবরণ ;
নিত্যানন্দ কৈল প্রভুর দণ্ড ভঞ্জন।
ক্রুদ্ধ হঞা একা গেলা জগন্নাথ দেখিতে ;
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হঞা পড়িলা ভূমিতে।
সার্ব্বভৌম লঞা গেলা আপন ভবন ;
তৃতীয় প্রহরে হৈল প্রভুর চেতন।
নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর, মুকুন্দ ;
পাছে আসি মিলি সবে পাইলা আনন্দ।
তবে সার্ব্বভৌমে প্রভু প্রসাদ করিল ;
৬। আপন ঈশ্বর-মূর্ত্তি তাঁরে দেখাইল।
৭। তবে ত করিলা প্রভু দক্ষিণ-গমন ;
কূর্ম্মক্ষেত্রে কৈল বাসুদেব বিমোচন।
জিয়ড়-নৃসিংহে কৈল নৃসিংহ-স্তবন ;
৮। পথে পথে গ্রামে গ্রামে 'নাম'-প্রবর্ত্তন।

পরীতা ব্যাপ্তা। এবং মাধুরীভির্ম্মাধুর্য্যৈর্বৃতা চ। তত্র তস্যাং ক্ষৌণ্যাং হে চটুল! পশুপীভাবেন গোপীভাবেন মুগ্ধং মুগ্ধং অন্তঃকরণং যাসাং তাভিরস্মাভিঃ সংবীতঃ বেষ্টিতঃ-বদনেন উল্লাসিতুং শীলমস্যেতি বদনোল্লাসী বেণুর্যস্য তথাভূতশ্চ সন্ বিলয় বিহারং কুরু (ইতি প্রার্থনায়াং লোট্) ॥ ৯ ॥

ব্রজভূমি বিলাস করিতেছেন, হে চটুল! তুমি সেই ব্রজভূমিতে গমনপূর্ব্বক গোপীভাবে মুগ্ধচেতা আমাদিগের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীমুখে বেণু ধারণ করতঃ বিহার কর—এই আমার প্রার্থনা" ॥ ৯ ॥

করতঃ বিহার করুন।" ইহা দ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইল যে, দ্বারকাতে শ্রীকৃষ্ণের পরমযত্নে নির্ম্মিত শ্রীবৃন্দাবন—তন্মধ্যস্থ নিকুঞ্জকানন এবং সেইস্থানে সকল সখীগণ এবং নন্দ-যশোদা প্রভৃতি ব্রজবাসিবর্গ থাকিলেও, মনের পূর্ণ তৃপ্তি না হওয়ায়, শ্রীবৃন্দাবনগমন প্রার্থনা করিয়াছেন। ইহাতে স্বকীয়-ভাবে শ্রীবৃন্দাবনেই রসের পর্য্যবসান হইল ॥ ৯ ॥

১। উদ্‌ঘূর্ণা—প্রেমবৈবশ্য জনিত নানাবিধ লোক-বিলক্ষণ চেষ্টা। প্রলাপ = ব্যর্থ আলাপ।

২। দ্বাদশ বৎসর শেষ—শেষ দ্বাদশ বৎসর। ৩। ত্রিবিধানে—তিন প্রকারে। মধ্য ও অন্ত্য ভেদে শেষলীলা দ্বিবিধ, সেই মধ্যলীলা ইতস্ততঃ গমনাগমন এবং নীলাচলে ভক্তগণসঙ্গে কীর্ত্তনাদি ভেদে দুই প্রকার—এইরূপে শেষলীলা তিনপ্রকার।

৪। মাতা = শচীদেবী। ৫। দেব-দরশন = গোপীনাথ প্রভৃতি শ্রীবিগ্রহ দর্শন। গোপাল স্থাপন—গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে গোপালের আবির্ভাবানন্তর মাধবেন্দ্রপুরী কর্ত্তৃক তাঁহার স্থাপন।

৬। ঈশ্বর-মূর্ত্তি—ষড়্‌ভুজ মূর্ত্তি। ৭। দক্ষিণ গমন—দাক্ষিণাত্যে তীর্থ যাত্রা। ৮। নাম প্রবর্ত্তন—শ্রীকৃষ্ণনাম-প্রচার।

গোদাবরীতীর-বনে বৃন্দাবন-ভ্রম,
রামানন্দ-রায় সনে তাঁহাঞি মিলন।
ত্রিমল্ল ত্রিপদী স্থান কৈল দরশন,
সর্ব্বত্র করিল কৃষ্ণনাম-প্রচারণ।
তবেত পাষণ্ডীগণ করিল দলন,
অহোবল নৃসিংহাদি কৈল দরশন।
শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে আইলা কাবেরীর তীর,
শ্রীরঙ্গ দেখিয়া প্রেমে হইলা অস্থির।
ত্রিমল্ল ভট্টের ঘরে কৈল প্রভু বাস,
তাঁহাঞি রহিলা প্রভু বর্ষা চারিমাস।
বৈষ্ণব ত্রিমল্লভট্ট পরমপণ্ডিত,
গোসাঞীর পাণ্ডিত্যপ্রেমে হইলা বিস্মিত।
১। চাতুর্ম্মাস্য তাঁহা প্রভু শ্রীবৈষ্ণব সনে।
গোঙাইল নৃত্যগীত-কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে।
চাতুর্ম্মাস্যান্তরে পুনঃ দক্ষিণে গমন,
পরমানন্দ পুরী সহ তাঁহাই মিলন।
২। তবে ভট্টমারী হৈতে কৃষ্ণদাসের উদ্ধার,
রামজপী বিপ্রমুখে কৃষ্ণনাম-প্রচার।
শ্রীরঙ্গপুরী সহ তাঁহাই মিলন,
রামদাস বিপ্রের কৈল দুঃখ বিমোচন।
৩। তত্ত্ববাদী সহ কৈল তত্ত্বের বিচার,
৪। আপনাকে হীনবুদ্ধি হৈল তা' সবার।
অনন্ত, পুরুষোত্তম, শ্রীজনার্দ্দন,
পদ্মনাভ, বাসুদেব কৈল দরশন।
তবে প্রভু কৈল সপ্ততাল বিমোচন,
সেতুবন্ধ স্নান, রামেশ্বর দরশন।
তাঁহাই করিল কূর্ম্মপুরাণ শ্রবণ,—
মায়াসীতা নিলে রাবণ তাঁহাতে লিখন।
শুনিয়া প্রভুর আনন্দিত হৈল মন,
রামদাস বিপ্রের কথা হইল স্মরণ।
সেই পুরাতন পত্র আগ্রহে আনিল,
রামদাসে দেখাইয়া দুঃখ খণ্ডাইল।
ব্রহ্মসংহিতা-কর্ণামৃত দুই পুঁথি পাঞা,
দুই পুস্তক লঞা আইল উত্তম জানিঞা।
পুনঃ নীলাচলে প্রভু গমন করিল,
ভক্তগণ মিলিয়া স্নানযাত্রা দেখিল।
৫। অনবসরে জগন্নাথের না পাঞা দরশন,
৬। বিরহে আলালনাথে করিল গমন।
ভক্ত সঙ্গে দিন কত তাঁহাই রহিল,
গৌড়ের ভক্ত আইসে—সমাচার পাইল।
নিত্যানন্দ প্রভু তবে আগ্রহ করিয়া,
নীলাচলে আইলা মহাপ্রভুকে লইয়া।
বিরহে বিহ্বল প্রভু গোঙায় রাত্রিদিনে,
হেনকালে আইলা গৌড়ের ভক্তগণে।
সবে মিলি যুক্তি করি কীর্ত্তন আরম্ভিল,
কীর্ত্তন-আবেশে প্রভুর মন স্থির হৈল।
পূর্ব্বে যবে প্রভু রামানন্দেরে মিলিলা,
নীলাচলে আসিবারে তাঁরে আজ্ঞা দিলা।
রাজ-আজ্ঞা লঞা তিঁহ আইলা কত দিনে,
রাত্রিদিনে কৃষ্ণকথা রামানন্দ সনে।
কাশীমিশ্রে কৃপা, প্রদ্যুম্নমিশ্রাদি মিলন,
পরমানন্দপুরী-গোবিন্দ-কাশীশ্বরাগমন।
দামোদরস্বরূপ-মিলন—পরম আনন্দ,
শিখিমাহিতি-মিলন—রায় ভবানন্দ।
গৌড় হৈতে সর্ব্ব বৈষ্ণবের আগমন,
কুলীনগ্রামবাসী সঙ্গে প্রথম মিলন।
৭। নরহরিদাস আদি যত খণ্ডবাসী,
শিবানন্দ সঙ্গে মিলিলা সবে আসি।

১। শ্রীবৈষ্ণব—শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব। ২। কৃষ্ণদাস—মহাপ্রভুর সঙ্গী ব্রাহ্মণ। ৩। তত্ত্ববাদী—মাধ্ব-সম্প্রদায়ী।
৪। তা' সবার—সেই তত্ত্ববাদী সকলের। তাঁহারা বিস্ময়ে আপনাকে (আপন সম্প্রদায়কে) হীন বলিয়া বোধ করিয়াছিলেন।
৫। অনবসরে—অসময়ে। ৬। আলালনাথ—পুরীর দক্ষিণে ছয় ক্রোশ ব্যবধানে। ৭। খণ্ডবাসী—শ্রীখণ্ড-গ্রামবাসী।

স্নানযাত্রা দেখি প্রভু-সঙ্গে ভক্তগণ ;
সবা লঞা কৈল প্রভু গুণ্ডিচা-মার্জ্জন।
সবা সঙ্গে তবে রথযাত্রা দরশন ;
রথ-আগে নৃত্য করি উদ্যান গমন।
প্রতাপরুদ্রেরে কৃপা কৈল সেইস্থানে ;
গৌড়ের ভক্তে আজ্ঞা দিল বিদায়ের দিনে—
"প্রত্যব্দ আসিবে রথযাত্রা-দরশনে ;"
এই ছলে চাহে ভক্তগণের মিলনে।
সার্ব্বভৌম-ঘরে প্রভুর ভিক্ষা পরিপাটী ;
ষাঠীর মাতা কহে যাতে—"রাণ্ডী হউক ষাঠী।"
বর্ষান্তরে অদ্বৈতাদি ভক্তের আগমন ;
১। শিবানন্দ সেন করে সবার পালন।
শিবানন্দের সঙ্গে আইলা কুক্কুর ভাগ্যবান্ ;
প্রভুর চরণ দেখি কৈল অন্তর্ধান।
পথে সার্ব্বভৌম সহ সবার মিলন ;
সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যের কাশীতে গমন।
প্রভুরে মিলিলা সর্ব্ব বৈষ্ণব আসিয়া ;
জলক্রীড়া কৈল প্রভু সবারে লইয়া।
সবা লঞা কৈল গুণ্ডিচাগৃহ সংমার্জ্জন ;
রথযাত্রা-দরশনে প্রভুর নর্ত্তন।
উপবনে কৈল প্রভু বিবিধ বিলাস ;
প্রভুর অভিষেক কৈল বিপ্র-কৃষ্ণদাস।

গুণ্ডিচাতে নৃত্য-অন্তে কৈল জলকেলি ;
হোরাপঞ্চমীতে দেখিল লক্ষ্মীদেবীর কেলি।
কৃষ্ণজন্মযাত্রাতে প্রভু গোপবেশ হৈল ;
দধিভার বহি তবে লগুড় ফিরাইল।
গৌড়ের ভক্তগণে তবে করিল বিদায় ;
২। সঙ্গের ভক্ত লঞা করে কীর্ত্তন সদাই।
বৃন্দাবন যাইতে কৈল গৌড়েরে গমন ;
প্রতাপরুদ্র কৈল পথে বিবিধ সেবন।
৩। পুরীগোসাঞী সঙ্গে বস্ত্রপ্রদান প্রসঙ্গ ;
৪। রামানন্দ রায় আইলা ভদ্রক পর্য্যন্ত।
৫। আসি বিদ্যাবাচস্পতি-গৃহেতে রহিলা ;
প্রভুরে দেখিতে লোকসংঘট্ট হইলা।
পঞ্চদিন দেখে লোক নাহিক বিশ্রাম ;
৬। লোকভয়ে রাত্রে প্রভু আইলা কুলিয়াগ্রাম।
কুলিয়া গ্রামেতে প্রভুর শুনি আগমন ;
কোটি কোটি লোক আসি কৈল দরশন।
৭। কুলিয়া গ্রামে কৈল দেবানন্দেরে প্রসাদ ;
৮। গোপাল বিপ্রের ক্ষমাইল শ্রীবাস-অপরাধ।
পাষণ্ডী নিন্দুক আসি পড়িল চরণে ;
অপরাধ ক্ষমি তারে দিল কৃষ্ণপ্রেমে।
৯। বৃন্দাবনে যাবেন প্রভু—শুনি নৃসিংহানন্দ ;
পথ সাজাইল মনে পাইঞা আনন্দ।

১। পালন=তত্ত্বাবধারণ। ২। সদাই=সর্ব্বদাই। ৩। পুরীগোসাঞী…প্রসঙ্গ—পরমানন্দ পুরী মহাপ্রভুর অনুপস্থিতিকালে স্মরণার্থ তাঁহার পরিধেয় বহির্ব্বাস চাহিয়া লইয়াছিলেন। ৪। ভদ্রক=ভদ্রক নামক গ্রাম।

৫। আসি=গৌড়দেশে আসিয়া। বিদ্যাবাচস্পতি-গৃহে=কুমারহট্ট গ্রামে। বিদ্যাবাচস্পতি—সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা।

৬। কুলিয়া গ্রাম=কাঁচড়াপাড়া ষ্টেসনের ঈশানকোণে এক ক্রোশের মধ্যে। বর্ত্তমান শান্তিপুর ও নবদ্বীপের মধ্যবর্ত্তী সাতকুলিয়া গ্রামকেও অনেকে কুলিয়া বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন। ৭। দেবানন্দেরে প্রসাদ—দেবানন্দ-পণ্ডিত ভাগবত-শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। একদিন শ্রীবাসপণ্ডিত ইঁহার চতুষ্পাঠীতে ভাগবত শুনিতে শুনিতে প্রেমপরবশ হইয়া অচেতন হন, দেবানন্দের ছাত্রগণ তাঁহাকে ধারণ করতঃ বহির্ভাগে নিক্ষেপ করে। দেবানন্দ তাহা উপেক্ষা করায়, তাঁহার বৈষ্ণবাপরাধ হয়। মহাপ্রভু কুলিয়া গ্রামে আগমন করিলে, একদিন বক্রেশ্বরপণ্ডিত প্রেমভরে নাচিতে নাচিতে দেবানন্দকে আলিঙ্গন করতঃ মহাপ্রভুর সমীপে লইয়া যান। ভক্তসংসর্গে ভক্তির উদয় হইল, মহাপ্রভু তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া ভাগবতের ভক্তিসিদ্ধান্ত বুঝাইয়া দিয়া তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করেন। অদ্যাপিও সেইস্থান "অপরাধভঞ্জন পাট" নামে বিখ্যাত।

৮। গোপাল বিপ্রের=চাপাল গোপালের। আদিলীলার সপ্তদশপরিচ্ছেদে কথিত শ্রীবাস-দ্বারে চাপাল-গোপাল মদ্যাদি দ্বারা ভবানীপূজা করেন, তজ্জন্য শ্রীবাসের নিকট অপরাধী হন। মহাপ্রভু কুলিয়া গ্রামে শ্রীবাস দ্বারা তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করাইলেন।

৯। নৃসিংহানন্দ—ইঁহার নাম প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী। নৃসিংহোপাসক ছিলেন বলিয়া মহাপ্রভু ইঁহাকে নৃসিংহানন্দ বলিয়া ডাকিতেন।

কুলিয়ানগর হৈতে পথ রত্নে বান্ধাইল,
১। নির্বৃন্ত পুষ্পশয্যা উপরে পাতিল।
পথে দুইদিকে—পুষ্প বকুলের শ্রেণী,
মধ্যে মধ্যে দুই পাশে দিব্য পুষ্করিণী।
রত্নবাঁধা ঘাট তাহে প্রফুল্ল কমল,
নানাপক্ষী-কোলাহল—সুধাসম জল।
শীতল সমীর বহে নানাগন্ধ লঞা,
২। কানাইর-নাটশালা পর্য্যন্ত লইল বান্ধিয়া।
আগে মন নাহি চলে না পারে বান্ধিতে,
পথ বান্ধা না যায়, নৃসিংহ হইলা বিস্মিতে।
নিশ্চয় করিয়া কহে—"শুন ভক্তগণ!
এবার না যাবেন প্রভু শ্রীবৃন্দাবন।
৩। কানাইর-নাটশালা হৈতে আসিব ফিরিয়া,
জানিবে পশ্চাৎ কহিল নিশ্চয় করিয়া।"
গোসাঞী কুলিয়া হৈতে চলিল বৃন্দাবন,
সঙ্গে সহস্রেক লোক যত ভক্তগণ।
যাঁহা যায় প্রভু তাঁহা কোটিসংখ্য লোক,
দেখিতে আইসে—দেখি খণ্ডে দুঃখ শোক।
যাঁহা যাঁহা প্রভুর চরণ পড়ে চলিতে চলিতে,
সে মৃত্তিকা লয় লোক,—গর্ত্ত হয় পথে।
ঐছে চলি আইলা প্রভু রামকেলি-গ্রাম,
৪। গৌড়ের নিকটে গ্রাম অতি অনুপম।
তাঁহা নৃত্য করে প্রভু প্রেমে অচেতন,
কোটি কোটি লোক আইসে দেখিতে চরণ।
গৌড়েশ্বর যবন রাজা প্রভাব শুনিয়া।
কহিতে লাগিলা কিছু বিস্মিত হইয়া—
"বিনি দানে এত লোক যার পাছে হয়,
সেই গোসাঞা—ইহা জানিহ নিশ্চয়।
কাজী-যবন ইহার না করিহ হিংসন,
৫। আপন-ইচ্ছায় বুলুন যাঁহা উহাঁর মন।"
কেশব ছত্রীরে রাজা বার্ত্তা পুছিল,
৬। প্রভুর মহিমা ছত্রী উড়াইয়া দিল,—
"ভিখারী সন্ন্যাসী করে তীর্থ-পর্য্যটন,
তাঁরে দেখিবারে আইসে দুই-চারি জন।
যবনে তোমার ঠাঁই করয়ে লাগানি,
তাঁর হিংসায় লাভ নাহি, হয় আরও হানি।"
রাজারে প্রবোধি কেশব ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া,
চলিবার তরে প্রভুকে পাঠাইল কহিয়া।
৭। দবীর-খাসেরে রাজা পুছিল নিভৃতে,
গোসাঞীর মহিমা তিঁহ লাগিলা কহিতে—
"যে তোমারে রাজ্য দিল যে তোমার গোসাঞা,
তোমার দেশে তোমার ভাগ্যে জন্মিল আসিয়া।
৮। তোমার মঙ্গল বাঞ্ছে, বাক্যসিদ্ধ হয়,
ইঁহার আশীর্ব্বাদে তোমার সর্ব্বত্রেতে জয়।
মোরে কেন পুছ?—তুমি পুছ আপন মন,
তুমি নরাধিপ হও, বিষ্ণু-অংশসম।
তোমার চিত্তে চৈতন্যেরে কৈছে হয় জ্ঞান?
তোমার চিত্তে যেই লয়, সেই ত প্রমাণ।"
রাজা কহে—"শুন মোর মনে হেন লয়,
সাক্ষাৎ-ঈশ্বর ইঁহ নাহিক সংশয়।"
এত কহি রাজা গেলা নিজ অভ্যন্তরে,
তবে দবীর-খাস আইল আপনার ঘরে।
৯। ঘরে আসি দুই ভাই যুকতি করিয়া,
প্রভু দেখিবারে চলে বেশ লুকাইয়া।

১। নির্বৃন্ত—বোঁটা-শূন্য। ২। কানাইর-নাটশালা—রাজমহল হইতে তিন ক্রোশ অন্তরে। ৩। আসিব—আসিবেন।
৪। গৌড়ের—গৌড়-রাজধানীর। ৫। বুলুন—ভ্রমণ করুন। ৬। প্রভুর মহিমা…দিল—পাছে যবন রাজা প্রভুর প্রতি কোন অত্যাচার করে, এই আশঙ্কায় যবনগণ-কথিত প্রভুর মহিমা উড়াইয়া দিল (অলীক বলিয়া প্রতিপাদন করিল)। ছত্রী—রাজপুত।
৭। দবীর খাস—উত্তম লেখক। গৌড়ের রাজা শ্রীরূপ গোস্বামীর অপূর্ব্ব লেখা দেখিয়া তাঁহাকে "দবীর খাস" উপাধি প্রদান করেন।
৮। তোমার মঙ্গল…হয়—ইনি তোমার মঙ্গল প্রার্থনা করেন এবং ইঁহার বাক্য সিদ্ধ অর্থাৎ যাহাকে যাহা বলেন, তাহাই তাহার সফল হয়।
৯। দুই ভাই—শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন। যুকতি—যুক্তি, পরামর্শ।

অর্দ্ধরাত্রে দুই ভাই আসিলা প্রভুস্থানে,
প্রথমে মিলিলা নিত্যানন্দ-হরিদাস সনে।
তাঁহা দুইজন জানাইল প্রভুর গোচরে—
১। "রূপ-সাকরমল্লিক আইলা তোমা দেখিবারে।"
২। দুইগুচ্ছ তৃণ দোঁহে দশনে ধরিঞা,
গলে বস্ত্র বান্ধি পড়ে দণ্ডবৎ হঞা।
দৈন্যরোদন করে আনন্দে বিহ্বল,
প্রভু কহেন—"উঠ! উঠ! হইল মঙ্গল।"
উঠি দুই ভাই তবে দন্তে তৃণ ধরি,
দৈন্য করি স্তুতি করে করযোড় করি—
"জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়!
পতিতপাবন জয়! জয় মহাশয়!
৩। নীচ জাতি, নীচ সঙ্গে করি নীচ কাজ,
তোমার অগ্রেতে প্রভু কহিতে বাসি লাজ।"

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং পঞ্চদশাঙ্কধৃত-পদ্মপুরাণং—

মত্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ কশ্চন।
পরীহারেপি লজ্জা মে কিং ব্রুবে পুরুষোত্তম ॥ ১০ ॥

পতিত তারিতে প্রভু তোমার অবতার,
আমা বহি জগতে পতিত নাহি আর।
জগাই-মাধাই দুই করিলে উদ্ধার,
তাঁহা উদ্ধারিতে শ্রম নহিল তোমার।
ব্রাহ্মণ-জাতি তারা—নবদ্বীপে ঘর,
৪। নীচসেবা নাহি করে, নহে নীচের কূর্পর।
সবে এক দোষ তার—হয়ে পাপাচার,
পাপরাশি দহে নামাভাসেতে তোমার।
তোমার নাম লঞা করে তোমার নিন্দন,
সেই নাম হৈল তার মুক্তির কারণ।
জগাই-মাধাই হৈতে কোটিকোটিগুণ,
অধম পতিত পাপী আমি দুইজন।
৫। ম্লেচ্ছ-জাতি, ম্লেচ্ছ-সঙ্গী, করি ম্লেচ্ছ-কর্ম্ম,
গোব্রাহ্মণদ্রোহী-সঙ্গে আমার সঙ্গম।
৬। মোর কর্ম্ম মোর হাতে গলায় বান্ধিয়া,
কুবিষয়-বিষ্ঠাগর্ত্তে দিয়াছে ফেলাইয়া।
৭। আমা উদ্ধারিতে বলী নাহি ত্রিভুবনে,
পতিতপাবন তুমি সবে তোমা বিনে।

মত্তুল্য ইতি। হে পুরুষোত্তম! ইতি অহস্তাবৎ পুরুষাধম ইতি তবাগ্রে বক্তুমপি ন যুজ্যতে। মত্তুল্যো মৎসদৃশঃ পাপমেব আত্মা যস্য স ইতি পাপাধিক্যে তাৎপর্য্যং। অপরাধী চ বিষ্ণুবৈষ্ণবনিন্দুকসঙ্গাশ্রয়াৎ। কশ্চন অন্যতমোপি ("অসাকল্যে চ চিচ্চনা"বিত্যমরাৎ) নাস্তি। পরিহারেঽপি 'মম পাপাপরাধৌ ক্ষম্যেতা'মিতি বক্তুমপি মে লজ্জা ভবতি, অকৈতবত্বয়া স্বদনাশ্রয়ণাৎ। অতএব হে প্রভো! অহং কিং ব্রুবে, যৎ কর্ত্তুমুচিতং তৎ ভবতৈব ক্রিয়তামিতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

হে পুরুষোত্তম! আমার তুল্য পাপাত্মা ও অপরাধী আর কেহই নাই। অধিক কি বলিব, ক্ষমা প্রার্থনা করিতেও আমার লজ্জা হইতেছে ॥ ১০ ॥

তুমি নিজগুণে কৃপা করিয়া আমার পাপ ও অপরাধের ক্ষমা না করিলে আর নিস্তার নাই, ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ১০ ॥

১। সাকর—গম্ভীরার্থ-বাক্যের রচয়িতা। সাকর—শ্রীসনাতন গোস্বামীর উপাধি। মল্লিক—শ্রেষ্ঠ। অসাধারণ বুদ্ধিকৌশল দেখিয়া গৌড়ের রাজা শ্রীসনাতনগোস্বামীকে "সাকর" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। ২। দুই গুচ্ছ…ধরিয়া—ইহা দৈন্যসূচক।

৩। নীচ জাতি—দৈন্যবশতঃ আপনাকে হীন বোধ করিয়াছিলেন; অর্থাৎ 'আমরা ব্রাহ্মণসন্তান হইয়া চিরকাল ম্লেচ্ছের দাসত্ব ও তাহার অর্থ দ্বারা শরীর পোষণ এবং নিরন্তর ম্লেচ্ছসংসর্গ করায় ম্লেচ্ছ-সদৃশই হইয়াছি'—এই অভিপ্রায়ে ইঁহারা "নীচ জাতি" ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন।

৪। সেবা—বেতন গ্রহণপূর্ব্বক আজ্ঞা প্রতিপালন। কূর্পর—অর্থাৎ সর্ব্বথা আশ্রিত। ৫। ম্লেচ্ছ জাতি—অর্থাৎ কর্ম্মম্লেচ্ছ। বস্তুতঃ ইঁহারা ম্লেচ্ছজাতি হইলে "গোব্রাহ্মণ-দ্রোহী সঙ্গে আমার সঙ্গম" না বলিয়া, "গো-ব্রাহ্মণ দ্রোহ করি" ইহাই বলিতেন। ম্লেচ্ছ-কর্ম্ম—ম্লেচ্ছের আদেশানুসারে কর্ম্ম করা। ৬। কর্ম্ম—প্রারব্ধ কর্ম্ম।

৭। আমা…বিনে—সবে (সকলের মধ্যে) তুমিই পতিতপাবন, অতএব তোমা বিনা (তুমি ব্যতীত) ত্রিভুবনে আমাকে উদ্ধার করিতে আর কেহই বলবান্ অর্থাৎ সমর্থ নয়। অথবা, সবে—কেবল। অর্থাৎ একমাত্র তুমি ভিন্ন আমার গতি নাই।

আমা উদ্ধারিয়া যদি দেখাও নিজ বল,
১। 'পতিতপাবন' নাম তবে সে সফল।
সত্য এক বাত কহোঁ শুন দয়াময় !
২। মো-বিনু দয়ার পাত্র জগতে নাহি হয়।
৩। মোরে দয়া করি কর স্বদয়া সফল,
অখিল ব্রহ্মাণ্ড দেখুক্ তোমার দয়াবল।

তথাহি গোস্বামিপাদোক্ত-শ্লোকঃ—

ন মৃষা পরমার্থমেব মে
শৃণু বিজ্ঞাপনমেকমগ্রতঃ।
যদি মে ন দয়িষ্যসে তদা
দয়নীয়স্তব নাথ দুর্লভঃ ॥ ১১ ॥

৪। আপনা অযোগ্য দেখি মনে পাঙ ক্ষোভ,
তথাপি তোমার গুণে উপজায় লোভ।
বামন যৈছে চাঁদ ধরিতে চায় করে,
তৈছে মোর এই বাঞ্ছা উঠয়ে অন্তরে।"

তথাহি গোস্বামিপাদোক্ত-শ্লোকঃ—

ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরঃ
প্রশান্তনিঃশেষমনোরথান্তরঃ
কদাহমৈকান্তিকনিত্যকিঙ্করঃ
প্রহর্ষয়িষ্যামি স নাথ জীবিতং ॥ ১২ ॥

শুনি মহাপ্রভু কহে—"শুন রূপ-দবীরখাস !
৫। তুমি দুই ভাই মোর পুরাতন দাস।
৬। আজি হৈতে দোঁহার নাম রূপ-সনাতন।
দৈন্য ছাড়, তোমার দৈন্যে ফাটে মোর মন।
দৈন্যপত্রী লিখি মোরে পাঠালে বার বার,
সেই পত্রীতে জানি তোমার ব্যবহার।

ন মৃষেতি। হে নাথ ! যাচিত্বা প্রেমদায়ক ! অগ্রতঃ প্রথমং মে মম একং বিজ্ঞাপনং শৃণু, তত্তু পরমার্থমেব যথার্থমেব—ন মৃষা মিথ্যাভূতং। কিন্তুদিত্যাহ—যদি ত্বং মে মম ন দয়িষ্যসে দয়াং করিষ্যসি, তদা তব দয়নীয়ঃ দয়াপাত্রং দুর্লভো ভবিষ্যতীতি। মাং বিনা ন তাবদ্দীনো বর্ত্ততে যস্য দয়া কর্ত্তব্যেতি, অতস্তব দয়া অজগলস্তনবৎ স্যাদিতি বৃথা দয়া-ভারবহনমেবেতি ধ্বনিঃ॥ ১১ ॥

ভবন্তমেবেতি। নির্গাস্তি অন্তরং ব্যবধানং যস্যেতি সঃ। তথা প্রকর্ষেণ শান্তং ত্বদেকনিষ্ঠাং প্রাপ্তং—শমো-মন্নিষ্ঠতাবুদ্ধেরিতি ভগবদ্বচনাৎ—নিঃশেষেণ কার্ৎস্নেন মনোরথান্তরং যস্যেতি সঃ, ত্বদেকাভিমুখীনসর্ব্বান্তঃকরণবৃত্তিঃ-রিত্যর্থঃ। তথা ঐকান্তিকঃ নিত্যকিঙ্করো নিত্যদাসশ্চ ভূত্বা সোঽহং ভবন্তমেব অনুচরন্ সেবমানঃ, হে নাথ ! কদা জীবিতং প্রহর্ষয়িষ্যামি প্রহৃষ্টং করিষ্যামীতি ॥ ১২ ॥

হে নাথ ! প্রথমতঃ আমার একটী বিজ্ঞাপন শ্রবণ কর,—যাহা বলিব তাহা মিথ্যা নয়—সত্য। যদি তুমি আমাকে দয়া না কর, তবে জগতে তোমার দয়ার পাত্র দুর্লভ হইয়া পড়িবে ॥ ১২ ॥

হে নাথ ! কবে আমি আপনার ঐকান্তিক নিত্যদাস হইয়া, সমুদায় বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, আপনার সেবা করতঃ জীবনকে সুখী করিব ॥ ১২ ॥

দীনের দুঃখ-হরণের ইচ্ছাকে দয়া বলে। শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে,—আমি ভিন্ন আর দীন নাই যাহাকে দয়া করিবে ; যদি আমাকে দয়া না কর, তবে কাহার নিমিত্ত বৃথা দয়াভার বহন করিতেছ ?॥ ১১ ॥

তাৎপর্য্য এই যে,—যদিও আপনার সেবা করিতে আমার অধিকার নাই, তথাপি বামনের হস্ত দ্বারা চন্দ্র ধারণের ন্যায় আমার এই অভিলাষ হয় ॥ ১২ ॥

১। সফল—সার্থক। ২। মো বিনু—আমা ব্যতীত। ৩। স্বদয়া—নিজ দয়া। ৪। আপনা—আপনাকে অর্থাৎ আমি নিজেকে। পাঙ—পাই। গুণে—দীনবাৎসল্য গুণে। উপজায়—উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ আমি অযোগ্য হইলেও তোমার দীনবাৎসল্য গুণ আমার লোভ উৎপাদন করিতেছে। ৫। তুমি দুই ভাই----তোমরা দুই ভাই।

৬। আজি হইতে…সনাতন—এইক্ষণে তোমাদিগের দুই ভ্রাতার নাম শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন থাকিল ; অর্থাৎ রাজদত্ত গৌরবের উপাধি "দবীর-খাস" ও "সাকর-মল্লিক" ইহা পরিত্যাগ কর—ইহাই শ্রীমহাপ্রভুর অভিপ্রায়।

তোমার হৃদয়-ইচ্ছা জানি পত্রদ্বারে ;
শিক্ষাইতে শ্লোক লিখি পাঠাইল তোমারে।

তথাহি বাসিষ্ঠরামায়ণোক্ত শিক্ষাশ্লোকঃ—

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তমেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নং ॥ ১৩ ॥

গৌড় নিকটে আসিতে নাহি প্রয়োজন ;
তোমা দোঁহা দেখিতে মোর ইঁহা আগমন।
এই মোর মনের কথা কেহ নাহি জানে ;
সবে বলে—'কেনে আইলা রামকেলি গ্রামে ?'
ভাল হৈল দুই ভাই আইলা মোর স্থানে ;
ঘরে যাহ—ভয় কিছু না করিহ মনে।
জন্মে জন্মে তুমি দুই কিঙ্কর আমার ;
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমার করিবে উদ্ধার।"
—এত বলি দোঁহার শিরে ধরে দুই হাতে ;
১। দুই ভাই প্রভুপদ নিল নিজ মাঁথে।
দোঁহা আলিঙ্গিয়া প্রভু বলিল ভক্তগণে—
"সবে কৃপা করি উদ্ধার' এই দুই জনে।"
২। দুই জনে প্রভুর কৃপা দেখি ভক্তগণে ;
'হরি হরি' বলে সবে আনন্দিতমনে।
নিত্যানন্দ, হরিদাস, শ্রীবাস, গদাধর ;
মুকুন্দ, জগদানন্দ, মুরারি, বক্রেশ্বর।

সবার চরণে ধরি পড়ে দুই ভাই ;
সবে বলে—"ধন্য তুমি পাইলে গোসাঞী।"
সবা পাশ আজ্ঞা মাগি চলন-সময় ;
প্রভুপদে কহে কিছু করিয়া বিনয়—
"ইঁহা হৈতে চল প্রভু, ইঁহা নাহি কাজ ;
যদ্যপি তোমারে ভক্তি করে গৌড়রাজ।
৩। তথাপি যবনজাতি না করি প্রতীতি ;
তীর্থযাত্রায় এত সংঘট্ট—ভাল নহে রীতি।
যাঁর সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষ কোটি ;
বৃন্দাবন যাবার এ নহে পরিপাটী।
যদ্যপি বস্তুতঃ প্রভুর নাহি কিছু ভয় ;
তথাপি লৌকিকলীলা লোকচেষ্টাময়।"—
এত বলি চরণ বন্দি গেলা দুইজন ;
প্রভুর সেই গ্রাম হৈতে চলিতে হইল মন।
প্রাতে চলি আইলা কানাইর-নাটশালা ;
৪। দেখিল সকল তাঁহা কৃষ্ণচরিত্রলীলা।
সেই রাত্রে তাঁহা প্রভু চিন্তে মনে মন—
৫। 'সঙ্গে সংঘট্ট ভাল নহে বৈল সনাতন।
মথুরা যাইব আমি এত লোক সঙ্গে ;
কিছু সুখ না পাইব—হৈব রসভঙ্গে।
৬। একাকী যাইব কিবা সঙ্গে একজন ;
তবে সে শোভয়ে বৃন্দাবনেরে গমন।'

পরব্যসনিনীতি। পরে পাপপতৌ ব্যসনং আসক্তিরতিশয়েন বিদ্যতে অস্যা ইত্যতিশয়ার্থক ইন্ প্রত্যয়ঃ। সা পরব্যসনিনী নারী গৃহকর্ম্মসু পত্যাগৃহোচিতবিবিধব্যাপারেষু বহির্ব্যগ্রাপি অন্তস্তু তমেব তৎপূর্ব্বরজনীনির্বৃত্তং নবসঙ্গরসায়নং অভিনবসঙ্গজনিতরসবিশেষং আস্বাদয়তি আস্বাদ্যাস্বাদ্য পরমানন্দমনুভবতীত্যর্থঃ। তদ্বৎ—বিষয়ব্যাপারসংসক্তঃ সাধকঃ কায়েন বিষয়কর্ম্মসমাদধানঃ মনসা তু পরমানন্দময়ভগবল্লীলারসমেবাস্বাদ্যাস্বাদ্য পরমানন্দমনুভবেদিতি ধ্বনিতং ॥ ১৩ ॥

পাপপতিতে সমাসক্ত কামিনী পতি-গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া অন্তরে নিরন্তর জার-সঙ্গজনিত সুখের আস্বাদন করিয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

উপপতি-সমাসক্তা কামিনী যেমন পতির গৃহকার্য্যে অতিশয় ব্যগ্র থাকিয়াও নিরন্তর মনে মনে উপপতি সঙ্গসুখ আস্বাদন করে, তদ্রূপ তোমরাও রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও মনে মনে শ্রীকৃষ্ণের পরমানন্দময় লীলারস আস্বাদন কর,—ইহাই এই শ্লোক উল্লেখের তাৎপর্য্য। ১৩॥

১। মাঁথে—মস্তকে। ২। দুই জনে…ভক্তগণে—ভক্তগণ, রূপ ও সনাতন এই দুই জনের প্রতি প্রভুর কৃপা দেখিয়া।
৩। প্রতীতি—বিশ্বাস। ৪। তাঁহা—কানাইর-নাটশালায়। কৃষ্ণ-চরিত্র-লীলা—শ্রীকৃষ্ণ উষা-হরণ সময়ে এই স্থানে আসিয়া অবস্থিতি করেন, এইরূপ কিম্বদন্তী আছে। ৫। বৈল—বলিল। ৬। কিবা—কিংবা।

এত চিন্তি প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করি ;
'নীলাচলে' যাব—বলি চলিলা গৌরহরি।
এইমতে চলি চলি আইলা শান্তিপুরে ;
দিন পাঁচ-সাত রহিলা আচার্য্যের ঘরে।
১। শচীদেবী আনি, তাঁরে কৈল নমস্কার ;
২। সাতদিন তাঁর ঠাঁই ভিক্ষা-ব্যবহার।
তাঁর আজ্ঞা লঞা পুনঃ করিলা গমনে ;
বিনয় করিয়া বিদায় দিল ভক্তগণে।
৩। "জনা দুই সঙ্গে আমি যাব নীলাচলে ;
আমারে মিলিবা আসি রথযাত্রা-কালে।"
বলভদ্রাচার্য্য আর পণ্ডিত-দামোদর ;
দুইজন সঙ্গে প্রভু আইলা নীলাচল।
দিন কত রহি তাঁহা চলিলা বৃন্দাবনে ;
লুকাঞা চলিল রাত্রে কেহ নাহি জানে।
বলভদ্রভট্টাচার্য্য রহে মাত্র সঙ্গে ;
৪। ঝাড়িখণ্ড-পথে কাশী আইলা নানা রঙ্গে।
দিন চারি কাশী রহি গেলা বৃন্দাবন ;
মথুরা দেখিয়া দেখে দ্বাদশ কানন।
লীলাস্থল দেখি প্রেমে হইলা অস্থির ;
বলভদ্র কৈল তাঁরে মথুরার বাহির।
গঙ্গাতীরপথে লঞা প্রয়াগে আইলা,
শ্রীরূপ প্রভুরে আসি তাঁহাই মিলিলা।
দণ্ডবৎ করি রূপ ভূমিতে পড়িলা,
পরম আনন্দে প্রভু আলিঙ্গন দিলা।
৫। শ্রীরূপে শিক্ষা করি পাঠান বৃন্দাবন,
আপনে করিলা বারাণসী আগমন।
কাশীতে প্রভুকে আসি মিলিল সনাতন,
দুই মাস রহি তাঁরে করাইল শিক্ষণ।

মথুরা পাঠাইল তাঁরে দিয়া ভক্তিবল,
৬। সন্ন্যাসীরে কৃপা করি গেলা নীলাচল।
ছয় বৎসর প্রভু ঐছে করিল বিলাস,
৭। কভু ইতি-উতি গতি, কভু ক্ষেত্রে বাস।
আনন্দে ভক্তসঙ্গে সদা কীর্ত্তনবিলাস,
জগন্নাথ-দরশন—প্রেমের বিলাস।
মধ্যলীলার কৈল এই সূত্র বিবরণ,
অন্ত্যলীলার সূত্র এবে শুন ভক্তগণ !
বৃন্দাবন হৈতে যদি নীলাচলে আইলা,
আঠার বর্ষ তাঁহা বাস, কাঁহা নাহি গেলা।
প্রতিবর্ষে আইসে সব গৌড়ের ভক্তগণ,
চারিমাস রহে প্রভুর সঙ্গে সম্মিলন।
নিরন্তর নৃত্য-গীত-কীর্ত্তনবিলাস,
আচণ্ডালে প্রেমভক্তি করিলা প্রকাশ।
৮। পণ্ডিত-গোসাঞী কৈল নীলাচলে বাস,
বক্রেশ্বর, দামোদর, শঙ্কর, হরিদাস।
জগদানন্দ, ভবানন্দ, গোবিন্দ, কাশীশ্বর,
পরমানন্দ পুরী, স্বরূপ-দামোদর।
ক্ষেত্রবাসী রামানন্দ রায় প্রভৃতি,
প্রভু সঙ্গে এই সব নিত্য কৈল স্থিতি।
অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, শ্রীবাস,
বিদ্যানিধি, বাসুদেব, মুরারি, আর যত দাস,
প্রতিবর্ষে আইসে সঙ্গে রহে চারিমাস,
তাঁহা সবা লঞা প্রভুর বিবিধ বিলাস।
হরিদাসের সিদ্ধিপ্রাপ্তি—অদ্ভুত সে সব,
আপনি মহাপ্রভু যাঁর কৈল মহোৎসব।
তবে রূপ-গোসাঞীর পুনরাগমন,
তাঁহার হৃদয়ে কৈল প্রভু শক্তিসঞ্চারণ।

১। শচীদেবী আনি—নবদ্বীপ হইতে তাঁহাকে আনাইয়া। ২। তাঁর ঠাঁই ভিক্ষা-ব্যবহার—অর্থাৎ শচীমাতা পাক করিয়া মহাপ্রভুকে ভিক্ষা দিয়াছিলেন। ৩। "জনা...কালে"—এই কথা বলিয়া মহাপ্রভু ভক্তগণের নিকট বিদায় লইয়াছিলেন। ৪। ঝাড়িখণ্ড-পথে—বনপথে।
৫। শিক্ষা করি—যথাযোগ্য শিক্ষা প্রদান করিয়া। ৬। সন্ন্যাসীরে কৃপা করি—ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত আদিলীলার সপ্তম পরিচ্ছেদে আছে।
৭। ইতি-উতি—এখানে ওখানে। ৮। পণ্ডিত গোসাঞী—গদাধর পণ্ডিত।

১। তবে ছোট-হরিদাসে প্রভু কৈল দণ্ড,
২। দামোদর-পণ্ডিত কৈল প্রভুকে বাক্যদণ্ড।
তবে সনাতন-গোসাঞীর পুনরাগমন ;
৩। জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রভু তাঁরে কৈল পরীক্ষণ।
তুষ্ট হঞা পুনঃ তাঁরে পাঠাইল বৃন্দাবন ;
অদ্বৈতের হস্তে প্রভুর অদ্ভুত ভোজন।
নিত্যানন্দ সঙ্গে যুক্তি করিঞা নিভৃতে,
তাঁরে পাঠাইলা গৌড়ে প্রেম প্রচারিতে।
তবে ত বল্লভভট্ট প্রভুরে মিলিলা,
কৃষ্ণনামের অর্থ প্রভু তাঁহারে কহিলা।
প্রদ্যুম্নমিশ্রেরে প্রভু রামানন্দ স্থানে,
কৃষ্ণকথা শুনাইল কহি তাঁর গুণে।
গোপীনাথপট্টনায়ক রামানন্দ-ভ্রাতা,
৪। রাজা মারিতেছিল—প্রভু হৈল ত্রাতা।
৫। রামচন্দ্রপুরী ভয়ে ভিক্ষা ঘাটাইল,
বৈষ্ণবের দুঃখ দেখি অর্দ্ধেক রাখিল।
ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে হয় চৌদ্দভুবন,
চৌদ্দভুবনে বৈসে যত জীবগণ।
মনুষ্যের বেশ ধরি যাত্রিকের ছলে,
প্রভুর দর্শন করে আসি নীলাচলে।
একদিন শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ,
মহাপ্রভুর গুণ গাঞা করেন কীর্ত্তন।
৬। শুনি ভক্তগণে কহে সক্রোধ বচন—
"কৃষ্ণ নাম-গুণ ছাড়ি কি কর কীর্ত্তন ?
ঔদ্ধত্য করিতে হৈল সবাকার মন,
৭। স্বতন্ত্র হইয়া সবে নাশালে ভুবন।"
দশদিকের কোটি কোটি লোক হেনকালে,
'জয় কৃষ্ণচৈতন্য' বলি করে কোলাহলে।
"জয় জয় মহাপ্রভু, ব্রজেন্দ্রকুমার !
জগৎ তারিতে প্রভু তোমার অবতার !

১। ছোট হরিদাসে…দণ্ড—ছোট হরিদাস আচার্য্যের আজ্ঞায় শিখি মাহিতীর বৃদ্ধা ভগিনী মাধবীর নিকট হইতে মহাপ্রভুর সেবার জন্য তণ্ডুল আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু বলিলেন—"যে বৈরাগী স্ত্রী-সম্ভাষণ করে, আমি তাহার মুখাবলোকন করি না, অতএব ছোট হরিদাস যেন আমার নিকট না আইসে।" যখন মহাপ্রভু হরিদাসের প্রতি কিছুতেই প্রসন্ন হইলেন না, তখন ছোট হরিদাস "যেন গৌরচরণ পাই",—এই কামনা করিয়া প্রয়াগে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। পরে গন্ধর্ব্বদেহ প্রাপ্ত হইয়া অলক্ষিত ভাবে মহাপ্রভুকে গান শুনাইতেন। এ বিবরণ অন্ত্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বিবৃত আছে।

২। দামোদর পণ্ডিত…বাক্যদণ্ড—এক উৎকলবাসী অল্পবয়স্ক বিধবা পুত্র প্রতিদিন মহাপ্রভুর নিকট আসিত, তাহার প্রভুগত প্রাণ এবং প্রভুও তাহাতে প্রীতি করেন ; কিন্তু দামোদর পণ্ডিতের তাহা সহ্য হয় না, অথচ সুস্পষ্ট কিছু বলিতেও পারেন না। একদিন সুস্পষ্টই মহাপ্রভুকে বলিলেন—"প্রভো ! আপনিও যুবা এবং এই বালকের মাতাও সুন্দরী ও যুবতী ; সে সতী হইলেও তাহার এই মহান্ দোষ যে, সে যুবতী ও সুন্দরী ; আপনি সেই বিধবার পুত্র লইয়া এত আমোদ-আহ্লাদ করেন, তাহাতে লোক অন্যথা-আশঙ্কা করিতে পারে, ইহার পর লোকে কাণাকাণি করিবে, অতএব ইহা ভাল নয়।" তখন মহাপ্রভু দামোদরকে ধন্যবাদ দিয়া বালকের আগমন নিষেধ করিলেন। এ বিবরণ অন্ত্যলীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদে বিবৃত আছে।

৩। জ্যৈষ্ঠ মাসে…পরীক্ষণ—একদা মহাপ্রভু ভক্তানুরোধে যমেশ্বর-টোটা ভিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যাহ্নকালে শ্রীসনাতন গোস্বামীকে ডাকাইলে শ্রীসনাতন গোস্বামী সমুদ্রের বালুকার উপরি দিয়া আগমন করায়, তাঁহার পায়ে ফোস্কা পড়িয়াছিল। মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন—"সনাতন কোন্ পথে আগমন করিলে ?" তিনি বলিলেন,—"বালুকার উপর দিয়া।" প্রভু বলিলেন,—"এত কষ্ট পাইয়া কেন আসিলে ? পায়ে ফোস্কা পড়িয়াছে, যাইতে কষ্ট হইবে ; সিংহদ্বার দিয়া আসিলেই ত হইত।" সনাতন বলিলেন—"প্রভো। ইহাতে কষ্ট বোধ করি না। সিংহদ্বারে জগন্নাথের সেবক গতাগতি করিতেছেন, যদি দৈবাৎ আমার স্পর্শ হয়, তবে যে মহা অপরাধ হইবে ! এই জন্য বালুকার উপরি দিয়া আসিয়াছি।" ইহা শুনিয়া মহাপ্রভু বলিলেন,—"এরূপ না হইলে কি আর লোক শিক্ষা হয় !" এইরূপ বাক্যে মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন। এ সকল বিষয় অন্ত্যলীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদে বিবৃত আছে।

৪। রাজা…ত্রাতা—ইহার বিশেষ বিবরণ অন্ত্যলীলার নবম পরিচ্ছেদে আছে। ৫। ঘাটাইল—সঙ্কোচ করিলেন, ইহার বিবরণ অন্ত্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে আছে।

৬। শুনি—শুনিয়া। ভক্তগণে—ভক্তগণকে। কহে—কহিলেন অর্থাৎ মহাপ্রভু ভক্তগণকে সক্রোধ বচন বলিলেন।

৭। নাশালে—নাশ করিলে।

১। বহুদূর হৈতে আইলাম হঞা বড় আর্ত্ত,
দরশন দিয়া প্রভু করহ কৃতার্থ।”
২। শুনিয়া লোকের দৈন্য দ্রবিলা হৃদয়,
বাহিরে আসি দরশন দিলা দয়াময়।
বাহু তুলি বলে প্রভু—“বোল ‘হরি হরি’!”
উঠিল শ্রীহরিধ্বনি চতুর্দ্দিক ভরি।
প্রভু দেখি প্রেমে লোক আনন্দিতমন,
প্রভুকে ঈশ্বর বলি করয়ে স্তবন।
স্তব শুনি প্রভুকে কহেন শ্রীনিবাস—
“ঘরে গুপ্ত হঞা কেন বাহিরে প্রকাশ?
কে শিক্ষাইল এই লোকে? কহে কোন্ বাত?
ইহা সবার মুখ ঢাক দিয়া নিজ হাত?
সূর্য্য যেন উদয় করি চাহে লুকাইতে,
বুঝিতে না পারি তোমার ঐছন চরিতে?”

প্রভু কহে—“শ্রীনিবাস ছাড় বিড়ম্বনা,
সবে মিলি কর মোর কতেক লাঞ্ছনা।”
এত বলি লোকে করি’ শুভদৃষ্টি দান,
৩। অভ্যন্তরে গেলা, লোক হৈল পূর্ণ কাম।
৪। রঘুনাথদাস নিত্যানন্দ-পাশে গেলা,
চিড়াদধি-মহোৎসব তাঁহাই করিলা।
তাঁর আজ্ঞা লঞা গেলা প্রভুর চরণে,
প্রভু তাঁরে সমর্পিল স্বরূপের স্থানে।
ব্রহ্মানন্দ ভারতীর ঘুচাইল চর্ম্মাম্বর,
এইমত লীলা কৈল ছয় বৎসর।
আদি দ্বাদশ বৎসরের এই সূত্রগণ,
শেষ দ্বাদশ বৎসরের শুন বিস্তার-বর্ণন।
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ,
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

১। আর্ত্ত—দুঃখিত। ২। দ্রবিলা—আর্দ্র হইল। ৩। লোক—লোকের।
৪। নিত্যানন্দ পাশে—সে সময় নিত্যানন্দ প্রভু পাণিহাটী গ্রামে ছিলেন।

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে মধ্যলীলা-সূত্র-বর্ণনং নাম
প্রথম পরিচ্ছেদঃ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিচ্ছেদেঽস্মিন্ প্রভোরন্ত্যলীলাসূত্রানুবর্ণনে।
গৌরস্য কৃষ্ণবিচ্ছেদপ্রলাপাদ্যনুবর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য ! জয় নিত্যানন্দ !
জয়াদ্বৈতচন্দ্র ! জয় গৌর-ভক্তবৃন্দ !
শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর ;
কৃষ্ণের বিরহস্ফূর্ত্তি হয় নিরন্তর।
১। শ্রীরাধিকার চেষ্টা যেন উদ্ধব-দর্শনে ;
এইমত দশা প্রভুর হয় রাত্রিদিনে।
নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ-উন্মাদ ;
২। ভ্রমময় চেষ্টা, সদা প্রলাপময় বাদ।
৩। লোমকূপে রক্তোদ্গম, দন্ত সব হালে ;
ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ হয়, ক্ষণে অঙ্গ ফুলে।
৪। গম্ভীরা-ভিতরে রাত্রে নাহি নিদ্রা লব ;
ভিতে মুখ-শির ঘষে, ক্ষত হয় সব।
৫। তিন দ্বারে কপাট, প্রভু যায়েন বাহিরে ;
৬। কভু সিংহদ্বারে পড়ে, কভু সিন্ধুনীরে।
৭। চটক পর্ব্বত দেখি গোবর্দ্ধন-ভ্রমে ;
ধাঞা চলে আর্ত্তনাদ করিয়া ক্রন্দনে।
৮। উপবনোদ্যান দেখি বৃন্দাবন-জ্ঞান ;
তাঁহা যাই নাচে গায়—ক্ষণে মূর্চ্ছা যান।
৯। কাঁহা নাহি শুনি যে যে ভাবের বিকার ;
সেই ভাব হয় প্রভুর শরীরে প্রচার।
১০। হস্ত-পাদের সন্ধি সব বিতস্তি-প্রমাণে ;
১১। সন্ধি ছাড়ি ভিন্ন হয়ে চর্ম্ম রহে স্থানে।

বিচ্ছেদে ইতি। প্রভোঃ শ্রীগৌরস্য শ্রীগৌরাঙ্গস্য অন্ত্যলীলায়াঃ সূত্রাণাং সঙ্ক্ষিপ্তবিবরণানাং অনুবর্ণনং যস্মিন্ স তস্মিন্ অস্মিন্ দ্বিতীয়ে বিচ্ছেদে পরিচ্ছেদে শ্রীকৃষ্ণস্য বিচ্ছেদজনিতপ্রলাপাদি অনুবর্ণ্যতে ময়েতি শেষঃ ॥ ১ ॥

যাহাতে অন্ত্যলীলার সঙ্ক্ষিপ্ত বিবরণের বর্ণন আছে, সেই এই মধ্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কৃষ্ণ বিচ্ছেদজনিত প্রলাপাদি বর্ণিত হইতেছে ॥ ১ ॥

১। শ্রীরাধিকার…রাত্রিদিনে—শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে ৪৭ অধ্যায়ে গোপীসান্ত্বনার্থ উদ্ধব ব্রজে আগমন করিলে, তাঁহাকে দর্শন করিয়া শ্রীরাধিকার যে সকল চেষ্টা অর্থাৎ দিব্যোন্মাদ হইয়াছিল, মহাপ্রভুর সেইরূপ অবস্থা দিনরাত্রি হইত। রূঢ় ও অধিরূঢ় ভেদে মহাভাব দ্বিবিধ। মোদন ও মাদন ভেদে সেই অধিরূঢ় মহাভাব আবার দুই প্রকার, তন্মধ্যে মোদনাখ্য-মহাভাব শ্রীরাধিকাযূথ ভিন্ন অন্যত্র প্রকট হয় না ; যেহেতু এই মোদন হ্লাদিনীশক্তির পরমবৃত্তিরূপ,—অতএব সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রবিশ্লেষ-দশায় সেই মোদনকে মোহন বলে। ইহাতে বিরহ-বিবশতা হেতু সমস্ত সাত্ত্বিক ভাব সুদ্দীপ্ত হয় ; দিব্যোন্মাদ প্রভৃতি তাহার অনুভাব। শ্রীরাধিকাতে প্রায়ই এই মোহনের উদ্গম হয়। ইহাতে প্রতি সঞ্চারীতেই মোহের প্রাধান্য থাকে। কোন গতি-বিশেষে উপেত সেই মোহনের অনির্ব্বচনীয় যে ভ্রমাকার বৈচিত্রী, তাহাকে দিব্যোন্মাদ বলে। উদ্ঘূর্ণা এবং চিত্রজল্প প্রভৃতি ভেদে দিব্যোন্মাদ বহুবিধ। উদ্ধব-দর্শনে শ্রীরাধিকার যে মোহনাখ্য-মহাভাবের উদ্গম হইয়াছিল, শ্রীমহাপ্রভুরও সেই সকল ভাব ক্ষণে ক্ষণে শরীরাদিতে প্রকটিত হইতেছিল।

২। প্রলাপ=ব্যর্থ বাক্য। বাদ—বচন। ৩। লোমকূপে…অঙ্গ ফুলে—এ সকল সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাবের চিহ্ন।

৪। গম্ভীরা=অভ্যন্তর-গৃহ (উৎকল ভাষা)। লব=লেশ। ৫। তিন দ্বারে কপাট=তিনদ্বার কপাট রুদ্ধ। মহাপ্রভু যে স্থানে থাকিতেন, সেই ঘরের তিনটী দ্বার ছিল ; বহির্ভাগে কপাট রুদ্ধ থাকিত ; মহাপ্রভু যাইবার সময় তাহারা আপনি উন্মুক্ত হইয়াছিল।

৬। সিংহদ্বার=জগন্নাথের শ্রীমন্দির প্রবেশের প্রধান দ্বার, প্রথম দরজা। ৭। চটক পর্ব্বত=পুরীর নিকটস্থ পর্ব্বত বিশেষ। গোবর্দ্ধন ভ্রমে=ভ্রমবশতঃ গোবর্দ্ধন বোধ করিয়া। ৮। উপবনোদ্যান=জগন্নাথবল্লভ উদ্যান। ৯। কাঁহা—কোথাও।

১০। বিতস্তি—দ্বাদশাঙ্গুল। ১১। সন্ধি ছাড়ি—অস্থি-সন্ধি অর্থাৎ জানুকফোনি প্রভৃতিতে পরস্পর অস্থিবন্ধন স্থানভ্রষ্ট হইয়াছিল।

হস্ত-পদ-শির সব শরীর ভিতরে
প্রবিষ্ট হয়,—কূর্ম্মরূপ দেখিয়ে প্রভুরে।
এইমত অদ্ভুত-ভাব শরীরে প্রকাশ,
১। মনেতে শূন্যতা, বাক্য হা-হা-হা-হুতাশ।
—"কাঁহা করোঁ, কাঁহা পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন ?
কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন ?
কাহারে কহিব কে বা জানে মোর দুঃখ ?
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা ফাটে মোর বুক্!"—
এইমত বিলাপ করে—বিহ্বল অন্তর,
২। রায়ের নাটক-শ্লোক পড়ে নিরন্তর।

তথাহি **জগন্নাথবল্লভনাটকে** তৃতীয়াঙ্কে নবমশ্লোকে মদনিকাং প্রতি শ্রীরাধিকায়া বাক্যং—

প্রেমচ্ছেদরুজোঽবগচ্ছতি হরি-
র্নায়ং ন চ প্রেম বা,
স্থানাস্থানমবৈতি নাপি মদনো
জানাতি নো দুর্ব্বলাঃ।
অন্যো বেদ ন চান্যদুঃখমখিলং
নো জীবনং বাশ্রবং,
দ্বিত্রীণ্যেব দিনানি যৌবনমিদং
হা হা বিধে কা গতিঃ ॥ ২ ॥

অস্যার্থঃ যথারাগঃ।

৩। "উপজিল প্রেমাঙ্কুর ভাঙ্গিল যে দুঃখপূর
কৃষ্ণ তাহা নাহি করে পান।
৪। বাহিরে নাগররাজ ভিতরে শঠের কায,
পর-নারীবধে সাবধান ॥
সখিহে না বুঝিয়া বিধির বিধান ;
৫। সুখ লাগি কৈল প্রীত হৈল দুঃখ বিপরীত
এবে যায় না রহে পরাণ ॥

প্রেমচ্ছেদেতি। অয়ং হরিঃ প্রেমশ্ছেদেন ভঙ্গেন যা রুজঃ পীড়াস্তা নাবগচ্ছতি ন জানাতি। প্রেম বা অপি স্থানাস্থানং পাত্রস্য যোগ্যাযোগ্যত্বং ন অবৈতি অবগচ্ছতি। পাত্রাপাত্রবিচারসামর্থ্যবিহীনঃ প্রেমেত্যর্থঃ। মদনঃ কন্দর্পঃ নোঽস্মান্ দুর্ব্বলা ন জানাতি। তথা সতি দুর্ব্বলমারণে তস্য কিং বীরত্বং স্যাদিতি ভাবঃ। 'নন্বু কিয়ন্তং কালং ধৈর্য্যমবলম্ব্যতামচিরাদেব শ্রীকৃষ্ণঃ সমাগত্য দুঃখং দূরীকরিষ্যতী'ত্যাশঙ্ক্যাহ—অন্য ইতি। অন্যোজনঃ অন্যস্য অপরস্য দুঃখং অখিলং পরিপূর্ণং সোঢ়ুমশক্যমিতি ভাবঃ, ন জানাতি নানুভবতি। অনুভবে সতি নৈবমুচ্যেতেত্যর্থঃ। নো বা জীবনং আশ্রবং বিশ্বসনীয়ং ভবতি। ইদং যৌবনধনং দ্বিত্রাণ্যেব দিনানি স্থাস্যতি। হাহা ইতি খেদে। হে বিধে! কা গতিঃ ? কীদৃশী সৃষ্টিরিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

এই হরি প্রেমভঙ্গজনিত-পীড়া জানিতে পারেন না। প্রেমও পাত্রাপাত্র বিচার-রহিত। কন্দর্পও আমাদিগকে দুর্ব্বল বলিয়া জানিল না। অন্যের দুঃখ অন্য ব্যক্তি বুঝিতে পারে না। আমাদিগের জীবনেও বিশ্বাস নাই এবং নারীর যৌবন দুই তিন দিনের নিমিত্ত। হে সখি! বিধাতার কি অপূর্ব্ব সৃষ্টি ॥ ২ ॥

১। শূন্যতা—অস্থিরতা। এই সকল ভাব ব্যাধির। বিয়োগাদি-জনিত জ্বরাদিকে ব্যাধি বলে; স্তম্ভ, অঙ্গের শিথিলতা, দীর্ঘনিশ্বাস, উত্তাপ এবং ক্লমাদি—তাহার ক্রিয়া। ২। রায়ের—রামানন্দ রায়ের। নাটক—শ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটক।

৩। উপজিল—উৎপন্ন হইল। ভাঙ্গিল যে দুঃখপুর—যে প্রেম ভঙ্গ হইলে দুঃখপুর (দুঃখরাশি) রূপে প্রকাশ পায়। কৃষ্ণ তাহা নাহি করে পান—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ সেই দুঃখরাশির আস্বাদন করেন না (জানেন না)।

৪। বাহিরে…সাবধান—প্রেম সমুদ্রস্বরূপ, নির্ব্বেদাদি সঞ্চারি-ভাবগুলি তাহার তরঙ্গস্বরূপ। সমুদ্র হইতে যেমন তরঙ্গরাশি উদ্ভূত হইয়া সমুদ্রকে বর্দ্ধিত করে, পশ্চাৎ তাহাতে মিশিয়া তৎস্বরূপ হইয়া যায়, সেইরূপ প্রেমসমুদ্র হইতে নির্ব্বেদাদি সঞ্চারি ভাব উদ্গত হইয়া প্রেমকে বর্দ্ধিত করে এবং তাহাতে মিশিয়া তাহার স্বরূপ হইয়া যায়। এই স্থানে ঈর্ষা-ভাবের উৎপত্তি হইল। ত্রয়স্ত্রিংশৎ ভাবের মধ্যে না থাকিলেও অমর্ষে ঈর্ষার অন্তর্ভাব করিয়াছেন।

৫। সুখ লাগি…পরাণ—এ স্থানে বিষাদের উৎপত্তি। অভীষ্ট বস্তুর অপ্রাপ্তি, প্রারব্ধ কার্য্যের অসিদ্ধি, বিপদ্ এবং অপরাধাদি-জনিত অনুতাপকে বিষাদ বলে। উপায় ও সহায়ের অনুসন্ধান, চিন্তা, রোদন, বিলাপ, দীর্ঘনিশ্বাস, বৈবর্ণ্য এবং মুখশোষাদি—তাহার ক্রিয়া। এ স্থানে অভীষ্ট বস্তুর অপ্রাপ্তিনিবন্ধন অনুতাপ—বিলাপ-অনুভাব। এইরূপ সর্ব্বত্র জানিতে হইবে।

১। কুটিল প্রেমা অগেয়ান 'নাহি জানে স্থানাস্থান
ভাল-মন্দ নারে বিচারিতে।
ক্রূর শঠের গুণডোরে হাতে গলে বান্ধি মোরে
রাখিয়াছে নারি উকাশিতে॥
২। যে মদন তনুহীন পরদ্রোহে পরবীণ
পাঁচ বাণ সন্ধে অনুক্ষণ।
অবলার শরীরে বিন্ধি করে জরজরে
দুঃখ দেয়—না লয় জীবন॥
৩। 'অন্যের যে দুঃখ মনে অন্য তাহা নাহি জানে'
—সত্য এই শাস্ত্রের বিচার।
অন্য জন কাঁহা লিখি না জানয়ে প্রাণসখী
যাতে কহে ধৈর্য্য করিবার॥
৪। 'কৃষ্ণ কৃপাপারাবার কভু করিবেন অঙ্গীকার'
—সখি তোর ব্যর্থ এ বচন।
জীবের জীবন চঞ্চল যেন পদ্মপত্রের জল
ততদিন জীবে কোন্ জন ?
৫। 'শত বৎসর পর্য্যন্ত জীবের জীবন অন্ত'
এই বাক্য কহ না বিচারি।
নারীর যৌবন-ধন যারে কৃষ্ণ করে মন
সে যৌবন—দিন দুই-চারি॥
অগ্নি যৈছে নিজধাম দেখাইয়া অভিরাম
পতঙ্গীরে আকর্ষিয়া মারে।
কৃষ্ণ ঐছে নিজগুণ দেখাইয়া হরে মন
পাছে দুঃখ-সমুদ্রেতে ডারে॥"—
এতেক বিলাপ করি বিষাদে শ্রীগৌরহরি
৬। উঘারিয়া দুঃখের কপাট।
৭। ভাবের তরঙ্গ-বলে নানারূপে মন চলে
আর এক শ্লোক কৈল পাঠ॥

তথাহি গোস্বামিপাদোক্ত-শ্লোকঃ—
শ্রীকৃষ্ণরূপাদিনিষেবণং বিনা,
ব্যর্থানি মেঽহান্যখিলেন্দ্রিয়াণ্যলং।
পাষাণশুষ্কেন্ধনভারকাণ্যহো,
বিভর্ম্মি বা তানি কথং হতত্রপঃ॥ ৩॥

শ্রীকৃষ্ণরূপাদীতি। শ্রীকৃষ্ণস্য রূপাদীনাং রূপ-শব্দ-রস-গন্ধ-স্পর্শানাং নিষেবণং দর্শনাদিকং বিনা যে মম অহানি দিনানি তদ্গতজীবনানীত্যর্থঃ, অখিলানি ইন্দ্রিয়াণি চ অলমত্যর্থং ব্যর্থানি ভবন্তি। অতএব পাষাণবৎ শুষ্কেন্ধনং শুষ্ককাষ্ঠং তদ্বচ্চ নৈরস্য গৌরবাংশে দৃষ্টান্তঃ। ভারো যেষাং তানি, (বহুব্রীহ্যর্থে কন্)। তানি অহানি ইন্দ্রিয়াণি চ, চার্থে বা শব্দঃ। অহো খেদে। হতত্রপঃ নির্লজ্জঃ সন্ কথং বিভর্ম্মি ধারয়ামীতি, ইতো মৃতিরেব মম শ্রেয়সীতি ধ্বনিঃ॥ ৩॥

শ্রীকৃষ্ণের রূপাদির দর্শনাদি ব্যতীত আমার ইন্দ্রিয়বর্গ ও জীবনোচিত কাল সমুদায় অতিশয় ব্যর্থ হইতেছে। অহো! পাষাণ এবং শুষ্ককাষ্ঠ সদৃশ মহাভার এই জীবন ও ইন্দ্রিয়বর্গ আমি নির্লজ্জ হইয়া কেন ধারণ করিতেছি ?॥ ৩॥

১। অগেয়ান—অজ্ঞান। নারি উকাশিতে—উকাশিতে, উৎকাশিতে অর্থাৎ প্রকাশ করিতে নারি (পারি না)।

২। পরবীণ—প্রবীণ অর্থাৎ নিপুণ। পাঁচ বাণ—সম্মোহন, শোষণ, উদ্দীপন, তাপন এবং মোদন কন্দর্পের এই পঞ্চবাণ। অবলার—অর্থাৎ আমার। ৩। অন্যের যে দুঃখ…জানে—একের মনের দুঃখ অন্যের অনুভবের বিষয় হয় না। অন্য জন…করিবার—অন্য জনকে কোথায় লিখি অর্থাৎ দূর হইতে কি জানাইব! অথবা অন্যের কথা আর কি লিখিব,—যাহারা আমার দুঃখে দুঃখিনী সর্ব্বদা নিকটে থাকে, সেই প্রিয়সখীরাও আমার মনের দুঃখ বুঝিতে পারে না; যদি বুঝিতে পারিত, তবে আর ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে বলিত না।

৪। কৃপাপারাবার—দয়ার সাগর। কভু…অঙ্গীকার—অবশ্যই একদিন ব্রজে আসিবেন। তোর এ বচন ব্যর্থ। আমি ততদিন বাঁচিলে ত ?

৫। মনুষ্য-জীবন শতবৎসরস্থায়ী হইলেও কৃষ্ণসুখ-হেতু যৌবন অল্পদিন স্থায়ী, অর্থাৎ আমার যৌবনান্তে শ্রীকৃষ্ণ আসিলে কি দিয়া তাঁহার সেবা-সুখ সম্পাদন করিব ?

৬। উঘাড়িয়া—উদ্ঘাটিত করিয়া অর্থাৎ খুলিয়া। দুঃখের কপাট—দুঃখগৃহের কপাট।

৭। ভাবের তরঙ্গ—এই পদ্যে নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, অসূয়া, ব্যাধি, মতি এবং ঔৎসুক্য প্রভৃতি ভাববর্গের সন্ধি এবং শাবল্য আছে, রসজ্ঞেরা আস্বাদন করিয়া বুঝিবেন। গ্রন্থবাহুল্য ভয়ে সে সকল বিস্তারিত হইল না। ভাবদ্বয় অথবা বহুভাবের সংমিশ্রণকে সন্ধি বলে, এবং ভাববর্গের পরস্পর সম্মর্দ্দনকে শাবল্য বলে।

যথারাগঃ।

১। "বংশীগানামৃতধাম লাবণ্যামৃতজন্মস্থান
যে না দেখে সে চাঁদবদন।
সে নয়নে কিবা কাজ পড়ুক তার মুণ্ডে বাজ
সে নয়ন রহে কি কারণ ?

২। সখি হে শুন মোর হতবিধি-বল।
মোর বপু-চিত্ত-মন সকল ইন্দ্রিয়গণ
কৃষ্ণ বিনা সকল বিফল॥
কৃষ্ণের মধুর বাণী অমৃতের তরঙ্গিণী
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে।
কাণাকড়ি-ছিদ্র সম জানিহ সে শ্রবণ,
তার জন্ম হৈল অকারণে॥

৩। কৃষ্ণের অধরামৃত কৃষ্ণ-গুণচরিত
সুধাসারস্বাদ-বিনিন্দন।
তার স্বাদ যে না জানে জন্মিয়া না মৈল কেনে
সে রসনা ভেক-জিহ্বা সম॥

৪। মৃগমদ নীলোৎপল মিলনে যে পরিমল
যেই হরে তার গর্ব্বমান।
হেন কৃষ্ণ-অঙ্গগন্ধ যার নাহি সে সম্বন্ধ
সেই নাসা ভস্ত্রার সমান॥

৫। কৃষ্ণ-কর-পদতল কোটিচন্দ্র সুশীতল
তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি।
তার স্পর্শ নাহি যার সে যাউক ছারখার
সেই বপু লৌহসম জানি॥"

করি এত বিলাপন প্রভু শচীনন্দন
উঘাড়িয়া হৃদয়ের শোক।

৬। দৈন্য-নির্ব্বেদ-বিষাদে হৃদয়ের অবসাদে
পুনরপি পড়ে এক শ্লোক॥

১। বংশীগানামৃত ধাম—বংশীগানরূপ অমৃতের ধাম (বাসস্থান), অর্থাৎ সেই মুখচন্দ্র হইতে অমৃত কণা কণা নিঃসৃত হইয়া ইতস্ততঃ প্রসর্পণ করে। লাবণ্যামৃত-জন্মস্থান—সৌন্দর্য্যামৃতের জন্মস্থান অর্থাৎ লোকে যাহা কিছু সৌন্দর্য্য আছে, সেই শ্রীমুখচন্দ্রের কিরণের কিঞ্চিৎ ছটার আভাস মাত্র। তাৎপর্য্য এই যে,—সে মুখ ভিন্ন অন্যত্র সৌন্দর্য্য নাই। লাবণ্য এই শব্দটী লবণ শব্দ হইতে নিষ্পন্ন ; লবণাম্বুতে যেমন চাক্‌চিক্য-ছটা থাকে, সেইরূপ রূপের চাক্‌চিক্যকে লাবণ্য বলে। বাজ=বজ্র। সে নয়ন রহে কি কারণ—অর্থাৎ নয়নধারণের ফল উপাদেয় বস্তু সন্দর্শন, তাহা না হইলে হেয়বস্তু দর্শন অপেক্ষা তাহার অন্ধতাই ভাল।

২। হতবিধি=দুরদৃষ্ট। তরঙ্গিনী=নদী। শ্রবণে=কর্ণে। কাণাকড়ি ছিদ্রসম—কাণাকড়ির ছিদ্র কোন কার্য্যকর হয় না, প্রত্যুত সে কড়ি লোকের অগ্রাহ্য, তাহার বিনিময়ে কোন দ্রব্যাদি পাওয়া যায় না ; সুতরাং ব্যর্থ।

৩। বিনিন্দন—বিনিন্দক, অর্থাৎ লোকে যে পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত এবং গুণ ও চরিতের আস্বাদন না করে, সেই পর্য্যন্ত সুধাসারের প্রশংসা করে। কিন্তু কৃষ্ণের অধরামৃত পান ও গুণ চরিতের কীর্ত্তন করিলে তখন সুধাকে হেয় বলিয়াই নিন্দা করে। তার—কৃষ্ণের অধরামৃত ও গুণ চরিতের। ভেকজিহ্বা সম—ভেক যেমন সুমধুর জলরাশিতে বাস করিলেও তাহার জিহ্বা কর্দ্দমাক্ত জলপান করে, সে সুমধুর জলের স্বাদ জানে না, তদ্রূপ যে জিহ্বা কৃষ্ণের অধরামৃত পান না করিয়া কর্দ্দমসদৃশ প্রাকৃতরসের আস্বাদন করে, তাহাও ভেকজিহ্বা সম। তা' ছাড়া ভেক-জিহ্বা যেমন সংসারনাশক হরিগুণ কীর্ত্তন না করিয়া স্বীয় শব্দদ্বারা নিজ শত্রু সর্পকে আহ্বান করতঃ তাহার কবলে নিপতিত হইয়া প্রাণ হারায়, তদ্রূপ যে জিহ্বা কৃষ্ণগুণ-চরিত কীর্ত্তনে পরাঙ্মুখ হইয়া বিষয়বার্ত্তা কীর্ত্তন করতঃ কালসর্পকে আহ্বান করিয়া তাহার কবলে কবলিত ও স্বীয় জীবনে বঞ্চিত হয়, তাহাও ভেকজিহ্বা সম। এজন্য এরূপ রসনাকে ভেকজিহ্বা সম বলা হইয়াছে।

৪। পরিমল—বিমর্দ্দনোত্থ, জনমনোহারী গন্ধ। যেই—কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ। তার—মৃগমদ ও নীলোৎপলের সম্মিলন-জনিত পরিমলের। যার=যে নাসার। ভস্ত্রা=কর্ম্মকারের যাঁতা। ভস্ত্রার শ্বাস থাকিলেও যেমন কোন সুগন্ধ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না, কেবল ভস্মরাশিতে ব্যপ্ত হয় এবং নিরন্তর অগ্নিতাপ গ্রহণ করে, তদ্রূপ যে নাসা কৃষ্ণাঙ্গ-গন্ধ গ্রহণ না করিয়া প্রাকৃত-গন্ধে মুগ্ধ হয়, সে কেবল দুর্ব্বাসনা-রূপ ভস্মরাশি পরিব্যাপ্ত হয় এবং নিরন্তর আধ্যাত্মিকাদি-তাপত্রয়ে দহ্যমান হয়। তাই বলিলেন—তার নাসা ভস্ত্রার সমান।

৫। করপদতল=করতল ও পদতল। কোটিচন্দ্র সুশীতল=কোটিচন্দ্র হইতেও সুশীতল। যেন স্পর্শমণি=স্পর্শমণির ন্যায়। স্পর্শমণির স্পর্শে যেমন লৌহ সুবর্ণ হয়, তদ্রূপ কুব্জার ন্যায় কৃষ্ণাঙ্গ-স্পর্শে প্রাকৃত দেহও অপ্রাকৃত হয়। ৬। দৈন্য=দুঃখ, ত্রাস এবং অপরাধাদিহেতু আপনাকে নিকৃষ্ট জ্ঞান করাকে দৈন্য বলে ; চাটু, হৃদয়ের অপটুতা, মলিনতা, চিন্তা এবং অঙ্গের জড়তাদি—তাহার কার্য্য। নির্ব্বেদ, মহার্ত্তি, বিচ্ছেদ, ঈর্ষা এবং সদ্বিবেকাদি দ্বারা নিজের অবমাননাকে নির্ব্বেদ বলে ; চিন্তা, অশ্রু, বৈবর্ণ্য, দৈন্য এবং দীর্ঘনিশ্বাস প্রভৃতি—তাহার কার্য্য। বিষাদ ২০২ পৃষ্ঠায় দেখুন।

তথাহি শ্রীজগন্নাথবল্লভ-নাটকে তৃতীয়াঙ্কে একাদশশ্লোকে শ্রীরাধিকা-বাক্যং—

যদা যাতো দৈবান্মধুরিপুরসৌ লোচনপথং,
তদাস্মাকং চেতো মদনহতকেনাহৃতমভূৎ।
পুনর্যস্মিন্নেষ ক্ষণমপি দৃশোরেতি পদবীং,
বিধাস্যামস্তস্মিন্নখিলঘটিকা রত্নখচিতাঃ ॥ ৪ ॥

অস্যার্থঃ যথারাগঃ।

১। "যে কালে বা স্বপনে দেখিলুঁ বংশীবদনে
সেই কালে আইলা দুই বৈরী।
আনন্দ আর মদন হরি নিল মোর মন
দেখিতে না পাইল নেত্র ভরি ॥
২। পুনঃ যদি কোন ক্ষণ করায় কৃষ্ণ দরশন
তবে সেই ঘটী-ক্ষণ-পল।
দিয়া মাল্যচন্দন নানারত্ন-আভরণ
৩। অলঙ্কৃত করিমু সকল ॥"

৪। ক্ষণে বাহ্য হৈল মন আগে দেখে দুইজন
৫। তারে পুছে—"আমি না চৈতন্য ?
স্বপ্নপ্রায় কি দেখিনু কিবা আমি প্রলাপিনু ?
তোমরা কিছু শুনিয়াছ দৈন্য ?
শুন মোর প্রাণের বান্ধব !
নাহি কৃষ্ণ-প্রেমধন দরিদ্র মোর জীবন
দেহেন্দ্রিয় বৃথা মোর সব ॥"
পুনঃ কহে "হায় হায় ! শুন স্বরূপ-রামরায়
এই মোর হৃদয়-নিশ্চয়।
শুনি কর বিচার হয় নয় কহ সার"—
এত বলি শ্লোক উচ্চারয় ॥

তথাহি শ্রীমদ্‌ভাগবতে দশমস্কন্ধীয়ৈকত্রিংশাধ্যায়স্য প্রথমাঙ্কধৃত 'জয়তিতেঽধিক'মিত্যস্য তোষণীকৃত-ব্যাখ্যায়াং ধৃতোক্ত্যাঃ—

কইঅব রহিদং পেম্মং ণ হি
হোই মানুষে লোএ।

যদেতি। যদা যস্মিন্ সময়ে দৈবাৎ সৌভাগ্যবশাদসৌ মধুরিপুঃ শ্রীকৃষ্ণঃ লোচনপথং যাতোগত আসীৎ, তদা মদনহতকেনাস্মাকং চেত আহৃতমপহৃতমভূৎ। পূর্ব্বমঙ্কুরায়মাণোঽপি কামঃ কৃষ্ণপ্রেমা, 'প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথা'মিত্যস্মাৎ। দর্শনানন্তরমুচ্ছলিতো বভূবেত্যর্থঃ। হতকেনেত্যাক্ষেপোক্তিঃ। পুনর্যস্মিন্ সময়ে ক্ষণমপি স্বল্পকালমপি এষ কৃষ্ণো দৃশোর্নয়নয়োঃ পদবীং বিষয়ং এতি (ভবিষ্যৎ-সামীপ্যে বর্ত্তমানতা) এষ্যতীত্যর্থঃ। তস্মিন্ সময়ে কালে অখিলঘটিকাঃ সমগ্রান্ দণ্ডান্ রত্নৈ রত্নালঙ্কারৈঃ খচিতা বিধাস্যাম ইতি। অত্র লালসাধিক্যং ব্যঞ্জিতং ॥ ৪ ॥

কইঅব ইতি। "কৈতবরহিতং প্রেম, ন হি ভবতি মানুষে লোকে। যদি ভবতি—কস্য বিরহো ! বিরহে ভবতি কো জীবতি ?"—ইতি সংস্কৃতং। কৈতবেন কপটেন রহিতং ত্যক্তং প্রেম মানুষে লোকে নরলোকে ন ভবতি,

যে কালে সৌভাগ্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণ আমার নয়নগোচর হইয়াছিলেন, তৎক্ষণাৎ পোড়া মদন আমার চিত্ত হরণ করিয়াছিল। আবার যে সময়ে অল্পকালের জন্যও শ্রীকৃষ্ণ আমার নয়নপথের পথিক হইবেন, আমি সে সময়ের সমস্ত ঘটিকা রত্নালঙ্কারে বিভূষিত করিব ! ॥ ৪ ॥

১। যে কালে—অর্থাৎ জাগ্রদবস্থায়। বা—বিকল্পে, অর্থাৎ অথবা। স্বপনে—স্বপ্নাবস্থাতে। বংশীবদনে—ইহা দ্বারা নবকৈশোরের অভিব্যক্তি সূচিত হইল। বৈরী—শত্রু। আনন্দ আর মদন অর্থাৎ কাম—এই দুই শত্রু। দেখিতে…ভরি—অর্থাৎ সে সময়ে প্রেমের উচ্ছ্বাসে নিতান্তই মোহিত হইয়াছিলাম, তাহাতেই নয়ন ভরিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই।

২। ঘটী—দণ্ড। ক্ষণ—অষ্টাদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা, ত্রিশ কাষ্ঠায় এক কলা, ত্রিশ কলায় এক ক্ষণ। পল—দণ্ডের ষষ্টিভাগের এক ভাগ।

৩। সকল—অর্থাৎ সেই ক্ষণ-দণ্ডাদি।

৪। ক্ষণে…মন—অর্থাৎ ক্ষণকাল মনের বাহ্যানুসন্ধান হইল। দুই জন—স্বরূপ গোস্বামী এবং রামানন্দ রায়। ৫। আমি না চৈতন্য—আমি কি চৈতন্য অর্থাৎ জাগ্রদবস্থায় আছি ?

জই হোই কস্‌স বিরহো,
বিরহে হোন্তম্মি কো জীঅই ?॥ ৫ ॥

পয়ারঃ।

১। "অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম যেন জাম্বু-নদ-হেম
সেই প্রেমা নৃলোকে না হয়।
যদি হয় তার যোগ না হয় তবে বিয়োগ,
বিরহ হৈলে কেহ না জীয়য় ॥"
এত কহি শচীসুত শ্লোক পড়ে অদ্ভুত
২। শুনে দোঁহে একমন হঞা—
৩। "আপন হৃদয়-কাব কহিতে বাসিয়ে লাজ
তবু কহি লাজ-বীজ খাঞা ॥"

তথাহি শ্রীমহাপ্রভুপাদোক্তঃ শ্লোকঃ—

ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ,
ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুং।
বংশীবিলাস্যাননলোকনং বিনা,
বিভর্ম্মি যৎ প্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা ॥ ৬ ॥

পয়ারঃ।

"দূরে শুদ্ধ-প্রেমবন্ধ কপট প্রেমের গন্ধ
সেই মোর কৃষ্ণ নাহি পায়।
৪। তবে যে করি ক্রন্দন স্বসৌভাগ্য-প্রখ্যাপন
করি—ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥
৫। যাতে বংশীধ্বনিসুখ না দেখি সে চাঁদমুখ
৬। যদ্যপি সে নাহি আলম্বন।
নিজদেহে করি প্রীতি কেবল কামের রীতি
প্রাণকীটের করিয়ে ধারণ ॥
৭। কৃষ্ণপ্রেম সুনির্ম্মল যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল
সেই প্রেম অমৃতের সিন্ধু।

প্রায়শো মানুষাণাং সকামত্বাৎ। যদি কস্যাপি ভবতি তদা কস্য বিরহো ভবতি ? ন কস্যাপীত্যর্থঃ। যদি কদাচিৎ দুর্দ্দৈববশাৎ বিরহে ভবতি সতি, যুনোর্মধ্যে কোপি ন জীবতীতি ॥ ৫ ॥

ন প্রেমেতি। হরৌ শ্রীকৃষ্ণে মম দরাপি ঈষদপি প্রেমগন্ধঃ প্রেমসম্বন্ধো নাস্তি। অব্যয়োঽয়ং দরশব্দ ঈষদর্থকঃ। নন্বু কথং তদা তদপ্রাপ্ত্যা রোদিষীতি চেদাহ—ক্রন্দামীতি। লোকে অহমেব প্রেমিক ইতি সৌভাগ্যভরং অবিদ্যমানমেব প্রকাশিতুং খ্যাপয়িতুং, ন তু কৃষ্ণাপ্রাপ্ত্যা কেবলং ক্রন্দামি। যৎ যস্মাৎ বংশীবিলাসি যদাননং তস্য বিলোকনং বিনা প্রাণপতঙ্গকানহং বৃথা বিভর্ম্মি। প্রেম্ণি বিদ্যমানে কৃষ্ণাবলোকনং বিনা কস্তাবৎ প্রাণান্ ধারয়িতুং শক্নোতীতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

মনুষ্যলোকে অকৈতব প্রেম হয় না। যদি তাদৃশ প্রেম হয়, তবে আর কাহার বিরহ হয় ? অর্থাৎ তাহা হইলে আর বিরহই হয় না, এবং বিরহ হইলে কেহই জীবন ধারণ করিতেও সমর্থ হয় না ॥ ৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণে আমার প্রেমের লেশমাত্রও নাই, 'আমি বড় প্রেমিক'—এই সৌভাগ্য লোকে খ্যাপন করিবার জন্য ক্রন্দন করিয়া থাকি। প্রেম থাকিলে কি বংশীবিলাসি বদনের অদর্শনে বৃথা প্রাণপতঙ্গ ধারণ করি ? ॥ ৬ ॥

১। জাম্বু নদ হেম—জম্বুনদী-সমুদ্ভূত স্বর্ণ অর্থাৎ অতিশয় বিশুদ্ধ, যাহাতে কিছুমাত্র খাদ নাই অর্থাৎ কুন্দন।

২। দোঁহে—স্বরূপ গোস্বামী ও রামানন্দ রায়। ৩। আপন হৃদয়…খাঞা—ইহা মহাপ্রভুর উক্তি। হৃদয় কাব—হৃদয়ের কার্য্য অর্থাৎ অন্তঃকরণ যে প্রেমশূন্য হইয়াও শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি বাঞ্ছা করে—হৃদয়ের এই কাজটি।

৪। স্বসৌভাগ্য প্রখ্যাপন—'আমি অতীব প্রেমিক' এই স্বীয় সৌভাগ্য সকলকে জানাইবার জন্য ক্রন্দন করি মাত্র।

৫। যাতে—যে সুখে। ৬। সে নাহি আলম্বন—অর্থাৎ সে কৃষ্ণের মুখচন্দ্র আমার প্রেমের আলম্বন অর্থাৎ বিষয়ালম্বন নহে, যেহেতু আমার প্রীতি নিজদেহেই আছে, কৃষ্ণেতে নাই। অতএব কৃষ্ণবিরহে প্রাণধারণ করিতেছি। এটী কামের রীতি। আত্মসুখ-তাৎপর্য্য কামের কার্য্য। প্রাণকীট—কীট যেরূপ বিষ্ঠা লইয়াই থাকে, আমার প্রাণও সেইরূপ দেহ ও বিষয়াভিমান লইয়া আছে ; সেইজন্য প্রাণকে কীট বলিলেন।

৭। শুদ্ধ গঙ্গাজল—নির্ম্মল গঙ্গাজল অর্থাৎ শরৎকালের গঙ্গাজল। শরৎকালে গঙ্গাজল নির্ম্মল হয়, তাহাতে মৃত্তিকাদি নিক্ষিপ্ত হইলেও, যেমন তাহা জলকে মলিন করিতে সমর্থ হয় না অর্থাৎ তাহাতে মিশ্রিত হয় না, সেইরূপ অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম বিষয় ভোগ করিলেও তাহাতে মিশ্রিত হয় না—সুনির্ম্মলই থাকে।

১। নির্ম্মল সে অনুরাগে না লুকায়ে অন্যদাগে
শুক্লবস্ত্রে যৈছে মসীবিন্দু ॥
শুদ্ধ প্রেম-সুখসিন্ধু পাই তার এক বিন্দু
সেই বিন্দু জগৎ ডুবায়।
২। কহিবার যোগ্য নয় তথাপি বাউলে কয়
কহিলে বা কেবা পাতিয়ায় ?"—
এইমত দিনে দিনে স্বরূপ-রামানন্দ সনে
নিজ ভাব করেন বিদিত,—
বাহিরে বিষজ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়
কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চরিত ॥
এই প্রেমার আস্বাদন তপ্ত-ইক্ষু-চর্ব্বণ
মুখ জ্বলে—না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যার মনে তার বিক্রম সেই জানে
বিষামৃতে একত্র মিলন ॥

তথাহি বিদগ্ধমাধবে দ্বিতীয়াঙ্কে অষ্টাদশশ্লোকে নান্দীমুখীং প্রতি পৌর্ণমাসী-বাক্যং—

পীড়াভির্নবকালকূটকটুতাগর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো,
নিঃস্যন্দেন মুদাং সুধামধুরিমাহঙ্কারসঙ্কোচনঃ।
প্রেমা সুন্দরি নন্দনন্দনপরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে,
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ ॥৭॥

৩। "সেকালে দেখি জগন্নাথ শ্রীরাম-সুভদ্রা সাথ
তবে জানি আইলাম কুরুক্ষেত্র।
সফল হৈল জীবন দেখিনু পদ্মলোচন
জুড়াইল তনু-মন-নেত্র ॥"—
৪। গরুড়ের সন্নিধানে রহি করে দরশনে
সে আনন্দের কি কহিব বলে ?
গরুড়স্তম্ভের তলে আছে এক নিম্ন খালে
সে খাল ভরিল অশ্রুজলে ॥

পীড়াভিরিতি। হে সুন্দরি! হে নান্দীমুখি! নন্দনন্দনপরো নন্দনন্দনবিষয়কঃ প্রেমা প্রিয়তা যস্য অন্তরে জাগর্ত্তীতি 'স্বরূপ'লক্ষণ কথনং, জাগ্রদেব সদা তিষ্ঠতি, ন তু প্রেম্নঃ স্বাপঃ সম্ভবতীতি ভাবঃ। অস্য প্রেম্নঃ বক্রমধুরা বিক্রান্তয়ঃ প্রভাবাস্তেনৈব জ্ঞায়ন্তে কেবলমনুভূয়ন্তে মাত্রং, ন তু বক্তুং শক্যন্তে, তদ্বাচকশব্দাভাবাদিতি ভাবঃ। কিম্ভূতঃ ?— পীড়াভির্ব্যথাভির্নবকালকূটস্য যঃ কটুতা গর্ব্বং 'অহমেব কটুতমো নান্য'ইতি তস্য নির্ব্বাসনঃ উৎসারণশীলঃ, মুদাং সুখসম্পরাণাং নিঃস্যন্দেন ক্ষরণেন সুধায়া অমৃতস্য মধুরিম্না মাধুর্য্যেণ যোঽহঙ্কারঃ 'অহমেব মাধুর্য্যশালী নান্য' ইতি তং সঙ্কুচিতী-কর্ত্তুং শীলমস্য সঃ। বক্র-মধুরা ইতি অস্য মাধুর্য্যস্য বক্র এব মার্গঃ কশ্চিত্তাদৃশজনানুরাগভরৈকমাত্রগোচর ইত্যর্থঃ। অয়ম্ভাবঃ—অয়ং প্রেমা প্রশ্নোত্তরাভ্যাং জ্ঞাতুং ন শক্যঃ, কিন্তু কথঞ্চিদতিভাগ্যেন এতৎ স্বজাতীয়প্রেমস্পেদাশ্রয়ঃ স্যাত্তদা কণ্টকবেধব্যথা-সাদৃশ্যানুসারেণ শক্তিবেধব্যথায়া ইব এতস্য জ্ঞানং স্যাদিতি তেনাস্মনস্তথাভাবে ভবত্যা যতিতব্যমিতি ॥ ৭ ॥

যিনি ব্যথা দ্বারা নূতন কালকূট বিষের কটুতা-গর্ব্বকে দূরীকৃত করেন এবং প্রীতিপ্রবাহ দ্বারা অমৃতের মাধুর্য্যজনিত অহঙ্কারকে সঙ্কুচিত করেন, সেই নন্দনন্দন-বিষয়ক প্রেমা যাঁহার হৃদয়ে নিরন্তর জাগরূক রহিয়াছে, হে সুন্দরি! তাঁহার বক্র-মধুর বিক্রম-পরম্পরা তিনিই কেবল অনুভব করিতে সমর্থ ॥ ৭ ॥

প্রেম-মিলিত বিষয় অমৃতসদৃশ এবং তাহার আস্বাদন তপ্ত-ইক্ষুচর্ব্বণ তুল্য, ইহাই এই শ্লোক দ্বারা সমর্থন করিলেন ॥ ৭ ॥

১। অন্য দাগ—অর্থাৎ বিষয়-বাসনা রূপ। ২। বাউল—বায়ুরোগগ্রস্ত অর্থাৎ পাগল। পাতিয়ায়—প্রত্যয় করে অর্থাৎ কে বুঝে ?
৩। "সেকালে" এই হইতে "জুড়াইল তনু মন নেত্র" এই পর্য্যন্ত শ্রীমহাপ্রভুর উক্তি।
৪। গরুড়ের সন্নিধানে—[illegible] আছে, এবং তাহার উপরি গরুড়ের মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। সেই স্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া মহাপ্রভু প্রতিদিন জগন্নাথদেবকে [illegible] সে আনন্দের-বলে—সে আনন্দের বল অর্থাৎ উচ্ছ্বাস আর কি কহিব ? নিম্ন খালে—সেই গরুড়স্তম্ভমূলে একটী গর্ত্ত অদ্যাপিও বিদ্যমান আছে।

তাঁহা হৈতে ঘরে আসি মাটীর উপরে বসি
১। নখে করে পৃথিবী লিখন।—
"হাহা কাহাঁ বৃন্দাবন! কাঁহা গোপেন্দ্রনন্দন!
কাহাঁ সেই বংশীবদন!
কাহাঁ সে ত্রিভঙ্গঠাম! কাহাঁ সেই বেণু-গান!
কাহাঁ সেই যমুনা-পুলিন!
কাহাঁ রাসবিলাস! কাহাঁ নৃত্যগীত-হাস!
কাহাঁ প্রভু মদনমোহন!"
২। উঠিল নানা ভাবাবেগ মনে হৈল উদ্বেগ
ক্ষণমাত্র নারে গোঙাইতে।
প্রবল বিরহানলে ধৈর্য্য হৈল টলমলে
নানা শ্লোক লাগিলা পড়িতে॥

তথাহি কৃষ্ণকর্ণামৃতে একচত্বারিংশশ্লোকে বিল্বমঙ্গল বাক্যং—

অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি,
হরে ত্বদালোকনমন্তরেণ।
অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো,
হা হন্ত! হা হন্ত! কথং নয়ামি!॥৮॥

"তোমার দর্শন বিনে অধন্য এই রাত্রিদিনে
এই কাল না যায় কাটন।
তুমি অনাথের বন্ধু অপার করুণাসিন্ধু
কৃপা করি দেহ দরশন॥"—
৩। উঠিল ভাব-চাপল মন হইল চঞ্চল
ভাবের গতি বুঝন না যায়।
অদর্শনে পোড়ে মন 'কেমনে পাব দরশন?'—
কৃষ্ণ ঠাঞি পুছেন উপায়॥

তথাহি কৃষ্ণকর্ণামৃতে দ্বাত্রিংশশ্লোকে বিল্বমঙ্গল-বাক্যং—

ত্বচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাদ্ভুতমিত্যবেহি,
মচ্চাপলঞ্চ তব বা মম বাধিগম্যং।
তৎ কিং করোমি বিরলং মুরলীবিলাসি,
মুগ্ধং মুখাম্বুজমুদীক্ষিতুমীক্ষণাভ্যাং॥ ৯॥

অথ পুনর্বিরহবহ্নিজ্বালোচ্ছলিতোদ্বেগায়াঃ ক্ষণমপ্যহর্গণায়মানা সদৈন্যং প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ—অমূনীতি। হে হরে! অমূনি দিনস্যাহোরাত্রস্যান্তরাণি মধ্যগতানি, ক্ষণরূপাণীতি শেষঃ। অমূনি কোটিকল্পতুল্যত্বেনাতিবাহিতুমশক্যানীতি বা। হা খেদে, হন্ত বিষাদে, তয়োরতিশয়েন বীপ্সা। ত্বদালোকনং বিনা কথং নয়ামি অতিবাহয়ামি? ত্বমেবোপদিশেত্যর্থঃ। তক্কেতোরেবাধন্যানি। নন্বু যত্তনঙ্গতপ্তাসি, তদা পত্যশ্চ বো বিচিন্বন্তি, তমেব গচ্ছেত্যাউঙ্গা পতিসুতাদিভিরার্ত্তিদৈঃ কিমিতিবদাহ—হে অনাথবন্ধো! অনাথানাং ত্যক্তপতীনাং বল্লবীনাং নস্ত্বমেব বন্ধুরসি, তে তু দুঃখদাস্ত্যক্তা এবেত্যর্থঃ। নন্বু ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং বো ধর্ম্ম ইদমযোগ্যমিত্যত্র চিত্তং মুখেন ভবত্যাপহৃতমিতিবদাহ—হে হরে! চিত্তেন্দ্রিয়হারিন্! সোঽয়ং তবৈব দোষ ইত্যর্থঃ। নন্বু কামিন্যোযূয়ং চপলা এব ময়া কথং ধর্ম্মস্ত্যাজ্যস্তত্র তন্নঃ প্রসীদেতিবৎ সদৈন্যমাহ—হে করুণৈকসিন্ধো! কৃপাসিন্ধুস্ত্বং ধর্ম্মমপ্যুল্লঙ্ঘ্য দীনাস্মোঽস্মনুগৃহাণেত্যর্থঃ॥৮॥

অথ উদ্ঘূর্ণা-দশা যাবৎ শ্রীকৃষ্ণদর্শনং। তত্রৈবোদ্বেগদশা চতুর্ভিঃ। তত্র প্রথমং। নন্বু ভবতু নাম নেত্রচাপল্যং কাপ্যন্যৈতাদৃক্ বিকলা ন দৃশ্যতে, ত্বং সাধ্বীপ্রবরাসি তদগম্ভীরা ভব সখ্যোঽপ্যেবং ত্বাং বোধয়ন্তীতি নর্ম্মোপালম্ভং মনস্যাতুল্য তং প্রতি সোদ্বেগং প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ—ত্বচ্ছৈশবং তব কৈশোরং মাধুর্য্যাদিভির্মাদকত্বাকর্ষকত্বাদিভিশ্চ ত্রিভুবনে অদ্ভুতমবেহি জানীহি স্মরেত্যর্থঃ। মচ্চাপলঞ্চ ত্রিভুবনাদ্ভুতমবেহি এতদ্বয়ং তব বাধিগম্যং জ্ঞেয়ং মম বা।

হে হরে! হে অনাথের বন্ধো! হে দয়ার অদ্বিতীয় সিন্ধো! তোমার দর্শনাভাবে অধন্য এই ক্ষণ-লব-মুহুর্ত্তাদি কাল হা কষ্ট! হা কষ্ট! আমি কিরূপে অতিবাহিত করিব!॥ ৮॥

১। নখে করে পৃথিবী লিখন—এটা চিন্তার অনুভাব। অভীষ্টের অপ্রাপ্তি এবং অনিষ্টের প্রাপ্তি-জনিত ধ্যান অর্থাৎ বিচারকে চিন্তা বলে। শ্বাস, অধোমুখতা, ভূমিলিখন, বৈবর্ণ্য, উন্নিদ্রতা, বিলাপ, উত্তাপ, কৃশতা, কম্প এবং দৈন্য প্রভৃতি—তাহার অনুভাব।

২। ভাবাবেগ—ভাবের আবেগ, সম্ভ্রম অর্থাৎ নানাবিধ ভাবের প্রাবল্য। উদ্বেগ—মনের কম্প। নিশ্বাস, চাপল্য, স্তম্ভ, চিন্তা, অশ্রু, বৈবর্ণ্য এবং ঘর্ম্ম প্রভৃতি তাহার কার্য্য। এই উদ্বেগ প্রোষিতভর্ত্তৃকা নায়িকার তৃতীয় অবস্থা। ৩। ভাবচাপল—চাপল্যাখ্য সঞ্চারি ভাব। রাগ এবং দ্বেষাদিজনিত চিত্তের লাঘবকে চাপল বলে। অবিচার, পারুষ্য এবং স্বচ্ছন্দাচরণ প্রভৃতি তাহার চেষ্টা।

যথারাগঃ।

"তোমার মাধুরী-বল　　তাহাতে মোর চাপল
এই-দুই তুমি-আমি জানি।
কাহাঁ করোঁ কাহাঁ যাঙ　　কাহাঁ গেলে তোমা পাঙ
তাহা মোরে কহ ত আপনি॥"—

১। নানা ভাবের প্রাবল্য　　হৈল সন্ধি-শাবল্য
ভাবে ভাবে হৈল মহারণ।
ঔৎসুক্য-চাপল্য-দৈন্য　　রোষামর্ষ-আদি সৈন্য
প্রেমোন্মাদ সবার কারণ॥

২। মত্তগজ ভাবগণ　　প্রভুর দেহ ইক্ষুবন
গজযুদ্ধে বনের দলন।
প্রভুর হৈল দিব্যোন্মাদ　　তনু-মনের অবসাদ
ভাবাবেশে করে সম্বোধন॥

তথাহি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে চত্বারিংশশ্লোকে বিল্বমঙ্গল বাক্যং—

হে দেব ! দয়িত ! হে ভুবনৈকবন্ধো !
হে কৃষ্ণ ! হে চপল ! হে করুণৈকসিন্ধো !
হে নাথ ! হে রমণ ! হে নয়নাভিরাম !
হাহা কদানু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে ?॥১০॥

যদ্বা মচ্চাপলঞ্চ ত্বদুৎপাদিতত্বাত্তব বা স্বীয়ত্বাৎ মম বাধিগম্যং। 'অন্যো বেদ ন চান্যদুঃখমখিল'মিতি ন্যায়াৎ সখ্যোপি ন সম্যগ্ জানন্তি, যত এবম্বদন্তীতি ভাবঃ। পুনঃ প্রোচ্ছলিতোদ্বেগা সদৈন্যমাহ—ত্বদিতি। তত্তস্মাত্ত্বন্মুখাম্বুজমীক্ষণাভ্যামুচ্চৈ-বীক্ষিতুং কিং করোমি যৎকৃতে তদ্দৃষ্টং স্যাত্ত্বমেবোপদিশেত্যর্থঃ। নন্বু ন দৃষ্টং তত্তেন কিন্তত্রাহ—মুগ্ধং মনোহরং তদ্দর্শনাত্ত-দ্বিফলত্বাপত্তেঃ—'অক্ষণ্বতা'মিত্যাদেঃ, তথা দানকেলিকৌমুদ্যাং—'ভবতু মাধব জন্মশূন্যতোঃ শ্রবণয়োবলমশ্রবণির্ম্ম। ত্বমবিলোকয়তোরবিলোকনিঃ সখি বিলোচনয়োস্তু কিলানয়ো'রিত্যাদেঃ। নন্বু নেদানীং দৃষ্টং, তেন কিং স্থিত্বা দ্রক্ষ্যসি, তত্রাহ—বিরলং কুলবধূনাং নত্তত্রাপি তস্য গোচারণাদিনা দুর্ল্লভং দশনমতোহধুনা লব্ধেহবসরেহপি যন্ন দর্শয়সি তত্তব নিষ্ঠুরতেত্যর্থঃ। কিম্বা—নন্বু তৎসমং কিমপি পশ্য, তত্রাহ—বিরলং সাম্যরহিতং। তত্র হেতুঃ মুরলীবিলাসি॥ ৯॥

হে দেব ইতি। অথোথায় দিশোহবলোক্য 'অয়ি সখ্যঃ নূপুরশব্দঃ শ্রূয়তে, স ন দৃশ্যতে, তদত্র কুঞ্জে কয়াপি

হে কৃষ্ণ! তোমার শৈশব অর্থাৎ কৈশোর ত্রিভুবন মধ্যে অদ্ভুত বলিয়া জান, এবং আমার চাপল্যও ত্রিভুবনে তথাবিধ জানিও, এই দুই তোমার এবং আমার জানিবার যোগ্য। অতএব সমতা-রহিত, মুরলীবিলাসি ও মনোহর তোমার বদনারবিন্দ লোচনযুগ দ্বারা দর্শন করিবার নিমিত্ত কি করিব! অর্থাৎ যে উপায়ে দর্শন করিতে পারি, তাহার তুমিই উপদেশ প্রদান কর॥ ৯॥

হে দেব! হে দয়িত! হে ত্রিভুবনের একমাত্র বন্ধু! হে কৃষ্ণ! হে চপল! হে দয়ার সাগর! হে নাথ! হে রমণ! হে নয়নানন্দ! হায় হায়! তুমি কবে আমার নয়নপথের পথিক হইবে?॥ ১০॥

১। নানা ভাবের প্রাবল্য—নানাবিধ সঞ্চারি-ভাবের প্রবলতা। সন্ধি ও শাবল্য—(২০৩) পৃষ্ঠার টীকায় দেখুন। হৈল মহারণ—ভাব শাবল্য হইল। ঔৎসুক্য—ইষ্টবস্তুর ঈক্ষণ এবং প্রাপ্তির স্পৃহাজনিত কালযাপনে অসামর্থ্যকে ঔৎসুক্য বলে। মুখশোষ, ত্বরা, চিন্তা, নিশ্বাস এবং স্থিরতাদি তাহার অনুভাব। চাপল্য—(২০৮) পৃষ্ঠার টীকায় দেখুন। দৈন্য—(২০৪) পৃষ্ঠার টীকায় দেখুন। রোষ—ক্রোধ। রৌদ্র-ভক্তিরসে ক্রোধ-রতি স্থায়ি-ভাব। শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীরাধিকার অত্যাহিত হইলে, সখীগণের শ্রীকৃষ্ণে ক্রোধ এবং মানাদিতে শ্রীরাধিকারও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রণয়রোষ হইয়া থাকে। সেই ক্রোধ-রতি গৌণ-রতিহেতু ব্যভিচারি ভাবে প্রবিষ্ট। মোহনে নানাভাবের উদ্গম হইয়া থাকে। অতএব ক্রোধাদিরও সম্ভাবনা আছে। অমর্ষ—অধিক্ষেপ এবং অপমানাদি-জনিত অসহিষ্ণুতাকে অমর্ষ বলে। ঘর্ম্ম, শিরঃকম্প, বৈবর্ণ্য, চিন্তা, উপায়ান্বেষণ, আক্রোশন, বৈমুখ্য এবং তাড়ন প্রভৃতি তাহার ক্রিয়া। প্রেমোন্মাদ—প্রেমজনিত উন্মাদ। উন্মাদ—অতিশয় আনন্দ, আপদ্ এবং বিরহাদি-জনিত হৃদ্ভ্রমকে উন্মাদ বলে। অট্টহাস, নটন, সঙ্গীত, ব্যর্থচেষ্টা, প্রলাপ, ধাবন, আক্রোশন এবং বিপরীত ক্রিয়াদি তাহার অনুভাব।

২। ভাবগণ—স্থায়ী এবং ব্যভিচারী প্রভৃতি ভাব সকল। দিব্যোন্মাদ—(২০২) পৃষ্ঠার টীকায় দেখুন। অবসাদ—অবসন্নতা। ভাবাবেশে—গ্রহাবিষ্ট ব্যক্তি যেমন গ্রহের ইচ্ছায় সমস্ত কার্য্য করে, তদ্রূপ মহাপ্রভুও ভাবাবিষ্ট হইয়া ভাবের অনুরূপ কার্য্য করিতেছেন। করে সম্বোধন—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিতেছেন।

যথারাগঃ।

উন্মাদের লক্ষণ করায় কৃষ্ণ-স্ফুরণ,
১। ভাবাবেশে উঠে প্রণয়-মান ;
সোল্লুণ্ঠবচন-রীতি মান-গর্ব্ব-ব্যাজস্তুতি
কভু নিন্দা, কভু বা সম্মান ॥

২। "তুমি দেব ক্রীড়ারত ! ভুবনের নারী যত
তাহে কর অভীষ্ট-ক্রীড়ন।
তুমি মোর দয়িত ! মোতে বৈসে তোমার চিত্ত,
মোর ভাগ্যে কর আগমন ॥

রমমাণঃ শঠোহয়ং তিষ্ঠত্বি'তি বদন্ত্যাঃ পুনরুন্মাদাবেশাদন্যনারীসম্ভোগচিহ্নাঙ্কিতমাগতং পুরঃ পশ্যন্ত্যাস্তং প্রত্যমর্ষোদয়ঃ, পুনর্গতামিব মত্বা জাতপশ্চাত্তাপাদৌৎসুক্যোদয়ঃ, ততস্তয়োঃ সন্ধিঃ। তল্লক্ষণানি—"স্বরূপয়োর্ভিন্নয়োর্ব্বা সন্ধিঃ স্যাদ্ভাবয়োর্যু তি"রিতি। "অধিক্ষেপাপমানাদেঃ স্যাৎ **অমর্ষো**হসহিষ্ণুতে"তি। "কালাক্ষমত্বম্ **ঔৎসুক্য**মিষ্টেক্ষাপ্তিস্পৃহাদিভি"রিতি। তাবেব ভাবাবাশ্রিত্য ভাবশাবল্যঞ্চ। তল্লক্ষণং—"**শবলত্বন্তু** ভাবানাং সম্মর্দ্দঃ স্যাৎ পরস্পর"মিতি। তত্রামর্ষানুগা অসূয়ৌগ্র্যাবহিত্থাঃ। ঔৎসুক্যানুগানি মতিদৈন্যচাপলানি। অত উন্মাদানুগতাভ্যাং ভাবসন্ধিভাবশাবল্যাভ্যাং প্রলপন্ত্যা-বচোহনুবদন্নাহ। অন্যাঙ্গনাসম্ভুক্তং তং মত্বামর্ষোদয়াৎ সহজনিজধীরাধীরমধ্যাত্বমাশ্রিত্য সবাষ্পং বক্রোক্ত্যা সম্বোধয়তি—হে দেব! অন্যাভিঃ সহ দিব্যসীতি দেবস্ত্বমতস্তত্রৈব গচ্ছেত্যর্থঃ। তল্লক্ষণং—"**ধীরাধীরা** তু বক্রোক্ত্যা সবাষ্পং বদতি প্রিয়"মিতি। তদেবাবধীরণাদ্গতমিব তং মত্বা দর্শনৌৎসুক্যেনাহ—হে দয়িত! ত্বন্তু মে প্রাণদয়িতোহসি, কথং ত্যক্ষ্যসে? তৎ পুনর্দর্শনং দেহীত্যর্থঃ। পুনরাগত্যানুনয়ন্তমিব তং মত্বা অমর্ষানুগাসূয়োদয়াৎ ধীরমধ্যাত্বমাশ্রিত্য বক্রোক্ত্যা সোল্লুণ্ঠমাহ—হে ভুবনৈকবন্ধো! তবাত্র কো দোষস্ত্বং ন কেবলং মমৈব সর্ব্বগোপীনামপি, কিমুত তাসামেব বেণুনাদাকৃষ্টানাং ভুবনানাং তদ্গতস্ত্রীণামপি বন্ধুরসি, তৎ সর্ব্বসমাধানার্থং গচ্ছেত্যর্থঃ। তল্লক্ষণং—"**ধীরা** তু বক্তি বক্রোক্ত্যা সোল্লুণ্ঠং সাগসং প্রিয়"মিতি। পুনর্গতমিব মত্বৌৎসুক্যানুগতমত্যাখ্যভাবোদয়াদাহ—হে কৃষ্ণ! হে শ্যামসুন্দর! চিত্তাকর্ষক! চিত্তং ত্বয়াকৃষ্টং কিং মে মানেন? তৎ সকৃদপি দর্শনং দেহীত্যর্থঃ। পুনরাগত্য 'প্রিয়ে ময়া বহিরেব স্থিতং, ন কুত্রাপি গতং প্রসীদে'ত্যনুনয়ন্তমিব মত্বৌগ্র্যোদয়াদধীরমধ্যাত্বগুণমাশ্রিত্য সরোষমাহ—হে চপল! বল্লবীবৃন্দভুজঙ্গ! পরস্ত্রীচৌর! গচ্ছ গচ্ছেত্যর্থঃ। তল্লক্ষণং—"**অধীরা** পরুষৈর্ব্বাক্যৈর্নিরস্যেদ্বল্লভং রুষে"তি। পুনর্গতমিব মত্বা 'ময়াবধীরণাদ্ গতোহয়ং পুনর্নৈষ্যতী'তি দৈন্যোদয়াৎ সকাকু প্রাহ—হে করুণৈকসিন্ধো! যদ্যপ্যহমপরাধিনী, তথাপি ত্বং করুণাকোমলত্বাদ্দর্শনং দেহীতি। তৎ পুনরাগত্য 'প্রিয়ে কিমিতি মুধা মানেন মাং কদর্থয়সি প্রসীদে'ত্যনুনয়ন্তমিব মত্বামর্ষানুগাবহিত্থোদয়াৎ ধীরপ্রগল্ভাগুণমাশ্রিত্য সৌদাসিন্যমাহ—হে নাথ! ত্বন্তু ব্রজবাসিনাং নো রক্ষিতাসি, কা নাম হতধীস্ত্বাং ন সংভাবয়তে? কিন্তু ব্রাহ্মণীভির্ব্রতার্থং গ্রাহিতাস্মি, তৎ ক্ষন্তব্যোহয়ং মমাপরাধ ইতি ভাবঃ। তল্লক্ষণং—"উদাস্তে সুরতে ধীরা সাবহিত্থা চ সাদরে"তি। পুনর্গতমিব মত্বা 'মুহুর্নিরস্তোহসৌ নায়াস্যতি বেতি চাপলোদয়াৎ, যদি কৃপয়া পুনর্দর্শনং দদাতি তদা স্বয়মেব তং কণ্ঠে গ্রহীষ্যামী'তি সদৈন্যমাহ—হে রমণ! সদা মাং রময়সীতি রমণস্ত্বমিদানীমপ্যাগত্য তথা কুর্ব্বিত্যর্থঃ। পুনরাগতমিব মত্বা তিরস্কৃতাগস্ত্বকামর্ষভাবেন প্রবলসহজৌৎসুক্যেনাক্রান্তমনস্তয়া তদাশ্লেষায় প্রসারিতবাহুযুগলা তমলব্ধ্বা জাতবাহ্যস্ফুর্ত্তিঃ সবিক্লবমাহ—হে নয়নাভিরামঃ! নয়নানন্দ! কদা নু মে দৃশোঃ পদং গোচরো ভবিতাসি। হাহা ইত্যতিখেদে। আরূঢ়ানুরাগদশায়াং ভক্তস্য সাধকশরীরেহপি তত্তদ্ভাবোদয়াৎ ॥ ১০ ॥

১। মান—যে স্নেহ উৎকর্ষ লাভ করতঃ অনমুভূত মাধুর্য্যের আস্বাদনার্থ কৌটিল্য ধারণ করে, তাহাকে 'মান' বলে। সোল্লুণ্ঠ—স্তুতিপূর্ব্বক দুর্ব্বাদকে সোল্লুণ্ঠ-বচন বলে। গর্ব্ব—সৌভাগ্য, রূপ, যৌবন, গুণ, সর্ব্বোত্তমাশ্রয় এবং ইষ্টলাভাদি জন্য অন্যের হেলনকে 'গর্ব্ব' বলে; সোল্লুণ্ঠ বচন, লীলায় অনুত্তরদায়িতা, স্বীয় অঙ্গের পুনঃ পুনঃ দর্শন, অভিপ্রায় গোপন এবং অন্যের বচন অশ্রবণ প্রভৃতি ইহার চেষ্টা। ব্যাজস্তুতি—নিন্দাচ্ছলে স্তব এবং স্তুতিচ্ছলে নিন্দা। ব্যাজস্তুতি—অলঙ্কার-বিশেষ।

২। মানিনী হইয়া ধীরাধীরা-মধ্যা নায়িকার স্বভাবে বলিতেছেন "তুমি দেব" ইত্যাদি। দিব্-ধাতুর ক্রীড়াদি অর্থ; যিনি সর্ব্বদা ক্রীড়া করেন তাঁহাকে দেব বলে। এই বক্রোক্তি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ অন্য অঙ্গনাতে আসক্ত, ইহাই ব্যক্ত করা হইল। তাহে কর অভীষ্ট ক্রীড়ন—ইহার দ্বারা বলিতেছেন যে, তুমি সেই সকল নায়িকার নিকটই গমন কর, এখানে থাকিবার প্রয়োজন নাই। [ধীরাধীরা—যিনি প্রিয়কে সজল-নয়নে বক্রোক্তি

১। ভুবনের নারীগণ　সবার কর আকর্ষণ
তাহা কর সব সমাধান।
২। তুমি কৃষ্ণ চিত্তহর!　ঐছে কোন্ পামর—
তোমারে বা কেবা করে মান ?
৩। তোমার চপল মতি　একত্র না হয় স্থিতি
তাতে তোমার নাহি কিছু দোষ।
তুমি তো করুণাসিন্ধু !　আমার প্রাণের বন্ধু !
তোমায় নাহি মোর কভু দোষ ॥
৪। তুমি নাথ ব্রজপ্রাণ !　ব্রজের কর পরিত্রাণ,
বহু কার্য্যে নাহি অবকাশ।
তুমি আমার রমণ　সুখ দিতে আগমন
এ তোমার বৈদগ্ধ্যবিলাস ॥
মোর বাক্য নিন্দা মানি　কৃষ্ণ ছাড়ি গেলা জানি,
শুন মোর এ স্তুতি বচন।
নয়নের অভিরাম　তুমি মোর ধন-প্রাণ
হাহা পুনঃ দেহ দরশন ॥”—
৫। স্তম্ভ, কম্প, প্রস্বেদ,　বৈবর্ণ্য, অশ্রু, স্বরভেদ
—দেহ হৈল পুলকে ব্যাপিত।
৬। হাসে, কান্দে, নাচে, গায়,　উঠি ইতি-উতি ধায়
—ক্ষণে ভূমে পড়িয়া মূর্চ্ছিত ॥

দ্বারা বলেন, তাহাকে ধীরাধীরা বলে।] প্রথমে মানিনী হইয়া উন্মাদের স্বভাবে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি লাভ করতঃ তাঁহাকে অন্যাঙ্গনা সংভুক্ত জ্ঞানে অমর্ষের উদয়। পুনর্ব্বার 'মোর ভাগ্যে কর আগমন' এই বাক্যে—প্রিয় যেন ভৎসনাহেতু গমন করিয়াছেন—এই জ্ঞানে দর্শনার্থ ঔৎসুক্যের উদয়। অতএব অমর্ষ ও ঔৎসুক্য এই ভাবদ্বয়ের সন্ধি হইল। অমর্ষের অনুবর্ত্তি—অসূয়া, ঔগ্র্য এবং অবহিত্থা। ঔৎসুক্যের অনুগত—মতি, দৈন্য এবং চাপল। এই সকল ভাবের পরস্পর মর্দ্দন হওয়ায়, ভাবশাবল্য হইয়াছে।

১। কর সব সমাধান—অর্থাৎ তুমি ভুবনের বন্ধু—একা আমার নও; অতএব তাহাদিগের নিকটও গমন করিয়া সন্তোষ উৎপাদন কর। এইস্থানে অমর্ষের অনুগত অসূয়ার উদয় হওয়ায় ধীর মধ্যা নায়িকার স্বভাব অভিব্যক্ত হইয়াছে। [ধীর মধ্যা—ধীরা মধ্যা। ধীরা—বক্রোক্তি দ্বারা অপরাধী প্রিয়কে সোল্লুণ্ঠ-বচন প্রয়োগ করেন।] ২। চিত্তহর—অর্থাৎ আমার চিত্ত তুমি হরণ করিয়াছ। তোমারে… মান ?—অর্থাৎ আমার মানের কোন প্রয়োজন নাই, একবার মাত্র দর্শন দাও। এইস্থানে 'ভৎসন বচনে শ্রীকৃষ্ণ গমন করিয়াছেন' এই বোধে দর্শনার্থ ঔৎসুক্যের অনুগত মতি নামক ভাবের উদয় হইয়াছে। এই সকল ভাবের সন্ধি এবং শাবল্যও হইয়াছে।

৩। তোমার চপল মতি ইত্যাদি পদ্যার্দ্ধে—মানিনী হইয়া 'শ্রীকৃষ্ণ মান প্রসাদন করিতেছেন'—এই বোধে ঔগ্র্যভাবের উদয় হওয়ায়, অধীরা নারার স্বভাব আশ্রয় করিয়া বলিতেছেন যে,—তোমার চপল মতি—অর্থাৎ তুমি পরস্ত্রী-চোর, অর্থাৎ শঠ গমন কর। [অধীরা—কোপপরবশ হইয়া কঠোরবাক্যে বল্লভকে নিরসন করেন।] দ্বিতীয়ার্দ্ধে—'শ্রীকৃষ্ণ আমার কথায় গমন করিয়াছেন' এই মনে করিয়া দৈন্য ভাবের উদয় হওয়ায় কলহান্তরিতা ভাবে বলিতেছেন 'তুমি ত করুণাসিন্ধু' ইত্যাদি। এ স্থানে ঔগ্র্য ও দৈন্য ভাবদ্বয়ের শাবল্য হইল।

৪। তুমি নাথ ইত্যাদি পদ্যার্দ্ধে—অমর্ষ অনুগত অবহিত্থার উদয় হওয়ায়, ধীর-প্রগল্ভা নায়িকার স্বভাব অবলম্বন করিয়া উদাসীন ভাবে বলিতেছেন যে,—হে নাথ ব্রজপ্রাণ ! ব্রজের কর পরিত্রাণ—অর্থাৎ তুমি ব্রজের ত্রাণকর্ত্তা, তোমার সহিত কে না কথা কহিবে ? [ধীরা—অবহিত্থা অর্থাৎ আকার গোপন করতঃ সুরতে বল্লভকে সাদরে নিরাশ করেন।] দ্বিতীয়ার্দ্ধে কলহান্তরিতা ভাবের উদ্গম হওয়ায় চাপল ও দৈন্যের সন্ধি হইয়াছে। প্রথম হইতে এ পর্য্যন্ত সমস্ত পদ্যেই পূর্ব্বার্দ্ধে মান এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধে কলহান্তরিতা অভিব্যক্ত আছে। নয়নের অভিরাম… দরশন—এ স্থানে অমর্ষের তিরস্কার। ঔৎসুক্যের প্রাবল্য হওয়ায় ভাব-শাবল্য হইয়াছে।

৫। স্তম্ভ ইত্যাদি—স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক ভাব। সাত্ত্বিক—কৃষ্ণ-সম্বন্ধি ভাব কর্ত্তৃক আক্রান্ত চিত্তকে সত্ত্ব বলে। এই সত্ত্ব হইতে স্বতঃ উৎপন্ন-ভাবের নাম সাত্ত্বিক। যে কালে ভগবদ্ভাবে আক্রান্ত চিত্ত অধীর হইয়া আপনাকে প্রাণবায়ুতে অর্পণ করে, তখন প্রাণ অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া দেহকে অতিশয় ক্ষোভিত করিয়া তোলে। সেই কালে ভক্ত দেহে স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প (বেপথু), বৈবর্ণ্য, অশ্রু এবং প্রলয় ভেদে অষ্টবিধ সাত্ত্বিক ভাব উদ্ভূত হয়। স্তম্ভ—হর্ষ, ভয়, আশ্চর্য্য, বিষাদ এবং অমর্ষ হইতে স্তম্ভ উৎপন্ন হয়, তাহাতে কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ব্যাপার থাকে না। কম্প—বেপথু; বিত্রাস, অমর্ষ এবং হর্ষাদিজনিত গাত্র-লৌল্যাদিকে কম্প বলে। প্রস্বেদ—হর্ষ, ভয় এবং ক্রোধাদিজনিত শরীরে ক্লেদের উৎপাদক প্রস্বেদ। বৈবর্ণ্য—বিষাদ, রোষ, এবং ভয়াদিজনিত বর্ণ বিকৃতিকে বৈবর্ণ্য বলে; ভাবকেরা মালিন্য এবং কার্শ্যাদির এই বৈবর্ণ্যে অন্তর্ভাব করিয়া থাকেন। অশ্রু—হর্ষ, রোষ এবং বিষাদাদি-সম্ভূত নেত্রে জলোদ্গমকে অশ্রু বলে। সেই অশ্রু—হর্ষে শীতল এবং রোষাদিতে উষ্ণ। সর্ব্বত্রই নয়নের ক্ষোভ, রক্তিমা এবং সম্মার্জ্জনাদি হইয়া থাকে। নাসিকাস্রাব ইহার অঙ্গবিশেষ। স্বরভেদ—বিষাদ, বিস্ময়, অমর্ষ, হর্ষ এবং ভয়াদিজনিত বিকৃত-স্বরকে স্বরভেদ বলে। ইহাতে উক্তিকালে গদ্গদাদি হয়। পুলক—রোমাঞ্চ; আশ্চর্য্য, হর্ষ, উৎসাহ এবং ভয়াদিজনিত রোমোদ্গমকে রোমাঞ্চ বলে। ইহাতে গাত্র সকলের পরস্পর সংলগ্নতাদি হয়। ব্যাপিত—অর্থাৎ এই সকল সাত্ত্বিক ভাব উদ্দীপ্ত হইয়াছে। ৬। হাসে কান্দে ইত্যাদি—উদ্ভাস্বর নামক অনুভাব।

মূর্চ্ছায় হৈল সাক্ষাৎকার উঠি করে হুহুঙ্কার
কহে—"এই আইলা মহাশয়!"
কৃষ্ণের মাধুরী-গুণে নানা ভ্রম হয় মনে
শ্লোক পড়ি করয়ে নিশ্চয়॥

তথাহি কৃষ্ণকর্ণামৃতে অষ্টষষ্টিশ্লোকে বিল্বমঙ্গলবাক্যং—

মারঃ স্বয়ং নু মধুরদ্যুতিমণ্ডলং নু,
মাধুর্য্যমেব নু মনোনয়নামৃতং নু।
বেণীমৃজো নু মম জীবিতবল্লভো নু,
কৃষ্ণোঽয়মভ্যুদয়তে মম লোচনায়॥ ১১॥

যথারাগঃ।

"কিবা সাক্ষাৎ কাম? দ্যুতিবিম্ব মূর্ত্তিমান্?
কি মাধুর্য্য স্বয়ং মূর্ত্তিমন্ত?
কিবা মনো-নেত্রোৎসব? কিবা প্রাণবল্লভ?
সত্য কৃষ্ণ আইলা নেত্রানন্দ॥"
১। গুরু নানাভাব-গণ শিষ্য প্রভুর তনু-মন
নানা রীতে সতত নাচায়।
নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, চাপল, হর্ষ, ধৈর্য্য, মন্যু
—এই নৃত্যে প্রভুর কাল যায়॥
২। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটকগীতি,
কর্ণামৃত, শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ-রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ॥

অথ শ্রীবৃন্দাবনং প্রবিষ্টে তস্মিন্ লীলাশুকে শ্রীকৃষ্ণস্তাসামাবিরভূদিতিবৎ তাসাং মধ্যে আবির্ভূতস্তল্লীলাবিশিষ্টএব তস্যাগ্রেঽপ্যাবিরভূৎ। স চ তং বিলোক্য স্বয়ং জাততত্তদ্ভ্রমোপি তস্যাঃ শ্রীরাধায়া অস্মাকং তদ্দর্শনভাগ্যং নাস্ত্যেবেতি। সখীভিঃ সহ রুদত্যা অকস্মাত্তং কিঞ্চিদ্দূরে বিলোক্য ভ্রমবাহুল্যেন প্রলপন্ত্যা বচোঽনুবদন্নাহ। প্রথমং দর্শনাদেব বিরহবিক্লবাৎ কন্দর্পভ্রান্ত্যা সভয়মাহ—মার ইতি। যস্তাবদদৃশ্য এব জগন্মারয়তি স মারঃ স্বয়মাগতঃ কিং? নু বিতর্কে। পুনর্মাধুর্য্যমনুভূয় সাশ্চর্য্যমাহ—ন তাবদীদৃঙ্মধুরো ন ভবতি তদিদং মধুরদ্যুতীনাং মণ্ডলং নু কিং? পুনরত্যাশ্চর্য্যমাহ—ন তদেতৎ কিন্তু মাধুর্য্যমেব, তদ্ধর্ম্মএব পরিণতঃ সন্নাগতঃ কিং? পুনর্মনোনয়নয়োরতিতৃপ্ত্যা সসন্তোষমাহ—মনোনয়নয়োরমৃতং তদ্রূপমিদং নু কিং? পুনরবয়বমনুভূয় সসম্ভ্রমমাহ—বেণীমৃজো বেণীং মার্ষ্টি উন্মোচয়তীতি বেণীমৃজঃ প্রোষ্যাগতঃ কান্তঃ স এবায়ং কিং? পুনঃ সম্যগবলোক্য সানন্দমাহ—নু ভোঃ সখ্যঃ! মম জীবিতবল্লভোঽয়ং বালঃ নবকিশোরঃ মম লোচনায় তদানন্দয়িতুমভ্যুদয়তে যূয়ং পশ্যতেতি শেষঃ। 'নিশ্চয়াস্তসন্দেহ'-নামায়মলঙ্কারঃ॥ ১১॥

দূর হইতে অকস্মাৎ ভাবাবেশে কৃষ্ণ দর্শন করিয়া শ্রীরাধিকা বলিতেছেন—"হে সখি! ইনি কি মার (কন্দর্প) অর্থাৎ জগৎ মারিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন? পুনর্ব্বার মাধুর্য্য অনুভব করিয়া বলিতেছেন—কন্দর্প তো এমন মধুর মূর্তি নয়, তবে কি মধুরদ্যুতিরাশি? না, দ্যুতিরাশির এত চমৎকারিতা থাকে না। তবে কি মাধুর্য্যই স্বয়ং অর্থাৎ ঘনীভূত হইয়া আগমন করিয়াছে? না, তাহাতেও ত মনোনয়নের অতিশয়িত পরিতৃপ্তি হয় না। তবে কি মনোনয়নের আনন্দ দিবার জন্য সাক্ষাৎ অমৃত আসিয়াছেন? না, না, তাহা হইলে ত করচরণাদি অবয়ব থাকিত না। তবে কি বেণীমৃজ অর্থাৎ প্রবাসানন্তর সমাগত কান্ত? পুনর্ব্বার সম্যক্‌রূপে অবলোকন করিয়া সানন্দে বলিতেছেন,—অহো এ যে আমার জীবিতবল্লভ নবকিশোর শ্রীকৃষ্ণ নয়নানন্দ সম্পাদনার্থ উদিত হইলেন॥ ১১॥

১। গুরু নানা…তনু মন—নানাবিধ ভাবগণ গুরুস্বরূপ আর প্রভুর তনু এবং মন ভাবগণের শিষ্য-স্বরূপ; অতএব ভাবগণ যাহা করায়, প্রভুর তনু-মনও তাহাই করে। ভাব মনোবৃত্তিতে আবির্ভূত হইয়া তত্তৎস্বরূপে প্রকাশিত হয়, সেকালে ভাবেরই প্রাধান্য থাকে, ভক্তের কোন স্বতন্ত্রতা থাকে না। নির্ব্বেদ—মহার্ত্তি, বিয়োগ, ঈর্ষা এবং সদ্বিবেকাদি-জনিত নিজের অবমাননাকে নির্ব্বেদ বলে। চিন্তা, অশ্রু, বৈবর্ণ্য, দৈন্য এবং দীর্ঘ-নিশ্বাসাদি ইহার অনুভাব। হর্ষ—অভীষ্ট বস্তুর ঈক্ষণ এবং লাভাদি-জনিত চিত্তের প্রফুল্লতাকে হর্ষ বলে। রোমাঞ্চ, স্বেদ, অশ্রু, মুখের প্রফুল্লতা, আবেগ, উন্মাদ, জড়তা এবং মোহাদি তাহার চেষ্টা। ধৈর্য্য—চাঞ্চল্যাভাব। মন্যু—প্রণয়-রোষ।

২। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি—চণ্ডীদাস এবং বিদ্যাপতি রচিত গীত। রায়ের নাটকগীতি—রামানন্দ রায়ের রচিত নাটক ও গীতি। কর্ণামৃত—বিল্বমঙ্গল কৃত। গীতগোবিন্দ—জয়দেব কবি রচিত। গায় শুনে পরম আনন্দ—পরমানন্দে কখন গান ও কখন শ্রবণ করিতেন।

১। পুরীর বাৎসল্য মুখ্য　রামানন্দের শুদ্ধ সখ্য
গোবিন্দাদ্যের শুদ্ধ দাস্য-রস।
গদাধর-জগদানন্দ　স্বরূপের মুখ্য রসানন্দ,
—এই চারি ভাবে প্রভু বশ॥

২। লীলাশুক মর্ত্ত্যজন—　তার হয় ভাবোদ্গম
ঈশ্বরে সে কি ইহা বিস্ময়?
তাতে মুখ্য-রসাশ্রয়　হইয়াছেন মহাশয়,
তাহে হয় সর্ব্ব ভাবোদয়॥

৩। পূর্ব্বে ব্রজবিলাসে　যেই তিন অভিলাষে
যত্নেহ আস্বাদ নহিল।
শ্রীরাধার ভাবসার　আপনে করি অঙ্গীকার
সেই তিন বস্তু আস্বাদিল॥

৪। আপনে করি আস্বাদনে　শিক্ষাইল ভক্তগণে
প্রেম-চিন্তামণির প্রভু ধনী।
নাহি জানে স্থানাস্থান　যারে তারে কৈল দান
মহাপ্রভু দাতা-শিরোমণি॥

৫। এই গুপ্ত ভাবসিন্ধু　ব্রহ্মা না পায় একবিন্দু
হেন ধন বিলাইল সংসারে।
ঐছে দয়ালু অবতার　ঐছে দাতা নাহি আর,
গুণ কেহ নারে বর্ণিবারে॥

কহিবার কথা নহে　কহিলে কেহ না বুঝহে
৬। ঐছে চিত্র চৈতন্যের রঙ্গ।
সেই সে বুঝিতে পারে　চৈতন্যের কৃপা যাঁরে
৭। হও তাঁর দাসানুদাস-সঙ্গ॥

৮। চৈতন্যলীলা রত্নসার　স্বরূপের ভাণ্ডার
তিঁহ থুইল রঘুনাথের কণ্ঠে।
তাহা কিছু যে শুনিল　তাহা ইহাঁ বিস্তারিল
ভক্তগণে দিল এই ভেটে॥

৯। যদি কেহ হেন কহে—　'গ্রন্থ কৈল শ্লোকময়ে
ইতর-জনে নারিবে বুঝিতে।'—
প্রভুর যেই আচরণ　সেই করি বর্ণন
সর্ব্বচিত্ত নারি আরাধিতে॥

১। পুরী—পরমানন্দ পুরী। ইনি মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য, মহাপ্রভুর গুরু ঈশ্বর পুরীর সতীর্থ, সেই সম্বন্ধে তাঁহার বাৎসল্যভাব। রামানন্দ রায়ের সখ্যভাব, গোবিন্দ প্রভৃতির দাস্যভাব এবং গদাধর, জগদানন্দ এবং স্বরূপ দামোদর প্রভৃতির মুখ্য রসানন্দ অর্থাৎ মধুরভাব। শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা ভাবময়ী, সুতরাং এ সকল ভাব অন্তর্নিহিত, বাহ্যে সকলেরই প্রায় দাস্যভাব। এই চারি…বশ—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর এই চারি ভাবে শ্রীকৃষ্ণে মমতা উৎপাদন করে; সেইজন্য এই মমতাগ্রাহি ভাবে শ্রীমহাপ্রভুও বশীভূত হয়েন।

২। লীলাশুক—বিল্বমঙ্গল। মর্ত্ত্যজন—মনুষ্য। বিল্বমঙ্গলে যদি তাদৃশ ভাবের উদ্গম হইতে পারে, তবে ঈশ্বরে অর্থাৎ মহাপ্রভুতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় হইতেই পারে না। মুখ্য-রসাশ্রয়—মুখ্য রস (আদি রস অর্থাৎ মধুর রস) তাহারই 'বিষয়' হইয়াও আস্বাদনার্থ 'আশ্রয়' হইয়াছেন। সুতরাং তাহে…ভাবোদয়—তাঁহাতে সকল ভাবেরই উদয় হয়।

৩। তিন অভিলাষে—শ্রীরাধিকার প্রেমের মহিমা, স্বীয় মাধুর্য্য এবং শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্যাস্বাদনে শ্রীরাধিকার আনন্দাতিশয়,—এই তিনের আস্বাদনের নিমিত্ত অভিলাষ। যত্নেহ আস্বাদ নহিল—'আশ্রয়'-জাতীয় ভাব ব্যতীত 'বিষয়'-জাতীয় মাধুর্য্য সম্যক্ আস্বাদন হয় না। ভাব-সার—মোহনাবস্থাপন্ন মহাভাব।

৪। প্রেম-চিন্তামণি—প্রেম-রূপ চিন্তামণি। চিন্তামণির নিকট যে যাহা প্রার্থনা করে তাহাই প্রাপ্ত হয়, এইরূপ প্রেমের নিকটও যে যাহা চায়, তাহাই পায়।

৫। গুপ্ত ভাব-সিন্ধু—এই সিন্ধু সত্য, ত্রেতা এবং দ্বাপর এই তিন যুগেই গুপ্ত ছিল।

৬। চিত্র—বৈচিত্র্যময়।

৭। হও তাঁর দাসানুদাস সঙ্গ—চৈতন্যের কৃপা ব্যতীত যখন তাঁহার লীলা বুঝিতে পারা যায় না, তখন তাঁহার দাসানুদাসের সঙ্গী হই; কেননা তাঁহার দাসের কৃপা হইলেই তাঁহার কৃপা হইবে।

৮। রত্নসার—শ্রেষ্ঠ রত্ন। স্বরূপের ভাণ্ডার—অর্থাৎ শেষলীলারূপ যে রত্ন, তাহা স্বরূপের ভাণ্ডারেই ছিল। তিঁহ—স্বরূপ গোস্বামী। থুইল রঘুনাথের কণ্ঠে—অর্থাৎ তিনি সমস্ত লীলা রঘুনাথ-দাসগোস্বামীকে অবগত করাইয়াছিলেন। তাহা কিছু…ভেটে—আমি সেই সকল লীলার মধ্যে শ্রীল রঘুনাথের নিকট যাহা কিছু শুনিয়াছি, তাহাই ভক্তগণকে উপহার স্বরূপ দিলাম। ভেট—উপহার।

৯। গ্রন্থ—এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ। শ্লোকময়—অর্থাৎ ইহাতে অনেক সংস্কৃত শ্লোক সন্নিবেশিত হইল।

১। নাহি কাঁহোসো বিরোধ নাহি কাঁহো অনুরোধ
সহজ-বস্তু করি বিবেচন।
যদি হয় রাগ-দ্বেষ তাঁহা হয়ে আবেশ
সহজ-বস্তু না যায় লিখন॥
যেবা নাহি বুঝে কেহ শুনিতে শুনিতে সেহ
কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত।
কৃষ্ণে উপজিবে প্রীতি জানিবে রসের রীতি
শুনিলেই বড় হয় হিত॥
ভাগবত শ্লোকময় টীকা তার সংস্কৃত হয়
তবু কৈছে বুঝে ত্রিভুবন?
২। ইহাঁ শ্লোক দুই-চারি তার ব্যাখ্যা ভাষা করি
কেন না বুঝিবে সর্ব্বজন?
৩। শেষলীলার সূত্রগণ কৈল কিছু বিবরণ
ইহা বিস্তারিতে চিত্ত হয়।
থাকে যদি আয়ুঃশেষ বিস্তারিব লীলাশেষ
যদি মহাপ্রভুর কৃপা হয়॥
৪। আমি বৃদ্ধ জরাতুর লিখিতে কাঁপয়ে কর
মনে কিছু স্মরণ না হয়।
না দেখিয়ে নয়নে না শুনিয়ে শ্রবণে
তবু লিখি এ বড় বিস্ময়॥

এই অন্ত্যলীলা-সার সূত্র মধ্যে বিস্তার
করি কিছু করিল বর্ণন।
ইহা-মধ্যে মরি যবে বর্ণিতে না পারি তবে
এই লীলা ভক্তগণ-ধন॥
সঙ্ক্ষেপে এই সূত্র কৈল যেই ইহা না লিখিল
আগে তাহা করিব বিস্তার।
যদি ততদিন জীয়ে মহাপ্রভুর কৃপা হয়ে
৫। ইচ্ছা ভরি করিব বিচার॥
ছোট বড় ভক্তগণ বন্দোঁ সবার চরণ
সবে মোরে করহ সন্তোষ।
স্বরূপ-গোসাঞীর মত রূপ-রঘুনাথ জানে যত
৬। তাহি লিখি নাহি মোর দোষ॥
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ অদ্বৈত আর ভক্তবৃন্দ
শিরে ধরি সবার চরণ।
স্বরূপ-রূপ-সনাতন রঘুনাথের শ্রীচরণ
ধূলি করোঁ মস্তকে ভূষণ॥
পাঞা যার আজ্ঞা-ধন ব্রজের বৈষ্ণবগণ
বন্দোঁ তাঁর মুখ্য হরিদাস।
চৈতন্যবিলাসসিন্ধু- কল্লোলের একবিন্দু
তার কণা কহে কৃষ্ণদাস॥

১। কাঁহাসো—কাহারও সহিত। অর্থাৎ কাহারও সহিত বিরোধ নাই এবং কাহারও অনুরোধ অনুবর্ত্তন করিয়াও এ গ্রন্থ লিখিতেছি না। সহজ বস্তু—প্রকৃত তত্ত্ব। বিবেচন—আলোচনা। যদি…লিখন—যদি কাহারও সহিত বিরোধ করিয়া লিখিতে প্রবৃত্ত হই, তবে রাগ দ্বেষবশতঃ এবং অনুরোধে লিখিতে প্রবৃত্ত হই, তবে তাহারই চিত্তরঞ্জনে মনের আবেশ হওয়ায় প্রকৃতবস্তু (তত্ত্ব) লেখা যায় না।

২। তার ব্যাখ্যা ভাষা করি—অর্থাৎ যে শ্লোক ইহাতে দিয়াছি, গৌড়ভাষায় তাহার ব্যাখ্যাও করিয়াছি। ৩। বিস্তারিতে চিত্ত হয়—বিস্তার করিয়া বর্ণন করিতে চিত্তের অভিলাষ হয়। ৪। মনে কিছু স্মরণ না হয়—অর্থাৎ যাহা শ্রীরঘুনাথের নিকট শুনিয়াছিলাম, তাহারও সকল স্মরণ নাই। ইহা দৈন্যোক্তি। ৫। বিচার—আলোচনা। ৬। তাহি—তাহাই। নাহি মোর দোষ—অর্থাৎ আমি স্বকপোল-কল্পিত কিছুই লিখিতেছি না।

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে অন্ত্যলীলা-সূত্রকথনে প্রেমোন্মাদ-প্রলাপ-বর্ণনং নাম
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ন্যাসং বিধায়োৎপ্রণয়োঽথ গৌরো,
বৃন্দাবনং গন্তুমনা ভ্রমাদ্যঃ।
রাঢ়ে ভ্রমন্ শান্তিপুরীময়িত্বা,
ললাস ভক্তৈরিহ তং নতোঽস্মি ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য ! জয় নিত্যানন্দ !
জয়াদ্বৈতচন্দ্র ! জয় গৌরভক্তবৃন্দ !

চব্বিশ বৎসর শেষ যেই মাঘ মাস ;
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস।
সন্ন্যাস করি প্রেমাবেশে চলিলা বৃন্দাবন ;
রাঢ়দেশে তিন দিন করিলা ভ্রমণ।
এই শ্লোক পড়ি প্রভু ভাবের আবেশে ;
ভ্রমিতে পবিত্র কৈল রাঢ়দেশে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ত্রয়োবিংশাধ্যায়ে ত্রিপঞ্চাশশ্লোকে উদ্ধবং প্রতি ভিক্ষুকবাক্যেন শ্রীকৃষ্ণ-বচনং—

এতাং স আস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা-
মধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ।
অহন্তরিষ্যামি দুরন্তপারং,
তমো মুকুন্দাংঘ্রিনিষেবয়ৈব ॥ ২ ॥

১। প্রভু কহে—"সাধু এই ভিক্ষুর বচন ;
২। মুকুন্দসেবন-ব্রত কৈল নির্দ্ধারণ।

ন্যাসমিতি। যো গৌরো ন্যাসং সন্ন্যাসং বিধায় তুরীয়মাশ্রমং গৃহীত্বেত্যর্থঃ। উৎপ্রণয় উৎকটপ্রেমবান্ সন্ বৃন্দাবনং গন্তুং মনোযস্য তথাভূতঃ সন্ ভ্রমাৎ প্রেমবৈক্লব্যাৎ রাঢ়ে রাঢ়দেশে ভ্রমন্ পর্য্যটন্ পশ্চাৎ শান্তিপুরীং শ্রীমদদ্বৈত-নিবাসময়িত্বা গত্বা ভক্তৈর্ললাস শোভিতবান্ তং নতোঽস্মীতি ॥ ১ ॥

তদেষা চ পরাত্মনিষ্ঠা শ্রীমন্মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবণং বিনা সোপদ্রবৈব জাতা। যদীদৃশো নানাবিচারোঽপি তন্নিষ্ঠায়ামুপদ্রব এবেত্যাস্তে তন্নিষেবণমবশ্যৈব বিবিনক্তি এতামিতি। সোঽহং এতাং পরাত্মনিষ্ঠাং ব্রহ্মনিষ্ঠামাস্থায় মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব দুরন্তপারং তমঃ সংসারং তরিষ্যামি অনায়াসেন উত্তীর্ণো ভবিষ্যামি। 'এব'-কারেণ মুকুন্দচরণ-নিষেবণাতিরিক্ত-সাধনাপেক্ষা নিরস্তেতি। নন্বেবঞ্চেত্তর্হি কিমিতি পরাত্মনিষ্ঠা গৃহীতা? তত্রাহ—পূর্ব্বতমৈঃ প্রাচীনৈর্মহর্ষিভিরধ্যাসিতামুপাসিতামিতি সদাচারগৌরবায়েত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

যে গৌরচন্দ্র সন্ন্যাস-আশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক উৎকট প্রেমবশতঃ বৃন্দাবন-গমনে সাভিলাষ হইয়া, ভ্রমবশতঃ রাঢ়দেশে ভ্রমণ করতঃ শান্তিপুরে আচার্য্য-গৃহে আগমন করিয়া, ভক্তবর্গের সহিত শোভা পাইয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে প্রণাম করি ॥ ১ ॥

প্রাচীন মহর্ষিগণের সমাদৃত এই ব্রহ্মনিষ্ঠা-বেশ অবলম্বন পূর্ব্বক আমি কেবল মুকুন্দের চরণ সেবা করিয়াই অপার সংসার অনয়াসেই পার হইব ॥ ২ ॥

১। অবন্তীদেশে কোন ব্রাহ্মণ দেবলোক, পিতৃলোক, স্ত্রী, পুত্র এবং আপনাকে বঞ্চনা করিয়া প্রচুর ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন। পরে ধনলাভের পুণ্যক্ষয় হইলে সমস্ত ধন বিনষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু পূর্ব্বে যে ভগবদ্ভজন করিয়াছিলেন তাহা অবিনশ্বর, সেই ভজন প্রভাবে তাঁহার সমস্ত ধন বিনষ্ট হইলে বৈরাগ্যের সাক্ষাৎ লাভ করতঃ বলিয়াছিলেন—"নিশ্চয়ই ভগবান্ আমার প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়াছেন, নচেৎ এইরূপ ধনক্ষয়ে আমার চিত্তে কেন নির্ব্বেদ আসিয়া উপস্থিত হইবে?" তখন তিনি সন্ন্যাসীর বেশে গ্রামে নগরে ভিক্ষা করিয়া জীবিকা সম্পাদন করিতে লাগিলেন। তৎকালে দুর্জ্জন কর্তৃক পরাভূত হইয়া একটী গাথা গান করিয়াছিলেন। সে গাথার বিবক্ষিত—সুখ ও দুঃখের মূল এক মন, সেই মনকে যাহারা সংযম করিয়াছে তাহারাই প্রকৃত সুখী। চরমে এই শ্লোকটী গান করিয়াছিলেন, শ্রুত মহাপ্রভুও সেই শ্লোক অভিনয়ে পাঠ করিতেছেন।

২। মুকুন্দসেবন ব্রত—ব্রত বলায় মুকুন্দসেবা অবশ্যকর্ত্তব্য, না করিলে প্রত্যবায় হয়—ইহাই বুঝাইল, কারণ ব্রতভঙ্গ হইলে মহান্ দোষ।

১। পরাত্মনিষ্ঠা মাত্র বেশ হয় ধারণ ;
মুকুন্দ-সেবায় হয় সংসার তারণ।
২। সেই বেশ কৈল—এবে বৃন্দাবনে গিয়া ;
কৃষ্ণ-নিষেবণ করি নিভৃতে বসিয়া।”
—এত বলি চলে প্রভু প্রেমোন্মাদের চিহ্ন ;
দিক্-বিদিক্ জ্ঞান নাহি চলে রাত্রিদিন।
নিত্যানন্দ-আচার্য্যরত্ন-মুকুন্দ—তিনজন ;
প্রভু পাছে পাছে তিনে করেন গমন।
যেই যেই প্রভু দেখে, সেই সব লোক ;
প্রেমাবেশে হরি বলে খণ্ডে দুঃখ-শোক।
গোপবালক সব প্রভুকে দেখিয়া ;
‘হরি হরি’ বলি ডাকে উচ্চ করিয়া।
শুনি তা’সবার নিকট গেলা গৌরহরি ;
‘বোল বোল’ বলে সবার শিরে হস্ত ধরি।
তা’সবার স্তুতি করে—“তোমরা ভাগ্যবান্ ;
কৃতার্থ করিলে মোরে শুনাঞা হরিনাম;”
গুপ্তে তা’সবাকে আনি ঠাকুর-নিত্যানন্দ ;
শিখাইল সবাকারে করিয়া প্রবন্ধ—
৩। “বৃন্দাবন-পথ প্রভু পুছেন তোমারে ;
গঙ্গাতীর-পথ তবে দেখাইও তাঁরে।”
তবে প্রভু পুছিলেন—“শুন শিশুগণ !
কহ দেখি কোন্ পথে যাব বৃন্দাবন ?”
শিশু সব গঙ্গাতীর-পথ দেখাইল ;
সেই পথে আবেশে প্রভু গমন করিল।
আচার্য্যরত্নেরে কহে নিত্যানন্দ গোসাঞী—
৪। “শীঘ্র যাহ তুমি অদ্বৈত-আচার্য্যের ঠাঁই।
প্রভু লঞা যাব আমি তাঁহার মন্দিরে ;
সাবধানে রহেন্ যেন নৌকা লঞা তীরে।
তবে নবদ্বীপে তুমি করিহ গমন ;
শচী সহ লঞা আইস সব ভক্তগণ।”
তাঁরে পাঠাইয়া নিত্যানন্দ মহাশয় ;
মহাপ্রভুর আগে আসি দিল পরিচয়।
প্রভু কহে—“শ্রীপাদ ! তোমার কোথাকে গমন”
৫। শ্রীপাদ কহে—“তোমার সঙ্গে যাব বৃন্দাবন।”
প্রভু কহে—“কতদূরে আছে বৃন্দাবন ?”
তিঁহ কহেন—“কর এই যমুনাদর্শন।”
এত বলি আনিল তাঁরে গঙ্গা-সন্নিধানে ;
আবেশে প্রভুর হৈল গঙ্গায় যমুনাজ্ঞানে।
“অহো ভাগ্য ! যমুনার পাইনু দরশন”—
এত বলি যমুনার করেন স্তবন—

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে পঞ্চমাঙ্কে ত্রয়োদশশ্লোকে মহাপ্রভুকৃত-স্তুতিঃ—

চিদানন্দভানোঃ সদা নন্দসূনোঃ,
পরপ্রেমপাত্রী দ্রবব্রহ্মগাত্রী।

চিদানন্দেতি। মিত্রপুত্রী সূর্য্যকন্যা যমুনা নোঽস্মাকং বপুঃ পবিত্রীক্রিয়াৎ। কিংভূতা ? চিচ্চাসাবনান্দশ্চেতি চিদানন্দঃ, তস্য ভানোঃ প্রকাশকস্য সচ্চিদানন্দঘনস্যেত্যর্থঃ, নন্দসূনোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পরপ্রেমপাত্রী তত্তীরজলয়োঃ সদা ক্রীড়নাৎ। দ্রবব্রহ্ম গাত্রং যস্যাঃ সা চিন্ময়জলরূপেণাবস্থিতেত্যর্থঃ। অঘানামপরাধাদীনাং লবিত্রী দর্শনমাত্রেণ ছেত্রী। “ত্রিভিঃ স্বারস্বতং তোয়ং সপ্তাহেন তু নার্ম্মদং। সদ্যঃ পুনাতি গাঙ্গেয়ং দর্শনাদেব যামুন”মিতি স্মৃতেঃ। অতএব জগতাং ক্ষেমধাত্রী ॥ ৩॥

সর্ব্বদা চিদানন্দের প্রকাশক নন্দনন্দনের পরম প্রেমভাজন চিন্ময়-জলরূপা, সমস্ত পাপবিনাশিনী এবং জগতের মঙ্গলকারিণী যমুনা আমাদিগের শরীর পবিত্র করুন্ ॥ ৩॥

১। পরাত্মনিষ্ঠামাত্র বেশ ধারণ—এই পরাত্মনিষ্ঠা কেবল বেশ ধারণ করিবার মাত্র, অর্থাৎ কেবল বেশ ধারণে কিছু নাই, একমাত্র মুকুন্দসেবাতেই সংসার ক্ষয় হয়। ২। সেই বেশ—পরাত্মনিষ্ঠা বেশ। কৈল—করিলাম। এবে...বসিয়া—এইরূপে বৃন্দাবন গমন করিয়া নির্জ্জনে বসিয়া কৃষ্ণসেবা করি। ৩। পুছেন—যদি জিজ্ঞাসা করেন (হিন্দীভাষা) পুচ্ছ-ধাতুজ। ৪। ঠাঁই—স্থানে। ৫। শ্রীপাদ—এটি সন্ন্যাসীদিগের সাধু-সম্বোধন।

অঘানাং লবিত্রী জগৎক্ষেমধাত্রী,
পবিত্রীক্রিয়ান্নো বপুর্মিত্রপুত্রী ॥ ৩ ॥

এত বলি নমস্করি কৈল গঙ্গাস্নান ;
এক কৌপীন নাহি দ্বিতীয় পরিধান।
হেনকালে আচার্য্যগোসাঞি নৌকাতে চড়িয়া ;
১। আইল নূতন কৌপীন বহির্ব্বাস লঞা।
আগে আসি রৈলা আচার্য্য নমস্কার করি ;
আচার্য্য দেখি বলে প্রভু মনে সংশয় করি—
"তুমি ত আচার্য্যগোসাঞি এথা কেন আইলা ?
আমি বৃন্দাবনে তুমি কেমনে জানিলা ?"
আচার্য্য কহে—"তুমি যাঁহা সেই বৃন্দাবন ;
মোর ভাগ্যে গঙ্গাতীরে তোমার আগমন।"
প্রভু কহে—"নিত্যানন্দ আমারে বঞ্চিলা ;
গঙ্গাকে আনিয়া মোরে যমুনা কহিলা !"
আচার্য্য কহে—"মিথ্যা নহে শ্রীপাদ-বচন ;
যমুনাতে স্নান তুমি করিলা এখন।
গঙ্গায় যমুনা বহে হঞা একধার ;
পশ্চিমে যমুনা বহে পূর্ব্বে গঙ্গাধার।
পশ্চিমে যমুনা বহে তাঁহা কৈলা স্নান ;
আর্দ্র কৌপীন ছাড়ি শুষ্ক কর পরিধান।
প্রেমাবেশে তিনদিন আছ উপবাস ;
আজি মোর ঘরে ভিক্ষা, চল মোর বাস।
একমুষ্টি অন্ন মুই করিয়াছোঁ পাক ;
২। শুকা-রুখা ব্যঞ্জন কৈল সূপ আর শাক।"
এত বলি নৌকায় চড়াঞা নিল নিজ ঘর ;
৩। পাদপ্রক্ষালন কৈল আনন্দ-অন্তর।

প্রথমেই পাক করিয়াছেন আচার্য্যানী ;
বিষ্ণু-সমর্পণ কৈল আচার্য্য আপনি।
তিন ঠাঁই ভোগ বাড়াইল সম করি ;
কৃষ্ণের ভোগ বাড়াইল ধাতুপাত্রোপরি।
৪। বত্রিশা আঠিয়া কলার আঙ্গটিয়া পাতে ;
দুই ঠাঁই ভোগ বাড়াইল ভালমতে।
৫। মধ্যে পীত ঘৃতসিক্ত শাল্যন্নের স্তূপ ;
৬। চারিদিকে ব্যঞ্জনডোঙ্গা আর মুদ্গ-সূপ।
বাস্তুক শাক পাক বিবিধ প্রকার ;
পটোল কুষ্মাণ্ড বড়ি মানকচু আর।
৭। চৈ-মরিচ সুক্তা দিয়া সব ফল-মূলে ;
অমৃতনিন্দক পঞ্চবিধ তিক্ত ঝালে।
কোমল নিম্বপত্র সহ ভাজা বার্ত্তাকী ;
ফুলবড়ি ভাজা, আর কুষ্মাণ্ড মানচাকি।
নারিকেল শস্য, ছানা, শর্করা মধুর ;
৮। মোচাঘণ্ট, দুগ্ধ-কুষ্মাণ্ড, সকল প্রচুর।
৯। মধুরাম্ল, বড়া অম্ল, অম্ল পাঁচ ছয় ;
সকল ব্যঞ্জন কৈল—লোকে যত হয়।
১০। মুদ্গ বড়া, মাষ বড়া, কলার বড়া মিষ্ট ;
ক্ষীরপুলি, নারিকেলপুলি, যত পিঠা ইষ্ট।
বত্রিশা আঠিয়া কলার ডোঙ্গা বড় বড় ;
১১। চলে হালে নাহি ডোঙ্গা অতি বড় দড়।
পঞ্চাশ-পঞ্চাশ ডোঙ্গা ব্যঞ্জন পূরিয়া ;
তিন ভোগের আশে পাশে রাখিল ধরিয়া।
১২। সঘৃত পায়স মৃৎকুণ্ডিকা ভরিয়া ;
তিন পাত্রে ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ রাখে ত ধরিয়া।

১। নূতন কৌপীন বহির্ব্বাস—নূতন কৌপীন ও নূতন বহির্ব্বাস। ২। শুকা—শুষ্ক অর্থাৎ নীরস। রুখা—রুক্ষ অর্থাৎ স্নেহবর্জ্জিত। এ সকল দৈন্য বাক্য। ৩। পাদ প্রক্ষালন কৈল—মহাপ্রভু গার্হস্থ্যাশ্রমে থাকিতে গৌরব করিয়া কখনই আচার্য্যকে পাদস্পর্শ করিতে দেন নাই। কিন্তু সন্ন্যাসী গৃহস্থের পূজ্য বলিয়া এইক্ষণে আর আপত্তি করিতে পারিলেন না।

৪। বত্রিশা—যাহাতে বত্রিশ ছড়াযুক্ত কলার কাঁদি হয়। আঠিয়া—এঁঠেকলা অর্থাৎ বিচাকলা। ইহাদিগের পত্র অতি বৃহৎ হয়। আঙ্গটিয়া—আঙ্গট অর্থাৎ অখণ্ড। ৫। পীত ঘৃত—পীতবর্ণ ঘৃত অর্থাৎ গব্যঘৃত। শাল্যন্ন—শালী ধান্যের সুগন্ধ অন্ন। স্তূপাকার—রাশি। ৬। ডোঙ্গা—কলার পেটু নির্ম্মিত পাত্র। সূপ—ডিজল অর্থাৎ ডাইল। বাস্তুক—বেতু। ৭। সুক্তা—নালিতা। দুগ্ধকুষ্মাণ্ড—দুগ্ধে পক্ক কুষ্মাণ্ড।
৯। মধুরাম্ল—মিষ্ট অম্ল। বড়া অম্ল—বড়াযুক্ত অম্ল। ১০। মাষবড়া—মাষকলাইয়ের বড়া। কলার বড়া মিষ্ট—অর্থাৎ মিষ্ট দিয়া কলার বড়া প্রস্তুত করা। ১১। অতি বড় দড়—অতিশয় বৃহৎ এবং অতিশয় দৃঢ়। ১২। মৃৎকুণ্ডিকা—মৃন্ময় কুঁড়ে ভাঁড়।

১। দুগ্ধ-চিড়া-কলা আর দুগ্ধ-লক্‌লকি,
যতেক করিল তাহা কহিতে না শকি।
দুইপার্শ্বে ধরিল সব মৃৎকুণ্ডিকা ভরি,
চাঁপাকলা, দধি, সন্দেশ—কহিতে না পারি।
অন্নব্যঞ্জন উপরি তুলসীমঞ্জরী,
তিন জলপাত্রে সুবাসিত জল ভরি।
তিন শুভ্রপীঠ, তার উপরি বসন,
কৃষ্ণের ভোগ সাক্ষাতে কৃষ্ণে করাল ভোজন।
২। আরাত্রিক-কালে দুই প্রভু বোলাইল,
প্রভু সঙ্গে সবে আসি আরতি দেখিল।
আরতি করিয়া কৃষ্ণে করাইল শয়ন,
আচার্য্য আসি প্রভুরে তবে কৈল নিবেদন—
"গৃহের ভিতরে প্রভু করুন্ গমন,"
দুই ভাই আইলা তবে করিতে ভোজন!
৩। মুকুন্দ হরিদাস দুই—প্রভু বোলাইল,
যোড়হাতে দুইজন কহিতে লাগিল।
৪। মুকুন্দ বলে—"মোর কিছু কৃত্য নাহি সরে,
পাছে মুই প্রসাদ পাইমু তুমি যাহ ঘরে।"
হরিদাস বলে—"মুই পাপিষ্ঠ অধম,
বাহিরে একমুষ্টি পাছে করিমু ভোজন।"
দুই প্রভু লঞা আচার্য্য গেলা ভিতর ঘর,
প্রসাদ দেখিয়া প্রভুর আনন্দ-অন্তর—
"ঐছে অন্ন যে কৃষ্ণকে করায় ভোজন,
জন্মে জন্মে শিরে ধরোঁ তাঁহার চরণ"—
প্রভু জানে তিন ভোগ কৃষ্ণের নৈবেদ্য,
আচার্য্যের মনঃকথা নহে প্রভুর বেদ্য।
৫। প্রভু বলে—"বৈস তিনে করি যে ভোজন";
আচার্য্য কহে—"আমি করিব পরিবেশন।"

৬। "কোন্ স্থানে বসিব? আর আন দুই পাত,
অল্প করি তাহে আনি দেহ ব্যঞ্জন ভাত।"
আচার্য্য কহে—"বৈস দোঁহে পিঁড়ির উপরে,"
এত বলি হাতে ধরি বসাইল দুহাঁরে।
প্রভু কহে—"সন্ন্যাসীর ভক্ষ্য নহে উপকরণ,
ইহা খাইলে কৈছে হবে ইন্দ্রিয় বারণ?"
আচার্য্য কহে—"ছাড় তুমি আপনার চুরি,
আমি জানি তোমার সন্ন্যাসের ভারিভুরি।
ভোজন করহ, ছাড় বচন-চাতুরী";
প্রভু কহে—"এত অন্ন খাইতে না পারি।"
আচার্য্য বলে—"অকপটে করহ আহার,
যদি খাইতে না পার, রহিবেক আর।"
প্রভু বলে—"এত অন্ন নারিব খাইতে,
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে উচ্ছিষ্ট রাখিতে।"
আচার্য্য কহে—"নীলাচলে খাও চুয়ান্নবার,
একবারে অন্ন খাও শত শত ভার।
তিনজনার ভক্ষ্য পিণ্ড তোমার একগ্রাস,
৭। তার লেখায় এই অন্ন নহে পঞ্চ গ্রাস!
মোর ভাগ্যে মোর ঘরে তোমার আগমন,
ছাড়হ চাতুরী প্রভু করহ ভোজন।"
৮। এত বলি জল দিল দুই গোসাঞীর হাতে,
হাসিয়া লাগিলা দোঁহে ভোজন করিতে।
নিত্যানন্দ কহে—"কৈল তিন উপবাস,
আজি পারণা করিতে বড় ছিল আশ।
আজিও উপবাস হৈল আচার্য্য-নিমন্ত্রণে,
অর্দ্ধপেট না ভরিবে এই গ্রাসেক অন্নে।"
আচার্য্য কহে—"তুমি হও তৈর্থিক সন্ন্যাসী,
কভু ফল-মূল খাও, কভু উপবাসী।

১। দুগ্ধ লকলকি—পিষ্টক বিশেষ। ২। দুই প্রভু—শ্রীচৈতন্য এবং শ্রীনিত্যানন্দ। ৩। মুকুন্দ হরিদাস দুই—অর্থাৎ মুকুন্দ এবং হরিদাস এই দুই জনকে। প্রভু—শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু। বোলাইল—ডাকিলেন। ৪। কিছু কৃত্য নাহি সরে—নিত্য-কৃত্য কিছুই নির্ব্বাহ হয় নাই। ৫। প্রভু—মহাপ্রভু। ৬। "কোন্ স্থানে…ব্যঞ্জন ভাত"—শ্রীমহাপ্রভুর উক্তি। ৭। তার লেখায়—তার তুলনায়। ৮। জল দিল…হাতে—সন্ন্যাসীদিগের ভোজনের পূর্ব্বে গৃহস্বামীকে জল-গণ্ডূষ অর্পণ করিতে হয়। ইহাতে ইহাই প্রতিপাদিত হইল যে, সে সময় নিত্যানন্দ প্রভুও সন্ন্যাসী ছিলেন।

দরিদ্র ব্রাহ্মণ-ঘরে পাইলা মুষ্টিকান্ন,
ইহাতে সন্তুষ্ট হও, ছাড় লোভ মন।”
নিত্যানন্দ বলে—“যবে কৈলে নিমন্ত্রণ,
তত দিবে চাহি যত করিতে ভোজন।”
শুনি নিত্যানন্দের কথা ঠাকুর-অদ্বৈত,
কহেন তাঁহারে কিছু পাইয়া পীরিত।
—“ভ্রষ্ট অবধূত তুমি উদর ভরিতে,
সন্ন্যাস করিয়াছ বুঝি ব্রাহ্মণ দণ্ডিতে ?
১। তুমি খাইতে পার দশ বিশ মানের অন্ন,
আমি তাহা কাঁহা পাব দরিদ্র ব্রাহ্মণ ?
যে পাইয়াছ মুষ্টিকান্ন তাহা খাঞা উঠ,
পাগ্‌লাই না করিহ, না ছড়াও ঝুট।”
এইমত হাস্যরসে করেন ভোজন,
২। অর্দ্ধ অর্দ্ধ খাঞা প্রভু ছাড়েন ব্যঞ্জন।
৩। সেই ব্যঞ্জনে আচার্য্য করেন পূরণ,
এইমত পুনঃ পুনঃ পরিবেশে ব্যঞ্জন।
দোনা ব্যঞ্জনে ভরি করেন প্রার্থন,
প্রভু বলেন—“আর কত করিব ভোজন ?”
আচার্য্য কহে—“যে দিয়াছি তাহা না ছাড়িবা,
এখন যে দিয়ে তার অর্দ্ধেক খাইবা।”
নানা যত্নে-দৈন্যে প্রভুকে করাল ভোজন,
আচার্য্যের ইচ্ছা প্রভু করিল পূরণ।
নিত্যানন্দ কহে—“আমার পেট না ভরিল,
লঞা যাহ তোর অন্ন কিছু না খাইল।”—
এত বলি একগ্রাস অন্ন হাতে লঞা,
৪। উঝালি ফেলিল আগে যেন ক্রুদ্ধ হঞা।

ভাত দুই চারি লাগে আচার্য্যের অঙ্গে,
ভাত গায়ে লঞা আচার্য্য নাচে বহু রঙ্গে—
৫। ‘অবধূতের ঝুটা মোর লাগিল অঙ্গে,
পরম পবিত্র মোরে কৈল এই ঢঙ্গে’।—
“তোরে নিমন্ত্রণ করি পাইনু তার ফল,
তোর জাতি-কুল নাহি সহজে পাগল।
আপনার সম মোরে করিবার তরে,
ঝুটা দিলে ; বিপ্র বলি ভয় না করিলে !”
নিত্যানন্দ বলে—“এই কৃষ্ণের প্রসাদ,
ইহাকে ঝুটা কহিলে, কৈলে অপরাধ।
শতেক সন্ন্যাসী যদি করাহ ভোজন,
তবে এই অপরাধ হইবে খণ্ডন।”
আচার্য্য কহে—“না করিব সন্ন্যাসী নিমন্ত্রণ,
৬। সন্ন্যাসী নাশিলে মোর সব স্মৃতি-ধর্ম্ম।”
এত বলি দুই জনে করাইল আচমন,
উত্তম শয্যাতে লঞা করাইল শয়ন।
৭। লবঙ্গ এলাচি বীজ উত্তম রসবাস,
তুলসীমঞ্জরী সহ দিল মুখবাস।
গন্ধ-চন্দনে লিপ্ত কৈল কলেবর,
সুগন্ধি মালা আনি দিল হৃদয় উপর।
আচার্য্য করিতে চাহে পাদ সম্বাহন,
সঙ্কুচিত হঞা প্রভু বলেন বচন—
“বহুত নাচাইলে আমা ছাড় নাচায়ন,
মুকুন্দ-হরিদাস লঞা করহ ভোজন।”
তবে ত আচার্য্য সঙ্গে লঞা দুইজনে,
করিল ভোজন, ইচ্ছা যে আছিল মনে।

১। দশ বিশ মানের অন্ন—দশবিশ জন লোকের পরিমাণ অন্ন। ২। অর্দ্ধ অর্দ্ধ—অর্থাৎ ব্যঞ্জন দ্বারা ডোঙ্গা পরিপূর্ণ ছিল, সেই সকল ডোঙ্গার ব্যঞ্জন অর্দ্ধ অর্দ্ধ পরিমাণে ভোজন করিয়া ত্যাগ করিলেন। প্রভু—মহাপ্রভু। ৩। সেই ব্যঞ্জনে—অর্থাৎ তজ্জাতীয় ব্যঞ্জন দ্বারা সেই পাত্র অর্থাৎ ডোঙ্গা পরিপূর্ণ করিতে লাগিলেন। ৪। উঝালি—ছড়াইয়া। যেন ক্রুদ্ধ হইয়া—অর্থাৎ ক্রুদ্ধের ন্যায় ভাণ করিয়া, বস্তুতঃ ক্রোধ করেন নাই।

৫। ঝুটা—উচ্ছিষ্ট। এই ঢঙ্গে—এই আকারে অর্থাৎ এই ছলে, পরিহাসচ্ছলে। “অবধূতের…অঙ্গে”—এই পঙক্তি আচার্য্যের মনঃকথা। “তোরে নিমন্ত্রণ…ভয় না করিবে”—আচার্য্যের প্রকাশ্যোক্তি। ৬। স্মৃতিধর্ম্ম—আশ্বলায়নাদি প্রণীত গৃহ্যোক্ত বর্ণাশ্রমাচারাদি। ৭। উত্তম রসবাস—অর্থাৎ সুগন্ধ জলবাসিত লবঙ্গ এবং এলাচি। মুখবাস—মুখশোধন। সন্ন্যাসীর অভক্ষ্য বলিয়া তাম্বুল প্রদান করেন নাই।

শান্তিপুরের লোক শুনি প্রভুর আগমন ;
দেখিতে আইল লোক প্রভুর চরণ।
'হরি হরি' বলে লোক আনন্দিত হঞা,
চমৎকার পাইল প্রভুর সৌন্দর্য্য দেখিয়া।
গৌর দেহকান্তি, সূর্য্য জিনিয়া উজ্জ্বল,
অরুণ-বস্ত্রকান্তি তাহে করে ঝলমল।
১। আইসে যায় লোক সব—নাহি সমাধান,
লোকের সংঘট্টে দিন হৈল অবসান।
সন্ধ্যাতে আচার্য্য আরম্ভিল সঙ্কীর্ত্তন,
২। আচার্য্য নাচেন, প্রভু করেন দর্শন।
৩। নিত্যানন্দ গোসাঞী বুলে আচার্য্য ধরিয়া,
হরিদাস পাছে নাচে হরষিত হঞা।

ধানশ্রী রাগঃ।

৪। "কি কহিব রে সখি আজক আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥" ধ্রু॥
৫। এই পদ গাই হর্ষে করেন নর্ত্তন,
স্বেদ-কম্প-পুলকাশ্রু-হুঙ্কার-গর্জ্জন।
ফিরি ফিরি কভু প্রভুর ধরেন চরণ,
আলিঙ্গন করি প্রভুরে বলেন বচন।
৬। "অনেক দিন তুমি মোরে বেড়ালে ভাণ্ডিয়া,
ঘরেতে পাঞাছি এবে রাখিব বান্ধিয়া।"
এত বলি আনন্দে আচার্য্য করেন নর্ত্তন,
প্রহরেক রাত্রি আচার্য্য কৈল সঙ্কীর্ত্তন।
৭। প্রেমের উৎকণ্ঠা প্রভুর, নাহি কৃষ্ণসঙ্গ,
বিরহে বাড়িল প্রেম জ্বালার তরঙ্গ।
ব্যাকুল হইয়া প্রভু ভূমিতে পড়িলা,
৮। গোসাঞী দেখিয়া আচার্য্য নৃত্য সম্বরিলা।
প্রভুর অন্তর মুকুন্দ জানে ভালমতে,
ভাবের সদৃশ পদ লাগিল গাইতে।
আচার্য্য উঠাইল প্রভুকে করিতে নর্ত্তন,
৯। পদ শুনি প্রভুর অঙ্গ না যায় ধরণ।
অশ্রু-কম্প-পুলক-স্বেদ-গদ্গদ বচন,
ক্ষণে উঠে, ক্ষণে পড়ে, ক্ষণেক রোদন।

তথাহি পদম্—

"হাহা প্রাণপ্রিয় সখি! কি না হৈল মোরে?
কানু-প্রেমবিষে মোর তনু-মন জ্বরে॥ ধ্রু॥
১০। রাত্রি দিন পোড়ে মন সোয়াস্থ্য না পাঙ,
যাঁহা গেলে কানু পাঙ তাঁহা উড়ি যাঙ।"
এই পদ গায় মুকুন্দ মধুর স্বরে,
শুনিয়া প্রভুর চিত্ত বিদরে অন্তরে।
১১। নির্ব্বেদ-বিষাদামর্ষ-চাপল্য-গর্ব্ব-দৈন্য,
১২। প্রভুর সহিত যুদ্ধ করে ভাব-সৈন্য।
জরজর হৈলা প্রভু ভাবের প্রহারে,
ভূমিতে পড়িল শ্বাস নাহিক শরীরে।
দেখিয়া চিন্তিত হৈল যত ভক্তগণ,
আচম্বিতে উঠে প্রভু করিয়া গর্জ্জন।
'বোল বোল' বুলি নাচে আনন্দে বিহ্বল,
বুঝন না যায় ভাব-তরঙ্গ প্রবল।
নিত্যানন্দ সঙ্গে বুলে প্রভুকে ধরিয়া,
আচার্য্য হরিদাস বুলে পাছেতে নাচিয়া।
এইমত প্রহরেক নাচে প্রভু রঙ্গে,
কভু হর্ষ, কভু বিষাদ ভাবের তরঙ্গে।

১। নাহি সমাধান—অর্থাৎ লোক যাতায়াতের শেষ হয় না। ২। প্রভু—মহাপ্রভু।
৩। বুলে—ভ্রমণ করেন। অর্থাৎ আচার্য্য প্রেমভরে ভূমিতলে নিপতিত হইবেন এই আশঙ্কায় তাঁহাকে ধারণ করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।
৪। ওর—অবধি। চিরদিনে—অর্থাৎ বহুকাল পরে। এই পদে 'মাধব' শব্দ প্রয়োগ দ্বারা মথুরা হইতে তৎক্ষণাৎ শ্রীবৃন্দাবনে সমাগত শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছেন—এই ভাবে আচার্য্য গান করিয়াছেন। ইহাতে সে সময়ে আচার্য্যের সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগের স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল।
৫। গাই—গান করিয়া। ৬। ভাণ্ডিয়া—বঞ্চনা করিয়া। ৭। প্রভুর—মহাপ্রভুর। ৮। গোসাঞী দেখিয়া—অর্থাৎ মহাপ্রভুকে প্রেমের উৎকণ্ঠায় ভূমিতে পতিত দেখিয়া। ৯। পদ শুনি—মুকুন্দের গীত পদ শুনিয়া। ১০। সোয়াস্থ্য—স্বাস্থ্য অথবা স্বস্তি অর্থাৎ শান্তি।
১১। বিষাদামর্ষ—বিষাদ এবং অমর্ষ। ১২। প্রভুর...ভাব-সৈন্য—অর্থাৎ নির্ব্বেদাদি ভাবের পরস্পর উপমর্দ্দোপমর্দ্দকতা হওয়ায় সে কালে প্রভুর শরীরে এই সকল ভাবের শাবল্য হইয়াছিল।

তিন দিন উপবাসে করিয়া ভোজন ;
১। উদ্দণ্ড নৃত্যেতে হৈল বড় পরিশ্রম।
তবু ত না জানে শ্রম প্রেমাবিষ্ট হঞা ;
নিত্যানন্দ প্রভুকে রাখিল ধরিয়া।
আচার্য্যগোসাঞী তবে রাখিল কীর্ত্তন ;
নানা সেবা করি প্রভুকে করাইল শয়ন।
এইমত দশ দিন ভোজন-কীর্ত্তন ;
২। একরূপ করি করে প্রভুর সেবন।
প্রভাতে আচার্য্যরত্ন দোলায় চড়াইঞা ;
ভক্তগণ সঙ্গে আইলা শচীমাতা লঞা।
নদীয়ানগরের লোক স্ত্রী-বালক-বৃদ্ধ ;
সব লোক আইল, হৈল সংঘট্ট সমৃদ্ধ।
নৃত্য করি করে প্রভু নামসঙ্কীর্ত্তন ;
শচীমাতা লঞা আইল অদ্বৈতভবন।
শচী আগে পড়িলা প্রভু দণ্ডবৎ হঞা ;
কান্দিতে লাগিলা শচী কোলে উঠাইয়া।
৩। দোঁহার দর্শনে দোঁহে হইলা বিহ্বল ;
কেশ না দেখিয়া শচী হইলা বিকল।
অঙ্গ মুছে, মুখ চুম্বে, করে নিরীক্ষণ ;
দেখিতে না পায়, অশ্রু ভরিল নয়ন।
কান্দিয়া কহেন শচী—"বাছারে নিমাই!
বিশ্বরূপ সম না করিহ নিঠুরাই।
সন্ন্যাসী হইয়া মোরে না দিল দর্শন ;
তুমি তৈছে হৈলে মোর হইবে মরণ।"
৪। কাঁদিয়া বলেন প্রভু—"শুন মোর আই!
তোমার শরীর এই, মোর কিছু নাই।
তোমার পালিত দেহ, জন্ম তোমা হৈতে ;
কোটিজন্মে তোমার ঋণ নারিব শোধিতে।
জানি বা না জানি যদি করিল সন্ন্যাস ;
৫। তথাপি তোমারে কভু নহিব উদাস।
তুমি যাহাঁ কহ—আমি তাহাঁই রহিব ;
তুমি যেই আজ্ঞা কর—সেই সে করিব।"
এত বলি পুনঃ পুনঃ করে নমস্কার ;
তুষ্ট হঞা আই কোলে করে বার বার।
৬। তবে আই লঞা আচার্য্য গেলা অভ্যন্তর ;
ভক্তগণ মিলিতে প্রভু হইলা সত্বর।
একে একে মিলিলা প্রভু সব ভক্তগণে ;
সবার মুখ দেখি দেখি করে আলিঙ্গনে।
কেশ না দেখিয়া ভক্ত যদ্যপি পায় দুঃখ ;
৭। সৌন্দর্য্য দেখিতে তবু পায় মহাসুখ।
শ্রীবাস, রামাই, বিদ্যানিধি, গদাধর ;
গঙ্গাদাস, বক্রেশ্বর, মুরারি, শুক্লাম্বর ;
বুদ্ধিমন্ত খান্‌, নন্দন, শ্রীধর, বিজয় ;
বাসুদেব, দামোদর, মুকুন্দ, সঞ্জয়।
কত নাম লইব ?—যত নবদ্বীপবাসী ;
সবারে মিলিলা প্রভু কৃপাদৃষ্ট্যে হাসি।
আনন্দে নাচয়ে সবে বলি 'হরি হরি' ;
আচার্য্যমন্দির হৈল শ্রীবৈকুণ্ঠপুরী।
যত লোক আইল মহাপ্রভুকে দেখিতে ;
নানা গ্রাম হৈতে আর নবদ্বীপ হৈতে।
সবাকারে বাসা দিল ভক্ষ্য অন্ন-পান ;
বহুদিন আচার্য্যগোসাঞী কৈল সমাধান।
৮। আচার্য্যগোসাঞীর ভাণ্ডার অক্ষয় অব্যয় ;
যত দ্রব্য ব্যয় করে—তত দ্রব্য হয়।

১। উদ্দণ্ডনৃত্য—ভাবাবেশে ঊর্দ্ধে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক নৃত্য। ২। একরূপ—অর্থাৎ প্রথম দিনে যে যে উপচারে মহাপ্রভুর সেবন করিয়াছিলেন, সেইরূপ সেবা দশ দিনই করিয়াছিলেন। ৩। দোঁহার—শচী এবং মহাপ্রভুর।

৪। আই—আর্য্যা অর্থাৎ মাননীয়া। ৫। নহিব উদাস—উদাসীন হইব না অর্থাৎ তোমাকে ভুলিব না।

৬। আই লঞা—আইকে লইয়া। ৭। সৌন্দর্য্য দেখিয়া—অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণে কেশমুণ্ডন, দণ্ড এবং কাষায় বসন ধারণাদিতেও অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল। ৮। অক্ষয়—কিছুতেই দ্রব্যের অভাব হয় না। অব্যয়—ব্যয় করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ পরিপূর্ণ হয়।

সেই দিন হৈতে শচী করেন রন্ধন ;
ভক্তগণ লঞা প্রভু করেন ভোজন।
১। দিনে আচার্য্যের প্রীতি, প্রভুর দর্শন ;
রাত্রে লোক দেখে প্রভুর নর্ত্তন-কীর্ত্তন।
২। কীর্ত্তন করিতে প্রভুর সর্ব্বভাবোদয় ;
স্তম্ভ, কম্প, পুলকাশ্রু, গদ্গদ, প্রলয়।
ক্ষণে ক্ষণে পড়ে প্রভু আছাড় খাইয়া ;
দেখি শচীমাতা কহে রোদন করিয়া—
৩। "চূর্ণ হৈল হেন বাসোঁ নিমাই-কলেবর !"
'হা হা' করি বিষ্ণু পাশে মাগে এই বর—
৪। "বাল্যকাল হৈতে তোমার যে কৈলুঁ সেবন ;
তার এই ফল মোরে দেহ নারায়ণ !
যে কালে নিমাই পড়ে ধরণী উপরে ;
ব্যথা যেন নাহি লাগে নিমাই-শরীরে।"
এইমত শচীদেবী বাৎসল্যে বিহ্বল ;
৫। হর্ষ-ভয়-দৈন্যভাবে হইল বিকল।
শ্রীনিবাস-আদি যত বিপ্র ভক্তগণ ;
৬। প্রভুকে ভিক্ষা দিতে সবার হৈল মন।
শুনি শচী সবাকারে করিল মিনতি—
৭। "নিমাঞির দরশন আর মুঞি পাব কতি ?
তোমা সবা সনে হবে অন্যত্রে মিলন ;
মুঞি অভাগিনীর মাত্র এই দরশন।
যাবৎ আচার্য্যগৃহে নিমাইর অবস্থান ;
৮। মুঞি ভিক্ষা দিব, সবাকারে মাগোঁ দান।"
শুনি ভক্তগণ কহে করি নমস্কার—
"মাতার যে ইচ্ছা সেই সম্মত সবার।"
৯। মাতার বৈয়গ্র্য দেখি প্রভুর ব্যগ্র মন ;
ভক্তগণ একত্র করি বলিল বচন—
"তোমা সবাকার আজ্ঞা বিনা চলিলাঙ বৃন্দাবন ;
যাইতে নারিল, বিঘ্ন কৈল নিবর্ত্তন।
যদ্যপি সহসা আমি করিয়াছি সন্ন্যাস ;
তথাপি তোমা সবা হৈতে নহিব উদাস।
তোমা সবা না ছাড়িব যাবৎ আমি জীব ;
মাতারে তাবৎ আমি ছাড়িতে নারিব।
'সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে—সন্ন্যাস করিয়া—
নিজ জন্মস্থানে রহে কুটুম্ব লইয়া।'
কেহ যেন এই ব'লে না করে নিন্দন ;
সেই যুক্তি কর, যাতে রহে দুই ধর্ম্ম।"
শুনিয়া প্রভুর এই মধুর বচন ;
শচী পাশ আচার্য্যাদি করিল গমন।
প্রভুর নিবেদন তাঁরে সকলি কহিল ;
শুনি শচী জগন্মাতা কহিতে লাগিল—
"তিঁহ যদি ইহাঁ রহে—তবে মোর সুখ ;
তাঁর নিন্দা হয় যদি—তবে মোর দুঃখ।
তাতে এই যুক্তি ভাল মোর মনে লয় ;
১০। নীলাচলে রহে যদি দুই কার্য্য হয়।

১। আচার্য্যের প্রীতি—তাদৃশ প্রীতিপূর্ব্বক মহাপ্রভুর সেবা। ২। সর্ব্বভাবোদয়—সাত্ত্বিক এবং ব্যভিচারী ভাব-বর্গের উদ্গম। প্রলয়—সুখ অথবা দুঃখ দ্বারা চেষ্টা এবং জ্ঞানের নিরাকৃতিকে প্রলয় বলে। ভূমিপতনাদি তাহার অনুভাব।

৩। হেন বাসোঁ—এইরূপ বিবেচনা করি। 'হা হা' করি—হায় হায় করিতে করিতে। "চূর্ণ হইল…কলেবর"—এই পদ্যার্দ্ধ শচীর উক্তি। "হা-হা করি…এই বর"—এই পদ্যার্দ্ধ গ্রন্থকারের উক্তি।

৪। "বাল্যকাল হৈতে" এই হইতে "ব্যথা যেন…নিমাই শরীরে"—এই পর্য্যন্ত শচীমাতার উক্তি। তার—সেই সেবনের। ফল অর্থাৎ বর।

৫। হর্ষ-ভয়-দৈন্যভাবে—নিমাই দর্শন জন্য হর্ষ ; ভূমিপতনে ব্যথা লাগিবে বলিয়া ভয় ; ব্যথানিবৃত্তির বরপ্রার্থনার্থ উপাস্যদেবের নিকট দৈন্য। এইস্থানে ভাবসন্ধি হইয়াছে। ৬। ভিক্ষা দিতে—আহার করাইতে। সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারীর পাক নিষেধ থাকায়, তাঁহারা ভিক্ষায় ভোজন করেন অর্থাৎ তাঁহাদিগকে ভিক্ষা বলিয়া অন্ন দিতে হইবে। ৭। কতি—কোথায় ? ৮। সবাকারে মাগোঁ দান—আমি নিমাইকে ভিক্ষা দিব,—ইহাই সবাকারে (সকলের কাছে) দান (ভিক্ষা) মাগোঁ (প্রার্থনা করি)। ৯। বৈয়গ্র্য—ব্যগ্রতা।

১০। দুই কার্য্য—লোক যাতায়াতে বার্ত্তা-শ্রবণ এবং গঙ্গাস্নান উপলক্ষে এখানে আগমন হইবে তাহাতে দর্শনপ্রাপ্তি—এই দুই কার্য্য।

নীলাচলে নবদ্বীপে যেন দুই ঘর,
লোক-গতাগতি, বার্ত্তা পাব নিরন্তর।
তুমি সব করিতে পার গমনাগমন,
১। গঙ্গাস্নানে কভু তাঁর হবে আগমন।
আপনার দুঃখ-সুখ তাহা নাহি গণি,
তাঁর যেই সুখ—সেই নিজ সুখ মানি।"
　　শুনি ভক্তগণ তাঁরে করেন স্তবন,—
২। "বেদ-আজ্ঞা যৈছে মাতা তোমার বচন।"
প্রভু আগে ভক্তগণ কহিতে লাগিল,
শুনিয়া প্রভুর মনে আনন্দ হইল।
নবদ্বীপবাসী-আদি যত ভক্তগণ,
সবারে সম্মান করি বলিল বচন—
"তুমি সব লোক মোর পরম বান্ধব,
৩। এই ভিক্ষা মাগোঁ—মোরে দেহ তুমি সব।
ঘরে যাঞা কর সদা কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন,
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণ-আরাধন।
আজ্ঞা দেহ নীলাচলে করিয়ে গমন,
মধ্যে মধ্যে আসি তোমায় দিব দরশন।"
এত বলি সবাকারে ঈষৎ হাসিয়া,
বিদায় করিল প্রভু সম্মান করিয়া।
সবারে বিদায় দিয়া প্রভু চলিতে কৈল মন,
হরিদাস কান্দি কহে করুণ বচন—
"নীলাচলে যাবে তুমি মোর কোন্ গতি ?
নীলাচলে যাইতে মোর নাহিক শকতি।
মুঞি অধম না পাইয়া তোমা দরশন,
কিমতে ধরিব এই পাপিষ্ঠ জীবন ?"
প্রভু কহে—"কর তুমি দৈন্য-সংবরণ,
তোমার দৈন্যেতে মোর ব্যাকুল হয় মন।

তোমা লাগি জগন্নাথে করিব নিবেদন,
তোমা লঞা যাব আমি শ্রীপুরুষোত্তম।"
তবে ত আচার্য্য কহে বিনয় করিয়া—
"দিন দুই-চারি রহ কৃপা ত করিয়া।"
আচার্য্যের বাক্য প্রভু না করে লঙ্ঘন,
রহিলা অদ্বৈতগৃহে না কৈল গমন।
আনন্দিত হৈল আচার্য্য-শচী ভক্ত সব,
প্রতিদিন করে আচার্য্য মহামহোৎসব।
দিনে কৃষ্ণকথা-রস ভক্তগণ সঙ্গে,
রাত্রে মহামহোৎসব সংকীর্ত্তন-রঙ্গে।
আনন্দিত হঞা শচী করেন রন্ধন,
সুখে ভোজন করে প্রভু লঞা ভক্তগণ।
আচার্য্যের শ্রদ্ধা-ভক্তি-গৃহ-সম্পদ্-ধনে,
সকল সফল হইল প্রভু-আরাধনে।
শচীর আনন্দ বাড়ে দেখি পুত্রমুখ,
ভোজন করাঞা পূর্ণ কৈল নিজসুখ।
　　এইমত অদ্বৈতগৃহে ভক্তগণে মিলে,
বঞ্চিলা কতক দিন মহা কুতূহলে।
আর দিন প্রভু কহে সব ভক্তগণে—
"নিজ নিজ ঘরে সবে করহ গমনে।
ঘরে গিয়া কর সবে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন,
পুনরপি আমার সঙ্গে হইবে মিলন।
কভু বা করিবে তোমরা নীলাদ্রি গমন,
কভু বা আসিব আমি করিতে গঙ্গাস্নান।"
নিত্যানন্দগোসাঞী, পণ্ডিতজগদানন্দ,
দামোদরপণ্ডিত আর দত্তমুকুন্দ,
৪। এই চারিজন আচার্য্য দিল প্রভু সনে,
জননী প্রবোধ করি বন্দিলা চরণে।

১। তাঁর—নিমাইর।
২। বেদ-আজ্ঞা—অর্থাৎ বেদ-আজ্ঞা যেমন জগতের হিতকারিণী এবং বিচারসহ, তদ্রূপ তোমারও আজ্ঞা।
৩। তুমি সব—তোমরা সকলে। ৪। এই চারি জন...প্রভু সনে—নিত্যানন্দ প্রভু, জগদানন্দ-পণ্ডিত, দামোদর-পণ্ডিত এবং মুকুন্দদত্ত এই চারি জনকে আচার্য্য মহাপ্রভুর সঙ্গে নিযুক্ত করিলেন।
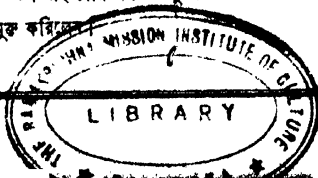
১। তাঁরে প্রদক্ষিণ করি করিলা গমন,
এথা আচার্য্যের ঘরে উঠিল ক্রন্দন।
নিরপেক্ষ হঞা প্রভু শীঘ্র চলিলা,
কান্দিতে কান্দিতে আচার্য্য পশ্চাৎ চলিলা।
কতদূর গিয়া প্রভু করি যোড়হাত,
আচার্য্য প্রবোধি কিছু কহে মিষ্ট বাত—
"জননী প্রবোধ কর ভক্ত-সমাধান,
তুমি ব্যগ্র হৈলে কার না রহিবে প্রাণ।"
এত বলি প্রভু তাঁরে করি আলিঙ্গন,
২। নিবর্ত্ত করিয়া কৈল স্বচ্ছন্দ গমন।
গঙ্গাতীরে গেলা প্রভু চারিজন সাথে,
৩। নীলাদ্রি চলিলা প্রভু ছত্রভোগ-পথে।
চৈতন্যমঙ্গলে প্রভুর নীলাদ্রিগমন,
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন।
অদ্বৈতগৃহে প্রভুর বিলাস শুনে যেইজন,
অচিরে মিলয়ে তারে কৃষ্ণ-প্রেমধন।
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ,
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

১। তাঁরে -জননীকে। মাতা পৃথিবীর অবতার, এজন্য জননীকে প্রদক্ষিণ করিলে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করা হয়। ২। নিবর্ত্ত -নিবৃত্ত, শান্ত। ৩। ছত্রভোগ -সাগর সঙ্গমের নিকটবর্ত্তী। এইস্থানে গঙ্গা শতমুখী হইয়া সগর-কুলকে উদ্ধার করতঃ দক্ষিণ সমুদ্রে প্রবেশ করেন।

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সন্ন্যাসকরণাদ্বৈতগৃহবিলাস নাম
তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

যস্মৈ দাতুং চোরয়ন্ ক্ষীরভাণ্ডং,
গোপীনাথঃ ক্ষীরচোরাভিধোঽভূৎ;
শ্রীগোপালঃ প্রাদুরাসীদ্বশঃ সন্,
যৎপ্রেম্না তং মাধবেন্দ্রং নতোঽস্মি॥ ১॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র! জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈতচন্দ্র! জয় গৌরভক্তবৃন্দ!
নীলাদ্রি গমন, জগন্নাথ দরশন,
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য প্রভুর মিলন।

যস্মৈ ইতি। যস্মৈ মাধবেন্দ্রায় যতিনে দাতুং ক্ষীরভাণ্ডং ক্ষীরপূর্ণভাণ্ডং চোরয়ন্ স্ববস্ত্রেণাবৃণ্বন্ গোপীনাথস্তন্নামা শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহঃ ক্ষীরচোর ইত্যভিধা সংজ্ঞা যস্য তথা নামা অভূৎ বভূব। যস্য প্রেম্না বশ আয়ত্তীকৃতঃ সন্ শ্রীগোপালস্তন্নামা বিগ্রহবিশেষঃ প্রাদুরাসীৎ লোকে প্রকটিতো বভূব। এতাভ্যাং তস্য কৃষ্ণবশীকারিত্বং তদাকর্ষিত্বঞ্চ সংপদ্যেতে স্মেতি। তং মাধবেন্দ্রং তন্নামানং যতীন্দ্রমহং নতোঽস্মীতি। ১॥

যাঁহাকে দিবার নিমিত্ত ক্ষীরভাণ্ড চুরি করিয়া শ্রীগোপীনাথ ক্ষীরচোরা এই নাম প্রাপ্ত এবং যাঁহার প্রেমে বশীভূত হইয়া গোপালদেব গোবর্দ্ধনে প্রকটিত হইয়াছেন, সেই মাধবেন্দ্র পুরীপাদকে আমি প্রণাম করি॥ ১॥

এ সকল লীলা শ্রীদাস-বৃন্দাবন,
বিস্তারি করিয়াছেন উত্তম বর্ণন।
সহজে বিচিত্র-মধুর চৈতন্য-বিহার,
বৃন্দাবনদাস-মুখে অমৃতের ধার।
অতএব তাহা বর্ণিলে হয় পুনরুক্তি,
১। দম্ভ করি বর্ণি যদি নাহি তৈছে শক্তি।
চৈতন্যমঙ্গলে যাহা করিল বর্ণন,
সূত্ররূপে সেই লীলা করিয়ে সূচন।
তাঁর সূত্র আছে, তিঁহ না কৈল বর্ণন,
যথা-কথঞ্চিৎ করি সে লীলা কথন।
অতএব তাঁর পায়ে করি নমস্কার,
তাঁর পায়ে অপরাধ না হউক আমার।
এইমত মহাপ্রভু চলিলা নীলাচলে,
চারি ভক্ত সঙ্গে কৃষ্ণকীর্ত্তন-কুতূহলে।
ভিক্ষা লাগি একদিন এক গ্রামে গিয়া,
২। আপনে অনেক অন্ন আনিল মাগিয়া।
৩। পথে বড় বড় দানী বিঘ্ন নাহি করে,
তা'সবারে কৃপা করি আইল রেমুণারে।
৪। রেমুণাতে গোপীনাথ পরমমোহন,
ভক্তি করি কৈল প্রভু তাঁর দরশন।
তাঁর পাদপদ্ম নিকট প্রণাম করিতে,
তাঁর পুষ্পচূড়া পড়িল প্রভুর মাথাতে।
চূড়া পাঞা মহাপ্রভুর আনন্দিত-মন,
বহু নৃত্য-গীত কৈল লঞা ভক্তগণ।
৫। প্রভুর প্রভাব দেখি প্রেম-রূপ-গুণ,
বিস্মিত হইলা গোপীনাথের দাসগণ।
৬। নানারূপে প্রীতি কৈল প্রভুর সেবন,
সেই রাত্রি তাঁহা প্রভু করিলা বঞ্চন।
মহাপ্রসাদ-ক্ষীর লোভে রহিলা প্রভু তথা,
৭। পূর্ব্বে ঈশ্বরপুরী তাঁরে কহিয়াছেন কথা।
'ক্ষীরচোরা গোপীনাথ' প্রসিদ্ধ তাঁর নাম,
ভক্তগণে কহে প্রভু সেই ত আখ্যান।—
পূর্ব্বে মাধবপুরী লাগি ক্ষীর কৈল চুরি,
অতএব নাম হৈল 'ক্ষীরচোরা' করি।
পূর্ব্বে মাধবপুরী আইলা বৃন্দাবন,
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা যথা গোবর্দ্ধন।
প্রেমে মত্ত নাহি তাঁর রাত্রিদিন-জ্ঞান,
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে নাহি স্থানাস্থান।
৮। শৈল-পরিক্রমা করি গোবিন্দকুণ্ডে আসি,
স্নান করি বৃক্ষতলে আছে সন্ধ্যায় বসি।

১। দম্ভ করি=অর্থাৎ তাঁহা হইতে উৎকৃষ্ট বর্ণন করিব, এই ভাবে বর্ণনেরও আমার শক্তি নাই। ২। অন্ন=ভক্ষণের যোগ্য খাদ্যদ্রব্য।

৩। দানী=পথের কর গ্রাহী। ৪। গোপীনাথ পরমমোহন—এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, যেকালে রঘুনাথ সীতার সহিত চিত্রকূট পর্ব্বতে অবস্থিতি করেন, সেই সময়ে একদা সীতার সহিত উপবিষ্ট হইয়া চিত্রকূটের অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিতে করিতে প্রভু হাস্য করিলে, তদ্দর্শনে সীতাদেবী শ্রীরামকে প্রশ্ন করেন যে,—"নাথ। আপনি কি নিমিত্ত হঠাৎ হাস্য করিলেন?" শ্রীরাম বলিলেন—"তাহা তোমার শুনিবার প্রয়োজন নাই।" জনক নন্দিনী পুনর্ব্বার অতিশয় আগ্রহ করায় বলিলেন—"আমি ইহার পর যে অবতার করিব, সে রূপ-দর্শনে ত্রিজগৎ মোহিত হইবে।" জানকী বলিলেন—"প্রভো! এই ত জগন্মোহন রূপ আমি সম্মুখে দেখিতেছি, ইহা অপেক্ষা আর ভুবনমোহন রূপ ত হইতে পারে না। অতএব আপনি আমাকে বঞ্চনা করিবেন না; হাস্যের প্রকৃত তত্ত্ব অনুগ্রহ করিয়া বলুন।" তখন প্রভু বলিলেন—"আমি যথার্থই তোমাকে বলিয়াছি।" তখন সীতা বলিলেন—"তবে সেই রূপ আমাকে একবার দেখাও।" শ্রীরাম বলিলেন—"দেখিলে তুমি অধীর হইয়া পড়িবে, অতএব পতিব্রতার পতিরূপ ভিন্ন অন্য রূপ দর্শন করা ভাল নয়।" তখন সীতাদেবী বলিলেন—"সে কি অন্যের রূপ যে আমি দর্শন করিব না! সে ত তোমারই ভিন্ন রূপ। অতএব আমাকে তাহা কৃপা করিয়া দেখাও!" তখন শ্রীরাম শর-দ্বারা প্রস্তরে খুদিয়া এই শ্রীগোপীনাথ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিলে, তদ্দর্শনে সীতার মোহ হইয়াছিল। তাই এস্থলে বলিলেন—পরমমোহন।

৫। প্রভুর প্রভাব… গুণ—অসাধারণ প্রভাব, তেজস্বিতা এবং অসাধারণ প্রেম রূপ-গুণ। দেখি=দেখিয়া।

৬। নানারূপে…প্রভুর সেবন—প্রীতিপূর্ব্বক নানাপ্রকারে প্রভুর সেবন করিল। বঞ্চন=যাপন।

৭। কথা=ক্ষীর চুরির বৃত্তান্ত। ৮। গোবিন্দকুণ্ড—গোবর্দ্ধনের দক্ষিণস্থ। এই স্থানে সুরভী ইন্দ্রের সহিত গোবিন্দাভিষেক করেন।

গোপবালক এক দুগ্ধভাণ্ড লঞা ;
১। আসি আগে ধরি কিছু বলিল হাসিয়া—
"পুরি ! এই দুগ্ধ লঞা কর তুমি পান ;
মাগি কেন নাহি খাও ? কিবা কর ধ্যান ?"
বালকের সৌন্দর্য্যে পুরীর হইল সন্তোষ।
২। তাহার মধুর বাক্যে গেল ভোক্‌শোষ।
পুরী কহে—"কে তুমি, কাহাঁ তোমার বাস ?
কেমনে জানিলে আমি করি উপবাস ?"
বালক কহে—"গোপ আমি, এই গ্রামে বসি ?
আমার গ্রামেতে কেহ না রহে উপবাসী।
কেহ অন্ন মাগি খায়, কেহ দুগ্ধাহার ;
অযাচক জনে আমি দিয়ে ত আহার।
জল লৈতে স্ত্রীগণ তোমারে দেখে গেল ;
স্ত্রীগণ দুগ্ধ দিয়া আমারে পাঠাইল।
গোদোহন করিতে চাহি, শীঘ্র আমি যাব ;
পুনঃ আসি আমি এই ভাণ্ড লইব।"
৩। এত বলি গেল বালক, না দেখিয়ে আর ;
মাধবপুরীর চিত্তে হৈল চমৎকার !
দুগ্ধ পান করি ভাণ্ড ধুইয়া রাখিল ;
৪। বাট দেখে, সে বালক পুনঃ না আইল।
৫। বসি নাম লয় পুরী, নাহি নিদ্রা হয় ;
শেষ রাত্রে তন্দ্রা হৈল—বাহ্যবৃত্তি-লয়।
স্বপ্ন দেখে—সেই বালক সম্মুখে আসিয়া ;
৬। এক কুঞ্জে লঞা গেল হাতেতে ধরিয়া।
কুঞ্জ দেখাইয়া কহে—"আমি এই কুঞ্জে রই ;
শীত-বৃষ্টি-দাবাগ্নিতে মহা দুঃখ পাই।
৭। গ্রামের লোক আনি আমা কাঢ় কুঞ্জ হৈতে ;
পর্ব্বত উপরে লঞা রাখ ভালমতে।
৮। এক মঠ করি তাঁহা করহ স্থাপন ;
বহু শীতল জলে কর শ্রীঅঙ্গ স্নাপন ॥
বহুদিন তোমার পথ করি নিরীক্ষণ—
'কবে আসি মাধব আমা করিবে সেবন ?'
তোমার প্রেমবশে করি সেবা অঙ্গীকার ;
দর্শন দিয়া নিস্তারিব সকল সংসার।
শ্রীগোপাল নাম মোর গোবর্দ্ধনধারী ;
৯। বজ্রের স্থাপিত আমি, ইহাঁ অধিকারী।
শৈল উপর হৈতে আমা কুঞ্জে লুকাইয়া ;
ম্লেচ্ছ ভয়ে সেবক মোর গেল পলাইয়া।
সেই হৈতে রহি আমি এই কুঞ্জস্থানে ;
১০। ভালে আইলা তুমি আমা কাঢ় সাবধানে।"
এত বলি সেই বালক অন্তর্ধান হৈল ;
জাগিয়া মাধবপুরী বিচার করিল—
"শ্রীকৃষ্ণ দেখিনু মুঞি নারিনু চিনিতে ;"
এত বলি প্রেমাবেশে পড়িলা ভূমিতে।
ক্ষণেক রোদন করি মন কৈল স্থির ;
আজ্ঞা পালন লাগি হইল সুধীর।
প্রাতঃস্নান করি পুরী গ্রাম মধ্যে গেলা ;
সব লোক একত্র করি কহিতে লাগিলা—
"গ্রামের ঈশ্বর তোমার গোবর্দ্ধনধারী ;
কুঞ্জে আছে, চল তাঁরে বাহির যে করি।
অত্যন্ত নিবিড় কুঞ্জ নারি প্রবেশিতে ;
কুঠারি কোদালি লহ দুয়ার করিতে।"
শুনি লোক তাঁর সঙ্গে চলিলা হরিষে ;
কুঞ্জ কাটি দ্বার করি করিলা প্রবেশে।

১। আগে—সম্মুখে। ২। ভোক্‌—বুভুক্ষা অর্থাৎ ক্ষুধা। শোষ—তৃষ্ণা। ৩। না দেখিয়ে আর—আর দেখিলেন না। ৪। বাট—পথ।
৫। নাম লয়—হরিনাম কীর্ত্তন করেন। তন্দ্রা—অল্পনিদ্রা। বাহ্যবৃত্তি-লয়—ইন্দ্রিয়বর্গের বাহ্যবৃত্তি নিবৃত্তি হইল, কিন্তু অন্তর্বৃত্তি সম্পূর্ণ ভাবেই থাকিল। ৬। কুঞ্জ—পর্ব্বতস্থ লতা-পল্লবাদি দ্বারা চতুর্দ্দিগাচ্ছাদিত স্থান। ৭। কাঢ়—নিষ্কাশিত কর অর্থাৎ বাহির কর।
৮। মঠ—মন্দির। ৯। বজ্র—বজ্রনাভ ; অনিরুদ্ধের পুত্র। ইনি ব্রজে গোবিন্দদেবাদি শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ এবং কৃষ্ণলীলানুসারে সেই সেই নামে গ্রামাদি স্থাপন করেন। ১০। সাবধানে—অর্থাৎ অঙ্গে যেন কোন ক্ষতাদি না হয়।

ঠাকুর দেখিল মাটি-তৃণে আচ্ছাদিত ;
দেখি সব লোক হৈল আনন্দে বিস্মিত।
১। আবরণ দূর করি করিল বিদিতে।
মহা ভারি ঠাকুর, কেহ নারে চালাইতে।
মহা মহা বলিষ্ঠ লোক একত্র হইয়া ;
পর্ব্বত উপরে গেলা ঠাকুর লইয়া।
পাথর-সিংহাসন উপর ঠাকুর বসাইল ;
বড় এক পাথর পৃষ্ঠে অবলম্ব দিল।
২। গ্রামের ব্রাহ্মণ সব নব ঘট লঞা ;
গোবিন্দকুণ্ডের জল আনিল ছানিঞা।
৩। নব শতঘট জল কৈল উপনীত ;
নানা বাদ্য ভেরী বাজে, স্ত্রীগণে গায় গীত।
কেহ গায় কেহ নাচে মহোৎসব হৈল ;
দধি-দুগ্ধ-ঘৃত আইল গ্রামে যত ছিল।
ভোগসামগ্রী আইল সন্দেশাদি যত ;
নানা উপহার তাহা কহিতে পারি কত ?
তুলস্যাদি-পুষ্প বস্ত্র আইল অনেক ;
আপনে মাধবপুরী কৈল অভিষেক।
অমঙ্গল দূর করি করাইল স্নান ;
বহু তৈল দিয়া কৈল শ্রীঅঙ্গ চিক্কণ।
৪। পঞ্চগব্য পঞ্চামৃতে স্নান করাইয়া ;
মহাস্নান করাইল শত ঘট দিয়া।
পুনঃ তৈল দিয়া কৈল শ্রীঅঙ্গ চিক্কণ ;
৫। শঙ্খ-গন্ধোদকে কৈল স্নান-সমাপন।
৬। ধূপ-দীপ করি নানা ভোগ লাগাইল ;
দধি-দুগ্ধ-সন্দেশাদি যে কিছু আইল।
সুবাসিত জল নব পাত্রে সমর্পিল ;
আচমন দিয়া সে তাম্বুল নিবেদিল।
আরাত্রিক করি কৈল বহুত স্তবন ;
৭। দণ্ডবৎ করি কৈল আত্মসমর্পণ।
গ্রামের যতেক তণ্ডুল-দালি গোধূমচূর্ণ ;
সকল আনিয়া দিল—পর্ব্বত হৈল পূর্ণ।
৮। কুম্ভকার-ঘরে ছিল যে মৃদ্ভাজন ;
সব আনাইল প্রাতে চড়িল রন্ধন।
দশ বিপ্র অন্ন রান্ধি করে একস্তূপ ;
৯। জনা চারি-পাঁচ রান্ধে ব্যঞ্জনাদি সূপ।
বন্যশাক-ফল-মূলে বিবিধ ব্যঞ্জন ;
১০। কেহ বড়া-বড়ী-কড়ি করে বিপ্রগণ।
জনা পাঁচ-সাত রুটি করে রাশি রাশি ;
১১। অন্ন-ব্যঞ্জন সব রহে ঘৃতে ভাসি।
নব বস্ত্র পাতি তাহে পলাশের পাত ;
রান্ধি রান্ধি তার উপর রাশি কৈল ভাত।
১২। তার পাশে রুটিরাশি উপপর্ব্বত হইল ;
সূপ-আদি ব্যঞ্জনভাণ্ড চৌদিগে ধরিল।
১৩। তার পাশে দধি-দুগ্ধ-মাঠা-শিখরিণী ;
পায়স-মথনি-সর পাশে ধরি আনি।
হেনমতে অন্নকূট করিয়া সাজন ;
পুরীগোসাঞী গোপালেরে কৈল সমর্পণ।
অনেক ঘট পূরি দিল সুবাসিত জল ;
বহুদিনের ক্ষুধায় গোপাল খাইল সকল।

১। করিল বিদিতে—পুরীগোস্বামীকে জানাইল। ২। নব ঘট—মৃণ্ময় নূতন কলসী। ছানিঞা—ছাঁকিয়া। ৩। নব শতঘট জল—নূতন একশত ঘট জল। ৪। পঞ্চগব্য—গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, দধি এবং ঘৃত। পঞ্চামৃত—দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু এবং শর্করা। শত ঘট দিয়া—অর্থাৎ শত ঘট জল দ্বারা। ৫। শঙ্খ গন্ধোদক—শঙ্খোদক ও গন্ধোদক (পুষ্পবাসিত জল)। ৬। ধূপ দীপ করি—ধূপ এবং দীপের অর্পণের পর।

৭। আত্ম সমর্পণ—দেহ দৈহিকাদি ভগবানে অর্পণ। গোধূম চূর্ণ—ময়দা। ৮। মৃদ্ভাজন—মৃণ্ময় পাকপাত্র, হাঁড়ি।

৯। সূপ—দাইল। ১০। বড়া—বৃহৎ। বড়ী—ক্ষুদ্র বড়া। কড়ি—ছোলার বেসম এবং ঘোল মিশ্রিত করিয়া, লবণ হরিদ্রা এবং মরীচাদি যোগে পাচিত। ১১। ঘৃতে ভাসি—অর্থাৎ ঘৃতপ্লাবিত। ১২। উপপর্ব্বত—ক্ষুদ্র পর্ব্বত। ভাণ্ড—পাত্র।

১৩। মাঠা—ঘোল। শিখরিণী—দধি, দুগ্ধ, শর্করা, কর্পূর এবং মরীচ এই পঞ্চদ্রব্য মিশ্রিতকে শিখরিণী বলে। পায়স—পরমান্ন অর্থাৎ দুগ্ধ দ্বারা পক্কান্ন। মথনি—নবনীত। সর—দুগ্ধজালিকা অর্থাৎ পক্ক দুগ্ধের উপরিভাগে জালের ন্যায় যাহা উৎপন্ন হয়। অন্নকূট—অন্নরাশি।

যদ্যপি গোপাল সব অন্ন-ব্যঞ্জন খাইল ;
১। তাঁর হস্তস্পর্শে পুনঃ তেমতি হইল।
ইহা অনুভব কৈল মাধব গোসাঞী ;
২। তাঁর ঠাঞি গোপালের লুকা কিছু নাই।
একদিন-উদ্যোগে ঐছে মহোৎসব কৈল ;
গোপালপ্রভাবে হয়, অন্যে না জানিল।
৩। আচমন দিয়া দিল বিড়ক সঞ্চয় ;
আরতি করিল, লোকে করে—জয় জয়।
শয্যা করাইল নূতন খাট আনাইয়া ;
নব বস্ত্র আনি তার উপরে পাতিয়া ;
৪। তৃণটাটি দিয়া চারিদিক্ আবরিল।
উপরেতে এক টাটি দিয়া আচ্ছাদিল।
পুরীগোসাঞী আজ্ঞা দিল সকল ব্রাহ্মণে—
"আবালবৃদ্ধ গ্রামের লোক করাহ ভোজনে।"
সবে বসি ক্রমে ক্রমে ভোজন করিল ;
ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীগণে আগে খাওয়াইল।
অন্য গ্রামের লোক যত দেখিতে আইল ;
গোপাল দেখিয়া সেই প্রসাদ পাইল।
দেখিয়া পুরীর প্রভাব লোকে চমৎকার।
৫। পূর্ব্ব অন্নকূট যেন হৈল সাক্ষাৎকার।
সকল ব্রাহ্মণে পুরী বৈষ্ণব করিল ;
সেই সেই সেবা মধ্যে সবা নিয়োজিল।
পুনঃ দিনশেষে প্রভুর করাইল উত্থান ;
কিছু ভোগ লাগাইয়া করাইল জলপান।
'গোপাল প্রকট হৈল'—দেশে শব্দ হৈল ;
আশ পাশ গ্রামের লোক দেখিতে আইল।
একৈক দিন একৈক গ্রামে লইল মাগিয়া ;
অন্নকূট করে সবে হরষিত হঞা।
রাত্রিকালে ঠাকুরে করাইয়া শয়ন ;
৬। পুরীগোসাঞী কৈল কিছু গব্য ভোজন।
৭। প্রাতঃকালে পুনঃ তৈছে করিল সেবন ;
অন্ন লঞা এক গ্রামের আইল লোকগণ।
অন্ন ঘৃত-দধি-দুগ্ধ গ্রামে যত ছিল ;
গোপালের আগে লোক আনিয়া ধরিল।
৮। পূর্ব্বদিনপ্রায় ব্রাহ্মণ করিল রন্ধন ;
তৈছে অন্নকূট গোপাল করিল ভোজন।
৯। ব্রজবাসী-লোকের কৃষ্ণে সহজে পিরীতি
গোপালের সহজে প্রীতি ব্রজবাসী প্রতি।
মহাপ্রসাদ খাইল আসিয়া সব লোক ;
গোপাল দেখিয়া সবার খণ্ডে দুঃখ-শোক।
আশ-পাশ ব্রজভূমে যত গ্রাম সব ;
এক-এক-দিন সবে করে মহোৎসব।
গোপাল প্রকট শুনি নানা দেশ হৈতে ;
নানা দ্রব্য লঞা লোক লাগিলা আসিতে।
মথুরার লোক সব বড় বড় ধনী ;
১০। ভক্তি করি নানা দ্রব্য ভেট দেয় আনি।
১১। স্বর্ণ রৌপ্য-বস্ত্র-গন্ধ ভক্ষ্য-উপহার ;
অসংখ্য আইসে নিত্য বাড়িল ভাণ্ডার।
এক মহাধনী ক্ষত্রিয় করাইল মন্দির,
কেহ পাকভাণ্ডার কৈল কেহ ত প্রাচীর।
এক এক ব্রজবাসী এক এক গাভী দিল ;
সহস্র সহস্র গাভী গোপালের হৈল।

১। তাঁর—গোপালের। ২। লুকা—গোপন। ৩। বিড়ক সঞ্চয়—পান খিলি সমূহ। ৪। টাটি—ঝাঁপ, আগোড়।

৫। পূর্ব্ব অন্নকূট সাক্ষাৎকার—কৃষ্ণাবতার সময়ের গোবর্দ্ধন পূজার অন্নকূটই যেন প্রত্যক্ষ হইয়াছেন।

৬। গব্য ভোজন—দুগ্ধ পান। তথা স্থানে দুগ্ধ মাত্র স্বীকার করায়, ভোজন শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে, অর্থাৎ দুগ্ধ পান ভিন্ন অন্য কিছু ভোজন করেন নাই। ৭। তৈছে—পূর্ব্বদিনের ন্যায়। অন্ন—তণ্ডুল এবং ময়দা প্রভৃতি। ৮। পূর্ব্বদিনপ্রায়—পূর্ব্বদিনের ন্যায়।

৯। সহজ—স্বাভাবিক। যেমন শরীরের স্বভাবে ক্ষুধা-পিপাসাদি স্বতঃই হয়, তদ্রূপ ব্রজবাসীর শরীরান্তঃকরণের স্বভাবে স্বতঃই শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি আছে। শ্রীকৃষ্ণেরও ব্রজবাসীর প্রতি স্বাভাবিক প্রীতি। ১০। ভেট—উপহার। ১১। গন্ধ—চন্দনাদি।

১। গৌড় হইতে আইল দুই বৈরাগী ব্রাহ্মণ ;
পুরী-গোসাঞী রাখিল তাঁরে করিয়া যতন।
সেই দুয়ে শিষ্য করি সেবা সমর্পিল ;
রাজসেবা হয়, পুরীর আনন্দ বাড়িল।
এইমতে বৎসর দুই করিল সেবন ;
একদিন পুরী-গোসাঞী দেখিল স্বপন—
গোপাল কহে—"পুরী আমার তাপ নাহি যায় ;
মলয়জ-চন্দন লেপ' তবে সে জুড়ায়।
মলয়জ আন' যাই নীলাচল হৈতে ;
অন্য হৈতে নহে,—তুমি চলহ ত্বরিতে।"
স্বপ্নে দেখি পুরী-গোসাঞী হৈলা প্রেমাবেশ ;
প্রভু-আজ্ঞা পালিবারে গেলা পূর্ব্বদেশ।
২। সেবার নির্ব্বন্ধে লোক করিয়া স্থাপন ;
আজ্ঞা মাগি গৌড়দেশে করিল গমন।
শান্তিপুর আইলা অদ্বৈতাচার্য্যের ঘরে ;
পুরীর প্রেম দেখি আচার্য্যের আনন্দ অন্তরে।
তাঁর ঠাঁই মন্ত্র লৈল যত্ন করিয়া ;
চলিলা দক্ষিণে পুরী তাঁরে দীক্ষা দিয়া।
রেমুণাতে কৈল গোপীনাথ দরশন ;
তাঁর রূপ দেখিয়া বিহ্বল হৈল মন।
৩। নৃত্যগীত করি জগমোহনে বসিলা ;
৪। কাঁহা কাঁহা ভোগ লাগে ব্রাহ্মণে পুছিলা।
সেবার সৌষ্ঠব দেখি আনন্দিত মনে ;
'উত্তম ভোগ লাগে'—ইহা কৈল অনুমানে।
৫। 'যেমত ইহাঁ ভোগ লাগে সকল শুনিব ;
তেমত অনুমানে ভোগ গোপালে লাগাব।'
এই লাগি পুছিলেন ব্রাহ্মণের স্থানে ;
ব্রাহ্মণ কহিল সব ভোগ-বিবরণে—
সন্ধ্যায় ভোগ লাগে ক্ষীর অমৃতকেলি নাম ;
দ্বাদশ মৃৎপাত্র ভরি অমৃত-সমান।
'গোপীনাথের ক্ষীর' করি প্রসিদ্ধি যাহার ;
পৃথিবীতে ঐছে ভোগ কাঁহা নাহি আর।
হেনকালে সেই ভোগ ঠাকুরে লাগিল ;
শুনি পুরী-গোসাঞী কিছু মনে বিচারিল—
"অযাচিত ক্ষীর-প্রসাদ অল্প যদি পাই ;
৬। স্বাদ জানি তৈছে ক্ষীর গোপালে লাগাই।"
—এই ইচ্ছায় লজ্জা পাঞা বিষ্ণু-স্মরণ কৈল ;
হেনকালে ভোগ সরি আরতি বাজিল।
আরতি দেখিয়া পুরী কৈল নমস্কার ;
বাহিরে আইলা কিছু না কহিল আর।
৭। অযাচিতবৃত্তি পুরী বিরক্ত উদাস ;
অযাচিত পাইলে খান, নহে উপবাস।
প্রেমামৃতে তৃপ্ত, নাহি ক্ষুধা-তৃষ্ণা বাধে ;
ক্ষীরে ইচ্ছা হৈল—তাহে মানি অপরাধে।
গ্রামের শূন্য হাটে বসি করেন কীর্ত্তন ;
এথা পূজারী করাইল ঠাকুরে শয়ন।
নিজ কৃত্য করি পূজারী করিলা শয়ন ;
স্বপ্নে ঠাকুর আসি বলিলা বচন—
"উঠহ পূজারি কর দ্বার বিমোচন ;
ক্ষীর এক রাখিয়াছি সন্ন্যাসী কারণ।
৮। ধড়ার অঞ্চলে ঢাকা ক্ষীর এক হয় ;
তোমরা না জানিলা তাহা আমার মায়ায়।
মাধবপুরী সন্ন্যাসী আছে হাটেতে বসিঞা ;
তাহাকে ত এই ক্ষীর শীঘ্র দেহ লঞা।"
স্বপ্ন দেখি পূজারী উঠি করিল বিচার ;
স্নান করি কপাট খুলি মুক্ত কৈল দ্বার।
ধড়ার আঁচল তলে পাইল সেই ক্ষীর ;
স্থান লেপি ক্ষীর লঞা হইল বাহির।

১। গৌড় হইতে—গৌড়দেশ হইতে। বৈরাগী—সংসার-বিরক্ত। ২। সেবার নির্ব্বন্ধ—সেবার নিমিত্ত। ৩। জগমোহন গর্ভমন্দিরের সম্মুখস্থ এবং সংলগ্ন মন্দিরের অংশকে জগমোহন বলে ; অর্থাৎ বারেন্দা। ৪। কাঁহা কাঁহা—কি কি ? ৫। ইহাঁ—এখানে। ৬। গোপালে লাগাই—গোপালে ভোগ লাগাই। ৭। উদাস—উদাসীন। ৮। ক্ষীর—ক্ষীরপূর্ণ পাত্র।

দ্বার দিয়া গ্রামে গেলা সেই ক্ষীর লঞা ;
হাটে হাটে বুলে মাধবপুরীকে চাহিঞা—
"ক্ষীর লহ এই যার নাম মাধবপুরী ;
তোমার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি।
ক্ষীর লঞা পুরি তুমি করহ ভক্ষণে ;
তোমা সম ভাগ্যবান্ নাহি ত্রিভুবনে।"
এত শুনি পুরী-গোসাঞী পরিচয় দিল ;
ক্ষীর দিয়া পূজারী তাঁরে দণ্ডবৎ কৈল।
ক্ষীরের বৃত্তান্ত তাঁরে কহিল পূজারী ;
শুনি প্রেমাবিষ্ট হৈলা শ্রীমাধবপুরী।
প্রেম দেখি সেবক কহে হইয়া বিস্মিত—
"কৃষ্ণ সে ইহাঁর বশ হয় যথোচিত!"
এত বলি নমস্করি করিলা গমন ;
আবেশে করিলা পুরী সে ক্ষীর ভক্ষণ।
পাত্র প্রক্ষালন করি খণ্ড খণ্ড কৈল ;
১। বহির্ব্বাসে বান্ধি সেই ঠিকারি রাখিল।
২। প্রতিদিন একখানি করেন ভক্ষণ ;
খাইলে প্রেমাবেশ হয়,—অদ্ভুত কথন।
'ঠাকুর আমাকে ক্ষীর দিল লোক সব শুনি ;
দিনে লোক ভিড় হবে মোর প্রতিষ্ঠা জানি।'—
এই ভয়ে রাত্রি শেষে চলিলা শ্রীপুরী ;
সেইখানে গোপীনাথে দণ্ডবৎ করি।
চলি চলি আইলা পুরী শ্রীনীলাচল ;
জগন্নাথ দেখি হৈলা প্রেমেতে বিহ্বল।
প্রেমাবেশে উঠে পড়ে হাসে নাচে গায় ;
জগন্নাথ-দরশনে মহাসুখ পায়।
'মাধবপুরী শ্রীপাদ আইলা' লোকে হৈল খ্যাতি
সব লোক আসি তাঁরে করে বহু ভক্তি।
প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত ;
৩। যে না বাঞ্ছে—তার হয় বিধাতা-নির্ম্মিত।
প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী যায় পলাইঞা ;
৪। কৃষ্ণভক্ত সঙ্গে প্রতিষ্ঠা চলে লাগ লঞা।
যদ্যপি উদ্বেগ হৈল পলাইতে মন ;
ঠাকুরের চন্দন-সাধন হইল বন্ধন।
জগন্নাথ-সেবক যত যতেক মহান্ত ;
সবাকে কহিল শ্রীগোপাল-বৃত্তান্ত।
'গোপাল চন্দন মাগে'—শুনি ভক্তগণ ;
আনন্দে চন্দন লাগি করিল যতন।
৫। রাজপাত্র সনে যার যার পরিচয় ;
তাঁরে মাগি কর্পূর-চন্দন করিলা সঞ্চয়।
এক বিপ্র, এক সেবক, চন্দন বহিতে ;
৬। পুরী-গোসাঞীর সঙ্গে দিল সম্বল সহিতে।
৭। ঘাটে দান ছাড়াইতে রাজপাত্র-দ্বারে ;
রাজ-লেখা করি দিল পুরী-গোসাঞীর করে।
চলিল মাধবপুরী চন্দন লইয়া ;
কত দিনে রেমুণাতে মিলিল আসিয়া।
গোপীনাথ-চরণে কৈল বহু নমস্কার ;
প্রেমাবেশে নৃত্য-গীত করিলা অপার।
পুরী দেখি সেবক সব সম্মান করিল ;
ক্ষীর-প্রসাদ দিয়া তাঁরে ভিক্ষা করাইল।
সেই রাত্রে দেবালয়ে করিল শয়ন ;
শেষ রাত্রি হৈলে পুরী দেখিল স্বপন—
গোপাল আসিয়া কহে—"শুনহ মাধব!
কর্পূর-চন্দন আমি পাইলাম সব।

১। ঠিকারি—মৃন্ময় ক্ষীরপাত্রের খোলা-খাপড়া। ২। একখানি—ক্ষীরপাত্রের খোলা এক-একখানি করিয়া।

৩। বিধাতা নির্ম্মিত—বিধাতা তাঁহার প্রতিষ্ঠার নির্ম্মাণকর্ত্তা হয়েন অর্থাৎ সর্ব্বত্র তাহার প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করেন।

৪। লাগ লঞা—তাহাতে লাগিয়া, লগ্ন হইয়া। অর্থাৎ যেখানে ভক্ত যাইবেন, প্রতিষ্ঠাও সেই স্থানে উপস্থিত হইবে। ৫। রাজপাত্র—রাজপুরুষ। তাঁরে—তাঁকে। সে সময় তত্রত্য চন্দনবন উৎকলের রাজার আয়ত্ত ছিল ; এজন্য রাজা না দিলে, কোন ব্যক্তি চন্দন লইয়া দেশান্তরে যাইতে পারিত না এবং অন্য কেহ লইলেও তাহার কর ছিল। ৬। সম্বল সহিতে—অর্থের সহিত। ৭। ঘাট—মাশুল লইবার

কর্পূর সহিত ঘষি এ সব চন্দন,
গোপীনাথের অঙ্গে নিত্য করহ লেপন।
গোপীনাথ আমার সে এক-অঙ্গ হয়,
ইহাকে চন্দন দিলে আমার তাপ ক্ষয়।
দ্বিধা না ভাবিহ না করিহ কিছু মনে,
বিশ্বাস করি চন্দন দেহ আমার বচনে"—
এত বলি গোপাল গেল, গোসাঞী জাগিল,
গোপীনাথের সেবকগণে ডাকিয়া আনিল।
"প্রভুর আজ্ঞা হৈল—এই কর্পূর-চন্দন,
গোপীনাথের অঙ্গে সব করহ লেপন।
ইঁহাকে চন্দন দিলে, গোপাল হইবে শীতল;
স্বতন্ত্র-ঈশ্বর তাঁর আজ্ঞা সে প্রবল।"
গ্রীষ্মকালে গোপীনাথ পরিবে চন্দন,
শুনি আনন্দিত হৈল সেবকের মন।
১। পুরী কহে—"এই দুই ঘষিবে চন্দন,
আর জনা দুই দেহ, দিব যে বেতন।"
এমতে চন্দন দেয় প্রত্যহ ঘষিয়া,
পরায় সেবক সব আনন্দ করিয়া।
২। প্রত্যহ চন্দন পরায়, যাবৎ হৈল অন্ত;
তথায় রহিলা পুরী তাবৎ পর্য্যন্ত।
গ্রীষ্মকাল অন্তে পুনঃ নীলাচলে গেলা,
৩। নীলাচলে চাতুর্ম্মাস্য আনন্দে রহিলা।
শ্রীমুখে মাধবপুরীর অমৃত-চরিত,
ভক্তগণে শুনাঞা প্রভু করে আস্বাদিত।

প্রভু কহে—"নিত্যানন্দ করহ বিচার,
পুরী-সম ভাগ্যবান্ কেহ নাহি আর।
৪। দুগ্ধদানছলে কৃষ্ণ যাঁরে দেখা দিল,
তিনবার স্বপ্নে আসি যাঁরে আজ্ঞা কৈল।
যাঁর প্রেমে বশ হঞা প্রকট হইলা,
সেবা অঙ্গীকার করি জগৎ তারিলা।
যাঁর লাগি গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরী,
অতএব নাম হৈল 'ক্ষীরচোরা হরি'।
কর্পূর-চন্দন যাঁর অঙ্গে চড়াইল,
আনন্দে পুরী-গোসাঞীর প্রেম উথলিল।
৫। ম্লেচ্ছদেশে কর্পূর-চন্দন আনিতে জঞ্জাল;
পুরী দুঃখ পাবে ইহা জানিয়া গোপাল;
মহাদয়াময় প্রভু ভকত-বৎসল,
চন্দন পরি' ভক্ত-শ্রম করিলা সফল।
৬। পুরীর প্রেম-পরাকাষ্ঠা করহ বিচার,
অলৌকিক প্রেম! চিত্তে লাগে চমৎকার!
পরম-বিরক্ত মৌনী সর্ব্বত্র উদাসীন,
৭। গ্রাম্যবার্ত্তা-ভয়ে দ্বিতীয়সঙ্গহীন।
হেন জন গোপালের আজ্ঞামৃত পাঞা,
৮। সহস্র ক্রোশ আসি বুলে চন্দন মাগিঞা।
৯। ভোখে রহে, তবু অন্ন মাগিয়া না খায়;
হেন জন চন্দন-ভার বহি লঞা যায়।
১০। মণেক চন্দন, তোলা বিশেক কর্পূর,
গোপালে পরাব—এই আনন্দ প্রচুর।

স্নান। দান—মাশুল। রাজলেখা—রাজার ছাড়।

১। এই দুই—ক্ষেত্র হইতে পুরীর সঙ্গে সমাগত ব্রাহ্মণ এবং চন্দনভার-বাহক—এই দুই জন। ২। যাবৎ...পর্য্যন্ত—পুরী যে সকল চন্দন আনিয়াছিলেন, যে পর্য্যন্ত তাহার শেষ না হইল, তাবৎকাল পর্য্যন্ত পুরীগোস্বামী রেমুণাতে থাকিলেন। ৩। চাতুর্ম্মাস্য—বর্ষার চারি মাস।
৪। দুগ্ধদান-ছলে—গোবিন্দকুণ্ড তীরে গোপবালকরূপে দুগ্ধ প্রদান করার ছলে। তিন বার—প্রথম বার কুঞ্জ হইতে আপনাকে বাহির করিবার জন্য, দ্বিতীয়বারতাপবিমোচনার্থ মলয়জ-চন্দন আনিবার জন্য, তৃতীয়বার গোপীনাথের অঙ্গে চন্দন অর্পণার্থ—এই তিনবার স্বপ্নে দেখা দিয়াছেন।

৫। ম্লেচ্ছদেশে—সে সময় পশ্চিমদেশ ম্লেচ্ছগণের অধীন হইয়াছিল, কিন্তু উৎকলদেশ পুরীর রাজারই আয়ত্ত ছিল। জঞ্জাল অর্থাৎ উদ্বেগ।

৬। প্রেম-পরাকাষ্ঠা—প্রেমের চরমাবধি। ৭। গ্রাম্যবার্ত্তা—বিষয়-বার্ত্তা। দ্বিতীয়সঙ্গ-হীন—অন্য কেহ নিকটে থাকিলে পাছে বিষয়বার্ত্তা শুনিতে হয়, এই আশঙ্কায় অন্য লোকের সংসর্গ করিতেন না। ৮। বুলে—চলে। চন্দন-প্রার্থনায় সহস্র যোজন চলিয়া আসিলেন। ৯। ভোখে—অনাহারে। ১০। মণেক চন্দন—এক মণ পরিমিত চন্দন। তোলা বিশেক কর্পূর—বিংশতি তোলা পরিমিত কর্পূর। এই কর্পূর-চন্দন গোপালের অঙ্গে দিব—এই আনন্দে সেই চন্দন-ভার তাঁহার ভারই বোধ হয় নাই।

১। উৎকলের দানী রাখে চন্দন দেখিয়া,
তাহা এড়াইল রাজপত্র দেখাইয়া।
২। ম্লেচ্ছদেশ দূরপথ, জগতি অপার;
কেমতে চন্দন নিব—নাহি এ বিচার।
৩। সঙ্গে এক বট নাহি ঘাটী-দান দিতে,
তথাপি উৎসাহ বড় হৈল লঞা যাইতে।
প্রগাঢ়প্রেমের এই স্বভাব-আচার,
নিজ দুঃখ-বিঘ্নাদিক না করে বিচার।
এই তাঁর গাঢ়-প্রেমা লোকে দেখাইতে।
গোপাল তাঁরে আজ্ঞা দিল চন্দন আনিতে।
বহু পরিশ্রমে চন্দন রেমুণা আনিল,
আনন্দ বাড়িল মনে দুঃখ না গণিল।
পরীক্ষা করিতে গোপাল কৈল আজ্ঞা দান,
পরীক্ষা করিয়া শেষে হৈল দয়াবান্।
৪। এই ভক্তি,—ভক্তপ্রিয়-কৃষ্ণ-ব্যবহার,
বুঝিতেহ আমা সবার নাহি অধিকার।"

৫। এত বলি পড়ে প্রভু তাঁর কৃত শ্লোক,
যেই শ্লোকচন্দ্রে জগৎ করেছে আলোক।
ঘষিতে ঘষিতে যৈছে মলয়জ-সার,
গন্ধ বাড়ে,—তৈছে এই শ্লোকের বিচার।
৬। রত্নগণ মধ্যে যৈছে কৌস্তুভ-মণি,
রসকাব্য-মধ্যে তৈছে এই শ্লোক গণি।
৭। এই শ্লোক কহিয়াছেন রাধা-ঠাকুরাণী;
৮। তাঁর কৃপায় স্ফুরিয়াছে মাধবেন্দ্র-বাণী।
৯। কিবা গৌরচন্দ্র ইহা করে আস্বাদন।
ইহা আস্বাদিতে আর নাহি চৌঠা জন।
শেষকালে এই শ্লোক পড়িতে পড়িতে,
সিদ্ধিপ্রাপ্তি হৈল পুরীর শ্লোক সহিতে।

তথাহি পদ্যাবল্যাং চতুস্ত্রিংশদধিকত্রিশতাঙ্কধৃত—মাধবেন্দ্রপুরী-বাক্যং—

অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে
মথুরানাথ কদাবলোক্যসে!

শ্রীকৃষ্ণস্য দূরপ্রবাসজনিত-মহাবিরহসাগরনিমগ্না শ্রীবৃষভানুনন্দিনী "এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামপ্যুপেয়ুষঃ। ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্য্যতে। উদ্ঘূর্ণা চিত্রজল্পাদ্যাস্তদ্ভেদা বহবো মতাঃ।" ইত্যাদি-লক্ষণপ্রোক্ত দিব্যোন্মাদবশা-দাহ—অয়ীতি। অয়ি ইতি কোমল-সম্বোধনে। হে দীনদয়ার্দ্র দীনেষু দয়া কৃপা তয়া আর্দ্র দ্রবীভূত! ন হি মদন্যা কাপি দীনা, অতঃ কৃপয়া দর্শনং দেহি—ইতি দৈন্যং। দয়ার্দ্রো ভূত্বা এতাবন্তং কালমপি মামুপেক্ষ্য বিরাজসে, অহো তে নিষ্ঠুরতেতি ভাবঃ—ইতি অসূয়া। অত্র ভাবদ্বয়স্য সন্ধিঃ, এবং, সর্ব্বত্র সন্ধি-শাবল্যাদিকমনুসন্ধেয়ং।

১। দানী—যাহারা মাশুল আদায় করিত, ঘাটোয়াল। রাখে—আটকাইয়া রাখিয়াছিল।

২। জগতি—জঙ্গল অর্থাৎ দুর্গম বন। ৩। বট—কড়ি। ৪। এই ভক্তি—অর্থাৎ পুরীগোস্বামীর এতাদৃশ ভক্তি; যে ভক্তিবলে তিনি অযাচক হইয়া রাজ দ্বারে চন্দন প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং গোপালকে ভোগ দিবার জন্য ক্ষীর-প্রসাদে অভিলাষ করিয়াছিলেন। ভক্তপ্রিয় কৃষ্ণেরও এতাদৃশ ব্যবহার—অর্থাৎ তিনি ভক্তবৎসল হইয়াও চন্দনার্থ পরমভক্ত পুরীগোস্বামীকে যে সহস্র ক্রোশ পথ যাইতে অনুমতি করিয়াছিলেন, ইহা আমাদিগের বুঝিবারও অধিকার নাই। ৫। পড়ে=পাঠ করিতে লাগিলেন। তাঁর—পুরী গোস্বামীর।

৬। রত্নগণ মধ্যে…শ্লোক গণি—রত্নগণ মধ্যে যেমন কৌস্তুভমণি শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ রসকাব্যের মধ্যে এই শ্লোকই শ্রেষ্ঠ।

৭। এই শ্লোক…রাধা-ঠাকুরাণী—'রূঢ়' এবং 'অধিরূঢ়' ভেদে মহাভাব দ্বিবিধ; 'মোদন' এবং 'মাদন' ভেদে সেই অধিরূঢ় মহাভাব আবার দুই প্রকার; যাহাতে রাধা এবং মাধবের উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাব বিশেষরূপে অভিব্যক্ত হয়, তাহাকে মোদন বলে। এই মোদন কেবল রাধিকা-যূথেই সম্ভাবিত হয়। প্রবিশেষ দশায় এই মোদনকে 'মোহন' বলে। বিরহবৈবশ্য-হেতু ইহাতে সাত্ত্বিক ভাব সকল সুদ্দীপ্ত হয়, দিব্যোন্মাদ প্রভৃতি ইহার অনুভাব। এই 'মোহন' প্রায়ই শ্রীরাধিকাতে উদিত হইয়া থাকে। সেই 'মোহন' উৎকর্ষাবস্থা প্রাপ্ত হইলে, তাহার ভ্রমময়ী বৈচিত্রীকে দিব্যোন্মাদ বলে। সুতরাং এই 'দিব্যোন্মাদ' শ্রীবৃষভানুনন্দিনী ভিন্ন অন্যত্র সম্ভবে না। এই শ্লোক দিব্যোন্মাদময়-বচনপূর্ণ; এ নিমিত্ত শ্রীরাধিকা ভিন্ন অন্যের মুখ হইতে নিঃসৃত হইবার সম্ভাবনা না থাকাতেই বলিলেন—"এই শ্লোক…রাধাঠাকুরাণী।"

৮। তাঁর কৃপায়…মাধবেন্দ্র-বাণী—শ্রীবৃষভানুনন্দিনী কৃপা করিয়া পুরী-গোস্বামীর যোগ্য-হৃদয়ে স্বীয়ভাবের সঞ্চার করায় গ্রহাধিষ্ঠবৎ তদ্ভাবাবিষ্ট তাঁহার হৃদয় হইতে এই শ্লোক স্ফুরিত হইয়াছে। ৯। কিবা…জন—শ্রীমন্মহাপ্রভু রাধিকা-ভাব অঙ্গীকার করিয়া এই শ্লোকার্থ আস্বাদন করিলেন। অতএব শ্রীরাধিকা, মাধবেন্দ্র-পুরী এবং গৌরচন্দ্র—এই তিন ভিন্ন চতুর্থ ব্যক্তি এই শ্লোকের আস্বাদক নাই। চৌঠা—চতুর্থ।

হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং

দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্ ॥২॥

এই শ্লোক পড়ি প্রভু হইলা মূর্চ্ছিতে ;
প্রেমেতে বিবশ হঞা পড়িলা ভূমিতে ।
আস্তে-ব্যস্তে কোলে করি নিল নিত্যানন্দ ;
ক্রন্দন করিয়া তবে উঠে গৌরচন্দ্র ।
১। প্রেমোন্মাদ হৈল,—উঠি ইতি-উতি ধায় ;
হুঙ্কার করয়ে—হাসে কান্দে নাচে গায় ।
২। 'অয়ি দীন ! অয়ি দীন !' বোলে বারবার ;
কণ্ঠে না নিঃসরে বাণী,—বহে অশ্রুধার ।
কম্প-স্বেদ-পুলকাশ্রু-স্তম্ভ-বৈবর্ণ্য ;
নির্ব্বেদ-বিষাদ-জাড্য কভু গর্ব্ব-দৈন্য ।
৩। এই শ্লোকে উঘাড়িল প্রেমের কপাট ;
গোপীনাথ-সেবক দেখে প্রভুর প্রেম-নাট ।
লোকের সঙ্ঘট্ট দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল ;
ঠাকুরের ভোগ সরি আরতি বাজিল ।
ঠাকুরে শয়ন করাঞা পূজারী হইল বাহির ;
৪। প্রভু-আগে আনি দিল প্রসাদ বারো ক্ষীর

পুনঃ স্ফূর্ত্তিময়ং মথুরায়াঃ সমাগত্য মানিনীং মামনুনয়ন্তমিব শ্রীকৃষ্ণং মত্বাবহিত্থয়াহ—হে নাথেতি। সম্বন্ধপদানির্দ্দেশাৎ ত্বম্ ন কেবলং মম, অপি তু ব্রজবাসিনাং মথুরাবাসিনাঞ্চ সর্ব্বেষাং নাথঃ, অতস্তেষাং যথেষ্টং সুখং সম্পাদয়, ন তে ন মম মানাপেক্ষেতি ভাবঃ। হন্ত হন্ত মদনাদরবচনেন মদেকজীবনং পুনরপি মথুরায়াং গতবানিতি, পুনরপি বিরহবৈবশ্যাসূয়াগর্ব্ব-মানাপেক্ষেতি ভাবঃ। ... স্মৃত্যাহ—হে মথুরানাথেতি। ত্বমিদানীং মথুরায়া মথুরাবাসিনাং নাথোসি, অতোমদরক্ষণে ন কোপি তব দোষ—ইতি ধ্বনিঃ। অপি চ তত্রত্যানাং নাগরীণাং বৈদগ্ধ্যাদিনা বশীকৃতোসি—ইতি ধ্বন্যন্তরং। ভবতু তথা তথাপি কৃতজ্ঞতামঙ্গীকৃত্য সকৃদ্মহ্যং দর্শনদানং যুজ্যত ইত্যাহ—কদেতি। ত্বং কদা অবলোক্যসে দ্রক্ষ্যসে ইতি কদা-কহিভ্যাং বেতি ভবিষ্যতি। তেন তব বিরহেন তাবদহঞ্জীবিষ্যামাতো ময়ি স্মৃতায়ামত্রাগত্য ভবতা দুঃখমেবাবশ্যমাপ্সত ইতি স্মারং স্মারং খিদ্যেঽহমিতি ভাবঃ। কর্ম্মণিবাচ্যপ্রয়োগেণ ন তাবত্তত্র গমনে মম সামর্থ্যং ত্বমেবাত্রাগত্য দর্শনং বিতরেতি—দৈন্যৌৎসুক্যে। মধ্যমপুরুষপ্রয়োগেণ ভাবাতিশয়োপি সংসূচিত ইতি। নন্বু কিয়ন্তং কালং ধৈর্য্যমবলম্বস্ব, অত্রত্যকৃত্যাশেষং সম্পাদ্য শীঘ্রমেব গমিষ্যামীত্যাশঙ্ক্যাহ—হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং, তবাদর্শনেনৈব কাতরমতো ন জীবিষ্যামীতি ভাবঃ। হৃদিত্যেকবচনেন কেবলস্য তবাবলোকনমেব কাঙ্ক্ষ্যতে, ন তাবৎ কুব্জাদীনামিবাঙ্গসঙ্গাদিকমতি। অলোককাতরমতিতরাং তাসামিব কামাদিপীড়িতামিতি চ গর্ব্বাসূয়ে। অতএব ভ্রাম্যতি কামপি ভ্রমময়ীং দশাং প্রাপ্নোতি। পুনরপি অবধীরণয়া গতমিব মত্বা দর্শনৌৎসুক্যেনাহ—হে দয়িতেতি। ত্বম্ মে প্রাণদয়িতোসি, অতস্ত্বাং বিনা ক্ষণমপি ন মে প্রাণাঃ স্থাস্যন্তীতি শীঘ্রং দর্শনদানেন মম প্রাণান্ রক্ষেতি, অন্যথা স্ত্রীবধভাগী ভবিষ্যসীতি ভাবঃ—ইত্যৌৎসুক্যামর্ষে। ন ত্বহঙ্কেত্তব প্রাণদয়িতস্তং কথং মানং কৃতবতীত্যাশঙ্ক্যাহ—কিং করোম্যহং, তব প্রেমৈব মাং স্ববশতাং প্রাপয্যমানাং কারয়তি, ন তত্র মম কিঞ্চিদপি স্বাতন্ত্র্যমিতি মতিঃ। ইত্যলমতি-বিস্তারেণ ॥ ২ ॥

হে দীনদয়ালো ! হে নাথ ! হে মথুরানাথ ! তুমি কবে দেখা দিবে ? হে প্রাণপ্রিয় ! আমার হৃদয় তোমার অদর্শনে কাতর হইয়া ভ্রমময়ী অবস্থার অনুসরণ করিতেছে,—আমি কি করিব ! ২ ॥

১। প্রেমোন্মাদ—প্রেমজনিত উন্মাদ। উঠি ইতি-উতি ধায়...গায়—এই পর্য্যন্ত উন্মাদের অনুভাব।

২। অয়ি দীন—"অয়ি দীনদয়ার্দ্র" ইত্যাদি শ্লোকের প্রথম পাদস্থ প্রথম চারি অক্ষর। কণ্ঠে না নিঃসরে বাণী—ইহাতে স্বরভেদ বুঝাইল। উদ্দীপ্ত-সাত্ত্বিক ভাবে স্বরভেদ বাক্‌স্তম্ভ পর্য্যন্ত সম্পাদন করে। এই বাক্‌স্তম্ভ হইতে বৈবর্ণ্য পর্য্যন্ত সাত্ত্বিক ভাবগুলি সকলই উদ্দীপ্ত হইয়াছিল। একই সময়ে অভিব্যক্ত পাঁচ, ছয়, অথবা সকল সাত্ত্বিক ভাবগুলি পরমোৎকর্ষের সীমা আরোহণ করিলে, তাহাকে উদ্দীপ্ত-সাত্ত্বিক বলে। নির্ব্বেদ হইতে দৈন্য পর্য্যন্ত ব্যভিচারী ভাব। জাড্য—ইষ্টানিষ্টের শ্রবণ ও দর্শন এবং বিরহাদিতে মোহের পূর্ব্ব এবং পর অবস্থা সদৃশ বিচারশূন্যতাকে জাড্য বলে। নিমেষরাহিত্য, তূষ্ণীম্ভাব এবং বিস্মরণাদি—তাহার অনুভাব।

৩। উঘাড়িল—উদ্ঘাটিত করিলেন অর্থাৎ খুলিলেন। প্রেম-নাট—প্রেম-বিলাস। ৪। বারো ক্ষীর—১২ কটোরা ক্ষীর।

ক্ষীর দেখি মহাপ্রভুর আনন্দ বাড়িল ;
ভক্তগণে খাওয়াইতে পঞ্চ ক্ষীর নৈল।
১। সাত ক্ষীর পূজারীকে বাহুড়িয়া দিল ;
পঞ্চক্ষীর পঞ্চজনে বাঁটিয়া খাইল।
গোপীনাথ-রূপে যদ্যপি করিয়াছেন ভোজন ;
২। ভক্তি দেখাইতে কৈল প্রসাদ ভক্ষণ।
নাম-সংকীর্ত্তনে সেই রাত্রি গোঙাইল ;
মঙ্গল-আরতি দেখি প্রভাতে চলিল।
৩। এই ত আখ্যানে কহি দোঁহার মহিমা ;
প্রভুর ভক্তবাৎসল্য, আর ভক্তপ্রেমসীমা।
শ্রীগোপাল গোপীনাথ পুরী গোসাঞির গুণ ;
ভক্ত-সঙ্গে শ্রীমুখে প্রভু কৈলা আস্বাদন।
শ্রদ্ধাযুক্ত হঞা ইহা শুনে যেই জন ;
শ্রীকৃষ্ণচরণে সেই পায় প্রেমধন।
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ;
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

১। বাহুড়িয়া—ফিরাইয়া। পঞ্চজন—মহাপ্রভু, নিত্যানন্দপ্রভু, জগদানন্দ, দামোদর এবং মুকুন্দ দত্ত—এই পঞ্চজন।
২। ভক্তি দেখাইতে,—স্বয়ং ক্ষীরপ্রসাদ সেবন করিয়া ভক্তি আচরণ করতঃ লোককে শিক্ষা দিতে।
৩। দোঁহার—ভগবান্ ও ভক্তের। ভক্ত প্রেমসীমা,—ভগবানে ভক্তের প্রেমের অবধি।

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীচরিতাস্বাদনং-নাম
চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পদ্ভ্যাং চলন্ যঃ প্রতিমাস্বরূপো,
ব্রহ্মণ্যদেবো হি শতাহগম্যং।
দেশং যযৌ বিপ্রকৃতেঽদ্ভুতেহং,
তং সাক্ষিগোপালমহং নতোঽস্মি ॥১॥
জয়-জয় শ্রীচৈতন্য ! জয় নিত্যানন্দ !
জয়াদ্বৈতচন্দ্র ! জয় গৌরভক্তবৃন্দ !

পদ্ভ্যামিতি। যো ব্রহ্মণ্যদেবঃ ব্রাহ্মণহিতকারী, প্রতিমাস্বরূপোপি প্রতিমাবৎ প্রতীয়মানোপি, হি প্রসিদ্ধৌ, শতাহগম্যং শতদিবসকালগমনেন প্রাপ্যং, দেশং বিদ্যানগরাখ্যং, বিপ্রকৃতে বিপ্রয়োঃ কৃতে নিমিত্তং, পদ্ভ্যাং চলন্ চলনমনুকুর্ব্বন্, যযৌ জগাম। প্রথমবিপ্রস্য প্রতিজ্ঞারক্ষণং দ্বিতীয়স্য স্ববাক্যসত্যতাসম্পাদনমিতি। তং, অদ্ভুতা লোকোত্তরা ঈহা চেষ্টা যস্য স তং, সাক্ষিগোপালং তন্নামতয়া প্রসিদ্ধমহং নতোঽস্মি ॥ ১ ॥

যে ব্রহ্মণ্যদেব প্রতিমাস্বরূপ হইয়াও ব্রাহ্মণের জন্য পায়ে চলিয়া শতদিবসপ্রাপ্য দেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন, আমি সেই অলৌকিক চেষ্টাশালী সাক্ষীগোপালকে প্রণাম করি ॥ ১ ॥

১। চলিতে চলিতে আইলা যাজপুর গ্রাম ;
বরাহ-ঠাকুর দেখি করিল প্রণাম।
নৃত্য-গীত কৈল প্রেমে—বহুত স্তবন ;
যাজপুরে সে রাত্রি রহি করিলা গমন।
২। কটক আইলা সাক্ষীগোপাল দেখিতে ;
গোপাল-সৌন্দর্য্য দেখি হৈলা আনন্দিতে।
প্রেমাবেশে নৃত্য-গীত কৈল কতক্ষণ ;
আবিষ্ট হইয়া কৈল গোপাল-স্তবন।
সেই রাত্রি তাহাঁ রহি ভক্তগণ-সঙ্গে ;
গোপালের পূর্ব্বকথা শুনে প্রভু রঙ্গে।
নিত্যানন্দগোসাঞী যবে তীর্থ ভ্রমিলা ;
সাক্ষীগোপাল দেখিবারে কটক আইলা।
সাক্ষীগোপালের কথা শুনি লোকমুখে ;
সেই কথা প্রভু-আগে কহেন্ মহাসুখে।—
"পূর্ব্বে বিদ্যানগরের দুই ত ব্রাহ্মণ ;
তীর্থ করিবারে দোঁহে করিলা গমন।
গয়া-বারাণসী-আদি-প্রয়াগ করিয়া ;
মথুরা আইলা দোঁহে আনন্দিত হঞা
বনযাত্রায় বন দেখি, দেখে গোবর্দ্ধন ;
দ্বাদশ বন দেখি শেষে গেলা বৃন্দাবন।
বৃন্দাবনে গোবিন্দ-স্থানে মহাদেবালয় ;
সে মন্দিরে গোপালের মহাসেবা হয়।
কেশীতীর্থ কালীয়হ্রদাদিকে কৈল স্নান ;
শ্রীগোপাল দেখি তাহাঁ করিল বিশ্রাম।
গোপাল-সৌন্দর্য্য দোঁহার মন নিল হরি ;
সুখ পাঞা রহে তাহাঁ দিন দুই চারি।
দুই বিপ্র মধ্যে এক বিপ্র বৃদ্ধপ্রায় ;
৩। আর বিপ্র যুবা, তাঁর করেন সহায়।
ছোটবিপ্র করে সদা তাঁহার সেবন ;
তাহার সেবায় বিপ্রের তুষ্ট হৈল মন।
বিপ্র বলে—"তুমি মোর বহু সেবা কৈলে ;
সহায় হইয়া আর তীর্থ করাইলে।
৪। পুত্রেহ পিতার ঐছে না করে সেবন ;
তোমার প্রসাদে আমি না পাইলাম শ্রম।
কৃতঘ্নতা হয়, তোমায় না কৈলে সম্মান ;
অতএব তোমায় আমি দিব কন্যা দান।"
ছোটবিপ্র কহে—"শুন বিপ্র মহাশয় !
অসম্ভব কহ কেন,—যেই নাহি হয় !
মহাকুলীন তুমি বিদ্যাধনাদি-প্রবীণ ;
আমি অকুলীন আর ধন-বিদ্যাহীন।
কন্যাদান-পাত্র আমি না হই তোমার ;
কৃষ্ণপ্রীতে করি তোমার সেবা-ব্যবহার।
ব্রাহ্মণ-সেবায় কৃষ্ণের প্রীতি বড় হয় ;
তাঁহার সন্তোষে ভক্তিসম্পদ বাড়য়।"
বড়বিপ্র কহে—"তুমি না কর সংশয় ;
তোমাকে কন্যা দিব আমি করিল নিশ্চয়।"
ছোটবিপ্র বলে—"তোমার স্ত্রী-পুত্র সব ;
বহু জ্ঞাতি-গোষ্ঠী তোমার বহু ত বান্ধব।
তা' সবার সম্মতি বিনা নহে কন্যাদান ;
রুক্মিণীর পিতা ভীষ্মক তাহাতে প্রমাণ।
ভীষ্মকের ইচ্ছা কৃষ্ণে কন্যা সমর্পিতে ;
পুত্রের বিরোধে কন্যা নারিল অর্পিতে।"
বড়বিপ্র কহে—"কন্যা মোর নিজধন ;
নিজধন দিতে নিষেধিবে কোন্ জন ?
তোমাকে কন্যা দিব সবাকে করি তিরস্কার ;
সংশয় না কর তুমি করহ স্বীকার।"

১। যাজপুর—এই স্থানে বৈতরণী নদী তীর্থ। নাভিগয়া এবং বরাহদেবের মূর্ত্তি আছেন। ২। কটক আইলা ইত্যাদি—উৎকলের রাজা জগন্নাথের সেবক প্রতাপরুদ্র যেখানেই থাকিতেন, সেই স্থানেই সাক্ষীগোপালকে লইয়া যাইতেন ; কটক তখন তাঁহার রাজধানী ছিল, এজন্য সাক্ষীগোপালও তখন কটকে ছিলেন। এই সাক্ষীগোপালের নামান্তর—গোপীনাথ। এইক্ষণে ইনি সত্যবাদি-গ্রামে আছেন।

৩। সহায়—সাহায্য। ৪। পুত্রেহ—পুত্রেও।

ছোটবিপ্র কহে—"যদি কন্যা দিতে মন ;
গোপালের আগে কহ এ সত্য বচন।"
গোপালের আগে বিপ্র কহিতে লাগিল—
১। "তুমি জান ! নিজকন্যা ইহারে আমি দিল"
ছোটবিপ্র বলে—"ঠাকুর তুমি মোর সাক্ষী ;
২। তোমা সাক্ষী বোলাইব যদ্যন্যথা দেখি।"
৩। এত বলি দুইজন চলিলা দেশেরে ;
৪। গুরুবুদ্ধ্যে ছোটবিপ্র বহু সেবা করে।
দেশে আসি দুই জন গেলা নিজ ঘর ;
কত দিনে বড়বিপ্র চিন্তিত অন্তর—
"তীর্থে বিপ্রে বাক্য দিল কেমতে সত্য হয় ?
৫। স্ত্রী-পুত্র-জ্ঞাতি-বন্ধু জানিব নিশ্চয়।"
একদিন নিজ লোক একত্র করিল ;
তা' সবার আগে সব বৃত্তান্ত কহিল।
শুনি সব গোষ্ঠী তার করে হাহাকার—
৬। "ঐছে বাত মুখে তুমি না আনিবে আর।
নীচে কন্যা দিলে কুল যাইবেক নাশ ;
শুনিয়া সকল লোক করিবে উপহাস।"
বিপ্র বলে—"তীর্থবাক্য কেমনে করি আন্ ?
যে হউক সে হউক আমি দিব কন্যাদান।"
জ্ঞাতিলোক কহে—"মোরা তোমাকে ছাড়িব।"
স্ত্রী পুত্র কহে—"বিষ খাইয়া মরিব।"
৭। বিপ্র বলে—"সাক্ষী বোলায়া করিবেক ন্যায়
জিতে কন্যা লবে—মোর ব্যর্থ ধর্ম্ম যায়।"
পুত্র বলে—"প্রতিমা সাক্ষী, সেহ দূরদেশে ;
কে তোমার সাক্ষী দিবে ? চিন্তা কর কিসে ?
৮। 'নাহি কহি' না কহিও এ মিথ্যা বচন ;
সবে কবে—'মোর কিছু নাহিক স্মরণ।'
তুমি যদি কহ—'আমি কিছুই না জানি' ;
তবে আমি ন্যায় করি ব্রাহ্মণেরে জিনি।"
এত শুনি বিপ্রের চিন্তিত হ'ল মন ;
একান্তভাবে চিন্তে বিপ্র গোপাল-চরণ।
—"মোর ধর্ম্ম রক্ষা পায়, না মরে নিজজন ;
দুই রক্ষা কর গোপাল ! লইনু শরণ।"
এইমতে বিপ্র চিত্তে চিন্তিতে লাগিল ;
৯। আর দিন লঘুবিপ্র তাঁর ঘরে আইল।
আসিয়া পরমভক্ত্যে নমস্কার করি ;
বিনয় করিয়া কহে কর দুই যুড়ি—
"তুমি মোরে কন্যা দিতে করিয়াছ অঙ্গীকার ;
এবে কিছু নাহি কহ, কি তোমার বিচার ?"
এত শুনি সেই বিপ্র রহে মৌন ধরি ;
তাঁর পুত্র মারিতে আইল হাতে ঠেঙ্গা করি।
১০। "অরে অধম ! মোর ভগ্নী চাহ বিবাহিতে ?
বামন হঞা চাঁদ যেন চাহত ধরিতে।"
ঠেঙ্গা দেখি সেই বিপ্র পলাইয়া গেল ;
আর দিন গ্রামের লোক একত্র করিল।
১১। সব লোক বিপ্রে তবে ডাকিয়া আনিল ;
তবে সেই লঘুবিপ্র কহিতে লাগিল—
১২। "ইহঁ মোরে কন্যা দিতে করিয়াছে অঙ্গীকার
এবে যে না দেন, পুছ ইহাঁর ব্যবহার।"
তবে সেই বিপ্রেরে পুছিল সর্ব্বজন—
"কন্যা কেন না দেহ" যদি দিয়াছ বচন ;"
বিপ্র কহে—"শুন লোক মোর নিবেদন ;
কবে কি বলিয়াছি মোর নাহিক স্মরণ।"

১। ইহারে আমি দিল—ইহাকে আমি বাগ্‌দান করিলাম। ২। যদ্যন্যথা—যদি অন্যথা। ৩। দেশেরে—দেশের দিকে। ৪। গুরু-বুদ্ধ্যে—শ্বশুর বুদ্ধিতে। ৫। জানিব—জানাইব। ৬। ঐছে ··উপহাস—গোষ্ঠীগণের বাক্য।

৭। সাক্ষী বোলায়া—অর্থাৎ গোপালকে সাক্ষী মানিয়া। ন্যায়—উচিত বিচার। জিতে—জয় করিয়া। ব্যর্থ ধর্ম্ম যায়—সেই কন্যা দান করিতেই হইবে, মিথ্যা বলিয়া ব্যর্থ (অনর্থক) ধর্ম্ম নষ্ট হইবে মাত্র।

৮। নাহি কহি ··স্মরণ—"আমি 'কন্যা দিব' ইহা বলি নাই" এ মিথ্যা কথা তুমি বলিও না, "আমার কিছু স্মরণ হয় না" এই মাত্র বলিবে।

৯। লঘুবিপ্র—ছোটবিপ্র। ১০। বিবাহিতে—বিবাহ করিতে। ১১। বিপ্রে—বড়বিপ্রে। ১২। ইহঁ—ইনি অর্থাৎ বৃদ্ধবিপ্র।

এত শুনি তাঁর পুত্র বাক্যছল পাঞা ;
প্রগল্‌ভ হইয়া কহে সম্মুখে আসিয়া—
"তীর্থযাত্রায় পিতার সঙ্গে ছিল বহু ধন ;
ধন দেখি এই দুষ্টের লইতে হৈল মন।
১। আর কেহ সঙ্গে নাহি, সবে এই একল ;
ধুতুরা খাওয়াইয়া বাপে করিল পাগল।
সব ধন লঞা কহে—'চোরে লৈল ধন' ;
২। 'কন্যা দিতে চাহিয়াছে'—উঠাইল বচন।
তোমরা সকল লোক করহ বিচারে ;
মোর পিতার কন্যা দিতে যোগ্য কি ইহারে ?"
এত শুনি লোকের মনে হইল সংশয়—
"সম্ভবে—ধনলোভে লোক ছাড়ে ধর্ম্মভয়।"
তবে ছোটবিপ্র কহে—"শুন মহাজন !
৩। ন্যায় জিনিবারে কহে অসত্য-বচন।
এই বিপ্র মোর সেবায় তুষ্ট যবে হৈলা ;
'তোরে আমি কন্যা দিব' আপনে কহিলা।
তবে মুঞি নিষেধিনু—'শুন দ্বিজবর !
তোমার কন্যার যোগ্য নহি মুঞি বর !
কাঁহা তুমি পণ্ডিত-ধনী-পরমকুলীন ;
কাঁহা মুঞি দরিদ্র-মূর্খ-নীচ-কুলহীন !'
তবু এই বিপ্র মোরে কহে বার বার—
'তোরে কন্যা দিব তুমি করহ স্বীকার।'
তবে আমি কহিলাম—'শুন মহামতি !
তোমার স্ত্রী-পুত্র-জ্ঞাতির না হবে সম্মতি।
কন্যা দিতে নারিবে হবে অসত্যবচন' ;
পুনরপি কহে বিপ্র করিয়া যতন—
'কন্যা তোরে দিব, দ্বিধা না করিহ চিত্তে ;
আত্মকন্যা দিব, কেবা পারে নিষেধিতে ?'
তবে আমি কহিলাম—'দৃঢ় করি মন ;
গোপালের আগে কহ এ সত্য বচন।'
৪। তবে ইহঁ গোপালেরে আসিয়া কহিল—
'তুমি জান এই বিপ্রে কন্যা আমি দিল।'
তবে আমি গোপালেরে সাক্ষী করিয়া ;
কহিলাম তাঁর পদে মিনতি করিয়া—
'যদি এই বিপ্র মোরে না দিবে কন্যাদান ;
৫। সাক্ষী বোলাইব তোমা, হইও সাবধান।'
৬। এই বাক্যে সাক্ষী মোর আছে মহাজন ;
যাঁর বাক্য সত্য করি মানে ত্রিভুবন।"
তবে বড়বিপ্র কহে—"এই সত্য কথা ;
গোপাল যদি সাক্ষী দেন আপনে আসি এথা,
তবে আমি কন্যা দিব জানিহ নিশ্চয়"।
৭। তাঁর পুত্র কহে—"এই ভাল বাত হয়।"
৮। বড়বিপ্রের মনে—"কৃষ্ণ বড় দয়াবান্ ;
অবশ্য মোর বাক্য তিঁহ করিবে প্রমাণ।"
পুত্রের মনে—"প্রতিমা না আসিবে সাক্ষী দিতে"
৯। দুই বুদ্ধ্যে দুই জন হইলা সম্মতে।
ছোটবিপ্র বলে—"পত্র করহ লিখন ;
১০। পুনঃ যেন নাহি চলে এ সব বচন।"
তবে সব লোক এক পত্র ত লিখিল ;
১১। দোঁহার সম্মতি লঞা মধ্যস্থ রাখিল।
তবে ছোটবিপ্র কহে—"শুন সর্ব্বজন !
১২। এই বিপ্র সত্যবাক্য ধর্ম্মপরায়ণ।

১। সবে=কেবল। একল=একেলা, একাকী। ২। বচন—রটনা। ৩। ন্যায় জিনিবারে=উচিতকে অন্যথা করিতে অর্থাৎ বিচারে জয়লাভ করিতে। ৪। ইহঁ=ইনি। জান—অবগত হও অর্থাৎ সাক্ষী হও। ৫। হইও সাবধান—অর্থাৎ এ সকল বিষয় অবধান পূর্ব্বক স্মরণ রাখিবে। ৬। মহাজন—মহাপুরুষ। ৭। বাত—কথা। (সং—বার্ত্তা-শব্দজ)।

৮। বড়বিপ্রের মনে···প্রমাণ=বড় বিপ্র মনে মনে ইহাই নিশ্চয় করিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ পরমদয়ালু, অবশ্য এখানে আগমন করিয়া আমার প্রতিজ্ঞা সত্য প্রতিপন্ন করিবেন।

৯। দুই বুদ্ধ্যে—অর্থাৎ বড়বিপ্রের মনে "কৃষ্ণ দয়ালু, অবশ্যই সাক্ষ্য দিতে আসিবেন" আর তাঁহার পুত্রের মনে "প্রতিমা কখনই সাক্ষ্য দিতে আসিবেন না"—এই দুই বুদ্ধিতে। দুই জন=পিতা ও পুত্র। সম্মতে=সম্মত। ১০। নাহি চলে=বিচলিত না হয়। অর্থাৎ আবার যেন অন্যথা না হয়। ১১। দোঁহার—বড় বিপ্র ও ছোট বিপ্রের। ১২। সত্য-বাক্য=সত্যবাদী।

স্ববাক্য ছাড়িতে ইহাঁর নাহি কভু মন;
১। স্বজনমৃত্যু-ভয়ে কহে লট্‌পটি বচন।
২। ইহাঁর পুণ্যে কৃষ্ণ আনি সাক্ষী বোলাইমু;
তবে এই বিপ্রের সত্যপ্রতিজ্ঞা রাখিমু।"
এত শুনি নাস্তিক লোক উপহাস করে;
কেহ কহে—"ঈশ্বর দয়ালু আসিতেহ পারে।"
তবে সেই ছোটবিপ্র গেলা বৃন্দাবন;
দণ্ডবৎ করি কহে সব বিবরণ—
"ব্রহ্মণ্যদেব! তুমি বড় দয়াময়!
দুই বিপ্রের ধর্ম্ম রাখ হইয়া সদয়।
কন্যা পাব—মোর মনে ইহা নাহি সুখ;
ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞা যায়—এই বড় দুঃখ।
এত জানি তুমি সাক্ষী দেহ দয়াময়!
৩। জানি সাক্ষী না দেয় সেই তার পাপ হয়।"
৪। কৃষ্ণ কহে—"বিপ্র তুমি যাহ স্বভবন;
সভা করি মোরে তুমি করহ স্মরণ।
আবির্ভাব হঞা আমি তাঁহা সাক্ষী দিব;
প্রতিমাস্বরূপে তাঁহা যাইতে নারিব।"
বিপ্র বলে—"যদি হও চতুর্ভুজমূর্ত্তি;
৫। তবু তোমার বাক্যে কারু নহিবে প্রতীতি।
এই মূর্ত্তি গিয়া যদি এই শ্রীবদনে;
সাক্ষী দেহ যদি—তবে সর্ব্বলোক মানে।"
কৃষ্ণ কহে—"প্রতিমা চলে কোথাহ না শুনি।"
বিপ্র বলে—"প্রতিমা হঞা কহ কেন বাণী?
প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ-ব্রজেন্দ্রনন্দন;
বিপ্র লাগি কর তুমি অকার্য্যকরণ।"
হাসিয়া গোপাল কহে—"শুনহ ব্রাহ্মণ!
তোমার পাছে পাছে আমি করিব গমন।
৬। উলটিয়া আমা না করিহ দরশনে;
আমাকে দেখিলে আমি রহিব সেই স্থানে।
নূপুরের ধ্বনিমাত্র আমার শুনিবা;
সেই শব্দে আমার গমন প্রতীতি করিবা।
এক সের অন্ন মোরে করিহ সমর্পণ;
তাহা খাঞা তোমার সঙ্গে করিব গমন।"
আর দিন আজ্ঞা মাগি চলিল ব্রাহ্মণ;
তাঁর পাছে পাছে গোপাল করিল গমন।
নূপুরের ধ্বনি শুনি আনন্দিত মন;
উত্তমান্ন পাক করি করায় ভোজন।
এইমতে চলি বিপ্র নিজদেশে আইলা;
গ্রামের নিকট আসি মনেতে চিন্তিলা—
"এবে মুঞি গ্রামে আইনু যাইমু ভবন;
লোকেরে কহিব গিয়া সাক্ষীর আগমন।
সাক্ষাতে না দেখিলে মনে প্রতীতি না হয়;
ইহাঁ যদি রহেন তবু নাহি কিছু ভয়।"
এত ভাবি সেই বিপ্র ফিরিয়া চাহিল;
৭। হাসিয়া গোপাল-দেব তাঁহাহি রহিল।
ব্রাহ্মণেরে কহে—"তুমি যাহ নিজঘর;
এথায় রহিব আমি, না যাব অতঃপর।"
৮। তবে সেই বিপ্র যাই নগরে কহিল;
শুনিয়া সকল লোক চমৎকার হৈল!
আইল সকল লোক সাক্ষী দেখিবারে;
গোপাল দেখিয়া লোক দণ্ডবৎ করে;
গোপালসৌন্দর্য্য দেখি লোকে আনন্দিত;
'প্রতিমা চলিয়া আইলা' শুনিয়া বিস্মিত।
তবে সেই বড়বিপ্র আনন্দিত হঞা,
গোপালের আগে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা।
সকল লোকের আগে গোপাল সাক্ষী দিল—
"বড়বিপ্র ছোটবিপ্রে কন্যা দান কৈল।"

১। স্বজনমৃত্যু-ভয়ে—স্ত্রী-পুত্র বিষপানে মরিবে বলিয়া। লট্‌পটি—গোলমেলে। অর্থাৎ হাঁ কিম্বা না—ইহার কিছুই বলেন না।
২। সাক্ষী বোলাইমু—সাক্ষ্য দেওয়াইব। ৩। জানি—জানিয়া। ৪। যাহ—যাও। ৫। কারু—কাহারও। ৬। উলটিয়া—পিছু ফিরিয়া। ৭। তাঁহাহি—সেইখানেই। ৮। যাই—যাইয়া।

তবে সেই দুই বিপ্রে কহিল ঈশ্বর—
"তুমি দুই জন্মে-জন্মে আমার কিঙ্কর।
দোঁহার সত্যে তুষ্ট হৈলাম দোঁহে মাগ বর।"
দুই বিপ্র বর মাগে আনন্দ-অন্তর—
"যদি বর দিবে—তবে রহ এইস্থানে ;
কিঙ্করেরে দয়া তবে সর্ব্বলোকে জানে।"
গোপাল রহিলা, দুঁহে করেন সেবন ;
দেখিতে আইলা সব দেশের লোকজন।
সে দেশের রাজা আইলা আশ্চর্য্য শুনিয়া ;
পরম সন্তোষ পাইল গোপাল দেখিয়া।
মন্দির করিয়া রাজা সেবা চালাইল ;
সাক্ষীগোপাল বলি তাঁর খ্যাতি হইল।
এইমত বিদ্যানগরে সাক্ষীগোপাল ;
সেবা অঙ্গীকার করি আছেন চিরকাল।
উৎকলের রাজা শ্রীপুরুষোত্তম নাম ;
সেই দেশ জিনি নৈল করিয়া সংগ্রাম।
সেই রাজা জিনি নিল তাঁর সিংহাসন ;
১। মাণিক-সিংহাসন নাম অনেক রতন।
পুরুষোত্তমদেব সেই বড় ভক্ত আর্য্য ;
গোপাল-চরণে মাগে—"চল মোর রাজ্য।"
২। তাঁর ভক্তিবশে গোপাল তাঁরে আজ্ঞা দিল,
গোপাল লইয়া সেই কটকে আইল।
জগন্নাথে আনি দিল মাণিক্য-সিংহাসন ;
কটকে গোপাল-সেবা করিল স্থাপন।
তাঁহার মহিষী আইলা গোপাল-দর্শনে ;
ভক্তি করি বহু অলঙ্কার কৈল সমর্পণে।
তাঁহার নাসাতে বহুমূল্য মুক্তা হয় ;
তাহা দিতে ইচ্ছা হৈল, মনেতে চিন্তয়—
"ঠাকুরের নাসাতে যদি ছিদ্র থাকিত ;
তবে এই দাসী মুক্তা নাসায় পরাইত।"
এত চিন্তি নমস্করি গেলা স্বভবনে ;
রাত্রিশেষে গোপাল তাঁরে কহেন স্বপনে—
"বালককালে মাতা মোর নাসা ছিদ্র করি ;
মুক্তা পরাইয়াছিল বহু যত্ন করি।
সেই ছিদ্র অদ্যাপিহ আছয়ে নাসাতে ;
সেই মুক্তা পরাহ যাহা চাহিয়াছ দিতে।"
স্বপ্ন দেখি সেই রাণী রাজাকে কহিল ;
রাজা সহ মুক্তা লঞা মন্দিরে আইল।
পরাইল মুক্তা নাসায় ছিদ্র দেখিঞা ;
মহামহোৎসব কৈল আনন্দিত হঞা।
সেই হৈতে গোপালের কটকেতে স্থিতি ;
এই লাগি সাক্ষীগোপাল নাম হৈল খ্যাতি।"
নিত্যানন্দমুখে শুনি গোপাল-চরিত ;
তুষ্ট হৈলা মহাপ্রভু স্বভক্ত সহিত।
গোপালের আগে যবে প্রভুর হয় স্থিতি ;
ভক্তগণে দেখে যেন দোঁহে এক-মূর্ত্তি।
দুঁহে একবর্ণ, দুঁহে প্রকাণ্ডশরীর ;
দুঁহে রক্তাম্বর, দোঁহার স্বভাব গম্ভীর।
মহাতেজোময় দুঁহে কমলনয়ন ;
৩। দুঁহার ভাবাবেশমন চন্দ্রবদন।
৪। দুঁহে দেখি নিত্যানন্দপ্রভু মহারঙ্গে ;
৫। ঠারাঠারি করি হাসে ভক্তগণ সঙ্গে।
এইমতে মহারঙ্গে সে রাত্রি বঞ্চিয়া ;
প্রভাতে চলিলা মঙ্গলারতি দেখিয়া।

১। মাণিক-সিংহাসন—পূর্ব্ব রাজার সিংহাসনের নাম। ২। তাঁর—রাজা পুরুষোত্তমের। তাঁরে—রাজাকে। আজ্ঞা দিল—অর্থাৎ 'তোমার রাজ্যে আমাকে লইয়া যাও' এই আদেশ দিলেন।

৩। চন্দ্রবদন—অর্থাৎ গোপাল এবং মহাপ্রভুর চন্দ্রসদৃশ বদন পরস্পরের আহ্লাদকর হইয়াছিল।

৪। দুঁহে—গোপাল এবং মহাপ্রভুকে। ৫। ঠারাঠারি—তাকাতাকি। ভক্তগণ—মুকুন্দাদি।

১। ভুবনেশ্বরপথে যৈছে কৈল দরশন ;
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস-বৃন্দাবন।
২। কমলপুরে আসি ভার্গীনদী স্নান কৈল ;
৩। নিত্যানন্দ হাতে প্রভু দণ্ড ধরিল।
৪। কপোতেশ্বর দেখিতে গেলা ভক্তগণ সঙ্গে ;
৫। এথা নিত্যানন্দপ্রভু কৈল দণ্ড ভঙ্গে।
তিনখণ্ড করি দণ্ড দিল ভাসাইয়া ;
ভক্তসঙ্গে আইলা প্রভু মহেশ দেখিয়া।
৬। জগন্নাথের দেউল দেখি আবিষ্ট হইলা ;
দণ্ডবৎ করি প্রেমে নাচিতে লাগিলা।
ভক্তগণ আবিষ্ট হঞা সবে নাচে গায় ;
প্রেমাবেশে প্রভু সঙ্গে রাজমার্গে যায়।
হাসে কান্দে নাচে প্রভু—হুঙ্কার গর্জ্জন ;
তিনক্রোশ পথ হৈল সহস্রযোজন।

৭। চলিতে চলিতে প্রভু আইলা আঠারনালা ;
৮। তাঁহা আসি প্রভু কিছু বাহ্য প্রকাশিলা।
নিত্যানন্দে কহে প্রভু—"দেহ মোর দণ্ড !"
নিত্যানন্দ বলে—"দণ্ড হৈল তিন খণ্ড।
প্রেমাবেশে পড়িলে তুমি তোমারে ধরিনু ;
তোমা সহ সেই দণ্ড উপরে পড়িনু।
দুইজনার ভরে দণ্ড খণ্ড-খণ্ড হৈল ;
সেই খণ্ড কাহাঁ পড়িল কিছু না জানিল।
মোর অপরাধে তোমার দণ্ড হৈল খণ্ড ;
যে উচিত হয় মোর কর তাহা দণ্ড।"
শুনি কিছু মহাপ্রভু দুঃখ প্রকাশিলা ;
ঈষৎ ক্রোধ করি কিছু কহিতে লাগিলা—
"নীলাচলে আনি মোর সবে হিত কৈলা ;
সবে দণ্ড-ধন ছিল তাহা না রাখিলা।

১। ভুবনেশ্বর—কটকের দক্ষিণপশ্চিম অংশে। এইস্থানে ভুবনেশ্বর নামে অনাদিলিঙ্গ মহাদেব আছেন, তন্নিমিত্ত এই স্থানের নাম ভুবনেশ্বর। এতদ্ভিন্ন আরও প্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গ অনেক আছেন এবং বিন্দুসরোবর প্রভৃতি তীর্থবর্গও আছেন।

২। ভার্গীনদী—এই নদী পুরীর তিনক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। সম্প্রতি ইহাকেই দণ্ডভাঙ্গা বলে। ইহার কারণ পরেই বলিতেছেন।

৩। নিত্যানন্দ…ধরিল—এইস্থানে শ্রীমহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দের হস্তে নিজ দণ্ডটি রক্ষা করেন।

৪। কপোতেশ্বর—এখানে কপোতেশ্বর নামক অনাদিলিঙ্গ শিব আছেন, তন্নিমিত্ত এই স্থানের নাম কপোতেশ্বর।

৫। কৈল দণ্ড ভঙ্গে—নিত্যানন্দপ্রভু মহাপ্রভুর দণ্ডটি তিনখণ্ড করিয়া জলে ভাসাইয়া দিলেন। দণ্ডটি তিনখণ্ডে ভাসাইবার উদ্দেশ্য এই যে,—ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থী এবং সন্ন্যাসী এই আশ্রম চতুষ্টয়ই সগুণ ; সগুণ হইলেই মায়াপরতন্ত্র ; মায়াপরতন্ত্র হইলেই কর্ম্মের অধীন এবং কর্ম্মাধীন হইলেই সংসারী। পরমহংসগণ আশ্রমাতীত, অতএব তাঁহারা নির্গুণ ; এ নিমিত্ত তাঁহাদিগের দণ্ডের প্রয়োজন নাই। দণ্ডিদিগেরও আশ্রমোচিত কর্ম্ম করিতে হয়, তাহা না করিলে তাঁহারা প্রত্যবায়ী হয়েন ; পরমহংস কিন্তু গুণাতীত, সুতরাং তাঁহারা বিধি নিষেধের কিঙ্কর নহেন। শ্রীএকাদশে বলিয়াছেন—

মৌনানীহানিলায়ামা দণ্ডা বাগ্দেহচেতসাং। ন হ্যেতে যস্য সন্ত্যঙ্গ বেণুভির্ন ভবেদ্ যতিঃ॥

মৌন, কাম্যকর্ম্মত্যাগ এবং প্রাণায়াম—ইহারাই বাণী, দেহ এবং চিত্তের যথাক্রমে দণ্ড। এই ত্রিবিধ দণ্ড যাহার নাই, সে কেবল তিনখানি বেণু ধারণ করিলেই যতি হয় না। পূর্ব্বে ত্রিদণ্ডিরা তিনখানি দণ্ড ধারণ করিতেন, শঙ্করাচার্য্যের সময় হইতে এক দণ্ড হইয়াছে। বাক, দেহ এবং চিত্তের যখন গুণবৃত্তি থাকে, তখনই তাহাদিগের দণ্ডার্থ তৎস্মারক তিনখানি দণ্ড থাকে। পরমহংসদিগের গুণবৃত্তি না থাকায়, কখনই বাগাদির বিষয়োন্মুখতা হইবার সম্ভাবনা নাই ; এ জন্য তাঁহারাই দণ্ড ধারণ করেন না। সচ্চিদানন্দঘন ভগবানের তো গুণ-সঙ্গও হইবার সম্ভাবনা নাই, অতএব তাঁহার আবার বাগাদির দণ্ড কি ? এইহেতু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু দণ্ডটি তিনখণ্ড করিয়া দেখাইলেন যে, ইঁহার বাক্, দেহ এবং চিত্তের দণ্ডের প্রয়োজন নাই, মায়াধিকারের দণ্ড মায়ার স্রোতে ভাসিয়া যাউক। বাগেন্দ্রিয় রজোগুণের, দেহ তমোগুণের এবং চিত্ত সত্ত্বগুণের কার্য্য ; ইহাদিগের সর্ব্বদা আসক্তির সম্ভাবনা হেতু দণ্ডের প্রয়োজন হয় ; কিন্তু শ্রীভগবানের বাক্, দেহ ও অন্তঃকরণ সকলই সচ্চিদানন্দময়,তাঁহার আবার দণ্ড কেন ? এতদ্দ্বারা ইহাও দেখাইলেন যে, ভক্তিমার্গে কোন আশ্রমবিশেষের প্রয়োজন নাই।

৬। দেউল—দেবালয় অর্থাৎ শ্রীমন্দির।

৭। আঠারনালা—এইস্থানে নদীর উপরে সাঁকো আছে, তাহার আঠারটী ফুকর থাকায়, আঠারনালা নাম হইয়াছে। এই সাঁকো পার হইয়া পুরীতে যাইতে হয়। এখানে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা আপনার পুত্রগণকে বলি দিয়াছিলেন। (শ্রীচৈতন্যভাগবত।)

৮। বাহ্য প্রকাশিলা—বাহ্যে জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হইল।

১। তুমি সব আগে যাহ ঈশ্বর দেখিতে ;
কিবা আমি আগে যাব ! না যাব সহিতে।”
মুকুন্দ দত্ত কহে—“প্রভু তুমি যাহ আগে ;
আমি সব পাছে যাব, না যাব তোমার সঙ্গে।”
এত শুনি প্রভু আগে চলিলা শীঘ্রগতি ;
বুঝিতে না পারে কেহ দুই প্রভুর মতি।—
ইহঁ কেন দণ্ড ভাঙ্গে ? তিঁহ কেন ভাঙ্গায় ?
২। ভাঙ্গাইয়া ক্রুদ্ধ হয়,—বুঝা নাহি যায়।
দণ্ডভঙ্গ লীলা এই পরম-গম্ভীর ;
সেই বুঝে দোঁহার পদে যার ভক্তি ধীর।
ব্রহ্মণ্যদেব-গোপালের মহিমা এই ধন্য ;
নিত্যানন্দ বক্তা যার, শ্রোতা শ্রীচৈতন্য !
শ্রদ্ধাযুক্ত হঞা ইহা শুনে যেই জন ;
অচিরে পাইবে সেই গোপাল-চরণ।
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ;
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

১। তুমি সব···সহিতে—হয় তোমরা আগে জগন্নাথদর্শনে যাও, নয় আমি আগে যাই ; একত্র যাইব না।

২। ভাঙ্গাইয়া ক্রুদ্ধ···নাহি যায়—ক্রোধচ্ছলে নিত্যানন্দাদির সঙ্গ ত্যাগ করিয়া অগ্রে জগন্নাথদর্শনে গমন করায়, কেবল সার্ব্বভৌমকে কৃপা করা। তাঁহারা সঙ্গে থাকিলে সার্ব্বভৌমের গৃহে গমন হইত না, তাঁহারাই সুস্থ করিতেন ; নিত্যানন্দ প্রভুও মহাপ্রভুর এই অভিপ্রায় জানিয়াই সেইদিনেই দণ্ড ভঙ্গ করিলেন।

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীচরিতাস্বাদনং-নাম

পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

নৌমি তং গৌরচন্দ্রং যঃ কুতর্ককর্কশাশয়ং,
সার্ব্বভৌমং সর্ব্বভূমা ভক্তিভূমানমাচরৎ ॥ ১॥
জয়-জয় শ্রীচৈতন্য ! জয় নিত্যানন্দ !
জয়াদ্বৈতচন্দ্র ! জয় গৌরভক্তবৃন্দ !
আবেশে চলিলা প্রভু জগন্নাথমন্দিরে ;
জগন্নাথ দেখি প্রেমে হইলা অস্থিরে।
জগন্নাথ আলিঙ্গিতে চলিলা ধাইয়া ;
মন্দিরে পড়িলা প্রেমে আবিষ্ট হইয়া।

নৌমীতি। তং প্রসিদ্ধং গৌরচন্দ্রমহং নৌমি স্তৌমি। ণুলস্তুতাবিত্যস্মাৎ। সর্ব্বেভ্যঃ পুরুষাদিভ্যো ভূমা মহত্বং যস্য সঃ, যো গৌরচন্দ্রঃ, কুতর্কেণ নাস্তিকবাদেন শাস্ত্রবিরুদ্ধেন তর্কেণেত্যর্থঃ—কর্কশঃ কঠিনঃ নির্ব্বাসন আশয়ো যস্য তং সার্ব্বভৌমং তদুপাধিধারিণং, ভক্তিভূমানং ভক্ত্যাস্বাদচতুরমিতি যাবৎ, আচরৎ অকরোদিত্যর্থঃ ॥ ১॥

যাঁহার চিত্ত কুতর্কজালে কঠিন, সেই সার্ব্বভৌমকে যে মহাপুরুষ ভক্তিরসিক করিয়াছিলেন, আমি সেই গৌরচন্দ্রকে স্তুতি করি ॥ ১ ॥

১। দৈবে সার্ব্বভৌম তাঁহাকে করে দরশন ;
২। পড়িছা মারিতে—তিঁহ কৈল নিবারণ।
প্রভুর সৌন্দর্য্য আর প্রেমের বিকার ;
দেখি সার্ব্বভৌমের হৈলা বিস্ময় অপার।
৩। বহুক্ষণে চৈতন্য নহে, ভোগের কাল হইল ;
সার্ব্বভৌম মনে তবে উপায় চিন্তিল।
৪। শিষ্য-পড়িছা দ্বারা নিল বহাইয়া ;
ঘরে আনি পবিত্রস্থানে রাখিল শোয়াইয়া।
শ্বাস-প্রশ্বাস নাহি উদরস্পন্দন ;
দেখিয়া চিন্তিত হৈল ভট্টাচার্য্যের মন।
সূক্ষ্মতুলা আনি নাসা-অগ্রেতে ধরিল ;
ঈষৎ চলয়ে তুলা দেখি ধৈর্য্য হৈল।
বসি ভট্টাচার্য্য মনে করেন বিচার—
"এই কৃষ্ণ মহাপ্রেমের সাত্ত্বিক বিকার।
৫। সূদ্দীপ্ত-সাত্ত্বিক এই নাম যে প্রলয় ;
নিত্যসিদ্ধ-ভক্তে সে সূদ্দীপ্ত ভাব হয়।
৬। অধিরূঢ়-ভাব যার, তার এ বিকার ;
মনুষ্যের দেহে দেখি বড় চমৎকার!"
এত চিন্তি ভট্টাচার্য্য আছেন বসিয়া ;
নিত্যানন্দাদি সিংহদ্বারে উত্তরিল গিয়া।
৭। তাঁহা শুনি লোক কহে অন্যোন্যে বাত—
"এক সন্ন্যাসী আসি দেখি জগন্নাথ।
মূর্চ্ছিত হইলা, চেতন না হয় শরীরে ;
৮। সার্ব্বভৌম তৈছে তাঁরে লঞা গেলা ঘরে।"
শুনি সবে জানিলেন মহাপ্রভুর কার্য্য ;
৯। হেনকালে আইলা তাঁহা গোপীনাথআচার্য্য।
নদীয়ানিবাসী-বিশারদের জামাতা ;
মহাপ্রভুর ভক্ত তিঁহ, প্রভুর তত্ত্বজ্ঞাতা।
মুকুন্দ সহিত পূর্ব্বে আছে পরিচয় ;
মুকুন্দ দেখিয়া তাঁর হৈল বিস্ময়।
মুকুন্দ তাঁহারে দেখি কৈল নমস্কার ;
তিঁহ আলিঙ্গিয়া পুছে প্রভুর সমাচার।
মুকুন্দ কহে—"প্রভুর ইহাঁ হৈল আগমনে ;
আমি সব আসিয়াছি মহাপ্রভুর সনে।"
নিত্যানন্দগোসাঞীকে আচার্য্য কৈল নমস্কার ;
সবে মিলি পুছে প্রভুর বার্ত্তা আরবার।
মুকুন্দ কহে—"মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিঞা ;
নীলাচলে আইলা সঙ্গে আমা সবে লঞা।
আমা সবা ছাড়ি আগে গেলা দরশনে ;
আমি সব পাছে আইলাম তাঁর অন্বেষণে।
অন্যোন্যে-লোকমুখে যে কথা শুনিল ;
১০। সার্ব্বভৌম গৃহে প্রভু অনুমান কৈল।
ঈশ্বরদর্শনে প্রভু প্রেমে অচেতন ;
সার্ব্বভৌম লঞা গেল আপন ভবন।
তোমার মিলনে আমার যবে হৈল মন ;
দৈবে সেই ক্ষণে পাইলুঁ তোমার দর্শন।
চল সবে যাই সার্ব্বভৌমের ভবন ;
প্রভু দেখি পাছে করিব ঈশ্বর দর্শন।"
এত শুনি গোপীনাথ সবারে লইঞা ;
সার্ব্বভৌম-ঘরে গেলা হরষিত হঞা।
সার্ব্বভৌম-স্থানে গিয়া প্রভুকে দেখিল ;
১১। প্রভু দেখি আচার্য্যের দুঃখ-হর্ষ হৈল।

১। তাঁহাকে—মহাপ্রভুকে। ২। পড়িছা—মন্দিরের সেবক, ইহারা কর্ত্তব্য সম্পাদন করে ও উপদেশ দেয়, অর্থাৎ ছড়িদার। তিঁহ—সার্ব্বভৌম। ৩। চৈতন্য—চেতনা। ৪। শিষ্য-পড়িছা—পড়িছাগণ মধ্যে যাহারা সার্ব্বভৌমের শিষ্য, তাহাদিগের দ্বারা।

৫। সূদ্দীপ্ত-সাত্ত্বিক (২৩৩) পৃষ্ঠায় দেখ। প্রলয় (২২২) পৃষ্ঠায় দেখ। ৬। অধিরূঢ় ভাব—যাহাতে সকল সাত্ত্বিক ভাবগুলি পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া দীর্ঘকাল দেহে অবস্থিতি করে, তাহাকে অধিরূঢ় ভাব বলে। যার—যে ভক্তের। তার—সেই ভক্তের। ৭। অন্যোন্যে—পরস্পর।

৮। তৈছে—সেই অবস্থায় অর্থাৎ মূর্চ্ছিতাবস্থায়। ৯। গোপীনাথ আচার্য্য—ইনি সার্ব্বভৌমের ভগিনীপতি। ১০। কৈল—করি।

১১। আচার্য্যের—গোপীনাথ আচার্য্যের। দুঃখ-হর্ষ হৈল—মহাপ্রভুর মোহাবস্থা দর্শনে দুঃখ, দীর্ঘকালের পর দর্শনে হর্ষ।

সার্ব্বভৌমে জানাইঞা সবারে নিল অভ্যন্তরে,
১। নিত্যানন্দগোসাঞীরে তিঁহ কৈল নমস্কারে।
২। সবা সহিত যথাযোগ্য করিল মিলন,
প্রভু দেখি সবার হৈল দুঃখ হর্ষ মন।
৩। সার্ব্বভৌম পাঠাইল সবাদর্শন করিতে,
চন্দনেশ্বর নিজপুত্র দিল সবার সাথে।
জগন্নাথ দেখি সবার হইল আনন্দ,
ভাবেতে আবিষ্ট হৈলা প্রভু নিত্যানন্দ।
সবে মিলি তবে তাঁরে সুস্থির করিল,
ঈশ্বরসেবক মালা-প্রসাদ আনি দিল।
প্রসাদ পাঞা সবে হৈলা আনন্দিত মনে,
পুনরপি আইলা সবে মহাপ্রভুর স্থানে।
উচ্চ করি করে সবে নামসঙ্কীর্ত্তন,
তৃতীয় প্রহরে হৈল প্রভুর চেতন।
হুঙ্কার করিয়া উঠে 'হরি হরি' বলি,
৪। আনন্দে সার্ব্বভৌম তাঁর লৈল পদধূলি।
সার্ব্বভৌম কহে—"শীঘ্র করহ মধ্যাহ্ন,
মুঞি ভিক্ষা দিব আজি মহাপ্রসাদান্ন।"
সমুদ্রস্নান করি প্রভু শীঘ্র আইল,
বহুত প্রসাদ সার্ব্বভৌম আনাইল।
সুবর্ণথালিতে অন্ন উত্তমব্যঞ্জন,
ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু করেন ভোজন।
সার্ব্বভৌম পরিবেশন করেন আপনে,
৫। প্রভু কহে—"মোরে দেহ লাফরা-ব্যঞ্জনে।
পীঠাপানা দেহ তুমি ইহাঁ সবাকারে।"
তবে ভট্টাচার্য্য কহে যুড়ি দুই করে—
৬। "জগন্নাথ কৈছে করিয়াছেন ভোজন,
আজি সব মহাপ্রসাদ কর আস্বাদন।"
এত বলি পীঠাপানা সব খাওয়াইলা,
ভিক্ষা করাইয়া আচমন করাইলা।
৭। আজ্ঞা মাগি গোপীনাথ আচার্য্য লইয়া,
প্রভুর নিকট আইলা ভোজন করিয়া।
"নমো নারায়ণায়" বলি নমস্কার কৈল,
"কৃষ্ণে মতি রহু" বলি গোসাঞী কহিল।
শুনি সার্ব্বভৌম মনে বিচার করিল—
'বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ইঁহো বচনে জানিল।'
গোপীনাথ আচার্য্যেরে কহে সার্ব্বভৌম—
"গোসাঞীর জানিতে চাহি কাহাঁ পূর্ব্বাশ্রম ?"
গোপীনাথাচার্য্য কহে—"নবদ্বীপে ঘর,
জগন্নাথ নাম, পদবী—মিশ্র পুরন্দর।
৮। বিশ্বম্ভর নাম ইঁহার,—তাঁহার ইঁহো পুত্র,
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর হয়েন দৌহিত্র।"
সার্ব্বভৌম কহে—"নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী,
৯। বিশারদের সমাধ্যায়ী এই তাঁর খ্যাতি।
মিশ্রপুরন্দর তাঁর মান্য হেন জানি,
১০। পিতার সম্বন্ধে দোঁহা পূজ্য করি মানি।"
নদীয়া সম্বন্ধে সার্ব্বভৌম হৃষ্ট হৈলা,
প্রীত হঞা গোসাঞীরে কহিতে লাগিলা—
"সহজেই পূজ্য তুমি, আরে ত সন্ন্যাস,
অতএব হও তোমার আমি নিজ-দাস।"

১। তিঁহ—সার্ব্বভৌম।

২। যথাযোগ্য—অর্থাৎ নমস্তকে প্রণতি এবং অন্যকে আলিঙ্গন প্রভৃতি যাহার সহিত যাহা উচিত হয় তাহাই করিলেন।

৩। দর্শন করিতে—জগন্নাথ দর্শন করিতে। ৪। তাঁর—মহাপ্রভুর। ৫। লাফরা—মিশ্রিত পাঁচ তরকারির ব্যঞ্জন। পিঠাপানা—ঘৃতসিক্ত পিষ্টকাদি। ৬। কৈছে—কি প্রকারে।

৭। আজ্ঞা মাগি…করিয়া—মহাপ্রভুর আজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক গোপীনাথ আচার্য্যের সহিত মহাপ্রসাদান্ন ভোজন করিয়া সার্ব্বভৌম পুনর্ব্বার মহাপ্রভুর নিকট আসিলেন।

৮। তাঁহার—জগন্নাথ মিশ্রের। ইঁহো—ইনি অর্থাৎ মহাপ্রভু। ৯। বিশারদের সমাধ্যায়ী—অর্থাৎ এক-গুরুর নিকট উভয়ে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এই খ্যাতি প্রসিদ্ধি আছে। ১০। দোঁহা—নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ও জগন্নাথ মিশ্র।

শুনি মহাপ্রভু কৈল শ্রীবিষ্ণু স্মরণ,
ভট্টাচার্য্যে কহে কিছু বিনয় বচন—
"তুমি জগদ্‌গুরু সর্ব্বলোকহিতকর্ত্তা,
১। বেদান্ত পড়াও সন্ন্যাসীর উপকর্ত্তা।
আমি বালক সন্ন্যাসী, ভাল-মন্দ নাহি জানি,
তোমার আশ্রয় নিল, গুরু করি মানি।
তোমার সঙ্গ লাগি মোর ইঁহা আগমন,
সর্ব্বপ্রকারে করিবে আমারে পালন।
আজি যে হইল আমার বড়ই বিপত্তি,
তাহা হৈতে করিলা তুমি আমার অব্যাহতি।"
ভট্ট কহে—"একলে তুমি না যাইও দর্শনে,
আমার সঙ্গে যাবে কিবা আমার লোক সনে।"
প্রভু কহে—"মন্দির-ভিতরে না যাইব,
২। গরুড়ের পাশে রহি দর্শন করিব।"
গোপীনাথাচার্য্যকে কহে সার্ব্বভৌম—
"তুমি গোসাঞীরে করাইও দরশন।
আমার মাতৃস্বসা-গৃহ নির্জ্জন স্থান,
তাঁহা বাসা দেহ, কর সর্ব্ব সমাধান।"
গোপীনাথ প্রভু লঞা তাঁহা বাসা দিল,
জলপাত্র-আদি সর্ব্ব সমাধান কৈল।
আর দিন গোপীনাথ প্রভু স্থানে গিয়া,
শয্যোত্থান দরশন করাইল লঞা।
৩। মুকুন্দদত্ত আইল সার্ব্বভৌম স্থানে,
সার্ব্বভৌম কিছু তাঁরে বলিল বচনে।
৪। প্রকৃতিবিনীত সন্ন্যাসী দেখিতে সুন্দর,
আমার বহুত প্রীতি বাড়ে ইহাঁর উপর।
কোন্ সম্প্রদায় সন্ন্যাস করেছেন গ্রহণ?
কিবা নাম ইহাঁর? শুনিতে হয় মন।"
গোপীনাথ কহে—"নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য,
গুরু ইহাঁর কেশবভারতী মহাধন্য।"
সার্ব্বভৌম কহে—"ইহাঁর নাম সর্বোত্তম,
৫। ভারতী-সম্প্রদায় এই হয়েন মধ্যম।"
৬। গোপীনাথ কহে—"ইহাঁর নাহি বাহ্যাপেক্ষা,
অতএব বড় সম্প্রদায়েতে উপেক্ষা।"
৭। ভট্টাচার্য্য কহে—"ইহাঁর প্রৌঢ় যৌবন,
কেমনে সন্ন্যাসধর্ম্ম হইবে রক্ষণ?
নিরন্তর ইহাঁকে বেদান্ত শুনাইব।
৮। বৈরাগ্য-অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ করাইব।
৯। কহেন যদি পুনরপি যোগপট্ট দিয়া,
সংস্কার করিয়ে উত্তম সম্প্রদায় আনিয়া।"
শুনি গোপীনাথ মুকুন্দ দোঁহে দুঃখী হইলা,
গোপীনাথাচার্য্য কিছু কহিতে লাগিলা—

১। উপকর্ত্তা—উপকারী। ২। গরুড়ের পাশে—শ্রীমন্দিরের সম্মুখে নাটমন্দিরের পূর্ব্বভাগে প্রস্তরনির্ম্মিত স্তম্ভোপরি গরুড়ের মূর্ত্তি আছেন। তাহাকে গরুড়-স্তম্ভ বলে। ৩। মুকুন্দ দত্ত…স্থানে—গোপীনাথাচার্য্য মুকুন্দ দত্তকে লইয়া সার্ব্বভৌম স্থানে গমন করিলেন। তাঁরে—মুকুন্দ দত্তেরে। ৪। প্রকৃতিবিনীত—স্বাভাবিকবিনয়যুক্ত।

৫। ভারতী সম্প্রদায়…মধ্যম—শঙ্করাচার্য্য অপরাধ বিশেষে কতিপয় শিষ্যের দণ্ড কাড়িয়া লয়েন। যাহাদিগের এককালে দণ্ড লইয়াছিলেন, সেই কতিপয় 'গিরি' প্রভৃতি হীন সম্প্রদায়; 'ভারতীর' অর্দ্ধদণ্ড থাকায়, মধ্যম সম্প্রদায় এবং 'তীর্থ' 'আশ্রম' প্রভৃতি নিরপরাধী হওয়ায়, উত্তম সম্প্রদায় সন্ন্যাসী।

৬। বাহ্যাপেক্ষা—বাহ্য গৌরবাপেক্ষা। অতএব—এই নিমিত্তও বড় সম্প্রদায়কে উপেক্ষা করিয়াছেন। ৭। প্রৌঢ়-যৌবন—পূর্ণ যৌবন।

৮। বৈরাগ্য—সকল বস্তুর অনিত্যতা, অনর্থতা এবং মিথ্যা সংস্থাপন পূর্ব্বক তাহাতে আসক্তির অভাবই বৈরাগ্য। অদ্বৈতমার্গ—রজ্জু-সর্পের ন্যায় সকলই ব্রহ্মের বিবর্ত্ত অর্থাৎ ব্রহ্মই তত্তদাকারে প্রতিভাত, ব্রহ্ম ভিন্ন আর সকলই অলীক, কেবল চিন্মাত্র নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই সত্য,—ইহাকে অদ্বৈতমার্গ বলে।

৯। যোগপট্ট—যোগিদিগের যোগাসনোচিত বস্ত্রবিশেষ। যাহা দ্বারা পৃষ্ঠ এবং জানুদ্বয়কে পরিবেষ্টন করিয়া ঊর্দ্ধ জানুতে অবস্থিতি করে তাহাকে যোগপট্ট বলে। সন্ন্যাসীগণ যে সম্প্রদায়ে যোগপট্ট গ্রহণ করতঃ সংস্কারিত হয়েন, সেই সম্প্রদায়ের উপাধি প্রাপ্ত হয়েন।

১। "ভট্টাচার্য্য তুমি ইঁহার না জান মহিমা,
ভগবত্তা-লক্ষণের ইঁহাতেই সীমা।
তাহাতে বিখ্যাত ইঁহ পরম-ঈশ্বর,
অজ্ঞস্থানে কিছু নহে বিজ্ঞের গোচর।"
২। শিষ্যগণ কহে—"ঈশ্বর কহ কোন্ প্রমাণে?"
আচার্য্য কহে—"বিজ্ঞ-মত ঈশ্বরলক্ষণে?"
৩। শিষ্যগণ কহে—"ঈশ্বরতত্ত্ব সাধি অনুমানে,"
৪। আচার্য্য কহে—"অনুমানে নহে ঈশ্বরজ্ঞানে।
ঈশ্বরের কৃপালেশ হয় ত যাঁহারে,
সেই ত ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে।"

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে অষ্টাবিংশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্মস্তুতিবাক্যং—

তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি,
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥ ২ ॥

যদ্যপি জগদ্‌গুরু তুমি শাস্ত্রজ্ঞানবান্,
পৃথিবীতে নাহি পণ্ডিত তোমার সমান।

যদ্যপ্যেবমপরিচ্ছিন্নত্বন্মাহাত্ম্যং প্রস্ফুটমেব, তথাপি তদ্বিবেকস্য ত্বৎপর্য্যন্তগমনং ত্বৎপ্রসাদেনৈব স্যান্নান্যথেত্যাহ—তথাপীতি। হে দেব! হে সর্ব্বপ্রকাশ! সর্ব্বত্রপ্রকাশমানেতি বা। যদ্বা দীব্যতি শ্রীবৃন্দাবনে সদা ক্রীড়তীতি দেবস্তস্য সম্বোধনং। প্রসাদঃ কৃপা তস্য লেশেনানুগৃহীতঃ। এবেতি "যমেবৈষ বৃণুতে" ইত্যাদি শ্রুতিং সূচয়তি। ভক্ত্যা তু [illegible]-শব্দপ্রয়োগঃ। হি নিশ্চিতং। ভগবন্ হে নিজকারুণ্যাদিগুণপ্রকটনপরেত্যর্থঃ। অয়ং প্রসাদে হেতুরুক্তঃ। মহিম্ন ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্যাদিরূপমাহাত্ম্যস্য তত্ত্বং স্বরূপং যৎ কিঞ্চিদনুভবতি। অন্যঃ প্রসাদহীনঃ। এক একাকী নিঃসঙ্গ সন্নপীত্যর্থঃ। শ্রেষ্ঠোরুদ্রাদিরপীতি বা বিচিন্বন্। তত্ত্বং কীদৃক্ কিয়দ্বেতি শাস্ত্রাভ্যাসেন বিচারয়ন্ যোগাভ্যাসেন চ মৃগয়ন্নপীত্যর্থঃ। লেশেত্যুক্তিঃ তস্য বর্দ্ধিষ্ণোঃ ক্রমেণ পূর্ণপ্রাপ্ত্যভিপ্রায়েণ ॥ ২ ॥

হে ভগবন্! যদ্যপি অপরিচ্ছিন্ন তোমার মাহাত্ম্য প্রস্ফুটই রহিয়াছে, তথাপি যিনি তোমার চরণকমলের কৃপালেশমাত্র দ্বারা অনুগৃহীত, তিনিই তোমার ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্যাদিরূপ মাহাত্ম্যের স্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ অনুভব করিয়া থাকেন। তোমার প্রসাদবর্জ্জিত ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ হইলেও, তোমার তত্ত্ব কিরূপ কিয়ৎপরিমিত, ইহা শাস্ত্রাভ্যাস দ্বারা বিচার এবং যোগাভ্যাস দ্বারা অন্বেষণ করিয়াও জানিতে সমর্থ হয়েন না ॥ ২ ॥

১। ইঁহাতেই সীমা—ইনিই স্বয়ং ভগবান্। ২। শিষ্যগণ—সার্ব্বভৌমের ছাত্রগণ। বিজ্ঞ-মত—বিজ্ঞদশুভূতি। বিজ্ঞদশুভবে ভ্রম, প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা এবং করণাপাটব—এই চারি দোষ না থাকায়, তাঁহারা যাহা নিশ্চয় করেন, তাহাই সত্য।

৩। সাধি অনুমানে—অনুমান-প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বরতত্ত্ব সাধন করিয়া থাকি। অনুভব মানসপ্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষ-প্রমাণে ঈশ্বরতত্ত্ব গ্রহণ হইতে পারে না। ঈশ্বর ব্যাপক, ইন্দ্রিয় ব্যাপ্য। ব্যাপ্য-পদার্থ ব্যাপক-পদার্থকে গ্রহণ করিতে পারে না। এ জন্য অনুমান দ্বারা ঈশ্বরতত্ত্ব সাধন করিতে হইবে। অনুমান যথা—'বিশ্বং সকর্তৃকং সাবয়বত্বাৎ, যদ্‌যদ্ সাবয়বং তত্তৎ সকর্তৃকং। যথা ঘটঃ। যন্নৈবং তন্নৈবং যথা আত্মা।' অর্থাৎ এই বিশ্ব সকর্তৃক অর্থাৎ ইহার একজন কর্ত্তা আছে, যেহেতু এই বিশ্ব অবয়বী। কারণ, যে যে অবয়বী হয়, তাহারই কর্ত্তা আছে, যেমন অবয়বী ঘটের কর্ত্তা না থাকিলে অবয়বপরম্পরার সংযোগ কে করিল? এইহেতু যেমন আমরা ঘটের কর্ত্তা কুলাল দেখিতেছি, তদ্রূপ অবয়ববিশিষ্ট বিশ্বেরও একজন কর্ত্তা আছেন, সেই কর্ত্তাই ঈশ্বর। যাহা সকর্তৃক হয় না, তাহা সাবয়বও হয় না, যেমন আত্মা; অর্থাৎ আত্মার অবয়ব নাই, এজন্য তাহার কর্ত্তাও নাই'—এইরূপে অনুমান দ্বারাই ঈশ্বরতত্ত্ব সাধিত হয়। অতএব ইঁহার ঈশ্বরত্বে হেতু-দৃষ্টান্তাদি কি আছে, যাহা দ্বারা ইঁহার ঈশ্বরত্ব সংসাধন করিবে? ৪। অনুমানে নহে ঈশ্বর জ্ঞানে—যদ্যপিও পাকস্থলীতে ধূম এবং অগ্নির সামানাধিকরণ্য দেখিয়া পর্ব্বতাদিতে ধূম দেখিলে বহ্নির সত্তা অনুমান করা যাইতে পারে; তথাপি যেস্থলে বৃষ্টিদ্বারা শীঘ্রই বহ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছে, কিন্তু অবিচ্ছিন্ন ধূম তখনও উত্থিত হইতেছে, এরূপ অবস্থাতেও পর্ব্বতে ধূমদর্শনে তৎকালীন বহ্নিসত্তার অনুমান করা হইয়া থাকে, কিন্তু সেস্থলে বহ্নি নাই; সুতরাং অনুমান ব্যভিচারী হইয়া গেল। এইরূপ অনেক স্থানেই অনুমানেরও ব্যভিচার হইবার সম্ভব আছে। এজন্য, অনুমানের স্বতঃপ্রামাণ্য নাই। কথঞ্চিৎ সদ্-হেতু দ্বারা অনুমান সত্য হইলেও, অনুমান দ্বারা ঈশ্বরতত্ত্বের অনুভব হইতে পারে না, কেবল ঈশ্বরে অস্তিত্বমাত্রই অবধারিত হইতে পারে; অতএব ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন তাঁহার তত্ত্ব কেহই জানিতে পারে না।

ভগবানের কৃপা ব্যতীত তাঁহার স্বরূপ-অনুভব হয় না, ইহাই এই শ্লোকের দ্বারা প্রমাণিত করিলেন ॥ ২ ॥

ঈশ্বরের কৃপালেশ নাহিক তোমাতে,
অতএব ঈশ্বরতত্ত্ব না পার জানিতে।
তোমার নাহিক দোষ, শাস্ত্রে এই কহে,—
পাণ্ডিত্যাদ্যে ঈশ্বরতত্ত্ব কভু জ্ঞান নহে।"
সার্বভৌম কহে—"আচার্য্য কহ সাবধানে,
১। তোমাতে ঈশ্বরকৃপা ইথে কি প্রমাণে ?"
২। আচার্য্য কহে—"বস্তু-বিষয়ে হয় বস্তু-জ্ঞান,
বস্তুতত্ত্বজ্ঞান হয় কৃপাতে প্রমাণ।
৩। ইহঁার শরীরে সব ঈশ্বর-লক্ষণ,
মহাপ্রেমাবেশ তুমি পাঞাছ দর্শন।
৪। তবু ত ঈশ্বরজ্ঞান না হয় তোমার,
ঈশ্বরের মায়ার এই বলি ব্যবহার।
৫। দেখিলে না দেখে তাঁরে বহির্ম্মুখ জন।"
শুনি হাসি সার্বভৌম বলিল বচন—
৬। "ইষ্টগোষ্ঠী বিচার করি, না করিহ রোষ,
শাস্ত্রদৃষ্ট্যে কহি কিছু না লইও দোষ।
মহাভাগবত হয় চৈতন্যগোসাঞী,
এই কলিকালে বিষ্ণু-অবতার নাই।
অতএব 'ত্রিযুগ' করি কহি বিষ্ণুনাম,
৭। কলিযুগে অবতার নাহি শাস্ত্রজ্ঞান।"

শুনিয়া আচার্য্য কহে দুঃখী হঞা মনে,—
৮। "শাস্ত্রজ্ঞ করিয়া তুমি কর অভিমানে।
ভাগবত, ভারত—দুই শাস্ত্রের প্রধান,
৯। সেই দুই গ্রন্থবাক্যে নাহি অবধান।
সেই দুই কহে 'কলিতে সাক্ষাৎ-অবতার',
১০। তুমি কহ কলিতে নাহি বিষ্ণুর প্রচার।
১১। কলিযুগে লীলাবতার না করে ভগবান্,
অতএব 'ত্রিযুগ' করি কহি তাঁর নাম।
প্রতিযুগে করেন্ কৃষ্ণ যুগ-অবতার,
১২। তর্কনিষ্ঠ হৃদয় তোমার নাহিক বিচার।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়ে নবমশ্লোকে নন্দং প্রতি গর্গবাক্যং—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্লতোহনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥৩॥

তথাহি তত্রৈব একাদশস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে জনকং প্রতি করভাজনবাক্যং—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ৪ ॥

মহাভারতে দানধর্ম্মে নবতিতমশ্লোকঃ—

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃৎ সমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥৫॥"

১। তোমাতে ··প্রমাণে—ঈশ্বরের কৃপায় ঈশ্বরতত্ত্ব অনুভব হয়—তদ্ব্যতীত হয়না। ঈশ্বরের কৃপা না থাকায় আমাদিগের ঈশ্বরতত্ত্বের অনুভব হইতেছে না, আর তোমাতে তাঁহার কৃপা থাকায় তোমারই না হয় অনুভব হইতেছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তোমাতে যে ঈশ্বরের কৃপা আছে, তাহার প্রমাণ কি ? ২। বস্তু বিষয়ে হয় বস্তু জ্ঞান,—যে বস্তু যাদৃশ সেই বস্তুর তাদৃশরূপে জ্ঞান হওয়াই ঈশ্বরের কৃপা।

৩। ইহঁার=শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর। ঈশ্বর-লক্ষণ=তাদৃশ সুদ্দীপ্ত প্রলয়াখ্য সাত্ত্বিকভাব।

৪। তবুত ··ব্যবহার=যখন তাদৃশ প্রেমাবেশ দেখিয়াও ঈশ্বরজ্ঞান হইল না, ইহাতেই মনে হয় যে এইটী মায়ার ব্যবহার। (মায়ার কার্য্য)। এই নিমিত্ত তোমাতে ঈশ্বরের কৃপা নাই।

৫। তাঁরে=ঈশ্বরকে। বহির্মুখ=ঈশ্বর হইতে পরাঙ্মুখ। ৬। ইষ্টগোষ্ঠী=তত্ত্বনির্ণয়ার্থ বিচার-সভা। রোষ=ক্রোধ। ৭। শাস্ত্রজ্ঞান=ইহাই শাস্ত্রবিচারে জানা যায়। ৮। শাস্ত্রজ্ঞ ··অভিমান=তুমি আপনাকে শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া অভিমান কর।

৯। অবধান=অভিনিবেশ। ১০। প্রচার=প্রকাশ। ১১। কলিযুগে···যুগ অবতার=কলিতে লীলাবতারের নিষেধ আছে, অবতার মাত্রের নিষেধ নাই। তাহা হইলে কলিযুগে যুগাবতারের কিরূপে সম্ভব হয়। ১২। তর্কনিষ্ঠ হৃদয় তোমার—হৃদয় তর্কনিষ্ঠ (শুষ্কতর্কপ্রবণ) এ নিমিত্ত তুমি প্রকৃততত্ত্ব বিচার করিতে অসমর্থ।

ইহার ব্যাখ্যা আদিলীলার (৩৪। ৩৫) পৃষ্ঠায় ৭ম শ্লোকে দেখুন। ৩।
এই শ্লোকের ব্যাখ্যা আদিলীলায় (৩ পরিচ্ছেদের) ৩৭ পৃষ্ঠায় ১০ম শ্লোকে দেখুন। ৪।
ইহার ব্যাখ্যা আদিলীলায় (৩ পরিচ্ছেদে) ৩৬ পৃষ্ঠায় ৯ম শ্লোকে দেখুন। ৫।

তোমার আগে এত কথার নাহি প্রয়োজন ;
ঊষর ভূমিতে যেন বীজের রোপণ
১। তোমার উপরে তাঁর কৃপা যবে হৈবে ;
এ সব সিদ্ধান্ত তবে তুমিহ করিবে ।
তোমার যে শিষ্য কহে কুতর্ক নানা বাদ ;
২। ইহার কি দোষ—এই মায়ার প্রসাদ !”

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠস্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ে ষড়্বিংশশ্লোকে শ্রীভগবন্তমুদ্দিশ্য দক্ষবচনং—

যচ্ছক্তয়োবদতাং বাদিনাং বৈ,
বিবাদসংবাদভুবো ভবন্তি ।
কুর্ব্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং,
তস্মৈ নমোঽনন্তগুণায় ভূম্নে ॥ ৬ ॥

তথাহি তত্রৈব একাদশস্কন্ধে দ্বাবিংশাধ্যায়ে তৃতীয়শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং ;

মায়াং মদীয়ামুদ্গৃহ্য বদতাং কিং নু দুর্ঘটং ॥ ৭ ॥

তবে ভট্টাচার্য্য কহে “যাহ গোসাঞীর স্থানে ;
আমার নামে গণ-সহিত কর নিমন্ত্রণে ।
প্রসাদ আনি তাঁরে করাহ আগে ভিক্ষা ;
৩। পশ্চাৎ আমারে আসি করাইও শিক্ষা ।”
আচার্য্য ভগিনীপতি, শ্যালক ভট্টাচার্য্য ;
৪। নিন্দা-স্তুতি-হাস্যে শিক্ষা করান্ আচার্য্য ।
আচার্য্যের সিদ্ধান্তে মুকুন্দের হৈল সন্তোষ ;
৫। ভট্টাচার্য্যের বাক্যে মনে হৈল দুঃখ-রোষ ।
গোসাঞীর স্থানে আচার্য্য কৈল আগমন ;
৬। ভট্টাচার্য্যের নামে তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ ।
মুকুন্দ-সহিত কহে ভট্টাচার্য্যের কথা ;
৭। ভট্টাচার্য্যের নিন্দা করে মনে পাঞা ব্যথা ।
৮। শুনি মহাপ্রভু কহে—“ঐছে মৎ কহ ;

যত্র বিবদমানানাং মুহ্যতাঞ্চ বাদিনাং তত্ত্বস্ফুাবেঽপি তাদৃশত্বস্তর্কতচ্ছক্তয়এব কারণত্বেনোপস্থিত ইত্যাহ—যচ্ছক্তয় ইতি । যস্য শক্তয়ো মায়াশক্তিবৃত্তয়ো বদতাং সমাদধতাং বাদিনাং তত্রাক্ষেপকৃতাং বিবাদস্য ক্বচিৎ সংবাদস্য চ ভুব উৎপত্তিহেতবো ভবন্তি । এষামাত্মানং জিজ্ঞাসমানানামপীত্যর্থঃ, মুহুরাত্মমোহং কুর্ব্বন্তি চ । মুহুরিতি তত্রাবিচ্ছেদঃ সূচিতঃ । তস্মৈ অনন্তগুণায় অনন্তশব্দস্যানেকার্থত্বেন নাশবাচিত্বাৎ গুণানামনশ্বরত্বং নিঃসীমত্বঞ্চোক্তং ভূম্নে অপরিচ্ছিন্নমহিম্নে নম ইতি ॥ ৬ ॥

মায়ামিতি । মায়াত্রাচিন্ত্যশক্তিঃ, নত্বসত্ত্বাত্মিকা অবিদ্যা । তামুদ্গৃহ্য বদতাং জনানাং নু ভোঃ কিং দুর্ঘটং ন কিমপীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

যাঁহার শক্তি অর্থাৎ মায়াবৃত্তি সকল তর্কনিষ্ঠ বাদিপ্রতিবাদীর বিবাদ ও সংবাদের উৎপত্তির হেতু হয়, এবং তাহাদিগের বারম্বার আত্মমোহ সম্পাদন করে, সেই অনন্ত-গুণ এবং অপরিচ্ছিন্ন-মহিমান্বিত ভগবান্‌কে প্রণাম ॥ ৬ ॥

হে উদ্ধব ! আমার মায়াকে অবলম্বন করিয়া যিনি যাহা বলেন, তাহা কিছুই দুর্ঘট নয় ॥ ৭ ॥

১। তাঁর—কৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর । এ সব…করিবে—অর্থাৎ আমি যাহা বলিতেছি, তুমিও এইরূপই সিদ্ধান্ত করিবে ।

২। মায়ার প্রসাদ—মায়ার কৃপা । বিরুদ্ধ লক্ষণাদ্বারা ‘প্রসাদ’ শব্দ ‘অপ্রসাদে’ তাৎপর্য্য । অর্থাৎ এইটী মায়ার দণ্ড ।

৩। করাইও শিক্ষা—এটী উপহাস বাক্য অর্থাৎ আমি শিক্ষার পাত্র নই এবং এতাদৃশবাক্য মাদৃশব্যক্তির নিকট তোমার বলা উচিত হয় না ।

৪। নিন্দা-স্তুতি-হাস্যে—অর্থাৎ পরিহাস-ছলে ।

৫। দুঃখ-রোষ—দুঃখজনিত রোষ । রোষ চিত্তের জ্বালাকারী । ৬। তাঁরে—মহাপ্রভুকে । ৭। নিন্দা—প্রকৃতদোষ কীর্ত্তন ।

৮। মৎ কহ—না বলিও (হিন্দি) । সমগ্র ভারত ভ্রমণ ব্যপদেশে সন্ন্যাসীরা প্রায় হিন্দি কথা বলিতেন ।

অর্থাৎ মায়ামোহিত জীবগণ ভগবত্তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করিলেও জানিতে পারে না, প্রত্যুত স্বয়ং আত্মমোহই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহাই এই শ্লোকদ্বারা প্রমাণিত হইল ॥ ৬ ॥

মায়াপরতন্ত্র ব্যক্তিদিগের কিছুই দুর্ঘট হয় না অর্থাৎ অযথা সকলই বলিতে পারে । অতএব যেহেতু তোমরা মায়াধীন, এ নিমিত্ত ঈশ্বরকেও যে জীব বলিয়া নিশ্চয় করিতেছ, তাহা ঠিকই হইয়াছে ॥ ৭ ॥

আমা প্রতি ভট্টাচার্য্যের হয় অনুগ্রহ।
আমার সন্ন্যাসধর্ম্ম চাহেন রাখিতে;
বাৎসল্যে করুণা করেন, কি দোষ ইহাতে?”
আর দিন মহাপ্রভু ভট্টাচার্য্য-সনে;
আনন্দে করিলা জগন্নাথ দরশনে।
১। ভট্টাচার্য্য সঙ্গে তাঁর মন্দিরে আইলা;
প্রভুরে আসন দিয়া আপনি বসিলা।
বেদান্ত পড়াইতে তবে আরম্ভ করিলা;
স্নেহ-ভক্তি করি কিছু প্রভুরে কহিলা—
“বেদান্তশ্রবণ এই স্যন্নাসীর ধর্ম্ম;
নিরন্তর কর তুমি বেদান্ত শ্রবণ।”
প্রভু কহে—“মোরে তুমি কর অনুগ্রহ;
২। সেই সে কর্ত্তব্য, তুমি যেই মোরে কহ।”
সপ্তদিন পর্য্যন্ত ঐছে করেন শ্রবণে;
ভাল-মন্দ নাহি কহে বসি মাত্র শুনে।
অষ্টম দিবসে তাঁরে পুছে সার্ব্বভৌম,—
“সাতদিন কর তুমি বেদান্ত শ্রবণ।
ভাল-মন্দ নাহি কহ, রহ মৌন ধরি;
বুঝ কি না বুঝ—ইহা জানিতে না পারি।”
প্রভু কহে—“মূর্খ আমি নাহি অধ্যয়ন!
তোমার আজ্ঞাতে মাত্র করিয়ে শ্রবণ
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম লাগি শ্রবণমাত্র করি;
তুমি যেই অর্থ কর বুঝিতে না পারি।”
ভট্টাচার্য্য কহে—“না বুঝি হেন জ্ঞান যার;
বুঝিবার লাগি সেই পুছে পুনর্ব্বার।
তুমি শুনি-শুনি রহ মৌন মাত্র ধরি;
হৃদয়ে কি আছে তোমার বুঝিতে না পারি।”
৩। প্রভু কহে—“সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্ম্মল;
তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয় ত বিকল।
৪। সূত্রের অর্থ ভাষ্য কহে প্রকাশিয়া;
ভাষ্য কহ তুমি সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া।
৫। সূত্রের মুখ্য অর্থ না কর ব্যাখ্যান;
কল্পনার্থে তুমি তাহা কর আচ্ছাদন।
৬। ‘উপনিষদ’ শব্দের যেই মুখ্য অর্থ হয়;
সেই অর্থ মুখ্য, ব্যাসসূত্রে সব কয়।
মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ কল্পনা;
৭। অভিধাবৃত্তি ছাড়ি শব্দের কর লক্ষণা।
৮। প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি প্রমাণপ্রধান;

১। তাঁর—ভট্টাচার্য্যের। মন্দিরে—ভবনে। ভট্টাচার্য্য প্রভুকে আসন প্রদান করিয়া পশ্চাৎ আপনি বসিলেন।

২। সেই সে…কহ—তুমি আমাকে যাহা বল, তাহাই আমার কর্ত্তব্য। ৩। সূত্র—অল্পাক্ষর, সন্দিগ্ধপদশূন্য, সারার্থযুক্ত, সর্ব্ববিধ-লক্ষ্য-বিষয়ে উন্মুখ, সর্ব্বাংশে ত্রুটীশূন্য এবং নির্দ্দোষ বাক্যকে সূত্র বলে। নির্ম্মল—পরিষ্কার। বিকল—অস্থির।

৪। ভাষ্য—সূত্রের পদ লইয়া সূত্রানুগত-বাক্যদ্বারা সূত্রের অভিপ্রায় যাহাতে প্রকাশিত হয়, তাহাকে ভাষ্য বলে। আচার্য্যকৃত ব্যাখ্যাকে ভাষ্য বলে। অন্যকৃত ব্যাখ্যাকে টীকা বলে। ভাষ্য সূত্রের অর্থ প্রকাশ করিয়া বলে। তুমি সূত্রের (ব্যাসসূত্রের) অর্থাৎ মূলগ্রন্থের প্রকৃত অর্থ আচ্ছাদিত করিয়া ভাষ্য বলিতেছ।

৫। মুখ্য অর্থ—মুখ্যা-বৃত্তিদ্বারা লব্ধ অর্থ। মুখ্যা বৃত্তি আদিলীলার ৭ম পরিচ্ছেদের টীকায় (১১২) পৃষ্ঠা হইতে দেখুন। কল্পনার্থ—গৌণী-বৃত্তিদ্বারা লব্ধ অর্থ। গৌণীবৃত্তি আদিলীলার ৭ম পরিচ্ছেদে (১১৩) পৃষ্ঠার টীকা দেখুন।

৬। উপনিষদ—বেদের শিরোভাগ, যাহাতে পরতত্ত্ব নিরূপণ আছে; বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য প্রভৃতি। তাহাতে যে সকল শব্দ আছে, তাহাদিগের মুখ্য অর্থ ব্যাস আপন সূত্রে বলিয়াছেন।

৭। অভিধাবৃত্তি—মুখ্যাবৃত্তি। লক্ষণা—আদিলীলার ৭ম পরিচ্ছেদের (১১৩) পৃষ্ঠার টীকা দেখুন।

৮। প্রমাণ - যাহার দ্বারা বস্তুর যথার্থস্বরূপ জানা যায়, তাহাই প্রমাণ। সেই প্রমাণ—প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ। ভোজবিদ্যায় মস্তকচ্ছেদনাদি-দর্শনে প্রত্যক্ষের এবং বৃষ্টিদ্বারা অচিরনির্ব্বাপিত বহ্নির অবিচ্ছিন্ন ধূমোদ্গারী পর্ব্বতে অনুমানের ব্যভিচার দেখা যায়। সুতরাং ভ্রম-প্রমাদাদি-বর্জ্জিত বেদ বাক্যই সকল প্রমাণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। শ্রুতি যে শব্দ-দ্বারা যে মুখ্যার্থ বলিয়াছেন, তাহাই প্রমাণ। তাহার অন্যথা হইতে পারে না। শ্রুতির শব্দ দ্বারা যে অর্থ লাভ হয়, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে; কারণ শ্রুতি অর্থাৎ বেদই প্রধান অর্থাৎ সকল প্রমাণের শিরোমণি। তাই অন্যত্রও বেদকে ‘প্রমাণশিরোমণি’ বলিয়াছেন।

শ্রুতি যে মুখ্যার্থ কহে সেই সে প্রমাণ।
১। জীবের অস্থি, বিষ্ঠা—দুই শঙ্খ, গোময় ;
শ্রুতিবাক্যে সেই দুই মহাপবিত্র হয়।
২। স্বতঃপ্রমাণ বেদ সত্য যেই কহে ;
লক্ষণা করিলে স্বতঃপ্রামাণ্য হানি হয়ে।
ব্যাসের সূত্রের অর্থ সূর্য্যের কিরণ ;
স্বকল্পিত ভাষ্যমেঘে করে আচ্ছাদন।
বেদ-পুরাণে কহে ব্রহ্ম নিরূপণ ;
৩। সেই ব্রহ্ম বৃহদ্বস্তু ঈশ্বরলক্ষণ।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ স্বয়ংভগবান্ ;
৪। তাঁরে নিরাকার করি করহ ব্যাখ্যান ?
৫। নির্ব্বিশেষ তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ ;
প্রাকৃত নিষেধি করে অপ্রাকৃত-স্থাপন।

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে ষষ্ঠাঙ্কে একবিংশাঙ্কধৃত-হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রং ;—

যা যা শ্রুতি র্জল্পতি নির্ব্বিশেষং,
সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং,
প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব ॥ ৮ ॥

৬। ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব, ব্রহ্মেতে জীবয় ;
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয়।
অপাদান-করণাধিকরণ কারক তিন ;
ভগবানের সবিশেষ এই তিন চিহ্ন।
৭। ভগবান্ বহু হৈতে যবে কৈল মন ;
প্রাকৃত শক্তিকে তবে কৈল বিলোকন।

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা। যা যা শ্রুতির্বেদঃ নির্ব্বিশেষং রূপগুণাদিবর্জ্জিতং কেবলং চিন্মাত্রং জল্পতি বদতি, সা সৈব শ্রুতিঃ সবিশেষং তদ্‌রূপগুণাদিময়মেব, অভিধত্তে অভিধাবৃত্ত্যা অনুবক্তি। হন্তাশ্চর্য্যে। তাসাং বিচারযোগে সতি প্রায়ো বাহুল্যেন সবিশেষং রূপগুণাদিময়মেব বলীয়ঃ বলবত্তরমিত্যর্থঃ। বস্তুতস্তু প্রথমানুভবিনো নির্ব্বিশেষময়মেব তদনন্তরমেব সবিশেষময়মিতি ॥ ৮ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা। যে যে শ্রুতি নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ রূপগুণাদিরহিত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সেই সেই শ্রুতি পুনর্ব্বার সবিশেষ অর্থাৎ অপ্রাকৃতরূপগুণাদিময় বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন। কিন্তু এই উভয়বিধ শ্রুতির বিচার দ্বারা মীমাংসা করিলে সবিশেষ-পক্ষই বলবান্ হয় ॥ ৮ ॥

প্রথম সামান্যজ্ঞান তদনন্তর বিশেষজ্ঞান, এই নিয়মেই সকলের জ্ঞান হইয়া থাকে। প্রথম ব্রহ্মানুভবিদিগের নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ রূপগুণাদি-রহিতরূপে অনুভব তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্ন পতিত হয়, পরপরানুভবিদিগের সবিশেষ রূপগুণাদিময় রূপে অনুভব হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

১। জীবের অস্থি…হয়—বেদ যাহা বলিলেন, সেই অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাই সমর্থন করিতেছেন। শঙ্খ—জীবের অর্থাৎ প্রাণীর অস্থি এবং গোময়—গরুর বিষ্ঠা, সাধারণতঃ অস্থি ও বিষ্ঠা অপবিত্র হইলেও শ্রুতিবাক্য দ্বারা শঙ্খ এবং গোময় মহাপবিত্র। অতএব শ্রুতি যাহা বলিবেন, তাহাই প্রমাণ।

২। স্বতঃপ্রমাণ ইত্যাদির ব্যাখ্যা আদিলীলার ৭ পরিচ্ছেদের (১১৩) পৃষ্ঠার টীকা দেখুন।

৩। সেই ব্রহ্ম বৃহদ্বস্তু ইত্যাদির ব্যাখ্যা ৭ পরিচ্ছেদের (১১৩) পৃষ্ঠার টীকা দেখুন। ৪। নিরাকার—নির্ব্বিশেষ।

৫। নির্ব্বিশেষ…স্থাপন—ইহার ব্যাখ্যা ৭ পরিচ্ছেদের (১১৪) পৃষ্ঠার টীকা দেখুন। নির্ব্বিশেষ বলিবার অভিপ্রায় এই যে, প্রাকৃতরূপাদির নিষেধ করিয়া অপ্রাকৃতরূপাদির স্থাপন করিয়াছেন।

৬। ব্রহ্ম হইতে…লয়—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্মেতি।" যাহা হইতে এই প্রাণিসকল উৎপন্ন হইতেছে, জন্মিয়া যদ্দারা জীবিকা সম্পাদন করিতেছে এবং বিনষ্ট হইয়া যাহাতে প্রবেশ করিতেছে,—সেই ব্রহ্ম, তাহাই জানিতে ইচ্ছা কর। এই শ্রুতি ব্রহ্ম হইতে বিশ্বের উৎপত্তি বলায়, তাঁহাকে অপাদান-কারক, তদ্দারা জীবিত থাকায় করণ-কারক এবং তাঁহাতে লয় পাওয়ায় অধিকরণ-কারক বলিলেন। এতদ্দারা ব্রহ্মেতে সৃষ্টি, পালন এবং সংহার কারিকা শক্তি থাকায়, তাঁহাকে সবিশেষ অর্থাৎ শক্তিমান্ বলা হইল। যদি তাঁহাতে তাদৃশ শক্তি না থাকিত, কখনই তাঁহা হইতে সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় হইত না। এইটী ভগবানের সবিশেষত্বের চিহ্ন অর্থাৎ হেতু।

৭। বহু হইতে…মন—"স ঐক্ষত একোঽহং বহুস্যাম্ প্রজায়েয়।" তিনি প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করিলেন,—আমি একপ্রকার হইয়া উৎপাদন

সে কালে নাহি জন্মে প্রাকৃত মন-নয়ন,
অতএব অপ্রাকৃত ব্রহ্মের নেত্র-মন।
১। 'ব্রহ্ম' শব্দে কহে পূর্ণ স্বয়ংভগবান্,
স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণ —শাস্ত্রের প্রমাণ।
২। বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝনে না যায়,
পুরাণবাক্যে সেই অর্থ করয়ে নিশ্চয়।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে ত্রিংশশ্লোকে শ্রীভগবন্তং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং ;—

অহো ভাগ্যমহোভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাং
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনং ॥ ৯ ॥

অহো ইতি। অহো আশ্চর্য্যে, ভাগ্যমনির্ব্বচনীয়স্তৎপ্রসাদঃ। বীপ্সা তদতিশয়িতপ্রাগল্‌ভ্যেণ পুনঃ পুনশ্চমৎকারাবেশাৎ। নমু কথং প্রথমতশ্চমৎকারমাত্রং ব্যঞ্জয়সি ? যেষাং তৎ তান্ কথয় তত্রাহ। শ্রীমন্নন্দরাজ-ব্রজবাসিমাত্রাণাং পশুপক্ষিপর্য্যন্তানাং কথমাশ্চর্য্যং কথং বা ভাগ্যং ? তত্রাহ। পরমানন্দং যৎ তদেব যেষাং মিত্রং স্বাভাবিক-বন্ধুজনোচিত-প্রেমকর্ত্তৃ তাদৃশ-প্রেমবিষয়শ্চেত্যর্থঃ। তথাচ বক্ষ্যতে শ্রীগোপৈঃ। তুস্ত্যজশ্চানুরাগোঽস্মিন্ সর্ব্বেষাং নোব্রজৌকসাং। নন্দতে তনয়েঽস্মাসু তস্যাপ্যৌৎপত্তিকঃ কথমিতি। আনন্দস্য ক্লীবত্বং ছান্দসং। তেন চ "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মেতি" শ্রুতিবাক্যং তৎ সূচয়তি। যত্র স্বাপ্যানন্দ এব খলু সর্ব্বে তাদৃশ প্রেমকর্ত্তারোদৃশ্যন্তে নত্বানন্দঃ কুত্রচিৎ। এষু স্বানন্দোপি তৎকর্ত্তা। তত্র চ শ্রুতিমাত্রবেদ্যত্বেন পরমঃ খণ্ডামৃতভাবতম্যবৎ স্বরূপত এবালৌকিকমাধুর্য্য, আশ্চর্য্যং ভাগ্যঞ্চেতি ভাবঃ। অন্যদপ্যাশ্চর্য্যময়মিদমিত্যাহ। সনাতনং তত্তাদৃশমপি নিত্যং। কস্যচিৎ কুত্রাপি কেনাপি ন নিত্যোদৃশ্যতে এষাস্তু তাদৃশোঽপীতি। পুনঃ কথম্ভূতং ? অথ কস্মাদুচ্যতে ব্রহ্ম বৃংহতি বৃংহয়তি চেতি শ্রুতেঃ। বৃহত্ত্বাদ্‌বৃংহণত্বাচ্চ। যদ্ ব্রহ্ম পরমং বিদুরিতি বিষ্ণুপুরাণত্বাচ্চ। বৃহত্তমত্বেন ব্রহ্মসংজ্ঞমপি। অপ্যানন্দস্য মীমাংসা ভবতীত্যারভ্য যে তে শতমিতি বারদ্বাবং মনুষ্যানন্দাদ্যৎপর্য্যন্তানন্দং দশধা শত শত গুণাধিক্যেন গণয়িত্বা মন্তোপি শতগুণমানন্দং পরব্রহ্মণঃ প্রোচ্যোপি সংভ্রমেণ "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চনে"ত্যনেনানন্ত্যং স্বয়া বাঙ্‌মনসাতীতেন সর্ব্বতো বৃহত্তমত্বেন শ্রুতিভির্গীতমপীত্যর্থঃ। তত আনন্দস্যৈতাদৃশবৃহত্তোঽপ্যন্যেনাপি মিত্রত্বং ন ক্বচিদ্দৃষ্টমিতি ভাবঃ। ন চৈতাবদেব। কিন্তর্হি ? পূর্ণমপি অমৃতং সৌরভ্যাদিভিরিব স্বাভাবিকরূপগুণলীলৈশ্বর্য্যমাধুরীভিঃ সর্ব্বাভিরেব সদেতদপি কুত্রাপি ন দৃষ্টং শ্রুতং ন চ তাদৃশং মিত্রমিত্যর্থঃ। অত্রাপরোক্ষেঽপি শ্রীকৃষ্ণে পরোক্ষবন্নির্দেশঃ কৌতুকবিশেষায়। মিত্রত্বং বিধেয়, পরমানন্দত্বমনূদ্যং। ততশ্চানূদ্য ধর্ম্মা বিধেয়বৈশিষ্ট্যায় প্রযুজ্যন্তে ইতি মিত্রতায়া অপি তত্তদ্ভাবোলভ্যতে, মনোরমং সুবর্ণমিদং কুণ্ডলং জাতমিতিবৎ যুজ্যতে চ, অনুদ্দেশ্য বিধেয়তাদাত্ম্যাপন্নত্বেন বিবক্ষিতত্বাৎ, তত্র চ পরমানন্দত্বং পূর্ণত্বঞ্চ তস্য সিদ্ধমেব তৎপ্রেমরূপত্বাৎ। সনাতনত্বমপি তস্য সনাতনত্বাৎ নিরুপাধিত্বেনোক্তত্বাৎ। কালবৈশিষ্ট্যানির্দেশেন কালসামান্যলাভাৎ, অন্যত্র শ্রীরুক্মিণ্যাদৌ দৃষ্টত্বাৎ, এষামপি তথৈব শ্রুতিতন্ত্রাদৌ দৃষ্টত্বাচ্চ। এবং পূর্ব্ববৎ শ্রীকৃষ্ণস্য স্বয়ংভগবত্ত্বমপি দর্শিতং, তথা নিজাভিলাষস্য যুক্ততা চেতি ॥ ৯ ॥

শ্রীমন্নন্দ মহারাজের ব্রজস্থিত মনুষ্য-পশু-পক্ষী পর্য্যন্তের অহোভাগ্য অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয় ভগবৎপ্রসাদ! যেহেতু সর্ব্বশক্তিপরিপূর্ণ পরমানন্দ ব্রহ্ম যাহাদিগের সনাতন অর্থাৎ নিত্য মিত্র ॥ ৯ ॥

করিয়া অনেক হইব। অর্থাৎ যেকালে বহু হইতে ইচ্ছা করিলেন, তখন প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করিলেন। যখন সৃষ্টির পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রকৃতির গুণের ক্ষোভ হয় নাই, তখন মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি কাহারই জন্ম হয় নাই, তখন মনে করিলেন আমি বহু হইব। সেকালে প্রাকৃত মনের উৎপত্তি না হওয়ায়, ভগবানের মন অপ্রাকৃত এবং নয়নের উৎপত্তি না হওয়ায়, যে নয়ন দ্বারা প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করিলেন, সে নয়নও অপ্রাকৃত। অতএব ব্রহ্মের নেত্র-মন প্রকৃতির কার্য্য না হওয়ায়, অপ্রাকৃত অর্থাৎ সচ্চিদানন্দস্বরূপ।

১। ব্রহ্ম ··প্রমাণ—পূর্ব্বোক্ত হেতু অনন্তশক্তিতে পরিপূর্ণ ব্রহ্ম, এইহেতু তাঁহাকে স্বয়ংভগবান্ বলে। শাস্ত্রপ্রমাণ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে স্বয়ংভগবান্ বলে। ২। বেদের···নিশ্চয়—বেদের নিগূঢ় অর্থ বুদ্ধির বিষয় সহসা না হওয়ায়, পুরাণবাক্য দ্বারা সেই বেদার্থকে নিশ্চয় করা হইয়া থাকে। অতএব পুরাণ বেদের অকৃত্রিম ভাষ্যস্বরূপ। তন্মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রাদির অকৃত্রিম ভাষ্য।

• ব্রহ্ম শব্দের বাচ্য স্বয়ংভগবান্, এবং শ্রীকৃষ্ণই সেই স্বয়ংভগবান্, ইহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রতিপাদন করিলেন। ৯।

১। 'অপাণি'-শ্রুতি বর্জ্জে প্রাকৃত পাণি-চরণ,
পুনঃ কহে শীঘ্র চলে করে সর্ব্বগ্রহণ।
২। অতএব শ্রুতি কহে—ব্রহ্ম সবিশেষ,
৩। মুখ্য ছাড়ি লক্ষণাতে মানে নির্ব্বিশেষ।
৪। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণানন্দ-বিগ্রহ যাঁহার,
হেন ভগবানে তুমি কহ নিরাকার?
৫। স্বাভাবিক তিন শক্তি যেই ব্রহ্মে হয়,
নিঃশক্তি করিয়া তাঁরে করহ নিশ্চয়?

তথাহি **শ্রীভগবৎসন্দর্ভে** 'সত্ত্বং রজস্তমইতি ত্রিবেদেকমি'ত্যস্য ব্যাখ্যায়াং ধৃতো বিষ্ণুপুরাণস্য ষষ্ঠাংশীয়-সপ্তমাধ্যায়স্যৈকষষ্ঠিতমঃ শ্লোকঃ;—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা, ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা,
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা, তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ ১০॥
যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্ব্বগা,
সংসারতাপানখিলানবাপ্নোত্যত্র সন্ততান্ ॥ ১১॥
তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ, শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা,
সর্ব্বভূতেষু ভূপাল! তারতম্যেন বর্ত্ততে ॥ ১২॥

তথাহি **ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ** পূর্ব্ববিভাগে রতিভক্তিলহর্য্যাং প্রথমশ্লোকব্যাখ্যায়াং ধৃতো বিষ্ণুপুরাণীয় প্রথমাংশস্য দ্বাদশাধ্যায়ৈকোনসপ্ততিতমাঙ্কপূর্ব্বার্দ্ধাত্মকঃ শ্লোকঃ;

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ, ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা, ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে ॥ ১৩॥

যয়েতি। ব্যাপকশক্ত্যা সর্ব্বগতাপি সা ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ জীবরূপা শক্তিঃ যয়া অবিদ্যয়া বেষ্টিতা আশ্লিষ্টা সতী বিভেদং প্রাপ্য কর্ম্মভিরখিলান্ সংসারতাপান্ প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

জীবানাং ন্যূনাধিকভাবে সৈব হেতুরিত্যাহ—**তয়েতি।** ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা শক্তিঃ তয়া অবিদ্যয়া তিরোহিতত্বাৎ আবৃতত্বাৎ, হে ভূপাল সর্ব্বভূতেষু স্থাবরজঙ্গমাদিপ্রাণিষু তারতম্যেন ন্যূনাধিকভাবেন বর্ত্ততে, বস্তুতো ন ন্যূনাধিকা চিদ্রূপত্বাদিতি ॥ ১২ ॥

হে নৃপ! সেই ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি ব্যাপকশক্তি দ্বারা সর্ব্বগত হইলেই অবিদ্যা কর্ত্তৃক আশ্লিষ্ট হইয়া ধারাবাহিক রূপে নিখিলসংসারতাপ অনুভব করে ॥ ১১ ॥

হে মহীপতে! অবিদ্যাহেতু স্বরূপজ্ঞানের অস্ফূর্ত্তি হওয়ায়, সেই ক্ষেত্রজ্ঞ শক্তি স্থাবর-জঙ্গম প্রাণীতে তারতম্যরূপে প্রকাশিত হয় ॥ ১২ ॥

ইহার ব্যাখ্যা আদিলীলার (১১১) পৃষ্ঠায় দেখুন। ইহা দ্বারা ব্রহ্মের ত্রিবিধ শক্তির প্রমাণ করিলেন ॥ ১০ ॥

এই দুই শ্লোক দ্বারা জীবশক্তি ভগবান্ হইতে বিভেদপ্রাপ্ত হইয়া অবিদ্যা হেতু সংসারতাপের অনুভব করে, এবং স্বরূপের তিরোধান হওয়ায় তারতম্যরূপে প্রকাশিত হয়, ইহাই সপ্রমাণ করিলেন। অতএব অবিদ্যাবশতঃ ব্রহ্মই যে জীব—তাহা নয় ॥ ১১ ॥ ১২ ॥

এই শ্লোকের ব্যাখ্যা আদিলীলার (৫১। ৫২) পৃষ্ঠায় ৯ সংখ্যক শ্লোকে দেখুন। ভগবানের একই চিচ্ছক্তি ত্রিবিধরূপে প্রকাশিত হয়েন, ইহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রমাণিত করিলেন ॥ ১৩ ॥

১। অপাণি…সর্ব্বগ্রহণ—'অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা' ইত্যাদি। যিনি পাণি এবং চরণ বিরহিত হইয়া গ্রহণ এবং গমন করেন। এই শ্রুতি অস্মদাদির ন্যায় ব্রহ্মেতে প্রাকৃত পাণি-পাদ নাই—ইহাই বলিয়াছেন। পাণি এবং পাদ ইন্দ্রিয়; ইন্দ্রিয়গণ করণ; এইহেতু কর্ত্তা হইতে পৃথক্। জীব চৈতন্যস্বরূপ, তাহার ইন্দ্রিয়বর্গ প্রাকৃত এবং তাহা হইতে ভিন্ন। অতএব পাণি-পাদাদি ইন্দ্রিয়গণের মুখ্য শক্তিই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে। স্বরূপভূত পাণি-পাদাদিতে ঔপচারিকী বৃত্তি, সুতরাং জীবের ন্যায় প্রাকৃত পাণি-পাদাদিরই বর্জ্জন করিয়াছেন। কিন্তু স্বরূপভূত অর্থাৎ চিদ্রূপ পাণি-পাদাদির বর্জ্জন করেন নাই, অতএব স্বরূপভূত পাণি-পাদাদি উদ্দেশ করিয়াই শ্রুতি বলিয়াছেন,—তিনি বেগে গমন এবং গ্রহণ করেন। অতএব ব্রহ্মে অপ্রাকৃত পাণি পাদাদি আছে।

২। সবিশেষ—স্বগত-ভেদাশ্রয়। ৩। নির্ব্বিশেষ—স্বজাতীয় বিজাতীয় এবং স্বগত ভেদ রহিত অর্থাৎ যাহাতে কোন বিশেষ নাই, কেবল চিৎসত্তা মাত্র—তাহাকেই নির্ব্বিশেষ বলে।

৪। ষড়ৈশ্বর্য্য ইত্যাদির ব্যাখ্যা (৫৬) পৃষ্ঠায় দেখুন।

৫। স্বাভাবিক—স্বভাবসিদ্ধ অর্থাৎ আগন্তুক নয়। নিঃশক্তি—সর্ব্বথা শক্তিবিহীন।

১। সৎ-চিৎ-আনন্দময় ঈশ্বরস্বরূপ,
তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিন রূপ।
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী,
চিদংশে সম্বিত, যারে জ্ঞান করি মানি।
অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি, তটস্থা জীবশক্তি,
২। বহিরঙ্গ মায়া,—তিনে করে প্রেমভক্তি।
৩। ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য প্রভুর চিচ্ছক্তিবিলাস,
হেন শক্তি নাহি মান, পরম সাহস!
৪। মায়াধীশ-মায়াবশ ঈশ্বরে-জীবে ভেদ,
হেন জীব ঈশ্বরসহ কহ ত অভেদ?
৫। গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ শক্তি করি মানে,
হেন জীব অভেদ কর ঈশ্বরের সনে?

তথাহি শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতায়াং সপ্তমাধ্যায়ে পঞ্চমশ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং ;—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং,
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥১৪॥

৬। ঈশ্বরের বিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার,
সে বিগ্রহ কহ সত্ত্বগুণের বিকার?
৭। শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সেইত পাষণ্ডী,
অস্পৃশ্য-অদৃশ্য সেই হয় যমদণ্ডী।
বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত নাস্তিক,
৮। বেদাশ্রয়ে নাস্তিকবাদ বৌদ্ধকে অধিক।
জীবের নিস্তার লাগি সূত্র কৈল ব্যাস,
মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ।
৯। পরিণামবাদ ব্যাসসূত্রের সম্মত,—
অচিন্ত্যশক্তি ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত।
মণি যৈছে অবিকৃতে প্রসবে হেমভার,
জগদ্রূপ হয় ঈশ্বর তবু অবিকার।
ব্যাস ভ্রান্ত বলি সেই সূত্রে দোষ দিয়া,
বিবর্ত্তবাদ স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া।
জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি সেই মিথ্যা হয়,
জগৎ যে মিথ্যা নহে, নশ্বরমাত্র হয়।
প্রণব যে মহাবাক্য ঈশ্বরের মূর্ত্তি,
প্রণব হৈতে সর্ব্ববেদ জগতে উৎপত্তি।
১০। 'তত্ত্বমসি' জীব হেতু প্রাদেশিক-বাক্য,
প্রণব না মানি তারে কহে মহাবাক্য।"

এইমত কল্পনাভাষ্যে শত দোষ দিল,
ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বপক্ষ অপার করিল।

ইহার ব্যাখ্যা আদিলীলার (১১১) পৃষ্ঠায় দেখুন। এই শ্লোকদ্বারা জীবতত্ত্ব যে ঈশ্বরের শক্তি, ইহা সপ্রমাণ করিলেন ॥ ১৪ ॥

১। সৎ, চিৎ, ইত্যাদির ব্যাখ্যা আদিলীলার (৫১। ৫২) পৃষ্ঠায় দেখুন। ২। তিনে করে প্রেমভক্তি—অর্থাৎ অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি, তটস্থা জীবশক্তি, এবং বহিরঙ্গা মায়াশক্তি—ইঁহারা তিনেই কৃষ্ণেতে প্রেমভক্তি করেন। অতএব শক্তিমাত্রই ভক্তপর্য্যায়।

৩। ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য—ইহার ব্যাখ্যা আদিলীলার [১১৩] পৃষ্ঠার টীকা দেখুন। চিচ্ছক্তি বিলাস—চিচ্ছক্তি ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যরূপে বিলাস করেন। হেন—এতাদৃশ। ৪। মায়াধীশ···অভেদ—ঈশ্বর মায়ার অধীশ্বর, অসাধারণ শক্তিপ্রভাবে মায়াকে স্বীয় বশে রাখিয়াছেন। জীব মায়ার অধীন, অর্থাৎ তাদৃশশক্তির অভাবে মায়াপরতন্ত্র হইয়া নিরন্তর সংসারতাপ অনুভব করিতেছে। ঈশ্বর বিভুচৈতন্য, জীব অণুচৈতন্য ; এই সকল গুণ-ভেদে জীব ও ঈশ্বরের সম্পূর্ণ ভেদ আছে।

৫। গীতাশাস্ত্রে ···সনে—যখন গীতাশাস্ত্রে জীবকে শক্তি বলিয়াছেন, তখন ইহাই বুঝিতে হইবে যে, ঈশ্বর আশ্রয় ও জীব আশ্রিত। অতএব আশ্রয়-আশ্রিতরূপ ভেদ বিদ্যমান থাকায় কি সাহসে ঈশ্বরের সহিত জীবের অভেদ স্থাপন কর?

৬। সচ্চিদানন্দাকার—ঘনীভূতচৈতন্য ঈশ্বর বিগ্রহরূপে প্রকটিত। সত্ত্বগুণের—প্রাকৃত সত্ত্বগুণের। বিকার—প্রাকৃতসত্ত্বগুণ ঈশ্বরবিগ্রহাকাররূপে বিকৃত।

৭। শ্রীবিগ্রহ যে না মানে—অর্থাৎ ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহকে সচ্চিদানন্দঘন বলিয়া যে না মানে। যমদণ্ডী—যমদণ্ড্য।

৮। বেদাশ্রয়ে নাস্তিকবাদ—অর্থাৎ বেদ আশ্রয় করিয়া নাস্তিকের ন্যায় কথা বলা। বৌদ্ধকে—বৌদ্ধ হইতে। অধিক—অর্থাৎ অতিশয় পাষণ্ডী। ৯। পরিণামবাদ—ইহার বিবরণ [১১১] পৃষ্ঠায় দেখুন। আদিলীলায় সপ্তম পরিচ্ছেদে এ সকল বিষয় বিশদভাবে লেখা হইয়াছে, যাহা কিছু বিশেষ আছে, তাহারই ব্যাখ্যা এ স্থানে দেওয়া হইল। ১০। জীব হেতু—জীবকে উদ্দেশ করিয়া বলা হেতু।

১। বিতণ্ডা-ছল-নিগ্রহাদি অনেক উঠাল ;
সব খণ্ডি প্রভু নিজ মত সে স্থাপিল—
২। "ভগবান্—সম্বন্ধ, ভক্তি—অভিধেয় হয়ে ;
প্রেম—প্রয়োজন, বেদে তিন বস্তু কহয়ে।
আর যে যে কিছু কহে—সকল কল্পনা ;
৩। স্বতঃপ্রমাণ বেদবাক্য না করে লক্ষণা।
৪। আচার্য্যের দোষ নাহি, ঈশ্বর আজ্ঞা কৈল ;
অতএব কল্পনা করি নাস্তিক-শাস্ত্র কৈল।"

তথাহি পাদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে সহস্রনামকথনে দ্বিষষ্টিতমাধ্যায়ে একত্রিংশশ্লোকে শিবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ-বাক্যং ;—

স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ
জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ
সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা ॥ ১৫ ॥

তত্রৈব উত্তরখণ্ডে পঞ্চত্রিংশাধ্যায়ে সপ্তমঃ শ্লোকঃ ;—

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা ॥ ১৬ ॥

স্বাগমৈরিতি। হে শিব! ত্বং কল্পিতৈঃ স্বৈরাগমৈরাগমশাস্ত্রৈঃ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু, মাঞ্চ গোপয়, যেন এষা মায়িকী সৃষ্টিরুত্তরোত্তরা স্যাদিতি। অতএব পূর্ব্বাচার্য্যৈরপরিগৃহীতানাং উড্ডীশ-যামলাদীনাং তন্ত্রাণামপ্রামাণ্যং ম্লেচ্ছকত্বাদিতি ॥ ১৫ ॥

মায়াবাদমিতি। মায়া-শব্দেন মায়ায়াঃ সদসদ্বিবিক্তায়া অসত্ত্বে পর্য্যবসিতায়াস্তস্যামেব মায়ায়াং প্রতিবিম্বিতস্য চৈতন্যস্য ঈশ্বরস্য প্রতিবিম্বত্বেনাসদ্রূপস্য তদ্বৃত্ত্যাববিদ্যায়াং প্রতিবিম্বিতস্য চৈতন্যস্য জীবস্য অসত্ত্বে পর্য্যবসিতস্য চ তেষাং বাদস্তত্ত্বকুত্সা যস্মিন্ তৎ অসচ্ছাস্ত্রং, প্রচ্ছন্নং বৈদিকায়মানসিদ্ধান্তজালেনাচ্ছাদিতং সহসা অবৈদিকত্বেন বোদ্ধুমশক্যং বস্তুতঃ তদ্বৌদ্ধং বুদ্ধপ্রণীতমুচ্যতে। তত্তু শাস্ত্রং শাঙ্করদর্শনতয়া প্রসিদ্ধং। হে দেবি পার্ব্বতি! কলৌ কলিযুগীয়াসুর-

হে ধূর্জ্জটে! যাহাতে এই মায়িকী সৃষ্টির উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়, তুমি সেইরূপে কল্পিত স্বীয়তন্ত্রদ্বারা জনসকলকে আমাতে বিমুখ অর্থাৎ ভক্তিহীন কর, এবং আমাকে গোপন কর ॥ ১৫ ॥

মহাদেব কহিলেন হে পার্ব্বতি! আমি কলিযুগে আসুরপ্রকৃতি জনগণের ভগবদ্বৈমুখ্য সম্পাদনার্থ ব্রাহ্মণমূর্ত্তি ধারণ করতঃ, যে মায়াবাদরূপ অসচ্ছাস্ত্র প্রণয়ন করিব, উহাকে প্রচ্ছন্ন (অর্থাৎ বৈদিক সিদ্ধান্তাভাসে আচ্ছাদিত এবং হঠাৎ অবৈদিক বলিয়া অবোধগম্য) বৌদ্ধ-দর্শন বলে ॥ ১৬ ॥

মহাদেব ভগবদাজ্ঞানুসারে যখন কল্পিত তন্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় যে, তদনুসারে অবৈদিক কল্পিত ভাষ্যও করিয়াছেন, ইহাই এই শ্লোক দ্বারা সপ্রমাণ করিলেন ॥ ১৫ ॥

বিশেষরূপে আলোচন করিলে বৌদ্ধমতেই শঙ্করমতের পর্য্যবসান হয়। যেমন,—বৌদ্ধমতে বিশ্ব অসৎ, শঙ্করও বলেন যে— বিশ্ব সৎ অসৎ হইতে ভিন্ন। সৎ ও অসৎ হইতে ভিন্ন হইলে সৎ হয় না, সুতরাং অসৎ। এই সৎ ও অসৎ হইতে ভিন্ন মায়ারও অসত্ত্বেই তাৎপর্য্য। মায়াপ্রতিবিম্বিত চৈতন্য ঈশ্বর, এবং মায়াবৃত্তিরূপ অবিদ্যাপ্রতিবিম্বিত চৈতন্য জীব ; ইহার তাৎপর্য্য আলোচনা করিলে ঈশ্বর ও জীবের অসত্ত্বেই পর্য্যবসান হয়।

১। বিতণ্ডা—কেবল পরমতে দোষারোপ। ছল—বক্তার তাৎপর্য্যের অবিষয়ীভূত অর্থ কল্পনা করিয়া দোষারোপকে ছল বলে। যথা, 'অয়ং নেপাল দেশাদাগতো নবকম্বলবত্বাৎ।' এই ব্যক্তি নেপাল দেশ হইতে আগত, যেহেতু নবকম্বলযুক্ত। বক্তার তাৎপর্য্য—নূতন,কম্বলধারী ; তাহা অন্যথা করিয়া নবসংখ্যাযুক্ত কম্বল—এই অর্থ কল্পনা করিয়া প্রতিবাদী বলিল যে, 'কৈ ইহার স্থানে নয় খানি কম্বল নাই' ইত্যাদি ছলের দৃষ্টান্ত। নিগ্রহ—যাহাতে পরাজয় হয়, তাহাকে নিগ্রহস্থান বলে। সেই নিগ্রহস্থানকে ন্যায়-দর্শনে প্রতিজ্ঞাহানি, প্রতিজ্ঞান্তর, প্রতিজ্ঞাবিরোধ, হেত্বন্তর, পুনরুক্তি এবং অর্থান্তাবণ প্রভৃতি চতুর্ব্বিংশতি প্রকার বলিয়াছেন।

২। ভগবান্ ইত্যাদি—আদিলীলায় (১১৩) পৃষ্ঠা হইতে দেখুন।

৩। স্বতঃপ্রমাণ ইত্যাদি—আদিলীলায় (১১৩) পৃষ্ঠায় দেখুন।

৪। আচার্য্যের—শঙ্করাচার্য্যের। শঙ্করাচার্য্য শঙ্করাবতার ; শঙ্কর ভক্তাবতার। ঈশ্বর—ভগবান্। নাস্তিক-শাস্ত্র—বেদের মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া গৌণার্থ অঙ্গীকার করতঃ স্বতঃপ্রমাণ বেদকে অনাদর করায়, নাস্তিক-শাস্ত্র বলিলেন।

শুনি ভট্টাচার্য্য হৈল পরম বিস্মিত ;
মুখে না নিঃস্বরে বাণী হইলা স্তম্ভিত।
প্রভু কহে—"ভট্টাচার্য্য ! না কর বিস্ময় ;
ভগবানে ভক্তি পরমপুরুষার্থ হয়।
আত্মারাম পর্য্যন্ত করে ঈশ্বরভজন ;
ঐছে অচিন্ত্য ভগবানের গুণগণ।"

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে দশমশ্লোকে শৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং ;—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থংভূতগুণো হরিঃ ॥১৭॥

১। শুনি ভট্টাচার্য্য কহে—"শুন মহাশয় !
এই শ্লোকের অর্থ মোর শুনিতে বাঞ্ছা হয়।"
প্রভু কহে—"তুমি অর্থ কর তাহা শুনি ;
পাছে আমি করিব অর্থ যেবা কিছু জানি।"
ভট্টাচার্য্য শ্লোক করিল ব্যাখ্যান ;
২। তর্কশাস্ত্র-মত উঠায় বিবিধ বিধান।
নববিধ অর্থ তর্কশাস্ত্র মত লঞা ;
শুনি প্রভু কহে কিছু ঈষৎ হাসিয়া—
"ভট্টাচার্য্য ! জানি তুমি সাক্ষাৎ-বৃহস্পতি ;
শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতে ঐছে কার নাহি শক্তি।
৩। কিন্তু তুমি অর্থ কৈলে পাণ্ডিত্য-প্রতিভাপ্রায়,
ইহা বই শ্লোকের আছে আর অভিপ্রায়।"
ভট্টাচার্য্যের প্রার্থনাতে প্রভু ব্যাখ্যা কৈল ;
তাঁর নব অর্থমধ্যে এক না ছুঁইল।
৪। 'আত্মারাম' শ্লোকে একাদশ পদ হয় ;
পৃথক্ পৃথক্ কৈল পদের অর্থ নিশ্চয়।
তত্তৎপদপ্রাধান্যে আত্মারাম মিলাইয়া ;
অষ্টাদশ অর্থ কৈল অভিপ্রায় লঞা।—

প্রকৃতিজনতয়া মোহনার্থং ভগবদ্বৈমুখ্যসম্পাদনার্থমিত্যর্থঃ। ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা শঙ্করাখ্যব্রাহ্মণমাবিশ্যেত্যর্থঃ। ময়ৈব বিহিতং বিধাস্যতে, ভাবিনি ভূতবদুপচারাৎ স্বস্য সত্যসঙ্কল্পতয়া তস্যাবশ্যং ভাবিতা নিশ্চয়াচ্চ। তথাহি বৌদ্ধমতানুসারেণ বিশ্বমসদিতি বক্তব্যে সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়মভ্যধত্ত। শূন্যবাদিনস্তু বিশ্বারোপনিমিত্তমজ্ঞানং সংবৃত্তিরিত্যাহুঃ। অয়ন্তু তাং সংবৃত্তিং মায়ানাম্না অভ্যধত্ত। শূন্যবাদিনস্তু শূন্যং পরতত্ত্বমখণ্ডং নির্ব্বিশেষমাহুঃ। অয়মপি পরতত্ত্বং ব্রহ্ম অখণ্ডং নির্ব্বিশেষমভ্যধত্ত। অতএব তন্মতে বিচার্য্যমাণে বৌদ্ধত্বেনাবশিষ্যতে ইতি মনীষিভিরনুসন্ধেয়ং ॥ ১৬ ॥

তমেতং শ্রীবেদব্যাসস্য সমাধিজাতানুভবং শ্রীশৌনক-প্রশ্নোত্তরত্বেন বিশদয়ন্ সর্ব্বাত্মারামানুভবেন সহেতুকং সংবাদয়তি **আত্মারামাশ্চেতি**। আত্মারামা মুনয়ো নির্গ্রন্থা বিধিনিষেধাতীতাঃ নির্গতাহঙ্কারগ্রন্থয়ো বা, হরৌ অহৈতুকীং ফলাভিসন্ধিরহিতাং ভক্তিং কুর্ব্বন্তি। নমু মুক্তানাং কিং ? ভক্ত্যেতি সর্ব্বাক্ষেপপরিহারার্থমাহ—ইত্থম্ভূতেতি। ইত্থম্ভূত আত্মারামাণামপ্যাকর্ষণস্বভাবো গুণো যস্য স ইত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

আত্মারাম মুনিগণ বিধিনিষেধাতীত হইয়াও হরিতে নিষ্কাম ভক্তিযোগ করিয়া থাকেন। অতএব এইপ্রকার অর্থাৎ আত্মারামগণেরও আকর্ষণস্বভাব গুণগণ অস্মদাদি বুদ্ধির অগোচর ॥ ১৭ ॥

যেহেতু দর্পণে মুখাদি প্রতিবিম্বের ন্যায় প্রতিবিম্ব কখনই সৎ হইতে পারে না। শূন্যবাদি বৌদ্ধ বিশ্বারোপের নিমিত্ত অজ্ঞানকে সংবৃত্তি বলেন। শঙ্করমতে সেই সংবৃত্তি মায়া নামে অভিহিত। শূন্যবাদি বৌদ্ধমতে শূন্যই পরতত্ত্ব, সেই শূন্য অখণ্ড এবং নির্ব্বিশেষ। শঙ্করমতে পরতত্ত্ব ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্ম অখণ্ড এবং নির্ব্বিশেষ। এইরূপ শঙ্করমতের আলোচনা করিলে বৌদ্ধমতেই পর্য্যবসান হয়, গ্রন্থবাহুল্যভয়ে বিস্তারিত হইল না ॥ ১৬ ॥

এই শ্লোক দ্বারা ভগবানের অবিচিন্ত্যশক্তি এবং তাঁহার ভজনই পুরুষার্থ, ইহারই দিগ্দর্শন করাইলেন ॥ ১৭ ॥

১। এই শ্লোকের—"আত্মারামাশ্চ" ইত্যাদি শ্লোকের। ২। বিবিধ বিধান—নানা প্রকার।

৩। প্রতিভা—নূতন নূতন উন্মেষশালিনী বুদ্ধিকে প্রতিভা বলে, অর্থাৎ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। ৪। একাদশ পদ হয়—আত্মারামাঃ (১) চ (২) মুনয়ঃ (৩) নির্গ্রন্থাঃ (৪) অপি (৫) উরুক্রমে (৬) কুর্ব্বন্তি (৭) অহৈতুকীং (৮) ভক্তিং (৯) ইত্থম্ভূতগুণঃ (১০) হরিঃ (১১) এই একাদশ পদ।

"ভগবান্, তাঁর শক্তি, তাঁর গুণগণ,
১। অচিন্ত্যপ্রভাব—তিনের না যায় কথন।
অন্য যত সাধ্য-সাধন করি আচ্ছাদন;
এই তিন হরে সিদ্ধ সাধকের মন।
সনকাদি শুকদেব তাহাতে প্রমাণ।"
এইমত নানা অর্থ করেন ব্যাখ্যান।
শুনি ভট্টাচার্য্যের মনে হৈল চমৎকার!
প্রভুকে কৃষ্ণ জানি করে আপনা ধিক্কার—
"ইঁহোত সাক্ষাৎকৃষ্ণ মুঞি না জানিয়া;
মহা-অপরাধ কৈনু গর্ব্বিত হইয়া।"
আত্মনিন্দা করি লৈল প্রভুর শরণ;
কৃপা করিবারে তবে প্রভুর হৈল মন।
দেখাইল তাঁরে আগে চতুর্ভুজরূপ;
২। পাছে শ্যাম বংশীমুখ—স্বকীয় স্বরূপ।
দেখি সার্ব্বভৌম পড়ে দণ্ডবৎ করি;
পুনঃ উঠি স্তুতি করে দুই কর যুড়ি।
প্রভুর কৃপায় তাঁর স্ফুরিল সব তত্ত্ব;
৩। নাম-প্রেম দান আদি বর্ণেন মহত্ত্ব।
শত শ্লোক কৈল একদণ্ড না যাইতে;
বৃহস্পতি তৈছে শ্লোক না পারে করিতে।
শুনি সুখে প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন;
ভট্টাচার্য্য প্রেমাবেশে হৈল অচেতন।
অশ্রু স্তম্ভ-পুলক-স্বেদ-কম্প থরহরি;
নাচে, গায়, কান্দে, পড়ে, প্রভুপদ ধরি।
দেখি গোপীনাথাচার্য্য হরষিতমন;
ভট্টাচার্য্যের নৃত্য দেখি হাসে প্রভুর গণ।
গোপীনাথাচার্য্য কহে মহাপ্রভুর প্রতি—
"সেই ভট্টাচার্য্যের তুমি কৈলে এই গতি।"
প্রভু কহে—"তুমি ভক্ত, তোমার সঙ্গ হৈতে;
জগন্নাথ ইঁহারে কৃপা কৈল ভালমতে।"
তবে ভট্টাচার্য্যে প্রভু সুস্থির করিল;
স্থির হঞা ভট্টাচার্য্য বহু স্তুতি কৈল—
৪। "জগৎ নিস্তারিলে তুমি, সেহ অল্পকার্য্য;
আমা উদ্ধারিলে তুমি,-এ শক্তি আশ্চর্য্য!
তর্কশাস্ত্রে জড় আমি যৈছে লৌহপিণ্ড;
আমা দ্রবাইলে তুমি, প্রতাপ প্রচণ্ড।"
স্তুতি শুনি মহাপ্রভু নিজ বাসা আইলা;
ভট্টাচার্য্য আচার্য্যদ্বারে ভিক্ষা করাইলা।
৫। আর দিন প্রভু গেলা জগন্নাথ দরশনে;
দর্শন করিলা জগন্নাথ শয্যোত্থানে।
পূজারী আনিয়া মালা প্রসাদান্ন দিলা;
প্রসাদান্ন মালা পাঞা প্রভুর হর্ষ হৈলা।
সেই প্রসাদান্ন-মালা অঞ্চলে বান্ধিয়া;
৬। ভট্টাচার্য্যের ঘরে আইলা ত্বরাযুক্ত হঞা।
অরুণোদয়কালে হৈল প্রভুর আগমন;
সেইকালে ভট্টাচার্য্যের হৈল জাগরণ।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' স্ফুট কহি ভট্টাচার্য্য জাগিলা;
কৃষ্ণনাম শুনি প্রভুর আনন্দ বাড়িলা।
বাহিরে প্রভুর তিঁহো পাইল দরশন;
আস্তেব্যস্তে আসি কৈল চরণ বন্দন।
বসিতে আসন দিয়া দোঁহে ত বসিলা;
প্রসাদান্ন খুলি প্রভু তাঁর হাতে দিলা।
প্রসাদ পাঞা ভট্টাচার্য্যের-আনন্দ হইল;
স্নান-সন্ধ্যা-দন্তধাবন যদ্যপি না কৈল,

১। তিনের—ভগবান্, ভগবচ্ছক্তি, এবং ভগবদ্‌গুণ এই তিনের।

২। পাছে শ্যাম...স্বরূপ—শ্যাম বংশীবদনই যে মহাপ্রভুর স্বরূপ, ইহাই এ স্থানে সুব্যক্ত হইয়াছে। অন্যত্রও বলিয়াছেন—"গোপবেশ বেণু-কর, দ্বিভুজ মুরলীধর" ইত্যাদি। এ স্থানে বংশীমুখ বলায় দ্বিভুজও বুঝিতে হইবে।

৩। নাম...মহত্ত্ব—নামদান এবং প্রেমদান প্রভৃতি মহাপ্রভুর মহত্ত্ব বর্ণন করিতে লাগিলেন। ৪। সেহ—তাহাও।

৫। আর দিন—অন্য দিন। শয্যোত্থান—শয্যা হইতে উত্থান অর্থাৎ প্রত্যূষে। ৬। ঘরে—বাটীতে।

১। চৈতন্যপ্রসাদে মনের সব জাড্য গেল ;
এই শ্লোক পড়ি অন্ন ভক্ষণ করিল।

তথাহি পাদ্মপুরাণে ;—
শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ।
প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যং, নাত্র কালবিচারণা॥ ১৮॥

তত্রৈব ;—
ন দেশনিয়মস্তত্র ন কাল নিয়মস্তথা।
প্রাপ্তমন্নং দ্রুতং শিষ্টৈর্ভোক্তব্যং হরিরব্রবীৎ॥ ১৯॥

দেখি আনন্দিত হইল মহাপ্রভুর মন ;
প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু কৈল আলিঙ্গন।

২। দুই জনে ধরি দোঁহে করেন নর্ত্তন ;
প্রভু-ভৃত্য দোঁহা স্পর্শে দোঁহার ফুলে মন।
৩। স্বেদ-কম্প-অশ্রু, দোঁহে আনন্দে ভাসিলা ;
প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু কহিতে লাগিলা—
৪। "আজি মুঞি অনায়াসে জিনিনু ত্রিভুবন ;
আজি মুঞি করিনু বৈকুণ্ঠ আরোহণ।
আজি মোর পূর্ণ হইল সর্ব্ব অভিলাষ ;
সার্ব্বভৌমের হৈল মহাপ্রসাদে বিশ্বাস।
আজি তুমি নিষ্কপটে হৈলা কৃষ্ণাশ্রয় ;
কৃষ্ণ নিষ্কপটে তোমা হৈলা সদয়।

শুষ্কমিতি। তৎ লক্ষ্মীপকং জনার্দ্দনভুক্তোচ্ছিষ্টং মহাপ্রসাদান্নং শুষ্কং নীরসং চিরকালোষিতমিত্যর্থঃ, পর্য্যুষিতং রাত্র্যন্তরিতং দৌর্গন্ধ্যাদিযুতমিত্যর্থঃ, দূরদেশতোনীতং প্রাপিতং, এতেন বৈদিকাচারান্বিত-চাতুর্বর্ণ্যস্পৃষ্টমপি বা। প্রাপ্তমাত্রেণ যেন কেনাপি প্রকারেণ প্রাপণেন। মাত্রপদাৎ তৎক্ষণমেব, মহাপ্রসাদবুদ্ধ্যা ভোক্তব্যমিতি। অত্র প্রসাদান্নভোজনে কালবিচারণা নিত্যনৈমিত্তাস্থাবশ্যককর্ম্মাপেক্ষা ন কর্ত্তব্যেতি শেষঃ। অত্র ভোক্তব্যমিত্যপূর্ব্বোবিধিরেবায়ং। তদন্নভোজনস্যাত্যন্তাপ্রাপ্তার্থত্বাৎ। ন চ ভোজনস্য রাগপ্রাপ্তত্বেন নিয়মোহয়মস্তিতি মন্তব্যং। মহাপ্রসাদান্নত্বেন তৎকালভোজনস্যাবশ্যকত্বেন চাত্যন্তাপ্রাপ্তার্থত্বাৎ প্রসাদাগ্রহণং বিষ্ণোরিত্যাদিনোপস্থিত-মহাপ্রসাদান্নস্য পরিত্যাগেহপ্যপরাধাপাতাচ্চেতি॥ ১৮॥

নেতি। তত্র প্রসাদান্নভোজনে দেশস্য নিয়মঃ শুদ্ধাশুদ্ধিবিচারস্তথা কালস্য চ যোগ্যাযোগ্যত্ববিচারো নাস্তি। কিন্তু প্রাপ্তং ভোজনার্থমুপস্থিতং প্রসাদান্নং দ্রুতং তৎক্ষণমেব শিষ্টৈঃ শাস্ত্রোক্তাচরণশীলৈর্ভোক্তব্যমেবেতি। হরিঃ স্বয়মেবাব্রবীদিতি সাক্ষাদ্ভগবদুক্তত্বেনাকরণ এব প্রত্যবায় ইতি॥ ১৯॥

শুষ্ক হউক, অথবা পর্য্যুষিত হউক, কিম্বা দূরদেশে হইতেই আনীত হউক, প্রাপ্তমাত্রেই মহাপ্রসাদান্ন ভোজন করিবে, ইহাতে ভোজনযোগ্য কালের অপেক্ষা করিবে না॥ ১৮॥

মহাপ্রসাদান্নভোজনে দেশ এবং কালের যোগ্যাযোগ্যতা বিচার করিবে না। যে কালে যে কোন স্থানে মহাপ্রসাদান্ন উপস্থিত হইবে, সাধুজন সেই দেশে সেই কালেই অবিলম্বে মহাপ্রসাদান্ন ভোজন করিবেন, এই কথা স্বয়ং হরি বলিয়াছেন॥ ১৯॥

শ্রীজগন্নাথের মহাপ্রসাদান্ন ভোজনেই এই সকল বিধি, যেহেতু ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সংস্কৃত অগ্নিতে লক্ষ্মীদেবী স্বয়ং পাক করেন এবং ভগবান্ স্বয়ংই তাহা ভোজন করেন। এই সকল গুণযোগে জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদেরই এতাদৃশ মহিমা। এইজন্যই এই মহাপ্রসাদকে 'কৈবল্য' বলিয়া অভিধান করিয়াছেন॥ ১৯॥

১। জাড্য—কাঠিন্য। এই শ্লোক—'শুষ্কং' ইত্যাদি শ্লোক। ২। দুই জনে—মহাপ্রভু ও সার্ব্বভৌম। ফুলে মন—পরস্পরের স্পর্শে পরস্পরের মন প্রফুল্ল অর্থাৎ উল্লাসিত হইতে লাগিল।

৩। আনন্দে ভাসিলা—সে কালে উভয়ের আনন্দ ভিন্ন আর কিছুই অনুভব হয় নাই।

৪। আজি…বিশ্বাস—অর্থাৎ ত্রিলোকাভিলাষী ব্যক্তি ত্রিলোক জয় করিয়া যে আনন্দ লাভ করে, এবং সালোক্যাকাঙ্ক্ষী জনগণ বৈকুণ্ঠে আরোহণ করিয়া যে আনন্দ লাভ করে, অত সার্ব্বভৌমের মহাপ্রসাদে বিশ্বাস দেখিয়া আমারও তাদৃশ আনন্দ হইল; এবং আমার অভিলাষও পূর্ণতা লাভ করিল। তাৎপর্য্য এই যে,—শ্রীমহাপ্রভুর প্রেমপ্রচার করাই উদ্দেশ্য; মহাপ্রসাদে বিশ্বাস তাহার একটী প্রধান সাধন; সাধনে বিশ্বাস হইলে অনুষ্ঠানে সাধ্যফল প্রেম শীঘ্রই আবির্ভূত হয়।

১। আজি সে খণ্ডিল তোমার দেহাদি বন্ধন,
আজি তুমি ছিন্ন কৈলে মায়ার বন্ধন।
আজি কৃষ্ণপ্রাপ্তিযোগ্য হৈল তোমার মন,
বেদধর্ম্ম লঙ্ঘি কৈলে প্রসাদ ভক্ষণ।"

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে একচত্বারিংশশ্লোকে নারদং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং ;—

যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ,
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকং।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং,
নৈষাং মমাহমিতি ধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে ॥ ২০ ॥

এত কহি মহাপ্রভু আইলা নিজস্থানে,
সেই হৈতে ভট্টাচার্য্যের খণ্ডিল অভিমানে।
চৈতন্যচরণ বিনা নাহি জানে আন্,
ভক্তি-বিনা শাস্ত্রের অন্য না করে ব্যাখ্যান।

তস্মাত্তজ্জ্ঞানাগ্রহং পরিত্যজ্য শুদ্ধভাবেন ভজেদেবেত্যাহ—যেষামিতি। স এব অনন্তো ভগবান্ যেষাং দয়য়েৎ দয়াং কুর্য্যাৎ। তথাহি শ্রুতি—'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন, যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বামি'তি। তে চ যদি নির্ব্যলীকং নিষ্কপটং যথা স্যাত্তথা সর্ব্বাত্মনা সর্ব্বতোভাবেন আশ্রিতপদ আশ্রিতচরণা ভবন্তি, তে দুস্তরাং তর্ত্তুমশক্যামপি দেবমায়াং দেবস্য ভগবতো মায়াং অতিতরন্তি, চকারাদনন্তস্যৈব জানন্তি চ। অথেতি বা পাঠঃ। প্রত্যক্ষমেব তেষাং মায়াতরণমিত্যাহ। এষাং অকপটেন ভগবচ্চরণাশ্রিতানাং শ্বশৃগালানাং ভক্ষ্যে দেহে অহমিতি মমেতি চ ধীর্বুদ্ধি র্ন ভবতি ॥ ২০ ॥

হে নারদ! সেই এই অনন্ত ভগবান্ যাঁহাদিগকে দয়া করেন, তাঁহারা যদি সর্ব্বতোভাবে অকপটে ভগবচ্চরণতরি আশ্রয় করেন, তবেই দুস্তর মায়াসাগর পার হইতে এবং অনন্তরূপে তাঁহার তত্ত্বও জানিতে পারেন। আর তাঁহাদিগের শৃগাল-কুক্কুরের ভক্ষ্য এই ভৌতিকদেহে 'আমি' ও 'আমার' এ বুদ্ধিও থাকে না ॥ ২০ ॥

অকপটে ভজন করিলে ভগবৎকৃপা হয়, সেই কৃপাপ্রভাবে অনায়াসে মায়াবন্ধন মোচন এবং ভগবত্তত্ত্ব জ্ঞান হয়, ইহাই এই শ্লোক দ্বারা সপ্রমাণ করিলেন ॥ ২০ ॥

১। আজি…ভক্ষণ—"আমি স্থূল আমি কৃশ" ইত্যাদি জ্ঞান হওয়ায়, জড়দেহের স্থূলত্ব ও কৃশত্ব ধর্ম্ম অজড়-আত্মাতে আরোপিত হয়, এবং যখন আত্মার সুখার্থ স্ত্রী-পুত্রাদিতে প্রেম দেখা যায়, তখন আত্মাই প্রেমাস্পদ হয়। আবার যখন জড়দেহেও প্রেম করিতে দেখা যায়, তখন আত্ম-ধর্ম্ম প্রেমাস্পদত্বাদি জড়দেহেও আরোপিত হয় অর্থাৎ পরস্পরের ধর্ম্ম পরস্পরে আরোপ করায়, দেহ ও আত্মার একটী বন্ধন হইয়া থাকে। এবং যখন দেহে এবং দৈহিক পুত্রাদিতে আত্মা এবং আত্মীয়বুদ্ধি করিয়া আত্মার সংসারদুঃখ হয়। এই বন্ধনের মূল—অবিদ্যা। অতদ্বস্তুতে তদ্‌বুদ্ধির নাম অবিদ্যা। আত্মাতে দেহবুদ্ধি এবং দেহেতে আত্মবুদ্ধি, এই বিপরীত জ্ঞান হয়। এই রজঃস্তমপ্রধান অবিদ্যার অধিকারে যে পর্য্যন্ত জীব থাকে, তাবৎ তাহার কর্ম্মকাণ্ডে অধিকার। অবিদ্যাধিকারী জীব বিহিত কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান না করিলে, প্রত্যবায়ী হয়। অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলে কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান না করিলে প্রত্যবায় হয় না ; তন্মধ্যে যাহার প্রতি ভগবৎকৃপা হয়, তাহার [illegible] শ্রদ্ধা জন্মে। যখন মহাপ্রভু বলিলেন—'আজি সে খণ্ডিল …বন্ধন' ইহাতে জানা গেল যে, তাঁহার অবিদ্যা নিবৃত্তি হওয়ায় রজোগুণ ও তমোগুণ নিবৃত্ত হইয়াছে। তখন আর দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিও নাই, তখন বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডেও অধিকার নাই। পরে বলিলেন,—'আজি তুমি ছিন্ন কৈলে মায়ার বন্ধন'। সত্ত্বগুণপ্রধান মায়া ; যখন মায়াবন্ধন ছেদন করিলেন, (কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং অর্থাৎ মুক্তিবিষয়ক জ্ঞানকে সাত্ত্বিক বলে) তখন সত্ত্ববৃত্তির নিবৃত্তি হওয়ায় মনের মুক্তিকামনাও থাকিল না, তখন মন ভুক্তিমুক্তিস্পৃহাশূন্য হইয়া পবিত্রভাবে অবস্থিতি করে। এই অবস্থায় মন কৃষ্ণপ্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ করেন, তাই মহাপ্রভু বলিলেন—'আজি কৃষ্ণপ্রাপ্তিযোগ্য হইল তোমার মন।" এই অবস্থায় কর্ম্মকাণ্ড লঙ্ঘনে প্রত্যবায় নাই। ভক্ত্যধিকারীর ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান না করিলে প্রত্যবায় হয়। শ্রীকৃষ্ণ একাদশে বলিয়াছেন ;—"স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।" অর্থাৎ আপন আপন অধিকারে নিষ্ঠাই গুণ। তাই মহাপ্রভু বলিলেন,—"বেদধর্ম্ম লঙ্ঘি কৈলে প্রসাদ ভক্ষণ।" অর্থাৎ তুমি অবিদ্যার অধিকারকে উল্লঙ্ঘন করিয়াছ, এ নিমিত্ত তোমার কর্ম্মলঙ্ঘনে প্রত্যবায় নাই। তুমি ভক্তিমার্গে শ্রদ্ধালুহেতু অধিকারী, অতএব ভক্তির অঙ্গ মহাপ্রসাদভক্ষণ পরিত্যাগ করিলেই দোষ, প্রসাদ ভক্ষণে ত গুণ,—সুতরাং তুমি নিজের কর্ত্তব্যেরই অনুষ্ঠান করিয়াছ, এ জন্য তুমিই শাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ।

১। গোপীনাথাচার্য্য তাঁর বৈষ্ণবতা দেখিয়া,
হরি হরি বলি নাচে হাতে তালি দিয়া।
আর দিন ভট্টাচার্য্য আইলা দরশনে ;
জগন্নাথ না দেখি আইলা প্রভুস্থানে।
দণ্ডবৎ করি কৈল বহুবিধ স্তুতি,
দৈন্য করি কহে নিজ পূর্ব্বদুর্ম্মতি।
ভক্তি-সাধনশ্রেষ্ঠ শুনিতে হৈল মন,
প্রভু উপদেশ কৈল নাম-সঙ্কীর্ত্তন।

তথাহি শ্রীহরিভক্তিবিলাসস্যৈকাদশবিলাসে দ্বিচত্বারিংশদধিক দ্বিশততমাঙ্কধৃত-বৃহন্নারদীয়ং—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥ ২১॥

এই শ্লোকের অর্থ শুনাইল করিয়া বিস্তার,
শুনি ভট্টাচার্য্যের মনে হৈল চমৎকার।
গোপীনাথাচার্য্য বলে—"আমি পূর্ব্বে যে কহিল,
শুন ভট্টাচার্য্য ! তোমার সেই ত হইল !"
২। ভট্টাচার্য্য কহে তাঁরে করি নমস্কারে—
"তোমার সম্বন্ধে প্রভু কৃপা কৈল মোরে।
তুমি মহাভাগবত, আমি তর্ক-অন্ধে,
প্রভু কৃপা কৈল মোরে তোমার সম্বন্ধে।"
বিনয় শুনি তুষ্ট, প্রভু কৈল আলিঙ্গন,
৩। কহিল—"করহ যাঞা ঈশ্বর দর্শন।"
জগদানন্দ-দামোদর দুই সঙ্গে লঞা,
ঘরে আইলা ভট্টাচার্য্য জগন্নাথ দেখিয়া।
উত্তম উত্তম প্রসাদ বহু ত আনিলা,
৪। নিজ বিপ্র হাতে দুই-জনা-সঙ্গে দিলা।
৫। নিজ দুই শ্লোক লিখিয়া তালপাতে,
'প্রভুকে দিও' বলি দিল জগদানন্দ হাতে।
৬। প্রভু স্থানে আইলা দোঁহে প্রসাদ-পত্রী লঞা,
মুকুন্দদত্ত পত্রী নিল তার হাতে পাঞা।
৭। দুই শ্লোক বাহির ভিতে লিখিয়া রাখিল,
তবে জগদানন্দ পত্রী প্রভুকে লঞা দিল।
৮। প্রভু শ্লোক পড়ি পত্র ছিঁড়িয়া ফেলিল,
ভিতে দেখি ভক্ত সব শ্লোক কণ্ঠে কৈল।

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে ষষ্ঠাঙ্কে দ্বাত্রিংশাঙ্কধৃতৌ সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যকৃতৌ শ্লোকৌ ;—

বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজভক্তিযোগ-
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী,
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥ ২২ ॥

বৈরাগ্যেতি। বৈরাগ্যং প্রপঞ্চবস্তুনাসক্তিঃ। বিদ্যা স্বরূপতত্ত্বানুভবঃ। নিজভক্তিযোগঃ প্রেমভক্তিঃ। তেষাং শিক্ষার্থং স্বয়মনুষ্ঠায় পরান্ শিক্ষয়িতুং। একঃ স্বজাতীয়-বিজাতীয়ভেদশূন্যঃ। পুরাণঃ পুরাপি নবইতি নির্ব্বিকার ইত্যর্থঃ। কৃপাম্বুধিঃ কৃপাধিকঃ, পুরুষঃ শ্রীব্রজরাজকুমারো যঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এব, শরীরং ধর্ত্তুং প্রকটয়িতুং শীলমস্য ইতি শীলার্থক ণিন্ প্রত্যয়েন তস্য নিত্যত্বং সূচিতং। অহং তং প্রপদ্যে শরণং ব্রজামি ॥ ২২ ॥

বৈরাগ্য, বিদ্যা এবং স্বীয় ভক্তিযোগ সাধারণজনকে উপদেশ দিবার নিমিত্ত যে এক পুরাণপুরুষ দয়াপরবশ হইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে প্রকট হইয়াছেন, আমি তাঁহারই শরণাগত হইলাম ॥ ২২।

এই শ্লোকের ব্যাখ্যা আদিলীলার ৭ পরিচ্ছেদে ১০৭ পৃষ্ঠায় ৩ অঙ্কের শ্লোকে দেখুন ॥ ২১ ॥

১। তাঁর—সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের। ২। তাঁরে—গোপীনাথাচার্য্যকে। ৩। ঈশ্বর দর্শন—জগন্নাথ দর্শন। ৪। দুই জনা—জগদানন্দ এবং দামোদর। ৫। নিজ দুই শ্লোক—নিজকৃত দুই শ্লোক।

৬। প্রসাদ-পত্রী—প্রসাদ অর্থাৎ মহাপ্রসাদ এবং পত্রী—যাহাতে সার্ব্বভৌমকৃত শ্লোকদ্বয় লিখিত আছে, সেই পত্রী অর্থাৎ তালপত্রী। দোঁহে—জগদানন্দ ও দামোদর। তার—জগদানন্দের। ৭। বাহির ভিতে—বহির্ভাগস্থ প্রাচীরগাত্রে। ৮। পত্র—যাহাতে সার্ব্বভৌমকৃত শ্লোক লিখিত ছিল। কণ্ঠে কৈল—ভিত্তিলিখিত শ্লোকও যদি মহাপ্রভু মুছিয়া ফেলেন এই আশঙ্কায় এবং মহাপ্রভুর গুণ বর্ণন করা হয় এই লোভে সকল ভক্তই শ্লোক দুইটা কণ্ঠস্থ করিলেন।

কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ,
প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা,
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে,
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ ॥ ২৩ ॥

এই দুই শ্লোক ভক্ত-কণ্ঠমণিহার ;
সার্ব্বভৌমের কীর্ত্তি ঘোষে ঢক্কাবাদ্যকার।
১। সার্ব্বভৌম হৈলা প্রভুর ভক্ত একতান ;
মহাপ্রভু বিনা সেব্য নাহি জানে আন্।
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম'—
এই ধ্যান, এই জপ, লয় এই নাম।
একদিন সার্ব্বভৌম প্রভু-আগে আইলা ;
২। নমস্কার করি শ্লোক পড়িতে লাগিলা।
৩। ভাগবতে ব্রহ্মস্তবের শ্লোক পড়িলা ;
শ্লোকশেষে দুই অক্ষর পাঠ ফিরাইলা।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে অষ্টমশ্লোকে শ্রীভগবন্তং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং ;—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো,
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকং ;
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্ব্বিদধন্নমস্তে,
জীবেত যো ভক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥ ২৪ ॥

প্রভু কহে—" 'মুক্তিপদ' ইঁহা পাঠ হয় ;
৪। 'ভক্তিপদ' কেন পড় কি তোমার আশয় ?"
৫। ভট্টাচার্য্য কহে—"ভক্তি নহে মুক্তিফল ;
ভগবদ্ভক্তিবিমুখের হয় দণ্ড কেবল।

যঃ কালাৎ কালং প্রাপ্য নষ্টং সাধারণাগোচরং নিজমসাধারণং ভক্তিযোগং প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা সন্ আবির্ভূতস্তস্য পদারবিন্দে চিত্তভৃঙ্গঃ গাঢ়ং গাঢ়ং গাঢ়তাপ্রকারেণেত্যর্থঃ, লীয়তাং লীনোভবতু ইত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

তস্মাদ্ভক্তিরেব সঙ্গচ্ছত ইত্যাহ তত্তেঽনুকম্পামিতি। তস্মাৎ তে তব অনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণঃ কদা ভবিষ্যতীতি বহুমন্যমান এব। এবশব্দো যথাপেক্ষমগ্রেপ্যনুবর্ত্তনীয়ঃ। আত্মনাকৃতমর্জ্জিতমিত্যবশ্যভোগ্যাতোক্তা, অতস্তত্র সুখদুঃখাদিকমমন্যমান ইত্যর্থঃ, বিপাকং বিবিধকর্ম্মফলং ভুঞ্জান এব। পুরেহ ভূমন্নিত্যাদিরীত্যা তদ্বিধকথয়াভিরুচিতীকৃতায় তে তুভ্যং হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্নমোবিদধদিতি তত্র স্বাসক্তিং কুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ। উপলক্ষণঞ্চৈতদ্দৈন্যাত্মকভক্ত্যন্তরস্য। এবং যো জীবেত স মুক্তিনামকং পদং চরণারবিন্দং, "যেনাপবর্গাখ্যমদভ্রবুদ্ধির্ভেজে খগেন্দ্রধ্বজপাদমূলমিতি" প্রথমে যদ্বা। অত্র সর্গ-বিসর্গশ্চেত্যাদৌ নবমপদার্থরূপায়া মুক্তেরপি পদে আশ্রয়ে দশমপদার্থরূপে। দশমে দশমং লক্ষ্যমিত্যাদি নির্ণীতে ত্বয়ি দায়ভাগ্ ভবতি ভ্রাতৃবণ্টন ইব ত্বমেব তস্য দায়ত্বেন বর্ত্তসে। অতো বরাক্যামুক্তের্বা কা বার্ত্তেত্যর্থঃ ? বুদ্ধিপৌরুষাদিকং বিনাপি জীবতঃ পুত্রস্য দায়প্রাপ্তেঃ। অত্রাপি জীবত্বং ভক্তিমার্গে স্থিতত্বং জ্ঞেয়ং, দৃতয়ইব শ্বসন্তীত্যাদ্যুক্তেঃ। অত্র মুক্তিপদে ইত্যত্র সার্ব্বভৌমেন ভক্তিপদে ইতি পঠিত্বা পাঠঃ পরিবর্ত্তিতঃ ॥ ২৪ ॥

কালপ্রভাবে বিলুপ্তপ্রায় স্বীয় ভক্তিযোগের আবিষ্কারার্থ যিনি কৃষ্ণচৈতন্য নামে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহারই পাদপদ্মে আমার মানসভৃঙ্গ প্রগাঢ়রূপে বিলীন হউক ॥ ২৩ ॥

হে প্রভো ! তোমার অনুকম্পা কবে হইবে—এই প্রতীক্ষায় যে ব্যক্তি অনাসক্ত চিত্তে স্বকৃত বিবিধ কর্ম্মফল ভোগ করতঃ কায়মনোবাক্যে তোমাকে নমস্কার অর্থাৎ দৈন্যাত্মক ভক্তি করিয়া জীবিত থাকিবে, সেই ব্যক্তিই উত্তরাধিকারীর ন্যায় মুক্তিপদে (সার্ব্বভৌম পাঠ করিলেন ভক্তিপদে) অর্থাৎ তোমাতে দায়াধিকার প্রাপ্ত হয় ॥ ২৪ ॥

অনাসক্ত হইয়া বিষয় ভোগ করতঃ কেবল ভগবৎ-কৃপা অপেক্ষাপূর্ব্বক ভজমানদিগের অনায়াসে ভগবৎপ্রাপ্তি হয়। মুক্তিপদে—ভগবচ্চরণের নাম মুক্তি অর্থাৎ মুক্তি নামক তোমার চরণ। অথবা মুক্তির পদ আশ্রয় তোমাতে। এ স্থানে মুক্তিপদ বলিতে ভগবান্। ভক্তি লাভ করিলে দায়প্রাপ্তির ন্যায় বিনাপ্রয়াসে ভগবৎপ্রাপ্তি হয় ॥ ২৪ ॥

১। একতান—একচিত্ত। ২। শ্লোক—স্তুতি-শ্লোক। ৩। ব্রহ্মস্তবের—তন্মধ্যে ভাগবতের ব্রহ্মস্তবের এক শ্লোক পড়িলেন। দুই অক্ষর পাঠ ফিরাইলা—দুইটী অক্ষর পরিবর্ত্তন করিলেন। ৪। আশয়—অভিপ্রায়। ৫। ভক্তি নহে মুক্তিফল—ভক্তিই ফল অর্থাৎ পুরুষার্থ, মুক্তি ফল নহে। ভগবদ্ভক্তিবিমুখকে যে মুক্তিদান করা হয় সে মুক্তিদানে দণ্ডই করা হয়, যেহেতু তাহারা সেবাসুখে বঞ্চিত হয়।

১। কৃষ্ণের বিগ্রহ যেই সত্য নাহি মানে ;
যেই নিন্দা-যুদ্ধাদিক করে তাঁর সনে।
২। সেই দুয়ের দণ্ড হয় ব্রহ্মসাযুজ্য-মুক্তি।
মুক্তি তাঁর ফল নহে—যেই করে ভক্তি।
৩। যদ্যপি মুক্তি হয় এই পঞ্চপ্রকার ;
সালোক্য-সামীপ্য-সারূপ্য-সার্ষ্টি-সাযুজ্য আর।
৪। সালোক্যাদি চারি যদি হয় সেবাদ্বার ;
তবে কদাচিৎ ভক্ত করে অঙ্গীকার।
৫। সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা-ভয় ;
নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয়।

ব্রহ্মে ঈশ্বরে সাযুজ্য—দুই ত প্রকার ;
৬। ব্রহ্মসাযুজ্য হইতে ঈশ্বরসাযুজ্য ধিক্কার !"

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে একোনত্রিংশাধ্যায়ে একাদশশ্লোকে দেবহূতিং প্রতি কপিলদেববাক্যং ;—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত,
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥২৫॥

৭। প্রভু কহে—"মুক্তিপদের আর অর্থ হয় ;
'মুক্তিপদ' শব্দে সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহয়।
৮। মুক্তি পদ যাঁর সেই মুক্তিপদ হয় ;
নবমপদার্থ মুক্তির কিম্বা আশ্রয়।

ইহার টীকা ও অনুবাদ আদিলীলার ৪ পরিচ্ছেদে ৬৯ পৃষ্ঠায় ৩৫ সংখ্যক শ্লোকে দেখুন। ভক্ত ভগবৎসেবা ব্যতীত সালোক্যাদি পঞ্চবিধ মুক্তি প্রদান করিলেও গ্রহণ করেন না, ইহাই এই শ্লোক দ্বারা সপ্রমাণ করিলেন ॥ ২৫ ॥

১। সত্য নাহি মানে—সত্য অর্থাৎ সচ্চিদানন্দঘন বলিয়া স্বীকার করে না এবং যাহারা কৃষ্ণের নিন্দা অর্থাৎ কৃষ্ণশরীর প্রাকৃতসত্ত্বের বিকার বলে, তাঁহার অপ্রাকৃত গুণলীলাদি প্রাকৃত করিয়া স্থাপন করে, শিশুপালাদির ন্যায় তাঁহার গুণকে দোষ বলিয়া কীর্ত্তন করে এবং প্রাকৃত বুদ্ধিতে কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধাদি করে।

২। সেই দুয়ের—যে কৃষ্ণশরীর সত্য করিয়া মানে না, এবং প্রাকৃতবোধে তাঁহার সহিত যুদ্ধাদি ও তাঁহার নিন্দা করে, সেই দুয়ের। মুক্তি···ভক্তি—এবং যে ব্যক্তি কৃষ্ণেতে ভক্তি করে, তাহার ফল মুক্তি নয়—ভক্তি।

৩। এই পঞ্চ প্রকার—পরে কথিত সালোক্যাদি পঞ্চবিধ। সালোক্য ইত্যাদির ব্যাখ্যা আদিলীলার ৩ পরিচ্ছেদে ৩৩ পৃষ্ঠায় দেখুন।

৪। সালোক্যাদি চারি—সালোক্য, সামীপ্য সারূপ্য এবং সার্ষ্টি, এই চারিপ্রকার মুক্তি যদি সেবার দ্বার অর্থাৎ ভগবৎ সেবার আনুকূল্য করে, তবেই কদাচিৎ ভক্ত উক্ত সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধ মুক্তিকে অঙ্গীকার করেন। সালোক্যাদি চারিপ্রকার মুক্তি আবার দ্বিবিধ—(১) সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা—সুখ এবং ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তিই যাহার প্রধান উদ্দেশ্য, এবং প্রেমসেবোত্তরা—প্রেমসেবাই যাহার প্রধান উদ্দেশ্য। অতএব ভক্ত সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা সালোক্যাদি মুক্তি প্রার্থনা করেন না, কিন্তু প্রেমসেবোত্তরা সালোক্যাদি মুক্তিকে সেবার অনুকূল বলিয়া গ্রহণ করেন।

৫। হয় ঘৃণা ভয়—দৈত্যেরা অনায়াসে এই সাযুজ্য লাভ করে, এবং ইহাতে সেবাসুখে বঞ্চিত হইতে হয়—এই বোধে ঘৃণা এবং সেব্য সেবক ভাব বিলুপ্ত হইবে বলিয়া—ভয়। নরক বাঞ্ছয়ে—নরকে ঘোরতর যাতনাভোগ সময়ে কদাচিৎ ভগবৎস্মৃতির সম্ভাবনা থাকে, সাযুজ্যে তাহার সম্ভাবনাও নাই। সেইজন্য ভক্ত বরং নরক বাঞ্ছা করে, তথাপি সাযুজ্য চাহে না।

৬। ব্রহ্মসাযুজ্য—নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে লয়। ঈশ্বরসাযুজ্য—সবিশেষ ভগবানে লয়। ব্রহ্মসাযুজ্য হইলেও যদি ভক্তিবাসনা থাকে, তবে পরে ভক্তিলাভও হইতে পারে, এ কথা গীতাতে বলিয়াছেন যথা :—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং ॥

ব্রহ্মভূত অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং প্রসন্নচেতা, তিনি কাহারও নিমিত্ত শোক এবং অন্য কোন বস্তু প্রার্থনা করেন না। তিনি সর্ব্বভূতে সমদর্শী, অচিরে তিনি আমার প্রেমভক্তি লাভ করেন। কিন্তু ভগবৎসাযুজ্যে তাহার সম্ভাবনা থাকে না। এই নিমিত্ত ঈশ্বরসাযুজ্যকে ধিক্কার দিলেন।

৭। আর অর্থ—অন্য অর্থ।

৮। মুক্তি পদ যার—অর্থাৎ মুক্তি যাহার পদ (চরণ) তাহাকে মুক্তিপদ বলে। এই ব্যাখ্যা অমূলক নহে। প্রথম স্কন্ধে বলিয়াছেন—"যেনাপবর্গাখ্যমদভ্রবুদ্ধির্ভেজে খগেন্দ্রধ্বজপাদমূলমিতি।" অপবর্গ (মুক্তি) আখ্যা (নাম) যার, সেই খগেন্দ্রধ্বজ ভগবানের পাদমূল ভজন করিয়াছিলেন। এই প্রমাণ দ্বারা মুক্তি ভগবচ্চরণের নাম। মুক্তিপদ শব্দের এই এক অর্থ। দ্বিতীয় অর্থ বলিতেছেন—কিম্বা ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে প্রথমশ্লোকে যে দশ পদার্থ বলিয়াছেন, তন্মধ্যে নবমপদার্থরূপ মুক্তির পদ অর্থাৎ আশ্রয় দশমপদার্থরূপ। দশ পদার্থের বিবৃতি আদিলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের [২৮] পৃষ্ঠায় দেখুন।

১। দুই অর্থে কৃষ্ণ কহি,—কাহে পাঠ ফিরি ?”
২। সার্ব্বভৌম কহে—“ও শব্দ কহিতে না পারি।
৩। যদ্যপি তোমারই অর্থ এই শব্দ কহে ;
৪। তথাপি আশ্লিষ্য-দোষে কহন না যায়ে।
৫। যদ্যপিহ ‘মুক্তি’ শব্দের হয় পঞ্চবৃত্তি ;
রূঢ়ি-বৃত্তি কহে তবু সাযুজ্যে প্রতীতি।
৬। ‘মুক্তি’-শব্দ কহিতে হয় ঘৃণা-ত্রাস ;
‘ভক্তি’-শব্দ কহিতে মনে হয় ত উল্লাস।”
শুনিয়া হাসেন প্রভু আনন্দিত মনে ;
ভট্টাচার্য্যেরে কৈল প্রভু দৃঢ় আলিঙ্গনে।
যেই ভট্টাচার্য্য পড়ে, পড়ায় মায়াবাদ ;
তার ঐছে বাক্য স্ফুরে,—চৈতন্যপ্রসাদ !
লোহাকে যাবৎ স্পর্শি হেম নাহি করে ;
তাবৎ স্পর্শমণি কেহ চিনিতে না পারে।
ভট্টাচার্য্যের বৈষ্ণবতা দেখি সর্ব্বজন ;
৭। প্রভুকে জানিল—সাক্ষাৎ-ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাশীমিশ্র আদি যত নীলাচলবাসী ;
শরণ লইল সবে প্রভুপদে আসি।
সেই সব কথা আগে করিব বর্ণন ;
সার্ব্বভৌম করে যৈছে প্রভুর সেবন।
যৈছে পরিপাটী করে ভিক্ষানির্ব্বাহণ ;
বিস্তারিয়া আগে তাহা করিব বর্ণন।
এই মহাপ্রভুর লীলা সার্ব্বভৌম-মিলন ;
ইহা যেই শ্রদ্ধা করি করয়ে শ্রবণ।
জ্ঞান-কর্ম্মপাশ হইতে হয় বিমোচন ;
অচিরে মিলয়ে তারে চৈতন্যচরণ।
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ;
“চৈতন্যচরিতামৃত” কহে কৃষ্ণদাস।

১। দুই অর্থে কৃষ্ণ কহি—মুক্তি পদ যাঁহার তিনিই কৃষ্ণ এবং মুক্তির পদ অর্থাৎ আশ্রয় যিনি তিনিই কৃষ্ণ,—এই দুই প্রকার অর্থেই কৃষ্ণকে বুঝায়। কাহে পাঠ ফিরি ?—কেন পাঠ ফিরাই ? অর্থাৎ মুক্তিপদ না বলিয়া তবে কেন ভক্তিপদ বলি ?

২। ও শব্দ—‘মুক্তি’ শব্দ।

৩। যদ্যপি ..কহে—তোমার অর্থ হইল শ্রীকৃষ্ণ, যদিও এই শব্দ (মুক্তিপদ শব্দ) তোমারই সেই অর্থ কহে (প্রকাশ করিতেছে)।

৪। আশ্লিষ্য দোষ—উভয়ার্থপ্রত্যায়ক অর্থদোষ। অর্থাৎ মুক্তিপদ-শব্দে যেমন কৃষ্ণ এই অর্থ করিলে, তেমনি ঐ শব্দে আবার সাযুজ্য-মুক্তিরও প্রতীতি করে। মুক্তিপদ-শব্দ এই দ্বিবিধ-অর্থযুক্ত হইলেও আপাততঃ মুক্তিকেই বুঝায়, শ্রীকৃষ্ণকে বুঝায় না ; সেইজন্য এস্থলে আশ্লিষ্য দোষ বলিলেন। যায়ে=যায়।

৫। যদ্যপিহ···প্রতীতি—অর্থাৎ সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য এবং সাযুজ্য এই পঞ্চবিধ মুক্তিতেই মুক্তিশব্দের বৃত্তি দেখা যায়, তথাপি রূঢ়িবৃত্তি দ্বারা সাযুজ্যতেই মুক্তি শব্দের প্রতীতি হয়। রূঢ়িবৃত্তি—মুখ্যা-বৃত্তি। ইহার বিবরণ আদিলীলার ৭ পরিচ্ছেদের (১১০) পৃষ্ঠায় দেখুন।

৬। ত্রাস—হৃদয়ের ক্ষোভ। ঘৃণা ও ত্রাসের কারণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় দেখুন।

৭। প্রভুকে···ব্রজেন্দ্রনন্দন—শ্রীমন্মহাপ্রভুই যে অভিন্ন নন্দনন্দন সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌর-কৃষ্ণে যে তত্ত্বতঃ কোন ভেদ নাই,—ইহাই সকলে জানিতে পারিলেন।

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীসার্ব্বভৌমোদ্ধারণো-নাম

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ধন্যং তং নৌমি চৈতন্যং বাসুদেবং দয়ার্দ্রধীঃ।
নষ্টকুষ্ঠং রূপপুষ্টং ভক্তিতুষ্টং চকার যঃ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য! জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈতচন্দ্র! জয় গৌরভক্তবৃন্দ!
এইমতে সার্ব্বভৌমের নিস্তার করিল;
দক্ষিণ-গমনে প্রভুর ইচ্ছা উপজিল।
মাঘ শুক্লপক্ষে প্রভু করিল সন্ন্যাস;
ফাল্গুনে আসিয়া কৈল নীলাচলে বাস।
ফাল্গুনের শেষে দোলযাত্রা সে দেখিল;
প্রেমাবেশে বহুবিধ নৃত্যগীত কৈল।
চৈত্রে রহি কৈল সার্ব্বভৌম-বিমোচন;
বৈশাখের প্রথমে দক্ষিণে যাইতে হৈল মন।
নিজগণ আনি কহে বিনয় করিয়া—
আলিঙ্গন করি সবায় শ্রীহস্তে ধরিয়া—
"তোমা সবা জানি আমি প্রাণাধিক করি;
প্রাণ ছাড়া যায়, তোমা ছাড়িতে না পারি।
তুমি সব বন্ধু মোর, বন্ধুকৃত্য কৈলে;
ইঁহা আনি মোরে জগন্নাথ দেখাইলে।
১। এবে সবা-স্থানে মুঞি মাগোঁ এক দানে;
সবে মিলি আজ্ঞা দেহ যাইব দক্ষিণে।
বিশ্বরূপ-উদ্দেশে আমি অবশ্য যাইব;
২। একাকী যাইব, কাহো সঙ্গে না লইব।
সেতুবন্ধ হৈতে আমি না আসি যাবৎ;
নীলাচলে তুমি সব রহিবে তাবৎ।"
৩। বিশ্বরূপ-সিদ্ধিপ্রাপ্তি জানেন সকল;
৪। দক্ষিণদেশ উদ্ধারিতে করেন এই ছল।
শুনিয়া সবার মনে হৈল মহা দুঃখ;
বজ্র যেন মাথে পড়ে, শুকাইল মুখ।
নিত্যানন্দপ্রভু কহে—"ঐছে কৈছে হয়?
৫। একাকী যাইবে তুমি কে ইহা সহয়?
৬। এক দু'য়ে সঙ্গে চলুক্, না পড় হঠ-রঙ্গে;
যারে কহ সেই দুই চলুক্ তোমার সঙ্গে।

অন্বয়মিতি। তং প্রসিদ্ধং ধন্যং বহিঃপ্রকটিতপ্রেমসম্পত্তিং চৈতন্যং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবমহং নৌমি স্তৌমি। মূল স্তুত্যাবিতি। যো দয়য়া স্বাভাবিক্যা আর্দ্রা ধীর্যস্য সঃ। কুষ্ঠরোগিণং বাসুদেবং তন্নামানং বিপ্রং। নষ্টং তিরোহিতং কুষ্ঠং যস্যেতি তথাভূতং। এতেন তস্য প্রারব্ধগারিত্বং সূচিতং। ন কেবলমেতাবন্মাত্রং রূপপুষ্টং পূর্ব্বতোঽপ্যধিকতরস্বরূপসম্পন্নং। ন তু তাবন্মাত্রেণৈব নিবৃত্তঃ, কিন্তু ভক্ত্যা প্রেম্না প্রেমদানেনেত্যর্থঃ, তুষ্টং প্রাপ্তাভোগং চকার ॥ ১ ॥

যিনি নিজদয়াপরবশ হইয়া কুষ্ঠরোগগ্রস্ত বাসুদেব-নামক ব্রাহ্মণকে কুষ্ঠনষ্ট রূপ হইতেও অধিকতর সুরূপ সম্পন্ন এবং প্রেমভক্তি প্রদান করতঃ পরম পরিতুষ্ট করিয়াছেন, আমি সেই ধন্য চৈতন্যদেবকে স্তুতি করি ॥ ১ ॥

যাঁহার অসীম দয়ার প্রভাবে দুষ্ট প্রারব্ধজনিত গলিত কুষ্ঠ পর্য্যন্ত তিরোহিত হয়, তাঁহার কৃপা হইলে আমি অনায়াসে তাঁহার লীলা বর্ণন করিতে সমর্থ হইব—ইহাই গ্রন্থকর্ত্তার অভিপ্রায় ॥ ১ ॥

১। সবা স্থানে—সকলের নিকট। মাগোঁ—মাগিতেছি। ২। কাহো—কাহাকেও। ৩। সিদ্ধিপ্রাপ্তি—সন্ন্যাসিদিগের দেহত্যাগকে সিদ্ধিপ্রাপ্তি বলে। ৪। এই ছল—অর্থাৎ বিশ্বরূপের উদ্দেশ করিবার ছল করিয়া দক্ষিণদেশকে উদ্ধার করিবেন। ৫। সহয়—সহ্য করিতে পারে? ৬। না পড় হঠ রঙ্গে—হঠাৎ কোন বিপদে না পড়। হঠের হস্তে না পড়।

দক্ষিণের তীর্থপথ আমি সব জানি,
আমি সঙ্গে যাই প্রভু আজ্ঞা দেহ তুমি।”
প্রভু কহে—“আমি নর্ত্তক, তুমি সূত্রধার,
তুমি যৈছে নাচাও, তৈছে নর্ত্তন আমার।
সন্ন্যাস করিয়া আমি চলিলাম বৃন্দাবন,
তুমি আমা লঞা আইলে অদ্বৈতভবন।
নীলাচল আসিতে পথে ভাঙ্গিলা মোর দণ্ড,
১। তোমা সবার গাঢ় স্নেহে আমার কার্য্য ভণ্ড।
জগদানন্দ চাহে আমা বিষয় ভুঞ্জাতে,
যেই কহে, ভয়ে সেই চাহিয়ে করিতে।
কভু যদি ইঁহার বাক্য করিয়ে অন্যথা,
২। ক্রোধে তিনদিন মোরে নাহি কহে কথা।
মুকুন্দ হয়েন দুঃখী দেখি সন্ন্যাসধর্ম্ম,—
তিনবার শীতে স্নান, ভূমিতে শয়ন।
অন্তরে দুঃখী মুকুন্দ নাহি কহে মুখে,
ইঁহার দুঃখ দেখি মোর দ্বিগুণ হয় দুঃখে।
আমি ত সন্ন্যাসী,—দামোদরব্রহ্মচারী,
৩। সদা রহে আমার উপর শিক্ষাদণ্ড ধরি।
৪। ইঁহার আগে আমি না জানি ব্যবহার,
৫। ইঁহারে না ভায় স্বতন্ত্র চরিত্র আমার।
৬। লোকাপেক্ষা নাহি ইঁহার কৃষ্ণকৃপা হৈতে,
আমি কভু লোকাপেক্ষা না পারি ছাড়িতে।
অতএব তুমি সব রহ নীলাচলে,
দিন কত তীর্থ আমি ভ্রমিব একলে।”
৭। ইঁহা-সবার বশ প্রভু হয়েন যে-যে গুণে,
দোষারোপ-ছলে করেন গুণ আস্বাদনে।
৮। চৈতন্যের ভক্তবাৎসল্য অকথ্য-কথন,
আপনে বৈরাগ্যদুঃখ করেন সহন।
সেই দুঃখ দেখি যেই ভক্ত দুঃখ পায়,
সেই দুঃখ তাঁর শক্ত্যে সহন না যায়।
গুণে দোষোদ্গার ছলে সবা নিষেধিয়া,
একাকী ভ্রমিবেন তীর্থ বৈরাগ্য করিয়া।
৯। তবে চারিজন বহু মিনতি করিল,
স্বতন্ত্র-ঈশ্বর প্রভু, কভু না মানিল।
১০। তবে নিত্যানন্দ কহে—“যে আজ্ঞা তোমার,
দুঃখ সুখ যে হউক সেই কর্ত্তব্য আমার।
কিন্তু এক নিবেদন করোঁ আর বার,
বিচার করিয়া তাহা কর অঙ্গীকার।
কৌপীন-বহির্বাস আর জলপাত্র,
আর কিছু সঙ্গে নাহি যাবে, এই মাত্র।

১। তোমা সবার...ভণ্ড—অর্থাৎ তোমরা স্নেহ করিয়া আমার হিত করিতে চাও, কিন্তু তাহাতে আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম ভণ্ড হয়।

২। মোরে—আমার সহিত। ৩। শিক্ষাদণ্ড ধরি—দামোদরপণ্ডিত শ্রীমহাপ্রভুকে বিধবা ব্রাহ্মণীর পুত্র সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়া বাক্যদণ্ড করিয়াছিলেন। অন্ত্যলীলার ৩ পরিচ্ছেদে দেখুন। ৪। ইঁহার...ব্যবহার—কিরূপে কাহার সহিত ব্যবহার করা উচিত, তাহা আমি দামোদরের অপেক্ষা অধিক কিছুই জানিনা। ৫। ইঁহারে...আমার—অর্থাৎ স্বাধীনভাবে আমার কোন কার্য্য করা, ইঁহার ভাল বলিয়া বোধ হয় না।

৬। লোকাপেক্ষা...হৈতে—যাহাতে নিজধর্ম্মের ক্ষতি হয়, কৃষ্ণকৃপায় ইঁহার তাদৃশ লোকাপেক্ষা নাই, অর্থাৎ লৌকিকতা রক্ষা করিতে গিয়া ইনি স্বধর্ম্ম বিনষ্ট করেন না; কিন্তু আমার কৃষ্ণকৃপার অভাবে সম্পূর্ণ লোকাপেক্ষা আছে। অতএব ইঁহাকেও সঙ্গে লইতে পারিব না।

৭। ইঁহা সবার—নিত্যানন্দ প্রভৃতির। প্রভু ইঁহাদিগের যে যে গুণে বশীভূত, দোষারোপচ্ছলে সেই সেই গুণকীর্ত্তন করিয়া স্বয়ং আস্বাদন করিলেন।

৮। অকথ্য কথন—যে ভক্তবাৎসল্য-গুণের কথন অকথ্য অর্থাৎ কহিতে অশক্য, সেই ভক্তবাৎসল্য দেখাইতেছেন। প্রভু আপনি যে বৈরাগ্য-দুঃখ সহ্য করেন, তাহাতে তাঁহার নিজের কোনই ক্লেশ বোধ হয় না, কিন্তু তাঁহার সেই দুঃখে ভক্তগণ যারপর নাই দুঃখ পান। ভক্তগণের সেই দুঃখ সহ্য করা কিন্তু তাঁর শক্ত্যে কুলায় না; অর্থাৎ যে শক্তিতে তিনি ঘোরতর কঠোরতা অনায়াসে সহ্য করেন, সেই পরিপূর্ণ শক্তিদ্বারাও কিন্তু ভক্তদুঃখজনিত স্বীয় দুঃখটী সহ্য করিতে পারেন না। ইহাই ভক্তবাৎসল্য-গুণের অসীম মহিমা।

৯। চারিজন—নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, মুকুন্দ ও দামোদর পণ্ডিত এই চারিজন সঙ্গে যাইবার জন্য অনেক মিনতি করিলেন।

১০। যে আজ্ঞা তোমার—দুঃখই হউক আর সুখই হউক, তোমার যাহা আজ্ঞা তাহাই আমাদিগের কর্ত্তব্য।

১। তোমার দুই হস্ত বদ্ধ নাম-গণনে,
জলপাত্র-বহির্ব্বাস বহিবে কেমনে ?
প্রেমাবেশে পথে তুমি হবে অচেতন,
২। এ সব সামগ্রী তোমার কে করে রক্ষণ ?
কৃষ্ণদাস-নাম এই সরল ব্রাহ্মণ,
ইহারে সঙ্গে করি লহ, ধর নিবেদন।
জলপাত্র-বস্ত্র বহি' তোমা-সঙ্গে যাবে,
৩। যে তোমার ইচ্ছা কর—কিছু না বলিবে।"
৪। তবে তাঁর বাক্য প্রভু করি অঙ্গীকারে,
তাঁহা সবা লঞা গেল সার্ব্বভৌম-ঘরে।
নমস্করি সার্ব্বভৌম আসন নিবেদিল,
সবাকারে মিলি প্রভু আসনে বসিল।
নানা কৃষ্ণবার্ত্তা কহি কহিল তাঁহারে—
"তোমার ঠাঞি আইলাম আজ্ঞা মাগিবারে।
সন্ন্যাস করি বিশ্বরূপ গিয়াছে দক্ষিণে,
অবশ্য করিব আমি তাঁর অন্বেষণে।
আজ্ঞা দেহ, অবশ্য আমি দক্ষিণে চলিব,
৫। তোমার আজ্ঞাতে সুখে নেউটি আসিব।"
শুনি সার্ব্বভৌম হৈলা অত্যন্ত কাতর,
চরণে ধরিয়া কহে বিষাদ উত্তর—
"বহুজন্মের পুণ্যফলে পাইনু তোমা সঙ্গ,
হেন সঙ্গ বিধি মোরে করিলেক ভঙ্গ !
শিরে বজ্র পড়ে যদি পুত্র মরি যায়,
তাহা সহি, তোমার বিচ্ছেদ সহন না হয়।
স্বতন্ত্র-ঈশ্বর তুমি করিবে গমন,
দিন কত রহ, দেখি তোমার চরণ।"
৬। তাঁহার বিনয়ে প্রভুর শিথিল হইল মন,
রহিল দিবস কত না কৈল গমন।
ভট্টাচার্য্য আগ্রহ করি করেন নিমন্ত্রণ,
গৃহে পাক করি প্রভুকে করান ভোজন।
তাঁহার ব্রাহ্মণী—তাঁর নাম 'ষাঠীর মাতা',
রান্ধি ভিক্ষা দেন তিঁহো, আশ্চর্য্য তাঁর কথা।
আগে ত কহিব তাহা করিয়া বিস্তার,
এবে কহি প্রভুর দক্ষিণযাত্রা-সমাচার।
দিন পাঁচ রহি প্রভু ভট্টাচার্য্যের স্থানে,
চলিবার লাগি আজ্ঞা মাগিলা আপনে।
প্রভুর আগ্রহে ভট্ট সম্মত হইলা,
৭। প্রভু তাঁরে লঞা জগন্নাথমন্দিরে গেলা।
৮। দর্শন করি ঠাকুর-আগে আজ্ঞা মাগিল,
পূজারী মালাপ্রসাদ প্রভুরে আনি দিল।
আজ্ঞামালা পাঞা হর্ষে নমস্কার করি,
আনন্দে দক্ষিণদেশে চলে গৌরহরি।
ভট্টাচার্য্য সঙ্গে আর যত নিজজন,
জগন্নাথ প্রদক্ষিণ করি করিলা গমন ;
৯। সমুদ্রতীরে-তীরে আলালনাথ-পথে।
সার্ব্বভৌম কহিলেন আচার্য্য গোপীনাথে—
১০। "চারি কৌপীন বহির্ব্বাস রাখিয়াছি ঘরে,
তাহা প্রসাদান্ন লঞা আইস বিপ্রদ্বারে।"
তবে সার্ব্বভৌম কহে প্রভুর চরণে—
"অবশ্য পালিবে প্রভু মোর নিবেদনে।

১। দুই হস্ত বদ্ধ নামগণনে—অর্থাৎ পথে চলিবার সময় দক্ষিণহস্তের অঙ্গুলীপর্ব্বে নাম জপ করিবেন, বামহস্তের অঙ্গুলীরেখাতে জপসংখ্যা রাখিবেন, সুতরাং দুই হস্তই নাম গণনায় বদ্ধ থাকিবে। ২। এ সব সামগ্রী—জলপাত্র ও বহির্বাস।

৩। যে তোমার…বলিবে—তুমি স্বতন্ত্রভাবে কোন কার্য্য করিতে পারিবে না বলিয়া আমাদিগের কাহাকেও তোমার সঙ্গে দিইতেছি না, কিন্তু কৃষ্ণদাস সঙ্গে যাইলে তোমার স্বতন্ত্রতার ব্যাঘাত হইবে না, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিবে, কৃষ্ণদাস কিছুই বলিবে না।

৪। তাঁর—নিত্যানন্দ প্রভুর। ৫। নেউটি—ফিরিয়া।

৬। শিথিল হইল মন—অর্থাৎ তৎকালে গমনে মনের শৈথিল্য হইল। ৭। তাঁরে—ভট্টাচার্য্যেরে। ৮। ঠাকুর আগে—জগন্নাথের নিকটে। ৯। আলালনাথ—পুরীর নৈঋতকোণে পাঁচ ক্রোশ অন্তরে আলালনাথ, এইস্থানে আলালনাথ নামে চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তি আছেন।

১০। চারি…বহির্বাস—চারিপ্রস্ত কৌপীন এবং বহির্বাস।

রামানন্দরায় আছে গোদাবরীতীরে ;
১। অধিকারী হয়েন তিঁহো বিদ্যানগরে।
শূদ্র বিষয়ী জ্ঞানে উপেক্ষা না করিবে ;
আমার বচনে তাঁরে অবশ্য মিলিবে।
তোমার সঙ্গের যোগ্য তিঁহো একজন ;
২। পৃথিবীতে রসিক ভক্ত নাহি তাঁর সম।
পাণ্ডিত্য আর ভক্তিরস দুহেঁর তিঁহো সীমা ;
সম্ভাষিলে জানিবে তুমি তাঁহার মহিমা।
অলৌকিক বাক্য-চেষ্টা তাঁর না বুঝিয়া ;
পরিহাস করিয়াছি তাঁরে বৈষ্ণব জানিয়া।
তোমার প্রসাদে এবে জানিনু তাঁর তত্ত্ব ;
সম্ভাষিলে জানিবে তাঁর যেমন মহত্ত্ব।"
অঙ্গীকার করি প্রভু তাঁহার বচন ;
তাঁরে বিদায় দিতে তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
"ঘরে কৃষ্ণ ভজি মোরে করিহ আশীর্ব্বাদে ;
নীলাচলে আসি যেন তোমার প্রসাদে।"—
এত বলি মহাপ্রভু করিলা গমন ;
মূর্চ্ছিত হইয়া তাঁহা পড়িলা সার্ব্বভৌম।
তাঁরে উপেক্ষিয়া কৈল শীঘ্র গমন ;
কে বুঝিতে পারে মহাপ্রভুর চিত্ত-মন ?
মহানুভাবের চিত্তের-স্বভাব এই হয় ;
পুষ্পসম কোমল—কঠিন বজ্রময়।

তথাহি ভবভূতিকৃত বীরচরিত্রস্থোত্তরচরিতে তৃতীয়াঙ্কে ত্রয়োবিংশঃ শ্লোকঃ—

বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো নু বিজ্ঞাতুমীশ্বর ॥২॥

নিত্যানন্দপ্রভু ভট্টাচার্য্যে উঠাইলা ;
তাঁর লোক সঙ্গে তাঁরে ঘরে পাঠাইলা।
ভক্তগণ শীঘ্র আসি লৈল প্রভুর সাথ ;
বস্ত্র-প্রসাদ লঞা তবে আইলা গোপীনাথ।
সবা সঙ্গে প্রভু তবে আলালনাথ আইলা ;
নমস্কার করি তাঁরে বহু স্তুতি কৈলা।
প্রেমাবেশে নৃত্য-গীত কৈল কতক্ষণ ;
দেখিতে আইলা তাঁহা বৈসে যতজন।
চৌদিকেতে সব লোক বলে 'হরি হরি' ;
প্রেমাবেশ মধ্যে নৃত্য করে গৌরহরি।
কাঞ্চনসদৃশ দেহ, অরুণ বসন ;
৩। পুলকাশ্রু-কম্প-স্বেদ—তাহাতে ভূষণ।
দেখিতে লোকের মনে হৈল চমৎকার !
যত লোক আইসে কেহ নাহি যায় ঘর।
৪। কেহ নাচে, কেহ গায়—'শ্রীকৃষ্ণ গোপাল' ;
প্রেমেতে ভাসিল লোক স্ত্রী-বৃদ্ধ-আবাল।
দেখি নিত্যানন্দপ্রভু কহে ভক্তগণে—
"এইরূপে আগে নৃত্য হবে গ্রামে গ্রামে।"
অতিকাল হৈল লোক ছাড়িয়া না যায় ;
তবে নিত্যানন্দগোসাঞী সৃজিল উপায়।
মধ্যাহ্ন করিতে গেলা প্রভুকে লইয়া ;
তাহা দেখি লোক আইসে চৌদিকে ধাইয়া।
মধ্যাহ্ন করিয়া আইলা দেবতামন্দিরে ;
নিজগণ প্রবেশি কপাট দিল বহির্দ্বারে।

বজ্রাদপীতি। কদাচিৎ বজ্রাদপি মহাকুলিশাদপি কঠোরাণি কঠিনানি, কদাচিৎ কুসুমাদপি মৃদূনী কোমলানীত্যর্থঃ। লোকোত্তরাণামলৌকিকানাং ভগবদাদীনাং চেতাংসি অন্তঃকরণানি নু ভো বিজ্ঞাতুং কো হি ঈশ্বরঃ সমর্থো, ন কোপীত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

বজ্র হইতেও কঠিন এবং কুসুম হইতেও কোমল মহানুভবদিগের চিত্ত জানিতে কে সমর্থ ? ২ ॥

১। অধিকারী—অর্থাৎ রাজপ্রতিনিধি। ২। রসিক—ভক্তিরস আস্বাদনে নিপুণ। ৩। পুলকাশ্রু…ভূষণ—পুলক অশ্রু প্রভৃতি সাত্ত্বিকভাব-সকল অঙ্গের অলঙ্কার স্বরূপ। ৪। কেহ নাচে…গোপাল—"শ্রীকৃষ্ণ-গোপাল" এই নাম কীর্ত্তন করিয়া সকলে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

১। তবে গোপীনাথ দুই প্রভুকে ভিক্ষা করাইল,
প্রভুর শেষ প্রসাদান্ন সবে বাঁটি খাইল।
শুনি শুনি লোক সব আসি বহির্দ্বারে;
'হরি হরি' বলি লোক কলরব করে।
তবে মহাপ্রভু দ্বার করাইল মোচন;
আনন্দে আসিয়া লোক কৈল দরশন।
এইমত সন্ধ্যা পর্য্যন্ত লোক আসে যায়;
বৈষ্ণব হইল লোক সব নাচে গায়।
এইরূপে সেই ঠাঞি ভক্তগণ সঙ্গে;
সেই রাত্রি গোঙাইল কৃষ্ণকথারঙ্গে।
প্রাতঃকালে স্নান করি করিল গমন,
ভক্তগণে বিদায় দিল করি আলিঙ্গন।
মূর্চ্ছিত হইয়া সবে ভূমিতে পড়িলা,
তাঁহা সবা পানে প্রভু ফিরি না চাহিলা।
বিচ্ছেদে ব্যাকুল প্রভু চলিলা দুঃখী হঞা,
২। পাছে কৃষ্ণদাস যায় জলপাত্র লঞা।
৩। ভক্তগণ উপবাসী তাঁহাঞি রহিলা।
৪। আর দিনে দুঃখী হঞা নীলাচলে আইলা।
মত্তসিংহপ্রায় প্রভু করিলা গমন,
প্রেমাবেশে যায় করি নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
তথাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাক্যং;—
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে!
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে!
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাং!
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাং!
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাং!
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাং!

এই শ্লোক পথে পড়ি চলে গৌরহরি,
লোক দেখি পথে কহে—'বল হরি হরি'।
সেই লোক প্রেমে মত্ত বলে—হরি কৃষ্ণ,
প্রভুর পাছে পাছে যায় দর্শনে সতৃষ্ণ।
কতক্ষণ রহি প্রভু তারে আলিঙ্গিয়া,
৫। বিদায় করেন তারে শক্তি সঞ্চারিয়া।
সেইজন নিজগ্রামে করিয়া গমন,
কৃষ্ণ বলে, হাসে কান্দে, নাচে অনুক্ষণ।
যারে দেখে তারে কহে—'কহ কৃষ্ণ নাম',
এইমত বৈষ্ণব কৈল সব নিজগ্রাম।
গ্রামান্তর হৈতে দেবে আইল যত জন,
তাঁর দর্শন-কৃপায় হয় তাঁর সম।
৬। সেই যাই গ্রামের লোক বৈষ্ণব করয়,
অন্যগ্রামী আসি তাঁরে দেখি বৈষ্ণব হয়।
সেই যাই অন্য গ্রামে করে উপদেশ,
এইমতে বৈষ্ণব হৈল সব দক্ষিণদেশ।
এইমত পথে যাইতে শত শত জন,
বৈষ্ণব করেন তাঁরে করি আলিঙ্গন।
যেই গ্রামে রহি ভিক্ষা করেন যার ঘরে,
সেই গ্রামের যত লোক আইসে দেখিবারে,
প্রভুর কৃপায় হয় মহাভাগবত,
সে সব আচার্য্য হঞা তারিলা জগৎ।
এইমত কৈলা যাবৎ গেলা সেতুবন্ধে,
সর্ব্বদেশ বৈষ্ণব হৈল প্রভুর সম্বন্ধে।
নবদ্বীপে যেই শক্তি না কৈল প্রকাশে,
সে শক্তি প্রকাশি নিস্তারিল দক্ষিণদেশে।

১। দুই প্রভুকে · করাইল—সেকালেও নিত্যানন্দপ্রভু সন্ন্যাসী ছিলেন, সেইজন্য গোপীনাথাচার্য্য তাঁহাকেও ভিক্ষা দিলেন।

২। পাছে = পশ্চাৎ। ৩। তাঁহাঞি = সেইখানেই।

৪। আর দিন = তাহার পর দিন।

৫। বিদায় ··সঞ্চারিয়া—অর্থাৎ কলিধর্ম্মপ্রচারিকা শক্তি তাহাতে সঞ্চারিত করিয়া তাহাকে বিদায় করিলেন। এই শক্তিপ্রভাবে সে ব্যক্তি যাহাকে হরি বলিতে বলিবেন, সেই হরি বলিয়া নৃত্য করিবে। এই কার্য্যটী ঐশিক শক্তি ব্যতীত হইতে পারে না। সে শক্তিরহিত হইয়া যদি হরিনাম উপদেশ দেয়, তাহাতে কাহারও আগ্রহ হয় না। ৬। যাই—যাইয়া।

প্রভুরে যে ভজে, তারে তাঁর কৃপা হয় ;
সেই সে এ সব লীলা সত্য করি লয় ।
অলৌকিক লীলায় যার না হয় বিশ্বাস ;
ইহলোক-পরলোক তার হয় নাশ ।
প্রথমেই কহিল প্রভুর যেরূপে গমন ;
এইমত জানিহ যাবৎ দক্ষিণভ্রমণ ।
১। এইমত যাইতে যাইতে গেলা কূর্ম্মস্থানে ;
কূর্ম্ম দেখি কৈল তাঁরে স্তবন-প্রণামে ।
প্রেমাবেশে হাসি কান্দি নৃত্য-গীত কৈল ;
দেখি সর্ব্বলোক চিত্তে চমৎকার হৈল ।
আশ্চর্য্য শুনিয়া লোক আইল দেখিবারে ;
প্রভুর রূপ প্রেম দেখি হৈলা চমৎকারে !
২। দর্শনে বৈষ্ণব হৈল, বলে—'কৃষ্ণ হরি' ;
প্রেমাবেশে নাচে লোক ঊর্দ্ধবাহু করি ।
কৃষ্ণনাম লোকমুখে শুনি অবিরাম ;
সেই লোক বৈষ্ণব কৈল অন্য সব গ্রাম ।
এইমত পরম্পরায় সব দেশ বৈষ্ণব হৈল ;
কৃষ্ণনামামৃত-বন্যায় দেশ ভাসাইল ।
কতক্ষণে প্রভু যদি বাহ্য প্রকাশিল ;
কূর্ম্মের সেবক বহু সম্মান করিল ।
সেই গ্রামে যায়—তাঁহা এই ব্যবহার ;
এক ঠাঞি কহিল, না কহিব আর বার ।
৩। কূর্ম্ম নামে সেই গ্রামে বৈদিক ব্রাহ্মণ ;
৪। বহু শ্রদ্ধা-ভক্ত্যে কৈল প্রভুরে নিমন্ত্রণ ।
ঘরে আনি প্রভুর কৈল পদ-প্রক্ষালন ;
সেই জল স্ববংশসহিত করিল ভক্ষণ ।
অনেক প্রকারে স্নেহে ভিক্ষা করাইল ;
গোসাঞীর শেষান্ন সবংশে খাইল ।—
৫। "যেই পাদপদ্ম তোমার ব্রহ্মা ধ্যান করে ;
সেই পাদপদ্ম সাক্ষাৎ আইল মোর ঘরে ।
মোর ভাগ্যের সীমা না যায় কথন ;
আজি মোর শ্লাঘ্য হৈল জন্ম-কুল-ধর্ম্ম ।
কৃপা কর প্রভু মোরে যাঙ তোমা সঙ্গে,
সহিতে না পারোঁ দুঃখ বিষয়-তরঙ্গে ।"
প্রভু কহে—"ঐছে বাত কভু না কহিবা,
৬। গৃহে রহি কৃষ্ণনাম নিরন্তর নিবা ।
যারে দেখ, তারে কর 'কৃষ্ণ'-উপদেশ,
৭। আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ ।
কভু না বাধিবে তোমায় বিষয়-তরঙ্গ,
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ ।"
এইমত যার ঘরে করে প্রভু ভিক্ষা,
সেই ঐছে কহে, তারে করায় এই শিক্ষা ।
পথে যাইতে দেবালয় রহে যেই গ্রামে,
৮। যার ঘরে ভিক্ষা করে, সেই মহাজনে ।
কূর্ম্মে যৈছে রীতি তৈছে কৈল সর্ব্ব ঠাঞি,
নীলাচলে পুনঃ যাবৎ না আইলা গোসাঞি ।
৯। অতএব ইহাঁ কহিল করিয়া বিস্তার,
এইমত জানিবে প্রভুর সর্ব্বত্র ব্যবহার ।
১০। এইমত সেই রাত্রি তাঁহাই রহিলা,
প্রাতঃকালে প্রভু স্নান করিয়া চলিলা ।
১১। প্রভু অনুব্রজি কূর্ম্ম বহুদূর আইলা,
প্রভু তাঁরে যত্ন করি ঘরে পাঠাইলা ।
বাসুদেব নামে এক দ্বিজ মহাশয়,
১২। সর্ব্বাঙ্গে গলিত কুষ্ঠ তাতে কীড়াময় ।

১। কূর্ম্মস্থান—কূর্ম্মক্ষেত্র। এস্থানে কূর্ম্মাবতারের মূর্ত্তি আছেন। ২। বলে 'কৃষ্ণ হরি'—যাহারা মহাপ্রভুকে দর্শন করে, তাহারাই কৃষ্ণ হরি এই নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিল। ৩। সেই গ্রামে—কূর্ম্মক্ষেত্রে। অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণের গৃহে মহাপ্রভু ভিক্ষা করিলেন তাহার নামও কূর্ম্ম। ৪। শ্রদ্ধা ভক্ত্যে—শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত। ৫। "যেই…বিষয় তরঙ্গে"—এই কয় ছত্র কূর্ম্ম ব্রাহ্মণের উক্তি। ৬। নিবা—লইবা। ৭। তার'—নিস্তার কর। ৮। সেই মহাজনে—সেই ব্যক্তিই মহাজন অর্থাৎ পরম বৈষ্ণব হয়। ৯। ইহাঁ—এইস্থলে। ১০। তাঁহাই—সেই কূর্ম্মক্ষেত্রেই। ১১। কূর্ম্ম—কূর্ম্ম নামক ব্রাহ্মণ। ১২। কীড়াময়—বহু কীটাকীর্ণ।

অঙ্গ হৈতে যেই কীড়া খসিয়া পড়য়,
১। উঠাইয়া সেই কীড়া রাখে সেই ঠাঁয়।
রাত্রিতে শুনিলা তিঁহো গোসাঞীর আগমন,
দেখিবারে আইলা প্রভাতে কূর্ম্মের ভবন।
প্রভুর গমন কূর্ম্ম-মুখেতে শুনিয়া,
ভূমিতে পড়িলা দুঃখে মূর্চ্ছিত হইয়া।
অনেকপ্রকার বিলাপ করিতে লাগিলা,
সেইক্ষণে আসি প্রভু তাঁরে আলিঙ্গিলা।
২। প্রভুস্পর্শে দুঃখ সঙ্গে কুষ্ঠ দূরে গেল,
আনন্দ সহিতে অঙ্গ সুন্দর হইল।
প্রভুর কৃপা দেখি তাঁর বিস্ময় হৈল মন,
শ্লোক পড়ি পায়ে ধরি করেন স্তবন।—

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একাশীতিতমাধ্যায়ে চতুর্দ্দশশ্লোকে কৃষ্ণমুদ্দিশ্য শ্রীসুদামব্রাহ্মণবাক্যং—

কাহং দরিদ্রঃ পাপীয়ান্ ক কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতনঃ।
ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ॥ ৩॥

বহু স্তুতি করি কহে—"শুন দয়াময়!
জীবে এই গুণ নাহি,—তোমাতেই হয়।
মোরে দেখি মোর গন্ধে পলায় পামর,
৩। হেন মোরে স্পর্শ' তুমি—স্বতন্ত্র ঈশ্বর!
কিন্তু আছিলাম ভাল অধম হইয়া,
এবে অহঙ্কার মোর জন্মিবে আসিয়া।"
প্রভু কহে—"কভু তোমার না হবে অভিমান,
নিরন্তর কহ তুমি কৃষ্ণ-কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ উপদেশি কর জীবের নিস্তার,
৪। অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিবেন অঙ্গীকার।"
এতেক কহিয়া প্রভু কৈল অন্তর্ধানে,
দুই বিপ্র গলাগলি কান্দে প্রভুর গুণে।
'বাসুদেবোদ্ধার' এই কহিল আখ্যান,
'বাসুদেবামৃতপদ' হৈল প্রভুর নাম।
এই ত কহিল প্রভুর প্রথম গমন—
কূর্ম্ম দরশন—বাসুদেব-বিমোচন।
শ্রদ্ধা করি এই লীলা যে করে শ্রবণ,
অচিরাতে মিলে তারে চৈতন্যচরণ।
চৈতন্যলীলার আদি-অন্ত নাহি জানি,
সেই লিখি যেই মহান্তের মুখে শুনি।
৫। ইথে অপরাধ মোর না লইও ভক্তগণ,
তোমা-সবার চরণ মোর একান্তশরণ।
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ,
"চৈতন্যচরিতামৃত" কহে কৃষ্ণদাস।

এই শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলার (১৭) পরিচ্ছেদে (১৭২) পৃষ্ঠায় ৬ অঙ্কে দেখুন॥ ৩॥

১। উঠাইয়া··ঠাঁয়—নিজের শরীরের শোণিত দ্বারা সেই সকল কীটগণকে পোষণ করেন।

২। দুঃখ সঙ্গে—দুঃখের সহিত। অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীঅঙ্গস্পর্শে বাসুদেবের দুঃখ ত দূর হইলই, অধিকন্তু তাঁহার সেই দুরারোগ্য কুষ্ঠব্যাধিও দূর হইল। ৩। স্পর্শ—স্পর্শন কর।

৪। অচিরাতে—অচিরাৎ, সত্বরই। ৫। ইথে—ইহাতে।

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীবাসুদেবোদ্ধার-নাম সপ্তম পরিচ্ছেদঃ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সঞ্চার্য্য রামাভিধভক্তমেঘে,
স্বভক্তিসিদ্ধান্তচয়ামৃতানি।
গৌরাব্ধিরেতৈরমুনা বিতীর্ণৈ-
স্তজ্জ্ঞত্বরত্নালয়তাং প্রয়াতি ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য ! জয় নিত্যানন্দ !
জয়াদ্বৈতচন্দ্র ! জয় গৌরভক্তবৃন্দ !

পূর্ব্বরীতে প্রভু আগে গমন করিলা ;
১। জিয়ড়-নৃসিংহক্ষেত্রে কত দিনে গেলা।
নৃসিংহ দেখিয়া কৈল্ দণ্ডবৎ-প্রণতি ;
প্রেমাবেশে কৈল বহু নৃত্যগীতস্তুতি।—
'শ্রীনৃসিংহ ! জয় নৃসিংহ ! জয় জয় নৃসিংহ !
২। প্রহ্লাদেশ ! জয় পদ্মামুখপদ্মভৃঙ্গ !'

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে নবমাধ্যায়ে প্রথমশ্লোকস্য শ্রীধরস্বামিকৃতব্যাখ্যায়াং ধৃতাগমঃ—

উগ্রোঽপ্যনুগ্র এবায়ং স্বভক্তানাং নৃকেশরী,
কেশরীব·স্বপোতানামন্যেষামুগ্রবিক্রমঃ ॥২॥

এইমত নানা শ্লোক পড়ি স্তুতি কৈল ;
নৃসিংহ-সেবক মালাপ্রসাদ আনি দিল।
৩। পূর্ব্ববৎ কোন বিপ্র কৈল নিমন্ত্রণ ;
সেই রাত্রি তাঁহা রহি করিলা গমন।
প্রভাতে উঠিয়া চলিলা প্রেমাবেশে।
৪। দিখিদিগ্ নাহি জ্ঞান রাত্রি-দিবসে।

সঞ্চার্য্যেতি। গৌরাব্ধিঃ গৌরএব অব্ধিঃ প্রেমসমুদ্রঃ। রামো রামানন্দঃ অভিধা নাম যস্য স এব ভক্তো মেঘঃ সিদ্ধান্তামৃতসেচকস্তস্মিন্ স্বভক্তিসিদ্ধান্তানাং চয়াঃ সমূহাস্ত এবামৃতানি সঞ্চার্য্য তেষাং সঞ্চারণং কৃত্বা, অমুনা রামানন্দেন মেঘেন বিতীর্ণৈ র্বিস্তীর্ণৈঃ কৃতৈস্তৈঃ সিদ্ধান্তানাং জ্ঞত্বং বোধঃ স এব রত্নং তস্যালয়তাং প্রয়াতি প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। যথা সমুদ্রো মেঘে স্বজলং সঞ্চার্য্য পুনস্তদাকৃষ্য শঙ্খমুক্তারত্নাদীনুৎপাদয়তি, তথা গৌরচন্দ্রো রামানন্দরায়ে স্বভক্তিসিদ্ধান্তং পূর্ব্বমেব সঞ্চার্য্য পুনস্তস্মাদ্ গৃহীত্বা প্রেমরত্নাকরত্বং প্রয়াতীত্যর্থঃ। তথাহি শ্রীরসামৃতসিন্ধৌ—যথা স্বৈরেব সলিলৈঃ পরিপূর্য্য বলাহকান্। রত্নালয়ো ভবত্যেভির্বৃষ্টৈস্তৈরেব বারিধিরিতি ॥ ১ ॥

উগ্র ইতি। অয়ং নৃকেশরী নৃসিংহঃ ভক্তবিরোধিনামুগ্রোপি স্বভক্তানামনুগ্রঃ শান্ত এব ; ক ইব ? কেশরী সিংহ ইব। স যথা স্বপোতানাং স্বাপত্যানামনুগ্রোপি অন্যেষাং স্বপোতবিরোধিনামুগ্রবিক্রম এব ॥ ২ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গসিন্ধু রামানন্দ রায় নামক ভক্ত-মেঘে স্বভক্তিসিদ্ধান্তরূপ অমৃত সঞ্চারিত করিয়া, পুনর্ব্বার তাঁহা হইতে গ্রহণ করতঃ ভক্তিসিদ্ধান্তবোধ-রত্নাকর হইলেন ॥ ১ ॥

সিংহ যেমন অন্যের অর্থাৎ স্বসন্তানদ্রোহীর নিকট উগ্রবিক্রম হইয়াও স্বসন্তানগণের কাছে সর্ব্বদা অনুগ্র অর্থাৎ শান্ত ; তদ্রূপ ভগবান্ নৃসিংহদেবও অভক্ত অর্থাৎ ভক্তদ্রোহীর নিকট উগ্ররূপে প্রতিভাত হইলেও, ভক্তবর্গের নিকট অনুগ্র অর্থাৎ শান্তমূর্ত্তি ॥ ২ ॥

ভক্তমুখে ভক্তিতত্ত্ব অতীব সুমধুর হয়, এই নিমিত্ত মহাপ্রভু রামানন্দ রায়ে শক্তিসঞ্চার করিয়া ভক্তির রহস্য সিদ্ধান্ত প্রকাশিত করিলেন ॥ ১ ॥

১। জিয়ড় নৃসিংহ—পরিশিষ্টে দেখুন। ২। পদ্মামুখপদ্মভৃঙ্গ—পদ্মা লক্ষ্মী, তাঁহার মুখ পদ্মতুল্য, তাহাতে যিনি ভৃঙ্গ, অর্থাৎ পদ্মের প্রতি ভৃঙ্গের ন্যায় আসক্ত। ৩। পূর্ব্ববৎ—যেমন কূর্ম্মক্ষেত্রে পরমবৈষ্ণব কূর্ম্ম নামক ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কোন বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ ভিক্ষা দিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। সর্ব্বত্র বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণই নিমন্ত্রণকর্ত্তা। ৪। দিখিদিক্...রাত্রিদিবসে—রাত্রি কি দিবস এ জ্ঞানও নাই।

পূর্ব্ববৎ বৈষ্ণব করি সর্ব্বলোকগণে,
গোদাবরীতীরে প্রভু আইলা কতদিনে।
গোদাবরী দেখি হৈল যমুনা-স্মরণ,
১। তীরে বন দেখি স্মৃতি হৈল বৃন্দাবন।
সেই বনে কতক্ষণ করি নৃত্যগান,
গোদাবরী পার হঞা তাঁহা কৈল স্নান।
ঘাট ছাড়ি কত দূরে জলসন্নিধানে,
বসি প্রভু করে কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তনে।
২। হেনকালে দোলায় চড়ি রামানন্দ-রায়,
স্নান করিবারে আইলা, বাজনা বাজায়।
৩। তাঁর সঙ্গে বহু আইলা বৈদিক ব্রাহ্মণ,
৪। বিধিমত কৈল তিঁহো স্নানাদি-তর্পণ।
প্রভু তাঁরে দেখি জানিলা এই রামরায়,
তাঁহারে মিলিতে প্রভুর মন উঠি ধায়।
তথাপি ধৈর্য্য করি প্রভু রহিলা বসিয়া,
রামানন্দরায় আইলা সন্ন্যাসী দেখিয়া।
সূর্য্যশতসমকান্তি—অরুণবসন,
সুবলিত প্রকাণ্ড দেহ—কমললোচন।
৫। দেখিয়া তাঁহার মনে হৈল চমৎকার !
আসিয়া করিল দণ্ডবৎ-নমস্কার।
উঠি প্রভু কহে—"উঠ কহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ" ;
তাঁরে আলিঙ্গিতে প্রভুর হৃদয় সতৃষ্ণ।

তথাপি পুছিল—"তুমি রায় রামানন্দ ?"
তিঁহ কহে—"সেই মুঞি দাস শূদ্র মন্দ।"
তবে তাঁরে কৈল প্রভু দৃঢ় আলিঙ্গন,
প্রেমাবেশে প্রভু-ভৃত্য দোঁহে অচেতন।
৬। স্বাভাবিক-প্রেম দোঁহার উদয় করিলা,
দোঁহা আলিঙ্গিয়া দোঁহে ভূমিতে পড়িলা।
৭। স্তম্ভ-স্বেদ-অশ্রু-কম্প-পুলক-বৈবর্ণ্য,
দোঁহার মুখেতে শুনি গদ্‌গদ 'কৃষ্ণ'বর্ণ।
দেখিয়া ব্রাহ্মণগণের হৈল চমৎকার !
বৈদিক ব্রাহ্মণ সব করেন বিচার—
'এই সন্ন্যাসীর তেজ দেখি ব্রহ্মসম,
শূদ্রে আলিঙ্গিয়া কেন করেন ক্রন্দন !
এই মহারাজ মহাপণ্ডিত গম্ভীর,
সন্ন্যাসীর স্পর্শে মত্ত হইল অস্থির !'
এইমত বিপ্রগণ ভাবে মনে-মন,
৮। বিজাতীয় লোক দেখি প্রভু কৈল সম্বরণ।
৯। সুস্থ হঞা দোঁহে সেই স্থানেতে বসিলা ;
তবে হাসি মহাপ্রভু কহিতে লাগিলা—
"সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্য কহিল তোমার গুণে,
তোমারে মিলিতে মোরে কহিল যতনে।
তোমা মিলিবারে মোর এথা আগমন,
ভাল হৈল অনায়াসে পাইল দরশন।"

১। তীরে বন = গোদাবরী নদীর তীরস্থিত বন। ২। দোলায় = চৌপালায় ; ৩। বৈদিক = বেদবেত্তা।

৪। তিঁহ = রামানন্দ রায়। রামানন্দ তাদৃশ শুদ্ধ ভক্ত হইয়াও বর্ণাশ্রমধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান্, যেহেতু বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সর্ব্বধর্ম্মের ভিত্তিস্বরূপ। এই হেতু রামানন্দ রায় শাস্ত্রবিধি অনুসারে স্নানাদি-তর্পণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার এই আচরণে সম্প্রদায়কেও শিক্ষা দেওয়া হইল।

৫। চমৎকার—এতাদৃশ রূপ কখনও জীবে সম্ভবে না—এই চিন্তায় চমৎকার হইল।

৬। স্বাভাবিক—স্বতঃসিদ্ধ। ভগবানের স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীর সার—প্রেম, সেই প্রেমের আধার—নিত্যসিদ্ধ ভক্ত। নিত্যসিদ্ধের প্রেম স্বতঃসিদ্ধ, তাহা কোন সাধনলব্ধ নয়। এই নিত্যসিদ্ধ হইতে সাধনসিদ্ধ ভক্তে প্রেম প্রবাহিত হয়। এই প্রেমের আশ্রয়—নিত্যসিদ্ধ ভক্ত, এবং বিষয়—কৃষ্ণ। এবং ভগবানে যে ভক্তবিষয়ক প্রেম আছে, যাহার অপর নাম ভক্তবাৎসল্য, তাহাও ভগবানের স্বতঃসিদ্ধ। যেমন লম্পটপুরুষের কামিনীদর্শনে হৃদয়স্থ কাম উচ্ছলিত হয়, তদ্রূপ ভগবান্‌কে দর্শন করিলে ভক্তের এবং ভক্তদর্শনে ভগবানের স্বাভাবিক-প্রেম উচ্ছলিত হয়। তাই বলিলেন—"স্বাভাবিক-প্রেম দোঁহার উদয় করিলা।"

৭। স্তম্ভ…বৈবর্ণ্য—স্তম্ভ, স্বেদ প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাব। ইহার লক্ষণ (২১১) পৃষ্ঠায় দেখুন।

৮। বিজাতীয়—যাহাদিগের ভাব স্বীয়ভাবের সম্পূর্ণবিরোধী তাহাদিগকে বিজাতীয় বলে। ৯। সুস্থ হঞা—ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া।

রায় কহে—"সার্ব্বভৌম করে ভৃত্যজ্ঞান;
১। পরোক্ষেও মোর হিতে হয় সাবধান।
২। তাঁর কৃপায় পাইনু তোমার দরশন;
আজি সফল হৈল মোর মনুষ্যজনম!
৩। সার্ব্বভৌমে তোমার কৃপা—তার এই চিহ্ন;
অস্পৃশ্য স্পর্শিলে হঞা কৃপার অধীন।
কাঁহা তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর নারায়ণ!
কাঁহা মুঞি রাজসেবী বিষয়ী শূদ্রাধম!
মোর স্পর্শে না করিলে ঘৃণা—বেদ-ভয়;
৪। মোর দরশন তোমা বেদে নিষেধয়।
তোমার কৃপায় তোমায় করায় নিন্দ্যকর্ম্ম;
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি—কে জানে তোমার মর্ম্ম?
আমা নিস্তারিতে তোমার ইঁহা আগমন;
পরম দয়ালু তুমি পতিতপাবন।
মহান্ত-স্বভাব এই তারিতে পামর;
৫। নিজকার্য্য নাহি তবু যান তার ঘর!

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়ে তৃতীয়শ্লোকে গর্গং প্রতি নন্দবাক্যং—

মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাং,
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্ কল্পতে নান্যথা কচিৎ ॥৩॥

আমার সঙ্গে ব্রাহ্মণাদি সহস্রেক জন;
তোমার দর্শনে সবার দ্রবীভূত মন।
৬। কৃষ্ণ-হরিনাম শুনি সবার বদনে;
সবার অঙ্গ পুলকিত—অশ্রু নয়নে।
৭। আকৃতে-প্রকৃতে তোমার ঈশ্বরলক্ষণ!
জীবে না সম্ভবে এই অপ্রাকৃত গুণ।"

প্রভু কহে—"তুমি মহাভাগবতোত্তম;
তোমার দর্শনে সবার দ্রব হৈল মন।
অন্যের কি কথা? আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী—
আমিহ তোমার স্পর্শে কৃষ্ণপ্রেমে ভাসি।
এই জানি—কঠিন মোর হৃদয় শোধিতে;
সার্ব্বভৌম কহিলেন তোমারে মিলিতে।"

এইমত দোঁহে স্তুতি করে দোঁহার গুণ;
দোঁহে দোঁহার দরশনে আনন্দিত মন।
হেনকালে বৈদিক এক বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ;
দণ্ডবৎ করি কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ।

পূর্ণশ্চেৎ কথং গৃহিণাং গৃহমাগতস্তত্রাহ—মহদ্বিচলনমিতি। মহতাং শ্রীভগবৎসেবাদিনিষ্ঠতাবিশেষেণ চলনং স্বস্থানাদন্যত্র দূরে গমনং। নৃণামিতি স্বভাবত ঐহিকপারলৌকিককর্ম্মপরাণামিত্যর্থঃ। তত্রাপি গৃহিণাং জায়াপুত্রাদীনামপি তত্তদ্ধিতব্যগ্রাণাং, অতএব দীনচেতসাং। নিঃশ্রেয়সায় সর্ব্বমঙ্গলায়। হে ভগবন্! হে সর্ব্বজ্ঞেত্যর্থঃ। অতো বিজ্ঞানাং ভবদ্বিধানামস্মেষু মদ্বিধেষু কৃপয়া স্বয়মাগমনমুচিতমেবেতি ভাবঃ। কল্পতে ঘটতে। অন্যথা দীনজননিঃশ্রেয়সার্থব্যতিরেকেণ কদাচিদপি ন ঘটতে, মহতাং নিঃশ্রেয়সস্বাভাব্যাৎ ॥ ৩ ॥

সাধুগণ আশ্রম হইতে যে অন্যত্র দূরদেশে গমন করেন, সে কেবল—স্বভাবত ঐহিক ও পারলৌকিক কর্ম্মপরায়ণ জায়াপুত্রাদির হিতসাধনে ব্যগ্র এবং লঘুচেতা নরগণের মঙ্গলের জন্য। হে ভগবন্! অন্য কোনরূপে এ ঘটনা সম্ভাবিত হয় না ॥ ৩ ॥

রামানন্দ বলিলেন—তুমি কেবল আমাকেই কৃতার্থ করিতে বিদ্যানগরে আসিয়াছ, নচেৎ তোমার কোন নিজের প্রয়োজন নাই ॥ ৩ ॥

১। পরোক্ষেও—অসাক্ষাতেও। ২। তাঁর—সার্ব্বভৌমের। ৩। সার্ব্বভৌমে…চিহ্ন—সার্ব্বভৌমে যে তোমার কৃপা আছে, তাহার এইটী চিহ্ন। যেহেতু সেই কৃপা অর্থাৎ সার্ব্বভৌমের প্রতি তোমার যে কৃপা, তাহার অধীন হইয়া তুমি অস্পৃশ্য আমাকেও স্পর্শ করিলে।
৪। মোর দরশন—অর্থাৎ রাজসেবী, বিষয়ী এবং শূদ্রাধম এতাদৃশ আমার দর্শন। ৫। তার—সেই পামরের। ৬। শুনি—শুনিতেছি।
৭। আকৃতে—আকৃতিতে অর্থাৎ স্বহস্তের চতুর্হস্তপরিমিত আকৃতিতে। প্রকৃতে—প্রকৃতিতে অর্থাৎ শান্তস্বভাব প্রভৃতিতে। এ সকলই ঈশ্বর-লক্ষণ।

১। নিমন্ত্রণ মানিল তাঁরে বৈষ্ণব জানিয়া ;
রামানন্দে কহে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া—
"তোমার মুখে কৃষ্ণ কথা শুনিতে হয় মন ;
পুনরপি পাই যেন তোমার দরশন।"
রায় কহে—"আইলা যদি পামর শোধিতে ;
দর্শনমাত্রে শুদ্ধ নহে মোর দুষ্ট চিতে।
২। দিন পাঁচ-সাত রহি করহ মার্জ্জন ;
তবে শুদ্ধ হয় মোর এই দুষ্ট মন।"
যদ্যপি বিচ্ছেদ দোঁহার সহন না যায় ;
তবু দণ্ডবৎ করি চলিলা রামরায়।
প্রভু যাই সেই বিপ্রঘরে ভিক্ষা কৈল ;
দুইজনার উৎকণ্ঠায় আসি সন্ধ্যা হৈল।
৩। প্রভু স্নান-কৃত্য করি আছেন বসিয়া ;
এক ভৃত্য সঙ্গে রায় মিলিলা আসিয়া।
নমস্কার কৈল রায়, প্রভু কৈল আলিঙ্গনে ;
৪। দুইজনে কথা কহে বসি রহঃস্থানে।
৫। প্রভু কহে—"পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়" ;
৬। রায় কহে—"স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়।"

তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে তৃতীয়াংশে অষ্টমাধ্যায়ে নবমশ্লোকঃ—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্,
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষকারণং ॥৪॥

৭। প্রভু কহে—"এহ বাহ্য, আগে কহ আর" ;
৮। রায় কহে—"কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সাধ্যসার"।

বর্ণাশ্রমেতি। বর্ণাশ্রমাচারবতা বেদোক্ত-তদবিরুদ্ধপুরাণাগমাদ্যুক্তাচারবতা পুরুষেণ, ন তু বিগীতাচারেণ, পরঃ পুমান্ বিষ্ণুরারাধ্যতে। এষএব পন্থা, অন্যঃ শ্রুত্যুক্তধর্ম্মপরিত্যাগেন তদ্‌ব্রতধারণশ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপঃ পন্থা ন ভবতি। অতোহন্যৎ তস্য বিষ্ণোস্তোষকারণং ন ভবতীতি ॥ ৪ ॥

যিনি অধিকারানুরূপ বর্ণ ও আশ্রমের আচার প্রতিপালন করেন, তাঁহারই পরমপুরুষ বিষ্ণুর আরাধনা করা হয়। ইহাই মঙ্গলকর পথ, এতদ্ভিন্ন তাঁহার সন্তোষের অন্য কারণ নাই ॥ ৪ ॥

ভগবদাজ্ঞা-বুদ্ধিতে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে, ভক্তির হেতু হয়। 'বর্ণাশ্রমাচারবান্' এইটী কর্ত্তার বিশেষণ হওয়ায়, অধিকারানুরূপ শাস্ত্রোক্ত আচারশালী পুরুষই বিষ্ণুর আরাধনে অধিকারী, ভ্রষ্টাচারী অধিকারী হয় না—ইহাই এই শ্লোকের অভিপ্রায় ॥ ৪ ॥

১। নিমন্ত্রণ…জানিয়া—বিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষিত ব্রাহ্মণ ব্যতীত প্রভু অন্যের ভিক্ষা অঙ্গীকার করিতেন না, ইহাই সর্ব্বত্র লক্ষিত হইবে।

২। করহ মার্জ্জন—আমার চিত্ত দুষ্ট, অধিক দিন মার্জ্জন করিয়া শুদ্ধ অর্থাৎ নির্ম্মল কর। ৩। স্নান-কৃত্য—সায়ংকালীন স্নান-কৃত্য।

৪। রহঃস্থানে—নিভৃতে। ৫। পড়…নির্ণয়—সাধ্যের (পুরুষার্থের) অর্থাৎ পুরুষের যেটী প্রয়োজন তাহার নির্ণায়ক শ্লোক পাঠ কর। "শ্লোক পাঠ কর" ইহা বলিবার অভিপ্রায় এই যে, আমি অশাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত শুনিব না, তুমি যাহাই বলিবে তাহাতে শাস্ত্রপ্রমাণ দিবে।

৬। স্বধর্ম্মাচরণ—বর্ণ ও আশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠান। এই স্বধর্ম্মাচরণ দ্বারা বিষ্ণুভক্তি লাভ হয়। সাধন দ্বারা যাহা লভ্য তাহাকেই সাধ্য বলে, সেই সাধ্যই বিষ্ণুভক্তি। ভক্তিমার্গে অজাতশ্রদ্ধ ব্যক্তির প্রথমতঃ স্বধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে সাত্ত্বিককর্ম্মাঙ্গ দেবতাচিন্তনে সত্ত্ববৃত্তি বর্দ্ধমান হইয়া চিত্তের কষায়স্বরূপ রজস্তমোবৃত্তিকে উৎসারিত করে। তদনন্তর মহৎসঙ্গাদির দ্বারা ভক্তিলাভের সম্ভাবনা থাকায়, পরম্পরারূপে স্বধর্ম্মই ভক্তির দ্বার হয়। কারণ সকল আশ্রমেই সৎসঙ্গের সম্ভাবনা আছে। যথা,—ব্রহ্মচারীর গুরুসেবায়, গৃহস্থ ও বনস্থের অতিথিসৎকারে এবং সন্ন্যাসীর তীর্থপর্য্যটনে সৎসঙ্গের সম্ভাবনা থাকায়, শুদ্ধচিত্ত পুরুষের মহৎসঙ্গপ্রভাবে অবশ্যই ভক্তিলাভের সম্ভাবনা আছে। এই অভিপ্রায়েই বলিলেন যে,—"স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়"। অতএব বর্ণাশ্রমধর্ম্মকেই ভক্তিমার্গের মূলভিত্তি করিয়া স্থাপিত করিলেন।

৭। বাহ্য—বাহিরের কথা অর্থাৎ সাধারণ কথা। আগে কহ আর—ইহার উপরের কথা বল অর্থাৎ ইহার পর যদি কিছু বিশেষ থাকে বল।

৮। সাধ্যসার—সাধ্যশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ভক্তি। আরোপসিদ্ধা, সঙ্গসিদ্ধা এবং স্বরূপসিদ্ধা ভেদে ভক্তি তিনপ্রকার। স্বরূপতঃ ভক্তি না হইয়াও যাহাতে ভক্তিত্ব আরোপিত হয়, তাহাকে আরোপসিদ্ধা বলে ; যেমন ভগবদর্পিত কর্ম্মাদি। স্বরূপতঃ ভক্তি না হইয়াও ভক্তির পরিকররূপে নির্দ্দিষ্ট অর্থাৎ ভক্তির সঙ্গে থাকিলে তদন্তঃপাতি জ্ঞানকর্ম্মাঙ্গভূত বৈরাগ্যদানাদিকেও যে ভক্তি বলা যায়, তাহাকেই সঙ্গসিদ্ধা বলে। স্বরূপসিদ্ধা—সাক্ষাদ্ভগবদনুগতিরূপ তদীয়শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপা। যাহাদিগের অল্পশ্রদ্ধা এবং অল্পনির্ব্বেদ জন্মিয়াছে তাহাদিগের জ্ঞানকর্ম্মমিশ্রা ভক্তি বিহিত। ভক্তিপ্রতিপাদকশাস্ত্রে দৃঢ় প্রত্যয়কে শ্রদ্ধা বলে। সদ্বিবেক দ্বারা নিজের অবমাননাত্মক নির্ব্বেদ বলে ; যাহাতে ঐহিক এবং পারলৌকিক বিষয় দুঃখময়

তথাহি শ্রীভগবদ্‌গীতায়াং নবমাধ্যায়ে বিংশশ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণং ॥৫॥

১। প্রভু কহে—"এহ বাহ্য, আগে কহ আর";
২। রায় কহে—"স্বধর্ম্মত্যাগ-ভক্তি সাধ্যসার"।

তথাহি শ্রীমদ্‌ভাগবতে একাদশস্কন্ধে একাদশাধ্যায়ে দ্বাত্রিংশশ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং—

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ ॥৬

নবফলপুষ্পাদিকমপি যজ্ঞার্থপশুসোমাদিদ্রব্যবন্মদর্থমেবোত্তমৈরাপাদ্য সমর্পণীয়ং, কিন্তর্হি—যৎ করোষীতি। স্বভাবতো বা শাস্ত্রতো বা যৎকিঞ্চিৎ কর্ম্ম করোষি, তথা যদশ্নাসি, যজ্জুহোসি, যদ্দদাসি, যচ্চ তপস্যসি তপঃ করোষি, তৎ সর্ব্বং ময্যর্পিতং যথা ভবতি এবং কুরুষ্ব ॥ ৫ ॥

মধ্যমমিশ্রসাক্ষাদ্ভক্তিসাধকমাহ—আজ্ঞায়ৈবমিতি। ভক্তিদার্ঢ্যেন নিবৃত্তাধিকারতয়া সন্ত্যজেতি। যথা চ হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রোক্ত নারায়ণব্যূহস্তবঃ। যে ত্যক্তলোকধর্ম্মার্থা বিষ্ণুভক্তিবশং গতাঃ। ধ্যায়ন্তি পরমাত্মানং তেভ্যোঽপীহ নমোনমঃ॥ ইতি। অত্র তু এবং ব্যাখ্যা। যদি চ স্বাত্মনি তত্তদ্‌গুণযোগাভাবস্তথাপি এবং পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ গুণান্ কৃপালুত্বাদীন্ দোষান্ তদ্বিপরীতাংশ্চাজ্ঞায় হেয়োপাদেয়ত্বেন নিশ্চিত্যাপি, যো ময়া তেষু গুণেষু মধ্যে তত্রাদিষ্টানপি স্বকান্ নিত্যনৈমিত্তকলক্ষণান্ সর্ব্বানেব বর্ণাশ্রমবিহিতান্ ধর্ম্মান্ তদুপলক্ষিতং জ্ঞানমপি মদনন্যভক্তিবিঘাতকতয়া সন্ত্যজ্য মাং ভজেৎ, স চ সত্তমঃ। চকারাৎ পূর্ব্বোঽপি সত্তমা ইত্যুত্তরস্য তত্তদ্‌গুণাভাবে পূর্ব্বসাম্যং বোধয়তি। ততো যস্ত তত্তদ্‌গুণান্ লব্ধ্বা ধর্ম্মজ্ঞানপরিত্যাগেন মাং ভজতি, কেবলং স তু পরমসত্তম এবেতি ব্যক্তানন্যভক্তস্য পূর্ব্বত আধিক্যং দর্শিতং। অত্র অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানামিত্যাদি শ্রীগীতাদ্বাদশাধ্যায়প্রকরণমপ্যনুসন্ধেয়ং। সত্তম ইত্যনেন তদবরত্রাপি সত্তরত্বং সত্তমপ্যাস্তীতি দর্শিতং ॥ ৬ ॥

হে অর্জ্জুন! তুমি যে কর্ম্ম, ভোজন, হোম, দান এবং তপস্যা করিয়া থাক—তাহা আমাতে অর্পণ কর ॥ ৫ ॥

হে উদ্ধব! গুণ এবং দোষ হেয়োপাদেয়রূপে নিশ্চয় করিয়াও, বেদরূপে আমা কর্ত্তৃক উপদিষ্ট নিত্য-নৈমিত্তকরূপ বর্ণাশ্রমবিহিত ধর্ম্ম ভক্তিবিঘাতক বলিয়া পরিত্যাগ করতঃ যে আমাকে ভজন করে, সেও সত্তম ॥ ৬ ॥

শাস্ত্রীয় এবং স্বাভাবিক যে কিছু কর্ম্ম—সমস্তই ভগবানে অর্পিত হইলে ভক্তির দ্বার হয়,—ইহাই এই শ্লোকদ্বারা প্রতিপাদন করিলেন ॥ ৫ ॥

বলিয়া অনুভূত হয়। যাঁহাদিগের কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি, তাঁহারা ভগবানে কর্ম্মার্পণ করেন। সেই কর্ম্মার্পণ দ্বিবিধ। "শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞে" ভগবান্ বলিয়াছেন—শ্রুতি এবং স্মৃতি আমারই আজ্ঞা। এইরূপ ভগবদাজ্ঞাবোধে তাঁহার প্রীতিসম্পাদনার্থ কর্ম্মকরণ এবং সেই কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মফলটি ভগবানে সমর্পণকরণ। ভক্তদিগের কোন্ পর্য্যন্ত কর্ম্মাধিকার তাহা শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন, যথা—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥

হে উদ্ধব! যে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ নির্ব্বেদ এবং আমার কথাশ্রবণকীর্ত্তনাদিতে অর্থাৎ নববিধ ভক্তিতে দৃঢ়তর শ্রদ্ধা না হয়, সে পর্য্যন্ত স্বাধিকারপ্রাপ্ত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। অর্থাৎ দৃঢ়শ্রদ্ধা এবং সম্পূর্ণ নির্ব্বেদ হইলে আর ভক্তের কর্ম্মকাণ্ডে অধিকার থাকে না, অতএব সেকালে কর্ম্মের অকরণে কোন প্রত্যবায়ও নাই। যে শ্রদ্ধা কিছুতেই বিচলিত হয় না, তাহাই দৃঢ়শ্রদ্ধা। যে শ্রদ্ধা বিচলিত হয়, তাহাকে মৃদুশ্রদ্ধা বলে। যেমন কোন কোন ভক্ত 'অকালমৃত্যুহরণং সর্ব্বব্যাধিবিনাশনং। বিষ্ণুপাদোদকং পিত্বা শিরসা ধারয়াম্যহং।' অর্থাৎ অকালমৃত্যুনিবারক এবং সর্ব্বব্যাধিশমক বিষ্ণুপাদোদক পান করিয়া মস্তকে ধারণ করি,—এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বিষ্ণুচরণামৃত পান করেন এবং সেই চরণামৃতকে অকালমৃত্যুনিবারক জানিয়াও তুফান দেখিয়া নৌকায় ছট্‌ফট্ করেন এবং সর্ব্বব্যাধিপ্রশমক জানিয়াও নিজের কিম্বা পুত্রের গুরুতর রোগ দেখিয়া ভাল বৈদ্যকে আনিয়া তাহার ব্যবস্থাপিত ঔষধ ব্যবহার করেন। ইহাঁদিগের শ্রদ্ধা মৃদু, ইহাঁদিগের কর্ম্মত্যাগে প্রত্যবায় অবশ্যই হয়। অতএব এইক্ষণে মৃদুশ্রদ্ধ কর্ম্মাধিকারীর কর্ম্মার্পণের কথাই বলিতেছেন যে,—'কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সাধ্যসার।' এস্থানে কর্ম্ম বলিতে শাস্ত্রীয় এবং স্বাভাবিক অর্থাৎ শরীরাদি স্বভাবজনিত উভয়বিধ কর্ম্ম বুঝিতে হইবে। এই কর্ম্মার্পণভক্তিকে আরোপসিদ্ধা ভক্তি বলে।

১। এহ বাহ্য—অর্থাৎ এই কর্ম্মার্পণও সাক্ষাৎ-ভগবদনুগতি নয়; সুতরাং ইহাও বাহিরের কথা। ২। স্বধর্ম্মত্যাগভক্তি সাধ্যসার—স্বধর্ম্মত্যাগপূর্ব্বক যে ভক্তি অর্থাৎ ভজনশরণাগতি সেই সাধ্যশ্রেষ্ঠ। এস্থলে স্বধর্ম্ম বলিতে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম। যাহাদিগের সম্পূর্ণ নির্ব্বেদ এবং সুদৃঢ় শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারাই বর্ণাশ্রমধর্ম্মে অনাদর করতঃ ভগবচ্ছরণাগতিতে অধিকারী।

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং অষ্টাদশাধ্যায়ে ষট্-ষষ্টিতমশ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ,
অহংত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ ॥৭

১। প্রভু কহে—"এহ বাহ্য, আগে কহ আর";
রায় কহে—"জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্যসার"।

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং অষ্টাদশাধ্যায়ে চতুঃপঞ্চাশত্তমশ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবচনং—

অধুনা তু—ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে তিষ্ঠতি, তমেব সর্ব্বভাবেন শরণং গচ্ছেতি যদুক্তং, তদ্বিবৃণোতি—সর্ব্বধর্ম্মানিতি। কেচিদ্বর্ণধর্ম্মাঃ কেচিদাশ্রমধর্ম্মাঃ কেচিৎসামান্যধর্ম্মা ইত্যেবং সর্ব্বানপি ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য বিদ্যমানানবিদ্যমানান্ বা শরণত্বেনানাদৃত্য মামীশ্বরমেকমদ্বিতীয়ং সর্ব্বধর্ম্মাণামধিষ্ঠাতারং ফলদাতারঞ্চ শরণং ব্রজ। ধর্ম্মাঃ সন্তু ন সন্তু বা কিন্ত্বৈবস্তু-সাপেক্ষৈঃ ভগবদনুগ্রহাদেব ত্বন্যনিরপেক্ষাদহং কৃতার্থো ভবিষ্যামীতি নিশ্চয়েন পরমানন্দঘনমূর্ত্তিমনন্তং শ্রীবাসুদেবমেব ভগবত্তমনুক্ষণভাবনয়া ভজস্ব। ইদমেব পরমং তত্ত্বং নাতোঽধিকমস্তীতি বিচারপূর্ব্বকেণ প্রেমপ্রকর্ষেণ সর্ব্বানাত্মচিন্তাশূন্যয়া মনোবৃত্ত্যা তৈলধারাবদবিচ্ছিন্নয়া সততং চিন্তয়েত্যর্থঃ। অত্র মামেকং শরণং ব্রজেত্যনেনৈব সর্ব্বধর্ম্মশরণতাপরিত্যাগে লব্ধে সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্যেতি নিষেধানুবাদস্তু কার্য্যকারিতালাভায়। তথা চ মমৈব সর্ব্বধর্ম্মকার্য্যকারিত্বান্মদেকশরণস্য নাস্তি ধর্ম্মাপেক্ষেত্যর্থঃ। এতেনেদমপাস্তং, সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্যেত্যুক্তের্নাধর্ম্মাণাং পরিত্যাগো লভ্যতে, অতো ধর্ম্মপদং ধর্ম্মমাত্রপরমিতি। ন হ্যত্র কর্ম্মত্যাগো বিধীয়তে, অপি তু বিদ্যমানেঽপি কর্ম্মণি তত্রানাদরেণ ভগবদেকশরণতামাত্রং ব্রহ্মচারিগৃহস্থবানপ্রস্থভিক্ষূণাং সাধারণ্যেন বিধীয়তে, তত্র সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্যেতি তেষাং স্বধর্ম্মাদরনাস্তবেন তন্নিবারণার্থং অধর্ম্মে চানর্থফলে কস্যাপ্যাদরাভাবাত্তৎপরিত্যাগবচনমনর্থকমেব শাস্ত্রান্তরপ্রাপ্তত্বাচ্চ, তস্মাদ্বর্ণাশ্রমধর্ম্মাণামভ্যুদয়হেতুত্ব-প্রসিদ্ধের্মোক্ষহেতুত্বমপি স্যাদিতি নিরাকরণার্থমেবৈতদ্বচ ইতি ন্যায্যং। ন চ সর্ব্বধর্ম্মাধর্ম্মপরিত্যাগোঽত্র বিধীয়তে, সন্ন্যাসশাস্ত্রেণ প্রতিষেধশাস্ত্রেন চ লব্ধত্বাদেব। ন চেদমপি সন্ন্যাসশাস্ত্রং ভগবদেকশরণতায়া বিধিৎসিতত্বাৎ। তস্মাৎ সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্যেত্যনুবাদএব, সর্ব্বেষাস্তু শাস্ত্রাণাং পরমং রহস্যমীশ্বরশরণতৈবেতি তত্রৈব শাস্ত্রপরিসমাপ্তির্ভগবতা কৃতা, তামন্তরেণ সন্ন্যাসস্যাপি স্বফলাপর্য্যবসায়িত্বাৎ। অর্জ্জুনঞ্চ ক্ষত্রিয়ং সন্ন্যাসানধিকারিণং প্রতি সন্ন্যাসোপদেশাযোগাৎ। অর্জ্জুনব্যাজেনান্যস্যোপদেশে তু বক্ষ্যামি তে হিতং ত্বাং মোক্ষয়িষ্যামি সর্ব্বপাপেভ্যস্ত্বং মাশুচ ইতি চোপক্রমোপসংহারৌ ন স্যাতাং, তস্মাৎ সন্ন্যাসধর্ম্মেঽপ্যনাদরেণ ভগবদেকশরণতামাত্রে তাৎপর্য্যং, ভগবতঃ যস্মাত্ত্বং মদেকশরণঃ সর্ব্বধর্ম্মানাদরেণ

হে অর্জ্জুন! তুমি সকলপ্রকার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণাগত হও, আমি তোমাকে সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত করিব, তজ্জন্য শোক করিও না ॥ ৭ ॥

পূর্ব্বপৃষ্ঠাস্থিত "আজ্ঞায়ৈবং" ও "সর্ব্বধর্ম্মান্" এই দুই শ্লোকদ্বারা পরিপূর্ণানন্দবেদ ও দৃঢ়শ্রদ্ধাশালী ভক্ত বর্ণাশ্রমবিহিত নিত্যনৈমিত্তিক ধর্ম্মানুষ্ঠানে অনাদর করিয়া কেবল ভগবচ্চরণ লইবে,—ইহাই প্রমাণ করিলেন ॥ ৬ ॥ ৭ ॥

১। এহ বাহ্য—ইহাকেও বাহিরের কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, এই শরণাগতি ছয়প্রকার। যথা—

আনুকূল্যস্য (১) সঙ্কল্পঃ, প্রাতিকূল্যস্য (২) বর্জ্জনং। রক্ষিষ্যতীতি (৩) বিশ্বাসো, গোপ্তৃত্বে (৪) বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপ (৫)-কার্পণ্যে (৬) ষড়্বিধা শরণাগতিঃ ॥ ইতি।

(১) আনুকূল্য অর্থাৎ ভগবদ্ভজনের অনুকূলতার কর্ত্তব্যতারূপে নিয়ম, (২) ভজনের প্রাতিকূল্যের পরিহার, (৩) শ্রীকৃষ্ণ রক্ষা করিবেন এই বিশ্বাস, (৪) রক্ষাকর্ত্তৃত্বে শ্রীকৃষ্ণের বরণ, (৫) আত্মনিবেদন অর্থাৎ দেহাদি শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়া তাহার ভরণপোষণার্থ চিন্তাত্যাগ এবং (৬) কার্পণ্য অর্থাৎ হে ভগবন্! আমাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর ইত্যাদি প্রকারের আর্ত্তি—এই ছয় প্রকার শরণাগতি বা শরণাপত্তি। এই শরণাগতি সাক্ষাৎ ভগবদনুগতিপ্রযুক্ত স্বরূপসিদ্ধায় পরিগণিত হইলেও, কেবলা শরণাগতিরই দুঃখনিবারণে তাৎপর্য্য থাকায়, শুদ্ধভক্তিতে প্রবেশ হইতে পারে না। শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—'অন্যাভিলাষিতাশূন্যং' অর্থাৎ যাহার অন্তরে অন্য অভিলাষ নাই, তাহার অনুশীলনই উত্তমাভক্তি। এই নিমিত্তই শ্রীমহাপ্রভু এস্থলে বলিলেন—"এহ বাহ্য"।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং ॥ ৮॥

১। প্রভু কহে—"এহো বাহ্য, আগে কহ আর";
রায় কহে—"জ্ঞানশূন্য-ভক্তি সাধ্যসার ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে তৃতীয়শ্লোকে শ্রীভগবন্তঃ প্রতি ব্রহ্মবাক্যং—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব,
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাং ।
স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাং ॥৯

২। প্রভু কহে—"এহো হয়, আগে কহ আর";
৩। রায় কহে—"প্রেমভক্তি সর্ব্বসাধ্যসার"।

অতোঽহং সর্ব্বধর্ম্মকার্য্যকারিত্বাত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো বন্ধুবধাদিনিমিত্তেভ্যঃ সংসারহেতুভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি, প্রায়শ্চিত্তং বিনৈব ধর্ম্মেন পাপমপনুদতীতি শ্রুতে ধর্ম্মস্থানীয়ত্বাচ্চ মম। অতো মা শুচঃ যুদ্ধে প্রবৃত্তস্য মম বন্ধুবধাদিনিমিত্তপ্রত্যবায়াৎ কথং নিস্তারং স্যাদিতি শোকং মা কার্ষীরিতি ॥ ৭ ॥

ব্রহ্মাঽহমিতি নৈশ্চল্যেনাবস্থানস্য ফলমাহ—ব্রহ্মেতি। ব্রহ্মভূতো ব্রহ্মণ্যবস্থিতঃ প্রসন্নচিত্তঃ নষ্টং ন শোচতি, ন চাপ্রাপ্তং কাঙ্ক্ষতি দেহাদ্যভিমানাভাবাৎ। অতএব সর্ব্বেষপি ভূতেষু সমঃ সন্ রাগদ্বেষাদিকৃতবিক্ষেপাভাবাৎ সর্ব্বভূতেষু মদ্ভাবনালক্ষণাং পরাং মদ্ভক্তিং লভতে ॥ ৮ ॥

অতএব ভক্তাস্তদন্বেষণশ্রমং পরিত্যজ্য ভক্তিবিশেষরূপতয়া ত্বদীয়রূপগুণলীলাবার্ত্তামেব শৃণ্বন্তি বা তেন বশীকুর্ব্বন্তি চ ত্বামিত্যাহ—জ্ঞান ইতি। জ্ঞানে ত্বদীয়স্বরূপৈশ্বর্য্যমহিমবিচারে প্রয়াসং উদপাস্য ঈষদপ্যকৃত্বা সদ্ভির্মুখরিতাং স্বতএব নিত্যপ্রকটিতাং। যদ্বা সন্তঃ অনৃতোক্তিসর্ব্বেন্দ্রিয়ক্ষোভপরিহারার্থং প্রায়ো মৌনশীলা অপি মুখরিতা মুখরীকৃতা যয়া তাং (আহিতাগ্ন্যাদিষ্বিতি নিষ্ঠায়াঃ পরনিপাতঃ.) ভবদীয়বার্ত্তাং ভবদীয়ানাং বা বার্ত্তাং। স্থানে সতাং নিবাস এবাব্যগ্রতয়া স্থিতা ন তু তীর্থাটনাদিক্লেশান্ কুর্ব্বন্তঃ, সৎসন্নিধিমাত্রেণ স্বত এব শ্রুতিগতাং শ্রবণপ্রাপ্তাং তন্বাঙ্মনোভির্নমন্তঃ সৎকুর্ব্বন্তঃ। তত্র তন্বা সৎকারঃ—শ্রবণসময়ে অঞ্জলিবন্ধনাদি, বাচা—প্রোৎসাহনাদি, মনসা—চাস্তিক্যাদি। যে জীবন্তি যদ্যপি নান্যৎ কুর্ব্বন্তি অথবা জীবিকাং কুর্ব্বন্তি। তৈঃ প্রায়শস্ত্রিলোক্যামন্যৈরজিতোঽপি ত্বং জিতোঽসি বশীকৃতোঽসীত্যর্থ ইতি কিং জ্ঞানশ্রমেণেত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

ব্রহ্মে নিশ্চলভাবে অবস্থিত—অতএব প্রসন্নচেতাঃ—সাধক নষ্টবস্তুর নিমিত্ত শোক ও অপ্রাপ্তবস্তুর জন্য আকাঙ্ক্ষা করেন না, এবং সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইয়া আমার পরা অর্থাৎ অনুভবস্বরূপা ভক্তি লাভ করেন ॥ ৮ ॥

হে ভগবন্! তোমার স্বরূপভূত-ঐশ্বর্য্যমহিমবিচারে প্রয়াস পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধুনিবাসে অব্যগ্রভাবে অবস্থিতি করিয়া যে মৌনশীল সাধুমণ্ডলীকেও মুখরিত করে, অনায়াসে কর্ণমূলগত সেই তোমার কথা—কায়মনোবাক্যে সৎকার করতঃ যে সকল ব্যক্তি জীবনধারণ করে,—ত্রৈলোক্যমধ্যে আপনি দুর্লভ হইলেও প্রায়শই তাহারা আপনাকে বশীভূত করে ॥ ৯ ॥

জ্ঞানকর্ম্মাদিতে অনাবৃত শুদ্ধভক্তি ভিন্ন ভগবৎপ্রাপ্তি হয় না,—ইহাই এ শ্লোকে প্রতিপাদন করিলেন ॥ ৯ ॥

১। এহ বাহ্য—শুদ্ধভক্তি ব্যতীত জ্ঞানমিশ্রভক্তি দ্বারা ভগবৎস্বরূপের অনুভব হয় না, সুতরাং ইহাও বাহ্য। শ্রীরসামৃতসিন্ধুতে বলিয়াছেন,—"জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং" জ্ঞানকর্ম্মাদি দ্বারা আবৃত নয়, এমন কৃষ্ণানুশীলনই উত্তমভক্তি। এই নিমিত্ত মহাপ্রভু বলিলেন—"এহ বাহ্য"।

২। এহো হয়—অর্থাৎ ভুক্তিমুক্তিস্পৃহাশূন্য শ্রদ্ধালুর অনুষ্ঠিত শ্রবণকীর্ত্তনাদি-ভক্তি প্রেমোৎপাদনপূর্ব্বক ভগবৎ-প্রাপ্তির কারণ হইলেও সাক্ষাৎ-কারণ হয় না, এই নিমিত্ত প্রভু বলিলেন—"এহ হয়", অর্থাৎ ইহাও বটে, তবে ইহার উপর যদি কিছু থাকে ত বল।

৩। প্রেমভক্তি সর্ব্বসাধ্যসার—যেহেতু সাক্ষাৎ-ভগবৎ-প্রাপ্তির সাধন, সেইজন্য রায় ইহাকেই সর্ব্বসাধ্যসার বলিলেন।

তথাহি পদ্যাবল্ল্যামেকাদশাঙ্কধৃতরামানন্দরায়কৃত-শ্লোকঃ

নানোপচারকৃতপূজনমার্ত্তবন্ধোঃ,
প্রেম্ণৈব ভক্তহৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ।
যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জরঠা পিপাসা,
তাবৎ সুখায় ভবতো ননু ভক্ষ্যপেয়ে ॥১০॥

তথাহি তত্রৈব দ্বাদশাঙ্কধৃতস্তস্যৈব শ্লোকঃ—

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ,
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং,
জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে ॥১১॥

১। প্রভু কহে—“এহো হয়, আগে কহ আর”;
রায় কহে—“দাস্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার”।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে একাদশশ্লোকে অম্বরীষং প্রতি দুর্ব্বাসসো বচনং—

যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ।
তস্য তীর্থপদঃ কিম্বা দাসানামবশিষ্যতে ॥১২॥

নানোপচারেতি। আর্ত্তস্য দীনস্য বন্ধোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য উপচারৈঃ কৃতং পূজনং নানা বর্জ্জয়িত্বা। পৃথগ্বিনান্তরেণর্ত্তে হিরুঙ্নানা চ বর্জ্জন ইত্যমরাৎ। পৃথগ্বিনানানাভিরিত্যনেন দ্বিতীয়া। ভক্তস্য হৃদয়ং প্রেম্ণৈব সুখেন অনায়াসেন বিদ্রুতং দ্রবীভূতং স্যাৎ। অজাতপ্রেম্নাং সাধকানামেব উপচারাদিভির্বাহ্যপূজা সুখায় ভবতীতি ভাবঃ। অত্র দৃষ্টান্তঃ। যাবৎ জঠরে জরঠা অতিশায়িনী ক্ষুধা পিপাসা চ অস্তি, তাবন্ননু নিশ্চিতং ভক্ষ্যপেয়ে সুখায় সুখমনুভাবয়িতুং ভবতো নান্যদেত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

কৃষ্ণভক্তীতি। কৃষ্ণভক্তিরসেন ভাবিতা বাসিতা মতিঃ ক্রীয়তাং বিপর্য্যতাং যুষ্মাভিরিতি শেষঃ। ননু সা মতিঃ কুত্রাস্তি কিঞ্চাস্যা মূল্যং বেত্যত আহ—যদি কুতোপি লভ্যতে প্রাপ্যতে। সর্ব্বনাম-প্রয়োগেণাপাদানস্য রহস্যত্বং সূচিতং। তত্র তস্মিন্ ক্রয়বিষয়ে একলং লৌল্যং লোভো মূল্যমপি সম্ভাব্যতে। তত্তু সর্ব্বেষামেব সম্ভবতি নেত্যাহ—তদ্বিনা জন্মকোটিসুকৃতৈঃ কোটিজন্মবিহিতযজ্ঞাদিজনিতপুণ্যসম্ভারৈঃ সা ন লভ্যতে। সাধনোঘৈরনাসঙ্গৈরলভ্যা সুচিরাদপীত্যাগমসারেণ। কর্ম্মজন্যপুণ্যালভ্যত্বেন তস্যা অপ্রাকৃতত্বং নিত্যত্বঞ্চ সূচিতং ॥ ১১ ॥

যন্নামেতি। যস্য ভগবতো নাম্নঃ শ্রুতিমাত্রেণ শ্রবণমাত্রেণ শ্রবণাবস্তুত এবেত্যর্থঃ। পুমান্ নির্ম্মল অবিদ্যা-সম্বন্ধিমলরহিতো মুক্ত ইত্যর্থঃ, ভবতি। পাদে তীর্থং যস্য তস্য তীর্থপদো ভগবতো, দাসানাং তাদৃশ চরণসেবা-

বিবিধ উপচার দ্বারা দীননাথ শ্রীকৃষ্ণের পূজা পরিহার করতঃ ভক্তের হৃদয় একমাত্র প্রেমদ্বারাই দ্রবীভূত হয়। যে কাল পর্য্যন্ত উদরে বলবত্তর ক্ষুধা ও পিপাসা বিদ্যমান থাকে, সেই পর্য্যন্তই ভক্ষ্য ও পেয় বস্তু সুখপ্রদ হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

কৃষ্ণভক্তিরূপ রস দ্বারা বাসিত মতি যদি কোনস্থানেও অনুসন্ধান পাও, তবে যত্নপূর্ব্বক ক্রয় কর। উহার মূল্য একমাত্র লালসা। তদ্ভিন্ন কোটি কোটি জন্মের পুণ্যদ্বারা সে মতি লাভ করা যায় না ॥ ১১ ॥

উদরের অপূর্ত্তি—ক্ষুধা পিপাসার হেতু। সুতরাং সেই অবস্থায় যেমন ভক্ষ্যপেয়বস্তু সুখপ্রদ হয়, কিন্তু উদরপূর্ত্তি দ্বারা ক্ষুধা-পিপাসার নিবৃত্তি হইলে, আর ভক্ষ্যপেয় বস্তু ভাল লাগে না; সেইরূপ প্রেমের আবির্ভাবের অভাবে যাবৎকাল হৃদয় শূন্য থাকে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত বাহ্যপূজা সুখপ্রদ হয়, কিন্তু প্রেমের আবির্ভাব হইলে হৃদয়ে যে আনন্দের উদয় হয়, বাহ্যপূজা তাহা সম্পাদনে সমর্থ হয় না ॥ ১০ ॥

সাক্ষাদ্ভগবদ্ভজন ব্যতীত জ্ঞানকর্ম্মাদি সাধন দ্বারা ভগবৎপ্রেম লাভ হয় না। ১০ম সংখ্যক শ্লোক ও এই শ্লোক দ্বারা প্রেমভক্তিই যে সাধ্যবস্তুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ,—ইহাই প্রতিপাদন করিলেন ॥ ১১ ॥

১। এহো হয়—বৈধী ও রাগানুগাভেদে ভক্তি দ্বিবিধ। কেবল শাস্ত্রবিধি যাহার প্রবর্ত্তক, তাহাকে ‘বৈধী’ ভক্তি বলে। আর লোভ যাহার প্রবর্ত্তক, তাহাকে ‘রাগানুগা’ ভক্তি বলে। বৈধীমার্গে ভজন ঐশ্বর্য্যনিষ্ঠ। রাগানুগামার্গে ভজন মাধুর্য্যনিষ্ঠ। অতএব বৈধীভক্ত্যুত্থ প্রেম দ্বারা ঐশ্বর্য্যের এবং রাগানুগোত্থ প্রেমদ্বারা মাধুর্য্যের অনুভব হয়। অতএব পূর্ব্বোক্ত প্রেম বৈধীভক্তি হইতে উৎপন্ন হওয়ায়, মাধুর্য্যানুভবে অসমর্থ হইয়া কেবল ঐশ্বর্য্যমাত্রজ্ঞানে সঙ্কোচ গৌরবাদি বশতঃ ভয়হেতু শৈথিল্য প্রাপ্ত হইয়া, সর্ব্বথা ভগবৎ-প্রীতি সম্পাদন করিতে পারে না; এই নিমিত্তই প্রভু বলিলেন—“এহো হয়” অর্থাৎ ইহাও বটে, কিন্তু ইহার উপরের কথা বল।

তথাহি যামুনমুনি বিরচিতে স্তোত্ররত্নে ষট্চত্বারিংশ-শ্লোকঃ—

ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরঃ,
প্রশান্তনিঃশেষমনোরথান্তরঃ।
কদাহমৈকান্তিকনিত্যকিঙ্করঃ
প্রহর্ষয়িষ্যামি স নাথ জীবিতং ॥ ১৩ ॥

১। প্রভু কহে—"এহো হয়, আগে কহ আর";
২। রায় কহে—"সখ্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার"।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বাদশাধ্যায়ে দশমশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকদেববাক্যং—

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা,
দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ,
সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥ ১৪ ॥

পরাণাং। সর্ব্বথা ভক্তিপরাণাং বা সর্ব্বপুরুষার্থসাধনফলে কিংবা অবশিষ্যতে, অপি তু ন কিঞ্চিদেব, দাস্যেনৈব সর্ব্বত্র চরিতার্থত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

তানতিবিস্মিতঃ শ্লোকদ্বয়েনাভিনন্দতি—ইত্থমিতি। সতাং পরমস্বরূপতাবির্ভাববতাং। যদ্বা ব্রহ্মপদসান্নিধ্যাৎ সন্নিবেশনাং উভয়থা জ্ঞানিনামিত্যেব। অনুভূতিঃ জড়প্রতিযোগি স্বপ্রকাশবস্তু সৈব সুখং আত্মত্বেন পর্য্যবসিততয়া নিরুপাধি প্রেমাস্পদত্বাৎ। সৈব বৃহত্তমপর্য্যায়ব্রহ্মাখ্যা সর্ব্বেষাং পরমস্বরূপত্বাৎ, তেষাং কেবলতদ্রূপেণ স্ফুরতা। দাস্যং গতানাং দাস্যভক্তিমতাং ঐশ্বর্য্যাদিপূর্ণতয়া ততোপি পরেণ দৈবতেন সর্ব্বারাধ্যেন রূপেণ স্ফুরতা। মহিমদর্শনার্থং তৎপ্রক্রিয়ায়ং বিবলতামাহ—মায়াধিকারপতিতানান্তু যৎকিঞ্চিন্নরদারকরূপেণ জ্ঞানভক্ত্যোরভাবান্ন তু তত্তদ্রূপেণাপি। তেন সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ। সহার্থ তৃতীয়য়া স্বপ্রেম্না বশীকৃত্যাত্মসঙ্গিতামাপাদিতেন বিহারমপি কৃতবন্ত ইত্যর্থঃ। অতস্তেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জা ইতি লোকোক্তিঃ। বস্তুতস্তু কৃতানাং চরিতানাং ভগবতঃ পরমপ্রসাদহেতুত্বেন পুণ্যাশ্চারবঃ পুঞ্জা যেষাং ত ইত্যর্থঃ। পুণ্যাস্তু চার্ব্বপীত্যমরঃ। অত্র শ্রীযমুনাচার্য্যচরণানামিদং বিবক্ষিতং। ভগবাংস্তাবদসাধারণস্বরূপৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্যাত্মকবিশেষঃ। তত্র স্বরূপং পরমানন্দঃ। ঐশ্বর্য্যমসমোর্দ্ধানন্তস্বাভাবিকপ্রভুতা। মাধুর্য্যমসমোর্দ্ধতয়া সর্ব্বমনোহর-স্বাভাবিকরূপগুণলীলাদি সৌষ্ঠবং। তত্তদনুভবসাধনঞ্চ ক্রমেণ জ্ঞানং ভক্ত্যাখ্যগৌরবমিশ্রপ্রীতিঃ শুদ্ধপ্রীতিশ্চ। এতত্রিবিধ-সাধনাধনাভাবেন মায়াশ্রিতানাং স্ফূর্ত্ত্যাভাস এব কেনাপ্যংশেন বস্তুস্পর্শাৎ। 'নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃত' ইতি ন্যায়েন। 'তং ব্রহ্ম পরমং সাক্ষাদ্ভগবন্তমধোক্ষজং। মনুষ্যদৃষ্ট্যা দুষ্প্রজ্ঞা মর্ত্ত্যাত্মানো ন মেনির' ইত্যাদিবৎ ॥ ১৪ ॥

যাঁহার নাম শ্রবণমাত্রেই প্রাণিমাত্র অবিদ্যাবন্ধ হইতে বিমুক্ত হয়, সেই তীর্থপাদ ভগবানের সেবকগণের আর কি দুর্লভ আছে ॥ ১২ ॥

যিনি জ্ঞানিদিগের নিকট বৃহত্তম স্বপ্রকাশ পরমানন্দরূপে, দাস-ভক্তের নিকট ঐশ্বর্য্যাদিপরিপূর্ণ সর্ব্বারাধ্যরূপে, এবং মায়াধিকার-পতিত প্রাকৃতজনের নিকট যৎকিঞ্চিৎ নরদারকরূপে প্রতীয়মান হয়েন, সেই শ্রীকৃষ্ণের সহিত এই গোপ-বালকগণ বিহার করিয়াছিলেন; অতএব ইঁহাদিগের সৌভাগ্যের সীমা নাই ॥ ১৪ ॥

ভগবৎসেবা দ্বারাই সমস্ত পুরুষার্থ লাভ হয়,—ইহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রতিপন্ন করিলেন ॥ ১২ ॥

১৩শ সংখ্যক শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা মধ্যলীলার (১) পরিচ্ছেদে (১২) শ্লোকে দেখুন ॥ ১৩ ॥

অসাধারণস্বরূপৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যাত্মককে ভগবান্ বলে, তন্মধ্যে স্বরূপ—পরমানন্দ। যাহার সমান ও অধিক নাই, এতাদৃশ অনন্তপ্রভুতাকে ঐশ্বর্য্য বলে। যাহার সমান বা অধিক নাই, এতাদৃশ স্বাভাবিক সর্ব্বমনোহর রূপগুণলীলাদি সৌষ্ঠবকে মাধুর্য্য বলে। স্বরূপানুভবের সাধন—জ্ঞান, ঐশ্বর্য্যানুভবের সাধন—গৌরবমিশ্রপ্রীতি এবং মাধুর্য্যানুভবের সাধন—শুদ্ধপ্রীতি; দাসবর্গের গৌরবমিশ্র প্রীতি, সখাদিগের শুদ্ধপ্রীতি, যেহেতু তাঁহাদিগের শ্রীকৃষ্ণের নিকট কোনরূপ সঙ্কোচাদি নাই। এই নিমিত্ত দাস্যের উপরি সখ্য—ইহাই এ শ্লোকদ্বারা সমর্থন করিলেন ॥ ১৪ ॥

১। এহো হয়—দাস্যপ্রেম শান্তাদির ন্যায় ভাবশূন্য নয়। কিন্তু 'আমার প্রভু' ইত্যাদিরূপ মমতাময় হইলেও সঙ্কোচগৌরবাদিবশতঃ কিঞ্চিৎ শৈথিল্যপ্রাপ্ত হয়, এই নিমিত্ত বলিলেন—"এহো হয়"। আগে কহ আর—ইহার উপরের কথা বল।

২। সখ্যপ্রেম—যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের তুল্যতাভিমানী তাঁহাদিগকে সখা বলে, সেই সখাদিগের শ্রীকৃষ্ণে বিশ্বাসময় প্রেমকে সখ্য-প্রেম বলে। অসঙ্কোচে পরিহাস এবং উচ্চহাসাদি তাহার ক্রিয়া।

১। প্রভু কহে—"এহোত্তম আগে কহ আর";
২। রায় কহে—"বাৎসল্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার।"

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়ে ষট্‌ত্রিংশত্তমশ্লোকে শুকদেবং প্রতি পরীক্ষিদ্বাক্যং—

নন্দঃ কিমকরোদ্‌ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ং।
যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ ॥১৫॥

তত্রৈব নবমাধ্যায়ে পঞ্চদশশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকদেব-বাক্যং—

নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া,
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ॥১৬

৩। প্রভু কহে—"এহোত্তম, আগে কহ আর";
৪। রায় কহে—"কান্তাপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার।"

অতিবিস্ময়েন পৃচ্ছতি—নন্দ ইতি। হে ব্রহ্মন্! নন্দঃ কিং কতরৎ শ্রেয়ঃ অকোরৎ? কীদৃশং? এবমীদৃশো মহানুদয়ঃ সর্ব্বতঃ স্নেহোৎকর্ষো যস্মাত্তৎ। যশোদা বা কিং শ্রেয়ঃ অকরোদিতি? মহাভাগেতি তস্যাঃ শ্রেয়োঽধিকমভিপ্রৈতি। তদেবাহ—হরির্যস্যাঃ স্তনং স্তন্যং পপাবিতি। অতঃ 'পীত্বামৃতং পয়স্তস্যাঃ পীতশেষং গদাভৃতঃ' ইত্যুক্তরীত্যা শ্রীদেবক্যাস্তথা বৎসপালরূপেণান্যাসাং গোপীনাং স্তন্যপানে সত্যপি পূর্ণৈশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রত্বাৎ যথাকথঞ্চিত্তত্রাপ্যসময়ে বারৈকজাতত্বাচ্চোত্তরত্রান্যরূপত্বাচ্চ অত্র পরম্পরৈস্তাদৃশ-স্নেহাভাবাদত্রৈব স্তন্যপানং সম্যগভিপ্রেতং ॥ ১৫ ॥

ভগবৎপ্রসাদমন্যেপি ভক্তা লভন্তে, ইদন্ত্বতীবং চিত্রমিত্যাহ—নেমমিতি। বিরিঞ্চো ভক্তাদিগুরুঃ। ভবো বৈষ্ণবানাং দৃষ্টান্তরূপঃ। শ্রীর্নিত্যপ্রেয়সী চ, সা তু বিশেষতোঽঙ্গসংশ্রয়া বক্ষোনিবাসিনী প্রসাদং [illegible] লেভিরে এব। কীদৃশাদপি—'মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগ'মিত্যুক্তদিশা প্রায়ো মুক্তিমাত্রপ্রদাদপি। কিন্তু গোপী শ্রীগোপেশ্বরী যত্তদনির্ব্বচনীয়ং প্রসাদং কেনাপি বক্তুং শক্যমানং কিমপি প্রাপ, তদ্রূপমিমং পূর্ব্বোক্তপ্রেমপারবশ্যরূপং প্রসাদং তথাপ্যন্যাবিষয়ত্বাত্তচ্ছব্দবাচ্যং। ন বিরিঞ্চঃ প্রাপ, ন ভবঃ প্রাপ, ন শ্রীরপি প্রাপেত্যর্থঃ। যদ্বা গোপী যং প্রাপ, তদ্রূপমিমং বিরিঞ্চাদয়ো ন লেভিরে ইত্যর্থঃ। নঞ্‌ত্রয়বশেন ক্রিয়াবৃত্তিঃ। যদ্বা গোপী যশোদা যং প্রাপ, তং বিরিঞ্চো ন প্রাপ, ভবো ন প্রাপ, শ্রীরপি ন প্রাপ, অন্যেপি ন লেভিরে ইত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

হে ব্রহ্মন্! নন্দ মহাশয় এতাদৃশ কি শ্রেয়ঃ করিয়াছিলেন, যাহা হইতে সর্ব্বতোভাবে এতাদৃশ স্নেহোৎকর্ষের উদয় হয়, এবং মহাভাগা যশোদাই বা কি শ্রেয়ঃ করিয়াছিলেন, যে তজ্জন্য হরি তাঁহার স্তন্যপান করিয়াছেন? ১৫ ॥

যশোদা শ্রীকৃষ্ণ হইতে যাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সে প্রসাদ ব্রহ্মা পান নাই, রুদ্র পান নাই এবং বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মীও পান নাই, সুতরাং অন্য কেহই লাভ করিতে পারেন নাই ॥ ১৬ ॥

"নন্দঃ কিমকরোৎ" ও "নেমং বিরিঞ্চো" এই দুই শ্লোক দ্বারা বাৎসল্যপ্রেমের উৎকর্ষ সাধন করিলেন ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥

১। এহোত্তম—অর্থাৎ দাস্যের ন্যায় গৌরবাদিমিশ্রিত না হওয়ায়, সখ্যপ্রেম বিশুদ্ধ। এই নিমিত্ত বলিলেন—এহ উত্তম।

২। শ্রীকৃষ্ণের মাতা পিতা প্রভৃতি পূজ্যবর্গকে গুরু বলে। তাঁহাদিগের শ্রীকৃষ্ণে সম্ভ্রমাদিরহিত অনুগ্রহময় প্রেমকে বাৎসল্যপ্রেম বলে। লালন, মঙ্গলাশীর্ব্বাদ এবং চিবুকস্পর্শ প্রভৃতি তাহার ক্রিয়া। সখাদিগের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির প্রতীতি না হইলে সখ্যের সঙ্কোচ হয়, কিন্তু বাৎসল্যের কোনই ক্ষতি হয় না। ইত্যাদি কারণবশতঃ সখ্য হইতে বাৎসল্যের উৎকর্ষ থাকায়, সখ্যের উপরি বাৎসল্যের স্থাপন করিলেন। তাই বলিলেন—"বাৎসল্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার"।

৩। এহোত্তম—অর্থাৎ সখ্য হইতে বাৎসল্য উত্তম।

৪। কান্তাপ্রেম—কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যক সম্ভোগতৃষ্ণাকে কান্তাপ্রেম বলে। সখ্যরতি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া প্রণয়, প্রেম, স্নেহ এবং রাগরূপে পরিণত হয়। বাৎসল্য স্বভাবতঃ প্রৌঢ় হইয়াও কখন কখন প্রেম, স্নেহ এবং রাগের ন্যায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু মধুররতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া পরিপাকে প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ এবং ভাব পর্য্যন্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তন্মধ্যে ব্রজদেবীনিষ্ঠ ভাবকে মহাভাব বলে। অতএব মধুররতিবিশেষ মহাভাব পর্য্যন্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে। এই নিমিত্ত বলিলেন—কান্তাপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তচত্বারিংশাধ্যায়ে ত্রিপঞ্চাশত্তমশ্লোকে গোপীঃ প্রতি উদ্ধববাক্যং—

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ,
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্‌ব্রজসুন্দরীণাং ॥ ১৭ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বাত্রিংশাধ্যায়ে দ্বিতীয়শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং—

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ,
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ ॥ ১৮ ॥

১। কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় বহুবিধ হয় ;
২। কৃষ্ণপ্রাপ্তির তারতম্য বহুত আছয় ।
৩। কিন্তু যার যেই ভাব—সেই সর্ব্বোত্তম ;
তটস্থ হইয়া বিচারিলে আছে তার-তম ।

তথাহি শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে স্থায়িভাবলহর্য্যাং দ্বাবিংশশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিনোক্তং—

নন্থ পরব্যোমনাথ-কৃষ্ণয়োরভেদ এব নিরূপ্যতে। তত্র পূর্ব্বস্য চ সদা বক্ষঃস্থলসঙ্গিনী লক্ষ্মীঃ সর্ব্বভক্তশিরোমণিস্বরূপা ভাবঃ কথং নাভিনন্দ্যতে, কিন্তু 'যথা বুবচরে প্রেত' ইত্যাদি রীত্যা বিয়োগময়ভাবস্যোৎকর্ষঃ সর্ব্বত্র [illegible], ততো যদি ন [illegible] তাসাং তেনাধিক্যং স্যাত্তর্হি তথা বর্ণ্যতাং। সংযোগে তু লক্ষ্ম্যা এব তদাধিক্যং মন্যতে। কিঞ্চ লক্ষ্ম্যাঃ স্বরূপশক্তিস্বরূপত্বেনাপেক্ষয়া স্বরূপেণাপ্যমূ গোপ্যো ন্যূনাঃ স্যুঃ, কথমেতাবৎ তাঃ স্তূয়ন্তে? তত্র স প্রৌঢ়ি প্রাহ—নায়মিতি। অঙ্গে মনাশ্রয়স্য শ্রীকৃষ্ণস্য মূর্ত্তিবিশেষে তস্মিন্ সংসক্তা যা শ্রীস্তস্যা অপ্যয়মেতাবান্ প্রসাদস্তদঙ্গসঙ্গজস্যোল্লাসঃ, উ নিশ্চিতং ন বিদ্যতে। কীদৃশ্যা অপি তস্যা নলিনস্য দিব্যস্বর্ণকমলস্যেব গন্ধোৎকর্ষঃ কান্তিশ্চ যাসাং তাসাং স্বর্যোষিতাং 'স্বর্গচূড়ামণিং স্বর্গচ্ছত্রমিবাস্থিতস্য'মিত্যাদিনা দিব্যসুখভোগাস্পদলোকগণশিরোমণিতৈ [illegible] যোষিতাং [illegible] মধ্যে নিতান্তরতেঃ পরমপ্রেমযুক্তায়াঃ। তদেবং সতি কুতোঽন্যা সম্ভাব এব স্বাজা [illegible] পরাস্তা ইত্যর্থঃ। তং প্রসাদমেব দর্শয়তি—রাসেতি। ব্রজসুন্দরীণাং নিত্যস্থিত এব যো যাবান্ রাসোৎসবে উদগাৎ প্রাকট্যং প্রাপ। কীদৃশীনাং? অস্যৈতাসাং সমীপে সম্ভোগলীলোপযিকমিত্যাদ্যনুসারেণ পরব্যোমনাথাদপ্যুৎকৃষ্টস্য সদা সাক্ষাদিবাস্তূয়মানস্য শ্রীকৃষ্ণস্য যৌ ভুজদণ্ডৌ তাভ্যাং গৃহীতঃ স্বল্পস্যাপি বিশ্লেষস্য ভয়াদিব ধৃতো যঃ কণ্ঠঃ কণ্ঠালিঙ্গনং যৎ কৃতমিত্যর্থঃ, তেন লব্ধা আশিষো মনোরথা যাভিস্তাসাং। তস্মাল্লক্ষ্মীতোঽপি সর্ব্বথা বৈলক্ষণ্যাদাসাং স্বরূপেণ চাস্মিন্ প্রেয়সীভাবেন চ বৈলক্ষণ্যং দর্শিতং। লক্ষ্মীবিজয়বাক্যেঽস্মিন্ ব্রজসুন্দরীণামিত্যুক্ত্যা সৌন্দর্য্যাদীনামাধিক্যং দর্শিতং। 'যথাপি ভক্তিবিত্যাদিরীত্যা ভক্তভাবতমেন তারতম্যাচ্ছুক্তমেব চেদং। ব্রজবল্লবীনামিতি পাঠে তু বজস্য চ তাসাঞ্চ তাদৃশী প্রসিদ্ধিঃ সূচিতা ॥ ১৭ ॥

পরব্যোমনাথ হইতেও উৎকৃষ্ট এই শ্রীকৃষ্ণের ভুজদণ্ড দ্বারা কণ্ঠে আলিঙ্গিত হইয়া লব্ধমনোরথ ব্রজসুন্দরীদিগের প্রতি তাঁহার যেরূপ প্রসাদ উদিত হইয়াছিল, দিব্য কমলের ন্যায় যাঁহাদিগের অঙ্গের গন্ধ এবং কান্তি—সেই বৈকুণ্ঠস্থ ভূ লীলা প্রভৃতি শক্তিবর্গের মধ্যে পরমপ্রেমযুক্তা এবং শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে মূর্ত্তিবিশেষে অর্থাৎ পরব্যোমনাথে সমাসক্তা লক্ষ্মীরও এতাদৃশ প্রসাদ হয় নাই,—অপর স্ত্রীর কথা দূরে থাকুক । ১৭

১৮শ শ্লোকের ব্যাখ্যা আদিলীলার (৫) পরিচ্ছেদে (৯২) পৃষ্ঠায় ২০ সংখ্যক শ্লোকে দেখুন ॥ ১৮ ॥

১। উপায়—সাধন। বহুবিধ—অনেক প্রকার।

২। তারতম্য—ন্যূনাধিক্য।

৩। যার···তারতম—শান্তাদির মধ্যে যে ভক্তের যাদৃশ বাসনা থাকে, তাহার সেই ভাবই সর্ব্বোত্তম বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তটস্থ (নিরপেক্ষ) হইয়া বিচার করিলে, যদিও অন্য ভাবের উপাদেয়তা অনুভবগোচর নয়, তথাপি অনুমান দ্বারা তারতম্য অবধারণ করিতে পারে।

যথোত্তরমসৌ স্বাদবিশেষোল্লাসমহ্যপি।
রতির্ব্বাসনয়া স্বাদ্বী ভাসতে কাপি কস্যচিৎ ॥১৯॥

১। পূর্ব্ব-পূর্ব্ব রসের গুণ পরে-পরে হয় ;
দুই-তিন গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাড়য়।
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি রসে ;
শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে,
২। আকাশাদির গুণ যেন পর-পর ভূতে ;
দুই-তিন গণনে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে।
৩। পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হৈতে ;
এই প্রেমার বশ কৃষ্ণ—কহে ভাগবতে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বাশীতিতমাধ্যায়ে একচত্বারিংশশ্লোকে গোপীঃ প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—

ময়ি ভক্তি র্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥২০॥

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্ব্বকালে আছে ;
যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে।

তথাহি শ্রীগীতায়াং—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ২১॥

৪। এই প্রেমার অনুরূপ না পারে ভজিতে ;
অতএব ঋণী হন্—কহে ভাগবতে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বাত্রিংশাধ্যায়ে একবিংশশ্লোকে গোপীঃ প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং,
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জ্জরগেহশৃঙ্খলাঃ,
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥ ২২ ॥

৫। যদ্যপি কৃষ্ণসৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের ধুর্য্য ;
ব্রজদেবীর সঙ্গে তাঁর বাড়য়ে মাধুর্য্য।

ইহার ব্যাখ্যা আদিলীলার (৪৯) পৃষ্ঠায় ৫ সংখ্যার শ্লোকে দেখুন ॥ ১৯ ॥
ইহার ব্যাখ্যা আদিলীলার (৪৫) পৃষ্ঠায় ৩ সংখ্যক শ্লোকে দেখুন ॥ ২০ ॥
ইহার ব্যাখ্যা আদিলীলার (৬৫) পৃষ্ঠায় ২৮ শ্লোকে দেখুন ॥ ২১ ॥
ইহার ব্যাখ্যা আদিলীলার (৬৫) পৃষ্ঠায় ২৯ শ্লোকে দেখুন ॥ ২২ ॥

১। পূর্ব্ব পূর্ব্ব··· বাড়য় = শান্তের গুণ—নিষ্ঠা। দাস্যের—নিষ্ঠা ও সেবন। সখ্যের—নিষ্ঠা, সেবন ও অসঙ্কোচ। বাৎসল্যের—নিষ্ঠা, পালনরূপ সেবন, অসঙ্কোচ এবং মমতাধিক্য। মধুররসের—কৃষ্ণনিষ্ঠা, সেবন, সখ্যভাবে অসঙ্কোচ, মমতাধিক্যে লালন এবং নিজাঙ্গ দ্বারা সেবন। অতএব শান্তের গুণ (নিষ্ঠা) দাস্যে এবং দাস্যের গুণ (নিষ্ঠা ও সেবন) সখ্যে ইত্যাদি ক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে হয়। দুই-তিন গণনে = দাস্যে শান্তের গুণ নিষ্ঠা ও নিজগুণ সেবা—এইরূপ দুই-তিন ইত্যাদি ক্রমে পর পর গণনায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ এবং স্বীয় গুণ লইয়া পর পর রসের গুণাধিক্য হওয়ায়, মধুররসে পাঁচগুণ হইয়াছে। অতএব গুণ অধিক হওয়ায়, মধুররসে স্বাদাধিক্য আছে,—ইহা অনুমান দ্বারা সিদ্ধ হইল।

২। আকাশাদির··· পৃথিবীতে = শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ—এই পাঁচ পঞ্চভূতের গুণ। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং মৃত্তিকা—এই পঞ্চভূতে এক, দুই, তিন, চারি এবং পাঁচ এইরূপে যথাক্রমে ওই গুণসকল অবস্থিত হয়। আকাশের কেবল শব্দমাত্র গুণ অর্থাৎ প্রতিধ্বনি, বায়ুতে—শব্দ ও স্পর্শ এই দুই গুণ অর্থাৎ বীসি এই অনুকরণশব্দ এবং অনুষ্ণ ও অশীতল স্পর্শ। অগ্নিতে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ—এই তিন গুণ, অর্থাৎ ভুগুভুগু এই অনুকরণ শব্দ, উষ্ণস্পর্শ ও প্রকাশ রূপ। জলেতে—শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এই চারি গুণ অর্থাৎ চুলু চুলু এই অনুকরণ শব্দ, শীতলস্পর্শ, শুক্ল রূপ এবং মাধুর্য্য রস। মৃত্তিকাতে—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ—এই পাঁচ গুণ অর্থাৎ কড়কড় এই অনুকরণ শব্দ, কঠিন স্পর্শ, বিচিত্র রূপ, মধুর অম্লাদিরস এবং সদ্গন্ধ ও দুর্গন্ধ। এইরূপ উত্তরোত্তর এক এক গুণের বৃদ্ধি হওয়ায়, যেমন মৃত্তিকাতে পাঁচ গুণ হইয়াছে—তদ্রূপ শান্তাদি রসে উত্তরোত্তর এক এক গুণের বৃদ্ধি হওয়ায় মধুর রসে পাঁচগুণ হইয়াছে।

৩। পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি—সর্ব্বশক্তিমত্তারূপে কৃষ্ণপ্রাপ্তি। এই প্রেমা—মধুর প্রেমা।

৪। অনুরূপ—গোপীগণ যেমন সকল ত্যাগ করিয়া একমাত্র কৃষ্ণনিষ্ঠ, কৃষ্ণ সেইরূপ সকল পরিহারপূর্ব্বক একসংখ্যক গোপীনিষ্ঠ হইতে পারেন নাই। এইজন্য গোপীগণের ভজনের অনুরূপ ভজন করিতে পারেন না।

৫। ধুর্য্য—আশ্রয়।

তথাহি ভক্তৈব রাসে ত্রয়স্ত্রিংশাধ্যায়ে ষষ্ঠ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং ;—

তত্রাতি শুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামারকতো যথা ॥২৩॥

১। প্রভু কহে—"এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয় ;
কৃপা করি কহ যদি আগে কিছু হয়"।
রায় কহে—"ইহার আগে পুছে হেনজনে,
এতদিন নাহি জানি আছয়ে ভুবনে।
২।—ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্যশিরোমনি,
যাহার মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রেতে বাখানি।"

তথাহি শ্রীলঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে ভক্তামৃতে একচত্বারিংশাঙ্কধৃত-পদ্মপুরাণং—

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা,
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥২৪॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রিংশাধ্যায়ে চতুর্ব্বিংশতিশ্লোকে শ্রীরাধিকামুদ্দিশ্য কস্যাশ্চিৎ গোপিকায়া বচনং--

অনয়া রাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥২৫॥

প্রভু কহে—"আগে কহ শুনিতে পাই সুখে ;
অপূর্ব্ব অমৃতনদী বহে তোমার মুখে।
চুরি করি রাধায় লৈলেন্ গোপীগণের ডরে ;
৩। অন্যাপেক্ষা হৈলে প্রেমের গাঢ়তা না স্ফুরে।
রাধা লাগি গোপীরে যদি সাক্ষাৎ করেন ত্যাগ,
তবে জানি রাধায় কৃষ্ণের গাঢ় অনুরাগ"।

ভক্তৈব। দেবকীসুতস্তত্ত্বয়া ভবৎসু বিখ্যাতো ভগবান্ সর্ব্বৈশ্বর্য্যসর্ব্বশোভাভরসম্পন্নোপি তত্র তু রাসমণ্ডলে তাভিরত্যন্তং শুশুভে। যদ্বা তত্র যশোদাসুতত্ত্বেনাত্যন্তং শুশুভে, তত্রাপি তাভিরত্যন্তং শুশুভ ইত্যর্থঃ। তাদৃশস্যাপি তাভিঃ শোভাতিশয়ং দৃষ্টান্তেন সাধয়তি—মধ্য ইতি। সামান্যবিবক্ষয়ৈকত্বং সর্ব্বেষু মধ্যেষ্বিত্যর্থঃ। অতো মণ্ডল-মধ্যস্থোঽপ্যেকঃ প্রকাশো জ্ঞেয়ঃ। স এব হি শ্রীরাধিকামঙ্কে নিধায় বেণুবাদনপূর্ব্বকং ভ্রমন্ সর্ব্বমণ্ডলমত্যর্থং মণ্ডয়তি। তত্র ক্রমদীপিকায়াং ধ্যানং—"ইতরেতরবদ্ধকর-প্রমদাগণকল্পিতরাসবিহারবিধৌ। মণিশঙ্কুগমপ্যমুনা বপুষা বহুধা বিহিত-স্বকদিব্যতনুং। সদৃশামুভয়োঃ পৃথগন্তরগং দয়িতাগলবদ্ধভুজদ্বিতয়ম্" ইতি। তথৈবোক্তং—মণ্ডলে মধ্যগঃ সঙ্গগো বেণু-নেতি। হৈমানাং হৈমীনাং হেমনির্ম্মিতানাং। মণির্দ্বয়োরিত্যমরঃ। মহামারকত ইত্যপি সামান্যতয়া মেঘচক্র ইতি বক্ষ্যমাণত্বাৎ। যথা মহামরকতমণেরপি হৈমমণি র্মধ্যবর্ত্তিতয়ৈব শোভাধিকা স্যাত্তথা তস্যাপি প্রিয়জনা স্নেহেনৈবাধিকা শোভা স্যাদিত্যর্থঃ। অত্র কেচিদাহুঃ—স্বভাবেনেন্দ্রনীলমণিবর্ণোঽপ্যসৌ নৃত্যগতিকৌশলেন যুগপদিব প্রত্যেকং কণ্ঠ-গ্রহণাদিনা তাঃ সর্ব্বা ব্যাপ্য ভ্রমণাৎ। তাসাং সুহেমগৌরীণাং কান্তিচ্ছটাসম্পর্কাদনতিশ্যামলমরকতমণিবর্ণতাপ্রাপ্ত্যা মহামারকত ইত্যুক্তং। ততশ্চ নৃত্যশক্তিবিশেষ এব, ন তু কোপি ভগবত্তাবিশেষঃ ॥২৩॥

যেমন স্বর্ণনির্ম্মিত মণির মধ্যে মধ্যে থাকিয়া মহা মারকত-মণি অতিশয় শোভিত হয়, সেইরূপ হে মহারাজ! তোমা-দিগের নিকটে যিনি দেবকীনন্দন বলিয়া বিখ্যাত, সেই সর্ব্বৈশ্বর্য্য সর্ব্বশোভাভরসম্পন্ন ভগবান্ সেই রাসমণ্ডলে স্বর্ণবর্ণ গোপীগণ কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া অতিশয় শোভান্বিত হইয়াছিলেন ॥২৩॥

শ্রীকৃষ্ণ অসীমমাধুর্য্যের নিধি হইয়াও গোপীগণ সঙ্গে অধিকতর শোভাধারণ করেন,—ইহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রমাণিত করিলেন ॥২৩॥
ইহার ব্যাখ্যা আদিলীলা [৭০] পৃষ্ঠায় [৩৯] শ্লোকে দেখুন ॥২৪॥
ইহার ব্যাখ্যা আদিলীলা [৫৫।৫৬] পৃষ্ঠায় [১৪] শ্লোকে দেখুন ॥২৫॥

১। সাধ্যাবধি—সাধ্যের সীমা। ২। ইহার মধ্যে—ব্রজদেবীর মধ্যে।
৩। অন্যাপেক্ষা—অর্থাৎ গোপীগণের ভয়ে সাক্ষাৎ রাধাকে, লইতে না পারিয়া চুরি করিয়া অর্থাৎ গোপনে লইয়া গেলেন। ইহাতে জানা গেল যে, শ্রীকৃষ্ণের অন্য গোপীতে অপেক্ষা আছে। তাহাতে প্রেমের গাঢ়তা প্রকাশ পায় না।

রায় কহে—"তাহা শুন! প্রেমের মহিমা;
ত্রিজগতে রাধাপ্রেমের নাহিক উপমা।
গোপীগণের রাসনৃত্যমণ্ডলী ছাড়িয়া;
১। রাধা চাহি বনে ফিরেন বিলাপ করিয়া।

তথাহি শ্রীগীতগোবিন্দে তৃতীয়সর্গে প্রথম শ্লোকে শ্রীজয়দেব-বাক্যং—

কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাং।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ ॥২৬॥

তত্রৈব তৃতীয়সর্গে দ্বিতীয়শ্লোকে শ্রীজয়দেব-বাক্যং—

ইতস্ততস্তামনুসৃত্য রাধিকা-
মনঙ্গবাণব্রণখিন্নমানসঃ।
কৃতানুতাপঃ স কলিন্দনন্দিনী-
তটান্তকুঞ্জে বিষসাদ মাধবঃ ॥২৭॥

এই দুই শ্লোকের অর্থ বিচারিলে জানি;
বিচারিতে উঠে যেন অমৃতের খনি।
শতকোটি গোপী সঙ্গে রাসবিলাস;
২। তার মধ্যে এক মূর্ত্তি রহে রাধা পাশ।
৩। সাধারণ প্রেম দেখি সর্ব্বত্র সমতা;
রাধার কুটিল-প্রেম হইল বামতা।

তথাহি শ্রীউজ্জ্বলনীলমণৌ শৃঙ্গারভেদ-কথনে ত্রিচত্বারিংশশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং—

অহেরিব গতিঃ প্রেম্ণঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ।
অতো হেতোরহেতোশ্চ যূনোর্মান উদঞ্চতি ॥২৮॥

৪। ক্রোধ করি রাস ছাড়ি গেলা মান করি;
৫। তাঁরে না দেখিয়া ইহাঁ ব্যাকুল হৈলা হরি।
সম্যক্ বাসনা কৃষ্ণের ইচ্ছা রাসলীলা;
৬। রাসলীলা-বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা।

তদনন্তরকৃত্যমাহ **ইতস্তত** ইতি। ন কেবলং সৈব মাধবোপি কলিন্দনন্দিন্যা যমুনায়াস্তটপ্রান্তকুঞ্জে বিষসাদ বিষাদঞ্চকার। কিং কৃত্বা—ইতস্ততঃ তত্রতত্র স্থানে তাং শ্রীরাধিকাং অনুসৃত্য অন্বিষ্য 'কৃতঃ' অহো তস্যাঃ সর্ব্বোত্তমত্বং জানতাপি ময়া কথমেবং কৃতমি'তি পশ্চাত্তাপো যেন সঃ। তত্র হেতুঃ—অনঙ্গবাণব্রণেন খিন্নং মানসং যস্য সঃ। অনেন তৎসদৃশী দশাস্যাপ্যুক্তা ॥২৭॥

অহেরিতি। অহেঃ সর্পস্যেব প্রেম্ণোগতিঃ স্বভাবেনৈব কুটিলা বক্রা ভবেৎ। অতঃ কারণাৎ হেতো রহেতোশ্চ হেতৌ ভবতি ন ভবতি চেত্যর্থঃ, যূনো নায়িকানায়কয়ো র্মান উদঞ্চতি উদয়তে ইত্যর্থঃ। প্রণয়স্য পরিপাকোঽয়ং মান ইত্যর্থঃ ॥২৮॥

শ্রীকৃষ্ণ কাম-শরাঘাতে খিন্নমনা হইয়া ইতস্ততঃ শ্রীরাধাকে অন্বেষণ করতঃ কালিন্দী-তটীর কুঞ্জে বিষণ্ণমনে অনুতাপ করিয়াছিলেন ॥২৭॥

সর্পের গতির ন্যায় প্রেমের গতি স্বভাবতই কুটিল, এই নিমিত্ত—হেতু থাকুক্ বা না থাকুক্, নায়ক এবং নায়িকার মানের উদয় হইয়া থাকে ॥২৮॥

এই দুই শ্লোক দ্বারা সকল গোপী হইতে শ্রীরাধিকার উৎকর্ষ স্থাপন করিলেন ॥২৪॥২৫॥

ইহার ব্যাখ্যা আদিলীলার [৭১] পৃষ্ঠায় [৪১] শ্লোকে দেখুন ॥২৬॥

১। চাহি—অন্বেষণ করিয়া। ২। তার মধ্যে—শতকোটি গোপীর মধ্যে।

৩। সাধারণ প্রেম—বিশেষভাবরহিত প্রেমকে সাধারণ প্রেম বলে। মিত্র-ভার্য্যাদিতে যাদৃশ প্রেম, সেই প্রেমের সর্ব্বত্র অর্থাৎ দাস মিত্র, গুরু এবং প্রেয়সী প্রভৃতিতে সমতা অর্থাৎ সমভাব। দেখি—দেখিয়া। অত্যন্ত মদীয়তা অর্থাৎ 'কৃষ্ণ আমার'-এই ভাবময়—প্রেম স্বাধীনভর্ত্তৃকা-ভাবে কৌটিল্য ধারণ করে। তাই বলিলেন—"রাধার কুটীল প্রেম"। কুটিল প্রেমের বামতা—অদাক্ষিণ্য।

৪। ক্রোধ—রত্যাখ্যভাবের সঞ্চারী, এই ক্রোধ ভাবকে বর্দ্ধিত করে। মান—প্রেম উৎকর্ষাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া অননুভূত আস্বাদকে অনুভব করণার্থ যখন বাহিরে কৌটিল্য ধারণ করে, তখন তাহাকে মান বলে। ৫। ইহাঁ—রাসস্থলীতে।

৬। শৃঙ্খলা—রাস পরিত্যাগ করিয়া প্রতিবন্ধরূপা।

তাঁহা বিনা রাসলীলা নাহি ভাব চিত্তে ;
মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অন্বেষিতে।
ইতস্ততঃ ভ্রমি কাঁহা রাধা না পাইয়া ;
বিষাদ করেন্ কামবাণে খিন্ন হঞা।
শতকোটি গোপীতে নহে কাম নির্ব্বাপণ ;
ইহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুণ।"
প্রভু কহে "যাহা লাগি আইলাম তোমা স্থানে
সেই সব রসবস্তু তত্ত্ব হৈল জ্ঞানে।
এবে জানিল সাধ্য-সাধন নির্ণয় ;
আগে আর কিছু শুনিবারে মন হয়।
কৃষ্ণের স্বরূপ কহ রাধার স্বরূপ !
১। রস কোন্ তত্ত্ব—প্রেম কোন্ তত্ত্বরূপ ?
কৃপা করি এই তত্ত্ব কহ ত আমারে ;
তোমা বিনা কেহ ইহা নিরূপিতে নারে।"
রায় কহে—"ইহা আমি কিছুই না জানি ;
যে তুমি কহাও সেই কহি আমি বাণী।
তোমার শিক্ষায় পড়ি যেন শুকপাঠ ;
২। সাক্ষাৎ-ঈশ্বর তুমি কে বুঝে তোমার নাট !
হৃদয়ে প্রেরণ কর, জিহ্বায় কহাও বাণী ;
কি কহিয়ে ভাল-মন্দ কিছুই না জানি।"
প্রভু কহে—"মায়াবাদী আমি ত সন্ন্যাসী ;
৩। ভক্তিতত্ত্ব নাহি জানি মায়াবাদে ভাসি।
সার্বভৌম সঙ্গে মোর মন নির্ম্মল হইল ;
'কৃষ্ণ ভক্তিতত্ত্ব কহ' তাঁহারে পুছিল।
তিঁহো কহে 'আমি নাহি জানি কৃষ্ণকথা ;
সবে রামানন্দ জানে—তিঁহো নাহি এথা'।
তোমার ঠাঁই আইলাম মহিমা শুনিয়া ;
তুমি মোরে স্তুতি কর সন্ন্যাসী জানিয়া।
৪। কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেন নয় ;
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়।
সন্ন্যাসী বলিয়া মোরে না কর বঞ্চন ;
কৃষ্ণ-রাধা-তত্ত্ব কহি পূর্ণ কর মন।"
যদ্যপি রায় প্রেমী মহাভাগবতে ;
তাঁর মন কৃষ্ণমায়া নারে আচ্ছাদিতে।
তথাপি প্রভুর ইচ্ছা পরমপ্রবল ;
৫। জানি তেঁহ রায়ের মন হৈল টলমল।
রায় কহে—"আমি নট, তুমি সূত্রধার ;
যেই মত নাচাও, সেমত চাহি নাচিবার।
মোর জিহ্বা বীণাযন্ত্র, তুমি বীণাধারী ;
তোমার মনে যেই উঠে, তাহাই উচ্চারি।
ঈশ্বর পরম-কৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্ ;
৬। সর্ব্ব-অবতারী সর্ব্বকারণপ্রধান।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ আর অনন্ত অবতার,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড—ইহা সবার আধার।
সচ্চিদানন্দ-তনু ব্রজেন্দ্রনন্দন ;
সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সর্ব্বশক্তি-সর্ব্বরস-পূর্ণ।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে প্রথম শ্লোকঃ ;—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্ ॥২৯॥

ইহার ব্যাখ্যা আদিলীলা [৩০] পৃষ্ঠায় [১৮] শ্লোকে দেখুন ॥২৯॥

১। তত্ত্ব—যাথার্থ্য। ২। নাট—নাট্য, ছলনা। ৩। মায়াবাদ—এক নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-চৈতন্য ভিন্ন সমস্তই রজ্জু সর্পের ন্যায় সেই ব্রহ্মের বিবর্ত্ত—অর্থাৎ মায়াবশতঃ বিশ্বরূপে ব্রহ্মই প্রতীত হন—ব্রহ্ম ভিন্ন সমস্তই মিথ্যা, ঈশ্বর-জীব সকলই কল্পিত মায়া ও সৎ পদার্থ নয়—ইহাই মায়াবাদ।

৪। কিবা বিপ্র ইত্যাদি—এস্থলে প্রকরণে উক্ত গুরু-শব্দে শ্রবণগুরুই বুঝিতে হইবে। কেহ যেন গুরুশব্দ শুনিয়াই মন্ত্রদাতা গুরু না করেন। যোগ্য বিপ্রাদি সত্ত্বে হীনবর্ণের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে নাই এবং প্রতিলোমে অর্থাৎ উত্তমবর্ণের ত হীনবর্ণের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতেই নাই। এ বিষয়ে বিশেষ প্রমাণ শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে আছে।

৫। জানি—জানিয়া। তেঁহ—সেই। ৬। সর্ব্ব কারণ প্রধান—সর্ব্ব কারণের কারণ অর্থাৎ মূল কারণ।

বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন ;
১। কামগায়ত্রী কামবীজে যাঁর উপাসন।
২। পুরুষ-যোষিৎ কিবা স্থাবর-জঙ্গম ;
সর্ব্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বাত্রিংশাধ্যায়ে দ্বিতীয়শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুক-বচনং ;—

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ ॥৩০॥

৩। নানা ভক্তের রসামৃত নানাবিধ হয় ;
সেই সব রসামৃতের বিষয়-আশ্রয়।

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ব-বিভাগে সামান্যলহর্য্যাং প্রথমশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং—

অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ
প্রসৃমররুচিরুদ্ধতারকাপালিঃ।
কলিতশ্যামাললিতো
রাধাপ্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি ॥৩১॥

অখিলেতি। বিধুঃ শ্রীকৃষ্ণো জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। যদ্যপি বিধুঃ শ্রীবৎসলাঞ্ছন ইতি সামান্য ভগবদাবির্ভাবপর্য্যায়স্তথাপি বিধুনোতি খণ্ডয়তি সর্ব্বদুঃখমতিক্রামতি সর্ব্বঞ্চেতি। যদ্বা—বিদধাতি করোতি সর্ব্বসুখং সর্ব্বঞ্চেতি নিরুক্ত্যা পর্য্যবসানে বিচার্য্যমাণে তত্রৈব বিশ্রান্তেঃ অসুরাণামপি মুক্তিপ্রদত্বেন স্ববৈভবাতিক্রান্তসর্ব্বত্বেন পরমাপূর্ব্বস্বপ্রেমমহাসুখপর্য্যন্তসুখবিস্তারকত্বেন স্বয়ং ভগবত্বেন চ তত্রৈব প্রসিদ্ধেঃ, অতএবামরেণাপি তৎপ্রাধান্যেনৈব তানি নামানি প্রোক্তানি 'বসুদেবোঽস্য জনক' ইত্যাদ্যুক্তেঃ। এতদেব সর্ব্বং জয়ত্যর্থে ন স্পষ্টীকৃতং। সর্ব্বোৎকর্ষেণ বৃত্তির্নাম তত্তদেবেতি। অতএব প্রাকট্যসময়মাত্রে দৃষ্ট্যা যা লোকস্য প্রতীতিস্তস্যা নিরাসকো বর্ত্তমান-প্রয়োগঃ। তথাচ প্রমাণানি—বিজয়রথকুটুম্ব ইত্যাদৌ। যমিহ নিরীক্ষ্য হতা গতাঃ স্বরূপমিতি। স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ। বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠ ইতি। যস্যাননং মকরকুণ্ডলচারুকর্ণভ্রাজৎকপোলসুভগং সুবিলাসহাসং। নিত্যোৎসবং ন ততৃপুর্দৃশিভিঃ পিবন্ত্যো নার্য্যো নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতা নিমেশ্চেতি। কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীতসম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেত্ত্রিলোক্যাং। ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্নিতি। যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগ-মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতং। বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গমিতি। এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিতি। জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদ ইত্যাদি শ্রীভাগবতে। অথ তত্তদুৎকর্ষহেতুং স্বরূপলক্ষণমাহ—অখিলারসা বক্ষ্যমাণাঃ শান্তাদ্যা দ্বাদশরসা যস্মিন্ তাদৃশমমৃতং পরমানন্দএব মূর্ত্তির্যস্য সঃ। আনন্দমূর্ত্তিমুপগুহ্যেতি। ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনাবনন্ত ইতি। মল্লানামশনিরিত্যাদি শ্রীভাগবতাৎ তস্মাৎ কৃষ্ণএব পরো দেবস্তং ধ্যায়েত্তং রসয়েদিতি গোপালতাপনীভ্যশ্চ। তত্রাপি রসবিশেষবিশিষ্টপরিকরবৈশিষ্ট্যেনাবির্ভাববৈশিষ্ট্যং দৃশ্যতে, অতএবাদিরসবিশেষবিশিষ্টসম্বন্ধেন নিতরাং। তথা—গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধং। দৃগ্ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপমেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্যেতি। ত্রৈলোক্যলক্ষ্মৈকপদং বপুর্দধদিত্যাদি। তত্রাপি শুশুভে তাভিরিত্যাদি শ্রীভাগবতে। তাসু গোপীষু মুখ্যা দশ ভবিষ্যোত্তরে শ্রূয়ন্তে—'গোপালী পালিকা ধন্যা বিশাখান্যা ধনিষ্ঠিকা। রাধানুরাধা সোমাভা তারকা দশমী তথা'

ব্যাখ্যা আদিলীলা [৯২] পৃষ্ঠায় [২০] শ্লোকে দেখুন ॥৩০॥
শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্ববিধ রসের আশ্রয় এবং বিষয়—তাহাই এই শ্লোক দ্বারা সমর্থন করিলেন ॥৩১॥

১। কামগায়ত্রী ইত্যাদি—যখন কামগায়ত্রী ও কামবীজ দ্বারা কৃষ্ণেরই উপাসনা হয়, তখন নিশ্চয়ই কাম শব্দের শক্তি শ্রীকৃষ্ণে অর্থাৎ কাম বলিতে শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝায়।

২। পুরুষ…মদন—পুরুষাদি সকলের চিত্তাকর্ষক যে কাম, তাহারও মদন ; অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ সেই সর্ব্বচিত্তাকর্ষক কন্দর্পের চিত্তকেও আকর্ষণ করেন। এইহেতু স্বয়ংকামই শ্রীকৃষ্ণ।

৩। নানা ভক্তের—শান্ত-দাসাদি ভক্তের। নানা বিধ—শান্ত, প্রীত প্রভৃতি। বিষয়—অর্থাৎ তাহা দ্বারা কৃষ্ণের আস্বাদন হয়। আশ্রয়—সেই সকল রস শ্রীকৃষ্ণে অবস্থিত।

১। শৃঙ্গাররসরাজময় মূর্ত্তিধর ; | অতএব আত্ম-পর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তহর।

ইতি। বিশাখা ধ্যাননিষ্ঠিকেতি পাঠান্তরং। তথেতি দশম্যপি তারকা নাম্নোবেত্যর্থঃ। দশমীত্যেকং নাম বা। স্কান্দে প্রহ্লাদসংহিতায়াং দ্বারকামাহাত্ম্যে চ—ললিতোবাচেত্যাদৌ মুখ্যাস্বষ্টসু পূর্ব্বোক্তাভ্যোঽষ্টা ললিতা শ্যামলা শৈব্যা পদ্মা ভদ্রা চ শ্রূয়ন্তে, পূর্ব্বোক্তাশ্চ রাধা-ধন্যা বিশাখাশ্চ তদভিপ্রেত্য তত্রাপি মুখ্যামুখ্যাভিরুত্তরোত্তরং বৈশিষ্ট্যং দর্শয়িতুমবরমুখ্যে দ্বে তাবন্নিরূপ্য তাভ্যাং বৈশিষ্ট্যমাহ—প্রসৃমরেতি! প্রসৃমরাভিঃ প্রসরণশীলাভিঃ রুচিভিঃ কান্তিভিঃ রুদ্ধে বশীকৃতে তারকা পালী যেনেতি সঃ। (পালিকেতি সংজ্ঞায়াং 'কন্' বিধানাৎ)। পালীতি দীর্ঘান্তোপি কচিদ্দৃশ্যতে। অথ মধ্যম-মুখ্যাভ্যামাহ—কলিতে আত্মসাৎকৃতে শ্যামা শ্যামলা ললিতা চ যেন সঃ। অথ পরমমুখ্যায়া আহ—রাধায়াঃ প্রেয়ান্ অতিশয়েন প্রীতিকর্ত্তা। ('ইগুপধ-জ্ঞাপ্রী গৃ কিরঃ কঃ'—ইতি 'ক'প্রত্যয়বিধেঃ)। অতএবাস্যা এবাসাধারণ্যমালোক্য পৃথগেব মুখ্যত্বেনাপি নেয়ং নির্দ্দিষ্টা। অতস্তস্যা এব প্রাধান্যং পাদ্মে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে উত্তরখণ্ডে তৎকুণ্ডপ্রসঙ্গে—'যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ন্তথা। সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভেতি।' অতএব মাৎস্যে শক্তিত্বসাধারণ্যেন অন্যত্র গণনায়ামপি তস্যা এব বৃন্দাবনে প্রাধান্যাভিপ্রায়েণাহ—'রুক্মিণী দ্বারবত্যান্তু রাধা বৃন্দাবনে বনে' ইতি। তথা চ বৃহদ্গৌতমীয়ে তস্যা এব মন্ত্রকথনে—'দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা। সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরেতি।' ঋক্-পরিশিষ্টশ্রুতাবপি—'রাধয়া মাধবোদেবো মাধবেনৈব রাধিকা। বিভ্রাজন্তে জনেষ্বিতি।' অতএবাস্য—'অনয়ারাধিতোনূনমি'ত্যাদি। অথ শ্লেষার্থব্যাখ্যা তত্রৈব শ্লেষেণোপমাং তয়ার্থবিশেষং পুষ্ণাতি। সর্ব্বলৌকিকালৌকিকা-তীতেঽপি তস্মিন্ লৌকিকার্থবিশেষোপমা দ্বারা লোকানাং বুদ্ধিপ্রবেশঃ স্যাদিতি কেনাপ্যংশেনোপমেয়ং। সর্ব্বতমস্তাপক্ষ-দুঃখশমকত্বেন সর্ব্বসুখপ্রদত্বেন চ তত্র পূর্ব্বমনিরুক্ত্যা পর্য্যবসানে বিচার্য্যমাণে রাকাপত্যেবেব বিধুত্বং মুখ্যং পর্য্যবস্যতীতি সদা প্রভাবাৎ পূর্ণত্বাংশেন চ। এবং সূর্য্যাদীনাং তাপশমকত্বং নাস্তীতি নোপমানযোগ্যতা। ততোবিধুঃ সর্ব্বত উৎকর্ষেণ বর্ত্তত ইতি লভ্যতে। বর্ত্তমানপ্রয়োগাংশস্ত প্রতিক্ষণ তুরাজমেব তত্তদ্রূপতয়ানুবৃত্তেঃ। এবং বিশেষ্যে সাম্যং দর্শয়িত্বা বিশে-ষণেঽপি সাম্যং দর্শয়তি—অখিলেত্যাদিভিঃ। অখিলঃ অখণ্ডঃ রস আস্বাদো যত্র তাদৃশমমৃতং পীযূষং তদাত্মিকৈব মূর্ত্তি-র্যস্য। অত্র শব্দেন সাম্যং রসনীয়ত্বাংশেনার্থেনাপি যোজ্যং। তথা প্রসৃমরাভিঃ কান্তিভিঃ রুদ্ধা আবৃতা তারকাণাং পালিঃ শ্রেণির্যেন স—ইতি পূর্ব্ববৎ নিজকান্তিবশীকৃত কান্তিমতীগণ-বিরাজমানত্বাংশেনাপি জ্ঞেয়ং। কলিতমুরীকৃতং শ্যামায়া রাত্রেঃ শ্যামলতং বিলাসো যেন—ইতি রাত্রিবিলাসিত্বেনাপি জ্ঞেয়ং। তথা শ্যামা তু গুগ্গুলো—'অপ্রসূতাঙ্গনায়াঞ্চ তথা সোমলতৌষধৌ। ত্রিবৃতা শারিকা গুন্দ্রা নিশা কৃষ্ণা প্রিয়ঙ্গুষ্বিতি' বিশ্বপ্রকাশাৎ। তথা রাধায়াং বিশাখানাম্ন্যাং তারায়াং প্রেয়ান্ অধিকপ্রীতিমান্। ঋতুরাজপূর্ণিমায়াং তদনুগামিত্বাদিতি তদনুগতিমাত্রসাধ্যস্ববৈভববিজ্ঞত্বাংশেনাপি উপমানস্য তৈতানি বিশেষণান্যুৎকর্ষবাচকানি সূর্য্যাদেস্তাদৃশমূর্ত্তিত্বাভাবাৎ তারানাশনক্রিয়ত্বেন তৎসাহিত্যশোভিত্বাভাবাৎ সুখবিশেষ-করবাত্রিবিলাসাভাবাৎ তাদৃশবিজ্ঞত্বানভিব্যক্তেশ্চেতি। সিদ্ধান্তরসভাবানাং ধ্বন্যলঙ্কারয়োরপি। অনন্তত্বাৎ স্ফুটত্বাচ্চ ব্যাখ্যাতে দুর্গমস্ত্বিহ। লিখনং সর্ব্বমেবাস্মিন্নাশঙ্কানাশগর্ব্বিতং। বৃথেত্যাশঙ্কয়া তত্র নাবধেয়মবুদ্ধিভিঃ। গ্রন্থকৃতাং স্বরূপাং কতিচিৎ পাঠাস্ত যে ময়া ত্যক্তাঃ, নাত্রানিষ্টং চিন্ত্যং—চিন্ত্যং তেষামভীষ্টং হি ॥ ৩১ ॥

শান্তদাস্যাদি সর্ব্ববিধ রসের আশ্রয় পরমানন্দ যাঁহার মূর্ত্তি, যিনি প্রসরণশীল কান্তি দ্বারা তারকা ও পালী নাম্নী গোপীদ্বয়কে বশীভূত করিয়াছেন, যিনি শ্যামলা ও ললিতা নাম্নী গোপীদ্বয়কে আত্মসাৎ করিয়াছেন এবং যিনি রাধিকার অতিশয় প্রীতিকর্ত্তা, সমস্ত দুঃখনাশক ও সর্ব্বসুখপ্রদ,—সেই শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বোপরি বিরাজ করিতেছেন ॥ ৩১ ॥

শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ববিধ রসের আশ্রয় এবং বিষয়—তাহাই এই শ্লোকদ্বারা সমর্থন করিলেন ॥ ৩১ ॥

১। শৃঙ্গার রস ··সর্ব্বচিত্তহর—রসের রাজা শৃঙ্গাররস, তন্ময় শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি। অতএব—এই নিমিত্ত। আত্মপর্য্যন্ত—কৃষ্ণ পর্য্যন্ত ; অর্থাৎ কৃষ্ণের মূর্ত্তি অন্যান্য সকলের চিত্তই হরণ করেন, এমন কি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের পর্য্যন্ত চিত্ত হরণ করেন।

তথাহি **শ্রীগীতগোবিন্দে** প্রথমসর্গে একাদশ শ্লোকে শ্রীজয়দেববাক্যং—

বিশ্বেষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর-
শ্রেণীশ্যামলকোমলৈরুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎসবং,
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গমালিঙ্গিতঃ
শৃঙ্গারঃ সখি মূর্ত্তিমানিব মধৌ মুগ্ধো হরিঃ
ক্রীড়তি ॥৩২॥

১। লক্ষ্মীকান্তাদি অবতারের হরে মন ;

তথাহি **শ্রীমদ্ভাগবতে** দশমস্কন্ধে একোননবতিতমাধ্যায়ে দ্বাত্রিংশ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনৌ প্রতি ভূমপুরুষবাক্যং ;—

দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা
ময়োপনীতা ভুবি ধর্ম্মগুপ্তয়ে।
কলাবতীর্ণাববনের্ভরাসুরান্,
হত্বেহ ভূয়স্তরয়েতমন্তি মে ॥৩৩॥

লক্ষ্মী-আদি নারীগণের করে আকর্ষণ।

তত্রৈব দশমস্কন্ধে ষোড়শাধ্যায়ে দ্বাত্রিংশত্তম-শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি নাগপত্নীবাক্যং—

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে,
তবাঙ্ঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো,
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা ॥৩৪॥

দ্বিজাত্মজেতি। যুবয়োর্ব্বাং দিদৃক্ষুণা ময়া দ্বিজাত্মজা দ্বিজপুত্রা মে মম ভুবি ধাম্নি উপনীতা আনীতাঃ। ইত্যেকং বাক্যং, বাক্যান্তরমাহ—ধর্ম্মগুপ্তয়ে কলাবতীর্ণৌ কলা অংশাস্তদ্যুক্তাবতীর্ণৌ (মধ্যপদলোপী সমাসঃ)। কলয়ামংশলক্ষণে মায়িকপ্রপঞ্চেঽবতীর্ণৌ বা। 'পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানী'তি শ্রুতেঃ। ভূয়ঃ পুনরপি অবশিষ্টান্ অবনের্ভরাসুরান্ হত্বা মে মম অন্তি সমীপায় সমীপমাগময়িতুং যুবাং তরয়েতং ত্বরয়তং, অত্র প্রস্থাপ্য তান্ মোচয়তমিত্যর্থঃ ; তদ্ধতানাং মুক্তিপ্রসিদ্ধেঃ। 'মহাকালপুরজ্যোতিরেব মুক্তাঃ প্রবিশন্তী'তি। 'ব্রহ্মতেজোময়ং দিব্যং মহদ্যদ্ দৃষ্টবানসি। অহং স ভরত শ্রেষ্ঠো মত্তেজস্তৎ সনাতনং। প্রকৃতিঃ সা মম পরা ব্যক্তাব্যক্তা সনাতনী। তাং প্রবিশ্য ভবন্তীহ মুক্তা যোগ বিত্তমা'—ইতি হরিবংশে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীভগবদুক্তেশ্চ। তরয়েতমিতি প্রার্থনায়াং লোটিরূপং। অন্তীত্যব্যয়াচ্চতুর্থী লুক্। চতুর্থী চ এধোভ্যো ব্রজতীতিবৎ ক্রিয়ার্থোপপদস্য চ কর্ম্মণি স্থানিন ইতি স্মরণাৎ কটং কৃত্বা প্রস্থাপয়েতিবদ্ভয়োরেকেনৈব কর্ম্মণান্বয়ঃ প্রসিদ্ধ এব ॥ ৩৩ ॥

ন তপ আদি নিমিত্ত এষ ভাগ্যোদয়ঃ কিন্ত্বচিন্ত্যং তব কৃপাবৈভবমিত্যাহ—**কস্যানুভাব** ইতি। তব গোকুলেশ্বররূপস্যাঙ্ঘ্রিরেণূনাং স্পর্শস্তত্রাধিকারঃ অস্যাপরাধিনঃ কালিয়স্য কতমস্য কারণস্যানুভাবঃ ফলং তন্ন বিদ্মঃ। তত্র হেতু-

---

হে কৃষ্ণ! তোমরা মায়িক প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছ, তাই তোমাদিগের দুই জনকে দেখিতে ইচ্ছুক হইয়া দ্বিজবালকদিগকে আমার স্থানে আনয়ন করিয়াছি। পুনর্ব্বার অবশিষ্ট পৃথিবীর ভাররূপ অসুরদিগকে বিনাশ করিয়া আমার সমীপে প্রস্থাপিত করিবার জন্য সত্বর হও ॥ ৩৩।

হে দেব! আপনার চরণরেণু স্পর্শাধিকারের অভিলাষে আসঙ্গময় তত্তদ্ভোগাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক নিয়মধারণ করতঃ কোমলাঙ্গী লক্ষ্মী দীর্ঘকাল স্বপতির আরাধনারূপ তপস্যা করিয়াছিলেন—তথাপিও লাভ করিতে পারেন নাই, অদ্য এই মহাপরাধী সর্পের সেই চরণরেণু স্পর্শে অধিকার দেখিতেছি,—ইহা কোন্ কারণের ফল, তাহা আমরা জানি না ॥ ৩৪ ॥

"বিশ্বেষা" ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যাদি আদিলীলা ৭১।৭২ পৃষ্ঠায় (৪২) শ্লোক দেখুন। এই শ্লোক দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি শৃঙ্গাররসময়—ইহাই সমর্থন করিলেন ॥ ৩২ ॥

ভূমাপুরুষ নারায়ণের মনও যে শ্রীকৃষ্ণ স্বমাধুর্য্য দ্বারা হরণ করিয়াছেন—তাহাই এই শ্লোক দ্বারা সপ্রমাণ করিলেন ॥ ৩৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় সৌন্দর্য্যে লক্ষ্মীর মনকেও আকর্ষণ করেন — ইহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রতিপন্ন করিলেন ॥ ৩৪ ॥

১। লক্ষ্মীকান্ত—নারায়ণ।

১। আপন-মাধুর্য্য হরে আপনার মন ;
আপনা আপনি চাহে করিতে আলিঙ্গন।

তথাহি **ললিতমাধবে** অষ্টমাঙ্কে অষ্টাবিংশ শ্লোকে মণিভিত্তৌ স্বপ্রতিবিম্বং দৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী,
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ,
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব ॥৩৫॥

২। এই ত সংক্ষেপে কহিল—কৃষ্ণের স্বরূপ ;
এবে সংক্ষেপে কহি—রাধা তত্ত্বরূপ।
কৃষ্ণের অনন্তশক্তি, তাতে তিন প্রধান—
৩। চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি আন্।
৪। অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা, তটস্থা—কহি যারে ;
৫। অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি সবার উপরে।

তথাহি **ভগবৎসন্দর্ভে** 'সত্বং রজস্তম ইতি ত্রিদেব'মিত্যস্য ব্যাখ্যায়াং ধৃতো বিষ্ণুপুরাণস্য ষষ্ঠাংশীয়-সপ্তমাধ্যায়স্য ষষ্ঠিতমশ্লোকঃ—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা
ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞান্যা
তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥৩৬॥

৬। সৎ-চিৎ-আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ ;
অতএব স্বরূপশক্তি হয় তিন রূপ—
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী ;
চিদংশে সম্বিৎ—যারে জ্ঞান করি মানি।

তথাহি **ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ** পূর্ব্ববিভাগে রতিভক্তিলহর্য্যাং প্রথমশ্লোকব্যাখ্যায়াং ধৃতো বিষ্ণুপুরাণস্য প্রথমাংশীয়দ্বাদশাধ্যায়স্যাষ্টাচত্বারিংশঃ শ্লোকঃ—

...মানিতি। তাদৃশতপ আদিপ্রসাধ্যা শ্রীরপি লর্লনা পরমসুকোমলাপি যদ্বাঞ্ছয়া কামান্ তাদৃশপরমধরাসঙ্গমসুতত্ত্বভোগান্ বিহায় ব্রতরতা বদ্ধনিয়মা সতী তপ আচরবেব, ন তু তং প্রাপেত্যর্থঃ। প্রাপ্তৌ সত্যাং 'কস্যানুভাবস্য ন দেব বিদ্মঃ' ইতি নোদ্যোতেতি ভাবঃ। তচ্চ যুক্তমেবেতি সম্বোধয়ন্তি—দেব হে অদ্ভুতানন্তমহিম্না দ্যোতমানেতি! এতদুক্তং ভবতি— শ্রীরিয়ং বৈকুণ্ঠেশ্বরাদিপ্রেয়সীরূপা ন তু গোপরামারূপা রেখারূপা চ, 'গোপ্যোহন্তরেণ ভুজয়োরপি যৎস্পৃহা শ্রীঃ' ইতি তদুক্তেস্তস্মিন্নেব পর্য্যবসানাৎ। সূক্ষ্মস্বর্ণরেখারূপেণ তদ্বামবক্ষোভাগে স্থিতত্বাচ্চ। তপোঽত্র শ্রীত্বাৎ স্বপত্যারাধনং। অতএব পূর্ব্বত উৎকৃষ্টত্বং শ্রীকৃষ্ণস্য তেন সহৈকাত্মজ্ঞানাত্তথাপি সৌন্দর্য্যাদিবৈশিষ্ট্যেন লোভবিশেষাত্তদ্বাঞ্ছনঞ্চ যুক্তমিতি শ্রীত্বেন সর্ব্বাসাং তাসামৈকাত্ম্যে সত্যপ্যন্যতমায়া অভিলাষঃ প্রাদুর্ভাববিভেদেনাভিমানভেদাৎ। যথা বৈকুণ্ঠনাথাদি-লক্ষ্মীনামপি তত্তল্লক্ষ্মীষু সীতাদীনাং শ্রীরামবিরহাদ্যং শ্রূয়ত ইতি। তস্যাশ্চ তপ আদিনা ত্রিকালম প্রাপ্তিরেব বিবক্ষিতা। অপ্রাপ্তি-কারণঞ্চ গোপীবত্তদনন্যভাভাব এবেতি চ। যদ্যপি তাসাং পরমতদ্ভাবানাং সঙ্গ এব শ্রীবৃন্দাবনাগমনাবাস এব চ হেতুর্ভবন্তি, তথাপি স্বাবমাননাত্তদ্বাসস্য চ তদ্রজঃস্পর্শনময়ত্বেন ফলান্তঃপাতাত্তদপ্রস্তাব ইতি জ্ঞেয়ং ॥ ৩৪ ॥

'অপরিকলিতপূর্ব্বঃ" শ্লোকের ব্যাখ্যা আদিলীলা ৬০।৬১ পৃষ্ঠায় ২০ শ্লোকে দেখুন। কৃষ্ণের মাধুর্য্য কৃষ্ণের মন হরণ করে এবং তিনি আপনাকে আলিঙ্গন করিতে উৎসুক,—ইহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রতিপন্ন করিলেন ॥ ৩৫ ॥

"বিষ্ণুশক্তিঃ" শ্লোকের ব্যাখ্যা আদিলীলা ১১১ পৃষ্ঠা (৭) শ্লোকে দেখুন। কৃষ্ণের অনন্তশক্তি মধ্যে যে তিনটি শক্তি প্রধান—তাহাই এই শ্লোক দ্বারা সপ্রমাণ করিলেন ॥ ৩৬ ॥

১। আপন মাধুর্য্য—অর্থাৎ কৃষ্ণের নিজ মাধুর্য্য। ২। স্বরূপ—তত্ত্ব। ৩। আন্—অন্য।

৪। অন্তরঙ্গা...যারে—চিচ্ছক্তিকে অন্তরঙ্গা, মায়াশক্তিকে বহিরঙ্গা এবং জীবশক্তিকে তটস্থা বলা হয়। তন্মধ্যে অন্তরঙ্গাশক্তিকে স্বরূপশক্তি বলে। যেহেতু কৃষ্ণও চিৎস্বরূপ আর অন্তরঙ্গাশক্তিও চিদ্রূপা, এই নিমিত্ত চিচ্ছক্তিকে স্বরূপশক্তি বলে।

৫। সবার উপরে—সর্ব্বশক্তি হইতে প্রধান।

৬। কৃষ্ণের স্বরূপ সৎ, চিৎ এবং আনন্দময় বলিয়া স্বরূপশক্তিও সন্ধিনী, সংবিৎ এবং হ্লাদিনী ভেদে ত্রিবিধ। আনন্দাংশে— আনন্দপ্রাধান্যে। সদংশে—সৎ সত্তা অর্থাৎ দেশ কালাদি দ্বারা অবাধিত। চিৎ—জ্ঞান। ইহার বিশেষ বিবরণ আদিলীলায় ৫১।৫২ পৃষ্ঠায় "হ্লাদিনী" ইত্যাদি শ্লোকের তাৎপর্য্যব্যাখ্যায় দেখুন।

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে ॥৩৭॥

১। কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাতে নাম আহ্লাদিনী ;
২। সেই শক্তিদ্বারে সুখ আস্বাদে আপনি।
৩। সুখরূপ কৃষ্ণ করে সুখ আস্বাদন ;
ভক্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী কারণ।
৪। হ্লাদিনীর সার অংশ—তার প্রেম নাম ;
আনন্দচিন্ময় রস প্রেমের আখ্যান।
৫। প্রেমের পরমসার—মহাভাব জানি ;
সেই মহাভাবরূপা রাধা ঠাকুরাণী।

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ রাধাচন্দ্রাবল্যোঃ শ্রেষ্ঠতাকথনে দ্বিতীয়শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং—

তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্ব্বথাধিকা।
মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী ॥৩৮॥

৬। প্রেমের স্বরূপ দেহ,—প্রেমবিভাবিত ;
কৃষ্ণের প্রেয়সীশ্রেষ্ঠ জগতে বিদিত।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে সপ্তত্রিংশশ্লোকঃ—

আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি-
স্তাভি র্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥৩৯॥

৭। সেই মহাভাব হয় চিন্তামণিসার ;
৮। কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ করে—এই কার্য্য তাঁর ;
মহাভাবচিন্তামণি রাধার স্বরূপ ;
৯। ললিতাদি সখী তাঁর কায়ব্যূহরূপ।
১০। রাধা প্রতি কৃষ্ণস্নেহ সুগন্ধি উদ্বর্ত্তন ;
১১। তাহে সুগন্ধ দেহ উজ্জ্বল বরণ।

"হ্লাদিনী" ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যা আদিলীলা ৫১।৫২ পৃষ্ঠায় আছে। এই শ্লোক দ্বারা স্বরূপশক্তি ত্রিবিধ—তাহাই প্রমাণ করিলেন ॥৩৭॥

"তয়োরপ্যুভয়োর্মধ্যে" শ্লোকের ব্যাখ্যা আদিলীলা ৫৩।৫৪ পৃষ্ঠায় ১১ শ্লোকে দেখুন। স্বরূপশক্তির মধ্যে শ্রীরাধিকারই উৎকর্ষ এই শ্লোক দ্বারা সপ্রমাণ করিলেন ॥ ৩৮ ॥

"আনন্দচিন্ময়" শ্লোকের ব্যাখ্যা আদিলীলা ৫৪ পৃষ্ঠা ১২ শ্লোকে দেখুন। গোপীগণের দেহ কৃষ্ণপ্রেমে বিভাবিত, ইহা এই শ্লোক দ্বারা সপ্রমাণ করিলেন ॥ ৩৯ ॥

১। আহ্লাদে—আহ্লাদ দান করে। তাতে—সেই জন্য।

২। সেই শক্তিদ্বারে—হ্লাদিনী শক্তি দ্বারা। আপনি—শ্রীকৃষ্ণ

৩। সুখরূপ—আনন্দস্বরূপ।

৪। সার অংশ—গাঢ় অংশ।

৫। পরমসার—মাদনাবস্থা।

৬। প্রেমের স্বরূপ দেহ—প্রেম, স্নেহ, প্রণয়, মান, রাগ, অনুরাগ এবং ভাব—ইহারা সকলই 'প্রেম'শব্দবাচ্য। অতএব যেমন প্রণয়ে একীভূত পঞ্চভূত দেহাকারে প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ কৃষ্ণের স্বরূপশক্তিও গাঢ়তাপন্ন হইয়া তত্তদাকারে প্রকটিত হয়। প্রেমবিভাবিত—প্রেম বাসিত অর্থাৎ অন্তরে এবং বাহিরে প্রেম মাখা।

৭। চিন্তামণিসার—অর্থাৎ যেমন চিন্তামণির কাছে যে যাহা প্রার্থনা করে, তাহাই পায় তদ্রূপ মহাভাবের নিকট শ্রীকৃষ্ণ যে বাঞ্ছা করেন তাহাই সম্পূর্ণ হয়।

৮। তাঁর—মহাভাবের।

৯। তাঁর—শ্রীরাধিকার। কায়ব্যূহরূপ—কায়ব্যূহের ন্যায় প্রকাশবিশেষ।

১০। রাধা প্রতি…উদ্বর্ত্তন—শ্রীরাধিকার দেহ যে কৃষ্ণপ্রেমে বিভাবিত, তাহাই বলিতেছেন। শ্রীরাধিকার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যে স্নেহ তাহাই উদ্বর্ত্তন (শরীরের মলাপকরণ দ্রব্য)। চিত্তদ্রবকারী গাঢ়প্রেমকে স্নেহ বলে, যাহাতে ক্ষণকালের বিচ্ছেদও সহ্য হয় না।

১১। তাহে—তাহাতে, সেই স্নেহরূপ উদ্বর্ত্তন দ্বারা।

১। কারুণ্যামৃত-ধারায় স্নান প্রথম ;
তারুণ্যামৃত-ধারায় স্নান মধ্যম।
লাবণ্যামৃত-ধারায় তদুপরি স্নান ;
২। নিজলজ্জা-শ্যামপট্টসাটী পরিধান।
৩। কৃষ্ণ অনুরাগ—রক্ত দ্বিতীয়বসন ;
৪। প্রণয়মান-কঞ্চুলিকায় বক্ষ আচ্ছাদন।
৫। সৌন্দর্য্য-কুঙ্কুম, সখীপ্রণয়-চন্দন,
স্মিতকান্তি-কর্পূর—তিন অঙ্গে বিলেপন।
৬। কৃষ্ণের উজ্জ্বলরস মৃগমদ-ভর ;
সেই মৃগমদে বিচিত্র কলেবর।
৭। প্রচ্ছন্নমান-বাম্য ধম্মিল্লবিন্যাস ;
৮। ধীরাধীরাত্ব-গুণ অঙ্গে পটবাস।
৯। রাগ-তাম্বুলরাগে অধর উজ্জ্বল ;
প্রেমকৌটিল্য—নেত্রযুগলে কজ্জল।
১০। সুদ্দীপ্ত-সাত্ত্বিক ভাব—হর্ষাদি-সঞ্চারী ;
এই সব ভাবভূষণ সর্ব্ব অঙ্গে ভরি।
১১। কিলকিঞ্চিতাদি-ভাব-বিংশতি ভূষিত ;
গুণশ্রেণী-পুষ্পমালা সর্ব্বাঙ্গে পূরিত।

১। কারুণ্যামৃত-স্নান—বয়ঃসন্ধিতে বাল্যচাপল্যের নিবৃত্তি হওয়ায়, করুণার আবিষ্কার হয়। কারুণ্যামৃতধারায়—করুণারূপা অমৃত-ধারায়। প্রথম স্নান—প্রাতঃস্নান অর্থাৎ তাঁহার শরীর দয়ার্দ্র। তারুণ্য—যৌবন। মধ্যম স্নান—মধ্যাহ্ন স্নান অর্থাৎ নিত্যযৌবন। লাবণ্য—অঙ্গের চাকচিক্য। তদুপরি স্নান—অর্থাৎ সায়াহ্ন স্নান।

২। নিজলজ্জা-শ্যামপট্টসাটী—নিজের লজ্জারূপ শ্যামবর্ণ পট্টসূত্রনির্ম্মিত সাটী, পরিধানবস্ত্র। লজ্জা—সঞ্চারী ভাববিশেষ, নবসঙ্গম, অকার্য্য, স্তব, অবজ্ঞাদিজনিত অধৃষ্টতাকে লজ্জা বলে, মৌন, চিন্তা, অবগুণ্ঠন, ভূমিলেখন এবং অধোমুখতা প্রভৃতি তাহার ক্রিয়া।

৩। রক্ত দ্বিতীয়বসন—রক্তবর্ণ উত্তরীয়বস্ত্র অর্থাৎ ওড়না। যাহাতে সর্ব্বদা-অনুভূত শ্রীকৃষ্ণের রূপাদি প্রতিক্ষণে নবনবায়মান হয়, তাহাকে অনুরাগ বলে। ৪। প্রণয়মান—নির্হেতুমান, মালা যেমন সর্পরূপে বিলসিত হয়, প্রণয়মান তদ্রূপ প্রণয়েরই ছবিবিশেষ, ইহাতে দর্পাংশ নাই। কঞ্চুলিকা—কাঁচুলি।

৫। সৌন্দর্য্য-কুঙ্কুম ইত্যাদি বিলেপন—স্বীয়সৌন্দর্য্যরূপ কুঙ্কুম, সখীগণের প্রণয়রূপ চন্দন এবং স্মিত অর্থাৎ ঈষৎহাস্য, তাহার কান্তিরূপ কর্পূর। এই তিন অঙ্গের বিলেপন অর্থাৎ এই তিন দ্বারা অঙ্গ উজ্জ্বল হইয়াছে।

৬। উজ্জ্বলরস—মধুর রস। মৃগমদ—মৃগনাভি। ৭। প্রচ্ছন্নমান—বাহিরে দাক্ষিণ্যে আচ্ছাদিত মান। বাম্য—বক্রতা। ধম্মিল্ল—সংযতকেশ অর্থাৎ খোঁপা। ৮। ধীরাধীরাত্ব গুণ—যে খণ্ডিতা নায়িকা সজলনয়নে প্রিয়তমের প্রতি বক্রোক্তি প্রয়োগ করে, তাহাকে ধীরাধীরা বলে, তাহার ভাব ধীরাধীরাত্ব, সেই ধীরাধীরাত্বরূপ গুণটি হইয়াছেন পটবাসস্বরূপ। পটবাস—সুগন্ধি চূর্ণ।

৯। রাগ—যে প্রণয়াধিক্য প্রেম স্বীয় উৎকর্ষ বশতঃ কৃষ্ণসুখ সম্পাদনার্থ অধিকতর দুঃখকেও চিত্তে সুখরূপে প্রকাশ করে, তাহাকে রাগ বলে। সেই রাগরূপ তাম্বুলের রাগে অধর উজ্জ্বল হইয়াছে।

১০। সুদ্দীপ্ত—স্তম্ভাদি অষ্ট সাত্ত্বিকের মধ্যে যুগপৎ অভিব্যক্ত পাঁচ ছয় অথবা সকল সাত্ত্বিক ভাবগুলি পরমোৎকর্ষের সীমা আরোহণ করিলে, উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক বলে। এই উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিককে মহাভাবে সুদ্দীপ্ত বলে, যাহাতে উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা হয়। সঞ্চারী—সঞ্চারিভাব। ভাবভূষণ—ভাবরূপ ভূষণ। ভরি—ধারণ করিয়াছেন।

১১। কিলকিঞ্চিতাদি ভূষিত—নায়কসঙ্গজনিত হর্ষহেতুক এককালে নায়িকার গর্ব্ব ত্রাসাদি নানাভাবের উদয়কে কিলকিঞ্চিত বলে। অলঙ্কারকৌস্তুভে ইহার লক্ষণ যথা:—"গর্ব্বাভিলাষরুদিত-স্মিতাসূয়াভয়ক্রুধাং সঙ্করীকরণং হর্ষাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিতং।" এই কিলকিঞ্চিত প্রভৃতি বিংশতি ভাবরূপ অলঙ্কারে ভূষিত। নায়িকাদিগের যৌবনাবস্থায় নায়কের প্রতি সর্ব্বথা অভিনিবেশ বশতঃ অবিকৃত চিত্তজনিত এই অদ্ভুত বিংশতি অলঙ্কার উদিত হয়। ইহাদিগের মধ্যে তিনটি অলঙ্কার অঙ্গজ, সাতটি অযত্নজ ও দশটি স্বভাবজ—মোট বিংশতি। ভাব, হাব এবং হেলা—এই তিনটি অলঙ্কার অঙ্গজ। শোভা, কান্তি, দীপ্তি, মাধুর্য্য, প্রগল্‌ভতা, ঔদার্য্য এবং ধৈর্য্য—এই সাতটি অলঙ্কার অযত্নজনিত। লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিভ্রম, কিলকিঞ্চিত, মোট্টায়িত, কুট্টমিত, বিব্বোক, ললিত এবং বিকৃত—এই দশটী স্বভাবজনিত। এই সকল ভাব শৃঙ্গাররসে রতি নামক স্থায়িভাবে প্রাদুর্ভূত হয়। এই বিংশতি প্রকার ভাবের সামান্যলক্ষণ যথা—

[১] ভাব—নির্ব্বিকার চিত্তে প্রথম বিকারকে ভাব বলে।
[২] হাব—গ্রীবা বক্রকরণ, ভ্রূনেত্রাদির বিকাশকারী এবং ভাব হইতে যাহা ঈষৎপ্রকাশক, তাহাকে হাব বলে।
[৩] হেলা—শৃঙ্গারসূচক হাবকে হেলা বলে।
[৪] শোভা—রূপ এবং ভোগাদিজনিত অঙ্গবিভূষণকে শোভা বলে।
[৫] কান্তি—মন্মথের পুষ্টিজনিত উজ্জ্বল শোভাকে কান্তি বলে।

সৌভাগ্য-তিলক চারু ললাটে উজ্জ্বল ;
১। প্রেমবৈচিত্ত্য-রত্ন হৃদয়ে তরল।
২। মধ্যবয়স-সখীস্কন্ধে করন্যাস ;
কৃষ্ণলীলামনোবৃত্তি-সখী আশপাশ।
৩। নিজাঙ্গ-সৌরভালয়ে গর্ব্ব-পর্য্যঙ্ক ;
তাতে বসি আছে সদা চিন্তে কৃষ্ণসঙ্গ।
৪। কৃষ্ণ-নাম-গুণ-যশ অবতংস কাণে ;
কৃষ্ণ-নাম-গুণ-যশপ্রবাহ বচনে।
৫। কৃষ্ণকে করায় শ্যামরস-মধু পান ;
নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব্বকাম।
৬। কৃষ্ণের বিশুদ্ধপ্রেম-রত্নের আকর ;
অনুপমগুণগণ-পূর্ণ কলেবর।

(৬) দীপ্তি—যৌবন, দেশ, কাল, ভোগ এবং গুণাদি হেতু উদ্দীপ্ত এবং বিস্তৃত কান্তিকে দীপ্তি বলে।

(৭) মাধুর্য্য—সর্ব্বাবস্থাতে চেষ্টার চারুতাকে মাধুর্য্য বলে।

(৮) প্রগল্ভতা—সম্ভোগে নিঃশঙ্কতার নাম প্রগল্ভতা।

(৯) ঔদার্য্য—সর্ব্বাবস্থাগত বিনয়কে ঔদার্য্য বলে।

(১০) ধৈর্য্য—চিত্তোন্নতির স্থিরতাকে ধৈর্য্য বলে।

(১১) লীলা—রমণীয় বেশ এবং ক্রিয়াদি দ্বারা প্রিয়ের অনুকরণকে লীলা বলে।

(১২) বিলাস—গতি, অবস্থান, আসন এবং মুখ ও নয়নাদি ক্রিয়ার প্রিয়সঙ্গজনিত তাৎকালিক বৈশিষ্ট্যকে বিলাস বলে।

(১৩) বিচ্ছিত্তি—বেশরচনা অল্পপরিমিত হইলেও, যাহা শরীরের কান্তি পোষণ করে, তাহাকে বিচ্ছিত্তি বলে।

(১৪) বিভ্রম—বল্লভপ্রাপ্তিকালে মদনাবেশজনিত সম্ভ্রমহেতু অস্থানে ভূষণাদির বিন্যাসকে বিভ্রম বলে।

(১৫) কিলকিঞ্চিত—গর্ব্ব, অভিলাষ, রোদন, ঈষৎ-হাস্য, অসূয়া, ভয়, ক্রোধ এবং হর্ষ এই সকলের সঙ্করীকরণকে কিলকিঞ্চিত বলে।

(১৬) মোট্টায়িত—কান্তের স্মরণ এবং বার্ত্তাদিশ্রবণে কান্তবিষয়কভাবের ভাবনাজনিত হৃদয়ে অভিলাষের প্রকটনকে মোট্টায়িত বলে।

(১৭) কুট্টমিত—কান্তকর্ত্তৃক স্তন এবং অধরাদি গৃহীত হইলে, অন্তরে প্রীতি জন্মিলেও সংভ্রমবশতঃ ব্যথিতের ন্যায় বাহ্যক্রোধপ্রকাশকে কুট্টমিত বলে। ইহার লক্ষণ যথা—"কেশস্তনাধরাদীনাং গ্রহে-হর্ষেঽপি সম্ভ্রমাৎ। প্রাহুঃ কুট্টমিতং নাম শিরঃকরবিধূননং॥"

(১৮) বিব্বোক—কান্ত এবং কান্তার্পিত বস্তু অভীষ্ট হইলেও, গর্ব্ব ও মান হেতু তাহার অনাদরকে বিব্বোক বলে।

(১৯) ললিত—যাহাতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিন্যাসভঙ্গির সুকুমারতা এবং ভ্রূবিলাসের মনোহরতা প্রকাশ পায়, তাহাকে ললিত বলে।

(২০) বিকৃত—যাহাতে লজ্জা, মান, ঈর্ষ্যাদি হেতু বিবক্ষিতবিষয় বাক্যে প্রকাশিত না হইয়া শরীরচেষ্টা দ্বারা ব্যক্ত হয়, তাহাকে বিকৃত বলে।

গুণশ্রেণী-পুষ্পমালা—গুণপরম্পরারূপ পুষ্পমালা। কায়িক, বাচনিক, মানসিক এবং পরসম্বন্ধগ ভেদে শ্রীরাধিকার গুণ চতুর্ব্বিধ। তন্মধ্যে ১ মাধুর্য্য [মনোহর-শরীরত্ব] ২ নববয়স [কৈশোর মধ্যম] ৩ চঞ্চলাপাঙ্গত্ব ৪ উজ্জ্বলস্মিতত্ব ৫ মনোহর-সৌভাগ্যরেখাযুক্তত্ব [সৌভাগ্য রেখা পাদাদিস্থিত চন্দ্রকলাদি] ৬ গন্ধোন্মাদিত-মাধবত্ব—এই ছয়টী কায়িক গুণ। ১ সঙ্গীতাভিজ্ঞত্ব ২ রম্যবচন ৩ নর্ম্মপাণ্ডিত্য—এই তিনটী বাচনিক গুণ। ১ বিনয়, ২ দয়ালুতা, ৩ বৈদগ্ধী, ৪ পটুতা, ৫ লজ্জাশীলতা, ৬ ধৈর্য্য, [দুঃখসহিষ্ণুতা,] ৭ গাম্ভীর্য্য, ৮ মর্য্যাদা [সাধুমার্গ হইতে অবিচলন] ৯ সুবিলাসতা, ১০ মহাভাবের পরমোৎকর্ষ তৃষ্ণাশালিত্ব—এই দশটী মানস গুণ। ১ গোকুল-প্রেমবসতিত্ব, ২ জগদ্-বিখ্যাতকীর্ত্তিতা, ৩ গুর্ব্বর্পিত গুরুস্নেহত্ব ৪ সখীপ্রণয়বশত্ব, ৫ কৃষ্ণপ্রিয়ামুখ্যত্ব ৬ বচনাধীনকেশবত্ব—এই ছয়টী পরসম্বন্ধগ গুণ শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে এতদতিরিক্ত বহুগুণেরই উল্লেখ আছে।

১। প্রেমবৈচিত্ত্য—প্রেম দ্বারা বৈচিত্ত্য বা চিত্তের অন্যথাভাবকে প্রেমবৈচিত্ত্য বলে। প্রিয়তমের নিকটে থাকিয়াও প্রেমের উৎকর্ষ-স্বভাব বশতঃ বিশ্লেষবুদ্ধিতে যে আর্ত্তি, তাহাকে প্রেমবৈচিত্ত্য বলে। তরল—হারমধ্যস্থিত মণি অর্থাৎ পদক।

২। মধ্যবয়স-সখী—কৈশোর মধ্য, তদ্রূপা সখী। কৃষ্ণলীলামনোবৃত্তিসখী—কৃষ্ণলীলাবিষয়িণী মনোবৃত্তি, তদ্রূপা সখী। আশপাশ—ইতস্ততঃ।

৩। নিজাঙ্গ-সৌরভালয়ে—স্বীয় দেহের সৌরভরূপ অন্তঃপুরে। সৌরভ শব্দে লক্ষণা-দ্বারা সর্ব্বত্রপ্রসৃত নিজকীর্ত্তি। গর্ব্ব-পর্য্যঙ্ক—গর্ব্বরূপ পর্য্যঙ্ক অর্থাৎ খাট। সৌভাগ্য, রূপ, যৌবন, গুণ, সর্ব্বোত্তমাশ্রয় এবং ইষ্টলাভাদিতে অন্যের হেলনকে—গর্ব্ব বলে।

৪। অবতংশ—কর্ণভূষণ। প্রবাহ—স্রোত।

৫। শ্যামরস—শৃঙ্গার রস ; তদ্রূপ মধু, মাদকরস। শৃঙ্গাররসের বর্ণ শ্যাম এবং অধিষ্ঠাতৃদেবতা শ্রীকৃষ্ণ, এই নিমিত্ত শৃঙ্গাররসকে শ্যামরস বলিলেন।

৬। কৃষ্ণের ‥কলেবর—কৃষ্ণবিষয়ক বিশুদ্ধ কামগন্ধবর্জ্জিত প্রেমরূপ রত্নের খনিস্বরূপা, অর্থাৎ কৃষ্ণবিষয়ক প্রেম শ্রীরাধিকা হইতেই সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হয়। অনুপম—যাহার তুলনা নাই। গুণগণ—পূর্ব্বোক্ত গুণসমূহ। ইহার বিশেষ বিবরণ শ্রীলরঘুনাথদাস গোস্বামিকৃত "প্রেমাম্ভোজমকরন্দ" নামক স্তবে আছে।

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে একাদশ সর্গে দ্বাদশাধিকশততম শ্লোকে শ্রীরাধাকুন্দবল্যোরুক্তি-প্রত্যুক্তী—

কা কৃষ্ণস্য প্রণয়জনিভূঃ
　　শ্রীমতী রাধিকৈকা,
কাস্য প্রেয়স্যনুপমগুণা
　　রাধিকৈকা ন চান্যা ;
জৈহ্ম্যং কেশে দৃশি তরলতা
　　নিষ্ঠুরত্বং কুচেঽস্যা
বাঞ্ছাপূর্ত্ত্যৈ প্রভবতি হরে
　　রাধিকৈকা ন চান্যা ॥ ৩৯ ॥

১। যাঁহার সৌভাগ্যগুণ বাঞ্ছে সত্যভামা ;
২। যাঁর ঠাঁঞি কলাবিলাস শিখে ব্রজরামা।
যাঁর সৌন্দর্য্যাদিগুণ বাঞ্ছে লক্ষ্মী-পার্ব্বতী ;
যাঁর পতিব্রতা-ধর্ম্ম বাঞ্ছে অরুন্ধতী।
যাঁর সদ্‌গুণগণনের কৃষ্ণ না পান পার ;
তাঁর গুণ গণিবে কেমনে জীব ছার ?”
প্রভু কহে—“জানিল কৃষ্ণ-রাধা-প্রেমতত্ত্ব ;
শুনিতে চাহিয়ে দুঁহার বিলাস-মহত্ত্ব।”
৩। রায় কহে—“কৃষ্ণ হয় ধীরললিত ;
৪। নিরন্তর কামক্রীড়া তাঁহার চরিত।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং ত্রয়োবিংশাধিকশততম শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামি-বাক্যং—

বিদগ্ধো নবতারুণ্যঃ
　　পরিহাসবিশারদঃ ;
নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ
　　স্যাৎ প্রায়ঃ প্রেয়সীবশঃ ॥ ৪০ ॥

রাত্রিদিন কুঞ্জে ক্রীড়া করে রাধাসঙ্গে ;
কৈশোরবয়স সফল কৈলা ক্রীড়ারঙ্গে।

কা কৃষ্ণস্য ইতি। শ্রীকৃষ্ণস্য প্রণয়স্য উৎপত্তে ভূর্মিঃ কা ?—একা কেবলা শ্রীমতী রাধিকা রাধিকৈব নান্যেত্যর্থঃ। অস্য কৃষ্ণস্য অনুপমগুণা প্রেয়সী প্রিয়তমা কা ?—একা রাধিকা নান্যা। অস্যা রাধায়াঃ কেশে জৈহ্ম্যং কৌটিল্যং, দৃশি নয়নে তরলতা চাঞ্চল্যং, কুচে নিষ্ঠুরত্বং কাঠিন্যং যৎ বর্ত্ততে, তস্মাৎ একা রাধিকা হরেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বাঞ্ছায়াঃ পূর্ত্ত্যৈ বাঞ্ছাপূরণবিষয়ে ইত্যর্থঃ প্রভবতি, নান্যা কাপীত্যর্থঃ। অত্র জৈহ্ম্য-তরলতা-নিষ্ঠুরত্বানাং কেশ-দৃক্-কুচেষু বিদ্যমানত্বাৎ হৃদ্যভাবঃ সূচিতঃ। অতএব কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্ত্তিসামর্থ্যমিতি ভাবঃ ॥ ৩৯ ॥

বিদগ্ধ ইতি। বিদগ্ধঃ লীলাবিলাসময়ঃ, নবতারুণ্যঃ নবযৌবনান্বিতঃ নিত্যনূতন ইত্যর্থঃ। পরিহাসে বিশারদঃ সুনিপুণঃ, নিশ্চিন্তঃ চিন্তান্তররহিতশ্চ ধীরললিতঃ স্যাৎ,—প্রায়ঃ প্রেয়সীবশঃ প্রেয়সীনাং যুক্তানাং প্রেমবিশেষতারতম্যেন বশীভূতঃ স্যাদিতি ॥ ৪০ ॥

শ্রীকৃষ্ণপ্রণয়ের উৎপত্তিস্থান কে ?—কেবল শ্রীমতী রাধিকা, অন্য কেহ নহে। কৃষ্ণের অসাধারণ গুণবতী প্রিয়তমা কে ?—কেবল শ্রীমতী রাধিকা, অন্যে নয়। ইঁহার কেঁশে কৌটিল্য, লোচনে চাঞ্চল্য এবং স্তনযুগলে কাঠিন্য—এই নিমিত্ত একমাত্র শ্রীরাধিকাই শ্রীকৃষ্ণের বাঞ্ছাপূরণে সমর্থ, অন্যে নয় ॥ ৩৯ ॥

বিদগ্ধ, নবযুবা, কেলিবিষয়ে সুনিপুণ এবং নিশ্চিন্ত নায়ককে ধীরললিত বলে। এই ধীরললিত নায়ক প্রায়ই অর্থাৎ প্রেমানুসারে প্রেয়সীর বশবর্ত্তী হন ॥ ৪০ ॥

শ্রীরাধিকা ভিন্ন কেহই কৃষ্ণের বাঞ্ছাপূরণে সমর্থ নয়, শ্রীরাধিকাই শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের উৎপত্তিস্থান এবং অনুপমগুণবতী প্রেয়সী,—ইহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রতিপন্ন করিলেন। ৩৯।

১। যাঁহার—যে শ্রীরাধার। সৌভাগ্য—পত্যাদরতা। বাঞ্ছে সত্যভামা—সৌভাগ্যে বরীয়সী হইয়াও সত্যভামা বাঞ্ছা করেন। ২। কলাবিলাস—নৃত্যগীতাদি। ৩। ধীরললিত—“বিদগ্ধো নবতারুণ্য” ইত্যাদি নিম্নে লিখিত শ্লোকে ধীরললিত নায়কের লক্ষণ বলিতেছেন।

৪। কামক্রীড়া—সর্ব্বত্রই কামশব্দ প্রেম-বাচক।

তথাহি **ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ** দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং চতুর্ব্বিংশাধিকশততম শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামি-বাক্যং—

বাচা সূচিতশর্ব্বরীরতিকলা-
প্রাগল্‌ভ্যয়া রাধিকাং ;
ব্রীড়াকুঞ্চিতলোচনাং
বিরচয়ন্নগ্রে সখীনামসৌ।
তদ্বক্ষোরুহচিত্রকেলিমকরী-
পাণ্ডিত্যপারং গতঃ,
কৈশোরং সফলীকরোতি কলয়ন্
কুঞ্জে বিহারং হরিঃ ॥ ৪১ ॥

প্রভু কহে—"এহ হয়, আগে কহ আর ;"
রায় কহে—"ইহা বই বুদ্ধির গতি নাহি আর।
১। যেবা প্রেমবিলাস বিবর্ত্ত এক হয় ;
তাহা শুনি তোমার সুখ হয় কি না হয়।"

—এত বলি আপন-কৃত গীত এক গাইল ;
২। প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তাঁর মুখ আচ্ছাদিল।

তথাহি গীতং—

৩। পহিল হি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল ;
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল।
৪। না সো রমণ না হাম্ রমণী ;
দুঁহু মন মনোভব পেষল জানি।
৫। এ সখি ! সে সব প্রেমকাহিনী ;
কানু ঠামে কহবি বিছুরল জানি।
৬। না খোজলুঁ দূতী, না খোজলুঁ আন্ ;
দুঁহুকে মিলনে মধত পাঁচ-বাণ।
৭। অব সোই বিরাগ, তুঁহু ভেলি দূতী ;
সুপুরুখ-প্রেমক ঐছন রীতি।

তথাহি **উজ্জ্বলনীলমণৌ** স্থায়িভাব-কথনে দশাধিকশততম শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামি বাক্যং—

"বাচা সূচিত" ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যা আদিলীলা ৫৭।৫৮ পৃষ্ঠা ১৬ শ্লোকে আছে। শ্রীরাধাসঙ্গে নিরন্তর কুঞ্জক্রীড়া এবং কৈশোর বয়স সফল করা—এই শ্লোকের দ্বারা প্রতিপন্ন করিলেন ॥ ৪১ ॥

১। প্রেমবিলাস=প্রেমের নানাবিধ ক্রিয়া। বিবর্ত্ত=তত্ত্বান্তর না হইয়া তত্ত্বান্তররূপে প্রকাশ। যেমন রজ্জু সর্প, অর্থাৎ রজ্জু সর্প না হইয়াও যেমন সর্পাকারে প্রকাশ পায়, তদ্রূপ প্রেম স্বরূপে থাকিয়াই যখন বিপ্রলম্ভে অসূয়াদি সহকারে বিরাগাভাসাদিরূপে এবং কদাচিৎ অভেদরূপে সংযোগাদিতে উৎকর্ষবশতঃ নিজের বক্ষজ্ঞানের ন্যায় অভিন্নভাব প্রকাশ করিয়া বিপরীতের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, তখন তাহাকে প্রেমবিলাস বিবর্ত্ত বলে।

২। প্রেমে=অর্থাৎ প্রেমভরে বিবশ হইয়া। মুখ আচ্ছাদিল=অতিরহস্য বলিয়া মুখ আচ্ছাদিত করিলেন।

৩। পহিল হি ভেল—কদাচিৎ মানাবসানে বক্ষকণ্ঠে মিলিত হইয়া রাধা কৃষ্ণ উভয়ে গমন করিলে, শ্রীকৃষ্ণের মানভঙ্গ বিষয়ে সংশয় হওয়ায় উৎকণ্ঠিত হইয়া তিনি মনে বিচার করিতে লাগিলেন "আগামী কল্য কোন নিপুণা দূতীকে পাঠাইয়া অনুনয়বাক্যে শ্রীরাধিকার মান প্রসাদন করিব।" সেই রাত্রিতেই শ্রীরাধিকা স্বপ্নে দেখিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে দূতী আসিয়া কৃষ্ণের কথিত বাক্য বলিতেছেন—"হে মানিনি। তুমি আমার কান্তা, আমি তোমার পতি, অতএব কৃতাপরাধী হইলেও আমাকে ক্ষমা করা উচিত।" তখন দূতীর মুখে শ্রীকৃষ্ণের বাক্যশ্রবণে অসহিষ্ণু হইয়া বলিতেছেন—'পহিল হি' ইত্যাদি। পহিল হি=প্রথমে। রাগ=পূর্ব্বরাগ। নয়নভঙ্গ=নয়নভঙ্গী হেতু। ভেল=হইয়াছে। 'চক্ষুরাগঃ প্রথমং চিত্তাসঙ্গস্ততোঽথ সঙ্কল্পঃ' ইত্যাদি রসশাস্ত্রানুসারে প্রথমতঃ চক্ষুরাগ উৎপন্ন হয়। প্রথম পূর্ব্বরাগ নয়নভঙ্গী হেতুক হইয়াছে।

৪। সো তিনি। না সো রমণ—অর্থাৎ সে সময় তিনি পতি আর আমি পত্নী—এ ভেদ আমাদিগের ছিল না। দুঁহু=আমাদিগের দুই জনের। পেষল=পেষণ করিল ; জানি=জানিয়া, অর্থাৎ আমাদিগের ভেদ না থাকায়, কন্দর্প দুই মন পেষণ করিয়া এক করিয়াছিল।

৫। প্রেমকাহিনী=প্রেমকার্য্য। ঠামে=স্থানে। বিছুরল=ভুলিয়াছেন। জানি=জানিয়া, অর্থাৎ কৃষ্ণ এ সব কথা বিস্মৃত হইয়াছেন জানিয়াই বলিতেছি যে, তাঁহার নিকট কহিবে।

৬। না খোজলুঁ=অর্থাৎ যে সময় আমাদিগের মিলন হয়, তখন আমরা দূতী কিম্বা অন্য কাহাকেও অনুসন্ধান করি নাই। মধত=মধ্যস্থ, পাঁচ বাণ—কাম, অর্থাৎ সেকালে আমাদিগের মনের একতা সম্পাদনকর্ত্তা কামই মধ্যস্থ হইয়া উভয়ের মিলন ঘটাইয়াছিল।

৭। অব—এইক্ষণে। সোই—তিনি অর্থাৎ কৃষ্ণ। বিরাগ—প্রেমশূন্য। সুপুরুখ—সুপুরুষ ; পশ্চিমাঞ্চলে এখনও 'ষ' স্থলে 'খ' উচ্চারিত হয়। প্রেমক—প্রেমের। ঐছন—এতাদৃশী। অর্থাৎ এইক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ বীতরাগ হইয়াছেন বলিয়া তুমি দূতী হইয়াছ। অতএব সুপুরুষের প্রেমের রীতিই এতাদৃশী। এই গীতদ্বারা শ্রীরাধিকার শ্রীকৃষ্ণে বিরাগাভাস বর্ণিত হইয়াছে।

রাধায়া ভবতশ্চ চিত্তজতুনী স্বেদৈর্বিলাপ্য ক্রমাদ্
যুঞ্জন্নদ্রিনিকুঞ্জকুঞ্জরপতে নির্ধূতভেদভ্রমং ।
চিত্রায় স্বয়মন্বরঞ্জয়দিহ ব্রহ্মাণ্ডহর্ম্ম্যোদরে
ভূয়োভির্নবরাগহিঙ্গুলভরৈঃ শৃঙ্গারকারুঃ কৃতী॥৪২

১। প্রভু কহে—"সাধ্য বস্তু-অবধি এই হয় ;
তোমার প্রসাদে ইহা জানিল নিশ্চয় ।
সাধ্যবস্তু সাধন বিনা কেহ নাহি পায় ;
২। কৃপা করি কহ রায়—পাবার উপায় !"
রায় কহে—"সেই কহাও সেই কহি বাণী ;
কি কহিয়ে ভাল মন্দ কিছুই না জানি ।
ত্রিভুবন মধ্যে ঐছে আছে কোন্ ধীর ?
যে তোমার মহানাটে হইবেক স্থির ।
মোর মুখে বক্তা তুমি—তুমি হও শ্রোতা ;
অত্যন্ত রহস্য শুন সাধনের কথা ।
রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতিগূঢ়তর ;
দাস্য-বাৎসল্যাদি-ভাবে না হয় গোচর ।
সবে এক সখীগণের ইঁহা অধিকার ;
সখী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার ।
সখী বিনা এই লীলা পুষ্ট নাহি হয় ;
সখীলীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয় ।
৩। সখী বিনা এই লীলায় অন্যের নাহি গতি,
সখীভাবে যেই তাঁরে করে অনুগতি,
৪। রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবা-সাধ্য সেই পায় ;
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায় ।

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে দশমসর্গে
সপ্তদশশ্লোকে বৃন্দাং প্রতি-নান্দীমুখী-বচনং—

যদা শ্রীরাধাকৃষ্ণয়ো মহাভাবমাধুর্য্যমনুমোদমানাহ—**রাধায়া** ইতি। অদ্রৌ গোবর্দ্ধনে যঃ কুঞ্জঃ লতাদিপিহিতোদেশঃ তস্মিন কুঞ্জরপতে মত্ত করিরাজ! এতেন স্বৈরবিহারিত্বং ব্যঞ্জিতং। কৃতী নিপুণঃ শৃঙ্গার এব কারুঃ শিল্পী ... ইহ ব্রহ্মাণ্ডমেব হর্ম্ম্যং তস্যোদরে অন্তঃপুরে ইত্যর্থঃ। রাধায়া ভবতশ্চ চিত্তে এব জতুনী লাক্ষে স্বেদৈস্তদাখ্য-সাত্ত্বিকবিশেষবৃত্তিভিরন্তর্বহির্দ্রবীভাবরূপাভিঃ; পক্ষে মুহুরগ্নিতাপৈঃ। বিলাপ্য দ্রবীকৃত্য, নির্ধূতঃ ভেদএব ভ্রমো যস্মিন্ ... যথাস্যাত্তথা, যুঞ্জন্ মিশ্রীকুর্ব্বন্, চিত্রায় আশ্চর্য্যায়। পক্ষে চিত্রলেখায়। ভূয়োভির্বহুতরৈর্নবরাগা এব হিঙ্গুলভরা ...নিবাসস্তৈঃ স্বয়ং অন্বরঞ্জয়ৎ। অত্র পরস্পরমভিন্নচিত্তত্বাত্তত্রান্যস্যা অপ্রবেশাৎ স্বসংবেদ্যদশা দর্শিতা। নবরাগহিঙ্গুল-...রিতি যাবদাশ্রয়বৃত্তিত্বঞ্চ দর্শিতং॥ ৪২ ॥

হে গোবর্দ্ধননিকুঞ্জকুঞ্জরপতে! শৃঙ্গাররসরূপ সুনিপুণ শিল্পী, স্বেদ অর্থাৎ অন্তর্বাহ্যদ্রবীভাবরূপ সাত্ত্বিকভাব দ্বারা রাধা এবং তোমার চিত্তরূপলাক্ষাকে গলাইয়া ভেদ নিরাসপূর্ব্বক মিশ্রিত করতঃ ব্রহ্মাণ্ডরূপ হর্ম্ম্যমধ্যে চিত্রার্থ বহুতর নবরাগরূপ হিঙ্গুল দ্বারা স্বয়ং অনুরঞ্জিত করিয়াছেন ॥ ৪২ ॥

এই শ্লোক দ্বারা নির্ভেদবাদাভাস বলিলেন। অতএব 'তত্ত্বমসি' বাক্যের তাৎপর্য্য যে এতাদৃশ প্রেমে,—তাহাই বুঝান হইল ॥ ৪২ ॥

১। সাধ্য বস্তু—প্রেম। এই—রাধাপ্রেম। ২। পাবার—পাইবার।

৩। গতি—প্রবেশ। সখীভাবে ...অনুগতি—যিনি পরস্পর অকপটে আপনা হইতেও শ্রীরাধিকাতে অধিক প্রেম করেন, যিনি বিশ্বাস স্থান এবং বসনবেশাদিতে শ্রীরাধিকা সদৃশ, তাঁহাকে সখী বলে। তাদৃশভাব যাহাদিগের উৎপন্ন হয় নাই, তাহারা আপনাকে সখী বলিয়া মানিলে অহংগ্রহোপাসনা হয়। যেহেতু গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের কায়ব্যূহ-স্বরূপ, অতএব 'আমি কৃষ্ণ' বলিলেও যে দোষ, 'আমি গোপী' বলিলেও সেই দোষ হয়। তাদৃশ ভাব স্বয়ংগ্রহাবিষ্টের ন্যায় গোপী অভিমান করাইলে, কোন দোষ হয় না—প্রত্যুত গুণই সম্পাদন করে। যেমন ভাবশূন্য কাশী-রাজ আপনাকে বিষ্ণু বলিয়া অভিমান করায় নরকগামী হইয়াছিল, কিন্তু ভাবাবিষ্ট প্রহ্লাদ মহাশয় 'আমি কৃষ্ণ' বলিয়া সাধুবর্গের শিরোভূষণ হইয়াছিলেন। অতএব 'আমি কবে সখীগণের অনুগত হইয়া রাধাকৃষ্ণের কুঞ্জসেবা পাইব'—ইহাই উৎপন্নলোভ এবং অজাতরতি সাধকের প্রার্থনা। এই অজাতভাব-সাধকের জন্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—"কবে বৃষভানুপুরে, আহিরী গোপের ঘরে, তনয়া হইয়া জন্মিব" ইত্যাদি। এই নিমিত্ত গ্রন্থকারও সাধককে সাবধান করিয়া বলিয়াছেন—"অধিকারী নহে ধর্ম্ম চাহে আচরিতে। অচিরে বিনাশ পায় নারে ত পাইতে।"

বিভুরপি সুখরূপঃ স্বপ্রকাশোঽপি ভাবঃ,
ক্ষণমপি নহি রাধাকৃষ্ণয়োর্যা ঋতে স্বাঃ।
প্রবহতি রসপুষ্টিং চিদ্বিভূতীর্বিবেশঃ,
শ্রয়তি ন পদমাসাং কঃ সখীনাং রসজ্ঞঃ ॥ ৪৩ ॥

সখীর স্বভাব এক অকথ্য-কথন ;
কৃষ্ণ সহ নিজলীলায় নাহি সখীর মন।
কৃষ্ণ সহ রাধিকার লীলা যে করায় ;
নিজ কেলি হইতে তাহে কোটি সুখ পায়।
১। রাধার স্বরূপ—কৃষ্ণপ্রেমকল্পলতা ;
সখীগণ হয় তার পল্লবপুষ্পপাতা।
কৃষ্ণলীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয় ;
২। নিজ-সেক হইতে পল্লবাদ্যের কোটি সুখ হয়।

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে দশমসর্গে

ষোড়শশ্লোকে বৃন্দাং প্রতি নান্দীমুখী বচনং—

সখ্যঃ শ্রীরাধিকায়া ব্রজকুমুদ-বিধো-
হ্লাদিনী নাম শক্তেঃ,
সারাংশপ্রেমবল্ল্যাঃ কিসলয়-দল-
পুষ্পাদিতুল্যাঃ স্বতুল্যাঃ।
সিক্তায়াং কৃষ্ণলীলামৃত-রসনিচয়ৈ-
রুল্লসন্ত্যামমুষ্যাং,
জাতোল্লাসাঃ স্বসেকাচ্ছতগুণমধিকং
সন্তি যত্তন্ন চিত্রং ॥ ৪৪ ॥

যদ্যপি সখীর কৃষ্ণসঙ্গমে নাহি মন ;
তথাপি রাধিকা যত্নে করান্ সঙ্গম।
৩। নানা ছলে কৃষ্ণে প্রেরি সঙ্গম করায় ;
৪। আত্ম-কৃষ্ণসুখসঙ্গ হৈতে কোটি সুখ পায়।

বিভুরিতি। রাধকৃষ্ণয়োর্ভাবঃ বিভুর্ব্যাপকঃ পরমমহানপি সুখরূপ অনন্দঘনোঽপি স্বপ্রকাশঃ স্বয়ংপ্রকাশরূপোঽপি যাঃ সখীঃ ঋতে বিনা রসপুষ্টিং ন হি প্রবহতি তথা। অত আসাং সখীনাং পদং কো রসজ্ঞো ভক্তো ন শ্রয়তি—সর্ব্বে রসজ্ঞা অশ্রায়ন্তোবেতি ভাবঃ ॥ ৪৩ ॥

শ্রীরাধায়ানির্বৃতৌ সত্যাং সখীনাং নির্বৃতিঃ স্যাত্তত্র তয়া সহাসামভেদমেব কারণমিত্যাহ—সখ্য ইতি। ব্রজা এব কুমুদানি তেষামাহ্লাদকতয়া বিধোশ্চন্দ্রস্য শ্রীকৃষ্ণস্য হ্লাদিনীতি নাম্নী যা শক্তিস্তস্যাঃ সারাংশো যঃ প্রেমা মহাভাবঃ স এবাশ্রিতত্বাদ্বল্লী লতা—তস্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ সখ্যঃ ললিতাবিশাখাদয়ঃ কিশলয়দলপুষ্পাদিভিস্তুল্যাঃ সদৃশাঃ, অতএব স্বতুল্যাঃ শ্রীরাধাসদৃশাঃ। অতঃ শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতরসস্য নিচয়ৈঃ সমূহৈরমুষ্যাং শ্রীরাধায়াং সিক্তায়ামুল্লসন্ত্যাঞ্চ সত্যাং তাঃ সখ্যঃ স্বসেকাৎ শতগুণমধিকং যথাস্যাত্তথা জাতোল্লাসাঃ সন্তীতি যত্তন্ন চিত্রং ॥ ৪৪ ॥

হে সখি! সর্ব্বব্যাপী হইয়াও ঈশ্বর যেমন চিচ্ছক্তি ব্যতীত পুষ্টিলাভ করেন না, তদ্রূপ রাধা-কৃষ্ণের ভাব সর্ব্বব্যাপক, আনন্দঘন এবং স্বপ্রকাশ হইয়াও সখী ব্যতীত ক্ষণকালের নিমিত্তও রসপোষণ করিতে সমর্থ হন্ না ; অতএব এই সখীগণের পদ কোন্ রসজ্ঞ আশ্রয় না করেন ॥ ৪৩ ॥

ব্রজকুমুদের আনন্দপ্রদ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের হ্লাদিনীনাম্নী শক্তির সারাংশ যে মহাভাব, তদ্রূপা শ্রীরাধালতার কিশলয়পত্র এবং পুষ্পাদি সদৃশ—সখীগণ ; অতএব তাঁহারা শ্রীরাধিকা-সদৃশ। এইহেতু কৃষ্ণলীলামৃতরস দ্বারা রাধালতা সিক্ত এবং উল্লাসযুক্ত হইলে, পত্রপুষ্পাদিরূপ সখীগণের যে স্বীয় সেক হইতে শতগুণে অধিক উল্লাস হয়—ইহা আশ্চর্য্য নয় ॥ ৪৪ ॥

সখীব্যতীত যে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের লীলারস পুষ্ট হয় না,—ইহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রতিপন্ন করিলেন ॥ ৪৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণের সহিত লীলা-বিলাসে সখীগণের ইচ্ছা নাই, কিন্তু কৃষ্ণের সহিত তাঁহারা রাধিকার যে লীলা সংঘটিত করেন—তাহাতেই তাঁহারা নিজকেলি হইতে অধিকতর সুখ অনুভব করেন,—ইহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রতিপাদন করিলেন ॥ ৪৪ ॥

১। কৃষ্ণপ্রেমকল্পলতা—কৃষ্ণপ্রেম অর্থাৎ মহাভাবরূপ কল্পলতা, ইহাই রাধিকার স্বরূপ। ২। সেক—সেচন।

৩। কৃষ্ণে প্রেরি—কৃষ্ণের নিকট প্রেরণ করিয়া। ৪। আত্মকৃষ্ণসুখ…সুখ পায়—শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের সহিত স্বয়ং কেলি করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সুখসম্পাদন করতঃ যে আনন্দ লাভ করেন, সখীদ্বারা শ্রীকৃষ্ণসুখ সম্পাদন করিয়া তদপেক্ষা অধিক সুখ অনুভব করেন ; যেহেতু ইহাঁদিগের নিজসুখে কেলির তাৎপর্য্য নয় এবং সখীগণেরও স্বজাতীয়ভাব।

১। অন্যোন্যে বিশুদ্ধ প্রেমে করে রস পুষ্ট ;
তাঁসবার প্রেম দেখি কৃষ্ণ হয়েন তুষ্ট।
২। সহজে গোপীর 'প্রেম' নহে প্রাকৃত কাম ;
কামক্রীড়া-সাম্যে তার কহি 'কাম' নাম।

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং ত্রয়শ্চত্বারিংশাধিকশতাঙ্কধৃত শ্লোকে তন্ত্রবচনং—

প্রেমৈব গোপরামাণাং
কাম ইত্যগমৎ প্রথাং,
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং
বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥ ৪৫ ॥

নিজেন্দ্রিয়-সুখ হেতু কামের তাৎপর্য্য ;
৩। কৃষ্ণসুখে তাৎপর্য্য গোপীভাব বর্য্য।
নিজেন্দ্রিয়সুখ-বাঞ্ছা নাহি গোপিকার ;
কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গম-বিহার।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একত্রিংশাধ্যায়ে উনবিংশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য গোপীবাক্যং ;—

যৎ তে সুজাত চরণাম্বুরুহং স্তনেষু,
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধিমহি কর্কশেষু ;
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিংস্বিৎ,
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥ ৪৬ ॥

৪। সেই গোপীভাবামৃতে যার লোভ হয় ;
বেদধর্ম্ম ত্যজি সে কৃষ্ণকে ভজয়।
৫। রাগানুগা মার্গে তাঁরে ভজে যেই জন ;
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
৬। ব্রজলোকের কোন ভাব লঞা যেই ভজে,
ভাবযোগ্য দেহ পাঞা কৃষ্ণ পায় ব্রজে।

১। অন্যোন্যে—পরস্পর অর্থাৎ শ্রীরাধিকা ও সখীগণ। বিশুদ্ধ—স্বসুখতাৎপর্য্য-রহিত। তাঁ সবার তুষ্ট—শ্রীরাধিকার সহিত কৃষ্ণের কেলিতে সখীগণের আনন্দ। সখীর সহিত কৃষ্ণের কেলিতে শ্রীরাধিকার আনন্দ। গোপীগণের আনন্দে কৃষ্ণের আনন্দ। অতএব গোপীগণের সকল কার্য্যই কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যক। ইহাকেই বিশুদ্ধ প্রেম বলে।

২। প্রাকৃত কাম—প্রকৃতির রজোগুণ হইতে প্রাকৃত কামের উৎপত্তি হয়। চিচ্ছক্তিবিশেষ হ্লাদিনী শক্তি তাহার নির্য্যাস প্রেম, সুতরাং প্রেম কাম শব্দবাচ্য হইতে পারে না, কিন্তু প্রাকৃত কামের ক্রীড়ার ন্যায় প্রেমময় ব্যাপার দেখায় বলিয়া অর্থাৎ স্বর্ণ ও পিত্তলের ন্যায় প্রাকৃত কামের সাদৃশ্য থাকায়, এই প্রেমকে কাম বলিয়া বর্ণন করা যায়। ৩। গোপীভাব—গোপী-প্রেম। বর্য্য—শ্রেষ্ঠ।

৪। লোভ হয়—লোভ না হইলে রাগানুগাভক্তিতে অধিকার হয় না। তাহা ব্যতীত ব্রজপ্রেম প্রাপ্তি হয় না। বেদধর্ম্ম—বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ও কর্ম্মকাণ্ড, অর্থাৎ শাস্ত্রশ্রবণে যখন গোপীভাবে লোভ হয়, তখন নিশ্চয়ই শাস্ত্রে দৃঢ়বিশ্বাসরূপ শ্রদ্ধা হইয়াছে এবং যখন গোপীভাবে প্রগাঢ় লোভ হইয়াছে, তখন অন্যত্র বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, 'তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে।' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—যে পর্য্যন্ত বৈরাগ্য এবং আমার কথা শ্রবণাদিতে দৃঢ়বিশ্বাস না হয়, সে পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রমাদিবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। সুতরাং এতাদৃশব্যক্তির বর্ণাশ্রমাদিবিহিত ধর্ম্মে অধিকার না থাকায়, তাহার ত্যাগ হয়। কেহ কেহ দৈন্যবশতঃ আপনাকে তাদৃশ অধিকারী বোধ না করিয়া তখনও কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান করেন।

৫। রাগানুগা-মার্গ—পূর্ব্বোক্ত লোভপ্রবর্ত্তিত হইয়া ভজন করাকে রাগানুগা-মার্গ বলে।

৬। ব্রজলোকের,—ব্রজের লোক, সখ্যভাবের ভক্ত সুবলাদি, বাৎসল্যের ভক্ত নন্দাদি এবং মধুরের শ্রীরাধিকা প্রভৃতি। ইহার মধ্যে—যে সাধকের যাদৃশ বাসনা থাকে, তাহার সেই ভাবে লোভ হয়। অর্থাৎ সখ্যের বাসনা থাকিলে সুবলাদির, বাৎসল্যের বাসনা থাকিলে নন্দাদির এবং মধুরের বাসনা থাকিলে গোপীগণের অনুসরণ করিয়া ভজন করে। ভাবসিদ্ধ হইলে তদুপযুক্ত দেহে আবেশ হয়, প্রেমের পরিপাকে তদুপযুক্ত দেহ প্রাপ্ত হইয়া অভীষ্টসেবা করিতে প্রবৃত্ত হয়।

"প্রেমৈব" শ্লোকের ব্যাখ্যা আদিলীলা ৬৩ পৃষ্ঠা ২৫ শ্লোকে দেখুন। কাম শব্দে প্রেম—তাহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রতিপাদন করিলেন। ইহার বিশেষ মীমাংসা আদিলীলার ৬৩ পৃষ্ঠায় আছে ॥ ৪৫ ॥

"যৎতে" শ্লোকের ব্যাখ্যা আদিলীলা ৬৪। ৬৫ পৃষ্ঠা ২৬ শ্লোক দেখুন। গোপীগণের যে কেবল কৃষ্ণসুখেই তাৎপর্য্য,—তাহাই এই শ্লোক দ্বারা সপ্রমাণ করিলেন ॥ ৪৬ ॥

১। তাহাতে দৃষ্টান্ত উপনিষদ্ শ্রুতিগণ ;
২। রাগমার্গে ভজি পাইল ব্রজেন্দ্রনন্দন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তাশীতিতমাধ্যায়ে ত্রয়োবিংশশ্লোকে ভগবৎস্তুতিঃ শ্রুতিঃ বেদস্তুতিঃ—

নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি য-
ন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ।
স্ত্রিয় উরুগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ ॥ ৪৭ ॥

৩। 'সমদৃশ' শব্দে কহে—সেই ভাবে অনুগতি
৪। 'সমা' শব্দে কহে—শ্রুতির গোপীদেহ-প্রাপ্তি।
৫। 'অংঘ্রিপদ্মসুধা' কহে কৃষ্ণসঙ্গানন্দ ;
বিধিমার্গে না পাইয়ে ব্রজে কৃষ্ণচন্দ্র।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে নবমাধ্যায়ে একবিংশশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুক বাক্যং—

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥ ৪৮ ॥

ইদানীং "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্য" ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ো ধ্যানসঙ্কেতেনোপদিশন্তীত্যাহ— **নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজ** ইতি। মরুৎ প্রাণাশ্চ মনশ্চ অক্ষাণি ইন্দ্রিয়াণি চ নিভৃতানি সংযমিতানি যৈঃ তে চ তে দৃঢ়যোগং যুঞ্জন্তীতি দৃঢ়যোগযুজস্তে তথাভূতা মুনয়ো হৃদি যত্তত্ত্বমুপাসতে, তদেবারয়োঽপি তব স্মরণাদ্ যযুঃ প্রাপুঃ। স্ত্রিয়স্তব নিত্যপ্রেয়স্যঃ শ্রীরাধাদ্যা যং যান্তবাঙ্ঘ্রিসরোজসুধাস্তদীয়স্পর্শমাধুর্য্যাণি হৃদি 'যত্তে সুজাত চরণাম্বুরুহ' মিত্যাদি-রীত্যা সাক্ষাদ্বক্ষস্থলেবোপাসতে ভজন্তে। বস্তুস্বরূপবিচ্ছিন্নবৈশিষ্ট্যাপেক্ষয়া। তথাচোক্তং— গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্নিত্যাদৌ অনুনবাভিনবমিতি তাএব বয়মপি 'আসামহো' ইত্যাদৌ 'ভেজুর্মু কুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যা'মিতি ন্যায়েন তাদৃশস্য যোগ্যা অপি যয়িম। তত্রাপি সমাঃ শ্রীমন্নন্দব্রজগোপীত্বপ্রাপ্ত্যা কায়ব্যূহেন তত্তুল্যরূপাঃ সত্যঃ স্ত্রিয়ঃ কথম্ভূতা উরগেন্দ্রস্য সর্পরাজস্য দেহসদৃশয়োর্ভুজদণ্ডয়োঃ বিষক্তা ধীর্যাসাং তা ইতি তন্মাধুর্য্যনিষ্ঠা ইত্যর্থঃ। গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্নিত্যাদেঃ, এতাঃ পরং তনুভৃত ইত্যাদেঃ, নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদ ইত্যাদেশ্চানুসারেণ সর্ব্বোর্দ্ধ্ব মাধুর্য্যানুভবোদ্দীপিতমহাভাবা ইত্যর্থঃ। তর্হি কথং যযিথ? তত্রাহ—সমদৃশঃ তদ্ভাবানুগতভাবাঃ সত্য ইত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

অথ কথমস্মাদৃশী তৎপ্রাপ্তির্জাতা পরেষাং বা কথং স্যাত্তত্রাহ—নায়মিতি। অয়ং গোপিকাসুতো ভগবান্ দেহিভির্দেহাভিমানজং তপ আদিভির্ন সুখাপঃ, কিন্তু "এতাবানেব যজতামিহ নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ। ভগবত্যচলো ভাবো যদ্ভাগবতসঙ্গতঃ" ইত্যুক্তরীত্যা কথঞ্চিৎ কদাচিৎ তদ্ভক্তসঙ্গো যদি স্যাত্তদা ক্রমত এব প্রাপ্যঃ। এবং জ্ঞানিনাং দেহাদিব্যতিরিক্তাত্মজ্ঞানবতাং আত্মভূতানাং তদ্বিজ্ঞানবতামপি ন সুখাপঃ, কিন্তু পূর্ব্ববৎ তদ্ভক্তসঙ্গাদেব। আত্মপোতানা-

হে প্রভো! প্রাণ, মনঃ এবং ইন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক দৃঢ়যোগযুক্ত মুনিগণ হৃদয়ে যে তত্ত্ব উপাসনা করেন, অরিবর্গ শত্রুভাবে স্মরণ করিয়াও তাহাই প্রাপ্ত হইয়াছে। অপর সর্পদেহাকৃতি আপনার ভুজদণ্ডে অতিশয় আসক্তচিত্ত গোপীগণ আপনার যে স্পর্শমাধুর্য্য সাক্ষাদ্বক্ষঃস্থলে ভজন করেন, আমরা ও শ্রুত্যভিমানিনী দেবতা-সকল তাহাতে অযোগ্য হইলেও, নন্দব্রজে গোপীদেহ প্রাপ্তি পূর্ব্বক কায়ব্যূহ দ্বারা তাহাদিগের সদৃশ হইয়া তাহাদিগের ভাবের অনুগতভাব লাভ করতঃ তোমার স্পর্শমাধুর্য্য অনুভব করিব ॥ ৪৭ ॥

এই গোপিকাসুত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীযশোদানন্দন ভক্তিমান্দিগের যেরূপ সুখলভ্য, দেহাভিমানী এবং দেহাদিব্যতিরিক্ত আত্মজ্ঞানশালী আত্মতত্ত্বানুভবিগণের পক্ষে তদ্রূপ সুলভ নহেন ॥ ৪৮ ॥

উপনিষদ্ শ্রুতিগণ কৃষ্ণমাধুর্য্যে লুব্ধ হইয়া, রাগমার্গে ভজন করতঃ গোপীদেহ লাভ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য অনুভব করিয়াছিলেন,—তাহাই এই শ্লোকদ্বারা প্রতিপাদিত করিলেন ॥ ৪৭ ॥

রাগমার্গ ব্যতীত ব্রজে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় না,—ইহাই এই শ্লোক দ্বারা সমর্থন করিলেন। রাগমার্গে লোভ প্রবর্ত্তিত হইলেই 'মাধুর্য্যনিষ্ঠ হইয়া যশোদানন্দনরূপে প্রাপ্তির নিমিত্ত যশোদানন্দনরূপে ভজন করে ॥ ৪৮ ॥

১। তাহাতে—ভাবানুসারে ব্রজে কৃষ্ণসেবার উপযুক্ত দেহপ্রাপ্তি বিষয়ে। ২। রাগমার্গে—রাগানুগাভক্তিমার্গে।
৩। সেই ভাবে—গোপীভাবে। ৪। সমা—গোপীগণসদৃশ অর্থাৎ গোপীদেহপ্রাপ্ত। ৫। সঙ্গানন্দ—সঙ্গজন্য আনন্দ অর্থাৎ স্পর্শমাধুর্য্য।

১। অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার ;
রাত্রিদিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার ।
২। সিদ্ধদেহে চিন্তি করে তাঁহাঞি সেবন ;
সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ ।
৩। গোপী অনুগত বিনা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে ;
ভজিলেও নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে ।
৪। তাহাতে দৃষ্টান্ত—লক্ষ্মী করিল ভজন ;
তথাপি না পাইল ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ।”

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তচত্বারিংশাধ্যায়ে ষষ্টিতম শ্লোকে গোপীঃ প্রতি উদ্ধববাক্যং—

নায়ং শ্রিয়োহঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ,
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোহন্যাঃ ;
রাসোৎসবেহস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজসুন্দরীণাং ॥ ৪৯ ॥

এত শুনি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ;
দুই জনে গলাগলি করেন ক্রন্দন ।

গেতি পাঠং কেচিৎ পঠন্তি, তত্র আত্মৈব পোতস্তরণসাধনং যেষাং জ্ঞানিনামিত্যর্থঃ। তর্হি কেষাং সুখাপ ইত্যপেক্ষায়াং তন্নির্ণনমাহ যথা—ইহ গোপিকাসুতে ভক্তিমতাং সুখাপঃ। অনেন মহানারায়ণাদিভক্তিমন্তোপি ব্যাবৃত্তাঃ। যুক্তঞ্চ তেষাম্ সুখাপ ইতি। দেহিনাং জ্ঞানিনাঞ্চ দেহিসামান্যদৃষ্ট্যা উক্তান্তরাণাঞ্চ গোপলীলাদৃষ্ট্যা তত্রাদরানাস্পদত্বাৎ। তদ্ভক্তানাং সুখাপ ইতি চ যুক্তং। ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা ইত্যাদিষু তেষাং তাদৃশতল্লীলায়াঃ সর্ব্বোত্তমতয়ানুভবাদিতি ভাবঃ। তত্র গোপিকাসুত ইতি বিশেষণমেব নোপলক্ষণং, গোপিকায়া এব সর্ব্বোপাদেয়ত্বেন বিবক্ষিতত্বাৎ। ইহ শব্দাচ্চ তথাচোব, ন তু জগদাদিবাচী প্রাপ্তত্বাদ্বার্থত্বাচ্চ ভক্তিমন্তশ্চ ত্রৈকালিকভক্তপরম্পরা এবাবিশেষেণ প্রাপ্তত্বাৎ। তান্নপাদিশতাং বেদানাং তদুপদেশকোপদেশ্যপরম্পরাণাঞ্চানাত্মনন্তকালভাবিত্বাৎ। তচ্চ বিশেষণং ভক্তিসুখপ্রাপ্তিরূপয়োঃ সাধনসাধ্যয়োকভয়োরপ্যবস্থয়োর্দ্দত্তং। তস্মাত্তে সর্ব্বকালিকতদ্ভক্তা গোপিকাসুতত্বেনৈব সাধয়ন্তি লভন্তে চ তমিতি স্থিতে নিত্যৈব তস্য তদ্রূপেণাবস্থিতিঃ সিদ্ধা। তথা গোপিকাসুতত্বেনৈব সাধননির্ণয়ে গোপিকায়াশ্চ তৎসাধনত্বে স্বাশ্রয়দোষাপাতান্ন সাধনাবকাশ ইতি সৈব নির্দ্ধার্য্যতে, অতএব গোপিকায়াঃ সুখাপ ইতি কিং বক্তব্যং—গোপিকায়াস্ত সুত এব স ইতি ব্যঞ্জিতং। উপলক্ষণঞ্চৈতৎ শ্রীনন্দস্য তদীয়ানামপি তেষাং তাদৃশত্বঞ্চ শ্রীজন্মাষ্টম্যাদিব্রতে তদীয়নানামন্ত্রে চ আবরণপূজায়াং দ্রষ্টব্যং। তস্মাৎ পূর্ব্বং ময়া তয়োরংশাভ্যাং দ্রোণধরারূপাভ্যাং যল্লীলামাত্রং তদেবাপাতপ্রবোধমাত্রার্থমুক্তমিতি ভাবঃ ॥ ৪৮ ॥

ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ২৭৯ পৃষ্ঠায় ১৭ শ্লোক দেখুন। লক্ষ্মীও গোপীগণসদৃশ প্রসাদ লাভ করিতে পারেন নাই,—ইহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রমাণ করিলেন ॥ ৪৯ ॥

১। অতএব—যেহেতু বিধিমার্গে কৃষ্ণচন্দ্রকে পাওয়া যায় না—এইহেতু। গোপীভাব…বিহার—এইস্থলে উৎপন্নরতি এবং সিদ্ধভাব সাধকের কথা বলিতেছেন,—ইঁহারা গোপীভাব অঙ্গীকার করিয়া দিবানিশি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-অষ্টকালীনলীলা স্মরণ-মনন করেন। দৈন্যবশতঃ সাধক আপনাকে অনধিকারী বোধ করিলেও, ভাব বলপূর্ব্বক তাঁহাকে গোপীভাবাবিষ্ট করে। যেমন দুর্ব্বাসনাগ্রস্ত পুরুষের পাপ করিতে ইচ্ছা না থাকিলেও বাসনা তাহাকে পাপে নিযুক্ত করে তদ্রূপ।

২। সিদ্ধদেহ—অন্তশ্চিন্তিত স্বীয়ভাবযোগ্য দেহ। তাঁহাঞি—শ্রীবৃন্দাবনে। ৩। গোপী অনুগত বিনা—গোপীগণ যে ভাব দ্বারা কৃষ্ণমাধুর্য্য অনুভব করিয়া থাকেন, গোপী-অনুগত হইলে সেই ভাবটি গোপী হইতে সাধকে সঞ্চারিত হয়। যেমন সূর্য্যকান্তমণি সূর্য্যের অনুগত হইলেই সূর্য্যের তেজঃ ধারণ করিয়া দাহাদি কার্য্য করিতে সমর্থ হয়, অন্যথা পারে না—তদ্রূপ। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে—অর্থাৎ বিধিমার্গে।

৪। লক্ষ্মী—লক্ষ্মী গোপী-অনুগতা না হওয়ায় গোপীভাব লাভ করিতে পারেন নাই, একন্য ব্রজে কৃষ্ণপ্রাপ্তিও হয় নাই। ফল কথা, শ্রীকৃষ্ণে গোপীগণের মৌরসী সত্ব আছে, এ জন্য গোপীগণের কোর্ফা প্রজা না হইলে শ্রীকৃষ্ণে ভোগ-দখলের সত্ব জন্মে না।

এইমত প্রেমাবেশে রাত্রি গোঙাইলা ;
প্রাতঃকালে নিজ নিজ কার্য্যে চলি গেলা।
বিদায় সময়ে প্রভুর চরণে ধরিয়া ;
রামানন্দরায় কহে মিনতি করিয়া—
"মোরে কৃপা করিতে তোমার ইহাঁ আগমন ;
১। দিন-দশ রহি শোধ মোর দুষ্ট মন।
তোমা বিনা অন্য নাহি জীব উদ্ধারিতে ;
তোমা বিনা অন্য নাহি কৃষ্ণপ্রেম দিতে।"
প্রভু কহে—"আইলাম শুনি তোমার গুণ ;
কৃষ্ণকথা শুনি শুদ্ধ করাইতে মন।
যৈছে শুনিল তৈছে দেখিল তোমার মহিমা ;
রাধাকৃষ্ণপ্রেমরস-জ্ঞানে তুমি সীমা।
দশ দিনের কা কথা—যাবৎ আমি জীব ;
তাবৎ তোমার সঙ্গ ছাড়িতে নারিব।
নীলাচলে তুমি-আমি থাকিব একসঙ্গে ;
সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণকথারঙ্গে।"
এত বলি দুঁহে নিজ নিজ কার্য্যে গেলা ;
সন্ধ্যাকালে পুনঃ রায় আসিয়া মিলিলা।
২। অন্যোন্যে মিলি দুঁহে নিভৃতে বসিয়া ;
প্রশ্নোত্তর-গোষ্ঠী করে আনন্দিত হঞা।
প্রভু পুছেন—রামানন্দ করেন উত্তর ;
এইমত সেই রাত্রি কথা পরস্পর।
প্রভু কহে "কোন্ বিদ্যা বিদ্যামধ্যে সার ?"
রায় কহে "কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর।"
"কীর্ত্তিগণমধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি ?"
"কৃষ্ণপ্রেমভক্ত বলি যার হয় খ্যাতি।"
৩। "সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি ?"
"রাধাকৃষ্ণে প্রেম যার সেই বড় ধনী।"
"দুঃখমধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর ?"
"কৃষ্ণভক্তবিরহ বিনা দুঃখ নাহি আর।"
৪। "মুক্তমধ্যে কোন্ জন মুক্ত করি মানি ?"
৫। "কৃষ্ণপ্রেম যার সেই মুক্তশিরোমণি।"
"গানমধ্যে কোন্ গান জীবের নিজ ধর্ম্ম ?"
"রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি যেই গীতের মর্ম্ম।"
৬। "শ্রেয়োমধ্যে কোন্ শ্রেয়ো জীবের হয় সার ?"
"কৃষ্ণভক্তসঙ্গ বিনা শ্রেয়ো নাহি আর।"
"কাহার স্মরণ জীব করে অনুক্ষণ ?"
কৃষ্ণনামগুণলীলা প্রধান স্মরণ।"
"ধ্যেয়মধ্যে জীবের কর্ত্তব্য কোন্ ধ্যান ?"
"রাধাকৃষ্ণ-পদাম্বুজ ধ্যান-প্রধান।"
"সর্ব্ব ত্যেজি জীবের কর্ত্তব্য কাঁহা বাস ?"
"বৃন্দাবন-ব্রজভূমি যাঁহা লীলা রাস।"
"শ্রবণ মধ্যে জীবের কোন্ শ্রেষ্ঠ শ্রবণ ?"
"রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলা কর্ণরসায়ন।"
"উপাস্যের মধ্যে কোন্ উপাস্য প্রধান ?"
"শ্রেষ্ঠ-উপাস্য যুগল রাধাকৃষ্ণ-নাম।"
"মুক্তি-ভক্তি বাঞ্ছে যেই কাঁহা দুঁহার গতি ?"
৭। "স্থাবরদেহে দেবদেহে যৈছে হয় স্থিতি।

১। শোধ = শুদ্ধ কর।

২। নিভৃতে = নির্জ্জনে। ৩। গণি = অর্থাৎ প্রধান বলিয়া গণনা করি।

৪। মুক্ত—দুঃখনিবৃত্তি ও আনন্দাবাপ্তিকে মুক্তি বলে, সেই মুক্তি যাহারা পাইয়াছে তাহাদিগকে মুক্ত বলে। যোগী, জ্ঞানী এবং ভক্ত ইহাঁরা সকলেই মুক্ত—অর্থাৎ অবিদ্যাবন্ধন হইতে নিবৃত্ত। মুক্ত করি মানি—অর্থাৎ নিবিড় আনন্দানুভব কোন্ মুক্ত করিয়া থাকেন ?

৫। মুক্তশিরোমণি—জ্ঞানিগণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানন্দ অর্থাৎ তরল আনন্দ, যোগিগণ চিচ্ছক্তি-অংশবিশিষ্ট মায়াশক্তিপ্রচুর পরমাত্মার আনন্দ, এবং ভক্তগণ সর্ব্বশক্তিপরিপূর্ণ নিবিড়ভগবদানন্দ অনুভব করেন, এইজন্য ভক্তই মুক্তশিরোমণি।

৬। শ্রেয়োমধ্যে—অর্থাৎ শ্রেয়ঃসাধন মঙ্গলের হেতুমধ্যে।

৭। স্থাবরদেহে—যেমন স্থাবর অর্থাৎ বৃক্ষপর্ব্বতাদিদেহে আবিষ্ট জীব মোহগ্রস্ত হইয়া কোন আনন্দাদি অনুভব করিতে পারে না,

অরসজ্ঞ কাক চূষে জ্ঞান-নিম্বফলে ;
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্রমুকুলে।
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্কজ্ঞান ;
কৃষ্ণপ্রেমামৃত পান করেন ভাগ্যবান্।"

এইমত দুই জনের কৃষ্ণকথা-রসে ;
নৃত্যগীত-রোদনে হইল রাত্রি শেষে।
দোঁহে নিজ নিজ কার্য্যে চলিলা বিহানে ;
সন্ধ্যাকালে রায় আসি মিলিলা আর দিনে।
ইষ্ট গোষ্ঠী কৃষ্ণকথা কহি কতক্ষণ ;
প্রভুপদে ধরি রায় করে নিবেদন—
"কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব প্রেমতত্ত্ব, সার ;
রসতত্ত্ব, লীলাতত্ত্ব বিবিধপ্রকার।

এত তত্ত্ব মোর চিত্তে কৈলে প্রকাশন,
ব্রহ্মাকে বেদ যেন পড়াইল নারায়ণ।
অন্তর্যামী ঈশ্বরের এই রীতি হয়ে ;
বাহিরে না কহে বস্তু প্রকাশে হৃদয়ে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে প্রথমশ্লোকে ব্যাসদেব-বাক্যং—

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরত-
শ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্,
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে,
মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো
যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা,

অথ নানাপুরাণশাস্ত্রৈশ্চিত্তপ্রসত্তিমলভমানস্তত্র তত্রাপরিতুষ্যন্ নারদোপদেশতঃ শ্রীভগবদ্‌গুণবর্ণনপ্রধানং শ্রীভাগবতশাস্ত্রং প্রারিপ্সুর্বেদব্যাসস্তৎপ্রতিপাদ্যপরদেবতানুস্মরণলক্ষণং মঙ্গলমাচরতি—জন্মাদ্যস্য ইতি। পরং পরমেশ্বরং ধীমহীতি (ধ্যায়তের্লিঙ্, ছান্দসং) ধ্যায়েমেত্যর্থঃ। বহুবচনং শিষ্যাভিপ্রায়েণ। তমেব স্বরূপতটস্থলক্ষণাভ্যামুপলক্ষয়তি। তত্র স্বরূপলক্ষণং—সত্যমিতি। সত্যত্বে হেতুঃ—যত্র যস্মিন্ ত্রয়াণাং মায়াগুণানাং তমোরজঃসত্ত্বানাং সর্গো ভূতেন্দ্রিয়দেবতারূপঃ অমৃষা সত্যঃ যৎ সত্যতয়া মিথ্যাসর্গোঽপি সত্যবৎ প্রতীয়তে, তং পরং সত্যমিত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো ব্যত্যয়ঃ স যথা অধিষ্ঠানসত্তয়া সত্যবৎ প্রতীয়ত ইত্যর্থঃ। তত্র তেজসি বারিবুদ্ধির্মরীচিকায়াং প্রসিদ্ধা, মৃদি চ কাচাদৌ বারিবুদ্ধির্বারিণি চ কাচাদিবুদ্ধিরিত্যাদি যথাযথমূহ্যং। যদ্বা—তস্যৈব পরমার্থসত্যত্বপ্রতিপাদনায় তদিতরস্য মিথ্যাত্বমুক্তং, যত্র মিথ্যৈবায়ং ত্রিসর্গো ন বস্তুতঃ সন্নিতি। যত্রেত্যনেন প্রাপ্তমুপাধিসম্বন্ধং বারয়তি—স্বেনৈব ধাম্না মহসা নিরস্তং কুহকং কপটং যস্মিংস্তং। তটস্থলক্ষণমাহ—জন্মাদীতি। অস্য বিশ্বস্য জন্মস্থিতিভঙ্গং যতো ভবতি তং ধীমহি। তত্র হেতুঃ—অন্বয়াদিতরতশ্চ। অর্থেষু কার্য্যেষু পরমেশ্বরস্য সদ্রূপেণান্বয়াৎ অকার্য্যেভ্যঃ খপুষ্পাদিভ্যস্তদ্ব্যতিরেকাচ্চ। যদ্বা—অন্বয়শব্দেনানুবৃত্তিঃ, ইতরশব্দেন ব্যাবৃত্তিঃ, অনুবৃত্তত্বাৎ সদ্রূপং ব্রহ্ম কারণং মৃৎসুবর্ণাদিবৎ ব্যাবৃত্তত্বাৎ, বিশ্বং কার্য্যং ঘটকুণ্ডলাদিবদিত্যর্থঃ। যদ্বা—সাবয়বত্বাদন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যদস্য জন্মাদি তদ্ যতো ভবতীতি সম্বন্ধঃ। তথাচ শ্রুতিঃ—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তী"ত্যাদ্যা। স্মৃতিশ্চ—"যতঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ভবন্ত্যাদিযুগাগমে। যস্মিংশ্চ প্রলয়ং যান্তি পুনরেব যুগক্ষয়ে" ইত্যাদ্যা। তর্হি কিং প্রধানং জগৎকারণত্বাৎ ধ্যেয়মভিপ্রেতং? নেত্যাহ—অভিজ্ঞো যস্তং "স ঐক্ষত লোকান্নুসৃজা ইতি"

এই শ্লোক দ্বারা ভগবান্ যে অন্তর্যামিস্বরূপে ব্রহ্মাকে বেদ উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই সপ্রমাণ করিলেন। অন্বয়—অন্বয় ব্যাপ্তি, যেমন ধূম থাকিলে অগ্নি থাকে, এ স্থানে ধূমে অগ্নির ব্যাপ্তি আছে, সেইরূপ ঈশ্বরের সত্তায় বিশ্বের সত্তা, ঈশ্বর বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। ব্যতিরেক—যেমন বহ্নি না থাকিলে ধূম থাকে না, তদ্রূপ ঈশ্বর সত্তাতিরিক্ত বিশ্বের স্বতন্ত্র সত্তা নাই। ৫০।

তদ্রূপ সাযুজ্যপ্রাপ্ত জীবও নির্বিশেষব্রহ্মে লীন হইয়া কোনরূপ আনন্দ অনুভব করিতে পারে না। দেবদেহে—যেমন দেবদেহাবিষ্ট জীব কেবল সুখের আস্বাদনই করে, কোনরূপ দুঃখানুভব করে না, তদ্রূপ যাহারা ভক্তিবাঞ্ছা করে তাহারা নিরন্তর আনন্দানুভবই করিতে থাকে। "কীর্ত্তিগণমধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি?" এই হইতে "স্থাবরদেহে দেবদেহে যৈছে অবস্থিতি" এই পর্য্যন্ত প্রত্যেক পয়ারের পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রীমহাপ্রভুর উক্তি ও পরার্দ্ধে রামানন্দ রায়ের উক্তি। যৈছে—যেমন।

ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং
সত্যং পরং ধীমহি ॥ ৫০ ॥

এক সংশয় মোর আছয়ে হৃদয়ে ;
কৃপা করি কহ মোরে তাহার নিশ্চয়ে
পহিলে দেখিনু তোমা সন্ন্যাসী-স্বরূপ ;
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম-গোপরূপ।
১। তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন-পঞ্চালিকা ;
তার গৌর-কান্ত্যে তোমার সর্ব্ব-অঙ্গ ঢাকা।
২। তাহাতে প্রকট দেখি বংশীবদন ;
নানাভাবে চঞ্চল তাহে কমলনয়ন।
এইমত দেখি তোমা হয় চমৎকার!
অকপটে কহ প্রভু কারণ ইহার!"

প্রভু কহে—"কৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেম হয় ;
৩। প্রেমার স্বভাব এই জানিহ নিশ্চয়।
মহাভাগবত দেখে স্থাবর-জঙ্গম ;
৪। তাঁহা তাঁহা হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণস্ফুরণ।
৫। স্থাবর-জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি ;
৬। সর্ব্বত্র হয় নিজ-ইষ্টদেব স্ফুর্ত্তি।"

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে পঞ্চচত্বারিংশশ্লোকে জনকং প্রতি হবির্বাক্যং—

ইতি "স ইমান্ লোকানসৃজতে"ত্যাদি শ্রুতেঃ "ঈক্ষতে র্নাশব্দ"মিতি ন্যায়াচ্চ। তর্হি কিং জীবঃ স্যাৎ? নেত্যাহ—স্বরাট্, স্বেনৈব রাজতে যস্তং স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানমিত্যর্থঃ। তর্হি কিং ব্রহ্মা "হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীদি"ত্যাদি শ্রুতেঃ? নেত্যাহ—তেনে ইতি। আদিকবয়ে ব্রহ্মণেঽপি ব্রহ্ম বেদং তেনে প্রকাশিতবান্। "যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং, যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি, তস্মৈ তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্ব্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে" ইতি শ্রুতেঃ। নমু ব্রহ্মণোঽন্যতো বেদাধ্যয়নমপ্রসিদ্ধং সত্যং, তত্তু হৃদা মনসৈব তেনে। অনেন বুদ্ধিবৃত্তিপ্রবর্ত্তকত্বেন গায়ত্র্যর্থো দর্শিতঃ। বক্ষ্যতে হি— প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতী বিতন্বতাজস্য সতীং স্মৃতিং হৃদি। স্বলক্ষণা প্রাদুরভূৎ কিলাস্যতঃ স মে ঋষীনামৃষভঃ প্রসীদতা"মিতি। নমু চ ব্রহ্মা সুপ্তপ্রতিবুদ্ধন্যায়েন স্বয়মেব বেদমুপলভতাং? নেত্যাহ—যদ্ যস্মিন্ ব্রহ্মণি সূরয়োঽপি মুহ্যন্তি তত্তস্মাৎ ব্রহ্মণোঽপি পরাধীনজ্ঞানত্বাৎ স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানঃ পরমেশ্বর এব জগৎকারণং, অতএব সত্যং অসতঃ সত্তাপ্রদত্বাচ্চ পরমার্থসত্যঞ্চ, সর্ব্বজ্ঞত্বেন চ নিরস্তকুহকং তং ধীমহীতি। গায়ত্র্যাখ্য ব্রহ্মবিদ্যারূপমেতৎ পুরাণমিতি দর্শিতং। যথোক্তং মৎস্যপুরাণে পুরাণদানপ্রস্তাবে—"যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং বর্ণ্যতে ধর্ম্মবিস্তরঃ। বৃত্রাসুরবধোপেতং তদ্ ভাগবতমিষ্যতে। লিখিত্বা তচ্চ যো দদ্যাদ্ধেমসিংহসমন্বিতং। প্রৌষ্ঠপদ্যাং পৌর্ণমাস্যাং স যাতি পরমং পদং। অষ্টাদশসহস্রাণি পুরাণং তৎ প্রকীর্ত্তিতং।" ইতি। পুরাণান্তরে চ—"গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রো দ্বাদশস্কন্ধসম্মিতঃ। হয়গ্রীবব্রহ্মবিদ্যা যত্র বৃত্রবধস্তথা। গায়ত্র্যা চ সমারম্ভস্তদ্বৈ ভাগবতং বিদু"রিতি। পদ্মপুরাণে চ অম্বরীষং প্রতি গৌতমবচনং—"অম্বরীষ শুকপ্রোক্তং নিত্যং ভাগবতং শৃণু। পঠস্ব স্বমুখেনাপি যদীচ্ছসি ভবক্ষয়"মিতি। অতএব ভাগবতনামান্যদিত্যপি নাশঙ্কনীয়ং ॥ ৫০ ॥

অন্বয় ব্যতিরেক ব্যাপারে যাঁহা হইতে এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বের জন্ম, স্থিতি এবং প্রলয় হয়,—যিনি স্বপ্রয়োজনসাধনে অভিজ্ঞ,—যাঁহার জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ—যে বেদার্থাবধারণে সূরিগণও মোহান্ধ হয়েন, সেই বেদ অন্তর্যামিরূপে যিনি ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকাশ করেন,—যেমন ভ্রমবশতঃ অগ্নি, জল এবং মৃত্তিকা পরস্পরে প্রতিভাত হয়, তদ্রূপ যাঁহাতে পঞ্চভূত ইন্দ্রিয় এবং তাহাদিগের অধিষ্ঠাতৃদেবতা সত্যরূপে প্রতীত হয়, অর্থাৎ যাঁহার সত্তায় বিশ্বের সত্তা এবং যিনি স্বীয় চিচ্ছক্তিপ্রভাবে মায়ার কাপট্য নিরস্ত করিয়াছেন, সেই সত্যজ্ঞানানন্দ-রূপ পরমেশ্বর ভগবান্‌কে আমি ধ্যান করিতে প্রার্থনা করি ॥ ৫০ ॥

১। পঞ্চালিকা—প্রতিমা। ২। তাহাতে—গৌরকান্তিতে অঙ্গ ঢাকা হইলেও। ৩। এই—আমাকে যে কৃষ্ণরূপে দেখিতেছ। ৪। তাঁর—সেই মহাভাগবতের। ৫। তার—সেই স্থাবর জঙ্গমের। ৬। সর্ব্বত্র—স্থাবর জঙ্গমাদিতে।

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ ৫১ ॥

তথাহি তত্রৈব দশমস্কন্ধে পঞ্চত্রিংশাধ্যায়ে পঞ্চম-শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য গোপীবাক্যং—

বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং,
ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ,
প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম ॥ ৫২ ॥

তদনুভবদ্বারা গম্যেন মানসলিঙ্গেন মহাভাগবতং লক্ষয়তি—**সর্ব্বভূতেষু** ইতি। "এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগ" ইতি শ্রীকবিবাক্যোক্তরীত্যা যশ্চিত্তদ্রবহাসরোদনাদ্যনুভাবকানুরাগবশাৎ "খংবায়ুমগ্নিম্" ইত্যাদি তদুক্ত-প্রকারেণৈব চেতনাচেতনেষু সর্ব্বভূতেষু আত্মনো ভগবদ্ভাবং আত্মাভীষ্টো যো ভগবদাবির্ভাবস্তমেবেত্যর্থঃ, পশ্যেৎ অনুভবতি। অতস্তানি চ ভূতানি আত্মনি স্বচিত্তে তথা স্ফুরতি যো ভগবান্ তস্মিন্নেব তদাশ্রিতত্বেনৈবানুভবতি। যথৈব ব্রজদেবীভিরুক্তং—"বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যা" ইত্যাদি। যদ্বা—আত্মনো যো ভগবতি ভাবঃ প্রেমা, তমেব চেতনাচেতনেষু পশ্যতি। শেষং পূর্ব্ববৎ। অতএব ভক্তরূপতদধিষ্ঠানবুদ্ধিজাতভক্ত্যা তানি নমস্করোতীতি খং বায়ুমিত্যাদৌ পূর্ব্বমিতি ভাবঃ। তথৈব চোক্তং তাভিরেব—"নদ্যস্তদা তদুপধার্য্য মুকুন্দগীতমাবর্ত্তলক্ষিতমনোভবভগ্নবেগা" ইত্যাদি। শ্রীপট্টমহিষীভিরপি—"কুররি বিলপসি ত্বম্" ইত্যাদি। অত্র ন বদ্ধজ্ঞানমভিধীয়তে ভগবতি তজ্জ্ঞানস্য তৎফলস্য চ হেয়ত্বেন জীবভগবদ্বিভাগাভাবেন চ ভাগবতত্ববিরোধাৎ। "অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে" ইত্যাদিকাত্যন্তিকভক্তিলক্ষণানুসারেণ সুতরামুত্তমত্ববিরোধাচ্চ। ন চ নিরাকারেশ্বরজ্ঞানং, প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্ম ইত্যুপসংহারগতলক্ষণপরমকাষ্ঠাবিরোধাদেবেতি বিবেচনীয়ং ॥ ৫১ ॥

বনলতা ইতি। তদা বনে যাবত্যো লতাস্তা সর্ব্বা অপীত্যর্থঃ। শ্লেষেণ বন্যত্বাত্তত্রাপি রহিতা অপীত্যুক্তং। তথা বনে যাবন্তস্তরবস্তদন্তশ্চ। তত্র লিঙ্গব্যত্যয়েন ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইতি বোদ্ধব্যং। লতানামাদৌ নির্দেশঃ স্ত্রীত্বেন স্বতুল্যভাব-প্রাধান্যবিবক্ষয়া। বিষ্ণুমিতি সর্ব্বত্র স্ফুরদ্রূপত্বাদ্ব্যাপকত্বেন প্রবেশশীলত্বেন বা বর্ত্তমানতয়া শ্রীকৃষ্ণমিত্যর্থঃ। তমাত্মনি স্বস্বং ব্যঞ্জয়ন্ত্যো বোধয়ন্ত্য ইবেতি ভাবপরবশচেষ্টয়ৈব ব্যঞ্জনেন স্বয়মেব ব্যঞ্জনাৎ। দৃষ্টান্তগর্ভশ্লেষেণ বিষ্ণুং শ্রীনারায়ণমিব তমিত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তব্যঞ্জনা চ আদিপুরুষ ইবেত্যুক্তং স্পষ্টীকরণায়। তত্র দৃষ্টান্তপক্ষে লতাতরবঃ স্ত্রীপুরুষজাতয়ঃ পুষ্প-ফলাঢ্যা "যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা" ইতি, "সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা" ইতি চ প্রমাণেন সর্ব্বসাধন-সম্পন্নাঃ। তথাপি প্রণতভারবিটপা নেমুর্নিরীক্ষ্য পরিতৃপ্তদৃশো মুদা কৈরিতি চতুঃসনাদিবন্নম্রাঃ। মধুধারা অশ্রূণি দার্ষ্টান্তিকপক্ষে লতাতরুত্বাদিমিষেণ তত্তদ্রূপা ইত্যর্থঃ। অত্রাঙ্কুরোদ্ভেদমিষেণ হৃষ্টতনবঃ। তত্তচ্চ অস্পন্দনং গতিমতাং পুলকস্তরূণামিত্যাদিভিঃ শ্রীগোকুলে প্রসিদ্ধমেব, ব্যাপ্যেতি পক্ষদ্বয়েঽপি সর্ব্বত্র সম্বন্ধনীয়ং। সমাসপ্রবিষ্টস্যাপি বা প্রেম-শব্দস্যার্থবশাদন্যত্র সম্বন্ধঃ। ববৃষুর্নিরন্তরং বহুশোঽমুঞ্চন্। সসৃজুরিতি সার্ব্বত্রিক মূলপাঠে অপূর্ব্বত্বেন প্রবর্ত্তয়ামাসুঃ। যদ্বা—মধুনো ধারা যাসু তথাভূতাঃ সত্যঃ প্রেম সসৃজুঃ। সার্ব্বদিকেষু চ স্ববৃত্তান্তেন শ্রীকৃষ্ণপ্রেম বিস্তারয়ামাসুরিত্যর্থঃ। তদেবমুভয়ত্র বিষ্ণুত্বং তদ্ব্যক্তিচিহ্নানি চ ব্যাখ্যাতানি ॥ ৫২ ॥

যিনি চেতন অচেতন সর্ব্বভূতে আপনার অভীষ্ট ভগবদ্ভাব অর্থাৎ ভগবদাবির্ভাব অনুভব করেন এবং সেই সকল প্রাণিবর্গকে স্বচিত্তে স্ফুরণশীল ভগবানেতে অর্থাৎ তদাশ্রিতরূপে অনুভব করেন, তাঁহাকে উত্তম ভাগবত বলে ॥ ৫১ ॥

হে সখি! শ্রীকৃষ্ণ বেণুধ্বনি করিলে, তখন—যাহাদিগের শাখা ফলপুষ্পভরে প্রণত হইয়াছে—সেই বৃন্দাবনের লতা ও তরুগণ প্রেমভরে পুলকিত হইয়া আপনাদের অন্তরে প্রকাশমান শ্রীকৃষ্ণকে অভিব্যক্ত করতঃ মধুধারা বর্ষণচ্ছলে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন ॥ ৫২ ॥

যিনি মহাভাগবত, তিনি স্থাবর জঙ্গমে আপনার অভীষ্টদেবের স্ফূর্ত্তি অনুভব করেন,—ইহাই এই শ্লোক দ্বারা সমর্থন করিলেন ॥ ৫১ ॥
মহাভাগবতগণ স্বচিত্তে স্ফূর্ত্তিরূ অভীষ্ট মূর্ত্তি যে স্থাবরাদিতেও অনুভব করেন,—এই শ্লোক দ্বারা ইহাই সপ্রমাণ করিলেন ॥ ৫২ ॥

১। রাধাকৃষ্ণে তোমার মহাপ্রেম হয় ;
যাঁহা-তাঁহা রাধাকৃষ্ণ তোমার স্ফুরয়।”
২। রায় কহে—“প্রভু তুমি ছাড় ভারিভুরি ;
মোর আগে নিজরূপ না করিহ চুরি।
রাধিকার ভাব-কান্তি করি অঙ্গীকার ;
নিজরস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার।
নিজ গূঢ়কার্য্য তোমার প্রেম-আস্বাদন ;
আনুসঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন।
আপনে আইলে মোরে করিতে উদ্ধার ;
এবে কপট কর—তোমার কোন্ ব্যবহার ?”
৩। তবে হাসি তাঁরে প্রভু দেখাইল স্বরূপ—
৪। “রসরাজ-মহাভাব” দুই-একরূপ।
৫। দেখি রামানন্দ হৈলা আনন্দে মূর্চ্ছিতে ;
ধরিতে না পারে দেহ, পড়িলা ভূমিতে।
প্রভু তাঁরে হস্ত স্পর্শি করাইলে চেতন ;
সন্ন্যাসীর বেশ দেখি বিস্মিত হৈল মন !
আলিঙ্গন করি প্রভু কৈল আশ্বাসন—
“তোমা বিনা এই রূপ না দেখে কোন জন।
৬। মোর তত্ত্ব লীলারস তোমার গোচরে ;
৭। অতএব এই রূপ দেখাইলুঁ তোমারে।
৮। গৌরদেহ নহে মোর রাধাঙ্গ-স্পর্শন ;
গোপেন্দ্রসুত বিনা তিঁহ না স্পর্শে অন্যজন।
৯। তাঁর ভাবে ভাবিত আমি করি আত্ম-মন ;
তবে নিজ মাধুর্য্যরস করি আস্বাদন।
তোমার ঠাঞি আমার কিছু গুপ্ত নাহি কর্ম্ম ;
১০। লুকাইলে প্রেমবলে জান সর্ব্ব মর্ম্ম।
গুপ্তে রাখিহ কথা না করিহ প্রকাশ ;
১১। আমার বাতুল চেষ্টা—লোকে উপহাস।
১২। আমি এক বাতুল, তুমি দ্বিতীয় বাতুল ;
অতএব তোমায় আমায় সমতুল।”
এইরূপ দশ রাত্রি রামানন্দ সঙ্গে ;
সুখে গোঙাইলা প্রভু কৃষ্ণকথারঙ্গে।

১। মহাপ্রেম—মহাভাব। যাঁহা তাঁহা—যেখানে সেখানে। ২। ভারিভুরি—আত্মগোপন চেষ্টা।

৩। স্বরূপ—নিজতত্ত্ব। দেখাইল স্বরূপ—অর্থাৎ নিজতত্ত্ব অনুভব করাইলেন। ৪। রসরাজ—রসের রাজা শৃঙ্গাররস, রসরাজ শব্দে অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ। মহাভাব—ভাবের পরাকাষ্ঠা, যাহা হইতে আর ভাবের উৎকর্ষ হইতে পারে না। সেই মহাভাবের স্বরূপ শ্রীরাধিকা। যেমন স্থায়িভাব বিভাবাদিতে মিলিত হইয়া রসরূপে পরিণত হইলে ভাব আর পৃথক্‌রূপে প্রতিভাত না হইয়া কেবল রস রূপেই প্রকাশমান হয় অর্থাৎ আস্বাদনসময়ে ভাব ও রস একমাত্র রসরূপেই অনুভবের বিষয় হয়, তদ্রূপ রসরাজ (শ্রীকৃষ্ণ) এবং মহাভাব (শ্রীরাধিকা) লীলাসময়ে ভিন্নাকারে প্রকাশিত হইলেও, অনুভবসময়ে দুই একরূপে প্রকাশমান হন্ অর্থাৎ যখন লীলাসময়ে হ্লাদিনীশক্তির পরমসার মহাভাবের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে প্রকাশিত হন্, তখন আবরণরূপে অর্থাৎ শ্রীরাধিকারূপে প্রকাশমান হন, আর যখন স্বরূপশক্তি অর্থাৎ মহাভাবরূপে তাঁহার অবস্থান হয়, তখন রাধা-কৃষ্ণ দুই এক-স্বরূপে প্রকাশিত হন। তাই বলিলেন—“রসরাজ-মহাভাব দুই এক রূপ।” ইহাই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ।

৫। মূর্চ্ছিতে—মূর্চ্ছা সঞ্চারিভাব বিশেষ, ইহাতে প্রলয়াখ্য সাত্ত্বিকের অভিব্যক্তি হইল। পড়িলা ভূমিতে—ইহাতে উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক প্রকট হইল। ৬। তোমার গোচরে—তোমার অনুভবের বিষয়। ৭। দেখাইলুঁ—দেখাইলাম।

৮। গৌরদেহ ··স্পর্শন—ইহাতে যশোদাস্তনন্ধয় বলিয়াই শ্রীমহাপ্রভুর নিজের অভিমান আছে, অর্থাৎ “আমি কৃষ্ণ” এই বলিয়াই আপনাকে জানেন। অন্যথা “গোপেন্দ্রসুত বিনা তিঁহ না স্পর্শে অন্যজন” এ পদের সঙ্গতি হয় না। অতএব, যিনি যেভাবে আবিষ্ট থাকেন, তাঁহাকে তাই বলিয়া ডাকিলেই উত্তর দেন—তাই বলিয়া আদর করিলেই ‘আমি আদৃত হইলাম’ বোধ করেন। এ অতি গূঢ়তত্ত্ব—কেবল তাদৃশ চিত্তেরই অনুভবের বিষয়।

৯। তাঁর ভাবে—রাধিকার ভাবে। আত্মা—দেহ। অর্থাৎ আমার দেহ ও মন রাধাভাবে ভাবিত করি, তাহাতেই নিজ মাধুর্য্যরস আস্বাদন করিতে পারি।

১০। লুকাইলে—আমি গোপন করিলেও তুমি প্রেমবলে সকল জানিতে পার। ১১। বাতুল চেষ্টা—অর্থাৎ আমি নিজমাধুর্য্য আস্বাদনার্থ রাধিকার ভাব গ্রহণ করিয়াছি—আমার এটি পাগলের কার্য্য বলিয়া লোকে উপহাস করিবে ; তাই বলি এটি গোপনে রাখিবে।

১২। দ্বিতীয় বাতুল—অর্থাৎ তুমি আমার ইহাই অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিলে, সুতরাং তুমিও আর এক বাতুল।

নিগূঢ় ব্রজের রসলীলার বিচার ;
অনেক কহিল, তার না পাইল পার।
১। তামা-কাঁসা-রূপা-সোনা-রত্ন-চিন্তামণি ;
কেহ যদি কাঁহা পোঁতা পায় এক খনি।
ক্রমে উঠাইতে যেন উত্তম বস্তু পায় ;
ঐছে প্রশ্নোত্তর কৈল প্রভু-রামরায়।
আর দিন রায়-পাশে বিদায় মাগিলা ;
বিদায়ের কালে তাঁরে এই আজ্ঞা দিলা—
"বিষয় ছাড়িয়া তুমি যাহ নীলাচলে ;
আমি তীর্থ করি তাঁহা আসিব অল্পকালে।
দুইজনে নীলাচলে রহিব একসঙ্গে ;
সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণকথারঙ্গে।"
এত বলি রামানন্দে করি আলিঙ্গন ;
তাঁরে ঘরে পাঠাইয়া করিলা শয়ন।
২। প্রাতঃকালে উঠি প্রভু দেখি হনুমান্ ;
তাঁরে নমস্করি প্রভু করিল প্রয়াণ।
৩। বিদ্যাপুরে নানামত লোক বৈসে যত ;
প্রভু-দর্শনে বৈষ্ণব হৈল, ছাড়ি নিজ মত।
রামানন্দ হৈলা প্রভুর বিরহে বিহ্বল ;
প্রভুর ধ্যানে রহে বিষয় ছাড়িয়া সকল।
সংক্ষেপে কহিল রামানন্দের মিলন ;
বিস্তারি বর্ণিতে নারে সহস্রবদন ;
সহজে চৈতন্যচরিত ঘনদুগ্ধপুর ;
৪। রামানন্দ-চরিত্র তাহে খণ্ড প্রচুর।
রাধাকৃষ্ণ লীলা তাতে কর্পূর মিলন ;
ভাগ্যবান্ যেই সেই করে আস্বাদন।
যেই ইহা একবার পিয়ে কর্ণদ্বারে ;
৫। তার কর্ণ লোভে ইহা ছাড়িতে না পারে।
সর্ব্বতত্ত্ব জ্ঞান হয় ইহার শ্রবণে ;
প্রেমভক্তি হয় রাধাকৃষ্ণের চরণে।
চৈতন্যের গূঢ়তত্ত্ব জানি ইহা হৈতে ;
বিশ্বাস করি শুন ! তর্ক না করিহ চিতে।
অলৌকিক-লীলা এই পরম নিগূঢ় ;
বিশ্বাসে পাইবে—তর্কে হয় বহুদূর।
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ অদ্বৈত-চরণ ;
যাহার সর্ব্বস্ব—তারে মিলে এই ধন।
রামানন্দ রায়ে মোর কোটী নমস্কার ;
যাঁর মুখে কৈল প্রভু রসের বিস্তার।
৬। দামোদর-স্বরূপের কড়চা অনুসারে ;
রামানন্দ-মিলনলীলা করিল প্রচারে।
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ;
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

১। তামা কাঁসা…উত্তমবস্তু পায়—যেমন তামা কাঁসা ইত্যাদির উত্তরোত্তর উৎকর্ষ আছে, তদ্রূপ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম আরম্ভ করিয়া সাধ্যবস্তুর উৎকর্ষ মহাভাবে পর্য্যবসিত করিয়াছেন। যেন—যেমন।

২। হনুমান—হনুমানের বিগ্রহমূর্ত্তি। ৩। বিদ্যাপুর—বিদ্যানগর ; ইহাকে এখন বিজয়নগর বলে। ৪। খণ্ড—খাঁড় অর্থাৎ চিনি। ৫। কর্ণ—এটী কর্ত্তৃপদ। ৬। দামোদর স্বরূপের—স্বরূপ দামোদরের।

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীরামানন্দরায়সঙ্গোৎসব-নাম

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নবম পরিচ্ছেদ।

নানামতগ্রাহগ্রস্তান্ দাক্ষিণাত্যজনদ্বিপান্,
কৃপারিণা বিমুচ্যৈতান্ গৌরশ্চক্রে স বৈষ্ণবান্ ॥ ১
জয় জয় শ্রীচৈতন্য ! জয় নিত্যানন্দ !
জয়াদ্বৈতচন্দ্র ! জয় গৌরভক্তবৃন্দ !
দক্ষিণ-গমন প্রভুর অতি বিলক্ষণ ;
সহস্র সহস্র তীর্থ কৈল দরশন।
সেই সব তীর্থ স্পর্শি মহাতীর্থ কৈল ;
সেই ছলে সেই দেশের লোক নিস্তারিল।
সেই সব তীর্থের ক্রম কহিতে না পারি :
১। দক্ষিণে বামে তীর্থ গমন, হয় ফেরাফিরি।
অতএব নামমাত্র করিয়ে গণন ;
কহিতে না পারি তার যথা অনুক্রম।
২। পূর্ব্ববৎ পথে যাইতে যে পায় দরশন ;
যে গ্রামে যায়েন সেই গ্রামের যত জন ;
সবেই বৈষ্ণব হয়, কহে কৃষ্ণ হরি ;
অন্য গ্রাম নিস্তারয়ে সেই বৈষ্ণব করি !
দক্ষিণদেশের লোক অনেক প্রকার ;
৩। কেহ জ্ঞানী, কেহ কর্ম্মী, পাষণ্ডী অপার।
সেই সব লোক প্রভুর দর্শনপ্রভাবে ;
নিজ-নিজ মত ছাড়ি হইল বৈষ্ণবে।
৪। বৈষ্ণবের মধ্যে রাম-উপাসক সব ;
কেহ তত্ত্ববাদী, কেহ হয় শ্রীবৈষ্ণব।
সেই সব বৈষ্ণব মহাপ্রভুর দর্শনে ;
৫। কৃষ্ণ-উপাসক হৈল, লয় কৃষ্ণনামে।

নানামত ইতি। নানা অনেকবিধানি মতান্যেব গ্রহাঃ গ্রাহা জলজন্তুবিশেষা স্তৈর্গ্রস্তান্ গিলিতান্ দাক্ষিণাত্যা-জনাএব দ্বিপাঃ করিণস্তান্। গ্রাহো গ্রহশ্চেতি দ্বিরূপকোষঃ। কৃপৈব অরিশ্চক্রং তেন বিমুচ্য গ্রাহেভ্য ইতি শেষঃ। স প্রসিদ্ধো গৌর এতান্ বৈষ্ণবান্ চক্রে। যথা হরিঃ সুদর্শনেন গ্রাহবদনং বিপাট্য করীন্দ্রং মুমোচ তথেতি ॥ ১ ॥

প্রসিদ্ধ গৌরচন্দ্র নানামতরূপ গ্রাহ-গিলিত দাক্ষিণাত্যজনরূপ করিগণকে কৃপারূপ চক্র দ্বারা বিমুক্ত করিয়া বৈষ্ণব করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

১। দক্ষিণে বামে…ফেরাফিরি—দক্ষিণে ও বামে যত তীর্থ আছে, তাহাতে গমনের ফেরাফিরি অর্থাৎ নিকটস্থ তীর্থকে উল্লঙ্ঘন করিয়া অগ্রে দূরস্থ তীর্থে গমন করেন, কখন বা একবার যে তীর্থে গিয়াছিলেন পরে আবার সেই তীর্থে আগমন করিলেন—এইরূপও ঘটিয়াছে।

২। পূর্ব্ববৎ পথে যাইতে…সেই বৈষ্ণব করি—মহাপ্রভু যখন পথে গমন করেন, সে সময় যে তাঁহাকে দর্শন করে সেই বৈষ্ণব হয়, সে আবার যে গ্রামে যায় সে গ্রামস্থ লোক তাহার মুখে হরিনাম শুনিয়া বৈষ্ণব হইয়া হরিনাম করে, আবার তাহারা যে গ্রামে যায় সে গ্রামের লোক সকল বৈষ্ণব হয়,—এইরূপে তিনি সকলকেই বৈষ্ণব করিলেন।

৩। পাষণ্ডী—বেদবাহ্য বৌদ্ধ-জৈন প্রভৃতি। ৪। রাম-উপাসক সব—যে সকল রাম-উপাসক। তত্ত্ববাদী মাধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়। শ্রীবৈষ্ণব—শ্রীসম্প্রদায়ী অর্থাৎ রামানুজ-সম্প্রদায়। ইঁহারা লক্ষ্মী নারায়ণের উপাসক।

৫। কৃষ্ণ উপাসক হইল—অর্থাৎ পূর্ব্বে কেহ বা শুধু রাম-নাম, কেহ বা শুধু নারায়ণ নাম গ্রহণ করিতেন, মহাপ্রভুর দর্শনে তাঁহারা কৃষ্ণনাম লইতে লাগিলেন। যদিও রাম কৃষ্ণ-নারায়ণাদি নাম তুল্যার্থ, তথাপি যাহার যাহাতে রতি থাকে, তাহার তন্নাম গ্রহণেই রুচি হয় ; কিন্তু মহাপ্রভু সাক্ষাৎ-ব্রজেন্দ্রনন্দন বলিয়া তাঁহার দর্শনে সকলেরই কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হওয়ায়, মুখেও কৃষ্ণনামেরই স্ফুরণ হইয়াছিল।

রাম রাঘব রাম রাঘব
রাম রাঘব পাহি মাং।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব
কৃষ্ণ কেশব রক্ষ মাং॥

এই শ্লোক পথে পড়ি করিল প্রয়াণ;
১। গৌতমী-গঙ্গায় যাই কৈল গঙ্গাস্নান।
মল্লিকার্জ্জুন-তীর্থে যাই মহেশ দেখিল;
তাঁহা সব লোকে কৃষ্ণ নাম লওয়াইল।
দাস রাম মহাদেবে করিল দর্শন;
অহোবল-নৃসিংহেরে করিলা গমন।
নৃসিংহ দেখিয়া তাঁরে কৈল নতি-স্তুতি;
সিদ্ধবট গেলা যাঁহা মূর্ত্তি সীতাপতি।
রঘুনাথ দেখি কৈল প্রণতি-স্তবন;
২। তাঁহা এক বিপ্র তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ।
সেই বিপ্র রামনাম নিরন্তর লয়;
রামনাম বিনা অন্য বচন না কয়।
সেই দিন তাঁর ঘরে রহি ভিক্ষা করি;
তাঁরে কৃপা করি আগে চলিলা গৌরহরি।
৩। স্কন্দক্ষেত্র তীর্থে কৈল স্কন্দ দরশন;
ত্রিমঠ আইলা তাঁহা দেখে ত্রিবিক্রম।
পুনঃ সিদ্ধবটে আইলা সেই বিপ্র ঘরে;
সেই বিপ্র কৃষ্ণনাম লয় নিরন্তরে।
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু তাঁরে প্রশ্ন কৈল—
"কহ বিপ্র! এই তোমার কোন্ দশা হৈল?
পূর্ব্বে তুমি নিরন্তর লৈতে রামনাম;
এবে কেন নিরন্তর কহ কৃষ্ণনাম?"
বিপ্র বলে—"এই তোমার দর্শনপ্রভাবে
তোমা দেখি গেল মোর আজন্ম স্বভাবে।
বাল্যাবধি রামনাম গ্রহণ আমার;
তোমা দেখি কৃষ্ণনাম আইল একবার।
সেই হৈতে কৃষ্ণনাম জিহ্বাতে বসিল;
কৃষ্ণনাম স্ফুরে—রামনাম দূরে গেল।
বাল্যকাল হৈতে মোর স্বভাব এই হয়।
নামের মহিমা-শাস্ত্র করিয়ে সঞ্চয়।

তথাহি পদ্মপুরাণে শ্রীরামচন্দ্রস্য শতনাম-স্তোত্রে অষ্টমশ্লোকস্তথা তত্রৈব চ উত্তরখণ্ডে দ্বিসপ্ততিতমাধ্যায়ে শ্রীবিষ্ণোঃ সহস্রনামস্তোত্রে শেষ-শ্লোকঃ—

রমন্তে যোগিনোঽনন্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি।
ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে॥২॥

তথাহি ষষ্ঠস্কন্ধে নবমাধ্যায়ে দ্বিচত্বারিংশ-শ্লোক-ব্যাখ্যায়াং শ্রীধরস্বামিধৃতো মহাভারতস্য উদ্যোগ-পর্ব্বীয়ৈকসপ্ততিতমাধ্যায়স্য চতুর্থঃ শ্লোকঃ—

কৃষি র্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥৩॥

রমন্ত ইতি। যত্র অনন্তে দেশতঃ কালতশ্চ পরিচ্ছেদরহিতে সতি আনন্দে চিদাত্মনি চিৎস্বরূপে যোগিনো রমন্তে, রামপদেন অসৌ দাশরথিঃ পরংব্রহ্মৈবাভিধীয়ত ইতি অধিকরণে ঘঞ্ ॥ ২॥

কৃষিরিতি। কৃষিঃ শব্দোধাতুর্ভূবং ভূশাস্বর্থং বক্তি স্বার্থাত্যাগেনেত্যর্থঃ, তেনাকর্ষণসত্তাবাচক ইত্যর্থঃ। ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ আনন্দবাচকশ্চ, তয়োঃ কৃষি ণকারার্থয়োরৈক্যং সংযোগসর্ব্বাকর্ষণসত্ত্বাভিন্নানন্দঃ পরং ব্রহ্ম স এব কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে, আকর্ষণেতি নির্দ্দেশেবলং নিরুক্ত অসমোর্দ্ধমাধুর্য্যৈশ্বর্য্যপূর্ণত্বং ব্যঞ্জিতমিতি ভাবঃ॥ ৩॥

যোগিগণ সচ্চিদানন্দস্বরূপ যে অপরিচ্ছিন্ন তত্ত্বে রমণ করেন, রাম শব্দে সেই পরব্রহ্মই অভিহিত॥ ২॥

কৃষ্ ধাতু সর্ব্বাকর্ষণসত্তাবাচক এবং ণ-কার আনন্দবাচক, সেই দুইয়ের ঐক্য পরংব্রহ্মই কৃষ্ণরূপে অভিহিত॥ ৩॥

১। গৌতমী গঙ্গা—গোদাবরীর নামান্তর। ২। তাঁহা—সিদ্ধ বটে। ৩। স্কন্দক্ষেত্র—এই স্থানে কার্ত্তিকেয়ের মূর্ত্তি আছেন।

১। পরং ব্রহ্ম দুই নাম সমান হইল ;
২। পুনঃ আর শাস্ত্রে কিছু বিশেষ পাইল।

তথাহি পদ্মপুরাণে শ্রীরামচন্দ্রস্য শতনামস্তোত্রে নবমশ্লোকস্তথা তস্যৈব চ উত্তরখণ্ডে দ্বিষষ্টিতমাধ্যায়ে শ্রীবিষ্ণোঃ সহস্রনামস্তোত্রে শেষশ্লোকঃ —

রাম রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে,
সহস্রনামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে ॥ ৪ ॥

তথাহি শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসস্যৈকাদশ বিলাসে অষ্টপঞ্চাদশাধিকদ্বিশতাঙ্কধৃত-ব্রহ্মাণ্ডপুরাণং—

সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ ফলং।
একবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি ॥৫॥

এই বাক্যে কৃষ্ণনামের মহিমা অপার ;
তথাপি লইতে নারি শুন হেতু তার।
ইষ্টদেব রাম, তাঁর নামে সুখ পাই ;
সুখ পাঞা সেই নাম নিরন্তর গাই।
তোমার দর্শনে যবে কৃষ্ণনাম আইল ;
৩। তাহার মহিমা তবে হৃদয়ে লাগিল।
সেই কৃষ্ণ তুমি, ইঁহা সাক্ষাৎ নির্দ্ধারিল।”
এত কহি বিপ্র প্রভুর চরণে পড়িল।
তাঁরে কৃপা করি প্রভু চলিলা আর দিনে ;
৪। বৃদ্ধ-কাশী আসি কৈল শিব দরশনে।
তাঁহা হৈতে চলি আগে গেলা এক গ্রামে ;
ব্রাহ্মণ-সমাজে তাঁহা করিল বিশ্রামে।
প্রভুর প্রভাবে লোক আইল দরশনে ;
লক্ষার্ব্বুদ লোক আইসে—না যায় গণনে।
গোসাঞির সৌন্দর্য্য দেখি তাতে প্রেমাবেশে
সবে কৃষ্ণ কহে, বৈষ্ণব হৈল সর্ব্বদেশে।
তার্কিক-মীমাংসক যত মায়াবাদিগণ ;
সাংখ্য-পাতঞ্জল-স্মৃতি-পুরাণ-আগম।
৫। নিজ-নিজ শাস্ত্রোদ্গ্রাহে সবাই প্রচণ্ড ;
সর্ব্বমত দুষি' প্রভু কৈল খণ্ড খণ্ড।
সর্ব্বত্র স্থাপয়ে প্রভু বৈষ্ণব সিদ্ধান্তে ;
প্রভুর সিদ্ধান্ত কেহ না পারে খণ্ডিতে।
হারি' হারি' প্রভু-মতে করেন প্রবেশ ;
এইমতে বৈষ্ণব করিল দক্ষিণদেশ।
পাষণ্ডিগণ আইল যত পাণ্ডিত্য শুনিয়া ;
গর্ব্ব করি আইল সঙ্গে শিষ্যগণ লঞা।
৬। বৌদ্ধাচার্য্য মহাপণ্ডিত নিজ নবমতে ;

রাম ইতি। হে বরাননে পার্ব্বতি! রাম-রামেতি রামেতি সংকীর্ত্ত্যেতি শেষঃ অহং মনোরমে চিত্তাকর্ষকে রামে দাশরথৌ রমে পরব্রহ্মানন্দানুভবং করোমি। কুত এবমিতি চেদাহ—রামনামসহস্রনামভিঃ শ্রীবিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্রৈস্তুল্যং তুল্যফলদং সকৃদ্রামনামকীর্ত্তনং সহস্রনামপাঠজন্যপুণ্যসমপুণ্যপ্রদমিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

সহস্র ইতি। পুণ্যানাং পাবনানাং সহস্রনাম্নাং ত্রিস্ত্রিবারং আবৃত্ত্যা আবর্ত্তনেন যৎ ফলং ভবতি, কৃষ্ণস্য নাম কৃষ্ণাবতারসম্বন্ধি নামৈকমিত্যর্থঃ, একাবৃত্ত্যা একবারমাবর্ত্তনেন তৎ ফলং সহস্রনামকীর্ত্তনফলং কর্ম্মভূতং প্রযচ্ছতি ॥ ৫ ॥

হে পার্ব্বতি! আমি পুনঃ পুনঃ রামনাম কীর্ত্তন করিয়া চিত্তাকর্ষক শ্রীরামে পরব্রহ্মানন্দানুভব করি, যেহেতু এক রামনাম কীর্ত্তন করিলে মহাভারতোক্ত সহস্রনাম পাঠের ফল লাভ হয় ॥ ৪ ॥

বিষ্ণুর সহস্রনাম তিনবার পাঠ করিলে যে ফল লাভ হয়, কৃষ্ণাবতারসম্বন্ধি যে কোন একটী নাম একবারমাত্র কীর্ত্তন করিলে, সেই ফল অর্থাৎ তিনবার সহস্রনামকীর্ত্তনের ফল প্রদান করেন ॥ ৫ ॥

১। দুই নাম—রাম নাম এবং কৃষ্ণ নাম। ২। আর শাস্ত্রে—অন্য শাস্ত্রে। ৩। তাহার—কৃষ্ণ নামের। পূর্ব্বে কৃষ্ণনামের মাহাত্ম্যে শাস্ত্রীয় জ্ঞান ছিল, এইক্ষণে তোমার দর্শনে সেই মহিমার অনুভব হইল। ৪। বৃদ্ধকাশী—মাদ্রাজের অন্তর্গত কালেক্টরী জেলার পূর্ব্বাংশে। ৫। শাস্ত্রোদ্গ্রাহে—শাস্ত্র গর্ব্বে। ৬। নব মত—কল্পিত মত অর্থাৎ অবৈদিক মত।

প্রভুর আগে উদ্‌গ্রাহ করি লাগিলা বলিতে।
যদ্যপি অসম্ভাষ্য বৌদ্ধ অযুক্ত দেখিতে;
তথাপি বলিল প্রভু গর্ব্ব খণ্ডাইতে।
তর্কপ্রধান বৌদ্ধশাস্ত্র নবমতে;
তর্কেই খণ্ডিল প্রভু, না পারে স্থাপিতে।
১। বৌদ্ধাচার্য্য নব প্রস্থান সব উঠাইল;
দৃঢ় যুক্তি-তর্কে প্রভু খণ্ড-খণ্ড কৈল।
দার্শনিক পণ্ডিত সবাই পাইল পরাজয়;
লোকে হাস্য করে, বৌদ্ধ পাইল লজ্জা-ভয়।
প্রভুকে বৈষ্ণব জানি বৌদ্ধ ঘরে গেল;
সব বৌদ্ধ মিলি তবে কুমন্ত্রণা কৈল।
অপবিত্র অন্ন এক থালিতে করিয়া;
প্রভু আগে নিল বিষ্ণুপ্রসাদ বলিয়া।
হেনকালে মহাকায় এক পক্ষী আইল;
ঠোঁটে করি থালি সহ অন্ন লঞা গেল।
২। বৌদ্ধগণ-উপরে পড়ে অন্ন অমেধ্য হইয়া;
বৌদ্ধাচার্য্যের মাথায় থালি পড়িল বাজিয়া।
৩। তেরছে পড়িল থালি মাথা কাটি গেল;
মূর্চ্ছিত হইয়া আচার্য্য ভূমিতে পড়িল।
হাহাকার করি কান্দে সব শিষ্যগণ;
সবে আসি প্রভু-পদে লইল শরণ।—
"তুমি ত ঈশ্বর-সাক্ষাৎ ক্ষম অপরাধ;
জীয়াও আমার গুরু, করহ প্রসাদ।"
প্রভু কহে—"সবে কহ কৃষ্ণ-কৃষ্ণ-হরি;
গুরুকর্ণে কহ কৃষ্ণনাম উচ্চ করি।
তোমা সবার গুরু তবে পাইবে চেতন।"
সব বৌদ্ধ মিলি করে কৃষ্ণসংকীর্ত্তন।
গুরুকর্ণে কহে সবে কৃষ্ণ-রাম-হরি;
চেতন পাইল আচার্য্য, উঠে বলে 'হরি'।
'কৃষ্ণ' বলি আচার্য্য প্রভুরে করেন বিনয়;
দেখিয়া সকল লোক হইল বিস্ময়।
এইমত কৌতুক করি শচীরনন্দন;
অন্তর্দ্ধান কৈল, কেহ না পায় দর্শন।
৪। মহাপ্রভু চলি আইলা ত্রিপদী-ত্রিমল্লে;
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখি গেলা বেঙ্কটাচলে।
৫। ত্রিপদী আসিয়া কৈল শ্রীরামদর্শন;
রঘুনাথ-আগে কৈল প্রণাম-স্তবন।
স্বপ্রভাবে লোক সবার করাইয়া বিস্ময়;
৬। পানানরসিংহে আইলা প্রভু দয়াময়।
নৃসিংহে প্রণতি-স্তুতি প্রেমাবেশে কৈল;
প্রভুর প্রভাবে লোক চমৎকার হৈল।
৭। শিবকাঞ্চী আসি কৈল শিব দরশনে;
প্রভাবে বৈষ্ণব কৈল শাক্ত-শৈবগণে।
বিষ্ণুকাঞ্চী আসি দেখিল লক্ষ্মী-নারায়ণ;
প্রণাম করিয়া কৈল বহু ত স্তবন।
প্রেমাবেশে নৃত্যগীত বহু ত করিল;
দিন দুই রহি লোকে কৃষ্ণভক্ত কৈল।
৮। ত্রিমল্ল দেখি গেলা ত্রিকালহস্তী স্থানে;

১। নব প্রস্থান—যাহাকে অবলম্বন করিয়া মতের প্রবৃত্তি হয়, তাহাকে প্রস্থান বলে। বৌদ্ধমতে নববিধ প্রস্থান যথা;—(১) বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর নাই। (২) জগৎ অসত্য। (৩) অহং তত্ত্ব। (৪) পরলোক। (৫) বুদ্ধ সৃষ্টিলাভের উপায়। (৬) নির্ব্বাণ তত্ত্ব। (৭) বৌদ্ধ দর্শন। (৮) বেদ অপৌরুষেয় নয়।

২। অমেধ্য—অপবিত্র। ৩। তেরছে—বক্রভাবে। আচার্য্য—বৌদ্ধাচার্য্য। ৪। ত্রিপদী—ত্রিপতির পর্ব্বত। বেঙ্কটাচল—মান্দ্রাজ হইতে ৩৬ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। এই স্থানে বিষ্ণুমূর্ত্তি আছেন। বলদেব তীর্থযাত্রায় বেঙ্কটাদ্রিতে গিয়াছিলেন।

৫। ত্রিপদী—ত্রিপদীনগর। এই স্থানে রামানুজাচার্য্যপ্রতিষ্ঠিত শ্রীরামমূর্ত্তি আছেন। ইহা আর্কট্ জেলার উত্তরাংশে অবস্থিত।

৬। পানা-নৃসিংহ—ইঁহার কেবল পানা অর্থাৎ শরবৎ ভোগ হয়, এই নিমিত্ত পানা-নৃসিংহ নাম হইয়াছে।

৭। শিবকাঞ্চী—মান্দ্রাজের দক্ষিণপশ্চিম চেঙ্গপট্টু জেলায় পেলার-নদীতীরে, কঞ্জীবরম্ বা কাঞ্চীপুরং নগর বিদ্যমান রহিয়াছে। এইস্থানে অনেক দেবমন্দির আছে। ৮। ত্রিকালহস্তী—দক্ষিণ আর্কটে শিবকাঞ্চী হইতে ১ মাইল দূরে।

১। মহাদেব দেখি তাঁরে করিল প্রণামে।
পক্ষ তীর্থ দেখি কৈল শিব দরশন ;
বৃদ্ধকাল তীর্থে তবে করিলা গমন।
শ্বেতবরাহ দেখি তাঁরে নমস্করি ;
পীতাম্বর শিবস্থানে গেলা গৌরহরি।
শিয়ালী ভৈরবী দেবী করি দরশন ;
কাবেরীর তীরে আইলা শচীর নন্দন।
গোসমাজ শিব দেখি আইলা বেদাবন ;
মহাদেব দেখি তাঁরে করিল বন্দন।
অমৃতলিঙ্গ শিব দেখি বন্দন করিল ;
সব শিবালয়ে শৈবে বৈষ্ণব হইল।
দেবস্থানে আসি কৈল বিষ্ণু দরশন ;
২। শ্রীবৈষ্ণবগণ সঙ্গে গোষ্ঠী অনুক্ষণ।
৩। কুম্ভকর্ণ-কপালের দেখি সরোবর ;
শিবক্ষেত্রে শিব দেখে গৌরাঙ্গসুন্দর।
৪। পাপনাশনে বিষ্ণু করি দরশন ;
৫। শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে তবে করিল গমন।
কাবেরীতে স্নান করি দেখি রঙ্গনাথ ;
স্তুতি-প্রণতি করি মানিল কৃতার্থ।
প্রেমাবেশে কৈল বহু গান-নর্ত্তন ;
দেখি চমৎকার হৈল সব লোকের মন।
শ্রীবৈষ্ণব এক বেঙ্কটভট্ট নাম ;
প্রভুরে নিমন্ত্রণ কৈল করিয়া সম্মান।
নিজ ঘরে লয়ে কৈল পাদপ্রক্ষালন ;
সেই জল লয়ে কৈল সবংশে ভক্ষণ।
ভিক্ষা করাইয়া কিছু কৈল নিবেদন—
৬। "চাতুর্ম্মাস্য আসি প্রভু হৈল উপসন্ন।
চাতুর্ম্মাস্যে কৃপা করি রহ মোর ঘরে ;
কৃষ্ণকথা কহি কৃপায় উদ্ধার' আমারে।"
তাঁর ঘরে রহিলা প্রভু কৃষ্ণকথারসে ;
ভট্ট সঙ্গে গোঙাইল সুখে চারিমাসে।
কাবেরীতে স্নান করি শ্রীরঙ্গদর্শন ;
প্রতিদিন প্রেমাবেশে করেন নর্ত্তন।
সৌন্দর্য্যাদি প্রেমাবেশ দেখি সর্ব্বলোক ;
দেখিবারে আইসে, দেখি খণ্ডে দুঃখশোক।
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে নানাদেশ হৈতে ;
সবে কৃষ্ণনাম কহে প্রভুকে দেখিতে।
কৃষ্ণনাম বিনা কেহ নাহি কহে আর ;
সবে কৃষ্ণভক্ত হৈল, লোকে চমৎকার।
শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বৈসে যতেক ব্রাহ্মণ ;
এক-এক দিন সবে কৈল নিমন্ত্রণ।
এক-এক দিনে চাতুর্ম্মাস্য পূর্ণ হৈল ;
কতক ব্রাহ্মণ ভিক্ষা দিতে দিন না পাইল।
সেই ক্ষেত্রে রহে এক বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ ;
৭। দেবালয়ে বসি করে গীতা-আবর্ত্তন।
৮। অষ্টাদশাধ্যায় পড়ে আনন্দ-আবেশে ;
অশুদ্ধ পড়েন, লোক করে উপহাসে।
৯। কেহ হাসে, কেহ নিন্দে, তাহা নাহি মানে ;
আবিষ্ট হঞা গীতা পড়ে আনন্দিতমনে।
১০। পুলকাশ্রু-কম্প-স্বেদ যাবৎ পঠন ;
দেখি আনন্দিত হৈল মহাপ্রভুর মন।
মহাপ্রভু পুছিল তাঁরে—"শুন মহাশয় !

১। মহাদেব দেখি—অর্থাৎ ত্রিকালহস্তী স্থানে মহাদেব দেখিয়া। ২। শ্রীবৈষ্ণব—শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব অর্থাৎ রামানুজ সম্প্রদায়। গোষ্ঠী—ইষ্টগোষ্ঠী। ৩। কুম্ভকর্ণ কপালের—কুম্ভকর্ণের মস্তকের খুলিতে এক সরোবর হইয়াছিল। এইস্থানের আধুনিক নাম কাম্বকানম্।

৪। পাপনাশন—কৃষ্ণা নদীর শাখানদী। ৫। রঙ্গক্ষেত্র—এই স্থানে শ্রীরঙ্গনাথ নামে অনাদি বিষ্ণুমূর্ত্তি অবস্থিত, এইস্থানে রামানুজ সম্প্রদায়ের প্রধান তীর্থ। ৬। চাতুর্মাস্য—বর্ষার চারি মাস। ৭। আবর্ত্তন—আবৃত্তি অর্থাৎ পাঠ। ৮। অষ্টাদশাধ্যায়—গীতার আঠার অধ্যায়। ৯। নাহি মানে—গ্রাহ্য করেন না। ১০। যাবৎ পঠন—যে পর্য্যন্ত গীতা পাঠ করেন, সে পর্য্যন্ত অঙ্গে পুলকাদি সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়।

কোন্ অর্থ জানি তোমার এত সুখ হয় ?”
বিপ্র কহে—“মূর্খ আমি, শব্দার্থ না জানি ;
শুদ্ধাশুদ্ধ গীতা পড়ি গুরু-আজ্ঞা মানি।
অর্জ্জুনের রথে কৃষ্ণ হয়ে রজ্জুধর ;
বসি আছেন তাতে যেন শ্যামলসুন্দর।
অর্জ্জুনেরে কহিতেছেন হিত উপদেশ ;
তাঁরে দেখি হয় মোর আনন্দ-আবেশ।
যাবৎ পড়োঁ তাবৎ পাওঁ তাঁর দরশন ;
এই লাগি গীতাপাঠ না ছাড়ে মোর মন।”
প্রভু কহে—“গীতাপাঠে তোমারই অধিকার ;
তুমি সে জানহ এই গীতার অর্থ সার।”
এত বলি সেই বিপ্রে কৈল আলিঙ্গন ;
প্রভুপদে ধরি বিপ্র করেন স্তবন—
“তোমা দেখি তাহা হইতে দ্বিগুণ সুখ হয় ;
সেই কৃষ্ণ তুমি—হেন মোর মনে লয়।”
১। কৃষ্ণ-স্ফূর্ত্ত্যে তাঁর মন হইয়াছে নির্ম্মল ;
অতএব প্রভুর তত্ত্ব জানিল সকল।
তবে মহাপ্রভু তাঁরে করিল শিক্ষণ—
“এই কথা কাহাঁ না করিহ প্রকাশন।”
সেই বিপ্র মহাপ্রভুর বড় ভক্ত হৈল ;
চারিমাস প্রভু-সঙ্গ কভু না ছাড়িল।

এইমত ভট্টগৃহে রহে গৌরচন্দ্র ;
নিরন্তর ভট্ট সঙ্গে কৃষ্ণ-কথানন্দ।
শ্রীবৈষ্ণব-ভট্ট সেবে লক্ষ্মী-নারায়ণ ;
তাঁর ভক্তি দেখি প্রভুর তুষ্ট হৈল মন।
নিরন্তর তাঁর সঙ্গে হৈল সখ্যভাব ;
হাস্য-পরিহাস দুঁহে, সখ্যের স্বভাব।
প্রভু কহে—“ভট্ট তোমার লক্ষ্মীঠাকুরাণী ;
কান্ত-বক্ষঃস্থিতা পতিব্রতা-শিরোমণি।
আমার ঠাকুর কৃষ্ণ গোপ—গোচারণ ;
সাধ্বী হঞা কেন চাহে তাঁহার সঙ্গম ?
এই লাগি সুখভোগ ছাড়ি চিরকাল ;
ব্রত-নিয়ম করি তপ করিল অপার !!”

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ষোড়শাধ্যায়ে দ্বাত্রিংশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি নাগপত্নীবাক্যং—

কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে
তবাংঘ্রিরেণু-স্পর্শাধিকারঃ,
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনা চরত্তপো
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা ॥ ৬ ॥

ভট্ট কহে—“কৃষ্ণ নারায়ণ একই স্বরূপ ;
২। কৃষ্ণেতে অধিক লীলা-বৈদগ্ধ্যাদি-রূপ।
তাঁর স্পর্শে নাহি যায় পতিব্রতা-ধর্ম্ম ;
৩। কৌতুকে লক্ষ্মী চাহেন কৃষ্ণের সঙ্গম।

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ব-বিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং দ্বাত্রিংশশ্লোকে শ্রীরূপ গোস্বামি-বাক্যং—

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ ॥৭॥

কৃষ্ণসঙ্গে পতিব্রতা-ধর্ম্ম নহে নাশ ;
অধিক লাভ পাইয়ে আর রাসবিলাস।

সিদ্ধান্তভক্তি। সিদ্ধান্ততঃ শ্রীশকৃষ্ণ-স্বরূপয়োঃ নারায়ণ-কৃষ্ণতত্ত্বয়োরভেদে সত্যপি রসেন সর্ব্বোৎকৃষ্ট-

সিদ্ধান্ত করিলে যদিও নারায়ণ এবং কৃষ্ণের স্বরূপতঃ কোন প্রভেদ নাই, তথাপি সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রেমময় রস শ্রীকৃষ্ণ

১। কৃষ্ণ স্ফূর্ত্ত্যে—গীতাপাঠে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হওয়াতে। ২। কৃষ্ণেতে…পতিব্রতাধর্ম্ম—কৃষ্ণ এবং নারায়ণ একই তত্ত্ব, কিন্তু কৃষ্ণেতে বৈদগ্ধী অধিকরূপে প্রকাশ হওয়ায়, লক্ষ্মী কৃষ্ণসঙ্গম ইচ্ছা করেন ; তাহাতে অর্থাৎ কৃষ্ণাঙ্গ স্পর্শে লক্ষ্মীর পাতিব্রত্যের হানি হয় না। কৌতুক—অদৃষ্ট ও অশ্রুত বিষয়ের দর্শন এবং শ্রবণার্থ ঔৎসুক্যকে কৌতুক বলে।

ইহার ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ৮ পরিচ্ছেদে ২৮৭ পৃষ্ঠায় (৩৪) শ্লোক দেখুন, লক্ষ্মী যে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গম প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহাই সপ্রমাণ করিলেন ॥৬॥

বিনোদিনী লক্ষ্মীর হয় কৃষ্ণে অভিলাষ ;
ইহাতে কি দোষ ? কেন কর পরিহাস ?"
প্রভু কহে—"দোষ নাহি, ইহা আমি জানি ;
রাস না পাইল লক্ষ্মী—শাস্ত্রে ইহা শুনি।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তচত্বারিংশাধ্যায়ে ত্রিপঞ্চাশত্তমশ্লোকে গোপীঃ প্রতি উদ্ধব-বাক্যং—

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ,
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ,
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজসুন্দরীণাং ॥ ৮ ॥

লক্ষ্মী কেলি না পাইল কি ইহার কারণ ?
তপ করি কৈছে কৃষ্ণ পাইল শ্রুতিগণ ?

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তাশীতিতমাধ্যায়ে ঊনবিংশশ্লোকে শ্রীভগবন্তমুদ্দিশ্য বেদস্তুতিঃ—

নিভৃতমরুন্মনোক্ষ-দৃঢ়যোগযুজো হৃদি য-
ন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ,
স্ত্রিয় উরুগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ ॥৯

শ্রুতি পায়,লক্ষ্মী না পায়,ইথে কি কারণ ?"
ভট্ট কহে—"ইহাঁ প্রবেশিতে নারে মোর মন।
আমি জীব ক্ষুদ্রবুদ্ধি সহজে অস্থির ;
১। ঈশ্বরের লীলা কোটি সমুদ্রগম্ভীর।
তুমি সেই সাক্ষাৎ-কৃষ্ণ, জান নিজ-কর্ম্ম ;
যারে জানাও সেই জানে তোমার লীলামর্ম্ম"
প্রভু কহে—"কৃষ্ণের এক স্বভাব বিলক্ষণ ;
স্বমাধুর্য্যে সর্ব্বচিত্ত করে আকর্ষণ।
ব্রজলোকের ভাবে পাইয়ে তাঁহার চরণ ;
তাঁরে ঈশ্বর করি নাহি জানে ব্রজজন।
কেহ তাঁরে পুত্রজ্ঞানে উদুখলে বান্ধে ;
কেহ সখাজ্ঞানে জিনি চঢ়ে তাঁর কান্ধে।
ব্রজেন্দ্রনন্দন তাঁরে জানে ব্রজজন ;
২। ঐশ্বর্য্যজ্ঞান নাহি—নিজ সম্বন্ধ-মনন।
ব্রজলোকের ভাবে যেই করয়ে ভজন ;
৩। সেই ব্রজে পায় শুদ্ধ ব্রজেন্দ্রনন্দন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে নবমাধ্যায়ে ষোড়শ-শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং—

নায়ং সুখাপ ভগবান্
দেহিনাং গোপিকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাং চাত্মভূতানাং
যথা ভক্তিমতামিহ ॥১০॥

প্রেমময়-রসেন কৃষ্ণরূপমুৎকৃষ্যতে, অন্তর্ভূত-ণ্যর্থত্বাৎ উৎকৃষ্টতয়া প্রকাশ্যত ইত্যর্থঃ, যতস্তস্য রসস্য এবৈব স্থিতিঃ স্বভাবঃ যৎ কৃষ্ণঃরূপমেব উৎকৃষ্টত্বেন দর্শয়তীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

রূপকেই সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপে প্রকাশ করে। যেহেতু কৃষ্ণরূপকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট করিয়া প্রদর্শন করাই তাদৃশ রসের স্বভাব ॥৭

১। কোটি সমুদ্র-গম্ভীর—কোটী কোটী সমুদ্র হইতেও গম্ভীর। অসংখ্য-অর্থেই এস্থলে কোটী সংখ্যা প্রয়োগ।

২। ঐশ্বর্য্যজ্ঞান…মনন—স্বয়ং ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহা বলিয়া ব্রজলোক শ্রীকৃষ্ণকে জানেন না। 'আমার সখা' 'আমার পুত্র' ইত্যাদি রূপ নিজ-সম্বন্ধেই তাঁহারা অভিমান করেন। ৩। শুদ্ধ—ঐশ্বর্য্য-সম্বন্ধরহিত, কেবল মাধুর্য্যমণ্ডিত।

নারায়ণ এবং শ্রীকৃষ্ণ একই স্বরূপ, অতএব শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ ইচ্ছা করিলে লক্ষ্মীর পাতিব্রত্য নষ্ট হয় না, এই শ্লোকে ইহাই প্রতিপাদন করিলেন ॥৭॥

"নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ…"—এই শ্লোকের ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ৮ম পরিচ্ছেদ (২৯৭) পৃষ্ঠায় (৪৯) শ্লোকে দেখুন। লক্ষ্মী ব্রজে রাস প্রাপ্ত হন নাই, ইহাই এই শ্লোক দ্বারা সপ্রমাণ করিলেন ॥ ৮ ॥

"নিভৃতমরুন্…"—এই শ্লোকের ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ৮ পরিচ্ছেদে (২৯৬) পৃষ্ঠায় (৪৭) শ্লোকে দেখুন। তপস্যা দ্বারা শ্রুতিগণ কৃষ্ণকে পাইয়াছেন, ইহাই এই শ্লোক দ্বারা সপ্রমাণ করিলেন ॥ ৯ ॥

"নায়ং সুখাপ…"—এ শ্লোকের ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ৮ পরিচ্ছেদে (২৯৬) পৃষ্ঠায় (৪৮) শ্লোকে দেখুন। ব্রজলোকের অনুগতি ভিন্ন ব্রজে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় না, এই শ্লোক দ্বারা ইহারই প্রমাণ করিলেন ॥১০॥

ভক্তগণ গোপীগণের অনুগত হঞা ;
১। ব্রজেশ্বরী-সুতে ভজে গোপীভাব লঞা।
২। ব্যূহান্তরে গোপীদেহ ব্রজে যবে পাইল ;
সেই দেহে কৃষ্ণ-সঙ্গে রাসক্রীড়া কৈল।
গোপজাতি কৃষ্ণ, গোপী প্রেয়সী তাঁহার ;
দেবী বা অন্য স্ত্রী—কৃষ্ণ না করে অঙ্গীকার।
লক্ষ্মী চাহে সেই দেহে কৃষ্ণের সঙ্গম ;
গোপীরাগানুগা হঞা না কৈল ভজন।
৩। অন্য দেহে না পাইয়ে রাসবিলাস ;
অতএব 'নায়ং' শ্লোকে কহে বেদব্যাস।"

পূর্বে ভট্টের মনে এক হৈত অভিমান—
'শ্রীনারায়ণ হয় স্বয়ং-ভগবান্।
৪। তাঁহার ভজন সর্ব্বোপরি কক্ষা হয় ;
শ্রীবৈষ্ণবের ভজন এই সর্ব্বোপরি হয়।'
৫।—এই তাঁর গর্ব্ব প্রভু করিতে খণ্ডন ;
পরিহাস-দ্বারে উঠায় এতেক বচন।
প্রভু কহে—"ভট্ট তুমি না করিহ সংশয় ;
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ এইত নিশ্চয়।
৬। কৃষ্ণের বিলাস-মূর্ত্তি শ্রীনারায়ণ ;
৭। অতএব লক্ষ্মী-আদ্যের তিহঁ হরে মন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে অষ্টাবিংশতি শ্লোকে সৌনকাদীন্ প্রতি সূতবচনং—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ
কৃষ্ণস্তু ভগবান্-স্বয়ং।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং
মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥১১॥

৮। নারায়ণ হৈতে কৃষ্ণের অসাধারণ গুণ ;
৯। অতএব লক্ষ্মীর কৃষ্ণে তৃষ্ণা অনুক্ষণ।
তুমি যে পড়িলা শ্লোক সে হয় প্রমাণ ;
১০। সেই শ্লোকে আইসে কৃষ্ণ স্বয়ং-ভগবান্।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ববিভাগে দ্বিতীয়লহর্য্যাং দ্বাত্রিংশৎ শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামি-বাক্যং—

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥১২॥

স্বয়ং-ভগবত্ত্বে কৃষ্ণ হরে লক্ষ্মীর মন ;
গোপীকার মন হরিতে নারে নারায়ণ।
নারায়ণের কা কথা ? শ্রীকৃষ্ণ আপনে—
১১। গোপীকারে হাস্য করিতে হয় নারায়ণে।
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখায় গোপিগণের আগে ;
১২। সেই কৃষ্ণে গোপীকার নহে অনুরাগে।"

১। ব্রজেশ্বরী—নন্দপত্নী অর্থাৎ যশোদা। ২। ব্যূহান্তরে—দেহভেদে। ৩। অন্য দেহ—গোপীদেহ ভিন্ন দেহ।

৪। তাঁহার—নারায়ণের। সর্ব্বোপরি কক্ষা—অর্থাৎ সর্ব্বোপরি স্থানে অবস্থিত। ৫। তাঁর—বেঙ্কট ভট্টের।

৬। বিলাস মূর্ত্তি—বিলাসের লক্ষণ আদিলীলা (১৬) পৃষ্ঠা (৩৬) শ্লোকে দেখুন। ৭। অতএব=যেহেতু শ্রীকৃষ্ণই মূলতত্ত্ব সেইহেতু, অর্থাৎ সমগ্র মাধুর্য্যাদিগুণের অভিব্যক্তি হেতু। ৮। অসাধারণ গুণ—লীলা, প্রেমদ্বারা প্রিয়াধিক্য, বেণুমাধুর্য্য এবং রূপমাধুর্য্য—এই চারিটী কৃষ্ণের অসাধারণ গুণ ; ইহা পরব্যোমনাথাদিতে লক্ষিত হয় না।

৯। অতএব—এই সকল গুণ নারায়ণে না থাকা হেতু। তৃষ্ণা—আকাঙ্ক্ষা।

১০। সেই শ্লোকে—"সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি" শ্লোকে। আইসে—বুঝিতে পারা যায়।

১১। হাস্য করিতে—উপহাস করিতে ; গোপীদের মন পরীক্ষার জন্য কৌতুক করিতে। ১২। সেই কৃষ্ণে—চতুর্ভুজ কৃষ্ণে।

"এতে চাংশ..."—এ শ্লোকের ব্যাখ্যা আদিলীলা (২৬) পৃষ্ঠায় (১৩) শ্লোকে দেখুন। কৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্তা নির্দ্দেশ করতঃ নারায়ণ অপেক্ষা কৃষ্ণের যে উৎকর্ষ অধিক অর্থাৎ যেহেতু কৃষ্ণ-তত্ত্ব সকলের মূল, সেইহেতু নারায়ণাদি যে কৃষ্ণের অংশ কলা,—তাহাই এই শ্লোকদ্বারা সমর্থন করিলেন ॥১১॥

"সিদ্ধান্ততঃ..."—এ শ্লোকের ব্যাখ্যা মধ্যলীলা (৯) পরিচ্ছেদ (৩০৯) পৃষ্ঠায় (৭) শ্লোকে দেখুন। এই শ্লোক দ্বারাও কৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা সাধিত হইল ॥১২॥

তথাহি ললিতমাধবে ষষ্ঠাঙ্কে চতুর্দ্দশ শ্লোকে সূর্য্যপত্নীং সবর্ণাং প্রতি বিশাখা-বাক্যং—

গোপীনাং পশুপেন্দ্রনন্দনজুষো
ভাবস্য কস্তাং কৃতী,
বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে দুরূহপদবী-
সঞ্চারিণঃ প্রক্রিয়াং।
আবিষ্কুর্ব্বতি বৈষ্ণবীমপি তনুং
তস্মিন্ ভুজৈর্জিষ্ণুভি-
র্যাসাং হন্ত চতুর্ভিরদ্ভুতরুচিং
রাগোদয়ঃ কুঞ্চতি ॥১৩॥

এত কহি প্রভু তাঁর গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া ;
তাঁরে সুখ দিতে কহে সিদ্ধান্ত ফিরাইয়া।
—"দুঃখ না ভাবিহ ভট্ট ! কৈল পরিহাস ;
শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত শুন যাতে বৈষ্ণব বিশ্বাস।
কৃষ্ণ-নারায়ণ যৈছে একই স্বরূপ ;
গোপী লক্ষ্মী ভেদ নাহি হয় একরূপ।
১। গোপীদ্বারে লক্ষ্মী করে কৃষ্ণ-সঙ্গাস্বাদ ;
ঈশ্বরতত্ত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ।
একই ঈশ্বরে ভক্তের ধ্যান-অনুরূপ ;
একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ।"

তথাহি শ্রীলঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে পরাবস্থায়াং ঊনচত্বারিংশাঙ্কধৃত নারদপঞ্চরাত্রবচনং—

মণির্যথা বিভাগেন নীল-পীতাদিভির্যুতঃ।
রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ ॥১৪॥

ভট্ট কহে—"কাঁহা আমি জীব পামর ?
কাঁহা তুমি সেই কৃষ্ণ সাক্ষাৎ-ঈশ্বর ?
অগাধ ঈশ্বর-লীলা কিছুই না জানি ;
তুমি যেই কহ সেই সত্য করি মানি।
মোরে পূর্ণকৃপা কৈল লক্ষ্মী-নারায়ণ ;
তাঁর কৃপায় পাইনু তোমার চরণ-দরশন।
কৃপা করি কহিলে মোরে কৃষ্ণের মহিমা ;
যাঁর রূপগুণৈশ্বর্য্যের কেহ না পায় সীমা।
এবে সে জানিনু কৃষ্ণভক্তি সর্ব্বোপরি ;
কৃতার্থ করিলে মোরে কহিয়ে কৃপা করি।"
এত বলি ভট্ট পড়িল প্রভুর চরণে ;
কৃপা করি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গনে।
চাতুর্ম্মাস্য পূর্ণ হৈল, ভট্টের আজ্ঞা লঞা ;
২। দক্ষিণ চলিল প্রভু শ্রীরঙ্গ দেখিয়া।
সঙ্গেতে চলিলা ভট্ট না যায় ভবনে।
তাঁরে বিদায় দিল প্রভু অনেক যতনে।
প্রভুর বিয়োগে ভট্ট হৈলা অচেতন ;
এই রঙ্গ লীলা করে শচীর নন্দন।
৩। ঋষভ-পর্ব্বতে চলি আইলা গৌরহরি ;
নারায়ণ দেখি তাঁহা নতি-স্তুতি করি।

মণিরিতি। মণির্বৈদূর্য্যাস্তস্যৈব বহুরূপত্বাৎ যথা নীলপীতাদিভির্বর্ণৈর্যুতো বিভাগেন উপলক্ষিতো ভবতি, তথা অচ্যুতো ভগবান্ ধ্যানভেদাদুপাসনাভেদাৎ রূপভেদমবাপ্নোতি। মণির্যথা রূপান্তরং দধানোপি মানমূনং ন বিধত্তে তদ্বদিতি বোধ্যং ॥ ১৪ ॥

যেমন বৈদূর্য্যমণি বিভাগবিশেষে নীল পীতাদি গুণযুক্ত হয়, তদ্রূপ ভগবান্ অচ্যুত উপাসনাভেদে শ্যাম-গৌরাদিরূপে প্রতীত হন্ ॥ ১৪ ॥

১। গোপীদ্বারে—গোপীরূপে। ২। শ্রীরঙ্গ = শ্রীরঙ্গনাথ বর্ত্তমান শ্রীরঙ্গপট্টন।
৩। ঋষভ পর্ব্বত = নীলগিরির শৃঙ্গবিশেষ। (এই সকল স্থান পরিশিষ্ট ও মানচিত্রে দেখুন)

"গোপীনাং…"—এই শ্লোকের ব্যাখ্যা আদিলীলা ১৭ পরিচ্ছেদে (১৮১) পৃষ্ঠা (৮) শ্লোক দেখুন। নারায়ণ যে গোপীদের মন আকর্ষণ করিতে পারেন না, ইহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রতিপাদিত করিলেন ॥ ১৩ ॥

ভগবান্ এক বিগ্রহে থাকিয়াই নানারূপে প্রকাশ পান, ইহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রতিপন্ন করিলেন ॥ ১৪ ॥

১। পরমানন্দপুরী তাঁহা রহে চতুর্ম্মাস ;
শুনি মহাপ্রভু গেলা গোসাঞির পাশ।
২। পুরীগোসাঞির কৈল প্রভু চরণ বন্দন ;
প্রেমে পুরীগোসাঞি তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
তিন দিন প্রেমে দোঁহে কৃষ্ণকথারঙ্গে ;
৩। সেই বিপ্রঘরে দোঁহে রহে একসঙ্গে।
পুরীগোসাঞি বলে—"আমি যাব পুরুষোত্তমে ;
পুরুষোত্তমে দেখি গৌড়ে যাব গঙ্গাস্নানে।"
প্রভু কহে—"পুনঃ তুমি আইস নীলাচলে ;
আমি সেতুবন্ধ হৈতে আসিব অল্পকালে।
তোমার নিকটে রহি হেন বাঞ্ছা হয় ;
নীলাচলে আসিবে মোরে হইয়া সদয়।"
এত বলি তাঁর ঠাঞি আজ্ঞা লইয়া ;
দক্ষিণে চলিলা প্রভু হরষিত হঞা।
পরমানন্দ-পুরী তবে চলে নীলাচলে ;
৪। মহাপ্রভু চলি তবে আইলা শ্রীশৈলে।
৫। শিব-দুর্গা রহে তাঁহা ব্রাহ্মণের বেশে ;
মহাপ্রভু দেখি দোঁহার হইলা উল্লাসে।
তিন দিন ভিক্ষা দিল করি নিমন্ত্রণ ;
৬। নিভৃতে বসি গুপ্তকথা কহে দুইজন।
৭। তাঁর সনে মহাপ্রভু করি ইষ্টগোষ্ঠী ;
আজ্ঞা লঞা আইলা তবে পুরী কামকোষ্ঠী।
৮। দক্ষিণ-মথুরা আইলা কামকোষ্ঠী হৈতে ;
তাঁহা দেখা হৈল এক ব্রাহ্মণ সহিতে।
সেই বিপ্র মহাপ্রভুকে কৈল নিমন্ত্রণ ;
রাম-ভক্ত সেই বিপ্র বিরক্ত মহাজন।
৯। কৃতমালায় স্নান করি আইলা তাঁর ঘরে ;
ভিক্ষা কি দিবেন বিপ্র—পাক নাহি করে।
মহাপ্রভু কহেন তাঁরে—"শুন মহাশয় !
মধ্যাহ্ণ হইল কেন পাক নাহি হয় ?"
বিপ্র কহে—"প্রভু, মোর অরণ্যে বসতি ;
পাকের সামগ্রী বনে না মিলে সম্প্রতি।
বন্য-শাক ফল মূল আনিবে লক্ষ্মণ ;
তবে সীতা করিবেন পাক প্রয়োজন।"
তাঁর উপাসনা শুনি প্রভু তুষ্ট হৈলা।
আস্তেব্যস্তে সেই বিপ্র রন্ধন করিলা।
প্রভুরে ভিক্ষা দিল বিপ্র তৃতীয়প্রহরে ;
১০। নির্ব্বিণ্ণ সেই বিপ্র উপবাস করে।
প্রভু কহে—"বিপ্র কাহে কর উপবাস ?
১১। কেন এত দুঃখ ? কেন করহ হুতাস ?"
বিপ্র কহে—"মোর জীবনে নাহি প্রয়োজন ;
অগ্নি-জলে প্রবেশিয়া ছাড়িব জীবন।
জগন্মাতা মহালক্ষ্মী সীতা ঠাকুরাণী ;
রাক্ষসে স্পর্শিল তাঁরে ইহা কাণে শুনি।
১২। এ শরীর ধরিবারে কভু না যুয়ায় ;
এই দুখে জ্বলে দেহ, প্রাণ নাহি যায়।"
প্রভু বলে—"এ ভাবনা না করহ আর ;
পণ্ডিত হঞা কেন মনে না কর বিচার ?
ঈশ্বর-প্রেয়সী সীতা চিদানন্দ-মূর্ত্তি ;
প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়ে তাঁরে দেখিতে নাহি শক্তি।
১৩। স্পর্শিবার কার্য্য আছুক্—না পায় দর্শন ;
১৪। সীতার আকৃতি-মায়া হরিল রাবণ।

১। পরমানন্দ-পুরী—মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। ২। চরণ বন্দন—গুরুর [ঈশ্বর পুরীর] সতীর্থ বলিয়া প্রণাম করিলেন। ৩। সেই বিপ্র ঘরে—যে বিপ্রের গৃহে পরমানন্দ পুরী চাতুর্ম্মাস্যে ছিলেন। ৪। শ্রীশৈল—ইহাও নীলগিরির চূড়া বিশেষ। ৫। শিব-দুর্গা—হর পার্ব্বতী। তাঁহা—সেই শ্রীশৈলে। এইহেতু ভাগবতে শ্রীশৈলের 'গিরিশালয়' বিশেষণ উল্লেখ আছে। ৬। গুপ্তকথা—রাধাপ্রেমাস্বাদনাদি নিমিত্ত অবতারকারণাদি গুহ্যকথা। দুই জন—ব্রাহ্মণবেশধারী শিব-দুর্গা। ৭। তাঁর সনে—হরপার্ব্বতীর সনে। ইষ্টগোষ্ঠী—পরমার্থতত্ত্ব নির্ণয়ের সভা। ৮। দক্ষিণ-মথুরা—এ স্থানে অনেক দেবমন্দির আছে; বর্ত্তমান মদুরা। ৯। কৃতমালা—দক্ষিণদ্রাবিড়ের নদীবিশেষ। ১০। নির্ব্বিণ্ণ—নির্ব্বেদযুক্ত। ১১। হুতাস—খেদ। ১২। যুয়ায়—যোগ্য হয়। ১৩। স্পর্শিবার কার্য্য আছুক্—স্পর্শ করা ত দূরের কথা। ১৪। আকৃতি মায়া—মায়ামূর্ত্তি।

রাবণ আসিতে সীতা অন্তর্দ্ধান কৈল ;
রাবণের আগে মায়াসীতা পাঠাইল।
অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর ;
বেদ-পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর।
বিশ্বাস করিহ তুমি আমার বচনে ;
পুনরপি কুভাবনা না করিহ মনে।"
প্রভুর বচনে বিপ্রের হইল বিশ্বাস ;
ভোজন করিল, হৈল জীবনের আশ।
তাঁরে আশ্বাসিয়া প্রভু করিলা গমন ;
কৃতমালায় স্নান করি আইলা দুর্ব্বেসন।
দুর্ব্বেসনে রঘুনাথ কৈল দরশন ;
১। মহেন্দ্র-শৈলে পরশুরামের করিল বন্দন।
২। সেতুবন্ধে আসি কৈল ধনুতীর্থে স্নান ;
৩। রামেশ্বর দেখি তাঁহা করিল বিশ্রাম।
বিপ্র-সভায় শুনে তাঁহা কূর্ম্ম-পুরাণ ;
তার মধ্যে আইলা পতিব্রতা-উপাখ্যান।
মায়াসীতা রাবণ নিল শুনিল আখ্যানে ;
শুনি মহাপ্রভু হৈলা আনন্দিত মনে।—
৪।—"পতিব্রতা-শিরোমণি জনক-নন্দিনী ;
জগতের মাতা সীতা শ্রীরামগেহিনী।
রাবণ দেখিয়া সীতা লৈল অগ্নির শরণ ;
৫। রাবণ হৈতে অগ্নি কৈল সীতা-আবরণ।
সীতা লঞা রাখিলেন পার্ব্বতীর স্থানে ;
মায়া-সীতা দিয়া অগ্নি বঞ্চিলা রাবণে।
রঘুনাথ আসি যবে রাবণ মারিল ;
অগ্নি-পরীক্ষা দিতে সীতারে আনিল ;
৬। তবে মায়াসীতা অগ্নি কৈল অন্তর্দ্ধান ;
সত্যসীতা আনি দিল রাম-বিদ্যমান।"—
—এ সব সিদ্ধান্ত শুনি প্রভুর আনন্দ হইল ;
ব্রাহ্মণের স্থানে মাগি সেই পত্র নিল।
নূতন পত্র লেখাইয়া পুস্তকে দেয়াইল ;
প্রতীতি লাগি পুরাতন পত্র মাগি নিল।
পত্র লইয়া পুনঃ দক্ষিণ-মথুরা আইলা ;
৭। রামদাস বিপ্রে সেই পত্র আনি দিলা।

তথাহি **কূর্ম্মপুরাণে**—

সীতয়ারাধিতো বহ্নিশ্ছায়াসীতামজীজনৎ
তাং জহার দশগ্রীবঃ সীতা বহ্নিপুরং গতা ॥১৫॥
পরীক্ষাসময়ে বহ্নিং ছায়াসীতা বিবেশ সা,
বহ্নিঃ সীতাং সমানীয় তৎপুরস্তাদনীনয়ৎ ॥১৬॥

সীতয়েতি। সীতয়া জানক্যা আরাধিতঃ প্রার্থিত ইত্যর্থঃ, বহ্নিবনলাধিষ্ঠাতা দেবঃ, ছায়াসীতাং মায়াসীতামজীজনৎ আবির্ভাবিতবান্, তাং মায়াসীতাং দশগ্রীবো রাবণো জহার হৃত্বা লঙ্কাং নীতবান্, সীতা স্বয়ংরূপা জানকী বহ্নিপুরং গতা অগ্নের্কাসং জগাম ॥ ১৫ ॥

পরীক্ষাসময় ইতি। রাবণবধানন্তরং রঘুনাথেন লোকপ্রত্যয়ার্থং যা সীতায়া অগ্নিপরীক্ষা কৃতা তস্মিন্

সীতা কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া বহ্নি মায়াসীতার উৎপাদন করিয়াছিলেন। রাবণ সেই মায়াসীতাকে হরণ করে, জানকী বহ্নিলোকে গমন করিয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥

সীতার অগ্নিপরীক্ষা সময়ে ছায়াসীতা বহ্নিতে প্রবেশ করেন। তৎকালে বহ্নি সীতাকে সম্যক্ প্রকারে আন-

পতিব্রতাগণের পরমপূজ্যা শ্রীরামের স্বরূপশক্তিলক্ষ্মী সীতাকে যে রাবণ স্পর্শই করে নাই, তাহাই এই দুই শ্লোকে সমর্থন করিলেন ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥

১। মহেন্দ্রশৈল—হনুমান্ এই পর্ব্বত হইতে লম্ফ দিয়া লঙ্কা গিয়াছিলেন।

২। ধনু-তীর্থ—লক্ষ্মণের ধনুকের অগ্রভাগ দ্বারা সমুদ্রের বন্ধন বিচ্ছিন্ন হওয়ায় ধনু-তীর্থের উৎপত্তি হয়। ৩। রামেশ্বর—রঘুনাথের প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গের নাম। ৪। 'পতিব্রতা শিরোমণি' হইতে 'সত্যসীতা আনি দিল রাম বিদ্যমান'—পর্য্যন্ত কূর্ম্মপুরাণের অনুবাদ। ৫। অগ্নি—অগ্নির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ৬। তবে…বিদ্যমান—অগ্নি মায়াসীতাকে অন্তর্দ্ধাপিত করিয়া সত্যসীতা দেবীকে শ্রীরামের অগ্রে আনিলেন। ৭। রামদাস বিপ্র—পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় লিখিত দক্ষিণমথুরাবাসী সেই রামভক্ত ব্রাহ্মণ।

পত্র পাঞা বিপ্রের আনন্দিত হৈল মন ;
প্রভুর চরণে ধরি করয়ে ক্রন্দন।
বিপ্র কহে—“তুমি সাক্ষাৎ শ্রীরঘুনন্দন।
সন্ন্যাসীর বেশে মোরে দিলে দরশন।
মহাদুঃখ হৈতে মোরে করিলে নিস্তার ;
আজি মোর ঘরে ভিক্ষা কর অঙ্গীকার।
মনোদুঃখে ভাল ভিক্ষা না দিল সে দিনে ;
মোর ভাগ্যে পুনরপি পাইল দরশনে।”
—এত বলি সেই বিপ্র সুখে পাক কৈল ;
উত্তম প্রকারে প্রভুকে ভিক্ষা করাইল।
সেই রাত্রি তাঁহা রহি তারে কৃপা করি ;
১। পাণ্ড্যদেশে তাম্রপর্ণী গেলা গৌরহরি।
তাম্রপর্ণী স্নান করি তাম্রপর্ণীতীরে ;
২। নয়-ত্রিপদী দেখি বুলে কুতুহলে।
চিয়ড়তালা তীর্থে দেখি শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ;
তিলকাঞ্চী আসি কৈল শিব-দরশন।
গজেন্দ্র-মোক্ষণ তীর্থে দেখি বিষ্ণুমূর্ত্তি ;
পানাগড়ি তীর্থে আসি দেখে সীতাপতি।
চামতাপুরে আসি দেখি শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ;
শ্রীবৈকুণ্ঠে বিষ্ণু আসি কৈল দরশন।
মলয়-পর্ব্বতে কৈল অগস্ত্য-বন্দন ;
কন্যা-কুমারী তাঁহা কৈল দরশন।
আমলীতলাতে রাম দেখি গৌরহরি ;
৩। মল্লার দেশেতে আইলা যথা ভট্টমারি।
তমাল-কার্ত্তিক দেখি আইলা বেতাপাণি ;
রঘুনাথে দেখি তাঁহা বঞ্চিলা রজনী।
গোসাঞীর সঙ্গে রহে কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ ;
৪। ভট্টমারি সহিত তাঁর হৈল দরশন।
৫। স্ত্রী-ধন দেখাঞা তার লোভ জন্মাইল ;
আর্য্য সরল বিপ্রের বুদ্ধি নাশ কৈল।
প্রাতে উঠি আইলা বিপ্র ভট্টমারি-ঘরে ;
তাহার উদ্দেশে প্রভু আইলা সত্বরে।
আসিয়া কহেন সব ভট্টমারিগণে—
“আমার ব্রাহ্মণে তুমি রাখ কি কারণে ?
আমিহ সন্ন্যাসী দেখ তুমিহ সন্ন্যাসী ;
৬। মোরে দুঃখ দেহ তোমার ন্যায় নাহি বাসি।”
শুনি সব ভট্টমারি উঠে অস্ত্র লঞা ;
মারিবারে আইল সবে চারিদিকে ধাঞা।
তার অস্ত্র তার অঙ্গে পড়ে হাত হৈতে ;
খণ্ড খণ্ড হৈল ভট্টমারি পলায় চারিভিতে।
ভট্টমারি-ঘরে তাঁহা উঠিল ক্রন্দন ;
কেশে ধরি বিপ্র লঞা করিল গমন।
সেই দিন চলি আইলা পয়স্বিনী-তীরে ;
স্নান করি গেলা আদিকেশব-মন্দিরে।
কেশব দেখিয়া প্রেমে আবিষ্ট হইলা ;
নতি-স্তুতি-নৃত্যগীত বহুত করিলা।
প্রেম দেখি লোক হইল মহা-চমৎকার ;
সর্ব্বলোক কৈল প্রভুর পরম-সৎকার।

সময়ে সা পূর্ব্বোক্তা ছায়াসীতা বহ্নিং অগ্নিকুণ্ডং বিবেশ প্রবিষ্টবতী। তদানীং বহ্নিস্থ সীতাং স্বপুরাৎ সমানীয় সম্যক্ যথাবৎ আনীয় তস্য শ্রীরামস্য পুরস্তাদগ্রং অনীনয়ৎ প্রাপয়ামাসেতি, স্বার্থে ণিঃ ॥ ১৬ ॥

য়ন করিয়া শ্রীরামের অগ্রে উপস্থিত করিয়াছিলেন ॥ ১৬ ॥

১। পাণ্ড্যদেশ—প্রাচীন রাজ্যবিশেষ। ইহার উত্তরে বয়রু নদী, দক্ষিণে কন্যা কুমারী, পূর্ব্বে সমুদ্র এবং পশ্চিমে মলয়গিরি ও চের রাজ্য।

২। বুলে—ভ্রমণ করেন, (উৎকল ভাষা)। ৩। মল্লার দেশ—মালবার দেশ। যথা—যেখানে। ভট্টমারি—ভ্রষ্টসন্ন্যাসী ; ইহারা অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করিয়া সন্ন্যাসীবেশে বিচরণ করে। ৪। তাঁর—কৃষ্ণদাসের। ৫। স্ত্রী-ধন—স্ত্রী ও ধন। ৬। ন্যায় নাহি বাসি—উচিত বলিয়া বোধ করি না।

মহাভক্তগণ সহ তাঁহা গোষ্ঠী কৈল ;
১। ব্রহ্মসংহিতাধ্যায় পুঁথি তাঁহাই পাইল।
পুঁথি পাঞা প্রভুর হৈল আনন্দ অপার ;
কম্প-অশ্রু-পুলক-স্বেদ-স্তম্ভ-বিকার।
সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র নাহি ব্রহ্মসংহিতার সম ;
গোবিন্দ-মহিমা-জ্ঞানে পরম-কারণ।
অল্পাক্ষরে কহে সিদ্ধান্ত অপার ;
সকল বৈষ্ণব শাস্ত্র-মধ্যে অতিসার।
বহুযত্নে সেই পুঁথি নিল লিখাইয়া ;
২। অনন্ত পদ্মনাভ আইলা হরষিত হঞা ;
দিন দুই পদ্মনাভে কৈল দরশন ;
আনন্দে দেখিতে আইলা শ্রীজনার্দ্দন।
দিন দুই তাঁহা করি কীর্ত্তন-নর্ত্তন ;
৩। পয়োষ্ণী আসিয়া দেখে শঙ্কর-নারায়ণ।
৪। শিংহারি-মঠে আইলা শঙ্করাচার্য্য-স্থানে।
৫। মৎস্য-তীর্থ দেখি কৈল তুঙ্গভদ্রায় স্নানে।
৬। মধ্বাচার্য্য-স্থানে আইলা যাঁহা তত্ত্ববাদী
৭। উড়ুপ-কৃষ্ণ দেখি তাঁহা হৈলা প্রেমাস্বাদী।
নর্ত্তক-গোপাল কৃষ্ণ পরম-মোহনে ;
মধ্বাচার্য্যে স্বপ্ন দিয়া আইলা তাঁর স্থানে।
৮। গোপীচন্দন ভিতরে ছিল ডিঙ্গাতে ;
মধ্বাচার্য্য ঠাঞি আইলা কোনমতে।
মধ্বাচার্য্য আনি তাঁরে করিলা স্থাপন ;
অদ্যাবধি সেবা করে তত্ত্ববাদিগণ।
কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখি প্রভু মহাসুখ পাইল ;
প্রেমাবেশে বহুক্ষণ নৃত্য-গীত কৈল।
তত্ত্ববাদিগণ প্রভুকে মায়াবাদী-জ্ঞানে ;
প্রথম দর্শনে প্রভুকে না কৈল সম্ভাষণে।
৯। পাছে প্রেমাবেশ দেখি হৈল চমৎকার ;
বৈষ্ণব-জ্ঞানে বহুত করিল সৎকার।
বৈষ্ণবতা-গর্ব্ব তা'সবার জানি গৌরচন্দ্র ;
তাঁ সবা সঙ্গে গোষ্ঠী করিলা আরম্ভ।
তত্ত্ববাদী আচার্য্য সব শাস্ত্রেতে প্রবীণ ;
তাঁরে প্রশ্ন কৈল প্রভু হঞা যেন দীন—
"সাধ্য-সাধন আমি না জানি ভালমতে ;
সাধ্য-সাধন-শ্রেষ্ঠ জানাহ আমাতে।"
আচার্য্য কহে—"বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কৃষ্ণে সমর্পণ,
এই হয় কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ সাধন।
১০। পঞ্চবিধ মুক্তি পাঞা বৈকুণ্ঠে গমন ;
সাধ্য-শ্রেষ্ঠ হয়—এই শাস্ত্র-নিরূপণ।"

১। ব্রহ্মসংহিতা—শ্রীমহাপ্রভু ইহাকেই শ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্তগ্রন্থ বলিয়াছেন।

২। অনন্ত পদ্মনাভ—এইস্থানে অনন্তেশ্বর নামে শিব এবং পদ্মনাভ নামে বিষ্ণু-মূর্ত্তি আছেন। এই স্থানে মধ্বাচার্য্য প্রথম দীক্ষিত হন।

৩। পয়োষ্ণী—নদী বিশেষ। মধ্বাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত আটটী দেব স্থানের মধ্যে এই একটি স্থান।

৪। শিংহারি মঠ—অন্য নাম শৃঙ্গেরী মঠ। শঙ্করাচার্য্য দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া এই স্থানে এক চক্র প্রস্তুত করিয়া তাহার অগ্রে সরস্বতীকে সংস্থাপন পূর্ব্বক মঠ নির্ম্মাণ করেন, এবং ঐ মঠে সরস্বতীর পাদপীঠ প্রস্তুত করেন। শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত ভারতের চারিদিকে যে চারিটী মঠ আছে, ইহা তাহার অন্যতম। মঠ চতুষ্টয়ের নাম যথা—শৃঙ্গেরী মঠ, যোশী মঠ, গোবর্দ্ধন মঠ, সারদা মঠ।

৫। তুঙ্গভদ্রা—মহীশূর রাজ্যে। তুঙ্গা ও ভদ্রা নামক নদীদ্বয়ের সঙ্গম।

৬। তত্ত্ববাদী—'সকল বস্তুই সত্য' ইহাই যাহাদিগের মত, তাহাদিগকে তত্ত্ববাদী বলে, অর্থাৎ মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়।

৭। উড়ুপ কৃষ্ণ—মধ্বাচার্য্য স্থাপিত শ্রীবালগোপাল মূর্ত্তি। উড়ুপ—চন্দ্র।

৮। গোপীচন্দন...তত্ত্ববাদিগণ—কোন বণিক দ্বারকা হইতে অর্ণবপোতে আসিতেছিলেন, এইস্থানের নিকট তাঁহার পোত জলমগ্ন হয়। সেই পোতে অনেক গোপীচন্দন ছিল, তন্মধ্যে বালগোপাল মূর্ত্তি ছিলেন। তিনি মধ্বাচার্য্যকে স্বপ্নযোগে বলেন—"তুমি এইস্থান হইতে আমাকে লইয়া যাও।" তৎপরে মধ্বাচার্য্য বহুযত্নে ঐ মূর্ত্তি আনয়ন করিয়া এইস্থানে স্থাপিত করেন। ডিঙ্গা—নৌকা। ৯। পাছে—পশ্চাৎ।

১০। পঞ্চবিধ মুক্তি—মধ্বাচার্য্য-মতে বিরিঞ্চির সাযুজ্য মুক্তি হয়, ভক্তমধ্যে ব্রাহ্মণেরই মোক্ষ হয়, ভক্তের দেবতা শ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যে বিরিঞ্চি কেবল তাঁহারই সাযুজ্য পান, তদিতরের চতুর্ব্বিধ মুক্তি হয়। সাযুজ্য, সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য ও সারূপ্য—এই পঞ্চবিধ মুক্তি।

শ্রবণ-কীর্ত্তন হৈতে কৃষ্ণে হয় প্রেমা ;
১। সেই পঞ্চমপুরুষার্থ—পুরুষার্থের সীমা।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে অষ্টাত্রিংশশ্লোকে জনকং প্রতি কবি যোগেন্দ্র-বাক্যং—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥১৮॥

কর্ম্মনিন্দা কর্ম্মত্যাগ সর্ব্বশাস্ত্রে কহে ;
কর্ম্ম হৈতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে একাদশাধ্যায়ে দ্বাত্রিংশশ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ-বাক্যং—

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষা-
ন্ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্
মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ ॥১৯॥

তথাহি শ্রীভগবদ্‌গীতায়াং অষ্টাদশাধ্যায়ে ষট্‌ষষ্টিতমশ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ-বাক্যং—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥২০

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে বিংশতিতমাধ্যায়ে নবমশ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা,
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥২১॥

পূর্ব্বভগবত্ত্বাদিতি, এবং কীর্ত্তনাদিষ্বপ্যনুসন্ধেয়ং। তত্র যৎ স্বয়ং সম্প্রতি কীর্ত্ত্যতে তদপি শ্রীশুকদেবাদিমহৎকীর্ত্তিতত্বেনানুসন্ধায় কীর্ত্তনীয়মিতি। তদেবং শ্রবণং দর্শিতং তস্য কীর্ত্তনাদিতঃ পূর্ব্বত্বং তদ্বিনা তত্তদজ্ঞানাৎ, বিশেষতশ্চ যদি সাক্ষাদেব মহৎকৃতস্য কীর্ত্তনস্য শ্রবণভাগ্যং ন সংপদ্যতে তদৈব স্বয়ং পৃথক্ কীর্ত্তনীয়মিতি তৎপ্রাধান্যাৎ।। এবমেবোক্তং তদ্বাস্মিন্ ইত্যাদৌ টীকাকৃদ্ভিঃ। যৎ যানি নামানি বক্তরি সতি শৃণ্বন্তি শ্রোতরি সতি গৃণন্তি অন্যদা তু স্বয়মেব গায়ন্তীতি। অথাঃ কীর্ত্তনং। অত্র পূর্ব্ববৎ নামাদিক্রমো জ্ঞেয়ঃ। অস্মিন্ বিশেষ জিজ্ঞাসা চেদ্ ভক্তিসন্দর্ভো দ্রষ্টব্যঃ ॥ ১৭ ॥

ভাবপ্রদিপ্তি। নন্বেবং কেবলানাং কর্ম্মজ্ঞানভক্তীনাং ব্যবস্থোক্তা, নিত্য-নৈমিত্তিকং কর্ম্ম তু সর্ব্বেষামবশ্যকং তর্হি সাঙ্কর্য্যে কথং শুদ্ধে জ্ঞানভক্তী প্রবর্ত্তেয়াতাং—তদেতদাশঙ্ক্য তয়োঃ কর্ম্মাধিকারিতাং ব্যবস্থাপয়তি—তাবৎ কর্ম্মাণীতি।

দৃশী ভক্তি যদি কেহ করে, তবে তাঁহারই অধ্যয়ন আমি উত্তম বলিয়া মানি ॥ ১৭ ॥

যে পর্য্যন্ত কর্ম্মফলে নির্ব্বেদ, অথবা আমার কথা শ্রবণ ও কীর্ত্তনাদিতে সুদৃঢ় বিশ্বাস না জন্মে, হে উদ্ধব! জ্ঞানী

রসময় শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণ অতীব শ্রেষ্ঠ। এইরূপ কীর্ত্তনাদিতেও বুঝিতে হইবে। সম্প্রতি যাহা কীর্ত্তন করা হয়, তাহাও শ্রীশুকদেবাদি মহত্তম পূর্ব্ব কীর্ত্তিত, ইহাই অনুসন্ধানপূর্ব্বক কীর্ত্তন করিবে। অগ্রে শ্রবণের নির্দ্দেশ করার অভিপ্রায় এই যে, যদি সাক্ষাৎ মহৎকৃত কীর্ত্তনের সঙ্গলাভ না হয়, তবে স্বয়ং পৃথক্‌রূপে কীর্ত্তন করিবে ; অতএব কীর্ত্তন হইতে শ্রবণ প্রধান। নিজের দৈন্য, অভীষ্টবিজ্ঞপ্তি ও স্তবপাঠকে—কীর্ত্তনে এবং ধ্যানকে—স্মরণে অন্তর্ভাবিত বুঝিতে হয়। শ্রীমূর্ত্তির দর্শন ও অধিকারসত্ত্বে স্পর্শন, পরিক্রম, অনুভজন, গুরুসেবা, ভগবন্মন্দির ও গঙ্গা-পুরুষোত্তম দ্বারকা-মথুরাদি তদীয় তীর্থস্থানে গমন প্রভৃতিকে সেবাতে এবং গুরু-পাদাশ্রয়, দীক্ষাদি, জন্মাষ্টমীব্রত, একাদশীব্রত, কার্ত্তিকেয়ব্রত প্রভৃতিকে অর্চ্চনে অন্তর্ভাবিত করিতে হইবে ॥ ১৭ ॥

"এবংব্রত ..."—এই শ্লোকের ব্যাখ্যা আদিলীলা ১০৮। ১০৯ পৃষ্ঠা ৪ শ্লোক দেখুন। কেবল শ্রবণ-কীর্ত্তন দ্বারা সাধ্যবস্তু যে প্রেম তাহাও লাভ হয়, ইহাই এই শ্লোক দ্বারা সমর্থন করিলেন ॥ ১৮ ॥

"আজ্ঞায়ৈবং ..."—এই শ্লোকের ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ২৭৩। ২৭৪ পৃষ্ঠা ৬ শ্লোক দেখুন। কর্ম্মের দোষ কীর্ত্তন পূর্ব্বক সেই কর্ম্ম ত্যাগই ইহা দ্বারা সমর্থন করিলেন ॥ ১৯ ॥

"সর্ব্বধর্ম্মান্..."—এই শ্লোকের ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ২৭৪ পৃষ্ঠা ৭ শ্লোকে দেখুন। ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম ত্যাগই সমর্থন করিলেন ॥২০॥

জ্ঞানাধিকারীর যে কাল পর্য্যন্ত ঐহিক এবং পারলৌকিক কর্ম্মফলে সম্পূর্ণ নির্ব্বেদ না হয়, এবং ভক্ত্যধিকারীর যে কাল পর্য্যন্ত ভগবৎকথা শ্রবণকীর্ত্তনাদিতে দৃঢ় বিশ্বাস না হয়, সে কাল পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের স্বল্প পরিমাণেও নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মে অধিকার আছে। কর্ম্ম পূর্ব্বরূপ, জ্ঞান ও

১। পুরুষার্থের সীমা—চতুর্থ পুরুষার্থ মুক্তি, তাহার উপরি বিরাজমান ; সেইজন্য এই কৃষ্ণপ্রেমকে পঞ্চম পুরুষার্থ বলিয়াছেন।

পঞ্চবিধ মুক্তি ত্যাগ করে ভক্তগণ ;
ফল্গু করি মুক্তি দেখে নরকের সম। ১

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে উনত্রিংশাধ্যায়ে একাদশশ্লোকে দেবহূতিং প্রতি কপিলদেব-বাক্যং—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-
সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত,
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি
বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥ ২২ ॥

তথাহি তত্রৈব পঞ্চমস্কন্ধে চতুর্দশাধ্যায়ে ত্রিচত্বারিংশ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং—

যো দুস্ত্যজান্ ক্ষিতিসুতস্বজনার্থদারান্
প্রার্থ্যাং শ্রিয়ং সুরবরৈঃ সদয়াবলোকাং,
নৈচ্ছন্নৃপস্তদুচিতং মহতাং মধুদ্বিট্-
সেবানুরক্তমনসামভবোঽপি ফল্গুঃ ॥২৩॥

তথাহি তত্রৈব ষষ্ঠস্কন্ধে সপ্তদশাধ্যায়ে ত্রয়োবিংশতিশ্লোকে দুর্গাং প্রতি শিব-বাক্যং—

কর্ম্মাণি নিত্যনৈমিত্তিকানি তাবৎ কুর্ব্বীত যাবতা যাবৎ ন নির্বিদ্যেত যাবন্ন নির্বেদং প্রাপ্নোতি, মৎকথাশ্রবণাদৌ বা যাবৎ শ্রদ্ধা দৃঢ়বিশ্বাসো ন জায়তে। অতএব 'শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞে যস্তে উল্লঙ্ঘ্য বর্ত্ততে। আজ্ঞাচ্ছেদী মম দ্বেষী মদ্ভক্তোঽপি ন বৈষ্ণবঃ' ইত্যুক্ত দোষোঽপ্যত্র নাস্তি অঙ্গীকরণাৎ, প্রত্যুত জাতয়োরপি নির্বেদশ্রদ্ধয়োস্তৎকরণে এবাজ্ঞাভঙ্গঃ স্যাৎ। তথাচ ব্যাখ্যাতং—'আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্' ইত্যস্য টীকায়াং ভক্তিদার্ঢ্যেন নিবৃত্তাধিকারতয়া সন্ত্যজ্যেত। নিবৃত্তাধিকারত্বঞ্চোক্তং করভাজনেন—'দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণামিত্যাদা'বিতি। তত্র কাম্যকর্ম্মসু প্রবর্ত্তমানস্য সকামস্য বিধিনিষেধাধিকার ইত্যুত্তরাধ্যায়ে বক্ষ্যতি। নিষ্কাম-কর্ম্মযোগাধিকারিণস্তু যথাশক্তি সঞ্চিত জ্ঞানভক্তিযোগাধিকারাৎ পূর্ব্বমেব তদধিকৃতয়োস্তু স্বল্পঃ তাভ্যাং সিদ্ধান্তস্তু ন কিঞ্চিদিতি সাবধিং কর্ম্মযোগমাহেতি—শ্রীধরস্বামিপাদাঃ। মৃদুশ্রদ্ধস্য কথঞ্চিৎ স্বল্পকর্ম্মাধিকারিতেতি—রসামৃতসিন্ধুঃ ॥ ২১ ॥

তদৈবং বিষয়ত্যাগো ন চিত্রমিত্যাহ—য ইতি। দুস্ত্যজান্ মুনিভিরপি ত্যক্তুমশক্যান্, ক্ষিতিশ্চ সুতাঃ কন্যাপুত্রাশ্চ স্বজনা বান্ধবাশ্চ অর্থাশ্চ দারাঃ পত্ন্যশ্চ তান্, সুরবরৈরমরোত্তমৈঃ, প্রার্থ্যাং প্রার্থয়িতুং যোগ্যাং, সদয়াবলোকাং ভরতস্য দয়া যথা ভবতি এবমেবালোকো যস্যাস্তাং, শ্রিয়ং সম্পদধিষ্ঠাত্রীরূপাং, যো ভূপতিস্তৎ নৈচ্ছদিতি তদুচিতমেব। যতো মধুদ্বিষো ভগবতঃ সেবায়ামনুরক্তং মনো যেষাং তেষাং মহতামভবো মোক্ষোঽপি যস্তুচ্ছ এব, কিমুতান্যে সাংসারিকা ইত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

ও ভক্ত সেই পর্য্যন্ত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন ॥ ২১ ॥

মুনিগণেরও দুস্ত্যাজ্য—ক্ষিতি, কন্যা, পুত্র, বান্ধব, অর্থ, কলত্র এবং যিনি তাঁহার দয়াপাত্রী হইবার নিমিত্ত সস্পৃহ লোচনে নিরন্তর অবলোকন করেন, সেই দেবপ্রবরের প্রার্থনীয় রাজ্যসম্পত্তি সকল—মহারাজ ভরত যে ইচ্ছা করেন নাই, তাহা তাঁহার উচিত হইয়াছিল ; ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে, যেহেতু যাঁহাদিগের ভগবৎসেবায় মন অনুরক্ত হইয়াছে, সেই মহত্তমেরা মোক্ষ পর্য্যন্তকেও তুচ্ছ বোধ করেন ॥ ২৩ ॥

ভক্তি উত্তর রূপ, অতএব কর্ম্মাধিকার হইতে নিবৃত্ত না হইলে ভগবদ্ভক্তি লাভ হয় না। এই শ্লোক দ্বারা কর্ম্ম যে ভগবৎপ্রাপ্তির সাধন নয়, ইহাই ব্যতিরেকমুখে সমর্থন করিলেন ॥ ২১ ॥

"সালোক্য…"—এ শ্লোকের ব্যাখ্যা আদিলীলা (৬৯) পৃষ্ঠা (৩৫) শ্লোকে দেখুন। ভক্ত যে কোনরূপ মুক্তিই প্রার্থনা করেন না, ইহাই এই শ্লোকদ্বারা প্রতিপন্ন করিলেন ॥ ২২ ॥

"যো দুস্ত্যজান্…"—শ্লোক দ্বারা ভক্তেরা যে মোক্ষকেও তুচ্ছ বোধ করেন, ইহাই প্রতিপন্ন করিলেন ॥ ২৩ ॥

১। ফল্গু—তুচ্ছ। নরকের সম—সংসারী জীবের পক্ষে নরক যাদৃশ ক্লেশকর, ভক্তের নিকট ভগবৎসেবা-নিবৃত্তিও তাদৃশ ক্লেশকর হয়। নরক অপেক্ষা আর অতিশয় ক্লেশদায়ক স্থান সাধারণবোধগম্য না থাকায়, নরকেরই উপমা দিয়াছেন ; বস্তুতঃ যে মুক্তিতে সেবাসুখে বঞ্চিত হইতে হয়, তাহাতে ভক্তের নরক হইতেও অধিকতর কষ্ট হয়, ইহাই ব্যঞ্জিত হইতেছে।

নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি,
স্বর্গাপবর্গনরকেম্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥২৪॥
১। 'মুক্তি' 'কর্ম্ম' দুই বস্তু ত্যজে ভক্তগণ ;
সেই দুই স্থাপ' তুমি সাধ্য-সাধন ?
সন্ন্যাসী দেখিয়া মোরে করহ বঞ্চন ;
২। না কহিলা তেঞি সাধ্য-সাধন লক্ষণ !"
৩। শুনি তত্ত্বাচার্য্য হৈলা অন্তরে লজ্জিত ;
প্রভুর বৈষ্ণবতা দেখি হইলা বিস্মিত।
আচার্য্য কহে—"তুমি যে কহ সেই সত্য হয় ;
সর্ব্বশাস্ত্রে বৈষ্ণবের এই সুনিশ্চয়।
তথাপি মধ্বাচার্য্য যৈছে করিয়াছে নির্ব্বন্ধ ;
৪। সেই আচরিয়ে সবে সম্প্রদায়-সম্বন্ধ।"
প্রভু কহে—"কর্ম্মী-জ্ঞানী দুই ভক্তিহীন ;
৫। তোমার সম্প্রদায়ে দেখি সেই দুই চিন্।
সবে এক গুণ দেখি তোমার সম্প্রদায়ে ;
৬। সত্য-বিগ্রহ ঈশ্বর করহ নিশ্চয়ে।"
৭। এইমত তাঁর ঘরের গর্ব্ব চূর্ণ করি ;
ফল্গুতীর্থে তবে আইলা শ্রীগৌরহরি।

নারায়ণপরা ইতি। নারায়ণপরাঃ ভগবৎপরায়ণাঃ সর্ব্বে জনাঃ কুতশ্চন ন বিভ্যতি ভয়ং ন প্রাপ্নুবন্তি। তত্র হেতুঃ—নারায়ণং বিনান্যত্র হানোপাদানদৃষ্টিরাহিত্যাদপবর্গ ইব স্বর্গেঽপি স্বর্গ ইব নরকেঽপি তুল্যমেকমেবার্থং নারায়ণরূপং পুরুষার্থং দ্রষ্টুমনুভবিতুং শীলং যেষাং তে, তুল্যশব্দস্যৈকবাচিত্বং। (বরাভ্যাং নোণঃ সমানপদ ইতিবৎ)। তাদৃশং তেষাং সর্ব্বত্র শ্রীনারায়ণস্ফূর্ত্ত্যা ভয়াভাবো দর্শিত ইতি, যদ্বা—স্বর্গাদীনাং ভগবদ্ভজনস্থাভাবাদরুচিকরত্বাত্তুল্যদর্শিন ইতি ॥ ২৩ ॥

ভগবদ্ভজন-পরায়ণ ব্যক্তি কোন কিছু হইতেই ভীত হন না, যেহেতু তাঁহারা স্বর্গ, অপবর্গ (মুক্তি) এবং নরক—এই তিনকে সমান করিয়া দেখেন ॥ ২৩ ॥

যখন স্বর্গসুখ, মোক্ষানন্দ এবং নরকদুঃখ এ তিনকেই সমান রূপে দেখেন, তখন ভক্তগণের নিশ্চয়ই মুক্তিতে অপেক্ষা নাই ॥ ২৩ ॥

১। মুক্তি-সাধ্য-সাধন—পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ অনুসারে ভক্তগণ মুক্তি ও কর্ম্ম দুই পরিত্যাগ করেন। তুমি সেই দুইকে অর্থাৎ কর্ম্মার্পণকে সাধন এবং মুক্তিকে সাধ্য অর্থাৎ পুরুষার্থ বলিয়া স্থাপন করিলে। ২। তেঞি—সেই হেতু।

৩। তত্ত্বাচার্য্য—তত্ত্ববাদগুরু। বিস্মিত—মায়াবাদী সন্ন্যাসী এতাদৃশ বিশুদ্ধ বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত করিতেছে দেখিয়া তাঁহার চমৎকার বোধ হইল।

৪। সম্প্রদায়-সম্বন্ধ—সম্প্রদায় অনুরোধে, অর্থাৎ আমাদিগের সম্প্রদায়ের এইরূপ সাধ্য সাধন ক্রম নির্দ্দিষ্ট থাকায়, সম্প্রদায়-অনুরোধে তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে না, করিলে গুরুতে অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয়।

৫। চিন্—চিহ্ন। ৬। সত্য-বিগ্রহ—সচ্চিদানন্দবিগ্রহ রূপ।

৭। তাঁর ঘরের—তাঁহাদিগের। এই প্রকরণ আলোচনা করিয়া দেখিলে মধ্বসম্প্রদায়ের সহিত যে মহাপ্রভুর কোন সম্বন্ধ আছে, ইহা কিছুতেই বোধ হয় না। তিনি গুরুগৌরব যথেষ্ট করিতেন, এমন কি মাধবেন্দ্রপুরীর উপেক্ষিত শিষ্য রামচন্দ্রপুরীকেও অতীব সম্মান করিতেন। সেই মহাপ্রভু যে পূর্ব্বাচার্য্যের মতে এত দোষারোপ করিলেন, ইহা কিছুতেই সম্ভবপর হয় না। তদ্বিষয়ে যে একটি কল্পিত গুরু প্রণালী দেখা যায়, অর্থাৎ মাধবেন্দ্রপুরী মধ্বের উপশিষ্য,—তাহাও কোন গ্রন্থে লিখিত নাই। কবি কর্ণপূর চৈতন্য-কল্পতরুর মূলস্থানে মাধবেন্দ্রপুরীকেই বলিয়াছেন। মধ্বের নাম আনন্দতীর্থ, ইনি শঙ্কর সম্প্রদায়ের শিষ্য, যেহেতু দশনামীর মধ্যে তীর্থ অন্যতম। মধ্ব হইতে যে গুরুপরম্পরা প্রচারিত আছে, তাহাতে সকলেই যখন তীর্থ, তখন কেবল মাধবেন্দ্রই বা কেন পুরী হইলেন? তবে এস্থানে এরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, মাধবেন্দ্রপুরী তবে চারি সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন্ সম্প্রদায়ের শিষ্য? তাহার উত্তর এই যে, মধ্ব যদি ব্রহ্ম সংপ্রদায়ে মন্ত্রগ্রহণ করতঃ ব্রহ্মসংপ্রদায়ভুক্ত হইয়া সংপ্রদায়ী হইতে পারেন, তবে মাধবেন্দ্রপুরী মধ্বসংপ্রদায় ভিন্ন ব্রহ্মসংপ্রদায়ে মন্ত্র গ্রহণ করিয়া কি সংপ্রদায়ী হইতে পারেন না? অতএব চৈতন্যমহাপ্রভুর সংপ্রদায় ব্রহ্মসংপ্রদায়ভুক্ত। এইনিমিত্ত মহাপ্রভু ভাগবতোক্ত শুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্ত অবলম্বন পূর্ব্বক প্রচার করেন। প্রসঙ্গক্রমে অধিক বলা উচিত হয় না, পাঠকগণ এই প্রকরণটি মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিবেন। বিশেষতঃ যখন স্বয়ংভগবান্ প্রচারক, তখন আবার অন্য গুরুর নাম উল্লেখের প্রয়োজন কি? অতএব মূলস্থানে মাধবেন্দ্রপুরীই থাকুন,—ইহাই সংপ্রদায়গুরুগণের অভিমত।

ত্রিতকূপ বিশালার করিল দরশন ;
১। পঞ্চাপ্সরা তীর্থে আইলা শচীর নন্দন।
২। গোকর্ণ শিব দেখি আর্য্যা দ্বৈপায়নী ;
শূর্পারক-তীর্থে আইলা ন্যাসি-শিরোমণি।
৩। কোলাপুরে লক্ষ্মী দেখি দেখে ক্ষীরভগবতী ;
লাঙ্গা-গণেশ দেখি দেখে চৌর-পার্ব্বতী।
৪। তথা হৈতে পাণ্ডুপুরে আইলা গৌরচন্দ্র ;
বিঠ্ঠল-ঠাকুর দেখি পাইলা আনন্দ।
প্রেমাবেশে কৈল বহু কীর্ত্তন নর্ত্তন ;
তাহা এক বিপ্র তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ।
বহুত আদরে প্রভুকে ভিক্ষা করাইল ;
ভিক্ষা করি তথা এক শুভবার্ত্তা পাইল।
মাধবপুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরী নাম ;
সেই গ্রামে বিপ্রগৃহে করেন বিশ্রাম।
শুনিয়া চলিলা প্রভু তাঁরে দেখিবারে ;
বিপ্রগৃহে বসিয়াছেন দেখিল তাঁহারে।
৫। প্রেমাবেশে করেন তাঁরে দণ্ডপরণাম ;
অশ্রুপুলক-কম্প সর্ব্বাঙ্গে পড়ে ঘাম।
দেখিয়া বিস্মিত হইলা শ্রীরঙ্গপুরীর মন ;
'উঠহ শ্রীপাদ' বলি বলিল বচন—
৬। 'শ্রীপাদ ! ধর মোর গোসাঞীর সম্বন্ধ ?
তাহা বিনা অন্যত্র নাহি এই প্রেমার গন্ধ !'
—এত বলি উঠাইয়া কৈল আলিঙ্গন ;
গলাগলি করি দুঁহে করেন ক্রন্দন।
ক্ষণেকে আবেশ ছাড়ি দুঁহে ধৈর্য্য হৈলা ;
ঈশ্বর পুরীর সম্বন্ধ প্রভু জানাইলা।
অদ্ভুত প্রেমের বন্যা দুহার উথলিল ;
দুঁহে মান্য করি দুঁহে, আনন্দে বসিল।
দুইজনে কৃষ্ণ-কথা কহে রাত্রি-দিনে ;
এইমত গোঙাইল পাঁচ সাত দিনে।
কৌতুকে পুরী তাঁরে পুছিল জন্ম-স্থান ;
গোসাঞী কৌতুকে কন্ নবদ্বীপ-নাম।
শ্রীমাধবপুরীর সঙ্গে শ্রীরঙ্গপুরী ;
পূর্ব্বে আসিয়াছিলেন তেঁহ নদীয়া নগরী।
জগন্নাথমিশ্র-ঘরে ভিক্ষা যে করিল ;
অপূর্ব্ব মোচার ঘণ্ট তাঁহা যে খাইল।
জগন্নাথের ব্রাহ্মণী মহাপতিব্রতা ;
বাৎসল্যে হয়েন তেঁহ যেন জগন্মাতা।
রন্ধনে নিপুণা তাঁ'সম নাহি ত্রিভুবনে ;
পুত্রসম স্নেহে করায় সন্ন্যাসী ভোজনে।
তাঁর এক যোগ্য পুত্র করিয়াছে সন্ন্যাস ;
৭। শঙ্করারণ্য নাম তাঁর অল্প বয়স।
এই তীর্থে শঙ্করারণ্যের সিদ্ধিপ্রাপ্তি হৈল ;
—প্রস্তাবে শ্রীরঙ্গপুরী এতেক কহিল।

১। পঞ্চাপ্সরা—সরোবর। বর্ণানাম্নী অপ্সরা—সৌরভেয়ী, সমীচী বুদ্বুদা এবং লতা—এই চারি সখীর সহিত মিলিত হইয়া অচ্যুত ঋষির তপোভঙ্গে উদ্যত হইলে, ঋষি পাঁচ জনকে অভিসম্পাত করিলেন—"তোমরা গ্রাহ হইয়া জলে অবস্থিতি কর"। তখন তাহারা ঋষির চরণ-ধারণ পূর্ব্বক শাপমোচনের প্রার্থনা করিলে, তিনি বলিলেন—"যদি কোন ব্যক্তি তোমাদিগকে জল হইতে উদ্ধার করেন, তবেই তোমরা শাপ হইতে মুক্ত হইবে"। পরে নারদের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি বলিলেন—"অর্জ্জুন তীর্থযাত্রায় আগমন করিয়া তোমাদিগকে জল হইতে উত্তোলন করতঃ শাপ বিমোচন করিবেন।" পরে বর্ণা প্রভৃতি পাঁচজন এই পাঁচ সরোবরে গ্রাহ হইয়া বাস করিতে লাগিল। তদবধি সে জলে কেহই অবতরণ করিত না। অর্জ্জুন তীর্থযাত্রায় গমন করিয়া জল হইতে পাঁচ জনকে উদ্ধার করতঃ শাপ হইতে বিমুক্ত করিলেন। তদবধি ইহাকে পঞ্চাপ্সরাতীর্থ বলে। মহাভারত আদিপর্ব্বে ২১৬ অঃ।

২। গোকর্ণ—এ স্থানের নামও গোকর্ণ। ভাগবতে ইহাকে শিবক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দ্বৈপায়নী—এতন্নাম্নী দেবী।

৩। কোলাপুর—ইহা বোম্বাই বিভাগের অন্তর্গত রত্নগিরির দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত। ৪। পাণ্ডুপুর—বোম্বাই বিভাগের অন্তর্গত শোলাপুরের নিকট ভীমা নদীর ধারে। বর্ত্তমান নাম পাণ্ডারপুর। এই স্থানে বিঠলেশ্বরের এক মন্দির আছে। ৫। দণ্ডপরণাম—দণ্ডবৎ প্রণাম।

৬। মোর গোসাঞীর—মাধবেন্দ্র পুরীর। গন্ধ—সম্বন্ধ। ৭। শঙ্করারণ্য—দশনামীর মধ্যে অরণ্য অন্যতম। সিদ্ধিপ্রাপ্তি—দেহত্যাগ।

প্রভু কহে—"পূর্ব্বাশ্রমে তেঁহ মোর ভ্রাতা ;
জগন্নাথমিশ্র পূর্ব্বাশ্রমে মোর পিতা।"
—এইমত দুই জনে ইষ্টগোষ্ঠী করি ;
দ্বারকা দেখিতে চলিলা শ্রীরঙ্গপুরী।
দিন চারি তথা প্রভুকে রাখিল ব্রাহ্মণ ;
১। ভীমরথী স্নান করি করেন বিঠল-দর্শন।
২। তবে মহাপ্রভু আইলা কৃষ্ণবেন্বা-তীরে ;
৩। নানা তীর্থ দেখি তাঁহা দেবতা-মন্দিরে।
ব্রাহ্মণসমাজ সব বৈষ্ণবচরিত ;
৪। বৈষ্ণব সকল পড়ে কৃষ্ণকর্ণামৃত।
'কর্ণামৃত' শুনি প্রভুর আনন্দ হইল ;
আগ্রহ করিয়া পুঁথি লেখাইয়া লৈল।
'কর্ণামৃত' সম বস্তু নাহি ত্রিভুবনে ;
যাহা হৈতে হয় কৃষ্ণে শুদ্ধপ্রেমজ্ঞানে।
সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্যে কৃষ্ণলীলার অবধি ;
সে জানে যে 'কর্ণামৃত' পড়ে নিরবধি।
'ব্রহ্মসংহিতা' 'কর্ণামৃত' দুই পুঁথি পাঞা ;
মহারত্নপ্রায় দুই আইলা সঙ্গে লঞা।
৫। তাপী স্নান করি আইলা মাহিষ্মতী-পুরে।
নানা তীর্থ দেখি আইলা নর্ম্মদার তীরে।
৬। ধনুতীর্থ দেখি কৈল নির্ব্বিন্ধ্যায় স্নান ;
ঋষ্যমূখ-গিরি আইলা দণ্ডকারণ্য।
৭। সপ্ত তালবৃক্ষ দেখে কানন-ভিতর ;
৮। অতি বৃদ্ধ, অতি স্থূল, অতি উচ্চতর।
সপ্ততাল দেখি প্রভু আলিঙ্গন কৈল ;
সশরীরে সপ্ততাল অন্তর্ধান হৈল।

শূন্যস্থল দেখি লোকের হৈল চমৎকার !
লোকে কহে—"এ সন্ন্যাসী রাম-অবতার।
সশরীরে তাল গেল শ্রীবৈকুণ্ঠধাম ;
ঐছে শক্তি কার হয় বিনা এক রাম !"
প্রভু আসি কৈল পম্পাসরোবরে স্নান ;
পঞ্চবটী আসি তাঁহা করিল বিশ্রাম।
৯। নাসিকত্র্যম্বক দেখি গেলা ব্রহ্মগিরি ;
কুশাবর্ত্তে আইলা যাঁহা জন্মিলা গোদাবরী।
সপ্তগোদাবরী দেখি তীর্থ বহুতর ;
১০। পুনরপি আইলা প্রভু বিদ্যানগর।
রামানন্দ রায় শুনি প্রভুর আগমন ;
আনন্দে আসিয়া কৈল প্রভুর মিলন।
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে চরণে ধরিয়া ;
আলিঙ্গন কৈল প্রভু তাঁরে উঠাইয়া।
দুইজনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দন ;
১১। প্রেমানন্দে শিথিল হৈল দোঁহাকার মন।
কতক্ষণে দুইজনে সুস্থির হইয়া ;
নানা ইষ্টগোষ্ঠী করে একত্র বসিয়া।
তীর্থযাত্রা-কথা প্রভু সকল কহিলা ;
'কর্ণামৃত' 'ব্রহ্মসংহিতা' দুই পুঁথি দিলা।
প্রভু কহে—"তুমি যে প্রেমসিদ্ধান্ত কহিলে ;
এই দুই পুস্তকে সেই সব সাক্ষী দিলে।"
রায়ের আনন্দ হৈল পুস্তক পাইয়া ;
প্রভুসহ আস্বাদিল, রাখিল লিখিয়া।
গোসাঞী আইলা গ্রামে হইল কোলাহল ;
প্রভুকে দেখিতে লোক আইল সকল।

১। ভীমরথী = বর্ত্তমান নাম ভীমা। ২। কৃষ্ণবেন্বা = কৃষ্ণানদী ; বর্ত্তমান হাইদ্রাবাদের অধীন। ৩। তাঁহা = কৃষ্ণানদীতীরে।
৪। কৃষ্ণকর্ণামৃত = বিল্বমঙ্গল রচিত। ৫। তাপী = নদীবিশেষ, বর্ত্তমান নাম তাপ্তী ; হাইদ্রাবাদের উত্তর পশ্চিম। নর্ম্মদা = নদীবিশেষ।
৬। নির্ব্বিন্ধ্যা = এই নদী বিন্ধ্যগিরি হইতে নিঃসৃতা। সংপ্রতি গোয়ালিয়রের অন্তর্গত উজ্জয়িনী নগরী হইতে কিঞ্চিৎ দূরে প্রবাহিতা।
৭। সপ্ত তালবৃক্ষ = সাতটী তালের গাছ। ইহার বিস্তৃত বিবরণ রামায়ণ-কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে একাদশসর্গে আছে।
৮। অতি বৃদ্ধ ・ উচ্চতর—কোন কোনটী বা অতিপ্রাচীন অর্থাৎ চোর ; কোন কোনটী অতি স্থূল ; কোন কোনটি অতি উচ্চ।
৯। নাসিক ত্র্যম্বক = মহাদেব। সংপ্রতি আহাম্মদনগরের উত্তরপশ্চিম গোদাবরীর উৎপত্তিস্থানে নাসিক নগর অবস্থিত, জেলা বিশেষ।
১০। বিদ্যানগর—রাজমহেন্দ্রীর অপর নাম বিদ্যানগর। ১১। শিথিল হৈল—গলিয়া গেল।

লোক দেখি রামানন্দ গেলা নিজঘরে ;
মধ্যাহ্নে উঠিলা প্রভু ভিক্ষা করিবারে।
রাত্রিকালে রায় পুনঃ কৈল আগমন ;
দুইজনে কৃষ্ণকথায় কৈল জাগরণ।
দুইজনে কৃষ্ণকথা কহে রাত্রিদিনে ;
পরম আনন্দে গেল পাঁচ সাত দিনে।
রামানন্দ কহে—"প্রভু তোমার আজ্ঞা পাঞা ;
রাজাকে লিখিলুঁ আমি বিনয় করিঞা।
রাজা মোরে আজ্ঞা দিল নীলাচলে যাইতে ;
চলিবার উদ্যোগ আমি লাগিয়াছি করিতে।"
প্রভু কহে—"এথা মোর এ নিমিত্তে আগমন ;
তোমা লঞা নীলাচলে করিব গমন।"
রায় কহে—"প্রভু আগে চল নীলাচল ;
মোর সঙ্গে হস্তী-ঘোড়া সৈন্য-কোলাহল।
দিন দশ ইহা সব করি সমাধান ;
তোমার পাছে পাছে আমি করিব পয়ান।"
তবে মহাপ্রভু তাঁরে আসিতে আজ্ঞা দিয়া ;
নীলাচলে চলিলা মহা-আনন্দিত হঞা।
সেই পথে পূর্ব্বে প্রভু কৈল আগমন ;
সেই পথে চলিলা প্রভু দেখে সর্ব্বজন।
যাঁহা যায়—লোক উঠে হরিধ্বনি করি ;
দেখি আনন্দিতমন হৈলা গৌরহরি।
১। আলালনাথে আসি কৃষ্ণদাসে পাঠাইল ;
নিত্যানন্দ-আদি নিজগণ বোলাইল।
প্রভুর আগমন শুনি নিত্যানন্দ-রায় ;
২। উঠিয়া চলিলা প্রেমে থেহ নাহি পায়।
জগদানন্দ দামোদর-পণ্ডিত-মুকুন্দ—
নাচিতে নাচিতে চলিলা দেহে না ধরে আনন্দ।
গোপীনাথাচার্য্য চলিলা আনন্দিত হঞা ;
প্রভুরে মিলিলা সবে পথে লাগ পাঞা।
প্রভু প্রেমাবেশে সবায় কৈল আলিঙ্গন ;
প্রেমাবেশে সবে করে আনন্দে ক্রন্দন।
সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্য আনন্দে চলিলা ;
সমুদ্রের তীরে আসি প্রভুরে মিলিলা।
সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর পড়িলা চরণে ;
প্রভু তাঁরে উঠাইয়া কৈল আলিঙ্গনে।
প্রেমাবেশে সার্ব্বভৌম করিলা রোদনে ;
৩। সবা সঙ্গে আইলা প্রভু ঈশ্বর-দরশনে।
জগন্নাথ দেখি প্রভুর প্রেমাবেশ হৈল ;
কম্প-স্বেদ পুলকাশ্রু শরীর ভাসিল।
বহু নৃত্য-গীত কৈল প্রেমাবিষ্ট হঞা ;
৪। পাণ্ডাপাল আইলা সবে মালাপ্রসাদ লঞা।
৫। মালাপ্রসাদ পাঞা প্রভু সুস্থির হইলা ;
জগন্নাথের সেবক সব আনন্দে মিলিলা।
৬। কাশী মিশ্র আসি প্রভুর পড়িলা চরণে ;
মান্য করি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গনে।
৭। জগন্নাথের পড়িছা আসি প্রভুরে মিলিলা ;
প্রভু লঞা সার্ব্বভৌম নিজ ঘরে গেলা।
'মোর ঘরে ভিক্ষা' বলি নিমন্ত্রণ কৈল ;
দিব্য দিব্য মহাপ্রসাদ অনেক আনাইল।
মধ্যাহ্ন করিলা প্রভু নিজগণ-লঞা ;
সার্ব্বভৌমঘরে ভিক্ষা করিল আসিয়া।
ভিক্ষা করাইয়া তাঁরে করাইল শয়ন ;
আপনে সার্ব্বভৌম করে পাদ-সম্বাহন।
প্রভু তাঁরে পাঠাইল ভোজন করিতে ;
সেই রাত্রি তাঁর ঘরে রহিলা তাঁর প্রীতে।

১। কৃষ্ণদাস—সঙ্গী ব্রাহ্মণ। ২। থেহ—থাই অর্থাৎ অবধি। ৩। ঈশ্বর—জগন্নাথ। ৪। পাণ্ডাপাল—পাণ্ডাগণ।
৫। মালাপ্রসাদ…হইলা—জগন্নাথদেব প্রসন্ন হইয়া এই মালাপ্রসাদ আমাকে দিলেন, এই বোধে সুস্থির হইলেন।
৬। কাশী মিশ্র—জগন্নাথের প্রধানসেবক এবং প্রতাপরুদ্র রাজার গুরু। ৭। পড়িছা—তত্ত্বাবধায়ক।

সার্ব্বভৌম সঙ্গে আর লঞা নিজগণ ;
তীর্থযাত্রা কথা কহি কৈল জাগরণ।
প্রভু কহে—"এত তীর্থ কৈল পর্য্যটন ;
তোমা সম বৈষ্ণব না দেখিল একজন।
এক রামানন্দ রায় বহু সুখ দিল।"
১। ভট্ট কহে "এই লাগি মিলিতে বলিল।"
তীর্থযাত্রা কথা এই কৈল সমাপন ;
সংক্ষেপে কহিল, বিস্তার না যায় বর্ণন।
অনন্ত চৈতন্যলীলা কহিতে না জানি ;
লোভে লজ্জা খাঞা তার করি টানাটানি।
প্রভুর তীর্থযাত্রা-কথা শুনে যেই জন ;
চৈতন্যচরণে পায় গাঢ়প্রেম-ধন।
চৈতন্যচরিত্র শুন শ্রদ্ধাভক্তি করি ;
২। মাৎসর্য্য ছাড়িয়া মুখে বল 'হরি হরি'।
৩। 'এই কলিকালে আর নাহি কোন ধর্ম্ম'—
৪। বৈষ্ণব-বৈষ্ণবশাস্ত্র এই কহে মর্ম্ম।
চৈতন্যচন্দ্রের লীলা অগাধ গম্ভীর ;
প্রবেশ করিতে নারি স্পর্শি রহি তীর।
চৈতন্যচরিত্র শ্রদ্ধায় শুনে যেই জন ;
৫। যতেক বিচারে, তত পায় প্রেমধন।
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ;
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

১। ভট্ট—সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য। ২। মাৎসর্য্য—অন্যের শুভে বিদ্বেষ। ৩। আর—হরিনাম ভিন্ন। ৪। বৈষ্ণব এবং বৈষ্ণবশাস্ত্র সকল মর্ম্ম—তাৎপর্য্য, অর্থাৎ সর্ব্বশাস্ত্রের এই অভিপ্রায়। ৫। বিচারে—শাস্ত্রানুকূল আস্বাদন করে।

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে দক্ষিণদেশ-তীর্থভ্রমণং নাম
নবম-পরিচ্ছেদঃ।

দশম পরিচ্ছেদ।

তং বন্দে গৌরজলদং স্বস্য যো দর্শনামৃতৈঃ।
বিচ্ছেদাবগ্রহম্লানভক্তশস্যান্যজীবয়ৎ ॥১॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য! জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈতচন্দ্র! জয় গৌরভক্তবৃন্দ!
পূর্ব্বে মহাপ্রভু যবে চলিলা দক্ষিণে ;
প্রতাপরুদ্র রাজা বোলাইল সার্ব্বভৌমে।
বসিতে আসন দিল করি নমস্কারে ;
মহাপ্রভুর বার্ত্তা তিঁহ পুছিল তাঁহারে—
"শুনিল তোমার ঘরে এক মহাশয় ;
গৌড় হৈতে আইলা তিঁহ মহাকৃপাময়।

তমিতি। তং প্রসিদ্ধং গৌরজলদং গৌরঘনমহং বন্দে নমস্করোমি, গুণবর্ণনাসামর্থ্যাদিতি ভাবঃ। যো গৌরঃ স্বস্য দর্শনমেবামৃতানি জলানি তৈঃ বিচ্ছেদ এব অবগ্রহঃ বর্ষণব্যাঘাতস্তেন ম্লানাঃ শুষ্কপ্রায়া ভক্তা এব শস্যানি অজীবয়ৎ জীবয়ামাস ॥ ১ ॥

স্ব-দর্শনরূপ অমৃত অর্থাৎ জল দ্বারা যিনি বিচ্ছেদরূপ অনাবৃষ্টি বশতঃ শুষ্কপ্রায় ভক্তশস্যকে জীবিত করিয়াছিলেন, আমি সেই প্রসিদ্ধ গৌরজলদকে প্রণাম করি ॥ ১ ॥

তোমারে বহু কৃপা কৈল কহে সর্ব্বজন ;
কৃপা করি করাও মোরে তাঁর দরশন।"
ভট্ট কহে—"যে শুনিলে সব সত্য হয় ;
তাঁহার দর্শন তোমার ঘটনা না হয়।
বিরক্ত সন্ন্যাসী তিঁহ রহেন নির্জ্জনে ;
স্বপ্নেও না করেন তিঁহ রাজ-দরশনে।
তথাপি কোনপ্রকারে তোমায় করাইতাম দর্শন;
সম্প্রতি করিলা তিঁহ দক্ষিণে গমন।"
রাজা কহে—"জগন্নাথ ছাড়ি কেন গেলা ?"
ভট্ট কহে—"মহান্তের এই এক লীলা।
তীর্থ পবিত্র করিতে করে তীর্থ-ভ্রমণ ;
সেইছলে নিস্তারয়ে সাংসারিক-জন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে ত্রয়োদশাধ্যায়ে অষ্টমশ্লোকে বিদুরং প্রতি যুধিষ্ঠিরবাক্যং—

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা ॥২॥

বৈষ্ণবের হয় এই স্বভাব নিশ্চল ;
তিঁহ জীব নহে, হয় স্বতন্ত্র-ঈশ্বর।"
রাজা কহে—"তাঁরে তুমি যাইতে কেন দিলে ?
পায় পড়ি যত্ন করি কেন না রাখিলে ?"
ভট্টাচার্য্য কহে—"তিঁহ ঈশ্বর স্বতন্ত্র ;
সাক্ষাৎ-শ্রীকৃষ্ণ তিঁহ নহে পরতন্ত্র।
তথাপি রাখিতে তাঁরে মহাযত্ন কৈল ;
ঈশ্বরের স্বতন্ত্র ভাব, রাখিতে নারিল।"
রাজা কহে—"ভট্ট তুমি বিজ্ঞশিরোমণি ;
তুমি তাঁরে কৃষ্ণ কহ, তাতে সত্য মানি।
পুনরপি ইহাঁ তাঁর হৈলে আগমন ;
একবার দেখি, করি সফল নয়ন।"
ভট্টাচার্য্য কহে—"তিঁহ আসিবে অল্পকালে ;
রহিতে তাঁর স্থান এক চাহিয়ে বিরলে।
১। ঠাকুর নিকটে আর হইবে নির্জ্জন ;
এমত নির্ণয় করি দেহ এক স্থান।"
রাজা কহে—"ঐছে কাশী মিশ্রের ভবন ;
ঠাকুরের নিকট হয়, পরম নির্জ্জন।"
এত কহি রাজা রহে উৎকণ্ঠিত হঞা ;
ভট্টাচার্য্য কাশীমিশ্রে কহিল আসিয়া।
কাশীমিশ্র কহে—"আমি মহাভাগ্যবান্ ;
মোর গৃহে প্রভুপাদের হবে অবস্থান।"
এইমত পুরুষোত্তমবাসী সর্ব্বজন ;
প্রভুকে মিলিতে সবার উৎকণ্ঠিত মন।
২। সর্ব্বলোকের উৎকণ্ঠা যবে অত্যন্ত বাড়িলা ;
মহাপ্রভু দক্ষিণ হইতে তবহিঁ আইলা।
শুনি আনন্দিত হৈল সবাকার মন ;
সবে আসি সার্ব্বভৌমে কৈল নিবেদন—
—"প্রভু সহিত আমা সবার করাহ মিলন ;
তোমার প্রসাদে পাই চৈতন্য চরণ।"
ভট্টাচার্য্য কহে—"কালি কাশীমিশ্রের ঘরে ;
প্রভু যাইবেন ; তাঁহা মিলাব সবারে।"
আরদিনে মহাপ্রভু ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে ;
জগন্নাথ-দরশন কৈলা মহারঙ্গে।
মহাপ্রসাদ দিয়া তাঁহা মিলিলা ভক্তগণ ;
মহাপ্রভু সবাকারে কৈলা আলিঙ্গন।
দর্শন করিয়া প্রভু চলিলা বাহিরে ;
ভট্টাচার্য্য আনিল তাঁরে কাশীমিশ্রের ঘরে।

"ভবদ্বিধা…"—এই শ্লোকের ব্যাখ্যা আদিলীলা (১৪) পৃষ্ঠা (৩২) শ্লোকে দেখুন। মহানেরা স্বতঃই পবিত্র, কেবল মলিনজনসংসর্গে অতীর্থীভূত তীর্থবর্গকে পবিত্র করিবার জন্য তীর্থে গমন করেন—ইহাই এই শ্লোকে দ্বারা সমর্থন করিলেন। যখন ভক্তগণ হৃদয়ে হরিকে ধারণ করিয়া তীর্থদিগকে পবিত্র করেন, তখন স্বয়ংভগবান্ যে সে কার্য্য সহজে করিবেন তাহা বলাই বাহুল্য,—ইহাই সার্ব্বভৌমের অভিপ্রায় ॥২॥

১। ঠাকুর—শ্রীশ্রীজগন্নাথ। ২। সর্ব্বলোকের…আইলা—ভগবৎপ্রাপ্তির পরমোপায় হইল তদ্বিষয়ক উৎকণ্ঠা, এই উৎকণ্ঠার পরাকাষ্ঠা হইলেই তাঁহাকে পাওয়া যায়। ভক্তগণের উৎকণ্ঠার চরমাবস্থায় তাই দক্ষিণদেশ হইতে প্রভু প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

কাশীমিশ্র পড়িলা আসি প্রভুর চরণে ;
গৃহ সহিত আত্মা তাঁরে কৈল সমর্পণে।
প্রভু চতুর্ভুজমূর্ত্তি তাঁরে দেখাইল ;
১। আত্মসাৎ করি তাঁরে আলিঙ্গন কৈল।
তবে মহাপ্রভু তাঁহা বসিলা আসনে ;
চৌদিকে বসিলা নিত্যানন্দাদি ভক্তগণে।
সুখী হৈলা দেখি প্রভু বাসার সংস্থান ;
২। যেইত বাসায় হয় সর্ব্ব সমাধান।
সার্ব্বভৌম কহে—"প্রভু যোগ্য তোমার বাসা ;
৩। তুমি অঙ্গীকার কর কাশীমিশ্রের আশা।"
প্রভু কহে—"এই দেহ তোমা সবাকার ;
যেই তুমি কহ সেই কর্ত্তব্য আমার।"
তবে সার্ব্বভৌম প্রভুর দক্ষিণপার্শ্বে বসি ;
মিলাইতে লাগিলা সব পুরুষোত্তমবাসী।
—"এই সব লোক প্রভু বৈসে নীলাচলে ;
উৎকণ্ঠিত হঞা আছে সবে তোমা মিলিবারে।
৪। তৃষিত চাতক যৈছে মেঘে হাহাকার ;
তৈছে এই সব,—তুমি কর অঙ্গীকার।
জগন্নাথ-সেবক এই—নাম জনার্দ্দন ;
৫। অনবরত করে ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গসেবন।
৬। কৃষ্ণদাস নাম এই সুবর্ণবেত্রধারী ;
৭। শিখি মাহাতি নাম এই লিখনাধিকারী।
প্রদ্যুম্নমিশ্র ইঁহ বৈষ্ণব-প্রধান ;
৮। জগন্নাথ মহাসোয়ার ইঁহ দাস নাম।
মুরারি মাহাতি ইঁহ শিখি মাহাতির ভাই ;
তোমার চরণ বিনা আর গতি নাই।
চন্দনেশ্বর, সিংহেশ্বর, মুরারি ব্রাহ্মণ ;
৯। বিষ্ণুদাস ইঁহ ধ্যায় তোমার চরণ।
প্রহররাজ মহাপাত্র ইঁহ মহামতি ;
১০। পরমানন্দ মহাপাত্র ইঁহার সংহতি।
—এ সব বৈষ্ণব এই ক্ষেত্রের ভূষণ ;
একান্তভাবে ভজে সবে তোমার চরণ।"
তবে সবে ভূমে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ;
সবা আলিঙ্গিলা প্রভু প্রসাদ করিয়া।
হেনকালে আইলা তথা ভবানন্দরায় ;
চারিপুত্র-সঙ্গে পড়ে মহাপ্রভুর পায়।
সার্ব্বভৌম কহে—"এই রায় ভবানন্দ ;
ইঁহার প্রথম পুত্র রায়-রামানন্দ।"
তবে মহাপ্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ;
স্তুতি করি কহে রামানন্দ-বিবরণ—
"রামানন্দ হেন রত্ন যাঁহার তনয় ;
তাঁহার মহিমা লোকে কহন না হয়।
সাক্ষাৎ পাণ্ডু তুমি, তোমার পত্নী কুন্তী ;
পঞ্চ পাণ্ডব তোমার পঞ্চ পুত্র মহামতি।"
রায় কহে—"আমি শূদ্র বিষয়ী অধম ;
মোরে তুমি স্পর্শ এই ঈশ্বর-লক্ষণ।
নিজ-গৃহ-বৃত্তি-ভৃত্য-পঞ্চপুত্র সনে ;
আত্ম সমর্পিল আসি তোমার চরণে ;
১১। এই বাণীনাথ রহিবে তোমার চরণে ;
যবে যেই আজ্ঞা তাহা করিবে সেবনে।

১। আত্মসাৎ করি—অর্থাৎ আপনার করিয়া। প্রভু যে মিশ্রের আত্মসমর্পণ অঙ্গীকার করিলেন, তাহার প্রতীতি হইবে বলিয়াই চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখাইলেন। ২। যেইত—যাতে অর্থাৎ যে বাসাতে। ৩। কাশীমিশ্রের আশা—মহাপ্রভু আমার গৃহে নিজগৃহ বলিয়া অবস্থিতি করুন, ইহাই কাশীমিশ্রের আশা ; তাহাই আপনি অঙ্গীকার (স্বীকার) করুন। ৪। তৃষিত চাতক…অঙ্গীকার—তৃষিত চাতক যেমন মেঘের নিমিত্ত হাহাকার করে, সেইরূপ এই সকল উৎকলবাসী তোমার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল, এইক্ষণে ইহাদিগকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করুন। পাঠান্তর—মেঘের হাকারে।

৫। অনবরত—পাঠান্তরে অনবসরে (সাধারণে যখন দর্শন করিতে না আসে)। শ্রীঅঙ্গ সেবন—অঙ্গ মার্জ্জনাদি। ৬। সুবর্ণ-বেত্রধারী—জগন্নাথের অগ্রে বেত্র ধারণ করিয়া থাকেন। ৭। লিখনাধিকারী—জগন্নাথ দেবের আয়-ব্যয়াদি লিখনে নিযুক্ত। ৮। জগন্নাথ…নাম—অর্থাৎ ইঁহার নাম জগন্নাথদাস মহাসোয়ার। মহাসোয়ার=মহাসূপকার অর্থাৎ প্রধানপাচক। যিনি রন্ধনাদি শেষ হইলে ভোগ বাড়িয়া বিভাগ করিয়া দেন। ৯। ধ্যায়—ধ্যান করে। ১০। সংহতি—সহিত। ১১। বাণীনাথ—ইনি রামানন্দ রায়ের ভ্রাতা।

আত্মীয়-জ্ঞানে মোরে সঙ্কোচ না করিবে ;
যেই যবে ইচ্ছা তবে সেই আজ্ঞা দিবে।"
প্রভু কহে—"কি সঙ্কোচ ? তুমি নহ পর ;
জন্মে জন্মে তুমি আমার সবংশে কিঙ্কর।
দিন পাঁচ ভিতরে আসিবে রামানন্দ ;
তাঁর সঙ্গে পূর্ণ হবে আমার আনন্দ।"
—এত বলি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ;
তাঁর পুত্রসব শিরে ধরিল চরণ।
তবে মহাপ্রভু তাঁরে ঘরে পাঠাইল ;
১। বাণীনাথ পট্টনায়কে নিকটে রাখিল।
ভট্টাচার্য্য সব লোকে বিদায় করিল ;
২। তবে প্রভু কালাকৃষ্ণদাসে বোলাইল।
　প্রভু কহে—"ভট্টাচার্য্য ! শুন ইহার চরিত ;
দক্ষিণ গিয়াছিলা ইঁহ আমার সহিত।
ভট্টমারি হৈতে গেলা আমারে ছাড়িয়া ;
ভট্টমারি হৈতে ইহারে আনিলুঁ উদ্ধারিয়া।
এবে আমি ইহাঁ আনি করিলা বিদায় ;
যাহাঁ যাক্—আমা সনে নাহি আর দায়।"
—এত শুনি কৃষ্ণদাস কান্দিতে লাগিলা ;
মধ্যাহ্ন করিতে মহাপ্রভু উঠি গেলা।
নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, মুকুন্দ, দামোদর ;
চারি জনে যুক্তি তবে করিলা অন্তর—
—'গৌড়দেশ পাঠাইতে চাহি একজন ;
৩। আইকে কহিবে যাই প্রভুর আগমন।
অদ্বৈত-শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ ;
সবেই আসিবে শুনি প্রভুর আগমন।
এই কৃষ্ণদাসে দিব গৌড়ে পাঠাইয়া।'—
৪। এত কহি তারে রাখিলেন আশ্বাসিয়া।
আরদিন প্রভু স্থানে কৈল নিবেদন—
"আজ্ঞা দেহ গৌড়দেশে পাঠাই একজন।
তোমার দক্ষিণ-গমন শুনি শচী আই ;
অদ্বৈতাদি ভক্ত সব আছে দুঃখ পাই।
একজন যাই কহে শুভ সমাচার।"
প্রভু কহে—"সেই কর যে ইচ্ছা তোমার।"
তবে সেই কৃষ্ণদাসে গৌড়ে পাঠাইল ;
বৈষ্ণব সবারে দিতে মহাপ্রসাদ দিল।
　তবে গৌড়দেশে আইলা কালা-কৃষ্ণদাস ;
নবদ্বীপে গেলা তিঁহ শচী-আই পাশ।
মহাপ্রসাদ দিয়া তাঁরে কৈল নমস্কার ;
দক্ষিণ হৈতে আইলা প্রভু—কহে সমাচার।
শুনি আনন্দিত হৈল শচী-মাতার মন।
শ্রীবাসাদি আর আর যত ভক্তগণ ;
শুনিয়া সবার হৈল পরম-উল্লাস।
অদ্বৈত-আচার্য্যগৃহে গেল কৃষ্ণদাস।
আচার্য্যেরে প্রসাদ দিয়া করি নমস্কার
সম্যক্ কহিল মহাপ্রভুর সমাচার।
শুনি আচার্য্য গোসাঞির আনন্দ হইল ;
প্রেমাবেশে বহু নৃত্য গীত-হুঙ্কার করিল।
হরিদাস ঠাকুরের হৈল পরম আনন্দ ;
বাসুদেব দত্ত, গুপ্ত মুরারি, শিবানন্দ।
আচার্য্যরত্ন আর পণ্ডিত বক্রেশ্বর ;
আচার্য্যনিধি আর পণ্ডিত গদাধর।
শ্রীরাম পণ্ডিত আর পণ্ডিত দামোদর ;
শ্রীমান্ পণ্ডিত আর বিজয়, শ্রীধর।
৫। রাঘব পণ্ডিত আর আচার্য্য নন্দন ;
কতেক কহিব আর যত ভক্তগণ।

১। পট্টনায়ক—রাজদত্ত উপাধি। ২। কালাকৃষ্ণদাস—দক্ষিণভ্রমণে প্রভুর একমাত্র সঙ্গীসেবক। ৩। আই—আর্য্যা অর্থাৎ শচীমাতা।
৪। আশ্বাসিয়া—'যাহাতে মহাপ্রভু তোমাকে পুনর্ব্বার সঙ্গ দেন তাহা করা যাইবে'—এইরূপ আশ্বাস দিয়া।
৫। আচার্য্য নন্দন—নন্দনাচার্য্য।

শুনিয়া সবার হৈল পরম উল্লাস ;
সবে মিলি গেলা শ্রীঅদ্বৈতের পাশ।
১। আচার্য্যের কৈল সবে চরণ বন্দন ;
আচার্য্য-গোসাঞী সবারে কৈল আলিঙ্গন।
দিন দুই তিন আচার্য্য মহোৎসব কৈল ;
২। নীলাচলে যাইতে আচার্য্য যুক্তি দঢ়াইল।
সবে মিলি নবদ্বীপে একত্র হইয়া ;
নীলাদ্রি চলিল শচী-মাতার আজ্ঞা লঞা।
প্রভুর সমাচার শুনি কুলীনগ্রামবাসী ;
সত্যরাজ রামানন্দ মিলিলা সবে আসি।
৩। মুকুন্দ, নরহরি, রঘুনন্দন খণ্ড হইতে ;
আচার্য্যের ঠাঞি আইলা নীলাচল যাইতে।
সেকালে দক্ষিণ হৈতে পরমানন্দ-পুরী ;
গঙ্গাতীরে তীরে আইলা নদীয়ানগরী।
আইর মন্দিরে সুখে করিলা বিশ্রাম ;
আই তাঁরে ভিক্ষা দিল করিয়া সম্মান।
প্রভুর আগমন তিহোঁ তাঁহাঞি শুনিল ;
৪। শীঘ্র নীলাচল যাইতে তাঁর ইচ্ছা হৈল।
প্রভুর এক ভক্ত দ্বিজ-কমলাকর নাম ;
তাঁরে লঞা নীলাচলে করিল প্রয়াণ।
সত্বরে আসিয়া তিহোঁ মিলিলা প্রভুরে ;
৫। প্রভুর আনন্দ হৈল পাইয়া তাঁহারে।
প্রেমাবেশে কৈল তাঁর চরণ বন্দন ;
তিহোঁ প্রেমাবেশে কৈল প্রভুরে আলিঙ্গন।
প্রভু কহে—"তোমার সঙ্গে রহিতে বাঞ্ছা হয় ;
মোরে কৃপা করি কর নীলাদ্রি-আশ্রয়।"
পুরী কহে—"তোমা সঙ্গে রহিতে বাঞ্ছা করি ;
গৌড় হৈতে চলি আইলাম নীলাচল-পুরী।

দক্ষিণ হৈতে তোমার শুনি আগমন ;
৬। শচীর আনন্দ হৈল আর ভক্তগণ।
সবে আসিতেছেন তোমারে দেখিতে ;
তা' সবার বিলম্ব দেখি আইলাম ত্বরিতে।"
কাশী মিশ্রের আবাসে নিভৃতে এক ঘর ;
প্রভু তাঁরে দিল, আর সেবার কিঙ্কর।
আরদিনে আইলা স্বরূপ-দামোদর ;
৭। প্রভুর অত্যন্ত মর্ম্ম—রসের সাগর।
পুরুষোত্তম-আচার্য্য তাঁর নাম পূর্ব্বাশ্রমে ;
নবদ্বীপে ছিলা তিহোঁ প্রভুর চরণে।
প্রভুর সন্ন্যাস দেখি উন্মত্ত হইয়া ;
সন্ন্যাস গ্রহণ কৈল বারাণসী গিয়া।
চৈতন্যানন্দ গুরু তাঁর আজ্ঞা দিলেন তাঁরে ;
—'বেদান্ত পড়িয়া পড়াও সমস্ত লোকেরে'।
পরম-বিরক্ত তিহোঁ পরম-পণ্ডিত ;
কায়মনে আশ্রিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণচরিত।
'নিশ্চিন্তে কৃষ্ণে ভজিব'—এই ত কারণে ;
উন্মাদে করিল তিহোঁ সন্ন্যাসগ্রহণে।
সন্ন্যাস করিলা শিখা-সূত্র-ত্যাগরূপ ;
৮। যোগপট্ট না হইল, নাম হৈল 'স্বরূপ'।
গুরু ঠাঞি আজ্ঞা মাগি আইলা নীলাচলে ;
রাত্রিদিনে কৃষ্ণপ্রেম-আনন্দে বিহ্বলে।
পাণ্ডিত্যের অবধি—বাক্য নাহি কার সনে ;
নির্জ্জনে রহেন সব লোক নাহি জানে।
৯। কৃষ্ণরসতত্ত্ববেত্তা, দেহ প্রেমরূপ ;
১০। সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয়-স্বরূপ।
গ্রন্থ-শ্লোক-গীত কেহ প্রভু-পাশে আনে ;
স্বরূপ পরীক্ষা কৈলে প্রভু পাছে শুনে।

১। আচার্য্যের—অদ্বৈতাচার্য্যের। ২। দঢ়াইল—দৃঢ় করিলেন অর্থাৎ নিশ্চিত করিলেন। ৩। খণ্ড—শ্রীখণ্ড, কাটোয়ার ৪ মাইল দক্ষিণ। ৪। তাঁর—পরমানন্দ পুরীর। ৫। তাঁহারে—পরমানন্দ পুরীকে। ৬। ভক্তগণ—ভক্তগণের।
৭। অত্যন্ত মর্ম্ম—অতিশয় অন্তরঙ্গ। ৮। যোগপট্ট—মধ্যলীলা ৬ অধ্যায় ২৪৪ পৃষ্ঠায় দেখ। স্বরূপ—অর্থাৎ জীবের স্বরূপ যে নিত্য কৃষ্ণদাস—তদ্রূপে অবস্থান। যোগপট্ট না লইয়া এই স্বস্বরূপে থাকায় 'স্বরূপ' নাম হইয়াছে।
৯। প্রেমরূপ—প্রেমময়। ১০। দ্বিতীয় স্বরূপ—দ্বিতীয় মূর্ত্তি। এই নিমিত্ত নাম দামোদর-স্বরূপ অর্থাৎ চৈতন্যদেবস্বরূপ।

১। ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ আর রসাভাস ;
শুনিলে না হয় প্রভুর চিত্তের উল্লাস।
অতএব স্বরূপ-গোসাঞী করে পরীক্ষণ ;
২। শুদ্ধ হয় যদি, প্রভুরে করান্ শ্রবণ।
বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, শ্রীগীতগোবিন্দ—
এই তিন গীতে করায় প্রভুর আনন্দ।
সঙ্গীতে গন্ধর্ব্ব সম, শাস্ত্রে বৃহস্পতি ;
৩। 'দামোদর' সম কেহ নাহি মহামতি।
অদ্বৈত-নিত্যানন্দের পরম প্রিয়তম ;
শ্রীবাসাদি ভক্তগণের হয় প্রাণ সম।
সেই দামোদর আসি দণ্ডবৎ হৈলা ;
চরণে ধরিয়া শ্লোক পড়িতে লাগিলা।

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে অষ্টমাঙ্কে বিশ্বশ্লোকে আকাশে লক্ষ্যং বদ্ধা শ্রীস্বরূপগোস্বামি-বাক্যং—

হেলোদ্ধূলিতখেদয়া বিশদয়া
প্রোন্মীলদামোদয়া;
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া
চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া সমদয়া
মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া,
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে তব দয়া
ভূয়াদমন্দোদয়া ॥ ৩ ॥

উঠাইয়া মহাপ্রভু কৈল আলিঙ্গন ;
দুইজনে প্রেমাবেশে হৈলা অচেতন।
কতক্ষণে দুইজনে স্থির যবে হৈলা ;
তবে মহাপ্রভু তাঁরে কহিতে লাগিলা—
"তুমি যে আসিবে আজি স্বপ্নেতে দেখিল ;
ভাল হৈল অন্ধ যেন দুই নেত্র পাইল।"
স্বরূপ কহে—"প্রভু মোর ক্ষম অপরাধ ;
তোমা ছাড়ি অন্যত্র গেনু, করিনু প্রমাদ।
তোমার চরণে মোর নাহি প্রেম-লেশ ;
তোমা ছাড়ি পাপী মুঞি গেনু অন্য দেশ।

হেলোদ্ধূলিতেতি। হে শ্রীচৈতন্য! হে দয়ানিধে! দয়ায়া আকরেত্যর্থঃ। অতোঽস্মুক্তো সম্বোধন-দ্বয়ং। তব দয়া ময়ি ভূয়াদিত্যাশিষি লিঙ্। তবেতি দয়ায়া অসাধারণত্বং ব্যঞ্জিতং। তদেব দর্শয়তি—হেলয়া অবজ্ঞয়া অনায়াসেনেত্যর্থঃ। উদ্ধূলিতো দূরাদেব নিঃসারিতঃ খেদো মনস্তাপো যয়া, যতো বিশদয়া সর্ব্বপ্রকাশিকয়া শুদ্ধসত্ত্বরূপয়েত্যর্থঃ। তথা প্রকর্ষেণ উন্মীলন্ সর্ব্বমাবৃণ্বন্নিত্যর্থঃ, আমোদঃ পরমানন্দো যস্যাঃ। তথা শামান্ নির্ব্বাণতাময়ন্ শাস্ত্রাণাং বিবাদো যস্যাঃ। তথা রসান্ শান্তাদীন্ দদাতি অনুভাবয়তীত্যর্থঃ যা, তথা চিত্তে অর্পিত উন্মাদস্তদাখ্যসঞ্চারিভাবো যয়া। তথা শশ্বন্নিরন্তরং ভক্তিং প্রেমাখ্যাং বিনোদয়তি বলাদিব চিত্তে প্রেরয়তীতি যা। তথা মা লক্ষ্মীঃ, তয়া সহ বর্ত্তমানং সমং (ভগবত্ত্বং) দদাতি অনুভাবয়তীতি যা, তথাভূতয়া মাধুর্য্যাণাং মর্য্যাদয়া বিশিষ্টাদয়েত্যর্থঃ। তৃতীয়েয়ং বিশেষণে, ন তু লক্ষণে। কিম্ভূতা—অমন্দঃ কুণ্ঠারহিত উদয়ো যস্যাঃ সা, পাত্রাপাত্রবিচাররাহিত্যাৎ সর্ব্বত্রগামিনীত্যর্থঃ। তেনাপ্রাকৃতত্বঞ্চ সূচিতমস্যা ইতি জ্ঞেয়ং ॥ ৩ ॥

হে চৈতন্য! হে দয়ানিধে!! যিনি অনায়াসে সকল খেদ নিঃসারিত করেন, যিনি অতিশয় নির্ম্মল অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বরূপ, যাঁহার পরমানন্দ সকলকে ঢাকিয়া প্রকাশিত হয়, যাঁহার প্রভাবে শাস্ত্রবিবাদ নির্ব্বাণ লাভ করে, যিনি পদে পদে শান্তাদি-রস পরম্পরাকে সকলের অনুভবের বিষয় করত; চিত্তের উন্মত্ততা সম্পাদন করেন এবং যিনি নিরন্তর সকলের চিত্তবৃত্তিতে ভক্তি-সঞ্চার করিয়া ভগবত্তত্ত্বের অনুভব করাইতেছেন,—তাদৃশ মাধুর্য্যমর্য্যাদাযুক্ত তোমার সর্ব্বাতি-শায়িনী দয়া আমার প্রতি হউক ॥ ৩ ॥

১। রসাভাস—অনুচিত বর্ণন।
২। শুদ্ধ—সিদ্ধান্তসঙ্গত। ৩। দামোদর—এই স্বরূপ দামোদর।

মুঞি তোমা ছাড়িনু, তুমি মোরে না ছাড়িলা ;
কৃপা-পাশ গলায় বান্ধি চরণে আনিলা।”
তবে স্বরূপ কৈল নিতাইর চরণ-বন্দন ;
নিত্যানন্দ প্রভু কৈল প্রেম-আলিঙ্গন।
জগদানন্দ, মুকুন্দ, শঙ্কর, সার্ব্বভৌম ;
সবা সনে যথাযোগ্য করিল মিলন।
পরমানন্দ-পুরীর কৈল চরণ-বন্দন ;
পুরী-গোসাঞী কৈলা তাঁরে প্রেম-আলিঙ্গন।
মহাপ্রভু দিল তাঁরে নিভৃতে বাসা ঘর ;
জলাদি-পরিচর্য্যা লাগি এক কিঙ্কর।
আর দিনে সার্ব্বভৌম-আদি-ভক্তসঙ্গে
বসিয়াছেন মহাপ্রভু কৃষ্ণকথা-রঙ্গে।
হেনকালে গোবিন্দের হৈল আগমন ;
দণ্ডবৎ করি কহে বিনয়-বচন—
“ঈশ্বর পুরীর ভৃত্য গোবিন্দ মোর নাম ;
পুরী-গোসাঞীর আজ্ঞায় আইনু তব স্থান।
সিদ্ধিপ্রাপ্তিকালে গোসাঞী আজ্ঞা কৈল মোরে ;
—‘কৃষ্ণচৈতন্য নিকটে যাই সেবিহ তাঁহারে।’
কাশীশ্বর আসিবেন তীর্থ দেখিয়া ;
১। প্রভুআজ্ঞায় মুঞি আইনু তোমা পদ ধাঞা।
২। গোসাঞী কহে “পুরীশ্বর বাৎসল্য করি মোরে
কৃপা করি মোর ঠাঁই পাঠাঞাছে তোমারে।”
—এত শুনি সার্ব্বভৌম প্রভুরে পুছিল—
৩। “পুরী-গোসাঞী শূদ্রসেবক কাঁহাতে রাখিল ?”
৪। প্রভু কহে—“ঈশ্বর হয় পরম-স্বতন্ত্র ;
ঈশ্বরের কৃপা নহে বেদ-পরতন্ত্র।
৫। ঈশ্বরের কৃপা জাতি কুল নাহি মানে।
বিদুরের ঘরে কৃষ্ণ করিল ভোজনে।
স্নেহলেশাপেক্ষা মাত্র শ্রীকৃষ্ণ কৃপার ;
স্নেহবশ হঞা করে স্বতন্ত্র আচার।
মর্য্যাদা হৈতে কোটিসুখ স্নেহ-আচরণে ;
পরম আনন্দ হয় যাহার শ্রবণে।”
—এত বলি গোবিন্দেরে কৈল আলিঙ্গন ;
গোবিন্দ করিল সবার চরণ-বন্দন।
প্রভু কহে—“ভট্টাচার্য্য ! করহ বিচার ;
গুরুর কিঙ্কর হয় মান্য আপনার।
৬। তাহারে আপন সেবা করাইতে না যুয়ায় ;
গুরু আজ্ঞা দিয়াছেন,—কি করি উপায় ?”
ভট্ট কহে—“গুরুর আজ্ঞা হয় বলবান্ ;
গুরু-আজ্ঞা না লঙ্ঘিবে শাস্ত্রের প্রমাণ।”

তথাহি রঘুবংশে চতুর্দ্দশসর্গে সীতাবনবাস-প্রসঙ্গে ত্রিপঞ্চাশত্তমশ্লোকঃ—

স শুশ্রুবান্মাতরি ভার্গবেণ
পিতুর্নিয়োগাৎ প্রহৃতং দ্বিষদ্বৎ।

স ইতি। পিতুর্নিয়োগাৎ ভার্গবেণ জামদগ্ন্যেন কর্ত্রা। (ন লোকেত্যাদিনা ষষ্ঠী-প্রতিষেধঃ)। মাতরি রেণুকায়াং দ্বিষতীব দ্বিষদ্বৎ। (তত্র তস্যেতি বতি প্রত্যয়ঃ)। প্রহৃতং প্রহারং। (ভাবে ক্লীবলিঙ্গে ক্তঃ)। শুশ্রুবান্ শ্রুতবান্। (ভাষায়াং সদবসশ্রুব ইতি ক্বসু প্রত্যয়ঃ)। স লক্ষ্মণঃ তৎ অগ্রজস্য রামস্য শাসনমাজ্ঞাং সীতাবনবাসনরূপং প্রত্যগ্রহীৎ।

পরশুরাম পিতার আজ্ঞায় শত্রুর ন্যায় জননীর শিরশ্ছেদন করিয়াছিলেন শুনিয়া, লক্ষ্মণ মহাশয় সীতার বনবাসন রূপ অগ্রজ শ্রীরামের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন ; কারণ, গুরুর আজ্ঞায় দোষ-গুণ বিচার করা কাহারও কর্ত্তব্য নয় ॥ ৪ ॥

১। প্রভু=ঈশ্বর পুরী। ২। গোসাঞী=মহাপ্রভু। ৩। কাঁহাতে=কি কারণে।
৪। ঈশ্বর=গুরু এবং কৃষ্ণ অভিন্নতত্ত্ব-হেতু ঈশ্বর-পুরীকে ঈশ্বর বলিলেন। জীবের ন্যায় ঈশ্বরের কৃপা বেদপরতন্ত্র বা বেদের অধীন হয় না।
৫। নাহি মানে=কৃপা এতই বলবতী যে, জাতি-কুল বিচার করে না। ৬। না যুয়ায়=যুক্তিযুক্ত হয় না।

প্রতঃগ্রহীদগ্রজশাসনং তৎ
আজ্ঞা গুরুণাং হ্যবিচারণীয়া ॥৪॥

তবে মহাপ্রভু তারে কৈল অঙ্গীকার ;
আপন শ্রীঅঙ্গ-সেবায় দিল অধিকার।
প্রভুর প্রিয়ভৃত্য করি সবে করে মান ;
সকল বৈষ্ণবের গোবিন্দ করে সমাধান।
ছোট বড় কীর্ত্তনীয়া দুই হরিদাস ;
রামাই নন্দাই রহে গোবিন্দের পাশ।
গোবিন্দের সঙ্গে করে প্রভুর সেবন ;
গোবিন্দের ভাগ্যসীমা না যায় বর্ণন।

আর দিনে মুকুন্দ-দত্ত কহে প্রভু স্থানে—
"ব্রহ্মানন্দ ভারতী আইলা তোমার দর্শনে।
আজ্ঞা দেহ যদি তাঁরে আনিয়ে এথাই" ;
প্রভু কহে—"গুরু তিহঁ যাব তাঁর ঠাঁই।"
এত বলি মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে ;
১। চলি আইলা ব্রহ্মানন্দ ভারতীর আগে।
ব্রহ্মানন্দ পরিয়াছেন মৃগচর্ম্মাম্বরে ;
তাহা দেখি প্রভু দুঃখ পাইলা অন্তরে।
২। দেখিয়া ত ছদ্ম কৈল—যেন দেখি নাই ;
মুকুন্দেরে পুছে—"কাঁহা ভারতী গোসাঞী ?"
মুকুন্দ কহে—"এই আগে দেখ বিদ্যমান।"
প্রভু কহে—"তিহঁ নহে তুমি অগেয়ান।
অন্যেরে অন্য কহ নাহি তোমার জ্ঞান ;
৩। ভারতী গোসাঞী কেন পরিবেন চাম ?"
শুনি ব্রহ্মানন্দ করে হৃদয়ে বিচারে—
৪। —'মোর চর্ম্মাম্বর এই না ভায় ইহাঁরে।
ভাল কহে,—চর্ম্মাম্বর দম্ভ লাগি পরি ;
চর্ম্মাম্বর-পরিধানে সংসার না তরি।
আজি হৈতে না পরিব এই চর্ম্মাম্বর।'
—প্রভু বহির্ব্বাস আনাইল জানিয়া অন্তর।
চর্ম্ম ছাড়ি ব্রহ্মানন্দ পরিল বসন ;
প্রভু আসি কৈল তাঁর চরণবন্দন।
৫। ভারতী কহে "তব আচার লোক শিখাইতে ;
পুনঃ না করিবে নতি ভয় পাও চিতে।
সম্প্রতি দুই ব্রহ্ম ইহাঁ চলাচল ;
জগন্নাথ অচল, তুমি ব্রহ্ম সচল।
তুমি গৌরব্রহ্ম, তিহঁ শ্যামবরণ ;
দুই ব্রহ্ম কৈল সব জগৎ তারণ।"
৬। প্রভু কহে—"সত্য কহ তোমার আগমনে
দুই ব্রহ্ম প্রকটিলা শ্রীপুরুষোত্তমে।
৭। ব্রহ্মানন্দ নাম তোমার—গৌরব্রহ্ম চল ;
শ্যামব্রহ্ম জগন্নাথ বসিয়া অচল।"
ভারতী কহে—"সার্ব্বভৌম ! মধ্যস্থ হইয়া ;
৮। ইঁহার সনে আমার ন্যায় বুঝ মন দিয়া।
৯। ব্যাপ্য-ব্যাপক ভাবে জীব-ব্রহ্ম জানি ;
জীব ব্যাপ্য, ব্রহ্ম ব্যাপক—শাস্ত্রেতে বাখানি।

তস্মাদ্ গুরূণামাজ্ঞা অবিচারণীয়া, উচিতমনুচিতং বেতি ন সমালোচনীয়মিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

গুরু যাহা বলিবেন, অবিচারে তাহাই অবশ্য কর্ত্তব্য,—ইহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রতিপাদন করিলেন ॥ ৪ ॥

১। আগে=সমীপে। ২। ছদ্ম=কপটভাব। ৩। চাম=চর্ম্ম। ইহাতেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবের পক্ষে চর্ম্মাম্বরাদি ধারণের নিষেধ পাওয়া যায়।

৪। না ভায়=ভাল দেখেন না।

৫। আচার=গুরুবুদ্ধিতে আমাকে প্রণাম করা প্রভৃতি অনুষ্ঠান। নতি=প্রণাম।

৬। সত্য কহ=সত্য বলিতেছেন। ৭। গৌরব্রহ্ম=ব্রহ্মানন্দ ভারতী গৌরবর্ণ ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন।

৮। ন্যায়=বিচার।

৯। ব্যাপ্য ব্যাপক ভাবে=সকল দেশ এবং সকল কালে যাহার বৃত্তি, তাহাকে ব্যাপক বলে। ব্যাপকের অধীন অর্থাৎ ব্যাপকের সত্তায় যাহার বৃত্তি অর্থাৎ সত্তা, তাহাকে ব্যাপ্য বলে। ব্রহ্মের অধীন জীবের বৃত্তি অর্থাৎ ব্রহ্মের সত্তায় জীবের সত্তা, এ নিমিত্ত জীব—ব্যাপ্য ; আর সর্ব্বত্র অবাধিতসত্তাহেতু ব্রহ্ম—ব্যাপক।

১। চর্ম্ম ঘুচাইয়া কৈল আমারে শোধন ;
দোঁহার ব্যাপ্য-ব্যাপকত্বে এইত কারণ।

তথাহি মহাভারতে দানধর্ম্মে শতাধিকোনপঞ্চাশত্তমাধ্যায়ে সহস্রনাম্নি একনবতিতমশ্লোকঃ—

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥৫॥

২। এই সব নামের ইঁহ হয় নিজাস্পদ ;
চন্দনাক্ত প্রসাদ-ডোর দ্বিভুজে অঙ্গদ।"
ভট্টাচার্য্য কহে "ভারতী দেখি তোমার জয়";
প্রভু কহে—"যেই কহ সেই সত্য হয়।
৩। গুরুশিষ্যন্যায়ে শিষ্যের সত্য পরাজয়";
৪। ভারতী কহে—"এ নহে, অন্য হেতু হয়।
৫। ভক্ত ঠাঁঞি হার' তুমি এ তোমার স্বভাব ;
৬। আর এক শুন তুমি আপন প্রভাব।
৭। আজন্ম করিনু মুই নিরাকার ধ্যান ;
৮। তোমা দেখি কৃষ্ণ হৈলা মোর বিদ্যমান।
কৃষ্ণনাম স্ফুরে মুখে, মনে নেত্রে কৃষ্ণ ;
৯। তোমাকে তদ্রূপ দেখি হৃদয় সতৃষ্ণ।
১০। বিল্বমঙ্গল কহিল যৈছে দশা আপনার ;
ইহা দেখি সেই দশা হইল আমার।"

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে শান্তভক্তিরসলহর্য্যাং বিল্বমঙ্গলশ্লোকঃ—

অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যাঃ ;
স্বানন্দসিংহাসনলব্ধদীক্ষাঃ।
হঠেন কেনাপি বয়ং শঠেন,
দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন ॥৬॥

প্রভু কহে—"কৃষ্ণে তোমার গাঢ়প্রেমা হয় ;
যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হয়।"
ভট্টাচার্য্য কহে—"তোমার সত্য বচন ;
আগে যদি কৃষ্ণ দেন সাক্ষাৎ দরশন।

অদ্বৈতেতি। অদ্বৈতবীথী তত্ত্বমসীতি নির্ভেদোপাসনা, তস্যাং যে পথিকা উপাসকাস্তৈরুপাস্যাস্তেষাং গুরব ইত্যর্থঃ। এতেন জ্ঞানাতিশয় উক্তঃ। স্বানন্দঃ স্বরূপানন্দ এব সিংহাসনং তস্মিন্ লব্ধা দীক্ষা পূজা যৈস্তে। এতেন ব্রহ্মানুভবসম্পত্তির্বাঞ্জিতা। তথাভূতা অপি বয়ং কেনাপি গোপবধূনাং বিটেন কামকলাদিনা বশীকরণশীলেন শঠেন ধূর্ত্তেন হঠেন বলাৎকারেণ দাসীকৃতাঃ বশীকৃতাঃ গোপাঙ্গনানুগাঃ কৃতা ইত্যর্থঃ। ব্যাজস্তুতিরিয়ং ॥ ৬ ॥

অদ্বয় ব্রহ্মোপাসকদিগের গুরু এবং নিজানন্দসিংহাসনে লব্ধপ্রতিষ্ঠ আমাদিগকে কোন গোপাঙ্গনালম্পট ধূর্ত্ত বলপূর্ব্বক বশীভূত করিল ॥ ৬ ॥

"সুবর্ণবর্ণ" শ্লোকের টীকা ও ব্যাখ্যা আদিলীলা (৩৬) পৃষ্ঠা (৯) শ্লোক দেখুন ॥ ৫ ॥

যেমন বিল্বমঙ্গল নির্বিশেষের উপাসক হইয়াও কৃষ্ণমাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণোপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ ব্রহ্মানন্দ ভারতীও মহাপ্রভুকে নন্দনন্দনরূপে অনুভব করতঃ তন্মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া নির্বিশেষ উপাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

১। চর্ম্ম ঘুচাইয়া…শোধন—যখন তোমার ইচ্ছায় আমার চর্ম্মাম্বর নিবৃত্তি এবং দম্ভত্যাগ পূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধি হইল, তখন এই দুই কারণে আমি তোমার ব্যাপ্য—এবং তুমি আমার ব্যাপক, যেহেতু তোমার ইচ্ছার অধীন আমি।

২। এই সব নামের—"সুবর্ণবর্ণ" প্রভৃতি শ্লোকস্থ নামের। ইঁহ—ইনি অর্থাৎ মহাপ্রভু। নিজাস্পদ—নামের স্থান অর্থাৎ বিষয় বাচ্য। চন্দনাক্ত—চন্দনপ্রক্ষিত। প্রসাদ ডোর—জগন্নাথের প্রসাদি ডোর। দুই বাহুতে অঙ্গদ—তাড় করিয়া ধারণ করিয়াছেন।

৩। ন্যায়ে—বিচারে। শিষ্যের সত্য পরাজয়—শিষ্যেরই পরাজয় হয়, ইহা সত্য। ৪। এ নহে—অর্থাৎ তুমি যে বলিলে গুরুর নিকট শিষ্যের পরাজয় হয়, ইহা নয় ; পরাজয়ের অন্য কারণ আছে। ৫। হার'—পরাজয় স্বীকার কর। ৬। আপন—নিজের অর্থাৎ তোমার।

৭। নিরাকার—নির্বিশেষ ব্রহ্ম। ৮। মোর বিদ্যমান—অর্থাৎ নির্বিশেষের স্ফুরণ না হইয়া সবিশেষ কৃষ্ণেরই স্ফূর্ত্তি হইল।

৯। তদ্রূপ—কৃষ্ণরূপ। সতৃষ্ণ—অর্থাৎ দেখিয়া সাধ মিটে না। ১০। আপনার—বিল্বমঙ্গলের নিজের।

প্রেম বিনা কভু নহে তাঁর সাক্ষাৎকার ;
১। ইঁহার কৃপাতে হয় দর্শন ইঁহার।"
প্রভু কহে—"বিষ্ণু! বিষ্ণু! কি কহ সার্ব্বভৌম?
অতিস্তুতি হয় এই নিন্দার লক্ষণ।"
এত বলি ভারতী লঞা নিজ বাসা আইলা ;
ভারতী-গোসাঞী প্রভুর নিকটে রহিলা।
২। রামভদ্রাচার্য্য আর ভগবান্ আচার্য্য ;
প্রভু পদে রহিলা দুঁহে ছাড়ি সর্ব্ব কার্য্য।
কাশীশ্বর-গোসাঞী আইলা আরদিনে ;
সম্মান করিয়া প্রভু রাখিলা নিজস্থানে।

প্রভুকে করান্ লঞা ঈশ্বর-দর্শন ;
লোকভিড় আগে সব করি নিবারণ।
যত নদ-নদী যৈছে সমুদ্রে মিলয় ;
ঐছে মহাপ্রভুর ভক্ত যাঁহা-তাঁহা হয়।
সবে আসি মিলিলা প্রভুর শ্রীচরণে ;
প্রভু কৃপা করি সবায় রাখেন নিজস্থানে।
—এই ত কহিল প্রভুর বৈষ্ণব-মিলন ;
ইহা যেই শুনে পায় চৈতন্যচরণ।
শ্রীরূপ-রঘুনাথপদে যার আশ ;
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

১। ইঁহার—কৃষ্ণের। ২। ভগবান্ আচার্য্য—কর্ণপূর লিখিয়াছেন ইনি মহাপ্রভুর আবেশ অবতার। শ্রীমহাপ্রভুর প্রতি ইঁহার দৃঢ় অনুরাগ। প্রভু ইঁহার হস্তে ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইতেন।

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে বৈষ্ণবমিলনং নাম
দশম-পরিচ্ছেদঃ।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

অত্যুদ্দণ্ডং তাণ্ডবং গৌরচন্দ্রঃ
কুর্ব্বন্ ভক্তৈঃ শ্রীজগন্নাথগেহে।
নানাভাবালঙ্কৃতাঙ্গঃ স্বধাম্না,
চক্রে বিশ্বং প্রেমবন্যানিমগ্নং ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য! জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈতচন্দ্র! জয় গৌরভক্তবৃন্দ!
আরদিন সার্ব্বভৌম কহে প্রভুস্থানে—
"অভয়-দান দেহ যদি করি নিবেদনে।"

অত্যুদ্দণ্ডমিতি। নানা নানাবিধৈঃ সাত্ত্বিকাদিভির্ভাবৈরলঙ্কৃতমঙ্গং শ্রীমূর্ত্তির্যস্য স গৌরচন্দ্রঃ। শ্রীজগন্নাথস্য গেহে গর্ভমন্দিরসমীপে নাট্যশালায়ামিত্যর্থঃ। অত্যুদ্দণ্ডং যুগপৎ পাদদ্বয়মুৎক্ষিপ্য উর্দ্ধে দণ্ডাকারেণ শরীরধারণং যত্র তদেবাতিশয়িতমিতি, ভক্তৈঃ সহ তথাভূতং উদ্দণ্ডং তাণ্ডবং নৃত্যং কুর্ব্বন্ সন্, স্বধাম্না স্বমাধুর্য্যেণ বিশ্বং প্রেমবন্যায়াং নিমগ্নং চক্রে। গৌরস্য চন্দ্রস্বরূপকেণ প্রেম্নঃ সমুদ্রত্বং ব্যঞ্জিতং। যথা পূর্ণচন্দ্রোদয়ে সমুদ্রঃ অতিশয়েন তরঙ্গিতঃ সন্ উচ্ছলিতো দেশানাপ্লাব্য স্বগর্ত্তে নিমজ্জয়তি, তথা গৌরোঽপি নানাভাবতরঙ্গৈঃ প্রেমসিন্ধুমুচ্ছলিতীকৃত্য তদন্তর্বিশ্বং নিমজ্জয়ামাসেতি ভাবঃ। চক্রে ইত্যাত্মনেপদপ্রয়োগাৎ সোঽপি তেনানন্দাতিশয়মন্বভূদিতি ব্যঞ্জিতং ॥ ১ ॥

শ্রীগৌরচন্দ্র নানাবিধ সাত্ত্বিকাদিভাবে অলঙ্কৃত হইয়া, ভক্তগণের সহিত শ্রীজগন্নাথমন্দিরে অতিশয়িত উদ্দণ্ড নৃত্য করতঃ নিজমাধুর্য্য দ্বারা বিশ্বকে প্রেমবন্যায় নিমগ্ন করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

প্রভু কহে—"কহ তুমি নাহি কিছু ভয় ;
যোগ্য হৈলে করিব, অযোগ্য হইলে নয়।"
সার্ব্বভৌম কহে—"এই প্রতাপরুদ্র রায় ;
উৎকণ্ঠিত হঞা তোমা মিলিবারে চায়।"
কর্ণে হস্ত দিয়া প্রভু স্মরে নারায়ণ—
"সার্ব্বভৌম! কহ কেন অযোগ্য বচন ?
১। সন্ন্যাসী বিরক্ত আমার রাজ-দরশন ;
স্ত্রী-দরশন সম বিষের ভক্ষণ।"

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে অষ্টমাঙ্কে চতুর্বিংশশ্লোকে সার্ব্বভৌমং প্রতি শ্রীচৈতন্যদেববাক্যং—

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য,
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ,
হা হন্ত! হন্ত! বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু ॥২॥

সার্ব্বভৌম কহে—"সত্য তোমার বচন ;
জগন্নাথ-সেবক রাজা কিন্তু ভক্তোত্তম।"
২। প্রভু কহে—"তথাপি রাজা কাল-সর্পাকার,
কাষ্ঠনারী-স্পর্শে যৈছে উপজে বিকার।

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে অষ্টমাঙ্কে পঞ্চবিংশশ্লোকে সার্ব্বভৌমং প্রতি শ্রীচৈতন্যদেববাক্যং—

আকারাদপি ভেতব্যং
স্ত্রীণাং বিষয়িণামপি।
যথাহের্মনসঃ ক্ষোভ-
স্তথা তস্যাকৃতেরপি ॥ ৩॥

৩। ঐছে বাত পুনরপি মুখে না আনিবে ;
কহ যদি, তবে আমায় এথা না দেখিবে।"
ভয় পাঞা সার্ব্বভৌম নিজ ঘরে গেলা ;
৪। হেনকালে প্রতাপরুদ্র পুরুষোত্তম আইলা।

নিষ্কিঞ্চনস্যেতি। নিষ্কিঞ্চনস্য ত্যক্তপরিগ্রহস্য তথা ভগবতো ভজনে উন্মুখস্য আরুরুক্ষোরিত্যর্থঃ। তথা ভবসাগরস্য পরং পারং জিগমিষোর্গন্তুকামস্য মুক্তভক্তমুমুক্ষূণামিত্যর্থঃ। বিষয়িণাং বিষয়াবিষ্টচিত্তানাং, তথা যোষিতাং কামিনীনাঞ্চ, সন্দর্শনং আসক্তিপূর্ব্বকং দর্শনং, হা হন্ত নিন্দায়াং, হন্ত খেদে, বিষভক্ষণতোঽপি অসাধু নিন্দ্যং অকল্যাণকরং। বিষভক্ষণং হি বর্ত্তমানে জন্মনি দেহনাশরূপমনিষ্টং করোতি, বিষয়িণাং স্ত্রীণাঞ্চ সন্দর্শনং চিত্তে তদ্বিষয়িণীং বাসনামুৎপাদ্য প্রেত্যাপ্যনর্থমুৎপাদয়তীতি ॥ ২ ॥

আকারাদপীতি। স্ত্রীণাং বিষয়িণামপি বিষয়িণাঞ্চ আকারাৎ কাষ্ঠপাষাণাদিনির্ম্মিততত্তন্মূর্ত্তেনিষ্কিঞ্চনাদিভির্ভেতব্যং। যথা অহেঃ সর্পাৎ মনসঃ ক্ষোভোভয়ং ভবতি, তথা তস্য সর্পস্যাকৃতেঃ কৃত্রিমাকারাদপি ভয়ং ভবতীতি কৃত্রিমমপি তেষাং দর্শনং সর্ব্বথা বর্জনীয়মিতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

যিনি সর্ব্বত্যাগী, ভগবদ্ভজনে উন্মুখ এবং সংসার-সাগরের অপর পার গমনে ইচ্ছুক, তাঁহার পক্ষে বিষয়ী এবং স্ত্রীর দর্শন বিষপান অপেক্ষাও গর্হিত ॥ ২ ॥

স্ত্রী এবং বিষয়ীর কাষ্ঠ পাষাণাদি-নির্ম্মিত মূর্ত্তি দর্শনেও ভয় করিবে। সর্প-দর্শনে মনের যাদৃশ ক্ষোভ জন্মে, সর্পের কৃত্রিম আকার দর্শনেও তাদৃশ ক্ষোভ হয় ॥ ৩ ॥

বিষপান করিলে সেই জন্মেই দেহটিমাত্র বিনষ্ট হয়, কিন্তু বিষয়ী ও স্ত্রী দর্শন করিলে, তৎসংসর্গে চিত্ত মলিন হয় এবং সেই চিত্তে নানাবিধ দুর্ব্বাসনা জন্মে, ফলে জন্মান্তরে নরক ভোগানন্তর তামস যোনিতে জন্ম হয়,—এইটী মহাপ্রভুর অভিপ্রায় ॥ ২ ॥

অগৃহস্থব্যক্তি স্ত্রী এবং বিষয়ীর সন্দর্শন সর্ব্বথা পরিহার করিবে ॥ ৩ ॥

১। সন্ন্যাসী ...ভক্ষণ—আমি বিরক্ত সন্ন্যাসী, আমার পক্ষে রাজা এবং স্ত্রীর দর্শন বিষভক্ষণ সদৃশ।

২। কাল সর্পাকার—প্রাণনাশক সর্প সদৃশ। ৩। ঐছে বাত—এতাদৃশ কথা।

৪। প্রতাপরুদ্র—ইনি গঙ্গাবংশের শেষ রাজা। ইনি উৎকলদেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম নিষ্কাশিত করেন। যাজপুরে বরাহদেবের মন্দির ইঁহারই নির্ম্মিত। পুরুষোত্তম আইলা—স্বীয় রাজধানী কটক হইতে পুরুষোত্তম পুরীতে আসিলেন।

১। রামানন্দ রায় আইলা গজপতি-সঙ্গে ;
প্রথমেই প্রভুরে আসি মিলিলা বহু রঙ্গে।
রায় প্রণতি কৈল, প্রভু কৈল আলিঙ্গন ;
দুইজনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দন।
রায় সঙ্গে দেখি প্রভুর স্নেহ-ব্যবহার ;
সর্ব্বভক্তগণের মনে হৈল চমৎকার।
রায় কহে—"তোমার আজ্ঞায় রাজাকে কহিল;
তোমার ইচ্ছায় রাজা মোর বিষয় ছাড়াইল।
আমি কহি 'আমা হৈতে না হয় বিষয় ;
চৈতন্য চরণে রহেঁ যদি আজ্ঞা হয়।'
তোমার নাম শুনি রাজা আনন্দিত হৈল ;
আসন হৈতে উঠি মোরে আলিঙ্গন কৈল।
তোমার নাম শুনি তাঁর হৈল প্রেমাবেশ ;
২। মোর হাতে ধরি কহে প্রীতিবিশেষ—
৩। 'তোমার যে বর্ত্তন তুমি খাও সে বর্ত্তন ;
নিশ্চিন্ত হইয়া ভজ চৈতন্য-চরণ।
৪। আমি ছার—যোগ্য নহি তাঁর দরশনে ;
তাঁরে যেই ভজে তার সফল জীবনে।
পরমকৃপালু তিহঁ ব্রজেন্দ্রনন্দন ;
কোন জন্মে মোরে অবশ্য দিবেন দরশন।'
৫। যে তাঁহার প্রেম-আর্ত্তি দেখিনু তোমাতে ;
তার এক লেশ প্রীতি নাহিক আমাতে।"
প্রভু কহে—"তুমি কৃষ্ণভক্তপ্রধান ;
তোমাতে যে প্রীতি করে সেই ভাগ্যবান্।
৬। তোমাকে যে এত প্রীতি হইল রাজার ;
৭। এই গুণে কৃষ্ণ তাঁরে করিবেন অঙ্গীকার।"

তথাহি লঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে ভক্তামৃতে সপ্তমাঙ্কধৃতং আদিপুরাণে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ,
মদ্ভক্তস্য চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমামতাঃ ॥৪॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে একোনবিংশাধ্যায়ে একবিংশশ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—

মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ ॥৫॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা। হে পার্থেত্যনেন 'ত্বন্তু মে পৈতৃষ্বসেয়ত্বাৎ সহজবন্ধুরতস্ত্বাং সত্যং ব্রবীমি' ইত্যর্থঃ। যে মে ভক্তজনাঃ কেবলং মামেব যে ভজন্তি—ন তু মদ্ভক্তান্, তে জনা মম ভক্তাশ্চ ভজন্তোপি ন ভক্তা ভবন্তি। যে তু মদ্ভক্তস্য চ ভক্তাঃ সন্তি তে মম ভক্ততমা মম মতাঃ সম্মতাঃ ॥ ৪ ॥

মদ্ভক্তেঃ কারণং শৃণ্বিত্যাহ—মদ্ভক্তেতি। মম ভক্তস্য পূজা অভ্যধিকা মৎপূজাতোপি, তত্র মম সন্তোষবিশেষাৎ। সর্ব্বভূতেষ্বপি দৃশ্যমানেষু মমৈব মতেস্তত্র স্ফুরণং। ইত্যাদিকন্তু মদ্ভক্তেঃ কারণমিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

হে পার্থ! যাহারা কেবল আমাকেই ভজে, আমি তাহাদিগকে ভক্ত বলিয়া জানি না; কিন্তু যাহারা আমার ভক্তের ভক্ত, তাহাদিগকেই ভক্ততম বলিয়া মানি ॥ ৪ ॥

হে উদ্ধব! আমার পূজা হইতে আমার ভক্তের পূজাই শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বভূতে অন্তর্যামিরূপে আমাকেই জানিবে ॥ ৫ ॥

ভগবদ্ভক্তকে আদর না করিলে ভগবানের সন্তোষ হয় না। পরমভক্ত রামানন্দ রায়ের প্রতি রাজার ঐকান্তিক শ্রদ্ধা দেখিয়া প্রভু রাজাকে যে কৃপা করিবেন, ইহারই প্রতীতি হইল ॥ ৪ ॥

১। গজপতি—গঙ্গাবংশীয় রাজাদিগের একটী উপাধি। ২। প্রীতিবিশেষ—বিশেষপ্রীতিপূর্ব্বক।

৩। বর্ত্তন—বৃত্তি, জীবিকা। খাও সে বর্ত্তন—সে বৃত্তি ভোগ কর। 'তোমার যে বর্ত্তন' এই হইতে 'দিবেন দরশন' এই পর্য্যন্ত রাজার উক্তি। ৪। ছার—হেয়। ৫। 'যে তাঁহার…আমাতে'—রামানন্দ রায়ের উক্তি। তাঁহার—প্রতাপরুদ্র রাজার। প্রেম-আর্ত্তি—তোমার অদর্শন জন্য তোমাতে যে প্রেমময় আর্ত্তি দেখিলাম, তাদৃশ প্রেমের লেশও আমাতে নাই, অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা রাজা তোমাতে অধিকতর প্রীতিমান্।

৬। তোমাকে—তোমাতে। ৭। এই গুণে…অঙ্গীকার—এই বচনের দ্বারা প্রতাপরুদ্রকে যে তিনি অঙ্গীকার করিবেন, তাহারই আশ্বাস দিলেন।

তথাহি শ্রীলঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে পঞ্চমাঙ্কধৃতং পদ্মপুরাণে পার্ব্বতীং প্রতি শিববাক্যং—

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরং।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনং ॥৬॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে বিংশশ্লোকে মৈত্রেয়ং প্রতি বিদুরবচনং—

দুরাপা হ্যল্পতপসঃ সেবা বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু
যত্রোপগীয়তে নিত্যং দেবদেবো জনার্দ্দনঃ ॥৭॥

পুরী, ভারতীগোসাঞী, স্বরূপ, নিত্যানন্দ ;
—চারি গোসাঞীর কৈল রায় চরণাভিবন্দ।
জগদানন্দ-মুকুন্দাদি যত ভক্তগণ ;
যথাযোগ্য সব ভক্তের করিল মিলন।
প্রভু কহে—"রায় দেখিলে কমল-নয়ন ?"
রায় কহে—"এবে যাই পাব দরশন।"
প্রভু বলে—"রায় তুমি কি কার্য্য করিলে !
ঈশ্বর না দেখি কেন আগে এথা আইলে ?"
রায় কহে—"চরণ-রথ হৃদয়-সারথি ;
যাঁহা লঞা যায় তাঁহা যায় জীব রথী।
আমি কি করিব ? মন ইঁহা লঞা আইলা ;
জগন্নাথ-দরশনে বিচার না কৈলা।"
প্রভু কহে—"শীঘ্র গিয়া কর দরশন ;
১। ঐছে ঘর যাই কর কুটুম্ব-মিলন।"
প্রভু-আজ্ঞা পাঞা রায় চলিলা দর্শনে ;
রায়ের প্রেমভক্তি-রীতি বুঝে কোন্ জনে ?

ক্ষেত্রে আসি রাজা সার্ব্বভৌমে বোলাইলা ;
সার্ব্বভৌমে নমস্করি তাঁহারে পুছিলা—
"মোর লাগি প্রভু-পদে কৈলে নিবেদন ?"
২। সার্ব্বভৌম কহে—"কৈনু অনেক যতন।
তথাপি না করে তিহঁ রাজ-দরশন ;
৩। ক্ষেত্র ছাড়ে পুনঃ যদি করি নিবেদন।"
শুনিয়া রাজার মনে দুঃখ উপজিলা ;
বিষাদ করিয়া কিছু কহিতে লাগিলা—
"পাপী-নীচ উদ্ধারিতে তাঁর অবতার ;
শুনি জগাই-মাধাই তেঁহ করিল উদ্ধার।
প্রতাপরুদ্র ছাড়ি করিবেন জগৎ নিস্তার !
এই প্রতিজ্ঞা করি করিয়াছেন অবতার ?"

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে অষ্টমাঙ্কে সপ্তত্রিংশ শ্লোকে সার্ব্বভৌমং প্রতি প্রতাপরুদ্র বাক্যং—

আরাধনানামিতি। সর্ব্বেষাং আরাধনানাং মধ্যে বিষ্ণোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ('বিষ্ণুর্নারায়ণঃ কৃষ্ণ' ইত্যমরাৎ) আরাধনমর্চ্চনং পরং শ্রেষ্ঠং। হে দেবি পার্ব্বতি! তস্মাৎ বিষ্ণোরারাধনাদপি তদীয়ানাং ভক্তানাং সমর্চ্চনং পরতরং প্রশস্ততরং ॥ ৬ ॥

অহো দুর্ল্লভং প্রাপ্তুং মযেত্যাহ—দুরাপা ইতি। অল্পতপসঃ অল্পপুণ্যস্য জনস্য বৈকুণ্ঠস্য শ্রীকৃষ্ণস্য তল্লোকস্য বা বর্ত্মসু মার্গভূতেষু মহৎসু সেবা পরিচর্য্যা দুরাপা প্রাপ্তুমশক্যা। কুতঃ ? যেষু মহৎসু সর্ব্বৈরেব দেবদেবো জনার্দ্দন উপ আধিক্যেন গীয়তে। মহৎসেবয়া হরিকথাশ্রবণং, ততো হরৌ প্রেম, তেন চ দেহাদ্যনুসন্ধানমপি নিবর্ত্তেত ইতি তাৎপর্য্যং ॥ ৭ ॥

হে পার্ব্বতি! সকল আরাধনার মধ্যে বিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ এবং তাহা হইতেও তাঁহার ভক্তের অর্চ্চন অধিকতর শ্রেষ্ঠ ॥ ৬ ॥

যাঁহারা নিরন্তর দেব-দেব জনার্দ্দনের গুণাদি গান করিয়া থাকেন, সেই কৃষ্ণপ্রাপ্তির পথস্বরূপ হরিভক্তের সেবা অল্পপুণ্য ব্যক্তির বড়ই দুর্ল্লভ ॥ ৭ ॥

১। ঐছে—ঐ স্থান হইতে অর্থাৎ জগন্নাথ-মন্দির হইতে। ২। কৈনু—করিলাম। ৩। ক্ষেত্র ছাড়ে—ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিবেন।

অদর্শনীয়ানপি নীচজাতীন্
স বীক্ষতে হন্ত তথাপি নো মাং।
মদেকবর্জ্জং কৃপয়িষ্যতীতি
নির্ণীয় কিং সোঽবততার দেবঃ ॥ ৮ ॥

তাঁর প্রতিজ্ঞা—মোরে না করিবেন্ দর্শন ;
মোর প্রতিজ্ঞা—তাঁহা বিনা ছাড়িব জীবন।
যদি সেই মহাপ্রভুর না পাই কৃপাধন ;
১। কিবা রাজ্য ? কিবা দেহ ? সব অকারণ।"
এত শুনি সার্ব্বভৌম হইলা চিন্তিত ;
রাজার অনুরাগ দেখি হইলা বিস্মিত।
২। ভট্টাচার্য্য কহে—"দেব ! না কর বিষাদ ;
তোমার উপর হবে প্রভুর অবশ্য প্রসাদ।
তেঁহ প্রেমাধীন, তোমার প্রেম গাঢ়তর ;
অবশ্য করিবেন কৃপা তোমার উপর।
তথাপি কহিয়ে আমি এক উপায় ;
সেই উপায় করিয়া মিলহ প্রভুর পায়।
রথযাত্রা-দিনে প্রভু সবভক্ত লঞা ;
রথ-আগে নৃত্য করিবেন প্রেমাবিষ্ট হঞা ॥
প্রেমাবেশে পুষ্পোদ্যানে করিবেন প্রবেশ ;
৩। সেইকালে একলে তুমি ছাড়ি রাজবেশ,
৪। কৃষ্ণরাসপঞ্চাধ্যায়ী করিতে পঠন ;
একলে যাই মহাপ্রভুর ধরিবে চরণ।
বাহ্যজ্ঞান নাহি সেকালে কৃষ্ণ-নাম শুনি ;
আলিঙ্গন করিবেন তোমায় বৈষ্ণব জানি।
রামানন্দ-রায় আজি তোমার প্রেমগুণ ;
প্রভু-আগে কহিল, তাতে ফিরিয়াছে মন।"
শুনি গজপতি-মনে সুখ উপজিল ;
প্রভুরে মিলিতে মনে এই দৃঢ় কৈল।
"স্নানযাত্রা কবে হবে"—পুছিল ভট্টেরে ;
ভট্ট কহে—"তিন দিন আছয়ে যাত্রারে।"
রাজা প্রবোধিয়া ভট্ট গেলা নিজালয় ;
স্নানযাত্রা-দিনে প্রভুর আনন্দ-হৃদয়।
স্নানযাত্রা দেখি প্রভুর হইল বড় সুখ ;
৫। ঈশ্বরের অনবসরে পাইল বড় দুঃখ।
গোপীভাবে প্রভু বিরহে ব্যাকুল হইয়া
আলালনাথ গেলা প্রভু সবারে ছাড়িয়া।
পাছে প্রভুর নিকট আইলা ভক্তগণ ;
৬। 'গৌড় হৈতে ভক্ত আইসে' কৈল নিবেদন।
সার্ব্বভৌম নীলাচলে আইলা প্রভু লঞা ;
'প্রভু আইলেন' রাজা-ঠাঁই কহিলেন গিয়া।
হেনকালে আইলা তথা গোপীনাথাচার্য্য ;
রাজাকে আশীর্ব্বাদ করি কহে "শুন ভট্টাচার্য্য !
গৌড় হৈতে বৈষ্ণব আসিতেছে দুইশত ;
মহাপ্রভুর ভক্ত সব মহাভাগবত।

অদর্শনীয়ানিতি। স গৌর অদর্শনীয়ান্ দ্রষ্টুমনর্হানপি নীচজাতীংশ্চ ম্লেচ্ছাদীন্ বীক্ষতে তেষাং কুশলমাপাদয়িতুং পশ্যতীত্যর্থঃ। ঈক্ষতেবালোচনার্থত্বাৎ। হন্ত খেদে। তথাপি মাং গঙ্গাবংশ্যমপি প্রাপ্তজগন্নাথসেবাধিকারমপি ন বীক্ষতে। মদেকবর্জ্জং মামেকং বর্জয়িত্বা। দ্বিতীয়ায়াশ্চেতি ণমুল্। অন্যান্ সর্ব্বান্ কৃপয়িষ্যতীতি কিং নির্ণীয় প্রতিজ্ঞায়েত্যর্থঃ। স দেবঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোঽবততার প্রপঞ্চে প্রকটোঽভূৎ ॥ ৮ ॥

সেই চৈতন্যদেব দর্শনের অযোগ্য নীচজাতিদিগকেও দর্শন দিতেছেন, হায় ! তথাপি আমাকে দেখা দিলেন না। একমাত্র আমাকে ত্যাগ করিয়া সকল জগৎকে কৃপা করিবেন বলিয়া কি তিনি প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন ? ॥ ৮ ॥

১। অকারণ—নিষ্প্রয়োজন। ২। দেব—এইটী রাজার প্রতি সম্বোধনবাক্য। ৩। একলে—একাকী।
৪। করিতে পঠন—পাঠ করিতে করিতে। ৫। অনবসরে—স্নানযাত্রার পরেই কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত অঙ্গরাগ হয়, সে সময় দর্শনের অবসর অর্থাৎ অবকাশ থাকে না অর্থাৎ কেহই দর্শন পায় না। ৬। গৌড়—এখানে বঙ্গদেশ।

১। নরেন্দ্র আসিয়া সবে হৈল বিদ্যমান ;
তাঁ'সবারে চাহি বাসা-প্রসাদ সমাধান।"
রাজা কহে—"পড়িছাকে আমি আজ্ঞা দিব ;
বাসা আদি যে চাহিয়ে পড়িছা সব দিব।
মহাপ্রভুর গণ যত আইলা গৌড় হৈতে ;
ভট্টাচার্য্য ! একে একে দেখাও আমাতে।"
২। ভট্ট কহে—"অট্টালিকা কর আরোহণ ;
গোপীনাথ চিনেন্ সবাকে করাবেন্ দর্শন।
আমি কাহ নাহি চিনি, চিনিতে মন হয় ;
গোপীনাথ সবারে করাবেন পরিচয়।"
এত বলি তিন জন অট্টালে চড়িলা ;
হেনকালে বৈষ্ণব সব নিকটে আইলা।
৩। দামোদর স্বরূপ গোবিন্দ—দুইজন ;
মালা-প্রসাদ লঞা যায় যাহা বৈষ্ণবগণ।
প্রথমেই মহাপ্রভু পাঠাইলা দুঁহারে ;
রাজা কহে—"দুঁহ কোন্ ? চিনাহ আমারে।"
ভট্টাচার্য্য কহে—"এই স্বরূপদামোদর ;
মহাপ্রভুর হয় ইঁহ দ্বিতীয় কলেবর।
দ্বিতীয় গোবিন্দ ভৃত্য, ইঁহা দোঁহা দিয়া ;
মালা পাঠাঞাছেন প্রভু গৌরব করিয়া।"
আদৌ মালা অদ্বৈতেরে স্বরূপ পরাইল ;
পাছে গোবিন্দ দ্বিতীয় মালা আনি তাঁরে দিল।
তবে গোবিন্দ দণ্ডবৎ কৈল আচার্য্যেরে ;
তাঁরে নাহি চিনেন্ আচার্য্য পুছিল দামোদরে।
দামোদর কহেন—"ইঁহার গোবিন্দ নাম ;
ঈশ্বরপুরীর সেবক অতি গুণবান্।
প্রভুর সেবা করিতে পুরী আজ্ঞা দিল ;
অতএব প্রভু তাঁরে নিকটে রাখিল।"

রাজা কহে—"যাঁরে মালা দিল দুইজন ;
কহত আচার্য্য এই বড় মহান্ত কোন্ জন ?"
আচার্য্য কহে—"ইঁহার নাম অদ্বৈত আচার্য্য ;
মহাপ্রভুর মান্য পাত্র সর্ব্বশিরোধার্য্য।
৪। শ্রীবাস পণ্ডিত ইনি পণ্ডিত বক্রেশ্বর ;
বিদ্যানিধি আচার্য্য উনি পণ্ডিত গদাধর।
আচার্য্যরত্ন ইনি আচার্য্য পুরন্দর ;
গঙ্গাদাস পণ্ডিত উনি পণ্ডিত শঙ্কর।
এই মুরারি গুপ্ত উনি পণ্ডিত নারায়ণ ;
হরিদাস ঠাকুর ইনি ভুবনপাবন।
এই হরি ভট্ট, এই শ্রীনৃসিংহানন্দ ;
এই বাসুদেব দত্ত, এই শিবানন্দ।
গোবিন্দ, মাধব আর বাসুদেব ঘোষ ;
তিন ভাইর কীর্ত্তনে প্রভু পায়েন সন্তোষ।
রাঘব পণ্ডিত, উনি আচার্য্য নন্দন ;
শ্রীমান্ পণ্ডিত, এই শ্রীকান্ত নারায়ণ।
শুক্লাম্বর দেখ, এই শ্রীধর, বিজয় ;
বল্লভ সেন, এই পুরুষোত্তম, সঞ্জয়।
কুলীনগ্রামবাসী এই সত্যরাজ খান্ ;
রামানন্দ আদি—সব দেখ বিদ্যমান।
মুকুন্দ দাস, নরহরি, শ্রীরঘুনন্দন ;
খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব আর সুলোচন।
কতেক কহিব ? এই দেখ যত জন ;
চৈতন্যের গণ সব চৈতন্য জীবন।"
রাজা কহে—"দেখি মোর হৈল চমৎকার ;
বৈষ্ণবের ঐছে তেজঃ দেখি নাহি আর।
কোটিসূর্য্য-সম সব উজ্জ্বলবরণ ;
কভু নাহি দেখি এই মধুর কীর্ত্তন।

১। নরেন্দ্র—নরেন্দ্রসরোবর, পুরীর সমীপবর্ত্তী পবিত্র স্থান।
২। অট্টালিকা—চতুর্দ্দোলা।
৩। স্বরূপদামোদর এবং গোবিন্দ—এই দুই জন।
৪। শ্রীবাস প্রভৃতি ভক্তগণের পরিচয় আদিলীলা (১০) পরিচ্ছেদে দেওয়া হইয়াছে।

ঐছে প্রেম, ঐছে নৃত্য, ঐছে হরিধ্বনি ;
কাহাঁ নাহি দেখি ঐছে কাঁহা নাহি শুনি।"
ভট্টাচার্য্য কহে—"তোমার সত্য বচন ;
চৈতন্যের সৃষ্টি এই প্রেম-সংকীর্ত্তন।
অবতরি চৈতন্য কৈল ধর্ম্ম-প্রচারণ ;
কলিকালে ধর্ম্ম—কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন।
সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁরে করে আরাধন ;
১। সেই ত সুমেধা, আর কলিহত জন।"

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে
নিমিং প্রতি করভাজন-বাক্যং—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥৯॥

রাজা কহে—"শাস্ত্রপ্রমাণ চৈতন্য হয় কৃষ্ণ ;
তবে কেন পণ্ডিত সব তাঁহাতে বিতৃষ্ণ ?"
ভট্ট কহে—"তাঁর কৃপালেশ হয় যাঁরে ;
২। সেই সে তাঁহারে কৃষ্ণ করি লইতে পারে।
তাঁর কৃপা নাহি যাঁরে, পণ্ডিত নহে কেনে ;
দেখিলে শুনিলে তাঁরে ঈশ্বর নাহি মানে।"

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে
২৯ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং—

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ॥১০॥

রাজা কহে—"সবে জগন্নাথ না দেখিয়া ;
চৈতন্যের বাসায় কেন চলিলা ধাইয়া ?"
ভট্ট কহে—"এই স্বাভাবিক প্রেম-রীত ;
মহাপ্রভু মিলিবারে উৎকণ্ঠিত-চিত।
আগে তাঁরে মিলি সবে তাঁরে আগে লৈয়া ;
তাঁর সঙ্গে জগন্নাথ দেখিবেন গিয়া।
রাজা কহে—"ভবানন্দের পুত্র বাণীনাথ ;
মহাপ্রসাদ লঞা সঙ্গে লোক পাঁচ সাত।
মহাপ্রভুর আলয়ে করিল গমন ;
এত মহাপ্রসাদ বা চাহি কি কারণ ?"
ভট্ট কহে—"ভক্তগণ আইল জানিয়া ;
প্রভুর ইঙ্গিতে প্রসাদ যায় তারা লঞা।"
রাজা কহে—"উপবাস-ক্ষৌর তীর্থের বিধান ;
৩। তাহা না করিয়া কেন খান্ অন্নপান ?"
ভট্ট কহে—"তুমি কহ সেই বিধি-ধর্ম্ম ;
এই রাগ-মার্গে আছে সূক্ষ্মধর্ম্ম-মর্ম্ম।
৪। ঈশ্বরের পরোক্ষ আজ্ঞা ক্ষৌর-উপোষণ ;
প্রভুর সাক্ষাৎ-আজ্ঞা প্রসাদভোজন।
তাঁহা উপবাস, যাহা নাহি মহাপ্রসাদ ;
৫। প্রভু-আজ্ঞা প্রসাদ-ত্যাগে হয় অপরাধ।
বিশেষে শ্রীহস্তে প্রভু করে পরিবেশন ;
এত লাভ ছাড়ি কেন করিবে উপোষণ ?
পূর্ব্বে প্রভু প্রসাদান্ন মোরে আনি দিল ;
প্রাতে শয্যায় বসি আমি সেই অন্ন খাইল।
যারে কৃপা করি করে হৃদয়ে প্রেরণ ;
৬। কৃষ্ণাশ্রয়ে সেই ছাড়ে বেদ-লোকধর্ম্ম।"

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে একোনত্রিংশাধ্যায়ে ষট্চত্বারিংশশ্লোকে প্রাচীনবর্হিষং প্রতি নারদবাক্যং—

ব্যাখ্যা। আদিলীলা (৩৭) পৃষ্ঠা (১০) শ্লোক দেখ। কলিযুগে হরিনাম সংকীর্ত্তন দ্বারাই যে ভগবদুপাসনা শ্রেষ্ঠ, ইহাই সপ্রমাণ করিলেন ॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা। মধ্যলীলা, (২৪৫) পৃষ্ঠা (২) শ্লোক দেখ। কৃষ্ণের কৃপা ব্যতীত কৃষ্ণতত্ত্ব জানিতে পারা যায় না, ইহাই তাৎপর্য্য ॥ ১০ ॥

১। আর—অপরে = যাহারা সংকীর্ত্তন যজ্ঞে আরাধনা করেনা।

২। কৃষ্ণ করি লইতে পারে = কৃষ্ণ বলিয়া অনুভব করিতে পারে অর্থাৎ কৃষ্ণ তাহার কাছে শ্যামসুন্দররূপে স্ফুরিত হন্।

৩। পান = পানীয়। ৪। পরোক্ষ = অসাক্ষাৎ অর্থাৎ মনু প্রভৃতি ঋষিগণের মুখে যাহা বলিয়াছেন, তাহা কর্ম্মাঙ্গ। সাক্ষাৎ আজ্ঞা = যাহা নিজমুখে বলিয়াছেন অর্থাৎ প্রসাদভক্ষণ ভক্তির অঙ্গ। কর্ম্মাঙ্গের অনুরোধে ভক্ত্যঙ্গ-ত্যাগ অনুচিত। ৫। প্রসাদত্যাগে = উপস্থিত মহাপ্রসাদ পরিত্যাগে। ৬। কৃষ্ণাশ্রয় = কৃষ্ণের শরণাগতি। বেদলোকধর্ম্ম = বেদধর্ম্ম, কর্ম্মকাণ্ড। লোকধর্ম্ম = স্ত্রীপুত্রাদি ভরণপোষণাদি।

যদা যস্যানুগৃহ্ণাতি
ভগবানাত্মভাবিতঃ।
স জহাতি মতিং লোকে
বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাং ॥১১॥

তবে রাজা অট্টালিকা হৈতে তলে আইলা ;
কাশীমিশ্র পড়িছা পাত্র দোঁহে আনাইলা।
প্রতাপরুদ্র আজ্ঞা দিল সেই দুইজনে—
"প্রভুস্থানে আসিয়াছেন যত প্রভুর গণে।
১। সবারে স্বচ্ছন্দ বাসা স্বচ্ছন্দ প্রসাদ ;
স্বচ্ছন্দে দর্শন করাইও—নহে যেন বাদ।
প্রভুর আজ্ঞা পালিহ দুঁহে সাবধান হঞা ;
২। আজ্ঞা নহে তবু করিহ ইঙ্গিতে বুঝিয়া।"
—এত বলি বিদায় দিল সেই দুইজনে ;
৩। সার্ব্বভৌম দেখি আইলা বৈষ্ণব-মিলনে।
গোপীনাথাচার্য্য ভট্টাচার্য্যসার্ব্বভৌম ;
দূরে হৈতে দেখে প্রভুর বৈষ্ণব-সঙ্গম।

সিংহদ্বার ডাহিনে ছাড়ি সব বৈষ্ণবগণ ;
কাশীমিশ্রগৃহ-পথে করিলা গমন।
হেনকালে মহাপ্রভু নিজগণ সঙ্গে ;
৪। বৈষ্ণব মিলিলা আসি পথে বহুরঙ্গে।
অদ্বৈত করিল প্রভুর চরণ-বন্দন ;
৫। আচার্য্যের কৈল প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন।
প্রেমানন্দে হৈলা দুঁহে পরম অস্থির ;
সময় দেখিয়া প্রভু হৈলা কিছু ধীর।
শ্রীবাসাদি কৈল প্রভুর চরণ বন্দন ;
প্রত্যেকে করিল প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন।
একে একে সর্ব্ব ভক্তের কৈল সম্ভাষণ ;
সবা লঞা অভ্যন্তরে করিলা গমন।
মিশ্রের আবাস সেই হয় অল্পস্থান ;
৬। অসংখ্য বৈষ্ণব তাঁহা হৈল পরিমাণ।
আপন নিকটে প্রভু সবা বসাইল ;
আপনি স্বহস্তে সবায় মালা-চন্দন দিল।
৭। ভট্টাচার্য্য আচার্য্য আইল প্রভু-স্থানে ;
৮। যথাযোগ্য আলাপে মিলিলা সবার সনে।
অদ্বৈতেরে কহে প্রভু মধুর বচনে—
"আজি আমি পূর্ণ হৈলাম তোমার আগমনে।"
অদ্বৈত কহে—"ঈশ্বরের এই স্বভাব হয়।

মহৎসু শ্রদ্ধাতারতম্যাত্তু ভগবদনুগ্রহঃ সময়ভেদমপেক্ষ্য প্রবর্ত্তমানঃ সর্ব্বানিরপেক্ষাং ভক্তিং দদাতীত্যাহ—যদেতি। আত্মনি মহদ্দ্বারা কথাশ্রবণেন শুদ্ধে চিত্তে ভাবিতঃ সন্ যদা যস্যানুগৃহ্ণাতি তদা স লোকে লৌকিকব্যবহারে বেদে চ কর্ম্মকাণ্ডে পরিনিষ্ঠিতামপি মতিং জহাতি পরিত্যজতীত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

মহন্মুখনিঃসৃত হরিকথা শ্রবণ দ্বারা বিশুদ্ধচিত্তে ভাবিত হইয়া ভগবান্ যে কালে যাহার প্রতি অনুগ্রহ করেন, সে কালে সে ব্যক্তি লৌকিক ব্যবহারে এবং কর্ম্মকাণ্ডে বুদ্ধি পরিনিষ্ঠ হইলেও পরিত্যাগ করেন ॥ ১১ ॥

যখন শ্রবণ-কীর্ত্তন দ্বারা চিত্তের বাসনারাশি প্রক্ষালিত হইলে ভগবৎপ্রসাদে ভাবের উদয় হয়, তখন আর লোকব্যবহারে এবং কর্ম্মকাণ্ডে আদর থাকেনা ॥ ১১ ॥

১। স্বচ্ছন্দ ইত্যাদি—তাঁহাদিগের ইচ্ছামত বাসা ও মহাপ্রসাদ দিবে। নহে যেন বাদ=ইহার যেন কোন বাধা না হয়।
২। আজ্ঞা নহে=আজ্ঞা না করিলেও। ইঙ্গিতে=আকারে অর্থাৎ মনোগত ভাব অনুমান করিয়া। ৩। দেখি=দেখিতে।
৪। বৈষ্ণব মিলিলা=গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের সহিত মিলিত হইলেন। ৫। আচার্য্যের=অদ্বৈতাচার্য্যের।
৬। অসংখ্য বৈষ্ণব…পরিমাণ=অবিচিন্ত্য-শক্তিপ্রভাবে অল্পস্থানেই সকলের সমাবেশ হইল। ৭। ভট্টাচার্য্য ও আচার্য্য।
৮। যথাযোগ্য আলাপে=যাহার সহিত যেরূপ আলাপ উচিত সেইরূপে।

যদ্যপি আপনে পূর্ণ সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়।
তথাপিও ভক্ত-সঙ্গে হয় সুখোল্লাস,
ভক্ত সঙ্গে করে নিত্য বিবিধ বিলাস।
১। বাসুদেবে দেখি প্রভু আনন্দিত হঞা,
তারে কিছু কহে তাঁর অঙ্গে হস্ত দিয়া—
"যদ্যপি মুকুন্দ আমা সঙ্গে শিশু হৈতে,
তাহা হৈতে অধিক সুখ তোমাকে দেখিতে।"
বাসু কহে—"মুকুন্দ আদৌ পাইল তোমার সঙ্গ,
২। তোমার চরণ পাইল সেই পুনর্জন্ম।
ছোট হঞা মুকুন্দ এবে হৈল আমার জ্যেষ্ঠ,
তোমার কৃপায় তাতে সর্ব্বগুণে শ্রেষ্ঠ।"
পুনঃ প্রভু কহে—"আমি তোমার নিমিত্তে,
৩। দুই পুস্তক আনিয়াছি দক্ষিণ হইতে।
স্বরূপের কাছে আছে লহ তা' লিখিয়া;"
বাসুদেব আনন্দিত পুস্তক পাইয়া।
প্রত্যেকে বৈষ্ণব সব লিখিয়া লইল,
ক্রমে ক্রমে দুই পুঁথি সর্ব্বত্র ব্যাপিল।
শ্রীবাসাদ্যে কহে প্রভু করি মহাপ্রীত,—
"তোমার চারি ভাইর আমি হই মূল্যক্রীত।"
শ্রীবাস কহেন—"কেন কহ বিপরীত?
কৃপা-মূল্যে চারি ভাই হই তোমার ক্রীত।"
শঙ্করে দেখিয়া প্রভু কহেন দামোদরে,—
৪। "সগৌরব প্রীতি আমার তোমার উপরে।
শুদ্ধ কেবল প্রেম শঙ্কর-উপরে,
অতএব মোর সঙ্গে রাখহ শঙ্করে।"
দামোদর কহে—"শঙ্কর ছোট আমা হৈতে,
এবে আমার বড় ভাই তোমার কৃপাতে।"
৫। শিবানন্দে কহে প্রভু—"তোমার আমাতে
গাঢ় অনুরাগ হয়, জানি আগে হৈতে।"
শুনি শিবানন্দ সেন প্রেমাবিষ্ট হঞা,
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে শ্লোক পড়িঞা।

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে অষ্টমাঙ্কে অশীতিতমশ্লোকে শ্রীভগবচ্চৈতন্যদেবং প্রতি শিবানন্দসেন-বাক্যং—

নিমজ্জতোঽনন্ত ভবার্ণবান্ত-
শ্চিরায় মে কূলমিবাসি লব্ধঃ।
ত্বয়াপি লব্ধং ভগবন্নিদানী-
মনুত্তমং পাত্রমিদং দয়ায়াঃ॥ ১২॥

নিমজ্জত ইতি। হে অনন্ত অপরিচ্ছিন্নবিভূতে! ভবার্ণবস্য সংসারসমুদ্রস্যান্তর্মধ্যে নিমজ্জতঃ—ইতি বর্ত্তমান-প্রয়োগেণ নিমজ্জনস্যানিবৃত্তিঃ সূচিতা। মে মম কর্ত্তৃভূতস্য। ক্তস্য চ বর্ত্তমানে—ইতি কর্ত্তরি ষষ্ঠী। চিরায় চিরকালানন্তরং কদাচিৎ ভবার্ণবস্য তীরমিব ত্বং লব্ধোঽসি প্রাপ্তোঽসি। হে ভগবন্! ত্বয়াপি দয়াবিতরণার্থমতীবেন প্রাপ্তদয়াপাত্রেণাপী-দানীমধুনা অদ্যৈবেত্যর্থঃ। দয়ায়া অনুত্তমং অতীবযোগ্যমিদং মল্লক্ষণং পাত্রং লব্ধং। অয়ং ভাবঃ। দুঃখহরণেচ্ছা দয়া, সা তু দীন এব কর্ত্তুং যুজ্যতে, অতো মত্তুল্যো নান্যোঽস্তি কোঽপি দীনঃ। অতোঽহমেব ভবতঃ কৃপায়া যোগ্যপাত্র-মিতি ভাবঃ॥ ১২॥

হে ভগবন্! আমি অনাদি কাল হইতে এই সংসারসাগরে ডুবিয়াছিলাম, চিরকালের পর অদ্য তাহার তীরস্বরূপ তোমাকে লাভ করিলাম। হে দয়ানিধে! অদ্য তুমিও দয়া করিবার উপযুক্ত পাত্র আমাকে লাভ করিলে॥ ১২॥

পরদুঃখহরণের ইচ্ছাকে দয়া বলে; অতএব দীন-দুঃখীর প্রতিই দয়া হইয়া থাকে। আমার তুল্য দুঃখী আর জগতে কেহই নাই, এই কারণে আমিই তোমার দয়ার একমাত্র যোগ্যপাত্র,—ইহাই এ শ্লোকের তাৎপর্য্য॥ ১২॥

১। বাসুদেব—ইনি মুকুন্দের জ্যেষ্ঠ সহোদর।

২। পুনর্জ্জন্ম—অগ্রে জন্ম হইলে জ্যেষ্ঠ বলে, আমার আগে মুকুন্দের তোমার চরণপ্রাপ্তি রূপ পুনর্জ্জন্ম অর্থাৎ দ্বিতীয় জন্ম হওয়ায়, মুকুন্দ আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হইল। ৩। দুই পুস্তক—ব্রহ্মসংহিতা ও কর্ণামৃত। ৪। সগৌরব—সম্মান-মিশ্রিত। শুদ্ধ—সঙ্কোচ-গৌরবরহিত।

৫। শিবানন্দ—শিবানন্দ সেন। ইনি কুমারহট্টনিবাসী অম্বষ্ঠকুলোৎপন্ন। মহাপ্রভুর সহিত ইঁহার এই প্রথম সাক্ষাৎ।

প্রথমে মুরারিগুপ্ত প্রভু না দেখিয়া,
বাহিরে পড়িয়া আছে দণ্ডবৎ হঞা।
মুরারি না দেখি প্রভু করে অন্বেষণ,
মুরারি লইতে ধাঞা আইল বহুজন।
১। তৃণ দুইগুচ্ছ মুরারি দশনে ধরিয়া,
মহাপ্রভুর আগে গেলা দৈন্যাধীন হঞা।
মুরারি দেখিয়া প্রভু আইলা মিলিতে,
২। পাছে পাছে ভাগে মুরারি লাগিল কহিতে—
"মোরে না ছুঁইও প্রভু! মুই ত পামর,
তোমার স্পর্শযোগ্য নহে এই কলেবর।"
প্রভু কহেন—"মুরারি কর দৈন্য সম্বরণ,
তোমার দৈন্য দেখি মোর বিদীর্ণ হয় মন।"
এত বলি প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন,
নিকটে বসাঞা করে অঙ্গ সম্মার্জ্জন!
আচার্য্যরত্ন, বিদ্যানিধি, পণ্ডিত গদাধর,
গঙ্গাদাস, হরিভট্ট, আচার্য্য পুরন্দর।
প্রত্যেকে সবার প্রভু করি গুণ-গান,
পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গিয়া করিল সম্মান।
সবারে সম্মানি প্রভু হইলা উল্লাস,
হরিদাস না দেখিয়া কহে—"কাঁহা হরিদাস?"
দূর হইতে হরিদাস গোসাঞী দেখিয়া,
৩। রাজপথপ্রান্তে পড়িয়াছে দণ্ডবৎ হঞা।
মিলনস্থানে আসি প্রভুরে না মিলিলা,
রাজপথপ্রান্তে দূরে পড়িয়া রহিলা।
ভক্ত সব ধাঞা আইলা হরিদাসে নিতে,—
"প্রভু তোমায় মিলিতে চাহে, চলহ ত্বরিতে।"
৪। হরিদাস কহে—"আমি নীচ জাতি ছার,
মন্দির-নিকটে যাইতে নাহি অধিকার।
৫। নিভৃতে তোটা-মধ্যে স্থান যদি পাই,
তাঁহা পড়ি রহোঁ, একেলা কাল গোঁয়াই।
৬। জগন্নাথ-সেবক যাঁহা স্পর্শ নাহি হয়,
তাঁহা পড়ি রহোঁ,—মোর এই বাঞ্ছা হয়।"
এই কথা লোক গিয়া প্রভুরে কহিল,
৭। শুনিয়া প্রভুর মনে বড় সুখ হৈল।
হেনকালে কাশীমিশ্র পড়িছা দুইজন,
আসিয়া করিল প্রভুর চরণ-বন্দন।
সর্ব্ব বৈষ্ণব দেখি সুখ বড় পাইলা,
যথাযোগ্য সবা সনে আনন্দে মিলিলা।
৮। প্রভুপদে দুইজনে কৈল নিবেদন—
"আজ্ঞা দেহ বৈষ্ণবেরে করি সমাধান।
সবাকার করিয়াছি বাসগৃহ-স্থান,
মহাপ্রসাদ সবাকারে করি সমাধান।"
প্রভু কহে—"গোপীনাথ! যাহ বৈষ্ণব লঞা,
যাঁহা যাঁহা কহে বাসা দেহ তাঁহা যাঞা।
মহাপ্রসাদান্ন দেহ বাণীনাথ-স্থানে,
সর্ব্ব বৈষ্ণবের ইঁহো করিবে সমাধানে।
আমার নিকটে এই পুষ্পের উদ্যানে,
একখানি ঘর আছে পরম নির্জ্জনে।
সেই ঘর আমাকে দেহ, আছে প্রয়োজন,
নিভৃতে বসিয়া তাহাঁ করিব স্মরণ।"
মিশ্র কহে—"সব তোমার, মাগ কি কারণে?
আপন ইচ্ছায় লহ চাহ যেই স্থানে।
আমি দুই হই তোমার দাস আজ্ঞাকারী,
যেই চাহি, সেই আজ্ঞা দেহ কৃপা করি।"

১। তৃণ দুই ··ধরিয়া—দন্তে তৃণধারণ দৈন্যসূচক, অর্থাৎ আমি তৃণভোজী পশুতুল্য হিতাহিতবোধরহিত—ইহাই বুঝান হইল।
২। পাছে পাছে ভাগে—মহাপ্রভু মুরারির সহিত মিলিত হইবার জন্য সম্মুখে গমন করিতেছেন, মুরারিও তাঁহার অগ্রে না যাইয়া পাছে পাছে অর্থাৎ দূরে দূরে ভাগে অর্থাৎ দৌড়িয়া পলাইতেছে। ৩। প্রান্তে—একধারে। ৪। ছার—হেয় অর্থাৎ অস্পৃশ্য। ৫। তোটা—বাগিচা অর্থাৎ জঙ্গল। একেলা—একাকী। গোঁয়াই—যাপন করিব। ৬। স্পর্শ নাহি হয়—যাহাতে জগন্নাথ-সেবকগণ আমাকে না স্পর্শ করিয়া ফেলেন। ৭। বড় সুখ হৈল—হরিদাসের তাদৃশ দৈন্যশ্রবণে অতিশয় আনন্দিত হইলেন। এতাদৃশ দৈন্য ভক্তির পরিচায়ক। ৮। দুই জনে—পড়িছা দুই জনে।

১। এত কহি দুইজনে বিদায় করিল,
গোপীনাথ বাণীনাথ দুই সঙ্গে দিল।
গোপীনাথে দেখাইল সব বাসাঘর,
বাণীনাথ-ঠাঁই দিল প্রসাদ বিস্তর।
বাণীনাথ আইলা অন্ন-পিঠা লঞা,
গোপীনাথ আইলা বাসা-সংস্কার করিয়া।
মহাপ্রভু কহে—"শুন সর্ব্ব বৈষ্ণবগণ!
নিজ নিজ বাসায় সবে করহ গমন।
২। সমুদ্রস্নান করি কর চূড়া দরশন,
তবে আজি ইঁহা আসি করিবে ভোজন।"
প্রভু নমস্করি সবে বাসায় চলিলা,
গোপীনাথাচার্য্য সবে বাসা-স্থান দিলা।
তবে মহাপ্রভু আইলা হরিদাস-মিলনে,
হরিদাস করে প্রেমে নামসঙ্কীর্ত্তনে।
প্রভু দেখি পড়ে আগে দণ্ডবৎ হঞা,
প্রভু আলিঙ্গন কৈল তাঁরে উঠাইয়া।
দুইজনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দনে,
৩। প্রভু-গুণে ভৃত্য বিকল, প্রভু ভৃত্য গুণে।
হরিদাস কহে—"প্রভু না ছুঁইও মোরে,
মুই নীচ অস্পৃশ্য পরম পামরে।"
প্রভু কহে—"তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে,
তোমার পবিত্রধর্ম্ম নাহিক আমাতে।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্বতীর্থ স্নান,
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ-তপ-দান।
নিরন্তর কর তুমি বেদ-অধ্যয়ন,
দ্বিজ-ন্যাসী হৈতে তুমি পরমপাবন।"

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশা-ধ্যায়ে সপ্তমশ্লোকে কপিলদেবং প্রতি দেবহূতি-বচনং—

অহোবত! শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যং।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যাঃ
ব্রহ্মানূচু র্নাম গৃণন্তি যে তে ॥ ১৩ ॥

এত বলি তাঁরে লঞা গেলা পুষ্পোদ্যানে,
অতি নিভৃতে তাঁরে দিলা বাসা-স্থানে—
"এই স্থানে রহ! কর নাম সঙ্কীর্ত্তন!
প্রতিদিন আসি আমি করিব মিলন।
মন্দিরের চক্র দেখি করিহ প্রণাম,
এই ঠাঁই আসিবে তোমার প্রসাদান্ন।"
নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর, মুকুন্দ;
হরিদাস মিলি সবে পাইল আনন্দ।
সমুদ্রস্নান করি প্রভু আইলা নিজ স্থানে;
অদ্বৈতাদি গেলা সিন্ধু করিবারে স্নানে।
আসি জগন্নাথের কৈল চূড়া-দরশন,
প্রভুর আবাস আইলা করিতে ভোজন।

অহোবত ইতি। তস্মাৎ 'সদ্যঃ সবনায় কল্পতে' ইতি যদুক্তং তদপি ন কিঞ্চিৎ, যতস্তপ-আদিকং সর্ব্বং ত্বন্নাম গ্রহণমাত্রান্তর্ভূতমেব স্যাৎ * যত এব তস্য তন্নামগ্রহীতুস্তপ-আদি কর্ত্তৃভ্যোগরীয়স্ত্বমপি স্যাদিত্যভিপ্রেত্যাহ—অহোবতেতি। অহো আশ্চর্য্যে, বত হর্ষে। যস্য জিহ্বাগ্রে তুভ্যং তব নাম বর্ত্ততে স শ্বপচোপি অতোঽস্মাদেব হেতোর্গরীয়ান্। যৎ যস্মাৎ বর্ত্ততে ইতি বা। কুত ইত্যত আহ—অতএব তপস্তেপুঃ তপঃ কৃতবন্তঃ। জুহুবুঃ হোমং কৃতবন্তঃ। সস্নুঃ তীর্থেষু স্নাতাঃ। আর্য্যাস্ত এব সদাচারাঃ। ব্রহ্ম বেদমানূচুঃ সাঙ্গং বেদমধীতবন্ত ইত্যর্থঃ। তপ-আদিকং ত্বন্নামকীর্ত্তনেঽন্তর্ভূতং, অতস্তে পুণ্যতমা ইত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

যাহার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বিদ্যমান রহিয়াছে, সে চণ্ডাল হইলেও পূজ্যতম। যেহেতু যাঁহারা তোমার নাম গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগের তপস্যা, হোম, সর্ব্বতীর্থে স্নান, সদাচার এবং সামবেদ অধ্যয়ন করা হয় ॥ ১৩ ॥

১। দুই জনে—পড়িছা দুই জনকে। সঙ্গে—পড়িছা দুইজনের সঙ্গে। ২। চূড়া—শ্রীমন্দিরের চূড়া। ৩। বিকল—অধীর। প্রভু ভৃত্যগুণে—প্রভুও ভৃত্যগুণে বিকল হইলেন।

* তপঃ প্রভৃতি সকলই তোমার নামকীর্ত্তনের অন্তর্ভূত রহিয়াছে ॥ ১৩ ॥

সবারে বসাইল প্রভু যোগ্য ক্রম করি ;
আপনি পরিবেশন কৈল গৌরহরি।
অল্প অন্ন নাহি আইসে দিতে প্রভুর হাতে ;
১। দুই তিনের অন্ন দেন এক এক পাতে।
প্রভু না খাইলে কেহ না করে ভোজন ;
২। ঊর্দ্ধহস্তে বসি রহে সর্ব্ব ভক্তগণ।
স্বরূপ গোসাঞী প্রভুকে কৈল নিবেদন—
"তুমি না বসিলে কেহ না করে ভোজন।
তোমার সঙ্গে রহে যত সন্ন্যাসীর গণ ;
গোপীনাথাচার্য্য তাঁরে করিযাছে নিমন্ত্রণ।
আচার্য্য আসিয়াছেন প্রসাদান্ন লঞা ;
পুরী ভারতী আছেন তোমার অপেক্ষা করিয়া।
নিত্যানন্দ ল'য়ে ভিক্ষা করিতে বৈস তুমি ;
বৈষ্ণবের পরিবেশন করিতেছি আমি।"
তবে প্রভু প্রসাদান্ন গোবিন্দ-হাতে দিলা ;
৩। যত্ন করি হরিদাস-ঠাকুরে পাঠাইলা।
আপনে বসিলা সব সন্ন্যাসী লইয়া ;
পরিবেশন করে আচার্য্য হরষিত হঞা।
স্বরূপ, দামোদর আর জগদানন্দ ;
৪। বৈষ্ণবেরে পরিবেশে হইয়া আনন্দ।
নানা পিঠা-পানা খায় আকণ্ঠ ভরিয়া ;
মধ্যে মধ্যে 'হরি' কহে উচ্চ করিয়া।
ভোজন সমাপ্তি হৈল, কৈল আচমন ;
সবারে পরাইল প্রভু মাল্য-চন্দন।
বিশ্রাম করিতে সবে নিজ বাসা গেলা ;
সন্ধ্যাকালে আসি পুনঃ প্রভুকে মিলিলা।
হেনকালে রামানন্দ আইলা প্রভু-স্থানে ;
প্রভু মিলাইল তাঁরে সব বৈষ্ণব সনে।

সবা লঞা গেল প্রভু জগন্নাথালয় ;
কীর্ত্তন আরম্ভ তথা কৈল মহাশয়।
৫। সন্ধ্যা-ধূপ দেখি আরম্ভিল সঙ্কীর্ত্তন ;
পড়িছা আনিয়া দিল মাল্য-চন্দন।
চারিদিকে চারি সম্প্রদায় করে সঙ্কীর্ত্তন ;
মধ্যে নৃত্য করে প্রভু শচীর নন্দন।
অষ্ট মৃদঙ্গ বাজে বত্রিশ করতাল ;
হরিধ্বনি করে সবে, বলে—'ভাল ভাল'।
কীর্ত্তনের ধ্বনি মহামঙ্গল উঠিল ;
চতুর্দ্দশ লোক ভেদি ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল।
কীর্ত্তন-আরম্ভে প্রেম উথলি চলিল ;
নীলাচলবাসী লোক ধাইয়া আইল।
কীর্ত্তন দেখি সবার মনে হৈল চমৎকার ;
কভু নাহি দেখি ঐছে প্রেমের বিকার।
তবে প্রভু জগন্নাথের মন্দির বেড়িয়া ;
৬। প্রদক্ষিণ করি বুলেন নৃত্য করিয়া।
আগে পাছে গান করে চারি সম্প্রদায় ;
৭। আছাড়ের কালে ধরে নিত্যানন্দ-রায়।
অশ্রু, পুলক, স্বেদ, গম্ভীর হুঙ্কার—
প্রেমের বিকার দেখি লোকে চমৎকার।
পিচ্‌কারীর ধারা যেন অশ্রু নয়নে ;
৮। চারিদিকের লোক সব করয়ে সিনানে।
বেড়া নৃত্য মহাপ্রভু করি কতক্ষণ ;
মন্দিরের পাছে রহি করয়ে কীর্ত্তন।
চারিদিকে চারি সম্প্রদায় উচ্চৈঃস্বরে গায় ;
৯। মধ্যে তাণ্ডব নৃত্য করে গৌররায়।
বহুক্ষণ নৃত্য করি প্রভু স্থির হৈলা ;
চারি মহান্তরে তবে নাচিতে আজ্ঞা দিলা।

১। অধিকরূপে পরিবেশন করিলেও প্রভুর অচিন্ত্যপ্রভাবে ভক্ষ্যদ্রব্য অক্ষয় হইয়াছিল। ২। ঊর্দ্ধহস্তে—হস্ত উত্তোলন করিয়া।
৩। হরিদাস ঠাকুরে পাঠাইলা—হরিদাস ঠাকুরের নিমিত্ত প্রসাদান্ন পাঠাইয়া দিলেন। ৪। পরিবেশে—পরিবেশন করেন।
৫। সন্ধ্যা ধূপ—সন্ধ্যাসময়ের ভোগ। ৬। বুলেন—ভ্রমণ করেন। ৭। আছাড়ের কালে—ভাবাবেশে ভূমিতে পতনের সময়।
৮। সিনানে—মহাপ্রভুর অশ্রুজলে সকল লোক স্নান করিল অর্থাৎ ভিজিল। ৯। তাণ্ডব নৃত্য—দিব্যোন্মাদে উদ্দণ্ড নৃত্য।

এক সম্প্রদায়ে নাচে নিত্যানন্দ রায় ;
অদ্বৈত-আচার্য্য নাচে আর সম্প্রদায় ।
আর সম্প্রদায়ে নাচে পণ্ডিত বক্রেশ্বর ;
১। শ্রীনিবাস নাচে আর সম্প্রদা ভিতর ।
মধ্যে রহি মহাপ্রভু করেন দর্শন ;
তাহা এক ঐশ্বর্য্য তাঁর হৈল প্রকটন ।
চারিদিকে নৃত্য-গীত করে যত জন ;
সবে দেখে করে প্রভু আমারে দর্শন ।
চারিজনের নৃত্য দেখিতে প্রভুর অভিলাষ ;
সেই অভিলাষে করে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ ।
২। দর্শনে আবেশ তাঁর দেখি মাত্র—জানে ;
কেমনে চৌদিকে দেখে—ইহা নাহি জানে ।
পুলিন ভোজনে যেন কৃষ্ণ মধ্যস্থলে ;
৩। চৌদিকের সখা কহে—“আমারে নেহালে” ।
৪। নৃত্য করিতে যেই আইসে সন্নিধানে ;
মহাপ্রভু করে তাঁরে দৃঢ় আলিঙ্গনে ।
মহানৃত্য, মহাপ্রেম, মহাসঙ্কীর্ত্তন ;
দেখি প্রেমানন্দে ভাসে নীলাচল-জন ।
গজপতি রাজা শুনি কীর্ত্তন-মহত্ত্ব ;
অট্টালিকা চড়ি দেখে স্বগণ-সহিত ।
কীর্ত্তন দেখিয়া রাজার হৈল চমৎকার !
৫। প্রভুকে মিলিতে উৎকণ্ঠা বাড়িল অপার ।
৬। কীর্ত্তন সমাপ্তি করি দেখি পুষ্পাঞ্জলি ;
সর্ব্ব বৈষ্ণব লঞা প্রভু আইলা বাসা চলি ।
পড়িছা আনিয়া দিল প্রসাদ বিস্তর ;
সবারে বাঁটিয়া তাহা দিলেন ঈশ্বর ।
সবারে বিদায় দিল করিতে শয়ন ;
এইমত লীলা করে শচীর নন্দন ।
যাবৎ আছিলা সবে মহাপ্রভু-সঙ্গে ;
প্রতিদিন এইমত করে কীর্ত্তন-রঙ্গে ।
এই ত কহিল প্রভুর কীর্ত্তন বিলাস ;
যে বা ইহা শুনে, হয় চৈতন্যের দাস ।
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ;
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ।

১। শ্রীনিবাস—শ্রীবাস পণ্ডিত ; বহুস্থলে শ্রীবাস পণ্ডিতকে শ্রীনিবাস বলা হইয়াছে। ইনি শ্রীনিবাসাচার্য্য নহেন।

২। দর্শনে আবেশ…জানে—সকল লোক তাঁর অর্থাৎ মহাপ্রভুর নৃত্যদর্শনে আবেশমাত্র দেখিতেছে, কিন্তু তিনি যে কিরূপে দেখিতেছেন, ইহা জানিতে পারিতেছে না। শ্রীকৃষ্ণ যখন পুলিনভোজন করিয়াছিলেন, তখন চতুর্দ্দিকে বয়স্যবর্গ বসিয়াছিলেন, মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ অবস্থিত ছিলেন ; কিন্তু সকল সখাই মনে করিয়াছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ আমাকেই দেখিতেছেন, তদ্রূপ মহাপ্রভুও আমারই নৃত্য দেখিতেছেন, ইহাই চারি সম্প্রদায়ের লোক জানিয়াছিলেন। ৩। নেহালে=নেহারে, দেখিতেছেন। ৪। যেই—যে ব্যক্তি।

৫। বাড়িল অপার—পূর্ব্ব হইতে রাজার দর্শনোৎকণ্ঠা ছিল। সম্প্রতি কীর্ত্তন দেখিয়া অপার বাড়িল অর্থাৎ অতিশয় বৃদ্ধি পাইল।

৬। পুষ্পাঞ্জলি=ফুলের বেশ, ইহা শয়নের পূর্ব্বে হয়।

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে বেড়াকীর্ত্তনবিলাস-বর্ণনং নাম

একাদশ পরিচ্ছেদঃ ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরমাত্মবৃন্দৈঃ
সম্মার্জ্জয়ন্ ক্ষালনতঃ স গৌরঃ ;
স্বচিত্তবচ্ছীতলমুজ্জ্বলঞ্চ
কৃষ্ণোপবেশৌপয়িকং চকার ॥ ১ ॥

জয়-জয় গৌরচন্দ্র ! জয় নিত্যানন্দ !
জয়াদ্বৈতচন্দ্র ! জয় গৌরভক্তবৃন্দ !

পূর্ব্বে দক্ষিণ হৈতে প্রভু যবে আইলা ;
তাঁরে মিলিতে গজপতি উৎকণ্ঠিত হৈলা।
কটক হৈতে পত্রী দিল সার্ব্বভৌম ঠাঁই—
"প্রভু-আজ্ঞা হয় যদি দেখিবারে যাই।"
ভট্টাচার্য্য লিখিল—"প্রভুর আজ্ঞা না হইল" ;
পুনরপি রাজা তাঁরে পত্রী পাঠাইল—
"প্রভুর নিকট আছে যত ভক্তগণ ;
মোর লাগি তাঁ'সবারে করিহ নিবেদন।
সেই সব দয়ালু মোরে হইয়া সদয় ;
মোর লাগি প্রভুপদে করেন বিনয়।
১। তাঁ'সবার প্রসাদে মিলোঁ শ্রীপ্রভুর পায় ;
২। প্রভুকৃপা বিনা মোর রাজ্য নাহি ভায়।
যদি মোরে কৃপা না করিবে গৌরহরি ;
৩। রাজ্য ছাড়ি যোগী হই হইব ভিখারী।"
ভট্টাচার্য্য পত্রী দেখি চিন্তিত হইয়া ;
৪। ভক্তগণ পাশ গেলা সেই পত্রী লইয়া।
সবারে মিলিয়া কহিল রাজ-বিবরণ ;
পাছে সেই পত্রী সবারে করাইল দর্শন।
পত্রী দেখি সবার মনে হইল বিস্ময়—
'প্রভুপদে গজপতির এত ভক্তি হয় !'
সবে কহে—"প্রভু তাঁরে কভু না মিলিবে ;
আমি-সব কহি যদি দুঃখ মানিবে।"
সার্ব্বভৌম কহে—"সবে চল একবার ;
৫। মিলিতে না কহিব, কহিব রাজ-ব্যবহার।"
এত বলি সবে গেলা মহাপ্রভুর স্থানে ;
কহিতে উন্মুখ সবে, না কহে বচনে।
প্রভু কহেন—"কি কহিতে সবার আগমন ?
দেখিয়া কহিতে চাহ, না কহ কি কারণ ?"
নিত্যানন্দ কহে—"তোমায় চাহি নিবেদিতে ;
না কহিলে রহিতে নারি, কহিতে ভয় চিত্তে।
যোগ্যাযোগ্য সব তোমায় চাহি নিবেদিতে,
তোমা না মিলিলে রাজা চাহে যোগী হৈতে।"
যদ্যপি শুনিয়া প্রভুর কোমল হইল মন,
তথাপি বাহিরে কহেন নিষ্ঠুর বচন—
"তোমা-সবার ইচ্ছা এই আমারে লইয়া,
রাজাকে মিলহ ইহোঁ কটকেতে গিয়া।
পরমার্থ থাকুক্ লোকে করিবে নিন্দন,
লোকে রহু, দামোদর করিবে ভর্ৎসন।

শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরমিতি। স প্রসিদ্ধো গৌর আত্মবৃন্দৈর্ভক্তবর্গৈঃ সহ গুণ্ডিচামন্দিরং প্রথমং সম্মার্জ্জয়ন্ পশ্চাৎ ক্ষালনতঃ প্রক্ষালনেন সংশোধ্য ইত্যর্থঃ। স্বেষাং স্বীয়ানাং ভক্তানাং চিত্তবৎ শীতলং উজ্জ্বলঞ্চ কৃত্বেত্যর্থঃ। কৃষ্ণস্য উপবেশৌপয়িকং যোগ্যং চকার। যথা স্বভক্তানাং চিত্তং প্রথমং শ্রবণকীর্ত্তনাদিনা সংশোধ্য পশ্চাৎ প্রেমবারিণা আর্দ্রীকৃত্য উজ্জ্বলং শীতলঞ্চ বিধায় শ্রীকৃষ্ণবাসোপযোগ্যং করোতি তদ্বদিতি শ্লেষালঙ্কারঃ ॥ ১ ॥

সেই প্রসিদ্ধ গৌরহরি নিজভক্তগণের সহিত গুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন ও প্রক্ষালন করতঃ নিজভক্তের চিত্তের ন্যায় শীতল ও নির্ম্মল করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের উপবেশনের উপযুক্ত করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

১। মিলোঁ—মিলিতে পারি। ২। ভায়—ভাল লাগে না। ৩। হই—হইয়া। ৪। পাশ—পার্শ্বে, নিকটে। ৫। কহিব রাজ-ব্যবহার—মহাপ্রভুর সহিত মিলিতে না পারিলে রাজা যেরূপ করিবেন অর্থাৎ রাজ্যত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবেন—এই কথা বলিব মাত্র।

তোমা-সবার আজ্ঞায় আমি না মিলি রাজারে,
দামোদর কহে যদি তবে মিলি তাঁরে ।"
দামোদর কহে—"তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর,
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সব তোমার গোচর ।
আমি কোন্ ক্ষুদ্র জীব তোমারে বিধি দিব ?
আপনি মিলিবে তাঁরে তাহাও দেখিব ।
রাজা তোমায় স্নেহ করে, তুমি স্নেহ-বশ,
তাঁর স্নেহে করাবে তোমায় তাঁহার পরশ ।
যদ্যপি ঈশ্বর তুমি পরমস্বতন্ত্র,
১। তথাপি স্বভাবে হও প্রেমপরতন্ত্র ।"
নিত্যানন্দ কহে—"ঐছে হয় কোন্ জন,
যে তোমারে কহে 'কর রাজ-দরশন' ?
কিন্তু অনুরাগী লোকের স্বভাব এক হয়,
২। ইষ্ট না পাইলে নিজ প্রাণ সে ছাড়য় ।
৩। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণী হয় তাহাতে প্রমাণ,
কৃষ্ণ লাগি পতি-আগে ছাড়িলেক প্রাণ ।
এক যুক্তি আছে যদি কর অবধান,
তুমিহ না মিল তাঁরে, রহে তাঁর প্রাণ,—
এক বহির্ব্বাস যদি দেহ কৃপা করি,
তাহা পাঞা প্রাণ রাখে তোমার আশ ধরি ।"
৪। প্রভু কহেন—"তুমি সব পরমবিদ্বান্,
যেই ভাল হয়, সেই কর সমাধান ।"
তবে নিত্যানন্দ-গোসাঞী গোবিন্দের পাশ,
মাগিয়া লইল প্রভুর এক বহির্ব্বাস ।
সেই বহির্ব্বাস সার্ব্বভৌম-পাশ দিল,
সার্ব্বভৌম সেই বস্ত্র রাজারে পাঠাইল ।
বস্ত্র পাঞা রাজার হৈল আনন্দিত মন,
প্রভু-রূপ করি করে বস্ত্রের পূজন ।
রামানন্দ রায় যবে দক্ষিণ হৈতে আইলা,
প্রভু সঙ্গে রহিতে রাজাকে নিবেদিলা ।
তবে রাজা সন্তোষে তাঁহারে আজ্ঞা দিলা,
আপন মিলন লাগি কহিতে লাগিলা—
"মহাপ্রভু মহাকৃপা করেন তোমারে,
৫। মোরে মিলিবারে অবশ্য সাধিবে তাঁহারে ।"
৬। একসঙ্গে দুইজন ক্ষেত্রে যবে আইলা,
রামানন্দ রায় যবে প্রভুরে মিলিলা ।
প্রভুপদে প্রেমভক্তি জানাইল রাজার,
৭। প্রসঙ্গ পাইয়া ঐছে কহে বারবার ।

১। প্রেমপরতন্ত্র—প্রেমের অধীন। ভগবানের স্বরূপভূত হ্লাদিনী শক্তির সারাংশ প্রেম, তাহার অধীন হইলেও তত্ত্বতঃ ঈশ্বর স্বতন্ত্র হইলেন। ২। ইষ্ট—অনুরাগের বিষয়।

৩। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণী ... প্রাণ—একদা শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করিতে বৃন্দাবন হইতে দূর দেশে উপস্থিত হন, সেই সময়ে সহচর গোপগণ অতিশয় পরিশ্রমে শ্রীকৃষ্ণের ক্ষুধা অনুমান করিয়া স্বীয় ক্ষুধাচ্ছলে তাঁহার নিকট অন্ন প্রার্থনা করেন। শ্রীকৃষ্ণ গোপগণের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া বলিলেন এই স্থানের নিকটবর্ত্তী দেশে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ স্বর্গ কামনা করিয়া আঙ্গিরস সত্র যাগ করিতেছেন, তোমরা সেই স্থানে গমন করিয়া আর্য্য বলদেব এবং আমার নাম কীর্ত্তন করতঃ সেই যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদিগের নিকট অন্ন প্রাথনা কর। গোপেরা শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞানুসারে যজ্ঞস্থানে গমনপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রাম-কৃষ্ণের নিমিত্ত অন্নপ্রার্থনা করেন,তাহাতে ব্রাহ্মণগণ 'হাঁ' কি 'না' কিছুই বলিলেন না। গোপগণ নিরাশ হইয়া রাম কৃষ্ণের নিকট আগমনকরতঃ সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণের প্রেরণায় গোপগণ ব্রাহ্মণপত্নীগণের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণতিপূর্ব্বক বলিলেন—হে দ্বিজ সতীগণ, রাম-কৃষ্ণ গোচারণ করিতে করিতে এই স্থানের নিকটবর্ত্তী দেশে সমাগত হইয়া ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছেন, অতএব তাঁহাদিগকে অন্ন প্রদান করুন। ব্রাহ্মণপত্নীগণ পূর্ব্ব হইতেই শ্রীকৃষ্ণগুণশ্রবণে তাঁহাতে অনুরাগিণী ছিলেন। তাঁহার আগমনবার্ত্তা শ্রবণমাত্রেই পতি, পুত্র, ভ্রাতা এবং বন্ধুবর্গের বাধা গণনা না করিয়া নানাবিধ উপাদেয় অন্নাদির সহিত রামকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে কোন দ্বিজপত্নী স্বামী কর্ত্তৃক গৃহে রুদ্ধা হইয়া যথাশ্রুত শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি হৃদয়ে আলিঙ্গন করতঃ কর্ম্মানুবদ্ধ দেহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীভাগবতে ১০ স্কন্ধে ২৩ অধ্যায়ে ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে।

৪। তুমি সব—তোমরা সকলে। ৫। সাধিবে—অনুরোধ করিবে, সন্তোষ উৎপাদন করিবে।

৬। দুইজন—প্রতাপরুদ্র এবং রামানন্দ। যবে—যে সময়ে।

৭। প্রসঙ্গ—বলিবার অবসর। ঐছে—এইরূপ অর্থাৎ মহাপ্রভুতে রাজার প্রেমভক্তির কথা।

রাজমন্ত্রী রামানন্দ ব্যবহারে নিপুণ ;
রাজপ্রীতি কহি দ্রবাইল প্রভুর মন।
উৎকণ্ঠাতে প্রতাপরুদ্র নারে রহিবারে ;
রামানন্দে সাধিলেন প্রভু মিলিবারে।
রামানন্দ প্রভু-পায় কৈল নিবেদন—
"একবার প্রতাপরুদ্রে দেখাহ চরণ।"
প্রভু কহে—"রামানন্দ, কহ বিচারিয়া ;
১। রাজাকে মিলিতে যুয়ায় সন্ন্যাসী হইয়া ?
২। রাজার মিলনে ভিক্ষুকের দুইলোক নাশ ;
৩। পরলোক, বহু লোকে করে উপহাস।"
রামানন্দ কহে—"তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র ;
কারে তোমার ভয় ? তুমি নহ পরতন্ত্র।"
প্রভু কহে—"আমি মনুষ্য, আশ্রমে সন্ন্যাসী ;
কায়মনোবাক্যে ব্যবহারে ভয় বাসি।
শুক্লবস্ত্রে মসিবিন্দু যৈছে না লুকায় ;
সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্ব্বলোকে গায়।"
৪। রায় কহে—"কত পাপীর করিয়াছ অব্যাহতি,
ঈশ্বরসেবক তোমার ভক্ত গজপতি।"
প্রভু কহে—"পূর্ণ যৈছে দুগ্ধের কলস ;
সুরাবিন্দুপাতে কেহ না করে পরশ।
যদ্যপি প্রতাপরুদ্র সর্ব্বগুণবান্ ;
তাঁহারে মলিন কৈল এক 'রাজা'-নাম।
তথাপি তোমার যদি অত্যাগ্রহ হয় ;
তবে আনি মিলাহ তুমি তাঁহার তনয়।
৫। 'আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ' এই শাস্ত্রবাণী ;
পুত্রের মিলনে যেন মিলিল আপনি।"
তবে রায় যাই সব রাজারে কহিলা ;
প্রভুর আজ্ঞায় তাঁর পুত্র লঞা আইলা।
সুন্দর রাজার পুত্র—শ্যামল বরণ ;
কিশোর বয়স, দীর্ঘ কমলনয়ন।
পীতাম্বর ধরে, অঙ্গে রত্ন-আভরণ ;
৬। শ্রীকৃষ্ণস্মরণে তিঁহ হৈল উদ্দীপন।
তাঁরে দেখি মহাপ্রভুর কৃষ্ণস্মৃতি হৈলা ;
প্রেমাবেশে তাঁরে মিলি কহিতে লাগিলা—
"এই মহাভাগবত ! যাঁহার দর্শনে,
ব্রজেন্দ্রনন্দন-স্মৃতি হয় সর্ব্বজনে।
কৃতার্থ হইলাঙ্ আমি ইঁহার দর্শনে"—
এত বলি পুনঃ তাঁরে কৈল আলিঙ্গনে।
প্রভুস্পর্শে রাজপুত্রের হৈল প্রেমাবেশ ;
স্বেদ-কম্প-অশ্রু-স্তম্ভ-পুলক বিশেষ।
'কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ !' কহে, নাচে, করয়ে রোদন ;
তাঁর ভাগ্য দেখি শ্লাঘা করে ভক্তগণ।
তবে মহাপ্রভু তাঁরে ধৈর্য্য করাইল—
"নিত্য আসি আমায় মিলিহ" এই আজ্ঞা দিল।
বিদায় হইয়া রায় আইলা রাজপুত্র লঞা ;
৭। রাজা সুখ পাইল পুত্রের চেষ্টা দেখিয়া।
পুত্র আলিঙ্গন করি প্রেমাবিষ্ট হৈলা ;
সাক্ষাৎ-স্পর্শন যেন মহাপ্রভুর পাইলা।
সেই হৈতে ভাগ্যবান্ রাজার নন্দন ;
প্রভুভক্তগণ মধ্যে হৈলা একজন।
এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণসঙ্গে ;
নিরন্তর ক্রীড়া করে সঙ্কীর্ত্তনরঙ্গে।
আচার্য্যাদি-ভক্ত করে প্রভু-নিমন্ত্রণ ;
তাঁহা তাঁহা ভিক্ষা করে লঞা ভক্তগণ।
এইমত নানারঙ্গে দিন কত গেল ;
জগন্নাথের রথযাত্রা নিকট হইল।

১। যুয়ায় = যোগ্য অর্থাৎ উচিত হয় কি ? ২। দুইলোক = ইহলোক ও পরলোক।
৩। লোকে = ইহলোকে। ৪। অব্যাহতি = পাপ হইতে উদ্ধার।
৫। 'আত্মা বৈ জায়তে পুত্র' = স্বয়ংই পুত্ররূপে প্রাদুর্ভূত হন্।
৬। তিঁহ = রাজপুত্র। ৭। চেষ্টা = প্রেমের অনুভাব।

প্রথমেই প্রভু কাশীমিশ্রেরে আনিয়া,
পড়িছা-পাত্র সার্ব্বভৌমে আনিল ডাকিয়া।
তিনজন পাশে প্রভু হাসিয়া কহিল—
গুণ্ডিচা-মন্দির মার্জ্জন সেবা মাগি নিল।
পড়িছা কহে—"আমি-সব সেবক তোমার,
যে তোমার ইচ্ছা, সেই কর্ত্তব্য আমার,
বিশেষে রাজার আজ্ঞা হইয়াছে আমারে,
প্রভুর যেই ইচ্ছা, সেই শীঘ্র করিবারে।
তোমার যোগ্য সেবা নহে মন্দিরমার্জ্জন,
এও এক লীলা, কর যে তোমার মন।
কিন্তু ঘট-সম্মার্জ্জনী বহুত চাহিয়ে,
আজ্ঞা দেহ আজি সব ইঁহা আনি দিয়ে।"
তবে একশত ঘট, শত সম্মার্জ্জনী
নূতন,—প্রভুর আগে পড়িছা দিল আনি।
আর দিন প্রভাতে প্রভু লঞা নিজ গণ,
শ্রীহস্তে সবার অঙ্গে লেপিলা চন্দন।
১। শ্রীহস্তে সবারে দিল একৈক মার্জ্জনী;
সব গণ লঞা প্রভু চলিলা আপনি।
গুণ্ডিচামন্দিরে গেলা করিতে মার্জ্জন,
প্রথমে মার্জ্জনী লঞা করিল শোধন।
ভিতর-মন্দির-উপর সকল মাঞ্জিল,
২। সিংহাসন মাজি চারি ভিত শোধিল।
ছোট বড় মন্দির কৈল মার্জ্জন শোধন,
৩। পাছে তৈছে শোধিল শ্রীজগমোহন।
চারিদিকে শত ভক্ত সম্মার্জ্জনী করে,
৪। আপনি শোধেন প্রভু, শিখান সবারে।
প্রেমোল্লাসে শোধেন লয়েন 'কৃষ্ণ'নাম,
৫। ভক্তগণ 'কৃষ্ণ' কহে, করে নিজ কাম।
ধূলায় ধূসর তনু দেখিতে শোভন,
৬। কাঁহা কাঁহা অশ্রুজলে করে সম্মার্জ্জন।
৭। ভোগমন্দির শোধি' শোধিল প্রাঙ্গণ,
সকল আবাস ক্রমে করিল শোধন।
৮। তৃণ-ধূলি-ঝিঁকুর সব একত্র করিয়া,
বহির্ব্বাসে বান্ধি ফেলায় বাহির করিয়া।
৯। এইমত ভক্তগণ করি নিজ বাসে,
তৃণ-ধূলি বাহিরে ফেলায় পরম হরিষে।
প্রভু কহে—"কে কত করিয়াছে সম্মার্জ্জন,
তৃণ-ধূলি দেখিলে জানিব পরিশ্রম।"
১০। সবার ঝাঁটি আনি বোঝা একত্র করিল,
সবা হৈতে প্রভুর বোঝা অধিক হইল।
এইমত অভ্যন্তর করিল মার্জ্জন,
পুনঃ সবাকারে দিল করিয়া বণ্টন—
"সূক্ষ্ম ধূলি-তৃণ-কাঁকর সব কর দূর,
ভালমতে শোধ সবে প্রভুর অন্তঃপুর।"
সব বৈষ্ণব লঞা যবে দুইবার শোধিল,
দেখি মহাপ্রভুর মনে সন্তোষ হইল।
আর শতজন শতঘটে জল ভরি'
১১। প্রথমেই লঞা আছে কালাপেক্ষা করি।
"জল আন" বলি যবে মহাপ্রভু কৈল,
তবে শত ঘট আনি প্রভু আগে দিল।
প্রথমে করিল প্রভু মন্দির প্রক্ষালন,
১২। ঊর্দ্ধ অধো ভিত্তি গৃহমধ্য সিংহাসন।
১৩। খাপরা ভরিয়া জল ঊর্দ্ধে চালাইল,
সেই জলে ঊর্দ্ধে সব ভিত্তি প্রক্ষালিল।

১। মার্জ্জনী—সম্মার্জ্জনী, ঝাঁটা, খেংরা। ২। সিংহাসন—রত্নবেদি। মাজি—মার্জ্জন করিয়া। ভিত—দেওয়াল। ৩। জগমোহন—গর্ভ-মন্দিরের সম্মুখস্থ নাটমন্দির বা বারান্দা। ৪। আপনি...সবারে—স্বয়ং ধুইতেছেন ও সকলকে ধুইতে শিখাইতেছেন।
৫। নিজ কাম—এখানে মন্দির মার্জ্জনই নিজ কার্য্য। ৬। কাঁহা কাঁহা—কোন্ কোন্ স্থানে। ৭। প্রাঙ্গণ—উঠান।
৮। ঝিঁকুর—কাঁকর। ৯। করি নিজ বাসে—আপন আপন বহির্ব্বাসে করিয়া। ১০। ঝাঁটি—ঝেঁটান ধূলি। ১১। কালাপেক্ষা করি—প্রক্ষালনের কাল অপেক্ষা করিয়া। ১২। ঊর্দ্ধ...সিংহাসন—ঊর্দ্ধভিত্তি, অধোভিত্তি (নীচের ভিত) গৃহমধ্য এবং সিংহাসন (বেদী)।
১৩। খাপরা—ঘটকপাল খণ্ড।

আপনি করেন সিংহাসন প্রক্ষালন,
আপনি করেন সিংহাসনের মার্জ্জন।
ভক্তগণ করে গৃহ-মধ্য প্রক্ষালন,
নিজ নিজ হস্তে করে মন্দির মার্জ্জন।
কেহ জল আনি দেয় মহাপ্রভুর করে,
১। কেহ ছলে দেয় তাঁর চরণ উপরে।
কেহ লুকাইয়া করে সেই জল পান,
কেহ মাগি লয়, কেহ করে অন্যে দান।
২। ঘর ধুই প্রণালিকায় জল ছাড়ি দিল,
সেই জলে প্রাঙ্গণ সব ভরিয়া রহিল।
নিজ বস্ত্রে কৈল প্রভু গৃহ সম্মার্জ্জন,
নিজ বস্ত্রে মহাপ্রভু মাজিল সিংহাসন।
শতঘট-জলে হৈল মন্দিরমার্জ্জন,
মন্দির শোধিয়া কৈল যেন নিজ মন।
নির্ম্মল শীতল স্নিগ্ধ করিল মন্দিরে,
আপন হৃদয় যেন ধরিল বাহিরে।
শত শত জন জল ভরে সরোবরে,
ঘাটে স্থান নাহি কেহ কূপে জল ভরে।
পূর্ণ কুম্ভ লঞা আইসে শত ভক্তগণ,
শূন্য ঘট লঞা যায় আর শত জন।
৩। নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, স্বরূপ, ভারতী, পুরী,
ইঁহা বিনা আর সব আনে জল ভরি।
ঘটে ঘটে ঠেকি কত ঘট ভাঙ্গি গেল,
শত শত ঘট তাঁহা লোক লঞা আইল।
জল ভরে, ঘট ভাঙ্গে, করে হরিধ্বনি,
'কৃষ্ণ' 'হরি' ধ্বনি বিনা আর নাহি শুনি।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহি করে ঘট সমর্পণ,
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহি করে ঘটের প্রার্থন।
যেই যেই কহে, সেই কহে 'কৃষ্ণ' নামে,
'কৃষ্ণ' নাম হইল সঙ্কেত সব কামে।
প্রেমাবেশে প্রভু কহে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' নাম,
একেলা করেন প্রেমে শতজনের কাম।
শত হাতে করেন যেন ক্ষালন মার্জ্জন,
প্রতি জন পাশে যাই করান্ শিক্ষণ।
ভাল কর্ম্ম দেখি তাঁরে করে প্রশংসন,
৪। মনে না মানিলে করে পবিত্র ভর্ৎসন—
"তুমি ভাল করিয়াছ শিখাহ অন্যেরে,
এইমত ভাল কর্ম্ম সেও যেন করে।"
এ কথা শুনিয়া সবে সঙ্কুচিত হঞা,
ভালমতে কর্ম্ম করে সবে মন দিয়া।
তবে প্রক্ষালন কৈল শ্রীজগমোহন,
ভোগমন্দির তবে কৈল প্রক্ষালন।
৫। নাটশালা ধুই, ধুইল চত্বর-প্রাঙ্গন,
পাকশালা আদি সব কৈল প্রক্ষালন।
মন্দিরের চতুর্দ্দিক প্রক্ষালন কৈল,
সব অন্তঃপুর ভালমতেতে ধুইল।
হেনকালে গৌড়িয়া এক সুবুদ্ধি সরল,
প্রভুর চরণযুগে দিল ঘট জল।
সেই জল লইয়া আপনি পান কৈল,
তাহা দেখি প্রভুর মনে দুঃখ-রোষ হৈল।
যদ্যপি গোসাঞী তারে হইয়াছে সন্তোষ,
৬। শিক্ষা লাগি তথাপিও করিলেন রোষ।
৭। স্বরূপ গোসাঞী ডাকি কহিলেন তাঁরে—
"এই দেখ তোমার গৌড়িয়ার ব্যবহারে।

১। ছলে—হাতে দিতে উদ্যত করিয়া গ্রহণের পূর্ব্বে ঘট আবর্ত্তিত করিয়া মহাপ্রভুর চরণে জল প্রদান করিতে লাগিলেন; [illegible] দৈবাৎ জল পতিত হইল—এই ভাবের অনুকরণ করিলেন।

২। ধুই—ধুইয়া। ৩। ভারতী—ব্রহ্মানন্দ ভারতী। পুরী—পরমানন্দ পুরী। ৪। মনে না মানিলে—[illegible] ভর্ৎসন—প্রশংসাচ্ছলে ভর্ৎসন। যথা—তুমি ভাল করিয়াছ, ইত্যাদি। ৫। নাটশালা—নাটমন্দির।

৬। শিক্ষা লাগি—লোককে শিক্ষা দিবার জন্য। ৭। তাঁরে—স্বরূপ গোসাঞীকে।

ঈশ্বরমন্দিরে মোর পদ ধুয়াইল,
সেই জল আপনি লইয়া পান কৈল।
এই অপরাধে মোর কাঁহা হইবে গতি ?
১। তোমার গৌড়িয়া করে এতেক ফৈজতি।"
তবে স্বরূপ গোসাঞী তার ঘাড়ে হাত দিয়া,
ঢেকা মারি পুরী বাহির রাখিলেন লৈয়া।
পুনঃ আসি প্রভু পায় করিল বিনয়—
২। "অজ্ঞ অপরাধ ক্ষমা করিতে যুয়ায়।"
তবে মহাপ্রভুর মনে সন্তোষ হইল,
সারি করি দুই পাশে সবারে বসাইল।
আপনি বসিয়া মাঝে আপনার হাতে,
তৃণ-কাঁটা-কুটা সব লাগিলা কুড়াইতে।
"কে কত কুড়াও সব একত্র করিব,
৩ যার অল্প তার ঠাঁই পিঠা-পানা লব"—
এইমত সবে পুরী করিল শোধন,
শীতল নির্ম্মল কৈল যেন নিজ মন।
প্রণালিকা ছাড়ি যদি পানী বহাইল,
নূতন নদী যেন সমুদ্রে মিলিল।
৪। নৃসিংহমন্দির ভিতর-বাহির শোধিল,
ক্ষণেক বিশ্রাম করি নৃত্য আরম্ভিল।
এইমত পুরদ্বার-আগে পথ যত,
সকল শোধিল তাহা কে বর্ণিবে কত ?
চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন,
মধ্যে নৃত্য করে প্রভু মত্ত সিংহসম।
স্বেদ-কম্প-বৈবর্ণ্য-পুলক হুঙ্কার—
নিজ অঙ্গ ধুই আগে চলে অশ্রুধার।
চারিদিকে ভক্ত-অঙ্গ কৈল প্রক্ষালন,
শ্রাবণের মেঘ যেন করে বরিষণ।
মহা উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন আকাশ ভরিল,
প্রভুর উদ্দণ্ড নৃত্যে ভূমিকম্প হৈল।
স্বরূপের উচ্চ গান প্রভুরে সদা ভায়,
আনন্দে উদ্দণ্ড নৃত্য করে গৌররায়।
এইমত কতক্ষণ নৃত্য করিয়া,
বিশ্রাম করিলা প্রভু সময় বুঝিয়া।
আচার্য্য গোসাঞীর পুত্র শ্রীগোপাল নাম,
নৃত্য করিতে তারে আজ্ঞা দিল গৌরধাম।
প্রেমাবেশে নৃত্য করি হইলা মূর্চ্ছিতে,
অচেতন হৈয়া তিঁহ পড়িলা ভূমিতে।
আস্তেব্যস্তে আচার্য্যগোসাঞী তারে কৈল কোলে,
শ্বাসরহিত দেখি হইলা বিকলে।
৫। নৃসিংহের মন্ত্র পড়ি মারে জলছাটি,
সহুঙ্কার সেই শব্দে ব্রহ্মাণ্ড যায় ফাটি।
অনেক করিল তবু না হয় চেতন,
আচার্য্য কান্দেন; কান্দে সব ভক্তগণ।
তবে মহাপ্রভু তার বুকে হস্ত দিল—
"উঠহ গোপাল" বলি উচ্চৈঃস্বর কৈল।
শুনিতেই গোপালের হইল চেতন,
'হরি' বলি নৃত্য করে সর্ব্ব ভক্তগণ।
৬। এই লীলা বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন,
অতএব সংক্ষেপ করি করিল বর্ণন।
তবে মহাপ্রভু ক্ষণেক বিশ্রাম করিয়া,
৭। সরোবরে জলক্রীড়া কৈল ভক্ত লঞা।
তীরে উঠি পরেন প্রভু শুষ্ক বসন,
নৃসিংহ দেখি নমস্করি গেলা উপবন।

১। ফৈজতি—[illegible]। ২। যুয়ায়—উচিত হয়।
৩। পিঠাপানা লব—অর্থাৎ তাহার পিঠাপানা বন্ধ করিব।
৪। নৃসিংহ-মন্দির—[illegible]।
৫। জলছাটি—জলের ছিটা। সেই শব্দে—নৃসিংহ-মন্ত্র পাঠ-শব্দে।
৬। এই লীলা—গোপালের প্রেমমূর্চ্ছা এবং মূর্চ্ছাভঙ্গরূপ লীলা। ৭। সরোবরে—ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবরে।

উদ্যানে বসিয়া প্রভু ভক্তগণ লঞা ;
তবে বাণীনাথ আইলা মহাপ্রসাদ লঞা।
কাশীমিশ্রে, তুলসী পড়িছা—দুইজন ;
পঞ্চশত লোকে যত করয়ে ভোজন ;
তত অন্ন-পিঠাপানা সব পাঠাইল ;
দেখিয়া প্রভুর মনে সন্তোষ হইল।
পুরীগোসাঞী, মহাপ্রভু, ভারতী ব্রহ্মানন্দ ;
অদ্বৈত-আচার্য্য আর প্রভু নিত্যানন্দ।
আচার্য্যরত্ন, আচার্য্যনিধি, শ্রীবাস, গদাধর ;
শঙ্কর ন্যায়াচার্য্য, আর রাঘব, বক্রেশ্বর।
প্রভু-আজ্ঞা পাঞা বৈসে আপনে সার্ব্বভৌম ;
পিঁড়ার উপরে বৈসে প্রভু লঞা এত জন।
তার তলে, তার তলে, করি অনুক্রম ;
উদ্যান ভরি বৈসে ভক্ত করিতে ভোজন।
হরিদাস বলি প্রভু ডাকে ঘনে ঘন ;
দূরে রহি হরিদাস করে নিবেদন—
"ভক্ত সঙ্গে করুন্ প্রভু প্রসাদ অঙ্গীকার ;
এ সঙ্গে বসিতে যোগ্য নহোঁ মুঞি ছার।
পাছে মোরে প্রসাদ গোবিন্দ দেবে বহির্দ্বারে" ;
মন জানি প্রভু পুনঃ না বলিল তাঁরে।
স্বরূপ গোসাঞী, জগদানন্দ, দামোদর ;
কাশীশ্বর, গোপীনাথ, বাণীনাথ, শঙ্কর ;—
১। পরিবেশন করে তাঁহা এই সাতজন ;
মধ্যে মধ্যে হরিধ্বনি করে ভক্তগণ।
পুলিন-ভোজন যৈছে কৃষ্ণ পূর্ব্বে কৈল ;
সেই লীলা মহাপ্রভুর মনে স্মৃতি হৈল।
যদ্যপি প্রেমাবেশে প্রভু হইলা অধীর ;
সময় বুঝিয়া তবু মন কৈলা স্থির।
২। প্রভু কহে—"মোরে দেহ লাফরা ব্যঞ্জনে ;
পিঠাপানা অমৃতগুটিকা দেহ ভক্তগণে।"
৩। সর্ব্বজ্ঞ প্রভু জানেন যার যেই ভায় ;
তারে তারে সেই দেওয়ায় স্বরূপ-দ্বারায়।
জগদানন্দ বেড়ায় পরিবেশন করিতে ;
প্রভুর পাতে ভাল দ্রব্য দেন আচম্বিতে।
যদ্যপি দিলেন, প্রভু তাঁরে করেন রোষ ;
বলে ছলে তবু দেন, দিলে সে সন্তোষ।
পুনঃ আসি সেই দ্রব্য করে নিরীক্ষণ ;
তাঁর ভয়ে প্রভু কিছু করেন ভক্ষণ।
না খাইলে জগদানন্দ করিবে উপবাস ;
তার আগে কিছু খান, মনে এই ত্রাস।
স্বরূপ গোসাঞী ভাল মিষ্ট প্রসাদ লইঞা ;
প্রভুকে নিবেদন করে আগে দাণ্ডাইয়া—
"এই মহাপ্রসাদ অল্প কর আস্বাদন ;
দেখ জগন্নাথ কৈছে করিয়াছেন ভোজন ?"
এত বলি আগে কিছু করে সমর্পণ ;
তাঁর স্নেহে প্রভু কিছু করেন ভোজন।
এইমত দুইজন করে বার-বার ;
বিচিত্র এই দুই ভক্তের স্নেহ-ব্যবহার।
সার্ব্বভৌমে প্রভু বসায়েছেন পাশে ;
দুই ভক্তের স্নেহ দেখি সার্ব্বভৌম হাসে।
সার্ব্বভৌমে দেওয়ান প্রভু প্রসাদ উত্তম ;
স্নেহ করি বার-বার করান্ ভোজন।
গোপীনাথাচার্য্য উত্তম প্রসাদ আনি ;
সার্ব্বভৌমে দিয়া কহে সুমধুর বাণী—
৪। "কাঁহা ভট্টাচার্য্যের পূর্ব্ব জড়-ব্যবহার ?
কাঁহা এই পরমানন্দ ? করহ বিচার।"
সার্ব্বভৌম কহে—"আমি তার্কিক কুবুদ্ধি ;
তোমার প্রসাদে মোর এ সম্পদ-সিদ্ধি।

১। সাত জন—স্বরূপ গোসাঞী হইতে শঙ্কর পর্য্যন্ত সাত জন। ২। লাফরা—নানাবিধ তরকারিমিশ্রিত ব্যঞ্জনবিশেষ। অমৃতগুটিকা—ছানাবড়া বিশেষ। ৩। যার যেই ভায়—যিনি যাহা ভালবাসেন। ৪। জড়—দেহাভিমানী অর্থাৎ তার্কিকতামণ্ডিত।

মহাপ্রভু বিনা কেহ নাহি দয়াময় ;
কাকেরে গরুড় করে,—ঐছে কোন্ হয় ?
তার্কিক শৃগাল সঙ্গে ভেউ-ভেউ করি ;
সেই মুখে এবে সদা কহি 'কৃষ্ণ হরি'।
কাঁহা বহির্ম্মুখ তার্কিক শিষ্যগণ-সঙ্গে ;
কাঁহা এই সাধুসঙ্গ সমুদ্রতরঙ্গে ?"
প্রভু কহে—"পূর্ব্বসিদ্ধ কৃষ্ণে তোমার প্রীতি ;
তোমা সঙ্গে আমা সবার হৈল কৃষ্ণে মতি।"
ভক্তমহিমা বাড়াইতে ভক্তে সুখ দিতে ;
মহাপ্রভু বিনা অন্য নাহি ত্রিজগতে।
তবে প্রভু প্রত্যেকে সব ভক্তের নাম লঞা ;
পিঠা পানা দেওয়াইল প্রসাদ করিয়া।
অদ্বৈত নিত্যানন্দ বসিয়াছেন একঠাঁই ;
১। দুইজনে ক্রীড়াকলহ লাগিল তথাই।
২। অদ্বৈত কহে—"অবধূতের সঙ্গে একপংক্তি
৩। ভোজন করিলা, জানি হবে কোন্ গতি ?
৪। প্রভু ত সন্ন্যাসী, উঁহার নাহি অপচয় ;
অন্নদোষে সন্ন্যাসীর দোষ নাহি হয়।
৫। 'নান্নদোষেণ মস্করী' এই শাস্ত্রপ্রমাণ ;
৬। আমি ত গৃহস্থ ব্রাহ্মণ, আমার দোষ-স্থান।
৭। জন্ম-কুল-শীলাচার না জানি যাহার ;
৮। তার সঙ্গে একপংক্তি বড় অনাচার।"
৯। নিত্যানন্দ কহে—"তুমি অদ্বৈত-আচার্য্য ;
১০। অদ্বৈত সিদ্ধান্ত বাধে শুদ্ধভক্তিকার্য্য।
তোমার সিদ্ধান্ত-সঙ্গ করে যেই জনে ;
১১। একবস্তু বিনা সেই দ্বিতীয় নাহি মানে।
হেন তোমার সঙ্গে মোর একত্র ভোজন ;
না জানি তোমার সঙ্গে কৈছে হয় মন ?"
এইমত দুইজনে করে বোলাবোলি ;
১২। ব্যাজস্তুতি করে দোঁহে—যেন গালাগালি।
তবে প্রভু সব বৈষ্ণবের নাম লঞা ;
প্রসাদ দেওয়ান কৃপা-অমৃত সিঞ্চিয়া।
ভোজন করি উঠে সবে হরিধ্বনি করি ;
হরিধ্বনি উঠিল সব স্বর্গ-মর্ত্ত্য ভরি।
তবে মহাপ্রভু সব নিজ ভক্তগণে ;
সবারে শ্রীহস্তে দিল মাল্য-চন্দনে।
তবে পরিবেশক স্বরূপাদি সাতজন ;
গৃহ ভিতর বসি কৈল প্রসাদ ভোজন।
প্রভুর অবশেষ গোবিন্দ রাখিল ধরিয়া ;
সেই অন্ন হরিদাসে কিছু দিল লঞা।

১। ক্রীড়াকলহ—প্রণয় কলহ ; এ প্রীতিকৌতুকে রসের পুষ্টিই হইত।

২। অবধূত—যাহাতে কোন বর্ণ বা আশ্রমের চিহ্ন নাই অর্থাৎ বেদবাহ্য। স্তুতিপক্ষে—মায়াধিকারে নিপতিত বদ্ধ জীবই বর্ণাশ্রমধর্ম্মে বদ্ধ, তুমি মায়াতীত পরমেশ্বর সুতরাং বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-বর্জিত। ৩। জানি হবে কোন্ গতি—পরলোকে যাতনা ভোগই করিতে হইবে। স্তুতি পক্ষে—কোন্ অনির্ব্বচনীয় মঙ্গলকর অর্থাৎ পরমানন্দাবাপ্তিরূপ গতিই হইবে। ৪। প্রভু ত সন্ন্যাসী—অনাসক্ত অর্থাৎ নির্লেপ। পক্ষে—সন্ন্যাসী সর্ব্বৈশ্বর্য্যবিশিষ্ট ভগবান ; তাঁহার উদরের মধ্যেই সমস্ত আছে, সুতরাং তাঁহার ভোজন সম্ভাবনা কোথায় ?

৫। 'নান্নদোষেণ মস্করী'—সন্ন্যাসী অন্ন দোষে লিপ্ত হন্ না। বস্তুতঃ ভিক্ষালব্ধ বিহিত পরান্নে সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারীর প্রত্যবায় হয় না।

৬। আমি ত গৃহস্থ…দোষ-স্থান—স্তুতিপক্ষে, গৃহস্থ অর্থাৎ সংসারী ; জীব ঈশ্বরের সহিত সমান স্থানে অবস্থিতি করিলে, নরক গমন করে।

৭। জন্ম কুল…যাহার—স্তুতিপক্ষে, সংসারী জীবের কর্ম্মবদ্ধ জন্মে গুণকৃত জন্মাদি হয়, নির্গুণ নিত্যমুক্ত পরমেশ্বরের কর্ম্মবদ্ধ জন্ম এবং কুলাদি থাকেই নাই। ৮। বড় অনাচার—স্তুতিপক্ষে, সদাচারবিরুদ্ধ।

৯। অদ্বৈত আচার্য্য—অদ্বৈতবাদের গুরু। স্তুতিপক্ষে—হরির সহিত অভেদহেতু অদ্বৈত এবং ভক্তিতত্ত্বের উপদেশ দেওয়া হেতু আচার্য্য।

১০। অদ্বৈত সিদ্ধান্ত…কার্য্য—স্তুতিপক্ষে, অদ্বৈত সিদ্ধান্ত অর্থাৎ কৃষ্ণ আর তুমি অভেদ—এই সিদ্ধান্ত স্থির থাকায়, শুদ্ধভক্তির কার্য্য তোমাতে বাধ হয়, যেহেতু ঈশ্বর কখন আপনার ভজন আপনি করিতে পারেন না, এজন্য আমাকে এতাদৃশ স্তুতি করা তোমার সাজে না।

১১। একবস্তু—স্তুতিপক্ষে, একবস্তু ত্রিবিধ-শক্তিবিশিষ্ট ভগবান্। দ্বিতীয় নাহি মানে—অন্য দেবতার ভজন করিলে অনন্যভক্তি হয় না। আর সকল স্পষ্টার্থ। ১২। ব্যাজস্তুতি—নিন্দাচ্ছলে স্তুতি এবং স্তুতিচ্ছলে নিন্দাকে ব্যাজস্তুতি বলে। যেন গালাগালি—গালাগালির ন্যায়।

ভক্তগণ গোবিন্দ পাশ কিছু মাগি নিল ;
সেই প্রসাদান্ন গোবিন্দ আপনি পাইল।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু করে নানা খেলা ;
ধোয়া-পাখলা নাম হইল এক লীলা।
১। আর দিনে জগন্নাথের নেত্রোৎসব-নাম
মহোৎসব হৈল—ভক্তের প্রাণ-সমান।
২। পক্ষদিন দুঃখী লোক প্রভু-অদর্শনে ;
আনন্দিত হৈল জগন্নাথ-দরশনে।
মহাপ্রভু সুখে সব লঞা ভক্তগণ ;
জগন্নাথ-দরশনে করিলা গমন।
আগে কাশীশ্বর যায় লোক নিবারিয়া ;
৩। পাছে গোবিন্দ যায় জল-করঙ্গ লইয়া।
প্রভুর আগে পুরী-ভারতী—দোঁহার গমন ;
স্বরূপ-অদ্বৈত দুইপার্শ্বে দুইজন।
পাছে পাছে চলি যায় আর ভক্তগণ ;
৪। উৎকণ্ঠায় গেলা জগন্নাথের ভবন।
৫। দর্শন-লোভেতে করি মর্য্যাদা লঙ্ঘন ;
ভোগমণ্ডপে যাঞা করে শ্রীমুখ দর্শন।
তৃষার্ত্ত প্রভুর নেত্র-ভ্রমরযুগল ;
গাঢ় তৃষ্ণায় পিয়ে কৃষ্ণের বদনকমল।
প্রফুল্ল কমল জিনি নয়নযুগল ;
নীলমণি-দর্পণকান্তি গণ্ড ঝলমল।
বান্ধুলীর ফুল জিনি অধর সুরঙ্গ ;
ঈষৎ-হসিতকান্তি অমৃততরঙ্গ।
শ্রীমুখসৌন্দর্য্য-মধু বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে ;
কোটিভক্ত-নেত্রভৃঙ্গ করে মধু পানে।
যত পিয়ে তত তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তর ;
মুখাম্বুজ ছাড়ি নেত্র না যায় অন্তর।
এইমত মহাপ্রভু লঞা ভক্তগণ ;
মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত কৈল শ্রীমুখদর্শন।
স্বেদ-কম্প-অশ্রুজল বহে অনুক্ষণ ;
৬। দর্শনের লোভে প্রভু করে সম্বরণ।
৭। মধ্যে মধ্যে ভোগ লাগে, মধ্যে দরশন ;
ভোগের সময় প্রভু করয়ে কীর্ত্তন।
দর্শন-আনন্দে প্রভু সব পাশরিলা ;
ভক্তগণ মধ্যাহ্নেতে প্রভু লঞা আইলা।
প্রাতঃকালে রথযাত্রা হইবে জানিয়া ;
সেবক লাগায় ভোগ দ্বিগুণ করিয়া।
গুণ্ডিচামার্জ্জনলীলা সংক্ষেপে কহিল ;
যাহা দেখি শুনি পাপীর কৃষ্ণভক্তি হৈল।
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ;
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

১। আর দিন = রথযাত্রার পূর্ব্বদিন অর্থাৎ প্রতিপদ্ তিথিতে। নেত্রোৎসব = প্রতিপদে জগন্নাথের চক্ষুদান হয়, এজন্য ইহাকে নেত্রোৎসব বলে। অমাবস্যা-দিবসে নবযৌবন দর্শন হইয়া থাকে ; বোধ করি, চক্ষুদান না হওয়ায়, সেদিন মহাপ্রভু এবং অন্যান্য ভক্তগণ দর্শন করেন নাই।

২। পক্ষ দিন = একপক্ষ কাল অর্থাৎ স্নানযাত্রার পরদিন হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত।

৩। করঙ্গ = কমণ্ডলু। ৪। ভবন = যেস্থানে সেই সময় জগন্নাথদেব থাকেন। ৫। মর্য্যাদা লঙ্ঘন = ভোগমণ্ডপে অন্য কাহারও যাইতে অধিকার নাই ; মহাপ্রভু দর্শনোৎকণ্ঠায় সে মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া ভোগমণ্ডপে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন।

৬। সম্বরণ = স্বেদ-কম্পাদি সাত্ত্বিক ভাবের সম্বরণ করিয়াছিলেন। ৭। মধ্যে দরশন = মধ্যে মধ্যে দর্শন অর্থাৎ যখন ভোগ লাগে না, সেই সময় দর্শন করেন।

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে গুণ্ডিচাগৃহমার্জ্জনং নাম
দ্বাদশ পরিচ্ছেদঃ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

স জীয়াৎ কৃষ্ণচৈতন্যঃ শ্রীরথাগ্রে ননর্ত্ত যঃ।
যেনাসীজ্জগতাং চিত্রং জগন্নাথোঽপি বিস্মিতঃ॥১॥

জয়-জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য! নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈতচন্দ্র! জয় গৌরভক্তবৃন্দ!
জয় শ্রোতাগণ শুন করি একমন,
রথযাত্রায় নৃত্য প্রভুর পরমমোহন।
আর দিনে মহাপ্রভু হঞা সাবধান,
রাত্রে উঠি গণ-সঙ্গে কৈল প্রাতঃস্নান।
১। পাণ্ডুবিজয় দেখিবারে করিল গমন,
জগন্নাথ যাত্রা কৈল ছাড়ি সিংহাসন।
আপনে প্রতাপরুদ্র লঞা পাত্রগণ,
মহাপ্রভুর গণে করায় বিজয়-দর্শন।
অদ্বৈত-নিতাই-আদি সঙ্গে ভক্তগণ,
সুখে মহাপ্রভু দেখে ঈশ্বর-গমন।
২। বলিষ্ঠ দয়িতাগণ যেন মত্ত হাতী,
জগন্নাথ বিজয় করায় করি হাতাহাতি।
কতক দয়িতা করে স্কন্ধ আলম্বন,
কতক দয়িতা ধরে শ্রীপদ্মচরণ।

কটিতটে বদ্ধ দৃঢ় স্থূল পট্ট-ডোরী,
৩। দুইদিকে দয়িতাগণ উঠায় তাহা ধরি।
৪। উচ্চ দৃঢ় তুলি সব পাতে স্থানে স্থানে,
এক তুলি হৈতে ত্বরায় আর তুলি আনে।
প্রভু-পদাঘাতে তুলি হয় খণ্ড খণ্ড,
তুলা সব উড়ি যায়, শব্দ হয় প্রচণ্ড।
বিশ্বম্ভর জগন্নাথ কে চালাইতে পারে?
আপন ইচ্ছায় চলে করিতে বিহারে।
৫। মহাপ্রভু 'মণিমা! মণিমা!' করে ধ্বনি,
নানা বাদ্য-কোলাহলে কিছুই না শুনি।
তবে প্রতাপরুদ্র করে আপন সেবন,
সুবর্ণমার্জ্জনী লঞা করে পথ-সম্মার্জ্জন।
চন্দনের জলে করে পথ নিসিঞ্চনে,
তুচ্ছ সেবা করে, বৈসে রাজসিংহাসনে।
উত্তম হইয়া করে তুচ্ছ সেবন,
অতএব জগন্নাথের কৃপার ভাজন।
৬। মহাপ্রভু সুখ পাইল সে সেবা দেখিতে,
মহাপ্রভুর কৃপা হইল সেই সেবা হৈতে।

স জীয়াদিতি। স প্রসিদ্ধঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ তন্নামা দেবো জীয়াৎ সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততামিতি, উৎকর্ষবাচকস্য জয়তেরকর্ম্মকত্বাৎ। যশ্চৈতন্যঃ শ্রীরথাগ্রে শ্রীযুক্তস্য রথস্য—জগন্নাথাধিষ্ঠিতস্যেতি শ্রীশব্দেন ব্যঞ্জিতং—অগ্রে জগন্নাথস্য সম্মুখ ইত্যর্থঃ; ননর্ত্ত নর্ত্তিতবান্। যেন নর্ত্তনেন জগতাং তদ্গতপ্রাণিমাত্রাণামিত্যর্থঃ, চিত্রং চমৎকার আসীৎ। জগতাং বার্ত্তা দূরত আস্তাং, জগতাং নাথোঽপি সর্ব্বাশ্চর্য্যময়োপি বিস্মিত আসীদিতি॥ ১॥

যিনি জগন্নাথদেবের রথাগ্রে নৃত্য করিয়া জগতের চমৎকারিতা সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং যাঁহার নৃত্য দেখিয়া জগন্নাথদেবেরও বিস্ময় হইয়াছিল, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর জয় হউক॥ ১॥

১। পাণ্ডুবিজয়—পহাণ্ডি শব্দের অপভ্রংশ পাণ্ডু। হাত ধরিয়া পায় পায় হাঁটনের নাম পহণ্ডি, এইটী উৎকল ভাষা। অর্থাৎ ডুরি ধরিয়া ক্রমে ক্রমে জগন্নাথকে লইয়া যাওয়াকে পাণ্ডুবিজয় বলে।

২। দয়িতা=জগন্নাথের রক্ষক, ইহারা কায়স্থ জাতি। ৩। তাহা=ডুরি। ৪। তুলি=গদি। ৫। মণিমা=মহাশয়, উঃ

৬। সুখ পাইল=মহাপ্রভু কাহারও দৈন্য দেখিলেই সুখ বোধ করিয়া তাঁহাকে কৃপা করেন, যেহেতু ভক্তির সহচারি ভাব দৈন্য। যেখানে ভক্তি থাকে, সেইস্থানেই দৈন্য থাকে; যেখানে দৈন্য নাই, সেস্থানে ভক্তি নাই, সুতরাং মহাপ্রভুরও কৃপা হয় না।

রথের সাজন দেখি লোকে চমৎকার।
১। নব হেমময় রথ সুমেরু-আকার।
শত শত সুচামর দর্পণ উজ্জ্বল,
উপরে পতাকা শোভে! চাঁদোয়া নির্ম্মল!
২। ঘাগর-কিঙ্কিণী বাজে ঘণ্টার ক্বণিত,
নানা চিত্র পট্টবস্ত্রে রথ বিভূষিত।
৩। লীলায় চড়িলা ঈশ্বর রথের উপর,
আর দুই রথে চড়ে সুভদ্রা-হলধর।
পঞ্চদশ দিন ঈশ্বর মহালক্ষ্মী লঞা,
৪। তাঁর সঙ্গে ক্রীড়া কৈল নিভৃতে বসিয়া।
তাঁহার সম্মতি লঞা ভক্তে সুখ দিতে,
রথে চড়ি বাহির হৈলা বিহার করিতে।
সূক্ষ্ম শ্বেত বালুপথে পুলিনের সম,
৫। দুইদিকে তোটা সব যেন বৃন্দাবন।
রথে চড়ি জগন্নাথ করিলা গমন,
দুই পার্শ্বে দেখি চলে আনন্দিতমন।
৬। গৌড় সব রথ টানে করিয়া আনন্দ,
ক্ষণে শীঘ্র চলে রথ, ক্ষণে চলে মন্দ।
ক্ষণে স্থির হঞা রহে, টানিলে না চলে,
৭। ঈশ্বর-ইচ্ছায় চলে, না চলে কার বলে।
তবে মহাপ্রভু সব লঞা ভক্তগণ,
স্বহস্তে পরাইল সবে মাল্য-চন্দন,
পরমানন্দ-পুরী আর ভারতী-ব্রহ্মানন্দ,
শ্রীহস্তে চন্দন পাঞা বাড়িল আনন্দ।
অদ্বৈত-আচার্য্য আর প্রভু-নিত্যানন্দ,
শ্রীহস্ত-স্পর্শে দোঁহার হইল আনন্দ।
কীর্ত্তনীয়াগণে দিল মাল্য-চন্দন,
৮। স্বরূপ-শ্রীবাস যাঁহা মুখ্য দুইজন।
৯। চারি সম্প্রদায়ে হৈল চব্বিশ গায়ন,
দুই দুই মৃদঙ্গ করি হৈল অষ্টজন।
তবে মহাপ্রভু মনে বিচার করিয়া,
চারি সম্প্রদায়ে দিল গায়ন বাঁটিয়া।
নিত্যানন্দ-অদ্বৈত-হরিদাস-বক্রেশ্বরে,
চারিজনে আজ্ঞা দিল নৃত্য করিবারে।
প্রথম সম্প্রদায় কৈল স্বরূপ প্রধান,
১০। আর পঞ্চজন দিল তাঁর পালি গান—
দামোদর, নারায়ণ, দত্ত গোবিন্দ,
রাঘব পণ্ডিত আর শ্রীগোবিন্দানন্দ।
অদ্বৈতেরে তাঁহা নৃত্য করিতে আজ্ঞা দিল,
শ্রীবাস প্রধান আর সম্প্রদায় কৈল।
গঙ্গাদাস, হরিদাস, শ্রীমান্, শুভানন্দ,
শ্রীরাম পণ্ডিত তাঁহা; নাচে নিত্যানন্দ।
মুকুন্দ প্রধান কৈল আর সম্প্রদায়,
বাসুদেব, গোপীনাথ, মুরারি যাঁহা গায়।
শ্রীকান্ত, বল্লভসেন আর দুইজন;
হরিদাস ঠাকুর তাঁহা করেন নর্ত্তন।
গোবিন্দঘোষ প্রধান কৈল আর সম্প্রদায়,
হরিদাস, বিষ্ণুদাস, রাঘব—যাঁহা গায়।
মাধব, বাসুদেব ঘোষ—দুই সহোদর;
নৃত্য করেন তাঁহা পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
কুলীনগ্রামের এক কীর্ত্তনীয়া-সমাজ,
তাঁহা নৃত্য করে রামানন্দ সত্যরাজ।

১। হেমময়—সুবর্ণ সজ্জায় সজ্জিত। সুমেরু—স্বর্ণপর্ব্বত।
২। ঘাগর—অব্যক্ত অনুকরণ শব্দ, এই শব্দ কিঙ্কিণীতে বাজিতে লাগিল। ক্বণিত—শব্দ।
৩। ঈশ্বর—জগন্নাথ দেব। হলধর—বলরাম। ৪। তাঁর—মহালক্ষ্মীর। নিভৃতে—পর্দ্দার অন্তরালে।
৫। তোটা—উদ্যান। ৬। গৌড়—বলবান্ জাতিবিশেষ। ইহারা পূর্ব্বে দস্যুবৃত্তি করিত।
৭। ঈশ্বর—জগন্নাথ দেব। ৮। যাঁহা—যে কীর্ত্তনীয়া দলে।
৯। গায়ন—গায়ক। ১০। পালি—দোয়ার।

শান্তিপুরের আচার্য্যের আর সম্প্রদায়;
১। অচ্যুতানন্দ নাচে তথা আর সবে গায়।
২। খণ্ডের সম্প্রদায় করে অন্যত্র কীর্ত্তন;
নরহরি নাচে তাঁহা শ্রীরঘুনন্দন।
জগন্নাথের আগে চারি সম্প্রদায় গায়;
৩। দুই পাশে দুই, পাছে এক সম্প্রদায়।
৪। সাত সম্প্রদায়ে বাজে চৌদ্দ মাদল;
যার ধ্বনি শুনি হৈল বৈষ্ণব পাগল।
৫। বৈষ্ণবের ঘটা-মেঘে হইল বাদল;
কীর্ত্তনামৃত সহ বর্ষে নেত্রজল,
ত্রিভুবন ভরি উঠে কীর্ত্তনের ধ্বনি;
অন্য বাদ্যাদিক-ধ্বনি কিছুই না শুনি।
৬। সাত ঠাঞি বুলে প্রভু 'হরি হরি' বলি;
'জয় জগন্নাথ' বলে হস্তযুগ তুলি।
আর এক শক্তি প্রভু করিল প্রকাশ,
এককালে সাত ঠাঞি করিল বিলাস।
সবে কহে—"প্রভু আছেন মোর সম্প্রদায়,
৭। অন্য ঠাঞি নাহি যান আমার দয়ায়।"
৮। কেহ লখিতে নারে প্রভুর অচিন্ত্যশক্তি,
অন্তরঙ্গ-ভক্ত জানে যাঁর শুদ্ধভক্তি।
কীর্ত্তন দেখিয়া জগন্নাথ হরষিত;
সঙ্কীর্ত্তন দেখি রথ করিল স্থগিত।
প্রতাপরুদ্রের হৈল পরম বিস্ময়;
দেখিতে বিবশ রাজা হৈলা প্রেমময়।
কাশীমিশ্রে কহে রাজা প্রভুর মহিমা;
কাশীমিশ্র কহে "তোমার ভাগ্যের নাহি সীমা।"
সার্ব্বভৌম সঙ্গে রাজা করে ঠারাঠারি;
আর কেহ নাহি জানে চৈতন্যের চুরি।
যাঁরে কৃপা তাঁর, সে তাঁরে চিনিতে পারে,
৯। কৃপা বিনা ব্রহ্মাদিক জানিবারে নারে।
রাজার তুচ্ছ সেবা দেখি প্রভুর তুষ্ট মন,
সেই ত প্রসাদে পাইল রহস্য দর্শন।
সাক্ষাৎ না দেয় দেখা, পরোক্ষেতে দয়া,
কে বুঝিতে পারে চৈতন্যচন্দ্রের এই মায়া?
সার্ব্বভৌম-কাশীমিশ্র—দুই মহাশয়,
রাজারে প্রসাদ দেখি হইলা বিস্ময়।
এইমত লীলা প্রভু কৈল কতক্ষণ,
আপনে গায়েন, নাচান্ নিজ ভক্তগণ।
কভু এক মূর্ত্তি, কভু হয় বহু মূর্ত্তি,
কার্য্য-অনুরূপ প্রভু প্রকাশয়ে শক্তি।
লীলাবেশে নাহি প্রভুর নিজানুসন্ধান,
ইচ্ছা জানি লীলাশক্তি করে সমাধান।
পূর্ব্বে যৈছে রাসাদি-লীলা কৈল বৃন্দাবনে,
অলৌকিকলীলা তৈছে গৌর কৈল ক্ষণে ক্ষণে।
ভক্তগণ অনুভবে নাহি জানে আন্,
১০। শ্রীভাগবত-শাস্ত্র তাহাতে প্রমাণ।
এইমত মহাপ্রভু করে নৃত্যরঙ্গে,
ভাসাইল সব লোক প্রেমের তরঙ্গে।
এইমত হৈল কৃষ্ণের রথ-আরোহণ,
তার আগে প্রভু নাচাইল ভক্তগণ।
আগে শুন জগন্নাথের গুণ্ডিচা-গমন,
তার আগে প্রভু যৈছে করিলা নর্ত্তন।
এইমত কীর্ত্তন প্রভু করিল কতক্ষণ,
আপন উদ্যোগে নাচাইল ভক্তগণ।

১। অচ্যুতানন্দ—শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের পুত্র। ২। খণ্ডের—শ্রীখণ্ডের। ৩। দুই পাশে দুই—রথের দুই পার্শ্বে দুই সম্প্রদায় ও পশ্চাদ্ভাগে এক সম্প্রদায়। ৪। সাত সম্প্রদায়—মহাপ্রভুর চারি, কুলীনগ্রামের এক, শান্তিপুরের এক এবং শ্রীখণ্ডের এক—এই সাত সম্প্রদায়। ৫। বৈষ্ণবের ঘটামেঘে—বৈষ্ণবসমূহ-রূপ মেঘে। ৬। বুলে—ভ্রমণ করেন। ৭। আমার দয়ায়—আমার প্রতি অধিক দয়া থাকায়। ৮। লখিতে—লক্ষ্য করিতে। ৯। দিক্—যৎকিঞ্চিৎও। অথবা ব্রহ্মাদিক—ব্রহ্মাদিও। ১০। শ্রীভাগবতশাস্ত্র…প্রমাণ—ভাগবতে যেমন বর্ণিত আছে যে, রাসলীলা-সময়ে সকল গোপীই মনে করিয়াছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ কেবল আমারই নিকটে আছেন, তদ্রূপ ভক্তগণও মহাপ্রভুকে স্ব স্ব নিকটস্থ বলিয়া অনুভব করিয়াছিলেন।

আপনি নাচিতে যবে প্রভুর মন হৈল,
সাত সম্প্রদায় তবে একত্র করিল।
শ্রীবাস, রামাই, রঘু, গোবিন্দ, মুকুন্দ,
হরিদাস, গোবিন্দানন্দ, মাধব, গোবিন্দ—
উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভুর যবে হৈল মন,
১। স্বরূপের সঙ্গে দিল এই নবজন।
২। এই দশজন প্রভুর সঙ্গে গায় ধায়,
আর সব সম্প্রদায় চারিদিকে গায়।
দণ্ডবৎ করি প্রভু যুড়ি দুই হাত,
ঊর্দ্ধমুখে স্তুতি করে দেখি জগন্নাথ।

তথাহি **বিষ্ণুপুরাণে** প্রথমাংশে ঊনবিংশাধ্যায়ে অষ্টচত্বারিংশশ্লোকস্তথাহি **শ্রীহরিভক্তিবিলাসস্য** তৃতীয়বিলাসে একষষ্ঠাঙ্কধৃত-মহাভারতীয়শ্লোকশ্চ—

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ২ ॥

তথাহি **পদ্যাবল্যাং** অষ্টাধিকশতাঙ্কধৃত মুকুন্দ-দেব-বাক্যং—

জয়তি জয়তি দেবো দেবকীনন্দনোঽসৌ
জয়তি জয়তি কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ।
জয়তি জয়তি মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গো
জয়তি জয়তি পৃথ্বীভারনাশো মুকুন্দঃ ॥ ৩ ॥

তথাহি **শ্রীমদ্ভাগবতে** দশমস্কন্ধে নবতমাধ্যায়ে চতুর্ব্বিংশশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং—

জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো
যদুবরপরিষৎ স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মং;

নমইতি। ব্রহ্মণ্যানাং দেবায় পূজ্যায়, অতএব গোভ্যো হবির্দোগ্ধ্রীভ্যঃ ব্রাহ্মণেভ্যো বেদবিদ্ভ্যো হিতং যস্মাত্তস্মৈ, গো-ব্রাহ্মণানাং হিতসাধনেন যজ্ঞাদ্যনুষ্ঠানং তেন চ ধর্ম্মস্থাপনমিতি। অতএব জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় যশোদাস্তনন্ধয়ায় গোবিন্দায় গোকুলেন্দ্রায় নমোনমো নমইতি অত্যৌৎসুক্যেন ত্রিরুক্তিরিতি জ্ঞেয়ং। নমইতি আত্মার্পণব্যঞ্জকমিতি ॥ ২ ॥

জয়তীতি। অসৌ দেবকীনন্দনোদেবো জয়তি জয়তি সর্ব্বতো মহোৎকর্ষেণ বর্ত্ততামিতি, অত্যৌৎসুক্যেন বীপ্সা। এবং পরত্র। অসাবিতি অপরোক্ষে পরোক্ষপ্রয়োগ ইন্দ্রিয়াবিষয়ত্বাৎ। বৃষ্ণিবংশৌ গোপযাদবকুলৌ প্রদীপয়তি উজ্জ্বলয়তীতি তথা, গোপানামপি বৃষ্ণিবংশজত্বাৎ। তথাপ্যেষ কৃষ্ণঃ শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়ঃ। তথাহি নামকৌমুদীকারঃ—“কৃষ্ণশব্দস্য তমালশ্যামলত্বিষি যশোদায়াঃ স্তনন্ধয়ে পরব্রহ্মণি রূঢ়ি”রিতি। মেঘবৎ নবজলধরবৎ শ্যামলঃ প্রশস্তশ্যামবর্ণঃ। অতএব কোমলং মৃদুস্পর্শমঙ্গং যস্যেতি ব্রজবিহারিত্বং ব্যঞ্জিতং। পৃথ্ব্যা ধরিত্র্যা ভারং নাশয়তীতি তথা। কুতঃ—মুকুন্দঃ পৃথ্বীভারনাশচ্ছলেন অসুরেভ্যো মুক্তিদাতেত্যর্থঃ। এতেন মহাকৃপালুত্বং ধ্বনিতং ॥ ৩ ॥

এবং তস্য সর্ব্বোৎকৃষ্টত্বং শ্রুত্বা সুখং প্রাপ্নুবতোপি শ্রোতৃংস্তদবস্থমতীতমিবাশঙ্ক্য স্নায়তঃ স্বানুভবেন সাক্ষান্নাহ—**জয়তীতি।** দেবক্যাং জন্ম জননলীলানুকরণেন প্রাদুর্ভাবো বাদস্তত্ত্ববুভুৎসুকথা, ন তু ছলজাত্যাদিরূপো যস্য। যদ্বা দেবক্যাং জন্মনো বাদঃ খ্যাতি “নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্ন” ইত্যত্র ব্যাখ্যানরীত্যা তু শ্রীযশোদায়ামপি তর্ক্যং জন্ম যস্যেত্যর্থঃ। স প্রসিদ্ধঃ শ্রীকৃষ্ণো জয়তি সর্ব্বদৈব স্বরূপরূপগুণলীলাপরিকর স্থানগতেন সর্ব্বোৎকর্ষেণ বিরাজতে। অত্র চ লোড়র্থত্বং ন সম্ভ-

যিনি ব্রহ্মণ্যগণের পূজ্য, গো ও ব্রাহ্মণের হিতকারী, জগতের কল্যাণদায়ক এবং গোকুলের ইন্দ্র—সেই শ্রীকৃষ্ণকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম ॥ ২ ॥

যিনি দেবকীনন্দন দেব—তিনি অতিশয় জয়যুক্ত হউন, যিনি যদুবংশের উজ্জ্বলকারী—সেই শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় জয় হউক্। যাঁহার অঙ্গ নবজলধরের ন্যায় শ্যাম এবং কোমল—তিনি অতিশয় জয়যুক্ত হউন। যিনি পৃথিবীর ভারনাশ ছল করিয়া অসুরগণের সংসারমোচন করিয়াছেন—তাঁহার অতিশয় জয় হউক্ ॥ ৩ ॥

যিনি অন্তরঙ্গ যাদব এবং গোপাদি-জনমধ্যে বাস করিতেছেন, দেবকীতে যাঁহার জন্ম খ্যাতি হইয়াছে, যদুবর অর্থাৎ ক্ষত্রিয় এবং গোপ যাঁহার সভা-স্বরূপ, যিনি নিজবাহু-স্বরূপ ভক্তদ্বারা জগতের অধর্ম্ম অর্থাৎ নাস্তিকতাদি দূর করতঃ

১। নবজন—নয় জন। ২। ধায়—ধাবমান হয়।

স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিতশ্রীমুখেন
ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবং ॥ ৪ ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং ত্রিষষ্টিতমাঙ্কধৃতঃ শ্রীসার্ব্বভৌমোক্ত-শ্লোকঃ—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতি র্নো বনস্থো যতি র্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ ॥ ৫ ॥

বতি, সর্বোৎকৃষ্টতাপরাকাষ্ঠামহিষ্ঠে শ্রীভগবতি তদ্বিজ্ঞানাং তাদৃশামাশীর্ব্বাদাযোগাৎ। যদি বা তদ্যোগঃ কথঞ্চিৎ কল্প্যস্তথাপ্যাশীর্ব্বাদাবিষয়স্য বিশেষণস্য তস্য তদাপি তথৈবাবস্থিতিপ্রাপ্তেরবিবক্ষিতার্থা এব লভ্যন্তে, 'ধার্ম্মিকসভ্যাদিসংপন্নো বিষ্ণুমিত্রো বর্দ্ধতা'মিতিবৎ। অথ কথম্ভূতঃ সন্ জয়তীত্যপেক্ষায়াং বিশেষণানি বদন্ পরিকরবিশিষ্টতয়াহ। তেন চ তাদৃশতন্নিত্যজয়ে বিদ্বৎপ্রত্যক্ষলক্ষণপ্রমাণমপ্যাহ। জনেষু সালোক্যাদি-পক্ষে জনা ইতিবৎ তদীয়েষন্তরঙ্গেষু শ্রীযাদবগোপাদিষু সাক্ষান্নিবাসোঽন্যেষু চ তৎস্ফূর্ত্তিরূপো যস্য সঃ। তত্র চান্যার্থতাং পরিহরংস্তস্মিন্ জয়ে বিবৃত্যৈব তৈর্জনৈর্বিশিষ্টতামাহ—যদুবরেত্যাদিনা। তত্রান্তরঙ্গৈর্বিশিনষ্টি—যদুবরাঃ ক্ষত্রিয়া গোপাশ্চ পরিষৎ সভারূপা যস্য সঃ। বহিরঙ্গৈশ্চ বিশিনষ্টি—স্বে ভক্তজনা এব দোর্দোভুজাস্তৈরধর্ম্মমেতাদৃশার্থং নাস্তিক্যাদিকং জগতি চাস্যন্ দূরীকুর্ব্বন্, অতস্তত্তৎসম্বন্ধেন স্থিরচরাণামন্তরঙ্গাণাং স্ববিয়োগদুঃখহন্তা বহিরঙ্গাণাং সংসারহন্তাপি সন্। অথ তত্রাপি পরমান্তরঙ্গৈর্বিশিনষ্টি—সুস্মিতেতি। শোভনং স্মিতং তদুপলক্ষিতপ্রসাদবিলাসাদিকং যত্র তেন স্বভাবতএব শ্রীযুক্তেন চ মুখেনৈব প্রাধান্যতঃ প্রথমোক্তানাং ব্রজবনিতানাং তদন্তরাণাং পুরবনিতানাঞ্চ জনিতাত্যর্থানুরাগাণাং তাসাং যোষিতাং যঃ কামঃ স এব দীব্যতি পরমপ্রেমরূপত্বাৎ সর্ব্বতোপি বিরাজতি দেবস্তং বর্দ্ধয়ন্ সদৈবোদ্দীপয়ন্—ইতি স্বরূপগুণলীলাস্থানবিশিষ্টতাপি দর্শিতা। তদেবং সর্ব্বস্যাপি বিশেষণস্য বিধেয়জয়ত্যর্থানুগতত্বাজ্জাতৃশোঽসৌ স্বয়মেব তাদৃশৈঃ পরিকরৈঃ সহ তাদৃশবিলাসাদিবিশিষ্টো ব্রজে পুরদ্বয়ে চ সর্ব্বোৎকর্ষেণ বিরাজত এব নিত্যং দক্ষমেব চ তৎ স্বয়ংভগবত্ত্বাৎ। আগন্তুকতাদৃশত্বে স্বয়ংভগবত্ত্বহানেঃ ॥ ৪ ॥

মায়ামতিক্রান্তস্য কস্যচিদ্ভক্তস্য চ 'কোঽসিত্বমি'তিপৃষ্টস্য বচনমনুবদতি—নাহমিতি। অহং ন বিপ্রো ব্রাহ্মণজাতিঃ, ন চ নরপতিঃ ক্ষত্রিয়জাতিঃ, নাপি বৈশ্যো বৈশ্যজাতিঃ, ন বা শূদ্রঃ শূদ্রজাতিশ্চ, চাতুর্বর্ণ্যেষু ন কোঽপ্যহং। চতুরাশ্রমেষ্বপি কোঽপি নাহমিত্যাহ—অহং বর্ণী ব্রহ্মচারী ন, ন চ গৃহপতি র্গৃহস্থঃ, ন বা বনস্থো বানপ্রস্থঃ যতিশ্চতুর্থাশ্রম্যপ্যহং ন ভবামি। এতেন বর্ণাশ্রমধর্ম্মাণামবিদ্যাবদ্বিষয়ত্বাত্তদতীতস্য ন তত্রাধিকার ইতি সূচিতং। কিন্তু প্রভুতয়া উদ্যন্ উদয়মুৎকর্ষমাবিষ্কুর্ব্বন্ যো নিখিলপরমানন্দঃ ঘনীভূতপরানন্দঃ স এব সর্ব্বানন্দাকরত্বাৎ পূর্ণামৃতাব্ধিঃ সর্ব্বাতিশায়িপুরুষার্থ ইত্যর্থঃ, তস্য গোপীনাং ভর্ত্তুঃ পত্যুঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পদকমলয়োর্যে দাসাঃ তেষাং দাসাঃ সেবকাস্তেষামপি অহং অনুদাসো হীনদাসোঽস্মি। এতদ্ সর্ব্বং দৈন্যেনৈবোক্তং বস্তুতস্তু 'কৃষ্ণদাসোঽস্মি'তি তাৎপর্য্যং। সা ইয়মেব মুক্তিঃ, তথাহি—"মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতি"রিতি। অন্যথারূপং অবিদ্যাবিবর্ত্তিতং ব্রাহ্মণাদিরূপং বর্ণাদিরূপঞ্চ হিত্বা 'দাসভূতোহরেরেব নান্যস্যাপি কথঞ্চনে'ত্যাদি প্রোক্তেন হরিদাস-স্বরূপেণাবস্থিতির্মুক্তিরিতি ॥ ৫ ॥

অন্তরঙ্গের স্ববিয়োগদুঃখ এবং বহিরঙ্গের সংসার নাশ করিতেছেন এবং যিনি শোভনস্মিতযুক্ত শ্রীমুখ দেখাইয়া অত্যন্ত অনুরাগবতী ব্রজবধূ ও পুরবধূদিগের প্রেমরূপ কামের উদ্দীপন করেন,—সেই শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা, মথুরা এবং বৃন্দাবনে নিত্য বিরাজমান রহিয়াছেন ॥ ৪ ॥

আমি ব্রাহ্মণ-জাতি নহি, ক্ষত্রিয় জাতিও নহি, বৈশ্য-জাতি নহি এবং শূদ্র-জাতিও নহি। আমি ব্রহ্মচারী নহি, গৃহস্থ নহি, বানপ্রস্থ নহি এবং যতিও নহি। কিন্তু পরিপূর্ণ নিখিল-পরমানন্দামৃতের সিন্ধু গোপীপতি শ্রীকৃষ্ণের দাসের দাস—তাহারও হীন দাসস্বরূপ ॥ ৫ ॥

এই শ্লোকস্থ "জয়তি"—এই বর্ত্তমান-প্রয়োগ দ্বারা ভগবানের দ্বারকা, মথুরা এবং বৃন্দাবনে নিত্য-স্থিতির সমর্থন করিলেন ॥ ৪ ॥

মায়াকল্পিত ব্রাহ্মণাদি জাতি এবং ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম অতিক্রম্ করিয়া হরিদাস-রূপে অবস্থানই জীবের স্বরূপ এবং এই অবস্থাকেই মুক্তি বলে—ইহাই এই শ্লোকের অভিপ্রায় ॥ ৫ ॥

১। এত পড়ি প্রভু পুনঃ করিল প্রণাম,
যোড়হাতে ভক্তগণ বন্দে ভগবান্।
২। উদ্দণ্ডনৃত্যে প্রভু করিয়া হুঙ্কার,
চক্রভ্রমি ভ্রমে যৈছে অলাত-আকার।
নৃত্যে প্রভুর যাহাঁ যাহাঁ পড়ে পদতল,
সসাগর-শৈল মহী করে টলমল।
স্তম্ভ, স্বেদ, পুলকাশ্রু, কম্প, বৈবর্ণ,
নানাভাবে বিবশতা, গর্ব্ব, হর্ষ, দৈন্য।
আছাড় খাইয়া পড়ি ভূমে গড়ি যায়,
সুবর্ণপর্ব্বত যেন ধরণী লোটায়।
নিত্যানন্দপ্রভু দুই হাত পসারিয়া,
প্রভুরে ধরিতে বুলে আশপাশ ধাঞা।
৩। প্রভু পাছে বুলে আচার্য্য করিয়া হুঙ্কার,
'হরিবোল হরিবোল' বলে বার-বার।
লোক নিবারিতে হৈল তিন মণ্ডল,
প্রথম মণ্ডলে নিত্যানন্দ মহাবল।
কাশীশ্বর মুকুন্দাদি যত ভক্তগণ,
৪। হাতাহাতি করি হৈল দ্বিতীয় আবরণ।
বাহিরে প্রতাপরুদ্র লঞা পাত্রগণ,
মণ্ডল হইয়া করে লোক নিবারণ।
৫। হরিচন্দনের স্কন্ধে হস্ত আলম্বিয়া,
প্রভুর নৃত্য দেখে রাজা আবিষ্ট হইয়া।
হেনকালে শ্রীনিবাস প্রেমাবিষ্ট-মন,
রাজার আগে রহি দেখে প্রভুর নর্ত্তন।
রাজার আগে হরিচন্দন দেখি শ্রীনিবাস,
হস্তে তাঁরে স্পর্শি কহে—"হও একপাশ।"
৬। নৃত্যাবেশে শ্রীনিবাস কিছুই না জানে,
৭। বার বার ঠেলে, তেঁহো ক্রোধ হৈল মনে।
৮। চাপড় মারিয়া তারে কৈল নিবারণ,
চাপড় খাঞা ক্রুদ্ধ হৈল সে হরিচন্দন।
৯। ক্রুদ্ধ হঞা তাঁরে কিছু চাহে বলিবারে,
আপনি প্রতাপরুদ্র নিবারিল তাঁরে—
"ভাগ্যবান্ তুমি, ইঁহার হস্তস্পর্শ পাইলা,
আমার ভাগ্যে নাহি, তুমি কৃতার্থ হইলা।"
প্রভুর নৃত্য দেখি লোকের হৈল চমৎকার,
অন্য আছুক,—জগন্নাথের আনন্দ অপার।
রথ স্থির কৈল—আগে না করে গমন,
অনিমিষনেত্রে করে নৃত্য দরশন।
সুভদ্রা-বলরামের হৃদয়ে উল্লাস,
নৃত্য দেখি দুজনার শ্রীমুখেতে হাস।
উদ্দণ্ডনৃত্যে প্রভুর অদ্ভুত বিকার,
১০। অষ্ট সাত্ত্বিক-ভাব উদয় সমকাল।
১১। মাংসব্রণ সহ রোমবৃন্দ পুলকিত,
শিমুলীর বৃক্ষ যেন কণ্টকে বেষ্টিত।
১২। একৈক দন্তের কম্প দেখিতে লাগে ভয়,
লোকে জানে দন্ত সব খসিয়া পড়য়।

১। এত পড়ি—এই চারি শ্লোক পাঠ করিয়া। ভগবান্—ভগবান্‌কে অর্থাৎ জগন্নাথদেবকে।

২। উদ্দণ্ড নৃত্য—লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক নৃত্য। চক্রভ্রমি ভ্রমে—চক্র ভ্রমণে অর্থাৎ চাক্-ঘুরণের মত। যৈছে—যেমন। অলাত—জ্বলৎ-কাষ্ঠ। জ্বলৎ-কাষ্ঠ বেগে ঘুরাইলে যেমন অনল-শিখা চক্রাকারে প্রতীয়মান হইয়া সকল দিকেই একদা দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ মহাপ্রভুও চক্রাকারে নৃত্য করতঃ যুগপৎ সকল দিকেই দৃষ্ট হইয়াছিলেন; ইহাকে ঘূর্ণা নামক অনুভাব বলে। ৩। আচার্য্য—অদ্বৈতাচার্য্য। ৪। হাতাহাতি—পরস্পর হাত ধরা-ধরি করিয়া মণ্ডলাকারে থাকিলেন। ৫। হরিচন্দন—উৎকলরাজের প্রধান-অমাত্য। ৬। নৃত্যাবেশে—নৃত্যের আবেশে; নৃত্যদর্শনে মোহিত হইয়া। ৭। তেঁহো—তাঁহার অর্থাৎ শ্রীবাসের।

৮। তারে—হরিচন্দনকে। ৯। তাঁরে—শ্রীবাসকে।

১০। অষ্ট সাত্ত্বিক-ভাব—দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের (২১১) পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। সমকাল—একদা। একই সময়ে অষ্ট সাত্ত্বিকের উদয়।

১১। মাংসব্রণ—প্রত্যেক লোমকূপ-স্থানে মাংস উচ্চ হইয়া ব্রণাকৃতি হইয়াছিল। ইহা পুলক অর্থাৎ রোমাঞ্চ নামক সাত্ত্বিকভাব।

১২। একৈক দন্তের—ইত্যাদি কম্প নামক সাত্ত্বিক-ভাব।

১। সর্ব্বাঙ্গে প্রস্বেদ ছুটে তাতে রক্তোদ্গম ;
'জ জ, গ গ, জ জ, গ গ'—গদ্গদ বচন ।
২। জলযন্ত্র-ধারা যৈছে বহে অশ্রুজল ;
আশপাশের লোক যত ভিজিল সকল ।
৩। দেহকান্তি গৌর, কভু দেখিয়ে অরুণ ;
কভু কান্তি দেখি যেন মল্লিকাপুষ্প-সম ।
৪। কভু স্তম্ভ, প্রভু কভু ভূমিতে লোটায় ।
শুষ্ককাষ্ঠসম পদ-হস্ত না চলয় ।
৫। কভু ভূমি পড়ি প্রভু হয় শ্বাসহীন ;
যাহা দেখি ভক্তগণের প্রাণ হয় ক্ষীণ ।
৬। কভু নেত্র-নাসায় জল, মুখে পড়ে ফেন ;
অমৃতের ধারা চন্দ্রবিম্বে বহে যেন ।
সেই ফেন লঞা শুভানন্দ কৈল পান ;
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত তিঁহ মহাভাগ্যবান্ ।
এইমত তাণ্ডবনৃত্য করি কতক্ষণ ;
৭। ভাব-বিশেষে প্রভুর প্রবেশিল মন ।
তাণ্ডব-নৃত্য ছাড়ি স্বরূপেরে আজ্ঞা দিলা ;
৮। হৃদয় জানিয়া স্বরূপ গাইতে লাগিলা—

তথাহি পদম্—

"সেই ত পরাণনাথ পাইনু ;
৯। যাঁহা লাগি মদনদহনে ঝুরি গেনু" ॥ ধ্রু ॥

১০। এই ধুয়া উচ্চৈঃস্বরে গায় দামোদর ;
আনন্দে মধুর নৃত্য করেন ঈশ্বর ।
ধীরে ধীরে জগন্নাথ করেন গমন ;
আগে নৃত্য করি চলেন শচীর নন্দন ।
জগন্নাথে নেত্র দিয়া সবে নাচে গায় ;
১১। কীর্ত্তনীয়া সহ প্রভু পাছে পাছে যায় ।
জগন্নাথে মগ্ন প্রভুর নয়ন-হৃদয় ;
১২। শ্রীহস্তযুগলে করে গীত-অভিনয় ।
১৩। গৌর যদি পাছে চলে, শ্যাম হয় স্থিরে ;
গৌর আগে চলে, শ্যাম চলে ধীরে ধীরে ।
এইমত গৌর-শ্যাম দোঁহে ঠেলাঠেলি ;
১৪। সরথে শ্যামেরে রাখে গৌর মহাবলী ।

১। সর্ব্বাঙ্গে প্রস্বেদ—ইতি স্বেদ। রক্তোদ্গম—প্রত্যেক রোমকূপে রক্ত প্রস্বেদের উদ্গম হইয়াছিল। জজ গগ—ইতি স্বরভেদ।

২। জল যন্ত্র=ফোয়ারা। ইতি অশ্রু।

৩। দেহকান্তি=ইতি বৈবর্ণ্য। কভু=কখন। অরুণ=রক্তবর্ণ। মল্লিকাপুষ্প-সম অর্থাৎ শ্বেতবর্ণ।

৪। কভু স্তম্ভ=ইতি স্তম্ভ। ভূমিতে লোটায়=ইতি লুটন-নামা অনুভাব। শুষ্ক কাষ্ঠ-সম=ইতি প্রলয়।

৫। হয় শ্বাসহীন—অর্থাৎ শ্বাসমান্দ্য, ইহা মৃতি নামক সঞ্চারি ভাবের অনুভাব। মৃতি=মরণের পূর্ব্বাবস্থা।

৬। নাসায় জল—ইহা অশ্রু নামক সাত্ত্বিকের অন্তর্গত। মুখে পড়ে ফেন—ইহা অপস্মার নামক সঞ্চারি-ভাবের ক্রিয়া। দুঃখজনিত ধাতু-বৈষম্য হইতে উদ্ভূত চিত্তবিপ্লবকে অপস্মার বলে। পতন, ধাবন, সম্যক্ অঙ্গ ব্যথা, ভ্রম, কম্প, ফেনস্রাব, বাহুক্ষেপ এবং বিক্রোশনাদি—তাহার [illegible]। যাদৃশ সাত্ত্বিক ভাব মহাপ্রভুতে লক্ষিত হইল, তাহাতে উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা অভিব্যক্ত হইয়াছে ; ইহাকে সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক বলে। সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক যথা—একদা অভিব্যক্ত পাঁচ, ছয় অথবা সকল সাত্ত্বিকভাব পরমোৎকর্ষের সীমা আরোহণ করিলে, তাহাকে উদ্দীপ্ত-সাত্ত্বিক বলে। সেই উদ্দীপ্ত-সাত্ত্বিক মহাভাবে সুদ্দীপ্ত সংজ্ঞা লাভ করে ; ইহাতেই সমস্ত সাত্ত্বিক-ভাবগুলি উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে।

৭। ভাব-বিশেষে—দীর্ঘ বিরহের পর কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণদর্শনে শ্রীরাধিকার যে ভাব হইয়াছিল, তাদৃশ ভাবে মহাপ্রভুর মন প্রবিষ্ট হইল। ৮। হৃদয় জানিয়া=মনোগত ভাব বুঝিয়া।

৯। ঝুরি গেনু=দগ্ধ হইতেছিলাম। ১০। দামোদর=স্বরূপ দামোদর।

১১। পাছে পাছে যায়—কীর্ত্তনীয়াদিগের সঙ্গে তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন।

১২। গীত অভিনয়—গানের ভাবটী অর্থাৎ দীর্ঘকালের পর কুরুক্ষেত্রে আগমন করিয়া যে কৃষ্ণকে পাইলাম, এইটী হস্তচালনা দ্বারা অভিনয় করিয়া ভক্তবৃন্দের বোধগোচর করিতেছিলেন।

১৩। গৌর=গৌরবর্ণ অর্থাৎ মহাপ্রভু। শ্যাম=শ্যামলাঙ্গ অর্থাৎ জগন্নাথ।

১৪। সরথে—রথের সহিত। রাখে—মহাপ্রভু রথের পশ্চাৎ গমন করিলে রথ চলে না, অতএব জগন্নাথ হইতে মহাপ্রভু মহাবলী (অতিশয় বলবান্)।

১। নাচিতে নাচিতে প্রভুর হৈলা ভাবান্তর ;
হস্ত তুলি শ্লোক পড়ে করি উচ্চৈঃস্বর।

তথাহি **কাব্যপ্রকাশে** প্রথমোল্লাসে চতুর্থাঙ্কধৃতং তথা **পদ্যাবল্যাং** অশীত্যধিকত্রিশতাঙ্কধৃতং কস্যাশ্চিন্নায়িকায়া বচনং—

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥৬

এই শ্লোক মহাপ্রভু পড়ে বার-বার ;
স্বরূপ বিনা অর্থ কেহ না জানে ইহার।
এই শ্লোকার্থ পূর্ব্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান ;
শ্লোকের ভাবার্থ করি সঙ্ক্ষেপে আখ্যান—
পূর্ব্বে যৈছে কুরুক্ষেত্রে সব গোপীগণ ;
কৃষ্ণের দর্শন পাঞা আনন্দিতমন।
জগন্নাথ দেখি প্রভুর সে ভাব উঠিল ;
সেই ভাবাবিষ্ট হঞা ধূয়া গাওয়াইল।
অবশেষে রাধা কৃষ্ণে কৈলা নিবেদন—
"সেই তুমি, সেই আমি, সে নবসঙ্গম।
তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন ;
বৃন্দাবনে উদয় করাও আপন চরণ।
ইহাঁ লোকারণ্য, হাতি-ঘোড়া-রথধ্বনি ;
তাহাঁ পুষ্পারণ্য, ভৃঙ্গ-পিকনাদ শুনি।
ইহাঁ রাজবেশ সঙ্গে সব ক্ষত্রগণ ;
তাহাঁ গোপগণ সঙ্গে মুরলী-বদন।
ব্রজে তোমার সঙ্গে যেই সুখ-আস্বাদন ;
সেই সুখ-সমুদ্রের ইহাঁ নাহি এক কণ।
আমা লয়ে পুনঃ লীলা কর বৃন্দাবনে ;
তবে আমার মনোবাঞ্ছা হয় ত পূরণে।"
ভাগবতে আছে যৈছে রাধিকা-বচন ;
পূর্ব্বে তাহা সূত্র মধ্যে করিয়াছি বর্ণন।
সেই ভাবাবেশে প্রভু পড়ে আর শ্লোক ;
সে সব শ্লোকের অর্থ নাহি বুঝে লোক।
স্বরূপ-গোসাঞী জানে, না কহে অর্থ তার ;
শ্রীরূপ-গোসাঞী কৈল সে অর্থ প্রচার।
স্বরূপ-সঙ্গে যার অর্থ করে আস্বাদন ;
নৃত্য-মধ্যে সেই শ্লোক করেন্ পঠন।

তথাহি **শ্রীমদ্ভাগবতে** দশমস্কন্ধে দ্বাশীতিতমাধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি গোপীবাক্যং—

আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং,
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ॥ ৭॥

২। অস্যার্থঃ—যথারাগঃ।

৩। "অন্যের সে অন্য মন আমার মন বৃন্দাবন
মনে বনে এক করি জানি ;
তাঁহা তোমার পদদ্বয় করাও যদি উদয়
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি।
প্রাণনাথ, শুন মোর সত্য-নিবেদন !
ব্রজ আমার সদন তাহে তোমার সঙ্গম
না পাইলে না রবে জীবন॥ ধ্রু॥

ইহার ব্যাখ্যা মধ্যলীলা (১৮৭) পৃষ্ঠায় (৬) শ্লোকে দেখুন॥ ৬॥

ইহার ব্যাখ্যা মধ্যলীলা (১৮৯) পৃষ্ঠায় (৮) শ্লোকে দেখুন॥ ৭॥

১। ভাবান্তর—কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণকে পাইয়াছি, এইক্ষণে বৃন্দাবনে লইয়া যাইব—এতাদৃশ ভাবের উদয় হইল।

২। অস্যার্থঃ—অর্থাৎ 'আহুশ্চ তে' ইত্যাদি শ্লোকের মর্ম্মার্থ এই।

৩। অন্যের যে অন্য মন—অন্যের মন অন্য স্থানে থাকিতে পারে, কিন্তু আমার মন বৃন্দাবন অর্থাৎ আমার মন বৃন্দাবনেই আসক্ত। অতএব বৃন্দাবন ও আমার মন—দুই এক করিয়া জানি অর্থাৎ তাহা হইতে আমার মন পৃথক্ করা যায় না।

১। পূর্ব্বে উদ্ধব-দ্বারে এবে সাক্ষাৎ আমারে
যোগ-জ্ঞানের কহিলে উপায় ;
তুমি বিদগ্ধ কৃপাময় জান আমার হৃদয়
মোরে ঐছে কহিতে না যুয়ায়।
চিত্ত কাঢ়ি তোমা হৈতে বিষয়ে চাহি লাগাইতে
২। যত্ন করি নারি কাঢ়িবারে ;
তারে ধ্যান শিক্ষা কর লোক হাসাইয়া মার
স্থানাস্থান না কর বিচারে।
৩। নহে গোপী যোগেশ্বর তোমার পদকমল
ধ্যান করি পাইবে সন্তোষ ;
তোমার বাক্য পরিপাটী তার মধ্যে কুটীনাটী
শুনি গোপীর আরও বাঢ়ে রোষ।
৪। দেহস্মৃতি নাহি যার সংসারকূপ কাঁহা তার ?
তাহা হৈতে না চাহে উদ্ধার ;
৫। বিরহ-সমুদ্রজলে কাম-তিমিঙ্গিল গিলে
গোপীগণে লহ তার পার।
বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন যমুনাপুলিন, বন,
সেই কুঞ্জে রাসাদিক লীলা ;
সে ব্রজের ব্রজজন পিতা-মাতা-বন্ধুগণ—
বড় চিত্র ! কেমনে পাসরিলা ?
৬। বিদগ্ধ মৃদু সদ্‌গুণ সুশীল স্নিগ্ধ করুণ
তুমি—তোমায় নাহি দোষাভাস ;
তবে যে তোমার মন নাহি স্মরে ব্রজজন
সে আমার দুর্দ্দৈব-বিলাস !
৭। না গণি আপন দুঃখ দেখি ব্রজেশ্বরীমুখ
ব্রজজনের হৃদয় বিদরে,
৮। কিবা মার’ ব্রজবাসী কিবা জীয়াও ব্রজে আসি
কেন জীয়াও দুঃখ সহিবারে ?
৯। তোমার যে অন্য-বেশ অন্য-সঙ্গ অন্য-দেশ
ব্রজজনে কভু নাহি ভায়,
ব্রজভূমি ছাড়িতে নারে তোমা না দেখিলে মরে
ব্রজজনের কি হবে উপায় ?
তুমি ব্রজের জীবন ব্রজরাজের প্রাণধন
তুমি ব্রজের সকল সম্পদ,
কৃপার্দ্র তোমার মন আসি জীয়াও ব্রজজন
ব্রজে উদয় করাও নিজপদ।”

১। উদ্ধব দ্বারে—উদ্ধবের মুখে। শ্রীভাগবত (১০) স্কন্ধে (৪৭) অধ্যায় দেখুন। এবে—এইক্ষণে। সাক্ষাৎ = সম্মুখে। উপায়—সাধন। বিদগ্ধ—যাহার চিত্ত লীলা ও বিলাসে মাখা, তাহাকে বিদগ্ধ বলে। না যুয়ায় = উচিত হয় না।

২। চিত্ত কাঢ়ি কাঢ়িবারে—আমি যে ক্ষণকালের জন্যও তোমা হইতে চিত্ত ফিরাইয়া বিষয়ে লাগাইতে বহু যত্ন করিলেও পারি না, অর্থাৎ তোমা হইতে কিছুতেই চিত্ত ফিরে না, যে দিকে তাকাই সেই বিষয়ই তোমার স্মারক হয়, সেই আমাকে তুমি যোগ অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দিতেছ,—এ তোমার উচিত হয় না।

৩। নহে গোপী যোগেশ্বর = গোপীগণ যোগী নয়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—যাহারা কৃষ্ণের মাধুর্য্যামৃত পান করিয়াছে, তাহাদিগের জ্ঞান-যোগরূপ নিম্বফল ভাল লাগিবে কেন ? কুটীনাটী = কূট-কচালে ছেঁদকথা অর্থাৎ যাহা দ্বারা আমাদিগের মন তোমাকে ছাড়িয়া অন্যত্র আবদ্ধ হয়।

৪। দেহস্মৃতি…উদ্ধার—যাহারা নিজ দেহের অনুসন্ধান রাখে না, তাহাদিগের সংসার কোথা যে—তোমার চরণ ধ্যান করিয়া সংসার হইতে উদ্ধার পাইবে ? অর্থাৎ সংসার আছে কি না, তাহাও আমাদিগের অনুসন্ধান নাই।

৫। তিমিঙ্গিল = জলজন্তু-বিশেষ। তার পার—বিরহ-সমুদ্রের পার।

৬। মৃদু—অকঠিনচেতাঃ। সদ্‌গুণ—সদ্‌গুণান্বিত। স্নিগ্ধ—প্রেমিক। করুণ—দয়ালু।

৭। ব্রজেশ্বরী—যশোদা।

৮। কিবা মার…সহিবারে—কিবা, কিম্বা। হয় ব্রজবাসীদিগকে একেবারে বিনাশ কর, আর যদি তাহা না পার, তবে ব্রজে আসি (ব্রজে আগমন করিয়া) দর্শন দানে তাহাদিগকে জীয়াও (বাঁচাও), নচেৎ বিরহ-দুঃখ সহিবার নিমিত্ত কেন জীবিত রাখিতেছ ? তাৎপর্য্য এই যে,—ব্রজের তুমিই একমাত্র জীবন।

৯। অন্যবেশ—রাজবেশ। অন্যসঙ্গ—যাদবাদি ক্ষত্রিয় সঙ্গ। অন্য দেশ—মথুরা-দ্বারকাদি। কভু নাহি ভায়—কখনই ভাল লাগে না।

পুনর্ব্যথাঙ্গাপঃ।

১। শুনিয়া রাধিকা-বাণী ব্রজপ্রেম মনে আনি
ভাবে ব্যাকুলিত দেহ-মন,
ব্রজলোকের প্রেম শুনি আপনাকে ঋণী মানি
করেন কৃষ্ণ তাঁরে আশ্বাসন—
"প্রাণপ্রিয়ে, শুন মোর সত্যবচন!
২। তোমা সবার স্মরণে ঝুরোঁ মুঞি রাত্রিদিনে
মোর দুঃখ জানে কোন্ জন? ॥ ধ্রু ॥
ব্রজবাসী যত জন মাতা-পিতা-সখাগণ
সবে হয় মোর প্রাণ-সম,
তার মধ্যে গোপীগণ সাক্ষাৎ মোর জীবন,
তুমি মোর জীবনের জীবন।
তোমা সবার প্রেমরসে আমাকে করিল বশে
আমি তোমার অধীন কেবল,
তোমা-সবা ছাড়াইয়া আমা দূরদেশে লঞা
৩। রাখিয়াছে দুর্দ্দৈব প্রবল।
৪। প্রিয়া প্রিয়সঙ্গহীনা প্রিয় প্রিয়াসঙ্গ বিনা
নাহি জীয়ে—এ সত্য প্রমাণ,
'মোর দশা শুনে যবে তার এই দশা হবে'
—এই ভয়ে দোঁহে রাখে প্রাণ।
সেই সতী প্রেমবতী প্রেমবান্ সেই পতি
৫। বিয়োগে যে বাঞ্ছে প্রিয়-হিতে,
না গণে আপন দুঃখ বাঞ্ছে প্রিয়জন-সুখ
সেই দুই মিলে অচিরাতে।
রাখিতে তোমার জীবন সেবি আমি নারায়ণ
৬। তাঁর শক্ত্যে আসি নিতি নিতি,
তোমা সনে ক্রীড়া করি পুনঃ যাই যদুপুরী
তাহা তুমি মান আমা-স্ফূর্ত্তি।
৭। মোর ভাগ্যে মো-বিষয়ে তোমার যে প্রেম হয়ে
সেই প্রেম পরম প্রবল,
লুকাইয়া আমা আনে ক্রীড়া করায় তোমা সনে
প্রকটেহ আনিবে সত্বর।
যাদবের বিপক্ষ দুষ্ট যত কংস-পক্ষ
তাহা আমি কৈল সব ক্ষয়,

১। রাধিকা বাণী—অব্যবহিত পূর্ব্বোক্ত বাক্যগুলি। মনে আনি—মনে উদ্বোধিত করিয়া। ব্রজলোকের প্রেম—যে প্রেম একমাত্র কৃষ্ণ-সুখ ভিন্ন আর কিছু চায় না অর্থাৎ একমাত্র কৃষ্ণনিষ্ঠই যাহাদিগের প্রেম। ঋণী মানি—এই প্রেমার অনুরূপ ভজন করিতে অসমর্থ হইয়া অর্থাৎ স্বয়ং সকল পরিত্যাগ করিয়া ব্রজবাসীর স্থায় একে ভজিতে না পারাতে প্রেম-পরিশোধে অশক্ত হইয়া ব্রজবাসীর নিকট আপনাকে ঋণী মানিয়া। তাঁরে—শ্রীরাধাকে।

২। ঝুরোঁ—রোদন করি। ৩। দুর্দ্দৈব—দুরদৃষ্ট।

৪। প্রিয়া—পত্নী। প্রিয়—পতি। পতি মনে মনে বিচার করেন—যদি প্রিয়া বিরহে আমি প্রাণত্যাগ করি, তাহা শুনিয়া আর প্রেয়সী বাঁচিবেন না, পত্নীও মনে মনে বিচার করেন—যদি প্রিয় বিরহে আমি মরি, তাহা শুনিয়া প্রাণপতি জীবনধারণ করিতে পারিবেন না। এই ভয়ে—পরস্পরের মরণ ভয়ে। দোঁহে—পতি ও পত্নী। রাখে প্রাণ—কোনরূপে প্রাণরক্ষা করেন।

৫। বিয়োগে—বিরহে। প্রিয় হিতে—প্রিয়হিত। প্রেমবতী সতী পতির হিত এবং প্রেমবান্ পতি পত্নীর হিত বাঞ্ছে (কামনা করেন)। মিলে অচিরাতে—শীঘ্রই সেই পতি ও পত্নী মিলিত হন অর্থাৎ আর তাঁহাদিগের বিরহ থাকে না।

৬। তাঁর শক্ত্যে—সেই নারায়ণের শক্তিপ্রভাবে। অর্থাৎ নারায়ণের সেবা করায় তাঁহার শক্তি আমাতে সঞ্চারিত হয়, সেই শক্তিতে আমি প্রতিদিন দ্বারকা হইতে তোমার নিকট আসি, ক্রীড়া করিয়া আবার যাই; কিন্তু তুমি সে সময় আমার স্ফূর্ত্তি করিয়া মান।

৭। মোর ভাগ্যে…সত্বর—যাহার আমি বিষয় এবং তুমি আশ্রয়, সেই প্রেম আমা হইতেও বলবান্। লুকাইয়া আমা আনে ইত্যাদিতে প্রেমের বলবত্তা দেখাইলেন। ইহার নাম প্রাদুর্ভাব; সাধারণদৃষ্টির অগোচরে প্রেষ্ঠজনের নিকট হঠাৎ উপস্থিতিকে প্রাদুর্ভাব বলে। প্রকটেহ—প্রকটেও। প্রকট—সাধারণদৃষ্টি-গোচর, অর্থাৎ যে ভাবে সাধারণের গোচর হইয়া মথুরাদিতে গমন করিয়াছেন, সেই ভাবেই ব্রজে আগমন করিবেন। আনিবে সত্বর—প্রেম যেমন গোপনে তোমার নিকট আমাকে আনয়ন করে, সেইরূপ প্রকাশ্যেও তোমাদিগের নিকট আমাকে সত্বরই আনয়ন করিবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—আমি তোমাদিগের প্রেমার অধীন, প্রেমী যখন যাহা করায়—আমি তখন তাহাই করি, তাহার কাছে আমার কোন স্বাধীনতা নাই।

আছে দুই চারি জন তাহা মারি বৃন্দাবন
আইলাম জানিহ নিশ্চয়।
১। সেই শত্রুগণ হৈতে ব্রজজন রাখিতে
রহি রাজ্যে উদাসীন হঞা,
যে বা স্ত্রী-পুত্র-ধন করি রাজ্য আবরণ
যদুগণের সন্তোষ লাগিয়া।
তোমার যে প্রেমগুণ করে আমা আকর্ষণ
আনিবে আমা দিন দশ-বিশে,
পুনঃ আসি বৃন্দাবনে ব্রজবধূ তোমা সনে
২। বিলাসিব রজনী-দিবসে।"
এত তারে কহি কৃষ্ণ ব্রজে যাইতে সতৃষ্ণ
এক শ্লোক পড়ি শুনাইল,
সেই শ্লোক শুনি রাধা খণ্ডিল সকল বাধা
৩। কৃষ্ণপ্রাপ্তি প্রতীতি হইল।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বাশীতিতমাধ্যায়ে একচত্বারিংশশ্লোকে গোপীঃ প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥৮॥

এই সব অর্থ প্রভু স্বরূপের সনে,
রাত্রিদিনে ঘরে বসি করে আস্বাদনে।
নৃত্যকালে সেই ভাবে আবিষ্ট হইয়া,
শ্লোক পড়ি নাচে জগন্নাথ-মুখ চাঞা।
স্বরূপ গোসাঞির ভাগ্য না যায় বর্ণন,
প্রভুতে আবিষ্ট যার কায়-বাক্য-মন।
৪। স্বরূপের ইন্দ্রিয়ে প্রভুর নিজেন্দ্রিয়গণ,
আবিষ্ট হইয়া করে গান আস্বাদন।
ভাবাবেশে কভু প্রভু ভূমিতে বসিয়া,
৫। তর্জ্জনীতে ভূমি লিখে অধোমুখ হঞা।
অঙ্গুলিতে ক্ষত হবে জানি দামোদর,
ভয়ে নিজ করে নিবারয়ে প্রভু-কর।
প্রভুভাব অনুরূপ স্বরূপের গান,
৬। যবে যেই রস—তাহা করে মূর্ত্তিমান্।
শ্রীজগন্নাথের দেখে শ্রীমুখকমল,
তাহার উপর সুন্দর নয়নযুগল।
সূর্য্যের কিরণে মুখ করে ঝলমল,
৭। মাল্য-বস্ত্র দিব্য অলঙ্কার পরিমল।
প্রভুর হৃদয়ে আনন্দসিন্ধু উথলিল,
৮। উন্মাদ-ঝঞ্ঝনাবাত তৎক্ষণে উঠিল।
৯। আনন্দ-উন্মাদে উঠায় ভাবের তরঙ্গ,
নানা ভাব-সৈন্যে উপজিল যুদ্ধরঙ্গ।

ইহার ব্যাখ্যা আদিলীলা (৪৫) পৃষ্ঠা (৩) শ্লোক দেখুন ॥ ৮ ॥

১। ব্রজজন রাখিতে—কেবল ব্রজজনের হিতার্থ সেই সকল শত্রু বিনাশ করিবার জন্য যাদবের সহিত যোগ দিয়াছি। উদাসীন হঞা—[illegible] স্বয়ং রাজ্যে উদাসীন (অনাসক্ত) হইয়া আছি। স্ত্রী, পুত্র এবং রাজ্যাদি আবরণ এ সকলই যাদবগণের সন্তোষার্থ।

২। বিলাসিব রজনী দিবসে—অর্থাৎ তখন আর পরকীয়া-ভাব থাকিবে না। ইহাকেই সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ বলে। যথা উজ্জ্বলে—

দুর্লভালোকয়োর্যূনোঃ পারতন্ত্র্যাদ্বিযুক্তয়োঃ। উপভোগাতিরেকো যঃ কীর্ত্ত্যতে স সমৃদ্ধিমান্॥

যুবক-যুবতীদিগের পরস্পর দর্শন বড়ই দুর্লভ ছিল, তাহার হেতু যে পরতন্ত্রতা অর্থাৎ পরস্পর দর্শনের বিরোধী যে গুরুজনবাধাদি বাধা, তাহা হইতে নির্মুক্ত নায়ক এবং নায়িকার অতিরিক্ত সম্ভোগকে সমৃদ্ধিমান্ বলে। এই সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগে আর বিরহের সম্ভাবনা নাই, ইহাতেই মধুর রস উৎকর্ষের [illegible] বারে। স্বকীয়া ভাব ব্যতীত দিবারাত্রি নিরন্তর বিলাস সম্পন্ন হয় না।

৩। কৃষ্ণপ্রাপ্তি প্রতীতি হইল—অর্থাৎ কৃষ্ণ যে শীঘ্রই ব্রজে যাইবেন, তাহা বিশ্বাস হইল। ৪। স্বরূপের ...আস্বাদন—প্রভুর ইন্দ্রিয়গণ স্বরূপের ইন্দ্রিয়গণে আবিষ্ট, অর্থাৎ স্বরূপের ইন্দ্রিয় যাঁরে প্রভুর ইন্দ্রিয়ই কার্য্য করে—স্বরূপের ইন্দ্রিয় প্রভুর ইন্দ্রিয়ের অধীন হয়, তাহার কোন স্বতন্ত্রতা থাকে না। ৫। তর্জ্জনীতে ভূমি লেখে—ভূমি-লিখন চিন্তা-নামক সঞ্চারি ভাবের অনুভাব। চিন্তার লক্ষণ (২) পরিচ্ছেদে (২০৮) পৃষ্ঠায় দেখুন।

৬। যবে যেই রস—অর্থাৎ প্রভুর মধ্যলীলায় যখন যে ভাব উদ্বুদ্ধ হয়, তখন স্বরূপ তাদৃশ গান করিয়া সেই রসকে মূর্ত্তিমান্ অর্থাৎ প্রত্যক্ষরূপে আস্বাদন করান। ৭। পরিমল—অঙ্গের সৌরভ। ৮। উন্মাদ-ঝঞ্ঝনাবাত—উন্মাদরূপ ঝড় বাতাস। ৯। উন্মাদে—উন্মাদরূপ ঝঞ্ঝাবাতে। তরঙ্গ—ঢেউ। নানা ভাবসৈন্যে—নির্বেদাদি নানাবিধ ভাবসৈন্যে। উপজিল—আরম্ভ করিতে লাগিল।

১। ভাবোদয়-ভাবশান্তি-সন্ধি-শাবল্য,
সঞ্চারী, সাত্ত্বিক, স্থায়ী—স্বভাবপ্রাবল্য।
২। প্রভুর শরীর যেন শুদ্ধ হেমাচল,
ভাব-পুষ্পদ্রুম তাহে পুষ্পিত সকল।
দেখিতে লোকের আকর্ষয়ে চিত্ত-মন,
প্রেমামৃত-বৃষ্ট্যে প্রভু সিঞ্চে সবার মন।
জগন্নাথসেবক যত রাজপাত্রগণ,
যাত্রিক লোক, নীলাচলবাসী যত জন।
প্রভুর নৃত্য-প্রেম দেখি হয় চমৎকার!
কৃষ্ণপ্রেম উপজিল হৃদয়ে সবার।
প্রেমে নাচে গায় লোক, করে কোলাহল,
নৃত্যে নৃত্যে কৈল যাত্রী চৌগুণ মঙ্গল।
অন্যের কি কায—জগন্নাথ হলধর,
প্রভুর নৃত্য দেখি সুখে চলিলা মন্থর।
কভু সুখে নৃত্যরঙ্গ দেখে রথ রাখি,
সে কৌতুক যে দেখিল সেই তার সাক্ষী।
এইমত নৃত্য প্রভু করিতে ভ্রমিতে,
প্রতাপরুদ্রের আগে লাগিলা পড়িতে।
সম্ভ্রমে প্রতাপরুদ্র প্রভুকে ধরিল,
তাঁহাকে দেখিতে প্রভুর বাহ্য হইল।
রাজা দেখি মহাপ্রভু করেন ধিক্কার—
"ছি! ছি! বিষয়ীর স্পর্শ হইল আমার!"
আবেশেতে নিত্যানন্দ হৈল অসাবধান,
কাশীশ্বর-গোবিন্দাদি ছিলা অন্যস্থান।
৩। যদ্যপি রাজার দেখি হাড়ির সেবনে,
প্রসন্ন হঞাছে তাঁরে মিলিবার মনে।
৪। তথাপি আপন-গণ করিতে সাবধান,
বাহ্যে কিছু রোষাভাস কৈল ভগবান্।
প্রভুর বচনে রাজার মনে হৈল ভয়,
সার্ব্বভৌম কহে—"তুমি না কর সংশয়।

১। সন্ধি=ভাবসন্ধি। শাবল্য=ভাবশাবল্য। এই চারিটীর লক্ষণ মধ্যলীলা (২) পরিচ্ছেদে (২০৩) পৃষ্ঠায় দেখুন। সঞ্চারী-সঞ্চারি ভাব। ইহাকেই ব্যভিচারী বলে। যথা শ্রীরসামৃতসিন্ধৌ—

অথোচ্যন্তে ত্রয়স্ত্রিংশদ ভাবা যে ব্যভিচারিণঃ। বিশেষেণাভিমুখ্যেন চরন্তি স্থায়িনং প্রতি॥
বাগঙ্গসত্ত্বসূচ্যা যে জ্ঞেয়াস্তে ব্যভিচারিণঃ। সঞ্চারয়ন্তি ভাবস্য গতিং সঞ্চারিণোঽপি তে॥
উন্মজ্জন্তি নিমজ্জন্তি স্থায়িন্যমৃতবারিধৌ। ঊর্ম্মিবদ্বর্দ্ধয়ন্ত্যেনং যান্তি তদ্রূপতাঞ্চ তে॥

অনন্তর তেত্রিশ প্রকার ব্যভিচারী ভাব কথিত হইতেছে। বি পূর্ব্বক অভি-পূর্ব্বক চর্ ধাতু হইতে ব্যভিচারী এই শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। প্রত্যেক টীর অর্থ লইয়া ব্যভিচারী শব্দের অর্থ নির্দ্ধারণ করিতেছেন। বিশেষরূপে অভিমুখতায় স্থায়ী-ভাবে বিচরণ করেন বলিয়া, ইহাদিগকে ব্যভিচারী বলে। বাণী, ভ্রূ নেত্রাদি অঙ্গ এবং সত্ত্ব অর্থাৎ ভগবদ্ভাবাক্রান্ত চিত্ত হইতে উৎপন্ন অনুভাব—ইহাদিগের দ্বারা বিজ্ঞাপিত হইয়া থাকে এবং ভাবের গতির সঞ্চার করেন বলিয়া ইহাদিগকে সঞ্চারীও বলে। সিন্ধুতে তরঙ্গের ন্যায় স্থায়ী ভাবরূপ অমৃতসিন্ধুতে উন্মগ্ন হইয়া ইহাকে বর্দ্ধিত করেন, এবং নিমগ্ন হইয়া স্থায়ী ভাবের স্বরূপ হইয়া যান্। নির্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্ব্ব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ, উন্মাদ, অপস্মার, ব্যাধি, মোহ, মৃতি, আলস্য, জাড্য, ব্রীড়া, অবহিত্থা, স্মৃতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হর্ষ, ঔৎসুক্য, ঔগ্র্য, অমর্ষ, অসূয়া, চাপল্য, নিদ্রা, সুপ্তি এবং বোধ—এই সকল ব্যভিচারী ভাব। সাত্ত্বিক ভাবের লক্ষণ মধ্যলীলা (২) পরিচ্ছেদ (২১১) পৃষ্ঠায় দেখুন। স্থায়ীভাব=যিনি অবিরুদ্ধ অর্থাৎ হাস্যাদি, এবং বিরুদ্ধ অর্থাৎ ক্রোধাদি ভাবকে নিজের বশগত করিয়া সুরাজার ন্যায় বিরাজমান থাকেন, তাহাকেই স্থায়ীভাব বলে। ভক্তিরস-প্রকরণে শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতিকে স্থায়ী বলে। সকল ভাবই হ্লাদিনী-সমবেত সংবিৎ-শক্তির বিলাস। স্বভাবপ্রাবল্য=মহাপ্রভুতে এই সকল ভাব স্বভাবতঃই প্রবল উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত।

২। হেমাচল=সোণার পর্ব্বত। ভাবপুষ্পদ্রুম=ভাব সকল পুষ্পবৃক্ষ সদৃশ। পুষ্পিত=বিকশিত অর্থাৎ প্রফুল্ল।

৩। রাজার=প্রতাপরুদ্রের। হাড়ির সেবনে=অতি দীনবেশে হাড়ির ন্যায় সেবা করিতেছিলেন অর্থাৎ জগন্নাথের রথাগ্রে সম্মার্জ্জনী গ্রহণ করতঃ ঝাঁটি দিতেছিলেন।

৪। তথাপি…ভগবান্—রাজার সহিত মিলিতে ইচ্ছা হইলেও স্বগণকে সাবধান করিতে, অর্থাৎ আমার দৃষ্টান্তে পাছে কেহ বিষয়ীর সংসর্গ করে, তবে তাহাদিগের অনর্থ হইবে—এই অভিপ্রায়ে বাহ্যে ক্রোধাভাস প্রকাশ করিলেন। তাৎপর্য্য এই যে,—কেহ যেন কদাচ বিষয়ীর স্পর্শ না করে।

তোমার উপরে প্রভুর সুপ্রসন্ন মন,
তোমা লক্ষ্য করি শিক্ষায়েন নিজ-গণ ।
অবসর জানি আমি করিব নিবেদন,
সেইকালে যাই করিহ প্রভুর মিলন ।”
তবে মহাপ্রভু রথ প্রদক্ষিণ হঞা,
রথ পাছে যাই ঠেলে রথে মাথা দিয়া ।
ঠেলিতে চলিল রথ হড়-হড় করি,
চতুর্দ্দিকে লোক সবে বলে ‘হরি হরি’ ।
তবে প্রভু নিজভক্তগণ লঞা সঙ্গে,
বলদেব-সুভদ্রাগ্রে নৃত্য করে রঙ্গে ।
তাহা নৃত্য করি জগন্নাথাগ্রে আইলা,
জগন্নাথ আগে নৃত্য করিয়া চলিলা ।
১। চলিয়া আইল রথ বলগণ্ডি-স্থানে,
জগন্নাথ রথ রাখি দেখে ডাহিনে বামে ।
২। বামে বিপ্র শাসন নারিকেল-বন,
ডাহিনেতে পুষ্পোদ্যান যেন বৃন্দাবন ।
আগে নৃত্য করে গৌর লঞা ভক্তগণ,
রথ রাখি জগন্নাথ করেন দর্শন ।
সেই স্থলে ভোগ লাগে আছয়ে নিয়ম,
৩। কোটি ভোগ জগন্নাথ করে আস্বাদন ।
জগন্নাথের ছোট বড় যত ভক্তগণ,
নিজ নিজোত্তম ভোগ করে সমর্পণ ।
রাজা, রাজমহিষীবৃন্দ, পাত্রমিত্রগণ,
নীলাচলবাসী যত ছোট বড় জন,
নানা দেশের যাত্রিক, দেশী যত জন,
নিজ নিজ ভোগ তাঁহা করে সমর্পণ ।
আগে পাছে—দুই পার্শ্বের উদ্যানের বনে,
যেই যাঁহা পায় লাগায়—নাহিক নিয়মে ।
ভোগের সময়ে লোকের মহাভিড় হৈল,
নৃত্য ছাড়ি মহাপ্রভু উপবনে গেল ।
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু উপবন পাঞা,
৪। পুষ্পোদ্যানগৃহ-পিণ্ডায় রহিলা পড়িয়া ।
নৃত্যপরিশ্রমে প্রভুর দেহে ঘন ঘর্ম্ম,
সুগন্ধি শীতল বায়ু করেন সেবন ।
৫। যত ভক্ত কীর্ত্তনীয়া আসিয়া আরাম,
প্রতি বৃক্ষতলে সবে করেন বিশ্রাম ।
এইত কহিল প্রভুর মহাসঙ্কীর্ত্তন,
জগন্নাথের আগে যৈছে করিল নর্ত্তন ।
রথাগ্রেতে মহাপ্রভুর নৃত্য বিবরণ,
চৈতন্যাষ্টকে শ্রীরূপগোসাঞি করিয়াছেন বর্ণন ।

তথাহি স্তবমালায়াং শ্রীচৈতন্যদেবস্য স্তবে সপ্তমশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামী বাক্যং—

রথারূঢ়স্যারাদধিপদবি নীলাচলপতে-
রদভ্রপ্রেমোর্ম্মিস্ফুরিতনটনোল্লাসবিবশঃ
সহর্ষং গায়দ্ভিঃ পরিবৃততনুর্বৈষ্ণবজনৈঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদং ॥৯॥

রথারূঢ়স্যেতি । রথারূঢ়স্য নীলাচলপতেঃ শ্রীজগন্নাথস্য আরান্নিকটে । ‘আরাদ্দূর সমীপয়ো’রিত্যমরঃ । অধিপদবি পথি (বিভক্ত্যর্থেঽব্যয়ীভাবঃ) । অদভ্রেণ মহতা প্রেমোর্ম্মিণা স্ফুরিতো যো নটনোল্লাসোনৃত্যাতিশয়স্তেন বিবশঃ ।

যিনি রথারূঢ় জগন্নাথ দেবের পুরোবর্ত্তি পথে অতিশয় প্রেমতরঙ্গে নৃত্য কবিতে কবিতে বিবশ হইয়াছিলেন এবং

১। বলগণ্ডি—কর (উৎঃ) ; যে পথে বলপূর্ব্বক কর গৃহীত হইত । নরেন্দ্রের অর্থাৎ চন্দন পুকুরের পথ হইতে শ্রদ্ধা নদীর পশ্চিম তীর পর্য্যন্ত রথের সরানকে বলগণ্ডি বলে । পূর্ব্বে গুণ্ডিচামন্দির যাইতে মধ্যে শ্রদ্ধা-নাম্নী নদী ছিল ; সে সময় ছয়খানি রথ হইত, তিন খানি শ্রীমন্দির হইতে ঐ শ্রদ্ধা নদীর পশ্চিম তীর পর্য্যন্ত যাইত, অপর তিনখানিতে আরোহণ করিয়া জগন্নাথ, বলরাম এবং সুভদ্রা গুণ্ডিচামন্দিরে গমন করিতেন । সম্প্রতি শ্রদ্ধা নদী মজিয়া গিয়াছে, বরাবর রথ গুণ্ডিচামন্দিরে যায় । রথ রাখি—রথের গতি স্থগিত করিয়া ।

২। বিপ্র শাসন—শাসন ব্রাহ্মণ, ইহাঁরা রাজ-পূজিত । ৩। কোটি-ভোগ—অনেক প্রকার ভোগ ।

৪। পিণ্ডা—বারাণ্ডা, অলিন্দ । রহিলা পড়িয়া—শয়ন করিয়া । ৫। আরাম—উপবন ।

ইহা যেই শুনে সেই শ্রীচৈতন্য পায়,
সুদৃঢ় বিশ্বাস সহ প্রেমভক্তি হয়।

শ্রীরূপ-রঘুনাথ পদে যার আশ,
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

'পুরুস্তঃ পুরুগং পুষ্টমদভ্রমভিধীয়ত' ইতি হলাযুধঃ। সংর্ষং যথাস্যাত্তথা গায়দ্ভির্বৈষ্ণবজনৈঃ পরিবৃতাতনুঃ শরীরং যস্য সঃ। স চৈতন্যঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ পুনরপি কিং মে দৃশোর্নয়নয়োঃ পদং ব্যবসায়ং। 'পদং ব্যবসিতিত্রাণস্থানলক্ষ্মাঙ্ঘ্রিবস্তুষ্বিতি' নানার্থবর্গঃ। যাস্যতি মন্নেত্রবিষয়তাং স কদা গমিষ্যতীতি—তাদৃশভাগ্যং কদা মে স্যাদিতি ভাবঃ॥ ৯॥

বৈষ্ণবগণ পরমানন্দে গান করতঃ যাঁহাকে পরিবৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দেব কি পুনর্ব্বার আমার নয়নগোচর হইবেন॥ ৯॥

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে রথাগ্রে-নর্ত্তনং নাম
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদঃ।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

গৌরঃ পশ্যন্নাত্মবৃন্দৈঃ শ্রীলক্ষ্মীবিজয়োৎসবং।
শ্রুত্বা গোপীরসোল্লাসং হৃষ্টঃ প্রেম্না ননর্ত্ত সঃ॥ ১॥

জয়-জয় গৌরচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য!
জয়-জয় নিত্যানন্দ! জয়াদ্বৈত ধন্য!
জয়-জয় শ্রীবাসাদি গৌড়ের ভক্তগণ!
জয় শ্রোতাগণ! যাঁর গৌর প্রাণধন!

এইমত প্রভু আছেন প্রেমের আবেশে,
হেনকালে প্রতাপরুদ্র করিল প্রবেশে।
সার্ব্বভৌম-উপদেশে ছাড়ি রাজবেশ,
একেলা বৈষ্ণব-বেশে আইলা সেই দেশ।
সব ভক্তের আজ্ঞা নিল যোড়হাত হঞা,
প্রভুপদ ধরি পড়ে সাহস করিয়া।

গৌরইতি। স প্রসিদ্ধ গৌর আত্মবৃন্দৈঃ স্বীয়ভক্তবর্গৈঃ সহ শ্রীলক্ষ্মীদেব্যা বিজয়রূপমুৎসবং পশ্যন্ সন্ গোপীরসোল্লাসং গোপীকেলীরসস্যোৎকর্ষং শ্রুত্বা হৃষ্টঃ সন্ প্রেম্না ননর্ত্ত॥ ১॥

সেই প্রসিদ্ধ শ্রীগৌরাঙ্গদেব নিজভক্তগণের সহিত লক্ষ্মী-বিজয়োৎসব দেখিতে দেখিতে গোপীগণের রসমাধুর্য্য শ্রবণ করতঃ পরমানন্দিত হইয়া প্রেমে নৃত্য করিয়াছিলেন॥ ১॥

১। আঁখি মুদি প্রভু প্রেমে ভূমিতে শয়ন ;
নৃপতি নৈপুণ্যে করে পাদ-সম্বাহন।
রাসলীলার শ্লোক পড়ি করেন স্তবন ;
২। 'জয়তি তেঽধিকং' অধ্যায় করেন পঠন।
শুনিতে শুনিতে প্রভুর সন্তোষ অপার ;
"বোল বোল" বলি প্রভু বলে বার বার।
৩। 'তব কথামৃতং' শ্লোক রাজা যে পড়িল ;
উঠি প্রভু প্রেমাবেশে আলিঙ্গন কৈল।
৪। "তুমি মোরে বহু দিলে অমূল্যরতন ;
মোর কিছু দিতে নাহি, দিমু আলিঙ্গন"—
এত বলি সেই শ্লোক পড়ে বার বার ;
৫। দুই জনার অঙ্গে কম্প, নেত্রে জলধার।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একত্রিংশাধ্যায়ে নবমশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য গোপীবাক্যং—

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহং
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ ॥ ২ ॥

"ভূরিদা, ভূরিদা" বলি করে আলিঙ্গন ;
৬। ইহা নাহি জানে—ইঁহো হয় কোন্ জন ?
৭। পূর্ব্বসেবা দেখি তাঁরে কৃপা উপজিল ;
৮। অনুসন্ধান বিনা কৃপাপ্রসাদ করিল।
এই দেখ চৈতন্যের কৃপা মহাবল ;
তার অনুসন্ধান বিনা করায় সফল !
প্রভু বলে—"কে তুমি করিলা মোর হিত ?
আচম্বিতে আসি পিয়াও কৃষ্ণ-লীলামৃত ?"
রাজা কহে—"আমি তোমার দাসের দাস ;
ভৃত্যের ভৃত্য কর এই মোর আশ।"

তব ইতি। কিঞ্চাস্মাকং ত্বদ্বিরহে প্রাপ্তমেব মরণং, কিন্তু ত্বৎকথামৃতং পায়য়দ্ভিঃ সুবিভির্বঞ্চিতমিত্যাহুস্তবেতি। কথৈবামৃতং অমৃতবৎ স্বতঃফলং ফলান্তরসাধনঞ্চ। তদ্রূপত্বং দর্শয়তি—তপ্তান্ ত্বদ্বিরহতাপখিন্নান্, কিমুত সংসারতাপখিন্নান্, জীবয়তি মৃত্যুপর্য্যন্তচুর্দ্দশাতোরক্ষতীতি তৎ। পূর্ব্বেষাং জীবনরূপেঞ্চেতি। কবিভির্ব্রহ্মশিবচতুঃসনাদিভিরাত্মারামৈঃ কিমুতান্যৈরীড়িতং (বর্ত্তমানে ক্তঃ)। তথা কল্মষং সর্ব্বরোচকত্বাদিপ্রভাবময়ত্বাৎ সান্তরায়মপি, কিমুত সংসারহেতুপুণ্যপাপরূপং হন্তীতি তৎ। এবম্ভূতমপি শ্রবণমাত্রেণৈব মঙ্গলং তত্তৎসর্ব্বার্থসাধকং, কিমুতার্থবিচারেণ। অতএব শ্রীমৎ সর্ব্বোৎকর্ষযুক্তং আততং সর্ব্বব্যাপকঞ্চেতি প্রসিদ্ধামৃতাদ্বৈলক্ষণ্যমপ্যুক্তং। তদীদৃশং কথামৃতং ভুবি যত্র কুত্রাপি যে গৃণন্তি কথনরূপেণ দদতি তে ভূরিদাঃ সর্ব্বেভ্যোপি সর্ব্বার্থদাতারঃ, কিমুত গোকুলে—তত্রাপ্যস্মাসু ত্বদ্বিরহতপ্তাসু জীবনমেব দদতীতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

হে প্রিয় ! তাপখিন্ন জনের জীবনপ্রদ, ব্রহ্মশিবাদি আত্মারামগণের পরমাদৃত, সংসারহেতু পুণ্যপাপের নিরাসক, শ্রবণমাত্রই সর্ব্বার্থসাধক, সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং সর্ব্বব্যাপক তোমার কথামৃত পৃথিবীতে কথনপ্রণালীতে যাঁহারা দান করেন, তাঁহারাই ভূরিদ অর্থাৎ সকলকেই সর্ব্বার্থ প্রদান করেন ॥ ২ ॥

যাঁহারা হরিকথা কীর্ত্তন করেন, তাঁহাদের সদৃশ আর দাতা নাই—ইহাই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য ॥ ২ ॥

১। শয়ন—শয়ান অর্থাৎ শয়ন করিয়াছেন।

২। 'জয়তি তেঽধিকং' অধ্যায়—শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ীর গোপীগীতার অধ্যায়। তাহার প্রথমেই এই শ্লোক আছে—

জয়তি তেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্র হি।
দয়িত ! দৃশ্যতাং দিক্ষু তাবকাস্ত্বয়ি ধৃতাসবস্ত্বাং বিচিন্বতে ॥ ১ ॥

করেন পঠন—পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন।

৩। 'তব কথামৃতং'—এইটী সেই অধ্যায়ের নবম শ্লোক। ৪। "তুমি...আলিঙ্গন"—রাজার প্রতি শ্রীমহাপ্রভুর উক্তি।

৫। দুই জনার—প্রভুর এবং রাজার। ৬। ইহোঁ হয় কোন্ জন—ইনি যে কে, মহাপ্রভু তাহা জানেনই না। ৭। পূর্ব্বসেবা—রথাগ্রে ঝাঁটি দেওয়া। তাঁরে কৃপা উপজিল—সেই সময়ে কৃপা হইয়াছিল।

৮। অনুসন্ধান বিনা—সেই এই, ইহা না জানিয়াও।

তবে মহাপ্রভু তাঁরে ঐশ্বর্য্য দেখাইল ;
"কারে না কহিবে"—এই নিষেধ করিল।
রাজা হেন জ্ঞান—প্রভু না কৈল প্রকাশ ;
অন্তরে সকল জানেন—বাহিরে উদাস।
প্রতাপরুদ্রের ভাগ্য দেখি ভক্তগণে ;
রাজারে প্রশংসে সবে আনন্দিতমনে।
দণ্ডবৎ করি রাজা বাহিরে চলিলা ;
যোড়হস্ত করি সব ভক্তেরে বন্দিলা।
মধ্যাহ্ন করিল প্রভু লঞা ভক্তগণ ;
বাণীনাথ প্রসাদ লঞা কৈলা আগমন।
সার্ব্বভৌম-রামানন্দ-বাণীনাথ দিয়া ;
প্রসাদ পাঠাইলা রাজা বহুত করিয়া।
বলগণ্ডি-ভোগের প্রসাদ উত্তম অনন্ত ;
১। নিসকড়ি প্রসাদ আইল—যার নাই অন্ত।
২। ছেনা পানা পইড় আম্র নারিকেল কাঁঠাল ;
নানাবিধ কদলক আর বীজ তাল।
৩। নারঙ্গ, ছোলঙ্গ, টাবা, কমলা, বীজপূর ;
বাদাম, ছোয়ারা, দ্রাক্ষা, পিণ্ড খর্জ্জুর।
মনোহরা লাড়ু আদি শতেক প্রকার ;
অমৃতগুটিকা আদি ক্ষীরসা অপার।
৪। অমৃতমণ্ডা ছানাবড়া আর কর্পূরকেলি ;
সরামৃত সরভাজা আর সরপুলী।
৫। হরিবল্লভ সেবতী, কর্পূরমালতী ;
ডালিম, মরিচা-লাড়ু নবাত অমৃতী।
৬। পদ্মচিনি, চন্দ্রকাঁতি খাজা খণ্ডসার ;
বিয়ড়ি কদমা তিলখাজার প্রকার।
নারঙ্গ ছোলঙ্গ আম্রবৃক্ষের—আকার ;
ফুল-ফল-পত্রযুক্ত—খণ্ডের বিকার।
৭। দধি-দুগ্ধ দধি-তক্র রসালা শিখরিণী ;
সলবণ মুদ্গাঙ্কুর আদা খানি খানি।
৮। লেম্বু-কুলি আদি নানাপ্রকার আচার ;
লিখিতে না পারি—প্রসাদ কতেক প্রকার।
প্রসাদে পূরিত হইল অর্দ্ধ উপবন ;
দেখিয়া সন্তোষ হৈল মহাপ্রভুর মন।
'এইমত জগন্নাথ করেন ভোজন'—
এই সুখে মহাপ্রভুর জুড়ায় নয়ন।
৯। কেয়াপত্র-দ্রোণী আইল বোঝা পাঁচ সাত ;
একৈক জনে দশ দোনা দিল একৈক পাত।
কীর্ত্তনীয়ার পরিশ্রম জানি গৌররায় ;
তাঁ' সবারে খাওয়াইতে প্রভুর মন ধায়।
১০। পাঁতি পাঁতি করি ভক্তগণ বসাইলা ;
পরিবেশন করিবারে আপনি লাগিলা।
প্রভু না খাইলে কেহ না করে ভোজন ;
স্বরূপগোসাঞী তবে কৈল নিবেদন—
"আপনি বৈসহ প্রভু ভোজন করিতে ;
তুমি না খাইলে কেহ না পারে খাইতে।"
তবে মহাপ্রভু বৈসে নিজগণ লঞা ;
ভোজন করাইল সবাকে আকণ্ঠ পূরিয়া।

১। নিসকড়ি—অন্নব্যঞ্জনাদি-ব্যতিরিক্ত। ২। পইড়—ডাব। কদলক—রম্ভা। বীজতাল—তালশাঁস।
৩। নারঙ্গ ইত্যাদি—লেবুজাতি বিশেষ।
৪। অমৃতমণ্ডা ইত্যাদি সরপুরী পর্য্যন্ত পিষ্টক বিশেষ। ৫। হরবল্লভ—জগন্নাথবল্লভ। সেবতী—মিষ্টান্নবিশেষ। মরিচা লাড়ু—ঝালের লাড়ু। নবাত—খণ্ডবিশেষ। অমৃতী—জিলাপীবিশেষ।
৬। পদ্মচিনি—পদ্মমধুর সারে নির্ম্মিত চিনি। চন্দ্রকাঁতি—বিড়ি কলায়ের রুটী। বিয়ড়ি কদমা—বিড়িকলায়চূর্ণ-নির্ম্মিত কদমা। প্রকার—নানাবিধত্ব। আকার—ছাঁচ অর্থাৎ নারঙ্গ হইতে পত্র পর্য্যন্তের চিনির ছাঁচ।
৭। রসালা—ক্ষীর ও দধি মিশ্রিত। শিখরিণী—দধি ও তক্র মিশ্রিত। তক্র—যে ঘোলে সিকি জল থাকে, তাহাকে তক্র বলে।
৮। কুলি—বদরী। ৯। দ্রোণী—পত্রপুট। দোনা—দ্রোণী।
১০। পাঁতি পাঁতি করি—ভিন্ন ভিন্ন পংক্তিতে।

ভোজন করি বসিলা সবে করি আচমন ;
১। প্রসাদ উবরিল, খায় সহস্রেক জন !
প্রভুর আজ্ঞায় গোবিন্দ দীনহীন জনে ;
দুঃখিত কাঙ্গাল আনি করায় ভোজনে।
কাঙ্গালের ভোজনরঙ্গ দেখে গৌরহরি ;
২। 'হরিবোল' বলি তারে উপদেশ করি।
'হরিবোল' বলি কাঙ্গাল প্রেমে ভাসি যায় ;
ঐছন অদ্ভুত লীলা করে গৌররায়।
　ইহাঁ জগন্নাথের রথ-চলন সময় ;
৩। গৌড় সব রথ টানে—আগে নাহি যায়।
টানিতে না পারি গৌড় রথ ছাড়ি দিল ;
পাত্রমিত্র লঞা রাজা ব্যগ্র হৈয়া আইল।
মহামল্লগণ দিল রথ চালাইতে ;
৪। আপনি লাগিল,—রথ না পারে টানিতে।
ব্যগ্র হৈয়া আনি রাজা মত্ত হস্তিগণ ;
রথ চালাইতে রথে করিল যোজন।
মত্ত হস্তিগণ টানে যত তার বল ;
একপদ না চলে রথ—হইল অচল।
শুনি মহাপ্রভু আইলা নিজ-গণ লৈয়া ;
৫। মত্তহস্তী রথ টানে—দেখে দাণ্ডাইয়া।
অঙ্কুশের ঘায়ে হস্তী করয়ে চীৎকার ;
রথ নাহি চলে, লোক করে হাহাকার।
তবে মহাপ্রভু সব হস্তী ঘুচাইল ;
নিজ-গণে রথের কাছি টানিবারে দিল।
আপনি রথের পাছে ঠেলে মাথা দিয়া ;
হড়-হড় করি রথ চলিল ধাইয়া।
ভক্তগণ কাছি হাতে করি মাত্র ধায় ;
আপনি চলিল রথ—টানিতে না হয়।

আনন্দে করয়ে লোক 'জয় জয়' ধ্বনি,
৬। 'জয় জগন্নাথ' বহি আর নাহি শুনি।
নিমিষেতে গেল রথ গুণ্ডিচার দ্বার,
চৈতন্যপ্রতাপ দেখি লোকে চমৎকার।
"জয় গৌরচন্দ্র !" "জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য !"
এইমত কোলাহল করে লোক ধন্য !
দেখিয়া প্রতাপরুদ্র পাত্রমিত্র সঙ্গে,
প্রভুর মহিমা দেখি প্রেমে ফুলে অঙ্গে।
৭। পাণ্ডুবিজয় তবে করে সেবকগণে,
জগন্নাথ বসিলা গিয়া নিজ সিংহাসনে।
সুভদ্রা-বলরাম নিজ সিংহাসনে আইলা,
জগন্নাথের স্নান-ভোজন হইতে লাগিলা।
আঙ্গিনাতে মহাপ্রভু লৈয়া ভক্তগণ,
আনন্দে আরম্ভ কৈল নর্ত্তন-কীর্ত্তন।
আনন্দে মহাপ্রভুর প্রেম উথলিল,
দেখি সব লোক প্রেমসাগরে ভাসিল।
নৃত্য করি সন্ধ্যাকালে আরতি দেখিল,
৮। জাইটোটা* আসি প্রভু বিশ্রাম করিল।
৯। অদ্বৈতাদি ভক্তগণ নিমন্ত্রণ কৈল,
১০। মুখ্য মুখ্য নবজন নব দিন পাইল।
আর ভক্তগণ চাতুর্ম্মাস্য যত দিনে,
এক এক দিন করি করিল বণ্টনে।
চারিমাসের দিন মুখ্য ভক্ত বাঁটি নিল,
আর ভক্তগণ অবসর না পাইল।
একদিনে নিমন্ত্রণ করে দুই তিন মেলি,
এইমত মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ-কেলি।
প্রাতঃকালে স্নান করি দেখে জগন্নাথ,
সঙ্কীর্ত্তননৃত্য করে ভক্তগণ সাথ।

১। প্রসাদ...সহস্রেক জন—সহস্র লোক খাইতে পারে, এরূপ পরিমিত প্রসাদ উদ্বৃত্ত হইল। ২। বলি—বলিতে। তারে—কাঙ্গালদিগকে। করি—করিলেন। ৩। আগে নাহি যায়—অর্থাৎ চলে না। ৪। আপনি—স্বয়ং রাজা। ৫। দাণ্ডাইয়া—দণ্ডায়মান হইয়া। ৬। বহি—ব্যতীত। ৭। পাণ্ডুবিজয়—জগন্নাথদেবকে পূর্ব্বের ন্যায় রথ হইতে ডোরি ধরিয়া লওয়া। ৮। জাইটোটা—জাতিফুলের বাগিচা। * পাঠান্তর—আইটোটা। ৯। নিমন্ত্রণ কৈল—অর্থাৎ মহাপ্রভুকে। ১০। নব দিন—রথযাত্রার দিন হইতে দশমী পর্য্যন্ত নয় দিন।

১। কভু অদ্বৈত নাচায়, কভু নিত্যানন্দ,
কভু হরিদাস নাচায়, কভু অচ্যুতানন্দ।
কভু বক্রেশ্বর, কভু আর ভক্তগণে,
ত্রিসন্ধ্যা কীর্ত্তন করে গুণ্ডিচাপ্রাঙ্গণে।
২। 'বৃন্দাবনে আইলা কৃষ্ণ'—এই প্রভুর জ্ঞান,
কৃষ্ণের বিরহস্ফূর্ত্তি হৈল অবসান।
রাধা সঙ্গে কৃষ্ণলীলা—এই হৈল জ্ঞানে,
এই রসে মগ্ন প্রভু হইলা আপনে।
নানোদ্যানে ভক্ত সঙ্গে বৃন্দাবনলীলা,
ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবরে করে জলখেলা।
আপনে সকল ভক্তে সিঞ্চে জল দিয়া,
সব ভক্তগণ সিঞ্চে চৌদিকে বেড়িয়া।
কভু এক মণ্ডল, কভু অনেক মণ্ডল,
৩ জলমণ্ডুক-বাদ্য সবে বাজায় করতল।
৪। দুই দুই জনে মেলি করে জল-রণ,
কেহ হারে জিনে—প্রভু করে দরশন।
অদ্বৈত-নিত্যানন্দে জল-ফেলাফেলি,
আচার্য্য হারিয়া পাছে করে গালাগালি।
বিদ্যানিধির জলকেলি স্বরূপের সনে,
৫। গুপ্ত-দত্ত জলকেলি করে দুইজনে।
শ্রীবাস সহিত জল খেলে গদাধর,
রাঘবপণ্ডিত সনে খেলে বক্রেশ্বর।
সার্ব্বভৌম সঙ্গে খেলে রামানন্দরায়,
গাম্ভীর্য্য গেল দোঁহার—হৈল শিশুপ্রায়।
মহাপ্রভু দোঁহাকার চাঞ্চল্য দেখিয়া,
গোপীনাথাচার্য্যে কিছু কহেন হাসিয়া—
"পণ্ডিত গম্ভীর দোঁহে প্রামাণিক জন,
৬। বাল্যচাঞ্চল্য করে, করহ বর্জ্জন।"
গোপীনাথ কহে—"তোমার কৃপা মহাসিন্ধু,
উছলিত হয় যবে তার একবিন্দু।
মেরু-মন্দরপর্ব্বত ডুবায় যথা-তথা,
এই দুই খণ্ডশৈল* ইহার কি কথা ?
শুষ্কতর্ক খলি খাইতে জন্ম গেল যার,
তারে লীলামৃত পিয়াও—এ কৃপা তোমার!"
হাসি মহাপ্রভু তবে অদ্বৈত আনিল,
৭। জলের উপরে তাঁরে শেষ-শয্যা কৈল।
আপনি তাঁহার উপর করিল শয়ন,
শেষশায়ী-লীলা প্রভু কৈল প্রকটন।
অদ্বৈত নিজশক্তি প্রকট করিয়া,
মহাপ্রভু লঞা বুলে জলেতে ভাসিয়া।
এইমত জলক্রীড়া করি কতক্ষণ,
আইটোটা আইলা প্রভু লঞা ভক্তগণ।
পুরী ভারতী আদি যত মুখ্য ভক্তগণ,
আচার্য্যের নিমন্ত্রণে করিলা ভোজন।
বাণীনাথ আর যত প্রসাদ আনিল,
মহাপ্রভুর গণ সেই প্রসাদ খাইল।
অপরাহ্ণে আসি কৈল দর্শন নর্ত্তন,
নিশিতে উদ্যানে আসি করিলা শয়ন।
আর দিন আসি কৈল ঈশ্বর দর্শন,
প্রাঙ্গণে নৃত্যগীত কৈল কতক্ষণ।
ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু উদ্যানে আসিয়া,
বৃন্দাবন-বিহার করেন ভক্তগণ লঞা।
বৃক্ষ-বল্লী প্রফুল্লিত প্রভুর দর্শনে,
ভৃঙ্গ-পিক্ গায়—বহে শীতল পবনে।

১। অদ্বৈত—অদ্বৈতকে। ২। এই প্রভুর জ্ঞান—অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র হইতে শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবনে আনিলাম, ইহাই তখন মহাপ্রভুর বোধ হইয়াছিল। এস্থলে শ্রীমন্দির যেন কুরুক্ষেত্র এবং গুণ্ডিচামন্দির যেন শ্রীবৃন্দাবন।

৩। জলমণ্ডুক বাদ্য—ভেকাকৃতি পাণি দ্বারা জলের উপরি আঘাত করতঃ বাদ্য। ৪। জল-রণ—জলযুদ্ধ।

৫। গুপ্ত—মুরারি গুপ্ত। দত্ত—বাসুদেব দত্ত। ৬। করহ বর্জ্জন—নিবারণ কর। * খণ্ডশৈল—পাঠান্তরে গণ্ডশৈল।

৭। শেষ-শয্যা—অর্থাৎ অদ্বৈতপ্রভু জলের উপর হস্ত উত্তোলন করিয়া ভাসিতে লাগিলেন।

প্রতি বৃক্ষতলে প্রভু করেন নর্ত্তন ;
বাসুদেব দত্ত মাত্র করেন গায়ন।
এক এক বৃক্ষতলে এক এক গায় ;
পরম আবেশে একা নাচে গৌররায়।
তবে বক্রেশ্বরে প্রভু কহিলা নাচিতে ;
বক্রেশ্বর নাচে প্রভু লাগিলা গাইতে।
প্রভুসঙ্গে স্বরূপাদি কীর্ত্তনীয়া গায় ;
দিগ্বিদিক্ নাহি জ্ঞান প্রেমের বন্যায়।
এইমত কতক্ষণ করি বনলীলা ;
১। নরেন্দ্রসরোবরে গেলা করিতে জলখেলা।
জলক্রীড়া করি পুনঃ আইল উদ্যানে ;
ভোজনলীলা কৈল প্রভু লঞা ভক্তগণে।
নব দিন গুণ্ডিচাতে রহে জগন্নাথ ;
মহাপ্রভু ঐছে লীলা করে ভক্ত সাথ।

জগন্নাথবল্লভ-নাম বড় পুষ্পারাম ;
নব দিন করেন প্রভু তাহাতে বিশ্রাম।
২। হেরা পঞ্চমীর দিন আইল জানিয়া ;
কাশীমিশ্রে কহে রাজা যত্ন করিয়া—
"কল্য হেরা পঞ্চমী হবে লক্ষ্মীর বিজয় ;
ঐছে উৎসব কর যৈছে কভু নাহি হয়।
মহোৎসবের কর তৈছে বিশেষ সম্ভার ;
দেখি মহাপ্রভুর যেন হয় চমৎকার।
ঠাকুরের ভাণ্ডারে আর আমার ভাণ্ডারে ;
৩। চিত্রবস্ত্র কিঙ্কিণী আর ছত্র চামরে।
ধ্বজবৃন্দ পতাকা ঘণ্টা করহ মণ্ডন ;
৪। নানা বাদ্য-নৃত্যে দোলা করহ সাজন।
দ্বিগুণ করিয়া কর সব উপহার ;
রথযাত্রা হৈতে যেন হয় চমৎকার।
সেই ত করিহ প্রভু লঞা ভক্তগণ ;
স্বচ্ছন্দে আসিয়া যেন করেন দর্শন।"

প্রাতঃকালে মহাপ্রভু নিজগণ লঞা ;
৫। জগন্নাথ দর্শন কৈল সুন্দরাচল যাঞা।
৬। নীলাচল আইলা পুনঃ ভক্তগণ সঙ্গে ;
দেখিতে উৎকণ্ঠা হেরাপঞ্চমীর রঙ্গে।
কাশীমিশ্র প্রভুরে বহু আদর করিয়া ;
স্বগণ সহ ভাল স্থানে বসাইল লঞা।
রস-বিশেষ প্রভুর শুনিতে মন হৈল ;
ঈষৎ হাসিয়া প্রভু স্বরূপে পুছিল—
"যদ্যপি জগন্নাথ করে দ্বারিকা-বিহার ;
৭। সহজ প্রকট করে পরম উদার।
তথাপি বৎসর মধ্যে হয় একবার ;
বৃন্দাবন দেখিবারে উৎকণ্ঠা অপার।
বৃন্দাবন সম এই উপবনগণ ;
তাহা দেখিবারে উৎকণ্ঠিত হয় মন।
বাহির হইতে করে রথযাত্রা ছল ;
সুন্দরাচল যায় প্রভু ছাড়ি নীলাচল।
নানা পুষ্পোদ্যানে তথা খেলে রাত্রিদিনে ;
লক্ষ্মীদেবী সঙ্গে নাহি লয় কি কারণে ?

১। নরেন্দ্র সরোবর—চন্দন-পুষ্করিণী, এই স্থানে চন্দনযাত্রা হয়।

২। হেরা পঞ্চমী—রথযাত্রার দিন হইতে পঞ্চম দিবসের রাত্রি। এই রাত্রিতে লক্ষ্মীদেবী জগন্নাথকে হেরিতে (অর্থাৎ দর্শন করিতে) গমন করেন বলিয়া ইহার নাম হেরা পঞ্চমী। হেরা পঞ্চমী প্রায়ই ষষ্ঠী তিথির রাত্রি।

৩। চিত্র-বস্ত্র—রঙ্গিলা কাপড়। ৪। দোলা—লক্ষ্মীদেবীর যান।

৫। সুন্দরাচল—যে স্থানে গুণ্ডিচা মন্দির।

৬। নীলাচল—যে স্থানে শ্রীমন্দির।

৭। উদার—উদারতা, সুবক্তাবতা, সকলের প্রতি [illegible] অর্থাৎ দ্বারকা-বিহারে সহজ (স্বাভাবিক) উদারতা প্রকট (প্রকাশ) করিতেছেন।
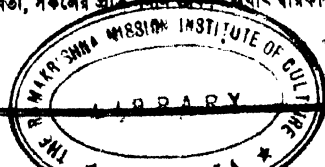
স্বরূপ কহে—"শুন প্রভু কারণ ইহার ;
বৃন্দাবন-ক্রীড়াতে লক্ষ্মীর নাহি অধিকার।
বৃন্দাবন-লীলায় কৃষ্ণের সহায় গোপীগণ ;
গোপীগণ বিনা কৃষ্ণের হরিতে নারে মন।"
প্রভু কহে—"যাত্রা-ছলে কৃষ্ণের গমন ;
সুভদ্রা আর বলদেব সঙ্গে দুইজন।
গোপীসঙ্গে যত লীলা করে উপবনে ;
১। নিগূঢ় কৃষ্ণের ভাব কেহ নাহি জানে।
২। অতএব কৃষ্ণের প্রকট নাহি কিছু দোষ ;
তবে কেন লক্ষ্মীদেবী করে এত রোষ ?"
স্বরূপ কহে—"প্রেমবতীর এইত স্বভাব ;
৩। কান্তের ঔদাস্যাভাসে হয় ক্রোধভাব।"
হেনকালে খচিত যাহে বিবিধ রতন ;
সুবর্ণের চৌদলা করি আরোহণ।
ছত্র-চামর-ধ্বজা-পতাকার গণ ;
নানাবাদ্য—আগে নাচে দেবদাসীগণ।
৪। তাম্বুল-সম্পুট ঝারি ব্যজন চামর ;
সাথে দাসী শত যার দিব্য ভূষাম্বর।
অনেক ঐশ্বর্য্য সঙ্গে বহু পরিবার ;
৫। ক্রুদ্ধ হঞা লক্ষ্মীদেবী আইলা সিংহদ্বার।
৬। জগন্নাথের মুখ্য মুখ্য যত ভৃত্যগণ ;
লক্ষ্মীদেবীর দাসীগণ করেন বন্ধন।
বান্ধিয়া আনিয়া পাড়ে লক্ষ্মীর চরণে ;
চোরে দণ্ড করে যেন—লয় নানা ধনে।
৭। অচেতনবৎ তার করেন তাড়নে ;
৮। নানা মত গালি দেন ভণ্ডবচনে।
৯। লক্ষ্মীসঙ্গে দাসীগণের প্রাগল্‌ভ্য দেখিয়া ;
হাসে মহাপ্রভুর গণ মুখে হস্ত দিয়া।
১০। দামোদর কহে—"ঐছে মানের প্রকার ;
ত্রিজগতে কভু দেখি শুনি নাই আর।
মানিনী নিরুৎসাহে ছাড়ে বিভূষণ ;
ভূমে বসি নখে লেখে—মলিন বসন।
পূর্ব্বে সত্যভামার শুনি এইবিধ মান ;
১১। ব্রজে গোপীগণের মান—রসের নিধান।
ইহোঁ সব নিজ সম্পত্তি প্রকট করিয়া ;
প্রিয়ের উপর যায় সৈন্য সাজাইয়া।"
প্রভু কহে—"কহ ব্রজের মানের প্রকার ;"
স্বরূপ কহে—"গোপীমান নদী শতধার।
নায়িকার স্বভাব প্রেমবৃত্তি বহু ভেদ ;
সেই ভেদে নানাপ্রকার মানের উদ্ভেদ।
সম্যক্ গোপিকার মান না যায় কথন ;
এক দুই ভেদে করাই দিগ্‌দরশন।
মানে কেহ হয় ধীরা, কেহ ত অধীরা ;
১২। এই তিন ভেদ—কেহ হয় ধীরাধীরা।
ধীরা—কান্ত দূরে দেখি করে প্রত্যুত্থান ;
নিকটে আসিতে করে আসন প্রদান।
হৃদে কোপ মুখে কহে মধুর বচন ;
প্রিয় আলিঙ্গিতে তাঁরে করে আলিঙ্গন।
সরল ব্যবহারে করে মানের পোষণ ;
১৩। কিম্বা সোল্লুণ্ঠবাক্যে করে প্রিয়-নিরসন।
অধীরা—নিষ্ঠুরবাক্যে করয়ে ভর্ৎসন ;
কর্ণোৎপলে তাড়ে, করে মালায় বন্ধন।

১। কেহ নাহি জানে -অর্থাৎ এমন কি, সুভদ্রা ও বলদেব সঙ্গে থাকিয়াও জানিতে পারেন না।
২। প্রকট—প্রকাশ্যে ৩। ঔদাস্যাভাস—প্রকৃতপক্ষে ঔদাস্য না হইয়া ঔদাস্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইলে ঔদাস্যাভাস বলে।
৪। সম্পুট—ডিবা, বিড়িদানি কৌটা। ৫। সিংহদ্বার—গুণ্ডিচা মন্দিরের সিংহদ্বার। ৬। ভৃত্যগণ—ভৃত্যগণকে।
৭। তার—তাহাদের, জগন্নাথ ভৃত্যগণের। ৮। ভণ্ডবচন—অশ্লীল বাক্য। ৯। প্রাগল্‌ভ্য—ধৃষ্টতা। ১০। ঐছে—এতাদৃশ।
১১। রসের নিধান—রসের খনি অর্থাৎ সেই মান হইতে শ্রীকৃষ্ণ নিজাভীষ্ট আনন্দরস আস্বাদন করেন।
১২। এই তিন ভেদ—কেহ ধীরা, কেহ অধীরা এবং কেহ ধীরাধীরা, এই ত্রিবিধ ভেদ। ১৩। সোল্লুণ্ঠ বাক্য—স্তুতিযুক্ত নিন্দাবচন।

ধীরাধীরা—বক্রবাক্যে করে উপহাস ;
১। কভু স্তুতি কভু নিন্দা কভু বা উদাস।
২। মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগল্ভা—তিন নায়িকার ভেদ;
মুগ্ধা—নাহি জানে মানের বৈদগ্ধী-বিভেদ।
মুখ আচ্ছাদিয়া করে কেবল রোদন ;
৩। কান্তের বিনয়বাক্যে হয় পরসন্ন।
৪। মধ্যা-প্রগল্ভা—ধরে ধীরাদি-বিভেদ ;
৫। তার মধ্যে সবার স্বভাব তিন ভেদ—
কেহ প্রখরা, কেহ মৃদু, কেহ হয় সমা ;
স্ব-স্ব-ভাবে কৃষ্ণের বাঢ়ায় প্রেমসীমা।
৬। প্রাখর্য্য মার্দ্দব সাম্য স্বভাব—নির্দ্দোষ ;
সেই সেই স্বভাবে কৃষ্ণে করায় সন্তোষ।”
এ কথা শুনিয়া প্রভুর আনন্দ অপার ;
“কহ কহ দামোদর”—বলে বার-বার।
দামোদর কহে—“কৃষ্ণ রসিকশেখর ;
রস-আস্বাদক রসময়-কলেবর।

১। উদাস—ঔদাসীন্য।

২। মুগ্ধা নায়িকার লক্ষণ='প্রথমাবতীর্ণযৌবনমদনবিকারা রতৌ বামা। কথিতা মৃদুশ্চ মানে সমধিকলজ্জাবতী মুগ্ধা'। যাহার যৌবন এবং মদনের বিকার তৎকালই উদ্ভূত হইয়াছে, যিনি সুরতব্যাপারে পরাঙ্মুখী, মানে বিমুখী এবং অতিশয়লজ্জাশীলা, তাহাকে মুগ্ধা বলে।

মধ্যা 'সমানলজ্জামদনা প্রোদ্যত্তারুণ্যশালিনী। কিঞ্চিৎপ্রগল্ভবচনা মোহান্তসুরতক্ষমা'। যাহার লজ্জা এবং মদন বিকার সমান অর্থাৎ ন্যূনাধিকারহিত, যিনি প্ররূঢ়যৌবনা, যাহার বচন কিঞ্চিৎ প্রগল্ভ এবং যিনি মোহ পর্য্যন্ত সুরত ব্যাপারে সমর্থা, তাহাকে মধ্যা বলে।

প্রগল্ভা—'প্রগল্ভা পূর্ণতারুণ্যা মদান্ধোরুরতোৎসুকা। ভূরিভাবোদ্গমাভিজ্ঞা রসেনাক্রান্তবল্লভা। অতি প্রৌঢ়োক্তিচেষ্টাসৌ মানে চাত্যন্তকর্কশা'। যাহার যৌবন পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে, যিনি কামমদে অন্ধা, নানাবিধ সুরতে সমুৎসুকা, নানাবিধ ভাবের উদ্গমনে অভিজ্ঞা, যিনি রসভরে নায়ককে স্বায়ত্ত করিয়াছেন, যাহার বচন এবং ক্রিয়া অতিশয় প্রৌঢ়ভাবাপন্ন এবং যিনি মানে অতিশয় কঠিনভাবের আধিক্যার করেন, তাহাকে প্রগল্ভা বলে।

৩। বিনয়বাক্য—মানাপনোদনার্থ স্তুতিবচন। পরসন্ন—প্রসন্ন।

৪। মধ্যা প্রগল্ভা—মধ্যা এবং প্রগল্ভা। ধীরাদি বিভেদ—ধীর মধ্যা, ধীরাধীর মধ্যা এবং অধীর-মধ্যা, ধীর-প্রগল্ভা, ধীরাধীর-প্রগল্ভা এবং অধীর প্রগল্ভা।

ধীর মধ্যার লক্ষণ='ধীরা তু বক্তি বক্রোক্ত্যা সোৎপ্রাসং সাগসং প্রিয়ং'। ধীর-মধ্যা ঈষৎহাস্যপূর্ব্বক বক্রোক্তিবচনে সাপরাধ প্রিয়কে [illegible]।

ধীরাধীর মধ্যার লক্ষণ='ধীরাধীরা তু বক্রোক্ত্যা সবাষ্পং বদতি প্রিয়ং'। ধীরাধীর নায়িকা সজলনয়নে বক্রোক্তিবচন দ্বারা প্রিয়তমের প্রতি বাক্যপ্রয়োগ করেন।

অধীর মধ্যার লক্ষণ='অধীরা পুরুষৈর্বাক্যৈর্নিরস্যেদ্বল্লভং রুষা'। অধীর মধ্যা নায়িকা মানে কঠোরবচন দ্বারা সাপরাধ প্রিয়তমকে নিরস্বিত করেন।

ধীর প্রগল্ভার লক্ষণ='উদাস্তে সুরতে ধীরা সাবহিত্থা চ সাদরা'। ধীর প্রগল্ভা নায়িকা আপন অন্তরগত মান গোপন করতঃ বাহিরে আদর প্রদর্শনপূর্ব্বক নায়ককে সুরতে বঞ্চিত করেন।

ধীরাধীর প্রগল্ভার লক্ষণ='ধীরাধীরগুণোপেতা ধীরাধীরেতি কথ্যতে'। মানে ধীরপ্রগল্ভা এবং অধীরপ্রগল্ভা এতদুভয় নায়িকার গুণবিশিষ্টাকে ধীরাধীরপ্রগল্ভা বলে।

অধীর প্রগল্ভার লক্ষণ='সন্তর্জ্জ্য নিষ্ঠুরং রোষাদধীরা তাড়য়েৎ প্রিয়ং'। অধীরপ্রগল্ভা মানে রোষবশতঃ তর্জ্জনপূর্ব্বক নিষ্ঠুরভাবে নায়ককে তাড়ন করেন।

৫। তিন ভেদ—প্রখরা, মৃদ্বী এবং সমা।

৬। প্রখরা ..সমা—'প্রগল্ভবাক্যা প্রখরা খ্যাতা দুর্ল্লঙ্ঘ্যভাষিতা। তদূনত্বে ভবেন্মৃদ্বী মধ্যা তৎসাম্যমাগতা'। যাহার বাক্য প্রগল্ভ এবং অন্যের অপরিহার্য্য—তাহাকে প্রখরা বলে। প্রখরতাগুণশূন্যাকে মৃদ্বী বলে। এবং প্রাখর্য্য ও মার্দ্দব গুণ পরস্পর উপমর্দ্দক না হইয়া যাহাতে সমভাবে অবস্থিতি করে, তাহাকে মধ্যা অর্থাৎ সমা বলে।

৭। নির্দ্দোষ—প্রাখর্য্যাদি গুণ প্রেমের বিলাসহেতু দোষরহিত।

প্রেমময়বপু কৃষ্ণ ভক্তপ্রেমাধীন ;
১। শুদ্ধপ্রেমরসগুণে গোপিকা প্রবীণ।
২। গোপিকার প্রেমে নাহি রসাভাসদোষ ;
অতএব করে কৃষ্ণের পরম সন্তোষ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশাধ্যায়ে ষড়্‌বিংশশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকদেববাক্য—

এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ
স সত্যকামোঽনুরতাবলাগণঃ।
সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ
সর্ব্বাঃ শরৎকাব্যকথা রসাশ্রয়াঃ ॥৩॥

৩। বামা এক গোপীগণ, দক্ষিণা এক গণ ;
৪। নানাভাবে করায় কৃষ্ণে রস আস্বাদন
গোপীগণমধ্যে শ্রেষ্ঠা রাধাঠাকুরাণী ;
৫। নিৰ্ম্মল-উজ্জ্বলরস প্রেমরত্নখনি।
৬। বয়সে মধ্যমা তিঁহ স্বভাবেতে সমা ;
গাঢ়প্রেমভাব তিঁহ নিরন্তর বামা।
বাম্যস্বভাবে মান উঠে নিরন্তর।
৭। তাঁর বাম্যে উঠে কৃষ্ণের আনন্দসাগর।

তথাহি **উজ্জ্বলনীলমণৌ** শৃঙ্গারভেদকথনে ত্রিচত্বারিংশ শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং—

এবম্ ইতি। শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা বসন্তাদিসম্বন্ধিনোপি যা নিশাস্তা এবং রাসপ্রকারেণ সিষেবে তথা ঋতুষট্‌কাত্মকস্য শরদাখ্যবর্ষস্য যাঃ কাব্যকথাঃ পূর্ব্ববদনস্তাশ্চ সর্ব্বাঃ সিষেবে কিন্তু রসাশ্রয়া এবেতি। কীদৃশঃ সন্ সিষেবে —তত্রাহ। আত্মনি অন্তর্মনসি অবরুদ্ধাঃ সমস্ততঃ স্থাপিতাঃ সুরতসম্বন্ধিনো ভাবহাবাদয়ো যেন তাদৃশঃ সন্নিতি। ততস্তাঃ পরিত্যক্তুং ন শক্তবানিতি ভাবঃ। তাদৃশত্বে হেতুঃ—অনুরতাবলাগণঃ, নিরন্তরমনুরক্তোঽবলাগণো যস্মিন্ তাদৃশঃ। তেষাং গোবিন্দানামনুরাগপ্রভবত্বাদনুরাগ এব কারণং, ন তু কামিজনবৎ কাম এবেত্যর্থঃ। যতঃ সত্যকামঃ ব্যভিচাররহিত-তাদৃশাভিলাষ ইতি ॥ ৩॥

যাঁহাতে সকল গোপীগণ অনুরক্ত আছেন, সেই সত্যসঙ্কল্প শ্রীকৃষ্ণ সুরতসম্বন্ধী হাবভাবাদি মনোমধ্যে স্থাপিত করিয়া পূর্ব্বোক্ত রাসক্রীড়ার ন্যায় চন্দ্রের কিরণমালায় সুবিরাজিত রজনীগণ এবং সম্বৎসরমধ্যে রসাশ্রয় ত্রিকালীয় কবিরচিত কাব্যকথার সেবা করিয়াছিলেন ॥ ৩॥

গোপীগণ ও শ্রীকৃষ্ণ পরস্পর অতিশয় অনুরক্ত, ইহাই এই শ্লোক দ্বারা সমর্থন করিলেন,—এই হেতু গোপীপ্রেমে রসাভাস দোষ নাই ॥ ৩॥

১। শুদ্ধ—কামগন্ধবিহীন। প্রবীণ—প্রধান।

২। রসাভাস—'অনৌচিত্যপ্রবৃত্তত্বে আভাসো রসভাবয়োঃ'। রস এবং ভাবের অনুচিতভাবে প্রবৃত্তি হইলে, তাহাকে আভাস অর্থাৎ রসাভাস এবং ভাবাভাস বলে। অনৌচিত্যপ্রবৃত্তির দৃষ্টান্ত যথা—উপনায়কগত, মুনিপত্নীগত, গুরুপত্নীনিষ্ঠ, বহুনায়কবিষয়ক, অনুভয়নিষ্ঠ অর্থাৎ নায়ক ও নায়িকার পরস্পরের যদি সমান অনুরাগ না হয়, নায়কের প্রতিপক্ষগত, নীচগত এবং তির্য্যগাদিগত রতিকে শৃঙ্গাররসে অনৌচিত্যপ্রবৃত্তি বলে। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তা, তাঁহাদিগের কেবল কৃষ্ণমাত্রনিষ্ঠ স্বাভাবিক প্রেম এবং শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণ উভয়ের তুল্য অনুরাগ—ইত্যাদি কারণবশতঃ গোপীপ্রেমে রসভাস-দোষ নাই।

৩। বামা—'মানগ্রহে সদোদ্যুক্তা তচ্ছৈথিল্যে চ কোপনা। অভেদ্যা নায়কে প্রায়ঃ ক্রূরা বামেতি কীর্ত্ত্যতে'। যে নায়িকা মানগ্রহণার্থ সর্ব্বদা উদ্যমশালিনী, সেই মানের শিথিলে কোপনা হয়েন, নায়ক সহসা যাহার মান প্রসাদন করিতে সমর্থ হন না এবং প্রায়ই যিনি নায়কের প্রতি কঠিনার ন্যায় প্রতীয়মানা হন, তাহাকে বামা বলে।

দক্ষিণা—'অসহা মাননির্বন্ধে নায়কে যুক্তবাদিনী। সামভিস্তেন ভেদ্যা চ দক্ষিণা পরিকীর্ত্তিতা'। যে নায়িকা মাননির্ব্বন্ধে অসমর্থা, নায়কের প্রতি যুক্তবচন প্রয়োগ করেন এবং নায়কের সান্ত্বনাবাক্যে শীঘ্রই প্রসন্না হন, তাহাকে দক্ষিণা বলে।

৪। নানাভাবে—বাম্য-দাক্ষিণ্যাদি নানাবিধ ভাবে। রস—আদ্য রস।

৫। নির্ম্মল—কামগন্ধবর্জ্জিত। উজ্জ্বলরস—শৃঙ্গার রস। প্রেমরত্নখনি—প্রেমরূপ রত্নের উৎপত্তিস্থান অর্থাৎ রাধিকা হইতেই অন্যেতে প্রেম সঞ্চারিত হয়। ৬। বয়সে মধ্যম—অর্থাৎ পূর্ণযৌবনবতী, (মধ্যকিশোর বয়স্কা)।

৭। বাম্যে—বাম্য-প্রাখর্য্য প্রভৃতি ভাবে প্রেমবিলাসহেতু রসিকচূড়ামণির পরমানন্দ উপস্থিত হয়। কামার্ত্ত লোকের তাহা অনুভবেরই বিষয় হইতে পারে না। উঠে—উদ্বেলিত হয়।

অহেরিব গতিঃ প্রেম্ণঃ
স্বভাবকুটিলা ভবেৎ।
অতো হেতোরহেতোশ্চ
যূনোর্মান উদঞ্চতি ॥ ৪ ॥

এত শুনি বাড়ে প্রভুর আনন্দসাগর ;
'কহ কহ'—কহে প্রভু, বলে দামোদর—
১। "অধিরূঢ়-মহাভাব রাধিকার প্রেম ;
বিশুদ্ধ নির্ম্মল যৈছে দশবান হেম।
কৃষ্ণের দর্শন যদি পায় আচম্বিতে ;
নানাভাববিভূষণে হয় বিভূষিতে।
২। অষ্ট সাত্ত্বিক, হর্ষাদি ব্যভিচারী আর ;
সহজ প্রেম, বিংশতি ভাব অলঙ্কার।
৩। কিলকিঞ্চিত, কুট্টমিত, বিলাস, ললিত ;
বিব্বোক, মোট্টায়িত, আর মৌগ্ধ, চকিত—
এত ভাব-ভূষায় ভূষিত শ্রীরাধার অঙ্গ ,
দেখিয়া উথলে কৃষ্ণের সুখাব্ধিতরঙ্গ।
কিলকিঞ্চিতাদি ভাবের শুন বিবরণ—
যে ভাবভূষায় রাধা হরে কৃষ্ণমন।
রাধা দেখি কৃষ্ণ যদি ছুঁইতে করে মন ;
৪। দানঘাটী পথে, যবে বর্জ্জেন গমন।
যবে আসি মানা করে পুষ্প উঠাইতে ;
সখীআগে চাহে যদি গায় হাত দিতে।
এইসব স্থানে কিলকিঞ্চিত-উদ্গম ;
৫। প্রথমে হর্ষ সঞ্চারী মূল কারণ।

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ বিভাবকথনে এক-সপ্ততিতমশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামি-বাক্যং ;—

এই শ্লোকের ব্যাখ্যা মধ্যলীলা (৮) পরিচ্ছেদে (২৮২) পৃষ্ঠা দেখুন ॥ ৪ ॥

১। অধিরূঢ় মহাভাব—হ্লাদিনীসমবেত সংবিচ্ছক্তির বৃত্তিবিশেষ ভাব, ইহাকেই রতি বলে। রতির উদয় হইলে চিত্তের উল্লাস বৃদ্ধি ... হয়, শৃঙ্গাররসে ইহাকে মধুররতি বলে। সাধারণী, সমঞ্জসা এবং সমর্থা ভেদে মধুররতি ত্রিবিধ। তন্মধ্যে যে রতির সহিত ... একীভাব প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ কৃষ্ণসুখার্থমাত্র সম্ভোগইচ্ছার উদ্ভব হইলেই রতির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হয়) তাহাকে সমর্থা ... সেই রতি দৃঢ় হইয়া উত্তরোত্তর প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ এবং মহাভাব পর্য্যন্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ধ্বংসের ... থাকিলেও যাহাতে যুবক ও যুবতীর ভাববন্ধনের কোনরূপেই ধ্বংস হয় না, তাহাকেই প্রেম বলে। যে প্রেম পরমোৎ- ... হৃদয় দ্রব করে, তাহাকে স্নেহ বলে। স্নেহ পরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া নব নব মাধুর্য্য আবিষ্কার করতঃ অদাক্ষিণ্য ধারণ ... তাহাকে মান বলে। মান বিস্রম্ভ (প্রিয়জনের সহিত নিজকে অভিন্ন বলিয়া মানা) ধারণ করিলে, তাহাকে প্রণয় বলে। ... উৎকর্ষবশতঃ কৃষ্ণপ্রাপ্তি সম্ভাবিত হইলে তৎসম্বন্ধে অতিশয় দুঃখকে চিত্তে সুখ বলিয়া অনুভব করায়, তাহাকে রাগ বলে। যে ... উৎকর্ষবশতঃ সর্ব্বদা অনুভূত প্রিয়কে অননুভূতের ন্যায় নবনবায়মান করিয়া অনুভব করায়, সেই নব নব রাগকে অনুরাগ ... অনুরাগ ভাবোন্মুখতা অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশিত এবং আশ্রয় অর্থাৎ রাগের যতদূর ইয়ত্তা হইতে পারে তাবৎ পরিমিত ... তাহাকে ভাব বলে। কেবল ব্রজদেবীমাত্রসংবেদ্য হইলে তাহাকে মহাভাব বলে ; অর্থাৎ সমর্থা রতি হইতে উৎপন্ন ... মহাভাব বলে। স্নেহ, প্রণয়, মান, রাগ, অনুরাগ এবং মহাভাব—ইহারা সকলেই প্রেমের বিলাস, এইহেতু স্নেহাদি সকলই প্রেমশব্দবাচ্য। রূঢ় এবং অধিরূঢ় ভেদে মহাভাব দ্বিবিধ। যাহাতে সাত্ত্বিকভাব উদ্দীপ্ত হয়, তাহাকে রূঢ় মহাভাব বলে। এই রূঢ় মহাভাব কেবল ব্রজদেবীনিষ্ঠ। রূঢ়-মহাভাবের অনুভাব হইতেও যাহার অনুভাব পরমচমৎকারিতাপ্রাপ্ত, তাহাকে অধিরূঢ়-মহাভাব বলে। মোদন ও মাদন ভেদে অধিরূঢ়-মহাভাব দ্বিবিধ। যাহাতে রাধা কৃষ্ণ উভয়ের পরমোৎকৃষ্ট উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাবের অভিব্যক্তি হয়, তাহাকে মোদন বলে। যাহাতে প্রেমাদি সকল ভাবের উদ্গম হয়, এবং যাহা কেবল রাধা এবং কৃষ্ণেতে অভিব্যক্ত হয়, তাহাকে মাদন বলে। অধিরূঢ়-মহাভাব শব্দে সেই মাদনাবস্থাপন্ন অধিরূঢ়-মহাভাব বুঝিতে হইবে। দশবান—দশ বার অগ্নিতে দগ্ধ অর্থাৎ অতি বিশুদ্ধ।

২। অষ্ট সাত্ত্বিক—মধ্যলীলা (৮) পরিচ্ছেদ দেখুন। হর্ষাদি ব্যভিচারী—মধ্যলীলা (৮) পরিচ্ছেদ দেখুন। সহজ—স্বাভাবিক অর্থাৎ আগন্তুক নয়। বিংশতি ইত্যাদি—মধ্যলীলা (৮) পরিচ্ছেদ দেখুন।

৩। কিলকিঞ্চিত—এই সকল ভাবের লক্ষণ মধ্যলীলা (৮) পরিচ্ছেদ দেখুন।

৪। বর্জ্জেন গমন—শ্রীরাধিকার গমন বর্জন অর্থাৎ নিবারণ করেন।

৫। হর্ষ সঞ্চারী—হর্ষ নামক সঞ্চারী ভাব।

গর্ব্বাভিলাষরুদিত-
স্মিতাসূয়াভয়ক্রুধাং
সঙ্করীকরণং হর্ষা-
দুচ্যতে কিলকিঞ্চিতং ॥৫॥

আর সাত ভাব আসি সহজে মিলয় ;
অষ্টভাবসম্মিলনে মহাভাব হয়।
গর্ব্ব, অভিলাষ, ভয়, শুষ্ক রুদিত ;
ক্রোধ, অসূয়া, সহ আর মন্দস্মিত।
নানা স্বাদু অষ্টভাব একত্র মিলন ;
যাহার আস্বাদে তৃপ্ত হয় কৃষ্ণমন।
১। দধি, খণ্ড, ঘৃত, মধু, মরিচ, কর্পূর,
এলাচি—মিলনে যৈছে রসালা মধুর।
২। এইভাবযুক্ত দেখি রাধাস্যনয়ন ;
সঙ্গম হইতে সুখ পায় কোটিগুণ।”

তথাহি দানকেলিকৌমুদ্যাং প্রথম শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং—

অন্তঃস্মেরতয়োজ্জ্বলা জলকণ-
ব্যাকীর্ণপক্ষ্মাঙ্কুরা,
কিঞ্চিৎপাটলিতাঞ্চলা রসিকতোৎ-
সিক্তা পুরঃ কুঞ্চতী।
রুদ্ধায়াঃ পথি মাধবেন মধুর-
ব্যাভুগ্নতারোত্তরা,
রাধায়াঃ কিলকিঞ্চিতস্তবকিনী
দৃষ্টিঃ শ্রিয়ং বঃ ক্রিয়াৎ ॥৬॥

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে নবম সর্গে অষ্টাদশ শ্লোকে গ্রন্থকারবাক্যং—

গর্ব্বাভিলাষ ইতি। গর্ব্বঃ সৌভাগ্যাদিজনিতমন্যাবহেলনং। অভিলাষ ঔৎসুক্যং। রুদিতং রোদনং। স্মিতং মন্দহসিতং। অসূয়া সৌভাগ্যাতিশয়জন্যঃ পরোৎকর্ষে দ্বেষঃ। ভয়ং ত্রাসঃ। ক্রুধ্ ক্রোধঃ চিত্তজ্বলনরূপঃ। এতেষাং ভাবানাং হর্ষাদ্ধেতোঃ সঙ্করীকরণং কিলকিঞ্চিতমুচ্যতে ॥ ৫ ॥

অন্তঃস্মেরতয়া ইতি। মাধবেন পথি পুরোহগ্রত এব রুদ্ধায়া রাধায়া দৃষ্টি র্বো যুষ্মাকং শ্রিয়ং প্রেমসম্পত্তিং ক্রিয়াৎ করোতু। কথম্ভূতা?—কিলকিঞ্চিতং ভাববিশেষং স্তবকয়িতুং স্তবকীকর্ত্তুং বহিরীষৎ প্রকটয়িতুং শীলং যস্যাঃ সা (আদ্যাচ্ছকস্য স্তবক ইত্যমরঃ)। “গর্ব্বাভিলাষরুদিতস্মিতাসূয়াভয়ক্রুধাং। সঙ্করীকরণং হর্ষাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিতং”। অন্তঃস্মেরতয়েতি হর্ষোত্থং স্মিতং ; স্তবকপক্ষে অন্তঃস্মেরতা অন্তরীষৎফুল্লতা। জলকণেতি রুদিতং অবহিত্থেত্থং ; পক্ষে মকরন্দোদ্গম ইতি শিশিরস্মিতং। আরুণ্যেন ক্রোধঃ ; পক্ষে শ্বেতারুণবর্ণদ্বয়ে দর্পঃ। কুঞ্চতীতি সঙ্কুচিতরূপেতি ভয়ং ; পক্ষে কুঞ্চনং কোরকতা। মধুরা ব্যাভুগ্না কুটিলা চ যা তারা কনীনিকা তয়া উত্তরা শ্রেষ্ঠা, মধুরব্যাভুগ্নেতি গর্ব্বাসূয়ে ; পক্ষে মাধুর্য্যং কুটীলাকৃতিত্বঞ্চ। তদা—মধুরব্যাভুগ্নতাং রাতি গৃহ্নাতীতি চ্ছেদঃ, উত্তরা শ্রেষ্ঠা ॥ ৬ ॥

গর্ব্ব, অভিলাষ, শুষ্করোদন, স্মিত, অসূয়া, ভয় এবং ক্রোধ—এই সকল হর্ষজনিত ভাবের একত্র সম্মিলনকে কিলকিঞ্চিত বলে ॥ ৫ ॥

যাহা অন্তরে মন্দহাস্য নিবন্ধন পরমোজ্জ্বল, যাহার পক্ষ্ম সকল জলকণব্যাপ্ত, যাহার প্রান্তভাগ কিঞ্চিৎ পাটলবর্ণ, যাহা রসিকতায় উৎসিক্ত, যাহা সঙ্কুচিত, যাহা মধুর ও কুটিল তারায় উৎকৃষ্ট এবং যাহা বাহিরে মন্দ মন্দ কিলকিঞ্চিত ভাব প্রকাশ করিতেছে, পথিমধ্যে অগ্রে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অবরুদ্ধা শ্রীরাধিকার সেই দৃষ্টি তোমাদিগের প্রেম-সম্পত্তি সম্পাদন করুন্ ॥ ৬ ॥

এই শ্লোকে (১) ‘অন্তঃস্মেরতয়া’ এই পদে হর্ষজনিত স্মিত৷ (২) ‘জলকণ’ এই পদে রুদিত (৩) ‘পাটলিতাঞ্চলা’ এই পদে ক্রোধ (৪) ‘কুঞ্চতী’ এই পদে ভয় (৫) ‘মধুর ব্যাভুগ্ন’ এই পদে গর্ব্ব ও অসূয়া (৬) এবং সর্ব্বত্রই (৭) অভিলাষ অভিব্যক্ত হইয়াছে ॥ ৬ ॥

১। খণ্ড—খাঁড়। ২। রাধাস্য নয়ন—রাধার আস্য (মুখ) ও নয়ন।

বাষ্পব্যাকুলিতারুণাঞ্চল-চলন্
নেত্রং রসোল্লাসিতং,
হেলোল্লাসচলাধরং কুটিলিতং
ভ্রূযুগ্মমুদ্যৎস্মিতং ।
রাধায়াঃ কিলকিঞ্চিতাঞ্চিতমসৌ
বীক্ষ্যাননং সঙ্গমা-
দানন্দং তমবাপ কোটিগুণিতং
যোঽভূন্ন গীর্গোচরঃ ॥৭॥

এত শুনি প্রভু হৈলা আনন্দিতমন ;
সুখাবিষ্ট হঞা স্বরূপে কৈল আলিঙ্গন—
"বিলাসাদি ভাবভূষার কহত লক্ষণ ;
যেই ভাবে রাধা হরে গোবিন্দের মন।"
তবে ত স্বরূপ গোসাঞী কহিতে লাগিলা ;
শুনি প্রভুর ভক্তগণ মহাসুখ পাইলা ।

১। —"রাধা বসি আছে কিবা বৃন্দাবনে যাই ;
তাঁহা আচম্বিতে কৃষ্ণ-দরশন পাই ।
২। দেখিতেই নানা ভাব হয় বিলক্ষণ ;
সেই বৈলক্ষণ্যের নাম বিলাস-ভূষণ ।

তথাহি **উজ্জ্বলনীলমণৌ** বিভাবকথনে সপ্তষষ্টিতমশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং—

গতিস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদিকর্ম্মণাং ।
তাৎকালিকন্তু বৈশিষ্ট্যং বিলাসঃ প্রিয়সঙ্গজং ॥৮

লজ্জা, হর্ষ, অভিলাষ, সম্ভ্রম, বাম্য, ভয়—
এত ভাব মিলি রাধায় চঞ্চল করয় ।

তথাহি **গোবিন্দলীলামৃতে** নবমসর্গে একাদশশ্লোকে গ্রন্থকারবাক্যং—

পুরঃ কৃষ্ণালোকাৎ স্থগিতকুটিলাস্যা গতিরভূৎ
তিরশ্চীনং কৃষ্ণাম্বরদরবৃতং শ্রীমুখমপি ।

বাষ্পব্যাকুলিত ইতি। অসৌ শ্রীকৃষ্ণঃ কান্তায়াঃ শ্রীরাধায়াঃ নিরোধজনিত কিলকিঞ্চিতাঞ্চিতমাননং বীক্ষ্য তস্যাঃ সঙ্গমাৎ কোটিগুণিতং তমানন্দমবাপ য আনন্দঃ গিরাং বাচাং গোচরোবিষয়ো ন ভূৎ। কিলকিঞ্চিতাঞ্চিতমাননং ? —বাষ্পৈর্নয়নবারিভিঃ ব্যাকুলিতে আকুলিতে অরুণং রক্তবর্ণমঞ্চলং প্রান্তভাগো যয়োঃ তথাভূতে চলন্তৌ চঞ্চলে নেত্রে যস্মিন্ তৎ। বাষ্পব্যাকুলিতেতি রুদিতং; অরুণাঞ্চলেতি ক্রোধঃ; চলন্নেত্রমিতি ভয়ং; রসোল্লাসিতমিতি গর্ব্বঃ; হেলয়া শৃঙ্গারসূচক-ভাববিশেষেণ উল্লসিতং শীৎকারতথাভূতশ্চলঃ কম্পমানঃ অধরো যস্মিন্ তদিতি অভিলাষঃ; কুটিলিতং কুটিলীকৃতং ভ্রূযুগ্মং যস্মিন্ তদিত্যসূয়া; উদ্যৎ উদগচ্ছৎ স্মিতং মন্দহসিতং যস্মিন্ তদিতি স্মিতং; এতে সর্ব্বে ভাবা হর্ষজনিতা ইতি হর্ষঃ ॥ ৭ ॥

গতিস্থান ইতি। গতির্গমনং; স্থানমবস্থানং; আসনং উপবেশনং; তেষাং মুখনেত্রাদীনাং কর্ম্মণাঞ্চ প্রিয়সঙ্গজং প্রিয়সঙ্গজনিতং তাৎকালিকং প্রিয়তমমিলনসময়োদ্ভূতং বৈশিষ্ট্যং 'বিলাস' উচ্যতে ॥ ৮ ॥

পুর ইতি। পুরঃ অগ্রে কৃষ্ণালোকাৎ কৃষ্ণসমালোকোত্থাৎ ন্যায়েনাপি গচ্ছন্তী। অস্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ গতিঃ স্থগিতা

যাহাতে বাষ্পাকুলিত অরুণবর্ণ ও চঞ্চল নেত্রযুগল বর্তমান, যাহা রসভরে উল্লাসিত, যাহাতে হেলা অর্থাৎ শৃঙ্গারসূচক ভাববিশেষে উল্লাসিত ও কম্পমান অধর ও কুটিলীকৃত ভ্রূযুগল বিদ্যমান এবং যাহাতে মন্দহসিত উদ্গত, অবলোকন করিয়া শ্রীরাধিকার তাদৃশ কিলকিঞ্চিত-ভাবাঞ্চিত বদন দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গম হইতেও যে কোটিগুণে অধিক আনন্দলাভ করিয়াছিলেন, তাহা বাক্যের বিষয় নয় ॥ ৭ ॥

গতি, স্থান এবং উপবেশনাদি ও মুখ-নেত্রাদির কর্ম্মসকলের প্রিয়সঙ্গমজনিত তাৎকালিক বৈশিষ্ট্যকে বিলাস বলে ॥ ৮ ॥

সম্মুখে শ্রীকৃষ্ণকে অবলোকন করিয়া শ্রীরাধিকার গতি স্থগিত এবং কুটিল হইয়াছিল, শ্রীমুখ বক্র ও নীলবসনে

এই শ্লোকে (১) 'বাষ্পাকুলিত' এই পদে রোদন (২) 'অরুণাঞ্চল' এই পদে ক্রোধ (৩) 'চলন্নেত্র' এই পদে ভয় (৪) 'রসোল্লাসিত' এই পদে গর্ব্ব (৫) 'হেলোল্লাস চলাধর' এই পদে অভিলাষ (৬) 'কুটিলিত ভ্রূযুগ্ম' এই পদে অসূয়া (৭) 'উদ্যৎস্মিত' এই পদে স্মিত (৮) সকল ভাবই হর্ষ জনিত হেতু হর্ষ,—এই অষ্ট ভাবের সংমিলনে ইহাকে কিলকিঞ্চিত বলে ॥ ৭ ॥

১। যাই—যান। তাঁহা—বৃন্দাবনে। আচম্বিতে—হঠাৎ। পাই—পান। ২। বিলক্ষণ—অপেক্ষাকৃত বিশেষ অর্থাৎ বিচিত্র।

চলত্তারং স্ফারং নয়নযুগমাভুগ্নমিতি সা
বিলাসাখ্য-স্বালঙ্করণবলিতাসীৎ প্রিয়মুদে ॥৯॥

কৃষ্ণ আগে রাধা যদি রহে দাণ্ডাইয়া ;
১। তিন-অঙ্গ-ভঙ্গে রহে ভ্রূ নাচাইয়া।
মুখে নেত্রে হয় নানা ভাবের উদ্গার ;
এই কান্তাভাবের নাম ললিতালঙ্কার।

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ বিভাবকথনে পঞ্চসপ্ততিতমশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং—

বিন্যাসভঙ্গিরঙ্গানাং ভ্রূবিলাসমনোহরা।
সুকুমারা ভবেদ্যত্র ললিতং তদুদাহৃতং ॥১০॥

২। ললিত-ভূষিত রাধা দেখে যদি কৃষ্ণ ;
দোঁহে দোঁহা গিলিবারে হয়েন সতৃষ্ণ।

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে নবমসর্গে চতুর্দশশ্লোকে গ্রন্থকারবাক্যং—

হ্রিয়া তীর্য্যগ্‌গ্রীবাচরণকটিভঙ্গী সুমধুরা,
চলচ্চিল্লীবল্লীদলিতরতিনাথোর্জ্জিতধনুঃ ;
প্রিয়প্রেমোল্লাসোল্লসিত ললিতালালিততনুঃ,
প্রিয়প্রীত্যৈ সাসীদুদিতললিতালঙ্কৃতিযুতা ॥১১॥

৩। লোভে আসি কৃষ্ণ করে কঞ্চুকাকর্ষণ ;
অন্তরে উল্লাস—রাধা করে নিবারণ।
৪। বাহিরে বামতা-ক্রোধ, ভিতরে সুখ-মন ;
কুট্টমিত নাম এই ভাববিভূষণ।

কুটিলা চ অভূৎ। শ্রীমুখমপি তিরশ্চীনং বক্রীভূতং কৃষ্ণাম্বরেণ নীলাম্বরেণ দব ঈষৎ বৃতমাবৃতঞ্চাভূৎ। নয়নযুগঞ্চ চলন্তী তারা যত্র তৎ স্ফারং বিস্তৃতং অভুগ্নমীষদ্বক্রঞ্চাভূৎ। ইতি সা রাধা প্রিয়স্য শ্রীকৃষ্ণস্য মুদে আনন্দায় বিলাসাখ্যেন বিলাস-নামধেয়েন স্বেন স্বস্বরূপভূতেন অলঙ্করণেন বলিতা যুতাসীদিতি। অত্র স্থগিতকুটিলেতি গতিঃ। স্থানাসনানাং তিরশ্চীনমিত্যাদিনা মুখস্য চলত্তারমিত্যাদিনা নয়নস্য চ কর্ম্মণাঞ্চ বৈশিষ্ট্যং জ্ঞেয়ং ॥ ৯ ॥

বিন্যাস ইতি। যত্র ভাবে ভ্রূবিলাসেন ভ্রূভঙ্গ্যা মনোহরা রুচিরা তথা সুকুমারা মধুরা অঙ্গানাং বিন্যাসভঙ্গির্ভবেৎ, তৎ 'ললিতং' ললিতাখ্যভাব উদাহৃতং কথিতং ॥ ১০ ॥

হ্রিয়া ইতি। উদিতমভিব্যক্তং যল্ললিতং তদাখ্যভাববিশেষস্তদেব অলঙ্কৃতিরলঙ্করণং তয়া যুতা সতী সা শ্রীরাধা প্রিয়স্য শ্রীকৃষ্ণস্য প্রীত্যৈ আনন্দায় আসীৎ। তৎপ্রকারমাহ—হ্রিয়া অপত্রপয়া তিরশ্চী গ্রীবা যস্যাঃ সা। তথা চরণকট্যোর্ভঙ্গ্যা সুমধুরা। এতেনাঙ্গত্রয়স্য ভঙ্গী সূচিতা। চলন্তী চিল্লী ভ্রূঃ সৈব বল্লীলতা তয়া দলিতং নির্জ্জিতং রতিনাথস্য কামস্য উর্জ্জিতং প্রভাবাতিশয়যুক্তং ধনুর্যয়া সা। এতেন ভ্রূবিলাসস্য মনোহরত্বং সূচিতং। তথা প্রিয়স্য প্রেম্ণঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়কস্য য উল্লাসস্তেন উল্লাসিতা যা ললিতা তন্নাম্নী সখী তয়া লালিতা অঙ্কে নিধায় সেবিতা তনুর্যস্যাঃ সা। এতেন অঙ্গানাং কোমলত্বং সূচিতমিতি ॥ ১১ ॥

ঈষৎ আবৃত হইয়াছিল, এবং যাহাতে তারা আঘূর্ণিত হইতেছে—সেই নয়নযুগল বিস্ফারিত হইয়াছিল ; এইরূপে সেই শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ বিধানার্থ বিলাস-নামক স্বীয় অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

যে ভাবে ভ্রূভঙ্গীতে রুচির এবং সুমধুর অঙ্গের বিন্যাসভঙ্গি হয়, তাহাকে ললিত নামক ভাব বলে ॥ ১০ ॥

যাঁহার গ্রীবা লজ্জাভাবে বক্র, যিনি চরণ ও কটির ভঙ্গিতে সুমধুর, যিনি চঞ্চল ভ্রূভঙ্গী দ্বারা কন্দর্পের প্রভাবাতিশয়যুক্ত ধনুকে পরাজিত করিয়াছেন এবং কৃষ্ণপ্রেমের উল্লাস দর্শনে উল্লাসিত ললিতা নাম্নী সখী যাঁহার তনু ক্রোড়ে ধারণ করতঃ সেবা করিয়াছেন, ললিত-ভাবরূপ অলঙ্কারে ভূষিত সেই শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিসম্পাদন করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥

'তির্য্যগ্‌গ্রীবা' এই পদে গ্রীবাভঙ্গী, 'চরণকটিভঙ্গী' এই পদে চরণ ও কটির ভঙ্গী, এবং 'চলচ্চিল্লী' এই পদে ভ্রূনর্ত্তন অভিব্যক্ত হইয়াছে। ১১।

১। তিন অঙ্গ—গ্রীবা, কটি এবং জানু। ২। ললিত-ভূষিত—ললিতভাবে যুক্ত।
৩। কঞ্চুক—কাঁচুলী। ৪। ভিতরে—অন্তরে। সুখ—প্রীতি। ভাববিভূষণ—ভাবরূপ অলঙ্কার।

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ বিভাবকথনে ত্রিসপ্তত্রিতম শ্লোকে তল্লক্ষণে শ্রীরূপগোস্বামি বাক্যং—

স্তনাধরাদিগ্রহণে হৃৎপ্রীতাবপি সম্ভ্রমাৎ।
বহিঃক্রোধো ব্যথিতবৎ প্রোক্তং কুট্টমিতং বুধৈঃ ॥ ১২ ॥

১। কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, করে পাণিরোধ ;
অন্তরে আনন্দ রাধা—বাহিরে বাম্য ক্রোধ।
ব্যথা পাঞা করে যেন শুষ্করোদন ;
ঈষৎ হাসিয়া কৃষ্ণে করেন ভর্ৎসন।

তথাহি গোস্বামিপাদোক্তঃ শ্লোকঃ—

পাণিরোধমবিরোধিতবাঞ্ছং
ভর্ৎসনাশ্চ মধুরস্মিতগর্ভাঃ।
মাধবস্য কুরুতে করভোরু-
র্হারি শুষ্করুদিতঞ্চ মুখেঽপি ॥ ১৩ ॥

এইমত আর সব ভাববিভূষণ ;
যাহাতে ভূষিত রাধা হরে কৃষ্ণমন।
অনন্ত কৃষ্ণের লীলা না যায় বর্ণন,
২। আপনি বর্ণিতে নারে সহস্রবদন।"
শ্রীবাস হাসিয়া কহে—"শুন দামোদর!
আমার লক্ষ্মীর দেখ সম্পত্তি বিস্তর।
৩। বৃন্দাবনের সম্পদ দেখ পুষ্পকিশলয় ;
গিরি-ধাতু-শিখিপিচ্ছ-গুঞ্জাফলময়।
বৃন্দাবন দেখিবারে গেলা জগন্নাথ ;
৪। শুনি লক্ষ্মীদেবীর মনে হৈল অসোয়াথ।
—'এত সম্পত্তি ছাড়ি কেন গেলা বৃন্দাবন' ;
তাঁরে হাস্য করিতে লক্ষ্মী করিলা সাজন।
—'তোমার ঠাকুর দেখ এ সম্পত্তি ছাড়ি ;
৫। পত্র-ফল ফুল-লোভে গেলা পুষ্পবাড়ী।
এই কর্ম্ম করে কাঁহা বিদগ্ধশিরোমণি ?
লক্ষ্মীর অগ্রেতে নিজ প্রভু দেহ আনি।'
—এত বলি লক্ষ্মীর সব দাসীগণ ;
কটিবস্ত্রে বান্ধি আনে প্রভুর পরিজন!
লক্ষ্মীর চরণে আনি করায় প্রণতি ;
ধন-দণ্ড লয় আর করায় মিনতি।

কুট্টমিতমাহ—স্তনাধরাদি ইতি। স্তনাধরাদীনাং (আদিপদাৎ কেশাদীনাং পরিগ্রহঃ) গ্রহণে অর্থাৎ প্রিয়েণ কৃতে সতি হৃদি প্রীতৌ হর্ষেঽপি প্রিয়স্পর্শাদিতি ভাবঃ। সম্ভ্রমাৎ ব্যথিতবৎ পীড়িতবৎ যঃ ক্রোধঃ বুধৈঃ তৎ 'কুট্টমিতং' কুট্টমিতসংজ্ঞকমুক্তং ॥ ১২ ॥

পাণিরোধমিতি। করভবৎ করস্য বহির্ভাগবৎ ঊরু যস্যাঃ সা শ্রীরাধা মাধবস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পাণিরোধং নিজাঙ্গে করার্পণস্য নিবারণং কুরুতে, কথম্ভূতং—অবিরোধিতা অনভিপ্রেতা বাঞ্ছা যস্মিংস্তং। 'শ্রীকৃষ্ণো মাং স্পৃশতু' ইতি মনসি বাঞ্ছা বর্ত্তত এবেতি ভাবঃ। মধুরং স্মিতং মন্দহসিতং গর্ভে যাসু তাঃ (চক্রপাণিবৎ পরনিপাতঃ)। ভর্ৎসনাশ্চ তিরস্কারান্ কুরুতে। মুখে স্বমুখেঽপি কৃষ্ণস্য মনোহর্ত্তৃং শীলমস্য তথাভূতং শুষ্করুদিতং কপটরোদনঞ্চ কুরুতে। অভ্যন্তরে মহাহর্ষেঽপি বাহ্যে বাম্যক্রোধাদিকং শ্রীকৃষ্ণস্যানন্দবর্দ্ধকমিতি জ্ঞেয়ং ॥ ১৩ ॥

প্রিয় কর্ত্তৃক স্তন ও অধরাদির গ্রহণে হৃদয়ে হর্ষ হইলেও পীড়িতের ন্যায় বাহ্যে ক্রোধের আবিষ্কারকে পণ্ডিতেরা কুট্টমিত নামক ভাব বলিয়াছেন ॥ ১২ ॥

করভোরু শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিজাঙ্গস্পর্শে বাঞ্ছা থাকিলেও তাঁহার পাণিরোধ অর্থাৎ নিজাঙ্গে হস্তার্পণ নিবারণ করতঃ মধুর স্মিতগর্ভ ভর্ৎসন এবং স্বীয় মুখে কপট রোদন করিতে লাগিলেন—তাহা শ্রীকৃষ্ণের মনোহারি হইয়াছিল ॥ ১৩ ॥

এই শ্লোকে 'কুট্টমিত' ভাব অভিব্যক্ত হইয়াছে। ১৩।

১। কৃষ্ণবাঞ্ছা...বাম্য ক্রোধ—অর্থাৎ স্বীয় অঙ্গ স্পর্শ করিলে শ্রীকৃষ্ণের বাঞ্ছা পূর্ণ হয়, তাহা জানিয়াও বাহিরে পাণিরোধ অর্থাৎ স্বীয় অঙ্গস্পর্শ করিতে নিবারণ করেন। ২। সহস্রবদন—অনন্ত। ৩। কিশলয়—নব পত্র। ৪। অসোয়াথ—অস্বাস্থ্য, অস্বস্তি। ৫। পুষ্পবাড়ী—গুণ্ডিচামন্দির।

রথের উপরে করে দণ্ডের তাড়ন ;
১। চোর-প্রায় করে জগন্নাথের সেবকগণ।
সব ভৃত্যগণ কহে করি যোড়হাত—
'কালি আনি দিব তোমার আগে জগন্নাথ।'
তবে লক্ষ্মী শান্ত হঞা যান নিজ ঘর ;
আমার লক্ষ্মীর সম্পদ বাক্য-অগোচর।
২। দুগ্ধ আউটি দধি মথে তোমার গোপীগণে ;
আমার ঠাকুরাণী বৈসে রত্নসিংহাসনে।"
—নারদপ্রকৃতি শ্রীবাস করে পরিহাস ;
শুনি হাসে মহাপ্রভুর যত নিজদাস।
প্রভু কহে—"শ্রীবাস তোমার নারদস্বভাব
৩। ঐশ্বর্য্য ভায় তোমার ঈশ্বরপ্রভাব।
দামোদরস্বরূপ ইহো শুদ্ধব্রজবাসী ;
ঐশ্বর্য্য না জানে ইহো শুদ্ধপ্রেমে ভাসি।"
স্বরূপ কহে—"শ্রীবাস ! শুন সাবধানে ;
বৃন্দাবনসম্পদ্ তোমার নাহি পড়ে মনে !
৪। বৃন্দাবনে সাহজিক যে সম্পদসিন্ধু ;
দ্বারকা বৈকুণ্ঠে তার নহে একবিন্দু।
পরম পুরুষোত্তম স্বয়ংভগবান্ ;
কৃষ্ণ যাঁহা ধনী—তাঁহা বৃন্দাবনধাম।
৫। চিন্তামণিময় ভূমি রত্নের ভবন ;
চিন্তামণিগণ দাসী চরণভূষণ।
কল্পবৃক্ষলতা যাঁহা সাহজিক বন ;
পুষ্পফল বিনা কেহ না মাগে অন্যধন।
৬। অনন্ত কামধেনু যাঁহা ফিরে বনে বনে।
দুগ্ধমাত্র দেন কেহ না মাগে অন্যধনে।
৭। সহজে লোকের কথা যাঁহা দিব্যগীত ;
সহজগমন করে নৃত্য প্রতীত।
সর্ব্বত্র জল যাঁহা অমৃতসমান ;
চিদানন্দজ্যোতি স্বাদ্য যাঁহা মূর্ত্তিমান্।
লক্ষ্মী জিনি গুণ যাঁহা লক্ষ্মীর সমাজ ;
কৃষ্ণবংশী করে যাঁহা প্রিয়সখী-কাজ।"

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বিতীয়ঃ শ্লোকঃ—

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ, কান্তঃ পরমপুরুষঃ, কল্পতরবো
দ্রুমা, ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী, তোয়মমৃতং।
কথা গানং, নাট্যং গমনমপি, বংশী প্রিয়সখী,
চিদানন্দজ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ ॥১৪॥

তদেবং নিজেষ্টদেবং ভজনীয়ত্বেন স্তুত্বা তেন নিদিষ্টং তল্লোকং তথা স্তৌতি—শ্রিয়ঃ কান্তা ইতি। শ্রিয়ো ব্রজসুন্দরীরূপাঃ তাসামেব মন্ত্রধ্যানে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধেঃ। তাসামনন্তানামপ্যেক এব কান্ত ইতি পরমনারায়ণাদিভ্যোপি তস্য তল্লোকেভ্যোপি তদীয়লোকস্য চাস্য মাহাত্ম্যং দর্শিতং। কল্পতরবো দ্রুমা ইতি তেষাং সর্ব্বেষামেব সর্ব্বপ্রদত্বাত্তথৈব প্রসিদ্ধং।

গোলোকে যত কান্তা সকলই লক্ষ্মীরূপা, অনন্ত কান্তার একই পরমপুরুষ কান্ত, সকল বৃক্ষই কল্পতরু, সকল ভূমিই

১। চোর প্রায় চোর সদৃশ।

২। আউটি—আবর্ত্তন করিয়া। ৩। ভায়—স্ফূর্ত্তি পায়। ঈশ্বরপ্রভাব—অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে কেবল ঈশ্বরের প্রভাবই অনুভব করে, মাধুর্য্য অনুভব করিবার সামর্থ্য নাই। ৪। সাহজিক—স্বাভাবিক। ৫। চিন্তামণি যাঁহা সাহজিকবন—চিন্তামণির নিকট যে যাহা প্রার্থনা করে তাহাই পায়। যে রাশি রাশি স্বর্ণভার প্রসব করিয়াও অবিকৃতভাবে থাকে বৃন্দাবনের ভূমি তাদৃশ চিন্তামণিময়ী। যে কল্পবৃক্ষ এবং কল্পলতা সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ, বৃন্দাবনের সাহজিক স্বাভাবিক বন-বৃক্ষলতাদি সকলেই সেই কল্পবৃক্ষ এবং কল্পলতা।

৬। অনন্ত কামধেনু—অর্থাৎ বৃন্দাবনে অসংখ্য কামধেনু, সকল গাভীই কামধেনু। কামধেনুর নিকট যাহা প্রার্থনা করা যায় তাহাই পাওয়া যায়। না মাগে অন্য ধনে—ব্রজবাসীর এতই সম্পত্তি যে, চিন্তামণি, কল্পবৃক্ষ এবং কামধেনু ইহাদিগের নিকট কিছুই প্রার্থনা করিতে হয় না। ৭। সহজে—প্রিয়সখীকাজ—যেখানে ব্রজবাসিদিগের স্বাভাবিক কথাই দিব্যগীত অর্থাৎ গীতসুখপ্রদ, স্বাভাবিক গমনই নৃত্য অর্থাৎ নৃত্যদর্শনজন্য সুখপ্রদ, সকল জলই অমৃত, বৈকুণ্ঠলক্ষ্মীকে পরাভব করে এতাদৃশগুণশালী লক্ষ্মীসমাজ যাহাতে বিদ্যমান, আস্বাদ্য জ্যোতি চিদানন্দজ্যোতি যেখানে মূর্ত্তিমান্ হইয়া বিরাজ করিতেছেন এবং যেখানে কৃষ্ণের বংশীই প্রিয়সখীর কার্য্য অর্থাৎ সুখ সম্পাদন করেন।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে
ভক্তিরসসামান্যনিরূপণে বিভাবলহর্য্যাং ধৃত বিল্বমঙ্গল-শ্লোকঃ—

চিন্তামণিশ্চরণভূষণমঙ্গনানাং
শৃঙ্গারপুষ্পতরবস্তরবঃ সুরাণাং।
বৃন্দাবনে ব্রজধনং নমু কামধেনু-
বৃন্দানি চেতি সুখসিন্ধুরহো বিভূতিঃ ॥১৫॥

—শুনি প্রেমাবেশে নৃত্য করে শ্রীনিবাস ;
১। কক্ষতালি বাজায় করে অট্ট-অট্ট হাস।
রাধার শুদ্ধরস প্রভু আবেশে শুনিল ;
সেই রসাবেশে প্রভু নৃত্য আরম্ভিল।
রসাবেশে প্রভুর নৃত্য—স্বরূপের গান ;
'বোল বোল' বলি প্রভু পাতে নিজ কাণ।
ব্রজরসগীত শুনি প্রেম উথলিল ;
পুরুষোত্তম গ্রাম প্রভু প্রেমে ভাসাইল।
লক্ষ্মী দেবী যথাকালে গেলা নিজঘর ;
প্রভু নৃত্য করে—হৈল তৃতীয় প্রহর।
চারি সম্প্রদায় গান করি শ্রান্ত হৈল ;
মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ দ্বিগুণ বাড়িল।
২। রাধাপ্রেমাবেশে প্রভু হৈল সেই মূর্ত্তি ;
নিত্যানন্দে দূরে দেখি করিলেন স্তুতি।
নিত্যানন্দ দেখিয়া প্রভুর ভাবাবেশে ;
নিকট না আইসে কিছু রহে দূর দেশে।
নিত্যানন্দ বিনা প্রভুকে ধরে কোন্ জন ?
৩। প্রভুর আবেশ না যায়, না রহে কীর্ত্তন।
ভঙ্গী করি স্বরূপ সবার শ্রম জানাইল ;
ভক্তগণের শ্রম দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল।

চিন্তামণিময়ী তবং। ভূমিরপি সর্ব্বস্পৃহাং দদাতি—কিমুত কৌস্তুভাদি। তোয়মপ্যমৃতমিব স্বাদু—কিমুতামৃতমিতরাদি-দেবতা। বংশী প্রিয়সখীতি সর্ব্বতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য সুখাস্থিতিরূপত্বেন জ্ঞেয়ং। কিং বহুনা চিদানন্দলক্ষণং বস্ত্বেব তত্র জ্যোতিশ্চন্দ্রসূর্য্যাদিরূপং সদানোদিতচন্দ্রার্কমিতি বৃন্দাবন-বিশেষণং। গৌতমীয়তন্ত্রদ্বয়ে তচ্চ নিত্যপূর্ণচন্দ্রতা যথা তদেব চিদানন্দং প্রকাশ্যমপীত্যর্থঃ, তদেব তেষামাস্বাদ্যং ভোগ্যমপি চিচ্ছক্তিময়ত্বাদিতি ভাবঃ। 'দর্শয়ামাস লোকং স্বং গোপানাং তমসঃ পরং'মিতি দশমাৎ ॥১৪॥

চিন্তামণিরিতি। বৃন্দাবনে অঙ্গনানাং স্ত্রীবিশেষাণাং তত্রত্যানাং স্ত্রীমাত্রাণামেব বৈশিষ্ট্যং জ্ঞেয়ং। চিন্তামণিরিতি একবচনং, উত্তরত্র সুরতরুকামধেন্বোর্বহুত্ববিধানাৎ ক্রমভঙ্গদোষাপত্তেশ্চ। বহবশ্চিন্তামণয়শ্চরণভূষণং। সুরাণাং তরবঃ কল্পবৃক্ষাঃ শৃঙ্গারায় বেশরচনায়ৈ পুষ্পতরবঃ। ননু নিশ্চয়ে। কামধেনুবৃন্দানি চ ব্রজধনং গোধনং। স্বর্গাদিষু চিন্তামণীনামেকত্বং পূজ্যত্বঞ্চ অত্র তু তেষাং বহুত্বং পূজকত্বঞ্চ, প্রথময়া নির্দ্দেশাৎ স্বয়মেব যাচিত্বাগত্য চরণভূষণাদি-রূপেণাবস্থানমিতি বৃন্দাবনস্য মাহাত্ম্যাতিশয়ঃ সূচিতঃ। বস্তুতস্তু স্বর্গাদিষু তে জড়রূপা, অত্র তু সচ্চিদানন্দরূপা ইতি। অহো আশ্চর্য্য, বিভূতির্বৃন্দাবনস্য মহৈশ্বর্য্যং সুখসিন্ধুরূপেত্যর্থঃ ॥১৫॥

চিন্তামণিময়, সকল জলই অমৃত, স্বাভাবিক কথাই গান, স্বাভাবিক গমনই নাট্য, বংশীই প্রিয়সখী, চিদানন্দলক্ষণ বস্তুই জ্যোতি অর্থাৎ চন্দ্রসূর্য্যাদিরূপ এবং সেই চিদানন্দ প্রকাশ্য হইলেও ব্রজবাসীর ভোগ্য ॥১৪॥

যে বৃন্দাবনে চিন্তামণিই স্ত্রীগণের চরণালঙ্কার, দেবতরু বা কল্পতরুই বেশরচনার্থ পুষ্পতরু, কামধেনুবৃন্দই গোধন, অহো সেই বৃন্দাবনের সুখসিন্ধুস্বরূপ কি মহৈশ্বর্য্য ॥১৫॥

শ্রীবৃন্দাবনের সমস্তই যে চিদানন্দস্বরূপ—ইহাই এ শ্লোকের তাৎপর্য্য ॥১৪॥

১। অট্টহাস—যাহাতে নাসারন্ধ্র উৎফুল্ল এবং মুখ ও চক্ষু আলোড়িত হয়, সেই উদ্ধত এবং বিকৃতাকার হাস্যকে অট্টহাস বলে। অট্টহাস—অন্তর্গত প্রেমের অনুভাব।

২। সেই মূর্ত্তি—রাধামূর্ত্তি। নিত্যানন্দে—নিত্যানন্দকে। ৩। না রহে—বন্ধ হয় না।

সব ভক্ত লঞা প্রভু গেলা পুষ্পোদ্যানে ;
বিশ্রাম করিয়া কৈল মধ্যাহ্ন স্নানে।
জগন্নাথের প্রসাদ আইল বহু উপহার ;
লক্ষ্মীর প্রসাদ আইল বিবিধ প্রকার।
সবা লঞা নানারঙ্গে করিলা ভোজন ;
১। সন্ধ্যা-স্নান করি কৈল জগন্নাথ দরশন।
জগন্নাথ দেখি করেন নর্ত্তন-কীর্ত্তন ;
২। নরেন্দ্রে জলক্রীড়া করে লঞা ভক্তগণ।
৩। উদ্যানে আসিয়া কৈল বন্য-ভোজন ;
৪। এইমত ক্রীড়া প্রভু করে অষ্ট দিন।
৫। আর দিনে জগন্নাথের ভিতর বিজয় ;
রথে চড়ি জগন্নাথ চলে নিজালয়।
৬। পূর্ব্ববৎ কৈল প্রভু লঞা ভক্তগণ ;
পরম আনন্দে করেন নর্ত্তন কীর্ত্তন।
৭। জগন্নাথের পুনঃ পাণ্ডুবিজয় হইল ;
এক গুটি পট্টডুরী তাঁহা টুটি গেল।
৮। পাণ্ডুবিজয়ের তুলি ফাটি ফুটি যায় ;
জগন্নাথের ভরে তুলা উড়িয়া পলায়।
কুলীনগ্রামী রামানন্দ সত্যরাজখান্ ;
তাঁরে আজ্ঞা দিল প্রভু করিয়া সম্মান—
৯। "এই পট্টডুরীর তুমি হও যজমান ;
প্রতি বৎসর আনিবে ডুরী করিয়া নির্ম্মাণ।"
এত বলি দিল তাঁরে ছিঁড়া পট্টডুরী—
"ইহা দেখি করিবে ডুরী অতি দৃঢ় করি।
১০। এই পট্টডুরীতে হয় শেষের অধিষ্ঠান ;
১১। দশ মূর্ত্তি হঞা যেঁহ সেবে ভগবান্।"
ভাগ্যবান্ সেই সত্যরাজ রামানন্দ ;
সেবা-আজ্ঞা পাঞা হৈল পরম আনন্দ।
প্রতি বৎসর গুণ্ডিচাতে ভক্তগণ সঙ্গে ;
পট্টডুরী লয়ে আইসে অতিবড়রঙ্গে।
তবে জগন্নাথ যাই বসিলা সিংহাসনে ;
মহাপ্রভু ঘরে আইলা লঞা ভক্তগণে।
এইমত ভক্তগণে যাত্রা দেখাইল ;
ভক্তগণ লঞা বৃন্দাবনকেলী কৈল।
চৈতন্যপ্রভুর লীলা অনন্ত অপার ;
সহস্রবদন যার নাহি পায় পার।
শ্রীরূপ-রঘুনাথপদে যার আশ ;
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

১। সন্ধ্যা-স্নান—স্নান ও সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকৃত্য। ২। নরেন্দ্রে—নরেন্দ্রসরোবরে ; চন্দন পুষ্করিণীও ইহাকে বলে।
৩। উদ্যান—জগন্নাথবল্লভ নামক উদ্যান। কৈল বন্য ভোজন—শ্রীবৃন্দাবনলীলোচিত বনভোজনের সাধ মিটাইলেন।
৪। অষ্ট দিন—রথযাত্রার অষ্ট দিবস। ৫। ভিতর বিজয়—শ্রীমন্দিরে গমন। ৬। পূর্ব্ববৎ—প্রথম রথযাত্রায় যেরূপ করিয়াছিলেন।
৭। পাণ্ডুবিজয়—পূর্ব্বের ন্যায় জগন্নাথদেবকে রথ হইতে ডোরি ধরিয়া লওয়া। গুটী—গুচ্ছ। টুটি গেল—ছিঁড়িয়া গেল।
৮। তুলি—তুলিকা অর্থাৎ গদি। ৯। হও যজমান—অর্থাৎ এই ডোরি দ্বারা জগন্নাথের সেবা কর।
১০। শেষ—অনন্তদেব। দশমূর্ত্তি—ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন, আরাম, আবাস, যজ্ঞসূত্র ও সিংহাসন—এই দশ মূর্ত্তি।
১১। যেঁহ—যে অনন্ত।

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে হেরাপঞ্চমীযাত্রাদর্শনং নাম
চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদঃ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

সার্ব্বভৌমগৃহে ভুঞ্জন্
স্বনিন্দকমমোঘকং ;
অঙ্গীকুর্ব্বন্ স্ফুটং চক্রে
গৌরঃ স্বাং ভক্তবশ্যতাং ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য ! জয় নিত্যানন্দ !
জয়াদ্বৈতচন্দ্র ! জয় গৌরভক্তবৃন্দ !
জয় চৈতন্যচরিতামৃতের শ্রোতাগণ !
চৈতন্যচরিতামৃত যাঁর প্রাণধন।

এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণসঙ্গে ;
নীলাচলে রহি করে নৃত্যগীতরঙ্গে।
প্রথম বৎসরে জগন্নাথ দরশন ;
১। নৃত্যগীত করে দণ্ডপ্রণাম-স্তবন।
উপলভোগ লাগিলে করে বাহিরে বিজয় ;
হরিদাসে মিলি আইসে আপন নিলয়।
ঘরে আসি করে প্রভু নামসংকীর্ত্তন ;
অদ্বৈত আসিয়া করে প্রভুর পূজন।
সুগন্ধি সলিলে দেন পাদ্য-আচমন ;
সর্ব্বাঙ্গে লেপয়ে প্রভুর সুগন্ধি চন্দন।
গলে মালা দেন মাথায় তুলসীমুঞ্জরী ;
যোড়হাতে স্তুতি করে পদে নমস্করি।
পূজাপাত্রে পুষ্প-তুলসী শেষ যা আছিল ;
সেই সব লঞা প্রভু আচার্য্যে পূজিল।

২। রাধে কৃষ্ণ রমে বিষ্ণো
সীতে রাম শিবে শিব;
যাসি সাসি নমো নিত্যং
যোঽসি সোঽসি নমোঽস্তুতে।

'যোঽসি সোঽসি নমোঽস্তুতে' এই মন্ত্র পড়ে ;
৩। মুখবাদ্য করি প্রভু হাসে আচার্য্যেরে।
এইমত অন্যোন্যে করে নমস্কার ;
প্রভুকে নিমন্ত্রণ আচার্য্য করে বারবার।
৪। আচার্য্যের নিমন্ত্রণ আচার্য্যের কথন ;
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন।

সার্ব্বভৌম ইতি। গৌরঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ সার্ব্বভৌমস্য তদুপাধিকস্য স্বান্তরঙ্গভক্তস্য গৃহে ভুঞ্জন্ ভিক্ষাং কুর্ব্বন্ সন্ ভোগবিবর্জিতস্য ভক্তপ্রীতিমাত্রাপেক্ষকস্য যতিচূড়ামণেস্তাচ্ছীল্যাভাবাৎ। (তাচ্ছীল্যবয়োবচনশক্তিষ্বিত্যাদিনা ন শতুঃ শানজাদেশঃ)। স্বস্য চৈতন্যদেবস্যাত্মনো নিন্দকং অমোঘকং অমোঘনামানং (সংজ্ঞার্থে কণ্ প্রত্যয়ঃ) সার্ব্বভৌম-জামাতরমঙ্গীকুর্ব্বন্ আত্মীয়ত্বেন গৃহ্নন্ স্বাং নিজাং ভক্তবশ্যতাং স্ফুটং ব্যক্তং যথাস্যাত্তথা চক্রে। সার্ব্বভৌমসম্বন্ধেন তজ্জামাতরং স্বনিন্দকমপি স্বীয়ত্বেন স্বীকৃত্য স্বস্য ভক্তবশ্যতাগুণমাবিশ্চকারেত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

গৌরাঙ্গদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করতঃ সার্ব্বভৌমের জামাতা অমোঘকে অঙ্গীকার করিয়া নিজের ভক্তবশ্যতাগুণের আবিষ্কার করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

১। দণ্ডপ্রণাম—দণ্ডবৎ প্রণাম। উপলভোগ—বল্লভ ভোগ। ২। রাধে কৃষ্ণ……নমোঽস্তুতে—এই পদ্য দ্বারা আচার্য্য এবং আপনি যে অভিন্নতত্ত্ব—ইহাই প্রতিপাদন করিলেন এবং শক্তি ও শক্তিমান্ যে অভিন্নতত্ত্ব—ইহাও জানাইলেন।

৩। মুখবাদ্য—সদাশিবতত্ত্ব আচার্য্যে অন্তর্ভূত দেখিয়া মুখবাদ্য করতঃ আচার্য্যের প্রতি তাকাইয়া হাস্য করিয়াছিলেন। মুখবাদ্য যেমন শিবের সন্তোষকর, সেইরূপ হাস্য-অর্থাৎ অট্টহাস্যও সন্তোষকর হয়। ৪। আচার্য্যের নিমন্ত্রণ—একদা আচার্য্য মহাপ্রভুকে ভিক্ষা দিতে অভিলাষী হইয়া নিমন্ত্রণ করিলেন। কিন্তু মনে মনে চিন্তা করিলেন—"মহাপ্রভুর সঙ্গে অনেক সন্ন্যাসী আগমন করেন, তাঁহাদিগের ভোজনার্থ প্রভু অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়েন, তাহাতে তাঁহার ভোজন ভাল হয় না ; যদি অদ্য মহাপ্রভুকে একাকী পাই, তবে মনের সাধে ভাল করিয়া ভিক্ষা দিই"—এই চিন্তা আচার্য্য করিতেছেন, এমন সময় মহাপ্রভু একাকী আচার্য্যের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তৎপরক্ষণেই অতিশয় ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইল—আর কেহই আসিতে পারিলেন না ; তখন আচার্য্য নিজের অভীষ্টসিদ্ধি জানিয়া ইন্দ্রকে স্তুতি করতঃ মহাপ্রভুকে ভিক্ষা

পুনরুক্তি হয় তাহা না কৈল বর্ণন ;
আর ভক্তগণ প্রভুকে করে নিমন্ত্রণ।
কেহো ঘরভাত করে কেহো প্রসাদান্ন ;
এইমত বৈষ্ণবগণ করে নিমন্ত্রণ।
একেক দিন একেক ভক্তগৃহে মহোৎসব ;
প্রভুসঙ্গে তাঁহা ভোজন করে ভক্ত সব।
চারিমাস রহিলা সবে মহাপ্রভুর সঙ্গে ;
জগন্নাথের নানা যাত্রা দেখে মহারঙ্গে।
১। কৃষ্ণজন্মযাত্রাদিনে নন্দ-মহোৎসব ;
গোপবেশ হৈল প্রভু লঞা ভক্ত সব।
দধি-দুগ্ধ ভার প্রভু নিজস্কন্ধে করি ;
মহোৎসবস্থানে আইলা বলি হরি হরি।
কানাঞি-খুঁটিয়া আছেন নন্দবেশ ধরি ;
জগন্নাথ-মাহাতি হয়েছেন ব্রজেশ্বরী।
আপনি প্রতাপরুদ্র আর মিশ্র কাশী ;
সার্ব্বভৌম আর পড়িছা পাত্র তুলসী।
ইহা সব লঞা প্রভু করে নৃত্যরঙ্গ ;
দধি-দুগ্ধ হরিদ্রা-জলে ভরে সবার অঙ্গ।
অদ্বৈত কহে—"সত্য কহি না করিহ কোপ ;
২। লগুড় ফিরাইতে পার তবে জানি গোপ।"
তবে লগুড় লঞা প্রভু ফিরাইতে লাগিলা ;
বারবার আকাশে ফেলি লুফিয়া ধরিলা।
শিরের উপরে পৃষ্ঠে সম্মুখে দুই পাশে ;
পাদ মধ্যে ফিরায় লগুড় দেখি লোক হাসে।
৩। অলাতচক্রের প্রায় লগুড় ফিরায় ;
দেখি সর্ব্বলোক চিত্তে চমৎকার হয়।
এইমত নিত্যানন্দ ফিরায় লগুড় ;
কে বুঝিবে তাঁহা দুঁহার গোপভাব গূঢ় ?
প্রতাপরুদ্রের আজ্ঞায় পড়িছা তুলসী ;
জগন্নাথপ্রসাদ এক বস্ত্র লয়ে আসি।
বহুমূল্য বস্ত্র প্রভুর মস্তকে বান্ধিল ;
৪। আচার্য্যাদি প্রভুর সব গণে পরাইল।
কানাইখুঁটিয়া-জগন্নাথ দুইজন ;
আবেশে বিলাইল ঘরে ছিল যত ধন।
দেখি মহাপ্রভু বড় সন্তোষ পাইল ;
৫। পিতামাতা-জ্ঞানে দোঁহায় নমস্কার কৈল।
পরম আবেশে প্রভু আইলা নিজ ঘর ;
এইমত লীলা করে গৌরাঙ্গসুন্দর।
৬। বিজয়াদশমী লঙ্কাবিজয়ের দিনে ;
বানরসৈন্য হৈল প্রভু লয়া ভক্তগণে।

দিলেন। সেদিন মহাপ্রভু আচার্য্যপক্ক সমস্ত অন্নব্যঞ্জন ভোজন করিয়াছিলেন (শ্রীচৈতন্যভাঃ অন্ত্যখণ্ড ৭ অধ্যায়)। আচার্য্যের কথন—একদিন আচার্য্য জগন্নাথ দর্শন করিয়া মহাপ্রভুর বাসায় উপস্থিত হইলে, মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি কোথা হইতে আসিলেন ? আচার্য্য কহিলেন—জগন্নাথ দর্শন করিয়া। মহাপ্রভু বলিলেন—কিরূপে জগন্নাথ দর্শন করিলেন ? আচার্য্য বলিলেন—দর্শন করিয়া পরিক্রম করিলাম। মহাপ্রভু বলিলেন—আপনার হার হইল। আচার্য্য বলিলেন—কেন ? মহাপ্রভু বলিলেন—দর্শনসময়ে পরিক্রম করিলে শ্রীমূর্ত্তির দিকে পৃষ্ঠ দিতে হয়, তখন দর্শন হয় না, এইজন্য আমি দর্শন সময়ে প্রদক্ষিণ করি না, কেবল একদৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকি। তখন আচার্য্য বলিলেন—এতাদৃশ কথা বলিবার অধিকারী তুমি ভিন্ন আর কেহই নাই, তা আমি কেন—এ বিষয়ে তোমার নিকটে সকলেই হার মানে। মহাপ্রভু কৌতুক করিয়াই এই কথা বলিয়াছিলেন, তখন উত্তর শুনিয়া হাস্য করিলেন। (শ্রীচৈতন্য ভাঃ অন্ত্যলীলা ৮ অধ্যায়)।

১। নন্দ মহোৎসব - নন্দোৎসব। ২। লগুড়—বড় লাঠী।

৩। অলাতচক্র—চক্রাকারে ভ্রাম্যমাণ জ্বলৎ কাষ্ঠ। জ্বলৎকাষ্ঠ বেগে চক্রাকারে ঘুরাইলে যেমন সর্ব্বস্থানেই দেখায়, তদ্রূপ এক লগুড়ই আকাশাদি সর্ব্বত্রই একদা সকলে দর্শন করিয়াছিল।

৪। আচার্য্যাদি পরাইল—অদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতি মহাপ্রভুর গণের মস্তকেও জগন্নাথের তাদৃশ নির্ম্মাল্যবস্ত্র বাঁধিয়া দিলেন।

৫। পিতামাতা নমস্কার কৈল—মহাপ্রভু শচীনন্দন হইলেও অন্তরে যশোদানন্দনাভিমানী, তাই পিতামাতাবুদ্ধিতে উভয়কে প্রণাম করিলেন। ৬। লঙ্কাবিজয় দিনে—পুরাণান্তরের মতে বিজয়াদশমীদিনে শ্রীরাম রাবণবধ করিয়া লঙ্কা জয় করেন।

হনুমান-আবেশে প্রভু বৃক্ষশাখা লঞা ;
১। লঙ্কা-গড়ে চড়ি যেন ফেলায় ভাঙ্গিয়া।
'কাহাঁ রে রাবণা ?'—প্রভু কহে ক্রোধাবেশে ;
২। 'জগন্মাতা হরে পাপী ! মারিমু সবংশে'।
গোসাঞির আবেশ দেখি লোকে চমৎকার ;
সর্ব্ব লোক 'জয় জয়' করে বারবার।
৩। এইমত রাসযাত্রা আর দীপাবলী ;
উত্থানদ্বাদশীযাত্রা দেখিল সকলি।

একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ লঞা ;
দুই ভাই যুক্তি কৈল নিভৃতে বসিয়া।
কিবা যুক্তি কৈল দুঁহে কেহ নাহি জানে ;
ফলে অনুমান পাছে কৈল ভক্তগণে।
তবে মহাপ্রভু সব ভক্ত বোলাইল ;
'গৌড়দেশে যাহ'—সবে বিদায় করিল।
সবারে কহিল—"প্রতি বৎসর আসিয়া ;
গুণ্ডিচা দেখিয়া যাবে আমারে মিলিয়া।"
আচার্য্যেরে আজ্ঞা দিল করিয়া সম্মান—
"আচণ্ডাল আদি দিও কৃষ্ণভক্তি দান।"
নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল—"যাহ গৌড়দেশে ;
৪। অনর্গল প্রেমভক্তি করিও প্রকাশে।
রামদাস গদাধর আদি কত জনে ;
তোমার সহায় লাগি দিল তোমার সনে।
মধ্যে মধ্যে আমি তোমার নিকট যাইব ;
অলক্ষিতে রহি তোমার নৃত্য দেখিব।"

শ্রীবাসপণ্ডিতে প্রভু করি আলিঙ্গন ;
কণ্ঠে ধরি কহে তাঁরে মধুর বচন—
"তোমার ঘরে কীর্ত্তনে আমি নিত্য নাচিব ;
তুমি দেখা পাবে আর কেহ না দেখিব।
এই বস্ত্র মাতাকে দিও—এ সব প্রসাদ ;
দণ্ডবৎ করি আমার ক্ষমাইও অপরাধ।
তাঁর সেবা ছাড়ি আমি করিয়াছি সন্ন্যাস ;
ধর্ম্ম নহে—কৈল আমি নিজধর্ম্মনাশ।
তাঁর প্রেমবশ আমি—তাঁর সেবা ধর্ম্ম ;
৫। তাহা ছাড়ি করিয়াছি বাতুলের কর্ম্ম।
বাতুল বালকের মাতা নাহি লয় দোষ ;
এত জানি মাতা মোরে না করেন রোষ।
কি কায সন্ন্যাসে মোর ? প্রেম মোর ধন ;
যে কালে সন্ন্যাস কৈল ছন্ন হৈল মন।
নীলাচলে আছি মুঞি তাঁহার আজ্ঞাতে ;
মধ্যে মধ্যে আসিমু তাঁর চরণ দেখিতে।
নিত্য যাই দেখি মুঞি তাঁহার চরণে ;
স্ফূর্ত্তিজ্ঞানে তেঁহো তাহা সত্য নাহি মানে।
একদিন শাল্যন্ন ব্যঞ্জন পাঁচ-সাত ;
শাক, মোচাঘণ্ট, ভৃষ্ট পটোল, নিম্ব পাত।
লেম্বু, আদাখণ্ড, দধি, দুগ্ধ, খণ্ডসার ;
শালগ্রামে সমর্পিলেন বহু উপহার।
প্রসাদ লইয়া কোলে করেন ক্রন্দন—
'নিমাইর প্রিয় সব এ অন্নব্যঞ্জন—
নিমাই নাহিক হেথা কে করে ভোজন ?'
—মোর ধ্যানে অশ্রুজলে ভরিল নয়ন।
শীঘ্র যাই মুঞি সব করিনু ভোজন ;
শূন্যপাত দেখি অশ্রু করিয়া মার্জ্জন—
'কে অন্ন-ব্যঞ্জন খাইল শূন্য কেন পাত ?
বালগোপাল কিবা খাইল সব ভাত ?

১। গড়—পরিখা। এই উৎসব জগন্নাথবল্লভ নামক উদ্যান মধ্যে হয়, তত্রত্য বৃক্ষশাখা ভগ্ন করিয়াছিলেন।
২। জগন্মাতা—লক্ষ্মী অর্থাৎ সীতা। ৩। রাসযাত্রা—শ্রীরূপ গোস্বামীর পদ্ধতি অনুসারে আশ্বিনী পূর্ণিমাতে রাসযাত্রা হয়, তদনুসারে দীপদানের পূর্ব্বে রাসযাত্রা লিখিয়াছেন, কিন্তু জগন্নাথদেবের রাসযাত্রা কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে হইয়া থাকে। দীপাবলি—দীপদান। অমাবস্যাতে দীপদান হয়। ৪। অনর্গল—অপ্রতিবন্ধ অর্থাৎ পাত্রাপাত্র বিচার করিবে না। ৫। বাতুলের—উন্মত্তের অর্থাৎ পাগলের।

১। কিবা মোর মনঃকথায় ভ্রম হয়ে গেল ?
কিবা কোন জন্তু আসি সকল খাইল।
কিবা আমি ভ্রমে অন্ন পাতে না বাড়িল ?'
—এত চিন্তি পাকপাত্র যাইয়া দেখিল।
অন্নব্যঞ্জন পূর্ণ দেখি সকল ভাজনে ;
সংশয় হইল কিছু চমৎকার মনে।
ঈশানে বোলাঞা পুনঃ স্থান লেপাইল ;
পুনরপি গোপালেরে অন্ন সমর্পিল।
এইমত যবে করেন উত্তম রন্ধন ;
মোরে খাওয়াইতে করেন উৎকণ্ঠায় রোদন।
তাঁর প্রেমে আসি আমায় করায় ভোজনে ;
অন্তরে সুখ মানে তেঁহো বাহে নাহি মানে।
এই বিজয়াদশমীতে হৈল এই রীতি ;
তাঁহাকে কহিয়া তাঁর করাইও প্রতীতি।"
এতেক কহিতে প্রভু বিহ্বল হইলা ;
ভক্তগণে বিদায় করিতে ধৈর্য্য করিলা।
রাঘবপণ্ডিতে কহে বচন সরস—
"তোমার শুদ্ধপ্রেমে আমি হই তোমার বশ।
ইঁহার কৃষ্ণসেবার কথা শুন সর্ব্বজন ;
পরমপবিত্র সেবা অতি সর্ব্বোত্তম।
আর দ্রব্য রহু শুন নারিকেলের কথা ;
পাঁচগণ্ডা করি নারিকেল বিকায় তথা।
বাটীতে কত শত বৃক্ষ লক্ষ লক্ষ ফল ;
তথাপি শুনেন যথা মিষ্ট নারিকেল।
একেক ফলের মূল্য দিয়া চারি পণ ;
দশক্রোশ হৈতে আনায় করিয়া যতন।
প্রতিদিন পাঁচ সাত ফল ছোলাইয়া ;
সুশীতল করিতে রাখে জলে ডুবাইয়া।
২। ভোগের সময়ে পুনঃ ছুলি শস্ত্ব করি ;
কৃষ্ণে সমর্পণ করে মুখে ছিদ্র করি।
কৃষ্ণ সেই নারিকেল জলপান করি ;
কভু শূন্য ফল রাখেন, কভু জল ভরি।
জলশূন্য ফল দেখি পণ্ডিত হরষিত ;
৩। ফল ভাঙ্গি শস্য কৈল শতপাত্রপূরিত।
শস্য সমর্পিয়া করে বাহিরে ধেয়ান ;
শস্য খাঞা কৃষ্ণ করে শূন্য ভাজন।
কভু শস্য খাঞা পুনঃ পাত্র ভরে শাঁসে ;
৪। শ্রদ্ধা বাঢ়ে পণ্ডিতের প্রেমসিন্ধু ভাসে।
৫। একদিন দশ ফল সংস্কার করিয়া ;
ভোগ লাগাইতে সেবক আইল লইয়া।
অবসর নাহি হয় বিলম্ব হইল ;
ফলপাত্র হাতে সেবক দ্বারে রহিল।
দ্বারের উপর ভিতে তেঁহ হাত দিল ;
সেই হাতে ফল ছুঁইল পণ্ডিত দেখিল।
পণ্ডিত কহে—'দ্বারে লোক করে গতায়াতে ;
তার পদধূলি উড়ি লাগে উপর ভিতে।
সেই ভিতে হাত দিয়া ফল পরশিলা ;
কৃষ্ণযোগ্য নহে ফল অপবিত্র হৈলা।'
এত বলি ফল ফেলে প্রাচীর লঙ্ঘিয়া ;
ঐছে পবিত্র প্রেমসেবা জগৎ জিনিয়া।
তবে আর নারিকেল সংস্কার করাইল ;
পরমপবিত্র করি ভোগ লাগাইল।
এইমত কলা আম্র নারিকেল কাঁঠাল ;
যাঁহা যাঁহা দূর গ্রামে শুনি আছেন ভাল।
বহু মূল্য দিয়া আনি করিয়া যতন ;
পবিত্র সংস্কার করি করে নিবেদন।

১। কিবা মোর·· ভ্রম হয়ে গেল—মনে মনে নিমাইর আহারের কথায় ভ্রম হইল অর্থাৎ পাত্রে অন্ন থাকিতেও দেখিতেছি না।
২। ছুলি শস্ত্ব করি—নারিকেলের গাত্র পরিষ্কার করিয়া।
৩। শস্য—নারিকেলের মধ্যবর্ত্তী শাঁস। ৪। পণ্ডিতের—রাঘব পণ্ডিতের। ভাসে—উচ্ছলিত হয়। ৫। ফল—নারিকেল ফল।

এইমত ব্যঞ্জনের শাক-মূল ফল;
১। এইমত চিঁড়া হুড়ুম সন্দেশ সকল।
২। এইমত পিঠাপানা ক্ষীর ওদন;
পরমপবিত্র আর করে সর্ব্বোত্তম।
কাশন্দি আচার আদি অনেকপ্রকার;
৩। গন্ধ বস্ত্র অলঙ্কার সর্ব্ব দ্রব্যসার।
এইমত প্রেমের সেবা করে অনুপম;
যাহা দেখি সর্ব্ব লোকের জুড়ায় নয়ন।"
—এত বলি রাঘবেরে কৈল আলিঙ্গন;
এইমত সম্মানিল সর্ব্ব ভক্তগণ।
শিবানন্দ-সেনে কহে করিয়া সম্মান—
৪। 'বাসুদেব দত্তের তুমি করিহ সমাধান।
৫। পরম উদার ইঁহো যে দিনে যে আইসে,
সেই দিনে ব্যয় করে, নাহি রাখে শেষে।
গৃহস্থ হয়েন ইঁহ চাহিয়ে সঞ্চয়;
সঞ্চয় না কৈলে কুটুম্ব ভরণ না হয়।
ইঁহার ঘরের আয়-ব্যয় সব তোমার স্থানে,
৬। সরখেল হঞা তুমি করিহ সমাধানে।
প্রতিবর্ষে আসিবে সব ভক্তগণ লঞা;
৭। গুণ্ডিচায় আসিবে—সবায় পালন করিয়া।"
কুলীনগ্রামীরে কহে সম্মান করিয়া—
৮। "প্রত্যব্দ আসিবে যাত্রায় পট্টডোরী লঞা।
গুণরাজখান্ কৈল 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়';
তাঁহা এক বাক্য তাঁর আছে প্রেমময়—
'নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ'—
এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাত।
তোমার কি কথা? তোমার গ্রামের কুক্কুর
সেহ মোর প্রিয়, অন্যজন বহু দূর।"
তবে রামানন্দ আর সত্যরাজখান্;
প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদন—
"গৃহস্থ বিষয়ী আমি—কি মোর সাধনে?
শ্রীমুখে করেন আজ্ঞা, নিবেদি চরণে।"
প্রভু কহেন—"কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণবসেবন,
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন।"
সত্যরাজ বলে—"বৈষ্ণব চিনিব কেমনে?
কে বৈষ্ণব? কহ তার সামান্য লক্ষণে।"
প্রভু কহে—"যার মুখে শুনি একবার
কৃষ্ণ নাম, সেই পূজ্য শ্রেষ্ঠ সবাকার।
এক-কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপক্ষয়,
৯। নববিধভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয়।
দীক্ষা-পুরশ্চর্য্যাবিধি অপেক্ষা না করে;
জিহ্বাস্পর্শে আচণ্ডাল সবারে উদ্ধারে।
১০। আনুষঙ্গ ফল—করে সংসারের ক্ষয়;
চিত্ত আকর্ষিয়া করে কৃষ্ণপ্রেমোদয়।
তথাহি পদ্যাবল্যাং অষ্টাদশাঙ্কধৃত শ্রীলক্ষ্মীধরকৃতশ্লোকঃ—

১। হুড়ুম—মুড়ী। ২। ওদন—অন্ন। ৩। গন্ধ—চন্দন-কুঙ্কুমাদি। সার—শ্রেষ্ঠ। ৪। সমাধান—তত্ত্বাবধারণ।
৫। যে আইসে—অর্থাৎ যে ধন উপস্থিত হয়। নাহি রাখে শেষে—অর্থাৎ সঞ্চয় করেন না। ৬। সরখেল—তত্ত্বাবধারক।
৭। পালন—রক্ষণাবেক্ষণ। ৮। প্রত্যব্দ—প্রতি বৎসর। ৯। নববিধ ভক্তি—যথা, সপ্তমে প্রহ্লাদবাক্য—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং।
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা। ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেহধীতমুত্তমং।

শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পরিচর্য্যা, অর্চ্চন, প্রণাম, দাস্য, সখ্য এবং আত্মনিবেদন—এই নববিধা ভক্তি যদি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে সাক্ষাৎ অর্পণ করিয়া অনুষ্ঠান করে, তাহাকেই উত্তম-অধীত করিয়া মানি।

১০। আনুষঙ্গ—একের প্রসঙ্গে অন্যের সিদ্ধিকে অনুষঙ্গ বলে। যেমন জামাতাকে নিমন্ত্রণ করিলে তাহার ভৃত্যবর্গ আপনিই আগমন করে, সেইরূপ হরিনাম করিলে আপনা হইতেই সংসারক্ষয় হয় অর্থাৎ সংসারক্ষয় হরিনামগ্রহণের মুখ্য ফল নয়, নামগ্রহণের মুখ্য ফল—কৃষ্ণপ্রেম; আনুষঙ্গে সংসারক্ষয় হইয়া যায়।

আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং সুমহতা-
মুচ্চাটনং চাংহসা-
মাচণ্ডালমমূকলোকসুলভো
বশ্যশ্চ মুক্তিশ্রিয়ঃ।
নো দীক্ষাং ন চ দক্ষিণাং ন চ
পুরশ্চর্য্যাং মনাগীক্ষ্যতে।
মন্ত্রোঽয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি
শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ ॥ ২ ॥

১। অতএব যার মুখে এক-কৃষ্ণনাম ;
সেই ত বৈষ্ণব, তার করিহ সম্মান।"
খণ্ডের মুকুন্দদাস, শ্রীরঘুনন্দন,
শ্রীনরহরি—এই মুখ্য তিনজন।
মুকুন্দদাসেরে পুছে শচীর নন্দন—
"তুমি পিতা, পুত্র তোমার শ্রীরঘুনন্দন ?
কিবা রঘুনন্দন পিতা, তুমি তার তনয় ?
নিশ্চয় করিয়া কহ যাউক সংশয়।"
মুকুন্দ কহে—"রঘুনন্দন আমার পিতা হয়,
আমি তাঁর পুত্র—এই আমার নিশ্চয়।
আমা সবার কৃষ্ণভক্তি রঘুনন্দন হৈতে ;
অতএব রঘুনন্দন পিতা আমার নিশ্চিতে।"
শুনি হর্ষে কহে প্রভু—"কহিলে নিশ্চয়,
যাঁহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি সেই গুরু হয়।
ভক্তের মহিমা কহিতে প্রভু পায় সুখ ;
ভক্তের মহিমা কহিতে হয় পঞ্চমুখ।
ভক্তগণে কহে—"শুন মুকুন্দের প্রেম ;
২। নির্ম্মল নিগূঢ় প্রেম যেন শুদ্ধহেম।
বাহ্যে রাজবৈদ্য হঁহো করে রাজসেবা ;
অন্তরে প্রেম ইঁহার জানিবেক কে বা ?
৩। একদিন ম্লেচ্ছ রাজা উচ্চ টুঙ্গিতে,
চিকিৎসার বাত কহে তাঁহার অগ্রেতে।

আকৃষ্টিরিতি। শ্রীকৃষ্ণেতি নাম আত্মা স্বরূপং যস্যেতি (বহুব্রীহ্যর্থে ক প্রত্যয়ঃ)। সোঽয়ং মন্ত্রঃ রসনাং জিহ্বাং স্পৃশতীতি তথা এবকারেণ স্পর্শসমকাল এব ফলতি উপাসনানাশপূর্ব্বকং প্রেমাবির্ভাবয়তীত্যর্থঃ। তদেবাহ—কৃতচেতসাং জীবন্মুক্তানামাকৃষ্টিরাকর্ষণবিশেষেবেত্যর্থঃ। তথা সুমহতামতিপাতকাদীনামংহসাং প্রারব্ধাপ্রারব্ধানাং পাপানাং চ অপি উচ্চাটনমিব উৎসারক ইত্যর্থঃ। এতেন প্রমথনপ্রক্ষোভণে জ্ঞেয়ে। আচণ্ডালং চণ্ডালং ম্লেচ্ছং (অভিবিধাবাকারঃ) বর্ণাশ্রমধর্ম্মানধিকারিণং জাতিবিশেষমভিব্যাপ্যেত্যর্থঃ। মূকা বচনশক্তিরহিতাস্তদ্ব্যতিরিক্তানাং লোকানাং মনুষ্যমাত্রাণাং সুলভঃ সুখেন লভ্যঃ। নাত্রাধিকারিনিয়ম ইতি ভাবঃ। তথা মোক্ষশ্রিয়ো-মোক্ষসম্পত্তেঃ বশং করোতীতি বশ্যঃ। যথা মণিমন্ত্রাদিনা বশীকৃতোজনঃ স্বস্মিন্ বিরক্তমপি ন জহাতি তথা অপ্রার্থিতাপি মুক্তিসম্পত্তিরিতি ভাবঃ। এতেন বশীকরণং সংসারোন্মূলকত্বেন মারণঞ্চ জ্ঞেয়মিতি ষট্‌কর্ম্মকারিত্বং শ্লেষিতং। কিঞ্চ মন্ত্রবিদ্যাদিবৎ দীক্ষাং তৎসাঙ্গতার্থং দক্ষিণাং তৎসিদ্ধ্যর্থং পুরশ্চর্য্যাঞ্চ মনাক্ ঈষদপি নেক্ষ্যতে নাপেক্ষ্যতে॥ ২ ॥

যিনি জীবন্মুক্তগণকে আকর্ষণ করেন, যিনি অতিপাতকাদি পাপরাশিকে উৎসারিত করেন, যিনি বাক্‌শক্তিসম্পন্ন চণ্ডাল পর্য্যন্ত মনুষ্যগণের সুখলভ্য এবং যিনি দীক্ষা, তাহার সাঙ্গতার্থ দক্ষিণা ও সিদ্ধির নিমিত্ত পুরশ্চরণকে কিঞ্চিন্মাত্রও অপেক্ষা করেন না, সেই এই শ্রীকৃষ্ণনাম-রূপ মন্ত্র জিহ্বাস্পর্শমাত্র দুর্ব্বাসনা নিরাশ করতঃ প্রেম-ফল সম্পাদন করেন ॥২॥

হরিনাম জীবন্মুক্তকেও আকর্ষণ করিয়া হরিভজনে প্রবৃত্ত করেন। সর্ব্ববিধ সমস্ত কর্ম্মের ধ্বংস করেন। ইহাতে বাক্‌শক্তিসম্পন্ন নরমাত্রেরই অধিকার আছে। মুক্তিসম্পত্তি দাসীর ন্যায় ইহার অনুচারিণী এবং ইনি মন্ত্রবিদ্যাদির ন্যায় দক্ষিণা ও পুরশ্চরণাদির অপেক্ষা করেন না ॥ ২ ॥

১। এক—একবার অর্থাৎ যাহার মুখে একবার কৃষ্ণনাম শ্রবণ করিবে। সম্মান—আদর।

২। নিগূঢ়—গুপ্ত অর্থাৎ কেহই জানিতে পারে না। শুদ্ধ হেম—খাদরহিত সুবর্ণ।

৩। উচ্চ টুঙ্গীতে—উচ্চ গৃহে। বাত—বার্ত্তা অর্থাৎ কথা।

১। নর্ত্তনকালে এক ময়ূরপুচ্ছের আড়ানি ;
রাজশিরোপরি ধরে এক সেবক আনি।
শিখিপুচ্ছ দেখি মুকুন্দ প্রেমাবিষ্ট হৈলা ;
অতি উচ্চ টুঙ্গি হৈতে ভূমিতে পড়িলা।
২। রাজার জ্ঞান—রাজবৈদ্যের হইল মরণ ;
আপনি নামিয়া তবে করাইল চেতন।
রাজা বলে—'ব্যথা তুমি পাইলে কোন্ ঠাঞি ?'
মুকুন্দ কহে—'অতিবড় ব্যথা পাই নাই।'
রাজা কহে—'মুকুন্দ তুমি পড়িলা কি লাগি ?'
মুকুন্দ কহে—'রাজা মোর ব্যাধি আছে মৃগী।'
৩। মহাবিদগ্ধ রাজা সেই সব জানে ;
মুকুন্দেরে হৈল তাঁর মহাসিদ্ধ জ্ঞানে।
রঘুনন্দন সেবা করে কৃষ্ণের মন্দিরে ;
৪। দ্বারে পুষ্করিণী—তার ঘাটের উপরে
কদম্বের বৃক্ষ এক ফুটে বার মাসে,
নিত্য দুই ফুল হয় কৃষ্ণ অবতংসে।"
মুকুন্দেরে কহে পুনঃ মধুর বচন—
"তোমার কার্য্য এই ধন উপার্জ্জন।
রঘুনন্দনের কার্য্য শ্রীকৃষ্ণসেবন ;
কৃষ্ণসেবা বিনা ইঁহার অন্য নাহি মন।
নরহরি রহু আমার ভক্তগণ সনে ;
এই তিন কার্য্য সদা কর তিন জনে।"
সার্ব্বভৌম বিদ্যাবাচস্পতি দুই ভাই ;
দুইজনে কৃপা করি কহেন গোসাঞি—
"দারু জলরূপে কৃষ্ণ প্রকট সম্প্রতি ;
দরশনে স্নানে করে জীবের মুকতি।
দারুব্রহ্মরূপে সাক্ষাৎ শ্রীপুরুষোত্তম ;
ভাগীরথী সাক্ষাৎ হন জলব্রহ্ম-সম।
সার্ব্বভৌম কর দারুব্রহ্ম আরাধন ;
বাচস্পতি কর জলব্রহ্মের সেবন।"
মুরারিগুপ্তেরে প্রভু করি আলিঙ্গন ;
তাঁর ভক্তিনিষ্ঠা কহে—"শুন ভক্তগণ !
পূর্ব্বে আমি ইহাঁরে লোভাইল বারবার—
৫। 'পরমমধুর গুপ্ত ! ব্রজেন্দ্রকুমার ;
স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণ সর্ব্বাংশী সর্ব্বাশ্রয় ;
৬। বিশুদ্ধ-নির্ম্মল-প্রেম সর্ব্বরসময়।
সকল সদ্গুণবৃন্দরত্ন-রত্নাকর ;
৭। বিদগ্ধ চতুর ধীর রসিকশেখর।
মধুরচরিত্র কৃষ্ণের মধুর বিলাস ;
৮। চাতুর্য্যবৈদগ্ধ্য হয় যাঁর লীলারস।
সেই কৃষ্ণ ভজ তুমি হও কৃষ্ণাশ্রয় ;
কৃষ্ণ বিনা উপাসনা মনে নাহি লয়'—
এইমত বারবার শুনিয়া বচন ;
আমার গৌরবে কিছু ফিরি গেল মন।
আমারে কহেন—'আমি তোমার কিঙ্কর ;
৯। তোমার আজ্ঞাকারী আমি নহি স্বতন্তর'।
এত বলি ঘরে গেলা চিন্তি রাত্রিকালে ;
রঘুনাথত্যাগ চিন্তায় হইল বিহ্বলে—
'কেমনে ছাড়িব রঘুনাথের চরণ ;
আজি রাত্রে প্রভু মোর করাহ মরণ'—
এইমত সর্ব্ব রাত্রি করেন ক্রন্দন ;
১০। মনে স্বাস্থ্য নাহি রাত্রি কৈল জাগরণ।
প্রাতঃকালে আসি মোর ধরিল চরণ ;
কাঁদিতে কাঁদিতে কিছু কৈল নিবেদন—

১। আড়ানি—বৃহৎব্যজন পাখা। ২। রাজার জ্ঞান—রাজা মনে করিলেন। ৩। মহাবিদগ্ধ—অতীব রসজ্ঞ।
৪। উপরে—তীরে। ৫। পরম মধুর—অতিশয় মাধুর্য্যশালী। গুপ্ত—হে মুরারি গুপ্ত। সর্ব্বাংশী—সকল অবতারের মূল।
৬। বিশুদ্ধ—কামগন্ধবিহীন, নির্ম্মল—কপটতাশূন্য, এতাদৃশ যাঁহার প্রেম। সর্ব্বরসময়—শৃঙ্গারাদি সর্ব্ববিধ রসের আশ্রয়।
৭। বিদগ্ধ—যাঁহার চিত্ত চতুঃষষ্টি বিদ্যা ও বিলাসে লিপ্ত, তাঁহাকে বিদগ্ধ বলে। চতুর—একদা বহুকার্য্য সাধককে চতুর বলে।
৮। চাতুর্য্য...লীলারস—যাহার লীলারসে চাতুর্য্য ও বৈদগ্ধ্যের সীমা, অর্থাৎ যাহা হইতে আর চাতুর্য্য-বৈদগ্ধ্য নাই।
৯। স্বতন্তর—স্বতন্ত্র, স্বাধীন। ১০। স্বাস্থ্য—স্বস্তি।

'রঘুনাথের পায় মুঞি বেচিয়াছি মাথা ;
কাঢ়িতে না পারি মাথা, পাই বড় ব্যথা।
শ্রীরঘুনাথচরণ ছাড়ান না যায় ;
তব আজ্ঞা ভঙ্গ হয়—কি করি উপায় ?
তাতে মোরে এই কৃপা কর দয়াময় !
তোমার আগে মৃত্যু হউক—যাউক সংশয়।'
এত শুনি আমি বড় মনে সুখ পাইল ;
ইঁহারে উঠাঞা তবে আলিঙ্গন কৈল।
—'সাধু ! সাধু ! গুপ্ত ! তোমার সুদৃঢ় ভজন ;
আমার বচনে তোমার না চলিল মন।
১। এইমত সেবকের প্রীতি চাহি প্রভু-পায় ;
প্রভু ছাড়াইলে—পদ ছাড়ান না যায়।
এইভাবে তোমার নিষ্ঠা জানিবার তরে ;
তোমারে আগ্রহ আমি কৈল বারে বারে।
সাক্ষাৎ হনুমান্ তুমি শ্রীরামকিঙ্কর ;
তুমি কেন ছাড়িবে তাঁর চরণকমল ?'—
সেই মুরারিগুপ্ত এই—মোর প্রাণসম ;
ইঁহার দৈন্য শুনি মোর ফাটয়ে জীবন।"
তবে বাসুদেবে প্রভু করি আলিঙ্গন ;
তাঁর গুণ কহে হঞা সহস্রবদন।
নিজ গুণ শুনি দত্ত মনে লজ্জা পাঞা ;
নিবেদন করে প্রভুর চরণে ধরিয়া—
"জগৎ তারিতে প্রভু তোমার অবতার ;
মোর নিবেদন এক কর অঙ্গীকার।
করিতে সমর্থ প্রভু তুমি দয়াময় !
তুমি মন কর যদি অনায়াসে হয়।
জীবের দুঃখ দেখি মোর হৃদয় বিদরে ;
২। সর্ব্বজীবের পাপ তুমি দেহ মোর শিরে।
জীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরকভোগ ;
সকল জীবের প্রভু ঘুচাও ভবরোগ।"
—এত শুনি মহাপ্রভুর চিত্ত দ্রবিলা ;
অশ্রু-কম্প-স্বরভঙ্গে কহিতে লাগিলা—
৩। "তোমার বিচিত্র নহে তুমি যে প্রহ্লাদ ;
তোমার উপরে কৃষ্ণের সম্পূর্ণ প্রসাদ।
৪। কৃষ্ণ সেই সত্য করে যেই মাগে ভৃত্য ;
ভৃত্যবাঞ্ছা পূর্ণ বিনা নাহি অন্য কৃত্য।
ব্রহ্মাণ্ডজীবের তুমি বাঞ্ছিলে নিস্তার ;
বিনা পাপভোগে হবে সবার উদ্ধার।
অসমর্থ নহে কৃষ্ণ ধরে সর্ব্ববল ;
৫। তোমারে বা কেন ভুঞ্জাইবে পাপফল ?
তুমি যার হিত বাঞ্ছ' সে হৈল বৈষ্ণব ;
বৈষ্ণবের পাপ কৃষ্ণ দূর করে সব।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে ষষ্টতম-শ্লোকঃ—

যস্ত্বিন্দ্রগোপমথবেন্দ্রমহো স্বকর্ম্ম-
বন্ধানুরূপফলভাজনমাতনোতি।

তত্র তত্র সর্ব্বত্রেশ্বরস্ত পর্জন্যবদ্দ্রষ্টব্য ইতি ন্যায়েন কর্ম্মানুরূপফলদাতৃত্বেন সাম্যেপি ভক্তে তু পক্ষপাতবিশেষং করোতীত্যাহ—যস্ত্বিতি। যস্তু ইন্দ্রগোপং সূক্ষ্মরক্তবর্ণকীটবিশেষমথবা ইন্দ্রং ত্রিলোকপতিং স্বকর্ম্মবন্ধনানুরূপস্য

যিনি ইন্দ্রগোপ (সূক্ষ্ম রক্তবর্ণ কীটবিশেষ) অথবা দেবরাজ—সকলকেই নিজ কর্ম্মানুরূপ ফল প্রদান করিয়া

১। এইমত…প্রভুপায়—নিজ ইষ্টদেবের চরণে সেবকের এইপ্রকার প্রীতি থাকাই আবশ্যক।

২। সর্ব্বজীবের—অর্থাৎ দৃশ্যমান্ ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীবের। ৩। তুমি যে প্রহ্লাদ—প্রহ্লাদ নৃসিংহদেবের নিকট সকল জীবের মুক্তি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। (৭) (৯) অধ্যায়ে ৪১।৪২।৪৩।৪৪। শ্লোক দেখুন।

৪। কৃষ্ণ…ভৃত্য—সেবক যাহা প্রার্থনা করেন, কৃষ্ণ তাহাই পূর্ণ করেন। ৫। কেন ভুঞ্জাইবে পাপ ফল ?—অর্থাৎ তুমি যে সকল জীবের পাপ গ্রহণ করিয়া নরকদুঃখ ভোগ করতঃ তাহাদিগের উদ্ধার প্রার্থনা করিতেছ, তুমি তাহাদিগের উদ্ধার প্রার্থনা করিলেই কৃষ্ণ তাহাদিগের উদ্ধার করিতে পারেন, তবে কি নিমিত্ত তোমাকে পাপের ফল ভোগ করাইবেন ?

কর্ম্মাণি নির্দ্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩ ॥

তোমার ইচ্ছামাত্রে হবে ব্রহ্মাণ্ডমোচন ;
সর্ব্ব মুক্ত করিতে কৃষ্ণের নাহি পরিশ্রম ।
একই উদুম্বর বৃক্ষে লাগে কোটি ফলে ;
১। কোটি ব্রহ্মাণ্ড ভাসে বিরজার জলে ।
তার এক ফল পড়ি যদি নষ্ট হয় ;
তথাপি বৃক্ষ নাহি জানে নিজ অপচয় ।
তৈছে এক ব্রহ্মাণ্ড যদি মুক্ত হয় ;
তবু অল্প হানি কৃষ্ণের মনে নাহি লয় ।
অনন্ত ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণের বৈকুণ্ঠাদি ধাম ;
২। তার গড়খাই কারণাব্ধি যার নাম ।
৩। তাতে ভাসে মায়া লঞা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ;
৪। গড়খাইতে ভাসে যেন রাইপূর্ণ ভাণ্ড ।
তার এক রাই নাশে হানি নাহি মানি ;
ঐছে এক অণ্ড নাশে কৃষ্ণের নাহি হানি ।
সব ব্রহ্মাণ্ড সহ যদি মায়ার হয় ক্ষয় ;
তথাপি না মানে কৃষ্ণ কিছু অপচয় ।
৫। কোটিকামধেনুপতির ছাগী যৈছে মরে ;
ষড়ৈশ্বর্য্যপতি কৃষ্ণের মায়া কিবা করে ?”

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তাশীতিতমাধ্যায়ে দশমশ্লোকে শ্রীভগবন্তমুদ্দিশ্য বেদস্তুতিঃ—

জয় জয় জহ্যজামজিত দোষগৃভীতগুণাং
ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ ।

[illegible] ভজনং পাত্রমাত্রেনেতি করোতি, কিন্তু ভক্তিভাজাঞ্চ কর্ম্মাণি প্রারব্ধাপ্রারব্ধানি নির্দ্দহতি নিঃশেষেণ দহতি [illegible] সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ ।’ ‘যে ভজন্তি চ মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহ’মিতি । ‘অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে । তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহ’মিতি শ্রীগীতাভ্যশ্চ । তমাদিপুরুষং গোবিন্দমহং ভজামি ॥ ৩ ॥

জয় জয় ইতি । ভো অজিত জয় জয় উৎকর্ষমাবিষ্কুরু, আদরে বীপ্সা । কেন ব্যাপারেণ ?—অগজগদোকসাং [illegible] স্থাবরাণি জগন্তি জঙ্গমানি ওকাংসি শরীরাণি যেষাং জীবানাং তেষামজামবিদ্যাং জহি নাশয় । কিমিতি গুণবতী সা [illegible] আহ—দোষগৃভীতগুণাং দোষায় আনন্দাদ্যাবরণায় গৃভীতা গৃহীতা গুণা যয়া তাং । (‘হৃ-গ্রহোর্ভশ্ছন্দসী’তি ভকারঃ ।) ইয়ং হি স্বৈরিণীব পরপ্রতারণায় গুণান্ গৃহ্লাতি অতো হন্তব্যেতি—তর্হি যদ্যপি দোষমাবহেদিতি যমাপি তত্র [illegible] আহ ত্বমিতি । যদ্ যস্মাৎ ত্বমাত্মনা স্বরূপেণৈব সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ সংপ্রাপ্তপরমৈশ্বর্য্যোঽসি বশীকৃত[illegible]দিতি ভাবঃ । স্বয়মেব তে জীবা জ্ঞানবৈরাগ্যাদিনা কিং ন হন্যুরিত্যত আহ্বরখিলশক্ত্যবোধকেতি । তেষাং [illegible] সর্ব্বশক্ত্যুদ্বোধকঃ, অতো ন তে জ্ঞানাদৌ স্বতন্ত্রা ইতি ভাবঃ । অহমকুণ্ঠজ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিগুণোজীবানাং [illegible]জ্ঞানাদিশক্ত্যবোধনেনাবিদ্যা হন্তব্যেত্যত্র কিং প্রমাণমিতি চেত্তত্রাহমেব প্রমাণমিত্যাহ—নিগমো বেদঃ । নম্বেবং ভূতে [illegible] শ্রুতীনাং প্রবৃত্তিস্তত্রাহ—ক্বচিদিতি । কদাচিৎ সৃষ্ট্যাদিসময়ে অজয়া মায়য়া চরতঃ ক্রীড়তঃ নিত্যঞ্চালুপ্তভগতয়া

[illegible]কেন, কিন্তু ভক্তের সর্ব্ববিধ কর্ম্ম নিঃশেষে বিনাশ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ৩ ॥

হে অজিত ! আপনার জয় হউক—জয় হউক । স্থাবর-জঙ্গম প্রাণীবর্গের দোষ-বিষয়ে যে গুণগ্রাহিণী অবিদ্যা তাহা তুমি বিনাশ কর । সেই অবিদ্যা-বিনাশে তোমার কিছুই ক্ষতি নাই, যেহেতু তুমি স্বরূপভূত পরমানন্দশক্তি দ্বারা

শ্রীকৃষ্ণ বৈষম্যরহিত হইয়াও ভক্তের সর্ব্ববিধ পাপের নাশ করেন, ইহাই এই শ্লোক দ্বারা সমর্থন করিলেন ॥ ৩ ॥

১। বিরজা—প্রধান ও পরব্যোমের মধ্যস্থ নদী । ২। গড়খাই—পরিখা খিল । কারণাব্ধি—কারণসমুদ্র ।
৩। তাতে…ব্রহ্মাণ্ড—সেই কারণাব্ধিতে মায়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড লইয়া ভাসেন । ৪। রাই—সর্ষপ বিশেষ ।
৫। কোটি কামধেনু…কিবা করে—কোটিকামধেনুপতির যেমন একটী ছাগী বিনষ্ট হইলে, কোন ক্ষতিই বোধ হয় না, তদ্রূপ ষড়ৈশ্বর্য্যপতি শ্রীকৃষ্ণের মায়া নাশেও কোনই ক্ষতিবোধ নাই ।

অগজগদোকসামখিলশক্ত্যববোধক তে
ক্বচিদজয়াত্মনা চ চরতোঽনুচরেন্নিগমঃ ॥৪॥

এইমত সর্ব্ব ভক্তের কহি সব গুণ ;
সবারে বিদায় দিল করি আলিঙ্গন।
প্রভুর বিচ্ছেদে ভক্ত করয়ে রোদন ;
ভক্তের বিচ্ছেদে প্রভুর বিষণ্ণ হৈল মন।
গদাধরপণ্ডিত রহিলা প্রভুর পাশে ;
১। যমেশ্বরে প্রভু যাঁরে করাইল আবাসে।
পুরী-গোসাঞী, জগদানন্দ, স্বরূপদামোদর ;
দামোদরপণ্ডিত, আর গোবিন্দ, কাশীশ্বর।
—এই সব সঙ্গে প্রভু বৈসেন নীলাচলে ;
জগন্নাথদর্শন নিত্য করেন প্রাতঃকালে।

একদিন প্রভু পাশে আসি সার্ব্বভৌম ;
যোড়হাত করি কিছু কৈল নিবেদন—
"এবে সব বৈষ্ণব গৌড়দেশে গেল ;
এবে প্রভুর নিমন্ত্রণে অবসর হৈল।
এবে মোর ঘরে ভিক্ষা কর মাস ভরি ;"
২। প্রভু কহে—"ধর্ম্ম নহে করিতে না পারি।"
সার্ব্বভৌম কহে—"ভিক্ষা কর বিশ দিন ;"
প্রভু কহে—"এও নহে যতিধর্ম্ম-চিহ্ন।"
সার্ব্বভৌম কহে—"কর দিন পঞ্চদশ ;"
প্রভু কহে—"তোমার ভিক্ষা একই দিবস।"
তবে সার্ব্বভৌম প্রভুর চরণে ধরিয়া—
"দশ দিন কর"—কহে মিনতি করিয়া।
৩। প্রভু ক্রমে ক্রমে পাঁচ দিন ঘাটাইল ;
পাঁচ দিন ভরি ভিক্ষা নিমন্ত্রণ নিল।
তবে সার্ব্বভৌম করে আর নিবেদন—
"তোমার সঙ্গে সন্ন্যাসী আছয়ে দশ জন।
পুরীগোসাঞীর পাঁচ দিন ভিক্ষা মোর ঘরে ;
পূর্ব্বে আমি কহিয়াছি তোমার গোচরে।
দামোদর-স্বরূপ এই বান্ধব আমার ;
কভু তোমার সঙ্গে যাবেন কভু একেশ্বর।
আর অষ্ট সন্ন্যাসী দুই দুই দিবসে ;
৪। একেক দিন একেক জন পূর্ণ হৈল মাসে।
বহুত সন্ন্যাসী যদি আইসে এক ঠাঞি ;
সম্মান করিতে নারি অপরাধ পাই।
তুমিও নিজ ছায়া সঙ্গে আসিবে মোর ঘরে,
কভু সঙ্গে আসিবে স্বরূপদামোদরে।"

প্রভুর ইঙ্গিত পাঞা আনন্দিত মন ;
সেই দিন মহাপ্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ।
'ষাঠীর মাতা' নাম ভট্টাচার্য্যের গৃহিণী ;
প্রভুর মহাভক্ত তেঁহো স্নেহেতে জননী।

সত্যজ্ঞানানন্তানন্দৈকরসেনাত্মনা চরতো বর্ত্তমানস্য তে তব নিগমোঽনুচরেৎ প্রতিপাদয়েৎ, (কর্ম্মণি ষষ্ঠী)। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে।" "যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ তং দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে।" "য আত্মনি তিষ্ঠন্। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদি"ত্যাদি নিগমকদম্বং ত্বামেববস্তুতঃ প্রতিপাদয়তীত্যর্থঃ। জয় জয়াজিত জহ্যগজঙ্গমাবৃতিমজামুপনীতমৃষাগুণাং। ন হি ভবন্তমৃতে প্রভবন্ত্যমী নিগমগীতগুণার্ণবতানব ॥ ৪ ॥

পূর্ণৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছ। তুমি স্ব-স্বরূপে সকল জীবের নিখিলশক্তির উদ্বোধক, অতএব তোমার ত অবিদ্যার কোন প্রয়োজন নাই। যে সময়ে অর্থাৎ সৃষ্টিসময়ে যখন তুমি মায়ার সহিত ক্রীড়া কর—অথচ সত্যজ্ঞানাদি রসস্বরূপে বিদ্যমান থাক, সেই সময় শ্রুতিগণ তোমাকে প্রতিপাদন করেন ॥ ৪ ॥

মায়া বিনষ্ট হইলে স্বরূপশক্তিসম্পন্ন পরমেশ্বরের কিছুই হানি হয়না, ইহাই প্রতিপন্ন করিলেন ॥ ৪ ॥

১। যমেশ্বর—যমেশ্বর টোটা বলিয়া বিখ্যাত স্থান। যে স্থানে যমেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ বিদ্যমান আছেন।

২। ধর্ম্ম—বিহিত কর্ম্ম ; যিনি যে আশ্রমে আছেন, সেই আশ্রমোচিত শাস্ত্রানুশাসনই এখানে ধর্ম্ম শব্দের অর্থ।

৩। ঘাটাইল—কম করাইলেন। ৪। একেক—এক এক।

ঘরে আসি ভট্টাচার্য্য তাঁরে আজ্ঞা দিল,
আনন্দে ষাঠীর মাতা পাক চড়াইল।
ভট্টাচার্য্যের গৃহে সব দ্রব্য আছে ভরি;
যেবা শাক ফলাদিক আনিল আহরি।
আপনি ভট্টাচার্য্য করেন পাকের সব কর্ম্ম;
ষাঠীর মাতা বিচক্ষণা জানে পাকের মর্ম্ম।
পাকশালার দক্ষিণে দুই ভোগালয়;
এক ঘরে শালগ্রামের ভোগ সেবা হয়।
আর ঘর মহাপ্রভুর ভিক্ষার লাগিয়া;
নিভৃতে করিয়াছে ভট্ট নূতন করিয়া।
বাহ্যে এক দ্বার তার প্রভু প্রবেশিতে;
পাকশালার আর দ্বার অন্ন পরিবেশিতে;
১। বত্রিশা কলার এক আঙ্গটিয়াপাতে।
তিন মণ তণ্ডুলের উবারিল ভাতে।
পীত সুগন্ধি ঘৃতে অন্ন সিক্ত কৈল;
চারিদিকে পাতে ঘৃত বহিয়া চলিল।
২। কেয়াপাতের ডোঙ্গা কলাখোলা সারি সারি;
চারিদিকে রাখিয়াছে নানা ব্যঞ্জন ভরি।
৩। দশপ্রকার শাক নিম্ব তিক্তসুক্ত-ঝোল;
মরিচের ঝাল ছেনাবড়ী বড়া ঘোল।
৪। দুগ্ধ-তুম্বী দুগ্ধ-কুষ্মাণ্ড বেশারি লাফরা;
মোচাঘণ্ট মোচাভাজা বিবিধ শাকরা।
বৃদ্ধকুষ্মাণ্ড বড়ীর ব্যঞ্জন অপার;
ফুলবড়ী ফল মূলে বিবিধ প্রকার।

৫। নব নিম্বপত্র সহ ভ্রষ্ট বার্ত্তাকী;
ফুলবড়ী পটোলভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকী।
৬। ভ্রষ্ট মাষমুদ্গসূপ অমৃত নিন্দয়;
মধুরাম্ল বড়াম্লাদি অম্ল পাঁচ ছয়।
মুদ্গবড়া মাসবড়া কলাবড়া মিষ্ট;
ক্ষীরপুলি নারিকেল আর যত পিষ্ট।
৭। কাঁজিবড়া দুগ্ধচিতা দুগ্ধলকলকী;
আর যত পিঠা কৈল কহিতে না শকি।
ঘৃতসিক্ত পরমান্ন মৃৎকুণ্ডিকা ভরি;
৮। চাঁপাকলা ঘনদুগ্ধ আম্র তাঁহা ধরি।
৯। রসালা-মথিত দধি সন্দেশ অপার;
গৌড়ে উৎকলে যত ভক্ষ্যের প্রকার।
শ্রদ্ধা করি ভট্টাচার্য্য সব করাইল;
শুভ্র পীঠোপরে সূক্ষ্ম বসন পাতিল।
১০। দুই পাশে সুগন্ধি শীতল জলঝারি;
অন্ন ব্যঞ্জনোপরি দিল তুলসীমঞ্জরী।
১১। অমৃতগুটিকা পিঠা পানা আনাইলা;
জগন্নাথের প্রসাদ সব পৃথক্ ধরিলা।
১২। হেনকালে মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন করিয়া;
একেলা আইলা তাঁর হৃদয় জানিয়া।
ভট্টাচার্য্য কৈল তবে পাদপ্রক্ষালন;
ঘরের ভিতর গেলা প্রভু করিতে ভোজন।
অন্নাদি দেখিয়া প্রভু বিস্মিত হইয়া;
ভট্টাচার্য্যে কহে কিছু ভঙ্গি করিয়া—

১। বত্রিশা—যাহার কাঁধিতে ন্যূনসংখ্যায় বত্রিশ ছড়া কলা হয়, অতি বৃহৎ কদলী, তাহার পত্রও অতিশয় বৃহৎ হয়। আঙ্গটিয়া—অখণ্ড পত্র। উবারিল—রাশীকৃত করিলেন। ২। ডোঙ্গা—দ্রোণী, দোনা।

৩। নিম্ব তিক্তসুক্ত-ঝোল—নিম সুক্তানীর ঝোল। মরিচের ঝাল-ছেনাবড়ী—ছানাবড়ার ঝাল ঝোল। বড়া গোলবড়া অর্থাৎ [illegible] বড়া, ঘোল। ৪। দুগ্ধতুম্বী—দুগ্ধপক্ক অলাবু (লাউ)। দুগ্ধকুষ্মাণ্ড—দুগ্ধপক্ক কুষ্মাণ্ড (কুমড়া)। বেশারি—ঘণ্ট তরকারি। লাফরা—পাঁচতরকারির ঘণ্ট। শাকরা—আনাইজ; বৃদ্ধ কুষ্মাণ্ডবড়ী—বড় বড় কুমড়া বড়ী। ৫। নব নিম্বপত্র সহ ভ্রষ্ট বার্ত্তাকী—নিম বেগুন। মানচাকী—সূক্ষ্ম মানখণ্ড।

৬। ভ্রষ্ট মাষমুদ্গসূপ—ভাজাকড়ায়ের দাইল ও ভাজামুগের দাইল। মধুরাম্ল—মিষ্টযুক্ত অম্ল।

৭। কাঁজিবড়া—কাঁজি মিশ্রিত বড়া। দুগ্ধচিতা—দুগ্ধমিশ্রিত চিতা; আসকিয়া পিঠা—সরাপিঠা। দুগ্ধলকলকী—চসিপিঠা। না শকি—শক্ত হই না। ৮। তাঁহা—সেই পরমান্নে। ৯। রসালা—ক্ষীরাদিমিশ্রিত বস্তু। মথিত—অর্দ্ধজল ঘোল।

১০। ঝারি—ভৃঙ্গার, গাড়ু। ১১। অমৃতগুটিকা—ছানাবড়া। ১২। মধ্যাহ্ন—মধ্যাহ্নকৃত্য

"অলৌকিক এই সব অন্ন-ব্যঞ্জন ;
দুইপ্রহর ভিতরে কেমনে হৈল রন্ধন ?
শত চুলায় শত জন পাক যদি করে ;
তবু শীঘ্র এত দ্রব্য রান্ধিতে না পারে।
কৃষ্ণে ভোগ লাগাঞাছ অনুমান করি ;
উপরে দেখিয়ে যাতে তুলসীমঞ্জরী।
ভাগ্যবান্ তুমি ! সকল তোমার উদ্যোগ ;
রাধাকৃষ্ণে লাগাঞাছ এতাদৃশ ভোগ।
অন্নের সৌরভ-বর্ণ অতি মনোরম ;
রাধাকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ইহা করিয়াছেন ভোজন।
তোমার বহুত ভাগ্য কত প্রশংসিব ;
আমি ভাগ্যবান্ ইহার অবশেষ পাব।
কৃষ্ণের আসনপীঠ রাখ উঠাইয়া ;
মোরে প্রসাদ দেহ ভিন্ন পাত্র করিয়া।"
ভট্টাচার্য্য কহে—"প্রভু না কর বিস্ময় ;
১। যে খাইবে তাঁর শক্ত্যে ভোগ সিদ্ধ হয়।
না মোর উদ্যোগ—না গৃহিণী রন্ধনে ;
যাঁর শক্ত্যে সিদ্ধ অন্ন—সেই ইহা জানে।
এইত আসনে বসি করহ ভোজন" ;
২। প্রভু কহে—"পূজ্য এই কৃষ্ণের আসন।"
ভট্ট কহে—"অন্ন-পীঠ সমান প্রসাদ ;
অন্ন খাবে পীঠে বসি কাঁহা অপরাধ ?"
প্রভু কহে—"ভাল কহিলে শাস্ত্র-আজ্ঞা কয় ;
কৃষ্ণের সকল শেষ ভৃত্য আস্বাদয়।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে ষষ্ঠাধ্যায়ে একত্রিংশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি উদ্ধব-বাক্যং—

ত্বয়োপযুক্তস্রগগন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েমহি ॥৫॥

তথাপি এতেক অন্ন খাওন না যায়" ;
৩। ভট্ট কহে—"জানি খাও যতেক যুয়ায়।
নীলাচলে ভোজন তুমি কর বায়ান্ন বার ;
একেক ভোগের অন্ন শত-শত ভার।
দ্বারকাতে ষোলসহস্র মহিষীমন্দিরে ;
৪। অষ্টাদশ মাতা আর যাদবের ঘরে।
ব্রজে জ্যেঠা, খুড়া, মামা, পিসাদি গোপগণ ;
সখাবৃন্দ,—সবার ঘরে দ্বিসন্ধ্যা ভোজন।
গোবর্দ্ধনযজ্ঞে অন্ন খাইলে রাশি-রাশি ;
৫। তার লেখে এই অন্ন নহে এক গ্রাসী।
তুমি ত ঈশ্বর মুঞি ক্ষুদ্র জীব ছার ;
এক গ্রাস মাধুকরী কর অঙ্গীকার।"

তাক্তুমশক্নুবন্নেব প্রার্থয়ে ন মায়াভয়াদিত্যাহ—ত্বয়েতি। হে ভগবন্ ত্বয়া উপযুক্তৈরুপভুক্তৈঃ স্রক্ মালা চ গন্ধশ্চন্দনাদিশ্চ বাসোবস্ত্রঞ্চ অলঙ্কারশ্চ তৈশ্চর্চ্চিতা অলঙ্কৃতা উচ্ছিষ্টং প্রসাদান্নং ভোক্তুং শীলমেষামিতি তে তব দাসা বয়ং তি নিশ্চিতং মায়াং জয়েম জেতুং শক্নুমঃ ॥ ৫ ॥

হে ভগবন্ ! আপনার উপভুক্ত মাল্য, গন্ধ, বস্ত্র ও অলঙ্কারে বিভূষিত এবং আপনার উচ্ছিষ্টভোজী আপনার দাস আমরা—অনায়াসে মায়াকে জয় করিতে সমর্থ হইব ॥ ৫ ॥

ভগবন্নির্ম্মাল্য বস্ত্রালঙ্কারাদি ভক্তগণ উপভোগ করিবেন, ইহাই এই শ্লোক দ্বারা সপ্রমাণ করিলেন ॥ ৫ ॥

১। যে খাইবে ··সিদ্ধ হয়—অর্থাৎ যিনি এই সকল অন্নব্যঞ্জন খাইবেন, তাঁহারই শক্তিপ্রভাবে এ সকল সিদ্ধ অর্থাৎ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সার্ব্বভৌম বলিলেন—তোমার ভোগ তোমার শক্তিতেই সম্পন্ন হইয়াছে ; মহাপ্রভু বুঝিলেন—কৃষ্ণের ভোগ কৃষ্ণের শক্তিতেই সম্পন্ন হইয়াছে।

২। পূজ্য—পূজার যোগ্য, অর্থাৎ এই আসনে আমার উপবেশন করা উচিত হয় না।

৩। জানি খাও যতেক যুয়ায়—অর্থাৎ তুমি যাহা খাও, তাহা যত (যে পরিমাণ) হওয়া উচিত, তাহা আমি জানি।

৪। অষ্টাদশ মাতা—বসুদেবের দেবকী প্রভৃতি অষ্টাদশ পত্নী।

৫। তার লেখে—তার তুলনায়।

—এত শুনি হাসি প্রভু বসিলা ভোজনে ;
জগন্নাথের প্রসাদ ভট্ট দেন হর্ষমনে।
হেনকালে অমোঘ নাম ভট্টাচার্য্যের জামাতা ;
১। কুলীন নিন্দক তেঁহো ষাঠীকন্যার ভর্ত্তা।
ভোজন দেখিতে চাহে—আসিতে না পারে ;
লাঠি হাতে ভট্টাচার্য্য আছেন দুয়ারে।
তেঁহো যদি প্রসাদ দিতে হৈলা আন্‌মন ;
অমোঘ আসি অন্ন দেখি করয়ে নিন্দন—
"এই অন্নে তৃপ্ত হয় দশ-বার-জন ;
একেলা সন্ন্যাসী করে এতেক ভোজন ?"
২। শুনি ভট্টাচার্য্য তবে উলটি চাহিল ;
তার অবধান দেখি অমোঘ পলাইল।
ভট্টাচার্য্য লাঠি লঞা মারিতে ধাইল ;
পলাইল অমোঘ তার লাগি না পাইল।
তবে গালি-শাপ দিতে ভট্টাচার্য্য আইলা ;
নিন্দা শুনি মহাপ্রভু হাসিতে লাগিলা।
শুনি 'ষাঠির মাতা' শিরে-বুকে ঘাত মারে ;
৩। "ষাঠী রাণ্ডি হউক" ইহা বলে বারে-বারে।
দুঁহার দুঃখ দেখি প্রভু দুঁহা প্রবোধিয়া ;
দুঁহার ইচ্ছাতে ভোজন কৈল তুষ্ট হঞা।
আচমন করাইয়া ভট্ট দিল মুখবাস ;
তুলসীমঞ্জরী লবঙ্গ এলাচি সুবাস।
সর্ব্বাঙ্গে লেপিল প্রভুর সুগন্ধি চন্দন ;
দণ্ডবৎ হঞা বলে সদৈন্য বচন—
"নিন্দা করাইতে তোমা আনিনু নিজঘরে ;
এই অপরাধ প্রভু ক্ষমা কর মোরে।"
প্রভু কহে—"নিন্দা নহে, সহজ কহিল ;
৪। ইহাতে তোমার তার কি অপরাধ হৈল ?"
এত বলি মহাপ্রভু চলিলা ভবনে ;
৫। ভট্টাচার্য্য তাঁর ঘরে গেলা তাঁর সনে।
প্রভুপদে পড়ি বহু আত্মনিন্দা কৈল,
তাঁরে শান্ত করি প্রভু ঘরে পাঠাইল।
ঘরে আসি ভট্টাচার্য্য ষাঠীর-মাতা সনে ;
আপনা নিন্দিয়া কিছু কহেন বচনে—
"চৈতন্যগোসাঞীর নিন্দা শুনি যাহা হৈতে ;
৬। তারে বধ কৈলে হয় পাপ প্রায়শ্চিত্তে।
কিম্বা নিজপ্রাণ যদি করি বিমোচন ;
৭। দুই যোগ্য নহে, দুই শরীর ব্রাহ্মণ।
পুনঃ সেই নিন্দুকের মুখ না দেখিব ;
৮। পরিত্যাগ কৈলুঁ—তার নাম না লইব।
ষাঠীরে কহ তারে ছাড়ুক—সে হৈল পতিত ;
পতিত হইলে ভর্ত্তা ত্যজিতে উচিত।"

তথাহি স্মৃতিবচনং—

পতিস্ত্বপতিতং ভজেৎ ॥ ৬ ॥

অপতিতং পতনার্হদোষরহিতং পতিং ভজেদিতি ॥ ৬॥

অপতিত পতিকে ভজনা করিবে ॥ ৬॥

পতিতাদোষে দূষিত পতিকে ভজনা করিবে না, ইহাই এই বচন দ্বারা সপ্রমাণ করিলেন। এ বচন পতিতপতিপক্ষে নিন্দা শ্রুতি ॥ ৬ ॥

১। কুলীন নিন্দক—ব্রাহ্মণের মধ্যে শ্রেষ্ঠসম্মানিত বংশজাত হইলেও দুর্ভাগ্যবশতঃ নিন্দকস্বভাবসম্পন্ন।

২। উলটি—ঘাড় ফিরাইয়া। মুখবাস—মুখশুদ্ধি দ্রব্য। সহজ—স্বাভাবিক, অর্থাৎ তুমি যে অন্ন দিয়াছ, তাহাতে লোকের ত সহজেই এইরূপ মনে হইবে।

৩। রাণ্ডী- বিধবা ; অর্থাৎ শীঘ্র অমোঘের মৃত্যু হউক। ৪। তার—অমোঘের। ৫। তাঁর—মহাপ্রভুর।

৬। পাপ—পাপের। ৭। দুই শরীর—অর্থাৎ অমোঘ ও আমার শরীর। অমোঘকে বধ করিলে এবং আমি প্রাণত্যাগ করিলে—এ দুয়েতেই ব্রহ্মহত্যা হয়, অতএব এই দুইই উচিত হয় না।

৮। পরিত্যাগ কৈলু—অর্থাৎ অমোঘকে পরিত্যাগ করিলাম।

সেই রাত্রে অমোঘ কাঁহা পলাঞা রহিল ;
প্রাতঃকালে তার বিসূচিকা-ব্যাধি হৈল।
অমোঘ মরেন শুনি কহে ভট্টাচার্য্য—
"সহায় হইয়া দৈব কৈল মোর কার্য্য !
১। ঈশ্বরেতে অপরাধ ফলে ততক্ষণ" ;
এত বলি পড়ে দুই শাস্ত্রের বচন।

তথাহি **মহাভারতে**—বনপর্ব্বনি দ্বিচত্বারিংশদধিক দ্বিশততমাধ্যায়ে সপ্তদশশ্লোকে যুধিষ্ঠিরং প্রতি ভীমবাক্যং—

মহতা হি প্রযত্নেন সন্নহ্য গজবাজিভিঃ।
অস্মাভির্যদনুষ্ঠেয়ং গন্ধর্ব্বৈস্তদনুষ্ঠিতং ॥৭॥

তথাহি **শ্রীমদ্ভাগবতে**—দশমস্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ে একত্রিংশশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং—

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকানাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ ॥৮॥

গোপীনাথাচার্য্য গেলা প্রভুর দর্শনে ;
প্রভু তাঁরে পুছিল ভট্টাচার্য্য-বিবরণে।
২। আচার্য্য কহে—"উপবাস কৈল দুইজনে ;
বিসূচিকা ব্যাধিতে অমোঘ ছাড়িছে জীবনে।"
শুনি কৃপাময় প্রভু আইলা ধাইয়া ;
অমোঘেরে কহে তার বুকে হাত দিয়া—
৩। "সহজে নির্ম্মল এই ব্রাহ্মণ-হৃদয় ;
কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্য স্থান হয়।
৪। মাৎসর্য্য-চণ্ডাল কেন ইহা বসাইলে ?
৫। পরমপবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলে।
সার্ব্বভৌম সঙ্গে তোমার কলুষ হৈল ক্ষয় ;
কলুষ ঘুচিলে জীব কৃষ্ণনাম লয়।
উঠহ অমোঘ ! তুমি লও কৃষ্ণনাম ;
অচিরে তোমারে কৃপা করিবে ভগবান্।"
শুনি 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি অমোঘ উঠিলা ;
প্রেমোন্মাদে মত্ত হঞা নাচিতে লাগিলা।
কম্পাশ্রু-পুলক-স্তম্ভ-স্বেদ-স্বরভঙ্গ—
প্রভু হাসে দেখি তার প্রেমের তরঙ্গ।

ঘোষযাত্রাব্যাজেন পাণ্ডবান্ স্ববৈভবং দর্শয়িতুকামান্ দ্বৈতবনগতান্ কৌরবান্ গন্ধর্ব্বৈর্বদ্ধানীতান্ শ্রুত্বা ভীমসেনো যুধিষ্ঠিরমুবাচ—**মহতা** ইতি। হে রাজন্ সংনহ্য পরিকরং বদ্ধা গজবাজিভিঃ গজৈঃ সহ বাজিভিরশ্বৈরস্মাভির্মহতা প্রযত্নেন যৎ কৌরবদমনরূপমনুষ্ঠেয়ং করণীয়ং তদেবকৃত্যমস্ত গন্ধর্ব্বৈরনুষ্ঠিতং সম্পাদিতং ॥ ৭ ॥

সতাং বিদ্বেষো ন মৃত্যুমাত্রহেতুঃ কিন্তু বহ্বনর্থকারীত্যাহ—**আয়ুঃশ্রিয়মিতি**। আয়ুর্জীবনকালং শ্রিয়ং সর্ব্ববিধং সম্পত্তিং যশঃ কীর্ত্তিং ধর্ম্মং সুখসাধনং লোকান্ ধর্ম্মসাধ্যস্বর্গাদীন্ আশিষো নিজবাঞ্ছিতানি, আয়ুরাদীনাং যথোত্তরং শ্রৈষ্ঠ্যং, কিং পৃথগ্ভির্দ্দেশেন সর্ব্বাণ্যপি শ্রেয়াংসি সাধ্যসাধনানি পুংসঃ সাধিতাশেষপুরুষার্থস্য জনস্য মহতাং তাদৃশাং শ্রীবিষ্ণোরপ্যুপজীব্য শীলত্বেন প্রসিদ্ধানামতিক্রমো বাচনিকাজ্ঞনাদরোপি হন্তি ॥ ৮ ॥

ঘোষযাত্রাচ্ছলে পাণ্ডবদিগকে স্ববৈভব দেখাইবার নিমিত্ত দ্বৈতবনে উপস্থিত সস্ত্রীক কৌরবদিগকে গন্ধর্ব্ব কর্তৃক বন্ধন পূর্ব্বক নীত শ্রবণ করিয়া, ভীমসেন যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন, হে মহারাজ ! বদ্ধপরিকর হইয়া গজ-বাজি সহকারে মহাযত্ন পূর্ব্বক আমরা যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতাম, অদ্য গন্ধর্ব্বগণ সেই কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন ॥ ৭ ॥

সাধুব্যক্তির অনাদর করিলে, অশেষপুরুষার্থসম্পন্ন ব্যক্তিরও পরমায়ু, সর্ব্ববিধ সম্পত্তি, কীর্ত্তি, ধর্ম্ম, পরলোক, স্ববাঞ্ছিত এবং সর্ব্বপ্রকার শ্রেয়ঃ অর্থাৎ সাধ্যসাধন বিনষ্ট হয় ॥ ৮ ॥

সার্ব্বভৌমের অভিপ্রায় এই যে—কষ্টের সহিত যে অমোঘকে পরিত্যাগ করিতে হইত, অদ্য বিসূচিকা রোগ তাহার প্রাণনাশ করিয়া অনায়াসে তাহাকে পরিত্যাগ করাইবে ॥ ৭ ॥

মহাপ্রভুর প্রতি অনাদরই অমোঘের বিসূচিকারোগের নিদান ॥ ৮ ॥

১। ততক্ষণ—তৎক্ষণাৎ।, ২। দুইজনে—সার্ব্বভৌম এবং তাঁহার পত্নী। ৩। সহজে নির্ম্মল—ব্রাহ্মণের হৃদয় স্বভাবতঃই পাপরহিত।
৪। মাৎসর্য্য—পরের মঙ্গল অসহন। ৫। পরমপবিত্র—যাঁহারা স্বভাবতঃ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণহৃদয়ে ব্রহ্মণ্যদেবের নিত্য অধিষ্ঠান হেতু পরমপবিত্র।

প্রভুর চরণ ধরি করেন বিনয়—
"অপরাধ ক্ষম মোর প্রভু দয়াময়!
এই ছার মুখে তোমার করিনু নিন্দনে।"
এত বলি আপনার গালে চড়ায় আপনে।
চড়াইতে চড়াইতে গাল ফুলাইল;
হাতে ধরি গোপীনাথাচার্য্য নিষেধিল।
প্রভু আশ্বাসন করে স্পর্শি তার গাত্র—
"সার্ব্বভৌম-সম্বন্ধে তুমি মোর স্নেহপাত্র।
সার্ব্বভৌমগৃহে দাস-দাসী যে কুক্কুর,
সেহ মোর প্রিয়—অন্যজন বহুদূর।
অপরাধ নাহি তব—লও কৃষ্ণনাম";
এত বলি প্রভু আইলা সার্ব্বভৌমস্থান।
প্রভু দেখি সার্ব্বভৌম ধরিল চরণে;
প্রভু তাঁরে আলিঙ্গিয়া বসিলা আসনে।
প্রভু কহে—"অমোঘ শিশু, কিবা তার দোষ?
কেন উপবাস কর? কেন তারে রোষ?
উঠ স্নান কর, দেখ জগন্নাথমুখ;
শীঘ্র আসি ভোজন কর তবে মোর সুখ।
তাবৎ রহিব আমি এথায় বসিয়া;
যাবৎ না পাইবে তুমি প্রসাদ আসিয়া।"
প্রভুপদে ধরি ভট্ট কহিতে লাগিলা—
"মরিত অমোঘ তারে কেন জীয়াইলা?"
প্রভু কহে—"অমোঘ হয় তোমার বালক;
১। বালকদোষ না লয় পিতা, তাহাতে পালক।
এবে বৈষ্ণব হৈল তার গেল অপরাধ;
তাহার উপরে এবে করহ প্রসাদ।"
ভট্ট কহে—"চল প্রভু ঈশ্বরদর্শনে,
স্নান করি মুঞি তাঁহা আসিছোঁ এক্ষণে।"
প্রভু কহে—"গোপীনাথ! ইহাঞি রহিবা;
ইঁহ প্রসাদ পাইলে বার্ত্তা আমারে কহিবা।"
এত বলি প্রভু গেলা ঈশ্বরদর্শনে;
২। ভট্ট স্নান-দর্শন করি করিলা ভোজনে।
সেই অমোঘ হৈল প্রভুর ভক্ত একান্ত;
প্রেমে নিত্য কৃষ্ণনাম লয় মহাশান্ত।
৩। ঐছে চিত্র লীলা করে শচীরনন্দন;
যেই দেখে শুনে তার বিস্ময় হয় মন।
ঐছে ভট্টগৃহে করেন ভোজন বিলাস;
৪। তার মধ্যে নানা চিত্র চরিত্র প্রকাশ।
সার্ব্বভৌমঘরে এই ভোজনচরিত;
সার্ব্বভৌমপ্রেম যাঁহা হইলা বিদিত।
ষাঠীর মাতার প্রেম আর প্রভুর প্রসাদ;
৫। ভক্তসম্বন্ধে যাঁহা ক্ষমিল অপরাধ।
শ্রদ্ধা করি এই লীলা শুনে যেই জন;
অচিরাতে পায় সেই চৈতন্যচরণ।
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ;
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

১। তাহাতে পালক—অর্থাৎ বিশেষতঃ তাহাকে পালন করিতেই হয়, নষ্টকরা উচিত নয়।
২। দর্শন—জগন্নাথ দর্শন। ৩। চিত্র—আশ্চর্য্য। ৪। ভক্ত সম্বন্ধে—সার্ব্বভৌম ও তাঁহার পত্নীর সম্বন্ধে।
৫। ক্ষমিল—ক্ষমা করিলেন। অপরাধ—অর্থাৎ অমোঘের অপরাধ।

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সার্ব্বভৌমগৃহে ভোজনবিলাসো নাম
পঞ্চদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

গৌড়োদ্যানং গৌরমেঘঃ
সিঞ্চন্ স্বালোকনামৃতৈঃ।
ভবাগ্নিদগ্ধজনতা-
বীরুধঃ সমজীবয়ৎ ॥১॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র! জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈতচন্দ্র! জয় গৌরভক্তবৃন্দ।
প্রভুর হইল ইচ্ছা যাইতে বৃন্দাবন;
শুনিয়া প্রতাপরুদ্র হইলা বিমন।
সার্ব্বভৌম-রামানন্দ আনি দুই জন;
দুঁহাকে কহেন রাজা বিনয় বচন—
"নীলাদ্রি ছাড়ি প্রভুর মন অন্যত্র যাইতে;
তোমরা করিহ যত্ন তাঁহারে রাখিতে।
তাঁহা বিনা এই রাজ্য মোরে নাহি ভায়;
গোসাঞী রাখিতে করিহ নানা উপায়।"
রামানন্দ-সার্ব্বভৌম দুইজন মনে;
তবে যুক্তি করে প্রভু যাইতে বৃন্দাবনে।
দুঁহে কহে—"রথযাত্রা কর দরশন;
কার্ত্তিক মাস আইলে করিহ গমন।"
কার্ত্তিক আইলে কহে—এবে মহাশীত;
১। দোলযাত্রা দেখি যাইও এই ভাল রীত।"
আজি কালি করি উঠায় বিবিধ উপায়;
যাইতে সম্মতি না দেয় বিচ্ছেদের ভয়।
২। যদ্যপি স্বতন্ত্র প্রভু নহে নিবারণ;
ভক্ত-ইচ্ছা বিনা তবু না করে গমন।
তৃতীয় বৎসরে সব গৌড়ের ভক্তগণ;
নীলাচলে চলিতে সবার হৈল মন।
সবে মিলি গেলা অদ্বৈতআচার্য্যের পাশে;
প্রভু দেখিতে আচার্য্য চলিলা পরম-উল্লাসে।
৩। যদ্যপি প্রভুর আজ্ঞা গৌড়েতে রহিতে;
নিত্যানন্দ প্রভুকে প্রেমভক্তি প্রকাশিতে।
তথাপি চলিলা মহাপ্রভুকে দেখিতে;
নিত্যানন্দের প্রেমচেষ্টা কে পারে বুঝিতে?
আচার্য্যরত্ন, বিদ্যানিধি, শ্রীবাস, রামাই;
বাসুদেব, মাধব, গোবিন্দ তিন ভাই।
রাঘবপণ্ডিত নিজ ঝালি সাজাইয়া;
কুলীনগ্রামবাসী চলে পট্টডুরী লঞা।
খণ্ডবাসী নরহরি শ্রীরঘুনন্দন,
সর্ব্ব ভক্ত চলে—তার কে করে গণন?
৪। শিবানন্দ সেন করে ঘাটি সমাধান;
সবাকে পালন করি সুখে লঞা যান।
সবার সর্ব্বকার্য্য করেন—দেন বাসাস্থান;
শিবানন্দ জানে উড়িয়া পথের সন্ধান।
৫। সে বৎসর প্রভু দেখিতে সব ঠাকুরাণী;
চলিলা আচার্য্য সঙ্গে অচ্যুতজননী।

গৌড়োদ্যানমিতি। গৌর এব মেঘঃ জলসেচনশীলঃ স্বস্যাবলোকনান্যেবামৃতানি তৈ গৌড়ঃ গৌড়দেশ এব উদ্যানং তৎ সিঞ্চন্ ভবাগ্নিনা সংসারাগ্নিনা তাপত্রয়রূপেণ দগ্ধা যা জনতা জনসমূহাস্ত এব বীরুধো লতাস্তাঃ সমজীবয়ং পুনর্জীবয়ামাস ॥ ১ ॥

গৌররূপ মেঘ স্বদর্শনরূপ অমৃত দ্বারা গৌড়দেশরূপ উদ্যানকে সিক্ত করিয়া সংসারানলে দগ্ধ জনতারূপ লতাকে জীবিত করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

১। ভাল রীত—উত্তম ব্যবস্থা। ২। নহে নিবারণ—অর্থাৎ নিবারণ করিতে কাহারও সামর্থ্য নাই।

৩। যদ্যপি ইত্যাদি—যদ্যপি প্রেমভক্তি প্রচারার্থ নিত্যানন্দ প্রভুকে গৌড়দেশে থাকিতে মহাপ্রভু আজ্ঞা করিয়াছেন।

৪। ঘাটি সমাধান—পথকর প্রদান।

৫। সব ঠাকুরাণী—অর্থাৎ সকলের গৃহিণীই মহাপ্রভুদর্শনে গিয়াছিলেন। আচার্য্য—অদ্বৈতাচার্য্য। অচ্যুতজননী—অচ্যুতানন্দের মাতা অর্থাৎ সীতা ঠাকুরাণী।

১। শ্রীবাসপণ্ডিত সঙ্গে চলিলা মালিনী ;
শিবানন্দ সঙ্গে চলে তাঁহার গৃহিণী।
শিবানন্দের বালক নাম চৈতন্যদাস ;
তেঁহো চলিয়াছে—প্রভু দেখিতে উল্লাস।
আচার্য্যরত্ন সঙ্গে তাঁহার গৃহিণী ;
২। তাঁহার প্রেমের কথা কহিতে না জানি।
সব ঠাকুরাণী মহাপ্রভুকে ভিক্ষা দিতে ;
প্রভুর প্রিয় নানা দ্রব্য নিল ঘর হৈতে।
শিবানন্দ সেন করে সব সমাধান ;
৩। ঘাটিয়াল প্রবোধি দেন সবারে বাসস্থান।
ভক্ষ্য দিয়া করেন সবার সর্ব্বত্র পালনে ;
পরম আনন্দে যান প্রভুর দর্শনে।
রেমুণা আসি কৈল গোপীনাথ-দরশন ;
৪। আচার্য্য করিল তাঁহা কীর্ত্তন-নর্ত্তন।
৫। নিত্যানন্দের পরিচয় সব সেবক সনে ;
বহুত সম্মান আসি কৈল সেবকগণে।
সেই রাত্রি সব মহান্ত তাঁহাঞি রহিলা
৬। বার ক্ষীর আনি আগে সেবক ধরিলা।
ক্ষীর বাঁটি সবারে দিল প্রভু নিত্যানন্দ ;
ক্ষীর প্রসাদ পাইয়া সবার বাড়িল আনন্দ।
৭। —মাধবপুরীর কথা, গোপাল স্থাপন ;
তাঁহারে গোপাল যৈছে মাগিল চন্দন।
তার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর চুরি কৈল ;—
মহাপ্রভুর মুখে আগে যে কথা শুনিল।
সেই কথা সবার মধ্যে কহে নিত্যানন্দ ;
শুনিয়া বৈষ্ণবগনে বাড়িল আনন্দ।

এইমত চলি চলি কটক আইলা ;
সাক্ষীগোপাল দেখি সে দিন রহিলা।
সাক্ষীগোপালের কথা কহে নিত্যানন্দ ;
শুনিয়া বৈষ্ণব-মনে বাড়িল আনন্দ।
প্রভুকে মিলিতে সবার উৎকণ্ঠা অন্তরে ;
শীঘ্র করি আইলা সবে শ্রীনীলাচলে।
আঠারনালায় আইলা গোসাঞী শুনিয়া ;
দুই মালা পাঠাইলা গোবিন্দ-হাত দিয়া।
৮। দুই মালা গোবিন্দ দুইজনে পরাইল ;
অদ্বৈত-অবধূতগোসাঞী—বড় সুখ পাইল।
তাঁহাঞি আরম্ভ কৈল কৃষ্ণসংকীর্ত্তন ;
নাচিতে নাচিতে চলি আইলা দুইজন।
পুনঃ মালা দিয়া স্বরূপাদি নিজগণ ;
আগু বাড়ি পাঠাইল শচীরনন্দন।
৯। নরেন্দ্রে আসিয়া তাঁরা সবারে মিলিলা ;
মহাপ্রভুর দত্ত মালা সবারে পরাইলা।
সিংহদ্বার নিকটে আইলা শুনি গৌররায় ;
আপনি আসিয়া প্রভু মিলিলা সবায়।
সবা লঞা কৈল জগন্নাথ দরশন ;
সবা লঞা আইলা প্রভু আপন ভবন।
বাণীনাথ কাশীমিশ্র প্রসাদ আনিল ;
স্বহস্তে সবারে প্রভু প্রসাদ খাওয়াইল।
পূর্ব্ব বৎসরের যার যেই বাসাস্থান ;
তাঁহা সবা পাঠাইয়া করাইল বিশ্রাম।
এইমত ভক্তগণ রহিলা চারি মাস ;
প্রভুর সহিত করে কীর্ত্তনবিলাস।

১। মালিনী—শ্রীবাসগৃহিণী। ২। তাঁহার—আচার্য্যরত্ন-গৃহিণীর।
৩। ঘাটিয়াল—পথরক্ষক। প্রবোধি—পথরক্ষকগণ পথিকের প্রতি অত্যাচার করিয়া অর্থাদি লইত, শিবানন্দ তাহাদিগকে স্তুতিবাক্যে প্রবোধ দিয়া অর্থাৎ বুঝাইয়া সকলের বাসা দিতেন। ৪। আচার্য্য—অদ্বৈতাচার্য্য। আচার্য্যশব্দ মুখ্যবৃত্তিতে অদ্বৈতাচার্য্যকেই বুঝায়।
৫। সেবক—গোপীনাথের সেবক। ৬। বার ক্ষীর—ক্ষীরপূর্ণ দ্বাদশ কটোরা।
৭। গোপাল স্থাপন—গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে গোপালের স্থাপন। ২২৬ পৃষ্ঠা হইতে দেখুন।
৮। দুই জন—অদ্বৈত এবং নিত্যানন্দ। ৯। নরেন্দ্র—চন্দন পুষ্করিণী, এই স্থানে মদনমোহনের চন্দনযাত্রা হয়।

পূর্ব্ববৎ রথযাত্রা কাল যবে আইল ;
সবা লঞা গুণ্ডিচামন্দির প্রক্ষালিল।
কুলীনগ্রামীর পট্টডুরী জগন্নাথে দিল ;
পূর্ব্ববৎ রথ-আগে নর্ত্তন করিল।
বহু নৃত্য করি পুনঃ চলিল উদ্যানে ;
বাপীতীরে তাঁহা যাই করিলা বিশ্রামে।
রাঢ়ী এক বিপ্র তেঁহো নিত্যানন্দদাস ;
মহাভাগ্যবান্ তেঁহো নাম কৃষ্ণদাস।
ঘট ভরি মহাপ্রভুর অভিষেক কৈল ;
তাঁর অভিষেকে প্রভু মহাতৃপ্ত হৈল।
১। বলগণ্ডি-ভোগের বহু প্রসাদ আইল ;
সবা সঙ্গে মহাপ্রভু প্রসাদ খাইল।
পূর্ব্ববৎ রথযাত্রা কৈল দরশন ;
হেরাপঞ্চমীযাত্রা দেখেন লঞা ভক্তগণ।
আচার্য্যগোসাঞী প্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ ;
২। তার মধ্যে কৈল যৈছে ঝড় বরিষণ।
বিস্তারি বর্ণিয়াছেন দাসবৃন্দাবন ;
শ্রীবাস প্রভুরে তবে কৈল নিমন্ত্রণ।
প্রভুর প্রিয় ব্যঞ্জন সব রান্ধেন মালিনী ;
ভক্ত্যে দাসী-অভিমান, স্নেহেতে জননী।
আচার্য্যরত্ন আদি যত মুখ্য ভক্তগণ ;
মধ্যে মধ্যে প্রভুরে করেন নিমন্ত্রণ।
চাতুর্ম্মাস্য-অন্তে পুনঃ নিত্যানন্দ লঞা ;
কিবা যুক্তি করে প্রভু নিভৃতে বসিয়া।
আচার্য্যগোসাঞী প্রভুকে কহে ঠারে-ঠোরে ;
৩। আচার্য্য তর্জ্জা পড়ে কেহ বুঝিতে না পারে।
তাঁর মুখ দেখি হাসে শচীরনন্দন ;
অঙ্গীকার জানি আচার্য্য করেন নর্ত্তন।

কিবা প্রার্থনা, কিবা আজ্ঞা—কেহ না বুঝিল ;
আলিঙ্গন করি প্রভু তাঁরে বিদায় দিল।
নিত্যানন্দে কহে প্রভু—"শুনহ শ্রীপাদ!
এই আমি মাগি তুমি করহ প্রসাদ ;
প্রতিবর্ষ নীলাচলে তুমি না আসিবা।
গৌড়ে রহি মোর ইচ্ছা সফল করিবা ;
তাহা সিদ্ধি করে হেন অন্য না দেখিয়ে।
আমার দুষ্কর কর্ম্ম তোমা হৈতে হয়ে।"
নিত্যানন্দ কহে—"আমি দেহ, তুমি প্রাণ।
দেহ-প্রাণ ভিন্ন নহে এইত প্রমাণ ;
অচিন্ত্যশক্ত্যে কর তুমি তাহার ঘটন।
৪। যে করাহ সেই করি নাহিক নিয়ম।"
তাঁরে বিদায় দিল প্রভু করি আলিঙ্গন ;
এইমত বিদায় দিল সব ভক্তগণ।
কুলীনগ্রামী পূর্ব্ববৎ কৈল নিবেদন—
"প্রভু আজ্ঞা কর আমার কর্ত্তব্যসাধন।"
প্রভু কহে—"বৈষ্ণবসেবা, নামসংকীর্ত্তন ;
দুই কর, শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণচরণ।"
তেঁহো কহে—"কে বৈষ্ণব? কি তার লক্ষণ?"
তবে হাসি কহে প্রভু জানি তাঁর মন—
"কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাহার বদনে ;
সেই সে বৈষ্ণব—ভজ তাঁহার চরণে।"
৫। বর্ষান্তরে পুনঃ তাঁরা ঐছে প্রশ্ন কৈল ;
বৈষ্ণবের তারতম্য প্রভু শিক্ষাইল—
"যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম ;
৬। তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণবপ্রধান।"
ক্রম করি কহে প্রভু বৈষ্ণব-লক্ষণ ;
বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর আর বৈষ্ণবতম।

১। বলগণ্ডি ভোগ—পণ্ডি ভোগ। ২। ঝড় বরিষণ—ঝড় এবং বৃষ্টি। পঞ্চদশ পরিচ্ছেদের টিপ্পনী দেখুন।
৩। তর্জ্জা—প্রহেলিকা বিশেষ। ৪। যে করাহ—যাহা করাও। ৫। তাঁরা—কুলীনগ্রামী জনগণ। তারতম্য—ন্যূনাধিক্য।
৬। বৈষ্ণবপ্রধান—বৈষ্ণবতম। যাহার মুখে একবার কৃষ্ণনাম শুনা যায়, তাহাকে বৈষ্ণব বলে। যাহার মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম শ্রবণ করা যায়, তাহাকে বৈষ্ণবতর এবং যাহাকে দর্শন করিলে নিজের মুখে কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হয়, তাহাকে বৈষ্ণবতম বলে।

এইমত সব বৈষ্ণব গৌড়ে চলিলা ;
১। বিদ্যানিধি সে বৎসর নীলাদ্রি রহিলা।
স্বরূপ সহিত তাঁর হয় সখ্যপ্রীতি ;
দুইজনায় কৃষ্ণকথায় একত্রই স্থিতি।
গদাধরপণ্ডিতে তেঁহো পুনঃ মন্ত্র দিল ;
২। ওড়নি-ষষ্ঠীর দিনে যাত্রা যে দেখিল।
৩। জগন্নাথ পরে তথা মাড়ুয়া বসন ;
দেখিয়া সঘৃণ হৈল বিদ্যানিধির মন।
সেই রাত্রে জগন্নাথ বলাই আসিয়া ;
৪। দুই ভাই চড়ান তাঁরে হাসিয়া হাসিয়া।
গাল ফুলিল আচার্য্য অন্তরে উল্লাস ;
৫। বিস্তারি বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবনদাস।
এইমত প্রত্যব্দ আইসে গৌড়ের ভক্তগণ ;
প্রভুসঙ্গে রহি করে যাত্রাদরশন।
তার মধ্যে যে যে বর্ষে আছয়ে বিশেষ ;
বিস্তারিয়া আগে তাহা কহিব বিশেষ।
৬। এইমত মহাপ্রভুর চারি বৎসর গেল ;
দক্ষিণ যাত্রা আসিতে দুই বৎসর লাগিল।
আর দুই বৎসর চাহে বৃন্দাবন যাইতে ;
রামানন্দ-হঠে প্রভু না পারে চলিতে।
পঞ্চম বৎসরে গৌড়ের ভক্তগণ আইলা ;
রথ দেখি না রহিলা গৌড়ে চলিলা।
তবে প্রভু সার্ব্বভৌম-রামানন্দ স্থানে ;
আলিঙ্গন করি কহে মধুর বচনে—

"বহুত উৎকণ্ঠা মোর যাইতে বৃন্দাবন ;
তোমার হঠে দুই বৎসর না কৈল গমন।
অবশ্য চলিব, দুঁহে করহ সম্মতি ;
তোমা দোঁহা বিনা মোর নাহি অন্য গতি।
৭। গৌড়দেশে হয় মোর দুই সমাশ্রয় ;
জননী জাহ্নবী—এই দুই দয়াময়।
গৌড়দেশ দিয়া যাব তাঁ'সবা দেখিয়া ;
তুমি দুঁহে আজ্ঞা দেহ প্রসন্ন হইয়া।"
শুনিয়া প্রভুর বাণী দোঁহে বিচারয়—
'প্রভু সনে অতি হঠ কভু ভাল নয়।'
দুঁহে কহে—"এবে বর্ষা চলিতে নারিবা ;
বিজয়াদশমী আইলে অবশ্য চলিবা।"
আনন্দে মহাপ্রভু বর্ষা কৈল সমাধান ;
বিজয়াদশমী-দিনে করিলা পয়ান।
জগন্নাথের প্রসাদ প্রভু যত পাইয়াছিলা ;
৮। কড়ার-চন্দন-ডোর সব সঙ্গে লৈলা।
জগন্নাথের আজ্ঞা মাগি প্রভাতে চলিলা ;
উড়িয়া ভক্তগণ সব পাছে চলি আইলা।
উড়িয়া ভক্তগণে প্রভু যত্নে নিবারিলা ;
৯। নিজগণ সঙ্গে প্রভু ভবানীপুর আইলা।
১০। রামানন্দ আইলা পাছে দোলায় চড়িয়া ;
বাণীনাথ বহু প্রসাদ দিল পাঠাইয়া।
১১। প্রসাদ ভোজন করি তাঁহাই রহিলা ;
প্রাতঃকালে চলি প্রভু ভুবনেশ্বর আইলা।

১। বিদ্যানিধি—পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি। ২। ওড়নি ষষ্ঠী—অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা ষষ্ঠী ; এই দিবস জগন্নাথের নূতন শীতবস্ত্র প্রদত্ত হয়।

৩। মাড়ুয়া—মাড়যুক্ত অর্থাৎ অপ্রক্ষালিত বস্ত্রযুক্ত। সঘৃণ—ঘৃণাযুক্ত। ৪। চড়ান—চপেটাঘাত করেন। তাঁরে—পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে।

৫। বিস্তারি বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবনদাস—শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যলীলা (৮) অধ্যায় দেখুন।

৬। চারি বৎসর—সন্ন্যাসগ্রহণানন্তর দক্ষিণদেশ গমনে দুই বৎসর এবং নীলাচলে দুই বৎসর—এই চারি বৎসর। গেল—অতীত হইল।

৭। সমাশ্রয়—অর্থাৎ অবশ্য দর্শনের যোগ্য।

৮। কড়ার চন্দন—জগন্নাথের অঙ্গের নির্ম্মাল্য চন্দন। ডোর—যে ডোরী দ্বারা জগন্নাথকে বন্ধন করিয়া রথে লইয়া যায়।

৯। ভবানীপুর—পুরী হইতে ছয় ক্রোশ অন্তরে। ১০। রামানন্দ…পাঠাইয়া—রামানন্দরায় পদব্রজে গমন করিতে অসমর্থ, এইজন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে না আসিয়া পশ্চাৎ দোলায় আরোহণ করিয়া গিয়াছিলেন। বাণীনাথ—রামানন্দ রায়ের ভ্রাতা। ১১। তাঁহাই—ভবানীপুরে।

১। কটক আসিয়া কৈল গোপাল দরশন ;
স্বপ্নেশ্বর বিপ্র প্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ।
রামানন্দরায় সব গণ নিমন্ত্রিল ;
বাহির উদ্যানে আসি প্রভু বাসা কৈল।
ভিক্ষা করি বকুলতলে করিলা বিশ্রাম ;
প্রতাপরুদ্র ঠাঁঞি রায় করিল পয়ান।
শুনি আনন্দিত রাজা শীঘ্র আইলা ;
প্রভু দেখি দণ্ডবৎ ভূমিতে পড়িলা।
পুনঃ উঠে পুনঃ পড়ে হইয়া বিহ্বল ;
স্তুতি করে পুলকাঙ্গ—পড়ে অশ্রুজল।
তাঁর ভক্তি দেখি প্রভুর তুষ্ট হৈল মন ;
উঠি মহাপ্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
পুনঃ স্তুতি করি রাজা করয়ে প্রণাম ;
প্রভুর কৃপা-অশ্রুতে তাঁর দেহ হৈল স্নান।
সুস্থ করি রামানন্দ রাজা বসাইল ;
কায়মনোবাক্যে প্রভু তাঁরে কৃপা কৈল।
ঐছে তাঁহারে কৃপা কৈল গৌরধাম ;
'প্রতাপরুদ্র-সন্ত্রাতা' জগতে হৈল নাম।
রাজপাত্রগণ কৈল প্রভুর বন্দন ;
রাজারে বিদায় দিল শচীরনন্দন।
বাহিরে আসিয়া রাজা পত্র লেখাইল ;
২। নিজরাজ্যে যত বিষয়ী তাহারে পাঠাইল—
"গ্রামে গ্রামেতে নূতন আবাস করিবা ;
পাঁচ সাত নব গৃহে সামগ্রী ভরিবা।
আপনি প্রভুকে লঞা তাঁহা উত্তরিবা ;
রাত্রিদিন বেত্রহস্তে সেবায় রহিবা।"
৩। দুই মহাপাত্র হরিচন্দন-মঙ্গরাজ ;
তাঁরে আজ্ঞা দিল রাজা—"কর সব কাজ।
এক নব নৌকা আনি রাখ নদীতীরে ;
মহাপ্রভু স্নান করি যাইবেন নদীপারে।
তাঁহা স্তম্ভ রোপণ কর মহাতীর্থ করি ;
নিত্যস্নান করিব তাঁহা, তাঁহা যেন মরি।
৪। চতুর্দ্বারে করহ উত্তম নব্য বাস ;
রামানন্দ যাহ তুমি মহাপ্রভুপাশ।"
সন্ধ্যাতে চলিবে প্রভু নৃপতি শুনিল ;
হস্তী-উপরে তাম্বুগৃহে স্ত্রীগণ চড়াইল।
প্রভু চলিবার পথে রহে সারি হঞা ;
সন্ধ্যায় চলিল প্রভু নিজগণ লঞা।
৫। চিত্রোৎপলা নদী আসি ঘাটে কৈল স্নান ;
মহিষী সকল দেখি করয়ে প্রণাম।
প্রভুর দর্শনে সবে হৈল প্রেমময় ;
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহে নেত্রে অশ্রু বরিষয়।
এমন কৃপালু নাহি শুনি ত্রিভুবনে।
কৃষ্ণপ্রেমা হয় যাঁর দূর দরশনে।
নৌকাতে চড়িয়া প্রভু হৈলা নদীপার ;
জ্যোৎস্নাবতী রাত্রে চলি আইল চতুর্দ্বার।
রাত্রে তথা রহি প্রাতে স্নানকৃত্য কৈল ;
হেনকালে জগন্নাথের মহাপ্রসাদ আইল।
রাজার আজ্ঞায় পড়িছা প্রতি দিনে দিনে ;
বহুত প্রসাদ পাঠায় দিয়া বহুজনে।
স্বগণ সহিতে প্রভু প্রসাদ অঙ্গীকরি ;
উঠিয়া চলিলা প্রভু বলি 'হরি হরি'।
রামানন্দ-মঙ্গরাজ-শ্রীহরিচন্দন ;
সঙ্গে সেবা করি চলে—এই তিন জন।
৬। প্রভু সঙ্গে পুরিগোসাঞী-স্বরূপদামোদর ;
জগদানন্দ মুকুন্দ গোবিন্দ কাশীশ্বর।

১। গোপাল—সাক্ষিগোপাল। ২। বিষয়ী—কর্ম্মচারী। ৩। মহাপাত্র—রাজদত্ত গৌরবান্বিত উপাধি।
৪। চতুর্দ্বার—চৌদার নামক গ্রাম। কটক হইতে মহানদী পার হইয়া এই গ্রাম। নব্যবাস—নূতন বাসস্থান।
৫। চিত্রোৎপলা—মহানদীর শাখানদী। ৬। পুরী—পরমানন্দ পুরী।

হরিদাস ঠাকুর আর পণ্ডিত বক্রেশ্বর ;
গোপীনাথাচার্য্য আর পণ্ডিত দামোদর।
রামাই নন্দাই আর বহু ভক্তগণ ;
প্রধান কহিল—সবার কে করে গণন ?
গদাধর পণ্ডিত যবে সঙ্গে চলিলা ;
১। 'ক্ষেত্র সন্ন্যাস না ছাড়িহ' প্রভু নিষেধিলা।
পণ্ডিত কহে—"যাঁহা তুমি সেই নীলাচল ;
ক্ষেত্র-সন্ন্যাস মোর যাউক রসাতল।"
প্রভু কহে—"ইঁহা কর গোপীনাথ সেবন,"
পণ্ডিত কহে—"কোটি সেবা ত্বৎপদদর্শন।"
প্রভু কহে "সেবা ছাড়িবে আমায় লাগে দোষ ;
ইঁহা রহি সেবা কর আমার সন্তোষ।"
পণ্ডিত কহে—"সব দোষ আমার উপর ;
তোমা সঙ্গে না যাইব, যাইব একেশ্বর।
২। আই দেখিতে যাব, না যাব তোমা লাগি ;
প্রতিজ্ঞা-সেবাত্যাগ দোষ, তার আমি ভাগী।"
—এত বলি পণ্ডিত-গোসাঞী পৃথক্ চলিলা ;
কটক আসি প্রভু তাঁরে সঙ্গে আনাইলা।
পণ্ডিতের চৈতন্যপ্রেম বুঝন না যায় ;
প্রতিজ্ঞা শ্রীকৃষ্ণসেবা ছাড়িল তৃণপ্রায়।

তাঁহার চরিত্রে প্রভুর অন্তরে সন্তোষ ;
তাঁহার হাতে ধরি কহে করি প্রণয়রোষ ;
—"প্রতিজ্ঞা-সেবা ছাড়িবে এ তোমার উদ্দেশ ;
৩। সে সিদ্ধ হইল ছাড়ি আইলে দূর দেশ।
৪। আমার সঙ্গে রহিতে চাহ, বাঞ্ছ নিজসুখ।
তোমার দুই ধর্ম্ম যায়, আমার হয় দুঃখ।
মোর সুখ চাহ যদি নীলাচলে চল ;
আমার শপথ যদি আর কিছু বল।"
এত বলি মহাপ্রভু নৌকাতে চড়িলা ,
মূর্চ্ছিত হইয়া পণ্ডিত তথাই পড়িলা।
পণ্ডিত লঞা যাইতে সার্ব্বভৌম আজ্ঞা দিলা ;
ভট্টাচার্য্য কহে—"উঠ ঐছে প্রভুর লীলা।
তুমি জান কৃষ্ণ নিজপ্রতিজ্ঞা ছাড়িলা ;
ভক্তকৃপাবশে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রাখিলা।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে নবমাধ্যায়ে চতুস্ত্রিংশশ্লোকে যুধিষ্ঠিরং প্রতি ভীষ্মবাক্যং—

স্বনিগমমপহায় মৎপ্রতিজ্ঞা-
মৃতমধিকর্ত্তুমবপ্লুতো রথস্থঃ।
ধৃতরথচরণোঽভ্যয়াচ্চলদ্গু-
র্হরিরিব হন্তুমিভং গতোত্তরীয়ঃ ॥ ২ ॥

মম তু মহান্তমনুগ্রহং যঃ কৃতবানিত্যাহ—স্বনিগমমিতি। অশস্ত্র এবাহং সাহায্যমাত্রং করিষ্যামীতি—এবম্ভূতাং স্বপ্রতিজ্ঞাং হিত্বা শ্রীকৃষ্ণং শস্ত্রং গ্রাহয়িষ্যামীতি—এবংরূপাং মৎপ্রতিজ্ঞাং ঋতং সত্যং যথা ভবতি তথা যদ্বা ঋতরূপামিত্যর্থঃ, অধিকাং কর্ত্তুং যো রথস্থঃ সন্নবপ্লুতঃ সহসৈবাবতীর্ণঃ অভ্যগাৎ অভিমুখমধাবৎ ইভং হন্তুং হরিঃ সিংহ ইব। কিম্ভূতঃ—

স্বীয় প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিয়া আমার প্রতিজ্ঞা অতিশয়-সত্য করিবার নিমিত্ত সহসা অর্জ্জুনের রথ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক অবতরণ করিয়া সুদর্শনচক্র ধারণ করতঃ, সিংহ যেমন হস্তী মারিবার জন্য ধাবিত হয়, তদ্রূপ আমার অভিমুখে

ভারতযুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, আমি অস্ত্র ধারণ না করিয়া সাহায্যমাত্র করিব, এবং ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে আমি শ্রীকৃষ্ণকে অস্ত্রধারণ করাইব। একদা যুদ্ধক্ষেত্রে ভীষ্ম বাণে বাণে রথের সহিত অর্জ্জুনকে আচ্ছন্ন করিলে, শ্রীকৃষ্ণ বাহিরে ক্রোধ করতঃ সুদর্শনচক্র ধারণ করিয়া ভীষ্মের যথার্থ তাঁহার অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন। ইহাতে যেমন স্বীয় প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করিয়া ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া

১। ক্ষেত্রসন্ন্যাস—সর্ব্বাসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক যাবজ্জীবন ক্ষেত্রবাসকে ক্ষেত্রসন্ন্যাস বলে।
২। আই—আর্য্যা অর্থাৎ শচী। আসি—সঙ্গে। ৩। সে সিদ্ধ হইল—অর্থাৎ তোমার যে উদ্দেশ্য প্রতিজ্ঞা-সেবাত্যাগ, তাহা ক্ষেত্রপরিত্যাগ করিয়া কটক পর্য্যন্ত আগমনেই সিদ্ধ হইল। ৪। নিজ সুখ—আমার সুখ।

এইমত প্রভু তোমার বিচ্ছেদ সহিয়া ;
তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কৈল যতন করিয়া।"
এইমত কহি তাঁরে প্রবোধ করিলা ;
দুই জনে শোকাকুল নীলাচলে আইলা।
প্রভু লাগি ধর্ম্মকর্ম্ম ছাড়ে ভক্তগণ ;
ভক্ত-ধর্ম্মহানি প্রভুর না হয় সহন।
প্রেমের বৃত্তান্ত ইহা শুনে যেই জন ;
অচিরে মিলয়ে তারে চৈতন্যচরণ।
দুই রাজপাত্র যেই প্রভু সঙ্গে যায় ;
যাজপুর আসি প্রভু তাঁরে দিলেন বিদায়।
প্রভু বিদায় দিল রায় যান তাঁর সনে ;
কৃষ্ণকথা রামানন্দ সনে রাত্রিদিনে।
প্রতিগ্রামে রাজ-আজ্ঞায় রাজভৃত্যগণ ;
নবাগৃহে নানাদ্রব্যে করয়ে সেবন।
এইমত চলি প্রভু রেমুণা আইলা ;
১। তথা হইতে রামানন্দ রায়ে বিদায় দিলা।
ভূমিতে পড়িলা রায় নাহিক চেতন ;
রায় কোলে করি প্রভু করেন ক্রন্দন।
রায়ের বিদায়কথা না যায় সহন ;
কহিতে না পারি এই তাহার বর্ণন।

২। তবে ওড্রদেশ-সীমা প্রভু চলি আইলা ;
৩। তথা রাজ-অধিকারী প্রভুরে মিলিলা।
দিন দুই চারি তিঁহো করিলা সেবন ;
আগে চলিবার সেই কহে বিবরণ—
"মদ্যপ যবন রাজার আগে অধিকার ;
তার ভয়ে পথে কেহ নারে চলিবার।
৪। পিছলদা পর্য্যন্ত সব তার অধিকার ;
তার ভয়ে নদী কেহ হৈতে নারে পার।
দিন কত রহ সন্ধি করি তার সনে ;
তবে সুখে নৌকাতে করাইব গমনে।"
৫। সেইকালে সেই যবনের এক অনুচর ;
উড়িয়া কটক আইল করি বেশান্তর।
প্রভুর অদ্ভুত সেই চরিত্র দেখিয়া ;
হিন্দু চর কহে সেই যবন পাশ গিয়া—
"এক সন্ন্যাসী আইল জগন্নাথ হইতে ;
অনেক সিদ্ধপুরুষ হয় তাহার সহিতে।
নিরন্তর করে সবে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন ;
সবে হাসে নাচে গায় করয়ে ক্রন্দন।
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে তাঁরে দেখিবারে।
তাঁরে দেখি পুনরপি যাইতে নারে ঘরে।

ধৃতারথচরণশ্চক্রঃ যেন সঃ। তদা চ সংরম্ভো মাধবানাট্যবিস্তৃতেঃ উদরস্থসর্বভুবনভারেণ প্রতিপদং চলদ্ভুঃ চলন্তী গৌঃ পৃথ্বী যস্মাত্তেনৈব সংরম্ভেণ পথিগতং পতিতমুত্তরীয়ং বস্ত্রং যস্য স মুকুন্দো মে গতির্ভবত্বিতি উত্তরেণান্বয়ঃ ॥২॥

ধাবিত হইয়াছিলেন ; তৎকালে তাহার সংরম্ভে পৃথিবী প্রতিপদে কম্পিত হইতে লাগিল এবং তাঁহার উত্তরীয়বসন অঙ্গ হইতে স্খলিত হইয়াছিল ॥ ২ ॥

ছিলেন, তদ্রূপ মহাপ্রভুও গদাধরের বিচ্ছেদদুঃখ সহ্য করিয়াও তাঁহার যে প্রতিজ্ঞা শ্রীক্ষেত্রবাস এবং যাবজ্জীবন গোপীনাথের সেবা—তাহাই রক্ষা করিলেন ॥ ২ ॥

১। তথা হইতে…বিদায় দিল—প্রথমপরিচ্ছেদে বলিয়াছেন, "রামানন্দ রায় আইলা ভদ্রক পর্য্যন্ত," কিন্তু এ স্থানে বলিলেন রেমুণা হইতে রামানন্দকে বিদায় দিলেন। বালেশ্বরের আন্দাজ আড়াই ক্রোশ পশ্চিমে রেমুণা এবং আন্দাজ ১৪।১৫ ক্রোশ দক্ষিণে ভদ্রক। বোধ হয়, সে সময় ভদ্রক জেলা ছিল এবং বালেশ্বর রেমুণা প্রভৃতি তাহারই অধীন ছিল, এই অভিপ্রায়েই সেখানে বলিয়াছেন—ভদ্রক পর্য্যন্ত অর্থাৎ ভদ্রকের অধিকার পর্য্যন্ত।

২। ওড্রদেশ—উৎকল দেশ। ৩। রাজ-অধিকারী—প্রধান রাজকর্ম্মচারী। ৪। পিছলদা—নদী ;

৫। সেইকালে…অনুচর—সেই সময়ে যবনরাজার উৎকলদেশীয় হিন্দু চর অন্যবেশে প্রচ্ছন্ন হইয়া কটক আসিয়াছিল।

১। সেই সব লোক হয় বাউলের প্রায় ;
কৃষ্ণ কহি নাচে কান্দে গড়াগড়ি যায়।
কহিবার কথা নহে দেখিলে সে জানি,
তাঁহার প্রভাবে তাঁরে ঈশ্বর করি মানি।"
এত কহি সেই চর 'হরেকৃষ্ণ' গায় ;
হাসে কান্দে নাচে গায় বাউলের প্রায়।
এত শুনি যবনের মন ফিরি গেল ;
২। আপন বিশ্বাসে উড়িয়া-স্থানে পাঠাইল।
বিশ্বাস আসিয়া প্রভুচরণ বন্দিল ;
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহি প্রেমে বিহ্বল হইল।
৩। ধৈর্য্য হঞা উড়িয়াকে কহে নমস্করি—
"তোমা স্থানে পাঠাইলা ম্লেচ্ছ-অধিকারী।
তুমি যদি আজ্ঞা দেহ এখানে আসিয়া ;
যবন-অধিকারী যান প্রভুকে মিলিয়া।
বহুত উৎকণ্ঠা তাঁর, করিয়াছে বিনয় ;
তোমা সনে এই সন্ধি নাহি যুদ্ধভয়।"
৪। শুনি মহাপাত্র কহে হইয়া বিস্ময়—
৫। "যদ্যপি যবনের চিত্ত, ঐছে কে করয় ?
আপনি মহাপ্রভু তার মন ফিরাইল ;
দর্শন-স্মরণে যাঁর জগত তরিল।"
এত বলি বিশ্বাসেরে কহিল বচন—
"ভাগ্য তার আসি করুক্ প্রভু-দরশন।
৬। প্রতীত করিয়ে যদি নিরস্ত্র হইয়া,
আসিবেক পাঁচ সাত ভৃত্য সঙ্গে লৈয়া।"
বিশ্বাস যাইয়া তারে সকল কহিল ;
হিন্দুবেশ ধরি সেই যবন আইল।
দূর হৈতে প্রভু দেখি ভূমিতে পড়িয়া ;
দণ্ডবৎ করে অশ্রু-পুলকিত হৈয়া।
মহাপাত্র আনিল তাঁরে করিয়া সম্মান।
যোড় হাতে প্রভু আগে লয় কৃষ্ণনাম—
"অধম যবন কুলে কেন জন্ম হৈল ?
বিধি মোরে হিন্দুকুলে কেন না জন্মাইল ?
হিন্দু হৈলে পাইতাম তোমার চরণ-সন্নিধান ;
ব্যর্থ মোর এই দেহ, যাউক পরাণ।"
—এত শুনি মহাপাত্র আবিষ্ট হইয়া ;
প্রভুকে করেন স্তুতি চরণে ধরিয়া—
"চণ্ডাল পবিত্র যাঁর শ্রীনাম-শ্রবণে ;
হেন তোমায় এই জীব পাইল দর্শনে।
ইহার যে এই গতি কি ইহা বিস্ময় ?
তোমার দর্শনপ্রভাব এইমত হয়।"

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশাধ্যায়ে ষষ্ঠশ্লোকে কপিলদেবং প্রতি দেবহূতিবাক্যং—

যন্নামধেয় শ্রবণানুকীর্ত্তনাদ্
যৎপ্রহ্বণাদ যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ ॥৩॥

যন্নামেতি। হে ভগবন্ ক্বচিদপি কদাচিদপি যস্য তব নামধেয়স্য হরিকৃষ্ণাদেস্তবস্য নাম্নঃ শ্রবণমনুকীর্ত্তনং তস্মাৎ প্রহ্বণং প্রণামস্তস্মাৎ স্মরণাচ্চ শ্রবণকীর্ত্তনপ্রণামস্মরণানামেকতমাদেব, শ্বানমত্তীতি শ্বাদঃ, শ্বমাংসভক্ষণশীলজ্জাতি-বিশেষঃ।

হে ভগবন্! যখন তোমার নামের শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ এবং তোমার উদ্দেশে প্রণাম করিলে চণ্ডালজাতি-

যেমন ব্রাহ্মণবালক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ মাত্র সবনযাগের যোগ্যতা লাভ করিয়াও উপনয়ন না হওয়া পর্য্যন্ত অধিকারী হয় না, তদ্রূপ

১। বাউলের প্রায়—পাগলের সমান। ২। বিশ্বাস—আভ্যন্তর-কার্য্যনির্ব্বাহকারী (প্রাইভেট্ সেক্রেটারী)। এই ব্যক্তি হিন্দুজাতি।
৩। উড়িয়াকে—অর্থাৎ উৎকলরাজার কর্ম্মচারীকে। ৪। মহাপাত্র—মহাপাত্র উপাধিধারী পূর্ব্বোক্ত রাজ অধিকারী।
৫। যদ্যপি...করয়—যদ্যপি সে যবনের চিত্ত তথাপি সেই চিত্তকে এতাদৃশ কে করিল ?
৬। প্রতীত করিয়ে—অর্থাৎ যদি নিরস্ত্র এবং অল্প লোক সঙ্গে করিয়া আগমন করেন, তাহা হইলে প্রত্যয় করিব, অর্থাৎ তিনি যুদ্ধ করিতে আসিবেন না—ইহা বিশ্বাস করিব।

তবে মহাপ্রভু তাঁরে কৃপাদৃষ্টি করি ;
আশ্বাসিয়া কহে—"তুমি কহ কৃষ্ণহরি।"
সেই কহে—"মোরে যদি কৈলে অঙ্গীকার ;
এক আজ্ঞা দেহ সেবা করি যে তোমার।
গো-ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-হিংসা করেছি অপার ;
সেই পাপ হৈতে মোর হউক নিস্তার।"
তবে মুকুন্দদত্ত কহে—"শুন মহাশয়!
গঙ্গাতীর যাইতে মহাপ্রভুর মন হয়।
তাঁহা যাইতে কর তুমি সহায় প্রকার ;
এই বড় আজ্ঞা, এই বড় উপকার।"
তবে সেই মহাপ্রভুর চরণ বন্দিয়া ;
সবার চরণ বন্দি চলে হৃষ্ট হঞা।
মহাপাত্র তার সনে কৈল কোলাকুলি ;
অনেক সামগ্রী দিয়া করিল মিতালি।
প্রাতঃকালে সেহ বহু নৌকা সাজাইয়া ;
প্রভুকে আনিল নিজ বিশ্বাস পাঠাইয়া।
মহাপাত্র চলি আইলা মহাপ্রভুর সনে ;
ম্লেচ্ছ আসি কৈল প্রভুর চরণবন্দনে।
এক নবীন নৌকা মধ্যে এক ঘর ;
স্বগণ চঢ়াইল প্রভু তাহার উপর।
মহাপাত্রে মহাপ্রভু করিল বিদায় ;
কান্দিতে কান্দিতে সেহ তীরে রহি চায়।
জলদস্যুভয়ে সেই যবন চলিল ;
দশ নৌকা ভরি সেহ সৈন্য সঙ্গে নিল।
১। মন্ত্রেশ্বর দুষ্ট নদে পার করাইল ;
পিছলদা পর্য্যন্ত সেই যবন আইল।
তারে বিদায় দিল প্রভু সেই গ্রাম হৈতে ;
সেকালে তার প্রেমচেষ্টা না পারি বর্ণিতে।
অলৌকিক লীলা করে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ;
যেই ইহা শুনে তার জন্ম দেহ ধন্য।
২। সেই নৌকা চঢ়ি প্রভু আইলা পানিহাটি ;
৩। নাবিকে পরাইল প্রভু নিজ কৃপা-সাটী।
প্রভু আইলা বলি লোকে হৈল কোলাহল ;
মনুষ্য ভরিল সব জল আর স্থল।
৪। রাঘবপণ্ডিত আসি প্রভু লঞা গেলা ;
পথে যাইতে লোক-ভিড় কষ্টসৃষ্টে আইলা।
একদিন প্রভু তথা করিয়া নিবাস ;
৫। প্রাতে কুমারহট্টে আইলা যাঁহা শ্রীনিবাস।

সদ্যঃ শ্রবণাদিসমকালমেব সবনায় সবনযাগায় কল্পতে যোগ্যো ভবতি। সবনযোগ্যতায়াঃ প্রতিকূলদুর্জ্জাতিত্বপ্রারম্ভক-প্রারব্ধপাপনাশপূর্ব্বকসবনযোগ্যজাতিত্বজনকপুণ্যলাভঃ প্রতিপদ্যতে। ততশ্চ সবনযোগ্যত্বপ্রতিকূলদুর্জ্জাত্যারম্ভকং প্রারব্ধমপি গতমেব, কিন্তু শিষ্টাচারাভাবাৎ সাবিত্রং জন্ম নাস্তীতি ব্রাহ্মণকুমারাণাং সবনযোগ্যত্বাভাবচ্ছেদকপুণ্যবিশেষমসাবিত্র-জন্মাপেক্ষাবদস্য জন্মান্তরাপেক্ষা বর্ত্তত ইতি শ্রীজীবগোস্বামিপাদঃ। তে দর্শনাৎ কৃতার্থোভবতীতি কুতঃ পুনর্বক্তব্য মিত্যর্থঃ ॥৩॥

বিশেষ শ্বপচও তৎক্ষণাৎ সবন-যাগ করিতে যোগ্যতা প্রাপ্ত হয়, তখন তোমার সাক্ষাৎ দর্শনমাত্রে যে কত কৃতার্থ হয়, তাহা আর কি বলিব ॥ ৩ ॥

চণ্ডালাদি নীচজাতিও ভগবন্নাম-শ্রবণকীর্ত্তনাদি করিয়া ব্রাহ্মণাদির কর্ত্তব্য সবন-যাগাদিতে যোগ্যতা লাভ করিলেও ইহজন্মে উপনয়নাভাবে অধিকারী হয় না ॥ ৩ ॥

১। মন্ত্রেশ্বর—নদ বিশেষ। দুষ্ট নদ—দস্যুপরিবৃত নদ। পূর্ব্ববাহিনীকে নদী বলে; পশ্চিমবাহীকে নদ বলে।
২। পানিহাটী—পেনেটী। কলিকাতা মহানগরীর উত্তরে। কৃপা-সাটী—কৃপা করিয়া স্বীয় নির্মাল্যবস্ত্র নাবিককে দিলেন।
৪। রাঘব পণ্ডিত…গেলা—এই রাঘবপণ্ডিতের গৃহে গদাধরদাস, পুরন্দরপণ্ডিত, পরমেশ্বরদাস এবং রাঘবের শিষ্য মকরধ্বজ করের সহিত মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ হয়। ৫। কুমারহট্ট—হালিসহরের নিকটবর্ত্তী গ্রাম। যাঁহা—যে কুমারহট্টে। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীবাস আচার্য্য নবদ্বীপ হইতে আসিয়া কুমারহট্টে বাস করিয়াছিলেন। শ্রীবাসের সাংসারিক কষ্ট দেখিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে ধন উপার্জ্জনার্থ ভিক্ষা অথবা অন্য উপায় অবলম্বন করিতে বলেন, তাহাতে শ্রীবাস হাতে তিন তালি প্রদান পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন যে, যদি তিন উপবাসের পরেও ভক্ষ্যদ্রব্য স্বয়ং উপস্থিত না হয়, তবে জলে ডুবিয়া মরিব, তথাপিও ধন উপার্জ্জনের চিন্তা করিব না।

১। তাঁহা হইতে আগে গেলা শিবানন্দ-ঘর ;
২। বাসুদেব-গৃহে পাছে আইলা ঈশ্বর ।
৩। বাচস্পতি গৃহে প্রভু যেমতে রহিলা ;
লোক-ভিড় ভয়ে যৈছে কুলিয়া আইলা ।
৪। মাধবদাস-গৃহে তথা শচীর নন্দন ।
লক্ষ কোটী লোক তথা পাইল দর্শন ।
সাত দিন রহি তথা লোক নিস্তারিলা ;
৫। সব অপরাধিগণ প্রকারে তারিলা ।
শান্তিপুরাচার্য্য-গৃহে ঐছে আইলা ;
৬। শচীমাতা মিলি তাঁর দুঃখ খণ্ডাইলা ।
৭। তাঁহা হৈতে যৈছে রামকেলি গ্রামে গেলা ;
৮। নাটশালা হৈতে প্রভু পুনঃ ফিরি আইলা ।
৯। শান্তিপুরে পুনঃ কৈল দশ দিন বাস ;
বিস্তারিয় বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবনদাস ।
অতএব ইঁহা তার না কৈল বিস্তার ;
পুনরুক্তি হয় গ্রন্থ-বাড়য়ে অপার ।
তার মধ্যে মিলিলা যৈছে রূপ-সনাতন ;
১০। নৃসিংহানন্দ কৈল যৈছে পথের সাজন ।
সূত্র মধ্যে সেই লীলা আমিহ বর্ণিলা ;
অতএব পুনঃ তাহা ইহাঁ না লিখিলা ।
পুনরপি প্রভু যদি শান্তিপুর আইলা ;
রঘুনাথদাস আসি প্রভুরে মিলিলা ।
হিরণ্য-গোবর্দ্ধনদাস দুই সহোদর ;
১১। সপ্তগ্রাম বার লক্ষ মুদ্রার ঈশ্বর ।
১২। মহৈশ্বর্য্যযুক্ত দুঁহে বদান্য ব্রহ্মণ্য ;
সদাচার, সৎকুলীন, ধার্ম্মিক-অগ্রগণ্য ।
১৩। নদীয়াবাসী ব্রাহ্মণের উপজীব্য প্রায় ;
অর্থ-ভূমি-গ্রাম দিয়া করেন সহায় ।
১৪। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী আরাধ্য দুঁহার ;
চক্রবর্ত্তী করে দুঁহার ভ্রাতৃব্যবহার ।
১৫। মিশ্রপুরন্দরের পূর্ব্বে করিয়াছেন সেবন ;
অতএব প্রভু ভাল জানেন দুই জন ।
সেই গোবর্দ্ধনের পুত্র রঘুনাথদাস ;
১৬। বাল্যকাল হৈতে তিঁহো বিষয়ে উদাস ।
সন্ন্যাস করি প্রভু যবে শান্তিপুর আইলা ;
তবে আসি রঘুনাথ প্রভুরে মিলিলা ।
প্রভুর চরণে পড়ে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ;
প্রভু-পাদস্পর্শ কৈল করুণা করিয়া ।
১৭। তাঁর পিতা সদা করে আচার্য্য সেবন ;
অতএব আচার্য্য তাঁরে হইলা প্রসন্ন ।
আচার্য্যপ্রসাদে পাইল প্রভুর উচ্ছিষ্ট পাত ;
প্রভুর চরণ দেখি দিন পাঁচ সাত ।
প্রভু তাঁরে বিদায় দিয়া গেলা নীলাচল ।
তিঁহো ঘরে আসি হৈলা প্রেমেতে পাগল ।
বারবার পলায় তিঁহো নীলাদ্রি যাইতে ;
পিতা তাঁরে বান্ধি রাখেন আনি পথ হৈতে ।

১। শিবানন্দ ঘর—শিবানন্দ সেনের বাটী হালিসহর। ২। বাসুদেব গৃহ—বাসুদেব দত্তের গৃহ কুমারহট্ট।

৩। বাচস্পতি—বিদ্যাবাচস্পতি, ইনি সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা। মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পর ইনি নবদ্বীপ হইতে আসিয়া কুমারহট্টে বাস করিয়াছিলেন। কুলিয়া—কুলিয়া গ্রাম, কাঁচড়াপাড়া ষ্টেসনের পূর্ব্বে ২ মাইল।

৪। তথা—কুলিয়াগ্রামে। ৫। সব অপরাধী—দেবানন্দ, চাপাল গোপাল এবং অন্যান্য নিন্দুক পাষণ্ডি প্রভৃতি; (১৯৩) পৃষ্ঠা দেখ।

৬। তাঁর—শচীমাতার। ৭। তাঁহা হৈতে—শান্তিপুর হইতে। রামকেলি—ঊষাহরণ-সময়ে বলরাম এইস্থানে অবস্থিতি করায়, এই গ্রামের নাম রামকেলি। ৮। নাটশালা—কানাইর নাটশালা। ঊষাহরণ-সময়ে শ্রীকৃষ্ণ এইস্থানে অবস্থিতি করায়, এই গ্রামের নাম কানাইর-নাটশালা, এইরূপ কিংবদন্তী আছে।

৯। পুনঃ—কানাইর-নাটশালা হইতে পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন করিয়া। ১০। নৃসিংহানন্দ ..সাজন—(১৯৩) পৃষ্ঠা হইতে দেখ।
১১। মুদ্রা—আদায়ী রাজস্ব। ১২। বদান্য—বহুধনপ্রদ ; ব্রহ্মণ্য—ব্রাহ্মণনিষ্ঠ। ১৩। উপজীব্য—জীবিকা-সম্পাদনকর্ত্তা। প্রায়—অধিকাংশেরই।
১৪। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী—শচীদেবীর পিতা। দুঁহার—হিরণ্য আর গোবর্দ্ধনের। ১৫। মিশ্র পুরন্দর—জগন্নাথ মিশ্র।
১৬। উদাস—উদাসীন অর্থাৎ অনাসক্ত। ১৭। তাঁর—রঘুনাথের। আচার্য্য—অদ্বৈতাচার্য্য।

১। পঞ্চ পাইক তাঁরে রাখে রাত্রিদিনে ;
চারি সেবক, দুই ব্রাহ্মণ—রহে তাঁর সনে।
একাদশ জন তাঁরে রাখে নিরন্তর ;
নীলাচলে যাইতে না পায় দুঃখিত অন্তর।
এবে যদি মহাপ্রভু শান্তিপুরে আইলা ;
শুনিয়া পিতারে রঘুনাথ নিবেদিলা—
"আজ্ঞা দেহ যাই দেখি প্রভুর চরণ ;
অন্যথা না রহে মোর শরীরে জীবন।"
২। শুনি তাঁর পিতা বহু লোক দ্রব্য দিয়া ;
পাঠাইল তাঁরে 'শীঘ্র আসিহ' কহিয়া।
সাত দিন শান্তিপুরে প্রভু সঙ্গে রহে ;
রাত্রিদিবসে এই মনঃকথা কহে—
"রক্ষকের হাতে মুঞি কেমনে ছুটিব ?
কেমনে প্রভুর সঙ্গে নীলাচলে যাব ?"
—সর্ব্বজ্ঞ গৌরাঙ্গ প্রভু জানি তাঁর মন ;
শিক্ষারূপে কহেন তাঁরে আশ্বাস-বচন—
৩। "স্থির হঞা ঘরে যাও, না হও বাউল ;
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু-কূল।
৪। মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া ;
৫। যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈয়া।
৬। অন্তর-নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোক-ব্যবহার ;
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমার করিবেন উদ্ধার।
বৃন্দাবন দেখি যবে আসিব নীলাচলে।
তবে তুমি আমা পাশ আসিও কোন ছলে।
সে ছল সেকালে কৃষ্ণ স্ফুরাবে তোমারে ;
কৃষ্ণ-কৃপা যারে, তারে কে রাখিতে পারে ?"
এত কহি মহাপ্রভু তাঁরে বিদায় দিল ;
ঘরে আসি তিঁহ প্রভুর শিক্ষা আচরিল।
বাহ্য-বৈরাগ্য বাতুলতা সকল ছাড়িয়া ;
যথাযোগ্য কার্য্য করে অনাসক্ত হঞা।
দেখি তাঁর পিতা-মাতা বড় তুষ্ট হৈল ;
৭। তাঁহার আবরণ কিছু শিথিল হইল।
৮। ইঁহা প্রভু এক এক করি সব ভক্তগণ ;
অদ্বৈত-নিত্যানন্দ-আদি যত ভক্তজন।
সবা আলিঙ্গন করি কহেন গোসাঞী—
"সবে আজ্ঞা দেহ আমি নীলাচলে যাই।
সবার সহিত ইঁহা হইল মিলন ;
এ বর্ষে নীলাদ্রি কেহ না কর গমন।
ইহাঁ হৈতে অবশ্য আমি বৃন্দাবনে যাব ;
সবে আজ্ঞা দেহ, তবে নির্ব্বিঘ্নে আসিব।"
মাতার চরণ ধরি বহু বিনয় কৈল ;
বৃন্দাবন যাইবারে তাঁর আজ্ঞা নিল।
১০। তবে নবদ্বীপে তাঁরে দিল পাঠাইয়া ;
নীলাদ্রি চলিলা সঙ্গে ভক্তগণ লঞা।
সেই সব লোক পথে করেন সেবন ;
সুখে নীলাচলে আইল শচীর নন্দন।
প্রভু আসি জগন্নাথ দরশন কৈল ;
মহাপ্রভু আইলা—গ্রামে কোলাহল হৈল।

১। পাইক—পেয়াদা। সেবক—ভৃত্য।

২। বহু লোক দ্রব্য—বহু লোক এবং বহু দ্রব্য। রঘুনাথের রক্ষার্থ বহুলোক এবং আচার্য্যকে উপহার দিবার জন্য বহু দ্রব্য।

৩। বাউল—বাতুল। কূল—অপর পার। ৪। মর্কটবৈরাগ্য—মর্কট এতাদৃশ কামার্ত্ত যে স্ত্রী নিকটে না থাকিলে কখন অস্বাভাবিক রতি অর্থাৎ পুরুষেও উপগত হয়, আবার এতদূর ক্রোধান্ধ যে রাজ্যাদি কিছু না থাকিলেও ভয়ানক যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া পরের প্রাণ বিনষ্ট করে এবং নিজের প্রাণও হারায়, আবার এতদূর লুব্ধ যে, কিসে পরের খাদ্যদ্রব্য অপহরণ করিবে এই অভিসন্ধিতে সর্ব্বদা ফিরে; কিন্তু বাস করে বনে এবং গৃহও প্রস্তুত করে না। এইরূপ যাহারা কাম, ক্রোধ এবং লোভের নিরন্তর বশবর্ত্তী হইয়া বাহ্যতঃ বিরক্তের ন্যায় বেশাদি ধারণ পূর্ব্বক বিচরণ করে তাহাদিগের সেই বৈরাগ্যকে মর্কট বৈরাগ্য বলে।

৫। যথাযোগ্য—শাস্ত্রবিহিত। ৬। অন্তর-নিষ্ঠা—অর্থাৎ অন্তরে কৃষ্ণনিষ্ঠ হও। ৭। আবরণ—পিতাকর্ত্তৃক লোকদ্বারা আগলাইয়া রাখা।

৮। ইহা—এখানে অর্থাৎ শান্তিপুরে। ৯। ইঁহা হইতে—অর্থাৎ এখান হইতে নীলাচলে গমন করিয়া তাহার পর। ১০। তাঁরে—মাতাকে।

আনন্দিত ভক্তগণ আসিয়া মিলিলা ;
প্রেম-আলিঙ্গন প্রভু সবারে করিলা।
কাশীমিশ্র রামানন্দ প্রদ্যুম্ন সার্ব্বভৌম ;
১। বাণীনাথ শিখি আদি যত ভক্তগণ ;
গদাধরপণ্ডিত আসি প্রভুরে মিলিলা।
সবার অগ্রেতে প্রভু কহিতে লাগিলা—
"বৃন্দাবন যাব আমি গৌড়দেশ দিয়া ;
২। নিজ মাতার গঙ্গার চরণ দেখিয়া।
—এত মনে করি কৈলুঁ গৌড়েতে গমন ;
সহস্রেক সঙ্গে হৈল নিজ ভক্তগণ।
লক্ষ লক্ষ লোক আসে কৌতুক দেখিতে ;
লোকের সঙ্ঘট্টে পথে না পারি চলিতে।
যথা রহি তথা ঘর-প্রাচীর হয় পূর্ণ ;
যথা নেত্র পড়ে তথা লোক দেখি পূর্ণ।
কষ্টসৃষ্টে করি গেলাম রামকেলি গ্রাম ;
আমার ঠাঞি আইলা রূপ সনাতন নাম।
দুই ভাই ভক্তরাজ কৃষ্ণকৃপা-পাত্র ;
৩। ব্যবহারে রাজমন্ত্রী হয় রাজপাত্র।
বিদ্যা-ভক্তি-বুদ্ধিবলে পরমপ্রবীণ ;
তবু আপনাকে মানে তৃণ হৈতে হীন।
তাঁর দৈন্য দেখি শুনি পাষাণ বিদরে ;
আমি তুষ্ট হঞা তবে কহিলা দোঁহারে—
'উত্তম হঞা হীন করি মান আপনারে ;
অচিরে করিবে কৃষ্ণ তোমার উদ্ধারে।
—এত কহি আমি যবে দোঁহে বিদায় দিল
৪। গমনকালে সনাতন প্রহেলী কহিল—
'যাঁর সঙ্গে হয় এই লোক লক্ষ কোটী
৫। বৃন্দাবন যাবার এই নহে পরিপাটী।'
৬। তবে আমি শুনিল মাত্র না কৈল অবধান ;
প্রাতে চলি আইলাম কানাইরনাটশালা গ্রাম।
রাত্রিকালে মনে আমি বিচার করিল—
'সনাতন মোর কিবা প্রহেলি কহিল।
—যার সঙ্গে হয় এই লোক লক্ষ-কোটী ;
বৃন্দাবন যাবার এ নহে পরিপাটী।
—ভাল ত কহিল, মোর এত লোক সঙ্গে ;
৭। লোক দেখি কহিবে মোরে এই এক ঢঙ্গে।
দুর্ল্লভ দুর্গম সেই নির্জ্জন বৃন্দাবন ;
একাকী যাইব কিবা সঙ্গে একজন।
৮। মাধবেন্দ্রপুরী তথা গেল একেশ্বরে ;
দুগ্ধদান ছলে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ হৈল তাঁরে।
৯। বেদিয়ার বাজি পাতি চলিলাম তপারে ;
বহুসঙ্গে বৃন্দাবন গমন না করে।
একা যাইব কিম্বা সঙ্গে ভৃত্য একজন ;
তবে সে শোভয়ে বৃন্দাবনেতে গমন।
বৃন্দাবন যাব কোথা একাকী হইয়া ;
সৈন্য সঙ্গে চলিয়াছি ঢাক বাজাইয়া।'
ধিক্ ধিক্ আপনাকে বলি হইলাম অস্থির ;
নিবৃত্ত হইয়া পুনঃ আইলাম গঙ্গাতীর।
ভক্তগণে রাখিয়া আইনু স্থানে স্থানে ;
১০। আমা সঙ্গে আইল সবে পাঁচ ছয় জনে।
নির্ব্বিঘ্নে এবে কৈছে যাইব বৃন্দাবন ;
সবে মিলি যুক্তি দেহ হঞা পরসন্ন।
১১। গদাধরে ছাড়ি গেনু ইঁহ দুঃখ পাইল ;
সেই হেতু বৃন্দাবন যাইতে নারিল।"

১। শিখি—শিখি মাহিতি।
২। মাতার গঙ্গার—মাতার এবং গঙ্গার। ৩। ব্যবহারে—রাজনৈতিক কার্য্যে। রাজমন্ত্রী হয় রাজপাত্র—রূপ রাজমন্ত্রী এবং সনাতন রাজপাত্র—রাজপ্রতিনিধি। ৪। প্রহেলী—বচন-চাতুরী। ৫। পরিপাটী—উত্তম রীতি। ৬। অবধান—মনোযোগ। ৭। ঢঙ্গ—বাহ্য সজ্জা। ৮। একেশ্বর—একাকী। ৯। বেদিয়ার বাজি—বেদিয়া যেমন অনেক সাজ সঙ্গে লইয়া লোককে ভেল্‌কি দেখায়, তদ্রূপ আমিও অনেক সাজ লইয়া চলিতেছি। তপারে—বৃন্দাবনে। ১০। সবে—সাকল্যে। ১১। ইহঁ—গদাধর।

তবে গদাধরপণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হঞা ;
১। প্রভু-পাদ ধরি কহে বিনয় করিয়া—
"তুমি যাঁহা যাঁহা রহ, তাঁহা বৃন্দাবন ;
তাঁহাই যমুনা-গঙ্গা সর্ব্বতীর্থগণ।
প্রভু বৃন্দাবন যাহ লোক শিক্ষাইতে ;
সেইত করিবে তোমার যেই লয় চিত্তে।
২। এই যে আইলা প্রভু বর্ষা চারিমাস ;
এই চারিমাস কর নীলাচলে বাস।
৩। পাছে সেই আচরিবা যেই তোমার মন ;
৪। আপন-ইচ্ছায় চল রহ, কে করে বারণ ?"
শুনি সব ভক্ত কহে প্রভুর চরণে—
"সবাকার ইচ্ছা পণ্ডিত কৈল নিবেদনে।"
সবার ইচ্ছায় প্রভু চারিমাস রহিলা ;
শুনিয়া প্রতাপরুদ্র আনন্দিত হৈলা।
সেই দিন গদাধর কৈল নিমন্ত্রণ ;
তাঁহা ভিক্ষা কৈল প্রভু লঞা ভক্তগণ।
৫। ভিক্ষাতে পণ্ডিতের স্নেহ, প্রভুর আস্বাদন ;
মনুষ্যের শক্ত্যে দুই না যায় বর্ণন।
এইমত গৌরলীলা অনন্ত অপার ;
সংক্ষেপে কহিয়ে, কহা না যায় বিস্তার।
সহস্র বদনে কহে আপনে অনন্ত ;
তবু এক লীলার তিঁহ নাহি পায় অন্ত।
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ;
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস

১। প্রভু-পাদ—মহাপ্রভুর চরণ। ২। আইলা—আসিল, আসিয়া পড়িল। ৩। পাছে—ইহার পরে। ৪। চল রহ—গমন কর ও অবস্থান কর। ৫। ভিক্ষাতে…আস্বাদন—ভিক্ষা দিতে গদাধরের প্রভুর প্রতি যাদৃশ স্নেহ এবং সেই স্নেহরস প্রভু যেরূপ আস্বাদন করেন।

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে পুনর্গৌড়গমনবিলাসোনাম
ষোড়শঃ পরিচ্ছেদঃ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

গচ্ছন্ বৃন্দাবনং গৌরো
ব্যাঘ্রেভৈণখগান্‌বনে।
প্রেমোন্মত্তান্ সহোন্নৃত্যান্
বিদধে কৃষ্ণজল্পিনঃ ॥১॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র ! জয় নিত্যানন্দ !
জয়াদ্বৈতচন্দ্র ! জয় গৌরভক্তবৃন্দ !
শরৎকাল আইল প্রভুর চলিতে হৈল মতি ;
রামানন্দ-স্বরূপ সঙ্গে নিভৃতে যুকতি—
"মোর সহায় কর যদি তুমি দুইজন ;
তবে আমি যাই দেখি শ্রীবৃন্দাবন।

গচ্ছন্ইতি। গৌরো বৃন্দাবনং গচ্ছন্ গন্তুমুদ্যতঃ সন্ বনে বনপথে ব্যাঘ্রাশ্চ ইভা হস্তিনশ্চ এণা মৃগাশ্চ খগাঃ পক্ষিণশ্চ তান্ প্রেম্না উন্মত্তান্ প্রেমাবিষ্টান্ বিদধে চকার। তত্র হেতুগর্ভবিশেষণদ্বয়মাহ—সহোন্নৃত্যান্ তেন সহ উন্নৃত্যমুদ্দণ্ডনৃত্যং যেষাং তান্, তথা কৃষ্ণেতি নাম জল্পিতুং শীলমেষামিতি তান্ ॥ ১ ॥

শ্রীগৌরচন্দ্র বৃন্দাবন গমনে উদ্যত হইয়া বনপথে ব্যাঘ্র, হস্তী, হরিণ এবং পক্ষিদিগকে প্রেমাবিষ্ট করতঃ আপনার সঙ্গে উদ্দণ্ড নৃত্য এবং কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করাইয়াছিলেন।

বৃন্দাবন ব্রহ্মতত্ত্ব, অতএব সর্ব্বব্যাপী, যেস্থানে কৃষ্ণের আবির্ভাব সেইস্থানে বৃন্দাবন প্রকট হন, অতএব মহাপ্রভু যে স্থানে গমন করিতেছেন সেই স্থানই বৃন্দাবন ; নচেৎ ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তু সাহজিক বৈরহিত হইবে কেন ?—ইহাই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য।

রাত্রে উঠি বনপথে পলাইয়া যাব ;
১। একাকী যাইব কাহো সঙ্গে না লইব।
কেহ যদি সঙ্গে যাইতে পাছে উঠি ধায় ;
২। সবারে রাখিবে যেন কেহ নাহি যায়।
প্রসন্ন হঞা আজ্ঞা দিবা না মানিবা দুঃখ ;
তোমা সবার সুখে পথে হবে মোর সুখ।"
দুইজন কহে—"তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র ;
যে ইচ্ছা সে করিবা নহ পরতন্ত্র।
কিন্তু আমা দোঁহার শুন এক নিবেদন—
'তোমার সুখে আমার সুখ'—কহিলে এখন।
আমা দুঁহার মনে তবে বড় সুখ হয় ;
এক নিবেদন যদি ধর মহাশয়।
৩। উত্তম ব্রাহ্মণ এক সঙ্গে অবশ্য চাহি ;
৪। ভিক্ষা করি ভিক্ষা দিবে যাবে পাত্র বহি।
৫। বনেপথে যাইতে নাহি ভোজ্যান্ন ব্রাহ্মণ ;
আজ্ঞা কর সঙ্গে চলে বিপ্র একজন।"
প্রভু কহে—"নিজ সঙ্গী কাহো না লইব ;
৬। একজন নিলে আনের মনে দুঃখ হব।
নূতন সঙ্গী হইবেক স্নিগ্ধ যার মন ;
ঐছে যদি পাই তবে লই একজন।"
স্বরূপ কহে—"এই বলভদ্র ভট্টাচার্য্য ;
৭। তোমাতে সুস্নিগ্ধ দৃঢ় পণ্ডিত সাধু আর্য্য।
৮। প্রথমে তোমার সঙ্গে আইলা গৌড় হৈতে ;
ইহার ইচ্ছা আছে সর্ব্ব তীর্থ করিতে।
৯। ইহার সঙ্গে আছে ব্রাহ্মণ এক ভৃত্য ;
ইঁহো পথে করিবেন সেবার ভিক্ষাকৃত্য।
ইঁহা সঙ্গে লও যদি হয় সবার সুখ ;
বনপথে যাইতে তোমার নাই কোন দুঃখ।
১০। এই বিপ্র বহি লবে বস্ত্রাম্বুভাজন ;
ভট্টাচার্য্য ভিক্ষা দিবে করি ভিক্ষাটন।"
তাঁহার বচন প্রভু অঙ্গীকার কৈল ;
বলভদ্র ভট্টাচার্য্যে সঙ্গে করি নিল।
১১। পূর্ব্বরাত্রে জগন্নাথ দেখি আজ্ঞা লঞা ;
শেষ-রাত্রে উঠি প্রভু চলিলা লুকাইয়া।
প্রাতঃকালে ভক্তগণ প্রভু না দেখিয়া ;
অন্বেষণ করি ফিরে ব্যাকুল হইয়া।
স্বরূপগোসাঞী সবায় কৈল নিবারণ ;
১২। নিবৃত্ত হই রহে সবে জানি প্রভুর মন।
১৩। প্রসিদ্ধ পথ ছাড়ি প্রভু উপপথে চলিলা ;
কটক ডাহিনে করি বনে প্রবেশিলা ;
নির্জ্জন বনে চলেন প্রভু কৃষ্ণনাম লঞা ;
হস্তী-ব্যাঘ্র পথ ছাড়ে প্রভুকে দেখিয়া।
পালে পালে ব্যাঘ্র-হস্তী-গণ্ডার-শূকরগণ ;
তার মধ্যে আবেশে প্রভু করেন গমন।
দেখি ভট্টাচার্য্যের মনে হয় মহাভয় ;
প্রভুর প্রতাপে তারা একপাশ হয়।

১। কাহো—কাহাকেও। ২। রাখিবে—নিবারণ করিবে। ৩। উত্তম ব্রাহ্মণ—বর্ণাশ্রমবিহিত-আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ। ৪। ভিক্ষা দিবে—মহাপ্রভু যে কুত্রাপি ভোজ্যান্ন-ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যের অন্ন গ্রহণ করেন নাই, ইহাই তাহার প্রমাণ। পাত্র—কমণ্ডলু। ৫। ভোজ্যান্ন—যাঁহার অন্ন ভোজনের যোগ্য, তাঁহাকে ভোজ্যান্ন বলে। যথাশাস্ত্রোচিতআচারপরায়ণ ব্রাহ্মণকেই ভোজ্যান্ন বলে। ৬। আনের—অন্যের। হব—হইব। ৭। সুস্নিগ্ধ দৃঢ়—দৃঢ় প্রেমবান্। পণ্ডিত সাধু আর্য্য—ভগবান্ যাঁহার হস্তে সাক্ষাৎ অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই সকল বিশেষণ তাঁহার যোগ্যতার পরিচায়ক।
৮। প্রথমে তোমার···গৌড় হৈতে—শান্তিপুর হইতে শ্রীক্ষেত্রে আসিবার সময় বলভদ্র ভট্টাচার্য্য এবং দামোদর পণ্ডিত প্রভুর সঙ্গে আসিয়াছিলেন; (১৯৮) পৃষ্ঠার দেখুন। ৯। ভৃত্য—সেবক শিষ্য। সেবার ভিক্ষাকৃত্য—সেবার জন্য ভিক্ষারূপ কার্য্য।
১০। বস্ত্রাম্বুভাজন—বস্ত্র এবং জলপাত্র। ভিক্ষাটন—ভিক্ষার্থ ভ্রমণ। ১১। পূর্ব্বরাত্রে—রাত্রির প্রথম ভাগে।
১২। জানি প্রভুর মন—"রাত্রে উঠি বনপথে পলাইয়া যাব" ইত্যাদি শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া।
১৩। প্রসিদ্ধ পথ ছাড়ি···চলিলা—প্রসিদ্ধ পথে গমন করিলে অনুসন্ধান করিয়া পাছে ভক্তগণ আসিয়া মিলিত হয়, এইজন্য প্রসিদ্ধ পথ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

একদিন পথে ব্যাঘ্র করিয়াছে শয়ন ;
আবেশে তার গায়ে প্রভুর লাগিল চরণ।
প্রভু কহে—'কহ কৃষ্ণ' ব্যাঘ্র উঠিল ;
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহি ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিল।
আর দিনে মহাপ্রভু করে নদীস্নান ;
মত্ত-হস্তিযূথ আইল করিতে জলপান।
১। প্রভু জলকৃত্য করে, আগে হস্তী আইলা ;
২। 'কৃষ্ণ কহ' বলি প্রভু জল ফেলি মাইলা।
সেই জলবিন্দুকণা লাগে যার গায় ;
সেই 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহে, প্রেমে নাচে ধায়।
কেহ ভূমি পড়ে, কেহ করয়ে চীৎকার ;
দেখি ভট্টাচার্য্যের মনে হয় চমৎকার।
পথে যাইতে করে প্রভু উচ্চ সংকীর্ত্তন ;
মধুর কণ্ঠধ্বনি শুনি আইলা মৃগগণ।
ধ্বনি শুনি ডাহিনে বামে যায় প্রভুসঙ্গে ;
৩। প্রভু তার অঙ্গ মুছে, শ্লোক পড়ে রঙ্গে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একবিংশাধ্যায়ে একাদশশ্লোকে বেণুগীতং শ্রুত্বা গোপীবাক্যং—

ধন্যাঃ স্ম মূঢ়মতয়োঽপি হরিণ্য এতা
যা নন্দনন্দনমুপাত্তবিচিত্রবেশং।
আকর্ণ্য বেণুরণিতং সহকৃষ্ণসারাঃ
পূজাং দধুর্বিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ ॥২॥

হেনকালে ব্যাঘ্র তথা আইলা পাঁচ সাত ;
ব্যাঘ্র-মৃগী মিলি চলে মহাপ্রভুর সাথ।
দেখি মহাপ্রভুর বৃন্দাবন-স্মৃতি হৈল ;
বৃন্দাবনগুণবর্ণন-শ্লোক পড়িল।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রয়োদশাধ্যায়ে পঞ্চপঞ্চাশত্তমশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং—

যত্র নৈসর্গদুর্বৈরাঃ সহাসন্ নৃমৃগাদয়ঃ।
মিত্রাণীবাজিতাবাসদ্রুতরুট্তর্ষণাদিকে ॥৩॥

ধন্যা ইতি। মূঢ়া বিবেকহীনা মতির্জ্ঞানং যাসাং তথাভূতা অপি। মতয় ইতি পাঠেঽপি তদেবার্থঃ। হরিণ্য ইতি বনচারিণ্যোঽপি। এতা দৃশ্যমানা ইব। ধন্যাঃ কৃতার্থাঃ। নন্দস্য শ্রীব্রজেন্দ্রস্য নন্দনমিতি ধাত্বর্থবলাদখিলগুণমহিষ্ঠত্ব সূচিতং। এবং গুরোরপি তস্য নামগ্রহণমতিক্ষোভাবেশেন বিক্ষিপ্তমনস ইত্যুক্তত্বাৎ। উপাত্তাঃ স্বীকৃতা বিচিত্রা বেশা বনমালা-বর্হাপীড়-গুঞ্জাবতংসাদিরূপা যেন তং। বেণুরণিতং বেণুনাদং। ইতি রাগস্বরনাপর্য্যবসিতং প্রথমফুৎকারমাত্রমুক্তং বেণুরণিতমিতি পাঠোঽপি কচিৎ। আকর্ণ্য শ্রুত্বা। কৃষ্ণ এব সারঃ পরমোপাদেয়ো যেষামিতি তৈঃ স্বপতিভিঃ সহ বর্ত্তমানাঃ পূজামিতি তাবতৈব সর্ব্বোপচারপূর্ণত্বং জাতমিতি ধ্বনিতং। অতএব দধুঃ পুপুষুঃ সর্ব্বপূজাভ্যোঽধিকঞ্চক্রুঃ। অস্মৎপতয় গোপাঃ ক্ষুদ্রাঃ সমক্ষং তন্ন সহন্তে ইতি ভাবঃ। অতঃ ক্রিয়াতোঽপি বৈশিষ্ট্যং বিশেষেণ রচিতামিতি। অত্র সর্ব্বত্র হেতু প্রণয়াবলোকৈরিতি। ভাবমাত্রগ্রাহিণস্তস্য তৈরেব পূজাসম্পত্তিঃ। বহুত্বং পরম্পরাবিবক্ষয়া। স্মেতি বিস্ময়ে। অহো বতাস্মাকমীদৃশং ভাগ্যং নাস্তীতি ভাবঃ। অথবা, বেণোরণিতং যত্র তাদৃশং সন্তমাকর্ণ্য শ্রবণদ্বারা জ্ঞাত্বা উপাত্তবেশং স প্রণয়াবলোকৈর্দধুর্বশীকৃতবত্যঃ। তৈরেব পূজাং প্রীতিসেবামপি বিদধুরিত্যর্থঃ। অত্রাবি ভূমিপতিভির্নিত্যারভ্য দধদ্গ মূর্চ্ছয়নশব্দমথ ইতি মাঘকাব্যাৎ, সংশৃণ্বন্ বদমানাংস্তান্ বারণস্য গুণান্ জনানিতি ভট্টিকাব্যাচ্চ—শ্রীনন্দনন্দনস্য শ্রবণক্রিয়া কর্ম্মত্বং জ্ঞেয়ং। অন্যৎ সমানং ॥ ২ ॥

হে সখি! এই হরিণীসকল বিবেকরহিত হইলেও ধন্য, যেহেতু ইহারা বিচিত্রবেশধারী নন্দনন্দনের বেণুনাদ শ্রবণ করি নিজপতি কৃষ্ণসারদিগের সহিত প্রণয়াবলোকনরূপ উপচার দ্বারা পূজা করিয়াছেন ॥ ২ ॥

হরিণীগণ স্বীয় পতির সহিত মিলিয়া কৃষ্ণসেবা করায় ধন্য। আমাদিগের পতি গোপ অতি ক্ষুদ্র, সাক্ষাৎ কৃষ্ণসেবা সহন করিতে না পা অধন্য—এই আক্ষেপই এ শ্লোকের তাৎপর্য্য ॥ ২ ॥

১। আগে—সম্মুখে। ২। জল ... মাইলা—হস্তিদিগের উপর জলকণা ছিটাইয়া মারিলেন। ৩। অঙ্গ মুছে—গায়ে হাত বুলাইয়া দেন।

১। 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ' বলি প্রভু যবে বৈল ;
কৃষ্ণ কহি ব্যাঘ্র-মৃগ নাচিতে লাগিল।
২। নাচে কুঁদে ব্যাঘ্রগণ মৃগীগণ সঙ্গে ;
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য দেখে অপূর্ব্ব রঙ্গে।
৩। ব্যাঘ্র-মৃগ অন্যোন্যে করে আলিঙ্গন ;
মুখে মুখ দিয়া করে অন্যোন্যে চুম্বন।
কৌতুক দেখিয়া প্রভু হাসিতে লাগিলা ;
৪। তা' সবাকে তাঁহা ছাড়ি আগে চলি গেলা।
ময়ূরাদি পক্ষিগণ প্রভুকে দেখিয়া ;
সঙ্গে চলে, কৃষ্ণ বলে, নাচে মত্ত হঞা।
'হরিবোল' বলি প্রভু করে উচ্চধ্বনি ;
বৃক্ষ-লতা প্রফুল্লিত সেই ধ্বনি শুনি।
৫। ঝারিখণ্ডে স্থাবর-জঙ্গম আছে যত ;
কৃষ্ণনাম দিয়া কৈল প্রেমেতে উন্মত্ত।
যেই গ্রাম দিয়া যান, যাঁহা করেন স্থিতি ;
সে সব গ্রামের লোকে হয় কৃষ্ণভক্তি।
কেহ যদি তাঁর মুখে শুনে কৃষ্ণনাম ;
তার মুখে আন্ শুনে, তার মুখে আন্।
সবে 'কৃষ্ণ হরি' বলি নাচে কান্দে হাসে ;
পরম্পরায় বৈষ্ণব হইল সর্ব্বদেশে।
যদ্যপি প্রভু লোকসঙ্ঘট্টের ত্রাসে ;
প্রেম গুপ্ত করে, বাহিরে না করে প্রকাশে।
তথাপি তাঁর দর্শন-শ্রবণ-প্রভাবে ;
সকল দেশের লোক হইল বৈষ্ণবে।
গৌড়-বঙ্গ-রাঢ়-উৎকলাদি দেশ গিয়া ;
লোকের নিস্তার কৈল আপনি ভ্রমিয়া।
মথুরা যাবার ছলে আসি ঝারিখণ্ড ;
৬। ভিল্লপ্রায় লোক তাঁহা পরম পাষণ্ড।
নাম-প্রেম দিয়া কৈল সবার নিস্তার ;
চৈতন্যের গূঢ় লীলা বুঝে শক্তি কার ?
বন দেখি ভ্রম হয় এই বৃন্দাবন ;
শৈল দেখি মনে হয় এই গোবর্দ্ধন।
যাঁহা নদী দেখে তাঁহা মানয়ে কালিন্দী ;
তাঁহা তাঁহা নাচে প্রেমাবেশে পড়ি কান্দি।
পথে যাইতে ভট্টাচার্য্য শাক-মূল-ফল ;
যাঁহা যেই পায়েন, তাহা লয়েন সকল।
যে গ্রামে রহেন প্রভু তথায় ব্রাহ্মণ ;
পাঁচ সাত জন আসি করে নিমন্ত্রণ।
৭। কেহ অন্ন আনি দেয় ভট্টাচার্য্য স্থানে ;
কেহ দুগ্ধ-দধি, কেহ ঘৃত-খণ্ড আনে।

যত্র ইতি। যত্র বৃন্দাবনে নৈসর্গদুর্বৈরাঃ স্বাভাবিকাপ্রতিকার্য্যবৈরবন্তোঽহিনকুলাদয়ঃ সংবাসন্। ততঃ সুতরাং নৃগাদয়ঃ নরাঃ সিংহাদয়শ্চ মিত্রাণীবাসন্নিত্যর্থঃ। অত্র হেতুঃ—অজিতস্য যোগাদিনা মহাপ্রয়াসেন হৃদ্যপি বশীকর্ত্তুমশক্যস্য ভগবত আবাসঃ সদাবস্থিতিস্তেনতদ্রূপেণ নিজমহিম্না হেতুনা দ্রুতাঃ পলায়িতা রুট্তর্ষাদয়ঃ ক্রোধলোভাদয়ো যস্মাত্তথাভূতে ॥ ৩ ॥

সর্ব্ববিজয়ী শ্রীকৃষ্ণের নিরন্তর বাসহেতু ক্রোধলোভাদি যে স্থান হইতে পলায়ন করিয়াছে, সেই বৃন্দাবনে স্বাভাবিক অপ্রতিকার্য্যবৈরশালী অহিনকুলাদি এবং মনুষ্য ও সিংহাদি মিলিত হইয়া মিত্রের ন্যায় বাস করিতেছে ॥ ৩ ॥

অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে প্রাকৃত ক্রোধ লোভাদির অবস্থান নাই—ইহাই এ শ্লোকের তাৎপর্য্য ॥ ৩ ॥

১। বৈল—বলিল।
২। কুঁদে—কুঁদি (কুর্দ্দন) করে। অর্থাৎ আনন্দে লাফাইয়া উঠে। ৩। অন্যোন্যে—পরস্পরে।
৪। তাঁহা—সেই স্থানে। ৫। ঝারিখণ্ড—জঙ্গল প্রদেশ। মহাপ্রভু ছোটনাগপুরের জঙ্গলের ভিতর দিয়া গমন করিয়াছিলেন।
৬। ভিল্ল—ভীল-সাঁওতাল; পার্ব্বতীয় মনুষ্যজাতি বিশেষ ৭। অন্ন—আমান্ন।

১। যাঁহা বিপ্র নাহি, তাঁহা শূদ্র মহাজন ;
আসি সবে ভট্টাচার্য্যে করে নিমন্ত্রণ।
ভট্টাচার্য্য পাক করে বন্যব্যঞ্জন ;
বন্যব্যঞ্জনে প্রভুর আনন্দিত মন।
২। দুই চারি দিনের অন্ন রাখেন সংহতি ;
যাঁহা শূন্য বন লোকের নাহিক বসতি।
তাঁহা সেই অন্ন ভট্টাচার্য্য করেন পাক ;
ফল-মূলের ব্যঞ্জন করেন বন্য নানা শাক।
পরম সন্তোষ প্রভুর বন্যভোজনে ;
মহাসুখ পান যেদিন রহেন নির্জ্জনে।
ভট্টাচার্য্য সেবা করে স্নেহে যৈছে দাস ;
৩। তাঁর বিপ্র বহে জলপাত্র-বহির্ব্বাস।
৪। নির্ঝরের উষ্ণোদকে স্নান তিনবার ;
দুই সন্ধ্যা অগ্নি তাপে, কাষ্ঠ অপার।
নিরন্তর প্রেমাবেশে নির্জ্জন গমন ;
সুখ অনুভবি প্রভু কহেন বচন—
"শুন ভট্টাচার্য্য ! আমি গেলেঁ বহুদেশ ;
বনপথে দুঃখের কাঁহা নাহি পাই লেশ।
কৃষ্ণ কৃপালু আমায় বড় কৃপা কৈল ;
বনপথে আনি আমায় বহু সুখ দিল।
পূর্ব্বে বৃন্দাবন যাইতে করিলাম বিচার—
মাতা-গঙ্গা-ভক্তগণে দেখিব একবার।
ভক্তগণ সঙ্গে অবশ্য করিব মিলন ;
ভক্তগণ সঙ্গে লঞা যাব বৃন্দাবন।'
—এত ভাবি গৌড়দেশে করিলাম গমন ;
মাতা-গঙ্গা-ভক্ত, দেখি সুখী হৈল মন।
ভক্তগণ লয়ে তবে চলিলাম রঙ্গে ;
লক্ষ কোটী লোক তাঁহা হৈল আমার সঙ্গে
সনাতন-মুখে কৃষ্ণ আমা শিখাইলা ;
তাঁহা বিঘ্ন করি বনপথে লঞা আইলা।
কৃপার সমুদ্র—দীনহীনে দয়াময় ;
কৃষ্ণকৃপা বিনা কোন সুখ নাহি হয়।"
ভট্টাচার্য্যে আলিঙ্গিয়া তাঁহারে কহিল—
"তোমার প্রসাদে আমি এত সুখ পাইল।"
তিঁহো কহেন—"তুমি কৃষ্ণ ! তুমি দয়াময় !
অধম জীব মুঞি, মোরে হইলা সদয় ;
মুঞি ছার, মোরে তুমি সঙ্গে লঞা আইলা।
কৃপা করি মোর হাতে ভিক্ষাও করিলা।
অধম কাকেরে কৈলে গরুড়-সমান ;
স্বতন্ত্র-ঈশ্বর তুমি স্বয়ংভগবান্।"

তথাহি ভাবার্থদীপিকায়াং শ্রীমদ্ভাগবতস্য প্রথম শ্লোকব্যাখ্যারম্ভে ষষ্ঠশ্লোকে শ্রীধরস্বামিবাক্যং—

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ-মাধবং ॥৪॥

যৎ কৃপা যস্য মাধবস্য কৃপা মূকং বক্তুমসমর্থং। বাচা ধ্বনিগুণালঙ্কারাদিনেত্যর্থঃ, অলঙ্করোতি অনায়াসেন গুণালঙ্কারাদি-

যাঁহার কৃপা বাকশক্তিবিহীনজনকে গুণালঙ্কারযুক্ত বাক্য দ্বারা অলঙ্কৃত করেন এবং পঙ্গুকে পর্ব্বতলঙ্ঘনে সমর্থ করেন, সেই পরমানন্দরূপ মাধবকে আমি প্রণাম করি ॥ ৪ ॥

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে,—গুরু-কৃষ্ণের কৃপায় সমস্ত অভীষ্ট সাধন হয় ॥ ৪ ॥

১। যাঁহা বিপ্র নাহি…নিমন্ত্রণ—যে গ্রামে ব্রাহ্মণ নাই, সাধু ও স্বধর্মনিষ্ঠ শূদ্র আছে, তাঁহাদিগের নিকট ভট্টাচার্য্য প্রতিগ্রহ করিয়া মহাপ্রভুকে ভিক্ষা দিতেন। মনু বলিয়াছেন 'বিশুদ্ধাত্তু প্রতিগ্রহঃ' বিশুদ্ধ ব্যক্তি হইতে ব্রাহ্মণ প্রতিগ্রহ করিবে। অতএব স্বধর্ম্মপরায়ণ মহাজন শূদ্র হইতে প্রতিগ্রহ করিলে কোন প্রত্যবায় হয় না। এবং স্মৃতি বলিয়াছেন—'ব্রাহ্মণস্য করস্পর্শাৎ সর্ব্বং যাতি পবিত্রতাং'। ব্রাহ্মণের করস্পর্শ প্রাপ্ত হইলে সকল বস্তুই পবিত্র হয়। অতএব এতাদৃশ ভিক্ষায় সন্ন্যাসীর পক্ষে কোন দোষস্পর্শ হয় না।

২। সংহতি—অর্থাৎ সঙ্গে করিয়া। শূন্যবন—বৃক্ষলতা নিবিড় অরণ্য। ৩। তাঁর বিপ্র—বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের [illegible] সেবক বিপ্র।

৪। নির্ঝরের—ঝরণার। মহাপ্রভু শীতের প্রারম্ভে বনপথে বৃন্দাবন [illegible] করেন, এইহেতু শীত [illegible] কষ্ট অনুভব করেন নাই। নির্ঝরের জল উষ্ণ, তাহাতে স্নান জন্য কষ্ট হয় নাই, এবং শুষ্ক কাষ্ঠ আছে, তাহাতে প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকাল দুই সন্ধ্যা অগ্নির তাপ [illegible] করায় শীতের বড় কষ্টের অনুভব হয় নাই।

এইমত বলভদ্র করেন স্তবন ;
প্রেমে সেবা করি তুষ্ট কৈল প্রভুর মন।
এইমত নানাসুখে প্রভু আইলা কাশী ;
মধ্যাহ্ন-স্নান কৈল মণিকর্ণিকায় আসি।
১। সেইকালে তপনমিশ্র করে গঙ্গাস্নান ;
প্রভু দেখি হইল তাঁর কিছু বিস্ময়জ্ঞান—
'পূর্ব্বে শুনিয়াছি প্রভু করিয়াছেন সন্ন্যাস'—
নিশ্চয় করিলে হৈল হৃদয়ে উল্লাস।
প্রভুর চরণ ধরি করেন রোদন ;
প্রভু তাঁরে উঠাইয়া কৈল আলিঙ্গন।
প্রভু লঞা গেল বিশ্বেশ্বর-দরশনে ;
তবে আসি দেখে বিন্দুমাধব-চরণে।
ঘরে লঞা আইলা প্রভুকে আনন্দিত হঞা ;
সেবা করি নৃত্য করে বস্ত্র উড়াইয়া।
প্রভুর চরণোদক সবংশে কৈল পান ;
ভট্টাচার্য্যের পূজা কৈল করিয়া সম্মান।
প্রভুরে নিমন্ত্রণ করি ঘরে ভিক্ষা দিল ;
২। বলভদ্র ভট্টাচার্য্যে পাক করাইল।
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু করিলা শয়ন ;
মিশ্রপুত্র রঘু করে পাদ-সম্বাহন।
প্রভুর শেষান্ন মিশ্র সবংশে খাইলা ;
প্রভু আইলা শুনি চন্দ্রশেখর আইলা।
মিশ্রের সখা তিঁহ প্রভুর নিজ-দাস ;
৩। বৈদ্য-জাতি লিখন-বৃত্তি বারাণসী-বাস।
আসি প্রভুর পদে পড়ি করেন রোদন ;
প্রভু উঠি তাঁরে কৃপায় কৈল আলিঙ্গন।
চন্দ্রশেখর কহে—"প্রভু বড় কৃপা কৈলা ;
আপনি আসিয়া ভৃত্যে দরশন দিলা।
আপন প্রারব্ধে বসি বারাণসী-স্থানে ;
'মায়া' 'ব্রহ্ম' শব্দ বিনা নাহি শুনি কাণে।
ষড়দর্শন-ব্যাখ্যা বিনা কথা নাহি এথা ;
মিশ্র কৃপা করি মোরে শুনান্ কৃষ্ণকথা।
নিরন্তর দুঁহে চিন্তি তোমার চরণ ;
সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর তুমি দিলে দরশন।
শুনি মহাপ্রভু যাবেন শ্রীবৃন্দাবনে ;
৪। দিন কত রহি তার' ভৃত্য দুইজনে।"
মিশ্র কহে—"প্রভু! যাবৎ কাশীতে রহিবে ;
মোর নিমন্ত্রণ বিনা অন্য না মানিবে।"
এইমত মহাপ্রভু দুই ভৃত্যের বশে ;
ইচ্ছা নাহি তবু তথা রহিল দিন দশে।
মহারাষ্ট্রী বিপ্র আসে প্রভু দেখিবারে ;
প্রভুর রূপ-প্রেম দেখি হয় চমৎকারে।
বিপ্র সব নিমন্ত্রয়ে, প্রভু নাহি মানে ;
প্রভু কহে—"আজি মোর হয়েছে নিমন্ত্রণে।"
এইমত প্রতিদিন করেন বঞ্চন ;
সন্ন্যাসীর সঙ্গ ভয়ে না মানে নিমন্ত্রণ।
৫। প্রকাশানন্দ শ্রীপাদ সভাতে বসিয়া ;
বেদান্ত পড়ান বহু শিষ্যগণ লঞা।
সেই বিপ্র দেখি আইল প্রভুর ব্যবহার ;
প্রকাশানন্দ আগে কহে চরিত্র তাঁহার।

বিভূষিতং কাব্যং কর্ত্তুমধিকারিণং করোতি। তথা পঙ্গুং গতিশক্তিবিরহিতং গিরিং পর্ব্বতং লঙ্ঘয়তে অনায়াসেন পরিতোল্লঙ্ঘনসামর্থ্যযুক্তং করোতীত্যর্থঃ। তং পরমানন্দরূপং মাধবং শ্রীকৃষ্ণমহং বন্দে। শ্লেষেণ তন্নামানং স্বগুরুমিত্যর্থঃ ॥৫॥

পরমানন্দরূপ মাধবকে আমি [illegible] ॥ ৫ ॥

১। তপন মিশ্র—(১৬০) [illegible]
২। পাক করাইল—[illegible] অর্থাৎ তাঁহারা [illegible] পকান্ন ভিন্ন ভোজন করিতেন না।
৩। বৈদ্যজাতি—(১১০) [illegible] ৫। শ্রীপাদ—গৌরবসূচক বাক্য।

—"এক সন্ন্যাসী আইলা জগন্নাথ হৈতে ;
তাঁহার মহিমা-প্রভাব না পারি বর্ণিতে।
প্রকাণ্ড শরীর, শুদ্ধকাঞ্চন-বরণ ,
আজানুলম্বিত-ভুজ, কমল-নয়ন।
যত কিছু ঈশ্বরের সর্ব্ব সল্লক্ষণ ;
সকল দেখিয়ে তাঁতে, অদ্ভুত কথন।
তাঁহা দেখি জ্ঞান হয় এই নারায়ণ ;
যেই তাঁরে দেখে করে কৃষ্ণসংকীর্ত্তন !
মহাভাগবত-লক্ষণ শুনি ভাগবতে ;
সে সব লক্ষণ প্রকট দেখিয়ে তাঁহাতে।
নিরন্তর কৃষ্ণনাম জিহ্বা তাঁর গায় ;
দুই নেত্রে অশ্রু বহে গঙ্গাধারা প্রায়।
ক্ষণে নাচে হাসে গায় করয়ে ক্রন্দন ;
১। ক্ষণে হুহুঙ্কার করে সিংহের গর্জ্জন।
জগত-মঙ্গল তাঁর কৃষ্ণচৈতন্য নাম ;
নাম-রূপ-গুণ তাঁর সব অনুপম।
দেখিলে সে জানি তাঁরে ঈশ্বরের রীতি ;
অলৌকিক কথা শুনি কে করে প্রতীতি ?"
শুনিয়া প্রকাশানন্দ বহুত হাসিলা ;
বিপ্রে উপহাস করি কহিতে লাগিলা—
"শুনিয়াছি গৌড়-দেশে সন্ন্যাসী ভাবক ;
কেশবভারতী শিষ্য লোকপ্রতারক।
'চৈতন্য' নাম তার, ভাবুকগণ লঞা ,
২। দেশে-দেশে গ্রামে গ্রামে বুলে নাচাইয়া ;
যেই তারে দেখে সেই ঈশ্বর কহি কহে ;
৩। ঐছে মোহন বিদ্যা—যে দেখে সে মোহে।
সার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্য পণ্ডিত প্রবল ;
শুনি চৈতন্যের সঙ্গে হইল পাগল।
৪। সন্ন্যাসী নাম-মাত্র—মহা-ইন্দ্রজালী ;
কাশীপুরে না বিকাবে তার ভাবকালি।
বেদান্ত শ্রবণ কর, না যাইও তার পাশ ;
৫। উচ্ছৃঙ্খল লোক সঙ্গে দুই লোক নাশ।"
এত শুনি সেই বিপ্র মহাদুঃখ পাইল ;
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' কহি তথা হৈতে উঠি গেল।
প্রভুর দর্শনে শুদ্ধ হঞাছে তার মন ;
প্রভু আগে দুঃখী হঞা কহে বিবরণ।
শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া রহিলা ;
পুনরপি সেই বিপ্র প্রভুরে পুছিলা—
"তার আগে যবে আমি তোমার নাম লইল ;
সেহ তোমার নাম জানে আপনি কহিল।
তোমার দোষ কহিতে করে নামের উচ্চার ;
'চৈতন্য চৈতন্য' করি কহে তিন বার।
তিন বারে কৃষ্ণনাম না আইল তার মুখে ;
অবজ্ঞাতে নাম লয় শুনি পাই দুঃখে।
ইহার কারণ মোরে কহ কৃপা করি ;
তোমা দেখি মুখ মোর বলে 'কৃষ্ণ হরি'।"
প্রভু কহে—"মায়াবাদী কৃষ্ণ-অপরাধী ;
'ব্রহ্ম' 'আত্মা' 'চৈতন্য' কহে নিরবধি।
অতএব তার মুখে না আইসে কৃষ্ণনাম ;
কৃষ্ণনাম কৃষ্ণস্বরূপ—দুইত সমান।
নাম বিগ্রহ স্বরূপ—তিন একরূপ ;
তিনে ভেদ নাহি, তিন চিদানন্দরূপ ;
৬। দেহ-দেহী নাম-নামী—কৃষ্ণে নাহি ভেদ।
জীবের ধর্ম্ম—নাম-দেহ-স্বরূপ বিভেদ।

১। সিংহের গর্জ্জন—সিংহগর্জ্জন-সদৃশ। ২। বুলে—ভ্রমণ করে। ৩। মোহে—মোহিত হয়। ৪। ইন্দ্রজালী—[illegible]। কাশীপুরে—কাশীধামে। ভাবকালী—কপট ভাবুকতা। ৫। উচ্ছৃঙ্খল—স্বেচ্ছাচারী। [illegible] হইয়াছিল। পরে কিন্তু এই [illegible] মহাপ্রভুর [illegible] হইয়াছিলেন। ৬। দেহ-দেহী [illegible] ভেদ, অর্থাৎ চিদানন্দস্বরূপ, অতএব এই তিনের ভেদ নাই। জীবের নাম [illegible]

তথাহি শ্রীহরিভক্তিবিলাসস্যৈকাদশবিলাসে উনসপ্তত্যধিকদ্বিশততমধৃত বিষ্ণুধর্মোত্তর-বচনং—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥৫॥

অতএব কৃষ্ণের নাম-দেহ-বিলাস,
প্রাকৃতেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে—হয় স্বপ্রকাশ।
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণলীলা বৃন্দ,
কৃষ্ণের স্বরূপসম হয় চিদানন্দ।

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং বড়শীতিতমশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামি-বাক্যং—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥৬

১। ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ লীলারস,
ব্রহ্মজ্ঞানী আকর্ষিয়া করে আত্মবশ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশস্কন্ধে দ্বাদশাধ্যায়ে দ্বিপঞ্চাশত্তমশ্লোকে শৌনকাদীন্ প্রতি সূত-বাক্যং—

স্বসুখনিভৃতচেতা স্তদ্‌ব্যুদস্তান্যভাবো-
প্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ং।
ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং
তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি ॥ ৭॥

নাম ইতি। নামৈব চিন্তামণিঃ সর্ব্বাভীষ্টদাতা যতস্তদেব কৃষ্ণঃ কৃষ্ণস্য স্বরূপমিত্যর্থঃ। কৃষ্ণস্য বিশেষণানি চৈতন্যরসেত্যাদীনি। চৈতন্যমেব রসঃ স্বাদরূপঃ স চাসৌ বিগ্রহশ্চেতি। অতএব পূর্ণঃ সর্ব্বাভিঃ শক্তিভিরিত্যর্থঃ। অতএব শুদ্ধঃ মায়াতৎকার্য্যাসংশ্লেষরহিতঃ। অতএব নিত্যমুক্তঃ। নামাপ্যেবমিতি। কুত এবমিত্যত্রাহ—নামনামিনোরভিন্নত্বাদিতি, একমেব সচ্চিদানন্দরসাদিরূপং তত্ত্বং দ্বিধাবির্ভূতমিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

অত ইতি। অতো নামনামিনোরভেদাৎ সচ্চিদানন্দস্বরূপং শ্রীকৃষ্ণনামাদি ইন্দ্রিয়ৈঃ প্রাকৃতৈরিত্যর্থঃ গ্রাহ্যং বিষয়ীকৃতং ন ভবেৎ। কুতস্তর্হি তস্য শ্রবণাদিকং সম্ভবেদিত্যাশঙ্ক্যাহ—জিহ্বাদাবিন্দ্রিয়ে সেবোন্মুখে ভগবৎস্বরূপতন্নামগ্রহণায় প্রবৃত্ত ইত্যর্থঃ। হি প্রসিদ্ধৌ। স্বয়মেব স্ফুরতি প্রকাশতে স্বপ্রকাশত্বাৎ। মৃগশরীরং ত্যজতো ভরতস্য বর্ণিতং—"নারায়ণায় হরয়ে নম ইত্যুদারং হাস্যন্ মৃগত্বমপি যঃ সমুদাজহার" ইতি। তথা গ্রাহগ্রস্তস্য গজেন্দ্রস্য—"জজাপ পরমং জাপ্যং প্রাগ্জন্মন্যনুশিক্ষিতম্" ইতি। অন্যথা পশুমুখে ব্যক্তশব্দোচ্চারণং ন সম্ভবেদিতি ॥ ৬ ॥

শ্রীশুকং গুরুং নমস্করোতি—স্বসুখেতি। স্বসুখেন ব্রহ্মানন্দেনৈব নিভৃতং পূর্ণং চেতো যস্য সঃ। তেনৈব ব্যুদস্তঃ অন্যস্মিন্ ভাবো যস্য তথাভূতোঽপি অজিতস্য শ্রীকৃষ্ণস্য রুচিরাভির্লীলাভিরাকৃষ্টঃ সারঃ স্বসুখধৈর্য্যং যস্য তথাভূতঃ স শুকঃ তত্ত্বদীপং পরমার্থপ্রকাশকং তদীয়ং কৃষ্ণলীলাময়ং ভাগবতং পুরাণং কৃপয়া ব্যতনুত। তং অখিলং তাদৃশভাবস্য প্রতিকূল-

নাম এবং নামীর ভেদ না থাকায় চৈতন্যরসমূর্ত্তি সর্ব্ববিধশক্তিতে পূর্ণ মায়াগন্ধবিরহিত এবং নিত্যমুক্ত চিন্তামণির ন্যায় সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ শ্রীকৃষ্ণই নামরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন ॥ ৫ ॥

যেহেতু শ্রীকৃষ্ণনামাদি অর্থাৎ নাম, দেহ এবং বিলাস—চিদানন্দ-স্বরূপ, সেইহেতু ইঁহারা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের বিষয় হন না। জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়গণ ভগবৎস্বরূপ নামাদি গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলে স্বপ্রকাশ নামাদি তাহাতে স্বয়ংই প্রকাশিত হইয়া থাকেন ॥৬॥

যাঁহার চিত্ত ব্রহ্মানন্দে পরিপূর্ণ এবং যিনি সেইহেতু অন্যত্র ভাবশূন্য হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের রুচিকর-লীলা শ্রবণে অধীরতা

নাম ও নামীর ভেদ না থাকায় নাম যে সচ্চিদানন্দস্বরূপ—এই শ্লোক দ্বারা তাহাই সপ্রমাণ করিলেন ॥ ৫ ॥

[illegible] মৃগদেহ-পরিত্যাগসময়ে [illegible] 'নারায়ণায় নম' ইত্যাদি নাম কীর্ত্তন এবং গ্রাহগ্রস্ত গজেন্দ্র ভগবানের স্তুতি করিয়াছিলেন, তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ভগবানের নামাদি স্বপ্রকাশ চিদানন্দস্বরূপ, অন্যথা মৃগ এবং গজাদির মুখে ব্যক্তশব্দের উচ্চারণ সম্ভবপর নহে। নাম যে স্বপ্রকাশ—তাহাই সপ্রমাণ করিলেন ॥ ৬ ॥

১। পূর্ণ—পাঠ [illegible]। [illegible]। আত্মবশ—অর্থাৎ কৃষ্ণের লীলারস ব্রহ্মজ্ঞানীকে স্বীয় মাধুর্য্য দ্বারা আকর্ষণ করিয়া নিজের [illegible]। [illegible]

ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ কৃষ্ণগুণ ;
৭। অতএব আকর্ষয়ে আত্মারামের মন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে দশমশ্লোকে শৌনকাদীন্ প্রতি সূত-বাক্যং—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥৮॥

২। ইঁহ সব রহু—কৃষ্ণচরণ-সম্বন্ধে ;
আত্মারামের মন হরে তুলসীর গন্ধে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়ে ত্রয়শ্চত্বারিংশত্তমশ্লোকে দেবগণং প্রতি ব্রহ্ম-বাক্যং—

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্র-তুলসীমকরন্দ-বায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ ॥৯॥

৩। অতএব কৃষ্ণনাম না আইসে তার মুখে ;
মায়াবাদিগণ যাতে মায়াবহির্মুখে।
ভাবকালি বেচিতে আমি আইলাম কাশীপুরে,
গ্রাহক নাই, না বিকায় লঞা যাব ঘরে।
ভারি বোঝা লঞা আইলাম, কেমনে লঞা যাব ?
অল্প-স্বল্প মূল্য পাইলে এথাই বেচিব।"
৪। —এত বলি সেই বিপ্রে আত্মসাৎ করি,
প্রাতে উঠি মথুরায় চলিলা গৌরহরি।
সেই তিন সঙ্গে চলে, প্রভু নিষেধিলা ;
দূরে হৈতে তিন জনে ঘরে পাঠাইলা।

মুদাসীনঞ্চ সর্ব্বং বৃজিনং হন্তীতি ব্যাসসূনুং শ্রীশুকং নতোঽস্মীতি ॥ ৭ ॥

স্বরূপানন্দাদপি তেষাং ভজনানন্দাধিক্যমাহ—তস্য ইতি। তস্যারবিন্দনয়নস্য ভগবতঃ পাদয়োররবিন্দানার্পিতানামিতি ভাবঃ, কিঞ্জল্কৈঃ কেশরৈর্মিশ্রিতা তুলসী তস্যা মকরন্দেন যুক্তো বায়ুঃ স্ববিবরেণ নাসাচ্ছিদ্রেণ অন্তর্গতঃ সন্ অক্ষরজুষাং ব্রহ্মানন্দসেবিনামপি তেষাং সনকাদীনাং চিত্ততন্বোঃ সংক্ষোভং চিত্তেঽতিহর্ষং তনৌ রোমাঞ্চং চকার। অত্র অরবিন্দতুলস্যৌ চ তদানীং বনমালাস্থিতে এবেতি জ্ঞেয়ং। অস্য ভাবস্তগবদাত্মভূতানাং তেষামঙ্গোপাঙ্গানাং তেষু ক্ষোভকারিত্বং তৎসম্বন্ধিনো বায়োরপীতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

যশতঃ কৃপাপরতন্ত্র হইয়া পরমার্থ প্রকাশক কৃষ্ণলীলাময় শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ লোকে প্রচারিত করিয়াছেন ; সেই অখিল-কলুষনিবারক ব্যাসনন্দন শুকদেবকে আমি প্রণাম করি ॥ ৭ ॥

সেই কমলাক্ষ ভগবানের চরণার্পিত পদ্মকিঞ্জল্কমিশ্রিত তুলসীর বায়ু নাসারন্ধ্রদ্বারা অন্তরে প্রবেশ করতঃ সেই ব্রহ্মানন্দ-সেবী সনকাদির চিত্ত এবং তনুতে সম্যক্ ক্ষোভের অর্থাৎ চিত্তে অতিশয়িত হর্ষ এবং শরীরে রোমাঞ্চের অভিব্যক্তি করিয়াছিল ॥ ৯ ॥

শুকদেব ব্রহ্মানন্দে সমাসক্ত হইয়াও কৃষ্ণলীলা শ্রবণে অধীর হইয়াছিলেন। ইহাতে ইহাই প্রতিপাদিত হইল যে, ব্রহ্মানন্দ হইতেও ভগবানের লীলারস গাঢ়ানন্দময় ॥ ৭ ॥

ইহার ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ৬ পরিচ্ছেদে (২৩৪) পৃষ্ঠা (১৭) শ্লোকে দেখুন। কৃষ্ণের গুণ আত্মারামগণকে আকর্ষণ করায় ব্রহ্মানন্দ হইতেও যে তাহাতে পূর্ণানন্দ—ইহাই এই শ্লোকে প্রতিপাদিত করিলেন ॥ ৮ ॥

ভগবানের চরণ-সম্বন্ধে পদ্ম এবং তুলসীর বায়ু সনকাদির চিত্ত ও শরীরে ক্ষোভের উৎপাদন করায়, ব্রহ্মানন্দ হইতেও ভজনানন্দের পূর্ণতা প্রতিপাদন করিলেন ॥ ৯ ॥

১। আত্মারাম—ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন চিত্ত।

২। কৃষ্ণচরণ-সম্বন্ধে—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণাদি যে আত্মারামগণের ক্ষোভ উৎপাদন করে—[illegible], তাঁহার চরণে যৎকিঞ্চিৎ সম্বন্ধমাত্র গ্রহণ করিয়াছে যে বায়ু সেই বায়ুও তাঁহাদিগের ক্ষোভ [illegible]।

৩। অতএব—যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপাদি প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের [illegible]।

৪। আত্মসাৎ করি—আপনার করিয়া অঙ্গীকার করিয়া।

প্রভুর বিরহে তিনে একত্র মিলিয়া
প্রভুগুণ গান করে প্রেমে মত্ত হঞা।
১। প্রয়াগ আসিয়া প্রভু কৈল বেণী স্নান,
মাধব দেখিয়া প্রেমে কৈল নৃত্য-গান।
যমুনা দেখিয়া প্রেমে পড়ে ঝাঁপ দিয়া,
২। আস্তে-ব্যস্তে ভট্টাচার্য্য উঠায় ধরিয়া।
এইমত তিন দিন প্রয়াগে রহিলা,
কৃষ্ণনাম-প্রেম দিয়া লোক নিস্তারিলা।
৩। মথুরা চলিতে পথে যথা রহি যায়,
কৃষ্ণনাম-প্রেম দিয়া লোকেরে নাচায়।
পূর্ব্বে যৈছে দক্ষিণ যাইতে লোক নিস্তারিলা,
পশ্চিমদেশে তৈছে সব বৈষ্ণব করিলা।
পথে যাঁহা যাঁহা হয় যমুনা দর্শন,
তাঁহা ঝাঁপ দিয়া পড়ে—প্রেমে অচেতন।
৪। মথুরা নিকটে আইলা—মথুরা দেখিয়া,
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে প্রেমাবিষ্ট হঞা।
৫। মথুরা আসিয়া কৈল বিশ্রামতীর্থে স্নান;
জন্মস্থানে কেশব দেখি করিল প্রণাম।
৬। প্রেমাবেশে নাচে গায় সঘনে হুঙ্কার,
প্রভুর প্রেমাবেশ দেখি লোক চমৎকার।
এক বিপ্র পড়ে প্রভুর চরণ ধরিয়া,
প্রভুসঙ্গে নৃত্য করে প্রেমাবিষ্ট হঞা।
দুঁহে প্রেমে নৃত্য করি করে কোলাকুলি,
'হরে কৃষ্ণ' কহে দুঁহে দুই বাহু তুলি।
লোক 'হরি হরি' বলে,—কোলাহল হৈল,
কেশব-সেবক প্রভুকে মালা পরাইল।
লোক কহে প্রভু দেখি হইয়া বিস্ময়—
"এ রূপ এ প্রেম লৌকিক কভু নয়।
যাঁহার দর্শনে লোক প্রেমে মত্ত হঞা,
হাসে কান্দে নাচে গায় কৃষ্ণনাম লঞা।
সর্ব্বথা নিশ্চিত ইঁহো কৃষ্ণ-অবতার,
মথুরা আইলা লোকের করিতে নিস্তার।"
তবে মহাপ্রভু সেই ব্রাহ্মণ লইয়া,
তাহারে পুছিলা কিছু নিভৃতে বসিয়া—
"আর্য্য সরল তুমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ,
কাঁহা হৈতে পাইলে তুমি এই প্রেমধন?"
বিপ্র কহে—"শ্রীপাদ শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী,
ভ্রমিতে ভ্রমিতে আইলা মথুরানগরী।
কৃপা করি তিঁহো মোর নিলয়ে আইলা,
৭। মোরে শিষ্য করি মোর হাতে ভিক্ষা কৈলা;
৮। গোপাল প্রকট করি সেবা কৈল মহাশয়,
অদ্যাপিহ তাঁর সেবা গোবর্দ্ধনে হয়।"
৯। শুনি প্রভু কৈল তাঁর চরণ-বন্দন।
ভয় পাঞা প্রভু-পায় পড়িলা ব্রাহ্মণ।
১০। প্রভু কহে—"তুমি গুরু আমি শিষ্যপ্রায়,
১১। গুরু হঞা শিষ্যে নমস্কার না যুয়ায়।"

১। বেণী—যে স্থানে যমুনা আসিয়া গঙ্গাতে মিলিত হইয়াছেন, তাহাকে বেণী বলে। মাধব—বেণীঘাটের নিকটবর্ত্তী বিষ্ণুমূর্ত্তি।
২। ভট্টাচার্য্য—বলভদ্র ভট্টাচার্য্য। ৩। যথা—যে স্থানে। ৪। মথুরা দেখিয়া—পয়ারের পরার্দ্ধ সহিত ইহার সম্বন্ধ।
৫। বিশ্রাম তীর্থ—বিশ্রামঘাট নামে খ্যাত যমুনার ঘাট, কংসবধের পর শ্রীকৃষ্ণ এইস্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। জন্মস্থান—শ্রীমহাপ্রভুর সর্ব্বদা কৃষ্ণাভিমানই থাকায়, জন্মস্থান বলিলেন। কেশব—"বৃন্দাবনে চ গোবিন্দং, মথুরায়াঞ্চ কেশবং।" ইনি বজ্রনাভ স্থাপিত মূর্ত্তি।
৬। হুঙ্কার—অনুভাব-বিশেষ। ৭। হাতে ভিক্ষা কৈলা—সন্ন্যাসীরা সনাঢ্য ব্রাহ্মণের অন্ন ভক্ষণ করেন না, কেবল অনন্যসাধারণ শক্তিশালী পুরী গোস্বামী এই ব্রাহ্মণকে শিষ্য করিয়া ইঁহার অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৮। গোপাল প্রকট…মহাশয়—(২২৫) পৃষ্ঠা হইতে দেখুন।
৯। চরণ বন্দন—পুরীগোস্বামীর শিষ্য বলিয়া নিজগুরু ঈশ্বরপুরীর সতীর্থ এই বোধে ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিলেন। ভয় পাঞা…ব্রাহ্মণ—সন্ন্যাসী গৃহীমাত্রেরই প্রণম্য, সুতরাং সন্ন্যাসী গৃহীকে প্রণাম করিলে গৃহীর অপরাধ হয়—এই ভয়ে প্রভুর চরণে নিপতিত হইলেন।
১০। শিষ্যপ্রায়—শিষ্যসদৃশ। ১১। যুয়ায়—যোগ্য হয় না, অর্থাৎ উচিত নয়।

শুনিয়া বিস্মিত বিপ্র, কহে ভয় পাঞা—
১। "ঐছে বাত কহ কেন সন্ন্যাসী হইয়া ?
কিন্তু তোমার প্রেম দেখি মনে অনুমানি ;
মাধবেন্দ্র পুরীর সম্বন্ধ ধর জানি।
২। কৃষ্ণপ্রেমা তাঁহা—যাঁহা তাঁহ'র সম্বন্ধ ;
তাঁহা বিনা এই প্রেমার কাঁহা নাহি গন্ধ।"
৩। তবে ভট্টাচার্য্য তাঁরে সম্বন্ধ কহিল ;
শুনি আনন্দিত বিপ্র নাচিতে লাগিল।
তবে বিপ্র প্রভু লঞা আইল নিজ ঘরে ;
আপন ইচ্ছায় প্রভুর নানা সেবা করে।
ভিক্ষা লাগি ভট্টাচার্য্যে করাইল রন্ধন ;
তবে মহাপ্রভু হাসি বলিলা বচন—
"পুরীগোসাঞী তোমার ঠাঞি করিয়াছেন ভিক্ষা ;
৪। মোরে তুমি ভিক্ষা দেহ, সেই মোর শিক্ষা।"

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং তৃতীয়াধ্যায়ে একবিংশতিশ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥১০॥

যদ্যপি সনোড়িয়া হয় সেই ত ব্রাহ্মণ ;
সনোড়িয়া-ঘরে সন্ন্যাসী না করে ভোজন।
তথাপি পুরী দেখি তাঁর বৈষ্ণব-আচার ;
শিষ্য করি তাঁর ভিক্ষা কৈল অঙ্গীকার ;
মহাপ্রভু তাঁরে যদি ভিক্ষা মাগিল ;
দৈন্য করি সেই বিপ্র কহিতে লাগিল—
"তোমারে ভিক্ষা দিব বড় ভাগ্য সে আমার ;
৫। তুমি ঈশ্বর—নাহি তোমার বিধি-ব্যবহার।
মূর্খ লোক করিবেক তোমার নিন্দন ;
সহিতে না পারিব সেই দুষ্টের বচন।"
প্রভু কহে—"শ্রুতি-স্মৃতি যত ঋষিগণ ;
সব এক-মত, নহে ভিন্ন ভিন্ন ক্রম।
৬। ধর্ম্মস্থাপন-হেতু সাধু-ব্যবহার ;
পুরী-গোসাঞীর আচরণ সেই ধর্ম্মসার।"

তথাহি একাদশীতত্ত্বে দশমীবিদ্ধৈকাদশী-প্রকরণে ধৃতং হেমাদ্রিনিবন্ধীয়-ব্যাসবচনং—

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্নাঃ
নাসাবৃষি র্যস্য মতং ন ভিন্নং।

তর্ক ইতি। তর্কঃ অপ্রতিষ্ঠঃ নির্ণয়শূন্যঃ, শ্রুতয়োপি বিভিন্না বিরুদ্ধার্থবাদিন্যঃ। মুনয়স্তত্ত্বাখ্যাতারস্তাদৃশা এবেত্যাহ—নাসাবিতি। অসৌ ঋষির্নাসীদ্ যস্য মতং ন ভিন্নং, অতএব ধর্ম্মস্য তত্ত্বং যাথার্থ্যং গুহায়াং গুহাসদৃশনিভৃতস্থানে নিহিতং

তর্ক দ্বারা তত্ত্ব নির্ণয় হয় না, শ্রুতিগণ পরস্পর বিরুদ্ধার্থবাদী এবং এতাদৃশ ঋষি দেখা যায় না,—যাঁহাদিগের মত

ইহার ব্যাখ্যা (৩৪) পৃষ্ঠা (৫) শ্লোকে দেখুন ; গুরুজনের আচরণের অনুসরণ করাই উচিত, অন্যথা অনাদর হয়,—ইহাই এ শ্লোকের তাৎপর্য্য ।১০।

১। বাত—কথা, হিন্দী। ২। তাঁহার—পুরীগোস্বামীর। তাঁহা বিনা—পুরীগোস্বামী ভিন্ন। কাঁহা—অন্য কুত্রাপি। গন্ধ—সম্বন্ধ।
৩। সম্বন্ধ—অর্থাৎ ইনি পুরীগোস্বামি মহোদয়ের শিষ্য. ঈশ্বরপুরীর শিষ্য। ৪। শিক্ষা—অর্থাৎ গুরুপরম্পরা আচরিত ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করারূপ শিক্ষা দেওয়া হইবে। ৫। বিধি-ব্যবহার—অর্থাৎ অবিদ্যার অধিকারে অবস্থিতি পর্য্যন্তই বিধি অর্থাৎ শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ এবং ব্যবহার অর্থাৎ লোকাচারের অপেক্ষা আছে, তুমিতো মায়াতীত স্বতন্ত্র ঈশ্বর ; এইজন্য বিধি-নিষেধ ও লোকাচারের অধীন নও।
৬। ধর্ম্মস্থাপন…সেই ধর্ম্মসার—অর্থাৎ সাধুগণের আচরণও ধর্ম্ম স্থাপনের কারণ। মনু বলিয়াছেন—
"বেদোঽখিলধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাং। আচারশ্চৈব সাধুনামাত্মনস্তুষ্টিরেব চ।"
সমস্ত বেদ, বেদবেত্তাদিগের স্মৃতি ও চরিত, সাধুদিগের আচার এবং আত্মতুষ্টি অর্থাৎ এইটি ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম—এই সংশয়ে সদাচারসম্পন্ন সাধুদিগের মনের তুষ্টিই—সকল ধর্ম্মের কারণ।

ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥১১॥

তবে সেই বিপ্র প্রভুকে ভিক্ষা করাইল ;
মধুপুরীর লোক প্রভুকে দেখিতে আইল।
লক্ষ-সংখ্য লোক আইসে নাহিক গণন ;
বাহির হইয়া প্রভু দিল দরশন।
বাহু তুলি বলে প্রভু—"বোল হরি হরি" ;
প্রেমে মত্ত নাচে লোক হরিধ্বনি করি।
১। যমুনা চব্বিশ ঘাটে প্রভু কৈল স্নান ;
সেই বিপ্র প্রভুকে দেখায় তীর্থস্থান।
২। স্বয়ম্ভু, বিশ্রাম, দীর্ঘবিষ্ণু, ভূতেশ্বর ;
মহাবিদ্যা, গোকর্ণাদি—দেখেন সকল।
বন দেখিবারে যদি প্রভুর মন হৈল ;
সেই ব্রাহ্মণে প্রভু নিজ সঙ্গে লৈল।

৩। মধুবন, তালবন, কুমুদ, বহুলা ;
তাঁহা তাঁহা স্নান করি প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
৪। পথে গাভীঘটা চরে, প্রভুকে দেখিয়া ;
প্রভুকে বেড়য়ে আসি হুঙ্কার করিয়া।
৫। গাভী দেখি স্তব্ধ প্রভু প্রেমের তরঙ্গে,
বাৎসল্যে গাভী প্রভুর চাটে সর্ব্ব অঙ্গে।
সুস্থ হয়ে প্রভু করে অঙ্গ কণ্ডুয়ন ;
প্রভু-সঙ্গ নাহি ছাড়ে—চলে ধেনুগণ।
কষ্টে-সৃষ্টে ধেনু সব রাখিল গোয়াল ;
প্রভু-কণ্ঠধ্বনি শুনি আইসে মৃগপাল।
মৃগ-মৃগী মুখ দেখি প্রভু-অঙ্গ চাটে ;
৬। ভয় নাহি করে, সঙ্গে যায় বাটে বাটে।
পিক-ভৃঙ্গ প্রভুকে দেখি পঞ্চম গায় ;
শিখিগণ নৃত্য করি প্রভু-আগে যায়।

তত্ত্বং সর্ব্বৈরবিজ্ঞাতমিত্যর্থঃ। ধর্ম্মশাস্ত্রাদিবিদ্যাসু ভ্রমমকৃত্বা বহুজনসম্মতমেবমার্গমনুসরেদিত্যাহ—মহাজন ইতি। অতএব যেন পথা মহাজনঃ পূর্ব্বাচার্য্যঃ গতঃ প্রচরিতঃ স পন্থাঃ প্রশস্ততম ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

পরস্পর বিভিন্ন নয়। ধর্ম্মতত্ত্ব নিভৃত স্থানে ন্যস্ত রহিয়াছে ; অতএব ধর্ম্মাচার্য্যেরা যে পথে বিচরণ করিয়াছেন, সেই পথই প্রশস্ততম ॥ ১১ ॥

তর্কের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ দাঁড়াইবার স্থান নাই ; যে ব্যক্তি যত যুক্তি যত উদাহরণ দেখাইতে পারে, সেই জয়ী হয়। শ্রুতিসকল পৃথক্ পৃথক্ অধিকারীর জন্য পৃথক পৃথক্ উপদেশ দেওয়ায় আপাততঃ বিরুদ্ধের ন্যায় প্রতীয়মান হয় ; এবং ঋষিগণও ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত করায় আপাততঃ তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ থাকায় প্রতীত হয় ; অতএব স্বীয় বুদ্ধিবলে কেহই শাস্ত্রার্থ অবধারণ করিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব নির্ণয় করিতে পারেন না। এইজন্য পূর্ব্বতন বেদার্থবেত্তা সদাচারশীল বিশুদ্ধচেতাঃ সাধুগণের অনুসরণ করাই একান্ত কর্ত্তব্য,—ইহাই এই শ্লোকের অভিপ্রায় ॥ ১১॥

১। যমুনা চব্বিশ ঘাট—মথুরা সমীপস্থ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি যমুনার চব্বিশটি ঘাটই চব্বিশটি তীর্থ। যথা—১। অবিমুক্ত। ২। বিশ্রান্তি। ৩। সংসারমোচন। ৪। প্রয়াগ। ৫। কনখল। ৬। তিন্দুক। ৭। সূর্য্য। ৮। বটস্বামী। ৯। ধ্রুব। ১০। ঋষি। ১১। মোক্ষ। ১২। বোধ। ১৩। নব। ১৪। ধারাপতন। ১৫। সংযমন। ১৬। নাগ। ১৭। ঘণ্টাভরণ। ১৮। ব্রহ্মলোক। ১৯। সোম। ২০। সরস্বতী। ২১। চক্র। ২২। দশাশ্বমেধ। ২৩। বিঘ্নরাজ। ২৪। কোটি। এই সকল নামের অন্তে ঘাট শব্দ যোগ করিতে হইবে, যথা অবিমুক্তঘাট ইত্যাদি। ঋষিবাক্যে ঘাট নাই, তীর্থ শব্দ আছে ; যথা অবিমুক্ত তীর্থ ইত্যাদি।

২। স্বয়ম্ভু...সকল—এই সকল নামধারী শিব ও বিষ্ণুর বিগ্রহ ; মহাবিদ্যা দেবীমূর্ত্তি, এ সকলই মথুরাস্থিত এবং বিখ্যাত।

৩। কুমুদ—কুমুদবন। বহুলা—বহুলাবন। তাঁহা তাঁহা—অর্থাৎ সেই সকল বনে যে সকল কুণ্ড আছে তাহাতে।

৪। গাভী ঘটা—গো সমূহ। বেড়য়ে—বেষ্টন করে।

৫। স্তব্ধ—স্তব্ধাখ্য সাত্ত্বিক ভাববিশেষযুক্ত। বাৎসল্যে...অঙ্গে—ব্রজের পশু-পক্ষী প্রভৃতি সকলেই কৃষ্ণনিষ্ঠ, এইজন্য "পশবঃ পশ্যন্তি গন্ধেন" ইতি ন্যায়ে তাহারা কৃষ্ণ চিনিতে পারে ; অতএব তাহারা বাৎসল্যে মহাপ্রভুর অঙ্গ লেহন করিয়াছিল এবং পরের পয়ার গুলিতেও এইরূপ জানিবে।

৬। বাট—পথ।

প্রভু দেখি বৃন্দাবনের বৃক্ষলতাগণ,
১। অঙ্কুর—পুলক, মধু—অশ্রুবরিষণ।
২। ফুল-ফলে ভরি ডাল পড়ে প্রভু-পায়;
বন্ধু দেখি বন্ধু যেন ভেট লঞা যায়।
প্রভু দেখি বৃন্দাবনের স্থাবর-জঙ্গম
আনন্দিত,—বন্ধু যেন দেখে বন্ধুগণ।
তা সবার প্রীতি দেখি প্রভু ভাবাবেশে;
সবা সনে ক্রীড়া করে হঞা তার বশে।
প্রতি বৃক্ষ লতা প্রভু করেন আলিঙ্গন;
পুষ্প-আদি ধ্যানে করেন কৃষ্ণে সমর্পণ।
অশ্রু-কম্প-পুলক-প্রেমে শরীর অস্থিরে,
'কৃষ্ণবোল' 'কৃষ্ণবোল' বলে উচ্চৈঃস্বরে।
স্থাবর-জঙ্গম মিলি করে কৃষ্ণধ্বনি;
৩। প্রভুর গম্ভীর স্বরে যেন প্রতিধ্বনি।
মৃগের গলা ধরি প্রভু করেন রোদন;
৪। মৃগের পুলক-অঙ্গ, অশ্রু-নয়ন।
৫। বৃক্ষডালে শুক-শারী দিল দরশন;
তা দেখি প্রভুর কিছু শুনিতে হৈল মন।
শুক-শারিকা প্রভুর হাতে উড়ি পড়ে;
৬। প্রভুকে শুনাঞা কৃষ্ণের গুণ-শ্লোক পড়ে।

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে ত্রয়োদশসর্গে উনত্রিংশশ্লোকে শারিকাং প্রতি শুকবাক্যং—

সৌন্দর্য্যং ললনালিধৈর্য্যদলনং
লীলারমাস্তম্ভিনী,
বীর্য্যং কন্দুকিতাদ্রিবর্য্যমমলাঃ
পারে পরার্দ্ধং গুণাঃ।
শীলং সর্ব্বজনানুরঞ্জনমহো
যস্যায়মস্মৎপ্রভু-
র্বিশ্বং বিশ্বজনীনকীর্ত্তিরবতাৎ
কৃষ্ণো জগন্মোহনঃ ॥১২॥

শুকো বদতি—সৌন্দর্য্যমিতি। যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য সৌন্দর্য্যং ললনালীনাং স্ত্রীবিশেষসমূহানাং ধৈর্য্যং দলয়িতুং শীলমস্যেতি তথাভূতঃ। লীলা চ রমাং বৈকুণ্ঠলক্ষ্মীং স্তম্ভয়িতুং ক্ষোভয়িতুং শীলমস্যা ইতি। বীর্য্যং প্রভাবশ্চ কন্দুকিতঃ কন্দুকীকৃতঃ অদ্রিবর্য্যো গোবর্দ্ধনো যেন তৎ। অমলাঃ প্রকৃতিসংসর্গরহিতা গুণাশ্চ পরার্দ্ধং (পারেসমুদ্রমিতিবদব্যয়ীভাবঃ) সংখ্যাতীতা ইত্যর্থঃ। শীলং শুচিচরিতং সর্ব্বান্ জনান্ অনুরঞ্জয়িতুং শীলমস্যেতি তৎ। বিশ্বজনীনা বিশ্বজনায় হিতা কীর্ত্তির্যস্য জগন্মোহয়িতুং শীলমস্যেতি সোঽয়ং অস্মাকং প্রভুঃ কৃষ্ণো বিশ্বমবতাৎ। "তুহ্যোস্তাতঙ্ আশিষি" ইত্যনেনাশিষি তাতঙাদেশঃ ॥ ১২ ॥

যাহার সৌন্দর্য্যলেশ—ললনাকুলের ধৈর্য্যরাশি বিদলিত করে, লীলা—রমাদেবীর স্তম্ভবিধায়িনী, প্রভাব—অদ্রিবর গোবর্দ্ধনকে কন্দুক (ভাঁটা) সদৃশ করিয়াছে, অপ্রাকৃত গুণাবলী—সংখ্যার অগোচর, চরিত—জনগণের উল্লাসবর্দ্ধক এবং কীর্ত্তি—বিশ্বজনের হিতসাধিনী, সেই আমাদিগের প্রভু জগন্মোহন শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বের মঙ্গলবিধান করুন ॥ ১১

১। অঙ্কুর...অশ্রু বরিষণ—অঙ্কুর পুলকস্বরূপ এবং মধু অশ্রুস্বরূপ; অর্থাৎ প্রভুকে দর্শন করিয়া তাহাদিগের পুলকাশ্রুরূপ সাত্ত্বিকের উদয় হইয়াছিল।

২। ফুল ফলে...ভেট লঞা যায়—স্বভাবতঃই বৃন্দাবনের তরুগণ অবনতশিরা, তাহাতে আবার ফলপুষ্পভরে আরও অবনত হইয়াছে, বিশেষতঃ প্রভুকে দেখিয়া তাঁহার চরণে পতিত হইলে বোধ হইতেছে যেন আপনাদিগের চিরকালের প্রিয়জনকে দীর্ঘকালের পর পাইয়া সে সকল ফলপুষ্পাদি উপহার মস্তকে ধারণ করতঃ তাঁহাকে প্রণাম করিতেছে। ভেট—উপহার।

৩। যেন প্রতিধ্বনি—অর্থাৎ বোধ হয় যেন উক্ত স্থাবর জঙ্গমের মুখে কৃষ্ণধ্বনি নয়, প্রভুরই গম্ভীর স্বরের প্রতিধ্বনি হইতেছে।

৪। পুলক অঙ্গ—অর্থাৎ অঙ্গে পুলক। অশ্রু নয়ন—অর্থাৎ নয়নে অশ্রু।

৫। দিল দরশন—অর্থাৎ ইহারা নিত্যলীলার পরিকর, অপ্রকটভাবে থাকিলেও প্রভুর অগ্রে প্রকট হইলেন।

৬। গুণ-শ্লোক—গুণবর্ণন-শ্লোক।

শুক-বাক্য শুনি শারী করে রাধিকা-বর্ণন ;

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে ত্রয়োদশসর্গে শুকং প্রতি শারিকাবাক্যং—

শ্রীরাধিকায়াঃ প্রিয়তা সুরূপতা
সুশীলতা নর্ত্তনগানচাতুরী।
গুণালিসম্পৎ কবিতা চ রাজতে
জগন্মনোমোহনচিত্তমোহিনী ॥১৩॥

পুনঃ শুক কহে—কৃষ্ণ মদনমোহন।

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে গ্রন্থকারস্য শ্লোকদ্বয়ং—

বংশীধারী জগন্নারীচিত্তহারী স শারিকে।
বিহারী ব্রজনারীভির্জীয়ান্মদনমোহনঃ ॥১৪॥

পুনঃ শারী কহে শুকে করি পরিহাস—

রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ।
অন্যথা বিশ্বমোহোঽপি স্বয়ং মদনমোহিতঃ ॥১৫॥

১। এত শুনি প্রভুর হৈল বিস্ময়-প্রেমোল্লাস।
শুক-শারী উড়ি পুনঃ গেলা বৃক্ষডালে ;
ময়ূরের নৃত্য প্রভু দেখে কুতূহলে।
ময়ূরের কণ্ঠ দেখি কৃষ্ণ-স্মৃতি হৈলা ;
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু ভূমিতে পড়িলা।
প্রভুকে মূর্চ্ছিত দেখি সেইত ব্রাহ্মণ ;
ভট্টাচার্য্য সঙ্গে করে প্রভুর সন্তর্পণ।
আস্তে-ব্যস্তে মহাপ্রভুর লঞা বহির্ব্বাস ;
জলসেক করে অঙ্গে বস্ত্রের বাতাস।
প্রভুর কর্ণে কৃষ্ণনাম করে উচ্চ করি ;
চেতন পাইয়া প্রভু যান গড়াগড়ি।

শ্রীরাধিকায়া ইতি। অস্মাকং স্বামিন্যাঃ শ্রীরাধিকায়াঃ প্রিয়তা প্রেম। প্রেমাপ্রিয়তাহার্দ্দমিত্যমরঃ। সুরূপতা সৌন্দর্য্যং, সুশীলতা সুস্বভাবঃ। নর্ত্তনগানয়োশ্চাতুরী নৈপুণ্যং। গুণালিসম্পৎ গুণশ্রেণিরূপা সম্পত্তিঃ, কবিতা কবিত্বঞ্চ, জগন্মোহনস্য শ্রীকৃষ্ণস্য চিত্তং মোহয়িতুং শীলমস্যা ইতি তথাভূতা সতী রাজতে কৃষ্ণসৌন্দর্য্যাদিকমধরীকৃত্য শোভতে। ক্রিয়ায়া একবচননির্দ্দেশেন প্রিয়তাদীনাং ব্যস্তানামেব তাদৃশত্বং কিমুত সমস্তানামিতি ভাবঃ ॥১৩॥

শারী শুকং বদতি—বংশীধারী ইতি। হে শারিকে বংশীং ধর্ত্তুং শীলমস্যেতি সঃ। জগন্নারীণাং চিত্তং হর্ত্তুং শীলমস্যেতি সঃ। ব্রজনারীভির্বিহর্ত্তুং শীলমস্যেতি সঃ। মদনং কন্দর্পং মোহয়িতুং শীলমস্যেতি সঃ। সর্ব্বোৎকর্ষেণ-বর্ত্ততাং, পূর্ব্ববত্তাচ্ছীল্যে ণিনিঃ। বংশীতি বেণুমাধুর্য্যং, জগন্নারীতি রূপমাধুর্য্যং, বিহারীতি লীলামাধুর্য্যং, প্রেম্না প্রিয়াধিক্যঞ্চ, মদনেতি কামবিজেতৃত্বঞ্চ ব্যঞ্জিতমিতি ॥১৪॥

হে শুক! মদনস্য মোহে কারণং শৃণ্বিত্যাহ—রাধাসঙ্গে ইতি। যদা অস্য সঙ্গে সমীপে রাধা ভাতি প্রকাশতে তদা মদনমোহনঃ মদনং মোহয়িতুং সমর্থস্তৎপ্রভাবেণেতি। অন্যথা তৎসাহিত্যাভাবে বিশ্বমোহনোপি শ্রীকৃষ্ণঃ স্বয়মেব মদনমোহিতো জায়তে—"ইতস্ততস্তামনুসৃত্য রাধিকামনঙ্গবাণব্রণখিন্নমানস" ইতি জয়দেবোক্তেঃ ॥১৫॥

শ্রীরাধিকার প্রেম, সৌন্দর্য্য, সুস্বভাব, গান ও নর্ত্তন-নৈপুণ্য, গুণসম্পত্তি এবং কবিত্ব—ইহারা প্রত্যেকে জগন্মোহন শ্রীকৃষ্ণের চিত্তমোহন হইয়া দীপ্তি পাইতেছেন ॥১৩॥

হে শারিকে! সেই বংশীধারী, জগন্নারীগণের চিত্তোন্মাদক এবং নিরন্তর ব্রজবনিতাগণের সহিত বিলাসকারী মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাপেক্ষা নিজের উৎকর্ষ আবিষ্কার করুন ॥১৪॥

হে শুক! যে জন্য কৃষ্ণ মদনমোহন হইয়াছেন তাহার কারণ শ্রবণ কর। যে কালে শ্রীকৃষ্ণের সমীপে শ্রীরাধিকা প্রকাশ পান, সেই কালে শ্রীরাধিকার প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ মদনকে মুগ্ধ করিতে পারেন ; রাধিকা নিকটে না থাকিলে তিনি বিশ্বমোহন হইয়াও আপনিই মদন কর্ত্তৃক মোহিত হয়েন ॥১৫॥

১। বিস্ময়—চমৎকার। প্রেমোল্লাস—প্রেমজনিত উল্লাস, চিত্তরঞ্জন।

যেমন সুবর্ণের নিকট থাকিলে নীলকান্তমণির শোভার আধিক্য হয়, তদ্রূপ রাধা সঙ্গে থাকিলে শ্রীকৃষ্ণের শোভাতিশয় প্রকটিত হয়। এই শ্লোকদ্বয়ে শ্রীরাধাযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোৎকর্ষ সূচিত হইল ॥১৫॥

কণ্টকদুর্গম বনে অঙ্গ ক্ষত হইল ;
ভট্টাচার্য্য কোলে করি প্রভু সুস্থ কৈল।
কৃষ্ণাবেশে প্রভুর প্রেমে গরগর মন ;
'বোল'বোল' করি উঠে করেন নর্ত্তন।
১। ভট্টাচার্য্য সেই বিপ্র কৃষ্ণনাম গায় ;
নাচিতে নাচিতে পথে প্রভু চলি যায়।
প্রভুর আবেশ দেখি ব্রাহ্মণ বিস্মিত ;
প্রভু-রক্ষা লাগি বিপ্র হইলা চিন্তিত।
নীলাচলে ছিল যৈছে প্রেমাবেশ মন ;
বৃন্দাবন যাইতে পথে হৈল শতগুণ।
সহস্রগুণ বাড়ে মথুরা দর্শনে ;
লক্ষগুণ প্রেম বাড়ে ভ্রমে যবে বনে।
২। অন্য দেশে প্রেম উছলে বৃন্দাবন নামে ;
সাক্ষাৎ ভ্রময়ে এবে সেই বৃন্দাবনে।
প্রেমে গরগর মন রাত্রি-দিবসে ;
৩। স্নান-ভিক্ষাদি নির্ব্বাহ করেন অভ্যাসে।
৪। এইমত প্রেম যাবৎ ভ্রমিলা বার বন ;
একত্র লিখিল, সর্ব্বত্র না যায় বর্ণন।
৫। বৃন্দাবনে হৈলা প্রভুর যতেক বিকার ;
৬। কোটি গ্রন্থে অনন্ত লিখে তাহার বিস্তার।
তবু লিখিবারে নারে তার এক কণ ;
৭। উদ্দেশ করিতে করি দিক্ দরশন।
জগৎ ভাসিল চৈতন্য লীলার পাথারে ;
যার যত শক্তি তত পাথারে সাঁতারে।
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ;
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

১। বলদেব ভট্টাচার্য্য এবং তাঁহার শিষ্য বিপ্র।

২। উছলে—উচ্ছলিত হয় অর্থাৎ উথলিয়া উঠে। যেমন অগ্নিতাপে উচ্ছলিত দুগ্ধের পরিমাণের বৃদ্ধি না হইলেও অধিক পরিমিতের ন্যায় প্রতীতি হয়, তদ্রূপ উদ্দীপনাদি দর্শনে প্রেমও উচ্ছলিত হইয়া বর্দ্ধমানরূপে প্রতীত হয়।

৩। অভ্যাসে—যেমন গমনে প্রবৃত্ত জন অন্যচিন্তায় আবিষ্ট হইয়া গমনে অভিনিবেশ না থাকিলেও পূর্ব্বাভ্যাসবশতঃ পথে গমন করে, তদ্রূপ মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া শরীরাদিতে অভিনিবেশ না থাকিলেও পূর্ব্বাভ্যাসবশতঃ স্নান এবং ভিক্ষাদি নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন।

৪। এই মত প্রেম…বার বন—অর্থাৎ যে কাল পর্য্যন্ত বার বন (দ্বাদশ বন) ভ্রমণ করিলেন, সে কাল পর্য্যন্ত এইরূপ প্রেমই জানিবে। একত্র লিখিল—অর্থাৎ একস্থানের প্রেমের কথাই লিখিলাম। দ্বাদশ বন—(১) মধুবন (২) তালবন (৩) কুমুদবন (৪) কাম্যকবন (৫) বহুলাবন (৬) ভদ্রবন (৭) খদিরবন (৮) মহাবন (৯) লোহজঙ্ঘ বন (১০) বিল্ববন (১১) ভাণ্ডীর বন (১২) বৃন্দাবন।

৫। বিকার—প্রেম-বিকার। ৬। কোটি গ্রন্থে…তাহার বিস্তার—অর্থাৎ যদি কোটি গ্রন্থে অনন্ত এই প্রেম বিস্তারিত করিয়া লিখেন।

৭। উদ্দেশ—সামান্যরূপে কথন। করি দিক্‌দরশন—অর্থাৎ অতি সামান্যাকারে সেই প্রেমের প্রকার দেখাইলাম মাত্র।

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে বৃন্দাবন-গমন-নাম

সপ্তদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

বৃন্দাবনে স্থিরচরা-
নন্দয়ন্ স্বাবলোকনৈঃ।
আত্মানঞ্চ তদালোকা-
দ্গৌরাঙ্গঃ পরিতোঽভ্রমৎ ॥১॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র! জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈতচন্দ্র! জয় গৌরভক্ত-বৃন্দ!
এইমত মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে;
১। আরিং গ্রামে আসি বাহ্য হৈল আচম্বিতে।
২। রাধাকুণ্ড-বার্ত্তা প্রভু পুছে লোকস্থানে;
কেহ নাহি কহে, সঙ্গের ব্রাহ্মণ না জানে।
তীর্থ লুপ্ত জানি প্রভু সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্;
৩। দুই ধান্যক্ষেত্রে অল্প জলে কৈল স্নান।
দেখি সব গ্রাম্য লোকের বিস্ময় হৈল মন;
প্রেমে প্রভু করে রাধাকুণ্ডের স্তবন—
"সব গোপী হইতে রাধা—কৃষ্ণের প্রেয়সী;
তৈছে রাধাকুণ্ড প্রিয়—প্রিয়ার সরসী।

তথাহি শ্রীলঘুভাগবতামৃতে উত্তরখণ্ডে এক-চত্বারিংশাঙ্কধৃত পদ্মপুরাণং—

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥২॥

যেই কুণ্ডে কৃষ্ণ নিত্য রাধিকার সঙ্গে;
জলে জলকেলি করে তীরে রাসরঙ্গে।
সেই কুণ্ডে যেই একবার করে স্নান;
তারে রাধা-সম-প্রেম কৃষ্ণ করে দান।
কুণ্ডের মাধুরী যেন রাধা-মধুরিমা;
কুণ্ডের মহিমা যেন রাধার মহিমা।"

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে সপ্তম সর্গে দ্ব্যধিকশততমশ্লোকে গ্রন্থকার বাক্যং—

শ্রীরাধেব হরেস্তদীয়সরসী
প্রেষ্ঠাদ্ভুতৈঃ স্বৈর্গুণৈ-,
র্যস্যাং শ্রীযুতমাধবেন্দুরনিশং
প্রীত্যা তয়া ক্রীড়তি।
প্রেমাস্মিন্ বত রাধিকেব লভতে
যস্যাং সকৃৎ স্নানকৃৎ,
তস্যা বৈ মহিমা তথা মধুরিমা
কেনাস্তু বর্ণ্যঃ ক্ষিতৌ ॥৩॥

বৃন্দাবন ইতি। শ্রীগৌরাঙ্গঃ বৃন্দাবনে স্বস্যাবলোকনৈঃ স্বদর্শনদানৈঃ স্থিরচরান্ স্থাবরান্ জঙ্গমাংশ্চ নন্দয়ন্ তদালোকাৎ তেষাং স্থাবরজঙ্গমানামালোকাদবলোকাৎ অবলোকং প্রাপ্যেত্যর্থঃ। আত্মানং স্বঞ্চ নন্দয়ন্ সন্ পরিত ইতস্ততোঽভ্রমৎ বভ্রাম ॥ ১ ॥

শ্রীরাধেব ইতি। শ্রীরাধেব তদীব সরসী শ্রীরাধাসরসী রাধাকুণ্ডমিত্যর্থঃ, অদ্ভুতৈশ্চমৎকারিভিঃ স্বৈরসাধারণৈ-র্গুণৈঃ স্নিগ্ধস্বচ্ছস্বপাবনাদিভিঃ হরেঃ শ্রীনন্দনন্দনস্য প্রেষ্ঠা অতীব প্রীতিবিষয়া। তদেবাহ—যস্যাং সরস্যাং শ্রীযুতমাধবেন্দুঃ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রঃ তয়া রাধিকয়া সহ প্রেম্ণা অনিশং অবিরতং ক্রীড়তি। মাধবেন্দুরিতি ক্ষত্রিয়মধুবংশজাতাপি গোপিকায়াং তস্যাং প্রেমাতিশয়বানিতি ব্যঞ্জিতং, তেন সর্ব্বাভ্যোপি রাধিকায়া অসাধারণগুণশালিত্বং ব্যঞ্জিতং। রাধাকুণ্ডস্যাদ্ভুত-গুণত্বমাহ—বত আশ্চর্য্যে, যস্মাৎ যস্যাং সরস্যাং সকৃদেকবারং স্নানকৃৎ জনঃ রাধিকেব অস্মিন্ কৃষ্ণে প্রেম লভতে

শ্রীরাধিকার ন্যায় শ্রীরাধাসরসী সর্ব্বজনচমৎকারী অসাধারণ গুণ হেতু শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। যে রাধা সরসীতে একবার স্নান করিলে রাধিকার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণে প্রেম লাভ করে। অতএব শ্রীরাধাসরোবরের মহিমা

ইহার ব্যাখ্যা (৭০) পৃষ্ঠা (৬৯) শ্লোকে দেখুন। ২।

১। আরিং—অরিষ্ট শব্দের অপভ্রংশ। এইস্থানে বলদেব কংসের ভ্রাতৃবর্গকে বিনষ্ট করেন, এইজন্য এইস্থানের নাম অরিষ্ট।
২। রাধাকুণ্ড—আরিং গ্রামের দক্ষিণ। লোকস্থানে—সর্ব্বসাধারণের নিকট। ৩। দুই ধান্যক্ষেত্র—অর্থাৎ সংলগ্ন দুই ধান্যক্ষেত্র।

এইমত স্তুতি করে প্রেমাবিষ্ট হঞা ;
১। তীরে নৃত্য করে কৃষ্ণলীলা স্মঙরিয়া।
কুণ্ডের মৃত্তিকা লঞা তিলক করিল ;
ভট্টাচার্য্য সেই মৃত্তিকা সঙ্গে কিছু লৈল।
২। তবে চলি আইলা প্রভু সুমনঃসরোবরে ;
গোবর্দ্ধন দেখি তাঁহা হইলা বিহ্বলে।
গোবর্দ্ধন দেখি প্রভু হৈলা দণ্ডবৎ ;
৩। এক শিলা আলিঙ্গিয়া হইলা উন্মত্ত।
৪। প্রেমে মত্ত চলি আইলা গোবর্দ্ধন গ্রাম ;
৫। হরিদেব দেখি তাঁহা করিলা প্রণাম।
৬। মথুরা-পদ্মের পশ্চিম দলে যার বাস ;
হরিদেব নারায়ণ আদি-পরকাশ।
৭। হরিদেব আগে নাচে প্রেমে মত্ত হঞা ;
সব লোক দেখিতে আইসে আশ্চর্য্য শুনিয়া।
প্রভুর প্রেম-সৌন্দর্য্য দেখি লোক চমৎকার ;
৮। হরিদেবের ভৃত্য প্রভুর করিল সৎকার।
৯। ভট্টাচার্য্য ব্রহ্মকুণ্ডে যাঞা পাক কৈল ;
ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করি প্রভু ভিক্ষা লৈল।
সে রাত্রে রহিলা হরিদেবের মন্দিরে ;
রাত্রে মহাপ্রভু করে মনেতে বিচারে—
"গোবর্দ্ধন উপরে আমি কভু না চড়িব ;
১০। গোপাল-রায়ের দরশন কেমনে পাইব ?"
—এত মনে করি প্রভু মৌন করি রহিলা ;
জানিয়া গোপাল কিছু ভঙ্গী উঠাইলা।

তথাহি শ্রীস্তবকারস্য—

অনারুরুক্ষবে শৈলং স্বস্মৈ ভক্তাভিমানিনে।
অবরুহ্য গিরেঃ কৃষ্ণো গৌরায় সমদর্শয়ৎ ॥৪॥

অন্নকূট-নাম গ্রামে গোপালের স্থিতি ;
রাজপুত লোকের সেই গ্রামেতে বসতি।
১১। একজন আসি রাত্রে গ্রামীকে বলিল—
১২।—"তোমার গ্রাম মারিতে তুরুক সাজিল।
আজি রাত্রে পলাও, গ্রামে না রহ একজন ;

তস্মাৎ তস্যা রাধাসরস্যা মহিমা মহত্ত্বং মাধুরিমা বা ক্ষিতৌ কেন বর্ণনা বর্ণয়িতুং শক্যোঽস্ত, ন কেনাপীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

অনারুরুক্ষবে ইতি। শ্রীকৃষ্ণো গোপালদেবো গিরের্গোবর্দ্ধনাদবরুহ্য ভূমাববতীর্য্য শৈলং গোবর্দ্ধনং অনারুরুক্ষবে আরোঢুমনিচ্ছবে যতো ভক্তাভিমানিনে তদানীং প্রকাশভেদেন ভক্ততয়াত্মানং মন্যমানায় গৌরায় রাধাকান্ত্যাচ্ছাদিত-শ্যামকান্তয়ে স্বস্মৈ আত্মনে স্বমাত্মানমদর্শয়ৎ। প্রকাশভেদেনাভিমানভেদো জ্ঞেয়ঃ। যথা হি অপ্রকটপ্রকাশে রাধাদিভিঃ সদা সংযোগে সত্যপি প্রকটপ্রকাশে কদাচিদ্বিরহভানং, তথা সদা স্বরূপসংপ্রাপ্তোঽপি কদাচিৎ প্রকাশবিশেষে ভক্তাভিমানোঽপি সম্ভবতীতি সুধীভির্মন্তব্যমিতি ॥ ৪ ॥

এবং মাধুর্য্য ক্ষিতিতলে কোন্ ব্যক্তি বর্ণন করিতে সমর্থ হয়! ॥ ৩ ॥

গোবর্দ্ধন হইতে অবতরণ করিয়া গোপালদেব পর্ব্বতে আরোহণ করিতে অনিচ্ছুক ভক্তাভিমানী গৌরকান্তিসমাচ্ছাদিত নিজস্বরূপ শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে স্বদর্শন দান করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

নিত্যলীলায় রাধাদির সহিত নিত্যসংযোগ থাকিলেও যেমন প্রকটপ্রকাশে কদাচিৎ বিরহস্ফূর্ত্তি হয়, তদ্রূপ প্রকাশবিশেষে স্বরূপাভিমান থাকিলেও কদাচিৎ প্রকাশবিশেষে ভক্তাভিমানও হয়,—ইহাই কবিরাজ গোস্বামীর সিদ্ধান্ত।

১। স্মঙরিয়া—স্মরণ করিয়া। ২। সুমনঃসরোবর কুসুম সরোবর। রাধাকুণ্ডের নৈর্ঋত গোবর্দ্ধনের পূর্ব্বভাগে [illegible] অবস্থান।
৩। একশিলা – গিরি গোবর্দ্ধনের একটি শিলা খণ্ড। ৪। গোবর্দ্ধন গ্রাম—গোবর্দ্ধন পর্ব্বতোপরিস্থিত মানসগঙ্গার তীরে অবস্থিত।
৫। হরিদেব—বজ্রনাভ-স্থাপিত মূর্ত্তি। ৬। মথুরা-পদ্মের—পদ্মাকৃতি মাথুর মণ্ডলের পশ্চিম দলে নারায়ণের আদিমূর্ত্তি এই হরিদেব মূর্ত্তি বিরাজমান। ৭। হরিদের আগে—হরিদেব বিগ্রহের সম্মুখে। ৮। সৎকার—অতিথিযোগ্য সম্মান। ৯। ব্রহ্মকুণ্ড—গোবর্দ্ধন তীরস্থ কুণ্ডবিশেষ।
১০। গোপাল রায়ের—গোবর্দ্ধন উপরিস্থ শ্রীগোপাল মূর্ত্তির। ১১। গ্রামী—গ্রামবাসী, গ্রামের কর্ত্তা।
১২। তুরুক—তুরুকধারী, অশ্বারোহী যবন ব্যক্তি।

১। ঠাকুর লইয়া ভাগ, কাল আসিবে যবন।”

—শুনিয়া গ্রামের লোক চিন্তিত হইল ;

প্রথমে গোপাল লঞা গাঁঠুলি গ্রামে থুইল।

বিপ্রগৃহে গোপালের নিভৃতে সেবন ;

গ্রাম উজাড় হৈল, পলাইল সর্ব্বজন।

ঐছে ম্লেচ্ছভয়ে গোপাল ভাগে বারে বারে ;

মন্দির ছাড়ি কুঞ্জে রহে, কিবা গ্রামান্তরে।

২। প্রাতঃকালে প্রভু মানস-গঙ্গায় করি স্নান ;

৩। গোবর্দ্ধন পরিক্রমায় করিলা প্রয়াণ।

গোবর্দ্ধন দেখি প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ;

নাচিতে নাচিতে চলিলা শ্লোক পড়িয়া।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একবিংশাধ্যায়ে অষ্টাদশশ্লোকে বেণুগীতং শ্রুত্বা গোপীবাক্যং—

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো

যদ্রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ।

মানং তনোতি সহগোগণয়োস্তয়োর্যৎ

পানীয়সূযবসকন্দরকন্দমূলৈঃ ॥৫॥

গোবিন্দকুণ্ডাদি তীর্থে প্রভু কৈল স্নান ;

তাঁহাই শুনিল গোপাল গেল গাঁঠুলী গ্রাম।

সেই গ্রামে গিয়া কৈল গোপাল দর্শন ;

প্রেমাবেশে প্রভু করে কীর্ত্তন-নর্ত্তন।

গোপালের সৌন্দর্য্য দেখি প্রভুর আবেশ ;

এই শ্লোক পড়ি নাচে, হৈল দিন শেষ।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং ষড়্বিংশশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামী-বাক্যং—

হন্তেতি। হন্ত হর্ষে। অয়মিতি তদানীং শ্রীগোবর্দ্ধনান্তিক এব তাসাং নিবাসেন সাক্ষাদঙ্গুল্যা দর্শনাৎ। অদ্রির্গোবর্দ্ধনঃ। জগতোঽশেষং পাপং দুঃখং চিত্তঞ্চ যথাযথং হরতীতি হরিস্তদধিষ্ঠাতা দেবঃ শাস্ত্রে লোকে চ প্রসিদ্ধঃ। তৎস্বভাবকেষু তস্য দাসেষু মধ্যে শ্রেষ্ঠঃ। তদর্থান্তমেব কলাভিব্যক্তিদ্বারা দর্শয়ন্তি—যদ্রামেতি। যৎ যস্মাৎ, রামকৃষ্ণয়োশ্চরণস্পর্শেন প্রকৃষ্টো মোদো হর্ষঃ রোমাঞ্চস্বেদাশ্রাদিস্বরূপতৃণাহ্লাদগামার্দ্রতা জলবিন্দুস্রাবাদিলক্ষণো যস্য সঃ। যস্মানং তনোতীতি সর্ব্বৈরন্যৈরপি ক্রিয়মানং মানমস্য বিস্তারেণ করোতীত্যর্থঃ। সহগোভির্গণেন সখিসমূহেন চ বর্ত্তমানয়োস্তয়োঃ। কৈঃ—পানীয়ানি পেয়ানি জলমধ্বাদীনি, সুযবসানি কোমলানি পুষ্টিবর্দ্ধনানি দুগ্ধসম্পাদকানি (দীর্ঘত্বমার্ষং ছন্দোঽনুরোধাৎ) যদ্বা—পানীয়ং সুব.ত ক্ষরন্তি পানীয়সুবো নির্ঝরাঃ, ভূ ইতি ক্বচিৎ পাঠঃ—উপবেশনার্থং সুন্দরস্থানমিত্যর্থঃ, কন্দরা গুহাঃ, তৈশ্চ তত্রত্যারত্নপর্য্যঙ্কপীঠপ্রদীপাদর্শাদয়োঽপ্যুপলক্ষ্যাঃ, যথাসম্ভবঞ্চ তৈস্তেষাং মানো জ্ঞেয়ঃ। হে অবলা ইতি তত্র যুষ্মাকং শক্ত্যভাবেন তাদৃশ-সেবাভাগ্যং ন ঘটেতেত্যহোবত ভাগ্যবৈভবমিতি ভাবঃ। অত্র চ অক্ষণ্ণতামিতিবদবহিত্থায়ামপ্যর্থান্তরব্যক্তির্যথা—'রামো নীলচারুসিতে ত্রিষ্বি'ত্যমরকোষাৎ—রামা রমণীয়ো যঃ কৃষ্ণঃ তস্য চরণয়োঃ স্পর্শেন প্রমোদো যস্য সঃ, তয়োশ্চরণয়োঃ। যদ্বা—তাদৃশকৃষ্ণচরণয়োঃ স্পর্শপ্রমোদো যস্মাৎ স্বস্বরূপশৈত্যাদিগুণকত্বেন স্বশিলানাং বিধানাৎ। যদ্বা—রাসক্রীড়ারূপং যৎ শ্রীকৃষ্ণস্য চরণং আচরণং তত্র স্পর্শনেন দানেন প্রমোদো যস্য সঃ। বিশ্রাণনং বিতরণং স্পর্শনমিত্যমরঃ। সর্ব্বদা তৎক্রীড়াসম্পাদনোৎসুক ইত্যর্থঃ। যদ্বা—তেন প্রমোদয়তি তমস্মান্ জগচ্ছেতি তথা সঃ। যদ্বা—তাদৃশ কৃষ্ণচরণয়োরিব স্পর্শপ্রমোদো যস্য এতৎস্পর্শনেন তৎস্পর্শনানন্দস্যৈব সিদ্ধেঃ নিরন্তরবিচিত্রপ্রেমবিহারশ্রেণিভিস্তচ্চরণস্পর্শঃ তস্যেতি বক্তব্যে তয়োশ্চরণয়োরিত্যাদরেণ ॥৫॥

হে অবলাগণ! এই অদ্রি অর্থাৎ গোবর্দ্ধনগিরি হরিদাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যেহেতু রামকৃষ্ণ-চরণস্পর্শে হৃষ্ট হইয়া উত্তম জল, কোমলতৃণ, উপবেশনাদির নিমিত্ত গুহা, কন্দ এবং মূল দ্বারা গোগণ এবং বৎসগণের সহিত রামকৃষ্ণের পূজা সম্পাদন করিতেছেন ॥৫॥

১। ভাগ—পলায়ন কর। ২। মানসগঙ্গা—গোবর্দ্ধন হইতে নিকটে। ৩। পরিক্রমায়—প্রদক্ষিণ করিতে। প্রয়াণ—যাত্রা।

বামস্তামরসাক্ষস্য ভুজদণ্ডঃ স পাতু বঃ
ক্রীড়াকন্দুকতাং যেন নীতো গোবর্দ্ধনো গিরিঃ ॥৬

এইমত তিনদিন গোপাল দেখিলা ;
চতুর্থ দিবসে গোপাল মন্দিরে আইলা।
গোপাল সঙ্গে চলি আইলা নৃত্য-গীত করি ;
আনন্দ কোলাহলে লোক বলে 'হরি হরি'।
গোপাল মন্দিরে গেলা প্রভু রহিলা তলে ;
প্রভুর বাঞ্ছা পূর্ণ সব করিল গোপালে।
এইমত গোপালের করুণ স্বভাব ;
যেই ভক্তজনের দেখিতে হয় ভাব।
দেখিতে উৎকণ্ঠা হয়, না চড়ে গোবর্দ্ধনে ;
১। কোন ছলে গোপাল আসি উত্তরে আপনে।
২। কভু কুঞ্জে রহে কভু রহে গ্রামান্তরে ;
সেই ভক্ত তাঁহা আসি দেখয় তাঁহারে।
পর্ব্বতে না চড়ে দুই রূপ-সনাতন ;
এইরূপে তাঁ সবারে দিয়াছেন দর্শন।
বৃদ্ধকালে রূপ-গোসাঞী না পারে যাইতে ;
বাঞ্ছা হৈল গোপালের সৌন্দর্য্য দেখিতে।
ম্লেচ্ছভয়ে আইলা গোপাল মথুরা-নগরে ;
একমাস রহিল বিট্‌ঠলেশ্বর ঘরে ॥
তবে রূপ-গোসাঞী সব নিজগণ লঞা ;
একমাস দর্শন কৈল মথুরা রহিঞা।
সঙ্গে গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ ;
শ্রীরঘুনাথ-ভট্ট গোসাঞী-লোকনাথ।
ভূগর্ভ-গোসাঞী আর শ্রীজীব-গোসাঞী ;
শ্রীযাদব-আচার্য্য আর গোবিন্দ-গোসাঞী।
শ্রীউদ্ধবদাস আর মাধব—দুইজন ;
শ্রীগোপালদাস আর দাস নারায়ণ।
গোবিন্দ-ভকত আর বাণী-কৃষ্ণদাস ;
৩। পুণ্ডরীকাক্ষ, ঈশান, আর লঘু হরিদাস।
—এই সব মুখ্যভক্ত লঞা নিজ সঙ্গে ;
শ্রীগোপাল-দরশন কৈল বহু রঙ্গে।
একমাস রহি গোপাল গেল নিজ-স্থানে ;
শ্রীরূপ-গোসাঞী আইলা শ্রীবৃন্দাবনে।
৪। প্রস্তাবে কহিল গোপাল-কৃপালু আখ্যানে ;
তবে মহাপ্রভু গেলা শ্রীকাম্যবনে।
প্রভু-গমনরীতি পূর্ব্বে যে লিখিল ;
৫। সেইমত বৃন্দাবনে যাবৎ দেখিল।
৬। তাঁহা লীলাস্থলী দেখি গেলা নন্দীশ্বর ;
নন্দীশ্বর দেখি প্রেমে হইলা বিহ্বল।
৭। পাবনাদি সব কুণ্ডে স্নান করিয়া ;
লোকেরে পুছিল পর্ব্বত উপরে যাইয়া—
"কোন দেবমূর্ত্তি হয় পর্ব্বত উপরে ?"
লোক কহে—"মূর্ত্তি হয় গোফার ভিতরে।
দুইদিকে মাতা-পিতা—পুষ্ট কলেবর ;
মধ্যে এক খোঁড়া শিশু ত্রিভঙ্গসুন্দর"।
শুনি মহাপ্রভু মনে আনন্দ পাইয়া ;
তিন মূর্ত্তি দেখিলা সেই গোফা উঘারিয়া।
ব্রজেন্দ্র ব্রজেশ্বরীর কৈল চরণ বন্দন ;
প্রেমাবেশে কৃষ্ণের কৈল সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শন।

বাম ইতি। তামরসাক্ষস্য পদ্মলোচনস্য শ্রীকৃষ্ণস্য স প্রসিদ্ধো বামভুজদণ্ডো বো যুষ্মান্ পাতু রক্ষতু। তং প্রসিদ্ধিমেব ব্যনক্তি—যেনেতি। যেন ভুজদণ্ডেন গোবর্দ্ধনো গিরিঃ ক্রীড়াকন্দুকতাং নীতঃ প্রাপ্তঃ ॥৬॥

যিনি গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে কন্দুকবৎ ঊর্দ্ধে ধারণ করিয়াছেন, পদ্মপলাশলোচন শ্রীকৃষ্ণের সেই বাম বাহু-দণ্ড তোমাদিগকে রক্ষা করুন ॥৬॥

১। উত্তরে—নামিয়া আসেন। ২। কুঞ্জ—লতাদি দ্বারা আচ্ছাদিত স্থানের মধ্যভাগ। ৩। লঘু হরিদাস—ছোট হরিদাস। ৪। এক আখ্যানে—প্রসঙ্গক্রমে গোপাল যে কত কৃপালু, তাহারই একটু খ্যাপন করিলাম। ৫। যাবৎ—সমস্ত। ৬। নন্দীশ্বর—নন্দীশ্বর পর্ব্বত, যে স্থানে নন্দ মহাশয়ের বসতি। এই পর্ব্বতে নন্দীশ্বর নামে অদ্যাপি শিবলিঙ্গ আছেন। ৭। পাবনাদি সব কুণ্ড—পাবন-কুণ্ড প্রভৃতি সকল কু[illegible]

সব দিন প্রেমাবেশে নৃত্য-গীত কৈলা ;
তাঁহা হৈতে মহাপ্রভু খদিরবন আইলা।
১। লীলাস্থল দেখি তাঁহা গেলা শেষশায়ী ;
লক্ষ্মী দেখি এই শ্লোক পড়েন গোসাঞী।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একত্রিংশাধ্যায়ে ঊনবিংশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য গোপীবাক্যং—

যত্তে সুজাত চরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥৭॥

তবে খেলতীর্থ দেখি ভাণ্ডীরবন আইলা ;
যমুনাতে পার হঞা ভদ্রবন গেলা।
২। শ্রীবন দেখি পুনঃ গেলা লৌহবন ;
মহাবন গিয়া জন্মস্থান দরশন।
যমলার্জ্জুন-ভঙ্গাদি দেখিল সেই স্থল ;
প্রেমাবেশে প্রভুর মন হইল টলমল।
গোকুল দেখিয়া আইলা মথুরা-নগরে ;
জন্মস্থান দেখি রহে সেই বিপ্র-ঘরে।
লোকের সংঘট্ট দেখি মথুরা ছাড়িয়া ;
একান্তে অক্রুরতীর্থে রহিল আসিয়া।
আর দিনে আইলা প্রভু দেখিতে বৃন্দাবন ;
কালিয়হ্রদে স্নান কৈল আর প্রস্কন্দন।
দ্বাদশ আদিত্য হৈতে কেশীতীর্থে আইলা ;
রাসস্থলী দেখি প্রেমে মূর্চ্ছিত হইলা।
চেতন পাইয়া পুনঃ গড়াগড়ি যায় ;
হাসে কান্দে নাচে পড়ে উচ্চৈঃস্বরে গায়।
এই রঙ্গে সেইদিন তথা গোঙাইলা ;
৩। সন্ধ্যাকালে অক্রুরে আসি ভিক্ষা নির্ব্বাহিলা।
প্রাতে বৃন্দাবনে কৈল চীরঘাটে স্নান ;
৪। তেঁতুলীতলাতে আসি করিল বিশ্রাম।
কৃষ্ণলীলাকালের সেই বৃক্ষ পুরাতন ;
তার তলে পিঁড়ি বাঁধা পরম চিক্কণ।
নিকটে যমুনা বহে—শীতল সমীর ;
বৃন্দাবন-শোভা দেখে যমুনার নীর।
তেঁতুলীতলাতে বসি করে নাম-সংকীর্ত্তন ;
মধ্যাহ্ণ করিয়া করে অক্রুরে ভোজন।
অক্রুরের লোক আইসে প্রভুকে দেখিতে ;
লোক-ভিড়ে স্বচ্ছন্দে নারে কীর্ত্তন করিতে।
বৃন্দাবনে আসি প্রভু বসিয়া একান্তে ;
নাম-সংকীর্ত্তন করে মধ্যাহ্ণ পর্য্যন্তে।
তৃতীয় প্রহরে লোক পায় দরশন ;
সবাকে উপদেশ করে নাম-সংকীর্ত্তন।
হেনকালে আইলা বৈষ্ণব কৃষ্ণদাস নাম ;
রাজপুত-জাতি গৃহস্থ যমুনা-পারে গ্রাম।
৫। কেশিস্নান করি তিঁহ কালিদহ যাইতে ;
আমলীতলায় গোসাঞী দেখে আচম্বিতে।
প্রভুর রূপ-প্রেম দেখি হৈল চমৎকার ;
প্রেমাবেশে প্রভুকে করেন নমস্কার।
প্রভু কহে—"কে তুমি! কাঁহা তোমার ঘর ?"
কৃষ্ণদাস কহে—মুঞি গৃহস্থ পামর।
৬। রাজপুত-জাতি মুঞি পারে মোর ঘর ;
মোর ইচ্ছা হয় হই বৈষ্ণব-কিঙ্কর।

১। শেষশায়ী—এই স্থানে শেষশয্যায় শায়িত নারায়ণ-মূর্ত্তি আছেন, লক্ষ্মী চরণসেবা করিতেছেন। ২। শ্রীবন—বেলবন। লৌহবন—লৌহজংঘবন। ৩। অক্রুর—অক্রুরতীর্থ সমীপস্থ গ্রাম। ৪। তেঁতুলীতলা—আমলীতলা। ৫। কেশিস্নান—কেশিতীর্থে স্নান। ৬। পারে—যমুনাপারে।

ইহার ব্যাখ্যা (৩৪) পৃষ্ঠা (২৬) শ্লোকে দেখুন ॥৭॥

কিন্তু আজি এক মুঞি স্বপ্ন দেখিনু ;
১। সেই স্বপ্ন পরতেক তোমা আসি পাইনু।"
প্রভু তাঁরে কৃপা কৈল আলিঙ্গন করি ;
প্রেমে মত্ত নাচে সেই বলে—'হরি হরি'।
প্রভু-সঙ্গে মধ্যাহ্নে অক্রূর-তীর্থে আইলা ;
২। প্রভু-অবশিষ্টপাত্র প্রসাদ পাইলা।
প্রাতে প্রভু-সঙ্গে আইলা জলপাত্র লঞা ;
প্রভু-সঙ্গে রহে গৃহ-স্ত্রী-পুত্র ছাড়িয়া।
"বৃন্দাবনে পুনঃ কৃষ্ণ প্রকট হইল"—
৩। যাঁহা তাঁহা লোক সব কহিতে লাগিল।
একদিন মথুরার লোক প্রাতঃকালে ;
বৃন্দাবন হৈতে আইসে করি কোলাহলে।
প্রভু দেখি করে লোক চরণ-বন্দন ;
প্রভু কহে—"কাঁহা হৈতে কৈলে আগমন ?"
লোক কহে—"কৃষ্ণ প্রকট কালিদহের জলে ;
কালিয়-শিরে নৃত্য করে, ফণিরত্ন জ্বলে ;
সাক্ষাৎ দেখিল লোক নাহিক সংশয়।"
শুনি হাসি কহে প্রভু—"সব সত্য হয়।"
এইমত তিন রাত্রি লোকের গমন ;
সবে আসি কহে—"কৃষ্ণ পাইলুঁ দর্শন।"
প্রভু-আগে কহে লোক—"শ্রীকৃষ্ণ দেখিলা ;"
৪। সরস্বতী এই বাক্য সত্য কহাইলা।
মহাপ্রভু দেখি সত্য কৃষ্ণ-দরশন ;
নিজ-জ্ঞানে সত্য ছাড়ি অসত্যে সত্য-ভ্রম।
ভট্টাচার্য্য কহে তবে প্রভুর চরণে—
"আজ্ঞা দেহ যাই করি কৃষ্ণ-দরশনে।"

৫। তবে তাঁরে কহে প্রভু চাপড় মারিয়া ;
৬।—"মূর্খবাক্যে মূর্খ হৈলা পণ্ডিত হইয়া।
৭। কৃষ্ণ কেন দরশন দিবেন কলিকালে ?
নিজভ্রমে মূর্খ লোক করে কোলাহলে।
বাতুল না হইও, ঘরে রহত বসিয়া ;
কৃষ্ণ দরশন করিহ কালি রাত্রে যাঞা।"
প্রাতঃকালে ভব্য লোক প্রভু স্থানে আইলা ;
"কৃষ্ণ দেখি আইলা ?"—প্রভু তাঁহারে পুছিলা।
লোক কহে—"রাত্রে কৈবর্ত্ত নৌকাতে চড়িয়া
৮। কালিদহে মৎস্য মারে দেউটি জ্বালিয়া
দূর হইতে তাহা দেখি লোকের হয় ভ্রম—
'কালিয় শরীরে কৃষ্ণ করিছে নর্ত্তন'।
নৌকাতে কালিয় জ্ঞান, দীপে রত্ন-জ্ঞানে
জালিয়াকে মূঢ় লোক কৃষ্ণ করি মানে।
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ আইলা সেহ সত্য হয়;
কৃষ্ণকে দেখিল লোক ইহা মিথ্যা নয়।
কিন্তু কাঁহা কৃষ্ণ দেখে ? কাঁহা ভ্রমে মানে ?
৯। স্থাণু-পুরুষ যৈছে বিপরীত জ্ঞানে।"
প্রভু কহে—"কাঁহা পাইলে কৃষ্ণ-দরশন ?"
১০। লোক কহে—"সন্ন্যাসী তুমি জঙ্গম-নারায়ণ।
বৃন্দাবনে হৈলে তুমি কৃষ্ণ-অবতার ;
তোমা দেখি সর্ব্বলোক হইল নিস্তার।"
প্রভু কহে—"বিষ্ণু ! বিষ্ণু ! ইহা না কহিও ;
জীবাধমে কৃষ্ণ-জ্ঞান কভু না করিও।
১১। সন্ন্যাসী—চিৎকণ-জীব—কিরণকণ-সম ;
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণ হয় সূর্য্যোপম।

১। পরতেক—প্রত্যক্ষ। ২। অবশিষ্ট—ভুক্তাবশিষ্ট। ৩। যাঁহা তাঁহা—যেখানে সেখানে। ৪। সরস্বতী…কহাইলা—লোক সকল যে কৃষ্ণ দর্শন পাইলাম বলিয়াছিল, বাগধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী দেবী তাহা সত্যই বলাইয়াছেন, যেহেতু মহাপ্রভু অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন। ৫। চাপড় মারিয়া প্রীতিপূর্ব্বক চপেটাঘাত করিয়া। ৬। মূর্খ বাক্যে—অজ্ঞানীর কথায়। ৭। কৃষ্ণ কেন…কোলাহলে—"ছন্নঃ কলৌ" এই শাস্ত্রবাক্য রক্ষার জন্য মহাপ্রভু আত্মগোপন জন্য এই কথা বলিলেন। ৮। দেউটী—দীপকাষ্ঠি অর্থাৎ মশাল। ৯। স্থাণু শাখা—পত্রবিহীন বৃক্ষ। তাহাকে যেমন ভ্রমবশতঃ দূর হইতে পুরুষ বলিয়া বোধ করে। "স্থাণু বা পুরুষো বা" ইতি ন্যায়ঃ। ১০। জঙ্গম—সচলনীল।
১১। সন্ন্যাসী…সূর্য্যোপম—জীব চিৎকণ, ঈশ্বর ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ পরমানন্দময়। পরমেশ্বর সূর্য্যসদৃশ, জীব তদীয় কিরণ-পরমাণুতুল্য।

জীব-ঈশ্বর-তত্ত্ব কভু নহে সম ;
১। জ্বলদগ্নি-রাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ।

হ্লাদিন্যা সম্বিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ-ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যাসংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ ॥৮॥

যেই মূঢ় কহে—জীব ঈশ্বরের সম ;
সেইত পাষণ্ডী হয়, দণ্ডে তারে যম।"

তথাহি শ্রীহরিভক্তিবিলাসস্য প্রথমবিলাসে একসপ্ততাঙ্কধৃত-বৈষ্ণবতন্ত্রং—

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবং ॥৯॥

২। লোক কহে—"তোমাতে কভু নহে জীবমতি;
কৃষ্ণের সদৃশ তোমার আকৃতি-প্রকৃতি।
৩। আকৃতে তোমাকে দেখি ব্রজেন্দ্রনন্দন ;
দেহকান্তি-পীতাম্বর কৈল আচ্ছাদন।
মৃগমদ বস্ত্রে বান্ধি তবু না লুকায় ;
ঈশ্বর-স্বভাব তোমার ঢাকা নাহি যায়।
৪। অলৌকিক প্রকৃতি তোমার বুদ্ধি-অগোচর ;
তোমা দেখি কৃষ্ণ-প্রেমে জগত পাগল।
স্ত্রী-বাল-বৃদ্ধ কিবা চণ্ডাল-যবন ;
যেই তোমার একবার পায় দরশন।

জীবেশ্বরবিভাগমাহ—হ্লাদিন্যা ইতি। ঈশ্বরঃ শ্রীকৃষ্ণঃ—হ্লাদিন্যা সংবিদা চ স্বরূপভূতয়া শক্ত্যা আশ্লিষ্ট আলিঙ্গিতঃ, অতএব সচ্চিদানন্দঃ—সংশ্চাসৌ চিচ্চাসাবানন্দশ্চেতি। জীবস্তু—স্বাবিদ্যয়া স্বাজ্ঞানেন স্বেষাং মৃগভূতস্য ভগবতাংশজ্ঞানেন আবৃতঃ সন্ সংক্লেশানাং নিকরস্য আকরঃ খনিরিতি। তথাভূতো জীবঃ স্যাৎ ॥ ৮ ॥

যস্তু ইতি। যো জনো নারায়ণং বিষ্ণুং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিভির্দৈবতৈঃ সমত্বেন সমানতয়া বীক্ষেত আলোচয়েৎ, স ধ্রুবং নিশ্চিতং পাষণ্ডী সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতো ভবেদিত্যর্থঃ। সাধনবশাৎ ব্রহ্মরুদ্রাদিত্বনাপন্নৈরাবেশাবতাররূপৈর্ম্মহত্তমজীববিশেষৈঃ সহ বিষ্ণোঃ সমত্ববীক্ষণমেব পাষণ্ডিত্বং—ন তু সাক্ষাদবতাররূপৈস্তৈরিতি ভাগবতাদিশাস্ত্রেষু এতেষাং ভেদদর্শিনাং দোষশ্রবণাৎ, শ্রীমতা গ্রন্থকারেণাপি জীবেশ্বরয়োর্ভেদদর্শনপরিহারার্থমিদং বচনমুপাত্তমিতি। অথবা 'সত্ত্বং রজস্তম' ইত্যাদি প্রকরণে তত্তদুপাধীনামেব তারতম্যমুক্তং, ন তু তত্ত্বস্য—'এক এব পরঃ পুরুষ' ইত্যাদ্যুক্তত্বাৎ। অতএব তত্তদুপাধীনাং সত্ত্বরজস্তমসাং সমত্বদর্শনমেব পাষণ্ডিত্বং। 'সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞান'মিতি কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানমিত্যাদিষু সত্ত্বগুণস্য মোক্ষদাতৃত্বশ্রবণাৎ ঘোরমূঢ়স্বভাবয়োরজস্তমসোস্তদভাবাৎ, সত্ত্বোপাধিকস্য বিষ্ণোঃ সেবনেঽপি মোক্ষঃ, উপাধিং পরিত্যজ্য পরমাত্মত্বেন সেব্যমানাভ্যাং ব্রহ্মরুদ্রাভ্যাং মোক্ষো ভবতি, ন তু রজস্তম-উপাধিকাভ্যামেব তাভ্যামিতি, অতএব উপাধিদৃষ্ট্যা তেষামভেদদর্শন এব দোষ ইতি সাধুভির্ব্বিবেক্তব্যং ॥ ৯ ॥

যিনি স্বরূপভূতা হ্লাদিনী এবং সংবিৎশক্তি দ্বারা আশ্লিষ্ট, তিনিই—অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর। এবং যিনি স্ব-স্বরূপ ভগবত্তত্ত্বের অজ্ঞানে সমাবৃত হইয়া বিবিধ ক্লেশের উৎপত্তিস্থান, তিনিই—জীব ॥ ৮ ॥

যে ব্যক্তি ব্রহ্ম এবং রুদ্রাদি দেবগণের সহিত নারায়ণকে সমান করিয়া আলোচনা করে, সে নিশ্চয়ই পাষণ্ডী ॥ ৯ ॥

ভগবান্ স্বরূপভূত হ্লাদিনী এবং সংবিৎ শক্তি দ্বারা আশ্লিষ্ট থাকায়, দুঃখ ও অজ্ঞান তাঁহার সমীপে যাইতে পারে না, জীবের সেই শক্তি না থাকায় অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়া নিরন্তর দুঃখ অনুভব করে, ইহাই জীব-ঈশ্বর-স্বরূপভেদে মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত।

ব্রহ্মা এবং রুদ্র দ্বিবিধ—জীবকোটি ও ঈশ্বরকোটি। যাঁহারা সাধন বশতঃ ব্রহ্মত্ব ও রুদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া পরমেশ্বরশক্তিতে আবিষ্ট হইয়া সৃষ্টি-সংহার কার্য্য করেন, তাঁহারা জীবকোটি। শ্রুতিতে লক্ষ্মী বলিয়াছেন—"আমি যাহাকে অনুগ্রহ করি, তাহাকে রুদ্র করি" ইত্যাদি। সুতরাং তাঁহাদিগকে জীব বলিতে হইবে। যে কল্পে তাদৃশ সাধনসম্পন্ন জীব না থাকে, সে কল্পে ভগবান্ স্বয়ংই ব্রহ্ম-রুদ্রাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়া সৃষ্টি-

১। জ্বলদগ্নিকণ—পরমেশ্বর প্রজ্বলিত অনলসদৃশ। জীব তাঁহারই স্ফুলিঙ্গসদৃশ। সুতরাং কখনই একতত্ত্বে অদ্বৈততত্ত্ব নহে।

২। নহে জীবমতি—অর্থাৎ আমাদিগের তোমাতে জীব-বুদ্ধি হয় না। ৩। আকৃতে—আকৃতিতে, শরীরের অবয়ব-সন্নিবেশে। দেহকান্তি... আচ্ছাদন—গৌরবর্ণ দ্বারা দেহকান্তি অর্থাৎ শ্যামকান্তি এবং অরুণ বস্ত্র দ্বারা পীতাম্বর আচ্ছাদিত করিয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে শ্যামকান্তি এবং পীতাম্বর লুক্কায়িত আছে। ৪। বুদ্ধি-অগোচর—অর্থাৎ আমাদিগের বুদ্ধির বিষয় হয় না।

কৃষ্ণনাম লয়ে নাচে হইয়ে উন্মত্ত ;
১। আচার্য্য হইল সেই তারিল জগত।
দর্শনের কার্য্য আছুক যে তোমার নাম শুনে ;
২। সেও কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত—তারে ত্রিভুবনে।
৩। তোমার নাম শুনি হয় শ্বপচ—পাবন ;
অলৌকিক-শক্তি তোমার না যায় কথন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশাধ্যায়ে ষষ্ঠশ্লোকে কপিলদেবং প্রতি দেবহূতি-বাক্যং—

যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ
যৎপ্রহ্বনাৎ যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে,
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ ॥১১॥

৪। এইমত মহিমা তোমার তটস্থ-লক্ষণ ;
স্বরূপ-লক্ষণে তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন।"

সেই সব লোকে প্রভু প্রসাদ করিল ;
প্রেমে মত্ত হঞা লোক নিজ ঘরে গেল।
৫। এইমত কত দিন অক্রূরে রহিলা ;
কৃষ্ণনাম-প্রেম দিয়া লোক নিস্তারিলা।
মাধবপুরীর শিষ্য সেইত ব্রাহ্মণ ;
মথুরার ঘরে ঘরে করান্ নিমন্ত্রণ।
মথুরার যত লোক ব্রাহ্মণ-সজ্জন ;
ভট্টাচার্য্য-স্থানে আসি করে নিমন্ত্রণ।
একদিনে দশ বিশ আইসে নিমন্ত্রণ ;
ভট্টাচার্য্য এক-মাত্র করেন গ্রহণ।
অবসর না পায় লোক নিমন্ত্রণ দিতে ;
সেই বিপ্রে সাধে লোক নিমন্ত্রণ নিতে।
৬। কান্যকুব্জ দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ ;
দৈন্য করি করে মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ।

সংহারাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, তাঁহারা ঈশ্বরকোটি। জীবকোটি ব্রহ্মরুদ্রাদির অভেদ দর্শনেই পাষণ্ডিত্ব হয়, গ্রন্থকর্ত্তাও জীব ও ঈশ্বরের অভেদদর্শন-নিরাসার্থ এই বচনের উপাদান করিয়াছেন। অথবা—সত্ত্বঃ রজঃ এবং তমঃ এই তিন গুণের নিয়ন্তা বিষ্ণু, ব্রহ্মা এবং রুদ্র। ইঁহাদিগের গুণের সহিত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ নাই, কেবল সান্নিধ্যমাত্রে তাহাদিগের উপকারক হন। অতএব এই তিন গুণ তিনের উপাধি, কিন্তু ইহাঁরা জীবের ন্যায় গুণপরতন্ত্র নহেন—গুণই ইহাঁদিগের অধীন। গীতাদি শাস্ত্রে সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি বলিয়াছেন এবং একাদশস্কন্ধে মোক্ষ বিষয়ক জ্ঞানকে সাত্ত্বিক বলিয়াছেন ; অতএব উপাধির সহিত বিষ্ণুকে ভজন করিলে মুক্তি হয়। কিন্তু যেহেতু রজোগুণ ঘোর-স্বভাব, তমোগুণ মূঢ়-স্বভাব, সেই হেতু উপাধির সহিত ব্রহ্মা এবং রুদ্রকে ভজন করিলে মুক্তি হইতে পারেনা, কিন্তু উপাধি পরিত্যাগ করিয়া পরমাত্মাংশ-রূপে ব্রহ্মা এবং রুদ্রকে সেবন করিলে মুক্তি হয়। অতএব উপাধির তারতম্য থাকায়, সেই সকল উপাধিকে সমানরূপে দেখিলে পাষণ্ডী হয়—ইহাই তাৎপর্য্য। ভাগবতাদি শাস্ত্রে ইহাঁদিগের এক তত্ত্ব বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। ইহার বিশেষ বিবরণ ভক্তিসন্দর্ভে আছে। ভাগবতামৃতে মুক্তিলোকের উপরি শিবলোক বর্ণিত হইয়াছে, এজন্য সংহারকর্ত্তা রুদ্র হইতে শিবতত্ত্ব স্বতন্ত্র। তিনি নির্গুণ, তাঁহাতে গুণ-সম্বন্ধ নাই। সদাশিবতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশমূর্ত্তি বলিয়া লঘুভাগবতামৃত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ॥৯॥

ইহার ব্যাখ্যা মধ্যলীলা ১৬ পরিচ্ছেদ (৪০৭) পৃষ্ঠা (৩) শ্লোকে দেখুন ॥১০॥

১। আচার্য্য...জগত—স্ত্রী-বালাদি তোমার দর্শনেই কৃষ্ণনামে মত্ত হয়, তাহার সঙ্গে অন্যব্যক্তি কৃষ্ণনাম গ্রহণ করে, এইরূপে স্ত্রী-বালক প্রভৃতি আচার্য্য (গুরু) হইয়া জগৎ তারিল (নিস্তার করিল)

২। তারে—নিস্তার করে। ৩। শ্বপচ—চণ্ডাল বিশেষ। পাবন—পবিত্রকারী।

৪। তটস্থ লক্ষণ—"তদ্ভিন্নত্বে সতি তদ্বোধকত্বং তটস্থলক্ষণং"—লক্ষ্য বস্তু হইতে ভিন্ন হইয়া যাহা লক্ষ্য বস্তুর জ্ঞাপক হয়, তাহাকে তটস্থ লক্ষণ বলে। কার্য্য যেমন কর্ত্তার জ্ঞাপক, কার্য্য কর্ত্তা হইতে ভিন্ন হইয়া যেমন কর্ত্তাকে জানায়, তদ্রূপ জগত্তারণ-কার্য্য তোমাকে পরমেশ্বর করিয়া বলিতেছে। স্বরূপ লক্ষণ—"তদভিন্নত্বে সতি তদ্বোধকত্বং"—লক্ষ্য বস্তু হইতে অভিন্ন হইয়া যে লক্ষ্যবস্তুর জ্ঞাপক হয়, তাহাকে স্বরূপ লক্ষণ বলে। যেমন গন্ধবত্তা মৃত্তিকার স্বরূপলক্ষণ। গন্ধবত্তা মৃত্তিকা হইতে অভিন্ন হইয়া যেমন মৃত্তিকাকে জানায়, তদ্রূপ শ্যামকান্তি আচ্ছাদিত হইলেও তোমার স্বরূপভূত আকৃতি ও প্রকৃতি তোমাকে ব্রজেন্দ্রনন্দন বলিয়া জানাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণের আকৃতি ও প্রকৃতি—শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপ।

৫। অক্রূরে—অক্রূর তীর্থে।

৬। কান্যকুব্জ-দাক্ষিণাত্য—কান্যকুব্জ এবং বৈদিক ব্রাহ্মণ। ইহাঁদিগের নিকট প্রভু ভিক্ষা করিতেন ; ইহাঁরা তোমাজ ব্রাহ্মণ।

প্রাতঃকালে অক্রূরে আসি রন্ধন করিয়া ;
প্রভুকে ভিক্ষা দেন শালগ্রামে সমর্পিয়া।
একদিন অক্রূরঘাটের উপরে ;
বসি মহাপ্রভু কিছু করেন বিচারে,—
১। "এই ঘাটে অক্রূর বৈকুণ্ঠ দেখিল ;
ব্রজবাসী-লোক গোলোক দর্শন পাইল।"
—এত বলি ঝাঁপ দিল জলের উপরে ;
ডুবিয়া রহিল প্রভু জলের ভিতরে।
২। দেখি কৃষ্ণদাস কান্দি ফুকার করিল ;
ভট্টাচার্য্য শীঘ্র আসি প্রভু উঠাইল।
তবে ভট্টাচার্য্য সেই ব্রাহ্মণ লইয়া ;
যুক্তি করিলা কিছু নিভৃতে বসিয়া—
"আজি আমি আছিলাম—উঠাইলু প্রভুরে ;
বৃন্দাবনে ডুবেন যদি, কে উঠাবে তাঁরে ?
লোকের সঙ্ঘট্ট আর নিমন্ত্রণ-জঞ্জাল ;
৩। নিরন্তর আবেশ প্রভুর না দেখিয়ে ভাল।
৪। বৃন্দাবন হৈতে যদি প্রভুরে কাঢ়িয়ে ;
তবে মঙ্গল হয় এই ভাল যুক্তি হয়ে।"
বিপ্র কহে—"প্রয়াগে প্রভু লয়ে যাই ;
গঙ্গাতীরপথে যাই তবে সুখ পাই।
৫। সোরোক্ষেত্রে আগে যাঞা করি গঙ্গাস্নান ;
সেই পথে প্রভু লঞা করয়ে পয়ান।
৬। মাঘমাস লাগিল, এবে যদি যাইয়ে ;
মকরে প্রয়াগ-স্নান কতদিন পাইয়ে।
৭। আপনার দুঃখ কিছু করি' নিবেদন ;
মকরে পৌঁছাহ প্রয়াগে করহ সূচন।
গঙ্গাতীরপথে সুখ জানাইও তাঁরে।"
ভট্টাচার্য্য আসি তবে কহিল প্রভুরে—
৮। "সহিতে না পারি আমি লোকের গড়বড়ি ;
নিমন্ত্রণ লাগি লোক করে হুড়াহুড়ি।
প্রাতঃকালে আইসে লোক তোমাকে না পায় ;
৯। তোমাকে না পাঞা লোক মোর মাথা খায়।
তবে সুখ হয় যদি গঙ্গাপথে যাই ;
১০। এবে যদি যাই, প্রয়াগে মকরস্নান পাই।
উদ্বিগ্ন হইল প্রাণ সহিতে না পারি ;
প্রভুর যে আজ্ঞা হয় সেই শিরে ধরি।"
যদ্যপি বৃন্দাবনত্যাগে নাহি প্রভুর মন ;
১১। ভক্ত-ইচ্ছা করিতে কহে মধুর বচন—
"তুমি আমায় আনি দেখাইলে বৃন্দাবন ;
এই ঋণ আমি নারিব করিতে শোধন।

১। এই ঘাটে...দেখিল—অক্রূর যে সময় বৃন্দাবন হইতে শ্রীকৃষ্ণ এবং বলদেবকে রথে করিয়া মথুরায় আনয়ন করিতেছিলেন সেই সময় এই ঘাটে আগমন করতঃ শ্রীকৃষ্ণ এবং বলদেবকে রথে রাখিয়া স্নান করিবার জন্য জলে নিমগ্ন হইলে সপরিকর শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবের সহিত বৈকুণ্ঠ দর্শন করিয়াছিলেন, তদবধি ইহার নাম অক্রূরতীর্থ হইয়াছে। বিস্তারিত বিবরণ শ্রীমদ্ভাগবতে (১০) স্কন্ধ (৩৯) অধ্যায় দেখুন।

ব্রজবাসী...পাইল—যে সময় বরুণভৃত্য বরুণলোকে নন্দমহাশয়কে লইয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণ তখন পিতাকে আনিবার জন্য স্বয়ং বরুণলোকে উপস্থিত হইলে সপরিকর বরুণ শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি প্রণতি করিয়াছিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ পিতাকে লইয়া আগমন করিলে সরলহৃদয় ব্রজরাজ বরুণ কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব প্রণামাদি বৃত্তান্ত জ্ঞাতিবর্গের নিকট প্রকাশিত করেন ; তাহা শ্রবণ করিয়া গোপগণ কৃষ্ণলোক দর্শন করিতে অভিলাষ করিলে এই ঘাটে সকলকে নিমজ্জিত হইতে বলেন ; পরে তাঁহারা সপরিকর শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোলোক দর্শন করিয়াছিলেন। বিশেষ বিবরণ শ্রীমদ্ভাগবতে (১০) স্কন্ধে (২৮) অধ্যায়ে আছে।

২। ফুকার—চীৎকার। ৩। না দেখিয়ে ভাল—আমি ভাল দেখি না।

৪। কাঢ়িয়ে—বাহির করি। ৫। সোরো ক্ষেত্র—বৃন্দাবন হইতে পূর্ব্বাংশে।

৬। এবে—এইক্ষণে। যাইয়ে—যাই। মকরে—মকররাশিস্থ ভাস্করে। প্রয়াগ স্নান—প্রয়াগে গঙ্গাস্নান। কতদিন—কিছুদিন। পাইয়ে—পাই। অর্থাৎ কিছুদিন মাঘমাসে প্রয়াগে গঙ্গাস্নান করিতে পারি। তাহাতে মহাপুণ্য লাভ হয়।

৭। আপনার—নিজের। করি—করিয়া। ৮। গড়বড়ি—ভীড়। হুড়াহুড়ি—ঠেলাঠেলি। ৯। মোর মাথা খায়—অর্থাৎ সর্ব্বদা আমায় উদ্বেগ দেয়। ১০। এবে—এইক্ষণে। ১১। ভক্তইচ্ছা করিতে—ভক্তের ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে।

যে তোমার ইচ্ছা আমি তাহাই করিব ;
যাঁহা লঞা যাও তুমি তাঁহাই যাইব।"
প্রাতঃকালে মহাপ্রভু প্রাতঃস্নান কৈল ;
বৃন্দাবন ছাড়িব জানি প্রেমাবেশ হৈল।
বাহ্য বিকার নাহি প্রেমাবিষ্ট-মন ;
ভট্টাচার্য্য কহে—"চল যাই মহাবন।"
—এত বলি মহাপ্রভুকে নৌকায় বসাইয়া ;
পার করি ভট্টাচার্য্য চলিলা লইয়া।
১। প্রেমী কৃষ্ণদাস আর সেইত ব্রাহ্মণ ;
গঙ্গাপথে যাইবার বিজ্ঞ দুইজন।
যাইতে এক বৃক্ষতলে প্রভু সবা লঞা ;
বসিলা সবার পথশ্রান্তি দেখিয়া।
সে বৃক্ষ নিকটে চরে বহু গাভীগণ ;
তাহা দেখি মহাপ্রভুর উল্লসিত-মন।
আচম্বিতে এক গোপ বংশী বাজাইল ;
শুনি মহাপ্রভুর মহা প্রেমাবেশ হৈল।
২। অচেতন হঞা প্রভু ভূমিতে পড়িলা ;
৩। মুখে ফেণা পড়ে নাসায় শ্বাস রুদ্ধ হৈলা।
৪ হেনকালে তাঁহা আসোয়ার দশ আইলা ;
ম্লেচ্ছ-পাঠান ঘোড়া হৈতে উত্তরিলা।
প্রভুকে দেখিয়া ম্লেচ্ছ করয়ে বিচার—
৫। —"এই যতি পাশ ছিল সুবর্ণ অপার।
৬। এই পঞ্চ বাটোয়ার ধুতুরা খাওয়াইয়া ;
৭। মারি ডারিয়াছে যতির সব ধন লঞা।"
তবে সেই পাঠান পঞ্চজনেরে বান্ধিল ;
কাটিতে চাহে, গৌড়িয়া সব কাঁপিতে লাগিল।
কৃষ্ণদাস—রাজপুত নির্ভয় বড় ;
৮। সেই বিপ্র নির্ভয়—মুখে বড় দড়।
বিপ্র কহে—"পাঠান তোমার পাৎসার দোহাই
৯। চল তুমি আমি সিক্দার পাশ যাই।
এ যতি আমার গুরু, আমি মাথুর ব্রাহ্মণ ;
পাৎসার আগে আমার আছে শতজন।
১০। এই যতি ব্যাধে কভু হয়ে ত মূর্চ্ছিত ;
১১। অবহি চেতন পাব, হইব সম্বিত।
ক্ষণেক ইঁহা বৈস, বান্ধি রাখহ সবারে ;
১২। ইঁহাকে পুছিয়া তবে মারিবে আমারে।"
পাঠান কহে—"তুমি পশ্চিমা দুই জন ;
১৩। গৌড়িয়া ঠগ এই, কাঁপে তিন জন।"

১। সেইত ব্রাহ্মণ—পুরী গোস্বামীর শিষ্য ব্রাহ্মণ।

২। অচেতন—মোহগ্রস্ত। ইহাকে মোহাখ্য সঞ্চারীভাব বলে। বিশ্লেষাদি হেতু হৃদয়ের মূঢ়তাকে মোহ বলে, ভূমিপতন প্রভৃতি তাহার কার্য্য। ৩। মুখে ফেনা পড়ে—মুখে ফেনাস্রাব হইতে লাগিল। ইহাকে অপস্মারাখ্য সঞ্চারীভাব বলে। দুঃখজনিত ধাতুবৈষম্য হইতে উদ্ভূত চিত্তবিপ্লবকে অপস্মার বলে। পতন, ধাবন, সম্যক্ অঙ্গবাধা, ভ্রম, কম্প, ফেনস্রাব, বাহুক্ষেপ এবং বিক্রোশনাদি তাহার অনুভাব। শ্বাসরুদ্ধ—শ্বাসমান্দ্য। ইহাকে মৃতিনামক সঞ্চারীভাব বলে। মরণের পূর্ব্ব চিত্তবৃত্তিকে মৃতি বলে। অব্যক্তাক্ষর ভাষণ, গাত্রের বৈবর্ণ, শ্বাসমান্দ্য হিক্কা এবং দেহত্যাগ প্রভৃতি তাহার অনুভাব।

৪। আসোয়ার—অশ্বারোহী। ৫। যতি—সন্ন্যাসী। সুবর্ণ—মোহর।

৬। পঞ্চ—বলভদ্র ভট্টাচার্য্য, তাঁহার শিষ্য, কৃষ্ণদাস, এবং পুরী গোস্বামীর শিষ্য মাথুর ব্রাহ্মণ—এই চারিজন প্রভুর সঙ্গে ছিলেন, কিন্তু সকল পুস্তকেই 'পঞ্চজন' এই পাঠ দেখা যায়, যদি রাজপুত কৃষ্ণদাস আর প্রেমী কৃষ্ণদাস দুইজন হয়, তবেই পাঁচজন হইতে পারে ; তাহা হইলে প্রেমী কৃষ্ণদাস গৌড়দেশীয়। বাটোয়ার—বাটপাড়, পথদস্যু। ৭। মারি ডারিয়াছে—মারিয়া ফেলিয়াছে। ৮। সেই বিপ্র—পুরী গোস্বামীর শিষ্য মাথুর ব্রাহ্মণ। দড়—দৃঢ় অর্থাৎ চটপটিয়া।

৯। সিক্দার—সেনাধ্যক্ষ।

১০। ব্যাধে—ব্যাধিতে। ১১। অবহি—এইক্ষণেই। সম্বিৎ—জ্ঞান। ১২। ইঁহাকে—ইঁহাকে। আমারে—আমাদিগকে।

১৩। ঠগ—সূচক ; অর্থাৎ ইহারা অনুসন্ধান করিয়া তোমাদিগকে বলে, তোমরা পশ্চিমা (অর্থাৎ বলবান) তোমরা প্রাণ বিনাশ করিয়া ধন অপহরণ করিয়া থাক। গৌড়িয়া ঠগ, এইজন্য ভয়ে কাঁপিতেছে।

কৃষ্ণদাস কহে—"আমার ঘর এই গ্রামে ;
১। শতেক তুড়কী আছে দুইশত কামানে।
২। এখনি আসিবে সব আমি যদি ফুকারি ;
৩। ঘোড়া পিড়া লুটি লবে তোমা সবে মারি।
গৌড়িয়া বাটপাড় নহে, তুমি বাটপাড় ;
৪। তীর্থবাসী লুট, আর চাহ মারিবার।"
শুনিয়া পাঠান মনে সঙ্কোচ হইল ;
হেনকালে মহাপ্রভু চৈতন্য পাইল।
৫। হুঙ্কার করিয়া উঠি বলে 'হরি হরি' ;
প্রেমাবেশে নৃত্য করে ঊর্দ্ধবাহু করি।
প্রেমাবেশে প্রভু যবে করেন চীৎকার ;
ম্লেচ্ছের হৃদয়ে যেন লাগে শেল-ধার।
ভয় পাইয়া ম্লেচ্ছ ছাড়ি দিল পঞ্চজন ;
প্রভু না দেখিল নিজগণের বন্ধন।
ভট্টাচার্য্য আসি প্রভুকে ধরি বসাইল ;
ম্লেচ্ছগণ দেখি প্রভুর বাহ্য হইল।
ম্লেচ্ছগণ আসি প্রভুর বন্দিল চরণ ;
প্রভু আগে কহে—"এই ঠগ পাঁচজন !
এই পঞ্চ মিলি তোমা ধুতুরা খাওয়াইয়া ;
তোমার ধন লইল তোমায় পাগল করিয়া।"
প্রভু কহেন—"ঠগ নহে মোর সঙ্গী জন ,
ভিক্ষুক সন্ন্যাসী মোর নাহি কিছু ধন।
মৃগী ব্যাধিতে মুই কভু হই অচেতন ;
এই পাঁচ দয়া করি করেন পালন।"
সেই ম্লেচ্ছ মধ্যে এক পরমগম্ভীর ;
৬। কাল বস্ত্র পরে সেই, লোক কহে পীর।
চিত্ত আর্দ্র হৈল তার প্রভুকে দেখিয়া ;
৭। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম স্থাপে স্বশাস্ত্র উঠাইয়া।
অদ্বয়-ব্রহ্মবাদ সেই করিল স্থাপন ;
৮। তারই শাস্ত্র-যুক্ত্যে প্রভু করিল খণ্ডন।
যেই যেই কহে, প্রভু সকলই খণ্ডিল ;
উত্তর না আইসে মুখে মহাস্তব্ধ হৈল।
প্রভু কহে—"তোমার শাস্ত্র স্থাপে নির্ব্বিশেষ ;
তাহা খণ্ডি সবিশেষ স্থাপিয়াছে শেষ।
তোমার শাস্ত্রে কহে শেষে একই ঈশ্বর ;
৯। সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ তিঁহ শ্যাম-কলেবর।
সচ্চিদানন্দ দেহ, পূর্ণব্রহ্মরূপ ;
সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বগ, নিত্য, সর্ব্বাদি-স্বরূপ।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় তাঁহা হৈতে হয় ;
১০। স্থূল-সূক্ষ্ম জগতের তিঁহো সমাশ্রয়।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বারাধ্য, কারণের কারণ ;
তাঁর ভক্ত্যে হয় জীবের সংসার-তারণ।
তাঁর সেবা বিনে জীবের না যায় সংসার ;
তাঁহার চরণে প্রীতি পুরুষার্থ-সার।
১১। মোক্ষাদি আনন্দ হয় যার এক কণ ;
পূর্ণানন্দপ্রাপ্তি তাঁর চরণসেবন।
কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ আগে করিয়া স্থাপন ;
১২। সকল খণ্ডিয়া স্থাপে ঈশ্বর-সেবন।
১৩। তোমার পণ্ডিত সবার নাহি শাস্ত্রজ্ঞান ;
১৪। পূর্ব্বাপর বিধি মধ্যে পর বলবান্।

১। তুড়কী—অশ্বারোহী। ২। ফুকারি—হাঁক দেই। ৩। পিড়া—এস্থলে ঘোটকের পৃষ্ঠস্থ আসন ও দ্রব্যাদি।
৪। লুট—তীর্থযাত্রীদের দ্রব্যাদি লুণ্ঠন কর। ৫। হুঙ্কার—প্রেমের অনুভাবে। ৬। কাল বস্ত্র—কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র, মুসলমানের অতীব পবিত্র। পীর—সিদ্ধ পুরুষ।

৭। নির্ব্বিশেষ—শক্তি, ধর্ম্ম এবং গুণাদি-বিবর্জ্জিত কেবল চিৎসত্তামাত্র। উঠাইয়া—প্রমাণ দিয়া। ৮। তারই শাস্ত্রযুক্ত্যে—তাহারই শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা। ৯। সর্ব্বৈশ্বর্য্য…কলেবর—কোরাণ শাস্ত্রে শেষে যে সবিশেষ বলিয়াছেন, সর্ব্বৈশ্বর্য্য ইত্যাদি দ্বারা তাহারই বিবৃতি করিতেছেন। শ্যামকলেবর—কোরাণে লিখিত আছে যে, সূর্য্যমণ্ডলের অভ্যন্তরে যে শ্যামপুরুষ আছেন, তাঁহারই ভজনে জীবের সংসারক্ষয় হয়।
১০। স্থূল সূক্ষ্ম—কার্য্য কারণ। ১১। যার—যে চরণসেবনের। ১২। ঈশ্বরসেবন—ঈশ্বরের ভজন অর্থাৎ ভক্তি।
১৩। পণ্ডিত সবার—পণ্ডিত সকলের। ১৪। পূর্ব্বাপর…বলবান্—পূর্ব্ববিধি সামান্য, পরবিধি বিশেষ। পূর্ব্ব বিধি—পূর্ব্বপক্ষস্বরূপ,

নিজ শাস্ত্র দেখ তুমি বিচার করিয়া ;
কিবা লিখিয়াছে শেষে নির্ণয় করিয়া।”
ম্লেচ্ছ কহে—“যেই কহ সেই সত্য হয় ;
১। শাস্ত্রে লিখিয়াছে কেহ লইতে না পারয়।
২। নির্ব্বিশেষ-গোসাঞী লঞা করেন ব্যাখ্যান;
৩। সাকার-গোসাঞী সেব্য কার নাহি জ্ঞান।
সেইত গোসাঞী তুমি সাক্ষাৎ-ঈশ্বর ;
মোরে কৃপা কর, মুই অযোগ্য পামর।
অনেক দেখিনু মুঞি, ম্লেচ্ছ-শাস্ত্র হৈতে ;
৪। সাধ্য-সাধন বস্তু নারি নির্দ্ধারিতে।
তোমা দেখি জিহ্বা মোর বলে কৃষ্ণনাম ;
‘আমি বড় জ্ঞানী’ এই গেল অভিমান।
কৃপা করি বল মোরে সাধ্য-সাধনে।”
—এত বলি পড়ে মহাপ্রভুর চরণে।

প্রভু কহে—“উঠ ! কৃষ্ণনাম তুমি লইলে ;
কোটিজন্মের পাপ গেল, পবিত্র হইলে।”
“কৃষ্ণ কহ ! কৃষ্ণ কহ !” কৈল উপদেশ ;
সবে কৃষ্ণ কহে— সবার হৈল প্রেমাবেশ।
‘রামদাস’ বলি প্রভু কৈল তার নাম ;
আর এক পাঠান তার নাম বিজুলী খান্।
৫। অল্প বয়স তার—রাজার কুমার ;
রামদাস আদি পাঠান চাকর তাহার।
কৃষ্ণ বলি পড়ে সেও মহাপ্রভুর পায়।
প্রভু শ্রীচরণ দিল তাহার মাথায়।

ত’াসবারে কৃপা করি প্রভু ত চলিলা ;
সেই ত পাঠান সব বৈরাগী হইলা।
‘পাঠান-বৈষ্ণব’ বলি হৈল তার খ্যাতি ;
৬। সর্ব্বত্র গাইয়া বুলে মহাপ্রভুর কীর্ত্তি।
সেই বিজুলী-খান্ হৈল মহাভাগবত ;
সর্ব্বতীর্থে হৈল তাঁর পরমমহত্ত্ব।
ঐছে লীলা করে প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ;
পশ্চিম আসিয়া কৈল যবনাদি ধন্য।
সোরোক্ষেত্র আসি প্রভু কৈল গঙ্গাস্নান ;
গঙ্গাতীরপথে কৈল প্রয়াগ-পয়ান।
সেই বিপ্রে কৃষ্ণদাসে প্রভু বিদায় দিলা ;
যোড়হাতে দুইজন কহিতে লাগিলা—
“প্রয়াগ পর্য্যন্ত দোঁহে তোমা সঙ্গে যাব ;
তোমার চরণসঙ্গ পুনঃ কাঁহা পাব ?
ম্লেচ্ছ দেশ, কেহ কাঁহা করয়ে উৎপাত ;
৭। ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত কহিতে না জানেন বাত।
শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিতে লাগিলা ;
সেই দুইজন প্রভুর সঙ্গে চলি আইলা।
যেই যেই জন প্রভুর পাইল দর্শন ;
সেই প্রেমে মত্ত, করে উচ্চ সংকীর্ত্তন।
৮। তার সঙ্গে অন্য অন্য, তার সঙ্গে আন্ ;
এইমত বৈষ্ণব কৈল সব দেশ গ্রাম।
৯। দক্ষিণ যাইতে যৈছে শক্তি প্রকাশিল ;
সেইমত পশ্চিমদেশ প্রেমে ভাসাইল।

পরবিধি সিদ্ধান্ত-স্বরূপ, যদি পূর্ব্ববিধি সিদ্ধান্ত হইত, তবে আর পরবিধি বলিবার আবশ্যকই হইত না। যে পর্য্যন্ত বক্তব্য বিষয় না বলা হয়, সে পর্য্যন্ত বলার শেষই হয় না। বক্তব্য বিষয়ের নির্ণয় হইলে, আর কিছুই বলিতেও থাকে না ; এজন্য উপক্রম হইতে উপসংহার প্রবল, যেহেতু উপক্রম বিষয়ের নির্ণয় উপসংহারে হইয়া থাকে, অতএব শেষে যাহা বলা হয়, তাহাই গ্রন্থের সিদ্ধান্ত—তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রমাণ। অতএব কোরাণের প্রথমে যে নির্ব্বিশেষবাদ বলিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বপক্ষরূপ ; পরে যে সবিশেষবাদ বলিয়াছেন, তাহাই সিদ্ধান্ত-পক্ষ।

১। লইতে—শাস্ত্রার্থ অবধারণ করিতে। ২। গোসাঞী—ঈশ্বর। ৩। সাকার...জ্ঞান—সবিশেষ অর্থাৎ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ অনন্তশক্তিপূর্ণ ঈশ্বরই যে সেব্য, ইহা কাহারই বোধ নাই।

৪। সাধ্য—পুরুষের যাহা প্রয়োজন। সাধনা—সাধ্যবস্তু লাভের উপায়।

৫। অল্প বয়স তার—তার বয়স অল্প। রাজার কুমার—সে ব্যক্তি রাজপুত্র। ৬। বুলে—ভ্রমণ করে।

৭। কহিতে না জানেন বাত—অর্থাৎ ম্লেচ্ছের সহিত কিরূপে কথা বলিতে হয়, তাহা অবগত নহেন।

৮। তার সঙ্গে...গ্রাম—যাহারা প্রভুর দর্শন পাইল তাহারা পরম বৈষ্ণব হইল, তাহাদিগের সঙ্গে অন্য বৈষ্ণব হইল, এইরূপ পরম্পরাক্রমে সকল দেশ বৈষ্ণব করিলেন। ৯। দক্ষিণ—দক্ষিণ দেশ।

এইমত চলি প্রভু প্রয়াগে আইলা ;
১। দশদিন ত্রিবেণীতে মকর-স্নান কৈলা।
বৃন্দাবন-গমন প্রভুর চরিত্র অনন্ত ;
সহস্র-বদন যাঁর নাহি পায় অন্ত।
তাহা কে কহিতে পারে ক্ষুদ্র জীব হঞা ?
দিগ্‌দরশন কৈল সূত্র করিয়া।
অলৌকিক লীলা প্রভুর অলৌকিক রীতি ;
শুনিলেও ভাগ্যহীনের না হয় প্রতীতি।
আদ্যোপান্ত চৈতন্যলীলা অলৌকিক জান ;
শ্রদ্ধা করি শুন ! ইহা সত্য করি মান।
২। যেই তর্ক করে ইহায়, সেই মূর্খরাজ ;
৩। আপনার মুণ্ডে সে আপনি পাড়ে বাজ।
চৈতন্যচরিত্র এই অমৃতের সিন্ধু ;
জগৎ আনন্দে ভাসায় যার একবিন্দু।
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ;
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

১। ত্রিবেণী—যে স্থানে গঙ্গা, যমুনা এবং সরস্বতী তিন মিলিত হইয়াছেন, তাহাকে ত্রিবেণী বা বেণী বলে। মকর-স্নান,—মাঘ স্নান।
২। মূর্খরাজ—মূর্খের রাজা অর্থাৎ অতিশয় মূর্খ।　　৩। পাড়ে—পাতিত করে।

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে বৃন্দাবন-দর্শন-বিলাসো নাম

অষ্টাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

বৃন্দাবনীয়াং রসকেলিবার্ত্তাং
কালেন লুপ্তাং নিজশক্তিমুৎকঃ।
সঞ্চার্য্য রূপে ব্যতনোৎ পুনঃ স
প্রভু র্বিধৌ প্রাগিব লোকসৃষ্টিং ॥১॥

বৃন্দাবনীয়ামিতি। স পরমদয়ালুত্বেন প্রসিদ্ধঃ, প্রভুঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুঃ, উৎকঃ স্বমাধুর্য্যাস্বাদনার্থমুন্মনাঃ সন্, প্রাক্ কল্পাদৌ, বিধৌ ব্রহ্মণি, লোকসৃষ্টিং তদ্বিসর্জনশক্তিমিব, রূপে শ্রীরূপনাম্নি ব্রাহ্মণবরে, নিজশক্তিং রসকেলি-বার্ত্তাপ্রকাশিনীং স্ব-স্বরূপশক্তিং, সঞ্চার্য্য সংক্রাময়িত্বা, কালেন দীর্ঘকালে অতীতে সতীত্যর্থঃ, লুপ্তামপ্রকটপ্রায়াং, বৃন্দাবনীয়াং বৃন্দাবনসম্বন্ধিনীং অপ্রাকৃতামিত্যর্থঃ, পুনর্ব্যতনোৎ সর্ব্বত্র বিস্তারিতবানিতি। লোকসৃষ্টিমিত্যনেন প্রাকৃত-জগৎসৃষ্টৌ ব্রহ্মণি প্রাকৃতশক্তিমিব অপ্রাকৃত-রসকেলি-বার্ত্তাপ্রকটনার্থং রূপে স্বরূপশক্তিং সঞ্চারিতবানিত্যর্থঃ ॥১॥

কল্পের আদিতে যেমন ব্রহ্মাতে বিসর্গশক্তি সঞ্চারিত করিয়া ত্রিলোকের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তদ্রূপ পরমদয়ালু বলিয়া প্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু উন্মনা হইয়া শ্রীরূপগোস্বামীতে নিজশক্তি সঞ্চারকরতঃ পুনর্ব্বার বৃন্দাবনের রসকেলিবার্ত্তা সর্ব্বত্র বিস্তারিত করিয়াছিলেন ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য ! জয় নিত্যানন্দ !
জয়াদ্বৈতচন্দ্র ! জয় গৌরভক্তবৃন্দ !

১। শ্রীরূপ-সনাতন রামকেলি গ্রামে ;
২। প্রভুকে মিলিয়া গেলা আপন ভবনে।
দুই ভাই বিষয়ত্যাগের উপায় সৃজিল ;
৩। বহু ধন দিয়া দুই ব্রাহ্মণ বরিল।
কৃষ্ণমন্ত্রে করাইল দুই পুরশ্চারণ ;
অচিরাতে পাইবারে চৈতন্য-চরণ।
শ্রীরূপগোসাঞী তবে নৌকাতে ভরিয়া ;
আপনার ঘরে আইলা বহুধন লঞা।
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে দিল তার অর্দ্ধ ধনে ;
এক চৌঠি ধন দিল কুটুম্ব-ভরণে
৪। দণ্ড-বন্ধ লাগি চৌঠি সঞ্চয় করিল ;
৫। ভাল ভাল বিপ্র স্থানে স্থাপ্য রাখিল।
৬। গৌড়ে রাখিল মুদ্রা দশ হাজারে ;
৭। সনাতন ব্যয়ে করে, রহে মুদি-ঘরে।
শ্রীরূপ শুনিলা প্রভুর নীলাদ্রি-গমন ;
বনপথে যাবেন প্রভু শ্রীবৃন্দাবন।
রূপগোসাঞী নীলাচলে পাঠাইলা দুইজন ;
প্রভু বৃন্দাবনে যবে করিবেন গমন।
৮। শীঘ্র আসি মোরে তার দিবে সমাচার ;
শুনিয়া তদনুরূপ করিব ব্যবহার।
এথা সনাতন গোসাঞী ভাবে মনে মন—
৯। "রাজা মোরে প্রীতি করে সে মোর বন্ধন।
কোনমতে রাজা যদি মোরে ক্রুদ্ধ হয় ;
তবে অব্যাহতি হয়"—করিল নিশ্চয়।
১০। অস্বাস্থ্যের ছদ্ম করি রহে নিজ ঘরে ;
১১। রাজকার্য্য ছাড়িল, না যায় রাজদ্বারে।
লোভী কায়স্থগণ রাজকার্য্য করে ;
আপনি স্বগৃহে করে শাস্ত্রের বিচারে।
ভট্টাচার্য্য-পণ্ডিত বিশ ত্রিশ লঞা ;
ভাগবত বিচার করেন সভাতে বসিয়া।
১২। আর দিন গৌড়েশ্বর সঙ্গে একজন ;
১৩। আচম্বিতে গোসাঞী সভাতে কৈল আগমন
পাতসা দেখিয়া সবে সম্ভ্রমে উঠিলা ;
সম্ভ্রমে আসন দিয়া রাজা বসাইলা।
রাজা কহে—"তোমার স্থানে বৈদ্য পাঠাইল ;
বৈদ্য কহে ব্যাধি নাহি সুস্থ যে দেখিল।
আমার যে কিছু কার্য্য সব তোমা লঞা ;
কার্য্য ছাড়ি রহিলা তুমি ঘরেতে বসিয়া।
১৪। মোর যত কার্য্য-কাম সব কৈলে নাশ ;
কি তোমার হৃদয়ে আছে—কহ মোর পাশ।"
সনাতন কহে—"নহে আমা হৈতে কাম।
আর একজন দিয়া কর সমাধান।"
তবে ক্রুদ্ধ হঞা রাজা কহে আরবার,—
১৫। তোমার বড় ভাই করে দস্যু ব্যবহার।
জীব পশু মারি কৈল চাক্‌লা সব নাশ ;
এথা তুমি কৈলে মোর সর্ব্বকার্য্য নাশ।"

১। রামকেলি—কিংবদন্তী আছে উষাহরণ সময়ে বলরাম এইস্থানে অবস্থিতি করেন, তন্নিমিত্ত ইহার নাম রামকেলি হইয়াছে।

২। প্রভুকে মিলিয়া ইত্যাদির বিশেষ বিবরণ মধ্যলীলার (১৬) পরিচ্ছেদে (৪০৯) পৃষ্ঠা দেখুন।

৩। বরিল—বরণ করিল। ৪। দণ্ড—রাজদ্বারে দণ্ড। বন্ধ—রাজদ্বারে বন্ধন মোচন। লাগি—সেই দুয়ের নিমিত্ত। চৌঠি—চতুর্থাংশ।

৫। ভাল ভাল বিপ্র—বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণ। স্থাপ্য—গচ্ছিত।

৬। গৌড়ে—গৌড় নগরে। ৭। রহে মুদি ঘরে—বণিকের গৃহে দশহাজার টাকা থাকিল, সে টাকা সনাতন গোস্বামী ব্যয় করিতে লাগিলেন।

৮। তার—বৃন্দাবনগমনের। ৯। সে মোর বন্ধন—অর্থাৎ গৌড়েশ্বরের প্রীতিতে আবদ্ধ হইয়া এ স্থান ত্যাগ করিতে পারিতেছি না।

১০। ছদ্ম ছল। ১১। রাজদ্বারে—রাজসভাতে।

১২। সঙ্গে একজন—একজন রক্ষক মাত্র সঙ্গে লইয়া। ১৩। আচম্বিতে—হঠাৎ। গোসাঞী—সনাতন গোস্বামী।

১৪। কার্য্যকাম—কাজকর্ম্ম। ১৫। বড় ভাই—শ্যালক। কোন কোন দেশে মুসলমানেরা শ্যালককে বড়-ভাই বলে।

সনাতন কহে—"তুমি স্বতন্ত্র গৌড়েশ্বর।
যেই যেই দোষ করে দেহ তার ফল।"
এত শুনি গৌড়েশ্বর উঠি ঘরে গেলা ;
১। পলাইবে বলি সনাতনেরে বান্ধিলা।
২। হেনকালে গেল রাজা উড়িয়া মারিতে ;
সনাতনে কহে—"তুমি চল মোর সাথে।"
৩। তিঁহ কহে—"যাবে তুমি দেবতায় দুঃখ দিতে ;
মোর শক্তি নাহি তোমার সঙ্গে যাইতে।"
৪। তবে তাঁরে বান্ধি রাখি করিলা গমন ;
এথা নীলাচল হৈতে প্রভু চলিলা বৃন্দাবন।
৫। তবে সেই দুই চর রূপ-ঠাঁঞি আইলা ;
বৃন্দাবনে চলিলা প্রভু—আসিয়া কহিলা।
শুনিয়া শ্রীরূপ লিখিল সনাতন ঠাঁঞি—
"বৃন্দাবন চলিলা শ্রীচৈতন্য গোসাঞী।
৬। আমি দুই ভাই চলিলাম তাঁহারে মিলিতে ;
তুমি যৈছে—তৈছে ছুট আইস তাঁহা হৈতে।
দশসহস্র মুদ্রা তথা আছে মুদি স্থানে ;
তাহা দিয়া কর শীঘ্র আত্মবিমোচনে।
যৈছে-তৈছে ছুট তুমি আইস বৃন্দাবন।"
এত লিখি দুই ভাই করিলা গমন।
৭। অনুপম মল্লিক তাঁর নাম শ্রীবল্লভ ;
রূপ গোসাঞির ছোট ভাই পরম বৈষ্ণব।
তাঁরে লঞা শ্রীরূপ প্রয়াগে আইলা ;
মহাপ্রভু তাহা শুনি আনন্দিত হৈলা।
৮। প্রভু চলিয়াছেন মাধব-দরশনে ;
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে প্রভুর মিলনে।
কেহ কান্দে, কেহ হাসে, কেহ নাচে গায় ;
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কেহ গড়াগড়ি যায়।
গঙ্গা-যমুনা প্রয়াগ নারিল ডুবাইতে ;
প্রভু ডুবাইল কৃষ্ণপ্রেমের বন্যাতে।
ভিড় দেখি দুই ভাই রহিলা নির্জ্জনে ;
প্রভুর আবেশ হইল মাধবদর্শনে।
প্রেমাবেশে নাচে প্রভু হরিধ্বনি করি ;
ঊর্দ্ধবাহু করি বলে—'বল হরি হরি'।
প্রভুর মহিমা দেখি লোক চমৎকার!
প্রয়াগে প্রভুর লীলা নারি বর্ণিবার।
দাক্ষিণাত্যবিপ্র সনে আছে পরিচয় ;
সেই বিপ্র নিমন্ত্রিয়া নিল নিজালয়।
বিপ্রগৃহে আসি প্রভু নিভৃতে বসিলা ;
৯। শ্রীরূপ-বল্লভ দোঁহে আসিয়া মিলিলা।
১০। দুই গুচ্ছ তৃণ দোঁহে দশনে ধরিয়া ;
প্রভু দেখি দূরে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা।
১১। নানা শ্লোক পঢ়ি উঠে পড়ে বারবার ;
প্রভু দেখি প্রেমাবেশ হইল দোঁহার।

১। পলাইবে—আমার রাজ্যের সমস্ত রহস্য সনাতন অবগত আছেন, পাছে কোন বিপক্ষ রাজার সহিত যোগ দেন—এই অভিপ্রায়ে বন্ধন করিলেন। ২। উড়িয়া—উড়িষ্যা দেশ। মারিতে—জয় করিতে।

৩। তিঁহ—সনাতন। দেবতায় দুঃখ দিতে—অর্থাৎ উৎকল দেশ হিন্দুরাজ্য, সেখানে অনেক দেবসেবা আছে, তুমি ম্লেচ্ছ যদি সে দেশ জয় কর, তবে সে সকল দেবসেবার অনিষ্ট করিবে, অতএব তোমার উড়িষ্যাগমন কেবল সেই সকল দেবতার দুঃখ দেওয়া।

৪। বান্ধি রাখি—কারাগারে বদ্ধ করিয়া। পাছে বিপক্ষ রাজার সহিত যোগ দেয়—এই আশঙ্কায় কারারুদ্ধ করিলেন।

৫। সেই দুই চর—মহাপ্রভুর বনপথে গমনসংবাদ জানিবার নিমিত্ত পূর্ব্বে যাহাদিগকে পুরীতে পাঠাইয়াছিলেন, সেই দুই চর।

৬। দুই ভাই—রূপ এবং শ্রীবল্লভ। ৭। মল্লিক—রাজদত্ত উপাধি, যাহার রচনায় বড়ই গাম্ভীর্য্য।

৮। মাধব—বেণীমাধব ; প্রয়াগতীর্থের অধিষ্ঠাতা। ৯। বল্লভ—শ্রীবল্লভ, রূপগোস্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

১০। দুই গুচ্ছ—ধরিয়া—দন্তেঃতৃণধারণ দৈন্যসূচক। ইহার অভিপ্রায় এই যে আমি তৃণভোজী পশুসদৃশ অজ্ঞ হিতাহিতজ্ঞানশূন্য, অতএব আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। ১১। নানাশ্লোক—দৈন্যসূচক বিবিধ শ্লোক ; পঢ়ি—পাঠ করিয়া। উঠে পড়ে—অর্থাৎ প্রভুদর্শনার্থ গাত্রোত্থান করেন, তাঁহার করুণা দেখিয়া ভূমিতে পতিত হন। বারবার—পুনঃপুনঃ।

শ্রীরূপে দেখি প্রভুর প্রসন্ন হৈল মন ;
"উঠ উঠ রূপ ! আইস"—বলিলা বচন—
"কৃষ্ণের করুণা কিছু না যায় বর্ণন ;
১। বিষয়-কূপ হইতে তোমা কাঢ়িল দুইজন।"

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্য দশমবিলাসে এক নবত্যঙ্কধৃতং ইতিহাসসমুচ্চয়োক্ত-ভগবদ্বাক্যং—

ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততোগ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথাহ্যহং ॥২

২। এই শ্লোক পড়ি দোঁহারে কৈল আলিঙ্গন ;
কৃপাতে দোঁহার মাথায় ধরিল চরণ।

প্রভু-কৃপা পাঞা দোঁহে দুইহাত যুড়ি ;
৩। দীন হঞা স্তুতি করে বিনয় আচরি।

তথাহি শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং—

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায়তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥৩॥

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে প্রথম সর্গে দ্বিতীয়শ্লোকে গ্রন্থকার-বাক্যং—

যোঽজ্ঞানমত্তং ভুবনং দয়ালু-
রুল্লাঘয়ন্নপ্যকরোৎ প্রমত্তং
স্বপ্রেমসম্পৎসুধয়াদ্ভুতেহং
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমমুং প্রপদ্যে ॥৪॥

ন মে ভক্ত ইতি। চতুর্ব্বেদী বেদচতুষ্টয়াভ্যাসযুক্তোপি অভক্তো বিপ্রো ন মে প্রিয়ঃ প্রীতিবিষয়ঃ। কিন্তু শ্বপচঃ চণ্ডালবিশেষঃ মদ্ভক্তশ্চেৎ মে মম প্রিয়ঃ। কিমুত তাদৃশগুণযুক্তো ভক্তো বিপ্রঃ। তস্মৈ তাদৃশশ্বপচায় তাদৃশবিপ্রাভাবে দেয়ং দানং কুর্য্যাৎ, ততো গ্রাহ্যং প্রতিগৃহ্নীয়াৎ। স চ অহমিব পূজ্যঃ আদরণীয়শ্চ ॥ ২ ॥

নম ইতি। মহাবদান্যায় কল্পতরুকামধেনুচিন্তামণ্যাদীনধরীকৃত্য দাতৃপ্রবরায়। কুতঃ—যতঃ কৃষ্ণস্য স্বয়ংভগবতঃ শ্রীযশোদানন্দনস্য তদ্বশীকরণমহৌষধমিব প্রেমাণং (প্রকর্ষেণ যাচিয়েত্যর্থঃ) দদাতীতি তস্মৈ। অতএব কৃষ্ণস্য চৈতন্যং সম্যগনুভবো যস্মাৎ তথাভূতং নাম যস্য তস্মৈ, তদানীং সর্ব্বেষামেব শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যমনুভাবিতবানিত্যর্থঃ। অতএব গৌরী পীতা ত্বিট্ কান্তির্যস্য তস্মৈ। পূর্ব্বন্তু প্রেমসারাবধি-মহাভাবো ধর্ম্মরূপেণ তদন্তর্ভূত এবাসীৎ, ইদানীন্তু গৌরকান্তিরূপেণ তং বহিরানীয় সর্ব্বাধিকৃতং বিধাতুং প্রকাশিতবানিত্যর্থঃ। কৃষ্ণায় যশোদানন্দনায়। 'কৃষ্ণশব্দস্তু তমালশ্যামলত্বিষি যশোদায়াঃ স্তনন্ধয়ে পরব্রহ্মণি রূঢ়ি'রিতি নামকৌমুদীকারাৎ। অত্র গৌরত্বিট্ কৃষ্ণ ইতি বিরোধাভাসোঽলঙ্কারোদ্রষ্টব্যঃ। তে তুভ্যং নমোনমঃ। অত্র প্রথমনমঃশব্দেন প্রণামো দ্বিতীয়েনাত্মসমর্পণঞ্চ কৃতবানিত্যনুসন্ধেয়মিতি ॥ ৩ ॥

যোঽজ্ঞান মিতি। যঃ কৃপালুঃ অজ্ঞানে অযথার্থভূতে সংসারে মত্তং অবধানশূন্যং ভুবনং জগৎ উল্লাঘয়ন্ অজ্ঞানরোগং বিনাশ্যেত্যর্থঃ, উল্লাঘো নির্গতো গদাদিত্যমরাৎ। স্বপ্রেমসম্পদেব সুধা তয়া প্রমত্তং প্রেমানন্দাবেশেন প্রমত্তং তদতিরিক্তানুসন্ধানবর্জিতমকরোৎ। মত্তমুল্লাঘয়ন্নপি প্রমত্তমকরোদিতি বিরোধাভাসঃ। অদ্ভুতা ঈহা চেষ্টা যস্য তং অমুং দুর্দ্দৈববশতো মদেকনেত্রাগোচরং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহং প্রপদ্যে শরণং ব্রজামীত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

চতুর্ব্বেদাভ্যাসকারী ব্রাহ্মণ আমাতে ভক্তিশূন্য হইলে আমার প্রিয় হয় না, কিন্তু চণ্ডালও আমাতে ভক্তিমান্ হইলে আমার প্রিয় হয়। অতএব তাদৃশ ভক্তিমান্ বিপ্রের অভাবে তাদৃশ ভক্ত চণ্ডালই দানের পাত্র এবং তাহা হইতেই প্রতিগ্রহও করিবে। আর অধিক কি বলিব,—সে ব্যক্তি আমারই ন্যায় আদরের পাত্র ॥ ২ ॥

যিনি দাতার শিরোমণি, যিনি সাধারণকে যাচিয়া কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করেন এবং যাঁহার দেহকান্তি পীতবর্ণ, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে বিখ্যাত শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহাকেই আত্মসমর্পণ করিলাম ॥ ৩ ॥

যে পরমদয়ালু সংসারে অতীবলিপ্ত জীবগণের সংসাররোগ শান্তি করতঃ স্বীয় প্রেম-সম্পত্তিরূপ সুধা দ্বারা অতিশয় প্রমত্ত করিয়াছেন, আমি সেই আশ্চর্য্যক্রিয়াশীল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শরণ লইলাম ॥ ৪ ॥

১। কাঢ়িল—নিষ্কাষিত করিলেন। ২। দুঁহারে—রূপ ও শ্রীবল্লভেরে। ৩। দীন হঞা—দীনের ন্যায়। আচরি—করিয়া।

ভক্তই ভগবানের প্রিয়। যাহাতে যেরূপ ভক্তির প্রকাশ, সে ব্যক্তি তদনুরূপ ভগবানের প্রীতির বিষয় ॥২।৩।৪॥

তবে মহাপ্রভু তাঁরে নিকটে বসাইলা ;
"সনাতনের বার্ত্তা কহ" তাঁহারে পুছিলা।
শ্রীরূপ কহেন—"তিঁহো বন্দী রাজঘরে ;
তুমি যদি উদ্ধার তবে হইবেন উদ্ধারে।"
প্রভু কহেন—"সনাতনের হইয়াছে মোচন ;
অচিরাতে আমা সহ হইবে মিলন।"
১। মধ্যাহ্ন করিতে বিপ্র প্রভুকে কহিলা ;
রূপগোসাঞী সেই দিবস তথাই রহিলা।
২। ভট্টাচার্য্য দুই ভাই নিমন্ত্রণ কৈল ;
প্রভুর শেষ প্রসাদপাত্র দুই ভাই পাইল।
৩। ত্রিবেণী উপরে প্রভুর বাসা-ঘর স্থান ;
দুই ভাই বাসা কৈল প্রভু-সন্নিধান।
সে কালে বল্লভভট্ট রহে আম্বুলী গ্রামে ;
মহাপ্রভু আইলা শুনি আইলা তাঁর স্থানে।
দণ্ডবৎ কৈল তিঁহো, প্রভু আলিঙ্গিল ;
দুইজনে কৃষ্ণকথা কতক্ষণ হৈল।
কৃষ্ণকথায় মহাপ্রভুর প্রেম উথলিল ;
ভট্টের সঙ্কোচে প্রভু সম্বরণ কৈল।
অন্তরে গর-গর প্রেম নহে সম্বরণ ;
দেখি চমৎকার হৈল বল্লভভট্টের মন।
তবে ভট্ট মহাপ্রভুর নিমন্ত্রণ কৈল ;
মহাপ্রভু দুই ভাই তাঁরে মিলাইল।
দূর হৈতে দুই ভাই ভূমিতে পড়িয়া ;
৪। ভট্টে দণ্ডবৎ কৈল অতি দীন হঞা।
৫। ভট্ট মিলিবারে যায়—দোঁহে পলায় দূরে ;
৬। —অস্পৃশ্য পামর মুঞি না ছুঁইও মোরে।
৭। ভট্টের বিস্ময় হৈল, প্রভুর হর্ষ-মন ;
৮। ভট্টেরে কহিলা প্রভু তাঁর বিবরণ—
৯। "ইঁহা না স্পর্শিও, ইঁহো জাতি অতিহীন ;
বৈদিক যাজ্ঞিক তুমি কুলীনপ্রবীণ।"
দোঁহার মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম শুনি ;
ভট্ট কহে প্রভুর কিছু ইঙ্গিত-ভঙ্গী জানি—
"দোঁহার মুখে কৃষ্ণনাম করিছে নর্ত্তন ;
এ দুই অধম নহে হয় সর্ব্বোত্তম।"

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশাধ্যায়ে সপ্তমশ্লোকে কপিলদেবং প্রতি দেবহূতি-বাক্যং—

অহোবত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যং
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচু নাম গৃণন্তি যে তে ॥৫॥

১০। শুনি মহাপ্রভু তাঁরে বহু প্রশংসিলা ;
প্রেমাবিষ্ট হঞা শ্লোক পড়িতে লাগিলা।

তথাহি শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে তৃতীয়াধ্যায়ে দ্বাদশঃ শ্লোকঃ—

১। বিপ্র—দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ। ২। দুই ভাই—রূপ ও শ্রীবল্লভ। ৩। ত্রিবেণী উপরে—বেণীঘাটে।
৪। অতিদীন হঞা—অতিদীনের ন্যায়। ৫। মিলিবারে—আলিঙ্গন করিতে। ৬। অস্পৃশ্য—স্পর্শের অযোগ্য। পামর, নীচ।
৭। ভট্টের বিস্ময়...হর্ষমন—'ইঁহারা বৈদিক ব্রাহ্মণ পরমপবিত্রবংশজ হইয়াও এত দৈন্য করিতেছেন। যেস্থানে ভক্তিদেবী যে পরিমাণে প্রকট হন, তাঁহার সহকারি দৈন্যও তাদৃশই প্রকট হইয়া থাকেন। যখন ইঁহাতে দৈন্যের পরাকাষ্ঠা দেখা যাইতেছে, তখন নিশ্চয়ই ভক্তির পূর্ণকৃপা হইতেছে। অতএব এতাদৃশ ভক্তি সাধকে লক্ষিত হয় না',—এই চিন্তায় বল্লভভট্টের মনে বিস্ময় হইল। কিন্তু ভট্টের চমৎকারী প্রেমভক্তি দেখিয়া প্রভুর মনে হর্ষের উদয় হইল।
৮। তাঁর বিবরণ—অর্থাৎ ইহারা ম্লেচ্ছের দাসত্ব করায় আপনাদিগকে নীচ বলিয়া অভিমান করেন।
৯। জাতি অতিহীন—জাতিতে হীন, হীনম্মন্য। বৈদিক—বেদবেত্তা। যাজ্ঞিক—যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছে। কুলীন—উৎকৃষ্ট কুলসম্ভূত। প্রবীণ—বিচক্ষণ। ১০। তাঁরে—বল্লভ ভট্টকে।

ইহার ব্যাখ্যা মধ্যলীলা (১১) পরিচ্ছেদ ১৩ শ্লোক ৩৪৩ পৃষ্ঠা দেখুন ॥৫॥

শুচিঃ সদ্ভক্তিদীপ্তাগ্নিদগ্ধদুর্জাতিকল্মষঃ।
শ্বপাকোঽপি বুধৈঃ শ্লাঘ্যো ন বেদজ্ঞোঽপি নাস্তিকঃ ॥৬॥

তথাহি শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে তৃতীয়াধ্যায়ে একাদশঃশ্লোকঃ—

ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিঃ শাস্ত্রং জপস্তপঃ
অপ্রাণস্যেব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনং ॥৭॥

১। প্রভুর প্রেমাবেশ আর প্রভাব ভক্তিসার ;
সৌন্দর্য্যাদি দেখি ভট্টের হৈল চমৎকার।
সগণে প্রভুকে ভট্ট নৌকাতে চড়াইয়া ;
ভিক্ষা দিতে নিজঘরে চলিলা লইয়া।
যমুনার জল দেখি চিক্কণ শ্যামল ;
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু হইলা বিহ্বল।
হুঙ্কার করি যমুনার জলে দিল ঝাঁপ ;
প্রভু দেখি সবার মনে হৈল কাঁপ।
আস্তেব্যস্তে সবে ধরি প্রভু উঠাইলা,
নৌকার উপরে প্রভু নাচিতে লাগিলা।
মহাপ্রভুর ভরে নৌকা করে টল-মল ;
ডুবিতে লাগিলা নৌকা ঝলকে ভরে জল।
যদ্যপি ভট্টের আগে প্রভুর ধৈর্য্য হৈল মন ;
২। দুর্ব্বার উদ্ভট প্রেম—নহে সম্বরণ।
দেশ-পাত্র দেখি প্রভু যবে ধৈর্য্য হৈলা ;
আম্বুলীর ঘাটে নৌকা আসি উত্তরিলা।
৩। ভয়ে ভট্ট সঙ্গে রহি মধ্যাহ্ন করাইয়া ;
নিজগৃহে আনিলা প্রভুকে সঙ্গে লইয়া।
আনন্দিত হঞা ভট্ট দিল দিব্যাসন ;
আপনি করিল প্রভুর পাদপ্রক্ষালন।
সবংশে সেই জল মস্তকে ধরিল ;
নূতন কৌপীন বহির্ব্বাস পরাইল।
গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপে মহাপূজা কৈল ;
৪। ভট্টাচার্য্যে মান্য করি পাক করাইল।
ভিক্ষা করাইলা প্রভুকে সস্নেহ যতনে ;
রূপ গোসাঞী দুই ভাইর করাইল ভোজনে।
৫। ভট্টাচার্য্য শ্রীরূপে দেয়াইল অবশেষ ;
৬। তবে সেই প্রসাদ কৃষ্ণদাস পাইল শেষ।
মুখবাস দিয়া প্রভুকে করাইল শয়ন ;
আপনি ভট্ট করেন প্রভুর পাদসম্বাহন।

শুচিরিতি। সতী অনন্যা ভক্তিরেব দীপ্তঃ প্রজ্বলিতঃ অগ্নিঃ, তেন দগ্ধং দুর্জাত্যারম্ভকং কল্মষং চণ্ডালত্বোৎপাদকং পাপং যস্য সঃ, অতএব শুচিঃ। এবম্ভূতঃ শ্বপাকোপি বুধৈঃ শ্লাঘ্য আদরণীয়ঃ, বেদজ্ঞঃ অধীতসর্ব্ববেদঃ নাস্তিকস্তাদৃশ-ভগবদ্ভক্তিবর্জিতশ্চেন্নাদরণীয় ইতি ॥৬॥

ভগবদ্ভক্তিহীনস্যেতি। ভগবদ্ভক্তিহীনস্য ভগবদ্ভক্তিগন্ধরহিতস্য জনস্য, জাতিঃ ব্রাহ্মণত্বাদিঃ, শাস্ত্রং বেদাধ্যয়নাদি, জপঃ পুরশ্চরণাদি, তপঃ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়নাদি, এতৎ সর্ব্বং অপ্রাণস্য মৃতস্য দেহস্য শবস্যেত্যর্থঃ, মণ্ডনং অলঙ্করণমিব, অয়ং কুলীনঃ পণ্ডিতঃ জাপকঃ তপস্বী ইত্যেতাবন্মাত্রং লোকরঞ্জনমেব, ন তু সংসারমোচকং ॥৭॥

অনন্য অত্যূর্জিত ভক্তিরূপ প্রজ্বলিত অনল দ্বারা যাহার দুর্জাতির আরম্ভক পাপরাশি ভস্মীভূত হইয়াছে, অতএব পরমপবিত্রমূর্ত্তি তাদৃশ চণ্ডালও পণ্ডিতদিগের আদরণীয়, কিন্তু সমগ্রবেদবেত্তা হইয়াও ভগবদ্বহির্মুখ হইলে কোনকালেই আদরের যোগ্য হয় না ॥৬॥

হরিভক্তিবিহীন ব্যক্তির—জাতি, শাস্ত্রাধ্যয়ন, মন্ত্রাদি জপ এবং তপস্যা—মৃতদেহ মণ্ডনের ন্যায় লোকরঞ্জন মাত্রে পর্য্যাপ্ত হয় ॥৭॥

১। ভক্তিসার—প্রেম। ২। উদ্ভট—প্রবলতর। ৩। মধ্যাহ্ন—মধ্যাহ্নকালীন স্নান। ৪। ভট্টাচার্য্য—মহাপ্রভুর সঙ্গী বলভদ্র ভট্টাচার্য্য। ৫। অবশেষ—মহাপ্রভুর অবশেষ (প্রসাদ) ৬। কৃষ্ণদাস—রাজপুত ; যিনি বৃন্দাবন হইতে মহাপ্রভুর সঙ্গে আসিয়াছেন।

এই তিন শ্লোকে অন্বয় ও ব্যতিরেক দ্বারা ভগবদ্ভক্তিই যে সমাদরের যোগ্য, ইহাই নিশ্চিত হইল ॥৫।৬।৭॥

প্রভু পাঠাইল তাঁরে করিতে ভোজনে ;
১। ভোজন করি আইলা তিঁহো প্রভুর চরণে।
সেনকালে আইলা রঘুপতি উপাধ্যায় ;
২। তিরোহিতা পণ্ডিত বড় বৈষ্ণব মহাশয়।
আসি তিঁহো কৈল প্রভুর চরণবন্দন ;
৩। "কৃষ্ণে মতি রহু"—বলে প্রভুর বচন।
শুনি আনন্দিত হৈল উপাধ্যায়ের মন ;
প্রভু তারে কৈল—"কহ কৃষ্ণের বর্ণন।"
নিজকৃত কৃষ্ণলীলা শ্লোক পড়িল ;
শুনি মহাপ্রভুর মহাপ্রেমাবেশ হৈল।

তথাহি পদ্যাবল্যাং শ্রীনন্দপ্রণামে প্রথমাঙ্কধৃত-রঘুপত্যুপাধ্যায় শ্লোকে তস্যৈব বাক্যং—

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে
　　　ভজন্তু ভবভীতাঃ॥
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম ॥৮॥

৪। রঘুপতি-উপাধ্যায় নমস্কার কৈল ;
"আগে কহ" প্রভু-বাক্যে উপাধ্যায় কহিল—

তথাহি পদ্যাবল্যাং একনবতিতমাঙ্কধৃত-রঘুপত্যুপাধ্যায়োক্ত-শ্লোকঃ—

কং প্রতি কথয়িতুমীশে
সম্প্রতি কো বা প্রতীতিমায়াতু।
গোপতিতনয়াকুঞ্জে
গোপবধূটীবিটং ব্রহ্ম ॥৯॥

প্রভু কহে 'কহ'—তিঁহ পড়ে কৃষ্ণলীলা ;
৫। প্রেমাবেশে প্রভু—দেহ-মন আলুইলা।
প্রেম দেখি উপাধ্যায় হৈল চমৎকার ;
৬। 'মনুষ্য নহে ইঁহো কৃষ্ণ'—করিল নির্দ্ধার।
৭। প্রভু কহে—"উপাধ্যায়! শ্রেষ্ঠ মান কায়?"
"শ্যামমেব পরং রূপং"—কহে উপাধ্যায়।

শ্রুতিমিত্যাদি। অপরে মোক্ষাকাঙ্ক্ষিণঃ ভবাৎ সংসারাদ্‌ভীতাঃ সন্তঃ শ্রুতিং ভজন্তু তদুক্তজ্ঞানযোগমনুতিষ্ঠন্তু। ইতরে কর্ম্মমার্গপরায়ণা ভবভীতাঃ সন্তঃ স্মৃতিং ভজন্তু চিত্তশুদ্ধ্যাদ্যর্থং তদুক্তং স্বাধিকারপ্রাপ্তকর্ম্মযোগমনুতিষ্ঠন্তু। অন্যে সকামাঃ স্বর্গাদিসুখভোগাদ্যর্থং ভারতং তদুক্তযজ্ঞাদ্যনুষ্ঠানরূপং সকামকর্ম্মযোগমনুতিষ্ঠন্তু। তত্র তত্র নিহিতং ব্রহ্মবৈরাগ্য-[illegible] তেষামত্যাগ্রহঃ। তত্রাস্মাকমাদরো নাস্তীত্যর্থঃ। অতস্তু তাবদিহ মনুষ্যজন্মনি নন্দং ব্রজরাজং বন্দে। [illegible] নন্দস্য অলিন্দে বহির্দ্বারপ্রকোষ্ঠে পরং সবিশেষং ব্রহ্ম প্রকাশতে নিরন্তরমিত্যর্থঃ, তত্র গতবন্ত এব ব্রহ্ম লভন্তে, ন [illegible]প্রয়াস ইতি ভাবঃ ॥৮॥

কং প্রত্যাদি। সম্প্রতি কং জনং প্রতি কথয়িতুমীশে সমর্থোভবানি। কথনে কা হানিরিত্যত্রাহ—কো বা জন. প্রতীতিং বিশ্বাসমায়াতু সংজাতনীতামিত্যর্থঃ। কিন্তদিত্যাহ—গোপতিঃ সূর্য্যস্তস্য তনয়া যমুনা তস্যাঃ কুঞ্জে [illegible] তানগৃহে গোপবধূটীনাং অল্পবয়স্কানাং গোপস্ত্রীণাং বিটং উপভোগলম্পটরূপং ব্রহ্মেতি ॥৯॥

[illegible] ভীত হইয়া কেহবা শ্রুতিকে, কেহবা স্মৃতিকে এবং কেহবা মহাভারতকে ভজন করিতেছেন—করুন্; [illegible] বহির্দ্বারে পরব্রহ্ম বিরাজমান, আমি সেই নন্দ-মহাশয়কে বন্দনা করি ॥৮॥

[illegible] যমুনাতীরস্থ নিকুঞ্জবনে অল্পবয়স্ক গোপকামিনীগণে অতিশয় ভোগলম্পট—এ কথা কাহাকেই বা বলিতে পারি, [illegible] বা কে বিশ্বাস করিবে? ॥৯॥

[illegible] ভারতাদির মধ্যে পরতত্ত্ব আছেন, তাঁহার সন্ধান পাওয়া কঠিন; কিন্তু নন্দ মহাশয়ের বাটীর বাহিরে যে পরব্রহ্ম (অর্থাৎ সবিশেষ [illegible]) গোচরে আছেন, তাঁহাকে লাভ করিতে কোন কষ্টই নাই ॥৮॥

১। প্রভুর চরণে—প্রভুর সমীপে। ২। তিরোহিতা—ত্রিহুত দেশবাসী।
৩। প্রভুর বচন—প্রভুর বচন 'কৃষ্ণে রতি হউক' ইহাই বলিয়া। রহু—হউক।
৪। নমস্কার কৈল—অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তশ্লোক পাঠ করিয়া নমস্কার করিলেন। ৫। আলুইলা—শিথিল অর্থাৎ অবশ হইতে লাগিল।
৬। ইঁহো—ইনি। করিল নির্দ্ধার—ইহাই নির্দ্ধারণ করিলেন।
৭। শ্রেষ্ঠ মান কায়—কোন্ রূপকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া মান (স্বীকার কর)? পরং—সর্ব্বোৎকৃষ্টং।

১। "শ্যামরূপের বাসস্থান শ্রেষ্ঠ মান কায় ?"
"পুরী মধুপুরী বরা"—কহে উপাধ্যায়।
২। "বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোর শ্রেষ্ঠ মান কায় ?"
"বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ং"—কহে উপাধ্যায়।
৩। "রসগণ-মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ মান কায় ?"
"আদ্য এব পরো রসঃ"—কহে উপাধ্যায়।
প্রভু কহে—"ভাল তত্ত্ব শিখাইলা মোরে।"
৪। —এত বলি শ্লোক পড়ে গদগদ স্বরে।

তথাহি **পদ্যাবল্যাং** ত্রিসপ্ততিতমাঙ্কধৃত-মাধবেন্দ্র-পুরীকৃত-শ্লোকঃ—

শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মধুপুরী বরা।
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্য এব পরো রসঃ ॥১০॥

প্রেমাবেশে প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ;
প্রেমে মত্ত হঞা তিঁহো করেন নর্ত্তন।
দেখি বল্লভভট্ট চমৎকার হৈল ;
দুই পুত্র আনি প্রভুর চরণে পড়িল।
প্রভু দেখিবারে গ্রামের সব লোক আইল ;
প্রভুদর্শনে সব লোক কৃষ্ণভক্ত হইল।
ব্রাহ্মণ সকল করেন প্রভুর নিমন্ত্রণ ;
বল্লভভট্ট তাহা সব করেন নিবারণ।—
'প্রেমোন্মাদে পড়ে গোসাঞী মধ্যযমুনাতে ;
৫। প্রয়াগে চালাব ইঁহা না দিব রহিতে।
৬। যার ইচ্ছা প্রয়াগে যাই কর নিমন্ত্রণ'—
—এত বলি প্রভু লঞা করিল গমন।
গঙ্গাপথে মহাপ্রভু নৌকাতে বসাইয়া ;
প্রয়াগে আইলা ভট্ট গোসাঞী লইয়া।
লোক-ভিড় ভয়ে প্রভু দশাশ্বমেধে গিয়া ;
৭। রূপকে শিক্ষা করান্ শক্তি সঞ্চারিয়া।
৮। কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, রসতত্ত্ব প্রান্ত ;
সব শিখাইল প্রভু ভাগবতসিদ্ধান্ত।
রামানন্দ-পাশে যত সিদ্ধান্ত শুনিল ;
রূপে কৃপা করি তাহা সব সঞ্চারিল।
শ্রীরূপ-হৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিল ;
৯। সর্ব্বতত্ত্ব-নিরূপণে প্রবীণ করিল।
শিবানন্দ সেনের পুত্র কবি কর্ণপূর ;
১০। রূপের মিলন—গ্রন্থে লিখিয়াছেন প্রভুর।

শ্যামমেব ইতি। রূপানাং মধ্যে পরং সর্ব্বোৎকৃষ্টং রূপং শ্যামমেব ধ্যেয়ং ধ্যাতুং যোগ্যং। পুরীণাং মধ্যে মধুপুরী বরা শ্রেষ্ঠা বৈকুণ্ঠতোঽপীত্যর্থঃ। বয়সাং বিবিধত্বেপি কৈশোরকং বয় এব ধ্যেয়ং ধ্যাতুং যোগ্যমিত্যর্থঃ। নানারসেষু সৎস্বু আদ্যো মধুর এব রসঃ শ্রেষ্ঠঃ গুণাধিক্যাদিত্যর্থঃ ॥১০॥

রূপের মধ্যে শ্যামরূপ, পুরীর মধ্যে মধুপুরী এবং বয়সের মধ্যে কৈশোর বয়স শ্রেষ্ঠ, অতএব ধ্যেয়—ধ্যানের যোগ্য।১০।

১। বাসস্থান—অযোধ্যা প্রভৃতি যে সকল শ্যামরূপের বাসস্থান আছে তন্মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ? মধুপুরী—মথুরা।

২। বাল্য…কায়—বাল্য, পৌগণ্ড, এবং কৈশোর ইহার মধ্যে কোন্ বয়স শ্রেষ্ঠ ? ধ্যেয়ং—ধ্যানের যোগ্য। কৈশোর বয়সে সমস্ত মাধুর্য্যের অভিব্যক্তি হওয়ায় কৈশোরই শ্রেষ্ঠ ; বাল্য এবং পৌগণ্ডাদিতে যে মাধুর্য্য অভিব্যক্ত হয়, কৈশোরে তাহা অপেক্ষাকৃত অধিকরূপে প্রকটিত হয়, এই নিমিত্ত কৈশোর ধর্ম্মী এবং বাল্য-পৌগণ্ড ধর্ম্ম।

৩। কায়—কোন্ রসকে ? পর—শ্রেষ্ঠ। যদ্যপি যাহার যাদৃশ বাসনা থাকে, তাহার নিকট সেই রসই শ্রেষ্ঠ, তথাপি শৃঙ্গাররসে গুণাধিক্য থাকায় স্বাদাধিক্য আছে ; ইহার তটস্থলক্ষণ অর্থাৎ ক্রিয়াদ্বারা শৃঙ্গাররসের শ্রেষ্ঠতার অনুমান হইতে পারে।

৪। গদ্গদস্বর—স্বরভঙ্গ নামক সাত্ত্বিক ভাব। ৫। চালাব—পাঠাইব।

৬। যাই—যাইয়া। ৭। শক্তি সঞ্চারিয়া—সূর্য্য যেমন সূর্য্যকান্তমণিতে স্বীয় তেজঃ সঞ্চারিত করিয়া দাহাদি কার্য্য সম্পাদন করেন, তদ্রূপ মহাপ্রভু শিক্ষাচ্ছলে শ্রীরূপগোস্বামীতে স্বীয়শক্তি সঞ্চারিত করিয়া তাঁহা দ্বারা তত্ত্বনিরূপণাদিকার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।

৮। তত্ত্ব—স্বরূপ। প্রান্ত—সীমা। ৯। সর্ব্বতত্ত্ব—কৃষ্ণতত্ত্ব ভক্তিতত্ত্বাদি। প্রবীণ—অভিজ্ঞ।

১০। গ্রন্থে—চৈতন্যচরিতকাব্যে এবং চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে।

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে নাটকে নবমাঙ্কে চতুরধিকশততমশ্লোকে ধর্ম্মোর্ম্মিলনে সার্ব্বভৌমং প্রতি বার্ত্তাহারিবাক্যং—

কালেন বৃন্দাবনকেলিবার্ত্তা
লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য।
কৃপামৃতেনাভিষিষেচ দেব-
স্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ ॥১১॥

তথাহি তত্রৈব নবমাঙ্কে সপ্ততিতমশ্লোকে রূপানুগ্রহে প্রতাপরুদ্রং প্রতি বার্ত্তাহারিবাক্যং—

যঃ প্রাগেব প্রিয়গুণগণৈর্গাঢ়বদ্ধোঽপি মুক্তো
গেহাধ্যাসাদ্রস ইব পরো মূর্ত্ত এবাপ্যমূর্ত্তঃ।
প্রেমালাপৈর্দৃঢ়তরপরিষঙ্গরঙ্গৈঃ প্রয়াগে
তং শ্রীরূপং সমমনুপমেনানুজগ্রাহ দেবঃ ॥১২॥

তথাহি তত্রৈব নবমাঙ্কে পঞ্চসপ্ততিতমশ্লোকে শক্তিসঞ্চারে প্রতাপরুদ্রং প্রতি সার্ব্বভৌম-বাক্যং—

প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে
প্রেমস্বরূপে সহজাভিরূপে।
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে
ততান রূপে স্ববিলাসরূপে ॥১৩॥

এইমত কর্ণপূর লিখে স্থানে স্থানে;
প্রভু কৃপা কৈল যৈছে রূপ-সনাতনে।
১। মহাপ্রভুর যত বড়-ছোট ভক্তমাত্র;
রূপ-সনাতন সবার কৃপা-গৌরব-পাত্র।

কালেনেতি। কালেন ভগবদিচ্ছারূপেণ বৃন্দাবনকেলিঃ বৃন্দাবনসম্বন্ধিনী কেলিঃ লীলা তস্যা বার্ত্তা লুপ্তা অপ্রকটা সাধারণস্যাগোচরা—ইতি হেতোস্তাং বার্ত্তাং বিশিষ্য বিশিষ্টাং কৃত্বা খ্যাপয়িতুং সাধারণগোচরীকর্ত্তুং দেবঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যো ভগবান্ তত্রৈব শ্রীবৃন্দাবন এব রূপং সনাতনঞ্চ কৃপামৃতেনাভিষিষেচ অভিষিক্তবান্ ॥১১॥

য ইতি। যঃ শ্রীরূপঃ প্রিয়স্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য গুণগণৈর্গুণসমূহৈর্গাঢ়ং দৃঢ়তরং যথাস্যাত্তথা বদ্ধোঽপি গেহাধ্যাসাৎ গেহাবেশাৎ প্রাগেব মুক্ত এ.বতি অপিবিরোধাভাসসূচকঃ। পরঃ শৃঙ্গারো রস ইব অমূর্ত্তোঽপি মূর্ত্ত এব। ইবশব্দ উৎপ্রেক্ষাদ্যোতকঃ। অনুপমেন শ্রীবল্লভেন সমং তং শ্রীরূপং দেবঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ প্রয়াগে প্রেমপূর্ব্বকমালাপৈঃ দৃঢ়তরপরিষঙ্গরঙ্গৈঃ গাঢ়ালিঙ্গনপ্রকারৈরনুজগ্রাহ স্বকৃপাবিষয়ীচকারেত্যর্থঃ ॥১২॥

প্রিয়স্বরূপ ইতি। প্রভুঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ প্রিয়স্বরূপে ভক্তরূপে তথা দয়িতং যতঃ স্বরূপনামা যস্মৈ স্বরূপমিতি শেষঃ তস্মিন্ তথা একমভিন্নং রূপং যস্য তস্মিন্—তদীয়েনাভেদাৎ। তথা স্ববিলাসরূপে নিজবিভূতিস্বরূপে রূপে রূপ-গোস্বামিনি সহজে স্বাভাবিকে অভিরূপে মধুরে। তে চ তে চেতি বিশেষণকর্ম্মধারয়ঃ। নিজানুরূপে স্বপ্রয়োজনস্য প্রেমস্বরূপে প্রেম চ স্বরূপঞ্চ তে কর্ম্মভূতে ততান আবেশিতবানিত্যর্থঃ ॥১৩॥

বৃন্দাবনের কেলিবার্ত্তা কালে বিলুপ্ত হওয়ায়, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব পুনর্ব্বার তাহাকে বিশেষরূপে প্রকাশিত করিবার নিমিত্ত, সেই শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরূপ এবং শ্রীসনাতনগোস্বামীকে সেই কার্য্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন ॥১১॥

যিনি পূর্ব্ব হইতেই শ্রীগৌরাঙ্গগুণাবলীর দ্বারা দৃঢ়তর বদ্ধ হইয়াও গেহাবেশ হইতে বিমুক্ত, অমূর্ত্ত শৃঙ্গাররসই যেন মূর্ত্তিধারণ পূর্ব্বক যে রূপাকারে প্রকাশিত, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব অনুপম অর্থাৎ শ্রীবল্লভের সহিত সেই রূপকে প্রেমালাপ এবং গাঢ়ালিঙ্গন দ্বারা স্বীয়কৃপাপাত্র করিয়াছিলেন ॥১২॥

যাঁহার নিকট আপনাকেই প্রদান করিয়াছেন, যিনি চৈতন্যের কলেবরবিশেষ এবং যিনি গৌরাঙ্গের বিভূতিস্বরূপ, সেই শ্রীরূপগোস্বামীতে স্বাভাবিক ও পরমমধুর স্বীয়প্রেম এবং স্বরূপটিকে স্বপ্রয়োজনরূপ বিস্তার করিয়াছিলেন ॥১৩॥

১। মহাপ্রভুর…পাত্র—বড় ভক্তের কৃপাপাত্র এবং ছোট ভক্তের গৌরবের পাত্র।

কেহ যদি দেশে যায় দেখি বৃন্দাবন ;
তাঁরে প্রশ্ন করেন প্রভুর পারিষদগণ—
১। কহ তাঁহা কৈছে রহে রূপ-সনাতন ?
কৈছে রহে, কৈছে বৈরাগ্য, কৈছে ভোজন ?
কৈছে অষ্টপ্রহর করেন শ্রীকৃষ্ণভজন ?'
তবে প্রশংসিয়া কহে সেই ভক্তগণ—
২। "অনিকেতন দোঁহে রহে,—যত বৃক্ষগণ
একেক বৃক্ষের তলে একেক রাত্রি শয়ন।
৩। বিপ্রগৃহে স্থূল ভিক্ষা, কাঁহা মাধুকরী ;
শুষ্ক রুটী চানা চিবায় ভোগ পরিহরি।
৪। করোয়া মাত্র হাতে কাঁথা ছিঁড়া বহির্ব্বাস ;
কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণনাম, নর্ত্তন, উল্লাস।
সার্দ্ধসপ্তপ্রহর কৃষ্ণভজন, চারিদণ্ড শয়নে ;
৫। নামকীর্ত্তনপ্রেমে সেহ নহে কোনদিনে।
কভু ভক্তিরসশাস্ত্র করয়ে লিখন ;
চৈতন্যকথা শুনে, করে চৈতন্য চিন্তন।"
—এই কথা শুনি মহান্তের মহাসুখ হয়, ;
চৈতন্যের কৃপা যাঁহা, তাঁহা কি বিস্ময় ?

চৈতন্যের কৃপা রূপ লিখিয়াছে আপনে ;
রসামৃতসিন্ধু গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে।

তথাহি **ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ** পূর্ব্ববিভাগে ভক্তিসামান্যলহর্য্যাং দ্বিতীয়শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং—

হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্ত্তিতোঽহং
বরাকরূপোঽপি।
তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে
চৈতন্যদেবস্য ॥১৪॥

এইমত দশদিন প্রয়াগে রহিয়া ;
শ্রীরূপে শিক্ষা দিল শক্তি সঞ্চারিয়া।
প্রভু কহে—"শুন রূপ ! ভক্তিরসের লক্ষণ ;
সূত্ররূপে কহি, বিস্তার না যায় বর্ণন।
৬। পারাবারশূন্য গম্ভীর ভক্তিরসসিন্ধু ;
৭। তোমা চাখাইতে তার কহি একবিন্দু।
এইত ব্রহ্মাণ্ড ভরি অনন্ত জীবগণ ;
চৌরাশি-লক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ।
কেশাগ্র শতেকভাগ পুনঃ শতাংশ করি ;
তার সম সূক্ষ্ম জীবের স্বরূপ বিচারি।

অথ নিজভক্তিপ্রবর্ত্তনেন কলিযুগপাবনাবতারং বিশেষতঃ স্বাশ্রয়চরণকমলং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামানং ভগবন্তং নমস্করোতি—হৃদীতি। বরাকরূপঃ ক্ষুদ্ররূপোঽপ্যহং যস্য হৃদি প্রেরণয়া প্রবর্ত্তিতোঽস্মিন্ সন্দর্ভে ইতি শেষঃ। তস্য চৈতন্যদেবস্য হরেঃ পদকমলমহং বন্দে। বরাকেতি স্বয়ং দৈন্যোক্তিঃ। সরস্বতী তু তদসংমানা বরং শ্রেষ্ঠং আসম্যক্ কায়তি শব্দায়ত ইতি তথা তং স্তাবয়তি। সংকবিতায়ামপি তৎপ্রেরণয়ৈবাত্র প্রবৃত্তিঃ স্বাম্নায়স্যৈতৎপরার্থঃ ॥ ১৪ ॥

আমি ক্ষুদ্ররূপ হইয়াও অন্তরে যাঁহার প্রেরণায় এই গ্রন্থনির্ম্মাণে প্রবর্ত্তিত হইয়াছি, সেই শ্রীচৈতন্যদেব হরির চরণকমল আমি বন্দনা করি ॥ ১৪ ॥

১। তাঁহা—বৃন্দাবনে। ২। অনিকেতন—থাকিবার নিকেতন (গৃহ) নাই। ইহাতে বৈরাগ্যের কথা বলা হইল।

৩। বিপ্রগৃহে—সর্ব্বপ্রধান বিপ্রগৃহে ভিক্ষাগ্রহণ বৈরাগ্যের অনুকূল। স্থূল ভিক্ষা—একান্ন ভোজন। মাধুকরী—মধুকরের বৃত্তি; মধুকর যেমন পুষ্পকে ক্লেশ না দিয়া তাহা হইতে বিন্দু বিন্দু মধু গ্রহণ করতঃ স্বীয় জীবিকা সম্পাদন করে, তদ্রূপ সন্ন্যাসী অধিক গৃহস্থকে ক্লেশ না দিয়া এক এক গ্রাসমাত্র গ্রহণ করেন। চানা—ছোলা। ভোগ—শারীরিক সুখাদি। ইহাতে তাঁহাদের ভোজনের কথা বলা হইল।

৪। করোয়া—কমণ্ডলু। ৫। সেহ—সেই চারিদণ্ড শয়ন। ইহাতে তাঁহাদিগের কৃষ্ণভজনের কথা বলা হইল।

৬। পারাবারশূন্য—পূর্ব্ব পার এবং অপর পার রহিত। গম্ভীর=অতলস্পর্শ। ভক্তিরসসিন্ধু—ভক্তিরসসমুদ্র। চাখাইতে—অল্পমাত্রা আস্বাদন করাইতে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তাশীতিতমাধ্যায়ে ষড়্বিংশশ্লোকব্যাখ্যাধৃতাশ্রুতিঃ—

কেশাগ্রশতভাগস্য শতাংশসদৃশাত্মকঃ।
জীবঃ সূক্ষ্মস্বরূপোঽয়ং সংখ্যাতীতোহি চিৎকণঃ॥

তথাহি তত্রৈব একাদশস্কন্ধে ষোড়শাধ্যায়ে একাদশশ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং—

"সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ" ॥১৬॥

তথাহি তত্রৈব দশমস্কন্ধে সপ্তাশীতিতমাধ্যায়ে ষড়্বিংশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য বেদস্তুতিঃ—

অপরিমিতা ধ্রুবা স্তনুভৃতো যদি সর্ব্বগতা
স্তর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মো ধ্রুব নেতরথা।

কেশাগ্রেতি। অয়ং জীবশ্চিতঃ পরমাত্মনঃ কণঃ বিভিন্নাংশরূপঃ পুঞ্জায়মানস্যাগ্নেঃ স্ফুলিঙ্গ ইব। যথাগ্নের্বহবঃ ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি এমমেবাত্মনঃ সর্ব্বে জীবা ভিদ্যন্তে ইত্যাদি শ্রুতেঃ। কেশাগ্রশতভাগস্য কেশাগ্রশতভাগৈকভাগস্য শতাংশস্য শতাংশৈকাংশস্য সদৃশ আত্মা স্বরূপং যস্য সঃ। এতত্তু সূক্ষ্মত্বে তাৎপর্য্যং। অতএব সূক্ষ্মঃ অত্যণুঃ স্বরূপং যস্যেতি সঃ। অতএব সংখ্যাতীতঃ অনন্তঃ (জাতাবেকবচনং) ॥১৫॥

সূক্ষ্মাণামিতি। সূক্ষ্মাণাং মধ্যে সূক্ষ্মতা পরাকাষ্ঠা প্রাপ্তো জীবঃ অহং মদ্বিভূতিরিতি ॥১৬॥

নমু প্রোক্তানাং জীবানাং কিংস্বরূপমিতাপেক্ষায়াং প্রথমং পরমতবাক্ষেপেণ তেষাং স্বরূপমাহুঃ—অপরিমিতা ইতি। অপরিমিতা অসংখ্যাঃ প্রতিমহাকল্পং কোটিশো মুচ্যমানেষ্বপি জীবেষু অনাদিনা কালেনাপি তেষাং বাহুল্যাভাবস্যাদর্শনাৎ। ধ্রুবা বৈষ্ণবানাং মতে নিত্যা এব স্যুঃ। ভক্ত্যা তেষামবিদ্যোপাধিলিঙ্গদেহাদিষু লীনেষু বিশুদ্ধচিদ্দেহাবির্ভাবাৎ কিন্তু অনন্তা ধ্রুবাশ্চ যদি সর্ব্বগতা ব্যাপকাঃ স্যুস্তর্হি ত্বয়া শাস্যাচ্ছাস্যতা ন স্যাৎ। ইতরথা উক্তাদ্ব্যাপকত্বাদেরন্যপ্রকারেণ। তমেবাহুঃ—অজনীতি। যথৈবং যদ্বহ্নিমং বিস্ফুলিঙ্গাদিকং অজনি তদ্বহ্নিরূপং অবিমুচ্য স্বীয়তয়া তৎ স্বীকৃত্য তস্য বিস্ফুলিঙ্গাদের্নিয়ামকং ভবং নিজাংশত্বাৎ ক্ষুদ্রত্বাচ্চ। দ্বিবিধা হি চিচ্ছক্তিঃ। পরমোত্তমা সামান্যা চ। তত্রাদ্যা শ্রীভাগবত্যেব বিরাজতে যস্যা দৃষ্টিবিশেষস্তৎপ্রসাদেন পারিষদগণে, অন্তিমা তু কালপ্রধানজীবাদিষু বর্ত্ততে। ইত্যতঃ সামান্যা চিচ্ছক্তিবৃত্তিবিশিষ্টা বহ্নেবিস্ফুলিঙ্গা ইব মহাপ্রলয়স্যান্তে পরমাত্মলক্ষণ-মহাচৈতন্যরূপাদ্বাসুদেবাচ্চিদ্রূপা অনাদ্যবিদ্যাভাজো জীবা অভিব্যক্তিং যান্তীতি শ্রীভবদ্বিয়ন্যা এবামী। নমু শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে। কল্পানাং জনসাম্যা হি মুক্তির্নৈবোপপদ্যতে। কদাচিদপি ধর্ম্মজ্ঞ তত্র প্রজ্ঞাদি কারণং। একৈকস্মিন্নরে মুক্তিং কল্পে কল্পে গতে দ্বিজ। অভবিষ্ট জগচ্ছূন্যং কালস্যাদেরভাবতঃ। ইতি শ্রীবজ্রেণ পৃষ্টঃ মার্কণ্ডেয়ঃ প্রাহ। জীবস্যান্যস্য সর্গেণ নরে মুক্তিমুপাগতে। অচিন্ত্যশক্তির্ভগবান্ জগৎ পূরয়তে সদা। ব্রহ্মণা সহ যান্তে ব্রহ্মলোকমুপাগতাঃ। সৃজ্যন্তে চ মহাকল্পে তদ্বিনাশাচ্চাপরা জনাঃ। সর্ব্বে জীবাস্তথৈব স্যুঃ সর্ব্বে কল্পাস্তথা নৃপেতি। জীবানাং সর্গপ্রবাহাৎ কথমন্তহনাদয় উচ্যন্তে সত্যং। কূটীভূতকর্ম্মকদম্বা অপ্যানুপস্থিতকর্ম্মভোগরহিতত্বাৎ ভগবন্মায়াশক্তির্বিশেষগহ্বর এবানন্তাঃ খলু জীবানাং গণা লীনা বর্ত্তন্তে, তেষাং মধ্যে কেষাঞ্চিত্তত্র কল্পে প্রাদুর্ভাবনমেব সর্গঃ ন তু নূতনজীবসৃষ্টিরিতি সর্ব্ববাদিনাং সম্মতং। বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে চ অণব এব আবাগ্রমাত্রত্বেন শ্রুত্যা প্রতিপাদনাৎ। তথা সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীব ইতি ভগবদ্বচনাৎ। বালাগ্রশতশোভাগঃ কল্পিতো যঃ সহস্রধা। তস্যাপি শতশোভাগো জীব ইত্যভিধীয়তে। ইতি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরবচনাচ্চ তেষামণুত্বেঽপি দেহব্যাপিচৈতন্যং সম্ভবত্যেব, যথা গৃহৈকদেশস্থোদীপঃ সর্ব্বং গৃহং তেজসা ব্যাপ্নোতি

কেশাগ্র শতভাগের যে একভাগ তাহার শতাংশের যে একাংশ তৎ সদৃশ যাহার স্বরূপ অতিশয় সূক্ষ্ম, সেই চিৎপরমাণু জীব অনন্ত॥ ১৫ ॥

সূক্ষ্ম পদার্থের মধ্যে জীবই আমি অর্থাৎ জীব আমার সূক্ষ্মবিভূতি ॥১৬॥

হে ধ্রুব! অসংখ্য এবং নিত্য জীবগণ যদি ব্যাপক হয়, তাহা হইলে জীব তোমার শাসনের বিষয় এ নিয়ম থাকে না, অন্যথা অর্থাৎ ব্যাপক না হইলে নিয়ম্য-নিয়ন্তৃভাবের ঘটনা হইতে পারে; বহ্নিময় বিস্ফুলিঙ্গাদি যে উৎপন্ন হয়, তাহাতে যেমন বহ্নি নিজাংশ এবং ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গাদিকে স্বরূপ-রূপে অঙ্গীকার করিয়া তাহার নিয়ামক হয়, তদ্রূপ তোমার বিভিন্নাংশ জীবকে স্বস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করতঃ তাহার নিয়ামকও হইতে পারে। সেই জীবের সহিত তোমাকে যাহারা সমান

অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্তৃ ভবেৎ।
সমমনুজানতাং যদমতং মতদুষ্টতয়া ॥১৭॥

১। তার মধ্যে স্থাবর-জঙ্গম দুই ভেদ ;
জঙ্গমে তির্য্যক্-জল-স্থলচর বিভেদ।
তার মধ্যে মনুষ্যজাতি অতি অল্পতর ;
২। তার মধ্যে ম্লেচ্ছ-পুলিন্দ-বৌদ্ধ-শবর।
৩। বেদনিষ্ঠ মধ্যে অর্দ্ধেক মুখে বেদ মানে ;
বেদনিষিদ্ধ পাপ করে ধর্ম্ম নাহি গণে।
ধর্ম্মাচারী মধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ ;
৪। কোটি কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ।
৫। কোটি জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত ;
কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত।
৬। কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত ;
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী সকলি অশান্ত।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে চতুর্থশ্লোকে শুকদেবং প্রতি পরিক্ষীতো বাক্যং—

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে ॥১৮॥

৭। ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব ;
গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পান ভক্তিলতা-বীজ।

তথাপ্যমূনি চেতনালক্ষণেন স্বপ্রভাববিশেষেণ সর্ব্বং দেহং চেতয়তি, যথা অয়স্কান্তঃ স্বসন্নিহিতং লোহং চালয়তীতি। তদুক্তং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে। অণুমাত্রোঽপ্যয়ং জীবঃ স্বদেহং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি। যথা ব্যাপ্য শরীরাণি হরিচন্দনবিপ্রুষ ইতি। কিন্তু যদ্যপি সামান্যতঃ সর্ব্বজীবানাং স্বরূপমিদমুক্তং, তথাপি ভক্তিপ্রভাবেণাবির্ভূতালৌকিকশক্তীনাং ভগবৎপ্রিয়াণাং স্বরূপং সর্ব্বতো বিলক্ষণমেব, তে হি ভক্ত্যোৎকর্ষপ্রাপ্তৈরেব শ্রীভগবত্তুল্যা ভবন্তি, তদিতরে তু সর্ব্বত্র সমতয়ৈবেতি তন্নির্জাতি সর্ব্বথা। প্রিয়েষু প্রিয়োক্তেষু চ শ্রীভগবত্তুং সমমনুজানতাং। যদ্বা—জীবানাং নিয়ম্যত্বাৎ সমমনুজানতাং মতস্য জ্ঞানস্য দুষ্টত্বং ভবেৎ। অজ্ঞানমেবেত্যর্থঃ। যদ্বা—ননু ভবন্তু তে জীবাস্তস্য নিয়ম্যা রুদ্রাদয়স্তু তৎসমা এবেত্যাহুঃ সমমিতি। রুদ্রাদিনামপি ত্বং সমং ত্বনমিতি ॥ ১৭ ॥

মুক্তানামিতি। মুক্তানাং প্রাকৃতশরীরস্থেপি তদভিমানশূন্যানাং সিদ্ধানাং প্রাপ্তসালোক্যাদীনাঞ্চ কোটিষ্বপি মধ্যে নারায়ণসেবামাত্রাকাঙ্ক্ষী প্রশান্তাত্মা সঙ্কোপদ্রবরহিতঃ সুদুর্ল্লভঃ ॥ ১৮ ॥

যাহারা জানে, তাহাদিগের তাদৃশ জ্ঞান দোষাশ্রিত ॥১৭॥

হে মহামুনে! জীবন্মুক্ত এবং প্রাপ্তসালোক্যগণের কোটির মধ্যেও এতাদৃশ একজন সুদুর্ল্লভ—যিনি সঙ্কোপদ্রবশূন্য হইয়া কেবল নারায়ণসেবাভিলাষী ॥ ১৮ ॥

১। স্থাবর—যাহাদিগের গতিশক্তি নাই, বৃক্ষপর্ব্বতাদি। জঙ্গম—যাহাদিগের গতিশক্তি আছে, মনুষ্য পশু সর্প বৃশ্চিকাদি। তির্য্যক্—যাহাদিগের ভুক্তপীতাদি পরিণত হইয়া মলমূত্রাদিরূপে বক্রভাবে নিঃসৃত হয়, তাহাদিগকে তির্য্যক বলে। পশ্বাদি তির্য্যক্। জল-স্থলচর—জলচর স্থলচর এবং জলস্থলচর। কেবল জলচর—মৎস্যাদি। স্থলচর—মনুষ্যাদি। জল-স্থলচর - হংসাদি।

২। ম্লেচ্ছ—সদাচারবহির্ভূত। পুলিন্দ ও শবর—অনার্য্যজাতি-বিশেষ। ইহারা সকলেই ভ্রষ্টাচারী।

৩। মুখে বেদ মানে—তাহারা বেদবিরুদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করায়, প্রকৃত বেদনিষ্ঠ নহে। বেদনিষিদ্ধ পরদারাদিতে উপগত হয় এবং বিহিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে না। ৪। জ্ঞানী—জ্ঞাননিষ্ঠ। শ্রেষ্ঠ - কর্ম্মিমধ্যে জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ।

৫। মুক্ত—জীবন্মুক্ত। যাহার অবিদ্যা নিবৃত্তি হইয়াছে। দুর্লভ কৃষ্ণভক্ত অর্থাৎ একজনও কৃষ্ণভক্ত দুর্লভ।

৬। নিষ্কাম—যাহাদিগের নিজসুখে অভিলাষ নাই। শান্ত—যাহাদিগের বুদ্ধি ভগবন্নিষ্ঠ অর্থাৎ অচঞ্চল। ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধিকামী—ভুক্তিকামী স্বর্গসুখাভিলাষী কর্ম্মী। মুক্তি—আত্যন্তিকদুঃখনিবৃত্তি ইহাই যাহার কাম্য তিনি জ্ঞানী। সিদ্ধি—অণিমাদি, যাহা লাভ করিলে ইচ্ছানুরূপ বিষয়সুখ ভোগ হয় তাহা যাহার কাম্য তিনি যোগী। ইহাদিগের বুদ্ধি ভগবন্নিষ্ঠ না হওয়ায় অস্থির, অতএব অশান্ত।

৭। ভাগ্যবান্—মহৎকৃপালাভকারী সৌভাগ্যশালী।

এই তিন শ্লোক দ্বারা জীব যে অনন্ত নিত্য এবং সূক্ষ্ম—ইহাই প্রতিপন্ন হইল ॥ ১৭ ॥

ভগবদ্ভক্তের দৌর্লভ্য—এই শ্লোক দ্বারা দেখাইলেন ॥ ১৮ ॥

১। মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ ;
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন।
২। উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায় ;
বিরজা ব্রহ্মলোক ভেদি পরব্যোম পায়।
৩। তবে যায় তদুপরি গোলোক-বৃন্দাবন ;
কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ।
তাহাঁ বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেমফল ;
৪। ইহাঁ মালী নিত্য সেচে শ্রবণাদি জল।
৫। যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতিমাতা ;
উপাড়ে বা ছিণ্ডে—তার শুকি যায় পাতা।
৬। তাতে মালী যত্ন করি করে আবরণ ;
অপরাধ-হাতি যৈছে না হয় উদ্‌গম।
৭। কিন্তু যদি লতার অঙ্গে উঠে উপশাখা—
ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা—যত অসংখ্য তার লেখা ;
নিষিদ্ধাচার কুটিনাটী-জীবহিংসন ;
লাভ প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ ;
৮। সেক-জল পাঞা উপশাখা বাড়ি যায় ;
স্তব্ধ হঞা মূলশাখা বাড়িতে না পায় ;
প্রথমেই উপশাখা করয়ে ছেদন ;
তবে মূলশাখা বাড়ি যায় বৃন্দাবন।
৯। প্রেমফল পাকি পড়ে মালী আস্বাদয় ;
লতা অবলম্বি মালী কল্পবৃক্ষ পায়।
১০। তাঁহা সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন ;
সুখে প্রেমফলরস করে আস্বাদন।
১১। এইত পরম ফল—পরম পুরুষার্থ ;
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ।

তথাহি **ললিতমাধবে** পঞ্চমাঙ্কে দ্বিতীয় শ্লোকে পৌর্ণমাসীবাক্যং কৃষ্ণং নেপথ্যবাক্যং—

ঋদ্ধা সিদ্ধিব্রজবিজয়িতা সত্যধর্ম্মা সমাধি
র্ব্রহ্মানন্দো গুরুরপি চমৎকারয়ত্যেব তাবৎ।
যাবৎ প্রেম্নাং মধুরিপুবশীকারসিদ্ধৌষধীনাং
গন্ধোঽপ্যন্তঃকরণসরণীপান্থতাং ন প্রয়াতি ॥১৯॥

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা। ঋদ্ধা সমৃদ্ধা সম্পূর্ণতার্থঃ, সিদ্ধিব্রজবিজয়িতা সিদ্ধীনাং অণিমাদ্যষ্টসিদ্ধীনাং ব্রজেন সমূহেন বি[illegible]

[illegible] পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণবশীকরণের সিদ্ধৌষধিরূপ প্রেমাদির মধ্যে যে কোন প্রেমের লেশও অন্তঃকরণপথের পথিক

১। আরোপণ—অর্থাৎ হৃদয়ক্ষেত্রে আরোপণ। ২। উপজিয়া—উৎপন্ন হইয়া। বিরজা—প্রকৃতি ও পরব্যোমের মধ্যবর্ত্তিনী নদী। ব্রহ্মলোক —[illegible]। ভেদি—ভেদ করিয়া। পরব্যোম—মহাবৈকুণ্ঠ। পায়—পৌঁছায়।

৩। তদুপরি—পরব্যোমের উপরে। গোলোক বৃন্দাবন—গোলোকনামক [illegible] বৃন্দাবন। কৃষ্ণচরণ-[illegible] আরোহণ—লতা যেমন বৃক্ষকে আশ্রয় করতঃ [illegible] হইয়া ফলবতী হয়, ভক্তিলতাও কৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া প্রেমফল প্রসব করে।

৪। ইহাঁ—এখানে অর্থাৎ সাধকলোকে। মালী—সাধক।

৫। [illegible]—[illegible]রূপ অপরাধ। উঠে—উপস্থিত হয়। হাতিমাতা—মত্তহস্তী। উপাড়ে—উৎপাটিত করে। ছিণ্ডে—ছিঁড়িয়া ফেলে। [illegible] হইয়া যায়। অর্থাৎ যদি মহদপরাধরূপ মত্তহস্তী উত্থিত হয়, তবে সে ভক্তিলতা [illegible] উৎপাটিত অথবা ছিন্ন করে, [illegible] শুষ্ক হইয়া যায়; অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তের নিকট অপরাধ হইলে সেই অপরাধ প্রবল হইয়া ভক্তিলতাকে বিনষ্ট করে, অথবা [illegible] ক্রমশঃ আভাসত্ব প্রাপ্ত হইয়া অহংগ্রহোপাসনায় পরিণত হয় অর্থাৎ 'আমি ঈশ্বর' বলিয়া অভিমান জন্মে, এইরূপে পত্রস্থানীয় [illegible] বিলুপ্ত হইয়া যায়।

৬। তাতে মালী [illegible] উদ্‌গম—মালী যেমন আবরণ করিয়া হস্তী হইতে লতাদি রক্ষা করে, সেইরূপ সাধক যত্নপূর্ব্বক মহদপরাধ হইতে ভক্তিলতাকে [illegible]। সর্ববিধ অপরাধের মূল—অনাদর।

৭। উঠে—উদ্গত হয়। ভুক্তি—বিষয়ভোগ। মুক্তি—আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তি অর্থাৎ আর যেন দুঃখ না হয়। সেই ভুক্তিমুক্তিবাঞ্ছাদি [illegible]। এই হইতে প্রতিষ্ঠাদি এই পর্য্যন্ত উপশাখার নির্দ্দেশ। নিষিদ্ধাচার কুটীনাটি—শাস্ত্রনিষিদ্ধ কার্য্যে চিত্তের আগ্রহ [illegible]। [illegible]—[illegible]। প্রতিষ্ঠা—যশঃপ্রিয়তা।

৮। সেক-জল [illegible] বৃন্দাবন—ভুক্তি মুক্তি প্রভৃতি বাঞ্ছা করিয়া শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিলে, উত্তরোত্তর সেই সেই বাঞ্ছাই [illegible] ভক্তির বৃদ্ধি হইতে পারে না। ভুক্তি মুক্তি প্রতিষ্ঠাদি দোষের হেতু নয় কিন্তু তত্তদ্বাঞ্ছাই অনর্থকরী।

৯। মালী—সাধক। অবলম্বি—আশ্রয় করিয়া। কল্পবৃক্ষ—শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মরূপ কল্পবৃক্ষ। ১০। তাঁহা—বৃন্দাবনে।

১১। পরম ফল—ইহা হইতে আর উৎকৃষ্ট ফল নাই। পরম পুরুষার্থ—পুরুষার্থের সীমা। চারিপুরুষার্থ—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ।

১। শুদ্ধভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উৎপন্ন ;
অতএব শুদ্ধ ভক্তির কহিয়ে লক্ষণ—
২। অন্যবাঞ্ছা অন্যপূজা ছাড়ি জ্ঞানকর্ম্ম ;
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন।
এই শুদ্ধভক্তি, ইহা হৈতে প্রেম হয়;
৩। পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয়।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে ভক্তিসামান্যলহর্য্যাং একাদশাঙ্কধৃত নারদপঞ্চরাত্রং —

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং।
হৃষীকেন হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥২০॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ঊনত্রিংশাধ্যায়ে দশমশ্লোকে দেবহূতিং প্রতি কপিলদেব বাক্যং—

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ।
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতং।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥২১॥

শ্রীনমস্য তস্য ভাব ইতি সা। সিদ্ধিভিঃ সর্ব্ববিজেতৃত্বমিত্যর্থঃ। অপীড়াদায়কং যথার্থভাষণং সত্যং তদেব মুখ্যোধর্ম্মো যস্মিন্ সঃ। ধর্ম্মাদীনিচ কেবলাদিত্যানিচ। তথাভূতঃ সমাধিযোগঃ ব্রহ্মানন্দসাধনং তৎফলং ব্রহ্মানন্দো গুরুরপি সর্ব্বোৎকৃষ্টোঽপি তাবৎ চমৎকারবত্বেব যাবৎ মধুরিপোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বশীকারে সিদ্ধৌষধিরূপাণাং প্রেম্ণাং শান্তাদীনাং মধ্যে যস্য কস্যাপি গন্ধলেশোঽপি অন্তঃকরণসরণীপান্থতাং অন্তঃকরণপদব্যাঃ পথিকতাং ন প্রয়াতি ন গচ্ছতি। তস্মিন্নৈশ্বর্য্যসুখে হৃদি গতে গতিবিষয়সুখং ব্রহ্মসুখঞ্চ তুচ্ছং ভবতীত্যর্থঃ ॥১৯॥

সর্ব্বেতি। সর্ব্বৈরুপাধিভিরন্যবাঞ্ছাদিভির্বিনির্ম্মুক্তং অন্যাভিলাষিতাশূন্যমিত্যর্থঃ। নির্ম্মলং জ্ঞানকর্ম্মাদিনা অনাবৃতং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতমিত্যর্থঃ। তৎপরত্বেন আনুকূল্যেন হৃষীকেন ইন্দ্রিয়ব্যাপারেণ হৃষীকেশসেবনং তদনুশীলনং ভক্তিঃ শুদ্ধেতি শেষঃ। উচ্যতে প্রোচ্যতে ॥২০॥

হয় না, সেই পর্য্যন্তই পরিপূর্ণ অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি, সত্যধর্ম্মোপেত সমাধি এবং সমাধির ফল গুরুতর ব্রহ্মানন্দ চমৎকারিতা সম্পাদন করে ॥১৯॥

সমস্ত উপাধিরহিত এবং নির্ম্মল অর্থাৎ জ্ঞানকর্ম্মাদির আবরণশূন্য, ইন্দ্রিয়ব্যাপার দ্বারা এতাদৃশ কৃষ্ণসেবনকে শুদ্ধভক্তি বলে ॥২০॥

প্রেমের নিকট বিষয় সুখ এবং ব্রহ্মানন্দ যে অতিতুচ্ছ তাহাই বুঝান হইল ॥১৯॥
এই শ্লোকদ্বারা নারদোক্ত শুদ্ধভক্তির অভিব্যক্তি হইল ॥২০॥
ইহার ব্যাখ্যা (৬৮) পৃষ্ঠা দেখ ॥২১॥

১। ভক্তি—সাধনভক্তি। প্রেম—ফলভক্তি অর্থ পুরুষার্থ। ২। অন্য বাঞ্ছা—প্রেমাতিরিক্ত বিষয়বাঞ্ছা।

অন্যপূজা—প্রধানরূপে অন্যদেবতার পূজা ; নতুবা তদীয়রূপে কৃষ্ণের পূজা কিন্তু শুদ্ধভক্তির অনুকূল। জ্ঞান—নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান লক্ষণ জ্ঞান। কিন্তু ভজনীয়ত্বানুসন্ধান লক্ষণ যে জ্ঞান তাহা অনুকূল, কারণ তদ্ব্যতীত ভক্তিসিদ্ধি হয় না। কর্ম্ম—বেদ এবং স্মৃতিবিহিত অনুষ্ঠান। যে সকল কর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে কর্ম্মকাণ্ডীর কামনা চরিতার্থতা মাত্রেই অনুসন্ধানের পরিসমাপ্তি হইয়া বিশুদ্ধ ভক্তিলাভের পরিপন্থিতা জন্মে, এস্থলে 'কর্ম্ম' শব্দে তাহাকেই বুঝাইতেছে। যেহেতু ভগবৎপরিচর্য্যাদি যে কর্ম্ম তাহা অনুকূল, কারণ তদ্ব্যতীত ভক্তিসিদ্ধি হয় না। আনুকূল্য—শ্রীকৃষ্ণে রোচমানা প্রবৃত্তি। কৃষ্ণানুশীলন—কৃষ্ণের নিমিত্ত অথবা কৃষ্ণসম্বন্ধীয় অনুশীলন (নিরন্তর ব্যাপার)। অন্যবাঞ্ছা—ঐহিক স্ত্রীপুত্রধনাদিতে স্পৃহা। জ্ঞান—জ্ঞানের ফল মুক্তিতে স্পৃহা। কর্ম্ম—কর্ম্মের ফল পরলোকের সুখে স্পৃহা। এই সকল বিষয়ে স্পৃহা ত্যাগ করতঃ আনুকূল্যময় যে কৃষ্ণানুশীলন, তাহাকেই শুদ্ধভক্তি বলে। অতএব শাস্ত্রমর্ম্ম ইহাই বুঝিতে হইবে যে,—যে পর্য্যন্ত ভক্তিমার্গে দৃঢ় শ্রদ্ধা না জন্মে, সে পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রমোচিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মত্যাগ করিবে না। ভগবান্ বলিয়াছেন—"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে।" অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ নির্ব্বেদ না জন্মে সেই পর্য্যন্ত জ্ঞানী এবং যে পর্য্যন্ত ভক্তির অঙ্গ শ্রবণকীর্ত্তনাদিতে সুদৃঢ় শ্রদ্ধা না হয়, সেই পর্য্যন্ত কোমলশ্রদ্ধালু ভক্ত্যধিকারী বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করিবেন। সুতরাং যাহাদিগের কর্ম্মত্যাগে অধিকার হয় নাই, তাহারা শুদ্ধভক্তির অধিকারী হয় না। অর্থাৎ কেবলমাত্র ভুক্তিমুক্তিস্পৃহাশূন্য দৃঢ়শ্রদ্ধালু ব্যক্তিই শুদ্ধভক্তিতে অধিকারী।

৩। পঞ্চরাত্র—নারদ-পঞ্চরাত্র। এই লক্ষণ—অর্থাৎ আমি যাহা বলিলাম।

তথাহি তত্রৈব একাদশশ্লোকে দেবহূতিং প্রতি কপিলদেববাক্যং—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥২২॥

তথাহি তত্রৈব দ্বাদশশ্লোকে দেবহূতিং প্রতি কপিলদেববাক্যং—

স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণান্ মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥২৩॥

১। ভুক্তিমুক্তি আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়,
২। সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয়।

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ববিভাগে দ্বিতীয়লহর্য্যাং ষোড়শশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং—

১। ভুক্তি-মুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥২৪॥

স এব ইতি। তস্মাৎ স এব নির্গুণভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিকঃ স এব চ অন্তিমফলতয়া ভবতাপবর্গ ইত্যর্থঃ। নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্তীত্যাদেঃ। আত্যন্তিক প্রলয়তয়া তৎ প্রসিদ্ধেশ্চ। নন্ত গুণত্রয়াত্যয়পূর্ব্বকভগবৎসাক্ষাৎকার এবাপবর্গ ইতি চেত্তত্রাপি তাদৃশধর্ম্মত্বং স্বতঃসিদ্ধমেবেত্যাহ—যেনেতি। যেন কদাচিদপ্যপরিত্যক্তেন মদ্ভাবায় বিদ্যমানতায়ৈ সাক্ষাৎকারায়েত্যর্থঃ। উপপদ্যতে সমর্থো ভবতি তদ্বদন্যেষাং মৎসাক্ষাৎকারেঽপি ন ভবতীত্যর্থঃ। যদ্বা—মদ্ভাবায় মৎপ্রেমবিশেষায়েতি। প্রেমমাত্রশূন্যস্য সালোক্যাদিকমপি নাস্তীতি ভাবঃ। যচ্চ ব্রজন্ত্যনিমিষামিত্যাদেঃ। ব্রহ্মকৈবল্যাস্তু তেষাং ন ভবত্যেব 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে' ইত্যাদিনা সনির্দ্ধারণভগবৎপ্রতিজ্ঞানাৎ তৎক্রতুন্যায়াচ্চ—'রাজন্ পতির্গুরু'রিত্যাদৌ তাসাং ভক্তেরেব তত্র ভব্যত্বাচ্চ। যথোক্তং পঞ্চমে। যথা বর্ণবিধানমপবর্গশ্চ ভবতি যোঽসৌ ভগবতীত্যাদিকং অনন্যনিমিত্তকভক্তিযোগলক্ষণো নানাগতিনিমিত্তাবিদ্যাগ্রন্থিবন্ধনদ্বারেণেত্যন্তেন ॥ ২৩ ॥

পূর্ব্বে হেতুং ব্যতিরেকেণাহ—ভুক্তীতি। অত্র মুক্তিস্পৃহায়ামপি পিশাচীত্বং ভাবান্তরেণ ভক্তিস্পৃহাবরকত্বাৎ পূর্ব্বাপরা চ স্বোন্মুখতা তাৎপর্য্যবর্তীতি, তত্র যদ্যপি ভক্তা এব সংসারতো মুক্তা ভবন্ত্যেব তথাপি তদংশে তু তেষাং তাৎপর্য্যং ন ভবত্যেব, কিন্তু ভক্তেঃ প্রভাবেণৈব সা স্যাদিতি। 'ব্যাপ্নোতি হৃদয়ং যাবদ্ভুক্তিমুক্তিস্পৃহাগ্রহ' ইতি পাঠান্তরেণ সুশ্লিষ্টং। তদেবমনয়া কারিকয়া সাধকানামপি ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা ন যুক্তেতি জ্ঞাপিতং। ততশ্চ সুতরামেব সিদ্ধানাং নাস্তীত্যভিপ্রায়স্তু পরাপ্রভৃতিরিদধন্তদুদাহরণেষু জ্ঞেয়ঃ ॥ ২৪ ॥

সেই ভক্তিযোগই আত্যন্তিক অর্থাৎ অপবর্গ বলিয়া উদাহৃত হইয়াছেন, যাহা দ্বারা গুণত্রয় অতিক্রম করিয়া আমার প্রেমবিশেষ লাভ করিতে যোগ্য হয় ॥ ২৪ ॥

পিশাচীসদৃশী ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যে পর্য্যন্ত হৃদয়ে বিদ্যমান থাকে, সে পর্য্যন্ত সে হৃদয়ে কি প্রকারে ভক্তিসুখের উদয় হইবে ॥ ২৪ ॥

ইহার ব্যাখ্যা আদিলীলা (৬১) পৃষ্ঠা (৩৫) অঙ্কে দেখুন ॥২২॥

এই চারি শ্লোক দ্বারা শুদ্ধভক্তি যে ভুক্তি মুক্তিস্পৃহারহিত—ইহাই সপ্রমাণ করিলেন ॥২৩॥

পিশাচী যেমন উন্মত্ততাদি প্রদর্শন দ্বারা শ্মশানাদিতে লইয়া গিয়া প্রাণ বিনাশ করে, তদ্রূপ ভুক্তি-মুক্তিস্পৃহাও স্বর্গসুখ ও মুক্তিসুখাদির প্রলোভন দ্বারা জীবের সংসার এবং গগনকুসুমায়িত কৈবল্যে আসক্ত করিয়া স্বরূপের তিরোধান করিয়া দেয় ॥২৪॥

১। ভুক্তি—বিষয়ভোগ। আদি শব্দ দ্বারা অণিমাদি যোগসিদ্ধি, লোকে প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি। এই সকল বাঞ্ছা যদি মনে হয়,—অর্থাৎ এই সকল বাঞ্ছা যদি মনকে আবৃত করিয়া রাখে, তবে সে মনে কিরূপে প্রেমসূর্য্যের উদয় হইতে পারে? ভুক্তি-মুক্তি প্রভৃতি বাহ্যে থাকে, কিন্তু তাহার বাঞ্ছাই মনে থাকে, অতএব মনকে বিশুদ্ধ করিবার জন্য বাঞ্ছা ত্যাগ করিবে; অতএব ভুক্তি মুক্তি প্রভৃতির বাঞ্ছাই প্রেমোদয়ের সাক্ষাৎ প্রতিবন্ধ করে, ভুক্তি মুক্তি প্রভৃতি সাক্ষাৎ প্রতিবন্ধ করে না। ২। করিলে—করিলেও। সাধন করিলেও—সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিলেও। উৎপন্ন—এখানে "উৎপন্ন" শব্দের অর্থ "আবির্ভূত"—যেহেতু প্রেম স্বয়ংপ্রকাশ।

১। সাধনভক্তি হৈতে হয় রতির উদয় ;
২। রতি গাঢ় হৈলে তার প্রেম নাম হয়।
৩। প্রেম বৃদ্ধিক্রমে নাম স্নেহ-মান-প্রণয়-
রাগ-অনুরাগ-ভাব-মহাভাব হয় ;

১। সাধন ভক্তি—"কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা।" যে ভক্তি ইন্দ্রিয়ব্যাপার দ্বারা সাধ্য এবং ভাবভক্তিকে সাধিত করেন, তাহাকে সাধন ভক্তি বলে। অতএব গুরুপাদাশ্রয়, মন্ত্র, দীক্ষাদি এবং শ্রবণকীর্তনাদি সমস্তই সাধনভক্তি মধ্যে পরিগৃহীত হইল। পূর্ব্বে আনুকূল্যে কৃষ্ণার্থ অনুশীলনকে ভক্তি বলিয়াছেন, সুতরাং গুরুপাদাশ্রয়াদিরূপ অনুশীলন কৃষ্ণ নিমিত্তই হইয়া থাকে।

২। রতি—ভাবভক্তি। রতি ও ভাব একার্থবাচক।

ভাব।

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে॥

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষ অর্থাৎ হ্লাদিনীশক্তির সারই যাহার স্বরূপ, প্রেমরূপ সূর্য্যের কিরণসাদৃশ্যশালী, রুচি অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপ্তি তদীয় আনুকূল্য এবং সৌহার্দ্দে অভিলাষ দ্বারা চিত্তের স্নিগ্ধতাসম্পাদক যে ভক্তিবিশেষ তাহার নাম "ভাব।"

শুদ্ধসত্ত্ব ইতি স্বরূপ লক্ষণ। প্রেম ইতি প্রেমের প্রথমাবস্থা। রুচি ইতি তটস্থ লক্ষণ। রতি—ভাব।

প্রেম।

সম্যঙ্মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ। ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥

যাহা হইতে চিত্ত অতিশয় স্নিগ্ধ হয় এবং যাহা কৃষ্ণে অতিশয় মমতা সম্পাদন করে, সেই গাঢ়তাপন্ন ভাবকে পণ্ডিতেরা "প্রেম" নামে অভিহিত করেন। সান্দ্রাত্মা—এইটী প্রেমের স্বরূপ লক্ষণ, অবশিষ্ট তটস্থ লক্ষণ।

৩। প্রেম বৃদ্ধিক্রমে—প্রেমের গাঢ়তা অনুসারে।

স্নেহ।

সান্দ্রশ্চিত্তদ্রবং কুর্ব্বন্ প্রেমা স্নেহ ইতীর্য্যতে। ক্ষণিকস্যাপি নেহ স্যাদ্বিশ্লেষস্য সহিষ্ণুতা॥

প্রেম অপেক্ষাকৃত গাঢ় হইয়া চিত্তদ্রব করত "স্নেহ" নামে অভিহিত হয়। যাহাতে ক্ষণিক বিরহও সহ্য হয় না।

মান।

স্নেহস্তূৎকৃষ্টতাবাপ্ত্যা মাধুর্য্যং মানয়ন্নবং। যো ধারয়ত্যদাক্ষিণ্যং স মান ইতি কীর্ত্ত্যতে॥

স্নেহ গাঢ়তাপন্ন হইয়া নব অর্থাৎ পূর্ব্বে অননুভূত মাধুর্য্য (আস্বাদবিশেষ) অনুভূত করাইয়া বাহিরে অদাক্ষিণ্য (কৌটিল্য ভাব) প্রকাশ করিলে তাহাকে "মান" বলে।

প্রণয়।

মানো দধানো বিস্রম্ভং প্রণয়ঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥

মান গাঢ়তাপন্ন হইয়া বিস্রম্ভ ধারণ করিলে তাহাকে "প্রণয়" বলে। প্রিয়জনের সহিত অভেদ-মননকে বিস্রম্ভ বলে।

রাগ।

দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব রজ্যতে। যতস্তু প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কীর্ত্ত্যতে॥

যে প্রণয় গাঢ়তাবশতঃ কৃষ্ণসঙ্গাদিতে অধিকতর দুঃখকেও চিত্তে সুখরূপে অনুভব করায়, তাহাকে "রাগ" বলে। এই রাগ উৎপন্ন হইলে কৃষ্ণলাভের সম্ভাবনা থাকিলেও তাহার অভাবে সুখও দুঃখ বলিয়া বোধ হয়।

অনুরাগ।

সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়ং। রাগো ভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে॥

যে রাগ গাঢ়ত্ববশতঃ নবনবায়মান হইয়া প্রিয়তম সর্ব্বদা অনুভূত হইলেও নবনবায়মানরূপে অনুভব করায়, তাহাকে "অনুরাগ" বলে।

ভাব।

অনুরাগঃ স্বসংবেদ্যদশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ। যাবদাশ্রয়বৃত্তিশ্চেদ্ভাব ইত্যভিধীয়তে॥

অনুরাগ যদি যাবদাশ্রয়বৃত্তি হয়, অর্থাৎ আপনার আশ্রয়ভূত রাগের যে-পরিমিত ইয়ত্তা, সেই-পরিমাণে যদি নিজের বৃত্তি হয়, তখন সেই অনুরাগ স্বসংবেদ্য দশা অর্থাৎ মহাভাবোন্মুখতা প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশিত হইলে "ভাব" নামে অভিহিত হয়।

মহাভাব।

মুকুন্দমহিষীবৃন্দৈরপ্যসাবতিদুর্ল্লভঃ। ব্রজদেব্যেকসংবেদ্যো মহাভাবাখ্যয়োচ্যতে॥

শ্রীকৃষ্ণের মহিষীবর্গের পর্য্যন্ত এ ভাব অতিশয় দুর্ল্লভ। ব্রজদেবীমাত্রসংবেদ্য এই ভাবকেই "মহাভাব" বলে।

১। যৈছে বীজ-ইক্ষুরস-গুড়-খণ্ডসার-
২। শর্করা-সিতা-মিছরি-উত্তমমিছরি আর ।
৩। এই সব কৃষ্ণভক্তিরস-স্থায়ীভাব ;
৪। স্থায়ীভাবে মিলে যদি বিভাব-অনুভাব ।
৫। সাত্ত্বিক-ব্যাভিচারীভাবের মিলনে ;
কৃষ্ণভক্তি-রস হয় অমৃত-আস্বাদনে ।

১। যৈছে—যেমন। খণ্ড সার—খাঁড়। ২। শর্করা—দলুয়া। সিতা—চিনি। ইক্ষুবীজ যেমন উত্তরোত্তর গাঢ় হইয়া ইক্ষু আদিরূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ রতি উত্তরোত্তর গাঢ় হইয়া মহাভাব পর্য্যন্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অতএব স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ এবং ভাব ইহারা সকলেই প্রেমের বিলাস, এই হেতু ইহারাও প্রেম-শব্দে অভিহিত হয়। সাধারণের বুঝিবার সুবিধার জন্যই এখানে স্থূলদৃষ্টান্ত দ্বারা যথাক্রমে বুঝান হইয়াছে যেন, রতি—ইক্ষুবীজ, প্রেম—ইক্ষুযষ্টি, স্নেহ—ইক্ষুরস, মান—গুড়, প্রণয়—খণ্ডসার, রাগ—শর্করা, অনুরাগ—সিতা, ভাব—মিশ্রি, মহাভাব—উত্তম মিশ্রি। যেমন মিশ্রির দ্বিবিধ ভেদ, তেমনি ভাব ও মহাভাব দ্বিবিধ ভেদ বুঝিতে হইবে।

৩। এই সব=রতি, প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ এবং ভাব। কৃষ্ণভক্তিরস-স্থায়ীভাব—কৃষ্ণভক্তিরসের স্থায়ী ভাব।

স্থায়ীভাব।

অবিরুদ্ধান্ বিরুদ্ধাংশ্চ ভাবান্ যো বশতাং নয়ন্।
সুরাজেব বিরাজেত স স্থায়ী ভাব উচ্যতে ॥
স্থায়ীভাবোঽত্র সঃ প্রোক্তঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়া রতিঃ।

যাহা অবিরুদ্ধ (হাস্যাদি) এবং বিরুদ্ধ (ক্রোধাদি) ভাবকে বশগত করিয়া সুরাজার ন্যায় বিরাজমান থাকে, তাহাকেই স্থায়ীভাব বলে, অর্থাৎ ইহাই রসের আস্বাদাঙ্কুরের বীজস্বরূপ। এই ভক্তিপ্রকরণে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক যে রতি তাহাই স্থায়ীভাব।

৪। বিভাব, অনুভাব সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারিভাবের দ্বারা ব্যক্ত হইয়া রতি প্রভৃতি স্থায়ীভাব রসরূপে পরিণত হয়। আলম্বন ও উদ্দীপন ভেদে বিভাব দ্বিবিধ। ইহাদের লক্ষণ যথা—

বিভাব।

বিভাব্যতে হি রত্যাদির্যত্র যেন বিভাব্যতে। বিভাবো নাম স দ্বেধালম্বনোদ্দীপনাত্মকঃ ॥

রত্যাদি যাহাতে বিভাবিত হয়, তাহাকে আলম্বন বিভাব এবং যদ্দ্বারা রত্যাদি উদ্বুদ্ধ হয়, তাহাকে উদ্দীপন বিভাব বলে।

কৃষ্ণ চ কৃষ্ণভক্তা চ বুধৈরালম্বনা মতাঃ। রত্যাদের্বিষয়ত্বেন তথাধারতয়াপি চ ॥

রতির বিষয় ও আধার ভেদে আলম্বন দ্বিবিধ, তন্মধ্যে রতির বিষয় শ্রীকৃষ্ণকে বিষয়ালম্বন বলে, আর রতির আধার অন্তরঙ্গভক্ত অর্থাৎ রতির মূলপাত্র লীলাপরিকরকে আশ্রয়াবলম্বন বলে।

উদ্দীপন।

উদ্দীপনাস্তু তে প্রোক্তা ভাবমুদ্দীপয়ন্তি যে।
তে তু শ্রীকৃষ্ণদেবস্য গুণাশ্চেষ্টাঃ প্রসাধনং ॥
স্মিতাঙ্গ-সৌরভে বংশশৃঙ্গ-নূপুরকম্বরঃ।
পদাঙ্ক-ক্ষেত্র-তুলসী-ভক্ত-তদ্বাসরাদয়ঃ ॥

যে ভাবকে (রতি অবধি মহাভাবপর্য্য) উদ্দীপ্ত করে তাহাকে উদ্দীপন বলে। শ্রীকৃষ্ণের গুণ, চেষ্টা, বেশ, মন্দহাস্য, অঙ্গসৌরভ, বংশী, শৃঙ্গ, নূপুর, শঙ্খ, পদাঙ্ক, বৃন্দাবনাদি ক্ষেত্র, তুলসী, ভক্ত এবং বাসরাদি—ইহারা উদ্দীপন বিভাব।

অনুভাব।

অনুভাবাস্তু চিত্তস্থভাবানামববোধকাঃ।
তে বহির্বিক্রিয়াপ্রায়াঃ প্রোক্তা উদ্ভাস্বরাখ্যয়া ॥
নৃত্যং বিলুঠিতং গীতং ক্রোশনং তনুমোটনং।
হুঙ্কারো জৃম্ভনং শ্বাসভূমা লোকানপেক্ষিতা।
লালাস্রাবোঽট্টহাসশ্চ ঘূর্ণা হিক্কাদয়োঽপি চ ॥

চিত্তগত ভাবের জ্ঞাপক কার্য্যকে অনুভাব বলে। নৃত্যবিলুঠিত (গড়াগড়ি) গীত, ক্রোশন (চীৎকার), তনুমোটন (গা-মোড়ামুড়ি) হুঙ্কার, জৃম্ভন (হাই), শ্বাসবাহুল্য, লোকাপেক্ষা ত্যাগ, লালাস্রাব, অট্টহাস, (বিকৃত অট্টহাস্য) ঘূর্ণা এবং হিক্কা প্রভৃতি তাহার ভেদ।

৫। অতঃপর সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারি ভাবের লক্ষণ বলিতেছেন। যথা—

সাত্ত্বিক ভাব।

কৃষ্ণসম্বন্ধিভিঃ সাক্ষাৎ কিঞ্চিদ্বা ব্যবধানতঃ। ভাবৈশ্চিত্তমিহাক্রান্তং সত্ত্বমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ।

১। যৈছে দেখি সিতা-ঘৃত-মরীচ-কর্পূর—
মিলনে রসালা হয় অমৃতমধুর।

২। ভক্তভেদে রতিভেদ পঞ্চ প্রকার;
শান্তরতি দাস্যরতি সখ্যরতি আর।

সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরায় কৃষ্ণসম্বন্ধি ভাব কর্তৃক আক্রান্তচিত্তকে সত্ত্ব বলে।

সত্ত্বাদস্মাৎ সমুৎপন্না যে ভাবাস্তে তু সাত্ত্বিকাঃ।

এই সত্ত্ব হইতে সমুৎপন্ন অর্থাৎ স্বতঃই প্রবৃত্ত যে ভাব তাহাকে সাত্ত্বিক বলে।

তে স্তম্ভ স্বেদ-রোমাঞ্চাঃ স্বরভেদোঽথ বেপথুঃ। বৈবর্ণমশ্রু-প্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ॥

স্তম্ভ, স্বেদ (ঘর্ম) রোমাঞ্চ, স্বরভেদ (বৈস্বর্য্য) কম্প, বৈবর্ণ্য (বর্ণবিকৃতি), অশ্রু এবং প্রলয় (শরীরে চেষ্টা ও জ্ঞানের অভাব) ভেদে সাত্ত্বিক ভাব আট প্রকার।

ব্যভিচারী ভাব।

বিশেষেণাভিমুখ্যেন চরন্তি স্থায়িনং প্রতি।
অথোচ্যন্তে ত্রয়স্ত্রিংশদ্ ভাবা যে ব্যভিচারিণঃ।
বাগঙ্গসত্ত্বসূচ্যা যে জ্ঞেয়াস্তে ব্যভিচারিণঃ।
সঞ্চারয়ন্তি ভাবস্য গতিং সঞ্চারিণোঽপি তে॥
উন্মজ্জন্তি নিমজ্জন্তি স্থায়িন্যমৃতবারিধৌ।
ঊর্ম্মিবদ্বর্দ্ধয়ন্ত্যেনং যান্তি তদ্রূপতাঞ্চ তে॥
নির্বেদোঽথ বিষাদো দৈন্যং গ্লানিশ্রমৌ চ মদগর্ব্বৌ।
শঙ্কাত্রাসাবেগা উন্মাদাপস্মৃতী তথা ব্যাধিঃ॥
মোহো মৃতিরালস্যং জাড্যং ব্রীড়াবহিত্থা চ।
স্মৃতিরথ বিতর্ক-চিন্তা-মতিধৃতয়ো হর্ষ-উৎসুকত্বঞ্চ॥
ঔগ্র্যামর্ষাসূয়াশ্চাপল্যঞ্চৈব নিদ্রা চ
সুপ্তির্বোধ ইতি যে ভাবা ব্যভিচারিণঃ সমাখ্যাতাঃ॥

অনন্তর ত্রয়স্ত্রিংশৎ প্রকার ব্যভিচারী ভাব কথিত হইতেছে। বিশেষরূপে অভিমুখ হইয়া স্থায়িভাবে বিচরণ করে বলিয়া ইহাদিগকে ব্যভিচারী বলা যায়। ইহারা সকল প্রকার ভাবের গতি সঞ্চার করে বলিয়া ইহাদিগকে সঞ্চারী ভাবও বলে। যে সকল ভাব বাক্য, অঙ্গ (অঙ্গোদ্ভূত) এবং সত্ত্ব (সত্ত্বোৎপন্ন অনুভাব) দ্বারা বিজ্ঞাপিত হইয়া থাকে, তাহারাই ব্যভিচারি ভাব। অমৃতবারিধিতে তরঙ্গের ন্যায় ব্যভিচারীভাব স্থায়িভাবে উন্মগ্ন হইয়া তাহাকে বর্দ্ধিত করে এবং নিমগ্ন হইয়া তাহার স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। নির্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্ব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ, উন্মাদ, অপস্মার, ব্যাধি, মোহ, মৃতি, আলস্য, জড়তা, ব্রীড়া, অবহিত্থা, স্মৃতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হর্ষ, ঔৎসুক্য, উগ্রতা, অমর্ষ, অসূয়া, চাপল্য, নিদ্রা, সুপ্তি এবং বোধ—এই ত্রয়স্ত্রিংশদ্ ভাবকে ব্যভিচারী বলে।

ভাবের মিলনে—বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব এবং ব্যভিচারী ভাবের মিলনে। অমৃত আস্বাদনে—অমৃত সদৃশ অর্থাৎ অপূর্ব্ব আস্বাদন হয়। যথা—

বিভাবৈরনুভাবৈশ্চ সাত্ত্বিকৈর্ব্যভিচারিভিঃ।
স্বাদ্যত্বং হৃদি ভক্তানামানীতা শ্রবণাদিভিঃ।
এষা কৃষ্ণরতিঃ স্থায়ীভাবো ভক্তিরসো ভবেৎ॥

শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক রতিরূপ স্থায়ীভাব শ্রবণাদি কর্তৃক বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব এবং ব্যভিচারীভাব দ্বারা ভক্তহৃদয়ে স্বাদ্যতা প্রাপ্ত অর্থাৎ চমৎকারবিশেষরূপে পুষ্ট হইয়া ভক্তিরস হয়। বিভাব কারণ, অনুভাব ও সাত্ত্বিকভাব কার্য্য, ব্যভিচারী ভাব সহকারী; এই সকল দ্বারা রতি স্বাদ্য হইয়া রসরূপে পরিণত হয়। এস্থানে রতি শব্দে মহাভাব পর্য্যন্ত সমস্তই স্থায়ীভাব।

১। যৈছে…মধুর—যেমন সিতা, ঘৃত, মরীচ এবং কর্পূরে মিলিত হইয়া দধি রসালারূপে অপূর্ব্বস্বাদ্য হয়, তদ্রূপ বিভাবাদি মিলিত কৃষ্ণরতিও রসরূপে অপূর্ব্ব স্বাদ্য হয়। সিতা—চিনি।

২। পঞ্চ প্রকার—অর্থাৎ ভক্ত যখন পঞ্চবিধ, সুতরাং রতিও পঞ্চবিধ। বস্তুতঃ রতি একই, ভক্তভেদে পঞ্চপ্রকারে প্রকাশিত হয়।

শান্তরতি।

বিনায় বিষয়োন্মুখ্যং নিজানন্দস্থিতির্যতঃ।
আত্মনঃ কথ্যতে সোঽত্র স্বভাবঃ শম ইত্যসৌ॥
প্রায়ঃ শমপ্রধানানাং মমতা গন্ধবর্জিতা।
পরমাত্মতয়া কৃষ্ণে জাতা শান্তরতির্মতা॥

১। বাৎসল্যরতি মধুররতি—এ পঞ্চ বিভেদ, রতিভেদে কৃষ্ণভক্তিরস পঞ্চ ভেদ। ২। শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুররস নাম; কৃষ্ণভক্তিরস মধ্যে এ পঞ্চ প্রধান।

যাহা হইতে বিষয়োন্মুখতা পরিত্যাগ করিয়া মনের নিজানন্দে অবস্থিতি হয়, সেই ভাবকে 'শম' বলে। শমপ্রধানদিগের প্রায়ই মমতাগন্ধরহিত যে পরমাত্মবুদ্ধিজনিত শ্রীকৃষ্ণবিষয়া যে রতি, তাহাকেই শান্ত বলে।

দাস্যরতি।

এই দাস্যরতিকে শ্রীরসামৃতসিন্ধুপ্রণেতা "প্রীতি" বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। সেই প্রীতির লক্ষণ এই—

প্রীতি।

স্বস্মাদ্ ভবন্তি যে ন্যূনাস্তেঽনুগ্রাহ্যা হরের্মতাঃ।
আরাধ্যত্বাত্মিকা তেষাং রতিঃ প্রীতিরিতোদিতা॥
তত্রাসক্তিকৃদন্যত্র প্রীতিসংহারিণী হ্যসৌ॥

যাঁহারা হরি হইতে আপনাকে ন্যূন বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারা হরির অনুগ্রাহ্য। তাঁহাদিগের যে 'কৃষ্ণ আমাদিগের আরাধ্য'—এতাদৃশ রতি, তাহার নাম "প্রীতি"। কৃষ্ণে আসক্তি ও অন্যত্র অপ্রীতি—তাহার কার্য্য।

সখ্যরতি।

যে স্যুস্তুল্যা মুকুন্দস্য তে সখায়ঃ সতাং মতাঃ।
সা সাম্যাদ্বিশ্রম্ভরূপৈষাং রতিঃ সখ্যমিহোচ্যতে।
পরিহাসপ্রহাসাদিকারিণীয়মযন্ত্রণা॥

যাঁহারা কৃষ্ণের তুল্য বলিয়া আপনাকে অভিমান করেন, তাঁহাদিগকে সখা বলে। তাঁহাদিগের শ্রীকৃষ্ণে বিশ্বাসময়ী রতিকে 'সখ্য' বলে। পরিহাস এবং প্রহাসাদি—তাহার কার্য্য।

অতঃপর ক্রমোৎকর্ষপ্রাপ্ত বাৎসল্যাদির লক্ষণ যথা—

বাৎসল্যরতি।

গুরবো যে হরেরস্য তে পূজ্যা ইতি বিশ্রুতাঃ।
অনুগ্রহময়ী তেষাং রতির্বাৎসল্যমুচ্যতে॥
ইদং লালনভব্যাশীশ্চিবুকস্পর্শনাদিয়ঃ॥

যাঁহারা হরির গুরু বলিয়া আপনাদিগকে অভিমান করেন, তাঁহারা তাঁহার পূজ্য বলিয়া বিখ্যাত। তাঁহাদিগের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে যে অনুগ্রহময়ী রতি, তাহার নাম "বাৎসল্য"। লালন, শুভাশীর্ব্বাদ এবং চিবুকস্পর্শনাদি—তাহার চেষ্টা।

মধুররতি।

মিথোহরের্মৃগাক্ষ্যাশ্চ সম্ভোগস্যাদিকারণং।
মধুরাপরপর্য্যায়া প্রিয়তাখ্যোদিতা রতিঃ।
অস্যাঃ কটাক্ষ ভ্রূক্ষেপ প্রিয়বাণী স্মিতাদয়ঃ॥

হরি এবং মৃগাক্ষী তৎপ্রেয়সীর পরস্পর সম্ভোগের * কারণ মৃগাক্ষীর যে রতি, তাহার নাম "প্রিয়তা" বা অপর নাম মধুররতি। কটাক্ষ, ভ্রূভঙ্গী, প্রিয়বাণী এবং মন্দহাস্য প্রভৃতি তাহার চেষ্টা।

পঞ্চ বিভেদ—পঞ্চ প্রকার; শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চ প্রকার। পঞ্চভেদ—পঞ্চবিধ।

শান্তরস।

২। শান্ত—শান্তভক্তিরস। পূর্ব্বোক্ত শান্তিরতি স্বযোগ্যবিভাবাদিতে মিলিত হইয়া শমীদিগের হৃদয়ে শ্রবণাদি কর্তৃক চমৎকাররূপে পুষ্ট হইলে শান্তভক্তিরসরূপে পরিণত হয়। (এইরূপ দাস্যাদিতেও জানিবে)। এই শান্ত-ভক্তিরসে পরমাত্ম-পরব্রহ্মাদিরূপে প্রতীয়মান চতুর্ভুজ শ্রীকৃষ্ণ—বিষয়ালম্বন। কৃষ্ণ অথবা কৃষ্ণভক্তের কৃপায় লব্ধরতি যে আত্মারাম মুনিগণ (সনকাদি) তাঁহারা এবং যাঁহারা মুক্তিলাভার্থ ভজন করেন, সেই তাপসগণ—ইহার আশ্রয়ালম্বন। মহোপনিষদ্ শ্রবণ এবং নির্জ্জনস্থান সেবন প্রভৃতি ইহার উদ্দীপন। অনুভাবাদি যথাসম্ভব জানিবে।

দাস্য—দাস্যভক্তিরস। ইহাকেই প্রীতভক্তিরস বলে। ইহার লক্ষণ যথা—

* স্মরণ, কীর্ত্তন, দর্শন, কেলি, গুহ্যভাষণ সঙ্গল্প, অধ্যবসায় এবং ক্রিয়া নিবৃত্তি—এই অষ্টপ্রকার সম্ভোগ।

১। হাস্যাদ্ভুত-বীর-করুণ-রৌদ্র-বীভৎস-ভয়	পঞ্চরস স্থায়ী ব্যাপি রহে ভক্তমনে ;
পঞ্চবিধ ভক্তে গৌণ সপ্তরস হয়।	সপ্তগৌণ আগন্তুক পাইয়ে কারণে।

দাস্যরস।

আত্মোচিতৈর্বিভাবাদ্যৈঃ প্রীতিরাস্বাদনীয়তাং। নীতা চেতসি ভক্তানাং প্রীতভক্তিরসো মতঃ॥

প্রীতিরতি আত্মোচিত বিভাবাদি দ্বারা ভক্তহৃদয়ে আস্বাদ্য হইয়া প্রীতভক্তিরস হয়। এই প্রীতভক্তিরসে ব্রজে দ্বিভুজ, অন্যত্র দ্বিভুজ অথবা চতুর্ভুজ, ঈশ্বর, পরমারাধ্য এবং সর্বজ্ঞ প্রভৃতি গুণযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন বিষয়ালম্বন। হরিদাস বিশেষাদি আশ্রয়ালম্বন। ভগবানের কৃপা, চরণরজঃ এবং ভুক্তাবশিষ্টের প্রাপ্তি ও তাঁহার ভক্তসঙ্গ প্রভৃতি উদ্দীপন। সর্বাপেক্ষা আধিক্যরূপে তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন, তাঁহার ভক্তে মৈত্রী, তাঁহাতে অতুল্য নিষ্ঠা প্রভৃতি এবং পূর্বোক্ত নৃত্যগীতাদি যথাসম্ভব ইহার অনুভাব। স্তম্ভাদি অষ্ট সাত্ত্বিকভাব যথাসম্ভব হয়। শ্রম, মদ, ত্রাস, অপস্মার, আলস্য, ঔগ্র, অমর্ষ, অসূয়া এবং নিদ্রা ভিন্ন ইহার ব্যভিচারী ভাব।

সখ্য—সখ্যভক্তিরস। ইহাকেই প্রেয়ান্ ভক্তিরস বলে। ইহার লক্ষণ এই—

সখ্যরস।

স্থায়ীভাবো বিভাবাদ্যৈঃ সখ্যমাত্মোচিতৈরিহ। নীতশ্চিত্তে সতাং পুষ্টিং রসঃ প্রেয়ানুদীর্য্যতে॥

স্থায়ীভাব সখ্যরতি স্বযোগ্যবিভাবাদি দ্বারা ভক্তচিত্তে পুষ্টি প্রাপ্ত হইলে, তাহাকে প্রেয়ান্ ভক্তিরস বলে। এই রসে বিবিধভাষাবেত্তা, সুবেশ অতিশয় বলবান্, দয়ালু, বীরচূড়ামণি, বুদ্ধিমান্, ক্ষমাশীল, সুখী প্রভৃতি গুণশালী পূর্ব্ববৎ দ্বিভুজ ও চতুর্ভুজ শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। কৃষ্ণের বয়স্যগণ আশ্রয়ালম্বন। বয়স, রূপ, শৃঙ্গ, বেণু, শঙ্খ, বিনোদ, নর্ম্ম, বিক্রম এবং তাঁহার প্রেষ্ঠজন প্রভৃতি উদ্দীপন। বাহুযুদ্ধ, বাহ্বাহাদি, কেলি এবং পারিহাস্যাদি অনুভাব। সমস্ত সাত্ত্বিকভাব। উগ্রতা, ত্রাস এবং আলস্য ভিন্ন সমস্ত ব্যভিচারী।

বাৎসল্য—বৎসল ভক্তিরস। ইহার লক্ষণ এই—

বাৎসল্যরস।

বিভাবাদ্যৈস্তু বাৎসল্যং স্থায়ী পুষ্টিমুপাগতঃ। এষ বৎসল নামাত্র প্রোক্তোভক্তিরসো বুধৈঃ॥

স্থায়ীভাব বাৎসল্যরতি বিভাবাদি দ্বারা ভক্তচিত্তে পুষ্ট হইলে, পণ্ডিতেরা তাহাকে বৎসলভক্তিরস বা বাৎসল্যরস বলেন। শ্যামাঙ্গ, রুচির, সর্ব্ববিধসল্লক্ষণযুক্ত, মৃদু, প্রিয়বচন, সরল, সলজ্জ, বিনয়ী, মান্যমানকারী এবং দাতা ইত্যাদি গুণযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ এই বৎসলরসে বিষয়ালম্বন। মাতা, পিতা প্রভৃতি গুরুজন আশ্রয়ালম্বন। কৌমারাদি বয়স, রূপ, বেশ, শৈশবচাপল্য, জল্পিত এবং মন্দহসিত প্রভৃতি উদ্দীপন। মস্তকাঘ্রাণ, কর দ্বারা অঙ্গমার্জ্জন, আশীর্ব্বাদ, আদেশ, লালন, প্রতিপালন এবং হিতোপদেশদানাদি অনুভাব। এই বৎসলরসে সাত্ত্বিকভাব নয়টী; স্তম্ভাদি আটটি এবং স্তন্যস্রাব। অপস্মার এবং প্রীতোক্ত ব্যভিচারী ভাব।

মধুর—মধুর রস। ইহার লক্ষণ এই—

মধুররস।

আত্মোচিতৈর্বিভাবাদ্যৈঃ পুষ্টিং নীতা সতাং হৃদি। মধুরাখ্যো ভবেদ্ভক্তিরসোঽসৌ মধুরা রতিঃ॥

স্থায়ীভাব মধুররতি স্বযোগ্যবিভাবাদি দ্বারা ভক্তহৃদয়ে পুষ্টিপ্রাপ্ত হইলে, তাহাকে মধুর ভক্তিরস বলে। এই মধুররসে অসমোর্দ্ধসৌন্দর্য্য, লীলা এবং বৈদগ্ধীর আশ্রয় শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। তাঁহার প্রেয়সীবর্গ আশ্রয়ালম্বন। নবজলধর, ময়ূরপিচ্ছ, মুরলীধ্বনি প্রভৃতি উদ্দীপন। কটাক্ষ, মন্দহাস্য প্রভৃতি অনুভাব। স্তম্ভাদি অষ্ট—সাত্ত্বিক ভাব। আলস্য ও উগ্রতা ভিন্ন নির্ব্বেদাদি—ব্যভিচারী ভাব। প্রধান—মুখ্য।

১। হাস্য—হাস্যভক্তিরস। তাহার লক্ষণ এই—

হাস্যভক্তিরস।

বক্ষ্যমাণৈর্বিভাবাদ্যৈঃ পুষ্টিং হাসরতির্গতা। হাস্যভক্তিরসোনাম বুধৈরেষ নিগদ্যতে॥

অগ্রে বক্ষ্যমাণ বিভাবাদি দ্বারা হাসরতি পুষ্ট হইলে বুধগণ দ্বারা তাহা হাস্যভক্তিরস নামে কথিত হয়। এই হাস্যভক্তিরসে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ালম্বন। বৃদ্ধ সদৃশ চেষ্টাশালী, বৃদ্ধ এবং শিশু প্রভৃতি—আশ্রয়ালম্বন। শ্রীকৃষ্ণের তদুপযুক্ত বচন, বেশ এবং চরিত্রাদি উদ্দীপন। নাসা, ওষ্ঠ এবং গণ্ডস্থলের বিস্পন্দনাদি অনুভাব। হর্ষ, আলস্য এবং অবহিত্থ প্রভৃতি ব্যভিচারী। হাসরতি স্থায়ীভাব। হাসরতির লক্ষণ এই—

হাসরতি।

চেতোবিকাশোহাসঃ স্যাদ্বাগ্বেশেহাদিবৈকৃতাৎ। সদৃগ্বিকাশনাসৌষ্ঠকপোলস্পন্দনাদিকৃৎ॥

কৃষ্ণসম্বন্ধিচেষ্টোত্থঃ স্বয়ং সংকুচিতাত্মনা।
রত্যানুগৃহ্যমানোঽয়ং হাসো হাসরতির্ভবেৎ॥

বাক্য, বেশ এবং চেষ্টা প্রভৃতির বিকৃতিবশতঃ চিত্তের প্রকাশকে হাস বলে। নয়নের বিকাশ এবং নাসা, ওষ্ঠ, কপোলের স্পন্দনাদি তাহার চেষ্টা। কৃষ্ণসম্বন্ধি চেষ্টাজনিত হাস স্বয়ংসঙ্কুচিত কৃষ্ণরতি কর্তৃক অনুগৃহীত হইলে তাহাকে 'হাসরতি' বলে।

অদ্ভুত—অদ্ভুত ভক্তিরস। ইহার লক্ষণ যথা—

অদ্ভুতভক্তিরস।

আত্মোচিতৈর্বিভাবাদ্যৈঃ স্বাদ্যত্বং ভক্তচেতসি।
সা বিস্ময়রতির্নীতাদ্ভুতভক্তিরসো ভবেৎ॥

সেই বিস্ময়রতি স্বযোগ্যবিভাবাদি দ্বারা ভক্তহৃদয়ে আস্বাদ্য হইয়া অদ্ভুতভক্তিরস হয়। এই অদ্ভুতভক্তিরসে লোকাতীতক্রিয়া হেতু শ্রীকৃষ্ণ—বিষয়ালম্বন, সর্ব্বপ্রকার ভক্তই—আশ্রয়ালম্বন। শ্রীকৃষ্ণের চেষ্টাবিশেষাদি—উদ্দীপন। নেত্রবিস্তার, স্তম্ভ, অশ্রু এবং পুলকাদি—অনুভাব। আবেগ, হর্ষ এবং জড়তা প্রভৃতি—ব্যভিচারী। বিস্ময় রতি—স্থায়ীভাব। বিস্ময়রতির লক্ষণ—

বিস্ময়রতি।

লোকোত্তরার্থবীক্ষাদের্বিস্ময়শ্চিত্তবিস্তৃতিঃ।
অত্র স্যুর্নেত্রবিস্তারসাধূক্তিপুলকাদয়ঃ॥
পূর্ব্বোক্তরীত্যা নিষ্পন্নঃ স বিস্ময়রতির্ভবেৎ॥

লোকাতিক্রান্ত দর্শনাদি হেতু চিত্তের বিস্তৃতিকে বিস্ময় বলে। নেত্রবিস্তার, সাধুবাদ এবং পুলকাদি তাহার চেষ্টা। পূর্ব্বোক্ত রীতিতে নিষ্পন্ন বিস্ময়কে বিস্ময়রতি বলে।

বীর—বীরভক্তিরস। ইহার লক্ষণ যথা—

বীরভক্তিরস।

সৈবোৎসাহরতিঃ স্থায়ী বিভাবাদ্যৈর্নিজোচিতৈঃ।
আনীয়মানা স্বাদ্যত্বং বীরভক্তিরসো ভবেৎ॥

স্থায়ীভাব উৎসাহরতি স্বযোগ্যবিভাবাদি দ্বারা ভক্তহৃদয়ে স্বাদ্য হইয়া বীরভক্তিরস হয়।

এই বীরভক্তিরসে যুদ্ধবীরাদি শ্রীকৃষ্ণ—বিষয়ালম্বন, তাদৃশ সুহৃদ্বরাদি—আশ্রয়ালম্বন। আত্মশ্লাঘা, বাহ্বাস্ফোটন, স্পর্দ্ধা, বিক্রম এবং অস্ত্রগ্রহণাদি প্রতিযোদ্ধার হইলে—উদ্দীপন হয়। স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক অনুভাব। গর্ব্ব, আবেগ, ধৃতি, ব্রীড়া, মতি, হর্ষ, অবহিত্থ, অমর্ষ, ঔৎসুক্য, অসূয়া এবং স্মৃতি প্রভৃতি—ব্যভিচারী। উৎসাহরতি স্থায়ীভাব। উৎসাহরতির লক্ষণ এই—

উৎসাহরতি।

শ্রেয়সী সাধুভিঃ শ্লাঘ্যফলে যুদ্ধাদিকর্ম্মণি।
সত্বরামনসাসক্তিরুৎসাহ ইতি কীর্ত্তাতে॥
কালানপেক্ষণং তত্র ধৈর্য্যত্যাগোদ্যমাদয়ঃ।
সিদ্ধঃ পূর্ব্বোক্তবিধিনা স উৎসাহরতির্ভবেৎ॥

যাহার ফল সাধুগণের শ্লাঘাযোগ্য সেই যুদ্ধাদি কর্ম্মে স্থিরতর মনের আসক্তিকে উৎসাহ বলে। কালবিলম্বের অসহন, ধৈর্য্যত্যাগ এবং উদ্যম প্রভৃতি তাহার চেষ্টা। পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে সিদ্ধ এই উৎসাহকে উৎসাহরতি বলে।

করুণ—করুণভক্তিরস। তাহার লক্ষণ বলিতেছেন—

করুণভক্তিরস।

আত্মোচিতৈর্বিভাবাদ্যৈর্নীতা পুষ্টিং সতাং হৃদি।
ভবেচ্ছোকরতির্ভক্তিরসোঽয়ং করুণাভিধঃ॥

শোকরতি স্বযোগ্যবিভাবাদি দ্বারা ভক্তহৃদয়ে পুষ্টি প্রাপ্ত হইয়া করুণভক্তিরস নামে বিখ্যাত হয়। এই করুণভক্তিরসে অনিষ্টপ্রাপ্তির আস্পদরূপে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার ভক্ত এবং অপ্রাপ্তভগবদ্ভক্তিসুখ ভক্তের বন্ধুবর্গ—বিষয়ালম্বন। তদ্রূপে কৃষ্ণাদির অনুভবকর্ত্তা—আশ্রয়ালম্বন। তাঁহাদিগের কর্ম্ম, গুণ এবং রূপাদি—উদ্দীপন। মুখশোষ, বিলাপ, স্রস্তগাত্রতা, শ্বাস, ক্রোশন (চীৎকার) ভূপাত, ঘাত এবং উরস্তাড়নাদি—অনুভাব। অষ্ট সাত্ত্বিক। জড়তা, নির্ব্বেদ, গ্লানি, দৈন্য, চিন্তা, বিষাদ, ঔৎসুক্য, চাপল, উন্মাদ, মৃত্যু, আলস্য, অপস্মার, ব্যাধি এবং মোহ প্রভৃতি ব্যভিচারী। শোকভাবে পরিণত যে রতি তাহাই শোকরতি, সেই শোকরতিই স্থায়ীভাব। শোকরতির লক্ষণ যথা—

শোকরতি।

শোকস্ত্বিষ্টবিয়োগাদ্যৈশ্চিত্তক্লেশভরঃ স্মৃতঃ।

বিলাপপাতনিশ্বাসমুখশোষভ্রমাদিকৃৎ।
পূর্ব্বোক্তবিধিনৈবায়ং সিদ্ধঃ শোকরতির্ভবেৎ॥

ইষ্টবিয়োগাদি দ্বারা চিত্তের ক্লেশাতিশয়কে শোক বলে। বিলাপ, ভূমিপতন, দীর্ঘনিশ্বাস, মুখশোষ, এবং ভ্রমাদি তাহার চেষ্টা। পূর্ব্বরীতি অনুসারে নিষ্পন্ন এই শোককে শোকরতি বলে। শ্রীকৃষ্ণ পরমানন্দঘন হইলেও প্রেমবিশেষবশতঃ অনিষ্টপ্রাপ্তির আশ্রয় বলিয়া বোধ্য হন।

রৌদ্র=রৌদ্র ভক্তিরস। ইহার লক্ষণ—

রৌদ্রভক্তিরস।

নীতা ক্রোধরতিঃ পুষ্টিং বিভাবাদ্যৈর্নিজোচিতৈঃ।
হৃদি ভক্তজনস্যাসৌ রৌদ্রভক্তিরসঃ স্মৃতঃ॥

ক্রোধরতি স্বযোগ্যবিভাবাদি দ্বারা ভক্তহৃদয়ে পুষ্ট হইলে, তাহাকে রৌদ্ররস বলে। এই রৌদ্ররসে কৃষ্ণ, তাঁহার হিত ও অহিত—এই ত্রিবিধ বিষয়ালম্বন। কৃষ্ণবিষয়ে সখী ও জরতী প্রভৃতি এবং হিত ও অহিত বিষয়ে সর্ব্বপ্রকার ভক্ত—আশ্রয়ালম্বন। সোল্লুণ্ঠহাস (ঠাট্টার সহিত হাস), বক্রোক্তি, কটাক্ষ এবং অনাদর প্রভৃতি—উদ্দীপন। হস্তনিষ্পেষণ, দন্তঘট্টন (দাঁতকিড়মিড়) বক্তনেত্রতা, ওষ্ঠ দংশন, অতিশয় ভ্রূকুটি ভুজাস্ফালন ও ভুজতাড়ন (তাল ঠোকা) মৌন, নতাস্যতা (ঘাড় হেঁট করা) দীর্ঘনিশ্বাস, তির্য্যগ্‌দৃষ্টিতা, ভৎসন, মস্তকবিধূতি (মাথা নাড়ান) নয়নপ্রান্তে ঈষৎ রক্তচ্ছবি, ভ্রূভেদ এবং অধরকম্প প্রভৃতি—অনুভাব। স্তম্ভাদি অষ্টবিধ সাত্ত্বিকভাব। আবেগ, জড়তা, গর্ব, নির্ব্বেদ, মোহ, চাপল্য, অসূয়া, উগ্রতা, অমর্ষ এবং শ্রম প্রভৃতি—ব্যভিচারীভাব। ক্রোধরতি স্থায়ীভাব। ক্রোধরতির লক্ষণ যথা—

ক্রোধরতি।

প্রাতিকূল্যাদিভিশ্চিত্তজ্বলনং ক্রোধ ঈর্য্যতে।
পারুষ্যভ্রূকুটীনেত্রলৌহিত্যাদিবিকারকৃৎ।
এতং পূর্ব্বোক্তবৎ সিদ্ধং বিদুঃ ক্রোধরতিং বুধাঃ॥

প্রতিকূলতাদিজনিত চিত্তজ্বলনকে ক্রোধ বলে। নিষ্ঠুর বচন, ভ্রূকুটী এবং নেত্রলৌহিত্যাদিরূপ বিকার ইহার চেষ্টা। পূর্ব্বোক্ত নিয়ম অনুসারে নিষ্পন্ন ক্রোধকে ক্রোধরতি বলে।

বীভৎস—বীভৎসভক্তিরস। ইহার লক্ষণ যথা—

বীভৎস ভক্তিরস।

পুষ্টিং নিজবিভাবাদ্যৈর্জুগুপ্সারতিরাগতা।
অসৌ ভক্তিরসো ধীরৈর্বীভৎসাখ্য ইতীর্য্যতে॥

স্বযোগ্যবিভাবাদি দ্বারা পুষ্টিপ্রাপ্ত জুগুপ্সা রতিকে পণ্ডিতেরা বীভৎস ভক্তিরস বলেন। এই বীভৎস ভক্তিরসে আশ্রিত (শরণাগত, জ্ঞানিচর এবং সেবানিষ্ঠ দাসভক্ত) এবং শান্তাদি ভক্ত—বিষয় ও আশ্রয় আলম্বন। নিষ্ঠীবন (থুথু ফেলা) বক্ত্রকুণন (মুখ বাঁকা করা ইত্যাদি) ঘ্রাণসংবৃতি, ধাবন, কম্প, পুলক এবং প্রস্বেদ ইত্যাদি—অনুভাব। গ্লানি, শ্রম, উন্মাদ, মোহ, নির্ব্বেদ, দৈন্য, বিষাদ, চাপল্য, আবেগ এবং জড়তা ইত্যাদি ব্যভিচারী। জুগুপ্সারতি স্থায়ীভাব। জুগুপ্সারতির লক্ষণ এই—

জুগুপ্সারতি।

জুগুপ্সা স্যাদহৃদ্যানুভবাচ্চিত্তনিমীলনং।
তত্র নিষ্ঠীবনং বক্ত্রকুণনং কুৎসনাদয়ঃ॥
রতেরনুগ্রহাজ্জাতা সা জুগুপ্সারতির্মতা॥

অহৃদ্য বস্তুর অনুভবজনিত চিত্তনিমীলনকে জুগুপ্সা বলে। নিষ্ঠীবন, মুখ-কৌটিল্য এবং কুৎসনাদি তাহার ক্রিয়া। শ্রীকৃষ্ণরতি কর্ত্তৃক অনুগৃহীত জুগুপ্সাকে জুগুপ্সারতি বলে।

ভয়=ভয়ানক ভক্তিরস। ইহার লক্ষণ যথা—

বক্ষ্যমাণৈর্বিভাবাদ্যৈঃ পুষ্টিং ভয়রতির্গতা।
ভয়ানকাভিধো ভক্তিরসো ধীরৈরুদীর্য্যতে॥

বক্ষ্যমাণ অর্থাৎ স্বযোগ্যবিভাবাদি দ্বারা পুষ্টিপ্রাপ্ত ভয়রতিকে পণ্ডিতেরা ভয়ানক ভক্তিরস বলেন।

১। শান্তভক্ত—নবযোগেন্দ্র সনকাদি আর ;
২। দাস্যভাবভক্ত—সর্ব্বত্র সেবক অপার।
৩। সখ্যভক্ত—শ্রীদামাদি, পুরে ভীমার্জ্জুন ;
৪। বাৎসল্যভক্ত—মাতাপিতা যত গুরুজন।
৫। মধুরসভক্ত মুখ্য—ব্রজে গোপীগণ ;
৬। মহিষীগণ, লক্ষ্মীগণ, অসংখ্যগণন।
৭। পুনঃ কৃষ্ণরতি হয় দুইত প্রকার ;
৮। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রা-কেবলা ভেদ আর।

গোকুলে কেবলারতি ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন ;
৯। পুরীদ্বয়ে বৈকুণ্ঠাদ্যে ঐশ্বর্য্যপ্রবীণ।
১০। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানপ্রধানাতে সঙ্কুচিতপ্রীতি ;
১১। দেখিলে না মানে ঐশ্বর্য্য—কেবলার রীতি।
১২। শান্ত-দাস্যরসে ঐশ্বর্য্য কাঁহাও উদ্দীপন ;
বাৎসল্যে সখ্যে মধুররসে সঙ্কোচন।
১৩। বসুদেব-দেবকীর কৃষ্ণ চরণ বন্দিল ;
১৪। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে দোঁহার মনে ভয় হৈল।

এই ভয়ানক ভক্তিরসে অনুকম্পনীয় এবং সাপরাধ শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণের বন্ধুবর্গে—দারুণ আলম্বন। বিভাবের ভ্রূকুটী প্রভৃতি—উদ্দীপন। মুখশোষ, উচ্ছ্বাস, ফিরে দেখা, আপনাকে গোপন করা, উদ্‌ঘূর্ণা, রক্ষাকর্ত্তার অন্বেষণ এবং চীৎকার প্রভৃতি—অনুভাব। অশ্রু ভিন্ন সর্ব্ববিধ সাত্ত্বিক। ত্রাস, মরণ, চপলতা, আবেগ, দৈন্য, বিষাদ, মোহ, অপস্মার এবং শঙ্কা প্রভৃতি ব্যভিচারী। ভয়রতি স্থায়ীভাব।

ভয়রতি।

ভয়ং চিত্তাতিচাঞ্চল্যমন্তু র্ঘোরেক্ষণাদিভিঃ।
আত্মগোপনহৃচ্ছোষবিদ্রবভ্রমণাদিকৃৎ।
নিষ্পন্নং পূর্ব্ববদিদং বুধা ভয়রতিং বিদুঃ॥

পাপ এবং ভয়ানকদর্শনাদি দ্বারা চিত্তের সাতিশয় চাঞ্চল্যকে ভয় বলে। আত্মগোপন, হৃচ্ছোষ, পলায়ন এবং ভ্রমাদি ইহার ক্রিয়া। পূর্ব্বনিয়ম অনুসারে নিষ্পন্ন এই ভয়কে ভয়রতি বলে।

পঞ্চবিধ ভক্ত হয়—শান্তাদি পঞ্চবিধ রতির আধার শান্তাদি পঞ্চবিধ ভক্ত। হাস্যাদি সপ্তবিধ গৌণীরতি স্বযোগ্যবিভাবাদি দ্বারা হাস্যাদি সপ্তবিধ গৌণরসরূপে প্রকটিত হয়। শান্ত্যাদি স্বয়ংরতি সঙ্কুচিত হইয়া বিভাবের উৎকর্ষজনিত যে ভাববিশেষকে (হাস, বিস্ময়াদি) অনুগ্রহ করেন, সেই ভাববিশেষকে গৌণীরতি বলে। সুতরাং যেমন শান্ত্যাদিরতি স্ব স্ব আধার হইতে কখনই চ্যুত হয় না, হাস্যাদি তদ্রূপ নয়। হাস্যাদি কৃষ্ণলীলাদির অনুসারে কিয়ৎকাল কোন কোন ভক্তে স্থায়ী হইয়া থাকে, এই কারণে আধারের নিয়ম না থাকায় হাস্যাদি সপ্ত গৌণরস আগন্তুক।

১। নব যোগেন্দ্র—ঋষভ দেবের নয়জন পুত্র। যাঁহার নামে এই ভূখণ্ড ভারতবর্ষ নামে বিখ্যাত, ইঁহারা সেই মহারাজ ভরতের কনিষ্ঠ সহোদর। ইঁহারা দারপরিগ্রহ করেন নাই ; ইঁহারা নয়জনই জীবন্মুক্ত, ইচ্ছানুসারে সর্ব্বত্রই গতাগতি করিতে পারেন। ইঁহাদিগের নাম—কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ পিপ্পলায়ন, আবিহোত্র, দ্রুমিল, চমস এবং করভাজন। সনকাদি—সনক, সনন্দন, সনাতন এবং সনৎকুমার প্রভৃতি।

২। দাস্যভাব-ভক্ত—দাস্যভাবের ভক্ত। ৩। সখ্যভক্ত—সখ্যভাবের ভক্ত। পুরে—দ্বারকাদিতে। ৪। বাৎসল্যভক্ত—বাৎসল্যভাবের ভক্ত। গুরুজন—পিতৃব্য মাতুল প্রভৃতি। ৫। মধুররসভক্তমুখ্য—মধুররসের ভক্তের মধ্যে মুখ্য (অগ্রগণ্য)। ৬। মহিষীগণ—রুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীবর্গ (দ্বারকাপুরে) লক্ষ্মীগণ (বৈকুণ্ঠে)। অসংখ্যগণন—গণনা করিয়া সংখ্যা করা যায় না।

৭। দুইত প্রকার—আধারভেদে দ্বিবিধ প্রকাশ হয়।

৮। ঐশ্বর্য্য—ঈশ্বরত্ববোধক প্রভাবাতিশয়। কেবলা—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানশূন্য। ৯। পুরীদ্বয়ে—মথুরা ও দ্বারকায়। প্রবীণ—প্রবল।

১০। ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রধানা—যে রতিতে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রধান হইয়াছে, তাহাতে ঐশ্বর্য্যদর্শনে শঙ্কাত্রাসাদি উপস্থিত [illegible] প্রীতির সঙ্কোচ হয়।

১১। না মানে—অনুভবের বিষয় হয় না ; যেমন পূতনাবধ, শকটভঞ্জন, তৃণাবর্ত্তবধ এবং যমলার্জ্জুনভঞ্জন প্রভৃতিতে শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক ঐশ্বর্য্য অবলোকন করিয়াও বাৎসল্যের সঙ্কোচ না হইয়া বৃদ্ধিই হইয়াছিল। কেবলা—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানবর্জ্জিত রতি। রীতি—নিয়ম অর্থাৎ স্বভাব।

১২। কাঁহাও—কোনস্থানে [illegible] দাসভক্তে এবং শান্তভক্তে। উদ্দীপন—অর্থাৎ রতিপুষ্ট করে। ঐশ্বর্য্যজ্ঞান শান্ত ভক্তের ব্রহ্মানুভবাদির পোষক হয় [illegible] আরাধ্য ও স্বভাবের পোষক হয় ; কিন্তু সখাদিগের তুল্য অভিমানময় সখ্যরতির সঙ্কোচ করিয়া পরিহাস-প্রহাসাদির [illegible] অনুগ্রহবতী বাৎসল্যরতির সঙ্কোচ করিয়া লালনাদির সঙ্কোচ করে এবং প্রেয়সীদিগের সম্ভোগনিদানরূপ [illegible] সঙ্কোচ করে।

১৩। বসুদেব...বন্দিল—[illegible] চরণে প্রণাম করিলেন।

১৪। দোঁহার—বসুদেব ও দেবকীর।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুশ্চত্বারিংশাধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকদেববাক্যং —

দেবকী বসুদেবশ্চ বিজ্ঞায় জগদীশ্বরৌ ;
কৃতসংবন্দনৌ পুত্রৌ সস্বজাতে ন শঙ্কিতৌ ॥২৫॥

কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দেখি অর্জ্জুনের হৈল ভয় ;
১। সখ্যভাবে ধার্ষ্ট্য ক্ষমায় করিয়া বিনয়।

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং একাদশাধ্যায়ে একচত্বারিংশদ্বাচত্বারিংশ শ্লোকয়োঃ শ্রীকৃষ্ণং প্রতি অর্জ্জুনবাক্যং —

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং,
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥২৬॥
যচ্চোপহাসার্থমসৎকৃতোসি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ং ॥২৭॥

কৃষ্ণ যদি রুক্মিণীকে কৈল পরিহাস ;
কৃষ্ণ ছাড়িবেন জানি রুক্মিণীর হৈল ত্রাস।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ষষ্টিতমাধ্যায়ে ত্রয়োবিংশশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং—

দেবক্যীতি। দেবকী বসুদেবশ্চ বিজ্ঞায় বিশেষতো জ্ঞাত্বা ইতি সাম্প্রতাদ্ভুতকর্ম্মদর্শনাদিনা স্মৃতজন্মসময়তাস্তয়েন পূর্ণৈশ্বর্য্যজ্ঞানোদ্বোধাৎ কৃতসভক্তিবন্দনাবপি পুত্রাবপি জগদীশবুদ্ধ্যা ভীতৌ সন্তৌ ন সস্বজাতে, কিন্তু প্রণতৌ স্ববস্থৌ চ স্থিতাবিত্যর্থঃ। তথা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—উত্থাপ্য বসুদেবস্তু দেবকী চ জনার্দ্দনং। স্মৃতজন্মোক্তবচনৌ তাবেব প্রণতৌ স্থিতাবিতি। স্তুতিশ্চ দীর্ঘা তত্র বিস্তৃতে ॥২৫॥

এবমর্জ্জুনঃ সহস্রশীর্ষাদিলক্ষণং স্বসখং শ্রীকৃষ্ণং বিলোক্য সংস্তুত্য প্রণম্য চ স্বসখ্যৈশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রকৃত্তদনুরূপমনুনয়তি-সখেতি দ্বাভ্যাং। কৃষ্ণো ভগবানয়ং সখা মিত্রমিতি মত্বা নিশ্চিত্য তবেদং সহস্রশীর্ষাদিলক্ষণং মহিমানমজানতা অননুভবতা ময়া প্রমাদাদনবধানতঃ প্রণয়েন সখ্যপ্রেম্না বা যত্ত্বাং প্রতি প্রসভং হঠাদুক্তং তদিদানীং ক্ষাময়ে ক্ষময়ামি। কিন্তদিতি চেত্তত্রাহ—হে কৃষ্ণেত্যাদি। সখেতীতাত্র সন্ধিশ্ছান্দসঃ। এতানি ত্রীণি সম্বোধনান্যনাদরগর্ভাণি। হে কৃষ্ণেত্যত্র শ্রীপূর্বকত্বাভাবাৎ। হে যাদবেত্যত্র রাজবংশ্যত্বাভাবাবেদনাৎ। হে সখে ইত্যত্র সবয়স্কমাত্রসূচনাৎ ॥২৬॥

কিঞ্চ যচ্চ। বিহারাদিষু বহাসার্থং পরিহাসৈরসৎকৃতোঽসি সত্যবাক্ সরলো নিষ্কপটস্ত্বমিত্যেবং বাঙ্কশৈরবজ্ঞাতোঽসি, একঃ সখীন্ বিনা বিজনেস্থিতস্তৎসমক্ষং বা তেষাং পরিহসতাং সখীনাং পুরতো বা স্থিত ইত্যর্থঃ, তৎসর্বচনরূপমসৎকাররূপং বাপরাধজাতং ক্ষময়ে ক্ষমস্ব প্রভো ভগবন্নিত্যহুনয়ামীতি। হে অচ্যুতেতি সত্যপ্যপরাধেঽবিচ্যুতস্নেহত্যর্থঃ। অপ্রমেয়মতর্ক্যপ্রভাবং ॥২৭॥

দেবকী এবং বসুদেব, অগ্রে প্রণত পুত্রদ্বয় রামকৃষ্ণকে জগদীশ্বররূপে অবগত হইয়া, শঙ্কাবশতঃ আলিঙ্গন করিতে পারেন নাই ॥২৫॥

তোমার মহিমা না জানিয়া অনবধানবশতঃ কিংবা সখ্যভাবপ্রযুক্ত হঠাৎ 'হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখে!' প্রভৃতি যে সকল সম্বোধন করিয়াছি ; এবং বিহার, শয়ন, উপবেশন ও ভোজন সময়ে অন্যের অসমক্ষে অথবা বন্ধুজনের সমক্ষে পরিহাসস্থলে যে কিছু অসৎকার করিয়াছি, তুমি অতর্ক্যপ্রভাব—তাই তোমার কাছে আজ ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি ॥২৬৷২৭॥

[illegible] লোকাতীত কার্য্যদর্শনে ঐশ্বর্য্যবুদ্ধি প্রবল হইয়া [illegible]
বিশ্বরূপদর্শনে অর্জ্জুনের ঐশ্বর্য্যবুদ্ধি প্রবল হইয়া তাহার [illegible]

১। ক্ষমায়—ক্ষমা করিতে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। [illegible]

তস্যাঃ সুদুঃখভয়শোকবিনষ্টবুদ্ধে-

র্হস্তাৎ শ্লথদ্বলয়তো ব্যজনং পপাত।

দেহশ্চ বিক্লবধিয়ঃ সহসৈব মুহ্যন্

রম্ভেব বাতবিহতা প্রবিকীর্য্য কেশান্ ॥২৮॥

১। কেবলা শুদ্ধপ্রেম ঐশ্বর্য্য না জানে;

২। ঐশ্বর্য্য-দেখিলে নিজ সম্বন্ধ না মানে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং—

ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিশ্চ সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ।

উপগীয়মানমাহাত্ম্যং হরিং সামন্যতাত্মজম্ ॥২৯॥

নতু স্বভাবতো মহাকৌতুকপর এব সঃ, কিঞ্চ প্রপৌত্রাদ্যুক্ত্যাদিনা ত্যাগো ন সম্ভবেদিতি কথং তয়া ন বিচারিতং, তত্রাহ—তস্যা ইতি। তস্যাঃ পরমদাক্ষিণ্যময়প্রেমবিখ্যাতায়াঃ শ্রীরুক্মিণ্যাঃ। সুদুঃখমপ্রিয়শ্রবণাৎ, ভয়ং ত্যাগশঙ্কয়া, শোকঃ অনুতাপঃ, তৈর্বিনষ্টা বুদ্ধির্যস্যাস্তস্যা অতো বিচারাভাবঃ সূচিতঃ। শ্লথন্তি বলয়ানি যস্মাত্তস্মাদ্ধস্তাৎ, অনেন বলয়ান্তপি পতিতানি, তেন কার্শ্যাতিশয়শ্চ সূচিতঃ। ব্যজনং পপাত। ন চ কেবলং বিচারো নষ্টশ্চেতনাপীত্যাহ—বিক্লবা অবশা ধীর্যস্যাঃ। অতএব সহসৈব দেহশ্চ মুহ্যন্ কেশান্ প্রকর্ষেণ বিকীর্য্য বাতবিহতা রম্ভেব পপাত। প্রবিকীর্য্যেতি মোহস্য রম্ভেতি পাতস্য চাতিশয়ঃ সূচিতঃ ॥২৮॥

তদেবমহো পরমভাগ্যবতী যশোদেত্যাহ—ত্রয্যেতি। ত্রয্যা কর্ম্মোপাসনাময্যা তত্তদন্তর্যামিপর্য্যবসানয়া। উপনিষদ্ভিঃ স্বরূপগুণাভ্যাং সর্ববৃহত্তমে তস্মিন্নেব পর্য্যবসিতাভিঃ। সাংখ্যযোগৈঃ সেশ্বরৈঃ। তৈশ্চ শ্রীভাগবতার্থপর্য্যবসানৈঃ পুরাণেতিহাসৈঃ। সাত্বতৈঃ তদুপাসনাময়ৈঃ পঞ্চরাত্রাগমৈঃ। অনয়োরপি বেদাঙ্গত্বং সাহিত্যোক্তিঃ। উপ হীনে। যৎকিঞ্চিদ্‌গীয়মানমাহাত্ম্যং ন তু সম্যক্ আনন্ত্যাৎ। তং হরিং আত্মজমমন্যত পুত্রভাবেন সাক্ষাত্তথা লালিতবতীতি কাক্বা চমৎকারাতিশয়ো ব্যঞ্জিতঃ। ন চ বিশ্বদর্শনেন শ্রীকৃষ্ণে পরমেশ্বরজ্ঞানমভূৎ। অন্যথা শ্রীদেবকীবদসৌ তমেবাস্তোষীৎ ॥২৯॥

সাতিশয় দুঃখ, ভয় এবং শোকে হতবুদ্ধি রুক্মিণীর হস্ত হইতে বলয় এবং ব্যজন পতিত হইয়াছিল। আর ধীবৃত্তি অবশ হওয়ায় তাঁহার দেহও মোহপরতন্ত্র হইয়া কেশকলাপ বিকীর্ণ করতঃ বাতাহত কদলীর ন্যায় পতিত হইয়াছিল ॥২৮॥

ঋক্, যজু এবং সাম এই বেদত্রয় ইন্দ্রাদি দেবতা বলিয়া, উপনিষদ্ সকল সর্ব্ববৃহত্তম বলিয়া, সাংখ্য পুরুষ বলিয়া, যোগ পরমাত্মা বলিয়া এবং সাত্বত অর্থাৎ পঞ্চারাত্রাগম ভগবান্ বলিয়া—যাঁহার মাহাত্ম্য যৎকিঞ্চিৎরূপে গান করিয়া থাকেন, যশোদা সেই হরিকে আত্মজ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন ॥২৯॥

একদা রুক্মিণীর অন্তঃপুরে সিংহাসনে উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের সখীর হস্ত হইতে চামর কাড়িয়া লইয়া রুক্মিণী স্বয়ং চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের নবনবায়মান মাধুর্য্য অনুভব করিয়া সুখসাগরে ভাসিতে লাগিলেন। এমন সময়ে মহাকৌতুকী শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীর তাদৃশ ভাবাবলোকনে পরম প্রীত লাভ করিয়া পরিহাস বশতঃ বলিয়াছিলেন—'হে বিদর্ভরাজকন্যে! তুমি বুদ্ধিমতী হইয়া শিশুপাল প্রভৃতি পরমবিক্রমশালী রাজগণকে উপেক্ষা করতঃ আমাকে কেন পতিত্বে বরণ করিলে? আমি দুর্ব্বল; দেখ, জরাসন্ধের ভয়ে সমুদ্রমধ্যে দুর্গ প্রস্তুত করিয়া বাস করিতেছি। আমি নির্গুণ বলিয়া আঢ্যেরা আমাকে ভজে না; যযাতিশাপে রাজবংশ্য হইয়াও রাজ্যচ্যুত; আমার অনেক শত্রু; তুমি ত স্থিরযৌবনা, অতএব এখন আমি বলিতেছি—তোমার অনুরূপ পতি বিবাহ কর, তাহা হইলে সুখলাভ করিতে পারিবে।' তখন ভগবানের এই কথা শুনিয়া রুক্মিণী মোহগ্রস্তা হইয়াছিলেন। কারণ রুক্মিণীর ঐশ্বর্য্যজ্ঞানপ্রধান মধুররতি; এতাদৃশ বাক্য শ্রবণমাত্রেই ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রবল হওয়ায় পতিকর্ত্তৃক পরিত্যাগশঙ্কায় তাদৃশ প্রিয়তা সঙ্কুচিত হইয়াছিল ॥২৮॥

যশোদার শুদ্ধ বাৎসল্যরতি ঐশ্বর্য্যজ্ঞানবর্জ্জিত। অতএব শ্রীকৃষ্ণের মুখে বিশ্বদর্শনরূপ ঐশ্বর্য্য সম্যক্ স্ফূরিত হইলেও যশোদার তাঁহাকে উৎপাতবোধে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পুত্রভাবে বাৎসল্য পুষ্ট হইয়াছিল ॥২৯॥

১। কেবলা—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানবর্জ্জিত [illegible] শুদ্ধপ্রেম—অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যগন্ধে অস্পৃষ্ট। কেবলা…না জানে—সে প্রেম ঐশ্বর্য্য না জানে, (ঐশ্বর্য্য অনুভব করিতে পারে না)। [illegible] শব্দজাতীয় বিষয় গ্রহণ করিয়া থাকে অর্থাৎ আকাশের সাত্ত্বিকাংশে শ্রবণেন্দ্রিয় হয় বলিয়া সে আকাশের গুণ শব্দকেই [illegible] গ্রহণ করিতে পারে না; এইরূপ বায়ুর সাত্ত্বিকাংশে ত্বগিন্দ্রিয় হয় বলিয়া সে বায়ুর গুণ স্পর্শকেই গ্রহণ করে, শব্দাদি [illegible] ইন্দ্রিয়গণের উপাদানে। ভাব অর্থাৎ রতি। যাহার ঐশ্বর্য্যপ্রধান রতি, তাহার ইন্দ্রিয় ঐশ্বর্য্য দেখিলে অনুভব করে, [illegible] ঐশ্বর্য্য দেখিলেও অনুভব করে না,—যাঁর প্রেম কেবলারতি ঐশ্বর্য্যকে আবৃত করিয়া রাখে; [illegible] মাধুর্য্যের পোষকই হয়। ২। ঐশ্বর্য্য…মানে—অর্থাৎ যদি তাহাদিগের ঐশ্বর্য্য অনুভব হইত, তবে নিজ সম্বন্ধ অর্থাৎ '[illegible] আমার পতি' এতাদৃশ নিজ সম্বন্ধ কখনই তৎকালে অনুভূত হইত না।)

তথাহি তত্রৈব নবমাধ্যায়ে দ্বাদশশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং—

তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজং।
গোপিকোলূখলে দাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা ॥৩০

তথাহি তত্রৈব অষ্টাদশাধ্যায়ে চতুর্দ্দশশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং—

উবাহ কৃষ্ণোভগবান্ শ্রীদামানং পরাজিতঃ।
বৃষভং ভদ্রসেনশ্চ প্রলম্বো রোহিণীসুতং ॥৩১॥

তথাহি তত্রৈব ত্রিংশাধ্যায়ে দ্বাত্রিংশশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং—

ততো গত্বা বনোদ্দেশং দৃপ্তা কেশবমব্রবীৎ।
ন পারয়েহহম্ চলিতুং নয় মাং যত্র তে মনঃ ॥৩২॥

তথাহি তত্রৈব দশমস্কন্ধে একত্রিংশাধ্যায়ে ষোড়শশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য গোপীবাক্যং—

তং ইতি। মর্ত্ত্যলিঙ্গনরাকৃতিমপি অধোক্ষজং প্রাকৃতেন্দ্রিয়াগোচরং যতো ন কেনাপি প্রকারেণ ব্যক্ত ইত্যব্যক্তং সর্ব্বকারণকারণং তং শ্রীকৃষ্ণমাত্মজং স্বগর্ভজাতং মত্বা, বাৎসল্যস্য সম্পূর্ণমনস্থেন তদংশাচ্ছাদনাদিত্যর্থঃ। গোপিকা যশোদা উদূখলে দাম্না ববন্ধ। তচ্চ বন্ধনমুদরে জ্ঞেয়ং। দামোদরত্বেন প্রসিদ্ধত্বাদত্র নোক্তং, হরিবংশেতূক্তং—'দাম্না চৈবোদরে বদ্ধা প্রত্যবন্ধদুদূখলে' ইতি তচ্চ তথা প্রাপ্ত্যর্থমেব, বস্তুতো বন্ধনস্ত ভয়েন গমনাশক্ত্যৈব কৃতং। প্রাকৃতং যথেতি যথা অন্যাপি শিক্ষার্থং প্রাকৃতং বালকং বধ্নাতি তদ্বদিত্যনেন শ্রীকৃষ্ণস্যাপ্রাকৃতবালকত্বমায়াতমিতি ॥৩০॥

উবাহ ইতি। শ্রীকৃষ্ণোভগবানপি পরাজিতঃ সন্ শ্রীদামানমুবাহ, ভদ্রসেনশ্চ বৃষভমুবাহ, প্রলম্বোরোহিণীসুতমুবাহ। পরাজিত ইতি অন্যয়োরপি কর্ত্তৃপদয়োর্বিশেষণমিতি জ্ঞেয়ং। ভগবানিতি যুষ্মাকং যো ভগবান্ সোহস্মাকং ভজবানিতিঃ পরাজিত ইতি নর্ম্ম চ ব্যঞ্জিতং। রোহিণ্যাঃ সুতমিতি তেন তৎপ্রভাবাজ্ঞানস্যাপেক্ষয়া ॥৩১॥

ততঃ ইতি। ততো বরিষ্ঠমন্যতানন্তরং বনপ্রদেশবিশেষং তেনৈব সহগমনক্রমেণাগ্রতো গত্বা দৃপ্তা গর্ব্বিতা সতী, কেশবং কেশান্ তদীয়ান্ বয়তে বধ্নাতীতি তং, অতএবাব্রবীৎ। কিন্তদাহ—ন পারয়ে ইতি। বহুপরিভ্রমণেন পরিশ্রান্তত্বাদিতি ব্যাজময়ী হেতুব্যঞ্জনা। নমু মুগ্ধে তাভ্যোদূরমগ্নে স্থানান্তরং স্বয়ং গন্তব্যমিতি চেত্তত্রাহ—নয়েতি। পূর্ব্ববদস্কে নিধায় স্বমেব নয়েত্যর্থঃ ॥৩২॥

গোপী যশোদা সেই নরাকারে প্রতীয়মান অধোক্ষজকে আত্মজ জ্ঞান করিয়া প্রাকৃত বালকের ন্যায় রজ্জু দ্বারা উদূখলে বন্ধন করিয়াছিলেন ॥৩০॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, ভদ্রসেন এবং প্রলম্বাসুর এই তিনজন ক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া শ্রীদামা, বৃষভ এবং রোহিণীনন্দন বলরামকে স্কন্ধে বহন করিয়াছিলেন ॥৩১॥

অনন্তর সেই গোপী (শ্রীরাধিকা) বনপ্রদেশে গমনানন্তর গূঢ়গর্ব্বিতা হইয়া কেশবকে বলিয়াছিলেন—আমি আর চলিতে পারি না, তোমার যেখানে মন হয় সেইখানে আমাকে লইয়া চল ॥৩২॥

গৃহস্থিত সমস্ত রজ্জুদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের কটিবেষ্টন হইল না, প্রত্যেক রজ্জু যোজনার্থ অঙ্গুলীদ্বয়পরিমিতির অপূর্ত্তিনির্ণয়াদি বিভুত্ব প্রকাশে সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য্য প্রকট হইলেও, কেবলারতিবশতঃ যশোদা তাহা অনুভব করিতে পারেন নাই; কেবলারতি ঐশ্বর্য্যাংশ সমাচ্ছাদিত করিয়াছিল; কিন্তু পুত্রবাৎসল্য প্রবল হইয়া শিক্ষার্থ বন্ধন করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছিল ॥৩০॥

তাদৃশ অঘ-বকাদি বধ হেতু ঐশ্বর্য্য সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইলেও শ্রীদামাদির তাহা অনুভূত হয় নাই; [illegible] কখনই স্কন্ধে আরোহণ করিতে পারিতেন না। অতএব ঐশ্বর্য্য দেখিলেও তাহা কেবলারতির অনুভবের বিষয় হয় না ॥৩১॥

শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—'আমি [illegible] পারি না, তুমি আমাকে যেখানে [illegible] লইয়া যাও'; [illegible] ক্রোড়ে করিয়া লইয়া যাও। ইনি শ্রীকৃষ্ণের বহুবিধ ঐশ্বর্য্য দেখিয়াছেন, কিন্তু সেই সকল ঐশ্বর্য্যের [illegible] কখনই স্বামী [illegible] ক্রোড়ে উঠিবার ইচ্ছা করিতে পারিতেন না। অতএব কেবলারতি [illegible] —ইহাই প্রমাণিত হইল ॥৩২॥

পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবা-
নতিবিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।
গতিবিদস্তবোদ্গীতমোহিতাঃ
কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি ॥৩৩॥

১। শান্তরস স্বরূপবুদ্ধ্যে কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা;
'শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেরিতি' শ্রীমুখগাথা।

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে শান্তভক্তিরসলহর্য্যাং একবিংশশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং—

শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেরিতি শ্রীভগবদ্বচঃ।
তন্নিষ্ঠা দুর্ঘটা বুদ্ধেরেতাং শান্তিরতিং বিনা ॥৩৪॥

২। কৃষ্ণ বিনা তৃষ্ণাত্যাগ তার কার্য্য মানি;
অতএব শান্ত কৃষ্ণভক্ত এক জানি।

এবঞ্চ সতি তদেতদস্ত কৃতমত্যন্তমযুক্তমিত্যাহুঃ—পতীতি। সুতাঃ পুষ্টপুত্রাদয়ঃ। অন্বয়ান্ তৎসম্বন্ধিনঃ বান্ধবাঃ মাতাপিত্রাদয়ঃ। তান্ অতি তেষাং বাক্যাতিক্রমাৎ স্নেহাদিপরিত্যাগাচ্চাতিশয়েন বিশেষেণ চ ধর্ম্মাদ্যনপেক্ষয়া সমূলত্বেন উল্লঙ্ঘ্য অতিক্রম্য। আগমনে হেতুঃ তবোদ্গীতমোহিতা ইতি হরিণ্য ইবেতি ভাবঃ। ন তু যাদৃচ্ছিকমুদ্গীতমপি তজ্জ্ঞানপূর্ব্বকমেবেত্যাহুর্গতিবিদইতি অস্মদাগমনং জানন্ত ইতি। যদ্বা নন্ন ভবত্যঃ পরমধীরা গীতমাত্রেণ কথং মোহিতাস্তত্রাহুঃ গতিবিশেষান্ জানত ইতি। যৈঃ শক্রসর্ব্বপরমেষ্ঠি পুরোগাঃ কশ্মলং যযুরনিশ্চিততত্ত্বা ইতি ভাবঃ। যদ্বা—ভবত্যো-বিদগ্ধা মমেতাদৃশং স্বভাবমপি জানন্তীতি কথং ন সাবধানা জাতাস্তত্রাহুঃ। ত্বৎস্বভাববিদোপি বয়মিতি মোহন-মন্ত্রপ্রায়ত্বদ্গানস্যেতি ভাবঃ। অহো তদপ্যাস্তাং স্বয়মেব তথানীতা যোষিতঃ পুনর্নিশি কস্ত্যজেৎ? সম্ভাবনায়াং লিঙ্। ন কোঽপীত্যর্থঃ। অতএব হে কিতব বঞ্চনাশীল! অনেনাত্যোপি কিতব কস্ত্যজেৎ। সকস্যাপি তস্য কৈতবলব্ধেন বার্থেন স্ববাবহাসাধকত্বং। ভবতু তস্যাপি তিরস্কারিত্বমিতি তত্রাপি বিশেষঃ। অতএব হে অচ্যুত! স্বগুণাদব্যভিচারি-ন্নিতি সাধ্বৈব তবৈব সংজ্ঞেতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥

শম ইতি। বুদ্ধের্ময়ি কৃষ্ণরূপে নিষ্ঠা যস্যাঃ সা তস্যা ভাবঃ মন্নিষ্ঠতা ময়ি বুদ্ধের্নিষ্ঠেতি নিষ্কর্ষঃ। ইতি শ্রীভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বাচা বচনং। তত্র হি কার্য্যদ্বারা রতিরূপং কারণং লক্ষ্যত ইত্যাহ—তন্নিষ্ঠেতি। এতাং শান্তিরতিং বিনা বুদ্ধেঃ তন্নিষ্ঠা ভগবন্নিষ্ঠা দুর্ঘটা ন সম্ভবতীত্যর্থঃ। তথাপি সামান্যায়ামেব রতৌ লব্ধায়াং বিশেষেঽত্র প্রবৃত্তিঃ প্রসিদ্ধশমপ্রাচুর্য্যাৎ পর্য্যবসায়তে ॥ ৩৪ ॥

হে অচ্যুত! পতি ভ্রাতা জ্ঞাতি এবং মাতৃপিত্রাদি সমূলে অতিক্রম করতঃ তোমার উচ্চগীতে মোহিত হইয়া তোমার সমীপে আসিয়াছি, তুমি আগমনের উদ্দেশ্যও অবগত আছ; অতএব হে কিতব! রাত্রিকালে স্বয়ংসমাগত কামিনীদিগকে কে পরিত্যাগ করে ॥ ৩৩ ॥

বুদ্ধির মন্নিষ্ঠতা অর্থাৎ আমাতে নিষ্ঠাকে শম বলে, এইটী শ্রীকৃষ্ণের বাক্য। অতএব শান্তিরতি ব্যতীত বুদ্ধির ভগবন্নিষ্ঠা দুর্ঘট ॥ ৩৪ ॥

কৃষ্ণপ্রেয়সী গোপীগণের শত শতবার ঐশ্বর্য্য প্রকাশেও স্বীয়ভাবের চ্যুতি হয় নাই, ইহাই কেবলা রতির অসাধারণ প্রভাব। যদি ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান হইত, তবে ভয়সঙ্কোচাদি বশতঃ আপনাদিগকে হীনজ্ঞানে স্বীয় ভাবানুসারে প্রণয়মানের বশবর্ত্তিনী হইয়া 'কিতব' বলিয়া সম্বোধন করিতেন না। অতএব কেবলারতি দেখিলে শুনিলেও ঐশ্বর্য্যজ্ঞানকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে ॥৩৩॥

শান্তিরতি না থাকিলে বুদ্ধির ভগবন্নিষ্ঠা সম্ভবে না, এইজন্য শান্তিরতি অবশ্যস্বীকার্য্য ॥৩৪॥

১। বুদ্ধ্যে—বুদ্ধির। কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা—কৃষ্ণে নিষ্ঠা। বুদ্ধির কৃষ্ণনিষ্ঠতা শান্তরসের স্বরূপ লক্ষণ। শ্রীমুখগাথা—শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখের ব্যাখ্যা।

২। কৃষ্ণ বিনা তৃষ্ণাত্যাগ—কৃষ্ণভিন্ন বিষয়ে স্পৃহানিবৃত্তি। তার—শান্তিরতির। অতএব—কার্য্যদ্বারা শান্তিরতি অনুমিত হওয়া হেতুই। শান্ত··· জানি—শান্তিরতির আশ্রয়কে একজন কৃষ্ণভক্ত বলিয়া জানি।

১। স্বর্গ-মোক্ষ কৃষ্ণভক্ত নরক করি মানে।

তথাহি শ্রীমদ্‌ভাগবতে ষষ্ঠস্কন্ধে সপ্তদশাধ্যায়ে ত্রয়োবিংশ শ্লোকে দুর্গাং প্রতি শিববাক্যং—

নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥৩৫॥

২। 'কৃষ্ণনিষ্ঠা' 'তৃষ্ণাত্যাগ' শান্তের দুইগুণে।
এই দুই গুণ ব্যাপে সব ভক্তজনে;
৩। আকাশের শব্দগুণ যেন ভূতগণে।
শান্তের স্বভাব কৃষ্ণে মমতাগন্ধহীন;
৪। 'পরংব্রহ্মপরমাত্মা'-জ্ঞান প্রবীণ।
'কেবল স্বরূপ'-জ্ঞান হয় শান্তরসে;
'পূর্ণৈশ্বর্য্যপ্রভু'-জ্ঞান অধিক হয় দাস্যে।
৫। ঈশ্বরজ্ঞান—সম্ভ্রমগৌরবপ্রচুর;
সেবা করি কৃষ্ণে সুখ দেন নিরন্তর।
৬। শান্তের গুণ দাস্যে আছে অধিক সেবন;
অতএব দাস্যরসে হয় দুই গুণ।
শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন, সখ্যে দুই হয়;
৭। দাস্যে সম্ভ্রমগৌরবসেবা, সখ্যে বিশ্বাসময়।
কান্ধে চড়ে, কান্ধে চড়ায়, করে ক্রীড়ারণ;
৮। কৃষ্ণ সেবে, কৃষ্ণে করায় আপন সেবন।
বিশ্রম্ভপ্রধান সখ্য গৌরবসম্ভ্রম হীন;
অতএব সখ্যরসের তিনগুণ চিন্।
৯। মমতা অধিক কৃষ্ণে—আত্মসমজ্ঞান;
অতএব সখ্যরসে বশ ভগবান্।
বাৎসল্যে শান্তের গুণ, দাস্যের সেবন;
১০। সেই সেই সেবনের ইঁহা নাম পালন।
সখ্যের গুণ অসঙ্কোচ অগৌরবসার;
১১। মমতা আধিক্যে তাড়নভর্ৎসনব্যবহার।
আপনাকে পালকজ্ঞান, কৃষ্ণে পাল্যজ্ঞান;
চারিরসের গুণে বাৎসল্য অমৃতসমান।
সে অমৃতানন্দে ভক্ত ডুবেন আপনে;
১২। কৃষ্ণ ভক্তবশগুণ কহে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানিগণে।

তথাহি শ্রীহরিভক্তিবিলাসস্য ষোড়শবিলাসে একোনশততমধৃত পদ্মপুরাণং—

ইতিদৃক্ স্বলীলাভিরানন্দকুণ্ডে
স্বঘোষং নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তং।

বিশেষেণোৎকর্ষমাহ ইতীতি। ইতি এবং ভক্তবশ্যতয়া। যদ্বা—ইত্যনয়া দামোদরলীলয়া ঈদৃশীভিশ্চ দামোদরলীলা সদৃশীভিঃ পরমমনোহরাভিঃ শৈশবীভিঃ স্বস্য স্বাভিবা অসাধারণীভির্লীলাভিঃ ক্রীড়াভিঃ। 'গোপীভিঃ [illegible]

যে তুমি এবম্বিধ দামোদরলীলা ও তৎসদৃশ অন্য বাল্যলীলা দ্বারা গোকুলবাসি প্রাণিমাত্রকে আনন্দ সরোবরে

ইহার ব্যাখ্যা মধ্যের (৯) পরিচ্ছেদে (৩২০) পৃষ্ঠায় দেখুন ॥৩৫॥

১। স্বর্গ মানে—কৃষ্ণভক্ত স্বর্গ ও মোক্ষসুখকে নরকযাতনা সদৃশ জ্ঞানেন, যেহেতু স্বর্গ মোক্ষাদিতে তাঁহাদের স্পৃহা নাই।

২। দুই গুণ—স্বরূপ কৃষ্ণনিষ্ঠা এবং তৃষ্ণাত্যাগ আপাততঃ দুই গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, কিন্তু কৃষ্ণনিষ্ঠারই কার্য্য তৃষ্ণাত্যাগ, অতএব কার্য্যকারণের অভেদ স্বীকার করিয়া শান্তের একই গুণ বলিতে হইবে। অন্যথা দাস্যের দুই গুণ লইয়া তিন গুণ হয়।

৩। আকাশের শব্দ গুণ ইত্যাদির বিবরণ মধ্যলীলায় ৮ পরিচ্ছেদে (২৮০) পৃষ্ঠায় টিপ্পনী দেখুন। ৪। প্রবীণ—প্রবল।

৫। গৌরব প্রচুর—সাতিশয় গৌরব। ৬। শান্তের গুণ—নিষ্ঠা। অধিক সেবন—শান্ত হইতে অধিক গুণটী সেবা।

৭। সম্ভ্রমগৌরব সেবা—সম্ভ্রমগৌরবময় সেবা। বিশ্বাসময়—অর্থাৎ সম্ভ্রমগৌরববর্জ্জিত, সঙ্কোচরহিত। ক্রীড়ারণ—যুদ্ধক্রীড়া বা আপোস যুদ্ধ।

৮। কৃষ্ণে সেবন—কৃষ্ণ দ্বারা নিজের সেবা সম্পাদন করেন। বিশ্রম্ভ—বিশ্বাস অর্থাৎ অসঙ্কোচ। ৯। মমতা অধিক—দাস্য হইতে অধিকগুণ মমতা। ১০। সেই সেই—দাস্যের এবং সখ্যের। ইঁহা—বাৎসল্যে। পালন—পালনরূপ সেবা। অগৌরব সার—অগৌরবের পরাকাষ্ঠা।

১১। মমতা আধিক্য—অর্থাৎ 'আমার পুত্র' বলিয়া শিক্ষার্থ তাড়ন ভর্ৎসন। তাড়নাদি লালনের অন্তর্গত।

১২। কৃষ্ণ ভক্ত-বশ গুণ—শ্রীকৃষ্ণ নিজের ভক্তবশ্যতা গুণ; ঐশ্বর্য্যজ্ঞানিগণে—ঐশ্বর্য্যানুভবিগণে; কহে—অর্থাৎ দেখান্।

তদীয়েশিতজ্ঞেষু ভক্তৈর্জিতত্বং
পুনঃ প্রেমতস্ত্বাং শতাবৃত্তি বন্দে ॥৩৬॥

১। মধুররসে কৃষ্ণনিষ্ঠা সেবা অতিশয় ;
সখ্যে অসঙ্কোচ লালন মমতাধিক হয় ।
২। কান্ত ভাবে নিজাঙ্গ দিয়া করেন সেবন ;
অতএব মধুররসে হয় পঞ্চ গুণ ।
৩। আকাশাদির গুণ যেন পর-পর ভূতে ;
এক-দুই-তিন-ক্রমে পঞ্চ পৃথিবীতে ।
এইমত মধুরে সব ভাব-সমাহার ;
অতএব স্বাদাধিক্যে করে চমৎকার ।
এই ভক্তিরসের কৈল দিগ্দরশন ;
ইহার বিস্তার মনে করিহ ভাবন ।
ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণ স্ফুরয়ে অন্তরে ;
৪। কৃষ্ণকৃপায় অজ্ঞ পায় রসসিন্ধু পারে ।"

—এত বলি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ;
বারাণসী চলিবারে প্রভুর হৈল মন ।
প্রভাতে উঠিয়া যবে করিল গমন ;
তবে তাঁর পদে রূপ করে নিবেদন—
৫। "আজ্ঞা হয় আইসোঁ মুঞি শ্রীচরণসঙ্গে ;
সহিতে না পারি মুঞি বিরহতরঙ্গে ।"
৬। প্রভু কহে "তোমার কর্ত্তব্য আমার বচন ;
নিকটে আসিয়াছ তুমি যাহ বৃন্দাবন ।
বৃন্দাবন হৈতে তুমি গৌড়দেশ দিয়া ;
আমারে মিলিবে নীলাচলেতে আসিয়া ।"
তাঁরে আলিঙ্গিয়া প্রভু নৌকাতে চড়িলা ;
মূর্চ্ছিত হইয়া তিঁহো তাঁহাঞি পড়িলা ।
দাক্ষিণাত্য বিপ্র তাঁরে ঘরে লঞা গেলা ;
৭। তবে দুই ভাই বৃন্দাবনেতে চলিলা ।

[illegible] বান্ বালবৎ ক্বচিৎ । উদ্গায়তি ক্বচিন্মুগ্ধস্তব্ধ.শাদারুষঞ্চবৎ । বিভর্তি ক্বচিদাজ্ঞপ্তঃ পীঠকোন্মনপাদুকং । বাক্ষেপক্ষ [illegible] স্বানাং প্রীতিং সমুদ্বহন্'—ইত্যাদ্যুক্তাভিঃ স্বঘোষং নিজগোকুলবাসিপ্রাণিজাতং সপদমেব আনন্দকুণ্ডে আনন্দসমুদ্র- [illegible] বিশেষে নিতরাং মজ্জয়ন্তং । এতদবাক্তং স্বানাং প্রীতিং সমুদ্বহন্নিতি । যদ্বা—ঘোষঃ কীর্ত্তিঃ মাহাত্ম্যাখ্যানং [illegible] । স্বত্ত স্বানাং বা গোপগোপ্যাদানাং ঘোষো যথা স্যাত্তথা স্বয়মেবানন্দকুণ্ডে নিমজ্জন্তং পরমসুখবিশেষমনুভবন্তমিত্যর্থঃ । [illegible] তাভিরেব তদীয়েশিতজ্ঞেষু ভগবদৈশ্বর্য্যপরেষু ভক্তৈর্জিতত্বং আত্মনো ভক্তবশ্যতাখ্যাপয়ন্তং । 'ভক্তিপরাণামেব [illegible] ন তু জ্ঞানপরাণা'মিতি প্রথয়ন্তং । অনেন চ 'দশবৎসরবিদাং লোক আত্মনো ভক্তবশ্যতাখ্যাপয়ে দার্শতঃ । [illegible] ভবন্তং বিদন্তীতি তথা তেষাম্ তজ্জ্ঞানপরাণামিত্যর্থঃ । তান্ প্রতিদর্শয়ন্নিতি । তদীয়ানাং ভগবতানাং [illegible] নাত্মবশ্যতাখ্যাপয়ন্তং । বৈষ্ণবমাহাত্ম্যাবিশেষানভিজ্ঞেষু ভক্তৈর্বিশেষতস্তন্মাহাত্ম্যং চ পরমগোপ্যত্বেন প্রকাশ- [illegible] । এবঞ্চ তদ্বিদামিতি ভক্তবশ্যতাবিদামিত্যর্থো দ্রষ্টব্যঃ । অতঃ প্রেমতঃ ভক্তিবিশেষেণ শতাবৃত্তি যথাস্যাত্তথা [illegible] তদীশ্বরং পুনর্বন্দে । অতো ভক্তানামবশ্যকৃত্যং ভক্তিপ্রকারবিশেষরূপং বন্দনমেব প্রার্থ্যং—ন দৈশ্বর্য্যং জ্ঞানাদীতি ভাবঃ ॥৩৬॥

[illegible] এবং স্বীয় ঐশ্বর্য্যজ্ঞানপরায়ণদিগকে 'আমি ভক্ত-পরাজিত' ইহাই জানাইতেছ, আমি ভক্তিবিশেষে পুনরায় [illegible] তোমাকে শতবার বন্দনা করি ॥ ৩৬ ॥

[illegible] আপনার ভক্তবশ্যতাগুণ খ্যাপন করেন, এই শ্লোকে তাহাই সপ্রমাণ করিলেন ॥৩৬॥

১। কৃষ্ণনিষ্ঠা—শান্তের গুণ। সেবা—দাস্যের গুণ। লালন—বাৎসল্যের গুণ।
২। নিজাঙ্গ দিয়া সেবন—অর্থাৎ দেহ দৈহিক সমস্তই কৃষ্ণে অর্পণ করা হইল, এই ভাববিশেষে আত্মসমর্পণ সঙ্কোচহীন।
৩। আকাশাদির ইত্যাদির বিবরণ মধ্যলীলা ৮ পরিচ্ছেদ (২৮০) পৃষ্ঠায় টিপ্পনী দেখুন।
৪। রসসিন্ধুপারে—রসসমুদ্রের অপার সীমা। ৫। আইসোঁ—আসি অর্থাৎ সঙ্গে চলি।
৬। আমার বচন—আমার বাক্য প্রতিপালন। ৭। দুই ভাই—রূপ এবং শ্রীবল্লভ। চলি চলি—হাঁটিয়া।

মহাপ্রভু চলি চলি আইলা বারাণসী ;
চন্দ্রশেখর মিলিলা গ্রামের বাহিরে আসি।
রাত্রে তিঁহো স্বপ্ন দেখে প্রভু পাইলা ঘরে ;
প্রাতঃকালে আসি রহে গ্রামের বাহিরে।
আচম্বিতে প্রভু দেখি চরণে পড়িলা ;
আনন্দিত হঞা নিজগৃহে লঞা গেলা।
তপনমিশ্র শুনি আসি প্রভুরে মিলিলা ;
ইষ্টগোষ্ঠী করি প্রভুর নিমন্ত্রণ কৈলা।
নিজঘরে লঞা প্রভুকে ভিক্ষা করাইল ;
১। ভট্টাচার্য্যে চন্দ্রশেখর নিমন্ত্রণ কৈল।
ভিক্ষা করাইয়া মিশ্র কহে পায়ে ধরি—
"এক ভিক্ষা মাগি মোরে দেহ কৃপা করি।
যাবৎ তোমার হয় কাশীপুরে স্থিতি ;
২। মোর ঘরে বিনা ভিক্ষা না করিবে কতি।"
প্রভু জানেন—'দিন পাঁচ সাত সে রহিব ;
সন্ন্যাসীর সঙ্গে ভিক্ষা কাঁহা না করিব।'
এত জানি তাঁর ভিক্ষা করিল অঙ্গীকার ;
৩। বাসা-নিষ্ঠা করিল চন্দ্রশেখরের ঘর।
৪। মহারাষ্ট্রী বিপ্র আসি তাঁহারে মিলিলা ;
প্রভু তাঁরে স্নেহ করি কৃপা প্রকাশিলা।
মহাপ্রভু আইলা শুনি শিষ্ট শিষ্ট জন ;
ব্রাহ্মণ-সজ্জন আসি করে দরশন।
শ্রীরূপ-উপরি প্রভু যৈছে কৃপা কৈল ;
অত্যন্ত বিস্তার কথা সংক্ষেপে কহিল।
শ্রদ্ধা করি এই কথা শুনে যেই জনে ;
প্রেমভক্তি পায় সেই চৈতন্যচরণে।
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ;
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

১। ভট্টাচার্য্য—বলভদ্র ভট্টাচার্য্য। ২। কতি—কোথাও। ৩। নিষ্ঠা—স্থির।
৪। মহারাষ্ট্রী বিপ্র—বৃন্দাবনগমন সময়ে যাঁহাকে কৃপা করিয়াছিলেন।

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীরূপানুগ্রহো নাম
ঊনবিংশঃ পরিচ্ছেদঃ।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

বন্দেঽনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্য্যং
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুং।
নীচোঽপি যৎপ্রসাদাৎ স্যাৎ
ভক্তিশাস্ত্র-প্রবর্ত্তকঃ ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য ! জয় নিত্যানন্দ !
জয়াদ্বৈতচন্দ্র ! জয় গৌরভক্তবৃন্দ !
১। এথা গৌড়ে সনাতন আছে বন্দিশালে ;
শ্রীরূপ গোসাঞীর পত্রী আইল হেনকালে।

বন্দ ইতি। অনন্তং দেশতঃ কালতঃ পরিচ্ছেদরহিতং অদ্ভুতমচিন্ত্যং ঐশ্বর্য্যং প্রভাবো যস্য তং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুমহং বন্দে নমস্করোমি। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোঃ প্রসাদাৎ প্রসাদমধিগম্যেত্যর্থঃ, নীচোপি ভক্তিশাস্ত্রাণাং প্রবর্ত্তকঃ স্যাদিতি ॥১॥

অনন্ত ও অদ্ভুত ঐশ্বর্য্যশালী শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুকে প্রণাম করি ; যাঁহার কৃপায় নীচজনও ভক্তিশাস্ত্রের প্রবর্ত্তনে সমর্থ হয় ॥১॥

১। গৌড়ে—গৌড়সম্রাটের রাজধানীতে। বন্দিশালে—কারাগারে।

পত্রী পেয়ে সনাতন আনন্দিত হৈলা ,
১। যবন রক্ষক পাশ কহিতে লাগিলা—
২। "তুমি এক জিন্দাপীর মহা পুণ্যবান্ !
কেতাব-কোরাণ শাস্ত্রে আছে তোমার জ্ঞান।
৩। এক বন্দী ছাড়ি যদি নিজ ধন দিয়া ;
সংসার হৈতে তারে মুক্ত করেন গোসাঞা।
পূর্ব্বে আমি তোমার করিয়াছি উপকার ;
তুমি আমা ছাড়ি কর প্রত্যুপকার।
পাঁচ সহস্র মুদ্রা দিব—কর অঙ্গীকার ;
পুণ্য অর্থ তুই লাভ হইবে তোমার।"
তবে সেই যবন কহে—"শুন মহাশয় !
তোমারে ছাড়িয়ে, কিন্তু করি রাজভয়।"
সনাতন কহে—"তুমি না কর রাজভয় ;
৪। দক্ষিণ গিয়াছে, যদি নেউটী আইসয়।
তাঁহাকে কহিও—'সেই বাহ্যকৃত্যে গেল
গঙ্গার নিকট ; গঙ্গা দেখি ঝাঁপ দিল।
অনেক দেখিল তার লাগি না পাইল ;
৫। দাঁড়ুকা সহিত ডুবি কাঁহা বহি গেল।"
—কিছু ভয় নাহি আমি এ দেশে না রব ;
৬। দরবেশ হঞা আমি মক্কায় যাইব।"
তথাপি যবন মন প্রসন্ন না দেখিল ;
সাত হাজার মুদ্রা তার আগে রাশি কৈল।
লোভ হইল যবনের মুদ্রা দেখিয়া ;
রাত্রে গঙ্গা পার কৈল দাঁড়ুকা কাটিয়া।
৭। গড়িদ্বার পথ ছাড়িল, নারে তাঁহা যাইতে ;
৮। রাত্রি-দিনে চলি আইল পাতড়া পর্ব্বতে।

৯। তথা এক ভূমিক হয়, তার ঠাঁঞি গেলা ;
'পর্ব্বত পার কর আমায়'—মিনতি করিলা।
১০। সেই ভূঁয়া সঙ্গে হয় হাতগণিতা ;
ভূঁয়া কাণে কহে সেই জানি এক কথা—
'ইহার ঠাঁই সুবর্ণের অষ্ট মোহর হয়' ;
শুনি আনন্দিত ভূঁয়া, সনাতনে কয়—
'রাত্রে পর্ব্বত পার করিব নিজ লোক দিয়া ;
ভোজন করহ তুমি রন্ধন করিয়া'।
১১।—এত বলি অন্ন দিল করিয়া সম্মান ;
সনাতন আসি তবে কৈল নদীস্নান।
দুই উপবাসে কৈল রন্ধনে ভোজনে ;
রাজমন্ত্রী সনাতন বিচারিল মনে—
"এই ভূঁয়া কেন মোরে সম্মান করিল ?"
১২। এত চিন্তি সনাতন ঈশানে পুছিল—
"তোমার ঠাঞি জানি কিছু দ্রব্য আছয় ?"
ঈশান কহে 'মোর ঠাঞি সাত মোহর হয়'।
শুনি সনাতন তারে করিল ভর্ৎসন ;
"সঙ্গে কেন আনিয়াছ এই কাল যম ?"
তবে সেই সাত মোহর হস্তেতে করিয়া ;
ভূঁয়া কাছে দিয়া কহে মধুর করিয়া—
"এই সাত সুবর্ণ মোহর আছিল আমার ;
ইহা লঞা ধর্ম্ম দেখি কর মোরে পার।
রাজবন্দী আমি, গড়িদ্বার যাইতে না পারি ;
পুণ্য হবে পর্ব্বত আমা দেহ পার করি।"
ভূঁয়া হাসি কহে "আমি জানিয়াছি পহিলে ;
অষ্ট মোহর হয় তোমার সেবক-আঁচলে।

১। রক্ষক—কারারক্ষক (জেলার)। ২। জিন্দাপীর—সিদ্ধপুরুষ। কেতাব—পলিকাপ্রণীত ; কোরাণ—মহম্মদপ্রণীত।
৩। বন্দী—কারারুদ্ধ, বদ্ধমান। গোসাঞা—প্রভু অর্থাৎ পরমেশ্বর। ৪। নেউটী—ফিরিয়া। ৫। দাঁড়ুকা—বেড়ি, বন্ধনশৃঙ্খল।
৬। দরবেশ—অবধূত। কোনরূপ জাতিবিশেষের চিহ্ন যাঁহাতে লক্ষিত হয় না। ৭। গড়িদ্বার—প্রসিদ্ধ পথ। ৮। পাতড়া পর্ব্বত—মানচিত্রে দ্রষ্টব্য। ৯। ভূমিক—ভূম্যধিকারী, মণ্ডল। হয়—আছে। ১০। হাতগণিতা—যাহারা করগণনা দ্বারা গুহ্য বিষয় জানিতে পারে।
১১। অন্ন—তণ্ডুল। ১২। ঈশান—সনাতন গোস্বামীর সঙ্গী ব্রাহ্মণ।

তোমা মারি মোহর লইতাম আজিকার রাত্রে ;
১। ভাল হৈল কহিলা তুমি ছুটিলাম পাপ হৈতে।
সন্তুষ্ট হইলাম আমি, মোহর না লইব ;
পুণ্য লাগি পর্ব্বত তোমা পার করি দিব।"
গোসাঞী কহে "কেহ দ্রব্য লইবে আমা মারি ;
আমার প্রাণ রক্ষা কর দ্রব্য অঙ্গীকরি।"
তবে ভূঁয়া গোসাঞীর সঙ্গে চারি পাইক দিল ;
রাত্রে রাত্রে বনপথে পর্ব্বত পার কৈল।
পার হঞা গোসাঞী তবে পুছিল ঈশানে—
"জানি শেষ দ্রব্য কিছু আছে তোমা স্থানে ?"
ঈশান কহে—"এক মোহর আছে অবশেষ" ;
গোসাঞী কহে "মোহর লঞা যাহ তুমি দেশ।"
তারে বিদায় দিয়া গোসাঞী চলিলা একেলা ;
হাতে করোয়া-ছেঁড়াকান্থা,—নির্ভয় হইলা।
২। চলি চলি গোসাঞী তবে আইলা হাজিপুরে ;
সন্ধ্যাকালে বসিলা এক উদ্যান ভিতরে।
সেই হাজিপুরে রহে শ্রীকান্ত নাম ;
গোসাঞীর ভগিনীপতি করে রাজকাম।
৩। তিন লক্ষ মুদ্রা রাজা দিয়াছে তাঁর সনে ;
ঘোড়া মূল্য লঞা পাঠায় পাতসার স্থানে।
৪। টুঙ্গির উপর বসি সেই গোসাঞীকে দেখিল ;
রাত্রে একজন সঙ্গে গোসাঞীপাশ আইল।
দুইজন মিলি তথা ইষ্টগোষ্ঠী কৈল ;
বন্ধনমোক্ষণ-কথা গোসাঞী কহিল।
তিঁহো কহে—"দিন দুই রহ এইস্থানে ;
৫। ভদ্র বেশ কর, ছাড় মলিন বসনে।"

গোসাঞী কহে—"একক্ষণ ইহা না রহিব,
গঙ্গা পার করি দেহ এখনি চলিব।"
যত্ন করি তেঁহো এক ভোটকম্বল দিল ;
গঙ্গা পার করি দিল গোসাঞী চলিল।
তবে গোসাঞী বারাণসী আইল কত দিনে ;
৬। শুনি আনন্দিত হৈল প্রভু আগমনে।
চন্দ্রশেখরের ঘরে আসি দুয়ারে বসিলা ;
মহাপ্রভু জানি চন্দ্রশেখরে কহিলা—
"দ্বারে এক বৈষ্ণব হয়, বোলাহ তাঁহারে" ;
চন্দ্রশেখর দেখে বৈষ্ণব নাহিক দুয়ারে।
দ্বারেতে বৈষ্ণব নাহি প্রভুরে কহিল ;
"কেহ হয় ?" করি প্রভু তাঁহারে পুছিল।
তিঁহো কহে—"এক দরবেশ আছে দ্বারে" ;
"তাঁরে আন" প্রভুবাক্যে কহিল আসি তাঁরে।
—"প্রভু তোমায় বোলায়, আইস দরবেশ !"
শুনি আনন্দে সনাতন করিলা প্রবেশ।
তাঁহারে অঙ্গনে দেখি প্রভু ধাঞা আইলা ;
তাঁরে আলিঙ্গন করি প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
প্রভুস্পর্শে প্রেমাবিষ্ট হৈল সনাতন ;
৭। —'মোরে না ছুঁইও' কহে গদগদ বচন।
দুইজনে গলাগলি রোদন অপার ;
দেখি চন্দ্রশেখরের হৈল চমৎকার !
তবে প্রভু তাঁর হাতে ধরি লঞা গেলা ;
৮। পিণ্ডার উপরে আপন পাশে বসাইলা।
শ্রীহস্তে করেন তার অঙ্গ সম্মার্জ্জন ;
তেঁহো কহে—"মোরে প্রভু না কর স্পর্শন"।

১। ছুটিলাম—অব্যাহতি পাইলাম। ২। হাজিপুর—বিহার প্রদেশস্থ মুজঃফরপুর জেলার অন্তঃপাতী নগরবিশেষ।
৩। রাজা—গৌড়ের রাজা। ৪। টুঙ্গী—উচ্চ মঞ্চ।
৫। ভদ্রবেশ—কারামোচনান্তর ক্ষৌর, স্নান এবং বস্ত্রাদি পরিধান।
৬। শুনি···আগমনে—সনাতন কাশীতে মহাপ্রভুর আগমনবার্ত্তা শুনিয়া পরম আনন্দিত হইলেন।
৭। মোরে না ছুঁইও—দৈন্যসূচক বাক্য। গদগদ বচন—প্রেমের সাত্ত্বিক বিকার। ৮। পিণ্ডা—বারেণ্ডা।

১। প্রভু কহে "তোমা স্পর্শি আত্মপবিত্রিতে ;
ভক্তিবলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে।"

তথাহি **শ্রীমদ্ভাগবতে** প্রথমস্কন্ধে ত্রয়োদশাধ্যায়ে অষ্টম শ্লোকে বিদুরং প্রতি যুধিষ্ঠিরবাক্যং—

ভবদ্বিধা ভাগবতা স্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তস্থেন গদাভৃতা ॥২॥

তথাহি **শ্রীহরিভক্তিবিলাসস্য** দশমবিলাসে একনবত্যঙ্কধৃতং ইতিহাসসমুচ্চয়োক্ত-ভগবদ্বাক্যং—

ন মে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহং ॥৩॥

তথাহি **শ্রীমদ্ভাগবতে** সপ্তমস্কন্ধে নবমাধ্যায়ে নবমশ্লোকে শ্রীনৃসিংহদেবং প্রতি প্রহ্লাদবাক্যং—

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥৪॥

তোমা দেখি, তোমা স্পর্শি, গাই তোমার গুণ ;
সর্ব্বেন্দ্রিয় ফল এই শাস্ত্র-নিরূপণ।

তথাহি **শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে** ত্রয়োদশাধ্যায়ে দ্বিতীয়শ্লোকে প্রহ্লাদং প্রতি পৃথিবীবাক্যং—

অক্ষ্ণোঃ ফলং ত্বাদৃশদর্শনং হি,
তন্বাঃ ফলং ত্বাদৃশগাত্রসঙ্গঃ।
জিহ্বাফলং ত্বাদৃশকীর্ত্তনং হি,
সুদুর্ল্লভা ভাগবতা হি লোকে ॥৫॥

ইদানীং ভক্তিং বিনা নান্যৎ কিঞ্চিত্তব তোষহেতুরিত্যাহ—**বিপ্রাদিতি**। পূর্ব্বোক্তা ধনাদয়ো যে দ্বিষট্ দ্বাদশগুণাস্তৈর্যুক্তাদ্বিপ্রাদপি শ্বপচং বরিষ্ঠং মন্যে। যদ্বা—সনৎসুজাতোক্তা দ্বাদশ ধর্ম্মাদয়ো গুণা দ্রষ্টব্যাঃ। তদুক্তং মহাভারতে—ধর্ম্মশ্চ সত্যঞ্চ দমস্তপ অমাৎসর্য্যং হ্রীস্তিতিক্ষানসূয়া। যজ্ঞশ্চ দানঞ্চ ধৃতিঃ শ্রুতঞ্চ ব্রতানি বৈ দ্বাদশ ব্রাহ্মণস্যেতি। কথম্ভূতাদ্বিপ্রাৎ—অরবিন্দনাভস্য পাদারবিন্দবিমুখাৎ। কথম্ভূতং শ্বপচং—তস্মিন্নরবিন্দনাভে অর্পিতা মন আদয়ো যেন তং। ঈদৃশং কস্য। স এবম্ভূতঃ শ্বপচঃ সর্ব্বং কুলং পুনাতি। ভূরির্মানোগর্ব্বো যস্য স তু বিপ্র আত্মানমপি ন পুনাতি, কুতঃ কুলং? যতো ভক্তিহীনস্যৈতে গুণা গর্ব্বায় ভবন্তি, ন তু শুদ্ধয়ে, অতো হীন ইতি ভাবঃ ॥৪॥

অক্ষ্ণোরিতি। হে অসুরশ্রেষ্ঠ! ভবতু বার্ত্তা দূরত আস্তাং, ত্বাদৃশানাং তব তুল্যানাং দর্শনং অক্ষ্ণোঃ ফলং, অন্যথা চক্ষুর্দ্ধারণস্য বৈফল্যং স্যাদিতি। ত্বাদৃশানাং গাত্রসঙ্গঃ অঙ্গসঙ্গঃ তন্বাঃ ফলং। এবং ত্বাদৃশানাং কীর্ত্তনং হি নিশ্চিতং জিহ্বাফলং, অন্যথা জিহ্বা ভেকজিহ্বায়মানা স্যাৎ। অতএব লোকে ভাগবতা হি এব। ভাগবতা এব সুদুর্ল্লভা ন অন্যে ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

শম, সত্য, দম, তপঃ, অদ্বেষ, হ্রী, তিতিক্ষা, অনসূয়া, যজ্ঞ, দান, ধৃতি এবং বেদাধ্যয়ন—এই দ্বাদশগুণযুক্ত ব্রাহ্মণ যদি ভগবৎপদারবিন্দ হইতে পরাঙ্মুখ হয়, তবে তাহার অপেক্ষা যে ব্যক্তি তাহার মন, বাক্য, শারীরিক চেষ্টা, অর্থ এবং প্রাণ ভগবানে অর্পিত করিয়াছে, তাদৃশ চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ, যেহেতু সেই চণ্ডালও কুল পবিত্র করে। কিন্তু সাতিশয় গর্ব্বিত সেই ব্রাহ্মণ আপনাকেও শুদ্ধ করিতে পারে না ॥ ৪ ॥

হে অসুরশ্রেষ্ঠ! ভবাদৃশ হরিভক্তের দর্শনই চক্ষুর ফল, ত্বাদৃশ ব্যক্তির অঙ্গসঙ্গই দেহ ধারণের ফল, এবং তোমার গুণকীর্ত্তনই জিহ্বার ফল,—অতএব ভক্তই লোকে সুদুর্ল্লভ ॥ ৫ ॥

ইহার ব্যাখ্যা আদিলীলা (১৩) পৃষ্ঠা (৩২) অঙ্কের শ্লোক দেখুন ॥২॥
ইহার ব্যাখ্যা মধ্যলীলা (১৯) পরিচ্ছেদ (৪৪২) পৃষ্ঠা (২) শ্লোক দেখুন ॥৩॥
এই চারি শ্লোক দ্বারা হরিভক্ত সাতিশয় পবিত্র—ইহাই সমর্থন করিলেন ॥২॥

১। আত্ম পবিত্রিতে—আপনাকে পবিত্র করিতে।

এত কহি কহে প্রভু—"শুন সনাতন!
কৃষ্ণ বড় দয়াময় পতিতপাবন।
১। মহারৌরব হৈতে তোমার করিল উদ্ধার;
কৃপার সমুদ্র কৃষ্ণ গম্ভীর অপার।"
সনাতন কহে—"কৃষ্ণ আমি নাহি জানি;
আমার উদ্ধারহেতু তোমা কৃপা মানি"।
২। "কেমনে ছুটিলা?"—বলি প্রভু প্রশ্ন কৈল;
আদ্যোপান্ত সব কথা তিঁহো শুনাইল।
প্রভু কহে "তোমার দুইভাই প্রয়াগে মিলিলা;
৩। রূপ-অনুপম দুঁহে বৃন্দাবন গেলা।"
তপনমিশ্রেরে আর চন্দ্রশেখরে;
প্রভু-আজ্ঞায় সনাতন মিলিলা দোঁহারে।
৪। তপনমিশ্র তবে তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ;
প্রভু কহে—"ক্ষৌর করাহ, যাহ সনাতন।"
চন্দ্রশেখরেরে প্রভু কহে বোলাইয়া;
"এই বেশ দূর কর, যাহ ইহা লঞা।"
ভদ্র করাইয়া তাঁরে গঙ্গাস্নান করাইল;
৫। শেখর আনিয়া তাঁরে নূতন বস্ত্র দিল।
সেই বস্ত্র সনাতন না কৈল অঙ্গীকার;
শুনিয়া প্রভুর মনে আনন্দ অপার।

মধ্যাহ্ন করি প্রভু গেলা ভিক্ষা করিবারে;
সনাতনে লঞা গেলা তপনমিশ্রের ঘরে।
পাদ প্রক্ষালন করি ভিক্ষাতে বসিলা;
৬। 'সনাতনে ভিক্ষা দেহ' মিশ্রেরে কহিলা।
৭। মিশ্র কহে 'সনাতনের কিছু কৃত্য আছে;
তুমি ভিক্ষা কর, প্রসাদ তাঁরে দিব পাছে।
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু বিশ্রাম করিলা,
মিশ্র প্রভুর শেষপাত্র সনাতনে দিলা।
মিশ্র সনাতনে দিল নূতন বসন,
বস্ত্র নাহি নিল তিঁহো কৈল নিবেদন—
"মোরে বস্ত্র দিতে যদি তোমার হয় মন;
নিজ পরিধান এক দেহ পুরাতন।"
তবে মিশ্র পুরাতন এক ধূতি দিল;
তেঁহো দুই বহির্ব্বাস-কৌপীন করিল।
মহারাষ্ট্রী দ্বিজে প্রভু মিলাইল সনাতন;
৮। সেই বিপ্র তাঁরে কৈল মহা নিমন্ত্রণ—
"সনাতন! তুমি যাবৎ কাশীতে রহিবে;
তাবৎ আমার ঘরে ভিক্ষা যে করিবে।
৯। সনাতন কহে—"আমি মাধুকরী করিব;
ব্রাহ্মণের ঘরে কেন একত্র ভিক্ষা নিব?"

১। মহারৌরব—সর্পাপেক্ষা অতিশয় ক্রূর প্রাণিবিশেষের নাম রুরু, যে স্থানে পাপীকে সেই রুরু দংশন করে, সেই স্থানের নাম রৌরব, নরকবিশেষ; তদপেক্ষা অতিশয় ক্লেশপ্রদ নরক—মহারৌরব।

২। ছুটিলা—অর্থাৎ পলায়ন করিলে। তেঁহ—সনাতন। ৩। অনুপম—শ্রীবল্লভের নামান্তর।

৪। তাঁরে—সনাতনকে। ৫। শেখর—চন্দ্রশেখর।

৬। ভিক্ষা দেহ—ক্ষৌর ও গঙ্গাস্নানানন্তর মহাপ্রভু বলিলেন—সনাতনে ভিক্ষা দাও, এই কথায় বুঝিতে হইবে—সনাতনের সন্ন্যাস হইল, অর্থাৎ—

জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বা নপেক্ষকঃ।
সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ॥

জ্ঞাননিষ্ঠ যদি পরিপূর্ণ বৈরাগ্য প্রাপ্ত হয় এবং আমার ভক্ত যদি মুক্তিতেও নিরপেক্ষ হয়, তবে আশ্রমের চিহ্নের সহিত আশ্রম অর্থাৎ আশ্রমোচিত ক্রিয়াকলাপ পরিত্যাগ করতঃ বিধিকিঙ্করতা পরিত্যাগ করিয়া বিচরণ করিবে, অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠা-সমাধি করিবে এবং আমার ভক্ত শুদ্ধভক্তির আচরণ করিবে, এইরূপ আশ্রমাতীতকে পরমহংস বলে। জ্ঞাননিষ্ঠকে পরমহংস বলে, এতাদৃশ ভক্তকে ভাগবত পরমহংস বলে। ইহাঁরাই প্রকৃত সন্ন্যাসী।

৭। কিছু কৃত্য আছে—অর্থাৎ নিয়মিত কর্ত্তব্য কার্য্যের কিঞ্চিৎ অপেক্ষা আছে। ৮। মহানিমন্ত্রণ—অধিক দিনের জন্ত নিমন্ত্রণ।

৯। মাধুকরী—মধুকরের ন্যায় বৃত্তি। মধুকর যেমন পুষ্প হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া জীবিকা সম্পাদন করে, তাহাতে পুষ্পের কিছুই ক্ষতি হয় না, তদ্রূপ পরমহংস গৃহীগণের নিকট হইতে এক এক গ্রাস পরিমিত অন্ন গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করেন, তাহাতে গৃহীর কোন কষ্ট হয় না।

সনাতনের বৈরাগ্যে প্রভুর আনন্দ অপার ;
১। ভোটকম্বল পানে প্রভু চাহে বারেবার।
২। সনাতন জানিল এই প্রভুরে না ভায় ;
ভোট ত্যাগ করিবার চিন্তিল উপায়।
৩। এত চিন্তি গেলা গঙ্গায় মধ্যাহ্ন করিতে ;
এক গৌড়িয়া কান্থা ধুঞা দিয়াছে শুকাইতে।
তারে কহে—"আরে ভাই ! কর উপকারে ;
এই ভোট লঞা এই কান্থা দেহ মোরে।"
৪। সেই কহে—"হাস্য কর প্রামাণিক হঞা ?
বহুমূল্য ভোট কেন দিবে কান্থা লঞা ?"
তেঁহ কহে—"হাস্য নহে কহি সত্যবাণী ;
ভোট লহ তুমি মোরে দেহ কান্থা খানি।"
—এত বলি কাঁথা লৈল ভোট তারে দিয়া ;
গোসাঞির ঠাঁই আইলা কাঁথা গলায় দিয়া।
প্রভু কহে "তোমার ভোটকম্বল কোথা গেল ?"
প্রভুপদে সব কথা গোসাঞী কহিল।
প্রভু কহে—"উহা আমি করিয়াছি বিচার ;
বিষয়রোগ খণ্ডাইল কৃষ্ণ যে তোমার।
সে কেন রাখিবে তোমার শেষ বিষয়ভোগ ?
রোগ খণ্ডি সদ্বৈদ্য না রাখে শেষ রোগ।
৫। তিন মুদ্রার ভোট গায় মাধুকরী গ্রাস ;
ধর্ম্মহানি হয় লোকে করে উপহাস।"
গোসাঞী কহে "যে খণ্ডিল কুবিষয়-রোগ ;
তাঁর ইচ্ছায় গেল মোর শেষবিষয়ভোগ।"
প্রসন্ন হইয়া প্রভু তাঁরে কৃপা কৈল ;
৬। তাঁর কৃপায় প্রশ্ন করিতে তাঁর শক্তি হৈল।
৭ পূর্ব্বে যৈছে রায়-পার্শ্বে প্রভু প্রশ্ন কৈল ;
তাঁর শক্ত্যে রামানন্দ তার উত্তর দিল।
ইঁহা প্রভুর শক্ত্যে প্রশ্ন করে সনাতন ;
আপনে মহাপ্রভু করে তত্ত্ব-নিরূপণ।

কৃষ্ণস্বরূপমাধুর্য্যৈশ্বর্য্যভক্তিরসাশ্রয়ং।
তত্ত্বং সনাতনায়েশঃ কৃপয়োপদিদেশ সঃ ॥৬॥

তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া ;
৮। দৈন্য-বিনতি করে দন্তে তৃণ লঞা—
৯। "নীচজাতি নীচসঙ্গী পতিত অধম ;
কুবিষয়-কূপে পড়ি গোঙাইনু জনম।

কৃষ্ণেতি। স ঈশঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামা হরিঃ। কৃষ্ণস্য যশোদাস্তনন্ধয়স্য স্বরূপং পরমানন্দঘনঃ। মাধুর্য্যং রূপং গুণলীলাদীনাং স্বাভাবিকপরমমনোহরতা। ঐশ্বর্য্যমসমোর্দ্ধানন্তস্বাভাবিকপ্রভাবাতিশয়ঃ। ভক্তিঃ সাধনাদি রসাঃ মধুরাদয়ঃ। এত আশ্রয়া যস্য তত্তত্ত্বং যাথার্থ্যং কৃপয়া সনাতনায় উপদিদেশ উপদিষ্টবান্ ॥ ৬ ॥

প্রসিদ্ধ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব কৃপা করিয়া সনাতনকে কৃষ্ণের স্বরূপতত্ত্ব, ঐশ্বর্য্যতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব এবং রসতত্ত্ব উপদেশ দিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

১। ভোটকম্বল—যাহা সনাতন গোস্বামীর ভগিনীপতি শ্রীকান্ত দিয়াছিলেন, যেহেতু সে সময় শীতকাল। মহাপ্রভু প্রয়াগে মকরস্নান করিয়াই কাশীতে আসিয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্বেই সনাতন কারাগার হইতে বহির্গত হন, এইসময় শ্রীকান্ত সনাতনের শীতনিবারণার্থ ভোটকম্বল দিয়াছিলেন।

২। না ভায়—অর্থাৎ ভাল দেখেন না। ৩। মধ্যাহ্ন—মধ্যাহ্নকালীন স্নান। ৪। হাস্যকর—উপহাসকর। প্রামাণিক—বিজ্ঞ।

৫। তিন মুদ্রা…উপহাস—সম্পত্তি থাকিতে যাচ্ঞা করায় ধর্ম্মনষ্ট হয়, এই ভোটকম্বলের মূল্য তিন মুদ্রা। তাহাতে তিন মাস আহার চলিতে পারে, তবে কেন যাচ্ঞা করিবে ? এখন সেই সম্পত্তি ঘুচিল, এখন আর এই ছিন্ন কান্থার কোন মূল্য নাই, সুতরাং এইক্ষণে অবশ্য মাধুকরী-বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পার।

৬। তাঁর—মহাপ্রভুর। তাঁর—সনাতনের। ৭। রায়—রামানন্দ রায়। পার্শ্বে—সমীপে। তাঁর শক্ত্যে—মহাপ্রভুর শক্তি দ্বারা। তার—মহাপ্রভুর প্রশ্নের। ৮। দৈন্য-বিনতি—দৈন্যবশতঃ বিশেষ নম্রতা অর্থাৎ স্বীয় হীনত্ব। দন্তে তৃণ লঞা—ইহা পশুত্বব্যঞ্জক অর্থাৎ ইহাতে অত্যন্তাতিশয় প্রকাশই তাৎপর্য্য। ৯। নীচজাতি…অধম—স্বীয় দৈন্যবাক্য।

আপনার হিতাহিত কিছুই না জানি ;
১। গ্রাম্যব্যবহারে পণ্ডিত তাই সত্য মানি।
কৃপা করি যদি মোরে করিয়াছ উদ্ধার ;
আপন কৃপাতে কহ কর্ত্তব্য আমার।
২। কে আমি ? কেন আমায় জারে তাপত্রয় ?
ইহা নাহি জানি কেমনে হিত হয় ?
৩। সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব পুছিতে না জানি ;
কৃপা করি সব তত্ত্ব কহত আপনি ?”
প্রভু কহে “কৃষ্ণকৃপা তোমাতে পূর্ণ হয় ;
সব তত্ত্ব জান তোমার নাহি তাপত্রয়।
কৃষ্ণশক্তি ধর তুমি, জান তত্ত্বভাব ;
৪। জানি দার্ঢ্য লাগি পুছে সাধুর স্বভাব।

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং পঞ্চমাঙ্কধৃতনারদীয়পুরাণং —

সদ্ধর্ম্মস্যাববোধায় যেষাং নির্ব্বন্ধিনী মতিঃ।
অচিরাদেব সর্ব্বার্থঃ সিধ্যত্যেষামভীপ্সিতঃ ॥৭॥

যোগ্যপাত্র হও তুমি ভক্তি প্রবর্ত্তাইতে ;
ক্রমে সব তত্ত্ব শুন কহিয়ে তোমাতে—
৫। জীবের স্বরূপ হয় ‘কৃষ্ণের নিত্যদাস’ ;
৬। কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ।
৭। সূর্য্যাংশ কিরণ যেন অগ্নিজ্বালাচয় ;
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন শক্তি হয়।

সদ্ধর্ম্মস্যেতি। যেষাং মতিঃ সদ্ধর্ম্মস্য ভাগবতধর্ম্মস্যাববোধায় ভাগবতধর্ম্মং জ্ঞাতুমিত্যর্থঃ। নির্ব্বন্ধিনী অধ্যবসিতা। তেষাং মহাত্মনামভীপ্সিতঃ বাঞ্ছিতঃ সর্ব্বার্থঃ অচিরাদেব ঝটিত্যেব সিধ্যতি ॥ ৭ ॥

যাঁহাদিগের বুদ্ধি ভাগবতধর্ম্ম জানিবার নিমিত্ত অধ্যবসায় করিয়াছে, সেই মহাত্মাদিগের বাঞ্ছিত সর্ব্বার্থ শীঘ্রই সিদ্ধ হয় ॥ ৭ ॥

১। গ্রাম্য—লৌকিক কার্য্য। ব্যবহার—রাজকীয় বিচারকার্য্য।

২। কে আমি—অর্থাৎ শরীর, মন এবং ইন্দ্রিয় ইহার অন্যতম ‘আমি’ অথবা শরীরাদি হইতে পৃথক্ কোন পদার্থ ‘আমি’? তাপত্রয়—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক এই তাপত্রয়। শারীর ও মানস ভেদে আধ্যাত্মিকতাপ দ্বিবিধ; শারীর তাপ—বাতপিত্ত শ্লেষ্মার বৈষম্য নিমিত্ত, মানস তাপ—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয়, ঈর্ষ্যা, বিষাদ এবং বিষয়বিশেষের অদর্শন নিবন্ধন। অন্তরোপায়সাধ্য বলিয়া শারীর ও মানস তাপকে আধ্যাত্মিক বলে। বাহ্যোপায়সাধ্য তাপ দ্বিবিধ—আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। তন্মধ্যে মানুষ, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ এবং স্থাবর নিমিত্ত তাপকে আধিভৌতিক বলে, এবং যক্ষ, রাক্ষস, বিনায়ক ও গ্রহাদির আবেশ নিবন্ধন তাপকে আধিদৈবিক বলে। জারে—জীর্ণ করে। এই তাপত্রয় কেন আমাকে জারে ?—অর্থাৎ আমি যদি ‘শরীর’ হই, তবে মানস তাপ কেন আমাকে জারে ? যদি ‘মন’ হই, তবে শারীরতাপ কেন আমাকে জারে ? যদি শরীরমন হইতে পৃথক্ হই, তবে কেন শারীরতাপ ও মানসতাপ জারে ? এবং বাহ্যোপায়সাধ্য আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তাপই বা কেন আমায় জারে ? কিরূপে হিত হয় অর্থাৎ কি করিলে এই ত্রিতাপের শান্তি হয়, ইহাও জানি না।

৩। সাধ্য—যাহা লাভ করিলে সর্ব্বদুঃখ নিবৃত্তি পূর্ব্বক পূর্ণানন্দ লাভ হয়। সাধন—যে উপায় দ্বারা সাধ্যবস্তু লাভ হয়। পুছিতে না জানি—কি প্রণালীতে প্রশ্ন করিতে হয় সে বোধও আমার নাই। পুছিতে—হিন্দি শব্দ।

৪। দার্ঢ্য লাগি—দৃঢ়তার জন্য। যেমন একটী খুঁটী মাটিতে পুঁতিয়া তাহাতে যত আঘাত দেওয়া যায় ততই দৃঢ় হয়, সেইরূপ পরিজ্ঞাত তত্ত্বের যতই প্রশ্ন উত্তর দ্বারা আলোচনা করা যায়, ততই সেই তত্ত্বটি চিত্তে দৃঢ় হইয়া লগ্ন হয়।

৫। নিত্যদাস—অনাদিকাল হইতে কৃষ্ণদাস। কোন করদ রাজার অধীন প্রজা সম্রাট্‌কে আদর না করিলেও যেমন সম্রাটেরই প্রজা থাকে, সেইরূপ জীব অনাদিকাল হইতে মায়ার দাস হইয়া সর্ব্বেশ্বর ভগবানে পরাঙ্মুখ হইলেও তাঁহারই দাস। সর্ব্বেশ্বর কখনই নষ্ট হয় না।

৬। তটস্থাশক্তি—জীবশক্তি চিদ্রূপ হইয়াও চিদ্রূপা স্বরূপশক্তি হইতে ভিন্ন, এই নিমিত্ত ইহাকে তটস্থাশক্তি বলে। ভেদাভেদ প্রকাশ—মায়াধীশ বিভুত্বাদি গুণযুক্ত ঈশ্বর হইতে মায়ামোহিতত্ব অণুত্বাদি গুণযোগ হেতু জীব ভিন্ন। আবার চিদ্রূপত্বরূপে ঈশ্বর ও জীবের অভেদ বটে। এই ভেদাভেদ অচিন্ত্য অর্থাৎ ভিন্ন কি অভিন্ন ইহা চিন্তার অশক্য। এইরূপে স্বরূপশক্তি ও মায়াশক্তির সহিত অচিন্ত্যভেদাভেদ। এই অচিন্ত্যভেদাভেদ প্রকাশ একদা হইলেই সাধক মায়া অতিক্রম করিয়া মুক্ত হয়েন।

৭। সূর্য্যাংশ জ্বালাচয়—যেমন সূর্য্যের বাহিরে সূর্য্যকিরণ সূর্য্য হইতে তেজরূপে অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন; যেহেতু ছায়া সূর্য্যকে আবরণ করিতে পারে না, কিন্তু বহিঃস্থ কিরণকে আবরণ করে। সূর্য্যের এতাদৃশ শক্তি আছে যাহাতে ছায়া সূর্য্যের নিকট যাইতেও পারে না।

তথাহি **শ্রীভগবৎসন্দর্ভে** সম্বংরজস্তম ইতি ত্রিবিধেকমিতাস্ত ব্যাখ্যায়াং ধৃতো বিষ্ণুপুরাণীয়প্রথমাংশস্ত দ্বাত্রিংশাধ্যায়ীয়পঞ্চাশশ্লোকঃ—

একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ ॥৮॥

তথাহি **তত্রৈব** বিষ্ণুপুরাণীয় প্রথমাংশস্য তৃতীয়াধ্যায়ীয়ে দ্বিতীয়শ্লোকে পরাশরবাক্যং—

শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ ;
যতোহতো ব্রহ্মণস্তাস্ত সর্গাদ্যাভাবশক্তয়ঃ।
ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য যথোষ্ণতা ॥৯॥

কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি পরিণতি ;
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি, আর মায়াশক্তি।

নন্বক্ষরস্য পরব্রহ্মণস্তদ্বিলক্ষণং ক্ষরং রূপং কথং স্যাদিত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তেনোপপাদয়তি—**একদেশ** ইতি। প্রাদেশিক-স্থাপ্যগ্নের্দীপাদের্দাহকস্যাপি তদ্বিলক্ষণা জ্যোৎস্না প্রভা যথা তৎপ্রকাশশক্তিবিস্তারঃ, তথা ব্রহ্মণঃ শক্তিকৃতো বিস্তার ইদমখিলং ব্রহ্মাদিরূপং জগৎ ॥ ৮ ॥

স্বামিনাথ—**শক্তয়** ইতি। লোকে হি সর্ব্বেষাং ভাবানাং মণিমন্ত্রাদীনাং শক্তয়ঃ অচিন্ত্যজ্ঞানগোচরা অচিন্ত্যং তর্কসহং যদ্ জ্ঞানং কার্য্যান্যথানুপপত্তিপ্রমাণকং তস্য গোচরাঃ সন্তি। যদ্বা—অচিন্ত্যা ভিন্না ভিন্নত্বাদিবিকল্পৈশ্চিন্তয়িতুমশক্যাঃ কেবলমর্থাপত্তিজ্ঞানগোচরাঃ সন্তি। যত এবং অতোব্রহ্মণোপি তাস্তথাবিধাঃ সর্গাদ্যাঃ সর্গাদিহেতুভূতাভাবশক্তয়ো ভাবাংশকাঃ শক্তয়ঃ সন্ত্যেব, পাবকস্য দাহকত্বাদিশক্তিবৎ। অতো গুণাদিহীনস্যাপ্যচিন্ত্যশক্তিমত্ত্বাৎ ব্রহ্মণঃ সর্গাদিকর্তৃত্বং ঘটত ইত্যর্থঃ। শ্রুতিশ্চ 'ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে, ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ। মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বর'মিত্যাদি। যদ্বা—এবং যোজনা। সর্ব্বেষাং ভাবানাং পাবকস্যোষ্ণতাশক্তিবদনন্তজ্ঞানগোচরাঃ শক্তয়ঃ সন্ত্যেব। ব্রহ্মণঃ পুনস্তাঃ স্বভাবভূতাঃ স্বরূপাদভিন্নাঃ শক্তয়ঃ। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়ত ইত্যাদি শ্রুতেঃ। অতো মণিমন্ত্রাদিভিরগ্ন্যৌষ্ণ্যবৎ ন কেনচিদ্ বিহন্তুং শক্যতে। অতএব তস্য নিরঙ্কুশৈশ্বর্য্যং। তথা চ শ্রুতিঃ—'স চায়মাত্মা সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতি'রিত্যাদি। তপতাং শ্রেষ্ঠেতি সম্বোধয়ন্ যা কাপি তপঃশক্তিঃ স্বয়ং বেত্থেতি সূচয়তি। যতএবং অতো ব্রহ্মণো হেতোঃ সর্গাদ্যা ভবন্তি, নাত্র কাচিদনুপপত্তিরিত্যর্থঃ ॥৯॥

একদেশস্থিত দাহক অগ্নি অর্থাৎ প্রদীপাদির প্রভা যেমন প্রকাশশক্তির মাত্রের বিস্তার, তদ্রূপ এই ব্রহ্মাদি-তৃণ-পর্য্যন্ত অখিলজগৎ সেই পরব্রহ্মেরই শক্তি ; অর্থাৎ এই জগদ্বিস্তার ব্রহ্মেরই শক্তিকৃত ॥৮॥

বস্তু হইতে ভিন্ন কি অভিন্ন বলিয়া যাহা নিশ্চয় করিতে অশক্য—কেবল কার্য্য দেখিয়া যাহা কল্পনা করিতে হয়, অগ্নির উষ্ণতাশক্তির ন্যায় সকল পদার্থেরই তাদৃশ শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব হে তপস্বিশ্রেষ্ঠ! ব্রহ্মেরও স্বাভাবিক অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ হইতে অভিন্ন সর্গাদি বিবিধ শক্তি আছে ॥৯॥

প্রদীপ দাহকতা প্রকাশকতাদি-শক্তিযুক্ত হইলেও প্রভাবিস্তার যেমন প্রকাশকতা-শক্তিরই কার্য্য, তদ্রূপ অনন্তশক্তিপরিপূর্ণ ভগবানের মায়াশক্তির কার্য্য জগৎ ॥৮॥

সকল পদার্থের যেমন অচিন্ত্যশক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে, তদ্রূপ ব্রহ্মেরও সুতরাং অচিন্ত্য অনন্ত স্বাভাবিক শক্তি আছে ; তাদৃশ শক্তি স্বীকার না করিলে সৃষ্ট্যাদি কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না ; কিন্তু অগ্নির উষ্ণতাশক্তি যেমন মণিমন্ত্রাদি দ্বারা বিহত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মের শক্তির ব্যাঘাত কেহই করিতে সমর্থ হয় না, যেহেতু তাঁহার ঐশ্বর্য্য নিরঙ্কুশ ॥ ৯ ॥

কিরণে তাদৃশ শক্তির অভাবে ছায়া তাহাকে আবরণ করে,—এই অংশে ভেদ। অগ্নিজ্বালাচয়—অগ্নির স্ফুলিঙ্গ সমূহ। রাশীকৃত অগ্নি হইতে উষ্ণস্বরূপে স্ফুলিঙ্গ অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন, যেহেতু অন্ধকার রাশীকৃত অগ্নিকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না, কিন্তু স্ফুলিঙ্গকে আবৃত করে। রাশীকৃত অগ্নিতে এতাদৃশ কোন শক্তি আছে যাহাতে অন্ধকার তাহার সমীপে যাইতে পারে না, স্ফুলিঙ্গে তাদৃশ শক্তির অভাবে অন্ধকার তাহাকে আবরণ করে,—এই অংশে ভেদ। তদ্রূপ ঈশ্বরে এতাদৃশ কোন অচিন্ত্য শক্তি আছে যাহার প্রভাবে মায়া তাঁহার সম্মুখে যাইতে ভয় করেন ? জীব চিদ্রূপ হইয়াও তাদৃশ শক্তির অভাবে মায়া কর্ত্তৃক মোহিত হন ? এই অংশে ভেদ স্বাভাবিক—অর্থাৎ আগন্তুক নয়। সে জন্য বলিলেন—"কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি হয়।"

তথাহি তত্রৈব ধৃতো বিষ্ণুপুরাণস্য ষষ্ঠাংশীয়সপ্তমাধ্যায়-ষৈকষষ্টঃ শ্লোকঃ—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা
ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা
অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞান্যা
তৃতীয়া শক্তিরীষ্যতে ॥১০॥

তথাহি তত্রৈব বিষ্ণুপুরাণীয়ষষ্ঠাংশস্য সপ্তমাধ্যায়ীয়-দ্বিষষ্টিত্রিষষ্টৌ শ্লোকৌ—

যয়া ক্ষেত্রজ্ঞশক্তিঃ সা বেষ্টিতা নৃপ সর্ব্বগা।
সংসারতাপানখিলানবাপ্নোত্যত্র সন্ততান্ ॥১১॥
তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞসংজ্ঞিতা।
সর্ব্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ত্ততে ॥১২॥

তথাহি শ্রীভগবদ্‌গীতায়াং সপ্তমাধ্যায়ে পঞ্চম-শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥১৩

১। কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদিবহির্ম্মুখ,
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারদুঃখ।
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়;
২। দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়।

তথাহি শ্রীমদ্‌ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশশ্লোকে জনকং প্রতি কবিবাক্যং—

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।

নন্থ কিমেবং পরমেশ্বরভজনেন অজ্ঞানকল্পিতভয়স্য জ্ঞানৈকনির্বর্ত্ত্যত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ ভয়মিতি। যতো ভয়ং তন্মায়য়া ভবেৎ, অতো বুধো বুদ্ধিমান্ তমেবাভজেৎ। নন্থ ভয়ং দেহাভিনিবেশতো ভবতি, স চ দেহাহঙ্কারেণ স্বস্বরূপাস্মরণাৎ। কিমত্র তস্য মায়া করোতি—অতো আহ ঈশাদপেতস্য ঈশবিমুখস্য। তন্মায়য়া অস্মৃতিঃ স্বরূপাস্ফূর্ত্তিঃ ততো বিপর্য্যয়ো দেহোঽহমিতি-ততো দ্বিতীয়াভিনিবেশাৎ ভয়ং ভবতি। এবং হি প্রসিদ্ধং লৌকিকীষ্বপি মায়াস্থ। উক্ত

ভগবদ্বিমুখ জীবের তাঁহার (অর্থাৎ ভগবানের) মায়ায় স্বস্বরূপের (অর্থাৎ কৃষ্ণদাসত্বের) অননুসন্ধান, তজ্জন্য দেহে 'অহংবুদ্ধি' এবং তন্নিমিত্ত 'দ্বৈতাভিনিবেশে ভয়' উপস্থিত হয়; এইজন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি গুরুতে ঈশ্বর ও আত্মদৃষ্টি করতঃ

ইহার ব্যাখ্যা (১১১) পৃষ্ঠা (৭) শ্লোকে দেখুন। এই শ্লোক দ্বারা ত্রিবিধ শক্তি প্রমাণিত হইল ॥১০॥
ইহার ব্যাখ্যা (২৫১) পৃষ্ঠা (১১।১২) শ্লোকে দেখুন। এই দুই শ্লোক দ্বারা মায়াহেতুই যে জীবের সংসার,—তাহাই প্রমাণ করিলেন ॥১১॥১২॥
ইহার ব্যাখ্যা (১১১) পৃষ্ঠা (৬) অঙ্কের শ্লোকে দেখুন। জীব যে ঈশ্বরেরই শক্তিবিশেষ,—ইহাই এই শ্লোক দ্বারা সমর্থন করিলেন ॥১৩॥

১। কৃষ্ণ ভুলি—কৃষ্ণে পরাঙ্মুখ হইয়া। অনাদি বহির্মুখ-অনাদিকাল হইতে বিষয়োন্মুখ। ঈশ্বর, মায়া এবং জীব সকলই অনাদি। যেহেতু মায়া এবং জীব ঈশ্বরের স্বাভাবিক ব্যক্তি; সুতরাং উৎপত্তি স্বীকার করিলে ঈশ্বরের স্বাভাবিক গতি-মুক্তির অভাবে ঈশ্বরত্বেরও অভাব হইয়া পড়ে। যেমন মহারাজচক্রবর্ত্তী নিজের কোন প্রিয়জনকে কোন প্রদেশবিশেষ রাজ্যস্বরূপ প্রদান করিলে সে রাজ্যে তাঁহারই নিয়ম প্রচলিত থাকে, সম্রাট্ তাহাতে কোন হস্তক্ষেপ করেন না, অথচ তাহাতে তাঁহার সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হয় না, সেইরূপ ভগবান্ নিজের ভক্ত মায়াশক্তিকে স্ববৈমুখ্যরাজ্য অর্পণ করিয়াছেন, যে সকল জীব কৃষ্ণে বিমুখ হইয়া বিষয়ে উন্মুখ তাহারাই মায়ারাজ্যের প্রজা; মায়া সেই সকল জীবকে নানাবিধ সংসারযাতনা প্রদান করেন,—ইহাই মায়ার কার্য্য।

২। দণ্ড্য জনে—দণ্ডার্হ জনে। যেন—যেমন। চুবায়- ডুবায়। অর্থাৎ দণ্ডার্হ ব্যক্তিকে যতক্ষণ জলমধ্যে নিমগ্ন করিয়া রাখে ততক্ষণ তাহার যৎপরোনাস্তি যাতনা হয়, অধিক কাল ডুবাইয়া রাখিলে হয়ত তাহার প্রাণবিয়োগ হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইলে ত আর যাতনা প্রদান করা হয় না, অতএব পুনঃপুনঃ যাতনা দিবার জন্য যেমন এক একবার উত্তোলন করে, সেইরূপ মায়া নরকযাতনা প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়াও মধ্যে মধ্যে এক একবার স্বর্গাদিসুখ প্রদান করেন, আবার সংসারে পাতিত করিয়া যার-পর নাই ক্লেশ প্রদান করতঃ পুনর্ব্বার নরকে নিপাতিত করেন। বিচারে তাই নরক ও স্বর্গ একই পদার্থ, যেহেতু উভয় স্থানেই জীবের স্বাধীনতা নাই। না হয় 'কমান্ জেল' স্থানীয় নরক আর 'সিবিল্ জেল' স্থানীয় স্বর্গ, অতএব দুই কারাগারই দুঃখভোগস্থান।

তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥১৪॥

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥১৫॥

১। সাধু-শাস্ত্রকৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়;
সেই জীব নিস্তারে, মায়া তাহারে ছাড়য়।

তথাহি শ্রীভগবদ্‌গীতায়াং সপ্তমাধ্যায়ে চতুর্দশশ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং—

২। মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি স্বতঃ কৃষ্ণজ্ঞান;
কৃপাতে করিল কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ।
৩। শাস্ত্র-গুরু-আত্মা রূপে আপনা জানান্;
৪। 'কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা' জীবের হয় জ্ঞান।
৫। বেদশাস্ত্রে কহে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন—
৬। কৃষ্ণ প্রাপ্য 'সম্বন্ধ,' ভক্তি প্রাপ্তির সাধন।
৭। 'অভিধেয়' নামভক্তি, প্রেম 'প্রয়োজন';
৮। পুরুষার্থশিরোমণি প্রেম মহাধন।

শ্রীভগবতা—'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে' ইতি। একয়া অব্যভিচারিণ্যা ভক্ত্যা ভজেৎ। কিঞ্চ গুরুদেবতাত্মা গুরুরেব দেবতা আত্মা প্রেষ্ঠশ্চ যস্য তথাদৃষ্টিঃ সন্নিত্যর্থঃ। অপেতস্মেত্যনেনাপগতপাপেপ্সিতবদনাদি তত্র বেশবৈমুখ্যং ব্যঞ্জিতমিতি ॥১৪॥

নহু ত্রিগুণায়াস্ত্বন্মায়ায়া নিত্যত্বাত্তদ্ধেতুকস্য মোহস্য বিনিবৃত্তিদুর্ঘটেতি চেত্তত্রাহ—দৈবীতি। মম সর্ব্বেশ্বরস্যাবিতর্ক্যাতিবিচিত্রানন্তবিশ্বস্রষ্টুরেষা মায়া দৈবী অলৌকিকী অদ্ভুতেত্যর্থঃ। তাদৃগ্বিশ্বসর্গোপকরণাৎ। শ্রুতিশ্চৈবমাহ—'মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বর' মিত্যাদ্যা। গুণময়ী সত্ত্বাদিগুণত্রয়াত্মিকা। শ্লেষেণ ত্রিগুণিতা রজ্জুরিবাতিদৃঢ়তয়া জীবানাং বন্ধহেতুঃ। অতো দুরত্যয়া তেষাং দুরতিক্রমা। রজ্জুপক্ষে ছেত্তুমুদ্‌গ্রথিতুঞ্চ তৈরশক্যেত্যর্থঃ। যদ্যপ্যেতাদৃশী তথাপি মদ্ভক্ত্যা তন্নিবৃত্তিঃ স্যাদিত্যাহ—মামিতি। মাং সর্ব্বেশ্বরং মায়ানিয়ন্তারং স্বপ্রসন্নবাৎসল্যানীরধিং কৃষ্ণং, যে তাদৃশসৎপ্রসঙ্গাৎ প্রপদ্যন্তে শরণং গচ্ছন্তি, তে এতামর্ণবমিবাপরাং মায়াং গোষ্পদোদকাঞ্জলিমিবাশ্রমেণ তরন্তি, তীর্থানন্দৈকরসং মাং প্রাপ্নুবন্তীতি। 'মামেবে'ত্যেবকারো মদন্যেষাং বিধিরুদ্রাদীনাং প্রপত্ত্যা তস্যাস্তরণং নেত্যাহ। শ্রুতিশ্চৈবমাহ—'তমেব বিদিত্বে'ত্যাদ্যা। মুচুকুন্দং প্রতি দেবাশ্চ—'বরং বৃণীষ্ব ভদ্রন্তে ঋতে কৈবল্যমদ্য নঃ। এক এবেশ্বরস্তস্য ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়'ইতি। ঘণ্টাকর্ণং প্রতি শ্রীশিবশ্চ—'মুক্তিপ্রদাতা সর্ব্বেষাং বিষ্ণুরেব ন সংশয়' ইতি ॥১৫॥

একান্ত ভক্তিসংস্কারে সেই ভগবান্‌কে ভজন করিবেন ॥১৪॥

হে পার্থ! আমার অলৌকিকী ত্রিগুণময়ী মায়া জীবের পক্ষে দুস্তরা হইলেও যাহারা আমার শরণাগত হয়, তাহারা অনায়াসে সেই মায়া উত্তীর্ণ হইয়া থাকে ॥১৫॥

ভগবদ্বিমুখ জীবের মায়া কর্তৃক সংসারে পতন হয় এবং ভগবানে উন্মুখ হইলে সংসার হইতে পরিত্রাণ হয়—ইহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রমাণ করিলেন ।১৪।

কৃষ্ণোন্মুখ হইলে জীব মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারে—ইহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রতিপাদন করিলেন ॥১৫॥

১। সাধু—সদাচারান্বিত ভগবদ্ভক্ত। নিস্তারে—নিস্তার পায়। তাহারে—কৃষ্ণোন্মুখ জীবেরে। ছাড়য়—ত্যাগ করে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কৃষ্ণবৈমুখ্য পর্য্যন্ত মায়ার অধিকার।

২। নাহি স্বতঃ কৃষ্ণজ্ঞান—আপনা হইতে কৃষ্ণের জ্ঞান হয় না। কৃপাতে—কৃপা করিয়া (জীবের প্রতি) বেদ পুরাণ করিল—অর্থাৎ অনাদি বেদ পুরাণাদি প্রকট করিলেন। কৃষ্ণ—পয়ারের কর্তৃপদ।

৩। আত্মা—অন্তর্য্যামী অর্থাৎ পরমাত্মা। আপনা জানান—নিজতত্ত্ব প্রকাশ করেন। ৪। জ্ঞান—পরোক্ষজ্ঞান।

৫। বেদ - প্রয়োজন—সকল বেদ ও সমস্ত শাস্ত্র সাক্ষাৎপরম্পরায় সম্বন্ধ অভিধেয় এবং প্রয়োজন এই তিনই বলেন। ৬। কৃষ্ণ প্রাপ্য—অর্থাৎ প্রতিপাদ্য, শাস্ত্র তাহারই প্রতিপাদক অতএব প্রতিপাদক সম্বন্ধ। ভক্তি প্রাপ্তির সাধন—ভক্তি কৃষ্ণপ্রাপ্তির সাধন; এইহেতু ভক্তির নাম অভিধেয়।

৭। প্রয়োজন—অর্থাৎ পুরুষার্থ। ৮। পুরুষার্থশিরোমণি—অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের শিরোভূষণ প্রেম। এই নিমিত্ত প্রেম মহাধন।

১। কৃষ্ণমাধুর্য্য সেবানন্দপ্রাপ্তির কারণ ;
২। কৃষ্ণসেবা করে কৃষ্ণরস আস্বাদন।
ইহাতে দৃষ্টান্ত আছে,—দরিদ্রের ঘরে
সর্ব্বজ্ঞ আসি দুঃখ দেখি পুছয়ে তাহারে—
"তুমি কেন এত দুঃখী ? তোমার আছে পিতৃধন
—তোরে না কহিল, অন্যত্র ছাড়িল জীবন।"
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে করে ধনের উদ্দেশ ;
৩। ঐছে বেদ-পুরাণ জীবে কৃষ্ণ-উপদেশ।
৪। সর্ব্বজ্ঞের বাক্য মূল, ধন অনুবন্ধ ;
সর্ব্বশাস্ত্রে উপদেশে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধ।
৫। 'বাপের ধন আছে' জ্ঞানে নাহি পায় ;
সর্ব্বজ্ঞ কহে তারে প্রাপ্তির উপায়—
৬। "এইস্থানে আছে ধন যদি দক্ষিণে খুদিবে ;
৭। ভীমরুল-বরুলী উঠিবে ধন না পাইবে !
৮। পশ্চিমে খুদিবে তাঁহা যক্ষ এক হয় ;
সে বিঘ্ন করিবে ধন হাতে না পড়য়।
উত্তরে খুদিলে আছে কৃষ্ণ-অজগরে ;
ধন নাহি পাবে খুদিতে গিলিবে সবারে।
৯। পূর্ব্বদিকে তাতে মাটি অল্প খুঁদিতে ;
ধনের জাড়ি পড়িবেক তোমার হাতেতে।"
ঐছে শাস্ত্র কহে—কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ ত্যজি ;
১০। ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি।

তথাহি **শ্রীমদ্ভাগবতে** একাদশস্কন্ধে চতুর্দশাধ্যায়ে উনবিংশ শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাঙ্খ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্ম্মমোর্জিতা ॥১৬॥

তথাহি **তত্রৈব** বিংশশ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং—

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাং।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥১৭॥

ভক্ত্যা ইতি। সতাং প্রিয়ঃ প্রীতিবিষয়ঃ যত আত্মা সোহং শ্রদ্ধয়া ভক্ত্যা শ্রদ্ধাপূর্ব্বিকয়া একয়া কেবলয়া জ্ঞানকর্ম্মাদ্যমিশ্রয়েত্যর্থঃ। ভক্ত্যা গ্রাহ্যঃ ক্রমাদ্ বশীকার্য্যঃ। কিমধিকং দেবভক্তির্মন্নিষ্ঠা ময়ি দার্ঢ্যং গতা সতী সম্ভবাৎ জাতিদোষাদপি

সাধুবর্গের প্রিয় আত্মা আমি, অতএব তাঁহারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কেবলা অর্থাৎ জ্ঞানকর্ম্মাদিসংসর্গবর্জিত শুদ্ধভক্তি দ্বারা ক্রমশঃ আমাকে বশীভূত করেন। হে উদ্ধব! আর অধিক কি বলিব, আমাতে দৃঢ়তাপ্রাপ্তভক্তি চণ্ডালকেও জাতিদোষ হইতে

ইহার ব্যাখ্যা (১৭১) পৃষ্ঠা (৫) শ্লোক দেখুন। কর্ম্মযোগাদি দ্বারা কৃষ্ণ বশীভূত হন না, একমাত্র ভক্তিতেই যে কৃষ্ণ বশ হন,—ইহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রমাণ করিলেন ॥১৬॥

১। মাধুর্য্য—রূপ গুণ এবং লীলাদির মনোহরতা। সেবানন্দ—সেবাপরিচর্য্যাদিজনিত প্রাপ্ত আনন্দ অনুভব। ২। কৃষ্ণসেবা…আস্বাদন—সেবানন্দ লাভের নিমিত্ত কৃষ্ণ-সেবা এবং মাধুর্য্যাদির অনুভবের নিমিত্ত রসাস্বাদন করেন।

৩। ঐছে—এইরূপ, অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ যেমন অবিজ্ঞাত তাহার নিজধনের উদ্দেশ বলিয়া দেয়, সেইরূপ বেদ-পুরাণাদি আরাধ্যতত্ত্ব কৃষ্ণের উপদেশ করেন।

৪। সর্ব্বজ্ঞের…সম্বন্ধ—ধনে যেমন সর্ব্বজ্ঞের বাক্যতাৎপর্য্যের সম্বন্ধ, সেইরূপ সকল শাস্ত্রই কৃষ্ণের সম্বন্ধ উপদেশ করেন।

৫। বাপের ধন আছে—সর্ব্বজ্ঞবাক্যে 'ধন আছে' এইমাত্র জানিল। জ্ঞানে নাহি পায়—অর্থাৎ কোথা আছে, কিরূপে পাওয়া যায়, তাহা জানিতে পারিল না। এইরূপ শাস্ত্র ও গুরুর উপদেশে পরোক্ষজ্ঞান হয়, কিন্তু অপরোক্ষজ্ঞান সাধন ভিন্ন হয় না ; এইহেতু সর্ব্বজ্ঞ প্রাপ্তির উপায় বলিতেছেন। এইরূপ পরোক্ষ জ্ঞানানন্তর যখন কৃষ্ণপ্রাপ্তির অভিলাষ হয়, তখন গুরু সাধনের উপদেশ দেন।

৬। খুদিবে—খনন করিবে। ৭। বরুলী—বোল্‌তা, বল্লাক।

৮। যক্ষ—ব্যয়-উপভোগ-পরিত্যাগপর অর্থাৎ যাহারা স্বয়ং উপভোগ না করিয়া এবং ধনস্বামীকেও ভোগ করিতে না দিয়া ধন কেবল রক্ষা করে, তাহাদিগকে যক্ষ বলে। ৯। মাটি অল্প খুদিবে—অর্থাৎ অধিক পরিশ্রম হইবে না। জাড়ি—জালা।

১০। ভক্ত্যে—ভক্তি দ্বারা। তাঁরে—কৃষ্ণেরে। ভজি—ভজিতে। যে পথে গমন করিলে পুনর্ব্বার সংসারে আবৃত্তি হয়, শাস্ত্রে তাহার নাম

১। অতএব ভক্তি—কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় ;
'অভিধেয়' বলি তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায় ।
২। ধন পাইলে যৈছে সুখভোগ-ফল পায় ;
৩। সুখভোগ হৈতে দুঃখ আপনি পলায় ।
৪। তৈছে ভক্তিফল কৃষ্ণে প্রেম উপজায় ;
প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হৈলে ভবনাশ পায় ।

শ্বপাকং পুনাতি—মন্নামধেয়েত্যাদেঃ ॥১৭॥

পবিত্র করে ॥১৭॥

ভগবান্ যে একমাত্র ভক্তিরই বশীভূত—ইহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রতিপাদন করিলেন ॥১৭॥

দক্ষিণমার্গ বলিয়াছেন ; অর্থাৎ কর্ম্মমার্গ। আপাততঃ কর্ম্ম দ্বিবিধ, বিহিত ও নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে যারপরনাই ঘোরতর নরকযাতনা ভোগ করিতে হয়। কাম্যকর্ম্ম দ্বারা স্বর্গাদিতে গমন করিলেও সুখের সম্ভাবনা নাই, যেহেতু স্পর্দ্ধা, অসূয়া এবং তিরস্কার হেতু বর্ত্তমান সময়েও সুখের সম্ভাবনা থাকে না অর্থাৎ সমানে স্পর্দ্ধা, উত্তমে অসূয়া এবং হীনে তিরস্কার হইবে ; তাহাতেই সর্ব্বদা চিত্তের অশান্তি বলবতী হইয়া উঠে তখন আবার সুখ কোথায় ? তদ্ব্যতীত হন্যমান পুরুষকে যখন বধ্যস্থানে লইয়া যায়, সে সময় তাহার নিকট সুখ-সামগ্রী থাকিলেও কালেক পর নিশ্চিত মৃত্যু হইবে এই চিন্তায় যেমন সুখ অনুভব করিতে পারে না, তদ্রূপ সহস্র বা দশসহস্রাদি বর্ষের পর নিশ্চয় পতন হইবে এই চিন্তায় সুখ সাধনের মধ্যে থাকিলেও সুখানুভব হয় না। আপাততঃ নিত্যকর্ম্মের কোন ফল শ্রবণ না থাকিলেও 'কর্ম্মণা পিতৃলোক' ইত্যাদি শ্রুতি বলিতেছেন যে কর্ম্মমাত্রেরই ফল আছে। বিশেষতঃ নিত্যকর্ম্মের চিত্তশুদ্ধি বা প্রত্যবায়পরিহাররূপ ফলকামনা বিদ্যমান রহিয়াছে, অতএব কর্ম্মমার্গে নিরন্তর দুঃখেরই অনুভব হয়, এইহেতু তাহার ফলকে ভীমরুল বোলতা সদৃশ করিয়া নির্দ্দেশ করিলেন ; অর্থাৎ কর্ম্মমার্গে গতাগতি মাত্র সার হয়, কখন শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিতে পারা যায় না। ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশ অতিশয় নিম্ন, অতএব যে ব্যক্তি দক্ষিণদিকে গমন করে, সে ক্রমে ক্রমে নীচ স্থানে যায়, এইরূপ কর্ম্মমার্গে নিরন্তর বিচরণ করিতে করিতে ক্রমশঃ স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হইয়া জড়বৎ হইয়া যায়।

'তেষাস্থিতিরত্তিসংবিশন্তী' ইত্যাদি শ্রুতি জ্ঞানমার্গকে উত্তরমার্গ বলিয়াছেন এবং গ্রন্থকারও যে নিমিত্ত ভক্তিমার্গকেই পূর্ব্বদিক্ বলিয়াছেন তাহার অভিপ্রায়ও যথাস্থানে কথিত হইবে, সুতরাং যোগমার্গকেই পশ্চিমদিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। 'জ্ঞান, যোগ, ভক্তি তিন সাধনের বশে। ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্ এ তিন প্রকাশে।' অতএব যোগমার্গে পরমাত্মরূপে কৃষ্ণের প্রাপ্তি হয়, কিন্তু যোগসাধনে প্রবৃত্ত ব্যক্তি যখন সাধনায় প্রবৃত্ত হয়, সেই সময় অণিমা প্রভৃতি অষ্টাদশ সিদ্ধি উপস্থিত হইয়া যোগের বিঘ্ন করে, অর্থাৎ সেই অবস্থায় সিদ্ধিলাভ করিয়া তদুপযুক্ত বিষয়ে আসক্ত হইয়া সমাধিতে পরমাত্মতত্ত্ব লাভে বঞ্চিত হয়। এই সিদ্ধি যক্ষসদৃশ, যেহেতু পরমাত্মতত্ত্ব স্বয়ং তো উপভোগ করেই না, আবার যোগীকেও উপভোগ করিতে দেয় না।

জ্ঞানমার্গকে উত্তরদিক্ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উক্ত জ্ঞানমার্গে ব্রহ্মরূপে কৃষ্ণের প্রাপ্তিসম্ভাবনা থাকিলেও ব্রহ্মসাযুজ্যরূপ অজগর কৃষ্ণসর্প আছে। যতদিন সাধক-অবস্থায় থাকেন ততদিন সমাধিতে ব্রহ্মানন্দের অনুভব হয়, কিন্তু সিদ্ধ হইলেই ব্রহ্মসাযুজ্যরূপ অজগর গ্রাস করে, তখন তাহার সত্তালোপ হইয়া যায়, আর ব্রহ্মানন্দের অনুভব হয় না, সুতরাং ব্রহ্মরূপে কৃষ্ণপ্রাপ্তিও নিবৃত্ত হইয়া যায়। এইজন্য বলিলেন—সাধক উঠিকধনে বঞ্চিত হয়।

এইবার ভক্তিমার্গকেই পূর্ব্বদিক্ বলিয়া কেন নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাই বুঝিতে হইবে। যেমন পূর্ব্বদিক্ ভিন্ন অন্যদিকে সূর্য্যের উদয় হয় না, তদ্রূপ ভক্তি ভিন্ন অন্য উপায়ে শ্রীকৃষ্ণের অভিব্যক্তি হয় না, একথা শাস্ত্রও সুস্পষ্ট বলিয়াছেন। যেমন পূর্ব্বদিক্প্রকাশিত আলোক দক্ষিণাদিদিকে প্রতিফলিত হইয়া তত্তৎদিক্ আলোকময় করিয়া তুলে—অন্যথা তত্তৎদিক্ ঘোর-অন্ধকারময় থাকিয়া যায়, তদ্রূপ ভক্তির আভাসযুক্ত কর্ম্ম ও জ্ঞানযোগ স্ব স্ব ফল প্রকাশ করিতে সমর্থ, অন্যথা গগনকুসুমায়মান হইয়া যায়। অর্থাৎ ভক্তির সাহায্য ব্যতীত কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞান স্ব স্ব সাধ্যফলদানেও অসমর্থ, কিন্তু ভক্তি সাধনান্তরের সাহায্য না লইয়াও সমস্ত সাধনের ফলদানে সমর্থ হয়, অতএব পরিপূর্ণকৃষ্ণপ্রাপ্তি একমাত্র এই ভক্তি হইতেই হয়, সাধনান্তর হইতে হয় না। সাধক এই ভক্তিযোগে প্রবৃত্ত হইলেই ভজনানুসারে প্রেম, কৃষ্ণতত্ত্বানুভব এবং বৈরাগ্যের আবির্ভাব হয় অর্থাৎ যে পরিমাণে ভজন হয় সেই পরিমাণেই প্রেমাদির অভিব্যক্তি হয়, যত ভজনের বৃদ্ধি হয় ততই প্রেমাদির বৃদ্ধি হইতে থাকে, সেইজন্য বলিলেন—তাতে নাট অল্প খুদিতে।

১। অতএব—যেহেতু কৃষ্ণ ভক্তিবশ্য এইহেতু। ভক্তি—সাধন ভক্তি। অভিধেয়—বাচ্য অর্থাৎ সর্ব্বশাস্ত্রই ভক্তি করিতে বলে।

২। সুখ ফলভোগ—সুখভোগরূপ ফল। অর্থাৎ ধনপ্রাপ্তির ফল সুখভোগ। ৩। আপনি পালায়—অর্থাৎ দুঃখনাশের নিমিত্ত চেষ্টা বা প্রার্থনা করিতে হয় না। ৪। তৈছে…উপজায়—ভক্তির ফল শ্রীকৃষ্ণে প্রেম। উপজায়—উৎপন্ন হয়। প্রেমে—প্রেম হেতু। ভবনাশ পায়—সংসার আপনিই বিনষ্ট হইয়া যায় ; তাহার জন্য বিশেষ সাধন করিতে হয় না।

১। দারিদ্র্যনাশ-ভবক্ষয়—প্রেমের ফল নয় ;
ভোগ প্রেমসুখ মুখ্য প্রয়োজন হয়।
২। বেদশাস্ত্রে কহে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন ;
কৃষ্ণ-কৃষ্ণভক্তি-প্রেম—তিন মহাধন।
বেদাদি সকল শাস্ত্রে কৃষ্ণ মুখ্যসম্বন্ধ ;
৩। তার জ্ঞানে আনুসঙ্গে যায় মায়াবন্ধ।

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে ব্যভিচারিলহর্য্যাং উনষষ্ঠাঙ্কধৃতং পাদ্মবৈশাখমাহাত্ম্যং—

ব্যামোহায় চরাচরস্য জগত-
স্তে তে পুরাণাগমা-
স্তাং তামেব হি দেবতাং পরমিকাং
জল্পন্তু কল্পাবধি।

সিদ্ধান্তে পুনরেক এব ভগবান্
বিষ্ণুঃ সমস্তাগম-
ব্যাপারেষু বিবেচনব্যতিকরং
নীতেষু নিশ্চীয়তে ॥১৮॥

৪। গৌণ-মুখ্য বৃত্তি, কি অন্বয়-ব্যতিরেকে ;
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে এক-বিংশাধ্যায়ে চত্বারিংশশ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং—

কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে
কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ।
ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে
নান্যো মদ্বেদ কশ্চন ॥১৯॥

ব্যামোহায় ইতি। তে তে পুরাণাগমাঃ চরাচরস্য জঙ্গমস্য মনুষ্যস্যেত্যর্থঃ মনুষ্যাধিকারিত্বাৎ শাস্ত্রস্য। ব্যামোহায় ব্যামোহমুৎপাদয়িতুং, তাং তামেব কাম্যদেবতাং, কল্পাবধি কল্পকালপর্য্যন্তং। পরমিকাং জল্পন্তু সর্ব্বপুরাণাগমরূপমহাবাক্যস্য সম্যগ্বিচারাযোগ্যপুরুষান্ প্রতি খণ্ডশো বদন্ত্বিত্যর্থঃ। কিন্তু সমস্তাগমানাং সর্ব্বশাস্ত্রাণাং ব্যাপারেষু রুঢ়্যাদিবৃত্তিষু বিবেচনং বিচারঃ ব্যতিকর আসঙ্গস্তং নীতেষু তত্তদ্ব্যাপারেষু যঃ সিদ্ধান্তস্তস্মিন্নেব এক এব ভগবান্ বিষ্ণুর্নিশ্চীয়তে ॥১৮॥

তদেবং মদুৎপন্নস্য বেদস্য তাৎপর্য্যজ্ঞশ্চাহমেবেত্যাহ—**কিং বিধত্তে** ইতি। কর্ম্মকাণ্ডে বিধিবাক্যৈঃ কিং বিধত্তে? দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রবাক্যৈঃ কিমাচষ্টে প্রকাশয়তি ? জ্ঞানকাণ্ডে চ কিমনূদ্য বিকল্পয়েন্নিষেধার্থমিত্যেবমস্যা হৃদয়ং মং-

সেই সেই পুরাণ এবং আগমশাস্ত্র, জঙ্গম অর্থাৎ মনুষ্য জগতের (অর্থাৎ যাহারা পুরাণাদি শাস্ত্রের সম্যক্ বিচার করিতে অযোগ্য তাহাদিগের) ব্যামোহার্থ কল্পকাল পর্য্যন্ত এক এক অংশকে, সেই সেই দেবতারূপে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া বলুন, কিন্তু সর্ব্বশাস্ত্রের শব্দবৃত্তি বিবেচনা পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিলে এক অর্থাৎ সজাতীয়-ও-বিজাতীয়ভেদশূন্য ভগবান্ অর্থাৎ অচিন্ত্য অনন্তস্বাভাবিকশক্তিশালী বিষ্ণুই নির্ণয়সিংহাসনে অবস্থিত হইয়া থাকেন ॥১৮॥

বেদ কর্ম্মকাণ্ডে বিধিবাক্য দ্বারা কাহার বিধান করেন, দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রবাক্য দ্বারা কাহাকে প্রকাশ করেন এবং জ্ঞান-কাণ্ডে কাহাকে অনুবাদ করিয়া তর্কবিতর্ক করেন—এইরূপ হইয়া হৃদয়স্থ তাৎপর্য্য আমি ভিন্ন কেহই জানে না ॥১৯॥

এই শ্লোক দ্বারা সর্ব্বশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য সম্বন্ধই প্রমাণিত হইল ॥১৮॥

১। দারিদ্র্যনাশ ভবক্ষয়—দারিদ্র্যনাশরূপ সংসার নাশ। প্রেমের ফল নয়—অর্থাৎ মুখ্য ফল নয়, অনুসঙ্গে হয়। ভোগ প্রেমসুখ—ভোগরূপ প্রেমসুখ, অর্থাৎ দরিদ্রের যেমন ভোগসুখই মুখ্য প্রয়োজন, দারিদ্র্যনাশাদি নয় ; কিন্তু ধন পাইলে আপনিই দারিদ্র্যনাশ হয়, সেইরূপ ভক্তিরই প্রয়োজন, সংসার বিনষ্ট আপনিই হয়। অতএব ভক্তির ফল প্রেমে সংসারনিবৃত্তি নয়।

২। বেদ…প্রয়োজন—বেদশাস্ত্রে এক কৃষ্ণই মুখ্যসম্বন্ধ, কৃষ্ণভক্তিই অভিধেয় (বাচ্য) অর্থাৎ কর্ত্তব্যরূপে উপদিষ্ট কৃষ্ণপ্রাপ্তির মুখ্য সাধন। প্রেম প্রয়োজন (পুরুষার্থ)। এই তিন মহাধন—অর্থাৎ বহুমূল্য রত্নস্বরূপ। ৩। মায়াবন্ধ—অর্থাৎ সংসার।

৪। গৌণ ও মুখ্য বৃত্তির ব্যাখ্যা (১১০) পৃষ্ঠা (৩) অঙ্কের টিপ্পনী দেখুন। অন্বয়—তৎসত্ত্বে তৎসত্তা ; ব্যতিরেক—তদসত্ত্বে তদসত্তা। যেমন কারণের সত্তায় কার্য্যের সত্তা—ইহাকে অন্বয় বলে এবং কারণসত্তা ব্যতিরেকে কার্য্যের অসত্তা—ইহাকে ব্যতিরেক বলে। এইরূপ পরম-কারণ কৃষ্ণসত্তায় প্রপঞ্চের সত্তাকে 'অন্বয়' এবং কৃষ্ণের সত্তা ব্যতিরেকে প্রপঞ্চের অসত্তাকে 'ব্যতিরেক' বলে।

তত্রৈব একচত্বারিংশচ্চিত্বারিংশে শ্লোকয়োঃ উদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং—

মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে হ্যহং।
এতাবান্ সর্ব্ববেদার্থঃ শব্দ আস্থায় মাং ভিদাং।
মায়ামাত্রমনূদ্যান্তে প্রতিষিধ্য প্রসীদতি ॥২০॥

১। কৃষ্ণের স্বরূপ অনন্ত, বৈভব অপার;
চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তি আর।
২। বৈকুণ্ঠ-ব্রহ্মাণ্ডগণ শক্তিকার্য্য হয়;
স্বরূপ শক্তি, শক্তিকার্য্যের কৃষ্ণ সমাশ্রয়।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতস্য দশমস্কন্ধস্য প্রথম শ্লোকব্যাখ্যায়াং স্বামিনোক্তং—

দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহং।
ক্রীড়দ্‌যদুকুলাম্ভোধৌ পরানন্দমুদীর্য্যতে ॥২১॥

কৃষ্ণের স্বরূপবিচার শুন সনাতন!
৩। অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
৪। সর্ব্ব-আদি সর্ব্ব-অংশী কিশোরশেখর;
চিদানন্দ-দেহ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বেশ্বর।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে প্রথম শ্লোকঃ—

মদ্বাহন্যঃ কশ্চিদপি ন বেদ ॥ ১৯ ॥

নমু তর্হি ত্বং মংকৃপয়া কথয় তমিতি কথয়তি—মামিতি। যজ্ঞরূপং মামেব বিধত্তে। মামেব তত্তদ্দেবতারূপমভিধত্তে ন মত্তঃ পৃথক্। যচ্চাকাশাদি প্রপঞ্চজাতং 'তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূত' ইত্যাদিনা বিকল্প্য অপোহ্যতে নিরাক্রিয়তে তদপ্যহমেব—ন তু মত্তঃ পৃথগস্তি তাৎপর্য্যকত্বেনৈব তত্তদ্বিধানাদিকং কৃত্বা ময্যেব পর্য্যবস্যতীতি। তদেবং দর্শয়তি—এতাবানিতি। যতঃ শব্দোবেদস্তদনুগতশ্চ স মায়ামাত্রং জগন্নিষিধ্য ভিদাং মদবতারাদিরূপাঞ্চানূদ্য তদন্তে মাং শ্রীকৃষ্ণরূপমেবাস্থায়ালম্ব্য প্রসীদতি কৃতকৃত্যোভবতি। তদুক্তং শ্রীগীতাস্বপি—'বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহ'মিতি ॥ ২০ ॥

দশমে ইতি। দশমে দশমস্কন্ধে দশমং আশ্রয়রূপং পরানন্দং তত্ত্বমুদীর্য্যতে। কিন্তূতং—নবভিঃ সর্গবিসর্গাদিলক্ষণৈস্তাৎপর্য্যবৃত্ত্যা লক্ষিতং। এবং আশ্রিতানাং ভক্তানামাশ্রয়ো বিগ্রহো যস্য তৎ। তথা যদুকুলাম্ভোধৌ ক্রীড়ৎ।

বেদ আমাকেই যজ্ঞরূপে বিধান করে, আমাকেই দেবতারূপে প্রকাশ করে এবং আমাকেই প্রপঞ্চরূপে তর্ক করিয়া নিরাকরণ করে। শব্দরূপ বেদ মায়ামাত্র জগতের নিষেধপূর্ব্বক আমার অবতারাদিরূপভেদকে অনুবাদ করতঃ পরে শ্রীকৃষ্ণরূপ আমাকে অবলম্বন করিয়া কৃতকৃত্য হয়। এই পর্য্যন্তই সকল বেদের তাৎপর্য্য ॥ ২০ ॥

যিনি সর্গ-বিসর্গাদি নবলক্ষণের তাৎপর্য্যগোচর, যাঁহার বিগ্রহ ভক্তগণের একমাত্র আশ্রয়, যিনি যদুকুলসমুদ্রে সর্ব্বদা ক্রীড়া করিতেছেন, সেই পরমানন্দরূপ দশমতত্ত্ব অর্থাৎ আশ্রয়তত্ত্ব এই দশমস্কন্ধে কীর্ত্তিত হইতেছেন ॥ ২১ ॥

ইক্ষুরের রস যেমন স্ববিস্তাররূপ কাণ্ড শাখাদিতে সঞ্চারিত হয়, সেইরূপ প্রণবের অর্থ পরমেশ্বর তদ্বিস্তাররূপ সমস্তবেদকাণ্ডশাখাদিতে মিলিত হইয়া আছেন, অন্য কেহ নয় ॥২০॥

এই শ্রীধরস্বামিকৃত শ্লোক দ্বারা শ্রীকৃষ্ণই যে আশ্রয়তত্ত্ব—ইহাই সপ্রমাণ করিলেন ॥২১॥

১। বৈভব—আশ্চর্য্য। অপার—অসীম অর্থাৎ অনন্ত। চিচ্ছক্তি...আর—এ সমস্তই শ্রীকৃষ্ণের বৈভব।

২। শক্তিকার্য্য—অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ ভগবদ্ধামই মাত্র স্বরূপশক্তির কার্য্য; ব্রহ্মাণ্ডগণ—মায়াশক্তির কার্য্য। শক্তিকার্য্যের—স্বরূপশক্তি কার্য্যের।

৩। অদ্বয়—স্বসদৃশ এবং বিসদৃশ তত্ত্বান্তরবর্জিত অর্থাৎ স্বজাতীয় বিজাতীয়-ভেদ-রহিত; অতএব স্বগতঃ ভেদ থাকায় স্বশক্তিমাত্রসহায়। জ্ঞান—চিদেকরূপ, অর্থাৎ স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রহিত, স্বরূপভূতশক্তিবিশিষ্ট জ্ঞান, অর্থাৎ কেবল চিৎতত্ত্ব পরমার্থভূত বস্তু। সেই তত্ত্বই শ্রীকৃষ্ণ।

৪। সর্ব্ব-আদি—সর্ব্বকারণ। সর্ব্ব-অংশী—সর্ব্বাবতারের মূল। কিশোরশেখর—নবকিশোর। চিদানন্দদেহরূপ—চিদানন্দদেহবিশিষ্ট। ঈশ্বরের দেহ-দেহি বিভাগ হইতে পারে না, যেহেতু পরমেশ্বর ও তাঁহার দেহ দুইই একতত্ত্ব অর্থাৎ চিদানন্দ। সর্ব্বাশ্রয়—শক্তি এবং শক্তিকার্য্যের সমাশ্রয়।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণং ॥২২॥

১। 'স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণ গোবিন্দ' পর নাম;
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ যাঁর গোলোক নিত্যধাম।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে অষ্টাবিংশতিশ্লোকে সৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥২৩॥

জ্ঞান-যোগ ভক্তি তিন সাধনের বশে;
২। ব্রহ্ম-আত্মা-ভগবান্—ত্রিবিধ প্রকাশে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে একাদশশ্লোকে সৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥২৪॥

৩। ব্রহ্ম অঙ্গকান্তি তাঁর নির্ব্বিশেষ-প্রকাশে;
সূর্য্য যেমন চর্ম্মচক্ষে জ্যোতির্ম্ময় ভাসে।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে ষট্‌চত্বারিংশ শ্লোকঃ—

যস্য প্রভাপ্রভাবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষবসুধাদি বিভূতিভিন্নং।
তদ্‌ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥২৫॥

৪। পরমাত্মা যেঁহো তেঁহো কৃষ্ণের এক অংশ,
আত্মার আত্মা হন্ কৃষ্ণ সর্ব্ব-অবতংস।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে ত্রিপঞ্চাশশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং—

কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাং।
জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া ॥২৬॥

এতেনানন্দরূপত্বং ব্যঞ্জিতং ॥ ২১ ॥

এবং দেহদ্বয়াতিরিক্তস্য শুদ্ধস্যাত্মনঃ স্বতঃপ্রিয়ত্বমুক্ত্বা বিবক্ষিতমাহ—কৃষ্ণমেনমিতি। 'কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে' ইত্যেতল্লক্ষণত্বেন তন্নামানমেনং শ্রীযশোদানন্দনরূপং অখিলানামাত্মনাং সূর্য্যমণ্ডলস্থানীয়স্য তস্য রশ্মি-পরমাণুস্থানীয়ানাং শুদ্ধানামপি ক্ষেত্রজ্ঞানাং পরমস্বরূপত্বেন পরমাত্মানমবেহি। তর্হি কথং লোকে দৃশ্যতয়া ভাতি, তত্রাহ—জগদ্ধিতায়েতি। আত্মারামাণাং তৎপ্রিয়জনানাঞ্চাত্যাধিকপরমপ্রেমাস্পদস্বাংশেন

হে মহারাজ! তুমি এই শ্রীকৃষ্ণকে অখিল আত্মার আত্মা অর্থাৎ পরমস্বরূপ বলিয়া অবগত হও। তিনি জগদ্ধিত

ইহার ব্যাখ্যা (৩০) পৃষ্ঠা (১৮) শ্লোক দেখুন। শ্রীকৃষ্ণই যে সর্ব্বকারণাদিরূপ,—ইহাই এই শ্লোক দ্বারা সপ্রমাণ করিলেন ॥২২॥

ইহার ব্যাখ্যা (২৬) পৃষ্ঠা (১৩) শ্লোকে দেখুন। এই শ্লোক দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ংভগবান্—ইহাই প্রমাণিত করিলেন ॥২৩॥

ইহার ব্যাখ্যা (২১) পৃষ্ঠা (৪) শ্লোকে দেখুন। এই শ্লোক দ্বারা একই তত্ত্ব জ্ঞানযোগে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মরূপে, অষ্টাঙ্গযোগে পরমাত্মরূপে এবং ভক্তিযোগে ভগবান্‌রূপে প্রকাশিত হয়েন,—তাহাই সপ্রমাণ করিলেন ॥২৪॥

ইহার ব্যাখ্যা (২১) পৃষ্ঠা (৫) শ্লোকে দেখুন। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম যে কৃষ্ণের অঙ্গকান্তি—ইহাই এই শ্লোক দ্বারা সমর্থন করিলেন ॥২৫॥

শ্রীকৃষ্ণ যে অখিল আত্মার আত্মা—তাহাই এই শ্লোক দ্বারা সপ্রমাণ করিলেন ॥২৬॥

১। পর নাম—অপর নাম।

২। আত্মা—পরমাত্মা অর্থাৎ অন্তর্য্যামী। ত্রিবিধ প্রকাশে—এক বস্তুই জ্ঞানাদি ত্রিবিধ সাধন অনুসারে ব্রহ্মাদি ত্রিবিধরূপে প্রকাশ হন।

৩। অঙ্গকান্তি—অঙ্গের ছটা। তাঁর—কৃষ্ণের। নির্ব্বিশেষ—কেবল বিশিষ্টাকার; অর্থাৎ যাহাতে কোন শক্তি, ধর্ম্ম এবং গুণাদির অভিব্যক্তি হয় না। কৃষ্ণের তাদৃশ বিশিষ্টাকার প্রকাশকে ব্রহ্ম বলে। যেমন পৃথিবীস্থ প্রাকৃত লোক ধ্যানানুরূপ সূর্য্যের মূর্ত্তি না দেখিয়া কেবল নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডলকেই দেখে, সেইরূপ জ্ঞানীরা কোন বিশেষণাদিযুক্ত না দেখিয়া কেবলবিশিষ্টাকার নির্ব্বিশেষরূপ যে অনুভব করেন, তিনিই ব্রহ্ম।

৪। যেঁহো—যিনি। তেঁহো—তিনি। আত্মার আত্মা—শুদ্ধজীবের আত্মা পরমস্বরূপ। অবতংস—শিরোভূষণ।

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং দশমাধ্যায়ে দ্বিচত্বারিংশশ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—

অথবা বহুনৈতেন
কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্ন-
মেককাংশেন স্থিতোজগৎ ॥২৭॥

ভক্ত্যে ভগবানের অনুভবে পূর্ণরূপ ;
একই বিগ্রহে তাঁর অনন্ত স্বরূপ।
১। স্বয়ংরূপ-তদেকাত্মরূপ-আবেশ নাম ;
প্রথমেই তিন রূপে রহে ভগবান্।
২। স্বয়ংরূপে স্বয়ংপ্রকাশ, দুইরূপে স্ফূর্ত্তি ;
স্বয়ংরূপে এক কৃষ্ণ ব্রজে গোপমূর্ত্তি।
৩। প্রাভব-বৈভব রূপে দ্বিবিধ প্রকাশে ;
একবপু বহুরূপ যৈছে হৈল রাসে।

তদ্বৃত্তিবিকবস্তুসংভেদাভাবাদিতি ভাবঃ। নিরুপাধি পরমপ্রেমাস্পদত্বং খল্বাত্মত্বঞ্চেতি। অতএব শ্রীমধ্বাচার্য্যধৃতং মহাবারাহবচনং—'দেহ-দেহি-বিভাগোহত্র নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিদি'তি। তদেবমসুরাদীনাং মায়াবরণাম্ন তথা ভাতি। নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃত' ইতি ভগবদ্গীতাসু চ। তত্র যোগমায়া দুর্ঘটঘটনাকারিণী মম কিমপি বুদ্ধি-সেন্দ্রবর্ণিতি শ্রীস্বামিচরণাচ্চ। তৎপ্রিয়জনানান্তু তৎপ্রেমভাবিতান্তঃকরণে ক্ষীরে সিতোপলবদেকজাতীয়ত্বেন প্রেমাস্পদতা-স্বপারোহংসী স্বমাধুরীভিরধিকতয়া ভাতি। অন্যত্র তু যথোচিতমিতি স্থিতে সর্ব্বাতিশয়িতপ্রেমস্বভাবানাং শ্রীব্রজবাসিনান্তু কিমুতেতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

ইহাও জগতের হিতের জন্য স্বীয়যোগমায়াপ্রভাবে সাধারণের নিকট দেহী অর্থাৎ সংসারী জীবের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন ॥ ২৬ ॥

ইহার ব্যাখ্যা (২২) পৃষ্ঠা (৭) শ্লোকে দেখুন তাৎপর্য্য পূর্ব্ব শ্লোকের ন্যায় ॥২৭॥

১। স্বয়ংরূপের লক্ষণ যথা—

স্বয়ংরূপ।

অনন্যাপেক্ষি যদ্রূপং স্বয়ংরূপঃ স উচ্যতে।

যাহার স্বরূপ অনন্যাপেক্ষি অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ, (অন্য হইতে ব্যক্ত হয় নাই), তাহাকেই স্বয়ংরূপ বলে। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংরূপ। এইবার তদেকাত্মরূপ কাহাকে বলে, তাহারই লক্ষণ বলিতেছেন—

তদেকাত্মরূপ।

যদ্রূপং তদভেদেন স্বরূপেণ বিরাজতে।
আকৃত্যাদিরনন্যাদৃক্ স তদেকাত্মরূপকঃ ॥

স্বয়ংরূপে একতাপন্নস্বরূপে যাহার রূপ বিরাজমান, কিন্তু আকৃতি, বেশ এবং চরিতাদিদ্বারা অন্যের ন্যায় প্রকাশমান, তাহাকেই তদেকাত্মরূপ বলে। স্বরূপের আবেশ কাহাকে বলে, তাহারই লক্ষণ বলিতেছেন—

আবেশ।

জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ।
ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ ॥

জ্ঞানশক্ত্যাদি ভাগ দ্বারা ভগবান্ যাঁহাতে আবিষ্ট হন, সেই মহত্তম জীবদিগকে আবেশ বলে। নারদ এবং সনকাদি—আবেশরূপ।

২। স্বয়ংপ্রকাশ—স্বয়ংরূপে সম্পূর্ণ সর্ব্বশক্তির অভিব্যক্তি আছে। দুইরূপে—তদেকাত্মরূপ এবং আবেশরূপ এই দুইরূপে। স্ফূর্ত্তি—অর্থাৎ সকল শক্তির অভিব্যক্তি সম্যক্ প্রকারে হয় না।

৩। প্রাভব বৈভব ইত্যাদি—শ্রীভাগবতামৃতে আবেশ, প্রাভব, বৈভব এবং পরাবস্থ ভেদে চতুর্বিধ অবতার বলিয়াছেন। তন্মধ্যে ভগবৎশক্তিতে আবিষ্ট মহত্তম জীবকে 'আবেশ,' যাহাতে তদপেক্ষা অধিক শক্তির অভিব্যক্তি হয় সেই ভগবৎস্বরূপকে 'প্রাভব', তদপেক্ষা অধিক শক্তির অভিব্যক্তিতে 'বৈভব' এবং পরিপূর্ণসর্ব্বশক্তির অভিব্যক্তিতে 'পরাবস্থ' বলিয়া লক্ষণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রাভব হইতে বৈভবে অধিক শক্তির প্রকাশ আছে, কিন্তু প্রকাশের কোন তারতম্য বলেন নাই। 'সেই এই' বলিয়া অনায়াসে জানিলেই তাহাকে প্রকাশ বলা যাইতে পারে। এইরূপে গ্রন্থকর্ত্তা প্রাভব

মহিষীবিবাহে হৈলা বহুবিধ মূর্ত্তি ;
১। প্রাভব-প্রকাশ এই শাস্ত্রপর সিদ্ধি।
২। সৌভর্য্যাদি-প্রায় সেই কায়ব্যূহ নয় ;
৩। কায়ব্যূহ হৈলে নারদের বিস্ময় না হয়।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে উনসপ্ততিতমাধ্যায়ে দ্বিতীয় শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং—

চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্।
গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ ॥২৮॥

৪। সেই বপু, সেই আকৃতি পৃথক্ যদি ভাসে ;
৫। ভাব-বেশভেদে নাম বৈভব-প্রকাশে।
অনন্ত প্রকাশে কৃষ্ণের নাহি মূর্ত্তিভেদ ;
৬। আকার-বর্ণ-অস্ত্র ভেদে নাম বিভেদ ;

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চত্বারিংশাধ্যায়ে সপ্তমশ্লোকে যমুনাজলে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিং দৃষ্ট্বা অক্রূরস্তবঃ—

অন্যে চ সংস্কৃতাত্মানো বিধিনাভিহিতেন তে।
যজন্তি ত্বন্ময়াস্ত্বাং বৈ বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকং ॥২৯॥

অন্যে চেতি। চকারাৎ পূর্ব্বমাপ্তং বোধয়তি। তে ত্বয়াভিহিতেনোক্তেন পঞ্চরাত্রাদিবিধিনা ইতি পঞ্চরাত্রস্থ

শৈবাদি দীক্ষিত হইতেও যাহাদিগের চিত্তে গুণবিশেষের প্রকাশ হইয়াছে এবং যাহাদিগের অন্তরে ও বাহিরে

ইহার ব্যাখ্যা (১৭) পৃষ্ঠা (৩৩) শ্লোকে দেখুন। শ্রীকৃষ্ণ একশরীরে এককালে ষোড়শসহস্র মহিষীকে পৃথক্ পৃথক্ গৃহে বিবাহ করিয়াছিলেন—ইহাই এই শ্লোক দ্বারা সপ্রমাণ করিলেন ॥২৮॥

ভগবান্ বহুমূর্ত্তি হইয়াও যে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" প্রভৃতি শ্রুতিপ্রতিপাদ্য একমূর্ত্তি—তাহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রতিপন্ন করিলেন ॥২৯॥

ও বৈভব দুই বিশেষণ দ্বারা প্রকাশের তারতম্য নিরূপণে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীরাস্ এবং মহিষীবিবাহে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশকে যে প্রাভব প্রকাশ বলিয়াছেন, তাহা সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। "সেই বপু সেই আকৃতি পৃথক যদি ভাসে। ভাব-বেশ-ভেদে নাম বৈভব প্রকাশে' ॥—এইরূপ বৈভবপ্রকাশের লক্ষণ করিয়া দেবকীনন্দন এবং বলদেব উভয়কে বৈভবপ্রকাশ বলাও উচিত হয় না। বৈভব অপেক্ষা প্রাভবকে অধিক শক্তি বলিয়া স্বীকার করিলেও দ্বিভুজকে বৈভবপ্রকাশ এবং চতুর্ভুজকে প্রাভবপ্রকাশ বলাও যুক্তযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। সকল পুস্তকেই এইরূপ পাঠ দেখা যায়, বোধ হয় লেখকের অনবধান বশতঃ এইরূপ লেখা হইয়া থাকিবে, অতএব যাহা সঙ্গত বলিয়া বোধ হইবে সেইরূপ ব্যাখ্যাই সন্নিবেশিত হইতেছে।

১। প্রাভব প্রকাশ—ইহার পরিবর্ত্তে 'বৈভব প্রকাশ' বলা উচিত; অর্থাৎ মুখ্য প্রকাশ। "মহিষী বিবাহে যৈছে যৈছে কৈল রাস। ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণের মুখ্য প্রকাশ"—এতাদৃশ মুখ্য প্রকাশই শ্রীভাগবতামৃতোক্ত প্রকাশ লক্ষণের বিষয়। অতএব বৈভবান্তর্নিবিষ্ট বলদেবকে যে প্রকাশ বলিয়াছেন, তাহা গৌণ অর্থাৎ ঔপচারিক। বস্তুতঃ গ্রন্থকর্ত্তা পরাবস্থ সদৃশ বিলাসকে ঔপচারিক প্রকাশ বলেন। প্রকাশ ও বিলাসের লক্ষণ (১৬) পৃষ্ঠা (৩২।৩৬) শ্লোক দেখুন।

২। সৌভর্য্যাদি...নয়—সৌভরি ঋষি সপ্তহ্রদে যমুনাজলে তপস্যা করিতেছিলেন, এমন সময় জলমধ্যে মৎস্যের সঙ্গ দর্শন করিয়া মন বিচলিত হওয়ায় পঞ্চাশৎ কামিনীর পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক যোগবলে কায়ব্যূহ ধারণ করতঃ পঞ্চাশৎ পত্নীর সহিত পৃথক্ পৃথক্ গৃহে নিরন্তর বিহারপরায়ণ হইয়াছিলেন। কায়ব্যূহে—সকল শরীরে এক অভিমান এবং একজাতীয় ক্রিয়াদি হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ রাসাদিতে যে বহু প্রকাশ হইয়াছিলেন, তাহা কায়ব্যূহ নয়—এক শরীরই এককালে পৃথক পৃথক্ স্থানে বহুপ্রকাশ হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণে দেহদেহিবিভাগ হইতে পারে না। যেহেতু সচ্চিদানন্দ ঘন দেহই শ্রীকৃষ্ণ। অতএব দেহ বিভু এবং সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মপদার্থ, সুতরাং কোন স্থানেই তাঁহার অভাব নাই। দামবন্ধন লীলায় মধ্যম পরিমাণ হইয়াও রজ্জুর অপূর্ত্তি দ্বারা স্বীয় বিভূতি প্রকাশ করিয়াছেন, সেইরূপ রাসক্রীড়া এবং মহিষীবিবাহাদিতে মধ্যমপরিমাণে বিভুতা প্রকট করিয়াছিলেন,—অচিন্ত্যশক্তির কিছুই দুর্ঘট নয়। বিশেষতঃ এই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশে ভিন্ন ভিন্ন অভিমান এবং ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়াদি হইয়াছিল। এ বিষয় দশম স্কন্ধের (৬৯) অধ্যায়ে বিস্তাররূপে বর্ণিত আছে। প্রায়—সদৃশ। কায়ব্যূহ—শরীরকে অনেকরূপে বিভাগ করা অর্থাৎ যুগপৎ অনেক শরীর প্রকাশ করা। ৩। কায়ব্যূহ...হয়—নারদও যোগবলে কায়ব্যূহ করিতে সমর্থ। অতএব কায়ব্যূহ ধারণ, দর্শন বা শ্রবণ করিয়া নারদের বিস্ময় হইতে পারে না, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ এক শরীরেই বহুরূপ হইয়াছিলেন, বুঝিতে হইবে।

৪। পৃথক্—অন্যবিধ আকারে। ভাসে—প্রকাশ হয়। ৫। ভাব—অভিমান। বৈভব প্রকাশে—এস্থানে 'প্রাভব প্রকাশ' অথবা 'বৈভব বিলাস' বলা উচিত। ৬। আকার—অবয়ব সন্নিবেশ। বর্ণ—শ্যাম পীতাদি। অস্ত্র—সুদর্শনাদি। এই সকল পৃথক্ পৃথক্ রূপে থাকিলে পৃথক্ পৃথক্ নামে অভিহিত হন।

১। বৈভবপ্রকাশ কৃষ্ণের শ্রীবলরাম ;
২। বর্ণমাত্র ভেদ সব কৃষ্ণের সমান ।
বৈভবপ্রকাশ যৈছে দেবকীতনুজ ;
দ্বিভুজস্বরূপ কভু হয় চতুর্ভুজ ।
যে কালে দ্বিভুজ, নাম বৈভবপ্রকাশ ;
৩। চতুর্ভুজ হৈলে নাম প্রাভববিলাস ।
স্বয়ংরূপে গোপবেশ গোপ-অভিমান ;
বাসুদেবের ক্ষত্রিয়-বেশ 'আমি ক্ষত্রিয়' জ্ঞান ।
সৌন্দর্য্য-ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-বৈদগ্ধ্যবিলাস—
৪। ব্রজেন্দ্রনন্দনে ইহা অধিক উল্লাস ।

পরমপ্রামাণ্যং জ্ঞেন সর্ব্বতো মাক্ষমোক্তং। তথৈব দর্শয়িষ্যতে মোক্ষধর্ম্মবাক্যেন। অতএব সংস্কৃতাত্মানঃ শৈবাদি-দীক্ষিতানতিক্রম্য গুণবিশেষযুক্তচিত্তাঃ। অতএব ত্বন্ময়াস্তৎপ্রচুরাঃ সদাবহিরন্তশ্চ ত্বৎস্ফূর্ত্তিমন্ত ইত্যর্থঃ। সঙ্কর্ষণ-বাসুদেবাদয়ো মৎস্যাদয়শ্চ মূর্ত্তয়ো যস্য। একা পরমব্যোমাধিপমহানারায়ণরূপা মূর্ত্তির্যস্য তঞ্চ তঞ্চ। যদ্বা—বহুমূর্ত্তিক-মপ্যেকমূর্ত্তিকমিতি তত্তন্মূর্ত্তীনাং নানাত্বেঽপ্যেকমভিপ্রেতমিতি ত্বামেব যজন্তি ॥ ২৯ ॥

আপনি সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তি পাইতেছেন ; হে ভগবন্ ! তাহারা তোমার শ্রীমুখনিঃসৃত পঞ্চরাত্র-বিধি দ্বারা মৎস্যাদি রূপে বহুমূর্ত্তি হইলেও সর্ব্বদা একমূর্ত্তি যে তুমি, সেই তোমাকেই অর্চ্চন করিয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥

১। বৈভব প্রকাশ—এস্থানে 'প্রাভব প্রকাশ' বলা উচিত। বস্তুতঃ 'বৈভব বিলাস' এই পাঠই সুসঙ্গত হয়।

২। বর্ণমাত্র ভেদ—এইটি অন্যান্য কতিপয় লক্ষণাদির উপলক্ষণ।

৩। বিলাস—প্রকাশ। পয়ারের প্রথম ছত্রের সহিত পুনরুক্তি পরিহারার্থ প্রকাশের পরিবর্ত্তে বিলাস শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।

৪। অধিক উল্লাস—পরিপূর্ণ সর্ব্ব ঐশ্বর্য্য এবং মাধুর্য্য শ্রীকৃষ্ণে সুব্যক্ত থাকিলেও, দেশ, কাল এবং পাত্রানুসারে যথাযোগ্য প্রকট হইয়া থাকে। নিত্যলীলায় গোলোক, মথুরা এবং দ্বারকায়—বাল্য, পৌগণ্ড ও কৈশোর এবং যৌবনলীলা ; অর্থাৎ গোলোকে বাল্য, পৌগণ্ড ও কৈশোর, তন্মধ্যে কৈশোর ধর্ম্ম, বাল্য ও পৌগণ্ড ধর্ম্মলীলা ; এবং মথুরা ও দ্বারকায় যৌবনলীলা হইতেছে। প্রকটলীলায় শ্রীকৃষ্ণের বয়স নিত্য কৈশোর হইলেও ক্রমানুসারে সেই সেই বয়সের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে ; নচেৎ রসাবহ হয় না। দেশ = বৃন্দাবন। এই বৃন্দাবনে যে মাধুর্য্যের অভিব্যক্তি হয়, তাহা মথুরায় ও দ্বারকায় হয় না। বৃন্দাবনের ফল, প্রবাল, পুষ্প এবং ময়ূরপুচ্ছাদি যে শোভা সম্পাদন করে, মথুরার মণিমুক্তাদি সে শোভার আবিষ্কার করিতে সমর্থ হয় না, বরং আবরণ করে। অতএব মধুপুর্য্যাদি হইতে বৃন্দাবনের আধিক্য আছে। এইজন্যই বলিয়াছেন—বৃন্দাবনে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর মাধুর্য্যের অভিব্যক্তি হয়। কাল = অর্থাৎ বয়স ; বাল্য পৌগণ্ড এবং কৈশোরে যাদৃশ মাধুর্য্যের অভিব্যক্তি হয়, তাদৃশ মাধুর্য্যের অভিব্যক্তি যৌবনে হয় না। বাল্যাদিতে অঙ্গে কোমলতা যাদৃশ থাকে, যৌবনে তাদৃশ ব্যক্ত হয় না, কিন্তু কাঠিন্য প্রকাশ পায়, অন্যথা যৌবন-শোভায় আবিষ্কার হয় না। পাত্র = ব্রজবাসী ; তাঁহাদিগের প্রেম অর্থাৎ যশোদাদির বাৎসল্য প্রেম, সুবলাদির সখ্য এবং মহাভাবরূপা বৃষভানুনন্দিনী প্রভৃতির তাদৃশ মধুরপ্রেম যাদৃশ মাধুর্য্যের আবিষ্কার করেন, তাদৃশ মথুরাদিতে সম্ভবে না। অতএব দেশ-কাল-পাত্রানুসারে বৃন্দাবনে সর্ব্বাপেক্ষা মাধুর্য্যাতিশয়ের আবিষ্কার হয়। এই নিমিত্ত কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়াও বৃন্দাবন ব্যতীত যে তাদৃশ মাধুর্য্যের অভিব্যক্তি হয় না, তাহা গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনগমন প্রার্থনা করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। ভগবানও দেবকী ও বসুদেবকে বলিয়াছেন—

নাস্মত্তো যুবয়োস্তাত নিত্যোৎকণ্ঠিতয়োরপি ।
বাল্যপৌগণ্ডকৈশোরাঃ পুত্রাভ্যামভবন্ ক্বচিৎ ॥

ইহার অর্থ এই যে,—হে তাত ! আমাদিগের নিমিত্ত আপনারা সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত থাকিলেও বাল্য, পৌগণ্ড এবং কৈশোর অবস্থায় অনুভূতি যার পুত্র হইতে যে সুখ হয়, তাহা আপনাদিগের হয় নাই। ইহা দ্বারা জানা যায়,—শ্রীকৃষ্ণ যে সময় মথুরায় গিয়াছিলেন, তখন কৈশোর বয়স অতীত এবং যৌবনের অঙ্কুরোদগম হইয়াছে। অতএব যৌবনের প্রারম্ভে যাদৃশ মাধুর্য্যের উদ্গম হয়, মধ্যাদিতে তাহা হয় না। এ নিমিত্ত দ্বারকা হইতে মথুরায় অধিক মাধুর্য্যের আবিষ্কার হইয়া থাকে। যেমন ত্রিলোকীদাহে তাপ মহর্লোককে স্পর্শ করে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত দূরস্থ জনোলোককে স্পর্শ করে না, তদ্রূপ ব্রজের নিকটবর্ত্তী মথুরা এবং তত্রস্থ জনগণের সমীপে যাদৃশ মাধুর্য্যের অভিব্যক্তি হয়, দ্বারকা এবং তত্রস্থ জনগণের নিকট তাদৃশ মাধুর্য্যের অভিব্যক্তি হয় না। অতএব শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন—

হরিঃ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণ ইতি ত্রিধা। (ঘটক পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূদ্‌গোকুলান্তরে।)
পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকামথুরাদিষু ॥

১। গোবিন্দের মাধুরী দেখি বাসুদেবের ক্ষোভ ;
২। সে মাধুরী আস্বাদিতে উপজয়ে লোভ।
৩। মথুরায় যৈছে গন্ধর্ব্বনৃত্য-দরশনে ;

তথাহি শ্রীললিতমাধবে চতুর্থাঙ্কে উনবিংশ শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—

উদ্গীর্ণাদ্ভুতমাধুরীপরিমল-
স্যাভীরলীলস্য মে,
দ্বৈতং হন্ত সমক্ষয়ন্ মুহুরসৌ
চিত্রীয়তে চারণঃ।
চেতঃ কেলিকুতূহলোত্তরলিতং
সত্যং সখে মামকং।
যস্য প্রেক্ষ্য সরূপতাং ব্রজবধূ-
সারূপ্যমন্বিচ্ছতি ॥৩০॥

৪। পুনঃ দ্বারকাতে যৈছে চিত্র-বিলোকনে।

তথাহি শ্রীললিতমাধবে অষ্টমাঙ্কে চতুস্ত্রিংশ শ্লোকে মণিভিত্তৌ স্বপ্রতিবিম্বং দৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—

অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী,
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব ॥৩১॥

৫। সেই বপু ভিন্নাভাসে কিছু ভিন্নাকার ;
ভাবাবেশাকৃতিভেদে 'তদেকাত্ম' নাম তার।
৬। তদেকাত্ম-রূপের 'বিলাস' 'স্বাংশ' দুই ভেদ,
বিলাস-স্বাংশের ভেদে বিবিধ বিভেদ।

উদ্গীর্ণেতি। অসৌ চারণঃ কুশীলবঃ, উদ্গীর্ণ উদিতঃ অদ্ভুতমাধুরীণাং পরিমলো যস্য সঃ তস্য আভীরলীলস্য গোপলীলস্য মে মম, দ্বৈতং কৃত্রিমরূপং সমক্ষয়ন্ দর্শয়ন্, মুহুর্বারংবারং চিত্রীয়তে আশ্চর্য্যবৎ করোতীত্যর্থঃ। হন্তেত্যাশ্চর্য্যে। হে সখে! সত্যমেব যস্য সরূপতাং সাদৃশ্যং প্রেক্ষ্য মামকং মদীয়ং চেতঃ কেলিষু কুতূহলায় কৌতুকায় উত্তরলিতং অতিশয়েন উৎসুকং সৎ ব্রজবধূসারূপ্যং গোপাঙ্গনাসমানরূপতামন্বিচ্ছতি ॥৩০॥

যাহার অলৌকিক মধুরিমার পরিমল অতিশয় নিঃসৃত হইয়াছে, সেই গোপলীলাশালী আমার কৃত্রিমরূপ দেখাইয়া এই নট বারংবার চমৎকারিতা সম্পাদন করিতেছে। হে সখে! আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, যাহার সারূপ্য অবলোকন করিয়া আমার চিত্ত কেলিকৌতুকার্থ সাতিশয় চঞ্চল হইয়া ব্রজবধূ অর্থাৎ শ্রীরাধিকার সারূপ্য বাঞ্ছা করিতেছে ॥৩০॥

স্বীয় গোপলীলার কৈশোরমাধুর্য্য দর্শন করিয়া বসুদেবনন্দনতার অভিব্যঞ্জক শ্রীকৃষ্ণের চিত্তের ক্ষোভ হইয়াছিল, তাহাই এই শ্লোক দ্বারা সমর্থন করিলেন ॥৩০॥

ইহার ব্যাখ্যা (৬৯) পৃষ্ঠা (২০) শ্লোকে দেখুন ॥৩১॥

অর্থাৎ—গোকুলে কৃষ্ণের পূর্ণতমতা, দ্বারকায় পূর্ণতা এবং মথুরায় পূর্ণতরতা সুব্যক্ত হইয়াছে। এই নিমিত্তই কবিরাজ বলিয়াছেন—"ব্রজেন্দ্রনন্দনে ইহা অধিক উল্লাস"।

১। গোবিন্দের—ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের। বাসুদেবের—বসুদেবনন্দনত্বব্যঞ্জক শ্রীকৃষ্ণের। ক্ষোভ—চিত্তের চাঞ্চল্য।

২। সে মাধুরী—নন্দনন্দনের কৈশোর মাধুরী। উপজয়ে—উৎপন্ন হয়। ৩। গন্ধর্ব্ব—নট, অভিনেতা।

৪। দ্বারকাতে—দ্বারকাস্থিত নববৃন্দাবনে। চিত্র—চিত্রবৎ প্রতীয়মান, প্রতিবিম্ব। যে সময় শ্রীকৃষ্ণ রাধাস্বরূপা সত্যভামার সহিত নব বৃন্দাবনে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, সেইকালে তাঁহার বৃন্দাবনপ্রভাবে গোপভাব ও নবকৈশোর বয়স প্রকট হইয়াছিল। সেই নববৃন্দাবনে মণিভিত্তিতে স্বীয় প্রতিবিম্ব দর্শন করিবার পর এই শ্লোকটী বলিয়াছিলেন।

৫। সেই বপু—সেই স্বরূপ। অর্থাৎ স্বরূপে কিছুমাত্র ভিন্ন না হইয়া ভাব, বেশ এবং আকৃতি দ্বারা কিছু ভিন্নাকার (অর্থাৎ ভিন্নতুল্য) হইয়া ভিন্নাভাসে (অর্থাৎ ভিন্নাকারে প্রকাশ পায়) তাহার নাম তদেকাত্মরূপ।

৬। তদেকাত্ম⋯বিভেদ—বিলাস এবং স্বাংশভেদে তদেকাত্মরূপ দ্বিবিধ। যাহাতে অধিক শক্তি প্রকাশ, তাহাকে বিলাস এবং যাহাতে অল্পশক্তি প্রকাশ তাহাকে স্বাংশ বলে। বিলাস ও স্বাংশের লক্ষণ যথা—

১। প্রাভব বৈভব ভেদে 'বিলাস' দ্বিধাকার ;
বিলাসের বিলাস ভেদ অনন্ত প্রকার।
প্রাভব বিলাস—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ,
প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ,—মুখ্য চারিজন।
২। ব্রজে গোপভাব রামের পুরে ক্ষত্রিয়ভাবন।
বর্ণ-বেশ-ভেদ তাতে বিলাস তার নাম।
বৈভব-প্রকাশে আর প্রাভব-বিলাসে ;
৩। এক মূর্ত্যে বলদেব ভাব ভেদে ভাসে।
৪। আদি চতুর্ব্যূহ কেহ নাহি ইঁহার সম।
অনন্ত চতুর্ব্যূহগণের প্রাকট্য-কারণ।
কৃষ্ণের এই চারি প্রাভব-বিলাস ;
দ্বারকা-মথুরাপুরে নিত্য ইঁহার বাস।
এই চারি হৈতে চব্বিশ মূর্ত্তি পরকাশ ;
অস্ত্রভেদে নামভেদ বৈভব-বিলাস।
পুনঃ কৃষ্ণ চতুর্ব্যূহ লঞা পূর্ব্বরূপে ;
পরব্যোম-মধ্যে বৈসে নারায়ণ-রূপে।
তাহা হৈতে পুনঃ চতুর্ব্যূহ পরকাশে ;
৫। আবরণ-রূপে চারিদিকে যার বাসে।
৬। চারিজনের পুনঃ পৃথক্ তিন তিন মূর্ত্তি ;
—কেশবাদি, যাহা হইতে বিলাসের স্ফূর্ত্তি।
চক্রাদিধারণ-ভেদে নাম-ভেদ সব ;
বাসুদেবমূর্ত্তি—কেশব, নারায়ণ, মাধব।
সঙ্কর্ষণ-মূর্ত্তি—গোবিন্দ, বিষ্ণু, শ্রীমধুসূদন ;
৭। এ অন্য গোবিন্দ—নহে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
প্রদ্যুম্নমূর্ত্তি—ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর ;
অনিরুদ্ধমূর্ত্তি—হৃষীকেশ, পদ্মনাভ, দামোদর।
দ্বাদশ মাসের দেবতা এই বারজন ;
মার্গশীর্ষে কেশব, পৌষে নারায়ণ।
মাঘের দেবতা মাধব, গোবিন্দ ফাল্গুনে ;
চৈত্রে বিষ্ণু, বৈশাখে শ্রীমধুসূদনে।
জ্যৈষ্ঠে ত্রিবিক্রম, আষাঢ়ে বামন দেবেশ ;
শ্রাবণে শ্রীধর, ভাদ্রে দেব হৃষীকেশ।
আশ্বিনে পদ্মনাভ, কার্ত্তিকে দামোদর ;
৮। রাধাদামোদর অন্য ব্রজেন্দ্রকোঙর।
৯। দ্বাদশ তিলক মন্ত্র এই দ্বাদশ নাম ;
আচমনে এই নামে স্পর্শি তত্তৎ স্থান।

বিলাস।

স্বরূপমন্যাকারং যত্তস্য ভাতি বিলাসতঃ।
প্রায়েণাত্মসমং শক্ত্যা স বিলাসো নিগদ্যতে॥

স্বরূপ অর্থাৎ স্বয়ংরূপের যে স্বরূপ বিলাসবশতঃ অন্যবিধাকারে প্রকাশিত হয়, কিন্তু শক্তিতে অধিকাংশেই স্বরূপসদৃশ, তাহাকে 'বিলাস' বলে যেমন—পরব্যোমে মহানারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের বিলাস।

স্বাংশ।

তাদৃশোন্যূনশক্তিং যো ব্যনক্তি স্বাংশ ঈরিতঃ।

যিনি বিলাস সদৃশ হইয়া অপেক্ষাকৃত ন্যূনশক্তি প্রকাশ করেন, তাঁহাকে 'স্বাংশ' বলে ; যেমন—মৎস্য কূর্ম্ম প্রভৃতি স্বাংশ।

১। প্রাভব বৈভব ভেদে—সর্ব্বত্রই 'প্রাভব' স্থানে 'বৈভব' এবং 'বৈভব' স্থানে 'প্রাভব' পাঠ পড়িতে হইবে।

২। রামের—বলরামের। ৩। ভাসে—প্রকাশ পান।

৪। আদি চতুর্ব্যূহ—অর্থাৎ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ এই চারি আদি চতুর্ব্যূহ (অর্থাৎ মূল চতুর্ব্যূহ)। এই চতুর্ব্যূহসদৃশ অন্য কোন চতুর্ব্যূহ নয়। ব্যূহ=বিভাগ। প্রাকট্য কারণ—অর্থাৎ এই চতুর্ব্যূহ হইতেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডগত অনন্ত চতুর্ব্যূহের অভিব্যক্তি হয়।

৫। আবরণ রূপে—অর্থাৎ নারায়ণের আবরণ রূপে। ৬। চারি জনের—বাসুদেবাদি চারি জনের প্রত্যেকের তিন তিন মূর্ত্তি।

৭। এ অন্য গোবিন্দ—অর্থাৎ সঙ্কর্ষণের মূর্ত্তি গোবিন্দ হইতে ব্রজেন্দ্রনন্দন গোবিন্দ অন্য (অর্থাৎ পৃথক্)।

৮। রাধাদামোদর—অর্থাৎ কার্ত্তিক মাসের দেবতা দামোদর হইতে নন্দনন্দন রাধাদামোদর অন্য (পৃথক্)।

৯। দ্বাদশ তিলক যথা :—

১। এই চারিজনের বিলাস অষ্টজন ;
তা'সবার নাম কহি শুন সনাতন !
পুরুষোত্তম, অচ্যুত, নৃসিংহ, জনার্দ্দন, ।
হরি, কৃষ্ণ, অধোক্ষজ, উপেন্দ্র, অষ্টজন।
বাসুদেবের বিলাস—অধোক্ষজ পুরুষোত্তম ;
সঙ্কর্ষণের বিলাস—উপেন্দ্র অচ্যুত দুইজন।
প্রদ্যুম্নের বিলাস—নৃসিংহ, জনার্দ্দন ,
অনিরুদ্ধের বিলাস—হরি কৃষ্ণ দুইজন।
এই চব্বিশ মূর্ত্তি প্রাভববিলাস-প্রধান ,
২। অস্ত্রধারণ-ভেদে ধরে ভিন্ন ভিন্ন নাম।
ইঁহার মধ্যে যাহার আকার-বেশ ভেদ ;
সেই সেই হয় বিলাস-বৈভব-বিভেদ।
পদ্মনাভ, ত্রিবিক্রম, নৃসিংহ, বামন ;
হরি, কৃষ্ণ, আদি হয় আকারে বিলক্ষণ।
কৃষ্ণের প্রাভববিলাস—বাসুদেবাদি চারিজন ;
সেই চারি জনার বিলাস বিংশতি গণন।
৩। ইঁহা সবার পৃথক্ বৈকুণ্ঠ পরব্যোমধামে ,
৪। পূর্ব্বাদি অষ্টদিকে তিন তিন ক্রমে।
৫। যদ্যপি পরব্যোম সবাকার নিত্যধাম ;
তথাপি ব্রহ্মাণ্ডে কারো কাঁহা সন্নিধান।
পরব্যোম মধ্যে নারায়ণের নিত্য স্থিতি ;
পরব্যোম উপরি কৃষ্ণলোকের বিভূতি।
এক কৃষ্ণলোক হয় ত্রিবিধ প্রকার ;
গোকুল, মথুরাখ্য, দ্বারকাখ্য—আর।
মথুরাতে কেশবের নিত্য সন্নিধান ;
নীলাচলে পুরুষোত্তম জগন্নাথ নাম।
প্রয়াগে মাধব, মন্দারে শ্রীমধুসূদন ,
আনন্দারণ্যে বাসুদেব, পদ্মনাভ, জনার্দ্দন।
৬। বিষ্ণুকাঞ্চীতে বিষ্ণু রহে, হরি মায়াপুরে ,
ঐছে আর নানা মূর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে।
এইমত ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে সবার প্রকাশ ;
৭। সপ্তদ্বীপে নবখণ্ডে করেন বিলাস।
সর্ব্বত্র প্রকাশ তাঁর ভক্তে সুখ দিতে।
জগতের অধর্ম্ম নাশি ধর্ম্ম স্থাপিতে।

ললাটে কেশবং ধ্যায়েন্নারায়ণমথোদরে।
বক্ষঃস্থলে মাধবঞ্চ গোবিন্দং কণ্ঠকূপকে॥
বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে কুক্ষৌ বাহৌ চ মধুসূদনং।
ত্রিবিক্রমং কন্ধরে তু বামনং বামপার্শ্বকে॥
শ্রীধরং বামবাহৌ চ হৃষীকেশঞ্চ কন্ধরে।
পৃষ্ঠে তু পদ্মনাভঞ্চ কট্যাং দামোদরং ন্যসেৎ॥

ললাটে কেশব, উদরে নারায়ণ, বক্ষস্থলে মাধব, কণ্ঠকূপে গোবিন্দ, দক্ষিণ কুক্ষি অর্থাৎ পার্শ্বে বিষ্ণু, দক্ষিণ বাহুতে মধুসূদন, দক্ষিণ কন্ধর অর্থাৎ গ্রীবাতে ত্রিবিক্রম, বাম পার্শ্বে বামন, বাম বাহুতে শ্রীধর, বাম গ্রীবাতে হৃষীকেশ, পৃষ্ঠে পদ্মনাভ এবং কটিতে দামোদর—এই দ্বাদশ স্থানে কেশবাদি দ্বাদশ নাম চিন্তা করতঃ তিলক ধারণ করিয়া ন্যাস করিবে। তত্তৎস্থান—ললাটাদি স্থান।

১। এই চারি জনের—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ এই চারিজনের।

২। অস্ত্রধারণ ভেদে—অস্ত্রধারণের প্রকার ভেদে।

৩। পৃথক বৈকুণ্ঠ—ভগবানের লোক মাত্রেরই নাম বৈকুণ্ঠ ; অতএব বাসুদেবাদি চারিজন এবং তাঁহাদিগের যে সকল বিলাসমূর্ত্তির নাম বলিলাম অর্থাৎ বিশজন—এই চব্বিশ জন, পরব্যোমে ইঁহাদিগের পৃথক্ পৃথক্ লোক আছে। ৪। পূর্ব্বাদি...ক্রমে—অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে তিনজনের তিনলোক, অগ্নিকোণে তিনজনের তিন লোক—এইরূপে পরব্যোমে অষ্টদিকে চব্বিশ মূর্ত্তির পৃথক্ পৃথক্ লোক বিদ্যমান রহিয়াছে।

৫। যদ্যপি পরব্যোম...সন্নিধান—যদ্যপি পরব্যোমে সকল মূর্ত্তিরই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র লোক আছে, তথাপি তন্মধ্যে কাহারও কাহারও ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে সন্নিধান আছে। ৬। মায়াপুর—হরিদ্বার। বিষ্ণুকাঞ্চী—মান্দ্রাজ প্রদেশ ; বর্ত্তমান নাম 'কাঞ্জীভরম্' নগর।

৭। সপ্তদ্বীপ—জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক এবং পুষ্কর এই সপ্তদ্বীপ। তন্মধ্যে ভারত, ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল, উত্তরকুরু, ইলাবৃত, রম্যক, হিরন্ময়, হরিবর্ষ এবং কিম্পুরুষবর্ষ—এই নব খণ্ডে জম্বুদ্বীপ বিভক্ত।

ইহার মধ্যে কারও অবতারে গণন ;
যৈছে বিষ্ণু, ত্রিবিক্রম, নৃসিংহ, বামন।
১। অস্ত্রধৃতিভেদে নামভেদের কারণ ;
চক্রাদিধারণ ভেদ শুন সনাতন।
২। দক্ষিণাধো হস্ত হৈতে বামাধঃ পর্য্যন্ত ;
চক্রাদি-অস্ত্র ধারণের গণনার অন্ত।

৩। সিদ্ধার্থসংহিতা করে চব্বিশ মূর্ত্তি গণন ;
তার মত আগে কহি চক্রাদি ধারণ।
বাসুদেব গদা-শঙ্খ-চক্র-পদ্মধর ;
সঙ্কর্ষণ গদা-শঙ্খ-পদ্ম-চক্রকর।
প্রদ্যুম্ন শঙ্খ চক্র-গদা-পদ্মধর ;
অনিরুদ্ধ চক্র-গদা-শঙ্খ-পদ্মকর।
পরব্যোমে বাসুদেবাদি নিজ নিজ অস্ত্রধর ;
৪। তার মত কহি যেই সব অস্ত্রকর।
শ্রীকেশব পদ্ম-শঙ্খ-চক্র-গদাকর ;
নারায়ণ শঙ্খ-পদ্ম-গদা-চক্রধর।
শ্রীমাধব গদা-চক্র-শঙ্খ-পদ্মকর ,
শ্রীগোবিন্দ চক্র-গদা-পদ্ম-শঙ্খধর।
বিষ্ণুমূর্ত্তি গদা-পদ্ম-চক্র-শঙ্খকর ;
মধুসূদন শঙ্খ-চক্র-পদ্ম-গদাধর।
ত্রিবিক্রম পদ্ম-গদা-চক্র শঙ্খকর ,
শ্রীবামন শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর।

শ্রীধর পদ্ম-চক্র-গদা-শঙ্খকর ;
হৃষীকেশ গদা-শঙ্খ-পদ্ম-চক্রধর।
পদ্মনাভ শঙ্খ-পদ্ম-চক্র-গদাকর ;
দামোদর পদ্ম-শঙ্খ-গদা-চক্রধর।
পুরুষোত্তম চক্র-পদ্ম-শঙ্খ-গদাধর ;
অচ্যুত গদা-পদ্ম-শঙ্খ চক্রধর।
নৃসিংহ চক্র পদ্ম গদা শঙ্খধর ;
গদাধর শঙ্খ পদ্ম চক্র গদাকর।
শ্রীহরি শঙ্খ চক্র গদা পদ্মকর ;
৫। শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খ গদা চক্র পদ্মধর।
অধোক্ষজ গদা পদ্ম শঙ্খ চক্রকর ;
উপেন্দ্র শঙ্খ গদা পদ্ম চক্রধর।

৬। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে কহে ষোল জন ;
তার মতে কহি এবে চক্রাদি ধারণ।
৭। কেশব ভেদ পদ্ম শঙ্খ গদা চক্রধর ;
মাধব ভেদ চক্র গদা পদ্ম শঙ্খকর।
নারায়ণ ভেদ নানা অস্ত্র ভেদ কন্ ;
এইমত ভেদ আর অবতারগণ।
স্বয়ংভগবান্ আর লীলাপুরুষোত্তম ;
এই দুই নাম ধরে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
৮। পুরীর আবরণ নাম পুরীর সব দেশে ;
নববূ্যহরূপে নব মূর্ত্তি পরকাশে।

১। অস্ত্রধৃতি…কারণ—যে অস্ত্রধারণের প্রকারভেদে নামের ভেদ, সেই চক্রাদি অস্ত্রধারণের প্রকার বলিতেছি শ্রবণ কর।

২। দক্ষিণাধঃ…অন্ত—পরে মূর্ত্তিভেদে অস্ত্রধারণের যে প্রকার বলিব, তাহাও এই নিয়মে বুঝিবে। প্রত্যেক মূর্ত্তির চারিটি অস্ত্র বলিব। তাহার মধ্যে প্রথমটী নিম্নস্থিত দক্ষিণ করে, দ্বিতীয় অস্ত্র উর্দ্ধস্থ দক্ষিণ করে, তৃতীয় অস্ত্র উর্দ্ধস্থ বাম করে এবং চতুর্থ অস্ত্র অধঃস্থ বাম করে। যথা বাসুদেবের অধঃস্থদক্ষিণ করে গদা, উর্দ্ধদক্ষিণ করে শঙ্খ, উর্দ্ধবামকরে চক্র এবং অধঃস্থবাম করে পদ্ম। এইরূপ সঙ্কর্ষণের অধঃস্থ-দক্ষিণ করে গদা, উর্দ্ধদক্ষিণ করে শঙ্খ, উর্দ্ধবামকরে পদ্ম এবং অধোবামকরে চক্র। এইরূপ সর্ব্বত্র অস্ত্রধারণের রীতি জানিবে।

৩। সিদ্ধার্থ-সংহিতা—শাস্ত্রগ্রন্থ বিশেষ।

৪। তার মত—সিদ্ধার্থসংহিতার মত।

৫। শ্রীকৃষ্ণ—নন্দনন্দন হইতে ভিন্ন।

৬। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র—শাস্ত্রগ্রন্থ বিশেষ।

৭। কেশবভেদ—এই কেশব-নারায়ণাদি পূর্ব্বোক্ত কেশব-নারায়ণাদি হইতে যে ভিন্ন, তাহা অস্ত্রধারণেই বোধ হইতেছে।

৮। পুরী—নগরী।

তথাহি শ্রীলঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে পাদবিভূতিকথনে পঞ্চাশীতিতমাঙ্কধৃতসাত্বততন্ত্রং—

চত্বারো বাসুদেবাদ্যা নারায়ণনৃসিংহকৌ।
হয়গ্রীবো বরাহশ্চ ব্রহ্মা চেতি নবোদিতাঃ ॥৩২॥

প্রকাশ-বিলাসের এই কৈল বিবরণ;
স্বাংশের ভেদ এবে শুন সনাতন॥
১। সঙ্কর্ষণাদি-মৎস্যাদিক দুই ভেদ তার;
পুরুষাবতার এক, লীলাবতার আর॥
২। গুণাবতার আর মন্বন্তরাবতার আর;
৩। যুগাবতার আর শক্ত্যাবেশাবতার॥
৪। বাল্য-পৌগণ্ড হয় বিগ্রহের ধর্ম্ম;
এতরূপে লীলা করে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
অনন্ত অবতার কৃষ্ণের নাহিক গণন;
৫। শাখা-চন্দ্র ন্যায় করি দিগ্ দরশন॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে ষড়বিংশ শ্লোকে শৌনকাদিন্ প্রতি সূতবাক্যং—

অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধে র্দ্বিজাঃ।
যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ ॥৩৩॥

প্রথমেই করে কৃষ্ণ পুরুষাবতার;
সেইত পুরুষ হয় ত্রিবিধ প্রকার॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে ষষ্ঠাধ্যায়ে চত্বারিংশশ্লোকে "আদ্যোঽবতারঃ পুরুষ" ইত্যস্য শ্রীধরস্বামিকৃতব্যাখ্যায়াং ধৃতং তথা শ্রীলঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে অবতারপ্রকরণে চ নবমাঙ্কধৃতং সাত্বততন্ত্রং—

বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ,
একস্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ন্ত্বণ্ডসংস্থিতং।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥৩৪॥

চত্বার ইতি। বাসুদেবাদ্যাঃ বাসুদেবসঙ্কর্ষণপ্রদ্যুম্নানিরুদ্ধা ইতি চত্বারঃ। তথা নারায়ণনৃসিংহকৌ নারায়ণনৃসিংহাবিতি দ্বৌ। হয়গ্রীবশ্চ বরাহশ্চ ব্রহ্মা চেতি ত্রয়ঃ। ইতি নবব্যূহা উদিতাঃ কথিতাঃ ॥ ৩২ ॥

অবতারা ইতি। হরেরবতারা অসংখ্যেয়াঃ সহস্রশঃ সন্তি। হি প্রসিদ্ধৌ। অসংখ্যেয়ত্বে হেতুঃ—সত্ত্বনিধেঃ সত্ত্বস্য প্রাদুর্ভাবশক্তেঃ সেবধিরূপস্য। তত্রৈব দৃষ্টান্তো যথেতি। অবিদাসিন উপক্ষয়শূন্যাৎ সরসঃ সকাশাৎ কুল্যাস্তত্ স্বভাবকৃতা নির্ঝরা অবিদাসিন্যঃ সহস্রশঃ সম্ভবন্তি ইতি ॥ ৩৩ ॥

বাসুদেবাদি চতুষ্টয় (অর্থাৎ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ) ও নারায়ণ, নৃসিংহ, হয়গ্রীব, বরাহ এবং ব্রহ্মা—এই নবব্যূহ কথিত হইয়াছে ॥ ৩২ ॥

হে দ্বিজগণ! যেমন উপক্ষয়শূন্য সরোবর হইতে সহস্র সহস্র তাদৃশ নির্ঝর সকল সম্ভূত হয়, তদ্রূপ স্বীয় প্রাদুর্ভাবশক্তির সেবধি-রূপ হরির অসংখ্যেয় অবতার হয় ॥ ৩৩ ॥

অনাদিকাল হইতে ভগবানের অবতার হইতেছে, তাহা কোনরূপেই সংখ্যা করা যায় না,—ইহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রতিপাদন করিলেন ॥৩৩॥

ইহার ব্যাখ্যা আদিলীলা (৮১।৮২) পৃষ্ঠা (৯) শ্লোকে দেখুন। এই শ্লোকে ত্রিবিধ পুরুষাবতার প্রমাণিত করিলেন ॥৩৪॥

১। সঙ্কর্ষণাদি—সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ এই তিন পুরুষাবতার। পুরুষ—অন্তর্যামী। প্রকৃতির অন্তর্যামী সঙ্কর্ষণ, হিরণ্যগর্ভের অন্তর্যামী প্রদ্যুম্ন এবং ব্যষ্টি জীবের অন্তর্যামী অনিরুদ্ধ। মৎস্যাদিক—মৎস্য কূর্ম্ম প্রভৃতি লীলাবতার।

২। গুণাবতার—বিষ্ণু, ব্রহ্মা এবং রুদ্র। ইঁহারা যথাক্রমে সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিন গুণের নিয়ন্তা বলিয়া গুণসম্বন্ধে গুণাবতার বলে। মন্বন্তরাবতার—যজ্ঞাদি চতুর্দ্দশ, স্বায়ম্ভুবাদি চতুর্দ্দশ মন্বন্তর অর্থাৎ সেই সেই মনুর সময়ে অবতার করিয়া মন্বন্তরকাল পালন করেন।

৩। যুগাবতার—সত্যাদি যুগে অবতীর্ণ হইয়া সেই সেই যুগের ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন। শক্ত্যাবেশ অবতার—আবেশ অবতার। আবেশের লক্ষণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ৪। বাল্য…ধর্ম্ম—বাল্য এবং পৌগণ্ড শরীরের ধর্ম্ম, এই নিমিত্ত সেই সেই অবস্থা ভেদে পৃথক্ অবতার বলা যায় না।

৫। শাখাচন্দ্র ন্যায়—যেমন কোন ব্যক্তি কাহারও নিকট 'চন্দ্র কোথায়?' এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলে 'ঐ দেখ বৃক্ষশাখার নিকটে চন্দ্র', তখন সেই চন্দ্রদিদৃক্ষু ব্যক্তি বৃক্ষশাখার নিকট চন্দ্র দেখিয়া, শাখা অতিক্রম করিলেও দেখে চন্দ্র দূরবর্ত্তী; কারণ চন্দ্র ত শাখার নিকট থাকেন না, তবে আপাততঃ চন্দ্রজ্ঞানের জন্য যেমন বৃক্ষশাখা দেখান হয়, তদ্রূপ আপাততঃ অবতারজ্ঞানের জন্য কতিপয় অবতার দেখাইলাম।

অনন্ত শক্তি মধ্যে কৃষ্ণের তিন শক্তি প্রধান ;
ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি, জ্ঞানশক্তি নাম।
১। ইচ্ছাশক্তিপ্রধান কৃষ্ণ ইচ্ছায় সর্ব্বকর্ত্তা ;
২। জ্ঞানশক্তিপ্রধান বাসুদেব চিত্তাধিষ্ঠাতা।
ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়া বিনা না হয় সৃজন ;
৩। তিনের তিন শক্তি মিলি প্রপঞ্চ রচন।
ক্রিয়াশক্তিপ্রধান সঙ্কর্ষণ বলরাম ;
৪। প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি করেন নির্ম্মাণ।
অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা কৃষ্ণের ইচ্ছায় ;
গোলোক বৈকুণ্ঠ সৃজে চিচ্ছক্তি দ্বারায়।
৫। যদ্যপি অসৃজ্য নিত্য চিচ্ছক্তিবিলাস।
তথাপি সঙ্কর্ষণ-ইচ্ছায় তাহার প্রকাশ।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বিতীয়শ্লোকঃ—

সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎ পদং।
তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশসম্ভবং ॥৩৫॥

মায়া দ্বারে সৃজে তেঁহো ব্রহ্মাণ্ডের গণ ;
জড়রূপা প্রকৃতি নহে ব্রহ্মাণ্ডকারণ।
৬। জড় হৈতে সৃষ্টি নহে ঈশ্বরশক্তি বিনে ;
৭। তাহাতেই সঙ্কর্ষণ করে শক্তি আধানে।
৮। ঈশ্বরের শক্ত্যে সৃষ্টি করয়ে প্রকৃতি ;
লৌহ যেন অগ্নিশক্ত্যে পায় দাহশক্তি।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ষট্চত্বারিংশাধ্যায়ে দ্বাবিংশশ্লোকে উদ্ধবো নন্দমাহ—

সহস্রেশস্ত ইতি। অথ তস্য সদ্রূপতাসাধকং নিত্যং ধাম সহস্রপত্রং কমলমিত্যাদিনা প্রতিপাদয়তি। সহস্রাণি পত্রাণি যত্র তৎ কমলং ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ীতি বক্ষ্যমানচিন্তামণিময়ং পদ্মং তদ্রূপং। তচ্চ মহৎ সর্ব্বোৎকৃষ্টং পদং। মহতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য মহাভগবতো বা পদং মহাবৈকুণ্ঠরূপমিত্যর্থঃ। তত্তু নানাপ্রকারং শ্রূয়ত ইত্যাশঙ্ক্য প্রকারবিশেষেণ নিশ্চিনোতি—গোকুলাখ্যমিতি। গোকুলমিত্যাখ্যা রূঢ়ির্যস্য তৎ গোপাবাস সদ্রূপমিত্যর্থঃ। 'রূঢ়ির্যোগমপহরতী'তি ন্যায়েন তস্যৈব প্রতীতেঃ। এতদেবাভিপ্রেত্য প্রোক্তং শ্রীদশমে—ভগবান্ গোকুলেশ্বর ইতি। অত এব তদন্তকুলাত্তেনোত্তরগ্রন্থোঽপি ব্যাখ্যেয়ঃ। তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ধাম শ্রীনন্দযশোদাভিঃ সহবাসযোগ্যং মহান্তঃপুরং। তৈঃ সহবাসিতা প্রেমমুদ্ধশ্যতে। তস্য স্বরূপমাহ—তদিতি। অনন্তস্য শ্রীবলদেবস্যাংশেন জ্যোতির্বিভাগবিশেষেণ সম্ভবঃ সদাবির্ভাবো যস্য তৎ। তথা তন্ত্রেণৈতদপি বোধ্যতে। অনন্তোঽংশো যস্য বলদেবস্যাপি সম্ভবো নিবাসো যত্র তদিতি ॥ ৩৫ ॥

যে সহস্রদল কমলাকার গোকুল-নামক সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান, বলদেবের অংশ অর্থাৎ জ্যোতির্বিভাগবিশেষ দ্বারা আবির্ভূত হইয়াছে, সেই কমলকর্ণিকাকে শ্রীকৃষ্ণের ধাম বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন ॥ ৩৫ ॥

এই শ্লোক দ্বারা বলদেব যে চিচ্ছক্তি দ্বারা গোলোক-বৈকুণ্ঠের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাই প্রমাণ করিলেন ॥৩৫॥

১। ইচ্ছাশক্তি…সর্ব্বকর্ত্তা—কৃষ্ণ ইচ্ছাশক্তিপ্রধান, এই নিমিত্ত ইচ্ছামাত্রই সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করেন।

২। চিত্তাধিষ্ঠাতা—চিত্তের অধিষ্ঠাতা হইয়া জ্ঞান প্রদান করেন।

৩। তিনের—কৃষ্ণের ইচ্ছাশক্তি, বাসুদেবের জ্ঞানশক্তি এবং সঙ্কর্ষণের ক্রিয়াশক্তি।

৪। প্রাকৃতাপ্রাকৃত—প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড এবং অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠাদি।

৫। যদ্যপি…প্রকাশ—যদ্যপি গোলোক বৈকুণ্ঠাদি অসৃজ্য অর্থাৎ সৃষ্টির অযোগ্য (অর্থাৎ কাহারই সৃষ্টি করিবার সামর্থ্য নাই) যেহেতু চিচ্ছক্তির বিলাস অর্থাৎ চিচ্ছক্তিই বৈকুণ্ঠাদিরূপে অনাদিকাল হইতে বিলাস পাইতেছেন, (যেহেতু নিত্যপদার্থের সৃষ্টি হয় না) তথাপি সঙ্কর্ষণের ইচ্ছায় তাহার প্রকাশ হয়।

৬। ঈশ্বরশক্তি বিনে—চিতের সাহায্য ব্যতীত জড় হইতে সৃষ্টি হইতে পারে না, এই নিমিত্ত জড়া প্রকৃতি বিশ্বের কারণ হইতে পারেন না।

৭। তাহাতেই—প্রকৃতিতেই। শক্তি—চিদাভাস। আধানে—আধান। ৮। ঈশ্বরের…দাহশক্তি—অগ্নিতে উত্তপ্ত লৌহ যেমন দাহ করিতে পারে, কিন্তু অগ্নির তাপ লৌহেতে না থাকিলে আর তাহার দাহ করিবার সামর্থ্য থাকে না, অতএব লৌহের দাহকর্তৃত্ব নাই, সে দাহকর্তৃত্ব অগ্নিরই; তদ্রূপ ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তিমতী হইয়া প্রকৃতি যে সৃষ্টি করেন, সে সৃষ্টির কর্ত্তা ঈশ্বরই।

এতৌ হি বিশ্বস্য চ বীজযোনী,
রামো মুকুন্দঃ পুরুষঃ প্রধানং।
অন্বীয় ভূতেষু বিলক্ষণস্য,
জ্ঞানস্য চেশাত ইমৌ পুরাণৌ ॥৩৬॥

১। সৃষ্টিহেতু যেই মূর্ত্ত্যে প্রপঞ্চে অবতরে ;
সেই ঈশ্বরমূর্ত্তি 'অবতার' নাম ধরে।
২। মায়াতীত পরব্যোমে সবার অবস্থান ;
বিশ্বে অবতরি ধরে অবতার নাম।
৩। মায়া অবলোকিতে শ্রীসঙ্কর্ষণ ;
৪। পুরুষ-রূপে অবতীর্ণ হইলা প্রথম।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে প্রথমশ্লোকে শৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং—

জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্মহদাদিভিঃ।
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া ॥৩৭॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে ষষ্ঠাধ্যায়ে চত্বারিংশশ্লোকে নারদং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং—

আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য,
কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ।
দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়াণি,
বিরাট্ স্বরাট্ স্থাস্নু চরিষ্ণু ভূম্নঃ ॥৩৮॥

৫। সেই পুরুষ বিরজাতে করেন শয়ন ;
কারণাব্ধিশায়ী-নাম জগৎকারণ।
কারণাব্ধিপারে মায়ার নিত্য অবস্থিতি ;
বিরজার পারে পরব্যোমে নাহি গতি।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে দশমশ্লোকে নারদং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং—

প্রবর্ত্ততে যত্র রজস্তম স্তয়োঃ
সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ।

অখিলগুরুত্বমেব জনকত্বেন নিয়ন্তৃত্বেন চাহ—এতাবিতি। হি এব। রামো মুকুন্দশ্চেত্যেতাবেব বিশ্বস্য বীজযোনী নিমিত্তোপাদানে। নন্থ পুরুষপ্রধানয়োর্বীজযোনিত্বং প্রসিদ্ধমত আহ—পুরুষঃ প্রধানমতঃ পুরুষোংশঃ প্রধানং শক্তিঃ অতঃ প্রধানপুরুষাবপ্যেতাবেবেত্যর্থঃ। এবং জনকত্বমুক্তং। ভূতেষু প্রাণিষু অন্বীয় অনুপ্রবিশ্য তদ্বিলক্ষণস্য শুদ্ধ চিন্মাত্রস্বরূপস্য জীবস্য ঈশাতে নিয়ন্তারৌ ভবতঃ। চকারাদ্ভূতানাঞ্চ সন্ধিরার্ষঃ। ইমাবিতি পুনরুক্তিস্তয়োরেব তাদৃশতাং নির্দ্ধারয়তি। কুতঃ পুরাণৌ অনাদী তত্র অনাদিত্বাৎ স্বাতন্ত্র্যেণ কারণত্বং, ততশ্চ নিয়ন্তৃত্বমিত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

পুনস্তাদৃশত্বমেব ব্যনক্তি—প্রবর্ত্তত ইতি। যত্র বৈকুণ্ঠে রজস্তমশ্চ ন প্রবর্ত্ততে। তয়োর্মিশ্রং সহচরং জড়ং যৎ সত্ত্বং তদপি ন, কিন্তু অন্যদেব সুষ্ঠু স্বাপয়িষ্যমাণা মায়াতঃ পরা ভগবৎস্বরূপশক্তিস্তস্যা বৃত্তিত্বেন চিদ্রূপং শুদ্ধসত্ত্বাখ্যং তত্ত্বমিতি তদীয়প্রকরণ এব স্থাপয়িষ্যতে, তদেব চ যত্র প্রবর্ত্ততে ইত্যর্থঃ। তথাচ নারদপঞ্চরাত্রে জিতন্তে স্তোত্রে। লোকং

হে ব্রজরাজ! রাম এবং কৃষ্ণ দুইই বিশ্বের বীজ ও যোনি অর্থাৎ নিমিত্ত ও উপাদান কারণ, যেহেতু পুরুষ ও প্রকৃতি তাহাদিগের অংশ ও শক্তি এবং স্বয়ং অনাদি। ইঁহারা সমস্ত প্রাণীতে অনুপ্রবেশ করতঃ শুদ্ধচিন্মাত্রস্বরূপ জীব এবং সমস্ত ভূতবর্গের নিয়ন্তা হইয়া স্ব স্ব কার্য্যে পরিচালিত করেন ॥ ৩৬ ॥

যে বৈকুণ্ঠে রজো ও তমোগুণের এবং রজস্তমঃ সম্বন্ধীয় অর্থাৎ প্রাকৃত সত্ত্বগুণের প্রবৃত্তি নাই, যাহাতে মিশ্র

প্রকৃত্যাদি সমস্তই একমাত্র ঈশ্বরশক্তিপ্রভাবে পরিচালিত হইয়া স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করেন, ইহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রমাণ করিলেন ॥৩৬॥

ইহার ব্যাখ্যা আদিলীলা (৮৩) পৃষ্ঠা (১১) শ্লোকে দেখুন ॥৩৭॥

ইহার ব্যাখ্যা আদিলীলা (৮২) পৃষ্ঠা (১০) শ্লোকে দেখুন। পুরুষ প্রথম অবতার, ইহা এই দুই শ্লোকে প্রমাণ করিলেন ॥৩৮॥

১। অবতরে—পরব্যোম হইতে নামিয়া আসেন।

২। সবার—সৎস্ত পূর্ণ প্রকৃতির। তাহারাই ব্রহ্মাণ্ডে আসিয়া অবতার নাম ধারণ করেন।

৩। মায়া অবলোকিতে—মায়ার প্রতি দূর হইতে অবলোকিতে (অবলোকন করিবার নিমিত্ত) অর্থাৎ ঈক্ষণ দ্বারা তাহাতে চিদাভাস সঞ্চারের জন্য। ৪। পুরুষরূপে—প্রথম পুরুষ অর্থাৎ কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুরূপে। ইহার বিশেষ বিবরণ আদিলীলায় (৫) পরিচ্ছেদে দেখুন।

৫। সেই…জগৎকারণ—বিশেষ বিবরণ আদিলীলায় (৫) পরিচ্ছেদে (৮২) পৃষ্ঠা দেখুন।

ন যত্র মায়া কিমুতা পরে হরে-
রনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ ॥৩৯॥

১। মায়ার যে দুই বৃত্তি—মায়া আর প্রধান ;
মায়া নিমিত্তহেতু বিশ্বের প্রকৃতি উপাদান।
২। সেই পুরুষ মায়া পানে করে অবধান ;
প্রকৃতি ক্ষুভিত করি করে বীর্য্যাধান।
স্বাঙ্গবিশেষাভাসরূপে প্রকৃতি স্পর্শন ;
জীবরূপ বীজ তাতে কৈল সমর্পণ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে ষড়্বিংশাধ্যায়ে অষ্টাদশ শ্লোকে দেবহূতিং প্রতি কপিলদেববাক্যং—

বৈকুণ্ঠনামানং দিব্যষড়্গুণসংযুতং। অবৈষ্ণবানামপ্রাপ্যং গুণত্রয়বিবর্জিতমিতি। পাদ্মোত্তরখণ্ডে তু বৈকুণ্ঠনিরূপণে তস্য সত্ত্বস্যাপ্রাকৃতত্বং স্ফুটমেব দর্শিতং। অত উক্তং প্রকৃতিবিভূতিবর্ণনানন্তরং—'এবং প্রাকৃতরূপায়া বিভূতিরূপমুত্তমং। ত্রিপাদ্বিভূতিরূপস্তু শৃণু ভূধরনন্দিনি। প্রধানপরমব্যোম্নো অন্তরা বিরজা নদী। বেদাঙ্গস্বেদজনিতৈস্তোয়ৈঃ প্রস্রাবিতা শুভা। তস্যাঃ পারে পরব্যোম্নি ত্রিপাদ্ভূতং সনাতনং। অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদং। শুদ্ধসত্ত্বময়ং দিব্যমক্ষরং ব্রহ্মণঃ পদ'মিত্যাদি। প্রাকৃতগুণানাং পরস্পরাব্যভিচারিত্বমুক্তং সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদ্যাং—অন্যোন্যমিথুনবৃত্তয় ইতি। তট্টীকায়াঞ্চ—অন্যোন্যসহচরা অবিনাভাববর্ত্তিন ইতি যাবৎ। ভবতি চাত্রাগমঃ—'অন্যোন্যমিথুনাঃ সর্ব্বে সর্ব্বে সর্ব্বত্রগামিনঃ। রজসো মিথুনং সত্ত্ব'মিত্যাদ্যুপক্রম্য 'নৈষামাদিঃ সংপ্রয়োগো বিয়োগো বোপলভ্যত' ইতীতি। তস্মাদত্র রজস্তমোঽসত্ত্বাদস্বজ্যত্বং তমসস্তু নাশত্বং প্রাকৃতসত্ত্বাভাবাচ্চ সচ্চিদানন্দরূপত্বং তস্য দর্শিতং। অত্র হেতুঃ ন চ কালবিক্রম ইতি। কালবিক্রমেণ হি প্রকৃতিক্ষোভাৎ সত্ত্বাদয়ঃ পৃথক্ ক্রিয়ন্তে। তস্মাদ্ যত্রাসৌ ষড়্ভাববিকারহেতুঃ কালবিক্রম এব ন প্রবর্ত্ততে, তত্র তেষামভাবঃ সুতরামেবেতি ভাবঃ। কিঞ্চ তেষাং মূলত এব কুঠারচ্ছেদ—ন যত্র মায়েতি। মায়াত্র জগৎসৃষ্ট্যাদিহেতুর্ভগবচ্ছক্তিঃ ন তু কাপট্যমাত্রং রজ আদি নিষেধেনৈব তদনুবাদাৎ। অথবা যত্র তয়োঃ সম্বন্ধি সত্ত্বং প্রাকৃতসত্ত্বং যত্তদপি ন প্রবর্ত্ততে মিশ্রং অপৃথগ্ভূতং গুণত্রয়ং প্রধানঞ্চ অত এবৈকত্রাভাবাৎ কালমায়ে অপি ন স্তঃ। অগ্রে মায়াপ্রধানয়োর্ভেদো বিবেচনীয়ঃ। কৈমুত্যেনোক্তমেবার্থং দৃঢ়য়তি—কিমুতাপর ইতি। তমোবিমিশ্রং কিঞ্চিদ্রজস্তমোমিশ্রং সত্ত্বঞ্চ নেতি ব্যাখ্যা তু পিষ্টপেষণমেব সামান্যতো রজস্তমো নিষেধেনৈব তৎপ্রাপ্তেঃ। ননু গুণাদ্যভাবান্নির্বিশেষ এবাসৌ লোক ইত্যাশঙ্ক্য তত্র বিশেষস্তস্যাঃ শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকায়াঃ স্বরূপানতিরিক্তশক্তেরেব বিলাস ইতি দ্যোতয়ংস্তমেব বিশেষং দর্শয়তি—হরেরিতি। সুরাঃ সত্ত্বপ্রভবাঃ, অসুরা রজস্তমঃপ্রভবাঃ, তৈরর্চ্চিতাস্তেভ্যোঽপ্যর্চ্চনা ইত্যর্থঃ, গুণাতীতত্বাদেবেতি ভাবঃ ॥ ৩৯ ॥

অর্থাৎ গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপ প্রাধান্য নাই, যেখানে কালের কোন প্রভাব নাই এবং যে স্থানে মায়াও নাই—অতএব রজস্তমোভাদিও যে সেস্থানে নাই, তাহা আর বলিবার আবশ্যক করে না ; সেই বৈকুণ্ঠে হরির পার্ষদগণ সুরাসুর হইতেও পূজ্যতম ॥ ৩৯ ॥

১। বৃত্তি—বিকাশ। প্রধান—প্রকৃতি। নিমিত্তহেতু—নিমিত্ত কারণ। প্রয়োজক কারণকে 'নিমিত্ত কারণ' বলে, যেমন কুলালাদি ঘটের নিমিত্ত কারণ। উপাদান—উপাদান কারণ। যাহাকে লইয়া কার্য্যের উৎপত্তি হয় অর্থাৎ যে কারণ কার্য্যাকারে পরিণত হয়, তাহাকে 'উপাদান কারণ' বলে। যেমন, ঘটকার্য্যের প্রতি মৃত্তিকা উপাদানকারণ।

২। সেই পুরুষ—কারণার্ণবশায়ী প্রথমপুরুষ। অবধান—ঈক্ষণ। প্রলয়কালে বদ্ধজীব সকল মহাবিষ্ণুশরীরে লীন হইয়া থাকে, পরন্তু মহাবিষ্ণু মায়ার প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাহাদিগের সঞ্চিত অদৃষ্টের মধ্যে ফলোন্মুখ অদৃষ্টরাশিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া দেন। তখন প্রকৃতি ক্ষুভিত হয়। গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাকে প্রকৃতি বলে। সত্ত্ব, রজঃ এবং তম—এই তিনগুণ যখন সমবল থাকে, তখন সৃষ্টি হইতে পারে না ; যেহেতু এক গুণ দ্বারা সৃষ্টি হয় না,—তিন গুণ সমবল থাকে, এজন্য পরস্পরের মিল হয় না, অর্থাৎ কেহ কাহারই অধীনতা স্বীকার করে না। তখন ফলোন্মুখ অদৃষ্টে নিজশক্তির সঞ্চার করিয়া তদ্দ্বারা প্রকৃতির অর্থাৎ সত্ত্বাদিগুণের ক্ষোভ অর্থাৎ মুখ্য-গৌণভাব সম্পাদন করেন। জড় হইতে কোন কার্য্যই হইতে পারে না, এই নিমিত্ত দূর হইতে অঙ্গের আভাসবিশেষ দ্বারা প্রকৃতি স্পর্শ করিয়া তাহাতে স্বশরীরে বিলীন ফলোন্মুখ কর্ম্মাধীন জীবরূপ বীজকে অর্পিত করেন।

বিরজা নদীর অপর পার পরব্যোমে মায়ার গতি নাই,—তাহাই এই শ্লোক দ্বারা সপ্রমাণ করিলেন ॥৩৯॥

দৈবাৎ ক্ষুভিতধর্ম্মিণ্যাং ;
স্বস্যাং যোনৌ পরঃ পুমান্।
আধত্ত বীর্য্যং সাসূত ;
মহত্তত্ত্বং হিরণ্ময়ং ॥৪০॥

তথাহি তত্রৈব তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে ষড়্‌বিংশ শ্লোকে বিদুরং প্রতি মৈত্রেয়বাক্যং—

কালবৃত্ত্যা তু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ।
পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্ ॥৪১॥

১। তবে মহত্তত্ত্ব হৈতে ত্রিবিধ অহঙ্কার ;
২। যাহা হৈতে দেবতেন্দ্রিয়-ভূতের প্রচার।
৩। সর্ব্ব তত্ত্ব মিলি সৃজিল ব্রহ্মাণ্ডের গণ,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তার নাহিক গণন।
এই মহৎস্রষ্টা পুরুষ মহাবিষ্ণু নাম ;
৪। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁর লোমকূপে ধাম।
৫। গবাক্ষে উড়িয়া যৈছে রেণু আসে যায়,
পুরুষনিশ্বাস সহ ব্রহ্মাণ্ড বাহিরায়।
পুনরপি নিশ্বাস সহ যায় অভ্যন্তর ;
৬। অনন্ত ঐশ্বর্য্য তাঁর সব মায়াপর।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে চতুঃপঞ্চাশ শ্লোকঃ—

ইদানীং তত্ত্বানামুৎপত্তিপূর্ব্বকং লক্ষণাণ্যাহ—দৈবাৎ ইত্যাদিনা। এতান্যসংহত্যেতঃ প্রাক্তনেন গ্রন্থেন। তত্র চিত্তস্যোৎপত্তিপূর্ব্বকং লক্ষণমাহ চতুর্ভিঃ। দৈবাজ্জীবাদৃষ্টাৎ কালাদ্বা ক্ষুভিতা ধর্ম্মা গুণা যস্যাঃ। তস্যাং যোনৌ অভিব্যক্তিস্থানে প্রকৃতৌ বীর্য্যং জীবাখ্যচিদ্রূপশক্তিং পরঃ পুমান্ মহাবিষ্ণুঃ আধত্ত আহিতবান্। সা প্রকৃতিঃ মহত্তত্ত্বমসূত। মহতঃ স্বরূপমাহ—হিরণ্ময়ং প্রকাশবহুলং ॥ ৪০ ॥

কালবৃত্ত্যা ইতি। কালবৃত্ত্যা কালশক্ত্যা, গুণময্যাং ক্ষুভিতগুণায়াং, মায়ায়াং প্রকৃতৌ, অধোক্ষজঃ পরমাত্মা, আত্মভূতেন আত্মাংশভূতেন, পুরুষেণ প্রকৃত্যধিষ্ঠাতৃরূপেণ, বীর্য্যং চিদাভাসরূপং জীবাখ্যচিদ্রূপশক্তিমিত্যর্থঃ। আধত্ত আহিতবান্। বীর্য্যবান্ চিচ্ছক্তিযুক্তঃ ॥ ৪১ ॥

জীবের অদৃষ্টবশতঃ প্রকৃতির গুণক্ষোভ হইলে পরমপুরুষ মহাবিষ্ণু প্রকৃতিতে জীবাখ্য চিদ্রূপশক্তির আধান করেন, তাহাতে সেই প্রকৃতি হইতে প্রকাশবহুল মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হয় ॥ ৪০ ॥

চিচ্ছক্তিযুক্ত পরমাত্মা গুণক্ষোভ হইলে স্বাংশভূত প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা পুরুষরূপে প্রকৃতিতে বীর্য্য অর্থাৎ চিদাভাসরূপ জীবশক্তির আধান করিয়াছিলেন ॥ ৪১ ॥

গুণক্ষোভ হইলে আদিপুরুষ যে প্রকৃতিতে জীবরূপ বীজের আধান করিয়াছিলেন,— ইহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রমাণ করিলেন ॥৪০॥
পূর্ব্ব শ্লোকের ন্যায় একই তাৎপর্য্য ॥৪১॥

১। মহত্তত্ত্ব—প্রকৃতির প্রথম পরিণাম, অর্থাৎ প্রথম প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হয়। এই মহত্তত্ত্ব বিশ্বের অঙ্কুররূপ। নিদ্রাভঙ্গের পর 'আমি' বলিয়া জ্ঞান হইবার পূর্ব্বেই যে সূক্ষ্মজ্ঞান জন্মে, তাহাকেই মহত্তত্ত্ব বলে ; পরে অহঙ্কার জন্মে। ত্রিবিধ—সাত্ত্বিক, রাজস এবং তামস। অহঙ্কার—যাহার ব্যাপার অভিমান। ২। দেবতেন্দ্রিয়-ভূতের প্রচার—দেবতা-ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতা এবং মনঃ ইঁহাদিগের উৎপত্তি সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে হয়। সত্ত্বগুণ প্রকাশক, অতএব মন ও দেবতা বাহ্যেন্দ্রিয়ের বিষয় প্রকাশ করে ; এই নিমিত্ত সাত্ত্বিক অহঙ্কারের কার্য্য। রজোগুণ প্রবৃত্তি-স্বভাব, বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়ায় ইন্দ্রিয়গণ রাজস অহঙ্কারের কার্য্য। তমোগুণ জড় এবং আবরক, এই নিমিত্ত তামস অহঙ্কার হইতেও অগ্রে (অর্থাৎ শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র এবং গন্ধতন্মাত্র এই পঞ্চতন্মাত্র দ্বারা তামস অহঙ্কার হইতে) আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল এবং মৃত্তিকা এই পঞ্চভূতের উৎপত্তি হয়।

৩। সর্ব্বতত্ত্ব—বুদ্ধি সমষ্টিকে মহত্তত্ত্ব বলে। অনুসন্ধানাত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তিকে 'চিত্ত' নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তিকে 'বুদ্ধি' সঙ্কল্পাত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তিকে 'মন' এবং অভিমানাত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তিকে 'অহঙ্কার' বলে। এই চারি অন্তঃকরণের অধিষ্ঠাতৃদেবতা যথাক্রমে অচ্যুত, ব্রহ্মা, চন্দ্র এবং রুদ্র। শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা এবং ঘ্রাণ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃদেবতা যথাক্রমে দিক্, বায়ু, অর্ক, বরুণ এবং অশ্বিনীকুমার। বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, এবং উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অগ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, যম এবং প্রজাপতি যথাক্রমে অধিষ্ঠাতৃদেবতা। পূর্ব্বোক্ত চিত্তাদিতত্ত্ব, পঞ্চতন্মাত্র এবং পঞ্চমহাভূত—এই সর্ব্বতত্ত্ব। ব্রহ্মাণ্ডেরগণ—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড। ৪। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের। তাঁর—মহাবিষ্ণুর। ধাম—বসতি।

৫। গবাক্ষে বাহিরায়—যেমন গবাক্ষছিদ্র দিয়া রেণু সকলের গতাগতি হয়, তদ্রূপ যাঁহার নিশ্বাস ও প্রশ্বাসের সহিত ব্রহ্মাণ্ডগণ লোমকূপ হইতে বহির্গত এবং অন্তরে প্রবিষ্ট হইতেছে। ৬। মায়াপর—মায়াতীত।

স্বশ্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য,
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥৪২॥

১। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগণের ইঁহো অন্তর্যামী ;
কারণাব্ধিশায়ী সব জগতের স্বামী।
এইত কহিল প্রথমপুরুষের তত্ত্ব।
দ্বিতীয়পুরুষের এবে শুনহ মহত্ত্ব।
২। সেই পুরুষ অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া ;
৩। একৈক মূর্ত্ত্যে প্রবেশিলা বহুমূর্ত্তি হঞা।
প্রবেশ করিয়া দেখে সব অন্ধকার ;
রহিতে নাহিক স্থান—করিলা বিচার।
নিজাঙ্গ-স্বেদজলে ব্রহ্মাণ্ডার্দ্ধ ভরিল ;
৪। সেই জলে শেষশয্যায় শয়ন করিল।
৫। তার নাভিপদ্ম হইতে উঠিল এক পদ্ম ;
৬। সেই পদ্ম হইল ব্রহ্মার জন্মসদ্ম।
সেই পদ্মনালে হইল চৌদ্দ ভুবন ;
৭। তেঁহো ব্রহ্মা হয়ে সৃষ্টি করিল সৃজন।
৮। বিষ্ণুরূপ হয়ে করে জগত পালনে ;
৯। গুণাতীত বিষ্ণু—স্পর্শ নাহি মায়াসনে।
রুদ্র-রূপ ধরি করে জগত সংহার ;
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় হয় ইচ্ছায় যাঁহার ;
১০। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব তাঁর গুণ-অবতার ;
১১। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের তিন অধিকার।
১২। হিরণ্যগর্ভ, অন্তর্যামী, গর্ভোদকশায়ী ;
১৩। সহস্রশীর্ষাদি করি বেদে যাঁরে গাই।
এইত দ্বিতীয়পুরুষ ব্রহ্মাণ্ড-ঈশ্বর ;
মায়ার আশ্রয় হয় তবু মায়াপার।
১৪। তৃতীয়পুরুষ বিষ্ণু, গুণ-অবতার ;
১৫। দুই অবতার ভিতর গণনা তাঁহার।
বিরাট্ ব্যষ্টিজীবের তেঁহো অন্তর্যামী ;
ক্ষীরোদকশায়ী তেঁহো পালনকর্ত্তা স্বামী।
পুরুষাবতার এই কহিল নিরূপণ।
লীলাবতারের এবে শুন সনাতন !
১৬। লীলাবতার কৃষ্ণের না যায় গণন ;
প্রধান করিয়া করি দিগ্‌দরশন।
মৎস্য, কূর্ম্ম, রঘুনাথ, নৃসিংহ, বামন ;
১৭। বরাহাদি লেখা যার পুরাণ গণন।

তথাহি শ্রীমদ্‌ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে চতুস্ত্রিংশশ্লোকে দেবকীগর্ভস্থং ভগবন্তং মত্বা দেবস্তুতিঃ—

ইহার ব্যাখ্যা (৮০) পৃষ্ঠা (৭) শ্লোকে দ্রষ্টব্য ॥৪২॥

১। ইঁহো—এই মহাবিষ্ণু। ২। সেই—প্রথম পুরুষ। ৩। একৈক মূর্ত্ত্যে—এক এক মূর্ত্তি ধারণ করিয়া এক এক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবিষ্ট হইলেন।
৪। সেই জলে—ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত জলমধ্যে অর্থাৎ জলস্তম্ভন করিয়া।
৫। নাভিপদ্ম হইতে—নাভিপদ্ম সমীপ হইতে। ৬। জন্মসদ্ম—জন্মস্থান। ৭। তেঁহো—সেই দ্বিতীয় পুরুষ। ৮। জগত পালনে—জগৎ পালন।
৯। স্পর্শ নাহি মায়াসনে—অর্থাৎ মায়ার সহিত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ নাই।
১০। তাঁর—দ্বিতীয়পুরুষের। গুণ-অবতার—তিন গুণের নিয়মনের নিমিত্ত অবতার, অর্থাৎ জড়গুণ তো স্বয়ং কোন কার্য্য করিতে পারে না, অয়স্কান্ত সন্নিধানে যেমন লৌহের গতিশক্তি হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র—এই তিনের সন্নিধানে রজঃ, সত্ত্ব এবং তমো গুণের স্ব স্ব কার্য্যে সামর্থ্য হয় (অর্থাৎ সান্নিধ্যমাত্রে গুণত্রয়ের উপকার করেন)। ১১। অধিকার—অধিকারী।
১২। গর্ভোদকশায়ী—দ্বিতীয়পুরুষ। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ড এক এক পুরুষ ; এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং রুদ্রও পৃথক্ পৃথক্।
১৩। "সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। স ভূমিং সর্ব্বতোহবৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলং"—ইতি শ্রুতি।
১৪। গুণ-অবতার—সত্ত্ব গুণের নিয়ামকরূপে অবতার। ১৫। দুই অবতার—অর্থাৎ ব্যষ্টিজীবের অন্তর্যামী এবং পালনকর্ত্তা।
১৬। লীলাবতার...গণন—কৃষ্ণের লীলাবতারের গণনা করিয়া শেষ করা যায় না।
১৭। লেখা যার পুরাণ গণন—অর্থাৎ যে সকল অবতারের নাম পুরাণ গণনা করিয়া লিখিয়াছেন, আমি তাহার মধ্যে মুখ্য কতক অবতারের নাম কীর্ত্তন করিয়া দিগ্‌দর্শন করিব।
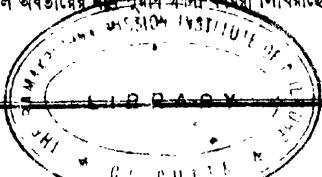
মৎস্যাশ্ব-কচ্ছপ-নৃসিংহ-বরাহ-হংসঃ-
রাজন্য-বিপ্র-বিবুধেষু কৃতাবতারঃ।
ত্বং পাসি নস্ত্রিভুবনঞ্চ তথাধুনেশ,
ভারং ভুবো হর যদূত্তম বন্দনং তে ॥৪৩॥

লীলাবতারের কৈল দিগ্‌দরশন।
গুণাবতারের এবে শুন বিবরণ।
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—তিন গুণ-অবতার ;
১। ত্রিগুণাঙ্গীকরি করে সৃষ্ট্যাদি ব্যবহার।
২। ভক্তিমিশ্রকৃতপুণ্যে কোন জীবোত্তম,
৩। রজোগুণে বিভাবিত করি তার মন,
৪। গর্ভোদকশায়ী দ্বারা শক্তি সঞ্চারি ;
ব্যষ্টি সৃষ্টি করে কৃষ্ণ ব্রহ্মারূপ ধরি,

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে উনপঞ্চাশত্তম শ্লোকঃ—

ভাস্বান্ যথাশ্মসকলেষু নিজেষু তেজঃ,
স্বীয়ং কিয়ৎ প্রকটয়ত্যপি তদ্বদত্র।
ব্রহ্মা য এব জগদণ্ডবিধানকর্ত্তা,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥৪৪॥

৫। কোন কল্পে যদি যোগ্য জীব নাহি পায় ;
আপনে ঈশ্বর তবে অংশে ব্রহ্মা হয়।

তথাহি শ্রীমদ্‌ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টষষ্টি-তমাধ্যায়ে ষড়্‌বিংশশ্লোকে দুর্য্যোধনাদীন্ প্রতি শ্রীবলদেববাক্য—

মৎস্যেতি। হে ঈশ! মৎস্যাদিষু কৃতা অবতারা যেন স ত্বং, নোঽস্মান্ ত্রিভুবনঞ্চ যথা পাসি তথা অধুনাপি পাসি পাস্যসি, কাকা ততোঽধিকমেব পাস্যসীত্যর্থঃ। তদেবাভিব্যঞ্জয়তি—ভুবোভারং হরেতি। শ্রীনৃসিংহাদ্যবতারে ত্বয়া হতানামপি হিরণ্যকশিপু কালনেমিপ্রভৃতীনাং পুনরত্র জন্মনা ভুবোভারো ভবত্যেব, অধুনা তথা বিধেহি যথা তেষাং পুনরাবৃত্তি ন স্যাৎ যেন ভক্তানামস্মাকং তাদৃশদুষ্টাদর্শনেন চ পরমহিতং স্যাদিতি ভাবঃ। নন্বেবং দুষ্টানাং মুক্তিদানমযোগ্যমিত্যাশঙ্ক্য তদর্থং সকাকু প্রণমন্তি—যদূত্তমেতি ॥ ৪৩ ॥

তদেবং দেব্যাদীনাং তদাশ্রয়কত্বং দর্শয়িত্বা প্রসঙ্গসঙ্গত্যা ব্রহ্মণশ্চ দর্শয়ন্নতীবভিন্নতয়া জীবত্বমেব স্পষ্টয়তি—ভাস্বান্ ইতি। ভাস্বান্ সূর্য্যো যথা নিজেষু নিত্যস্বীয়ত্বেন বিখ্যাতেষু অশ্মসকলেষু সূর্য্যকান্তাখ্যেষু স্বীয়ং কিঞ্চিৎ তেজঃ প্রকটয়তি। 'অপি' শব্দাৎ তেন তদুপাধিকাংশেন দাহাদিকার্য্যং স্বয়মেব করোতি, তথা তত্র জীববিশেষে কিঞ্চিত্তেজঃ প্রকটয়তি, তেন তদুপাধিকাংশেন স্বয়মেব ব্রহ্মা সন্ জগদণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডে বিধানকর্ত্তা ব্যষ্টিসৃষ্টিকর্ত্তা ভবতীত্যর্থঃ। যদ্বা—মহাব্রহ্মৈবায়ং বর্ণ্যতে। তদুপলক্ষিতো মহাশিবশ্চ জ্ঞেয়ঃ। তস্য চ জগদণ্ডানাং বিধানকর্ত্তৃত্বঞ্চ যুক্তমেব। যদ্যপি দুর্গাখ্যা মায়া কারণার্ণবশায়িন এব কর্ম্মকরী, যদ্যপি চ ব্রহ্মবিষ্ণ্বাখ্যা গর্ভোদকশায়িন এবাবতারা স্তথাপি তস্য সর্ব্বাশ্রয়তয়া তদ্গতাভিপ্রায়তয়া গণিতাঃ এবমুত্তরত্রাপি। তমাদিপুরুষং গোবিন্দমহং ভজামীতি ॥ ৪৪ ॥

হে ঈশ! আপনি মৎস্য, অশ্ব, কচ্ছপ, বরাহ, নৃসিংহ, হংস, ক্ষত্রিয়, বিপ্র এবং দেবগণের মধ্যে অবতার করিয়া আমাদিগকে যেরূপে পালন করিয়া থাকেন, এক্ষণেও কি তাহাই করিবেন? না—তাহা হইতে অধিকতররূপে পালন করিবেন? হে যদুনাথ! এইক্ষণে পৃথিবীর ভার হরণ করুন, আমরা আপনাকে প্রণাম করি ॥ ৪৩ ॥

সূর্য্য যেমন স্বনামবিখ্যাত সূর্য্যকান্তমণিখণ্ডে স্বকীয় কিঞ্চিৎ তেজঃ প্রকট করেন এবং তেজঃ উপাধিক অংশ দ্বারা দাহাদি কার্য্য নিষ্পন্ন করেন, তদ্রূপ যিনি জীববিশেষে কিঞ্চিৎ সৃষ্টিশক্তি সঞ্চার করতঃ তদুপাধিক অংশ দ্বারা স্বয়ং ব্রহ্মা হইয়া ব্রহ্মাণ্ডে বিধানকর্ত্তা অর্থাৎ ব্যষ্টিসৃষ্টি করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ৪৪ ॥

মহাবিষ্ণুর এক নিশ্বাসকালের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডগণ লোমকূপ হইতে উদ্গত এবং প্রবিষ্ট হয়,—ইহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রমাণ করিলেন ॥৪৩॥
এই শ্লোকে কতিপয় অবতারের নির্দ্দেশ আছে—তাহাই দেখাইলেন ॥৪৪॥

১। ত্রিগুণাঙ্গীকরি—প্রকৃতির গুণত্রয় স্বীকার করিয়া অর্থাৎ তাহার নিয়ামক হইয়া।
২। ভক্তিমিশ্রকৃতপুণ্যে—ভক্তিসংযুক্তকর্ম্ম-জন্য পুণ্য হেতু। ৩। রজোগুণে…মন—সেই জীবোত্তমের মন রজোগুণে বিভাবিত (অর্থাৎ আবিষ্ট) করিয়া। ৪। গর্ভোদকশায়ী—দ্বিতীয় পুরুষ। ব্যষ্টি—জরায়ুজাদি প্রাণী। ৫। যোগ্য—সৃষ্টিশক্তিধারণে সমর্থ।

যস্যাংঘ্রিপঙ্কজরজোঽখিললোকপালৈ-
র্মৌল্যুত্তমৈর্ধৃতমুপাসিততীর্থতীর্থং ,
ব্রহ্মা ভবোঽহমপি যস্য কলাঃ কলায়াঃ,
শ্রীশ্চোদ্বহেম চিরমস্য নৃপাসনং ক ॥৪৫॥

১। নিজাংশ-কলায়ে কৃষ্ণ তমোগুণ অঙ্গীকরি ;
সংহারার্থে মায়াসঙ্গে রুদ্ররূপ ধরি ।
২। মায়াসঙ্গে বিকারে রুদ্র ভিন্নাভিন্ন রূপ ,
৩। ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহে—ভিন্ন স্বরূপ ।
দুগ্ধ যেন অম্লযোগে দধিরূপ ধরে ;
৪। দুগ্ধান্তর বস্তু নহে দুগ্ধ হৈতে নারে ।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে পঞ্চচত্বারিংশ শ্লোকঃ—

ক্ষীরং যথা দধি বিকারবিশেষযোগাৎ,
সংজায়তে ন তু ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাৎ,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥৪৬॥

৫। শিব মায়াশক্তিসঙ্গী তমোগুণাবেশ ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টাশীত্যধ্যায়ে দ্বিতীয়শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং—

শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ ।
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিধা ॥৪৭॥

তত্র ক্রমপ্রাপ্তং মহেশং নিরূপয়তি—ক্ষীরমিতি। যথা বিকারবিশেষস্যাম্লাদের্যোগাৎ ক্ষীরং দুগ্ধং দধি জায়তে। ততঃ হেতোর্দুগ্ধান্ন পৃথক্ অস্তি ভবতি। তথা কার্য্যাৎ সংহারকার্য্যবশাৎ যঃ শম্ভুতামপি সমুপৈতি তমাদিপুরুষং গোবিন্দমহং ভজামি। কারণকার্য্যভাবমাত্রাংশে দৃষ্টান্তোঽয়ং দার্ষ্টান্তিকস্য নির্বিকারত্বাৎ। চিন্তামণ্যাদিবদবিচিন্ত্যশক্ত্যৈব তদাদিকার্য্যতয়াপি স্থিতত্বাৎ। শ্রুতিশ্চ—'একো বৈ নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ। স মুনির্ভূত্বা সমচিন্তয়ৎ অতএব বাজায়ন্ত বিশ্বহিরণ্যগর্ভোঽগ্নিঃ বরুণরুদ্রেন্দ্রা ইতি সব্রহ্মণা সৃজতি সরুদ্রেণ বিলোপয়তি সোঽহুত্তিরলয় এব বাজায়ন্ত এব হরিঃ পরমানন্দ' ইতি। শম্ভোরপি কার্য্যত্বং গুণসম্বলনাৎ, যথোক্তং শ্রীদশমে—'হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গোগুণসংবৃত' ইতি। এতদেবোক্তং বিকারবিশেষযোগাদিতি। কচিদভেদোক্তির্বা দৃশ্যতে তামপি সমাদধাতি—ততো হেতোঃ পৃথক্ নাস্তীতি। যথোক্তং ঋক্‌শিরসি—'অথ নিত্যোনারায়ণো ব্রহ্মা নারায়ণঃ শিবশ্চ নারায়ণঃ শক্রশ্চ নারায়ণঃ কালশ্চ নারায়ণো দিশশ্চ নারায়ণঃ অধশ্চ নারায়ণ ঊর্দ্ধঞ্চ নারায়ণঃ অন্তর্বহিশ্চ নারায়ণো নারায়ণ এবেদং সর্ব্ব'মিত্যাদি। দ্বিতীয়ে ব্রহ্মণা চৈবমুক্তং—সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরোহরতি তদ্বশঃ। বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃগিতি ॥ ৪৬ ॥

শিব ইতি। শশ্বচ্ছক্তিযুতঃ ক্রমেণাবির্ভবন্ প্রথমতস্তাবন্নিত্যমেব শক্ত্যা গুণসাম্যাবস্থপ্রকৃতিরূপোপাধিনা যুক্তঃ।

যেমন দুগ্ধ বিকারবিশেষযোগে দধি হয়, কিন্তু সেই দধি স্বকারণস্বরূপ দুগ্ধ হইতে পৃথক্ পদার্থ নয়, সেইরূপ যিনি সংহারাদি কার্য্যের নিমিত্ত শম্ভুতা (অর্থাৎ রুদ্রত্ব) গ্রহণ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ৪৬ ॥

শিব (অর্থাৎ রুদ্র) নিরন্তর প্রকৃতিশক্তির সহিত সংযুক্ত, এজন্য গুণক্ষোভের পরে ত্রিগুণোপাধি এবং সেই গুণত্রয়ে

ইহার ব্যাখ্যা (৮৮) পৃষ্ঠা (১৮) শ্লোকে দেখুন। এই শ্লোক দ্বারা ভগবান্ ব্রহ্মা হইয়া সৃষ্টি করেন—ইহাই প্রমাণ করিলেন। এই শ্লোকোক্ত ব্রহ্মা অংশাবতার ; অতএব জীব-কোটি ও ঈশ্বরকোটিভেদে ব্রহ্মা দ্বিবিধ ॥ ৪৫ ॥

হরির সহিত রুদ্রের যে ভেদাভেদ—তাহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রকাশ করিলেন ॥ ৪৭ ॥

১। নিজাংশ কলায়ে—স্বীয় অংশে অথবা কলাতে। যাঁহাতে অধিক শক্তির বিকাশ তাঁহাকে 'অংশ' এবং যাঁহাতে অপেক্ষাকৃত অল্প শক্তির বিকাশ তাঁহাকে 'কলা' বলে। অঙ্গীকরি—সান্নিধ্যমাত্রে অংশ অথবা কলা দ্বারা নিয়ম্য বলিয়া স্বীকার করিয়া।

২। ভিন্নাভিন্ন রূপ—উপাধি দৃষ্টিতে হরি হইতে ভিন্ন এবং পরমাত্মার অংশরূপে অভিন্ন। ৩। ভিন্ন স্বরূপ—উপাধি সম্বন্ধে ভিন্নরূপ।

৪। দুগ্ধান্তর…নারে—দুগ্ধ হইতে দধি পৃথক্ বস্তু নয়, কিন্তু দধি আর দুগ্ধ হইতে পারে না।

৫। মায়া—প্রকৃতি। তমোগুণাবেশ—তমোগুণাবিষ্ট, অন্যথা সংহার কার্য্য হইতে পারে না।

মায়াতীত গুণাতীত বিষ্ণু পরমেশ ॥

তথাহি ভট্টঃ শ্রীভাগবত অষ্টাশীতিতমাধ্যায়ে চতুর্থশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং—

হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্নির্গুণো ভবেৎ ॥৪৮॥

১পালনার্থ স্বাংশ বিষ্ণুরূপে অবতার ;
২। সত্ত্বগুণ দৃষ্টান্ত—তাঁতে গুণ মায়াপার ॥
৩ স্বরূপ ঐশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণসম প্রায় ;
কৃষ্ণ অংশী, তেঁহো অংশ, বেদে হেন গায় ।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বিপঞ্চাশ শ্লোকঃ—

দীপার্চ্চিরেব হি দশান্তরমভ্যুপেত্য,
দীপায়তে বিবৃতহেতুসমানধর্ম্মা ।

গুণক্ষোভে সতি ত্রিলিঙ্গো গুণত্রয়োপাধিঃ। প্রকটৈশ্চ সত্ত্বাদিভিস্তৈগুণৈঃ সংবৃতশ্চ। ননু তমউপাধিত্বমেব তস্য শ্রূয়তে কথং তত্তদুপাধিত্বমত্রাহ—বৈকারিক ইতি। বৈকারিকঃ সাত্ত্বিকঃ। তৈজসঃ রাজসঃ তামসশ্চ ইতি অহং অহঙ্কারঃ হি তত্তদ্রূপেণ ত্রিধা, স চ তদধিষ্ঠাতেত্যর্থঃ। মুখ্যতয়ান্তিমস্তাং নামান্যদ্‌গুণদ্বয়ং গৌণত্বয়াত্রাস্ত এবেত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

অথ শ্রীবিষ্ণোরুপাদিরাহিত্যং দর্শয়ংস্তাদৃশ পরমপুরুষার্থহেতুত্বং স্থাপয়তি—হরিরিতি। হি প্রসিদ্ধৌ হেতৌ বা। প্রকৃতেরুপাধিতঃ পরস্তদ্ধর্ম্মৈরস্পৃষ্টঃ অতএব নির্গুণোপি, কুতস্ত্রিলিঙ্গত্বাদিকমিতি ভাবঃ, তত্র হেতুঃ—সাক্ষাদেব পুরুষ ঈশ্বরঃ, ন তু প্রতিবিম্বব্যবধানেনেত্যর্থঃ। অতো 'বিশ্বাবিশ্বে মম তনূ' ইতিবৎ তনুশব্দোপাদানাৎ কুত্রচিৎ সত্ত্বশক্তিঃশ্রবণমপি প্রেক্ষাদিমাত্রেণোপকারিত্বাদিতি ভাবঃ। অতএব সর্ব্বেষাং শিবব্রহ্মাদীনাং দৃক্ জ্ঞানং যস্মাৎ তথাভূতঃ সন্ উপদ্রষ্টা তদাদিসাক্ষী ভবতি। অতস্তং ভজন্ নির্গুণোভবেৎ গুণাতীতফলভাগ্ ভবতি। অতো যস্য লক্ষ্মীঃ পতিরসৌ সাপি স্বরূপভূতৈবশক্তি র্ন তু শিবাদ্যধীনা প্রকৃতিরিত্যপ্রাকৃতবিভূতিং দাস্যন্তী প্রাকৃতবিভূতিং খণ্ডয়ত্যেব যথৈব বক্ষ্যতে। যতঃ শান্তির্যতোঽভয়ং। ধর্ম্মং সাক্ষাদ্‌যতো জ্ঞানং বৈরাগ্যঞ্চ তদন্বিতং। ঐশ্বর্য্যঞ্চাষ্টধা যস্মাদ্ যশশ্চাত্মমলাপহমিতি। গুণানাং দোষোবা বিচার্য্যতামিতি ভাবঃ ॥ ৪৮ ॥

প্রসঙ্গাৎ গুণাবতারং বিষ্ণুং নিরূপয়তি—দীপার্চ্চিরেব ইতি। দীপার্চ্চি দীপশিখা দশান্তরমভ্যুপেত্যাপি যথা বিবৃতো বিস্তারিতো হেতোমূলদীপস্য সমানঃ সদৃশোধর্ম্মো যয়া সা দীপায়তে পূর্ব্বদীপবদাচরতি তৎসদৃশতয়া প্রকাশত ইত্যর্থঃ। তাদৃগেব যো বিষ্ণুতয়া বিষ্ণুরূপেণ বিভাতি প্রকাশতে তমাদিপুরুষং গোবিন্দমহং ভজামীতি। যদ্যপি শ্রীগোবিন্দস্যাংশঃ কারণার্ণবশায়ী তস্য গর্ভোদকশায়ী তস্য চান্যাবতারোঽয়ং বিষ্ণুরিতি লভ্যতে। তথাপি মহাদীপাৎ ক্রমপরম্পরয়াপি ত্রিসূক্ষ্মনির্মলং জ্যোতিরূপত্বাংশে যথা তেন সহ সাম্যং তথা গোবিন্দেন বিষ্ণোর্সমতেতি। শম্ভোস্তু

আবৃত, যখন সাত্ত্বিক, রাজস এবং তামসভেদে অহঙ্কার ত্রিবিধ, তখন সেই অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা রুদ্রও ত্রিগুণোপাধি ॥৪৭॥

যেহেতু হরি নির্গুণ সাক্ষাৎ পুরুষ প্রকৃতিপর, সকলের জ্ঞানপ্রদ এবং সর্ব্বসাক্ষী তাঁহাকে ভজনা করিলে নির্গুণভাব প্রাপ্ত হয় ॥ ৪৮ ॥

যেমন দীপশিখা দশান্তরে উপগত হইয়া মূলদীপের সদৃশ ধর্ম্মবিস্তার করতঃ পূর্ব্বদীপের ন্যায় প্রকাশ পায়,

রুদ্রের প্রকৃতির গুণত্রয়ের সম্বন্ধ আছে ইহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রমাণ করিলেন। নির্গুণ সদাশিবতত্ত্ব এই রুদ্রের অংশীস্বরূপ, তিনি মায়াতীত। ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে মুক্তিলোকের উপরি সদাশিবের লোক অবস্থিত ॥ ৪৭ ॥

হরি সর্ব্বদা প্রকৃতিসম্বন্ধবর্জ্জিত—ইহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রতিপন্ন হইল ॥৪৮॥

১। স্বাংশ—কৃষ্ণ হইতে যাহাতে ন্যূন শক্তি প্রকাশ।

২। সত্ত্বগুণ দৃষ্টান্ত—দৃষ্টান্ত স্থলে সত্ত্বগুণের উল্লেখ করা হইয়াছে অর্থাৎ যেমন ব্রহ্মা ও রুদ্র রজস্তমো দ্বারা সৃষ্টি ও সংহার করেন, তদ্রূপ বিষ্ণু সত্ত্বগুণ দ্বারা পালন করেন। (বস্তুতঃ) তাঁতে—বিষ্ণুতে; গুণ মায়াপার—মায়াতীত গুণ আছে, তদ্দ্বারা পালন কার্য্য সম্পন্ন হয়।

৩। কৃষ্ণসম প্রায়—অধিকাংশেই কৃষ্ণসদৃশ। তবে কৃষ্ণ অংশী তিনি অংশ, এইজন্য বিষ্ণু ও কৃষ্ণের ন্যূনাধিক্য হয়।

যস্তাদৃগেব হি চ বিষ্ণুতয়া বিভাতি,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥৪৯॥

ব্রহ্মা শিব—আজ্ঞাকারী ভক্ত অবতার ;
পালনার্থে বিষ্ণু কৃষ্ণের স্বরূপ আকার।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে ষষ্ঠাধ্যায়ে ত্রিংশশ্লোকে নারদং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং—

সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ ;
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্ ॥৫০॥

মন্বন্তরাবতার এবে শুন সনাতন !
অসংখ্য গণন তার শুনহ কারণ।
১। ব্রহ্মার একদিনে হয় চৌদ্দ মন্বন্তর ;
২। চৌদ্দ অবতার তাঁহা করেন ঈশ্বর।
এ চৌদ্দ-একদিনে মাসে চারিশত-বিশ ;
ব্রহ্মার বৎসরে পঞ্চসহস্র চল্লিশ।
৩। শতেক বৎসর হয় জীবন ব্রহ্মার ;
পঞ্চলক্ষ-চারিসহস্র মন্বন্তরাবতার।
অনন্তব্রহ্মাণ্ডে ঐছে করহ গণন ;
৪। মহাবিষ্ণুর এক শ্বাসে ব্রহ্মার জীবন।
৫। মহাবিষ্ণুর নিশ্বাসের নাহিক পর্য্যন্ত ;
এক মন্বন্তরাবতারের দেখ লেখা-অন্ত।
৬। স্বায়ম্ভুবে যজ্ঞ(১)স্বারোচিষে বিভু(২)নাম ;
উত্তমে সত্যসেন(৩)তামসে হরি(৪)অভিধান।
রৈবতে বৈকুণ্ঠ(৫) চাক্ষুসে অজিত(৬)বৈবস্বতে
বামন(৭) ;
৭। সাবর্ণেসার্ব্বভৌম(৮)দক্ষসাবর্ণে ঋষভগণ(৯)।
ব্রহ্মসাবর্ণে বিষ্বক্সেন (১০)ধর্ম্মসেতু (১১)
ধর্ম্মসাবর্ণে।
রুদ্রসাবর্ণে সুধামা (১২) যোগেশ্বর (১৩)
দেবসাবর্ণে।
৮। ইন্দ্রসাবর্ণে বৃহদ্ভানু (১৪) অভিধান ;
এই চৌদ্দ মন্বন্তরে চৌদ্দ অবতার নাম।
যুগাবতার এবে শুন সনাতন !
সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি যুগের গণন।
৯। শুক্ল, রক্ত, কৃষ্ণ, পীত—ক্রমে চারি বর্ণ ;
চারিবর্ণ ধরি কৃষ্ণ করেন যুগধর্ম্ম।

তমোঽধিষ্ঠানত্বাৎ কজ্জলময়সূক্ষ্মদীপশিখাস্থানীয়স্য ন তথা সাম্যমিতি বোধনায় তদিহ নোচ্যতে। অগ্রে মহাবিষ্ণোরপি কলা বিশেষত্বেন দর্শয়িষ্যমাণত্বাৎ ॥ ৪৯ ॥

সৃজামীতি। তেন ভগবতা নিযুক্তঃ প্রেষিতঃ অহং সৃজামি। হরো রুদ্রঃ তদ্বশঃ তেন প্রেরিত ইত্যর্থঃ, হরতি সংহরতি। আত্মনো হরস্য চ তন্নিয়ম্যত্বমুক্ত্বা বিষ্ণোস্তু সাক্ষাদ্রূপত্বং দর্শয়তি—পুরুষরূপেণেতি। পুরুষঃ পরমাত্মা সাক্ষাৎতদ্রূপেণৈব বিষ্ণুনামাবতারেণ ত্রিশক্তিধৃক্ পুরুষ এব পরিপাতি সর্গসংহারয়োস্তত্র তত্রাবিষ্টাংশেনেত্যর্থঃ ॥ ৫০॥

সেইরূপ যিনি পালনার্থ বিষ্ণু হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ৪৯ ॥

হে নারদ ! তাঁহারই নিয়োগে আমি বিশ্বের সৃষ্টি করি, রুদ্র তাঁহার অধীন হইয়াই বিশ্বের সংহার করেন, সেই ত্রিশক্তিশালী পরমাত্মা হরি বিষ্ণুরূপে বিশ্বের পালন করেন ॥ ৫০ ॥

পালনকর্তা বিষ্ণু স্বরূপ-ঐশ্বর্য্যাদি দ্বারা কৃষ্ণসদৃশ—ইহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রতিপাদিত করিলেন ॥ ৪৯ ॥
ব্রহ্মা ও শিব আজ্ঞাকারী ভক্তাবতার এবং বিষ্ণু কৃষ্ণস্বরূপ—এই শ্লোক দ্বারা তাহাই প্রমাণ করিলেন ॥ ৫০ ॥

১। একদিন—ব্রহ্মার এক দিনের নাম কল্প। ২। তাঁহা—সেই ব্রহ্মার এক দিনে। ৩। শতেক বৎসর—ব্রহ্মার স্বপরিমাণে এক শত বৎসর পরমায়ু, অতএব এক ব্রহ্মার জীবনে এক ব্রহ্মাণ্ডে ৫০৪০০০ মন্বন্তরাবতার হইয়া থাকে।
৪। একশ্বাসে—মহাবিষ্ণুর নিশ্বাসত্যাগের সহিত লোমকূপ হইতে ব্রহ্মাদির নিঃসরণ এবং নিশ্বাস-আকর্ষণের সহিত লোমকূপ দ্বারা তাঁহার শরীরে প্রবেশ হয়। ৫। পর্য্যন্ত—শেষ।
৬। স্বায়ম্ভুবে—স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে। এইরূপ স্বারোচিষ, উত্তম, তামস ইত্যাদি মন্বন্তরে। অভিধান—নাম।
৭। ঋষভগণ—গণ শব্দ ছন্দমিলনার্থ ; অবতারের নাম ঋষভ। ৮। অভিধান—সংজ্ঞা। বৃহদ্ভানু অভিধান—অবতারের নাম বৃহদ্ভানু।
৯। চারি বর্ণ—সত্যাদি যুগাবতার যথাক্রমে শুক্লাদি চারিবর্ণ ধারণ করিয়া চারিযুগের ধ্যানাদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়ে নবমশ্লোকে নন্দং প্রতি গর্গবাক্যং—

আসন্ বর্ণা স্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্ত স্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥৫১

সত্যযুগে ধ্যানধর্ম্ম করয়ে শুক্লমূর্ত্তি ধরি;
১। কর্দ্দমকে বর দিলা যেঁহো কৃপা করি;
২। কৃষ্ণধ্যান করে লোক জ্ঞান-অধিকারী।
৩। ত্রেতায় ধর্ম্ম যজ্ঞ করায় রক্তবর্ণ ধরি।
৪। কৃষ্ণপদার্চ্চন হয় দ্বাপরের ধর্ম্ম;
৫। কৃষ্ণবর্ণে করায় লোক কৃষ্ণার্চ্চন কর্ম্ম।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে পঞ্চবিংশ শ্লোকে জনকং প্রতি করভাজন বাক্যং—

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ॥৫২॥

তথাহি তত্রৈব সপ্তবিংশ শ্লোকে জনকং প্রতি করভাজন বাক্যং—

"নমস্তে বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ" ॥৫৩॥

৬। এই মন্ত্রে দ্বাপরে করে কৃষ্ণার্চ্চন;
কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন কলিযুগের ধর্ম্ম।
৭। পীতবর্ণ ধরি তবে কৈল প্রবর্ত্তন;
প্রেমভক্তি দিল লোকে লঞা ভক্তগণ।

নম ইতি। ভগবতে বাসুদেবায় তে তুভ্যং নমঃ। ভগবতে সঙ্কর্ষণায় তে তুভ্যং নমঃ। ভগবতে প্রদ্যুম্নায় তুভ্যং নমঃ। তথা ভগবতে অনিরুদ্ধায় তুভ্যং নমঃ। ভগবচ্ছব্দস্য সর্বান্তে নির্দেশাদ্বাসুদেবাদিচতুর্ভিঃ সম্বন্ধইতি॥ ৫৩॥

ভগবান্ বাসুদেব তোমাকে, ভগবান্ সঙ্কর্ষণ তোমাকে, ভগবান্ প্রদ্যুম্ন তোমাকে, এবং ভগবান্ অনিরুদ্ধ তোমাকে প্রণাম॥ ৫৩॥

ইহার ব্যাখ্যা (৩৪) পৃষ্ঠা (৭) শ্লোকে দেখুন। চারিযুগের অবতারে শুক্লাদি চারিবর্ণ—ইহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রমাণ করিলেন॥৫১॥
ইহার ব্যাখ্যা (৩৬) পৃষ্ঠা (৮) শ্লোকে দেখুন। দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামবর্ণ, ইহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রতিপাদন করিলেন॥৫২॥
এই শ্লোকে বাসুদেবাদির নাম উল্লেখ করিয়া বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগীয় দ্বাপরের উপাস্য নির্দিষ্ট হইল॥৫৩॥

১। কর্দ্দমকে বর দিলা—ব্রহ্মা নিজপুত্র কর্দ্দমকে প্রজাসৃষ্টি করিবার জন্য অনুমতি করিলে, কর্দ্দম সত্যযুগে ভগবানের সন্তোষার্থ দশসহস্র বৎসর সরস্বতীতীরে তপস্যা করেন। ভগবান্ শুক্ল কর্দ্দমের তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন; তখন কর্দ্দম দৈন্যসহকারে নানাবিধ স্তব করিয়া প্রণতিপূর্ব্বক স্বাভিপ্রায় জানাইলে, ভগবান্ বলিয়াছিলেন—তোমার চিত্তগত ভাব অগ্রেই জানিয়াছি। আমার অর্চ্চন কখনই বিফল হয় না, অতএব ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশস্থ স্বায়ম্ভুব মনু স্বীয়কন্যা দেবহূতিকে তোমায় সম্প্রদান করিবার জন্য পরশ্ব দিবস আগমন করিবেন, সেই দেবহূতিতে তোমা হইতে নয়টী কন্যা উৎপন্ন হইবে। ঋষিগণ যে কন্যাদিগকে বিবাহ করতঃ সৃষ্টিবৃদ্ধি করিবেন এবং আমিও তোমার পত্নি দেবহূতি গর্ভে অবতীর্ণ হইয়া সাংখ্যদর্শন প্রণয়ন করিব। এই কথা বলিয়া ভগবান্ অন্তর্হিত হইলেন। পরে যথাসময়ে মনু কর্দ্দমকে নিজকন্যা দেবহূতি প্রদান করেন। পরে যথাসময়ে ভগবান্ দেবহূতিতে কপিলরূপে অবতীর্ণ হইয়া সাংখ্য শাস্ত্র প্রণয়ন ও মাতাকে আধ্যাত্মিক যোগ এবং ভক্তিযোগাদি উপদেশ করেন। ইহার বিশেষ বিবরণ শ্রীমদ্ভাগবতের ৩য় স্কন্ধে একবিংশ অধ্যায়াদিতে আছে।

২। ধ্যান—যোগাঙ্গ ধ্যান। যোগীরা চিত্তস্থৈর্য্যের নিমিত্ত ভগবদ্রূপ ধ্যান করেন; চিত্তস্থির হইলে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে আসক্ত হন। জ্ঞান-অধিকারী—যাঁহাদিগের সম্পূর্ণ নির্ব্বেদ এবং ঐহিক ও পারলৌকিক স্বর্গাদিভোগে বৈরাগ্য হইয়াছে, তাঁহারাই জ্ঞানযোগের অধিকারী।

৩। যজ্ঞ—অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ড। যাঁহাদিগের নির্ব্বেদ এবং ঐহিক পারলৌকিক সুখভোগে বৈরাগ্য হয় নাই, তাঁহারাই কর্ম্মযোগের অধিকারী।

৪। কৃষ্ণ-পদার্চ্চন—শ্রীমূর্ত্তিপূজা, ইহাঁরা ভক্ত্যধিকারী। যাঁহাদিগের ভগবদ্ভজনে দৃঢ় শ্রদ্ধা হইয়াছে, তাঁহারাই ভক্তিযোগের অধিকারী।

৫। করায়—অর্থাৎ আপনি অনুষ্ঠান করিয়া লোক সকলকে কৃষ্ণার্চ্চনে প্রবৃত্ত করেন। কৃষ্ণবর্ণ—কৃষ্ণবর্ণ যুগাবতার। বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরেই কৃষ্ণবর্ণ (অর্থাৎ শ্যামবর্ণ), অন্য দ্বাপরে শুকপত্রসদৃশ বর্ণ।

৬। এই মন্ত্রে—"নমস্তে বাসুদেবায়" ইত্যাদি মন্ত্রে।

৭। কৈল প্রবর্ত্তন—অর্থাৎ আপনি অনুষ্ঠান করিয়া লোককে প্রবর্ত্তন করেন। বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের কলিতে পীতবর্ণ, অন্য কলিতে কৃষ্ণবর্ণ। এস্থলে 'পীতবর্ণ' শব্দে শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুই উদ্দিষ্ট হইয়াছেন।

ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করে ব্রজেন্দ্রনন্দন ;
প্রেমে গায় নাচে লোক করে সংকীর্ত্তন।

তথাহি শ্রীমদ্‌ভাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে ঊনত্রিংশশ্লোকে জনকং প্রতি করভাজনবাক্যং—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্ যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥৫৪॥

১। আর তিন যুগে ধ্যানাদিকে যেই ফল হয় ;
কলিযুগে কৃষ্ণনামে সেই ফল পায়।

তথাহি শ্রীমদ্‌ভাগবতে দ্বাদশস্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে ত্রিচত্বারিংশচতুশ্চত্বারিংশ শ্লোকয়োঃ পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং—

কলে র্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ ॥৫৫॥
কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ,
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥৫৬

তথাহি শ্রীহরিভক্তিবিলাসস্য একাদশবিলাসে ঊনচত্বারিংশদধিকদ্বিশতাঙ্কধৃত বিষ্ণুপুরাণীয়ষষ্ঠাংশস্য দ্বিতীয়াধ্যায়ীয় সপ্তদশঃ শ্লোকঃ—

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্,
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবং॥৫৭

তথাহি শ্রীমদ্‌ভাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে ত্রয়োস্ত্রিংশ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং—

ইদানীং কলিং স্তৌতি—কলেরিতি। দোষনিধের্দোষাকরস্যাপি কলেঃ কলিযুগস্য মহান্ একো মুখ্যোগুণোঽস্তি। রাজন্নিত্যবধাপয়তি। কোঽসাবিত্যাহ—কৃষ্ণস্য মূলপরতত্ত্বস্য কীর্ত্তনাৎ জিহ্বোষ্ঠস্পন্দনমাত্রেণ নামোচ্চারণাৎ এব, সদ্যঃ নামোচ্চারণসময় এব। মুক্তোমায়াবন্ধো যস্য সঃ। পরং শ্রীকৃষ্ণং ব্রজেৎ প্রেমলাভপূর্ব্বকং বশীকুর্য্যাদিতি ভাবঃ। অত্র অধিকারিনির্দেশাভাবাৎ সর্ব্বে এবাত্রাধিকারিণ ইত্যভিপ্রায়ঃ। অত্রেদং রহস্যং অপরাধপ্রতিবন্ধাভাবে তৎক্ষণমেব তৎপ্রতিবন্ধে তু দীর্ঘকালনিরন্তরনামকীর্ত্তনাৎ তৎক্ষয়ে সতীতি জ্ঞেয়া সম্ভাবিতমিতি ॥ ৫৫ ॥

কৃত ইতি। কৃতে সত্যযুগে বিষ্ণুং ধ্যায়তো ধ্যানযোগেনানুভবতো যৎ অন্তঃকরণস্য তদাকারকারিতত্বাদিকং, ত্রেতায়াং মখৈর্যজ্ঞাদিভির্যজতো যজমানস্য যৎ চিত্তশুদ্ধ্যাদিকং, দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং শ্রীমূর্ত্তিসেবায়াঞ্চ তৎসেবাং কুর্ব্বতোজনস্যেত্যর্থঃ যৎ নিরন্তরশ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্ত্যাদিকং, তৎ সর্ব্বং কলৌ কলিযুগে কীর্ত্তনাদেব ভবতি। অলম্ভাবং সিতোপশমনীয়স্য রোগস্য প্রতীকারায় নিম্বরসাদিপ্রয়োগেনেতি ॥ ৫৬ ॥

কৃতযুগে পরমশুদ্ধচিত্ততয়া ধ্যানস্য, ত্রেতায়াঞ্চ সর্ব্ববেদপ্রবৃত্ত্যা যজ্ঞানাং, দ্বাপরে চ শ্রীমূর্ত্তিপূজাবিশেষপ্রবৃত্ত্যা অর্চ্চনস্য, শ্রৈষ্ঠ্যমেবাপেক্ষ্য তত্তৎ পৃথক্ পৃথগুক্তং ; তচ্চ সর্ব্বং সমুচিতং কলৌ কেশবনামকীর্ত্তনান্তর্ভূতমেবেত্যাহ—ধ্যায়ন্নিতি। কৃতে ধ্যায়ন্ ধ্যানযোগেন চিন্তয়ন্, ত্রেতায়াং যজ্ঞৈর্যজন্ যজমানঃ সন্, দ্বাপরে অর্চ্চয়ন্ শ্রীমূর্ত্তিং পরিচরন্ যদ্ যদাপ্নোতি, কলৌ কেশবং সঙ্কীর্ত্ত্য সম্যগুচ্চৈরুচ্চার্য্য তত্তৎ সর্ব্বং প্রাপ্নোতি ॥ ৫৭ ॥

হে মহারাজ! কলিযুগ সমস্ত দোষের আকর হইলেও তাহার একটী মহান্ গুণ রহিয়াছে। এই যুগে যে কোন ব্যক্তি হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন করিলে মায়াবন্ধ হইতে মুক্ত হইয়া ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারে ॥ ৫৫ ॥

সত্যযুগে ধ্যানযোগ দ্বারা যে তদাকারে অন্তঃকরণের বৃত্ত্যাদি, ত্রেতাতে যজ্ঞাদি দ্বারা যে চিত্তশুদ্ধ্যাদি এবং দ্বাপরে পরিচর্য্যা দ্বারা নিরন্তর ভগবৎস্ফূর্ত্ত্যাদি হয়, এই কলিযুগে কেবল হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা সে সমস্ত অনায়াসে লাভ করিতে পারা যায় ॥ ৫৬ ॥

সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, এবং দ্বাপরে অর্চ্চন করতঃ যাহা পাওয়া যায়, কলিযুগে কেবল কেশবকে কীর্ত্তন করিয়া সে সকল ফল অনায়াসে লাভ করিতে পারা যায় ॥ ৫৭ ॥

ইহার ব্যাখ্যা (৩৭) পৃষ্ঠা (১০) শ্লোকে দেখুন। কলিযুগের অবতার পীতবর্ণ ও ভক্তবর্গের সহিত নাম সঙ্কীর্ত্তন করিয়া জগতে তাহার প্রবর্ত্তন করেন,—ইহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রমাণিত হইল ॥৫৪॥

এই দুই শ্লোকে কেবল হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা সত্যযুগাদির ধ্যান-যোগাদির ফল এবং কৃষ্ণপ্রাপ্তি যে অনায়াসে হয়, তাহাই সমর্থন করিলেন ॥৫৫।৫৬॥

১। ধ্যানাদিকে—ধ্যান, যজ্ঞ, অর্চ্চনা। কৃষ্ণনামে—কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনে।

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ।
যত্র সংকীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বস্বার্থোঽপি লভ্যতে ॥৫৮॥

১। পূর্ব্ববৎ লিখি যবে যুগাবতারগণ ;
অসংখ্য সংখ্যা তার না হয় গণন।
চারিযুগে অবতারের এইত গণন।”
—শুনি ভঙ্গী করি তাঁরে পুছে সনাতন।
রাজমন্ত্রী সনাতন বুদ্ধ্যে বৃহস্পতি ;
প্রভুর কৃপাতে পুছে অসঙ্কোচমতি।
—“অতি ক্ষুদ্র জীব মুঞি নীচ নীচাচার ;
কেমনে জানিব কলিতে কোন্ অবতার ?”
প্রভু কহে—“অন্যাবতার শাস্ত্র দ্বারা জানি ;
কলি-অবতার তৈছে শাস্ত্র দ্বারা মানি।
২। সর্ব্বজ্ঞ মুনির বাক্যে শাস্ত্র প্রমাণ ;
আমা সবা জীবের হয় শাস্ত্র দ্বারা জ্ঞান।
অবতার নাহি কহে—‘আমি অবতার’ ;
৩। মুনি সব জানি করে লক্ষণ বিচার।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দশমাধ্যায়ে ত্রিংশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি যমলার্জ্জুনবাক্যং—

যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে শরীরিষ্বশরীরিণঃ।
তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈর্বীর্য্যৈর্দেহিষ্বসঙ্গতৈঃ ॥৫৯॥

স্বরূপ-লক্ষণ আর তটস্থ-লক্ষণ ;
এই দুই লক্ষণে বস্তু জানে মুনিগণ।
৪। আকৃতি-প্রকৃতি-স্বরূপ—স্বরূপলক্ষণ ;
৫। কার্য্যদ্বারা জ্ঞান—এই তটস্থলক্ষণ।

এতেষু চতুর্ষু যুগেষু কলিরেব শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—কলিমিতি। গুণজ্ঞাঃ কীর্ত্তনপ্রচাররূপং তদ্‌গুণং জানন্তঃ। অতএব তদ্দোষাগ্রহণাৎ সারভাগিনঃ সারমাত্রগ্রাহিণ আর্য্যা বেদতাৎপর্য্যবিদঃ কলিং সভাজয়ন্তি। গুণমেব দর্শয়তি—যত্র প্রচারিতেন সঙ্কীর্ত্তনেন। এবকারেণ সাধনান্তরনিরপেক্ষেণ তেনেত্যর্থঃ। সর্ব্বো ধ্যানাদিভিঃ কৃতাদিষু সাধনসাহস্রৈঃ সাধ্যঃ স্বার্থঃ স্বীয়-পুরুষার্থোঽপি লভ্যতে ॥ ৫৮ ॥

অহো অহমীশ্বরঃ কুতো জ্ঞাতস্তত্র হেতু—যস্যেতি। শরীরিষু মৎস্যাদিজাতিষু মধ্যে অশরীরিণঃ প্রাকৃতশরীর-রহিতস্য তব। কিম্বা শরীরিষু বর্ত্তমানা অপ্যশরীরিণঃ তদ্ধর্ম্মরহিতাঃ। শরীরেষ্বিতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ। অতুল্যৈস্তৈস্তৈরনির্ব্বচনীয়ৈঃ অতএবাতুল্যাতিশয়ৈরসমোর্দ্ধরূপৈর্বীর্য্যৈঃ প্রভাবৈরদ্ভুতচরিতৈর্বা দেহিষু জীবেষু অসঙ্গতৈরঘটমানৈরিত্যর্থঃ। অবতারা অপি জ্ঞায়ন্তে কিং পুনস্ত্বমবতারীত্যর্থঃ ॥ ৫৯ ॥

যে যুগে কেবল সঙ্কীর্ত্তন করিলেই সমস্ত স্বার্থ অনায়াসলভ্য হয়, সারগ্রাহী গুণজ্ঞ আর্য্যগণ সেই কলিযুগকে যথেষ্ট সমাদর করিয়া থাকেন ॥ ৫৮ ॥

যাহার ও যাহা হইতে অতিশয় নাই এবং জীবে সর্ব্বথা অঘটমান সেই সেই প্রভাব দর্শন করিয়া শরীরী অর্থাৎ মৎস্যাদিজাতি মধ্যে থাকিয়াও শরীরিধর্ম্মরহিত যে তোমার অবতারাবলী অনায়াসে জানিতে পারা যায়,—সেই সাক্ষাৎ অবতারী তুমি, তোমাকে কেন না জানিব ॥ ৫৯ ॥

এই কয়টী শ্লোকে কেবল সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা যে কলিযুগে সমস্ত পুরুষার্থই লভ্য হয়; তাহাই প্রতিপন্ন করিলেন ॥৫৮॥

অবতার ‘আমি ঈশ্বর’ না বলিলেও মুনিগণ অসাধারণ লক্ষণ দেখিয়া তাঁহাকে অবতার বলিয়া স্থির করেন;—ইহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রতিপন্ন করিলেন ॥৫৯॥

১। পূর্ব্ববৎ—মন্বন্তরাবতারের ন্যায়। লিখি—লিখিতে প্রবৃত্ত হই। যবে—যে কালে। অর্থাৎ যে কালে যুগাবতারগণের সংখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হই, সে কালে অসংখ্য হইয়া পড়ে। অতএব গণনা করিয়া সংখ্যা করা যায় না অর্থাৎ গোলযোগ হইয়া উঠে। বস্তুতঃ চতুর্যুগসহস্রে এক কল্প, তাহাতে যুগাবতার ৪০০০ চারি সহস্র, ৩০ কল্পে ব্রহ্মার এক মাস, ব্রহ্মার ১২০০০০ বার মাসে ১৪৪০০০০ ও একশত বৎসরে ১৪৪০০০০০০ ; সুতরাং এক ব্রহ্মাণ্ডে ১৪৪০০০০০০ যুগাবতার।

২। সর্ব্বজ্ঞ...প্রমাণ—মুনিগণ সর্ব্বজ্ঞ, তাঁহাদিগের বাক্য শাস্ত্র, এইহেতু শাস্ত্র প্রমাণ, কারণ তাহাতে ভ্রমপ্রমাদাদি দোষ নাই।

৩। মুনি...বিচার—সর্ব্বজ্ঞ মুনিগণ ঈশ্বরের লক্ষণ জানিয়া বিচার দ্বারা তত্ত্ব নিরূপণ করেন।

৪। আকৃতি—আকার; শ্যামসুন্দরাদি। প্রকৃতি—স্বভাব, দুঃখহারিত্বাদি। স্বরূপ—সচ্চিদানন্দত্বাদি। ঈশ্বরের আকার গুণ এবং স্বরূপ সকলই সচ্চিদানন্দ, এইহেতু আকৃতি প্রকৃতি এবং স্বরূপ তাঁহার স্বরূপলক্ষণ; ‘তদভিন্নত্বে সতি তৎপ্রতিপাদকত্বং স্বরূপ লক্ষণং’—অর্থাৎ তাহাতে অভিন্ন হইয়া তাহার বোধককে স্বরূপ লক্ষণ বলে। আকৃতি প্রকৃতি ও স্বরূপ ঈশ্বরে অভিন্ন হইয়া ঈশ্বরের প্রতিপাদক হইল—এইজন্য আকৃত্যাদি স্বরূপলক্ষণ। ৫। কার্য্য দ্বারা জ্ঞান—তদভিন্নত্বে সতি তদ্বোধকত্বং তটস্থলক্ষণং অর্থাৎ তাহা হইতে ভিন্ন হইয়া তাহার বোধককে তটস্থলক্ষণ বলে। বিশ্বসৃষ্ট্যাদি ও ব্রহ্মাকে বেদ-উপদেশ প্রভৃতি কার্য্য ঈশ্বর হইতে ভিন্ন হইয়া ঈশ্বরের প্রতিপাদক হইল, এজন্য বিশ্বসৃষ্ট্যাদি ঈশ্বরের তটস্থলক্ষণ।

ভাগবতারম্ভে ব্যাস মঙ্গলাচরণে ;
পরমেশ্বর নিরূপিল এ দুই লক্ষণে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে প্রথমশ্লোকে ব্যাসবাক্যং—

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥৬০

১। এই শ্লোকে 'পর' শব্দে কৃষ্ণনিরূপণ ;
'সত্য শব্দে কহে তাঁর স্বরূপলক্ষণ।
বিশ্বসৃষ্ট্যাদি করি বেদ ব্রহ্মাকে পড়াইল ;
২। অর্থাভিজ্ঞতা স্বরূপশক্ত্যে মায়া দূর কৈল।
এই সব কার্য্য তাঁর তটস্থলক্ষণ ;
৩। অন্য অবতার ঐছে জানে মুনিগণ।
অবতার-কালে হয় জগৎ গোচর ;
৪। এ দুই লক্ষণে কেহ জানেন ঈশ্বর।"
সনাতন কহে—"যাতে ঈশ্বর-লক্ষণ
পীতবর্ণ, কার্য্য প্রেমদান-সংকীর্ত্তন ;
কলিযুগে সেই কৃষ্ণাবতার নিশ্চয় ;
সুদৃঢ় করিয়া কহ যাউক সংশয়।"
প্রভু কহে—"চতুরালি ছাড় সনাতন !
শক্ত্যাবেশাবতারের শুন বিবরণ।
শক্ত্যাবেশাবতারের অসংখ্য গণন ,
দিগ্‌দরশন করি মুখ্য মুখ্য জন।
শক্ত্যাবেশ দুইরূপ—গৌণ-মুখ্য দেখি ;
৫। সাক্ষাৎ শক্ত্যে আবেশ, আভাসে বিভূতি লিখি।
সনকাদি, নারদ, পৃথু, পরশুরাম ;
৬। জীবরূপ ব্রহ্মা আবেশাবতার নাম।
৭। বৈকুণ্ঠে শেষ, ধরা ধরয়ে অনন্ত ;
এই মুখ্যাবেশাবতার বিস্তারে নাহি অন্ত।
৮। সনকাদ্যে জ্ঞানশক্তি, নারদে শক্তি ভক্তি ,
ব্রহ্মায় সৃষ্টিশক্তি, অনন্তে ভূধারণশক্তি।
৯। শেষে স্বসেবনশক্তি, পৃথুতে পালন ;
পরশুরামে দুষ্টনাশবীর্য্যসঞ্চারণ।

তথাহি শ্রীলঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে আবেশপ্রকরণে চতুর্থশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামি বাক্যং—

জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ।
ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ॥৬১॥

জ্ঞানেতি। জ্ঞানশক্ত্যাদীনাং কলয়া ভাগেন যত্র যেষু জনার্দ্দন আবিষ্টো ভবতি তে মহত্তমা জীবা এব আবেশা আবেশাবতারা নিগদ্যন্তে কথ্যন্তে॥ ৬১॥

জ্ঞান শক্তি প্রভৃতির অংশ দ্বারা ভগবান্ যে সকল জীবে আবিষ্ট হন্—সেই মহত্তম জীবদিগকে আবেশ বলে॥ ৬১॥

ইহার ব্যাখ্যা মধ্যের ৮ পরিচ্ছেদে (২৯৯) পৃষ্ঠা (৫০) শ্লোকে দেখুন। স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ দ্বারা ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপণ করা যাইতে পারে,—ইহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রতিপাদন করিলেন॥৬০॥

১। পর—পরশব্দ পরমেশ্বর বাচক। সত্য—যাহার বাধা কেহ করিতে পারে না অর্থাৎ কোন কালে কোন দেশে যাহার সত্তার প্রতিবন্ধ হয় না, সুতরাং এই সত্যই তাঁহার স্বরূপলক্ষণ। তাঁর—কৃষ্ণের। ২। অর্থাভিজ্ঞতা স্বরূপশক্তি—অর্থাভিজ্ঞতারূপ স্বরূপশক্তি।

৩। ঐছে—এইরূপে ; অর্থাৎ স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ দ্বারা। ৪। দুই লক্ষণ—স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ।

৫। সাক্ষাৎ শক্ত্যে—সাক্ষাৎ শক্তি সঞ্চারিত করিয়া অর্থাৎ যাঁহাতে ঈশ্বরশক্তির সাক্ষাৎ প্রকাশ হয়, তাঁহাকে 'আবেশ' এবং যাঁহাতে শক্তির আভাসমাত্র লক্ষিত হয়, তাঁহাকে 'বিভূতি' বলে। বস্তুতঃ অধিকশক্তিপ্রকাশে আবেশ এবং অল্পশক্তিপ্রকাশে বিভূতি বুঝিতে হয়।

৬। জীবরূপ ব্রহ্মা—পূর্ব্বে ঈশ্বরকোটী ও জীবকোটিভেদে ব্রহ্মা দ্বিবিধ বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে জীবরূপ ব্রহ্মা আবেশ-অবতার।

৭। বৈকুণ্ঠে শেষ—বৈকুণ্ঠস্থিত শেষ। ধরা ধরয়ে অনন্ত—পৃথিবীধারী অনন্ত। অনন্ত দ্বিবিধ,—এক বৈকুণ্ঠে থাকিয়া ভগবৎ সেবা করেন ; অপর পৃথিবীকে মস্তকে ধারণ করেন। ৮। শক্তি ভক্তি—ভক্তি শক্তি।

৯। স্বসেবন শক্তি—ভগবৎসেবা করিবার যোগ্যতারূপ শক্তি। পালন—পালন করিবার যোগ্যতারূপ শক্তি। দুষ্টনাশ বীর্য্য—দুষ্টনাশের উপযুক্ত প্রভাব।

১। বিভূতি কহিয়ে যৈছে গীতা একাদশে ;
জগৎ ব্যাপিল কৃষ্ণ শক্তিভাবাবেশে।

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং দশমাধ্যায়ে একচত্বারিংশশ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং—

যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশসম্ভবং ॥৬২॥

তথাহি তত্রৈব দ্বিচত্বারিংশশ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন !
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥ ৬৩

এইত কহিল শক্ত্যাবেশ-অবতার ;
২। বাল্য-পৌগণ্ড ধর্ম্মের শুনহ বিচার।
কিশোরশেখর ধর্ম্মী ব্রজেন্দ্রনন্দন ;
প্রকটলীলা করিবারে যবে করে মন ;
আদৌ প্রকট করায় মাতা-পিতা-ভক্তগণে ;
পাছে প্রকট হয় জন্মাদিকলীলাক্রমে।

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং সপ্তবিংশতিশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং—

বয়সো বিবিধত্বেঽপি সর্ব্বভক্তিরসাশ্রয়ং।
ধর্ম্মী কিশোর এবাত্র নিত্যলীলাবিলাসবান্ ॥৬৪

৪। পূতনাবধাদি যত লীলা ক্ষণে ক্ষণে ;
সব লীলা নিত্য প্রকট করে অনুক্রমে।

অনুক্তা বিভূতিঃ সংগ্রহীতুমাহ—যদ্যদ্ যদ্যদ্ ইতি। বিভূতিমদৈশ্বর্য্যযুক্তং শ্রীমৎ সৌন্দর্য্যেণ সম্পত্ত্যা বা যুক্তং ঊর্জ্জিতং বলেন যুক্তং বা যদ্ যদ্ সত্ত্বং বস্তু ভবতি, তত্তদেব মম তেজোঽংশেন শক্তিলেশেন সম্ভবং সিদ্ধমবগচ্ছ প্রতীহীতি ॥৬২॥
বয়স ইতি। বয়সো বাল্যাদিভেদেন বিবিধত্বে নানাবিধত্বেঽপি নিত্যলীলায়াং বিলাসবান্ সর্ব্বচমৎকারকঃ বিলসনশীলঃ কিশোরঃ কৈশোরে বয়সি অবস্থিত এব ধর্ম্মী ধর্ম্মাঃ সর্ব্বে গুণাঃ সন্ত্যস্মিন্নিতি ধর্ম্মী পূর্ণাবির্ভাব ইত্যর্থঃ। যতঃ সর্ব্বেষাং ভক্তিরসানামাশ্রয়ঃ অখিলরসামৃতমূর্ত্তিরিত্যুক্তেরিতি ॥ ৬৪ ॥

হে অর্জ্জুন ! ঐশ্বর্য্যযুক্ত, সৌন্দর্য্যসম্পত্ত্যাদিসম্পন্ন এবং বলপ্রভাবাদিগুণশালী যে যে বস্তু আছে, সে সমুদায়কে আমার শক্তিলেশসিদ্ধ বলিয়া জানিবে ॥ ৬২ ॥

বয়ঃ নানাবিধ হইলেও সর্ব্ববিধ ভক্তিরসের আশ্রয় নিত্যলীলায় বিলাসী যে কিশোর, তিনিই ধর্ম্মী অর্থাৎ পূর্ণাবির্ভাব ॥ ৬৪ ॥

ইহার ব্যাখ্যা (২২) পৃষ্ঠা (৭) শ্লোকে দেখুন। ভগবান্ কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে যাহা কিছু লক্ষিত হয়, তৎসমুদয়ই যে ভগবদ্বিভূতি—ইহাই প্রমাণ করিলেন ॥৬৩॥

১। গীতা—গীতার দশম অধ্যায়ে। একাদশে—শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের ষোড়শ অধ্যায়ে।

২। বাল্য · বিচার—কৈশোর বয়সে সর্ব্ববিধ ভক্তিরসের স্থিতি থাকায় কৈশোর ধর্ম্মী, বাল্য পৌগণ্ড তাহার ধর্ম্ম অর্থাৎ তাহাতে অন্তর্ভুক্ত আছে।

৩। জন্মাদিক ক্রমে—'লোকবত্তু লীলাকৈবল্যং' এই বেদান্তসূত্র অনুসারে জন্মাদিক্রমে বয়সের অভিব্যক্তি হয়, অন্যথা রসাবহ হয় না ; এইহেতু প্রকটলীলাকে ক্রমলীলা বলে।

৪। ক্ষণে ক্ষণে—প্রতিক্ষণে ; সর্ব্বদা ; বিরতি নাই। নিত্য—সর্ব্বদাই হইতেছে। অনুক্রমে—বাল্যাদি ক্রমে ; অর্থাৎ পরম্পর পূতনাবধাদি যত ক্রমলীলা আছে, সেই সকল লীলায় আরম্ভ ও পরিসমাপ্তি দেখা গেলেও অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কোন না কোন ব্রহ্মাণ্ডে সেই সকল লীলা হইতেছে ; যেমন গঙ্গার ধারা—একজলই যাইতেছে আর আসিতেছে—তাহার বিরতি নাই, তদ্রূপ ক্রমলীলারও বিরতি নাই ; লীলা নিরন্তরই হইতেছে—এই অংশে গঙ্গাধারা দৃষ্টান্তিত হইল। বস্তুতঃ লীলার আরম্ভ পরিসমাপ্তি নাই, [illegible] যে সকল ব্রহ্মাণ্ডের লোক দেখে, তখনই তাহা আরম্ভ এবং যখন আর দেখিতে পায় না, তখনই তাহার সমাপ্তি বোধ করে। যেমন সূর্য্যের উদয় ও অস্ত না থাকিলেও যখন যে প্রদেশের লোক প্রথম সূর্য্য দর্শন করে, তখনই উদয় বলে এবং যখন দেখিতে পায় না, তখনই অস্ত বলে। বস্তুতঃ সূর্য্যের উদয় অস্ত না থাকিলেও প্রতি পরমাণুকালে উদয় এবং অস্ত কোন না কোন প্রদেশের লোক দেখিয়া থাকে, তদ্রূপ কৃষ্ণলীলার আরম্ভ পরিসমাপ্তি না থাকিলেও প্রতি পরমাণুকালে কতক কতক ব্রহ্মাণ্ডের লোক স্বদৃষ্টি অনুসারে আরম্ভ ও পরিসমাপ্তি দর্শন করে। যেমন সূর্য্যের অবস্থা ভেদ না থাকিলেও দেশ-কাল-ভেদে অবস্থার অনুভব হয়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ নিত্যকিশোর হইলেও কালানুসারে কৈশোরের ধর্ম্মবিশেষ বাল্য-পৌগণ্ডাদির অভিব্যক্তি হয়।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তার নাহিক গণন ;
কোন লীলা কোন ব্রহ্মাণ্ডে করে প্রকটন।
এইমত সব লীলা যেন গঙ্গাধার ;
সে সে লীলা প্রকট করে ব্রজেন্দ্রকুমার।
১। ক্রমে বাল্য-পৌগণ্ড-কিশোরতা-প্রাপ্তি ;
রাস-আদি লীলা করে কৈশোরে নিত্যস্থিতি।
২। নিত্যলীলা কৃষ্ণের সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
বুঝিতে না পারি লীলা কেমনে নিত্য হয় ?
৩। দৃষ্টান্ত দিয়া কহি যদি তবে লোক জানে ;
কৃষ্ণলীলা নিত্য, জ্যোতিশ্চক্রপ্রমাণে।
জ্যোতিশ্চক্রে সূর্য্য যেন ভ্রমে রাত্রিদিনে ;
সপ্তদ্বীপাম্বুধি লঙ্ঘি ফিরে ক্রমে ক্রমে।
রাত্রিদিনে হয় ষষ্টিদণ্ড পরিমাণ ;
৪। তিনসহস্র ছয়শত পল—তার মান।
৫। সূর্য্যোদয় হৈতে ষষ্টিদণ্ড ক্রমোদয় ;
সেই এক দণ্ড, অষ্টদণ্ডে প্রহর হয়।
এক-দুই তিন চারি প্রহরে অস্ত হয় ;
চারিপ্রহর রাত্রি গেলে পুনঃ সূর্য্যোদয়।
ঐছে কৃষ্ণের লীলামণ্ডল চৌদ্দ মন্বন্তরে ;
ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল ব্যাপি ক্রমে ক্রমে ফিরে।
৬। সওয়াশত বৎসর কৃষ্ণের প্রকট প্রকাশ ;
৭। তাহা যৈছে ব্রজপুরে করিলা বিলাস।
৮। আলাতচক্র-প্রায় সেই লীলাচক্র ফিরে,
সব লীলা সব ব্রহ্মাণ্ডে ক্রমে উদয় করে।
জন্ম-বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোর প্রকাশ ;
৯। পূতনাবধাদি করি মৌষলান্ত বিলাস।
কোন ব্রহ্মাণ্ডে কোন লীলার হয় অবস্থান ;
তাতে লীলা নিত্য কহে আগম-পুরাণ।
১০। গোলোক-গোকুলধাম বিভু কৃষ্ণসম ;
১১। কৃষ্ণেচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডগণে তাহার সংক্রম।
১২। অতএব গোলোকে কহি নিত্যবিহার ;
১৩। ব্রহ্মাণ্ডগণে ক্রমে প্রকট তাহার।
ব্রজে কৃষ্ণ সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রকাশে পূর্ণতম ;
১৪। পুরীদ্বয়ে পরব্যোমে পূর্ণতর পূর্ণ। *

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণ-বিভাগে বিভাবলহর্য্যাং সপ্তদশাধিকশততমশ্লোকে শ্রীরূপ-গোস্বামিবাক্যং—

১। কিশোরতা—কৈশোর। কৈশোর নিত্যস্থিতি হইলে ক্রমে কালানুসারে বাল্যাদির প্রকটন হয়।

২। সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়—অর্থাৎ সর্ব্বশাস্ত্রই কৃষ্ণলীলা নিত্য বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

৩। জানে—বুঝিতে পারে। জ্যোতিশ্চক্র প্রমাণে—জ্যোতিশ্চক্রের ন্যায়।

৪। তার—দিবা রাত্রির।

৫। সূর্য্যোদয় ··ক্রমোদয়—সূর্য্যোদয় হইতেই ক্রমে ষষ্টি দণ্ডের উদয় হয় অর্থাৎ ষষ্টি দণ্ড হইতে সূর্য্যের উদয়াস্ত হয় না।

৬। প্রকট প্রকাশ—অর্থাৎ বৃন্দাবন, মথুরা এবং দ্বারকাতে প্রকটরূপে প্রকাশ। ৭। যৈছে—অর্থাৎ যেমন ব্রজপুরে তদ্রূপ মথুরা এবং দ্বারকায়।

৮। আলাত চক্র—ঘূর্ণমান জ্বলৎকাষ্ঠ।

৯। মৌষলান্ত—ব্রাহ্মণের অভিসম্পাতে শাম্বের গর্ভায়মান উদরস্থ বস্ত্রপুঞ্জ মধ্যে একটী লৌহময় মুষল উৎপন্ন হয় ; উগ্রসেনের উপদেশে যদুকুমারগণ সেই মুষল চূর্ণ করিয়া সমুদ্রজলে নিক্ষিপ্ত করেন ; সেই সকল চূর্ণ তরঙ্গে চালিত হইয়া তটে সংলগ্ন হইয়া এড়কা নামক তৃণরূপে উৎপন্ন হয়। পরে যাদবেরা মহাপানে বিক্ষিপ্তবুদ্ধি হইয়া এড়কা দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করেন, তাহাতেই যদুকুল বিনষ্ট হয়—এই পর্য্যন্ত প্রকটলীলা। এই মৌষললীলা ভোজবিদ্যার ন্যায় মায়িক অর্থাৎ মায়াবিদ্যার কহতঃ নিজলীলা সাধারণদৃষ্টির অগোচর করেন।

১০। কৃষ্ণসম—অর্থাৎ কৃষ্ণ যেমন বিভু (সর্ব্বব্যাপী) তদ্রূপ তাঁহার ধামও সর্ব্বব্যাপী। ১১। কৃষ্ণ যখন যে যে ব্রহ্মাণ্ডে নিজ ধাম প্রকট করিতে ইচ্ছা করেন, তখন সেই সেই ব্রহ্মাণ্ডেই সেই ধামের সংক্রম প্রকাশ হয়।

১২। গোলোক—অপ্রকট লীলার স্থান। ব্রহ্মাণ্ডে সাধারণদৃষ্টিগোচর হইলে তাহাকে বৃন্দাবন বলে। নিত্যবিহার—অপ্রকট বিহার।

১৩। তাহার—নিত্য বিহারের।

১৪। পুরীদ্বয়ে—মথুরা ও দ্বারকায়। ব্রজে পূর্ণতম, মথুরায় পূর্ণতর, দ্বারকায় পূর্ণ এবং পরব্যোমে পূর্ণকল্প।

হরিঃ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণ ইতি ত্রিধা।
শ্রেষ্ঠমধ্যাদিভিঃ সর্বৈর্নাট্যেয়ঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥৬৫॥

তথাহি তত্রৈব অষ্টাদশাধিকশততমশ্লোকে শ্রীরূপ-গোস্বামিবাক্যং—

প্রকাশিতাখিলগুণঃ স্মৃতঃ পূর্ণতমো বুধৈঃ।
অসর্ব্বব্যঞ্জকঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণোঽল্পদর্শকঃ॥৬৬॥

তথাহি তত্রৈব উনবিংশত্যধিকশততমশ্লোকে শ্রীরূপ-গোস্বামিবাক্যং—

কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতা ব্যক্তাভূৎ গোকুলান্তরে।
পূর্ণতা পূর্ণতরতা দ্বারকামথুরাদিষু॥৬৭॥

এই কৃষ্ণ ব্রজে পূর্ণতম-ভগবান্ ;
আর সব স্বরূপ পূর্ণতর-পূর্ণ-নাম ;
সংক্ষেপে কহিল কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার ;
১। অনন্ত কহিতে নারে ইহার বিস্তার ;
২। অনন্তস্বরূপ কৃষ্ণের নাহিক গণন ;
শাখাচন্দ্র-ন্যায় করি দিগ্দরশন।
ইহা যেই শুনে পড়ে সেই ভাগ্যবান্ ;
৩। কৃষ্ণের স্বরূপতত্ত্বের হয় কিছু জ্ঞান।
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ;
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

হরিরিতি। হরিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ স্বয়ংভগবান্ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণ ইতি ত্রিধা ভক্তাপেক্ষয়েতি। যস্তু নাট্যে সর্ব্বৈরেব শ্রেষ্ঠমধ্যাদিভিঃ উত্তমমধ্যমকনিষ্ঠৈঃ শব্দৈঃ পরিপঠ্যতে॥ ৬৫॥

প্রকাশিতেতি। প্রকাশিতা অখিলগুণা যেন স পূর্ণতমঃ। অত্রাপিতরতমত্বদ্বয়াপেক্ষয়া জ্ঞেয়ং ভক্ততদ্রূপানুরূপাধিকাধিকপ্রকাশাৎ। অসর্ব্বান্ পূর্ব্বত ঈষদূনান্ গুণান্ ব্যঞ্জয়তীতি স পূর্ণতরঃ পূর্ব্বাপেক্ষয়া। অল্পান্ গুণান্ ব্যঞ্জয়তীতি সঃ পূর্ণঃ অল্পত্বঞ্চাস্য পূর্ব্বাপেক্ষয়া, তথাপি পূর্ণতমত্বাদিকমন্তরাপেক্ষয়েতি॥ ৬৬॥

কৃষ্ণস্যেতি। কৃষ্ণস্য স্বয়ংভগবতঃ পূর্ণতমতা গোকুলান্তরে ব্রজমধ্যে ব্যক্তা অভূদাসীৎ। দ্বারকামথুরাদিষু চ পূর্ণতা পূর্ণতরতা যথাক্রমং ব্যক্তাসীদিত্যর্থঃ। তত্র পূর্ণতমত্বং ঐশ্বর্য্যগতা—"তাবৎ সর্ব্বে বৎসপালাঃ পশ্যতোঽজস্য তৎক্ষণাৎ। ব্যদৃশ্যন্ত ঘনশ্যামাঃ পীতকৌশেয়বাসসঃ" ইত্যাদিষু। মাধুর্য্যগতা—"নন্দঃ কিমকরোদ্ ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়"-মিত্যাদিষু। কৃপাগতা চ—"অহো বকীয়ং স্তনকালকূট" মিত্যাদিষু। দ্বারকামথুরাদিষ্বিতি ন যথাসংখ্যতয়া প্রয়োগঃ সমসংখ্যাত্বেন প্রয়োগাৎ, কিন্তু যথাসম্ভব তথৈব কুত্রচিৎ কস্যাপি বিশেষদর্শনাৎ॥ ৬৭॥

নাট্যশাস্ত্রে যাহাকে উত্তম, মধ্য ও কনিষ্ঠশব্দে প্রতিপাদন করেন, সেই হরিই তদনুসারে পূর্ণতম, পূর্ণতর এবং পূর্ণভেদে ত্রিবিধ॥ ৬৫॥

যিনি অখিলগুণকে প্রকাশ করেন—তাঁহাকে পূর্ণতম, যিনি তাদৃশ সকল গুণ প্রকাশ করেন না—তাঁহাকে পূর্ণতর, এবং যিনি তদপেক্ষা অল্প গুণের প্রকাশক—তাঁহাকে পূর্ণ বলে॥ ৬৬॥

কৃষ্ণের পূর্ণতমতা গোকুলে, পূর্ণতা দ্বারকায় এবং পূর্ণতরতা মথুরায় সুব্যক্ত হইয়াছে॥ ৬৭॥

১। অনন্ত—সহস্রবদন নাগ। ২। অনন্ত—অসংখ্য। ৩। তত্ত্বের—যাথার্থ্যের।

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে স্বরূপতত্ত্বরূপশ্রীভগবৎস্বরূপভেদবিচারো নাম বিংশতিতম পরিচ্ছেদঃ।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

অগত্যেকগতিং নত্বা হীনার্থাধিকসাধকং।
শ্রীচৈতন্যং লিখ্যতেঽস্য মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যশীকরং ॥১॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য! জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈতচন্দ্র! জয় গৌরভক্তবৃন্দ!
১। সর্ব্বস্বরূপের ধাম পরব্যোমধামে;
২। পৃথক্ পৃথক্ বৈকুণ্ঠ, নাহিক গণনে।
শত-সহস্রাযুত-লক্ষ-কোটি যোজন;
এক এক বৈকুণ্ঠের বিস্তার বর্ণন।
৩। সব বৈকুণ্ঠ ব্যাপক আনন্দ-চিন্ময়;
পারিষদ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ সব হয়।
৪। অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্যোম যার দলশ্রেণী;
৫। সর্ব্বোপরি কৃষ্ণলোক কর্ণিকায় গণি।
এইমত ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ অবতার;
ব্রহ্মা-শিব অন্ত না পায়—জীব কোন্ ছার?
তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে একবিংশতিশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্মস্তুতিঃ—
কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্,
যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাং।
ক্বাহো কথং বা কতি বা কদেতি,
বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াং ॥২॥
৬। এইমত কৃষ্ণের দিব্য সদ্গুণ অনন্ত;
ব্রহ্মা-শিব সনকাদি না পায় যার অন্ত।

অগত্যেতি। অগতীনাং গতিহীনানাং স্মৃতিশাস্ত্রাদিভিঃ পরিত্যক্তানামিত্যর্থঃ। একগতিমনন্যশরণং হীনানাং সঙ্কজন্মকর্ম্মাচিতানামতিনীচানাং যে অর্থা ধর্ম্মাদয়স্তান্ অধিকং যথা স্যাত্তথা অধিকতরমিত্যর্থঃ সাধয়িতুং শীলমস্য স তং শ্রীচৈতন্যং তন্নামানং শ্রীকৃষ্ণং নত্বা, অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য মাধুর্য্যৈশ্বর্য্যাণাং শীকরং কণিকামাত্রমহং লিখামি ॥ ১ ॥

এবং সর্ব্বমেব নিরূপ্য সংভ্রমণাত—কো বেত্তীতি। ভূমন্ হে অপরিচ্ছিন্ন! ভগবন্ হে সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুক্ত! পরমাত্মন্ হে সর্ব্বান্তর্যামিন্ সর্ব্বকারণস্বরূপেতি বা! যোগেশ্বর হে স্বাভাবিকযোগশক্ত্যা সর্ব্বকালব্যাপক! ভবত উতীর্লীলাঃ। অত্র বিচার। ক কথং বা কতি বা কদা বা স্ফুরিতি—কো বেত্তি। কিম্বপরিচ্ছিন্নত্বাদপরিচ্ছিন্নানাং তাসামাধারং সন্দেশাদ্যুক্তত্বাত্তাসাং প্রকারং পরমাত্মত্বাত্তাসামিয়ত্তাং সর্ব্বকালব্যাপকত্বাত্তত্তদবসরমপি স্বমেব বেৎসীত্যর্থঃ। তত্র সর্ব্বত্র হেতুঃ যোগমায়াং মহাস্বরূপশক্তিং বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সীতি। অচিন্ত্যং তব যোগমায়াবৈভবমিতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

যিনি অগতির গতি এবং হীনজনের অর্থ অধিকরূপে সাধিত করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে প্রণাম করিয়া, তাঁহার মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের কণিকামাত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম ॥ ১ ॥

হে ভূমন্! হে ভগবন্! হে পরমাত্মন্! হে যোগেশ্বর! তুমি মহাস্বরূপশক্তি যোগমায়া বিস্তার করতঃ ক্রীড়া করিতেছ, অহো! তোমার লীলা কোথায়:কি প্রকারে ও কত প্রকারে, কোন্ কালে হইতেছে—ইহা ত্রিলোক মধ্যে কে জানিতে পারে ॥ ২ ॥

ভগবানের যোগমায়াবৈভব যে ত্রিলোকী মধ্যে কেহই জানিতে পারে না,—এই শ্লোক দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন করিলেন ॥২॥

১। ধাম—বসতি স্থান। ২। পৃথক্ পৃথক্ বৈকুণ্ঠ—এক এক স্বরূপের এক এক বৈকুণ্ঠ (অর্থাৎ স্বীয় লোক)।
৩। সব…চিন্ময়—সকল বৈকুণ্ঠ (অর্থাৎ ভগবল্লোক) চিদানন্দস্বরূপ সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্ম।
৪। ব্যোম—পরব্যোম। ৫। কর্ণিকায় গণি—অর্থাৎ কর্ণিকাস্থানীয়। যেমন প্রফুল্ল পদ্মের চতুর্দ্দিকে পত্র এবং মধ্যে কর্ণিকা পত্র অপেক্ষা উচ্চ হয়, তদ্রূপ অনন্ত বৈকুণ্ঠ ও পরব্যোম দলস্বরূপ, মধ্যে কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে কৃষ্ণলোক কর্ণিকাস্বরূপ।
৬। দিব্য—অপ্রাকৃত। সদ্গুণ—ভগবত্তের সাধক গুণ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে সপ্তমশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং—

গুণাত্মনস্তেঽপি গুণান্ বিমাতুং,
হিতাবতীর্ণস্য ক ঈশিরেঽস্য।
কালেন যৈর্ব্বা বিমিতাঃ সুকল্পৈ-
র্ভূপাংশবঃ খে মিহিকা দ্যুভাসঃ ॥৩॥

ব্রহ্মাদি রহু সহস্রবদন অনন্ত,
নিরন্তর গায় মুখে না পায় গুণের অন্ত।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে চত্বারিংশশ্লোকে নারদং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং—

নান্তং বিদাম্যহমমী মুনয়োঽগ্রজাস্তে,
মায়াবলস্য পুরুষস্য কুতোঽবরা যে।
গায়ন্ গুণান্ দশশতানন-আদিদেবঃ,
শেষোঽধুনাপি সমবস্যতি নাস্য পারং ॥৪॥

সেহো রহু সর্ব্বজ্ঞশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ,
১। নিজগুণের অন্ত না পান, হয়েন সতৃষ্ণ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তাশীতিতমাধ্যায়ে সপ্তত্রিংশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য শ্রুতিবাক্যং—

দ্যুপতয় এব তেন যযুরন্তমনন্ততয়া,
ত্বমপি যদন্তরাণ্ডনিচয়া ননু সাবরণাঃ।

গুণাত্মন ইতি। গুণানামাত্মনশ্চেতয়িতুঃ পূর্ব্বমবতারান্তরৈর্জগতাপ্রকটনেন প্রসুপ্তানামিব গুণানামধুনা প্রকটনেন প্রবোধনাৎ গুণান্ প্রকটয়ত ইত্যর্থঃ। তব গুণান্ বিশেষেন এতাবন্মাহাত্ম্যা ইয়ৎসংখ্যাবন্তশ্চেতি মাতুং গণয়িতুং কে ঈশিরে অপি ন কেঽপীত্যর্থঃ। তত্র কৈমুত্যং—অস্য জগতঃ সর্ব্বেষামেব জীবানাং হিতায় অবতীর্ণস্য তদর্থং প্রকটিত গুণস্যাপি। অয়মর্থঃ। যস্য জীবস্য যেন যথা হিতং স্যাৎ তথাসৌ গুণস্তদর্থং প্রকটয়িতুমপেক্ষ্যতে তত্র জীবানামানন্ত্যং তত্রাপ্যবস্থাদিভেদেনানন্ত্যং অতস্তদর্থং গুণানামপ্যানন্ত্যং তত্তদ্বিধভেদেন পরমানন্ত্যং স্যাদেবেতি তদগণনা ন সম্ভবেৎ, কিমুত কালদেশাদ্যপরিচ্ছিন্নে স্বলোকে বিহরত ইতি। যৈর্ব্বা সুকল্পৈঃ অতিনিপুণৈর্বহুজন্মভিঃ কালেন ভূপাংশবঃ ভূপরমাণবঃ খে আকাশে মিহিকা হিমকণাঃ তথা দ্যুভাসঃ দিবি নক্ষত্রাদিকিরণপরমাণবোঽপি বিমিতা বিশেষেণ গণিতাস্তেঽপি নেশির ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। যদ্যপি ভূপাংশ্বাদীনামপি যথোক্তরং সূক্ষ্মতয়া আনন্ত্যং তথাপি শ্রীসঙ্কর্ষণাদিজ্ঞানেন তদ্গণনমপি সম্ভাব্যতে ব্রহ্মাণ্ডেন পরিচ্ছিন্নত্বাদনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডপরমাণুপ্রমাণাশ্রয়লোমকূপবিবরস্য রাজস্যাপ্যংশিনস্তব তৎ কথং স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

তত্র মায়িকস্বেনোভয়বিধানামপি বীর্য্যাণামানন্ত্যমাহ—নান্তমিতি। পুরুষস্য যন্মায়াবলং তস্যান্তং ন বিদামি ন বেদ্মি। অমী তে অগ্রজাঃ সনকাদয়ো মুনয়োঽপি ন বিদন্তি। যে অবরা অর্ব্বাচীনাস্তে কুতো জানন্তু। দশশতানি আননানি যস্য স আদি দেবোঽনন্তোঽপি অস্য ভগবতো গুণান্ গায়ন্নপ্যধুনাপি পারং ন সমবস্যতি ন প্রাপ্নোতি ॥ ৪ ॥

দ্যুপতয় এবেতি। হে ভগবন্! তে অন্তং দ্যুপতয়ঃ স্বর্গাদিলোকপতয়ঃ ব্রহ্মাদয়োঽপি ন যযুঃ ন প্রাপুঃ। আস্তাং দ্যুপতয়ো ন যযুরিতি যদ্ যস্মাত্ত্বমপি আত্মনোঽন্তং ন যাসি। কুতস্তর্হি সর্ব্বজ্ঞতা সর্ব্বশক্তিতা বা অত আহ—অনন্ত-

হে ভগবন্! তুমি এই বিশ্বের হিতার্থ অচিন্ত্য গুণ প্রকটন করিতে অবতীর্ণ; তোমার গুণ গণনা করিতে কে সমর্থ হয়? অধিক কি বলিব, যাহারা পৃথিবীর পরমাণু, আকাশের হিমকণা এবং নক্ষত্রাদি কিরণ পরমাণু সাকল্যে গণনা করিয়াছে, তাহারাও তোমার গুণ গণনায় সমর্থ হয় না ॥ ৩ ॥

হে নারদ! সেই পুরুষের মায়াবলের অন্ত আমি ব্রহ্মা হইয়াও জানি না এবং তোমার অগ্রজ সনকাদি মুনিগণও জানেন না; অর্ব্বাচীনদিগের ত কথাই নাই, আদিদেব অনন্ত সহস্রবদনে তাঁহার গুণ চিরকাল গান করিয়া এ পর্য্যন্ত সীমা প্রাপ্ত হন নাই ॥ ৪ ॥

হে ভগবন্! হে অনন্ত! ব্রহ্মাদি দেবতা আপনার অন্ত জানেন না, সে কথা দূরে থাকুক—অন্ত না থাকায়

এই শ্লোক দ্বারা ভগবানের গুণ যে অপ্রাকৃত অনন্ত ও বিশ্বের মঙ্গলকর,—তাহাই প্রতিপাদিত করিলেন ॥৩॥
অনন্তদেব ভগবানের গুণ নিরন্তর গান করিয়া গুণের অন্ত পান নাই,—ইহাই এই শ্লোক দ্বারা সমর্থন করিলেন ॥৪॥

১। সতৃষ্ণ—সমুৎসুক। অর্থাৎ নিজগুণের অন্ত পাইবার জন্য সতৃষ্ণ হয়েন। ইহাতে কৃষ্ণগুণের অনন্তত্ব ব্যক্ত হইল।

খ ইব রজাংসি বান্তি বয়সা সহ যচ্ছ্রুতয়-
স্ত্বয়ি হি ফলন্ত্যতন্নিরসনেন ভবন্নিধনাঃ ॥৫॥

সেহো রহু ব্রজে যবে কৃষ্ণ-অবতার ;
তাঁর চরিত্র বিচারিতে মন না পায় পার।
১। প্রাকৃতাপ্রাকৃত সৃষ্টি কৈল একক্ষণে ;
২। অশেষ বৈকুণ্ঠ অজাণ্ড স্বস্বনাথ সনে।
এমত অন্যত্র নাহি শুনিয়ে অদ্ভুত ;
যাহার শ্রবণে চিত্ত হয় অবধূত।
৩। "কৃষ্ণো বৎসৈরসংখ্যাতৈঃ" শুকদেব-বাণী ;
কৃষ্ণসঙ্গে কত গোপ—সংখ্যা নাহি জানি।

তয়া অন্তাভাবেন। ন হি শশবিষাণাজ্ঞানং সার্ব্বজ্ঞ্যং তদপ্রাপ্তির্বা শক্তিবৈভবং বিহন্তি। অনন্তত্বমেবাহ—যদন্তরেতি। যস্ত তব অন্তরা মধ্যে নভসি অহো সাবরণা উত্তরোত্তরদশগুণসপ্তাবরণযুক্তা অণ্ডনিচয়া ব্রহ্মাণ্ডসমূহা বান্তি পরিভ্রমন্তি, বয়সা কালচক্রেণ। খে রজাংসীব সহ একদৈব ন তু পর্য্যায়েণ। হি যস্মাদেবং অতঃ শ্রুতয়স্ত্বয়ি ফলন্তি তাৎপর্য্যবৃত্ত্যা পর্য্যবস্যন্তি ন তু সাক্ষাদ্বদন্তি অয়মেতাবানিতি। সগুণস্য গুণানন্ত্যাৎ নির্গুণস্য চাগোচরত্বাৎ কথন্তর্হ্যপদার্থে তাৎপর্য্যমিতি তত্র বিধিমুখে বাক্যে ভবেদয়ং নিয়মঃ পদার্থস্তবৈ বাক্যার্থত্বমিতি নিষেধমুখে তু নায়ং নিয়ম ইত্যাহ—অতন্নিরসনেনেতি। অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ অস্থূলমনণ্বিত্যাদি প্রকারেণ লক্ষণয়া চ তত্ত্বমস্যাদয়ঃ পর্য্যবস্যন্তি। ন চ বাচ্যং নিষেধৈঃ শূন্যমেব জ্ঞাপ্যত ইতি। যতো ভবন্নিধনাঃ ভবতি ত্বয়ি নিধনং সমাপ্তির্যাসাং তাস্তথা ন হি নিরবধির্নিষেধঃ সংভবতি অতোঽবধিভূতে ত্বয়ি ফলন্তীত্যর্থঃ। দ্যুপতয়ো বিদুরন্তমনন্ত তে ন চ ভবান্নগিরঃ শ্রুতিমৌলয়ঃ। ত্বয়ি ফলন্তি ততো নম ইত্যতো জয় জয়েতি ভজে তব তৎপদং ॥ ৫ ॥

আপনিও আপনার অন্ত জানেন না, আকাশে পরমাণুপুঞ্জের ন্যায় উদর মধ্যে (অর্থাৎ আপনার চতুর্ভুজ মূর্ত্তির এক রোমকূপ মধ্যে) উত্তরোত্তর দশগুণ আবরণযুক্ত ব্রহ্মাণ্ডপুঞ্জ কালচক্রের সহিত যুগপৎ ভ্রমণ করিতেছে, অতএব শ্রুতিগণ তন্ন তন্ন বলিয়া আপনি ভিন্ন সকলকে নিরাস করতঃ তাৎপর্য্যবৃত্তি দ্বারা আপনাতেই পর্য্যবসান করিতেছে ॥ ৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও আপনার অন্ত পান না,—তাহাই এই শ্লোক দ্বারা সমর্থন করিলেন ॥৫॥

১। প্রাকৃতাপ্রাকৃত…এক ক্ষণে—একদিন (অর্থাৎ প্রথম বনভোজনের দিনে) অঘাসুর বধানন্তর গোপবালকদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণ পরমানন্দে আবিষ্ট হইয়া পুলিনে ভোজন করিতেছিলেন, বৎস সকল নিকটে তৃণচারণ করিতেছে—এমন সময়ে ব্রহ্মা অঘাসুরের মুক্তিদর্শনে চমৎকারিত হইয়া তদপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের অধিকতর মধু মহিমা দর্শনার্থ তৃণপ্রলোভন দ্বারা বৎসবৃন্দ সকলকে দূর প্রদেশে লইয়া যান। এমন সময় বালকগণ বৎসবৃন্দের অদর্শনে চিন্তান্বিত হওয়ায়, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে নিঃশঙ্কে ভোজন করিতে বলিয়া স্বয়ং ভোজ্যদ্রব্য হস্তে করিয়া বৎসান্বেষণে গমন করিলেন, এদিকে ব্রহ্মা দূরবনাস্থিত বৎসগণকে এবং পুলিনে ভোজনে উপবিষ্ট গোপবালকদিগকে হরণ করতঃ মায়ামোহিত করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহা জানিতে পারিয়া ব্রহ্মা এবং বৎস ও বৎসপালদিগের মাতৃগণের আনন্দ সম্পাদনার্থ স্বয়ংই বৎস, বৎসপাল, শৃঙ্গ, বেত্র এবং বস্ত্রাদিরূপে প্রকট হইলেন। এইরূপে বৎস ও বৎসপালাদিরূপ হইয়া বন এবং গোষ্ঠে একবৎসর যাবৎ ক্রীড়া করিলেন। বর্ষান্তে ব্রহ্মা আসিয়া দেখিলেন—শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বের ন্যায় বৎস ও বৎসপালসহ ক্রীড়া করিতেছেন, তখন ব্রহ্মা নিজমায়ামোহিত এবং কৃষ্ণসঙ্গে ক্রীড়াপর বৎস ও বৎসপালের, মধ্যে কাহারা সত্য এবং কাহারা কৃত্রিম—ইহা স্থির করিতে অসমর্থ হইয়া মায়ায় মোহিত হইলেন। এইরূপ দেখিতে দেখিতে তৎক্ষণাৎ সেই বৎস, বৎসপাল, শৃঙ্গ, বেত্র, বেণু, বস্ত্র এবং অলঙ্কারাদি সকলেই বৈকুণ্ঠ ও চতুর্ভুজ বৈকুণ্ঠনাথরূপে প্রকাশিত হইলেন ; সেই প্রত্যেক মূর্ত্তির নিকটে ব্রহ্মাণ্ড বিগ্রহ ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত এবং মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি তত্ত্বগণ মূর্ত্তিমন্ত হইয়া তাঁহাদিগকে স্তুতি করিতেছেন ; ক্ষণকালের পর দেখিলেন—সে সকল কিছুই নাই, পূর্ব্ব সংবৎসরের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ উদরবস্ত্রের সহিতে বেণু, বামকক্ষে শৃঙ্গবেত্র, বামহস্তে দধ্যোদনাদি ধারণ করতঃ বৎস ও বৎসপালের অন্বেষণ করিতেছেন ; তখন ভগবানের মধু মহিমা দর্শনে আনন্দনিমগ্ন হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক স্তুতি করিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণ আপনার শরীর হইতে ক্ষণকালের মধ্যে সেই প্রাকৃত ব্রহ্মাদি অপ্রাকৃত চতুর্ভুজ মূর্ত্তি সমূহের আবির্ভাব ও শরীরে প্রবেশিত করিয়াছিলেন। (ভাগবত ১০।১৪ অধ্যায়ে দেখুন)।

২। অজাণ্ড—ব্রহ্মাণ্ড। স্বস্বনাথ—অর্থাৎ বৈকুণ্ঠের নাথ চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি। ব্রহ্মাণ্ডের নাথ ব্রহ্মা ; প্রত্যেক চতুর্ভুজ মূর্ত্তির নিকটে ব্রহ্মাণ্ডের সহিত এক এক ব্রহ্মা ছিলেন।

৩। "কৃষ্ণো বৎসৈরসংখ্যাতৈঃ"—মূল শ্লোকটি এই "কৃষ্ণো বৎসৈরসংখ্যাতৈর্যূথীকৃত্য স্বকান্ স্বকান্। চারয়ন্তোঽর্ভলীলাভির্বিজহ্রুস্তত্র তত্র হ।" ইহার অর্থ—গোপবালকেরা অসংখ্যাতীত, শ্রীকৃষ্ণ বৎসের সহিত স্বীয় স্বীয় বৎসের যূথ করিয়া বাল্যলীলায় বৎসচারণ করতঃ সেই সেই স্থানে বিহার করিয়াছিলেন—এইটী শুকদেবের বাণী। যখন গোপবালকেরা সংখ্যাতীত কৃষ্ণবৎসের সহিত যূথ করিয়াছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণবৎসের সংখ্যা না থাকায় গোপবালকগণেরও সংখ্যা হইতে পারে না।

একৈক গোপ করে যে বৎস চারণ ;
কোটি-অর্ব্বুদ-পদ্ম-সংখ্য তাহার গণন।
বেত্র-বেণু-দল-শৃঙ্গ-বস্ত্র-অলঙ্কার ;
গোপগণের যত তার নাহি লেখা-পার।
সব হৈলা চতুর্ভুজ বৈকুণ্ঠের পতি ;
পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা করে স্তুতি।
এক কৃষ্ণদেহ হইতে সবার প্রকাশে ;
ক্ষণেকে সবাই সেই শরীরে প্রবেশে।
—ইহা দেখি ব্রহ্মা হৈলা মোহিত বিস্মিত ;
স্তুতি করি এই পাছে করিলা নিশ্চিত—
১। যে কহে 'কৃষ্ণের বৈভব মুঞি সব জানোঁ'
সে জানুক্, কায়-মনে মুঞি এই মানোঁ।—
'এই যে তোমার অনন্ত বৈভবামৃতসিন্ধু ;
মোর বাঙ্মনোগম্য নহে একবিন্দু'।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে ষট্‌ত্রিংশ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং—

জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ ॥৬॥

কৃষ্ণের মহিমা রহু, কেবা তার জ্ঞাতা ?
২। বৃন্দাবন স্থানের দেখ আশ্চর্য্য বিভুতা!
৩। ষোল ক্রোশ বৃন্দাবন শাস্ত্র-পরকাশে ;
তার একদেশে বৈকুণ্ঠ অজাণ্ডগণ ভাসে।
অপার ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণের নাহিক গণন ;
শাখাচন্দ্র-ন্যায় করি দিগ্‌দরশন।"

ঐশ্বর্য্য কহিতে স্ফুরিল ঐশ্বর্য্যসাগর ;
৪। মন-ইন্দ্রিয় ডুবিল, প্রভু হইল ফাঁফর।
ভাগবতের এই শ্লোক পড়িলা আপনে ;
অর্থ আস্বাদিতে সুখে করেন ব্যাখ্যানে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে একবিংশশ্লোকে বিদুরং প্রতি উদ্ধববাক্যং—

স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ,
স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ।

জানন্ত ইতি। তদেবমস্যাপি দেববপুর ইত্যাদিভিঃ সামান্যতস্তস্য মহিম্নো দুস্তর্কত্বং দর্শিতং। পুনশ্চ পশ্যেশ মেহনাদ্যমিত্যাদিভিঃ স্বরূপশক্তিমায়াশক্ত্যোঃ স্বরূপস্য চাবিশেষতঃ অহোঽতিধন্যা ইত্যাদিভিস্তম্নিষ্ঠপ্রেম্নঃ। এষাং ঘোষনিবাসিনামিত্যাদিনা কারুণ্যস্য। প্রপঞ্চমিত্যাদিনা লীলায়াশ্চেতি তত্তন্নিরূপণং পরিত্যজ্যোপক্রমার্থমেব নিজাভীষ্টৈর্নাভিপ্রায়মুপসংহরতি—জানন্ত ইতি। কেচিত্তু জানাম ইতি স্থিতাস্তানুপহসন্নাহ—যে জানন্তস্তে জানন্তু অহন্তু মহামূর্খ এবাস্মীতি ভাবঃ। নন্থ তর্হি কথমেতাবৎ ক্ষণপর্য্যন্তং ব্রূষ এব তত্রাহ—কিং বহূক্ত্যেতি। তবাগ্রে বহূক্তিরেব মূর্খত্বদ্যোতনীত্যর্থঃ। অতএব হে প্রভো! হে বিচিত্রানন্তমহাপ্রভাব! তব বৈভবং বেদাদিভিঃ শ্রুতমপি মম মনসো ন গোচরঃ ন পরিচ্ছেদ্যং, সামঙ্গেণ দৃষ্টাদিরূপমপি বপুষশ্চক্ষুরাদিগোলকস্য ন অতএব ন বাচস্তস্মান্নৌমীত্যাদিনা যৎ প্রার্থিতং তদেব প্রার্থয় ইতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

তদেবং পরমৈশ্বর্য্যে সত্যপি যদুগ্রসেনানুবর্ত্তিত্বং তৎ পুনরস্মান্ অত্যন্তং ব্যথয়তীত্যাহ—স্বয়ন্ত্বিতি। স্বয়ন্তু য এব ভূতস্তস্য তৎ কৈঙ্কর্য্যং নোঽস্মান্ বিগ্লাপয়তীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। ন সাম্যাতিশয়ৌ যস্য যমপেক্ষ্যান্যস্য সাম্যমতিশয়শ্চ

হে প্রভো! বহু উক্তির প্রয়োজন নাই, যাঁহারা তোমার মহিমা জানি বলিয়া অভিমান করেন—তাঁহারা জানুন। কিন্তু তোমার বৈভব আমার মন শরীর এবং বাক্যের অগোচর ॥ ৬ ॥

হে বিদুর! যাঁহার সমান এবং যাঁহা অপেক্ষা অধিক কেহই নাই ; যিনি ত্রিলোকের অধীশ্বর ; যিনি স্বস্বরূপ

১। জানো—জানি। সে জানুক—অর্থাৎ যে বলে আমি জানিয়াছি, সে জানে জানুক্। এই মানোঁ—আমি (ব্রহ্মা) ইহাই বুঝিয়াছি যে, তোমার বৈভবসিন্ধুর একবিন্দুও আমার বাক্যমনের গোচর হয় না। ২। বিভুতা—দেশ-কাল দ্বারা অপরিচ্ছেদ্যতা।

৩। পরকাশে—প্রকাশে ; অর্থাৎ শাস্ত্র প্রকাশ করেন। তার—ষোড়শ ক্রোশ পরিমিত বৃন্দাবনের। বৈকুণ্ঠ অজাণ্ডগণ—বৈকুণ্ঠগণ ও ব্রহ্মাণ্ডগণ, অর্থাৎ যে সময় ভগবৎ স্বরূপ বৎস বৎসপালাদি অনন্ত বৈকুণ্ঠ ও অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। ভাসে—প্রকাশ পাইয়াছিল। অতএব বৃন্দাবন বিভু না হইলে তাহার একদেশে অনন্ত বৈকুণ্ঠ ও অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অবস্থিতির সম্ভাবনা হয় না।

৪। ডুবিল—অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য সাগরে ডুবিল। ফাঁফর—আকুল।

বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ,

কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠঃ ॥৭॥

১। পরম-ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্ ;

২। তাঁতে বড়, তাঁর সম, কেহ নাহি আন্।

তথাহি **ব্রহ্মসংহিতায়াং** পঞ্চমাধ্যায়ে প্রথম শ্লোকঃ—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।

অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণং ॥৮॥

৩। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-হর এই সৃষ্ট্যাদির ঈশ্বর,

৪। তিন আজ্ঞাকারী কৃষ্ণের, কৃষ্ণ অধীশ্বর।

তথাহি **শ্রীমদ্ভাগবতে** দ্বিতীয়স্কন্ধে ষষ্ঠাধ্যায়ে ত্রিংশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং—

সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।

বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্ ॥৯॥

৫। এ সামান্য—ত্র্যধীশ্বরের অর্থ শুন আর—

জগৎকারণ তিনি পুরুষাবতার,—

মহাবিষ্ণু, পদ্মনাভ, ক্ষীরোদকস্বামী—

এই তিন স্থূল-সূক্ষ্ম-সর্ব্ব-অন্তর্য্যামী।

এই তিন সর্ব্বাশ্রয় জগত-ঈশ্বর ;

৬। এহো কলা অংশ যার—কৃষ্ণ অধীশ্বর।

তথাহি **ব্রহ্মসংহিতায়াং** পঞ্চমাধ্যায়ে চতুঃপঞ্চাশংশ্লোকঃ—

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য,

জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।

বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো,

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥১০॥

৭। এই অর্থ বাহ্য, গূঢ় অর্থ শুন আর ;

৮। তিন আবাসস্থান কৃষ্ণের শাস্ত্রে খ্যাতি যার।

৯। অন্তঃপুর—গোলোক শ্রীবৃন্দাবন ;

নাস্তীত্যর্থঃ। তত্র হেতবঃ ত্র্যধীশঃ ত্রয়াণাং লোকানাং বা অধীশঃ। স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যা পরমানন্দস্বরূপসম্পত্ত্যা প্রাপ্তসমস্তভোগঃ। বলিং করং অর্হণং বা হরদ্ভিঃ সমর্পয়দ্ভিশ্চিরকালীনৈর্লোকপালৈঃ কিরীটাগ্রেণ ঈড়িতং স্তুতং পাদপীঠং যস্য। প্রণমতাং কিরীটসংঘট্টধ্বনিরেব স্তুতিহেতুত্বেনোৎপ্রেক্ষ্যতে ॥ ৭ ॥

পরমানন্দ সম্পত্তি দ্বারা সমস্ত ভোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং লোকপাল সকল বলিসমর্পণ পূর্ব্বক কিরীটাগ্র দ্বারা যাঁহার পাদপীঠের স্তুতি করেন, যেই স্বয়ং ভগবানের উগ্রসেনের অনুবৃত্তি আমাদিগকে বড়ই ব্যথা দিতেছে ॥ ৭ ॥

ইহার ব্যাখ্যা (৩০) পৃষ্ঠা (১৮) শ্লোকে দেখুন। শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর এবং তাঁহার সমান ও তাঁহা অপেক্ষা অধিক (অর্থাৎ বড়) নাই,—তাহাই এই শ্লোক দ্বারা সমর্থন করিলেন ॥৮॥

ইহার ব্যাখ্যা মধ্যলীলা (২০) পরিচ্ছেদে (৫০) শ্লোকে দেখুন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং রুদ্র এই তিন কৃষ্ণের আজ্ঞাকারী,—ইহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রমাণ করিলেন। ব্রহ্মা ও রুদ্রের আজ্ঞাকারিত্ব সুস্পষ্টই আছে। যখন বলিলেন পুরুষরূপ দ্বারা পালন করেন, ইহাতে পুরুষ কারণ, ত্রিশক্তিধারী ভগবান্ কর্ত্তা, যেমন কুঠার দ্বারা কাষ্ঠচ্ছেদন করিতেছে বলিলে, ছেদন কুঠারেই করিলেও কুঠার যেমন কর্ত্তার অধীন, তদ্রূপ পুরুষ পালন করিলেও সেই ত্রিশক্তিবিশিষ্ট কর্ত্তার অধীন বলিয়াই বলিলেন—তিন আজ্ঞাকারী। আজ্ঞাকারী—অর্থাৎ দাসত্বাভিমানী ॥৯॥

ইহার ব্যাখ্যা (৮০.৮১) পৃষ্ঠা (৭) শ্লোকে দেখুন। প্রথমপুরুষ মহাবিষ্ণুই যখন কৃষ্ণের কলা, তখন দ্বিতীয়াদি পুরুষের কথা বিশেষ বলিবার প্রয়োজন থাকিল না ॥১০॥

১। পরম ইত্যাদি পদ্যার্দ্ধ শ্লোকোক্ত 'স্বয়ং' পদের ব্যাখ্যা। ২। তাঁতে—ইত্যাদি পদ্যার্দ্ধ 'অসাম্যাতিশয়' এই বিশেষণপদের ব্যাখ্যা।

৩। সৃষ্ট্যাদির—সৃষ্টি, পালন এবং প্রলয়ের। ৪। তিন—ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং হর। এই পদ্যে সামান্যাকারে 'ত্র্যধীশ' এই বিশেষণপদের অর্থ করিলেন। ৫। এ সামান্য—অর্থাৎ ত্র্যধীশ্বরের পূর্ব্বার্থ।

৬। এহো—এই তিন পুরুষাবতার। যার—কৃষ্ণের। অংশী—অংশের অধীশ্বর। যখন তিন পুরুষাবতার কৃষ্ণের অংশ, তখন তিন পুরুষের কৃষ্ণ অধীশ্বর। ৭। গূঢ়—অন্তরঙ্গ। ৮। যার—যে তিন বাসস্থানের।

৯। অন্তঃপুর ইত্যাদি—গোলোকরূপ বৃন্দাবন অর্থাৎ নিত্যলীলাস্থান। যাহা—যে গোলোকে।

যাঁহা নিত্যস্থিতি মাতা-পিতা-বন্ধুগণ।
১। মধুর ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-কৃপাদি-ভাণ্ডার;
যোগমায়া দাসী যাঁহা রাসাদি-লীল-সার।

তথাহি গোস্বামিপাদোক্ত শ্লোকঃ—

করুণানিকুরম্বকোমলে
মধুরৈশ্বর্য্যবিশেষশালিনি।
জয়তি ব্রজরাজনন্দনে
ন হি চিন্তাকণিকাভ্যুদেতি নঃ ॥১১॥

২। তার তলে পরব্যোম বিষ্ণুলোক নাম,
নারায়ণ আদি অনন্তস্বরূপের ধাম।
৩। মধ্যম আবাস কৃষ্ণের ষড়ৈশ্বর্য্যভাণ্ডার,
অনন্ত স্বরূপে যাঁহা করেন বিহার।
৪। অনন্ত বৈকুণ্ঠ যাঁহা ভাণ্ডার কোঠরী;
পারিষদগণ ষড়ৈশ্বর্য্য আছে ভরি।

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে ত্রিচত্বারিংশ-শ্লোকঃ—

গোলকনাম্নি নিজধাম্নি তলে চ তস্য,
দেবীমহেশহরিধামসু তেষু তেষু।
তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ যেন,
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥১২॥

করুণেতি। করুণানিকুরম্বেণ কৃপাভরেণ কোমলে মৃদবে দয়ার্দ্রে ইতি যাবৎ তথা মধুরৈর্মনোহরৈরৈশ্বর্য্যবিশেষৈঃ শালতে শোভত ইতি মনোহরৈশ্বর্য্যপ্রকটনপরে, এবম্ভূতে ব্রজরাজনন্দনে নন্দতনয়ে, জয়তি অসমোর্দ্ধমুৎকর্ষমাবিষ্কুর্ব্বতি সতি, নোঽস্মাকং চিন্তাকণিকা চিন্তালেশোনাভ্যুদেতি তদুল্লাসাদেবাস্মাকমুল্লাস ইতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

তদিদং প্রপঞ্চগতমাহাত্ম্যমুক্ত্বা নিজধামগতমাহ—গোলোকেতি। দেবীমহেশেত্যাদি গণনং ব্যুৎক্রমেণ জ্ঞেয়ং। দেব্যাদীনাং যথোত্তরমূর্দ্ধোর্দ্ধপ্রভাবত্বাদ্ ভূর্লোকানামূর্দ্ধোর্দ্ধভাবিত্বমিতি। গোলোকস্য সর্ব্বোর্দ্ধগামিত্বং সর্ব্বব্যাপকত্বঞ্চ ব্যবস্থাপিতমস্তি। ভুবি প্রকাশমানস্য বৃন্দাবনস্য তু তেনাভেদ এব দর্শিতঃ। 'স তু লোকস্ত্বয়া কৃষ্ণ সীদমানঃ কৃতাত্মনা। ধৃতো ধৃতিমতা বীরনিঘ্নতোপদ্রবং গবা'মিত্যানেন অভেদেনৈব হি গোলোক এব নিবসতীত্যেবকারঃ সংঘটতে। অতো ভুবি প্রকাশমানেঽস্মিন্ বৃন্দাবনেঽপি তস্য নিত্যবিহারিত্বং শ্রূয়তে, যথা আদিবারাহে—'বৃন্দাবনং দ্বাদশমং বৃন্দয়া পরিরক্ষিতং। হরিণাধিষ্ঠিতং তচ্চ ব্রহ্মরুদ্রাদিসেবিতং'। তত্র চ বিশেষঃ। 'কৃষ্ণক্রীড়াসেতুবন্ধং মহাপাতকনাশনং। বল্লবীভিঃ ক্রীড়নার্থং কৃত্বা দেবো গদাধরঃ। গোপকৈঃ সহিতস্তত্র ক্ষণমেকং দিনে দিনে। অত্রৈব রমণার্থং হি নিত্যকালং স গচ্ছতি' ইতি। অতএব বৃহদ্গৌতমীয়ে নারদ উবাচ—'কিমিদং দ্বাদশবনং বৃন্দারণ্যং বিশাংপতে। শ্রোতুমিচ্ছামি ভগবন্ যদি যোগ্যোঽস্মি মে বদ। শ্রীকৃষ্ণ উবাচ। ইদং বৃন্দাবনং রম্যং মম ধামৈব কেবলং। পঞ্চযোজনমেবাস্তি বনং মে দেহরূপকং। কালিন্দীয়ং সুষুম্নাখ্যা পরমামৃতবাহিনী। অত্র দেবাশ্চ ভূতানি বর্ত্তন্তে সূক্ষ্মরূপতঃ। সর্ব্বদেবময়শ্চাহং ন ত্যজামি বনং কচিৎ। আবির্ভাবস্তিরোভাবো ভবত্যেব যুগে যুগে। তেজোময়মিদং রম্যমদৃশ্যং চর্ম্মচক্ষুষা' ইতি। এতদ্রূপমাশ্রিত্য বারাহাদৌ তে নিত্যকদম্বাদয়ো বর্ণিতাঃ। তস্মাদস্মদ্দৃশ্যমানস্যৈব বৃন্দাবনস্য অস্মদদৃশ্যস্তাদৃশপ্রকাশবিশেষ এব গোলোক ইতি লব্ধং। যদা চাস্মদ্দৃশ্যমানে প্রকাশে সপরিকরঃ শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভবতি তদেবাস্যাবতার ইত্যুচ্যতে। তদৈব চ রসবিশেষপোষায় সংযোগবিরহৌ পুনঃ সংযোগাদিময়ী বিচিত্রলীলা মায়াময়পারদার্য্যাদিব্যবহারশ্চ গম্যতে। যদা তু যথাত্র যথা যাস্তত্র কন্যাতন্ত্র-যামলসংহিতা-পঞ্চরাত্রাদিষু তথা দিগ্দর্শনেন বিশেষা জ্ঞেয়াঃ। তথাচ শ্রীদশমে—জয়তি জননিবাসো

দয়ার্দ্র এবং মধুর ঐশ্বর্য্যশালী ব্রজরাজনন্দনের উৎকর্ষ আবিষ্কৃত হইলে আমাদিগের আর কোন চিন্তার কারণ নাই ॥১১॥

যাহার নিম্নদেশে ভূর্লোকাদির ঊর্দ্ধে যথাক্রমে দেবী (অর্থাৎ মায়া) লোক তদুপরি শিবলোক এবং তাহার উপরি

অন্তঃপুরে যেমন গুরুবর্গের সহিত অবস্থিতি হয় সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ অন্তরঙ্গ পরিকরের সহিত গোলোকে অবস্থিতি করেন—ইহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রকাশিত হইল। অতএব গোলোক অন্তঃপুরসদৃশ ॥১১॥

১। মধুর—মনোহর। দাসী—কৃষ্ণের ইচ্ছানুসারে রাসলীলার সহায়তাকারিণী।
২। তার—গোলোকের। ৩। মধ্যম আবাস—বৈঠকখানা বাড়ী। ৪। যাঁহা—যে পরব্যোমে।

তথাহি শ্রীলঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে শ্রীবিষ্ণোর্ধামকথনে সপ্তাশীতিতমাঙ্কধৃতপাদ্মোত্তরখণ্ডং—

প্রধানপরব্যোম্নোরন্তরে বিরজা নদী।
বেদাঙ্গস্বেদজনিতৈস্তোয়ৈঃ প্রস্রাবিতা শুভা ॥১৩
তস্যাঃ পারে পরব্যোম ত্রিপাদ্ভূতং সনাতনং।
অমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনন্তং পরমং পদং ॥১৪॥

১। তার তলে বাহ্যাবাস বিরজার পার ;
২। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁহা কোঠরী অপার।
৩। দেবীধাম নাম তার জীব যার বাসী ;
৪। জগল্লক্ষ্মী রাখি যাঁহা রহে মায়া দাসী।
৫। এই তিন ধামে রহয়ে কৃষ্ণ অধীশ্বর ;
গোলোক পরব্যোম প্রকৃতির পর।

দেবকীজন্মবাদো যদুবংরতাদি। তথাচ পাদ্মে নির্ম্মাণখণ্ডে শ্রীভগবদ্বাক্য-ব্যাসবাক্যে। পশ্য ত্বং দর্শয়িষ্যামি স্বরূপং বেদগোপিতং। ততোহপশ্যমহং ভূপ বালং কালাম্বুদপ্রভং। গোপকন্যাবৃতং গোপং হসন্তং গোপবালকৈরিত্যনেনালঙ্ক-স্ত্রীদর্শবয়স্কতাদিবোধকেন কন্যাপদেন তাসামন্যাদৃশত্বং নিরাক্রিয়তে। তথাচ গোতমীয়তন্ত্রে চতুর্থাধ্যায়ে—অথ বৃন্দাবনং ধ্যানমিত্যারভ্য তদ্ধ্যানং। “স্বর্গাদেরপরিভ্রষ্টকন্যকাশতমণ্ডিতং। গোগোবৎসগণাকীর্ণং বৃংৎষৈশ্চ মণ্ডিতং। গো কন্যাসহস্রৈস্ত পদ্মপত্রায়তেক্ষণৈঃ। অর্চ্চিতং ভাবকুসুমৈস্ত্রৈলোক্যৈকগুরুং হরিমিতি।” তদ্দর্শনাধিকারী চ দর্শিত-স্তত্রৈব সদাচারপ্রসঙ্গে—“অহর্নিশং জপেন্মন্ত্রং মন্ত্রী নিয়তমানসঃ। স পশ্যতি ন সন্দেহো গোপরূপধরং হরিমিতি।” তত্রৈবান্যত্র। “বৃন্দাবনে বসেদ্ধীমান্ যাবৎ কৃষ্ণস্য দর্শনমিতি।” ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্রে চাষ্টাদশাক্ষরপ্রসঙ্গে—“অহর্নিশং জপেদ্ যস্তু মন্ত্রী নিয়তমানসঃ। স পশ্যতি ন সন্দেহো গোপবেশধরং হরিমিতি।” অতএব তাপন্যাং ব্রহ্মবাক্যং—“তদু হোবাচ ব্রাহ্মণোহসাবনবরতং মেধ্যাতন্ততঃ পরার্দ্ধান্তে সোহবুধ্যত গোপবেশো মে পুরস্তাদাবির্ভূবতি তস্মাৎ ক্ষীরোদ-শায্যাদ্যবতারতয়া তস্য যৎ কথনং তত্তু তত্তদংশানাং তত্র প্রবেশাপেক্ষয়া। তদলং বিস্তারেণ শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে দর্শিতমেব। অথ প্রস্তুতমনুসরামঃ। দেবীমহেশহরিধাম্নামুপরিধামত্বং দর্শিতং ॥ ১২ ॥

প্রধানেতি। প্রধানং প্রকৃতিঃ পরব্যোম মহাবৈকুণ্ঠলোকঃ তয়োরন্তরে মধ্যে বিরজানাম্নী নদী পরিখাভূতা চিহ্নরূপা সীমাবিধায়িনীত্যর্থঃ, বর্ত্তত ইতি শেষঃ। কা সা ইত্যপেক্ষায়ামাহ—বেদাঙ্গেতি। বেদরূপস্য স্বতঃসিদ্ধস্য ভগবতোঽঙ্গাৎপন্নবর্ম্মজনিতৈস্তোয়ৈরিতি (বিশেষণে তৃতীয়া অশ্বমেধেন যজেতেতিবৎ)। প্রস্রাবিতা প্রবাহিতা শুভা ত্রিলোকপাবনী মন্দাকিন্যাদিরূপেণেত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

তস্যা ইতি। তস্যা বিরজায়াঃ পারে ঊর্দ্ধং পরব্যোম বর্ত্ততে, কিম্ভূতং তদিত্যাহ—ত্রিপাদ্ভূতং ত্রিপাদ্বিভূতিরূপং “ত্রিপাদূর্দ্ধমুদৈদি”তি শ্রুতেঃ। সনাতনং সর্ব্বদৈকরূপং। অমৃতং সুমধুরং শাশ্বতং মুহুর্ণবায়মানং। নিত্যং উৎপত্তিবিনাশ-শূন্যং। অনন্তং দেশকালাদ্যপরিচ্ছিন্নং। অতএব তৎ পদং পরমং সর্ব্বোৎকৃষ্টমিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে স্বস্বলোক (অর্থাৎ পরব্যোম) বিরাজ করিতেছেন, সেই সেই ধামে তাদৃশ প্রভাবরাশির যিনি বিধান করিয়াছেন, সেই সর্ব্বোপরি গোলোকে বিরাজমান গোবিন্দকে আমি ভজনা করি ॥ ১২ ॥

প্রধান এবং পরব্যোমের মধ্যবর্ত্তিনী বিরজানাম্নী নদী নারায়ণের অঙ্গসম্ভূত স্বেদজলে প্রবাহিত হইয়া সকলের শুভসম্পাদন করেন ॥ ১৩ ॥

সেই বিরজার পারে ত্রিপাদ্বিভূতিরূপ সনাতন পরব্যোম বিদ্যমান রহিয়াছেন। সেই ধাম অমৃত, শাশ্বত, নিত্য এবং অনন্ত, অতএব সেই ধাম পরম উৎকৃষ্ট ॥ ১৪ ॥

১। তার—পরব্যোমের। বাহ্যাবাস—বাহির বাটী, বাটীর বহির্ভাগ। পার—অপর পার অর্থাৎ নিম্নে।
২। যাঁহা—যে বাহ্যাবাসে। অপার—অনন্ত ; অর্থাৎ যে বাহ্যাবাসে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডগণ অনন্ত কোঠরী স্বরূপ।
৩। দেবীধাম—মায়াধাম। তার—বাহ্যাবাসের। জীব—বদ্ধজীব। যার—যে মায়াধামের। বাসী—বাসিন্দা।
৪। জগল্লক্ষ্মী—প্রাকৃত বিভূতি ; অর্থাৎ সেই স্থানে জগল্লক্ষ্মীকে স্বামিনী করিয়া রাখিয়া মায়া দাসী হইয়া অবস্থিতি করেন।
৫। তিন—গোলোক, পরব্যোম এবং দেবীধাম। অধীশ্বর—এই তিন ধামের অধীশ্বর অতএব অধীশ্বর। পর—অতীত।

১। চিচ্ছক্তি বিভূতি ধাম ত্রিপাদৈশ্বর্য্য নাম ;
মায়িক বিভূতি একপাদ অভিধান।

তথাহি শ্রীলঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে
ত্রিপাদভূমিকথনে চতুর্থাঙ্কধৃতপাদ্মোত্তরখণ্ডং—

ত্রিপাদ্বিভূতের্ধামত্বাৎ ত্রিপাদ্ভূতং হি তৎ পদং
বিভূতির্মায়িকী সর্ব্বা প্রোক্তা পাদাত্মিকা যতঃ॥ ১৫

২। ত্রিপাদ-বিভূতি কৃষ্ণের বাক্য-অগোচর।
একপাদ বিভূতির শুনহ বিস্তার।
অনন্তব্রহ্মাণ্ডের যত ব্রহ্মারুদ্রগণ ;
'চিরলোকপাল'-শব্দে তাহার গণন।
একদিন দ্বারকাতে কৃষ্ণ দেখিবারে ,
ব্রহ্মা আইলা ; দ্বারপাল জানাইলা কৃষ্ণেরে।
কৃষ্ণ কহেন "কোন্ ব্রহ্মা ? কি নাম তাহার ?"
৩। দ্বারী আসি ব্রহ্মারে পুছয়ে আরবার।
বিস্মিত হইয়া ব্রহ্মা দ্বারীকে কহিল—
"কহ গিয়া সনকপিতা চতুর্ম্মুখ আইল।"
কৃষ্ণে জানাইয়া দ্বারী ব্রহ্মা লয়ে গেলা ;
কৃষ্ণের চরণে ব্রহ্মা দণ্ডবৎ কৈলা।
৪। কৃষ্ণ মান্য-পূজা করি তাঁরে প্রশ্ন কৈল—
"কি লাগি তোমার ইহাঁ আগমন হৈল ?"
ব্রহ্মা কহে—"তাহা পাছে করিব নিবেদন
এক সংশয় মনে হয়, করহ ছেদন।
'কোন্ ব্রহ্মা' পুছিলে তুমি কোন্ অভিপ্রায়ে ?
৫। আমা বহি জগতে আর কোন্ ব্রহ্মা হয়ে ?"
৬। শুনি হাসি কৃষ্ণ তবে করিলেন ধ্যায়ানে,
অসংখ্য ব্রহ্মার গণ আইল ততক্ষণে।
দশ-বিশ-শত-সহস্রাযুত-লক্ষ-বদন ;
কোট্যর্ব্বুদ-মুখ কারো না যায় গণন।
রুদ্রগণ আইলা লক্ষ-বদন কোটি-বদন ;
ইন্দ্রগণ আইল লক্ষ-কোটি-নয়ন।
দেখি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা ফাঁপর হইল ;
৭। হস্তিগণ মধ্যে যেন শশক রহিল।
আসি সব ব্রহ্মা কৃষ্ণ-পাদপীঠ আগে ;
দণ্ডবৎ করি পড়ে—মুকুট পীঠে লাগে।
কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি লিখিতে কেহ নারে ;
৮। যত ব্রহ্মা তত মূর্ত্তি একই শরীরে।
৯। পাদপীঠ-মুকুটাগ্র-সংঘট্টে উঠে ধ্বনি ;
১০। পাদপীঠ স্তুতি করে মুকুট হেন জানি।
যোড়হাতে ব্রহ্মারুদ্রাদি করয়ে স্তবন—
"বড় কৃপা কৈলে প্রভু ! দেখাইলে চরণ।

ত্রিপাদ্বিভূতেরিতি। তৎপদং গোলোকপরব্যোমস্থানং ত্রিপাদ্বিভূতের্ধামত্বাদাশ্রয়ত্বাৎ ত্রিপাদ্ভূতং ত্রিপাৎস্বরূপং উচ্যত ইতি শেষঃ। হি প্রসিদ্ধৌ। যতো যস্মাৎ সর্ব্বা সর্ব্ববিধা মায়িকী বিভূতিঃ পাদাত্মিকা একপাদরূপা প্রোক্তা 'পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানী'তি শ্রুতেঃ ॥১৫॥

যেহেতু সর্ব্ববিধ মায়িকবিভূতিকে পাদাত্মিকা বলিয়াছেন, এই নিমিত্ত ত্রিপাদ্বিভূতির আশ্রয়হেতু গোলোক ও পরব্যোমকে ত্রিপাদ্ভূত বলে ॥১৫॥

১। ত্রিপাদ ঐশ্বর্য্য—ত্রিপাদ্বিভূতি। অভিধান—সংজ্ঞা।

২। বাক্য—বাক্যের। এইরূপে "বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠঃ" এই শ্লোকার্দ্ধের অর্থ করিতেছেন।

৩। পুছয়ে—জিজ্ঞাসা করিল। ৪। কৃষ্ণ…করি—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার মান্য (সম্মান) পূজা (সৎকার) করিয়া। তাঁরে—ব্রহ্মারে।

৫। বহি—বই, ব্যতীত। ৬। ধ্যায়ানে—ধ্যান। ৭। শশক—ক্ষুদ্রকায় মৃগজাতি বিশেষ, খরগোস।

৮। যতব্রহ্মা…শরীরে—যত গুলি ব্রহ্মা আগমন করিলেন শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগের এক সময়েই প্রত্যেকের নিকট প্রত্যেকের এক শরীরেই ততগুলি মূর্ত্তিতে প্রকাশ হইলেন।

৯। পাদপীঠ—সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া যাহার উপর চরণ অর্পণ করেন, তাহাকে পাদপীঠ বলে। ১০। প্রণাম সময়ে কিরীটের অগ্রভাগ পাদপীঠে স্পৃষ্ট হওয়ায় তাহার সংঘট্ট উত্থিত শব্দকে স্তুতি বলিয়া উৎপ্রেক্ষা দিলেন।

১। ভাগ্য ! বোলাইলা দাস অঙ্গীকরি।
কোন্ আজ্ঞা হয় ? তাহা করি শিরে ধরি ?"
কৃষ্ণ কহে—"তোমা সবায় দেখিতে চিত্ত হৈল,
তাহা লাগি এক ঠাঞি সবা বোলাইল।
সুখী হও সব,—কিছু নাহি দৈত্য দৈত্যভয় ?"
তারা কহে—"তোমার প্রসাদে সর্ব্বত্রই জয়।
সম্প্রতি পৃথিবীতে যেবা হৈত ভার ;
অবতীর্ণ হঞা তাহা করিলে সংহার।"
দ্বারকাদি-বিভূতির এইত প্রমাণ ;
২। 'আমারি ব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণ' সবার হইল জ্ঞান।
কৃষ্ণ সহ দ্বারকার বৈভব-অনুভব হৈল ;
৩। একত্র মিলনে কেহ কাহ না দেখিল।
তবে কৃষ্ণ সব ব্রহ্মাগণে বিদায় দিলা ;
দণ্ডবৎ হঞা সবে নিজঘরে গেলা।
দেখি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার হৈল চমৎকার !
কৃষ্ণের চরণে আসি কৈল নমস্কার।
৪। ব্রহ্মা বলে "পূর্ব্বে আমি যে নিশ্চয় করিল;
তাহার উদাহরণ আমি আজি তো দেখিল।"

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দশাধ্যায়ে ষট্‌ত্রিংশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্মস্তুতিঃ—

জানন্ত এব জানন্ত কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরং ॥১৬

৫। কৃষ্ণ কহেন এই ব্রহ্মাণ্ড পঞ্চাশৎকোটি যোজন,
অতি ক্ষুদ্র ; তাতে তোমার চারি বদন।
কোন ব্রহ্মাণ্ড শতকোটি, কোন লক্ষকোটি ;
কোন নিযুতকোটি, কোন কোটিকোটি।
৬। ব্রহ্মাণ্ডানুরূপ ব্রহ্মার শরীর-বদন।
এইরূপে পালি আমি ব্রহ্মাণ্ডের গণ।
একপাদ বিভূতি, ইহার নাহি পরিমাণ ;
ত্রিপাদ বিভূতির কে বা করে পরিমাণ ?"

তথাহি শ্রীলঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে বিষ্ণোর্ধামকথনে অষ্টাবিংশতিতমাঙ্কধৃতপাদ্মোত্তরখণ্ডঃ—

তস্যাঃ পারে পরব্যোম
ত্রিপাদ্ভূতং সনাতনং,
অমৃতং শাশ্বতং নিত্য
মনন্তং পরমং পদং ॥১৭॥

তবে কৃষ্ণ ব্রহ্মারে দিলেন বিদায় ;
৭। কৃষ্ণের বিভূতি-স্বরূপ জানন না যায়।
'অধীশ্বর'-শব্দের অর্থ গূঢ় আর হয় ;
'ত্রি'-শব্দে কৃষ্ণের তিনলোক কয়।
৮। গোলোকাখ্য-গোকুল, মথুরা, দ্বারাবতী ;
এই তিনলোকে কৃষ্ণের সহজ নিত্যস্থিতি।
অন্তরঙ্গ পূর্ণৈশ্বর্য্যপূর্ণ তিন ধাম ;
তিনের অধীশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্।

ইহার ব্যাখ্যা মধ্যলীলা (২১) পরিচ্ছেদ (৬) শ্লোকে দেখুন ॥১৬॥

ইহার ব্যাখ্যা মধ্যলীলা (২১) পরিচ্ছেদ (১৪) শ্লোক দেখুন। যখন ব্রহ্মাণ্ডাদিগত একপাদ বিভূতির পরিমাণ হয় না, তখন ভগবদ্ধামাদিগত ত্রিপাদ বিভূতির পরিমাণ কিরূপে হইতে পারে, ইহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন ॥১৭॥

১। দাস অঙ্গীকরি—অর্থাৎ আমাদিগকে দাস বলিয়া স্বীকার করিয়া।

২। আমারি...জ্ঞান—যখন সকল ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মাই একদা বলিলেন, 'সম্প্রতি তুমি অবতীর্ণ হইয়া সকল ভার হরণ করিলে' তখন সকল ব্রহ্মারই এক জ্ঞান আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ আমার ব্রহ্মাণ্ডেই অবতীর্ণ হইয়াছেন, বস্তুতঃ চতুর্মুখব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণকে সকল ব্রহ্মাই দর্শন করিলেন।

৩। কাহ না দেখিল—চতুর্মুখ ব্রহ্মা সকলকেই দেখিলেন, আর কেহই কোন ব্রহ্মাকে দেখিলেন না।

৪। যে নিশ্চয় করিল—অর্থাৎ কৃষ্ণের বৈভব যে শরীর মন এবং বাক্যের অগোচর, এই যে নিশ্চয় করিয়াছি। ৫। এই ব্রহ্মাণ্ড—অর্থাৎ তুমি যাহার ব্রহ্মা। ৬। ব্রহ্মাণ্ডানুরূপ—যে ব্রহ্মাণ্ড যে পরিমিত, তাহার ব্রহ্মার শরীরাদিও সেইরূপ না হইলে শোভা পায় না।

৭। জানন না যায়—অর্থাৎ বোধগোচর হয় না। ৮। গোলোকাখ্য—যাহার আখ্যা অর্থাৎ নাম গোলোক সেই গোকুল।

পূর্ব্ব-উক্ত ব্রহ্মাণ্ডের যত দিক্‌পাল ;
১। অনন্ত বৈকুণ্ঠাবরণ চিরলোকপাল ;
তা সবার মুকুট কৃষ্ণপাদপীঠ-আগে।
২। দণ্ডবৎকালে তার মণি পীঠে লাগে।
মণি পীঠে ঠেকাঠেকি উঠে ঝন্‌ঝনি ;
পীঠের স্তুতি করে মুকুট হেন অনুমানি।
৩। নিজ-চিচ্ছক্ত্যে কৃষ্ণ নিত্য বিরাজমান ;
চিচ্ছক্তিসম্পত্তির ষড়ৈশ্বর্য্য নাম।
৪। সেই স্বারাজ্যলক্ষ্মী করে নিত্য পূর্ণকাম ;
অতএব বেদে কহে স্বয়ংভগবান্।
কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য অপার অমৃতের সিন্ধু ;
অবগাহিতে নারি তার ছুইল একবিন্দু।"

ঐশ্বর্য্য কহিতে প্রভুর কৃষ্ণস্ফূর্তি হৈল ;
মাধুর্য্যে মজিল মন এক শ্লোক পড়িল।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বাদশশ্লোকে বিদুরং প্রতি উদ্ধববাক্যং—

যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগ-
মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতং।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ
পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গং ॥১৮॥

যথারাগঃ।

কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
৫। নরবপু তাহার স্বরূপ।

তত্র হরাবুপ্তাত্মনাং নিশ্চয়মাহ—যন্মর্ত্ত্যেতি। স্বযোগমায়াবলং স্বচিচ্ছক্তিবীর্য্যং তাদৃশসৌভাগ্যস্যাপি প্রকাশিকেয়ং ভবতীত্যেবংবিধং দর্শয়তা সাক্ষাৎকুর্ব্বতা গৃহীতং প্রকটীকৃতং। সকলস্ববৈভববিদ্বদ্‌গণবিস্মাপনায়েতি ভাবঃ। তত্রাপি প্রতিক্ষণমপ্যপূর্ব্বপ্রকাশাৎ স্বস্যাপি বিস্মাপনং নবোদ্ধামচমৎকৃতিকরং। যতঃ সৌভগর্দ্ধেঃ মহাশ্চর্য্যসৌন্দর্য্যপরমাবধেঃ পরং পদং পরা প্রতিষ্ঠা। নমু তস্য ভূষণস্তস্তি সৌভগহেতুরিত্যত্রাহ—ভূষণেতি। ভূষণানাং কৌস্তুভমকরকুণ্ডলাদীনাং ভূষণানি অঙ্গানি যস্যেতি তৎ। কীদৃশং মর্ত্ত্যলীলানাং বিচিত্রনরলীলানাং মনুষ্যরীত্যাপি হিতৈশ্বর্য্যাণাং ঔপয়িকমতিযোগ্যং নরাকৃতীত্যর্থঃ। যন্নিম্বং ॥ ১৮ ॥

ভগবান্ স্বীয় চিচ্ছক্তির সামর্থ্য দেখাইবার জন্য যাহার আবিষ্কার করিয়াছিলেন, যাহা তাঁহারও চমৎকৃতিকর, যাহা সৌন্দর্য্যরাশির পরাপ্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আকরস্বরূপ, এবং যাহা স্বস্বরূপভূত কৌস্তুভমকরকুণ্ডলাদিরও পরমশোভাসম্পাদক, সেই নরাকৃতি শ্রীমূর্ত্তি বিচিত্র নরলীলার অতীব যোগ্য ॥ ১৮ ॥

কৃষ্ণের রূপ ও মাধুর্য্য অনন্তসিন্ধু, ইহাই দেখান হইল ॥ ১৮ ॥

১। অনন্ত···পাল—ব্যাখ্যেয় শ্লোকস্থ 'চিরলোকপাল' শব্দের পুনর্ব্বার অন্যবিধ অর্থ করিতেছেন। চিরলোকপাল—অনাদি লোকপাল অর্থাৎ অনন্ত বৈকুণ্ঠের আবরণদেবতা। ২। তার মণি—সেই মুকুটের অগ্রস্থিত মণি।

৩। নিজ চিচ্ছক্ত্যে—স্বরূপভূত চিচ্ছক্তির সহিত। চিচ্ছক্তি সম্পত্তির—চিচ্ছক্তিরূপ সম্পত্তির। এইরূপে শ্লোকস্থ 'স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকাম'—এই পদের ব্যাখ্যা করিতেছেন।

৪। সেই স্বারাজ্যলক্ষ্মী—সেই চিচ্ছক্তিসম্পত্তিকে স্বারাজ্যলক্ষ্মী বলে। তিনিই নিত্য কৃষ্ণের কাম (কামনা) পূর্ণ করেন।

৫। অতএব—যেহেতু নিরন্তর স্বারাজ্যলক্ষ্মী তাঁহার কাম পূরণ করেন এইহেতু। এই পর্য্যন্ত 'স্বয়ন্ত' ইত্যাদি শ্লোকটীর ব্যাখ্যা শেষ হইল।

৬। নরবপু—নরাকৃতি শরীর ; তাহার—কৃষ্ণের। স্বরূপ—স্বরূপলক্ষণ, নরাকৃতি পরংব্রহ্ম। শাস্ত্রে পরব্রহ্মকে নরাকৃতি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ; কতকগুলি শুক্রমূত্রপায়ী নরপিশাচ এই নরবপুর অর্থ সাধারণ নরদেহ বলিয়া নির্ণয় করতঃ, যে রত্নের বিনিময়ে আর কোন রত্ন নাই, যে রত্ন আর্য্যকুল ভিন্ন অন্যত্র দুর্লভ, সেই সতীত্বরত্নকে অপহরণ করে ; তাহাদিগের রহস্য উপদেশ এই যে—"আমাদিগের এই নরদেহই কৃষ্ণস্বরূপ, সুতরাং ইহার সহিত বিহারাদি করিলেই কৃষ্ণসেবা হয়, এই দেহের ভুক্তাবশেষ ভোজন করিলেই কৃষ্ণের অধরামৃত সেবন হয় ; কাষ্ঠপাষাণাদির শ্রীবিগ্রহের প্রসাদাদে হয় না, যেহেতু তাহারা মানুষ নয়, অতএব অস্মদাদি সাধুদেহের সন্তোষবিধানই কৃষ্ণের সন্তোষ" ইত্যাদি অনার্য্যের উপদেশে দেশ ছারখারে যাইতেছে। শাস্ত্র মানুষকে পরব্রহ্ম বলেন নাই, নরের ন্যায় (অর্থাৎ সদৃশ) আকৃতি যাহার—এই অর্থ দ্বারা মানুষ যে কৃষ্ণ, ইহা কখনই বুঝায় না। কেবল মনুষ্যের হস্তপদাদি সাদৃশ্য তাঁহাতে আছে এইমাত্র বুঝায় ; নচেৎ আপাততঃ লোকের [illegible] বুঝিয়াছেন, নচেৎ অপ্রাকৃতসচ্চিদানন্দবিগ্রহের সাদৃশ্য প্রাকৃতশোণিতশুক্রসম্ভূত দেহ হইতেই পারেনা। অনুরূপ—যোগ্য।

গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর
নরলীলার হয় অনুরূপ ,

১। কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন !
২। যে রূপের এক-কণ ডুবায় সব ত্রিভুবন,
সব প্রাণী করে আকর্ষণ। ধ্রু।
৩। যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধ সত্ত্ব-পরিণতি,
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
৪। এই রূপরতন, ভক্তগণের গূঢ়ধন,
৫। প্রকট কৈল নিত্যলীলা হৈতে।
৬। রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হয় চমৎকার !
৭। আস্বাদিতে মনে উঠে কাম ;
৮। স্বসৌভাগ্য যার নাম, সৌন্দর্য্যাদি গুণগ্রাম,
৯। এই রূপে তার নিত্যধাম।
ভূষণের ভূষণ অঙ্গ, তাহে ললিত ত্রিভঙ্গ,
তার উপর ভ্রূধনু নর্ত্তন ;
১০। তেরছ নেত্রান্তবাণ, তার দৃঢ়সন্ধান,
১১। বিন্ধে রাধা-গোপীগণ-মন।
১২। ব্রহ্মাণ্ডাদি পরব্যোম, তাঁহা যে স্বরূপগণ,
১৩। তা সবার বলে হরে মন ;
পতিব্রতাশিরোমণি, যারে কহে বেদবাণী,
আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ ;
১৪। চড়ি গোপী-মনোরথে, মন্মথের মন মথে,
নাম ধরে মদনমোহন ;
জিনি পঞ্চশর-দর্প, স্বয়ং নব-কন্দর্প,
রাস করে লঞা গোপীগণ।
নিজসম-সখা-সঙ্গে, গোগণচারণ-রঙ্গে,
বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দবিহার ;
যার বেণুধ্বনি শুনি, স্থাবর-জঙ্গম প্রাণী
পুলক-কম্প বহে অশ্রুধার।
১৫। মুক্তাহার বক-পাঁতি, ইন্দ্রধনুপিচ্ছততি,
পীতাম্বর বিজলীসঞ্চার ;
১৬। কৃষ্ণ নবজলধর, জগৎ-শস্য উপর,
বরিষয়ে লীলামৃত-ধার।
১৭। মাধুর্য্য ভগবত্তাসার, ব্রজে কৈল পরচার
তাহা শুক ব্যাসের-নন্দন ;
স্থানে স্থানে ভাগবতে, বর্ণিয়াছে নানামতে,
তাহা শুনি মাতে ভক্তগণ।”
কহিতে কৃষ্ণের রসে, শ্লোক পড়ে প্রেমাবেশে,
১৮। প্রেমে সনাতন-হাতে ধরি,
গোপীভাগ্য, কৃষ্ণগুণ, যে করিল বর্ণন,
১৯। ভাবাবেশে মথুরানাগরী।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুশ্চত্বারিংশাধ্যায়ে ত্রয়োদশশ্লোকে কংসসভায়াং মল্লযুদ্ধং দৃষ্ট্বা যোষিদ্বাক্যং—

গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং,
লাবণ্যসারমসমোর্দ্ধমনন্যসিদ্ধং।

১। মধুর—মনোহর। ২। যেরূপের একটি মাত্র কণা ত্রিভুবনকে ডুবায়।
৩। বিশুদ্ধসত্ত্ব—ভগবানের সর্ব্বপ্রকাশিকা স্বরূপশক্তি। পরিণতি—বিলাস অর্থাৎ তত্তদ্রূপে প্রকাশ। ৪। রূপরতন—রূপস্বরূপ রত্ন।
৫। নিত্যলীলা হইতে—নিত্যলীলায় এইরূপেই অবস্থিতি আছে ; যোগমায়ার প্রভাব দেখাইবার জন্য লোকে প্রকট করেন।
৬। আপনার—নিজের। ৭। কাম—অভিলাষ। ৮। স্বসৌভাগ্য—সৌন্দর্য্যাদি গুণরাশির নাম সৌভাগ্য। ৯। রূপে—রূপমধ্যে। তার—সৌভাগ্যের। নিত্যধাম—অর্থাৎ কৃষ্ণঅঙ্গ হইতেই সৌন্দর্য্য অন্যত্র সঞ্চারিত হয় বলিয়া কৃষ্ণ-অঙ্গই সৌন্দর্য্যের নিত্যবসতিস্থান।
১০। তেরছ নেত্রান্তবাণ—বক্রকটাক্ষ বাণ। ১১। বিন্ধে—বিদ্ধ করে (রাধার মন ও গোপীগণের মনকে)।
১২। স্বরূপগণ—অবতারাদি। ১৩। বলে—বলপূর্ব্বক। ১৪। মন্মথের মন মথে—কন্দর্পের মন মথন (ক্ষুব্ধ) করিয়া।
১৫। মুক্তাহার…সঞ্চার—মেঘেতে বকপাঁতি, ইন্দ্রধনু এবং বিদ্যুতের প্রকাশ হয় ; এই কৃষ্ণ-মেঘে মুক্তাহার বকপংক্তি স্বরূপ, পিচ্ছততি—ময়ূরপুচ্ছ শ্রেণী (অর্থাৎ চূড়া) ইন্দ্রধনু স্বরূপ এবং পীতাম্বর বিজলী (বিদ্যুৎ) স্বরূপ হইয়া উদিত হইয়াছে। ১৬। জগৎশস্য—জগৎরূপ শস্য।
১৭। মাধুর্য্য ভগবত্তাসার—মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্য ভেদে ভগবত্তা দ্বিবিধ, তন্মধ্যে ভগবত্তার সারাংশ মাধুর্য্য। পরচার—প্রচার।
১৮। সনাতন হাতে—সনাতনের হস্তে।
১৯। মথুরানাগরীগণ গোপীভাগ্য এবং কৃষ্ণের গুণ সম্বন্ধে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, সেই বিষয়ক শ্লোক পাঠ করিলেন।

দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসবাভিনবং দুরাপ-
মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য ॥১৯॥

১। তারুণ্যামৃত-পারাবার, তরঙ্গ লাবণ্যসার,
২। তাতে সে আবর্ত্ত ভাবোদ্গম ;
৩। বংশীধ্বনি-চক্রবাত, নারীর মন তৃণপাত,
৪। তাহা ডুবায়, না হয় উদ্গম।
সখি হে ! কোন্ তপ কৈল গোপীগণ ?
৫। কৃষ্ণরূপসুমাধুরী, পিবি পিবি নেত্র ভরি,
৬। শ্লাঘ্য করে জন্ম-তনু-মন ? ধ্রু।
৭। যে মাধুরীর ঊর্দ্ধ আন্, নাহি যার সমান,
পরব্যোম স্বরূপের গণে ;
৮। যাঁহো সব-অবতারী, পরব্যোমের অধিকারী,
এ মাধুর্য্য নাহি নারায়ণে।
তাতে সাক্ষী সেই রমা, নারায়ণের প্রিয়তমা,
৯। পতিব্রতাগণের উপাস্যা ,
তেঁহো এ মাধুর্য্য-লোভে, ছাড়ি সব কামভোগে
ব্রত করি করিল তপস্যা।

১০। সেইতো মাধুর্য্যসার, অন্যসিদ্ধি নাহি তার,
১১। তেঁহো মাধুর্য্যাদি গুণখনি ;
১২। আর সব প্রকাশে, তাঁর দত্ত গুণ ভাসে,
যাঁহা যত প্রকাশকার্য্য জানি।
১৩। গোপীভাবদর্পণ, নব-নব ক্ষণে-ক্ষণ,
১৪। তার আগে কৃষ্ণের মাধুর্য্য ;
১৫। দোঁহে করি হুড়াহুড়ি, বাড়ে মুখ নাহি মুড়ি,
নব-নব দোঁহার প্রাচুর্য্য।
কর্ম্ম-তপ-যোগ-জ্ঞান- বিধি-ভক্তি-জপ-ধ্যান,
১৬। ইহা হৈতে মাধুর্য্য দুর্ল্লভ ;
কেবল যে রাগমার্গে ভজে কৃষ্ণে অনুরাগে
তারে কৃষ্ণমাধুর্য্য সুলভ।
১৭। সেই রূপ ব্রজাশ্রয়, ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যময়,
দিব্যগুণগণ-রত্নালয় ;
১৮। আনের বৈভবসত্তা, কৃষ্ণদত্ত ভগবত্তা,
কৃষ্ণ সর্ব্ব-অংশী সর্ব্বাশ্রয়।
১৯। শ্রী-লজ্জা-দয়া-কীর্ত্তি-ধৈর্য্য-বৈশারদী মতি,
—এ সব কৃষ্ণের প্রতিষ্ঠিত ॥

ইহার ব্যাখ্যা (৭২) পৃষ্ঠা (২৪) শ্লোকে দেখুন ॥১৯॥

১। তারুণ্যামৃত পারাবার—নব যৌবনরূপ অমৃত-সমুদ্র। লাবণ্য—চাক্‌চিক্য ; তরঙ্গ ··সার—লাবণ্য যে সমুদ্রের তরঙ্গ।
২। আবর্ত্ত—জলভ্রমি, পাক। ভাবোদ্গম—ভাবের উদয় আবর্ত্তস্বরূপ। চক্রবাত—বাত্যা, ঘূর্ণাবায়ু ; বাওচ্যেচ।
৩। বংশীধ্বনি - চক্রবাত স্বরূপ। তৃণপাত -তৃণপত্র স্বরূপ। ৪। তাহা—তারুণ্যামৃত সমুদ্রে। না হয় উদ্গম—অর্থাৎ আর উঠেনা।
৫। পিবি পিবি—নিরন্তর পান করিয়া।
৬। শ্লাঘ্য—সফল, ধন্য। জন্ম—মনুষ্য জন্ম ; শরীর এবং মনের সাফল্যই শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য দর্শন করা।
৭। ঊর্দ্ধ—অধিক। আন—অন্য, অর্থাৎ পরব্যোমে নারায়ণাদি স্বরূপেও তাহার সমান অথবা অধিক মাধুর্য্য নাই।
৮। যাঁহো—যিনি। সব-অবতারী—যাঁহা হইতে পুরুষাদি অবতার হয়। ৯। উপাস্যা—অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। তেঁহো—সেই লক্ষ্মী।
১০। মাধুর্য্যসার—উপাদেয় মাধুর্য্য। অন্য সিদ্ধি নাহি তার—সে মাধুর্য্যে অন্য কোন স্বরূপাদিতে সিদ্ধি অর্থাৎ বিদ্যমানতা নাই।
১১। খনি—আকর, উৎপত্তিস্থান। ১২। প্রকাশে—স্বরূপে। তাঁর দত্ত গুণ ভাসে—অর্থাৎ কার্য্যানুসারে যে স্বরূপে যে গুণ প্রকাশ করা আবশ্যক বোধ করেন, তাহাতে সেই গুণের আবিষ্কার করেন।
১৩। গোপীভাবদর্পণ—গোপীগণের প্রেম স্বচ্ছ দর্পণস্বরূপ। নব নব—নব নবায়মান। ১৪। তার—ভাবদর্পণের। ১৫। দোঁহে—গোপীভাবদর্পণ এবং শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য। হুড়াহুড়ি—অহংপূর্ব্বিকা ; 'আমি আগে আমি আগে' এইভাবকে অহংপূর্ব্বিকা বলে। নাহি মুড়ি—মুদ্রিত না করিয়া (অর্থাৎ থামেনা, ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে)। অর্থাৎ গোপীভাবের অগ্রে কৃষ্ণমাধুর্য্যের বৃদ্ধি হয়, আবার কৃষ্ণমাধুর্য্য দর্শন করিয়া গোপীভাবের বৃদ্ধি হইতে থাকে, আবার গোপীভাবের আধিক্যদর্শনে কৃষ্ণমাধুর্য্যের বৃদ্ধি হয়,—ইহাদিগের পরস্পরের বৃদ্ধির আর নিবৃত্তি নাই।
১৬। ইহা—কর্ম্মাদি সাধন। মাধুর্য্য—কৃষ্ণমাধুর্য্যাস্বাদন।
১৭। সেই রূপ···রত্নালয়—কৃষ্ণের রূপ যখন ব্রজে থাকেন, তখনই ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যময় হইয়া প্রকাশ পান। দিব্য—অপ্রাকৃত।
১৮। আনের—অন্যের, অর্থাৎ কৃষ্ণের ভগবত্তাতেই অন্যমূর্ত্তির বৈভব, যেহেতু কৃষ্ণ সকল অংশের অংশী এবং আশ্রয় ; অংশীর ও আশ্রয়ের গুণেই অংশ ও আশ্রিতের গুণ। ১৯। বৈশারদী মতি—নিপুণ বুদ্ধি। কৃষ্ণের প্রতিষ্ঠিত—কৃষ্ণ হইতে অন্যে সঞ্চারিত।

মুরলীন মৃদু বদান্য, কৃষ্ণ বিনা নাহি অন্য,
করে কৃষ্ণ জগতের হিত।
১। কৃষ্ণ দেখি নানা জন, কৈল নিমিষ নিন্দন,
২। ব্রজে বিধি নিন্দে গোপীগণ ;
সেই সব শ্লোক পড়ি, মহাপ্রভু অর্থ করি,
সুখমাধুর্য্য করে আস্বাদন।

তথাহি শ্রীমদ্‌ভাগবতে নবমস্কন্ধে চতুর্বিংশাধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং—

যস্যাননং মকরকুণ্ডলচারুকর্ণ-
ভ্রাজৎকপোলসুভগং সবিলাসহাসং,
নিত্যোৎসবং ন ততৃপুর্দৃশিভিঃ পিবন্ত্যো
নার্য্যো নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতা নিমেশ্চ ॥২০॥

তথাহি তত্রৈব দশমস্কন্ধে একত্রিংশাধ্যায়ে পঞ্চদশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য গোপীবাক্যং—

অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং,
ত্রুটি যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে,
জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাং ॥২১॥

যথারাগঃ।

৩। কামগায়ত্রী মন্ত্ররূপ, হয় কৃষ্ণের স্বরূপ,
৪। সার্দ্ধ-চব্বিশ অক্ষর তার হয় ;
৫। সে অক্ষর-চন্দ্রচয়, কৃষ্ণ করি উদয়,
ত্রিজগৎ কৈল কামময়।
৬। সখিহে ! কৃষ্ণমুখ-দ্বিজরাজ,
কৃষ্ণবপু সিংহাসনে বসি রাজ্যশাসনে
করে, সঙ্গে চন্দ্রের সমাজ। ধ্রু।
দুই গণ্ড সুচিক্কণ, জিনি মণিদর্পণ,
সেই দুই পূর্ণচন্দ্র জানি ;
৭। ললাটে অষ্টমী-ইন্দু, তাহাতে চন্দনবিন্দু
সেও এক পূর্ণচন্দ্র মানি।
৮। কর-নখ চাঁদের ঠাট, বংশী উপর করে নাট,
৯। তার গীত মুরলীর তান,

তত্র নৃলোকে রমণমেব সর্ব্বোৎকর্ষেণ দর্শয়তি—যস্য ইতি। মকরকুণ্ডলাভ্যাং মকরাকৃতিকুণ্ডলাভ্যাং চারু মনোজ্ঞৌ যৌ কর্ণৌ ভ্রাজন্তৌ শোভমানৌ যৌ কপালৌ গণ্ডৌ চ তৈঃ সুভগং সুন্দরং। তথা বিলাসেন ভাববিশেষেণ হাসো যস্মিন্ তং। তথা নিত্যমুৎসবো যস্মিন্ তং আননং শ্রীমুখং দৃশিভির্নেত্রৈঃ পিবন্ত্যঃ পাতুং প্রবৃত্তা মুদিতা অপি নার্য্যো নরাশ্চ ন ততৃপুর্ন তৃপ্তাঃ। নিমেষোন্মেষমাত্রব্যবধানমপ্যসহমানাস্তৎকর্ত্তুর্নিমেঃ কুপিতাশ্চ বভূবুঃ ॥ ২০ ॥

মকরকুণ্ডলদ্বারা শোভমান মনোহর কর্ণযুগল এবং গণ্ডদ্বয় যাহার সৌন্দর্য্যের আবিষ্কার করিয়াছে, বিলাসযুক্ত হাস্য যাহাতে বিরাজিত এবং সর্ব্বদাই যাহাতে উৎসব অবস্থিতি করিতেছে, শ্রীকৃষ্ণের সেই আনন নেত্র দ্বারা পান করতঃ প্রমোদান্বিত হইয়াও নর-নারী সকল তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই, যেহেতু দর্শনের ব্যবধানকারী নিমেষ-উন্মেষ সহন করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহারা নিমেষের সৃষ্টিকর্ত্তা নিমির প্রতি কোপ করিয়াছিলেন ॥ ২০ ॥

নানাবিধ ব্যক্তি নিমিষের নিন্দা করে—তাহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন ॥২০॥
ইহার ব্যাখ্যা (৭১) পৃষ্ঠা (২১) শ্লোকে দেখুন। ব্রজে গোপীগণ কৃষ্ণদর্শনে নিমেষব্যবধান সহন করিতে না পারিয়া বিধাতাকে নিন্দা করিয়াছিলেন,—তাহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন ॥২১॥

১। নিমিষ নিন্দন—কৃষ্ণদর্শনের প্রতিবন্ধক বলিয়া স্বীয় চক্ষুর নিমেষকে নিন্দা করেন। ২। বিধি নিন্দে—অর্থাৎ 'হে বিধে ! এতাদৃশ কৃষ্ণমাধুর্য্যের সৃষ্টি করিয়া দুইটী চক্ষু দান করা বড়ই অনুচিত, আর তাহাতে নিমেষ দিয়াছ ; অতএব তুমি বড়ই মূর্খ'—ইত্যাদিরূপে গোপীগণ বিধির নিন্দা করেন। ৩। কামগায়ত্রী মন্ত্ররূপ—কামগায়ত্রীরূপ মন্ত্র। ৪। সার্দ্ধ—কামগায়ত্রীর শেষের স্বররহিত তকারের অক্ষরত্বের সহিত মিলিত হইয়া উচ্চারণ না হওয়ায় অর্দ্ধবর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। ৫। অক্ষর—স্বরযুক্ত ব্যঞ্জন। অক্ষরচন্দ্রচয়—অর্থাৎ কামগায়ত্রীর অক্ষররূপ চন্দ্রসমূহ (কর্ত্তৃপদ)। কৃষ্ণ করি উদয়—অর্থাৎ কৃষ্ণকে উদয় (প্রকাশ) করিয়া। চন্দ্র যেমন কামোদ্দীপক, সেইরূপ কামগায়ত্রীর অক্ষরও কৃষ্ণরূপ কামের উদ্দীপক। ৬। দ্বিজরাজ—চন্দ্র, শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। চন্দ্রের সমাজ—সভা ; অর্থাৎ অনেক চন্দ্র সঙ্গে করিয়া রাজ্যশাসন করেন। কোন্ কোন্ চন্দ্র তাহা পরেই বলিতেছেন। ৭। ললাটে—ললাটদেশ অর্দ্ধচন্দ্রাকার, এইহেতু অষ্টমী চন্দ্র বলিলেন। ইন্দু—চন্দ্র। ৮। করনখ—হস্তের নখ। নাট—নৃত্য। ৯।

১। পদনখ-চন্দ্রগণ, তলে করে নর্ত্তন,
নূপুরের ধ্বনি যার গান।
২। নাচে মকরকুণ্ডল, নেত্রলীলা-কমল,
৩। বিলাসী রাজা সতত নাচায় ;
৪। ভ্রূধনু-নাসাবাণ, ধনুর্গুণ দুই কাণ,
৫। নারীর মন লক্ষ্য বিন্ধে তায়।
৬। এই চাঁদের বড় নাট, পসারি চাঁদের হাট,
৭। বিনি-মূলে বিলায় নিজামৃত ;
৮। কাহো স্মিতজ্যোৎস্নামৃতে, কাহাকে অধরামৃতে
সব লোকে করে আপ্যায়িত।
৯। বিপুল আয়তারুণ, মদন-মদ-ঘূর্ণন,
১০। মন্ত্রী যার এ দুই নয়ন ;
লাবণ্য-কেলি-সদন, জন নেত্ররসায়ন,
সুখময় গোবিন্দ-বদন।
১১। যার পুণ্যপুঞ্জ-ফলে, সে মুখ দর্শন মিলে,
দুই আঁখি কি করিবে পান ?
১২। দ্বিগুণ বাড়ে তৃষ্ণালোভ, পীতে নারে মনঃক্ষোভ
দুঃখে করে বিধির নিন্দন—
'না দিলেক লক্ষ কোটি, সবে দিলে আঁখি দুটি
তাহে দিলে নিমেষ-আচ্ছাদনে ;
১৩। বিধি জড় তপোধন, রসশূন্য তার মন
১৪। নাহি জানে যোগ্য সৃজনে।
যে দেখিবে কৃষ্ণানন, তার করে দ্বিনয়ন,
বিধি হঞা হেন অবিচার ?
১৫। মোর যদি বোল ধরে, কোটি আঁখি তার করে
তবে জানি যোগ্য সৃষ্টি তার।'
কৃষ্ণাঙ্গ মাধুর্য্যসিন্ধু, মুখ সুমধুর ইন্দু,
অতি মধুস্মিত সুকিরণ ;
১৬। এ তিনে লাগিল মন, লোভে করে আস্বাদন
১৭। শ্লোক পড়ে সহস্তচালন।

তথাহি শ্রীশ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে দ্বিনবতিতমশ্লোকে বিল্বমঙ্গল-বাক্যং—

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো-
র্ম্মধুরং মধুরং বদনং মধুরং।
মধুগন্ধি মৃদু স্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং ॥২২॥

তাদৃশানন্তমাধুর্য্যবিশেষমনুভূয় সাশ্চর্য্যমাহ—মধুরমিতি। অস্য বিভোর্ব্বপুর্ম্মধুরং মধুরং অতি সুমধুরমিত্যর্থঃ। পুনঃ শ্রীমুখমালোক্য সশিরশ্চালনমাহ—বদনন্তু মধুরং মধুরং মধুরং, অতিতরাং মধুরমিত্যর্থঃ। তত্র স্মিতমনুভূয় সনীৎকারং তন্নির্দেশকতর্জ্জনীচালনপূর্ব্বকমাহ—এতন্মৃদু স্মিতং মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং, অতিতমাং সুমধুরমিত্যর্থঃ ? কীদৃশং ? মধুগন্ধি মধুসৌরভযুক্তং মুখাম্বুজস্য মকরন্দরূপত্বাৎ সর্ব্বমাদকমিত্যর্থঃ। সুরতে কৃতমধুপানত্বাৎ তদীয়গন্ধি বা। মধুরশব্দস্যাভ্যাসাধিক্যেনোত্তরোত্তরং মাধুর্য্যাতিশয়ঃ সূচিতঃ ॥ ২২ ॥

অনন্ত গুণনিধি শ্রীকৃষ্ণের বপু মধুর মধুর, তদপেক্ষা বদন মধুর মধুর মধুর, অহো ! তদপেক্ষা অত্রস্থ মৃদু মন্দ-হসিত মধুর, মধুর, মধুর মধুর (অর্থাৎ কত যে মধুর তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না) ॥ ২২ ॥

১। তলে—নিম্নভাগে। ২। নাচে—অর্থাৎ কর্ণযুগলে। ৩। রাজা—মুখচন্দ্র। নাচায়—অর্থাৎ নেত্ররূপ লীলাকমলদ্বয়কে নাচায়। ৪। ভ্রূ যেন ধনুস্বরূপ, নাসিকা বাণ স্বরূপ। ৫। নারীর মন সেই বাণের লক্ষ্য হইয়াছে। ৬। এই চাঁদের—অর্থাৎ মুখচন্দ্রের। পসারি—প্রসারিত করিয়া অর্থাৎ বিছাইয়া। ৭। বিনি মূলে—বিনামূল্যে। নিজামৃত—স্বীয় নানাবিধ অমৃত। ৮। কাহো—কাহাকেও বা। স্মিতজ্যোৎস্নামৃতে—মন্দহাস্যের ছটারূপ অমৃতে অর্থাৎ তদ্দ্বারা। ৯। বিপুল—দীর্ঘ। আয়ত—বিস্তৃত। মদনমদঘূর্ণন—মদনমদে ঘূর্ণিত। ১০। একাকিনী [illegible] যে রাজার মন্ত্রী।

১১। ফলে—ফলিত হয় অর্থাৎ পুণ্যপুঞ্জের ফলই শ্রীকৃষ্ণমুখদর্শন। ১২। দ্বিগুণ…নিন্দন—অর্থাৎ মুখচন্দ্রের মাধুর্য্যপানে যে পরিমাণে তৃষ্ণা ও লোভের বৃদ্ধি হয় তদ্রূপ পান করিতে পারে না, কারণ দুইটিমাত্র চক্ষু, আবার তাহাতে নিমেষ থাকায় আশানুরূপ পান করিতে না পারিয়া নিমেষযুক্ত নেত্রদ্বয়ের সৃষ্টিকর্ত্তাকে জড় বলিয়া নিন্দা করিতে থাকেন।

১৩। জড়—রসাস্বাদনের বাসনাশূন্য, অর্থাৎ [illegible] দর্শন করিয়া [illegible] তৃপ্তি [illegible] হয় না, তদ্রূপ বাসনাশূন্য মনুষ্যেরও রসাস্বাদন হয় না। তপোধন—অর্থাৎ কঠোরহৃদয়। ১৪। যোগ্য সৃজন—উচিত সৃষ্টি।

১৫। বোল ধরে—অর্থাৎ কথা শুনে। ১৬। তিন—অঙ্গ, মুখ এবং মন্দহাস্য। ১৭। সহস্তচালন—হস্তচালন পূর্ব্বক।

"সনাতন! কৃষ্ণমাধুর্য্য অমৃতের সিন্ধু;
১। মোর মন সন্নিপাতী, সব পিতে করে মতি,
দুর্দ্দৈব-বৈদ্য না দেয় একবিন্দু। ধ্রু।
কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্যপূর, মধুর হইতে সুমধুর,
২। তাতে যেই মুখ-সুধাকর;
মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হৈতে সুমধুর,
তার যেই স্মিত-জ্যোৎস্নাভর।
মধুর হৈতে সুমধুর, তাহা হইতে সুমধুর,
তাহা হইতে অতি সুমধুর;
৩। আপনার এককণে, ব্যাপে সব ত্রিভুবনে,
দশ দিক্ ব্যাপে যার পূর।
৪। স্মিতকিরণসুকর্পূরে, পৈশে অধরমধুপুরে,
সেই মধু মাতায় ত্রিভুবনে;
বংশীছিদ্র-আকাশে, তার গুণ শব্দে পৈশে,
ধ্বনিরূপে পাঞা পরিণামে।
৫। সে ধ্বনি চৌদিকে ধায়, অণ্ড ভেদি বৈকুণ্ঠে যায়
৬। জগতের বলে পৈশে কাণে;
৭। সবা মাতোয়াল করি, বলাৎকারে আনে ধরি
বিশেষতঃ যুবতীর গণে।
৮। ধ্বনি বড় উদ্ধত, পতিব্রতার ভাঙ্গে ব্রত,
পতি কোল হৈতে টানি আনে;
৯। বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীগণে, যেই করে আকর্ষণে
তার আগে কেবা গোপীগণে?
১০। নীবী খসায় পতিআগে গৃহধর্ম্ম করায় ত্যাগে
১১। বলে ধরি আনে কৃষ্ণস্থানে।
লোকধর্ম্ম-লজ্জা-ভয়, সব জ্ঞান লুপ্ত হয়,
ঐছে নাচায় সব নারীগণে।
কাণের ভিতর বাসা করে, আপনি তাঁহা সদা স্ফুরে
অন্য শব্দ না দেয় প্রবেশিতে।
আন্ কথা না শুনে কান, আন্ বলিতে বলে আন্
এই কৃষ্ণের বংশীর চরিতে।"
১২। পুনঃ কহে বাহ্যজ্ঞানে "আন্ কহিতে কহিল আনে
কৃষ্ণকৃপা তোমার উপরে;
মোর চিত্তভ্রম করি, নিজৈশ্বর্য্য-মাধুরী,
মোর মুখে শুনায় তোমারে!
১৩। আমি ত বাউল আন্ কহিতে আন্ কহি;
কৃষ্ণের মাধুর্য্যস্রোতে আমি যাই বহি।"

১। সন্নিপাতী—বায়ু, পিত্ত, কফ এই ত্রিদোষজনিত বিকারকে সন্নিপাত বলে। যাহার সন্নিপাত রোগ হইয়াছে, তাহাকে সন্নিপাতী বলে। সন্নিপাতী রোগী যেমন পিপাসার্ত্ত হইয়া যথেষ্ট জল পান করিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু বৈদ্য সর্ব্বদা জল পান করিতে দেয় না, তদ্রূপ আমার মন কৃষ্ণমাধুর্য্য পান করিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য একবিন্দুও পান করিতে দেয় না। ২। তাতে—সেই কৃষ্ণাঙ্গে। তার—সেই মুখের। ভর—রাশি। ৩। আপনার…পূর—সেই স্মিতজ্যোৎস্নাপূর নিজের একবিন্দু দ্বারা ত্রিভুবন এবং দশদিক্ ব্যাপ্ত করে। যার—স্মিতজ্যোৎস্নার। পূর—রাশি।

৪। স্মিতকিরণ…ত্রিভুবনে—স্মিতকিরণরূপ কর্পূর অধরমধুতে যখন প্রবিষ্ট হয় (অর্থাৎ মিশিয়া যায়) তখন আবার সেই অধরমধু ত্রিভুবনকে মাতাইয়া তোলে, অর্থাৎ তখন কাহারও বিচারশক্তি থাকে না। তার—শব্দের। আকাশের গুণ শব্দ—বংশীছিদ্ররূপ আকাশের গুণ যে শব্দ (বংশীধ্বনিতে মিশিয়া এক হইয়া বংশীধ্বনিরূপে পরিণত হয়) অর্থাৎ সেই মধু বংশীধ্বনিরূপে নিঃসৃত হয়।

৫। অণ্ড—ব্রহ্মাণ্ড। ৬। জগতের বলে পৈশে কাণে—বলপূর্ব্বক জগতের কর্ণযুগলে প্রবিষ্ট হয়। ৭। মাতোয়াল করি—সংজ্ঞাশূন্য করিয়া। বলাৎকারে—বলপূর্ব্বক। ৮। ব্রত—পতিসেবারূপ ব্রত।

৯। যেই—বংশীধ্বনি। ১০। নীবী—কটিদেশ বস্ত্রবন্ধন। ১১। বলে—বলপূর্ব্বক। তাঁহা—সেই কর্ণমধ্যে। স্ফুরে—প্রকাশ পায়।

১২। বাহ্যজ্ঞানে—অর্থাৎ বাহ্যানুসন্ধান হইল। আন্ কহিতে কহিল আনে—অর্থাৎ এক কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইয়া আর কথা বলিলাম। কৃষ্ণকৃপা…উপরে—অর্থাৎ হে সনাতন! তোমার প্রতি কৃষ্ণের যথেষ্ট কৃপা বোধ হইতেছে, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ আমার চিত্তের ভ্রম জন্মাইয়া আমার মুখ দিয়া নিজের ঐশ্বর্য্য এবং মাধুর্য্য তোমাকে শুনাইলেন, ইহাই কৃপার চিহ্ন।

১৩। বাউল—বাতুল। উন্মত্ত—পাগল। বহি—ভাসিয়া।

তবে প্রভু ক্ষণ এক মৌন করি রহে ;
মনে ধৈর্য্য করি পুনঃ সনাতনে কহে।
কৃষ্ণের মাধুরী আর মহাপ্রভুর মুখে ;
ইহা যেই শুনে সেই ভাসে প্রেমসুখে।
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ;
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে সম্বন্ধতত্ত্ববিচারে শ্রীকৃষ্ণৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যবর্ণনং নাম একবিংশতি পরিচ্ছেদঃ।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং তং করুণার্ণবং।
কলাবপ্যতিগূঢ়েয়ং ভক্তি র্যেন প্রকাশিতা ॥১॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ! নিত্যানন্দ !
জয়াদ্বৈতচন্দ্র ! জয় গৌরভক্তবৃন্দ !

এই ত করিল সম্বন্ধ-তত্ত্বের বিচার ;
বেদশাস্ত্রে উপদেশে—কৃষ্ণ এক সার।
এবে কহি শুন অভিধেয়লক্ষণ—
১। যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণ, কৃষ্ণপ্রেমধন।
২। কৃষ্ণভক্তি অভিধেয় সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ;
অতএব মুনিগণ করিয়াছে নিশ্চয়।

তথাহি মুনিবাক্যং —

শ্রুতি র্মাতা পৃষ্টা দিশতি ভবদারাধনবিধিং,
যথা মাতুর্ব্বাণী স্মৃতিরপি তথা ভক্তিভগিনী।

বন্দ ইতি। তং প্রসিদ্ধং করুণার্ণবং দয়াসমুদ্রং অপরিচ্ছিন্নদয়াশ্রয়ং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবমহং বন্দে। কিদৃশী সা করুণেত্যপেক্ষায়ামাহ—যেন দেবেন অতিগূঢ়া যোগ্যপাত্রাভাবাৎ সত্যাদিষু যুগেষু কস্মৈচিদপ্যনর্পিতা ইয়ং ভক্তিঃ কলাবপি তামসযুগেঽপি যেন প্রকাশিতা। প্রকাশিতেতি সূর্য্যোপমা, সূর্য্যো যথা উদিতোব স্থানাস্থানবিচারমকৃত্বৈব স্বকিরণজালং সর্ব্বত্রৈব বিস্তারয়তি তথাত্রাপি সম্প্রদানপদাপ্রয়োগাৎ স দেবঃ পাত্রাপাত্রবিচারমকৃত্বৈব যস্মৈ কস্মা অপি স্বভক্তিরত্নং দদাবিতি করুণায়াঃ পরাকাষ্ঠা দর্শিতা ॥ ১ ॥

শ্রুতি র্মাতেতি। মাতা জনয়িত্রী দ্বাদশস্থ ষষ্ঠাধ্যায়ে প্রণবরূপায়াঃ শ্রুতেঃ সকাশাৎ প্রপঞ্চোৎপত্তেরুক্তত্বাৎ। শ্রুতিঃ মাতা 'পুনঃ পুনর্জ্জন্মমরণাদিদুঃখং যোঢ়ুমসমর্থস্য মম কেন হিতং স্যাদি'তি পৃষ্টা জিজ্ঞাসিতা সতী—'যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মন' ইত্যাদিনা। দেহান্তে দেবঃ তারকং ব্যাচষ্টে 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য' ইত্যাদিনা পরীত্যভূতানি পরীত্যলোকান্ পরীত্যসর্ব্বাঃ প্রদিশোদিশশ্চ। উপস্থায় প্রথম-

যিনি অতিরহস্য এই ভক্তিযোগকে কলিযুগেও প্রকাশ করিয়াছেন, সেই দয়ার-সাগর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে বন্দনা করি ॥ ১॥

হে ভগবন্! মাতা শ্রুতিকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তোমার আরাধনা করিতে অনুমতি করেন। মাতা যাহা

১। কৃষ্ণ, কৃষ্ণপ্রেমধন—কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণপ্রেম, এইরূপ ধন।

২। ভক্তি—সাধনভক্তি। অভিধেয়—বাচ্য অর্থাৎ সর্ব্বশাস্ত্র অন্বয়-ব্যতিরেক দ্বারা কৃষ্ণেতে ভক্তি করিতেই উপদেশ প্রদান করে। নিশ্চয়—অর্থাৎ সিদ্ধান্ত।

পুরাণাদ্যা যে বা সহজনিবহাস্তে তদনুগা,
অতঃ সত্যং জ্ঞাতং মুরহর ভবানেব শরণং ॥২॥

১। অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্ ;
স্বরূপশক্তিরূপে তাঁর হয় অবস্থান।
২। স্বাংশ-বিভিন্নাংশ-রূপে হইয়া বিস্তার ;
অনন্তবৈকুণ্ঠ-ব্রহ্মাণ্ডে করেন বিহার।
স্বাংশবিস্তার—চতুর্ব্যূহ অবতারগণ ;
৩। বিভিন্নাংশ—জীব, তাঁর শক্তিতে গণন।
সেই বিভিন্নাংশ জীব দুই ত প্রকার ;
এক নিত্যমুক্ত, একের নিত্যসংসার।
নিত্যমুক্ত—নিত্য কৃষ্ণচরণে-উন্মুখ ;
৪। কৃষ্ণপারিষদ নাম, ভুঞ্জে সেবাসুখ।
৫। নিত্যবদ্ধ—কৃষ্ণ হইতে নিত্যবহির্ম্মুখ ;
নিত্য সংসার ভুঞ্জে নরকাদি-দুঃখ।
সেই দোষে মায়া-পিশাচী দণ্ড করে তারে ;
৬। আধ্যাত্মিক তাপত্রয় তারে জারি মারে।
কাম-ক্রোধের দাস হঞা তার লাথি খায়।
৭। ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু-বৈদ্য পায় ;
তাঁর উপদেশমন্ত্রে পিশাচী পলায় ;
৮। কৃষ্ণভক্তি পায় তবে, কৃষ্ণ নিকট যায়।

আমুতস্থামানমভিসংবিবেশেত্যাদিনায়ং সর্ব্বে দেবা নমন্তি, মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চেত্যাদিনা চান্বয়মুখেন "অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনোজনাঃ।" তথা—"ন চেদবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ। যে তদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি। অথেতরে দুঃখমেবোপয়ন্তী"ত্যাদীনা, ব্যতিরেকমুখেন চ ভবত আরাধনং তস্মিন্ বিধিং অভজনে প্রত্যবায়প্রদর্শনপূর্ব্বকমবশ্যকর্ত্তব্যতয়া বিধানমাদিশতি আজ্ঞাপয়তি। মাতুর্যথা যাদৃশী বাণী, ভগিনী স্মৃতিরপি তথা তব ভক্তানামনাবৃত্তিপরমগতিপ্রদর্শনয়া কর্ম্মজড়ানাং পুনরাবৃত্তিকীর্ত্তনেন চ কর্ত্তব্যতয়া ভবদারাধনবিধিমেবাদিশতি। তথা যে বা সহজনিবহা ভ্রাতৃবর্গাঃ পুরাণাদ্যাঃ আদিপদাদিতিহাসাগমাদীনাং পরিগ্রহঃ। 'তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্‌ভ্রশ্যন্তি মার্গাত্ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ। ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া, বিনায়কানীকমুপমূর্দ্ধসু প্রভো' ইত্যাদিনা। 'যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ। আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধো নাদৃতযুষ্মদংঘ্রয়' ইতি—তথা 'মুখবাহুরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ। চত্বারোজজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্। য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরং। ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধ' ইত্যাদিনা চ তদনুগা মাতুঃ শ্রুতেরনুগা অনুগামিনঃ। অতো মাতা যথা বদতি সংপুত্রাস্তে তথেতি। অত্র স্মৃতিপুরাণাদীনাং বেদাভিন্নত্বেন স্বতঃপ্রমাণত্বেপি তদর্থোপনিবধ্যতয়া তন্মূলকত্বাত্তদপত্যতা জ্ঞেয়া। অতো হে মুরহর! ভক্তচিত্তসংশোধক! ভবানেব শরণং আশ্রয়যোগ্য ইতি শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদীনামৈকমত্যা জ্ঞাতমিতি ॥ ২ ॥

বলেন, ভগিনী স্মৃতিও তাহাই বলিতেছেন। ভ্রাতৃবর্গ যে পুরাণ ইতিহাসাদি তাঁহারাও মাতার অনুগামী অর্থাৎ ওতঃপ্রোত প্রকারে তোমারই ভজন করিতে বলেন। অতএব হে মুরহর! একমাত্র তুমিই আশ্রয়যোগ্য, ইহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি ॥ ২ ॥

সকল শাস্ত্র ভগবদ্ভক্তির আশ্চর্য্য গুণ এবং তদিতর সাধনের ভক্তিসাচিব্য দেখাইয়া ভগবদ্ভজনের কর্ত্তব্যতা অবধারণ করিয়াছেন ॥২॥

১। অদ্বয় ইত্যাদি—ইহার ব্যাখ্যা (২০) পরিচ্ছেদ (৪৮১) পৃষ্ঠার টিপ্পনী দেখ। স্বরূপ শক্তিরূপে—স্বরূপরূপে এবং শক্তিরূপে।

২। স্বাংশ—ইহার লক্ষণ (২০) পরিচ্ছেদ (৪৮৭) পৃষ্ঠার টিপ্পনী দেখ। স্বাংশ—মৎস্য, কূর্ম্মাদি সর্ব্বথা অভিন্ন। বিভিন্নাংশ—জীব ভিন্নাভিন্ন। অণুত্ব-মায়া-পরতন্ত্রাদিরূপে ভিন্ন—চিদ্রূপত্বাদিরূপে অভিন্ন।

৩। তাঁর—কৃষ্ণের। শক্তিতে গণন—অর্থাৎ স্বরূপের অভেদরূপে প্রকাশ হয়। শক্তি মাত্রেরই ভেদাভেদরূপে প্রকাশ হয়, অতএব বিভিন্নাংশ জীব শক্তিতে পরিগণিত। ৪। ভুঞ্জে সেবাসুখ—কৃষ্ণসেবাজনিত আনন্দ অনুভব করেন। ৫। নিত্যবহির্ম্মুখ—অনাদি বহির্ম্মুখ।

৬। আধ্যাত্মিক তাপত্রয়—ইহার ব্যাখ্যা (২০) পরিচ্ছেদে (৪৭৪) পৃষ্ঠার টিপ্পনী দেখুন। তারে—কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবকে।

৭। বৈদ্য—ওঝা, চিকিৎসক। ৮। তবে—মায়া পলাইলে, নিবৃত্ত হইলে।

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পশ্চিম-বিভাগে প্রীতিভক্তিলহর্য্যাং অপরাধভঞ্জনে ষষ্ঠশ্লোকে শ্রীরূপ-গোস্বামিবাক্যং—

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তি
উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
স্তামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে ॥৩॥

১। কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয়-প্রধান ;
ভক্তিমুখনিরীক্ষক কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান।
২। এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ ফল ;
কৃষ্ণভক্তি বিনা কৃষ্ণ দিতে নাহি বল।

তথাহি শ্রীমদ্‌ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বাদশশ্লোকে ব্যাসদেবং প্রতি নারদবাক্যং—

নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং,
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনং।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে,
ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণং ॥ ৪ ॥

তথাহি তত্রৈব দ্বিতীয়স্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ে ষোড়শশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং—

কামাদীনামিতি। কামাদীনাং কামক্রোধলোভমোহমদমাৎসর্য্যাণাং কতি দুর্নিদেশা নিষিদ্ধাচারবিষয়কা আদেশা আজ্ঞাঃ কতিধা কতিভিঃ প্রকারৈর্ণ পালিতাঃ অস্মাভিরিতি শেষঃ, কাক্বা পালিতা এব, যদা যদা হি তৈর্যদ্ যদভিলষিতং তত্তৎ তৎক্ষণাদেব সম্পাদিতং ন তত্র শিরশ্ছেদাদিভয়মপ্যাশঙ্কিতমিতি ভাবঃ। তেষাং কামাদীনাং অনাদিত এব মৎকৃতসেবয়া ময়ি করুণা ন জাতা মৎসেবাসন্তোষিতৈঃ সদ্ভিঃ কিমপি পারিতোষিকং ন দত্তং। আস্তাং তাবৎ পারিতোষিকদানবার্ত্তা। নিকৃতবাসনার্থানাং তেষাং ত্রপা লজ্জাপি ন জাতা, প্রত্যুত অনুবর্ত্তিতামাকলয্য পুনঃ পুনস্তস্মিংস্তস্মিন্ বিষয়ে প্রেরয়ন্ত্যেবাহ। তেভ্যস্তেভ্যো বিষয়েভ্যোস্তেষামুপশান্তিরপি ন জাতা। অতএব হে যদুপতে! সাম্প্রতমিদানীং লব্ধবুদ্ধিৰ্নীয়া যেন সোঽহং এতান্ কামাদীন্ অথ কার্ৎস্ন্যেন উৎসৃজ্য দূরতঃ পরিত্যজ্য অভয়ং ভয়নিবর্ত্তকং ত্বাং শরণমাশ্রয়মায়াতঃ প্রাপ্তঃ। ইদানীং আত্মদাস্যে নিজদাসোচিতকর্ম্মণি মাং নিযুঙ্ক্ষ্ব নিযুক্তং কুরুস্বেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

তদেবং যশোবর্ণনোপলক্ষিতভক্তিতো ব্রহ্মজ্ঞানস্যাপি ন্যূনত্বে সকামনিষ্কামকর্ম্মণো ন্যূনত্বং কিমুতেত্যাহ নৈষ্কর্ম্ম্যমিতি। নিষ্কর্ম্ম ব্রহ্ম তদেকাকারত্বান্নিষ্কর্ম্মতারূপং নৈষ্কর্ম্ম্যং। অজ্যতেঽনেনেত্যঞ্জনমুপাধিস্তন্নিবর্ত্তকং নিরঞ্জনং। এবম্ভূতমপি জ্ঞানং অচ্যুতে ভাবঃ ভক্তিস্তদ্বর্জ্জিতং চেদলমত্যর্থং ন শোভতে সম্যগপরোক্ষায় ন কল্পত ইত্যর্থঃ। তদা শশ্বৎ সাধনকালে ফলকালে চ অভদ্রং দুঃখস্বরূপং যৎ কাম্যং কর্ম্ম যদপ্যকারণমকাম্যং তচ্চেতি চকারস্যান্বয়ঃ। তদপি কর্ম্ম ঈশ্বরে নার্পিতং চেৎ কুতঃ পুনঃ শোভতে বহির্মুখত্বেন সত্ত্বশোধকত্বাভাবাৎ ॥ ৪ ॥

হে প্রভো! আমি কামাদির কত দুর্নিদেশ কতপ্রকারে না পালন করিয়াছি, তথাপি আমার প্রতি তাহাদের দয়া হইল না, অথবা দয়া করিতে অসমর্থ হইয়া লজ্জিত বা বিরতও হইল না; অতএব হে যদুপতে! এইক্ষণে আমার বোধ জন্মিয়াছে, আমি তাহাদিগকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া ভয়নিবর্ত্তক আপনার শরণ লইলাম, আপনি নিজদাস্যে আমাকে নিযুক্ত করুন্ ॥ ৩ ॥

সর্ব্বোপাধিবর্জিত ব্রহ্মজ্ঞান হরিভক্তিবর্জ্জিত হইলে যখন অপরোক্ষ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে সমর্থ হয় না, তখন সাধনকালে এবং ফলকালে দুঃখময়কাম্যকর্ম্মের তো কথাই নাই; নিষ্কামকর্ম্মযোগও যদি ঈশ্বরে অর্পিত না হয়, সেও চিত্তশুদ্ধির হেতু হয় না ॥৪॥

মায়া নিবৃত্তি না হইলে কৃষ্ণভক্তি হয় না, তাহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন। কামাদি পরিত্যাগেই মায়ানিবৃত্তির অনুভাব ॥ ৩ ॥
কর্ম্ম ও জ্ঞান—ভক্তির সাহায্য না পাইলে স্ব স্ব ফল দানে অসমর্থ, তাহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রমাণ করিলেন ॥ ৪ ॥

১। অভিধেয়প্রধান—সাধনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ভক্তিমুখ ইত্যাদি—কর্ম্মযোগ, অষ্টাঙ্গযোগ এবং জ্ঞানযোগ ইহারা ভক্তির সাহায্য ব্যতীত ফলদান করিতে অসমর্থ, কিন্তু ভক্তিযোগ কর্ম্মযোগাদির অপেক্ষা করেন না, এই নিমিত্ত ভক্তিযোগ বলবান্, অন্য সাধন দুর্ব্বল।
২। তুচ্ছ—ক্ষুদ্র। কৃষ্ণভক্তি ইত্যাদি—কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত অন্য সাধনের কৃষ্ণ দিবার বল নাই, অর্থাৎ কর্ম্মজ্ঞানাদি কৃষ্ণ দিতে পারেন না, ভক্তিই কৃষ্ণ দিতে পারেন।

তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো,
মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ।
ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং,
তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমোনমঃ ॥ ৫ ॥

১। কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনে;

তথাহি তত্রৈব দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে চতুর্থশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং—

শ্রেয়ঃ স্মৃতিং ভক্তিমুদস্যতে বিভো,
ক্লিশ্যন্তি যে কেবল বোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে,
নান্যদ্ যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাং ॥ ৬ ॥

কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় বিনাজ্ঞানে।

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং সপ্তমাধ্যায়ে চতুর্দ্দশশ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥৭

কৃষ্ণের নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি গেল;
সেই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল।

ভক্তিশূন্যানাং সর্ব্বসাধনবৈফল্যং দর্শয়ন্নমতি—তপস্বিন ইতি। তপস্বিনো যোগিনঃ। দানপরা দানশীলাঃ। যশস্বিনামশ্বমেধাদ্যনুষ্ঠাতারঃ। মনস্বিনঃ স্বাধীনমনসঃ। মন্ত্রবিদো মন্ত্রজপপরায়ণাঃ কৃতপুরশ্চর্য্যা ইত্যর্থঃ। সুমঙ্গলাঃ সদাচারাঃ। যদর্পণং যস্মিংস্তপ-আত্মার্পণং বিনা ক্ষেমং অভয়ং ন বিন্দন্তি তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমোনমঃ। সুভদ্রশ্রবস ইত্যাবৃত্তিঃ শ্রবণাদেঃ প্রাধান্যজ্ঞাপনায় ॥৫॥

নন্বত্বিধাং ভক্তিং ত্যক্ত্বা যন্মহিমপর্য্যবসানদর্শনায় তদুচিতশ্রবণমননাদিভিঃ কেচিজ্জ্ঞানাভ্যাসিনো দৃশ্যন্তে, তত্রাহ—শ্রেয় ইতি। শ্রেয়সাং অভ্যুদয়াপবর্গলক্ষণানাং স্রুতিঃ সরণং যস্যাঃ সরস ইব নির্ঝরাণাং। শ্রেয়সাং মার্গভূতামিতি বা অবান্তরফলত্বেন স্বতএব জ্ঞানমপি ভবিতৈবেতি সূচিতং। তথাভূতামপি মধুবরূপাদিবার্ত্তাময়ীং ভক্তিমুদস্য উচ্চৈরবহেলয়া দূরে ক্ষিপ্ত্বা অত্যন্তমনাদৃত্যেত্যর্থঃ। কেবলস্য তদ্বিধভক্তিশূন্যতয়া স্ববিজ্ঞতামাত্রতাৎপর্য্যস্য বোধস্য লব্ধয়ে ক্লিশ্যন্তি তদুচিতশ্রবণমননাদ্যর্থমিতস্ততো গমনাদিভিশ্চ শ্রমং কুর্ব্বন্তি, তেষাং ক্লেশল এব শিষ্যতে তেষু অবশিষ্টো ভবতীত্যর্থঃ নান্যদিতি ভাবঃ। এব-কারেণ চিত্তশুদ্ধ্যাদিকঞ্চ ফলং নিরস্তং। নন্ত যোগাভ্যাসাদিশ্রমেণ সিদ্ধিলাভস্য দৃষ্টত্বাৎ তত্রাহ—নান্যদিতি। অতএব বক্ষ্যতে স্বয়ংভগবতা—'যস্যাং ন মে পাবনমঙ্গকর্ম্ম স্থিত্যুদ্ভবপ্রাণনিরোধমস্য। লীলাবতারেপ্সিতজন্ম বাস্যাদ্বন্ধ্যাং গিরং বিভৃয়ান্ন ধীর' ইতি। তত্রোপযুক্তো দৃষ্টান্তঃ। যথা স্থূলতুষাবঘাতিনো লোকৈর্মূর্খা ইত্যুপহস্যন্তে। তুষা বুসানি। তেষামপ্যতিচূর্ণিতানাং নাশঃ কেবলহস্তাদিবেদনৈব চ স্যাৎ তদ্বদিত্যর্থঃ। বিভো হে প্রভো ইত্যাবশ্যভজনীয়তোক্তা ॥৬॥

তপস্বী, দানশীল, যশস্বী, মনস্বী মন্ত্রজাপক এবং সদাচারিগণ যাঁহাতে স্বীয় তপাদি অর্পণ না করিয়া মঙ্গললাভ করিতে সমর্থ হন না, সেই মঙ্গলকীর্ত্তি ভগবান্‌কে পুনঃ পুনঃ প্রণাম ॥৫॥

হে প্রভু! সর্ব্ববিধ পুরুষার্থের আকর তোমার ভক্তিযোগকে অতিশয় অনাদর করিয়া যাহারা কেবল জ্ঞানলাভার্থ ক্লেশ করে, তাহারা স্থূলতুষাবঘাতীর ন্যায় কিছুমাত্র লাভ না করিয়া কেবল ক্লেশমাত্রই প্রাপ্ত হয় ॥ ৬ ॥

তপ আদি কর্ম্ম ভগবানে অর্পিত না হইলে মঙ্গলপ্রদ হয় না, ইহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন। কর্ম্মাদি ভগবানে অর্পিত হইলে তাহাকে আরোপসিদ্ধা ভক্তি বলে ॥৫॥

যেমন অল্পপ্রমাণ ধান্য পরিত্যাগ করতঃ যাহারা অন্তঃকণবিহীন স্থূলধান্যাভাস তুষে অবঘাত করে, তাহারা কেবল ক্লেশমাত্রই লাভ করে অর্থাৎ তণ্ডুল প্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ যাহারা ভক্তিকে তুচ্ছ করিয়া কেবল ব্রহ্মজ্ঞান লাভার্থ যত্ন করে, তাহাদিগের ক্লেশমাত্রই হইয়া থাকে, আর কিছু ফল হয় না (অর্থাৎ মুক্তিলাভ করিতে পারে না)—ইহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রমাণিত করিলেন ॥৬॥

ইহার ব্যাখ্যা (২০) পরিচ্ছেদে (৪৭৭) পৃষ্ঠায় (১৫) শ্লোকে দেখুন। কৃষ্ণে উন্মুখ হইলে জ্ঞান ব্যতীতও মুক্তি হয়—ইহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন। অর্থাৎ ভগবানে প্রপন্ন হইলেই মায়া নিবৃত্তি হয়, মায়া নিবৃত্তিকেই মুক্তি বলে ॥৭॥

১। কেবল জ্ঞান—ভক্তিবর্জ্জিত জ্ঞান (কর্ত্তা)। ভক্তিবিনা—ভক্তি সাহায্য ব্যতীত।

তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন ;
১। মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ।
২। চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে ;
৩। স্বধর্ম্ম করিলেও সে রৌরবে পড়ি মজে।

তথাহি **শ্রীমদ্ভাগবতে** একাদশস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বিতীয়তৃতীয়শ্লোকয়োর্জনকং প্রতি চমসযোগেন্দ্রবাক্যং—

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥৮॥

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরং।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥৯॥

৪। জ্ঞানী 'জীবন্মুক্তদশা পাইনু' করি মানে,
৫। বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে, কৃষ্ণভক্তি বিনে।

তথাহি **শ্রীমদ্ভাগবতে** দশমস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে ষড়্বিংশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি দেবস্তুতিঃ—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।

স্বজনকস্য গুরোর্ভগবতোঽনাদরাৎ গুরুদ্রোহেণ দুর্গতিং যান্তীতি বক্তুং ভগবতঃ সকাশাৎ বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চোৎপত্তিমাহ—মুখেতি। পুরুষস্য ভগবতো মুখবাহূরুভ্যঃ সহ পাদেভ্যো মুখবাহূরুপাদেভ্য, আশ্রমৈঃ ব্রহ্মচর্য্য-গার্হস্থ্য-বাণপ্রস্থ-ভৈক্ষৈশ্চতুর্ভিরাশ্রমৈঃ সহ গুণৈঃ সত্ত্বরজস্তমোভি বিপ্রাদয়শ্চত্বারোবর্ণাঃ পৃথক্ জজ্ঞিরে ; তত্র সত্ত্বেন বিপ্রঃ সত্ত্বরজোভ্যাং ক্ষত্রিয়ঃ, রজস্তমোভ্যাং বৈশ্যঃ, তমসা শূদ্র ইতি ॥৮॥

য ইতি। এষাং মধ্যে যেঽজ্ঞাত্বা ন ভজন্তি, যে চ জ্ঞাত্বাপ্যবজানন্তি, আত্মনঃ প্রভবো জন্ম যস্মাত্তং, তদভজনে কৃতঘ্নতামপ্যাহ—ঈশ্বরমিতি। স্থানাদ্বর্ণাশ্রমরূপাৎ স্বাশ্রমাৎ ভ্রষ্টাঃ সন্তঃ ক্রমাদধোগচ্ছন্তীত্যর্থঃ ॥৯॥

নন্বু বিনাপি মৎপাদাশ্রয়ং জ্ঞানেনৈব সংসারোত্তরণাদিকং ভবেৎ কিন্তেন তত্রাহ—যে ইতি। হে অরবিন্দাক্ষেতি দৃষ্টিমাত্রেণ সর্ব্বতাপহারিত্বমুক্তং। প্রথমতস্তাবত্তাদৃশে ত্বয়ি অস্তঃ অসন্ যোভাবস্তস্মাদ্ ভক্তেরভাবাৎ ন বিশুদ্ধা বুদ্ধির্যেষান্তে তথা। তথাপি জ্ঞানমার্গমাশ্রিত্য বিমুক্তমানিনঃ দেহদ্বয়াতিরিক্তত্বেনাত্মানং ভাবয়ন্তঃ। ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসামিত্যুক্তেঃ কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং জীবন্মুক্তিকণমারুহ্য প্রাপ্যাপি ততোঽধঃপতন্তি। কদেতাপেক্ষায়ামাহ্বরনাদৃততি, ন আদৃতা যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ো যৈস্তে ইতি বহুত্বপর্য্যবসিতেন যুষ্মৎপদেন তদীয়াশ্চ গৃহ্যন্তে। যদীতি শেষঃ। তেষাং ভক্তিপ্রভাবস্যাননুবৃত্তেরবুদ্ধিপূর্ব্বকস্য ত্বনাদরস্য নিবর্ত্তকাভাবাৎ। তথাপ দগ্ধানামপি পাপকর্ম্মণাং মহাশক্তিশ্রীভগবৎপাদপদ্মাবজ্ঞয়া প্ররোহাৎ। তথা চ বাসনাভাষ্যধৃতং শ্রীভাগবতপরিশিষ্টবচনং—'জীবন্মুক্তা অপি পুন-

ভগবান্-বিরাটপুরুষের মুখ, বাহু, উরু এবং এবং চরণ হইতে চারি আশ্রমের সহিত সত্ত্বাদি গুণ দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে ॥৮।

এই চারি বর্ণ ও আশ্রমের মধ্যে সাক্ষাৎজনক পরমপুরুষ ভগবান্‌কে যাহারা ভজনা করে না ও অবজ্ঞা করে, তাহারা বর্ণাশ্রম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে অধঃপতন প্রাপ্ত হয় ॥ ৯ ॥

হে অরবিন্দলোচন! যাহারা তোমাতে ভক্তি না থাকায় অবিশুদ্ধচিত্ত হইয়া আপনাদিগকে জীবন্মুক্ত বলিয়া অভিমান

বিরাট এবং তাহার অন্তর্যামীর অভেদ স্বীকার করিয়া বিরাটের অন্তর্যামী হইতেই বর্ণাশ্রমের উৎপত্তি বলিলেন, বস্তুত সেই বিরাটপুরুষ হইতেই বর্ণাশ্রমের উৎপত্তি হইয়াছে। সত্ত্বগুণ দ্বারা ব্রাহ্মণ, সত্ত্বরজো দ্বারা ক্ষত্রিয়, রজস্তমো দ্বারা বৈশ্য, এবং তমো দ্বারা শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে। পুরুষসূক্তের "ব্রাহ্মণস্য মুখমাসীদ্" ইত্যাদি শ্রুতিই এই শ্লোকের মুখ্য অবলম্বন ॥৮॥

এই দুই শ্লোক দ্বারা চারি বর্ণ ও চারি আশ্রমী কৃষ্ণভজন না করিয়া বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও যে নরকস্থ হয়,—তাহাই সপ্রমাণ করিলেন ॥৯॥

১। ছুটে—মায়াজাল হইতে নিঃসৃত হইয়া (অর্থাৎ মায়া তখন তাহাকে ছাড়িয়া দেয়)।

২। চারি বর্ণাশ্রমী—চারি বর্ণ এবং চারি আশ্রমী। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই চারি বর্ণ। ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ এবং ভিক্ষু—এই চারি আশ্রম। ৩। স্বধর্ম্ম—স্ব স্ব বর্ণোচিত এবং স্ব স্ব আশ্রমোচিত ধর্ম্ম। করিলেও—অনুষ্ঠান করিলেও। রৌরব—নরক বিশেষ।

৪। পাইনু—পাইয়াছি। মানে—অভিমান করে। ৫। নহে—হয় না।

আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ,
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥১০॥

কৃষ্ণ সূর্য্যসম, মায়া হয় অন্ধকার ;
১। যাঁহা কৃষ্ণ তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে ত্রয়োদশশ্লোকে নারদং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং—

বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ ॥১১॥

২। 'কৃষ্ণ তোমার হও' যদি বলে একবার ;
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার।

তথাহি শ্রীহরিভক্তিবিলাসস্য একাদশবিলাসে সপ্তনবত্যধিকত্রিশতাঙ্কধৃত-রামায়ণ-বচনং—

সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ব্রতং মম ॥১২॥

৩। ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সুবুদ্ধি যদি হয়;
গাঢ় ভক্তিযোগে তবে কৃষ্ণেরে ভজয়।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে দশমশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকামো উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরং ॥১৩॥

বন্ধনং যাচ কর্ম্মভিঃ। যস্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ।' অতএব তত্রৈব—'জীবন্মুক্তাঃ প্রপদ্যন্তে ক্বচিৎ সংসারবাসনাং, যোগিনো ন বিলিপ্যন্তে কর্ম্মভির্ভগবৎপরাঃ।' রথযাত্রাপ্রসঙ্গে শ্রীবিষ্ণুভক্তিচন্দ্রোদয়ধৃতং পুরাণান্তরবচনঞ্চ—'নানুব্রজতি যো মোহাদ্ব্রজতং জগদীশ্বরং। জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাপি স ভবেদ্ ব্রহ্মরাক্ষসঃ' ॥ ১০ ॥

মায়াসম্বন্ধোক্তেস্তস্যা দুর্জ্জয়ত্বোক্তেশ্চ তস্যাপি কিমস্তি সংসারো নৈবেত্যাহ—বিলজ্জমানয়েতি। তম আদি সত্ত্বেন যস্য সদোষত্বাৎ সচ্চিদানন্দঘনত্বেন যস্য নির্দোষস্য ঈক্ষাপথে নেত্রগোচরে স্থাতুং বিলজ্জমানয়া মায়য়া বিমোহিতা অমুনাদৃতাঃ দুর্ধিয়ঃ মমৈতে পশুভৃত্যামাত্যাদয়ঃ অহমত্রাধিকৃত ইতি বিকত্থন্তে আত্মানাং শ্লাঘন্তে ॥১১॥

সকৃদিতি। অপ্যর্থে এবশব্দঃ। যঃ প্রপন্নঃ শরণং গতঃ সন্ তব অস্মি ভবামীতি সকৃদপি যাচতে, অহং সর্ব্বদা তস্মৈ অভয়ং দদামি। এতন্মম সর্ব্বশক্তিমতঃ সত্যসঙ্কল্পস্য ব্রতং নিয়মঃ, প্রত্যবায়পরিহারায় যথা নিয়মপালনে সাবধানো ভবতি তথাপ্যহমপি প্রপন্নানামভয়দানেঽস্মীতি। যদ্বা কথং প্রপন্নস্তদাহ—তবেত্যাদিনা শরণাগতত্বলক্ষণঞ্চেদং জ্ঞেয়ং ॥১২॥

অকাম ইতি। অকাম একান্তভক্তঃ সর্ব্বকাম উক্তানুক্তসর্ব্বকামো বা, মোক্ষকামঃ কৈবল্যকামঃ। উদারধীঃ সুবুদ্ধিঃ। তীব্রেণ দৃঢ়েন স্বভাবত এবানুঘাত্যেনেতি বিদ্বানবকাশতোক্তা, পরং পুরুষং পূর্ণং নিরুপাধিং যজেত ॥১৩॥

করে, তাহারা তদীয়চরণে অনাদর করিলে বহুকষ্টে জীবন্মুক্তাবস্থা লাভ করিয়াও পুনর্ব্বার অধঃপতিত হয় ॥১০॥

সদোষ মায়া সচ্চিদানন্দঘন ও নির্দ্দোষ ভগবানের নয়নপথে থাকিতে লজ্জিত হয়। হে নারদ! আমরা এমনি দুর্ব্বুদ্ধি যে, সেই মায়ায় মোহিত হইয়া 'আমি' 'আমার' বলিয়া শ্লাঘা করি ॥১১॥

'কৃষ্ণ তোমার হইলাম' বলিয়া শরণাগতিপূর্ব্বক যে একবারও প্রার্থনা করে, আমি সর্ব্বদা তাহাকে অভয় প্রদান করি,—ইহাই আমার ব্রত ॥১২॥

অকাম (অর্থাৎ একান্তভক্ত) অথবা সর্ব্বকাম (অর্থাৎ উক্ত অনুক্ত সর্ব্ববিধ কামনাশালী) কিংবা মোক্ষকামী—ইহারা যদি উদারবুদ্ধি হয়, তবে দৃঢ়ভক্তিযোগে নিরুপাধি পূর্ণপুরুষ ভগবান্‌কে ভজনা করে ॥১৩॥

যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা 'আমরা জীবন্মুক্ত' বলিয়া জ্ঞান করেন মাত্র, বস্তুতঃ কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত তাঁহাদিগের চিত্তশুদ্ধি হয় না,—ইহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রতিপাদন করিলেন ॥১০॥

যেখানে ভগবানের অভিব্যক্তি, সেখানে মায়ার অধিকার নাই—ইহাই এই শ্লোক দ্বারা সমর্থন করিলেন ॥১১॥

'কৃষ্ণ তোমার হইলাম' ইহা একবার বলিলেও যে শ্রীকৃষ্ণ মায়া হইতে উদ্ধার করেন, তাহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রমাণিত করিলেন ॥১২॥

ভগবদ্ভজন দ্বারা কর্ম্ম, যোগ এবং জ্ঞানসাধ্য ফল লাভ হয়, ইহাই এই শ্লোক দ্বারা বুঝান হইল ॥১৩॥

১। যাঁহা কৃষ্ণ—অর্থাৎ যেখানে কৃষ্ণের প্রকাশ হয়। ২। হও—হইলাম।
৩। ভুক্তি—স্বর্গাদি সুখভোগ, সিদ্ধি—অণিমাদি ; কর্ম্মের ফল ভুক্তি, জ্ঞানের ফল মুক্তি এবং যোগের ফল সিদ্ধি।

১। অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন ;
না মাগিলেও কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ।
কৃষ্ণ কহে—"আমা ভজে মাগে বিষয়সুখ ;
অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে, এত বড় মূর্খ !
আমি বিজ্ঞ, এই মূর্খে বিষয় কেন দিব ?
স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব"।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে উনবিংশাধ্যায়ে অষ্টাবিংশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য দেবস্তুতিঃ—

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং,
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবং ॥১৪॥

২। কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে—পায় কৃষ্ণরসে ;
কাম ছাড়ি দাস হৈতে হয় অভিলাষে।

তথাহি শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে সপ্তমাধ্যায়ে ধ্রুবচরিতেঽষ্টাবিংশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ধ্রুববাক্যং—

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং;
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যং।
কাচং বিচিন্বন্নপি দিব্যরত্নং,
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে ॥১৫॥

৩। সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে ;
নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টাত্রিংশাধ্যায়ে চতুর্থশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য অক্রূর বাক্যং—

মৈবং মমাধমস্যাপি স্যাদেবাচ্যুতদর্শনং।
হ্রিয়মাণঃ কালনদ্যা ক্বচিত্তরতি কশ্চন ॥১৬॥

সত্যমিতি। ভগবান্ অর্থিত প্রার্থিতঃ সন্ নৃণাং সকামানামর্থিতং যাচিতং দিশতি দদাতীতি সত্যং, তথাপি তাদৃশমর্থং ন দদাতি যতো দানাদনন্তরং পুনরর্থিতা যাচকো ভবেৎ, কিন্তু স্বপাদপল্লবমনিচ্ছতাং ভজতাং কামিনামিত্যর্থঃ, ইচ্ছানাং কামানাং পিধানমাচ্ছাদকং নিজপাদপল্লবং স্বয়মেব বিধত্তে সংপাদয়তীত্যর্থঃ ॥১৪॥

স্থানাভিলাষীতি। পিতৃপিতামহাভ্যামনধিষ্ঠিতমপূর্ব্বমিত্যর্থঃ, তাদৃশং স্থানং পদমভিলষিতুং শীলমস্য, তথাভূতোঽহং তদর্থমেব তপসি স্থিতঃ। হে প্রভো সোঽহং দেবমুনীন্দ্রাণাং গুহ্যং কাচং বিচিন্বন্ দিব্যরত্নমিব ত্বাং প্রাপ্তবান্, কৃতার্থোঽস্মি। অতো হে স্বামিন্! অন্যং বরং ন যাচে ॥১৫॥

মৈবমিতি। অধমস্য নীচস্যাপি মমেতি তৎসন্দর্শনাভিলাসাধনবাধিতাং তদীপরিতাক্ষোক্তং। তথাপি অচ্যুতস্য

যদিও ভগবান্ প্রার্থিত হইয়া সকামদিগের প্রার্থিত প্রদান করেন সত্য, তথাপি সেরূপ অর্থ প্রদান করেন না যাহাতে দানের পর আবার প্রার্থনা করিতে হইবে ; কিন্তু ভজমানেরা ইচ্ছা না করিলেও সর্ব্ববিধ কামনার আচ্ছাদক সর্ব্বকামপরিপূরক নিজপাদপল্লব তাহাদিগকে প্রদান করিয়া থাকেন ॥১৪॥

হে প্রভো! কাচ অন্বেষণ করিতে করিতে যেমন দিব্যরত্ন লাভ করে, আমিও সেইরূপ পিতাপিতামহ হইতে উৎকৃষ্ট স্থান পাইবার জন্য তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, এক্ষণে দেবেন্দ্রমুনীন্দ্রগণের দুর্লভ তোমাকে লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলাম, আর বর চাই না ॥১৫॥

আমার এ আশঙ্কা হইতে পারে না, কারণ আমি অতি নীচ হইলেও আমার কৃষ্ণদর্শন হইবে। নদীবেগে

বিষয়কামনা করিয়া ভজন করিলেও ভগবান্ তাহাদিগকে বিষয় না দিয়া নিজপাদপল্লব প্রদান করেন,—ইহাই এই শ্লোক দ্বারা সমর্থন করিলেন ॥১৪॥

বিষয়াভিলাষী হইয়াও কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হওত যদি কৃষ্ণমাধুর্য্যের কিঞ্চিৎও অনুভব করে, তখন সকল কামনা পরিত্যাগ করতঃ কৃষ্ণদাস্যে অভিলাষী হয়,—ইহাই এই শ্লোক দ্বারা সপ্রমাণ করিলেন ॥১৫॥

১। অন্যকামী—কৃষ্ণ ছাড়া অন্যকামী। ২। কাম—বিষয়ভোগ। পায়—পাইয়া। কৃষ্ণরস—কৃষ্ণমাধুর্য্য।
৩। কোন ভাগ্য—অনির্ব্বচনীয় সৌভাগ্য অর্থাৎ মহৎকৃপাজনিতভাগ্য। তরে—উদ্ধার হয়।

১। কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয় ;
সাধুসঙ্গে তার কৃষ্ণে রতি উপজয় ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একপঞ্চাশত্তমাধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি মুচুকুন্দবাক্যং—

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেৎ,
জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ,
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ ॥১৭॥

কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে ;
২। গুরু-অন্তর্যামিরূপে শিখায় আপনে ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে একোনত্রিংশাধ্যায়ে ষষ্ঠশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি উদ্ধববাক্যং—

নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ,
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ ।
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-
ন্নাচার্য্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি ॥১৮॥

৩। সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয় ;
ভক্তিফল প্রেম হয়, সংসার যায় ক্ষয় ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে বিংশাধ্যায়ে অষ্টমশ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং—

তদ্ভজনাভাবেঽপি কৃপালুতাদিমাহাত্ম্যাচ্চ চ্যুতিরাহিত্যাস্য শ্রীকৃষ্ণস্য দর্শনং তস্মাগাত্মবলাৎ স্যাদেবেত্যর্থঃ (সম্ভাবনায়াং লিঙ্)। অত্র নিদর্শনং চিন্তয়তি। তত্তৎকর্ম্মভোগপ্রবাহেণ সংসার্য্যমাণোঽপি কচিৎ সাঙ্কেত্য নামাদিনিমিত্তে সতি কশ্চনাজামিলাদিসদৃশস্তরতি তদ্বেলায়মানং শ্রীভগবন্তং প্রাপ্নোতি। যথা কথঞ্চিৎ তদপি গমনাদৌ সতি পূতনাদিসদৃশো বা, নদীরূপকেণ যথা তন্ম্রিয়মাণঃ। তৃণাদিরনুকূলবাতাদিনিমিত্তে সতি তরতি তদ্বদিতি ব্যাপ্তিতং ॥১৬॥

যদা ভবাপবর্গঃ প্রাপ্তকালঃ স্যাত্তদা সৎসঙ্গমেন কৃতার্থঃ স্যাদিত্যাহ—ভবেতি। হে অচ্যুত ! ভ্রমতঃ সংসরতো জনস্য যদা ভবস্য সংসারদুঃখস্য অপবর্গো নাশঃ ভবেৎ প্রাপ্তকালঃ স্যাদিতি (প্রাপ্তকালে লিঙ্)। তদা সদ্ভিস্তদ্ভক্তৈঃ সমাগমঃ সঙ্গতির্ভবেদিতি (সম্ভাবনায়াং লিঙ্)। যর্হি সৎসমাগমো ভবেৎ তদৈব তৎসমকালমেব সতাং গতৌ গম্যে ত্বৎসঙ্গমৈকবলাত্বাৎ ত্বয়ি রতি র্জায়তে প্রাদুর্ভবতি। কথম্ভূতে পরাবরাণাং উচ্চনীচানাং ব্রহ্মাদি-স্তম্বপর্য্যন্তানামীশে স্বামিন্যপি সতাং গতাবিতি ভাবঃ ॥১৭॥

নীয়মান তৃণাদির মধ্যে কোনটী যেমন কখন তীরে উত্তীর্ণ হয়, তদ্রূপ কালনদীতে ম্রিয়মাণ জীবগণের মধ্যে কেহ কখন উত্তীর্ণ হয় (অর্থাৎ কৃষ্ণ প্রাপ্ত হয়) ॥১৬॥

হে অচ্যুত ! অনাদিকাল হইতে এই সংসারে ভ্রমণশীল জনের যখন সংসারনাশের সময় উপস্থিত হয়—সেইকালে তোমার ভক্তের সঙ্গলাভ হইয়া থাকে, যেকালে সৎসঙ্গপ্রাপ্তি হয়—সেইকালে ব্রহ্মাদি-তৃণ-পর্যান্তের নিয়ন্তা এবং সাধুদিগের একমাত্র গতি তোমাতে রতি উৎপন্ন হয় ॥১৭॥

সংসারে ভ্রমিতে ভ্রমিতে কখন কেহ মহৎকৃপাদিজনিত সৌভাগ্যে কৃষ্ণ প্রাপ্ত হয়,—ইহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রতিপাদিত হইল ॥১৬॥

কোন সৌভাগ্যবশতঃ সংসার ক্ষয়োন্মুখ হইলে সাধুসঙ্গ হয়, এবং সেই সৎসঙ্গপ্রভাবে শ্রীকৃষ্ণে রতি উৎপন্ন হয়,—এই শ্লোক দ্বারা তাহাই দেখাইলেন ॥১৭॥

ইহার ব্যাখ্যা (২.১৩) পৃষ্ঠা (১৯) শ্লোকে দেখুন। ভগবান্ বাহিরে গুরুরূপে এবং অন্তরে অন্তর্যামিরূপে শিক্ষা প্রদান করেন,—তাহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রমাণিত করিলেন ॥১৮॥

১। ক্ষয়োন্মুখ হয়—অর্থাৎ সংসার নাশের সময় আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই সময়ে জাতরতি সাধুর সঙ্গ হয়, তাঁহার প্রসাদে কৃষ্ণে রতি উৎপন্ন হয়। নরপিশাচেরা তাহাদিগের সহিত সংপ্রয়োগকে সাধুসঙ্গ বলিয়া অর্থ করে। তাহাদের মতে 'সাধু' শব্দের বাচ্য পুরুষ এবং 'ভক্ত' শব্দের বাচ্য স্ত্রী। ব্যবয়াদি শব্দ অশ্লীল বলিয়া সঙ্কেতার্থ কোন কোন স্থানে সঙ্গাদি শব্দ ব্যবহার হইয়া থাকে, নচেৎ সঙ্গাদিশব্দের গ্রাহ্য ধর্ম্মে শক্তি নয়। ২। গুরু অন্তর্য্যামিরূপে—গুরুরূপে ও অন্তর্য্যামিরূপে। আপনে—স্বয়ং।

৩। কৃষ্ণভক্ত্যে—কৃষ্ণভক্তিতে। শ্রদ্ধা—সুদৃঢ় বিশ্বাস। বস্তুতঃ ভক্তিপ্রতিপাদক শাস্ত্রে দৃঢ়বিশ্বাস হইলেই সৎসঙ্গে এবং কৃষ্ণভক্তিতে বিশ্বাস জন্মে, অতএব শাস্ত্রে-বিশ্বাসকেই শ্রদ্ধা বলে।

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ
জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো
ভক্তিযোগস্য সিদ্ধিদঃ ॥১৯॥

১। মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয় ;
কৃষ্ণপ্রাপ্তি দূরে রহু সংসার না যায় ক্ষয়।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে দ্বাদশাধ্যায়ে দ্বাদশশ্লোকে রহূগণং প্রতি ভরতবাক্যং—

রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি,
ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্গৃহাদ্বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈ-
র্ব্বিনা মহৎপাদরজোভিষেকং ॥২০॥

তথাহি তত্রৈব সপ্তমস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বাত্রিংশশ্লোকে হিরণ্যকশিপুং প্রতি প্রহ্লাদবাক্যং—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং,
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং,
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥২১॥

সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ, সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ;
২। লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়।

অথ তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়ামিত্যাদৌ তিতীর্ষূণাং অপীত্যনেন ভক্ত্যধিকারে কর্ম্মাদিবজ্জাত্যাদিকৃত নিয়মাতিক্রমাৎ শ্রদ্ধামাত্রং হেতুরিত্যাহ—যদৃচ্ছয়েতি। যদৃচ্ছয়া কেনাপি পরমস্বতন্ত্রভগবদ্ভক্তসঙ্গতৎকৃপাজাত-মঙ্গলোদয়েন মৎকথাদৌ মৎকথাদিশ্রবণকীর্ত্তনাদিষু জাতা শ্রদ্ধা যস্য সঃ, ন নির্ব্বিণ্ণঃ ঈষন্নির্বেদযুক্ত ইত্যর্থঃ, নাতি সক্তশ্চ যঃ পুমান্। অস্য ভক্তিযোগঃ সিদ্ধিদঃ। শ্রদ্ধাবত এবাত্রাধিকার ইতি নিষ্কর্ষঃ ॥ ১৯ ॥

রহূগণেতি। হে রহূগণ ! এতৎ ভগবৎসঙ্গং তত্ত্বং, ছন্দসা ব্রহ্মচর্য্যেণ, গৃহাৎ গার্হস্থ্যেন, তপসা বানপ্রস্থেন, নির্ব্ব-পণাৎ সন্ন্যাসাৎ, ইজ্যয়া তত্র তত্র তত্তদ্দেবতোপাসনয়া। তস্যামপি বিশেষঃ জলাগ্নিসূর্য্যৈরিতি। মহৎপাদরজোঽ-ভিষেকং বিনেতি তস্যৈব সর্ব্বশুদ্ধিহেতুত্বেন যোগ্যতাহেতুত্বাৎ। ন যাতি ন প্রাপ্নোতীতি ॥ ২০ ॥

'একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মে'ত্যাদি-শ্রুতি-প্রতিপাদিতং বিষ্ণুং কথং ন বিদুঃ—কুতো বা তেষাং তমিস্রপ্রবেশস্তত্রাহ—নৈষামিতি। নিষ্কিঞ্চনানাং নিরস্তবিষয়াভিমানিনাং মহীয়সাং মহত্তমানাং পাদরজসাভিষেকং যাবন্ন বৃণীত, তাবৎ শ্রুতি-বাক্যতো জ্ঞাতেঽপি এষাং মতিরুরুক্রমস্যাঙ্ঘ্রিং ন স্পৃশতি ন প্রাপ্নোতি, অসম্ভাবনাদি-ভির্বিহন্যত ইত্যর্থঃ। অনর্থস্য তৎস্পর্শবিঘ্নবৃন্দস্যাপগমো যদর্থঃ যস্যা অঙ্ঘ্রিস্পর্শিন্যা মতেরর্থঃ প্রয়োজনং। মহদনু-গ্রহাভাবান্ন তত্ত্বনিশ্চয়ো নাপি মোক্ষস্তেষামিত্যর্থঃ ॥২১॥

হে উদ্ধব ! কোন অনির্ব্বচনীয় (অর্থাৎ পরমস্বতন্ত্র) ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ এবং কৃপাজাত ভাগ্যোদয়ে আমার কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে যাহার শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইয়াছে এবং অতিশয় নির্বেদযুক্ত নয় ও অতিশয় আসক্ত নয়—এতাদৃশ পুরুষেরই ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ (অর্থাৎ প্রেমোৎপাদক) হয় ॥১৯॥

হে রহূগণ ! মহৎপাদরেণুর অভিষেক ভিন্ন ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস—এই চতুরাশ্রম ধর্ম্ম দ্বারা এবং তত্তৎ কর্ম্মের সেই সেই দেবতার উপাসনা অথবা জল, অগ্নি, সূর্য্যের উপাসনা দ্বারা এই ভগবান্‌কে লাভ করা যায় না॥২০॥

হে পিতঃ ! বিষয়াভিমানরহিত মহত্তমদিগের চরণরেণুতে যাবৎ অভিষেক না হয়, তাবৎ ইহাদিগের মতি ভগবচ্চরণ স্পর্শ করিতে পারে না ; সেই মতি হইতেই সমস্ত অনর্থ নিবৃত্তি হয় ॥২১॥

সৎসঙ্গ এবং কৃষ্ণভক্তি অর্থাৎ ভক্তিপ্রতিপাদক শাস্ত্রে দৃঢ়বিশ্বাস হইলে, ভক্তিযোগের অনুষ্ঠানে প্রেম ও সংসারক্ষয় হয়,—ইহাই এই শ্লোক দ্বারা সমর্থন করিলেন ॥১৯॥

মহৎকৃপা ব্যতীত কোন সাধনেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় না—ইহাই এই শ্লোক দ্বারা সপ্রমাণ করিলেন ॥২০॥

মহৎকৃপা ব্যতীত ভগবৎপ্রাপ্তি হয় না—ইহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রমাণিত করিলেন ॥২১॥

১। নয়—হয় না। কৃষ্ণপ্রাপ্তি—কৃষ্ণপ্রাপ্তির কথা। রহু—থাকুক্।
২। লবমাত্র—নিমিষের এক তৃতীয় অংশকে লব বলে, তন্মাত্রকাল অর্থাৎ যৎকিঞ্চিৎ কাল।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে অষ্টাদশাধ্যায়ে ত্রয়োদশশ্লোকে সৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং ;—

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবং ;
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ॥২২॥

১। কৃষ্ণ কৃপালু অর্জ্জুনেরে লক্ষ্য করিয়া ;
২। জগতেরে রাখিয়াছে উপদেশ দিয়া।

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং অষ্টাদশাধ্যায়ে চতুঃষষ্টিতম-পঞ্চষষ্টিতময়োঃ শ্লোকয়োরর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ
শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোসি মে দৃঢ়মিতি
ততোবক্ষ্যামি তে হিতং ॥২৩॥

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো
মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে
প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥২৪॥

তুলয়ামেতি। ভগবৎসঙ্গিনো বিষ্ণুভক্তাস্তেষাং সঙ্গস্য যো লবঃ অত্যল্পকালস্তেনাপি স্বর্গং ন তুলয়াম ন সমং পশ্যাম, ন চাপবর্গং (সম্ভাবনায়াং লোট্)। তুলয়িতুং সম্ভাবনামপি ন কুর্ম্মঃ, কিমুত তুলনামিতি ভাবঃ। মর্ত্যানাং তুচ্ছাশিষো রাজ্যাদ্যা ন তুলয়ামেতি কিমুত বক্তব্যং ॥২২॥

অথ নিরপেক্ষাণাং সাধনসাধ্যপদ্ধতিমুপদেক্ষ্যন্নাদৌ তাং স্তৌতি—সর্ব্বেতি। সর্ব্বেষু গুহ্যেষু মধ্যে অতিশয়িতং গুহ্যমিতি সর্ব্বগুহ্যতমং। ভূয় ইতি রাজবিদ্যাধ্যায়ে 'মন্মনা ভব'ইত্যাদিনা পূর্ব্বমপি মমাতিপ্রিয়ত্বাদস্তে পুনরুচ মানং শৃণু পরমং সর্ব্বসারস্থাপি গীতাশাস্ত্রস্য সারভূতং। পুনঃ কথনে হেতুর্বিজ্ঞোঽসীতি ত্বং মমেষ্টঃ প্রিয়তমোসি। অস্মাক্যং দৃঢ় নিখিলপ্রমাণোপেতমিতি নিশ্চিনোম্যত স্তু হিতং বক্ষ্যামি। ত্বয়াপোতদেবানুষ্ঠেয়মিতি ভাবঃ ॥২৩॥

এতদ্বচঃ প্রাহ—মন্মনা ভবেতি। রাজভক্তোঽপি রাজভৃত্যঃ পদ্ম্যাদিমনাস্তথা ন তন্মনা অপি স তদ্ভক্তো ভবতি, ত্বং তদ্বিলক্ষণভাবেন মন্মনা মদ্ভক্তোভব! ময়ি নীলোৎপলশ্যামলত্বাদিগুণবতি বসুদেবসূনৌ স্বস্বামিত্বপূর্ব্বমবুক্তানচ্ছিন্ন-মধুধারাবং সততং মনো যস্য সঃ। তথা মদ্‌যাজী তাদৃশস্যাতিমাত্রপ্রিয়স্য মমার্চ্চনে নিরতো ভব! তাদৃশং মামতিপ্রেম্না নমস্কুরু দণ্ডবৎ প্রণম। এবং মন্মনস্ত্বাদিবিশিষ্টো মামেব নীলোৎপলশ্যামলত্বাদিগুণকং ত্বদতিপ্রিয়ং দেবকীনন্দনং কৃষ্ণমেব মৎসন্নিবেশিনমেষ্যসি। ন তু মম রূপান্তরং সহস্রশীর্ষত্বাদিলক্ষণমঙ্গুষ্ঠমাত্রমন্তর্যামিনং বা নৃসিংহবরাহাদিলক্ষণং বেত্যর্থঃ। তুভ্যমহমাত্মানমেব তৎসখ্যং দাস্যামীতি তে তব সত্যং শপথঃ। (সত্যং শপথতথ্যয়োরিতি নানার্থবর্গঃ)। অত্র ন সংশয়িতা ইতি ভাবঃ। ননু মাথুরত্বাত্তব শপথকরণাদপি মে ন সংশয়বিনাশস্তত্রাহ—প্রতিজানে প্রতিজ্ঞাং কৃত্বাঽহমব্রবম্ যতঃ মে প্রিয়োঽসি, স্নিগ্ধমনসো হি মাথুরাঃ প্রিয়ং ন প্রতারয়ন্তি, কিং পুনঃ প্রেষ্ঠমিতি ভাবঃ। যস্য মযাতিপ্রীতিস্তস্মিন্ মমাপি তথা, তদ্বিয়োগং সোঢ়ুমহং ন শক্নোমীতি পূর্ব্বমেব ময়োক্তং প্রিয়োসীত্যাদিনা। তস্মাদচিরাৎ বিশ্বসিহি মামেব প্রাপ্স্যসি ॥২৪॥

হে সূত! হরিদাসসহ সঙ্গের যৎকিঞ্চিৎকালের সহিতও যখন স্বর্গ ও অপবর্গকে তুলনা করিতে পারি না, তখন মরণশীল মানবগণের তুচ্ছ রাজ্যাদির সহিত যে তাহার তুলনা হয় না, তাহা আর কি বলিব? ॥২২॥

হে অর্জ্জুন! সকল গুহ্যের মধ্যে সাতিশয় গুহ্য এবং সকলশাস্ত্রের সারভূত গীতাশাস্ত্রের কথা তোমাকে বলিতেছি, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। তুমি আমার অত্যন্তপ্রিয়, তাই সকল প্রমাণের অনুমোদিত তোমার হিত বলিতেছি ॥২৩॥

হে অর্জ্জুন! তুমি আমাতে মন অর্পণ কর, আমার ভক্ত হও, আমার অর্চ্চনে নিরত হও এবং প্রেমপূর্ব্বক আমাকে দণ্ডবৎ প্রণাম কর। তুমি আমার প্রিয় ভক্ত, অতএব তোমার শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তুমি নিশ্চয় আমাকে পাইবে ॥২৪॥

যখন কর্ম্ম ও জ্ঞানের ফল স্বর্গ-অপবর্গই মহৎসঙ্গের সমান হইবার সম্ভাবনা নাই, তখন সেই মহৎসঙ্গই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহা হইতেই সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হয়,—ইহাই এই শ্লোক দ্বারা সমর্থন করিলেন ॥২২॥

১। কৃপালু—কৃপাময়। ২। জগতেরে—জগতের হিতের জন্য।

১। পূর্ব্ব আজ্ঞা বেদধর্ম্ম-কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান ;
২। সব সাধি শেষে এই আজ্ঞা বলবান্।
এই আজ্ঞা বলে ভক্তের শ্রদ্ধা যদি হয় ;
সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করি সে কৃষ্ণ ভজয়।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে একাদশাধ্যায়ে দ্বাত্রিংশশ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং—

আজ্ঞায়ৈব গুণান্ দোষান্
ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্
মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ ॥২৫॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে বিংশাধ্যায়ে নবমশ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥২৬॥

৩। শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ়নিশ্চয় ;
কৃষ্ণভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে একত্রিংশাধ্যায়ে চতুর্দ্দশশ্লোকে প্রচেতসং প্রতি নারদবচনং—

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন,
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং,
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥২৭॥

শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী ;
২। উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ—শ্রদ্ধা অনুসারী।

এবং কর্ম্মজ্ঞানকাণ্ডয়োঃ শ্রীহরাবেব পর্য্যবসানমুক্ত্বা উপাসনাকাণ্ডস্যাপ্যাহ—যথেতি। যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ তস্য তরোঃ মূলাৎ প্রথমবিভাগাঃ স্কন্ধাঃ তদ্বিভাগাঃ ভুজাস্তেষামপ্যুপশাখাঃ। উপলক্ষণমেতৎ—পত্রপুষ্পাদয়োপি তৃপ্যন্তি। মূলমেকং বিনা স্ব স্ব নিষেচনেন ন। প্রাণস্যোপহরণং ভোজনং তস্মাদেবেন্দ্রিয়াণাং তৃপ্তি র্ন তু তত্তদিন্দ্রিয়েষু পৃথগন্নলেপনাত্তথা অচ্যুতারাধনমেব, সর্ব্বদেবতারাধনং ন পৃথগিত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

যেমন তরুমূলে জল সেচন করিলে তাহার স্কন্ধ, ভুজ এবং উপশাখা সকলেরই তৃপ্তি হয়, এবং প্রাণবায়ুকে আহার প্রদান করিলে সকল ইন্দ্রিয়েরই তৃপ্তি হয়, তদ্রূপ অচ্যুতের আরাধনা করিলে সকল দেবতারই আরাধনা হয় ॥ ২৭ ॥

ইহার ব্যাখ্যা (২৭৩) পৃষ্ঠা (৬) শ্লোকে দেখুন। "মন্মনা" ইত্যাদি শ্লোকে দৃঢ় শ্রদ্ধা হইলে সেই আজ্ঞাবলে কর্ম্মত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণভজন করিবে—ইহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রতিপাদন করিলেন। অর্থাৎ তাদৃশ শ্রদ্ধালু কর্ম্মত্যাগ জন্য প্রত্যবায়ী হন্ না ॥২৫॥

ইহার ব্যাখ্যা (৩১৯) পৃষ্ঠা (৯) পরিচ্ছেদে দেখুন। ভগবৎকথা-শ্রবণাদিতে দৃঢ়শ্রদ্ধা হইলে ভক্তের কর্ম্মত্যাগজন্য প্রত্যবায় হয় না; দৃঢ়শ্রদ্ধার উৎপত্তির পূর্ব্বেই ভক্তের কর্ম্মযোগে অধিকার থাকে ; তাহার পর অধিকার না থাকায় অকরণে প্রত্যবায় হয় না। ইহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রতিপাদন করিলেন ॥২৬॥

দৃঢ়বিশ্বাস পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয় অর্থাৎ সকল কর্ম্মাঙ্গদেবতার উপাসনা সিদ্ধ হয়,—ইহাই এই শ্লোক দ্বারা সমর্থন করিলেন ॥২৭॥

১। পূর্ব্ব-আজ্ঞা বলবান্—গীতার প্রথম হইতে ভগবান্ কর্ম্মযোগ, অষ্টাঙ্গযোগ এবং জ্ঞানযোগ এই সকল বৈদিকধর্ম্ম কর্ত্তব্য বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন।

২। শেষে—অষ্টাদশ অধ্যায়ের শেষে (অর্থাৎ উপসংহারে)। এই আজ্ঞা—'মন্মনাভব' ইত্যাদি। বলবান্—পূর্ব্ববিধি ও পরবিধির মধ্যে পরবিধি বলবান্, ইহাই মীমাংসা শাস্ত্রের নিয়ম। পূর্ব্ববাক্য পূর্ব্বপক্ষরূপ, উত্তরবাক্য সিদ্ধান্তরূপ, যেহেতু তাহার পর আর বলিবার কিছুই থাকে না। পঞ্চাঙ্গ অধিকরণের শেষেই নির্ণয়বাক্য বলিয়াছেন। অতএব 'মন্মনা' ইত্যাদি বাক্য সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্।

৩। শ্রদ্ধা অনুসারী—ক্ষিপ্র, মধ্য এবং মৃদুভেদে শ্রদ্ধা ত্রিবিধ। শত শত বাধা উপস্থিত হইলেও যে শ্রদ্ধার কিছুমাত্র সঙ্কোচ হয় না তাহাকে ক্ষিপ্রশ্রদ্ধা বলে ; তাদৃশ শ্রদ্ধাযুক্তকে উত্তম অধিকারী বলে। যে শ্রদ্ধা কোন কারণবশতঃ সঙ্কোচোন্মুখ হইলেও শাস্ত্রাদি দ্বারা পুনর্ব্বার সুদৃঢ় করিতে পারা যায়, তাহাকে মধ্যশ্রদ্ধা বলে ; এই মধ্যশ্রদ্ধাযুক্তকে মধ্যম অধিকারী বলে। কোন কারণবশতঃ যে শ্রদ্ধার সঙ্কোচ হয়, তাহার নাম মৃদুশ্রদ্ধা ; এতাদৃশ শ্রদ্ধাশালীকে কনিষ্ঠ অধিকারী বলে।

১। শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ়শ্রদ্ধা যাঁর ;
উত্তম-অধিকারী তেঁহো তারয়ে সংসার।
২। শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে দৃঢ়শ্রদ্ধাবান্ ;
মধ্যম-অধিকারী সেও মহাভাগ্যবান্।
৩। ক্রমে ক্রমে তেঁহো ভক্ত হইবেন উত্তম ;
রতি-প্রেম-তারতম্যে ভক্ত তর-তম।
৪। যাহার কোমলশ্রদ্ধা সে কনিষ্ঠ জন ;
একাদশস্কন্ধে তার করিয়াছে লক্ষণ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে ত্রিচত্বারিংশ-চতুশ্চত্বারিংশ-পঞ্চচত্বারিংশেষু শ্লোকেষু জনকং প্রতি হরি-যোগেন্দ্রবাক্যং—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥২৮॥
ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥২৯
অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥৩০

অথ মানসলিঙ্গবিশেষৈরেব মধ্যমভাগবতং লক্ষয়তি—**ঈশ্বরে** ইতি। পরমেশ্বরে প্রেম করোতি তস্মিন্ ভক্তিযুক্তো ভবতীত্যর্থঃ। তথা তদধীনেষু ভক্তেষু মৈত্রীং বন্ধুভাবং। বালিশেষু তদ্ভক্তিমজানৎসু উদাসীনেষু কৃপাং। আত্মনোদ্বিষৎসু উপেক্ষাং, তদীয় দ্বেষে চিত্তক্ষোভেনৌদাসীন্যমিত্যর্থঃ। তেষ্বপি বালিশত্বেন কৃপাংশসম্ভবাৎ। অস্তু বালিশেষু কৃপায়া এব স্ফুরণং দ্বিষৎসূপেক্ষায়া এব। ন তু প্রাগ্বৎ সর্ব্বত্র তস্য প্রেম্নো বা স্ফুরণং, ততো মধ্যমত্বং। অথোত্তমস্যাপি তদধীনদর্শনেন তৎস্ফুরণানন্দাদয়োবিশেষত এব। ততশ্চ তস্মিন্নধিকে যন্মৈত্রী ভবতি তন্ন নিষিধ্যতে। কিন্তু সর্ব্বত্র তদ্ভাবাবশ্যকতা বিধীয়তে। পরমোত্তমোত্তমেহপি তথা দৃষ্টং, ক্ষণার্দ্ধেনাপি তুলয়ে ন স্বর্গং নাপুনর্ভবং। ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্যানাং কিমুতাশিষ ইতি ॥ ২৯ ॥

অথ ভগবদ্ধর্ম্মাচরণরূপেণ কায়িকেন কিঞ্চিন্মানসেন চ লিঙ্গেন কনিষ্ঠং লক্ষয়তি—**অর্চ্চায়ামেবেতি**। অর্চ্চায়াং প্রতিমায়ামেব ন তদ্ভক্তেষু। অন্যেষু চ সুতরাং ন। ভগবৎপ্রেমাভাবাৎ ভক্তমহাত্মজ্ঞানাভাবাৎ সর্ব্বাদরলক্ষণভক্ত-

যিনি পরমেশ্বরে প্রেম, হরিভক্তে মৈত্রী, অজ্ঞজনের প্রতি কৃপা এবং নিজের বিদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা করেন, তাঁহাকে মধ্যম ভাগবত বলে ॥ ২৯ ॥

যিনি লোকপরম্পরাপ্রাপ্ত শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রতিমাতে হরির পূজা করেন, কিন্তু হরিভক্ত বা অন্যের সৎকার করেন না,

ইহার ব্যাখ্যা (৩০১) পৃষ্ঠা (৫১) শ্লোকে দেখুন। উত্তম ভাগবতের সর্ব্বত্র ভগবৎস্ফূর্ত্তি হওয়ায় ভেদদৃষ্টি নাই, এজন্য তাঁহারা জগতে কাহাকেও অজ্ঞ বলিয়া জানেন না ; সুতরাং অজ্ঞের প্রতি কৃপার সম্ভাবনা না থাকিলেও, দরিদ্রচর যেমন আঢ্য হইয়া অট্টালিকায় দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিলেও, কখন কখন পূর্ব্বের ভগ্নগৃহ ও ছিন্নকন্থার শয়ন স্মরণ হওয়ায় তখন আপনাকে দরিদ্র বলিয়া অভিমান করে, তদ্রূপ উত্তমাধিকারীর পূর্ব্বাবস্থা অর্থাৎ মধ্যমাধিকারে অভিমান হইলে ভেদদৃষ্টি হয়, তৎকালে উত্তমাধিকারী অজ্ঞকে কৃপা করেন ॥২৮॥

দ্বেষকর্ত্তাও ত অজ্ঞ, সুতরাং তাহার প্রতি কৃপা করা উচিত ছিল, কিন্তু তাহা না হইয়া অজ্ঞের প্রতিই কৃপার স্ফুরণ এবং দ্বেষকর্ত্তার প্রতি উপেক্ষা স্ফুরণ হওয়ায়, উত্তমভাগবতের ন্যায় সর্ব্বত্র প্রেমস্ফুরণ হয় না বলিয়া—ইহাঁকে মধ্যমভাগবত বলা যায় ॥২৯॥

ইহার এই শ্রদ্ধা শাস্ত্রীয়শ্রদ্ধা নয়, যে শাস্ত্র হরির আরাধনা করিতে বলেন সেই শাস্ত্রই হরিভক্তকেও আদর করিতে বলেন, শাস্ত্রীয় শ্রদ্ধা হইলে

১। শাস্ত্রযুক্ত্যে—শাস্ত্রে এবং যুক্তিতে। এস্থানে যুক্তি বলিতে শাস্ত্রানুগতযুক্তিই বুঝিতে হইবে, যেহেতু শাস্ত্রার্থে দৃঢ়বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা বলে। সুনিপুণ—প্রবীণ, অর্থাৎ বলবদ্ বাধ উপস্থিত হইলেও, শাস্ত্র ও যুক্তিপ্রভাবে যাঁহার শ্রদ্ধা অটলভাবে অবস্থিতি করে, এবং শাস্ত্রদ্বারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে ভক্তিতত্ত্বের উপদেশদান ও যুক্তিদ্বারা অসম্ভাবনা বিপরীতভাবনা নিরাস করিতে যিনি সুনিপুণ। দৃঢ়শ্রদ্ধা—অর্থাৎ তত্ত্ববিচার, সাধনবিচার এবং পুরুষার্থবিচার দ্বারা দৃঢ়নিশ্চয় হওয়া।

২। নাহি জানে—অল্পমাত্র জানে ; অর্থাৎ উত্তমাধিকারীর ন্যায় প্রবীণ নয়, বলবদ্বাধ উপস্থিত হইলে শাস্ত্রযুক্তির দ্বারা উত্তমাধিকারীর ন্যায় সমাধান করিতে অসমর্থ ; তথাপিও শ্রদ্ধাবান্ অর্থাৎ মনে দৃঢ় নিশ্চয় আছে বলিয়া তাঁহার নিজের শ্রদ্ধার কোন ব্যাঘাত হয় না।

৩। তেঁহ—কনিষ্ঠ অধিকারী।

১। সর্ব্ব মহাগুণগণ বৈষ্ণবশরীরে ;
২। কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চারে।

তথাহি **ভক্তৈক্রব** পঞ্চমস্কন্ধে অষ্টাদশাধ্যায়ে দ্বাদশ-শ্লোকে হয়শীর্ষাভিধানভগবত্তনুমুদ্দিশ্য ভদ্রশ্রবোবাক্যং—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা,
সর্ব্বৈ গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা,
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥৩১॥

৩। এইসব গুণ হয় বৈষ্ণবলক্ষণ ;
সব কহা না যায় করি দিগ্‌দরশন।

৪। কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম ;
নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন।
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ ;
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিতষড়্‌গুণ।
মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী ;
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী।

তথাহি **শ্রীমদ্ভাগবতে** তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চবিংশতিতমাধ্যায়ে বিংশশ্লোকে দেবহূতিং প্রতি কপিলদেববাক্যং—

তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্ব্বদেহিনাং।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ ॥৩২॥

গুণাদ্বয়াচ্চ স প্রাকৃতঃ, প্রকৃতিঃ প্রারম্ভঃ অধুনৈব প্রারব্ধভক্তিরিত্যর্থঃ। ইয়ঞ্চ শ্রদ্ধা ন শাস্ত্রার্থাবধারণজাতা। 'যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপ' ইত্যাদি শাস্ত্রাজ্ঞানাং তস্মাল্লোকপরম্পরাপ্রাপ্তৈবেতি পূর্ব্ববং। অতশ্চ জাতপ্রেমা শাস্ত্রীয়শ্রদ্ধাযুক্তঃ সাধকস্থ মুখ্যকনিষ্ঠো জ্ঞেয়ঃ ॥৩০॥

সাধূনাং লক্ষণমাহ—**তিতিক্ষব** ইতি। তিতিক্ষবঃ শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বসহিষ্ণবঃ। কারুণিকাঃ পরদুঃখাসহিষ্ণবঃ। সর্ব্বদেহিনাং সুহৃদঃ প্রত্যুপকারমনপেক্ষ্য উপকারে রতাঃ। ন জাতাঃ শত্রবো যেষাং তে অজাতশত্রবঃ পরদ্রোহমকুর্ব্বন্ত ইত্যর্থঃ। শান্তাঃ শমদমাদি-সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নাঃ। স্বয়ং সাধবোপি যে সাধুনন্যান্ ভূষয়ন্তি মানয়ন্তি সাধব এব

তাঁহাকে প্রকৃত ভক্ত বলে (অর্থাৎ সম্প্রতি ভক্তির আরম্ভ করিয়াছেন) ॥ ৩০ ॥

তিতিক্ষু (অর্থাৎ শীত-উষ্ণাদিতে যাঁহার কষ্টের অনুভব হয় না) কারুণিক (সর্ব্বপ্রাণীর নির্হেতু উপকারকর্ত্তা),

---

অবশ্যই ভগবদ্ভক্তের এবং অন্যেরও আদর করিতেন। অতএব এটী লোকপরম্পরাপ্রাপ্ত শ্রদ্ধা অর্থাৎ অপরকে পূজা করিতে দেখিয়া আপনিও প্রতিমাদি পূজা করেন মাত্র। যাহা হউক ইহারও ক্রমশঃ ভাল হইবার সম্ভাবনা আছে। অতএব উত্তম এবং মধ্যম ভিন্নই কনিষ্ঠভাগবত—ইহাই হরিযোগেন্দ্রের অভিপ্রায়। বস্তুতস্তু অজাতপ্রেমা শাস্ত্রীয়শ্রদ্ধাযুক্ত সাধকই মুখ্য কনিষ্ঠ-ভাগবত ॥৩০॥

ইহার ব্যাখ্যা (১২) পৃষ্ঠা (৫) শ্লোকে দেখুন। সর্ব্বসদ্‌গুণের সহিত দেবতারা অকিঞ্চনভক্তে অবস্থিতি করেন, তাহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রমাণিত করিলেন ॥৩১॥

৪। কোমল—মৃদু। শাস্ত্রান্তর এবং যুক্ত্যন্তর দ্বারা মৃদুশ্রদ্ধার ভেদ উৎপাদন করিতে পারা যায়। এই কনিষ্ঠঅধিকারী মধ্যমঅধিকারীর ন্যায় শাস্ত্রযুক্তিতে কিঞ্চিৎ নিপুণ; অন্যথা শাস্ত্রার্থবিশ্বাসকে যখন শ্রদ্ধা বলে, তখন আদৌ শাস্ত্র না জানিলে শ্রদ্ধা হইতেই পারে না।

১। সর্ব্ব মহাগুণ—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্ব মহাগুণ। বৈষ্ণবশরীরে—অর্থাৎ বৈষ্ণবশরীরে বিদ্যমান আছে। ২। কৃষ্ণ ভক্তে...সঞ্চারে—যেমন নিকটস্থ স্বচ্ছদর্পণে পুরুষের রূপ-লাবণ্যাদির সহিত বিম্ব সঞ্চারিত হয়, তদ্রূপ কৃষ্ণোন্মুখ ব্যক্তির স্বচ্ছহৃদয়ে ভগবানের গুণ সঞ্চারিত হয়।

৩। এই সব—কৃপালুতা প্রভৃতি।

৪। কৃপালু—পরদুঃখাসহিষ্ণু। অকৃতদ্রোহ—যে কাহারই অনিষ্ট করে না। সত্যসার—সত্য যাহার সার (অর্থাৎ বল) হইয়াছে। সম—সুখ দুঃখ হর্ষ-বিষাদ-রহিত। নির্দ্দোষ—অসূয়াদিরহিত। বদান্য—অতিশয় দাতা। মৃদু—অকঠিনচিত্ত। শুচি—সদাচার। অকিঞ্চন—যিনি পরিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়াছেন। সর্ব্বোপকারক—যথাশক্তি সকলের উপকারকর্ত্তা। শান্ত—যিনি অন্তঃকরণকে বশীভূত করিয়াছেন; অকাম—সকাম বিষয় যাহার চিত্তের ক্ষোভ জন্মাইতে পারে না। নিরীহ—দুষ্টক্রিয়াশূন্য। স্থির—অর্থাৎ স্বধর্ম্মে স্থিত। বিজিত-ষড়্‌গুণ—ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, মোহ, জরা এবং মৃত্যু এই ছয় গুণ (অর্থাৎ সংসারসাগরের তরঙ্গকে) যিনি জয় করিয়াছেন। মিতভুক্—লঘুভোজী। অপ্রমত্ত—সাবধান (অর্থাৎ হুঁসিয়ার)। মানদ—অন্যের মানদাতা। অমানী—মানাকাঙ্ক্ষারহিত। গম্ভীর—নির্ব্বিকার। করুণ—দয়া করিয়া যিনি সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। মৈত্র—অবঞ্চক। কবি—সম্যক্‌জ্ঞানী। দক্ষ—পরপোষণে নিপুণ। মৌনী—মননশীল।

তথাহি তত্রৈব পঞ্চমস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বিতীয়শ্লোকে স্বপুত্রগণং প্রতি ঋষভদেবোক্তিঃ—

মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তে-
স্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গং।
মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা,
বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে ॥৩৩॥

১। কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ ;

তথাহি শ্রীমদ্‌ভাগবতে দশমস্কন্ধে এক-পঞ্চাশত্তমাধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি মুচুকুন্দবাক্যং—

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবে-
জ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্‌গতৌ,
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ ॥৩৪॥

তথাহি তত্রৈব একাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে অষ্টাবিংশ শ্লোকে নবযোগেন্দ্রান্ প্রতি নিমিবাক্যং—

অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং,
পৃচ্ছামো ভবতোঽনঘাঃ!
সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি,
সৎসঙ্গঃ সেবধি র্নৃণাং ॥৩৫॥

বা ভূষণানি পরিচ্ছদা যেষাং তে তথা ॥ ৩২ ॥

মোক্ষবন্ধয়োর্দ্বারমাহ—**মহৎসেবা**মিতি। মহতাং সেবাং তৎস্থানগমনপরিচর্য্যাদিরূপাং, বিমুক্তের্ভগবচ্চরণ-প্রাপ্তেরিত্যর্থঃ—'স বৈ মহাভাগবতঃ পরীক্ষিদ্, যেনাপবর্গাখ্যমদভ্রবুদ্ধিঃ, জ্ঞানেন বৈয়াসকিশব্দিতেন, ভেজে খগেন্দ্র-ধ্বজপাদমূল'মিত্যুক্তেঃ—দ্বারমাহুঃ। যোষিতাং কামস্ত্রীণাং (ন তু ধর্ম্মপত্নীনাং, তাসাং বিধিপ্রাপ্তত্বাৎ) যে সঙ্গিনস্তেষাং সঙ্গং তমসঃ সংসারস্য দ্বারমাহুঃ। যথা ভগবৎসঙ্গাদপি ভগবদ্ভক্তসঙ্গস্য শীঘ্রং ভগবৎপ্রেমদাতৃত্বং তত্র ভগবন্মহিমাদি-শ্রবণাদিনা তদাসক্তির্বর্দ্ধত এব, ন তু ভগবৎসঙ্গে তাদৃশত্বং। তথা যোষিৎসঙ্গিসঙ্গে রূপাদীনাং পরমোৎকৃষ্টতয়া বর্ণনাদি-শ্রবণেন যথা তাসু ঝটিত্যাসক্তির্ভবেন্ন তথা দর্শনাদিনেতি যোষিৎসঙ্গাদপি তৎসঙ্গিনঃ সঙ্গা হ্যধিকানর্থকারিণ ইত্যর্থঃ। মহতাং লক্ষণমাহ—**মহান্ত** ইতি। সমচিত্তাঃ অভেদদর্শিনঃ, অথবা মা লক্ষ্মীস্তয়া সহ বর্ত্তমানঃ সমো ভগবান্, তস্মিন্ চিত্তং যেষাং তে সর্ব্বত্রভগবদ্দৃষ্টিপরা ইত্যর্থঃ—'সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মন' ইত্যাদ্যুক্তেঃ। অতএব প্রশান্তাঃ ভগবন্নিষ্ঠমতয় ইত্যর্থঃ—'শমো মন্নিষ্ঠতাবুদ্ধে'রিতি স্বয়ংভগবতা ব্যাখ্যানাৎ। অতএব বিমন্যবঃ বিগতো মন্যুঃ ক্রোধো যেষাং তে। সুহৃদঃ প্রত্যুপকারমনপেক্ষ্য সর্ব্বেষামুপকর্ত্তারঃ। সাধবঃ শাস্ত্রোক্তাচরণশীলাস্ত মহান্তো জ্ঞেয়াঃ ॥৩৩॥

অত ইতি। হে অনঘাঃ! নিরবদ্যাঃ! ভবতো যুষ্মান্ আত্যন্তিকং ক্ষেমং যস্মিন্ সতি ভয়মাত্রং ন স্পৃশতীত্যর্থঃ। তৎ পৃচ্ছামঃ। যস্মাৎ অস্মিন্ সংসারে ক্ষণার্দ্ধকালভবোঽপি সৎসঙ্গঃ নৃণাং সেবধির্নিধিঃ। নিধিলাভে যথা আনন্দো ভবতি তথাত্র পরমানন্দ ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

অজাতশত্রু শমদমাদিসম্পন্ন এবং সাধুদিগের বিশেষসম্মানকর্ত্তা—ইত্যাদি গুণশালীকে সাধু বলে ॥৩২॥

হে পুত্রগণ! পণ্ডিতেরা মহৎসেবাকেই ভগবৎপ্রাপ্তির এবং যোষিৎ (অর্থাৎ কামস্ত্রী) সঙ্গীর সঙ্গকে নরকপ্রাপ্তির দ্বারস্বরূপ বলিয়াছেন। যাঁহারা সমচিত্ত, প্রশান্ত, ক্রোধবিহীন, সর্ব্বভূতের হিতকারী এবং শাস্ত্রোক্ত আচরণশীল, তাঁহা-দিগকে মহান্ বলে ॥৩৩॥

হে অনঘগণ! এইহেতু আপনাদিগের নিকট আত্যন্তিক ক্ষেম জিজ্ঞাসা করিতেছি, যেহেতু এই সংসারে ক্ষণার্দ্ধকাল সৎসঙ্গও মনুষ্যদিগের পক্ষে সেবধি অর্থাৎ সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ ॥ ৩৫ ॥

ইহার ব্যাখ্যা মধ্যলীলা (২২) পরিচ্ছেদ (১৭) শ্লোকে দেখুন।

সাধুসঙ্গ হইতে ভগবদ্ভক্তির উৎপত্তি হয়, তাহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন ॥৩৪॥

১। জন্মমূল—জন্মস্থান। এস্থানে ভক্তিশব্দ রতি অর্থাৎ প্রেমবাচক।

১। কৃষ্ণপ্রেম জন্মে—তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ।

তথাহি তত্রৈব তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চবিংশাধ্যায়ে দ্বাবিংশ-শ্লোকে দেবহূতিং প্রতি কপিলদেববাক্যং—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো,
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি,
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥৩৬॥

২। অসৎসঙ্গত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার;
৩। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে একত্রিংশাধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশশ্লোকে দেবহূতিং প্রতি কপিলদেববাক্যং—

ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্‌যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ ॥৩৭॥

তথাহি তত্রৈব একবিংশাধ্যায়ে ত্রয়স্ত্রিংশচতুস্ত্রিংশশ্লোকয়োর্দেবহূতিং প্রতি কপিলদেববাক্যং—

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্‌যাতি সংক্ষয়ং ॥৩৮

তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ ॥৩৯॥

তথাহি শ্রীহরিভক্তিবিলাসস্য দশমবিলাসে চতুর্বিংশাধিকদ্বিশততমাঙ্কধৃতকাত্যায়নসংহিতা-বচনং—

তদ্দোষমেব দর্শয়তি—ন তথেতি। যথা যোষিতাং সঙ্গাৎ যথা যোষিৎসঙ্গিনাং সঙ্গাচ্চ মোহো বন্ধশ্চ ভবেত্তথা অন্য প্রসঙ্গোতোঽস্য ন ভবেৎ (সংভাবনায়াং লিঙ্)। সঙ্গোঽত্র তদাসনয়া তদ্বার্ত্তাদিময়ঃ ॥ ৩৭ ॥

অসৎসঙ্গং নিন্দতি—সত্যমিতি। সত্যং অপীড়াদায়কং যথার্থভাষণং। শৌচং শুদ্ধত্বং। দয়া পরদুঃখাসহনং। মৌনং বৃথাবচনত্যাগঃ। বুদ্ধিঃ সূক্ষ্মদর্শিতা। হ্রীঃ অকর্ম্মণিজুগুপ্সা। শ্রীঃ সম্পৎ। যশঃ কীর্ত্তিঃ। ক্ষমা ক্রোধপ্রাপ্তৌ চিত্ত সংযমনং। শমঃ মনোনৈশ্চল্যং। দমঃ বাহ্যেন্দ্রিয়নৈশ্চল্যং। ভগঃ ভোগাস্পদত্বং। ইত্যেতৎ সর্ব্বং যস্য অসতঃ সঙ্গাৎ ক্ষয়ং নাশং যাতি প্রাপ্নোতি ॥ ৩৮ ॥

তেষ্বিতি। অশান্তেষু অস্থিরচিত্তেষু মূঢ়েষু তামসেষু অতএব খণ্ডিতাত্মসু দেহাত্মবুদ্ধিষু তেষু অসাধুষু সঙ্গং ন কুর্য্যাৎ, তথা শোচ্যেষু যোষিতাং ক্রীড়ামৃগবদধীনেষু চ সঙ্গং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

যোষিৎ (কামস্ত্রীর) সঙ্গ এবং তাহার সঙ্গীর সঙ্গ—এই দুইটি পুরুষের যাদৃশ মোহ এবং বন্ধনের হেতু হয়, অন্য প্রসঙ্গ তাদৃশ হয় না ॥ ৩৭ ॥

সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, লজ্জা, শ্রী, কীর্ত্তি, ক্ষমা, শম, দম এবং ভগ—এই সকল অসৎ সঙ্গে বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ৩৮ ॥

যাহাদিগের বুদ্ধির স্থিরতা নাই, যাহারা ঘোর অজ্ঞানাচ্ছন্ন এবং দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন, সেই সকল অসাধু এবং শোকার্হ ক্রীড়ামৃগের ন্যায় স্ত্রীগণের অধীন পুরুষের সঙ্গ করিবে না ॥

ইহার ব্যাখ্যা (১৪) পৃষ্ঠা (৩০) শ্লোকে দেখুন। এই দুই শ্লোক দ্বারা ভাবভক্তি এবং প্রেমভক্তির সৎসঙ্গই যে প্রধান কারণ, ইহাই দেখাইলেন ॥৩৫॥৩৬॥

১। জন্মে—জন্ম বিষয়ে; অর্থাৎ সেই রতির প্রেমরূপে পরিণতি বিষয়ে। তেঁহ—সাধুসঙ্গ। পুনঃ—আবার। মুখ্য—প্রধান; অর্থাৎ ভক্তির যত অঙ্গ আছে তন্মধ্যে সাধুসঙ্গই প্রধান অঙ্গ।

২। অসৎ আচার—এই অসৎসঙ্গত্যাগকে বৈষ্ণবাচার বলে।

৩। স্ত্রীসঙ্গী—পরদারে আসক্ত; এস্থানে স্ত্রীশব্দে কামস্ত্রী। এক অসাধু—এই একপ্রকার অসাধু; অর্থাৎ কৃষ্ণমন্ত্রাদিতে দীক্ষিত হইয়াও এবং ভক্তিঅঙ্গ যাজন করিয়াও যদি কেহ পরদারে আসক্ত হয়, তবে তাহাকেও অসাধু বলে। কৃষ্ণাভক্ত—কৃষ্ণবিদ্বেষী; অর্থাৎ পরদাররত এবং কৃষ্ণবিদ্বেষীর কদাচ সঙ্গ করিবে না, কারণ তাহা বৈষ্ণবাচারবিরুদ্ধ।

বরং হুতবহজ্বালাপঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরিচিন্তাবিমুখজনসংবাসবৈশসং ॥৪০॥

তথাহি গোস্বামিপাদোক্ত শ্লোকপাদঃ—
মাদ্রাক্ষীঃ ক্ষীণপুণ্যান্ কচিদপি
ভগবদ্ভক্তিহীনান্ মনুষ্যান্ ॥৪১॥

১। এত সব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ;
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণের শরণ।

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং অষ্টাদশাধ্যায়ে ষট্ষষ্টিতমশ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য
মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো
মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥৪২॥

২। ভক্তবৎসল, কৃতজ্ঞ, সমর্থ, বদান্য ;
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি পণ্ডিত নাহি ভজে অন্য।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টচত্বারিংশাধ্যায়ে দ্বাবিংশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি অক্রূরবাক্যং—
কঃ পণ্ডিতস্ত্বদপরং শরণং সমীয়া-
দ্ভক্তপ্রিয়াদৃতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ।
সর্ব্বান্ দদাতি সুহৃদো ভজতোঽভিকামা,
নাত্মানমপ্যুপচয়াপচয়ৌ ন যস্য ॥৪৩॥

বরমিতি। হুতবহস্য বহ্নের্জ্বালয়া রচিতস্য পঞ্জরস্য অন্তর্ম্মধ্যে বিশেষেণ অবস্থিতির্নিবাসো বরমিত্যয়ং সুখপ্রদা ইত্যর্থঃ। শৌরিঃ শ্রীকৃষ্ণস্তস্য কিঞ্চিচ্চিন্তায়া অপি বিমুখো যো জনস্তেন সংবাসঃ সহবাস এব বৈশসং পীড়া নৈব তু সোঢ়ব্যমিত্যর্থঃ, লোকদ্বয়ে স্বকুলস্যাপ্যনর্থাবহত্বাৎ ॥৪০॥

মাদ্রাক্ষীরিতি। ভগবতো ভক্তিহীনান্ ভজনবিমুখান্ অতএব ক্ষীণপুণ্যান্ জনান্ কচিদপি লৌকিককার্য্যাদাবপি মা দ্রাক্ষীর্ন প্রেক্ষস্ব ॥৪১॥

এবং মানবঃ পরিপূরিত ইতি তুষ্টাব্রাহ—কঃ পণ্ডিত ইতি। কঃ পণ্ডিতঃ সন্ ত্বত্তোঽপরং শরণং সমীয়াৎ গচ্ছেৎ? তত্র হেতুঃ—ভক্তপ্রিয়াদিতি। ভক্তস্তদ্বেশাদিনা পূতনাদিভ্যোঽপি তাদৃশপদপ্রদানাৎ প্রিয়ঃ প্রীতিবিষয়ত্বেন প্রসিদ্ধো যো তস্মাৎ। তথোক্তং শ্রীমদুদ্ধবেনাপি অহোবকীয়মিত্যাদি। তৎপ্রিয়ত্বেপি ন তু কথমপ্যনবধানাদিনা তৎপালনপ্রতিজ্ঞাবিস্মৃতিঃ স্যাদিত্যাহ। ঋতগিরঃ সত্যসঙ্কল্পাৎ। কদাচিত্তস্য পরমভক্তান্তরাবেশেপি সঙ্কল্পস্তেব তৎ কার্য্যসাধক ইতি ভাবঃ। ন চোপকারাত্মকস্য ভজনস্যাপেক্ষা কিন্তু কথঞ্চিদাশ্রয়মাত্রস্যেত্যাহ সুহৃদঃ। ন চোপকারানভিজ্ঞ ইত্যাহ কৃতমুপকারং জানাতি বহুমন্যত ইতি কৃতজ্ঞাৎ। তচ্চোপকারাভাসস্যাপি বহুমন্যমানত্বে পর্য্যবস্যতীত্যাহ সর্ব্বানিতি। যস্য বিষয়লাভালাভাদিনা উপচয়াপচয়ৌ ন স্তঃ, সংভজতঃ ভজনমাত্রং কুর্ব্বতঃ, পত্রপুষ্পাদিনাপি সেবমানায় সর্ব্বানভীষ্টান্ কামান্ দদাতি। তত্র সুহৃদঃ সুহৃদে সৌহৃদ্যযুক্তায় তু আত্মানমপি সুহৃদ্রূপেণ দদাতি তদধীনং করোতীত্যর্থঃ। তস্মান্মদীয়গৃহাগমনমপি তব ন্যায্যমিতি ॥৪৩॥

প্রজ্বলিত হুতাশনের শিখাপঞ্জরের মধ্যে অবস্থিতিও ভাল, তথাপি যেন কৃষ্ণচিন্তায় বিমুখজনের সহবাসজনিত পীড়া সহ্য করিতে না হয় ॥৪০॥

ভগবদ্ভজনে বিমুখ হতভাগ্য মনুষ্যদিগকে লৌকিক কার্য্যাদিতেও দেখিবে না ॥ ৪১ ॥

হে প্রভো! আপনি ভক্তপ্রিয়, সত্যসঙ্কল্প, ভক্তসুহৃৎ এবং কৃতজ্ঞ; আপনাকে ত্যাগ করিয়া কোন্ বুদ্ধিমান্ অন্যের শরণাগত হইবে? যাঁহার বিষয়ের লাভে বৃদ্ধি এবং অলাভে হ্রাস নাই, সেই আপনি ভজমান সুহৃৎকে তাহার অভীষ্ট বিষয় এবং শেষে আপনাকে পর্য্যন্ত প্রদান করেন ॥ ৪৩॥

এই সব শ্লোক দ্বারা পূর্ব্বোক্তলক্ষণ অসাধুসঙ্গ সর্ব্বথা পরিহার্য্য—ইহাই দেখাইলেন ॥৪১॥ ইহার ব্যাখ্যা (২৭৪) পৃষ্ঠা (৭) শ্লোকে দেখুন ॥৪২॥ বুদ্ধিমানেরা ভক্তবাৎসল্যাদিগুণশালী শ্রীকৃষ্ণকে ত্যাগ করিয়া যে অন্যকে ভজন করেন না,—ইহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রতিপাদিত করিলেন ॥৪৩॥

১। এত সব…শরণ—অতএব হে সনাতন! তুমি পূর্ব্বোক্ত অসৎসঙ্গ এবং বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালনে চেষ্টা ত্যাগপূর্ব্বক অকিঞ্চন হও অর্থাৎ পরিগ্রহত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের শরণাগত হও। ২। কৃতজ্ঞ—ভক্তকৃত সেবাদি কর্ম্মের অভিজ্ঞ। সমর্থ—ইচ্ছানুযায়িকার্য্য করণে সক্ষম। বদান্য—দানবীর। হেন—এতাদৃশ অর্থাৎ ভক্তবাৎসল্যাদি গুণযুক্ত।

১। বিজ্ঞজনের হয় যদি কৃষ্ণগুণ জ্ঞান ;
অন্য ত্যজি ভজে—তাতে উদ্ধব প্রমাণ ।

তথাহি **শ্রীমদ্ভাগবতে** তৃতীয়স্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে ত্রয়োবিংশশ্লোকে বিদুরং প্রতি উদ্ধববাক্যং—

অহো বকী যং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়া পায়য়দপ্যসাধ্বী ।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং,
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥৪৪॥

২। শরণাগত-অকিঞ্চনের একই লক্ষণ ;
৩। তার মধ্যে প্রবেশয়ে আত্মসমর্পণ ।

তথাহি **শ্রীহরিভক্তিবিলাসস্য** একাদশবিলাসে সপ্তদশাধিকচতুঃশততমাঙ্কধৃত-বৈষ্ণবতন্ত্রং—

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনং ;
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা ।
আত্মনিক্ষেপ-কার্পণ্যে ষড়্বিধা শরণাগতিঃ ॥৪৫॥

এবমস্তুবৃত্তিঃ কৃপয়ৈবেতি সূচয়ন্ অপকারিষ্বপি তস্য কৃপালুত্বং দর্শয়ন্নাহ—**অহো** ইতি। অহো আশ্চর্য্যং, অন্যত্রাবতারাদাবেতাদৃশ্যা মর্য্যাদালঙ্ঘিন্যাঃ কৃপায়া অদর্শনাৎ। যা হন্তুমিচ্ছয়াপি স্তনয়োঃ সংভৃতং কালকূটং বিষং যমপায়য়ৎ বকী পূতনা সা অসাধ্বী দুষ্টাপি ধাত্রীণাং 'কিমু গাবোঽনুমাতর' ইত্যনুসারেণ তস্মৈ স্তন্যামৃতদায়িনীনাং কংসাক্ষিপ্তচিতাং গতিং লেভে। ভক্তবেশমাত্রেণ যঃ সদ্গতিং দত্তবানিত্যর্থঃ। অতোঽন্যং কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ভজেমেত্যর্থঃ ॥৪৪॥

আনুকূল্যস্যেতি। আনুকূল্যস্য ভগবদ্ভজনানুকূলতায়াঃ, সঙ্কল্পঃ কর্ত্তব্যত্বেন নিয়মঃ। প্রাতিকূল্যস্য তদ্বৈপরীত্যস্য বর্জ্জনং। শরণাগতং মামবশ্যমেব রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ। গোপ্তৃত্বেন রক্ষকত্বেন বরণং স্বীকরণং প্রার্থনং বা। আত্মনিক্ষেপ আত্মসমর্পণং। কার্পণ্যঞ্চ 'ভগবন্ রক্ষ রক্ষে'ত্যাদিপ্রকারেণার্ত্তত্বং। সা চ অঙ্গাঙ্গিভেদেন ষড়্বিধা। তত্র গোপ্তৃত্ববরণমেবাঙ্গী শরণাগতিশব্দেনৈকার্থ্যাৎ অন্যানি ত্বঙ্গানি তৎপরিকরত্বাৎ। ততশ্চ বিশ্বাসরূপে প্রীতিরূপে সংরক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসস্তত এব গোপ্তৃত্বেন বরণঞ্চেতি জ্ঞেয়ং। তথা প্রীতিস্বভাবেনানুকূল্যসঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যবর্জ্জনঞ্চেতি দ্বয়ং স্বয়ং পর্য্যবস্যত্যেব। তথা 'মাং প্রপন্নোজনঃ কশ্চিন্নভূয়োঽর্হতি শোচিতু'মিতি 'আত্মানাং শরণং ত্বং'মিতি ভগবদ্বচনবিশ্বাসেনাত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে অপি তত্রৈব পর্য্যবস্যতঃ। তত্র সূক্ষ্মবিচারাপেক্ষয়া প্রায় শব্দঃ। যদ্বা—তেনাত্মনিবেদনআত্মনিক্ষেপে কার্পণ্যঞ্চ প্রীতিবিশেষ স্বাভাবিকতয়া প্রীত্যাত্মকে সখ্য এব দ্রষ্টব্যমিত্যেষা দিক্ ॥৪৫॥

দুষ্টা পূতনা প্রাণবিনাশের অভিসন্ধিতে যাঁহাকে স্তনসংভৃত কালকূট বিষ পান করাইয়াও যখন ধাত্রীযোগ্য গতি লাভ করিয়াছেন, অতএব সেই কৃষ্ণ ভিন্ন আর এমন দয়ালু কে আছে যে তাঁহাকে ভজনা করিব ॥৪৪॥

ভগবানের আনুকূল্যের সঙ্কল্প অর্থাৎ কর্ত্তব্যতারূপে নিয়ম, প্রাতিকূল্যের বর্জন, 'তিনি আমাকে নিশ্চয় রক্ষা করিবেন' বলিয়া বিশ্বাস, রক্ষা-কর্ত্তৃত্বরূপে তাঁহার নিকট প্রার্থনা, আত্মনিবেদন এবং কার্পণ্য (অর্থাৎ হে প্রভো ! আমাকে রক্ষা কর রক্ষা কর বলিয়া কাতরতা) ভেদে শরণাগতি ছয় প্রকার ॥৪৫॥

বুদ্ধিমানেরা কৃষ্ণের গুণ জানিতে পারিলে অন্য সকল পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণভজন করেন, তাহার দৃষ্টান্ত উদ্ধব মহাশয়,—ইহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন ॥৪৪॥

এই ছয় প্রকার শরণাগতির মধ্যে গোপ্তৃত্বরূপে বরণ অঙ্গী ; অপর পাঁচটী তাহারই অঙ্গ। আনুকূল্যের সঙ্কল্প এবং প্রাতিকূল্যের বর্জন—এই দুইটী অঙ্গ অকিঞ্চনের ধর্ম্ম। আত্মনিক্ষেপ = আত্মনিবেদন। অতএব ষড়্বিধ শরণাগতির মধ্যে অকিঞ্চনতা এবং আত্মসমর্পণের প্রবেশ আছে—ইহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন ॥৪৫॥

১। বিজ্ঞ—বুদ্ধিমান্ অর্থাৎ যাঁহার ভাল মন্দ বিচারের শক্তি আছে। কৃষ্ণগুণ জ্ঞান—কৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্যাদি গুণ জানিতে পারে। অন্য—কৃষ্ণভিন্ন সকল।

২। শরণাগত ..আত্মসমর্পণ—কাম ক্রোধাদি কর্ত্তৃক বাধ্যমান হইয়া, সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক রক্ষার্থ ভগবান্‌কে আশ্রয় করার নাম শরণাগতি। কৃষ্ণভিন্ন সমস্ত পরিত্যাগকারীকে অকিঞ্চন বলে। দেহ—দৈহিক সমস্ত কৃষ্ণেতে অর্পিত করাকে আত্মনিবেদন বলে, অর্থাৎ সেই দেহাদি দ্বারা কৃষ্ণকর্ম্ম ভিন্ন অন্য কর্ম্ম করিবে না। বিচারে এই তিনই এক হইয়া পড়ে।

৩। তার মধ্যে—শরণাগতি ও অকিঞ্চনের মধ্যে। প্রবেশয়ে—অর্থাৎ আত্মসমর্পণ অন্তর্ভাবিত হইল।

তথাহি তত্রৈব অষ্টাদশাধিকচতুঃশততমাঙ্কধৃত-বৈষ্ণবতন্ত্রং—

তবাস্মীতি বদন্ বাচা তথৈব মনসা বিদন্।
তৎস্থানমাশ্রিতস্তন্বা মোদতে শরণাগতঃ ॥৪৬॥

শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ ;
কৃষ্ণ তাঁরে করে তৎকালে আত্মসম[১]।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে একোনত্রিংশাধ্যায়ে দ্বাত্রিংশশ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং—

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা,
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো,
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ ॥৪৭॥

এবে সাধনভক্তি কহি—শুন সনাতন !
যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণে প্রেম-মহাধন।

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে দ্বিতীয়লহর্য্যাং দ্বিতীয়শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং—

কৃতিসাধ্যা ভবেৎ
সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা।
নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য
প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা ॥৪৮॥

এবং ফলিতং সংক্ষেপেণাভিব্যঞ্জয়ন্ শরণাগতকৃত্যঞ্চ দর্শয়ন্ তন্মাহাত্ম্যমেব লিখতি—তবেতি। হে ভগবন্নহং তবাস্মীতি বাচা বদন্ তথা তস্যৈবাহমিতি মনসা বিদন্ জানন্ অভিমন্যমান ইত্যর্থঃ। তন্বা দেহেন তস্য ভগবতঃ স্থানং শ্রীমথুরাদিকমাশ্রিতঃ সন্ শরণাগতো মোদতে আনন্দমনুভবতি। সর্ব্বথা সথ্যাসিদ্ধেঃ ॥৪৬॥

আস্তাং তব বার্ত্তা মর্ত্ত্যমাত্রানামপি সর্ব্বতো বিলক্ষণাং গতিং দদামীত্যাহ—মর্ত্ত্য ইতি। যদা মর্ত্ত্যঃ ত্যক্তানি সমস্তানি কর্ম্মাণি যেন তথাভূতঃ সন্ মে নিবেদিতাত্মা ভবতি, তদা অসৌ মে বিচিকীর্ষিতো বিশিষ্টঃ কর্ত্তুমিষ্টো ভবতি। তদাচামৃতত্বং মোক্ষং মায়ানিবৃত্তিমিত্যর্থঃ প্রতিপদ্যমানো ময়া আত্মভূয়ায় মদৈক্যায় মৎসমানৈশ্বর্য্যায়েতি যাবৎ কল্পতে যোগ্যো ভবতি। বৈ ধ্রুবং ॥৪৭॥

কৃতীতি। সামান্যতো লক্ষিতা উত্তমাভক্তিঃ কৃত্যা ইন্দ্রিয়প্রেরণয়া সাধ্যা চেৎ সাধনাভিধা ভবতি, কৃত্যাস্তদন্তর্ভাবশ্চ পূর্ব্বক্রিয়া যত্নান্তর্ভাববৎ। তত্র ভাব্যানুভাবরূপায়া ব্যবচ্ছেদার্থমাহ সাধ্যোভাবঃ প্রেমাদিরূপো যস্যা সা, ন তু ভাবসিদ্ধা, সা হি তদঙ্গত্বাৎ সাধ্যরূপৈবেতি। সাধ্যভাবেত্যনেন সাধ্যপুমর্থান্তরা চ পরিহৃতা, উত্তমায়া এবোপক্রান্তত্বাৎ ভাবস্য সাধ্যত্বে কৃত্রিমত্বাৎ পরমপুরুষার্থতা ভাবঃ স্যাদিত্যাশঙ্কাহ নিত্যেতি। ভগবচ্ছক্তিবিশেষত্বেনাগ্রে সাধয়িষ্যমানত্বাদিতি ভাবঃ ॥৪৮॥

হে প্রভো ! 'আমি তোমার হইলাম' মুখে এই বাক্য বলিয়া এবং মনেও সেইরূপ অভিমান করিয়া এবং শরীর দ্বারা তাঁহার ধাম আশ্রয় করিয়া শরণাগত ব্যক্তি পরমানন্দ অনুভব করেন ॥৪৬॥

মনুষ্য যেকালে সমস্ত কর্ম্ম পরিহার করতঃ আমাতে আত্মসমর্পণ করে, তখন সে জীবন্মুক্ত হইয়া আমার সদৃশ ঐশ্বর্য্যলাভের যোগ্য হয় ॥৪৭॥

ইন্দ্রিয়প্রেরণায় সাধ্য এবং ভাব (অর্থাৎ প্রেমাদি) যাহার সাধ্যফল, তাহাকে সাধনভক্তি বলে। নিত্যসিদ্ধ ভাবের হৃদয়ে অভিব্যক্তি করার নাম সাধন ॥৪৮॥

শরণাগত ব্যক্তি যে শ্রীকৃষ্ণসদৃশ ঐশ্বর্য্যলাভের যোগ্য হয়,—তাহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন ॥৪৭॥

ইন্দ্রিয়ব্যাপারসাধ্য শ্রবণকীর্ত্তনাদিকে সাধনভক্তি বলে। সেই শ্রবণকীর্ত্তনাদির সাধ্য প্রেম—একথা বলায়, প্রেমকে পাছে জন্যপদার্থ বলিয়া মনে হয়, এই আশঙ্কা পরিহারার্থ বলিলেন—'নিত্যসিদ্ধ'। অপ্রাকৃত প্রেমের উৎপত্তি হইতে পারে না, অতএব এই স্থানে 'সাধ্যে'র অর্থ করিতে হইবে 'প্রকট'। এই সাধনভক্তির "কৃতিসাধ্যা" এইটী স্বরূপলক্ষণ এবং "সাধ্যভাবা" এইটী তটস্থলক্ষণ।

১। আত্মসম—কৃষ্ণসদৃশ ; অর্থাৎ কৃষ্ণের সমান ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয়।

১। শ্রবণাদি ক্রিয়া তার স্বরূপলক্ষণ ;
২। তটস্থলক্ষণে উপজায় প্রেমধন।
৩। নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয় ;
৪। শ্রবণাদিশুদ্ধ-চিত্তে করয়ে উদয়।
এইত সাধনভক্তি দুইত প্রকার ;
এক বৈধীভক্তি, রাগানুগাভক্তি আর।
৫। রাগহীন জন ভজে শাস্ত্রের আজ্ঞায় ;
বৈধীভক্তি বলি তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায়।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে পঞ্চমশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং—

তস্মাদ্ভারত সর্ব্বাত্মা ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ং ॥৪৯॥

তথাহি তত্রৈব একাদশস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বিতীয়-তৃতীয়শ্লোকয়োঃ জনকং প্রতি চমসবাক্যং—

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্ব্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥৫০॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরং।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥৫১॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং ষষ্ঠাঙ্কধৃতপদ্মপুরাণং—

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ ॥৫২॥

৬। বিবিধাঙ্গ সাধনভক্তি বহুত বিস্তার ;
সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু সাধনাঙ্গ সার।

তস্মাদিতি। হে ভারত! ভরতবংশ্য! অভয়মিচ্ছতা পুংসা, সর্ব্বাত্মা সর্ব্বেষামাত্মা ইতি পরমপ্রেমাস্পদত্বাং সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্বং। ভগবানিতি সৌন্দর্য্যং ভগং শ্রীকামমাহাত্ম্য-বীর্য্য যত্নার্ক-কীর্ত্তিষ্বিতামরাৎ ভগ-শব্দঃ শ্রীবাচকঃ। ঈশ্বর ইতি মহাপ্রভাবশালিত্বেনাবশ্যকত্বং। হরিরিতি বন্ধহারিত্বং। স শ্রোতব্যঃ শ্রবণেন্দ্রিয়বিষয়ঃ কীর্ত্তিতব্যঃ বাগিন্দ্রিয়বিষয়ঃ স্মর্ত্তব্যঃ মনোবিষয়শ্চ কর্ত্তব্য ইতি। অত্র তব্য-প্রত্যয়েন বিধিনা ভগবদ্ভজনস্যাবশ্যকর্ত্তব্যতা সাধনাৎ ॥৪৯॥

স্মর্ত্তব্য ইতি। বিষ্ণুঃ সততং স্মর্ত্তব্যঃ জাতুচিন্ন বিস্মর্ত্তব্যঃ। অত্র চিচ্ছব্দ জাতুশব্দস্যার্থদ্যোতক এব, ন তু বাচক ইতি। 'সর্ব্বে সায়ংসন্ধ্যামুপাসীত' 'ব্রাহ্মণো ন হন্তব্য' ইত্যাদিরূপা এতয়োঃ স্মর্ত্তব্যাস্মর্ত্তব্যরূপয়োর্বিধিনিষেধয়োরেব কিঙ্করা অধীনাঃ। বিপরীতে তু বিপরীতফলা ভবন্তীতি ভাবঃ ॥৫২॥

সেইহেতু হে ভরতবংশ্য! যাহারা অভয় প্রার্থনা করে, তাহারা সকলের আত্মাস্বরূপ ঈশ্বর (অর্থাৎ মহাপ্রভাবশালী) ভগবান্ হরিকে অবশ্য শ্রবণ কীর্ত্তন এবং স্মরণ করিবে ॥ ৪৯ ॥

বিষ্ণুকে সর্ব্বদা স্মরণ করা কর্ত্তব্য—কখনও বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। যত বিধি ও যত নিষেধ—সকলই এই দুই বিধিনিষেধের অধীন ॥৫২॥

ইহাদের ব্যাখ্যা (১২) পরিচ্ছেদে (৯) শ্লোকে দেখুন ॥৫০॥৫১॥

এই কয়েক শ্লোক দ্বারা হরিভজনের অবশ্যকর্ত্তব্যতা এবং তাহার অকরণে প্রত্যবায় দেখাইলেন ॥৫২॥

১। তার—সাধনভক্তির। ২। উপজায়—উৎপাদ্য হয় ; অর্থাৎ শ্রবণকীর্ত্তনাদি ক্রিয়া কর্ত্তৃক প্রেম উৎপাদ্য, ইহাই সাধনভক্তির তটস্থলক্ষণ। শ্রবণাদিক্রিয়া সাধনভক্তিস্বরূপ হইয়া তাহার বোধক, এই নিমিত্ত শ্রবণাদিক্রিয়াকে সাধনভক্তিরই স্বরূপলক্ষণ বলিলেন ; এবং শ্রবণাদির সাধ্য প্রেম শ্রবণাদিভিন্ন হইয়াও স্বসাধনরূপে সাধনভক্তির বোধক, এই নিমিত্ত প্রেমভক্তি সাধনভক্তির তটস্থলক্ষণ।

৩। সাধ্য—জন্য। ৪। শ্রবণাদি…উদয়—যেমন সূর্য্যের কিরণ সর্ব্বত্র প্রসৃত হইলেও স্বচ্ছস্ফটিকাদিতেই প্রতিফলিত হয়, তদ্রূপ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপ কৃষ্ণপ্রেম সর্ব্বব্যাপী হইলেও শ্রবণাদিসাধনভক্তিদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে অর্থাৎ হৃদয়ের ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা নিঃসারিত হইলে, সেই চিত্তেই উদিত হন্। প্রেম জন্মে অর্থে প্রেমের উদয় হয় অর্থাৎ প্রেমের আবির্ভাব হয়।

৫। রাগহীন—যাহাদিগের কৃষ্ণে রাগ জন্মে নাই, কেবল শাস্ত্রবিধি প্রেরিত হইয়া তাঁহারা যে কৃষ্ণ ভজন করেন, তাহাকে বৈধীভক্তি বলে, অর্থাৎ কেবল বিধিপ্রেরিত হইয়া বিধিমার্গে ভজনকে বৈধীভক্তি বলে।

৬। বিবিধ—অনেক প্রকার। সার—তার মধ্যে মুখ্য।

১। গুরুপদাশ্রয়, দীক্ষা, গুরুর সেবন ;
২। সদ্ধর্মশিক্ষাপৃচ্ছা, সাধুমার্গানুগমন।
৩। কৃষ্ণপ্রীতে ভোগ ত্যাগ, কৃষ্ণতীর্থে বাস ;
৪। যাবৎ-নির্ব্বাহ-প্রতিগ্রহ, একাদশ্যুপবাস।
৫। ধাত্র্যশ্বত্থ-গো-বিপ্র-বৈষ্ণব-পূজন ;
৬। সেবা-নামাপরাধাদি দূরে বর্জ্জন।

১। গুরুপদাশ্রয়—লৌকিক উপায় দ্বারা আধ্যাত্মিকাদি দুঃখের নিবৃত্তি না হওয়ায়, প্রকৃত উপায় জানিবার জন্য শাস্ত্রবেত্তা এবং ভগবত্তত্ত্বানুভবী গুরুকে আশ্রয় করিবে ; অন্যথা শাস্ত্রবেত্তা না হইলে তিনি শিষ্যের সংশয়াদি নিবৃত্তি করিতে পারিবেন না, এবং যদি অনুভবী না হন, তবে উপদেশ দিলেও ভগবত্তত্ত্ব শিষ্যের অনুভবগোচর হইবে না। ইঁহাকে শ্রবণগুরু বলে। এই শ্রবণগুরুর নিকট শ্রবণ করিয়া যখন ভগবদ্ভজন কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইবে, তখনই দীক্ষাগ্রহণ করিতে হইবে। যদি শ্রবণগুরুর যোগ্যতা থাকে (অর্থাৎ শাস্ত্রানুসারে গুরুলক্ষণে রহিত না হন) অর্থাৎ যদি তিনি ব্রাহ্মণাদি বর্ণ হন এবং আপনা অপেক্ষা হীনবর্ণ না হন (আর আর গুরুর লক্ষণ শ্রীহরিভক্তিবিলাসাদি শাস্ত্রান্তরে অবগত হইবেন) তবে তাঁহারই নিকট দীক্ষা ও ভজন শিক্ষা করিবে। তা না হইলে যোগ্য গুরুর নিকট দীক্ষাদি গ্রহণ করিবে। যাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবে, তাঁহারই নিকট ভজন শিক্ষা করিতে হইবে, নচেৎ গুরুকে উপেক্ষা করিয়া অন্যের নিকট ভজন শিক্ষা করিলে গুরুতে অবজ্ঞা হয় ; দশবিধ নাম অপরাধের মধ্যে 'গুরুতে অবজ্ঞা' একটী প্রধান অপরাধ। যদি গুরু প্রকট না থাকেন, তবে তাদৃশ (অর্থাৎ গুরুসদৃশ) ব্যক্তিকে তাঁহারই অবতার-বিশেষ জ্ঞান করিয়া তাঁহার নিকট ভজন শিক্ষা করিবে। আচারাদি শিক্ষা এবং শাস্ত্রশ্রবণাদি যোগ্যব্যক্তিমাত্রেরই নিকট করিবে। গুরু সেবন—অর্থাৎ অকপটে গুরুসেবা। এই তিন অঙ্গই সর্ব্বপ্রধান। তন্মধ্যে গুরুর কার্য্য তত্ত্বোপদেশ ও দীক্ষাদান পূর্ব্বক ভজনশিক্ষা প্রদান। শিষ্যের কার্য্য নিরন্তর গুরুসেবা। শিষ্যের নাম অন্তেবাসী ; এইহেতু শিষ্য নিরন্তর নিকটে বাস করিয়া গুরুসেবা করিবে।

২। সদ্ধর্মশিক্ষাপৃচ্ছা—পূর্ব্বভক্তগণের আচরিত ধর্ম্মের জিজ্ঞাসা। সাধুমার্গানুগমন—সাধুগণের আচরিত শ্রুতিস্মৃত্যাদি বিধির অনুসরণ। শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—"সাধু-শাস্ত্র গুরুবাক্য, হৃদয়ে করিয়া ঐক্য, আর না করিয়া মনের আশা" অর্থাৎ সাধু (পূর্ব্বতন মহাজনের) আচার, শাস্ত্র এবং গুরুবাক্য (অর্থাৎ পূর্ব্বাচার্য্যেরা যেপ্রকার শাস্ত্রব্যাখ্যা করিয়াছেন) এই তিনে ঐক্য করিয়া সকল কার্য্য করিতে হইবে।

৩। কৃষ্ণপ্রীতে—কৃষ্ণের প্রীতিসম্পাদনের নিমিত্ত। কৃষ্ণতীর্থ—দ্বারকা, পুরুষোত্তম ক্ষেত্র, গঙ্গাদি।

৪। যাবৎ নির্ব্বাহ-প্রতিগ্রহ—দেহযাত্রানির্ব্বাহার্থ যাহা আবশ্যক হয়, তাবন্মাত্র প্রতিগ্রহ করিবে ; অর্থাৎ তাহা হইতে অধিক বা অল্প গ্রহণ করিবে না।

৫। ধাত্রী—আমলকী বৃক্ষ। বিপ্র—ব্রাহ্মণ। পূজন—যথোচিত সৎকার।

৬। সেবানামাপরাধাদি—সেবাপরাধ ও নামাপরাধ। আদি শব্দে মহদপরাধাদি। আগম শাস্ত্রে সেবাপরাধ দ্বাত্রিংশৎ প্রকার কথিত হইয়াছে। যথা (১) যানে আরোহণ এবং চরণে পাদুকা পরিধান করতঃ ভগবদ্গৃহে গমন (২) ভগবদ্ রাসযাত্রা প্রভৃতি উৎসবাদির অসেবন অর্থাৎ সামর্থ সত্ত্বেও অনুষ্ঠান না করা (৩) কৃষ্ণের অগ্রে প্রণাম না করা (৪) উচ্ছিষ্টযুক্ত দেহে এবং অশৌচে ভগবৎ প্রণামাদি (৫) এক হস্ত দ্বারা অর্থাৎ এক হস্ত ভূমিতে লগ্ন অপর পাণি উর্দ্ধে রাখিয়া প্রণাম করা (৬) তদগ্রে অন্যদেবতা অর্থাৎ সূর্য্যাদির প্রদক্ষিণ (৭) তদগ্রে পাদপ্রসারণ (৮) তদগ্রে পর্য্যঙ্কবন্ধন অর্থাৎ হস্তযুগল দ্বারা জানুদ্বয় বেষ্টনকরতঃ উপবেশন (৯) তদগ্রে শয়ন (১০) ভোজন (১১) মিথ্যা ভাষণ (১২) উচ্চ ভাষণ (১৩) পরস্পর কথোপকথন (১৪) রোদন (১৫) কলহ (১৬) নিগ্রহ (১৭) অনুগ্রহ (১৮) সাধারণ মনুষ্যের প্রতি নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ (১৯) ভগবৎসেবাকার্য্য সময়ে কম্বলধারণ (২০) তদগ্রে পরনিন্দা (২১) পরের প্রশংসা (২২) অশ্লীল ভাষণ (২৩) অধোবায়ু পরিত্যাগ (২৪) সামর্থ্য থাকিতে গৌণোপচারে পূজা করা অর্থাৎ পুষ্প তুলস্যাদি আহরণ করিয়া পূজাদি নির্ব্বাহের সামর্থ্য থাকিতেও জল দ্বারা পূজা নির্ব্বাহাদি ; অর্থব্যয় করিতে সামর্থ্য থাকিতেও বিত্তশাঠ্য করিয়া অল্পব্যয়ে ভগবদুৎসবাদি নির্ব্বাহ করা এবং উপবাস করিতে সামর্থ্য সত্ত্বেও একাদশ্যাদিতে অনুকল্প বিধানাদি ইত্যাদি (২৫) অনিবেদিত ভক্ষণ (২৬) যেকালে যে যে ফলাদি ও শস্যাদি উৎপন্ন হয়, সেই সেই দ্রব্য ভগবান্‌কে অর্পণ না করা (২৭) আনীত দ্রব্যের অগ্রভাগ অন্যকে প্রদান করিয়া অবশিষ্ট অংশ ভগবদর্থে পাচ্যমান ব্যঞ্জনাদিতে প্রদান করা (২৮) শ্রীমূর্ত্তিকে পশ্চাৎ করিয়া উপবেশন (২৯) শ্রীমূর্ত্তি অগ্রে অন্যকে প্রণাম করা (৩০) গুরুর সমীপে কোন স্তবাদি না করিয়া মৌনভাবে অবস্থিতি ; (৩১) গুরুর নিকট নিজের প্রশংসা করা (৩২) এবং দেবতার নিন্দা,—এই দ্বাত্রিংশৎ প্রকার সেবাপরাধ।

এতদ্ভিন্ন বরাহপুরাণে আরও কতকগুলি অপরাধের কথা বলিয়াছেন। যথা—(১) রাজার অন্নভক্ষণ, বিষয়ীর অন্নভক্ষণ (২) অন্ধকারগৃহে শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শ (৩) বিধি-ব্যতীত হরির উপাসনা (৪) বিনাবাদ্যে শ্রীমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন (৫) কুক্কুরদৃষ্ট ভক্ষ্যের সংগ্রহ। (৬) পূজাকালে মৌনভঙ্গ (৭) পূজা করিতে করিতে মলত্যাগার্থ গমন (৮) গন্ধ-মাল্যাদি না দিয়া অগ্রে ধূপ প্রদান (৯) অনর্হ অর্থাৎ অবিহিত পুষ্প দ্বারা পূজন (১০) দন্তধাবন না করিয়া (১১) স্ত্রী সম্ভোগ করিয়া (১২) রজস্বলা স্ত্রীকে স্পর্শ করিয়া (১৩) দীপ স্পর্শ করিয়া (১৪) শব স্পর্শ করিয়া (১৫) রক্তবর্ণ, নীলবর্ণ, অধৌত, পরকীয় এবং মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া (১৬) মৃত দর্শন করিয়া (১৭) অজীর্ণযুক্ত হইয়া (১৮) ক্রোধ করিয়া (১৯) শ্মশানে গমন করিয়া (২০।২১) কুসুম্ভ এবং পিণ্যাক ভক্ষণ করিয়া (২২।২৩) তৈলাভ্যক্ত হইয়া হরির স্পর্শ এবং কর্ম্ম করা (২৪) ভগবচ্ছাস্ত্রের অনাদর করিয়া অন্যশাস্ত্র প্রবর্ত্তন (২৫)

১। অবৈষ্ণবসঙ্গত্যাগ, বহু শিষ্য না করিবে ;
২। বহু গ্রন্থ-কলাভ্যাস ব্যাখ্যান বর্জ্জিবে।
৩। হানি-লাভ সম, শোকাদি বশ না হইবে ;
৪। অন্যদেব অন্যশাস্ত্র নিন্দা না করিবে।
৫। বিষ্ণু-বৈষ্ণব-নিন্দা, গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিবে ;
প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে।
৬। শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-পূজন-বন্দন ;
৭। পরিচর্য্যা-দাস্য-সখ্য-আত্মনিবেদন।
৮। অগ্রে নৃত্য-গীত, বিজ্ঞপ্তি, দণ্ডবৎ নতি ;
৯। অভ্যুত্থান, অনুব্রজ্যা তীর্থগৃহে গতি।
১০। পরিক্রমা, স্তব, পাঠ, জপ, সংকীর্ত্তন ;
১১। ধূপ-মাল্য গন্ধ-মহাপ্রসাদ-ভোজন।
আরত্রিক-মহোৎসব-শ্রীমূর্ত্তিদর্শন ;
১২। নিজপ্রিয় দান ধ্যান, তদীয় সেবন।
তদীয় তুলসী, বৈষ্ণব মথুরা, ভাগবত ;
এই চারি সেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত।

ভগবদগ্রে তাম্বুল চর্ব্বণ (২৬) এরণ্ডপত্রস্থ কুসুম দ্বারা ভগবদর্চ্চন (২৭) আসুরকালে ভগবৎ পূজা (২৮) পীঠে এবং ভূমিতে উপবিষ্ট হইয়া ভগবৎ পূজা (২৯) স্নানকালে বামহস্ত দ্বারা শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শ (৩০) পর্য্যুষিত এবং যাচিত পুষ্প দ্বারা ভগবদর্চ্চন (৩১) পূজাকালে থূৎকার নিক্ষেপ (৩২) পূজা বিষয়ে গর্ব্ব করা অর্থাৎ আমার ন্যায় কেহই পূজা করিতে পারে না ইত্যাদি বলা (৩৩) তির্য্যক্‌পুণ্ড্র ধারণ (৩৪) অপ্রক্ষালিত চরণে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ (৩৫) অবৈষ্ণবপক্কান্ন ভগবান্‌কে অর্পণ করা (৩৬) অবৈষ্ণব সম্মুখে বিষ্ণুপূজা (৩৭) গণেশের পূজা না করিয়া বিষ্ণুপূজা করা (৩৮) কপালী অর্থাৎ নীচজাতি বিশেষকে দর্শন করিয়া বিষ্ণুপূজা করা (৩৯) নখস্পৃষ্ট জল দ্বারা শ্রীমূর্ত্তির স্নাপন (৪০) ঘর্ম্মাম্বুলিপ্তাঙ্গ হইয়া শ্রীমূর্ত্তির পূজা করা (৪১) নির্ম্মাল্য লঙ্ঘন (৪২) ভগবচ্ছপথাদি গ্রহণ ইত্যাদি অনেক প্রকার সেবাপরাধ আছে। বস্তুতঃ সকল অপরাধের মূল অনাদর।

নামাপরাধ দশ প্রকার যথা—(১)মহতের নিন্দা (২) বিষ্ণু হইতে শিবের গুণনামাদিকে ভিন্ন করিয়া মানা (৩) গুরুতে অবজ্ঞা (৪) বেদ এবং বেদানুগত শাস্ত্রের নিন্দা (৫) হরিনাম-মাহাত্ম্যে অর্থবাদ অর্থাৎ স্তুতিবাদ মনে করা (৬) প্রকারান্তরে নামমাহাত্ম্যের অর্থকল্পনা করা (৭) নাম বলে পাপে প্রবৃত্তি (৮) অন্য শুভক্রিয়ার সহিত নামের তুলনা করা (৯) শ্রদ্ধাবিহীন, বিমুখ এবং শ্রবণে রুচিরহিত ব্যক্তিকে হরিনামের উপদেশ (১০) নামমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও নামে অপ্রবৃত্তি। এই সকল সেবাপরাধ ও নামাপরাধ বর্জ্জনে সাবধান হইবে।

১। অবৈষ্ণব—বিষ্ণু ও বৈষ্ণববিরোধী। বহু শিষ্য না করিবে—অর্থাৎ অযোগ্য বহু শিষ্য করিবে না ; অন্যথা শিষ্য না করিলে ভক্তিসম্প্রদায় বিলুপ্ত হইয়া যায় ; অর্থাৎ স্ব সম্প্রদায় বৃদ্ধির জন্য অনধিকারী শিষ্য সংগ্রহ করিবে না।

২। বহু গ্রন্থ—অর্থাৎ ভগবদ্বহির্ম্মুখ বহু গ্রন্থ। কলা—নাট্যাদি অর্থাৎ ভগবদ্বহির্মুখ নাট্যাদি। গুরুপাদাশ্রয়াদি দশ অঙ্গকে অন্বয় অর্থাৎ বিধি-মুখে এবং সেবা নামাপরাধ-বর্জ্জনাদি দশ অঙ্গকে ব্যতিরেক অর্থাৎ নিষেধ-মুখে অনুষ্ঠান করিবে, এই বিংশতি অঙ্গ ভক্তিমার্গে প্রবেশের দ্বার স্বরূপ।

৩। হানি-লাভ সম—হানিতে বিষাদ এবং লাভে হর্ষ করিবে না।

৪। নিন্দা—গুণকে দোষ করিয়া কীর্ত্তন, দেবতা ও শাস্ত্রে কোন দোষই নাই, এজন্য তাহার বিরুদ্ধে যাহা বলা হইবে তাহাই নিন্দা।

৫। বিষ্ণু ...না শুনিবে—বিষ্ণুনিন্দা, বৈষ্ণবনিন্দা, গ্রাম্যবার্ত্তা ও বিষয়বার্ত্তা শুনিবে না।

৬। শ্রবণ—নামলীলাগুণাদি শ্রবণেন্দ্রিয়ের গোচর করা। কীর্ত্তন—নামাদির উচ্চারণ। স্মরণ—যথাকথঞ্চিৎ মনের সহিত সম্বন্ধ। পূজন—ভূতশুদ্ধি এবং ন্যাসাদিরূপ পূর্ব্বাঙ্গ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া মন্ত্র দ্বারা উপচারার্পণকে পূজা বলে। বন্দন—পূজাঙ্গ, প্রণাম।

৭। পরিচর্য্যা—সেবার উপকরণাদির সংস্কার এবং ছত্র-চামরাদি দ্বারা উপাসনাকে পরিচর্য্যা বলে ; দাস্য—'আমি কৃষ্ণের দাস' এই অভিমান করা। সখ্য—মিত্রবৃত্তি। আত্ম-নিবেদন—দেহ-দৈহিক সমস্তই কৃষ্ণে অর্পণ করা অর্থাৎ সেই দেহাদি দ্বারা কৃষ্ণের কার্য্য ভিন্ন অন্য কিছুই করিবে না।

৮। বিজ্ঞপ্তি—প্রার্থনাময়ী, দৈন্যময়ী এবং লালসাময়ী ভেদে ত্রিবিধ। স্বীয় অবস্থা অবগত করাকে বিজ্ঞপ্তি বলে।

৯। অভ্যুত্থান—সমাগত শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া গাত্রোত্থান করা। অনুব্রজ্যা—গমন সময়ে তাঁহার সহিত গমন। তীর্থগৃহে গতি—তীর্থযাত্রা।

১০। পরিক্রমা—প্রদক্ষিণ। জপ—মন্ত্রের সুলঘু উচ্চারণ। সঙ্কীর্ত্তন—নামরূপগুণাদির উচ্চৈঃস্বরে ভাষণ।

১১। ধূপ ভোজন—নির্ম্মাল্য ধূপ, মাল্য ও গন্ধের সৌরভ গ্রহণ এবং মহাপ্রসাদ ভোজন।

১২। নিজপ্রিয় দান—নিজের প্রিয় এবং শাস্ত্রবিহিত শোভন দ্রব্য ভগবান্‌কে অর্পণ করা। ধ্যান—রূপ, গুণ, ক্রীড়া এবং সেবাদির সুষ্ঠু চিন্তন।

১। কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা, তৎকৃপাবলোকন ;
২। জন্মদিনাদি মহোৎসব লঞা ভক্তগণ।
৩। সর্ব্বদা শরণাপত্তি, কার্ত্তিকাদি ব্রত ;
—চতুঃষষ্টি অঙ্গ এই পরম মহত্ত্ব।
সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ ;
মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায়ে সেবন ;
সকল সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
৪। কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ।

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং দ্বিচত্বারিংশাঙ্কধৃতয়োঃ শ্লোকয়োঃ শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং—

সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতোবরে।
শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ ॥৫৩॥

শ্রদ্ধা বিশেষতঃ প্রীতিঃ শ্রীমূর্ত্তেরংঘ্রিসেবনে।
নামসংকীর্ত্তনং শ্রীমন্মথুরামণ্ডলে স্থিতিঃ ॥৫৪॥

তথাহি তত্রৈব নবাধিকশততমাঙ্কধৃতশ্লোকে শ্রীরূপ-গোস্বামিবাক্যং—

দুরূহাদ্ভুতবীর্য্যেঽস্মিন্ শ্রদ্ধা দূরেঽস্তু পঞ্চকে।
যত্র স্বল্পোঽপি সম্বন্ধঃ সদ্ধিয়াং ভাবজন্মনে ॥৫৫॥

৫। এক-অঙ্গ সাধে কেহ সাধে বহু-অঙ্গ ;
৬। নিষ্ঠা হৈলে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ।
৭। এক-অঙ্গে সিদ্ধি পাইল বহু ভক্তগণ ;

তথাহি পদ্যাবল্যাং ভক্তমাহাত্ম্যে দ্বিতীয়াঙ্কধৃত-দাক্ষিণাত্য-শ্রীবৈষ্ণবকৃত-শ্লোকঃ—

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্,
বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে।

সজাতীয়েতি। সজাতীয়ঃ স্বসমানজাতীয় আশয়শ্চিত্তং যস্য সঃ তস্মিন্ স্বসমানবাসন ইত্যর্থঃ। তথা স্নিগ্ধে স্বস্মিন্ প্রেমবতীত্যর্থঃ। তথা স্বতঃ স্বস্মাৎ বরে শ্রেষ্ঠে শ্রদ্ধাধিকাদিভিরিতি শেষঃ। তস্মিন্ সাধৌ সঙ্গঃ। রসিকৈর্ভক্তিরসবেত্তৃভিঃ সহ সত্রবৎ ভাগবতার্থানামাস্বাদশ্চর্ব্বণাভ্যাসঃ ॥৫৩॥

শ্রদ্ধেতি। শ্রদ্ধাবিশেষেণ বাধে উপস্থিতে ভেৎতুমশক্যোন শ্রীমূর্ত্তের্ভগবৎপ্রতিমায়া অঙ্ঘ্রিসেবনে শ্রীচরণকমলেষ্বিত্যা-দিবদঙ্ঘ্রিশব্দো গৌরবার্থঃ. সেবনে পূজাপরিচর্য্যাদিরূপে প্রীতিরানুকূল্যাতিশয়ঃ। নাম্নাং স্বাভীষ্টানামিত্যর্থঃ। সঙ্কীর্ত্তনম্ নামরূপগুণাদীনামুচ্চৈর্ভাষণং। মথুরামণ্ডলে শ্রীবৃন্দাবনে স্থিতির্নিরন্তরবাসঃ ॥৫৪॥

দুরূহেতি। দুরূহং বোধগোচরীকর্ত্তুমশক্যং অদ্ভুতং চমৎকারাতিশয়যুক্তং বীর্য্যং প্রভাবো যস্মিন্ অস্মিন্ শ্রীমূর্ত্তি-সেবাদিকে পঞ্চকে অঙ্গপঞ্চকে শ্রদ্ধা দূরেঽস্তু তিষ্ঠতু। যত্র অঙ্গপঞ্চকে স্বল্পঃ অত্যল্পঃ সম্বন্ধোঽপি প্রসঙ্গাদিরূপোঽপি সদ্ধিয়াং নিরপরাধচিত্তানাং ভাবজন্মনে ভাবস্য প্রেমাদিরূপস্য সাধ্যস্য জন্মনে অভিব্যক্তয়ে সমর্থো ভবতীত্যর্থঃ ॥৫৫॥

স্বসদৃশবাসনাশালী, প্রেমবান্ এবং আপনা হইতে সর্ব্বতোভাবে উৎকৃষ্ট সাধুর সঙ্গ, রসজ্ঞ ভক্তের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতার্থের আস্বাদন ॥৫৩॥

বিশেষ শ্রদ্ধা পূর্ব্বক শ্রীমূর্ত্তির সেবা, নামসংকীর্ত্তন এবং মথুরামণ্ডলে বাস ॥৫৪॥

যাহার প্রভাব অস্মদাদির বুদ্ধির অগোচর, সেই শ্রীমূর্ত্তি সেবাদি—পঞ্চ অঙ্গে শ্রদ্ধা হইলে ত কথাই নাই, এমন কি তাহাতে যে কোনরূপ যৎকিঞ্চিৎ সম্বন্ধও নিরপরাধ চিত্তের ভাবব্যক্তি করিতে সমর্থ ॥৫৫॥

১। কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা—লৌকিক ও বৈদিক যে সকল ক্রিয়া আছে, তন্মধ্যে যে যে ক্রিয়া হরিসেবার অনুকূল হইবে, তাহাই করাকে কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা বলে। তৎকৃপাবলোকন—'কৃষ্ণের কৃপা কবে হইবে' এই অপেক্ষায় থাকা। জন্মদিনাদি মহোৎসব—জন্মদিনাদিতে মহোৎসব করা। শ্রীজন্মাষ্টমী, শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশী প্রভৃতি ভগবদাবির্ভাবতিথিতে উপবাসাদি উৎসবাদির অনুষ্ঠান করা।

৩। শরণাপত্তি—(২২) পরিচ্ছেদ (৫৩৮) পৃষ্ঠায় দেখুন।

৪। অল্প সঙ্গ—অল্পমাত্র সঙ্গ হইলেও ; অর্থাৎ যদি অপরাধ না থাকে।

৫। সাধে—সাধন করে। অর্থাৎ প্রধানরূপে বাহুল্য করিয়া এক অঙ্গের এবং সামান্যরূপে অন্যান্য অঙ্গের অনুষ্ঠান করে। অন্যথা অন্যান্য অঙ্গের সর্ব্বদা অনুষ্ঠান করিলে প্রত্যবায় হয়। ৬। উপজয়—উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ অভিব্যক্ত হয়। তরঙ্গ—উচ্ছ্বাস।

৭। এক অঙ্গে—এক অঙ্গ সাধন করিয়া। বহু ভক্তগণ—পরীক্ষিৎ প্রভৃতি।

প্রহ্লাদঃ স্মরণে, তদংঘ্রিভজনে
লক্ষ্মীঃ, পৃথুঃ পূজনে।
অক্রুরস্ত্বভিবন্দনে, কপিপতি-
র্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ,
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ,
কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরং ॥৫৬॥

১। অম্বরীষাদি ভক্তের বহু-অঙ্গ সাধন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ে অষ্টাদশাদিশ্লোকেষু পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং—

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
র্ব্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু,
শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে ॥৫৭॥

মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ,
তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমং।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপদসরোজসৌরভে,
শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে ॥৫৮॥

পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে,
শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া,
যথোত্তমশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ ॥৫৯॥

শ্রীবিষ্ণোরিতি। শ্রীবিষ্ণোর্ভগবতঃ শ্রবণে পরীক্ষিৎ অভিমন্যুপুত্রঃ ভাগবতশ্রোতা, কীর্ত্তনে বৈয়াসকিঃ শুকো ভাগবতবক্তা, স্মরণে প্রহ্লাদঃ কয়াধুনন্দনঃ, তস্য ভগবতঃ অঙ্ঘ্রিভজনে চরণসেবনে লক্ষ্মীস্তৎপ্রেয়সী, পূজনে অর্চ্চনে পৃথুঃ বেণাঙ্গসম্ভূতঃ, অভিবন্দনে অক্রূরো গান্দিনীনন্দনঃ, দাস্যে কৈঙ্কর্য্যে কপিপতির্হনূমান্, সখ্যে অর্জ্জুনঃ পার্থঃ, সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলির্বিরোচনসুতশ্চ পরিনিষ্ঠিতোঽভবৎ বভূব। পরং কেবলামেষামেকৈকাঙ্গনিষ্ঠয়া কৃষ্ণাপ্তিঃ কৃষ্ণপ্রাপ্তির্বভূবেত্যর্থঃ ॥৫৬॥

ভক্তিমেব সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং ভগবৎপরত্বকথনেন প্রপঞ্চয়তি—স বৈ ইতি। স অম্বরীষঃ বৈ নিশ্চিতং কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ কৃষ্ণস্য পাদপদ্মযোর্মনঃ, বৈকুণ্ঠস্য অত্যূর্জ্জিতশক্তিবর্গস্য ভগবতো গুণানাং অনু অজস্রং বর্ণনে কীর্ত্তনে বচাংসি, চয়েরাধ্যাত্মিকাদিতাপত্রয়ং হরণশীলস্য মন্দিরমার্জনাদিষু—আদিপদাৎ তুলসীপুষ্পাবচয়-ছত্রচামরাদীনাং পরিগ্রহঃ—তেষু করৌ, অচ্যুতস্য সর্ব্বসদ্গুণেভ্যশ্চ্যুতিরহিতস্য সতীনাং কথানাং উদয়ে শ্রবণে চ শ্রুতিং শ্রবণেন্দ্রিয়ঞ্চকারেতি তস্য সর্ব্বত্রান্বয়ঃ ॥৫৭॥

মুকুন্দেতি। মুকুন্দস্য লিঙ্গানি প্রতিমাঃ তেষামালয়াঃ স্থানানি তেষাং দর্শনে দৃশৌ নেত্রে, তস্য মুকুন্দস্য ভৃত্যানাং গাত্রস্পর্শে অঙ্গসঙ্গং, শ্রীমত্যাস্তুলস্যাস্তৎপাদসরোজেন যৎসৌরভং তস্মিন্ ঘ্রাণং ঘ্রাণেন্দ্রিয়ং, তদর্পিতে তস্মৈ নিবেদিতান্নাদৌ রসনাং ॥৫৮॥

পাদাবিতি। হরের্হ্বাসমাহস্যা ক্ষেত্রপদানুসর্পণে অযোধ্যা-মথুরাদিস্থানেষু বারংবারমুপসর্পণে পাদৌ, হৃষীকেশস্য

শ্রীবিষ্ণুর শ্রবণে পরীক্ষিৎ, কীর্ত্তনে শুক, স্মরণে প্রহ্লাদ, পাদসেবনে লক্ষ্মী, অর্চ্চনে পৃথু, বন্দনে অক্রুর, দাস্যে হনুমান্ সখ্যে অর্জ্জুন এবং আত্মনিবেদনে বলিরাজার নিষ্ঠা হওয়ায় কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইয়াছে ॥৫৬॥

সেই মহারাজ অম্বরীষ কৃষ্ণপাদপদ্মদ্বয়ে মন, বৈকুণ্ঠের গুণানুবর্ণনে বাগিন্দ্রিয়, হরির মন্দিরমার্জনাদি কর্ম্মে করদ্বয় এবং অচ্যুতের পবিত্রকথা শ্রবণে শ্রবণেন্দ্রিয় নিযুক্ত করিয়াছিলেন ॥৫৭॥

তিনি মুকুন্দ বিগ্রহের আলয়দর্শনে নেত্রদ্বয়, তাঁহার ভক্তের গাত্রস্পর্শে অঙ্গসঙ্গম, ভগবৎপাদপদ্মসৌরভপৃক্ত তুলসী সৌরভগ্রহণে ঘ্রাণেন্দ্রিয় এবং তন্নিবেদিত অন্নাদির স্বাদ-গ্রহণে রসনাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন ॥৫৮॥

তিনি ভগবৎক্ষেত্রগমনে পাদদ্বয় এবং তাঁহার চরণবন্দনায় মস্তক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি ভগবন্নির্মাল্যধৃক্

পরীক্ষিৎ প্রভৃতি প্রত্যেকে এক এক অঙ্গে অতিশয় পরিনিষ্ঠিত ছিলেন,—ইহাই শ্লোকের তাৎপর্য্য ॥৫৬॥

এই তিন শ্লোকে অম্বরীষের যে অনেক ভক্ত্যঙ্গে নিষ্ঠা ছিল, তাহাই দেখাইলেন ॥৫৭।৫৮।৫৯॥

১। বহু অঙ্গ সাধন—অর্থাৎ অনেক অঙ্গে সাধনায় নিষ্ঠা ছিল।

১। কাম ত্যাগি কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি ;
২। দেব-ঋষি-পিত্রাদিকের কভু নহে ঋণী।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে সপ্তত্রিংশশ্লোকে জনকং প্রতি করভাজনবাক্যং—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণাং,
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং,
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তং ॥৬০॥

৩। বিধিধর্ম্ম ছাড়ি ভজে কৃষ্ণের চরণ ;
নিষিদ্ধ পাপাচারে তার কভু নহে মন।
৪। অজ্ঞানেও হয় যদি পাপ উপস্থিত ;
কৃষ্ণ তারে শুদ্ধ করেন, না করে প্রায়শ্চিত্ত।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে অষ্টত্রিংশশ্লোকে জনকং প্রতি করভাজনবাক্যং—

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য,
ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।

সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং নিয়ন্তুঃ পদয়োরভিবন্দনে শির উত্তমাঙ্গং, কামং স্রক্‌চন্দনাদি সেবাং দাস্যে নিমিত্তে তৎপ্রসাদস্বীকারায় ন তু কামকাময়া বিষয়েচ্ছয়া। কথঞ্চকার উত্তমশ্লোকজনাশ্রয়া রতির্যথা ভবেত্তথা। অনেন চ তদ্ভক্তেষু পরং ভাবং প্রাপ্ত ইত্যেতং স্ফুটীকৃতং ॥৫৯॥

'আজ্ঞায়ৈব গুণান্ দোষান্' ইত্যস্য টীকায়াং ভক্তিদার্ঢ্যেন নিবৃত্তাধিকারতয়া সন্ত্যজেতি নিবৃত্তাধিকারিত্বঞ্চোক্তং করভাজনেন—দেবর্ষীতি। আপ্তাঃ পোষ্যাঃ কুটম্বিনঃ ইতরে দেবাদয়ঃ পঞ্চযজ্ঞদেবতাঃ। এতেষাং যথা অভক্ত ঋণী, অতএব তেষাং কিঙ্করঃ, তদর্থং নিত্যং পঞ্চযজ্ঞাদিকর্ত্তা। তথা চ স্মৃতিঃ—'হীনজাতিং পরিক্ষীণমৃণার্থং কর্ম্মকারয়েদি'তি। ভক্তস্তু ন তেষাং কিঙ্করঃ কিন্তু ভগবত এবেত্যনধিকারত্বং। কোঽসৌ যঃ সর্ব্বভাবেন মুকুন্দং শরণং গতঃ,—কর্ত্তং কৃত্যং পরিহৃত্য, যদ্বা কর্ত্তং ভেদং কৃতীচ্ছেদন ইত্যস্মাৎ দেবাদীনাং স্বাতন্ত্র্যমিতি যাবৎ। এবমেবোক্তং গারুড়ে—'অয়ং দেবোমুনির্বন্দ্য এষ ব্রহ্মা বৃহস্পতিঃ। ইত্যাখ্যা জায়তে তাবদ্যাবন্নার্চ্চয়তে হরি'মিতি ॥৬০॥

ন চ বিকর্ম্মপ্রায়শ্চিত্তরূপং কর্ম্মান্তরং কর্ত্তব্যং তস্য তচ্চরণস্য বিকর্ম্মপ্রবৃত্ত্যভাবাৎ কথঞ্চিদাপতিতেঽপি বিকর্ম্মণি তদনুস্মরণেনৈব প্রায়শ্চিত্তস্যাপ্যানুষঙ্গিকসিদ্ধেরিত্যাহ—স্বপাদমূলমিতি। ত্যক্তঃ অন্যস্মিন্ দেবতান্তরে ভাবো ভগবতীব যেন তস্য, অতএব স্বস্য ভগবতঃ পাদমূলং ভজত ইতি বর্ত্তমানশত্রা পরস্মৈপদপ্রয়োগেন চ ভজনস্য ধারাবাহিকত্বং

চন্দনাদিসেবা বিষয় বলিয়া গ্রহণ না করিয়া ভগবৎপ্রসাদবোধে অঙ্গীকার করিতেন। মহারাজ আর অধিক কি বলিব, যেরূপে ভগবদ্ভক্তাশ্রিত নিষ্কাম রতি উৎপন্ন হয়, সেইরূপেই সকল কার্য্য করিতেন ॥৫৯॥

যিনি ভেদ পরিহার পূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে শরণাগতপ্রতিপালক মুকুন্দের শরণাগত হইয়াছেন, হে মহারাজ! সেই হরিভক্ত দেবতা, ঋষি, ভূত, কুটুম্ব, পিতৃলোক এবং মনুষ্যের ঋণী ও কিঙ্কর নন্ ॥৬০॥

অনন্যভাবে নিজচরণভজনে প্রবৃত্ত প্রিয়ভক্তের প্রমাদাদিবশতঃ যদি কখন বিকর্ম্ম উৎপতিত হয়, তাহা হইলে ভক্তের

যাহারা সকল পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের শরণাগত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের কর্ম্মমার্গে অধিকার না থাকায় কর্ম্মের অকরণজন্য প্রত্যবায় নাই, ইহাই দেখাইলেন ॥৬০॥

১। কাম—ঐহিক পারলৌকিক সুখাভিলাষ। ত্যাগি—ত্যাগ করিয়া। শাস্ত্র-আজ্ঞা—'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' ইত্যাদি শাস্ত্রের আজ্ঞা। মানি—আদর করিয়া।

২। দেবঋষি…নহে ঋণী—'জায়মানো বৈ ব্রাহ্মণস্ত্রিভির্ঋণৈ ঋণবান্ জায়তে। ব্রহ্মচর্য্যেণ ঋষিভ্যো যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ প্রজয়া পিতৃভ্য' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করিলে তিনটি ঋণে ঋণবান হন, তন্মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ঋষিঋণ, যজ্ঞদ্বারা দেবঋণ এবং পুত্রোৎপাদনাদি দ্বারা পিতৃঋণ হইতে অব্যাহতি পান। আদি-পদে মনুষ্য এবং ভূতঋণ বুঝিতে হইবে, অতিথিসপর্য্যা এবং বলি দ্বারা মনুষ্য-ঋণ ও ভূতঋণ হইতে মোচন হয়। কিন্তু হরিভক্ত ইহাঁদিগের নিকট কখনই ঋণী হন্ না।

৩। বিধি—ভগবদ্ভক্ত্যঙ্গ বিধি ভিন্ন অন্য বিধি। ধর্ম্ম ছাড়ি—বর্ণাশ্রমাদি বিহিত ছাড়িয়া ; অর্থাৎ অধিকার না থাকায় ত্যাগ করিয়া।

৪। অজ্ঞানে—অনবধানে। পাপ—নিষিদ্ধাচার জন্য পাপ।

বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিৎ,
ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ ॥৬১॥

তথাহি তত্রৈব বিংশাধ্যায়ে একত্রিংশশ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—
তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং নচ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ ॥৬২

১। জ্ঞান-বৈরাগ্য ভক্তির কভু নহে অঙ্গ ;

নিষ্কামত্বঞ্চ সূচিতং। অতএব তস্য বিকর্ম্মণি প্রবৃত্তি ন সম্ভবতি, যচ্চ কথঞ্চিৎ প্রমাদাদিনা উৎপতিতং ভবেৎ, তদপি হরিঃ স্বভাবত এব সর্ব্বদোষহরঃ পরেশঃ শক্তিতশ্চ স ধুনোতি। নমু নায়ং পাপক্ষয়ার্থং ভজতে ইতি চেৎ, তত্রাহ— হৃদি সন্নিবিষ্টঃ। ন হি বস্তুশক্তিরর্থিতামপেক্ষত ইত্যর্থঃ। অত্রাপি প্রিয়স্তেত্যাগ্রহশ্চেত্যর্থঃ। অত্র কর্ম্মপরিত্যাগ-হেতুত্বেনাভিধানাৎ শ্রদ্ধা শরণাপত্ত্যোরৈকার্থং লভ্যতে। তচ্চ যুক্তং। শ্রদ্ধা হি শাস্ত্রার্থবিশ্বাসঃ, শাস্ত্রঞ্চ তদশরণস্য ভয়ং তচ্ছরণস্যাভয়ঞ্চ বদতি, ততো জাতায়াঃ শ্রদ্ধায়াস্তচ্ছরণাপত্তিরেব লিঙ্গমিতি। ন চ দেবাদিতর্পণ-তাৎপর্য্যেণাপি পৃথক্ পৃথগারাধনং কর্ত্তব্যং—'যথা তরোর্মূলনিষেচনেনে'ত্যাদৌ পৌনরুক্ত্যপ্রাপ্তেঃ। ন চ ত্যক্তকর্ম্মণো মধ্যে বিঘ্ন-স্থগিতায়ামপি তত্ত্যাগানুতাপো যুজ্যত ইতি—ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মমিত্যাদ্যুক্তেঃ, শ্রীগীতাসু চ 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্যে'ত্যাদেশ্চ। ইত্যস্য 'দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণা'মিত্যাদি দ্বয়েনৈকার্থং দৃশ্যতে। অতো ভক্ত্যাবস্তু এব তু স্বরূপত এব কর্ম্মত্যাগঃ। পরিত্যজ্যেত্যত্র 'পরি'শব্দস্য হি তথৈবার্থঃ। 'মন্মনা ভব মদ্ভক্ত' ইত্যাদিনা চানন্যামেব ভক্তিমুপদিদেশ। তথা বিষ্ণু-পুরাণেঽপি ভরতমুদ্দিশ্য—'যজ্ঞেশাচ্যুত গোবিন্দ মাধবানন্ত কেশব। কৃষ্ণ বিষ্ণো হৃষীকেশেত্যাহ রাজা স কেবলং। নান্যজ্জগাদ মৈত্রেয় কিঞ্চিৎ স্বপ্নান্তরেষ্বপী'তি। অত্র বচনান্তরস্যাবকাশাৎ সুতরামেব চ তত্তদ্বচনময়কর্ম্মান্তরপরিত্যাগোঽঙ্গী-কৃতঃ। কথঞ্চিৎ ক্রিয়মাণমপি তন্নাম্নৈব কৃতমিত্যবগতেশ্চ সর্ব্বত্র তদীক্ষণাচ্ছুদ্ধভক্তিত্বমেবাঙ্গীকৃতং, যথোক্তং পাদ্মে—'সর্ব্ব-ধর্ম্মোর্জ্জিতা বিষ্ণোর্নাম মাত্রৈকজল্পকাঃ। সুখেন যাং গতিং যান্তি ন তাং সর্ব্বেঽপি ধার্ম্মিকা' ইতি। তস্মান্মতান্তরেণা-প্যাপচিতঃ শ্রদ্ধাবতোঽনন্যভক্ত্যধিকারঃ কর্ম্মাস্বনধিকারশ্চেতি ॥৬১॥

অস্য ভক্ত্যধিকারিণঃ কর্ম্মজ্ঞানয়োরপি স্পর্শো ন সম্মত ইতি বদন্ সুতরাং তৎকরণাকরণদোষাস্পর্শমাহ—তস্মাদিতি। যস্মাদ্বিস্মিত ইত্যাদের্জ্ঞানং প্রোক্তেনেত্যাদে বৈরাগ্যঞ্চ স্বত এব স্যাত্তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য ময়ি আত্মা চিত্তং যস্য তস্য যোগিনঃ ভক্তিযোগমনুতিষ্ঠতঃ, জ্ঞানং তৎসাধনাভ্যাসঃ, বৈরাগ্যঞ্চ বৈরাগ্যাভ্যাসঃ প্রায়ঃ শ্রেয়ো ন ভবেৎ কিমুত কর্ম্মযোগ ইত্যর্থঃ, ব্যর্থাধিকপ্রয়াসাৎ তাদৃশ-ভক্ত্যন্তরায়াচ্চ। নএদ্দ্বয়মত্যন্ততন্নিরাসার্থং, প্রায়ো বিতর্কে। অত্র প্রায়ো গ্রহণস্যায়ং ভাবঃ। ভজতাং জ্ঞানবৈরাগ্যাভ্যাসেন প্রয়োজনং নাস্ত্যেব। তত্র যথাস্থিতেঽপি সদ্যোমুক্তিমার্গে কেষাঞ্চিৎ ক্রমমুক্তিমার্গে কেষাঞ্চিৎ প্রবৃত্তির্জায়তে। যথা 'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মে'ত্যাদি শ্রীগীতানুসারেণ যদি ক্রমভক্তিমার্গে প্রবৃত্তিঃ কামনা স্যাত্তদা ভবিষ্যতি তদেব ভক্তেঃ প্রেমলক্ষণে সর্ব্বফলরাজে স্বফলে নাস্ত্যেব জ্ঞানাদ্যপেক্ষা ॥ ৬২ ॥

হৃদয়ে অচলভাবে উপবিষ্ট সর্ব্বশক্তিমান্ হরি তৎক্ষণাৎ তাহা দূর করিয়া দেন ॥ ৬১ ॥

সেইহেতু হে উদ্ধব ! যাহার চিত্ত আমাতে অর্পিত হইয়াছে, সেই ভক্তিযুক্ত যোগীর শ্রেয় প্রায়ই জ্ঞান ও বৈরাগ্য হইতে পারে না ॥ ৬২ ॥

অনন্য ভক্তের অনবধানবশতঃ যদি কখন কোন নিষিদ্ধাচার উপস্থিত হয়, কর্ম্মাধিকার না থাকায় তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না, উর্জ্জিতভক্তি প্রভাবেই তাঁহার শুদ্ধি হইবে,—ইহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন ॥৬১॥

জ্ঞান ও বৈরাগ্য,—ভক্তির অঙ্গ হইতে পারে না—ইহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন ॥৬২॥

১। জ্ঞান—জ্ঞানসাধনাভ্যাস। বৈরাগ্য—বৈরাগ্যাভ্যাস। নানাবাদ নিরাসপূর্ব্বক তত্ত্ববিচারের নাম জ্ঞান এবং দুঃখসহনাভ্যাস পূর্ব্বক বিষয়াভিলাষ ত্যাগকে বৈরাগ্য বলে ; অতএব জ্ঞান ও বৈরাগ্য চিত্তকে অনাবিষ্ট করিয়া কঠিন করে। ভগবানের মধুর রূপগুণাদি ভাবনাময় ভক্তি অতিশয় কোমলস্বভাব। অতএব কঠিনস্বভাব জ্ঞান ও বৈরাগ্য কোমলস্বভাব ভক্তির অঙ্গ হইতে পারে না। বলবতী শ্রদ্ধা যেস্থানে অবস্থিতা, সেখানে নানাবাদ উপস্থিত হইয়া কোন বিক্রমই প্রকাশ করিতে পারে না ; সুতরাং জ্ঞানাভ্যাসের সাহায্যের অপেক্ষা নাই এবং ভগবানের মধুররূপ গুণাদি যাহার মনকে মাতাইয়া রাখিয়াছে, সেখানে আর বৈরাগ্যাভ্যাসের কোন প্রয়োজন নাই। এই নিমিত্ত বলিলেন—কভু নহে অঙ্গ। তবে ভক্তি প্রবেশের সময় অন্যাবেশ পরিত্যাগের নিমিত্ত ভক্তির অবিরোধি জ্ঞান ও বৈরাগ্যের ঈষৎ উপযোগিতা আছে, কিন্তু ভক্তিতে প্রবিষ্ট হইলে জ্ঞান ও বৈরাগ্যের কোনই প্রয়োজন নাই। অঙ্গ সম্যগবস্থায় বিদ্যমান থাকে।

১। যম-নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ।

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং দ্বাধিকশততমাঙ্কধৃতস্কান্দবচনং—

এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ ॥৬৩॥

২। বিধিভক্তি-সাধনের কহিল বিবরণ ;
রাগানুগা-ভক্তির লক্ষণ শুন সনাতন !
৩। রাগাত্মিকা-ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসি-জনে ;
৪। তার অনুগত ভক্তির রাগানুগা নামে।

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং চতুরধিকশততম-শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামি-বাক্যং—

ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা ॥৬৪

৫। ইষ্টে গাঢ়তৃষ্ণা রাগ স্বরূপলক্ষণ,
ইষ্টে আবিষ্টতা তটস্থলক্ষণ কথন।
৬। রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম ;
তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্।

এত ইতি। হে ব্যাধ! তব পরহিংসয়া জীবিকাং সম্পাদিতবত ইদানীমেতে অহিংসাদয়ো গুণা ন হি অদ্ভুতা অসম্ভাব্যতয়া চমৎকারকারিণঃ। কুতঃ? যে তু হরিভক্তৌ প্রবৃত্তাস্তে পরতাপিনো ন স্যুরিতি ॥ ৬৩ ॥

ইষ্ট ইতি। ইষ্টে স্বানুকূল্যবিষয়ে স্বারসিকী স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতা, (তস্যা হেতুঃ প্রেমময়তৃষ্ণেত্যর্থঃ) স রাগো ভবেৎ তদাধিক্যাহেতুতয়া তদভেদোক্তিরায়ুর্ঘৃতমিতিবৎ। এবমুত্তরত্রাপি তন্ময়ী তদেকপ্রেরিতা (তৎপ্রকৃতবচনে ময়ট্) যা ভক্তিঃ সা রাগাত্মিকোচ্যতে ॥৬৪॥

হে ব্যাধ! সম্প্রতি তোমাতে যে অহিংসাদিগুণ দেখা যাইতেছে ইহা আশ্চর্য্য নয়, যেহেতু যাহারা হরিভজনে প্রবৃত্ত, তাহারা পরকে তাপ দেয় না ॥৬৩॥

অভিলষিত বস্তুতে স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতার হেতু প্রেমময় তৃষ্ণাকে রাগ বলে, সেই রাগপ্রচুর ভক্তিকে রাগাত্মিকা ভক্তি বলে ॥৬৪॥

যমাদি স্বয়ং হরিভক্তের সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করে,—ইহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন, কারণ, ব্যাধ কখনই হিংসাদি পরিত্যাগার্থ যত্ন করেন নাই ॥৬৩॥

ব্রজবাসিদিগের প্রেমময় তৃষ্ণাকে রাগ বলে, তজ্জন্য কৃষ্ণেতে অতিশয় আবেশ হয়। সেই রাগরূপ ভক্তির নাম রাগাত্মিকা ॥৬৪॥

১। যম=অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য এবং অপরিগ্রহ—এই পঞ্চকে যম বলে। তন্মধ্যে প্রাণনাশানুকূল ব্যাপার হিংসা ; তদ্বিপরীত অহিংসা। অপীড়াদায়ক যথার্থভাষণকে সত্য ; অন্যায়পূর্ব্বক পরবস্তুর অপহরণকে স্তেয়, তদ্বিপরীতকে অস্তেয় ; ভোগগর্ত্ত স্ত্রীর শ্রবণ, কীর্ত্তন, কেলি, প্রেক্ষণ, গুহ্যভাষণ, সঙ্কল্প, অধ্যবসায় এবং ক্রিয়ানিবৃত্তি—এই অষ্টবিধ মৈথুনত্যাগকে ব্রহ্মচর্য্য এবং বিষয়স্পৃহাত্যাগকে অপরিগ্রহ বলে। নিয়ম=শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বরপ্রণিধান ভেদে নিয়ম পঞ্চবিধ। তন্মধ্যে বাহ্য-আভ্যন্তরভেদে শৌচ দ্বিবিধ ; মৃত্তিকাজলাদি দ্বারা যে শৌচ তাহাকে বাহ্য এবং চিত্তের বাসনাত্যাগকে আভ্যন্তর শৌচ বলে ; চিত্তের পূর্ণতাকে সন্তোষ বলে ; স্বাধিকারপ্রাপ্ত স্বধর্ম্মকে তপঃ এবং বেদাদি-পাঠকে স্বাধ্যায় বলে এবং পরমেশ্বরে সর্ব্বকর্ম্মার্পণকে ঈশ্বরপ্রণিধান বলে, আদি-শব্দ দ্বারা শান্তি-বিবেকাদি বুঝায়। বুলে=ভ্রমণ করে ; যম, নিয়ম, শান্তি, বিবেকাদিগুণ সকল দাসের ন্যায় কৃষ্ণভক্তের সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করে অর্থাৎ যম-নিয়মাদির নিমিত্ত কৃষ্ণভক্তের আগ্রহ না থাকিলেও তাহারাই আগ্রহসহকারে ভক্তের নিকট উপস্থিত হয়। ভগবদ্ভজনে প্রবর্ত্তমানের এই সকল গুণ স্বাভাবিক হইয়া পড়ে—ইহাই তাৎপর্য্য। গ্রন্থবাহুল্যভয়ে বিস্তার করিয়া বলা হইল না।

২। বিধিভক্তি সাধনের—অর্থাৎ বৈধী সাধনভক্তির। ৩। মুখ্যা—অর্থাৎ মাধুর্য্যময়ী। ৪। তার—রাগাত্মিকার।

৫। ইষ্টে ... লক্ষণ—অভীষ্ট বিষয়ে গাঢ়তৃষ্ণা অর্থাৎ প্রেমময়ী তৃষ্ণাকে রাগ বলে। সেই গাঢ়তৃষ্ণা রাগের স্বরূপলক্ষণ, এবং গাঢ়তৃষ্ণাহেতু অভীষ্টবিষয়ে পরমাবেশ তটস্থলক্ষণ ; যেহেতু আবেশ গাঢ়তৃষ্ণা হইতে ভিন্ন হইয়া স্বকারণ গাঢ়তৃষ্ণার জ্ঞাপক।

৬। রাগময়ী—রাগ-রূপা। লুব্ধ—সেইভাব পাইবার জন্য লুব্ধ হয়। কোন ভাগ্যবান্ অর্থাৎ যাহার প্রতি তাদৃশ ভক্তের কৃপা হইয়াছে, সেই ভাগ্যবানই লুব্ধ হয়।

লোভে ব্রজবাসীর ভাবে করে অনুগতি ;
১। শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি।

তথাহি **শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ** পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং ত্র্যধিকশততম শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামি-বাক্যং—

বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিষু।
রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে ॥৬৫

তথাহি **তত্রৈব** পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং অষ্টাদশাধিকশততম শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং—

তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্য্যে শ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণং ॥৬৬

২। বাহ্য, অন্তর, ইহার দুইত সাধন ;
৩। বাহ্যে সাধক-দেহে করে শ্রবণ-কীর্ত্তন।
৪। মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন—
রাত্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন।

বিরাজন্তীমিতি। ব্রজবাসিজনাদিষু অভিব্যক্তং স্ফুটং যথা স্যাত্তথা বিরাজন্তীং রাগাত্মিকাং ভক্তিমনুসৃতা যা সা রাগানুগাভক্তিরুচ্যতে ॥৬৫॥

তত্তদিতি। তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্য্যে শ্রীভাগবতাদিসিদ্ধনিদেশশাস্ত্রেষু শ্রুতে শ্রবণদ্বারা যৎকিঞ্চিদনুভূতে সতি যং শাস্ত্র বিধিবাক্যং নাপেক্ষতে যুক্তিঞ্চ ন কিন্তু প্রবর্ত্তত এবেত্যর্থঃ, তদেব লোভোৎপত্তের্লক্ষণমিতি ॥৬৬॥

ব্রজবাসিদিগের মধ্যে সুস্পষ্ট বিরাজমানা রাগাত্মিকা ভক্তির অনুবর্ত্তিনী ভক্তির নাম রাগানুগা। ॥৬৫॥

ভাগবত-শাস্ত্রাদি শ্রবণে সেই সেই ভাবাদি-মাধুর্য্য অনুভবগোচর হইলে যখন বিধিবাক্য এবং কোনরূপ যুক্তিকে অপেক্ষা করেনা, তখন সেইটীই লোভোৎপত্তির লক্ষণ ॥৬৬॥

যেমন স্ত্রীকামুক পুরুষ কোন কামিনীর যৎকিঞ্চিৎ রূপাদিমাধুর্য্য অনুভব করতঃ উৎকট লোভের প্রেরণায় শিরশ্ছেদাদি স্বীকার করিয়াও তৎসাধনে প্রবৃত্ত হয়, তদ্রূপ তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্য্য কিঞ্চিৎ অনুভব করিয়া লোভের প্রেরণায় বিধিবাক্য বা যুক্তির অপেক্ষা না করিয়াই যে ভজনে প্রবৃত্ত হয়,—ইহাই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য ॥৬৬॥

১। শাস্ত্র-যুক্তি—'স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ' (অর্থাৎ যে ভগবান্‌কে না ভজে তাহার অধঃপতন হয়) ইত্যাদি রূপ এবং বিধিবাক্যরূপ শাস্ত্র। য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরং' ইত্যাদি শ্লোকানুসারে যিনি আত্মার উৎপত্তিস্থান অর্থাৎ মূলকারণ এবং ঈশ্বর অনন্তশক্তিশালী—এই সকল কারণে তাঁহার ভজন অবশ্যকর্ত্তব্য ইত্যাদি যুক্তি। এই শাস্ত্র ও যুক্তি যেমন ভয়প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রবৃত্তি না থাকিলেও বৈধীভক্তিতে প্রবর্ত্তন করে, রাগানুগা ভক্তি কিন্তু তাদৃশ বিধিবাক্যরূপ শাস্ত্র এবং যুক্তির অপেক্ষা না করিয়া কেবল তাদৃশ উৎকট লোভেই তাহাকে ভজনে প্রবৃত্তি করে। অতএব লোভপ্রবর্ত্তিত হইয়া শাস্ত্রানুসারে ভজনকে রাগানুগাভক্তি বলে।

২। ইহার—রাগানুগাভক্তির। ৩। শ্রবণ-কীর্ত্তন—অর্চ্চনাদির উপলক্ষণ, অর্থাৎ শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চন-সেবাদি করিয়া থাকেন।

৪। নিজ—নিজভাবোচিত। সিদ্ধ—ভগবৎসেবার যোগ্য নিত্যদেহ। মনে…সেবন—অর্থাৎ মনে মনে নিজাভীষ্টদেহে শ্রীকৃষ্ণসেবা করেন। আপনাকে কিন্তু তাই বলিয়া যেন ভগবৎপরিকর নিত্যসিদ্ধপার্ষদাদিরূপে চিন্তা করিবে না ; ভগবান্ এবং তাঁহার পার্ষদ একই তত্ত্ব, সুতরাং পার্ষদাদিরূপে আপনাকে চিন্তা করিলে অহংগ্রহোপাসনা হয় ; এই উৎপন্নভাবও অহংগ্রহোপাসনায় অন্তর্হিত হয়। এ স্থানের অভিপ্রায় এই যে, ভগবন্মাধুর্য্যাদি শ্রবণ করিয়া যখন সৌভাগ্যবশতঃ সেই সেইভাবে লোভের অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, তখন সেই সেই সেবাদির নিমিত্ত লোভ হওয়ায় তাদৃশসেবার উপযোগিদেহ পাইবার জন্য লোভ হয়। যথা ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,—'কবে বৃষভানুপুরে, আহিরী গোপের ঘরে, তনয়া হইয়া জনমিব' ইত্যাদি। এ অবস্থায় তাদৃশপরিকররূপে আপনাকে চিন্তা করিলে ঘোর অপরাধ উপস্থিত হয়। আপনাকে কৃষ্ণ করিয়া চিন্তা করা ও তাহার পরিকর করিয়া ভাবনা করা তুল্যই হইয়া উঠে। তাদৃশভাবের অভাবে বেণরাজ আপনাকে বিষ্ণু বলিয়া সিদ্ধান্ত করায়, নরকগামী হইয়াছিল ; ইহাদিগকেই 'সহজিয়া' বলে। অবশ্য, যখন লোভ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে সে সময় নিজের কোন স্বতন্ত্রতা থাকেনা, তখন সেই লোভের অধীন হইতে হয়, তখন লোভ প্রয়োজক হইয়া সাধককে তাদৃশসিদ্ধদেহে আবিষ্ট করে, সে অবস্থায় সাধকের অপরাধ না হইয়া উপাদেয় গুণই হয়। যেমন প্রহ্লাদ তাদৃশভাবের পরতন্ত্র হইয়া আপনাকে কৃষ্ণ বলিয়া জানিয়াছিলেন, সেটি প্রহ্লাদের মহাগুণমধ্যেই পরিগণিত হইয়াছে। অতএব নিজে যত্ন করিয়া নিজকে ভগবৎপরিকর বলিয়া চিন্তা করিলেই নরকস্থ হইতে হইবে, কিন্তু তাদৃশ লোভ করাইলে নিজের কোন দোষ হইতে পারে না—ইহাই তাৎপর্য্য। এইসব কারণের জন্য রাগানুগাভক্তি কোনক্রমেই সাধনের পদ্ধতিবিশেষ হইতে পারে না।

তথাহি তত্রৈব পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং পঞ্চাশদধিকশততম শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং—

সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ ॥৬৭

১। নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছেত লাগিয়া ;
২। নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনাঃ হঞা।

তথাহি তত্রৈব পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যা-মুনপঞ্চাশদধিকশততমশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং—

কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতং।
তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা ॥৬৮

৩। দাস-সখা-পিত্রাদি প্রেয়সীর গণ ;
রাগমার্গে নিজ নিজ ভাবের গণন ;

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চবিংশাধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশশ্লোকে দেবহূতিং প্রতি কপিলদেববাক্যং—

ন কর্হিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূপে,
নঙ্ক্ষ্যন্তি নো মেহনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ।

সেবেতি। সাধকরূপেণ যথাস্থিতদেহেন, সিদ্ধরূপেণ অন্তশ্চিন্তিতাভীষ্টতৎসেবোপযোগিদেহেন, তস্য ব্রজস্থস্য নিজাভীষ্টস্য শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠস্য যো ভাবোরতিবিশেষস্তল্লিপ্সুনা। ব্রজলোকাস্তত্র শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠজনাস্তদনুগতাশ্চ, তদনুসারতঃ সেবা কার্য্যা ॥৬৭॥

অথ রাগানুগায়াঃ পরিপাটীমাহ—কৃষ্ণমিত্যাদিনা। অসৌ সাধকঃ, কৃষ্ণং নিজসমীহিতং নিজাভীষ্টং যস্য ভাবে লোভাজাতস্তমস্য শ্রীকৃষ্ণস্য প্রেষ্ঠং প্রিয়তমভক্তঞ্চ, স্মরন্ মনসা ভাবয়ন্, বাহ্যে তস্য তস্য কথাসু রতশ্চ সন্, সামর্থ্যে সতি ব্রজে শ্রীনন্দব্রজাবাসস্থানে শ্রীবৃন্দাবনাদৌ শরীরেণ বাসং কুর্য্যাৎ, তদভাবে মনসাপীত্যর্থঃ ॥৬৮॥

নন্ তর্হি লোকাবিশেষাৎ স্বর্গাদিবৎ ভোক্তৃভোগ্যানাং কদাচিদ্বিনাশঃ স্যাত্তত্রাহ—ন কর্হিচিদিতি। শান্তরূপে

সাধকরূপে (অর্থাৎ শরীরাদির চেষ্টা দ্বারা) এবং সিদ্ধরূপে (অর্থাৎ অন্তশ্চিন্তিত তৎপরিকররূপে) নিজাভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণ-প্রেষ্ঠের ভাবলিপ্সু অধিকারিগণ, তাঁহার প্রিয়তম ভক্ত এবং তদনুগামীর অনুসরণপূর্ব্বক সেবায় রত হইবেন ॥৬৭॥

শ্রীকৃষ্ণ এবং নিজ সমীহিত তাঁহার প্রিয়তম ভক্তজনকে স্মরণ করতঃ তত্তৎ কথায় অনুরক্ত হইয়া নিয়তই ব্রজধামে বাস করিবে ॥৬৮॥

হে জননি! আমি যাহাদিগের পতি, আত্মা, পুত্র, সখা, গুরুজন, সুহৃৎ এবং অভীষ্টদেব—সেই আমার নিত্য

দাস্যে রক্তকপত্রাদি, সখ্যে সুবলাদি, বাৎসল্যে নন্দযশোদাদি এবং মধুরে শ্রীরাধিকাদির ভাবের মধ্যে সাধক যে ভাবে লুব্ধ অর্থাৎ যে ভাব লাভ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, সেই সেই ভাবে আশ্রয় এবং তাহার অনুগতের অনুসরণ করিয়া সেবা করিবেন। অর্থাৎ রক্তকপত্রাদি দাসগণের ভাবে লোভ হইলে তাঁহাদিগের এবং তাঁহাদিগের অনুগের, সুবলাদি বয়স্যবর্গের ভাবে লোভ হইলে তাঁহাদিগের ও তাঁহাদিগের অনুগামীর, নন্দ-যশোদাদি গুরুবর্গের ভাবে লোভ হইলে তাঁহাদিগের ও তাঁহাদিগের অনুগামীর এবং শ্রীরাধিকাদি প্রেয়সীবর্গের ভাবে লোভ হইলে তাঁহাদিগের ও তাঁহাদিগের অনুগামীর অনুসরণপূর্ব্বক সেবা করিবে; এই সেবা ভাবনাময়। যেমন সূর্য্যকান্তমণি সূর্য্যের অনুবর্ত্তী না হইলে যোগ্যতা থাকিলেও সূর্য্যতেজঃ তাহাতে সঞ্চারিত হয় না, সেইরূপ সেই সেই দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর ভাবের আশ্রয় রক্তকাদি দাসবর্গ, সুবলাদি বয়স্যবর্গ, নন্দযশোদাদি গুরুবর্গ এবং শ্রীরাধিকাদি প্রেয়সীবর্গের ও তদনুগামীর অনুগত না হইয়া কোটিজন্ম কৃষ্ণভজন করিলেও তাদৃশভাবপ্রাপ্তি এবং কৃষ্ণমাধুর্য্যের আস্বাদন হইবার সম্ভাবনা নাই ॥৬৭॥

যাহার ভাবে লোভ হইয়াছে, কৃষ্ণের সেই প্রিয়তম ভক্ত এবং কৃষ্ণকে স্মরণকরতঃ তাঁহাদিগের কথার শ্রবণকীর্ত্তনাদিতে অনুরক্ত হইয়া, যদি সমর্থ হয় সাধকদেহ দ্বারা, অসমর্থ হইলে ভাবনাময় অভীষ্ট দেহ দ্বারা, ব্রজে নিয়ত বাস করিবে ॥৬৮॥

১। নিজাভীষ্ট=অর্থাৎ যাহার ভাবে সাধক লুব্ধ হইয়াছেন, তাদৃশ কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ—কৃষ্ণের প্রধান ভক্ত। পাছেত লাগিয়া—অনুগামী হইয়া, অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া।

২। অন্তর্মনা হঞা—অর্থাৎ ভাবনাময় সেবা করিবে।

৩। দাস-গণন—দাস, সখা, পিত্রাদি এবং প্রেয়সীগণ; এইবারে নিজ নিজ ভাব রাগানুগমার্গে গণনা হইল। এতদ্ভিন্ন অন্যাদৃশ ভক্তের ভাব গ্রাহ্য নয়।

যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ,
সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টং ॥৬৯॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং ধৃতনারায়ণব্যূহস্তবঃ—

পতিপুত্রসুহৃদ্ভ্রাতৃপিতৃবন্মিত্রবদ্ধরিং।
যে ধ্যায়ন্তি সদোদ্যুক্তাস্তেভ্যোহপীহ নমোনমঃ॥৭০

এইমত করে যেবা রাগানুগা-ভক্তি;
কৃষ্ণের চরণে তার উপজয়ে প্রীতি।
১। প্রেমাঙ্কুরে রতি ভাব, হয় দুই নাম;
যাহা হৈতে বশ হন্ শ্রীভগবান্।
যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণের প্রেমরস ধন,
এইত কহিল অভিধেয়-বিবরণ।
২। অভিধেয়-সাধনভক্তি শুনে যেইজন,
অচিরাতে পায় সেই কৃষ্ণপ্রেমধন।
শ্রীরূপরঘুনাথ-পদে যার আশ;
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

শান্তমবিকৃতং রূপং যস্মিন্ তস্মিন্ বৈকুণ্ঠে, মৎপরাস্তদ্বাসিনো লোকাঃ কদাচিদপি ন নঙ্‌ক্ষ্যন্তি ভোগহীনা ন ভবন্তি। 'অনিমিষোমেহেতিঃ মদীয়ং কালচক্রং নোলেঢ়িতান্ন গ্রসতে। ন স পুনরাবর্ত্তত' ইতি শ্রুতেঃ। ন কেবলমেতাবত্তেষাং মাহাত্ম্যমিত্যাহ যেষামিতি। প্রিয়োলক্ষ্ম্যাদীনামিব তত্তয়া ভাবনীয়ঃ। এবমাত্মা পরমাত্মা সনকাদীনামিব। সুতো-ভবত্যাদীনামিব। সখা শ্রীদামাদীনামিব। গুরুঃ প্রদ্যুম্নাদীনামিব। সুহৃদ্ এক এব নানাপ্রকারঃ পাণ্ডবাদীনামিব। দৈবমিষ্টযুদ্ধবাদীনামিব। যদ্বা—গোলোকাদিমপেক্ষ্যৈব যুক্তং। তত্র হি তথা ভাবাএব শ্রীগোপা নিত্যা বিদ্যন্তে যেষাং না বিনা ন কশ্চিদপরঃ প্রেমভাজনমস্তীত্যর্থঃ ॥৬৯॥

পতীতি। যে উদ্যুক্তাসন্তো হরিং পত্যাদিবৎ ধ্যায়ন্তি তত্তদ্ভাববিশেষেণ তদাবিষ্টা ভবন্তীত্যর্থঃ। তেভ্যোনমো-নমঃ। তত্রসুহৃন্নিরপেক্ষহিতকারী মিত্রং সহবিহারীতি দ্বয়োর্ভেদঃ ॥ ৭০ ॥

ধামবাসী একান্ত ভক্তগণের ভোগ্যবস্তু কথনই বিনষ্ট হয় না, এবং আমার কালচক্র তাহাদিগকে গ্রাস করিতে অসমর্থ ॥৬৯॥

যাঁহারা উদ্যমের সহিত পতি, পুত্র, সুহৃদ্, ভ্রাতা, পিতা এবং মিত্রের ন্যায় হরিকে সর্ব্বদা চিন্তা করেন, তাঁহা-দিগকেও প্রণাম ॥৭০॥

এই দুই শ্লোকে দাস, সখা, গুরুজন এবং প্রেয়সীগণের ভাব রাগানুগভক্তিতে গণনা হয়, তাহাই দেখাইলেন। তন্মধ্যে পূর্ব্বশ্লোকে আত্মশব্দ থাকায় উদাহরণস্থানে বিশুদ্ধ না হওয়ায়, দ্বিতীয় শ্লোক দ্বারা বিশুদ্ধ রাগানুগা ভক্তির পরিপাটী দেখাইলেন ॥৭০॥

১। প্রেমাঙ্কুর—প্রেমের প্রথমাবস্থা। সেই প্রেমাঙ্কুর, রতি এবং ভাব এই দুই নামে অভিহিত।

২। অভিধেয় সাধনভক্তি—অর্থাৎ সাধনভক্তিই সর্ব্বশাস্ত্রের অভিধেয়।

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে অভিধেয়ভক্তিতত্ত্ববিচারো নাম
দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদঃ।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

চিরাদদত্তং নিজগুপ্তবিত্তং,
স্বপ্রেমনামামৃতমত্যুদারঃ।
আপামরং যো বিততার গৌর-
কৃষ্ণো জনেভ্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥১॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র ! জয় নিত্যানন্দ !
জয় অদ্বৈতচন্দ্র ! জয় গৌরভক্তবৃন্দ !
১। এবে শুন ! ভক্তিফল প্রেম প্রয়োজন ;
যাহার শ্রবণে হয় ভক্তিরস-জ্ঞান।
২। কৃষ্ণে রতি গাঢ় হৈলে প্রেম অভিধান ;
কৃষ্ণভক্তিরসের সেই স্থায়ীভাব নাম।

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে ভাবভক্তিলহর্য্যাং প্রথমশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং—

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে ॥২॥

চিরাদিতি। অতিশয়েন উদারো দাতা বদান্য ইত্যর্থঃ। তথা চামর—উদারোদাতৃমহতোরিতি। যঃ কৃষ্ণো যশোদাস্তনন্ধয়ঃ. গৌরঃ সন্ প্রেয়সীকান্ত্যা সমাচ্ছাদিতদেহঃ সন্, আপামরং পামরমভিব্যাপ্য জনেভ্যঃ, চিরাৎ চিরকালং ব্যাপ্য, কস্মৈচিদপি ন দত্তং অতএব নিজগুপ্তবিত্তং স্বেনৈব বহুযত্নাদ্রক্ষিতং বিত্তং, তদেব স্বপ্রেম-নামামৃতং স্বস্য নামামৃতং প্রেমামৃতঞ্চ, বিততার স্বাদং স্বাদং বিকীর্ণঞ্চকার। যথা মহারাজঃ করদণ্ডাভ্যাং ধনগ্রহণসময়ে বস্ত্রচতুষ্কাঞ্চিত উদ্ধত ইব প্রতীয়তে, স এব ধনদানসময়ে তান্ পরিচ্ছদান্ বিহায় দানরূপযোগিবস্ত্রযুগ্মেনাবৃতঃ সৌম্য ইব প্রতীয়মানঃ সম্মানাহৃয় দদাতি, তথা শ্রীকৃষ্ণঃ গোপীনাং ধৈর্য্যগাম্ভীর্য্যাদিসদ্গুণৈঃ সহ প্রেমসেবায়া গ্রহণার্থং যাদৃশ ত্রিভঙ্গশ্যামসুন্দরাদি-বপুষা কুটীল ইব প্রতীয়তে স্ম, স এবেদানীং দানসময়ে লোকানাং বিশ্বাসার্থং গ্রতিলবেশমস্তর্ধাপ্য স্বপীতাম্বরযুগলেনাবৃততনুঃ সন্নিব গৌর ইব প্রতীয়মানঃ, স্বপ্রেমামৃতং নামামৃতঞ্চ যথেষ্টং দদাবিতি ভাবঃ। তং শ্রীকৃষ্ণমহং প্রপদ্যে শরণং ব্রজামীতি ॥১॥

শুদ্ধসত্ত্ব ইতি। অথ তদেতদ্বিবিচ্যতে। পূর্ব্বন্তাবদ্ভক্তিসামান্যলক্ষণে চেষ্টারূপা ভাবরূপা চেতি দ্বিবিধা ভক্তি-র্দর্শিতা। তত্র চেষ্টারূপা দ্বিবিধা—ভাবভক্তেঃ সাধনরূপা কার্য্যরূপা চ। কার্য্যরূপা তু রসাবস্থায়ামনুভাবরূপা চ। তয়োঃ পূর্ব্বা দর্শিতা, উত্তরা রসপ্রসঙ্গে দর্শয়িষ্যতে। অথ ভাবরূপা চ দ্বিবিধা—রসাবস্থায়াং স্থায়ীনাম্নী সঞ্চারিনাম্নী চ। তত্র চ পূর্ব্বদ্বিবিধা ক্রোড়ীকৃতপ্রণয়াদি-প্রেমনাম্নী রত্যপরপর্য্যায়া প্রেমাঙ্কুররূপা ভাবনাম্নী চ। তদেবং সতি উত্তরা সঞ্চারিরূপাপি রসপ্রসঙ্গে দর্শয়িষ্যতে। সম্প্রতি তু স্থায়িভাবসামান্যরূপং প্রেম নাম্না প্রণয়াদিকমপি ক্রোড়ীকুর্ব্বন্. রত্যপরপর্য্যায়ং স্থায়িভাবাঙ্কুররূপং ভাবং লক্ষয়তি—শুদ্ধসত্ত্বেতি। সা চ মহাভাবপর্য্যন্ততদূর্দ্ধাবস্থাব্যক্তয়ে ভবিষ্যতীত্যভিপ্রেত্য চাহ—শুদ্ধসত্ত্বেতি। অত্র শুদ্ধসত্ত্বং নাম সর্ব্বপ্রকাশিকা স্বরূপশক্তেঃ সংবিদাখ্যা বৃত্তিঃ, ন তু মায়াবৃত্তিবিশেষঃ। বিবৃতঞ্চে-দং শ্রীভাগবতসন্দর্ভস্য দ্বিতীয়সন্দর্ভে শ্রীবৈষ্ণবতোষণ্যাং দ্বিতীয়াধ্যায়ে চ। শুদ্ধসত্ত্ববিশেষত্বং নাম চাত্র যা স্বরূপশক্তি-বৃত্তিত্ত্বলক্ষণা। 'হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ। হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিত' ইতি বিষ্ণুপুরাণানুসারেণ হ্লাদিনী নাম্নী মহাশক্তিস্তদীয়সারবৃত্তিসমবেতসংসারাংশবিশেষতাবগন্তব্যং। তয়োঃ সমবেতয়োঃ সারত্বঞ্চ তন্নিত্যপ্রিয়জনাধিষ্ঠানকতদীয়ানুকূল্যাভিলাষময়পরমবৃত্তিত্বং। হ্লাদিনীসারসমবায়দশায়ামেব ভাবস্য পরমপরিণামরূপে মোদনাখ্যে মহাভাবে শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণিমধিকৃত্য ব্যক্তীভবিষ্যতি। 'রাধিকাযূথ এবাসৌ মোদনো ন তু সর্ব্বতঃ, যঃ শ্রীমান্

যে বদান্যচূড়ামণি চিরকালের অদত্ত গুপ্তধন স্বীয় প্রেমামৃত ও নামামৃত গৌররূপে আপামর জনকে বিতরণ করিয়াছেন, আমি তাঁহার শরণাগত হইলাম ॥১॥

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষ স্বরূপ প্রেমরূপ সূর্য্যের কিরণসাদৃশ্যশালী এবং রুচি (অর্থাৎ ভগবৎ প্রাপ্ত্যভিলাষ) তদীয় আনুকূল্য

শুদ্ধসত্ত্ববিশেষ অর্থাৎ হ্লাদিনীশক্তির সারই যাহার স্বরূপ ; প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্ অর্থাৎ প্রেমের প্রথমচ্ছবি ॥২॥

১। ভক্তিফল—সাধনভক্তির ফল সাধ্যবস্তু তাহারই নাম প্রেম। সেই প্রেমই প্রয়োজন। সাধ্যফল অর্থাৎ পুরুষার্থ।

২। প্রেম অভিধান—সেই গাঢ়রতির নাম প্রেম। স্থায়িভাব—স্থায়িভাবের লক্ষণ (১৯) পরিচ্ছেদে (৪৫৫) পৃষ্ঠায় দেখুন।

১। এই দুই ভাবের স্বরূপ-তটস্থ-লক্ষণ;
প্রেমার লক্ষণ এবে শুন সনাতন!

তথাহি তত্রৈব প্রেমভক্তিলহর্য্যাং প্রথম শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং—

সম্যঙ্মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে ॥৩॥

তথাহি শ্রীহরিভক্তিবিলাসস্যৈকাদশবিলাসে দ্বাশীত্যধিকত্রিশততমাঙ্কধৃত নারদপঞ্চরাত্রং—

অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা।
ভক্তিরিত্যুচ্যতে ভীষ্মপ্রহ্লাদোদ্ধবনারদৈঃ ॥৪॥

২। কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়,
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়।

হ্লাদিনীশক্তেঃ সুবিলাসঃ প্রিয়োবর' ইতি। অসৌ পদেন চানুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনরূপাসামান্যেন লক্ষিতা ভক্তিরেবা-কৃষ্যত ইত্যর্থঃ। সা তু যদ্যপি ধাত্বর্থসামান্যরূপা ব্যাখ্যাতা তথাপ্যত্র চেষ্টারূপা ন গৃহ্যতে, কিন্তু ভাবরূপৈব বিধেয়স্য ভাবস্য সাক্ষান্নির্দিষ্টত্বাৎ। বক্ষ্যতে চ স্বয়মেব ভাবমাত্রস্য লক্ষণং—'শরীরেন্দ্রিয়বর্গস্য বিকারাণাং বিধায়িকা। ভাবা বিভাবজনিতাশ্চিত্তবৃত্তয় ঈরিতা' ইতি। চিত্তবৃত্তয়শ্চাত্র প্রকারান্তরেণ চিত্তস্য স্থিতয়ঃ। বিকারো মানসোভাব ইত্যমরঃ। তথাপি বক্ষ্যমাণানাং ব্যভিচারিণামত্র প্রাপ্তিস্তেষাং যোজয়িষ্যমাণানাং চিত্তমাসৃণ্যকৃত্ত্বাভাবাৎ প্রেমাঙ্কুরত্বেন বিশেষত্বাচ্চ। ততশ্চায়মর্থঃ। অসৌ সামান্যতো লক্ষিতা যা ভক্তিঃ সৈব নিজাংশবিশেষে ভাব উচ্যতে। স চ কিং স্বরূপস্তত্রাহ—কৃষ্ণস্য স্বরূপশক্তিরূপঃ শুদ্ধসত্ত্ববিশেষো যঃ স এবাত্মা, তন্নিত্যপ্রিয়জনাধিষ্ঠানকতয়া নিত্যসিদ্ধং স্বরূপং যস্য সঃ। কিঞ্চ রুচিভিঃ প্রাপ্ত্যভিলাষ-স্বকর্তৃকানুকূল্যাভিলাষসৌহার্দ্দাভিলাষৈশ্চিত্তার্দ্রতাকৃদিতি। এষ চ বক্ষ্যমাণপ্রেম্নোঽঙ্কুররূপ এবেত্যাহ—প্রেমেতি। সূর্য্যস্তত্রাচিরাদুদয়িষ্যমাণাবস্থা গৃহ্যতে। ততশ্চ তদংশুসাম্যভাগিতি প্রেম্নঃ প্রথমচ্ছবিরূপ ইত্যর্থঃ। ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যত' ইতি বক্ষ্যতে। অস্যাপ্রাকৃতত্বং শুদ্ধসত্ত্ববিশেষহ্লাদিনীসাররূপত্ব মোক্ষসুখস্যাপি তিরস্কারকত্বাৎ শ্রীভগবতোঽপি প্রকাশকত্বাদানন্দকরত্বাচ্চ। অত্র প্রমাণস্য বিশেষজিজ্ঞাসা চেৎ প্রীতি-সন্দর্ভোদৃশ্যঃ। তদেবং নিত্যতৎপ্রিয়জনানাং ভাবে লক্ষিতে প্রপঞ্চগতভক্তানামপি চিত্তবৃত্তিঃ শ্রীকৃষ্ণ-তদ্ভক্তকৃপয়া তাদৃশী ভবতীতি তেনৈব লক্ষিতঃ স্যাদিত্যলমতিবিস্তরেণ ॥২॥

অথ ভাবমপ্যুক্ত্বা প্রেমাণমাহ—সম্যগিতি। সম্যক্ মসৃণিতমার্দ্রীকৃতং স্বান্তং চিত্তং যেন স, তথা মমত্বাতি-শয়েনাঙ্কিতশ্চিহ্নিতঃ অতএব স এব ভাবঃ সান্দ্রাত্মা চেৎ তদা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে। অত্র সান্দ্রাত্মত্বং স্বরূপলক্ষণং অন্যদ্বয়ং তটস্থলক্ষণং ॥৩॥

অনন্যমমতেতি। বিষ্ণৌ ভগবতি প্রেমসঙ্গতা প্রেমরসব্যাপ্তা যা মমতা মমায়মিতি ভাবঃ সা ভক্তিঃ প্রেম-লক্ষণেতি ভীষ্মাদিভিস্তদ্বিদ্ভিরুচ্যতে। কথম্ভূতা মমতা—ন বিদ্যতে অন্যস্মিন্ দেহগেহাদৌ মমতা যস্যাঃ সা। ইতি প্রেম-লক্ষণৈব সুসিদ্ধা ॥৪॥

ভিলাষ এবং সৌহার্দ্দাভিলাষ দ্বারা চিত্তের স্নিগ্ধতা-সম্পাদক ভক্তিবিশেষকে ভাব বলে ॥২॥

যাহা হইতে চিত্ত সম্যক্‌রূপে আর্দ্রতা প্রাপ্ত হয় এবং সাতিশয় মমতাসম্পন্ন হয়, সেই সান্দ্রাত্মা (অর্থাৎ গাঢ়তাপন্ন) ভাবকে প্রেম বলে ॥৩॥

একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই যদি অন্যবিষয়কমমত্ববর্জ্জিত এবং প্রেমরসপরিপ্লুত মমতার বিষয় হয়েন, তবে ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব এবং নারদ সেই মমতাকে প্রেমভক্তি বলেন ॥৪॥

এই পদ্যের পূর্ব্বার্দ্ধ তটস্থলক্ষণ এবং সান্দ্রাত্মা এই পদটী স্বরূপলক্ষণ ॥৩॥

কেবল কৃষ্ণেতে প্রেমময় মমতা অর্থাৎ 'আমার কৃষ্ণ' বলিয়া বোধ থাকিবে এবং দেহ-গৃহাদিতে কিছুমাত্রই মমতা অর্থাৎ আমার বলিয়া জ্ঞান থাকিবে না,—কৃষ্ণে এহেন প্রেমময় মমতাকে প্রেমভক্তি বলে ॥৪॥

১। এই দুই…লক্ষণ—এই দুই বিশেষণ। অর্থাৎ 'শুদ্ধসত্ত্ব বিশেষাত্মা' এই বিশেষণটি ভাবের স্বরূপলক্ষণ এবং 'রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃৎ' এই বিশেষণপদটি ভাবের তটস্থলক্ষণ।

২। কোন ভাগ্যে—অর্থাৎ মহৎকৃপাহেতু। প্রথম সাধুসঙ্গে শাস্ত্রশ্রবণ দ্বারা শ্রদ্ধা জন্মে, দ্বিতীয় সাধুসঙ্গ ভজনরীতিশিক্ষা-নিমিত্ত।

সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ-কীর্ত্তন ;
১। সাধন-ভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তন।
অনর্থ নিবৃত্তি হৈলে ভক্তিনিষ্ঠা হয় ;
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয়।
রুচি হৈতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর ;
২। আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণপ্রীত্যঙ্কুর।
৩। সেই ভাব গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম ;
সেই প্রেমা প্রয়োজন সর্ব্বানন্দধাম।

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে প্রেমভক্তিলহর্য্যাং একাদশ শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া,
ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ।
অথাসক্তিস্ততোভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি,
সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥৫॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চবিংশাধ্যায়ে ঘাবিংশশ্লোকে দেবহূতিং প্রতি কপিলদেববাক্যং—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো,
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি,
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥৬॥

যাহার হৃদয়ে এই ভা[illegible]ঙ্কুর হয় ;
৪। তাহাতে এতেক চিহ্ন সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে রতিভক্তিলহর্য্যাং একাদশশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবা[illegible]—

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বি[illegible]ক্তির্মানশূন্যতা,
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ।
আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বস[illegible]স্থলে,
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জ্জাতভাবাঙ্কুরে জনে ॥৭॥

[illegible] যদ্যপি ক্রমেষু সৎসু প্রায়িকমেকং ক্রমমাহ—আদাবিতিদ্বয়েন। আদৌ প্রথমতঃ সাধুসঙ্গে শাস্ত্রশ্রবণদ্বারা শ্র[illegible] তদর্থবিশ্বাসঃ, ততঃ প্রথমানন্তরং দ্বিতীয়ঃ সাধুসঙ্গো ভজনরীতিশিক্ষানিবন্ধনঃ। নিষ্ঠা তত্রাবিক্ষেপেণ সাতত্যং। রুচিরভিলাষঃ, কিন্তু বুদ্ধিপূর্ব্বিকেয়ং, আসক্তিস্তু স্বাভাবিকী। স্ফুটমন্যৎ ॥৫॥

তত্র লক্ষণানি লিঙ্গান্যাহ—ক্ষান্তিরিতি। ক্ষোভকারণে সত্যপি চিত্তস্য ক্ষোভরাহিত্যং ক্ষান্তিঃ। ইন্দ্রিয়ার্থানাম-রোচকতা বিরক্তিঃ। উৎকৃষ্টত্বেঽপি মানাকাঙ্ক্ষারাহিত্যং মানশূন্যতা। ভগবৎপ্রাপ্তৌ সম্ভাবনাদার্ঢ্যং আশাবন্ধঃ। অভীষ্ট-লাভার্থং লোভাতিশয়ঃ সমুৎকণ্ঠা। অন্যৎ স্ফুটার্থং। জাতো ভাবাঙ্কুরো যস্মিন্ তস্মিন্ জনে ইত্যাদয়ঃ ক্ষান্ত্যাদয়ঃ

প্রথম শ্রদ্ধা, তদনন্তর সাধুসঙ্গ, তৎপরে ভজনক্রিয়া, তৎপরে অনর্থনিবৃত্তি, তাহার পর নিষ্ঠা, তাহার পর রুচি, তৎপরে আসক্তি, তদনন্তর ভাব এবং তাহার পর প্রেমের উদয় হয়। সাধকদিগের প্রেমাবির্ভাবে ইহাই প্রা[illegible]কক্রম ॥৫॥

যে সকল ব্যক্তিতে ভাবের অঙ্কুরমাত্র উৎপন্ন হইয়াছে, সেইসকল মহাত্মাতে ক্ষান্তি, অব্যর্থকালতা, বিরাগ,

প্রথম সাধুসঙ্গে শাস্ত্রশ্রবণ দ্বারা শাস্ত্রার্থে যে বিশ্বাস হয়, তাহাকে শ্রদ্ধা বলে। ভজনরীতিশিক্ষার জন্য পুনর্ব্বার সাধুসঙ্গ। অনর্থ-নিবৃত্তি হইতে চিত্তের বিক্ষেপনিবৃত্তি হইলে সাধনানুষ্ঠানের সাতত্যকে নিষ্ঠা বলে। রুচি—অভিলাষ অর্থাৎ নিরন্তর শ্রবণকীর্ত্তনাদিই [illegible]। আসক্তি—শ্রবণাদিতে স্বাভাবিক চিত্তের রুচি। ইহার মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অনুষ্ঠান পরপর অনুষ্ঠানের হেতু, যেমন সাধুসঙ্গ [illegible] এবং শ্রদ্ধা পুনঃসাধুসঙ্গের হেতু ইত্যাদি ॥৫॥

ইহার ব্যাখ্যা (১৪) পৃষ্ঠা (১৩) শ্লোকে দেখুন। সাধুসঙ্গে শ্রবণাদি দ্বারা শ্রদ্ধা, তৎপরে শ্রবণকীর্ত্তনাদি দ্বারা ক্রমে প্রেমের উদয় হয়,—ইহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন ॥৬॥

ভাবের অঙ্কুরমাত্র উৎপন্ন হইলে ক্ষান্ত্যাদিও অল্পপরিমাণে উৎপন্ন হয় ; এবং ভাব প্রগাঢ় হইলে ক্ষান্ত্যাদিও প্রগাঢ় হয় ॥৭॥

১। সাধনভক্ত্যে—শ্রবণ কীর্ত্তনাদি সাধনভক্তি হইতে। অনর্থ—বিষয়াসক্তি। ২। প্রীত্যঙ্কুর—ভাব।

৩। গাঢ়—সান্দ্র। প্রয়োজন—সাধ্য ফল অর্থাৎ সেই প্রেমের জন্যই সমস্ত সাধনপ্রয়াস। সর্ব্বানন্দধাম—অর্থাৎ বিবিধ সাধনের ফল প্রেমের অন্তর্ভূত আছে।

৪। এতেক—অনন্তর শ্লোকদ্বয়ে উক্ত।

১। এই নব প্রীত্যঙ্কুর যার চিত্তে হয় ;
২। প্রাকৃত ক্ষোভে তার ক্ষোভ নাহি হয়।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে একোনবিংশাধ্যায়ে ত্রয়োদশশ্লোকে ব্রাহ্মণান্ প্রতি পরীক্ষিদ্বাক্যং—

তং মোপযাতং প্রতিযন্তু বিপ্রা
গঙ্গা চ দেবী ধৃতচিত্তমীশে।
দ্বিজোপসৃষ্টঃ কুহকস্তক্ষকো বা,
দশত্বলং গায়ত বিষ্ণুগাথাঃ ॥৮॥

৩। কৃষ্ণ-সম্বন্ধ বিনা ব্যর্থ কাল নাহি যায় ;

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ববিভাগে রতিলহর্য্যাং দ্বাদশাঙ্কধৃতো হরিভক্তিসুধোদয়স্য দ্বাদশাধ্যায়াষ্টত্রিংশশ্লোকঃ—

বাগ্ভিস্তুবন্তো মনসা স্মরন্ত,
স্তন্বা নমন্তোঽপ্যনিশং ন তৃপ্তাঃ।
ভক্তাঃ স্রবন্নেত্রজলাঃ সমগ্র-
মায়ুর্হরেরেব সমর্পয়ন্তি ॥৯॥

৪। ভুক্তি-সিদ্ধি-ইন্দ্রিয়ার্থ তারে নাহি ভায়।

অন্যে চ অনুভাবা ভাববোধকাঃ স্যুরিতি (সংভাবনায়াং লিঙ্)। তত্রায়মভিপ্রায়ঃ—ভাবাঙ্কুরে জাতে সতি ক্ষান্ত্যাদিনামকত্রয়মল্লহং সংপূর্ণভাবে সংপূর্ণত্বমিতি বোদ্ধব্যমিতি ॥৭॥

তমিতি। মা মামুপযাতং শরণাগতং বিপ্রাঃ প্রতিযন্তু অঙ্গীকুর্বন্তু, তত এব হেতোরীশে ধৃতচিত্তং সন্তং মাং দেবী দেবতারূপা গঙ্গা চাঙ্গীকরোতু, দ্বিজেন শৃঙ্গিণা উপসৃষ্ট উপসর্গায়মানীকৃতঃ, কুহকঃ কপটস্তক্ষকোবা দশতু। বা শব্দঃ প্রতিক্রিয়ানাদরে। যূয়ং বিষ্ণুগাথা অলং গায়ত ॥৮॥

বাগ্ভিরিতি। ভক্তা বাগ্ভিঃ সুললিতাদিভিরিতার্থঃ, স্তুবন্তঃ স্তুতিবিষয়ীকুর্বন্তঃ। বিগ্রহেন মনসা স্মরন্তঃ স্ফূর্তিময়ী কুর্বন্তঃ, তথা তন্বা নমন্তঃ, অনিশমপীতি সর্ব্বৈরেব শত্রন্তপদৈঃ সংসর্গঃ। অনিশং তথা কুর্ব্বন্তোঽপি ন তৃপ্তাঃ, প্রত্যুত স্রবন্তি নেত্রেভ্যোজলানি যেষাং তথাভূতাঃ সন্ত সমগ্রমায়ুঃকালং হরেরেব সমর্পয়ন্তি। হরিমেবাত্মতয়ানুভবতাং ভক্তানাং তদর্পিতায়ুষি স্বস্বত্বধ্বংসরাহিত্যেন সম্প্রদানত্বাভাবান্ন হরেরিত্যত্র চতুর্থীতি।৯॥

মানশূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, নামগানে সর্ব্বদা রুচি, ভগবদ্গুণাখ্যানে আসক্তি এবং তাঁহার বসতিস্থলে প্রীতি প্রভৃতি অনুভাব লক্ষিত হয় ॥৭॥

রাজা পরীক্ষিৎ নির্ব্বিন্ন হইয়া কহিলেন—শরণাগত যে আমি সেই আমাকে ব্রাহ্মণগণ অঙ্গীকার করুন এবং সেইহেতু ভগবানে চিত্তধারণ করিয়াছি বলিয়া গঙ্গাদেবীও আমাকে অঙ্গীকার করুন, বিপ্রনিসৃষ্ট কুহক তক্ষকই বা আমাকে দংশন করুক—তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই ; আপনারা সকলে কেবল হরিগাথা গান করুন ॥৮॥

নিরন্তর বাক্য দ্বারা স্তব, মনে মনে স্মরণ, এবং শরীর দ্বারা প্রণতি করিয়াও অবিতৃপ্ত সাধুগণ নয়নজলাভিষিক্ত হইয়া হরির উদ্দেশেই সমস্ত পরমায়ুঃকাল অর্পণ করিতেছেন ॥৯॥

তক্ষক নিশ্চয় দংশন করিবে জানিয়াও চিত্তের ক্ষোভ হয় নাই। ইহারই নাম ক্ষান্তি। এই শ্লোকে তাহাই দেখাইলেন।৮।
এই শ্লোক দ্বারা জাতরতি ভক্ত কৃষ্ণসম্বন্ধি কার্য্য ভিন্ন অন্য কার্য্য করেন না বলিয়া তাদৃশ ভক্তের অব্যর্থকালতা দেখাইলেন ॥৯॥

১। নব—নূতন অর্থাৎ নূতনায়মান। প্রীত্যঙ্কুর—ভাব। ক্ষান্তি প্রভৃতি এই ভাবের অনুভাব। যার—যে সাধকের। 'প্রাকৃত ক্ষোভেতে তার ক্ষোভ নাহি হয়',—এই পদ্যাংশ হইতে 'কৃষ্ণলীলা স্থানে করে সর্ব্বদা বসতি',—এই পদ্যার্দ্ধ পর্য্যন্ত প্রত্যেক পদ্যার্দ্ধের সহিত 'এই নবপ্রীত্যঙ্কুর যার চিত্তে হয়'—এই পদ্যার্দ্ধের অন্বয় করিতে হইবে।

২। প্রাকৃত ··নাহি হয়—যে চিত্তে ভাবের উদয় হইয়াছে, ক্ষোভের কারণ উপস্থিত থাকিলেও সে চিত্তে ক্ষোভ হয় না ; ইহাকে ক্ষান্তি বলে।

৩। কৃষ্ণসম্বন্ধ বিনা—কৃষ্ণসম্বন্ধি কার্য্য ব্যতীত যে কাল সেই কালকে ব্যর্থকাল বলে। সেই কাল যাঁহার নাই, অর্থাৎ যে কালে কৃষ্ণসম্বন্ধি কার্য্য হয় না, সে কাল তাঁহার ছিল না ; তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে যে, নিরন্তর কৃষ্ণসম্বন্ধি কার্য্যই করিতেন। ইহাকে অব্যর্থকাল বলে।

৪। ভুক্তি—স্বর্গাদি সুখভোগ। সিদ্ধি—অণিমাদি। ইন্দ্রিয়ার্থ—ঐহিক বিষয়। ভায়—ভাল লাগে না। ইহাকে বিরক্তি বলে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে ত্রিচত্বারিংশশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং—

যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান্ সুহৃদ্রাজ্যং হৃদিস্পৃশঃ
জহৌ যুবৈব মলবদুত্তমঃশ্লোকলালসঃ ॥১০॥

১। সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি জানে ;

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে রতিভক্তিলহর্য্যাং পঞ্চদশাঙ্কধৃতপদ্মপুরাণং—

হরৌ রতিং বহন্নেষ নরেন্দ্রাণাং শিখামণিঃ।
ভিক্ষামটন্নরিপুরে শ্বপাকমপি বন্দতে ॥১১॥

২। 'কৃষ্ণ কৃপা করিবেন' দৃঢ় করি মানে।

তথাহি শ্রীসনাতনগোস্বামিনোক্তং—

ন প্রেম শ্রবণাদি-ভক্তিরপি বা
যোগঽথবা বৈষ্ণবো,
জ্ঞানং বা শুভকর্ম্ম বা কিয়দহো
সজ্জাতিরপ্যস্তি বা।
হীনার্থাধিকসাধকে ত্বয়ি তথা-
প্যচ্ছেদ্যমূলা সতী,
হে গোপীজনবল্লভ ! ব্যথয়তে
হা হা মদাশৈব মাং ॥১২॥

তত্র হেতুমাহ—য ইতি। সুহৃদ্রাজ্যয়োর্দ্বন্দ্বৈক্যং। যো ভরতঃ দুস্ত্যজান্ দারাদীন্ বিষ্ঠামিব জহৌ। দুস্ত্যজত্বে হেতুঃ হৃদিস্পৃশঃ মনোজ্ঞান্। ত্যাগে হেতুঃ—উত্তমঃশ্লোকে লালসা লম্পটত্বং যস্য সঃ ॥১০॥

হরাবিতি। নরেন্দ্রাণাং শিখামণিঃ সম্রাড়পি এষ ভরতঃ হরৌ রতিং বহন্ সন্ অরিপুরে যে পূর্ব্বং বহুশোনির্জ্জিতাঃ শরণং গতাস্তেষামরীণাং পুরে ভিক্ষামটন্ শ্বপাকং চণ্ডালবিশেষমপি বন্দতে ॥১১॥

ন প্রেমেতি। হে গোপীজনবল্লভ ! মম তাবৎ ভবৎপ্রাপ্তিসাধনভূতঃ প্রেমা। 'অনন্যমমতা বিষ্ণৌ মমতা প্রেমসঙ্গতা' ইতি লক্ষিতঃ। স নাস্তি। কিঞ্চ তৎসাধনভূতা শ্রবণাদিসাধনভক্তিরপি নাস্তি, কুতঃ প্রেমা। যোগোঽষ্টাঙ্গঃ, তস্য বৈষ্ণবত্বং বিষ্ণুধ্যানময়ত্বং য এব হি স গর্ভ উচ্যতে। জ্ঞানং ব্রহ্মনিষ্ঠং। শুভকর্ম্ম বর্ণাশ্রমাচারাদিরূপং। সজ্জাতিঃ সদ্যোগ্যতাহেতুঃ। তত্র যোগাদীনাং তৎপ্রাপ্তিহেতুত্বং ভক্ত্যুপযুক্ততা কৃতান্বেন দ্রষ্টব্যং। তচ্চ যোগস্য তৃতীয়ে কাপিলেয়ানুসারেণ, জ্ঞানস্য 'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা' ইতি গীতানুসারেণ, শুভকর্ম্মণঃ 'স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্ম' ইত্যনুসারেণ জ্ঞেয়ং। মদাশা মম স্বসুখমাত্রেচ্ছয়া ত্বাং প্রাপ্তুং প্রবৃত্তস্য যা সা। ন তু ভগবৎপ্রেম্না প্রবৃত্তস্য যা আশা কাপি তৃষ্ণা সা, যতঃ অচ্ছেদ্যং ছেত্তুমশক্যং মূলং স্বসুখকামত্বং যস্যাঃ সাঃ। তর্হি কিং করবাণি তত্রাহ—হীনেতি। ভবতা সাপি প্রেমময়ী কর্ত্তুং শক্যত ইতি বিচার্য্য সৈব ক্রিয়ত ইতি ভাবঃ। ব্যথয়ত ইত্যত্র স্বশ্লাঘিত্বমনন্যাদনাবকর্ম্মকাচ্ছিত্তবৎ কর্ত্তৃকাদিত্যনেন প্রাপ্তস্য পরস্মৈপদস্যাভাবঃ। তদিদং সর্ব্বং দৈন্যেনৈবোক্তমিতি রত্যাবেবোদাহৃতং ॥১২॥

মহারাজ ভরত ভগবৎপ্রাপ্ত্যভিলাষী হইয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় হৃদয়ে নিরন্তর বিরাজমান স্ত্রী, পুত্র, সুহৃৎ এবং রাজ্যকে যৌবনাবস্থাতেই মলবৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ॥১০॥

সমস্ত ভূপতির শিখামণিস্বরূপ এই মহারাজ ভরত ভগবানে একান্ত রত হইয়া ভিক্ষানিমিত্ত শত্রুপুরীতে গমন করতঃ চণ্ডালকে পর্য্যন্ত বন্দনা করিয়াছেন ॥১১॥

আমার প্রেম নাই, প্রেমের কারণ যে শ্রবণাদি সাধনভক্তি তাহাও নাই, ধ্যানধারণাদিময় বৈষ্ণবযোগেরও কোন অনুষ্ঠান নাই এবং জ্ঞান বা কোন শুভকর্ম্মেরও অনুষ্ঠান করি নাই. অধিক কি বলিব—সমস্ত সাধনের মূল

এই শ্লোক দ্বারা জাতরতি ভক্তের সমস্ত বিষয়ে অরুচি অর্থাৎ কৃষ্ণ ভিন্ন কোন কিছুই যে ভাল লাগে না, ইহাই দেখাইলেন ॥১০॥

এই শ্লোকে জাতরতি ভক্ত যে মানাকাঙ্ক্ষা রহিত, তাহাই দেখাইলেন ॥১১॥

আশার মূল কিছুতেই ছেদন করা যায় না বলায়, 'কৃষ্ণ অবশ্যই কৃপা করিবেন,' এই বিশ্বাস দৃঢ়তররূপে আছে। অতএব কৃষ্ণের প্রাপ্তি সম্ভাবনা থাকায় ইহাকে আশাবন্ধ বলে। বস্তুতঃ দৈন্যবশতঃ এই সকল বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রকৃত হইলে রতির উদাহরণে প্রয়োগ হইতে পারে না ॥১২॥

১। সর্ব্বোত্তম ...জানে— সর্ব্বোত্তম হইয়াও আপনাকে হীন করিয়া বোধ করে। ইহাকে মানশূন্যতা বলে। ২। কৃষ্ণ কৃপা করিবেন—শ্রীকৃষ্ণ আমাকে অবশ্যই কৃপা করিবেন বলিয়া ; দৃঢ়করি মানে—অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রাপ্তি সম্ভাবনাকে দৃঢ় করিয়া বিশ্বাস করে। ইহাকে আশাবন্ধবলে।

১। সমুৎকণ্ঠা হয় সদা লালসাপ্রধান ;

তথাহি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে দ্বাত্রিংশশ্লোকে বিল্বমঙ্গলবাক্যং—

ত্বচ্ছৈশবং ত্রিভুবনাদ্ভুতমিত্যবেহি;
মচ্চাপলঞ্চ তব বা মম বাধিগম্যং।
তৎ কিং করোমি বিরলং মুরলীবিলাসি,
মুগ্ধং মুখাম্বুজমুদীক্ষিতুমীক্ষণাভ্যাং ॥১৩॥

২। নামগানে সদা রুচি লয় কৃষ্ণনাম।

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে রতিভক্তিলহর্য্যাং ষোড়শশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং—

রোদনবিন্দুমকরন্দস্যন্দিদৃগিন্দীবরাদ্য গোবিন্দ।
তব মধুরস্বরকণ্ঠী গায়তি নামাবলিং বালা ॥১৪॥

কৃষ্ণগুণাখ্যানে হয় সর্ব্বদা আসক্তি ;

তথাহি শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে দ্বিনবতিতমশ্লোকে বিল্বমঙ্গলবাক্যং—

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো-
র্মধুরং মধুরং বদনং মধুরং।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো,
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং ॥১৫॥

৩। কৃষ্ণলীলাস্থানে করে সর্ব্বদা পীরিতি।

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং পঞ্চদশশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং—

কদাহং যমুনাতীরে নামানি তব কীর্ত্তয়ন্।
উদ্বাষ্পঃ পুণ্ডরীকাক্ষ রচয়িষ্যামি তাণ্ডবং ॥১৬॥

রোদনেতি। রোদনবিন্দবঃ অশ্রুজলানি মকরন্দা ইব তান্ স্যন্দাতে স্রবত ইতি 'মধু ক্ষরন্তি সিন্ধব' ইত্যাদিবদন্তর্ভূতণ্যর্থত্বাৎ তে দৃশৌ ইন্দীবরে ইব যস্যাঃ সা, তথা মধুরঃ স্বরঃ কণ্ঠে যস্যাঃ সা। চক্রপাণিরিত্যাদিবৎ কণ্ঠশব্দস্য পরনিপাতঃ। অথবা মধুরঃ স্বরো যস্য তথাভূতঃ কণ্ঠোযস্যাঃ সা বালা, হে গোবিন্দ! অদ্য তব নামাবলিং নামপরম্পরাং গায়তি ॥১৪॥

কদাহমিতি। দূরতঃ প্রার্থনা কস্যচিজ্জাতভাবস্য। যতঃ সংপ্রার্থনা অনুৎপন্নভাবস্য, লালসা তুৎপন্নভাবস্যেতি ভেদঃ। লালসাময়ত্বাৎ সংপ্রার্থনাপাত্র লালসেত্যেব হি গণ্যত ইত্যতো লালসাময়ীয়ং। অত্রেদৃশে সংপ্রার্থনালালসে প্রস্তাবাদেব দর্শিতে, কিন্তু রাগানুগায়ামেব জ্ঞেয়ং ॥১৬॥

যে সজ্জাতি তাহাও নাই,—অতএব হে গোপীজনবল্লভ! তোমাতে যে আমার অচ্ছেদ্যমূলা আশা সেই আমাকে বাধিত করিতেছে ॥১২॥

হে গোবিন্দ! অদ্য অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইয়া শ্রীমতীবৃষভানুজা মধুরস্বরে তোমার নামপরম্পরা গান করিতেছেন ॥১৪॥

হে পুণ্ডরীকাক্ষ! কবে আমি যমুনাতীরে সজলনয়নে তোমার নামাবলী কীর্ত্তন করতঃ নৃত্য আরম্ভ করিব ॥১৬॥

ইহার ব্যাখ্যা (২০৮।২০৯) পৃষ্ঠা (৯) শ্লোকে দেখুন। লালসাপ্রধান বাক্যকে সমুৎকণ্ঠা বলে, তাহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন ॥১৩॥

এই শ্লোক দ্বারা নামগানে সদারুচি দেখাইলেন ॥১৪॥

ইহার ব্যাখ্যা মধ্যলীলা (২১) পরিচ্ছেদ (৫২০) পৃষ্ঠায় (২২) শ্লোকে দেখুন। কৃষ্ণগুণগানে সর্ব্বদা স্বাভাবিক আসক্তির কথা এই শ্লোকে দেখাইলেন ॥১৫॥

এই শ্লোক দ্বারা জাতভাবের ভগবৎবসতিস্থলে প্রীতি, তাহাই দেখাইলেন ॥১৬॥

১। লালসাপ্রধান—স্বীয় অভীষ্ট লাভার্থ গুরুতর লোভকে সমুৎকণ্ঠা বলে; অর্থাৎ লালসাপ্রধান বাক্যকে সমুৎকণ্ঠা বলে। লালসা—লোভ।

২। লয় কৃষ্ণ নাম—অর্থাৎ সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম গ্রহণ করাকে নামগান সদারুচি বলে; এমন ভাবে সর্ব্বদা নাম লয়।

৩। পীরিতি—প্রীতি। অনেক পুস্তকে 'বসতি' এই পাঠ আছে; তাহা এ স্থানে সঙ্গত হয় না। যেহেতু রসামৃতসিন্ধুতে 'প্রীতি, তদ্বসতিস্থলে' ইহাই বলিয়াছেন।

১। কৃষ্ণে রতির চিহ্ন এই কৈল বিবরণ ;
কৃষ্ণপ্রেমের চিহ্ন এবে শুন সনাতন !
—যার চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমা করয়ে উদয় ;
২। তার বাক্য-ক্রিয়া-মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়।

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে প্রেমভক্তিলহর্য্যাং দ্বাদশ শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং—

ধন্যস্যায়ং নবপ্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি।
অন্তর্ব্বাণীভিরপ্যস্য মুদ্রা সুষ্ঠু সুদুর্গমা ॥১৭॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে ত্রিংশশ্লোকে জনকং প্রতি কবিবাক্যং—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা,
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥১৮॥

৩। প্রেম ক্রমে বাড়ি হয় স্নেহ, মান, প্রণয় ;
রাগ, অনুরাগ, ভাব, মহাভাব হয়।
৪। যৈছে বীজ, ইক্ষুরস, গুড়, খণ্ড, সার ;
৫। শর্করা সিতা, মিশ্রি, শুদ্ধমিশ্রি আর।
৬। ইহা যৈছে ক্রমে নির্ম্মল, ক্রমে বাড়ে স্বাদ ;
রতি-প্রেমাদি তৈছে বাড়য়ে আস্বাদ।
অধিকারী-ভেদে রতি পঞ্চপ্রকার ;
৭। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর আর।
এই পঞ্চ স্থায়িভাব হয় পঞ্চ রস ;
যে রসে ভক্ত সুখী, কৃষ্ণ হয় বশ।
৮। প্রেমাদিক স্থায়িভাব সামগ্রী মিলনে ;
কৃষ্ণভক্তি রসরূপে পায় পরিণামে।
৯। বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী ;
স্থায়িভাব হয় রস মিলে এই চারি।
দধি যেন খণ্ড-মরিচ-কর্পূর-মিলনে ;
১০। রসালাখ্য রস হয় অপূর্ব্বাস্বাদনে।
১১। দ্বিবিধ বিভাব—আলম্বন, উদ্দীপন ;
বংশীস্বরাদি উদ্দীপন, কৃষ্ণাদি আলম্বন।

ধন্যস্যেতি। যস্য ধন্যস্য সৌভাগ্যসম্পত্তিমতশ্চেতসি অয়ং নবঃ প্রেমা উন্মীলতি উদয়তি তস্য মুদ্রা বাক্যক্রিয়য়োঃ পরিপাটী অন্তর্ব্বাণীভিঃ শাস্ত্রবিদ্ভিরপি সুষ্ঠু সুদুর্গমা বোদ্ধুমশক্যেত্যর্থঃ ॥১৭॥

যে ভগবানের চিত্তে এই নবীন প্রেমার উদয় হয়, যাঁহারা শাস্ত্রবেত্তা তাঁহারাও সহসা সেই প্রেমার পরিপাটী বুঝিতে পারেন না ॥ ১৭ ॥

ইহার ব্যাখ্যা আদিলীলা (১০৮। ১০৯) পৃষ্ঠা (৪) শ্লোকে দেখুন। এই শ্লোক দ্বারা জাতপ্রেমা ভক্তের মুদ্রা কেহই বুঝিতে পারে না—তাহাই দেখাইলেন ; অর্থাৎ এই ভক্ত ভগবন্নামকীর্ত্তন করিয়া কেন হাস্য-রোদনাদি করেন তাঁহার অন্তরের ভাব কেহ বুঝিতে সমর্থ হয় না ॥১৮॥

১। চিহ্ন—অনুভাব। এই—ক্ষান্তি প্রভৃতি।
২। মুদ্রা—পরিপাটী। অর্থাৎ বাক্য এবং ক্রিয়ার পরিপাটী। বিজ্ঞ—শাস্ত্রবেত্তা।
৩। বাড়ি—ক্রমে গাঢ় হইয়া। স্নেহাদির লক্ষণ (১৯) পরিচ্ছেদে (৪৫৪) পৃষ্ঠার টিপ্পনী দেখুন। ৪। খণ্ড—খাঁড় অর্থাৎ মাতশূন্য গুড়।
৫। শর্করা—দলুয়া। সিতা—চিনি। মিশ্রি—নালী মিছরি। শুদ্ধ মিশ্রি—শ্বেত মিছরি। এক ইক্ষু যেমন স্ব-স্বরূপে থাকিয়া গাঢ়তা অনুসারে নানারূপে প্রতীত হয়, তদ্রূপ এক ভাব গাঢ়তা অনুসারে প্রেমাদি রূপে প্রকাশ পান।
৬। ইহা আস্বাদ—যেমন ইক্ষু যতই নির্ম্মল হইয়া গাঢ় হয়, ততই তাহার স্বাদের আধিক্য হয়, সেইরূপ রতি অর্থাৎ ভাব প্রেমাদি মহাভাব পর্য্যন্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া উত্তরোত্তর গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলে তাহাদেরও স্বাদাধিক্য হয়।
৭। শান্ত প্রভৃতি পঞ্চবিধ রতির লক্ষণ (১৯) পরিচ্ছেদে (৪৫৬) পৃষ্ঠা টিপ্পনী দেখুন। স্থায়িভাব ও রসের লক্ষণ (১৯) পরিচ্ছেদে (৪৫৫) পৃষ্ঠা টিপ্পনী দেখুন।
৮। প্রেমাদিক—প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব এবং মহাভাব।
৯। বিভাবাদির লক্ষণ (১৯) পরিচ্ছেদে (৪৫৫) পৃষ্ঠা টিপ্পনী দেখুন। এই চারি—অর্থাৎ বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিকভাব এবং ব্যভিচারিভাব ; এ চারের সহিত মিলিত হইয়া স্থায়িভাব রসরূপে পরিণত হয়। ১০। রসালাখ্য—রসালা নামক।
১১। দ্বিবিধ—আলম্বন ও উদ্দীপনভেদে বিভাব দ্বিবিধ। কৃষ্ণাদি—কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণভক্ত।

১। অনুভাব স্মিত-নৃত্যগীতাদি উদ্ভাস্বর ;
২। স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক অনুভাবের ভিতর।
৩। নির্ব্বেদ-হর্ষাদি তেত্রিশ ব্যভিচারী ;
সব মিলি রস হয় চমৎকারকারী।
পঞ্চবিধ রস—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য,
৪। মধুর নাম শৃঙ্গাররস সবাতে প্রাবল্য।
৫। শান্তরসে শান্তিরতি প্রেম পর্য্যন্ত হয় ;
দাস্যরতি রাগপর্য্যন্ত ক্রমেতে বাড়য়।
৬। সখ্য-বাৎসল্যরতি পায় অনুরাগ-সীমা,
সুবলাদ্যের ভাব পর্য্যন্ত প্রেমের মহিমা।
৭। শান্তাদি রসের যোগ বিয়োগ দুই ভেদ ;
সখ্য-বাৎসল্য-যোগাদির অনেক বিভেদ।
৮। রূঢ়-অধিরূঢ় ভাব কেবল মধুরে ;
মহিষীগণে রূঢ়, অধিরূঢ় গোপিকা-নিকরে।

১। উদ্ভাস্বর—যে অনুভাব ভাবজ হইয়াও শরীরাদিচেষ্টাসাধ্য বলিয়া প্রতীত হয়, তাহাকে উদ্ভাস্বর বলে, যেমন নৃত্যগীতাদি।

২। সাত্ত্বিক—স্তম্ভাদি অষ্টপ্রকার সাত্ত্বিকভাব অনুভাব মধ্যে পরিগণিত হইলেও শরীরাদি চেষ্টা ব্যতীত স্বয়ংই উৎপন্ন হয়, এই নিমিত্ত ইহারা সাত্ত্বিক বলিয়া বিখ্যাত। ৩। ব্যভিচারী—সহকারী।

৪। প্রাবল্য—অর্থাৎ সকল রসের মধ্যে মধুররস প্রবল, পূর্ব্বোক্ত সকলের লক্ষণ (১৯) পরিচ্ছেদে (৪৫৪) পৃষ্ঠা টিপ্পণী দেখুন।

৫। শান্তরসে···পর্য্যন্ত হয়—সামর্থ্য অনুসারে রতি প্রেমাদিরূপে পরিণত হয়। তন্মধ্যে শান্তিরতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া প্রেমরূপ অবস্থা পর্য্যন্ত পাইতে পারে। তাহার উপর অর্থাৎ স্নেহাদি অবস্থা প্রাপ্ত হয় না। রাগ পর্য্যন্ত—প্রেমা, স্নেহ এবং রাগ পর্য্যন্ত।

৬। সখ্য বাৎসল্য—সখ্য এবং বাৎসল্য রতি। অনুরাগ পর্য্যন্ত—প্রেম, স্নেহ, রাগ এবং অনুরাগ পর্য্যন্ত। তন্মধ্যে সুবলাদির সখ্যরতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ভাব পর্য্যন্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যশোদাদির এতাদৃশ প্রৌঢ়ভাবাপন্ন বাৎসল্যরতি সর্ব্বদাই প্রেম স্নেহ এবং রাগের ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

৭। শান্তাদি···ভেদ—শান্তরসে যোগের নাম অপরোক্ষ, এবং বিয়োগ অর্থাৎ অযোগের নাম পরোক্ষ। কৃষ্ণসঙ্গকে যোগ ও কৃষ্ণসঙ্গাভাবকে অযোগ বলে। ভেদ—সংজ্ঞা। দাস্য, সখ্য এবং বাৎসল্যে সিদ্ধি, তুষ্টি এবং স্থিতিভেদে যোগ তিন প্রকার, এবং উৎকণ্ঠিত ও বিয়োগভেদে অযোগ দুই প্রকার।

৮। রূঢ় এবং অধিরূঢ়ভেদে ভাব দুই প্রকার।

রূঢ়ভাব।

উদ্দীপ্তাঃ সাত্ত্বিকা যত্র স রূঢ় ইতি ভণ্যতে।

যাহাতে সাত্ত্বিকভাব সকল উদ্দীপ্ত হইয়া প্রকাশিত হয়, তাহাকে রূঢ়ভাব বলে।

অধিরূঢ়।

রূঢ়োক্তেভ্যোঽনুভাবেভ্যঃ কামপ্যাপ্তা বিশিষ্টতাং।
যত্রানুভাবা দৃশ্যন্তে সোঽধিরূঢ়ো নিগদ্যতে॥

যাহার অনুভাব সমুদায় রূঢ়ভাবের অনুভাব হইতেও কোন অনির্ব্বচনীয় উৎকর্ষকে প্রাপ্ত হয়, তাহাকে অধিরূঢ় ভাব বলে। সাধারণী, সমঞ্জসা এবং সমর্থা ভেদে মধুর রতি তিন প্রকার। তন্মধ্যে সাধারণী প্রেম-অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে, অর্থাৎ এই পর্য্যন্ত সাধারণীর সামর্থ্য। সমঞ্জসা বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমশঃ অনুরাগের সীমা পর্য্যন্ত অবস্থা পাইতে পারে। মহিষীগণের সমঞ্জসা-রতি ভাবের উন্মুখ যে অনুরাগ সেই অবস্থা পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইতে পারে। সেই ভাবত্বের প্রতি উন্মুখ অনুরাগকে এ স্থানে রূঢ়ভাব শব্দে অভিহিত করিলেন। বস্তুতঃ ভাবরূপে পরিণত হইতে চায়, হইতে পারে না, তাদৃশ অবস্থাপন্ন অনুরাগ পর্য্যন্ত সমঞ্জসা রতি পাইতে পারে, তাহার উপরিতন অবস্থা পাইতে পারে না। সমর্থারতি মহাভাবের চরমসীমা পর্য্যন্ত অবস্থা পাইতে পারে। ব্রজদেবীগণের রতিকে সমর্থা এবং ভাবকে মহাভাব বলে। রূঢ়—রূঢ়ভাবত্বে উন্মুখ অনুরাগ। অধিরূঢ়—অধিরূঢত্বে উন্মুখরূঢ় মহাভাব। মোদন ও মাদনভেদে অধিরূঢ় মহাভাব দুইপ্রকার। তন্মধ্যে মোদন শ্রীরাধিকাযূথব্যতীত অন্যত্র উদিত হয় না। প্রবিরহ দশাতে সেই মোদনকে মোহন বলে। বৃষভানুনন্দিনীতে প্রায় মোহনের উদয় হয়। মাদন একমাত্র শ্রীরাধিকাতেই উদিত হইয়া থাকে অন্য কোন গোপীতে প্রকাশিত হয় না। ইহাই শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থের অভিপ্রায়। রাধিকাযূথব্যতীত অন্য গোপীতে অধিরূঢ় মহাভাবের প্রকাশের সম্ভাবনা না হওয়ায় গোপিকানিকরে (গোপিকা সমুদায়ে) অধিরূঢ় মহাভাব (অর্থাৎ অধিরূঢ় মহাভাবত্বে উন্মুখরূঢ় মহাভাব) ইহা বুঝিতে হইবে ; অর্থাৎ রূঢ় মহাভাবের চরম সীমায় উপস্থিত অধিরূঢ় মহাভাবের সন্নিকর্ষ প্রাপ্ত প্রেম।

১। অধিরূঢ় মহাভাব দুই ত প্রকার ;
সম্ভোগে মাদন, বিরহে মোহন, নাম তার।
মাদনে চুম্বনাদি হয় অনন্ত বিভেদ ;
২। উদ্‌ঘূর্ণা-চিত্রজল্প—মোহনে দুই ভেদ।
৩। চিত্রজল্প দশ অঙ্গ প্রজল্পাদি নাম ;
ভ্রমরগীতা দশশ্লোক তাহাতে প্রমাণ।
৪। উদ্‌ঘূর্ণা বিরহচেষ্টা দিব্যোন্মাদ নাম ;
বিরহে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি, আপনাকে কৃষ্ণজ্ঞান।
৫। সম্ভোগ-বিপ্রলম্ভ—দ্বিবিধ শৃঙ্গার ;
সম্ভোগ অনন্তঅঙ্গ নাহি অন্ত তার।

১। দুই ত প্রকার—মোদন ও মাদনভেদে দুইপ্রকার। সম্ভোগে—যোগে।

মাদন।

সর্ব্বভাবোদ্‌গমোল্লাসী মাদনোঽয়ং পরাৎপরঃ।
রাজতে হ্লাদিনীসারো রাধায়ামেব যঃ সদা॥

হ্লাদিনীসার (অর্থাৎ প্রেমা) সর্ব্ববিধভাবের উদ্‌গমে উল্লাসী হইলে তাহাকে মাদন বলে। যে মাদন পরাৎপর অর্থাৎ উৎকর্ষের চরমসীমায় উপস্থিত, যাহা একমাত্র শ্রীরাধিকাতে বিরাজমান।

মোদন।

মোদনঃ স দ্বয়োর্যত্র সাত্ত্বিকোদ্দীপ্তিসৌষ্ঠবং। যাহাতে সাত্ত্বিক ভাব সমুদায় উদ্দীপ্ত হইয়া প্রকাশিত হয়, সেই মহাভাবকে মোদন বলে।

মোহন।

মোদনোঽয়ং প্রবিশ্লেষদশায়াং মোহনোভবেৎ। যস্মিন্ বিরহবৈবশ্যাৎ সূদ্দীপ্তা এব সাত্ত্বিকাঃ। বিশ্লেষ অবস্থায় এই মোদনকে মোহন বলে। যাহাতে বিরহবৈবশ্যহেতু সাত্ত্বিক ভাবসকল সূদ্দীপ্ত হইয়া প্রকট হয়। তার—সেই অধিরূঢ় মহাভাবের।

২। উদ্‌ঘূর্ণা ও চিত্রজল্পের লক্ষণ যথা—

উদ্‌ঘূর্ণা।

বিরহবৈবশ্যহেতু বিলক্ষণ নানাবিধ চেষ্টাকে উদ্‌ঘূর্ণা বলে। স্যাদ্বিলক্ষণমুদ্‌ঘূর্ণা নানা বৈবশ্যচেষ্টিতং।

চিত্রজল্প।

প্রেষ্ঠস্য সুহৃদালোকে গূঢ়রোষাভিজৃম্ভিতঃ।
ভূরিভাবময়োজল্পো যস্তীব্রোৎকণ্ঠিতান্তিমঃ॥

প্রিয়তমের সুহৃদের দর্শন হইলে যাহা গূঢ়রোষবিজৃম্ভিত, যাহা বহুতর ভাবসূচক এবং যাহার উপসংহার সাতিশয় উৎকণ্ঠাযুক্ত সেই জল্প অর্থাৎ উক্তিকে চিত্রজল্প বলে।

৩। দশ অঙ্গ—অর্থাৎ প্রজল্পাদি দশ অঙ্গ। প্রজল্পাদি দশ অঙ্গ যথা—

চিত্রজল্পোদশাঙ্গোঽয়ম্ প্রজল্পঃ পরিজল্পিতং।
বিজল্পোজ্জল্প সংজল্পো অবজল্পোঽভিজল্পিতং॥
আজল্পঃ প্রতিজল্পশ্চ সুজল্পশ্চেতি কীর্ত্তিতাঃ॥

প্রজল্প, পরিজল্পিত, বিজল্প, উজ্জল্প, সংজল্প, অবজল্প অভিজল্পিত, আজল্প, প্রতিজল্প, এবং সুজল্পভেদে এই চিত্রজল্পের দশ অঙ্গ। ভ্রমরগীতা—অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'মধুপ কিতববন্ধো' ইত্যাদি দশশ্লোক। তাহাতে—চিত্রজল্পেতে।

৪। উদ্‌ঘূর্ণা বিরহচেষ্টা—বিরহবিবশতা হেতু পরস্পর বিলক্ষণ নানাবিধ চেষ্টাকে উদ্‌ঘূর্ণা বলে।

দিব্যোন্মাদ।

এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামপ্যপেয়ুষঃ।
ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্য্যতে॥

এই মোহনাখ্য মহাভাব কোন অনির্ব্বচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইলে ভ্রমময়ী বিশেষ কোন বৈচিত্রীকে দিব্যোন্মাদ বলে। বিরহে কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি এবং আপনাকে কৃষ্ণজ্ঞান প্রভৃতি দিব্যোন্মাদের ব্যাপার।

৫। সম্ভোগ বিপ্রলম্ভভেদে শৃঙ্গাররস দুই প্রকার। তন্মধ্যে সম্ভোগ—

দর্শনালিঙ্গনাদিনা আনুকূল্যান্নিষেবয়া।
যূনোরুল্লাসমারোহন্ ভাবঃ সম্ভোগ ঈর্য্যতে।

আনুকূল্যময় দর্শন এবং আলিঙ্গন প্রভৃতির নিষেবণ দ্বারা যে ভাব নায়ক ও নায়িকার উল্লাস বর্দ্ধন করে, সেই ভাবকে সম্ভোগ বলে।

১। বিপ্রলম্ভ চতুর্ব্বিধ—পূর্ব্বরাগ, মান,
প্রবাসাখ্য, আর প্রেমবৈচিত্ত্য আখ্যান।
২। রাধিকাদ্যে পূর্ব্বরাগ প্রসিদ্ধ প্রবাস-মানে ;
প্রেমবৈচিত্ত্য শ্রীদশমে মহিষীগণে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে নবতিতমাধ্যায়ে পঞ্চদশশ্লোকে কুররীং প্রতি মহিষীবাক্যং—

কুররি বিলপসি ত্বং বীতনিদ্রা ন শেষে,
স্বপিতি জগতি রাত্র্যামীশ্বরো গুপ্তবোধঃ।

কৃষ্ণেন সার্দ্ধং বিহরন্ত্যোপি মহিষ্যস্তদগত্যালাপাদিভিস্তদ্ধিয়ঃ প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতস্তদ্বিরহস্ফূর্ত্ত্যা তমেব চিন্তয়ন্ত্য উন্মত্তবদূচুঃ। তত্র স্বভাবত এব রুদতীং কুররীং প্রত্যাহুঃ—কুররীতি। হে কুররি! জগতি ত্বমেবৈকা বীতনিদ্রা সতী ন শেষে শয়নেচ্ছামপি ন কুরুষ ইত্যর্থঃ। যতো বিলপসি উচ্চৈঃ পরিদেবনামেব কুরুষে। ঈশ্বরঃ অস্মাকং পতিস্ত রাত্র্যাং তদন্বেষণশক্তিবিরোধিন্যা গুপ্তবোধঃ কুত্রাপ্যাচ্ছন্নঃ সন্ শেতে। যদ্বা জগতীত্যস্যৈবাত্রৈবান্বয়ঃ। কুত্রাপীত্যর্থঃ।

শ্রীকৃষ্ণের সহিত জলকেলি করিতে করিতে মহিষীগণ তদ্গতচিত্তা হইয়া প্রেমবৈবশ্য হেতু বিরহস্ফূর্ত্তি হওয়ায় তাঁহাকেই চিন্তাকরতঃ উন্মত্তের ন্যায় কুররীকে বলিতেছেন,—হে কুররি! এই জগতীতলে তুমিই একাকিনী নিদ্রাশূন্য হইয়া শয়নের ইচ্ছাও করিতেছ না, যেহেতু অতিশয় বিলাপ করিতেছ। আমাদিগের পতি দ্বারকানাথ সম্প্রতি

বিপ্রলম্ভ।
যূনোরযুক্তয়োর্ভাবো যুক্তয়োর্বাথ যো মিথঃ।
অভীষ্টালিঙ্গনাদীনামনবাপ্তৌ প্রকৃষ্যতে। স বিপ্রলম্ভো বিজ্ঞেয়ঃ সম্ভোগোন্নতিকারকঃ।

যুক্ত অথবা অযুক্ত নায়ক ও নায়িকার পরস্পরের যে ভাব পরস্পরের আলিঙ্গনাদির অপ্রাপ্তিনিবন্ধন উৎকর্ষ সাধন করে, সেই সম্ভোগের উন্নতিসাধক ভাবকে বিপ্রলম্ভশৃঙ্গার বলে।

অনন্ত অঙ্গ—চুম্বন আলিঙ্গন প্রভৃতি। নাহি অন্ত—অর্থাৎ গণনা করিয়া অবধারণ করা যায় না। তার—সম্ভোগের।

১। বিপ্রলম্ভ…আখ্যান—পূর্ব্বরাগ, মান, প্রবাস এবং প্রেমবৈচিত্ত্যভেদে বিপ্রলম্ভ চতুর্বিধ। তন্মধ্যে—

পূর্ব্বরাগ।
রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্ব্বং দর্শনশ্রবণাদিজা।
তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্ব্বরাগঃ স উচ্যতে॥

সঙ্গমের পূর্ব্বে নায়ক এবং নায়িকার দর্শন ও শ্রবণাদিজনিত যে রতি উদ্বুদ্ধ হয়, পণ্ডিতেরা তাহাকে পূর্ব্বরাগ বলেন।

মান।
দম্পত্যোর্ভাব একত্র সতোরপ্যনুরক্তয়োঃ।
স্বাভীষ্টাশ্লেষবীক্ষাদিনিরোধী মান উচ্যতে॥

পরস্পর অনুরক্ত নায়ক এবং নায়িকা একস্থানে বিদ্যমান থাকিলেও যে ভাব পরস্পরের আলিঙ্গন এবং দর্শনাদির বিরোধ উৎপাদন করে, তাহাকে মান বলে।

প্রবাস।
পূর্ব্বসঙ্গতয়োর্যূনোর্ভবেদ্দেশান্তরাদিভিঃ।
ব্যবধানন্তু যৎ প্রাজ্ঞৈঃ স প্রবাস ইতীর্য্যতে॥

মিলনের পর নায়ক এবং নায়িকার দেশান্তরাদি জন্য ব্যবধানকে প্রবাস বলে।

প্রেমবৈচিত্ত্য।
প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষধিয়ার্ত্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে॥

প্রিয়তমের নিকট থাকিয়াও প্রেমের উৎকর্ষস্বভাববশতঃ বিশ্লেষবুদ্ধিতে যে আর্ত্তি, তাহাকে প্রেমবৈচিত্ত্য বলে। আখ্যান—নাম।

২। রাধিকাদ্যে · মহিষীগণে—বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধবাদি গ্রন্থে পূর্ব্বরাগ, মান এবং প্রবাস রাধিকাদিতে প্রসিদ্ধ অর্থাৎ বর্ণিত আছে। শ্রীদশমে মহিষীগণের প্রেমবৈচিত্ত্য প্রসিদ্ধ।

বয়সিব সখি কচ্চিদ্গাঢ়নির্ব্বিদ্ধচেতা,
নলিননয়নহাসোদারলীলেক্ষিতেন ॥১৯॥

১। ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ নায়কশিরোমণি ;
নায়িকার শিরোমণি রাধা-ঠাকুরাণী।

তথাহি **শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ** দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং সপ্তম শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং—

নায়কানাং শিরোরত্নং কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
যত্র নিত্যতয়া সর্ব্বে বিরাজন্তে মহাগুণাঃ ॥২০॥

তথাহি **তত্রৈব** প্রথমশ্লোক-ব্যাখ্যায়াং ধৃতরুক্-গৌতমীয়তন্ত্রং—

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥২১॥

অনন্ত কৃষ্ণের গুণ, চৌষট্টী প্রধান ;
এক এক গুণ শুনি জুড়ায় ভক্তকাণ।

তথাহি **শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ** দক্ষিণ বিভাগে বিভাবলহর্য্যাং ত্রয়োবিংশাঙ্কাদিধৃতসপ্তসু শ্লোকেষু শ্রীরূপ-গোস্বামিবাক্যং—

অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গঃ সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিতঃ।
রুচিরস্তেজসা যুক্তো বলীয়ান্ বয়সান্বিতঃ ॥২২॥
বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ সত্যবাক্যঃ প্রিয়ংবদঃ।
বাবদূকঃ সুপাণ্ডিত্যো বুদ্ধিমান্ প্রতিভান্বিতঃ ॥২৩

তদাদিরমণীমহ ইত্যাহঃ বয়সিবেতি। তস্মাৎ হে সখি! বয়সাদৃশ্যাৎ সখ্যপ্রাপ্তেঃ। নলিননয়নস্য হাসেন সহিতং উদারং যল্লীলেক্ষিতং তেন কচ্চিৎ গাঢ়ং নির্ব্বিদ্ধচেতাস্ত্বমিতি ॥ ১৯ ॥

নায়কানামিতি। নায়কানাং দিব্যাদিব্যাদিব্যাদিব্যানাং মধ্যে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণস্তু শিরোরত্নং শ্রেষ্ঠঃ ইত্যর্থঃ। রত্নং সজাতীয়শ্রেষ্ঠ ইত্যভিধানাৎ। যত্র যস্মিন্ কৃষ্ণে সর্ব্বে মহাগুণা নিত্যতয়া বিরাজন্তে, অন্যেষু যে যে গুণা প্রাকৃতাঃ পরিমিতাশ্চ তে তু শ্রীকৃষ্ণে সচ্চিদানন্দরূপা অপরিচ্ছিন্নাশ্চেত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

অয়মিতি। অয়ং শ্রীকৃষ্ণাখ্যো নেতা নায়কঃ। কীদৃগ্গুণোঽসাবিত্যাহ—সুরম্যাঙ্গঃ মনোহরাঙ্গসন্নিবেশঃ। সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিতঃ তন্বাদিষু সামুদ্রোক্ত-শুভরূপেণ গুণাদিযুক্তঃ। তত্র-গুণোত্থং সল্লক্ষণং যথা ; নেত্রান্ত-পাদতল-করতল-তালুকাধরৌষ্ঠ-জিহ্বা-নখেষু সপ্তসু রক্তিমা। বক্ষঃ-স্কন্ধ-নখ-নাসিকা-কটি-মুখেষু ষট্সু তুঙ্গতা। কটি-ললাট-বক্ষঃসু ত্রিষু বিস্তারঃ। গ্রীবা-জঙ্ঘা-মেহনেষু ত্রিষু খর্ব্বতা। নাভি-স্বর-সত্ত্বেষু ত্রিষু গাম্ভীর্য্যং। নাসা-ভুজ-নেত্র-হনু-জানুষু পঞ্চসু দৈর্ঘ্যং। ত্বক্-কেশাঙ্গুলি-পর্ব্ব-দন্তরোমসু পঞ্চসু সূক্ষ্মতা। অথ রেখোত্থং সল্লক্ষণং যথা—করাদিষু চক্রাদিকং। তত্র করয়োঃ কমলচক্রাদিকং।

এই বালিকাকে কোন নিভৃতস্থলে প্রচ্ছন্নভাবে নিদ্রা যাইতেছেন ; হে সখি! বোধ করি, আমাদের ন্যায় সহাস্য কটাক্ষ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ তোমার চিত্তও আকর্ষণ করিয়াছেন ॥ ১৯ ॥

স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নায়কের চূড়ামণি। যাঁহাতে সর্ব্ববিধ মহাগুণরাশি অবিনশ্বর হইয়া বিরাজ করিতেছে ॥ ২০ ॥

এই নায়ক **শ্রীকৃষ্ণ** সুরম্যাঙ্গ—যাঁহার অঙ্গসন্নিবেশ শ্লাঘার্থ (১)। সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিত ; গুণোত্থ এবং অঙ্কোত্থভেদে শারীরিক সল্লক্ষণ দ্বিবিধ ; রক্ততা এবং তুঙ্গতাদি গুণযোগে গুণোত্থ সল্লক্ষণ হয় ; তন্মধ্যে নেত্রান্ত, পাদতল, করতল, তালু, অধরোষ্ঠ, জিহ্বা ও নখ – এই সপ্তস্থানে রক্তিমা ; বক্ষঃ, স্কন্ধ, নখ, নাসিকা, কটি, এবং বদন—এই ছয় স্থানে তুঙ্গতা। কটি, ললাট এবং বক্ষঃস্থল—এই তিন স্থানে বিশালতা ; গ্রীবা, জঙ্ঘা এবং মেহন—এই তিন স্থানে খর্ব্বতা। নাভি স্বর ও বুদ্ধি – এই তিন স্থানে গভীরতা। নাসা, ভুজ, নেত্র, হনু এবং জানু—এই পঞ্চস্থানে দীর্ঘতা এবং ত্বক্, কেশ,

এই শ্লোকে প্রেমের উৎকর্ষবশতঃ সংযোগেও কৃষ্ণবিরহস্ফূর্ত্তি হওয়ায় মহিষীগণের এতাদৃশ আর্ত্তিবাক্য প্রেমবৈচিত্ত্যভাবকে সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত করিয়াছে ॥১৯॥

অন্যেতে যেসকল গুণ প্রাকৃত, নশ্বর এবং পরিমিত, শ্রীকৃষ্ণে সেইসকল গুণ সচ্চিদানন্দ, নিত্য এবং অপরিচ্ছিন্নরূপে বিরাজিত ॥ ২০॥

ইহার ব্যাখ্যা (৫৫) পৃষ্ঠা (১৩) শ্লোকে দেখুন। এই দুই শ্লোক দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধিকা যে নায়ক ও নায়িকার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাহাই সপ্রমাণ করিলেন ॥ ২১ ॥

১। শিরোমণি—শ্রেষ্ঠ।

বিদগ্ধশ্চতুরো দক্ষঃ কৃতজ্ঞঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ।
দেশকালসুপাত্রজ্ঞঃ শাস্ত্রচক্ষুঃ শুচির্ব্বশী ॥২৪॥
স্থিরো দান্তঃ ক্ষমাশীলো গম্ভীরো ধৃতিমান্ সমঃ,
বদান্যো ধার্ম্মিকঃ শূরঃ করুণো মান্যমানকৃৎ॥২৫

দক্ষিণো বিনয়ী হ্রীমান্ শরণাগতপালকঃ।
সুখী ভক্তসুহৃৎ প্রেমবশ্যঃ সর্ব্বশুভঙ্করঃ ॥২৬॥
প্রতাপী কীর্ত্তিমান্ রক্তলোকঃ সাধুসমাশ্রয়ঃ।
নারীগণমনোহারী সর্ব্বারাধ্যঃ সমৃদ্ধিমান্ ॥২৭॥

পাদয়োরর্দ্ধচন্দ্রকলসাদিকং। তত্র সব্যপদে চন্দ্রার্দ্ধকলস-ত্রিকোণ-ধনুরম্বর-গোষ্পদ-মৎস্যশঙ্খাকৃতীনি অষ্ট চিহ্নানি। দক্ষিণপদে ধ্বজপদ্ম-বজ্রাঙ্কুশ-যবস্বস্তিকোর্দ্ধরেখাষ্টকোণজম্বুফলচক্র-ছত্রানি ইতি। রুচিরঃ নয়নানন্দিসৌন্দর্য্যশালী। তেজসাযুক্তঃ দীপ্তিপ্রভাবাতিশয়েনান্বিতঃ। বলীয়ান্ বলাতিশয়যুক্তঃ। বয়সা কৈশোরেণান্বিতঃ সমবেতঃ। বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ সর্ব্ববিধভাষাসু কোবিদঃ। সত্যবাক্যঃ কদাচিদপি যো নানৃতং বক্তি। প্রিয়ংবদঃ সাপরাধেঽপি সান্ত্ববাদী। বাবদূকঃ শ্রবণপ্রিয়রসালঙ্কারাদিমদ্বচনপ্রয়োগকুশলঃ। সুপাণ্ডিত্যঃ নিখিলবিদ্যাবিৎ যথার্থকৃচ্চ। বুদ্ধিমান্ মেধাবী সূক্ষ্মধীশ্চ। প্রতিভান্বিতঃ সদ্যোনবনবোল্লেখিজ্ঞানঃ। বিদগ্ধঃ লীলাবিলাসদিগ্ধাত্মা। চতুরঃ যুগপদ্ভূরিসমাধানকৃৎ। দক্ষঃ দুষ্করে ক্ষিপ্রকারী। কৃতজ্ঞঃ অনাকৃতসেবাদীনামভিজ্ঞঃ। সুদৃঢ়ব্রতঃ সত্যপ্রতিজ্ঞঃ সত্যনিয়মশ্চ। দেশকালসুপাত্রজ্ঞঃ দেশকালোচিতকর্ম্মকৃৎ। শাস্ত্রচক্ষুঃ শাস্ত্রানুসারিক্রিয়াকৃৎ। শুচিঃ পাবনঃ নির্দোষশ্চ। বশী জিতেন্দ্রিয়ঃ। স্থিরঃ আফলোদয়কর্ম্মকৃৎ। দান্তঃ যোগ্যক্লেশসহিষ্ণুঃ। ক্ষমাশীলঃ পরাপরাধসহনঃ। গম্ভীরঃ দুর্ব্বোধাশয়ঃ। ধৃতিমান্ পূর্ণস্পৃহঃ শান্তশ্চ। সমঃ রাগদ্বেষবিমুক্তঃ। বদান্যঃ দানবীরঃ। ধার্ম্মিকঃ ধর্ম্ম

লোম, দন্ত এবং অঙ্গুলীপর্ব—এই পঞ্চ স্থানে সূক্ষ্মতা। এইরূপ গুণোত্থ সল্লক্ষণ দ্বাত্রিংশৎ প্রকার ;—করতলাদিতে রেখাময় চক্রাদি চিহ্নকে অঙ্গোত্থ গুণ বলে। তন্মধ্যে করতলে চক্র-কমলাদি অঙ্গোত্থ চিহ্ন। পাদতলে অর্দ্ধচন্দ্রাদি চিহ্ন, তন্মধ্যে বামপাদে—অর্দ্ধচন্দ্র, কলস, ত্রিকোণ, ধনুঃ, গোষ্পদ, মৎস্য, এবং শঙ্খ—এই অষ্ট চিহ্ন ; এবং দক্ষিণপদে – অষ্ট কোণ, ধ্বজ, পদ্ম, বজ্র, অঙ্কুশ, যব, স্বস্তিক, ঊর্দ্ধরেখা, জম্বুফল, চক্র এবং ছত্র এই একাদশ চিহ্ন (২)। রুচির—যিনি সৌন্দর্য্য দ্বারা নয়নের আনন্দ সম্পাদন করেন (৩) তেজসান্বিত - তেজোযুক্ত, তেজোরাশি এবং প্রভাবাতিশয়যুক্ত (৪) বলীয়ান্—বলাতিশয়শালী (৫) বয়সান্বিত বয়োঽন্বিত—নানাবিলাসান্বিত নব কিশোর (৬) বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ - নানাদেশীয় সংস্কৃত এবং প্রাকৃত ভাষাতে সুপণ্ডিত (৭) সত্যবাক্য—যাহার বাক্য কখনই মিথ্যা হয় না (৮) প্রিয়ংবদ - অপরাধীতেও যিনি সান্ত্ববাদী (৯) বাবদূক—যাহার বাক্য শ্রবণপ্রিয় এবং রসভাবাদি সমন্বিত (১০) সুপাণ্ডিত্য—বিদ্বান্ এবং নীতিজ্ঞ (১১) বুদ্ধিমান্—মেধাবী ও সূক্ষ্মধী (১২) প্রতিভান্বিত—যাহার জ্ঞান-সদ্য নবনবোল্লেখি (১৩) বিদগ্ধ—যাহার চিত্ত চতুঃষষ্টি বিদ্যাবিলাসে মাখামাখি (১৪) চতুর—একদা বহুকার্য্য সাধনকারী (১৫) দক্ষ দুষ্কর কার্য্যের শীঘ্র সমাধায়ক (১৬) কৃতজ্ঞ—অন্যকৃত সেবাদি কার্য্যের অভিজ্ঞ (১৭) সুদৃঢ়ব্রত - যাঁহার প্রতিজ্ঞা ও নিয়ম সত্য (১৮) দেশকালসুপাত্রজ্ঞ—দেশ, কাল এবং পাত্রানুসারে তদুচিত ক্রিয়াকারী (১৯) শাস্ত্রচক্ষু- শাস্ত্রানুসারে কর্ম্মকারী (২০) শুচি—পাপনাশক ও দোষবর্জ্জিত (২১) বশী—জিতেন্দ্রিয় (২২) স্থির—যিনি ফলোদয় না দেখিয়া কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হন্ না (২৩) দান্ত—দুঃসহ হইলেও যিনি উচিত ক্লেশ সহন করেন (২৪) ক্ষমাশীল যিনি অন্যের অপরাধ সহন করেন (২৫) গম্ভীর—যাঁহার অভিপ্রায় অন্যের দুর্ব্বোধ (২৬ ধৃতিমান্—পূর্ণস্পৃহ এবং ক্ষোভকারণসত্ত্বেও ক্ষোভরহিত (২৭) সম—রাগদ্বেষরহিত (২৮) বদান্য—দানবীর (২৯) ধার্ম্মিক—যিনি স্বয়ং ধর্ম্ম আচরণ করিয়া অন্যকে ধর্ম্মাচরণে ব্রতী করেন (৩০) শূর—যুদ্ধে উৎসাহী এবং অস্ত্রপ্রয়োগে নিপুণ (৩১) করুণ—পরদুঃখসহিষ্ণু (৩২ মান্যমানকৃৎ—গুরু ব্রাহ্মণ এবং বৃদ্ধাদির যথাযোগ্য সৎকারকারী (৩৩) দক্ষিণ—সুস্বভাববশতঃ কোমলচরিত (৩৪) বিনয়ী—ঔদ্ধত্যপরিহারী (৩৫) হ্রীমান্—অন্য কর্ত্তৃক স্মররহস্যভাব বিদিত হইলেও অথবা অন্য ব্যক্তি স্তুতি করিলেও যিনি অধাষ্ট্য স্বভাববশতঃ সঙ্কুচিত হন্ (৩৬) শরণাগতপালক—শরণাগত ব্যক্তির পালনশীল (৩৭) সুখী - ভোক্তা ও দুঃখগন্ধে অস্পৃষ্ট (৩৮) ভক্তসুহৃৎ - সুসেব্য ও দাসবন্ধু (৩৯) প্রেমবশ্য—প্রিয়তামাত্র বশ্যই (৪০] সর্ব্বশুভঙ্কর—সকলেরই হিতকারী (৪১) প্রতাপী—যিনি স্বীয় প্রভাবে শত্রুতাপিনী খ্যাতি লাভ করিয়াছেন

বরীয়ান্ ঈশ্বরশ্চেতি গুণাস্তস্যানুকীর্ত্তিতাঃ।
সমুদ্রা ইব পঞ্চাশৎ দুর্ব্বিগাহা হরেরমী ॥২৮॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং ত্রিংশশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং—

জীবেষ্বেতে বসন্তোঽপি বিন্দুবিন্দুতয়া ক্বচিৎ।
পরিপূর্ণতয়া ভান্তি তত্রৈব পুরুষোত্তমে ॥২৯॥

তত্রৈব দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং সপ্তত্রিংশাদিশ্লোকেষু শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং—

অথ পঞ্চগুণা যে স্যুরংশেন গিরিশাদিষু ॥৩০॥
সদাস্বরূপসংপ্রাপ্তঃ সর্ব্বজ্ঞো নিত্যনূতনঃ।
সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গঃ সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ ॥৩১॥

মাচরন্ অন্যান্ কারয়িতা। শূরঃ উৎসাহী অস্ত্রপ্রয়োগকুশলশ্চ। করুণঃ পরদুঃখসহিষ্ণুঃ। মান্যমানকৃৎ গুরুব্রাহ্মণবৃদ্ধাদিপূজকঃ। দক্ষিণঃ সৌশীল্যেন সুকোমলচরিতঃ। বিনয়ী ঔদ্ধত্যপরিহর্ত্তা। হ্রীমান্ স্তবাদিনা সঙ্কোচান্বিতঃ। শরণাগতপালকঃ শরণাপন্নান্ পালয়িতা। সুখী ভোক্তা দুঃখলেশাস্পৃষ্টশ্চ। ভক্তসুহৃৎ সুসেব্যঃ দাসবন্ধুশ্চ। প্রেমবশ্যঃ প্রিয়তামাত্রবশ্যঃ। সর্ব্বশুভঙ্করঃ সর্ব্বেষাং হিতকারী। প্রতাপী স্বপৌরুষেণ শত্রুতাপিতয়া প্রসিদ্ধঃ। কীর্ত্তিমান্ যশসা বিখ্যাতঃ। রক্তলোকঃ লোকানুরাগপাত্রং। সাধুসমাশ্রয়ঃ সদেকপক্ষপাতী। নারীগণমনোহারী সুস্পষ্টার্থঃ। সর্ব্বারাধ্যঃ সর্ব্বাগ্রপূজ্যঃ। সমৃদ্ধিমান্ মহাসম্পত্তিযুক্তঃ। বরীয়ান্ সর্ব্বাগ্রগণ্যঃ। ঈশ্বরঃ স্বতন্ত্রঃ দুর্লঙ্ঘ্যাজ্ঞশ্চ। ইত্যমী সমুদ্রা ইব দুর্ব্বিগাহা বিগাহিতুমশক্যা হরেঃ পঞ্চাশৎ গুণা অনুকীর্ত্তিতাঃ ॥২২॥২৩॥২৪॥২৫॥২৬॥২৭॥২৮॥

জীবেষ্বিতি। ক্বচিদ্ভগবদনুগৃহীতেষু জীবেষু এতে পূর্ব্বোক্তাঃ সুরম্যাঙ্গাদয়ঃ পঞ্চাশৎ গুণা বিন্দুবিন্দুতয়া বসন্তোঽপি তত্রৈব পুরুষোত্তমে শ্রীকৃষ্ণে পরিপূর্ণতয়া অপরিচ্ছিন্নতয়া ভান্তি। ভগবদনুগৃহীতেষু বিন্দুবিন্দুতয়া, অন্যেষু তদাভাসতয়েত্যর্থঃ ॥২৯॥

অথেতি। অংশেন যথাসম্ভবস্বাংশেন গিরিশাদিষু শ্রীশিবাদিষু। আদিনা বিশ্বরাক্ষাদৌ সাক্ষাদ্ভগবদবতার-ব্রহ্মাদয়োঽপি গ্রাহ্যাঃ। তেষু চ যে পঞ্চগুণাঃ স্যুঃ সম্ভাবিতা ভবন্তি, তে পরিপূর্ণতয়া শ্রীকৃষ্ণ এব বিরাজন্ত ইত্যর্থঃ। তানাহ। সদাস্বরূপসংপ্রাপ্তঃ প্রপঞ্চস্থোপি মায়াকার্য্যৈরবশীকৃতঃ। সর্ব্বজ্ঞঃ পরচিত্তস্থং দেশকালাদ্যন্তরিতঞ্চ সর্ব্বার্থং যো জানাতি। নিত্যনূতনঃ সর্ব্বদা অনুভূয়মানোঽপি যঃ স্বমাধুরীভিরননুভূতবদ্বিস্ময়ং করোতি। সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গঃ ঘনীভূতচিদানন্দাকারঃ সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ দাসীভূতাখিলসিদ্ধিঃ ॥৩০॥৩১॥

(৪২) কীর্ত্তিমান্—নির্ম্মল যশোরাশি দ্বারা বিখ্যাত (৪৩) রক্তলোক—সর্ব্বলোকের অনুরাগের পাত্র (৪৪) সাধুসমাশ্রয়—সদেকপক্ষপাতী (৪৫) নারীগণমনোহারী—সুন্দরীবৃন্দ মোহনশীল (৪৬) সর্ব্বারাধ্য—সকলের অগ্রপূজ্য (৪৭) সমৃদ্ধিমান্—মহাসম্পত্তিযুক্ত (৪৮) বরীয়ান্—সকলের অগ্রমুখ্য (৪৯) ঈশ্বর—স্বতন্ত্র ও যাঁহার আজ্ঞা দুর্লঙ্ঘ্য (৫০) অনুক্রমে পরিকীর্ত্তিত শ্রীকৃষ্ণের এই পঞ্চাশৎপ্রকার গুণ সমুদ্রের ন্যায় দুর্ব্বিগাহ ॥২২॥২৩॥২৪॥২৫॥২৬॥২৭॥২৮॥

কোন কোন জীবে বিন্দুবিন্দুরূপে এইসকল গুণের উপলব্ধি হইলেও, সেই এক শ্রীকৃষ্ণেতেই পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ হইয়া থাকে ॥২৯॥

অনন্তর যে পাঁচগুণ যথাসম্ভব আংশিকরূপে শ্রীশিবাদিতে সম্ভাবিত হয়, তাহা এই,—সদা স্বরূপসংপ্রাপ্ত, মায়া এবং মায়াকার্য্য যাঁহাকে বশীভূত করিতে অসমর্থ (৫১) সর্ব্বজ্ঞ পরচিত্তস্থিত ও দেশকালাদিব্যবহিত সমস্ত বিষয়ের অভিজ্ঞ (৫২) নিত্য নূতন—সর্ব্বদা অনুভূয়মান হইলেও যিনি অননুভূতের ন্যায় স্বীয় মাধুরী দ্বারা চমৎকারিতা সম্পাদন করেন (৫৩) সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গ—ঘনীভূত চিদানন্দ যাঁহার আকৃতি (৫৪) সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিত—সমস্ত সিদ্ধি যাঁহার অধীন (৫৫) ॥৩০॥৩১॥

ভগবদনুগৃহীত জীবে বিন্দু বিন্দুরূপে এবং অন্যেতে আভাসরূপ এই পূর্ব্বোক্ত সুরম্যাঙ্গ প্রভৃতি পঞ্চাশৎ গুণের উপলব্ধি হয় ॥২৯॥
সদাস্বরূপসংপ্রাপ্ত প্রভৃতি পাঁচটী গুণ শ্রীশিবাদিতে আংশিকরূপে থাকিলেও, শ্রীকৃষ্ণে পরিপূর্ণরূপে বিরাজিত আছেন ॥৩০॥৩১॥

অথোচ্যন্তে গুণাঃ পঞ্চ যে লক্ষ্মীশাদিবর্ত্তিনঃ।
অবিচিন্ত্যমহাশক্তিঃ কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ ॥৩২॥
অবতারাবলীবীজং হতারিগতিদায়কঃ,
আত্মারামগণাকর্ষীত্যমী কৃষ্ণে কিলাদ্ভুতাঃ ॥৩৩॥

সর্ব্বাদ্ভুতচমৎকারলীলাকল্লোলবারিধিঃ।
অতুল্যমধুরপ্রেমমণ্ডিতপ্রিয়মণ্ডলঃ ॥৩৪॥
ত্রিজগন্মানসাকর্ষিমুরলীকলকূজিতঃ,
অসমানোর্দ্ধরূপশ্রীর্বিস্মাপিতচরাচরঃ ॥৩৫॥

অথোচ্যন্ত ইতি যুগলং। লক্ষ্মীশোহত্র পরব্যোমাধিনাথঃ শ্রীনারায়ণঃ। 'আদিশব্দান্মহাপুরুষাদয়োঽপি গৃহ্যন্তে। তত্রাবিচিন্ত্যমহাশক্তিত্বং দিব্যসর্গাদিকর্ত্তৃত্বব্রহ্মরুদ্রাদিমোহনভক্তপ্রারব্ধহারিত্বাদিকং, তচ্চ লক্ষ্মীশে জ্ঞেয়ং, মহাপুরুষাস্ববতারকর্ত্তৃত্বাৎ। কোটিব্রহ্মাণ্ডব্যাপী বিগ্রহো যস্যেতি মধ্যপদলোপী সমাসঃ। তন্মাত্রব্যাপিবিগ্রহত্বং মহাপুরুষে। মায়াদ্রষ্টৃত্বস্যৈব তদুপাধিত্বাৎ। যথা ব্রহ্মসংহিতায়াং 'যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য। জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ। বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামী'তি। অবতারাবলীবীজত্বং পূর্ব্বয়োর্দ্বয়োর্যথাসম্ভবমন্যত্র চ। গতিঃ স্বর্গাদিরূপোঽর্থঃ, স তু ভগবদ্দ্বেষিণামন্যেন কেনাপি কর্ম্মণা সম্ভবতীতি, যথোক্তং গীতাসু—'তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্। ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু। আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি। মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতি'মিতি। আত্মারাম গণাকর্ষিত্বং শ্রীমদ্বিকুণ্ঠসুতাদাবপি তৃতীয়স্কন্ধাদিষু প্রসিদ্ধং। কৃষ্ণে কিলাদ্ভুতা ইতি নরলীলাময়ত্বেনৈব তত্তদাবির্ভাবাৎ। কিঞ্চ অবিচিন্ত্যেতি অবতারেতি চ স্বয়ংভগবত্ত্বাৎ। স্বয়ংভগবত্ত্বেঽপি জিজ্ঞাসা চেৎ কৃষ্ণসন্দর্ভো দৃশ্যঃ। কোটীতি তানি ব্যাপ্যাপি বৈকুণ্ঠাদিব্যাপিত্বাৎ। হতেতি মোক্ষভক্তিপর্য্যন্তগতিদাতৃত্বাদদ্ভুতত্বং জ্ঞেয়ং। তদেবং পরব্যোমনাথাদীনতিক্রম্য কৃষ্ণস্যৈব বিস্ময়াকারিত্বে স্থিতে ভবতু নাম গিরিশাদিষংশেন তত্তদ্গুণত্বং। কিন্তু সুতরামেব শ্রীকৃষ্ণানুভবিষু ন তেষাং বিস্ময়কারিত্বমিতি ব্যঞ্জিতং। যথোক্তং 'যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকমি'তি 'গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্যরূপমি'তি চ ॥৩২॥৩৩॥

সর্ব্বাদ্ভুতেতি। সর্ব্বেষামদ্ভুতানাং চমৎকারো যাভ্যস্তাদৃশ্যো যা লীলাকল্লোলানাং লীলামহাতরঙ্গানাং বারিধিঃ সর্ব্বাদ্ভুতচমৎকারকারিলীলাশ্রয় ইত্যর্থঃ। অতুল্যেন অনুপমেন মধুরপ্রেম্না মণ্ডিতং প্রিয়মণ্ডলং প্রিয়জনসমূহো যেন সঃ। ত্রিজগতাং ঊর্দ্ধাধোমধ্যলোকস্থিতানামিত্যর্থঃ, মানসানি আকৃষ্টুংশীলমস্য তথাভূতং, মুরল্যা বংশবিশেষস্য, কলং মধুরাস্ফুটং কূজিতং ধ্বনির্যস্য সঃ। অসমানোর্দ্ধেন যস্য সাম্যং যদপেক্ষাধিক্যঞ্চান্যেষাং নাস্তি তেন রূপেন বিস্মাপিতং চরাচরং যেন সঃ ॥৩৪॥৩৫॥

অবিচিন্ত্যমহাশক্তি, কোটীব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহ, অবতারাবলীর বীজ, হতারি-গতিদায়ক এবং আত্মারাম-গণাকর্ষী এই পাঁচটী গুণ পরব্যোমনাথ মহাপুরুষাদিতে লক্ষিত হইলেও শ্রীকৃষ্ণে চমৎকারাতিশয় সম্পাদন করে ॥৩২॥৩৩॥

যাহা হইতে সর্ব্ববিধ অদ্ভুতের চমৎকার জন্মে, তাদৃশ লীলা মহাতরঙ্গের সমুদ্রতুল্য, অনুপম মধুর প্রেম দ্বারা যিনি প্রিয়জনকে ভূষিত করেন, যাঁহার বেণুধ্বনি ত্রিজগতের মন আকর্ষণ করে, এবং যাঁহার সমান বা যাহা হইতে অধিক নাই, তাদৃশ রূপ দ্বারা যিনি চরাচরকে বিস্মিত করেন ॥৩৪॥৩৫॥

অচিন্ত্যমহাশক্তি—দিব্য, সর্গাদি কর্ত্তৃক, ব্রহ্মরুদ্রাদি মোহন এবং ভক্তপ্রারব্ধহারিতা প্রভৃতিকে অচিন্ত্যশক্তি বলে। কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিগ্রহ—কোটিব্রহ্মাণ্ডব্যাপী যাঁহার বিগ্রহ। অবতারাবলীবীজ—যাঁহা হইতে অসংখ্য অবতার হয়। হতারিগতিদায়ক—নিহত শত্রুবর্গের মুক্তিদাতা। আত্মারামগণাকর্ষী—যিনি স্বমাধুর্য্য দ্বারা আত্মারামগণকে আকর্ষণ করিয়া নিজ ভজনে রত করেন।

অবিচিন্ত্যমহাশক্তি প্রভৃতি গুণপঞ্চক নরলীলাময় হওয়ায়, শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় চমৎকারিতা সম্পাদন করে। অবিচিন্ত্যমহাশক্তি এবং অবতারাবলীবীজ এই দুইটী গুণ নারায়ণাদিতে থাকিলেও নারায়ণাদির মূলতত্ত্ব স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সুতরাং চমৎকারাতিশয় সম্পাদন করেন। নারায়ণাদির বিগ্রহ কোটি ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ কোটি ব্রহ্মাণ্ড এবং বৈকুণ্ঠাদিও ব্যাপিয়া আছেন। নারায়ণাদি স্বস্ব শত্রুগণকে মুক্তিরূপ গতি দান করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকেও মুক্তি ও ভক্তিরূপ গতি দান করেন; নারায়ণাদি আত্মারামগণকে আকর্ষণ করেন; কিন্তু তাঁহারা কৃষ্ণানুভবি আত্মারামগণের বিস্ময় উৎপাদন করিতে অসমর্থ। এই সকল কারণে বলিলেন—এই পাঁচটি গুণ কৃষ্ণে অদ্ভুতরূপে প্রকাশিত হয় ॥৩৩॥

লীলাপ্রেম্না প্রিয়াধিক্যং মাধুর্য্যে বেণুরূপয়োঃ।
ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ং ॥৩৬॥
এবং গুণাশ্চতুর্ভেদাশ্চতুঃষষ্টিরুদাহৃতাঃ ॥৩৭॥

১। অনন্ত গুণ শ্রীরাধিকার, পঁচিশ প্রধান;
যেই গুণের বশ হয় কৃষ্ণ-ভগবান্।

তথাহি শ্রীউজ্জ্বলনীলমণৌ শ্রীরাধিকাগুণ-কথনে নবমাদিশ্লোকেষু শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং—

অথ বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ কীর্ত্ত্যন্তে প্রবরা গুণাঃ
মধুরেয়ং নববয়াশ্চলাপাঙ্গোজ্জ্বলস্মিতা ॥৩৮॥
চারুসৌভাগ্যরেখাঢ্য-গন্ধোন্মাদিতমাধবা।
সঙ্গীতপ্রসরাভিজ্ঞা রম্যবাঙ্নর্ম্মপণ্ডিতা ॥৩৯॥
বিনীতা করুণাপূর্ণা বিদগ্ধা পাটবান্বিতা,
লজ্জাশীলা সুমর্য্যাদা ধৈর্য্যগাম্ভীর্য্যশালিনী ॥৪০॥

তানেব চতুরো গুণান্ সংক্ষিপ্য দর্শয়তি—লীলেতি প্রথমঃ। প্রেম্না প্রিয়াণামাধিক্যমিতি তাদৃশপ্রিয়জন-বিরাজমানত্বমিত্যর্থঃ। তচ্চ দ্বিতীয়ঃ। বেণুমাধুর্য্যমিতি তৃতীয়ঃ। রূপমাধুর্য্যমিতি চতুর্থঃ। তদেবং নিরূপ্যানুভব-বিশেষাৎ প্রৌঢ়বাদেনাহ—ইত্যসাধারণমিতি। তদেবমপি সিদ্ধান্ততত্ত্বভেদেঽপীত্যাদৌ 'রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপ'মিতি যদুক্তং তত্তূপলক্ষণমেব জ্ঞেয়ং ॥৩৬॥

এবমিতি। এবং চতুর্ভেদা ইতি তত্র পঞ্চাশত্তমপর্য্যন্তঃ প্রথমঃ। পঞ্চপঞ্চাশত্তমপর্য্যন্তো দ্বিতীয়ঃ। ষষ্টিতমপর্য্যন্ত-স্তৃতীয়ঃ। চতুঃষষ্টিপর্য্যন্তশ্চতুর্থ ইতি চত্বারো ভেদা বর্গা যেষাং তে চতুঃষষ্টিগুণাঃ প্রোক্তাঃ ॥ ৩৭ ॥

অথেতি। বৃন্দাবনেশ্বর্য্যা 'রাধা বৃন্দাবনে বন' ইতি প্রসিদ্ধায়াঃ প্রবরা মুখ্যা গুণাঃ কীর্ত্ত্যন্তে ময়েতি শেষঃ। মধুরেতি ইয়ং শ্রীরাধা। মধুরা—মাধুর্য্যং চারুতা, তদ্বতী (১) নবং বয়ঃ কৈশোরমধ্যমং যস্যাঃ সা (২) চলশ্চঞ্চলঃ অপাঙ্গো যস্যাঃ সা (৩) উজ্জ্বলং স্মিতং হসিতং যস্যাঃ সা (৪) চারবঃ সৌভাগ্যরেখাঃ পাদাদিস্থিতাশ্চন্দ্রকলাদয়স্তৈ-রাঢ্যা যুক্তা। যথা—তত্র বামচরণস্যাঙ্গুষ্ঠমূলে যবঃ, তত্তলে চক্রং, মধ্যমাতলে কমলং, কমলতলে সপতাকো ধ্বজঃ, মধ্যমায়া দক্ষিণত আগতা মধ্যচরণপর্য্যন্তা ঊর্দ্ধরেখা, কনিষ্ঠাতলে অঙ্কুশঃ, ইতি সপ্ত। দক্ষিণচরণস্য অঙ্গুষ্ঠ-মূলে শঙ্খঃ, পার্ষ্ণৌ মৎস্যঃ, কনিষ্ঠাতলে বেদিঃ, মৎস্যোপরি রথঃ। শৈল-কুণ্ডল-গদা-শক্তয়স্তু যথাশোভং সম্ভা-বনীয়াঃ, ইত্যষ্টৌ। অথ বামকরস্য তর্জ্জনীমধ্যময়োঃ সন্ধিমারভ্য কনিষ্ঠাতস্তলে করভাগ্রে গতা পরমায়ুরেখা, তত্তলে করভমারভ্য তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠমধ্যদেশং গতান্যা। অঙ্গুষ্ঠাধো মণিবন্ধত উত্থিতা বক্রাগত্যা মধ্যরেখায়াং মিলিত্বা তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠয়োর্মধ্যভাগং গতান্যা। অঙ্গুলীনামগ্রতো নন্দ্যাবর্ত্তাঃ পঞ্চ। অনামিকাতলে কুঞ্জরঃ, পরমায়ুরেখাতলে বাজী, মধ্যরেখাতলে বৃষঃ, কনিষ্ঠাতলে অঙ্কুশঃ। ব্যজন-শ্রীবৃক্ষ-যূপ-বাণ-চামরমালা যথাশোভং জ্ঞেয়াঃ। ইত্যষ্টাদশ

লীলা (১) প্রেম দ্বারা প্রিয়াধিক্য (২) বেণু-মাধুর্য্য (৩) এবং রূপ-মাধুর্য্য (৪)—এই চারিটী গোবিন্দের (অর্থাৎ গোকুলেন্দ্রের) অসাধারণ গুণ ॥ ৩৬ ॥

এইরূপে যাহা চারিভাগে বিভক্ত, শ্রীকৃষ্ণের সেই চতুঃষষ্টি গুণ বলা হইল ॥ ৩৭ ॥

অনন্তর শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকার মুখ্য পঞ্চবিংশতি গুণ কীর্ত্তন করিতেছি। এই শ্রীরাধিকা মধুরা—মাধুর্য্যযুক্তা (১) নব-বয়া—যাহার বয়স নূতন অর্থাৎ কৈশোর-মধ্য (২) চলাপাঙ্গা—যাঁহার নেত্রপ্রান্ত সাতিশয় চঞ্চল (৩) উজ্জ্বলস্মিতা—যাঁহার মন্দহসিত অতীব বিশদ (৪) চারুসৌভাগ্যরেখাঢ্যা—যাঁহার কর ও চরণ সৌভাগ্যসূচক রেখাযুক্ত (৫) গন্ধোন্মাদিতমাধবা—যিনি স্বীয় অঙ্গপরিমল দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে মাতাইয়া তোলেন (৬) সঙ্গীতপ্রসরাভিজ্ঞা—

প্রেমদ্বারা প্রিয়াধিক্য অর্থাৎ তাদৃশ প্রিয়জনের সর্ব্বদা বিরাজমানতা ॥৩৬॥

যাহা জীববিশেষে বিন্দু বিন্দুরূপে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণে পরিপূর্ণরূপে বিরাজমান, সেই সুরম্যাঙ্গ প্রভৃতি পঞ্চাশৎ গুণ—প্রথম বর্গ। যাহা গিরিশাদি অবতারে আংশিকরূপে থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণে পরিপূর্ণরূপে বিরাজমান, সেই সদাস্বরূপসংপ্রাপ্ত প্রভৃতি গুণ পঞ্চক—দ্বিতীয় বর্গ। যাহা লক্ষ্মীপাদিতে বিদ্যমান থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণে পরমাদ্ভুতরূপে প্রতিভাত, সেই অবিচিন্ত্যমহাশক্তি প্রভৃতি গুণ পঞ্চক—তৃতীয় বর্গ। এবং লীলা প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের

১। অনন্ত…প্রধান—শ্রীরাধিকার অনন্তগুণের মধ্যে পঁচিশটী গুণ প্রধান।

সুবিলাসা মহাভাবপরমোৎকর্ষতর্ষিণী ;
গোকুলপ্রেমবসতির্জ্জগৎশ্রেণীলসদ্‌যশাঃ ॥৪১॥

গুর্ব্বর্পিতগুরুস্নেহা সখীপ্রণয়িতাবশা,
কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা সন্ততাশ্রবকেশবা ॥৪২॥

বামকরস্থ। অথ দক্ষিণকরস্থ তর্জ্জনীমধ্যময়োঃ সন্ধিমারভ্য তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠয়োর্মধ্যদেশং গতাস্থা, অঙ্গুষ্ঠাধো মণিবন্ধত উত্থিতা বক্রগত্যা মধ্যরেখাং মিলিত্বা তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠয়োর্মধ্যভাগং গতাস্থা, অঙ্গুলীনামগ্রতঃ শঙ্খাঃ, তর্জ্জনীতলে চামরং, কনিষ্ঠাতলে অঙ্কুশঃ, প্রাসাদ-দুন্দুভি-বজ্র-শকট-যুগ-কোদণ্ডাসি-ভৃঙ্গারাস্তু যথাশোভং জ্ঞেয়াঃ। ইতি সপ্তদশ। তদেবং বামচরণে সপ্ত, দক্ষিণচরণে অষ্ট, বামকরে অষ্টাদশ, দক্ষিণকরে সপ্তদশ, মিলিত্বা পঞ্চাশৎ (৫) গন্ধেন স্বাঙ্গপরিমলেন উন্মাদিত উন্মত্তীকৃতো মাধবো যয়া সা (৬) সঙ্গীতস্য প্রসরে যথোচিতবিস্তারে অভিজ্ঞা (৭) রম্যা শ্রুতিমনোহারিণী বাক্ বচনং যস্যাঃ সা (৮) নর্ম্মণি পরিহাসক্রিয়ায়াং পণ্ডিতা (৯) বিনীতা প্রকৃত্যা ঔদ্ধত্য পরিহারিণী (১০) করুণাপূর্ণা পরদুঃখং সোঢ়ুমশক্তা (১১) বিদগ্ধা রতিকলাভিজ্ঞা (১২) পাটবান্বিতা কর্ত্তব্য-নিপুণা (১৩) লজ্জাশীলা আভিজাত্য-শীলাদি-সমন্বিতা (১৪) সুমর্য্যাদা সাধুমার্গাদবিচলিতা (১৫) [ধৈর্য্যং দুঃখ সহিষ্ণুতা, গাম্ভীর্য্যং দুর্বোধাশয়তা] ধৈর্য্যশালিনী (১৬) গাম্ভীর্য্যশালিনী (১৭) সুবিলাসা প্রিয়দর্শনাদিনা উদিত্বর ভাববিশেষা (১৮) মহাভাবস্য পরমোৎকর্ষে তৃষ্ণাতিশয়বতী (১৯) গোকুলবাসিনাং সহজপ্রেমাস্পদং (২০) জগতাং শ্রেণিষু লসন্তি যশাংসি যস্যাঃ সা (২১) গুরুভিরর্পিতঃ গুরুরধিকঃ স্নেহো যস্যাং সা (২২) সখীনাং প্রণয়িতয়োঃ প্রিয়তয়োর্বশা বশীভূতা (২৩) কৃষ্ণপ্রিয়াবলীনাং শ্রীকৃষ্ণকান্তাব্রজানাং মুখ্যা প্রবরা (২৪) সন্ততমবিরতং

যিনি যথোচিত সঙ্গীতের প্রসরণে অভিজ্ঞা (৭) রম্যবাক্—যাঁহার বাক্য শ্রুতি এবং মনের উল্লাস বর্দ্ধন করে (৮) নর্ম্মপণ্ডিতা—যিনি বিশ্রম্ভজনিত পরিহাসকর্ম্মের অভিজ্ঞা (৯) বিনীতা—স্বভাবতঃ ঔদ্ধত্যবর্জিতা (১০) করুণাপূর্ণা—পরদুঃখসহনে অশক্তা (১১) বিদগ্ধা—রতিকলার বিষয়ে অভিজ্ঞা (১২) পাটবান্বিতা—স্বকর্ত্তব্য কার্য্যে যিনি অতিশয় নিপুণা (১৩) লজ্জাশীলা—আভিজাত্য এবং শীলাদিযুক্তা (১৪) সুমর্য্যাদা—সাধুমার্গ হইতে অবিচলিতা (১৫) ধৈর্য্যশালিনী (১৬) গাম্ভীর্য্যশালিনী (১৭) সুবিলাসা—প্রিয়দর্শনাদি মাত্রই যাঁহার ভাব উদ্‌বুদ্ধ হয় (১৮) মহাভাব-পরমোৎকর্ষশালিনী—মহাভাবের পরম উৎকর্ষ সাধনে যাঁহার সাতিশয় স্পৃহা (১৯) গোকুল-প্রেমবসতি—যিনি গোকুলবাসীর বিশেষরূপ প্রেমের আস্পদ (২০) জগৎশ্রেণীলসদ্‌যশাঃ—যাঁহার সাদ্‌গুণ্যখ্যাতি নিখিল জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছে (২১) গুর্ব্বর্পিতগুরুস্নেহা—গুরুগণের সর্ব্বাপেক্ষা অতিশয় স্নেহ যাঁহাতে বর্ত্তমান (২২) সখীপ্রণয়িতাবশা—যিনি সখীবর্গের প্রেমাধীনা (২৩) কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা—কৃষ্ণকান্তাগণের মধ্যে যিনি সর্ব্বপ্রধানা (২৪)

অসাধারণ গুণ চতুষ্টয়—চতুর্থ বর্গ। এই গুণের বর্গ চতুষ্টয়। ভেদ—বর্গ ॥৩৭॥

সৌভাগ্য রেখা—বামচরণের অঙ্গুষ্ঠমূলে যব, তাহার তলে চক্র, মধ্যমার তলে কমল, তাহার তলে ধ্বজা ও পতাকা, মধ্যমার দক্ষিণ হইতে আগত হইয়া মধ্যচরণ পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধরেখা, কনিষ্ঠাতলে অঙ্কুশ,—বামপদে এই সাত রেখা। দক্ষিণ চরণের অঙ্গুষ্ঠমূলে শঙ্খ, পার্ষ্ণিতে (গোড়মুড়ি) মৎস্য, কনিষ্ঠাতলে বেদি, মৎস্যের উপরে রথ, পর্ব্বত, কুণ্ডল, গদা এবং শক্তি যে যে স্থানে থাকিলে শোভা হয়, সেই সেই স্থানে সম্ভাবিত করিতে হইবে; —দক্ষিণচরণে এই অষ্ট চিহ্ন আছে। বামকরের তর্জ্জনী এবং মধ্যমার সন্ধিস্থান হইতে কনিষ্ঠার তল দিয়া করের বহির্ভাগ পর্য্যন্ত সংলগ্না পরমায়ু-রেখা, তাহার তলে করের বহির্ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত সংলগ্ন অন্য রেখা, অঙ্গুষ্ঠের তলে মণিবন্ধ হইতে উত্থানকরতঃ বক্রগতিতে মধ্যরেখায় মিলিত হইয়া তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত গত অন্য আর একটী রেখা, পাঁচ অঙ্গুলীর অগ্রভাগে পাঁচটী নন্দ্যাবর্ত্ত, অনামিকাতলে কুঞ্জর, পরমায়ুরেখাতলে বাজী, মধ্যরেখাতলে বৃষ, কনিষ্ঠাতলে অঙ্কুশ। ব্যজন, শ্রীবৃক্ষ, যূপ, বাণ, চামর এবং মালা সেই সেই স্থানে সম্ভাবিত হইবে; বামহস্তে এই অষ্টাদশ চিহ্ন। দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনী এবং মধ্যমার সন্ধিস্থান হইতে কনিষ্ঠার তল হইয়া করের বহির্ভাগ পর্য্যন্ত সংলগ্না পরমায়ুরেখা, তাহার তলে করের বহির্ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত সংলগ্ন অন্য আর একটি রেখা, অঙ্গুষ্ঠের তলে মণিবন্ধ হইতে উত্থানকরতঃ বক্রগতিতে মধ্যরেখায় মিলিত হইয়া তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত গত অন্য আর এক রেখা, (মণিবন্ধ—হাতের কব্‌জা) প্রত্যেক অঙ্গুলীর অগ্রে শঙ্খ, তর্জ্জনীর তলে চামর, কনিষ্ঠার তলে অঙ্কুশ। প্রাসাদ, দুন্দুভি, বজ্র, শকট, যুগ (যোঁয়ালে) ধনু, অসি এবং ভৃঙ্গার (গাড়ু) শোভানুসারে সম্ভাবিত হইবে। বামচরণে সপ্ত চিহ্ন, দক্ষিণচরণে অষ্ট চিহ্ন বামকরে

১। নায়ক-নায়িকা দুই রসের আলম্বন ;
সেই দুই শ্রেষ্ঠ—রাধা-ব্রজেন্দ্রনন্দন।
২। এইমত দাস্যে দাস, সখ্যে সখাগণ ;
বাৎসল্যে পিতা মাতা—আশ্রয়-আলম্বন।

তথাহি **শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ** দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং ষষ্ঠাদিশ্লোকেষু শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যানি—

ভক্তিনির্ধূতদোষাণাং প্রসন্নোজ্জ্বলচেতসাং।
শ্রীভাগবতরক্তানাং রসিকাসঙ্গরঙ্গিণাম্ ॥৪৩॥
জীবনীভূতগোবিন্দপাদভক্তিসুখশ্রিয়াং।
প্রেমান্তরঙ্গভূতানি কৃত্যান্যেবানুতিষ্ঠতাং ॥৪৪॥
ভক্তানাং হৃদি রাজন্তী সংস্কারযুগলোজ্জ্বলা।
রতিরানন্দরূপৈব নীয়মানা তু রস্যতাং ॥৪৫॥
কৃষ্ণাদিভির্বিভাবাদ্যৈর্গতৈরনুভবাধ্বনি।
প্রৌঢ়ানন্দচমৎকারকাষ্ঠামাপদ্যতে পরাং ॥৪৬॥

এই রসাস্বাদ নাহি অভক্তের গণে ;
কৃষ্ণভক্তগণ করে রস আস্বাদনে।

তথাহি **শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ** দক্ষিণবিভাগে রসসামান্যনিরূপণে স্থায়িভাবলহর্য্যাং দ্বাবিংশত্যধিকশততম শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং—

সর্ব্বথৈব দুরূহোঽয়মভক্তৈর্ভগবদ্রসঃ।
তৎপাদাম্বুজসর্ব্বস্বৈর্ভক্তৈরেবানুরস্যতে ॥৪৭॥

আশ্রবঃ বচনেস্থিতঃ কেশবঃ শ্রীকৃষ্ণো যস্যাঃ সা, (২৫) বচনেস্থিত আশ্রব ইত্যমরঃ ॥৩৮॥৩৯॥৪০॥৪১॥৪২॥

পুনস্তস্যা রসোৎপত্তৌ সাধনং সহায়ং প্রকারঞ্চাহ—ভক্তীতি। তত্র সাধনং অনুতিষ্ঠতামিত্যন্তং। সহায়ং সংস্কারযুগলং। প্রকারস্তু রতিরিত্যাদিকো জ্ঞেয়ঃ। ভক্ত্যা নির্ধূতঃ ক্ষালিতো দোষো যেষাং তেষাং। তথা নির্ধূতদোষত্বাদেব প্রসন্নং শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাবির্ভাবযোগ্যং ততশ্চ উজ্জ্বলং তদাবির্ভাবাৎ সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্নং চেতো যেষাং তেষাং। শ্রীভাগবতে রসিকৈঃ সহ শ্রীভাগবতার্থানামাস্বাদনে রক্তানামনুরক্তানাং। রসিকানাং রসাস্বাদনতৎপরাণামাসঙ্গে রঙ্গিণাং। গোবিন্দপাদভক্তিরেব সুখশ্রীরানন্দসম্পত্তিঃ, জীবনীভূতা সা যেষাং তেষাং। প্রেম্নঃ অন্তরঙ্গভূতানি কৃত্যানি অনুতিষ্ঠতাং। ভক্তানাং হৃদি রাজন্তী স্বতঃ প্রকাশমানা প্রাক্তনাধুনিকরূপং যৎ সংস্কারযুগলং তেনোজ্জ্বলা বিশদীকৃতা আনন্দরূপৈব রতিঃ, কৃষ্ণাদিভির্বিভাবাদ্যৈরনুভবাধ্বনি গতৈঃ সদ্ভিঃ রস্যতাং স্বাদ্যতাং নীয়মানা সতী, প্রৌঢ়ানন্দচমৎকারস্য পরাং কাষ্ঠাং চরমাবধিং আপাদ্যতে ॥৪৩॥৪৪॥৪৫॥৪৬॥

সন্ত্তাশ্রবকেশবা—শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার বচনের অনুবর্ত্তী (২৫) ॥৩৮॥৩৯॥৪০॥৪১॥৪২॥

ভক্তিপ্রভাবে যাঁহাদিগের সমস্ত দোষ ক্ষালিত হইয়াছে, তজ্জন্য যাঁহাদিগের চিত্তের প্রসন্নতা অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবের যোগ্যতা এবং উজ্জ্বলতা (অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব জন্য সর্ব্বজ্ঞান সম্পন্নতা) জন্মিয়াছে, যাঁহারা সর্ব্বদাই শ্রীমদ্ভাগবতার্থের আস্বাদনে অনুরক্ত, যাঁহাদিগের রসজ্ঞভক্তের সঙ্গে বলবতী লালসা, ভগবদ্ভক্তিসুখই যাঁহাদিগের জীবন এবং যাঁহারা প্রেমের অন্তরঙ্গকৃত্যের অনুষ্ঠানেই কৃতসঙ্কল্প—তাদৃশ ভক্তগণের হৃদয়ে বিরাজমান। এবং প্রাক্তন ও আধুনিক সংস্কার দ্বারা উজ্জ্বলীকৃত আনন্দরূপিনী যে রতি, তাহা অনুভবপথের পথিক কৃষ্ণাদিরূপ বিভাবাদির সহিত মিলিত হইয়া, আস্বাদ্য-

---

অষ্টাদশ চিহ্ন এবং দক্ষিণকরে সপ্তদশ চিহ্ন। সাকুল্যে পঞ্চাশৎ চিহ্ন। ধৈর্য্য—দুঃখসহিষ্ণুতা। গাম্ভীর্য্য—দুর্ব্বোধাশয়তা ॥৩৮॥৩৯॥৪০॥৪১॥৪২॥

রতি-শব্দে প্রেম, প্রণয় এবং স্নেহাদি বুঝিতে হইবে। বিভাবাদি—বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক এবং ব্যভিচারী। কৃষ্ণাদি—কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্ত আলম্বন বিভাব, কৃষ্ণের গুণ ও বস্ত্রালঙ্কারাদি উদ্দীপন বিভাব; ইহারা রসোদ্বোধের কারণ। অনুভাব এবং সাত্ত্বিক—কার্য্য। ব্যভিচারী—সহকারী ॥৪৩॥৪৪॥৪৫॥৪৬॥

১। নায়ক...আলম্বন—নায়ক বিষয়ালম্বন; নায়িকা আশ্রয়ালম্বন। নায়িকার মধ্যে রাধিকা শ্রেষ্ঠা। নায়কের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ। রতির যিনি বিষয় তাঁহাকে বিষয়ালম্বন এবং যিনি রতির আশ্রয় তাঁহাকে আশ্রয়ালম্বন বলে। আলম্বন ও উদ্দীপন রসাস্বাদনের হেতু।

২। এইমত...আলম্বন—যেমন মধুর রসে নায়িকা আশ্রয়ালম্বন, তদ্রূপ দাস্যরসে দাস, সখ্যরসে সখাগণ এবং বাৎসল্যরসে পিতা মাতা আশ্রয়ালম্বন।

১। সংক্ষেপে কহিল এই প্রয়োজন-বিবরণ ;
পঞ্চম পুরুষার্থ এই কৃষ্ণপ্রেমধন।
পূর্ব্বে প্রয়াগে আমি রসের বিচারে ,
তোমার ভাই রূপে কৈল শক্তিসঞ্চারে।
তুমিহ করিহ ভক্তিশাস্ত্রের প্রচার।
২। মথুরায় লুপ্ততীর্থের করিহ উদ্ধার।
৩। বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণব-আচার ;
৪। ভক্তিস্মৃতিশাস্ত্র করি করিহ প্রচার।"—

যুক্ত-বৈরাগ্য-স্থিতি সব শিক্ষাইল ,
শুষ্ক-বৈরাগ্য-জ্ঞান সব নিষেধিল।

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং দ্বাদশাধ্যায়ে ত্রয়োদশাদিশ্লোকেষু অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যানি—

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥৪৮॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধি র্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥৪৯

অস্য ভক্তিরসস্যাস্বাদস্তু ভব্য-ভাবক-ভক্তৈরেবাস্বাদ্যঃ স্যান্ন তু পূর্ব্বোক্তপ্রাক্তৈরপীত্যাহ—সর্ব্বথৈবেতি। অয়ং ভগবদ্রসঃ অভক্তৈ রসাস্বাদনোপযোগিবাসনারহিতৈঃ সর্ব্বথা শ্রবণাদিপরত্বেহপি দুরূহস্তর্কয়িতুমশক্যঃ। তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পাদাম্বুজমেব সর্ব্বস্বং যেষাং তৈরেব ভক্তৈরনুরস্যতে অর্চ্চনাপূর্ব্বকমাস্বাদ্যতে ইত্যর্থঃ ॥৪৭॥

এবমেকান্তিভক্তান্ পরিনিষ্ঠিতাদীননেকান্তিভক্তান্ সনিষ্ঠাংশ্চ তত্তৎ সাধনভেদৈরুপবর্ণ্য তেষাং সর্ব্বোপরঞ্জকান্ গুণান্ বিদধাতি—অদ্বেষ্টা ইতি সপ্তভিঃ। সর্ব্বভূতানামদ্বেষ্টা দ্বেষং কুর্ব্বৎস্বপি তেষু মৎপ্রারব্ধানুগুণ পরেশপ্রেরিতান্যমূনি মহ্যং দ্বিষন্তীতি দ্বেষশূন্যঃ। পরেশাধিষ্ঠানান্যমূনীতি তেষু মৈত্রঃ স্নিগ্ধঃ। কেনচিন্নিমিত্তেন খিন্নেষু মাভূদেষাং খেদ ইতি করুণঃ। দেহাদিষু নির্ম্মমঃ প্রকৃতেরমী বিকারা ন মমেতি তেষু মমতাশূন্যঃ। নিরহঙ্কারস্তেষ্বাত্মাভিমানরহিতঃ। সমদুঃখসুখঃ সুখে সতি হর্ষেণ দুঃখে সতি উদ্বেগেন চাব্যাকুলঃ, যতঃ ক্ষমী তত্তৎসহিষ্ণুঃ ॥৪৮॥

সন্তুষ্ট ইতি। সততং সন্তুষ্টঃ লাভেঽলাভে প্রসন্নচিত্তঃ, যতো যোগী গুরূপদিষ্টোপায়নিষ্ঠঃ। যতাত্মা বিজিতেন্দ্রিয়বর্গঃ, দৃঢ়নিশ্চয়ঃ দৃঢ়ঃ কুতর্কৈরভিভবিতুমশক্যতয়া স্থিরো নিশ্চয়ো হরেঃ কিঙ্করোঽস্মীতি অধ্যবসায়ো যস্যেতি সঃ। অতো ময়ি অর্পিতে মনোবুদ্ধিশ্চ যেন সঃ। এবম্ভূতো যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ প্রীতিকর্ত্তা ॥৪৯॥

ভাব প্রাপ্ত হইয়া, প্রভূতানন্দ-চমৎকারের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥৪৩॥৪৪॥৪৫॥৪৬॥

এই ভগবদ্ভক্তিরস অভক্তের সর্ব্বথা দুস্তর্ক্য। কৃষ্ণপাদপদ্ম যাঁহাদিগের সর্ব্বস্ব, সেই ভক্তেরাই এই রস আস্বাদন করিয়া থাকেন ॥৪৭॥

হে পার্থ! আমার ভক্ত সর্ব্বভূতের অদ্বেষ্টা অর্থাৎ 'আমি দ্বেষ না করিলেও এই সকল প্রাণী আমার প্রারব্ধানুসারে পরমেশ্বরপ্রেরিত হইয়া আমাকে দ্বেষ করিতেছে'—এই জ্ঞানে তাহাদিগের প্রতি দ্বেষরহিত। সকল প্রাণীই পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান—এই জ্ঞানে তাহাদিগের প্রতি মৈত্র (স্নিগ্ধ)। কোন কারণবশতঃ তাহারা খেদান্বিত হইলে, ইহাদিগের খেদ যেন হয় না—এই বুদ্ধিতে সর্ব্বপ্রাণীতে করুণ (দয়ালু)। দেহাদিতে নির্ম্মম অর্থাৎ 'এই সকল দেহাদি প্রকৃতির বিকার, আমার সহিত কোন সম্পর্ক নাই'—এই বলিয়া সে সকলে মমতারহিত। নিরহঙ্কার—সেই দেহাদিতে আত্মাভিমানরহিত। সম-দুঃখ-সুখ—সুখের সময় হর্ষজনিত এবং দুঃখের সময় উদ্বেগজনিত ব্যাকুলতাশূন্য। ক্ষমী—তত্তৎসহিষ্ণু ॥৪৮॥

লাভ ও অলাভ সর্ব্বাবস্থাতেই সন্তুষ্ট ; গুরূপদিষ্ট উপায়নিষ্ঠ ; যতাত্মা—জিতেন্দ্রিয়। দৃঢ়নিশ্চয়—'আমি হরির দাস' এই অধ্যবসায় যাঁহার স্থিরভাবে রহিয়াছে এবং যিনি আমাতে মন ও বুদ্ধি সমর্পিত করিয়াছেন, হে অর্জ্জুন! সেই ভক্তই আমার প্রীতিবিধান করেন ॥৪৯॥

১। প্রয়োজন—প্রেম, পঞ্চম পুরুষার্থ। মুক্তি চতুর্থ পুরুষার্থ, প্রেমভক্তি পঞ্চম পুরুষার্থ, সুতরাং ভক্তি মুক্তির উপরেও বিরাজমান।

২। মথুরায়—মাথুর মণ্ডলের। লুপ্ত তীর্থ—যে সকল তীর্থ সাধারণের অপরিচিত। উদ্ধার—সাধারণের নিকট প্রকাশ।

৩। বৈষ্ণব আচার—বৈষ্ণবের অবশ্যকর্ত্তব্য যে আচার তাহার বিধায়ক ভক্তিস্মৃতিরূপ শাস্ত্র।

৪। ভক্তি…প্রচার—ভক্তিপ্রধান স্মৃতিশাস্ত্র ; (শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস ইঁহারই প্রণীত)। এই পর্য্যন্ত শ্রীমহাপ্রভুর উক্তি।

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥৫০॥
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥৫১
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥৫২
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥৫৩॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্মে প্রিয়োনরঃ ॥৫৪॥
যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেতীব মে প্রিয়াঃ ॥৫৫॥

যস্মাদিতি। যস্মাল্লোকঃ কোপি জনো, নোদ্বিজতে ভয়শঙ্কয়া ক্ষোভং ন লভতে, যঃ কারুণিকত্বাজ্জনোদ্বেজকং কর্ম্ম ন করোতি। লোকাচ্চ যো নোদ্বিজতে সর্ব্বাবিরোধিত্ববিনিশ্চয়াদ্ যদুদ্বেজকং কর্ম্ম লোকো ন করোতি। যশ্চ হর্ষাদিভিঃ কর্ত্তৃভির্মুক্তো ন তু তেষাং মোচনে স্বয়ং ব্যাপারী, অতি গম্ভীরাত্মরতিনিমগ্নত্বাৎ তৎস্পর্শেনাপি রহিত ইত্যর্থঃ। অত্র স্বভোগ্যাগমোৎসাহঃ হর্ষঃ পরভোগ্যাগমাসহনমমর্ষঃ। দুষ্টঃ সত্ত্বদর্শনাধীনো বিত্রাসঃ ভয়ং। কথং নিরুদ্যমস্ত মম জীবনমিতি বিক্ষোভস্তূদ্বেগঃ। এতাশ্চতস্রশ্চিত্তবৃত্তয়ঃ ॥ ৫০ ॥

অনপেক্ষ ইতি। অনপেক্ষঃ স্বয়মাগতেঽপি ভোগে নিস্পৃহঃ। শুচিঃ বাহ্যাভ্যন্তরপবিত্রবান্। দক্ষঃ স্বশাস্ত্রার্থ-বিমর্শসমর্থঃ। উদাসীনঃ স্বপরপক্ষাগ্রাহী। গতব্যথোঽপকৃতোঽপ্যাধিশূন্যঃ। সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী স্বভক্তিপ্রতী-পাখিলোদ্যমরহিতঃ ॥ ৫১ ॥

য ইতি। য প্রিয়ং পুত্রশিষ্যাদি প্রাপ্য ন হৃষ্যতি। অপ্রিয়ং প্রাপ্য ন দ্বেষ্টি। প্রিয়ে তস্মিন্ বিনষ্টে ন শোচতি। অপ্রাপ্তং তন্নাকাঙ্ক্ষতি। শুভং পুণ্যমশুভং পাপং তদুভয়ং প্রতিবন্ধকত্বসাম্যাৎ পরিত্যক্তুং শীলং যস্য সঃ ॥ ৫২ ॥

সম ইতি। সমঃ শত্রৌ চেতি স্ফুটার্থঃ। সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ কুসঙ্গশূন্যঃ ॥ ৫৩ ॥

তুল্য ইতি। নিন্দয়া দুঃখং স্তুত্যা সুখঞ্চ যো ন বিন্দতি। মৌনী যতবাক্ শ্রেষ্ঠমননশীলো বা। যেন কেনচিদদৃষ্টাকৃষ্টেন রুক্ষেণ স্নিগ্ধেন বান্নাদিনা সন্তুষ্টঃ। অনিকেতো নিয়তনিবাসরহিতো নিকেতমোহশূন্যো বা। স্থিরমতির্নিশ্চিন্ত-জ্ঞানঃ। এষদ্বেষ্টেত্যাদিষু সপ্তসু যেষু গুণানাং পুনরপ্যভিধানং তত্তেষামতিদৌর্লভ্যজ্ঞাপনার্থমিত্যদোষঃ। সনিষ্ঠা-দীনাং ত্রিবিধানাং ভক্তানাং সন্তুষ্ট স্থিতা এতেঽদ্বেষ্টৃত্বাদয়ো ধর্ম্মা যথাসম্ভবং তারতম্যেনৈব সুধীভিঃ সঙ্গমনীয়াঃ ॥ ৫৪ ॥

উক্তভক্তিযোগমুপসংহরন্ তন্নিষ্ঠাফলমাহ—যে তু ইতি। যে ভক্তা যথোক্তং 'মব্যাবেশ্য মনো যে মাম্'ত্যাদিভির্যথা-

যাঁহা হইতে লোক উদ্বিগ্ন হন না, অর্থাৎ যিনি লোকের উদ্বেগজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন না, যিনি লোক হইতে উদ্বেগগ্রস্ত হন না, অর্থাৎ লোক সকল যাঁহার উদ্বেগজনক কার্য্য করে না এবং যিনি হর্ষ, অমর্ষ, ভয় এবং উদ্বেগ কর্ত্তৃক মুক্ত, হে অর্জ্জুন! সেই আমার প্রিয়ভক্ত ॥ ৫০ ॥

যে অনপেক্ষ—ভোগ স্বয়ং উপস্থিত হইলেও তাহাতে যে স্পৃহাশূন্য, শুচি—অন্তর্বাহ্য-পবিত্র, দক্ষ—স্বশাস্ত্রার্থ-বিচারে সমর্থ, উদাসীন—স্বপরপক্ষশূন্য, গতব্যথ—অপকৃত হইলেও মনঃপীড়াশূন্য এবং যে সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী—স্বীয় ভক্তিবিরোধি সমস্তউদ্যমবর্জ্জিত, সেই ভক্ত আমার প্রীতিকর্ত্তা ॥ ৫১ ॥

যিনি প্রিয়বস্তু পাইয়া হৃষ্ট হন না, যিনি অপ্রিয় পাইয়া দ্বেষ করেন না, যিনি প্রিয়বস্তুবিনাশে শোক ও অভিলষিত বস্তু না পাইলে আকাঙ্ক্ষা করেন না, এবং যিনি শুভাশুভপরিত্যাগী, হে অর্জ্জুন! সেই ভক্ত আমার প্রিয় ॥ ৫২ ॥

যিনি শত্রু ও মিত্রে, মান ও অপমানে, শীত ও উষ্ণতায়, সুখ ও দুঃখে সম অর্থাৎ রাগদ্বেষশূন্য এবং কুসঙ্গবর্জ্জিত, হে অর্জ্জুন! সেই ভক্ত আমার প্রিয় ॥ ৫৩ ॥

যিনি স্তুতি ও নিন্দায় হর্ষবিষাদশূন্য, মৌনী অর্থাৎ বৃথাবচনত্যাগী, যে কোন অদৃষ্টারব্ধ ভোজ্যাদি লাভেই সন্তুষ্ট, নিয়তনিবাসরহিত এবং স্থিরমতি, তাদৃশ ভক্তিমান্ মনুষ্যই আমার প্রিয় ॥ ৫৪ ॥

ভক্তিমার্গে শ্রদ্ধাবান্ এবং আমাতে নিরত যে সকল ভক্ত, পূর্ব্বোক্ত এই অমৃতময় ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, হে পার্থ!

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে পঞ্চমশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং—

চীরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং,
নৈবাঙ্ঘ্রিপাঃ পরভৃতঃ সরিতোহপ্যশুষ্যন্ ?
রুদ্ধা গুহাঃ কিমজিতোঽবতি নোপসন্নান্,
কস্মাদ্ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্ম্মদান্ধান্ ॥৫৬॥

তবে সনাতন সব সিদ্ধান্ত পুছিল,
১। ভাগবত-সিদ্ধান্ত প্রভু সকল কহিল।
২। হরিবংশে কহিয়াছে গোলোকের স্থিতি,
ইন্দ্র আসি কৈল যবে শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি।
৩। মৌষললীলা আর কৃষ্ণ-অন্তর্ধান ;
কেশাবতার আর বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান।

পতমিদং ধর্ম্মামৃতং পর্য্যুপাসতে, প্রাপ্যং মামিব প্রাপকং তৎ সমাশ্রয়তি। শ্রদ্দধানা ভক্তিশ্রদ্ধালবঃ। মৎপরা মন্নিরতাস্তে মমাতীবপ্রিয়া ভবন্তি ॥৫৫॥

নন্থ দিক্সম্ভাবোনাম নগ্নত্বমেব বল্কলময়ং তোয়ং বাসস্থানঞ্চ যাচ্ঞাপ্রযত্নং বিনা কথং প্রাপ্যেত, তত্রাহ—চীরা ইতি। চীরাণি বস্ত্রখণ্ডানি কিং পথি ন সন্তি ? কাকা সন্ত্যেব। পরান্ বিভ্রতি পুষ্যন্তি ফলাদিভি র্যে তে অঙ্ঘ্রিপা বৃক্ষাঃ, কিং ভিক্ষাং ন দিশন্তি ন দদতি ? কাকা দিশন্ত্যেব। অঙ্ঘ্রিপা ইত্যনেন পরাভূত ইত্যনেন চ ন তে স্বয়ং ফলাদিকং ভুঞ্জতে কেবলং পরপোষণার্থমেব বিভ্রতীতি ভাবঃ। সরিতোঽপি কিমশুষ্যন্ ? কাকা নাশুষ্যন্নিত্যর্থঃ। সরিত ইত্যনেন প্রবাহাবিচ্ছেদোব্যঞ্জিতঃ। গুহাঃ কিং রুদ্ধাঃ ? কাকা ন, অপি তু বিবৃতা এব। অজিতোহরিঃ উপসন্নান্ শরণাগতান্ কিং নাবতি ন রক্ষতি ? কাকা রক্ষত্যেব। অজিত ইত্যনেন তস্মিন্ রক্ষিতরি সতি ন কুতশ্চিদপি পরাভবাশঙ্কা। উক্তঞ্চ —'ভোজনাচ্ছাদনে চিন্তাং বৃথা কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবাঃ। যোঽসৌ বিশ্বম্ভরোদেবঃ কথং ভক্তামুপেক্ষতে।' —এতেষু সুখসাধনেষু নায়াসলভ্যেষু কবয়ঃ শাস্ত্রতত্ত্ববিদঃ ধনেন যো দুর্ম্মদস্তেনান্ধান্ কস্মাদ্ ভজন্তি ? অধীতশাস্ত্রানামপ্যহো মূঢ়তেত্যর্থঃ ॥৫৬॥

তাঁহারাই আমার অতিশয় প্রিয় ॥ ৫৫ ॥

পথে কি জীর্ণবস্ত্রখণ্ড পতিত থাকে না, পরপোষক বৃক্ষসকল কি ভিক্ষাদান করে না, নদীগণ কি শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, পর্ব্বতের গুহাসকল কি রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, এবং অজিত হরি কি শরণাগতদিগকে রক্ষা করেন না ? তবে কেন পণ্ডিতগণ ধনমদান্ধদিগের সেবা করেন ? ॥ ৫৬ ॥

এই কয়েকটি শ্লোক দ্বারা জ্ঞান-বৈরাগ্যাদিসাধ্য গুণমণ্ডলী যে ভক্তির পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভ্রমণ করে, তাহাই দেখাইলেন অর্থাৎ জ্ঞানবৈরাগ্যাদিসাধ্য গুণগুলি যখন ভক্তিতে আপনিই হয়, তখন জ্ঞানবৈরাগ্যাদির অনুষ্ঠান করিয়া অকারণে ভক্তির আবির্ভাবের উপযুক্ত চিত্তকে আর কঠিন করা উচিত হয় না ॥৫৫॥

১। সিদ্ধান্ত—বিরোধভঞ্জন পূর্ব্বক মীমাংসা।

২। হরিবংশের…গোলোকের স্থিতি—হরিবংশে যে কালে গোবর্দ্ধনধারণের পর ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, যেরূপ গোলোকের স্থিতি বলিয়াছেন, তাহার মীমাংসা। তথাহি হরিবংশে—

স্বর্গাদূর্দ্ধং ব্রহ্মলোকো ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতঃ। তত্র সোমগতিশ্চৈব জ্যোতিষাঞ্চ মহাত্মনাং ॥
তস্যোপরি গবাং লোকঃ সাধ্যাস্তং পালয়ন্তি হি। স হি সর্ব্বগতঃ কৃষ্ণো মহাকাশগতো মহান্ ॥
উপর্য্যুপরি তত্রাপি গতিস্তব তপোময়ী। যাং ন বিদ্মো বয়ং সর্ব্বে পৃচ্ছন্তোঽপি পিতামহং ॥
গতিঃ শমদমাঢ্যানাং স্বর্গঃ সুকৃতকর্ম্মণাং। ব্রাহ্মে তপসি যুক্তানাং ব্রহ্মলোকঃ পরা গতিঃ।
গবামেব তু গোলোকো দুরারোহা হি সা গতিঃ। স তু লোকস্ত্বয়া কৃষ্ণ সীদমানঃ কৃতাত্মনা।
ধৃতো ধৃতিমতাবীর নিঘ্নতোপদ্রবান্ গবাং ॥

স্বর্গের উপরিভাগে ব্রহ্ম, ঋষি এবং মুনিগণ কর্ত্তৃক সেবিত ব্রহ্মলোকের স্থিতি। তাহাতে সোম, জ্যোতির্গণ এবং মহাত্মাদিগের গতি হয়। তাহার উপরিভাগে গোগণের লোক অর্থাৎ গোলোকের স্থিতি। কৃষ্ণের ন্যায় সর্ব্বগত, মহাকাশগত এবং মহান্ সেই গোলোককে সাধ্যগণ পালন করেন। আমরা সকলে পিতামহকে জিজ্ঞাসা করিয়া যে গতি জানিতে পারি নাই, উপর্য্যুপরি সেই গোলোকেও তোমার তাদৃশী

তপোময়ী গতি বিদ্যমান আছে। শমদমসম্পন্ন সুকৃতকর্ম্মাদিগের গতি স্বর্গ। ব্রাহ্ম তপোনিষ্ঠদিগের ব্রহ্মলোক পরা গতি। গোলোক গোপগণের গতি—যাহা দুরারোহা। হে কৃষ্ণ! হে বীর! অবসাদাম্বিত সেই গোলোককে সমস্ত উপদ্রব নিহত করতঃ তুমি ধারণ করিয়াছ।

স্বর্গলোকের ঊর্দ্ধে সত্যলোক হইতে পারে না; যেহেতু স্বর্গলোকের উপরি মহর্লোক, তদুপরি জনোলোক, তদুপরি তপোলোক, তাহার উপর সত্যলোক। সুতরাং এস্থানে "ভূর্লোকঃ কল্পিতঃ পদ্ভ্যাং ভুবর্লোকোঽস্য নাভিতঃ। স্বর্লোকঃ কল্পিতো মূর্দ্ধ্না ইতি বা লোককল্পনা।" ইতি দ্বিতীয় স্কন্ধানুসারে স্বর্গলোক বলিতে স্বর্লোক, মহর্লোক, জনোলোক তপোলোক এবং সত্যলোক—এই লোকপঞ্চক বুঝিতে হইবে। তাহার উপরি ব্রহ্মলোক (ব্রহ্ম—পরব্রহ্ম ভগবান্ তাঁহার লোক) অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ, এবং দ্বিতীয়স্কন্ধের "মূর্দ্ধভিঃ সত্যলোকস্তু ব্রহ্মলোকঃ সনাতনঃ।" এই শ্লোকেও শ্রীধর স্বামী ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"ব্রহ্মলোকো বৈকুণ্ঠাখ্যঃ, সনাতনো নিত্যঃ, ন তু সৃজ্যপ্রপঞ্চান্তর্বর্ত্তী ইত্যর্থঃ।" ব্রহ্ম—মূর্ত্তিমান্ বেদগণ, ঋষি—নারদাদি, গণ—শ্রীগরুড় বিষ্বকসেনাদি, তাঁহাদিগের সেবিত। ব্রহ্মলোকে সোম অর্থাৎ চন্দ্রের ও জ্যোতির্গণের গতিসম্ভাবিত হয় না, যেহেতু ধ্রুবলোকের নিম্নে তাহাদিগের গতির নির্দ্দেশ আছে। অতএব এস্থানে সোমশব্দে—উমার সহিত বর্ত্তমান সোম অর্থাৎ শ্রীশিব, ইহাই বুঝিতে হইবে। "জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ" এই বেদান্তসূত্রানুসারে জ্যোতিঃ—ব্রহ্ম তত্তাদাত্ম্যাপন্নজ্ঞানি জীবন্মুক্ত। এবং মহাত্মা—যাঁহারা মোক্ষকে অনাদর করিয়া ভগবান্‌কে ভজনা করেন অর্থাৎ সনকাদি সদৃশ। এইতিনের বৈকুণ্ঠলোকে গতি আছে। এই ব্রহ্মলোকের উপরি গোপগণের লোক অর্থাৎ গোলোক। অর্ব্বাচীন সাধ্যগণ অতি তুচ্ছ, তাহারা কখনই গোলোকের পালনের যোগ্য নয়, সুতরাং এইস্থানে সাধ্য বলিতে ইন্দ্রাদির সাধ্য সাযুজ্যপ্রাপ্তির মূলতত্ত্ব নিত্য তদীয় দেবগণ পালন করেন, অর্থাৎ দিক্‌পাল হইয়া আবরণরূপে অবস্থিতি করেন। প্রাকৃত গোলোকের সর্ব্বগতত্ব অসম্ভাবিত। অতএব সেই গোলোক সর্ব্বগত—শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় প্রাপঞ্চিক ও অপ্রাপঞ্চিক সমস্ত বস্তুর ব্যাপক। অতএব মহান্ ভগবৎস্বরূপ। মহাকাশ—পরব্যোম, তাহার ঊর্দ্ধভাগস্থিত। এইরূপ উপর্য্যুপরি—সর্ব্বোপরি বিদ্যমান গোলোকে তোমার তপোময়ী (অনবচ্ছিন্ন ঐশ্বর্য্যময়ী) গতি অর্থাৎ নানারূপে বৈকুণ্ঠাদিতে যেমন তুমি ক্রীড়াপরায়ণ সেইরূপ সেই গোলোকে গোবিন্দরূপে ক্রীড়া করিতেছ। অতএব তত্রাপি তব গতিঃ—এস্থানে বিস্ময়ে 'অপি' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। এইক্ষণে গোলোক এই নামের কারণ বলিতেছেন। ব্রাহ্ম ব্রহ্মলোক-প্রাপক তপঃ—বিষ্ণুবিষয়ক মনের প্রণিধান, তাহাতে যাহাদিগের চিত্ত নিরত হইয়াছে, তাহাদিগের অর্থাৎ প্রেমভক্তদিগের ব্রাহ্মলোক বৈকুণ্ঠ-লোক, পরা (প্রকৃত্যতীতা) গতি। গো-শব্দে গোকুলবাসী তাহাদিগের গতি গোলোক। যেহেতু সে গতি দুরারোহা—অতিশয় দুরূহ অর্থাৎ দুর্গম। অতএব প্রাকৃত গোলোক হইতে এই গোলোক ভিন্ন। পুতনার মোক্ষদানে যে গোলোক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, যে গোলোক প্রপঞ্চগত জীবের প্রতি কৃপা করতঃ বৃন্দাবনাদিরূপে প্রপঞ্চে প্রকট হইয়া সর্ব্বদা বিরাজমান রহিয়াছেন, হে কৃষ্ণ! গোকুলের উপদ্রব নিহত করিয়া তুমি সেই গোলোক ধারণ করিয়াছ। এতদ্দ্বারা গোলোক ও বৃন্দাবনের অভেদ নির্দ্দেশ করা হইল। ভগবানের ন্যায় ভগবানের লোকও অচিন্ত্য-শক্তিশালী, ভগবান্ যেমন অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে যুগপৎ অনন্তপ্রকাশময়, সেইরূপ ভগবল্লোকও যুগপৎ অনন্তব্রহ্মাণ্ডে অনন্তপ্রকাশে বিরাজমান আছেন, যেহেতু তিনি সর্ব্বগত। বায়ু যেমন সর্ব্বগত হইয়াও তালবৃন্ত সঞ্চালনানুসারে সেই সেই স্থানে প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ ভগবদিচ্ছানুসারে ভগবল্লোক ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে সেই সেই স্থানে প্রকাশিত হন্। সাধক যেস্থানে সাধন করেন, সিদ্ধ্যোন্মুখ হইয়া দর্শনার্থ উৎকণ্ঠিত হইলেই ভগবান্ স্বপার্ষদ লোকের সহিত সেইস্থানেই প্রকট হইয়া সাধকের উৎকণ্ঠা নিবৃত্তি করেন। ইহাতেই ভগবদ্ধামের সর্ব্বগতত্ব বুঝিতে হইবে। সাধক মাত্রেই ইহা বুঝিতে পারিবেন, তিনি কোনই তর্ক করিবেন না; কিন্তু যাহারা মুখে সাধক, তাঁহাদিগের সংশয় দূর করা শিবের অসাধ্য। হরিবংশোক্ত গোলোকস্থিতির সিদ্ধান্ত এইরূপ।

১ মৌষললীলা—ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক অভিশপ্ত সাম্বের উদরে লৌহময় মুষলের উৎপত্তি। পরে উগ্রসেনের সম্মতিতে সেই মুষল চূর্ণ করিয়া, অবশিষ্ট লৌহখণ্ডের সহিত সমুদ্রজলে নিক্ষিপ্ত হইলে, সেই চূর্ণরাশি তরঙ্গাঘাতে তটে সংলগ্ন হইয়া এড়কা নামক তৃণরূপে উৎপন্ন হয়। লৌহ-খণ্ড কোন মৎস্য গ্রাস করে। কোন মৎস্যজীবী জালবিস্তার করিয়া সেই মৎস্যধারণ করে, তাহার উদরমধ্যে সেই লৌহখণ্ড পাইয়া তাহার দ্বারা বাণের ফলক প্রস্তুত করে। এদিকে সমুদ্রতীরে যাদবগণ মহাপানে মত্ত হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হয়। পরে সমস্ত অস্ত্র ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, তখন পরস্পর সেই এড়কা মুষ্টিধারণ করতঃ তদ্দ্বারা আঘাত করিয়া নিহত হয়,—ইহাই মৌষললীলা। কৃষ্ণ-অন্তর্ধান—শ্রীকৃষ্ণ ব্যাধের বাণে আহত হইয়া দ্বারকা ত্যাগ করিয়াছিলেন ইত্যাদি—সমস্ত মায়াময়। ভোজমায়ায় এক ব্যক্তিকে আনয়ন করিয়া কাষ্ঠ-ফলকে শায়িত করিল, তৎপরক্ষণেই তাহার মস্তক ছেদন করিয়া দর্শকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিল। পুনর্ব্বার তাহার শরীরের সহিত ছিন্ন মুণ্ড যোজিত করায় তৎক্ষণাৎ সেই মৃত ব্যক্তি উঠিয়া বসিল। এই মস্তক ছেদন অবধি পুনরুত্থান পর্য্যন্ত যেমন সকলই মিথ্যা, সেইরূপ মৌষললীলা অর্থাৎ মুষলের উৎপত্তি অবধি যদুকুল ধ্বংস পর্য্যন্ত সমস্তই মায়াময় অর্থাৎ ভোজবিদ্যার ন্যায় মিথ্যা, অর্থাৎ যদুবংশের ধ্বংস, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে বাণের আঘাত এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক দ্বারকা ত্যাগ, এ সকল কিছুই হয় নাই, ভোজবিদ্যার ন্যায় সাধারণকে তাদৃশ কার্য্য দেখাইয়াছিলেন মাত্র।

কেশাবতার সম্বন্ধে আছে, যথা দ্বিতীয়ে—

ভূমেঃ সুরেতরবরূথ বিমর্দ্দিতায়াঃ।
ক্লেশব্যয়ায় কলয়া সিতকৃষ্ণকেশঃ॥

১। মহিষীহরণ আদি সব মায়াময় ;
২। ব্যাখ্যা শিখাইল যৈছে সুসিদ্ধান্ত হয়।
তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া ;
নিবেদন করে দন্তে তৃণগুচ্ছ লঞা—
৩। নীচজাতি নীচসেবী মুঞি সুপামর ;
সিদ্ধান্ত শিক্ষাইলে যেই ব্রহ্মার অগোচর।
মোর মন তুচ্ছ এই সিদ্ধান্তামৃতসিন্ধু ;
মোর মন ছুঁইতে নারে ইহার একবিন্দু।
৪। পঙ্গু নাচাইতে পার, যদি হয় তোমার মন ;
বর দেহ মোর মাথে ধরিয়া চরণ—
'মুঞি যে শিক্ষাইমু তোমে স্ফুরুক্ সকল'
—"এই তোমার বর হৈতে হবে মোর বল"।
তবে মহাপ্রভু তাঁর শিরে ধরি করে ;
বর দিল—"এই সব স্ফুরুক তোমারে"।
সংক্ষেপে কহিল প্রেম-প্রয়োজন-সংবাদ ;
বিস্তারি কহন না যায় প্রভুর প্রসাদ ;
প্রভুর উপদেশামৃত শুনে যেই জন ;
অচিরাতে মিলয়ে তারে কৃষ্ণপ্রেমধন।
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ;
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

জাতঃ করিষ্যতি জনানুপলক্ষ্যমার্গঃ।
কর্ম্মাণি চাত্মমহিমোপনিবন্ধনানি ॥

পৃথিবী অসুরসৈন্য দ্বারা অতিশয় বিমর্দ্দিত হইলে, তাহার ক্লেশ বিনাশার্থে যাঁহার পদবী নরগণের উপলব্ধির অশক্য, এবং যিনি অংশ দ্বারা সিতকৃষ্ণকেশ হইয়াছেন, সেই ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া নিজ মহত্বসূচক কর্ম্ম করিবেন। এই শ্লোকস্থ সিতকৃষ্ণকেশ এই শব্দ দ্বারা যদি কৃষ্ণকে কেশাবতার বলা হয়, তবে—"বসুদেবগৃহে সাক্ষাদ্ভগবান্ পুরুষঃ পরঃ", এবং "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" ইত্যাদি ভাগবতীয় শাস্ত্রের বিরোধ হয়, সুতরাং "সিতা বদ্ধাঃ কৃষ্ণা অতিশ্যামাঃ কেশা যেন" অর্থাৎ যিনি অতিশয় শ্যামবর্ণ কেশকলাপকে বদ্ধ করিয়াছেন। অথবা যিনি কলা অর্থাৎ অংশ দ্বারা সিত ও কৃষ্ণবর্ণ কেশ হইয়াছেন, এই ব্যাখ্যা করিলে—সকল বিরোধেরই পরিহার হয়। অতএব শ্রীকৃষ্ণকে কেশাবতার বলা কুব্যাখ্যা।
বিরুদ্ধ ব্যাখ্যান—ভক্তিসিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা।

১। মহিষীহরণ—গোপেরা পথিমধ্যে অর্জ্জুনকে পরাস্ত করিয়া মহিষীগণকে হরণ করিয়া লয়। মায়াময়—ভোজবিদ্যার ন্যায় সব মিথ্যা।
২। ব্যাখ্যা শিখাইল…হয়—এই সকল বিষয়ের যাহাতে সুসিদ্ধান্ত হইতে পারে তাদৃশ ব্যাখ্যার উপদেশ প্রদান করিলেন।
৩। নীচজাতি…সুপামর—দৈন্যোক্তি।
৪। পঙ্গু—গতিশক্তিহীন।

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে প্রেমপ্রয়োজনবিচারো নাম
ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদঃ।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

আত্মারামেতি পদ্যার্কস্যার্থাংশূন্ যঃ প্রকাশয়ন্।
জগত্তমো জহারাব্যাৎ স চৈতন্যোদয়াচলঃ ॥১॥

তং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যমীশ্বরং করুণার্ণবং।
যেনাত্মারামশ্লোকাষ্টাদশার্থাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥২

জয় জয় শ্রীচৈতন্য! জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈতচন্দ্র! জয় গৌরভক্তবৃন্দ!

তবে সনাতন প্রভুর চরণে ধরিয়া;
পুনরপি কহে কিছু বিনয় করিয়া—
"পূর্ব্বে শুনিয়াছি তুমি সার্ব্বভৌমস্থানে;
এই শ্লোকের আঠার অর্থ করিয়াছ ব্যাখানে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে দশমশ্লোকে শৌনকাদীন্ প্রতি সূতোক্তিঃ—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥৩॥

আশ্চর্য্য শুনিয়া মোর উৎকণ্ঠিত মন;
কৃপা করি কহ যদি জুড়ায় শ্রবণ।"—

১। প্রভু কহে "আমি বাতুল আমার বচনে;
সার্ব্বভৌম বাতুলতা সত্য করি মানে।

২। কিবা প্রলাপিলাম কিছু নাহিক স্মরণে;
তোমার সঙ্গবলে যদি কিছু হয় মনে।

৩। সহজে আমার কিছু অর্থ নাহি ভাসে;
তোমা সবার সঙ্গবলে যে কিছু প্রকাশে।

৪। একাদশ-পদ এই শ্লোক সুনির্ম্মল;
পৃথক পৃথক্ নানা অর্থ পদে করে ঝলমল।
'আত্মা'-শব্দে ব্রহ্ম-দেহ-মন-যত্ন-ধৃতি-

৫। বুদ্ধি-স্বভাব, এই সাত অর্থ প্রাপ্তি।

তথাহি বিশ্বপ্রকাশে—

আত্মারামেতি। যঃ চৈতন্য এব উদয়াচল উদয়গিরিঃ, আত্মারামেতি আত্মারামেত্যাদি পদ্যমেব অর্কোভগবন্মহিমপ্রকাশকত্বাত্তস্য অর্থা একষষ্টিপ্রকারাস্ত এবাংশবঃ কিরণাস্তান্ প্রকাশয়ন্ জগতাং তমঃ, চৈতন্যপক্ষে অজ্ঞানং অর্কপক্ষে অন্ধকারং, জহার নাশয়ামাসেত্যর্থঃ। সোঽব্যাৎ সর্ব্বানিতি শেষঃ। প্রসিদ্ধো হি অর্ক উদয়াচলাদুত্থিত এব স্বকিরণমালা বিস্তারয়ন্ যথা জগত্তমো হরতি, তথা শ্রীচৈতন্যমুখাদুত্থিত আত্মারামেতি শ্লোকঃ স্বান্তর্গতানর্থান্ ব্যঞ্জয়ন্ জগতামজ্ঞানং বিলাপিতবানিতি ভাবঃ ॥ ১ ॥

তমিতি। তং প্রসিদ্ধং উত্তরপদস্থ-যচ্ছব্দস্য তচ্ছব্দেনাপেক্ষণাৎ। ঈশ্বরং কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুং সমর্থং। করুণার্ণবং তাদৃশেষ্বপি কৃতাপরাধেষু ক্ষমমাণং। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং তন্নামানং ভগবন্তমহং বন্দে। যেন আত্মারামেতি শ্লোকস্য অষ্টাদশ অর্থাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ সার্ব্বভৌমাগ্রত ইতি শেষঃ ॥ ২ ॥

আত্মেতি। দেহশ্চ মনশ্চ ব্রহ্ম চ স্বভাবশ্চ ধৃতিশ্চ বুদ্ধিশ্চ তাসু প্রযত্নে চ আত্মা আত্মশব্দঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ৪ ॥

যিনি 'আত্মারাম' ইত্যাদি শ্লোকরূপ দিনকরের অর্থরূপ কিরণাবলি প্রকাশ করতঃ জগতের তমোনাশ করিয়াছেন, সেই চৈতন্যরূপ উদয়গিরি সকলকে রক্ষা করুন্ ॥ ১ ॥

সেই সর্ব্বশক্তিমান্ দয়ার সাগর ভগবান্ চৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি। যিনি কৃপা করিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে 'আত্মারাম' ইত্যাদি শ্লোকের অষ্টাদশ প্রকার অর্থ বলিয়াছেন ॥ ২ ॥

দেহ, মন, ব্রহ্ম, স্বভাব, ধৃতি, বুদ্ধি, এবং প্রযত্ন—এই সাত অর্থে আত্মশব্দের প্রয়োগ হয় ॥ ৪ ॥

ইহার ব্যাখ্যা (২৫৪) পৃষ্ঠা (১৭) শ্লোকে দেখুন ॥৩॥

১। বাতুল—বায়ুগ্রস্ত পাগল। বাতুলতা—পাগলামী। ২। প্রলাপিলাম—অনর্থ বচন বলিয়াছিলাম। সঙ্গবলে—সংসর্গ প্রভাবে।
৩। নাহি ভাসে—স্ফূর্ত্তি হয় না।
৪। একাদশ-পদ—আত্মারামাঃ (১) চ (২) মুনয়ঃ (৩) নির্গ্রন্থাঃ (৪) অপি (৫) উরুক্রমে (৬) কুর্ব্বন্তি (৭) অহৈতুকীং (৮) ভক্তিং (৯) ইত্থম্ভূতগুণঃ (১০) হরিঃ (১১) এই একাদশ পদ। ঝলমল—প্রকাশমান।
৫। এই সাত অর্থ প্রাপ্তি—ব্রহ্ম প্রভৃতি সপ্ত অর্থের লাভ হয়।

আত্মা দেহমনোব্রহ্মস্বভাবধৃতিবুদ্ধিষু প্রযত্নে চ ॥৪॥

এই সাতে রমে যেই, সেই আত্মারামগণ ;
১। আত্মারামগণের আগে করিয়ে গণন।
২। মুন্যাদি শব্দের অর্থ শুন সনাতন !
৩। পৃথক্ পৃথক্ অর্থ করি পাছে করিব মিলন।
৪। 'মুনি' শব্দে মননশীল, আর কহে মৌনী ;
তপস্বী, ব্রতী, যতি, আর ঋষি, মুনি।
৫। 'নির্গ্রন্থাঃ' শব্দে কহে অবিদ্যাগ্রন্থিহীন ;
বিধি-নিষেধ-বেদশাস্ত্র-জ্ঞানাদি-বিহীন।
মূর্খ, নীচ, ম্লেচ্ছ, আদি শাস্ত্ররিক্তগণ ;
ধনসঞ্চয়ী নির্গ্রন্থ, আর যে নির্ধন ;

তথাহি **বিশ্বপ্রকাশে**—

নি-র্নিশ্চয়ে নিষ্ক্রমার্থে নি-র্নির্ম্মাণনিষেধয়োঃ।
গ্রন্থো ধনে চ সন্দর্ভে বর্ণসংগ্রহণেঽপি চ ॥৫॥

৬। 'উরুক্রম' শব্দে কহে বড় যার ক্রম ;
৭। 'ক্রম' শব্দে কহে এই পাদবিক্ষেপণ।
৮। শক্তি-কম্প-পরিপাটী-যুক্ত, শক্তে আক্রমণ ;
৯। চরণ-চালনে কাঁপাইল ত্রিভুবন।

তথাহি **শ্রীমদ্ভাগবতে** দ্বিতীয়স্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে একোনচত্বারিংশশ্লোকে নারদং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং—

বিষ্ণোর্নু বীর্য্যগণনাং কতমোঽর্হতীহ ?
যঃ পার্থিবান্যপি কবির্বিমমে রজাংসি।
চস্কম্ভ যঃ স্বরহসাস্খলতা ত্রিপৃষ্ঠং ;
যস্মাত্রিসাম্যসদনাদুরুকম্পযানং ॥৬॥

নিরিতি। নির্ শব্দঃ নিশ্চয়ে অবধারণে নিষ্ক্রমার্থে নির্ম্মাণে নিষেধে চ বর্ত্ততে প্রযুজ্যতে ইত্যর্থঃ। গ্রন্থ ইতি শব্দঃ ধনে সন্দর্ভে 'গূঢ়ার্থস্য প্রকাশশ্চ সারোক্তিঃ শ্রেষ্ঠতা তথা। নানার্থবত্ত্বং বেদ্যত্বং সন্দর্ভঃ কথ্যতে বুধৈ'রিত্যভিযুক্তোক্তলক্ষণে, বর্ণানাং যথাক্রমং বিন্যাসে চ প্রযুজ্যত ইতি শেষঃ ॥ ৫ ॥

অথ পূর্ব্বপক্ষে বিষ্ণোরপি মায়া বিভূতিত্বেনান্যৈঃ সাম্যমাশঙ্ক্য তন্নিরস্যন্নাহ—**বিষ্ণো**রিতি। পৃথিব্যাঃ পরমাণূনপি যো বিমমে গণিতবান্ তাদৃশোঽপি কো নু বিষ্ণোর্বীর্য্যগণনাং কর্ত্তুমর্হতি। কথম্ভূতস্য— যো বিষ্ণুস্ত্রিপৃষ্ঠং সত্যলোকং চস্কম্ভ ধৃতবান্ তস্য। কিমিতি চস্কম্ভ—যস্মাত্রিবিক্রমে অস্খলতা প্রতিঘাতশূন্যেন স্বরংহসা স্বপাদবেগেন ত্রিসাম্যরূপং সদনমধিষ্ঠানং প্রধানং তস্মাদারভ্য উরু অধিকং, কম্পযানং কম্পমানং কম্পে যানং যস্যেতি বা, অতঃ কারণাচ্চস্কম্ভ। আত্রিপৃষ্ঠমিতি বাচ্ছেদঃ, সত্যলোকমভিব্যাপ্য যঃ সর্ব্বং ধৃতবানিত্যর্থঃ। প্রকৃতিপর্য্যন্তকম্পনাত্তস্য তু তদতিরিক্তানন্তপরমৈশ্বর্য্যমস্ত্যেবেতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

নিশ্চয়,:নিষ্ক্রমণ, নির্ম্মাণ এবং নিষেধার্থে নির্ শব্দের প্রয়োগ হয়। এবং ধন, সন্দর্ভ ও যথাক্রমেবর্ণবিন্যাসে গ্রন্থ শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

যিনি পৃথিবীর পরমাণুপুঞ্জ পর্য্যন্ত গণনা করিয়াছেন, তাদৃশ কোন ব্যক্তি বিষ্ণুর বীর্য্য গণনা করিতে সমর্থ হয়। যেহেতু এই বিষ্ণু প্রতিঘাতশূন্য পাদবিক্ষেপ দ্বারা, প্রকৃতির আবরণ হইতে সত্যলোক পর্য্যন্ত কম্পান্বিত করতঃ ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

১। আগে—অগ্রে, অর্থাৎ ইহার পরে। করিয়ে—করিব। ২। মুন্যাদি—মুনি এবং নির্গ্রন্থ প্রভৃতি। ৩। মিলন—অন্বয়।
৪। মননশীল—অন্তরে চিন্তাশীল। মৌনী—বাক্‌সংযমকারী। তপস্বী—কৃচ্ছ্রাদিতে রত। ব্রতী—ব্রহ্মচর্য্যাদি-নিয়ম-পরায়ণ। যতি—চতুর্থাশ্রমী অর্থাৎ সন্ন্যাসী। ঋষি—ধর্ম্মপ্রণেতা। মুনি—দেহাত্মবুদ্ধিরহিত। মুনি শব্দের এই সাত অর্থ।
৫। নির্গ্রন্থ—গ্রন্থ=গ্রন্থি, নির্ শব্দ নিষেধার্থ, অর্থাৎ যাহার অবিদ্যাগ্রন্থি নাই ; অবিদ্যাগ্রন্থিহীন (১) গ্রন্থ=শাস্ত্র—বিধিনিষেধাদি শাস্ত্রজ্ঞান শূন্য, অর্থাৎ যাহারা শাস্ত্র জানে না, মূর্খ (২) নীচ ম্লেচ্ছ প্রভৃতি শাস্ত্ররিক্ত অর্থাৎ যাহারা শাস্ত্র মানে না (৩) ধনসঞ্চয়ী—নির্=নিশ্চয়, গ্রন্থ=ধন, যাহার ধন নিশ্চিত হইয়াছে অর্থাৎ ধনসঞ্চয়কারী (৪) নির্ধন=নির্ নিষেধ, গ্রন্থ=ধন, অর্থাৎ যাহার ধন নাই, নির্ধন (৫)
৬। উরুক্রম—উরু (অধিক) ক্রম (পাদবিক্ষেপ) ; যাঁহার পাদবিক্ষেপ সর্ব্বাপেক্ষা অতিশায়িত। ৭। এই—অর্থাৎ পরে যেরূপ বলিতেছি।
৮। শক্তি—অর্থাৎ কম্প, এবং পরিপাটীযুক্ত শক্তি দ্বারা আক্রমণকে এস্থানে পাদবিক্ষেপণ বলে।
৯। চরণ চালনে—অর্থাৎ তাদৃশ চরণ চালন দ্বারা।
১০। বিভুরূপে…পোষণ—বিভুরূপে ধারণ ও পোষণ শক্তি দ্বারা সকল ব্যাপিয়া আছেন। ১১। মাধুর্য্যশক্ত্যে—মাধুর্য্যশক্তি দ্বারা। ঐশ্বর্য্যে—ঐশ্বর্য্যশক্তি দ্বারা। মায়াশক্ত্যে—মায়াশক্তি দ্বারা। ব্রহ্মাণ্ডাদির পরিপাটী পূর্ব্বক সৃজন করেন।

১০। বিভুরূপে ব্যাপে শক্ত্যে ধারণ-পোষণ ;
১১। মাধুর্য্যশক্ত্যে গোলোক, ঐশ্বর্য্যে পরব্যোম।
মায়াশক্ত্যে ব্রহ্মাণ্ডাদি পরিপাটী সৃজন ;
'উরুক্রম' শব্দের এই অর্থ নিরূপণ।

তথাহি **বিশ্বপ্রকাশে**—
ক্রমঃ শক্তৌ পরিপাট্যাং
ক্রমশ্চালন-কম্পয়োঃ ॥৭॥

১। 'কুর্ব্বন্তি' পদ এই পরস্মৈপদ হয় ;
কৃষ্ণসুখ নিমিত্ত ভজনে তাৎপর্য্য কহয়।

তথাহি **পাণিনিঃ**—
স্বরিতঞিতঃ কর্ত্রভিপ্রায়ে ক্রিয়াফলে ॥৮॥

২। 'হেতু' শব্দে কহে ভুক্তি-আদি বাঞ্ছান্তরে ;
ভুক্তি-সিদ্ধি-মুক্তি মুখ্য এ তিন প্রকারে।
৩। এক ভুক্তি কহে ভোগ অনন্তপ্রকার ;
সিদ্ধি অষ্টাদশ, মুক্তি পঞ্চবিধাকার।
৪। এই যাঁহা নাহি সেই ভক্তি অহৈতুকী ;
যাহা হৈতে বশ হয় শ্রীকৃষ্ণ কৌতুকী।
৫। 'ভক্তি' শব্দের অর্থ হয় দশবিধাকার।
৬। এক সাধন, প্রেমভক্তি নবপ্রকার।
রতিলক্ষণা, প্রেমলক্ষণা ইত্যাদি প্রচার ;
ভাবরূপা, মহাভাবলক্ষণরূপা আর।
৭। শান্ত-ভক্তের রতি বাড়ে প্রেমপর্য্যন্ত ;
দাস্য-ভক্তের রতি হয় রাগ-দশা অন্ত।
সখাগণের রতি অনুরাগ-পর্য্যন্ত
পিতৃ-মাতৃ-স্নেহ-আদি অনুরাগ অন্ত।
কান্তাগণের রতি পায় মহাভাব সীমা ;
৮। 'ভক্তি' শব্দের এই সব অর্থের মহিমা।
'ইত্থম্ভূতগুণঃ' শব্দের শুনহ ব্যাখ্যান—
৯। 'ইত্থং' শব্দের ভিন্ন অর্থ 'গুণঃ' শব্দের আন্।

ক্রম ইতি। শক্তৌ পারিপাট্যাঞ্চ ক্রমঃ, ক্রমশব্দঃ তথা চালনকম্পয়োশ্চ ক্রমশব্দস্য প্রয়োগো দৃশ্যতে ॥ ৭ ॥

স্বরিতেতি। স্বরিতেতো যজাদয়ঃ সুঞাদয়শ্চঞিতঃ। স্বরিতেতো ঞিতশ্চ ধাতোরাত্মনেপদং স্যাৎ। কর্ত্তারমভিপ্রেতি গচ্ছতীতি কর্ত্রভিপ্রায়ে কর্ত্তৃগামিনী ক্রিয়াফলে ক্রিয়াজন্যমুখ্যোদ্দেশ্যভূতে ফলে ॥ ৮ ॥

শক্তি, পরিপাটী, চালন এবং কম্প—এই সকল অর্থে ক্রম শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় ॥ ৭ ॥

যে সকল ধাতুর স্বরিত এবং ঞ ইৎ যায়, তাহাদিগের ক্রিয়াফল কর্ত্তৃগামী হইলে আত্মনেপদ হয় ॥ ৮ ॥

১। কুর্ব্বন্তি...হয়—কুর্ব্বন্তি এই ক্রিয়াপদ পরস্মৈপদ বিভক্তি, তি-র দ্বারা নিষ্পন্ন হওয়ায়, এই ক্রিয়ার কৃষ্ণসুখে তাৎপর্য্য। স্ব-সুখে তাৎপর্য্য হইলে আত্মনেপদ হইত।

২। ভুক্তি—বিষয়ভোগ। আদিশব্দে মুক্তি ও সিদ্ধি। বাঞ্ছান্তরে—অন্তরে (মনোমধ্যে) ভুক্তি প্রভৃতির অভিলাষকে হেতু বলে। এ তিন প্রকারে—ভুক্তি, মুক্তি এবং সিদ্ধি এই তিনপ্রকার কামনা। মুখ্য—প্রধান।

৩। এক ভুক্তি...অনন্ত প্রকার—বিষয় ও বাসনাভেদে ভোগ অনন্তপ্রকার। সিদ্ধি—অষ্টাদশ প্রকার ; যথা—অণিমা (১) লঘিমা (২) মহিমা (৩) প্রাপ্তি (৪) প্রাকাম্য (৫) বশিতা (৬) ঈশিতা (৭) কামাবসায়িতা (৮) অনূর্ম্মিম (৯) দূর শ্রবণ (১০) দূর দর্শন (১১) মনোজব (১২) কামরূপতা (১৩) পরকায়-প্রবেশ (১৪) ইচ্ছা-মৃত্যু (১৫) অপ্সরার সহিত দেবক্রীড়া-প্রাপ্তি (১৬) সঙ্কল্পানুরূপ সিদ্ধি (১৭) অপ্রতিহতাজ্ঞতা (১৮) পঞ্চবিধ মুক্তি, যথা—সালোক্য (১) সার্ষ্টি (২) সামীপ্য (৩) সারূপ্য (৪) সাযুজ্য (৫)

৪। এই—অনন্তপ্রকার ভোগ, অষ্টাদশ প্রকার সিদ্ধি এবং পঞ্চবিধ মুক্তি ; ইহাদের বাঞ্ছা। যাঁহা—যে ভক্তিতে।

৫। দশবিধাকার—যে ভক্তির আকার (স্বরূপ) দশ প্রকার। ৬। এক—একপ্রকার। সাধন—সাধনভক্তি। রতি, প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাবভেদে প্রেমভক্তি নয় প্রকার।

৭। বাড়ে প্রেম পর্য্যন্ত—বৃদ্ধি পাইয়া প্রেম পর্য্যন্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। দশা—অবস্থা। অন্ত—পর্য্যন্ত।

৮। মহিমা—মহত্ত্ব অর্থাৎ বিস্তার। ৯। ভিন্ন—পৃথক্। আন্—অন্য।

১০। পূর্ণানন্দময়—পূর্ণানন্দস্বরূপ। তৃণপ্রায়—তৃণতুল্য অর্থাৎ অতিতুচ্ছ।

ইত্থম্ভূত শব্দের অর্থ পূর্ণানন্দময় ;
যার আগে ব্রহ্মানন্দ তৃণপ্রায় হয়।

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ববিভাগে ভক্তিসামান্যলহর্য্যাং অষ্টাবিংশাঙ্কধৃতো শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়স্য চতুর্দ্দশাধ্যায়ীয় ষট্‌ত্রিংশ শ্লোকঃ—

ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্‌গুরো॥৯

১। সর্ব্বাকর্ষক সর্ব্বাহ্লাদক মহারসায়ন ;
আপনার বলে করে সর্ব্ব বিস্মরণ।
২। ভুক্তি-সিদ্ধি-মুক্তি-সুখ ছাড়ায় যার গন্ধে ;
অলৌকিক শক্তিগুণে কৃষ্ণ কৃপায় বান্ধে।
৩। শাস্ত্রযুক্তি নাহি ইহাঁ সিদ্ধান্তবিচার ;
এই স্বভাবগুণে, যাতে মাধুর্য্যের সার।
'গুণ' শব্দের অর্থ—গুণ কৃষ্ণের অনন্ত ;
৪। সৎ-চিৎ-রূপ গুণ সর্ব্বপূর্ণানন্দ।
৫। ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-কারুণ্য-স্বরূপপূর্ণতা ;
ভক্তবাৎসল্য আত্মপর্য্যন্ত-বদান্যতা।
৬। অলৌকিক-রূপ-রস সৌরভাদি গুণ ;
কারও মন কোন গুণে করে আকর্ষণ।
সনকাদির মন হরিল সৌরভাদি-গুণে ;

তথাহি শ্রীমদ্‌ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়ে ত্রয়শ্চত্বারিংশশ্লোকে কুমারাদীন্ প্রতি ব্রহ্মবাক্যং—

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং,
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততম্বোঃ ॥১০॥

শুকদেবের মন হরিল লীলা-শ্রবণে।

তথাহি তত্রৈব দ্বিতীয়স্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে নবমশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং—

পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃশ্লোকলীলয়া
গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্ ॥১১॥

সিদ্ধস্য তব কুতোঽধ্যয়নে প্রবৃত্তিস্তত্রাহ—পরিনিষ্ঠিতোঽপীতি। হে রাজর্ষে! নৈর্গুণ্যে ব্রহ্মণি পরিনিষ্ঠিতোঽপি পরিনিষ্ঠাং প্রাপ্তোপি অহং উত্তমঃশ্লোকস্য মায়ানিরাসকযশসো ভগবতো লীলয়া কর্ত্র্যা গৃহীতং আকৃষ্টং চেতো যস্য তথাভূতঃ সন্, যৎ যস্মাদিদমাখ্যানমধীতবান্। ভগবল্লীলৈবমাদিদমাখ্যানং বলাদধ্যাপয়ামাসেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

হে মহারাজ! আমি নির্গুণব্রহ্মে পরিনিষ্ঠিত হইয়াও উত্তমশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের লীলা কর্ত্তৃক আকৃষ্টচেতা হইয়া, এই আখ্যান (অর্থাৎ শ্রীভাগবত) অধ্যয়ন করিয়াছি ॥ ১১ ॥

এই শ্লোক দ্বারা ভগবদানন্দের নিকট ব্রহ্মানন্দ অতি তুচ্ছ—তাহাই সপ্রমাণ করিলেন ॥৯॥

ইহার ব্যাখ্যা মধ্যলীলা (১৭) পরিচ্ছেদে (৪২০) পৃষ্ঠায় (৯) শ্লোকে দেখুন। শ্রীভগবানের পাদপদ্মস্থ তুলসীগন্ধ সনকাদির চিত্ত হরণ করিয়াছিল, ইহাই এই শ্লোক দ্বারা সপ্রমাণ করিলেন ॥১০॥

১। সর্ব্বাকর্ষক—যেমন চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করে, তদ্রূপ যে সকলকে আকর্ষণ করে। সর্ব্বাহ্লাদক—যে সকলের আনন্দ সম্পাদন করে। মহারসায়ণ—রসায়ণযোগে যেমন অবশাঙ্গকে ভুলাইয়া বশীভূত করা যায়, তদ্রূপ ভগবদ্‌গুণও সকলকে ভুলাইয়া নিজের আয়ত্ত করে।

২। গন্ধ—সংসর্গ। গুণে—স্বভাবে। কৃষ্ণকৃপায়—কৃষ্ণকৃপা দ্বারা। বান্ধে—বন্ধন করে।

৩। শাস্ত্রযুক্তি···সার—এইবিষয়ে শাস্ত্র যুক্তি, সিদ্ধান্ত এবং বিচার কিছুরই অপেক্ষা নাই, যেহেতু মাধুর্য্যের সারাংশ বিদ্যমান থাকায় গুণেরই এতাদৃশ স্বভাব যে, সর্ব্বাকর্ষক সর্ব্বাহ্লাদক হইবে ; তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে?

৪। সৎচিৎরূপ—স্বরূপ। সর্ব্বপূর্ণানন্দ—সর্ব্বাপেক্ষা পরিপূর্ণ আনন্দস্বরূপ।

৫। ঐশ্বর্য্য—প্রভাবাতিশয়। মাধুর্য্য—রূপাদির মনোহরতা। স্বরূপপূর্ণতা—স্বরূপের পরিপূর্ণতা অর্থাৎ কোন অংশের অভাব নাই। আত্মপর্য্যন্ত বদান্যতা—যে গুণ ভগবান্‌কে পর্য্যন্ত ভক্তকে দেওয়ায়।

৬। অলৌকিক—অপ্রাকৃত। সৌরভাদি—শ্রীঅঙ্গের সৌগন্ধ প্রভৃতি। কোন গুণে—ইহার মধ্যে যে কোন একটী গুণে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাদশস্কন্ধে দ্বাদশাধ্যায়ে দ্বিপঞ্চাশত্তমশ্লোকে শৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং—

স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্‌ব্যুদস্তান্যভাবো-
প্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ং।
ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং,
তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি ॥১২॥

১। শ্রীঅঙ্গরূপ হরে গোপিকার মন ;

তথাহি তত্রৈব দশমস্কন্ধে ঊনত্রিংশাধ্যায়ে ষট্‌ত্রিংশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি গোপীবাক্যং—

বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রি,
গণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকং।
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য,
বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ ॥১৩॥

স্বগুরুং শুকং নমস্কুর্ব্বন্নেব বক্তৃহৃদয়নিষ্ঠাপর্য্যালোচনয়া সমস্তগ্রন্থতাৎপর্য্যং নির্দ্ধারয়তি—স্বসুখেতি। স্বসুখেনৈব নিভৃতং পূর্ণং চেতো যস্য সঃ। তেনৈব ব্যুদস্তোঽন্যস্মিন্ ভাবো যস্য তথাভূতোপি অজিতস্য শ্রীকৃষ্ণস্য রুচিরাভির্লীলাভিরাকৃষ্টঃ সারঃ স্বসুখধৈর্য্যং যস্য সঃ। এবম্ভূতো যঃ তত্ত্বদীপং পরমার্থপ্রকাশকং শ্রীমদ্ভাগবতং ব্যতনুত। অখিলবৃজিনং তাদৃশভাবস্য প্রতিকূলমুদাসীনঞ্চ সর্ব্বং হন্তীতি, তং ব্যাসসূনুং শ্রীশুকদেবং নতোঽস্মি ॥ ১২ ॥

বীক্ষ্যেতি। নন্বু ভবত্যো ন ধনাদিনা ময়োপক্রীতা, ন বা দত্তভৃতয়ঃ, কুতো দাস্যো ভবেয়ুঃ। উচ্যতে। অন্যৈরিব গুরুসাধ্যো ন স ব্যবহারঃ ; ভবতি ত্বস্মাকং তত্রাদিদর্শনদানমেব মূল্যং ভৃতিশ্চেত্যাহুঃ—বীক্ষ্যেতি। তব মুখং বীক্ষ্য বিশেষেণ দৃষ্ট্বা, বিশেষণৈরাহুঃ অলকাবৃতেত্যাদিবিশেষণৈঃ। তত্র চ অলকৈর্ললাটোপরি বিলসদ্ভিরাবৃতমিত্যূর্দ্ধভাগস্য। তথা কুণ্ডলয়োঃ শ্রীর্যয়োস্তে গণ্ডস্থলে যস্মিন্, অধরে সুধা যস্মিন্, তচ্চ। ইতি দ্বয়োঃ পার্শ্বয়োঃ। হসিতেনাবলোকো যস্মিন্নিতি তন্মধ্যভাগযোর্নিত্যোবং সর্ব্বত্র শোভোক্তা। স্তবকরূপকেণ গণ্ডয়োর্বিস্তীর্ণত্বং, কুণ্ডলং শ্রীত্যাননস্বচ্ছত্বঞ্চ ধ্বনিতং। অধরে চ সুধাস্বমানং দর্শনমাত্রাল্লাভবিশেষোৎপাদকঃ সৌরভাবিশেষস্তু ভবাচ্চ। তথা ভুজদণ্ডযুগঞ্চ বিলোক্য। কিম্ভূতং—দত্তমভয়ং ভক্তানাং দৈত্যবধাদিনা যেন তদিতি বলিষ্ঠত্বাদিগুণঃ। তেন চ চাতুর্য্যেণ পত্যাদিভ্যোভয়ং পরিহৃতং, বস্তুতস্তু গাঢ়াশ্লেষেণ কামাদিভয়হরত্বমভিপ্রেতং। দণ্ডরূপকেণ সুবৃত্ত-পৃথুদীর্ঘত্বাঙ্গাকার-সৌষ্ঠবং। অত্রাপ্যেবং বৈশিষ্ট্যমুক্তং। তথা বক্ষশ্চ শ্রিয়া বামভাগস্থস্বর্ণবর্ণলক্ষ্মীরেখারূপয়া লক্ষ্ম্যা কর্ত্র্যা একং শ্রেষ্ঠং রমণং যস্মিন্নিতি পরমসৌন্দর্য্যাদি সম্পত্তিনিধানত্বমুক্তং। চকারদ্বয়ং বিলোক্যেতি পুনরুক্তিশ্চ নিজরসে ভুজবক্ষসোর্বিশেষাশ্রয়তা বিবক্ষয়া। ভুজাভ্যাং বক্ষসি স্থাপয়েৎ একা প্রিয়া চৈকস্যং প্রয়োজনকত্বাৎ। তাদৃশগণ্ডাধরমণ্ডিতে শ্রীমুখে তু চুম্বনপানে ভুজবক্ষসোশ্চালিঙ্গনমাত্রমভিলষিতমিতি। অত্রালকাদীনামুক্তিক্রমেণেদং গম্যতে। প্রথমতো মুখস্য তত্তৎসৌন্দর্য্যদর্শনে জাতেঽপি বক্ষসো ন চাতুরক্ষোণ দর্শনং ; কিন্তু অত্যুৎকণ্ঠয়া পশ্চাদেব। তত ইচ্ছাবিশেষেণ যেন ভুজৌ দৃষ্টৌ তস্য তু বিশ্রামো বক্ষস্যেবেতি তথা ক্রমোক্তেয়ঃ। এবং দাসীত্বে হেতুঃ পরমমোহনত্বৈবেতি ধ্বনিতং। কিঞ্চ ভৃতির্মূল্যঞ্চ, ধনং বিষয়দানমেব লোকে দৃশ্যতে, তত্তু ত্বয়ি তদ্রূপশোভাবতি মধুরাধরসুধে লোভনীয়ভুজাদিস্পর্শে পূর্ণলক্ষ্মীনিধানবক্ষসি লব্ধে স্বতঃসিদ্ধমেবেতি। তথা বীক্ষ্যেতি স্বেষাং নেত্রখঞ্জনবক্ষোপি ধ্বনিতঃ। তত্রালকানাং পাশত্বং কুণ্ডলয়োস্তদ্দিষ্টমকুণ্ডলিকারূপত্বং গণ্ডয়োস্তন্নিধানস্থলত্বং অধরসুধয়োর্লোভ্যাহারত্বং হসিতাবলোকস্য বিশ্বাসজনকস্বপালিতখঞ্জনত্বনবিলাসত্বং। তত্র ভুজদণ্ডযুগস্য চ দত্তাভয়ত্বমেব করপল্লবযুক্তত্বাদিতি ভাবঃ। তাদৃশবক্ষসশ্চ সুখচারপ্রদেশত্বমিত্যাপি জ্ঞাপিতং ॥ ১৩ ॥

যাঁহার চিত্ত ব্রহ্মানন্দে ডুবিয়াছিল এবং তজ্জন্য দ্বৈতস্ফূর্ত্তি বিরহিত হইয়াছিল, এবং তাদৃশ হইয়াও যিনি শ্রীকৃষ্ণের মনোহরলীলা কর্ত্তৃক ব্রহ্মানন্দ হইতে আকৃষ্টধৈর্য্য হইয়া, কৃপাবশতঃ সর্ব্বতত্ত্বপ্রকাশক শ্রীভাগবতপুরাণ বিস্তাররূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই সমস্তবৃজিনহন্তা ব্যাসনন্দন শুকদেবকে আমি প্রণাম করি ॥ ১২ ॥

যাহার ঊর্দ্ধভাগ চূর্ণকুন্তলে আবৃত, কুণ্ডল যাহার শোভা সম্পাদন করে, এবম্ভূত গণ্ডযুগল যাহার উভয়পার্শ্বে শোভমান ও যাহাতে হাস্যের সহিত অবলোকন বিরাজ করিতেছে, তোমার তাদৃশ বদন বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া, এবং তোমার যে ভুজদণ্ডযুগল দৈত্যগণের বিনাশ সাধন করিয়া ভক্তবর্গকে অভয় প্রদান করিয়া থাকে, তোমার তাদৃশ ভুজদণ্ডযুগল অবলোকন করিয়া, আমরা তোমার দাসী হইতে অভিলাষ করিয়াছি ॥ ১৩ ॥

এই দুই শ্লোক দ্বারা কৃষ্ণলীলাশ্রবণে, শুকদেবের মন যে আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহাই সপ্রমাণ করিলেন ॥১২॥

এই শ্লোক দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গের রূপ যে গোপীদিগের মন হরণ করে, তাহাই দেখাইলেন ॥১৩॥

১। শ্রীঅঙ্গরূপ—কৃষ্ণাঙ্গের সৌন্দর্য্য।

রূপ-গুণ-শ্রবণে রুক্মিণ্যাদি আকর্ষণ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিপঞ্চাশত্তমাধ্যায়ে ঊনচত্বারিংশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য রুক্মিণীবাক্যং—

শ্রুত্বা গুণান্ ভুবনসুন্দর শৃণ্বতাং তে,
নির্বিশ্য কর্ণবিবরৈর্হরতোঽঙ্গতাপং।
রূপং দৃশাং দৃশিমতামখিলার্থলাভং,
ত্বয্যচ্যুতাবিশতি চিত্তমপত্রপং মে ॥১৪॥

১। বংশীগীতে রূপ হরে লক্ষ্ম্যাদিকের মন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ষোড়শাধ্যায়ে দ্বাত্রিংশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি নাগপত্নীবাক্যং—

পরমকুলীনকন্যাদিষাং প্রথমতঃ স্বয়ং তাদৃশসন্দেশে প্রাপ্তাং লজ্জাং সর্ব্বেষামেব তদ্গুণরূপসমাকৃষ্টতা সামান্যে নারীবতী দুর্ব্বারং ভাবং ব্যঞ্জয়তি—শ্রুত্বেত্যাদি। হে ভুবনসুন্দর! ভুবনেষু পরমবৈকুণ্ঠপর্য্যন্তেষু প্রাকৃতাপ্রাকৃতলোকেষু প্রকৃত্যা চাকৃত্যা চ শোভমানসর্ব্বাকর্ষকমাধুর্য্যেত্যর্থঃ। তত্রাপি হে অচ্যুত! নিত্যমেব তাদৃশ তব প্রকৃতিশোভাভূতানাং গুণানামাকৃতি-শোভাভূতানাং রূপাণাঞ্চ স্বরূপাভিন্নত্বাদিতি ভাবঃ। এতদ্বিরোধি বিষয়ৈব শ্রুত্বা গুণানিতি রূপমিতি চ গুণরূপে এবোক্তেন তু স্বরূপমপি তদ্বৎ পৃথগিতি তদেবং ভুবনসুন্দরাদিত্বমুৎপত্তিত এব তস্যাঃ স্ফুরতীত্যয়েয়ং। লক্ষ্মীত্বেন প্রাচীনসংস্কারসম্ভবাৎ শ্রবণাদিবিশিষ্টত্বে নাত্যুক্তত্বাৎ। শ্রুত্বা গুণানিত্যাদিনা শ্রবণবিশিষ্টত্বেন তুক্তান্তরাৎ, তেন পৌনরুক্ত্যাৎ আবিশতীত্যাদিশব্দস্বারস্যাচ্চ। ততঃ প্রাচীনসংস্কারতোঽশ্রুতেঽপি ত্বয়ি মম চিত্তং বিশত্যেব, শ্রুতে তু বিশেষত, ইত্যাহ—তে তব গুণান্ সর্ব্বসুখদত্বাদীন্ তেষ্বেকমেকমপীত্যর্থঃ। রূপং কান্ত্যবয়বসৌষ্ঠবঞ্চ, শ্রুত্বা শ্রবণপথপ্রাপ্তিমাত্রেণ, বিশেষতোঽন্তর্ভূয় মম চিত্তং ত্রপারহিতং সৎ, ত্বয়ি আসম্যক্ অনুসন্ধানান্তররাহিত্যেন বিশতি মগ্নং ভবতি। কুলীনকন্যায়াস্তাবদসঙ্গতং পুরুষং মনসাপি প্রবেষ্টুং ত্রপা জায়তে। তত্র তু সা ত্যক্তৈব সম্প্রতি সাক্ষাদপি প্রার্থনং ক্রিয়তে, অহো সোঽয়ং তব সর্ব্বাকর্ষণস্বভাব এবেতি মম বা কো দোষ ইতি ভাবঃ। নন্বু স্বমনঃ সংযম্যতাং—তত্রাপ্যাহ অচ্যুতেতি। ত্বমপি তস্মাচ্চ্যুতো ন ভবসি কথমপি ত্যক্তুমশক্যত্বাদিতি ভাবঃ। তদেবং ত্বয্যেবং নিবেদয়িতুং যুক্তমিতি চ। সর্ব্বাকর্ষকতব্যঞ্জক সর্ব্বসুখদত্যপুরস্কৃতান্ গুণানেব বিশিংষতী তদেকরতেঃ স্বস্যাকর্ষণাদৌ কৈমুত্যমাপাদয়তি শৃণ্বতামিতি। শ্রবণেন্দ্রিয়যুক্তমাত্রাণাং তত্রাপি শ্রোতুং প্রবৃত্তমাত্রাণামিত্যর্থঃ কর্ণবিবরৈর্নির্বিশ্য তেষাং বিষয়াত্মকত্বাৎ গুণানাঞ্চ শব্দবাহনত্বাৎ পুরুষপ্রযত্নাভাবেঽপি তদ্দ্বারা স্বতএব নিঃশেষেণ প্রবিশ্যান্তরমবগ্রাহ্য তাপমাত্রং হরতঃ তচ্ছীলানিত্যর্থঃ। তান্ শ্রুত্বা মম চিত্তং ত্বয্যাবিশতি। অহো! যোঽসাবেক এব তাদৃশানামনন্তানাং গুণানামাশ্রয়ঃ। স এব সাক্ষাদেবাশ্রয়িতুং যোগ্য ইত্যৌৎসুক্যেন সদা চিন্তয়তি, তথা তাদৃশে অনন্তরতাবতাত্যযুক্তত্বাৎ। কথঞ্চিজ্জাতমপি তাপং শীঘ্রমেব তে হরিষ্যন্তীত্যাশাঞ্চ বর্দ্ধয়তীতি স বিশেষার্থঃ। এবং গুণানিতি প্রকৃত্যা শোভমানতা ব্যঞ্জিতা। আকৃত্যা রূপমিতি পূর্ব্ববত্তদপি বিশিনষ্টি—দৃশামিতি। দৃগিন্দ্রিয়মাত্রযুক্তানাং যাদৃশস্তাসামখিলার্থস্য লাভঃ সর্ব্বমাধুর্য্যস্যানুভবো যস্মিন্ যদন্তর্ভূত ইত্যর্থঃ। অতত্ত্বদ্বিনাভূতানামান্ধ্যানির্বিশেষতৈবেতি ভাবঃ। তচ্চ শ্রুত্বা মম চিত্তং ত্বয্যাবিশতি, সদৈব সাক্ষাদনুভবিতুং বাঞ্ছতীতি সবিশেষার্থঃ। রূপস্য পশ্চাদুক্তিস্তদহো চক্ষুর্মাত্রগম্যমপি সাক্ষাদিবানুভবামীতি ক্রমেণ নিজভাবোৎকর্ষজ্ঞাপনায় তথারূপস্য চক্ষুষাপ্যনুভবঃ স্যাদিত্যাধিক্যজ্ঞাপনায় চ। অতএব গুণানাং তাপহরত্বমেবোক্তং, রূপস্য তু অখিলার্থলাভত্বমিতি। শ্রুত্বা গুণানিত্যেতাবদুক্ত্বা বাক্যসমাপ্ত্যৈব ভুবনসুন্দরেতি সম্বোধনমত্যন্তবৈবশ্যেন। এবমচ্যুতেতি চ। অত্র পত্যুর্নামগ্রহণমেতাদৃশনাম্নো মহিমাধিক্যান্ন দোষায়েতি ॥১৪॥

হে ভুবন-সুন্দর! হে অচ্যুত! কর্ণবিবর দ্বারা শ্রোতৃবর্গের অন্তরে প্রবেশ করিয়া যাহা নিখিল-তাপ হরণ করে, তোমার সেই গুণপরম্পরা, এবং চক্ষুষ্মানের চক্ষু যাহাতে সমস্ত মাধুর্য্য আস্বাদন করে, তোমার তাদৃশ রূপরাশি শ্রবণ করিয়া, আমার মন লজ্জা পরিত্যাগ করতঃ তোমাতে আবিষ্ট হইতেছে ॥১৪॥

রূপ ও গুণ শ্রবণ করিয়া রুক্মিণীর মন শ্রীকৃষ্ণে আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন ॥১৪॥

১। রূপ…মন—রূপে লক্ষ্মীর মন এবং বংশীগীতে ব্যোমযান-বণিতাদিগের মন হরণ করেন।…

কস্যানুভাবোহস্য ন দেব বিদ্মহে,
তবাংঘ্রিরেণুস্পর্শাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো,
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা ॥১৫॥

১। যোগ্যভাবে জগতের যত যুবতীরগণ।

তথাহি শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে উনত্রিংশাধ্যায়ে সপ্তত্রিংশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি গোপীবাক্যং—

কাস্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীত-
সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেত্রিলোক্যাং।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং,
যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্ ॥১৬॥

২। গুরুতুল্য স্ত্রীগণের বাৎসল্যে আকর্ষণ;
৩। দাস্য-সখ্যাদি-ভাবে পুরুষাদিগণ।
পক্ষী-মৃগ-বৃক্ষ-লতা-চেতনাচেতন;
৪। প্রেমে মত্ত করি আকর্ষয়ে কৃষ্ণগুণ।

তথাহি পূর্ব্বশ্লোকস্য চতুর্থঃ পাদঃ—

যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্ ॥১৭॥

৫। 'হরি' শব্দে নানার্থ, দুই মুখ্যতম;
সর্ব্ব অমঙ্গল হরে, প্রেম দিয়া হরে মন।
৬। যৈছে তৈছে যোহি কোহি করয়ে স্মরণ;
৭। চারিবিধ পাপ তার করে সংহরণ।

নন্বেবং পতিব্রতাভিরুপহসনীয়া ভবিষ্যথ, তত্র সরোষদৈন্যমাহুঃ—কা স্ত্রীতি। ত্রিলোক্যাং বর্ত্তমানা কা স্ত্রী আর্য্যচরিতাৎ স্বধর্ম্মাৎ ন চলেদপি তু সর্ব্বৈব চলেদিত্যর্থঃ। তচ্চ দেব্যো বিমানগতয় ইত্যাদিনা সূচিতং। কলানি পদানি যস্মিন্ তৎ আয়তং দীর্ঘমূর্চ্ছিতং স্বরালাপভেদস্তেন। অমৃতেতি পাঠান্তরে কলপদং যদমৃতময়ং বেণুগীতং তেন সম্মোহিতা সতী। কলেতি পদেতি প্রতিপদমপি তাদৃশং বোধয়ন্তি। আয়তেতি তত্র শ্রীকৃষ্ণস্য নির্ব্বন্ধং বোধয়ন্তি স্বেধাঞ্চ ধৈর্য্যেণাপি তৎকালক্ষেপং বারয়ন্তি। পাঠান্তরে তস্যালৌকিকস্বাদুত্বং ব্যঞ্জয়তি। তত্রাদর্শন এবং বার্ত্তা দর্শনেপি তথৈবেত্যেবং সর্ব্বতো মার এবেতি সন্তমমিবাহুস্ত্রৈলোক্যেতি। ত্রৈলোক্যস্য ঊর্দ্ধাধোমধ্যবর্ত্তমান-যাবল্লোকস্য সৌভগং সৌভাগ্যং জনপ্রিয়ত্বং সৌন্দর্য্যং বা যস্মিন্ যদন্তর্ভূতমিত্যর্থঃ। তদিদং প্রত্যক্ষবর্ত্তমানমিত্যন্যথাত্বং নিরস্তং। যদ্বা—ইদমেতাদৃশ-ধর্ম্মমসাধারণমিত্যর্থঃ। নিরীক্ষ্যেতি যস্য শ্রবণাদিনাপি মোহঃ স্যাদিতি, কৈমুত্যং বোধয়ন্তি—কা স্ত্রীতি। যত্র পুরুষা অপি স্বয়ং ভগবানপি মুহ্যেয়ুরিতি ভাবঃ। শক্রসর্ব্বপরমেষ্ঠিপুরোগা ইতি বক্ষ্যমাণাৎ বিস্মাপনং স্বস্য চেতি তৃতীয়োক্তেশ্চ। অহো, অস্তু তাবত্তাদৃশ-সারাসারবিদাং তেষাং বার্ত্তা যদ্ যাভ্যাং বেণুগীতরূপাভ্যাং গবাদয়োপীতি। অনেন শ্লোকেপ্যভিরিতাস্যোত্তরং ॥১৬॥

হে শ্রীকৃষ্ণ! তোমার সেই মধুর অস্ফুট এবং অমৃতময় বেণুগীত কর্ত্তৃক বিমোহিত হইয়া এবং ত্রৈলোক্যের নিখিল সৌন্দর্য্য যাহাতে অন্তর্ভূত রহিয়াছে, তাদৃশ রূপ নিরীক্ষণ করিয়া ত্রিলোকীতে এতাদৃশী স্ত্রী কে আছে যে, স্বধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হয়? (যে বেণুগীত শ্রবণ এবং যে রূপ দর্শন করিয়া গো, দ্রুম, পক্ষী এবং মৃগগণ পুলকিত হয়) ॥১৬॥

ইহার ব্যাখ্যা (২৮৬) পৃষ্ঠা-(৩৪) শ্লোকে দেখুন। লক্ষ্মীর মন কৃষ্ণরূপে আকর্ষণ করিয়াছে, ইহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন ॥১৫॥
নারীগণের মন শ্রীকৃষ্ণের বেণুগীত এবং রূপ কর্ত্তৃক স্বস্বভাবানুরূপ আকৃষ্ট হয়, তাহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন ॥১৬॥
ইহার ব্যাখ্যা অব্যবহিত পূর্ব্ব শ্লোকে দেখুন। চেতন অচেতন সকলকেই প্রেমে মত্ত করিয়া কৃষ্ণগুণ আকর্ষণ করেন, ইহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন ॥১৭॥

১। যোগ্যভাবে…যুবতীগণ—জগদ্গত স্ত্রীর মন স্বীয়-স্বীয় ভাবানুরূপ শ্রীকৃষ্ণরূপাদি কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হয়।
২। গুরুতুল্য—মাতৃ-তুল্য। ৩। সখ্যাদি—আদি পদে বাৎসল্য।
৪। আকর্ষয়ে কৃষ্ণগুণ—কৃষ্ণগুণ পূর্ব্বোক্ত সকলকে প্রেমে মত্ত করিয়া আকর্ষণ করে। ৫। দুই—দুই অর্থ। মুখ্যতম—সর্ব্বপ্রধান।
৬। যৈছে তৈছে—যেমন তেমন রূপে। যোহি কোহি—যে কেউ। ৭। চারিবিধ পাপ, যথা—

অপ্রারব্ধফলং পাপং কূটং বীজং ফলোন্মুখং।
ক্রমেণৈব প্রলীয়ন্তে বিষ্ণুভক্তিরতাত্মনাং ॥

যে পাপ কূটাদিরূপ কার্য্যাবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই, সেই পাপকে অপ্রারব্ধফল (১) ফলোন্মুখকে প্রারব্ধ (২) বাসনাময়কে বীজ (৩) এবং প্রারব্ধ ভাবে উন্মুখ পাপকে কূট বলে (৪)। যাহাদিগের চিত্ত বিষ্ণুভক্তিতে নিরত, তাহাদিগের এই চতুর্ব্বিধ পাপ ক্রমে ক্রমে বিলীন হইয়া যায়।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে চতুর্দশাধ্যায়ে উনবিংশশ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—

যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ ॥১৮॥

১। তবে করে ভক্তিবাধক কর্ম্ম অবিদ্যানাশ ;
শ্রবণাদ্যের ফল প্রেমা করয়ে প্রকাশ।
২। নিজ গুণে তবে হরে দেহেন্দ্রিয় মন ;
ঐছে কৃপালু কৃষ্ণ, ঐছে তাঁর গুণ।
৩। চারি পুরুষার্থ ছাড়ায়, হরে সবার মন ;
'হরি' শব্দের এই মুখ্য করিল লক্ষণ।
'অপি' 'চ' দুই শব্দ অব্যয় হয় ;
৪। যেই অর্থ লাগাইয়ে সেই অর্থ হয়।
তথাপি 'চ'কারের কহে মুখ্য অর্থ সাত ;

তথাহি বিশ্বপ্রকাশে—

চান্বাচয়ে সমাহারেঽন্যোন্যার্থে চ সমুচ্চয়ে।
যত্নান্তরে তথা পাদপূরণে ব্যবধারণে ॥১৯॥

৫। 'অপি' শব্দের মুখ্য অর্থ সাত বিখ্যাত।

তথাপি বিশ্বপ্রকাশে—

অপি সম্ভাবনাপ্রশ্নশঙ্কাগর্হাসমুচ্চয়ে।
তথা যুক্তপদার্থেষু কামাচারক্রিয়াসু চ ॥২০॥

অতঃ সর্ব্বানেব ভক্তিভেদান্ প্রশংসতি—যথেতি। পাকাদ্যর্থং প্রজ্বালিতোঽগ্নির্যথা কাষ্ঠানি ভস্মসাৎ করোতি তথা মদ্বিষয়া ভক্তির্যথাকথঞ্চিৎ শ্রবণাদিলক্ষণা কৃৎস্নশঃ সাকল্যেন এনাংসি পাপানি ভস্মসাৎ করোতীতি। পাকাদ্যর্থপ্রজ্বালিতোবহ্নির্যথা আনুষঙ্গেন কাষ্ঠং দহতি তথা শ্রবণাদিভক্তিরপি পাপানীতি তাৎপর্য্যং, ভক্তিমহিমাশ্চর্য্যেন সম্বোধয়তি—অতো উদ্ধব বিস্ময়ং শৃণ্বিতি ॥১৮॥

চেতি। অন্বাচয় একতরস্য প্রাধান্যং, সমাহার একীকরণং অন্যোন্যার্থ ইতরেতরযোগঃ। সমুচ্চয়ঃপূর্ব্ববাক্যস্য পরবাক্যেঽনুবর্ত্তনং। যত্নান্তরং যত্নবিশেষঃ। পাদপূরণং পাদস্য ন্যূনতাপরিহারঃ। ব্যবধারণমবধারণং নিশ্চয় ইতি যাবৎ। এতেষু সপ্তস্বর্থেষু 'চ' শব্দঃ প্রযুজ্যতে ॥১৯॥

অপীতি। সম্ভাবনা চ প্রশ্নশ্চ শঙ্কা চ গর্হা নিন্দা চ সমুচ্চয়শ্চ তেষাং সমাহারঃ সম্ভাবনাপ্রশ্নশঙ্কাগর্হাসমুচ্চয়ং তস্মিন্। তথা যুক্তপদার্থেষু উহ্যার্থেষু কামাচারক্রিয়াসু চ 'অপি'শব্দঃ প্রযুজ্যতে ॥২০॥

পাকাদির জন্য প্রজ্বলিত অনল যেমন কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করে, হে উদ্ধব! সেইরূপ মদ্বিষয়িনী ভক্তি সমস্ত পাপরাশিকে নিঃশেষে দগ্ধ করে ॥১৮॥

একতরের প্রাধান্যে, সমাহারে, পরস্পরার্থ প্রাধান্যে, সমুচ্চয়ে, যত্নান্তরে, পাদপূরণে এবং অবধারণার্থে 'চ' শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে ॥১৯॥

সম্ভাবনা, প্রশ্ন, শঙ্কা, নিন্দা, সমুচ্চয়, যুক্ত পদার্থ, এবং কামাচার ক্রিয়া—এই সকল অর্থে 'অপি' শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে ॥২০॥

পাকাদির নিমিত্ত জ্বালিত অগ্নি যেমন আনুসঙ্গিক কাষ্ঠ দগ্ধ করে, কাষ্ঠ দাহ করা যেমন অগ্নিজ্বালনের মুখ্য ফল না হইয়া পাকই মুখ্য ফল, তদ্রূপ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তির মুখ্য ফল ভগবৎপ্রেম লাভ, আনুসঙ্গিক পাপবিনাশও হয়, অতএব সাধনভক্তি চতুর্ব্বিধ পাপ আনুসঙ্গিক বিনাশ করেন, ইহাই এই শ্লোক দ্বারা সপ্রমাণ করিলেন ॥১৮॥

১। তবে—অর্থাৎ পাপ নাশ হইলে। কর্ম্ম—পাপের বীজ অর্থাৎ বাসনা। অবিদ্যা—সংসারের মূল। ভক্তিসাধক কর্ম্মাদির নাশ করিয়া শ্রবণাদি সাধনভক্তির ফল প্রেমার আবিষ্কার করেন।

২। তবে—প্রেমার আবির্ভাবের পর। ঐছে এতাদৃশ। তাঁর শ্রীকৃষ্ণের।

৩। চারি পুরুষার্থ—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ। ছাড়ায়—অর্থাৎ চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থের বাঞ্ছা ত্যাগ করান।

৪। সেই অর্থ কয়—যেহেতু অব্যয় শব্দ নানার্থ। মুখ্য—প্রধান।

৫। বিখ্যাত—অর্থাৎ 'অপি' শব্দ অব্যয় বলিয়া নানা অর্থ হইলেও সাত অর্থে প্রসিদ্ধ।

১। এই একাদশ পদের অর্থ নির্ণয় ;—
২। এবে শ্লোকার্থ করি যাঁহা যে লাগয় ।
৩। 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ—তত্ত্ব সর্ব্ববৃহত্তম ;
স্বরূপঐশ্বর্য্য করি নাহি যাঁর সম ।

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে প্রথমাংশে দ্বাদশাধ্যায়ে সপ্তপঞ্চাশত্তম শ্লোকঃ—

বৃহত্ত্বাদ্বৃংহণত্বাচ্চ যদ্রূপং ব্রহ্মসংজ্ঞিতং ॥২১॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে ত্রয়শ্চত্বারিংশশ্লোকব্যাখ্যায়াং শ্রীধরস্বামিধৃতবচনং—

আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মা হি পরমো হরিঃ ॥২২॥

সেই ব্রহ্ম-শব্দে কহে স্বয়ংভগবান্ ;
৪। অদ্বিতীয়-জ্ঞান যাহা বিনা নাহি আন্ ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে একাদশ শ্লোকে শৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং ।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥২৩॥

সেই অদ্বয়তত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্ ;
যাঁহা বিনা কালত্রয়ে বস্তু নাহি আন্ ।

তথাহি তত্রৈব দ্বিতীয়স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে দ্বাত্রিংশশ্লোকে ব্রহ্মাণং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং—

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরং ।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহং ॥২৪॥

৬। আত্মাশব্দে কহে কৃষ্ণ বৃহত্ত্বস্বরূপ ;
সর্ব্বব্যাপক সর্ব্বসাক্ষী পরমস্বরূপ ।

তথাহি একাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে ত্রয়শ্চত্বারিংশশ্লোকব্যাখ্যায়াং শ্রীধরস্বামিধৃতবচনং—

আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মা হি পরমো হরিঃ ॥২৫॥

বৃহত্ত্বাদিতি । বৃহত্বাৎ সর্ব্বগতত্বাৎ বৃংহণত্বাৎ কারণতয়া সংবর্দ্ধকত্বাচ্চ যদ্রূপং তদ্ ব্রহ্ম সংজ্ঞিতমিতি ॥২১॥
আততত্বাদিতি । আততত্বাৎ ব্যাপকত্বাৎ মাতৃত্বাৎ সর্ব্বপ্রমাণকর্তৃত্বাচ্চ পরম আত্মা হরিঃ । হি প্রসিদ্ধৌ ॥২২॥

যিনি সর্ব্বগত এবং কারণরূপে সকলের সম্বর্দ্ধক, তাঁহার নাম ব্রহ্ম ॥২১॥
সর্ব্বব্যাপক এবং সকলের প্রমাপক হরিই, পরমাত্ম-শব্দবাচ্য ॥২২॥

বৃহত্তম বলায় স্বরূপতঃ তাঁহার সদৃশ এবং সকলের সংবর্দ্ধক বলায় ঐশ্বর্য্যে তাঁহার তুল্য আর কেহই নাই,—ইহাই এই শ্লোক দ্বারা সমর্থন করিলেন ॥২১॥

সর্ব্বব্যাপক এবং সর্ব্বপ্রমাপক যে হরি তিনিই পরমাত্মা ও ব্রহ্মশব্দবাচ্য—ইহাই তাৎপর্য্য ॥২২॥

ইহার ব্যাখ্যা আদিলীলা (২১) পৃষ্ঠা (৪) শ্লোকে দেখুন। ব্রহ্মশব্দের বাচ্য যে স্বয়ংভগবান্, ইহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন ॥২৩॥

ইহার ব্যাখ্যা আদিলীলা (১০) পৃষ্ঠা (২৩) শ্লোকে দেখুন। কালত্রয়ে এক ভগবান্ ভিন্ন আর বস্তু নাই, ইহাই এই শ্লোক দ্বারা সপ্রমাণ করিলেন ॥২৪॥

ইহার ব্যাখ্যা (২২) শ্লোকে দেখুন। আত্+মা এই দুই পদে=আত্মা এই শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অত্ ধাতুর অর্থ সর্ব্বগতত্ব, অতএব অৎ শব্দে সর্ব্বব্যাপক 'মা' ধাতুর অর্থ প্রমিতি, অতএব 'মা' শব্দে সর্ব্বসাক্ষী। এইহেতু আত্মা এই শব্দের অর্থ সর্ব্বব্যাপক ও সর্ব্বসাক্ষী। ইহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন ॥২৫ ॥

---

১ একাদশ পদ—শ্লোকস্থ আত্মারাম প্রভৃতি একাদশ পদ, অর্থাৎ আত্মারাম (১) মুনি (২) নির্গ্রন্থ (৩) উরুক্রম (৪) কুর্ব্বন্তি (৫) অহৈতুকী (৬) ভক্তি (৭) ইত্থম্ভূতগুণ (৮) হরি (৯) চ (১০) অপি (১১)। অর্থ নির্ণয়—অর্থাৎ অর্থ নির্ণীত হইল।

২ লাগয়—সংলগ্ন অর্থাৎ সঙ্গত হয়।

৩ সর্ব্ববৃহত্তম—সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম। তত্ত্ব—বস্তু ও স্বরূপ এবং ঐশ্বর্য্যে যাঁহার তুল্য আর কেহই নাই, সেই বস্তুকে ব্রহ্ম (বৃহত্তম) বলে।

৪ অদ্বিতীয়—সজাতীয় এবং বিজাতীয় তত্ত্বান্তরশূন্য। জ্ঞান—চিদেকরসরূপ।

কালত্রয়—সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়।

৬ বৃহত্ত্ব—বৃহত্তমত্ব। আত্মশব্দে সর্ব্বব্যাপক এবং সর্ব্বসাক্ষী একরূপ বস্তু বুঝায়।

১। সেই কৃষ্ণ-প্রাপ্তি-হেতু ত্রিবিধ সাধন ;
২। জ্ঞান-যোগ-ভক্তি তিনের পৃথক্ লক্ষণ।
৩। তিন সাধনে ভগবান্ তিন স্বরূপে ভাসে ;
ব্রহ্ম-পরমাত্মা-ভগবত্ত্ব—প্রকাশে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে একাদশশ্লোকে শৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥২৬

৪। ব্রহ্ম-আত্মা শব্দে যদি কৃষ্ণকে কহয় ;
রূঢ়ি-বৃত্ত্যে নির্ব্বিশেষ-অন্তর্যামী কয়।
জ্ঞানমার্গে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম প্রকাশে ;
৫। যোগমার্গে অন্তর্যামী স্বরূপেতে ভাসে।
৬। রাগভক্তি-বিধিভক্তি হয় দুই রূপ ;
৭। স্বয়ংভগবত্ত্ব প্রকাশে দুইত স্বরূপ।
৮। রাগভক্ত ব্রজে স্বয়ংভগবান্ পায় ;

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে নবমাধ্যায়ে সপ্তদশশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং—

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥২৭॥

৯। বিধিভক্ত্যে পার্ষদদেহে বৈকুণ্ঠে যায়।

তথাহি তত্রৈব তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়ে পঞ্চবিংশশ্লোকে দেবান্ প্রতি ব্রহ্মবাক্যং—

যচ্চ ব্রজন্ত্যনিমিষামৃষভানুবৃত্ত্যা,
দূরেযমা হ্যুপরি নঃ স্পৃহণীয়শীলাঃ।
ভর্ত্তুর্মিথঃ সুযশসঃ কথনানুরাগ-
বৈক্লব্যবাষ্পকলয়া পুলকীকৃতাঙ্গাঃ ॥২৮॥

কীদৃশন্তদ্বৈকুণ্ঠমিত্যাহ—যচ্চেতি। যচ্চ ন উপরিস্থিতং ব্রজন্তি কে অনিমিষাং কালানধীনানাং, ঋষভঃ শ্রেষ্ঠোহরিস্তস্যানুবৃত্ত্যা দূরে যমো যেষাং, যদ্বা দূরেকৃতযমনিয়মাঃ। দূরেঽহমিতি পাঠে দূরীকৃতাহঙ্কারা ইত্যর্থঃ। স্পৃহণীয়ং কারুণ্যাদি শীলং যেষাং তে। কিঞ্চ ভর্ত্তুর্হরের্যৎ সুযশস্তস্য মিথঃ কথনে যোঽনুরাগস্তেন বৈক্লব্যং বৈবশ্যং তেন বাষ্পকলা তয়া

যাঁহারা কদাচ কালপ্রভাবে আবৃত হন্ না—তাঁহাদিগের পূজনীয় শ্রীহরির সেবা করিয়া, যাঁহারা যম নিয়মাদিকে দূরে উৎসারিত করিয়াছেন, যাঁহাদিগের কারুণ্যাদি স্বভাব আমাদিগের বাঞ্ছনীয়, এবং যাঁহারা পরস্পর নিজপ্রভু ভগবানের উপাদেয় যশোরাশি কীর্ত্তনে অনুরাগভরে বিবশ হইয়া অশ্রুর সহিত পুলক ধারণ করেন, তাঁহারাই

ইহার ব্যাখ্যা আদিলীলা (২১) পৃষ্ঠা (৪) শ্লোকে দেখুন। জ্ঞানযোগে ব্রহ্মরূপে, অষ্টাঙ্গযোগে পরমাত্মারূপে এবং ভক্তিযোগে ভগবানরূপে কৃষ্ণের প্রকাশ হয়, ইহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন ॥২৬॥

ইহার ব্যাখ্যা (২৯৬) পৃষ্ঠা (৪৮) শ্লোকে দেখুন। রাগভক্তিতেই ব্রজে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়, ইহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রমাণ করিলেন ॥২৭॥

১। সেই—যিনি সর্ব্বব্যাপক এবং সর্ব্বসাক্ষী সেই কৃষ্ণ।

২। জ্ঞান—জ্ঞানযোগ অর্থাৎ তত্ত্ববিচার। যোগ—যম-নিয়মাদি অষ্টাঙ্গযোগ। ভক্তি—ভক্তিযোগ অর্থাৎ সাধনভক্তি। তিনের—জ্ঞান যোগ এবং ভক্তির। পৃথক—পৃথক্ পৃথক।

৩। তিন সাধনে ··· ভাসে—জ্ঞানযোগে ব্রহ্মরূপে, অষ্টাঙ্গযোগে পরমাত্মরূপে, এবং ভক্তিযোগে ভগবান্‌রূপে ভগবানের প্রকাশ হয়।

৪। ব্রহ্ম··· অন্তর্যামী কয—যদ্যপি ব্রহ্ম এবং পরমাত্ম শব্দ কৃষ্ণকেই বুঝায়, তথাপি রূঢ়িবৃত্তি দ্বারা 'ব্রহ্ম' শব্দ নির্ব্বিশেষ বস্তু এবং 'পরমাত্ম' শব্দ অন্তর্যামীকেই প্রতিপাদন করে।

৫। ভাসে—প্রকাশ পায়।

৬। হয় দুইরূপ—অর্থাৎ ভক্তি দুইপ্রকার হয়, রাগভক্তি ও বিধিভক্তি।

৭। স্বয়ংভগবত্ত্ব ··· স্বরূপ—রাগভক্তি ও বিধিভক্তিতে স্বয়ংভগবত্তার দুই স্বরূপে প্রকাশ হয়।

৮। রাগভক্ত—যাহার মাধুর্য্যনিষ্ঠ ভজন, তাহাকে রাগভক্ত বলে ; তাহারাই ব্রজবিহারী স্বয়ংভগবানকে প্রাপ্ত হয়।

৯। বিধিভক্ত্যে—বিধিভক্তিদ্বারা। কেবল ঐশ্বর্য্যনিষ্ঠ ভজনকে বিধিভক্তি বলে। সুতরাং তদ্দ্বারা ঐশ্বর্য্যপ্রধান বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হয়।

১। সেই উপাসক হয় ত্রিবিধ প্রকার ;
২। অকাম-সর্ব্বকাম-মোক্ষকাম আর।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে দশমশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরং ॥২৯॥

৩। বুদ্ধিমানের অর্থ যদি বিচারজ্ঞ হয় ;
৪। নিজ কাম লাগি তবে কৃষ্ণেরে ভজয়।

৫। ভক্তি বিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল ;
৬। সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল।
৭। অজাগলস্তন-ন্যায় অন্য সাধন ;
অতএব হরি ভজে বুদ্ধিমান্ জন।

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং সপ্তমাধ্যায়ে ষোড়শ শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং—

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন !
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥৩০॥

সহ পুলকীকৃতমঙ্গং যেষাং তে। যদ্বা—ন উপরীতি ব্রজতাং বিশেষণং নিরহঙ্কারত্বাদস্মত্তোপি যেঽধিকাস্তে যদ্ ব্রজন্তীত্যর্থঃ ॥২৮॥

তর্হি ত্বাং কে প্রপদ্যন্তে, তত্রাহ—চতুর্ব্বিধা ইতি। সুকৃতিনঃ সুপণ্ডিতাঃ স্ববর্ণাশ্রমোচিতকর্ম্মণা মদেকান্তিভাবেন চ সম্পন্না জনা মাং ভজন্তে। তে চ চতুর্বিধাঃ। তত্রার্ত্তঃ শক্রক্লেশাত্মাপদ্‌গ্রস্তস্তন্নিনাশেচ্ছুর্গজেন্দ্রাদিঃ। জিজ্ঞাসুঃ বিবিক্তাত্মস্বরূপজ্ঞানেচ্ছুঃ শৌনকাদিঃ। অর্থার্থী রাজ্যাদিসম্পাদিচ্ছুর্ধ্রুবাদিঃ। জ্ঞানী শেষত্বেন স্বাত্মানং শেষিত্বেন পরমাত্মানঞ্চ মাং জ্ঞাতবান্ শুকশনকাদিঃ। এষ্বার্ত্তার্থিনৌ সকামৌ জিজ্ঞাসুজ্ঞানিনৌ মোক্ষকামৌ। আর্ত্তার্থিনোঃ পরত্র জিজ্ঞাসুতাসম্পত্তয়ে তয়োরন্তরালে জিজ্ঞাসোরুপন্যাসঃ ॥৩০॥

আমাদিগের উপরিস্থিত বৈকুণ্ঠধামে গমন করিতে সক্ষম ॥২৮॥

হে ভরতবংশাবতংস অর্জ্জুন ! আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানী—এই চতুর্বিধ সুকৃতীজন আমাকে ভজনা করিয়া থাকে ॥৩০॥

এই শ্লোকে 'ভর্ত্তুঃ' এই শব্দ থাকায় শ্লোকোক্ত সাধক যে ঐশ্বর্য্যনিষ্ঠ, ইহাই প্রতিপন্ন হইল। অতএব ঐশ্বর্য্যনিষ্ঠ ভক্ত বৈকুণ্ঠে গমন করেন,—ইহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রতিপাদন করিলেন ॥২৮॥

ইহার ব্যাখ্যা মধ্যলীলা (২২) পরিচ্ছেদে (৫২৭) পৃষ্ঠায় (১৩) শ্লোকে দেখুন। কি ভক্ত আর কি সর্ব্ববিধফলকাম আর কি মোক্ষকাম—ইহারা সকলেই হরিভজন করেন, ইহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রতিপাদন করিলেন ॥২৯॥

১। ত্রিবিধ প্রকার—তিন প্রকার। অর্থাৎ অকাম, সর্ব্বকাম এবং মোক্ষকাম—এই তিন প্রকার। ২। অকাম—একান্ত ভক্ত। সকাম—দ্বিতীয়স্কন্ধে কামনাভেদে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উপাসনা বলিয়াছেন, সেই সকল কামিত ফলকামী এবং তদ্ভিন্ন ফলান্তর কামনাশীল। মোক্ষকাম—মুক্তিকামী। ৩। বুদ্ধিমানের ··হয়—সদসদ্বিচারবতী অন্তঃকরণবৃত্তিকে বুদ্ধি বলে। তাদৃশ বুদ্ধি যাহার আছে তাহাকে বুদ্ধিমান্ বলে। অকাম ইত্যাদি শ্লোকস্থ উদারধী এই শব্দের অর্থ প্রশস্ত বুদ্ধিমান্, সুতরাং বুদ্ধিমান্ এই শব্দের অর্থ বিচারজ্ঞ। ৪। লাগি—নিমিত্ত।

৫। ভক্তি বিনা—ভক্তির সাহায্য ব্যতীত। সাধন—কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ প্রভৃতি ; "নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং, ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনং। কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে, ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণং" ইত্যাদি শ্লোকই তাহার প্রমাণ। উহার অর্থ এই যে হরিভক্তিবর্জ্জিত ব্রহ্মজ্ঞান অপরোক্ষ-অনুভবে সমর্থ হয় না ; নিষ্কাম কর্ম্মযোগ ভগবানে অর্পিত না হইলে চিত্তশুদ্ধি করিতে পারে না, এবং সকাম কর্ম্মযোগ ভক্তি সাহায্য ব্যতীত কামিত ফলদানেও অসমর্থ। তবেই বুঝা যাইতেছে যে, জ্ঞান-কর্ম্মাদি ভক্তির সহিত মিলিত হইলে তবেই স্বীয় স্বীয় সাধ্য ফলদানে সমর্থ, অন্যথা পারে না ; কিন্তু ভক্তি জ্ঞান-কর্ম্মাদির অপেক্ষা না করিয়াই স্বয়ংই জ্ঞান-কর্ম্মাদির সাধ্যফল সাধনে সমর্থ। ৬। স্বতন্ত্র—স্বাধীন।

৭। অজাগলস্তনন্যায়—অজা—ছাগী ; তাহার গলদেশে স্তনাকার দুইটী মাংসবলী থাকে, কিন্তু তাহা হইতে যেমন দুগ্ধ নিঃসরণ হয় না সেইরূপ সর্ব্বশাস্ত্রে সাধন মধ্যে নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম-জ্ঞানাদি স্বতন্ত্ররূপে কামিত ফলদানে সমর্থ নয়। অন্য সাধন—ভক্তি-ভিন্ন অন্য সাধন, অর্থাৎ কর্ম্ম জ্ঞানাদি।

১। আর্ত্ত-অর্থার্থী দুই সকাম ভিতরে গণি ;
জিজ্ঞাসু-জ্ঞানী দুই মোক্ষকামী মানি।
এই চারি সুকৃতি হয় মহাভাগ্যবান্ ;
২। তত্তৎ কামাদি ছাড়ি মাগে শুদ্ধভক্তি দান।
সাধুসঙ্গ, কিবা কৃষ্ণের কৃপায় ;
৩। কামাদি দুঃসঙ্গ ছাড়ি শুদ্ধভক্তি পায়।

তথাহি **শ্রীমদ্ভাগবতে** প্রথমস্কন্ধে দশমাধ্যায়ে একাদশশ্লোকে শৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং—

সৎসঙ্গান্মুক্তদুঃসঙ্গো হাতুং নোৎসহতে বুধঃ।
কীর্ত্ত্যমানং যশো যস্য সকৃদাকর্ণ্য রোচনং ॥৩১॥

৪। 'দুঃসঙ্গ' কহি কৈতব আত্মবঞ্চনা ;
কৃষ্ণ ও কৃষ্ণে ভক্তি বিনা অন্য কামনা।

তথাহি **তত্রৈব** প্রথমধ্যায়ে দ্বিতীয়শ্লোকে ব্যাস বাক্যং—

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো
নির্ম্মৎসরাণাং সতাং,
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং
তাপত্রয়োন্মূলনং।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনি-কৃতে
কিম্বা পরৈরীশ্বরঃ,
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ
শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ ॥৩২॥

৫। 'প্র' শব্দে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতবপ্রধান ;
এই শ্লোকে শ্রীধরস্বামী করিয়াছে ব্যাখ্যান।
৬। সকামভক্ত অজ্ঞ জানি, দয়ালু ভগবান্ ;
স্বচরণ দিয়া করে ইচ্ছার পিধান।

তথাহি **শ্রীমদ্ভাগবতে** পঞ্চমস্কন্ধে এক-বিংশাধ্যায়ে অষ্টবিংশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য দেবস্তুতিঃ—

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং,
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবং ॥৩৩॥

তেষাং শ্রীকৃষ্ণবিরহাসহনং কৈমুতিকন্যায়েনাহ—**সৎসঙ্গেতি**। সতাং সঙ্গাদ্ধেতোর্মুক্তঃ পুত্রাদিবিষয়াত্মকঃসঙ্গো যেন সঃ। সদ্ভিঃ কীর্ত্ত্যমানং রুচিকরং যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য যশঃ সকৃদপি আকর্ণ্য সৎসঙ্গং ত্যক্তুং নোৎসহতে, ন ত্যক্তুং শক্নোতি ॥৩১॥

সৎসঙ্গপ্রভাবে যিনি পুত্রাদিরূপ দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই বুদ্ধিমান্‌জন, সাধুকর্ত্তৃক কীর্ত্ত্যমান রুচিকর ভগবদ্যশঃ একবার শ্রবণ করিয়া, আর সৎসঙ্গ ত্যাগ করিতে সক্ষম হন্ না ॥৩১॥

সাধুসঙ্গপ্রভাবে কামাদিরূপ দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিয়া, শুদ্ধভক্তি প্রাপ্ত হয়,—ইহাই এই শ্লোক দ্বারা সমর্থন করিলেন ॥৩১॥

ইহার ব্যাখ্যা আদিলীলা (১৭।১৮) পৃষ্ঠা (৩৭) শ্লোকে দেখুন। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুর্বর্গ বাঞ্ছানাকৈতব, সুতরাং কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণভক্তি কামনা যে কৈতব নয়,—ইহাই এই শ্লোক দ্বারা সমর্থন করিলেন ॥৩২॥

ইহার ব্যাখ্যা (২২) পরিচ্ছেদ (৫২৮) পৃষ্ঠা [১৪] শ্লোকে দেখুন। সকাম ভক্তের কামনার তিরোধান করিয়া ভগবান্ স্বপদারবিন্দ দান করেন, —ইহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন ॥৩৩॥

১। আর্ত্ত—শত্রুক্লেশাদিরূপ আপদ্‌গ্রস্ত হইয়া তাহার বিনাশে ইচ্ছুক। অর্থার্থী—রাজ্যাদি সম্পত্তিতে অভিলাষী। সকাম—ঐহিক এবং পারলৌকিক দুঃখনিবৃত্তি পূর্ব্বক বিষয়সুখভোগাভিলাষী। জিজ্ঞাসু—দেহব্যতিরিক্ত আত্মস্বরূপজ্ঞানেচ্ছু। জ্ঞানী—আত্মতত্ত্বজ্ঞ। মোক্ষ—আত্যন্তিকদুঃখনিবৃত্তি।

২। তত্তৎকামাদি—আর্ত্তিনাশেচ্ছা প্রভৃতি। মাগে—দীনের ন্যায় যাচ্ঞা করে। ৩। কামাদি দুঃসঙ্গ—বিষয়কামনাদিরূপ দুঃসঙ্গ।

৪। দুঃসঙ্গ…আত্মবঞ্চনা—আপনাকে প্রতারণা করা, সেই আত্মবঞ্চনারূপ কৈতবকে দুঃসঙ্গ কহিয়া বলি। কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণেতে ভক্তি কামনা ব্যতীত অন্য কামনা কৈতব-শব্দবাচ্য। ৫। প্র-শব্দে…প্রধান—ইহার বিশেষবিবরণ (১৮) পৃষ্ঠায় দেখুন।

৬। অজ্ঞ—নির্বোধ, যেহেতু কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণভক্তি পরিত্যাগ করতঃ নির্লজ্জ হইয়া কৃষ্ণের নিকট বিষয়সুখ প্রার্থনা করে। জানি—জানিয়া। ইচ্ছার—বিষয় কামনার। পিধান—আচ্ছাদন অর্থাৎ মোক্ষকামনা পর্য্যন্ত বিনাশ করেন।

১। সাধুসঙ্গ-কৃষ্ণকৃপা—ভক্তির স্বভাব ;
২। এ তিনে সব ছাড়ায়, করে কৃষ্ণে ভাব।
আগে যত যত অর্থ ব্যাখ্যান করিব ;
কৃষ্ণগুণাস্বাদের এই হেতু জানিব।
শ্লোকব্যাখ্যা লাগি এই কহিল আভাস ;
এবে করি শ্লোকের মূলার্থ প্রকাশ।
—জ্ঞানমার্গে উপাসক দুইত প্রকার ;
৩। কেবলব্রহ্ম-উপাসক, মোক্ষাকাঙ্ক্ষী আর।
৪। কেবলব্রহ্ম-উপাসকে তিন ভেদ হয় ;
৫। সাধক, ব্রহ্মময়, আর প্রাপ্তব্রহ্মলয়।
ভক্তি বিনা কেবলজ্ঞানে মুক্তি নাহি হয় ;
ভক্তি সাধন করে যেই প্রাপ্তব্রহ্মলয়।
৬। ভক্তির স্বভাব ব্রহ্ম হৈতে করে আকর্ষণ ;
৭। দিব্যদেহ দিয়া কৃষ্ণে করায় ভজন।
৮। ভক্তদেহ পাইলে হয় গুণের স্মরণ ;
৯। গুণাকৃষ্ট হঞা করে নির্ম্মল ভজন।

তথাহি শ্রীভগবৎসন্দর্ভে শ্রীবিষ্ণুপাদাবির্ভাব-ব্যাখ্যায়াং ধৃতা ভাষ্যকৃতাং ব্যাখ্যা—

মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা
ভগবন্তং ভজন্তে। ইতি ॥৩৪॥

জন্ম হৈতে শুক-সনকাদি ব্রহ্মময় ;
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা কৃষ্ণেরে ভজয়।
১০। সনকাদ্যে কৃষ্ণকৃপাসৌরভে হরে মন ;
১১। গুণাকৃষ্ট হঞা করে নির্ম্মল ভজন।

তথাহি শ্রীমদ্‌ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়ে ত্রয়শ্চত্বারিংশশ্লোকে দেবাদীন্ প্রতি ব্রহ্মবাক্যং—

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং,
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ ॥৩৫॥

ব্যাস-কৃপায় শুকদেবের লীলাদিশ্রবণ ;
১২। কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা করেন ভজন।

তথাহি শ্রীমদ্‌ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে একাদশশ্লোকে শৌনকাদীন্ প্রতি সূতবচনং—

মুক্তা অপীতি। কেচন ভজনবিশেষভাগাবন্তো জ্ঞানোদয়েন মুক্তা অপি, মুক্তিসুখমনুভূয়াপি, প্রাক্তনভজনবিশেষসংস্কারেণ ততোঽপ্যধিকসুখমনুভবিতুং লীলয়া বিগ্রহং শরীরং কৃত্বা নিত্যপার্ষদতয়েত্যর্থঃ, ভগবন্তং ভজন্তে সেবন্তে ॥৩৪॥

ভজনবিশেষভাগ্যশালী কতিপয় জীব, জ্ঞানোদয়ে মুক্ত হইয়া (অর্থাৎ মুক্তিসুখ অনুভব করিয়াও) তদপেক্ষা অধিকতর আনন্দ অনুভব করিবার নিমিত্ত, লীলাবশতঃ পার্ষদদেহ ধারণ করতঃ, ভগবান্‌কে সেবা করিয়া থাকেন ॥৩৪॥

মুক্তপুরুষেরা দিব্যদেহ ধারণকরতঃ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন,—ইহাই ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা দ্বারা প্রতিপন্ন করিলেন ॥৩৪॥
ব্যাখ্যা (১৭) পরিচ্ছেদ (৪২০) পৃষ্ঠা (৯) শ্লোকে দেখুন। ভগবানের শ্রীচরণস্থ তুলসী-সৌরভ সনকাদির মন আকর্ষণ করিয়াছিল,—ইহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন ॥৩৫॥

১। ভক্তি—সাধনভক্তি। ২। এ তিনে—সাধুসঙ্গ, কৃষ্ণকৃপা এবং ভক্তি। ভাব—প্রেমাঙ্কুর।
৩। কেবল-ব্রহ্ম-উপাসক—আত্মার ব্রহ্মতাসম্পত্তির নিমিত্ত ব্রহ্মের উপাসক। মোক্ষাকাঙ্ক্ষী—মুক্তিকামনা করিয়া যে ব্রহ্মের উপাসনা করে।
৪। উপাসকে—উপাসকের। ৫। সাধক—অপ্রাপ্তব্রহ্মতাদাত্ম্য। ব্রহ্মময়—প্রাপ্তব্রহ্মতাদাত্ম্য। প্রাপ্তব্রহ্মলয়—যাঁহারা ব্রহ্মে লীন হইয়াছেন। ৬। ব্রহ্মে—ব্রহ্ম হইতে। ৭। কৃষ্ণে করায় ভজন—তাহাকে কৃষ্ণভজন করায়।
৮। গুণের—কৃষ্ণের গুণের। ৯। নির্ম্মল—শুদ্ধ, অর্থাৎ অন্যাভিলাষিতাশূন্য এবং জ্ঞানকর্ম্মাদির আবরণরহিত।
১০। সৌরভে—ভগবৎপাদপদ্মস্থতুলসীগন্ধ দ্বারা। ১১। গুণাকৃষ্ট—কৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট। নির্ম্মল—শুদ্ধ।
১২। কৃষ্ণ...করেন ভজন—অর্থাৎ শুকদেব কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণের ভজন করেন।

হরেগু´ণাক্ষিপ্তমতির্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ।
অধ্যগান্মহদাখ্যানং নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ ॥৩৬॥

১। নব-যোগেশ্বর জন্ম হৈতে সাধক-জ্ঞানী;
বিধি-শিব-নারদ-মুখে কৃষ্ণগুণ শুনি।
গুণাকৃষ্ট হঞা করে কৃষ্ণের ভজন;
২। একদশস্কন্ধে তার ভক্তি-বিবরণ।

তথাহি **শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ** পশ্চিম-বিভাগে শান্তভক্তিলহর্য্যাং সপ্তমশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামি-বাক্যং—

অক্লেশাং কমলভুবঃ প্রবিশ্য গোষ্ঠীং,
কুর্ব্বন্তঃ শ্রুতিশিরসাং শ্রুতিং শ্রুতিজ্ঞাঃ।
উত্তুঙ্গং যদুপুরসঙ্গমায় রঙ্গং,
যোগেন্দ্রাঃ পুলকভৃতো নবাপ্যবাপুঃ ॥৩৭॥

মোক্ষাকাঙ্ক্ষী জ্ঞানী হয় তিনপ্রকার;
৩। মুমুক্ষু, জীবন্মুক্ত, প্রাপ্তস্বরূপ আর।
মুমুক্ষু অনেক—জগতে সংসারী জন;
মুক্তি-লাগি ভক্ত্যে করে কৃষ্ণের ভজন।

তথাহি **শ্রীমদ্ভাগবতে** প্রথমস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে ষড়্বিংশ শ্লোকে শৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং—

তমেবার্থং শ্রীশুকস্যাপ্যনুভবেন সংবাদয়তি—**হরেরি**রিতি। শ্রীব্যাসাদেব যৎকিঞ্চিৎশ্রুতেন গুণেন পূর্ব্বমাক্ষিপ্তামতি-র্ব্রহ্মানন্দানুভবো যস্য সঃ। পশ্চাদধ্যগাৎ। মহৎ বিস্তীর্ণমপি। ততশ্চ তৎসঙ্কথাসৌহার্দ্দেন নিত্যং বিষ্ণুজনাঃ প্রিয়া যস্য তথাভূতো বা তেষাং প্রিয়ো বা স্বয়মভবদিত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ। ব্রহ্মবৈবর্ত্তানুসারেণ পূর্ব্বং তাবদয়ং গর্ভমারভ্য শ্রীকৃষ্ণস্য স্বৈরিতয়া মায়ানিবারকত্বং জ্ঞাতবান্। ততঃ স্বনিয়োজনয়া শ্রীব্যাসদেবেনানীতস্য দর্শনান্নিবারণে সতি কৃতার্থমন্যতয়া স্বয়মেকান্তমেব গতবান্। তত্র শ্রীব্যাসদেবস্ত তং বশীকর্ত্তুং তদনন্যসাধনং শ্রীভাগবতমেব জ্ঞাত্বা তদ্গুণাতিশয়প্রকাশময়াংস্তদীয়পদ্যবিশেষান্ কথঞ্চিৎ শ্রাবয়িত্বা, তেন তমাক্ষিপ্তমতিং কৃত্বা, তদেব পূর্ণমধ্যাপয়ামাসেতি শ্রীভাগবতমহিমাতিশয়ঃ প্রোক্তঃ ॥৩৬॥

অক্লেশামিতি। শ্রুতির্বেদান্ অভ্যাসতোঽর্থতশ্চ জানন্তি বিদন্তীতি শ্রুতিজ্ঞা, বেদপারগাঃ। যোগেন্দ্রা ঋষভদেব-পুত্রাঃ কবি-প্রভৃতয়ো নব ভ্রাতরঃ। অক্লেশাং অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চক্লেশাস্তদভাববতীং, কমলভুবো ব্রহ্মণো গোষ্ঠীং সভাং প্রবিশ্য শ্রুতিশিরসাং গোপালতাপন্যাদ্যুপনিষদাং শ্রুতিং শ্রবণং কুর্ব্বন্তো নবাপি পুলকভৃতো লোমাঞ্চিতকলেবরাঃ সন্তো যদুপুরসঙ্গমনায় দ্বারকাং গন্তুমিত্যর্থঃ, উত্তুঙ্গং সাতিশয়রঙ্গং উৎকণ্ঠামিতি যাবৎ, অবাপুঃ প্রাপ্তবন্তঃ ॥৩৭॥

নশ্বস্তান্ ভৈরবাদীন্ দেবানপি কেচিদ্ ভজন্তো দৃশ্যন্তে, সত্যং, যতস্তে সকামাঃ, কিন্তু মুমুক্ষবোঽপ্যন্যান্ ভজন্তে,

সর্ব্বদা ভগবদ্ভক্ত যাঁহার অতীব প্রিয়, সেই ভগবান্ শ্রীশুকদেব গোস্বামী, হরিগুণশ্রবণে আক্ষিপ্তচেতাঃ হইয়া, এই বিস্তীর্ণ-আখ্যান শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ॥৩৬॥

পঞ্চবিধক্লেশবর্জ্জিত ব্রহ্মার সভায় বেদার্থতত্ত্ববেত্তা নব যোগেন্দ্র উপস্থিত হইয়া, উপনিষদ্ শ্রবণ করিতে করিতে নয় ভ্রাতাই পুলক ধারণ করতঃ, কৃষ্ণদর্শনার্থ যদুপুর-গমনে উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন ॥৩৭॥

মুমুক্ষুগণ, ঘোরস্বভাব পিতৃগণ, ভূতগণ এবং প্রজাপতি প্রভৃতিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক, অসূয়াশূন্য (অর্থাৎ দেবতা-

শুকদেব শ্রীভাগবত শ্রবণকরতঃ কৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট হইয়া শুদ্ধভক্তি করিয়াছিলেন—ইহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন ॥৩৬॥
নবযোগেন্দ্র ব্রহ্মার মুখে কৃষ্ণগুণশ্রবণে তদাকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণভজন করিয়াছিলেন,—তাহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন ॥৩৭॥

১। নব—নব সংখ্যক। কবি, হরি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রুমিল, চমস এবং করভাজন—এই নয় জন। ইঁহারা ঋষভদেবের পুত্র। যোগেশ্বর—যোগেন্দ্র। ২। একাদশ স্কন্ধে—একাদশ স্কন্ধের ২য় অধ্যায়ে। তার—নব যোগেন্দ্রের।
৩। মুমুক্ষু—সংসার হইতে মোক্ষেচ্ছু। জীবন্মুক্ত—দেহস্থ হইয়াও দেহব্যতিরিক্ত আত্মানুভবী। প্রাপ্তস্বরূপ—কর্ম্মবন্ধনদেহরহিত হইয়া স্ব-স্বরূপে অবস্থিত।

মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ।
নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ ॥৩৮॥

১। সেই সবের সাধুসঙ্গে গুণ স্ফুরায় ;
কৃষ্ণ-ভজন করায়, মুমুক্ষা ছাড়ায়।

তথাহি **শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ** পশ্চিম বিভাগে প্রীতিভক্তিলহর্য্যাং ষষ্ঠাঙ্কধৃতো **শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়স্য** প্রথমাধ্যায়ীয়পঞ্চাশত্তমশ্লোকঃ—

অহো মহাত্মন্ বহুদোষদুষ্টোঽ-
প্যেকেন ভাত্যেষ ভবো গুণেন।
সৎসঙ্গমাখ্যেন সুখাবহেন,
কৃতাদ্য নো যেন কৃশা মুমুক্ষা ॥৩৯॥

নারদের সঙ্গে শৌনকাদি মুনিগণ ;
মুমুক্ষা ছাড়িয়া কৈল কৃষ্ণের ভজন।

কৃষ্ণের দর্শনে কারও কৃষ্ণের কৃপায় ;
২। মুমুক্ষা ছাড়িয়া গুণে ভজে তাঁর পায়।

তথাহি **শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ** শান্তভক্তিলহর্য্যাং ত্রয়োদশশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং—

অস্মিন্ সুখঘনমূর্ত্তৌ
পরমাত্মনি বৃষ্ণিপত্তনে স্ফুরতি।
আত্মারামতয়া মে বৃথা
গতো বত চিরং কালঃ ॥৪০॥

জীবন্মুক্ত অনেক, সেও দুই ভেদ জানি ;
৩। ভক্ত্যে জীবন্মুক্ত, জ্ঞানে জীবন্মুক্ত মানি।
ভক্ত্যে জীবন্মুক্ত যেই গুণে কৃষ্ণ ভজে ;
৪। শুষ্কজ্ঞানে জীবন্মুক্ত অপরাধে মজে।

তথাহি **শ্রীমদ্ভাগবতে** দশমস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে ষড়্বিংশ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য দেবস্তুতিঃ—

কিমুত তত্ত্বক্ত্যেকপুরুষার্থা ইত্যাহ—মুমুক্ষব ইতি। মুমুক্ষবো মুক্তিকামা, ঘোররূপান্ রজস্তমোগুণাবিষ্টান্, ভূতপতীনিতি পিতৃপ্রজেশাদীনামুপলক্ষণং, পিতৃভূতপ্রজেশাদীন্ হিত্বা পরিত্যজ্য, অনসূয়বো দেবতান্তরানিন্দকাঃ সন্তঃ, শান্তাঃ শুদ্ধসত্ত্বরূপা, নারায়ণস্য কলা অবতারান্ ভজন্তি ॥৩৮॥

অহো ইতি। অহো আশ্চর্য্যে! হে মহাত্মন্! এষ ভবো সংসারো বহুভির্দোষৈ দুষ্টোঽপি সুখমাবহতি প্রাপয়তীতি, সুখাবহেন সতাং হরিভক্তানাং সঙ্গমঃ সঙ্গঃ স এব আখ্যা নাম যস্য তাদৃশেন একেন গুণেন ভাতি সর্ব্বান্ দোষান্ তিরস্কৃত্য প্রকাশত ইতি ভাবঃ। যেন গুণেনাদ্য নোঽস্মাকং মুমুক্ষা মুক্তীচ্ছা কৃশীকৃতা বিলীনেত্যর্থঃ ॥৩৯॥

অস্মিন্নিতি। সুখঘনা ঘনীভূতানন্দরূপা মূর্ত্তির্যস্য তথাভূতে অস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণরূপে পরমাত্মনি, বৃষ্ণিপত্তনে যদুপুর্য্যাং, স্ফুরতি সতি আত্মারামতয়া বয়মাত্মারামা ইত্যভিমানেন, মে মম (চিরমিত্যব্যয়ং কালবিশেষণং,) কালো বৃথাগতঃ। যদ্বস্বাস্থ্যেন পূর্ব্বমঙ্গীকৃতং তন্নাত্মা, কিন্ত্বয়মেবেত্যভিপ্রায়ঃ ॥৪০॥

সুরের অনিন্দক হইয়া) শান্তস্বভাব নারায়ণকলার ভজনা করিয়া থাকেন ॥৩৮॥

হে মহাত্মন্! এই সংসার বহুদোষে দুষ্ট হইলেও, পরমানন্দ-বর্দ্ধক এক সৎসঙ্গরূপ গুণ সকল-দোষকে আবরণ করিয়া প্রকাশ পাইতেছে, যে গুণ অদ্য আমাদিগের প্রবলতর মুমুক্ষাকে বিনাশ করিল ॥৩৯॥

যদুপুরীতে এই আনন্দঘনমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণরূপ পরমাত্মা আজ আমার নয়নপদবীতে স্ফুরিত হইয়াছে ; মনে হইতেছে—'আমরা আত্মারাম' এই অভিমানে আমার চিরকাল যেন অনর্থক গত হইয়াছে ॥৪০॥

মুমুক্ষুগণ মুক্তির নিমিত্ত কৃষ্ণের ভজন করেন,—তাহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন ॥৩৮॥
সৎসঙ্গ, ভগবদ্‌গুণের স্ফুরণ, কৃষ্ণভজন এবং মুমুক্ষাত্যাগ যে শীঘ্রই করিয়া দেয়,—তাহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন ॥৩৯॥
এতকাল যাহাকে আত্মা বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছিলাম, তাহা আত্মা নয়, এই শ্রীকৃষ্ণই আত্মা। শ্রীকৃষ্ণদর্শন যে মুক্তীচ্ছাত্যাগপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট করিয়া কৃষ্ণভজন করায়,—ইহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন ॥৪০॥

১। সেই সবের—মুমুক্ষগণের। সাধুসঙ্গে—সাধুসঙ্গ (কর্ত্তা)। গুণ স্ফুরায়—কৃষ্ণের গুণের স্ফূর্ত্তি করিয়া দেয়। ২। গুণে—গুণপ্রভাবে। ৩। ভক্ত্যে—ভক্তিসাধন দ্বারা। জ্ঞানে—জ্ঞানসাধন দ্বারা। শুষ্কজ্ঞান—ভগবদ্ভক্তিবর্জিত জ্ঞান। মজে—অধঃপাতে যায়।

যেহন্যেহরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ,
পতন্ত্যধোহনাদৃতযুষ্মদংঘ্রয়ঃ ॥৪১॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং অষ্টদশাধ্যায়ে চতুঃপঞ্চাশৎ শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং ॥৪২॥

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণ বিভাগে শান্তভক্তিলহর্য্যাং বিংশাঙ্কধৃতো বিল্বমঙ্গলকৃত শ্লোকঃ—

অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যাঃ,
স্বানন্দসিংহাসনলব্ধদীক্ষাঃ।
শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন,
দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন ॥৪৩॥

১। ভক্তিবলে প্রাপ্তস্বরূপ দিব্যদেহ পায়;
কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা ভজে কৃষ্ণপায়।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে দশমাধ্যায়ে ষষ্ঠশ্লোকার্দ্ধে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং—

মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং
স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ ॥৪৪॥

কৃষ্ণবহির্ম্মুখ-দোষে মায়া হৈতে ভয়;
কৃষ্ণোন্মুখ ভক্তি হৈতে মায়ামুক্ত হয়।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশশ্লোকে জনকং প্রতি কবিবাক্যং—

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োহস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং,
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥৪৫॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং সপ্তমাধ্যায়ে চতুর্দশশ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥৪৬

ভক্তি বিনা মুক্তি নাহি, ভক্ত্যে মুক্তি হয়;

মুক্তিরিতি। অন্যথারূপং অবিদ্যয়াধ্যস্তং দেহাদিকং হিত্বা স্বরূপেণ পরমাত্মৈকশেষত্বেন ব্যবস্থিতির্ম্মুক্তিঃ ॥৪৪॥

অবিদ্যা কর্তৃক আরোপিত দেহাদিতে অভিনিবেশ পরিত্যাগ করিয়া পরমাত্মাংশরূপে অবস্থিতিকে মুক্তি বলে ॥৪৪॥

ইহার ব্যাখ্যা (২২) পরিচ্ছেদে (৫২৬) পৃষ্ঠা (১০) শ্লোকে দেখুন। ভগবদ্ভক্তির অভাবে জ্ঞানী জীবন্মুক্তের অধঃপতন হয়,—ইহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন ॥৪১॥

ইহার ব্যাখ্যা (২৭৫) পৃষ্ঠা (৮) শ্লোকে দেখুন। ভক্তি দ্বারা জীবন্মুক্ত কৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণভজন করেন,—ইহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন ॥৪২॥

ইহার ব্যাখ্যা মধ্যলীলা (৩৩২) পৃষ্ঠা (৬) শ্লোকে দেখুন। কৃষ্ণগুণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম হইতে আকর্ষণ করিয়া কৃষ্ণভজনে প্রবর্ত্তিত করে, ইহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন ॥৪৩॥

বিদেহমুক্ত জীবকে প্রাপ্তস্বরূপ বলে,—ইহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন ॥৪৪॥

ইহার ব্যাখ্যা মধ্যলীলা (২০) পরিচ্ছেদ (৪৭৬) পৃষ্ঠা (১৪) শ্লোকে দেখুন। কৃষ্ণবৈমুখ্য যে সংসারহেতু এবং কৃষ্ণসাম্মুখ্য যে মায়ানিবৃত্তির হেতু, ইহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন ॥৪৫॥

ইহার ব্যাখ্যা মধ্যলীলা (২০) পরিচ্ছেদ (৪৭৭) পৃষ্ঠা (১৫) শ্লোকে দেখুন। মায়া যে সংসারের হেতু এবং ভগবৎপ্রপত্তি যে মায়ানিবৃত্তির হেতু, ইহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন ॥৪৬॥

১। প্রাপ্তস্বরূপ—প্রাপ্তবিদেহমুক্তি।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দশাধ্যায়ে চতুর্থশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং—

শ্রেয়ঃ স্মৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো !
ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধলব্ধয়ে ।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে,
নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাং ॥৪৭॥

তথাহি তত্রৈব দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বাত্রিংশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য দেবস্তুতিঃ—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ,
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদংঘ্রয়ঃ ॥৪৮॥

তথাহি তত্রৈব একাদশস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বিতীয়শ্লোকে জনকং প্রতি চমসবাক্যং—

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥৪৯॥

তবে মুক্তি পাইলে অবশ্য কৃষ্ণ ভজয় !

তথাহি শ্রীভগবৎসন্দর্ভে শ্রীবিষ্ণুপাদাবির্ভাবব্যাখ্যায়াং ধৃতা ভাষ্যকৃতাং ব্যাখ্যা—

মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা
ভগবন্তং ভজন্তে ॥৫০॥

১। এই ছয় আত্মারাম কৃষ্ণেরে ভজয় ;
পৃথক্ পৃথক্ 'চ'কার ইহা 'অপি'র অর্থ হয় ।
২। 'আত্মারামাশ্চ অপি' করে কৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি ;
'মুনয়ঃ সন্ত ইতি' কৃষ্ণমননে আসক্তি ।
৩। 'নির্গ্রন্থাঃ' অবিদ্যাহীন, কেহ বিধিহীন ;
যাঁহা যেই যুক্ত সেই অর্থের অধীন ।
৪। 'চ' শব্দে করি যদি ইতরেতর অর্থ ;
আর এক অর্থ কহে পরম সমর্থ ।
৫। আত্মারামাশ্চ আত্মারামাশ্চ করি বার ছয় ;
পঞ্চ আত্মারাম ছয় 'চ'কারে লুপ্ত হয় ।

ইহার ব্যাখ্যা মধ্যলীলা (২২) পরিচ্ছেদ (৫২৫) পৃষ্ঠা (৬) শ্লোকে দেখুন। ভক্তিতে মুক্তি হয়—ইহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন ॥৪৭॥

ইহার ব্যাখ্যা মধ্যলীলা (২২) পরিচ্ছেদ (৫২৬।৫২৭) পৃষ্ঠা (১০) শ্লোকে দেখুন। ভক্তি ব্যতীত মুক্তি হয় না—ইহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন ॥৪৮॥

ইহার ব্যাখ্যা (২২) পরিচ্ছেদে (৫২৬) পৃষ্ঠা ৮ শ্লোকে দেখুন। এই শ্লোক দ্বারা ভগবদ্ভজনের আবশ্যকতা বলিয়া ইহার পরশ্লোকে তাঁহাকে না ভজিলে যে নরক হয়, ইহাই বলিয়াছেন, যথা—

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরং ।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥

অর্থাৎ—যিনি সাক্ষাৎ আত্মার উৎপত্তিস্থান এবং ঈশ্বর—এই পুরুষকে ইহার মধ্যে যাহারা না ভজে, প্রত্যুত অবজ্ঞা করে, তাহারা স্থানভ্রষ্ট হইয়া নরকে যায় ॥৪৯॥

ইহার ব্যাখ্যা মধ্যলীলা (২০) পরিচ্ছেদ (৫৮৫) পৃষ্ঠা (৩৪) শ্লোকে দেখুন। মুক্তি হইলে অবশ্য কৃষ্ণকে ভজে, ইহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন ॥৫০॥

১। এই ছয় আত্মারাম—সাধক, ব্রহ্মময় এবং প্রাপ্তব্রহ্মলয় ভেদে কেবল ব্রহ্মোপাসক তিন প্রকার। মুমুক্ষু, জীবন্মুক্ত এবং প্রাপ্তস্বরূপভেদে মোক্ষাকাঙ্ক্ষী ত্রিবিধ। এই ষড়্‌বিধ উপাসকের নামই আত্মারাম। পৃথক্ পৃথক্ 'চ'কার—অর্থাৎ চকারের পৃথক্ পৃথক্ অর্থ। ইহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। ইহা—এইস্থানে।

২। আত্মারামাশ্চ—এ স্থানে চকারের অর্থ অপি ; তাহা হইলেই হইল—আত্মারামা অপি, অর্থাৎ আত্মারামেরাও। মুনয়ঃ সন্তঃ, অর্থাৎ কৃষ্ণমননে আসক্ত হইয়া।

৩। নির্গ্রন্থাঃ—এই শব্দের অর্থ অবিদ্যাহীন (অর্থাৎ অবিদ্যাবন্ধ হইতে মুক্ত) এবং বিধিহীন (বিধির বাহির) অর্থাৎ যাহারা শাস্ত্রবিধি মানে না। যুক্ত—অর্থাৎ সংলগ্ন হয়। অধীন—অনুগত।

৪। ইতরেতর—পরস্পরার্থপ্রাধান্য।

৫। আত্মারামাশ্চ ইত্যাদি—আত্মারামাশ্চ আত্মারামাশ্চ আত্মারামাশ্চ আত্মারামাশ্চ আত্মারামাশ্চ আত্মারামাশ্চ—এইরূপ সমাসে 'আত্মারামাঃ' এই পদ হইবে অর্থাৎ সমাসে পাঁচটি আত্মারাম শব্দ এবং ছয়টি চকারের লোপ হইয়া কেবল আত্মারামাঃ এই মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে।

এক আত্মারাম শব্দ অবশেষে রহে ;
এক আত্মারাম শব্দে ছয় জন কহে।

তথাহি বিশ্বপ্রকাশে—

সরূপাণামেকশেষ একবিভক্তৌ
উক্তার্থানামপ্রয়োগঃ।
রামশ্চ রামশ্চ রামশ্চ রামা ইতিবৎ ॥৫১॥

১। তবে যে 'চ'কার সেই সমুচ্চয় কয় ;
আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ কৃষ্ণকে ভজয়।
২। 'নির্গ্রন্থা অপি' এই সম্ভাবনে ;
৩। এই সাত অর্থ প্রথম করিল ব্যাখ্যানে।
৪। অন্তর্যামী-উপাসক আত্মারাম হয় ;
৫। সেই আত্মারাম যোগী দুই ভেদ কয়।
৬। সগর্ভ, নির্গর্ভ, এই হয় দুই ভেদ ,
৭। এক-এক তিন-ভেদে ছয় বিভেদ।

তথাহি শ্রীমদ্‌ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে অষ্টমশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং—

কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে,
প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তং
চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খ-
গদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি ॥৫২॥

তথাহি তত্রৈব তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টাবিংশাধ্যায়ে চতুস্ত্রিংশশ্লোকে দেবহূতিং প্রতি কপিলদেব-বাক্যং—

এবং হরৌ ভগবতি প্রতিলব্ধভাবো,
ভক্ত্যা দ্রবদ্ধৃদয় উৎপুলকঃ প্রমোদাৎ।

সরূপাণামিতি। এক বিভক্তৌ যানি সরূপাণি সমানরূপাণ্যেব দৃষ্টানি তেষামেক এব শিষ্যতে। উক্তার্থানামপ্রয়োগো ভবতি। যথা রামশ্চ রামশ্চ রামশ্চ রামা ইত্যত্র উত্তর-রামশব্দ এব শিষ্যতে, তেন রামা ইতি ॥৫১॥

অথ তত্রাপ্যেকদেশিনাং মতমাহ— **কেচিদিতি।** কেচিদ্বিবলাঃ স্বদেহস্যান্তর্মধ্যে যৎ হৃদয়ং তত্র যোঽবকাশস্তস্মিন্ বসন্তং, প্রাদেশস্তর্জন্যঙ্গুষ্ঠয়োবিস্তারঃ স এব মাত্রা প্রমাণং যস্য তং হৃদয়দেশপ্রমাণং তত্রোপচর্য্যতে। কঞ্জং পদ্মং রথাঙ্গং চক্রশ্চ শঙ্খঞ্চ গদা চ তা ধারয়তীতি তং, অতএব চতুর্ভুজং, ধারণয়া স্মরন্তি ॥৫২॥

এবং হরাবিতি। এবং পূর্ব্বোক্তযোগমিশ্রভক্ত্যনুষ্ঠানেন হরৌ প্রতিলব্ধোভাবো যেন সঃ। তত্র লিঙ্গং—ভক্ত্যা শ্রবণাদিনা দ্রবৎ হৃদয়ং যস্য সঃ। প্রমোদাদুদ্গতানি পুলকানি যস্য সঃ। ঔৎকণ্ঠ্যপ্রবৃত্তয়া অশ্রুকলয়া মুহুর্দ্দ্যমান-

---

একবিভক্তিতে সমানরূপ শব্দ দৃষ্ট হইলে, তাহাদিগের মধ্যে একমাত্র শব্দ অবশিষ্ট থাকে, অপর শব্দের প্রয়োগ হয় না ; যেমন রামশ্চ রামশ্চ রামশ্চ — 'রামা' এই শব্দমাত্র থাকে, অপর রামশব্দদ্বয়ের প্রয়োগ হয় না ॥৫১॥

কতিপয় মহাত্মা স্বদেহের অভ্যন্তরে হৃদয়াকাশস্থ প্রাদেশপরিমিত চতুর্ভুজ এবং পদ্ম, চক্র, শঙ্খ ও গদাধারী পুরুষকে ধারণায় স্মরণ করিয়া থাকেন ॥৫২॥

এইরূপ যোগমিশ্র ভক্তির অনুষ্ঠান দ্বারা যিনি হরিতে ভাব লাভ করিয়াছেন, শ্রবণকীর্ত্তনাদিতে যাঁহার চিত্ত

যেমন 'রামাঃ' এই পদ প্রয়োগ করিলে, ত্রিবিধ রামের প্রাপ্তি হয়, তদ্রূপ 'আত্মারাম'' এই শব্দ দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ষড়্‌বিধ আত্মারামের প্রাপ্তি হইল ॥৫১॥

সবীজ যোগ সাবলম্বন (অর্থাৎ ভগবদ্রূপাদি চিন্তনময়)—ইহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন। প্রাদেশ—তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের বিস্তার। ধারণা—দেশ বিশেষে চিত্তের বৃত্তিমাত্র বন্ধনকে ধারণা বলে ॥৫২॥

১। তবে যে…কয়—যদি চকারের অর্থ সমুচ্চয় করি, তাহা হইলে আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ অর্থাৎ আত্মারামগণ এবং মুনিগণ।

২। নির্গ্রন্থা অপি—এই 'অপি' শব্দের সম্ভাবনা-অর্থ। ৩। প্রথম—অগ্রে।

৪। অন্তর্যামী…হয়—আত্মা শব্দের অর্থ অন্তর্যামী, তাহাতে যিনি রমণ করেন তাঁহার নাম আত্মারাম, সুতরাং আত্মারাম শব্দে অন্তর্যামীর উপাসক অর্থাৎ যোগী। ৫। সেই যোগী দ্বিবিধ।

৬। সগর্ভ—সবীজ অর্থাৎ ভগবদ্রূপাদি ভাবনাময়। নির্গর্ভ—নির্বীজ অর্থাৎ আলম্বনরহিত শূন্যভাবনাময়। ৭। এক এক তিন ভেদ—সগর্ভ তিন প্রকার এবং নির্গর্ভ তিন প্রকার।

উৎকণ্ঠ্যবাষ্পকলয়া মুহুরর্দ্দ্যমান-
স্তচ্চাপি চিত্তবড়িশং শনকৈর্বিযুঙ্‌ক্তে ॥৫৩॥

১। যোগারুরুক্ষু, যোগারূঢ়, প্রাপ্তসিদ্ধি আর ;
২। এই তিন ভেদে হয় ছয় প্রকার।

তথাহি শ্রীভগবদ্‌গীতায়াং ষষ্ঠাধ্যায়ে তৃতীয় শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥৫৪॥

তথাহি তত্রৈব ষষ্ঠাধ্যায়ে চতুর্থশ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥৫৫॥

এই ছয় যোগী সাধুসঙ্গাদি হেতু পাঞা ;
কৃষ্ণ ভজে কৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট হইয়া।
৩। 'চ' শব্দে 'অপি'র অর্থ ইহাও কহয়,
৪। মুনি, নির্গ্রন্থ, শব্দের পূর্ব্ববৎ অর্থ হয়।
'উরুক্রমে' 'অহৈতুকী' কাঁহা কোন অর্থ ;
এই তের অর্থ কহিল পরম সমর্থ।

আনন্দসংপ্লবে নিমজ্জমানঃ। অপি এবমপি তচ্চ ধ্যেয়ং মধুরত্বাভাবেন তাদৃশতাপন্নঞ্চ তস্য চিত্তং বিযুঙ্‌ক্তে বিযুক্তমপি ভবতি, যেন যোগাঙ্গতয়া ভক্তিরনুষ্ঠিতা, তস্মাৎ কৈবল্যেচ্ছা কৈতবদোষাদিতি ভাবঃ। যথোক্তং—'ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবোঽত্র' ইত্যত্র 'প্র'শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধেরপি কৈতবত্বং। অতএব বড়িশ-শব্দেন কাঠিন্যং অরসবিত্বং কৌটিল্যং দাম্ভিকত্বং অর্থমাত্রসাধনত্বঞ্চ ব্যঞ্জিতং। শুদ্ধভক্তাস্তু ন কদাচিৎ তথা তং ধ্যেয়ং ত্যজন্তি। যথোক্তং রাজ্ঞা—'ধৌতাত্ম-পুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং ন মুঞ্চতি। মুক্তসর্ব্বপরিক্লেশঃ পান্থঃ স্বশরণং যথে'তি ॥৫৩॥

নন্বেবমষ্টাঙ্গযোগিনো যাবজ্জীবং কর্ম্মানুষ্ঠানং প্রাপ্তমিতি চেত্তত্রাহ—আরুরুক্ষোরিতি। মুনের্যোগাভ্যাসিনো যোগং ধ্যাননিষ্ঠামারুরুক্ষোস্তদারোহে কর্ম্ম কারণং হৃদ্বিশুদ্ধিকৃত্বাৎ। তস্যৈব যোগারূঢ়স্য ধ্যাননিষ্ঠস্য তদ্দার্ঢ্যে শমো বিক্ষেপককর্ম্মোপরতিঃ কারণং ॥৫৪॥

যোগারূঢ়ত্বজ্ঞাপকং চিহ্নমাহ—যদেতি। ইন্দ্রিয়ার্থেষু শব্দাদিষু তৎসাধনেষু কর্ম্মসু চ, যদা আত্মানন্দরসিকঃ সন্ন সজ্জতে, তত্র হেতুঃ সর্ব্বেতি। সর্ব্বান্ ভোগবিষয়ান্ কর্ম্মবিষয়াংশ্চ সংকল্পানাসক্তিমূলভূতান্ সন্ন্যসিতুং পরিত্যক্তুং শীলং যস্য সঃ ॥৫৫॥

দ্রবীভূত হয়, প্রমোদভরে যাঁহার অঙ্গে পুলকের উদ্গম হয় এবং উৎকণ্ঠাপ্রবৃত্ত অশ্রুকলায় যিনি আনন্দসংপ্লবে ডুবিয়া যান, তাঁহার তাদৃশ চিত্ত-বড়িশও ক্রমে ক্রমে ধ্যেয়-বস্তু হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে ॥৫৩॥

ধ্যাননিষ্ঠারূপ যোগপদবীতে আরোহণ-অভিলাষী যোগাভ্যাসীর তদারোহণে কর্ম্মই কারণ, এবং যোগারূঢ় মুনির চিত্তবিক্ষেপক কর্ম্মের উপরতিরূপ শমই ধ্যানদার্ঢ্যের কারণ ॥৫৪॥

যেকালে যোগাভ্যাসেরত সাধক ভোগ ও কর্ম্মবিষয়ক সঙ্কল্পশূন্য হইয়া ইন্দ্রিয়ের বিষয় (শব্দাদি) এবং তাহার সাধন (কর্ম্মে) অনাসক্ত হন সেইকালে তাঁহাকে যোগারূঢ় বলে ॥৫৫॥

ধ্যেয় বস্তু হইতে বিযুক্ত হইয়া থাকে বলায়, তাহার চিত্ত শূন্যভাবনায় অবস্থিতি করে—ইহাই বলা হইল। অতএব এই শ্লোকে নিরবলম্বন অর্থাৎ শূন্যভাবনাময় নির্বীজযোগ দেখাইলেন। যোগ = সমাধি ॥৫৩॥

এই শ্লোকে যোগারুরুক্ষু ও যোগারূঢ়ের ভেদ দেখাইলেন ॥৫৪॥

এই শ্লোকে যোগারূঢ়ের লক্ষণ দেখাইলেন ॥৫৫॥

১। যোগারুরুক্ষু—ধ্যানযোগে আরোহণকরণেচ্ছু। যোগারূঢ়—ধ্যাননিষ্ঠ। প্রাপ্তসিদ্ধি—যাঁহারা যোগবলে অণিমাদি সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে প্রাপ্তসিদ্ধি বলে। ২। এই তিন—অর্থাৎ যোগারুরুক্ষু যোগারূঢ় ও প্রাপ্তসিদ্ধি প্রভৃতি তিন প্রকার অন্তর্যামীর উপাসকরূপ আত্মারাম। ছয়প্রকার—সগর্ভ ও নির্গর্ভভেদে দ্বিবিধ হওয়ায় ছয়প্রকার।

৩। 'চ' শব্দে 'অপি'র অর্থ—অপির অর্থ সম্ভাবনা। আত্মারামাশ্চ—আত্মারামা অপি, অর্থাৎ আত্মারাম যোগীরাও।
৪। পূর্ব্ববৎ অর্থ— মুনি কৃষ্ণমননে আসক্তি করতঃ। নির্গ্রন্থ—অবিদ্যাহীন অথবা বিধিহীন অর্থাৎ বিধিবাহ্য হইয়াও।

এই সব শান্ত যবে ভজে ভগবান্ ;
শান্তভক্ত করি তবে কহি তার নাম।
'আত্মা' শব্দে মন কহে—মনে যেই রমে ;
সাধুসঙ্গে সেহ ভজে শ্রীকৃষ্ণচরণে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তাশীতিতমাধ্যায়ে চতুর্দ্দশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য বেদস্তুতিঃ—

উদরমুপাসতে য ঋষিবর্ত্মসু কূর্পদৃশঃ,
পরিসরপদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়ো দহরং।
তত উদগাদনন্ত তব ধাম শিরঃ পরমং,
পুনরিহ যৎ সমেত্য ন পতন্তি কৃতান্তমুখে ॥৫৬॥

১। এহো কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট মহামুনি হঞা ;
২। অহৈতুকী-ভক্তি করে নির্গ্রন্থ্য করিয়া।
৩। 'আত্মা' শব্দে যত্ন কহে ; যত্ন করিয়া
'মুনয়োঽপি' কৃষ্ণ ভজে নির্গ্রন্থ হইয়া।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে অষ্টাদশশ্লোকে ব্যাসং প্রতি নারদবাক্যং—

তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো,
ন লভ্যতে যদ্ভ্রমতামুপর্যধঃ।
তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং,
কালেন সর্ব্বত্র গভীররংহসা ॥৫৭॥

উদরম্মিতি। এবং তাবৎ সর্ব্বাত্মকে পরমেশ্বরে সর্ব্বশ্রুতিসমন্বয়েন ভজনীয়ত্বমুক্ত্বা, অভক্ত নিন্দয়া চ তদেব দৃঢ়ীকৃত্য, ইদানীমনবগাহ্যমহিমনি প্রথমন্তাবদুপাধ্যালম্বনমুপাসনং 'উদরং ব্রহ্মেতি শার্করাক্ষা উপাসতে হৃদয়ং ব্রহ্মেত্যারুণয়ো ব্রহ্মা হৈব তা হ উর্দ্ধন্ত্বেবোদসর্পৎ তচ্ছিরোঽশ্রয়ত' ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ো বিদধতীত্যাহ—উদরমুপাসত ইতি। ঋষিবর্ত্মসু ঋষীণাং সম্প্রদায়মার্গেষু যে কূর্পদৃশস্তে উদরালম্বনং মণিপূরকস্থং ব্রহ্ম উপাসতে ধ্যায়ন্তি। শার্করাক্ষা ইতি শ্রুতিপদস্য প্রতিপদং কূর্পদৃশ ইতি কূর্পং শর্করা রজো বিদ্যতে দৃক্ষু অক্ষিষু যেষাং তে তথা রজঃপিহিতদৃষ্টয়ঃ স্থূলদৃষ্টয় ইতি যাবৎ। উদরস্য হৃদয়াপেক্ষয়া স্থূলত্বাৎ। যদ্বা—কূর্পং সূক্ষ্মং সূক্ষ্মদৃশ ইত্যর্থঃ, তদা হৃদয়স্থং সূক্ষ্মমেবালক্ষ্য তৎপ্রবেশায় প্রথমমুদরস্যমুপাসত ইতি ভাবঃ। আরুণয়স্তু সাক্ষাৎহৃদয়স্থং দহরং সূক্ষ্মমেব উপাসতে। হৃদ্বিশেষণং পরিসরপদ্ধতিমিতি, পরিতঃ সরন্তি প্রসর্পন্তীতি পরিসরা নাড্যস্তাসাং পদ্ধতিং মার্গং প্রসরণস্থানমিত্যর্থঃ। বিশেষণস্য ফলমাহ তত ইতি। ততো হৃদয়াৎ, ভো অনন্ত তব ধাম উপলব্ধিস্থানং সুষুম্নাখ্যং পরমং শ্রেষ্ঠং জ্যোতির্ম্ময়ং শিরোমূর্দ্ধানং প্রতি উদগাৎ উদসর্পৎ মূলাধারাদারাভ্য হৃদয়মধ্যাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রং প্রত্যুদ্গাতমিত্যর্থঃ। কথম্ভূতং ধাম? যৎ সমেত্য প্রাপ্য পুনরিহ কৃতান্তমুখে মৃত্যুমুখে সংসারে ন পতন্তি। তথা চ শ্রুতিঃ—'শতঞ্চৈকা হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা। তয়োর্দ্ধমায়ন্ন মৃতত্বমেতি বিষঙ্ঙ্ উৎক্রমণে ভবন্তি' ইতি ॥৫৬॥

নন্থ 'স্বধর্ম্মমাত্রাদপি কর্ম্মণা পিতৃলোক' ইতি শ্রুতেঃ পিতৃলোকপ্রাপ্তিফলমস্ত্যেব তত্রাহ—**তস্যৈ**বেতি। কোবিদো বিবেকী তস্যৈব হেতোস্তদর্থং যত্নং কুর্য্যাৎ, যৎ উপরি ব্রহ্মলোকপর্য্যন্তং অধঃ স্থাবরপর্য্যন্তং ভ্রমদ্ভির্জীবৈর্ন লভ্যতে,

ঋষিসম্প্রদায়ের মধ্যে স্থূলদৃষ্টি ঋষিগণ উদরমধ্যে মণিপূরস্থ ব্রহ্মের ধ্যান করিয়া থাকেন, এবং আরুণি ঋষিগণ নাড়ীগণের প্রসরণস্থান হৃদয়স্থ দহর (অর্থাৎ সূক্ষ্মতত্ত্বের) উপাসনা করেন। যেহেতু হে অনন্ত! সেই হৃদয় হইতে তোমার উপলব্ধিস্থান জ্যোতির্ম্ময় সুষুম্না নাড়ী ব্রহ্মরন্ধ্রে উদ্গত হইয়াছে, যাহাকে লাভ করিলে আর এ সংসারে পতন হয় না ॥৫৬॥

উর্দ্ধে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত এবং নিম্নে স্থাবরযোনি পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া জীবগণ যাহা লাভ করিতে পারে না, বুদ্ধি

কোন কোন অধিকারিগণ ব্রহ্মের (অর্থাৎ অঙ্গের) উপাসনা করিয়া থাকেন—তাহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন ॥৫৬॥
যত্নপূর্ব্বক ভগবদ্ভজন যে অবশ্য কর্ত্তব্য—ইহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন ॥৫৭॥

১। এহো—যাঁহারা মনে রমণ (অর্থাৎ উপাসনা) করেন। ২। নির্গ্রন্থ—অবিদ্যাহীন অথবা বিধিহীন। ৩। আত্মা...কহে—আত্মারাম অর্থাৎ যত্নশীল ; এ পক্ষে মুনিগণ বিশেষ্য এবং আত্মারাম শব্দ বিশেষণ। নির্গ্রন্থ শব্দের পূর্ব্বের ন্যায় অর্থ।

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং পঞ্চমাঙ্কধৃত-নারদীয়ং—

সদ্ধর্ম্মস্যাববোধায় যেষাং নির্ব্বন্ধিনী মতিঃ।
অচিরাদেব সর্ব্বার্থঃ সিধ্যত্যেষামভীপ্সিতঃ ॥৫৮॥

১। 'চ' শব্দ অপি-অর্থে, 'অপি' অবধারণে;
যত্নাগ্রহ বিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে।

তথাহি তত্রৈব পূর্ব্ববিভাগে সামান্যভক্তিনিরূপণে ত্রয়োবিংশ শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং—

সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈরলভ্যা সুচিরাদপি।
হরিণা চাশ্বদেয়েতি দ্বিধা সা স্যাৎ সুদুর্ল্লভা ॥৫৯॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং দশমাধ্যায়ে দশম শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥৬০॥

'আত্মা' শব্দে ধৃতি কহে, ধৈর্য্যে যেই রমে;
ধৈর্য্যবন্ত এবে হঞা করয়ে ভজনে।
২। 'মুনি' শব্দে পক্ষী-ভৃঙ্গ, নিগ্রন্থ, মূর্খজন;
কৃষ্ণকৃপায় সাধুকৃপায় দুঁহার ভজন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একবিংশতিতমাধ্যায়ে চতুর্দ্দশশ্লোকে বেণুগীতং শ্রুত্বা গোপীবাক্যং—

ষষ্ঠী তু সম্বন্ধমাত্রবিবক্ষয়া, তত্তু বিষয়সুখমন্যত এব কালেন প্রাচীনকর্ম্মাবসরেণ সর্ব্বত্র নরকাদাবপি লভ্যতে, দুঃখবৎ যথা দুঃখং প্রযত্নং বিনাপি লভ্যতে তদ্বৎ। তদুক্তং—'অপ্রার্থিতানি দুঃখানি যথৈবায়ান্তি দেহিনঃ। সুখান্যপি তথা মন্যে দৈন্যমত্রাভিরিচ্যতে' ইতি। সর্ব্বত্র সর্ব্বযোনিষু গভীররংহসা অনবগাহ্যবেগেন। তস্মাদৈহিকার্থং সুতরাং কর্ম্ম ন কর্ত্তব্যমিতি ভাবঃ ॥৫৭॥

সাধনৌঘৈরিতি। আসঙ্গশব্দেন সাধনৈপুণ্যমেব বোধ্যতে, তন্নৈপুণ্যঞ্চ সাক্ষাত্তদ্ভজনে প্রবৃত্তিঃ। ততশ্চ তস্য তাদৃশসামর্থ্যেঽপ্যন্যত্র প্রবৃত্ত্যা ন বিদ্যতে। আসঙ্গো নৈপুণ্যং যেষু তাদৃশৈঃ সাধনৌঘৈর্নাসাধনৈরিত্যর্থঃ। সুচিরাদ্ বহুকালাদপি অলভ্যা লব্ধুমশক্যা। হরিণা চাশ্বদেয়েতি। আসঙ্গেনাপি কৃতে সাধনভূতে সাক্ষাদ্ভক্তিযোগে সতি যাবৎ ফলভূতে ভক্তিযোগে গাঢ়াসক্তির্ন জায়তে তাবন্ন দদাতীত্যর্থঃ। দ্বিধা সুদুর্ল্লভেতি প্রকারদ্বয়েনাপি দুর্ল্লভত্বং তস্যা ইত্যর্থঃ ॥৫৯॥

মান্‌লোক তাহারই জন্য যত্ন করিবে। যত্ন না করিলেও যেমন দুঃখ আপনিই উপস্থিত হয়, তদ্রূপ যাহার বেগ কাহারই বুদ্ধির গোচর হয় না, সেই প্রাচীন কর্ম্ম বশতঃ নরকাদিতেও সুখের প্রাপ্তি হইয়া থাকে; সুতরাং ঐহিকের নিমিত্ত কর্ম্ম করা উচিৎ নহে ॥৫৭॥

আসঙ্গরহিত সাধনরাশি দ্বারা চিরকালেও লাভ করা যায় না, এবং আসঙ্গ থাকিলেও ফলভক্তিতে গাঢ়াসক্তি না হইলে, হরি কর্ত্তৃক আশু অদেয়; অতএব সুদুর্ল্লভা ভক্তি দুইপ্রকার ॥৫৯॥

ইহার ব্যাখ্যা (২০) পরিচ্ছেদ (৪৭৫) পৃষ্ঠা (৭) শ্লোকে দেখুন। সদ্ধর্ম্ম অর্থাৎ ভগবদ্ভজনের জন্য যত্নপরায়ণ হইলে, সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়, অতএব তজ্জন্য সযত্ন হওয়া উচিত—ইহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রতিপাদন করিলেন ॥৫৮॥

যত্ন এবং আগ্রহ ব্যতীত প্রেমভক্তি লাভ হয় না, ইহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন। আসঙ্গ—সাধনে নৈপুণ্য অর্থাৎ সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণভজন বিষয়িণী প্রবৃত্তি ॥৫৯॥

ইহার ব্যাখ্যা আদিলীলা (১) পরিচ্ছেদ (১০) পৃষ্ঠা (২০) শ্লোকে দেখুন। গাঢ়াসক্তিপূর্ব্বক ভজন করিলে, ভগবৎপ্রাপ্তির অনন্যহেতু যে প্রেমভক্তি, ভগবান্ তাহা স্বয়ংই দান করেন—ইহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন ॥৬০॥

১। অপি-অর্থে—সম্ভাবনার্থে। অবধারণে—নিশ্চয়ার্থে। যত্নাগ্রহ বিনা—যত্ন এবং আগ্রহ ব্যতীত। ভক্তি—সাধনভক্তি। না জন্মায় প্রেমে—অর্থাৎ প্রেমকে উৎপাদন করে না।

২। মুনি শব্দে…ভজন—মুনি=পক্ষী ও ভৃঙ্গ, নিগ্রন্থ=মূর্খ। দুঁহার—পক্ষী ভৃঙ্গ ও মূর্খজনের অর্থাৎ পক্ষীভৃঙ্গ ও মূর্খ এই দুই ধৈর্য্যযুক্ত হইয়া কৃষ্ণেতে ইত্যাদি।

প্রায়ো বতাম্ব মুনয়ো বিহগা বনেঽস্মিন্,
কৃষ্ণেক্ষিতং তদুদিতং কলবেণুগীতং।
আরুহ্য যে দ্রুমভুজান্ রুচিরপ্রবালান্,
শৃণ্বন্তি মীলিতদৃশো বিগতান্যবাচঃ ॥৬১॥

তথাহি তত্রৈব পঞ্চদশাধ্যায়ে সপ্তমশ্লোকে চ বলরামং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—

এতেঽলিনস্তবযশোঽখিললোকতীর্থং,
গায়ন্ত আদিপুরুষানুপথং ভজন্তে।
প্রায়ো অমী মুনিগণা ভবদীয়মুখ্যা,
গূঢ়ং বনেঽপি ন জহত্যনঘাত্মদৈবং ॥৬২॥
নৃত্যন্ত্যমী শিখিন ইড্য মুদা হরিণ্যঃ,
সূক্তেশ্চ কোকিলগণা গৃহমাগতায়।

প্রায়েত্যা বতেতি। বতেতি বিস্ময়ে। অম্বেতি অম্বং ভাবাবিষ্টপ্রমদাজনকথাস্বভাবঃ। প্রায় ইতি বিতর্কে। মুনয় আত্মারামাঃ শ্রীসনকাদায়োঽস্মিন্ বনে বিহগাএব বভূবুরিত্যর্থঃ। তত্র প্রয়োজনমাহুঃ—কৃষ্ণেত্যাদিনা। কৃষ্ণেন ঈক্ষিতং স্বয়মেবোৎপ্রেক্ষিতং কল্পিতং পূর্ব্বং তাদৃশাভাবাৎ। তেনৈবোদিতং উত্তরোত্তরপ্রকটিতগুণং ইতি বেণুগীতস্য ব্রহ্মসমাধিতোঽপ্যাকর্ষকতা দর্শিতা। কলয়তি জগচ্চিত্তমাকর্ষতীতি কলং বেণুগীতং। তাদৃশমুনিত্বে লিঙ্গমাহুঃ। রুচিরপ্রবালান্ বিচিত্রোপশাখাময়ান্, দ্রুমভুজান্ বেদশাখারূপান্, আরুহ্য অতিক্রম্য তদভিনিবেশমপি পরিত্যজ্য, মীলিতা মুদ্রিতা আচ্ছন্নাদৃক্ দেহাদিজ্ঞানং যৈ স্তথাভূতা অপি সন্তঃ। বিগতা অন্যেষাং কৃষ্ণব্যতিরিক্তানাং বাক্ কথাপি কিং পুনর্বিচারাদি যেভ্যস্তথাভূতাঃ সন্তঃ শৃণ্বন্তি ॥৬১॥

এত ইতি। শ্রীমদঙ্গুল্যা দর্শয়তি। এতে অলিনঃ ভৃঙ্গাঃ। অবিশেষেণাখিললোকানাং তীর্থং সংসারমলপাবনং ত্বদ্ভক্তিমাহাত্ম্যদ্যোতকগুরুং বা তব যশঃ কীর্ত্তিং গায়ন্তঃ, অনুপথং পথিপথি, ভজন্তে অনুবর্ত্তন্তে ত্বাং। অনুপদমিতি পাঠে তথৈব। তচ্চ যুক্তমেবেত্যাহ—হে আদিপুরুষেতি। সদা স্বতঃ সর্ব্বেষাং ত্বৎসেবকত্বাদিতি ভাবঃ। অত্রানুমিমীত ইব প্রায় ইতি ভবদীয়া ভবতো নানারূপস্যোপাসকা যে তেষপি পূর্ণস্য ভবত উপাসকত্বান্মুখ্যা যে মুনয়ঃ পরমমনননিশ্চিতৈতদ্রূপত্বদ্ভজনেন তত এবান্যত্র মৌনশীলত্বেন চানন্যা ইত্যর্থঃ। তেষাং গণাঃ, অতএব শ্লেষেণ মুনয়োঽপি অনুগা যেষাং তে মুনীশ্বরা ইত্যর্থঃ। শ্রীব্রহ্মণোপি দুলভস্য লাভাৎ তে, বনে শ্রীবৃন্দাবনে, গূঢ়মনুষ্যরূপোপাসকৈরজ্ঞাতমপি অত্রৈব কচিৎ ক্রীড়াবিশেষায় নিলীয় স্থিতমপি ত্বাং ন জহাতি। তত্র হেতুঃ—আত্মদৈবমিতি, ভবদীয়মুখ্যা ইতি চ, অনয়োশ্চ মিথো হেতুত্বং। হে অনঘ! ন বিদ্যতে ভক্তানাং অঘং যস্মিন্ সঃ—হে অপরাধাগ্রাহিন্ পরমকারুণিকেতি যাবৎ। অনঘাত্মদৈবমিত্যেকং বা পদং। তদেবমেষামপীষ্টসিদ্ধিঃ কার্য্যেতি ভাবঃ। প্রায় ইতি বিতর্কে শ্রীনারদাদিবদ্ যশোগান্ পরমরহস্য তদন্বেষণানুগত্যাদিসাম্যাৎ ॥৬২॥

নৃত্যন্ত্যমীতি। হে ঈড্য স্তুতিযোগ্য! ইতি স্মিত্বা বিমুখীভবন্তমিবাগ্রজমভিমুখীকরোতি। মুদেত্যস্য সর্ব্বেরপ্যনুসঙ্গঃ। অমী শিখিনো ময়ূরা নৃত্যন্তি। গোপ্য ঈক্ষণেন প্রিয়ং প্রীতিং তে তুভ্যং কুর্ব্বন্তি জনয়ন্তি (রুচার্থানাং

হে অম্ব! আশ্চর্য্য কথা শ্রবণ কর। বোধ করি, এই বনে মুনিগণ পক্ষী হইয়া অবস্থান করিতেছেন; যেহেতু ইঁহারা বেদশাখারূপ বিচিত্র উপশাখাময় তরুশাখা অতিক্রম পূর্ব্বক (অর্থাৎ তাহাতে অভিনিবেশ ত্যাগ করিয়া) দেহাদিজ্ঞানআচ্ছাদিত এবং কৃষ্ণ-ব্যতিরিক্ত কথা পরিত্যাগ করতঃ, কৃষ্ণ কর্ত্তৃক স্বয়ংকল্পিত জগচ্চিত্তাকর্ষক বেণুগীত শ্রবণ করিতেছেন ॥৬১॥

হে আদিপুরুষ! অখিল লোকের সংসারমলনাশক তোমার কীর্ত্তি গান করতঃ, এই ভৃঙ্গগণ প্রতিপথে তোমার অনুবর্ত্তন করিতেছে; বোধ করি, তোমার ভক্তমুখ্য মুনিগণ ভৃঙ্গরূপ প্রকট করতঃ, এই বৃন্দাবনে গূঢ়ভাবে লীলাকারী পরমকারুণিক অভীষ্টদেব তোমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না ॥৬২॥

হে স্তবার্হ! পরমানন্দে ময়ূরগণ নৃত্য করিতেছে, গোপীদিগের ন্যায় হরিণীগণ বীক্ষণ দ্বারা এবং কোকিল সকল

মুনিগণ পক্ষী হইয়াছেন—ইহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন। অম্ব, হে মাতঃ!—এইটী ভাবাবিষ্ট প্রমদাদিগের কথার স্বভাব ॥৬১॥
মুনিগণ ভৃঙ্গ হইয়াছেন—ইহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন ॥৬২॥

কুর্ব্বন্তি গোপ্য ইব তে প্রিয়মীক্ষণেন,
ধন্যা বনৌকস ইয়ান্ হি সতাং নিসর্গঃ ॥৬৩॥

তথা তত্রৈব পঞ্চত্রিংশাধ্যায়ে একাদশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ-মুদ্দিশ্য গোপীবাক্যং—

সরসি সারসহংসবিহঙ্গা-
শ্চারুগীতহৃতচেতস এত্য ।
হরিমুপাসত তে যতচিত্তা,
হন্ত মীলিতদৃশো ধৃতমৌনাঃ ॥৬৪॥

তথা তত্রৈব দ্বিতীয়স্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ে সপ্তদশশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং—

কীরাতহূনান্ধ্রপুলিন্দপুক্কশা,
আভীরশুম্মা যবনাঃ খসাদয়ঃ ।
যেহন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥৬৫॥

১। কিম্বা 'ধৃতি' শব্দে নিজপূর্ণতাদি জ্ঞান কয় ;
২। দুঃখাভাবে উত্তমপ্রাপ্ত্যে মহাপূর্ণ হয় ।

প্রীয়মাণ ইতি সম্প্রদানত্বং)। গোপ্য ইবেতি বীক্ষণস্য সুষ্ঠুতয়া প্রেম্ণা চ সাম্যাৎ দৈর্ঘ্যচাঞ্চল্যসপ্রেমত্বাদিনা তৎস্মরণাচ্চ। অতএব শ্রীরামপ্রেয়স্যোহপ্যন্যা জ্ঞেয়াঃ। ইত্থং পৌগণ্ডমারভ্য তাসু তস্য ভাবোদয়ঃ সূচিতঃ। পরমতেজস্বিত্বেন পৌগণ্ড এব কৈশোরাংশাবির্ভাবাৎ তাসামপি তাদৃশত্বাৎ। সূক্তৈঃ শ্রোত্রসুখদশব্দৈঃ, কোকিলগণাঃ গৃহমাগতায় অভ্যাগতায়েত্যর্থঃ, তত্তৎ কৃত্যং কুর্ব্বন্তি। তচ্চ বাক্ চতুর্থী চ সূনৃতেতি-ন্যায়েন যুক্তমেবেত্যাহ—ইয়ানিতি। ইয়ান্ হি সতাং মহতাং নিসর্গঃ স্বভাবঃ ॥৬৩॥

সরসীতি। যর্হি শ্রীকৃষ্ণঃ সন্ধিতবেণুর্ভবতি তদৈব সরসি তস্মিন্ স্থিতা যে তে সর্ব্বেহপীত্যর্থঃ। সারসাশ্চ হংসাশ্চ বিহঙ্গাশ্চ চক্রবাকাদয়স্তে চ। চারুণা গীতেন বেণুগীতেন হৃতানি আকৃষ্টানি চেতাংসি যেষাং তে তদ্গীতাভিমুখমেত্য আগত্য হরিং মনোহরস্বভাবতয়া তথা প্রসিদ্ধং শ্রীকৃষ্ণং উপলক্ষীকৃত্যাসত। তে অনন্তাঃ সুখবিহারপরা অপি। হন্ত—পরমভাগধেয়াঃ। তত্র তেষামানন্দমূর্চ্ছামাহ্—যতচিত্তা ইত্যাদিনা। হন্ত খেদে। তথা নিজাভীষ্টলাভাদ্ বিস্ময়ে বা, হরিমিতি পূর্ব্ববদ্দৃষ্টান্তগর্ভঃ শ্লেষঃ। ততঃ পক্ষে হরিং বিষ্ণুং উপাসত অভজন্ত উপাসনালক্ষণং যতেত্যাদি ॥৬৪॥

ভক্তাশ্রিতানাং পাপজীবানামপি পরমশুদ্ধৌ হেতুত্ব দর্শয়ন্নাহ—কীরাতেতি। কিরাতাদয়ো যে পাপজাতয়ঃ অন্যে চ যে পাপরূপাঃ। যদপাশ্রয়া বৈষ্ণবাস্তদাশ্রয়াঃ সন্তঃ শুধ্যন্তি। অত্র যদপাশ্রয়াশ্রয়ত্বং ব্যবহারেচ্ছয়ৈব পরমার্থেচ্ছুত্বে পূর্ব্বেষামপি ভগবদপাশ্রয়াণাং তৎপূর্ব্বং ভক্তাস্তদাশ্রয়ত্বং বিদ্যত এবেতি ন বিশেষঃ স্যাৎ। অসম্ভাবনাশঙ্কাং পরিহরতি প্রভবিষ্ণবে প্রভবনশীলায় ॥৬৫॥

কর্ণসুখপ্রদ শব্দ দ্বারা নিজগৃহাগত তোমার প্রীতি সম্পাদন করিতেছে, যেহেতু সাধুগণের ইহাই স্বভাব ; অতএব বৃন্দাবন-বাসী ইহারাই ধন্য ॥৬৩॥

হে সখি ! যেকালে শ্রীকৃষ্ণ অধরে বেণুসন্ধান করেন, তৎকালে সরোবরস্থ সারস, হংস এবং অন্যান্য পক্ষিগণ সেই মনোহর বেণুগীত কর্তৃক আকৃষ্টচেতা হইয়া, চিত্তসংযম, নয়নমুদ্রণ এবং মৌন অবলম্বন করতঃ, শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিয়াছিলেন ॥৬৪॥

কীরাত, হূন, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কশ, আভীর, শুম্ম, যবন এবং খস প্রভৃতি পাপজাতিসমূহ এবং যাহারা কর্ম্মদোষ বশতঃ পাপাত্মা—তাহারাও যে ভগবানের ভক্তকে আশ্রয় করিয়া সর্ব্ববিধ পাপ হইতে শুদ্ধি লাভ করে, সেই প্রভাবশালী ভগবান্‌কে প্রণাম ॥৬৫॥

পক্ষিগণও যে ঐ ভাবে কৃষ্ণভজন করে—ইহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন ॥৬৩॥
শ্রীকৃষ্ণ নিজগুণে পক্ষিগণকেও আকর্ষণ করিয়া নিজভজনে প্রবর্ত্তিত করান—ইহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন ॥৬৪॥
কিরাতাদি বিধিহীন মূর্খজনেরাও শ্রীকৃষ্ণভজন করে—ইহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন ॥৬৫॥

১। পূর্ণতা—মনের অচাঞ্চল্য ; জ্ঞান—ভগবদনুভবরূপ মনের পূর্ণতা। কয়—বলে। ২। দুঃখাভাব—ভগবৎসম্বন্ধ লাভে দুঃখাভাব। উত্তমাপ্তি—ভগবৎপ্রেম লাভ। মহাপূর্ণ হয়—এই সকল দ্বারা পূর্ণতার অবধি লাভ করে।

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণ-বিভাগে ব্যভিচারিলহর্য্যাং ষষ্টিতমশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামি-বাক্যং –

ধৃতিঃ স্যাৎ পূর্ণতাজ্ঞানদুঃখাভাবোত্তমাপ্তিভিঃ।
অপ্রাপ্তাতীতনষ্টার্থানভিসংশোচনাদিকৃৎ ॥৬৬॥

১। কৃষ্ণপ্রেম দুঃখহীন বাঞ্ছান্তরহীন ;
২। কৃষ্ণপ্রেম সেবাপূর্ণানন্দ-প্রবীণ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ে পঞ্চাশত্তম শ্লোকে দুর্ব্বাসসং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং—

মৎসেবয়া প্রতীতং তে
সালোক্যাদি চতুষ্টয়ং।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ
কুতোঽন্যৎ কাল বিপ্লুতং॥৬৭

শ্রীগোস্বামিপাদোক্ত শ্লোকঃ—

হৃষিকেশে হৃষীকাণি
যস্য স্থৈর্য্যগতানি হি।
স এব ধৈর্য্যমাপ্নোতি
সংসারে জীবচঞ্চলে ॥৬৮॥

৩। 'চ' অবধারণে ইহা 'অপি' সমুচ্চয়ে ;
৪। ধৃতিমন্ত হঞা ভজে পক্ষী-মূর্খচয়ে।
৫। আত্মা শব্দে 'বুদ্ধি' কহে, বুদ্ধি বিশেষ ;
৬। সামান্যবুদ্ধিযুক্ত যত জীব অশেষ।
বুদ্ধ্যে রমে আত্মারাম দুইত প্রকার ;
৭। পণ্ডিত মুনিগণ, নির্গ্রন্থ মূর্খ আর।
৮। কৃষ্ণকৃপায় সাধুসঙ্গে রতি-বুদ্ধি পায়।
৯। সব ছাড়ি শুদ্ধভক্তি করে কৃষ্ণপায়।

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং দশমাধ্যায়ে অষ্টম-শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং—

ধৃতিরিতি। জ্ঞানেন ভগবদনুভবেন তথা ভগবৎসম্বন্ধেন যো দুঃখাভাবস্তেন তথা ভগবৎসম্বন্ধিতয়া পরমপুরুষার্থস্য প্রেম্নঃ প্রাপ্ত্যা চ যা পূর্ণতা মনসোঽচাঞ্চল্যং সা ধৃতিরিত্যর্থঃ। অপ্রাপ্তস্য অতীতস্য নষ্টস্য চ বিষয়স্য চ অনভিশোচনং অভিশোচনাভাবং করোতীতি সা ॥৬৬॥

হৃষীকেশ ইতি। যস্য হৃষীকেশে সর্ব্বনিয়ন্তরি ভগবতি হৃষীকাণি ইন্দ্রিয়াণি স্থৈর্য্যং স্থিরভাবং (গাঢ়াসক্তিমিতি যাবৎ) গতানি যাতানি, জীবো জীবনং তদ্বৎ চঞ্চলে (ক্ষণভঙ্গুরে ইতি যাবৎ) সংসারে স এব ধৈর্য্যং নিশ্চলভাবমাপ্নোতি ॥৬৮॥

জ্ঞান, দুঃখাভাব এবং উত্তমপ্রাপ্তিনিবন্ধন পূর্ণতাকে (অর্থাৎ মনের অচাঞ্চল্যকে) ধৃতি বলে। অপ্রাপ্ত অতীত এবং নষ্ট বিষয়ের শোচনাভাব প্রভৃতি তাহার অনুভাব ॥৬৬॥

যাহার ইন্দ্রিয়বর্গ ভগবানে গাঢ়াসক্ত, সেই ব্যক্তিই এই ক্ষণভঙ্গুর চঞ্চল সংসারে ধৈর্য্য লাভ করে ॥৬৮॥

জ্ঞান—ভগবদনুভব। দুঃখাভাব—ভগবৎসম্বন্ধে দুঃখাভাব। উত্তমপ্রাপ্তি—ভগবৎপ্রেমের প্রাপ্তি। এই শ্লোকে ধৃতির উপযুক্ত লক্ষণ দেখাইলেন ॥৬৬॥

ইহার ব্যাখ্যা আদিলীলা (৬৯) পৃষ্ঠা (৩৬) শ্লোকে দেখুন। কৃষ্ণভক্ত দুঃখরহিত, সেবাবাঞ্ছাভিন্ন অন্যবাঞ্ছারহিত এবং কৃষ্ণের প্রেমসেবার পরিপূর্ণানন্দ অনুভব করেন,—ইহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন ॥৬৭॥

কৃষ্ণভক্তই ধৃতিমান্—ইহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন ॥৬৮॥

১। বাঞ্ছান্তর—ভগবৎসেবাদির বাঞ্ছা ভিন্ন অন্য বাঞ্ছা। ২। কৃষ্ণপ্রেম…প্রবীণ—কৃষ্ণের প্রেমসেবাজনিত পূর্ণানন্দলাভে সকলেই অগ্রগণ্য।
৩। অবধারণে—নিশ্চয়ে। ৪। পক্ষী মূর্খচয়ে—পক্ষী এবং মূর্খসমূহ।
৫। বুদ্ধি বিশেষ—অর্থাৎ বিচারবতী বুদ্ধি।
৬। সামান্য বুদ্ধি—স্নানপানাদি বিষয়িণী বুদ্ধি, ইহার সদসৎবিচারের সামর্থ্য নাই। অশেষ—সাধারণ।
৭। মুনিগণ—মুনি শব্দের অর্থ পণ্ডিত, অর্থাৎ যাঁহাদিগের বেদার্থনিষ্পন্ন বুদ্ধি। নির্গ্রন্থ—মূর্খ, যাঁহাদিগের সামান্য বুদ্ধি।
৮। রতি-বুদ্ধি—শ্রীকৃষ্ণরতিবিষয়িণী বুদ্ধি। ৯। শুদ্ধভক্তি—ভুক্তিমুক্তিবাঞ্ছারহিত ভক্তি।

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥৬৯

তথাহি **শ্রীমদ্ভাগবতে** দ্বিতীয়স্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে পঞ্চচত্বারিংশশ্লোকে নারদং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং—

তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং,
স্ত্রীশূদ্রহূনশবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণশীলশিক্ষা-
স্তির্য্যগ্জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে ॥৭০॥

বিচার করিয়া যবে ভজে কৃষ্ণপায় ;
১। সেই বুদ্ধি দেন তারে যাতে কৃষ্ণ পায়।

তথাহি **শ্রীভগবদ্গীতায়াং** দশমাধ্যায়ে দশমশ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং—

চতুঃশ্লোক্যা পরমৈকান্তিনাং ভক্তিং ব্রুবন্ তস্যা জনকং পোষকঞ্চাত্মযাথাত্ম্যং তাবদাহ—**অহমিতি**। স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণোঽহং সর্ব্বস্যাস্য বিধিরুদ্রপ্রমুখস্য প্রপঞ্চস্য প্রভবোহেতুঃ। এবমেবাথর্ব্বসু পঠ্যতে—'যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ গাপয়তি স্ম কৃষ্ণ' ইতি। 'অথ পুরুষোবৈ নারায়ণোঽকাময়ত প্রজাং সৃজেয়ে'ত্যুপক্রম্য 'নারায়ণাদ্ ব্রহ্ম জায়তে নারায়ণাৎ প্রজাপতিঃ প্রজাপতে নারায়ণাদিন্দ্রো জায়তে নারায়ণাদষ্টৌ বসবো জায়ন্তে নারায়ণাদেকাদশরুদ্রা জায়ন্তে নারায়ণাদ্দ্বাদশাদিত্যা' ইত্যাদি। এষ নারায়ণঃ কৃষ্ণো বোধ্যঃ—'ব্রহ্মণ্য দেবকীপুত্র' ইত্যাদ্যন্তরপাঠাৎ। তদাহুরেকো বৈ নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা ন ঈশানো নাপো নাগ্নিষোমৌ নেমে দ্যাবাপৃথিবী ন নক্ষত্রাণি ন সূর্য্যো ন একাকী ন রমতে তস্য ধ্যানান্তঃস্থস্য যত্র চ্ছান্দোগৈঃ ক্রিয়মাণাষ্টকাদিসংজ্ঞকা স্তুতিঃ স্তোমমুচ্যতে' ইত্যাদ্যুপক্রম্য প্রধানাদিসৃষ্টিমভিধায় 'অথ পুনরেব নারায়ণঃ সোঽন্যৎকামো মনসাধ্যায়ত তস্য ধ্যানান্তরস্থস্য তল্ললাটাৎ ত্র্যক্ষঃ শূলপাণিঃ পুরুষোঽজায়ত বিভ্রচ্ছ্রিয়ং সত্যং ব্রহ্মচর্য্যন্তপো বৈরাগ্য'মিতি ; 'তত্র চতুর্মুখো জায়ত' ইত্যাদি চ। ঋক্ষু চ—'যং কাময়ে তন্তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধা'মিত্যাদি। মোক্ষধর্ম্মে চ—'প্রজাপতিঞ্চ রুদ্রঞ্চাপ্যহমেব সৃজামি বৈ। তৌ হি মাং ন বিজানীতো মম মায়াবিমোহিতা'বিতি। বারাহে চ—'নারায়ণঃ পরো দেবস্তস্মাজ্জাতশ্চতুর্মুখঃ। তস্মাদ্রুদ্রোঽভবদ্দেবঃ স চ সর্ব্বজ্ঞতাং গত' ইতি। এবঞ্চ মদিতরনিখিলোপাদাননিমিত্তভূতোঽহমিত্যুক্তং। যদ্ যন্মৎসম্ভূতং তৎ সর্ব্বং মত্তঃ প্রবর্ত্ততে মদধীনপ্রবৃত্তিকমিতি। মদন্যনিখিলনিয়ন্তা চাহমিত্যুক্তং। ইতি মত্বা মমেদৃশত্বং সদ্গুরুমুখান্নিশ্চিত্য ভাবেন প্রেম্না সমন্বিতা সন্তো বুধাঃ প্রশস্তবুদ্ধিমন্তো মাং ভজন্তে ॥৬৯॥

কিং বহুনা সৎসঙ্গেন সর্ব্বে বিদন্তীত্যাহ—**তে বৈ** ইতি। অদ্ভুতাঃ ক্রমাঃ পাদন্যাসা যস্য হরেস্তৎপরায়ণাস্তদ্ভক্তাস্তেষাং শীলে শিক্ষা যেষাস্তে, তথা যদি ভবন্তি তর্হি স্ত্রীশূদ্রাদয়ঃ পাপজীবাঃ স্বপ্রারব্ধপাপবশাত্তত্তদ্রূপেণ যে জীবন্তি তে অপি তথা তির্য্যগ্জনা অপি বিদন্তি প্রেম্না ভগবন্তমনুভবন্তি মায়াস্তরন্তি চ বেত্যর্থঃ। শ্রুতে ভগবতো রূপে ধারণা মনোনিয়মনং যেষাং তে বিদন্তীতি। কিমু বক্তব্যং ॥৭০॥

আমিই সকলের উৎপত্তিস্থান এবং সকলের প্রবৃত্তি—আমার অধীন, সদ্গুরু দ্বারা আমার এতাদৃশতা নিশ্চয় করিয়া সুবুদ্ধি পণ্ডিতেরা প্রেম সহকারে আমাকে ভজনা করেন ॥৬৯॥

স্ত্রী, শূদ্র, হূন, শবর ও তির্য্যগ্জাতি পাপজীবি (অর্থাৎ শাস্ত্রবিরুদ্ধাচারী) হইলেও, যাঁহার পাদবিন্যাস অদ্ভুত অর্থাৎ ত্রিলোকী আক্রমণ করিয়াছিল, সেই ভগবানের ভক্তের পবিত্রচরিতে যদি শিক্ষিত হয়, তবে তাহারাও ভগবত্তত্ত্ব অনুভব করিতে এবং তাঁহার মায়া অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়। অতএব যাঁহারা বেদার্থ আলোচনা করতঃ ভগবদ্রূপে মনের ধারণা করিয়াছেন, তাঁহারা যে ভগবত্তত্ত্ব জানিতে এবং মায়া তরণ করিতে সমর্থ, তাহা আর কি বলিব ॥৭০॥

সুবুদ্ধি অর্থাৎ পণ্ডিতগণ সর্ব্বাত্মভাবে কৃষ্ণভজন করেন—ইহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন ॥৬৯॥
শাস্ত্রবেত্তা মুনিগণ এবং শাস্ত্রবর্জিত মূর্খদিগের সৎসঙ্গপ্রভাবে কৃষ্ণভজন করেন—ইহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন ॥৭০॥

১। সেই বুদ্ধি দেন—শ্রীকৃষ্ণ তাদৃশ বুদ্ধি প্রদান করেন। যাতে—যে বুদ্ধি দ্বারা।

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥৭১॥

১। সৎসঙ্গ, কৃষ্ণসেবা, ভাগবত, নাম,
ব্রজে বাস,—এই পঞ্চ সাধন-প্রধান।
২। এই পঞ্চ মধ্যে এক স্বল্প যদি হয়,
সুবুদ্ধি জনের হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয়।

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং সপ্তাশীতিতম শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামি-বাক্যং—

দুরূহাদ্ভুতবীর্য্যেঽস্মিন্ শ্রদ্ধা দূরেঽস্তু পঞ্চকে।
যত্র স্বল্পোঽপি সম্বন্ধঃ সদ্ধিয়াং ভাবজন্মনে ॥৭২॥

৩। উদার মহতী যার সর্ব্বোত্তমা বুদ্ধি;
নানা কামে ভজে তবু পায় ভক্তি-সিদ্ধি।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে দশমশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরং ॥৭৩॥

৪। ভক্তি-স্বভাব সেই কাম ছাড়াইয়া;
৫। কৃষ্ণপদে ভক্তি করায় গুণে আকর্ষিয়া।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে দশমশ্লোকে শৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ ॥৭৪॥

তথাহি তত্রৈব পঞ্চমস্কন্ধে ঊনবিংশাধ্যায়ে অষ্টাবিংশ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য দেবানাং স্তুতিঃ—

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং,
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবং ॥৭৫॥

৬। 'আত্মা' শব্দে স্বভাব কহে, তাতে যেই রমে;
আত্মারাম জীব যত স্থাবর-জঙ্গমে।
৭। জীবের স্বভাব কৃষ্ণদাস অভিমান;
দেহে আত্মজ্ঞানে আচ্ছাদিত সেই জ্ঞান।

ইহার ব্যাখ্যা (১০) পৃষ্ঠা (২০) শ্লোকে দেখুন। যাহারা বিচার করিয়া কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হয়, কৃষ্ণই তাহাদিগকে তাদৃশ বুদ্ধি প্রদান করেন, যাদৃশ বুদ্ধি দ্বারা কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়—ইহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন ॥৭১॥

ইহার ব্যাখ্যা (২২) পরিচ্ছেদে (৫৪৩) পৃষ্ঠা (৫৫) শ্লোকে দেখুন। সৎসঙ্গাদি পাঁচের মধ্যে একেতে যৎকিঞ্চিৎ সম্বন্ধ হইলেও প্রেমোৎপত্তি হয়, ইহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন ॥৭২॥

ইহার ব্যাখ্যা (২২) পরিচ্ছেদ (৫২৭) পৃষ্ঠা (১৩) শ্লোকে দেখুন। এই শ্লোকে নানাবিধ কামনাযুক্ত পুরুষ যে কৃষ্ণভজন করে—তাহা 'সর্ব্বকাম' এই পদ দ্বারা দেখাইলেন ॥৭৩॥

ইহার ব্যাখ্যা (২৫৪) পৃষ্ঠা (১৭) শ্লোকে দেখুন। কৃষ্ণগুণ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাতে ভক্তি করে, শ্লোকস্থ 'ইত্থম্ভূতগুণ' এই পদ দ্বারা তাহাই দেখাইলেন ॥৭৪॥

ইহার ব্যাখ্যা (২২) পরিচ্ছেদে (৫১৮) পৃষ্ঠা (১৪) শ্লোকে দেখুন। ভক্তিস্বভাবে কামনা ত্যাগ হয়, ইহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন ॥৭৫॥

১। কৃষ্ণসেবা—শ্রীমূর্ত্তিসেবা। ভাগবত—ভাগবতার্থের আস্বাদন। নাম—নামসঙ্কীর্ত্তন।

২। এক—এক অঙ্গ। সুবুদ্ধি—নিরপরাধী।

৩। উদার…বুদ্ধি—অনন্তর শ্লোকস্থ 'উদারধী' এই শব্দের অর্থ করিতেছেন। উদার শব্দে মহতী, ধী শব্দে বুদ্ধি; যাঁহার বুদ্ধি উদার (মহতী) অর্থাৎ সর্ব্বোত্তমা, তাঁহাকে উদারধী বলে।

৪। সেই কাম—যে যে কামনা করিয়া ভজনে প্রবৃত্ত হয়। ৫। গুণে—কৃষ্ণগুণদ্বারা।

৬। তাতে—স্বভাবে। অতএব স্থাবর ও জঙ্গম সকল জীবই আত্মারাম, যে হেতু তাহারা নিজ স্বভাবে রত থাকে।

৭। জীবের স্বভাব ইত্যাদি—জীব যখন স্বীয় স্বভাবে রত থাকে, তখন আমি কৃষ্ণদাস এই অভিমান হয় অর্থাৎ কৃষ্ণদাস বলিয়া আপনাকে অভিমান করাই জীবের স্বভাব। যখন অবিদ্যাবশতঃ দেহাদিতে আত্মজ্ঞান হয়, তখন তাহার কৃষ্ণদাস-অভিমান সেই জ্ঞানে (অর্থাৎ দেহে আত্মজ্ঞান দ্বারা) আচ্ছাদিত হয়।

'চ' শব্দে এব অর্থ, 'অপি' সমুচ্চয়ে ;
আত্মারাম এব হঞা শ্রীকৃষ্ণ ভজয়ে।
১। এই জীব সনকাদি সব মুনিগণ ;
নির্গ্রন্থ মূর্খ নীচ স্থাবর পশুগণ।
ব্যাস-শুক-সনকাদ্যের প্রসিদ্ধ ভজন ;
নির্গ্রন্থ স্থাবরাদ্যের শুন বিবরণ।
২। কৃষ্ণকৃপাদি হেতু হৈতে স্বভাব উদয় ;
৩। কৃষ্ণগুণাকৃষ্ট হঞা তাঁহারে ভজয়।

তথাহি **শ্রীমদ্ভাগবতে** দশমস্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়ে অষ্টমশ্লোকে **শ্রীবলদেবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং**—

ধন্যেয়মদ্য ধরণী তৃণবীরুধস্ত্বৎ-
পাদস্পৃশো দ্রুমলতাঃ করজাভিমৃষ্টাঃ।
নদ্যোঽদ্রয়ঃ খগমৃগাঃ সদয়াবলোকৈ-
র্গোপ্যোঽন্তরেণ ভুজয়োরপি যৎস্পৃহা শ্রীঃ ॥৭৬

তথাহি **তত্রৈব** একবিংশতিতমাধ্যায়ে উনবিংশশ্লোকে **শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য গোপীবাক্যং**—

গা গোপকৈরনুবনং নয়তোরুদার-
বেণুস্বনৈঃ কলপদৈস্তনুভৃৎসু সখ্যঃ।
অস্পন্দনং গতিমতাং পুলকস্তরূণাং,
নির্যোগপাশকৃতলক্ষণয়োর্বিচিত্রং ॥৭৭॥

এবং তৎকর্তৃক সেবয়া তান্ স্তুত্বা শ্রীরামকর্তৃকপ্রসাদেনাপি ধরণ্যাদিসহিতানেব স্তৌতি—**ধন্যেতি**। ইয়মাদিতো বর্তমানা বিচিত্রাবতারস্পর্শসৌভাগ্যবতী বিশেষতঃ শ্রীবরাহশেষপ্রসাদাতিশয়লব্ধমাহাত্ম্যাপি অদ্য ত্বদবতার এব ধন্যা পরমপ্রশংসনীয়াভূৎ। আস্তাং তাবদস্যা ধন্যত্বং, তৎসম্ভবানাং মধ্যে লঘিষ্ঠা ইমাঃ শ্রীবৃন্দাবনবর্তিন্যস্তৃণবীরুধঃ তৃণলতা দূর্বাদ্যা অপি ধন্যাঃ যতস্ত্বৎপাদস্পৃশঃ। এবমুত্তরত্র এব ধন্যেয়মিতি বচনলিঙ্গব্যত্যয়েনানুবর্ত্যং। ত্বদিতি ছান্দসোঽসাধুক্। অতো যথাস্থানমাকর্ষণীয়ং। যথা দ্রুমলতাশ্চ করজৈরঙ্গুলীভিঃ কিশলয়াদীনাং সৌকুমার্যস্পর্শায় ভূষণার্থচ্ছেদনায় বা স্পৃষ্টাঃ সন্তঃ। মালত্যদর্শি বঃ কচ্চিদিত্যাদিবৎ। করজা নখা ইত্যর্থে তু তৈরভিমর্শো নাম নাগরতাসূচকঃ কিশলয়াদৌ লেখো জ্ঞেয়ঃ। স চ শ্রীগোপীনামুদ্দীপনার্থঃ পশ্যতেমা লতা ইত্যাদিবৎ। তথা এতা নদ্য এতেঽদ্রয়োঽপি ত্বৎপাদস্পৃশঃ সন্ত ইতি গম্যং যোজ্যং বা। তেষু তস্যৈব প্রাধান্যাৎ নদ্যস্তদেত্যাদৌ গৃহ্ণন্তি পাদযুগলমিতি, হন্তায়মদ্রিরিত্যাদৌ যদ্রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদ ইতি বক্ষ্যমাণাচ্চ। অথ গোপীপর্যায়াং শ্যামশারিবাং তর্হি কথঞ্চিত্ত্বদ্বক্ষোলগ্নাং দর্শয়ন্ শ্লেষেণাহ গোপ্য ইতি। মৎপিতৃব্যাদবতীর্ণস্য পুনর্মৎপিতুর্ধর্মতাং প্রাপ্তস্য গোপকন্যাপরিণয়নমেব ভবিষ্যতীতি সূচয়ন্ত্যা ইতি ভাবঃ। তদেবং ভাবী যত্তস্য প্রিয়াত্বং প্রাপ্স্যন্তীভিঃ কাভিশ্চিদ্ গোপীভিঃ সহবিহারস্তস্য সূচনা কৃতা যৎস্পৃহেতি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথবক্ষঃস্থিতা লক্ষ্মীরপি যৎস্পৃহা ন কেবলং স্পৃহামাত্রং কিন্তু বক্ষ্যতে চান্যনাগপত্নীভিঃ। যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপ ইতি। এবমন্যত্র গোকুলে তদপ্রাপ্তি শ্রীগোপীনামিব তদনন্যত্বাভাবাৎ তাসু তদধিকারিণীত্বনুগতত্বাচ্চেতি ভাবঃ। অত্র সর্বেষাং সর্বেষু সৎস্বপি তস্য তস্য প্রসাদস্য পরাকাষ্ঠা প্রাপ্তত্বাদ্বিশেষোক্তিরিতি জ্ঞেয়ং ॥৭৬॥

অহো কিং বক্তব্যং হরিদাসবর্যত্বেন যথার্থনাম্নোঽস্যাদ্রিপতের্মহিমা কিন্তু সর্বেঽপ্যত্রত্যাশ্চরাচরাঃ পরমধন্যা ইত্যাহ—**গা** ইতি। গোপকৈরিতি দয়ায়াং কন্ তৎপরিবারত্বেন স্নেহবিশেষাৎ। সহ অনুবনং বনে বনে। অত্রাপ্যবান্তরভেদেন ততঃ

হে অগ্রজ! অদ্য তোমার অবতার সময়ে তোমার পাদস্পৃষ্ট এই পৃথিবী ও তত্রস্থ তৃণ, গুল্ম, নখস্পৃষ্ট দ্রুম, ও লতা কৃপাবলোকনে নদী, পর্বত, পক্ষী ও মৃগ এবং লক্ষ্মী যাঁহাকে বাঞ্ছা করেন সেই বক্ষস্থলে অবস্থিত গোপীগণ,—ইঁহারা ধন্য ॥৭৬॥

হে সখীগণ! আশ্চর্য শ্রবণ কর,—গোগণের পাদবন্ধনরজ্জু দ্বারা যাহারা পরমসৌন্দর্যগুণে বিখ্যাত, সেই রাম

গোপী—শ্যামলতা। কৌতুকবশতঃ মালাকারে শ্যামলতা বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়াছেন। শ্লিষ্টার্থ গোপকন্যা ॥৭৬॥

১। এই জীব—স্বীয় স্বভাবে রত জীব। নির্গ্রন্থ ইত্যাদি—নির্গ্রন্থ শব্দের অর্থ মূর্খাদি।

২। কৃষ্ণকৃপাদি—কৃষ্ণকৃপা ও সাধুকৃপা। স্বভাব—জীবের স্বীয় স্বভাব অর্থাৎ আমি কৃষ্ণদাস এই অভিমান। ৩। তাঁহারে—কৃষ্ণকে।

তথা তত্রৈব পঞ্চত্রিংশাধ্যায়ে পঞ্চমশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য গোপীগীতং—

বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং,
ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ,
প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম ॥৭৮॥

তথা তত্রৈব দ্বিতীয়স্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ে সপ্তদশশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং—

কিরাতহূনান্ধ্রপুলিন্দপুক্কসাঃ,
আভীরশুহ্মা যবনাঃ খসাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ,
শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ॥৭৯॥

স্বেষামেব তৎক্ষনেন সর্ব্বতঃ পুণ্যহীনত্বং, গাঃ অনেন তাসাং গবামসঙ্খ্যেয়ত্বাদদূরগামিত্বেন বিস্তীর্ণদেশগজীবগণসুখদাতৃত্বং বিবক্ষিতং, নয়তোঃ সঞ্চারয়তোঃ ইতি তত্র তত্র গমনেন তয়োঃ স্বাচ্ছন্দ্যং ঘটতে, হা কষ্টং ন ত্বস্মৎসন্নিধাবিত্যেবং। রামকৃষ্ণয়োঃ। কলপদৈরিতি ধ্বনৌ তু মধুরাস্ফুটে কল ইত্যভিধানাৎ মাধুর্য্যেণৈব তাবন্মনোহরত্বং, তত্র চাস্ফুটত্বাৎ কেষাং সঙ্কেতোক্তিরিতি নানাভাবাক্রান্ত্যা তদতিশয়িত্বং। যদ্বা—নূপুরকলশব্দযুক্তৈঃ পদৈঃ পাদবিক্ষেপৈরিতি তদ্বিলাসস্মরণং, বহুত্বং গৌরবেণ। উদারবেণুস্বনৈঃ মহাবেণুনাদৈঃ। উদারেতি তত্র তেষু তস্য পরমানন্দদাতৃত্বং। বেণ্বিতি তদীয়স্বনেষ্বপি বৈশিষ্ট্যং। তনুভৃৎসু শরীরিষু ইতি এষ কস্তনুভৃদ্ যস্তদ্বশেন পতেদিত্যেতৎ। মধ্যে যে গতিমন্তঃ স্তেষামস্পন্দনং কিঞ্চিচ্চলনস্যাপ্যভাবঃ। গতিমতাং প্রশস্ততচ্ছক্তিযুক্তানামপি পুলকোঽঙ্কুরোদ্ভেদমিষেণ রোমাঞ্চো যুগপদেব জায়ত ইত্যেতৎ। অতঃ কম্পোঽপি লক্ষিতস্তেন স্থাবরজঙ্গময়োর্দ্বয়ো ধর্ম্মবৈপরীত্যমপি। হে সখ্য! ইতীদং ভবত্যোপি জানন্তীত্যেতৎ নির্যোগেতি সর্ব্বাসামেব গবাং সুশীলত্বেন পাশান্তরানুপযোগাৎ নির্যোগাখ্যঃ পাশো নির্যোগপাশঃ স চ চপলস্বভাবানাং পশূনাং দোহনসময়ে গোবামজঙ্ঘাসঙ্গতা পাদবন্ধনরজ্জুস্তেন কৃতলক্ষণয়োঃ। গুণৈঃ প্রতীতে তু কৃতলক্ষণাহতলক্ষণাবিত্যমরাৎ পরমসৌন্দর্য্যগুণেন প্রতীতয়োঃ। ততশ্চানেন মুক্তাস্তবকজুষ্টাগ্রদ্বয়পট্টময়তা তস্য ধ্বনিতা। সোঽপ্যুষ্ণীষাদ্যপরিশোভাং দধানো গোপবেশঃ সর্ব্বেষাং মনোহর্ত্তাপি তাসাং শ্রীগোপসুন্দরীণান্তু বিশেষতো জ্ঞেয়ঃ। স্বদেশজাতিবয়ঃসদৃশং বেশাদিকং হি সর্ব্বেষ্বতীব রোচকং স্যাদিতি। বিচিত্রমিতি তত্র তত্র স্বেষাং বিস্ময়মোহঃ, ইদং যথাযোগ্যং বহুত্র যোজনীয়ং। অথ পূর্ব্ববৎ কেবলকৃষ্ণৈকবিষয়ভাবব্যঞ্জকশ্চায়মর্থঃ। অহো সখ্যঃ! স্ফুটং গোচারণমিষেণ সগণসভ্রাতৃকোঽসৌ বনং ভ্রমন্ কিতবইব লক্ষ্যত ইত্যাহুর্গা ইতি। নির্যোগপাশাভ্যাং কৃতং সিদ্ধলক্ষণং কিতবোচিতপদবন্ধনচিহ্নং যয়োস্তথাভূতয়ো গোপকৈস্তদ্দধিপয়সোঃ স্তেয়বন্তনাঞ্চ রক্ষকৈঃ পৃষ্ঠপালাখ্যৈঃ সহানয়োর্গ্যা বনান্বনং নয়তোমধ্যে য উদারঃ সর্ব্ববরীয়ান্ তস্য বেণুস্বনৈর্জঙ্গমানামস্পন্দনমভূৎ স্থাবরাণাঞ্চ পুলকোঽভূৎ। কিদৃশৈ মোহনমন্ত্রবন্মনোহরাব্যক্তপদৈঃ অতো মহাবৈণবিক এবাত্র কিতবমুখ্যঃ। অন্যে তু তদনুযায়িন এব। তস্মাদস্মাভিরিব তস্য তু মোহনবিস্তাত্মকো বেণুর্ভবতীভির্ন শ্রোতব্যঃ। অন্যথা তাভ্যাং নির্যোগপাশাভ্যামেব নূনং ভবন্মনোবন্ধং ভবিষ্যতীতি ভাবঃ। এবং সর্ব্বথা স্বমোহদুঃখমেব বিবক্ষিতমিতি স্থিতং ॥৭৭॥

ও কৃষ্ণ যেকালে স্নেহাস্পদ গোপগণের সহিত বনে বনে গোচারণ করিতে করিতে মধুর এবং অস্ফুট উদার বেণুধ্বনি করেন, তৎকালে শরীরীর মধ্যে জঙ্গমের অস্পন্দন (অর্থাৎ স্থাবরধর্ম্ম) এবং স্থাবরের পুলক (অর্থাৎ জঙ্গমধর্ম্ম) হইয়াছিল ॥৭৭॥

ইহার ব্যাখ্যা (৩০১) পৃষ্ঠা (৫২) শ্লোকে দেখুন। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকত্রয়ে বৃক্ষ, পর্ব্বত, নদী, পক্ষী এবং মৃগ প্রভৃতি কৃষ্ণগুণে আকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণভজন করে—ইহাই দেখাইলেন ॥৭৮॥

ইহার ব্যাখ্যা মধ্যলীলা (১১৬) পৃষ্ঠা (৬৬) শ্লোকে দেখুন। দেহে আত্মজ্ঞান যাহা যাহাদিগের কৃষ্ণদাস অভিমান সর্ব্বথা আচ্ছন্ন, তাদৃশ দেহবাহুদিগের সৎসঙ্গপ্রভাবে প্রকৃত স্বভাব উদিত হয়, এবং তাঁহারা কৃষ্ণভজন করেন—তাহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন ॥৭৯॥

১। আগে তের অর্থ করিল, আর ছয় এই ;
২। উনবিংশ অর্থ হৈল মিলি এই দুই।
৩। এই উনিশ অর্থ করিল আগে, শুন আর—
'আত্মা' শব্দে দেহ কহে চারি অর্থ তার।
৪। দেহারাম দেহ ভজে দেহোপাধি ব্রহ্ম ;
সৎসঙ্গে সেও করে শ্রীকৃষ্ণভজন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে সপ্তাশীতিতমাধ্যায়ে চতুর্দ্দশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য শ্রুতিস্তুতিঃ—

উদরমুপাসতে য ঋষিবর্ত্মসু কূর্পদৃশঃ,
পরিসরপদ্ধতিং হৃদয়মারুণয়ো দহরং।
তত উদগাদনন্ত তব ধাম শিরঃ পরমং,
পুনরিহ যৎ সমেত্য ন পতন্তি কৃতান্তমুখে ॥৮০॥

৫। দেহারামী কর্ম্মনিষ্ঠ যাজ্ঞিকাদি জন ;
সৎসঙ্গে কর্ম্ম ত্যজি করয়ে ভজন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে অষ্টাদশাধ্যায়ে দ্বাদশশ্লোকে সূতং প্রতি শৌনকাদিবাক্যং—

কর্ম্মণ্যস্মিন্নাশ্বাসে ধূমধূম্রাত্মনাং ভবান্ ;
আপায়য়তি গোবিন্দপাদপদ্মাসবং মধু ॥৮১॥

৬। তপস্বী প্রভৃতি যত দেহারামী হয় ;
সাধুসঙ্গে তপ ছাড়ি শ্রীকৃষ্ণ ভজয়।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে একবিংশাধ্যায়ে উনত্রিংশ শ্লোকে সভ্যান্ প্রতি পৃথুবাক্যং—

যৎপাদসেবাভিরুচিস্তপস্বিনা-
মশেষজন্মোপচিতং মলং ধিয়ঃ।
সদ্যঃ ক্ষিণোত্যন্বহমেধতী সতী,
যথা পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃতা সরিৎ ॥৮২॥

কর্ম্মণীতি। অস্মিন্ কর্ম্মণি সত্রে অনাশ্বাসে অবিশ্বসনীয়ে বৈগুণ্যবাহুল্যেন ফলনিশ্চয়াভাবাৎ। ধূমেন ধূম্রো বিবর্ণ আত্মা শরীরং যেষাং তেষাং (কর্ম্মণি ষষ্ঠী)। অস্মাকং মধু মধুরং গোবিন্দস্য পাদপদ্ময়োরাসবং মকরন্দং ভবান্ আপায়য়তি ॥৮১॥

অত্র শুদ্ধভক্তাস্তু বিশিষ্টা ইত্যাহ—যদিতি। যস্য পাদয়োঃ সেবায়া অভিরুচিঃ তপস্বিনাং অশেষৈর্জন্মভিঃ সংবৃদ্ধং ধিয়োমলং সদ্যঃ ক্ষিণোতি ক্ষপয়তি তমেব ভজেতেতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ। কথম্ভূতা—অন্বহং অহন্যহনি এধতী বর্দ্ধমানা

হে সূত! ধূমসেবনে যাহাদিগের শরীর বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, সেই আমাদিগের এই অবিশ্বসনীয় সত্রযাগে সুমধুর গোবিন্দের পাদপদ্মমকরন্দ পান করাইতেছে ॥৮১॥

হে সভ্যগণ! যাঁহার চরণসেবাভিলাষ প্রতিদিন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া তপস্বিদিগের অনাদিকাল হইতে

ইহার ব্যাখ্যা (৫৯২) পৃষ্ঠা (৫৬) শ্লোকে দেখুন।

এই শ্লোক দ্বারা দেহোপাধি ব্রহ্মের উপাসকেরাও যে কৃষ্ণভজন করেন—তাহাই দেখাইলেন ॥৮০॥

কর্ম্মনিষ্ঠ যাজ্ঞিকেরাও যে কৃষ্ণভজন করেন,—ইহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন ॥৮১॥

১। করিল—করিয়াছি। আর ছয় এই—আত্মারাম যাহারা মনে রমণ করে (১) মুনি সকল—আত্মারাম অর্থাৎ যত্নশীল হইয়া (২) ধৃত্যারাম অর্থাৎ যাহারা ধৈর্য্যে রমণ করে (৩) আত্মারাম—যাহারা বুদ্ধিতে রমণ করে অর্থাৎ বুদ্ধ্যারাম (৪) ধৃতির অর্থ পূর্ণতা ধরিলে যাহারা পূর্ণতায় রমণ করে (৫) আত্মারাম—যাহারা স্বভাবে রমণ করে অর্থাৎ স্বভাবারাম (৬) এই ছয় অর্থ ও পূর্ব্বের তের অর্থ = সাকল্যে উনবিংশতি অর্থ।

২। এই দুই—পূর্ব্বের ত্রয়োদশ, আর এই ছয়, অর্থাৎ তের আর ছয়—এই দুই।

৩। করিল আগে—অগ্রে করিলাম। শুন আর—অন্যান্য অর্থ বলি শুন।

৪। দেহোপাধি ব্রহ্ম = দেহোপাধি ব্রহ্মোপাসক, কর্ম্মনিষ্ঠ, তপস্বী ও সর্ব্বকাম ভেদে দেহারাম চারি প্রকার।

৫। দেহারামী…জন—কর্ম্মনিষ্ঠ যাজ্ঞিকাদি যখন স্বর্গাদি সুখাভিলাষী হইয়া যজ্ঞ করে, তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহারা দেহের সুখ প্রার্থনা করে। সর্ব্ববিধ বিষয়সুখ দেহকে আশ্রয় করিয়াই হইয়া থাকে।

৬। তপস্বী…হয়—তপস্বিগণ দেহসুখার্থই তত্তল্লোকের কামনা করিয়া তপস্যা করিয়া থাকেন ; সুতরাং তাঁহারাও দেহারামী।

দেহারামী, সর্ব্বকাম, সব আত্মারাম ;
কৃষ্ণকৃপায় কৃষ্ণ ভজে ছাড়ি সব কাম।

তথাহি শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে সপ্তমাধ্যায়ে ধ্রুবচরিতে অষ্টাবিংশ শ্লোকঃ—

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং,
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেব মুনীন্দ্রগুহ্যং।
কাচং বিচিন্বন্নিব দিব্যরত্নং,
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে ॥৮৩॥

১। এই চারি অর্থ সহ হইল তেইশ অর্থ ;
আর তিন অর্থ শুন পরম-সমর্থ।
২। 'চ'শব্দ সমুচ্চয়ে আর অর্থ কয় ;
৩। 'আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ' কৃষ্ণেরে ভজয়।
৪। নিগ্রর্ন্থ হইয়া—ইহাঁ 'অপি' নির্দ্ধারণে ;
৫। 'রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ' যথা বিহরয়ে বনে।
৬। 'চ'শব্দ অন্বাচয়ে অর্থ কহে আর ;
৭। 'বটো ভিক্ষামট গাঞ্চানয়' যৈছে প্রকার।
কৃষ্ণমনন মুনি কৃষ্ণে সর্ব্বদা ভজয় ;
'আত্মারামা অপি' ভজে—গৌণ অর্থ কয়।
৮। 'চ' এবার্থে—'মুনয় এব' কৃষ্ণ ভজয় ;
৯। 'আত্মারামা অপি'—'অপি' গর্হা অর্থ কয়।
১০। নির্গ্রন্থ হইঞা—এই দুঁহার বিশেষণ ;
আর অর্থ শুন যৈছে সাধুসঙ্গম।
'নির্গ্রন্থ'শব্দে কহে তবে ব্যাধ, নির্ধন ;
সাধুসঙ্গে সেও করে শ্রীকৃষ্ণভজন।
১১। কৃষ্ণারামাশ্চ এব কৃষ্ণমনন ;
ব্যাধ হঞা হয় পূজ্য ভাগবতোত্তম।
এক ভক্ত ব্যাধের কথা শুন সাবধানে ;
যাহা হৈতে হয় সৎসঙ্গমহিমার জ্ঞানে।

সতী সাত্ত্বিকী তৎপাদসম্বন্ধস্তৈবৈষ মহিমেতি দৃষ্টান্তেনাহ—যথেতি। পদাঙ্গুষ্ঠাদ্ বিনিঃসৃতা নির্গতা সরিৎ গঙ্গেব সা যথা অশেষজন্মোপচিতং ধিয়োমলং ক্ষপয়তি তথেতি ॥৮২॥

উপচিত বুদ্ধির মল অর্থাৎ বাসনাকে পদাঙ্গুষ্ঠবিনিঃসৃত গঙ্গার ন্যায় নিঃশেষে ক্ষয় করেন, সেই হরিকেই ভজন করিবে ॥৮২॥

তপস্বিগণও কৃষ্ণ ভজন করেন, ইহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন ॥৮২॥

ইহার ব্যাখ্যা (২২) পরিচ্ছেদ (৫২৮) পৃষ্ঠা (১৫) শ্লোকে দেখুন। সর্ব্ববিধ কামনাযুক্ত দেহারামও কৃষ্ণ ভজন করে, ইহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন ॥৮৩॥

১। এই চারি—দেহারাম চারি প্রকার হওয়ায় আত্মারাম (অর্থাৎ দেহারাম) চতুর্ব্বিধ। পূর্ব্বে ঊনবিংশতি প্রকার অর্থ হইয়াছে, আর এই চারি লইয়া ত্রয়োবিংশতি প্রকার অর্থ হইল।

২। সমুচ্চয়ে—সমুচ্চয় অর্থ করিলে। আর—অন্য। ৩। আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ—অর্থাৎ আত্মারামগণ এবং মুনিগণ।

৪। নির্গ্রন্থ হইয়া—এস্থানে নির্গ্রন্থ শব্দ আত্মারাম ও মুনি এই দুয়েরই বিশেষণ। ইহাঁ—এই পক্ষে। ৫। রামশ্চ…বনে—অর্থাৎ রাম এবং কৃষ্ণ বনে বিহার করিতেছেন, এই বাক্য প্রয়োগ করিলে যেমন রাম ও কৃষ্ণ দুয়েরই বনে বিহার বুঝায়, তদ্রূপ আত্মারাম ও মুনি নির্গ্রন্থ হইয়া, ইহা বলিলে আত্মারাম ও মুনি দুইই নির্গ্রন্থ ইহাই বুঝায়। এই এক প্রকার অর্থ।

৬। অন্বাচয়ে—অন্বাচয় অর্থ করিলে। অন্বাচয়—একের প্রাধান্য, অপরের অপ্রাধান্য। ৭। ভো বটো ভিক্ষামট গাঞ্চানয়—অর্থাৎ অরে বটো! তুমি ভিক্ষায় যাও, যদি গরুটী দেখিতে পাও আনয়ন করিও ; এস্থানে যেমন ভিক্ষাটন মুখ্য, গরু-আনয়ন গৌণ (অপ্রধান), সেইরূপ মুনি অর্থাৎ কৃষ্ণমননশীল মুনিগণ সর্বদা কৃষ্ণভজন করেন, এই অর্থ মুখ্য ; আত্মারামেরাও কৃষ্ণ ভজন করেন, এইটা গৌণ অর্থ।

৮। এবার্থে—নিশ্চয়ার্থে। মুনয় এব কৃষ্ণ ভজয়—অর্থাৎ মুনিগণ নিশ্চয়ই কৃষ্ণ ভজন করেন।

৯। আত্মারামা অপি—অর্থাৎ আত্মারামেরাও। গর্হা—নিন্দা। এই একপ্রকার অর্থ। ১০। দুঁহার—পূর্বের ন্যায় মুনি ও আত্মারামের।

১১। কৃষ্ণারামাশ্চ—এই পদটী আত্মারাম শব্দের অর্থ, অর্থাৎ আত্মশব্দের অর্থ কৃষ্ণ, তাহাতে সম্যক্‌রূপে যে রমণ করে তাহার নাম কৃষ্ণারাম। চ-শব্দের এব-অর্থ অর্থাৎ অবধারণ ; মুনি শব্দের অর্থ মননশীল অর্থাৎ কৃষ্ণমননশীল ; অতএব নির্গ্রন্থা। ব্যাধ আত্মারাম (কৃষ্ণারাম) হইয়া কৃষ্ণমনন করতঃ কৃষ্ণে ভক্তি করে ইত্যাদি।

১। একদিন শ্রীনারদ দেখি নারায়ণ ;
ত্রিবেণী স্নানে প্রয়াগে করিলা গমন।
বনপথে দেখে মৃগ আছে ভূমি পড়ি ;
বাণবিদ্ধ ভগ্নপদ করে ধড়ফড়ি।
আর কত দূরে এক দেখিল শূকর ;
২। তৈছে বিদ্ধ ভগ্নপদ করে ধড়ফড়।
৩। ঐছে এক শশক দেখে আর কত দূরে,
জীবের দুঃখ দেখি নারদ ব্যাকুল অন্তরে।
৪। কত দূরে দেখে ব্যাধ বৃক্ষ-ওত হঞা ;
৫। মৃগ মারিবারে আছে বাণ যুড়িয়া।
৬। শ্যামবর্ণ রক্তনেত্র মহাভয়ঙ্কর ;
ধনুর্ব্বাণহস্তে যেন যম দণ্ডধর।
পথ ছাড়ি নারদ তার নিকটে চলিলা,
নারদ দেখি মৃগ সব পলাইয়া গেলা।
ক্রুদ্ধ হঞা ব্যাধ তাঁরে গালি দিতে চায় ;
৭। নারদপ্রভাবে মুখে গালি নাহি আয়।
৮। "গোসাঞি ! প্রমাণপথ ছাড়ি কেন আইলা ?
তোমা দেখি মোর লক্ষ্য মৃগ পলাইলা !"
নারদ কহে—"পথ ভুলি আইলাম পুছিতে ;
মনে এক সংশয় হয় তাহা খণ্ডাইতে।
পথে যে শূকর-মৃগ জানি তোমার হয় ?"
ব্যাধ কহে—"যেই কহ সেই ত নিশ্চয়।"
নারদ কহে—"যদি জীবে মার তুমি বাণ ;
অর্দ্ধ-মারা কর কেন ? না লও পরাণ ?"

ব্যাধ কহে "শুন গোসাঞি ! মৃগারি মোর নাম
পিতার শিক্ষাতে আমি করি ঐছে কাম।
অর্দ্ধ-মারা জীব যদি ধড়ফড় করে ;
তবে ত আনন্দ মোর বাড়য়ে অন্তরে।"
নারদ কহে—"এক বস্তু মাগি তোমা স্থানে।"
ব্যাধ কহে—"মৃগাদি লও যেই তোমার মনে।
মৃগছাল চাই যদি আইস মোর ঘর ;
৯। যে চাহ তাহা দিব মৃগব্যাঘ্রাম্বর।"
নারদ কহে—"ইহা আমি কিছুই না চাই ;
আর এক বস্তু আমি মাগি তোমার ঠাঞি।
কালি হৈতে তুমি যেই মৃগাদি মারিবে ;
প্রথমেই মারিবে, অর্দ্ধ-মারা না করিবে।"
ব্যাধ কহে—"কিবা দান মাগিলা আমারে ?
অর্দ্ধ মারিলে কিবা হয়, তাহা কহ মোরে।"
নারদ কহে—"অর্দ্ধ মারিলে জীবে পায় ব্যথা ;
১০। জীবে দুঃখ দিছ তোমার হইবে অবস্থা।
ব্যাধ তুমি জীব মার, এ অল্প পাপ তোমার ;
১১। কদর্থনা দিয়া মার, এ পাপ অপার।
কদর্থিয়া তুমি যত মারিলে জীবেরে ;
তারা তোমা তৈছে মারিবে জন্মজন্মান্তরে।"
নারদের সঙ্গে ব্যাধের মনঃ প্রসন্ন হৈল ;
১২। তাঁর বাক্য শুনি মনে ভয় উপজিল।
ব্যাধ কহে—"বাল্য হৈতে এই আমার কর্ম্ম ;
কেমনে তরিব আমি পামর অধম ?

১। নারায়ণ—বদরিকাশ্রমস্থিত নর-ভ্রাতা। ত্রিবেণী—গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থান। স্নানে—স্নান করিবার নিমিত্ত।
২। তৈছে—সেইরূপ অর্থাৎ মৃগের ন্যায়। ৩। ঐছে—ঐরূপ।
৪। ওত—অন্তরালস্থিত। ৫। বাণ যুড়িয়া—ধনুকে বাণ সন্ধান করিয়া।
৬। শ্যাম বর্ণ—রক্ষ শ্যামবর্ণ অর্থাৎ কাকের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ। ৭। আয়—আইসে।
৮। গোসাঞি...পলাইলা—ব্যাধের উক্তি। প্রমাণপথ—প্রসিদ্ধ পথ।
৯। যে—যত। অম্বর—পরিধের চর্ম্ম।
১০। অবস্থা—অর্থাৎ দুরবস্থা। ১১। কদর্থনা—যাতনা।
১২। উপজিল—উৎপন্ন হইল।

এই পাপ যায় মোর কেমন উপায় ?
১। নিস্তার করহ মোরে পড়োঁ তোমার পায়।"
নারদ কহে—"যদি ধর আমার বচন ;
তবে সে করিতে পারি তোমার মোচন।"
ব্যাধ কহে—"যেই কহ সেইত করিব।"
নারদ কহে—"ধনুক ভাঙ্গ তবে সে কহিব।"
২। ব্যাধ কহে—"ধনু ভাঙ্গিলে বাঁচিব কেমনে ?
নারদ কহে—"আমি অন্ন দিব প্রতিদিনে।"
ধনুক ভাঙ্গি ব্যাধ তাঁর চরণে পড়িল ;
তারে উঠাইয়া নারদ উপদেশ কৈল—
"ঘরে গিয়া ব্রাহ্মণে দেহ যত আছে ধন ;
৩। এক-এক বস্ত্র পরি বাহির হও দুইজন।
নদীতীরে একখানি কুঁড়িয়া করিয়া ;
৪। তার আগে এক পিণ্ডি তুলসী রোপিয়া।
৫। তুলসী-পরিক্রমা কর তুলসী-সেবন ;
নিরন্তর কৃষ্ণনাম করহ কীর্ত্তন।
আমি তোমায় বহু অন্ন পাঠাইব দিনে দিনে ;
সেই অন্ন নিও, যত খাও দুইজনে।"
৬। তবে সেই মৃগাদি তিনে নারদ সুস্থ কৈল ;
সুস্থ হয়ে মৃগাদি তিন ধাঞা পলাইল।
দেখিয়া ব্যাধের মনে হৈল চমৎকার !
যথাস্থানে গেলা নারদ, ব্যাধ আইল ঘর।
নারদের উপদেশ সকল করিল ;
৭। গ্রামে ধ্বনি হৈল—ব্যাধ বৈষ্ণব হইল।

গ্রামের লোক সব অন্ন আনিতে লাগিল ;
অন্ন আনি সবে তাঁর আগেতে ধরিল।
একদিনে অন্ন আনে দশ বিশ জনে ;
৮। দিলে তত লয় যত খায় দুইজনে।
৯। একদিন নারদ কহে—"শুন হে পর্ব্বতে !
আমার এক শিষ্য আছে চলহ দেখিতে।"
১০। তবে দুই ঋষি আইলা সেই ব্যাধ-স্থানে ;
দূরে হৈতে ব্যাধ পাইল গুরুর দর্শনে।
আস্তে-ব্যস্তে ধাঞা আইসে পথ নাহি পায় ;
১১। পথে পিপীলিকা ইতি-উতি ধরে পায়।
দণ্ডবৎস্থানে পিপীলিকারে দেখিয়া ;
বস্ত্রে স্থান ঝাড়ি পড়ে দণ্ডবৎ হঞা।
নারদ কহে—"ব্যাধ ! এই না হয় আশ্চর্য্য ;
১২। হরিভক্ত্যে হিংসাশূন্য হয় সাধুবর্য্য।

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ববিভাগে সাধনভক্তিলহর্য্যাং দ্বাদিকশততমাঙ্কধৃতস্কন্দপুরাণে ব্যাধং প্রতি নারদবাক্যং—

এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ !
তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে
ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ॥৮৪

১৩। তবে সেই ব্যাধ দুঁহা অঙ্গনে আনিল ;
কুশাসন আনি দুঁহা ভক্ত্যে বসাইল।
জল আনি ভক্ত্যে দুঁহার পদ প্রক্ষালিল ;
১৪। সেই জল স্ত্রী-পুরুষে পিয়া শিরে লইল।

ইহার ব্যাখ্যা (২২) পরিচ্ছেদ (৫৪৭) পৃষ্ঠা (৬৩) শ্লোকে দেখুন। হরিভক্তি দ্বারা হিংসাশূন্য হয়, তাহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন॥৮৪॥

১। পড়োঁ—পতিত হইলাম অর্থাৎ শরণাগত হইলাম।

২। ধনু···কেমনে ?—অর্থাৎ ধনুক দ্বারা পশুহিংসা করিয়া তাহাদিগের মাংস বিক্রয় করতঃ জীবিকানির্ব্বাহ করি, যদি সেই ধনুক ভাঙ্গিয়া ফেলি, তবে আমার পশুহিংসা বন্ধ হইলে আর জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইবে না, এই অভিপ্রায়ে বলিল—কেমনে বাঁচিব ?

৩। দুই—ব্যাধ ও তাহার স্ত্রী। কুঁড়িয়া—কুটীর। ৪। পিণ্ডি—বেদি, মঞ্চ। ৫। পরিক্রমা—প্রদক্ষিণ।

৬। মৃগাদি তিন—ব্যাধহত মৃগ, শূকর এবং শশক এই তিন। সুস্থ—জীবিত। ৭। ধ্বনি—রব, রটনা।

৮। তত লয়—অর্থাৎ দুই জনের খাদ্য অন্ন লইয়া অবশিষ্ট অন্ন ফিরাইয়া দেন। ৯। পর্ব্বত—তন্নামক ঋষি। ১০। দুই ঋষি—নারদ এবং পর্ব্বত

১১। ইতিউতি—এদিকে ওদিকে অর্থাৎ আশে পাশে। ১২। হরিভক্ত্যে—হরিভক্তি দ্বারা। ১৩। দুঁহা—নারদ পর্ব্বতকে। ১৪। পিয়া—পান করিয়া।

কম্প-পুলকাশ্রু হয় কৃষ্ণনাম গাঞা ;
ঊর্দ্ধবাহু নৃত্য করে বস্ত্র উড়াইয়া।
দেখিয়া ব্যাধের প্রেম পর্ব্বত মহামুনি ;
নারদেরে কহে—"তুমি হও স্পর্শমণি।

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে দশমাঙ্কধৃত স্কন্দপুরাণে নারদং প্রতি পর্ব্বতবাক্যং—

অহো ধন্যোঽসি দেবর্ষে
কৃপয়া যস্য তৎক্ষণাৎ।
নীচোঽপ্যুৎপুলকো লেভে
লুব্ধকো রতিমচ্যুতে ॥৮৫॥

১। নারদ কহে "বৈষ্ণব! তোমার অন্ন কিছু আয়?
ব্যাধ কহে "যারে পাঠাও সেই দিয়া যায়।
২। এত অন্ন না পাঠাও কিছু কার্য্য নাই ;
সবে দুইজনার যোগ্য ভক্ষ্য মাত্র চাই।"
নারদ কহে—"ঐছে রহ তুমি ভাগ্যবান্।"
—এত বলি দুইজন হৈল অন্তর্দ্ধান।
এই ত কহিল তোমায় ব্যাধের আখ্যান ;
যা শুনিলে হয় সাধুসঙ্গপ্রভাব-জ্ঞান।
এইত আর তিন অর্থ গণনাতে পাইল ;
৩। এই দুই অর্থ মিলি ছাব্বিশ অর্থ হৈল।
আর অর্থ শুন যাহা অর্থের ভাণ্ডার ;
৪। স্থূলে দুই অর্থ, সূক্ষ্মে বত্রিশ প্রকার।
৫। আত্মা-শব্দে কহে সর্ব্ববিধ ভগবান্ ;
এক স্বয়ংভগবান্ আর ভগবানাখ্যান।
৬। তাঁতে রমে যেই সেই সব আত্মারাম ;
বিধিভক্ত, রাগভক্ত, দুইবিধ নাম।
৭। দুইবিধ ভক্ত হয় চারি চারি প্রকার ;
পারিষদ, সাধনসিদ্ধ, সাধকগণ আর।
৮। যত যত রতিভেদে সাধক দুই ভেদ ;
বিধি-রাগ-মার্গে চারি-চারি অষ্ট ভেদ।

অহো ইতি। অহো চমৎকারাতিশয়ে। হে দেবর্ষে! নারদ! ত্বং ধন্যোঽসি। কুতঃ? যস্য তব কৃপয়া নীচোঽপি লুব্ধকো ব্যাধস্তৎক্ষণাদুৎপলকঃ সন্ অচ্যুতে ভগবতি রতিং ভাবং লেভে প্রাপ ॥৮৫॥

হে দেবর্ষে! আপনিই ধন্য! যেহেতু আপনার কৃপায় নীচপ্রকৃতি ব্যাধও পুলকাঞ্চিত হইয়া, শ্রীকৃষ্ণে রতিলাভ করিয়াছে ॥৮৫॥

ভক্তের কৃপায় শীঘ্রই হরিভক্তি লাভ হয়, তাহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন ॥৮৫॥

১। আয়—আইসে? ২। এত…পাঠাও—এত অন্ন পাঠাইও না।

৩। এই দুই—অর্থাৎ পূর্ব্বে তেইশ অর্থ একগণ, এইক্ষণে তিন অর্থে একগণ, অতএব এই দুইগণের অর্থ মিলিত করিয়া সাকল্যে ছাব্বিশ প্রকার অর্থ হইল। ৪। স্থূল—সামান্য। সূক্ষ্ম—বিশেষ।

৫। সর্ব্ববিধ—অবতারী ও অবতার প্রভৃতি। স্বয়ংভগবান্—স্বয়ংরূপ অর্থাৎ যাহার রূপ অনন্যসিদ্ধ। ভগবানাখ্যান—বিলাস-স্বাংশ প্রভৃতি।

৬। তাঁতে—ভগবানেতে। বিধিভক্ত—যাহাদিগের কেবল শাস্ত্রশাসন দ্বারা ভজনে প্রবৃত্তি অর্থাৎ যাহাদিগের ঐশ্বর্য্যনিষ্ঠ ভজন। রাগভক্ত—যাহাদিগের মাধুর্য্যনিষ্ঠ ভজন, অর্থাৎ যাহারা ভগবন্মাধুর্য্যে লুব্ধ হইয়া ভগবৎসেবা করে। তন্মধ্যে সাধকের প্রবর্ত্তক লোভ এবং সিদ্ধের প্রবর্ত্তক রাগ; সিদ্ধের রাগভক্তি এবং সাধকের রাগানুগা ভক্তি। অতএব বিধিভক্ত ও রাগভক্তভেদে স্থূলভগবদ্ভক্ত দুইপ্রকার।

৭। দুইবিধ ভক্ত—বিধিভক্ত ও রাগভক্ত। চারি চারি প্রকার—অর্থাৎ প্রত্যেকের চারিভেদ। পারিষদ—নিত্যসিদ্ধ পরিকর। সাধনসিদ্ধ—যে সকল জীব সাধন করিয়া ভগবৎসেবা প্রাপ্ত হইয়াছেন। সাধকগণ—যাঁহারা ভগবৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত সাধনপ্রবৃত্ত। জাতরতি ও অজাতরতি ভেদে সাধক দুইপ্রকার। অতএব পারিষদ, সাধনসিদ্ধ, জাতরতি-সাধক এবং অজাতরতি-সাধক ভেদে বিধিভক্ত চারিপ্রকার এবং রাগভক্ত পারিষদাদিভেদে চতুর্বিধ, সাকল্যে অষ্টপ্রকার।

৮। যত যত…অষ্টভেদ—যতপ্রকার রতিভেদই হউক না কেন, স্থূলে সাধক দুইপ্রকার। বিধি ও রাগমার্গে প্রত্যেকের পারিষদাদি চারি-চারি ভেদে অষ্টপ্রকার হইল।

১। বিধিভক্ত্যে নিত্যসিদ্ধ পারিষদ—দাস-
সখা-গুরু-কান্তাগণ চারি ত প্রকাশ।
সাধনসিদ্ধ—দাস-সখা-গুরু-কান্তাগণ ;
উৎপন্নরতি সাধক-ভক্ত চারিবিধ জন।
অজাতরতি সাধক-ভক্ত এ চারি প্রকার ;
বিধিমার্গে ভক্ত ষোড়শ প্রকার।
রাগমার্গে ঐছে আর ষোড়শ বিভেদ ;
দুইমার্গে আত্মারাম বত্রিশ বিভেদ।
'মুনি' 'নিগ্রর্ন্থ' 'চ' 'অপি' চারি শব্দের অর্থ ;
যাঁহা যেই লাগে তাহা করিয়ে সমর্থ।
২। বত্রিশ-ছাব্বিশ মিলি অষ্টপঞ্চাশ ;
আর এক ভেদ শুন অর্থের প্রকাশ।
৩। ইতরেতর 'চ' দিয়া সমাস করিয়ে ;
আটান্নবার আত্মারাম নাম লইয়ে।
আত্মারামাশ্চ আত্মারামাশ্চ আটান্ন বার ;
৪। শেষে সব লোপ করি রাখি একবার।

তথাহি পাণিনিঃ—
স্বরূপনামেকশেষ একবিভক্তৌ ॥৮৬॥

৫। আটান্ন বার 'চ'কারের সব লোপ হয় ;
এক আত্মারাম শব্দে আটান্ন অর্থ কয়।

তথাহি—
৬। অশ্বত্থবৃক্ষাশ্চ বটবৃক্ষাশ্চ
কপিত্থবৃক্ষাশ্চ আম্রবৃক্ষাশ্চ বৃক্ষাঃ ॥

৭। 'অস্মিন্ বনে বৃক্ষাঃ ফলন্তি' যৈছে হয় ;
তৈছে সব আত্মারাম কৃষ্ণভক্তি করয়।
৮। 'আত্মারামাশ্চ' সমুচ্চয়ে কহিয়ে 'চ'কার ;
'মুনয়শ্চ' ভক্তি করে—এই অর্থ তার।
৯। 'নিগ্রর্ন্থা এব' হঞা, 'অপি' নির্দ্ধারণে ;
১০। এই ঊনষষ্টি প্রকার অর্থ করিল ব্যাখ্যানে।
১১। সর্ব্বসমুচ্চয়ে এক আর অর্থ হয় ;
'আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ নিগ্রর্ন্থাশ্চ' ভজয়।

ইহার ব্যাখ্যা (৫৯০) পৃষ্ঠা (৫১) শ্লোকে দেখুন। এক আত্মারাম শব্দে আটান্ন আত্মারামের অর্থ প্রকাশ হইবে,—ইহারই প্রমাণস্থানে এই পাণিনি সূত্র উত্থাপিত করিলেন ॥৮৬॥

১। বিধিভক্ত্যে…বত্রিশ বিভেদ—দাস, সখা, গুরু (অর্থাৎ মাতা-পিতা প্রভৃতি) এবং কান্তাগণভেদে নিত্যসিদ্ধ পারিষদ চারিপ্রকার; সাধনসিদ্ধ পারিষদও দাসাদিভেদে চারিপ্রকার ; উৎপন্নরতি-সাধক দাসাদিভেদে চারিপ্রকার এবং অজাতরতি-সাধকও দাসাদিভেদে চারি প্রকার, সাকল্যে বিধিমার্গে ভক্ত ষোড়শপ্রকার হইল। রাগমার্গেও বিধিমার্গের ন্যায় ষোড়শ প্রকার। সাকল্যে উভয়মার্গে আত্মারাম দ্বাত্রিংশৎ প্রকার হইল। শান্তভক্ত (মমতা সম্পর্ক না থাকায়) সেবার অনধিকারী ; এ নিমিত্ত মুখ্যভক্তমধ্যে তাঁহার গণনা হইল না।

২। বত্রিশ…অষ্টপঞ্চাশ—এই বলিলাম বত্রিশপ্রকার ও পূর্ব্বে গণনা করিয়াছি ছাব্বিশ, উভয়ে মিলিত হইয়া অষ্টাপঞ্চাশৎ প্রকার অর্থ হইল। ৩। ইতরেতর—প্রত্যেকের প্রাধান্য। ৪। রাখি একবার—অর্থাৎ একমাত্র আত্মারাম শব্দ অবশিষ্ট থাকে।

৫। চকারের…হয়—অর্থাৎ সব চকারের লোপ হয়।

৬। অশ্বত্থবৃক্ষাশ্চ…বৃক্ষাঃ—অশ্বত্থবৃক্ষাদির ইতরেতর দ্বন্দ্ব সমাসে একশেষ হয়, অর্থাৎ এক মাত্র 'বৃক্ষ' শব্দ অবশিষ্ট থাকে, অপরের লোপ হয়।

৭। অস্মিন্ বনে…করয়—অর্থাৎ এই বনে বৃক্ষগণ ফলবান্ হইয়াছে, এরূপ বাক্য প্রয়োগে যেমন অশ্বত্থ, বট, কপিত্থ এবং আম্র প্রভৃতি সর্ব্ব বিধ বৃক্ষ ফলবান্ হইয়াছে বুঝায়, তদ্রূপ আত্মারাম হরিভজন করিতেছেন বলিলে সর্ব্বপ্রকার আত্মারামের হরিভজন করা বুঝায়।

৮। আত্মারামাশ্চ…অর্থ তার—আত্মারামাশ্চ এই চকারের সমুচ্চয় অর্থ করিলে, আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ অর্থাৎ আত্মারামগণ এবং মুনিগণ ভক্তি করেন, এই অর্থ লাভ হয়।

৯। নিগ্রর্ন্থা এব—অর্থাৎ নিগ্রর্ন্থা অপি। :এই অপি শব্দের নির্দ্ধারণ অর্থ। নির্দ্ধারণার্থে এব শব্দ প্রয়োগ হয়।

১০। এই ঊনষষ্টি—অর্থাৎ পূর্ব্বে ৫৮ প্রকার অর্থ গণনা করিয়াছি, আর এই একপ্রকার অর্থ মিলিত হইয়া ঊনষষ্টি প্রকার অর্থ হইল।

১১। সর্ব্বসমুচ্চয়ে—অর্থাৎ চকারের সর্ব্বসমুচ্চয় অর্থ করিলে। এক আর—অন্য এক। আত্মারামাশ্চ মুনয়শ্চ নিগ্রর্ন্থাশ্চ—অর্থাৎ আত্মারামগণ, মুনিগণ এবং নিগ্রর্ন্থগণ ভজন করেন।

১। 'অপি' শব্দ অবধারণে সেও চারিবার ;
চারিশব্দ সঙ্গে 'এব' করিবে উচ্চার।

যথা—

উরুক্রম এব, ভক্তিমেব,
অহৈতুকীমেব, কুর্ব্বন্ত্যেব।

২। এইত করিল শ্লোকের ষষ্টিসংখ্য অর্থ ;
৩। এক অর্থ শুন আর প্রমাণসমর্থ।
৪। 'আত্মা' শব্দে কহে ক্ষেত্রজ্ঞ জীবলক্ষণ ;
৫। ব্রহ্মাদি-কীট পর্য্যন্ত তাঁর শক্তিতে গণন।

তথাহি শ্রীভগবৎসন্দর্ভে সত্ত্বং রজস্তম ইত্যস্য ব্যাখ্যায়াং ধৃতো বিষ্ণুপুরাণীয় ষষ্ঠাংশস্য সপ্তমাধ্যায়ীয় ষষ্টিতম শ্লোকঃ—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যাকর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥৮৭॥

তথা চ অমরঃ—

ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মা পুরুষ ইতি ॥৮৮॥

ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধুসঙ্গ পায় ;
তবে সব ত্যজি সেও কৃষ্ণকে ভজয়।
ষাটি অর্থ কহিল সব কৃষ্ণের ভজন ;
৬। এই অর্থ হয় সেই সব উদাহরণ।
৭। একষষ্টি অর্থ এবে স্ফুরিল তোমা সঙ্গে ;
তোমার ভক্তিবশে উঠে অর্থের তরঙ্গে।"

তথাহি প্রাচীন শ্লোকঃ—

ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহ্যং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া ॥৮৯

অর্থ শুনি সনাতন বিস্মিত হইয়া ;
স্তুতি করে মহাপ্রভুর চরণে ধরিয়া—
"সাক্ষাৎ-ঈশ্বর তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন ;
৮। তোমার নিশ্বাসে সব বেদ-প্রবর্ত্তন।
তুমি বক্তা ভাগবতে, তুমি জান অর্থ ;
তোমা বিনা অন্যে জানিতে নাহিক সমর্থ।"

তথাহি বিশ্বেশ্বর-বাক্যং—

অহং বেত্তি শুকো বেত্তি
ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা ॥৯০॥

ভক্ত্যেতি। ভক্ত্যা ভাগবতং ভাগবতার্থঃ গ্রাহ্যং গ্রহীতুং শক্যং। ন চ বুদ্ধ্যা বিচারেণ টীকয়া বা গ্রাহ্যমিতি ॥৮৯॥

অহমিতি। অহমিবাচরতীতি অহং ইতি অব্যয়াদস্মদ্বাচকাদহং-শব্দাদাচারার্থ-কিম্প্রত্যয়েন সিদ্ধাদহমিতি নাম ধাতোঃ কৃদন্তবিচ্প্রত্যয়সিদ্ধঃ অহং মৎসদৃশঃ নারায়ণঃ 'ত্বদর্পণ্যং ভবেম্মূঢ় সংযুগং মৎসমেন তে' ইত্যুক্তত্বাৎ। বেত্তি জানাতি সর্ব্ববেদপ্রবর্ত্তকত্বাৎ। শুকো জানাতি মায়াতীতত্বাৎ। ব্যাস আবিষ্কর্ত্তাপি জানাতি ন বেত্তি ব্যবহারদর্শিত্বাদিতি ॥৯০॥

ভক্তি দ্বারা ভাগবতার্থ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, কেবল বুদ্ধি ও টীকা দ্বারা কোনরূপেই গ্রাহ্য হইতে পারে না ॥৮৯॥
বিশ্বেশ্বর বলিয়াছেন—এ ভাগবতার্থ নারায়ণ এবং শুকদেবই জানেন, ব্যাস জানেন বা না জানেন ॥৯০॥

ইহার ব্যাখ্যা (১১১) পৃষ্ঠা (৭) শ্লোকে দেখুন। জীব ভগবানের শক্তি মধ্যে গণিত,—ইহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন ॥৮৭॥
ক্ষেত্রজ্ঞ, আত্মা এবং পুরুষ, এই তিনটী নাম জীবের। আত্মাশব্দে জীব বুঝায়, ইহা অমরকোষ দ্বারা সপ্রমাণ করিলেন ॥৮৮॥
সনাতন গোস্বামীকে মহাপ্রভু বলিলেন যে, তোমার ভক্তিবশে এই সকল অর্থ স্ফুরিত হইল,—তাহাই এই শ্লোকার্দ্ধ দ্বারা দেখাইলেন ॥৮৯॥
মহাপ্রভু ব্যতীত অন্য কেহ ভাগবতের অর্থ জানে না, ইহাই শ্লোকার্দ্ধে দেখাইলেন ॥৯০॥

১। সেও চারিবার—অর্থাৎ অপি শব্দের চারিবার আবৃত্তি করিয়া চারি অবধারণ করিয়া।

২। ষষ্টি সংখ্য—পূর্ব্বে উনষষ্টি প্রকার অর্থ গণনা হইয়াছে, আর এই একপ্রকার মিলিত হইয়া ষষ্টিসংখ্যক অর্থ হইল।

৩। প্রমাণ-সমর্থ—প্রমাণসিদ্ধ। ৪। ক্ষেত্রজ্ঞ—দেহস্থিত। ৫। তাঁর—কৃষ্ণের।

৬। এই অর্থ—অর্থাৎ ব্রহ্মাদি কীট পর্য্যন্ত জীবগণ। উদাহরণ—দৃষ্টান্ত। ৭। এই অর্থের সহিত মিলনে একষষ্টি অর্থ হইল।

৮। তোমার নিশ্বাসে…বেদ প্রবর্ত্তন—মাধ্যন্দিন শ্রুতিতে বেদকে ভগবানের নিশ্বাসরূপ বলিয়াছেন; 'তস্য নিশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদোযজুর্ব্বেদ' ইত্যাদি।

৯। প্রভু কহে—"কেন কর স্তবন আমার ?
ভাগবতের স্বরূপ কেন না কর বিচার ?
কৃষ্ণতুল্য ভাগবত বিভু সর্ব্বাশ্রয় ;
প্রতি শ্লোকে প্রতি অক্ষরে নানা অর্থ কয়।
১। প্রশ্নোত্তরে ভাগবতে করিয়াছে নির্দ্ধার ;
যাহার শ্রবণে লোকে লাগে চমৎকার।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে ত্রয়োবিংশশ্লোকে সূতং প্রতি শৌনকবাক্যং—

ব্রূহি যোগেশ্বরে কৃষ্ণে ব্রহ্মণ্যে ধর্ম্মবর্ম্মণি।
স্বাং কাষ্ঠামধুনোপেতে ধর্ম্মঃ কং শরণংগতঃ ॥৯১॥

তথাহি তত্রৈব তৃতীয়াধ্যায়ে দ্বিচত্বারিংশশ্লোকে শৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং—

কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষঃ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ ॥৯২॥

২। এইত করিল এই শ্লোকের ব্যাখ্যান,
৩। বাতুলের প্রলাপ করি কে করে প্রমাণ।
৪। আমা হেন যেবা কেহ আর বাতুল হয় ;
৫। এই দৃষ্টে ভাগবতের অর্থ জানয়।"

পুনঃ সনাতন কহে যুড়ি দুই করে ;—
৬। প্রভু আজ্ঞা দিলা বৈষ্ণব-স্মৃতি করিবারে।
৭।—"মুঞি নীচজাতি কিছু না জানোঁ আচার ;
৮। মো হৈতে কৈছে হয় স্মৃতি-পরচার ?
৯। সূত্র করি দিশা যদি কর উপদেশ ;
১০। আপনি করহ যদি হৃদয়ে প্রবেশ।
তবে তার দিশা স্ফুরে মো নীচের হৃদয় ;
ঈশ্বর তুমি, যে কহাও, সেই সিদ্ধ হয়।"
প্রভু কহে—"যে করিতে করিবে তুমি মন ;

পুনঃ প্রশ্নান্তরং—ব্রূহীতি। ধর্ম্মস্য বর্ম্মণি কবচবদ্রক্ষকে কৃষ্ণে, স্বাং কাষ্ঠাং দিশং নিজনিত্যধামেত্যর্থঃ, উপেতে সতি, ধর্ম্মঃ কং শরণং গতঃ কমাশ্রিত্য বর্ত্তত ইত্যর্থঃ ॥৯১॥

তদিদং পুরাণং ন শাস্ত্রান্তরতুল্যং কিন্তু শ্রীকৃষ্ণপ্রতিনিধিরূপমেবেত্যাহ—কৃষ্ণে ইতি। স্বস্য কৃষ্ণরূপস্য ধাম নিত্যলীলাস্থানমুপাগতে সতি কৃষ্ণে, তত্র চ 'ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্রে'তি 'নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতমি'তি চানুস্যত্য পরমপ্রকৃষ্টতয়াবগতৈর্ভগবদ্ধর্ম্মভগবজ্‌জ্ঞানাদিভিরপি স্বধামোপগতে সতি, কলৌ নষ্টদৃশাং তাদৃশধর্ম্মজ্ঞানবিবেক-রহিতানাং কৃতে, তদিদং পুরাণমেবার্কঃ ন তু শাস্ত্রান্তরবদ্দীপস্থানীয়ং যৎ তথাবিধোঽয়ং পুরাণার্ক উদিতঃ তাদৃশধর্ম্মজ্ঞান-প্রকাশনাত্তৎপ্রতিনিধিরূপেণাবির্বভূব। অর্কবত্তৎপ্রেরিত তবৈবেতি ভাবঃ ॥৯২॥

সূত! বল দেখি যোগেশ্বরগণের ঈশ্বর, ব্রহ্মণ্য এবং কবচের ন্যায় ধর্ম্মরক্ষক শ্রীকৃষ্ণ নিজ নিত্যধামে গমন করিলে, এইক্ষণে ধর্ম্ম কাহাকে আশ্রয় করিয়াছেন ?॥৯১॥

ভগবদ্ধর্ম্ম ও ভগবজ্‌জ্ঞানাদির সহিত শ্রীকৃষ্ণ নিত্যলীলা স্থানে উপগত হইলে, কলিযুগে ধর্ম্ম, জ্ঞান ও বিবেকরহিত জীবের নিমিত্ত এই পুরাণসূর্য্য উদিত হইয়াছেন ॥৯২॥

এই প্রশ্ন ও উত্তররূপ শ্লোকদ্বয় দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ যে শ্রীকৃষ্ণপ্রতিনিধি অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যসদৃশ—তাহাই প্রতিপাদিত করিলেন ॥৯২॥

১। প্রশ্নোত্তরে—শৌনকাদির প্রশ্নে এবং সূতের উত্তরে।

২। করিল—করিলাম। এই শ্লোকের—আত্মারামাশ্চ ইত্যাদি শ্লোকের। ৩। বাতুলের—পাগলের। প্রলাপ—অনর্থক বচন। প্রমাণ—সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ। ৪। হেন—সদৃশ। ৫। এই দৃষ্টে—এই প্রণালীতে।

৬। স্মৃতি—স্মৃতিতত্ত্ব অর্থাৎ ঋষিবাক্যের যথার্থ মীমাংসা। সুতরাং শ্রীহরিভক্তিবিলাস প্রভৃতি বৈষ্ণবস্মৃতি যে আর্ষবাক্যের মীমাংসাগ্রন্থ, তাহাই বুঝাইল।

৭। মুঞি নীচজাতি ইত্যাদি—এ সকল দৈন্যোক্তি। না জানোঁ—জানি না। আচার—সদাচার অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত আচার। ৮। পরচার—প্রচার।

৯। সূত্র—সংক্ষিপ্ত। দিশা—প্রণালী। ১০। হৃদয়ে প্রবেশ—অর্থাৎ পরমাত্মরূপে অন্তর্যামী না হইয়া যদি এইরূপে অন্তর্যামী হইয়া প্রেরণা কর।

কৃষ্ণ সেই সেই তোমা করাবেন স্ফুরণ ।	১। সর্ব্বাবরণ লিখি আদৌ গুরু-আশ্রয়ণ ।
তথাপি সূত্ররূপ শুন দিগ্‌দরশন ;	২. গুরুলক্ষণ, শিষ্যলক্ষণ, দুঁহার পরীক্ষণ ;

১ সর্ব্বাবরণ—সকলের আবরণ দেবতার স্বরূপ গুরু অর্থাৎ সর্ব্বাগ্র পূজ্য, সুতরাং (তোমার গ্রন্থে) সর্ব্বাগ্রে সেই গুরুপাদাশ্রয় লিখিবে।

২। গুরুলক্ষণ—শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত অগস্ত্যসংহিতা-বচন, যথা—

দেবতোপাসকঃ শান্তো বিষয়েষ্বপি নিস্পৃহঃ ।
অধ্যাত্মবিদ্ ব্রহ্মবাদী বেদশাস্ত্রার্থ-কোবিদঃ ॥
উদ্ধর্ত্তুঞ্চৈব সংহর্ত্তুং সমর্থো ব্রাহ্মণোত্তমঃ ।
তত্ত্বজ্ঞো যন্ত্রমন্ত্রাণাং মর্ম্মভেত্তা রহস্যবিৎ ॥
পুরশ্চরণকৃদ্ধোমমন্ত্রসিদ্ধঃ প্রয়োগবিৎ ।
তপস্বী সত্যবাদী চ গৃহস্থো গুরুরুচ্যতে ॥ ইতি ।

দেবতোপাসক জিতেন্দ্রিয়, বিষয়ে স্পৃহাশূন্য, অধ্যাত্মতত্ত্ববেত্তা, বেদাধ্যাপক, বেদ ও তদনুগত শাস্ত্রের তাৎপর্য্যবেত্তা, উদ্ধার ও সংহারে সমর্থ, যন্ত্র ও মন্ত্র তত্ত্বজ্ঞ, সংশয়গ্রন্থিচ্ছেদক, রহস্যবেত্তা, পুরশ্চরণকৃৎ, হোমমন্ত্রসিদ্ধ, প্রয়োগবেত্তা, তপঃপরায়ণ, সত্যবাদী, এবং গৃহস্থ—এইরূপ গুণযুক্ত ব্রাহ্মণোত্তমই গুরু হইবেন।

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে ভগবান্ নারদকে বলিয়াছেন—

ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বকালজ্ঞঃ কুর্য্যাৎ সর্ব্বেষ্বনুগ্রহং ।
তদভাবাদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ শান্তাত্মা ভগবন্ময়ঃ ॥
ভাবিতাত্মা চ সর্ব্বজ্ঞঃ শাস্ত্রজ্ঞঃ সংক্রিয়াপরঃ ।
সিদ্ধিত্রয়সমাযুক্ত আচার্য্যত্বেঽভিষেচিতঃ ॥
ক্ষত্রবিট্‌শূদ্রজাতীনাং ক্ষত্রিয়োঽনুগ্রহে ক্ষমঃ ।
ক্ষত্রিয়স্যাপি চ গুরোরভাবাদীদৃশো যদি ॥
বৈশ্যঃ স্যাত্তেন কার্য্যশ্চ দ্বয়ে নিত্যমনুগ্রহঃ ।
সজাতীয়েন শূদ্রেন তাদৃশেন মহামতে ॥
অনুগ্রহাভিষেকৌ তু কার্য্যৌ শূদ্রস্য সর্ব্বদা ॥

তন্ত্রবর্ণিত পঞ্চরাত্র বিধানে অভিহিত পঞ্চবিধ কালের বেত্তা ব্রাহ্মণ সকলকে (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রকে) অনুগ্রহ (অর্থাৎ দীক্ষাপ্রদান) করিতে পারিবেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তাদৃশ ব্রাহ্মণের অভাবে শান্তস্বভাব, ভগবৎপরায়ণ, শুদ্ধচিত্ত, দীক্ষা-[illegible], সৎক্রিয়াপরায়ণ, সিদ্ধিত্রয় সমাযুক্ত (অর্থাৎ পুরশ্চরণাদিদ্বারা মন্ত্র, গুরু ও দেবতায় সাধনযুক্ত) এবং আচার্য্যত্বে (অর্থাৎ [illegible] নিজগুরুকর্ত্তৃক মন্ত্রোপদেশকত্বে অভিষিক্ত) ক্ষত্রিয়, গুরুরূপে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রজাতির অনুগ্রহ (অর্থাৎ মন্ত্রোপদেশ প্রদান) করিতে সমর্থ। ঈদৃশ ক্ষত্রিয়-গুরুরও অভাব হইলে, তাদৃশগুণযুক্ত বৈশ্য, দ্বয়ের (অর্থাৎ বৈশ্য ও শূদ্রের) অনুগ্রহ (অর্থাৎ দীক্ষা প্রদান) করিতে পারিবেন। হে মহামতে! তাদৃশ সমানজাতীয় শূদ্র, সর্ব্বদা শূদ্রকে অনুগ্রহ (অর্থাৎ দীক্ষাদান) এবং অভিষেক করিতে পারিবেন।

[illegible] প্রমাণ আছে যে,—

বর্ণোত্তমেঽথ চ গুরৌ সতি বা বিশ্রুতেঽপি চ ।
স্বদেশতোঽথবান্যত্র নেদং কার্য্যং শুভার্থিনা ॥
বিদ্যমানে তু যঃ কুর্য্যাত্তত্র তত্র বিপর্য্যয়ং ।
তস্যেহামুত্রনাশঃ স্যাত্তস্মাচ্ছাস্ত্রোক্তমাচরেৎ ॥
ক্ষত্রবিট্‌শূদ্রজাতীয়ঃ প্রাতিলোম্যং ন দীক্ষয়েৎ ॥

স্বদেশে অথবা বিদেশে উত্তমবর্ণসম্ভূত বিখ্যাত গুরু থাকিতে, পূর্ব্বোক্ত ক্ষত্রিয়াদির নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিবে না। তাদৃশ উত্তমবর্ণ গুরু বিদ্যমান থাকিতে যে ব্যক্তি বিপর্য্যয় (অর্থাৎ ক্ষত্রিয়াদির নিকট দীক্ষা গ্রহণ) করে, তাহার ইহলোকে পরলোকে বিনাশ (অর্থাৎ সর্বার্থ

১। সেব্য ভগবান্, সব মন্ত্র বিচারণ। | ২। মন্ত্র অধিকারী, মন্ত্রশুদ্ধ্যাদি শোধন;

হানি) হয়, সেইহেতু শাস্ত্রোক্ত আচরণ করিবে। অতএব ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রজাতীয় প্রাতিলোম্যদীক্ষা করিবে না, অর্থাৎ হীনবর্ণ উত্তমবর্ণকে দীক্ষা প্রদান করিতে পারিবে না।

এ সম্বন্ধে পদ্মপুরাণে প্রমাণ আছে যে,—

মহাভাগবতশ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণো বৈ গুরুর্নৃণাং।
সর্ব্বেষামেব লোকানামসৌ পূজ্যো যথা হরিঃ।
মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥

মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ মনুষ্যমাত্রেরই গুরু হইতে পারিবেন। তিনি হরির ন্যায় সকললোকপূজ্য। মহাকুলপ্রসূত, সর্ব্ববিধ যজ্ঞে দীক্ষিত এবং সহস্রশাখাধ্যায়ী হইলেও, অবৈষ্ণব কখনই গুরু হইতে পারেন না।

বৈষ্ণবের লক্ষণ সম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তিবিলাসে বলিয়াছেন যথা,—

গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরায়ণঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥

অর্থাৎ—যিনি বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বিষ্ণুপূজাপরায়ণ হন, পণ্ডিতেরা তাঁহাকে বৈষ্ণব বলেন; তদ্ভিন্নকে অবৈষ্ণব বলেন।

বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যব্যক্তি বিষ্ণুমন্ত্র প্রদান করিতে পারিবেন না। ব্রাহ্মণই সকল বর্ণের গুরু হইতে পারিবেন। তাঁহার অভাব হইলে পূর্ব্বোক্ত গুণযুক্ত অভিষিক্ত ক্ষত্রিয়গুরু ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের গুরু হইতে পারিবেন, কিন্তু ব্রাহ্মণের গুরু হইতে পারিবেন না। ব্রাহ্মণ এবং তাদৃশ অভিষিক্ত ক্ষত্রিয়ের অভাবে পূর্ব্বোক্ত গুণযুক্ত অভিষিক্ত বৈশ্য, মাত্র বৈশ্য ও শূদ্রের গুরু হইতে পারিবেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের গুরু হইতে পারিবেন না। ব্রাহ্মণ ও তাদৃশ অভিষিক্ত ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের অভাব হইলে, তাদৃশ গুণযুক্ত অভিষিক্ত শূদ্র, মাত্র শূদ্রের গুরু হইতে পারিবেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের গুরু হইতে পারিবেন না।

শিষ্যলক্ষণ—মন্ত্রমুক্তাবলী গ্রন্থে বলিয়াছেন, যথা—

শিষ্যঃ শুদ্ধান্বয়ঃ শ্রীমান্ বিনীতঃ প্রিয়দর্শনঃ।
সত্যবাক্ পুণ্যচরিতোঽদভ্রধীর্দম্ভবর্জ্জিতঃ॥
কামক্রোধপরিত্যাগী ভক্তশ্চ গুরুপাদয়োঃ।
দেবতাপ্রবণঃ কায়মনোবাগ্‌ভির্দিবানিশং॥
নীরুজো নির্জ্জিতাশেষপাতকঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
দ্বিজদেবপিতৃণাঞ্চ নিত্যমর্চ্চাপরায়ণঃ॥
যুবা বিনিয়তাশেষকরণঃ করুণালয়ঃ
ইত্যাদি লক্ষণৈর্যুক্তঃ শিষ্যো দীক্ষাধিকারবান্॥

বিশুদ্ধবংশ্য, শ্রীমান্, বিনীত, প্রিয়দর্শন, সত্যবাদী, পবিত্রচরিত, মহাবুদ্ধি, দম্ভরহিত, কামক্রোধত্যাগী, গুরুভক্ত, শরীর মন ও বাক্য দ্বারা সর্ব্বদা দেবতার নিকট অবনত, নীরোগ, সমস্ত পাপজেতা, শ্রদ্ধাযুক্ত, সর্ব্বদা ব্রাহ্মণ দেবতা ও পিতৃলোকের অর্চ্চনায় রত, যুবা, জিতেন্দ্রিয় এবং দয়ালু—ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত শিষ্য দীক্ষায় অধিকারী।

দুঁহার—গুরু ও শিষ্যের। পরীক্ষণ—পরীক্ষা, অর্থাৎ বহ্বাশী, দীর্ঘসূত্রী, বিষয়াদিতে লোলুপ, হেতুবাদে রত, দুষ্ট, অবাচ্য পরপাপাদিবক্তা, গুণনিন্দক, অরোমা, বহুরোমা, নিন্দিতাশ্রমের সেবক, কালদন্ত, অসিতোষ্ঠ, দুর্গন্ধনিশ্বাসযুক্ত এবং বহুপ্রতিগ্রহাসক্ত প্রভৃতি দোষ এবং পূর্ব্বোক্ত গুণগ্রাম গুরুতে আছে কি না—শিষ্য তাহা পরীক্ষা করিয়া উপেক্ষা কি অনুপেক্ষ্য অবধারণ করিবেন এবং অলস, মলিন, ক্লিষ্ট, দাম্ভিক, কৃপণ, দরিদ্র, রোগী, রুষ্ট, বিষয়াসক্ত, ভোগলালস, অসূয়া ও মৎসরগ্রস্ত, শঠ, পরুষবাদী, অন্যায়পূর্ব্বক ধনোপার্জ্জক, পরদাররত, জ্ঞানীর বৈরকারী, অজ্ঞ পণ্ডিতাভিমানী, ভ্রষ্টব্রত, কষ্টবৃত্তি, সূচক (ঠক) খল, বহ্বাশী, ক্রূরচেষ্টান্বিত, দুরাচার, নিন্দিত অকার্য্য হইতে অনিবার্য্য, এবং গুরুশিক্ষা অসহিষ্ণু প্রভৃতি দোষ এবং পূর্ব্বোক্ত গুণ সকল শিষ্যে আছে কিনা—গুরু পরীক্ষা করিয়া সেই শিষ্য উপেক্ষ্য কি অনুপেক্ষ্য অবধারণ করিবেন।

মন্ত্রমুক্তাবলী গ্রন্থে আরও বলিয়াছেন—

তয়োর্বৎসরবাসেন জ্ঞাতান্যোন্যস্বভাবয়োঃ।

গুরুতা শিষ্যতা চেতি নান্যথৈবেতি নিশ্চয়ঃ ॥

গৃহস্থা বনগাশ্চৈব যতয়ো ব্রহ্মচারিণঃ।

স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাদয়শ্চৈব সর্ব্বে যত্রাধিকারিণঃ ॥

অর্থাৎ—গৃহস্থ, বনস্থ, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, স্ত্রী এবং শূদ্র প্রভৃতি যে কেহ এই কৃষ্ণমন্ত্র-গ্রহণে অধিকারী।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে এ সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা আছে—

তান্ত্রিকেষু চ মন্ত্রেষু দীক্ষায়াং যোষিতামপি।

সাধ্বীনামধিকারোঽস্তি শূদ্রাদীনাঞ্চ সদ্ধিয়াং ॥

ইহার টীকা এই—সদ্ধিয়ঃ উত্তমবুদ্ধীনাং বিপ্রসেবাদিপরাণামিত্যর্থঃ।

... অর্থাৎ পতির প্রীতি ও হিতসাধনে তৎপর স্ত্রীর এবং সদ্ধী অর্থাৎ বিপ্রসেবাদিতৎপর শূদ্রাদির তান্ত্রিক মন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণে অধিকার আছে।

মন্ত্রসংস্কারাদি—মন্ত্রের দশবিধ সংস্কার ; জনন, জীবন, তাড়ন, রোধন, অভিষেক, বিমলীকরণ, আপ্যায়ন, তর্পণ, দীপন এবং গোপনভেদে মন্ত্রসংস্কার দশ প্রকার।

শোধন=অকুলাদ্যকুলতা, বাল্যপ্রৌঢ়তা, স্ত্রী-পুং-নপুংসকতা, রাশিমিলন, নক্ষত্রমিলন, সুপ্তপ্রবোধকাল, মন্ত্রের ঋণিধনিতা এবং রাশিশুদ্ধি—ভেদে শোধন অষ্টবিধ।

১। দীক্ষা=দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আগমে আছে—

দ্বিজানামনুপেতানাং স্বকর্ম্মাধ্যয়নাদিষু।

যথাধিকারো নাস্তীহ স্যাচ্চোপনয়নাদনু ॥

তথাত্রাদীক্ষিতানান্তু মন্ত্রদেবার্চ্চনাদিষু।

নাধিকারোঽস্ত্যতঃ কুর্য্যাদাত্মানং শিবসংস্তুতং ॥

যেমন অনুপনীত ব্রাহ্মণবালকের ব্রাহ্মণোচিত সন্ধ্যাবন্দনাদি এবং বেদাধ্যয়নাদি কর্ম্মে অধিকার হয় না, কিন্তু উপনয়নের পরে অধিকার হয়, তদ্রূপ অদীক্ষিত ব্যক্তির মন্ত্র এবং দেবার্চ্চনাদিতে অধিকার না থাকায়, আপনাকে অবশ্যই দীক্ষিত করিবে।

দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ং।

তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ ॥

দিব্য জ্ঞান প্রদান এবং পাপের সম্যক্‌রূপে ক্ষয় করেন বলিয়া তত্ত্ববেত্তা আচার্য্যগণ ইহাকে দীক্ষা নামে অভিহিত করিয়াছেন। অর্থাৎ দিব্যশব্দের 'দি' ও ক্ষয়শব্দের 'ক্ষ' লইয়া দীক্ষা এই শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

প্রাতঃস্মৃতি কৃত্য ;—অর্থাৎ প্রাতঃস্মরণ ও প্রাতঃকৃত্য। তন্মধ্যে স্বাভীষ্টদেবের স্মরণ করিবে।

কৃত্য=মৈত্র্যাদি কৃত্য ; প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক গ্রামের বহির্ভাগে নৈঋতকোণে ইষুনিক্ষেপস্থান অতিক্রমকরতঃ তৃণাদি দ্বারা ভূখণ্ড আচ্ছাদিত করিয়া বস্ত্রদ্বারা মস্তক আচ্ছাদনপূর্ব্বক মৌনাবলম্বন করতঃ মলাদি ত্যাগ করিতে হইবে, তদনন্তর মৃত্তিকা ও জলদ্বারা শৌচ করিবে।

শৌচ=লিঙ্গে একবার, গুহ্যে বারত্রয়, বামকরে দশবার, উভয় হস্তে সপ্তবার, প্রত্যেক পাদে তিনতিনবার নখ শোধন করিয়া পুনর্ব্বার হস্তদ্বয়ে তিনবার মৃত্তিকা শৌচ করিবে।

আচমন=ফেন ও বুদ্‌বুদ্‌রহিত প্রকৃতিস্থ জল দক্ষিণহস্তে গ্রহণপূর্ব্বক বিশ্লিষ্ট কনিষ্ঠ ও অঙ্গুষ্ঠ বিস্তার করতঃ মিলিত অন্য অঙ্গুলীত্রয় ঊর্দ্ধমুখ করিয়া অঙ্গুষ্ঠমূলস্থ ব্রাহ্মতীর্থ দ্বারা যাহাতে হৃদয়গামী হয়, এইরূপে তিনবার জলপান করিতে হইবে। অনন্তর পাণি প্রাক্ষলন পূর্ব্বক ওষ্ঠ দ্বয় কুঞ্চিত করতঃ সজল-অঙ্গুষ্ঠমূলদ্বারা বারদ্বয় মুখ মার্জ্জন করিতে হইবে। পুনর্ব্বার হস্ত প্রক্ষালন করিয়া মিলিত মধ্যম অঙ্গুলীত্রয় দ্বারা মুখ, অঙ্গুষ্ঠ-তর্জ্জনী দ্বারা ঘ্রাণ, অনামিকা দ্বারা চক্ষু ও কর্ণ, কনিষ্ঠা দ্বারা নাভি, করতল দ্বারা হৃদয়, সমস্ত অঙ্গুলী দ্বারা মস্তক এবং তাহার অগ্রভাগ দ্বারা স্কন্ধদ্বয় স্পর্শ করিতে হইবে। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ হৃদয়গত, ক্ষত্রিয় কণ্ঠগত, বৈশ্য তালুগত এবং স্ত্রী ও শূদ্র আস্যস্পৃষ্ট জল দ্বারা আচমন করিবেন।

২। দন্তধাবন—দন্তধাবনের অবশ্যকর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে বরাহপুরাণের নিম্নলিখিত বচনটীই প্রমাণ, যথা—

দন্তকাষ্ঠমখাদিত্বা যস্তু মামুপসর্পতি।

সর্ব্বকালকৃতং কর্ম্ম তেন চৈকেন নশ্যতি ॥

বরাহ-দেব বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি দন্তকাষ্ঠ ভক্ষণ (অর্থাৎ দন্তকাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন) না করিয়া আমার অর্চনাদি কার্য্য করে, তাহার সেই একমাত্র কার্য্য দ্বারা সকলকালকৃত সৎকর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া যায়।

তন্মধ্যে চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, প্রতিপৎ, নবমী, ষষ্ঠী, শনিবার, রবিবার, সংক্রান্তি, উপবাস-দিন, পারণ-দিন এবং শ্রাদ্ধদিনে দন্তকাষ্ঠ বর্জ্জন করিতে হইবে। এই সকল নিষিদ্ধদিবসে ও দন্তকাষ্ঠের অভাবে তৃণপত্রাদি দ্বারা অথবা দ্বাদশ জলগণ্ডূষ দ্বারা মুখ সংশোধন করিতে হইবে।

স্নান—শাস্ত্রে স্নানের বিধি এইরূপ আছে, যথা—স্নানার্থ বাসুদেব নাম স্মরণপূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হইবে। অনন্তর তীর্থস্থানে উপস্থিত হইয়া পাণিপাদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক আচমন করিয়া সংকল্প করিবে। তদনন্তর গঙ্গাদি-তীর্থ স্মরণ করিয়া তীর্থকে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। অনন্তর—

সাগরস্বননির্ঘোষদণ্ডহস্তাসুরান্তক।
জগৎস্রষ্টর্জগন্মর্দিন্ নমামি ত্বাং সুরেশ্বর॥

এই মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ তীর্থস্নান করিবে। অনন্তর—

দেবদেব জগন্নাথ শঙ্খচক্রগদাধর।
দেহি বিষ্ণো মমানুজ্ঞাং তব তীর্থনিষেবণে॥

এই মন্ত্র পাঠকরতঃ প্রণামপূর্ব্বক বিষ্ণুর অনুজ্ঞা গ্রহণ করিবে। তদনন্তর নদীতে স্রোতোঽভিমুখ অন্যত্র সূর্য্যাভিমুখ হইয়া স্নান করিবে। এই সময় সূর্য্যমণ্ডল হইতে গঙ্গাকে আহ্বান করিয়া অবগাহন করিবে। স্নানকালে প্রাণায়ামপূর্ব্বক মূলমন্ত্র জপ করিবে। তদনন্তর কেশবাদি দ্বাদশ নাম কীর্ত্তন করতঃ দ্বাদশ বার স্নান করিবে। অনন্তর হস্তে জল লইয়া—

বিষ্ণুপাদপ্রসূতাসি বৈষ্ণবী বিষ্ণুদেবতা।
ত্রাহি নস্তেনসস্তস্মাদাজন্মমরণান্তিকাৎ॥

এই মন্ত্র সাত বার জপ করিয়া সেই জল মস্তকে সেককরতঃ পুনর্ব্বার চারি, পাঁচ অথবা সাত বার স্নান করিবে। অনন্তর—

অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে।
মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতং॥
উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেন শতবাহুনা।
নমস্তে সর্ব্বভূতানাং প্রভবারিণি সুব্রতে॥

এই মন্ত্র পাঠে মৃত্তিকা গ্রহণ পূর্ব্বক অঙ্গে লেপন করতঃ স্নান করিবে। অনন্তর গুরু, মাতা, পিতা ও ব্রাহ্মণের পাদোদক এবং শঙ্খোদক মস্তকে অভিষেক করিবে। তদনন্তর বিষ্ণুপাদোদক কিঞ্চিৎ পান করিয়া—

অকালমৃত্যুহরণং সর্ব্বব্যাধিবিনাশনং।
বিষ্ণুপাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহং॥

এই মন্ত্রে সেই বিষ্ণুপাদোদক মস্তকে সেচন করিবে। এই পর্য্যন্ত স্নানাঙ্গ বুঝিতে হইবে।

সন্ধ্যাদি-বন্দন—সন্ধ্যা বন্দনাদি। আদি পদ দ্বারা তর্পণাদিও বুঝিতে হইবে। বৈদিকী ও তান্ত্রিকীভেদে সন্ধ্যা দ্বিবিধ।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে—

সন্ধ্যাহীনোঽশুচির্নিত্যমনর্হঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
যদন্যৎ কুরুতে কিঞ্চিন্ন তস্য ফলমাপ্নুয়াৎ॥
যোঽন্যত্র কুরুতে যত্নং ধর্ম্মকার্য্যে দ্বিজোত্তমঃ।
বিহায় সন্ধ্যাপ্রণতিং স যাতি নরকাযুতং॥

সন্ধ্যাহীন দ্বিজ সর্ব্বদা অশুচি এবং সর্ব্বকার্য্যে অযোগ্য। সে যাহা কিছু কর্ম্ম করে, তাহার ফলভাগী হয় না। যে দ্বিজোত্তম সন্ধ্যোপাসন পরিত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম্মকার্য্যে যত্ন করে, সে ব্যক্তি অযুতপরিমিত নরকযাতনা ভোগ করে।

তর্পণ দ্বিবিধ; স্নানাঙ্গ ও পঞ্চ যজ্ঞাঙ্গ। তন্মধ্যে স্নানাঙ্গ তর্পণ সন্ধ্যাবন্দনের পূর্ব্বে করিবে, পঞ্চযজ্ঞাঙ্গ তর্পণ স্বগৃহ্যানুসারে করিতে হইবে।

গুরু সেবা—বিষ্ণু-স্মৃতিতে বলিয়াছেন—

ন গুরোরপ্রিয়ং কুর্য্যাৎ তাড়িতঃ পীড়িতোপি বা।
নাবমন্যেত তদ্বাক্যং নাপ্রিয়ং হি সমাচরেৎ॥

আচার্য্যস্ত প্রিয়ং কুর্য্যাৎ প্রাণৈরপি ধনৈরপি।
কর্ম্মণা মনসা বাচা স যাতি পরমাং গতিং ॥

গুরু কর্তৃক তাড়িত অথবা পীড়িত হইয়াও তাঁহার অপ্রিয় করিতে নাই; তাঁহার বাক্যে অনাদর এবং তাঁহার অপ্রীতিকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেও নাই। প্রাণ, ধন, কর্ম্ম, মন এবং বাক্য দ্বারা যে ব্যক্তি গুরুর প্রীতিসম্পাদন করে, সে পরমগতি লাভ করে। অতএব গুরুসেবা নিরন্তর করিতে হইবে, এই জন্যই শিষ্যের নাম অন্তেবাসী।

ঊর্দ্ধপুণ্ড্র—হরিভক্তিবিলাসে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র তিলকধারণের বিধি আছে যে—

ততো দ্বাদশভিঃ কুর্য্যান্নামভিঃ কেশবাদিভিঃ।
দ্বাদশাঙ্গেষু বিধিবদূর্দ্ধপুণ্ড্রাণি বৈষ্ণবঃ ॥

অনন্তর বৈষ্ণব কেশবাদি দ্বাদশ নাম দ্বারা ললাটাদি দ্বাদশ অঙ্গে বিধিপূর্ব্বক ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিবেন।

পদ্মপুরাণে এই দ্বাদশ তিলক ধারণের এইরূপ বিধি আছে—

ললাটে কেশবং ধ্যায়েন্নারায়ণমথোদরে।
বক্ষঃস্থলে মাধবন্তু গোবিন্দং কণ্ঠকূপকে ॥
বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে কুক্ষৌ বাহৌ চ মধুসূদনং।
ত্রিবিক্রমং কন্ধরে তু বামনং বামপার্শ্বকে ॥
শ্রীধরং বাম বাহৌ তু হৃষীকেশন্তু কন্ধরে।
পৃষ্ঠে তু পদ্মনাভঞ্চ কট্যাং দামোদরং ন্যসেৎ ॥
তৎপ্রক্ষালনতোয়ন্তু বাসুদেবেতি মূর্দ্ধনি ॥

ললাটে কেশবকে, উদরে নারায়ণকে, বক্ষঃস্থলে মাধবকে, কণ্ঠকূপে গোবিন্দকে, দক্ষিণকুক্ষিতে বিষ্ণুকে, দক্ষিণবাহুতে মধুসূদনকে, দক্ষিণকন্ধরে (ঘাড়ে) ত্রিবিক্রমকে, বামপার্শ্বে বামনকে, বামবাহুতে শ্রীধরকে, বামকন্ধরে হৃষীকেশকে, পৃষ্ঠে পদ্মনাভকে এবং কটিদেশে দামোদরকে ন্যাস করিতে হইবে। অনন্তর 'বাসুদেবায় নমঃ' বলিয়া হস্তপ্রক্ষালন-জল মস্তকে বিন্যাস করিতে হইবে।

প্রথমতঃ ললাটে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিয়া ক্রমশঃ উদরাদি স্থানে তিলক ধারণ করিতে হইবে, পদ্মপুরাণ সেই ক্রম দেখাইলেন। অনন্তর মস্তকে কিরীটমন্ত্র ন্যাস করিতে হইবে। কিরীটমন্ত্রযথা—শ্রীকিরীট-কেয়ূর-হার-মকর-কুণ্ডলধর চক্র-শঙ্খ-গদা-পদ্মহস্ত পীতাম্বরধর শ্রীবৎসাঙ্কিত-বক্ষঃস্থল শ্রীভূমি-সহিতস্বাত্মজ্যোতির্দীপ্তিকরায় সহস্রাদিত্যতেজসে নমোনমঃ ইতি।

পদ্মপুরাণে ভগবান্ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণের নিত্যতা সম্বন্ধে বলিয়াছেন যথা—

মৎপ্রিয়ার্থং শুভার্থং বা রক্ষার্থে চতুরানন। মৎপূজা হোমকালে চ সায়ং প্রাতঃ সমাহিতঃ।
মদ্ভক্তো ধারয়েন্নিত্যমূর্দ্ধপুণ্ড্রং ভয়াপহং।

হে চতুরানন! আমার প্রীতিসম্পাদনার্থ নিজমঙ্গলার্থ এবং রক্ষার নিমিত্ত সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে এবং আমার পূজা ও হোমকালে আমার ভক্ত সমাহিত হইয়া নিত্যই (অর্থাৎ সর্ব্বদা) ভয়ভঞ্জন ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিবেন। পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে বলিয়াছেন—

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রবিহীনস্তু কিঞ্চিৎ কর্ম্ম করোতি যঃ।
ইষ্টপূর্ত্তাদিকং সর্ব্বং নিষ্ফলং স্যান্ন সংশয়ঃ।
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রবিহীনস্তু সন্ধ্যাকর্ম্মাদিকঞ্চরেৎ।
তৎ সর্ব্বং রাক্ষসং নিত্যং নরকঞ্চাধিগচ্ছতি ॥

ঊর্দ্ধপুণ্ড্র বর্জিত হইয়া ইষ্টপূর্ত্তাদি যে কিছু কর্ম্ম করিবে, সে সকলই নিষ্ফল হইবে, তাহাতে কোন সংশয় নাই। ঊর্দ্ধ-

পুণ্ড্রবিহীন হইয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি যাহা কিছু অনুষ্ঠান করিবে, সে সকল নিত্যই রাক্ষসায়ত্ত হইবে এবং তিনি নরকে যাইবেন। পদ্মপুরাণ আরও বলিয়াছেন—

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং ত্রিপুণ্ড্রং যঃ কুরুতে স নরাধমঃ। ভঙ্‌ক্ত্বা বিষ্ণুগৃহং পুণ্ড্রং স যাতি নরকং ধ্রুবং॥

যে ঊর্দ্ধপুণ্ড্রে ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করে, সে নরাধম, বিষ্ণুগৃহ অর্থাৎ হরিমন্দিররূপ পুণ্ড্র ভগ্ন করিয়া নিশ্চয়ই নরকগামী হয়।

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং ধারেদ্বিপ্রো মৃদা শুভ্রেণ বৈদিকঃ। ন তির্য্যগ্‌ধারয়েদ্বিদ্বানাপদ্যপি কথঞ্চন॥

বেদানুবর্ত্তী বিপ্র শুভ্র মৃত্তিকা দ্বারা ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিবেন, আপৎকালেও কোন প্রকারেই ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিবেন না। স্কন্দপুরাণে বলিয়াছেন—

তির্য্যক্ পুণ্ড্রং ন কুর্ব্বীত সংপ্রাপ্তে মরণেপি চ। বৈষ্ণবং ধারয়েৎ পুণ্ড্রং গোপীচন্দনসম্ভবং॥

প্রাণান্তেও ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিবে না। অতএব গোপীচন্দননির্ম্মিত বৈষ্ণব (অর্থাৎ হরিমন্দিরলক্ষণ) ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ললাটে ধারণ করিবে।

বৈষ্ণবানাং ব্রাহ্মণানামূর্দ্ধপুণ্ড্রং বিধীয়তে। অন্যেষাস্তু ত্রিপুণ্ড্রং স্যাদিতি ব্রহ্মবিদো বিদুঃ॥

ত্রিপুণ্ড্রং যস্য বিপ্রস্য ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং ন দৃশ্যতে। তং স্পৃষ্ট্বাপ্যথবা দৃষ্ট্বা সচেলং স্নানমাচরেৎ॥

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রে ন কুর্ব্বীত বৈষ্ণবানাং ত্রিপুণ্ড্রকং। কৃতত্রিপুণ্ড্রমর্ত্ত্যস্য ক্রিয়া ন প্রীতয়ে হরেঃ॥

বৈষ্ণব এবং ব্রাহ্মণের ঊর্দ্ধপুণ্ড্র বিহিত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন অন্যের অর্থাৎ অবৈষ্ণব ক্ষত্রিয়াদির ত্রিপুণ্ড্র বিহিত, ইহাই বেদবেত্তারা জানিয়াছেন। যে ব্রাহ্মণের ললাটে ত্রিপুণ্ড্র দেখা যায় ও ঊর্দ্ধপুণ্ড্র দৃষ্ট হয় না, তাহাকে দর্শন বা স্পর্শ করিয়া সচেল স্নান করিতে হয়। বৈষ্ণবেরা কখনই ঊর্দ্ধপুণ্ড্রে ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিবেন না; যে ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করে, তাহার কোন ক্রিয়াই হরির প্রীতির নিমিত্ত হয় না।

এই সকল প্রমাণ দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে বৈষ্ণব (অর্থাৎ যিনি বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত) এবং ব্রাহ্মণ, ইঁহারা কেবল ঊর্দ্ধপুণ্ড্রই ধারণ করিবেন, কখনই ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিতে পারিবেন না এবং অবৈষ্ণব ক্ষত্রিয়াদি ত্রিপুণ্ড্রাদি ধারণ করিবেন।

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রনির্ম্মাণবিধি—যথা ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

আদর্শে চ জলে বাপি যো বিদধ্যাৎ প্রযত্নতঃ। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং মহাভাগ স যাতি পরমাং গতিং॥

দশাঙ্গুলপ্রমাণন্তু উত্তমোত্তমমুচ্যতে। নবাঙ্গুলং মধ্যমং স্যাদষ্টাঙ্গুলমতঃপরং॥

এতৈরঙ্গুলিভেদৈশ্চ কারয়েন্ন নখৈঃ স্পৃশেৎ॥

হে মহাভাগ! আদর্শ এবং জলাদিতে মুখাবলোকন করতঃ যিনি যত্নপূর্ব্বক ঊর্দ্ধপুণ্ড্র নির্ম্মাণ করেন, তিনি পরমা গতি প্রাপ্ত হন। ঊর্দ্ধপুণ্ড্র দশাঙ্গুলপরিমিত উত্তমোত্তম, নবাঙ্গুলপরিমিত মধ্যম এবং অষ্টাঙ্গুলপরিমিত কনিষ্ঠ। এই অঙ্গুলিভেদে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র নির্ম্মাণ করিবে, কিন্তু নখ দ্বারা স্পর্শ করিবে না। পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে বলিয়াছেন,—

একান্তিনো মহাভাগাঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ। সান্তরালং প্রকুর্ব্বন্তি পুণ্ড্রং হরিপদাকৃতি॥

আরভ্য নাসিকামূলং ললাটান্তং লিখেন্মৃদং। নাসিকায়াস্ত্রয়োভাগা নাসামূলং প্রচক্ষতে॥

সমারভ্য ভ্রুবোর্মূলমন্তরালং প্রকল্পয়েৎ॥

সর্ব্বপ্রাণীর হিতসাধনে নিরত মহাভাগ একান্তি ভক্তগণ হরিমন্দিরাকৃতি সচ্ছিদ্রঊর্দ্ধপুণ্ড্র নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন। নাসামূল হইতে ললাটের অন্ত পর্য্যন্ত মৃত্তিকা লেপন করিবে। নাসিকার চারিভাগের তৃতীয় ভাগকে নাসামূল বলে। ভ্রূমূল হইতে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র সচ্ছিদ্র করিবে।

তস্মাচ্ছিদ্রান্বিতং পুণ্ড্রং দণ্ডাকারং সুশোভনং। বিপ্রাণাং সততং ধার্য্যং স্ত্রীণাঞ্চ শুভদর্শনে॥

হে শুভদর্শনে! সেই হেতু ব্রাহ্মণ এবং বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত স্ত্রী ও ক্ষত্রিয়াদি শূদ্র পর্য্যন্ত ইহারা সকলেই সচ্ছিদ্র, দণ্ডাকৃতি এবং সুশোভন ঊর্দ্ধপুণ্ড্র সর্ব্বদাই ধারণ করিবেন। এইহেতু হরিমন্দিরের লক্ষণ বলিয়াছেন—

নাসাদি কেশপর্য্যন্তমূর্দ্ধপুণ্ড্রং সুশোভনং। মধ্যে ছিদ্রসমাযুক্তং তদ্বিদ্যাদ্ধরিমন্দিরং ॥

নাসামূল হইতে কেশমূল পর্য্যন্তগামী এবং ভ্রূমূল হইতে সচ্ছিদ্র সুশোভন উর্দ্ধপুণ্ড্রকে হরিমন্দির বলিয়া জানিবে।

বর্তুলাকার, তির্য্যগাকার, অচ্ছিদ্র, হ্রস্ব, অতিদীর্ঘ, অতিসূক্ষ্ম, বক্র, বিরূপ, বদ্ধাগ্র, ভিন্নমূল, স্থানভ্রষ্ট, মলিন, রুক্ষ পরস্পর সংলগ্ন, অঙ্গুলিভিন্ন কল্পিত, দুর্গন্ধি এবং বামহস্তকল্পিত পুণ্ড্র নিষ্ফল।

তিলক রচনায় অঙ্গুলিনিয়ম সম্বন্ধে স্মৃতিতে বলিয়াছেন—

অনামিকা কামদোক্তা মধ্যমায়ুষ্করী ভবেৎ। অঙ্গুষ্ঠঃ পুষ্টিদঃ প্রোক্তস্তর্জ্জনী মোক্ষসাধনী ॥

অনামিকা কামপ্রদা, মধ্যমা পরমায়ুর্ বৃদ্ধি করে, অঙ্গুষ্ঠ পুষ্টি সম্পাদন করে এবং তর্জ্জনী মোক্ষসাধনী।

পর্ব্বতাগ্র, নদীতীর, বিল্বমূল, জলাশয়, স্নানোদকপ্রবাহ স্থান, সিন্ধুতীর, বল্মীক, হরিক্ষেত্র, শ্রীরঙ্গ, বেঙ্কটাচল, কৃষ্ণক্ষেত্র, দ্বারকা, প্রয়াগ, নারসিংহক্ষেত্র, বরাহক্ষেত্র এবং তুলসীবন প্রভৃতির মৃত্তিকা ও নির্ম্মাল্যচন্দন দ্বারা উর্দ্ধপুণ্ড্র করিবে। তন্মধ্যে তুলসীমূলমৃত্তিকা, গোপীচন্দন এবং নির্ম্মাল্যচন্দনের মাহাত্ম্যাতিশয়যুক্ত সদাচারপ্রবর্ত্তিত অগ্রে লিখিলেন, তদুপরি তুলসীমূলমৃত্তিকা, তদুপরি নির্ম্মাল্যচন্দন দ্বারা এবং গুরু-পরম্পরা অনুসারে উর্দ্ধপুণ্ড্র নির্ম্মাণ করিতে হইবে।

চক্রাদি ধারণ=তিলকধারণের পর শরীরে চক্র, শঙ্খ, গদা, খড়্গ এবং ধনু এই পঞ্চায়ুধ ধারণ করিবে, এতদ্ভিন্ন মৎস্য কূর্ম্মাদি চিহ্ন এবং কেহ কেহ নিজ ইষ্টদেবতার চিহ্ন অর্থাৎ বেণু প্রভৃতি ধারণ করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে শঙ্খ ও চক্র ধারণ অত্যাবশ্যক। এ সম্বন্ধে স্মৃতিশাস্ত্র বলিয়াছেন—

অঙ্কিতঃ শঙ্খচক্রাভ্যামুভয়োর্বাহুমূলয়োঃ। সমর্চ্চয়েদ্ধরিং নিত্যং নান্যথা পূজনং ভবেৎ।

বাম ও দক্ষিণ উভয় বাহুমূলে নিত্যই শঙ্খ ও চক্রাঙ্কিত হইয়া হরির অর্চ্চনা করিতে হইবে, অন্যথা পূজা সিদ্ধ হয় না।

গৌতমীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন—

দক্ষিণে তু ভুজে বিপ্রো বিভৃয়াদ্বৈ সুদর্শনং। মৎস্যং পদ্মঞ্চাপরেহপি শঙ্খং পদ্মং গদাস্তথা ॥

বিপ্রগণ দক্ষিণ বাহুমূলে চক্র, মৎস্য ও পদ্ম এবং বাম বাহুমূলে শঙ্খ পদ্ম এবং গদা ধারণ করিবেন। ব্রজানুগ একান্তিগণ শ্রীকৃষ্ণচরণচিহ্নজ্ঞানে চক্র-শঙ্খ-চিহ্ন ধারণ করিবেন, তাহাতে ভাববিরুদ্ধ হয় না। চক্রাদি—এই আদি পদ দ্বারা হরিনামাক্ষর ধারণ করিতে হইবে, ইহাই বুঝাইতেছে। তথাহি—

হরিনামাক্ষরৈর্গাত্রং লেপয়েচ্চন্দনাদিনা।

চন্দনাদি দ্বারা হরিনামাক্ষরে গাত্র লিপ্ত করিতে হইবে। গোপীচন্দনের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে গরুড়পুরাণে লিখিয়াছেন—

যো মৃত্তিকাং দ্বারবতীসমুদ্ভবাং, করে সমাদায় ললাটপট্টকে। করোতি নিত্যং ত্বথচোর্দ্ধপুণ্ড্রং, ক্রিয়াফলং কোটিগুণং সদা ভবেৎ।

যিনি দ্বারকাসম্ভূত মৃত্তিকা (অর্থাৎ গোপীচন্দন) করে গ্রহণ করিয়া নিত্যই ললাটে উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করেন, তাঁহার সমস্তক্রিয়া কোটি গুণ ফল প্রদান করে।

মালাদি—অর্থাৎ তুলসীপত্র-মালা, তুলসীকাষ্ঠমালা, পদ্মবীজমালা এবং ধাত্রীমালার ধারণ আবশ্যক। তুলসীমালা ধারণ সম্বন্ধে গরুড়পুরাণে মার্কণ্ডেয় বলিয়াছেন—

তুলসীদলজাং মালাং কৃষ্ণোত্তীর্ণাং বহেত্তু যঃ। পত্রে পত্রেঽশ্বমেধানাং দশানাং লভতে ফলং ॥

তুলসীকাষ্ঠসম্ভূতাং যো মালাং বহতে নরঃ। ফলং যচ্ছতি দৈত্যারিঃ প্রত্যহং দ্বারকোদ্ভবং ॥

যিনি কৃষ্ণনির্ম্মাল্য তুলসীপত্রমালা কণ্ঠে বহন করেন, তিনি পত্রে পত্রে দশ অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলভাগী হন এবং তুলসীকাষ্ঠমালা যিনি কণ্ঠে ধারণ করেন, শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাবাসের ফল তাঁহাকে প্রতিদিন দান করিয়া থাকেন।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে আছে যে,—

তুলসীদলজা মালা ধাত্রীফলকৃতাপি চ। দদাতি পাপিনাং মুক্তিং কিং পুনর্বিষ্ণুসেবিনাং ॥

তুলসীপত্রমালা এবং ধাত্রীফলমালা পাপীদিগকেও মুক্তি প্রদান করেন, অতএব সেই মালা ধারণ করিয়া যাঁহারা বিষ্ণুসেবা করেন, তাঁহারা যে মুক্তিলাভ করেন, তাহা আর কি বলিব। নারদপুরাণে আছে—

ঋজুতরমপি পুণ্ড্রং মস্তকে যস্য কণ্ঠে। সরসিজমণিমালা যস্য তস্যাস্মি দাসঃ॥

যাঁহার ললাটে সরল উর্দ্ধপুণ্ড্র এবং কণ্ঠে পদ্মবীজের মালা, আমি তাঁহার দাসের ন্যায় অনুবর্ত্তী।

ব্রহ্মপুরাণে সনৎকুমার বলিয়াছেন—

ধাত্রীফলকৃতা মালা তুলসী কাষ্ঠসম্ভবা। দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রৈস্তু নিযুক্তানি কলেবরে।
আয়ুধানি চ বিপ্রস্য মৎসমঃ স চ বৈষ্ণবঃ॥

যে ব্রাহ্মণের কণ্ঠে ধাত্রীফলমালা ও তুলসীকাষ্ঠমালা, শরীর দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রদ্বারা ও শঙ্খচক্রাদি দ্বারা চিহ্নিত, সে ব্রাহ্মণ আমার সদৃশ বৈষ্ণব। বিশেষতঃ ধাত্রীফলমালা ও তুলসীকাষ্ঠমালা ধারণের নিত্যতা আছে। যথা স্কন্দপুরাণে—

ন জহ্যাত্তুলসীমালাং ধাত্রীমালাং বিশেষতঃ। মহাপাতকসংহন্ত্রীং ধর্ম্মকামার্থদায়িনীং।

মহাপাতকবিনাশিনী এবং ধর্ম্মার্থকামদায়িনী তুলসীকাষ্ঠমালা ও ধাত্রীফলমালা কথনই ত্যাগ করিতে নাই। স্মার্ত্ত রঘুনন্দনকৃত-একাদশীতত্ত্বধৃত-বচন যথা—

ন ধারয়ন্তি যে মালাং তুলসীকাষ্ঠসম্ভবাং। নরকান্ন নিবর্ত্তন্তে দগ্ধাঃ কোপাগ্নিনা হরেঃ।

তুলসীকাষ্ঠমালা যে ধারণ করে না, সে ব্যক্তি হরিকোপানলে দগ্ধ হইয়া কখনই নরক হইতে পরিত্রাণ পায় না। শাস্ত্রে এতাদৃশ বহুতর বচন আছে। এই সকল বচনের আলোচনা করিয়া ইহাই প্রতিপাদিত হইল যে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় বিশেষতঃ বৈষ্ণবগণ তুলসীকাষ্ঠমালা ধারণ না করিলে প্রত্যবায়ী হইবেন, যেহেতু সকল বর্ণের পক্ষেই তুলসীকাষ্ঠমালা ধারণের নিত্যতা আছে। অতএব গরুড়পুরাণে বলিয়াছেন—

ধারয়ন্তি ন যে মালাং হৈতুকাঃ পাপবুদ্ধয়ঃ। নরকান্ন নিবর্ত্তন্তে দগ্ধাঃ কোপাগ্নিনা হরেঃ॥

যে পাপাত্মা কুতর্ক আশ্রয় করিয়া তুলসীকাষ্ঠমালা ধারণ করে না, হরিকোপানলে দগ্ধ হইয়া কখনই সে নরক হইতে পরিত্রাণ পাইবে না। এই সকল বিষয়ের বিশেষ প্রমাণ জানিতে হইলে শ্রীহরিভক্তিবিলাসাদি গ্রন্থে অনুসন্ধান করিবেন। তুলসী-আহরণ সম্বন্ধে পদ্মপুরাণে—

অস্নাত্বা তুলসীং ছিত্ত্বা দেবার্থে পিতৃকর্ম্মণি। তৎসর্ব্বং নিষ্ফলং যাতি পঞ্চগব্যেন শুদ্ধ্যতি॥

স্নান না করিয়া দেবকৃত্য ও পিতৃকৃত্যের নিমিত্ত তুলসীচয়ন করিলে পঞ্চগব্য প্রাশন দ্বারা শুদ্ধ হয় এবং তাহার সেই সকল কর্ম্ম নিষ্ফল হয়।

বস্ত্র-পীঠ-গৃহসংস্কার=অর্থাৎ বস্ত্রসংস্কার, পীঠসংস্কার এবং গৃহসংস্কার। তন্মধ্যে বস্ত্রসংস্কার সম্বন্ধে ধর্ম্মশাস্ত্রকার শঙ্খ বলিয়াছেন—

তান্তবং মলিনং পূর্ব্বমদ্ভিঃ ক্ষারৈশ্চ শোধয়েৎ। অংশুভিঃ শোষয়িত্বা চ বায়ুনা বা সমাহরেৎ॥
ঊর্ণপট্টাংশুকক্ষৌমদুকুলাবিক চর্ম্মণাং। অল্পাশৌচে ভবেচ্ছুদ্ধিঃ শোষণাপ্রোক্ষণাদিভিঃ॥
তান্যেবামেধ্যলিপ্তানি নেনিজ্যাদ্ গৌরসর্ষপৈঃ। ধান্যকল্কৈঃ পর্ণকল্কৈ রসৈশ্চ ফলবল্কলৈঃ॥
তুলিকাদ্যুপধানানি পুষ্পরক্তাম্বরাণি চ। শোষয়িত্বাতপে কিঞ্চিৎ করৈরুন্মার্জয়েন্মুহুঃ॥
পশ্চাচ্চ বারিণা প্রোক্ষ্য শুচীত্যেবমুদাহরেৎ। তান্যপ্যতিমলাক্তানি যথাবৎ পরিশোধয়েৎ॥

মলিন তান্তব (কার্পাস বস্ত্র) অগ্রে জল ও ক্ষার দ্বারা শোধন করিয়া সূর্য্যকিরণ অথবা বায়ু দ্বারা শুষ্ক করতঃ গ্রহণ করিবে। ঊর্ণা অর্থাৎ মেষলোমনির্ম্মিত বস্ত্র, পট্টবস্ত্র, ক্ষৌম বস্ত্র, (অতসীতন্তুখ বস্ত্র) দুকুল (সূক্ষ্ম পট্টবস্ত্র) আবিক (পশুবিশেষরোমজ) এবং চর্ম্মরচিত বস্ত্র অল্প অশুচি হইলে রৌদ্রাদিতে শুষ্ক করতঃ ঈষৎপরিমাণে জলের প্রোক্ষণ দ্বারা শুদ্ধি হয়, সেই সকল ঊর্ণা বস্ত্রাদি অমেধ্য লিপ্ত হইলে শ্বেত সর্ষপ, ধান্যকল্ক, পত্রকল্ক, পত্ররস, এবং ফলবল্কল (তজ্জ) দ্বারা শোধন করিবে। তুলিকা (লেপ গদি প্রভৃতি) উপাধান (বালিশ) চিত্র পুষ্পময় বস্ত্র এবং স্বর্ণরক্তুখচিত বস্ত্র রৌদ্রতাপে শোষণ করতঃ বারংবার হস্ত দ্বারা উন্মার্জ্জিত করিয়া পশ্চাৎ ঈষৎ জলের ছিটা দিয়া বলিবে—'শুদ্ধ হইল'। সেই সকল বস্ত্র অতিশয় মলাক্ত হইলে যথোচিত পরিশোধন করিতে হইবে। শাতাতপ বলিয়াছেন—

কুসুম্ভকুঙ্কুমারক্তাস্তথা লাক্ষারসেন চ। প্রক্ষালনেন শুদ্ধ্যন্তি চাণ্ডালস্পর্শনে তথা॥

গুরুসেবা, ঊর্দ্ধপুণ্ড্র-চক্রাদি-ধারণ।	৪। শ্রীমূর্ত্তি-লক্ষণ আর শালগ্রাম-লক্ষণ;
গোপীচন্দন, মালাধৃতি, তুলসী-আহরণ;	৫। কৃষ্ণক্ষেত্রযাত্রা, কৃষ্ণমূর্ত্তি-দরশন।
১। বস্ত্র পীঠ গৃহ সংস্কার, কৃষ্ণ-প্রবোধন।	৬। নামমহিমা, নামাপরাধ দূরে বর্জ্জন;
২। পঞ্চ-ষোড়শ-পঞ্চাশৎ উপচারে অর্চ্চন;	৭। বৈষ্ণব-লক্ষণ, সেবা-অপরাধ-খণ্ডন।
৩। পঞ্চকাল পূজা-আরতি কৃষ্ণের ভোজন-শয়ন।	

[বস্ত্র] (কুসুম ফুল) কুঙ্কুম, এবং লাক্ষারসে রঞ্জিত বস্ত্র চণ্ডালাদিস্পৃষ্ট হইলে প্রক্ষালন দ্বারা শুদ্ধ হইবে।

১ পীঠসংস্কার — নরসিংহপুরাণ বলিয়াছেন —

পাদপীঠঞ্চ কৃষ্ণস্য বিল্বপত্রেণ ঘর্ষয়েৎ। উষ্ণাম্বুনা চ প্রক্ষাল্য সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥

শ্রীকৃষ্ণের পাদপীঠ বিল্বপত্রচূর্ণ দ্বারা ঘর্ষণ করতঃ উষ্ণজল দ্বারা প্রক্ষালন করিলে সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হয়। অর্থাৎ ইহা দ্বারা পীঠ সংশোধন করিতে হয়—ইহাই বলা হইল।

গৃহ সংস্কার — একাদশে ভগবান্ বলিয়াছেন—

সম্মার্জনোপলেপাভ্যাং সেকমণ্ডলবর্ত্তনৈঃ। গৃহশুশ্রূষণং মহ্যং দাসবদ্ যদমায়য়া॥

সম্মার্জন (ধূলিনিরাস) উপলেপ (গোময়জলাদি দ্বারা আলেপন) সেক (গোময়জলাদি দ্বারা প্রোক্ষণ অর্থাৎ ছিটা দেওয়া) এবং মণ্ডল-বর্ত্তন (সর্ব্বতোভদ্রাদি মণ্ডল রচন) এই সকল দ্বারা আমার গৃহসংস্কার করিতে হইবে।

কৃষ্ণ প্রবোধন—শ্রীকৃষ্ণকে জাগ্রত করা। নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ঘণ্টাদি বাদ্য করতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রবোধন করিতে হইবে।

দেব প্রপন্নার্ত্তিহর প্রসাদং কুরু কেশব!

অবলোকনদানেন ভূয়ো মাং পাবয়াচ্যুত॥

২। পঞ্চ ষোড়শ পঞ্চাশৎ উপচার—পঞ্চ উপচার, ষোড়শ উপচার, এবং পঞ্চাশৎ উপচার। ইহা দ্বারা কৃষ্ণের অর্চ্চন। পঞ্চ উপচার, যথা—গন্ধ পুষ্প, ধূপ দীপ এবং নৈবেদ্য। ষোড়শ উপচার, যথা—আসন, স্বাগত, অর্ঘ্য, পাদ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, আচমনীয়, স্নান, বসন, আভরণ, গন্ধ, পুষ্প ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য এবং বন্দন। যদ্যপি শ্রীহরিভক্তিবিলাসে চতুঃষষ্টি উপচার বলিয়াছেন, পঞ্চাশৎ উপচারের কোন উল্লেখ নাই, তথাপি তন্মধ্যে মঙ্গলারাত্রিক, দুইবার নমস্কার, দুইবার নীরাজন ও দুইবার মহানীরাজন, দুইবার নৈবেদ্যার্পণ, পরিধেয় বস্ত্র, উত্তরীয় বস্ত্র, দিব্যবস্ত্রভেদে তিন উপচার, পুনর্ব্বার পাদ্যাদি দ্বারা অর্চ্চন ও পুনর্ব্বার ধূপাদি অর্পণ ভেদে দুই উপচার, ভূষণ, কৌস্তুভাদি ভূষণ ও মুকুট ভেদে তিন উপচার, (নির্ম্মাল্য ধারণ ও উচ্ছিষ্টভোজন এ দুইটী উপচার মধ্যে গ্রহণ না করিলেও হয়), পুষ্প ও বিচিত্র দিব্যপুষ্প ভেদে দুই উপচার এবং শয্যা [illegible] বলিয়াছেন, সেই সকল উপচার সজাতীয় এক একটীতে অন্তর্ভাবিত করিলে, পঞ্চাশৎ উপচার হয়, এই নিমিত্ত গ্রন্থকার চতুঃষষ্টি উপচার না বলিয়া পঞ্চাশৎ উপচার বলিয়াছেন। চতুঃষষ্টি উপচার শ্রীহরিভক্তিবিলাসের একাদশবিলাসে অনুসন্ধান করিবেন। এতদ্ভিন্ন দশবিধ উপচারের ব্যবস্থা আছে, যথা—অর্ঘ্য, পাদ্য, আচমন, মধুপর্ক, আচমন, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ এবং নৈবেদ্য, এই দশ উপচার।

৩। পঞ্চকাল ...শয়ন—অরুণোদয়ে, পূজানন্তর, ভোজনানন্তর, প্রদোষ এবং রাত্রি শয়নের পূর্ব্বে—এই পঞ্চকালে পূজাপূর্ব্বক আরত্রিক করিতে হয়।

৪। শ্রীমূর্ত্তি লক্ষণ—অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত লক্ষণান্বিত প্রতিমা নির্ম্মাণ। বিশেষ বিবরণ শ্রীহরিভক্তিবিলাসের অষ্টাদশাদিবিলাসে দেখুন। শালগ্রাম লক্ষণ—কীদৃশ লক্ষণাক্রান্ত শালগ্রামশিলা শুভপ্রদ এবং কীদৃশ অশুভপ্রদ, ইহার বিশেষ বিবরণ শ্রীহরিভক্তিবিলাসের পঞ্চম বিলাসে দেখুন।

৫। কৃষ্ণক্ষেত্র-যাত্রা—কৃষ্ণক্ষেত্র অর্থাৎ মথুরা বৃন্দাবনাদিতে গমন।

৬। নামাপরাধ দূরে বর্জ্জন—অর্থাৎ কোন প্রকারেই যেন নামাপরাধ না হয়। দশবিধ নামাপরাধ (২২) পরিচ্ছেদে, (৫৫২) পৃষ্ঠা টিপ্পনী দেখুন।

৭। বৈষ্ণব লক্ষণ — সামান্যতঃ বৈষ্ণবলক্ষণ সম্বন্ধে লিঙ্গপুরাণে বলিয়াছেন—

বিষ্ণুরেব হি যস্যৈষ দেবতা বৈষ্ণবঃ স্মৃতঃ॥

বিষ্ণুই যাঁহার উপাস্য দেবতা তাঁহাকে বৈষ্ণব বলে। বৈষ্ণবের বিশেষ লক্ষণ শ্রীহরিভক্তিবিলাসের দশম বিলাসে দেখুন।

সেবা অপরাধ খণ্ডন—সংবৎসরের মধ্যে শৌকরতীর্থ, গঙ্গা এবং মথুরায় উপবাস পূর্ব্বক স্নান, প্রতিদিন এক অধ্যায় ভগবদ্গীতা পাঠ, তুলসী দ্বারা শালগ্রাম-শিলার্চ্চন, হরিবাসরে জাগরণ করতঃ তুলসীস্তবপাঠ এবং শঙ্খচক্রাঙ্কিত হইয়া হরির পূজন, এই সকল দ্বারা সেবাপরাধের শান্তি হয়। সেবাপরাধ (২২) পরিচ্ছেদে (৫৪১) পৃষ্ঠার টিপ্পনী দেখুন।

১। শঙ্খজল-গন্ধ-পুষ্প-ধূপাদি লক্ষণ ; | জপ-স্তুতি পরিক্রমা দণ্ডবৎ বন্দন।

১। শঙ্খাদির লক্ষণ = শঙ্খের লক্ষণ সম্বন্ধে আগমে আছে—

বৃহত্বং স্নিগ্ধতাঽচ্ছত্বং শঙ্খস্যেতি গুণত্রয়ং।
আবর্ত্তভঙ্গদোষস্তু হেমযোগান্ন জায়তে॥
নালিকায়াঃ স্বভাবেন যদিচ্ছিদ্রং ভবেন্ন হি॥

বৃহত্ব, স্নিগ্ধত্ব এবং স্বচ্ছত্ব এই তিনটী শঙ্খের গুণ। যদি শঙ্খের নালিকাতে স্বভাবতঃ ছিদ্র না হয়, তবে স্বর্ণ যোগ করিলে আবর্ত্তভঙ্গ রূপ কোন দোষ হয় না।

জল-লক্ষণ = যথা বিষ্ণুসংহিতায় বলিয়াছেন—

ন নক্তং গৃহীতোদকেন দৈবকর্ম্ম কুর্যাৎ॥

রাত্রিগৃহীত জল দ্বারা দৈবকর্ম্ম করিতে নাই। জলের পরিমাণ সম্বন্ধে ভবিষ্যপুরাণে বলিয়াছেন—

স্নানে পলশতং দেয়মভ্যঙ্গে পঞ্চবিংশতিং।
পলানাং দ্বে সহস্রে তু মহাস্নানে প্রকীর্ত্তিতে॥

স্নানে একশত পল, অভ্যঙ্গে পঞ্চবিংশতি পল এবং মহাস্নানে দুইসহস্র পল পরিমিত জল পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। তথাচ—

সর্ব্বং পর্য্যুষিতং দুষ্টং পত্রং পুষ্পং ফলং জলং।
ন দুষ্টং জাহ্নবীতোয়ং ন দুষ্টং তুলসীদলং॥

গন্ধ লক্ষণ = আগমে বলিয়াছেন—পত্র, পুষ্প, ফল, জল ইহারা পর্য্যুষিত হইলে দুষ্ট হয়, কেবল গঙ্গাজল ও তুলসীদল পর্য্যুষিত হইলে দুষ্ট হয় না।

চন্দনাগুরুকর্পূরপঙ্কং গন্ধ ইহোচ্যতে॥

চন্দন, অগুরু এবং কর্পূরপঙ্ক এইস্থানে গন্ধ শব্দবাচ্য।

পুষ্প লক্ষণ = নরসিংহপুরাণে আছে—গন্ধসম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ষষ্ঠ বিলাসে দেখুন।

পুষ্পৈরবণ্যসম্ভূতৈস্তথা নগরসম্ভবৈঃ।
অপর্য্যুষিতনিশ্ছিদ্রৈঃ প্রোক্ষিতৈর্জন্তুবর্জ্জিতৈঃ॥
আত্মারামোদ্ভবৈর্বাপি পুষ্পৈঃ সংপূজয়েদ্ধরিং॥

অরণ্যজাত, নগরসম্ভূত, অপর্য্যুষিত, অবিদীর্ণদল, প্রোক্ষিত (জলের ছিটা দেওয়া) কীটাদিবর্জ্জিত এবং স্বীয় উপবনসম্ভূত পবিত্র পুষ্প দ্বারা হরির পূজা করিতে হইবে। পুষ্পসম্বন্ধীয় বিশেষ বিবরণ শ্রীহরিভক্তিবিলাসের সপ্তম বিলাসে দেখুন।

ধূপাদি—আদি শব্দ দ্বারা দীপ ও নৈবেদ্য। তন্মধ্যে ধূপ লক্ষণ = যথা বামনপুরাণে—

কৃত্তিকাখ্যং কণং দারু সিহ্লকং সাগুরুং সিতা।
শঙ্খো জাতীফলং শ্রীশে ধূপানি স্যুঃ প্রিয়াণি বৈ॥

কৃত্তিকা (জটামাংসী) কণ (মহিষাখ্য গুগ্‌গুলু) দারু, সিহ্লক, অগুরু, সিতা (চিনি) শঙ্খ (নখী) জাতীফল—এই সকল ধূপ ভগবানের প্রিয়।

বিনা মৃগমদং ধূপে জীবজাতং বিবর্জয়েৎ॥

মৃগনাভি ভিন্ন অন্য প্রাণ্যঙ্গ ধূপে দিতে নাই। বিহিত ধূপের অভাবে নখী দিতে পারা যায়।

দীপ = যথা নারদীয়কল্পে—

সঘৃতং গুগ্‌গুলং ধূপং দীপং গোঘৃতদীপিতং।
সমস্তপরিবারায় হরয়ে শ্রদ্ধয়ার্পয়েৎ॥

ঘৃতমিশ্রিত গুগ্‌গুলুর ধূপ এবং গোঘৃত প্রজ্বলিত দীপ সমস্ত পরিবারের সহিত হরিকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অর্পণ করিবে।

ভবিষ্যোত্তরে এ সম্বন্ধে আরও বলিয়াছেন যে—গোঘৃত অথবা তৈল দ্বারা দীপ প্রদান করিবে যথা।—

।। পুরশ্চরণ বিধি, কৃষ্ণপ্রসাদ-ভোজন ;	অসৎসঙ্গত্যাগ, শ্রীভাগবত-শ্রবণ ;
অনিবেদিত ত্যাগ, বৈষ্ণবনিন্দাদি বর্জ্জন।	৬। দিনকৃত্য, পক্ষকৃত্য, একাদশ্যাদি বিবরণ।
২। সাধুলক্ষণ, সাধুসঙ্গ, সাধুসেবন ;	মাসকৃত্য, জন্মাষ্টম্যাদি বিধি বিচারণ।

ঘৃতেন দীপো দাতব্যো বাজন্ তৈলেন বা পুনঃ।

নৈবেদ্য বিষ্ণুস্মৃতিতে বলিয়াছেন—

নাভক্ষ্যং নৈবেদ্যার্থে ভক্ষ্যেষ্বজা মহিষী ক্ষীরং বর্জ্জয়েৎ।

পঞ্চনখমৎস্যবরাহমাংসানি চ॥

অভক্ষ্য অর্থাৎ সকলের ভক্ষণের অনর্হ (লশুন পলাণ্ডু প্রভৃতি) নৈবেদ্যার্থে অর্পণ করিবে না এবং ভক্ষ্য দ্রব্যের মধ্যে অজা ও মহিষীর দুগ্ধ পঞ্চনখ ... এবং বরাহ মাংসও অর্পণ করিতে নাই। পরিক্রমা—প্রদক্ষিণ। দণ্ডবৎ বন্দন—অষ্টাঙ্গ প্রণাম।

... প্রসাদ ভোজন—প্রসাদান্ন ভোজন। মহাপ্রসাদান্ন দর্শন করিয়া প্রথমতঃ প্রণাম, তৎপরে গায়ত্রী দ্বারা অভিমন্ত্রিত এবং মূলমন্ত্র দ্বারা গায়ত্রী অভিমন্ত্রিত করিয়া ধর্ম্মরাজ ও পিতৃলোকাদির ভাগ অর্পণ করতঃ নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক গণ্ডূষ গ্রহণ করিয়া মহাপ্রসাদান্ন ভোজন করিবে।

ত্বয়োপযুক্ত স্রগ্গন্ধবাসোহলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ।

উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি॥

২ সাধু লক্ষণ—অর্থাৎ সাধুর বিশেষ লক্ষণ। "স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর" ইত্যাদি।

সাধুসঙ্গ—সাধুসঙ্গমাহাত্ম্য। সাধুসেবন সাধুসেবা। পঞ্চমস্কন্ধে আছে—

মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তেস্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গং।

মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে॥

মহতের সেবাকে বিমুক্তির দ্বার এবং কামস্ত্রীতে আসক্ত অসাধুর সঙ্গকেই নরকের দ্বার বলিয়াছেন। যাঁহারা সর্ব্বত্র সমদর্শী, যাঁহাদিগের বুদ্ধি ভগবন্নিষ্ঠ, যাঁহারা তমোবৃত্তি ক্রোধকে দূরে পরিহার করিয়াছেন, যাঁহারা প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা না করিয়া পরের হিতসাধনে তৎপর ... যাঁহাদিগের শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্যে স্বভাবতঃ প্রবৃত্তি নাই, তাঁহাদিগকে মহান্ বলে।

এই শ্লোক দ্বারা অসৎসঙ্গত্যাগও সাধুর লক্ষণ বলা হইল।

৩। দিনকৃত্য—ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান অবধি রাত্রিতে শয়ন পর্য্যন্তের ইতিকর্ত্তব্যতার অবধারণ।

পক্ষকৃত্য—শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষে একাদশী ও দ্বাদশীতে শাস্ত্রানুসারে উপবাসাদি ব্রতের ইতিকর্ত্তব্যতার নির্ণয়।

একাদশ্যাদি—আদি শব্দ দ্বারা অষ্ট মহাদ্বাদশী প্রভৃতি, তন্মধ্যে ভগবৎপ্রীতিহেতুত্ব, বিধিপ্রাপ্তত্ব, ভোজননিষেধ এবং অকরণে প্রত্যবায় হেতু একাদশীব্রতের নিত্যত্ব। বিষ্ণুপ্রীতিহেতুত্ব বিষয়ে বৃহন্নারদীয়পুরাণে একাদশী-মাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে আছে—

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চৈব যোষিতাং।

মোক্ষদং কুর্ব্বতাং ভক্ত্যা বিষ্ণোঃ প্রিয়তরং দ্বিজাঃ॥

একাদশীব্রতং নাম সর্ব্বকামফলপ্রদং।

কর্ত্তব্যং সর্ব্বদা বিপ্রৈর্বিষ্ণুপ্রীণনকারণং॥

হে বিপ্রগণ! ভক্তিসহকারে একাদশীব্রতের অনুষ্ঠাতা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং স্ত্রী—ইহাদিগের পক্ষে একাদশীব্রত মোক্ষদায়ক এবং ভগবৎপ্রীতিপ্রদ। অতএব ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা সর্ব্বকামফলপ্রদ ও বিষ্ণুপ্রীতিকর একাদশী ব্রতের অনুষ্ঠান করিবেন।

বিধিপ্রাপ্তত্ব বিষয়ে কণ্ব বলিয়াছেন—

একাদশীমুপবসেন্ন কদাচিদতিক্রমেৎ॥

একাদশীদিনে উপবাস করিতে হইবে, কখনই তাহাকে অতিক্রম করিবে না। এই বচনে "উপবসেৎ" এই বিধিলিঙ্‌ বিভক্তি, বিধিবোধক।

ভোজননিষেধ বিষয়ে বিষ্ণু বলিয়াছেন—

একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত কদাচিদপি মানবঃ॥

মনুষ্য মাত্র কখনই একাদশীতে ভোজন করিতে পারিবেন না। বৃহন্নারদীয়পুরাণে আছে—

উপবাসং ফলং প্রেপ্সুর্জহ্যাদ্ ভক্তচতুষ্টয়ং।

পূর্ব্বাপরদিনে রাত্রৌ নাহর্নক্তঞ্চ মধ্যমে॥

উপবাসের ফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি দশমী ও দ্বাদশীর রাত্রিতে এবং একাদশীর দিন ও রাত্রিতে এই ভোজন চতুষ্টয় পরিত্যাগ করিবেন,

অকরণে প্রত্যবায় সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণে উমামহেশ্বর সংবাদে আছে—

অগ্নিবর্ণায়সং তীক্ষ্ণং ক্ষিপন্তি যমকিঙ্করাঃ।

মুখে তেষাং মহাদেবি যে ভুঞ্জন্তি হরের্দিনে॥

হে মহাদেবি! যাহারা হরিবাসরদিনে ভোজন করে, যমকিঙ্করগণ তাহাদিগের মুখে তীক্ষ্ণ ও প্রতপ্ত লৌহদণ্ড অর্পণ করে।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে আছে—

ব্রহ্মচারী গৃহস্থো বা বানপ্রস্থোঽথবা যতিঃ।

একাদশ্যাং হি ভুঞ্জানো ভুঙ্‌ক্তে গোমাংসমেব হি॥

একাদশীদিনে ভোজনশীল ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসী গোমাংস ভক্ষণ করেন। গৌতমীয়তন্ত্রে—

বৈষ্ণবো যদি ভুঞ্জীত একাদশ্যাং প্রমাদতঃ।

বিষ্ণ্বর্চ্চনং বৃথা তস্য নরকং ঘোরমাপ্নুয়াৎ॥

অনবধানবশতঃ যদি বৈষ্ণব একাদশীতে ভোজন করেন, তাঁহার বিষ্ণুপূজা বৃথা হইয়া যায় এবং তিনি ঘোরনরকে গমন করেন।

বিধবাবিষয়ক দোষবিশেষ সম্বন্ধে কাত্যায়ন বলিয়াছেন—

বিধবা যা ভবেন্নারী ভুঞ্জীতৈকাদশীদিনে।

তস্যাস্তু সুকৃতং নশ্যেদ্ ভ্রূণহত্যা দিনে দিনে॥

যে বিধবা একাদশীদিনে ভোজন করেন, তাঁহার সমস্ত পুণ্য বিনষ্ট হয় এবং তিনি প্রতিদিন ভ্রূণহত্যাজনিত পাপের ভাগিনী হন। ইত্যাদি বহুতর নিন্দার্থবাদ আছে, তদ্দ্বারা একাদশীতে সর্ব্বথা ভোজনত্যাগ কর্ত্তব্য, ইহাই প্রতিপন্ন হইল। ইহার পরে আট বৎসরের পর ও অশীতির পূর্ব্বে একাদশীর সর্ব্বথা নিত্যতা প্রদর্শিত হইবে। পূর্ব্বোক্ত বচন দ্বারা তাহারা বোধ হইল অর্থাৎ বিধবা ও বৈষ্ণবের আট বৎসরের পূর্ব্বে ও অশীতি বৎসরের পরেও একাদশী ব্রত সর্ব্বথা নিত্য। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে আছে—

সপুত্রশ্চ সভার্য্যশ্চ স্বজনৈর্ভক্তিসংযুতঃ।

একাদশ্যামুপবসেৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি॥

স্ত্রী, পুত্র এবং স্বজনের সহিত ভক্তিসহকারে উভয়পক্ষের একাদশীতেই উপবাস করিবে। এই বচন দ্বারা সধবা স্ত্রী ও গৃহস্থের পক্ষেও উভয়পক্ষের একাদশীব্রত নিত্য; অর্থাৎ সকলের পক্ষেই উভয়পক্ষের একাদশীব্রত নিত্য। জনন-মরণাশৌচেও একাদশীর নিত্যতা আছে, যথা বিষ্ণুরহস্যে—

সূতকে মৃতকে চৈব ন ত্যাজ্যং দ্বাদশীব্রতং।

জননাশৌচ ও মরণাশৌচেও একাদশীব্রত পরিত্যাগ করিতে নাই। একাদশী ব্রতের অধিকারীনির্ণয় প্রসঙ্গে পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে শিব পার্ব্বতীসংবাদে আছে—

বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ স্ত্রীণাঞ্চ বরবর্ণিনি। একাদশ্যুপবাসস্তু কর্ত্তব্যো নাত্র সংশয়ঃ॥

হে বরবর্ণিনি! চারিবর্ণের, চারি আশ্রমের এবং স্ত্রীমাত্রেরই একাদশীর উপবাস অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে, ইহাতে কোন সংশয় নাই।

কাত্যায়ন স্মৃতিতে বলিয়াছেন—

অষ্টবর্ষাধিকো মর্ত্ত্যো হ্যপূর্ণাশীতিবৎসরঃ। একাদশ্যামুপবসেৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি॥

যাহার বয়স আট বৎসর হইতে অধিক হইয়াছে, এবং অশীতি বৎসর পরিপূর্ণ হয়নাই, এতাদৃশ মনুষ্য মাত্রই উভয়পক্ষের একাদশীতে ভোজন করিতে পারিবেন না। উপবাসে অসমর্থ হইলে প্রতিনিধি দ্বারা ব্রতরক্ষা করিতে হইবে, যথা বরাহপুরাণে—

অসামর্থ্যে শরীরস্য ব্রতে বা সমুপস্থিতে॥

কারয়েদ্ধর্ম্মপত্নীং পুত্রং বা বিনয়ান্বিতং॥

ভগিনীং ভ্রাতরং বাপি ব্রতমস্য ন লুপ্যতে।

[নিজে]র অসমর্থ হইলে যদি একাদশী ব্রত উপস্থিত হয়, তবে ধর্ম্মপত্নী, বিনীত পুত্র, ভগিনী এবং ভ্রাতা ইহার মধ্যে যে কোন ব্যক্তিকে ব্রত [করা]ইলে ব্রত লোপ হয় না। প্রতিনিধি হইয়া ব্রত করিলে উভয়ের ব্রতই সিদ্ধ হয়। কূর্ম্মপুরাণে অসমর্থের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা—

একভক্তেন নক্তেন ব লবৃদ্ধাতুরঃ ক্ষিপেৎ ॥

একভক্ত অথবা নক্তব্রত দ্বারা বালক (ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত বালা, অষ্টমবর্ষের ন্যূনবয়স্ক বালকের অধিকারই নাই) বৃদ্ধ (অশীতিবর্ষ বয়স্ক) [ও] আতুর (রোগাক্রান্ত) দিন যাপন করিবেন। অর্থাৎ কিছুতেই একাদশী রহিত হইবেন না।

অনন্তর বিশেষ করিয়া উপবাসে অশক্ত ব্যক্তির পক্ষে অনুকল্পব্যবস্থায় নক্তাদির কথা বলিতেছেন, যথা বায়ুপুরাণে—

নক্তং হবিষ্যান্নমনোদনং বা ফলং তিলাঃ ক্ষীরমথাম্বু চাজ্যং।

যৎ পঞ্চগব্যং যদি বাপি বায়ুঃ প্রশস্তমত্রোত্তরমুত্তরঞ্চ ॥

নক্তব্রত, অনোদন (অন্ন ভিন্ন) হবিষ্যান্ন (মুদ্গ যবাদি) ফল, তিল, দুগ্ধ, জল, ঘৃত, পঞ্চগব্য এবং বায়ু—এই সকল দ্রব্যের মধ্যে পর পর দ্রব্য [প্রশস্ত। অর্থ]াৎ নক্তব্রত হইতে অনোদন, তাহা হইতে হবিষ্যান্ন, তাহা হইতে ফল, ফল হইতে তিল, তিল হইতে দুগ্ধ, দুগ্ধ হইতে জল, জল হইতে ঘৃত, [ঘৃত হ]ইতে পঞ্চগব্য এবং তাহা হইতে বায়ু প্রশস্ত। উপবাসে অসমর্থ ব্যক্তির এই সকল দ্রব্যের অন্যতম দ্বারা উপবাসের অনুকল্পের ব্যবস্থা [হই]ল। মহাভারতে উদ্যমপর্ব্বে বলিয়াছেন—

অষ্টৈতান্যব্রতঘ্নানি আপোমূলং ফলং পয়ঃ।

হবির্ব্রাহ্মণকাম্যা চ গুরোর্বচনমৌষধং ॥

[জল], মূল, ফল, দুগ্ধ, ঘৃত, ব্রাহ্মণের প্রার্থনা, গুরুবাক্য এবং ঔষধ—এই আটটী ব্রতনাশ করে না। এই বচন দ্বারা প্রতিপ্রসব করিলেন। [এই সকলে]র ব্যবহারেও যে ব্রত নষ্ট হইবে না—ইহাই দেখাইলেন। কিন্তু ভগবান্ যে বলিয়াছেন—

মচ্ছয়নে মদুত্থানে মৎপার্শ্বপরিবর্ত্তনে। ফলমূল-জলাহারী হৃদি শল্যং মমার্পয়েৎ।

[অর্থা]ৎ আমার শয়নে, উত্থানে এবং পার্শ্বপরিবর্ত্তনে ফল, মূল, জল আহার করিয়া আমার হৃদয়ে শল্য অর্পণ করিয়া থাকে। এই শ্লোক দ্বারা [ভগবান্] পূর্ব্বকথিত নক্তব্রতাদিরও অপবাদ করিলেন। অতঃপর দশমীবিদ্ধা একাদশীতে ব্রতনিষেধ সম্বন্ধে নারদ স্মৃতি বলিয়াছেন—

দশম্যানুগতা যত্র তিথিরেকাদশী ভবেৎ।

তত্রাপত্যবিনাশঞ্চ পরেত্য নরকং ব্রজেৎ ॥

[যদি] একাদশীতিথি দশমীর সহিত মিলিত হয়, সেইদিনে উপবাস করিলে ইহলোকে সন্ততিনাশ এবং পরলোকে নরক হয়।

[স্কন্দ]পুরাণে সম্পূর্ণার লক্ষণ বলিয়াছেন। যথা—

প্রতিপৎপ্রভৃতয়ঃ সর্ব্বা উদয়াদুদয়াদ্রবেঃ।

সংপূর্ণা ইতি বিখ্যাতা হরিবাসর-বর্জ্জিতা ॥

[হরিবাসর] ব্যতীত প্রতিপৎ প্রভৃতি তিথি সকল সূর্য্যের এক উদয় হইতে আরম্ভ করিয়া অপর উদয়ের অব্যবহিত পূর্ব্ব অবধি যদি থাকে, তাহা [হইলে] সেই তিথিকে পূর্ণা বলা যায়। সর্ব্বথা দ্বাদশীযুক্ত একাদশীতেই উপবাস বিহিত হইয়াছে। সূর্য্যোদয়ে অন্য তিথির সহিত যোগ হইলে [তাহাকে] বিদ্ধা বলে। কিন্তু একাদশীতে এরূপ নিয়ম নয়। যথা ভবিষ্যপুরাণে—

আদিত্যোদয়বেলায়াঃ প্রাঙ্মুহূর্ত্তদ্বয়ান্বিতা।

একাদশী তু সংপূর্ণা বিদ্ধান্যা পরিকীর্ত্তিতা ॥

[সূর্য্যো]দয়ের পূর্ব্বে দুইমুহূর্ত্ত অর্থাৎ চারিদণ্ডব্যাপিনী একাদশীকে সংপূর্ণা; তদ্ভিন্ন অর্থাৎ চারিদণ্ডের ন্যূনব্যাপিনী একাদশীকে বিদ্ধা অর্থাৎ দশমীবিদ্ধা একাদশী বলে। কণ্ব অরুণোদয়ে দশমীবিদ্ধা একাদশীকে ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন—

অরুণোদয়বেলায়াং দশমীসংযুতা যদি। অত্রোপোষ্যা দ্বাদশী স্যাৎ ত্রয়োদশ্যান্তু পারণং ॥

অরুণোদয়বেলাতে একাদশী দশমীসংযুতা হইলে, সেই একাদশী পরিত্যাগ করিয়া পরদিন দ্বাদশীতে উপবাসকরতঃ ত্রয়োদশীতে পারণ করিতে হইবে। অতএব অরুণোদয়ে দশমীবিদ্ধা একাদশী সর্ব্বথা বৈষ্ণবগণ পরিত্যাগ করিবেন।

অরুণোদয়-লক্ষণ সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণে বলিয়াছেন—

উদয়াৎ প্রাক্চতস্রশ্চ ঘটিকা অরুণোদয়ঃ।

[সূর্য্যো]দয়ের পূর্ব্বে চারিদণ্ডকে অরুণোদয় বলে। ভবিষ্যোত্তরে—

একাদশ্যাঞ্চ কৃষ্ণায়াং জ্যেষ্ঠঃ পুত্রো বিনশ্যতি।

কৃষ্ণা একাদশীতে উপবাস করিলে জ্যেষ্ঠপুত্র বিনষ্ট হয়।

শয়নী-বোধনীমধ্যে যা কৃষ্ণৈকাদশী ভবেৎ।
সৈবোপোষ্যা গৃহস্থেন নান্যা কৃষ্ণা কদাচন॥

শয়নী-একাদশী ও উত্থানৈকাদশীর মধ্যবর্ত্তিনী যে সকল কৃষ্ণাএকাদশী, গৃহস্থ তাহাতেই উপবাস করিবেন, অন্য একাদশীতে নয়। অতএব পুত্রবান্ গৃহস্থ চাতুর্মাস্যের কৃষ্ণা একাদশীতে উপবাস করিবেন না। একাদশীব্রত নিত্য, এই নিমিত্ত পুত্রাদিকামুক গৃহস্থ তাদৃশ (অর্থাৎ চাতুর্মাস্য ভিন্ন) কৃষ্ণৈকাদশীতে যৎকিঞ্চিৎ ভক্ষ্যদ্রব্য অঙ্গীকার করিতে পারিবেন। যথা—

উপবাসনিষেধে তু কিঞ্চিদ্ভক্ষ্যং প্রকল্পয়েৎ। নো দুষ্যত্যুপবাসোঽত্র উপবাসফলং লভেৎ॥

উপবাসনিষেধে যৎকিঞ্চিৎ ভক্ষ্য গ্রহণ করিবে। তাহাতে অনুপবাস জন্য প্রত্যবায় হয় না এবং উপবাস জন্য ফল লাভও হইয়া থাকে। এইরূপ বিদ্ধা-একাদশী পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুদ্ধা একাদশীতে ব্রতের ব্যবস্থা নির্ণয় হইল। কিন্তু কখন কখন কোন কোন শুদ্ধাকে পরিত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে উপবাস বিহিত হইয়াছে। এই দ্বাদশীগুলিকে মহাদ্বাদশী বলে। ইহাদের সংখ্যা আট। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে আছে—

উন্মীলনী বঞ্জুলী চ ত্রিস্পৃশা পক্ষবর্দ্ধিনী।
জয়া চ বিজয়া চৈব জয়ন্তী পাপনাশিনী॥
তিথিযোগেন জায়ন্তে চতস্রশ্চাপরাস্তথা।
দ্বাদশ্যোঽষ্টৌ মহাপুণ্যাঃ সর্ব্বপাপহরা দ্বিজ।
নক্ষত্রযোগাচ্চ বলাৎ পাপানি প্রশময়ন্তি তাঃ॥

উন্মীলনী, বঞ্জুলী, ত্রিস্পৃশা, পক্ষবর্দ্ধিনী, জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী এবং পাপনাশিনী—এই অষ্ট মহাদ্বাদশী মহাপুণ্যপ্রদ এবং সর্ব্ববিধ পাপনাশক। তন্মধ্যে প্রথম চারিটী তিথিযোগে এবং অপর চারিটী নক্ষত্রযোগ বিশেষে হয়। ইঁহারা বলপূর্ব্বক সমস্ত পাপের শান্তি করেন। একাদশীর বৃদ্ধি হইলে সেই দ্বাদশীকে উন্মীলনী, দ্বাদশীর বৃদ্ধি হইলে সেই পূর্ব্বদিবসীয় শুদ্ধদ্বাদশীকে বঞ্জুলী, একাদশী দ্বাদশী ও ত্রয়োদশী এই তিন তিথি একদিনে হইলে তাহাকে ত্রিস্পৃশা এবং পূর্ণিমা ও অমাবস্যা বৃদ্ধি পাইলে সেই পক্ষের দ্বাদশীকে পক্ষবর্দ্ধিনী বলে। এই সকল স্থলে একাদশী পরিত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে উপবাস করিবে। কিন্তু বঞ্জুলীতে মলরূপ দ্বাদশী পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধদ্বাদশীতে উপবাস করিতে হইবে। তথাহি ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে—

একাদশী তু সংপূর্ণা বর্দ্ধতে পুনরেব সা।
দ্বাদশী চ ন বর্দ্ধেত কথিতোন্মীলনীতি সা।
দ্বাদশ্যেব বিবর্দ্ধেত ন চৈবৈকাদশী যদা।
বঞ্জুলী তু ভৃগুশ্রেষ্ঠ কথিতা পাপনাশিনী॥
অরুণোদয় আদ্যা স্যাদ্দ্বাদশী সকলং দিনং।
অন্তে ত্রয়োদশী প্রাতস্ত্রিস্পৃশা সা হরেঃ প্রিয়া॥
কুহুরাকে যদা বৃদ্ধিং প্রযাতে পক্ষবর্দ্ধিনী।
বিহায়ৈকাদশীং তত্র দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ॥

সংপূর্ণা একাদশীরই বৃদ্ধি হয়, দ্বাদশীর বৃদ্ধি হয় না। সেই দ্বাদশীকে উন্মীলনী বলে। যেকালে দ্বাদশীরই বৃদ্ধি হয়, একাদশীর বৃদ্ধি হয় না, সেই শুদ্ধদ্বাদশীকে বঞ্জুলী বলে। হে ভৃগুশ্রেষ্ঠ! তিনি সমস্ত পাপ বিনাশ করেন। অরুণোদয়ে (সূর্য্যোদয়ে) একাদশী, সমস্তদিন দ্বাদশী এবং প্রাতঃ (প্রভাতে) ত্রয়োদশী থাকিলে, সেই দ্বাদশীকে ত্রিস্পৃশা বলে ও তিনি হরির বল্লভা। অমাবস্যা ও পূর্ণিমা বৃদ্ধি পাইলে, সেই পক্ষের দ্বাদশীকে পক্ষবর্দ্ধিনী বলে। একাদশী পরিত্যাগ করিয়া সেই সকল দ্বাদশীতে উপবাস করিতে হইবে, তাহাতে একাদশীতিথিত্যাগজনিত কোন প্রত্যবায় হইবে না।

অতঃপর একাদশীব্রতের পারণকাল নির্ণয় করিতেছেন। পারণদিনে দ্বাদশীবধ্যে দ্বাদশীমধ্যেই পারণ করিতে হইবে। তথাহি স্কন্দপুরাণে—

পারণাহনি সংপ্রাপ্তে দ্বাদশীং যো ব্যতিক্রমেৎ। ত্রয়োদশ্যান্তু ভুঞ্জানঃ শতজন্মানি নারকী॥

পারণদিবস উপস্থিত হইলে যে ব্যক্তি দ্বাদশীকে অতিক্রম করিয়া ত্রয়োদশীতে ভোজন করে, সে শতজন্ম নরকগামী হয়। পারণদিনে যৎকিঞ্চিৎ দ্বাদশী থাকিলে, অরুণোদয়ে সমস্ত নিত্যক্রিয়া সমাধান করিয়া দ্বাদশীমধ্যে পারণ করিতে হইবে। তথাহি পদ্মপুরাণে—

যদা ভবতি স্বল্পা হি দ্বাদশী পারণাদিনে। উষঃকালে দ্বয়ং কুর্য্যাৎ প্রাতর্ম্মাধ্যাহ্নিকং তথা॥

পারণদিনে অল্পপরিমাণে দ্বাদশী থাকিলে, অরুণোদয়কালে প্রাতঃকৃত্য ও মধ্যাহ্নকৃত্য উভয়ই সমাধান করিবে। অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ে দ্বাদশী

মধ্যে পারণ করিবে। পারণদিনে অত্যল্প দ্বাদশী থাকিলে অর্দ্ধরাত্রের পর হইতেই সমস্ত নিত্যক্রিয়া সমাধান করিয়া সূর্য্যোদয়ে দ্বাদশী মধ্যে পারণ করিতে হইবে। তাহাতে অশক্ত হইলে সূর্য্যোদয়ে দ্বাদশীমধ্যে জল দিয়া পারণ নির্ব্বাহ করিয়া পরে স্নানার্চ্চনাদি করিবে।

তথাহি স্কন্দপুরাণে—

কলার্দ্ধাং দ্বাদশীং দৃষ্ট্বা নিশীথাদূর্দ্ধমেব হি।

আমধ্যাহ্নাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ কর্ত্তব্যাঃ শম্ভু শাসনাৎ ॥

পারণদিনে কলার্দ্ধা অর্থাৎ অত্যল্প দ্বাদশী দেখিয়া অর্দ্ধরাত্রের পর হইতেই মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্তের কর্ত্তব্য নিত্যকর্ম্ম সমাধান করিবেন, এটী মহাদেবের আজ্ঞা। কারণ তৎপরে সূর্য্যোদয় হইলেই দ্বাদশীতে পারণ করিবে।

অশক্ত্যা সঙ্কটে প্রাপ্তে পারণং বারিণা চরেৎ। তদ্ধি নৈবাশিতং নৈবানশিতঞ্চ বিদুর্ব্বুধাঃ ॥

অশক্ত হইলে কেবল জল দ্বারা পারণ করিবে। পণ্ডিতেরা তাহাকে অশিত বা অনশিত কিছুই বলেন না অর্থাৎ তাহাতে ভোজনও হয় না এবং দ্বাদশী লঙ্ঘনও হয় না। দ্বাদশীর ভোগকালকে চারিভাগ করিলে তাহার প্রথম ভাগকে হরিবাসর বলে, তাহাতে পারণ করিতে নাই।

তথাহি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

দ্বাদশ্যাঃ প্রথমঃ পাদো হরিবাসরসংজ্ঞকঃ।

তমতিক্রম্য কুর্ব্বীত পারণং বিষ্ণুতৎপরঃ ॥

দ্বাদশীর প্রথম পাদের (পোয়া) নাম হরিবাসর, তাহাকে অতিক্রম করিয়া পারণ করিতে হইবে। যদি পারণদিনে দ্বাদশী না থাকে, তবে ত্রয়োদশীতে পারণ করিবে। ত্রয়োদশীর পারণ অতীব প্রশস্ত। দশমীতে একাদশীকৃত্য এবং দ্বাদশীকৃত্য শ্রীহরিভক্তিবিলাসাদিতে জানিবেন। অতঃপর জয়াদি মহাদ্বাদশী নিরূপণ করিতেছেন। শুক্লাদ্বাদশীতে পুনর্ব্বসু, শ্রবণা, রোহিণী এবং পুষ্যা নক্ষত্রের যোগ হইলে সেই দ্বাদশী যথাক্রমে জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী এবং পাপনাশিনী নামে অভিহিত হন। তথাহি ব্রহ্মপুরাণে—

দ্বাদশ্যাস্তু সিতে পক্ষে ঋক্ষং যদি পুনর্ব্বসুঃ। নাম্না সা তু জয়া খ্যাতা তিথীনামুত্তমা তিথিঃ ॥

শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে যদি পুনর্ব্বসুনক্ষত্রের যোগ হয়, সেই দ্বাদশীর নাম জয়া। সেই জয়া সকল তিথির মধ্যে উত্তমতিথি।

যদা তু শুক্লদ্বাদশ্যাং নক্ষত্রং শ্রবণং ভবেৎ।

বিজয়া সা তিথি প্রোক্তা তিথীনামুত্তমা তিথিঃ ॥

যেকালে শুক্লদ্বাদশীতে শ্রবণানক্ষত্রের যোগ হয়, সেই দ্বাদশী তিথিকে বিজয়া বলে। উহা সকল তিথির মধ্যে উত্তম।

যদা তু শুক্লদ্বাদশ্যাং প্রাজাপত্যং প্রজায়তে। জয়ন্তী নাম সা প্রোক্তা সর্ব্বপাপহরা তিথিঃ ॥

যেকালে শুক্লদ্বাদশীতে রোহিণীনক্ষত্রের যোগ হয়, সেই দ্বাদশীর নাম জয়ন্তী। সেই তিথি সকল পাপ হরণ করেন।

যদা তু শুক্লদ্বাদশ্যাং পুষ্যা ভবতি কর্হিচিৎ।

তদা সা তু মহাপুণ্যা কথিতা পাপনাশিনী ॥

যে কোন সময় শুক্লদ্বাদশীতে পুষ্যানক্ষত্রের যোগ হইলে, সেই মহাপুণ্যা দ্বাদশীকে পাপনাশিনী বলে।

জয়াদির ব্রতব্যবস্থা—দ্বাদশীদিবসে সূর্য্যোদয়সময়ে নক্ষত্রের প্রবৃত্তি হইলে, জয়াদি ব্রত হইবে। অথবা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে প্রবৃত্ত হইয়া নক্ষত্র যদি দ্বাদশী অপেক্ষা ন্যূন না হয় তাহাতেও ব্রত হইতে পারিবে। কিন্তু শ্রবণাব্যতিরিক্ত অপর তিননক্ষত্রযোগে সূর্য্যাস্তকাল পর্য্যন্ত দ্বাদশী না থাকিলে উপবাস হইবে না। শ্রবণানক্ষত্রযোগে সূর্য্যাস্তকালের পূর্ব্বে দ্বাদশীর নিবৃত্ত হইলেও ব্রত হইতে পারিবে।

জয়াদির পারণকাল নির্ণয়—নক্ষত্র এবং তিথি উভয়ের বৃদ্ধি হইলে যদি নক্ষত্র অপেক্ষা তিথি (অর্থাৎ দ্বাদশী) অধিককালব্যাপিনী হয়, তবে নক্ষত্রের সমাপ্তি হইলে তিথিমধ্যে পারণ করিতে হইবে। যদি নক্ষত্র অপেক্ষা তিথি অল্পকালব্যাপিনী হয়, তাহা হইলে নক্ষত্রের সমাপ্তি না করিয়া তিথিমধ্যে পারণ করিতে হইবে, যেহেতু পারণে দ্বাদশীলঙ্ঘনে মহান্ দোষ।

যদি দ্বাদশীর বৃদ্ধি না হইয়া কেবল নক্ষত্রের বৃদ্ধি হয়, তবে রোহিণী ও শ্রবণার মধ্যে এবং পুনর্ব্বসু ও পুষ্যাকে অতিক্রম করিয়া পারণ করিতে হইবে।

বিধবা একাদশীতে উপবাস করিয়া পরদিন জয়াদিতে উপবাস করিবেন, যেহেতু একাদশীব্রত পরিত্যাগ করিলে ভ্রূণহত্যা পাপের প্রাপ্তি হয়। তদ্ভিন্ন অন্যেরা একাদশী পরিত্যাগ করিয়া কেবল দ্বাদশীতে উপবাস করিবেন, যেহেতু তাহাতে উপবাস করিলেই পূর্ব্বদিনের উপবাসজনিত পুণ্য লাভ হয়।

এই সকল বিষয়ের অপেক্ষিত প্রমাণ বচন শ্রীহরিভক্তিবিলাসে দেখুন।

মাস কৃত্য—প্রতি মাসে কর্ত্তব্য ভগবৎ-পূজাদি। তন্মধ্যে বৎসরের প্রথম মাস বলিয়া সর্ব্বাদৌ মার্গশীর্ষকৃত্য বলা হইতেছে,—অগ্রহায়ণ মাসে তুলসীকাননে ভগবানের পূজা এবং তাঁহাকে শীতবারক বস্ত্র প্রদান করিবে।

পৌষ কৃত্য—পৌষে ভগবান্‌কে দধ্যোদন অর্পণ করিবে।

মাঘ কৃত্য—সমস্ত মাঘ মাস নিয়মপূর্ব্বক প্রাতঃস্নান করিবে। শুক্লপক্ষে পঞ্চমীতে বসন্তোৎসব, ভগবদগ্রে বসন্ত রাগ গান করিবে। ষষ্ঠী হইতে পাঁচদিন অথবা কেবল অষ্টমীতে ভীষ্ম তর্পণ করিবে।

ফাল্‌গুন কৃত্য—ফাল্‌গুন মাসে শিবব্রত অবশ্য কর্ত্তব্য। পদ্মপুরাণে ব্রতখণ্ডে বলা হইয়াছে—

সৌরো বা বৈষ্ণবো বান্যদেবতান্তরপূজকঃ।
ন পূজা ফলমাপ্নোতি শিবরাত্রিবহির্ম্মুখঃ॥

সৌর, বৈষ্ণব এবং দেবতান্তরপূজক অন্য যে কেহ শিবরাত্রি বহির্ম্মুখ হইলে, পূজাফল লাভ করিতে পারিবেন না। স্কন্দপুরাণে—

মাঘমাসস্য শেষা যা প্রথমা ফাল্গুনস্য চ। কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী সা তু শিবরাত্রিঃ প্রকীর্ত্তিতা॥

মাঘমাসের শেষ এবং ফাল্‌গুনের প্রথম যে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী, তাহাকে শিবরাত্রি বলে।

শিবরাত্রিব্রতে ভূতং কামবিদ্ধং বিবর্জ্জয়েৎ।

শিবরাত্রিব্রতে ত্রয়োদশীবিদ্ধা চতুর্দ্দশীকে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

শিবরাত্রৌ চ কর্ত্তব্যং নিয়মেন ত্রয়ং বুধৈঃ। উপবাস-মহাদেবপূজা-জাগরণং নিশি॥

শিবরাত্রিদিনে বুদ্ধিমান্ নিয়মপূর্ব্বক উপবাস, মহাদেবের পূজা এবং রাত্রি জাগরণ করিবেন। এই ফাল্‌গুন মাসে গোবিন্দদ্বাদশী ব্রত কর্ত্তব্য। যথা ব্রহ্মপুরাণে,—

ফাল্গুনামলপক্ষে তু পুষ্যর্ক্ষে দ্বাদশী যদি।
গোবিন্দদ্বাদশী নাম মহাপাতকনাশিনী॥
তস্যামুপোষ্য বিধিবন্নরঃ সংক্ষীণকল্মষঃ।
প্রাপ্নোত্যনুত্তমাং সিদ্ধিং পুনরাবৃত্তিদুর্ল্লভাং॥

ফাল্‌গুন মাসে শুক্লাদ্বাদশী পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত হইলে, তাহাকে গোবিন্দদ্বাদশী বলে। তাহাতে বিধিপূর্ব্বক উপবাস করতঃ মনুষ্য সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পুনরাবৃত্তিরহিত সর্ব্বোত্তম গতি লাভ করেন। পাপনাশিনী ব্রতের ন্যায় গোবিন্দদ্বাদশী ব্রত হইয়া থাকে। এই গোবিন্দদ্বাদশীতে আমর্দ্দকী বৃক্ষের পূজাব্রত হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত ইহাকে আমর্দ্দকীদ্বাদশীও বলে। তথাহি ব্রহ্মপুরাণে—

ফাল্গুনে তু বিশেষেণ বিশেষঃ কথিতো নৃপ। আমর্দ্দক্যা ব্রতং পুণ্যং বিষ্ণুলোকপ্রদং শুভং॥

হে মহারাজ। ফাল্‌গুন মাসে পাপনাশিনী হইলে বিশেষ কথিত হইয়াছে। তাহাতে আমর্দ্দকীব্রত করিলে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়। অনন্তর এই ফাল্‌গুনে বসন্তোৎসব করিবার কথা বলা হইতেছে। যথা শ্রীহরিভক্তিবিলাসে—

ফাল্গুন্যাং পৌর্ণমাস্যান্তু বিদধ্যাদ্বৈষ্ণবৈঃ সহ। শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়ভক্তস্য বসন্তস্যার্চ্চনোৎসবং॥

ফাল্‌গুনীপূর্ণিমাতে বৈষ্ণবের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ভক্ত বসন্তের অর্চ্চনোৎসব করিবে।

চৈত্র কৃত্য—এই মাসে শ্রীরামনবমী ব্রত করিতে হয়। অগস্ত্যসংহিতায় আছে—

চৈত্রে মাসি নবম্যান্তু জাতো রামঃ স্বয়ং হরিঃ।
পুনর্ব্বসূক্ষসংযুক্তা সা তিথিঃ সর্ব্বকামদা॥
পুনর্ব্বসূক্ষসংযোগঃ স্বল্পোপি যদি লভ্যতে।
চৈত্রশুক্লনবম্যান্তু সা তিথিঃ সর্ব্বকামদা॥
শ্রীরামনবমী প্রোক্তা কোটিসূর্য্যগ্রহাধিকা।
তস্মিন্ দিনে মহাপুণ্যে রামমুদ্দিশ্য ভক্তিতঃ॥
যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম তদ্ভবক্ষয়কারণং।
উপোষণং জাগরণং পিতৄনুদ্দিশ্য তর্পণং॥
তস্মিন্ দিনে তু কর্ত্তব্যং ব্রহ্মপ্রাপ্তিমভীপ্সুভিঃ॥

চৈত্র মাসের শুক্লানবমীতে ভগবান্ শ্রীরাম স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই তিথি পুনর্ব্বসুনক্ষত্রযুক্ত হইলে সমস্ত কামনা পূরণ করেন। সেই শুক্লানবমীতে অল্পপরিমাণেও পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের যোগ হইলে, সেই তিথি সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ হয়েন। সেই নবমীর নাম শ্রীরামনবমী। কোটি সূর্য্যগ্রহণ হইতেও তিনি অধিক হইয়াছেন। সেই পরম পবিত্র দিনে ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীরামচন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া যাহা কিছু কর্ম্ম করা হয়, তাহা সংসারনাশের কারণ হয়। অতএব ভগবৎপ্রাপ্তি-অভিলাষী হইয়া, সেইদিনে উপবাস, রাত্রিজাগরণ এবং পিতৃলোকের তর্পণ করিতে হইবে। তথা—

নবমী চাষ্টমীবিদ্ধা ত্যাজ্যা বিষ্ণুপরায়ণৈঃ। উপোষণং নবম্যান্তু দশম্যামেব পারণং॥

অষ্টমীবিদ্ধা নবমী পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুদ্ধা নবমীতে উপবাস করিয়া, দশমীতেই পারণ করিতে হইবে। "দশম্যামেব পারণং" এব-শব্দ দ্বারা নিশ্চয়ই দশমী তিথিতে পারণ করিতে হইবে। অতএব পারণার দিবস যদি পারণযোগ্য দশমী লাভ না হয়, তবে অষ্টমীবিদ্ধা নবমীতে উপবাস করিয়া পরদিন দশমী ও পারণ করিতে হইবে।

দোলোৎসব—যথা গরুড়পুরাণে—

চৈত্রে মাসি সিতে পক্ষে দক্ষিণাভিমুখং হরিং। দোলারূঢ়ং সমভ্যর্চ্চ্য মাসমান্দোলয়েৎ কলৌ॥

কলিযুগে চৈত্রমাসে শুক্লপক্ষে দোলারূঢ় এবং দক্ষিণাভিমুখ হরিকে একমাস পর্য্যন্ত আন্দোলন করিবে। কোন কোন ভক্ত কেবল শুক্লা তৃতীয়াতে দোলযাত্রা করিয়া থাকেন। পুরুষোত্তমে জগন্নাথ দেবের ফাল্গুনীপূর্ণিমায় দোলযাত্রা, বৈশাখ অক্ষয়তৃতীয়ায় চন্দনযাত্রা, জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমায় স্নানযাত্রা ও আষাঢ়ে রথযাত্রা হইয়া থাকে। তদনুসারে দেশান্তরীয় ভক্তেরা সেই সকল যাত্রা করিবেন।

চৈত্রের শুক্লাদ্বাদশী দমনকারোপণোৎসব। ইহার বিশেষ বিবরণ শ্রীহরিভক্তিবিলাসের (১৪) বিলাসে দেখুন।

বৈশাখ কৃত্য=সমস্ত বৈশাখ প্রাতঃস্নান করিবে। অক্ষয়তৃতীয়াতে যবদ্বারা ভগবদর্চ্চন করিবে। শুক্লা সপ্তমীতে গঙ্গার পূজা করিবে। শুক্লাচতুর্দ্দশীতে নৃসিংহচতুর্দ্দশী ব্রত করিতে হয়। যথা—

বৈশাখে শুক্ল পক্ষে তু চতুর্দ্দশ্যাং মহাতিথৌ। সায়ং প্রহ্লাদধিক্কারমসহিষ্ণুঃ পরো হরিঃ॥
সদ্যঃ কটকটাশব্দবিস্মাপিতসভাজনঃ। লীলয়া গর্ভস্তম্ভাস্তাদ্ভূতঃ শব্দভীষণঃ॥
নৃহরেরবতারাত্তাং যত্নতঃ সমুপোষয়েৎ। মহাপুণ্যতমাযাঞ্চ সায়ং বিষ্ণুং প্রপূজয়েৎ॥

ভগবান্ নৃসিংহদেব প্রহ্লাদের ধিক্কার সহনে অসমর্থ হইয়া, তৎক্ষণাৎ কট-কট এই অব্যক্ত শব্দ দ্বারা সভাস্থ জনগণের বিস্ময় উৎপাদন করতঃ অবলীলাক্রমে স্তম্ভ মধ্য হইতে ভয়ানক শব্দ পূর্ব্বক বৈশাখ মাসের মহাতিথি চতুর্দ্দশীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। নৃহরির অবতার হেতু মহাপুণ্যতমা সেই চতুর্দ্দশী তিথিতে উপবাস এবং সায়ংকালে নৃসিংহদেবের অর্চ্চনা করিবে। বৃহন্নৃসিংহপুরাণে নৃসিংহচতুর্দ্দশী-প্রকরণে নৃসিংহদেব বলিয়াছেন—

স্বাতী নক্ষত্রযোগে তু শনিবারে হি মদ্ব্রতং। সিদ্ধযোগস্য যোগে চ লভ্যতে দৈবযোগতঃ॥
সর্ব্বৈরেতৈস্তু সংযুক্তৈর্হত্যাকোটিবিনাশনং। কেবলস্তু প্রকর্ত্তব্যং মদ্দিনং ফলকাঙ্ক্ষিভিঃ॥

বৈষ্ণবৈর্ন তু কর্ত্তব্যা স্মরবিদ্ধা চতুর্দ্দশী॥

স্বাতীনক্ষত্র এবং শনিবাররূপ সিদ্ধযোগে মিলিত আমার ব্রতদিন দৈবযোগে লব্ধ হইয়া থাকে। এই সকল (অর্থাৎ চতুর্দ্দশী, স্বাতী নক্ষত্র এবং শনিবার) একত্র মিলিত হইলে কোটি কোটি ব্রহ্মহত্যাদি পাপ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ফলকামীরাও এই সকল যোগাভাবে কেবল চতুর্দ্দশীতে আমার ব্রত করিবেন। বৈষ্ণবগণ ত্রয়োদশীবিদ্ধা চতুর্দ্দশীতে আমার ব্রত করিবেন না।

জ্যৈষ্ঠ কৃত্য=জলে ভগবৎপূজা সম্বন্ধে গরুড়পুরাণে বলিয়াছেন—

শুচি শুক্রাগতে কালে যেঽর্চ্চয়ন্তি কেশবং। জলস্থং বিবিধৈঃ পুষ্পৈর্মুচ্যন্তে যমযাতনাৎ॥

জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে যে ব্যক্তি বিবিধ কুসুম দ্বারা জলমধ্যবর্ত্তী কেশবের অর্চ্চনা করেন, তিনি যমযাতনা হইতে বিমুক্ত হন্।

অথ নির্জ্জলা একাদশী=এ সম্বন্ধে পদ্মপুরাণে ব্যাসদেব ভীমসেনকে বলিয়াছেন—

বৃষস্থে মিথুনস্থেঽর্কে শুক্লা হ্যেকাদশী হি যা।
জ্যৈষ্ঠে মাসি প্রযত্নেন সোপোষ্যা জলবর্জ্জিতা॥
স্নানে বাচমনে চৈব বর্জয়িত্বোদকং বুধঃ।
উপযুঞ্জীত নৈবান্যদ্ ব্রতভঙ্গোঽন্যথা ভবেৎ।
উদয়াদুদয়ং যাবদ্বর্জ্জয়িত্বা জলং বুধঃ।
স্বপ্রযত্নাদবাপ্নোতি দ্বাদশ দ্বাদশীফলং॥

সূর্য্য কদাচিৎ বৃষরাশিস্থ অথবা মিথুনরাশিস্থ হইলে, জ্যৈষ্ঠ মাসীয় যে শুক্লা একাদশী, তাহাতে জলবর্জ্জন পূর্ব্বক উপবাস করিবে। স্নানীয় এবং আচমনীয় জল ভিন্ন অন্য জল গ্রহণ করিলে ব্রতভঙ্গ হইবে। সূর্য্যের উদয় আরম্ভ করিয়া অপর উদয় পর্য্যন্ত যত্নপূর্ব্বক জল বর্জন করিলে দ্বাদশ একাদশীর ফল লাভ হয়।

আষাঢ় কৃত্য = চাতুর্মাস্যে নিয়মের আবশ্যকতা, যথা ভবিষ্যপুরাণে—

যো বিনা নিয়মং মর্ত্ত্যো ব্রতং বা জপ্যমেব বা। চাতুর্মাস্যং নয়েন্মূর্খো জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥

যে মূর্খমনুষ্য ব্রত ও জপরূপ নিয়ম ব্যতিরেকে চাতুর্মাস্য অতিবাহিত করে, সে জীবিত থাকিয়াও মৃততুল্য।

চাতুর্মাস্য ব্রতের আরম্ভকাল সম্বন্ধে সনৎকুমার বলিয়াছেন—

একাদশ্যান্তু গৃহ্নীয়াৎ সংক্রান্তৌ কর্কটস্য তু। আষাঢ্যাং বা নরোভক্ত্যা চাতুর্মাস্যোদিতং ব্রতং॥

একাদশী অথবা কর্কট সংক্রান্তি কিম্বা আষাঢ়ী পূর্ণিমাতে ভক্তিসহকারে চাতুর্মাস্য ব্রত গ্রহণ করিবে।

অথ শয়নোৎসব। যথা ভবিষ্যপুরাণে—

মিথুনস্থে সহস্রাংশৌ ন স্বাপয়তি যো হরিং। বৈষ্ণবৈঃ সহ সংভূয় হ্যনাবৃষ্টিস্তদা ভবেৎ॥

সূর্য্য মিথুনরাশিস্থ হইলে বৈষ্ণবের সহিত মিলিত হইয়া, হরির শয়ন না করাইলে অনাবৃষ্টি হয়।

অথ শয়নাদিকাল। যথা ভবিষ্য-নারদপুরাণে -

মৈত্রাদ্যপাদে স্বপিতীহ বিষ্ণু, বৈষ্ণবমধ্যে পরিবর্ত্ততে চ। পৌষ্ণাবসানে চ সুরারিহন্তা, প্রবুধ্যতে মাসচতুষ্টয়েন॥

সুরারিহন্তা বিষ্ণু অনুরাধার প্রথমপাদে শয়ন, শ্রবণার মধ্যভাগে পার্শ্বপরিবর্ত্তন এবং রেবতীর শেষপাদে মাস চতুষ্টয়ে জাগরণ করেন। ভবিষ্যপুরাণে —

নিশি স্বাপো দিবোত্থানং সন্ধ্যায়াং পরিবর্ত্তনং। অন্যত্র পাদযোগে তু দ্বাদশ্যামেব কারয়েৎ॥

রাত্রিতে শয়ন, দিবাতে উত্থান এবং সন্ধ্যা সময়ে পার্শ্বপরিবর্ত্তন করাইবে, অন্যত্র নক্ষত্রপাদ যোগ হইলে অর্থাৎ যদি রাত্রিতে অনুরাধার প্রথম পাদের এবং দিবসে রেবতীর অন্ত্যপাদের যোগ না হয়, তবে দ্বাদশীতেই শয়ন ও উত্থান করাইতে হইবে। বরাহপুরাণে বলিয়াছেন—

অপাদনিয়মস্তত্র স্বাপে বা পরিবর্ত্তনে। পাদযোগো যদা ন স্যাদৃক্ষেণাপি তদা ভবেৎ॥

শয়ন এবং পার্শ্বপরিবর্ত্তনে উক্ত নক্ষত্রপাদের কোন নিয়ম নাই, যে কালে যথোক্ত নক্ষত্রপাদের যোগ না হয়, সে কালে কেবল নক্ষত্রযুত দ্বাদশীতে শয়নাদি মহোৎসব করিবে।

শ্রাবণ কৃত্য = পবিত্রারোপণ ; যথা শ্রীহরিভক্তিবিলাসে—

শ্রাবণস্য সিতে পক্ষে দ্বাদশ্যাং বৈষ্ণবৈর্মুদা। কর্ত্তব্যঃ কৃষ্ণদেবস্য পবিত্রারোপণোৎসবঃ॥

শ্রাবণ মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে বৈষ্ণবগণ হর্ষসহকারে শ্রীকৃষ্ণের পবিত্রারোপণোৎসব করিবেন। পবিত্রারোপণের বিশেষ বিবরণ শ্রীহরিভক্তিবিলাসের (১৫) বিলাসে দেখুন।

ভাদ্রকৃত্য = তত্র জন্মাষ্টমী ব্রত ; যথা স্কন্দপুরাণে—

যে ন কুর্ব্বন্তি জানন্তঃ কৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রতং। তে ভবন্তি মহাপ্রাজ্ঞ ব্যালা মহতি কাননে॥

হে মহাপ্রাজ্ঞ! যে পুরুষ জানিয়াও শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ব্রতের অনুষ্ঠান করে না, সে অরণ্যানীতে সর্প জন্ম প্রাপ্ত হয়।

বর্ষে বর্ষে তু যা নারী কৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রতং। ন করোতি মহাপ্রাজ্ঞ ব্যালী ভবতি কাননে ॥

হে মহাপ্রাজ্ঞ! যে নারী বর্ষে বর্ষে শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ব্রতের অনুষ্ঠান করে না, সে সর্পী হইয়া বনে জন্ম গ্রহণ করে।

প্রাজাপত্যর্ক্ষসংযুক্তা কৃষ্ণা নভসি চাষ্টমী। বর্ষে বর্ষে তু কর্ত্তব্যা তুষ্ট্যর্থং চক্রপাণিনঃ ॥

ভাদ্র মাসের রোহিণীনক্ষত্রযুক্ত কৃষ্ণাষ্টমীতে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিজন্য প্রতিবর্ষে উপবাস ব্রত করিতে হইবে। এই বচনস্থ রোহিণীযোগ ফলাতিশয়বোধক বলিতে হইবে, অন্যথা যে বৎসর রোহিণী নক্ষত্রের যোগ না হইবে, সে বৎসর ব্রত লোপ হইয়া পড়ে।

জন্মাষ্টমীদিনে প্রাপ্তে যেন ভুক্তং দ্বিজোত্তম। ত্রৈলোক্যসংভবং পাপং ভুক্তমেব ন সংশয় ॥

শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীদিনে যে ভোজন করে, হে দ্বিজোত্তম! তাহার সেই অন্ন ত্রৈলোক্যবর্ত্তী সমস্ত পাপের স্বরূপ, তাহাতে সংশয় নাই। ইত্যাদি বচন দ্বারা কৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রত যে অবশ্যকর্ত্তব্য, ইহাই নির্দ্ধারিত হইল। ভবিষ্যোত্তরে—

অষ্টমী কৃষ্ণপক্ষস্য রোহিণীঋক্ষসংযুতা। ভবেৎ প্রোষ্ঠপদে মাসি জয়ন্তী নাম সা স্মৃতা ॥

ভাদ্রমাসে কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী রোহিণীনক্ষত্রযুক্ত হইলে, তাহাকে জয়ন্তী বলে। বরাহসংহিতাতে—

সিংহার্কে রোহিণীযুক্তা নরাঃ কৃষ্ণাষ্টমী যদি।
রাত্র্যর্দ্ধপূর্ব্বাপরগা জয়ন্তী কলয়াপি চ ॥

সূর্য্য সিংহরাশি গত হইলে (অর্থাৎ ভাদ্র মাসে) হে নরগণ! রোহিণীনক্ষত্রযুক্ত অষ্টমী যদি কলামাত্রও অর্দ্ধরাত্রের পূর্ব্ব ও পরগামিনী হন্‌, তবে তাহাকে জয়ন্তী বলে।

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীব্রতের নির্ণয় করিতেছেন। যথা শ্রীহরিভক্তিবিলাসে—

কৃষ্ণা পোষ্যাষ্টমী ভাদ্রে রোহিণ্যাঢ্যা মহাফলা। নিশীথে তত্রাপি কিঞ্চেন্দৌ জ্ঞেয়াপি নবমীযুতা ॥

ভাদ্র মাসে কৃষ্ণাষ্টমীতে উপবাস করিতে হইবে। সেই অষ্টমী রোহিণীযুক্ত হইলে মহাফলা হন্‌; অর্থাৎ কেবল অষ্টমীতে উপবাস অপেক্ষায় রোহিণীযুক্ত অষ্টমীতে উপবাস করিলে ফলাতিশয় হয়। অতএব রোহিণীযোগে ফলবিশেষে তাহা বলিয়া মহাফলা বলিলেন। নিশীথ অর্থাৎ অর্দ্ধরাত্রে রোহিণীযুক্তা অষ্টমী মহাফলা এবং সোমবার অথবা বুধবারে রোহিণীযুক্তা অষ্টমী মহাফলা ও তাদৃশ অষ্টমী নবমীযুক্তা হইলেও মহাফলা হন্‌।

'অষ্টম্যামুপবাসং' অর্থাৎ অষ্টমীতে উপবাস করিতে হইবে,—ইহাই বিধি হইবে। নক্ষত্রযোগাদি প্রশস্ততাবোধক। রোহিণীযুক্ত অষ্টমীতে উপবাস করিতে হইবে, পুনর্ব্বার এরূপ বিধি কল্পনা করা হইলে বাক্যভেদ দোষ আসিয়া উপস্থিত হয়। একবাক্যসম্ভাবিত হইলে পণ্ডিতেরা বাক্যভেদ ইচ্ছা করেন না, কিন্তু একবার বলিলাম অষ্টমীতে উপবাস করিতে হইবে, আবার বলিলাম রোহিণীযুক্ত অষ্টমীতে উপবাস করিতে হইবে, অকারণে এই বাক্যভেদ স্বীকার করা গৌরবমাত্র। তবে রোহিণীনক্ষত্রযুক্ত অষ্টমী হইলে ফলাধিক্য আছে, ইহা 'অষ্টমী কৃষ্ণপক্ষস্য' ইত্যাদি বচনে দেখুন। অর্দ্ধরাত্রে রোহিণীনক্ষত্রযুক্ত অষ্টমী হইলে ফলাধিক্য হয়, ইহা সিংহার্কে ইত্যাদি বচনে দেখুন। রোহিণীনক্ষত্র বুধবার সোমবার এবং নবমীযোগে মহাফল প্রদান করেন, যথা পদ্মপুরাণে—

প্রেতযোনিং গতানাস্তু প্রেতত্বং নাশিতং নরৈঃ।
যৈঃ কৃতা শ্রাবণে মাসি অষ্টমী রোহিণীযুতা ॥
কিং পুনর্বুধবারেণ সোমেনাপি বিশেষতঃ।
কিং পুনর্নবমীযুক্তা কুলকোট্যাস্তু মুক্তিদা ॥

যাঁহারা শ্রাবণ মাসে রোহিণীযুক্ত অষ্টমীতে ব্রত করিয়াছেন, তাঁহারা প্রেতযোনি প্রাপ্ত পূর্ব্বতন পুরুষগণের প্রেতত্ববিনাশক সেই অষ্টমী, বুধবার অথবা সোমবার এবং নবমীযুক্তা হইলে কুলকোটির মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। মুখ্যচন্দ্র অপেক্ষা করিয়া শ্রাবণ মাস বলিলেন। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে—

রোহিণ্যাদের্বিমুক্তাপি সোপোষ্যা কেবলাষ্টমী।
তত্তদ্‌যোগস্তু বৈশিষ্ট্যে ব্রতলোপোঽন্যথা ভবেৎ ॥

রোহিণী, অর্দ্ধরাত্রিতে রোহিণী, সোমবার, বুধবার এবং নবমীযোগ রহিত হইলেও, কেবল অষ্টমীতে উপবাস করিবে। ফলবিশেষার্থে নক্ষত্রাদির যোগ বলিয়াছেন। অন্যথা তাহা না বলিলে, যে বৎসর সেই সকল নক্ষত্র বারাদির যোগ না হইবে, সে বৎসর প্রতিবৎসর-কর্ত্তব্য বলিয়া অভিহিত জন্মাষ্টমীর ব্রতের লোপ হইয়া যায়।

রোহিণী নক্ষত্রের যোগ হইলেও সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমীতে উপবাস করিতে নাই। যথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—

বর্জ্জনীয়া প্রযত্নেন সপ্তমী সহিতাষ্টমী। সঋক্ষাপি ন কর্ত্তব্যা সপ্তমী সংযুতাষ্টমী॥

যত্নপূর্ব্বক সপ্তমীযুক্ত অষ্টমীকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। এমন কি রোহিণীনক্ষত্রযুক্ত হইলেও সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমীতে ব্রত করিতে নাই। সপ্তমী অষ্টমী অর্দ্ধরাত্রিতে রোহিণীযুক্ত হইলেও, তাহাতে উপবাস করিতে নাই। যথা যাজ্ঞবল্ক্য-স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে—

সংপূর্ণা চার্দ্ধরাত্রে চ রোহিণী যদি লভ্যতে। কর্ত্তব্যা সা প্রযত্নেন পূর্ব্ববিদ্ধাং বিবর্জ্জয়েৎ॥

যদি অর্দ্ধরাত্রে সম্পূর্ণ অষ্টমী ও রোহিণীর লাভ হয়, তবে যত্নপূর্ব্বক সেইদিনেই উপবাস করিবে, কিন্তু পূর্ব্ববিদ্ধা অষ্টমীকে পরিত্যাগ করিবে। পদ্মপুরাণে—

অবিদ্ধায়াং সঋক্ষায়াং জাতো দেবকীনন্দনঃ॥

সপ্তমীবেধরহিত ও রোহিণীযুক্ত অষ্টমীতে দেবকীনন্দন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অতএব পূর্ব্ববিদ্ধাতে প্রায়ই নবমীযোগের সংভাবনা না থাকায়, নবমীযোগের প্রশংসা করিয়াছেন।

যদি উদয়সময়ে যৎকিঞ্চিৎ সপ্তমী থাকে, তাহার পর অষ্টমী হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, রাত্রিশেষে নবমীর যোগ হইলেও তাদৃশ অর্থাৎ সপ্তমীবিদ্ধা এবং রোহিণীযুক্ত সম্পূর্ণ অষ্টমী পরিত্যাগ করিয়া, কেবল নবমীতে উপবাস করিতে হইবে। যথা পদ্মপুরাণে—

জন্মাষ্টমীং পূর্ব্ববিদ্ধাং সঋক্ষাং সকলামপি। বিহায় নবমীং শুদ্ধামুপোষ্য ব্রতমাচরেৎ॥

রোহিণীনক্ষত্রযুক্ত সম্পূর্ণ অষ্টমী পূর্ব্ববিদ্ধা হইলে, তাহাকে পরিত্যাগ করতঃ কেবল নবমীতে উপবাস করিয়া ব্রতের আচরণ করিবে। সর্ব্বথা সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমীতে ব্রত করিতে নাই, বিশেষ প্রমাণ বচনের যদি প্রয়োজন হয়, শ্রীহরিভক্তিবিলাসের (১৫) বিলাস দেখুন।

অথ জন্মাষ্টমী ব্রতের পারণকাল নির্ণয়। যথা শ্রীহরিভক্তিবিলাসে—

শুদ্ধায়াঃ কেবলায়াশ্চাষ্টমীবৃদ্ধৌ চ পারণং। তিথ্যন্তে ভেঽধিকে ভান্তে দ্বিবৃদ্ধৌ চৈকভেদতঃ।

শুদ্ধা (সপ্তমী বেধরহিত) এবং কেবলা (রোহিণী যোগ রহিত) অষ্টমীর বৃদ্ধি হইয়া পরদিনে নিষ্ক্রমণ হইলে তিথির (মলরূপ অষ্টমীর) অবসানে পারণ করিতে হইবে। নক্ষত্র (রোহিণী) অধিক হইলে (বৃদ্ধি পাইয়া পরদিনে নিক্রান্ত হইলে) রোহিণীর অন্তে পারণ করিতে হইবে, এবং তিথি নক্ষত্র দুয়ের বৃদ্ধি হইলে একের (তিথি অথবা নক্ষত্রের) অন্তে পারণ করিতে হইবে, তাহাই বহ্নিপুরাণে বলিয়াছেন—

ভান্তে কুর্য্যাত্তিথের্বাপি শস্তং ভারত পারণং॥

হে ভারত! নক্ষত্র অথবা তিথির অন্তে পারণ প্রশস্ত। আরও বলিয়াছেন—

রোহিণীসংযুতা চেয়ং বিদ্বদ্ভিঃ সমুপোষিতা। বিয়োগে পারণং কুর্য্যুর্মুনয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ॥

সাংযোগিকে ত্বসংপ্রাপ্তে যত্রৈকোপি বিযুজ্যতে। তত্রৈব পারণং কুর্য্যাদেবং বেদবিদো বিদুঃ॥

যদি রোহিণীযুক্ত অষ্টমীতে উপবাস হয় এবং সেই তিথি ও নক্ষত্র যদি সমভাবে বৃদ্ধি পায়, তবে তিথি ও নক্ষত্রের বিয়োগে পারণ করিতে হইবে। আর যদি তিথি ও নক্ষত্রের সংযোগে ব্রত না হইয়া থাকে, তবে একের অর্থাৎ তিথির বিচ্ছেদ হইলেই পারণ করিবে। অর্থাৎ অষ্টমীতে রোহিণী সংযোগ না হইলে সে রোহিণী মধ্যে পারণ করিতে পারিবে। গরুড়পুরাণে বলিয়াছেন—

তিথ্যন্তে চোৎসবান্তে বা ব্রতী কুর্ব্বীত পারণং।

তিথির অন্তে অথবা উৎসবের অন্তে ব্রতী পারণ করিবেন। বায়ুপুরাণে—

যদীচ্ছেৎ সর্ব্বপাপানি হন্তুং নিরবশেষতঃ। উৎসবান্তে সদা বিপ্র জগন্নাথান্নমাশয়েৎ॥

যদি নিঃশেষে সমস্ত পাপ বিনাশ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে উৎসবান্তে সর্ব্বদা জগন্নাথের প্রসাদান্ন ভোজন করিবেন।

পরদিন উৎসবান্তে পারণ হরিভক্তি বিলাস সম্মত; যেহেতু বায়ুপুরাণের বচনে সদা শব্দ থাকায়, উৎসবান্তে পারণের নিত্যত্ব স্থাপিত হইয়াছে জন্মাষ্টমীব্রত নক্ষত্রঘটিত নয়, কেবল তিথিঘটিত, ইহা পূর্ব্বেই মীমাংসা করা হইয়াছে। যখন ব্রতেই নক্ষত্রের অপেক্ষা নাই, তখন পারণ দিনে কিরূপে নক্ষত্রের অপেক্ষা হইতে পারে? তিথিঘটিত ব্রতে তিথির অপেক্ষাই হইতে পারে, কিন্তু উপবাস দিনে ষষ্টিদণ্ড অষ্টমী থাকিয়া যদি বৃদ্ধি পায়, তাহাতেও পারণদিনে যৎকিঞ্চিৎ কাল মাত্র থাকার সম্ভব, তাহাতে পরদিনের কৃত্য করিতে করিতেই তাহার শেষ হইয়া যায়, সুতরাং উৎসবান্তে পারণই নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

অথ পার্শ্বপরিবর্ত্তনোৎসব যথা হরিভক্তি বিলাসে;—

ভাদ্রস্য শুক্লৈকাদশ্যাং শয়নোৎসববৎ প্রভোঃ।
কটিদানোৎসবং কুর্য্যাদ্বৈষ্ণবৈঃ সহ বৈষ্ণবঃ॥

ভাদ্রমাসে শুক্লা একাদশীতে বৈষ্ণব, বৈষ্ণবগণের সহিত মিলিত হইয়া, শয়নোৎসবের ন্যায় পার্শ্ব পরিবর্ত্তনোৎসব করিবেন।

অথ শ্রবণদ্বাদশীব্রত যথা হরিভক্তি বিলাসে;—

ভাদ্রস্য শুক্লদ্বাদশ্যাং যুক্তায়াং শ্রবণেনহি।
উপোষ্য সঙ্গমে স্নাত্বা দেবং বামনমর্চ্চয়েৎ॥

ভাদ্রমাসে শুক্লাদ্বাদশী শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত হইলে, উপবাস করতঃ নদী সঙ্গমে স্নান করিয়া, বামনদেবের অর্চ্চনা করিতে হইবে।

তথাহি স্কন্দপুরাণে;—

মাসি ভাদ্রপদে শুক্লা দ্বাদশী শ্রবণান্বিতা।
মহতীদ্বাদশী জ্ঞেয়া উপবাসে মহাফলা॥

ভাদ্রমাসে শুক্লাদ্বাদশী শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত হইলে, তাহাকে মহতীদ্বাদশী বলে। তাহাতে উপবাস করিলে মহাফল লাভ হয়।

অথ শ্রবণদ্বাদশীব্রতনির্ণয় যথা হরিভক্তি বিলাসে;—

দ্বাদশ্যেকাদশী বা স্যাদুপোষ্যা শ্রবণান্বিতা।
বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগশ্চ তত্রয়ং মিশ্রিতং যদি॥

দ্বাদশী শ্রবণানক্ষত্র যুক্ত হইলে শক্ত অথবা অশক্ত সকলেই তাহাতে উপবাস করিবে। যদি একাদশী শ্রবণাযুক্ত হয়, ও দ্বাদশীতে শ্রবণা না থাকে, তবে সকলেই একাদশীতে উপবাস করিবে। আর যদি দ্বাদশী একাদশী এবং শ্রবণা একদিনে মিলিত হয়, তবে তাহাকে বিষ্ণুশৃঙ্খল বলে। সেই দিনে সকলেই উপবাস করিবে।

অথ শ্রবণদ্বাদশীর উপবাস যথা হরিভক্তি বিলাসে;—

একাদশ্যা বিশুদ্ধত্বে দ্বাদশ্যাস্তু পরেহনি।
শ্রবণে সতি শক্তস্য ব্রতযুগ্মং বিধীয়তে॥

একাদশী বিশুদ্ধ অর্থাৎ একাদশী দিবসে শ্রবণা নক্ষত্রের যোগ না হইয়া, পরদিনে দ্বাদশী তিথিতে শ্রবণার যোগ হইলে, শ্রবণা দ্বাদশীর উপবাস হয়, অতএব উপবাসদ্বয়ে অসমর্থ ব্যক্তি একাদশীর উপবাস করিয়া, পর দিনে শ্রবণদ্বাদশীতে উপবাস করিবেন। বস্তুতঃ বিধবা একাদশী ও দ্বাদশীতে উপবাস করিবেন, যেহেতু বিধবার একাদশী পরিত্যাগে ভ্রূণহত্যা পাপ হয়। অন্যে কেবল শ্রবণা দ্বাদশীতেই উপবাস করিবেন। অতএব ভবিষ্যোত্তরে বিধবা সম্বন্ধে বলিয়াছেন;—

একাদশীমুপোষ্যৈব দ্বাদশীং সমুপোষয়েৎ।
নচাত্র বিধিলোপঃ স্যাদুভয়ো র্দেবতা হরিঃ॥

একাদশীতে উপবাস করিয়াও দ্বাদশীতে উপবাস করিবে, ইহাতে বিধি লোপ হয় না, যেহেতু একাদশী ও দ্বাদশী এ উভয়ের দেবতাই হরি।

একাদশীর পারণ না করিলে সে ব্রতের সমাপ্তি হয় না, অতএব এক ব্রত সমাপন না করিয়া, ব্রতান্তরের আরম্ভ করিতে নাই, এ বিধির লোপ এ স্থানে হয় না। অতএব নারদীয়ে বলিয়াছেন;—

উপোষ্য দ্বাদশীং পুণ্যাং বিষ্ণুঋক্ষেণ সংযুতাং।
একাদশ্যুদ্ভবং পুণ্যং নরঃ প্রাপ্নোত্যসংশয়ং॥
বাজপেয়ে যথা যজ্ঞে কর্ম্মহীনোপি দীক্ষিতঃ।

সর্ব্বং ফলমবাপ্নোতি অস্নাতোঽপ্যহুতোপিসন্ ॥
এবমেকাদশীং ত্যক্ত্বা দ্বাদশ্যাং সমুপোষণাৎ।
পূর্ব্ববাসরজং পুণ্যং সর্ব্বং প্রাপ্নোত্যসংশয়ং ॥

শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত পবিত্র দ্বাদশীতে উপবাস করিয়া, একাদশীজনিত পুণ্য নিঃসংশয় লাভ করিয়া থাকে। যেমন কর্ম্মহীন, অস্নাত এবং অহুত হইয়াও বাজপেয়যজ্ঞে দীক্ষিত হইলে, সমস্ত ফল লাভ করে, তদ্রূপ একাদশী পরিত্যাগ করিয়া শ্রবণদ্বাদশীতে উপবাস করিলে, একাদশী উপবাসজনিত সমস্ত পুণ্য নিঃসংশয় লাভ করিয়া থাকে। বস্তুতঃ বিধবা ভিন্ন বৈষ্ণবের দুই উপবাস নাই। দ্বাদশীতে যৎকিঞ্চিৎ কাল শ্রবণার যোগ হইলে, তাহাই উপায়, অতএব তাহাতেই উপবাস করিতে হইবে। নারদীয়ে শ্রবণদ্বাদশী প্রকরণে তাহাই বলিয়াছেন যথা,—

তিথি নক্ষত্রয়োর্যোগোযদাচৈব নরাধিপ।
দ্বিকলো যদি লভ্যেত সজ্ঞেয়ো হ্যষ্টযামিকঃ ॥

হে মহারাজ। যে কালে দুই কলা পরিমিত কাল ও যদি তিথি ও নক্ষত্রের যোগ হয়, তাহাকে অষ্টযামিক বলিয়া জানিবে।

অথ শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত একাদশীর উপবাস দ্বাদশীযুক্ত একাদশীতে উপবাস করিতে হয়, সেই একাদশী দিনে যদি দ্বাদশীতে শ্রবণার যোগ না হইয়া, কেবল একাদশীতে শ্রবণার যোগ হয়, তাহাকে শ্রবণৈকাদশী বলে, অতএব সেই একাদশীতে উপবাস করিতে হইবে।

যথা নারদীয়ে,—

যদি ন প্রাপ্যতে ঋক্ষং দ্বাদশ্যাং শ্রবণং ক্বচিৎ।
একাদশী তদোপোষ্যা পাপঘ্নী শ্রবণান্বিতা ॥

যদি রাত্র্যাদিতে ও দ্বাদশীতে শ্রবণা নক্ষত্রের প্রাপ্তি না হয়, তবে শ্রবণান্বিতা একাদশীর উপবাস করিতে হইবে।

সে একাদশীকে বিষ্ণুশৃঙ্খল বলা যাইবে না। শ্রবণৈকাদশীতে উপবাসে শ্রবণদ্বাদশীব্রত সিদ্ধ হয়। তথাচ বিষ্ণুপুরাণে,—

যাঃ কাশ্চিত্তিথয়ঃ প্রোক্তাঃ পুণ্যা নক্ষত্র যোগতঃ।
তাস্বেব তদ্ব্রতং কুর্য্যাৎ শ্রাবণদ্বাদশীং বিনা ॥

নক্ষত্রযোগে যেমন কোন তিথি পুণ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহাতে বিহিত যে ব্রত তাহা সেই সেই নক্ষত্রযুক্ত সেই সেই তিথিতে করিতে হইবে, অর্থাৎ সেই সেই নক্ষত্রযুক্ত অন্য তিথিতে করিতে পারিবে না। কিন্তু শ্রবণদ্বাদশী ভিন্ন অর্থাৎ শ্রবণদ্বাদশী ব্রত শ্রবণৈকাদশীতেও হইবে। অথ বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগ ;—

শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত দ্বাদশীর যে কোন অংশ যদি একাদশীর অহোরাত্রের একদেশকে স্পর্শ করে, তবে তাহাকে বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগ বলে।

তথাহি মৎস্যপুরাণে ;—

দ্বাদশী শ্রবণ স্পৃষ্টা স্পৃশেদেকাদশীং যদা।
স এব বৈষ্ণবো যোগো বিষ্ণুশৃঙ্খল সংজ্ঞিতঃ ॥
তস্মিন্নুপোষ্য বিধিবন্নরঃ সংক্ষীণ কল্মষঃ।
প্রাপ্নোত্যনুত্তমাং সিদ্ধিং পুনরাবৃত্তি দুর্ল্লভাং ॥

শ্রবণস্পৃষ্টা দ্বাদশী একাদশী অর্থাৎ একাদশীর অহোরাত্রের একদেশকে স্পর্শ করিলে, তাহাকে বিষ্ণুশৃঙ্খল নামক বৈষ্ণবযোগ বলে। তাহাতে বিধি পূর্ব্বক উপবাস করতঃ নিষ্পাপ হইয়া, পুনরাবৃত্তি রহিত সর্ব্বোৎকৃষ্টগতি লাভ করে।

যদি একাদশীর দিবসে দ্বাদশীর ক্ষয় হয় এবং সেইদিন শ্রবণানক্ষত্রের প্রবৃত্তি হয়, তাহাকেও বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগ বলে। যথা বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে

একাদশী দ্বাদশীচ বৈষ্ণব্যমপি তত্ত্ববেৎ।
তদ্বিষ্ণুশৃঙ্খলং নাম বিষ্ণু সাযুজ্য কৃত্তবেৎ ॥
দ্বাদশ্যামুপবাসোঽত্র ত্রয়োদশ্যান্ত পারণং ॥

একাদশী দ্বাদশী এবং শ্রবণা একদিনে হইলে, তাহাকেও বিষ্ণুশৃঙ্খল বলে। এই বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগে দ্বাদশীতে উপবাস এবং ত্রয়োদশীতে পারণ হইয়া থাকে। এই বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগে দ্বাদশীর ক্ষয় হওয়াতে ত্রয়োদশীতে পারণের বিধান করিলেন।

অথ পারণ কাল নির্ণয় ;—

শ্রবণদ্বাদশী ও দ্বিতীয় বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগে অর্থাৎ যে একাদশী দিবসে দ্বাদশীর ক্ষয় হয়, ত্রয়োদশীতে পারণ, পারণদিনে কেবল শ্রবণ নক্ষত্রের নিষ্ক্রমণ হইলে তাহার আদর নাই অর্থাৎ শ্রবণার মধ্যে পারণ করিতে পারিবে।

প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খলে যদি পারণ দিনে দ্বাদশী ও শ্রবণায় অনুবৃত্তি হয়, তন্মধ্যে তিথি অধিক কাল থাকিলে, নক্ষত্রের অন্তে দ্বাদশী মধ্যে

…বণ। আর যদি নক্ষত্র অধিক কাল থাকে, তবে তিথি মধ্যেই পারণ করিতে হইবে, অন্যথা দ্বাদশী অতিক্রম করিলে মহান্ দোষ হয়। …র যদি রাত্রি পর্য্যন্ত তিথি ও নক্ষত্র থাকে, তবে রাত্রি পারণ নিষেধ থাকায়, দিবসেই পারণ করিবে। ইহার প্রমাণ বচনাদি হরিভক্তি …লাসে অনুসন্ধান করুন্।

শ্রবণৈকাদশী ও প্রথম বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগে উপবাস করিয়া, পরদিন দ্বাদশী মধ্যে বামনদেবের অর্চ্চনা করিয়া, পারণ করিতে হইবে।

এই স্থানে বিশেষ দ্রষ্টব্য। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শ্রবণানক্ষত্র প্রবৃত্ত হইয়া, সূর্য্যাস্তকাল পর্য্যন্ত স্থায়িনী শুক্লাদ্বাদশী হইতে যদি ন্যূন না …, তবে সেই দ্বাদশীতে বিজয়াব্রত হয়; কিন্তু ভাদ্র মাসে এতাদৃশযোগ হইলে বিষ্ণুশৃঙ্খলযোগ হইয়া একাদশীতে ব্রত হয় ভাদ্র মাস ব্যতীতও …শীতে শ্রবণা নক্ষত্রের সম্ভাবনা হয় না, সুতরাং বিজয়াব্রতের সম্ভাবনা থাকে না। অতএব বিষ্ণুশৃংখলযোগ উপেক্ষা করিয়া, মহাদ্বাদশী …ব্রতের অনুষ্ঠান করাই বিধেয়। এইরূপ ভ্রমকূপে পতিত হইয়া, অনেকে বহুতর প্রমাণপ্রতিপাদিত বৈষ্ণবযোগ বিষ্ণুশৃংখল উপেক্ষ… …িয়া, পর দিবস মহাদ্বাদশী বিজয়াব্রতের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। কিন্তু হরিভক্তি বিলাসাদি বৈষ্ণবগ্রন্থের পর্য্যালোচনা করিলে, কখনই …প ব্যবস্থা দিতেন না। যেহেতু বিজয়াব্রতে কোন মাস বিশেষের নিয়ম নাই, কেবল শুক্লাদ্বাদশীতে শ্রবণা নক্ষত্রের যোগ বিশেষে …ব্রত হইবে, এই মাত্র কথিত হইয়াছে। কিন্তু ভাদ্রকৃত্যের মধ্যে বিষ্ণুশৃংখল ও শ্রবণাদ্বাদশীব্রত বিহিত হইয়াছে। অতএব সামান্য …শেষ ন্যায়ে ভাদ্র মাসে বিষ্ণুশৃংখল ও শ্রবণদ্বাদশীব্রতই কর্ত্তব্য। তবে যে বৎসরে মলমাস হইবে, সেই বৎসরে শুদ্ধভাদ্রে …দৃশ যোগ হইলে, ভাদ্রকৃত্য বিষ্ণুশৃংখল ও শ্রবণদ্বাদশীর সম্ভাবনা থাকিল; সে——— শুদ্ধ মাসেই কর্ত্তব্য। এবং তিথিকৃত্য …দ্বাদশীব্রতের তাদৃশযোগ হইলে, অশুদ্ধ ভাদ্রে হইবার কোন প্রতিবন্ধ নাই। এইরূপ করণে মর্ম কোন বিরোধই থাকিল না।

অথ আশ্বিন কৃত্য—যথা হরিভক্তি বিলাসে,—

আশ্বিনস্য সিতে পক্ষে দশম্যাং বিজয়োৎসবা।
কর্ত্তব্যো বৈষ্ণবৈঃ সার্দ্ধং সর্ব্বত্র বিজয়ার্থিনা॥

ইহলোকে ও পরলোকে বিজয়ার্থী হইয়া, বৈষ্ণবগণের সহিত আশ্বিন মাসের শুক্লাদশমীতে শমী-বৃক্ষমূলে রঘুনাথের বিজয়োৎসব …বে।

হনুমান সীতার অন্বেষণানন্তর আগমন করিয়া, সীতাকে দেখিয়া আসিলাম, এই কথা দশমী দিনে শমী-বৃক্ষ মূলে শ্রীরামের অগ্রে বলিয়া- …লেন, সেইজন্য শমী-বৃক্ষমূলে দশমীতে উৎসব করিতে হয়। অথ কার্ত্তিক কৃত্য। কার্ত্তিকব্রত যথা পদ্মপুরাণে;—

অব্রতেন ক্ষিপেদ্ যস্তু মাসং দামোদরপ্রিয়ং।
তির্য্যগ্ যোনিমবাপ্নোতি সর্ব্ব ধর্ম্ম বহিষ্কৃতঃ॥

যে ব্যক্তি বিনা ব্রতে কার্ত্তিক মাস ক্ষেপণ করে, সে সর্ব্ববিধ ধর্ম্ম হইতে চ্যুত হইয়া, তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে।

কার্ত্তিকের কর্ত্তব্য নিয়মাবলী হরিভক্তি বিলাসের (১৬) বিলাসে দেখুন।

অথ কার্ত্তিকব্রতের উপক্রমকাল যথা পদ্মপুরাণে;—

আশ্বিনস্য তু মাসস্য যা শুক্লৈকাদশী ভবেৎ।
কার্ত্তিকস্য ব্রতানীহ তস্যাং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ॥

আশ্বিনমাসে যে শুক্লা একাদশী তাহাতে সাবধান পূর্ব্বক কার্ত্তিক ব্রতের আরম্ভ করিতে হইবে। অথ কৃষ্ণাষ্টমীকৃত্য যথা পদ্মপুরাণে,—

গোবর্দ্ধন গিরৌ রম্যে রাধাকুণ্ডং প্রিয়ং হরেঃ।
কার্ত্তিকে বহুলাষ্টম্যাং তত্র স্নাত্বা হরেঃ প্রিয়ঃ॥
নরো ভক্তোভবেদ্বিপ্রাস্তদ্ধিতস্য প্রতোষণং॥

গোবর্দ্ধনপর্ব্বতে হরির পরমপ্রিয় রাধাকুণ্ড বিদ্যমান আছেন, কার্ত্তিক মাসে কৃষ্ণাষ্টমীতে তাহাতে স্নান করিয়া, মনুষ্যমাত্রই কৃষ্ণের প্রিয়ভক্ত হয়, এবং তাহাতে কৃষ্ণের পরম সন্তোষ জন্মে। অথ কৃষ্ণ ত্রয়োদশীকৃত্য যথা,—

কার্ত্তিকে কৃষ্ণপক্ষেতু ত্রয়োদশ্যাং নিশামুখে।
যমদীপং বহির্দদ্যাদপমৃত্যুর্বিনশ্যতি॥

কার্ত্তিক মাসের ত্রয়োদশীতে প্রদোষকালে বহির্দেশে যমদীপ প্রদান করিবে, তাহাতে অপমৃত্যু বিনষ্ট হয়।

অথ চতুর্দ্দশী ও অমাবস্যার কৃত্য যথা;—

অমাবস্যাচতুর্দ্দশ্যোঃ প্রদোষে দীপদানতঃ।
যমমার্গেহন্ধকারেভ্যো মুচ্যতে কার্ত্তিকে নরঃ॥

কার্ত্তিক মাসে অমাবস্যা ও চতুর্দ্দশীতে প্রদোষ সময়ে দীপ দান করিলে, মনুষ্য যমমার্গে অন্ধকার হইতে বিমুক্ত হয়।

প্রদোষ সময়ে তত্র কর্ত্তব্যা দীপমালিকাঃ।

সেই অমাবস্যাতে প্রদোষ সময়ে দীপমালা রচনা করিবে। অথ শুক্ল প্রতিপৎকৃত্য যথা স্কন্দপুরাণে ;—

প্রাত র্গোবর্দ্ধনং পূজ্য দ্যূতঞ্চৈব সমাচরেৎ।
ভূষণীয়া স্তথা গাবঃ পূজ্যাশ্চ দোহ বাহনাঃ॥

কার্ত্তিক মাসে শুক্ল প্রতিপদে পূর্ব্বাহ্নে গোবর্দ্ধনগিরির পূজা করিয়া, গোগণের ভূষণ এবং দোহনপাত্র ও শকটাদির সহিত তাহাদি
অর্থাৎ গোগণের পূজা করিবে।

দিবামানকে পাঁচভাগে বিভক্ত করিলে, তাহার চতুর্থ ভাগ ব্যাপিনী দ্বিতীয়াতে চন্দ্রোদয়ের সম্ভাবনা থাকায়, সেই দ্বিতীয়াযুক্ত প্রতি
গোবর্দ্ধন পূজা করিতে নাই। যথা পুরাণ সমুচ্চয়ে ;—

গবাং ক্রীডা দিনে যত্র রাত্রৌ দৃশ্যেত চন্দ্রমাঃ।
দ্বাদশাযুক্ত একা পশূন্ হন্তি সুরভী পূজকাংস্তথা॥

রজনীতে চন্দ্রদর্শনের সম্ভাবনা থাকিলে যাগ হয়, তাহাতে পীড়া হয়, তবে চন্দ্র পশু এবং পশুপূজককে বিনাশ করেন। এই নিমিত্ত
বলিয়াছেন ;—

দর্শ প্রাদর্শ সংযোগে ক্রীড়নন্তু গবাং মতং।
পাদর্শীন্ধান্তু যঃ কুর্য্যাৎ পুত্রদার ধনক্ষয়ঃ॥

অমাবস্যাযুক্ত প্রতিপদেই গোক্রীড়া বিহিত, যে ব্যক্তি পরবিদ্ধা অর্থাৎ দ্বিতীয়াযুক্ত প্রতিপদে গোক্রীড়ার অনুষ্ঠান করে, তাহার পুত্র
এবং ধন বিনষ্ট হয়। অথ শুক্লাষ্টমী কৃত্য যথা পদ্মপুরাণে ;—

শুক্লাষ্টমী কার্ত্তিকেতু স্মৃতা গোপাষ্টমী বুধৈঃ।
তদ্দিনে বাসুদেবোঽভূদ্ গোপঃ পূর্ব্বস্তুবৎসপঃ॥

তত্র কুর্য্যাদ্ গবাং পূজাং গোগ্রাসং গোপ্রদক্ষিণং।
গবানুগমনং কার্য্যং সর্ব্বান্ কামানভীপ্সতা॥

কার্ত্তিকে শুক্লাষ্টমীকে পণ্ডিতেরা গোপাষ্টমী করিয়া বলেন, যেহেতু সেইদিনে শ্রীকৃষ্ণ গোপালনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাহার পূর্ব্বে ব
পালন করিতেন; অতএব গোপাষ্টমী দিবসে গো পূজা, গো-গ্রাস দান, গো প্রদক্ষিণ এবং গবানুগমন করিলে সমস্ত অভীষ্ট লাভ হয়।

অথ প্রবোধনী কৃত্য। যথা স্কন্দপুরাণে ;—

জন্ম প্রভৃতি যৎ পুণ্যং নরেণোপার্জ্জিতং ভুবি।
বৃথা ভবতি তৎ সর্ব্বং ন কৃত্বা বোধবাসরং॥

জন্ম প্রভৃতি মনুষ্য যে সকল পুণ্য উপার্জ্জিত করিয়াছেন, উত্থান বাসরের কৃত্য না করিলে, সে সকল পুণ্য বৃথা হইয়া যায়।

অথ প্রবোধকালের নির্ণয় যথা স্কন্দ পুরাণে ;—

রেবত্যান্তো যদা রাত্রৌ দ্বাদশ্যাচ সমন্বিতঃ।
তদা বিবুধ্যতে বিষ্ণুর্দিনান্তে প্রাপ্য রেবতীং॥

যদি রেবতীর অন্ত্যপাদ রজনীতে দ্বাদশীর সহিত যুক্ত হয়, তবে অপরাহ্নে রেবতীযুক্ত দ্বাদশীতে বিষ্ণুর জাগরণ হইবে।

রেবত্যাদিরথান্তো বা দ্বাদশ্যাচ বিনা ভবেৎ।
উভয়োরপ্য ভাবেতু সন্ধ্যায়াঞ্চ মহোৎসবঃ॥

যদি রেবতীর আদ্যপাদ অথবা অন্ত্যপাদ দ্বাদশীযুক্ত না হয়, এবং দ্বাদশীতে উভয়ের যোগ না হইলে, অর্থাৎ যদি কোন প্রকারেই দ্বাদশী
রেবতীর যোগ না হয়, তবে সন্ধ্যাকালে প্রবোধন মহোৎসব হইবে। অতএব বরাহ পুরাণে বলিয়াছেন ;—

দ্বাদশ্যাং সন্ধি সময়ে নক্ষত্রাণামসম্ভবে।
আ, ভা, কা, সিতপক্ষেতু শয়নাবর্ত্তনাদিকং॥

আষাঢ়, ভাদ্র এবং কার্ত্তিকে শুক্ল পক্ষে দ্বাদশীতে নক্ষত্র অর্থাৎ অনুরাধা, শ্রবণা এবং রেবতীর সর্ব্বথা অভাব হইলে সন্ধ্যাকালে, শ
পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন এবং উত্থান হইবে।

উত্থানদিবসে ভগবান্‌কে রথারূঢ় করিয়া নগরে ভ্রমণ করাইবে। যথা ভবিষ্যোত্তরে ;—

১। একাদশী, জন্মাষ্টমী, বামনদ্বাদশী ;
শ্রীরামনবমী, আর নৃসিংহচতুর্দ্দশী।
২। এই সবার বিদ্ধাত্যাগ অবিদ্ধা করণ ;
অকরণে দোষ, কৈলে ভক্তিলম্ভন।
৩। সর্ব্বত্র প্রমাণ দিবে পুরাণবচন';
শ্রীমূর্ত্তি বিষ্ণুমন্দিরকরণ লক্ষণ।
৪। সামান্য সদাচার আর বৈষ্ণব আচার ;
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্মার্ত্তব্যবহার।
৫। এই সংক্ষেপে করিল দিগ্‌দরশন,
যবে তুমি লিখিবে কৃষ্ণ করাবে স্ফুরণ'।
এইত কহিল প্রভুর সনাতনে প্রসাদ ;
৬। যাহার শ্রবণে ভক্তের খণ্ডে অবসাদ।
৭। নিজ গ্রন্থে কর্ণপূর বিস্তার করিয়া ;
সনাতনে প্রভুর প্রসাদ রাখিয়াছে লিখিয়া।

তথাহি চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে নবমাঙ্কে শততমশ্লোকে প্রতাপরুদ্রং প্রতি বার্ত্তাহারিবাক্যং

'গৌড়েন্দ্রস্য সভাবিভূষণমণি
স্ত্যক্ত্বা য ঋদ্ধাং শ্রিয়ং,

গৌড়েন্দ্রস্যেতি। গৌড়েন্দ্রস্য গৌড়দেশাধিপস্য সভায়াঃ ভূষণে অলঙ্করণে মণিরিব যো রূপস্যাগ্রজ এষ সনাতন নামা এবেত্যবধারণে ঋদ্ধাং সমৃদ্ধাং সম্পত্তিরূপাং শ্রিয়ং ত্যক্ত্বা পরিহায় তরুণীং নবীনাং যুবতীমিতি শ্লিষ্টার্থঃ সর্ব্বাবয়ব-সুসম্পন্নাং বৈরাগ্যলক্ষ্মীং বৈরাগ্যসম্পত্তিং দধে আশ্রিতবান্। তরুণীমিত্যনেন সম্পত্তিরূপায়াঃ শ্রিয়োজাতাহং

যিনি গৌড়েশ্বরের সভালঙ্করণে মণিস্বরূপ, সেই শ্রীরূপের জ্যেষ্ঠভ্রাতা এই শ্রীসনাতন গোস্বামী সমৃদ্ধা সম্পত্তি

প্রবোধ বাসরে প্রাপ্তে কার্ত্তিকে পাণ্ডুনন্দন।
দেবালয়েষু সর্ব্বেষু পুরমধ্যে সমন্ততঃ॥
ভ্রাময়েত্তূর্য্য নির্ঘোষৈ রথস্থং ধরণীধরং॥

হে পাণ্ডুনন্দন! কার্ত্তিকমাসে প্রবোধবাসর উপস্থিত হইলে, ভগবান্‌কে রথস্থ করিয়া তূর্য্যধ্বনি পূর্ব্বক সমস্ত দেবালয় এবং নগর মধ্যে সর্ব্বত্র ভ্রমণ করাইবে। অথ মলমাসকৃত্য যথা ভবিষ্যোত্তরে ;—

অধিমাসেতু সংপ্রাপ্তে স্মৃত্বা গোপী প্রিয়ং হরিং।
স্বর্ণাজ্য সংযুক্তং ত্রয়স্ত্রিংশদ পূপকং॥
দদ্যাচ্চ বেদবিদুষে শ্রোত্রিয়ায় কুটুম্বিনে)
নশ্যত্যকরণে শীঘ্রং পুণ্যং দ্বাদশমাসজং॥

মলমাসে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করতঃ সুবর্ণ এবং ঘৃতযুক্ত তেত্রিশ খানি পিষ্টক (লুচী) বেদার্থবেত্তা, শ্রোত্রিয় এবং কুটম্বযুক্ত ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে, না করিলে দ্বাদশ মাসজনিত পুণ্য শীঘ্র বিনষ্ট হয়।

১। বামন দ্বাদশী—যে দিনে বামনদেবের জন্ম হয়। বামন দ্বাদশীতে উপবাসের কোন বিধান নাই, কেবল সেই দিবস উৎসব করিতে হয়।

২। বিদ্ধাত্যাগ—একাদশী অরুণোদয়বিদ্ধা হইলে, তাহাতে উপবাস করিতে নাই, এবং জন্মাষ্টমী প্রভৃতিতে সূর্য্যোদয়বিদ্ধা হইলে ত্যাগ করিবে অর্থাৎ তাহাতে উপবাস ব্রত করিতে নাই। যদি পারণ দিনে দশমী না থাকে, তবে অষ্টমীবিদ্ধা রামনবমীতে উপবাস করিয়া, পরদিন দশমীতে পারণ করিবে, তাহা না হইলে অষ্টমীবিদ্ধা রামনবমীতে ব্রত করিবে না। শ্রবণ দ্বাদশী হইলে, সেই দিবস বামন দেবের উৎসব করিবে। বিষ্ণুশৃংখল যোগ হইলে, পারণ দিবসে বামনদেবের উৎসব করিয়া দ্বাদশী মধ্যে পারণ করিতে হইবে। এই দুই স্থানে পূর্ব্ববিদ্ধা ত্যাগ করিবে। দ্বিতীয় বিষ্ণুশৃংখল যোগে উপবাস দিনে দ্বাদশীতে বামনের পূজাদি করিতে হইবে। সে স্থলে বিদ্ধা ত্যাগ করিতে নাই। যেহেতু সে তিথিকেও বিজয়া বলে। হরিভক্তি বিলাসানুসারে পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থাবলী লিখিত হইল।

৩। পুরাণবচন—ঋষি বাক্য।

৪। বৈষ্ণব আচার—বৈষ্ণবের বিশেষ আচার। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ইত্যাদি—কর্ত্তব্য যাহা করিলে পুণ্য হয়, না করিলে পাপ হয়। অকর্ত্তব্য—যাহা করিলে পাপ হয়। স্মার্ত্ত—স্মৃতি শাস্ত্রে কথিত।

৫। দিগ্‌দর্শন—উদ্দেশ। ৬। অবসাদ—দুঃখ। ৭। নিজগ্রন্থ—চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক।

রূপস্যাগ্রজ এব এব তরুণীং
বৈরাগ্যলক্ষ্মীং দধে।
অন্তর্ভক্তিরসেন পূর্ণহৃদয়ো
বাহ্যেঽবধূতাকৃতি।
শৈবালৈঃ পিহিতং মহাসর
ইব প্রীতিপ্রদস্তদ্বিদাং' ॥৯৩॥

তথাহি তত্রৈব একাধিকশততমশ্লোকে প্রতাপরুদ্রং প্রতি বার্ত্তাহারিবাক্যং ;—

'তং সনাতনমুপাগতমক্ষ্ণো
র্দৃষ্টিমাত্রমতিমাত্রদয়ার্দ্রঃ।
আলিলিঙ্গ পরিঘায়তদোর্ভ্যাং
সানুকম্পমথ চম্পকগৌরঃ' ॥৯৪॥

তথাহি তত্রৈব চতুরধিকশততম শ্লোকে প্রতাপরুদ্রং প্রতি বার্ত্তাহারিবাক্যং ;—

'কালেন বৃন্দাবনকেলিবার্ত্তা,
লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য।
কৃপামৃতেনাভিষিষেচ দেব,
স্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ' ॥৯৫॥

এই কহিল সনাতনে প্রভুর প্রসাদ ;
যাহার শ্রবণে ভক্তের খণ্ডে অবসাদ।
কৃষ্ণের স্বরূপগণের সকল হয় জ্ঞান ;
বিধিরাগমার্গে সাধনভক্তির বিধান।
কৃষ্ণপ্রেম, ভক্তিরস, ভক্তির সিদ্ধান্ত ;
ইহার শ্রবণে ভক্ত জানেন সব অন্ত।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত চরণ ;
যার প্রাণধন, সেই পায় এই ধন।
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ ;
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

সূচিত' তেন যথা ভোগলম্পটঃ পুরুষশ্চিরপরিচিতামপ্যনুবর্ত্তমানামপি জরতীং কামিনীং বিহায় ক্ষণপরিচিত তরুণীমাশ্রয়তি তদ্বৎ ভুক্তভোগাং শ্রিয়ং বিহায় নবীনাং বৈরাগ্যলক্ষ্মীং সমাশ্রিতবানিত্যর্থঃ। এতেন তস্যা' তস্যা রুচির্জাতেতি ব্যঞ্জিতং। কথম্ভূতঃ অন্তর্ভক্তিরসেন পূর্ণঃ হৃদয়ং যস্য সঃ বাহ্যে অবধূতস্যেবাকৃতির্যস্য সঃ কিমিব শৈবালৈ পিহিতং সমাচ্ছাদিতং মহাসরঃ অন্তঃ স্বচ্ছগম্ভীরজলং সরোবরমিব তদ্বিদাং ভক্তিতত্ত্ববিদাং প্রীতিপ্রদোজাত ইতি শেষঃ ॥ ৯৩ ॥

তং সনাতনমিতি। অতিমাত্রবা নিরতিশয়য়া দয়য়া আর্দ্রঃ চম্পকবং চম্পককুসুমবদ্গৌরঃ পীতবর্ণঃ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবঃ অক্ষ্ণোর্নয়নয়ো দৃষ্টিমাত্রমতিদূরমিত্যর্থঃ। উপাগতং হীনবেশেন সমায়াতং তং শ্রীসনাতনং পরি দীর্ঘাকারোঽস্ত্রবিশেষঃ তদ্বৎ আয়তাভ্যাং দোর্ভ্যাং বাহুভ্যাং সানুকম্পং যথাস্যাত্তথা অথ কাম্যে'ন আলিলি আলিঙ্গিতবান্ ॥ ৯৪ ॥

লক্ষ্মী পরিত্যাগ পূর্ব্বক, নবীনা বৈরাগ্যলক্ষ্মীকে আশ্রয় করতঃ, শৈবালে আচ্ছাদিত মহাসরোবরের ন্যায় অন্তর ভক্তি রসে পরিপূর্ণ থাকায়, বাহ্যে অবধূতাকৃতি হইয়াও ভক্তিতত্ত্ববেত্তাদিগের প্রীতিপ্রদ হইয়াছিলেন ॥ ৯৩ ॥

স্বভাবতঃ সাতিশয় দয়ার্দ্র, চম্পকগৌর ভগবান্ চৈতন্যদেব নয়নপথে হীনবেশে সমাগত সেই সনাতন গোস্বামীকে দূর হইতে অবলোকন করতঃ, পরিঘের (ডাঙ্গস) ন্যায় আয়ত বাহুযুগল দ্বারা অনুকম্পাবিশেষের সহিত সর্ব্বাঙ্গী আলিঙ্গন করিয়াছিলেন ॥ ৯৪ ॥

ইহার ব্যাখ্যা (১৯) পরিচ্ছেদে (৪৩৭) পৃষ্ঠা (১১) শ্লোকে দেখুন ॥ ৯৫ ॥
সনাতন গোস্বামীতে মহাপ্রভুর যে কৃপা, তাহাই কর্ণপূরকৃত এই তিন শ্লোক দ্বারা প্রকাশ করিলেন ॥ ৯৫ ॥

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে আত্মারামাশ্চেতি শ্লোকব্যাখ্যায়াং সনাতনানুগ্রহো নাম চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদঃ ॥

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

বৈষ্ণবীকৃত্য সন্ন্যাসিমুখান্ কাশীনিবাসিনঃ।
সনাতনং সুসংস্কৃত্য প্রভুর্নীলাদ্রিমাগতঃ' ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য! জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈতচন্দ্র! জয় গৌরভক্তবৃন্দ!
এই মত মহাপ্রভু দুই মাস পর্য্যন্ত;
১। শিখাইল তাঁরে ভক্তি সিদ্ধান্তের অন্ত।
২। পরমানন্দ কীর্ত্তনীয়া শেখরের সঙ্গী;
প্রভুকে কীর্ত্তন শুনায় অতি বড় রঙ্গী।
'সন্ন্যাসীর গণে প্রভু যদি উপেক্ষিল;
ভক্তদুঃখ খণ্ডাইতে পশ্চাৎ কৃপা কৈল।
৩। সন্ন্যাসীরে কৃপা পূর্ব্বে লিখিয়াছি বিস্তারিয়া
উদ্দেশ কহিয়ে ইহা সংক্ষেপ করিয়া।
যাঁহা তাঁহা প্রভুর নিন্দা করে সন্ন্যাসীরগণ;
৪। শুনি দুঃখে মহারাষ্ট্রী করয়ে চিন্তন;—
৫। 'প্রভুর স্বভাব তাঁরে দেখে সন্নিধানে;
স্বরূপ অনুভবি তাঁরে ঈশ্বর করি মানে।
৬। কোন প্রকারে পারোঁ যদি একত্র করিতে;
ইঁহা দেখি সন্ন্যাসী হবে ইঁহার ভক্তে।

বারাণসী বাস আমার হয় সর্ব্বকালে;
সর্ব্বকাল দুঃখ পাইব ইহা না করিলে'।
এত চিন্তি নিমন্ত্রিল সন্ন্যাসীর গণে;
তবে সেই বিপ্র আইল মহাপ্রভুর স্থানে।
৭। হেনকালে নিন্দা শুনি শেখর তপন;
দুঃখ পাঞা প্রভু পদে কৈল নিবেদন।
ভক্তদুঃখ দেখি প্রভু মনেতে চিন্তিল;
সন্ন্যাসীর মন ফিরাইতে মন হৈল।
৮। হেনকালে বিপ্র আসি করিল নিমন্ত্রণ;
অনেক দৈন্যাদি করি ধরিল চরণ।
তবে মহাপ্রভু তাঁর নিমন্ত্রণ মানিলা;
৯। আর দিনে মধ্যাহ্ন করি তাঁর ঘরে গেলা।
১০। তাঁহা যৈছে কৈল প্রভু সন্ন্যাসী নিস্তার;
পঞ্চতত্ত্বাখ্যানে তাহা করিয়াছি বিস্তার।
গ্রন্থ বাড়ে পুনরুক্ত হয়ত কথন;
তাঁহা যে না লিখিল তাহা করিয়ে লিখন।
যে দিবসে প্রভু সন্ন্যাসীরে কৃপা কৈল;
সে দিবস হৈতে গ্রামে কোলাহল হৈল।

বৈষ্ণবকৃত্যেতি। সন্ন্যাসিনঃ প্রকাশানন্দাদয়ো মুখাঃ শ্রেষ্ঠা যেষাং তান্ কাশ্যাং নিতরাং বস্তুং শীলমেষাং তান্ বৈষ্ণবীকৃত্য। অভূততদ্ভাবে চ্বী প্রত্যয়ঃ। অবৈষ্ণবান্ অভক্তান্ তান্ বৈষ্ণবান্ ভক্তান্ কৃত্বেত্যর্থঃ। সনাতনং সনাতননামানং ব্রাহ্মণং সনাতন গোস্বামিনং উপদেশপ্রদানেন সংস্কৃত্য সংশোধ্য প্রভুঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামা ভগবান্ নীলাদ্রিমাগতঃ আসম্যক্ গতঃ পুনস্ততোঽত্রাগমনাদিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

মহাপ্রভু সন্ন্যাসি প্রভৃতি কাশীবাসীকে বৈষ্ণব এবং সনাতন গোস্বামীকে নানাবিধ উপদেশ দ্বারা সংশুদ্ধ করিয়া, নীলাচলে গমন করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

১। তাঁরে—সনাতন গোস্বামীকে। অন্ত—সীমা। ২। শেখরের—চন্দ্রশেখরের, যাহার বাটীতে মহাপ্রভুর বাসা।

৩। পূর্ব্বে—অর্থাৎ আদিলীলার (৭) পরিচ্ছেদে। উদ্দেশ—সামান্যাকারে কথন।

৪। মহারাষ্ট্রী—বৃন্দাবন গমন সময়ে মহাপ্রভু যখন কাশীতে উপস্থিত হন, সেই সময় মহাপ্রভুর সহিত এই মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণের মিলন হয় এবং ইঁহাকে কৃপা করেন। আদিলীলা (১৭) পরিচ্ছেদে দেখুন।

৫। প্রভুর স্বভাব ইত্যাদি—যাঁহার। তাঁরে—মহাপ্রভুকে সন্নিধানে দর্শন করে, তাহারাই তাঁহার স্বরূপতত্ত্ব অনুভব করিয়া ঈশ্বর করিয়া মানে ইহাই মহাপ্রভুর স্বভাব।

৬। পারোঁ—পারি। একত্র করিতে—অর্থাৎ প্রভু এবং সন্ন্যাসিগণকে মিল করিতে। ইঁহার—মহাপ্রভুর।

৭। শেখর—চন্দ্রশেখর। তপন—তপনমিশ্র। ৮। বিপ্র—মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ। ৯। আরদিন—পরদিন।

১০। তাঁহা—মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণের গৃহে। পঞ্চতত্ত্বাখ্যানে—আদিলীলার (৭) পরিচ্ছেদে।

লোকের সংঘট্ট আইসে প্রভুরে দেখিতে ;
নানাশাস্ত্রে পণ্ডিত আইসে শাস্ত্র বিচারিতে।
সর্ব্বশাস্ত্র খণ্ডি প্রভু ভক্তি করে সার ;
সুযুক্তিক বাক্যে মন ফিরায় সবার।
উপদেশ লয়ে করে কৃষ্ণসংকীর্ত্তন ;
সর্ব্বলোক হাসে গায় করয়ে নর্ত্তন।
প্রভুরে প্রণত হৈল সন্ন্যাসীরগণ ;
১। আত্ম মধ্যে গোষ্ঠী করে ছাড়ি অধ্যয়ন।
২। প্রকাশানন্দের শিষ্য এক, তাঁহার সমান ;
সভামধ্যে কহে প্রভুরে করিয়া সম্মান।
'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য হয় সাক্ষাৎ নারায়ণ ;
ব্যাসসূত্রের অর্থ করেন অতি মনোরম।
৩। উপনিষদের করেন মুখ্যার্থ ব্যাখ্যান ;
শুনিয়া পণ্ডিত লোকের জুড়ায় মন কাণ।
সূত্র উপনিষদের মুখ্যার্থ ছাড়িয়া ;
৪। আচার্য্য কল্পনা করে আগ্রহ করিয়া।
আচার্য্যকল্পিত অর্থ পণ্ডিত যে শুনে ;
মুখে 'হয় হয়' করে, হৃদয়ে না মানে।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বাক্য দৃঢ় সত্য মানি ;
কলিকালে সন্ন্যাসে সংসার নাহি জিনি।
'হরের্নাম' শ্লোকের যেই করিল ব্যাখ্যান ;
সেই সত্য সুখদার্থ পরম প্রমাণ।
ভক্তি বিনা মুক্তি নহে ভাগবতে কয় ;
কলিকালে নামাভাসে সুখে মুক্তি হয়।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে চতুর্থশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং

'শ্রেয়ঃ স্রুতিং ভক্তিমুদস্যতে বিভো,
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে,
নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাং' ॥ ২ ॥

তথাহি তত্রৈব দ্বিতীয়াধ্যায়ে ষড়্‌বিংশ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য দেবস্তুতিঃ ;—

'যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন,
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ,
পতন্ত্যধোঽনাদৃত যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ' ॥ ৩ ॥

'ব্রহ্ম শব্দে কহে ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ ভগবান্ ;
তাঁরে নির্ব্বিশেষ স্থাপি পূর্ণতা হয় হান।
শ্রুতি পুরাণ কহে কৃষ্ণের চিচ্ছক্তি বিলাস ;
তাহা নাহি মানি পণ্ডিত করে উপহাস।

তথাহি ভগবৎ সন্দর্ভে শ্রিয়া পুষ্ট্যাগিরে তস্য ব্যাখ্যায়াং ধৃত সর্ব্বজ্ঞসূক্তং ;—

হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যা সংবৃতোজীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ ॥৪॥

চিদানন্দ কৃষ্ণবিগ্রহ মায়িক করি মানি ;
এই বড় পাপ সত্য চৈতন্যের বাণী।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে তৃতীয়শ্লোকে ব্রহ্মবাক্যং ;—

১। আত্মমধ্যে—নিজ নিজ দল মধ্যে। গোষ্ঠী—তত্ত্ব নির্ণয়ার্থ সভা।
২। তাঁহার—প্রকাশানন্দের।
৩। মুখ্যার্থ—শব্দ শক্তি দ্বারা যে অর্থ হয়। বিস্তারিত (১১০) পৃষ্ঠায় টিপ্পনী দেখুন।
৪। কল্পনা করে—কল্পনা করিয়া করিয়া অর্থ করেন। এই সকলের বিশেষ বিবরণ (১১০) পৃষ্ঠা হইতে টিপ্পনী দেখুন।
ইহার ব্যাখ্যা (২২) পরিচ্ছেদে (৫২৫) পৃষ্ঠা (৬) শ্লোকে দেখুন ॥ ২ ॥
ইহার ব্যাখ্যা (২২) পরিচ্ছেদে (৫২৬) পৃষ্ঠা (১০) শ্লোকে দেখুন ॥ ৩ ॥
ভক্তি ব্যতীত মুক্তি হয় না তাহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন ॥ ৩ ॥
ইহার ব্যাখ্যা (১৮) পরিচ্ছেদে (৪৩৩) পৃষ্ঠা (৮) শ্লোকে দেখুন ॥৪॥
শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহাদি সমস্তই চিচ্ছক্তির বিলাস, তাহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন ॥ ৪ ॥

'নাতঃ পরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপ,
মানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চ্চঃ।
পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্,
ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোঽস্মি'॥ ৫॥

তথাহি তত্রৈব দশমস্কন্ধে ষট্‌চত্বারিংশ-ত্তমাধ্যায়ে ত্রয়স্ত্রিংশশ্লোকে নন্দযশোদে প্রতি উদ্ধববাক্যং ;

দৃষ্টং শ্রুতং ভূতভবদ্ভবিষ্যৎ,
স্থাস্নুশ্চরিষ্ণুর্ম্মহদল্পকংবা।
বিনাচ্যুতাদ্বস্তুতরাং ন বাচ্যং,
স এব সর্ব্বং পরমাত্মভূতঃ॥ ৬॥

যথা তত্রৈব তৃতীয়স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে চতুর্থশ্লোকে ব্রহ্মবাক্যং ;—

'তদ্বা ইদং ভুবনমঙ্গল মঙ্গলায়,
ধ্যানে স্ম নো দর্শিতং ত উপাসকানাং।
তস্মৈ নমো ভগবতেঽনুবিধেম তুভ্যং
যো নাদৃতো নরকভাগ্‌ভিরসৎপ্রসঙ্গৈঃ'॥৭॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং নবমাধ্যায়ে

নাতঃ পরমিতি। হে পরম! যৎ খলুতঃ পরং ভবতঃ স্বরূপং পূর্ণং ভগবদাদিরূপং তত্তু ন পশ্যামি কিন্ত্বদোরূপমুপাশ্রিতোঽস্মি। তৎ স্বরূপং বিশিনষ্টি। আনন্দোব্রহ্মেত্যুক্তং ব্রহ্মচ মাত্রা নির্ব্বিশেষ চিদ্রূপোঽংশো যস্য। ন বিদ্যতে বিকল্পঃ স্থ্যাদিকল্পনা যত্র ভগবদাদিরূপস্য মহাবৈকুণ্ঠস্থিতস্য সৃষ্ট্যাদি কর্ম্মণ্যুদাসীনত্বাং পুরুষস্যৈব তত্র প্রবৃত্তত্বং। তদুক্তং কালবৃত্ত্যাত্মমায়ায়ামিত্যাদি বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণীত্যাদিচ। অবিদ্ধং মায়য়া ন ভিন্নং বর্চ্চস্তেজঃ শক্তির্যস্য তাদৃশং। অদোরূপং বিশিনষ্টি। বিশ্বং সৃজতীতি তথা অতএব অবিশ্বং বিশ্বস্মাদন্যৎ কিঞ্চ ভূতানামিন্দ্রিয়াণাঞ্চ আত্মা প্রধানাখ্যং স্বরূপং যত্র তদাশ্রিতত্বৈব বিশ্বকারণং প্রধানমপিবর্ত্তত ইত্যর্থঃ॥ ৫॥

তস্য হেতুত্বেন সর্ব্বাত্মকত্বমেব দর্শয়তি দৃষ্টমিতি। দৃষ্টাদিকং অচ্যুতাৎ শ্রীকৃষ্ণাদ্ বিনা তরাং তত্ত্বতোবাচ্যং বক্তুমর্হং বস্তুনাস্তীতি। যতঃ সএব সর্ব্বং দৃষ্টাদিরূপ ইত্যর্থঃ। অবিনাভাবত্বে হেতুঃ পরমাত্মভূতঃ মূলস্বরূপঃ। পরমার্থভূত ইতি পাঠেঽপি সএবার্থঃ। অর্থোবস্তু॥ ৬॥

নমু তর্হ্যদোরূপং প্রকৃতি গুণবিশিষ্টং নেত্যাহ তদ্বাইদমিতি। তদেবেদমিত্যর্থঃ। বহুমূর্ত্ত্যেক মূর্ত্তিকমিত্যাদ্যুক্তোক্তন্যায়েন ভিন্নত্বেনাবির্ভূতত্বেঽপি তস্মাদভিন্নত্বাৎ। প্রধানেনাশ্রিতত্বেপি ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত কুহকমিতিন্যায়েন তদনাসক্তত্বাৎ। তর্হিকথং ভবতা দৃশ্যতে তত্রাহ ধ্যান ইতি। হে ভুবনমঙ্গল! নোঽস্মাকং মঙ্গলায় ধ্যানে ধ্যান লক্ষণায়াং ভক্ত্যামেব দর্শিতং। তর্হ্যে তদ্রূপ বিশেষ দর্শনে কিং কারণং তত্রাহ। উপাসকানাং দৃষ্টি কামনয়া তদ্রূপোপাসনা কর্ত্তৃণাং। স্বস্য সকামত্বেপি তাদৃশ তদুপকারানুসন্ধানেন প্রত্যুপকারাসামর্থ্যাৎ কেবলং নমতি তস্মাইতি। তস্মৈ তুভ্যং ভগবতে নমোঽনুবিধেম অনুবৃত্ত্যাকরবাম। তদেবং স্বেষাং সকামত্বেপি কৃপাকরত্বং তস্য দর্শয়িত্বা তদ্বহির্ম্মুখা [illegible]তি। অসদ্ভিঃ তত্তদজ্ঞানকল্পিতমিতি কুতর্কেণ সন্ধানৈর্যোভবান্ অনাদৃতঃ। কিম্ভূতৈঃ যতোনরকভাগ্‌ভিঃ॥ ৭

হে পরম! তোমার এইরূপের পর আর যে কোন ভগবদাদিরূপ পূর্ণ স্বরূপ তাহা আমি দেখিতেছি না, আনন্দ অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ চিদ্রূপ ব্রহ্ম যাহার মাত্রা অর্থাৎ অংশ, যাহাতে সৃষ্ট্যাদি কল্পনা নাই, যাহার শক্তি মায়াসম্ভিন্ন নয়, যিনি স্বাংশ পুরুষ দ্বারা বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া থাকেন, যিনি অদ্বিতীয়, যিনি বিশ্ব হইতে পৃথক্ এবং সমস্ত ভূত ও ইন্দ্রিয়ের আত্মা যে প্রকৃতি তিনি [illegible] আশ্রয় করিয়া আছেন, হে আত্মন্! তোমার সেই এইরূপকে আমি আশ্রয় করিলাম॥৫

ভূত, বর্ত্তমান, [illegible], [illegible]বর, জঙ্গম, বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র যাহা কিছু দৃষ্ট বা শ্রুত হয়, অচ্যুত ব্যতিরেকে সে সকল কিছুই তত্ত্বতনির্ব্বচনাই বস্তু হইতে পারে না, যেহেতু তিনিই সকলের মূলস্বরূপ॥ ৬॥

হে ভুবনমঙ্গল! আমরা তোমার উপাসক, তোমার সেই এই সচ্চিদানন্দরূপ আমাদিগের মঙ্গলার্থ ধ্যানে দেখাইলে, কুতর্ক-পরায়ণ বহির্ম্মুখ যে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ তোমাকে মায়া কল্পিত বলিয়া অনাদর করতঃ নরকগামী হয়, হে কৃপাময়! আমরা সেই তোমাকে সর্ব্বদা প্রণাম করিতে অভিলাষী॥ ৭॥

এই তিন শ্লোকে ভগবদ্বিগ্রহ চিদানন্দ সর্ব্বাশ্রয় পরমার্থ বস্তু এবং ভক্তের আদৃত ইহা দেখাইলেন। ৭।

একাদশশ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং ;
'অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতং।
পরং ভাবমজানন্তঃ সর্ব্বভূতমহেশ্বরং' ॥৮॥
তথাহি তত্রৈব ষোড়শাধ্যায়ে ঊনবিংশ শ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং ;—
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু' ॥৯॥
'সূত্রে পরিণামবাদ, তাহা না মানিয়া,
১। বিবর্ত্তবাদ স্থাপে ব্যাস ভ্রান্ত বলিয়া।
২। এইত কল্পিত অর্থ মনে নাহি ভায় ;
শাস্ত্র ছাড়ি কুকল্পনা পাষণ্ড বুঝায়।
পরমার্থ বিচার গেল করি মাত্র বাদ ;

নম্বীদৃশ মহিমানং ত্বাং কিমিতি কেচিন্নাদ্রিয়ন্তে তত্রাহ অবজানন্তীতি। ভূতমহেশ্বরং নিখিলজগদেকস্বামিনং সত্যসঙ্কল্পং সর্ব্বজ্ঞং মহাকারুণিকঞ্চ মাং মূঢ়াস্তে অবজানন্তি। অত্র প্রকারং দর্শয়ন্ বিশিনষ্টি মানুষীমিতি। মানুষ সন্নিবেশিনীং মানুষ চেষ্টা বহুলাং তনুং শ্রীমূর্ত্তিমাশ্রিতং তাদাত্ম্য সম্বন্ধেন নিত্য প্রাপ্তং মামিতর রাজকুমারতুল্যং কশ্চিদুদগ্র পুণ্যো মনুষ্যোঽয়মিতি বুদ্ধ্যামন্যন্ত ইত্যর্থঃ। মানুষী তনুঃ খলু পাঞ্চভৌতিক্যেব নচ ভগবত্তনুস্তাদৃক্। সচ্চিদানন্দ রূপায় কৃষ্ণায়েতি স্বমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহমিতি শ্রবণাৎ। তথাত্বে তদবজ্ঞাতৄণাং মৌঢ্যাঙ্ক-যোগাৎ ব্রহ্মাদি বন্দত্বাযোগাচ্চ। এবং বুদ্ধিস্তেষাং কুতো যন্নাতে মূঢ়াভণ্যন্তে তত্রাহ পরমিতি। পরং অসাধারণং ভাবং স্বভাবমজানন্তঃ মানুষাকৃতেস্তস্য জ্ঞানানন্দাত্মত্ব সর্ব্বেশত্ব মোক্ষদত্বাদি স্বভাবানভিজ্ঞানাদিত্যর্থঃ। এবঞ্চ সতি তনুমাশ্রিতমিত্যুক্তি বিশেষ বিভাতং ভেদকার্য্যমাদায় বোধ্যা। যত্তু বসুদেব সূনোর্দ্বারকাধিপতেঃ সূতিকাগৃহা-বিভূ তমেব স্বরূপং নৈজং চতুর্ভুজত্বং ততোব্রজং গচ্ছতঃ স্বরূপন্তু মানুষং দ্বিভুজত্বাদত উক্তং বভূব প্রাকৃতঃ শিশু-রিত্যাতি বদন্তি তন্নিবন্ধনং মানুষীং তনুমাশ্রিতমিতি তদুক্তেঃ তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেনেতি পার্থপ্রার্থনয়া চতুর্ভুজং তংপ্রতি দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপমিত্যাদি পার্থবাক্যাচ্চ তস্মান্মানুষ্য সংনিবেশিত্বমেবতত্তনোর্মনুষ্য মিত্যুক্তং যত্রাবতীর্ণং কৃষ্ণাখ্যং পরংব্রহ্ম নরাকৃতীতি শ্রীবৈষ্ণবে। গূঢ়ং পরংব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গমিতি শ্রীভাগবতেচ। মনুষ্য চেষ্টা প্রাচুর্য্যাচ্চ তস্যাস্তত্বং। যথা মনুষ্যোপি রাজা দেববং নি হবচ্চ বিচেষ্টনান্ন দেবো ন সিংহশ্চব্যপদিশ্যতে তস্মাদ্ দ্বিভুজশ্চতুর্ভুজশ্চ সমনুষ্যা ভারেনোক্ত হেতুদ্বয়াদ্ব্যপাদিশ্যঃ। ন খলু ভুজভূয়াপরেশত্বং কার্ত্তবীর্য্যাদৌ ব্যভিচারাৎ। বিভুচেত্তত্বং জগজ্জন্মাদিহেতুত্বং বা পরেশত্বং তচ্চ দ্বিভুজেপি তস্মিন্নস্ত্যেব তচ্ছ্রুতেঃ। নচাদ্বিভুজত্বংসাদি। সং পুণ্ডরীক নয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরং। দ্বিভুজং মৌনমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরমিতি তস্যানাদিসিদ্ধত্ব শ্রবণাৎ প্রাকৃতশিশুবিত্যত্র প্রকৃত্যা স্বরূপেণৈবব্যক্তঃ শিশুরিত্যেবার্থঃ। তস্মাদ্বৈদূর্য্যমণৌ নানারূপাণীব তস্মিন্ দ্বিভুজত্বাদীনি যুগপৎ সিদ্ধান্যেব যথারুচ্যুপাস্যানীতি শাস্ত্রোদিতস্য নিত্যোদিতস্য কল্পনা দূরোৎসারিতা ॥ ৮ ॥

এবমাসুরস্বভাবাং কাচিদপি বিমোক্ষো ন ভবতীত্যাহ তানিতি। দ্বিষত আত্মনঃ পরেষাঞ্চ দেহেষু নিয়ামক তয়া ভত্যাতয়া চাবস্থিতং মাং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ হিংস্রান্ অশুভান্ নিষিদ্ধাচারবতান্ তান্ নরাধমান্ আসুরীষ্বেব হিংসাতৃষ্ণাদি-যুক্তাসু ম্লেচ্ছব্যাধযোনিষু তত্তৎকর্ম্মানুগুণফলদঃ সর্ব্বেশ্বরোঽহমজস্রং পুনঃ পুনঃ ক্ষিপামি ॥ ৯ ॥

নিখিল ভুবনের একমাত্র স্বামী যে আমি, আমার জ্ঞানানন্দাদিস্বভাব না জানিয়া, অজ্ঞজনেরা নরাকৃতি দেহধারী বলিয়া, আমাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে ॥ ৮ ॥

হে অর্জ্জুন ! আমি সেই সকল দ্বেষ পরায়ণ, ক্রূর এবং নরাধমদিগকে সংসার মধ্যে আসুরযোনি অর্থাৎ হিংসা-তৃষ্ণাদিযুক্ত ম্লেচ্ছ ও ব্যাধযোনিতে পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপ করিয়া থাকি ॥ ৯ ॥

১। ভ্রান্ত বলিয়া—অর্থাৎ ব্যাস ভ্রমই বর্ণন করিয়াছেন বলিবে। ইহা নিতান্তমাত্র।

২। নাহিভায়—অর্থাৎ সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। পাষণ্ড—বেদবাহ্য।

মূঢ়ব্যক্তিরা চিদানন্দ ভগবদ্দেহকে মায়িক বলিয়া মানে তাহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন ॥ ৮ ॥

ভগবদ্বিগ্রহকে মায়িক বলিয়া অনাদর করিলে অতিশয় পাপ হয় তাহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন ॥ ৯ ॥

১। কাঁহে মুক্তি পাব, কাঁহে কৃষ্ণের প্রসাদ।
২। ব্যাসসূত্রের অর্থ আচার্য্য করে আচ্ছাদন;
এই সত্য হয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবচন।
চৈতন্য গোঁসাঞি যেই কহে, সেই মত সার;
আর যত মত সেই সব ছারখার'।
৩। এত কহি সেই করে কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন;
শুনি প্রকাশানন্দ কিছু কহেন বচন।
আচার্য্যের আগ্রহ অদ্বৈতবাদ স্থাপিতে;
৪। তাতে সূত্রের ব্যাখ্যা করে অন্য রীতে।
৫। ভগবত্তা মানিলে অদ্বৈত না যায় স্থাপন;
অতএব সব শাস্ত্র করয়ে খণ্ডন।
যেই গ্রন্থকর্ত্তা চাহে স্বমত স্থাপিতে;
শাস্ত্রের সহজ অর্থ না হয় তাঁহা হৈতে।
৬। মীমাংসক কহে 'ঈশ্বর কর্ম্মের অঙ্গ হন';
সাংখ্য কহে 'জগতের প্রকৃতি কারণ'।
৭। ন্যায় কহে 'পরমাণু হৈতে বিশ্ব হয়';
মায়াবাদী নির্ব্বিশেষ 'ব্রহ্ম হেতু' কয়।
৮। পাতঞ্জল কহে 'কৃষ্ণ স্বরূপ আখ্যান';
অতএব বেদমতে স্বয়ং ভগবান্।
৯। পরমকারণ ঈশ্বর কেহ নাহি মানে;
স্ব স্ব মত স্থাপে পরমতের খণ্ডনে।
তাতে ছয় দর্শন হৈতে তত্ত্ব নাহি জানি;
১০। মহাজন যেই কহে সেই সত্য মানি।

তথাহি একাদশীতত্ত্বে দশমীবিদ্ধৈকাদশী-বিচারে ধৃতহিমাদ্রির্নিবন্ধীয় ব্যাসবচনং;—

'তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না,
নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নং।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং,
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ, ॥১০॥

১১। 'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বাণী অমৃতের ধার;
তিঁহ যে কহয়ে বস্তু সেই তত্ত্ব সার'।
এ সব বৃত্তান্ত শুনি মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ,
প্রভুকে কহিতে সুখে করিলা গমন।
হেনকালে প্রভু পঞ্চনদে স্নান করি;
দেখিতে চলিয়াছেন বিন্দুমাধব শ্রীহরি।
১২। পথে সেই বিপ্র সব বৃত্তান্ত কহিল;
শুনি মহাপ্রভু সুখে ঈষৎ হাসিল।
মাধব সৌন্দর্য্য দেখি আবিষ্ট হইলা;

১। কাঁহে—কিসে, অর্থাৎ কিহেতু। প্রসাদ—অর্থাৎ পাইব।
২। ব্যাসসূত্রের—বেদান্ত সূত্রের।
৩। সেই—প্রকাশানন্দের শিষ্য।
৪। অন্য রীতে—অন্যপ্রকারে, অর্থাৎ শক্যার্থ ত্যাগ করিয়া।
৫। ভগবত্তা—সবিশেষত্ব। অদ্বৈত—নির্ব্বিশেষ। না যায় স্থাপন—অর্থাৎ স্থাপন করা যায় না।
৬। কর্ম্মের অঙ্গ—অর্থাৎ কর্ম্ম পরতন্ত্র। জীব যাদৃশ কর্ম্ম করে, ঈশ্বর তাদৃশ ফল প্রদান করেন, নিজের কোন স্বতন্ত্রতা নাই। প্রকৃতি কারণ—জীবের অদৃষ্ট জন্য প্রকৃতির গুণ ক্ষোভ হয়, তাহা হইতেই জগতের সৃষ্টি হয়, তাহাতে ঈশ্বরের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই।
৭। ন্যায় কহে ইত্যাদি—পরমাণু জীবের অদৃষ্টানুসারে দ্ব্যণুকাদিক্রমে স্থূল হইয়া বিশ্বের উৎপাদক হয়, ঈশ্বর নিমিত্ত মাত্র। মায়াবাদী—[illegible]বাদী। নির্ব্বিশেষ ধর্ম্মবর্জ্জিত চিৎসত্তা মাত্র। হেতু কয় ব্রহ্ম হইতে আকাশাদি ক্রমে বিশ্ব জন্মে অর্থাৎ বিশ্ব ব্রহ্মের বিবর্ত্ত [illegible]য়ে ব্রহ্ম বিশ্বরূপে বিবর্ত্তিত হন।
৮। কৃষ্ণ—ঈশ্বর। স্বরূপ অর্থাৎ জীব ক্লেশ কর্ম্মাদিস্পৃষ্ট ঈশ্বর, ক্লেশ কর্ম্মাদি দ্বারা অস্পৃষ্ট পুরুষ বিশেষ। স্বয়ং ভগবান্ অচিন্ত্য স্বরূপভূত শক্তি বিশিষ্ট।
৯। খণ্ডনে—খণ্ডন পূর্ব্বক। ১০। মহাজন—গুরু পরম্পরা গত মতের অনুবর্ত্তী।
১১। ধার—ধারা। ১২। সেই—মহারাষ্ট্রী
[illegible]র ব্যাখ্যা (১৭) পরিচ্ছেদ (৪২২) পৃষ্ঠা (১১) শ্লোক দেখুন। ১০।
[illegible]নের সিদ্ধান্তই সত্য তাহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন। ১০।

অঙ্গনেতে আসি প্রেমে নাচিতে লাগিলা।
১। শেখর, পরমানন্দ, তপন, সনাতন;
চারি জন মিলি করে নাম সংকীর্ত্তন।
তথাহি;—
'হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন'॥
চৌদিগেতে লোক লক্ষ বলে হরি হরি;
উঠিল মঙ্গলধ্বনি স্বর্গমর্ত্ত্য ভরি।
নিকটেতে ধ্বনি শুনি সেই প্রকাশানন্দ;
দেখিতে কৌতুকে আইল লঞা শিষ্যবৃন্দ।
দেখিয়া প্রভুর নৃত্য দেহের মাধুরী;
শিষ্যগণ সঙ্গে সেই বলে হরি হরি।
২। কম্প, স্বরভঙ্গ, স্বেদ, বৈবর্ণ্য, স্তম্ভ;
অশ্রুধারায় ভিজে লোক, পুলক কদম্ব।
৩। হর্ষ, দৈন্য, চাপল্যাদি সঞ্চারী বিকার;
দেখি কাশীবাসী লোকের হৈল চমৎকার।
লোকসংঘট্ট দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল;
সন্ন্যাসীরগণ দেখি নৃত্য সম্বরিল।
প্রকাশানন্দের প্রভু বন্দিলা চরণ;
প্রকাশানন্দ আসি তাঁর ধরিল চরণ।
প্রভু কহে 'তুমি জগদ্গুরু পূজ্যতম,
আমি তোমার না হই শিষ্যের শিষ্য সম।
শ্রেষ্ঠ হঞা কেন কর হীনের বন্দন;
আমার সর্ব্বনাশ হয় তুমি ব্রহ্মসম।
৪। যদ্যপি তোমারে সব ব্রহ্ম মাত্র ভাসে,
লোক শিক্ষা লাগি ঐছে করিতে না আইসে।'
তিঁহ কহে 'তোমার নিন্দা পূর্ব্বে যে করিল;
৫। তোমার চরণ স্পর্শি সব ক্ষমাইল।
তথাহি বাসনাভাষ্যধৃতং পরিশিষ্ট বচনং;
'জীবন্মুক্তা অপি পুনর্বন্ধনং যান্তি কর্ম্মভিঃ।
যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ' ॥১১॥
তথা শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুস্ত্রিংশাধ্যায়ে সপ্তম শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকদেব বাক্যং;—

জীবন্মুক্তা ইতি। অচিন্ত্যা চিন্তয়িতুমশক্যা মহতী শক্তির্যস্য তস্মিন্ ভগবতি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণে হরৌ যদি অপরাধিনঃ স্যুঃ। তর্হি জীবন্মুক্তাঃ প্রাপ্তব্রহ্ম তাদাত্ম্যা অপি কর্ম্মভিঃ ভস্মীকৃতৈরপি অপরাধেন পুনরঙ্কুরিতৈ পুনরপি বন্ধনং সংসারং যাতি প্রাপ্নোতি ॥ ১১ ॥

যদি অবিচিন্ত্য মহাশক্তি ভগবানে অপরাধ হয়, তবে জীবন্মুক্তেরাও কর্ম্ম দ্বারা সংসারে নিপতিত হন্ ॥ ১১॥

১। শেখর—চন্দ্রশেখর। পরমানন্দ—কীর্ত্তনীয়া। তপন—তপন মিশ্র।

২। কম্প ইত্যাদি—ইহাদিগের লক্ষণ (২১১) পৃষ্ঠা হইতে দেখুন। কদম্ব—সমূহ।

৩। হর্ষ—লক্ষণ (২১২) পৃষ্ঠায়। দৈন্য—লক্ষণ (২০৪) পৃষ্ঠায় এবং চাপল্য—লক্ষণ (২০৮) পৃষ্ঠায় দেখুন।
সঞ্চারী—ব্যভিচারী ভাব।

৪। যদ্যপি ইত্যাদি—যদ্যপি আপনার সর্ব্বত্র ব্রহ্ম দৃষ্টি থাকায় সকলকে প্রণামাদি করিতে পারেন, তাহাতে কোন দোষ হয় না, যাহাদিগের এতাদৃশ জ্ঞান জন্মে নাই তথাপি তাহারা যদি এই দৃষ্টান্তে হীন ব্যক্তিকে প্রণামাদি করিলে প্রায়শ্চিত্তার্হ হয়, এজন্য তাহাদিগের শিক্ষার নিমিত্ত ব্যবহারের কর্ম্মবাদের অনুসরণ করা উচিত হয়, অন্যথা অজ্ঞ ব্যক্তি ভ্রষ্ট হইয়া যাইবে।
ভাসে—স্ফুরিত হয়। ঐছে—ঐরূপ। না আইসে—উচিত হয় না।

৫। সব—অর্থাৎ নিন্দা জন্য অপরাধ। ক্ষমাইল—ক্ষমা করাইলাম।

'স বৈ ভগবতঃ শ্রীমৎপাদস্পর্শহতাশুভঃ।
ভেজে সর্পবপু র্হিত্বা রূপং বিদ্যাধরার্চ্চিতং'১২
প্রভু কহে 'বিষ্ণু! বিষ্ণু! আমি জীব হীন;
জীবে বিষ্ণু মানি এই অপরাধ চিহ্ন।
১। জীবে বিষ্ণু বুদ্ধি করে যেই ব্রহ্ম রুদ্র সম;
নারায়ণে মানে তারে পাষণ্ডে গণন'।

তথাহি পাদ্মোত্তরখণ্ডে ত্রয়োবিংশাধ্যায়ে দ্বাদশশ্লোকঃ তথা হরিভক্তি বিলাসস্য প্রথম-বিলাসে একসপ্ততিতমাঙ্কবৈষ্ণবতন্ত্রমিতি কৃত্বা ধৃতঃ;—

'যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব মন্যেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবং'॥১৩

প্রকাশানন্দ কহে তুমি সাক্ষাৎ ভগবান্;
তবু যদি কর তাঁর দাস অভিমান।
তবু পূজ্য হও তুমি আমা সবা হৈতে;
২। সর্ব্বনাশ হয় আমার তোমার নিন্দাতে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে চতুর্থশ্লোকে শুকদেবং প্রতি পরীক্ষিদ্বাক্যং;—

'মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে'॥১৪॥

তথা তত্রৈব দশমস্কন্ধে চতুর্থাধ্যায়ে একত্রিংশশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং;—

'আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকানাশিষ এবচ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ'॥১৫

তথাহি তত্রৈব সপ্তমস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে পঞ্চবিংশশ্লোকে হিরণ্যকশিপুং প্রতি প্রহ্লাদ বাক্যং;—

'নৈষাং মতি স্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং,
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং,
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ'॥ ১৬॥

সংস্কৃত। স সর্পবপুঃ সুদর্শন নামা বিদ্যাধরঃ অঙ্গিরঃ শাপ প্রাপ্তং সর্পবপুঃ সর্পাকারং রূপং হিত্বা, বিদ্যাধরেষু দৈবৈশ্চ অর্চ্চিতং পূজিতং সুদুর্ল্লভমিত্যর্থঃ রূপং ভেজে। ইতি পূর্ব্বতোঽপিরূপবিশেষ প্রাপ্তিঃ সূচিতা। তত্রহেতুঃ ভগবতঃ অবিচিন্ত্য শক্তিমতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য শ্রীমতঃপাদস্পর্শেন তৎ স্বভাবেন হতান্যশুভানি মহদপরাধলক্ষণান্যানি বহু জন্মসঞ্চিতান্যশেষ পাপানি যস্য সঃ। ভগবত ইতি অচিন্ত্যশক্তিরেব তত্রহেতুঃ। শ্রীমদিতি বায়ক সৈরিন্ধ্র্যাদিষু তথা দর্শনীতি ভাবঃ॥ ১২॥

হে মহারাজ! ভগবানের শ্রীমৎ পাদস্পর্শ স্বভাবে বহুজন্ম সঞ্চিত মহদপরাধ পর্য্যন্ত অশেষ অশুভ বিনষ্ট হইলে, সেই সুদর্শন নামা বিদ্যাধর সর্পাকাররূপ পরিত্যাগ করতঃ বিদ্যাধরার্চ্চিতরূপ প্রাপ্ত হইযাছিলেন॥ ১২॥

১। জীবে ইত্যাদি—জীবে বিষ্ণু, বুদ্ধি, এবং নারায়ণে ব্রহ্মা রুদ্রাদি সাদৃশ্য বুদ্ধি। বিশেষ বিবরণ পরবর্ত্তী শ্লোকের ব্যাখ্যায় দেখুন।
২। আমা সবা হইতে—অর্থাৎ জ্ঞানী হইতে ভক্ত শ্রেষ্ঠ।
মহাপ্রভুর পাদস্পর্শে প্রকাশানন্দের সমস্ত অপরাধের ক্ষয় হইল, তাহাই এই শ্লোক দ্বারা দেখাইলেন॥ ১২॥
ইহার ব্যাখ্যা (১৮) পরিচ্ছেদে (৪৩৩) পৃষ্ঠা (৯) শ্লোকে দেখুন॥ ১৩॥
জীবে বিষ্ণু বুদ্ধি করিলে পাষণ্ডী হয়, ইহাই এই শ্লোক দ্বারা সপ্রমাণ করিলেন॥ ১৩॥
ইহার ব্যাখ্যা (১৯) পরিচ্ছেদে (৪৫০) পৃষ্ঠায় (১৮) শ্লোকে দেখুন॥ ১৪॥
ভগবদ্ভক্ত সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয়, ইহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন॥ ১৪॥
ইহার ব্যাখ্যা (১৫) পরিচ্ছেদে (৩৭৮) পৃষ্ঠা (৬) শ্লোকে দেখুন॥ ১৫॥
মহানের অনাদর করিলে সর্ব্ব প্রকার অনর্থ জন্মে, ইহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন॥ ১৫॥
ইহার ব্যাখ্যা (২২) পরিচ্ছেদে (৫৩০) পৃষ্ঠা (২১) শ্লোকে দেখুন॥ ১৬॥
মহৎ কৃপা ব্যতীত অনর্থ নিবৃত্তি হয় না এবং অনর্থ নিবৃত্তি না হইলেও ভগবতত্ত্ব অনুভব হয় না তাই আমি তোমাকে না চিনিয়া অপরাধ করিয়াছি, এই অভিপ্রায় এই শ্লোকে প্রকাশ করিলেন॥ ১৬॥

১। 'এবে তোমার পাদাব্জে উপজিবে ভক্তি;
তথি লাগি করি তোমার চরণে প্রণতি'।
এত বলি প্রভু লঞা তথায় বসিলা;
প্রভুকে প্রকাশানন্দ পুছিতে লাগিলা।
'মায়াবাদে করিলে যত দোষের আখ্যান;
সবে এই জানি আচার্য্যের কল্পিত ব্যাখ্যান।
সূত্রের করিলে তুমি মুখ্যার্থ বিবরণ;
তাহা শুনি সবার হৈল চমৎকার মন।
তুমি ত ঈশ্বর তোমার আছে সর্ব্বশক্তি;
২। সংক্ষেপরূপে কহ তুমি শুনিতে হয় মতি'।
প্রভু কহেন 'আমি জীব' অতি তুচ্ছ জ্ঞান;
ব্যাস সূত্রের গভীরার্থ ব্যাস ভগবান।
তাঁর সূত্রের অর্থ কোন জীব নাহি জানে;
অতএব আপনি সূত্রার্থ করিয়াছে ব্যাখ্যানে।
যেই সূত্রকর্ত্তা সে যদি করয়ে ব্যাখ্যান;
৩। তবে সূত্রের মূল অর্থ লোকের হয় জ্ঞান।
৪। প্রণবের যেই অর্থ গায়ত্রীতে সেই হয়;
সেই অর্থ চতুঃশ্লোকীতে বিবরিয়া কয়।
ব্রহ্মাকে ঈশ্বর চতুঃশ্লোকীতে যে কহিল;
ব্রহ্মা নারদেরে সেই উপদেশ কৈল।
সেই অর্থ নারদ ব্যাসদেবেরে কহিল;
শুনি বেদব্যাস মনে বিচার করিল।
এই অর্থ আমার সূত্রের ব্যাখ্যা রূপ;
শ্রীভাগবত করিব সূত্রের ভাষ্য স্বরূপ।
৫। চারি বেদ উপনিষদ যত কিছু হয়;
তার অর্থ লঞা ব্যাস করিল সঞ্চয়।
৬। যেই সূত্রে যেই ঋক্ বিষয় বচন;
ভাগবতে সেই ঋক্ শ্লোক নিবন্ধন;
অতএব সূত্রের ভাষ্য শ্রীভাগবত;
৭। ভাগবত শ্লোক উপনিষদ কহে এক অর্থ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে অষ্টমস্কন্ধে প্রথমা-ধ্যায়ে অষ্টমশ্লোকে ভগবন্তমুদ্দিশ্য মনুবাক্য
'আত্মাবাস্যমিদং বিশ্বং যৎকিঞ্চিজ্জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মাগৃধঃ কস্যসিদ্ধনং' ॥

৮। এক শ্লোক দেখাইয়া কৈল দিগ্ দরশন;

তস্যেশ্বরত্বং দর্শয়ন্ লোকস্যহিতমুপদিশতি আত্মাবাস্যমিতি। আত্মনা ঈশ্বরেণাবাস্যং সত্ত্বা চৈতন্যাভ্যাং ব্যাপ্যং বিশ্বং সর্ব্বং জগত্যাং লোকে যৎ কিঞ্চিৎ জগৎ ভূতজাতং অতস্তেনেশ্বরেণ কিঞ্চিৎ ত্যক্তং দত্তং যদ্ধন তেনৈব ভুঞ্জীথা ভোগান্ ভুঙ্ক্ষ্ব। যদ্বা তেন হেতুনা ত্যক্তেন ঈশ্বরার্পণেনৈব ভুঞ্জীথাঃ। স্বার্থং কস্যস্বিৎ কস্যচিদ্ ধনং মাগৃধ মাভিকাঙ্ক্ষীঃ। যদ্বাকস্যস্বিদিতি কস্যান্যস্য ধনমস্তি যতোধনাকাঙ্ক্ষা ক্রিয়েতেত্যর্থঃ। তথাচশ্রুতিঃ ঈশাবাস্যমিতি যথাশ্লোকমেব ॥ ১৭ ॥

এই লোকে যাহা কিছু পদার্থ আছে সে সকলই ঈশ্বরের সত্ত্বা ও চৈতন্য দ্বারা ব্যাপ্ত সেই হেতু যাহা বি[illegible] ঈশ্বরার্পণ পূর্ব্বক ভোগ কর, অন্য কাহার ধন আছে যে তাহাই আকাঙ্ক্ষা করিবে ॥ ১৭ ॥

১। এবে—এই ক্ষণে, অর্থাৎ চরণস্পর্শানন্তর। উপজিবে—উৎপন্ন হইবে। তথি লাগি—অর্থাৎ সেই ভক্তি পাইবার জন্য।

২। সংক্ষেপ রূপে কহ—অর্থাৎ ব্যাসসূত্রের অর্থ সংক্ষেপে বল। ৩। মূল অর্থ—প্রকৃত অর্থ।

৪। সেই—প্রণবের অর্থ। সেই অর্থ—গায়ত্রীর অর্থ।

৫। বেদ—সংহিতা ভাব অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ড বিষয়। উপনিষদ্—বেদের শিরোভাগ যাহাতে ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ আছে।

৬। ঋক্—অর্থ বশতঃ যাহার পাদ বিচ্ছেদ আছে সেই মন্ত্রকে ঋক্ বলে। যে সূত্রে যে ঋক্ বিষয় বাক্য হইয়াছে, সেই রূপে ভাগবতে নিবিষ্ট আছে। ৭। ভাগবত ইত্যাদি—ভাগবত শ্লোক ও উপনিষদ্ একই অর্থ বলে। ৮। কৈল—করিলা ঈশোপনিষদের ঈশাবাস্য এই শ্রুতির অনুরূপ এই শ্লোক কেবল আত্ম শব্দ স্থানে ঈশ শব্দ বসাইতে হইবে। অতএ[illegible] নিষদের ঋক্ অনুরূপ ভাগবতে আছে তাহাই দেখাইলেন ॥ ১৭ ॥

এইমত ভাগবতের শ্লোক ঋক্ সম।
ভাগবতে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন;
১। চতুঃশ্লোকীতে প্রকট তার করিয়াছেন লক্ষণ।
২। আমি সম্বন্ধ তত্ত্ব, আমার জ্ঞান বিজ্ঞান;
আমা পাইতে সাধন ভক্তি অভিধেয় নাম।
৩। সাধনের ফল প্রেমা মূল প্রয়োজন;
সেই প্রেমে পায় জীব আমার সেবন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে ত্রিংশশ্লোকে ব্রহ্মাণং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং;—

'জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতং।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া' ॥ ১৮ ॥

৪। এই তিন অর্থ আমি কহিব তোমারে;
জীব তুমি এই তিন নারিবে জানিবারে।
৫। যৈছে আমার স্বরূপ, যৈছে আমার স্থিতি;
যৈছে আমার গুণ কর্ম্ম ষড়ৈশ্বর্য্য শক্তি।
আমার কৃপায় এ সব স্ফুরুক তোমারে;
এত বলি তিন তত্ত্ব কহিল তাঁহারে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে একত্রিংশশ্লোকে ব্রহ্মাণং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং,—

'যাবানহং যথা ভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞান মস্তু তে মদনুগ্রহাৎ'॥ ১৯॥

৬। সৃষ্টির পূর্ব্বে ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ আমি হইয়ে;
প্রপঞ্চ প্রকৃতি পুরুষ আমাতেই লয়ে।
৭। সৃষ্টি করি তার মধ্যে আমিত বসিয়ে;
প্রপঞ্চ যে দেখে সব সেও আমি হইয়ে।
প্রলয়ে অবশিষ্ট আমি পূর্ণ হইয়ে;
৮। প্রাকৃত প্রপঞ্চ পায় আমাতেই লয়ে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে দ্বাত্রিংশশ্লোকে ব্রহ্মাণং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং;—

'অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎপরং।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহং'

১। প্রকট—সুস্পষ্ট। করিয়াছেন—অর্থাৎ ভগবান্।
২। আমি সম্বন্ধ—এই হইতে স্ফুরুক তোমারে এই পর্য্যন্ত ব্রহ্মার প্রতি ভগবানের উক্তি। জ্ঞান—পরোক্ষ অর্থাৎ শাস্ত্র দ্বারা জ্ঞান। বিজ্ঞান—অপরোক্ষ অর্থাৎ স্বরূপ তত্ত্বের সাক্ষাৎ অনুভব।
৩। মূল প্রয়োজন—মুখ্য প্রয়োজন। ৪। তিন অর্থ—সম্বন্ধ, অভিধেয় এবং প্রয়োজন।
৫। যৈছে—যাদৃশ।
৬। হইয়ে—অর্থাৎ পূর্ণরূপেই অবস্থান করি। লয়—অর্থাৎ আমাতে লীন হইয়া থাকে। সৃষ্টির পূর্ব্বে এই হইতে 'যাঁহা নেত্র পড়ে দেখয়ে আমারে' এই পর্য্যন্ত ব্রহ্মার প্রতি ভগবানের উক্তি।
৭। তার মধ্যে আমিত বসিয়া—অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের অন্তর্যামী হইয়া। প্রপঞ্চ ইত্যাদি—আমার সত্তাতেই প্রপঞ্চের সত্তা প্রপঞ্চ আমা হইতে পৃথক্ নয়।
৮। প্রাকৃত—প্রকৃতি কার্য্য।
॥ ব্যাখ্যা (১০) পৃষ্ঠা (১৯) শ্লোকে দেখুন ॥ ১৮ ॥
শ্লোকে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনের উদ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই দেখাইলেন ॥ ১৮ ॥
র ব্যাখ্যা (১০) পৃষ্ঠা (২২) শ্লোকে দেখুন ॥ ১৯ ॥
বং কৃপায় ব্রহ্মার ভগবানের স্বরূপ, স্থিতি এবং গুণাদি স্ফুরিত হইয়াছিল, তাহাই এই শ্লোকে জানাইলেন ॥ ১৯ ॥
র ব্যাখ্যা (১০) পৃষ্ঠা (২৩) শ্লোকে দেখুন ॥ ২০ ॥
। পূর্ব্বে, স্থিতি সময়ে এবং প্রলয় কালে ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ এক ভগবানই থাকেন ও সমস্ত তাহাতেই লীন হয় সেই ভগবান্ ইহা তটস্থ লক্ষণ দ্বারা প্রকাশ করিলেন অর্থাৎ স্বরূপ নির্ণয় না করিয়া কার্য্য দ্বারা সম্বন্ধ তত্ত্ব জানাইলেন ইহাকেই লে। ২০।

১। অহমেব অহমেব শ্লোকে তিনবার ;
পূর্ণৈশ্বর্য্য বিগ্রহ স্থিতির নির্দ্ধার।
২। যেই জন এই বিগ্রহ নাহি মানে ;
তারে তিরস্করিবারে কৈল নির্দ্ধারণে।
৩। 'এই' সব শব্দ হয় জ্ঞান বিজ্ঞান বিবেক ;
মায়া কার্য্য মায়া হৈতে আমি ব্যতিরেক।
৪। যৈছে সূর্য্যাভাস স্থানে ভাসয়ে আভাস ;
সূর্য্য বিনা স্বতঃ তার না হয় প্রকাশ।
মায়াতীত হৈলে হয় আমার অনুভব ;
এই সম্বন্ধ তত্ত্ব কহিল আর সব।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে ত্রয়স্ত্রিংশশ্লোকে ব্রহ্মাণং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং ; —

'ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথভাসো যথা তমঃ'॥২১

অভিধেয় সাধনভক্তির শুনহ বিচার ;
৫। সর্ব্বজন দেশ কাল দশায় ব্যাপ্তি যার।
৬। ধর্ম্মাদি বিষয়ে যৈছে এ চারি বিচার ;
সাধন ভক্তি এই চারি বিচারের পার।
৭। সর্ব্বদেশ কাল দশায় জনের কর্ত্তব্য ;
গুরু পাশে সেই ভক্তি প্রষ্টব্য শ্রোতব্য।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশশ্লোকে ব্রহ্মাণং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং ;—

১। অহমেব ইত্যাদি—অহমেব এই হইতে কৈল নির্দ্ধারণে এই পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য।

অহমেব এই শব্দটী অহমেব শ্লোকে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে তিন বার অর্থাৎ প্রথম পাদে, তৃতীয় পাদে এবং চতুর্থ পাদে আছে, এবং প্রথম পাদে যে এব শব্দ আছে, উহাকে অপর দুই অহং শব্দের যোগ করিলে, তিন স্থানেই অহমেব হইবে। তিন বার অহমেব শব্দ দ্বারা সৃষ্টির পূর্ব্বে, সৃষ্টি সময়ে এবং প্রলয়ানন্তর পূর্ণৈশ্বর্য্য শ্রীবিগ্রহেরই অবস্থিতির অবধারণ করিলেন, অর্থাৎ নিরাকার কোন বস্তু তত্ত্ব ছিল না, সৃষ্টি সময়ে নাই এবং প্রলয়ের পরেও থাকিবে না।

২। নাহি মানে—অর্থাৎ মূল তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার না করে। তিরস্করিবারে—পরাস্ত করিতে। কৈল—করিলেন। নির্দ্ধারণে—তিন বার অহং ও এব শব্দ দ্বারা দৃঢ়তা করিলেন, অর্থাৎ আমিই তিন কালে আছি।

৩। এই সব ইত্যাদি—এই শ্লোকে ভগবান্ ব্রহ্মাকে যাহা বলিলেন, সে সব শব্দ দ্বারা যে প্রতীতি হইল, অর্থাৎ তিন কালে যিনি বিদ্যমান আছেন তিনিই পরতত্ত্ব এই মাত্র বোধ হইল, কিন্তু সে পরতত্ত্বের স্বরূপ কি তাহা বোধ হয় না, এতাদৃশ শ্রবণ জনিত পরোক্ষ বোধকে জ্ঞান বলে। বিজ্ঞান বিবেক—বিবেককে বিজ্ঞান বলে এই ক্ষণে সেই বিবেক দেখাইতেছেন।

মায়া ইত্যাদি—মায়া ও মায়া কার্য্য প্রপঞ্চ হইতে আমি ব্যতিরিক্ত, অর্থাৎ মায়া বিলক্ষণ রূপে আমাকে সাক্ষাৎ অনুভব করাকে বিজ্ঞান বলে।

৪। মায়া হইতে ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছেন। যৈছে ইত্যাদি—যৈছে—যেমন। ভাসয়ে—প্রকাশ পায়। আভাস—ছটা। যেমন সূর্য্যের আভাস দর্পণাদিতে পতিত হইয়া সূর্য্য প্রকাশ রহিত ছায়াতে প্রকাশ পায়, কিন্তু সূর্য্য ব্যতীত তাহার প্রকাশ হয় না, তদ্রূপ মায়া ভগবৎ প্রকাশ রহিত স্থানে প্রকাশ পায়। কিন্তু ভগবদাশ্রয় ব্যতিত মায়ার স্বতঃ প্রতীতি হয় না সুতরাং মায়াতীত না হইলে ভগবদনুভব হয় না।

৫। সর্ব্ব ইত্যাদি—সর্ব্বপ্রকার মনুষ্য। সকল দেশ, সকল কাল এবং সকল অবস্থাতে ভক্তি ব্যাপিয়া রহিয়াছে।

৬। এ চারি—অধিকারী মনুষ্য, উপযুক্ত দেশ ও কাল এবং অবস্থা। বিচারের পার—অর্থাৎ সাধন ভক্তিতে অধিকারী ও দেশ কাল অবস্থার বিচার নাই সকলেই সকল কালে, সকল দেশে এবং সর্ব্ব প্রকার অবস্থাতেই সাধন ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে পারে।

৭। জনের—মনুষ্য মাত্রের। কর্ত্তব্য—করা উচিত। প্রষ্টব্য—জিজ্ঞাসা করা উচিত। শ্রোতব্য—শোণা উচিত।

ইহার ব্যাখ্যা(১১) পৃষ্ঠা (২৪) শ্লোকে দেখুন ॥ ২১ ॥

শব্দ দ্বারা ভগবৎ স্বরূপ নির্দ্ধারিত হইলেও মায়া কার্য্যে আবেশ থাকিলে অনুভব গোচর হয় না, সেই নিমিত্ত মায়া ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। অতএব মায়াতীত হইলেই ভগবৎ স্বরূপের সাক্ষাৎ অনুভব হয়, তাহাই ব্যতিরেক মুখে স্বরূপ লক্ষণ দ্বারা সম্বন্ধ তত্ত্ব ব্যক্ত করিলেন। মায়া বিলক্ষণ রূপে ভগবৎ স্বরূপের অনুভবকেই বিজ্ঞান বলে ॥ ২১ ॥

'এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা'২২

১। আমাতে যে প্রীতি সেই প্রেম প্রয়োজন;
কার্য্য দ্বারে কহি তার স্বরূপ লক্ষণ।
২। পঞ্চভূত যৈছে ভূতের ভিতরে বাহিরে;
ভক্তগণে স্ফুরি আমি বাহিরে অন্তরে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে চতুস্ত্রিংশশ্লোকে ব্রহ্মাণং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং;—

'যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষুচ্চাবচেষ্বনু;
প্রবিষ্টান্য প্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহং'॥২৩

৩। ভক্ত আমা বান্ধিয়াছে হৃদয় কমলে;
যাহা নেত্র পড়ে তাঁহা দেখয়ে আমারে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে পঞ্চাশৎ শ্লোকে জনকং প্রতি হরিবাক্যং;—

'বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষা,
দ্ধরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রি পদ্মঃ,
স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ' ॥২৪॥

তথাহি তত্রৈব দ্বিতীয়াধ্যায়ে ত্রয়শ্চত্বারিংশশ্লোকে জনকং প্রতি হরিবাক্যং,—

'সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ'॥২৫

তথা তত্রৈব দশমস্কন্ধে ত্রিংশাধ্যায়ে চতুর্থশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য গোপীবাক্যং;—

'গায়ন্ত্য উচ্চৈ রমুমেব সংহতাঃ,
বিচিক্যুরুন্মত্তকবদ্বনাদ্বনং।

উক্ত সমস্ত লক্ষণ সারমাহ বিসৃজতীতি। হরিরেব স্বয়ং সাক্ষাদ্ যস্য হৃদয়ং নবিসৃজতি নমুঞ্চতি কথম্ভূতঃ অবশেনাপ্যাভিহিতমাত্রোপি অঘৌঘং নাশয়তি যঃ সঃ। তৎ কিং নবিসৃজতি যতঃ প্রণয়রসনয়াধৃতং হৃদয়ে বদ্ধং অঙ্ঘ্রিপদ্মং যস্য সঃ। স ভাগবত প্রধান উক্তো ভবতি॥ ২৪॥

ততশ্চ চিরাৎ প্রাপ্তাবধানানাং তাসাং পুনরুন্মাদাখ্যামবস্থাং বর্ণয়তি গায়ন্তইতি। গানমত্র গোকুলে প্রসিদ্ধং পুনরাবোধাদময়ং তচ্চ বিষজলাপ্যয়াদিত্যাদবক্ষ্যমাণরীত্যা স্মরক্ষণাভিপ্রায়েণ। উচ্চৈর্গানস্তুতং প্রাতিদূরাম্নিজার্ত্তিপ্রকাশং কিংবাগীত প্রিয়স্য তস্য তেনাকর্ষণার্থং কিংবা আর্ত্তিভরস্বাভাব্যেন। অমুমেবেতি যদ্যপিত্যাগেন পরম

যাঁহার নাম অবশ কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইলেও তৎক্ষণাৎ অপরাধ পুঞ্জ বিনাশ করেন, সেই হরি, প্রেম রজ্জু দ্বারা বদ্ধপদ হইয়া সাক্ষাৎ যাহার হৃদয় পরিত্যাগ করেন না, তিনি উত্তম ভাগবত বলিয়া অভিহিত॥ ২৪॥

গোপীগণ পরস্পর মিলিত হইয়া সেই শ্রীকৃষ্ণকেই গান করিতে করিতে উন্মত্তের ন্যায় বন হইতে বনান্তর গমন

১। সেই প্রেম—অর্থাৎ প্রীতিকে প্রেম বলে। সেই প্রেমই প্রয়োজন। কার্য্য দ্বারে বহির্মুখের নিকট গোপন করিবার জন্য স্পষ্ট না বলিয়া কার্য্য দ্বারা বলিব। ২। ভূতের প্রাণি মাত্রের।
৩। ভক্ত ইত্যাদি—প্রথমার্দ্ধে অন্তঃস্ফূর্ত্তি দ্বিতীয়ার্দ্ধে বহিঃস্ফূর্ত্তি বলিলেন।
ইহার ব্যাখ্যা (১২) পৃষ্ঠা (২৬) শ্লোকে দেখুন। ২২।
এই শ্লোক দ্বারা সাধন ভক্তি রূপ অভিধেয় তত্ত্ব দেখাইলেন। ২২।
ইহার ব্যাখ্যা (১২) পৃষ্ঠা (২৫) শ্লোকে দেখুন। ২৩।
যাহা দ্বারা বশীভূত হইয়া ভগবান্ ভক্তের অন্তর ও বাহিরে প্রকাশ পান, ভক্তের ভগবানে অনন্য বৃত্তির হেতু সেই প্রেমকে রহস্য বলে। সেই প্রেমই প্রয়োজন, তাহাই কার্য্য দ্বারা এই শ্লোকে দেখাইলেন। ২৩।
ভক্ত প্রেম দ্বারা ভগবান্‌কে হৃদয়ে বদ্ধ করেন, ইহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন। ২৪।
ইহার ব্যাখ্যা (৩০১) পৃষ্ঠা (৫১) শ্লোকে দেখুন। ২৫।
ভক্তের দৃষ্টি যেখানে পতিত হয় সেই খানেই কৃষ্ণ সাক্ষাৎকার হয়, ইহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন। ২৫।

পপ্রচ্ছু রাকাশবদন্তরং বহি,
ভূ'তেষু সন্তং পুরুষং বনস্পতীন্' ॥২৬॥
অতএব ভাগবতে এই তিন কয় ;
সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন ময়।
তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে একাদশশ্লোকে শৌনকাদীন্ প্রতি সূত বাক্যং ;—
'বদন্তি তত্তত্ত্ববিদ স্তত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে'॥২৭
তথা শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে ত্রয়োবিংশ শ্লোকে বিদুরং প্রতি মৈত্রেয় বাক্যং ;—
'ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ।
আত্মেচ্ছানুগতা বাত্মা নানামত্যুপলক্ষণঃ' ॥২৮
তথাহি তত্রৈব প্রথমস্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে অষ্টাবিংশশ্লোকে শৌনকাদীন্ প্রতি শ্রীসূত

দুঃখদোঽসৌ তথাপিতমেবেত্যর্থঃ। গুণয়ন্তি গুণগ্রামং ভ্রামং ভ্রমাদপিনেহত ইত্যাদিবৎ। সংহতা অন্যোন্য মিলিতাঃ সত্যঃ সর্ব্বত্র সমাণ্ড্ মার্গণার্থং কিংবা সখ্যোনান্যোন্যমার্ত্ত্যুপশমনার্থং কিংবা আর্ত্তিভরস্বভাবাদেব। গানা ন্বেষণয়োর্যৌগপদ্যমিদং গায়ন্ত্য এব ভ্রমন্তি মধ্যে মধ্যেতু পৃচ্ছন্তীত্যর্থঃ। বনস্পতীন্ প্রতিপ্রশ্নেহেতুঃ উন্মত্তকর্ণাদি স্বার্থেকণ্। তেন কেশাদ্য সংবরণং ব্যজ্যতে পুরুষং সর্ব্বান্তর্যামিনমপি অতএবাকাশবদ্ ভূতেষু অন্তরং বহিশ্চাপি সন্তমপি পপ্রচ্ছুঃ। নিজপ্রেমাবলম্বন কেবল নরলীলারূপেণৈব তস্যতৎ প্রশ্নবিষয়ত্বাদিতিভাবঃ। যদ্বা অহোবনাদি মিদং সর্ব্বং কিমরণ্যরুদিতমেবজাতং নেত্যাহ আকাশেতি। বক্ষ্যতেচ স্বয়ং ময়াপরোক্ষং ভজতেতি। যদ্বা পুরুষং স্বনায়কং পপ্রচ্ছুঃ তঞ্চ ভূতেষু স্থাবর জঙ্গমেষু আকাশবদন্তরং বহিশ্চ সন্তং সাক্ষাদিব সত্তয়াস্ফুরন্তং পপ্রচ্ছুঃ তাদৃশ স্ফূর্ত্তিশ্চ তাসাং প্রেম বিবর্ত্তবশাদেব। বনলতাস্তরব আত্মনিবিষ্ণুং ব্যঞ্জয়ন্ত্যইব পুষ্পফলাঢ্যাইতিবৎ তত্রবহিঃ স্ফূর্ত্তৌ দূরতঃ অন্তস্থ নিকটাৎ। তত্রচ সত্যুন্মাদেনৈব নিজেন্দ্রিয়েষ্বপি বনস্পতি জাতিষু প্রশ্নোযোগ্য ইতি ভাবঃ ॥ ২৬॥

অথৈতৎ প্রার্থিত লীলাকথাং কথয়ন্নেব শ্রীভগবদাদিষ্ট চতুঃশ্লোকী জ্ঞানং বিবৃত্যাহ ভগবানিত্যাদি। অশেষ সংক্লেশসমং বিধত্ত ইত্যাদ্যন্তেনগ্রন্থেন। অথ কথাক্রমানুরোধেন চতুর্ণামর্থাবিপর্য্যয়েণবক্তব্যাঃ। তত্রাহমেবাসমেবাগ্রেনান্যদ্ যৎ সদসৎ পরমিত্যস্যাদ্যস্যার্থং সৃষ্টিলীলোপক্রমেণ দর্শয়তি ভগবানাতদ্বাভ্যাং। ইদং বিশ্বং পুরুষাদি পার্থিব পর্য্যন্তং তদানীমেকাকিনাস্থিতেন ভগবতা সহৈকীভূয়াসীদিত্যর্থঃ। আত্মনাংশুদ্ধজীবানামপি রশ্মিস্থানীয় নামাত্মা মণ্ডলস্থানীয়ং পরমস্বরূপং নচতস্যাপ্যন্যস্তদস্তি যত আত্মা স্বয়ং সিদ্ধস্বরূপইত্যর্থঃ। ইতিতত্রস্বাংশানামপ্যাশিত্বং দর্শিতং ব্রহ্মভিন্নত্বঞ্চ। কদা আত্মেচ্ছাসৃষ্ট্যাদীচ্ছা তস্যা অনুগতো লীনতায়াং সত্যা মিত্যর্থঃ। নহু বৈকুণ্ঠাদি বহুবৈভবেপি সতি কথমেকএবাসীত্তত্রাহ। বৈকুণ্ঠাদি নানামত্যাপি সএবৈক উপলক্ষিত ইতি। সেনাসমেতত্বেপি রাজাসৌপ্রযাতীতিবৎ ॥ ২৮ ॥

করতঃ তাঁহারই অন্বেষণ করিয়াছিলেন। এবং আকাশের ন্যায় সকলভূতের অন্তর ও বাহিরে বিদ্যমান সেই মহাপুরুষকে অনুভব করিয়াও আর্ত্তি স্বভাবে বনস্পতিগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ॥ ২৬ ॥

সৃষ্টির পূর্ব্বে এই বিশ্ব ভগবানের সহিত একীভূত ছিল, যেহেতু ভগবান্ আত্মার আত্মা অর্থাৎ শুদ্ধ জীবেরও পরস্বরূপ, সে সময় সৃষ্ট্যাদির ইচ্ছা তাঁহাতেই লীন ছিল এবং বৈকুণ্ঠাদি নানামতিতে তিনিই উপলক্ষিত ছিলেন ॥ ২৮

পূর্ব্ব শ্লোকের ন্যায় এ শ্লোকেতেও দেখাইলেন, যে ভক্তের সর্ব্বত্র কৃষ্ণের অনুভব হয়, কিন্তু কৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি হইলেও গোপীগণ বিরহার্ত্তি বশতঃ বনস্পতিগণের নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন ॥ ২৬ ॥

ইহার ব্যাখ্যা (২১) পৃষ্ঠা (৪) শ্লোকে দেখুন ॥ ২৭ ॥

যেমন রাজা গমন করিতেছেন বলিলে সৈন্য সামন্তের সহিত রাজা বুঝায়, তদ্রূপ ভগবান্ এক ছিলেন বলিলেও বৈকুণ্ঠাদির সহিত ছিলেন ইহাই প্রতিপন্ন হইবে ॥ ২৮ ॥

বাক্যং ;—

'এতেচাংশ কলা পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
ইন্দ্রারি ব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে'২৯

১। এই ত সম্বন্ধ শুন অভিধেয় ভক্তি ;
ভাগবতে প্রতি শ্লোক ব্যাপি যার স্থিতি।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে বিংশতিতম শ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং ;—

'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাং।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ'৩০॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে ঊনবিংশশ্লোকে উদ্ধবং প্রতি ভগবদ্বাক্যং ;—

'নসাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
নস্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা'৩১

তথা তত্রৈব দ্বিতীয়াধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশ শ্লোকে জনকং প্রতি কবিযোগেন্দ্র বাক্যং ;—

'ভয়ং দ্বিতীয়াভি নিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতোবুধ আভজেত্তং,
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা' ॥৩২॥

২। এবে শুন প্রেম যেই মূল প্রয়োজন,
পুলকাশ্রু নৃত্য গীত যাহার লক্ষণ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে দ্বাত্রিংশশ্লোকে জনকং প্রতি প্রবুদ্ধবাক্যং ;—

'স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিং ;
ভক্ত্যাসংজাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুং'৩৩

তথাহি তত্রৈব দ্বিতীয়াধ্যায়ে অষ্টত্রিংশ শ্লোকে জনকং প্রতি কবিবাক্যং ;—

'এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা,
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-,
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ' ॥৩৪॥

সাক্ষাদ্ ভক্তি ফলমাহ স্মরন্তইতি। মিথঃ পরস্পরং অঘৌঘং পাপপুঞ্জং হরতি নাশয়তীতি তং হরিং স্বয়ং স্মরন্তঃ অন্যান্ স্মারয়ন্তশ্চ ভক্ত্যা সাধনলক্ষণয়া সঞ্জাতযা প্রেমলক্ষণয়া ভক্ত্যা উৎপুলকং লোমাঞ্চং বিভ্রতি ধারয়ন্তি প্রেম সম্পন্নাভক্তইতিশেষঃ ॥ ৩৩ ॥

প্রাপ্তপ্রেমাভক্তগণ পরস্পর পাপপুঞ্জ বিনাশক হরিকে স্বয়ং স্মরণ করতঃ অন্যকে স্মরণ করাইয়া সাধন ভক্তি দ্বারা আবির্ভূত প্রেমভক্তি দ্বারা লোমাঞ্চিত কলেবর ধারণ করেন ॥ ৩৩ ॥

১। এইত সম্বন্ধ—অর্থাৎ বলিলাম। যার—অভিধেয় অর্থাৎ সাধন ভক্তির।

২। মূল প্রয়োজন—মুখ্য প্রয়োজন যাহা ব্যতীত সম্বন্ধ তত্ত্বের অনুভব হয় না। পুলক—লোমাঞ্চ এবং অশ্রু এই দুইটী সাত্বিক ভাব। নৃত্য এবং গীত এই দুইটী অনুভাব।

ইহার ব্যাখ্যা (২৬)পৃষ্ঠা (১৩) শ্লোকে দেখুন ॥ ২৯ ॥

এই তিন শ্লোক দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ তত্ত্ব, ইহাই নির্দ্ধারিত হইল ॥ ২৯ ॥

ইহার ব্যাখ্যা (২০) পরিচ্ছেদে (৪৭৯) পৃষ্ঠা (১৭) শ্লোকে দেখুন ॥ ৩০ ॥

ইহার ব্যাখ্যা (১৭১) পৃষ্ঠা (৫) শ্লোকে দেখুন ॥ ৩১ ॥

ইহার ব্যাখ্যা (২০) পরিচ্ছেদ (৪৭৭) পৃষ্ঠা (১৪) শ্লোকে দেখুন ॥ ৩২ ॥

এই তিন শ্লোক দ্বারা অভিধেয় তত্ত্ব, অর্থাৎ সাধন ভক্তি দেখাইলেন ॥ ৩২ ॥

ইহার ব্যাখ্যা (১০৯) পৃষ্ঠা (৬) শ্লোকে দেখুন ॥ ৩৪ ॥

দুই শ্লোক দ্বারা অনুভাবের সহিত মূল প্রয়োজন প্রেম, তাহাই দেখাইলেন ॥ ৩৪ ॥

১। অতএব ভাগবত সূত্রের অর্থ রূপ ;
নিজ কৃত সূত্রের নিজ ভাষ্য স্বরূপ।

তথাহি হরিভক্তিবিলাসস্য দশমবিলাসে ত্র্যশীত্যধিকদ্বিশততমাঙ্কধৃতগরুড়পুরাণং ;—

'অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ বিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থপরিবৃংহিতঃ ॥
পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতঃ।
দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোঽয়ং শতবিচ্ছেদসংযুতঃ ॥
গ্রন্থোঽষ্টাদশসাহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাবিধঃ' ॥৩৫

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে তৃতীয়াধ্যায়ে দ্বিচত্বারিংশশ্লোকে শৌনকাদীন্ প্রতি শ্রীসূতবাক্যং ;

'সর্ব্ববেদেতি হাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতং' ॥৩৬

তথাহি তত্রৈব দ্বাদশস্কন্ধে ত্রয়োদশাধ্যায়ে দ্বাদশশ্লোকে শ্রীসূতবাক্যং ;—

'সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমীষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ' ॥৩৭

২। গায়ত্রীর অর্থে এই গ্রন্থ আরম্ভণ ;

অর্থোঽয়মিতি। অয়ং শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ ভাগবতনামাগ্রন্থো ব্রহ্মসূত্রাণাং বেদান্তসূত্রাণামর্থঃ অভিধেয়রূপঃ তথা ভারতস্য মহাভারতস্য অর্থানাং নির্ণয়োনিশ্চয়ো যস্মিন সঃ। তথা গায়ত্র্যা ভাষ্যরূপঃ ব্যাখ্যারূপঃ গায়ত্র্যর্থেনাব তারিতইত্যর্থঃ। তথাবেদার্থৈরুপবৃংহিতঃ বর্দ্ধিতঃ। তথা পুরাণানাং মধ্যে সামরূপঃ সাক্ষাদ্ভগবৎ প্রতিনিধিরূপত্বাৎ। তথা দ্বাদশভিঃ স্কন্ধৈর্যুক্তঃ। তথা শতৈঃ পঞ্চত্রিংশাধিক শতত্রব সংখ্যেয়ৈ বিচ্ছেদৈরধ্যায়ৈঃ সংযুতঃ। অষ্টাদশভিঃ সহস্রৈঃ সঙ্খ্যাতঃ অষ্টাদশসাহস্রঃ অষ্টাদশসহস্র শ্লোকরূপঃ। কথমেবম্ভত্রাহ সাক্ষাদ্ ভগবতা স্বয়ং ভগবতা উদিতঃ কথিতঃ চতুঃশ্লোক্যা কস্মৈযেনবিভাষিতোঽয়মিতিন্যায়েন সামগ্র্যেণবা ॥ ৩৫ ॥

সর্ব্বেতি। সর্ব্বেষাং বেদানাং ঋক যজুঃ সামাথর্ব্বণাং ইতিহাসস্য মহাভারতস্যচ পঞ্চম্যর্থে ষষ্ঠী সারংসার উপাদেয় ভাগঃ সমুদ্ধৃতমিদং শ্রীমদ্ভাগবতং ॥ ৩৬ ॥

সর্ব্বেতি। হি প্রসিদ্ধৌ। সর্ব্ববেদান্তানাং সারভূতং শ্রীভাগবতমিষ্যতে। যতঃ তস্য ভাগবতস্য রসএবামৃতং তেন তৃপ্তস্য তৃপ্তিমাপন্নস্য জনস্য অন্যত্র শাস্ত্রাদৌ কচিদপিরতির্ণস্যাৎ ন সম্ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

যিনি ব্রহ্মসূত্রের অভিধেয়, যাহাতে মহাভারতের সমস্ত অর্থ নির্ণীত হইয়াছে, যিনি গায়ত্রীর ভাষ্য স্বরূপ, সমস্ত বেদার্থ দ্বারা যাঁহার কলেবর বর্দ্ধিত, যিনি পুরাণের মধ্যে সামবেদ স্বরূপ, যাহাতে দ্বাদশটী স্কন্ধ সন্নিবেশিত, যাহাতে তিনশত পঁইত্রিশ অধ্যায় বিরাজিত, এবং যাহাতে অষ্টাদশ সহস্র পরিমিত শ্লোক, সেই এই শ্রীমদ্ভাগবত নামক গ্রন্থের বক্তা স্বয়ং ভগবান্ ॥ ৩৫ ॥

বেদব্যাস সমস্ত বেদ ও ইতিহাস হইতে সারসার উদ্ধার করিয়া এই শ্রীমদ্ভাগবত প্রণয়ন করেন ॥ ৩৬ ॥

সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রের সারভূত এই শ্রীমদ্ভাগবত। যেহেতু ভাগবত রসামৃতে পরিতৃপ্ত জনের অন্য শাস্ত্রাদিতে রতির সম্ভাবনা হয় না ॥ ৩৭ ॥

১। সূত্রের ব্যাস কৃত বেদান্ত সূত্রের। নিজ কৃত ব্যাস কৃত। নিজ ভাষ্য নিজ কৃত ভাষ্য অর্থাৎ ব্যাস কৃত বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য স্বরূপ ভাগবত।

২। এই গ্রন্থ ভাগবত। অর্থাৎ এই ভাগবতের প্রথম শ্লোকে গায়ত্রীর অর্থ নিহিত আছে। সত্যং পরং ইত্যাদি ভাগবতের প্রথম শ্লোকে যে সত্যং পরং ধীমহি এই বাক্যটী আছে তন্মধ্যে দেশ এবং কালে যাহার বাধ নাই অর্থাৎ যিনি সকল দেশে সকল কালে সমান ভাবে বিদ্যমান থাকেন তাহাকে সত্য বলে, এবং পরং এই শব্দটী পরমেশ্বর বাচক। এতাদৃশ পরমেশ্বরের ধ্যান প্রার্থনীয়। তন্মধ্যে সত্যং পরং এইটি সম্বন্ধ ধীমহি এইটী সাধন। যখন শ্লোকে চতুর্বর্গের মধ্যে কোনটীরই কামনা দেখা যায় না, কেবল ধ্যানেরই কথা আছে তখন ধীমহি এই সাধনে ধর্ম্মাদি প্রয়োজন না হইয়া সম্বন্ধ তত্ত্ব ভগবানই প্রয়োজন। প্রেম দ্বারা ভগবান্‌কে অনুভব করা যায় বলিয়া প্রেমকে মূল প্রয়োজন করিয়া বলিয়াছেন অতএব এ স্থানে প্রেমকে প্রয়োজন না বলিয়া সম্বন্ধকে প্রয়োজন করিয়া নির্দ্দেশ করিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্ম সূত্রের অর্থ এবং ব্যাস কৃত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য স্বরূপ, ইহাই গরুড় পুরাণের বচন দ্বারা প্রমাণিত করিলেন। ৩৫।

সর্ব্ব শাস্ত্রের সারভূত এই ভাগবত, ইহাই এই শ্লোকার্দ্ধে দেখাইলেন। ৩৬।

অন্য শাস্ত্রে কিছু না কিছুর অভাব আছে ভাগবতে কোন অভাবই নাই, তাহাই এই শ্লোক দ্বারা জানাইলেন। ৩৭।

ত্যং পরং সম্বন্ধ ধীমহি সাধনে প্রয়োজন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে প্রথমশ্লোকে বেদব্যাস বাক্যং ;—

'জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরত-
শ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্,
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদি
কবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজো বারি মৃদাং যথা
বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা,
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং
সত্যং পরং ধীমহি' ॥৩৮॥

তথাহি তত্রৈব প্রথমস্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয়শ্লোকে ব্যাসদেববাক্যং ;—

'ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত কৈতবোঽত্র
পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং,
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু
শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনং।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনি কৃতে
কিম্বা পরৈরীশ্বরঃ,
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র
কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিঃ স্তৎক্ষণাৎ' ॥৩৯॥

১। কৃষ্ণভক্তিরসরূপ শ্রীভাগবত ;
তাতে বেদশাস্ত্র হইতে পরম মহত্ত্ব।

তথাহি তত্রৈব প্রথমস্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়শ্লোকে বেদব্যাসবাক্যং ;—

'নিগমকল্পতরো র্গলিতং ফলং,
শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতং।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং,

ত্রিকাণ্ডতোপি শ্রেষ্ঠে শ্রীভগবৎপ্রীত্যেকব্যঞ্জকস্য শ্রীভাগবতপুরাণস্য রসাত্মকত্বং নির্দ্দিশন্ তদীয়াবয়ব সারত্ব ...দেশন দোষপরিহারপূর্ব্বকং কারণান্তরং যোজয়ন্ পূর্ব্বতোঽপিবৈশিষ্ট্যমাহ নিগমেতি। হে ভাবুকাঃ! পরম মঙ্গলা- ...য়েরসিকা ভগবৎ প্রীতিরসজ্ঞাইত্যর্থঃ। তে যূয়ং বৈকুণ্ঠাৎ ক্রমেণ ভুবি পৃথিব্যামেব গলিতমবতীর্ণং নিগমকল্পতরোঃ ...লোৎপত্তিভুবঃ শাখোপশাখাভি বৈকুণ্ঠমপ্যধ্যারূঢ়স্য বেদরূপতরোর্যৎখলুরসরূপং শ্রীভাগবতাখ্যং ফলং তং ...স্থিতাঃ পিবত আস্বাদ্যান্তর্গতং কুরুত। অহো ইত্যলাভলাভব্যঞ্জনা। ভাগবতাখ্যং যচ্ছাস্ত্রং তৎ খলুরসবদপি ...ময়তাবিবক্ষয়া রসশব্দেননির্দ্দিষ্টং। ভাগবতশব্দেনৈব তস্যরসস্যান্যদীয়ত্বং ব্যাবৃত্তং। ভাগবতস্য তদীয়ত্বেন ...পিতদীয়ত্বাক্ষেপাৎ শব্দশ্লেষেণচ ভগবৎসম্বন্ধিরসমিতিগম্যতে। স চ রসোভগবৎপ্রীতিময় এব। যস্যাং ...নায়ামিত্যাদি ফলশ্রুতেঃ। যন্ময়ত্বেনৈব শ্রীভগবতি রসশব্দঃ শ্রুতৌ প্রযুজ্যতে। রসোবৈসইতি। স এবচ ...। রসংহ্যেবায়ংলব্ধানন্দীভবতীতি। অত্র রসিকা ইত্যনেন প্রাচীনার্ব্বাচীন সংস্কারাণামেব তদ্বিজ্ঞত্বং দর্শিতং ...ত্যনেন রসস্য সুপাকিমত্বেনাধিক স্বাদুত্বমুক্তা শাস্ত্রপক্ষে সুনিষ্পন্নার্থ ত্বেনাধিক স্বাদুত্বং দর্শিতং! রসমিত্যনেন ...ত্বগষ্ঠ্যাদিরাহিত্যং ব্যজ্যাত্রপক্ষে হেয়াংশরাহিত্যং দর্শিতং। ভাগবতমিত্যনেন সৎস্বপিফলান্তরেষু নিগমস্য ...ত্বেনোক্ত্বা তস্য পরম পুরুষার্থত্বং দর্শিতং। এবং তস্যরসাত্মকস্য ফলস্য স্বরূপতোঽপি বৈশিষ্ট্যেসতি পরমোৎ-

---

...রম মঙ্গলায়ন ভগবৎ প্রীতিরসজ্ঞগণ শুক মুখ হইতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ, অমৃতসার, দুর্ল্লভ, এবং রসময়

...রূপ—রস স্বরূপ। তাতে—সেই হেতু।

ব্যাখ্যা (২৯৯) পৃষ্ঠা (৫০) শ্লোকে দেখুন ॥ ৩৮ ॥

...র অর্থে ভাগবতের আরম্ভ হইয়াছে, ইহা এই শ্লোকে দেখাইলেন। যথা,—" জন্মাদ্যস্য যতঃ" এখানে প্রণবার্থ। "যত্র ...।" ইহাতে তিন ব্যাকৃতির অর্থ, স্বরাট্, এই শব্দটী সবিতৃপ্রকাশক পরম তেজবাচী, ধীমহি পদ সাক্ষাৎ বিদ্যমান রহিয়াছে; ...নেব্রহ্মহৃদা" ইহা দ্বারা তৃতীয় পাদের অর্থ লাভ হইল ॥ ৩৮ ॥

ব্যাখ্যা (১৭ ও ১৮) পৃষ্ঠা (৩৭) শ্লোকে দেখুন ॥ ৩৯ ॥

...াকের প্রথম পাদে সাধন, দ্বিতীয় পাদে প্রয়োজন, পরার্দ্ধে তাহারই বিবরণ ॥ ৩৯ ॥

. মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ'॥৪০॥
তথা তত্রৈব প্রথমস্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে
ঊনবিংশশ্লোকে সূতং প্রতি শৌনকাদি বাক্যং ;

'বয়ন্তু ন বিতৃপ্যাম উত্তমঃ শ্লোক বিক্রমে।
যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে'॥৪১
'অতএব ভাগবত করহ বিচার ;

কর্ষবোধনার্থং বৈশিষ্ট্যান্তরমাহ শুকেতি। অত্র ফল পক্ষে কল্পতরু বাসিত্বাদলৌকিকত্বেন শুকোহপ্যমৃতমুখোহভি-প্রেয়তে। ততস্তন্মুখং প্রাপ্য যথা তৎফলং বিশেষতঃ স্বাদুভবতি তথা পরম ভাগবতমুখ সম্বন্ধং প্রাপ্য ভগবদ্গুণবর্ণন মপি ক্তত্তাদৃশ পরম ভাগবতবৃন্দ মহেন্দ্র শ্রীশুকদেব মুখ সম্বন্ধং কিমুতেতি ভাবঃ। অতএব পরমস্বাদু পরমকাষ্ঠা প্রাপ্তত্বাৎ স্বতোহন্যতশ্চ তৃপ্তিরপি ন ভবিষ্যতীত্যালয়ং মোক্ষানন্দমপ্যভিব্যাপ্য পিবতেত্যুক্তং। তথাচবক্ষ্যতে। পরিনিষ্ঠিতোহপীত্যাদি অনেনাস্বাদ্যান্তরবন্নেদং কালান্তরেহপ্যাস্বাদক বাহুল্যেপি ব্যয়িষ্যতীত্যপি দর্শিতং। যদ্বা তত্র তস্য রসস্য ভগবৎ প্রীতিময়ত্বেপি দ্বৈবিধ্যং। তৎপ্রীত্যুপযুক্তত্বং তৎপ্রীতিপরিণামত্বঞ্চেতি। যথোক্তং দ্বাদশে কথাইমাস্তে কথিতা মহীয়সাং বিতায়লোকেষু যশঃ পরেয়ুষাং। বিজ্ঞান বৈরাগ্য বিবক্ষয়া বিভোর্বচো বিভূতীনঃ পারমার্থ্যং। যস্তূত্তমঃ শ্লোকগুণানুবাদঃ সঙ্গীয়তেহভীক্ষ্ণ মমঙ্গলঘ্নঃ। তমেবনিত্যং শৃণুয়াদভীক্ষ্ণং কৃষ্ণেহমলাং ভক্তি-মভীপ্সমান ইতি। ততঃ সামান্যতো রসত্বমুক্ত্বা বিশেষতোহপ্যাহ অমৃতেতি। অমৃতং তল্লীলারসঃ। হরিলীলা কথাব্রাতামৃতানন্দিত সৎসুরমিতি দ্বাদশে শ্রীভাগবত বিশেষণাৎ। লীলা কথা রসনিষেবণমিতি তত্রৈব বসন্ত নির্দে-শাচ্চ সৎ সুরমিতি সন্তোহত্রাত্মারামাঃ। ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যেত্যাদিবৎ। তত্র সুরা অমৃতমাত্রাস্বাদিত্বাৎ। অত্র অমৃতদ্রবপদেন লীলারসস্য সার এবোচ্যতে। তস্মাদেবং ব্যাখ্যেয়ং। যদ্যপি প্রীতিময়রস এব শ্রেয়ান্ তথাপ্য-স্যাত্র বিবেকঃ। রসানুভবিনোঽত্র দ্বিবিধাঃ। পিবতেত্যুপদেশ্যাঃ স্বতন্তদনুভবিলীলাপরিকরাশ্চ। তত্র লীলা পরিকরা এব রস সারমনুভবন্তি অন্তরঙ্গত্বাৎ। পরেতু যৎ কিঞ্চিদেব বহিরঙ্গত্বাৎ। যদ্যপ্যেবং তথাপি তদনুভবময় রসসারং সানুভবময়েন রসেনৈকতয়া বিভাব্যপিবত। যতস্তাদৃশতয়া তাদৃশশুকমুখাদ্ গলিতং প্রবাহরূপেণবহন্ত-মিত্যর্থঃ। তদেবং ভগবৎ প্রীতেঃ পরমরসাপত্তিঃ শব্দোপাত্তৈব। অন্যত্র চ। সর্ব্ববেদান্তসারমিত্যাদৌ। তদ্রসা-মৃততৃপ্তস্যেত্যাদি। এবমেবাভিপ্রেত্য ভাবুকা ইত্যত্র রসবিশেষ ভাবনাচতুরাইতি টীকা। তথাস্মরন্মুকুন্দাজ্ঘ্র্যুপগূহনং পুনর্বিহাতুমিচ্ছেন্নরসগ্রহোজনইত্যাদি। অত্র বৈকুণ্ঠস্থিতকল্পতরুফলস্য রসমাত্ররূপত্বঞ্চ যথা হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে পঞ্চ-তত্ত্বনিরূপণে। দ্রব্যতত্ত্বং শৃণুব্রহ্মন্ প্রবক্ষ্যামি সমাসতঃ। সর্ব্বভোগপ্রদা যত্র পাদপাঃ কল্পপাদপাঃ। গন্ধরূপং স্বাদরূপং দ্রব্যং পুষ্পাদিকঞ্চযৎ। হেয়াংশানামভাবাচ্চ রসরূপং ভবেচ্চতৎ। ত্বগ্বীজঞ্চৈব সর্ব্বেষাং হেয়াংশংকিল যদ্ ভবেৎ। সর্ব্বন্তদ্ভৌতিকং বিদ্ধিনহ্যভূতময়ং হি তৎ। রসবদ্ভৌতিকং দ্রব্যমত্রস্যাদ্রসরূপকমিতি। অত্র বৈকুণ্ঠ ইতি তৎ প্রকরণ লব্ধং॥ ৪০॥

যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণাবতার প্রয়োজন প্রশ্নেনৈব তচ্চরিত প্রশ্নোহপিজাত এব তথাপ্যত্যৌৎসুক্যেন পুনরপিতচ্চরিত্রা ণ্যেব শ্রোতুমিচ্ছন্তস্তত্রাত্মনস্তৃপ্ত্যভাবমাবেদয়ন্তি বয়ন্ত্বিতি। যোগযাগাদিষুতৃপ্তাঃ স্মঃ। উদ্গচ্ছতিতমো যস্মাৎ স উত্তম স্তথাভূতঃ শ্লোকো যশো যস্য তস্য ভগবতো বিক্রমমাত্রেত্তনতৃপ্যামএব তত্রাপি তীর্থঙ্করেনৃপোনমিত্যাদ্যুক্ত লক্ষণস্য সর্ব্বতোহপ্যুত্তম শ্লোকস্য শ্রীকৃষ্ণস্য বিক্রমে বিশেষেণ নতৃপ্যামঃ অলমিতি নমন্যামহে। তত্র হেতুঃ। যদ্ বিক্রমং শৃণ্বতাং। যদ্বা অন্যেতু তৃপ্যন্তু নাম বয়ন্তু নেতিতুশব্দস্যান্বয়ঃ। অয়মর্থঃ। ত্রিধাহলং বুদ্ধির্ভবতি উদরাদি-ভরণেনবা রসাজ্ঞানেনবা স্বাদবিশেষাভাবাদ্বা তত্র শৃণ্বতা মিত্যনেন শ্রোত্রস্যাকাশত্বান্নভরণমিত্যুক্তং রসজ্ঞানামিত্যনেন-চাজ্ঞানতঃ পশুবত্তৃপ্তির্নিরাকৃতা ইক্ষুভক্ষণবদ্রসান্তরাভাবেনতৃপ্তিং নিরাকরোতি পদেপদে প্রতিক্ষণং স্বাদুতোপিস্বাদু॥৪১

বেদরূপকল্পতরুর ভাগবত নামক ফল তোমরা বারংবার পান কর মোক্ষাবস্থাতেও এ ফলের পানত্যাগ করিও না॥৪০

রসজ্ঞেরা শ্রবণে প্রবৃত্ত হইয়াই যাহাকে পদে পদে পরম স্বাদু বলিয়া অনুভব করিয়া থাকেন হে সূত উত্তমঃ শ্লোক শ্রীকৃষ্ণের সেই চরিত শ্রবণ করিয়া আমরা কিছুতেই তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছি না॥ ৪১॥

কৃষ্ণ ভক্তিরস স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত তাহাই এই দুই শ্লোকে ব্যক্ত হইল॥ ৪১॥

ইহা হৈতে পাবে সূত্র শ্রুতির অর্থ সার।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন ;
১। হেলায় মুক্তি পাবে, পাবে কৃষ্ণ প্রেমধন'।

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং অষ্টাদশাধ্যায়ে চতুঃপঞ্চাশত্তমশ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যং ;—

'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাংক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং' ৪২

তথা ভগবৎসন্দর্ভে শ্রীবিষ্ণুপাদাবির্ভাব-ব্যাখ্যায়াং ভাষ্যকৃতা ব্যাখ্যা ;—

'মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে' ॥৪৩॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে নবমশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শ্রীশুকদেববাক্যং ;—

'পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমশ্লোক লীলয়া
গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্' ॥৪৪॥

তথা তত্রৈব তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়ে ত্রয়শ্চত্বারিংশশ্লোকে কুমারদীন্ প্রতি ব্রহ্মবাক্যং ;—

'তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্ক মিশ্র তুলসী মকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ'॥৪৫

তথা তত্রৈব প্রথমস্কন্ধে সপ্তমাধ্যায়ে দশম শ্লোকে শৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং ;

'আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তি মিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ'॥৪৬

হেনকালে সেই মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ ;
২। সভাতে কহিল এই শ্লোক বিবরণ।
এই শ্লোকের অর্থ প্রভু একষষ্টি প্রকার
করিয়াছেন, যাহা শুনি লোকে চমৎকার।
তবে সব লোক শুনিতে আগ্রহ করিল ;
৩। একষষ্টি অর্থ প্রভু বিবরি কহিল।
শুনিয়া সন্ন্যাসিগণের চমৎকার হৈল ;
৪। চৈতন্য গোঁসাঞি শ্রীকৃষ্ণ নির্দ্ধারিল।
এত কহি উঠিয়া চলিল গৌরহরি ;
নমস্কার করি লোক হরিধ্বনি করি।
সব কাশীবাসী করে নাম সংকীর্ত্তন ;
প্রেমে হাসে নাচে গায় করয়ে নর্ত্তন।
সন্ন্যাসী পণ্ডিত করে ভাগবত বিচার ;
বারাণসী পুরী প্রভু করিল নিস্তার।
নিজগণ লঞা প্রভু আইলা বাঁসাঘর ;
বারাণসী হৈল দ্বিতীয় নদীয়া নগর।
নিজগণ লঞা প্রভু কহে হাস্য করি ;
৫। 'কাশীতে বেচিতে আমি আইলাম ভাবকালী

১। হেলায় ইত্যাদি—মুক্তি পাবে তদনন্তর কৃষ্ণ প্রেম পাবে। ২। এই শ্লোক—আত্মারাম শ্লোক। ৩। বিবরি—বিবৃত করিয়া।
৪। চৈতন্য ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রূপে প্রকট হইয়াছেন ইহাই অবধারণ করিল।
৫। কাশীতে বেচিতে ইত্যাদি—ইহার বিবরণ (১০৬) পৃষ্ঠা দেখুন।
ইহার ব্যাখ্যা (২৭৫) পৃষ্ঠা (৮) শ্লোকে দেখুন ॥ ৪২ ॥
মুক্তির পরে ভক্তি হয়, তাহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন ॥ ৪২ ॥
ইহার ব্যাখ্যা (২৪) পরিচ্ছেদে (৫৮৫) পৃষ্ঠায় (৩৪) শ্লোকে দেখুন ॥ ৪৩ ॥
মুক্ত পুরুষেরা দিব্য দেহ ধারণ করতঃ শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন, ইহাই ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা দ্বারা প্রতিপন্ন করিলেন ॥ ৪৩ ॥
ইহার ব্যাখ্যা (২৪) পরিচ্ছেদে (৫৭৬) পৃষ্ঠায় (১১) শ্লোকে দেখুন ॥ ৪৪ ॥
ইহার ব্যাখ্যা (১৭) পরিচ্ছেদে (৪২০) পৃষ্ঠায় (৯) শ্লোকে দেখুন ॥ ৪৫ ॥
ইহার ব্যাখ্যা (২৪৪) পৃষ্ঠায় (১৭) শ্লোকে দেখুন ॥ ৪৬ ॥
এই তিন শ্লোক দ্বারা মুক্ত পুরুষেরা ভগবদ্ভজন করেন, তাহাই সপ্রমাণ করিলেন ॥ ৪৬ ॥

কাশীতে গ্রাহক নাহি, বস্তু না বিকায় ;
পুনরপি দেশে বহি লওয়া নাহি যায়।
আমি বোঝা বহিব তোমা সবার দুঃখ হৈল ;
তোমা সবার ইচ্ছায় বিনা মূল্যে বিলাইল'।
সবে কহে 'লোক তারিতে তোমার অবতার ;
পূর্ব্ব দক্ষিণ পশ্চিম করিলে নিস্তার।
এক বারাণসী ছিল তোমাতে বিমুখ ;
তাহা নিস্তারিয়া কৈলে আমা সবার সুখ'।
১। বারাণসী গ্রামে যদি কোলাহল হৈল;
শুনি গ্রামী দেশী লোক আসিতে লাগিল।
লক্ষ কোটি লোক আইসে নাহিক গণন ;
সংকীর্ণ স্থানে প্রভুর না পায় দর্শন।
প্রভু যবে স্নানে যান বিশ্বেশ্বর দর্শনে,
দুই দিকে লোক করে প্রভু বিলোকনে।
বাহু তুলি প্রভু কহে বল কৃষ্ণ হরি ;
দণ্ডবৎ করে লোক হরিধ্বনি করি।
এইমত দিন পঞ্চ লোক নিস্তারিয়া ;
২। আর দিনে চলিল প্রভু উদ্বিগ্ন হইয়া।
রাত্রে উঠি প্রভু যদি করিল গমন ;
৩। পাছে লাগ লইল তবে ভক্ত পঞ্চজন।
তপন মিশ্র, রঘুনাথ, মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ,
৪। চন্দ্রশেখর কীর্ত্তনীয়া পরমানন্দ জন।
সবে চাহে প্রভু সঙ্গে নীলাচল যাইতে ;
সবারে বিদায় দিল প্রভু যত্ন সহিতে।

৫। 'যার ইচ্ছা পাছে আইস আমারে দেখিতে ;
এবে আমি একা যাব ঝারিখণ্ড পথে'।
সনাতনে কহিল 'তুমি যাহ বৃন্দাবন ;
৬। তোমার দুই ভাই তথা করিয়াছে গমন।
৭। কাঁথা করঙ্গিয়া মোর কাঙ্গাল ভক্তগণ ;
বৃন্দাবনে আইসে যদি করিহ পালন'।
এত বলি চলিলা প্রভু সবা আলিঙ্গিয়া ;
সবেই পড়িলা তথা মূর্চ্ছিত হইয়া।
কতক্ষণে উঠি সবে দুঃখে ঘর আইলা ;
সনাতন গোঁসাঞি বৃন্দাবনেতে চলিলা।
এথা রূপ গোঁসাঞি যবে মথুরা আইলা,
ধ্রুবঘাটে তাঁরে সুবুদ্ধি রায় মিলিলা।
পূর্ব্বে যবে সুবুদ্ধি রায় ছিলা গৌড় অধিকারী;
৮। সৈয়দ জাদা হুঁসেন খাঁ করে তাঁহার চাকরী
৯। দীঘি খোদাইতে তাঁরে মন্সব কৈল ;
ছিদ্র পাঞা রায় তাঁরে চাবুক মারিল।
পাছে যবে হুঁসেন সাহা গৌড়ে রাজা হৈল ;
১০। সুবুদ্ধি রায়েরে তিঁহ বহু বাড়াইল।
তাঁর স্ত্রী তাঁর অঙ্গে দেখি মারণের চিহ্নে ;
সুবুদ্ধি রায়কে মারিতে কহে রাজা স্থানে।
১১। রাজা কহে 'আমার পোষ্টা রায় হয় পিতা ;
তাঁহারে মারিব আমি ভাল নহে কথা'।
স্ত্রী কহে 'জাতি লহ যদি প্রাণে না মারিবে' ;
১২। রাজা কহে 'জাতি নিলে ইঁহো নাহি জীবে,

১। কোলাহল—বহু জন কৃত ধ্বনি। ২। উদ্বিগ্ন— অর্থাৎ জগন্নাথ দর্শনার্থ।
৩। পাছে লাগ লইল—অর্থাৎ সঙ্গে চলিলেন। ৪। কীর্ত্তনীয়া পরমানন্দ—পরমানন্দ কীর্ত্তনীয়া।
৫। পাছে আইস—অর্থাৎ ইহার পরে আসিবে। ঝারি খণ্ড পথে —বন পথে।
৬। দুই ভাই—রূপ ও শ্রীবল্লভ (অনুপম)
৭। কাঁথা করঙ্গিয়া—কাঁথা ও করঙ্গ—কমণ্ডলু। এই মাত্র যাহাদিগের আছে অর্থাৎ আর কোন অর্থাদি নাই।
৮। সৈয়দ জাদা—উচ্চ বংশসম্ভূত। যে বংশে মহম্মদ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার—সুবুদ্ধি রায়ের।
৯। মন্সব—কার্য্যাধ্যক্ষ। ছিদ্র—কর্ত্তব্যকার্য্যের ত্রুটি।
১০। তেঁহ—হুসেন খাঁ। বাড়াইল—সমাদৃত করিলেন।
১১। পোষ্টা—অন্নাদি দ্বারা পোষণকর্ত্তা। ১২। ইঁহ —সুবুদ্ধি রায়।

১। স্ত্রী মরিতে চাহে, রাজা সঙ্কটে পড়িলা ;
করোয়ার পানী তাঁর মুখে দেয়াইলা।
২। তবে সুবুদ্ধি রায় সেই ছদ্ম পাঞা ;
বারাণসী আইলা সব বিষয় ছাড়িয়া।
প্রায়শ্চিত্ত পুছিল তিঁহ পণ্ডিতের স্থানে ;
তারা কহে 'তপ্ত ঘৃত খাঞা ছাড় প্রাণে'।
৩। কেহ কহে এত নহে অল্প দোষ হয় ;
শুনিয়া রহিলা রায় করিয়া সংশয়।
তবে যদি মহাপ্রভু বারাণসী আইলা ;
তাঁরে মিলি রায় আপন বৃত্তান্ত কহিলা।
প্রভু কহে 'ইঁহা হৈতে যাহ বৃন্দাবন ;
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন।
৪। এক নামাভাসে তোমার পাপ দোষ যাবে ;
আর নাম লইতে কৃষ্ণ চরণ পাইবে'।
রায় আজ্ঞা পাইয়া বৃন্দাবনেতে চলিলা ;
প্রয়াগ অযোধ্যা দিয়া নৈমিষারণ্যে আইলা।
কতক দিবস তিঁহ নৈমিষারণ্যে রহিলা,
প্রভু বৃন্দাবন হৈতে প্রয়াগে আইলা।
মথুরা আসিয়া রায় প্রভুর বার্ত্তা পাইল ;
৫। প্রভুর লাগি না পাইয়া বড় মনে দুঃখ হৈল।
রায় শুষ্ককাষ্ঠ আনি বেচে মথুরাতে ;
পাঁচ ছয় পয়সা হয় একেক বোঝাতে।
৬। আপনে রহে এক পয়সার চাবানা খাইয়া ;
আর পয়সা বাণিয়া স্থানে রাখেন ধরিয়া।
দুঃখী বৈষ্ণব দেখিলে তারে করান ভোজন ;
গৌড়িয়া আইলে দধি ভাত তৈল মর্দ্দন।
৭। রূপ গোঁসাঞি আইলে তাঁরে বহু প্রীতি কৈল
আপন সঙ্গে লয়ে দ্বাদশ বন করাইল।
মাস মাত্র রূপগোঁসাঞি রহিলা বৃন্দাবনে ;
শীঘ্র চলি আইলা সনাতনানুসন্ধানে।
গঙ্গাতীর পথে প্রভু প্রয়াগেতে আইলা ;
৮। ইহা শুনি দুই ভাই সে পথে চলিলা।
এথা সনাতন গোঁসাঞি প্রয়াগে আসিয়া ;
৯। মথুরা আইলা সরান্ রাজ পথ দিয়া।
মথুরাতে সুবুদ্ধি রায় তাঁহারে মিলিলা ;
রূপ অনুপম কথা সকল কহিলা।
গঙ্গাপথে দুই ভাই, রাজপথে সনাতন ;
অতএব তাঁহার সনে না হৈল মিলন।
সুবুদ্ধি রায় বহু স্নেহ করে সনাতনে ;
১০। ব্যবহার স্নেহ সনাতন নাহি মানে।
মহা বিরক্ত সনাতন ভ্রমে বনে বনে ;
প্রতি বৃক্ষে প্রতি কুঞ্জে রহে রাত্রি দিনে।
১১। মথুরামাহাত্ম্য শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া,
লুপ্ত তীর্থ প্রকট করে বনেতে ভ্রমিয়া।
এই মত সনাতন বৃন্দাবনে রহিলা ;
রূপ গোঁসাঞি দুই ভাই কাশীতে আইলা।

১। স্ত্রী মরিতে চাহে—হুসেন খাঁর স্ত্রী বলিলেন যদি তুমি সুবুদ্ধি রায়ের জাতি ভ্রংশ না কর তবে আমি প্রাণত্যাগ করিব। করোয়া—বিমুখ জলপাত্র বিশেষ। পানী—পানীয় জল। মুখে—মুখ মধ্যে। দেয়াইলা—অর্থাৎ মুসলমান চাকর দ্বারা।

২। ছদ্ম—ছল। ৩। এত নহে—এত গুরু প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে না যেহেতু দোষ পাপ অল্প। সংশয়—প্রায়শ্চিত্তের মতভেদ হওয়ায় সংশয় হইল অর্থাৎ কি কর্ত্তব্য তাহা স্থির করিতে পারিলেন না।

৪। নামাভাসে—অর্থাৎ সঙ্কেতাদিতে নাম গ্রহণ করিলেও। পাপ দোষ—পাপ রূপ দোষ অর্থাৎ দুরদৃষ্ট।

৫। লাগি—অর্থাৎ দেখা। ৬। চাবানা—যাহা চর্ব্বণ মাত্র করিয়া খাইতে হয় অর্থাৎ ভ্রষ্ট চণকাদি।

৭। তাঁরে—রূপ গোস্বামীকে। ৮। দুই ভাই—রূপ ও অনুপম। ৯। সরান্—সোজা।

১০। ব্যবহার স্নেহ—লৌকিক স্নেহ। নাহি মানে—ভালবাসেন না।

১১। মথুরা মাহাত্ম্য ইত্যাদি—যে শাস্ত্রে যে স্থানে মথুরা মাহাত্ম্য লিখিত ছিল, সেই সকল প্রমাণ একত্র সংগ্রহ করিয়া মাথুর মণ্ডলে যে স্থানে যে সকল তীর্থাদি বিলুপ্ত হইয়াছিল, সেই সকল শাস্ত্রানুসারে সেই সকল তীর্থাদির আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

১। মহারাষ্ট্রী দ্বিজ, শেখর, মিশ্র তপন ;
তিনজন সহ রূপ করিল মিলন।
২। শেখরের ঘরে বাঁসা, মিশ্র ঘরে ভিক্ষা ;
মিশ্র মুখে শুনে সনাতনে প্রভুর শিক্ষা।
কাশীতে প্রভুর চরিত্র শুনি তিনের মুখে ;
সন্ন্যাসীরে কৃপা শুনি পাইলা বড় সুখে।
মহাপ্রভুর উপর লোকের প্রণতি দেখিয়া ;
৩। সুখী হৈলা লোক মুখে কীর্ত্তন শুনিয়া।
দিন দশ রহি রূপ গৌড়ে যাত্রা কৈল ;
সনাতন রূপের এই চরিত্র কহিল।
এথা মহাপ্রভু যদি নীলাদ্রি চলিলা ;
নির্জ্জন বনপথে মহাসুখ পাইলা।
৪। সুখে চলি আসে প্রভু বলভদ্র সঙ্গে ;
পূর্ব্ববৎ মৃগাদি সঙ্গে কৈলা নানা রঙ্গে।
৫। আঠারো নালাতে আসি ভট্টাচার্য্যের ব্রাহ্মণে
পাঠাইয়া বোলাইলা নিজ ভক্তগণে।
৬। শুনিয়া সকল ভক্ত পুনরপি জীলা ;
দেহে প্রাণ আইল যৈছে ইন্দ্রিয় উঠিলা।
আনন্দে বিহ্বল ভক্ত ধাইয়া আইলা ;
৭। নরেন্দ্রে আসিয়া সবে প্রভুরে মিলিলা।
৮। পুরী ভারতীর প্রভু বন্দিলা চরণ ;
দুঁহে মহাপ্রভুরে কৈল প্রেম আলিঙ্গন।
দামোদর স্বরূপ, পণ্ডিত গদাধর ;
জগদানন্দ, কাশীশ্বর, গোবিন্দ, বক্রেশ্বর,
কাশী মিশ্র, প্রদ্যুম্ন মিশ্র, পণ্ডিত দামোদর,
হরিদাস ঠাকুর আর পণ্ডিত শঙ্কর।
আর যত ভক্ত প্রভুর চরণে পড়িলা ;
সবা আলিঙ্গিয়া প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
আনন্দ সমুদ্রে ভাসে সব ভক্তগণে ;
সবা লঞা চলে প্রভু জগন্নাথ দর্শনে।
জগন্নাথ দেখি প্রভু প্রেমাবিষ্ট হৈলা ;
ভক্ত সঙ্গে বহুক্ষণ নৃত্য গীত কৈলা।
জগন্নাথসেবক আনি মালা প্রসাদ দিলা ;
তুলসী পড়িছা আসি চরণ বন্দিলা।
মহাপ্রভু আইলা গ্রামে কোলাহল হৈল ;
সার্ব্বভৌম রামানন্দ বাণীনাথ মিলিল।
৯। সবা সঙ্গে লয়ে প্রভু মিশ্রবাসা আইলা ;
সার্ব্বভৌম পণ্ডিত গোঁসাঞি নিমন্ত্রণ কৈলা।
প্রভু কহে 'মহাপ্রসাদ আন এই স্থানে,
সবা সঙ্গে ইঁহা আজি করিব ভোজনে'।
তবে দুঁহে জগন্নাথের প্রসাদ আনিল ;
সবা সঙ্গে মহাপ্রভু ভোজন করিল।
১০। এইত কহিল প্রভু দেখি বৃন্দাবন,
পুনরপি কৈল যৈছে নীলাদ্রি গমন।
ইহা যেই শ্রদ্ধা করি করয়ে শ্রবণ ;
অচিরাতে পায় সেই চৈতন্য চরণ।
মধ্যলীলার করিল এই দিগ্ দরশন ;
ছয় বৎসর করিল যৈছে গমনাগমন।

১। শেখর—চন্দ্রশেখর। ২। শেখরের ঘরে বাসা—অর্থাৎ মহাপ্রভুর। ৩। কীর্ত্তন—গুণ কীর্ত্তন।

৪। বলভদ্র—বলভদ্র ভট্টাচার্য্য যিনি মহাপ্রভুর সঙ্গে বৃন্দাবন গিয়াছিলেন। পূর্ব্ববৎ—বৃন্দাবন গমন কালের ন্যায়।

৫। ভট্টাচার্য্যের ব্রাহ্মণে—বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের শিষ্য ইনিও মহাপ্রভুর সহিত বৃন্দাবন গমন করিয়াছিলেন।

৬। জীলা—মহাপ্রভুর অদর্শনে মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন পুনর্ব্বার জীবিত হইলেন। যৈছে—যেমন। উঠিলা—উত্থিত হয়।

৭। নরেন্দ্র—চন্দন পুকুর। এই স্থানে মদনমোহনের চন্দন যাত্রা হয়।

৮। পুরী—পরমানন্দ পুরী। ভারতী—ব্রহ্মানন্দ ভারতী।

৯। মিশ্র বাসা—কাশীমিশ্রের বাটী যে স্থানে মহাপ্রভুর বাসা। পণ্ডিত গোঁসাঞি—গদাধর পণ্ডিত। সার্ব্বভৌম ও গদাধর পণ্ডিত দুই জনে একদা নিমন্ত্রণ করিলেন।

১০। প্রভু দেখি বৃন্দাবন—অর্থাৎ প্রভু বৃন্দাবন দেখিয়া। যৈছে—যে প্রকারে।

শব অষ্টাদশ বর্ষ নীলাচলে বাস ;
ক্তগণ সঙ্গে করে কীর্ত্তন বিলাস।
ধ্যলীলার ক্রম এবে করি অনুবাদ ;
নুবাদ কৈলে হয় কথার আস্বাদ।
প্রথম পরিচ্ছেদে শেষলীলার সূত্র কথন ;
। তঁহি মধ্যে কোন ভাগের বিস্তার বর্ণন।
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রভুর প্রলাপ বর্ণন ;
হি মধ্যে নানা ভাগের দিগ্ দরশন।
তৃতীয় পরিচ্ছেদে প্রভুর কহিল সন্ন্যাস ;
। আচার্য্যের ঘরে যৈছে করিল বিলাস।
চতুর্থে মাধব পুরীর চরিত্র আস্বাদন ;
গোপাল স্থাপন, ক্ষীর চুরির বর্ণন।
পঞ্চমে সাক্ষীগোপাল চরিত্র বর্ণন ;
নিত্যানন্দ কহে প্রভু করে আস্বাদন।
ষষ্ঠে সার্ব্বভৌমে করিল উদ্ধার ;
৩। সপ্তমে তীর্থযাত্রা, বাসুদেব নিস্তার।
অষ্টমে রামানন্দ সম্বাদ বিস্তার ;
আপনে শুনিল সব সিদ্ধান্তের সার।
নবমে কহিল দক্ষিণ তীর্থভ্রমণ ;
দশমে কহিল সর্ব্ব বৈষ্ণব মিলন।
একাদশে শ্রীমন্দিরে বেড়া সংকীর্ত্তন ;
দ্বাদশে গুণ্ডিচা মন্দির মার্জ্জন ক্ষালন।
ত্রয়োদশে রথ আগে প্রভুর নর্ত্তন ;
চতুর্দ্দশে হেরা পঞ্চমী যাত্রা দরশন।
তার মধ্যে ব্রজদেবীর ভাবের শ্রবণ ;
স্বরূপ কহিল প্রভু কৈলা আস্বাদন।
পঞ্চদশে ভক্তের গুণ শ্রীমুখে কহিল ;
সার্ব্বভৌম ঘরে ভিক্ষা অমোঘে তারিল।
ষোড়শে বৃন্দাবন যাত্রা গৌড়দেশ পথে ;
৪। পুনঃ নীলাচলে আইলা নাটশালা হৈতে।
সপ্তদশে বনপথে মথুরা গমন,
অষ্টাদশে বৃন্দাবন বিহার বর্ণন।
ঊনবিংশে মথুরা হৈতে প্রয়াগে গমন ;
তার মধ্যে শ্রীরূপে শক্তি সঞ্চারণ।
বিংশ পরিচ্ছেদে সনাতনের মিলন ;
তার মধ্যে ভগবানের স্বরূপ বর্ণন।
একবিংশে কৃষ্ণৈশ্বর্য্য মাধুর্য্য বর্ণন ;
৫। দ্বাবিংশে দ্বিবিধ সাধন, ভক্তি বিবরণ।
ত্রয়োবিংশে প্রেমভক্তি রসের কথন ;
চতুর্ব্বিংশে আত্মারাম শ্লোকার্থ বর্ণন।
পঞ্চবিংশে কাশীবাসী বৈষ্ণব করণ ;
কাশী হৈতে পুনঃ নীলাচলে আগমন।
পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদের এই অনুবাদ ;
যাহার শ্রবণে হয় গ্রন্থার্থ আস্বাদ।
সংক্ষেপে কহিল এই মধ্যলীলা সার ;
কোটি গ্রন্থে বর্ণন না যায় ইহার বিস্তার।
জীব নিস্তারিতে প্রভু ভ্রমিলা দেশে দেশে ;
আপনি আস্বাদি ভক্তি করিল প্রকাশে।
কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব আর ;
ভাবতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, লীলাতত্ত্ব সার।
শ্রীভাগবততত্ত্বরস করিল প্রচার ;
কৃষ্ণ তুল্য ভাগবত জানাইল সংসার।
ভক্তি লাগি বিস্তারিল আপন বদনে ;
৬। কাঁহা ভক্ত মুখে, কাঁহা শুনিলা আপনে।
৭। শ্রীচৈতন্য সম আর কৃপালু বদান্য ;
ভক্তবৎসল না দেখি ত্রিজগতে অন্য।
শ্রদ্ধা করি এই লীলা শুন ভক্তগণ ;
ইহার শ্রবণে পাবে চৈতন্য চরণ।

১। তঁহি—তার। কোন ভাগের—অর্থাৎ শেষ লীলার কোন ভাগের। ২। আচার্য্যের—অদ্বৈতাচার্য্যের।
৩। বাসুদেব—গলিত কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত বাসুদেব বিপ্র। ৪। নাটশালা—কানাইর নাটশালা গ্রাম।
৫। দ্বিবিধ—বৈধী ও রাগানুগা। ৬। কাঁহা—কোন কোন স্থানে। ৭। বদান্য—বহুপ্রদ।

ইহার প্রসাদে পাবে কৃষ্ণ তত্ত্ব সার ;
সর্ব্বশাস্ত্র সিদ্ধান্তের ইঁহা পাইবে পার।

যথা রাগ।

কৃষ্ণলীলামৃত সার, তার শত শত ধার,
দশ দিকে বহে যাহা হৈতে ;
সে চৈতন্য লীলা হয়, সরোবর অক্ষয়,
মনোহংস চরাও তাহাতে।
ভক্তগণ! শুন মোর দৈন্য বচন ;
তোমা সবার পদধূলি, অঙ্গে বিভূষণ করি,
কিছু মুঞি করোঁ নিবেদন।
১। কৃষ্ণভক্তি সিদ্ধান্তগণ, যাতে প্রফুল্ল পদ্মবন,
তার মধু কর আস্বাদন ;
প্রেমরস কুমুদবনে, প্রফুল্লিত রাত্রি দিনে,
তাতে চরাও মনোভৃঙ্গগণ।
নানা ভাবের ভক্তজন, হংস চক্রবাকগণ,
যাতে বসে করেন বিহার ;
কৃষ্ণকেলি মৃণাল, যাহা পাই সর্ব্বকাল,
ভক্ত হংস করয়ে আহার।
সেই সরোবরে গিয়া, হংস চক্রবাক হঞা,
সদা তাঁহা করহ বিলাস ;
খণ্ডিবে সকল দুঃখ, পাইবে পরম সুখ,
অনায়াসে হবে প্রেমোল্লাস।

এই অমৃত অনুক্ষণ, সাধু মহান্ত মেঘগণ,
২। বিশ্বোদ্যানে করে বরিষণ ;
তাতে ফলে অমৃত ফল, ভক্ত খায় নিরন্তর,
তার প্রেমে জীয়ে জগজ্জন।
চৈতন্যলীলামৃত পুর, কৃষ্ণলীলা কর্পূর,
দুই মিলি হয় যে মাধুর্য্য ;
সাধু গুরু প্রসাদে, তাহা [illegible] আস্বাদে,
সেই জানে মাধুর্য্য [illegible]র্য্য।
যে লীলা অমৃত বিনে, খায় যদি অন্ন পানে,
তবু ভক্তের দুর্ব্বল জীবন ;
যার একবিন্দু পানে, উৎফুল্লিত তনু মনে,
হাসে গায় করয়ে নর্ত্তন।
এ অমৃত কর পান, যাহা সম নাহি আন,
চিত্তে করি সুদৃঢ় বিশ্বাস ;
৩। না পড় কুতর্ক গর্ত্তে, অমেধ্য কর্কশাবর্ত্তে,
যাতে পড়িলে হয় সর্ব্বনাশ।
৪। শ্রীচৈতন্য! নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত ভক্তবৃন্দ!
আর যত শ্রোতা ভক্তগণ!
তোমা সবার শ্রীচরণ, শিরে করি ভূষণ,
যাহা হৈতে অভীষ্ট পূরণ।
শ্রীরূপ সনাতন, রঘুনাথ জীব চরণ,
শিরে ধরি যার করি আশ ;
কৃষ্ণলীলামৃতান্বিত, চৈতন্যচরিতামৃত,
কহে কিছু দীন কৃষ্ণদাস।

১। যাতে—যে লীলা সরোবরে। প্রেম রস ইত্যাদি—প্রেম রস রূপ কুমুদ বন দিন রাত্রি প্রফুল্লিত।
২। বিশ্বোদ্যানে—বিশ্ব রূপ বাগানে। তাতে—বিশ্বোদ্যানে। ৩। অমেধ্য—অপবিত্র। কর্কশ—কঠিন। আবর্ত্ত—পাক। অর্থাৎ যে কুতর্ক গর্ত্তে অপবিত্র ও কঠিন পাক আছে। ৪। ভক্তবৃন্দ—শ্রীবাসাদি।

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে কাশীবাসি বৈষ্ণবকরণং মহাপ্রভোঃ পুনর্নীলাদ্রি-গমনং মধ্যলীলানুবাদকরণঞ্চ পঞ্চবিংশতিতমঃ পরিচ্ছেদঃ॥

শ্রীমন্মদনগোপাল-
গোবিন্দদেবতুষ্টয়ে।
চৈতন্যার্পিতমস্ত্বেত-
চ্চৈতন্যচরিতামৃতং ॥৪৭॥

তদিদমতিরহস্যং গৌরলীলামৃতং যৎ
খলসমুদয়লোকৈর্নাদৃতং তৈরলভ্যং।
ক্ষতিরিয়মিহ কা মে স্বাদিতং যৎ সমন্তাৎ
সহৃদয়সুমনোভির্ম্মোদমেষাং তনোতি ॥৪৮॥

স্বকৃতাং গ্রন্থাবলীং ভগবদর্পিতীকর্ত্তুং প্রার্থয়তে—শ্রীমন্মদনেতি। মদনগোপালো মদনমোহনাপরনামধেয়ঃ শ্রীবিগ্রহঃ তথা গোবিন্দঃ তন্নামাপরঃ প্রসিদ্ধঃ শ্রীবিগ্রহঃ, স চ স চ তৌ, শ্রীমন্তৌ চ তৌ চ ইতি তাবেব দেবাবিতি, তয়োস্তুষ্টয়ে ন তু স্বকীর্ত্তিসন্তানায়েত্যর্থঃ, এতৎ মল্লিখিতং চৈতন্যচরিতামৃতং চৈতন্যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনাম্নি ভগবতি অর্পিতং সৎ অস্তু চিরায় বিদ্যমানসত্তাং লভতামিত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

তদিদমিতি। অতিরহস্যমতিযত্নাদ্গোপ্যমিদং তৎ প্রসিদ্ধং গৌরলীলামৃতং খলসমুদয়লোকৈঃ খলজনসমূহৈ-র্নাদৃতং নাদ্রিয়ত ইত্যর্থঃ, (পূজার্থস্যাদৃধাতোর্বর্ত্তমানে ক্ত-প্রত্যয়ঃ)। যতস্তৈঃ খলজনৈরলভ্যং লব্ধুমশক্যং অতি-রহস্যত্বেন তেষামনধিকারাৎ। ইহ অস্মিন্ মে মম ইয়ং কা ক্ষতিঃ—ন কাপীত্যর্থঃ, ত এব বঞ্চিতা ভবন্তীত্যপ্যাক্ষেপঃ। যৎ যস্মাৎ ইদং গৌরলীলামৃতং সহৃদয়সুমনোভিঃ সবাসনভক্তৈঃ স্বাদিতং সৎ এষাং সহৃদয়সুমনসাং মোদং বিগলিতবেদ্যা-ন্তরমানন্দং সমন্তাৎ সর্ব্বতস্তনোতি বিস্তারয়তি ॥ ৪৮ ॥

শ্রীমান্ মদনগোপাল ও গোবিন্দদেবের তুষ্টির জন্য এই চৈতন্যচরিতামৃত শ্রীচৈতন্যে অর্পিত হইয়া চিরকাল বিদ্যমান থাকুন্ ॥ ৪৭ ॥

অতি যত্নে গোপনীয় এই প্রসিদ্ধ গৌরলীলামৃতকে খলজনেরা আদর করে না, যেহেতু তাহাদিগের এ লীলা লাভ করিবার সামর্থ্য নাই। তাহাতে আমার কি ক্ষতি আছে, যেহেতু এই গৌরলীলামৃত সহৃদয় সাধুগণ কর্ত্তৃক আস্বাদিত হইয়া তাঁহাদিগের পরমানন্দ বিস্তার করিতেছেন, ইহাই আমার পরম লাভ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে কাশীবাসি-বৈষ্ণবকরণং, মহাপ্রভোঃ পুনর্নীলাদ্রিগমনং মধ্যলীলানুবাদকরণঞ্চ নাম পঞ্চবিংশতিতমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥

ইতি মধ্যলীলা সমাপ্ত।

সূচীপত্র।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

অন্ত্যলীলা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে শৈলং মূকমাবর্ত্তয়েৎ শ্রুতিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যমীশ্বরং ॥১॥

দুর্গমে পথি মেঽন্ধস্য স্খলৎপাদগতের্মুহুঃ।
স্বকৃপাযষ্টিদানেন সন্তঃ সন্ত্ববলম্বনং ॥২॥

শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ ;
শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, দাস রঘুনাথ।
১। এই ছয় গুরুর করোঁ চরণ বন্দন ;
২। যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্টপূরণ।

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গো র্মম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ ॥৩॥

দীব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ,
শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীমদ্রাধাশ্রীলশ্রীগোবিন্দদেবৌ,
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥৪॥

প্রারীপ্সিতস্য গ্রন্থস্য নির্ব্বিঘ্নপরিসমাপ্তিকামোগ্রন্থকৃৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবস্য কৃপামর্থযন্নমস্করোতে—পঙ্গুমিতি। যৎকৃপা যস্য চৈতন্যদেবস্যকৃপা পঙ্গুং গতিশক্তিবিহীনং শৈলং পর্ব্বতং লঙ্ঘযতে, তথা মূকং বাক্‌শক্তিরহিতং জনং শ্রুতিং বেদলক্ষণাং বাণীং আবর্ত্তয়েৎ পুনঃপুনরুদাত্তাদিস্বরেণোচ্চারয়েৎ, অহং তমীশ্বরং কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুং সমর্থং, কৃষ্ণচৈতন্যং বন্দে ॥ ১ ॥

দুর্গমেইতি। দুর্গমে গন্তুমশক্যে পথি মুহুর্বারংবারং স্খলন্তী পাদগতির্যস্য তস্য, তথা অন্ধস্য মম, কৃপালক্ষণযষ্টিদানেন, সন্তঃ সাধবঃ, অবলম্বনং সন্তু ভবন্তু ॥ ২ ॥

যাহার কৃপা পঙ্গুকে পর্ব্বত লঙ্ঘন এবং মূককে বেদপাঠ করাইতে সমর্থ, আমি সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে বন্দনা করি ॥১॥

আমি একে অন্ধ, তাহাতে আবার এই সংসারপথে পুনঃপুন পাদস্খলন হইতেছে, অতএব সাধুগণ কৃপাযষ্টি দান করিয়া আমার আশ্রয় হউন ॥ ২ ॥

ইহার ব্যাখ্যা (৭) পৃষ্ঠা (১৫) শ্লোকে দেখুন ॥ ৩ ॥
ইহার ব্যাখ্যা (৭) পৃষ্ঠা (১৬) শ্লোকে দেখুন ॥ ৪ ॥

১। করোঁ—করি। ২। যে চরণবন্দন দ্বারা বিঘ্নবিনাশ ও ইষ্টসিদ্ধি হয়।

শ্রীমান্রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপী গোপীনাথঃ শ্রিয়েহস্তু নঃ।৫

জয় জয় শ্রীচৈতন্য! জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈতচন্দ্র! জয় গৌরভক্তবৃন্দ!
মধ্যলীলা সংক্ষেপেতে করিল বর্ণন;
অন্ত্যলীলা-বর্ণন কিছু শুন ভক্তগণ!
মধ্যলীলা মধ্যে অন্ত্যলীলা-সূত্রগণ;
পূর্ব্বগ্রন্থে সংক্ষেপেতে করিয়াছি বর্ণন।
আমি জরাগ্রস্ত নিকট জানিয়া মরণ;
১। কোন লীলা বিস্তারি করিয়াছি বর্ণন।
পূর্ব্বলিখিত সূত্রগণ অনুসারে;
২। যেই নাহি লিখি, তাহা লিখিয়ে বিস্তারে।
বৃন্দাবন হইতে প্রভু নীলাচল আইলা;
স্বরূপগোসাঞী গৌড়ে বার্ত্তা পাঠাইলা।
শুনি শচী আনন্দিতা সব ভক্তগণ;
সবে মিলি নীলাচলে করিল গমন।
কুলীনগ্রামী ভক্তগণ আর খণ্ডবাসী;
৩। আচার্য্য-শিবানন্দ সনে মিলিলা সবে আসি।
৪। শিবানন্দ করে সব ঘাটি সমাধান;
সবাকে পালন করে, দেয় বাসা স্থান।
এক কুক্কুর চলে শিবানন্দ সনে;
ভক্ষ্য দিয়া লঞা চলে করিয়া পালনে।
একদিন একস্থানে নদী পার হইতে;
উড়িয়া নাবিক কুক্কুর না চড়ায় নৌকাতে।
কুক্কুর রহিলা, শিবানন্দ দুঃখী হৈলা;
দশপণ কড়ি দিয়া কুক্কুর পার কৈলা।
একদিন শিবানন্দ ঘাটিতে রহিলা;
৫। কুক্কুরের ভাত দিতে সেবক পাসরিলা।
রাত্রে আসি শিবানন্দ ভোজনে বসিলা;
"কুক্কুর পাঞাছে ভাত?" সেবকে পুছিলা।
কুক্কুর নাহি পায় ভাত শুনি দুঃখী হৈলা;
৬। কুক্কুর চাহিতে দশ লোক পাঠাইলা।
চাহিয়া না পাইল কুক্কুর, লোক সব আইল;
দুঃখী হঞা শিবানন্দ উপবাস কৈল।
প্রভাতে কুক্কুর চাহি কাহুঁ না পাইল;
সকল বৈষ্ণব মনে চমৎকার হৈল।
উৎকণ্ঠায় চলি সবে আইল নীলাচলে;
পূর্ব্ববৎ মহাপ্রভু মিলিলা সকলে।
সবা লঞা কৈল জগন্নাথ দরশন;
সবা লঞা মহাপ্রসাদ করেন ভোজন।
পূর্ব্ববৎ সবারে পাঠাইল বাসাস্থানে;
আরদিনে প্রাতঃকালে আইলা প্রভুস্থানে।
আসিয়া দেখিল সবে সেইত কুক্কুরে;
প্রভুপাশে বসিয়াছে কিছু অল্প দূরে।
প্রসাদ নারিকেলশস্য প্রভু দেন ফেলাইয়া;
"কৃষ্ণ রাম হরি কহ" বলেন হাসিয়া।
শস্য খায় কুক্কুর—"কৃষ্ণ" কহে বারবার;
দেখিয়া লোকের মনে হৈল চমৎকার।
শিবানন্দ কুক্কুর দেখি দণ্ডবৎ কৈলা;
দৈন্য করি নিজ অপরাধ ক্ষমাইলা।
আরদিন কেহ তার দেখা না পাইলা;
সিদ্ধদেহ পাঞা কুক্কুর বৈকুণ্ঠেতে গেলা।
ঐছে দিব্যলীলা করে শচীর নন্দন;
কুক্কুরকে কৃষ্ণ কহাই করিল মোচন।
এথা প্রভু আজ্ঞায় রূপ আইলা বৃন্দাবন;
কৃষ্ণলীলা-নাটক করিতে হৈল তাঁর মন।

ইহার ব্যাখ্যা (৮) পৃষ্ঠা (১৭) শ্লোকে দেখুন ॥ ৫ ॥

১। অর্থাৎ অন্ত্যলীলায় কোন লীলা বিস্তারি করিয়াছি বর্ণন। ২। বিস্তারে—বিস্তার করিয়া। ৩। আচার্য্য-শিবানন্দ—আচার্য্য এবং শিবানন্দ। আচার্য্য—অদ্বৈতাচার্য্য। শিবানন্দ—শিবানন্দ সেন। সনে—সঙ্গে। ৪। ঘাটি সমাধান—পথের সহায়তা। ৫। পাসরিলা—ভুলিয়া গেল। ৬। চাহিতে—অন্বেষণ করিতে।

বৃন্দাবনে নাটকের আরম্ভ করিল ;
১। মঙ্গলাচরণ নান্দীশ্লোক তথাই লিখিল।
পথে চলি আইসে নাটকের ঘটনা ভাবিতে ;
২। কড়চা করিয়া কিছু লাগিলা লিখিতে।
৩। এইমত দুই ভাই গৌড় দেশে আইলা ;
গৌড়ে আসি অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি হৈলা।
রূপ গোসাঞী প্রভু পাশ করিলা গমন ;
প্রভুকে দেখিতে তাঁর উৎকণ্ঠিত মন।
অনুপমের লাগি তাঁর কিছু বিলম্ব হইল ;
ভক্তগণ পাশ আইল, লাগি না পাইল।
উড়িয়া দেশে সত্যভামাপুর নামে গ্রাম ;
একরাত্রি সেই গ্রামে করিল বিশ্রাম।
রাত্রে স্বপ্নে দেখে এক দিব্যরূপা নারী ;
সম্মুখে আসিয়া আজ্ঞা দিল বহু কৃপা করি—
"আমার নাটক পৃথক্ করহ রচন ;
আমার কৃপাতে নাটক হবে বিলক্ষণ"।
স্বপ্ন দেখি রূপ গোসাঞী করিল বিচার—
"সত্যভামার আজ্ঞা পৃথক্ নাটক করিবার।
৪। ব্রজ-পুরলীলা একত্র করিয়াছি ঘটনা ;
দুই ভাগ করি এবে করিব রচনা।"
ভাবিতে ভাবিতে শীঘ্র আইলা নীলাচলে ;
আসি উত্তরিলা হরিদাসের বাসস্থলে।
হরিদাস ঠাকুর তাঁরে বহু কৃপা কৈলা—
৫। "তুমি যে আসিবে মোরে প্রভু হুঁ কহিলা।"
৬। প্রভুকে দেখিতে তাঁর উৎকণ্ঠিত মন,
হরিদাস কহে প্রভু আসিব এখন।
৭। উপলভোগ দেখি হরিদাসেরে দেখিতে ;
প্রতিদিন আইসেন প্রভু, আইলা আচম্বিতে।
"রূপ দণ্ডবৎ করে"—হরিদাস কহিলা ;
হরিদাসে মিলি প্রভু রূপে আলিঙ্গিলা।
৮। হরিদাস-রূপ লঞা বসিল একস্থানে ;
কুশলপ্রশ্ন ইষ্টগোষ্ঠী কৈল কতক্ষণে।
৯। সনাতনের বার্ত্তা যবে গোসাঞী পুছিল ;
রূপ কহে—"তাঁর সঙ্গে দেখা না হইল।
১০। আমি গঙ্গাপথে আইলাম, তিঁহ রাজপথে ;
অতএব আমার দেখা নহিল তাঁর সাথে।
প্রয়াগে শুনিলা তিঁহ গেলা বৃন্দাবন"—
অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি কৈল নিবেদন।
১১। রূপে তাঁহা বাসা দিয়া গোসাঞী চলিলা ;
গোসাঞীর সঙ্গী ভক্ত রূপেরে মিলিলা।
আরদিন মহাপ্রভু সব ভক্ত লঞা ;
১২। রূপে মিলাইলা সবায় কৃপা ত করিয়া।
সবার চরণ রূপ করিল বন্দন ;
কৃপা করি রূপে সবে কৈল আলিঙ্গন।
শ্রীঅদ্বৈত-নিত্যানন্দ প্রভু দুইজনে ;
প্রভু কহে—"রূপে কৃপা কর কায়মনে।
তোমা দুঁহার কৃপায় ইঁহার তৈছে হউক শক্তি
যাতে বিরচিতে পারেন কৃষ্ণরসভক্তি।"
গৌড়িয়া-উড়িয়া যত প্রভুর ভক্তগণ ;
সবার হইল রূপ স্নেহের ভাজন।
প্রতিদিন আসি প্রভু করেন মিলনে ;
১৩। মন্দিরে যে প্রসাদ পান দেন দুইজনে।

১। তথাই—বৃন্দাবনে। ২। কড়চা—খসরা অর্থাৎ স্মরণ লিপি। ৩। দুই ভাই—রূপ ও অনুপম। এই অনুপমের নাম শ্রীবল্লভ ইনি রূপগোস্বামীর কনিষ্ঠ সহোদর ও জীব গোস্বামীর পিতা। ৪। ব্রজলীলা ও পুরলীলা। ৫। হরিদাস ঠাকুরের উক্তি। ৬। তাঁর—শ্রীরূপের। ৭। উপলভোগ—উপলভোগ অর্থাৎ অন্ন ব্যঞ্জনাদি ভিন্ন ভোগ। ৮। হরিদাস ও রূপকে লইয়া। ৯। গোসাঞী—মহাপ্রভু। ১০। গঙ্গাপথে—যে পথ দ্বারা মহাপ্রভু বৃন্দাবন হইতে প্রয়াগে আসিয়াছিলেন। ১১। তাঁহা—হরিদাসের বাসস্থানে। ১২। রূপে…করিয়া =কৃপা করিয়া সকলের সহিত রূপকে পরিচিত করিয়া দিলেন। ১৩। দুই জনে—হরিদাস ও রূপগোস্বামীকে।

ইষ্টগোষ্ঠী দোঁহা সনে করি কতক্ষণ ;
মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু করেন গমন।
এইমত প্রতিদিন প্রভুর ব্যবহার ;
প্রভুকৃপা পাঞা রূপের আনন্দ অপার।
ভক্ত লঞা কৈল প্রভু গুণ্ডিচামার্জ্জন ;
১। যাইটোটা আসি কৈল বন্যভোজন।
প্রসাদ খায়, হরি বলে সর্ব্ব ভক্তগণ ;
দেখি হরিদাস-রূপের হরষিত মন।
২। গোবিন্দ দ্বারা প্রভুর শেষ প্রসাদ পাইলা ;
প্রেমে মত্ত দুই জন নাচিতে লাগিলা।
আরদিনে প্রভু রূপে মিলিয়া বসিলা ;
সর্ব্বজ্ঞশিরোমণি প্রভু কহিতে লাগিলা—
৩। "কৃষ্ণকে বাহির না করিহ ব্রজ হৈতে ;
ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না পারে থাকিতে।

তথাহি শ্রীলঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণপ্রকটলীলায়াং পরমতোত্থাপনে দ্বাত্রিংশাঙ্কধৃত যামলবচনং—

১। যাইটোটা—যাতি কুসুমের বাগান, এই বাগানের পুষ্প দ্বারা জগন্নাথদেবের বেশ রচনা হইত। চলিত ভাষায়—আইটোটা।

২। শেষ প্রসাদ পাইল—অর্থাৎ হরিদাস এবং রূপগোস্বামী প্রভুর সেবক গোবিন্দ কর্তৃক প্রভুর শেষ প্রসাদ পাইলেন।

৩। কৃষ্ণকে…থাকিতে—এইস্থানের অভিপ্রায় এই যে, শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন হইতে মথুরায় এবং মথুরা হইতে দ্বারকায় গমনের পর ব্রজে আগমন সুস্পষ্ট বর্ণিত নাই, তদনুসারে যদি ব্রজলীলার পর শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা গমনানন্তর সেইস্থানেই প্রকট লীলার সমাপ্তি হয়, তাহা হইলে বিয়োগান্ত ব্রজলীলার সমাপ্তি দ্বারা সাতিশয় বিরসতা উপস্থিত হয়। যদি শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভাদিধৃত পদ্মপুরাণীয় গদ্যপদ্যানুসারে দন্তবক্র-বধের পর শ্রীকৃষ্ণের ব্রজাগমন পূর্ব্বক মাসদ্বয় প্রকট বিহারান্তর নিত্যলীলায় প্রবেশ বর্ণন হয়, তবে পূর্ব্বের ন্যায় পুরলীলারও বিয়োগান্ত সমাপ্তি হয়। ভবভূতি কালিদাস প্রভৃতি পূর্ব্ব মহাজনগণ দীর্ঘ বিরহানন্তর নায়ক-নায়িকার পুনর্ব্বার সম্ভোগ বর্ণন করিয়া শৃঙ্গাররসের পুষ্টি সাধন এবং মর্য্যাদা পালন করিয়াছেন। এমন কি, রামায়ণাদিতে বনবাসের পর শ্রীসীতার সহিত শ্রীরামচন্দ্রের পুনর্মিলন বর্ণনা না থাকিলেও ভবভূতি উত্তরচরিতে সীতার সহিত শ্রীরামের পুনর্ব্বার সম্ভোগ বর্ণন করিয়া উজ্জ্বলরসের পুষ্টিসাধন ও মর্য্যাদাস্থাপন করিয়াছেন। শ্রীরূপগোস্বামী রসমর্য্যাদা স্থাপনার্থ ও পূর্ব্ব মহাজনের অনুবর্ত্তন এবং "কৈশোরে গোপকন্যাস্তা যৌবনে রাজকন্যকাঃ" অর্থাৎ যাঁহারা কৈশোরে (ব্রজলীলায়) গোপকন্যা, তাঁহারাই যৌবনে (পুরলীলায়) রাজকন্যা (অর্থাৎ মহিষীবর্গ)—এই শাস্ত্রীয় প্রমাণের আশ্রয় করতঃ মহাভাবময় গোপীগণ এবং অনুরাগময় মহিষীবর্গকে একীকৃত করিয়া নাটক রচনা করিয়াছিলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—প্রাপঞ্চিকলীলায় গোপীগণ ও মহিষীগণ অভিন্নতত্ত্ব হইলেও গোপীগণ মহাভাবময় ও মহিষীগণ অনুরাগময় হওয়ায়, ভাব-ভেদে ইঁহাদিগের ভেদ স্থিরীকৃত হইয়াছে। বৃষভানু ও চন্দ্রভানু প্রভৃতির কন্যা শ্রীরাধিকা এবং চন্দ্রাবলী প্রভৃতি গোপীগণ এবং ভীষ্মক ও সত্রাজিৎ প্রভৃতির কন্যা রুক্মিণী ও সত্যভামা প্রভৃতি মহিষীগণ যেকালে (অর্থাৎ কোন কল্প-বিশেষে) রসিকেন্দ্রচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ রসবিশেষের আস্বাদনার্থ গোপীগণ ও মহিষীগণকে একীকৃত করিয়া লীলা করেন, সেকালে বিন্ধ্যাচলের কন্যা রুক্মিণী ও সত্যভামা ব্রজে রাধা ও চন্দ্রাবলী নামে অভিহিত হন্। শ্রীকৃষ্ণ যদুপুরীতে গমন করিলে শ্রীরাধিকার সূর্য্যমণ্ডলে এবং চন্দ্রাবলীর ভীষ্মকগৃহে প্রবেশ হয়, সেখানে রুক্মিণী নামে অভিহিত হন্। এইরূপ ললিতাদি জাম্ববদাদি গৃহে প্রবেশ করেন এবং অপর গোপীগণ কামাখ্যা দেবীর সমীপে অবস্থান করেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় গমন করিয়া রুক্মিণীর পাণিগ্রহণ এবং দ্বারকায় নববৃন্দাবনের আবিষ্কার করেন। সত্রাজিৎ সূর্য্যের আরাধনা করিয়া সত্যভামাকে লাভ করতঃ রুক্মিণীর নিকট অর্পণ করেন। যেমন প্রদীপ ও দীপক একস্থানে প্রকাশ পাইলে দীপকের আলোকই প্রকাশ পায়, তদ্রূপ অনুরাগময় মহিষীগণ মহাভাবময় গোপীগণে মিলিত হওয়ায় মহাভাবেরই প্রকাশ হইয়াছিল, অনুরাগ তাহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতএব দ্বারকায় কৃষ্ণপ্রেয়সীগণ রুক্মিণী সত্যভামাদি রূপে খ্যাত হইলেও আপনাদিগকে চন্দ্রাবলী রাধিকাদি বলিয়াই অভিমান করিতেন। পরে পূর্ণমনোরথ নামক দশমাঙ্কে শ্রীকৃষ্ণ নববৃন্দাবনে সমস্ত গোপীগণে (মহিষীগণে) মিলিত হইলেন। চন্দ্রাবলীর আগ্রহে শ্রীরাধিকার পাণিগ্রহণ করিলেন এবং ব্রজ হইতে নন্দ, যশোদা শ্রীদামাদি সকলেই উপস্থিত হইলেন। যখন শ্রীরাধিকা জানিতে পারিলেন—আমার পতি শ্রীকৃষ্ণ, যশোদা শ্বশ্রূ, চন্দ্রাবলী ভগিনী, তখন তাঁহার সমস্ত মনোরথ পূর্ণ হইল এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিকট ব্রজগমন প্রার্থনা করিয়াছিলেন। অতএব উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে দীর্ঘপ্রবাসের পরে এই নববৃন্দাবনেই সমৃদ্ধিমৎ সম্ভোগ বর্ণন করিয়াছেন, তাহা স্বকীয়ভাব ব্যতীত সম্পন্ন হইতে পারে না, সমৃদ্ধিমৎসম্ভোগ ব্যতীতও উজ্জ্বলরস পুষ্ট এবং সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন হয় না, অতএব ভাগবতামৃতে বলিয়াছেন—"অথ প্রকটরূপেণ কৃষ্ণো যদুপুরীং গতঃ।" শ্রীকৃষ্ণ প্রকটলীলায় ব্রজ হইতে যদুপুরীতে গমন করিয়াছিলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বিপ্রলম্ভ ব্যতীত সম্ভোগের পুষ্টি সাধন হয় না, সেইজন্যই, শ্রীকৃষ্ণ যদুপুরীতে গমন করিয়াছিলেন। দন্তবক্র-বধের পর ব্রজে আগমন পূর্ব্বক নিত্যপ্রেয়সী গোপীগণের পাণিগ্রহণ করতঃ মাসদ্বয় প্রকট বিহার করিয়া নিত্য লীলায় প্রবেশ করেন। প্রাপঞ্চিকলীলায় প্রকটরূপে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে আগমন হইয়া থাকে, তাহার বর্ণন না থাকায়, ব্রজোপাসকের বড়ই কষ্ট হয়, এই নিমিত্ত বলিলেন—"কৃষ্ণকে বাহির না করিও ব্রজ হতে" অর্থাৎ তুমি রসপুষ্টির নিমিত্ত যেমন কাদাচিৎক লীলা বর্ণন করিয়া উত্তর লীলায় নিত্যতা স্থাপন করিয়াছ,

কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যস্তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স ক্বচিন্নৈব গচ্ছতি ॥৬॥

১। এত কহি মহাপ্রভু মধ্যাহ্নে চলিলা ;
রূপ গোসাঞী মনে কিছু বিস্ময় হইলা—

"পৃথক্ নাটক করিতে সত্যভামা-আজ্ঞা দিল ;
২। জানি পৃথক্ নাটক করিতে প্রভুর আজ্ঞা হৈল
পূর্ব্বে দুই নাটকের ছিল একত্র রচনা ;
দুই ভাগ করি এবে করিব ঘটনা।

কৃষ্ণোঽন্য ইতি। যদুসম্ভূতো যাদবতয়া প্রাপ্তপ্রসিদ্ধিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ অন্যঃ অন্যপ্রকাশঃ, যস্তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ নন্দনন্দনতয়া খ্যাতঃ, স তু বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য ক্বচিৎ কস্মিংশ্চিৎকালে নৈব গচ্ছতি ন গচ্ছত্যেব। অপ্রকটপ্রকাশেন বৃন্দাবনমপরিত্যজ্য প্রকটপ্রকাশেন গচ্ছত্যেব। ক্বচিদিতি 'অসাকল্যেচিচ্চনা'বিত্যমরোক্ত্যা ক্বচিদপীত্যমুক্ত্যা চ ক্বচিন্ন গচ্ছতি ক্বচিদ্ গচ্ছতীত্যায়াতং। তেনাপ্রকটলীলায়াং ন গচ্ছতি, প্রকটলীলায়ান্তু গচ্ছতীতি লভ্যতে। অথ প্রকটরূপেণ কৃষ্ণো যদুপুরীং গতঃ। 'ব্রজেশজত্বমাচ্ছাদ্য স্বাং ব্যঞ্জন্ বাসুদেবতা'মিতি ভাগবতামৃতাৎ। ন চ ক্বচিদিত্যত্রৈবকারবস্থাঘয়েন ক্বচিদেব ন গচ্ছতীতি প্রকটাপ্রকটলীলাদ্বয়েপি শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনস্য যদুপুরীগমনং নাস্তীতি বাচ্যং, 'অব্যক্তং প্রধানগামী'তি পাণিনিসূত্রেণৈবকারস্য ক্রিয়য়ৈবান্বয়ৌচিত্যাৎ। অতএবাপ্রকটলীলাবিষয়কং যামলবচনমিদং জ্ঞেয়ং। প্রকটলীলায়ান্তু জন্মানন্তরং শ্রীকৃষ্ণস্য মথুরাতো ব্রজাগমনং ততো মথুরাগমনাদিকং ততো দন্তবক্রবধানন্তরঃ শ্রীকৃষ্ণো ব্রজমাগত্য তত্রমাসদ্বয়ং প্রকটবিহারং কৃত্বা নিত্যলীলায়ামবস্থিত ইতি দশমটিপ্পণী-ভাগবতামৃত-কৃষ্ণসন্দর্ভ-লোচনরোচনী-প্রভৃতিষু সিদ্ধান্তিতং। ন চ কৃষ্ণদ্বয়মাশঙ্কনীয়মাচার্য্যপাদানামস্বারস্যাৎ, পূর্ব্বোক্তসিদ্ধান্তগ্রন্থানাং ব্যাকোপাচ্চ। যামলবচনমিদং কেনচিদ্দ্বিকৃষ্ণবাদিনা সন্নিবেশিতমিতি লক্ষ্যতে প্রকরণবিরুদ্ধত্বাদিতি সুধীভিরনুসন্ধেয়মিতি ॥ ৬ ॥

বসুদেবনন্দন বলিয়া বিখ্যাত শ্রীকৃষ্ণ অন্যপ্রকাশ, কিন্তু যে প্রকাশ নন্দনন্দন বলিয়া বিখ্যাত তিনি বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া অপ্রকটপ্রকাশে কোনস্থানে গমন করেন না, অর্থাৎ অপ্রকটপ্রকাশে বৃন্দাবনে অবস্থিতি করিয়া প্রকট প্রকাশে যদুপুরী গমন করিয়া থাকেন ॥ ৬ ॥

তদ্রূপ প্রাথমিকলীলা বর্ণন করিয়া ব্রজেই তাহার সমাপ্তি কর। এই নিমিত্ত বলিলেন—"কৃষ্ণ কভু ব্রজ ছাড়ি না পারে থাকিতে"। অতএব শ্রীরূপ পৃথক্রূপে "বিদগ্ধমাধব" নাটক রচনা করিয়া মহাপ্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিলেন।

১। মধ্যাহ্ন—মধ্যাহ্নকৃত্য স্নানাদি। ২। জানি—বোধ করি। যেমন সত্যভামা বলিলেন—"আমার নাটক পৃথক করিয়া রচনা কর," তদ্রূপ রাধাভাবাবিষ্ট মহাপ্রভুও বলিলেন—"আমার নাটক (অর্থাৎ ব্রজলীলা) পৃথক্ করিয়া বর্ণন কর"। তাহাতেই বলিলেন—"কৃষ্ণকে বাহির" ইত্যাদি।

প্রকট অপ্রকট ভেদে লীলা দ্বিবিধ, তন্মধ্যে প্রকটলীলায় ইতস্ততঃ গতাগতি আছে, অপ্রকটলীলায় বৃন্দাবনাদিতে নিত্যই অবস্থান করিয়া নিজ পরিকরের সহিত বিহারাদি করিয়া থাকেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণ প্রকটলীলায় বৃন্দাবন হইতে যদুপুরী গমন করিয়া দন্তবক্র বধানন্তর পুনর্ব্বার ব্রজে আগমন করিয়া দুই মাস প্রকট বিহার করতঃ নিত্যলীলায় অবস্থান করেন, সে সময় দ্বারকালীলা প্রকট থাকে ; ইহাই গোস্বামিপাদদিগের অভিপ্রায়। অতএব যামলের বচনটী অপ্রকটলীলা বিষয়ক। এই শ্লোক দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ প্রকটলীলায় যদুপুরীতে গমন করেন এবং অপ্রকটলীলায় কোন স্থানে গমন করেন না, ইহাই সপ্রমাণ করিলেন ; বস্তুতঃ এই যামল-বচনটী হয়ত কোন কৃষ্ণদ্বয়বাদী পরে এইস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়, যেহেতু ইহা এই প্রকরণে সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না ॥ ৬ ॥

১। দুই নান্দী-প্রস্তাবনা দুই সংঘটনা ;
পৃথক্ করিয়া লিখি করিয়া ভাবনা।”
রথযাত্রায় জগন্নাথ দর্শন করিল ;
রথ-অগ্রে প্রভুর নৃত্য-কীর্ত্তন দেখিল।
প্রভুর নৃত্যশ্লোক শুনি শ্রীরূপ গোসাঞী ;
২। সেই শ্লোকের অর্থে শ্লোক করিল তথাই।
পূর্ব্বে সেই সব কথা করিয়াছি বর্ণন ;
তথাপি কহিয়ে কিছু সংক্ষেপ কথন।
সামান্য এক শ্লোক প্রভু পড়েন কীর্ত্তনে ;
কেন শ্লোক পড়েন ইহা কেহ নাহি জানে।
সবে একা স্বরূপ-গোসাঞী শ্লোকের অর্থ জানে
৩। শ্লোকানুরূপ পদ করান্ আস্বাদনে।
রূপ-গোসাঞী মহাপ্রভুর জানি অভিপ্রায় ;
৪। সেই অর্থে শ্লোক কৈল প্রভুরে যে ভায়।

তথাহি কাব্যপ্রকাশে প্রথমোল্লাসে চতুর্থাঙ্কধৃতঃ তথা পদ্যাবল্যাং অশীত্যধিকশততমাঙ্কধৃতং কস্যাশ্চিন্নায়িকায়া বচনং—

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বর
স্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ
প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরত-
ব্যাপারলীলাবিধৌ,
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে
চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥৭॥

শ্রীরূপগোস্বামিকৃত শ্লোকঃ যথা—

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখং।
তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে,
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥৮॥

তালপত্রে শ্লোক লিখি চালেতে রাখিলা ;
সমুদ্রস্নান করিবারে রূপ গোসাঞী গেলা।

ইহার ব্যাখ্যা (১৮৭) পৃষ্ঠা (৬) শ্লোকে দেখুন। ৭।
ইহার ব্যাখ্যা (১৮৯) পৃষ্ঠা (৭) শ্লোকে দেখুন। বৃন্দাবনে সাতিশয় আনন্দ, তাহাই এই শ্লোক দ্বারা অভিব্যক্ত হইল। ৮।

১। নান্দী—নান্দীর লক্ষণ নাটকচন্দ্রিকাতে বলিয়াছেন যথা—

প্রস্তাবনায়াস্তু মুখে নান্দী কার্য্যা শুভাবহা।
আশীর্নমস্ক্রিয়াবস্তুনির্দ্দেশান্যতমান্বিতা।
অষ্টাভির্দ্দশভির্যুক্তা কিং বা দ্বাদশভিঃ পদৈঃ।
চন্দ্রনামাঙ্কিতাপ্রায়ো মঙ্গলার্থপদোজ্জ্বলা।
মঙ্গলং চক্রকমলচকোর-কুমুদাদিকং।

প্রস্তাবনার প্রারম্ভে শুভাবহ নান্দী পাঠ করিতে হইবে। সেই নান্দী আশীর্ব্বাদ, নমস্কার এবং বস্তুনির্দ্দেশরূপ ত্রিবিধ। ইহার মধ্যে যে কোন একটি বিষয়ে যুক্ত অষ্ট, দশ, অথবা দ্বাদশ পদে রচিত। চন্দ্রপর্য্যায় শব্দ এবং মঙ্গলবাচক শব্দ দ্বারা অলঙ্কৃত হইবে। চক্রবাক, পদ্ম, চকোর এবং কুমুদাদি বাচক শব্দকে মঙ্গল বাচক বলে।

প্রস্তাবনা—প্রস্তুত অর্থের অবতারণাকে প্রস্তাবনা বলে। এই প্রস্তাবনাকে আমুখ বলে। ইহার লক্ষণ যথা—

নটী বিদূষকোবাপি পারিপার্শ্বিক এব বা। সূত্রধারেণ সহিতাঃ সংলাপং যত্র কুর্ব্বতে।
চিত্রৈর্বাক্যৈঃ স্বকার্য্যোত্থৈঃ প্রস্তুতাক্ষেপিভির্মিথঃ। আমুখং তত্তু বিজ্ঞেয়ং বুধৈঃ প্রস্তাবনা হি সা।

নটী, বিদূষক অথবা পারিপার্শ্বিক সূত্রধার অর্থাৎ প্রধান নটের সহিত প্রস্তুত বিষয়ের আক্ষেপক এবং স্বীয় কার্য্যোপযোগি বিচিত্র বাক্য দ্বারা পরস্পর আলাপ যে ভাবে করেন, তাহাকে পণ্ডিতেরা আমুখ বলেন এবং তাহারই নাম প্রস্তাবনা।

২। তথাই—সেই স্থানে অর্থাৎ রথ সমীপে। ৩। পদ—অর্থাৎ গীত।
৪। যে ভায়—অর্থাৎ প্রভুর হৃদয়ে যে অর্থ প্রকাশিত হয়।

হেনকালে প্রভু আইলা তাঁহারে মিলিতে ;
চালে শ্লোক পাঞা প্রভু লাগিলা পড়িতে
শ্লোক পড়ি প্রভু সুখে প্রেমাবিষ্ট হৈলা ;
হেনকালে রূপ গোসাঞী স্নান করি আইলা।
প্রভু দেখি দণ্ডবৎ প্রাঙ্গণে পড়িলা ;
প্রভু তাঁরে চাপড় মারি কহিতে লাগিলা।
১। "গূঢ় মোর হৃদয় তুমি জানিলে কেমনে ?"
এত কহি রূপে কৈল দৃঢ় আলিঙ্গনে।
সে শ্লোক লইয়া প্রভু স্বরূপে দেখাইল ;
স্বরূপের পরীক্ষা লাগি তাঁহারে পুছিল—
"মোর অন্তরবার্ত্তা রূপ জানিল কেমনে ?
স্বরূপ কহে—"জানি কৃপা করিয়াছ আপনে।
অন্যথা এ অর্থ কারও নাহি হয় জ্ঞান ;
তুমি পূর্ব্বে কৃপা কৈলে করি অনুমান।"
প্রভু কহে—"ইঁহ আমায় প্রয়াগে মিলিলা ;
যোগ্য পাত্র জানি ইঁহায় মোর কৃপা হৈলা।
তবে শক্তি সঞ্চারি আমি কৈল উপদেশ ;
তুমিও কহিও ইঁহায় রসের বিশেষ।"
স্বরূপ কহে—"যবে এই শ্লোক দেখিল ;
তুমি করিয়াছ কৃপা তবহিঁ জানিল।"

তথাহি ন্যায়ঃ—

ফলেন ফলকারণমনুমীয়তে ॥৯॥

তথাহি নৈষধীয়ে তৃতীয়সর্গে সপ্তদশ শ্লোকে দময়ন্তীং প্রতি হংসবাক্যং—

স্বর্গাপগা হেমমৃণালিনীনাং
নালামৃণালাগ্রভুজো ভজামঃ।
অন্নানুরূপাং তনুরূপঋদ্ধিং
কার্য্যং নিদানাদ্ধি গুণানধীতে ॥১০॥

চাতুর্ম্মাস্য রহি গৌড়ে বৈষ্ণব চলিলা ;
২। রূপ গোসাঞী মহাপ্রভুর চরণে রহিলা।
একদিন রূপ করেন নাটক লিখন ;
আচম্বিতে মহাপ্রভুর হৈল আগমন।
৩। সম্ভ্রমে দুঁহে উঠি দণ্ডবৎ হৈলা ;
দুঁহে আলিঙ্গিয়া প্রভু আসনে বসিলা।
"কাঁহা পুথি লিখ ?"—বলি একপত্র নিল ;
অক্ষর দেখিয়া প্রভু মনে সুখী হইল।
শ্রীরূপের অক্ষর যেন মুকুতার পাঁতি ;
প্রীত হঞা করে প্রভু অক্ষরের স্তুতি।

ফলেনেতি। ফলেন ফলদর্শনেন কার্য্যদর্শনেনেত্যর্থঃ ফলস্য কারণমনুমীয়তে অনুমাতুর্ভবিতি শেষঃ ॥৯॥

ননু ভবান্ স্বর্গীয়োহংসঃ, সুবর্ণশরীরস্ত্বং কথমিত্যাশঙ্ক্যাহ—স্বর্গেতি। স্বর্গাপগায়াঃ স্বর্ণদ্যা হেমমৃণালিনীনাং স্বর্ণকমলিনীনাং নালামৃণালানি চ নালাসম্বন্ধানি মৃণালানি বা তেষামগ্রাণি ভুঞ্জতইতি তাদৃশা বয়ং অন্নানুরূপাং ভক্ষণীয়-স্বর্ণরূপতবীর্য্যযোগ্যাং তনুরূপং ঋদ্ধিং শরীরসৌন্দর্য্যসমৃদ্ধিং ভজামঃ প্রাপ্নুমঃ। কথমিদমিত্যাহহি যতঃ কার্য্যং ঘটাদি কর্ত্তৃনিদানাং আদিকারণাৎ কপালাদেঃ সমবায়িকারণাৎ গুণান্ শৌক্ল্যাদীন্ অধীতে প্রাপ্নোতি। 'কারণগুণাঃ কার্য্যগুণ-মারভন্ত' ইতি শাস্ত্রকৃতঃ। অত্র কারণপদং সমবায়িকারণপরং। আরভন্তে জনয়ন্তি, প্রকৃতে তু সৌবর্ণমৃণালাদিভক্ষণাদস্মাকং সুবর্ণময়ত্বং। নালা পদ্মদণ্ডঃ। মৃণালং বিসং। অথচ বয়ং নালা নল সম্বন্ধিন ইত্যপ্যুট্টঙ্কিতং। তনুরূপঋদ্ধিমিত্যত্র 'ঋদ্ ন্তোবেঁকো হ্রস্ব' ইতি পাক্ষিকত্বাৎ সন্ধ্যভাবঃ ॥১০॥

ফলদর্শন করিলে ফলের কারণ অনুমান প্রমাণের বিষয় হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

আমরা স্বর্গনদীস্থ সুবর্ণকমলিনীর নালা ও মৃণালের অগ্রভাগ ভোজন করিয়া ভক্ষ্যবস্তুর অনুরূপ শরীর-সৌন্দর্য্য লাভ করিয়াছি, যেহেতু কার্য্য মূলকারণ হইতেই গুণ লাভ করিয়া থাকে ॥ ১০ ॥

মহাপ্রভু পূর্ব্বে যে রূপগোস্বামীকে কৃপা করিয়াছেন, তাহা এতাদৃশ শ্লোক রচনা করাতেই অনুমিত হইল ॥ ৯ ॥
আপনার কৃপা হইতেই রূপ এতাদৃশ শক্তিসম্পন্ন হইয়াছেন, ইহাই এই শ্লোক দ্বারায় প্রতিপন্ন করিলেন ॥ ১০ ॥

১। গূঢ় মোর হৃদয়—অর্থাৎ আমার হৃদয়স্থিত গূঢ় অর্থ। ২। চরণে—অর্থাৎ সমীপে। ৩। দুঁহে—রূপ এবং হরিদাস।

সেই পত্রে প্রভু এক শ্লোক দেখিলা ;
পড়িতেই শ্লোক প্রেমে আবিষ্ট হইলা।

তথাহি **বিদগ্ধমাধবে** প্রথমাঙ্কে ত্রয়োদশ শ্লোকে নান্দীমুখীং প্রতি পৌর্ণমাসী বাক্যং—

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে
তুণ্ডাবলিলব্ধয়ে,
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে
কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাং।
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং,
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ
কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী ॥১১॥

শ্লোক শুনি হরিদাস হইল উল্লাসী ;
নাচিতে লাগিলা শ্লোকের অর্থ প্রশংসি—
১। "কৃষ্ণ নামের মহিমা শাস্ত্রসাধুমুখে জানি ;
নামের মাধুর্য্য ঐছে কাঁহা নাহি শুনি"।

তবে মহাপ্রভু দুঁহে করি আলিঙ্গন ;
মধ্যাহ্ন করিতে সমুদ্রে করিলা গমন।
আর দিন মহাপ্রভু দেখি জগন্নাথ ;
সার্ব্বভৌম-রামানন্দ-স্বরূপাদি সাথ।
সবে মিলি চলি আইলা শ্রীরূপে মিলিতে ;
২। পথে তাঁর গুণ সবারে লাগিল কহিতে।
৩। দুই শ্লোক কহি প্রভুর হৈল মহাসুখ ;
নিজভক্তের গুণ কহে হঞা পঞ্চমুখ।
৪। সার্ব্বভৌম-রামানন্দে পরীক্ষা করিতে ;
শ্রীরূপের গুণ দুঁহারে লাগিলা কহিতে।
ঈশ্বর-স্বভাব ভক্তের না লয় অপরাধ ;
৫। অল্প সেবা বহু মানে আত্ম পর্য্যন্ত প্রসাদ।

তথাহি **শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ** দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং সপ্ততিতমশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামি বাক্যং—

ভৃত্যস্য পশ্যতি গুরূনপি নাপরাধান্
সেবাং কৃতামপি মনাগবহুধাভ্যুপৈতি।

তুণ্ড ইতি। হে নান্দীমুখি! অহং নো জানে। অকর্ম্মকস্য জ্ঞাধাতোরাত্মনেপদং। কৃষ্ণেতি বর্ণমাত্রবোধকস্য কৃষ্ণশব্দস্যোত্তরে বিভক্তেরভাবাৎ সন্ধিঃ। বর্ণদ্বয়ী অক্ষরযুগলং। কিয়দ্ভিঃ কিমৎপরিমিতৈরমৃতৈর্জনিতা উৎপাদিতা। কথমিতি চেত্তত্রাহ—তুণ্ডে বদনে তাণ্ডবিনী তাণ্ডবং নাট্যং তৎ কুর্ব্বতী সতী নটীব তুণ্ডাবলীনাং লব্ধয়ে প্রাপ্তয়ে রতিং বিতনুতে প্রকাশয়তি, কিমেকেন তুণ্ডেন তুণ্ডাবল্যো ভবন্তেচেত্তর্হি মুখেন কৃষ্ণনামকীর্ত্তনং ক্রিয়ত ইত্যভিলাষ-মুৎপাদয়তীত্যর্থঃ। তথা কর্ণক্রোড়ে কর্ণপদব্যাং কড়ম্বিনী অঙ্কুরিতা সতী কর্ণনামর্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাং ঘটয়তে অর্ব্বুদ সংখ্যককর্ণ প্রাপ্তির্ভবেদ্যোঃ তর্হি সুখেন কৃষ্ণনামশ্রবণং ক্রিয়ত ইত্যভিলাষং জনয়তীত্যর্থঃ। তথা চেতএব প্রাঙ্গনং চমৎকারাতিশয়েন বিস্ফারিতত্বাৎ, তত্রসঙ্গিনী সতী সর্ব্বেষামিন্দ্রিয়াণাং কৃতিং ব্যাপারং বিজয়তে তদাবিষ্টং বিধায় চেষ্টাশূন্যং করোতীত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

স্যমন্তকং গৃহীত্বা কাশ্যাং গতমক্রূরং প্রতি শ্রীমদুদ্ধবস্য বর্ণদূতোঽয়ং—**ভৃত্যস্যেতি**। ননু সাপরাধোঽস্য কথং দ্বারকায়াং বস্তুমৎসহ ইত্যাশঙ্ক্যাহ—অয়ং কমলেক্ষণঃ স্বভাবতঃ সর্ব্বতাপপ্রশমনপূর্ব্বকসর্ব্বসুখপ্রদ ইত্যর্থঃ শ্রীকৃষ্ণভৃত্যস্য

যিনি তুণ্ডাগ্রে নৃত্য আরম্ভ করিবামাত্র তুণ্ডাবলী লাভের জন্য রতি বিস্তার করেন, যিনি কর্ণপথে অঙ্কুরিতা হইয়াই অর্ব্বুদসংখ্যক কর্ণেন্দ্রিয়লাভে ইচ্ছা উৎপাদন করেন এবং যিনি চিত্তপ্রাঙ্গণে সঙ্গিনী হইয়াই সমস্ত ইন্দ্রিয় ব্যাপারকে পরাজয় করেন, হে নান্দীমুখি! এতাদৃশ 'কৃষ্ণ' এই অক্ষরদ্বয় কত অমৃতে প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না ॥১১॥

এই কমললোচন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেবকের অপরাধ গুরুতর হইলেও তাহাতে দৃক্পাত করেন না, প্রত্যুত

১। হরিদাসের উক্তি।
২। তাঁর—শ্রীরূপের। ৩। দুই শ্লোক—"প্রিয়সোঽয়ংকৃষ্ণ" ইত্যাদি ও "তুণ্ডে তাণ্ডবিনী" ইত্যাদি—এই দুই শ্লোক।
৪। সার্ব্বভৌম... করিতে— সার্ব্বভৌম ও রামানন্দ দ্বারা শ্রীরূপের কবিত্ব পরীক্ষা করাইবার জন্য।
৫। আত্ম পর্য্যন্ত প্রসাদ—ভক্তের প্রতি প্রসন্ন হইয়া আপনাকেও দান করেন।

আবিষ্করোতি পিশুনেষ্বপি নাভ্যসূয়াং,
শীলেন নির্ম্মলমতিঃ কমলেক্ষণোঽয়ং ॥১২॥

১। ভক্তসঙ্গে প্রভু আইলা দেখি দুইজন ;
দণ্ডবৎ হঞা কৈল চরণ বন্দন।
ভক্তসঙ্গে কৈল প্রভু দুঁহাকে মিলন ;
পিণ্ডার উপরে বসিলা লঞা ভক্তগণ।
রূপ-হরিদাস দুঁহে বসিলা পিণ্ডাতলে ;
সবার অগ্রে না উঠিলা পীঁড়ার উপরে।
২। "পূর্ব্ব শ্লোক কহ" রূপে প্রভু আজ্ঞা কৈল
৩। লজ্জাতে না পড়ে রূপ—মৌন ধরিল।
স্বরূপ গোসাঞী তবে সেই শ্লোক পড়িল ;
শুনি সবাকার চিত্তে চমৎকার হৈল।

তথাহি শ্রীরূপগোস্বামিকৃত শ্লোকঃ—

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখং।
তথাপ্যন্তঃখেলামধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥১৩॥

রায় ভট্টাচার্য্য বলে "তোমার প্রসাদ বিনে ;
তোমার হৃদয় এই জানিবে কেমনে ?
৪। আমারে সঞ্চারি পূর্ব্বে কহিলে সিদ্ধান্ত ;
যে সব সিদ্ধান্তের ব্রহ্মা নাহি পায় অন্ত।
তাতে জানি পূর্ব্বে তোমার পাইয়াছে প্রসাদ ;
তাহা বিনা নহে তোমার হৃদয়ানুবাদ।"
৫। প্রভু কহে—"কহ রূপ নাটকের শ্লোক ;
যেই শ্লোক শুনি লোকের যায় দুঃখ-শোক।"
বার বার প্রভু তাঁরে আজ্ঞা যদি দিল ;
তবে সেই শ্লোক রূপ কহিতে লাগিল—

তথাহি বিদগ্ধমাধবে প্রথমাঙ্কে ত্রয়োদশশ্লোকে নান্দীমুখীং প্রতি পৌর্ণমাসীবাক্যং—

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে,
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে
কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাং।
চেতঃ প্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং ;
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ
কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী ॥ ১৪ ॥

সখাবেশসেবকাভাসস্থ গুরূনপি অপরাধান্ন পশ্যতি প্রত্যুত গুণাভাসানেবেত্যর্থঃ। কিমুতান্তরঙ্গভক্তস্থ ভবত ইতি ভাবঃ। নাহং ভৃত্যঃ, প্রত্যুত বিষয়পর ইত্যাশঙ্ক্যাহ—কৃতাং সকামৈঃ কৃতাং মনাক্ ঈষদপি সেবাং বহুধা বহুপ্রকারতয়া অভ্যুপৈতি অঙ্গীকরোতি। কিমুত তদানুকূল্যৈকজীবাতোর্ভবত ইত্যর্থঃ। নমু সত্রাজিদ্বধে প্রয়োজকে ময়ি কথঙ্কারং ভগবতা ক্ষমা কর্ত্তব্যেতি চেত্তত্রাহ। পিশুনেষু দুর্জনেষ্বপি। পিশুনোদুর্জনঃখলইত্যমরাৎ। অভ্যসূয়াং দোষদৃষ্টিং নাবিষ্করোতি ন প্রকাশয়তি, কিমুত সুজনারাধ্যপাদে ভবতি। কথমেবন্তত্রাহ—যতঃ শীলেন শুচিচরিতেন নির্ম্মলা স্বভাবতো রাগদ্বেষাদিবর্জিতা মতি-র্যস্যেতি সর্ব্বথা দ্বারকা গমনান্মাভৈষীরিতি ব্যঞ্জিতং ॥ ১২ ॥

অল্পপরিমিত সেবাকেও অধিক বলিয়া স্বীকার করেন এবং দুর্জনেতেও কোনরূপ অসূয়া করেন না যেহেতু সুস্বভাব বশতঃ ইহার মতি নির্ম্মল হইয়াছে ॥ ১২ ॥

ভগবান্ নিজস্বভাব বশতঃ ভক্তের অপরাধ গ্রহণ করেন না এবং অল্পসেবা বহু করিয়া স্বীকার করেন সুতরাং আত্ম পর্য্যন্তও ভক্তকে দান করেন, ইহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রতিপাদন করিলেন ॥ ১২ ॥

ইহার ব্যাখ্যা (১৮৯) পৃষ্ঠা (৭) শ্লোকে দেখুন ॥ ১৩ ॥

ইহার ব্যাখ্যা (৬৬৬) পৃষ্ঠা (১১) শ্লোকে দেখুন ॥ ১৪ ॥

১। ভক্ত সঙ্গে...দুইজন—ভক্তগণকে সঙ্গে লইয়া মহাপ্রভু আগমন করিলেন ইহাই দেখিয়া। দুই জন—রূপ ও হরিদাস।
২। পূর্ব্ব শ্লোক—"প্রিয়ঃসোঽয়ং কৃষ্ণ" ইত্যাদি। ৩। লজ্জাতে—স্বাভাবিক বিনয়াদি জনিত লজ্জাতে অর্থাৎ তাদৃশ পণ্ডিতগণের পীর গুণ স্বয়ং প্রকাশ করিতে লজ্জা আসিয়া উপস্থিত হয়।
৪। আমারে সঞ্চারি ইত্যাদি—ইহা রামানন্দ রায়ের উক্তি। ৫। নাটকের শ্লোক—অর্থাৎ "তুণ্ডে তাণ্ডবিনী" ইত্যাদি।

যত ভক্তবৃন্দ আর রামানন্দ রায় ;
১। শ্লোক শুনি সবার হৈল আনন্দ বিস্ময়।
২। সবে বলে "নাম মহিমা শুনিয়াছি অপার ;
এমন মাধুর্য্য কেহ বর্ণে নাহি আর।"
৩। রায় কহে "কোন গ্রন্থ কর হেন জানি ;
যাহার ভিতরে এই সিদ্ধান্তের খনি ?"
স্বরূপ কহে—"কৃষ্ণলীলা নাটক করিতে
ব্রজলীলা পুরলীলা একত্র বর্ণিতে—
আরম্ভিয়া ছিলা, এবে প্রভু আজ্ঞা পাঞা ;
দুই নাটক করিতেছেন বিভাগ করিয়া।
বিদগ্ধমাধব আর ললিতমাধব ;
দুই নাটকে প্রেমরস অদ্ভুত সব।"
৪। রায় কহে—"নান্দী শ্লোক পড় দেখি শুনি ?"
শ্রীরূপ শ্লোক পড়ে প্রভু আজ্ঞা মানি।

তথাহি **বিদগ্ধমাধবে** প্রথমাঙ্কে প্রথমশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামি বাক্যং—

সুধানাং চান্দ্রীণামপি মধুরিমোন্মাদদমনী
দধানা রাধাদিপ্রণয়ঘনসারৈঃ সুরভিতাং।
সমন্তাৎ সন্তাপোদ্গমবিষমসংসারসরণী-
প্রণীতাং তে তৃষ্ণাং হরতু হরিলীলাশিখরিণী ॥১৫॥

রায় কহে—"কহ ইষ্টদেবের বর্ণন"
৫। প্রভুর সঙ্কোচে রূপ না করে পঠন।
৬। প্রভু কহে "কহ কেন কি সঙ্কোচ লাজে ?
গ্রন্থের ফল শুনাইবে বৈষ্ণব সমাজে।"
তবে রূপ গোসাঞী যদি শ্লোক পড়িল ;
৭। শুনি প্রভু কহে—"এই অতিস্তুতি হৈল।"

তথাহি **বিদগ্ধমাধবে** প্রথমাঙ্কে দ্বিতীয়শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামি বাক্যং—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥১৬॥

সব ভক্তগণ কহে শ্লোক শুনিয়া—
"কৃতার্থ করিলা সবায় শ্লোক শুনাইয়া।"

সুধানামিতি। হরিলীলারূপা শিখরিণী রসালা। রোমাবল্যাং শিখরিণী রসালা বৃত্তভেদয়োরিতিকোষাৎ। তে তব তৃষ্ণাং হরতু। কিম্ভূতাং ? সমন্তাৎ সর্ব্বতঃ সন্তাপানাং আধ্যাত্মিকাদীনাং উদ্গমো যস্যাং তথাভূতা যা বিষমা দেবনরস্থাবরত্বপ্রাপকলক্ষণা সংসাররূপা সরণিঃ পন্থাঃ তৎপ্রণীতাং তৎপর্য্যটনজনিতামিত্যর্থঃ। হরিলীলা-শিখরিণী কীদৃশী ? চান্দ্রীণাং চন্দ্রসম্বন্ধিনীনাং সুধানাং মধুরিম্না মাধুর্য্যেণ হেতুনা য উন্মাদঃ অহমেব সর্ব্বতো মাধুর্য্যশালিনীতি যোঽহঙ্কারস্তং দময়িতুং শীলং যস্যাঃ সা। তথা রাধাদীনাং প্রণয় এব ঘনসারাঃ কর্পূরাস্তৈঃ সুরভিতাং সৌগন্ধ্যং (পক্ষে মনোহারিতাং) দধানা। ইয়ং নান্দী দ্বাদশপদা। তৃষ্ণাং হরত্বিত্যাশীরন্বিতা। চান্দ্রীণামিতি চন্দ্রনামাঙ্কিতা মঙ্গলার্থপদোজ্জ্বলা চেত্যাদিকমগ্রে সন্ধেয়ং ॥ ১৫ ॥

যিনি চন্দ্রসুধারাশির মাধুর্য্যজনিত অহঙ্কারকে দমন করিয়া থাকেন এবং যিনি রাধাদি ব্রজদেবীগণের প্রণয়রূপ কর্পূর দ্বারা সৌগন্ধ্য ধারণ করিয়াছেন, সেই হরিলীলা-শিখরিণী তোমার নিরন্তর আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ তাপের উদ্গমকারিণী সংসারপদবীভ্রমণজনিত তৃষ্ণাকে হরণ করুন্ ॥ ১৫ ॥

ইহার ব্যাখ্যা (৪) পৃষ্ঠা (৪) শ্লোকে দেখুন ॥ ১৬ ॥

১। মহাপ্রভুর কৃপা ব্যতীত এতাদৃশী শক্তি কোনরূপেই জন্মে না, অতএব প্রভুর কি দয়া ইত্যাদি বুঝিয়া চমৎকারাতিশয় হইল।
২। অপার—অনেক। ৩। কর—রচনা করিতেছ। হেন—এইরূপ। জানি—বোধ করি, অর্থাৎ বোধ করি তুমি কোন গ্রন্থ রচনা করিতেছ। খনি—আকর, অর্থাৎ উৎপত্তি স্থান।
৪। নান্দী—ইহার লক্ষণ (৬৬৪) পৃষ্ঠা টিপ্পণী দেখুন। প্রভু আজ্ঞা মান—বোধ করি শ্লোক পড়িতে প্রভুই আজ্ঞা করিয়াছেন ইহাই মানিয়া। ৫। প্রভুর সঙ্কোচে—প্রভু সম্মুখে রহিয়াছেন।
৬। কেন কি সঙ্কোচ লাজে—অর্থাৎ তোমার সঙ্কোচ ও লজ্জা হইতেছে কেন। ৭। অতিস্তুতি—অবিদ্যমান গুণকীর্ত্তন। এই শ্লোকে শ্রীরূপ মহাপ্রভুর স্বরূপ বর্ণন করিলেও বিনয়ের খনি বলিয়া মহাপ্রভু ইহাকে অতিস্তুতি বলিতেছেন।

১। রায় কহে—"কোন্ মুখে পাত্র-সন্নিধান ?"
রূপ কহে—"কালসাম্যে প্রবর্ত্তক নাম।"

তল্লক্ষণং **নাটকচন্দ্রিকায়াং** দ্বাদশশ্লোকঃ—

আক্ষিপ্তঃকালসাম্যেন প্রবেশঃস্যাৎপ্রবর্ত্তকং ॥১৭

যথা **বিদগ্ধমাধবে** প্রথমাঙ্কে দশমশ্লোকে পারিপার্শ্বিকং প্রতি সূত্রধারবাক্যং—

সোঽয়ং বসন্তসময়ঃ সমিয়ায় যস্মিন্
পূর্ণং তমীশ্বরমুপোঢ়নবানুরাগং।
গূঢ়গ্রহা রুচিরয়া সহ রাধয়াসৌ
রঙ্গায় সঙ্গময়িতা নিশি পৌর্ণমাসী ॥১৮॥

২। রায় কহে—"প্ররোচনাদি কহ দেখি শুনি ?"
রূপ কহে মহাপ্রভুর শ্রবণেচ্ছা জানি।

তথাহি **বিদগ্ধমাধবে** প্রথমাঙ্কে অষ্টমশ্লোকে সূত্রধারং প্রতি পারিপার্শ্বিক-বাক্যং—

আক্ষিপ্তইতি। কালসাম্যেন প্রবৃত্তকালবর্ণনস্য সাম্যেন শ্লেষাদিনা অভিনেয়বস্তুবর্ণনসদৃশতয়া যত্র পাত্রস্য প্রবেশ আক্ষিপ্ত উপস্থিতঃ তৎপ্রবর্ত্তকং নাম আমুখাঙ্গং স্যাৎ ॥ ১৭ ॥

সোঽয়মিতি। স ঋতুরাজতয়া প্রসিদ্ধঃ, অয়মস্মাকং নয়নোল্লাসকারী বসন্তসময়ঃ, সমীয়ায় সমাগতোঽভূৎ। যস্মিন্ বসন্তসময়ে। গূঢ়া অনভিব্যক্তপ্রকাশা গ্রহাঃ সূর্য্যাদয়ো যস্যাং সা। পক্ষে—গূঢ়ো গ্রহ আগ্রহো যস্যাঃ সা। পৌর্ণমাসী পূর্ণিমাতিথিঃ। পক্ষে—সান্দীপনিজননীতয়া প্রসিদ্ধা যোগমায়া। পূর্ণং ষোড়শভিঃ কলাভিঃ। পক্ষে—আবিষ্কৃতসর্ব্বশক্তিকং। তথা উপোঢ়ঃ প্রাপ্তো নবোঽনুগতো রাগো রক্তিমা যস্য। পক্ষে—উপোঢ়ঃ অভিব্যক্তঃ নবো নবায়মান ইত্যর্থঃ অনুরাগো যস্য তং। তম্যা রজন্যা ঈশ্বরং পতিং চন্দ্রং। পক্ষে—তং স্বয়ং ভগবত্তয়া প্রসিদ্ধং শ্রীকৃষ্ণং। রুচিরয়া শোভনয়া। পক্ষে—রুচিংরাতি গৃহ্লাতীতি তয়া অনুরাগবত্যেত্যর্থঃ। রাধয়া বিশাখা-নক্ষত্রেণ, রাধা বিশাখেত্যাঃ মরাৎ, বৈশাখ-পূর্ণিমায়াং প্রায়ো বিশাখা-নক্ষত্রস্য সম্ভবাৎ। পক্ষে—বৃষভানুনন্দিন্যা। নিশি রজন্যাং। রঙ্গায় শোভনার্থং। পক্ষে—কৌতুকরহস্যমাবিষ্কর্ত্তুং। সঙ্গময়িতা যোগং প্রাপয়িষ্যতীত্যর্থঃ, পক্ষে—সঙ্গমং কারয়িষ্যতীতিভাবঃ ॥১৮॥

অভিনেতব্য বস্তুর প্রবৃত্ত কাল বর্ণনের সাদৃশ্যহেতু যেস্থানে পাত্রের প্রবেশ উপস্থিত হয়, সেই প্রস্তাবনার অঙ্গকে প্রবর্ত্তক বলে ॥ ১৭ ॥

সেই বসন্ত সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, যাহাতে পৌর্ণমাসী (পূর্ণিমা তিথি) অন্য গ্রহগণের জ্যোতি আবরণ করতঃ শোভা সম্পাদনার্থ রজনীতে ষোড়শ কলায় পরিপূর্ণ তমীশ্বরকে (চন্দ্রকে) লাবণ্যবতী রাধার সহিত (বিশাখা নক্ষত্রের) সহিত মিলিত করিবেন। শ্লেষ-পক্ষে—সেই বসন্তকাল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, যাহাতে পৌর্ণমাসী (যোগমায়া) কৌতুক-রহস্য আবিষ্কার করিবার জন্য আভ্যন্তরীণ আগ্রহ সহকারে রজনীতে অনন্ত শক্তিতে পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া প্রসিদ্ধ ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে অনুরাগবতী শ্রীরাধিকার সহিত মিলিত করিবেন ॥ ১৮ ॥

এই শ্লোকে বসন্তকালে পৌর্ণমাসী বিশাখানক্ষত্রের সহিত চন্দ্রের যোগ করিবেন—এই অভিপ্রায় সূত্রধার প্রকাশ করিলেন। শ্লিষ্টার্থ দ্বারা বসন্তকালে যোগমায়া শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন করিবেন এই অর্থ বুঝিয়া সপরিবার পৌর্ণমাসী রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলেন। এই স্থানে কালের সাম্য হেতু পাত্রের প্রবেশ আক্ষিপ্ত হইয়াছে, এই নিমিত্ত ইহাকে প্রবর্ত্তক নামক প্রস্তাবনাঙ্গ বলে ॥ ১৮ ॥

১। মুখ—শ্লেষাদি দ্বারা প্রস্তুত নাটকীয় বৃত্তান্তের প্রতিপাদক বাক্যবিশেষ অর্থাৎ যে বাক্যবিশেষ দ্বারা নাটকের অভিনেতার রঙ্গস্থলে প্রবেশ হয়। পাত্র—অভিনেতা অর্থাৎ যে প্রথমে অভিনয়ার্থ রঙ্গস্থলে প্রবেশ করে। সন্নিধান—প্রবেশ। কালসাম্যে—অর্থাৎ উদ্ঘাত্যক কথোদ্ঘাতক, প্রয়োগাতিশয়, প্রবর্ত্তক এবং অবলগিত-ভেদে প্রস্তাবনার পঞ্চবিধ অঙ্গ। তন্মধ্যে প্রবৃত্ত কালকে আশ্রয় করিয়া সূত্রধার যাহা বর্ণন করেন, সেই বর্ণনকে আশ্রয় করিয়া যেখানে পাত্রের প্রবেশ হয় সেই প্রস্তাবনার অঙ্গকে প্রবর্ত্তক বলে ॥

২। প্ররোচনা—প্রশংসাদ্বারা শ্রোতৃবর্গের অভিনয়ে প্রবৃত্তিকে উন্মুখ করাকে প্ররোচনা বলে। আদি শব্দদ্বারা বীথী, প্রহসন, এবং আমুখ। জানি—বোধ করিয়া।

ভক্তানামুদগাদনর্গলধিয়াং বর্গো নিসর্গোজ্জ্বলঃ
শীলৈঃ পল্লবিতঃ সবল্লববধূবন্ধোঃ প্রবন্ধোঽপ্যসৌ
লেভে চত্বরতাঞ্চ তাণ্ডববিধের্বৃন্দাটবীগর্ভভূ-
র্মন্যে মদ্বিধপুণ্যমণ্ডলপরিপাকোঽয়মুন্মীলতি ॥১৯

তথাহি ভটৈরেব ষষ্ঠশ্লোকে পারিপার্শ্বিকং প্রতি সূত্রধারবাক্যং—

অভিব্যক্তা মত্ত প্রকৃতিলঘুরূপাদপি বুধা
বিধাত্রী সিদ্ধার্থান্ হরিগুণময়ী বঃ কৃতিরিয়ং।
পুলিন্দেনাপ্যগ্নিঃ কিমু সমিধমুন্মথ্য জনিতো
হিরণ্যশ্রেণীনামপহরতি নান্তঃকলুষতাং ॥২০॥

১। রায় কহে—"কহ দেখি প্রেমোৎপত্তিকারণ,
পূর্ব্বরাগ, রাগচেষ্টা, কামলিখন ?"
ক্রমে শ্রীরূপ গোসাঞি সকলই কহিল ;
শুনি প্রভুর ভক্তগণ চমৎকার হৈল।

রাগোৎপত্তিহেতুর্যথা ভটৈরেব দ্বিতীয়াঙ্কে অষ্টমশ্লোকে ললিতাং প্রতি শ্রীরাধাবাক্যং—

একস্য শ্রুতমেব লুম্পতি মতিং
কৃষ্ণেতি নামাক্ষরং,
সান্দ্রোন্মাদ পরম্পরামুপনয়-
ত্যন্যস্য বংশীকলঃ।

ভক্তানামিতি। অনর্গলা কামাদিভিরপ্রতিরুদ্ধা বিশুদ্ধেতি যাবৎ, ধীর্যেষাং তেষাং ভক্তানাং, নিসর্গেণ স্বভাবেন ন তু বেশাদিনা উজ্জ্বলোনির্ম্মলোবর্গঃ সমূহ উদগাৎ। বল্লবাশ্চ তা বধ্বশ্চেতি তাসাং প্রেম্ণা বধ্নাতীতি বন্ধুঃ পতিস্তস্যাসৌ নাটকরূপঃ প্রবন্ধোপি, শীলৈঃ স্বভাবোক্ত্যলঙ্কারাদিভিঃ পল্লবিতঃ সুসজ্জীকৃতঃ। বৃন্দাটবী বৃন্দাবনং তত্রাপি গর্ভভূঃ রাসস্থলী তাণ্ডববিধেরভিনয়ক্রিয়ায়াশ্চত্বরতাঞ্চ লেভে, অতএব মদ্বিধস্য মাদৃশজনস্য পুণ্যমণ্ডলানাং সৌভাগ্যরাশীনাময়ং পরীপাকঃ ফলমুন্মীলতি—ইত্যহং মন্যে, অন্যথা ন কদাচিদেবং ভবিতুমর্হতীতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

অভিব্যক্তেতি। হে বুধাঃ সহৃদয়াঃ! প্রকৃত্যা স্বভাবেন লঘুরূপাৎ ক্ষুদ্ররূপাৎ। ব্যঙ্গপক্ষে তু প্রকৃত্যা লঘুঃ ক্ষুদ্রশ্চাসৌ রূপনামা চেতি, তস্মাৎ সরস্বত্যা তু দৈন্যমসহমানা তমেব স্তাবয়তি প্রকৃষ্টাং কৃতিং লঘু শীঘ্রং রূপয়তি নিবধ্নাতীতি তস্মাৎ। মত্তোঽভিব্যক্তাপীয়ং কৃতিঃ প্রবন্ধঃ বো যুষ্মান্, সিদ্ধাঃ অর্থাঃ সর্ব্বপুরুষার্থা যেষাং তথাভূতান্ বিধাত্রীতি শীলার্থে তৃণ্। কুতঃ—যতো হরিগুণময়ী, তস্মাদিয়মেব সর্ব্বান্ অর্থান্ বিধাস্যত্যেবেত্যর্থঃ। তথাহি পুলিন্দেন হীনজাতিবিশেষেণাপি সমিধমরণিং উন্মথ্য জনিত অগ্নিঃ কিং হিরণ্যশ্রেণীনাং কাঞ্চনপরম্পরাণামন্তঃকলুষতাং অন্তর্মালিন্যং কিমু নাপহরতি, অপিতু হরত্যেব, তথা ইয়মপি কৃতির্যুষ্মাকং সিদ্ধিং বিধাস্যত্যেবেত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

একস্যেতি। একস্য পুরুষস্য কৃষ্ণেতি নাম্নোঽক্ষরং তন্মাত্রমিত্যর্থঃ। শ্রুতমেব শাব্দবোধমনপেক্ষ্যেতি ভাবঃ।

স্বভাবতঃ উজ্জ্বল এবং বিশুদ্ধচেতা ভক্তগণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের নাটকরূপ প্রবন্ধও স্বভাবোক্তি অলঙ্কার দ্বারা সজ্জিত এবং বৃন্দাবনমধ্যস্থ রাসস্থলী রঙ্গস্থল হইয়াছেন, বোধ করি এই সকল মাদৃশ ব্যক্তির সৌভাগ্যরাশির ফলরূপেই প্রকাশিত হইল ॥ ১৯ ॥

হে সহৃদয় সভাবৃন্দ! আমি স্বভাবতঃ ক্ষুদ্ররূপ হইলেও আমা হইতে অভিব্যক্ত এই হরিগুণময় প্রবন্ধ আপনাদিগের অভিষ্টার্থের সিদ্ধি সম্পাদন করিবেন। অতি নীচজাতি পুলিন্দ যদি কাষ্ঠমন্থন করিয়া অগ্নির উৎপাদন করে, সে অগ্নি কি স্বর্ণরাশির অন্তর্ম্মল অপহৃত করে না? ॥ ২০ ॥

হে সখি! এক পুরুষের 'কৃষ্ণ' এই নামাক্ষর শ্রুতমাত্রই আমার মতি বিলুপ্ত করিতেছে। অন্য পুরুষের মধুর

এই শ্লোকে সভ্যবৃন্দ, অভিনেয় প্রবন্ধ, এবং রঙ্গভূমির প্রশংসা দ্বারা শ্রোতৃবর্গের প্রবৃত্তিকে অভিনয় দেখিতে উন্মুখ করায়, ইহাকে প্ররোচনা বলে ॥ ১৯ ॥

এই শ্লোকেও সূত্রধার অভিনেয় প্রবন্ধের প্রশংসা করতঃ শ্রোতৃবর্গের প্রবৃত্তিকে অভিনয় দর্শনে উন্মুখ করায় ইহাকে প্ররোচনা বলে। ২০।

১। প্রেমোৎপত্তির কারণ—প্রেমাভিব্যক্তির হেতু। পূর্ব্বরাগ—ইহার লক্ষণ যথা—

রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্ব্বং দর্শন-শ্রবণাদিজা। তয়োরুন্মীলতে প্রাজ্ঞৈঃ পূর্ব্বরাগঃ স উচ্যতে ॥

নায়ক এবং নায়িকার মিলনের পূর্ব্বে দর্শন এবং শ্রবণাদিজনিত যে রতি প্রকাশ পায়, রসজ্ঞেরা তাহাকেই পূর্ব্বরাগ বলেন। রাগচেষ্টা—হৃদয়স্থ রাগের বোধক বাহ্য ক্রিয়া। কামলিখন—অনঙ্গলেখ, স্বীয় প্রেম প্রকাশক পত্র লিখন।

এষ স্নিগ্ধঘনদ্যুতির্মনসি মে
লগ্নঃ পটে বীক্ষণাৎ ;
কষ্টং ধিক্ পুরুষত্রয়ে রতিরভূন্
মন্যে মৃতিঃ শ্রেয়সী ॥২১॥

তথা তত্রৈব দ্বিতীয়াঙ্কে সপ্তমশ্লোকে ললিতাং প্রতি শ্রীরাধিকা বাক্যং—

ইয়ং সখি সুদুঃসাধা রাধাহৃদয়বেদনা।
কৃতা যত্র চিকিৎসাপি কুৎসায়াং পর্য্যবস্যতি ॥২২

তথা তত্রৈব দ্বিতীয়াঙ্কে ত্রয়স্ত্রিংশশ্লোকে প্রাকৃত-ভাষায়াং কন্দর্পলেখো যথা;—

...তিং লুম্পতি বিলোপ্তাং করোতি। অন্যস্য পুরুষস্য, বংশ্যাঃ কলঃ মধুরাস্ফুটধ্বনিঃ শ্রুতএবেত্যর্থঃ। সান্দ্রা ঘনীভূতা চ সা উন্মাদপরম্পরা উন্মাদশ্রেণী চেতিতাং উপনয়তি স্বপ্রয়াসেন প্রাপয়তি। পটে চিত্রপটে এষ স্নিগ্ধশ্চাসৌ ঘনদ্যুতি-র্নবঘন শ্যামসুন্দরশ্চেতি স, বীক্ষণাৎ বীক্ষণমারভ্য, ল্যব্লোপে পঞ্চমী। মে মনসি লগ্নঃ অঙ্কিতবৎস্থিতঃ, যত্নেনাপি ন নিঃসার-য়িতুং শক্নোমীত্যর্থঃ। কষ্টং ধিক্, পুরুষত্রয়ে—কৃষ্ণাখ্য-বংশীবাদক-নবঘনশ্যামসুন্দরেষু ত্রিষু পুরুষেষু মে মমরতিরভূৎ, অতো মৃতিরেব শ্রেয়সীত্যহং মন্যে ॥ ২১ ॥

ইয়মিতি। হে সখি! ইয়ং রাধায়া হৃদয়বেদনা সুদুঃসাধা সর্ব্বথা অসাধ্যা, যত্র হৃদয়বেদনায়াং হৃদয়বেদনা-নিবৃত্তাবিত্যর্থঃ, কৃতাপি চিকিৎসা কুৎসায়াং নিন্দায়াং পর্য্যবস্যতি। অসাধ্যরোগচিকিৎসায়াং চিকিৎসকস্যেব নিন্দামাত্রং স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

এবং অস্ফুট বংশীধ্বনী শ্রুতমাত্রই উন্মাদ-পরম্পরাকে উপনীত করিতেছে এবং এই চিত্রপটস্থিত স্নিগ্ধ নবঘনকান্তি পুরুষ দেখিবা-মাত্রই আমার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়াছেন, ধিক্ বড়ই কষ্টের বিষয়, যখন পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ পুরুষেই আমার রতি উৎপন্ন হইয়াছে, তখন বোধ করি আমার মরণই মঙ্গল ॥ ২১ ॥

হে সখি! রাধার এই হৃদয় বেদনা সর্ব্বথা অসাধ্য, ইহার চিকিৎসা নিন্দাতেই পর্য্যবসিত হইবে (অর্থাৎ এ রোগ প্রতিকারের সম্ভাবনা নাই) ॥ ২২ ॥

এই শ্লোকে রাগের সঞ্চারিভাব, ব্যগ্রতার অবিবেক, নির্ব্বেদ এবং খেদ প্রভৃতি রাগচেষ্টা দেখাইয়া অন্তর্গত ব্যগ্রতার অভিব্যক্তি করিলেন। অতএব এই শ্লোকে রাগ চেষ্টা দেখাইলেন ॥ ২২ ॥

অভিযোগ, বিষয়, সম্বন্ধ, অভিমান, তদীয় পদচিহ্নাদি, উপমা এবং স্বভাব এই সকল প্রেমোৎপত্তির হেতু। এই সকল কারণের পরপর শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ অভিযোগ হইতে বিষয় শ্রেষ্ঠ এবং বিষয় হইতে সম্বন্ধ শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি। তন্মধ্যে যে বাহ্য কারণের অপেক্ষা না করিয়া প্রেমোৎপত্তির হেতু হয় তাহাকে স্বভাব বলে, যদ্যপি শ্রীরাধিকা প্রভৃতি অধিকাংশ ব্রজদেবীগণের স্বভাবই প্রেমোৎপত্তির হেতু, তথাপি বিলাসের আধিক্য হেতু অভিযোগাদিকেও কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই শ্লোকে প্রেমোৎপত্তির হেতু বিষয় ও উপমাকে ব্যক্ত করা হইয়াছে। যথা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ এই পাঁচটীকে বিষয় বলে, তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নাম ও বংশীধ্বনি এই দ্বিবিধ শব্দ এবং চিত্রপটে রূপের সাদৃশ্য রূপ উপমা—এই দুই প্রেমোৎপত্তির হেতুরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং এই শ্লোকে দর্শন-শ্রবণজনিত পূর্ব্বরাগও ব্যক্ত হইয়াছে; সাক্ষাদ্দর্শন, চিত্রেদর্শন এবং স্বপ্নাদিতে দর্শনভেদে দর্শন ত্রিবিধ, তন্মধ্যে এই শ্লোকে চিত্রপটে শ্রীকৃষ্ণের রূপদর্শন এবং সখীমুখে শ্রীকৃষ্ণের নাম শ্রবণ এই দুই হইতে জনিত পূর্ব্বরাগের অভিব্যক্তি হইয়াছে, অতএব এই শ্লোকে কারণ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক পূর্ব্বরাগ অভিহিত হইয়াছে ॥ ২১ ॥

লালসা, উদ্বেগ, জাগরণ, কৃশতা, জড়তা, ব্যগ্রতা, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ এবং মৃত্যু পূর্ব্বরাগে এই দশটী দশা প্রাচীনেরা বলিয়াছেন। তন্মধ্যে ব্যগ্রতা যথা—

বৈয়গ্র্যং ভাবগাম্ভীর্য্যবিক্ষোভাসহতোচ্যতে।
অত্রাবিবেক নির্ব্বেদ খেদাসূয়াদয়োমতাঃ ॥

ভাবের গম্ভীরতা বশতঃ যে চিত্তক্ষোভ হয়, তাহার অসহনকে বৈয়গ্র্য বলে। অবিবেক নির্ব্বেদ, খেদ এবং অসূয়া প্রভৃতি তাহার চেষ্টা।

"ধরিঅ পড়িচ্ছন্দ গুণং
সুন্দর মহ মন্দিরে তুমং বসসি।
তহ তহ রুন্ধসি বলিঅং,
জহ জহ চইদা পলাএম্হি" ॥২৩॥

তত্রৈব দ্বিতীয়াঙ্কে চতুর্দ্দশশ্লোকে পৌর্ণমাসীং প্রতি মুখরাবাক্যং—

"অগ্রে বীক্ষ্য শিখণ্ডখণ্ডমরিচা-
দুতকম্পমালম্বতে,
গুঞ্জানাঞ্চ বিলোকনান্মুহুরসৌ
সাস্রং পরিক্রোশতি।
নো জানে জনয়ন্নপূর্ব্বনটন-
ক্রীড়াচমৎকারিতাং,
বালায়াঃ কিল চিত্তভূমিমবিশৎ
কোঽয়ং নবীনগ্রহঃ" ॥২৪॥

যথা তত্রৈব দ্বিতীয়াঙ্কে ষট্‌চত্বারিংশশ্লোকে বিশাখাং প্রতি শ্রীরাধিকাবাক্যং—

অকারুণ্যঃ কৃষ্ণো যদি ময়ি তবাগঃ কথমিদং,
মুধা মারোদী মে কুরু পরমিমামুত্তরকৃতিং।

ধরিঅ ইতি;—

ধৃত্বা প্রতিচ্ছন্ন গুণং, সুন্দর। মম মন্দিরে ত্বং বসসি।
তত্র তত্র রুণৎসি বলিতং, যত্র যত্র চকিতা পলায়ে॥ ইতি সংস্কৃতং।

হে সুন্দর! প্রতিচ্ছন্নগুণং তৎ সূত্রং বা ধৃত্বা ত্বং মম মন্দিরে বসসি, অহং চকিতা ভীতা সতী, যত্র যত্র পলায়ে পলায়নং করোমি, ত্বং তত্র তত্র বলিতং বলপূর্ব্বকং যথা স্যাত্তথা, মাং রুণৎসি ॥ ২৩ ॥

অগ্রে ইতি। অসৌ শ্রীরাধা অগ্রে সমীপে শিখণ্ড খণ্ডং ময়ূরপিচ্ছং বীক্ষ্য অচিরাৎ বীক্ষণারম্ভ এব উৎকম্পঃ কম্পাতিশয়মালম্বতে বীক্ষমাণৈব কম্পতে ইতি ভাবঃ, মুখং ব্যাদায় স্বপিতীতিবৎ। গুঞ্জানাং বিলোকনাদ্ বিলোকনমারভ্যৈব মুহুর্বারংবারং সাস্রং যথাস্যাত্তথা পরিক্রোশতি উচ্চৈশ্চিৎকারমারভতে। নো জানে (অকস্মকস্য জানাতেরাত্মনেপদং)। অপূর্ব্বাং অদৃষ্টাশ্রুতপূর্ব্বাং নটনক্রীড়ায়াশ্চমৎকারিতাং জনয়ন্ জর্ময়িতুং লক্ষণ হেত্বোঃ ক্রিয়ায়া ইতি সতা। বালায়াঃ শ্রীরাধায়াশ্চিত্তভূমিং চিত্তরঙ্গস্থলীমবিশৎ প্রবিষ্টবান্। অয়ং নবীনগ্রহঃ কঃ? ২৪ ॥

অকারুণ্য ইতি। হে সখি! কৃষ্ণঃ জগদানন্দকতয়া খ্যাতো ব্রজরাজনন্দনঃ, যদি ময়ি অকারুণ্যো নির্দ্দয়োঽভূৎ, তর্হি ইদং আগঃ অপরাধস্তব কথং সম্ভবতি। স তু মমৈব দুরদৃষ্টদোষঃ, অন্যথা তাদৃগ্দয়ালোঃ কথমেবং ভবেদিতি ভাবঃ। অতো মুধা বৃথা মারোদীঃ রোদনং মাকার্ষীঃ, তেন সময়াতিপাতেনালমিতি ভাবঃ। তর্হীদানীং কিঙ্করণীয়মিতিচেত্তত্রাহ—পরং অতঃপরং ইমাং বক্ষ্যমাণামুত্তরকৃতিং মরণোত্তরক্রিয়াং কুরু। যেন মম ভাবিমঙ্গলসম্ভাবনা স্যাদিতি ভাবঃ। কিন্তদিত্যাহ—তমালস্য তন্নাম্নঃ শ্যামলবৃক্ষবিশেষস্য স্কন্ধে প্রকাণ্ডে কলিতা বদ্ধা দোর্বল্লরির্ভুজলতা যস্যাঃ সা ইয়ং যুষ্মাকং

হে সুন্দর! তুমি চিত্রপট অবলম্বন করিয়া সর্ব্বদা আমার গৃহে অবস্থিতি করিতেছ, আমি ভীত হইয়া যে-যেস্থানে পলায়ন করি, তুমি সেই-সেই-স্থানে আমাকে নিরুদ্ধ কর ॥ ২৩ ॥

সেই শ্রীরাধিকা সম্মুখে ময়ূরপিচ্ছ অবলোকন মাত্রেই তৎক্ষণাৎ কম্পাতিশয়কে অবলম্বন করেন, গুঞ্জাবলীর বিলোকন মাত্রই বারংবার অশ্রুপ্রবাহ বিসর্জ্জন করতঃ উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিতে থাকেন; বলিতে পারি না, হে দেবি! নটনক্রীড়ার অদৃষ্ট-অশ্রুতপূর্ব্ব চমৎকারিতার সম্পাদনার্থ শ্রীরাধিকার চিত্তরঙ্গস্থলীতে সমুপস্থিত এই নবীন গ্রহটী কে? ২৪॥

হে সখি! কৃষ্ণ যদি আমার প্রতি নির্দ্দয় হইলেন, তাহাতে তোমার অপরাধ কি হইল। আর বৃথা রোদন

এই শ্লোকে এই লেখদ্বারা শ্রীরাধিকার স্বপ্রেমপ্রকাশক অনঙ্গলেখন-রূপ রাগচেষ্টা প্রদর্শিত হইল ॥ ২৩ ॥

তৎসম্বন্ধীয় বস্তু অর্থাৎ ময়ূরপিচ্ছ এবং গুঞ্জাবলী প্রভৃতি প্রেমোৎপত্তির কারণ। ইহা এই শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে। কম্পাতিশয় এবং বারংবার অশ্রুপ্রবাহ বিসর্জ্জন (এই সুদীপ্ত সাত্ত্বিকভাব) এবং উচ্চ চীৎকার (এই উদ্ভাস্বর নামক অনুভাব) যে প্রৌঢ়রাগের চেষ্টা, ইহাও এই শ্লোকে দেখাইলেন ॥ ২৪ ॥

তমালস্য স্কন্ধে সখি কলিতদোর্ব্বল্লরিরিয়ং,
যথা বৃন্দারণ্যে চিরমবিচলা তিষ্ঠতি তনুঃ ॥২৫॥

রায় কহে—"কহ দেখি ভাবের স্বভাব ?"
১। রূপ কহে—"ঐছে হয় কৃষ্ণ বিষয় ভাব।"

তথাহি তত্রৈব দ্বিতীয়াঙ্কে সপ্তদশশ্লোকে নান্দীমুখীং প্রতি পৌর্ণমাসী-বাক্যং—

পীড়াভির্নবকালকূটকটুতাগর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো,
নিঃস্যন্দেন মুদা সুধামধুরিমাহঙ্কারসঙ্কোচনঃ।
প্রেমা সুন্দরি নন্দনন্দনপরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে,
জ্ঞায়ন্তেস্ফুটমস্য বক্রমধুরা স্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ ॥২৬

২। রায় কহে—"কহ সহজ প্রেমের লক্ষণ ?"
৩। রূপ গোসাঞী কহে সাহজিক প্রেমধর্ম্ম।

তথাহি তত্রৈব পঞ্চমাঙ্কে তৃতীয়শ্লোকে মধুমঙ্গলং প্রতি পৌর্ণমাসী-বাক্যং—

স্তোত্রং যত্র তটস্থতাং
প্রকটয়চ্চিত্তস্য ধত্তে ব্যথাং,
নিন্দাপি প্রমদং প্রযচ্ছতি
পরীহাসশ্রিয়ং বিভ্রতী।
দোষেণ ক্ষয়িতাং গুণেন
গুরুতাং কেনাপ্যনাতন্বতী,

স্বাকৃপা তনুর্যথা বৃন্দবনে চিরং চিরকালং ব্যাপ্য অবিচলা নিশ্চলা সতী তিষ্ঠতি। কৃষ্ণাপিতেয়ং পীতা তনুস্তৎসদৃশ বর্ণে তমালে শোভামাপন্না তিষ্ঠতু যদি কদাচিৎ কৃষ্ণসম্বন্ধং লভেতেতি ভাবঃ ॥ ২৫ ॥

স্তোত্রং যত্রেতি। যত্র স্বারসিকে প্রেম্নি স্তোত্রং স্তুতিবাদঃ তটস্থতাং ঔদাসীন্যং প্রকটয়ৎ সৎ চিত্তস্য ব্যথাং ধত্তে সম্পাদয়তি। কিমেবং ব্রূতে কিমপরাদ্ধং ময়া যেন নিঃসম্পর্কীয়জনবৎ মাং স্তবন্ পঙ্সতীতি। নিন্দাপি পরীহাসশ্রিয়ং বিভ্রতী সতী প্রমদং প্রীতিং প্রযচ্ছতি। শ্রেষ্ঠোহয়ং প্রীত্যা মাং পরিহসতীতি। কস্যাচদনীর্ব্বচনীয়স্য স্বারসিকস্য

করিও না, এইক্ষণে মরণোত্তর কর্ত্তব্য ক্রিয়ার অনুষ্ঠান কর, এই দুই বাহুলতা তমালের স্কন্ধে এরূপ আবদ্ধ করিবে যেন বৃন্দাবনে চিরকাল ব্যাপিয়া এই তনু স্থিরভাবে অবস্থান করে ॥ ২৫ ॥

যাহাতে স্তুতিবাদ ঔদাসীন্যপ্রকাশ করতঃ চিত্তের ব্যথা প্রদান করিয়া থাকে, নিন্দা ও পরীহাস সম্বন্ধী পোষণ করতঃ আনন্দ সম্পাদন করে, সেই অনির্ব্বচনীয় সহজ প্রেমের প্রক্রিয়া যে কোন দোষ অথবা গুণ দ্বারা হ্রাস বা বৃদ্ধি

পূর্ব্বরাগে লালসা প্রভৃতি যে দশটী দশা আছে, তন্মধ্যে দশমী দশা মরণ, কিন্তু মরণ অমঙ্গলকর বিধায় রসের পোষক না হওয়ায় রসজ্ঞেরা ঐরূপ স্থানে মরণের উদ্যম উল্লেখ করিয়াছেন। যথা উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে—

তৈস্তৈঃ কৃতৈঃ প্রতীকারৈর্যদি ন স্যাৎ সমাগমঃ। কন্দর্পবাণকদনাত্তত্র স্যান্মরণোদ্যমঃ ॥

সেই সেই অনঙ্গলেখ মাল্যার্পণ, এবং দূতীপ্রেষণ প্রভৃতি প্রতীকার দ্বারা যদি কৃষ্ণসমাগম না হয়, তখন কামপীড়া বশতঃ মরণের উদ্যম হইয়া থাকে। এই শ্লোকে মরণোদ্যমরূপ রাগচেষ্টা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ২৫ ॥

ইহার ব্যাখ্যা (২০৭) পৃষ্ঠা (৭) শ্লোকে দেখুন। স্বরূপতঃ সর্ব্বাবস্থাতেই প্রেম মধুর ও সুখময়। বিহারাবস্থায় বাহ্যে দুঃখময় দেখাইলেও অন্তরে পরমানন্দ সম্পাদন করে, অন্যথা বিহারাবস্থায় প্রকৃত দুঃখময় হইলে তৎক্ষণাৎ প্রেমের বিষয়ে আশা পরিত্যাগ করিতেন ॥২৬॥

১। কৃষ্ণ বিষয় ভাব—যে ভাবের গোচর বিষয় কৃষ্ণ হইয়াছেন। ভাব—প্রেম।

২। সহজ—সহ জায়ত ইতি সহজ। যাহা দেহাদির সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন হয়, দেহাদির গুণবিশেষ; সুতরাং সে প্রেমের সহিত কখনই বিয়োগ হয় না; যাহাদিগের দেহাদি প্রেমময়, সেই নিত্যসিদ্ধ পরিকরনিষ্ঠ প্রেমকেই সহজ-প্রেম বলে। যেমন অগ্নির তাপ অগ্নির স্বরূপ এবং জলের শৈত্য জলের স্বরূপ। সেই তাপ ও সেই শৈত্য যেমন কখনই অগ্নি এবং জলকে পরিত্যাগ করে না, যেহেতু তাপ ও শৈত্য অগ্নি ও জলের স্বরূপ। তদ্রূপ তাদৃশ প্রেমও কখনই নিত্যসিদ্ধ পরিকরকে ত্যাগ করে না, যেহেতু সে প্রেম তাহার স্বরূপ। সাধকের প্রেম সাধনজন্য, এই হেতু তাহাকে সহজ বলা যাইতে পারা যায় না। নিত্যসিদ্ধ পরিকরের প্রেম নিত্যসিদ্ধ, অর্থাৎ কোনরূপ সাধনজন্য নয়, এই হেতু ইহাকে সহজ প্রেম বলে। ৩। প্রেমধর্ম্ম—প্রেম স্বরূপতঃ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না, এই নিমিত্ত তাহার ধর্ম্ম নিরূপণ দ্বারা তাহার নির্দ্দেশ করিতেছেন।

প্রেম্ণঃ স্বারসিকস্য কস্যচিদিয়ং
বিক্রীড়তি প্রক্রিয়া ॥২৭॥

রাগপরীক্ষার্থমুপেক্ষাং কৃত্বা শ্রীকৃষ্ণস্য পশ্চাত্তাপো যথা তত্রৈব দ্বিতীয়াঙ্কে চত্বারিংশশ্লোকে মধুমঙ্গলং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—

শ্রুত্বা নিষ্ঠুরতাং মমেন্দুবদনা
প্রেমাঙ্কুরং ভিন্দতী,
স্বান্তে শান্তিধুরাং বিধায় বিধুরে
প্রায়ঃ পরাঞ্চিষ্যতি।
কিম্বা পামরকামকার্ম্মুকপরি-
ত্রস্তা বিমোক্ষ্যত্যসূন্ ;

হা মৌগ্ধ্যাৎ ফলিনী মনোরথলতা
মৃদ্বী ময়োন্মূলিতা ॥২৮॥

যথা তত্রৈব দ্বিতীয়াঙ্কে একচত্বারিংশশ্লোকে বিশাখাং প্রতি শ্রীরাধিকাবাক্যং—

যস্যোৎসঙ্গসুখাশয়া শিথিলিতা
গুর্ব্বী গুরুভ্যস্ত্রপা,
প্রাণেভ্যোঽপি সুহৃত্তমাঃ সখি তথা
যূয়ং পরিক্লেশিতাঃ।
ধর্ম্মঃ সোঽপি মহান্ময়া ন গণিতঃ,
সাধ্বীভিরধ্যাসিতো.
ধিক্ ধৈর্য্যং তদুপেক্ষিতাপি যদহং

স্বাভাবিকস্য প্রেম্ণঃ, ইয়ং প্রক্রিয়া প্রকারঃ, কেনাপি দোষেণ কল্পিতাং হ্রাসং, কেনাপি চ গুণেন গুরুতাং বৃদ্ধিং, অনাগন্ত তয়োবিস্তারমকুর্ব্বতী সতীত্যর্থঃ, বিক্রীড়তি ক্রীড়াং করোতি নিত্যসিদ্ধপরমানন্দরূপত্বাৎ ॥ ২৭ ॥

শ্রুত্বেতি। ইন্দুবদনা শ্রীরাধা মম নিষ্ঠুরতাং শ্রুত্বা সখীমুখাদিতি শেষঃ। প্রেমাঙ্কুরং নবায়মানং প্রেমাণামাল ভাবঃ। ভিন্দতী সতী বিধুরে ব্যথিতে স্বান্তে মনসি শান্তিধুরাং ধৈর্য্যাতিশয়ং বিধায় অবলম্ব্য, প্রায়ঃ সংশয়ে কিং পরাঞ্চিষ্যতি মত্তো পরাঙ্মুখী ভবিষ্যতি, কিংবা অথবা ধৈর্য্যালম্বনাসামর্থ্যে পামরস্য নির্দ্দয়স্য কামস্য কার্ম্মুকাদেব, কিমুত শরাদিত পরিত্রস্তা সতী অসূন্ প্রাণান্ বিমোক্ষ্যতি হাস্যতি কিং। হা খেদে, ময়া মৌগ্ধ্যাৎ মূঢ়ত্বাৎ হেতোঃ ফলিনী ফলবতী (অত্র প্রাশস্ত্যার্থে মত্বর্থপ্রত্যয়ঃ) প্রশস্তফলা মনোরথলতা উন্মূলিতা সমূলমুৎপাটিতা ॥ ২৮ ॥

যস্যেতি। যস্য কৃষ্ণস্য উৎসঙ্গে ক্রোড়ে সমীপ ইত্যর্থঃ। যৎসুখং তস্যাশয়া দীর্ঘতৃষ্ণয়া। আশা তৃষ্ণাপি চাং... তামরঃ। ময়া গুরুভ্যো গুরুজনেভ্যো গুর্ব্বীত্রপা লজ্জা শিথিলিতা শিথিলীকৃতা। তথা প্রাণেভ্যোপি সুহৃত্তমা যূয়ং পা...

বিস্তার না করিয়া ক্রীড়া করিতে থাকেন ॥ ২৭ ॥

চন্দ্রমুখী রাধিকা সখীর নিকট আমার নিষ্ঠুরতা শ্রবণ করিয়া প্রেমাঙ্কুর ভেদকরতঃ ব্যথিতহৃদয়ে ধৈর্য্যাতি... অবলম্বন করিয়া আমাতে কি পরাঙ্মুখী হইবেন, কিম্বা নিষ্ঠুর কন্দর্পের কার্ম্মুক ভয়ে ভীত হইয়া কি প্রাণপরিত্যা... করিবেন ? হায় ! আমি ফলবতী মৃদ্বী মনোরথলতা মূলের সহিত উৎপাটিত করিলাম ॥ ২৮ ॥

হে সখি ! যে কৃষ্ণের উৎসঙ্গসুখের আশায় গুরুজন হইতে সাতিশয় লজ্জাকে শিথিল করিলাম, প্রাণ হইতেও সুহৃত্তম তোমরা তোমাদিগকেই বা কত প্রকার ক্লেশ দিলাম এবং সাধ্বীগণসেবিত প্রসিদ্ধ পাতিব্রত্য ধর্ম্মকেও

শ্রীকৃষ্ণের শত শত প্রাতিকূল্যেও শ্রীরাধিকাপ্রেমের কোনরূপ হ্রাসের সম্ভাবনা হয় না, এবং শ্রীকৃষ্ণের অপেক্ষাকৃত আগ্রহাতিশয় প্রকাশ হইলেও শ্রীচন্দ্রাবলীর প্রেম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া শ্রীরাধিকাপ্রেমের তুলনা প্রাপ্ত হয় না ; অন্যান্য কৃষ্ণপ্রেয়সীর প্রেমের অবস্থাও এইরূপ। এইরূপ আনুকূল্য এবং প্রাতিকূল্যেও উভয় প্রেমের বৃদ্ধি এবং হ্রাসের সম্ভাবনা হইতে পারে না। নিত্যসিদ্ধ পরিকরের মধ্যে যাহার যাদৃশজাতীয় প্রেম তাহার প্রেম নিত্যই সেইরূপে অবস্থান করে, যেহেতু প্রেম তাঁহাদিগের স্বরূপভূত, এই নিমিত্ত ইহাকে সহজ প্রেম বলে। জাতপ্রেম সাধকের যাভীষ্ট নিত্যসিদ্ধ পরিকরের অনুবর্ত্তনরূপগুণানুসারে ক্রমশঃ প্রেমের বৃদ্ধি হয় এবং মহদপরাধাদি দোষে সেই প্রেমের আবার ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া যায়, যেহেতু সাধকের প্রেম সাধ্য অর্থাৎ আগন্তুক, সুতরাং তাহাকে সহজ প্রেম বলে না ॥ ২৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ রাগপরীক্ষার্থ উপেক্ষা করিয়া রাধাপ্রেমের হ্রাস বৃদ্ধি পর্য্যালোচনা করতঃ অনুতাপ করিয়াছিলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের রাগচেষ্টা ইহা ... শ্লোকে ব্যক্ত করিলেন ॥ ২৮ ॥

জীবাম্মি পাপীয়সী ॥২৯॥

তত্রৈব দ্বিতীয়াঙ্কে পঞ্চচত্বারিংশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য শ্রীরাধিকাবাক্যং—

গৃহান্তঃ খেলন্ত্যো নিজসহজবাল্যস্য বলনাদভদ্রং
ভদ্রং বা কিমপি নহি জানীমহি মনাক্।
বয়ং নেতুং যুক্তাঃ কথমশরণাং কামপি দশাং;
কথং বা ন্যায্যা তে প্রথয়িতুমুদাসীনপদবী ॥৩০॥

তথা তত্রৈব দ্বিতীয়াঙ্কে সপ্তত্রিংশশ্লোকে শ্রীরাধিকামুদ্দিশ্য শ্রীললিতাবাক্যং—

অন্তঃক্লেশকলঙ্কিতাঃ কিল বয়ং
যামোঽদ্য যাম্যাং পুরীং,
নায়ং বঞ্চনসঞ্চয়প্রণয়িনং
হাসং তথাপ্যুজ্ঝতি।
অস্মিন্ সম্পুটিতে গভীরকপটৈ
রাভীরপল্লীবিটে,
হা মেধাবিনি রাধিকে
তব কথং প্রেমা গরীয়ানভূৎ ॥৩১॥

তথা তত্রৈব তৃতীয়াঙ্কে অষ্টমশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি পৌর্ণমাসী বাক্যং—

হিত্বা দূরে পথি ধবতরোরন্তিকং ধর্ম্মসেতো-
র্ভঙ্গোদগ্রা গুরুশিখরিণং রংহসা লঙ্ঘয়ন্তী।
লেভে কৃষ্ণার্ণব নবরসা রাধিকাবাহিনী ত্বাং,
বাগ্বীচীভিঃ কিমিব বিমুখীভাবমস্যা স্তনোষি ॥৩২॥

ক্লেশিতাশ্চ। তথা সাধ্বীভিরধ্যাসিতঃ সেবিতঃ সঃ প্রসিদ্ধঃ পাতিব্রত্যলক্ষণো মহান্ সর্ব্বশ্রেষ্ঠো ধর্ম্মোপি ন গণিতোনাদৃতঃ, মম ধৈর্য্যাংধিক্, যৎ যস্মাৎ তেন কৃষ্ণেন উপেক্ষিতাপি অহং পাপীয়সী জীবামী ॥ ২৯ ॥

গৃহান্তরিতি। নিজসহজবাল্যস্য স্বীয়সহচরবাল্যস্য বলনাৎ প্রভাবাৎ গৃহস্যান্তর্মধ্যেখেলন্ত্যো বিহরন্ত্যোবয়ং, অভদ্রং ভদ্রং বা কিমপি মনাক্ ঈষদপি ন জানীমহি। তাদৃশা বয়ং অশরণাং নিরাশ্রয়াং কামপি অনির্ব্বচনীয়াং দশাং নেতুং প্রাপয়িতুং কথং যুক্তাঃ স্যাম। ন হি বালাঃ প্রত্যেবং কর্ত্তুং যুজ্যতে। ভবতু তথা। তে ত্বয়া উদাসীনপদবী প্রথয়িতুং বিস্তারয়িতুং কথং বা ন্যায্যা স্যাৎ। অস্মান্ তাদৃগবস্থাঃ কৃত্বা ঔদাসীন্যং ন তাবৎ সমুচিতমিতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥

অন্তঃক্লেশেতি। অনন্তর্মনসি উপেক্ষাজনিতেন ক্লেশেন কলঙ্কিতা দূষিতা বয়মদ্য যাম্যাং যমসম্বন্ধীয়াং পুরীং নগরীং যামো যাতুং প্রবৃত্তাঃ। তথাপ্যয়ং শ্রীকৃষ্ণো বঞ্চনানাং সঞ্চয়ে রাশিকরণে প্রণয়িনং প্রীতিযুক্তং হাসমুজ্ঝতি ত্যজতি। হে মেধাবিনি হে রাধিকে! গভীরৈর্বোদ্ধুমশক্যৈঃ কপটৈঃ সংপুটিতে প্রচ্ছন্নে অস্মিন্ আভীরপল্লীষু বিটে ধূর্ত্তে কৃষ্ণে তব গরীয়ান্ নিরবধিঃ প্রেমা কথমভূৎ ॥ ৩১ ॥

হিত্বেতি। কৃষ্ণ এব অর্ণবঃ, হে তথাবিধ রাধিকৈব বাহিনী নদী। উভয়ত্রৈব রূপকালঙ্কারঃ। ত্বাং লেভে। কিং কৃত্বা ধবতরোঃ অন্তিকং সামীপ্যমপি দূরে পথি হিত্বা ধবতরবো যত্র স্যুস্ততো নদ্যো ন নিঃসরন্তীতি প্রসিদ্ধেঃ। পক্ষে ধবঃ পতির্মনুষ্যঃ। পতিশাখি নরাধবাইত্যমরঃ। ধর্ম্ম এব সেতুস্তস্য ভঙ্গেন উদগ্রা তুঙ্গা, পক্ষে সেতুঃ মর্য্যাদা। উদগ্রা উন্নতা। উচ্চ প্রাংশূন্নতোদগ্রোচ্ছ্রিতাস্তুঙ্গইত্যমরঃ। গুরুং বিশালং শিখরিণং পর্ব্বতং। পক্ষে গুরুঃ গুরুজনঃ। রং

গণনা করিলাম না। সেই কৃষ্ণ কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়াও যে এই পাপীয়সী আমি জীবিত আছি, আমার এ ধৈর্য্যে শত ধিক্ ॥২৯

হে কৃষ্ণ! আমরা স্বীয় সহচর-বাল্যস্বভাব বশতঃ গৃহমধ্যে থাকিয়া খেলা করি, ভাল মন্দ কিছুই জানি না, আমাদিগকে এতাদৃশ নিরাশ্রয় দশায় উপস্থিত করা কি যুক্তিযুক্ত হইয়াছে? আবার সেই অবস্থায় আনিয়া উদাসীনতা অবলম্বন করা কি উচিত হয়? ৩০ ॥

অদ্য আমরা আভ্যন্তরীণ ক্লেশে কলঙ্কিত হইয়া যমালয় গমনে উদ্যত হইয়াছি। তথাপি ইনি বঞ্চনা সঞ্চয়ে সুনিপুণ হাস্য পরিত্যাগ করিতেছেন না। হা মেধাবিনি রাধিকে! গভীর কপটভাবে প্রচ্ছন্ন এই আভীরপল্লীর পরম ধূর্ত্তের উপর তোমার গুরুতর প্রেম কি প্রকারে হইল? ৩১ ॥

হে কৃষ্ণসাগর! নবরসা রাধিকানদী দূরপথে ধব তরুর নিকট পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মসেতুর ভঙ্গে উত্তুঙ্গ হইয়া

১। রায় কহে—"বৃন্দাবনে মুরলী-নিঃস্বন ;
কৃষ্ণ রাধিকার কৈছে করিয়াছ বর্ণন ?
২। কহ, তোমার কবিত্ব শুনি হয় চমৎকার।"
ক্রমে রূপ-গোসাঞী কহে করি নমস্কার—

যথা **বিদগ্ধমাধবে** প্রথমাঙ্কে ঊনবিংশশ্লোকে বৃন্দাবনং দৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—

সুগন্ধৌ মাকন্দপ্রকরমকরন্দস্য মধুরে,
বিনিস্যন্দে বন্দীকৃতমধুপবৃন্দং মুহুরিদং।
কৃতান্দোলং মন্দোন্নতিভিরনিলৈশ্চন্দনগিরে-
র্মমানন্দং বৃন্দাবিপিনমতুলং তুন্দিলয়তি ॥৩৩॥

তথা **তত্রৈব** প্রথমাঙ্কে বিংশশ্লোকে শ্রীদামানং প্রতি শ্রীবলদেববাক্যং—

বৃন্দাবনং দিব্যলতাপরীতং,
লতাশ্চ পুষ্পস্ফুরিতাগ্রভাজঃ।
পুষ্পাণি চ স্ফীতমধুব্রতানি,
মধুব্রতাশ্চ শ্রুতিহারিগীতাঃ ॥৩৪॥

তথা **তত্রৈব** প্রথমাঙ্কে সপ্তবিংশশ্লোকে মধুমঙ্গলং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—

হসা বেগেন লঙ্ঘয়ন্তী সতী। নবো নূতনো রসো জলং, পক্ষে রাগো যস্যাঃ সা। ত্বঞ্চ সসমুদ্র ইব বাগ্‌ভিরেব বাচাভিঃ তরঙ্গৈঃ, কিমিতি অস্যা বিমুখীভাবং বৈমুখ্যং তনোষি ॥ ৩২ ॥

সুগন্ধাবিতি। সুশোভনো গন্ধো যস্যেতি তস্মিন্ সুগন্ধৌ। (গন্ধস্যেদুৎ পূতি সুসুরভিভ্য ইতি ইদাদেশঃ)। মধুরে মনোহরে মাকন্দপ্রকরাণাং আম্রসমূহানাং মকরন্দস্য নিস্যন্দে মুহুর্বারংবারং বন্দীকৃতং প্রগ্রহীকৃতং মধুপবৃন্দং ভ্রমর-সমূহোযস্মিন্ তং। (প্রগ্রহোপগ্রহৌ বন্দ্যামিত্যমরঃ)। মন্দা উন্নতিরূর্দ্ধগতির্যেষাং তৈঃ চন্দনগিরের্মলয়াচলস্যানিলৈঃ কৃত আন্দোল ঈষৎ কম্পনং যস্যেতি, তদিদং বৃন্দাবিপিনং বৃন্দাবনং মমাতুলমানন্দং তুন্দিলয়তি বর্দ্ধয়তীতি। আনন্দঘনস্যাপি অতুলানন্দবর্দ্ধকত্বাদ্ বৃন্দাবনস্য বৈকুণ্ঠাদিত্যোপি মাহাত্ম্যাতিশয়োব্যঞ্জিতঃ। অত্র সুগন্ধাবিতি সৌগন্ধ্যং, কৃতান্দোলমিতি মন্দোন্নতিভিরিতিচ মান্দ্যং, চন্দনগিরেরিতি শৈত্য-সৌগন্ধ্যে চ সূচিতে ॥ ৩৩ ॥

বৃন্দাবনমিতি। বৃন্দাবনং দিব্যাভির্লতাভিঃ পরীতং বেষ্টিতং। তাশ্চ লতাঃ পুষ্পৈঃ স্ফুরিতানি দ্যোতিতানি অগ্রানি ভজন্তীতি তথা। তানি চ পুষ্পাণি স্ফীতা আনন্দিতা মধুব্রতা ভ্রমরা যেষু তথাভূতানি। তে চ মধুব্রতাঃ শ্রুতিং শ্রবণেন্দ্রিয়ং হর্তুং শীলমেষাং তথাভূতানি গীতানি যেষাং তে ইতি। অত্র পূর্ব্ব পূর্ব্বং প্রতি উত্তরোত্তরস্য বিশেষণতয়া স্থাপিতত্বাদয়মেকাবলীনামালঙ্কারঃ। তথাহি দর্পণে—'পূর্ব্বং পূর্ব্বং প্রতি বিশেষণত্বেন পরং পরং। স্থাপ্যতেঽপোহ্যতে বা চেৎ স্যাত্তদৈকাবলী দ্বিধেতি' ॥ ৩৪ ॥

বেগপ্রভাবে গুরু-শিখরীকে লঙ্ঘন করতঃ তোমাকে লাভ করিয়াছেন, তুমি কেন বচনতরঙ্গ দ্বারা তাহাতে বিমুখীভাব বিস্তার করিতেছ ? ৩২ ॥

যিনি আম্র-পরম্পরার মুকুল-রক্ষিত মধুর এবং সুগন্ধি মকরন্দকারাগারে মধুপশ্রেণীকে নিবদ্ধ করিয়াছেন এবং মলয়াচলের মন্দবায়ু কর্তৃক যিনি মন্দ মন্দ আন্দোলিত, হে সখে মধুমঙ্গল ! এই সেই বৃন্দাবন আমার অনুপম আনন্দ সংবর্দ্ধন করিতেছেন ॥ ৩৩ ॥

হে সখে ! এই বৃন্দাবন দিব্য লতাজালে পরিবেষ্টিত, সেই লতা সকলের অগ্রভাগে কুসুমরাজি পরিস্ফুরিত। সেই কুসুমশ্রেণীতে মধুকর-মালা মধুপানে আনন্দিত এবং সেই মধুকরগণ কর্ণরসায়ন গানে প্রবৃত্ত ॥ ৩৪ ॥

১। মুরলী নিস্বন—মুরলী এবং তাহার নিঃস্বন (ধ্বনি)। কৃষ্ণ রাধিকার—কৃষ্ণ এবং রাধিকার। কৈছে—কি প্রকারে।

২। কহ—অর্থাৎ মুরলী প্রভৃতির বর্ণন বল।

রস—নদীপক্ষে জল, রাধিকাপক্ষে রাগ। ধব—বৃক্ষবিশেষ, পক্ষে পতি (অর্থাৎ পতিম্মন্য)। যে পতি না হইয়াও পতি বলিয়া আপনাকে বোধ করে তাহাকে পতিম্মন্য বলে। সেতু—বাঁধ ; পক্ষে মর্য্যাদা। গুরু—বিশাল ; পক্ষে গুরুজন। শিখরী—পর্ব্বত। এই চারি শ্লোক দ্বারা সহজ-প্রেমের যে কোনরূপ দোষেও ক্ষয় হয় না, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ উপেক্ষাদিতেও শ্রীরাধিকার প্রেমের কিছু মাত্র ত্রুটি হয় নাই, বরং গাঢ় হইয়াছে, ইহাই দেখাইলেন। ৩২।

ক্বচিদ্ভৃঙ্গীগীতং ক্বচিদনিলভঙ্গীশিশিরতা,
ক্বচিদ্বল্লীলাস্যং ক্বচিদমলমল্লী পরিমলঃ।
ক্বচিদ্ধারাশালী করকফলপালীরসো ভরো,
হৃষীকাণাং বৃন্দং প্রমোদয়তি বৃন্দাবন মিদং ॥৩৫

মুরলী যথা তত্রৈব তৃতীয়াঙ্কে প্রথমশ্লোকে পৌর্ণমাসী বাক্যং—

পরামৃষ্টাঙ্গুষ্ঠত্রয়মসিতরত্নৈরুভয়তো,
বহন্তী সংকীর্ণৌ মণিভিররুণৈস্তৎপরিসরৌ
তয়োর্মধ্যে হীরোজ্জ্বলবিমলজাম্বূনদময়ী,
করে কল্যাণীয়ং বিহরতি হরেঃ কেলিমুরলী ॥৩৬

তথা তত্রৈব পঞ্চমাঙ্কে পঞ্চদশশ্লোকে বিশাখাসমক্ষং বংশীং প্রতি শ্রীরাধিকাবাক্যং—

সদ্বংশতস্তব জনিঃ পুরুষোত্তমস্য,
পাণৌ স্থিতি র্মুরলিকে সরলাসি জাত্যা।
কস্মাত্ত্বয়া বত গুরো র্বিষমা গৃহীতা,
গোপাঙ্গনাগণবিমোহন মন্ত্রদীক্ষা ॥৩৭॥

তথা তত্রৈব চতুর্থাঙ্কে অষ্টমশ্লোকে পদ্মাং প্রতি চন্দ্রাবলীবাক্যং—

মাধবীয়াং বনমাধুরীং পশ্যেত্যাহ—ক্বচিদ্ভৃঙ্গীগীতমিতি। হে সখে! ইদং দৃশ্যমানং বৃন্দাবনং হৃষীকাণাং বিষয়েন্দ্রিয়াণাং বৃন্দং সমূহং প্রমোদয়তি আনন্দয়তি। কথমিত্যাহ—ক্বচিৎ কস্মিংশ্চিৎ প্রদেশে ভৃঙ্গীণাং মধুকরীণাং গীতং গানং। ক্বচিচ্চ অনিলস্য দক্ষিণবায়োর্ভঙ্গ্যা গতিবিশেষেণ শিশিরতা শৈত্যং। ক্বচিচ্চ বল্লীনাং লতানাং লাস্যং নটনং। ক্বচিচ্চ অমলানাং বিশুদ্ধানাং মল্লীনাং কুসুমবিশেষাণাং পরিমলঃ বিমর্দোত্থিত-জনমনোহর-গন্ধঃ। (বিমর্দোত্থে পরিমলো গন্ধে জনমনোহরে ইত্যমরঃ)। ক্বচিচ্চ ধারাশালী করকানাং দাড়িমানাং ফলপালীরসভরঃ ফলসমূহরসপূর ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

পরামৃষ্টেতি। উভয়তঃ শিরসি পুচ্ছে চ অঙ্গুষ্ঠত্রয়ং তৎপরিমিতং প্রদেশং ব্যাপ্য অসিতরত্নৈরিন্দ্রনীলমণিভিঃ পরামৃষ্টা খচিতা। তথা তৎপরিসরৌ শিরোঽঙ্গুষ্ঠত্রয়াদন্তরমঙ্গুষ্ঠত্রয়ং পুচ্ছাঙ্গুষ্ঠত্রয়াৎ পূর্বমঙ্গুষ্ঠত্রয়ঞ্চ ব্যাপ্য যৌ দ্বৌ পরিসরৌ তৌ, অরুণৈররুণবর্ণৈর্মণিভিঃ সঙ্কীর্ণৌ খচিতৌ তৌ বহন্তী। তথা তয়োঃ পূর্বোক্তয়োঃ পরিসরয়োর্মধ্যে হীরৈর্হীরকৈরুজ্জ্বলং বিমলং বিশুদ্ধং জাম্বূনদং জম্বূনদীসম্ভবং স্বর্ণং তন্ময়ী ইয়ং কল্যাণী কেলীমুরলী হরেঃ শ্রীব্রজরাজনন্দনস্য করে পাণৌ বিলসতি ॥ ৩৬ ॥

সদ্বংশতইতি। সতঃ প্রাপ্তবয়স্কাৎ বংশতঃ বংশাৎ ত্বক্ সারাৎ, পক্ষে সাধুচরিতান্বয়বায়াৎ। তব জনিরুৎপত্তিঃ। (কুলমস্করয়োর্বংশ ইত্যমরঃ)। তথা পুরুষোত্তমস্য পুরুষশ্রেষ্ঠস্য শ্রীকৃষ্ণস্য পাণৌ স্থিতির্বাসঃ। তথা জাত্যা প্রকারেণ ত্বং সরলা অকুটিলাসি, পক্ষে জাত্যা জন্মনা সরলা উদারাসি। (দক্ষিণে সরলোদারাবিত্যমরঃ।) এবং কুলসংসর্গস্বভাবানাং সদ্গুণ্যে সতি বত আশ্চর্য্যে। গোপাঙ্গনাগণস্য গোপসুন্দরীসমূহস্য বিষমা বিশেষেণ মোহনস্য মন্ত্রস্য ধ্বনিরূপস্য দীক্ষা উপদেশঃ, কস্মাদ্গুরোস্ত্বয়া গৃহীতা ? ৩৭ ॥

কোন প্রদেশে মধুকরী মালার সুমধুর গান হইতেছে, কোন স্থানে শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, কোন বিভাগে লতাপরম্পরা নৃত্য করিতেছে, কোন স্থানে মল্লিকা কুসুমের পরিমল আমোদিত করিতেছে, কোন স্থানে দাড়িমী ফল পরম্পরার রসপূর প্রবাহিত হইতেছে, অতএব এই বৃন্দাবন ইন্দ্রিয়গণের পরমানন্দ বর্দ্ধন করিতেছে ॥ ৩৫ ॥

যিনি শির এবং পুচ্ছভাগে অঙ্গুষ্ঠত্রয় পরিমিত প্রদেশে ইন্দ্রনীলমণি দ্বারা খচিত, যিনি শির ও পুচ্ছের অঙ্গুষ্ঠত্রয়ের পর ও পূর্ব্ব অঙ্গুষ্ঠত্রয় পরিমিত পরিসরদ্বয় অরুণবর্ণ মণি দ্বারা খচিত এবং যিনি সেই উভয় পরিসরের মধ্যভাগে বিন্যস্ত হীরক দ্বারা উজ্জ্বলীকৃত বিশুদ্ধ জাম্বূনদময়ী সেই এই কল্যাণী কেলিমুরলী শ্রীকৃষ্ণের পাণিতে বিলাস করিতেছেন ॥ ৩৬ ॥

হে মুরলীকে! তোমার সদ্বংশে জন্ম, পুরুষোত্তমের করে অবস্থিতি এবং তুমি জাতিতে সরলা; এরূপ হইয়াও, অহো গোপসুন্দরীগণের মোহন মন্ত্রের (ধ্বনির) বিষম দীক্ষা কোন্ গুরুর নিকট গ্রহণ করিয়াছ ? ৩৭ ॥

যে রূপ বৃন্দাবন বর্ণন করিয়াছেন তাহাই এই তিন শ্লোকে দেখাইলেন। ৩৫।
পরিসর—পর্যন্ত স্থান। এক শ্লোক দ্বারা মুরলী বর্ণন বলিলেন। ৩৬।
বংশ—বাঁশ, পক্ষে কুল। জাতি—প্রকার, পক্ষে উৎপত্তি স্থান। ৩৭।

সখি মুরলি বিশালছিদ্রজালেন পূর্ণা,
লঘুরতিকঠিনাত্মা নীরসা গ্রন্থিলাসি।
তদপি ভজসি শশ্বচ্চুম্বনানন্দসান্দ্রং,
হরিকরপরিরম্ভং কেন পুণ্যোদয়েন। ৩৮॥

তথা তত্রৈব প্রথমাঙ্কে ত্রয়োবিংশশ্লোকে আকাশে নারদ-বাক্যং—

রুন্ধন্নম্বুভৃতশ্চমৎকৃতিপরং
কুর্ব্বন্ মুহু স্তুম্বুরুং,
ধ্যানাদন্তরয়ন্ সনন্দনমুখান্
বিস্মাপয়ন্ বেধসং।
ঔৎসুক্যাবলিভির্ব্বলিং চটুলয়ন্
ভোগীন্দ্রমাঘূর্ণয়ন্,
ভিন্দন্নণ্ডকটাহ ভিত্তিমভিতো
বভ্রাম বংশীধ্বনিঃ ॥৩৯॥

তথা তত্রৈব প্রথমাঙ্কে চতুর্দ্দশশ্লোকে নান্দীমুখীং প্রতি পৌর্ণমাসীবাক্যং—

অয়ং নয়নদণ্ডিতপ্রবরপুণ্ডরীকপ্রভঃ,
প্রভাতি নবজাগুড়দ্যুতিবিড়ম্বি পীতাম্বরঃ।

সখীতি। হে সখি! মুরলি! ত্বং বিশালেন ছিদ্রজালেন ছিদ্রসমূহেন, পক্ষে দোষসমূহেন পূর্ণা ব্যাপ্তা। তথা লঘুঃ গৌরববর্জ্জিতা, পক্ষে ক্ষুদ্রা। অতি কঠিনঃ কোমলতারহিত আত্মা শরীরং যস্যাঃ সা, পক্ষে নিষ্ঠুরস্বভাবা। নীরসা শুষ্কা, পক্ষে নির্নাস্তি রসো রসজ্ঞানং যস্যাঃ সা অসভ্যেত্যর্থঃ। গ্রন্থিলা গ্রন্থিবহুলা, পক্ষে গ্রন্থিং নীবিগ্রন্থিংলাতি গৃহ্ণাতি ছিনত্তীতি নীবিগ্রন্থিমোচিকা গ্রন্থিচ্ছেদিকা বা। তদপি তথাপি ত্বং চুম্বনানন্দেন সান্দ্রং নিবিড়ং হরিকরস্য পরিরম্ভং আলিঙ্গনং কেন পুণ্যোদয়েন পুণ্যপ্রভাবেণ শশ্বৎ নিরন্তরং ভজসি? ৩৮॥

রুন্ধন্নিতি। বংশীধ্বনিঃ অম্বুভৃতো মেঘান্, রুন্ধন্ স্থগিতীকুর্ব্বন্ বায়ুগতিস্তম্ভনাৎ। মুহুরিতি সর্ব্বত্রান্বয়ঃ। তথা তুম্বুরুং তন্নামানমৃষিং নারদসহচরমতীবসঙ্গীতাভিজ্ঞং চমৎকৃতিপরং চমৎকারাতিশয়ান্বিতং কুর্ব্বন্ অননুভূতপূর্ব্বত্বাৎ। তথা সনন্দনমুখান্ সনক-সনন্দন-সনাতন-সনৎকুমারাখ্যান্ ব্রহ্মণো মানসপুত্রান্ চতুঃসনতয়া-প্রসিদ্ধান্ ধ্যানাৎ সমাধেরন্তরয়ন্ ব্যুত্থাপয়ন্ ব্রহ্মানন্দতোপি চমৎকারাতিশয়াৎ। তথা বেধসং সৃষ্টিকর্ত্তারং ব্রহ্মাণং বিস্মাপয়ন্ স্বসৃষ্টৌ তাদৃশা ভাবাৎ। তথা ঔৎসুক্যাবলিভিঃ পুনঃ পুনঃ প্রবলেচ্ছাপরম্পরাভির্ব্বলিং বৈরোচনিং চটুলয়ন্ চঞ্চলীকুর্ব্বন্ ভাবাঙ্কুরোদ্‌বোধাৎ। তথা ভোগীন্দ্রং অনন্তং আঘূর্ণয়ন্ ভাবোদয়াৎ। তথা অণ্ডকটাহস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য ভিত্তিং মৃত্তিকাস্তাবরণরূপাং ভিন্দন্ পরমপুরুষার্থরূপত্বাৎ। অভিতঃ সর্ব্বতো বভ্রামেতি ॥ ৩৯ ॥

অয়মিতি। নয়নেন নয়নশোভয়া দণ্ডিতা প্রবরস্য সুজাতস্য পুণ্ডরীকস্য সিতাম্ভোজস্য প্রভা শোভা যেন সঃ। (পুণ্ডরীকং সিতাম্ভোজ ইত্যমরঃ।) তথা নবজাগুড়স্য নবীনকুঙ্কুমস্য দ্যুতিং কান্তিং বিড়ম্বয়িতুং শীলমনয়োস্তথাভূতে পীতে

হে সখি মুরলী! তুমি বিশালছিদ্রজালে পরিপূর্ণ, লঘু, অতিশয় কঠিনাত্মা, গ্রন্থিলা এবং নীরসা হইয়াছ, তথাপি কি পুণ্যের প্রভাবে হরিকরের নিবিড় আলিঙ্গন এবং অধর চুম্বনে পরমানন্দ ভজনা করিতেছ? ৩৮॥

বারম্বার জলধর মালার গতিরোধ, তুম্বুরু ঋষির চমৎকারিতা, সনন্দনাদির সমাধি ভঙ্গ, বিধাতার বিস্ময়োৎপাদন, ঔৎসুক্য পরম্পরা দ্বারা বলিরাজের অস্থিরতা, নাগরাজকে আঘূর্ণিত এবং ব্রহ্মাণ্ড কটাহের আবরণ ভিত্তির ভেদ করতঃ শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি সকল স্থানে ভ্রমণ করিয়াছে ॥ ৩৯ ॥

যিনি নয়ন শোভায় পুণ্ডরীকের প্রভাকে তিরস্কৃত করিয়াছেন, যিনি পরিহিত পীতাম্বর দ্বারা নব কুঙ্কুমের

* ছিদ্র—রন্ধ্র, পক্ষে দোষ। লঘু—গৌরব রহিত অর্থাৎ পাতলা পক্ষে ক্ষুদ্র। অতি কঠিনাত্মা—কোমলতা বর্জ্জিত দেহ পক্ষে নিষ্ঠুর স্বভাবা। নীরসা—শুষ্কা পক্ষে অরসিকা অর্থাৎ অসভ্যা। গ্রন্থিলা—বহু গ্রন্থিযুক্তা পক্ষে নিবিগ্রন্থি গ্রহণকারিণী অথবা গ্রন্থিচ্ছেদিকা অর্থাৎ গাঁইট কাটা। ৩৮॥

বংশীধ্বনি বর্ণনের এই তিন শ্লোক বলিলেন। ৩৯॥

অরণ্যজপরিষ্ক্রিয়াদমিতদিব্যবেশাদরো,
হরিন্মণিমনোহরদ্যুতিভিরুজ্জলাঙ্গো হরিঃ ॥৪০॥

তথা ললিতমাধবে চতুর্থাঙ্কে সপ্তবিংশশ্লোকে ললিতা শ্রীরাধামাহ—

জঙ্ঘাধস্তটসঙ্গিদক্ষিণপদং কিঞ্চিদ্বিভুগ্নত্রিকং,
সাচিস্তম্ভিতকন্ধরং সখি তিরঃসঞ্চারি নেত্রাঞ্চলং
বংশীং কুট্মলিতে দধানমধরে লোলাঙ্গুলীসঙ্গতাং
রিঙ্গদ্‌ভ্রূভ্রমরং বরাঙ্গি পরমানন্দং পুরঃ স্বীকুরু॥৪১

তথা তত্রৈব প্রথমাঙ্কে পঞ্চচত্বারিংশশ্লোকে শ্রীরাধা ললিতামাহ—

কুলবরতনুধর্ম্মগ্রাববৃন্দানি ভিন্দন্,
সুমুখি নিশিতদীর্ঘাপাঙ্গটঙ্কচ্ছটাভিঃ।
যুগপদয়মপূর্ব্বঃ কঃ পুরো বিশ্বকর্ম্মা,
মরকতমণিলক্ষৈ গোষ্ঠকক্ষাং চিনোতি ॥৪২॥

তথা তত্রৈব প্রথমাঙ্কে দ্বিচত্বারিংশশ্লোকে শ্রীরাধিকাং প্রতি ললিতাবাক্যং—

নবাম্বুধরমণ্ডলীমদবিড়ম্বিদেহদ্যুতি,
র্ব্রজেন্দ্রকুলচন্দ্রমাঃ স্ফুরতি কোঽপি নব্যো যুবা

পীতবর্ণে অম্বরে বসনে যস্য সঃ। অরণ্যজাভির্বন্যাভিঃ পরিষ্ক্রিয়াভিরলঙ্কারৈর্দমিতঃ পরাজিতো দিব্যবেশে মণিমুক্তাদিকাল্পিতে আদরো যেন সঃ। (অলঙ্কারস্ত্বাভরণং পরিষ্কারোবিভূষণমিত্যমরঃ।) তথা হরিন্মণিবৎ মরকতমণিবৎ মনোহরা যা দ্যুতয়স্তাভিরুজ্জলমঙ্গং যস্য সঃ। (গরুত্মতং মকরতমশ্মগর্ভং হরিন্মণিরিত্যমরঃ) অয়ং হরিঃ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রভাতি শোভতে ॥৪০॥

জঙ্ঘাধ ইতি। হে সখি হে বরাঙ্গি! পুরোঽগ্রে, জানুগুল্‌ফয়োর্মধ্যভাগোজঙ্ঘা বামজঙ্ঘায়া অধস্তটে নিম্নপ্রান্তে সাঙ্গ মিলিতং দক্ষিণপদং তদগ্রভাগো যস্য তং। তথা কিঞ্চিৎ ঈষদ্বিভুগ্নং দক্ষিণভাগে আবজ্জিতং ত্রিকং পৃষ্ঠবংশস্যাধোভাগো যস্য তং। তথা সাচি বামভাগে তির্য্যক্ স্তম্ভিতা কন্ধরা গ্রীবা যস্য তং। তথা তিরঃ তির্য্যক্ সঞ্চরিতুং শীলমস্যেতি সঞ্চারি নেত্রাঞ্চলং অপাঙ্গো যস্য তং। তথা কুট্মলিতে সঙ্কুচিতে অধরে লোলাভিঃ রন্ধ্রাৎ রন্ধ্রান্তরং প্রতি পরিচালনতাভিরঙ্গুলাভিঃ সঙ্গতাং মিলিতাং বংশীং দধানং। তথা রিঙ্গন্তৌ তির্য্যক্ চলন্তৌ ভ্রুবাবেব ভ্রমরৌ যস্য। তং মূর্ত্তিমন্তং পরমানন্দং স্বীকুরু অঙ্গীকুরু। জঙ্ঘাতু প্রসৃতেতি। পৃষ্ঠবংশাধরে ত্রিকমিতি। তির্য্যগর্থঃ সাচি তিরোপীতি। গ্রীবায়াং শিরো ধিঃ কন্ধরেত্যপীতি চামরঃ ॥ ৪১ ॥

কুলবরেতি। সুমুখী! নিশিতঃ শানিতঃ দীর্ঘাপাঙ্গ এব টঙ্কঃ পাষাণবিদারণঃ অস্ত্রবিশেষঃ তস্য ছটাভিঃ। কুলবরতনূনাং কুলাঙ্গনানাং ধর্ম্মাএব গ্রাববৃন্দানি পাষাণরাশয়ঃ তানি যুগপৎ একদৈব ভিন্দন্ সন্। মরকতমণীনাং হরিন্মণীনাং লক্ষৈলক্ষসংখ্যাভিঃ গোষ্ঠকক্ষাং গোষ্ঠপ্রদেশঃ চিনোতি রচয়তি। পুরোঽগ্রে অয়ং অপূর্ব্বং অদৃষ্টাশ্রুতঃ বিশ্বকর্ম্মা কঃ? বিশ্বকর্ম্মা দেবশিল্পী। (পাষাণ-প্রস্তর-গ্রাবোপলাশ্মানঃ শিলাদৃষদাতি। টঙ্কঃ পাষাণ দারুণ ইতি চামরঃ) ॥ ৪২ ॥

নবেতি। নবাম্বুধরমণ্ডলীনাং নূতনজলধরশ্রেণীনাং মদং গর্ব্বং বিড়ম্বয়িতুং শীলমস্যাস্তথাভূতা দেহস্য দ্যুতিঃ

শোভাকে বিড়ম্বিত করিয়াছেন, যিনি বন্যবেশ দ্বারা দিব্যবেশকে অনাদৃত করিয়াছেন, এবং মরকত মণির ন্যায় কান্তি দ্বারা যাঁহার অঙ্গ সমুজ্জ্বল, সেই এই শ্রীকৃষ্ণ শোভা পাইতেছেন ॥ ৪০ ॥

যাঁহার বাম জঙ্ঘার নিম্নপ্রান্তে দক্ষিণ পাদাগ্র সংযুক্ত, যাঁহার পৃষ্ঠবংশের নিম্নদেশ দক্ষিণভাগে কিঞ্চিৎ আবজ্জিত, যাঁহার গ্রীবা ঈষৎ বক্র ভাবে স্তম্ভিত, যাঁহার নেত্রপ্রান্ত সঞ্চালিত হইতেছে, যিনি সঙ্কুচিত অধরে লোলাঙ্গুলী সঙ্গত বংশীকে ধারণ করিয়াছেন, এবং যাঁহার ভ্রূমধুকর নৃত্যপরায়ণ, হে সখি বরাঙ্গি! সেই অগ্রবর্ত্তী মূর্ত্তিমান্ পরমানন্দকে অঙ্গীকার কর ॥ ৪১ ॥

হে সুমুখী! যিনি যুগপৎ দীর্ঘ অপাঙ্গরূপ শানিত টঙ্কচ্ছটা দ্বারা কুলাঙ্গনাদিগের ধর্ম্মরূপ প্রস্তর রাশিকে ভেদ করতঃ অসংখ্য মরকত মণি দ্বারা গোষ্ঠপ্রদেশকে বিরচিত করিতেছেন, সেই এই অপূর্ব্ব বিশ্বকর্ম্মা কে? ৪২ ॥

যাঁহার অঙ্গকান্তি নবঘনাবলীর গর্ব্ব খর্ব্ব করেন, সেই কোন নন্দকুলচন্দ্র নবযুবা প্রকাশ পাইতেছেন, হে সখি!

টঙ্ক—পাষাণ বিদারক অস্ত্র বিশেষ। বিশ্বকর্ম্মা—দেবশিল্পী। ৪২।

সখি স্থিরকুলাঙ্গনানিকরনীবিবন্ধার্গল-
ছিদাকরণকৌতুকী জয়তি যস্য বংশীধ্বনিঃ ॥৪৩॥

তথা **বিদগ্ধমাধবে** প্রথমাঙ্কে অষ্টাবিংশশ্লোকে শ্রীরাধিকায়া রূপং দৃষ্ট্বা পৌর্ণমাসীবাক্যং —

বলাদক্ষ্ণো র্লক্ষ্মীঃ কবলয়তি নব্যং কুবলয়ং,
মুখোল্লাসঃ ফুল্লং কমলবনমুল্লঙ্ঘয়তি চ।
দশাং কষ্টামষ্টাপদমপি নয়ত্যাঙ্গিকরুচি,
র্বিচিত্রং রাধায়া কিমপি কিল রূপং বিলসতি ॥৪৪

তথা **তত্রৈব** পঞ্চমাঙ্কে অষ্টাদশশ্লোকে মধুমঙ্গলং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—

বিধুরেতি দিবা বিরূপতাং,
শতপত্রং বত শর্ব্বরীমুখে।
ইতি কেন সদা শ্রিয়োজ্জ্বলং,
তুলনামর্হতি মৎ প্রিয়াননং ॥৪৫॥

তথা **তত্রৈব** দ্বিতীয়াঙ্কে পঞ্চাশত্তমশ্লোকে বিশাখা-বাক্যানন্তরং শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—

প্রমদরসতরঙ্গস্মেরগণ্ডস্থলায়াঃ,
স্মরধনুরনুবন্ধিভ্রূলতালাস্যভাজঃ।

কান্তির্যস্য সঃ কোপি নবোযুবা ব্রজেন্দ্রকুলচন্দ্রমাঃ নন্দকুলসুধাকরঃ, চন্দ্রমাইত্যনেন ব্রজেন্দ্রকুলস্য ক্ষীরাব্ধিত্বং ব্যঞ্জিতং। স্ফুরতি রাজতে। কোহসাবিত্যাহ—হে সখি! স্থিরকুলাঙ্গনানাং সাধ্বীস্ত্রীণাং নিকরস্য নীবিবন্ধ এবার্গলং কপাট বিষ্কম্ভক তস্য ছিদাকরণে কৌতুকী যস্য বংশীধ্বনির্জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে ॥ ৪৩ ॥

বলাদিতি। অক্ষ্ণোর্নয়নয়োর্লক্ষ্মীঃ শোভাবলাৎ নব্যং কুবলয়মুৎপলং কবলয়তিগ্রসতে তস্য শোভাংস্বান্তর্ভাবিতাং করোতি। তথা মুখস্য উল্লাসঃ শোভাবিশেষঃ প্রফুল্লং বিকসিতং কমলবনং পদ্মবনং বলাৎ উল্লঙ্ঘয়তি অতীত্যাবর্ত্ততে পাদ প্রহারং কমলবনশোভাং তিরস্কারেতি ভাবঃ। তথা অঙ্গে ভবতীতি আঙ্গিকী স্বাভাবিকী ন তু কৃত্রিমা সা চাসৌ রুচিশ্চেতি সা অষ্টাপদং সুবর্ণং কষ্টাং ক্লেশকরীং দশাং অবস্থাং বলাৎ উপনয়তি প্রাপয়তি। তদঙ্গস্য স্বাভাবিক শোভা-দর্শনমাত্রেণ সুবর্ণং দন্দহ্যমানং ভবতীত্যর্থঃ। কিমেতাশ্চর্য্যং। রাধায়াঃ কিমপি বক্তুমশক্যং বিচিত্রং রূপং বিলসতি উপমানাবলীং তিরস্কৃত্য প্রকাশতে ॥ ৪৪ ॥

বিধুরিতি। বিধুশ্চন্দ্রঃ দিবা দিবসে বিরূপতাং কান্তিরাহিত্যমেতি প্রাপ্নোতি, শতপত্রং পদ্মং শর্ব্বরীমুখে রজনী-মুখে প্রদোষে বিরূপতাঞ্চেতি। ইতি বিধু শতপত্রয়োরুপমানে অযোগ্যত্বাৎ বত খেদে হেতোঃ সদা রাত্রিন্দিবং শ্রিয়া শোভয়া উজ্জ্বলং মম প্রিয়ায়াঃ শ্রীরাধিকায়া আননং মুখং কেন উপমানেন তুলনামর্হতি প্রাপ্তুং যোগ্যং ভবতি, চরাচরে তন্মুখস্য প্রতিমানাভাবাদিত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

প্রমদেতি। প্রমদ-রসতরঙ্গেন আনন্দরসোচ্ছ্বাসেন স্মেরং মন্দহসিতযুক্তং গণ্ডস্থলং যস্যাস্তস্যাঃ। তথা স্মরধনুরনু-বধ্নাতীতি তৎসদৃশেতি যাবৎ যা ভ্রূলতা তস্যা লাস্যং -ভজতীতি তস্যাঃ। পক্ষ্মলে প্রশস্তপক্ষ্মান্বিতে অক্ষিণী যস্যাস্তস্যা

সাধ্বীস্ত্রীগণের নীবিবন্ধরূপ অর্গলচ্ছেদনে মহা কৌতুকী যাঁহার বংশীধ্বনি সর্ব্বোপরি বিরাজমান রহিয়াছেন ॥ ৪৩ ॥

নয়নশোভা বলপূর্ব্বক নূতন উৎপলশোভাকে গ্রাস করতঃ মুখশোভা প্রফুল্লপদ্মকাননের শোভাকে উলঙ্ঘন করতঃ এবং শরীরের শোভা সুবর্ণকে কষ্টকর অবস্থায় উপস্থিত করতঃ, শ্রীরাধিকার অনির্ব্বচনীয় বিচিত্ররূপ আশ্চর্য্যরূপে প্রকাশ পাইতেছে ॥ ৪৪ ॥

চন্দ্র দিবাভাগে এবং পদ্ম প্রদোষেই বিরূপ হইয়া যায়, অতএব হায় সখে! দিবা রাত্রি সমান শোভা সম্পন্ন আমার প্রেয়সীর মুখের তুলনা কাহার সহিত হইবে ? ৪৫ ॥

যাঁহার গণ্ডস্থল আনন্দরসভরে মন্দহসিতযুক্ত এবং যিনি কামকার্ম্মুক সদৃশ ভ্রূলতাকে নাচাইতেছেন, সেই পক্ষ্ম-

---

অর্গল—খিল বা হুড়কা। শ্রীকৃষ্ণ বর্ণনের প্রসঙ্গে এই চারি শ্লোক বলিলেন ॥ ৪৩ ॥

মদকলচলভৃঙ্গীভ্রান্তিভঙ্গীং দধানো,

হৃদয়মিদমদাঙ্ক্ষীৎ পক্ষ্মলাক্ষ্যাঃ কটাক্ষঃ ॥৪৬॥

১। রায় কহে—"তোমার কবিতা অমৃতের ধার ;

২। দ্বিতীয় নাটকের কহ নান্দী ব্যবহার।"

৩। রূপ কহে—"কাঁহা তুমি সূর্য্যসম ভাস ?

মুঞি কোন্ ক্ষুদ্র যেন খদ্যোত-প্রকাশ ?

৪। তোমার আগে ধার্ষ্ট্য এই মুখের ব্যাদান।"

এত বলি নান্দী শ্লোক করিল ব্যাখ্যান—

তথা **ললিতমাধবে** প্রথমাঙ্কে প্রথমশ্লোকে শ্রীরূপ গোস্বামী বাক্যং—

সুররিপুসুদৃশামুরোজকোকা-

ন্মুখকমলানি চ খেদয়ন্নখণ্ডঃ।

চিরমখিলসুহৃচ্চকোরনন্দী

দিশতু মুকুন্দযশঃশশীমুদং বঃ ॥৪৭॥

"অভীষ্টদেবের স্তুতি কহ"—রায় পুছিলা ;

৫। সঙ্কোচ পাইয়া রূপ কহিতে লাগিলা—

তথা **তত্রৈব** প্রথমাঙ্কে তৃতীয়শ্লোকে সূত্রধারঃ স্বেষ্টদেবং প্রণমতি—

নিজপ্রণয়িতাসুধামুদয়মাপ্নুবন্ যঃ ক্ষিতৌ,

কিরত্যলমুরীকৃতদ্বিজকুলাধিরাজস্থিতিঃ।

রাধায়াঃ কটাক্ষঃ, মদেন যঃ কলঃ মধুরাস্ফুটধ্বনিঃ তেন চলা ভ্রমন্তী যা ভৃঙ্গী তস্যা ভ্রান্তিভঙ্গীং দধানঃ সন্, মমেদং হৃদয়মদাঙ্ক্ষীৎ দষ্টবান্। পক্ষ্মাক্ষিলোম্নি কিঞ্জল্কে তন্ত্বাদ্যংশেঽপ্যণীয়সীতি। ধ্বনৌ তু মধুরাস্ফুটে কল ইতিচামরঃ ॥৪৬॥

সুররিপু সুদৃশামিতি। মুকুন্দস্য অসুরেভ্যোপি মুক্তিপ্রদস্য শ্রীকৃষ্ণস্য যশএব শশী পূর্ণচন্দ্রঃ। পূর্ণচন্দ্রস্যৈব শশসংজ্ঞিতভূচ্ছায়াভিব্যক্তেঃ শশীত্যুক্তং। বোযুষ্মভ্যং মুদং চিরং দিশতু। কথম্ভূতঃ অখণ্ডঃ পরিপূর্ণঃ। শশীত্যনেন পূর্ণতা প্রাপ্তাবপি অখণ্ড ইত্যনেন চন্দ্রস্য সদাতন-পূর্ণত্বাভাবাদস্য তৎসত্ত্বাৎ উপমেয়স্য মুকুন্দস্য যশস উপমানাচ্চন্দ্রাদাধিক্যরূপবিশেষাদ্ব্যতিরেকালঙ্কারঃ। তথাহি—'ব্যতিরেকো বিশেষশ্চেদুপমানোপমেয়য়োরিতি।' কিম্ভুর্ব্বন্নিত্যাহ—সুররিপু সুদৃশাং অসুরবামলোচনানাং উরোজা এব কোকাশ্চক্রবাকাস্তান্, মুখান্যেব কমলানি তানি চ খেদয়ন্ সন্, তথা অখিলাঃ সুহৃদ এব চকোরাস্তান্ নন্দয়িতুং শীলমস্যেতি সঃ। চন্দ্রশ্চক্রবাক্-কমলানি বিয়োগাদিভিঃ খেদয়তি, সুধয়া চকোরানানন্দয়তি চেতি প্রসিদ্ধিঃ ইয়ং নান্দী দ্বাদশপদা চন্দ্রনামাঙ্কিতা মঙ্গলাত্মক-কোক-কমল-চকোর-শব্দান্বিতা চ জ্ঞেয়া ॥ ৪৭ ॥

নিজপ্রণয়িতেতি। যঃ ক্ষিতৌ পৃথিব্যাং, উদয়ং প্রাকট্যমাপ্নুবন্ সন্, নিজ প্রণয়িতাসুধাং স্বপ্রেমামৃতং অলমতিশয়েন বিকিরতি বর্ষতি। তথা উরীকৃতা অঙ্গীকৃতা দ্বিজকুলস্য অধিরাজস্থিতিঃ সাম্রাজ্যমর্য্যাদা যেন সঃ। তথা লুণ্ঠিতা নিঃসারিতা তমস্ততিরজ্ঞানরাশি র্যেন সঃ। তথা বশীকৃতানি জগতাং মনাংসি যেন সঃ। স শচীসুতাখ্যঃ শচীসুতনামা শশী চন্দ্রো মম কিমপি বক্তুমশক্যং শর্ম্ম সুখং (স্বপ্রেমানন্দমিত্যর্থঃ) বিন্যস্যতু হৃদিনিহিতং করোত্বিত্যর্থঃ। প্রসিদ্ধশ্চন্দ্রো যৎকিঞ্চিদেব সুধাং কিরতি, অয়ন্তু প্রেমামৃতমতিশয়েন। স তু দ্বিজরাজঃ অয়ং দ্বিজকুলাধিরাজঃ। স তু

পক্ষ্মী রাধিকার কটাক্ষ, মদভরে কলগীত করতঃ ভ্রমণপরা ভ্রমরীর ভ্রান্তি সম্পাদন করতঃ, আমার এই হৃদয়কে দংশন করিয়াছে ॥ ৪৬ ॥

অসুরাঙ্গনাদিগের স্তনচক্রবাক ও মুখকমলের খেদ উৎপাদন এবং সুহৃচ্চকোরের আনন্দ বর্দ্ধন করতঃ শ্রীকৃষ্ণের অখণ্ড কীর্ত্তিচন্দ্র তোমাদিগের আনন্দ সম্পাদন করুন্ ॥ ৪৭ ॥

যিনি ক্ষিতিতলে উদিত হইয়া স্বীয় প্রেমামৃত বিতরণ করিতেছেন, যিনি দ্বিজকুলের অধিরাজ, যিনি জগতের

শ্রীরাধিকার রূপ বর্ণনের এই তিন শ্লোক বলিলেন ॥ ৪৬ ॥

১। ধার—ধারা। ২। দ্বিতীয় নাটক—অর্থাৎ ললিত মাধব। নান্দী—নাটকের মঙ্গলাচরণ শ্লোক। ইহার লক্ষণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

৩। সূর্য্য সম ভাস—অর্থাৎ কবিত্ব সমালোচনে অতিশয় প্রবল।

৪। ধার্ষ্ট্য—নির্লজ্জতা। ব্যাদান—বিস্তার অর্থাৎ কথা বলিতে উদ্যম।

৫। সঙ্কোচ পাইয়া—অর্থাৎ পাছে স্বীয় স্তুতি শুনিয়া প্রভু অসন্তুষ্ট হন্ এই হেতু সঙ্কোচ।

স লুঞ্চিততমস্ততি র্মম শচীসুতাখ্যঃ শশী,
বশীকৃতজগন্মনাঃ কিমপি শর্ম্ম বিন্যস্যতু ॥৪৮॥

১। শুনিয়া প্রভুর যদি অন্তরে উল্লাস,
২। বাহিরে কহেন কিছু করি রোষাভাস—
"কাঁহা তোমার কৃষ্ণরস-কাব্য সুধাসিন্ধু ?
৩। তার মধ্যে কেন মিথ্যা স্তুতি-ক্ষারবিন্দু ?"
রায় কহে—"রূপের বাক্য অমৃতের পূর ;
তার মধ্যে একবিন্দু দিয়াছে কর্পূর।"
প্রভু কহে—"রায় তোমার ইহাতেও উল্লাস ?
শুনিতেই লজ্জা, লোকে করে উপহাস।"
রায় কহে—"লোকের সুখ ইহার শ্রবণে ;
অভীষ্টদেবের স্তুতি-মঙ্গলাচরণে।"

৪। রায় কহে—"কোন্ অঙ্গে পাত্রের প্রবেশ ?"
তবে রূপ-গোসাঞী কহে তাহার বিশেষ।

তথাহি **ললিতমাধবে** প্রথমাঙ্কে দশমশ্লোকে নটীং প্রতি সূত্রধারবাক্যং—

নটতা কিরাতরাজং নিহত্যরঙ্গস্থলে কলানিধিনা
সময়ে তেন বিধেয়ং গুণবতি তারাকরগ্রহণং ॥৪৯

৫। উদ্‌ঘাত্যক নাম এই মুখবিধি অঙ্গ ;
তোমার আগে ইহা কহি ধার্ষ্ট্যের তরঙ্গ।"

তল্লক্ষণং যথা **সাহিত্যদর্পণে** দৃশ্যপ্রবানিরূপণে ষষ্ঠপরিচ্ছেদে দ্বাত্রিংশপদ্যং—

পদানি ত্বগতার্থানি তদর্থগতয়ে নরাঃ।
যোজয়ন্তি পদৈরন্যৈঃ স উদ্‌ঘাত্যক উচ্যতে ॥৫০

যৎকিঞ্চিদ্‌বাহ্যতমসাং নাশকঃ, অয়ং তমোরাশীনাং। স তু মনোমাত্রাধিষ্ঠাতা, অয়ং জগন্মানসাকর্ষীচেতি—ব্যতিরেকো-দ্রষ্টব্যইতি ॥ ৪৮ ॥

নটতেতি। নটতা অভিনয়ং পক্ষে নৃত্যং কুর্ব্বতা তেন কলানিধিনা তন্নাম্না নটেন পক্ষে চতুঃষষ্টিকলানিধিনা শ্রীকৃষ্ণেন, রঙ্গস্থলে অভিনয়স্থানে পক্ষে রঙ্গক্ষেত্রে কিরাতরাজং দেশানামধিপং পক্ষে কংসং, নিহত্য হত্বা, গুণবতি নক্ষত্রাদিসাদ্গুণ্যযুক্তে পক্ষে পূর্ণমনোরথনাম্নি সময়ে তারায়াঃ তন্নাম্ন্যাঃ কন্যকায়াঃ পক্ষে শ্রীরাধিকায়াঃ, করগ্রহণং পাণিগ্রহণং বিধেয়ং করিষ্যতে ইতি ॥ ৪৯ ॥

পদানীতি। অগতার্থানি অপ্রাপ্তান্যার্থানি অন্যার্থেষ্বপ্রযুক্তানিত্যর্থঃ, পদানি, তদর্থগতয়ে অন্যার্থবোধায় যত্র নরা অন্যৈর্হ্রদিস্থার্থযুক্তৈঃ পদৈর্যোজয়ন্তি স উদ্‌ঘাত্যকস্তন্নামকং প্রস্তাবনাঙ্গমুচ্যতে ; যথা—'নটতা কিরাতরাজং নিহত্য রঙ্গস্থলে কলানিধিনা সময়ে তেনবিধেয়ং গুণবতী তারাকর গ্রহণং।' নেপথ্যেঽস্ত রাধামাধবয়োঃ পাণিবন্ধং কংসভূপতের্ভয়াদভিব্যক্তমুদাহর্ত্তুমসর্থো হি নটতা কিরাতরাজমিত্যপদেশেন ধন্যঃ কোঽয়ং চিন্তাবিক্লবাং মামাশ্বাসয়তীত্যত্র পৌর্ণমাসী-প্রবেশঃ। অত্র নটতা কিরাতরাজমিত্যাদ্যন্যার্থবন্তি পদানি হ্রদিস্থার্থাবগত্যাঽস্তরাধামাধবয়োঃ পাণিবন্ধমিত্যাদ্যর্থান্তর সঙ্গমষ্য পৌর্ণমাসী প্রবেশঃ ॥ ৫০ ॥

অন্ধকার রাশি নিঃসারিত করিয়াছেন এবং সমস্ত জগতের মন যাঁহার বশীভূত, সেই শচীসুত নামা শশী আমার সুখ সম্পাদন করুন্ ॥ ৪৮ ॥

সেই কলানিধি নটন করিতে করিতে রঙ্গস্থলে কিরাতরাজকে নিহত করিয়া, গুণযুক্ত সময়ে তারার পাণি গ্রহণ করিবেন ॥ ৪৯ ॥

এক রূপ অর্থযুক্ত পদকে অন্যার্থ বোধের জন্য যে স্থানে অন্যার্থ যুক্ত পদের সহিত যোজনা করা হয়, তাহাকে উদ্‌ঘাত্যক নামক প্রস্তাবনাঙ্গ বলে ॥ ৫০ ॥

১। অন্তরে উল্লাস—অর্থাৎ রূপের কবিত্ব শুনিয়া, (স্বীয় গুণ শ্রবণে নয়) ২। রোষাভাস—রোষের ন্যায় প্রতীয়মান, বস্তুত রোষ নয়। ৩। ক্ষার—লবণ রস। ৪। অঙ্গ—প্রস্তাবনার অঙ্গ। পাত্রের—অভিনেতার। ৫। মুখবিধি—প্রস্তাবনা। ধার্ষ্ট্যের—লজ্জার। কলানিধি—তন্নামা নট পক্ষে চতুঃষষ্টিকলাবান্ শ্রীকৃষ্ণ। নটন—অভিনয়, পক্ষে নৃত্য। কিরাতরাজ—দেশাধিপ, পক্ষে কংস। গুণবান্—অনুকূলনক্ষত্রাদিযুক্ত, পক্ষে পূর্ণমনোরথ নামক। তারা—তন্নাম্নী নটীর দৌহিত্রী, পক্ষে শ্রীরাধিকা ॥ ৪৯ ॥

সূত্রধার বলিলেন—কলানিধি নামক নট অভিনয় করিতে করিতে রঙ্গস্থলে কিরাতরাজ (অর্থাৎ দেশাধিপতিকে) নিহত করিয়া গুণবান্ (অর্থাৎ অনুকূল নক্ষত্রাদিযুক্ত) সময়ে তারার (নটীর দৌহিত্রীর) পাণি গ্রহণ করিবেন, এই অর্থযুক্ত পদগুলিকে, শ্রীকৃষ্ণ নৃত্য করিতে করিতে রঙ্গস্থলে কংসকে নিহত করিয়া গুণবান্ (অর্থাৎ পূর্ণমনোরথ নামক) সময়ে শ্রীরাধিকার পাণি গ্রহণ করিবেন, এই অন্যার্থযুক্ত পদের সহিত যোজনা করিয়া এই স্থানে পৌর্ণমাসীর প্রবেশ হওয়ায়, ইহাকে উদ্‌ঘাত্যক নামক প্রস্তাবনার অঙ্গ বলে ॥ ৫০ ॥

১। রায় কহে—"কহ আগে অঙ্গের বিশেষ।"
২। শ্রীরূপ কহেন কিছু সংক্ষেপ উদ্দেশ—

তথাহি ললিতমাধবে প্রথমাঙ্কে দ্বাবিংশশ্লোকে পৌর্ণমাসীং প্রতি গার্গীবাক্যং—

হ্রিয়মবগৃহ্য গৃহেভ্যঃ কর্ষতি রাধাং বনায় যা নিপুণা।
সা জয়তি নিসৃষ্টার্থা বরবংশজকাকলী দূতি ॥৫১

তথা তত্রৈব প্রথমাঙ্কে একবিংশশ্লোকে গার্গীং প্রতি পৌর্ণমাসীবাক্যং—

হরিমুদ্দিশতে রজোভরঃ
পুরতঃ সঙ্গময়ত্যমুং তমঃ।
ব্রজবামদৃশাং ন পদ্ধতিঃ
প্রকটা সর্ব্বদৃশঃ শ্রুতেরপি ॥৫২॥

তথা তত্রৈব দ্বিতীয়াঙ্কে একাদশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং দৃষ্ট্বা শ্রীরাধা সখীমাহ—

সহচরি নিরাতঙ্কঃ কোঽয়ং যুবা মুদিরদ্যুতি,
র্ব্রজভুবি কুতঃ প্রাপ্তো মাদ্যন্মতঙ্গজবিভ্রমঃ।

হ্রিয়মিতি। যা হ্রিয়ং লজ্জামবগৃহ্য বিহত্য বনায় বনং গন্তুং। (ক্রিয়ার্থোপপদে চতুর্থী)। গৃহেভ্যো রাধাং কর্ষতি বলাদাচ্ছিদ্য নয়তি, সা নিপুণা স্বকার্য্যকুশলা নিসৃষ্টার্থা বিন্যস্তকার্য্যভারা বরায়া বংশ্যাঃ কাকলী সূক্ষ্মমধুরাস্ফুটধ্বনিঃ সৈব দূতী, জয়তি স্বোৎকর্ষমাবিষ্করোতি। গৃহাঃ পুংসি চ ভূম্নেবেতি। কাকলীতু কলে সূক্ষ্মে ধ্বনৌ তু মধুরাস্ফুট ইতি চামরঃ। নিসৃষ্টা লক্ষণং যথা—'বিন্যস্তকার্য্যভারা স্যাদ্ যুনোরেকতরেণ যা। যুক্ত্যোভৌ ঘটয়েদেষা নিসৃষ্টার্থা নিগদ্যত' ইতি ॥ ৫১ ॥

হরিমিতি। রজোভরঃ গোধূলিরাশিঃ রজোগুণশ্চ হরিং শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশতে সামান্যতো লক্ষয়তি, তমঃ তেনৈবোদ্ভূতঃ অন্ধকারঃ তমোগুণশ্চ পুরতোঽমুং সঙ্গময়তি, অতো ব্রজবামদৃশাং ব্রজবামলোচনানাং পদ্ধতিঃ কৃষ্ণোদ্দেশসঙ্গতিপ্রকারঃ সর্ব্বদৃশঃ সর্ব্বজ্ঞায়াঃ শ্রুতেরপি ন প্রকটা ন গোচরঃ। অত্র শ্লেষেণ রজস্তমো গুণৌ কৃষ্ণোদ্দেশসঙ্গতিকারিণাবিতি বিরোধাভাসঃ। তথাহি—'আভাসত্বে বিরোধস্য বিরোধাভাস ইষ্যত' ইতি ॥ ৫২ ॥

সহচরীতি। হে সহচরী! নিরাতঙ্কঃ নির্ভয়চিত্তঃ তথা মুদিরস্য মেঘস্য দ্যুতিরিব দ্যুতির্যস্যঃ সঃ। তথা মাদ্যন্ যো মতঙ্গজঃ তদ্বৎ বিভ্রমো বিলাসো যস্য সঃ অয়ং যুবা কঃ? কুতো বা ব্রজভুবি প্রাপ্তঃ সমায়াতঃ? অহহ খেদে, য ইহ অস্মাকং সমক্ষং চটুলৈশ্চঞ্চলৈস্তথা উৎসর্পদ্ভি র্ভ্রমদ্ভিঃ দৃগঞ্চলাঃ কটাক্ষাস্ত এব তস্করাস্তৈঃ হৃতা মম চেতঃকোষাৎ চিত্ত-

যিনি লজ্জা বিনাশ করিয়া বন গমনের নিমিত্ত শ্রীরাধাকে আকৃষ্ট করেন, সেই স্বকার্য্যকুশলা বংশীকাকলীরূপা নিসৃষ্টার্থা দূতী নিজের উৎকর্ষ আবিষ্কার করিতেছেন ॥ ৫১ ॥

রজোরাশি কৃষ্ণের উদ্দেশ বলিয়া দিতেছে, অগ্রস্থ তমঃ তাঁহার সঙ্গতি করাইতেছে, অতএব ব্রজাঙ্গনাদিগের পদ্ধতি সর্ব্বজ্ঞ শ্রুতিরও অগোচর ॥ ৫২ ॥

হে সহচরী! নির্ভয়চেতা যিনি নবীন মেঘের ন্যায় শ্যামসুন্দর এবং মদমত্ত মতঙ্গজের ন্যায় যাঁহার বিলাস, সেই এই যুবা কে, এবং কোথা হইতেই বা ব্রজমণ্ডলে সমাগত হইয়াছেন? আহা! যিনি আমাদিগের সমক্ষে চটুল এবং

কাকলী—সূক্ষ্ম, মধুর এবং অস্ফুটধ্বনি। নিসৃষ্টার্থা—নায়ক ও নায়িকার অন্যতর কর্তৃক বিন্যস্তকার্য্যভার গ্রহণ করিয়া, যুক্তি দ্বারা যিনি উভয়কে মিলিত করেন। পরিকর নামক মুখসন্ধির অঙ্গ এই শ্লোক। যথা নাটকচন্দ্রিকাতে—

বীজস্য বহুলীকারো জ্ঞেয়ঃ পরিকরো বুধৈঃ।

বীজের বিস্তার করাকে পরিকর বলে। এই শ্লোকে বনাকর্ষণাদি দ্বারা অনুরাগ বীজের বিস্তার করা হইয়াছে ॥ ৫১ ॥

রজঃ—গোধূলি, পক্ষে রজোগুণ। তমঃ—গোধূলিজনিত অন্ধকার, পক্ষে তমোগুণ। মকাভুক্তিষ্ঠ ইত্যাদি—পূর্ব্ব শ্লোকে অনুরাগ বীজের সংস্থাপিত বলিয়া, পুনর্ব্বার এই শ্লোকে তাহার আধান করায়, ইহাকে সমাধান নামক মুখ সন্ধির অঙ্গ বলে। তথাহি—

বীজস্যপুনরাধানং সমাধানমিহোচ্যতে।

বীজের পুনর্ব্বার আধান করাকে 'সমাধান' নামক মুখ সন্ধির অঙ্গ বলে ॥ ৫২ ॥

১। অঙ্গ—নাটকের অন্যান্য অঙ্গ। ২। উদ্দেশ—সামান্যত, কথন।

অহহ চটুলৈরুৎসর্পদ্ভি র্দৃগঞ্চলতস্করৈ

র্মম ধৃতিধনং চেতঃকোষাৎ বিলুণ্ঠয়তীহ যঃ ॥৫৩॥

তথা তত্রৈব দ্বিতীয়াঙ্কে দশমশ্লোকে শ্রীরাধিকাং দৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণবচনং—

বিহার-সুরদীর্ঘিকা মম মনঃকরীন্দ্রস্য যা,

বিলোচন-চকোরয়োঃ শরদমন্দচন্দ্রপ্রভা।

উরোঽম্বরতটস্য চাভরণচারুতারাবলী,

ময়োন্নতমনোরথৈরিয়মলম্ভি সা রাধিকা ॥৫৪॥

এত শুনি রায় কহে প্রভুর চরণে—

১। "রূপের কবিত্ব প্রশংসি সহস্র বদনে।

কবিত্ব না হয় এই অমৃতের ধার ;

২। নাটক-লক্ষণ এই সিদ্ধান্তের সার।

প্রেমপরিপাটী এই অদ্ভুত বর্ণন ;

শুনি চিত্ত-কর্ণের হয় আনন্দ-ঘূর্ণন।

তথাহি প্রাচীনকৃত শ্লোকঃ—

কিং কাব্যেন কবে স্তস্য কিং কাণ্ডেন ধনুষ্মত ?

পরস্য হৃদয়ে লগ্নং ন ঘূর্ণয়তি যচ্ছিরঃ ? ৫৫॥

তোমা শক্তি বিনা জীবের নহে এই বাণী ;

তুমি শক্তি দিয়া কহাও হেন অনুমানি।"

৩। প্রভু কহে—"প্রয়াগে ইহার হইল মিলন,

৪। ইহার গুণে ইহায় আমার তুষ্ট হৈল মন।

ধনাগারাৎ ধৃতিধনং ধৈর্য্যধনং বিলুণ্ঠয়তীতি ॥ ৫৩ ॥

বিহার সুরদীর্ঘিকেতি। যা মম মনএব করীন্দ্রস্তস্য বিহারায় সুরদীর্ঘিকা স্বর্গঙ্গেব। তথা বিলোচনে নয়নে এব চকোরৌ তয়োঃ শরদি অমন্দঃ পূর্ণো যশ্চন্দ্রস্তস্য প্রভেব। উরোবক্ষস্তদেবাম্বরমাকাশং তস্য তটং তস্যাভরণেষু অলঙ্কারেষু মধ্যে তারাবলী নক্ষত্রমালা সপ্তবিংশতি গুৎসময়ী হরিবি.শষ ইব। ময়া উন্নতমনোরথৈঃ কৃত্বা সেয়ং রাধা অলম্ভি। উরোবক্ষশ্চ বৎসঞ্চেতি। সৈব নক্ষত্রমালা স্যাৎ সপ্তবিংশতিযষ্টিকা ইতি চামরঃ ॥ ৫৪ ॥

কিং কাব্যেনেতি। তস্য কবেঃ কাব্যেন রসাত্মকবাক্যেন তদ্রচনয়েত্যর্থঃ কিং? তস্য ধনুষ্মতঃ ধানুষ্কস্য কাণ্ডেন বাণেন কিং? (কুৎসার্থেকোঽব্যয়োঽয়ং কিং শব্দঃ।) যৎ কাব্যং পরস্য অন্যস্য শত্রোশ্চ হৃদয়ে মনসি বক্ষসি চ লগ্নং সৎ শিরো ন ঘূর্ণয়তি চমৎকারাতিশয়েন মোহেন চেতি। (কাণ্ডোঽস্ত্রী দণ্ডবাণার্ব্ববর্গাবসরবারিষিতি।) কিং পৃচ্ছায়াং জুগুপ্সনে ইতি। দূরা নাম্মোত্তমাঃ পরা ইতি। দ্বিড্ বিপক্ষাহিতানিত্রদস্যুশাত্রবশত্রবঃ। অভিঘাতি পরারাতি প্রত্যর্থিপরিপন্থিন ইতি চামরঃ। হৃদ্বক্ষসোশ্চ হৃদয়মিতি কোষাৎ ॥ ৫৫ ॥

ভ্রমণশীল কটাক্ষতস্কর দ্বারা আমার চিত্তধনাগার হইতে ধৈর্য্যধন লুণ্ঠন করিতেছেন ॥ ৫৩ ॥

যিনি চিত্তকরীন্দ্রের বিহারার্থ মন্দাকিনী, যিনি নয়নচকোরের শারদীয় পূর্ণচন্দ্রপ্রভা এবং যিনি হৃদয়াকাশের অলঙ্কারের মধ্যে নক্ষত্রমালা, সেই এই রাধিকাকে আমি উন্নত মনোরথ দ্বারা লাভ করিয়াছি ॥ ৫৪ ॥

সেই কবির কাব্য রচনায় প্রয়োজন কি এবং সেই ধানুকের বাণনিক্ষেপেই বা প্রয়োজন কি, যাহা পর হৃদয়ে লগ্ন হইয়া মস্তক ঘূর্ণিত না করে? ৫৫ ॥

এই শ্লোকে শ্রীরাধিকার কৃষ্ণবুদ্ধিতে বা বিপ্রবুদ্ধিতেই হউক, সুখ ও দুঃখ কথনহেতু ইহাকে 'বিধান' নামক মুখসন্ধ্যঙ্গ বলে। যথা—

সুখদুঃখকরং যত্তু তদ্বিধানং বুধা বিদুঃ।

মুখসন্ধির যে অঙ্গ সুখ-দুঃখকর হয়, তাহাকে পণ্ডিতেরা 'বিধান' নামে অভিহিত করেন ॥ ৫৩ ॥

এই শ্লোকে সুরদীর্ঘিকাদি শব্দ দ্বারা শ্রীরাধিকার গুণাতিরেক কীর্ত্তন করায়, ইহাকে 'গুণকীর্ত্তন' নামক নাটকের ভূষণ বলে। যথা—

লোকে গুণাতিরিক্তানাং বহুনাং যত্র নামভিঃ। একঃ সংশব্দ্যতে তত্তু বিজ্ঞেয়ং গুণকীর্ত্তনং ॥

লোকে অতিরিক্ত গুণশালী বহু পদার্থের নাম করিয়া, যে স্থানে একবস্তুকে শব্দ দ্বারা প্রশংসা করা হয়, তাহাকে 'গুণকীর্ত্তন' নামক নাটকের ভূষণ বলে ॥ ৫৪ ॥

পর—অন্য এবং শত্রু। হৃদয়—মন এবং বক্ষস্থল ॥ ৫৫ ॥

১। প্রশংসি—প্রশংসা করি। ২। নাটক লক্ষণ—অর্থাৎ নাটকের যে যে লক্ষণের প্রয়োজন হয়, তাহা উত্তমরূপে ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৩। ইহার—অর্থাৎ ইহার সহিত। ৪। ইঁহায়—ইঁহার প্রতি।

মধুর প্রসঙ্গ ইঁহা কাব্য সালঙ্কার ;
ঐছে কবিত্ব বিনা নহে রসের প্রচার।
সবে কৃপা করি ইঁহারে দেহ এই বর—
ব্রজলীলা প্রেমরস বর্ণে নিরন্তর।
ইঁহার যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নাম সনাতন ;
পৃথিবীতে বিজ্ঞবর নাহি তাঁর সম।
তোমার যৈছে বিষয়ত্যাগ তৈছে তাঁর রীত ;
দৈন্য, বৈরাগ্য, পাণ্ডিত্য, তাঁহাতেই স্থিতি।
এই দুই ভাই আমি পাঠাইল বৃন্দাবনে ;
শক্তি দিয়া ভক্তিশাস্ত্র করিতে প্রবর্ত্তনে।"
রায় কহে—"ঈশ্বর তুমি যে চাহ করিতে ;
কাঠের পুতুলী তুমি পার নাচাইতে।
মোর মুখে যে সব রস করিলে প্রচারণে ;
১। সেই রস দেখি এই ইঁহার লিখনে।
ভক্তকৃপায় প্রকাশিতে চাহ ব্রজরস ;
যারে করাও, সেই করিবে ; জগৎ তোমার বশ।"

তবে মহাপ্রভু কৈল রূপে আলিঙ্গন ;
তাহারে করাইল সবার চরণ বন্দন।
শ্রীঅদ্বৈত-নিত্যানন্দাদি সব ভক্তগণ ;
কৃপা করি রূপে সবে কৈল আলিঙ্গন।
প্রভুকৃপা রূপে আর রূপের সদ্গুণ ;
দেখি চমৎকার হৈল সবাকার মন।
তবে মহাপ্রভু সব ভক্ত লঞা গেলা ;
হরিদাস-ঠাকুর রূপে আলিঙ্গন কৈলা।
হরিদাস কহে "তোমার ভাগ্যের নাহি সীমা ;
যে সব বর্ণিলে, ইহার কে জানে মহিমা ?"
শ্রীরূপ কহেন—"আমি কিছুই না জানি ;
যেই মহাপ্রভু কহান্ সেই কহি বাণী।"

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সামান্যভক্তিলহর্য্যাং দ্বিতীয়শ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং—

হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্ত্তিতোঽহং বরাক-
রূপোঽপি।
তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্যদেবস্য ॥৫৬॥

এইমত দুই জন কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ;
সুখে কাল গোঙায় রূপ হরিদাস-সঙ্গে।
চারি মাস রহি সব প্রভুর ভক্তগণ ;
গোসাঞী বিদায় দিল গৌড়ে করিতে গমন।
শ্রীরূপ প্রভুপদে নীলাদ্রি রহিলা ;
দোলযাত্রা প্রভুসঙ্গে আনন্দে দেখিলা।
২। দোলযাত্রা বই প্রভু রূপে আজ্ঞা দিলা ;
অনেক প্রসাদ করি শক্তি সঞ্চারিলা—
"বৃন্দাবনে যাও তুমি, রহিও বৃন্দাবনে ;
৩। একবার ইঁহা পাঠাইও সনাতনে।
ব্রজে যাই রসশাস্ত্র কর নিরূপন ;
৪। তীর্থ সব লুপ্ত তার করিও প্রচারণ।
কৃষ্ণসেবা, রস, ভক্তি—করিও প্রচার ;
আমিও দেখিতে তাঁহা যাব একবার।"

এত বলি প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ;
রূপ গোসাঞী শিরে ধরিল প্রভুর চরণ।
প্রভুর ভক্তগণ-পাশে বিদায় লইলা ;
পুনরপি গৌড়পথে বৃন্দাবন আইলা।
এইত কহিল পুনঃ রূপের মিলন ;
ইহা যেই শুনে পায় চৈতন্য চরণ।
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ;
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

ইহার ব্যাখ্যা মধ্যলীলা (১৯) পরিচ্ছেদ (৪৪৮) পৃষ্ঠা দেখুন। মহাপ্রভুর কৃপায় যে রূপগোস্বামীর এতাদৃশ শক্তি হইয়াছে, ইহাই এই শ্লোক দ্বারা সপ্রমাণ করিলেন ॥ ৫৬ ॥

১। ইঁহার রূপের। লিখনে—গ্রন্থে। ২। দোলযাত্রা বই—দোলযাত্রা অতীত হইলে পর। ৩। ইঁহা—পুরীতে।
৪। তীর্থ সব লুপ্ত—অর্থাৎ ব্রজমণ্ডলস্থ তীর্থ লুপ্ত, অদৃশ্যপ্রায় হইয়াছেন।

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীরূপসঙ্গোৎসবো নাম
প্রথম পরিচ্ছেদঃ ॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং
শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ,
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনা-
থান্বিতং তং সজীবং।
সাদ্বৈতং সাবধুতং পরিজনসহিতং
কৃষ্ণচৈতন্যদেবং,
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-
শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য! জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈতচন্দ্র! জয় গৌরভক্তবৃন্দ।
সর্ব্বলোক উদ্ধারিতে গৌর-অবতার,
১। নিস্তারের হেতু তাঁর ত্রিবিধ প্রকার।
২। সাক্ষাদ্দর্শন আর যোগ্যভক্ত জীবে
৩। আবেশ করয়ে, কাঁহা হয় আবির্ভাবে।
সাক্ষাদ্দর্শনে প্রায় সব। নিস্তারিলা,
নকুল-ব্রহ্মচারী-দেহে আবিষ্ট হইলা।
প্রদ্যুম্ন-নৃসিংহানন্দের আগে কৈল আবির্ভাব;
লোক নিস্তারিল এই ঈশ্বর-স্বভাব।
সাক্ষাদ্দর্শনে সব জগৎ তারিল;
একবার যে দেখিল সে কৃতার্থ হইল।
৪। গৌড়দেশের ভক্তগণ প্রত্যব্দ আসিয়া;
পুনঃ গৌড়দেশে যায় প্রভুকে মিলিয়া।
আর নানা দেশের লোক আসি জগন্নাথ;
চৈতন্য-চরণ দেখি হইল কৃতার্থ।
৫। সপ্তদ্বীপের লোক আর নবখণ্ডবাসী;
দেব-গন্ধর্ব্ব-কিন্নর মনুষ্যবেশে আসি,
প্রভুকে দেখিয়া যায় বৈষ্ণব হইয়া;
কৃষ্ণ বলি নাচে সব প্রেমাবিষ্ট হঞা।

বন্দে ইতি। শ্রীগুরোঃ সমষ্টিরূপস্য ভগবতো বামে যস্য পাদুকাযুগলমর্চ্চয়ন্তি। শ্রীযুতপদকমলং জাতাবেক বচনমিতি। তথা শ্রীগুরূন্ শ্রবণগুরু—দীক্ষাগুরু—ভজনশিক্ষাগুরূন্। তথা বৈষ্ণবান্ নারদাদীন্ ভগবদ্ভক্তান্। তথা অগ্রজাতেন শ্রীসনাতনেন সহ বর্ত্তমানং তথা গণেন পরিকরেণ সহ বর্ত্তমানো রঘুনাথাঃ রঘুনাথদাসস্তেনান্বিতং সহিতং তথা জীবেন সহ বর্ত্তমানং তং শ্রীরূপং। তথা অদ্বৈতেন অদ্বৈতাচার্য্যেণ সহ বর্ত্তমানং তথা অবধূতেন শ্রীনিত্যানন্দেন সহ বর্ত্তমানং তথা পরিজনৈঃ পরীবারৈঃ সহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং। তথা গণেন মঞ্জরীভিঃ সহ বর্ত্তমানাভ্যাং ললিতা-শ্রীবিশাখাভ্যামন্বিতান্ মিলিতান্ শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদাংশ্চ অহং বন্দে। অত্র গৌরবার্থঃ পাদ-শব্দ ইতি ॥ ১ ॥

সমষ্টি গুরুর পদকমলকে, শ্রবণগুরু, দীক্ষাগুরু ও ভজনশিক্ষাগুরুকে, সনাতন, রঘুনাথ দাস ও জীবের সহিত বিদ্যমান শ্রীরূপকে; অদ্বৈতাচার্য্য, নিত্যানন্দ ও পরিজনের সহিত বিদ্যমান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে; এবং মঞ্জরীগণে পরিবৃত ললিতা ও বিশাখার সহিত বিদ্যমান শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদকে আমি বন্দন করি ॥ ১ ॥

১। ত্রিবিধ—সাক্ষাৎ, আবেশ এবং আবির্ভাব। প্রকার—অর্থাৎ এই তিন প্রকারে নিস্তার করেন।

২। সাক্ষাদ্দর্শন—লৌকিক রীতিতে উপস্থিত হইয়া দর্শন দেওয়া, ইহাতে সাধারণ লোক দর্শন করিতে পায়। যোগ্য—তাদৃশ আবেশের উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন। ৩। আবেশ করয়ে—গ্রহাদির ন্যায় আবিষ্ট হন্। আবির্ভাব—যখন অন্তরঙ্গ ভক্ত ভগবদ্বিরহে অতিশয় বিহ্বল হন্ তখন সেই সেই ভক্তের অগ্রে হঠাৎ প্রাদুর্ভাব করেন। আবির্ভাব সেই সেই অন্তরঙ্গ ভক্ত ব্যতীত অন্য কেহ দেখিতে পায় না।

৪। প্রত্যব্দ—প্রতি বৎসর। ৫। সপ্তদ্বীপ—জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক এবং পুষ্কর। নব খণ্ড—জম্বুদ্বীপের নববর্ষ, ইলাবৃত, হরি, কেতুমাল, রম্যক, হিরণ্ময়, কুরু, কিংপুরুষ এবং ভারত, এই নববর্ষ।

এই মত দরশনে ত্রিজগৎ নিস্তারি ;
যে কেহ আসিতে নারে অনেক সংসারী।
তা' সবা তারিতে প্রভু সেই সব দেশে ;
যোগ্য-ভক্তজীব-দেহে করেন আবেশে।
সেই-জীবে নিজশক্তি করেন প্রকাশে ;
তাহার দর্শনে বৈষ্ণব হয় সর্ব্ব দেশে।
এইমত আবেশে তারিল ত্রিভুবন ;
১। গৌড়ে যৈছে আবেশের কহি দিগ্‌দরশন।
২। আম্বুয়া মুলুকে হয় নকুল ব্রহ্মচারী ;
পরম বৈষ্ণব তেঁহ বড় অধিকারী।
গৌড় দেশে লোক নিস্তারিতে মন হৈল ;
নকুল-হৃদয়ে প্রভু আবেশ করিল।
৩। গ্রহগ্রস্তপ্রায় নকুল প্রেমাবিষ্ট হঞা ;
হাসে কাঁদে নাচে গায় উন্মত্ত হইয়া।
অশ্রু-কম্প-স্তম্ভ-স্বেদ—সাত্ত্বিক বিকার ;
নিরন্তর প্রেমে নৃত্য, সঘন হুঙ্কার।
তৈছে গৌড়কান্তি, তৈছে সদা প্রেমাবেশ ;
৪। তাঁহাকে দেখিতে আইসে সর্ব্ব গৌড়দেশ।
যারে দেখে তারে কহে—'কহ কৃষ্ণনাম' ;
তাঁহার দর্শনে লোক হয় প্রেমোদ্দাম।
চৈতন্য-আবেশ হয় নকুলের দেহে ;
শুনি শিবানন্দ আইলা করিয়া সন্দেহে।
পরীক্ষা করিতে তাঁরে যবে ইচ্ছা হৈল ;
বাহিরে রহিয়া তবে বিচার করিল—
"আপনে বোলান্ মোরে ইঁহা আমি জানি ;
আমার ইষ্টমন্ত্র জানি কহেন আপনি।
তবে জানি ইঁহাতে হয় চৈতন্য-আবেশ।"
—এত চিন্তি শিবানন্দ রহিলা দূরদেশ।
অসংখ্য লোকের ঘটা কেহ আইসে যায় ;
লোকের সংঘট্টে কেহ দর্শন না পায়।
ব্রহ্মচারী কহে—"শিবানন্দ আছে দূরে ;
জন-দুই-চারি যাও বোলাও তাঁহারে।
চারিদিকে ধায় লোক—'শিবানন্দ' বলি ;
'শিবানন্দ কোন্ ? তাঁরে বোলায় ব্রহ্মচারী।'
শুনি শিবানন্দ-সেন শীঘ্র আইলা ;
৫। নমস্কার করি তাঁরে নিকটে বসিলা।
ব্রহ্মচারী বলে—"তুমি যে কৈলে সংশয় ;
একমন হঞা তার শুনহ নিশ্চয়।
৬। গৌরগোপাল মন্ত্র তোমার চারি অক্ষর ;
অবিশ্বাস ছাড়—যেই করেছ অন্তর।"
৭। তবে শিবানন্দ-মনে প্রতীতি হইল ;
৮। অনেক সম্মান ভক্তি তাঁহারে করিল।
এইমত মহাপ্রভুর অচিন্ত্য প্রভাব ;
এবে শুন প্রভুর যৈছে হয় আবির্ভাব।

১। দিগ্‌দরশন—সংক্ষেপে উদ্দেশ করা। ২। আম্বুয়া মুলুকে—অম্বিকা প্রদেশে, সংপ্রতি এই গ্রামের নাম প্যারীগঞ্জ, শ্রীপাট অম্বিকা কালনা হইতে ৪ মাইল। ৩। গ্রহগ্রস্তপ্রায়—ভূতে ধরা এবং ডাইনে পাওয়ার ন্যায়। উন্মত্ত—উন্মত্ত সদৃশ। হুঙ্কার- উল্লাসের নামক অনুভাব বিশেষ। ৪। গৌড়দেশ—অর্থাৎ গৌড়দেশের লোক। ৫। তাঁরে—ব্রহ্মচারীরে।

৬। গৌরগোপাল—গৌরবর্ণ গোপাল অর্থাৎ যশোদা স্তনন্ধয়। চতুরক্ষর মন্ত্র—"ক্লীঁ কৃষ্ণ ক্লীঁ।" এই মন্ত্রের নারদ ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ, এবং দেবতা শ্রীকৃষ্ণ। ইহার ধ্যান যথা—শ্রীমৎকল্পদ্রুমূলোদ্গত-কমল-লসৎকর্ণিকা-সংস্থিতোয় স্তচ্ছাখালম্বি পদ্মোদর-বিসরদ-সংখ্যাত রত্নাভিষিক্তঃ। হেমাভঃ স্বপ্রভাভিস্ত্রিভুবনমখিলং ভাসয়ন্ বাসুদেবঃ। পায়াদ্বঃ পায়সাদোহনবরতনবনীতামৃতাশীব শীশঃ। ইহার অর্থ যথা—যিনি কল্পবৃক্ষের মূল হইতে সমুত্থিত কমলকর্ণিকার উপরিভাগে অবস্থিত, সেই কল্পবৃক্ষের শাখাশ্রিত পদ্মনামক নিধির উদর হইতে প্রসরণশীল অসংখ্য রত্নরাশি দ্বারা যিনি অভিষিক্ত, যাঁহার দেহকান্তি সুবর্ণসদৃশ এবং যিনি অনবরত পায়স অর্থাৎ ক্ষীরসার ও নবনীত ভোজনশীল, সেই বাসীগণের আরাধ্য শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অঙ্গচ্ছটা দ্বারা নিখিল ত্রিলোকী প্রকাশ করতঃ তোমাদিগের পালন করুন্।

এই ধ্যানে 'হেমাভ' এই শব্দ থাকায় ইহাকে 'গৌরগোপাল মন্ত্র' বলে। বস্তুত নানাবিধ সুবর্ণবর্ণরত্নাদির ছটায় দর্পণসদৃশ স্বচ্ছ দেহ সুবর্ণ বর্ণ হইয়াছে। অবিশ্বাস—অর্থাৎ আবেশ বিষয়ে অন্তরে যে অবিশ্বাস করিয়াছ, তাহা ত্যাগ কর।

৭। প্রতীত হইল—অর্থাৎ বিশ্বাস করিলেন। ৮। তাঁহারে—ব্রহ্মচারীকে।

শচীর মন্দিরে আর নিত্যানন্দ-নর্ত্তনে ;
১। শ্রীবাস-কীর্ত্তনে আর রাঘব-ভবনে।
এই চারি ঠাঁই প্রভুর সদা আবির্ভাব ;
প্রেমাকৃষ্ট হয় প্রভুর সহজ স্বভাব।
নৃসিংহানন্দের আগে আবির্ভূত হঞা ;
ভোজন করিল তাহা শুন মন দিয়া।

শিবানন্দের ভাগিনা শ্রীকান্ত-সেন নাম ;
প্রভুর কৃপাতে তেঁহ মহাভাগ্যবান্।
২। এক বৎসর তেঁহ প্রথম একেশ্বর ;
প্রভু দেখিবারে আইলা উৎকণ্ঠা-অন্তর।
মহাপ্রভু দেখি তাঁরে বড় কৃপা কৈলা ;
মাস দুই মহাপ্রভুর নিকটে রহিলা।
তবে প্রভু তাঁরে আজ্ঞা কৈল গৌড় যাইতে ;
৩। ভক্তগণে নিষেধিল ইহাঁকে আসিতে—
৪। "এ বৎসর তাঁহা আমি যাইব আপনে ;
তাঁহাই মিলিব সব অদ্বৈতাদি-সনে।
৫। শিবানন্দে কহিও আমি এই পৌষ মাসে ;
আচম্বিতে অবশ্য যাইব তাঁর আবাসে।
৬। জগদানন্দ হয় তাঁহা তেঁহ ভিক্ষা দিবে ;
সবাকে কহিও এ বৎসর কেহ না আসিবে।"
শ্রীকান্ত আসিয়া গৌড়ে সন্দেশ কহিল ;
শুনি ভক্তগণ মনে আনন্দ হইল।
চলিতেছিলা আচার্য্য রহিলা স্থির হঞা ;
শিবানন্দ জগদানন্দ রহে প্রত্যাশা করিয়া।
৭। পৌষ মাস আইলে দুঁহে সামগ্রা করিয়া ;
সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রহে অপেক্ষা করিয়া ;
এইমত মাস গেল গোসাঞী না আইলা ;
জগদানন্দ শিবানন্দ দুঃখিত হইলা।
৮। আচম্বিতে নৃসিংহানন্দ তাঁহাই আইলা ;
দোঁহে তাঁরে মিলি তবে স্থানে বসাইলা।
দোঁহার দুঃখ দেখি তবে কহে নৃসিংহানন্দ ;
"তোমা দোঁহাকারে কেন দেখি নিরানন্দ ?"
তবে শিবানন্দ তাঁরে সকল কহিলা—
আসিতে আজ্ঞা দিয়া প্রভু কেন না আইলা ?"
শুনি ব্রহ্মচারী কহে—"করহ সন্তোষে ;
আমিত আনিব তাঁরে তৃতীয় দিবসে।"
৯। তাঁহার প্রভাব-প্রেম জানে দুইজনে ;
"আনিবে প্রভুরে" এই নিশ্চয় কৈল মনে।
প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী তাঁর নিজ নাম ;
১০। নৃসিংহানন্দ নাম তাঁর কৈল গৌরধাম।
দুই দিন ধ্যান করি শিবানন্দেরে কহিল ;
১১। "পানীহাটি গ্রামে আমি প্রভুরে আনিল।
কালি মধ্যাহ্নে তেঁহ আসিবেন তোমার ঘরে ;
পাক-সামগ্রী আন আমি ভিক্ষা দিব তাঁরে।
তবে তাঁরে এথা আমি আনিব সত্বর ;
নিশ্চয় কহিল—কিছু সন্দেহ না কর।
যে চাহিয়ে তাহা কর হইয়া তৎপর ;
অতি ত্বরায় করিব পাক শুন অতঃপর।
পাক-সামগ্রী আন আমি যেই চাই।"
যে মাগিল শিবানন্দ আনি দিল তাই।

১। রাঘব—রাঘব পণ্ডিত। ২। একেশ্বর—একাকী।
৩। ইহাঁকে—পুরীতে। ৪। তাঁহা—গৌড়দেশে।
৫। এই—আগামী। ৬। হয়—অর্থাৎ আছেন। ৭। সামগ্রী—আহারাদির উপকরণ।
৮। আচম্বিতে—হঠাৎ। দোঁহে—জগদানন্দ এবং শিবানন্দ। তাঁরে—নৃসিংহানন্দকে।
৯। তাঁহার—নৃসিংহানন্দের।
১০। নৃসিংহানন্দ—প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারীর নৃসিংহদেবে অতিশয় নিষ্ঠা জানিয়া, মহাপ্রভু তাঁহার নাম নৃসিংহানন্দ রাখিয়াছিলেন।
১১। আনিল—আনিয়াছি। পানিহাটী—কলিকাতার নিকটবর্ত্তী।

প্রাতঃকাল হৈতে পাক করিল অপার ;
নানা সূপ, ব্যঞ্জন, পিঠা, ক্ষীর উপহার।
জগন্নাথের ভিন্ন ভোগ পৃথক্ বাড়িল ;
চৈতন্য প্রভুর লাগি আর ভোগ কৈল।
ইষ্টদেব নৃসিংহ লাগি পৃথক্ বাড়িল ;
তিন জনে সমর্পিয়ে বাহিরে ধ্যান কৈল।
দেখে আসি বলিলেন চৈতন্য গোসাঞী ;
তিন ভোগ খাইল কিছু অবশিষ্ট নাঞি।
আনন্দে বিহ্বল প্রদ্যুম্ন পড়ে অশ্রুধার ;
কি কর ? কি কর ? বলি করয়ে ফুৎকার।—
"জগন্নাথে তোমায় ঐক্য খাও তাঁর ভোগ ;
১। নৃসিংহের ভোগ কেন কর উপযোগ ?
নৃসিংহের হৈল জানি আজি উপবাস ;
ঠাকুর উপবাসী রহে, জীয়ে কৈছে দাস ?"
ভোজন দেখি যদ্যপি তাঁর হৃদয়ে উল্লাস ;
নৃসিংহে লক্ষ্য করি করে বাহিরে দুঃখাভাস।
স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণ চৈতন্যগোসাঞী ;
জগন্নাথ-নৃসিংহ সহ কিছু ভেদ নাই।
ইহা জানিবারে প্রদ্যুম্নের গূঢ় হৈত মন ;
তাহা দেখাইল প্রভু করিয়া ভোজন।
ভোজন করিয়া প্রভু গেলা পানীহাটি ;
সন্তোষ পাইল দেখি ব্যঞ্জন-পরিপাটী।
শিবানন্দ কহে—"কেন করহ ফুৎকার ?"
ব্রহ্মচারী কহে—"তোমার প্রভুর ব্যবহার !
তিনজনার ভোগ তেঁহ একেলা খাইল ;
জগন্নাথ-নৃসিংহের উপবাস হৈল।"
শুনি শিবানন্দ চিত্তে হইল সংশয় ;
"কিবা প্রেমাবেশে কহে ? কিবা সত্য হয় ?"
তবে শিবানন্দে কিছু কহে ব্রহ্মচারী—
"সামগ্রী আন নৃসিংহের পুনঃ পাক করি।"
তবে শিবানন্দ ভোগসামগ্রী আনিল ;
২। পাক করি নৃসিংহের ভোগ লাগাইল।
বর্ষান্তরে শিবানন্দ লঞা ভক্তগণ ;
নীলাচলে গিয়া দেখে প্রভুর চরণ।
একদিন সভাতে প্রভু বাত চালাইলা ;
নৃসিংহানন্দের গুণ কহিতে লাগিলা—
"গতবর্ষ পৌষে মোরে করাইল ভোজন ;
কভু নাহি খাই ঐছে মিষ্টান্ন ব্যঞ্জন।"
শুনি ভক্তগণ মনে আশ্চর্য্য মানিল ;
শিবানন্দের মনে তবে প্রত্যয় জন্মিল।

এইমত শচী গৃহে সতত ভোজন ;
শ্রীবাসের গৃহে করেন কীর্ত্তন দর্শন।
নিত্যানন্দের নৃত্য দেখে আসি বারে-বারে ;
নিরন্তর আবির্ভাব রাঘবের ঘরে।
প্রেমবশ গৌর প্রভু, যাঁহা প্রেমোত্তম,
প্রেমবশ হই তাঁহা দেন দরশন।
শিবানন্দের প্রেমসীমা কে কহিতে পারে ?
যার প্রেমে বশ প্রভু আইসে বারে-বারে।
এই ত কহিল্ গৌরের আবির্ভাব ;
ইহা যেই শুনে জানে চৈতন্যপ্রভাব।

পুরুষোত্তমে প্রভুপাশে ভগবান্-আচার্য্য ;
পরমবৈষ্ণব তেঁহ সুপণ্ডিত আর্য্য।
সখ্যভাবাক্রান্তচিত্ত গোপ-অবতার ;
স্বরূপ-গোসাঞী সহ সখ্য-ব্যবহার।
একান্তভাবে আশ্রিয়াছে চৈতন্যচরণ ;
মধ্যে মধ্যে প্রভুর তেঁহ করেন নিমন্ত্রণ।
ঘরে ভাত করি করে বিবিধ ব্যঞ্জন ;
একেলা প্রভুকে লঞা করান ভোজন।

১। উপযোগ—ভোজন। ২। পাক করি...লাগাইল—মহাপ্রভুর ভোজনে নৃসিংহের ভোজন সিদ্ধ হইলেও, যোগান্ত স্বরূপে মিষ্টাতিশয় বশতঃ পুনর্ব্বার পাক করিয়া ভোগ দিলেন, ইহাই এই প্রকরণের তাৎপর্য্য।

১। তাঁর পিতা বিষয়ী বড় শতানন্দ খান্ ;
বিষয়বিমুখ আচার্য্য বৈরাগ্যপ্রধান।
গোপাল ভট্টাচার্য্য নাম তাঁর ছোট ভাই ;
কাশীতে বেদান্ত পড়ি গেল তাঁর ঠাঁই।
আচার্য্য তাঁহারে প্রভুপদে মিলাইলা ;
অন্তর্যামী প্রভু চিত্তে সুখ না পাইলা।
১। আচার্য্য সম্বন্ধে বাহ্যে করে প্রীত্যাভাস ;
কৃষ্ণভক্তি বিনা প্রভুর না হয় উল্লাস।
স্বরূপ-গোসাঞীকে আচার্য্য কহে আর দিনে—
"বেদান্ত পড়িয়া গোপাল আসিয়াছে এখানে।
২। সবে মিলি আইস শুনি ভাষ্য ইহাঁর স্থানে"
প্রেমক্রোধ করি স্বরূপ বলেন বচনে—
"বুদ্ধিভ্রষ্ট হৈল তোমার গোপালের সঙ্গে ;
মায়াবাদ শুনিবারে উপজিল রঙ্গে।
৩। বৈষ্ণব হইয়া যেবা শারীরিক-ভাষ্য শুনে ;
সেব্য-সেবক ছাড়ি আপনাকে ঈশ্বর মানে।
৪। মহাভাগবত কৃষ্ণ প্রাণধন যার ;
মায়াবাদশ্রবণে চিত্ত অবশ্য ফিরে তার।"
আচার্য্য কহে "আমা সবার কৃষ্ণনিষ্ঠ চিত্তে ;
আমা সবার মন ভাষ্য নারে চালাইতে।"
স্বরূপ কহে—"তথাপি মায়াবাদ-শ্রবণে,
৫। চিদ্ব্রহ্ম, মায়া মিথ্যা, এই মাত্র শুনে।
জীব জ্ঞান কল্পিত, ঈশ্বরে সকল অজ্ঞান ;
যাহার শ্রবণে ভক্তের ফাটে মন কাণ।"

তবে লজ্জা পাঞা আচার্য্য মৌন হৈল ;
আর দিনে গোপালেরে দেশে পাঠাইল।
একদিন আচার্য্য প্রভুকে কৈলা নিমন্ত্রণ ;
৬। ঘরে ভাত করি করে বিবিধ ব্যঞ্জন।
ছোট-হরিদাস নাম প্রভুর কীর্ত্তনীয়া ;
৭। তারে কহেন আচার্য্য ডাকিয়া আনিয়া।
"মোর নামে শিখি মাহিতীর ভগিনী স্থানে গিয়া
৮। উত্তম চালু এক মোণ আনহ মাগিয়া।"
মাহিতীর ভগিনীর নাম মাধবী দেবী ;
বৃদ্ধা তপস্বিনী আর পরম বৈষ্ণবী।
প্রভু লেখা করে যাঁরে রাধিকারগণ ;
৯। জগতের মধ্যে পাত্র সাড়ে-তিন জন।
স্বরূপ-গোসাঞী আর রায়-রামানন্দ ;
শিখি-মাহিতী তিন, তাঁর ভগিনী অর্দ্ধজন।
তাঁর ঠাঞি তণ্ডুল মাগি আনিল হরিদাস ;
তণ্ডুল দেখি আচার্য্যের হইল উল্লাস।
সুখে রান্ধিল প্রভুর প্রিয় যে ব্যঞ্জন ;
১০। দেউল প্রসাদ, আদি চাকি, লেম্বু সলবণ।
মধ্যাহ্নে আসিয়া প্রভু ভোজনে বসিলা ;
শাল্যন্ন দেখি প্রভু আচার্য্যে পুছিলা—
"উত্তম অন্ন ! এত তণ্ডুল কাঁহাতে পাইলা ?"
আচার্য্য কহে "মাধবী পাশ মাগিয়া আনিলা।"
প্রভু কহে "কোন্ যাই মাগিয়া আনিল ?"
ছোট-হরিদাসের নাম আচার্য্য কহিল।

১। খান্—নবাবদত্ত উপাধি। ২। প্রীত্যাভাস—অন্তরে প্রীতি না থাকিলেও বাহিরে প্রীতির ন্যায় প্রতীয়মান। ৩। ভাষ্য—শঙ্করাচার্য্য কৃত ব্যাখ্যা। ৪। শারীরক—যিনি শরীরে বিদ্যমান থাকেন, তাঁহাকে শরীরক অর্থাৎ জীব বলে; আর তাহার তত্ত্ব যাহাতে নিরূপিত হইয়াছে তাহাকে শারীরক বলে, এই নিমিত্ত বেদান্ত সূত্রকে শারীরক সূত্র বলে। শারীরক ভাষ্য—অর্থাৎ শঙ্করাচার্য্য কৃত বেদান্তভাষ্য।

৫। যার—মহাভাগবতের। মায়াবাদ ইত্যাদি—অর্থাৎ শঙ্করভাষ্য স্বকপোল কল্পিত ইত্যাদির বিশেষ বিবরণ ১১০ পৃষ্ঠা হইতে ১১৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত এবং ২৪৮ পৃষ্ঠা হইতে ২৫৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত মূল টিপ্পনী দেখুন। তার—মহাভাগবতের।

৬। চিদ্ব্রহ্মইত্যাদি—ব্রহ্ম চিন্মাত্র স্বরূপ, মায়া মিথ্যা ইহা ভিন্ন আর কিছু শোনা যায় না।

৭। ঘরে ভাত করি—অর্থাৎ নিজ গৃহে রন্ধন করিয়া। ৮। আচার্য্য—ভগবান্ আচার্য্য।

৯। মাগিয়া—চাহিয়া অর্থাৎ প্রার্থনা করিয়া। ১০। পাত্র—অকৈতব বিশুদ্ধ প্রেমের আধার।

১১। দেউল প্রসাদ—দেবালয়ের প্রসাদ অর্থাৎ গৃহে রন্ধন করিলেও জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদও আনাইয়াছেন।

অন্ন প্রশংসিয়া প্রভু ভোজন করিলা ;
১। নিজগৃহে আসি গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিলা।
"আজি হৈতে এই মোর আজ্ঞা পালিবা—
ছোট-হরিদাসে ইঁহা আসিতে না দিবা।"
দ্বার মানা, হরিদাস দুঃখী হৈলা মনে ;
কি লাগিয়া দ্বার মানা কেহ নাহি জানে।
তিনদিন হরিদাস করে উপবাস ;
স্বরূপাদি তবে পুছিল মহাপ্রভুর পাশ—
"কোন্ অপরাধ প্রভু কৈল হরিদাস ?
কি লাগিয়া দ্বার মানা ? করে উপবাস।"
২। প্রভু কহে—"বৈরাগী করে প্রকৃতি-সম্ভাষণ ;
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন।
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ ;
৩। দারু-প্রকৃতি হরে মুনিজনের মন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে একোনবিংশাধ্যায়ে পঞ্চদশশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকদেববাক্যং—

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥২॥

৪। ক্ষুদ্রজীব মর্কটবৈরাগ্য করিয়া ;
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া।"
—এত বলি মহাপ্রভু অভ্যন্তরে গেলা ;
৫। গোসাঞী আবেশ দেখি সবে মৌন হৈলা।
আরদিনে সবে মিলি প্রভুর চরণে ;
হরিদাস লাগি কিছু কৈল নিবেদনে —
"অল্প অপরাধ প্রভু করহ প্রসাদ ;
এবে শিক্ষা হইল, না করিবে অপরাধ।"
প্রভু কহে—"মোর বশ নহে মোর মন ;
প্রকৃতি-সম্ভাষী বৈরাগী না করে দর্শন।
নিজকার্য্যে যাও সবে ছাড় বৃথা কথা ;
পুনঃ কহ যদি আমা না দেখিবে হেথা।"—
এত শুনি সবে নিজ কর্ণে হস্ত দিয়া ;
নিজ-নিজ-কার্য্যে সবে চলিল উঠিয়া।
মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন করিতে চলি গেলা ;
বুঝন না যায় এই মহাপ্রভুর লীলা।
আরদিনে সবে পরমানন্দপুরী-স্থানে—
"প্রভুকে প্রসন্ন কর"—কৈল নিবেদনে।
তবে পুরী-গোসাঞী একা প্রভুস্থানে আইলা ;
নমস্করি প্রভু তাঁরে সম্ভ্রমে বসাইলা।

স্ত্রীসন্নিধানস্ত সর্ব্বথা ত্যাজ্যমিত্যাহ মাত্রেতি। মাত্রা জনন্যা স্বস্রা ভগিন্যা, দুহিত্রাকন্যয়াচ সহ অবিবিক্তং সঙ্কীর্ণমাসনং যস্য স তথাভূতো ন ভবেৎ। কুত ইত্যাহ বলবান্ বিশিষ্ট বলশালী ইন্দ্রিয়গ্রাম ইন্দ্রিয়সমূহঃ বিদ্বাংসমপি জীবন্মুক্তমপিকর্ষতি আকর্ষতি কিমুতান্যান্ ভোগলোলুপানিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

মাতা, ভগিনী এবং কন্যার সহিত সঙ্কীর্ণ আসনে উপবেশন করিবে না, যেহেতু ইন্দ্রিয়বর্গ অতিশয় বলবান্, ইহারা জীবন্মুক্ত ব্যক্তিকেও আকৃষ্ট করে ॥ ২ ॥

১। নিজগৃহে—নিজের বাসায়। ২। বৈরাগী—অর্থাৎ গৃহস্থভিন্ন। প্রকৃতি—স্ত্রী।

৩। দারুপ্রকৃতি—কাষ্ঠময়ী স্ত্রীপ্রতিমা।

৪। ক্ষুদ্র—বিষয়ের দাস। মর্কটবৈরাগ্য—কাম, ক্রোধ, লোভাদি পরিপূর্ণ থাকাতেও গ্রামে গৃহাদি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বাস না করিয়া বিরক্ত মুনিগণের ন্যায় বনে বাস করতঃ বনের ফল পত্রাদি ভোজন করে, ইহাকেই মর্কটবৈরাগ্য বলে। চরাঞা—চারণ করতঃ। অর্থাৎ পশ্বাদির ন্যায় স্ব স্ব বিষয়ে উপস্থাপিত করতঃ। বুলে—ভ্রমণ করে।

৫। আবেশ—রোষাবেশ। ক্কারণরোষ কৃপাতে পর্য্যবসিত হয়।

অগৃহস্থ ব্যক্তির সর্ব্বথা স্ত্রীসন্নিকর্ষ এবং গৃহস্থের পরদার সন্নিকর্ষ পরিত্যাজ্য, ইহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রতিপন্ন করিলেন, বস্তুত ভোগগত স্ত্রীসম্ভাষণাদি অনর্থাবহ। ২।

পুছিলা—"কি আজ্ঞা ? কেন হৈল আগমন ?"
হরিদাসে প্রসাদ লাগি কৈল নিবেদন।
শুনিয়া কহেন প্রভু—"শুনহ গোসাঞী !
সব বৈষ্ণব লঞা তুমি রহ এই ঠাঞি।
মোরে আজ্ঞা দাও মুঞি যাও আলালনাথ ;
একলে রহিব তাঁহা গোবিন্দ মাত্র সাথ।"
—এত বলি প্রভু যদি গোবিন্দে বোলাইলা ;
পুরীকে নমস্কার করি উঠিয়া চলিলা ;
আস্তেব্যস্তে পুরী-গোসাঞী প্রভু-স্থানে গেলা ;
অনুনয় করি প্রভুরে ঘরে ফিরাইলা।—
"তোমার যে ইচ্ছা কর স্বতন্ত্র-ঈশ্বর ;
কেবা কি বলিতে পারে তোমার উপর ?
লোক হিত লাগি তোমার সব ব্যবহার ;
আমি সব না জানি গম্ভীর হৃদয় তোমার।"
এত বলি পুরী-গোসাঞী গেলা নিজস্থানে ;
হরিদাস-স্থানে গেলা সব ভক্তগণে।
স্বরূপ গোসাঞী কহে—"শুন হরিদাস !
সবে তোমার হিত বাঞ্ছি করহ বিশ্বাস।
প্রভু হঠ পড়িয়াছে স্বতন্ত্র-ঈশ্বর ;
কভু কৃপা করিবেন দয়ালু-অন্তর।
তুমি হঠ কৈলে তাঁর হঠ সে বাড়িবে ;
স্নান-ভোজন কর তবে আপনি ক্রোধ যাবে।"
এত বলি তাঁরে স্নান-ভোজন করাইয়া ;
আপন ভবন আইলা তাঁরে আশ্বাসিয়া।
প্রভু যদি যান জগন্নাথ-দরশনে ;
দূর হৈতে হরিদাস করে নিরীক্ষণে।
মহাপ্রভু কৃপাসিন্ধু কে পারে বুঝিতে ?
নিজভক্তে দণ্ড করে ধর্ম্ম শিখাইতে।

দেখি ত্রাস উপজিল সব ভক্তগণে ;
স্বপ্নেও ছাড়িল সবে স্ত্রী-সম্ভাষণে।
এইমত হরিদাসের এক বৎসর গেল ;
তবু মহাপ্রভু মনে প্রসাদ নহিল।
১। রাত্রিশেষে প্রভুরে তেঁহ দণ্ডবৎ হঞা ;
প্রয়াগেতে গেল কারে কিছু না বলিয়া।
প্রভুপাদ প্রাপ্তি লাগি সঙ্কল্প করিল ;
২। ত্রিবেণী-প্রবেশ করি প্রাণ ছাড়িল।
৩। সেইক্ষণে প্রভুস্থানে দিব্যদেহে আইলা ;
প্রভু-কৃপা পাঞা অন্তর্ধ্যানেতে রহিলা।
গন্ধর্ব্ব-দেহে গান করেন অন্তর্ধ্যানে ;
রাত্রে প্রভুরে গীত শুনায় অন্য নাহি শুনে।
একদিন মহাপ্রভু পুছিলা ভক্তগণে—
"হরিদাস কাঁহা ? তারে আনহ এখানে।"
সবে কহে—"হরিদাস বর্ষপূর্ণ-দিনে ;
রাত্রে উঠি কাঁহা গেলা কেহ নাহি জানে।"
শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া রহিলা ;
সব ভক্তগণ মনে বিস্ময় জন্মিলা।
একদিন জগদানন্দ, স্বরূপ, গোবিন্দ ;
কাশীশ্বর, দামোদর, শঙ্কর, মুকুন্দ।
সমুদ্রস্নানে গেলা সবে শুনে কত দূরে ;
৪। হরিদাস গায়েন যেন ডাকি কণ্ঠস্বরে।
মনুষ্য না দেখে মধুর গীত মাত্র শুনে ;
গোবিন্দ আদি মিলি সবে কৈল অনুমানে—
"বিষাদি খাইয়া হরিদাস আত্মঘাত কৈল ;
৫। সেই পাপে জানি ব্রহ্মরাক্ষস হইল।
আকার না দেখি মাত্র শুনি তার গান।"
স্বরূপ কহেন—"এই মিথ্যা অনুমান।

১। দণ্ডবৎ হঞা—অর্থাৎ উদ্দেশে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া। ২। ত্রিবেণী—গঙ্গা, যমুনা এবং সরস্বতীর সঙ্গম স্থান।
৩। দিব্যদেহ—সিদ্ধদেহ। অন্তর্ধানে—সাধারণের অগোচরে। ৪। ডাকি কণ্ঠস্বরে—উচ্চ কণ্ঠ স্বরে।
৫। ব্রহ্মরাক্ষস—ব্রহ্মদৈত্য, ভূতযোনি বিশেষ।

আজন্ম কৃষ্ণকীর্ত্তন, প্রভুর সেবন ;
প্রভু কৃপাপাত্র আর ক্ষেত্রের মরণ।
দুর্গতি না হয় তার সদ্গতি যে হয় ;
মহাপ্রভুর ভঙ্গী পাছে জানিবে নিশ্চয়।"
প্রয়াগ হৈতে এক বৈষ্ণব নবদ্বীপে আইলা ;
হরিদাসের বার্ত্তা তেঁহ সবারে কহিলা।
যৈছে সঙ্কল্প যৈছে ত্রিবেণী প্রবেশিলা ;
শুনি শ্রীবাসাদির মনে বিস্ময় জন্মিলা।
বর্ষান্তরে শিবানন্দ সব ভক্ত লঞা ;
প্রভুরে মিলিলা আসি আনন্দিত হঞা।
"হরিদাস কাঁহা ?"—যদি শ্রীবাসে পুছিল ;
"স্বকর্ম্ম ফলভুক্ পুমান্"—প্রভু উত্তর দিল।
তবে শ্রীবাস তাঁর বৃত্তান্ত কহিলা ;
যৈছে সঙ্কল্প যৈছে ত্রিবেণী প্রবেশিলা।
শুনি হাসি প্রভু কহে সুপ্রসন্ন চিত্ত ;
১। "প্রকৃতি দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত।"
স্বরূপাদি মিলি তবে বিচার করিল ;
ত্রিবেণী-প্রভাবে হরিদাস প্রভু পাশ আইল।
এইমত লীলা করে শচীর নন্দন ;
যাহা শুনি ভক্তগণের জুড়ায় কর্ণ মন।
আপন কারুণ্যে লোকে বৈরাগ্য-শিক্ষণ ;
ভক্তের গাঢ় অনুরাগ প্রকটীকরণ ;
তীর্থের মহিমা, নিজভক্তে আত্মসাত ;
২। এক লীলায় করে প্রভু কার্য্য পাঁচ সাত।
মধুর চৈতন্য-লীলা সমুদ্র-গম্ভীর ;
লোকে নাহি বুঝে, বুঝে যেই ভক্ত ধীর।
বিশ্বাস করিয়া শুন চৈতন্যচরিত ;
তর্ক না করিও, তর্কে হয় বিপরীত।
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ .
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

১। এই—ত্রিবেণীতে দেহত্যাগ।

২। একলীলায়...পাঁচ সাত—যেমন হরিদাসকে বর্জ্জন করিয়াও যে পথে হরিদাস থাকিতেন, তাহাকে দর্শন দিবার নিমিত্ত সেই পথে গমন করিয়া নিজের কারুণ্য প্রকট করিলেন। অন্যথা অন্য পথ দিয়াও জগন্নাথ দর্শনে যাইতে পারিতেন। আমি স্ত্রী-সম্ভাষী বৈরাগীর মুখাবলোকন করি না, সত্য-সঙ্কল্প প্রভুর এই কথা শ্রবণ করিয়া, তাঁহার কৃপাকাঙ্ক্ষী কোন বৈরাগী হরিদাসের বর্জ্জন, দর্শন বা শ্রবণ করিয়া স্ত্রী সম্ভাষণ করিতে সাহস করিবে না,—ইহা দ্বারা লোকে বৈরাগ্য শিক্ষাও দেওয়া হইল। প্রভু কর্ত্তৃক বর্জ্জিত হইয়া, হরিদাস প্রভুচরণ লাভ সঙ্কল্প করতঃ ত্রিবেণীতে দেহ বিসর্জ্জন করিলেন। ইহাতে ভক্তের গাঢ় অনুরাগ প্রকট হইল। যে অপরাধে হরিদাস বর্জ্জিত হইয়াছিলেন, ত্রিবেণীতে দেহ বিসর্জ্জন করিয়া সে অপরাধ হইতে বিমুক্ত হইলেন, অন্যথা কখনই প্রভু তাঁহার গীতশ্রবণ করিতেন না, ইহা দ্বারা ত্রিবেণী তীর্থের অসাধারণ মহিমা প্রকট হইল। এবং দেহান্তরেও হরিদাসকে পরিত্যাগ না করিয়া ভক্তকে আত্মসাৎ করিয়াছেন, তাহাও প্রকট হইল। এই মুখ্য রূপে পাঁচ কার্য্য করিলেন, এবং আনুষঙ্গিক হরিদাসের দিব্যদেহ ও মধুর কণ্ঠস্বর সম্পাদন করিলেন। তাই বলিলেন "এক লীলায় করে প্রভু কার্য্য পাঁচ সাত"। অর্থাৎ মুখ্য রূপে পাঁচ কার্য্য এবং মুখ্য ও আনুষঙ্গিক রূপে সাত কার্য্য করিলেন।

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীহরিদাসদণ্ডরূপশিক্ষা নাম

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ॥

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং
শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ,
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনা-
থান্বিতং তং সজীবং।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং
কৃষ্ণচৈতন্যদেবং,
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতান্
শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥১॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র! জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈতচন্দ্র! জয় গৌরভক্তবৃন্দ!

পুরুষোত্তমে এক উড়িয়া ব্রাহ্মণকুমার;
১। পিতৃশূন্য, মহাসুন্দর, মৃদু ব্যবহার।
প্রভু স্থানে নিত্য আইসে করে নমস্কার;
প্রভু সনে বাত কহে, প্রভু প্রাণ তার।
প্রভুকে তাহার প্রীতি, প্রভু দয়া করে;
২। দামোদর তারে প্রীতি সহিতে না পারে।
বার বার নিষেধ করে ব্রাহ্মণকুমারে;
প্রভু না দেখিলে সেই রহিতে না পারে।
নিত্য আইসে প্রভু তারে করে মহাপ্রীতি;
যাঁহা প্রীতি তাঁহা আইসে বালকের রীতি।
তাহা দেখি দামোদর দুঃখ পায় মনে;
বলিতে না পারে বালক নিষেধ না মানে।
আর দিনে সে বালক প্রভু স্থানে আইলা;
গোসাঞী তারে প্রীতি করি বার্ত্তা পুছিলা।
কতক্ষণে সে বালক উঠি যবে গেলা;
সহিতে না পারি দামোদর কহিতে লাগিলা—
৩। "অন্যাপদেশে পণ্ডিত কঁহো গোসঞীর ঠাঁই;
গোসাঞি গোসাঞি এবে জানিব গোসাঞি।
এবে গোসাঞীর গুণ সব লোকে গাইবে;
তবে গোসাঞীর প্রতিষ্ঠা পুরুষোত্তমে হৈবে।"
৪। শুনি প্রভু কহে—"কাহ কহ দামোদর?"
দামোদর কহে—"তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
স্বচ্ছন্দে আচার কর কে পারে বলিতে?
মুখর জগতের মুখ না পার আচ্ছাদিতে।
পণ্ডিত হঞা মনে কেন বিচার না কর?
৫। রাণ্ডী ব্রাহ্মণীর বালকে প্রীতি কেন কর?
যদ্যপি ব্রাহ্মণী সেই তপস্বিনী সতী;
৬। তথাপি তাহার দোষ সুন্দরী যুবতী।
তুমিও পরম যুবা পরমসুন্দর;
লোক কাণাকাণি বাতে দেহ অবসর।"
এত বলি দামোদর মৌন হইলা;
অন্তরে সন্তোষ প্রভু হাসি বিচারিলা—
"ইহাকে কহিয়ে শুদ্ধ প্রেমের তরঙ্গ;
দামোদর সম মোর নাহি অন্তরঙ্গ।"
এতেক বিচারি প্রভু মধ্যাহ্নে চলিলা;
আর দিনে দামোদরে' নিভৃতে বোলাইলা।
প্রভু কহে—'দামোদর! চলহ নদীয়া;
মাতার সমীপে তুমি রহ তাহা যাঞা।
তোমা বিনা তাঁহার রক্ষক নাহি দেখি আন;
আমাকে যাতে তুমি কৈলে সাবধান।

ইহার ব্যাখ্যা অন্ত্যলীলা (২) পরিচ্ছেদে (২৮৬) পৃষ্ঠার (১) শ্লোকে দেখুন ॥ ১ ॥

১। মৃদুব্যবহার—মৃদুস্বভাব। ২। দামোদর—দামোদর পণ্ডিত।
৩। অন্যাপদেশ—অন্যচ্ছলে অর্থাৎ অন্যকে উদ্দেশ করিয়া। ৪। কাহ—কাহাকে।
৫। রাণ্ডী— বিধবা, সংস্কৃত রণ্ড; রাঁড় ইতি ভাষা। ৬। সুন্দরী যুবতী—সুন্দরী এবং যুবতী।

তোমা সম নিরপেক্ষ নাহি মোর গণে ;
নিরপেক্ষ না হৈলে ধর্ম্ম না যায় রক্ষণে।
আমা হৈতে যে না হয়, সে তোমা হৈতে হয় ;
আমাকে করিলে দণ্ড, আন্ কেবা হয় ?
মাতার গৃহে রহ যাই মাতার চরণে ;
তব আগে নাহি কারও স্বচ্ছন্দাচরণে।
মধ্যে মধ্যে কভু আসিও আমার দর্শনে ;
শীঘ্র করি পুনঃ তাঁহা করিও গমনে।
মাতাকে কহিও মোর কোটী নমস্কারে ;
মোর সুখকথায় সুখী করিও তাঁহারে।—
'নিরন্তর নিজকথা তোমারে শুনাইতে ;
এই লাগি প্রভু মোরে পাঠাইল ইঁহাতে'—
এত কহি মাতার মনে সন্তোষ জন্মাইও ;
আর গুহ্য কথা তাঁরে স্মরণ করাইও।
১। 'বারে বারে আসি আমি তোমার ভবনে ;
মিষ্টান্ন ব্যঞ্জন সব করিয়ে ভোজনে।
ভোজন করিয়ে আমি, তুমি তাহা জান ;
বাহ্যবিরহে তাহা স্ফুর্ত্তি করি মান।
এই মাঘ-সংক্রান্ত্যে তুমি রন্ধন করিলা ;
নানা ব্যঞ্জন ক্ষীর পিঠা পায়েস রান্ধিলা।
কৃষ্ণে ভোগ লাগাই তুমি যবে কৈলে ধ্যান ;
আমা স্ফুর্ত্তি হৈল, অশ্রু ভরিল নয়ান।
আস্তেব্যস্তে আমি গিয়া সকল খাইল ;
আমি খাই দেখি তোমার সুখ উপজিল।
ক্ষণেকে অশ্রু মুছি শূন্য দেখ পাত ;
স্বপ্ন দেখিলে যেন নিমাই খাইল ভাত।
বাহ্য বিরহদশায় পুনঃ ভ্রান্তি হৈল ;
"ভোগ লাগাইলে" এই সব জ্ঞান গেল।
পাকপাত্র দেখি সব অন্ন আছে ভরি ;
পুনঃ ভোগ লাগাইলা স্থান সংস্করি।
এইমত বার বার করিয়ে ভোজন ;
তব শুদ্ধ প্রেমে মোরে করে আকর্ষণ।
তোমার আজ্ঞাতে আমি আছি নীলাচলে ;
২। নিকটে নেয়ায় আমা তোমার প্রেমবলে।'—
—"এইমত বার বার করাইও স্মরণ ;
মোর নাম লঞা তাঁর বন্দিও চরণ।"
এত কহি জগন্নাথের প্রসাদ আনাইল ;
৩। মাতাকে, বৈষ্ণবে, দিতে পৃথক্ পৃথক্ দিল।
তবে দামোদর চলি নদীয়া আইলা ;
মাতারে মিলিয়া তাঁর চরণে রহিলা।
৪। আচার্য্যাদি বৈষ্ণবেরে মহাপ্রসাদ দিল ;
প্রভুর যৈছে আজ্ঞা পণ্ডিত তাহা আচরিল।
দামোদর আগে স্বাতন্ত্র্য না হয় কাহার ;
তাঁর ভয়ে সবে করে সঙ্কোচ ব্যবহার।
৫। প্রভুর গণে যার দেখে অল্প মর্য্যাদা লঙ্ঘন ;
বাক্যদণ্ড করি করে মর্য্যাদা স্থাপন।
এই ত কহিল দামোদরের বাক্যদণ্ড ;
৬। যাহার স্মরণে ভাগে অজ্ঞান-পাষণ্ড।
চৈতন্যের লীলা গম্ভীর কোটি সমুদ্র হৈতে ;
কি লাগি কি করে কেহ না পারে বুঝিতে।
অতএব গূঢ় অর্থ কিছুই না জানি ;
বাহ্য অর্থ করিবারে করি টানাটানি।
একদিন প্রভু হরিদাসেরে মিলিলা ;
তাঁরে লঞা গোষ্ঠী করি তাঁহারে পুছিলা—
৭। "হরিদাস ! কলিকালে যবন অপার ;
গো ব্রাহ্মণ হিংসা করে মহা দুরাচার।

১। আসি—অর্থাৎ আবির্ভূত হই। ২। নেয়ায়—লইয়া যায়। ৩। মাতাকে বৈষ্ণবে—মাতাকে এবং ভক্তবর্গকে।
৪। আচার্য্যাদি—অদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতি। ৫। মর্য্যাদা—নিয়ম অর্থাৎ [illegible] কর্ত্তব্যকার্য্য।
৬। অজ্ঞান-পাষণ্ড—অজ্ঞানরূপ পাষণ্ড। ৭। যবন—মুসলমান অর্থাৎ মহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বী।

ইঁহা সবার কোন্ মতে হইবে নিস্তার ?
তাহার হেতু না দেখিয়ে এ দুঃখ অপার।”
হরিদাস কহে—“প্রভু চিন্তা না করিও ;
যবনের সংসার দেখি দুঃখ না ভাবিও।
যবন সকলের মুক্তি হবে অনায়াসে ;
১। হা রাম ! হা রাম ! বলি কহে নামাভাসে।
মহাপ্রেমে ভক্ত কহে হা রাম ! হা রাম !
যবনের ভাগ্য দেখ লয় সেই নাম।
২। যদ্যপি অন্যত্র সঙ্কেতে তার হয় নামাভাস ;
তথাপি নামের তেজ না হয় বিনাশ।

তথাহি নৃসিংহপুরাণং—

দংষ্ট্রিদংষ্ট্রাহতো ম্লেচ্ছো হারামেতি পুনঃপুনঃ।
উক্ত্বাপি মুক্তিমাপ্নোতি কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া গৃণন্ ॥২

৩। অজামিল পুত্র বোলায় বলি নারায়ণ ;
বিষ্ণুদূত আসি ছাড়ায় তাহার বন্ধন।
৪। ‘রাম’ দুই অক্ষর ইহা নহে ব্যবহিত ;
প্রেমবাচী ‘হা’ শব্দ তাহাতে ভূষিত।
নামের অক্ষর সবের এইত স্বভাব ;
৫। ব্যবহিত হৈলে না ছাড়ে আপন প্রভাব।

তথাহি শ্রীহরিভক্তিবিলাসস্যৈকাদশবিলাস উনবত্যাধিকদ্বিশততমাঙ্কধৃতং পদ্মপুরাণীয়নামাপরাধনিরসন-স্তোত্রং—

দংষ্ট্রীতি। ম্লেচ্ছঃ বেদবিরুদ্ধাচারি-সম্প্রদায়বিশেষঃ। দংষ্ট্রিণোবরাহস্য দংষ্ট্রাভ্যাং বহির্নিঃসৃততীক্ষ্ণাগ্রদন্ত-বিশেষাভ্যামাহত আঘাতং প্রাপিতঃ সন্ ‘হারাম্’ অস্পৃশ্যবিশেষঃ মাং স্পৃশতীতি বক্তুমিচ্ছন্নপি ভয়াৎ হারামেতি শব্দমাত্রং পুনঃ পুনরুক্ত্বাপি (অপিগর্হার্থঃ) হেয়ত্বেনোক্ত্বাপি মুক্তিমাপ্নোতি। শ্রদ্ধয়া গৃণন্ কীর্ত্তয়ন্ মুক্তিমাপ্নোতীতি কিং পুনর্বক্তব্যং, যতো ভগবদ্বশীকারলক্ষণ-পঞ্চমপুরুষার্থ-প্রেমভক্তিরপি তস্য হস্তগতৈবেতি ভাবঃ। আভাসেনাপি মুক্তিপ্রদং ভগবন্নাম কো বা শ্রদ্ধয়া ন কীর্ত্তয়েদিতি তাৎপর্য্যং। অত্র ভবিষ্যেপি তস্য বর্ত্তমানবন্নির্দ্দেশ ঋষীণাং ত্রৈকালিক-বিষয়দর্শিত্বাদিতি ॥২॥

যখন বরাহদংষ্ট্রায় আহত হইয়া কোন ম্লেচ্ছ ‘হারাম’ এই শব্দ উচ্চারণ করতঃ মুক্তিলাভ করিল, তখন শ্রদ্ধা পূর্ব্বক হরিনাম কীর্ত্তন করতঃ মুক্তিলাভ করিবে—ইহাতে আর অসম্ভাবনা কি ? অর্থাৎ যাহাতে প্রেম পর্য্যন্ত লাভ হয় তাহাতে মুক্তিলাভ হইবে, তাহা আর বেশী কি ? ২ ॥

মুসলমান ধর্ম্মে শূকর হারাম, অস্পৃশ্য বস্তুতে সঙ্কেতিত হারাম্ শব্দ রামকে না বুঝাইয়াও রামনামের আভাস মাত্র হইল। অতএব নামাভাসে অনায়াসে মুক্তি হয়, ইহাই এই শ্লোক দ্বারা সপ্রমাণ করিলেন ॥ ২ ॥

১। হারাম—অস্পৃশ্যবস্তু, যাহা স্পর্শ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, অর্থাৎ অত্যন্ত নিষিদ্ধ। নামাভাস—হরিনামের ন্যায় প্রতীত হয়, বস্তুত হরিনাম হয় না, সেই হারাম শব্দ রামনামের ন্যায় প্রকাশ পায়।

২। অন্যত্র—অস্পৃশ্য বস্তুতে। অর্থাৎ হারামশব্দ অস্পৃশ্য বস্তুতে প্রযুক্ত হওয়ায়, রামের নাম না হইয়া নামাভাস হইলেও।

৩। অজামিল…বন্ধন—অজামিল নামক কোন বেশ্যাসক্ত ব্রাহ্মণ যমদূত কর্ত্তৃক আবদ্ধ হইয়া, সেই বেশ্যাগর্ভজাত নারায়ণ নামক স্বপুত্রকে ভয়ে আহ্বান করিয়াছিলেন। তাহার—অজামিলের। বন্ধন—যমদূত কর্ত্তৃক বন্ধন। অজামিল স্বীয় পুত্রে সঙ্কেতিত নারায়ণ নাম উচ্চারণ করায়, ভগবন্নাম না হইয়া ভগবন্নামের আভাস মাত্র হইয়াছিল। তাহাতেও তাহার সংসারবন্ধন মোচন (অর্থাৎ মুক্তি) হইল।

৪। রাম দুই অক্ষর…ব্যবহিত—হারাম এই শব্দে ‘রাম’ এই নাম বিদ্যমান রহিয়াছে, ঐ রাম নামের মধ্যে কোন একটী অক্ষরও ব্যবহিত না হওয়ায়, সুস্পষ্ট রাম নাম কীর্ত্তিত হইল এবং তাহার প্রথমে যে ‘হা’ এই শব্দ আছে উহা প্রেমবাচক ; ইহাতে প্রেম পূর্ব্বক রামনামের কীর্ত্তন করা হইয়াছে।

৫। ব্যবহিত হইলে—নামাক্ষরের মধ্যে অন্য কোন অক্ষর থাকিলেও, অর্থাৎ ‘রাম’ এই নামের মধ্যস্থলে যদি ‘জ’ এই অক্ষর সন্নিবেশিত হয় এবং ‘ম’ এই অক্ষরের অন্তে “হিষী” এই অক্ষরদ্বয় থাকে তাহা হইলে ‘রাজমহিষী’ এই শব্দ নিষ্পন্ন হয়। ইহাতে রামনামের মধ্যস্থলে ‘জ’ এই অক্ষর ব্যবহিত হইলেও রামনাম গ্রহণ করাই হইবে।

নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং
শ্রোত্রমূলং গতং বা,
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং
তারয়ত্যেব সত্যং।
তচ্চেদ্দেহদ্রবিণজনতালোভ-
পাষণ্ডমধ্যে,
নিক্ষিপ্তং স্যান্নফলজনকং
শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র ॥৩॥

নামাভাস হৈতে হয় সর্ব্ব পাপ ক্ষয় ;

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে বিভাবলহর্য্যাং দ্বিপঞ্চাশত্তমশ্লোকে শ্রীরূপ গোস্বামিবাক্যং—

তং নির্ব্ব্যাজং ভজ গুণনিধে পাবনং পাবনানাং,
শ্রদ্ধারজ্যন্মতিরতিতরামুত্তমঃশ্লোকমৌলিং।
প্রোদ্যন্নন্তঃকরণকুহরে হন্ত যন্নামভানো-
রাভাসোঽপিক্ষপয়তিমহাপাতকধ্বান্তরাশিং ॥৪॥

নাগাভাস হৈতে হয় সংসারের ক্ষয়।

নামকীর্ত্তনে সর্ব্বার্থসম্পাদকতাং পরিপোষয়ন্ লাভপূজাখ্যাত্যর্থতাং পরিত্যাজয়তি—নামৈকমিতি। একং নাম ভগবন্নাম বাচিগতং প্রসঙ্গাধাত্তমধ্যে প্রবৃত্তমপি স্মরণপথগতং কথঞ্চিন্মনঃস্পৃষ্টমপি শ্রোত্রমূলং গতং কিঞ্চিৎ শ্রুতমপি শুদ্ধং শুদ্ধবর্ণং বা অশুদ্ধবর্ণমপি বা ব্যবহিতং অক্ষরান্তরেণ শব্দান্তরেণ বা অন্তরিতং যথা হলং রিক্তমিত্যাদ্যক্তে হকার-বিকারয়োরাবৃত্ত্যা হরীতি নামাস্ত্যেব তথা রাজমহিষীত্যত্র রামনামাপি, এবমন্যদপ্যূহ্যং। রহিতং কেনচিদংশেন হীনমিত্যর্থঃ। তথাপি তারয়ত্যেব সর্ব্বেভ্যঃ পাপেভ্যোঽপরাধেভ্যশ্চ সংসারাদপ্যুদ্ধারয়ত্যেবেতি সত্যমেব। কিন্তু নাম-সেবনস্য মুখ্যং যৎফলং তন্ন সদ্যঃ সম্পদ্যতে, যথা দেহভরণাদ্যর্থমপি নাম-সেবনে ন মুখ্যং ফলমাশু সিদ্ধ্যতীত্যাহ—তচ্চেদিতি। তচ্চ নাম চেৎ যদি। দেহশ্চ দ্রবিণং ধনঞ্চ জনতা জনসমূহশ্চ তাসু যো লোভঃ স এব পাষণ্ডঃ পাপচিহ্নং স অতিশয়েন বিদ্যতে যেষাং তন্মধ্যে নিক্ষিপ্তং দেহভরণাদ্যর্থং বিন্যস্তং স্যাত্তদা ফলজনকং ন ভবতি কিং, অপি তু ভবত্যেব, কিন্তু অত্র ইহলোকে শীঘ্রং ন ভবতি কিন্তু বিলম্বেনেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

তং নির্ব্ব্যাজমিতি। হে গুণনিধে! শ্রদ্ধয়া দৃঢ়বিশ্বাসেন রজ্যন্তী উল্লসন্তীমতির্যস্য তথাভূতঃ সন্ ত্বং তং প্রসিদ্ধং পাবনানাং জগৎপবিত্রীকুর্ব্বতাং তীর্থানাং পাবনং পবিত্রতাসম্পাদকং উদ্গচ্ছতি তমো যস্মাৎ তথাভূতঃ শ্লোকোযশো যেষাং তেষাং মৌলিং শিরোভূষণরূপং তং শ্রীকৃষ্ণং অতিতরামতিশয়েন নির্ব্ব্যাজং অকপটং যথাস্যাত্তথা ভজ। ননু কিন্তস্য মাহাত্ম্যং যেন ভজনীয়ত্বং নিশ্চিনোষীত্যাশঙ্ক্যাহ। যস্য ভগবতো নামৈব ভানুঃ সূর্য্যঃ তস্য আভাসোঽপি অন্তঃকরণ-কুহরে প্রোদ্যন্নুদয়েন্নেব মহাপাতকান্যেব ধ্বান্তরাশিরন্ধকারপুঞ্জঃ তং ক্ষপয়তি দূরীকরোতি নাম্নি চাভাসত্বং নামৈকং যস্য বাচীত্যাদ্যনুসারেণ জ্ঞেয়ং। প্রায়ো ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি বিদুরোপদেশোঽয়ং ॥ ৪ ॥

ভগবানের যে কোন একটী নাম যদি প্রসঙ্গ ক্রমে বাগিন্দ্রিয়ে প্রবৃত্ত অথবা মনঃস্পৃষ্ট কিম্বা কর্ণগোচর হয়, তাহা, শুদ্ধবর্ণ বা অশুদ্ধবর্ণ অথবা ব্যবহিত, কিম্বা কোন অংশে রহিত হইলেও, নিশ্চয়ই সংসার হইতে পরিত্রাণ করে। যদি সেই নাম দেহ, ধন এবং জনতাতে লুব্ধ পাষণ্ডি মধ্যে বিন্যস্ত হয়, তবে ইহলোকে শীঘ্র ফলজনক হয় না অর্থাৎ বিলম্বে হয় ॥ ৩ ॥

যাঁহার নাম-সূর্য্যের আভাসও অন্তঃকরণকুহরে উদিত হইয়াই মহাপাতকরূপ অন্ধকার রাশিকে দূরে নিঃসারিত করে, হে গুণনিধে! সেই প্রসিদ্ধ পাবনের পাবন এবং উত্তমঃ শ্লোকগণের পরমারাধ্য শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা কর ॥ ৪ ॥

শুদ্ধবর্ণ—কৃষ্ণ। অশুদ্ধবর্ণ—কেষ্ট। ব্যবহিত—রাজমহিষী অর্থাৎ 'রাম' এই শব্দের মধ্যে 'জ' এই অক্ষর ব্যবহিত রহিয়াছে। রহিত—নাম যে কোন অক্ষরে বর্জ্জিত যেমন রাম্ এইস্থলে মকার এই বর্ণের অকার উচ্চারিত হয় নাই। দেহ—দেহপোষণ। দ্রবিণ—ধনস্পৃহা। জনতা—স্ত্রীপুত্রাদি কামনা। অর্থাৎ দেহাদিতে অহং মমতাদি জন্য তাহাদিগের পোষণাদির নিমিত্ত নাম গ্রহণ করাকে পাষণ্ড বলে। নাম অক্ষরান্তরে ব্যবহিত হইলেও ত্রাণ করেন ইহাই এই শ্লোক দ্বারা সপ্রমাণ করিলেন। ৩।

নামাভাস হইতে সমস্ত পাপের ক্ষয় হয়, ইহাই এই শ্লোক দ্বারা সপ্রমাণ করিলেন। ৪।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে একচত্বারিংশশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকদেববাক্যং—

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতং,
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্ ॥৫॥

"নামাভাসে মুক্তি হয় সর্ব্বশাস্ত্রে দেখি ;
শ্রীভাগবতে তাহা অজামিল সাক্ষী।"
শুনিয়া প্রভুর সুখ বাড়য়ে অন্তরে ;
১। পুনরপি ভঙ্গী করি পুছয়ে তাহারে—
২। "পৃথিবীতে বহু জীব স্থাবর-জঙ্গম,
ইহা সবার কি প্রকারে হইবে মোচন ?"
হরিদাস কহে—"প্রভু সে কৃপা তোমার ;
স্থাবর-জঙ্গম আগে করিয়াছ নিস্তার।
তুমি যে করিয়াছ উচ্চৈঃস্বরে সংকীর্ত্তন ;
স্থাবর-জঙ্গমের সেই হয়ত শ্রবণ।
শুনিয়াই জঙ্গমের হয় সংসার ক্ষয় ;
৩। স্থাবরের শব্দ লাগি প্রতিধ্বনি হয়।
প্রতিধ্বনি নহে, সেই করয়ে কীর্ত্তন ;
তোমার কৃপায়—এই অকথ্য কথন।
সকল জগতে হয় উচ্চ সংকীর্ত্তন ;
শুনি প্রেমাবেশে ন্যাচে স্থাবর জঙ্গম।
যৈছে কৈলে ঝারিখণ্ডে বৃন্দাবন যাইতে ;
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য তাহা কহিয়াছেন আমাতে।
৪। বাসুদেব জীব লাগি কৈল নিবেদন ;
তাঁরে অঙ্গীকার কৈলে জীবের মোচন।
জগত তারিতে এই তোমার অবতার ;
৫। ভক্তগণ আগে তাতে কৈলে অঙ্গীকার।
উচ্চ সংকীর্ত্তন তাতে করিয়া প্রচার ;
৬। স্থিরচর জীবের খণ্ডাইলে সংসার।"
প্রভু কহে—"সব জীব মুক্তি যবে পাবে ;
এইত ব্রহ্মাণ্ড তবে জীব শূন্য হবে ?"
হরিদাস বলে—"তোমার যাবৎ মর্ত্ত্যে স্থিতি ;
৭। তাঁহা যত স্থাবর জঙ্গম জীব জাতি।

ম্রিয়মাণ ইতি। অজামিলোপি ম্রিয়মাণঃ অবশত্বেন শ্রদ্ধাবিহীনোপি পুত্রোপচারিতং পুত্রনামতয়া গুণীভূতং হরের্নাম গৃণন্ উচ্চারয়ন্ ধাম বৈকুণ্ঠমগাৎ জগাম, শ্রদ্ধয়া তন্নাম গৃণন্ বৈকুণ্ঠং যাতীতি কিমু বক্তব্যং। ম্রিয়মাণোপি কিং পুনর্জীবন্নিতি মরণসময়ে অবশত্বেন শ্রদ্ধাহীনোপি কিং পুনঃ শ্রদ্দধানঃ পুত্রোপচারিতমপি কিং পুনঃ সাক্ষাদেব। অজামিলোপি তাদৃশ মহাপাতক্যপি কিং পুনর্নিষ্পাপ ইতি। অবধারণ পঞ্চকং জ্ঞেয়মিতি ॥ ৫ ॥

অজামিল মহাপাতকী হইয়াও অশ্রদ্ধা পূর্ব্বক যখন পুত্রচ্ছলে নারায়ণ নাম উচ্চারণ করতঃ বৈকুণ্ঠ ধামে গমন করিয়াছিল, তখন যে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক হরিনাম কীর্ত্তন করিলে অনায়াসে বৈকুণ্ঠে যায়, ইহা আর কি বলিব ? ৫ ॥

বৈকুণ্ঠগমন—সালোক্যমুক্তি। অতএব নামাভাসে সংসার ক্ষয় অর্থাৎ মুক্তি হয়—ইহাই এই শ্লোক দ্বারা সপ্রমাণ করিলেন ॥ ৫ ॥

১। তাঁহারে—হরিদাসকে। ২। স্থাবর—স্থিতিশীল পর্ব্বত বৃক্ষাদি। জঙ্গম—গমনশীল, পশুপক্ষি প্রভৃতি। মোচন—সংসার ক্ষয়।

৩। শব্দলাগি—অর্থাৎ বৃক্ষকোটরে এবং পর্ব্বতগুহাতে নাম সংকীর্ত্তন শব্দের প্রতিধ্বনি হয়।

৪। বাসুদেব—বাসুদেবদত্ত। জীবলাগি—অর্থাৎ সকল জীবের সংসার মোচনার্থ। বাসুদেব দত্ত মহাপ্রভুর নিকট বলিয়াছিলেন, প্রভো ! সকল জীব তাহাদিগের পাপ আমাকে অর্পণ করুক, তাহাদিগের পাপ গ্রহণ করিয়া আমি নরকে যাই, তাহাদিগের দুঃখ মোচন হউক আর জীবের দুঃখ সহিতে পারি না। তাঁরে—বাসুদেব দত্তের নিকট। অঙ্গীকার কৈলে—অর্থাৎ মহাপ্রভু বাসুদেব দত্তকে বলিয়াছিলেন, যখন সকল জীবের দুঃখ মোচন করিতে তোমার ইচ্ছা হইয়াছে, তখন অবশ্যই তাহাদিগের দুঃখ মোচন হইবে।

৫। তাতে—জগত্তারণে।

৬। স্থিরচর—স্থাবর ও জঙ্গম।

৭। তাঁহা—সেই সময়ে।

সব মুক্ত করি তুমি বৈকুণ্ঠে পাঠাইবে ;
১। সূক্ষ্ম জীবে পুনঃ কর্ম্ম উদ্বুদ্ধ করিবে।
সেই জীব হবে ইঁহা স্থাবর জঙ্গম ;
২। তাহাতে ভরিবে ব্রহ্মাণ্ড যেন পূর্ব্ব সম।
রঘুনাথ যেন সব অযোধ্যা লইয়া ;
বৈকুণ্ঠে গেলা অন্য জীবে অযোধ্যা ভরিয়া।
অবতরি তুমি ঐছে পাতিয়াছ হাট ;
কেহ না বুঝিতে পারে তোমার গূঢ় নাট।
৩। পূর্ব্বে যেন ব্রজে কৃষ্ণ করি অবতার ;
সকল ব্রহ্মাণ্ডে জীবের খণ্ডাইল সংসার।

তথাহি **শ্রীমদ্ভাগবতে** দশমস্কন্ধে উনত্রিংশাধ্যায়ে পঞ্চদশশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং—

ন চৈবং বিস্ময়ঃ কার্য্যো ভবতা ভগবত্যজে।
যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে যত এতদ্বিমুচ্যতে ॥৬॥

তথাহি **বিষ্ণুপুরাণে** চতুর্থাংশে পঞ্চদশাধ্যায়ে দ্বাদশগদ্যং—

ভগবানিহ কীর্ত্তিতঃ সংস্মৃতশ্চ
দ্বেষানুবন্ধেনাপ্যখিলসুরাসুরাদিদুর্ল্লভং
ফলং প্রযচ্ছতি কিমুত সম্যগ্‌ভক্তিমতাম্ ॥৭॥

তৈছে তুমি নবদ্বীপে করি অবতার ;
সকল ব্রহ্মাণ্ডে জীবের করিলে নিস্তার।
যে কহে চৈতন্য-মহিমা মোর গোচর হয় ;
৪। সে জানুক মোর পুনঃ এই ত নিশ্চয়—
তোমার যে লীলা মহা অমৃতের সিন্ধু ;
মোর মনোগোচর নহে তার এক বিন্দু।"
এত শুনি প্রভুর মনে চমৎকার হৈল—
'মোর গূঢ়লীলা হরিদাস কেমনে জানিল ?'

ন চ ভগবতোহয়মতিভার ইত্যাহ **নচৈবমিতি**। অন্যেন ক্রিয়তাং নাম ভবতা গর্ব্বাদারভ্য তন্মহিমাভিজ্ঞেন বিস্ময়ো ন কার্য্য এবেত্যর্থঃ। অতএব ভবতেতি গৌরবেনোক্তং ন তু ত্বয়েতি। বিস্ময়াকরণে হেতুবিশেষঃ। ভগবতি অশেষৈশ্বর্য্যযুক্তে। নন্ন তর্হি কথং দেবকীগর্ব্ভতোজন্ম তত্রাহ অজে। জীববন্ন জায়তে কিন্তু স্বেচ্ছয়ৈব ভক্তবাৎসল্যাদিনা স্বয়মাবিভবতীত্যর্থঃ। ভগবত্ত্বাদেব যোগেশ্বরেশ্বরে তত্রাপি কৃষ্ণে সর্ব্বতঃ পূর্ণাবির্ভাব ইত্যর্থঃ। যতঃ শ্রীকৃষ্ণাদেতৎ স্থাবরাদিকমপি মুচ্যতে ॥ ৬ ॥

ভগবান্ ইতি। ভগবান্ ইহ কৃষ্ণাবতারে দ্বেষানুবন্ধেন শত্রুভাবেনাপি বাচা কীর্ত্তিতঃ মনসা সংস্মৃতশ্চ অখিলানাং সুরাসুরাদীনাং দুর্ল্লভং দুর্দ্দঃখেন লব্ধুমশক্যং ফলং মুক্তিরূপং প্রযচ্ছতি। ভক্তিমতাং সম্যক্ প্রেমভক্তিরূপং ফলং প্রযচ্ছতীতি কিমুত বক্তব্যমিতি ॥ ৭ ॥

যিনি অশেষ ঐশ্বর্য্যশালী, যিনি অজ অর্থাৎ জীবের ন্যায় জন্ম গ্রহণ না করিয়া ভক্তবাৎসল্যগুণে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্বয়ং আবির্ভূত হন্ এবং যিনি যোগেশ্বরের ঈশ্বর সেই পূর্ণাবির্ভাব শ্রীকৃষ্ণে বিস্ময় করা তোমার উচিত হয় না, যে শ্রীকৃষ্ণ হইতে এই চরাচর জগৎ সংসার ক্ষয় হইতেছে ॥ ৬ ॥

দ্বেষভাবেও কীর্ত্তন ও স্মরণ করিলে যখন দ্বেষকারীদিগের নিখিল সুরাসুরাদির দুর্ল্লভ ফল (মুক্তি) এই কৃষ্ণাবতারে প্রদান করিয়া থাকেন, তখন ভক্তবর্গকে যে প্রেমভক্তি প্রদান করিবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি ? ৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণাবতারে ব্রহ্মাণ্ডস্থ সকল জীবের সংসার ক্ষয় হইয়াছে, তাহাই এই শ্লোক দ্বারা সপ্রমাণ করিলেন ॥ ৬ ॥
শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত ও বিদ্বেষী উভয়বিধ ব্যক্তির সংসার মোচন করেন, ইহাই এই গদ্য দ্বারা সপ্রমাণ করিলেন ॥ ৭ ॥

১। সূক্ষ্মজীব—যাহাদিগের কর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্ম জন্য অদৃষ্ট ফলোন্মুখ হয় নাই সুতরাং তাহাদিগের স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহদ্বয়ের উৎপত্তি না হওয়ায় চিৎকণ রূপ সেই সকল সূক্ষ্ম জীব অবিদ্যাতে বিলীন আছে ব্রহ্মাণ্ডগত জীবের সংসার ক্ষয় হইলে তুমি প্রথম পুরুষ রূপে মায়ার প্রতি ঈক্ষণ করিয়া তাহাদিগের সঞ্চিত কর্ম্ম উদ্বুদ্ধ অর্থাৎ ফলোন্মুখ করত স্থাবরাদি দেহের উৎপাদন করিবে। ২। যেন পূর্ব্ব সম—যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ ইতি শ্রুতি। ৩। যেন—যেমন। ৪। সে জানুক—এটী কটাক্ষ করিয়া বলা হইল, বস্তুত যে বলে আমি চৈতন্য মহিমা জানি সে জানে না।

মনের সন্তোষে তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ;
১। বাহ্য প্রকাশিতে তাহা করিল বর্জ্জন।
ঈশ্বর-স্বভাব ঐশ্বর্য্য চাহে আচ্ছাদিতে ;
ভক্ত ঠাঁই লুকাইতে নারে, হয়ত বিদিতে।

তথাহি আলকমন্দারসংজ্ঞে শ্রীসম্প্রদায়কৃৎ যামুনাচার্য্যস্তোত্রে অষ্টাদশশ্লোকঃ—

উল্লংঘিত ত্রিবিধ সীম সমাতিশায়ি-
সম্ভাবনং তব পরিব্রঢ়িমস্বভাবং।
মায়াবলেন ভবতাপি নিগুহ্যমানং,
পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ ॥৮॥

তবে মহাপ্রভু নিজ ভক্ত পাশে যাঞা ;
হরিদাসের গুণ বলে শতমুখ হঞা।
ভক্তের গুণ কহিতে প্রভুর বাড়য়ে উল্লাস ;
২। ভক্তগণ শ্রেষ্ঠ তাতে শ্রীহরিদাস।
হরিদাসের গুণগণ অসংখ্য অপার ;
কেহ কোন অংশ বর্ণে নাহি পায় পার।
৩। চৈতন্যমঙ্গলে শ্রীবৃন্দাবন দাস ;
হরিদাসের গুণ কিছু করিয়াছে প্রকাশ।
সব কহা না যায় হরিদাসের অনন্ত চরিত্র ;
কেহ কিছু কহে আপনাকে করিতে পবিত্র।
বৃন্দাবন দাস যাহা না কৈল বর্ণন ;
হরিদাসের গুণ কিছু শুন ভক্তগণ!
হরিদাস যবে নিজগৃহ ত্যাগ কৈলা ;
৪। বেণাপোলের বন মধ্যে কত দিন রহিলা।
নির্জ্জন বনে কুটীর করি তুলসী সেবন ;
রাত্রি দিনে তিন লক্ষ নাম সংকীর্ত্তন।
৫। ব্রাহ্মণের ঘরে করে ভিক্ষা নির্ব্বাহণ ;
প্রভাবে সকল লোক করয়ে পূজন।
সেই দেশাধ্যক্ষ নাম রামচন্দ্র খান ;
বৈষ্ণবদ্বেষী সেই, পাষণ্ডপ্রধান।
হরিদাসে লোকে পুজে সহিতে না পারে ;
তাঁর অপমান করিতে নানা উপায় করে।
কোন প্রকারে হরিদাসের ছিদ্র নাহি পায় ;
বেশ্যাগণ আনি করে ছিদ্রের উপায়।
বেশ্যাগণে কহে—"এই বৈরাগী হরিদাস ;
তুমি সব কর ইহার বৈরাগ্যধর্ম্ম নাশ।"
বেশ্যাগণ মধ্যে এক সুন্দরী যুবতী ;
সেই কহে—"তিন দিনে হরিব তার মতি।"
খান কহে "মোর পাইক যাউক তোমার সনে,
তোমার সহিত একত্র তারে ধরি যেন আনে।"
বেশ্যা কহে—"মোর সঙ্গ হউক একবার ;
দ্বিতীয়বারে ধরিতে পাইক লইব তোমার।"
রাত্রিকালে সেই বেশ্যা সুবেশ ধরিয়া ;
হরিদাসের বাসা গেল উল্লসিত হৈয়া।
তুলসী নমস্করি হরিদাসের দ্বারে যাঞা ;
গোসাঞীরে নমস্করি রহিলা দাণ্ডাইয়া।
৬। অঙ্গ উঘাড়িয়া দেখায় বসিয়া দুয়ারে ;
কহিতে লাগিলা কিছু সুমধুর স্বরে—
"ঠাকুর! পরমসুন্দর প্রথম যৌবন ;
তোমা দেখি কোন্ নারী ধরিতে পারে মন?
তোমার সঙ্গম লাগি লুব্ধ মোর মন ;
তোমা না পাইলে প্রাণ না যায় ধারণ।"

ইহার ব্যাখ্যা (৪১) পৃষ্ঠার (১৮) শ্লোকে দেখুন। ভগবান্ ভক্তের নিকট আপনাকে গোপন করিতে পারেন না, ইহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রতিপন্ন করিলেন। ৮।

১। বাহ্য ইত্যাদি— এই সকল অর্থাৎ নিজের গূঢ় লীলা বাহিরে প্রকাশ করিতে হরিদাসকে বর্জ্জন অর্থাৎ নিষেধ করিলেন।
২। ভক্তগণ শ্রেষ্ঠ—ভক্তবর্গের মধ্যে প্রধান। ৩। চৈতন্যমঙ্গলে—চৈতন্য ভাগবতে। আদি খণ্ডের ১৪ শ অধ্যায়ে।
৪। বেণাপোল—বনগ্রাম সবডিবিজনের অধীন, তথায় ই, বি, এস্ রেলওয়ে ষ্টেশন আছে। ৫। সাত্বিক অন্ন বলিয়া সাধনার অনুকূল।
৬। উঘাড়িয়া—উদ্ঘাটিত করিয়া, খুলিয়া।

হরিদাস কহে "তোমায় করিব অঙ্গীকার ;
সংখ্যা নাম সংকীর্ত্তন যাবৎ আমার।
তাবৎ তুমি বসি শুন নাম-সংকীর্ত্তন ;
১। নাম সমাপ্ত হৈলে করিব যে তোমার মন।"
এত শুনি সেই বেশ্যা বসিয়া রহিলা ;
কীর্ত্তন করে হরিদাস, প্রাতঃকাল হৈলা।
২। প্রাতঃকাল দেখি বেশ্যা উঠিয়া চলিলা ;
সমাচার রামচন্দ্র খানেরে কহিলা—
"আজি আমায় অঙ্গীকার করিয়াছে বচনে ;
কালি অবশ্য তার সঙ্গে হইবে সঙ্গমে।"
৩। আর দিন রাত্রি হৈলে বেশ্যা আইল ;
হরিদাস বহু তারে আশ্বাস করিল।
"কালি দুঃখ পাইলে, অপরাধ না লও আমার ;
অবশ্য করিব আমি তোমায় অঙ্গীকার।
তাবৎ ইঁহা বসি শুন নাম-সংকীর্ত্তন ;
নাম পূর্ণ হৈলে পূর্ণ হবে তোমার মন।"
তুলসীকে তবে বেশ্যা নমস্কার করি ;
দ্বারে বসি নাম শুনে, বলে হরি হরি।
৪। রাত্রি শেষ হৈল, বেশ্যা উষিপষি করে ;
তার রীতি দেখি হরিদাস কহেন তারে—
"কোটি নাম গ্রহণ যজ্ঞ করি একমাসে ;
এই দীক্ষা করিয়াছি, হৈল আসি শেষে।
আজি সমাপ্ত হইবেক হেন জ্ঞান ছিল ;
সমস্ত রাত্রি নিল নাম সমাপ্ত না হৈল।
কালি সমাপ্ত হবে, তবে হবে ব্রত ভঙ্গ ;
স্বচ্ছন্দে তোমার সঙ্গে হইবেক সঙ্গ।"
বেশ্যা গিয়া সমাচার খানেরে কহিল ;
আর দিন সন্ধ্যাকালে ঠাকুর ঠাঞি আইল।

তুলসীকে ঠাকুরকে নমস্কার করি ;
দ্বারে বসি নাম শুনে, বলে হরি হরি।
"নাম পূর্ণ হবে আজি" বলে হরিদাস ;
"তবে পূর্ণ করিব তোমার অভিলাষ।"
কীর্ত্তন করিতে তবে রাত্রি শেষ হৈল ;
ঠাকুরের সনে বেশ্যার মন ফিরি গেল।
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে ঠাকুর-চরণে ;
রামচন্দ্র খানের কথা কৈল নিবেদনে—
"বেশ্যা হঞা মুঞি পাপ করিয়াছি অপার ;
কৃপা করি কর মুঞি অধমে নিস্তার।"
ঠাকুর কহে "খানের কথা সব আমি জানি ;
অজ্ঞ মূর্খ, সেই তারে দুঃখ নাহি মানি।
সেই দিন যাইতাম এ স্থান ছাড়িয়া ;
তিন দিন রহিলাম তোমার লাগিয়া।"
বেশ্যা কহে—"কৃপা করি কর উপদেশ ;
কি মোর কর্ত্তব্য ? যাতে যায় ভবক্লেশ।"
ঠাকুর কহে "ঘরের দ্রব্য ব্রাহ্মণে কর দান ;
এই ঘরে আসি তুমি করহ বিশ্রাম।
নিরন্তর নাম লও, তুলসী-সেবন ;
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ।"
এত বলি তারে নাম উপদেশ করি ;
উঠিয়া চলিলা ঠাকুর বলি হরি হরি।
তবে সেই বেশ্যা গুরুর আজ্ঞা লইল ;
গৃহবৃত্তি যেবা ছিল ব্রাহ্মণেরে দিল।
মাথা মুড়ি এক বস্ত্রে রহিলা সেই ঘরে ;
রাত্রি দিনে তিন লক্ষ নাম গ্রহণ করে।
৫। তুলসী সেবন করে চর্ব্বণ উপবাস ;
ইন্দ্রিয় দমন হৈল, প্রেমের প্রকাশ।

১। যে তোমার মন—অর্থাৎ তোমার মনের যে অভিলাষ তাহা সম্পন্ন করিব।
২। প্রাতঃকাল—অরুণোদয় কাল। ৩। আরদিন—অন্যদিন অর্থাৎ পরদিন।
৪। উষিপষি—উঠা বসা অর্থাৎ রাত্রিশেষ দেখিয়া একবার গাত্রোত্থান আবার হরিদাসের সঙ্গলাভের জন্য উপবেশন।
৫। চর্ব্বণ উপবাস—কদাচিৎ চর্ব্যদ্রব্য চণকাদি ভক্ষণ, কদাচিৎ উপবাস।

প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হৈল পরম মহান্তী ;
বড় বড় বৈষ্ণব তার দর্শনেতে যান্তি।
বেশ্যার চরিত্র দেখি লোকে চমৎকার ;
হরিদাসের মহিমা কহে করি নমস্কার।

রামচন্দ্র খান অপরাধ-বীজ রুইল ;
১। সেই বীজ বৃক্ষ হঞা আগেতে ফলিল।
মহদপরাধের ফল অদ্ভুত কথন ;
প্রস্তাব পাইয়া কহি শুন ভক্তগণ !
২। সহজেই অবৈষ্ণব রামচন্দ্র খান ;
হরিদাসের অপরাধে হৈল অসুর-সমান।
বৈষ্ণবধর্ম্ম নিন্দা করে বৈষ্ণব অপমান ;
৩। বহু দিনের অপরাধ পাইল পরিণাম।
নিত্যানন্দ গোসাঞী গৌড়ে যবে আইলা ;
প্রেম প্রচারিতে তবে ভ্রমিতে লাগিলা।
প্রেমপ্রচারণ আর পাষণ্ডদলন ;
দুই কার্য্যে অবধূত করিল ভ্রমণ।
৪। সর্ব্বজ্ঞ নিত্যানন্দ প্রভু আইলা তার ঘরে ;
আসিয়া বসিলা দুর্গামণ্ডপ ভিতরে।
অনেক লোক জন সঙ্গে অঙ্গন ভরিল ;
ভিতর হৈতে রামচন্দ্র সেবক পাঠাইল।
সেবক বলে "গোসাঞি ! মোরে পাঠাইল খান্ ;
গৃহস্থের ঘরে তোমায় দিতে বাসস্থান।
গোয়ালার গোশালা হয় অত্যন্ত বিস্তার ;
ইঁহা সংকীর্ণ স্থান, তোমার মনুষ্য অপার।"
ভিতরে আছিলা ক্রোধে শুনি বাহির হৈলা ;
৫। অট্ট অট্ট হাসি গোসাঞী কহিতে লাগিলা।
"সত্য কহে এই ঘর মোর যোগ্য নয় ;
ম্লেচ্ছ গোবধ করে তার যোগ্য হয়।"
এত বলি ক্রোধে গোসাঞী উঠিয়া চলিলা ;
তারে দণ্ড দিতে সে গ্রামে না রহিলা।
ইঁহা রামচন্দ্র খান্ সেবকে আজ্ঞা দিল ;
গোসাঞী যাঁহা বসিলা তার মাটি খোদাইল।
গোময় জলে লেপিল সব মন্দির প্রাঙ্গন ;
তবু রামচন্দ্র মন না হৈল প্রসন্ন।
দস্যুবৃত্তি রামচন্দ্রের, রাজায় না দেয় কর ;
৬। ক্রুদ্ধ হঞা ম্লেচ্ছ উজির আইল তার ঘর।
আসি সেই দুর্গামণ্ডপে বাসা কৈল ;
৭। অবধ্য বধ করি ঘরে মাংস রান্ধিল।
স্ত্রী পুত্র সহিত রামচন্দ্রেরে বান্ধিয়া ;
তার ঘর গ্রাম লুটে তিন দিন রহিয়া।
সেই ঘরে তিন দিন অবধ্য রন্ধন ;
আর দিন সবা লঞা করিল গমন।
জাতি ধন জন খানের সকল লইল ;
বহুদিন পর্য্যন্ত গ্রাম উজাড় করিল।
মহান্তের অপমান যে দেশ গ্রামে হয় ;
এক জনার দোষে সব দেশ উজাড়য়।

৮। হরিদাস ঠাকুর চলি আইলা চান্দপুরে ;
আসিয়া রহিলা বলরাম আচার্য্যের ঘরে।
৯। হিরণ্য গোবর্দ্ধন দুই মুলুকের মজুমদার ;
তাঁর পুরোহিত বলরাম নাম তাঁর।
হরিদাসের কৃপা পাত্র, তাতে ভক্তিমানে ;
যত্ন করি ঠাকুরেরে রাখিল সেই গ্রামে।

১। আগেতে—অর্থাৎ অতি শীঘ্র। ২। অবৈষ্ণব—বৈষ্ণব বিরোধী।
৩ পরিণাম—অর্থাৎ ফল দিতে প্রস্তুত। ৪। তার—রামচন্দ্র খানের।
৫। অট্ট অট্ট হাসি—অট্টহাস্য করিয়া। অট্টহাস্যের লক্ষণ যথা—
উৎফুল্ল নাসিকারন্ধ্র মালোড়িত মুখেক্ষণং। উদ্ধতং বিকৃতাকারং নাট্যোঽট্টহসিতং মতং।
যাহাতে নাসারন্ধ্র উৎফুল্ল হয়, মুখ ও চক্ষু আলোড়িত হয়, যাহা উদ্ধত এবং বিকৃতাকার সেই হাস্যকে অট্টহাস বলে।
৬। উজীর—মন্ত্রী ৭। অবধ্য—শাস্ত্রানুসারে যাহা বধের অযোগ্য অর্থাৎ গবাদি পশু।
৮। চাঁদপুর—সপ্তগ্রামের নিকটবর্ত্তী গ্রাম। ৯। দুই—দুইভ্রাতা। মুলুকের—সেই প্রদেশের। মজুমদার—মণ্ডলেশ্বর।

নির্জ্জন পর্ণশালায় করেন কীর্ত্তন ;
বলরাম আচার্য্যগৃহে ভিক্ষা নির্ব্বাহণ।
১। রঘুনাথ দাস বালক করেন অধ্যয়ন ;
হরিদাস ঠাকুরে নিত্য যাই করেন দর্শন।
হরিদাস কৃপা করে তাঁহার উপরে ;
সেই কৃপা কারণ হৈল চৈতন্য পাইবারে।
তাঁহা যৈছে হরিদাসের মহিমা কথন ;
ব্যাখ্যান অদ্ভুত কথা শুন ভক্তগণ!

একদিন বলরাম মিনতি করিয়া ;
মজুমদারের সভায় আইলা ঠাকুর লইয়া।
ঠাকুর দেখি দুই ভাই কৈল অভ্যুত্থান ;
পায়ে পড়ি আসন দিল করিয়া সম্মান।
অনেক পণ্ডিত সভায় ব্রাহ্মণ সজ্জন ;
দুই ভাই মহাপণ্ডিত হিরণ্য গোবর্দ্ধন।
হরিদাসের গুণ সবে কহে পঞ্চমুখে ;
শুনিয়া দুই ভাই পাইল বড় সুখে।
তিন লক্ষনাম ঠাকুর করেন কীর্ত্তন ;
নামের মহিমা উঠাইল পণ্ডিতেরগণ।
কেহ বলে 'নাম হৈতে হয় পাপক্ষয়' ;
কেহ বলে 'নাম হৈতে জীবের মোক্ষ হয়'।
২। হরিদাস কহে 'নামের এ দুই ফল নহে ;
৩। নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়ে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে অষ্টত্রিংশশ্লোকে জনকং প্রতি কবিবাক্যং—

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥৯॥

আনুসঙ্গিক ফল নামের মুক্তি-পাপনাশ ;
৪। তাহার দৃষ্টান্ত যৈছে সূর্য্যের প্রকাশ।

তথাহি পদ্যাবল্যাং পঞ্চদশাঙ্কধৃত শ্রীধরস্বামি কৃত শ্লোকঃ—

অংহঃ সংহরদখিলং
সকৃদুদয়াদেব সকললোকস্য।
তরণিরিব তিমিরজলধেং
র্জয়তি জগন্মঙ্গল হরে র্নাম ॥১০॥

এই শ্লোকের অর্থ কর পণ্ডিতের গণ।"
সবে কহে 'তুমি কহ অর্থ বিবরণ'।
হরিদাস কহে 'যৈছে সূর্য্যের উদয় ;
উদয় না হৈতে আরম্ভে তমো হয় ক্ষয়।

অংহ ইতি। হরের্নাম সকৃৎ একবারং উদয়াদেব উদয়মাত্রেণৈব সকললোকস্য তরণিঃ সূর্য্যঃ তিমিরজলধিং গাঢ়ান্ধকাররাশিমিব অখিলং অংহঃ সংসারহেতুকং কর্ম্ম সংহরৎ সৎ জগতাং মঙ্গলং প্রেম-পর্য্যন্ত-সর্ব্ববিধমঙ্গলপ্রদং সৎ জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে ॥ ১০ ॥

সূর্য্য যেমন অন্ধকার রাশিকে বিনষ্ট করিয়া উদিত হয়, তদ্রূপ হরিনাম একবার মাত্র উদিত হইয়াই সকল লোকের সর্ব্ববিধ পাপ বিনাশ করতঃ জগতের মঙ্গল (অর্থাৎ প্রেম) উৎপাদন করিয়া সর্ব্বোপরি বিরাজ করেন ॥ ১০ ॥

ইহার ব্যাখ্যা (১০৯) পৃষ্ঠায় (৫) শ্লোকে দেখুন। কৃষ্ণপদে প্রেমের উৎপত্তি ইহাই নামের মুখ্য ফল, তাহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রতিপন্ন করিলেন ॥ ৯ ॥

নামের মুখ্য ফল প্রেম ও আনুসঙ্গিক ফল পাপনাশ এবং মুক্তি, ইহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রতিপন্ন করিলেন ॥ ১০ ॥

১। রঘুনাথদাস—গোবর্দ্ধনের পুত্র রঘুনাথদাস গোস্বামী।
২। এ দুই—পাপক্ষয় ও মোক্ষ, এই দুই মাত্র।　৩। উপজয়ে—উৎপন্ন হয়।
৪। সূর্য্যের প্রকাশ—এই দৃষ্টান্তের বিবরণ পরে করিতেছেন।

১। চৌর প্রেত রাক্ষসাদির ভয় হয় নাশ ;
উদয় হৈলে ধর্ম্ম কর্ম্ম মঙ্গল প্রকাশ।
ঐছে নামোদয়ারম্ভে পাপ আদি ক্ষয় ;
উদয় হৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয়।
মুক্তি তুচ্ছফল হয় নামাভাস হৈতে ;

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে একচত্বারিংশশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুক বাক্যং—

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতং।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥১১

২। যে মুক্তি ভক্ত না লয় কৃষ্ণ চাহে দিতে।

তথাহি তত্রৈব তৃতীয়স্কন্ধে উনবিংশাধ্যায়ে একাদশ শ্লোকে দেবহুতিং প্রতি কপিলদেববাক্যং—

সালোক্য সার্ষ্টি সারূপ্য সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥১২॥

গোপাল চক্রবর্ত্তি নাম একজন ;
৩। মজুমদারের ঘরে সেই আরিন্দা ব্রাহ্মণ।
গৌড়ে রহে পাতসাহা আগে আরিন্দাগিরি করে
৪। বার লক্ষ মুদ্রা সেই পাতসাহারে ভরে।
পরম সুন্দর, পণ্ডিত, নূতনযৌবন ;
নামাভাসে মুক্তি শুনি না হইল সহন।
ক্রুদ্ধ হঞা বলে সেই সরোষ বচন—
"ভাবুকের সিদ্ধান্ত শুন পণ্ডিতেরগণ!
কোটি জন্মে ব্রহ্মজ্ঞানে যে মুক্তি না পায় ;
এই কহে নামাভাসে সেই মুক্তি হয়।"
হরিদাস কহে—"কেন করহ সংশয় ?
শাস্ত্রে কহে নামাভাস মাত্রে মুক্তি হয়।
ভক্তি-সুখ আগে মুক্তি অতি তুচ্ছ হয় ;
৫। অতএব ভক্তগণ মুক্তি না ইচ্ছয়।"

তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে সামান্যভক্তিলহর্য্যাং অষ্টাবিংশাঙ্কধৃতো হরিভক্তিসুধোদয়স্য চতুর্দ্দশাধ্যায়ীয়ষট্‌ত্রিংশশ্লোকঃ—

ত্বৎ সাক্ষাৎকরণাহ্লাদ-বিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মণ্যাপি জগদ্গুরো॥১৩

বিপ্র কহে—"নামাভাসে যদি মুক্তি হয় ;
তবে আমার নাক কাটি করহ নিশ্চয়।"
হরিদাস কহে যদি "নামাভাসে মুক্তি নয় ;
তবে আমার নাক কাটি এই সুনিশ্চয়।"
শুনি সভাসদ উঠে করি হাহাকার ;
৬। মজুমদার সেই বিপ্রে করিল ধিক্কার।
৭। বলাই পুরোহিত তারে করিল ভৎর্সন—
৮। 'ঘটপটিয়া মূর্খ তুই ভক্তি কাঁহা জান ?
হরিদাস ঠাকুরে তুই কৈলি অপমান!
সর্ব্বনাশ হবে তোর না হবে কল্যাণ'।

ইহার ব্যাখ্যা (৬৯৮) পৃষ্ঠায় (৫) শ্লোকে দেখুন। নামাভাস হইতে মুক্তি হয় ইহাই এই শ্লোক দ্বারা সপ্রমাণ করিলেন। ১১।

ইহার ব্যাখ্যা (৬৯) পৃষ্ঠায় (৩৫) শ্লোকে দেখুন। শ্রীকৃষ্ণ মুক্তি দিতে চাহিলেও ভক্ত তাহা গ্রহণ করে না, ইহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রমাণিত করিলেন। ১২।

ইহার ব্যাখ্যা (১০৯) পৃষ্ঠায় (৫) শ্লোকে দেখুন।
ভক্তিসুখের নিকট মুক্তিসুখ অতি তুচ্ছ, ইহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রতিপন্ন করিলেন।১৩।

১। চৌর প্রেত রাক্ষসাদির ভয়—চৌর, প্রেত এবং রাক্ষসাদি হইতে ভয়।
২। যে মুক্তি…দিতে—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ মুক্তি দিতে চাহিলেও ভক্ত তাহা গ্রহণ করেন না।
৩। আরিন্দা—করদাতৃগণের নিকট হইতে রাজস্ব আদায়কারী।
৪। ভরে—আদায় করিয়া দেয়।
৫। না ইচ্ছয়—ইচ্ছা করে না। ৬। মজুমদার—হিরণ্যদাস। ৭। বলাই পুরোহিত—বলরাম আচার্য্য।
৮। ঘটপটিয়া—কেবল ঘটত্ব পটত্ব মাত্র লইয়া তর্ক করিতে জানিস্।

শুনি হরিদাস তবে উঠিয়া চলিলা ;
মজুমদার সেই বিপ্রে ত্যাগ করিলা।
সভা সহিত হরিদাসের পড়িলা চরণে ;
হরিদাস হাসি কহে মধুর বচনে—
"তোমা সবার দোষ নাহি, এই অজ্ঞ ব্রাহ্মণ।
তার দোষ নাহি, তার তর্কনিষ্ঠ মন।
তর্কের গোচর নহে নামের মহত্ত্ব ;
কোথা হৈতে জানিবে সে এই সব তত্ত্ব ?
যাও ঘর, কৃষ্ণ করুন কুশল সবার ;
আমার সম্বন্ধে দুঃখ না হউ কাহার।"
   তবে সে হিরণ্যদাস নিজ ঘরে আইলা ;
সেই ব্রাহ্মণেরে নিজদ্বার মানা কৈলা।
১। তিন দিন বহি সেই বিপ্রের কুষ্ঠ হৈল ;
অতি উচ্চ নাসা তার গলিয়া পড়িল।
চম্পককলিকা সম হস্ত পদাঙ্গুলি ;
২। কৌকড় হইল সব কুষ্ঠে গেল গলি।
দেখিয়া সকল লোক হৈল চমৎকার !
হরিদাসে সব লোক করে নমস্কার।
যদ্যপি হরিদাস বিপ্রের দোষ না লইল ;
তথাপি ঈশ্বর তারে ফল ভুঞ্জাইল।
ভক্তের স্বভাব অজ্ঞের দোষ ক্ষমা করে ;
কৃষ্ণস্বভাব ভক্তনিন্দা সহিতে না পারে।
বিপ্রের দুঃখ শুনি হরিদাসের দুঃখ হৈলা ;
বলাই পুরোহিতে কহি শান্তিপুরে আইলা।
আচার্য্য মিলিয়া কৈল দণ্ডবৎ প্রণাম ;
অদ্বৈত আলিঙ্গন করি করিল সম্মান।
গঙ্গাতীরে গোফা করি নির্জ্জন তাঁরে দিল ;
ভাগবত-গীতার ভক্তি অর্থ শুনাইল।
আচার্য্যের ঘরে নিত্য ভিক্ষা নির্ব্বাহণ ;
দুই জনা মিলি কৃষ্ণ কথা আস্বাদন।
হরিদাস কহে—"গোসাঞী ! করি নিবেদন ;
মোরে প্রত্যহ অন্ন দেও কোন্ প্রয়োজন ?
মহা মহা বিপ্র এথা কুলীন সমাজ ;
নীচে আদর কর, না বাসহ লাজ।
অলৌকিক আচার তোমার কহিতে পাই ভয় ;
সেই কৃপা করিবে যাতে তোমার রক্ষা হয়।"
আচার্য্য কহেন "তুমি না করহ ভয় ;
সেই আচরিব যেই শাস্ত্রমত হয় !
তুমি খাইলে হয় কোটী ব্রাহ্মণ ভোজন।"
এত বলি শ্রাদ্ধ পাত্র করাইল ভোজন।
জগৎ নিস্তার লাগি করেন চিন্তন ;
"অবৈষ্ণব জগত কেমনে হইবে মোচন ?"
কৃষ্ণে অবতারিতে অদ্বৈত প্রতিজ্ঞা করিল ;
জল তুলসী দিয়া পূজা করিতে লাগিল।
হরিদাস করে গোফায় নাম সংকীর্ত্তন ;
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হন এই তাঁর মন।
দুই জনের ভক্ত্যে চৈতন্য কৈল অবতার ;
নাম প্রেম প্রচারি কৈল জগত উদ্ধার।
৩। আর এক অলৌকিক চরিত্র তাঁহার ;
যাহার শ্রবণে লোকের হয় চমৎকার !
তর্ক না করিও তর্ক অগোচর তাঁর রীতি ;
বিশ্বাস করিয়া শুন করিয়া প্রতীতি।
   একদিন হরিদাস গোফাতে বসিয়া ;
নামসংকীর্ত্তন করে উচ্চ করিয়া।
জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি, দশদিশা সুনির্ম্মল ;
গঙ্গার লহরী জ্যোৎস্নায় করে ঝল মল।
দ্বারে তুলসী, লেপা পিণ্ডির উপর ;
গোফার শোভা দেখি লোকের জুড়ায় অন্তর।
হেন কালে এক নারী অঙ্গনে আইলা ;
তাঁর অঙ্গ কান্ত্যে স্থান পীত বর্ণ হৈলা।

১। বহি—ব্যতীত, অর্থাৎ তিনদিন পরেই। ২। কোকড়—সঙ্কুচিত। ৩। তাঁহার—হরিদাসের।

তাঁর অঙ্গ গন্ধে দশ দিক্ আমোদিত ;
ভূষণ ধ্বনিতে কর্ণ হয় চমকিত।
আসিয়া তুলসীকে সেই কৈল নমস্কার ;
তুলসী পরিক্রমা করি গেলা গোফাদ্বার।
যোড়হাতে হরিদাসের বন্দিয়া চরণ ;
দ্বারে বসি কহে কিছু মধুর বচন—
"জগতের বন্দ্য তুমি রূপ গুণবান্ ;
তব সঙ্গ লাগি মোর এথায় প্রয়াণ।
মোরে অঙ্গীকার কর হইয়া সদয় ;
দীনে দয়া করে এই সাধুস্বভাব হয়।"
১। এত বলি নানা ভাব করয়ে প্রকাশ ;
যাহার দর্শনে মুনির হয় ধৈর্য্য নাশ।
নির্ব্বিকার হরিদাস গম্ভীর-আশয় ;
বলিতে লাগিলা তারে হইয়া সদয়—
২। সংখ্যা নাম সংকীর্ত্তন মহাযজ্ঞ মন্যে
তাহাতে দীক্ষিত আমি হই রাত্রিদিনে !
যাবৎ কীর্ত্তন সমাপ্ত নহে না করি অন্য কাম ;
কীর্ত্তন সমাপ্ত হৈলে হয় দীক্ষার বিশ্রাম।
দ্বারে বসি শুন তুমি নাম সংকীর্ত্তন ;
৩। নাম সমাপ্ত হৈলে করিব প্রীতিআচরণ।"
এত বলি করেন তেঁহ নামসংকীর্ত্তন ;
সেই নারী বসি করে নাম শ্রবণ।
কীর্ত্তন করিতে আসি প্রাতঃকাল হৈল ;
প্রাতঃকাল দেখি নারী উঠিয়া চলিল।
এইমত তিন দিন করে আগমন ;
নানা ভাব দেখায় যাতে ব্রহ্মার হরে মন।
কৃষ্ণপদাবিষ্ট মন সদা হরিদাস ;
৪। অরণ্য-রুদিত হৈল স্ত্রীর ভাব-প্রকাশ।

তৃতীয় দিবসের রাত্রি শেষ যবে হৈল ;
ঠাকুরের স্থানে নারী কহিতে লাগিল—
"তিন দিন বঞ্চিলা আমা করি আশ্বাসন ;
রাত্রিদিন নহে তোমার নাম সমাপন ?"
হরিদাস ঠাকুর কহে "আমি কি করিব ?
নিয়ম করিয়াছি তাহা কেমনে ছাড়িব ?"
তবে নারী কহে তাঁরে করি নমস্কার—
"আমি মায়া করিতে আসিলাম পরীক্ষা তোমার।
ব্রহ্মাদি জীব আমি সবারে মোহিল ;
একেলা তোমারে আমি মোহিতে নারিল।
মহাভাগবত তুমি ! তোমার দর্শনে ;
তোমার কীর্ত্তন কৃষ্ণনাম শ্রবণে।
চিত্ত শুদ্ধ হৈল, চাহি কৃষ্ণনাম লৈতে ;
কৃষ্ণনাম উপদেশি কৃপা কর মোতে।
চৈতন্যাবতারে বহে প্রেমামৃত-বন্যা ;
সব জীব প্রেমে ভাসে পৃথিবী হৈল ধন্যা।
এ বন্যায় যে না ভাসে সেই জীব ছার ;
কোটি কল্পে তার কভু নাহিক নিস্তার।
পূর্ব্বে আমি রামনাম পাঞাছি শিব হৈতে ;
তোমার সঙ্গে লোভ হৈল কৃষ্ণনাম লৈতে।
৫। মুক্তি হেতু তারকব্রহ্ম হয় রামনাম ;
কৃষ্ণনাম পাবক, করে প্রেম দান।
কৃষ্ণনাম দাও তুমি মোরে কর ধন্যা ;
আমারেও ভাসায় যৈছে এই প্রেম বন্যা।"
—এত বলি বন্দিল হরিদাসের চরণ ;
হরিদাস কহে "কর কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন।"
উপদেশ পাঞা মায়া চলিল হঞা প্রীত ;
এ সব কথাতে যদি না জন্মে প্রতীত।

১। ভাব—রতির উদ্দীপক ভাব। ২। মন্যে—মানি। ৩। প্রীতি—অর্থাৎ তোমার যাহাতে প্রীতি হয়।
৪। অরণ্য-রুদিত—জনশূন্য স্থানে রোদন অর্থাৎ যাহাতে কোন ফল লাভ হয় না।
৫। তারক—সংসার হইতে তারণকর্ত্তা অর্থাৎ মুক্তি প্রদ। পাবক—প্রীতিপ্রদ অর্থাৎ প্রেমদায়ক।

প্রতীতি করিতে কহি কারণ ইহার ;
যাহার শ্রবণে হয় বিশ্বাস সবার।
চৈতন্যাবতারে কৃষ্ণপ্রেমে লুব্ধ হঞা ;
ব্রহ্মা-শিব-সনকাদি পৃথিবীতে জন্মিয়া।
কৃষ্ণনাম লঞা নাচে, প্রেমবন্যায় ভাসে ;
নারদ-প্রহ্লাদ আসি মনুষ্যে প্রকাশে।
লক্ষ্মী আদি কৃষ্ণপ্রেমে লুব্ধ হইয়া ;
নাম প্রেম আস্বাদিল মনুষ্যে জন্মিয়া।
অন্যের কা কথা ? আপনি ব্রজেন্দ্রনন্দন ;
অবতরি করে প্রেম-নাম-আস্বাদন।
মায়াদাসী প্রেম মাগে ইহাতে কি বিস্ময় ?
সাধু কৃপা না করিলে প্রেম নাহি হয়।
চৈতন্য গোসাঞীর লীলার এইত স্বভাব ;
ত্রিভুবন নাচে গায় পাঞা প্রেমভাব।
কৃষ্ণ আদি আর যত স্থাবর জঙ্গম ;
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত, করে কৃষ্ণসংকীর্ত্তন।
স্বরূপ গোসাঞী করচায় যে লীলা লিখিল ;
রঘুনাথদাস মুখে যে সব শুনিল ;
সেই সব লীলা কহি সংক্ষেপ করিয়া ;
চৈতন্য-কৃপাতে লিখি ক্ষুদ্র জীব হঞা।
হরিদাস ঠাকুরের কহিল মহিমার এক কণ ;
যাহার শ্রবণে ভক্তের জুড়ায় শ্রবণ।
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ ;
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণ দাস।

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীহরিদাস-ঠাকুরমহিমা-কথনং নাম
তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ ॥

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বৃন্দাবনাৎ পুনঃ প্রাপ্তং শ্রীগৌরঃ শ্রীসনাতনং।
দেহপাতাদবন্ স্নেহাৎ শুদ্ধং চক্রেপরীক্ষয়া ॥১
জয় জয় শ্রীচৈতন্য ! জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র ! জয় গৌরভক্তবৃন্দ।
নীলাচল হৈতে রূপ গৌড়ে যবে গেলা ;
মথুরা হইতে সনাতন নীলাচলে আইলা।

বৃন্দাবনাদিতি। শ্রীগৌরঃ পুনঃ বারাণসীমিলনানন্তরং বৃন্দাবনাৎ প্রাপ্তং পুরুষোত্তমক্ষেত্রমাগতং সনাতনং তন্নামানং গোস্বামিনং দেহপাতাৎ রথচক্রাগ্রে শরীরার্পণাস্নেহাদবন্ রক্ষন্ পরীক্ষয়া দৈন্যবোধিকয়া মধ্যাহ্নকালে তপ্ত-বালুকাময়মার্গেণাগমনরূপয়া শুদ্ধং আলিঙ্গনদানাৎ ব্রণক্লেদাদিনিরসনেন অপ্রাকৃতশরীরঞ্চক্রে ॥ ১ ॥

বৃন্দাবন হইতে পুনরাগত শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে স্নেহবশতঃ রথচক্রাগ্রে দেহ-নিপাতন হইতে রক্ষা করতঃ গৌর-চন্দ্র পরীক্ষা করিয়া তাঁহাকে শুদ্ধ (অর্থাৎ ব্রণক্লেদাদি নিরসনদ্বারা অপ্রাকৃত-শরীর) করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

ঝারিখণ্ড বনপথে আইলা চলিয়া ;
১। কভু উপবাস কভু চর্ব্বণ করিয়া।
২। ঝারিখণ্ডের জলের দোষ উপবাস হৈতে ;
গাত্রে কণ্ডু হৈল রসা পড়ে খাজুয়া হৈতে।
৩। নির্ব্বেদ হইল পথে করেন বিচার—
'নীচ-জাতি দেহ মোর অত্যন্ত অসার।
৪। জগন্নাথে গেলে তাঁর দর্শন না পাইব ;
প্রভুর দর্শন সদা করিতে নারিব।
৫। মন্দির নিকটে শুনি তাঁর বাসা স্থিতি ;
মন্দির নিকটে যাইতে মোর নাহি শক্তি।
জগন্নাথের সেবক ফেরে কার্য্য অনুরোধে।
তাঁর স্পর্শ হৈলে মোর হৈবে অপরাধে।
৬। তাতে এই দেহ যদি ভাল স্থানে দিয়ে ;
দুঃখশান্তি হয় আর সদ্গতি পাইয়ে।
জগন্নাথ রথযাত্রায় হবেন বাহির ;
তাঁর রথ-চাকায় এই ছাড়িব শরীর।
৭। মহাপ্রভু আগে আর দেখি জগন্নাথ ;
রথে দেহ ছাড়িব এই পরম পুরুষার্থ।'—
এই ত নিশ্চয় করি নীলাচলে আইলা ;
লোকে পুছি হরিদাস-স্থানে উত্তরিলা।
হরিদাসের কৈল তেঁহ চরণ-বন্দন ;
হরিদাস জানি তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
মহাপ্রভু দেখিতে তাঁর উৎকণ্ঠিত মন ;
হরিদাস কহে—"প্রভু আসিবে এখন।"
৮। হেনকালে প্রভু উপনভোগ দেখিয়া ;
হরিদাসে মিলিতে আইলা ভক্তগণ লঞা।
৯। প্রভু দেখি দোঁহে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ;
প্রভু আলিঙ্গিল হরিদাসে উঠাইয়া।
হরিদাস কহে—"সনাতন করে নমস্কার।"
সনাতনে দেখি প্রভু হৈল চমৎকার।
১০। সনাতনে আলিঙ্গিতে প্রভু আগে হৈলা ;
পাছে ভাগে সনাতন কহিতে লাগিলা—
"মোরে না ছুঁইও প্রভু পড়োঁ তোমার পায় ;
একে নীচ জাতি অধম আর কণ্ডু-রসা গায়।"
১১. বলাৎকারে প্রভু তাঁরে আলিঙ্গন কৈল ;
তাঁর কণ্ডু-ক্লেদ প্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল।
সব ভক্তগণে প্রভু মিলাইল সনাতনে ;
সনাতন কৈল সবার চরণ বন্দনে।
সবা লঞা বসিলা প্রভু পিণ্ডার উপরে ;
হরিদাস সনাতন বসিলা পিণ্ডাতলে।
কুশলবার্ত্তা মহাপ্রভু পুছেন সনাতনে ;
১২। তেঁহ কহেন "পরম মঙ্গল দেখিনু চরণে।"
১৩। মথুরার বৈষ্ণবের কুশল পুছিল ;
সনাতন সবার কুশলবার্ত্তা জানাইল।
প্রভু কহে—"ইঁহা রূপ ছিল দশ মাসে ;
ইঁহা হৈতে গৌড়ে গেলা হৈল দিন দশে।
১৪। তোমার ভাই অনুপমের হৈল গঙ্গাপ্রাপ্তি ;
ভাল ছিল রঘুনাথে দৃঢ় তাঁর ভক্তি।"

১। চর্ব্বণ—চণকাদি চর্ব্বণ, অর্থাৎ অন্নাদি ভোজন করেন নাই।

২। ঝাড়িখণ্ড—বন বিভাগ। জলের দোষ—অর্থাৎ পত্রাদি পচিয়া জলের দোষ। উপবাস—উপবাসজনিত পিত্তাধিক্য বশতঃ। কণ্ডু—ব্রণ। রসা—ব্রণক্লেদ। খাজুয়া—কণ্ডূতি করিলে অর্থাৎ চুলকাইলে। ৩। নির্ব্বেদ—সদ্বিবেক দ্বারা নিজের প্রতি অবজ্ঞা। নীচ জাতি ইত্যাদি—নির্ব্বেদ-জনিত বচন। বস্তুতঃ ব্রাহ্মণ হইয়াও যবনের বেতনভুক্ হওয়ায় সর্ব্বদা আপনাকে নীচ বলিয়া মনে করিতেন। দৈন্য ভক্তির সহকারি-ভাব। অসার—অর্থাৎ অকর্ম্মণ্য। ৪। দর্শন না পাইব—অর্থাৎ আমি শ্রী মন্দিরে যাইব না।

৫। মন্দির নিকটে…স্থিতি—ইহাই মহাপ্রভুর সর্ব্বদা দর্শন না পাওয়ার হেতু। ৬। ভাল স্থানে—উত্তম স্থানে। দিয়ে—ত্যাগ করি।

৭। দেখি—দেখিয়া। ৮। উপন—উপার অর্থাৎ পকার ভিন্ন। ৯। দোঁহে—হরিদাস এবং সনাতন। ১০। আগে—সম্মুখে। পাছে ভাগে—পশ্চাদ্ গমনে দূরে যান। ১১। বলাৎকার—বল করিয়া। ১২। পরম মঙ্গল দেখিনু চরণে—চরণ দর্শন করিলাম ইহাই আমার পরম মঙ্গল। ১৩। পুছিল—মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন। ১৪। অনুপমের—বল্লভের।

সনাতন কহে—"নীচবংশে মোর জন্ম ;
অধর্ম্ম অন্যায় যত আমার কুলধর্ম্ম।
১। হেন বংশে ঘৃণা ছাড়ি কৈলে অঙ্গীকার ;
তোমার কৃপাতে বংশের মঙ্গল আমার।
সেই অনুপম ভাই শিশুকাল হৈতে ;
রঘুনাথ-উপাসনা করে দৃঢ়চিত্তে।
রাত্রিদিনে রঘুনাথের নাম আর ধ্যান ;
রামায়ণ নিরবধি শুনে, করে গান।
আমি আর রূপ তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর ;
আমা দুঁহার সঙ্গে তেঁহ রহে নিরন্তর।
আমা সবা সঙ্গে কৃষ্ণকথা-ভাগবত শুনে ;
২। তাঁহার পরীক্ষা আমি কৈল দুইজনে—
'শুনহ বল্লভ ! কৃষ্ণ পরমমধুর ;
সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-প্রেম-বিলাস-প্রচুর।
কৃষ্ণভজন কর তুমি আমা দুঁহার সঙ্গে ;
তিন ভাই একত্র রহিব কৃষ্ণকথা-রঙ্গে।'
এইমত বারবার কহি দুইজন ;
আমা দোঁহার গৌরবে কিছু ফিরি গেল মন।
'তোমা দোঁহার আজ্ঞা আমি কতেক লঙ্ঘিব ?
৩। দীক্ষা মন্ত্র দেহ কৃষ্ণভজন করিব।'
এত কহি রাত্রিকালে করেন চিন্তন—
'কেমনে ছাড়িব রঘুনাথের চরণ ?'
সব রাত্রি ক্রন্দন করি কৈল জাগরণ ;
প্রাতঃকালে আমা দুঁহায় কৈল নিবেদন—
'রঘুনাথের পাদপদ্মে বেচিয়াছি মাথা ;
কাঢ়িতে না পারোঁ মাথা, পাই বড় ব্যথা !
কৃপা করি মোরে আজ্ঞা দেহ দুই জন ;
জন্মে জন্মে সেবোঁ রঘুনাথের চরণ।
রঘুনাথের পাদপদ্ম ছাড়ন না যায় ;
ছাড়িবার মন হৈলে প্রাণ ফাটি যায়।'
৪। তবে আমি দুঁহে তাঁরে আলিঙ্গন কৈল ;
'সাধু দৃঢ়ভক্তি তোমার'—কহি প্রশংসিল।
যে বংশ উপরে তোমার হয় কৃপা-লেশ ;
সকল মঙ্গল তাঁহা খণ্ডে সব ক্লেশ।"
৫। গোঁসাঞী কহেন "এই মত মুরারিগুপ্ত ;
পূর্ব্বে আমি পরীক্ষিল তাঁর এই রীত।
সেই ভক্ত ধন্য যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ ;
সেই প্রভু ধন্য যে না ছাড়ে নিজজন।
দুর্দ্দৈবে সেবক যদি যায় অন্যস্থানে ;
সেই ঠাকুর ধন্য তারে চুলে ধরি আনে।
ভাল হৈল তোমার ইঁহা হৈল আগমনে ;
এই ঘরে রহ ইঁহা হরিদাস সনে।
৬। কৃষ্ণভক্তিরসে তেঁহ পরম প্রধান ;
কৃষ্ণরস আস্বাদন কর, লও কৃষ্ণ নাম।"
এত বলি মহাপ্রভু উঠিয়া চলিলা ;
গোবিন্দ দ্বারায় দুঁহে প্রসাদ পাঠাইলা।
এইমত সনাতন রহে প্রভুর স্থানে ;
৭। জগন্নাথের চক্র দেখি করেন প্রণামে।
প্রভু আসি প্রতিদিন মিলে দুইজনে ;
ইষ্টগোষ্ঠী কৃষ্ণকথা কহে কতক্ষণে।
দিব্য প্রসাদ পাইয়া নিত্য জগন্নাথমন্দিরে ;
তাহা আনি নিত্য অবশ্য দেন দুঁহাকারে।

১। বংশে—বংশকে। বংশের মঙ্গল আমার—আমার বংশের মঙ্গল। ২। আমি—আমরা। ৩। তোমা দোঁহার…ভজন করিব—বল্লভের উক্তি। ৪। আমি দুঁহে—আমরা দুই জনে। তাঁরে—শ্রীবল্লভকে। প্রশংসিল—প্রশংসা করিলাম।

৫। এই মত—অনুপমের ন্যায়। মুরারি গুপ্ত—ইঁনি রঘুনাথের উপাসক ছিলেন, মহাপ্রভু তাঁহার নিষ্ঠা পরীক্ষার জন্য রঘুনাথকে ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ ভজন করিতে অনুরোধ করায় মুরারি বলিয়াছিলেন—যে মাথা রঘুনাথ-চরণে সমর্পণ করিয়াছি তাহা অন্যত্র কিরূপে দিব ? এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রভু মুরারি গুপ্তের ললাটে রামদাস নাম লিখিয়া দিয়াছিলেন।

৬। তেঁহ—হরিদাস। ৭। চক্র—শ্রীমন্দিরের উপরিস্থিত চক্র।

একদিন আসি প্রভু দুঁহারে মিলিলা ;
সনাতনে আচম্বিতে কহিতে লাগিলা—
"সনাতন ! দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাইয়ে ;
১। কোটি দেহ ক্ষণেকে তবে ছাড়িতে পারিয়ে।
দেহত্যাগে কৃষ্ণ না পাই, পাইয়ে ভজনে ;
কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় নাহি ভক্তি বিনে।
দেহত্যাগাদি এই সব তামস ধর্ম্ম ;
তমোরজো ধর্ম্মে কৃষ্ণের না পাইয়ে মর্ম্ম।
২। ভক্তি বিনা কৃষ্ণে কভু নহে প্রেমোদয় ;
প্রেম বিনা কৃষ্ণপ্রাপ্তি অন্য হৈতে নয়।

তথাহি **শ্রীমদ্ভাগবতে** একাদশস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে ঊনবিংশশ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—

ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্মউদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্ম্মমোজ্জিতা ॥২॥

৩। দেহত্যাগাদি তমোধর্ম্ম পাতক-কারণ ;
সাধক না পায় তাতে কৃষ্ণের চরণ।
৪। প্রেমী ভক্ত বিয়োগে চাহে দেহ ছাড়িতে ;
প্রেমে কৃষ্ণ মিলে, সেও না পায় মরিতে।
গাঢ়-অনুরাগে বিয়োগ না যায় সহন ;
৫। তাতে অনুরাগী বাঞ্ছে আপন মরণ।

তথাহি **শ্রীমদ্ভাগবতে** দশমস্কন্ধে দ্বিপঞ্চাশত্তমাধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য লিখনে রুক্মিণী-বাক্যং—

যস্যাংঘ্রিপঙ্কজরজঃ স্নপনং মহান্তো,
বাঞ্ছন্ত্যুমাপতিরিবাত্মতমোপহত্যৈ।
যর্হ্যম্বুজাক্ষ ন লভেয় ভবৎপ্রসাদং,
জহ্যামসূন্ ব্রতকৃশান্ শতজন্মভিঃ স্যাৎ ॥৩॥

নমু কিমনেনানর্থকারিণা নির্বন্ধেন চৈদ্যোঽপি তাবৎ প্রখ্যাতগুণকর্ম্মাযোগ্য এব বর ইতি চেত্তত্রাহ—যস্যেতি। যস্য ভবতঃ অঙ্ঘ্রিপঙ্কজস্যচরণকমলস্য স্নপনং ক্ষালনোদকমিত্যর্থঃ। মহান্তো ব্রহ্মাদয় আত্মনঃ তমঃ অজ্ঞানং তস্য অপহত্যৈ বিনাশায় বাঞ্ছন্তি। উমাপতিরিবেতি দৃষ্টান্তঃ তস্য গঙ্গাধরত্বেন রজঃস্নপনবাঞ্ছায়াঃ সুপ্রসিদ্ধত্বাৎ তস্য চ তমঃ তমোগুণাধিষ্ঠাতৃত্বং তস্যাপি হত্যৈ। উমায়াঃ পতিরিতি যথা আত্মারামেণাপি শ্রীশিবেন তদ্ভক্তিবশতয়া জন্মান্তরেঽপ্যুমা যত্নেনোঢ়া তথা ত্বয়াপ্যহমুদ্বোঢ়ব্যেতি ভাবঃ। এবং পরমমহত্ত্বেন ত্বমেব পতিযোগ্যো ন ত্বন্যঃ কশ্চিদিতি ভাবঃ। তথা পরমসৌন্দর্য্যেণাপীত্যাহ—হে অম্বুজাক্ষেতি। তস্য ভবদিতি ছান্দস এব ষষ্ঠ্যালুক্। ভবতঃ প্রসাদং পত্নীত্বেন স্বীকারলক্ষণং ন লভেয় ন প্রাপ্নুয়াং তর্হি ত্বদর্থে ব্রতৈঃ কৃশান্ অসূন্ প্রাণান্ অধুনা ত্বৎপ্রসাদালব্ধ্বা স্বয়মেব নির্গচ্ছতঃ অনায়াসেনৈব জহ্যাং ত্যজেয়মিতি মরণস্য সুকরত্বমুক্তং। অত্র হেতু হেতুমতোর্লিঙ্। তত্র জহ্যামিতি কামপ্রবেদনে প্রেরণা সম্ভাবনে চ স্যাৎ। ততঃ কিমিত্যত আহ—শতজন্মভিরপি তব প্রসাদঃ স্যাদিতি শতশব্দোঽনির্ণেয়-সংখ্যত্বে ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মাদি মহদ্ব্যক্তিরা নিজ তমো নাশের জন্য যাহার পাদপদ্মের ধূলিক্ষালনোদক উমাপতির ন্যায় অভিলাষ করেন, হে কমলনয়ন ! যদি সেই আপনার প্রসাদ লাভ না করিতে পারি তবে উপবাসাদি ব্রত দ্বারা দুর্ব্বল প্রাণ পরিত্যাগ করিব,—এইরূপ পুনঃ পুনঃ করিলে বহুতর জন্মে আপনার প্রসাদ সম্ভাবিত হইবে ॥ ৩ ॥

ইহার ব্যাখ্যা (১৭১) পৃষ্ঠায় (৫) শ্লোকে দেখুন। ভক্তি ব্যতীত অন্য দ্বারা কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় না, ইহাই এই শ্লোক দ্বারা সপ্রমাণ করিলেন ॥২॥
তমঃ—মহৎ, পক্ষে অজ্ঞান। উমাপতি পক্ষে—তমোগুণাধিষ্ঠাতৃত্ব ॥ ৩ ॥

১। কোটি দেহ…পারিয়ে—যদি দেহ ত্যাগ করিলে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়, তবে কোটি দেহ (অর্থাৎ কীটাদি দেহ গ্রহণ করিয়া ক্ষণকালের মধ্যে কোটি কোটি দেহ) পরিত্যাগ করা যায়। ২। ভক্তি—সাধন ভক্তি।

৩। পাতক—আত্মহত্যা জনিত পাতক। অর্থাৎ আত্মঘাতীর কোন কালেই উদ্ধার নাই। তথাহি শ্রুতি,—

অসূর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তেপ্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥

যাহারা আত্মঘাতী হয় তাহারা পরলোকে গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন অসুরলোকে গমন করে। ৪। বিয়োগে—ইষ্টের বিরহে দেহ ছাড়িতে চাহে বটে, কিন্তু প্রেমবশতঃ কৃষ্ণ পায় বলিয়া আর মরণ হয় না। ৫। বাঞ্ছে আপন মরণ—অর্থাৎ নিজের মরণ বাঞ্ছা করে মাত্র, কিন্তু মরিতে পারে না।

তথা **তত্রৈব** একোনত্রিংশাধ্যায়ে দ্বাত্রিংশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি গোপীবাক্যং—

সিঞ্চাঙ্গ ন স্বদধরামৃতপূরকেণ,
হাসাবলোককলগীতজহৃচ্ছয়াগ্নিং।
নোচেদ্বয়ং বিরহোজাগ্ন্যুপযুক্তদেহা,
ধ্যানেন যাম পদয়োঃ পদবীং সখে তে ॥৪॥

১। কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ-কীর্ত্তন ;
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণপ্রেমধন।
নীচজাতি নহে কৃষ্ণ-ভজনে অযোগ্য ;
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য।
যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার ;
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি-বিচার।
দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্ ;
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান।

তথাহি **শ্রীমদ্ভাগবতে** সপ্তমস্কন্ধে নবমাধ্যায়ে নবমশ্লোকে নরসিংহং প্রতি প্রহ্লাদবাক্যং—

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥৫॥

২। ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধ ভক্তি ;
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি।

সিঞ্চাঙ্গেতি। অঙ্গ হে কৃষ্ণ ! নঃ অস্মাকং তবৈব হাস-সহিতেনাবলোকেন জনিতো যঃ হৃদিশেতে বসতীতি হৃচ্ছয়ঃ কামঃ স এবাগ্নিঃ দাহকত্বাৎ তং। ন ইত্যস্য হৃচ্ছয়াগ্নিনৈব সম্বন্ধঃ, তৎপুরুষস্য উত্তরপদ-প্রধানত্বাৎ সিঞ্চ-নির্ব্বাপয়েত্যর্থঃ, আদৌক্রিয়ানির্দ্দেশঃ পরমার্ত্তি বৈয়গ্র্যেন। নম্ন হাসাদিজহৃচ্ছয়াগ্নিসেকে সাধনং মম জলভাজনমত্র কিমিব দৃশ্যতে ইতি পরিহাসমাশঙ্ক্যাহুঃ—অমৃতেতি। অমৃতেন সিঞ্চ অমৃতেনৈব তৎসিক্তং স্যান্নতু জলাদিনা, তত্রাপি তস্য পূরেণ, ন তু যৎকিঞ্চিন্মাত্রেণেতি (স্বার্থে কন্) তেনৈবেত্যর্থঃ। নম্ন তদপি দুর্ল্লভং কুত্র লপ্স্যে তত্রাপি তস্য পুরস্যাত্যন্তাসম্ভব ইত্যাশঙ্ক্য কথমিদং গোপয়সীত্যাহুঃ—স্বদধরেতি। অহো নান্যেনামৃতেন তচ্ছান্তিঃ স্যাৎ, কিন্তু স্বদধরসম্বন্ধিনৈব, তত্রাপি তস্যাগ্নেরত্যন্তবৃদ্ধের্যু বতীকোটিভিরপ্যপরিসমাপ্যেন তৎপূরেনৈবেতি মহাতৃষ্ণা সূচিতা। ব্যতিরেকেণ দ্রঢ়য়তি। চেদ্ যদি ন সিঞ্চসি, তদাপি ধ্যানেন তে পদয়োঃ পদবীমন্তিকং ধ্যানেন মরণে যা মতিঃ সাগতিরিতি ন্যায়েন যাম সংপ্রত্যেব প্রাপ্স্যাম ইত্যর্থ ইতি প্রাপ্তকালে লোট্। নম্ন ধ্যানেন যামেতি ঝটীতি দেহত্যাগং সূচয়ন্তীনাং ভবতীনাং তৎসাধনং ন দৃশ্যতে তত্রাহুঃ—বিরহেতি। বিরহজেনাগ্নিনা উপযুক্তদেহাদগ্ধশরীরাঃ সত্যঃ। অয়ে অন্যাইব কিং বয়মনুরাগহীনা যেন বাহ্নমগ্ন্যাদিকং তৎসাধনং সৃজামঃ, কিন্ত্বন্তরেব স্বতএব তদুদেষ্যতীতি ভাবঃ। ভবদাশয়েদৃশসদ্গুণদেহোপি ত্যজ্যত্যক্তেপি তস্মিন্ ভবান্ন ত্যজ্য ইতি তাৎপর্য্যং। সখে ইতি স্বেষু স্নেহমুৎপাদয়তীতি ॥ ৪ ॥

হে কৃষ্ণ ! তোমার হাস্যযুক্ত অবলোকন এবং কলগীত-জনিত আমাদিগের কামাগ্নিকে তোমার অধরামৃত-পূরদ্বারা নির্ব্বাপিত কর। নতুবা হে সখে ! আমরা তোমার বিরহানলে দগ্ধকলেবর হইয়া ধ্যানযোগ দ্বারা অতি শীঘ্রই তোমার চরণ সন্নিধান প্রাপ্ত হইব ॥ ৪ ॥

গাঢ় অনুরাগ বশতঃ কৃষ্ণবিরহ সহন করিতে না পারিয়া অনুরাগী নিজ মরণ কামনা করেন মাত্র, ইহাই এই দুই শ্লোক দ্বারা প্রতিপন্ন করিলেন। ৩। ৪।

ইহার ব্যাখ্যা (৪৭১) পৃষ্ঠায় (৪) শ্লোকে দেখুন।

অভিমান শূন্য দীনকেও ভগবান্ দয়া করেন ; অভিমানী কুলীন, পণ্ডিত এবং ধনীকেও কৃপা করেন না—ইহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রতিপাদন করিলেন। ৫।

১। কুবুদ্ধি—শাস্ত্রনিষিদ্ধ আত্মহত্যার বুদ্ধি। ২। নববিধ ভক্তি—শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, সেবা, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য এবং আত্ম-নিবেদন—এই নববিধ ভক্তি। কৃষ্ণপ্রেম...মহাশক্তি—কৃষ্ণ প্রেম কৃষ্ণকে দিতে মহতী শক্তি ধারণ করেন।

১। তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসংকীর্ত্তন ;
নিরপরাধ নাম লৈলে পায় প্রেমধন।"
এত শুনি সনাতনের হৈল চমৎকার—
২। 'প্রভুরে না ভায় মোর মরণ বিচার।
সর্ব্বজ্ঞ মহাপ্রভু নিষেধিল মোরে।'
প্রভুর চরণ ধরি কহেন তাঁহারে—
"সর্ব্বজ্ঞ কৃপালু তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র,
৩। যৈছে নাচাও তৈছে নাচি যেন কাষ্ঠযন্ত্র।
নীচ অধম মুঞি পামর-স্বভাব ;
৪। মোরে জীয়াইলে তোমার কিবা হবে লাভ ?"
প্রভু কহে—"তোমার দেহ মোর নিজধন ;
তুমি মোরে করিয়াছ আত্মসমর্পণ।
৫। পরের দ্রব্য তুমি কেন চাহ বিনাশিতে ?
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার কিবা না পার করিতে ?
তোমার শরীর মোর প্রধান সাধন ;
৬। এ শরীরে সাধিব আমি বহু প্রয়োজন।
৭। ভক্ত-ভক্তি-কৃষ্ণ-প্রেম তত্ত্বের নির্দ্ধার;
বৈষ্ণবের কৃত্য আর বৈষ্ণব আচার।
৮। কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণপ্রেম, সেবা, প্রবর্ত্তন ;
লুপ্ততীর্থ-উদ্ধার আর বৈরাগ্য-শিক্ষণ।
নিজ প্রিয়স্থান মোর মথুরা বৃন্দাবন ;
তাঁহা এত কর্ম্ম চাহি করিতে প্রচারণ।
মাতার আজ্ঞায় আমি বসি নীলাচলে ;
৯। তাঁহা রহি ধর্ম্ম শিখাইতে নাহি নিজবলে।
এত সব কর্ম্ম আমি যে দেহে করিব ;
তাহা ছাড়িতে চাহ তুমি, কেমনে সহিব ?"
তবে সনাতন কহে—"তোমাকে নমস্কারে ;
তোমার গম্ভীর হৃদয় কে বুঝিতে পারে ?
১০। কাষ্ঠের পুতুলী যেন কুহকে নাচায় ;
আপনে না জানে পুতুলী কিবা নাচে গায়।
তৈছে যারে যৈছে নাচাও সে করে নর্ত্তনে ;
কৈছে নাচে, কেবা নাচায়, সেহ নাহি জানে।"
হরিদাসে কহে প্রভু—"শুন হরিদাস !
১১। পরের দ্রব্য ইঁহ করিতে চাহেন বিনাশ।
১২। পরের স্থাপ্য দ্রব্য কেহ না খায় বিলায় ;
নিষেধিও ইঁহায় যেন না করে অন্যায়।"
হরিদাস কহে—"মিথ্যা অভিমান করি ;
তোমার গম্ভীর হৃদয় বুঝিতে না পারি।
কোন্ কোন্ কার্য্য তুমি কর কোন্ দ্বারে।
তুমি না জানাইলে কেহ জানিতে না পারে।
১৩। এতাদৃশ তুমি ইঁহারে করিয়াছ অঙ্গীকার ;
এ সৌভাগ্য ইঁহার না হয় কাহার।"

১। নাম সঙ্কীর্ত্তন—হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন। নিরপরাধ—দশবিধ নামাপরাধ বর্জ্জিত। দশবিধ নামাপরাধ মধ্যলীলার (২২) পরিচ্ছেদ (৫৪১) পৃষ্ঠার টিপ্পণী দেখুন।

২। না ভায়—অর্থাৎ ভাল বোধ হয় না। এই পয়ারটী সনাতনের স্বগতবাক্য।

৩। কাষ্ঠ যন্ত্র—কাষ্ঠ পুত্তলিকা। ৪। জীয়াইলে—জীবিত করিলে অর্থাৎ চৈতন্য প্রদান করিলে ; বাঁচাইয়া রাখিলে।

৫। পরের দ্রব্য—অর্থাৎ তোমার দেহ এখন আমার দ্রব্য। ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার—পরের দ্রব্য রক্ষা করা ধর্ম্ম এবং বিনাশ করা অধর্ম্ম, ইহার বিচার। ৬। বহু প্রয়োজন—বহু প্রকার প্রয়োজন।

৭। ভক্ত ইত্যাদি—ভক্ত, ভক্তি, কৃষ্ণ এবং প্রেম এই চারি তত্ত্বের নির্ণয়। কৃত্য—অবশ্য কর্ত্তব্য।

৮। সেবা—কৃষ্ণসেবা। প্রবর্ত্তন—প্রচার। লুপ্ততীর্থ—সম্প্রতি মথুরামণ্ডলে যে সকল তীর্থের পরিচয় নাই অর্থাৎ সাধারণ লোকের অবিদিত। উদ্ধার—সাধারণের বিদিত করা। বৈরাগ্য শিক্ষণ—কিরূপে বৈরাগ্য করিতে হয় অনুষ্ঠান করিয়া তাহা অন্যকে শিক্ষা দেওয়া।

৯। তাঁহা—বৃন্দাবন এবং মথুরাতে। রহি—থাকিয়া। নাহি নিজ বলে—আমার শক্তি নাই, যেহেতু জননীর আজ্ঞা অন্যথা করিয়া নীলাচল পরিত্যাগ করতঃ মথুরা বৃন্দাবনে বাস করিতে পারিব না।

১০। কুহক—মায়া প্রদর্শক অর্থাৎ বাজিকর। ১১। ইঁহ—ইনি অর্থাৎ সনাতন। ১২। স্থাপ্য—গচ্ছিত। অন্যায়—অর্থাৎ আত্মহত্যা।
১৩। অঙ্গীকার—নিজ বলিয়া স্বীকার। না হয় কাহার—অর্থাৎ এতাদৃশ সৌভাগ্য অন্যের হয় না।

১। তবে মহাপ্রভু দুঁহারে করি আলিঙ্গন ;
মধ্যাহ্ন করিতে উঠি করিলা গমন।

সনাতনে হরিদাস কহে করি আলিঙ্গন—
"তোমার ভাগ্যের সীমা না যায় কথন।
তোমার দেহ কহে প্রভু 'মোর নিজধন' ;
তোমা সম ভাগ্যবান্ নাহি কোন জন।
নিজদেহে যে কার্য্য না পারেন করিতে ;
২। সে কার্য্য করাইবেন তোমায় সেহ মথুরাথে
যে করিতে চাহেন ঈশ্বর সেই সিদ্ধ হয় ;
তোমার সৌভাগ্য এই কহিল নিশ্চয়।
৩। ভক্তিসিদ্ধান্তশাস্ত্র আচারনির্ণয় ;
তোমা দ্বারা করাইবেন বুঝিল আশয়।
আমার এই দেহ প্রভুর কার্য্যে না লাগিল ;
ভারতভূমিতে জন্মি এই দেহ ব্যর্থ হৈল।"
সনাতন কহে "তোমা সম কেবা আছে আন্ ?
মহাপ্রভুর গণে তুমি মহাভাগ্যবান্।
অবতার কার্য্য প্রভুর নাম প্রচার।
সেই নিজকার্য্য প্রভু করেন তোমার দ্বার।
প্রত্যহ কর তিন লক্ষ নাম-সংকীর্ত্তন ;
সবারে আগে কর নামের মহিমা কথন।
৪। আপনি আচরে কেহ না করে প্রচার ;
প্রচার করয়ে কেহ না করে আচার।
আচার প্রচার নামের কর দুই কার্য্য ;
তুমি সর্ব্বগুরু, তুমি জগতের আর্য্য।"

এইমত দুই জন নানা কথা রঙ্গে ;
কৃষ্ণকথা আস্বাদয় রহি একসঙ্গে।
৫। যাত্রাকালে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ ;
পূর্ব্ববৎ কৈল রথযাত্রা দরশন।
রথ-অগ্রে প্রভু তৈছে করিল নর্ত্তন ;
দেখি চমৎকার হৈল সনাতনের মন।
বর্ষা চারিমাস রহিল সব ভক্তগণ ;
সবা সঙ্গে প্রভু মিলাইল সনাতন।
৬। অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, বক্রেশ্বর ;
বাসুদেব, মুরারি, রাঘব, দামোদর।
৭। পুরী, ভারতী, স্বরূপ, পণ্ডিত গদাধর ;
সার্ব্বভৌম, রামানন্দ, জগদানন্দ, শঙ্কর।
কাশীশ্বর গোবিন্দাদি যত ভক্তগণ ;
সবা সনে সনাতনের করাইল মিলন।
যথাযোগ্য করাইল সবার চরণ বন্দন ;
তাঁরে করাইল সবার কৃপার ভাজন।
সদ্‌গুণে পাণ্ডিত্যে সবার প্রিয় সনাতন ;
৮। যথাযোগ্য কৃপা-মৈত্রী-গৌরব-ভাজন।
সকল বৈষ্ণব যবে গৌরদেশে গেলা ;
সনাতন মহাপ্রভুর চরণে রহিলা।
দোলযাত্রা আদি প্রভুর সঙ্গেতে দেখিল ;
দিনে দিনে প্রভু সঙ্গে আনন্দ বাড়িল।

পূর্ব্ব বৈশাখ মাসে যবে সনাতন আইলা ;
জ্যৈষ্ঠমাসে প্রভু তাঁরে পরীক্ষা করিলা।

১। দুঁহারে—হরিদাস এবং সনাতন গোস্বামীকে।
২। তোমায়—তোমার দ্বারা। সেহ মথুরাতে—অর্থাৎ সেই কার্য্য আবার মথুরাতে করাইবেন।
৩। ভক্তি সিদ্ধান্ত…নির্ণয়—অর্থাৎ শাস্ত্রানুসারে ভক্তিতত্ত্ব এবং আচারের নিরূপণ। আশয়—অভিপ্রায়।
৪। আপনি…আচার—কেহ স্বয়ং ধর্ম্মের আচরণ করেন কিন্তু প্রচার করেন না, কেহ বা প্রচার করেন আচরণ করেন না।
৫। যাত্রাকলে—রথযাত্রাকালে।
৬। বক্রেশ্বর—বক্রেশ্বর পণ্ডিত। বাসুদেব—বাসুদেব দত্ত। মুরারি—মুরারি গুপ্ত। রাঘব—রাঘব পণ্ডিত। দামোদর—দামোদর পণ্ডিত।
৭। পুরী—পরমানন্দপুরী। ভারতী—ব্রহ্মানন্দ ভারতী। স্বরূপ—দামোদর স্বরূপ অর্থাৎ স্বরূপ দামোদর।
৮। যথাযোগ্য…ভাজন—অর্থাৎ আপনা অপেক্ষা উৎকৃষ্টের কৃপা, সমানের মৈত্রী এবং ন্যূনের গৌরবের পাত্র হইলেন।

১। জ্যৈষ্ঠমাসে প্রভু যমেশ্বর টোটা আইলা ;
ভক্ত-অনুরোধে তাঁহা ভিক্ষা যে করিলা।
মধ্যাহ্নে ভিক্ষাকালে সনাতনে বোলাইল ;
প্রভু বোলাইল—তাঁর আনন্দ বাড়িল।
মধ্যাহ্নে সমুদ্রের বালু হঞাছে অগ্নিসম ;
সেই পথে সনাতন করিলা গমন—
'প্রভু বোলাঞাছে' এই আনন্দিত মনে ;
তপ্ত বালুকাতে পা পোড়ে তাহা নাহি জানে।
দুই পায়ে ফোস্কা হৈল তবু আইলা প্রভুস্থানে ;
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু করিয়াছে বিশ্রামে।
ভিক্ষা-অবশেষ-পাত্র গোবিন্দ তাঁরে দিলা ;
প্রসাদ পাঞা সনাতন প্রভু পাশে আইলা।
প্রভু কহে—"কোন্ পথে আইলা সনাতন ?"
তেঁহ কহে—"সমুদ্রপথে করিল গমন।"
প্রভু কহে—"তপ্ত বালু কেমনে আইলা ?
২। সিংহদ্বারের পথ শীতল কেন নাহি গেলা ?
তপ্ত বালুকাতে তোমার পায়ে হৈল ব্রণ ;
চলিতে না পার কেমনে করিলে সহন ?"
সনাতন কহে—"দুঃখ বহু না পাইল ;
পায়ে ব্রণ হঞাছে তাহা না জানিল।
সিংহদ্বারে যাইতে মোর নাহি অধিকার ;
৩। বিশেষ ঠাকুরের তাঁহা সেবক প্রচার।
৪। সেবক সব গতাগতি করে অবসরে ;
কারও সহিত স্পর্শ হৈলে সর্ব্বনাশ করে।"

শুনি মহাপ্রভু মনে সন্তোষ পাইলা ;
তুষ্ট হঞা তাঁরে কিছু কহিতে লাগিলা—
"যদ্যপিও হও তুমি জগৎপাবন ;
তোমা স্পর্শে পবিত্র হয় দেব-মুনিগণ।
৫। তথাপি ভক্তের স্বভাব মর্য্যাদা-রক্ষণ ;
মর্য্যাদা পালন হয় সাধুর ভূষণ।
মর্য্যাদা লঙ্ঘিলে লোকে করে উপহাস ;
ইহলোক পরলোক দুই হয় নাশ।
মর্য্যাদা রাখিলে, তুষ্ট হৈল মোর মন ;
তুমি ঐছে না করিলে করে কোন্ জন ?"
এত বলি প্রভু তাঁরে আলিঙ্গন কৈল ;
৬। তাঁর কণ্ডুরসা প্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগিল।
বার বার নিষেধে, তবু করেন আলিঙ্গন ;
অঙ্গে রসা লাগে, দুঃখ পায় সনাতন।
৭। এইমতে সেবক প্রভু দোঁহে ঘর গেলা ;
আর দিনে জগদানন্দ সনাতনে মিলিলা।
দুইজন বসি কৃষ্ণকথা-গোষ্ঠী কৈল ;
পণ্ডিতেরে সনাতন দুঃখ নিবেদিল—
"ইঁহা আইলাম প্রভু দেখি দুঃখ খণ্ডাইতে ;
যেবা মনে বাঞ্ছা প্রভু না দিল করিতে।
নিষেধিতে প্রভু আলিঙ্গন করে মোরে ;
মোর কণ্ডুরসা লাগে প্রভুর শরীরে।
অপরাধ হয় মোর নাহিক নিস্তার ;
৮। জগন্নাথ না দেখিয়ে এ দুঃখ অপার।
হিত নিমিত্ত আইলাম হৈল বিপরীতে ;
কি করিলে হিত হয় নারি নির্দ্ধারিতে।"
পণ্ডিত কহে "তোমার বাসযোগ্য বৃন্দাবন।
রথযাত্রা দেখি তাঁহা করহ গমন।
৯। প্রভু-আজ্ঞা হইয়াছে তোমার দুই ভায়ে ;
বৃন্দাবনে বৈস তাঁহা সর্ব্ব সুখ পাইয়ে।

১। যমেশ্বর টোটা—যমেশ্বর নামক শিবের উদ্যান, অর্থাৎ বাগিচা। ২। সিংহদ্বার—শ্রীমন্দিরের পূর্ব্বদিগ্বর্ত্তি প্রধান দ্বার।
৩। ঠাকুরের—শ্রীজগন্নাথদেবের। প্রচার—গমনাগমন। ৪। অবসরে—যখ সেবার সময়ে। ৫। মর্য্যাদা—শাস্ত্রাদেশ ও সমাজবিধি।
৬। কণ্ডুরসা—চুলকনার কসানি। ৭। সেবক—অর্থাৎ সনাতন।
৮। না দেখিয়ে—দেখিতে পাই না। ৯। দুই ভায়ে—রূপ এবং সনাতনে।

যে কার্য্যে আইলা প্রভুর দেখিলা চরণ ;
রথে জগন্নাথ দেখি করহ গমন।”
সনাতন কহে—“ভাল কৈলে উপদেশ ;
তাঁহা যাব সেই মোর প্রভুদত্ত দেশ।”
এত বলি দোঁহে নিজ কার্য্যে উঠি গেলা।
আর দিনে মহাপ্রভু মিলিতে আইলা।
হরিদাস কৈল প্রভুর চরণ বন্দন ;
হরিদাসে কৈল প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন।
দূরে হৈতে দণ্ডবৎ করে সনাতন ;
প্রভু বোলায় বার বার করিতে আলিঙ্গন।
অপরাধ ভয়ে তেঁহ মিলিতে না আইলা ;
১। মহাপ্রভু মিলিবারে সেই ঠাঁই আইলা।
২। সনাতন ভাগি পাছে করেন গমন ;
বলাৎকারে ধরি প্রভু কৈল আলিঙ্গন।
দুই জনে লঞা প্রভু বসিলা পিণ্ডাতে;
৩। নির্ব্বিণ্ণ সনাতন লাগিলা কহিতে—
“হিত লাগি আইলাম হৈল বিপরীত ;
৪। সেবাযোগ্য নহোঁ, অপরাধ করোঁ নিতি নিত।
সহজে নীচজাতি মুঞি দুষ্ট পাপাশয় ;
মোরে তুমি ছুঁইলে মোর অপরাধ হয়।
তাহাতে আমার অঙ্গে রক্তরসা চলে ;
৫। তোমার অঙ্গে লাগে তবু স্পর্শ তুমি বলে।
৬। বীভৎস স্পর্শিতে না কর ঘৃণা লেশে ;
এই অপরাধে মোর হবে সর্ব্বনাশে।
তাতে ইঁহা রহিলে মোর না হয় কল্যাণ ;
আজ্ঞা দেহ রথ দেখি যাই বৃন্দাবন।
জগদানন্দ পণ্ডিতে আমি যুক্তি পুছিল ;
বৃন্দাবনে যাইতে তেঁহ উপদেশ দিল।”
এত শুনি মহাপ্রভু সরোষ অন্তরে ;
জগদানন্দে ক্রুদ্ধ হঞা করে তিরস্কারে।
৭। “কালিকার বড়ুয়া জগা ঐছে গর্ব্বী হৈল ?
তোমাকেও উপদেশ করিতে লাগিল ?
৮। ব্যবহারে পরমার্থে তুমি তার গুরুতুল্য ;
তোমারে উপদেশ করে, না জানে আপন মূল্য।
৯। আমার উপদেষ্টা তুমি প্রামাণিক আর্য্য ;
তোমারে উপদেশে বালকা করে ঐছে কার্য্য।”
শুনি সনাতন পায়ে ধরি প্রভুকে কহিল—
“জগদানন্দের সৌভাগ্য আজি সে জানিল।
আপনার সৌভাগ্যের আজি হৈল জ্ঞান ;
জগতে নাহি জগদানন্দ সম ভাগ্যবান্।
১০। জগদানন্দে পীয়াও আত্মতা-সুধারস ;
মোরে পীয়াও গৌরবস্তুতি-নিম্বনিসিন্দা রস।
আজিও নহিল মোরে আত্মীয়তা-জ্ঞান ;
মোর অভাগ্য তুমি স্বতন্ত্র ভগবান্।”
শুনি মহাপ্রভু কিছু লজ্জিত হৈল মনে ;
তাঁরে সন্তোষিতে কিছু বলেন বচনে—

১। সেই ঠাঁই—যে স্থানে সনাতন ছিলেন।

২। ভাগি—দূরে অপসরণ করিয়া। পাছে—পশ্চাৎ অর্থাৎ পেছনে হাঁটিয়া যাইতেছিলেন।

৩। নির্ব্বিণ্ণ—অকর্ত্তব্যের করণ এবং কর্ত্তব্যের অকরণ জনিত অনুশোচনান্বিত।

৪। সেবাযোগ্য ইত্যাদি—আমি সেবার অনধিকারী, তাহাতে তুমি আমাকে স্পর্শ করিলে আমার কোন হিত হয় না, কেবল অপরাধ হয়। নিতিনিত—প্রতিদিন। ৫। স্পর্শ—স্পর্শ কর। বলে—বলপূর্ব্বক।

৬। বীভৎস—ঘৃণার্হ। ৭। বড়ুয়া—বটু অর্থাৎ কেবল অধ্যয়নে প্রবৃত্ত।

৮। ব্যবহারে—অর্থাৎ বয়োজ্যেষ্ঠ। পরমার্থে—অর্থাৎ বৈরাগ্যাদিতে শ্রেষ্ঠ। মূল্য—অর্থাৎ যোগ্যতা।

৯। উপদেশে—উপদেশ করে। বালকা—বালক ; অর্থাৎ অতিশয় অজ্ঞ।

১০। জগদানন্দে ইত্যাদি—জগদানন্দে আত্মীয়তাবোধে ভৎর্সনা করিলে। আমাতে সে আত্মীয়তা বোধ না থাকায় গৌরব করিতেছে, ইহাতেই জগদানন্দের সৌভাগ্য এবং আমার দুর্ভাগ্য বুঝিলাম। আত্মতা—আত্মীয়তা। সুধারস—অমৃত রস। নিম্বিন্দা—তিক্তরস বৃক্ষ বিশেষ।

"জগদানন্দ প্রিয় আমার নহে তোমা হৈতে ;
মর্য্যাদা লঙ্ঘন আমি না পারি সহিতে।
কাঁহা তুমি প্রামাণিক শাস্ত্রে প্রবীণ ?
কাঁহা জগা কালিকার বটুকা নবীন ?
আমাকেও বুঝাইতে তুমি ধর শক্তি ;
কত ঠাঁই বুঝাঞাছ ব্যবহার ভক্তি।
তোমায় উপদেশ করে না যায় সহন ;
অতএব তারে আমি করিয়ে ভর্ৎসন।
১। বহিরঙ্গ জ্ঞানে তোমায় না করি স্তবন ;
তোমার গুণে স্তুতি করায়, ঐছে তোমার গুণ।
২। যদ্যপি কারও মমতা বহুজনে হয় ;
প্রীতিস্বভাবে কাহোঁ কোন ভাবোদয়।
তোমার দেহ তুমি কর বীভৎসতা জ্ঞান ;
তোমার দেহ আমায় লাগে অমৃতসমান।
অপ্রাকৃত দেহ তোমার প্রাকৃত কভু নয় ;
তথাপি তোমার তাতে প্রাকৃত বুদ্ধি হয়।
প্রাকৃত হৈলেও তোমার বপু নারি উপেক্ষিতে ;
৩। ভদ্রাভদ্র বস্তুজ্ঞান নাহিক প্রাকৃতে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে অষ্টাবিংশাধ্যায়ে চতুর্থশ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—

কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তুনঃ কিয়ৎ।
বাচোদিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতমেব চ ॥ ৬॥

৪। দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান সব মনোধর্ম্ম ;
এই ভাল, এই মন্দ, এই সব ভ্রম।

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে অষ্টাদশশ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীভগবদ্বচনং—

কিং ভদ্রমিতি। অবস্তুন পৃথক্ সত্তাভাবেন বস্তুত্বেন স্বীকর্ত্তুমশক্যস্য দ্বৈতস্য প্রপঞ্চস্য মধ্যে কিং ভদ্রং কিংবা অভদ্রং কিয়দ্‌ভদ্রং কিয়দ্বা অভদ্রমিত্যর্থঃ। অবস্তুত্বমেবাহ—বাচেতি বাহ্যেন্দ্রিয়োপলক্ষণং। বাচা উদিতং কথিতং চক্ষুরাদিভিশ্চ যদ্ দৃশ্যং মনসা চ ধ্যাতমেব যৎ তৎ সর্ব্বমনৃতং অবস্তু সত্যত্বেন নির্ণেতুমশক্যমিতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

বিদ্যেতি। বিদ্যাবিনয়াভ্যাং সম্পন্নে যুক্তে ব্রাহ্মণে, শুনো যঃ পচতি তস্মিন্ শ্বপাকে চেতি কর্ম্মণৈতৌ বিষমৌ। গবি হস্তিনি শুনি চেতি জাত্যৈতে বিষমাঃ। এবং বিষমতয়া স্পষ্টেষু ব্রাহ্মণাদিষু অত্যন্ত বিষমাকারতয়া প্রতীয়মানেষু আত্মসু পণ্ডিতা আত্মযাথাত্ম্যবিদো জ্ঞানৈকাকারতয়া সর্ব্বত্র সমদর্শিনঃ। বিষমাকারস্তু প্রকৃতের্নাত্মনঃ। আত্মাতু সর্ব্বত্র

যাহাকে পৃথক্ বস্তু বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না, তাদৃশ প্রপঞ্চ মধ্যে কোন্ বস্তু ভদ্র ও কোন্ বস্তু অভদ্র এবং কত বস্তু ভদ্র ও কত বস্তু অভদ্র তাহার নিশ্চয় হইতে পারে না। যাহা বাক্য দ্বারা কথিত, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত এবং মনোদ্বারা চিন্তিত—সে সকলই অনৃত অর্থাৎ অবস্তু ॥ ৬ ॥

বিদ্যাবিনয়ান্বিত ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুক্কুর এবং চণ্ডাল সকলেতেই পণ্ডিতগণ পরম কারণরূপে সমানভাবে বিদ্যমান

প্রাকৃত বস্তুতে ভদ্রাভদ্র বস্তু জ্ঞান নাই,—ইহাই এই শ্লোক দ্বারা সপ্রমাণ করিলেন ॥ ৬ ॥

১। বহিরঙ্গ জ্ঞানে—তুমি আমার আত্মীয় হওনা এই বোধে।

২। কারও—কোন ব্যক্তির ; অর্থাৎ পরমেশ্বরের। প্রীতি স্বভাবে—অর্থাৎ যাহাতে যাদৃশ প্রীতি তাহাতে তাদৃশ ভাবের উদয় হইয়া থাকে। যেমন পিতা, মাতা এবং গুরুবর্গে গৌরব, বয়স্যাদিতে পরিহাসাদি এবং পুত্রাদিতে সময়োচিত লালন ভর্ৎসনাদি ভাবের উদয় হয়।

৩। ভদ্র—ভাল। অভদ্র—মন্দ। বস্তু—যথার্থভূত তত্ত্ব। অর্থাৎ তত্ত্ববিচার করিলে প্রাকৃত পদার্থে ভদ্রাভদ্রাদি জ্ঞান হইতে পারে না, অতএব বিচার করিলে অমৃত ও কণ্ডুরস এক বস্তুই হইয়া উঠে। যেহেতু অমৃত ও কণ্ডুরসের একই পরমাণু।

৪। দ্বৈতে—প্রপঞ্চে। মনোধর্ম্ম—মনের বিকার। অর্থাৎ যাহার মন যাহাকে ভদ্র বা অভদ্র বলিয়া বোধ করে তাহার পক্ষে তাহাই ভদ্রাভদ্র হয়, কিন্তু অন্যের পক্ষে তাহার বিপরীত হইয়া উঠে। যেমন রাগীর স্ত্রী-উপভোগ ভদ্র বলিয়া বোধ হয় কিন্তু বিরক্তের নিকট অভদ্র বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে। রাগীর নিকট ধন-পুত্রাদি বিয়োগ অভদ্র এবং বিরক্তের নিকট ভদ্র বলিয়া বোধ হয়। অতএব তত্ত্ববিচারে কোন বস্তুরই ভদ্রাভদ্র নিরূপণ হয় না, কেবল মনোধর্ম্ম ব্যতীত ভদ্রাভদ্র জ্ঞান আর কিছুই নয়, এইহেতু মনোদ্বারা যাহা চিন্তা করা যায় তাহাই অবস্তু।

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥৭॥

তথা তত্রৈব ষষ্ঠাধ্যায়ে অষ্টমশ্লোকে অর্জ্জুনং প্রতি শ্রীভগবদ্বচনং—

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ ॥৮॥

আমিত সন্ন্যাসী আমার সমদৃষ্টি ধর্ম্ম ;
১। চন্দন-পঙ্কেতে আমার জ্ঞান হয় সম।
এই লাগি তোমায় ত্যাগ করিতে না যুয়ায় ;
২। ঘৃণাবুদ্ধি করি যদি নিজধর্ম্ম যায়।"

হরিদাস কহে—"প্রভু যে কহিলে তুমি ;
৩। এই বাহ্য প্রতারণা নাহি মানি আমি।
আমা-সব অধমে যে করিয়াছ অঙ্গীকার ;
দীনদয়ালু গুণ তোমার তাহাতে প্রচার।"
প্রভু হাসি কহে—"শুন হরিদাস সনাতন !
৪। তত্ত্ব কহি তোমা বিষয় আমার যৈছে মন।
৫। তোমাকে লাল্য মানি আপনাকে লালক অভিমান ;
৬। লালকের লাল্যে নহে দোষ-পরিজ্ঞান।
৭। আপনাকে হয় মোর অমান্য সমান ;
তোমা সবাকে করোঁ মুঞি বালক অভিমান।

জ্ঞানৈকাকারতয়া সমইতি পশ্যন্তীত্যর্থঃ। অথবা বিষমাকারতয়া সৃষ্টেষু ব্রাহ্মণাদিষু সর্ব্বত্র যে পরমকারণতয়া পরমাত্মানমেব সমং পশ্যন্তি ত এব পণ্ডিতাঃ ॥ ৭ ॥

জ্ঞানবিজ্ঞানেতি। জ্ঞানং শাস্ত্রোক্ত পদার্থানাং পরিজ্ঞানং বিজ্ঞানন্তু শাস্ত্রতোজ্ঞাতানাং তথৈব স্বানুভবকরণং তাভ্যাংতৃপ্তঃ সঞ্জাতালম্প্রত্যয় আত্মা অন্তঃকরণং যস্য সঃ। কূটস্থঃ একস্বভাবতয়া সর্ব্বকালং ব্যাপ্যস্থিতঃ নির্ব্বিকার ইত্যর্থঃ। অতএব বিজিতানীন্দ্রিয়াণি যেন সঃ। সমানি লোষ্ট্রং মৃৎপিণ্ডং অশ্ম পাষাণখণ্ডং কাঞ্চনং সুবর্ণ তানি যস্য সঃ। প্রকৃতি বিবিক্ত স্বরূপ নিষ্ঠয়া প্রাকৃতবস্তুবিশেষেষু ভোগ্যত্বাভাবাৎ লোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনেষু সমপ্রয়োজনোয়ঃ স যোগী নিষ্কামকর্ম্ম যোগী যুক্ত আত্মালোকনরূপ যোগাভ্যাসার্হ উচ্যতে ইতি ॥ ৮ ॥

পরমাত্মাকেই অনুভব করিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

যাহার চিত্ত জ্ঞান ও বিজ্ঞান দ্বারা তৃপ্তি লাভ করিয়াছে, যিনি বিকার শূন্য, যিনি ইন্দ্রিয়গ্রাম জয় করিয়াছেন এবং যিনি মৃৎশিলা ও সুবর্ণে হেয়োপাদেয় বুদ্ধি রহিত, সেই নিষ্কামকর্ম্মযোগীই আত্মদর্শনরূপ যোগাভ্যাসে যোগ্য ॥ ৮ ॥

জ্ঞান—শাস্ত্রোক্ত পদার্থের পরিজ্ঞান। বিজ্ঞান—সেই পরিজ্ঞাত পদার্থের তদ্রূপ অনুভব করা। রাগদ্বেষাদি মনের ধর্ম্ম, তজ্জনিত হেয়োপাদেয় বুদ্ধি অর্থাৎ যে বস্তুতে রাগ থাকে তাহাতে উপাদেয় বুদ্ধি এবং যাহাতে দ্বেষ থাকে তাহাতে হেয়বুদ্ধি হয়। যাহাদিগের চিত্তে রাগদ্বেষাদি নাই তাহাদিগের প্রপঞ্চগত কোন বস্তুতেই হেয়োপাদেয় বুদ্ধি হয় না, সুতরাং শুদ্ধাশুদ্ধ জ্ঞান সকলই ভ্রম, ইহাই এই দুই শ্লোক দ্বারা প্রতিপাদন করিলেন ॥ ৮ ॥

১। সম—অর্থাৎ রাগ না থাকায় চন্দনে উপাদেয় বুদ্ধি এবং দ্বেষ না থাকায় পঙ্কে হেয়বুদ্ধি না হওয়ায় সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি অর্থাৎ শুদ্ধাশুদ্ধজ্ঞানশূন্য।

২। নিজধর্ম্ম—সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।

৩। বাহ্য প্রতারণা…প্রচার—অর্থাৎ তুমি বলিলে সমদৃষ্টিবশতঃ সনাতনকে আলিঙ্গন করি, এটী তোমার বাহিরে প্রতারণা করিয়া অন্তর্গত ভাবগোপন করা মাত্র, তাহা অর্থাৎ সমদৃষ্টিজন্য আলিঙ্গন করা আমি স্বীকার করিতে পারি না, অতএব তোমার দীনদয়ালুতা গুণই আমাদিগকে অঙ্গীকার করায়।

৪। তত্ত্ব—অর্থাৎ স্বরূপ কথা। তোমা বিষয়—তোমাদিগের প্রতি।

৫। আপনাকে—অর্থাৎ আমাকে। ৬। দোষ পরিজ্ঞান—দোষানুভব।

৭। অমান্য সমান—অর্থাৎ আমি সকলের মান্য, ইহাদিগকে কেন স্পর্শ করিব, এ জ্ঞান থাকে না।

১। মাতার যৈছে বালকের অমেধ্য লাগে গায়;
ঘৃণা নাহি জন্মে আরও মহাসুখ পায়।
লাল্যামেধ্য লালকের চন্দন সম ভায়;
সনাতনের ক্লেদে আমার ঘৃণা না উপজায়।
হরিদাস কহে 'তুমি ঈশ্বর দয়াময়!
তোমার গম্ভীর হৃদয় বুঝন না হয়।
২। বাসুদেব গলৎকুষ্ঠী, অঙ্গ কীড়াময়?
তাঁরে আলিঙ্গন কৈলে হইয়া সদয়।
আলিঙ্গিয়া কৈলে তারে কন্দর্পসম অঙ্গ;
কে বুঝিতে পারে তোমার কৃপার তরঙ্গ'?
প্রভু কহে 'বৈষ্ণবদেহ প্রাকৃত কভু নয়;
অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময়।
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্ম সমর্পণ;
৩। সেই কালে কৃষ্ণ তাঁরে করেন আত্মসম।
সেই দেহ করেন তাঁর চিদানন্দময়;
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয়'।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে উনত্রিংশাধ্যায়ে দ্বাত্রিংশশ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—

'মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা,
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো,
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ' ॥৯॥

৪। 'সনাতনের দেহে কৃষ্ণ কণ্ডু উপজাঞা;
আমা পরীক্ষিতে ইঁহা দিল পাঠাইয়া।
ঘৃণা করি আলিঙ্গন না করিতাম যবে;
কৃষ্ণ ঠাঁঞি অপরাধী হইতাম তবে।
পারিষদ দেহ এই, না হয় দুর্গন্ধ;
৫। প্রথম দিনে পাইলাম চতুঃসোম গন্ধ'।
বস্তুতঃ প্রভু যবে কৈল আলিঙ্গন;
তাঁর স্পর্শে গন্ধ হইল চন্দনের সম।
প্রভু কহে 'সনাতন! না মানিও দুঃখ;
তোমা আলিঙ্গনে আমি পাই বড় সুখ।
এ বৎসর তুমি ইঁহা রহ আমা সনে;
বৎসর বৈ তোমাকে পাঠাব বৃন্দাবনে'।
এত বলি পুনঃ তাঁরে কৈল আলিঙ্গন;
কণ্ডু গেল অঙ্গ হৈল সুবর্ণের সম।
দেখি হরিদাস মনে হৈল চমৎকার;
প্রভুকে কহেন 'এই ভঙ্গী যে তোমার।
সেই ঝারিখণ্ডের পানী তুমি খাওয়াইলা;
৬। সেই পানী লক্ষ্যে ইঁহার কণ্ডু উপজিলা।
কণ্ডু করি পরীক্ষা করিলে সনাতনে;
এই লীলা ভঙ্গী তোমার কেহ নাহি জানে'।
দুঁহা আলিঙ্গিয়া প্রভু গেলা নিজালয়;
প্রভুর গুণ কহে দুঁহে হঞা প্রেমময়।
এই মত সনাতন রহে প্রভু স্থানে;
কৃষ্ণচৈতন্যগুণকথা হরিদাস সনে।
দোলযাত্রা দেখি প্রভু তাঁরে বিদায় দিলা;
বৃন্দাবনে যে করিবেন সব শিক্ষাইলা।
যে কালে বিদায় হৈল প্রভুর চরণে;
৭। দুই জনার বিচ্ছেদ দশা না যায় বর্ণনে।
যেই বন পথে প্রভু গেলা বৃন্দাবন;
সেই পথে যাইতে মন কৈল সনাতন।

ইহার ব্যাখ্যা (৫৩৯) পৃষ্ঠায় (৪৭) শ্লোকে দেখুন। কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিলে ভক্তদেহ কৃষ্ণদেহ সদৃশ হয় ইহাই এই শ্লোকদ্বারা প্রতিপন্ন করিলেন ॥ ৯ ॥

১। অমেধ্য—অস্পৃশ্য অর্থাৎ বিষ্ঠামূত্রাদি। ২। বাসুদেব ইত্যাদি—ইহার বিশেষ বিবরণ ২৬৭ ও ২৬৮ পৃষ্ঠা দেখুন।

৩। আত্মসম—স্বসদৃশ চিদানন্দ দেহ। যেমন স্পর্শমণির স্পর্শে লৌহ সুবর্ণ হয় তদ্রূপ ভক্ত কৃষ্ণে আত্ম সমর্পণ করিলেই তাঁহার দেহও কৃষ্ণ কৃপায় চিদানন্দময় হয়। ৪। উপজাঞা—উৎপাদন করিয়া।

৫। চতুঃসোম—চন্দন, অগুরু, কস্তুরী এবং কুঙ্কুম, মিলিত এই গন্ধদ্রব্য চতুষ্টয়কে চতুঃসোম বলে।

৬। লক্ষ্যে—উপলক্ষ্য করিয়া। ৭। দুই জনার—মহাপ্রভু এবং সনাতনের।

যে পথে যে গ্রাম নদী, যাঁহা যেই লীলা ;
১। বলভদ্র ভট্ট স্থানে সব লিখি নিলা।
মহাপ্রভুর ভক্তগণ সবারে মিলিয়া ;
সেই পথে চলি যায় সে স্থান দেখিয়া।
যেই লীলা পথে প্রভু কৈল যে যে স্থানে ;
তাহা দেখি প্রেমাবেশ হৈলা সনাতনে।
এই মতে সনাতন বৃন্দাবনে আইলা ;
২। পাছে আসি রূপগোসাঞী তাঁহারে মিলিলা।
এক বৎসর রূপগোসাঞীর গৌড়ে বিলম্ব হৈল ;
৩। কুটুম্বের স্থিতি অর্থ বিভাগ করি দিল।
৪। গৌড়ে যে অর্থ ছিল, তাহা আনাইল ;
কুটুম্ব ব্রাহ্মণে দেবালয়ে বাঁটি দিল।
৫। সব মনঃকথা গোসাঞী করি নির্ব্বাহণ ;
নিশ্চিন্ত হইয়া শীঘ্র আইল বৃন্দাবন।
দুই ভাই মিলি বৃন্দাবনে বাস কৈল।
৬। প্রভুর যে আজ্ঞা দোঁহে সব নির্ব্বাহিল।
৭। নানা শাস্ত্র আনি লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারিলা ;
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ সেবা প্রকাশ করিলা।
৮। সনাতন কৈলা গ্রন্থ ভাগবতামৃতে ;
ভক্তি ভক্ত কৃষ্ণ তত্ত্ব জানি যাহা হৈতে।
৯। সিদ্ধান্ত সার গ্রন্থ কৈল দশম টিপ্পনী ;
কৃষ্ণ লীলা রস প্রেম যাহা হৈতে জানি।
১০। হরিভক্তিবিলাস কৈল বৈষ্ণব আচার ;
বৈষ্ণবের কর্ত্তব্যের যাঁহা পাই পার।
১১। আর যত গ্রন্থ কৈল, কে করে গণন ?
মদন গোপাল গোবিন্দের কৈল সেবাস্থাপন।
১২। রূপ গোসাঞী কৈল রসামৃত সিন্ধু সার ;
কৃষ্ণভক্তি রসের যাঁহা পাইয়ে বিস্তার।
১৩। উজ্জ্বলনীলমণি নাম গ্রন্থ কৈল আর ;
কৃষ্ণরাধালীলা রসের যাঁহা পাইয়ে পার।
১৪। বিদগ্ধ মাধব ললিত মাধব নাটক যুগল ;
কৃষ্ণলীলা রস যাঁহা পাইয়ে সকল।
১৫। দানকেলি কৌমুদী আদি লক্ষ গ্রন্থ কৈল ;
সেই সব গ্রন্থে ব্রজরস বিচারিল।

১। বলভদ্র ভট্ট—বলভদ্র ভট্টাচার্য্য যিনি সশিষ্য মহাপ্রভুর সঙ্গে বৃন্দাবন গমন করিয়াছিলেন।

২। মিলিলা—অর্থাৎ বৃন্দাবনে মিলিলা।

৩। কুটুম্বের স্থিতি অর্থ—কুটুম্ববর্গের ভরণপোষণের নিমিত্ত সঞ্চিত ধন। বাঁটি দিল—অর্থাৎ কুটুম্ববর্গকে বণ্টন করিয়া দিলেন।

৪। গৌড়ে—গৌড় রাজধানিতে।

৫। মনঃ কথা—অর্থাৎ মনোগত বিষয়।

৬। আজ্ঞা—ভক্তি ভক্ত ইত্যাদি যাহা মহাপ্রভু উপদেশ দিয়াছিলেন।

৭। নানা শাস্ত্র ইত্যাদি—নানাবিধ শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া মথুরামণ্ডলে যে যে স্থানে যে যে তীর্থের কথা আছে তদ্দৃষ্টে সেই সেই স্থানে সেই সেই তীর্থের আবিষ্কার করিলেন। কৃষ্ণ সেবা—গোবিন্দ ও মদনমোহনের সেবা।

৮। ভাগবতামৃত—বৃহদ্ভাগবতামৃত। ভক্তি ইত্যাদি—ভক্তিতত্ত্ব, ভক্ততত্ত্ব এবং কৃষ্ণতত্ত্ব।

৯। দশমটিপ্পণী—বৃহত্তোষণী।

১০। হরিভক্তি বিলাস—প্রথমত সনাতন গোস্বামী সামান্যাকারে অনুষ্ঠান পদ্ধতিরূপ হরিভক্তিবিলাস প্রনয়ণ করেন পরে গোপালভট্ট বহুতর প্রমাণ বচন দ্বারা তাহার কলেবর বৃদ্ধি করেন। অনন্তর সনাতন গোস্বামী দিগ্দর্শিনীনাম্নী হরিভক্তি বিলাসের টীকা করেন।

১১। মদনগোপাল—মদনমোহন। ইঁহার সেবা প্রকাশ সনাতন গোস্বামী করেন। রূপগোস্বামী গোবিন্দদেবের সেবা প্রকাশ করেন।

১২। রসামৃতসিন্ধু—হরিভক্তি রসামৃতসিন্ধু। সার—সারার্থরূপ।

১৩। উজ্জ্বলনীলমণি—উজ্জ্বলনীলমণি হরিভক্তিবিলাসের পরিশিষ্ট গ্রন্থ, ইহাতে বিস্তারিতরূপে উজ্জ্বল অর্থাৎ মধুর রস নির্ণিত হইয়াছে। পার—সীমা।

১৪। বিদগ্ধমাধব—ইহাতে ব্রজলীলা বর্ণিত হইয়াছে। ললিত মাধব—ইহাতে পুরলীলা বর্ণিত হইয়াছে।

১৫। দানকেলিকৌমুদী—ভাণিকা উপরূপকভেদ নাটিকাবিশেষ। লক্ষগ্রন্থ—লক্ষসংখ্যশ্লোকরূপ গ্রন্থ।

১। তাঁর লঘু ভ্রাতা শ্রীবল্লভ অনুপম ;
তাঁর পুত্র মহাপণ্ডিত শ্রীজীব গোসাঞী নাম।
সর্ব্বত্যাগী তিঁহ পিছে আইলা বৃন্দাবন ;
তিঁহ ভক্তি শাস্ত্র বহু কৈল প্রচারণ।
ভাগবত সন্দর্ভ নাম কৈল গ্রন্থ সার ;
ভাগবত সিদ্ধান্তের যাঁহা পাইয়ে পার।
গোপাল চম্পু নাম আর গ্রন্থ কৈল ;
ব্রজ প্রেম লীলা রস সব দেখাইল।
২। ষট সন্দর্ভে কৃষ্ণ প্রেম তত্ত্ব প্রকাশিল ;
চারি লক্ষ গ্রন্থ দোঁহে বিস্তার করিল।
জীব গোসাঞী গৌড় হইতে মথুরা চলিলা ;
নিত্যানন্দ প্রভু ঠাঁই আজ্ঞা মাগিলা।
প্রভু প্রীতে তাঁর মাথে ধরিল চরণ ;
রূপ সনাতন সম্বন্ধে কৈল আলিঙ্গন।
আজ্ঞা দিল 'শীঘ্র তুমি যাও বৃন্দাবনে ;
৩। তোমার বংশেরে প্রভু দিয়াছেন সেই স্থানে।'
৪। তাঁর আজ্ঞা লঞা আইলা, আজ্ঞা ফল পাইল ;
শাস্ত্র করি বহু কাল ভক্তি প্রচারিল।
এই তিন গুরু আর রঘুনাথ দাস ;
ইহা সবার চরণ বন্দোঁ যার মুঞি দাস।
এইত কহিল পুনঃ সনাতন সঙ্গমে ;
৫। প্রভুর আশয় জানি যাহার শ্রবণে।
চৈতন্য চরিত্র এই ইক্ষু দণ্ড সম ;
চর্ব্বণ করিতে হয় রস আস্বাদন।
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ ;
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

১। লঘুভ্রাতা—কনিষ্ঠ ভ্রাতা। অনুপম—শ্রীবল্লভের নামান্তর।

২। ষট্‌সন্দর্ভ—তত্ত্বসন্দর্ভ, ভগবৎসন্দর্ভ, পরমাত্মসন্দর্ভ, কৃষ্ণসন্দর্ভ, ভক্তিসন্দর্ভ এবং প্রীতিসন্দর্ভভেদে ষড়্‌বিধ সন্দর্ভ। চারিলক্ষ গ্রন্থ—চারি লক্ষ শ্লোকরূপ গ্রন্থ। দোঁহে—রূপগোস্বামী ও জীবগোস্বামী।

৩। প্রভু—শ্রীমহাপ্রভু। ৪। তাঁর—নিত্যানন্দপ্রভুর। ৫। প্রভুর—মহাপ্রভুর। আশয়—অভিপ্রায়।

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে পুনঃ সনাতনসঙ্গোৎসব নাম চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ ॥

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বৈগুণ্যকীটকলিনঃ পৈশুন্যব্রণপীড়িতঃ।
দৈন্যার্ণবে নিমগ্নোঽহং চৈতন্যবৈদ্যমাশ্রয়েঃ ॥১॥

জয় জয় শচীসুত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য !
জয় জয় কৃপাময় প্রভু নিত্যানন্দ !

বৈগুণ্যেত্যি। বৈগুণ্যং দুর্ভাগ্যং তদ্রূপেণ কীটেন কলিনঃ দষ্টঃ তথা পৈশুন্যং খলতা তদ্রূপেণ ব্রণেন ক্ষতেন পীড়িতঃ তথা দৈন্যার্ণবে দৈন্যসাগরে নিমগ্নশ্চাহং চৈতন্যবৈদ্যং চৈতন্যনামানং বৈদ্যং সুচিকিৎসকমাশ্রয়ে আশ্রিতোঽস্মীতি শ্রীচৈতন্যসমাশ্রয়মাত্রেণ বৈগুণ্য পৈশুন্য দৈন্যানি স্বয়মেব তিরোভবন্তীতিধ্বনিঃ ॥ ১ ॥

বৈগুণ্যরূপ কীটকর্ত্তৃক দষ্ট, খলতাব্রণনিপীড়িত এবং দৈন্যসাগরে নিমগ্ন হইয়া আমি চৈতন্যবৈদ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম ॥ ১ ॥

জয়াদ্বৈত কৃপাসিন্ধু! জয় ভক্তগণ?
জয় স্বরূপ গদাধর রূপ সনাতন।
এক দিন প্রদ্যুম্নমিশ্র প্রভুর চরণে;
দণ্ডবৎ করি কিছু করে নিবেদনে।
'শুন প্রভু! মুঞি দীন গৃহস্থ অধম;
কোন ভাগ্যে পাঞাছি তোমার দুর্লভ চরণ।'
'কৃষ্ণ কথা শুনিবারে মোর ইচ্ছা হয়;
কৃষ্ণ কথা কহ মোরে হইয়া সদয়'।
প্রভু কহে কৃষ্ণ কথা আমি নাহি জানি;
সবে রামানন্দ জানেন, তাঁর মুখে শুনি।
ভাগ্য তোমার কৃষ্ণ কথা শুনিতে হৈল মন;
রামানন্দ পাশ যাই করহ শ্রবণ।
কৃষ্ণ কথায় রুচি তোমার বড় ভাগ্যবান্;
যার কৃষ্ণ কথায় রুচি সেই ভাগ্যবান্।'

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে অষ্টমশ্লোকে শৌনকাদীন্ প্রতি সূতবাক্যং—

'ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রমএব হি কেবলং' ॥২॥

তবে প্রদ্যুম্ন মিশ্র গেলা রামানন্দ স্থানে;
রায়ের সেবক তাঁরে বসাইল আসনে।
রায়ের দর্শন না পাঞা মিশ্র সেবকে পুছিল;
রায়ের বৃত্তান্ত সেবক কহিতে লাগিল।
১। 'দুই দেবকন্যা হয় পরমাসুন্দরী;
নৃত্য গীতে সুনিপুণা বয়সে কিশোরী।
২। তাঁহা দোঁহা লঞা রায় নিভৃতে উদ্যানে;
নিজ নাটকের গীতে শিখায় নর্ত্তনে।
'তুমি ইঁহা বসি রহ ক্ষণেকে আসিবেন;
তবে যেই আজ্ঞা দেহ সেই করিবেন'।
তবে প্রদ্যুম্নমিশ্র তাঁহা রহিলা বসিয়া।
রামানন্দ রায় সেই দুই জন লঞা
৩। স্বহস্তে করেন তার অভ্যঙ্গমর্দ্দন;
স্বহস্তে করান স্নান গাত্র সম্মার্জ্জন;
৪। স্বহস্তে পরান বস্ত্র সর্ব্বাঙ্গ মণ্ডন;
তবু নির্ব্বিকার রায় রামানন্দের মন।
কাষ্ঠ পাষাণ স্পর্শে হয় যৈছে ভাব;
তরুণী স্পর্শে রায়ের তৈছে স্বভাব।

ধর্ম্মইতি। যোধর্ম্মইতি প্রসিদ্ধঃ স সুন্দররূপেণানুষ্ঠিতোপি বাসুদেব তোষণাভাবেন যদি বিষ্বক্সেনস্য কথাসু তল্লীলাবর্ণনেষু রতিং রুচিং নোৎপাদয়েৎ তদাশ্রম স্যান্নতুফলং কথারুচে সর্ব্বত্রৈবাস্বত্বাৎ শ্রেষ্ঠত্বাচ্চ সৈবোক্তা। তদুপলক্ষণত্বেন ভজনান্তররুচিরপ্যদ্দিষ্টা। এবশব্দেন প্রবৃত্তিলক্ষণ কর্ম্মকলস্যস্বর্গাদেঃ ক্ষয়িষ্ণুত্বং। হি শব্দেন তত্রৈব যথেহ-কর্ম্মজিতোলোকঃ ক্ষীয়তইতি সোপপত্তিকশ্রুতি প্রমাণত্বং। নির্নীতে কেবলমিতীত্যমরকোষাৎ কেবলমিত্যব্যয়েননিবৃত্তি-মাত্রলক্ষণ ধর্ম্মস্য জ্ঞানস্যাসাধ্যত্বং সিদ্ধস্যাপি নশ্বরত্বং তত্রাপি তেনৈব হি শব্দেন যস্য দেবে পরাভক্তিরিত্যাদি শ্রুতি প্রমাণত্বং। নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতমিত্যাদি শ্রেয়ঃ সৃতিং ভক্তিমুদস্যতেবিভো ইত্যাদি আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্য-ধোঽনাদৃত যুষ্মদঙ্ঘ্রয় ইত্যাদি বচনপ্রমাণত্বঞ্চ সূচিতং ॥ ২ ॥

প্রসিদ্ধধর্ম্ম সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত হইয়াও যদি হরিকথায় রুচি উৎপাদন না করে, তবে সে ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফল কেবল শ্রমমাত্র হয় ॥ ২ ॥

যাহার কৃষ্ণ কথায় রুচি হইয়াছে সেই ভাগ্যবান্ এহ ব্যতিরেক বচন দ্বারা তাহাই প্রতিপন্ন করিলেন ॥ ২ ॥

১। দেবকন্যা—দেবদাসী। ইঁহারা কুমারী জগন্নাথদেবের অগ্রে নৃত্য গীত করেন। কিশোরী—মধ্যবয়সোঁহিতা।
২। নিভৃতে—নির্জনস্থানে। নিজনাটক—জগন্নাথবল্লভনাটক। গীত শিখায় নর্ত্তনে—অর্থাৎ গীত ও নর্ত্তন শিখাইতেছেন।
৩। অভ্যঙ্গমর্দ্দন—তৈলমর্দ্দন।
৪। সর্ব্বাঙ্গমণ্ডন—অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গে ভূষণাদি বিন্যাস।

১। সেব্যবুদ্ধি আরোপিয়া করেন সেবন ;
স্বাভাবিক দাস্যভাব করি আরোপণ।
মহাপ্রভুর ভক্তগণের দুর্গম মহিমা ;
তাহে রামানন্দের ভাব ভক্তি প্রেম সীমা।
তবে সেই দুই জনে নৃত্য শিখাইল ;
২। গীতের গূঢ় অর্থ অভিনয় করাইল।
৩। সঞ্চারী সাত্বীক স্থায়ী ভাবের লক্ষণ ;
মুখে নেত্রে অভিনয় করে প্রকটন।
৪। ভাব প্রকটন লাস্য রায় যে শিখায় ;
জগন্নাথের আগে দোঁহে প্রকট দেখায়।
তবে সেই দুই জনে প্রসাদ খাওয়াইল ;
নিভৃতে দোঁহারে নিজ ঘরে পাঠাইল।
প্রতিদিন রায় ঐছে করায় সাধন ;
৫। কোন্ জানে ক্ষুদ্র জীব কাঁহা তাঁর মন ?
মিশ্রের আগমন রায়ে সেবক কহিলা ;
শীঘ্র রামানন্দ তবে সভাতে আইলা।
মিশ্রে নমস্কার করে সম্মান করিয়া ;
নিবেদন করে কিছু বিনীত হইয়া।
'বহুক্ষণ আইলা মোরে কেহ না কহিল ;
তোমার চরণে মোর অপরাধ হৈল।'
'তোমার আগমনে মোর পবিত্র হৈল ঘর ;
৬। আজ্ঞা কর কাঁহা করে তোমার কিঙ্কর।'

মিশ্র কহে 'তোমা দেখিতে হৈল আগমনে ;
আপনা পবিত্র কৈল তোমা দরশনে'।
৭। অতিকাল দেখি মিশ্র কিছু না কহিলা ;
বিদায় হইয়া মিশ্র নিজ ঘরে গেলা।
আর দিনে মিশ্র আইলা প্রভু বিদ্যমানে ;
প্রভু কহে 'কৃষ্ণ কথা শুনিলে রায় স্থানে' ?
তবে মিশ্র রামানন্দের বৃত্তান্ত কহিলা ;
শুনি মহাপ্রভু তবে কহিতে লাগিলা ;—
'আমিত সন্ন্যাসী আপনা বিরক্ত করি মানি ;
৮। দর্শন দূরে প্রকৃতির নাম যদি শুনি
তবঁহি বিকার পায় মোর তনুমন।
প্রকৃতি দর্শনে স্থির হয় কোন জন ?
রামানন্দ রায়ের কথা শুন সর্ব্বজন ;
কহিবার কথা নহে আশ্চর্য্য কথন !
৯। এক দেবদাসী আর সুন্দরী তরুণী ;
তার সব অঙ্গ সেবা করেন আপনি।
স্নানাদি করায় পরায় বাস বিভূষণ ;
গুহ্য অঙ্গ হয় তাঁর দর্শন স্পর্শন।
তবু নির্ব্বিকার রায় রামানন্দের মন ;
১০। নানা ভাবোদ্গম তারে করায় শিক্ষণ।
নির্ব্বিকার দেহ মন কাষ্ঠ পাষাণ সম ;
আশ্চর্য্য তরুণী স্পর্শে নির্ব্বিকার মন !

১। সেব্য বুদ্ধি—ইহাঁরা জগন্নাথদেবের নর্ত্তকী আমাদিগের পূজ্য এই বুদ্ধি করিয়া। যেমন পাষাণাদিময়ী প্রতিমাতেপূজ্য বুদ্ধি করিয়া তাহার স্নানাদি করাইয়া সাধকের চিত্তে কোন বিকার উপস্থিত হয় না, তদ্রূপ দেবদাসীর সেবনে রামানন্দের কোন বিকারের সম্ভাবনা হইতে পারে না। বস্তুত রামানন্দ নাটকের অভিনয়ে আবিষ্ট হইয়া দেবদাসীদিগকে তদুপযোগী করিবার নিমিত্ত স্বয়ং অভ্যঙ্গাদি করিয়াছিলেন।

২। অভিনয় করাইল—অভিনয় দ্বারা গীতের গূঢ়ার্থের অভিব্যক্তি করা শিখাইলেন।

৩। সঞ্চারী ইত্যাদি—নির্ব্বেদাদি সঞ্চারিভাব স্তম্ভস্বেদাদি সাত্বিক ভাব প্রীতি রতি প্রভৃতি স্থায়ী ভাবের অভিব্যক্তি মুখনেত্রাদির ভঙ্গী বিশেষ দ্বারা অভিনয় করা শিখাইলেন।

৪। লাস্য—নৃত্য। ৫। কাঁহা তাঁর মন—অর্থাৎ রামানন্দের মন কোথায় আছে তাহা কোন্ ক্ষুদ্র জীব জানিতে পারে অর্থাৎ রামানন্দের মন সর্ব্বদা কৃষ্ণলীলার আবিষ্ট সেই লীলার অভিনয়ার্থ এই সকল ব্যাপার করেন।

৬। কাঁহা করে—অর্থাৎ কি কার্য্য করিবে।

৭। অতিকাল—কালাতিক্রম। ৮। প্রকৃতি—স্ত্রী। ৯। তরুণী—যুবতী।

১০। নানা ভাবোদ্গম—নাটকাভিনয়ের উপযোগী নানা বিধ সঞ্চারিভাবের অভিব্যক্তি।

এক রামানন্দের হয় এই অধিকার ;
১। তাতে জানি অপ্রাকৃত দেহ তাঁহার।
তাঁহার মনের ভাব তেঁহ জানে মাত্র ;
২। তাহা জানিবারে আর দ্বিতীয় নাহি পাত্র।
কিন্তু শাস্ত্রদৃষ্ট্যে করি এক অনুমান ;
শ্রীভাগবতের শ্লোক তাহাতে প্রমাণ—
'ব্রজবধূ-সঙ্গে কৃষ্ণের রাস'দি-বিলাস ;
যেইজন কহে শুনে করিয়া বিশ্বাস।
হৃদ্রোগ-কাম তার তৎকালে হয় ক্ষয় ;
৩। তিনগুণ-ক্ষোভ নহে, মহাধীর হয়।
উজ্জ্বল-মধুর রস প্রেমভক্তি পায় ;
আনন্দে কৃষ্ণমাধুর্য্য বিহরে সদয়।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশাধ্যায়ে ঊনচত্বারিংশশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং—

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ,
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং,
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥ ৩ ॥

৪। যে শুনে যে পড়ে তার ফল এতাদৃশী।
৫। সেই ভাবাবিষ্ট যেই সেবে অহর্নিশি
তার ফল কি কহিব ? কহন না যায় ;
৬। নিত্যসিদ্ধ সেই প্রায় সিদ্ধ তাঁর কায়।

অথ তাদৃশ-লীলাশ্রবণাদেরপি প্রাকৃতকামবিরোধিত্বেন শ্রীভগবৎপ্রেমাবহত্বেন চ কৈমুত্যাত্তল্লীলয়োঃ পরমভক্তিফলরূপত্বং দর্শয়িত্বা পূর্ব্বসিদ্ধান্তমেবোৎকর্ষয়ন্ তল্লীলাবর্ণনসমাপ্তৌ সুখাবেশেনোত্তরকালভাবি তৎশ্রোতৃবক্তৃজনানাশিষয়ন্নিব চ স্বাভাবিক তৎফলং কথয়তি—বিক্রীড়িতমিতি। বিশিষ্টাং ক্রীড়াং, চকারাদীদৃশমন্যদপি। বিষ্ণোরিতি তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োরিত্যাদ্যুক্তব্যাপকত্বাভিপ্রায়েণ। শ্রদ্ধয়া বিশ্বাসেনান্বিত ইতি, তদ্বিপরীতাবজ্ঞারূপাপরাধ-নিবৃত্ত্যর্থঞ্চ নৈরন্তর্য্যার্থঞ্চ। তচ্চ ফলবৈশিষ্ট্যার্থং। অতএব যোঽনু নিরন্তরং শৃণুয়াদথানন্তরং বর্ণয়েচ্চ, উপলক্ষণঞ্চৈতৎ স্মরেচ্চ। ভক্তিং প্রেমলক্ষণাং, পরাং শ্রীগোপিকাপ্রেমানুসারিত্বাৎ সর্ব্বোত্তমজাতীয়াং, প্রতিলভ্য প্রতিক্ষণং নূতনত্বেন লব্ধা, হৃদ্রোগরূপং কামমিতি ভগবদ্বিষয়ঃ কামবিশেষো ব্যবচ্ছিন্নঃ, তস্য পরমপ্রেমরূপত্বেন তদ্বৈপরীত্যাৎ। কামমিত্যুপলক্ষণমন্যেষামপি হৃদ্রোগাণাং। অন্যত্র শ্রূয়তে—'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি, সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরা'-মিতি। অত্র তু হৃদ্রোগাপহানাৎ পূর্ব্বমেব পরমভক্তিপ্রাপ্তিঃ। তস্মাৎ পরমবলবদেবেদং সাধনমিতি ভাবঃ। ধীরঃ সন্নিতি ধৈর্য্যঞ্চ লভত ইত্যর্থঃ। যদ্বা—কামং যথেষ্টং আশু ভক্তিং প্রতিলভ্য হৃদ্রোগমাধিং শ্রীকৃষ্ণাপ্রাপ্ত্যাদিহৃত্তমচিরেণাপহিনোতি তৎপ্রাপ্তেরিতি ভাবঃ। অন্যৎ সমানং ॥ ৩ ॥

যিনি ব্রজবধূবর্গের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই রাসক্রীড়া বিশ্বাসযুক্ত হইয়া শ্রবণ ও তদনন্তর কীর্ত্তন করেন, তিনি শীঘ্রই শ্রীকৃষ্ণে প্রেমভক্তি লাভ করতঃ অচিরমধ্যে ধৈর্য্য লাভ করিয়া হৃদয়ের রোগ কামকে বিখণ্ডিত করেন ॥ ৩ ॥

যে ব্যক্তি বিশ্বাস করিয়া শ্রীকৃষ্ণের রাসাদি লীলা নিরন্তর শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করে, তাহার হৃদ্গত কামের ক্ষয় হইয়া যায়,—ইহাই এই শ্লোক দ্বারা সপ্রমাণ করিলেন ॥ ৩ ॥

১। অপ্রাকৃত দেহ—প্রকৃতিগুণের পরিণাম দেহাদির বিকার হয় ; তন্মধ্যে রজোগুণ উদ্বুদ্ধ হইলে কামের উদ্গম হইয়া থাকে। কিন্তু যখন রামানন্দের দেহে সে সকল বিকার লক্ষিত হয় না, সুতরাং তখন তাঁহার দেহ অপ্রাকৃত বলিয়াই জানা গেল।

২। তাহা—সেই ভাব। পাত্র—ব্যক্তি।

৩। তিনগুণ-ক্ষোভ নহে—ভগবল্লীলার শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলে হৃদ্রোগ কামের অপগম হইলে, সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিনগুণে ক্ষোভ হয় না ; এজন্য সাধকেও কামের উদ্বোধ হয় না ; সুতরাং নির্গুণ সিদ্ধ দেহে কামাদির সম্ভাবনা হইতে পারে না।

৪। এতাদৃশী—রাসাদিলীলা শ্রুত ও কীর্ত্তিত হইয়া প্রেমভক্তি প্রদান করতঃ অতি শীঘ্র কামক্ষয় করে। ৫। সেই ভাবাবিষ্ট—রাসাদিলীলায় নিমগ্ন। সেবে—মানসে সেবা করে।

৬। নিত্য সিদ্ধ সেই প্রায়—অর্থাৎ সে ব্যক্তি নিত্যসিদ্ধ সদৃশ। সিদ্ধ তাঁর কায়—সিদ্ধ দেহতুল্য।

রাগানুগা-মার্গে জানি রায়ের ভজন ;
১। সিদ্ধদেহ-তুল্য তাতে প্রাকৃত নহে মন।
আমিও রায়ের স্থানে শুনি কৃষ্ণ কথা ;
শুনিতে ইচ্ছা হয় যদি পুনঃ যাও তথা।
মোর নাম লইও—'তেঁহ পাঠাইল মোরে ;
তোমার স্থানে কৃষ্ণ কথা শুনিবার তরে।'—
শীঘ্র যাও যাবৎ তেঁহ আছেন সভাতে।"

এত শুনি প্রদ্যুম্ন মিশ্র চলিলা ত্বরিতে।
রায় পাশ গেলা, রায় প্রণতি করিল—
২। "আজ্ঞা কর যে লাগিয়া আগমন হইল।"
মিশ্র কহে—"মহাপ্রভু পাঠাইল মোরে ;
তোমার স্থানে কৃষ্ণকথা শুনিবার তরে।"
শুনি রামানন্দ মনে হইল সন্তোষে ;
কহিতে লাগিলা কিছু মনের হরিষে—
"প্রভু-আজ্ঞায় কৃষ্ণকথা শুনিতে আইলা এথা ;
ইহা বই মহাভাগ্য আমি পাব কোথা ?"
—এত কহি তাঁরে লঞা নিভৃতে বসিলা ;
"কি কথা শুনিতে চাহ ?" মিশ্রেরে পুছিলা।
৩। তেঁহ কহে—"যে কহিলা বিদ্যানগরে ;
সেই কথা ক্রমে তুমি কহিবে আমারে।
৪। অন্যের কি কথা ? তুমি প্রভু-উপদেষ্টা ;
আমিত ভিক্ষুক বিপ্র, তুমি মোর পোষ্টা।
ভাল মন্দ কিছু আমি পুছিতে না জানি ;
দীন দেখে কৃপা করি কহিবে আপনি।"
তবে রামানন্দ ক্রমে কহিতে লাগিলা ;
কৃষ্ণকথা-রসামৃত-সিন্ধু উথলিলা।
৫। আপনি প্রশ্ন করি পাছে করেন সিদ্ধান্ত ;
তৃতীয় প্রহর হৈল নহে কথা অন্ত।
বক্তা শ্রোতা কহি শুনি দোঁহে প্রেমাবেশে
আত্মস্মৃতি নাহি, কাঁহা জানিবে দিনশেষে ?
সেবক কহিল—'দিন হৈল অবসান' ;
তবে রায় কৃষ্ণকথা করিল বিশ্রাম।
বহু সম্মান করি মিশ্রে বিদায় দিল ;
'কৃতার্থ হইনু' বলি মিশ্র নাচিতে লাগিল।

ঘরে গিয়া মিশ্র কৈল স্নান-ভোজন ;
সন্ধ্যাকালে দেখিতে আইলা প্রভুর চরণ।
প্রভুর চরণ বন্দে উল্লাসিত-মন ;
প্রভু কহে—"কৃষ্ণকথা করিলে শ্রবণ ?"
মিশ্র কহে—"প্রভু মোরে কৃতার্থ করিলা ;
কৃষ্ণকথামৃতার্ণবে মোরে ডুবাইলা।
৬। রামানন্দ রায় কথা কহিলে না হয় ;
মনুষ্য নহে রায় কৃষ্ণভক্তি রসময়।
আর এক কথা রায় কহিল আমারে—
'কৃষ্ণকথা-বক্তা করি না জানিও মোরে।
মোর মুখে কথা কহে আপনি গৌরচন্দ্র ;
যৈছে কহায় তৈছে কহি যেন বীণা-যন্ত্র।
মোর মুখে কহে কথা করে পরচার ;
পৃথিবীতে কে জানিবে এ লীলা তাঁহার !'—
৭। যে সব শুনিল—কৃষ্ণ রসের সাগর ;
ব্রহ্মার এ সব রস না হয় গোচর।
হেন রস পান মোরে করাইলে তুমি ;
জন্মে জন্মে তোমার পায় বিকাইলাম আমি।"

১। প্রাকৃত নহে মনঃ—অর্থাৎ প্রাকৃত মন প্রাকৃত বিষয়ে আবিষ্ট হয় ; যখন রায়ের মন অপ্রাকৃত কৃষ্ণলীলায় ডুবিয়া রহিয়াছে, তখন সে মন প্রাকৃত হইতে পারে না।

২। আজ্ঞা…হইল—মিশ্রের প্রতি রায়ের উক্তি। ৩। বিদ্যানগরে—অর্থাৎ তথায় মহাপ্রভুর স্থানে যাহা বলিয়াছিলে।

৪। প্রভু-উপদেষ্টা—প্রভু তোমার মুখদিয়া কৃষ্ণকথার উপদেশ বলাইয়াছেন। ৫। আপনি—স্বয়ং, অর্থাৎ রামানন্দ রায়।

৬। কহিলে না হয়—অর্থাৎ বলিয়া শেষ করা যায় না।

৭। যে সব…সাগর—যে সকল কথা শুনিলাম, তাহা কৃষ্ণরসের সমুদ্র অর্থাৎ আস্বাদন করিয়া শেষ হয় না।

প্রভু কহে—"রামানন্দ বিনয়ের খনি ;
আপনার কথা পরমুণ্ডে দেন আনি।
মহানুভবের এই মত স্বভাব হয় ;
আপনার গুণ নাহি আপনি কহয়।"
রামানন্দ রায়ের এই কহিল গুণলেশ ;
প্রদ্যুম্ন-মিশ্রেরে যৈছে কৈল উপদেশ।
১। গৃহস্থ হঞা নহে রায় ষড়্‌বর্গের বশে ;
বিষয়ী হইয়া সন্ন্যাসীরে উপদেশে।
এই সব গুণ তাঁর প্রকাশ করিতে ;
মিশ্রে পাঠাইল তাঁহা শ্রবণ করিতে।
ভক্তগণ প্রকাশিতে প্রভু ভাল জানে ;
নানা ভঙ্গীতে প্রকাশি নিজ লাভ মানে।
আর এক স্বভাব গৌরের শুন ভক্তগণ!
ঐশ্বর্য্য-স্বভাব গূঢ় করে প্রকটন।
সন্ন্যাসীপণ্ডিতগণের করিতে গর্ব্বনাশ ;
নীচ শূদ্র দ্বারা করে ধর্ম্মের প্রকাশ।
ভক্তিতত্ত্ব প্রেম কহে রায়ে করি বক্তা ;
আপনি প্রদ্যুম্ন মিশ্র সহ হয় শ্রোতা।
হরিদাস দ্বারা নামমাহাত্ম্য-প্রকাশ ;
সনাতন দ্বারা ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিলাস।
শ্রীরূপ দ্বারা ব্রজরস-প্রেমলীলা ;
কে বুঝিতে পারে গম্ভীর চৈতন্যের খেলা?
শ্রীচৈতন্যলীলা এই অমৃতের সিন্ধু ;
জগৎ ভাসাইতে পারে যার এক বিন্দু।
চৈতন্যচরিতামৃত নিত্য কর পান ;
যাহা হৈতে প্রেমানন্দ ভক্তিতত্ত্ব-জ্ঞান।
এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ লঞা ;
নীলাচলে বিহরয়ে ভক্তি প্রচারিয়া।
বঙ্গদেশী এক বিপ্র প্রভুর চরিতে
নাটক করি লঞা আইলা শুনাইতে।
২। ভগবান্-আচার্য্য সনে তাঁর পরিচয় ;
৩। তাঁরে মিলি তাঁর ঘরে করিল আলয়।
৪। প্রথমে নাটক তেঁহ তাঁরে শুনাইল ;
তাঁর সঙ্গে অনেক বৈষ্ণব নাটক শুনিল।
সবেই প্রশংসে নাটক পরম উত্তম ;
মহাপ্রভুকে শুনাইতে সবার হৈল মন।
গীত শ্লোক-গ্রন্থ আদি যেই কিছু আনে ;
প্রথমে শুনায় সেই স্বরূপের স্থানে।
৫। স্বরূপ ঠাঁই উত্তরে যদি, লয়ে তাঁর মন ;
তবে মহাপ্রভু ঠাঁই করায় শ্রবণ।
৬। রসাভাস হয় যদি সিদ্ধান্ত-বিরোধ ;
সহিতে না পারে প্রভু মনে হয় ক্রোধ।
অতএব প্রভু কিছু আগে নাহি শুনে ;
৭ এই মর্য্যাদা প্রভু করিয়াছে নিয়মে।
৮। স্বরূপের ঠাঁই আচার্য্য কৈল নিবেদন—
৯। "এক কবি প্রভুর নাটক করিয়াছে উত্তম।
আদৌ তুমি শুন যদি তোমার মন মানে ;
পাছে মহাপ্রভুকেও করাবো শ্রবণে।"
১০। স্বরূপ কহে—"তুমি গোপ পরম উদার ;
যে-সে-শাস্ত্র শুনিতে ইচ্ছা উপজে তোমার।

১। ষড়্‌বর্গ - ইন্দ্রিয় ষড়্‌বর্গ। অর্থাৎ তাঁহার বশীভূত। ২। ভগবান্ আচার্য্য - শ্রীপাট গোস্বামী মালীপাড়া।

৩। আলয়—বাসা। ৪। তাঁরে—ভগবান্ আচার্য্যেরে।

৫। উত্তরে—পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় অর্থাৎ কোনরূপ সিদ্ধান্তবিরোধ এবং রসাভাসাদি দোষ না থাকে। লয়ে তাঁর মন—যদি স্বরূপের ইচ্ছা হয়।

৬। রসাভাস—আপাততঃ রসরূপে প্রতীয়মান হইয়াও যদি রস-লক্ষণ-বর্জ্জিত হয়, তাহাকে রসাভাস বলে। সিদ্ধান্তবিরোধ—বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত বিরোধ। ৭। করিয়াছে নিয়ম—অর্থাৎ এই মর্য্যাদা বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। ৮। আচার্য্য—ভগবান্ আচার্য্য।

৯। প্রভুর নাটক—প্রভুর লীলায় নাটক। ১০। গোপ গোপভাবাবিষ্ট।

১। যদ্বা তদ্বা কবির বাক্যে হয় রসাভাস ;
সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস।
রস-রসাভাস যার নাহিক বিচার ;
ভক্তিসিদ্ধান্তসিন্ধু নাহি পায় পার।
ব্যাকরণ না জানে, না জানে অলঙ্কার ;
২। নাটকালঙ্কারে জ্ঞান নাহিক যাহার ;
৩। কৃষ্ণলীলা বর্ণিতে না জানে সেই ছার ;
বিশেষ দুর্গম এই চৈতন্য-বিহার।
কৃষ্ণলীলা গৌরলীলা সে করু বর্ণন ;
গৌরপাদপদ্ম যার হয় প্রাণ ধন।
৪। গ্রাম্য কবির কবিত্ব শুনিতে হয় দুঃখ ;
৫। বিদগ্ধ আত্মীয় কাব্য শুনিতেই সুখ।
রূপ যৈছে দুই কাব্য করিয়াছে আরম্ভ ;
শুনিতে আনন্দ বাড়ে যার মুখবন্ধ।"
ভগবান আচার্য্য কহে—"শুন একবার ;
তুমি শুনিলে ভাল মন্দ জানিবে বিচার।"
দুই তিন দিন আচার্য্য আগ্রহ করিল ;
তাঁর আগ্রহে স্বরূপের শুনিতে ইচ্ছা হৈল।
সবা লঞা স্বরূপ গোসাঞী শুনিতে বসিলা ;
৬। তবে সেই কবি নান্দী শ্লোক পড়িলা।

তথাহি বঙ্গদেশীয়বিপ্রস্য—

বিকচকমলনেত্রে শ্রীজগন্নাথসংজ্ঞে,
কনকরুচিরিহাত্মন্যাত্মতাং যঃ প্রপন্নঃ,
প্রকৃতিজড়মশেষং চেতয়ন্নাবিরাসীৎ
স দিশতু তব ভব্যং কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ ॥৪॥

৭। শ্লোক শুনি সর্ব্ব লোক তাহারে বাখানে ;
৮। স্বরূপ কহে—"এই শ্লোক করহ ব্যাখ্যানে।"
কবি কহে—"জগন্নাথ সুন্দর শরীর ;
চৈতন্য গোসাঞী তাহে শরীরী মহাধীর।
সহজ জড় জগতের চেতনা করাইতে ;
নীলাচলে মহাপ্রভু হৈলা আবির্ভূতে।"

শুনিয়া সবার হৈল আনন্দিত মন ;
দুঃখ পাঞা স্বরূপ কহে সক্রোধ বচন—
"আরে মূর্খ ! আপনার কৈলি সর্ব্বনাশ ;

বিকচেতি। কনকস্যেব রুচির্যস্য স যো গৌরঃ, প্রকৃত্যা ভক্তিশূন্যস্বভাবেন জড়ং, অশেষং বিশ্বং, চেতয়ন্ চেতয়িতুং, বিকচে প্রফুল্লে কমলে ইব নেত্রে যস্য তস্মিন্, শ্রীজগন্নাথ ইতি সংজ্ঞা নামধেয়ং যস্য তস্মিন্নিহ আত্মনি দেহে, আত্মতাং চেতয়িতৃত্বং দেহিত্বমিতি যাবৎ প্রপন্নঃ সন্ আবিরাসীৎ প্রকটো বভূব, স কৃষ্ণচৈতন্যদেবস্তব ভব্যং কুশলং দিশতু বিদধাতু ইতি। অত্র দারুময়স্য জগন্নাথস্য দেহত্বং চৈতন্যরূপস্য গৌরস্যাত্মত্বঞ্চোৎপ্রেক্ষিতং। অস্মিন্ নান্দীশ্লোকে প্রাচীনৈবনঙ্গীকৃতত্বাৎ পদ-নিয়মো নাদৃত ইতি ॥ ৪ ॥

যিনি স্বভাবতঃ জড় অশেষ বিশ্বের চৈতন্য দিবার জন্য সুবর্ণকান্তি প্রকটন করিয়াছেন এবং যাঁহার নয়নযুগল প্রফুল্ল কমল তুল্য সেই জগন্নাথ-রূপ দেহে আত্মা (অর্থাৎ দেহী) হইয়া আবির্ভূত হইয়াছেন, সেই কৃষ্ণচৈতন্যদেব তোমার কুশল বিধান করুন্ ॥ ৪ ॥

১। যদ্বা তদ্বা—যেমন তেমন অর্থাৎ সাধারণ।

২। নাটকালঙ্কার—ইহার ভেদ ষট্‌ত্রিংশৎ প্রকার। যথা—ভূষণ ১ অক্ষর সংঘাত ২ হেতু ৩ প্রাপ্তি ৪ উদাহরণ ৫ শোভা ৬ সংশয় ৭ দৃষ্টান্ত ৮ অভিপ্রায় ৯ নিদর্শন ১০ সিদ্ধি ১১ প্রসিদ্ধি ১২ দাক্ষিণ্য ১৩ অর্থাপত্তি ১৪ বিশেষণ ১৫ পদোচ্চয় ১৬ তুল্যতর্ক ১৭ বিচার ১৮ তদ্বিপর্য্যয় ১৯ গুণাতিপাত ২০ অতিশয় ২১ নিরুক্ত ২২ গুণকীর্ত্তন ২৩ গর্হণ ২৪ অনুনয় ২৫ ভ্রংশ ২৬ লেশ ২৭ ক্ষোভ ২৮ মনোরথ ২৯ অনুক্তসিদ্ধি ৩০ সারূপ্য ৩১ মালা ৩২ মধুরভাষণ ৩৩ পৃচ্ছা ৩৪ উপদিষ্ট ৩৫ এবং দিষ্ট ৩৬ এই সকল অলঙ্কার যথাস্থানে নাটকে সন্নিবেশিত করিতে হয়।

৩। ছার—অর্থাৎ হেয়

৪। গ্রাম্য—প্রাকৃত রসাবিষ্ট। ৫। বিদগ্ধ—রসিক, অর্থাৎ অপ্রাকৃত রসানুভবী। আত্মীয়—সমান বাসনাশালী।

৬। নান্দী শ্লোক—নাটকের মঙ্গলাচরণ শ্লোক। ৭ বাখানে—প্রশংসা করি গেল। ৮। ব্যাখ্যান—অর্থ।

১। তুই ত ঈশ্বরে তোর নাহিক বিশ্বাস।
২। পূর্ণানন্দ চিৎস্বরূপ জগন্নাথ-রায় ;
তাঁরে কৈলি জড় নশ্বর প্রাকৃতকায়।
পূর্ণষড়ৈশ্বর্য্য চৈতন্য স্বয়ংভগবান্ ;
তাঁরে কৈলি ক্ষুদ্র জীব স্ফুলিঙ্গ সমান।
দুই ঠাঁঞি অপরাধে পাইবি দুর্গতি ;
৩। অতত্ত্বজ্ঞ তত্ত্ব বর্ণে—তার এই রীতি।
আর এক করিয়াছ পরম প্রমাদ ;
দেহ দেহী-ভেদ ঈশ্বরে কৈলে অপরাধ।
ঈশ্বরের নাহি কভু দেহ-দেহী-ভেদ ;
৪। স্বরূপ-দেহ চিদানন্দ—নাহিক বিভেদ।

তথাহি শ্রীলঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে লোকপালাগমনোত্তরে নবমাঙ্কধৃত কৌর্ম্মাং—

দেহদেহিবিভাগোঽয়ং
নশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥৫॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে নবমাধ্যায়ে তৃতীয়শ্লোকে কুমারাদীন্ প্রতি ব্রহ্মবাক্যং—

নাতঃপরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপ-
মানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চ্চঃ।
পশ্যামি বিশ্বসৃজমেকমবিশ্বমাত্মন্
ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতোঽস্মি ॥৬॥

তথা তত্রৈব নবমাধ্যায়ে চতুর্থশ্লোকে কুমারাদীন্ প্রতি ব্রহ্মবাক্যং—

তদ্বা ইদং ভুবনমঙ্গল মঙ্গলায়,
ধ্যানে স্ম নো দর্শিতং ত উপাসকানাং।
তস্মৈ নমো ভগবতোঽনুবিধেম তুভ্যং,
যো নাদৃতো নরকভাগভিরসৎপ্রসঙ্গৈঃ ॥৭॥

৫। কাঁহা পূর্ণানন্দৈশ্বর্য্য কৃষ্ণ মায়েশ্বর ;
কাঁহা ক্ষুদ্র জীব দুঃখী মায়ার কিঙ্কর।"

তথাহি শ্রীভগবৎসন্দর্ভে প্রিয়া পুষ্ট্যা ইত্যস্য ব্যাখ্যায়াং ধৃতং সর্ব্বজ্ঞসূক্তং—

হ্লাদিন্যা সম্বিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যাসংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ ॥৮॥

শুনিয়া সবার মনে হৈল চমৎকার।
৬। সত্য কহেন গোসাঞী দুঁহার করেছেন তিরস্কার।

দেহদেহীতি। অয়ং দেহদেহিনোর্বিভাগোভেদ ঈশ্বরে ভগবতি ক্বচিৎ ক্বচিদপি প্রপঞ্চগোচরতেপি ন বিদ্যতে উভয়োরপি চিদানন্দত্বাৎ ॥ ৫ ॥

পরমেশ্বরে দেহ ও দেহীর বিভাগ কখনই হইতে পারে না ॥ ৫ ॥

পরমেশ্বর চিদানন্দরূপ, তাঁহার দেহও চিদানন্দরূপ, সুতরাং উভয়ের অভেদ বশতঃ দেহস্বরূপই পরমেশ্বর ॥ ৫ ॥

ইহার ব্যাখ্যা (৬৩৭) পৃষ্ঠায় (৫) শ্লোকে দেখুন ॥ ৬ ॥

ইহার ব্যাখ্যা (৬৩৭) পৃষ্ঠায় (৭) শ্লোকে দেখুন। এই তিন শ্লোক দ্বারা পরমেশ্বরের স্বরূপ ও দেহ এক তত্ত্ব হওয়ায়, স্বরূপ ও দেহের যে ভেদ হইতে পারে না, ইহাই সপ্রমাণ করিলেন ॥ ৭ ॥

ইহার ব্যাখ্যা (৪০৩) পৃষ্ঠায় (৮) শ্লোকে দেখুন ॥ ৮ ॥

১। দুই—জগন্নাথ এবং গৌরাঙ্গে। নাহিক বিশ্বাস—অর্থাৎ জগন্নাথকে দেহ এবং গৌরাঙ্গকে দেহী বলায়, জগন্নাথকে প্রাকৃত জড়দেহ বলা হইয়াছে এবং চৈতন্যদেবকেও জীব বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, সুতরাং উভয়ের মধ্যে কাহাকেই ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই।

২। রায়—স্বামী। ৩। রীতি—দুর্গতি প্রাপ্তি।

৪। স্বরূপ-দেহ চিদানন্দ—স্বরূপ ও দেহ এ দুইই চিদানন্দতত্ত্ব, সুতরাং ঈশ্বরে দেহদেহী বিভাগ হইতে পারে না। জীবের দেহ জড়স্বরূপ, চিৎ তাহাতেই অবস্থিতি করে, সুতরাং দেহদেহীর ভেদ সম্ভাবিত হয়।

৫। মায়েশ্বর—মায়া যাঁহার বশীভূত। কিঙ্কর—সর্ব্বথা অধীন।

৬। দুঁহার—জগন্নাথ ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের। তিরস্কার—জড়শরীর ও জীব বলায়, প্রকৃত তত্ত্বের অপলাপ বশতঃ হেয়ত্ব প্রকাশরূপ লাঞ্ছনা।

১। শুনিয়া কবির হৈল লজ্জা-ভয়-বিস্ময় ;
হংস মধ্যে বক যেন কিছু নাহি কয়।
তাঁর দুঃখ দেখি স্বরূপ পরমসদয় ;
উপদেশ কৈল তাঁরে যৈছে হিত হয়—
"যাহা ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে ;
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্যচরণে।
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ ;
তবেত জানিবে সিদ্ধান্তসমুদ্রতরঙ্গ।
তবেত পাণ্ডিত্য তোমার হইবে সফল ;
২। কৃষ্ণের স্বরূপলীলা বর্ণিবে নির্ম্মল।
এই শ্লোক করিয়াছ পাইয়া সন্তোষ ;
৩। তোমার হৃদয়ের অর্থে দুঁহার লাগে দোষ।
৪। তুমি যৈছে তৈছে কহ না জানিয়া রীতি ;
৫। সরস্বতী সেই শব্দে করিয়াছে স্তুতি।
যৈছে দৈত্যাদি করে কৃষ্ণের ভর্ৎসন ;
৬। সেই শব্দে সরস্বতী করেন স্তবন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে পঞ্চবিংশাধ্যায়ে পঞ্চমশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য ইন্দ্রবাক্যং—

বাচালং বালিশং স্তব্ধমজ্ঞং পণ্ডিতমানিনং।
কৃষ্ণং মর্ত্ত্যমুপাশ্রিত্য গোপা মে চক্রুরপ্রিয়ং॥৯॥

ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত ইন্দ্র যেন মাতোয়াল ;
৭। বুদ্ধিনাশ হৈল কেবল নাহিক সম্ভাল।

বাচালমিতি। বাচালং বহুগর্হ্যভাষিণং, বালিশং মূর্খং, স্তব্ধং অবিনীতং, অজ্ঞং পরিণামদর্শিতাশূন্যং, তথাপি পণ্ডিতমানিনং পণ্ডিতম্মন্যং, মর্ত্ত্যং মানুষং, কৃষ্ণং যশোদাস্তনন্ধয়মাশ্রিত্য গোপা মে ত্রিলোকীশ্বরস্য বিপ্রিয়ঞ্চক্রুঃ কৃতবন্ত ইতি। নিন্দায়াং প্রয়োজিতাপি ইন্দ্রস্য ভারতী শ্রীকৃষ্ণং স্তৌতি, তথাহি—বাচালং বাচা হেতুনা অলং সমর্থ ইত্যেবার্থঃ শাস্ত্রযোনিত্বাৎ। মত্বর্থীয় লচ্ প্রত্যয়স্য নিন্দায়ামেবাভিধানাৎ। বালিশং শিশুবন্নিরভিমানং। স্তব্ধং অন্যস্য বন্দ্যস্যাভাবাদনম্রং। অজ্ঞং নাস্তি জ্ঞোযস্মাত্তং, অনুত্তমবৎ সর্ব্বজ্ঞমিত্যর্থঃ। পণ্ডিতমানিনং পণ্ডিতা ব্রহ্মবিদঃ তৎকর্ত্তৃকোবহুমানো বিদ্যতে যত্রেতি তং, ভূমার্থে মত্বর্থীয়েন্ প্রত্যয়ঃ। কৃষ্ণং সদানন্দরূপং, 'কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ, তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়ত' ইতি। মর্ত্ত্যং তথাপি ভক্তবাৎসল্যান্মনুষ্যতয়া প্রতীয়মানমিতি। 'বালিশঃ শাবকে মূর্খে' ইতি বিশ্বপ্রকাশাৎ ॥ ৯ ॥

বাচাল, বালিশ, স্তব্ধ, অজ্ঞ, পণ্ডিতমানী এবং মর্ত্ত্য কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া, গোপগণ আমার অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছে ॥ ৯ ॥

ইন্দ্রের বাণী নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, কৃষ্ণকে স্তুতিই করিয়াছেন। বাচাল—বহুগর্হ্যভাষী, স্তুতিপক্ষে বাক্যহেতু অলং অর্থাৎ সমর্থ ; শাস্ত্রযোনি। বালিশ—মূর্খ, পক্ষে শিশুর ন্যায় নিরভিমানী। স্তব্ধ—অবিনীত, পক্ষে অন্য কেহ বন্দনীয় না থাকায় অনম্র। অজ্ঞ—পরিণামদর্শিতাশূন্য, পক্ষে যাহা হইতে অভিজ্ঞ নাই অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ। পণ্ডিতমানী—পণ্ডিতম্মন্য, পক্ষে পণ্ডিত (ব্রহ্মবিৎ) কর্ত্তৃক সম্মান যাহার আছে অর্থাৎ ব্রহ্মবেত্তারও মাননীয়। কৃষ্ণ—যশোদাস্তনন্ধয়, পক্ষে সদানন্দরূপ। মর্ত্ত্য—মানুষ, পক্ষে ভক্তবাৎসল্য হেতু মনুষ্যাকারে প্রতীয়মান।৯।

১। লজ্জা-ভয়-বিস্ময়—কবিতাতে দোষারোপণ করায় লজ্জা, অপরাধবশতঃ ভয়, নিজবুদ্ধির অগোচর যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত শ্রবণে বিস্ময়। বিস্ময়—চমৎকার।

২। বর্ণিবে—বর্ণন করিতে সমর্থ হইবে। নির্ম্মল—বিশুদ্ধরূপে ; দোষরহিতরূপে।

৩। দুঁহার—জগন্নাথ ও মহাপ্রভুকে।

৪। যৈছে তৈছে—যেমন তেমন। রীতি—সিদ্ধান্তপ্রণালী।

৫। সরস্বতী—বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সেই শব্দে—অর্থাৎ তুমি যে শব্দ দ্বারা তিরস্কার করিয়াছ, তাহাতে।

৬। সেই শব্দে—ভর্ৎসন শব্দে। করেন স্তবন—কৃষ্ণের স্তুতি করেন।

৭। সম্ভাল—জ্ঞান।

ইন্দ্র বলে—"মুঞি কৃষ্ণের করিয়াছি নিন্দন";
১। তারই মুখে সরস্বতী করেন স্তবন।
'বাচাল' কহিয়ে বেদপ্রবর্ত্তক ধন্য;
২। 'বালিশ' তথাপি শিশুপ্রায় গর্ব্বশূন্য।
৩। বন্দ্যাভাবে অনত্র 'স্তব্ধ' শব্দে কয়;
যাঁহা হৈতে অন্য বিজ্ঞ নাহি সেই 'অজ্ঞ' হয়।
পণ্ডিতের মান্যপাত্র হয় 'পণ্ডিতমানী';
তথাপি ভক্তবাৎসল্যে 'মনুষ্য-অভিমানী'।
৪। জরাসন্ধ কহে—"কৃষ্ণ পুরুষ-অধম;
তোর সঙ্গে না যুঝিমু যাহি বন্ধুহন্।"—
যাঁহা হৈতে অন্য পুরুষ সকল অধম;
৫। সেই হয় পুরুষোত্তম—সরস্বতীর মন।
৬। বান্ধে সবারে তাতে অবিদ্যা, বন্ধু হয়;
অবিদ্যানাশক 'বন্ধুহন্' শব্দে কয়।
—এই মত শিশুপাল করিল নিন্দন;
সেই বাক্যে সরস্বতী করেন স্তবন।
তৈছে এই শ্লোকে তোমার অর্থে নিন্দা আইসে,
সরস্বতীর অর্থ শুন, যাতে স্তুতি ভাসে।
—জগন্নাথ হয় কৃষ্ণের আত্মস্বরূপ;
৭। কিন্তু ইঁহ দারুব্রহ্ম স্থাবরের রূপ।
তাঁহা সহ 'আত্মতা' একরূপ হঞা;
৮। কৃষ্ণ এক তত্ত্বরূপ দুই রূপ হঞা।
সংসারতারণহেতু যেই ইচ্ছাশক্তি;
৯। তাহার মিলনে কহি একতাপ্রাপ্তি।
সকল সংসারী লোকের করিতে উদ্ধার;
১০। গৌর জঙ্গমরূপে কৈল অবতার।
জগন্নাথদরশনে খণ্ডায় সংসার;
সব দেশের সব লোক নারে আসিবার।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু দেশে দেশে যাঞা;
সব লোক নিস্তারিল জঙ্গমব্রহ্ম হঞা।
সরস্বতীর অর্থ এই কৈল বিবরণ;
এও ভাগ্য তোমার, ঐছে করিলে বর্ণন।
কৃষ্ণে গালি দিতে করে নাম উচ্চারণ;
সেই নাম হয় তার মুক্তির কারণ।"
তবে সেই কবি সবার চরণে পড়িয়া;
১১। সবার শরণ লৈল দন্তে তৃণ লঞা।
তবে সব ভক্ত তাঁরে অঙ্গীকার কৈল;
তাঁর গুণ কহি মহাপ্রভুরে মিলাইল।
সেই কবি সব ছাড়ি রহিলা নীলাচলে;
গৌর-ভক্তগণ-কৃপা কে কহিতে পারে?
এই ত কহিল প্রদ্যুম্নমিশ্র-বিবরণ;
প্রভু আজ্ঞায় কৈল কৃষ্ণ কথার শ্রবণ।

১। তারই—তাহারই অর্থাৎ ইন্দ্রের। সরস্বতী—ইন্দ্রের বাণী। ২। তথাপি—বেদ প্রবর্ত্তক হইয়াও।

৩। বন্দ্যাভাবে—সমস্ত কেহ না থাকায়।

৪। জরাসন্ধ কহে...বন্ধুহন্—জরাসন্ধ 'পুরুষাধম' এবং 'বন্ধুহন্' এই দুই শব্দ দ্বারা সম্বোধন করেন, তন্মধ্যে নিন্দার্থে প্রযুক্ত পুরুষাধম শব্দের তৎপুরুষসমাসে 'পুরুষের মধ্যে অধম' এই অর্থ হয়, আর স্তবে প্রযুক্ত হইলে বহুব্রীহিসমাসে 'সকল পুরুষ যাহা হইতে অধম তিনিই পুরুষোত্তম' এই অর্থ হয়। এইরূপ 'বন্ধুহা' শব্দেও বন্ধু বলিতে মাতুলাদি তাহার হন্তা। স্তুতিপক্ষে 'যে সংসারে বন্ধন করে তাহারই নাম বন্ধু, সেই বন্ধুই হইল অবিদ্যা বা মায়া, সেই মায়াকে যিনি হনন করেন, তিনিই বন্ধুহা'; তাই সম্বোধন করিলেন—হে বন্ধুহন্! স্তুতিপক্ষে হে মায়ানাশকারি! ৫। মন—মনোভাব। ৬। অবিদ্যা বন্ধু হয়—অর্থাৎ বন্ধু শব্দের অর্থ অবিদ্যা হয়।

৭। স্থাবরের রূপ—স্থিতিশীল, দারুরূপে। তাঁহা সহ—কৃষ্ণের সহিত। আত্মতা—একরূপতা অর্থাৎ অভিন্নতা।

৮। দুই রূপ—জগন্নাথ ও চৈতন্যরূপ।

৯। মিলনে—অর্থাৎ সংসারতারিণী ইচ্ছাশক্তি জগন্নাথ এবং কৃষ্ণচৈতন্যে তুল্যরূপে মিলিতা হইয়াছে, তাহাই একতাপ্রাপ্তির অর্থ।

১০। জঙ্গম—পুনঃ পুনঃ গতিশীল অর্থাৎ মনুষ্যরূপে।

১১। দন্তে তৃণ লঞা—এইটি দৈন্যব্যঞ্জক ব্যাপার; ইহাতে পরমজ্ঞানী ভক্তবৃন্দের কাছে নিজকে পশুবৎ অজ্ঞান জানান হইয়াছে।

তার মধ্যে কহিল রামানন্দের মহিমা ;
১। আপনি শ্রীমুখে প্রভু বর্ণে যাঁর সীমা।
প্রস্তাবে কহিল কবির নাটক বিবরণ ;
২। অজ্ঞ হঞা শ্রদ্ধায় পাইল প্রভুর চরণ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যলীলা অমৃতের সার ;
এক লীলাপ্রবাহে বহে শত শত ধার।
শ্রদ্ধা করি এই লীলা যেই জন শুনে ;
৩। গৌরলীলা, ভক্তি, ভক্ত, রসতত্ত্ব, জানে।
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ ;
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

১। যাঁর—রামানন্দের মহিমার। ২। শ্রদ্ধা—বিশ্বাস।
৩। গৌরলীলা ভক্তি ভক্ত রসতত্ত্ব—গৌরলীলাতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, ভক্ততত্ত্ব এবং রসতত্ত্ব। তত্ত্ব—যথার্থ স্বরূপ।

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে প্রদ্যুম্নমিশ্রোপাখ্যান নাম
পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ॥

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কৃপাগুণৈর্যঃ কুগৃহান্ধকূপা-
দুদ্ধৃত্য ভঙ্গ্যা রঘুনাথদাসং।
ন্যস্য স্বরূপে বিদধেঽন্তরঙ্গং,
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমমুং প্রপদ্যে ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য ! জয় নিত্যানন্দ !
জয়াদ্বৈতচন্দ্র ! জয় গৌরভক্তবৃন্দ !
এইমত গৌরচন্দ্র ভক্তগণ সঙ্গে ;
নীলাচলে নানা লীলা করে নানা রঙ্গে।
১। যদ্যপি অন্তরে কৃষ্ণবিয়োগ বাধয়ে ;
বাহিরে না প্রকাশয়ে ভক্তদুঃখভয়ে।

কৃপাগুণৈরিতি। যো দেবঃ কু কুৎসিতং গ্রাম্যবার্ত্তাবহুলং গৃহমেব অন্ধকূপঃ, যস্মিন্ পতিতস্য ন তাবদুদ্ধার স্বাত্মসাক্ষাৎকারশ্চ সম্ভবেতাং তস্মাৎ, কৃপাগুণৈর্ভঙ্গ্যা কৌশলেন রঘুনাথদাসমুদ্ধৃত্য স্বরূপে দামোদরস্বরূপে ন্যস্য সমর্প্য তমন্তরঙ্গং বিদধে অবশ্যকর্ত্তব্যত্বেন জগ্রাহ অন্যথা প্রত্যবায়ঃ স্যাদিতি। এতেন রঘুনাথস্য মহারত্নত্বং সূচিতং। তথাহি যথা সর্পাদিক্রূরজন্তুদূষিতাদাকরান্মহারত্নমুদ্ধৃত্য সংস্কারার্থং যোগ্যকারুহস্তে নিধায় স্বব্যবহারোপযোগি করোতি তথা কুগৃহান্ধকূপাদ্রঘুনাথমুদ্ধৃত্য স্বরূপে সমর্প্য স্বান্তরঙ্গঞ্চকারেতি ভাবঃ। কৃপাগুণৈরিতি শ্লেষেণ ন তাবদ্রঘুনাথঃ স্বেচ্ছয়া তৎসমীপং গতবান্ স এব কৃপারজ্জুভিস্তমাবধ্য সমাকৃষ্য স্বসমীপং নীতবানিতি ব্যঞ্জিতং। তমমুং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহং প্রপদ্যে শরণং ব্রজামীতি ॥ ১ ॥

যিনি স্বীয়কৃপাগুণদ্বারা ভঙ্গী পূর্ব্বক কু-গৃহান্ধকূপ হইতে রঘুনাথদাসকে উদ্ধার করিয়া, স্বরূপের হস্তে সমর্পণ করতঃ নিজের অন্তরঙ্গ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর শরণাগত হইলাম ॥ ১ ॥

১। বাধয়ে—বাধা দেয়, পীড়া দেয়।

১। উৎকট বিরহদুঃখ যবে বাহিরায় ;
তবে যে বৈকল্য প্রভুর বর্ণন না যায়।
২। রামানন্দের কৃষ্ণকথা, স্বরূপের গান ;
বিরহবেদনায় প্রভুর রাখয়ে পরাণ।
দিনে প্রভু নানা রঙ্গে হয় অন্যমনাঃ ;
রাত্রিকালে বাড়ে প্রভুর বিরহবেদনা।
৩। তাঁর সুখহেতু সঙ্গে রহে দুই জনা ;
কৃষ্ণরস-শ্লোক-গীতে করেন সান্ত্বনা।
সুবল যৈছে পূর্ব্বে কৃষ্ণসুখের সহায় ;
গৌরসুখদানহেতু তৈছে রামরায়।
৪। পূর্ব্বে যৈছে রাধার সহায় ললিতা প্রধান ;
তৈছে স্বরূপ গোসাঞী রাখে প্রভুর প্রাণ।
এই দুই জনার সৌভাগ্য কহন না যায় ;
প্রভুর অন্তরঙ্গ বলি লোকে যাঁরে গায়।

এইমত বিহরে গৌর লঞা ভক্তগণ ;
রঘুনাথ মিলন এবে শুন ভক্তগণ !
৫। পূর্ব্বে শান্তিপুরে রঘুনাথ যবে আইলা ;
মহাপ্রভু কৃপা করি তাঁরে শিখাইলা।
প্রভুর শিক্ষাতে তেঁহ নিজ ঘরে যায় ;
৬ মর্কটবৈরাগ্য ছাড়ি হৈলা বিষয়ী-প্রায়।
ভিতরে বৈরাগ্য বাহিরে করে সর্ব্ব কর্ম্ম ;
দেখিয়াত মাতাপিতার আনন্দিত মন।
৭। মথুরা হৈতে প্রভু আইলা বার্ত্তা যবে পাইলা ;
প্রভু পাশে চলিবারে উদ্‌যোগ করিলা।
৮। হেনকালে মুলুকের ম্লেচ্ছ অধিকারী ;
সপ্তগ্রাম মুলুকের সেই হয় ত চৌধুরী।
৯। হিরণ্যদাস মুলুক নিল নকড়া করিয়া ;
তার অধিকার গেল, মরে সে দেখিয়া।
১০। বার লক্ষ দেয় রাজার সাধে বিংশ লক্ষ ;
সে তুড়ুক কিছু না পাঞা হৈল প্রতিপক্ষ।
১১। রাজঘরে কৈফিয়ত দিয়া উজির আনিল ;
হিরণ্যদাস পলাইলা, রঘুনাথে বান্ধিল।
প্রতিদিন রঘুনাথে করয়ে ভর্ৎসনা—
'বাপ জ্যেঠা আন, নহে পাইবে যাতনা'।
মারিতে আনয়ে, যদি দেখে রঘুনাথে ;
মন ফিরি যায় তবে না পারে মারিতে।
বিশেষে কায়স্থবুদ্ধ্যে অন্তরে করে ডর ;
মুখে তর্জ্জে গর্জ্জে, মারিতে সভয় অন্তর।
তবে রঘুনাথ কিছু চিন্তিল উপায় ;
১২। মিনতি করিয়া কহে সেই ম্লেচ্ছপায়—
'আমার পিতা জ্যেঠা হন তোমার দুই ভাই ;
ভাই ভাই কলহ কর তোমরা সর্ব্বদাই।
কভু কলহ, কভু প্রীতি, ইহার নিশ্চয় নাঞি ;
কালি পুনঃ তিন ভাই হবে এক ঠাঞি।
আমি যৈছে পিতার তৈছে তোমার বালক ;
আমি তোমার পাল্য, তুমি আমার পালক।

১। উৎকট—প্রবল, যাহা সংযত করিতে পারা যায় না। যবে—যে কালে, তবে—তৎকালে। বৈকল্য—ব্যাকুলতা অর্থাৎ বৈবশ্য।

২। কৃষ্ণকথা—ভাবানুরূপ কৃষ্ণকথা। গান—ভাবানুরূপ গীত।

৩। দুই জনা—রামানন্দ রায় এবং স্বরূপ দামোদর। কৃষ্ণরসশ্লোকগীতে—কৃষ্ণরসশ্লোক এবং কৃষ্ণরসগীত দ্বারা।

৪। প্রধান—প্রধান সহায়।

৫। পূর্ব্বে শান্তিপুরে—ইহার বিশেষ বিবরণ মধ্যলীলায় (১৬) পরিচ্ছেদে (৪১০) পৃষ্ঠায় দেখুন।

৬। মর্কটবৈরাগ্য—কাম, ক্রোধ, লোভাদি পূর্ণমাত্রায় থাকিতে, গৃহত্যাগ পূর্ব্বক মুক্তাদির ন্যায় বিজনবাসরূপ বিরক্তি। বিষয়িপ্রায়—বিষয়িতুল্য। ৭। আইলা—অর্থাৎ নীলাচলে আইলা। ৮। মুলুক—প্রদেশ। চৌধুরী—বিচারপতি।

৯। নকড়া—মোক্তাবন্দবস্ত অর্থাৎ অল্প পণ অবধারণরূপ ব্যবস্থা। তার—চৌধুরীর।

১০। বার লক্ষ—বার লক্ষ কর। সাধে—আদায় করে। তুড়ুক—ভাগ। ১১। কৈফিয়ত—হিরণ্য গোবর্দ্ধনের সহিত কি প্রকার বন্দবস্ত হইয়াছে, ইত্যাদির উত্তর পাইবার আবেদন। উজির—রাজপ্রতিনিধি। ১২। সেই—চৌধুরী।

পালক হঞা পাল্যের তাড়িতে না যুয়ায় ;
১। তুমি সর্ব্বশাস্ত্র জান, জিন্দাপীর প্রায়।'
এত শুনি সেই ম্লেচ্ছের মন আর্দ্র হৈল ;
দাড়ি বহি অশ্রু পড়ে কান্দিতে লাগিল।
ম্লেচ্ছ বলে 'আজি হৈতে তুমি মোর পুত্র ;
আজি তোমা ছাড়াইব করি কোন সূত্র।'
উজিরে কহিয়া রঘুনাথে ছাড়াইল ;
প্রীতি করি রঘুনাথে কহিতে লাগিল—
'তোমার জ্যেঠা নির্বুদ্ধি অষ্ট লক্ষ খায় ;
২। আমি ভাগী আমারে কিছু দিবারে যুয়ায়।
যাহ তুমি তোমার জ্যেঠা মিলাহ আমারে ;
যে মতে ভাল হয় করুন্ ভার দিল তাঁরে।'
রঘুনাথ আসি তবে জ্যেঠা মিলাইল ;
ম্লেচ্ছসহিত বশ কৈল, সব শান্ত হৈল।
এইমত রঘুনাথের বৎসরেক গেল ;
দ্বিতীয় বৎসরে পলাইতে মন কৈল।
রাত্রে উঠি একেলা চলিলা পলাইয়া ;
দূরে হৈতে পিতা তাঁরে আনিল ধরিয়া।
এইমত বারে বারে পলায়, ধরি আনে ;
তবে তাঁর মাতা কহে তাঁর পিতা সনে—
'পুত্র বাতুল হৈল রাখহ বান্ধিয়া' ;
৩। তাঁর পিতা বলে তাঁরে নির্ব্বিণ্ণ হইয়া।
'ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী অপ্সরাসম ;
এ সব বান্ধিতে নারিলেক যার মন।
দাড়ুর বন্ধনে তাঁরে রাখিবে কেমতে ?
৪। জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ খণ্ডাইতে।
চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হইয়াছে ইঁহারে ;
৫। চৈতন্যপ্রভুর বাউল কে রাখিতে পারে ?'

তবে রঘুনাথ কিছু বিচার করি মনে ;
নিত্যানন্দ গোসাঞী পাশ চলিলা আর দিনে।
পানিহাটি গ্রামে পাইল প্রভুর দর্শন ;
কীর্ত্তনীয়াসেবক সঙ্গে আর বহু জন।
৬। গঙ্গাতীরে বৃক্ষমূলে পিণ্ডার উপরে ;
বসিয়াছেন প্রভু যেন সূর্য্যোদয় করে।
তলে উপরে বহু ভক্ত হঞাছে বেষ্টিত ;
দেখিয়া প্রভুর প্রভাব রঘুনাথ বিস্মিত।
দণ্ডবৎ হয়ে পড়িলা কত দূরে ;
সেবক কহে—'রঘুনাথ দণ্ডবৎ করে'।
শুনি প্রভু কহে—'চোরা দিলি দরশন ;
আয় আয় আজ তোর করিব দণ্ডন'।
প্রভু বোলায় তেঁহ নিকটে না করে গমন ;
আকষিয়া প্রভু তাঁর মাথে ধরিল চরণ।
কৌতুকী নিত্যানন্দ সহজে দয়াময় ;
রঘুনাথে কহে কিছু হইয়া সদয়।
৭। 'নিকটে না আইস চোরা ভাগ দূরে দূরে ;
৮। আজি লাগি পাইয়াছি দণ্ডিব তোমারে।
দধিচিড়া ভক্ষণ করাও মোর গণে।'
শুনিয়া আনন্দ হৈল রঘুনাথের মনে।
সেইক্ষণে নিজ লোক পাঠাইল গ্রামে ;
ভক্ষ্য দ্রব্য লোক সব গ্রাম হৈতে আনে।
চিড়া দধি দুগ্ধ সন্দেশ আর চিনি কলা ;
আনি আনি প্রভুর আগে সকল ধরিলা।
মহোৎসব নাম শুনি ব্রাহ্মণ সজ্জন ;
আসিতে লাগিল লোক অসংখ্য গণন।
৯। আর গ্রামান্তর হৈতে সামগ্রী আনিল ;
১০। শত দুই চারি হোল্‌না মাগাইল।

১। জিন্দাপীর—শাস্ত্রপ্রচারক সিদ্ধপুরুষ, যেমন আমাদের ঋষি। প্রায়—তুল্য। ২। যুয়ায়—উচিত হয়।
৩। তাঁর—রঘুনাথের। তাঁরে—রঘুনাথের মাতাকে। নির্ব্বিণ্ণ—সদ্বিবেকাদি জনিত নিজের অবমাননাকে নির্ব্বেদ বলে, তদ্‌যুক্ত।
৪। প্রারব্ধ—ফলপ্রদানে প্রবৃত্ত অদৃষ্ট। ৫। বাউল—বাতুল। ৬। পিণ্ডা—বেদি।
৭। ভাগ—পলায়ন কর। ৮। লাগি—লাগাল। ৯। আর—অন্য। হোল্‌না—বড়মালসা।

১। বড় বড় মৃৎকুণ্ডিকা আনাইল পাঁচ সাতে ;
এক বিপ্র প্রভু লাগি ভিজাইল তাতে।
এক ঠাঞি তপ্তদুগ্ধে চিড়া ভিজাইয়া ;
২। অর্দ্ধেক ছানিল দধি চিনি কলা দিয়া।
অর্দ্ধেক ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধেতে ছানিল ;
চাঁপাকলা চিনি ঘৃত কর্পূর তাতে দিল।
ধুতি পরি প্রভু যদি পিণ্ডাতে বসিলা ;
সাত কুণ্ডী বিপ্র তাঁর অগ্রেতে ধরিলা।
৩। চবুতারা উপরে যত প্রভুর নিজগণ ;
বড় বড় লোক বসিলা মণ্ডলী বন্ধন।
রামদাস, সুন্দরানন্দ, দাস গদাধর ;
মুরারি, কমলাকর, সদাশিব, পুরন্দর।
ধনঞ্জয়, জগদীশ, পরমেশ্বর দাস ;
মহেশ, গৌরীদাস, হোড় কৃষ্ণদাস।
উদ্ধারণ আদি যত আর নিজ জন ;
উপরে বসিলা সব, কে করে গণন ?
শুনি পণ্ডিত ভট্টাচার্য্য যত বিপ্র আইলা ;
মান্য করি প্রভু সবারে উপরে বসাইলা।
দুই দুই মৃৎকুণ্ডিকা সবার আগে দিল ;
একে দুগ্ধচিড়া, আরে দধিচিড়া কৈল।
আর যত লোক সব চৌতারা তলানে ;
মণ্ডলীবন্ধে বসিলা তার নাহিক গণনে।
এক এক জনে দুই দুই হোল্‌না দেওয়াইল।
দুগ্ধচিড়া দধিচিড়া দুই ভিজাইল।
কোন কোন বিপ্র উপরে স্থান না পাইয়া ;
৪। দুই হোল্‌নায় চিড়া ভিজায় গঙ্গাতীরে গিয়া।
তীরে স্থান না পাইয়া আর কত জন ;
জলে নামি চিড়াদধি করয়ে ভক্ষণ।
৫। কেহ উপরে কেহ তলে কেহ গঙ্গাতীরে ;
বিশ জন তিন ঠাঁই পরিবেশন করে।
হেনকালে আইলা তাঁহা রাঘব পণ্ডিত ;
হাসিতে লাগিলা দেখি হইয়া বিস্মিত।
৬। নিসকড়ি নানা মত প্রসাদ আনিল ;
প্রভুরে আগে দিয়া, ভক্তগণে বাঁটি দিল।
প্রভুরে কহে 'তোমা লাগি ভোগ লাগাইল ;
তুমি ইঁহা উৎসব কর ঘরে প্রসাদ রহিল'।
প্রভু কহে 'এ দ্রব্য দিনে করিয়ে ভোজন ;
রাত্রে তোমার ঘরে প্রসাদ করিব ভক্ষণ।
৭। গোপজাতি আমি বহু গোপগণসঙ্গে ;
আমি সুখ পাই এ পুলিনভোজন রঙ্গে'।
রাঘবে বসায়ে দুই কুণ্ডী দেওয়াইল ;
৮। রাঘব দ্বিবিধ চিড়া তাতে ভিজাইল।
সকল লোকের চিড়া পূর্ণ যবে হৈল ;
৯। ধ্যানে তবে প্রভু মহাপ্রভুরে আনিল।
মহাপ্রভু আইলা দেখি নিতাই উঠিলা ;
তাঁরে লঞা সবার চিড়া দেখিতে লাগিলা।
সকল কুণ্ডী হোল্‌নার চিড়া এক এক গ্রাস ;
১০। মহাপ্রভুর মুখে দেন করি পরিহাস।
হাসি মহাপ্রভু আর এক গ্রাস লঞা ;
তাঁর মুখে দিয়া খাওয়ান হাসিয়া হাসিয়া।
১১। এইমত নিতাই বুলে সকল মণ্ডলে ;
দাণ্ডাইয়া রঙ্গ দেখে বৈষ্ণব সকলে।

১। মৃৎকুণ্ডিকা—গামলা। একবিপ্র—বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ।
২। ছানিল—মাখিল। ৩। চবুতারা—বৃক্ষমূলস্থিত বেদি। ৪। দুই হোল্‌নায়—একে দধি দ্বারা, অপরে দুগ্ধ দ্বারা। বাঁটি দিল—বণ্টন করিয়া দিলেন। ৫। উপরে—পিণ্ডার উপরে। তলে—পিণ্ডার নিম্নপ্রদেশে। ৬। নিসকড়ি—যাহাতে আচমন করিতে হয় না অর্থাৎ ফলাদি।
৭। গোপজাতি—স্বয়ং বলদেব সর্ব্বদা অন্তরে ব্রজভাবে গোপাভিমানেই থাকেন। পুলিনভোজন—গঙ্গাতীরে ভোজনে বৃন্দাবনীয় পুলিন-ভোজনই স্ফুরিত হইতেছে। ৮। দ্বিবিধ—দুগ্ধ ও দধি দ্বারা। ৯। প্রভু—নিত্যানন্দ প্রভু। আনিল—ইহাকেই আবির্ভাব বলে।
১০। মুখে দেন—অর্থাৎ সকলের ভোজনের পূর্ব্বে। ১১। বুলে—ভ্রমণ করে।

কি করিয়া বেড়ায় ইঁহো কেহ নাহি জানে ;
মহাপ্রভুর দর্শন পায় কোন ভাগ্যবানে।
তবে আসি নিত্যানন্দ বসিলা আসনে ;
১। চারি কুণ্ডী আরোয়াচিড়া রাখিল ডাহিনে
আসন দিয়া মহাপ্রভু তাঁহা বসাইলা ;
২। দুই ভাই তবে চিড়া খাইতে লাগিলা।
দেখি নিত্যানন্দপ্রভু আনন্দিত হৈলা ;
কত কত ভাবাবেশ প্রকাশ করিলা।
আজ্ঞা দিল হরি বলি করহ ভোজন ;
হরি হরি ধ্বনি উঠি ভরিল ভুবন।
হরি হরি বলি বৈষ্ণব করয়ে ভোজন ;
পুলিনভোজন সবার হইল স্মরণ।
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু কৃপালু উদার ;
রঘুনাথের ভাগ্যে এত কৈল অঙ্গীকার।
নিত্যানন্দপ্রভুর কৃপা জানিবে কোন্ জন ?
মহাপ্রভু আনি করায় পুলিনভোজন।
৩। শ্রীরামদাসাদি গোপ প্রেমাবিষ্ট হৈলা ;
গঙ্গাতীরে যমুনাপুলিন জ্ঞান কৈলা।
৪। মহোৎসব শুনি পসারি নানা গ্রাম হৈতে ;
চিড়া দধি সন্দেশ কলা আনিল বেচিতে।
যত দ্রব্য লঞা আইসে সব মূল্যে লয় ;
তারি দ্রব্য মূল্য দিয়া তাহারে খাওয়ায়।
কৌতুক দেখিতে আইল যত যত জন ;
সেহ চিড়া দধি কলা করিল ভক্ষণ।
ভোজন করি নিত্যানন্দ আচমন কৈল ;
৫। চারি কুণ্ডীর অবশেষ রঘুনাথে দিল।
আর তিন কুণ্ডিকায় অবশেষ ছিল ;
গ্রাস গ্রাস করি প্রভু সব ভক্তে দিল।

চন্দন আনিয়া প্রভুর শ্রীঅঙ্গে লেপিল ;
পুষ্পমালা বিপ্র আনি প্রভু গলে দিল।
সেবকে তাম্বুল লঞা করিল অর্পণ ;
হাসিয়া হাসিয়া প্রভু করয়ে চর্ব্বণ।
মালাচন্দনতাম্বুল শেষ যে আছিল ;
শ্রীহস্তে প্রভু সবাকারে বাঁটি দিল।
আনন্দিত রঘুনাথ প্রভুর শেষ পাঞা ;
আপনার গণসহিত খাইল বাঁটিয়া।
এইত কহিল নিত্যানন্দের বিহার ;
চিড়াদধি-মহোৎসব খ্যাত নাম যার।

প্রভু বিশ্রাম কৈল যদি, দিন শেষ হৈল ;
রাঘব-মন্দিরে তবে কীর্ত্তন আরম্ভিল।
ভক্তগণে নাচাইয়া নিত্যানন্দ রায় ;
শেষে নৃত্য করে, প্রেমে জগৎ ভাসায়।
মহাপ্রভু তাঁর নৃত্য করেন দর্শন ;
সবে নিত্যানন্দ দেখে, না দেখে অন্য জন।
৬। নিত্যানন্দের নৃত্য যেন তাঁহারই নর্ত্তন ;
উপমা দিবারে নাহি এ তিন ভুবন।
নৃত্যের মাধুরী কেবা পারে বর্ণিবারে ?
মহাপ্রভু আইসে যাঁর নৃত্য দেখিবারে।
নৃত্য করি প্রভু যবে বিশ্রাম করিলা ;
ভোজনের লাগি পণ্ডিত নিবেদন কৈলা।
ভোজনে বসিলা প্রভু নিজগণ লঞা ;
মহাপ্রভুর আসন ডাহিনে পাতিয়া।
মহাপ্রভু আসি সেই আসনে বসিলা ;
দেখি রাঘবের মনে আনন্দ বাড়িলা।
৭। দুই ভাই আগে প্রসাদ আনিয়া ধরিল ;
সকল বৈষ্ণবে শেষে পরিবেশন কৈল।

১। আরোয়া—যাহা জলসেক ব্যতিত ভ্রষ্ট হইয়া প্রস্তুত হইয়াছে অর্থাৎ আলোচিঁড়া।
২। দুই ভাই—নিতাই গৌর। ৩। শ্রীরামদাসাদি—মীনকেতন রামদাসাদি। গোপ—গোপভাবাবিষ্ট। ইহারা নিত্যানন্দ প্রভুর গণ। নিত্যানন্দপ্রভুর গণ প্রায়ই গোপভাবাবিষ্ট। ৪। পসারি—দোকানদার। ৫। চারি কুণ্ডী—যাহা মহাপ্রভুর ভোগ লাগিয়াছিল।
৬। তাঁহারই—মহাপ্রভুর। ৭। দুই ভাই আগে—মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ প্রভুর সম্মুখে।

নানা প্রকার পায়সপিঠা দিব্য শাল্যন্ন ;
অমৃত নিন্দয়ে ঐছে বিবিধ ব্যঞ্জন।
রাঘবের ঠাকুরের প্রসাদ অমৃতের সার ;
মহাপ্রভু যাহা খাইতে আইসে বার বার।
পাক করি রাঘব যবে ভোগ লাগায় ;
মহাপ্রভু লাগি ভোগ পৃথক্ বাড়য়।
প্রতিদিন মহাপ্রভু করেন ভোজন ;
মধ্যে মধ্যে প্রভু তাঁরে দেন দরশন।
দুই ভাইকে আনি আনি রাঘব পরিবেশে ;
আনি যত্ন করি খাওয়ায় না রহে অবশেষে।
কত উপহার আনে হেন নাহি জানি ;
রাঘবের গৃহে রান্ধে রাধাঠাকুরাণী।
দুর্ব্বাসার ঠাঁই তেঁহ পাইয়াছেন বরে ;
অমৃত হৈতে তাঁর পাক অধিক মধুরে।
সুগন্ধি সুন্দর প্রসাদ মাধুর্য্যের সার ;
দুই ভাই খাঞা পাইল সন্তোষ অপার।
ভোজনে বসিতে রঘুনাথে কহে সর্ব্বজন ;
১। পণ্ডিত কহে ইঁহ পাছে করিবেন ভোজন।
ভক্তগণ আকণ্ঠ ভরি করিল ভোজন ;
হরিধ্বনি করি উঠি কৈল আচমন।
ভোজন করি দুই ভাই কৈল আচমন ;
রাঘব আনি পরাইল মাল্যচন্দন।
২। বিঁড়া খাওয়াইয়া কৈল চরণ বন্দন ;
ভক্তগণে দিল বিঁড়া মাল্যচন্দন।
রাঘবের মহাকৃপা রঘুনাথের উপরে ;
দুই ভায়ের অবশিষ্ট পাত্র দিল তাঁরে।
কহিল—'চৈতন্য প্রভু করিয়াছেন ভোজন ;
তার শেষ পাইলে, তোমার খণ্ডিল বন্ধন'।

ভক্তচিত্তে ভক্তগৃহে প্রভুর সদা অবস্থান ;
কভু গুপ্ত কভু ব্যক্ত স্বতন্ত্র ভগবান্।
সর্ব্বত্র ব্যাপক প্রভু সদা সর্ব্বত্র বাস ;
ইহাতে সংশয় যার সেই যায় নাশ।
প্রাতে নিত্যানন্দ গঙ্গাস্নান করিয়া ;
সেই বৃক্ষমূলে বসিলা নিজগণ লঞা।
রঘুনাথ আসি কৈল চরণ বন্দন ;
রাঘবপণ্ডিত দ্বারা কিছু কৈল নিবেদন—
"অধম পামর মুই হীন জীবাধম ;
মোর ইচ্ছা হয় পাও চৈতন্যচরণ।
বামন হইয়া চন্দ্র ধরিবারে চায় ;
অনেক যত্ন কৈনু তাতে কভু সিদ্ধ নয়।
যতবার পলাই আমি গৃহাদি ছাড়িয়া ;
পিতা মাতা দুইজনে রাখেন বান্ধিয়া।
৩। তোমার কৃপা বিনা কেহ চৈতন্য না পায় ;
তুমি কৃপা কৈলে তাঁরে অধমেও পায়।
অযোগ্য মুই নিবেদন করিতে করি ভয় ;
মোরে চৈতন্য দাও গোসাঞী হইয়া সদয়।
মোর মাথে পদ ধরি করহ প্রসাদ ;
'নির্ব্বিঘ্নে চৈতন্য পাও'—কর আশীর্ব্বাদ।"
শুনি হাসি কহে প্রভু সব ভক্তগণে—
"ইহার বিষয়সুখ ইন্দ্রসুখসমে ;
৪। চৈতন্যকৃপাতে সেও নাহি ভায় মনে ;
সবে আশীর্ব্বাদ কর, পাও চৈতন্যচরণে।
কৃষ্ণপাদপদ্মগন্ধ যেই জন পায় ;
ব্রহ্মলোক আদি সুখ তারে নাহি ভায়।"

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে দ্বিচত্বারিংশশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকদেববাক্যং—

১। পণ্ডিত—রাঘব পণ্ডিত।　২। বিঁড়া—তাম্বুল বিটিকা, অর্থাৎ পানের খিলি (হিন্দিভাষা)।
৩। তোমার কৃপা…পায়—ঠাকুর মহাশয়ও বলিয়াছেন—হেন নিতাই বিনা ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই, দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায়।
৪। সেও—সে বিষয়সুখও।　নাহি ভায়—ভাল লাগে না।

যো দুস্ত্যজান্‌-দারসুতান্‌ সুহৃদ্রাজ্যং হৃদি স্পৃশঃ
জহৌ যুবৈব মলবদুত্তমঃশ্লোকলালসঃ ॥২॥

তবে রঘুনাথে প্রভু নিকটে বোলাইলা ;
তাঁর মাথে পদ ধরি কহিতে লাগিলা—
"তুমি করাইলে এই পুলিনভোজন ;
তোমায় কৃপা করি গৌর কৈল আগমন।
কৃপা করি কৈল চিড়াদুগ্ধ ভোজন ;
নৃত্য দেখি রাত্রে কৈল প্রসাদ ভক্ষণ।
তোমা উদ্ধারিতে গৌর আইলা আপনে ;
ছুটিল তোমার যত বিঘ্নাদি বন্ধনে।
স্বরূপের স্থানে তোমা করিবে সমর্পণে ;
অন্তরঙ্গ ভৃত্য করি রাখিবেন চরণে।
নিশ্চিন্ত হইয়া যাও আপন ভবন ;
অচিরে নির্ব্বিঘ্নে পাবে চৈতন্যচরণ।"
সব ভক্তগণে তাঁরে আশীর্ব্বাদ করাইল ;
তাঁ' সবার চরণ রঘুনাথ বন্দিল।
প্রভু আজ্ঞা লঞা বৈষ্ণবের আজ্ঞা লৈল ;
রাঘব সহিতে নিভৃতে যুক্তি করিল।
১। যুক্তি করি শতমুদ্রা সোণা তোলা সাতে ;
নিভৃতে দিলা প্রভুর ভাণ্ডারীর হাতে।
তারে নিষেধিল—"প্রভুকে এবে না কহিবে ;
নিজঘরে যাবে যবে তবে নিবেদিবে।"
২। তবে রাঘব পণ্ডিত তাঁরে ঘরে লঞা গেলা
ঠাকুর দর্শন করাঞা মালাচন্দন দিলা।
অনেক প্রসাদ দিল পথে খাইবার তরে ;
তবে রঘুনাথদাস কহে পণ্ডিতেরে—
৩। "প্রভুর সঙ্গে যত প্রভু ভৃত্যাশ্রিত জন ;
পূজিতে চাহিয়ে আমি সবার চরণ।
৪। বিশ, পঞ্চদশ, বার, দশ, পঞ্চ, দ্বয় ;
মুদ্রা দেই বিচারিয়া যোগ্য যাহা হয়।"
সব লেখা করিয়া রাঘব পাশ দিলা ;
যার নামে যত রাঘব চিঠি লেখাইলা।
একশত মুদ্রা আর সোণা তোলা দ্বয় ;
পণ্ডিতের আগে দিলা করিয়া বিনয়।
তাঁর পদধূলি লঞা স্বগৃহে আইলা ;
নিত্যানন্দকৃপা পাঞা কৃতার্থ মানিলা।
সেই হৈতে অভ্যন্তরে না করে গমন ;
বাহিরে দুর্গামণ্ডপে করেন শয়ন।
তাঁহা জাগি রহে সব রক্ষকগণ ;
পলাইতে করে নানা উপায় চিন্তন।
হেন কালে গৌড়দেশের সব ভক্তগণ ;
প্রভু দেখিতে নীলাচলে করিলা গমন।
তাঁ' সবার সঙ্গে রঘুনাথ যাইতে না পারে ;
প্রসিদ্ধ প্রকট সঙ্গ, তবহি ধরা পড়ে।
এইমত চিন্তিতে দৈবে এক দিনে ;
বাহিরে দেবীমণ্ডপে করিয়াছে শয়নে।
দণ্ড চারি রাত্রি যবে আছে অবশেষ ;
যদুনন্দন আচার্য্য তবে করিল প্রবেশ।
বাসুদেব দত্তের তেঁহ হয় অনুগৃহীত ;
রঘুনাথের গুরু তেঁহ হয় পুরোহিত।
অদ্বৈত আচার্য্যের তেঁহ শিষ্য অন্তরঙ্গ ;
আচার্য্য-আজ্ঞাতে মানে চৈতন্য প্রাণধন।

ইহার ব্যাখ্যা (৫০৫) পৃষ্ঠার (১০) শ্লোকে দেখুন। কৃষ্ণকৃপা হইলে ব্রহ্মলোকাদি সুখও ভাল লাগে না, তাহাই এই শ্লোক দ্বারা সপ্রমাণ করিলেন ॥ ২ ॥

১। যুক্তি—বিচার। শতমুদ্রা সোনা তোলা সাতে—এক শত মুদ্রা ও সাত তোলা সুবর্ণ। ২। তাঁরে—রঘুনাথ দাসকে।
৩। ভৃত্যাশ্রিত—ভৃত্য এবং আশ্রিত, অনুগত। পূজিতে—অর্থ দ্বারা সৎকার করিতে।
৪। বিশ…যাহা হয়—ইহার মধ্যে যিনি যেরূপ দানের যোগ্য, তাঁহাকে তাহাই প্রদান করুন। অর্থাৎ সর্ব্বপ্রধান বর্গকে বিশ, তাহার পর পোনের ইত্যাদি নিয়মে অর্পণ করুন।

অঙ্গনে আসিয়া তেঁহ যবে দাঁড়াইলা ;
রঘুনাথ আসি তবে দণ্ডবৎ কৈলা।
তাঁর এক শিষ্য তাঁর ঠাকুরের সেবা করে ;
১। সেবা ছাড়িয়াছে, তারে সাধিবার তরে।
রঘুনাথে কহে—"তার করহ সাধন ;
সেবা যেন করে আর নাহিক ব্রাহ্মণ।"
এত কহি রঘুনাথে লইয়া চলিলা ;
রক্ষক সব শেষ-রাত্রে নিদ্রায় পড়িলা।
২। আচার্য্যের ঘর ইহার পূর্ব্ব দিশাতে ;
কহিতে শুনিতে দুঁহে চলে সেই পথে।
অর্দ্ধপথে রঘুনাথ কহে গুরুর চরণে ;
৩। 'আমি সেই বিপ্রে সাধি পাঠাব তব স্থানে।
তুমি ঘর যাহ সুখে, মোরে আজ্ঞা হয়'—
এই ছলে আজ্ঞা মাগি করিল নিশ্চয়।
'সেবক রক্ষক আর কেহ নাহি সঙ্গে ;
পলাইতে আমার ভাল এইত প্রসঙ্গে'।
এত চিন্তি পূর্ব্বমুখে করিলা গমন ;
উলটিয়া চাহে পাছে নাহি কোন জন।
শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দচরণ চিন্তিয়া ;
পথ ছাড়ি উপপথে যায়েন ধাইয়া।
গ্রামে গ্রামে পথ ছাড়ি যায় বনে বনে ;
কায়মনোবাক্যে চিন্তে চৈতন্যচরণে।
পঞ্চদশ ক্রোশ চলি গেলা এক দিনে ;
৪। সন্ধ্যাকালে রহিলা এক গোপের বাথানে।
উপবাসী দেখি গোপ দুগ্ধ আনি দিলা ;
সেই দুগ্ধ পান করি পড়িয়া রহিলা।
এথা তাঁর সেবক রক্ষক তাঁরে না দেখিয়া ;
তাঁর গুরুপাশ বার্ত্তা পুছিলেন গিয়া।
তেঁহো কহে 'আজ্ঞা মাগি গেলা নিজঘর' ;
পলাইল রঘুনাথ হৈল কোলাহল।
তাঁর পিতা কহে 'গৌড়ের সব ভক্তগণ ;
প্রভু স্থানে নীলাচলে করিল গমন।
সেই সঙ্গে রঘুনাথ গেলা পলাইয়া ;
দশজন যাহ তারে আনহ ধরিয়া'।
শিবানন্দে পত্রী দিল বিনয় করিয়া ;
৫। "আমার পুত্রেরে তুমি পাঠাবে বাহুড়িয়া।"
ঝাঁকরা পর্য্যন্ত গেল সেই দশজন ;
ঝাঁকরাতে পাইল গিয়া বৈষ্ণবের গণ।
পত্রী দিয়া শিবানন্দে বার্ত্তা পুছিলা ;
শিবানন্দ কহে—'তেঁহো এথা না আইলা'।
বাহুড়িয়া সেই দশজন আইল ঘর ;
তাঁর মাতা পিতা হৈল চিন্তিত অন্তর।
এথা রঘুনাথদাস প্রভাতে উঠিয়া ;
পূর্ব্বমুখ ছাড়ি চলে দক্ষিণ মুখ হঞা।
৬। ছত্রভোগ পার হঞা ছাড়িয়া সরান্ ;
কুগ্রাম দিয়া দিয়া করিল প্রয়াণ।
ভক্ষণ নাহি সমস্ত দিবস গমন ;
ক্ষুধা নাহি বাধে, চৈতন্যচরণপ্রাপ্তি মন।

১। সাধিবার—চাটু বচনদ্বারা সেবা কার্য্যে সম্মত করাইবার। ২। ইহার—রঘুনাথের বাটির।

৩। আমি সেই বিপ্রে সাধি ইত্যাদি—এ স্থানে রঘুনাথ দাস সেবক ব্রাহ্মণকে সাধিয়া গুরুর নিকট পাঠাইতে অঙ্গীকার করিয়া, তাহার অন্যথা করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, ইহাতে গুরুচরণে অপরাধের আশঙ্কা হইতে পারে না। তাঁহার মহাপ্রভু দর্শনে এতই উৎকণ্ঠা হইয়া ছিল যে, গুরুর নিকট অঙ্গীকৃত বিষয় এবং গুরুর আজ্ঞা অন্যথা করিয়া দিলেও তাহাতে অনুরাগের পরাকাষ্ঠা দেখান হইল, সুতরাং সেটি গুণ সে দোষ হইতে পারে না। এই নিমিত্তই ভগবান্ বলিয়াছেন,—

মন্নিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধর্ম্মায় কল্পতে। মামনাদৃত্য ধর্ম্মোপি পাপং স্যান্মৎপ্রভাবতঃ॥

আমার নিমিত্ত পাপ অর্থাৎ নিষিদ্ধাচরণ ধর্ম্মেই পর্য্যবসান হইয়া থাকে, কিন্তু আমাকে অনাদর করিয়া ধর্ম্ম অর্থাৎ বিহিতানুষ্ঠান করিলেও পাপ হইয়া থাকে, এইটি আমার অচিন্ত্যপ্রভাব। ৪। বাথান—ঘাসের সুবিধা অনুসারে গো-মহিষাদি লইয়া গোপেরা যে স্থানে অবস্থিতি করে।

৫। বাহুড়িয়া—ফিরাইয়া। ৬। ছত্রভোগ—কাসাই নদীর নামান্তর। সরান্—প্রসিদ্ধ পথ।

কভু চর্ব্বণ, কভু রন্ধন, কভু দুগ্ধপান ;
যবে যেই মিলে তাতে রাখে নিজ প্রাণ।
বার দিনে চলি গেলা শ্রীপুরুষোত্তম ;
পথে তিনদিন মাত্র করিল ভোজন।
স্বরূপাদি সহ গোসাঞী আছেন বসিয়া ;
হেনকালে রঘুনাথ মিলিল আসিয়া।
অঙ্গনেতে দূরে রহি করে প্রণিপাত—
মুকুন্দ দত্ত কহে— "এই আইল রঘুনাথ।"
প্রভু কহে 'আইস', তেঁহো ধরিল চরণ ;
উঠি প্রভু কৃপায় তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
স্বরূপাদি সব ভক্তের চরণ বন্দিলা ;
প্রভু-কৃপা দেখি সবে আলিঙ্গন কৈলা।
প্রভু কহে—"কৃষ্ণকৃপা বলিষ্ঠ সবা হৈতে ;
১। তোমাকে কাঢ়িল বিষয়বিষ্ঠাগর্ত্ত হৈতে।"
রঘুনাথ কহে—"আমি কৃষ্ণ নাহি জানি ;
তব কৃপা কাঢ়িল আমায়, এই আমি মানি।"
প্রভু কহেন—"তোমার পিতাজ্যেঠা দুইজনে ;
২। চক্রবর্ত্তী সম্বন্ধে হাম আজা করি মানে।
চক্রবর্ত্তীর দোঁহে হয় ভ্রাতৃরূপ দাস ;
৩। অতএব তাঁরে আমি করি পরিহাস।
৪। ইঁহার বাপজ্যেঠা বিষয়বিষ্ঠাগর্ত্তের কীড়া ;
সুখ করি মানে বিষয়, বিষয় মহাপীড়া।
৫। যদ্যপি ব্রহ্মণ্য করে, ব্রাহ্মণের সহায় ;
শুদ্ধ বৈষ্ণব নহে, বৈষ্ণবের প্রায় ;
তথাপি বিষয়স্বভাব করে মহা-অন্ধ ;
সেই কর্ম্ম করায় যাতে হয় ভববন্ধ।
৬। হেন বিষয় হৈতে কৃষ্ণ উদ্ধারিলেন তোমা
কহনে না যায় কৃষ্ণকৃপার মহিমা।"
রঘুনাথের ক্ষীণতা মালিন্য দেখিয়া ;
স্বরূপেরে কহে কৃপা-আর্দ্রচিত্ত হঞা—
"এই রঘুনাথে আমি সঁপিনু তোমারে ;
পুত্রভৃত্যরূপে ইঁহায় কর অঙ্গীকারে।
৭। তিন রঘুনাথ নাম হয় মোর স্থানে ;
স্বরূপের রঘু, আজি হৈতে ইঁহার নামে।"
এত কহি রঘুনাথের হস্ত ধরিল ;
স্বরূপের হস্তে তাঁরে সমর্পণ কৈল।
স্বরূপ কহে—"মহাপ্রভুর যে আজ্ঞা হইল"—
—এত কহি রঘুনাথে পুনঃ আলিঙ্গিল।
চৈতন্যের ভক্তবাৎসল্য কহিতে না পারি ;
গোবিন্দেরে কহে রঘুনাথে দয়া করি—
৮। "পথে ইঁহ করিয়াছেন বহুত লঙ্ঘন ;
৯। কত দিন কর ইঁহার ভাল সন্তর্পণ।"
রঘুনাথে কহে—"যাঞা কর সিন্ধুস্নান ;
জগন্নাথ দেখি আসি করিহ ভোজন।"
এত বলি প্রভু মধ্যাহ্ন করিতে উঠিলা ;
রঘুনাথ-দাস সব ভক্তেরে মিলিলা।
রঘুনাথে প্রভুর কৃপা দেখি ভক্তগণ ;
বিস্মিত হঞা করে তাঁর ভাগ্য-প্রশংসন।

১। কাঢ়িল—বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া আনিল। ২। চক্রবর্ত্তী—নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী। হাম—আমি। আজা—মাতামহ।

৩। তাঁরে—তোমার পিতা ও জ্যেঠাকে।

৪। ইঁহার—রঘুনাথের। এই বাক্য সভাস্থ ব্যক্তিদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন। বিষয়বিষ্ঠাগর্ত্ত—বিষয়রূপ মলগহ্বর অর্থাৎ নরক ; এ গুলি পরিহাস-বাক্য। কীড়া—কীট, পোকা।

৫। ব্রহ্মণ্য—ব্রাহ্মণভক্তি। সহায়—সাহায্য করে। বৈষ্ণবের প্রায়—অর্থাৎ গৌণবৈষ্ণব। ভুক্তিমুক্তিস্পৃহাশূন্য ও দৃঢ়শ্রদ্ধালু না হইলে শুদ্ধ বৈষ্ণব হইতে পারে না। ৬। হেন বিষয়—এই বাক্যটি রঘুনাথকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন।

৭। তিন রঘুনাথ—রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য, রঘুনাথ বৈদ্য এবং রঘুনাথ দাস।

৮। লঙ্ঘন—উপবাসাদি। ৯। কত…সন্তর্পণ—দিনকতক ইহাকে ভালরূপ ভোজনাদি করাইয়া সুস্থ কর।

রঘুনাথ সমুদ্রে যাঞা স্নান করিলা ;
জগন্নাথ দেখি পুনঃ গোবিন্দপাশ আইলা।
প্রভুর অবশিষ্টপাত্র গোবিন্দ তাঁরে দিল ;
আনন্দিত হঞা রঘুনাথ প্রসাদ পাইল।
এইমত রহে তেঁহ স্বরূপ-চরণে ;
গোবিন্দ প্রসাদ তাঁরে দিল পঞ্চদিনে।
১। আর দিন হৈতে পুষ্পাঞ্জলি দেখিয়া ;
সিংহদ্বারে খাড়া রহে ভিক্ষার লাগিয়া।
জগন্নাথের সেবক যত বিষয়ীর গণ ;
সেবা সারি রাত্রে করে গৃহেতে গমন।
সিংহদ্বারে অন্নার্থী বৈষ্ণব দেখিয়া ;
২। পসারির ঠাঞি অন্ন দেন কৃপা ত করিয়া।
এইমত সর্ব্বকাল আছে ব্যবহার ;
নিষ্কিঞ্চন ভক্ত খাড়া হয় সিংহদ্বার।
সর্ব্বদিন করে বৈষ্ণব নামসঙ্কীর্ত্তন ;
স্বচ্ছন্দে করেন জগন্নাথ দরশন।
৩। কেহ ছত্রে যাঞা খায় যেবা কিছু পায় ;
কেহ রাত্রে ভিক্ষা লাগি সিংহদ্বারে রয়।
মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান ;
যাহা দেখি প্রীত হয় গৌরভগবান্।
প্রভুকে গোবিন্দ কহে—"রঘুনাথ প্রসাদ না লয়
রাত্রে সিংহদ্বারে খাড়া হঞা মাগি খায়।"
শুনি তুষ্ট হঞা প্রভু কহিতে লাগিলা—
"ভাল কৈল—বৈরাগ্য ধর্ম্ম আচরিলা।
বৈরাগীর ধর্ম্ম সদা নামসঙ্কীর্ত্তন ;
মাগিয়া খাইয়া করে জীবন রক্ষণ।
বৈরাগী হইয়া যেবা করে পরাপেক্ষা ;
কার্য্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা।
বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালস ;
পরমার্থ যায় আর হয় রসের বশ।
বৈরাগীর কৃত্য সদা নামসঙ্কীর্ত্তন ;
শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর ভরণ।
৪। জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায় ;
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়।"
আর দিনে রঘুনাথ স্বরূপ-চরণে ;
আপনার কৃত্য লাগি কৈল নিবেদনে—
"কি লাগি ছাড়াইলে ঘর না জানি উদ্দেশ ;
কি মোর কর্ত্তব্য ? প্রভু কর উপদেশ।"
প্রভু আগে কথা মাত্র না কহে রঘুনাথ ;
স্বরূপ গোবিন্দ দ্বারা কহে কিছু বাত।
প্রভু আগে স্বরূপ নিবেদিল আর দিনে ;
রঘুনাথ নিবেদয় প্রভুর চরণে—
"কি মোর কর্ত্তব্য ? মুঞি না জানি উদ্দেশ ;
আপনি শ্রীমুখে মোরে করুন উপদেশ।"
হাসি মহাপ্রভু রঘুনাথেরে কহিল—
"তোমার উপদেষ্টা করি স্বরূপেরে দিল।
৫। সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব শিখ ইহার স্থানে ;
আমি তত নাহি জানি ইহোঁ যত জানে।
তথাপি আমার আজ্ঞায় যদি শ্রদ্ধা হয় ;
আমার এই বাক্য তুমি করিহ নিশ্চয়।
৬। গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রামবার্ত্তা না কহিবে

১। পুষ্পাঞ্জলি—রাত্রিকালে জগন্নাথ দেবকে উদ্দিষ্ট পুষ্পাঞ্জলি।
২। পসারি—মহাপ্রসাদের বিক্রেতা। ঠাঞি—অর্থাৎ পসারির নিকট। দেন—দেওয়ান।
৩। ছত্র—দীন দুঃখীকে অন্ন দিবার স্থান।
৪। ইতিউতি—ইতস্ততঃ। শিশ্নোদরপরায়ণ—শিশ্নপরায়ণ (ব্যবায়লোলুপ) উদরপরায়ণ (রসনাতর্পণপর)
৫। সাধ্য—পুরুষার্থ অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেম। সাধন—যাহার অনুষ্ঠান করিলে প্রেমার অভিব্যক্তি হয়।
৬। গ্রাম্যকথা—বিষয়ের কথা। ভাল না খাইবে—অর্থাৎ রসনার তৃপ্তির জন্য আহার করিবে না।

১। ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে।
২। অমানী মানদ কৃষ্ণ নাম সদা লবে ;
৩। ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে।
এইত সংক্ষেপে আমি কৈল উপদেশ ;
স্বরূপের ঠাঁই ইহার পাবে সবিশেষ।"

তথাহি পদ্যাবল্যাং বিংশাঙ্কধৃতং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চন্দ্রেণোক্তং পদ্যং;—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥৩॥

এত শুনি রঘুনাথ বন্দিল চরণ ;
মহাপ্রভু কৈল তাঁরে কৃপা-আলিঙ্গন।
পুনঃ সমর্পিল তাঁরে স্বরূপের স্থানে ;
অন্তরঙ্গ-সেবা করে স্বরূপের সনে।

হেনকালে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ ;
পূর্ব্ববৎ প্রভু সবায় করিল মিলন।
সবা লঞা কৈল প্রভু গুণ্ডিচামার্জ্জন ;
সবা লঞা কৈল প্রভু বন্যভোজন।
রথযাত্রায় সবা লঞা করিল নর্ত্তন ;
দেখি রঘুনাথের চমৎকার হৈল মন।
রঘুনাথদাস যবে সবারে মিলিলা ;
অদ্বৈত-আচার্য্য তাঁরে বহু কৃপা কৈলা।
শিবানন্দ সেন তাঁরে কহেন বিবরণ—
"তোমা লইতে তোমার পিতা পাঠাইল দশজন
তোমারে পাঠাইতে পত্রী পাঠাইল আমারে ;
ঝাঁকরা হইতে তোমা না পাইয়া গেল ঘরে।"

চারমাস রহি ভক্তগণ গৌড়ে গেলা ;
শুনি রঘুনাথের পিতা মনুষ্য পাঠাইলা।
সে মনুষ্য শিবানন্দ সেনেরে পুছিলা—
"মহাপ্রভু স্থানে এক বৈষ্ণব দেখিলা ?
গোবর্দ্ধনের পুত্র তেঁহো নাম রঘুনাথ ;
নীলাচলে পরিচয় আছে তোমার সাত ?"
শিবানন্দ কহে—"তেঁহো হয় প্রভু-স্থানে ;
পরম বিখ্যাত তেঁহো, কেবা নাহি জানে ?
স্বরূপের স্থানে তাঁরে করিয়াছেন সমর্পণ ;
প্রভুর ভক্তগণের তেঁহো হয় প্রাণসম।
রাত্রিদিন করে তেঁহো নাম সংকীর্ত্তন ;
ক্ষণমাত্র নাহি ছাড়ে প্রভুর চরণ।
পরমবৈরাগ্য তাঁর, নাহি ভক্ষ্য-পরিধান ;
যৈছে তৈছে আহার করি রাখয়ে পরাণ।

ইহার ব্যাখ্যা (১৬৯) পৃষ্ঠা (৪) শ্লোকে দেখুন। স্বয়ং মানাকাঙ্ক্ষী না হইয়া অন্যের সম্মান দান করতঃ হরিনাম কীর্ত্তন করিতে হইবে—ইহাই এই শ্লোকদ্বারা সমর্থন করিলেন॥ ৩॥

১। ভাল না খাইবে—অর্থাৎ যে সব ভোজ্যে ভোগস্পৃহা বাড়ে, তাহা বর্জ্জন করিবে। ভাল না পরিবে—অর্থাৎ শরীরশোভা সম্পাদনার্থী হইয়া, উত্তম বস্ত্র পরিধান করিবে না।

২। অমানী—স্বয়ং মানাকাঙ্ক্ষী হইবে না। মানদ—অন্যের সম্মান করিবে। ৩। ব্রজে রাধাকৃষ্ণ…করিবে—যাঁহারা রাগানুগাভক্তির অধিকারী অর্থাৎ যাঁহাদিগের ব্রজভাবে উৎকট লোভের উৎপত্তি হইয়াছে, তাঁহারা তাদৃশ লোভপ্রেরিত হইয়া গ্রহাবিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় আপনাকে তৎপরিকর চিন্তাকরতঃ মানসে রাধাকৃষ্ণসেবা করিয়া থাকেন। কিন্তু, যাহাদিগের তাদৃশ লোভ উৎপন্ন হয় নাই, তাহারা যদি স্বয়ংপ্রবৃত্ত হইয়া মনে মনে আপনাকে তাদৃশ পরিকর-রূপে ভাবনা করে, তাহাদিগের সেই উপাসনাকে ভক্তিবিরোধি অভেদোপাসনারূপ অহংগ্রহোপাসনা বলে। ভগবান্ ও তাঁহার পরিকর একই তত্ত্ব। আপনাকে ভগবান্ বলিয়া অথবা ভগবৎপরিকর বলিয়া চিন্তা করা একই কথা। অতএব আপনাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক তাদৃশ চিন্তা করা অপরাধের লক্ষণ। যেমন প্রহ্লাদ তাদৃশ ভাবাবেশে আপনাকে কৃষ্ণ বলিয়া অভিমান করিয়াছিলেন, সে অভিমান তাঁহার কৃষ্ণসাক্ষাৎকারের অনন্যসাধন হইয়াছিল, কিন্তু তাদৃশ ভাবশূন্য বেণ-রাজা আপনাকে বিষ্ণু বলিয়া অভিমান করতঃ নরকে গমন করিয়াছিল। রঘুনাথ দাস এতাদৃশ মানস উপাসনার অধিকারী, তাই প্রভু তাঁহাকে মানস-সেবা করিতে অনুমতি করিলেন। এই নিমিত্ত বলিয়াছেন—

"অধিকারী নহে ধর্ম্ম চাহে আচরিতে। অচিরে বিনাশ পায় নাচিতে গাইতে।"

যাহাকে তাহাকে সেবা, মঞ্জরী ও আত্মধ্যানযুক্ত অমূলক পদ্ধতি প্রদান করিলে শুধু সহজীয়ারই দল বৃদ্ধি করা হয়। রাগানুগামার্গে স্বারসিকী উপাসনা, সুতরাং তাহার কোন স্বতন্ত্র পদ্ধতিবিশেষ হইতে পারে না।

দশদণ্ড রাত্রি গেলে পুষ্পাঞ্জলি দেখিয়া ;
সিংহদ্বারে খাড়া হয় আহার লাগিয়া।
কেহ যদি দেয় তবে করয়ে ভক্ষণ ;
কভু উপবাস কভু করেন চর্ব্বণ।"
এত শুনি সেই মনুষ্য গোবর্দ্ধন-স্থানে ;
কহিল গিয়া সব রঘুনাথ-বিবরণে।
শুনি তাঁর পিতা মাতা দুঃখিত হইল ;
পুত্র ঠাঁই দ্রব্য মনুষ্য পাঠাইতে মন কৈল।
চারি শত মুদ্রা, দুই ভৃত্য, এক ব্রাহ্মণ ;
শিবানন্দের ঠাঁই পাঠাইল ততক্ষণ।
১। শিবানন্দ কহে—"তুমি সব যাইতে নারিবা ;
২। আমি যাই যবে আমার সঙ্গে যাইবা।
এবে ঘর যাও, যবে আমি সব চলিব ;
তবে তোমা সবাকারে সঙ্গে লঞা যাব।"
এইত প্রস্তাবে শ্রীকবি-কর্ণপূর ;
৩। রঘুনাথের মহিমা গ্রন্থে লিখিলা প্রচুর।

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে দশমাঙ্কে তৃতীয়শ্লোকে রঘুনাথদাসান্বেষণং প্রতি শিবানন্দবাক্যং—

আচার্য্যো যদুনন্দনঃ
সুমধুরঃ শ্রীবাসুদেবপ্রিয়-
স্তচ্ছিষ্যো রঘুনাথ ইত্যধিগুণঃ
প্রাণাধিকো মাদৃশাং।
শ্রীচৈতন্যকৃপাতিরেকঃ
সততস্নিগ্ধঃ স্বরূপাপ্রিয়ো,
বৈরাগ্যৈকনিধি র্ন কস্য
বিদিতো নীলাচলে তিষ্ঠতাং ॥৪॥

তথাহি তত্রৈব দশমাঙ্কে চতুর্থশ্লোকে রঘুনাথান্বেষণকারিণঃ প্রতি শিবানন্দ বাক্যং—

যঃ সর্ব্বলোকৈকমনোভিরুচ্যা,
সৌভাগ্যভূঃ কাচিদকৃষ্টপচ্যা।

আচার্য্য ইতি। সুমধুরঃ প্রেমবান্ বাসুদেবস্য বাসুদেবদত্তস্য প্রিয়ঃ প্রীতিবিষয়ঃ নাম্না যদুনন্দন আচার্য্যঃ। তস্য যদুনন্দনস্য শিষ্যঃ রঘুনাথ ইতি নাম্না প্রসিদ্ধঃ, মাদৃশাং গৌরভক্তানাং প্রাণাধিকঃ প্রাণতোহপ্যধিকপ্রিয় ইত্যর্থঃ। যতঃ অধিগুণঃ গুণৈরধিকঃ সর্ব্বোত্তম ইত্যর্থঃ। স ইদানীং কীদৃগ্বর্ত্তত ইত্যাশঙ্ক্যাহ—শ্রীচৈতন্যস্য কৃপাতিরেকেণ সর্ব্বতঃ কৃপাতিশয়েন সততং স্নিগ্ধঃ ন কোপি তাপস্তং বাধিতুং শক্নোতীত্যর্থঃ। কেন তদ্বৃত্তিঃ সংপাদ্যত ইত্যাশঙ্ক্যাহ—স্বরূপস্য দামোদরস্বরূপস্য প্রিয়ঃ, স এব তাং সমাধত্ত ইত্যর্থঃ। নন্বু তথাপি ধনাদ্যপেক্ষয়া অন্তঃক্লিষ্টতাত্যপেক্ষয়াহ—বৈরাগ্যস্য একোমুখ্যোনিধিঃ ভাণ্ডার ইত্যর্থঃ। বৈরাগ্যপূর্ণান্তঃকরণ ইতি ন তাবত্তদন্তর্বিষয়াভিলাষো গন্ধমপি শক্নোতি যেন ধনাদ্যপেক্ষত্যর্থঃ। স এবাসৌ কুতোজ্ঞাতোভবত্বিতি ত্যপেক্ষয়াহ—নীলাচলে তিষ্ঠতাং কিমুত নিবসতাং কিমুত চাস্মাকং মধ্যে কস্য ন বিদিতঃ ? সর্ব্বৈরেব বিজ্ঞায়ত ইত্যর্থঃ। কস্যেতি বর্ত্তমান-ক্ত-প্রত্যয়যোগে কর্ত্তরি ষষ্ঠী ॥ ৪ ॥

য ইতি। যো রঘুনাথদাসঃ সর্ব্বেষাং লোকানাং একা মুখ্যা তদেকনিষ্ঠা যা মনসঃ অভিরুচিঃ সর্ব্বতোহধিকা প্রীতিস্তয়া, কাচিদনির্ব্বচনীয়া অকৃষ্টপচ্যা কর্ষণব্যতিরেকেণ ফলপাকজনিকা সাধনাতিশয়ব্যতিরেকেণ ঝটিতি প্রেমফল-

বাসুদেব দত্তের প্রিয়তম এবং প্রেমবান্ যদুনন্দন আচার্য্য। তাঁহার শিষ্য বিবিধগুণের আধার রঘুনাথ-দাস আমাদিগের প্রাণ হইতেও প্রিয়তম। যিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের কৃপাতিশয় লাভ করিয়া, স্নিগ্ধ স্বরূপদামোদরের সাতিশয় প্রিয় এবং বৈরাগ্যের প্রধান আধার। নীলাচলস্থিত জনগণের মধ্যে এমন কে আছে যে, সেই রঘুনাথকে জানেন না, (অর্থাৎ সকলেই তাঁহাকে সর্ব্বোত্তম বলিয়া বিদিত আছেন) ॥ ৪ ॥

যে রঘুনাথ-দাস সকল লোকের মনের অসাধারণ অভিরুচিহেতু অকৃষ্টপচ্যা* সৌভাগ্যভূমি হইয়াছেন। যাহাতে

১। সব—অর্থাৎ তিন জন মাত্র। ২ আমি যাই যবে—আমি যখন নীলাচলে যাইব। ৩। গ্রন্থে—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক গ্রন্থে।

*অকৃষ্টপচ্যা—যাহাতে কর্ষণ না করিয়া কেবল বীজবপন করিলেই প্রচুর ফল উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ সর্ব্ববিধ সাধন না করিলেও যাহাতে শীঘ্রই সাধ্যফলের আবির্ভাব হয়।

যস্যাং সমারোপণতুল্যকালং,
তৎপ্রেমশাখীফলবানতুল্যং ॥৫॥
শিবানন্দ যৈছে সেই মনুষ্যে কহিল ;
কর্ণপূর সেই রূপে শ্লোক বর্ণিল।
বর্ষান্তরে শিবানন্দ চলিলা নীলাচলে ;
১। রঘুনাথের সেবক বিপ্র তাঁর সঙ্গে চলে।
২। সেই বিপ্র ভৃত্য চারি শত মুদ্রা লঞা ;
নীলাচলে রঘুনাথে মিলিলা আসিয়া।
রঘুনাথ-দাস অঙ্গীকার না করিল ;
৩। দ্রব্য লঞা দুইজন তাঁহাই রহিল।
তবে রঘুনাথ করি অনেক যতন ;
মাসে দুই দিন কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ।
দুই নিমন্ত্রণ লাগি কৌড়ি অষ্টপণ ;
৪। ব্রাহ্মণ ভৃত্য ঠাঁই করে এতেক গ্রহণ।
এইমত নিমন্ত্রণ বর্ষ দুই কৈল ;
পাছে রঘুনাথ নিমন্ত্রণ ছাড়ি দিল।
মাস দুই যবে রঘু না করে নিমন্ত্রণ ;
স্বরূপে পুছিল তবে শচীর নন্দন—
"রঘু কেন আমার নিমন্ত্রণ ছাড়ি দিল ?"
স্বরূপ কহে—"মনে কিছু বিচার করিল।
বিষয়ীর দ্রব্য লঞা করি নিমন্ত্রণ ;
প্রসন্ন না হয় ইহায় জানি প্রভুর মন।
৫। মোর চিত্ত দ্রব্য লৈতে না হয় নির্ম্মল ;
৬। এই নিমন্ত্রণে দেখি প্রতিষ্ঠা মাত্র ফল।
৭। উপরোধে প্রভু মোর মানে নিমন্ত্রণ ;
৮। না মানিলে দুঃখী হৈবে এই মূর্খ জন।"
—এত বিচারিয়া নিমন্ত্রণ ছাড়ি দিলা ;
শুনি মহাপ্রভু হাসি বলিতে লাগিলা—
৯। "বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন ;
মলিন হৈলে মন নহে কৃষ্ণের স্মরণ।
১০। বিষয়ীর অন্নে হয় রাজস নিমন্ত্রণ ;
দাতা ভোক্তা দোঁহার মলিন হয় মন।

প্রস্থরিত্যর্থঃ। সৌভাগ্যভূরভূৎ। যত্র যস্যাং ভুবি তস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য প্রেমশাখী প্রেমতরুঃ আরোপণতুল্যকালং বীজবপনসমকালমেব অতুল্যং যথাস্যাত্তথা ফলবান্ জাত ইতি ॥ ৫ ॥

আরোপণ সমকালেই প্রেমতরু অনুপম ফল প্রসব করিয়াছে ॥ ৫ ॥

এই দুই শ্লোকদ্বারা রঘুনাথ দাসের মাহাত্ম্যাতিশয় কীর্ত্তিত হইল ॥ ৪ ॥ ৫ ॥

১। সেবক বিপ্র—সেবক এবং বিপ্র। সেবক—দাস, ভৃত্য। ২। সেই বিপ্র ভৃত্য—সেই বিপ্র এবং সেই ভৃত্য।
৩। দ্রব্য—চারি শত মুদ্রা। তাঁহাই—নীলাচলে। ৪। এতেক—মহাপ্রভুর ভিক্ষার নিমিত্ত প্রতিমাসে অষ্টপণ কৌড়ি।
৫। দ্রব্য—বিষয়ীর অর্থ। না হয় নির্ম্মল—অর্থাৎ প্রসন্ন হয় না। ধর্ম্ম মীমাংসায় মনু বলিয়াছেন—আত্মনস্তুষ্টিরেবচ। এটি ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম সন্দেহ উপস্থিত হইলে, যেপক্ষে সাধুদিগের মন প্রসন্ন হয়, তাহাই ধর্ম্ম। অতএব যখন বিষয়ীর অর্থ দ্বারা মহাপ্রসাদার ক্রয় করিয়া মহাপ্রভুকে ভিক্ষা দেওয়ায় রঘুনাথের চিত্ত প্রসন্ন হয় নাই, তখন বিষয়ীর অর্থসম্বন্ধ সর্ব্বথা পরিহার্য্য। যাঁহারা শুড়ী, বুণী, কলু, ধোপা এবং কুলটা প্রভৃতি বিষয়ীর গৃহে চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় মনের সাধ মিটাইয়া আহার করেন, অথচ লোকের নিকট শুদ্ধ ভক্ত বলিয়া আপনাকে পরিচিত করেন, তাঁহারা মনোনিবেশ পূর্ব্বক এই প্রকরণটী আলোচনা করিবেন। ৬। প্রতিষ্ঠামাত্র—অর্থাৎ লোকে প্রশংসা করিয়া বলিবে রঘুনাথ মাসে প্রভুকে দুই বার ভিক্ষা দেয়। এতাদৃশ প্রতিষ্ঠা কেবল সংসারেরই মূল। ৭। উপরোধে—অর্থাৎ প্রভুরও ইচ্ছা নাই ; শুধু আমাকে কৃপা করেন বলিয়া আমার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া নিমন্ত্রণ স্বীকার করেন। ৮। এই মূর্খজন—অর্থাৎ আমি, (রঘুনাথ দাস)।
৯। বিষয়ী—যাহাদিগের চিত্তবৃত্তি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ এই পঞ্চ বিষয়ে আসক্ত হইয়াছে, সুতরাং তাহারা সেই-সেই-শব্দাদি উপভোগার্থ সর্ব্বদা স্ত্রী এবং ধনাদি অন্বেষণ করে ; তাহাদিগকেই বিষয়ী বলে।
১০। রাজসনিমন্ত্রণ—বিষয়ে প্রবৃত্তির হেতুই রজোগুণ। যাহারা বিষয়ী তাহারা রাজস। রাজস প্রকৃতির ধনাদিতে গাঢ় আসক্তি থাকায় সহসা কাহাকেও ধন দান করিতে পারে না। তবে কোন প্রত্যুপকার বা ফল কামনায় (অর্থাৎ অধিক ধনলাভার্থ) দান করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাও কষ্টের সহিত দেয়। এই সকল হেতু বশতঃ রাজস প্রকৃতি লোকের চিত্তবৃত্তি সর্ব্বদা বিষয়বাসনায় মলিন থাকে, সুতরাং তাহার ধনেও তাহার প্রকৃতি সঞ্চালিত হয়। এ নিমন্ত্রণে ভোজন করিলে উভয়ের চিত্ত মলিন হইয়া যায়, কারণ সে সময়ে বিষয়ীর চিত্তে এই ভাব উদিত হইয়া থাকে যে, এই সন্ন্যাসীকে ভোজন করাইলে সেই পুণ্যে আমার অধিকতর ধনলাভ হইবে। এইরূপ ধনস্পৃহা বলবতী হইয়া, অপেক্ষাকৃত চিত্তকে অধিক মলিন করে। বিজ্ঞানদ্বারা অনুসন্ধান করিলে এবিষয় বিশদরূপে বুঝিতে পারিবেন।

১। ইহার সঙ্কোচে আমি এত দিন নিল ;
২। ভাল হৈল জানিয়া সে আপনি ছাড়িল।"
কত দিনে রঘুনাথ সিংহদ্বার ছাড়িল ;
ছত্রে যাই মাগি খাইতে আরম্ভ করিল।
গোবিন্দপাশ শুনি প্রভু পুছে স্বরূপেরে—
৩। "রঘু ভিক্ষা লাগি ঠাড় না হয় সিংহদ্বারে ?"
৪। স্বরূপ কহে—"সিংহদ্বারে দুঃখ অন্ন চাঞা ;
ছত্রে মাগি খায় মধ্যাহ্নকালে গিয়া।"
প্রভু কহে—"ভাল কৈল ছাড়িল সিংহদ্বার ;
৫। সিংহদ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি বেশ্যার আচার।

তথাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবস্য—

অয়মাগচ্ছতি অয়ং দাস্যতি,
অনেন দত্তং অয়মপরঃ।
সমেত্যয়ং দাস্যতি অনেনাপি,
ন দত্তমন্যঃ সমেষ্যতি স দাস্যতি ॥৬॥

৬। ছত্রে গিয়া যথালাভ উদরভরণ ;
অন্য কথা নাহি মুখে কৃষ্ণসংকীর্ত্তন।"
—এত বলি তাঁরে পুনঃ প্রসাদ করিল ;
৭। গোবর্দ্ধনের শিলা গুঞ্জামালা তাঁরে দিল।
শঙ্করানন্দ সরস্বতী বৃন্দাবন হৈতে আইলা ;
৮। তেঁহ সেই শিলা গুঞ্জামালা লঞা গেলা।
৯। পার্শ্বে গাঁথা গুঞ্জামালা, গোবর্দ্ধনের শিলা ;
দুই বস্তু মহাপ্রভুর আগে আনি দিলা।
দুই অপূর্ব্ব বস্তু পাঞা প্রভু তুষ্ট হৈলা ;
স্মরণের কালে গলে পরে গুঞ্জামালা।
গোবর্দ্ধনের শিলা প্রভু হৃদয়ে নেত্রে ধরে ;
কভু নাসায় ঘ্রাণ লয় কভু ধরে শিরে।
নেত্রজলে সেই শিলা ভিজে নিরন্তর ;
শিলাকে কহেন প্রভু কৃষ্ণকলেবর।
এইমত তিন বৎসর শিলা মালা ধরিল ;

বেশ্যাচারমাহ—অয়মিতি। মার্গে আগচ্ছন্তং কঞ্চিৎ পুরুষমালোক্য স্বগতমাহ—অয়মাগচ্ছতি অয়মেব মহ্যং প্রচুরং দাস্যতি, কুত এবমুচ্যত ইত্যপেক্ষায়ামাহ—অনেন দত্তং পূর্ব্বরাত্রাবিতিশেষঃ। তস্মিন্ কিমপ্যদত্ত্বা গচ্ছতি সতি পুনরপান্যং দৃষ্ট্বাহ—অপরোঽয়ং সমেতি, অয়ং দাস্যতি। তস্মিন্ তথৈব গতে সত্যাহ—অনেনাপি কিমপি ন দত্তং, ভবতু অন্যঃ সমেষ্যতি, স দাস্যতীতি সঙ্কল্পবিকল্পাভ্যাং বচসা অযাচিকায়া বেশ্যায়া যথা উদ্বেগেনৈব সময়াতিপাতো ভবতি, তথা বুভুক্ষোরযাচকস্যাপি ভিক্ষোরিতি ॥ ৬ ॥

এই ব্যক্তি আসিতেছেন ইনি পূর্ব্বরাত্রিতে আমাকে দিয়াছেন, আজও দিবেন। (সে চলিয়া গেলে) এই যে অপর ব্যক্তি আসিতেছেন, ইনি আমাকে ধন প্রদান করিবেন। (সে ব্যক্তিও পূর্ব্বের ন্যায় চলিয়া গেলে) কৈ ইনি ত কিছু দিলেন না, (ইনি না দিন্) অন্য কেহ আসিবে সেই দিবে ॥ ৬ ॥

বেশ্যার যেমন এইরূপ সঙ্কল্প-বিকল্প করিয়া নানা উদ্বেগে সময়াতিপাত হয়, তদ্রূপ বুভুক্ষু অযাচক ভিক্ষুরও হইয়া থাকে ; সে সময় শ্রীকৃষ্ণ হইতে যে মন বিচলিত হয়, তাহাই এই শ্লোকে বুঝাইলেন ॥ ৬ ॥

১। ইহার সঙ্কোচে—রঘুনাথ পাছে দুঃখিত হয়। ২। জানিয়া—নিজেই মনে বুঝিয়া।

৩। ঠাড়—দণ্ডায়মান হইয়া অবস্থিতি (হিন্দি) না হয়—অর্থাৎ না হয় কেন ?

৪। দুঃখ—অন্নপ্রার্থনায় অধিক কাল থাকায়, কে আসিবে কে দিবে এই চিন্তায় সে সময় বৃথা যায় বলিয়া, মনের দুঃখ।

৫। বেশ্যার আচার—বেশ্যা যেমন বেশভূষা করিয়া দ্বারে দণ্ডায়মান থাকে, বাক্যদ্বারা কোন পুরুষকে আহ্বান করে না, কিন্তু মনে মনে সর্ব্বদা ইহাই চিন্তা করিতে থাকে যে এই পুরুষ আসিতেছে এ আমাকে প্রচুর ধন প্রদান করিবে। সে চলিয়া গেলে অন্যকে তাদৃশ ভাবে দর্শন করে এবং এই উদ্বেগেই তাহার সময়াতিপাত হয়। তদ্রূপ যাহারা অযাচক হইয়া অন্নার্থ দ্বারে অবস্থিতি করে, অন্নের অপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত তাহাদিগেরও চিত্ত তজ্জন্য উদ্বেগগ্রস্ত থাকায়, সে চিত্তে তখন কৃষ্ণস্মরণ হইতে পারে না।

৬। যথালাভ—বিনা যাচ্ঞায় যাহা পাওয়া যায়। ৭। তাঁরে—রঘুনাথ দাসকে। ৮। সেই শিলা—গোবর্দ্ধন শিলা। মহাপ্রভু যে শিলা ও গুঞ্জামালা রঘুনাথকে দিলেন, তিন বৎসর পূর্ব্বে শঙ্করানন্দ সরস্বতী বৃন্দাবন হইতে আসিয়া তাহা মহাপ্রভুকে দিয়াছিলেন।

৯। পার্শ্বে গাঁথা—আড়ভাবে গাঁথা। ইহাতে একদিকে কৃষ্ণবর্ণ ও অপরদিকে শুক্লবর্ণ থাকায় দেখিতে অতীব সুন্দর দেখায়।

তুষ্ট হঞা শিলা মালা রঘুনাথে দিল।
প্রভু কহে—"এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ ;
ইহাঁর সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ।
১। এই শিলার কর তুমি সাত্বিক পূজন ;
২। অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণপ্রেমধন।
৩। এক কুঁজা জল আর তুলসীমঞ্জরী ;
সাত্বিক সেবা এই শুদ্ধভাবে করি।
৪। দুই দিগে দুই পত্র মধ্যে কোমল মঞ্জরী ;
এইমত অষ্ট মঞ্জরী দিবে শ্রদ্ধা করি।"—
শ্রীহস্তে শিলা দিয়া এই আজ্ঞা দিলা ;
আনন্দে রঘুনাথ সেবা করিতে লাগিলা।
৫। এক বিতস্তি দুই বস্ত্র, পিঁড়া একখানি ;
স্বরূপ দিলেন কুঁজা আনিবারে পানি।
এইমত রঘুনাথ করেন পূজন ;
৬। পূজাকালে দেখে শিলা ব্রজেন্দ্রনন্দন।
প্রভুর স্বহস্তদত্ত গোবর্দ্ধন শিলা ;
এই চিন্তি রঘুনাথ প্রেমে ভাসি গেলা।
জল-তুলসীর সেবায় তাঁর যত সুখোদয় ;
৭। ষোড়শোপচারে পূজায় তত সুখ নয়।
এইমত দিনকতক করেন পূজন ;
তবে স্বরূপ গোসাঞী তাঁরে কহিল বচন—
৮। "অষ্ট কৌড়ির খাজা সন্দেশ কর সমর্পণ ;
শ্রদ্ধা করি দিলে সেই অমৃতের সম।"
তবে অষ্ট কৌড়ির খাজা করে সমর্পণে ;
স্বরূপ-আজ্ঞায় গোবিন্দ করে সমাধানে।
রঘুনাথ সেই শিলা মালা যবে পাইল ;
গোসাঞীর অভিপ্রায়ে এই ভাবনা করিল—
'শিলা দিয়া মোরে গোসাঞী সমর্পিল গোবর্দ্ধনে,
গুঞ্জামালা দিয়া দিল রাধিকাচরণে।'—
আনন্দে রঘুনাথের বাহ্যবিস্মরণ ;
কায়মনে সেবিলেন গৌরাঙ্গচরণ।
অনন্ত-গুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা ;
৯। রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা।
১০। সাড়ে সাত প্রহর যায় যাঁহার স্মরণে ;
আহার নিদ্রা চারি দণ্ড, সেও নহে কোন দিনে।
বৈরাগ্যের কথা তাঁর অদ্ভুত কথন ;
আজন্ম না দিল জিহ্বায় রসের স্পর্শন।
ছিঁড়া কানি কাঁথা বিনা না পরে বসন ;
১১। সাবধানে প্রভুর কৈল আজ্ঞার পালন।
প্রাণরক্ষা লাগি যেবা করেন ভক্ষণ ;
১২। তাহা খাঞা আপনাকে করে নির্ব্বেদবচন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে পঞ্চদশাধ্যায়ে একত্রিংশশ্লোকে যুধিষ্ঠিরং প্রতি নারদ বাক্যং—

১। সাত্বিক পূজন—প্রতিগ্রহাদি ব্যতীত লব্ধজলতুলসীদ্বারা পূজন। ২। অচিরাতে—অচিরাৎ, অবিলম্বে। ৩। কুঁজা- করকা, করোয়া, কমণ্ডলু। ৪। দুইদিগে—দুইদিকে। ৫। বিতস্তি—দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত অর্থাৎ অর্দ্ধহস্ত পরিমিত। দুইবস্ত্র—দুইখণ্ড বস্ত্র। পিঁড়া—পীঠ। স্বরূপ দিলেন—অর্থাৎ স্বরূপ গোস্বামী কুঁজা, বস্ত্র এবং পীঠ প্রদান করিলেন। আনিবারে পানি—জল আনিতে।

৬। পূজাকালে…ব্রজেন্দ্রনন্দন—শিলায় যে স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেনন্দনের আবির্ভাব, ভক্তপ্রত্যক্ষদ্বারা তাহাই বুঝাইলেন।

৭। তত সুখ নয়—অর্থাৎ অন্য ব্যক্তি ষোড়শ উপচারদ্বারা পূজা করিয়া, তত সুখ লাভ করিতে পারে না।

৮। খাজা সন্দেশ—খাজা নামক সন্দেশ। সন্দেশ—পক্ব মিষ্টদ্রব্য।

৯। পাষাণের রেখা—যেমন পাষাণে কোন রেখা অঙ্কিত হইলে, কোন কালে ক্ষয় পায় না, তদ্রূপ রঘুনাথের নিয়মও কোন কালেই বিলুপ্ত হইবার নয়। ১০। যাঁহার—যে রঘুনাথের। স্মরণে—মানস-সেবায়। ১১। আজ্ঞার পালন—প্রভুর আজ্ঞা যথা—

"গ্রাম্যকথা না শুনিবে গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে। ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে।
অমানী মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে। ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে॥"

১২। নির্ব্বেদ বচন—আপনার প্রতি নির্ব্বেদ বাক্য প্রয়োগ করেন।

আত্মানঞ্চেদ্বিজানীয়াৎ পরং জ্ঞানধুতাশয়ঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য বা হেতোর্দেহং পুষ্ণাতিলম্পটঃ॥৭

প্রসাদান্ন পসারীর যত না বিকায় ;
১। দুই তিন দিন হৈলে ভাত 'সড়ি' যায়।
২। সিংহদ্বারে গাবী আগে সেই ভাত ডারে ;
৩। সড়া গন্ধে তৈলঙ্গ গাই খাইতে না পারে।
সেই ভাত রঘুনাথ রাত্রে ঘরে আনি ;
ভাত ধুঞা ফেলে ঘরে দিয়া বহু পানি।
৪। ভিতরেতে দড়ভাত মাজি যেই পায় ;
নুন দিয়া রঘুনাথ সেই অন্ন খায়।
একদিন স্বরূপ তাহা করিতে দেখিল ;
হাসিয়া তাহার কিছু মাগিয়া খাইল।
স্বরূপ কহে—"ঐছে অমৃত খাও নিতি নিতি ;
আমা সবায় নাহি দাও কি তোমার প্রকৃতি ?"
গোবিন্দের মুখে প্রভু সে বার্ত্তা শুনিলা ;
আর দিনে আসি প্রভু কহিতে লাগিলা।
৫। "কাঁহা বস্তু খাও সবে আমায় না দেও কেন ?"
এত বলি এক গ্রাস করিল ভক্ষণ।
আর গ্রাস লৈতে স্বরূপ হাতেতে ধরিলা ;
"তব যোগ্য নহে" বলি বলে কাঢ়ি নিলা।
প্রভু বলে—"নিতি নিতি নানা প্রসাদ খাই ;
ঐছে স্বাদ আর কোন প্রসাদে না পাই।"
এইমত মহাপ্রভু নানা লীলা করে ;
রঘুনাথের বৈরাগ্য দেখি সন্তোষ অন্তরে।
৬। আপন উদ্ধার এই রঘুনাথ-দাস ;
৭। চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছে প্রকাশ।

তথাহি স্তবাবল্যাং চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে একাদশ শ্লোকঃ—

মহাসম্পদ্দারাদপি পতিতমুদ্ধৃত্য কৃপয়া,
স্বরূপে যঃ স্বীয়ে কুজনমপি মাং ন্যস্য মুদিতঃ।

নন্বাত্মতত্ত্বজ্ঞস্য ভিক্ষোরিন্দ্রিয়লৌল্যে কো দোষস্তত্রাহ—আত্মানমিতি। আত্মানং পরং দেহাৎ পৃথগ্ভূতং ব্রহ্ম চেৎ জানীয়াৎ। জ্ঞানেন ধুতা নিরস্তা আশয়া বাসনা যস্য সঃ, তস্য জ্ঞানেনৈ লৌল্যমেব ন সম্ভবতীত্যর্থঃ। তদা কিমিচ্ছন্ কস্য বা হেতোঃ কস্মাৎ কারণাদিত্যর্থঃ। লম্পটঃ দেহং পুষ্ণাতি। দেহং পুষ্ণাতীতি, জিহ্বেন্দ্রিয়লৌল্যং লম্পট ইতি উপস্থলৌল্যঞ্চ সূচিতং। তথাচ শ্রুতিঃ—'আত্মানঞ্চেদ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি পূরুষঃ। কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসংজ্বরেদি'তি॥ ৭॥

মহেতি। যঃ কৃপয়া কুজনং কুৎসিতমপি মাং মহাসম্পদ্দারাদুদ্ধৃত্য স্বীয়ে স্বকীয়ে স্বরূপে ন্যস্য স্থাপয়িত্বা মুদিতো হৃষ্টোঽভূৎ। কিম্ভূতং মাং—পতিতং সম্পদ্দারে সাগরে নিমগ্নং, শ্লেষেণ পাতকিনং, পতিতপদস্য শ্লেষত্বেন সম্পদ্দারাদিতাত্র সাগরত্বারোপঃ। পরম্পরিত-রূপকেণ মহা সম্পদশ্চ দারাশ্চ তেষাং সমাহারঃ। যদ্বা—মহাসম্পত্তিঃ সহিতোদার ইতি তৃতীয়া-সমাসঃ। 'গুরুদারে চ পুত্রেষু গুরুবদ্বৃত্তিমাচরেদি'তি প্রয়োগাদেকবচনান্তোপি দার-শব্দঃ। কুজনমিতি স্বদৈন্যেনোক্তমপি সরস্বত্যর্থান্তরং কল্পয়তি, তদ্যথা—কৌ পৃথিব্যাং জনং প্রাদুর্ভবন্তং মাং মহাসম্পদ্দারাদেতং পরিত্যজ্য পতিতং শ্রীপুরুষোত্তমং গচ্ছন্তং সন্তং। অস্তুৎ সমানং। স গৌর ইতি সম্বন্ধঃ। অথচ উরো গুঞ্জাহারং বক্ষসো

জ্ঞানদ্বারা যাহার বাসনার ক্ষয় হইয়াছে, তাদৃশ ব্যক্তি যদি আপনাকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া অনুভব করে, তবে কি অভিলাষে কি কারণে বিষয়লোলুপ হইয়া দেহের পোষণ করিবে ? ৭॥

যিনি মাদৃশ পতিত এবং কুজনকে মহা সম্পত্তি এবং কলত্রসাগর হইতে কৃপাগুণে উদ্ধার করতঃ অন্তরঙ্গ স্বরূপের

আত্মজ্ঞ ব্যক্তির বিষয়লালসা সম্ভবেনা, ইহাই এই শ্লোকদ্বারা প্রতিপাদন করিলেন। বস্তুতঃ এই শ্লোকপাঠ নির্ব্বেদজনিত। ৭।

১। সড়ি যায়—পচিয়া যায়। ২। ডারে—ফেলিয়া দেয়। ৩। সড়া গন্ধে—পচানি দুর্গন্ধে। তৈলঙ্গ গাই—তৈলঙ্গদেশীয় গাভী।
৪। দড়—দৃঢ়। মাজি—অন্নমধ্যস্থ কঠিনাংশ। ৫। কাঁহা—কীদৃশ। ৬। উদ্ধার—গৃহ হইতে নিজের উদ্ধার।
৭। চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষ—রঘুনাথদাসকৃত গ্রন্থবিশেষ।

উরো গুঞ্জাহারং প্রিয়মপি চ গোবর্দ্ধনশিলাং
দদৌ মে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥৮॥
এইত কহিল রঘুনাথের মিলন ;
ইহা যেই শুনে পায় চৈতন্যচরণ।
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ ;
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

গুঞ্জামালাং। এবং গোবর্দ্ধনশিলাং মে মহ্যং দদৌ স ইতি চ সম্বন্ধঃ। মহাসম্পদ্দারাদিতি বকারযুক্ত পাঠে মহাসম্পদেব দাবো দাবাগ্নিস্তস্মাৎ কৃপয়া উদ্ধৃত্য ইতি পরম্পরিতেন রূপয়েত্যত্র বৃষ্টিত্বারোপঃ। হেতৌ তৃতীয়া। অন্যৎ সমানং ॥৮॥

হস্তে সমর্পণ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন এবং পরমপ্রিয় বক্ষঃস্থলের গুঞ্জাহার ও গোবর্দ্ধন শিলা প্রদান করিয়াছিলেন, সেই গৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া পরমানন্দ সম্পাদন করিতেছেন ॥ ৮ ॥

মহাপ্রভু রঘুনাথদাসকে গুঞ্জামালা ও গোবর্দ্ধশিলা প্রদান করিয়াছিলেন,—ইহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন। ৮।

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীরঘুনাথদাসমিলনং নাম
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ ॥

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

চৈতন্যচরণাম্ভোজমকরন্দলিহঃ সতঃ।
ভজে যেষাং প্রসাদেন পামরোঽপ্যমরোভবেৎ ॥১
জয় জয় শ্রীচৈতন্য ! জয় নিত্যানন্দ !
জয়াদ্বৈতচন্দ্র ! জয় গৌরভক্তবৃন্দ !
বর্ষান্তরে যত গৌড়ের ভক্তগণ আইলা ;
পূর্ব্ববৎ মহাপ্রভু সবারে মিলিলা।
এই মত বিলাস প্রভুর ভক্তগণ লঞা ;
১। হেনকালে বল্লভ ভট্ট মিলিলা আসিয়া।
আসিয়া বন্দিল ভট্ট প্রভুর চরণ ;
প্রভু ভাগবত-বুদ্ধে কৈল আলিঙ্গন।
মান্য করি প্রভু তাঁরে নিকটে বসাইলা ;
বিনয় করিয়া ভট্ট কহিতে লাগিলা—

চৈতন্যেতি। চৈতন্যস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য চরণাবেব অম্ভোজে তয়োর্মকরন্দাঃ পরম্পরিতেন চরণয়োরম্ভোজত্বরূপকেণ মকরন্দানাং মাধুর্য্যত্বং ব্যঞ্জিতং, তান্ লিহন্তি যে তান্ সতঃ সাধূন্, লিহ্-ধাতু-প্রয়োগেণ সতাং তন্মাধুর্য্যলোলপত্বং তদাস্বাদনৈপুণ্যঞ্চ ব্যঞ্জিতং। বন্দে নমস্করোমি। নতু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনমস্কারমতিক্রম্য কথং তচ্চরণাশ্রিতান্ বন্দসে ইত্যপেক্ষয়ামাহ—যেষাং প্রসাদেন ভগবন্মহিমোদ্দীপক-তদ্গুণকীর্ত্তনাদিভির্বাসনাজালসম্যগুন্নিঃসারণাদিরূপেণ পামরোপি অতি পাষণ্ডোপি অমরোজীবন্মুক্তো ভবেৎ, সাধূনাং নিরঙ্কুশপ্রসাদত্বাত্তৎপ্রসাদাধীনো হি ভগবৎপ্রসাদ ইতি ॥ ১ ॥

যাঁহাদিগের প্রসাদে অতি পাষণ্ডও অমর হইতে পারে, সেই চৈতন্যদেবের পাদপদ্মের মকরন্দলেহনশীল সাধুদিগকে প্রণাম করি ॥ ১ ॥

১। বল্লভ ভট্ট—পূর্ব্বে প্রয়াগে ইঁহার সহিত মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ হয়। বিশেষ বিবরণ মধ্যলীলার (১৯) পরিচ্ছেদে (৪৪১) পৃষ্ঠায় দেখুন।

"বহু দিন মনোরথ তোমা দেখিবারে ;
১। জগন্নাথ পূর্ণ কৈল, দেখিল তোমারে।
তোমার দর্শন যেই পায় সেই ভাগ্যবান্ ;
তোমাকে দেখিয়ে যেন সাক্ষাৎ ভগবান্।
তোমাকে যে স্মরণ করে সে হয় পবিত্র ;
দর্শনে কৃতার্থ হয়, ইথে কি বিচিত্র ?

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথমস্কন্ধে একোনবিংশাধ্যায়ে ত্রিংশশ্লোকে শুকদেবং প্রতি পরীক্ষিদ্বাক্যং—

যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ
কিং পুনর্দর্শনস্পর্শপাদশৌচাসনাদিভিঃ ॥২॥

কলিকালের ধর্ম্ম—কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন ;
কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তার প্রবর্ত্তন।
তাহা প্রবর্ত্তাইলে তুমি এইত প্রমাণ ;
২। কৃষ্ণশক্তি ধর তুমি ইথে নাহি আন্।
জগতে করিলে তুমি কৃষ্ণপ্রেম প্রকাশে ;
যেই তোমা দেখে সেই কৃষ্ণ প্রেমে ভাসে।
প্রেমপরকাশ নহে কৃষ্ণশক্তি বিনে ;
৩। কৃষ্ণ এক প্রেমদাতা শাস্ত্রের প্রমাণে।"

তথাহি শ্রীলঘুভাগবতামৃতে পূর্ব্বখণ্ডে পরাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে দ্বিতীয়াঙ্কধৃতবিল্বমঙ্গলশ্লোকঃ—

সন্তবতারা বহবঃ পঙ্কজনাভস্য সর্ব্বতো ভদ্রাঃ
কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি ॥৩॥

মহাপ্রভু কহে—"শুন ভট্ট মহামতি !
মায়াবাদী সন্ন্যাসী আমি না জানি কৃষ্ণভক্তি।
অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞী সাক্ষাৎ-ঈশ্বর ;
তাঁর সঙ্গে আমার মন হইল নির্ম্মল।
৪। সর্ব্বশাস্ত্রে কৃষ্ণভক্ত্যে নহে যাঁর সম ;
৫। অতএব অদ্বৈত আচার্য্য তাঁর নাম।
যাঁহার কৃপায় ম্লেচ্ছের হয় কৃষ্ণভক্তি ;
কে কহিতে পারে তাঁর বৈষ্ণবতা-শক্তি ?
নিত্যানন্দ অবধূত সাক্ষাৎ-ঈশ্বর ;
ভাবোন্মাদে মত্ত, কৃষ্ণপ্রেমের সাগর।
৬। ষড় দর্শনবেত্তা ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম ;
শর্ব্বশাস্ত্রে জগদ্গুরু ভাগবতোত্তম।
৭। তেঁহ দেখাইল মোরে ভক্তিযোগ-পার ;
৮। তাঁর প্রসাদে জানিল কৃষ্ণভক্তিযোগ সার।

যেষামিতি। যেষাং কর্ত্তৃকর্ম্মরূপাণাং সাধুনাং সম্যক্ স্মরণাৎ মনোবিষয়ীকরণাৎ। সাধবো যান্ স্মরন্তি সাধুন্ বা যে স্মরন্তীত্যর্থঃ। তেষাং পুংসাং গৃহাসক্তানামিত্যর্থঃ। বৈ প্রসিদ্ধৌ। গৃহাঃ পঞ্চসূণা দূষিতাঃ, সদ্যঃ স্মরণসমকালমেব. শুদ্ধ্যন্তি পরমপবিত্রা ভবন্তি। তেঽপি অন্যান্ শোধয়িতুং শক্নুবন্তীত্যর্থঃ। দর্শনং দূরাদেব চক্ষুর্বিষয়ীকরণং স্পর্শনং যেন কেনাপি শরীরসম্বন্ধঃ। এতে সাধুকর্ত্তৃকতৎকর্ম্মকে চ জ্ঞেয়ে। পাদশৌচং চরণপ্রক্ষালনং। আসনং উপবেশনং। আদিনা প্রণামপ্রশ্নাদিকঃ। তৈঃ শুদ্ধ্যন্তীতি, কিং পুনর্বক্তব্যং সন্নিহিতং দেহেন্দ্রিয়াদিকং শুদ্ধ্যন্তীতি ॥ ২ ॥

যাঁহাদিগের স্মরণে গৃহমেধীর গৃহ তৎক্ষণাৎ পরমপবিত্র হয়, তাঁহাদের দর্শন, স্পর্শন, পাদপ্রক্ষালন এবং উপবেশনাদি দ্বারা যে বিশুদ্ধ হইবে, তাহাতে আর সংশয় কি ? ২ ॥

মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া যে জীব পবিত্র হয়, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়,—ইহাই এই শ্লোকদ্বারা সমর্থন করিলেন ॥ ২ ॥
ইহার ব্যাখ্যা আদিলীলা (৩৪) পৃষ্ঠায় (৬) শ্লোকে দেখুন। কৃষ্ণই একমাত্র প্রেমদাতা,—ইহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন ॥ ৩ ॥

১। পূর্ণ কৈল—অর্থাৎ আমার মনোরথ পূর্ণ করিলেন। ২। ইথে নাহি আন্—অর্থাৎ ইহাতে আর অন্য প্রমাণ প্রয়োজন নাই।
৩। এক—একমাত্র। ৪। সর্ব্বশাস্ত্রে—সর্ব্বশাস্ত্রের জ্ঞানে। কৃষ্ণভক্ত্যে—কৃষ্ণভক্তিবিষয়ে। ৫। অতএব—যেহেতু তাঁহার সমান আর কেহ নাই, এই হেতু তাঁহার নাম অদ্বৈত অর্থাৎ দ্বিতীয়-রহিত। আচার্য্য—গুরু অর্থাৎ ভক্তির উপদেষ্টা। ৬। ষড় দর্শন—ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা, বেদান্ত, সাংখ্য এবং পাতঞ্জল।
৭। পার—সীমা। ৮। সার—উপাদেয়।

১। রামানন্দ রায় কৃষ্ণরসের নিধান ;
২। তেঁহ জানাইল কৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্।
৩। তাঁতে প্রেমভক্তি পুরুষার্থ-শিরোমণি ;
৪। রাগমার্গে প্রেমভক্তি সর্ব্বাধিক জানি।
৫। দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর ভাব আর ;
দাস-সখা-গুরু-কান্তা আশ্রয় যাঁহার।
৬। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্ত-কেবলা ভাব আর ;
৭। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে না পাই যে ব্রজেন্দ্রকুমার।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে নবমাধ্যায়ে ষোড়শশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকদেববাক্যং—

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ
জ্ঞানিনাঞ্চাত্মভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥৪॥

৮। 'আত্মভূত' শব্দে কহে পারিষদ্গণ ;
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে লক্ষ্মী না পাইল ব্রজেন্দ্রনন্দন।

তথাহি তত্রৈব সপ্তচত্বারিংশাধ্যায়ে ত্রিপঞ্চাশত্তম-শ্লোকে গোপীঃ প্রতি উদ্ধববাক্যং—

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজসুন্দরীণাং ॥৫॥

৯। শুদ্ধভাবে সখা করে স্কন্ধে আরোহণ ;
শুদ্ধভাবে ব্রজেশ্বরী করিল বন্ধন।
১০। 'মোর সখা, মোর পুত্র'—এই শুদ্ধ মন ;
১১। অতএব শুক ব্যাস করে প্রশংসন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে দ্বাদশাধ্যায়ে দশমশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শ্রীশুকবাক্যং—

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা
দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ
সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥৬॥

ইহার ব্যাখ্যা (২৯৬) পৃষ্ঠায় (৪৮) শ্লোকে দেখুন। ঐশ্বর্য্যমিশ্রভাবে ব্রজে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় না, ইহাই এই শ্লোকদ্বারা সপ্রমাণ করিলেন ॥৪॥
ইহার ব্যাখ্যা (২৭৯) পৃষ্ঠায় (১৭) শ্লোকে দেখুন। লক্ষ্মীর ব্রজে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় নাই, ইহাই এই শ্লোকদ্বারা সপ্রমাণ করিলেন ॥৫॥
ইহার ব্যাখ্যা (২৭৭। ২৭৮) পৃষ্ঠায় (১৪) শ্লোকে দেখুন ॥ ৬ ॥

১। নিধান—আধার অর্থাৎ থাকিবার নির্দ্দিষ্ট স্থান।

২। স্বয়ংভগবান—ভগবত্তার মূলতত্ত্ব অর্থাৎ যাঁহা হইতে অন্যের ভগবত্তা।

৩। প্রেমভক্তি—প্রেমরূপ ভক্তি। পুরুষার্থশিরোমণি—মূল পুরুষার্থ, অর্থাৎ যাঁহার অংশাদিরূপ অপবর্গাদি। ৪। সর্ব্বাধিক—অর্থাৎ বৈধীমার্গ হইতে রাগমার্গে প্রেমভক্তি অতীব শ্রেষ্ঠ।

৫। দাস্য···যাঁহার—দাস্যভাব, সখ্যভাব, বাৎসল্যভাব এবং মধুরভাব এই সকল ভাবের আশ্রয় যথাক্রমে দাস, সখা, গুরু (অর্থাৎ মাতা পিতা প্রভৃতি) এবং কান্তা (প্রেয়সীবর্গ)। এই সকল ভাব তাদৃশ নিত্যসিদ্ধ পরিকর ভিন্ন অন্যত্র থাকিতে পারে না। যেহেতু ভাব চিদানন্দ স্বরূপ, নিত্যসিদ্ধ পরিকরও চিদানন্দ স্বরূপ, সুতরাং ভাব তাঁহাদিগের স্বরূপভূত ধর্ম্ম। এই নিমিত্ত তাঁহাদিগকে আশ্রয় বলিলেন। যেমন সূর্য্যের তেজ স্বচ্ছধাতু, স্ফটিক এবং সূর্য্যকান্তমণি প্রভৃতিতে সঞ্চারিত হইয়া, তাহাদিগের যোগ্যতা অনুসারে তারতম্য ভাবে প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ নিত্যসিদ্ধ পরিকরস্থ সেই-সেই ভাব অনুগত-সাধকে সঞ্চারিত হইয়া চিত্তের যোগ্যতা-অনুসারে তারতম্যরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

৬। ঐশ্বর্য্য জ্ঞান ইত্যাদি—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানযুক্ত এবং কেবলা (শুদ্ধা অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রণরহিত) ভেদে ভাব দুই প্রকার।

৭। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে—অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যমিশ্র তাদৃশ ভাবদ্বারা।

৮। আত্মভূত··ব্রজেন্দ্রনন্দন—শ্লোকস্থ 'আত্মভূত' শব্দের অর্থ পারিষদ্গণ। সেই পারিষদ্গণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধানা লক্ষ্মীঠাকুরাণী। কিন্তু তাঁহারও ব্রজেকৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় নাই।

৯। শুদ্ধভাবে—ঐশ্বর্য্য জ্ঞানরহিত ভাবে। ঐশ্বর্য্য জ্ঞান থাকিলে, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যে ভগবান্ এই জ্ঞান থাকিলে সখা কৃষ্ণের স্কন্ধে আরোহণ এবং ব্রজেশ্বরী রজ্জুদ্বারা কখনই বন্ধন করিতে পারিতেন না।

১০। শুদ্ধ—ঐশ্বর্য্যগন্ধরহিত। ১১। অতএব—শুদ্ধভাবহেতু। শুক ব্যাস—শুক ও ব্যাস। প্রশংসন—এই ঐশ্বর্য্য গন্ধবর্জ্জিত প্রেমকে প্রশংসা করিয়া থাকেন।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে অষ্টমাধ্যায়ে ষট্‌ত্রিংশশ্লোকে শুকদেবং প্রতি পরীক্ষিদ্বাক্যং—

নন্দঃ কিমকরোদ্ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ং।
যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ ॥৭॥

১। ঐশ্বর্য্য দেখিলেও শুদ্ধের ঐশ্বর্য্য না হয় জ্ঞান;
অতএব ঐশ্বর্য্য হইতে কেবলাভাব প্রধান।

তথা তত্রৈব অষ্টমাধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকদেববাক্যং—

ত্রয্যা চোপনিষদ্ভিশ্চ সাংখ্যযোগৈশ্চ সাত্বতৈঃ।
উপগীয়মানমাহাত্ম্যং হরিং সামান্যতাত্মজং ॥৮॥

যে সব শিক্ষাইল মোরে রায়-রামানন্দ;
সে সব শুনিতে হয় পরম আনন্দ।
যাঁহার প্রসাদে জানি ব্রজের শুদ্ধভাব;
২। কহিল না যায় রামানন্দের প্রভাব।
৩। দামোদর-স্বরূপ প্রেমরস-মূর্ত্তিমান্;
যাঁর সঙ্গে হৈল ব্রজের মধুররসজ্ঞান।
৪। শুদ্ধপ্রেম ব্রজদেবীর কামগন্ধহীন;
৫। কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্য এই তার চিন্।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একত্রিংশাধ্যায়ে উনবিংশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য গোপীবাক্যং—

যত্তে সুজাত চরণাম্বুরুহং স্তনেষু;
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসী তদ্‌ব্যথতে ন কিংস্বিৎ;
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ ॥৯॥

গোপীগণের শুদ্ধভাব ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন;
প্রেমেত ভর্ৎসনা করে এই তার চিন্।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একত্রিংশাধ্যায়ে ষোড়শশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য গোপীবাক্যং—

পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবা-
নতি বিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।
গতিবিদস্তবোদ্গীতমোহিতাঃ
কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি ॥১০॥

৬। সর্ব্বোত্তম ভজন ইহাঁর সর্ব্বশক্তি জিনি;
৭। অতএব কৃষ্ণ কহে আমি তার ঋণী।

তথাহি তত্রৈব দ্বাত্রিংশাধ্যায়ে একবিংশশ্লোকে গোপীঃ প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মা ভজন দুর্জ্জয়গেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্‌বঃ প্রতিযাতু সাধুনা ॥১১॥

ইহার ব্যাখ্যা (২৭৮) পৃষ্ঠায় (১৫) শ্লোকে দেখুন। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানশূন্য ভাবকে শুক-ব্যাসাদি প্রশংসা করিয়া থাকেন,—তাহাই এই দুই শ্লোকে দেখাইলেন ॥ ৭ ॥

ইহার ব্যাখ্যা (৪৬৩) পৃষ্ঠায় (২৯) শ্লোকে দেখুন। ঐশ্বর্য্যমিশ্র ভাব হইতে কেবলা ভাব যে প্রধান,—তাহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন ॥৮॥

ইহার ব্যাখ্যা (৬৪। ৬৫) পৃষ্ঠায় (২৬) শ্লোকে দেখুন। ব্রজদেবীর সকল ব্যাপারেই কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য,—ইহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন ॥৯॥

ইহার ব্যাখ্যা (৪৬৫) পৃষ্ঠায় (৩৩) শ্লোকে দেখুন। গোপীগণের ঐশ্বর্য্য জ্ঞান না থাকায় শুদ্ধপ্রেমে কৃষ্ণকে ভর্ৎসনা করেন, ইহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন ॥ ১০ ॥

১। শুদ্ধের—শুদ্ধভাবাবিষ্টজনের।

২। কহিল না যায়—বচনদ্বারা বলা যায় না।

৩। প্রেমরস মূর্ত্তিমান্—মূর্ত্তিমান্ প্রেমরস, অর্থাৎ প্রেমরস মূর্ত্তিধারণ করিয়া স্বরূপরূপে প্রকট হইয়াছেন।

৪। কামগন্ধহীন—কামসম্বন্ধরহিত। যখন ইহাদিগের কৃষ্ণসুখার্থ সমস্ত ব্যাপার, তখন অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে ব্রজদেবীর প্রেমে কাম-সম্বন্ধ নাই। কাম থাকিলে অবশ্য নিজের সুখ প্রার্থনা করিতেন। ৫। চিন্—চিহ্ন।

৬। ইহার—ব্রজদেবীর প্রেমের। সর্ব্বভক্তি জিনি—অন্য সর্ব্ববিধ ভক্তিকে জয় করিয়াছেন।

৭। তার—এতাদৃশ ব্রজদেবীর প্রেমের।

ঐশ্বর্য্যজ্ঞান হৈতে কেবলা পরমপ্রধান ;
পৃথিবীতে ভক্ত নাই উদ্ধব সমান।
১। তেঁহ যাঁর পদধূলি করেন প্রার্থন ;
স্বরূপের সঙ্গে পাইনু এসব শিক্ষণ।
হরিদাস ঠাকুর মহাভাগবত-প্রধান ;
দিন প্রতি লয় তেঁহ তিন লক্ষ নাম।
নামের মহিমা আমি তাঁর ঠাঁই শিখিল ;
তাঁর প্রসাদে নামের মহিমা জানিল।
আচার্য্যরত্ন, আচার্য্যনিধি, পণ্ডিত গদাধর ;
জগদানন্দ, দামোদর, শঙ্কর, বক্রেশ্বর।
কাশীশ্বর, মুকুন্দ, বাসুদেব, মুরারী ;
আর যত ভক্তগণ গৌড়ে অবতরি।
কৃষ্ণনাম-প্রেম কৈল জগতে প্রচার ;
ইহা সবার সঙ্গে কৃষ্ণভক্তি যে আমার।"
ভট্টের হৃদয়ে দৃঢ় অভিমান জানি ;
ভঙ্গি করি মহাপ্রভু কহে এত বাণী।
'আমি সে বৈষ্ণব ভক্তিসিদ্ধান্ত সব জানি ;
আমি সে ভাগবত অর্থ উত্তম বাখানি।'—
ভট্টের মনেতে এই ছিল দীর্ঘ গর্ব্ব ;
প্রভুর বচন শুনি হইল সে খর্ব্ব।
প্রভুর মুখে বৈষ্ণবতা শুনিয়া সবার ;
ভট্টের ইচ্ছা হৈল তাঁ'সবারে দেখিবার।
ভট্ট কহে—"এ সব বৈষ্ণব রহে কোন্ স্থানে ;
কোন প্রকারে পাইব ইঁহা সবার দর্শনে ?"
প্রভু কহে—"কেহ ইঁহা, কেহ গঙ্গাতীরে ;
সব আসিয়াছে রথযাত্রা দেখিবারে।
ইঁহাই রহেন সবে বাসা নানাস্থানে ;
ইঁহাই পাইবে তুমি সবার দর্শনে।
তবে ভট্ট কহে বহু বিনয়-বচন ;
বহু দৈন্য করি প্রভুর কৈল নিমন্ত্রণ।
আর দিনে সব বৈষ্ণব প্রভু স্থানে আইলা ;
সবা সনে মহাপ্রভু ভট্টে মিলাইলা।
বৈষ্ণবের তেজ দেখি ভট্টের চমৎকার ;
২। তাঁ'সবার আগে ভট্ট খদ্যোত-আকার।
তবে ভট্ট বহু মহাপ্রসাদ আনাইলা ;
গণসহ মহাপ্রভুকে ভোজন করাইলা।
পরমানন্দ-পুরী সঙ্গে সন্ন্যাসীর গণ ;
একদিকে বৈসে সবে করিতে ভোজন।
অদ্বৈত-নিত্যানন্দরায় পার্শ্বে দুই জন ;
৩। মধ্যে প্রভু বসিলা আগে-পাছে ভক্তগণ।
গৌড়ের ভক্ত যত গণিতে না পারি ;
অঙ্গনে বসিলা সব হঞা সারি সারি।
প্রভুর ভক্তগণ দেখি ভট্টের চমৎকার ;
৪। প্রত্যেকে সবার পদে কৈল নমস্কার।
স্বরূপ, জগদানন্দ, কাশীশ্বর, শঙ্কর ;
পরিবেশন করে আর রাঘব, দামোদর।
মহাপ্রসাদ বল্লভভট্ট বহু আনাইল ;
প্রভু সহ সন্ন্যাসিগণে আপনি পরিবেশিল।
৫। প্রসাদ পায়, বৈষ্ণবগণ বলে হরি হরি ;
হরিধ্বনি উঠিল সব ব্রহ্মাণ্ড ভরি।
৬। মালা-চন্দন-গুবাক-পান অনেক আনিল ;
সবার পূজা করি ভট্ট আনন্দিত হৈল।
রথযাত্রা-দিনে প্রভু কীর্ত্তন আরম্ভিল ;
পূর্ব্ববৎ সাত সম্প্রদায় পৃথক্ করিল।

ইহার ব্যাখ্যা (৬৫ । ৬৬) পৃষ্ঠায় (২৯) শ্লোকে দেখুন। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজদেবীর প্রেমে ঋণী,—ইহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন ॥ ১১ ॥

১। যাঁর—ব্রজদেবীর। ২। খদ্যোতআকার—সূর্য্যের সম্মুখে যেন জোনাকী পোকা। ৩। মধ্যে—অর্থাৎ অদ্বৈত ও নিত্যানন্দের মধ্যে। আগে—সম্মুখে। পাছে—পশ্চাদ্ভাগে। ৪। প্রত্যেকে সবার—এক এক করিয়া সকলের।
৫। পায়—ভোজন করিতে করিতে। ৬। গুবাক—সুপারি।

অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, হরিদাস, বক্রেশ্বর ;
শ্রীবাস, রাঘবপণ্ডিত, আর গদাধর।
সাত জন সাত ঠাঁই করেন কীর্ত্তন ;
১। হরিবোল বলি প্রভু করেন ভ্রমণ।
চৌদ্দ মাদল বাজে উচ্চ সংকীর্ত্তন ;
একেক নর্ত্তকের প্রেমে ভাসিল ভুবন।
দেখি বল্লভভট্টের হৈল চমৎকার ;
২। আনন্দে বিহ্বল নাহি, আপন-সম্ভাল।
তবে মহাপ্রভু সবার নৃত্য রাখিলা ;
পূর্ব্ববৎ আপনি নৃত্য করিতে লাগিলা।
প্রভুর সৌন্দর্য্য দেখি আর প্রেমোদয় ;
'এই সাক্ষাৎ কৃষ্ণ' ভট্টের হইল নিশ্চয়।
এইমত রথ যাত্রা সকল দেখিল ;
প্রভুর চরিত্রে ভট্টের চমৎকার হইল।

৩। যাত্রান্তরে ভট্ট আইলা মহাপ্রভু স্থানে ;
প্রভুর চরণে কিছু কৈল নিবেদনে—
"ভাগবতের টীকা কিছু করিয়াছি লিখন ;
আপনি মহাপ্রভু যদি করেন শ্রবণ।"
প্রভু কহে—"ভগবতার্থ বুঝিতে না পারি ;
ভাগবতার্থ শুনিতে আমি নহি অধিকারী।
কৃষ্ণনাম বসি মাত্র করিয়ে গ্রহণে ;
সংখ্যানাম পূর্ণ মোর নহে রাত্রিদিনে।"
ভট্ট কহে—"কৃষ্ণ নামের অর্থ, ব্যাখ্যানে
বিস্তার করিয়াছি, তাহা করহ শ্রবণে।"
প্রভু কহে—"কৃষ্ণ নামের বহু অর্থ না মানি ;
শ্যামসুন্দর যশোদানন্দন এই মাত্র জানি।"

তথাহি শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে অনর্থোপশম ইত্যস্য ব্যাখ্যায়াংধৃতো নামকৌমুদ্যাং শ্লোকঃ—

তমালশ্যামলত্বিষি শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়ে।
কৃষ্ণনাম্নো রূঢ়িরিতি সর্ব্বশাস্ত্রবিনির্ণয়ঃ ॥১২॥

এইমাত্র অর্থ আমি জানিয়ে নির্দ্ধার ;
আর সব অর্থে মোর নাহি অধিকার।"
৪। ফল্গু বল্গুর প্রায় ভট্টের সব ব্যাখ্যা ;
সর্ব্বজ্ঞ প্রভু তাহা জানি করিল উপেক্ষা।
৫। বিমনা হইয়া ভট্ট গেলা নিজ ঘর ;
৬। প্রভুবিষয় ভক্তি কিছু হইল অন্তর।
৭। তবে ভট্ট গেলা পণ্ডিতগোসাঞির ঠাঞি ;
নানামত প্রীতি করে তাঁর ঠাঞি যাই।
প্রভুর উপেক্ষায় সব নীলাচলের জন ;
ভট্টের ব্যাখ্যান কিছু না করে শ্রবণ।
লজ্জিত হইল ভট, হৈল অপমান ;
৮। দুঃখিত হইয়া গেল পণ্ডিতের স্থান।
দৈন্য করি কহে—"নিল তোমার শরণ ;
তুমি কৃপা করি রাখ আমার জীবন।
কৃষ্ণনাম-ব্যাখ্যা যদি করহ শ্রবণ ;
তবে মোর লজ্জাপঙ্ক হয় প্রক্ষালন।"
সঙ্কটে পড়িল পণ্ডিত করয়ে সংশয়—
"কি করিব ? ইহা করিতে না পারি নিশ্চয়।"

তমালেতি। তমালবৎ শ্যামলা ত্বিট্ কান্তির্যস্য তস্মিন্ শ্রীযশোদায়াঃ স্তনন্ধয়ে স্তনপায়িনি শিশৌ কৃষ্ণ ইতি নাম্নো রূঢ়িঃ মুখ্যা বৃত্তিরিতি সর্ব্বেষাং শাস্ত্রাণাং বিনির্ণয়ঃ সিদ্ধান্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

তমালের ন্যায় শ্যামবর্ণ যশোদানন্দনে কৃষ্ণ-শব্দের মুখ্যা বৃত্তি,—ইহাই সমস্ত শাস্ত্রের নিশ্চয় ॥ ১২ ॥

১। ভ্রমণ—অর্থাৎ সাত সম্প্রদায়ে ভ্রমণ করে। ২। আপন সম্ভাল—আত্মস্মৃতি। ৩। যাত্রান্তরে—রথযাত্রার পরে।
৪। ফল্গু বল্গু প্রায়—বৃথা লাফালাফির ন্যায় ; অর্থাৎ তাহাতে কোন সারার্থ নাই। ৫। বিমনা—ভগ্নমনোরথ।
৬। অন্তর—অর্থাৎ পূর্ব্বাপেক্ষা ন্যূন হইল। ৭। পণ্ডিত—গদাধর পণ্ডিত।
৮। পণ্ডিতের—গদাধরপণ্ডিতের।

যদ্যপি পণ্ডিত না কৈল অঙ্গীকার ;
১। ভট্ট যাই তবু পড়ে করি বলাৎকার।
২। আভিজাত্যে পণ্ডিত করিতে নারে নিষেধন ;
—"এ সঙ্কটে রাখ কৃষ্ণ লইমু শরণ।
অন্তর্যামী প্রভু জানিবেন মোর মন ;
তাঁরে ভয় নাহি কিছু, বিষম তাঁর গণ"।
যদ্যপি বিচারে পণ্ডিতের নাহি দোষ ;
তথাপি প্রভুর গণ করে তাঁরে রোষ।
প্রত্যহ বল্লভভট্ট আইসে প্রভু স্থানে ;
৩। উদ্‌গ্রাহাদি প্রায় করে আচার্য্যাদি সনে।
যেই কিছু করে ভট্ট সিদ্ধান্ত স্থাপন ;
শুনিতেই আচার্য্য তাহা করেন খণ্ডন।
আচার্য্যাদি আগে ভট্ট যবে যবে যায় ;
রাজহংস মধ্যে যেন রহে বক-প্রায়।
একদিন ভট্ট পুছিল আচার্য্যেরে—
৪। "জীব প্রকৃতি, পতি করি মানয়ে কৃষ্ণেরে।
পতিব্রতা পতির নাম নাহি লয় ;
তোমরা কৃষ্ণ নাম লও, কোন্ ধর্ম্ম হয় ?"
৫। আচার্য্য কহে—"আগে তোমার ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান্
৬। ইঁহারে পুছ, ইঁহ কহিবেন ইহার প্রমাণ।"
প্রভু কহেন—"তুমি না জান ধর্ম্মমর্ম্ম ;
স্বামী-আজ্ঞা পালে এই পতিব্রতাধর্ম্ম।
পতির আজ্ঞা নিরন্তর তাঁর নাম লৈতে ;
পতি-আজ্ঞা পতিব্রতা না পারে লঙ্ঘিতে।
অতএব নাম লয়, নামের ফল পায় ;
৭। নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়।"
৮। শুনিয়া বল্লভভট্ট হৈল নির্ব্বচন ;
৯। ঘরে যাই দুঃখমনে করেন চিন্তন—
১০। "নিত্য আমার এই সভায় হয় কক্ষপাত ;
১১। এক দিন উপরে যদি পড়ে মোর বাত।
তবে সুখ হয় আর সব লজ্জা যায় ;
১২। স্ববচন স্থাপিতে আমি কি করি উপায় ?"
আরদিনে আসি বসিলা প্রভু নমস্কারি ;
সভাতে কহেন কিছু মনে গর্ব্ব করি—
"ভাগবতে স্বামীর ব্যাখ্যা করিয়াছি খণ্ডন ;
১৩। লইতে না পারি তাঁর ব্যাখ্যান বচন।
১৪। সেই ব্যাখ্যা করে যাঁহা যেই পড়ে জানি ;
একবাক্যতা নাহি, তাতে স্বামী নাহি মানি।"
প্রভু হাসি কহে—"স্বামী না মানে যেই জন ;
বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন।"
এত কহি মহাপ্রভু মৌন করিলা ;
শুনিয়া সবার মনে সন্তোষ হইলা।
জগতের হিত লাগি গৌর-অবতার ;
১৫। অন্তরের অভিমান জানেন তাঁহার।

১। বলাৎকার—অহঙ্কার পূর্ব্বক। ২। আভিজাত্য—অর্থাৎ জাতিপ্রাধান্যহেতু দম্ভ। ৩। উদ্‌গ্রাহাদি প্রায়—বিতণ্ডা পূর্ব্বক বিচারাদির ন্যায়। আচার্য্যাদি—অদ্বৈতাচার্য্যাদি। ৪। প্রকৃতি—স্ত্রী। ৫। আগে—সম্মুখে। মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম—অর্থাৎ মহাপ্রভু।

৬। পুছ—জিজ্ঞাসা কর। সংস্কৃত পৃচ্ছ্ ধাতু। ৭। উপজয়—উৎপন্ন হয়। ৮। নির্ব্বচন—উত্তরদানে অসমর্থ। ৯। যাই—যাইয়া।

১০। কক্ষপাত—আমার মত সকলের নিম্নে থাকে, অর্থাৎ আমি পরাস্ত হই। উপরে—অর্থাৎ সকলের মত খণ্ডন করিয়া আমার মত সকলের উপরে থাকে। বাত—বাণী। ১১। উপরে—অর্থাৎ সকলের মত খণ্ডন করিয়া আমার মত দিগ্বিজয়ী রাজার ন্যায় সকলের উপরি ভাগে আসন লাভ করে।

১২। স্থাপিতে—অর্থাৎ নিশ্চল ভাবে রাখিতে।

১৩। লইতে—গ্রহণ করিতে, অর্থাৎ বুঝিতে (সুতরাং মানিয়া লইতে)। ১৪। সেই ব্যাখ্যা……—যেস্থানে যেরূপ উপস্থিত হয়, সেইস্থানে সেইরূপ ব্যাখ্যাই করেন, এজন্য তাঁহার ব্যাখ্যার একবাক্যতা অর্থাৎ পরস্পরের ঐক্য নাই।

১৫। তাঁহার—বল্লভভট্টের। এই বল্লভভট্টকে যেন বল্লভাচার্য্য বলিয়া ভ্রম না হয়। বল্লভাচার্য্য বিষ্ণুস্বামি সম্প্রদায়ের একজন প্রধান আচার্য্য। নবগোকুলে ইঁহার গাদী ; নাথদ্বারা প্রভৃতিতেও গাদী আছে।

১। নানা অপজ্ঞানে ভট্টে শোধে ভগবান্ ;
কৃষ্ণ যৈছে খণ্ডিলেন ইন্দ্রের অভিমান।
অজ্ঞ জীব নিজ হিতে অহিত করি মানে ;
২। গর্ব্ব চূর্ণ হৈলে পাছে উঘারে নয়নে।
ঘরে আসি রাত্রে ভট্ট চিন্তিতে লাগিলা—
"পূর্ব্বে প্রয়াগে মোরে মহাকৃপা কৈলা।
স্বগণ সহিতে মোর মানিল নিমন্ত্রণ ;
৩। এবে কেন প্রভুর মোরে ফিরি গেল মন ?
৪। 'আমি জিতি' এই গর্ব্বশূন্য হউক চিত ;
ঈশ্বর-স্বভাব করে সবাকার হিত।
আপনা জানাইতে আমি করি অভিমান ;
সে গর্ব্ব খণ্ডাইতে মোর করে অপমান।
আমার হিত করেন ইঁহো, আমি মানি দুঃখ ;
৫। কৃষ্ণের উপরে যেন কৈল ইন্দ্র মূর্খ।"—
—এত চিন্তি প্রাতে আসি প্রভুর চরণে ;
দৈন্য করি স্তুতি করি লইল শরণে।—
"আমি অজ্ঞ জীব, অজ্ঞোচিত কর্ম্ম কৈল ;
৬। তোমার আগে মূর্খ পাণ্ডিত্য প্রকাশিল।
তুমি ঈশ্বর নিজোচিত কৃপা যে করিলা ;
অপমান করি সর্ব্ব গর্ব্ব খণ্ডাইলা।
আমি অজ্ঞ হিত স্থানে মানি অপমান ;
ইন্দ্র যেন কৃষ্ণনিন্দা করিলা অজ্ঞান।
৭। তোমার কৃপা-অঞ্জনে এবে গর্ব্ব-অন্ধা গেল ;
তুমি এত কৃপা কৈলে এবে জ্ঞান হৈল।
অপরাধ কৈনু ক্ষম লইনু শরণ ;
কৃপা করি মোর মাথে ধরহ চরণ।"
প্রভু কহে—"তুমি পণ্ডিত মহাভাগবত ;
৮। দুই গুণ যাঁহা, তাঁহা নাহি গর্ব্ব পর্ব্বত।
শ্রীধর স্বামী নিন্দি নিজ টীকা কর ;
শ্রীধরস্বামী নাহি মান, এত গর্ব্ব ধর ?
শ্রীধরস্বামী-প্রসাদে ভাগবত জানি ;
জগদ্গুরু শ্রীধরস্বামী, গুরু করি মানি।
শ্রীধর উপরে গর্ব্বে যে কিছু লিখিবে ;
৯। অর্থ-ব্যস্ত লিখন সেই লোক না মানিবে।
শ্রীধরের অনুগত যে করে লিখন ;
সব লোক মান্য করি করিবে গ্রহণ।
শ্রীধরানুগত কর ভাগবত ব্যাখ্যান ;
অভিমান ছাড়ি ভজ কৃষ্ণ-ভগবান্।
১০। অপরাধ ছাড়ি কর কৃষ্ণসংকীর্ত্তন ;
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ।"

ভট্ট কহে—"যদি মোরে হইলা প্রসন্ন ;
একদিন পুনঃ মোর মান নিমন্ত্রণ।"
প্রভু অবতীর্ণ হৈলা জগত তারিতে ;
মানিলেন নিমন্ত্রণ তাঁরে সুখ দিতে।
জগতের হিত হউক—এই প্রভুর মন ;
দণ্ড করি করে তাঁর হৃদয়-শোধন।
স্বগণ সহিত প্রভুর নিমন্ত্রণ কৈলা ;
মহাপ্রভু তাঁরে তবে প্রসন্ন হইলা।

জগদানন্দ পণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ় ভাব ;
সত্যভামা-প্রায় প্রেমের বাম্য স্বভাব।

১। অপজ্ঞানে—অবজ্ঞা করিয়া। শোধে—অর্থাৎ ভট্টের গর্ব্ব নিরাশ করিয়া শোধন করাই প্রভুর প্রধান উদ্দেশ্য। ইন্দ্রের অভিমান—ইন্দ্রের পূজা নিবারণ করিয়া গোবর্দ্ধন পূজা প্রবর্ত্তন করেন, তাহাতে ইন্দ্র কোপ করিয়া গোকুল বিনাশের নিমিত্ত সপ্তাহ কাল জলবর্ষণ ও ঝঞ্ঝাবায়ু প্রবর্ত্তন করেন। তখন ভগবান্ গোবর্দ্ধন উৎপাটিত করিয়া ঐ সপ্তাহকাল একহস্তে ধারণ করতঃ যখন সমস্ত গোকুলকে রক্ষা করিলেন, তখন ইন্দ্রের গর্ব্ব ও ঈর্ষাভিমান খণ্ডন হইল।

২। পাছে—শেষে। উঘারে নয়নে—নয়ন উদ্ঘাটিত (উন্মীলিত) করে, অর্থাৎ তখন প্রকৃত তত্ত্ব দেখিতে পায়।

৩। মোরে—আমার প্রতি। ৪। 'আমি জিতি'—আমি সভায় জয়লাভ করি। ৫। যেন—যে প্রকার। ৬। মূর্খ—অর্থাৎ আমি বল্লভভট্ট। ৭। অন্ধা—আন্ধ্য অর্থাৎ অন্ধতা। ৮। দুই গুণ—পাণ্ডিত্য ও ভগবৎপরায়ণতা ; পণ্ডিত যদি ভক্ত হন, তাহা হইলে আর তাঁহার গর্ব্ব থাকে না। ৯। ব্যস্ত—বিশৃঙ্খল, অর্থাৎ অসঙ্গত। ১০। অপরাধ—সাধুনিন্দা এবং গুরুতে অবজ্ঞা প্রভৃতি দশবিধ নামাপরাধ।

বার বার প্রণয়-কলহ করে প্রভুসনে ;
অন্যোন্যে খটমটি চলে দুইজনে।
গদাধর পণ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ়ভাব ;
রুক্মিণী দেবীর যৈছে দক্ষিণ-স্বভাব।
তাঁর প্রণয়-রোষ দেখিতে প্রভুর ইচ্ছা হয় ;
ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে তাঁর রোষ না উপজয়।
১। এই লক্ষ্য পাঞা প্রভু কৈলা রোষাভাষ ;
শুনি পণ্ডিতের চিত্তে উপজিল ত্রাস।
২। পূর্ব্বে যেন কৃষ্ণ যদি উপহাস কৈল ;
শুনি রুক্মিণীর মনে ত্রাস উপজিল।
বল্লভভট্টের হয় বাৎসল্য উপাসন ;
বালগোপাল মন্ত্রে তেঁহো করেন সেবন।
৩। পণ্ডিতের সনে তাঁর মন ফিরি গেল ;
কিশোরগোপাল-উপাসনায় মন হৈল।
পণ্ডিতের ঠাই চাহে মন্ত্রাদি শিখিতে ;
পণ্ডিত কহে—"এই কর্ম্ম নহে আমা হৈতে।
আমি পরতন্ত্র, আমার প্রভু গৌরচন্দ্র ;
তাঁর আজ্ঞা বিনা আমি না হই স্বতন্ত্র।
তুমি যে আমার ঠাঞি কর আগমন ;
৪। তাহাতেই প্রভু মোরে দেন ওলাহন।"
এইমত ভট্টের কত দিন গেল ;
শেষে যদি প্রভু তাঁরে সুপ্রসন্ন হৈল।
নিমন্ত্রণের দিনে পণ্ডিতে বোলাইলা ;
স্বরূপ জগদানন্দ গোবিন্দে পাঠাইলা।
পথে পণ্ডিতে স্বরূপ কহেন বচন—
"পরীক্ষিতে প্রভু তোমায় কৈল উপেক্ষণ।
তুমি কেন আসি তাঁরে না দিলে ওলাহন ;
ভীত-প্রায় হঞা কেন করিলে সহন।
পণ্ডিত কহেন—"প্রভু সর্ব্বজ্ঞশিরোমণি ;
তাঁর সনে হঠ করি ভাল নাহি মানি।
যেই কহেন সেই সহি নিজ শিরে ধরি ;
আপনি করিবেন কৃপা দোষাদি বিচারি।"
—এত বলি পণ্ডিত প্রভু-স্থানে আইলা ;
রোদন করিয়া প্রভুর চরণে পড়িলা।
ঈষৎ হাসিয়া প্রভু কৈল আলিঙ্গন ;
সবা শুনাইয়া কহেন মধুর বচন—
৫। "আমি চালাইল তোমা, তুমি না চলিলা ;
ক্রোধে কিছু না কহিলা সকলি সহিলা।
৬। আমার ভঙ্গীতে তোমার মন না চলিলা ;
সুদৃঢ় সরল ভাবে আমারে কিনিলা।"
৭। পণ্ডিতের ভাব-মুদ্রা কহন না যায় ;
গদাধরপ্রাণনাথ নাম হৈল যায়।

১। এইলক্ষ্য—এই ছিদ্র, অর্থাৎ বল্লভভট্ট যে তাঁহাকে স্বকৃত গ্রন্থ শ্রবণ করাইয়াছেন, সেই ছিদ্র পাইয়া। রোষাভাষ—আপাত রোষের ন্যায় প্রতীয়মান, বস্তুতঃ রোষ নয়। প্রভুর অভিপ্রায় এই যে—আমি যাহা করি তাহাই গদাধরপণ্ডিত সরলতা বশতঃ সহন করেন, এইক্ষণে অন্যায় করিয়া রোষ করিলে দেখি কিরূপ ব্যবহার করেন।

২। পূর্ব্বে যেন…উপজিল—একদা দ্বারকাতে শ্রীকৃষ্ণ পল্যঙ্কে উপবিষ্ট আছেন, রুক্মিণী পরমানন্দে চামর ব্যজন করিতেছেন, এমন সময়ে মহাকৌতুকী শ্রীকৃষ্ণ দক্ষিণস্বভাবা রুক্মিণী দেবীর প্রণয়কোপস্ফুরিত মুখশোভা সন্দর্শনে অভিলাষ করিয়া পরিহাসপূর্ব্বক বলিলেন,—হে বৈদর্ভি! তুমি বুদ্ধিমতী হইয়া নানাগুণে অলঙ্কৃত শিশুপালাদিগকে পরিত্যাগকরতঃ সর্ব্বথা তোমার অযোগ্য গুণহীন আমাকে কেন পতিভাবে গ্রহণ করিয়াছ? যাহা হউক, তুমি স্থিরযৌবনা এখনও কোন যোগ্য রাজপুত্রকে পতিভাবে বরণ কর, তাহা হইলে ইহলোক ও পরলোকে পরমানন্দ লাভ করিতে পারিবে। সরলস্বভাবারুক্মিণী পরিহাস বচন বুঝিতে না পারিয়া, তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণ কর্ত্তৃক ত্যাগ ভয়ে ভীতা হইয়া মোহবশতঃ বাতাহত কদলীর ন্যায় ভূমিতলে নিপতিত হইয়াছিলেন। ৩। সনে—সংসর্গে। ৪। ওলাহন—তর্জ্জন।

৫। চালাইল—অর্থাৎ অনর্থ তর্জ্জনাদি পূর্ব্বক উপেক্ষা করিয়া আমাতে তোমার প্রীতির সঙ্কোচ করিতে যত্ন করিলাম।

৬। ভঙ্গী—অর্থাৎ বাহ্য উপেক্ষা করিয়া তোমাকে রোষাবিষ্ট করিবার ইচ্ছা রূপ।

৭। মুদ্রা—পরিপাটী। ৮। যাঁরে—যাঁর অর্থাৎ যে মহাপ্রভুরে।

৮। পণ্ডিতে প্রভুর প্রসাদ কহন না যায় ;
গদাইগৌরাঙ্গ বলি যাঁরে লোকে গায়।
চৈতন্য প্রভুর লীলা কে বুঝিতে পারে ?
এক লীলায় বহে গঙ্গার শত শত ধারে।
১। পণ্ডিতের সৌজন্য ব্রহ্মণ্যতা গুণ ;
দৃঢ়প্রেমমুদ্রা লোকে করিল খ্যাপন।
২। অভিমানপঙ্ক ধুয়া ভট্টেরে শোধিল ;
৩। সেই দ্বারা আর সব লোকে শিখাইল।
৪। অন্তরে অনুগ্রহ, বাহ্যে উপেক্ষার প্রায় ;
বাহ্য অর্থ যেই লয়, সেই নাশ যায়।
নিগূঢ় চৈতন্যলীলা বুঝিতে কার শক্তি ?
সেই বুঝে গৌরচন্দ্রে দৃঢ় যার ভক্তি।

দিনান্তরে পণ্ডিত কৈল প্রভুর নিমন্ত্রণ ;
প্রভু তাঁহা ভিক্ষা কৈল লয়ে ভক্তগণ।
তাঁহাই বল্লভভট্ট প্রভুর আজ্ঞা লৈলা ;
৫। পণ্ডিত ঠাঞি পূর্ব্ব সব প্রার্থিত সিদ্ধি কৈলা।
এইত কহিল বল্লভভট্টের মিলন ;
যাহার শ্রবণে পাই গৌর প্রেমধন।
শ্রীরূপ-রঘুনাথ পদে যার আশ ;
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

১। ব্রহ্মণ্যতা—ব্রাহ্মণের আদর। দৃঢ়প্রেম মুদ্রা—যাহা শত দোষেও বিচলিত হয় না, তাহাকেই দৃঢ়প্রেম বলে। ২। ধুয়া—ধরিয়া, ধৌত করিয়া। ৩। সেই দ্বারা—ভট্টশিক্ষা দ্বারা। ৪। প্রায়—সদৃশ।
৫। পূর্ব্ব সব প্রার্থিত সিদ্ধি—অর্থাৎ কৈশোর গোপালের উপাসনা গ্রহণ।

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে বল্লভভট্টমিলনং নাম
সপ্তম পরিচ্ছেদঃ॥

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

তং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যং রামচন্দ্রপুরীভয়াৎ।
লৌকিকাহারতঃ স্বং যো ভিক্ষান্নং সমকোচয়ৎ ॥১॥

১। জয় শ্রীচৈতন্য করুণাসিন্ধু-পারাবার !
ব্রহ্মাশিবাদিক ভজে চরণ যাঁহার।
জয় জয় অবধূতচন্দ্র নিত্যানন্দ !
২। জগত বাঁধিল যেঁহ দিয়া প্রেম ফন্দ।
জয় জয় অদ্বৈত ঈশ্বর অবতার !

তমিতি। অহং তং প্রসিদ্ধং কৃষ্ণচৈতন্যং, বন্দে প্রণমামি। যো রামচন্দ্রপুরী তন্নামা সন্ন্যাসী, তস্মাদ্ ভয়াৎ ভয়মঙ্গীকৃত্য, লৌকিকাহারতঃ লোকপরিমিতাহারাৎ তমপেক্ষেত্যর্থঃ, স্বয়ং স্বীয়ং প্রতিদিনভোজ্যং ভিক্ষান্নং ভিক্ষান্নপরিমাণমিত্যর্থঃ, সমকোচয়ৎ সঙ্কোচিতমত্যল্পপরিমিতমকরোদিতি ॥ ১ ॥

যিনি রামচন্দ্রপুরীর ভয়ে স্বীয় ভিক্ষান্ন-পরিমাণের সঙ্কোচ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে প্রণাম করি ॥ ১ ॥

১। করুণাসিন্ধু-পারাবার—দয়াসমুদ্রের অবাধ সীমা, অর্থাৎ যাহা হইতে আর শ্রেষ্ঠ দয়ালু নাই। ২। ফন্দ—ফাঁদ।

কৃষ্ণ অবতারি কৈল জগত নিস্তার।
জয় জয় শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু যাঁর প্রাণধন।
এইমত গৌরচন্দ্র নিজভক্ত সঙ্গে ;
নীলাচলে ক্রীড়া করে কৃষ্ণপ্রেমরঙ্গে।
১। হেনকালে রামচন্দ্রপুরী গোসাঞী আইলা ;
পরমানন্দপুরা আর প্রভুরে মিলিলা।
২। পরমানন্দপুরী কৈল চরণবন্দন ;
৩। পুরীগোসাঞীকে কৈল তেঁহ দৃঢ় আলিঙ্গন।
৪। মহাপ্রভু কৈল তাঁরে দণ্ডবৎ প্রণতি ;
আলিঙ্গন করি তেঁহো কৈল কৃষ্ণস্মৃতি।
তিন জনে ইষ্টগোষ্ঠী কৈল কতক্ষণ ;
৫। জগদানন্দ পণ্ডিত তাঁরে কৈল নিমন্ত্রণ।
জগন্নাথের প্রসাদ আনিল ভিক্ষার লাগিয়া ;
৬। যথেষ্ট ভিক্ষা করিল তেঁহো নিন্দার লাগিয়া।
ভিক্ষা করি কহে পুরী—"শুন জগদানন্দ !
অবশেষ প্রসাদ তুমি করহ ভক্ষণ।"
৭। আগ্রহ করিয়া তাঁরে বসি খাওয়াইল ;
আপনি আগ্রহ করি পরিবেশন কৈল।
আগ্রহ করিয়া পুনঃ পুনঃ খাওয়াইল ;
আচমন কৈলে নিন্দা করিতে লাগিল—
"শুনি চৈতন্যগণ করে বহুত ভক্ষণ ;
সত্য সেই বাক্য সাক্ষাৎ দেখিল এখন।
সন্ন্যাসীকে এত খাওয়াইয়া কর সর্ব্বনাশ ;
৮। বৈরাগী হইয়া এত খাও, বৈরাগ্যের নাহিত্রাস"

এইত স্বভাব তাঁর, আগ্রহ করিয়া ;
পিছে নিন্দা করে আগে বহুত খাওয়াইয়া।
পূর্ব্বে যবে মাধবেন্দ্রপুরী করে অন্তর্ধান ;
রামচন্দ্রপুরী তবে আইলা তাঁর স্থান।
পুরীগোসাঞী করে কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন ;
"মথুরা না পাইনু" বলি করেন ক্রন্দন।
৯। রামচন্দ্রপুরী তবে উপদেশে তাঁরে ;
শিষ্য হঞা গুরুরে কহে ভয় নাহি করে।
—"তুমি পূর্ণব্রহ্মানন্দ করহ স্মরণ ;
১০। চিদ্‌ব্রহ্ম হঞা কেন করহ রোদন ?"
শুনি মাধবেন্দ্রমনে ক্রোধ উপজিল ;
"দূর দূর পাপী" বলি ভর্ৎসনা করিল।
"কৃষ্ণ না পাইনু মুই, না পাইনু মথুরা ;
আপন দুঃখে মরোঁ, এই দিতে আইল জ্বালা।
১১। মোরে মুখ না দেখাবি তুই যা যথি তথি ;
১২। তোরে দেখি মৈলে মোর হবে অসদ্গতি।
কৃষ্ণ না পাইনু মুই, মরোঁ আপন দুঃখে ;
মোরে ব্রহ্ম উপদেশে এই ছার মূর্খে।"
এই যে শ্রীমাধবেন্দ্র উপেক্ষা করিল ;
সেই অপরাধে ইহাঁর বাসনা জন্মিল।
১৩। শুষ্ক ব্রহ্মজ্ঞানে নাহি কৃষ্ণের সম্বন্ধ ;
১৪। সর্ব্বলোকে নিন্দা করে নিন্দাতে নির্ব্বন্ধ।
১৫। ঈশ্বরপুরী করেন শ্রীপাদ সেবন ;
স্বহস্তে করেন মল-মূত্রাদি মার্জ্জন।
নিরন্তর কৃষ্ণনাম করান্ স্মরণ ;

১। রামচন্দ্রপুরী—ইনি মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য। মহাপ্রভুর গুরু ঈশ্বরপুরীও মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য ; এই জন্য গুরুর সতীর্থ বলিয়া রামচন্দ্রপুরী মহাপ্রভুর পূজ্য। ২। চরণ-বন্দন—অর্থাৎ রামচন্দ্রপুরীর। ৩। পুরীগোসাঞীকে—পরমানন্দ পুরীকে। তেঁহ—রামচন্দ্রপুরী।
৪। তাঁরে—রামচন্দ্রপুরীকে। ৫। তাঁরে—রামচন্দ্রপুরীকে। ৬। নিন্দার লাগিয়া—অর্থাৎ জগদানন্দ পণ্ডিতকে নিন্দা করিবার জন্য।
৭। তাঁরে—জগদানন্দ পণ্ডিতকে। ৮। বৈরাগ্যে নাহি ত্রাস—অর্থাৎ এত খাইলে কিরূপে বৈরাগ্য হয়—এ আশঙ্কাও হয় না।
৯। উপদেশে—গুরু মাধবেন্দ্রপুরীকে উপদেশ দিয়াছিলেন। ১০। চিদ্‌ব্রহ্ম—চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম, আপনাকে তাহাই স্মরণ কর। কেন করহ রোদন—অর্থাৎ সুখ দুঃখ সকলই জড়ের ধর্ম্ম ; তুমি চিদ্রূপ ব্রহ্ম, তোমাকে সুখ দুঃখ স্পর্শ করিতে পারে না, ইহা জানিয়াও কেন অবিবেকীর ন্যায় রোদন করিতেছ ?
১১। যাঁথি তথি—যেখানে সেখানে। তুই যেখানে হউক চলিয়া যা'। ১২। মৈলে—মরিলে। ১৩। শুষ্ক—ভক্তিবর্জ্জিত।
১৪। সর্ব্বলোকে—সর্ব্বলোককে। নির্ব্বন্ধ—আসক্তি। ১৫। শ্রীপাদ—মাধবেন্দ্রপুরী শ্রীপাদ। গৌরবার্থ পাদশব্দ।

কৃষ্ণলীলা শ্লোক শুনান্ অনুক্ষণ।
তুষ্ট হঞা পুরী তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ;
বর দিলেন—"কৃষ্ণে তোমার হউক প্রেমধন।"
সেই হৈতে ঈশ্বরপুরী প্রেমের সাগর ;
১। রামচন্দ্রপুরী হৈল সর্ব্ব নিন্দাকর।
২। মহদনুগ্রহ-নিগ্রহের সাক্ষী দুই জন ;
৩। এই দুই দ্বারা শিক্ষাইল জগজ্জন।
জগদ্গুরু মাধবেন্দ্র করি প্রেমদান ;
৪। এই শ্লোক পড়ি তেঁহো কৈল অন্তর্ধান।

তথাহি পদ্যাবল্যাং চতুঃশততমাঙ্কধৃতমাধবেন্দ্রপুরী-বাক্যং—

অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে,
মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং,
দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহং ॥২॥

এই শ্লোকে কৃষ্ণপ্রেম কৈল উপদেশ ;
৫। কৃষ্ণের বিরহে ভক্তের ভাববিশেষ।
পৃথিবীতে রোপণ করি গেলা প্রেমাঙ্কুর ;
সেই প্রেমাঙ্কুরের বৃক্ষ চৈতন্যঠাকুর।
৬। প্রস্তাবে কহিল পুরীগোসাঞির নির্যান ;
যেই ইহা শুনে সেই বড় ভাগ্যবান্।
রামচন্দ্রপুরী ঐছে রহিলা নীলাচলে ;
বিরক্তস্বভাব কভু রহে কোন স্থলে।
অনিমন্ত্রণ ভিক্ষা করে নাহিক নির্ণয় ;
৭। অন্যের ভিক্ষার স্থিতির লয়েন নিশ্চয়।
প্রভুর নিমন্ত্রণে লাগে কৌড়ি চারিপণ ;
৮। প্রভু কাশীশ্বর গোবিন্দ খান্ তিন জন।
প্রত্যহ প্রভুর ভিক্ষা ইতি উতি হয় ;
কেহ যদি মূল্য আনে চারিপণ নির্ণয়।
প্রভুর স্থিতি-রীতি-ভিক্ষা-শয়ন-প্রয়াণ ;
রামচন্দ্রপুরী করে সর্ব্বানুসন্ধান।
প্রভুর যতেক গুণ স্পর্শিতে নারিল ;
৯। ছিদ্র চাহি বুলে কাহো ছিদ্র না পাইল।
"সন্ন্যাসী হইয়া করে মিষ্টান্ন ভক্ষণ ;
এই ভোগে কৈছে হয় ইন্দ্রিয় বারণ ?"—
এই নিন্দা করি কহে সবলোক স্থানে ;
প্রভুকে দেখিতে অবশ্য আইসে প্রতিদিনে।
প্রভু গুরুবুদ্ধ্যে করে সম্ভ্রম সম্মান ;
তেঁহো ছিদ্র চাহি বুলে, এই তাঁর কাম।
যত নিন্দা করে প্রভু তাহা সব জানে ;
তথাপি আদর করে বড়ই সম্ভ্রমে।
একদিন প্রাতঃকালে আইলা প্রভুর ঘর ;
পিপীলিকা দেখি কিছু কহেন উত্তর—

তথাহি রামচন্দ্রপুরীবাক্যং—

রাত্রাবত্র ঐক্ষবমাসীৎ,
তেন পিপীলিকাঃ সঞ্চরন্তি।

রাত্রাবিতি। রাত্রৌ গতরাত্রৌ অত্র অস্মিন্ গৃহে ঐক্ষবং ইক্ষুবিকারঃ মিষ্টান্নমিত্যর্থঃ, আসীৎ। কুতএবমুচ্যত

গত রজনীতে এই গৃহে মিষ্টান্ন ছিল, সেই হেতু এত পিপীলিকা ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে ; কি আশ্চর্য্য

ইহার ব্যাখ্যা (২৩২ । ২৩৩) পৃষ্ঠায় (২) শ্লোকে দেখুন ॥ ২ ॥

১। সর্ব্বনিন্দাকর—সর্ব্বনিন্দার আকর (খনি) উৎপত্তিস্থান।
২। দুইজন—ঈশ্বরপুরী ও রামচন্দ্রপুরী। ৩। শিক্ষাইল—ঈশ্বরপুরী দ্বারা মহৎ সেবা এবং রামচন্দ্রপুরী দ্বারা মহদনাদর-বর্জ্জন সকলকে শিক্ষা দিলেন। ৪। এইশ্লোক—ইহার পর প্রদর্শিত শ্লোক, অর্থাৎ 'অয়িদীনদয়ার্দ্র' ইত্যাদি। ৫। ভাববিশেষ মোদনাখ্য অধিরূঢ়-মহাভাব-বিশেষের মোহন-ভ্রামক অবস্থা বিশেষ। ৬। নির্যাণ—সিদ্ধিপ্রাপ্তি।
৭। অন্যের ভিক্ষার...নিশ্চয়—অর্থাৎ কোন্ সন্ন্যাসী কোন্ দিন কোন্ স্থানে কি ভিক্ষা করিল, তাহারই অনুসন্ধান করিয়া ভ্রমণ করেন।
৮। কাশীশ্বর—কাশীশ্বর পণ্ডিত। খান্ তিনজন—অর্থাৎ চারিপণ কৌড়ী দ্বারা ক্রীত মহাপ্রসাদ মহাপ্রভু, কাশীশ্বর এবং গোবিন্দ এই তিন জন ভোজন করেন। ৯। ছিদ্র—দোষ। চাহি—অনুসন্ধান করিয়া। বুলে—ভ্রমণ করে।

অহো বিরক্তানাং সন্ন্যাসীনামিয়-
মিন্দ্রিয়লালসেতি ব্রুবন্মুত্থায় গতঃ ॥৩॥

প্রভু পূর্ব্ব পূর্ব্ব নিন্দা করিয়াছেন শ্রবণ ;
১। এবে সাক্ষাৎ শুনিলেন কল্পিত নিন্দন।
সহজেই পিপীলিকা সর্ব্বত্র বেড়ায় ;
২। তাঁহা তর্ক উঠাইয়া দোষ লাগায়।
৩। শুনিতেই প্রভুর সঙ্কোচ-ভয় মন ;
গোবিন্দে বোলাঞা কিছু কহেন বচন,—
"আজি হৈতে ভিক্ষা মোর এইত নিয়ম ;
৪। পিণ্ডাভোগের এক-চৌঠি পাঁচ-গণ্ডার ব্যঞ্জন।
ইহা বই অধিক আর কিছু না আনিবা ;
অধিক আনিলে আমা এথা না দেখিবা।"
সকল বৈষ্ণবে গোবিন্দ কহিল এই বাত ;
শুনি সবার মাথায় যেন হৈল বজ্রপাত।
রামচন্দ্রপুরীকে সবায় দেয় তিরস্কার—
"এই পাপী আসি প্রাণ লইল সবার।"
সেইদিন এক বিপ্র কৈল নিমন্ত্রণ ;
৫। এক-চৌঠি ভাত পাঁচ-গণ্ডার ব্যঞ্জন।
এইমাত্র গোবিন্দ কৈল অঙ্গীকার ;
মাথায় ঘা মারে বিপ্র করে হাহাকার।
সেই ভাত ব্যঞ্জন প্রভু অর্দ্ধেক খাইল ;
যে কিছু রহিল তাহা গোবিন্দ পাইল।
অর্দ্ধাশন করে প্রভু গোবিন্দ অর্দ্ধাশন ;
সব ভক্তগণ তবে ছাড়িল ভোজন।
গোবিন্দ কাশীশ্বরে প্রভু কৈল আজ্ঞাপন—
"দুঁহে অন্যত্র মাগি কর উদর ভরণ।"
এইরূপে মহাদুঃখ দিন কতক গেল ;
শুনি রামচন্দ্রপুরী প্রভু পাশ আইল।
প্রণাম করি কৈল প্রভুচরণ-বন্দন ;
প্রভুরে কহয়ে কিছু হাসিয়া বচন ;—
"সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে ইন্দ্রিয় তর্পণ ;
যৈছে তৈছে করে মাত্র উদর ভরণ।
তোমাকে ক্ষীণ দেখি শুনি কর অর্দ্ধাশন ;
এই শুষ্ক বৈরাগ্য নহে সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
৬। যথাযোগ্য উদর ভরে না করে বিষয় ভোগ ;
সন্ন্যাসীর তবে সিদ্ধ হয় জ্ঞানযোগ।"

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং ষষ্ঠাধ্যায়ে ষোড়শ-সপ্তদশশ্লোকয়োরর্জ্জুনং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—

ইত্যপেক্ষয়ামাহ—তেন ঐক্ষবলোভেন পিপীলিকাঃ সঞ্চরন্তি ইতস্ততো বিচরন্তি। অহো আশ্চর্য্যে ! বিরক্তানাং বিরক্তম্মন্যানাং সন্ন্যাসিনাং চতুর্থাশ্রমিণাং, ইন্দ্রিয়স্য রসনায়া লালসা লৌল্যমিতি ব্রুবন্ সন্ উত্থায় গতো জগামেতি ॥ ৩ ॥

এবং যোগাভ্যাসনিষ্ঠস্যাহারাদি নিয়মমাহ দ্বাভ্যাং—নাত্যশ্নতইতি। যদ্ভুক্তং স জীর্য্যতি শরীরস্য চ কার্য্যক্ষমতাং সম্পাদয়তি তদাত্মসম্মিতমন্নং, তদতিক্রম্য লোভেনাধিকমশ্নতো ন যোগঃস্তি অজীর্ণদোষেণ ব্যাধিপীড়িতত্বাৎ। ন চৈকান্ত-

বিরক্ত সন্ন্যাসীদিগের এতাদৃশী জিহ্বার লালসা। এই কথা বলিতে বলিতে উঠিয়া গেলেন ॥ ৩ ॥

অতিশয়ভোজী, অথবা সর্ব্বথা ভোজনত্যাগী, অতিশয় নিদ্রাশীল এবং অতিশয় জাগরণ পরায়ণ ব্যক্তির যোগাম্-

১। কল্পিত—আরোপিত।

২। তর্ক—ব্যাপ্যের আরোপ দ্বারা ব্যাপকের আরোপকে তর্ক বলে। যদি বহ্নি না থাকে তবে ধূমও থাকেনা, যখন ধূম দেখা যাইতেছে তখন অবশ্যই এ স্থানে বহ্নি আছে। তদ্রূপ যদি এস্থানে মিষ্টান্ন না থাকিত তবে পিপীলিকা সঞ্চরণ করিত না, যখন পিপীলিকা সঞ্চরণ করিতেছে, তখন অবশ্যই এই গৃহে মিষ্টান্ন ছিল, ইত্যাদি রূপ তর্ক। দোষ লাগায়—দোষ না থাকিলেও তর্কদ্বারা দোষের আরোপ করে।

৩। সঙ্কোচ-ভয় মন—সঙ্কোচ ও ভয়যুক্ত মন হইল। ৪। পিণ্ডাভোগ—পিণ্ডাকৃতি প্রসাদান্ন অর্থাৎ অন্ন পরিমিত। এক চৌঠি—এক চতুর্থাংশ। ৫। এক চৌঠি—অর্থাৎ পিণ্ডাভোগের এক চতুর্থাংশ।

৬। বিষয়ভোগ—ইন্দ্রিয় তর্পণ।

নাত্যশ্নতোঽপি যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
নচাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন ॥৪॥
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥৫॥

১। প্রভু কহে—"অজ্ঞ বালক মুঞি শিষ্য তোমার
মোরে শিক্ষা দেও এই ভাগ্য আমার।"
এত শুনি রামচন্দ্রপুরী উঠি গেলা;
ভক্তগণ অর্দ্ধাশন করে গোসাঞি শুনিলা।
আর দিনে ভক্তগণ, পরমানন্দপুরী;
প্রভু পাশে নিবেদিল দৈন্যবিনয় করি—
"রামচন্দ্রপুরী হয় নিন্দুক-স্বভাব;
তার বোলে অন্ন ছাড়ি কিবা হবে লাভ?"
২। পুরীর স্বভাব—যথেষ্ট আহার করিয়া;
যে খায় তারে খাওয়ায় যতন করিয়া।
খাওয়াইয়া পুনঃ তারে করেন নিন্দন;
'এত অন্ন খাও? তোমার কত আছে ধন?
সন্ন্যাসীকে এত খাওয়ায়, কর ধর্ম্মনাশ;
অতএব জানিনু তোমার কিছু নাহি ত্রাস।'
কে কৈছে ব্যবহারে, কেবা কৈছে খায়;
এই অনুসন্ধান তেঁহো করেন সদায়।
৩। শাস্ত্রে যেই দুই কর্ম্ম করিয়াছে বর্জ্জন;
সেই কর্ম্ম নিরন্তর ইঁহা'র করণ।

মনশ্নতো যোগোঽস্তি অনাহারাদত্যল্পাহারাদ্বা রসপোষণাভাবেন শরীরস্য কার্য্যাক্ষমত্বাভাবাৎ। 'যদু হ বা আত্মসম্মিতমন্নং তদবতি তন্ন হিনস্তি যদ্ভূয়ো হিনস্তি তদ্বৎ কনীয়ো ন তদবতী'তি শতপথ-শ্রুতেঃ। তস্মাদ্যোগী নাত্মসম্মিতাদন্নাদধিকং ন্যূনং বা অশ্নীয়াদিত্যর্থঃ। অথবা 'পূরয়েদশনেনার্দ্ধং তৃতীয়মুদকেন তু; বায়োঃ সঞ্চারণার্থন্তু চতুর্থমবশেষয়ে'দিত্যাদি যোগশাস্ত্রোক্ত-পরিমাণাদধিকং ন্যূনং বা শ্নতো যোগো ন সম্পদ্যত ইত্যর্থঃ। তথাতিনিদ্রাশীলস্য অতিজাগ্রতশ্চ যোগো নৈবাস্তি। হে অর্জ্জুন! সাবধানো ভবেত্যভিপ্রায়ঃ। একশ্চকার উক্তাহারাতিক্রম-সমুচ্চয়ার্থঃ, অপরোঽত্রানুক্তদোষ-সমুচ্চয়ার্থঃ। যথা মার্কণ্ডেয়পুরাণে—'নাধ্মাতঃ ক্ষুধিতঃ শ্রান্তো ন চ ব্যাকুল-চেতনঃ; যুঞ্জীত যোগং রাজেন্দ্র যোগী সিদ্ধ্যর্থমাত্মনঃ, নাতিশীতে ন চৈবোষ্ণে ন দ্বন্দ্বে নানিলান্বিতে; কালেষ্বেতেষু যুঞ্জীত ন যোগং ধ্যানতৎপর' ইতি ॥৪॥

এবমাহারাদি নিয়ম বিরহিণোযোগব্যতিরেকমুক্ত্বা তন্নিয়মবতো যোগান্বয়মাহ—যুক্তাহারেতি। আহ্রিয়ত ইত্যাহারঃ অন্নং, বিহরণং বিহারঃ পাদক্রমঃ, তৌ যুক্তৌ নিয়তপরিমাণৌ যস্য স, তথা অন্যেষ্বপি প্রণবজপোপনিষদাবর্ত্তনাদিষু কর্ম্মসু যুক্তা নিয়তকালা চেষ্টা যস্য স, তথা স্বপ্নঃ নিদ্রা অববোধো জাগরণং তৌ যুক্তৌ নিয়তকালৌ যস্য তস্য যোগো ভবতি, সাধনপাটবাৎ সমাধিঃ সিধ্যতি, নান্যস্য। এবং প্রযত্নবিশেষেণ সম্পাদিতো যোগঃ কিং ফলং ইতি তত্রাহ—দুঃখহেতি সর্ব্বসংসার দুঃখকারণাবিদ্যোন্মূলনহেতু-ব্রহ্মবিদ্যোৎপাদকত্বাৎ সমূলসর্ব্বদুঃখনিবৃত্তিহেতুরিত্যর্থঃ। অত্রাহারস্য নিয়তত্বং, 'অর্দ্ধং সব্যঞ্জনান্নস্য তৃতীয়মুদকস্য তু; বায়োঃ সঞ্চারণার্থন্তু চতুর্থমবশেষয়েদি'ত্যাদি প্রাগুক্তং। বিহারস্য নিয়তত্বং 'যোজনান্না-পরং গচ্ছেদি'ত্যাদি। কর্ম্মসু চেষ্টায়া নিয়তত্বং রাগাদি-চাঞ্চল্য-পরিত্যাগঃ। রাত্রের্বিভাগত্রয়ং কৃত্বা প্রথমান্তয়োর্জাগরণং মধ্যে স্বপ্ন ইতি। স্বপ্নাববোধয়োর্নিয়তকালত্বং। এবমন্যেপি যোগশাস্ত্রোক্তা নিয়মা দ্রষ্টব্যাঃ ॥ ৫ ॥

ষ্ঠান হইতে পারে না ॥ ৪ ॥

যাহার আহার, বিহার, (পাদবিক্ষেপ) কর্ম্মচেষ্টা, নিদ্রা এবং জাগরণ নিয়মানুগত, তাহারই দুঃখনাশক যোগ সাধন হইতে পারে ॥ ৫ ॥

ন্যূনাধিক আহারকারীর যে যোগ সাধন হয় না, পরন্তু নিয়মিত আহারকারীরই যে যোগ সাধন হয়, ইহাই এই দুই শ্লোক দ্বারা প্রতিপন্ন করিলেন ॥ ৫ ॥

১। শিষ্য—উপদেশ দিবার যোগ্য। ২। পুরীর—রামচন্দ্রপুরীর। ৩। দুইকর্ম্ম—পরের গুণাদিজনিত স্বভাব ও কর্ম্মের প্রশংসা এবং নিন্দা। ৪। করণ—কার্য্য।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে অষ্টাবিংশাধ্যায়ে প্রথমশ্লোকে উদ্ধবং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যং—

পরস্বভাবকর্ম্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ।
বিশ্বমেকাত্মকং পশ্যন্ প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ ॥৬॥

১। তার মধ্যে পূর্ব্ববিধি প্রশংসা ছাড়িয়া;
পরবিধি নিন্দা করে বলিষ্ঠ জানিয়া।

তথাহি পাণিনিসূত্রং—

পূর্ব্বপরয়োর্মধ্যে পরবিধির্বলবান্ ॥৭॥

২। যার গুণ শত আছে না করে গ্রহণ;
গুণ মধ্যে ছলে করে দোষ আরোপণ।
৩ ইঁহার স্বভাব ইঁহা কহিতে না যুয়ায়;
৪ তথাপি কহিয়ে কিছু মর্ম্ম দুঃখ পায়।
ইঁহার বচনে কেন অন্ন ত্যাগ কর?
৫। পূর্ব্ববৎ নিমন্ত্রণ মান—সবার বোল ধর।"
৬। প্রভু কহেন "সবে কেন পুরীকে কর রোষ?
৭। সহজ ধর্ম্ম কহেন তেঁহো, তাঁর কিবা দোষ?
৮। যতি হঞা জিহ্বালম্পট অত্যন্ত অন্যায়;
৯। যতিধর্ম্ম প্রাণ রাখিতে আহার মাত্র খায়।"
তবে সবে মিলি প্রভুরে বহু যত্ন কৈল;
১০। সবার আগ্রহে প্রভু অর্দ্ধেক রাখিল।
দুই পণ কৌড়ি লাগে প্রভুর নিমন্ত্রণে;
১১। কভু দুই জন ভোক্তা, কভু তিন জনে।
১২। অভোজ্যান্ন বিপ্র যদি করেন নিমন্ত্রণ;
প্রসাদ-মূল্য লইতে লাগে কৌড়ি দুই পণ।

অথ তাদৃশে ভক্তিযোগে বাহ্যদৃষ্টিং পরিত্যাজয়িতুমথবা ভক্তিযোগস্য সুগমতাং সুলভতাঞ্চ দর্শয়িষ্যন্ দুর্গমাদিরূপসংসাধনং জ্ঞানমাহ—পরস্বেতি। পরেষাং গুণকৃতান্ স্বভাবান্ শান্তঘোরাদীন্ কর্ম্মাণি চ ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েন্ন নিন্দেৎ। গুণদোষাশ্রয়ে প্রপঞ্চে কথং তদ্দৃষ্টিঃ পরিহর্ত্তব্যা? তত্রাহ—বিশ্বমিতি, প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ সহ বিশ্বমেকাত্মকমিতি। আদাবন্তে জনানাং সদ্বিহরন্তঃ পরাবরমিত্যাদি সপ্তমস্কন্ধান্তর্ব্যাখ্যারীত্যা বস্তুতস্তত্তৎসর্ব্বাবয়বী যঃ পরমাত্মা স এবৈক আত্মা যস্য তথাভূতং পশ্যন্ জ্ঞানং বিবেক ইত্যাদিভ্যাং ॥ ৬ ॥

পূর্ব্বাপরয়োর্বিধ্যোর্মধ্যে পরবিধিঃ পরনির্দ্দিষ্ট বিধির্বলবান্ পূর্ব্ববিধিং বাধিত্বা পরবিধিঃ প্রবর্ত্তত ইত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

এক পরমাত্মাই যাহার আত্মা, সেই বিশ্বকে প্রকৃতি এবং পুরুষের সহিত অভিন্ন দর্শন করতঃ সত্ত্বাদিগুণজনিত পরের শান্ত-ঘোরাদি স্বভাব ও তাদৃশ কর্ম্মকে প্রশংসা অথবা নিন্দা করিবে না ॥ ৬ ॥

পূর্ব্ববিধি ও পরবিধি এই দুয়ের মধ্যে পরবিধি বলবান্ অর্থাৎ পরবিধি পূর্ব্ববিধির বাধা জন্মাইয়া আপনি প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

পরের স্বভাব ও কর্ম্মকে প্রশংসা এবং নিন্দা করিতে নাই, তাহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রতিপন্ন করিলেন ॥ ৬ ॥
প্রশংসা অপেক্ষা নিন্দা অতিশয় দূষণাবহ, ইহাই এই সূত্র দ্বারা সমর্থন করিলেন ॥ ৭ ॥

১। তার মধ্যে…জানিয়া—শাস্ত্রে বর্জ্জনীয়-রূপে প্রাপ্ত প্রশংসা ও নিন্দা, তন্মধ্যে পূর্ব্বে প্রশংসা এবং পরে নিন্দা বলিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্ব ও পরবিধি এই দু'য়ের মধ্যে পরবিধি বলবান্, অর্থাৎ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য প্রশংসা করিলেও করিতে পারে কিন্তু কখনই নিন্দা করিতে পারিবে না। কিন্তু রামচন্দ্রপুরী যখন শাস্ত্রের যাহা বর্জ্জনীয় তাহা তাঁহার কর্ত্তব্য নিশ্চয় করিয়াছেন, তখন তিনি দুর্ব্বল পূর্ব্ববিধি দ্বারা পরিত্যাজ্য বলিয়া প্রাপ্ত যে প্রশংসা তাহা পরিত্যাগ করিয়া বলবৎ পরবিধি দ্বারা বর্জ্জনীয় বলিয়া প্রাপ্ত যে নিন্দা তাহাকে বলবতী জানিয়া নিন্দাই তাঁহার পক্ষে কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করিয়াছিলেন।

২। যার…আরোপণ—শত শত গুণ থাকিলেও তাহা গ্রহণ করেন না, প্রত্যুত সেই সকল গুণকেই দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন করেন।
৩। ইঁহা—এস্থলে। যুয়ায়—উচিত হয় না। ৪। পায়—পাইয়া। ৫। মান—গ্রহণ কর। বোল ধর—অনুরোধ রক্ষা কর।
৬। পুরীকে—রামচন্দ্রপুরীকে। ৭। সহজ—স্বাভাবিক। ৮। যতি—সন্ন্যাসী। জিহ্বালম্পট—উদরপরায়ণ, পেটুক।
৯। যতিধর্ম্ম…খায়—সন্ন্যাসী প্রাণ ধারণের নিমিত্ত আহার করিবেন, ইন্দ্রিয় তর্পণার্থ কোনরূপ বিষয়ভোগ করিবেন না, ইহাই যতির ধর্ম্ম। ১০। অর্দ্ধেক—পূর্ব্বে মহাপ্রভুর ভিক্ষায় চারি পণ কৌড়ি লাগিত, এইক্ষণে সকলের আগ্রহে অর্দ্ধেক অর্থাৎ দুই পণ কৌড়ি নির্দ্ধারণ করিলেন। ১১। দুইজন—প্রভু ও গোবিন্দ। তিনজন—প্রভু, গোবিন্দ এবং কাশীশ্বর।
১২। অভোজ্যান্ন—অযাজ্যযাজী বহুযাজী গ্রামযাজী রাজভৃতিক এবং মন্বাদি শাস্ত্রোক্ত অপাঙক্তেয় প্রভৃতি।

ভোজ্যান্ন বিপ্র যদি নিমন্ত্রণ করে ;
কিছু প্রসাদ আনে, কিছু পাক করে ঘরে।
পণ্ডিত-গোসাঞী, ভগবান্-আচার্য্য, সার্ব্বভৌম
১। নিমন্ত্রণের দিনে যদি করে নিমন্ত্রণ ;
২। তাঁ'-সবার ইচ্ছায় প্রভু তাঁহা করেন ভোজন ;
তাহা প্রভুর স্বাতন্ত্র্য নাই যৈছে তাঁর মন।
ভক্তগণে সুখ দিতে প্রভুর অবতার ;
যাহা যৈছে যোগ্য তাহা করেন ব্যবহার।
৩ কভু লৌকিক রীতি যেন ইতর-জন ;
৪। কভু স্বতন্ত্র করেন ঐশ্বর্য্য-প্রকটন।
৫। কভু রামচন্দ্রপুরীর হন ভৃত্যপ্রায় ;
৬। কভু তাঁরে নাহি মানে দেখে তৃণ প্রায়।
ঈশ্বরচরিত্র প্রভুর বুদ্ধি-অগোচর ;
যবে যেই করেন প্রভু সেই মনোহর।
এইমত রামচন্দ্রপুরী নীলাচলে
দিন কত রহি গেলা তীর্থ করিবারে।
তেঁহো গেলে প্রভুগণ হৈল হরষিতে ;
শিরের পাথর যেন পড়িল ভূমিতে।
স্বচ্ছন্দ নিমন্ত্রণ প্রভুর কীর্ত্তন-নর্ত্তন ;
স্বচ্ছন্দে করেন সবে প্রসাদ ভোজন।
গুরু উপেক্ষা কৈলে ঐছে ফল হয় ;
ক্রমে ঈশ্বর পর্য্যন্ত অপরাধে ঠেকয়।
যদ্যপি গুরুবুদ্ধ্যে প্রভু তাঁর দোষ না লইল ;
তাঁর ফল দ্বারা লোকে শিক্ষা করাইল।
শ্রীচৈতন্যচরিত্র যেন অমৃতের পূর ;
শুনিতে শ্রবণে মনে লাগয়ে মধুর।
চৈতন্যচরিত্র লিখি শুন একমনে ;
অনায়াসে পাইবে প্রেম শ্রীকৃষ্ণচরণে।
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ;
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

১। নিমন্ত্রণের দিনে—অর্থাৎ অন্যের নিমন্ত্রণের দিনে। ২। তাঁহা - পণ্ডিতগোস্বামী প্রভৃতির গৃহে। ৩। ইতর জন—সাধারণ মনুষ্য, অর্থাৎ ভক্তগণের যেরূপ ইচ্ছা হয়, তদ্রূপই করিয়া থাকেন ; সে সময় নিজের ইচ্ছানুসারে কোন কার্য্যই করেন না। ৪। স্বতন্ত্র—স্বাধীন, অর্থাৎ সে সময় নিজে যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করেন, তখন ভক্তের ইচ্ছায় কোন কার্য্যই হয় না। ঐশ্বর্য্য—প্রভুত্ব। প্রকটন—প্রকাশ। ৫। ভৃত্যপ্রায়—ভৃত্যসদৃশ আজ্ঞাবহ। ৬। তৃণপ্রায়—অর্থাৎ তৃণতুল্য হেয় করিয়া বোধ করেন।

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে বিক্ষাসঙ্কোচ নাম

অষ্টমঃ পরিচ্ছেদঃ ॥

নবম পরিচ্ছেদ।

অগণ্যধন্যচৈতন্যগণানাং প্রেমবন্যয়া।
নিন্যেঽধন্যজনস্বান্তমরুঃ শশ্বদনূপতাং ॥১॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময় !
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণহৃদয় !

অগণ্যেতি। অগণ্যা গণয়িতুমশক্যাস্তথা ধন্যাঃ প্রাপ্তপ্রেমধনাশ্চ তে চৈতন্যগণাঃ চৈতন্যভক্তাস্তেষাং প্রেমবন্যয়া প্রেমরূপজলসমূহেন অধন্যজনানাং ভক্তিহীনজনানাং স্বান্তং মানসমেব মরুঃ বালুকাময়নির্জ্জলপ্রদেশঃ, স শশ্বন্নিরন্তরং অনূপতাং জলপ্রায়তাং নিন্যে প্রাপিতঃ ॥ ১ ॥

অসংখ্য এবং প্রেমবান্ চৈতন্যগণের প্রেমবন্যা ভক্তিহীনজনের অন্তঃকরণরূপ মরুভূমিকে নিরন্তর আপ্লাবিত করিয়াছিল ॥ ১ ॥

জয়াদ্বৈতাচার্য্য জয়! জয় দয়াময়!
জয় গৌরভক্তগণ! সব রসময়।
এইমতে মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে;
নীলাচলে বাস করে কৃষ্ণপ্রেমরঙ্গে।
অন্তর বাহিরে কৃষ্ণবিরহ-তরঙ্গ;
নানাভাবে ব্যাকুল মন আর অঙ্গ।
দিনে নৃত্য-কীর্ত্তন জগন্নাথদরশন;
রাত্রে রায়-স্বরূপ-সনে রস-আস্বাদন।
ত্রিজগতের লোক আসি করে দরশন;
যেই দেখে সেই পায় কৃষ্ণপ্রেমধন।
মনুষ্যের বেশে দেব-গন্ধর্ব্ব-কিন্নর;
১। সপ্তপাতালে যত দৈত্য-বিষধর।
২। সপ্তদ্বীপে নবখণ্ড বৈসে যত জন;
নানা বেশে আসি করে প্রভুর দর্শন।
প্রহ্লাদ-বলি-ব্যাস-শুকাদি-মুণিগণ;
প্রভু আসি দেখে, প্রেমে হয় অচেতন।
বাহিরে ফুকারে লোক দর্শন না পাঞা;
'কৃষ্ণ কহ' বলে প্রভু বাহিরে আসিয়া।
প্রভুর দর্শনে সব লোক প্রেমে ভাসে;
এইমত যায় প্রভুর রাত্রি-দিবসে।
একদিন লোক আসি প্রভুরে নিবেদিল;
৩। "গোপীনাথকে বড় জানা চাঙ্গে চড়াইল।
৪। তলে খড়্গ পাতি তার উপরে ডারিবে;
৫। প্রভু রক্ষা করেন যবে তবে নিস্তারিবে।
সবংশে তোমার সেবক ভবানন্দ রায়;
তাঁর পুত্র তোমার সেবক রাখিতে যুয়ায়।"
প্রভু কহে—"রাজা কেন করয়ে তাড়ন?"
তবে সেই লোক কহে সব বিবরণ।
গোপীনাথপট্টনায়ক রাম-রায়ের ভায়ী;
সর্ব্বকাল হয় তেঁহ রাজ-বিষয়ী।
৬। মালজাঠ্যা দণ্ডপাটে তার অধিকার;
সাধি পাড়ি আনি দ্রব্য দিল রাজদ্বার।
দুই লক্ষ কাহন তার ঠাঁই বাকী হৈল;
দুই লক্ষ কাহন কৌড়ি রাজা যে মাগিল।
৭। তেঁহ কহে "স্থূল দ্রব্য নাহি যে গণিয়া দিব
ক্রমে ক্রমে বেচি কিনি দ্রব্য ভরিব।
ঘোড়া দশ বারো হয়, লহ মূল্য করি;
৮। এত বলি ঘোড়া আনি রাজদ্বারে ধরি।
এক রাজপুত্র ঘোড়ার মূল্য ভাল জানে;
তারে পাঠাইল রাজা পাত্র-মিত্র সনে।
৯। সেই রাজপুত্র মূল্য করে ঘাটাইয়া;
গোপীনাথের ক্রোধ হৈল মূল্য শুনিয়া।
১০। সেই রাজপুত্রের স্বভাব গ্রীবা ফিরায়;
ঊর্দ্ধমুখে বার বার ইতি উতি চায়।
তারে নিন্দা করি কহে সগর্ব্ব বচনে—
"রাজা কৃপা করে তাতে ভয় নাহি মানে।
আমার ঘোড়ার গ্রীবা উচ্চ, ঊর্দ্ধে নাহি চায়;
তাতে ঘোড়ার ঘাটি মূল্য করিতে না যুয়ায়।"
শুনি রাজপুত্র মনে ক্রোধ উপজিল;
১১। রাজার ঠাঞি যাই বহু লাগানি করিল।

১। বিষধর—নাগলোক। ২। নবখণ্ড—নবখণ্ডাত্মক অর্থাৎ ভারতাদি নববর্ষাত্মক জম্বুদ্বীপ।
৩। গোপীনাথ—গোপীনাথ পট্টনায়ক। জানা—রাজকুমার। এই জানা উপাধি অন্তলোক রাজদ্বারে অর্থ প্রদান করিয়াও ক্রয় করিত। চাঙ্গে—কাষ্ঠাদি নির্ম্মিত উচ্চস্থান। ৪। ডারিবে—নিক্ষেপ করিবে। ৫। নিস্তারিবে—নিস্তার পাইবে (অর্থাৎ গোপীনাথ পট্টনায়ক)।
৬। মালজাঠ্যাদণ্ডপাট—তন্নামক প্রদেশ বিশেষ। সাধি পাড়ি—অর্থাৎ আদায় তৌসল করিয়া। ৭। স্থূলদ্রব্য—অর্থাৎ সঞ্চিত ধন। ভরিব—পরিশোধ করিব। ৮। ধরি—ধরিল, অর্থাৎ উপস্থিত করিল। ৯। ঘাটাইয়া—প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা অল্প করিয়া।
১০। গ্রীবাফিরায়—ঘাড় নাড়ে। চায়—দৃষ্টি করে।
১১। লাগানি—মিথ্যা কথা বলিয়া রাজাকে চটাইয়া দিল।

১। "কৌড়ি নাহি দিবে এই বেড়ায় ছদ্ম করি;
আজ্ঞা কর চাঙ্গে চড়াইয়া লই কৌড়ি।"
২। রাজা বলে—"সেই ভাল কর সেই যাই;
যে উপায়ে কৌড়ি পাই কর সে উপায়।"
'রাজপুত্র আসি তাঁরে চাঙ্গে চড়াইল;
খড়্গ ফেলাইতে তলে খড়্গ পাতিল'—
শুনি প্রভু কহে কিছু করি প্রণয়রোষ—
৩। "রাজকৌড়ি দিবার নহে রাজার কিবা দোষ?
৪। রাজবিলাত সাধি খায় নাহি রাজভয়;
৫। দাঁড়ী নাটুয়াকে দিয়া করে নানা ব্যয়।
৬। যে চতুর সে করুক রাজবিষয়;
রাজদ্রব্য শোধি যে পায় তাহা করে ব্যয়।"
৭। হেনকালে আর লোক আইলা ধাইয়া;
বাণীনাথাদি সবংশে লঞা গেল বাঁধিয়া।
৮। প্রভু কহে "রাজা আপন লেখার দ্রব্য লইব;
৯। আমি বিরক্ত সন্ন্যাসী তাঁহা কি করিব?"
তবে স্বরূপাদি গোসাঞীর ভক্তগণ;
প্রভুর চরণে সবে কৈল নিবেদন—
"রামানন্দ রায়ের গোষ্ঠি সব তোমার দাস;
১০। তোমার উচিত নহে করিতে উদাস।"
শুনি মহাপ্রভু কহে সক্রোধ বচনে—
"মোরে আজ্ঞা দেও সবে যাই রাজস্থানে?
তোমা সবার এইমত রাজঠাঁই যাঞা;
কৌড়ি মাগি লই আমি আঁচল পাতিয়া।
পাঁচগণ্ডার পাত্র হয় সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ;
মাগিলে বা কেন দিবে দুই লক্ষ কাহন?"
হেনকালে আর লোক আইল ধাইয়া;—
'খড়্গোপরে গোপীনাথে দিতেছে ডারিয়া।'
শুনি প্রভুর গণ প্রভুকে করে অনুনয়;
প্রভু কহে "আমি ভিক্ষুক, আমা হৈতে নয়।
তারে রক্ষা করিতে যদি হয় সবার মনে;
সবে মিলি যাও জগন্নাথের চরণে।
ঈশ্বর জগন্নাথ তাঁর হাতে সব অর্থ;
১১। কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা করিতে সমর্থ।"
ইঁহা যদি মহাপ্রভু এতেক কহিলা;
হরিচন্দন মহাপাত্র যাই রাজারে কহিলা।
—"গোপীনাথ পট্টনায়ক সেবক তোমার;
১২। সেবকের প্রাণদণ্ড নহে ব্যবহার।
বিশেষ তাহার ঠাঁই কৌড়ি বাকি হয়;
প্রাণ লৈলে কিবা লাভ? নিজ ধন ক্ষয়।
যথার্থ মূল্যে ঘোড়া লহ যেবা বাকি হয়;
ক্রমে ক্রমে দিবে, ব্যর্থ প্রাণ কেন লয়?"
রাজা কহে—"এই বাত আমি নাহি জানি;
প্রাণ কেন লৈব? তার দ্রব্য চাহি আমি।
তুমি যাই কর তাঁহা সর্ব্ব সমাধান;
দ্রব্য যৈছে আইসে আর রাখ তার প্রাণ।"
১৩। তবে হরিচন্দন আসি জানারে কহিল;
চাঙ্গে হৈতে গোপীনাথে শীঘ্র নামাইল।
"দ্রব্য দেহ, রাজা মাগে"—উপায় পুছিল;
"যথার্থ মূল্যে ঘোড়া লহ" তেঁহ ত কহিল।
"ক্রমে ক্রমে দিব আমি যত কিছু পারি;
অবিচারে প্রাণ লহ, কি বলিতে পারি?"
যথার্থ মূল্য করি ঘোড়া মূল্যে লইল;
১৪। আর দ্রব্যের মুদ্দতি করি ঘরে পাঠাইল।

১। ছদ্ম—ছল। ২। সেই—সেইস্থানে। ৩। দিবার নহে—দিতেছে না। ৪। বিলাত—প্রাপ্যধন। ৫। দাঁড়ী—নর্ত্তকী; নাটুয়া—নর্ত্তক। ৬। যে চতুর...ব্যয়—বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরই রাজত্ব করা শোভায়; রাজার প্রাপ্য মিটাইয়া বাকী অর্থই ব্যয় করে। ৭। আর লোক—রাজাজ্ঞাবাহী ভৃত্যগণ। ৮। লেখার দ্রব্য—প্রাপ্য রাজস্ব। ৯। তাঁহা—সে বিষয়ে। ১০। করিতে উদাস—উদাসীন থাকা। ১১। কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা করিতে—করিতে না করিতে এবং অন্যথা অর্থাৎ বিপরীত করিতে। ১২। ব্যবহার—অর্থাৎ বিচার সঙ্গত। ১৩। জানা—রাজপুত্র। ১৪। মুদ্দতি—মোক্তামেয়াদি দলিল।

এথা প্রভু সেই মনুষ্যেরে প্রশ্ন কৈল—
"বাণীনাথ কি করে, যবে বান্ধিয়া আনিল।"
"বাণীনাথ নির্ভয়েতে লয় কৃষ্ণনাম;
হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ, কহে অবিরাম।
সংখ্যা লাগি দুই হাতে অঙ্গুলিতে লেখা;
সহস্রাতি পূর্ণ হৈলে অঙ্গে কাটে রেখা।"
শুনি মহাপ্রভুর হৈল পরম আনন্দ;
কে বুঝিতে পারে গৌরের কৃপার ছন্দবন্ধ?
হেন কালে কাশীমিশ্র আইলা প্রভুস্থানে;
প্রভু তাঁরে কহে কিছু সোদ্বেগ-বচনে—
"ইহা রহিতে নারি আমি যাব আলালনাথ;
১। নানা উপদ্রবে ইঁহা না পাই সোয়াথ।
ভবানন্দের গোষ্ঠি করে রাজার বিষয়;
নানা প্রকারে করে রাজদ্রব্য ব্যয়।
রাজার কি দোষ? রাজা নিজদ্রব্য চায়;
দিতে নারে দ্রব্য তারা আমারে জানায়।
রাজা গোপীনাথে যদি চাঙ্গে চড়াইল;
চারিবার লোক আসি মোরে জানাইল।
ভিক্ষুক সন্ন্যাসী আমি নির্জ্জনবাসী;
আমায় দুঃখ দেন নিজদুঃখ কহি আসি।
আজি তাঁরে জগন্নাথ করিল রক্ষণ;
কালি কে রাখিবে যদি না দিবে রাজধন?
বিষয়ীর বার্ত্তা শুনি ক্ষুব্ধ হয় মন;
২। তাহে ইহা রহি মোর নাহি প্রয়োজন।"
কাশীমিশ্র কহে প্রভুর ধরিয়া চরণে—
"তুমি কেন এই বাতে ক্ষোভ কর মনে?
সন্ন্যাসী বিরক্ত তোমার কার সনে সম্বন্ধ?
৩। ব্যবহার লাগি যে তোমা ভজে সে জ্ঞান অন্ধ
তোমার ভজন-ফল তোমাতে প্রেমধন;
বিষয় লাগি যে তোমা ভজে সেই মূঢ় জন।
তোমা লাগি রামানন্দ রাজ্য ত্যাগ কৈল;
তোমা লাগি সনাতন বিষয় ছাড়িল।
তোমা লাগি রঘুনাথ সব ছাড়ি আইল;
হেথায় তাহার পিতা বিষয় পাঠাইল।
তোমার চরণকৃপা হঞাছে তাহারে;
ছত্রে মাগি খায়, বিষয় স্পর্শ নাহি করে।
রামানন্দের ভাই গোপীনাথ মহাশয়;
তোমা হইতে বিষয়বাঞ্ছা তাঁর ইচ্ছা নয়।
তাঁর দুঃখ দেখি তাঁর সেবকাদিগণ;
৪। তোমাকে জানাইল যাতে অনন্যশরণ।
৫। সেই শুদ্ধভক্ত তোমা ভজে তোমা লাগি
আপনার সুখ দুঃখে হয় ভোগভাগী।
তোমা অনুকম্পা চাহে ভজে অনুক্ষণ;
অচিরাতে পায় সেই তোমার চরণ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে চতুর্দ্দশাধ্যায়ে অষ্টমশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ব্রহ্মবাক্যং—

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো,
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকং।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভি র্বিদধন্নমস্তে;
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥২॥

তুমি বসি রহ কেন যাবে আলালনাথ?
কেহ তোমা না শুনাবে বিষয়ীর বাত।

ইহার ব্যাখ্যা (২৫৯) পৃষ্ঠায় (২৪) শ্লোকে দেখুন। আপনার কর্ম্মফল ভোগ করতঃ তোমার অনুকম্পা প্রার্থনা করিয়া যে ভজে অচিরে সেই ভগবচ্চরণ পায়,—ইহাই এই শ্লোক দ্বারা সপ্রমাণ করিলেন ॥ ২ ॥

১। সোয়াথ—স্বস্তি, শান্তি। ২। তাহে—সেই কারণে। ৩। জ্ঞান অন্ধ—অর্থাৎ অজ্ঞান। ৪। অনন্যশরণ—অর্থাৎ তুমি ভিন্ন তাহাদিগের আর কেহ রক্ষক নাই। ৫। সেই…লাগি—যে অন্য কোন বিষয় এবং মুক্তি প্রার্থনা না করিয়াও নিজকৃত কর্ম্মফল বোধে সুখদুঃখ ভোগ করতঃ কেবল তোমার নিমিত্ত তোমাকে ভজনা করে, সেই ব্যক্তিই শুদ্ধভক্ত।

১। যদি বা তোমার তারে রাখিতে হয় মন ;
আজি যে রাখিল সেই করিবে রক্ষণ।"
এত বলি কাশীমিশ্র গেলা স্বমন্দিরে ;
মধ্যাহ্নে প্রতাপরুদ্র আইল তাঁর ঘরে।
প্রতাপরুদ্রের এক আছয়ে নিয়মে ;
যত দিন রহে তেঁহ শ্রীপুরুষোত্তমে।
নিত্য আসি করেন মিশ্রের পাদসম্বাহন ;
২। জগন্নাথের করেন সেবার ভিয়ান শ্রবণ।
রাজা মিশ্রের চরণ যবে চাপিতে লাগিলা ;
তবে মিশ্র তাঁরে কিছু ইঙ্গিতে কহিলা—
"দেব! শুন আর এক অপরূপ বাত ;
মহাপ্রভু ক্ষেত্র ছাড়ি যান আলালনাথ।"
শুনি রাজা দুঃখী হৈলা, পুছেন কারণ ;
তবে মিশ্র কহে তাঁরে সব বিবরণ—
"গোপীনাথ পট্টনায়কে যবে চাঙ্গে চড়াইলা ;
তার সব সেবক আসি প্রভুরে কহিলা।
শুনিয়া ক্ষোভিত হৈল মহাপ্রভুর মন ;
ক্রোধে গোপীনাথে কৈল বহুত ভর্ৎসন।
অজিতেন্দ্রিয় হঞা করে রাজবিষয় ;
নানা অসৎপথে করে রাজ্যদ্রব্য ব্যয়।
৩। ব্রহ্মস্ব অধিক এই হয় রাজধন ;
তাহা হরি ভোগ করে মহাপাপীজন।
৪। রাজার বর্ত্তন খায় আর চুরি করে ;
রাজদণ্ড্য হয় সেই শাস্ত্রের বিচারে।
নিজ কৌড়ি মাগে রাজা নাহি করে দণ্ড ;
রাজা মহাধার্ম্মিক, এই পাপী ভণ্ড।
৫। রাজকৌড়ি না দেয়, আমাকে ফুকরে ;
এই মহাদুঃখ, ইহা কে সহিতে পারে ?
আলালনাথে যাই তাঁহা নিশ্চিন্তে রহিব ;
বিষয়ীর ভালমন্দ বার্ত্তা না শুনিব।"
এত শুনি কহে রাজা পাঞা মনে ব্যথা—
"সব দ্রব্য ছাড়ি যদি প্রভু রহে এথা।
এক ক্ষণ প্রভুর যদি পাইয়ে দর্শন ;
কোটি চিন্তামণি লাভ নহে তার সম।
কোন্ ছার পদার্থ এই দুই লক্ষ কাহন ?
৬। প্রাণরাজ্য করোঁ প্রভুপদে নির্ম্মঞ্ছন।"
মিশ্র কহে কৌড়ি ছাড়িবে নহে প্রভুর মন ;
৭। তারা দুঃখ পায় এই না যায় সহন।"
রাজা কহে—"তারে আমি দুঃখ নাহি দিয়ে ;
চাঙ্গে চড়া খড়্গে ডারা আমি না জানিয়ে।
৮। পুরুষোত্তম জানারে তেঁহ কৈল পরিহাস ;
সেই জানা তাঁরে দেখাইল মিথ্যা ত্রাস।
তুমি যাই প্রভুরে রাখহ যত্ন করি ;
এই মুঞি তাঁহারে ছাড়িনু সব কৌড়ি।"
মিশ্র কহে "কৌড়ি ছাড়িতে নহে প্রভুর মনে ;
৯। কৌড়ি ছাড়িলে প্রভু কদাচিৎ দুঃখ মানে।"
রাজা কহে "তাঁর লাগি কৌড়ি ছাড়ি ইহা না কহিবা ;
সহজে মোর প্রিয় তারা ইহা জানাইবা।
১০। ভবানন্দ রায় আমার পূজ্য গর্ব্বিত ;

১। তারে—গোপীনাথকে। আজি যে...রক্ষণ—অদ্য যিনি রক্ষা করিলেন তিনি সর্ব্বদাই রক্ষা করিবেন অর্থাৎ অদ্যও তুমিই রক্ষা করিলে এবং সর্ব্বদাই তুমি রক্ষা করিবে। ২। ভিয়ান—পরিপাটি।
৩। ব্রহ্মস্ব অধিক—ব্রহ্মস্ব অপেক্ষাও অধিক অর্থাৎ ব্রহ্মস্বাপহারীর দুর্গতি অপেক্ষা রাজস্বাপহারীর পরলোকে অধিক দুর্গতি হয়।
৪। বর্ত্তন—বৃত্তি, জীবিকা অর্থাৎ বেতন। রাজদণ্ড্য—রাজদণ্ডের যোগ্য। ৫। ফুকরে—অর্থাৎ জানায়। ৬। নির্ম্মঞ্ছন—অর্থাৎ অর্পণ।
৭। তারা—বাণীনাথ প্রভৃতি। ৮। পরিহাস—'আমার ঘোড়ার গ্রীবা উচ্চ, ঊর্দ্ধে নাহি চায়' ইত্যাদি রূপ।
৯। কদাচিৎ দুঃখমানে—অর্থাৎ আমার অপেক্ষায় রাজা গোপীনাথের নিকট অবশ্যপ্রাপ্য ধন ত্যাগ করিলেন, ইহাই মনে করিয়া দুঃখ বোধ করিতেও পারেন। ১০। গর্ব্বিত—গৌরবান্বিত ব্যক্তি।

তাঁর পুত্রগণে মোর সহজেই প্রীত।"

—এত বলি মিশ্রে রাজা নমস্করি গেলা;

গোপীনাথে বড় জানা ডাকিয়া আনিলা।

১। রাজা কহে—"সব কৌড়ি তোমারে ছাড়িল;

সেই মালজ্যেঠা পাট পুনঃ তোমায় দিল।

আর যার ঐছে না খাইও রাজধন;

২। আজি হৈতে দিল তোমায় দ্বিগুণ বর্ত্তন।"

৩। এত বলি নেতধটি তাঁরে পরাইল—

"প্রভু আজ্ঞা লঞা যাও, বিদায় তোমা দিল।"

পরমার্থে প্রভুর কৃপা সেও বহুদূরে;

অনন্ত তাহার ফল কে বলিতে পারে?

রাজ্য বিষয় ফল এই কৃপার আভাসে;

তাহার বর্ণনা কাহার মনে না আইসে।

কাঁহা চাঙ্গে চড়াইয়া লয় প্রাণধন?

কাঁহা সব ছাড়ি সেই রাজ্য দিল দান?

কাঁহা সর্ব্বস্ব বেচি লয় দেয়া না যায় কৌড়ি?

কাঁহা দ্বিগুণ বর্ত্তন পরায় নেতধড়ি?

প্রভুর ইচ্ছা নাহি তাঁরে কৌড়ি ছাড়াবারে;

দ্বিগুণ বর্ত্তন করি পুনঃ বিষয় দিবারে।

তথাপি তার সেবক আসি কৈল নিবেদন;

তাতে ক্ষুব্ধ হৈল যবে মহাপ্রভুর মন।

বিষয়-সুখ দিতে প্রভুর নাহি মনোবল;

নিবেদন-প্রভাবে তবু ফলে এত ফল।

কে কহিতে পারে গৌড়ের আশ্চর্য্য স্বভাব?

৪। ব্রহ্মা শিব আদি যাঁর না পায় অন্তর্ভাব।

এথা কাশীমিশ্র আসি প্রভুর চরণে;

রাজার চরিত্র সব কৈল নিবেদনে।

প্রভু কহে—"কাশীমিশ্র! কি তুমি করিলে?

রাজপ্রতিগ্রহ তুমি মোরে করাইলে?"

মিশ্র কহে—"শুন প্রভু রাজার বচন;

অকপটে রাজা এই কৈল নিবেদন—

৫। প্রভু যেন নাহি জানে আমার লাগিয়া;

দুই লক্ষ কাহন কড়ি দিলেন ছাড়িয়া।

ভবানন্দের পুত্র সব মোর প্রিয়তম;

ইঁহা সবাকারে আমি দেখোঁ আত্মসম।

অতএব যাঁহা তাঁহা দেই অধিকার;

খায় পিয়ে লুটে বিলায় না করোঁ বিচার।

৬ রাজমহীন্দ্রের রাজা কৈলুঁ রামরায়;

যে খাইল, যে বা দিল, নাহি লেখা দায়।

গোপীনাথ এইমত বিষয় করিয়া;

দুই চারি লক্ষ কাহন রহেত খাইয়া।

কিছু দেয় কিছু না দেয় না করি বিচার;

৭। জানা সহিত অপ্রীতে দুঃখ পাইল এবার।

জানা এত কৈল মুঞি ইহা নাহি জানোঁ;

ভবানন্দের পুত্র সব আত্মসম মানোঁ।

৮। তাঁর লাগি দ্রব্য ছাড়ি ইহা মতি মানে;

সহজেই মোর প্রীতি হয় তাঁহা সনে।"

৯। শুনিয়া রাজার বিনয় প্রভুর আনন্দ;

হেনকালে আইল তথা রায় ভবানন্দ।

পঞ্চ পুত্র সনে আসি পড়িল চরণে;

উঠাইয়া প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গনে।

রামানন্দ রায় আদি সবেই মিলিলা;

ভবানন্দ রায় তবে বলিতে লাগিলা—

"তোমার কিঙ্কর এই মোর সব কুল;

১। সব কৌড়ি…ছাড়িল—তোমার নিকট পাওনা সমস্ত রাজস্ব মাপ করিলাম। ২। দ্বিগুণ—পূর্ব্বে যে বেতন ছিল তাহার দ্বিগুণ বেতন এখন হইতে পাইবে। ৩। নেতধটি—রাজচিহ্ন উষ্ণীষ। ৪। অন্তর্ভাব—অন্তর্গত অভিপ্রায়। ৫। আমার লাগিয়া—অর্থাৎ মহাপ্রভুর নিমিত্ত। ৬। রাজমহীন্দ্র—দেশ বিশেষ, যাহার অন্তর্গত বিজানগর। বর্ত্তমান নাম রাজমহেন্দ্রী। রাজা—রাজপ্রতিনিধি অর্থাৎ গবর্ণর। রামরায়—রামানন্দ রায়কে। ৭। জানা—পুরুষোত্তম জানা। ৮। তাঁর—ভবানন্দের।

৯। শুনিয়া—কাশীমিশ্রের নিকট রাজার উক্তি শুনিয়া।

১। এ বিপদে রাখি প্রভু পুনঃ দিলে মূল।
ভকতবাৎসল্য এবে প্রকট করিলে;
পূর্ব্বে যেন পঞ্চপাণ্ডবে বিপদে তারিলে!"
নেতধটি মাথে গোপীনাথ চরণে পড়িলা;
রাজার কৃপাবৃত্তান্ত সকলই কহিলা।—
২। "বাকী কৌড়ি বাদ, দ্বিগুণ বর্ত্তন করিল;
পুনঃ সেই বিষয় দিয়া নেতধটি দিল।
কাঁহা চাঙ্গের উপর সেই মরণ-প্রমাদ?
কাঁহা নেতধটি পুনঃ এ সব প্রসাদ?
চাঙ্গের উপরে তোমার চরণ-ধ্যান কৈল;
চরণ-স্মরণ-প্রভাবে এই ফল পাইল।
লোক চমৎকার মোর এ সব দেখিয়া;
প্রশংসে তোমার কৃপা মহিমা গাইয়া।
৩। কিন্তু তোমা স্মরণের নহে এই ফল;
৪। ফলাভাস এই, যাতে বিষয় চঞ্চল।
রামরায়-বাণীনাথে কৈলে নির্ব্বিষয়;
সে কৃপা আমারে নাই যাতে ঐছে হয়।
শুদ্ধ কৃপা কর গোসাঞি! ঘুচাও বিষয়;
৫। নির্ব্বিণ্ণ হইলে মোতে বিষয় না রয়।"
প্রভু কহে—"সন্ন্যাসী যবে হবে পঞ্চজন;
কুটুম্ব বাহুল্য তোমার কে করে ভরণ?
মহাবিষয় কর কিবা বিরক্ত উদাস;
জন্মে জন্মে তুমি পঞ্চ মোর নিজদাস।
কিন্তু মোর করিও এক আজ্ঞার পালন;
ব্যয় না করিও কভু রাজার মূলধন।
রাজার মূলধন দিয়া যে কিছু লভ্য হয়;
সেই ধন করিও নানা ধর্ম্মকর্ম্মে ব্যয়।
৬। অসদ্ব্যয় না করিও, যাতে দুই লোক
যায়;"
—এত বলি সবারে প্রভু দিলেন বিদায়।
৭। রায়ের ঘরে প্রভুর কৃপাবিবর্ত্ত কহিল;
ভক্তবাৎসল্য গুণ যাতে ব্যক্ত হৈল।
সবা আলিঙ্গিয়া প্রভু বিদায় যবে দিলা;
হরিধ্বনি করি সব ভক্ত উঠি গেলা।
প্রভুর কৃপা দেখি সবার হৈল চমৎকার!
তাহারা বুঝিতে নারে প্রভুর ব্যবহার।
তারা সব যদি কৃপা করিতে সাধিল;
'আমা হৈতে কিছু নহে' প্রভু তবে কৈল।
গোপীনাথের নিন্দা আর আপন নির্ব্বেদ;
এইমাত্র কৈল, ইহার কে বুঝিবে ভেদ?
কাশীমিশ্রে না সাধিল, রাজায় না সাধিল;
উদ্যোগ বিনা এতদূর ফল ফলিল।
চৈতন্যচরিত্র এই পরম-গম্ভীর;
সেই বুঝে তাঁর পদে মন যার স্থির।
যেই শুনে প্রভুর ভক্তবাৎসল্য-প্রকাশ;
প্রেমভক্তি পায় তার বিপদ যায় নাশ।
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ;
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

১। পুনঃদিলে মূল—অর্থাৎ পূর্ব্ব হইতেই তোমার কিঙ্কর আছে, সম্প্রতি গোপীনাথের রক্ষাদি রূপ মূল্য দ্বারা ক্রয় করিলে। মূল—মূল্য। ২। বাকীকৌড়ি ইত্যাদি—গোপীনাথের উক্তি। ৩। এই—প্রাণ রক্ষা প্রভৃতি। ৪। ফলাভাস—আপাততঃ ফলের ন্যায় প্রতীয়মান, বস্তুতঃ ফল নহে। বিষয় চঞ্চল—অর্থাৎ পুনর্ব্বার যে বিষয় প্রাপ্ত হইলাম তাহা অস্থির, এইহেতু তাহা তোমার চরণস্মরণের ফল হইতে পারে না। ৫। নির্ব্বিণ্ণ—বিষয়ের দোষানুভবী। ৬। দুইলোক যায়—ইহলোকে রাজদণ্ড ও নিন্দা, পরলোকে নরক ভোগ। ৭। কৃপাবিবর্ত্ত—তত্ত্বান্তর না হইয়া যে তত্ত্বান্তররূপে প্রকাশ পায় তাহাকে বিবর্ত্ত বলে। মহাপ্রভুর কৃপা স্বরূপে থাকিয়াই প্রথমতঃ ক্রোধ রূপে প্রকাশ পাইয়াছিল তাহাতেই কৃপাবিবর্ত্ত বলিলেন।

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে গোপীনাথপট্টনায়কোদ্ধার নাম
নবম পরিচ্ছেদঃ॥

দশম পরিচ্ছেদ।

তং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যং ভক্তানুগ্রহকাতরং।
যেন কেনাপি সন্তুষ্টং ভক্তদত্তেন শ্রদ্ধয়া ॥১॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র! জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈতচন্দ্র! জয় গৌরভক্তবৃন্দ!

বর্ষান্তরে সব ভক্ত প্রভুরে দেখিতে;
পরম আনন্দে সবে নীলাচলে যাইতে।
অদ্বৈত-আচার্য্য-গোসাঞী সব অগ্রগণ্য;
আচার্য্যরত্ন, আচার্য্যনিধি, শ্রীবাসাদি ধন্য।
১। যদ্যপি প্রভুর আজ্ঞা গৌড়ে রহিতে;
তথাপি নিত্যানন্দ প্রেমে চলিলা দেখিতে।
অনুরাগের লক্ষণ এই—বিধি নাহি মানে;
তাঁর আজ্ঞা ভাঙ্গি তাঁর সঙ্গের কারণে।
রাসে যৈছে ঘরে যাইতে কৃষ্ণ গোপীরে আজ্ঞা দিলা।
তাঁর আজ্ঞা ভাঙ্গি তাঁর সঙ্গে সে রহিলা।
আজ্ঞার পালনে কৃষ্ণের যত পরিতোষ;
প্রেমে আজ্ঞা ভাঙ্গিলে হয় কোটি সুখ পোষ।
বাসুদেব দত্ত, মুরারি গুপ্ত, গঙ্গাদাস;
শ্রীমান্ পণ্ডিত আর অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস।
মুরারি পণ্ডিত, গরুড় পণ্ডিত, বুদ্ধিমন্ত খান্;
সঞ্জয়, পুরুষোত্তম, পণ্ডিত ভগবান।
শুক্লাম্বর, নৃসিংহানন্দ আর যত জন;
সবাই চলিলা, নাম না যায় গণন।
কুলীনগ্রামী, খণ্ডবাসী, মিলিলা আসিয়া;
শিবানন্দ সেন চলিলা সবারে লইয়া।
রাঘব পণ্ডিত চলে ঝালি সাজাইয়া;
২। দময়ন্তী যত দ্রব্য দিয়াছে করিয়া।
নানা অপূর্ব্ব ভক্ষ্যদ্রব্য প্রভুর যোগ্য ভোগ;
৩। বৎসরেক প্রভু যাহা করে উপযোগ।
আম্র কাশন্দি, আদা কাশন্দি, ঝাল কাশন্দি নাম
৪। নেম্বু আদা আম্রকলি বিবিধ সন্ধান।
৫। আম্‌সি, আম্রখণ্ড, তৈলাম্র, আমৃতা!
৬। যত্ন করি গুণ্ডা করি পুরাণ সুকুতা।
সুকুতা বলিয়া অবজ্ঞা না করিহ চিত্তে;
সুক্তায় যে প্রীতি প্রভুর নহে পঞ্চামৃতে।
ভাবগ্রাহী মহাপ্রভু স্নেহ মাত্র লয়;
সুক্তাপাতা কাশন্দিতে মহাসুখ হয়।
৭। মনুষ্যবুদ্ধি দময়ন্তী করে প্রভুর পায়;
গুরু ভোজনে উদরে প্রভুর আম হঞা যায়।

তমিতি। ভক্তেষু অনুগ্রহায় অনুগ্রহং কর্ত্তুং, কাতরং কেনাহমমুমনুগৃহ্নামীতি চিন্তয়া ব্যাকুলং, তথা শ্রদ্ধয়া ভক্তেন দত্তেন অর্পিতেন যেন কেনাপি সামান্যেনেত্যর্থঃ বস্তুনা, সন্তুষ্টং তং ভক্তবৎসলতয়া প্রসিদ্ধং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহং বন্দে প্রণমামি ॥ ১ ॥

যিনি ভক্তবর্গকে অনুগ্রহ করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যাকুল, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভক্ত কর্ত্তৃক প্রদত্ত যৎসামান্য বস্তু দ্বারা যিনি পরম সন্তোষ লাভ করেন, সেই প্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে আমি প্রণাম করি ॥ ১ ॥

১। যদ্যপি…রহিতে—যদিও মহাপ্রভু নিত্যানন্দপ্রভুকে গৌড়ে থাকিতে আদেশ দিয়াছিলেন। ২। দময়ন্তী—রাঘব পণ্ডিতের সহধর্ম্মিণী।
৩। যোগ্যভোগ—ভোগের যোগ্য; অর্থাৎ এক বৎসর খাইতে পারেন। উপযোগ—উপভোগ।
৪। আম্রকলি—অপক্ব ক্ষুদ্র আম্র। সন্ধান—সংযোগ। ৫। আম্‌সি—শুষ্ক আম্রখণ্ড। তৈলাম্র—তৈলসিক্ত আম্র। আমৃতা—আমসত্ব
৬। গুণ্ডা—চূর্ণ, গুঁড়া। সুকুতা—নালিতা পাটের শুষ্কপাতা, অর্থাৎ পাটের শুষ্কপত্র চূর্ণ করিয়া।
৭। পায়—পাদে। এ স্থানে গৌরবার্থ পাদ শব্দ।

মুক্তা খাইলে আম হইবেক নাশ—
সেই স্নেহ মনে ভাবি প্রভুর উল্লাস।

তথাহি ভারবৌ অষ্টমসর্গে বিংশতিতমশ্লোক:—

প্রিয়েণ সংগ্রথ্য বিপক্ষসন্নিধা-
বুপাহিতাং বক্ষসি পীবরস্তনী।
স্রজং ন কাচিদ্বিজহৌ জলাবিলাং,
বসন্তি হি প্রেম্ণি গুণা ন বস্তুনি ॥২॥

১। ধনিয়া মোহুরী তণ্ডুল চূর্ণ করিয়া;
নাড়ু বান্ধিয়াছে চিনি পাক করিয়া।
শুণ্ঠীখণ্ড নাড়ু আর আমপিত্ত-হর;
২। পৃথক্ পৃথক্ বান্ধিয়াছে কুথলী ভিতর।
৩। কোলিশুণ্ঠী, কোলিচূর্ণ, কোলিখণ্ড আর;
৪। কত নাম লব যত প্রকার আচার।
৫। নারিকেল-খণ্ড আর নাড়ু গঙ্গাজল;
৬। চিরস্থায়ী খণ্ডবিকার করিল সকল।
৭। চিরস্থায়ী ক্ষীরসার মণ্ডাদি বিকার;
৮। অমৃতকর্পূর আদি অনেক প্রকার।
৯। শালিকা চুটি ধান্যের আতপ চিঁড়া করি;
নূতন বস্ত্রের বড় কুথলী সব ভরি।
১০। কথক চিঁড়া হুড়ুম করি ঘৃতেতে ভাজিয়া;
চিনিপাকে নাড়ু কৈল কর্পূরাদি দিয়া।
শালি-তণ্ডুল-ভাজা চূর্ণ করিয়া;
ঘৃতসিক্ত চূর্ণ কৈল চিনিপাক দিয়া।
কর্পূর মরিচ এলাচ লবঙ্গ রসবাস;
চূর্ণ দিয়া নাড়ু কৈল পরম সুবাস।
শালি ধান্যের খই ঘৃতেতে ভাজিয়া;
১১। চিনি পাকে উখড়া কৈল কর্পূরাদি দিয়া।
১২। ফুটকলাই চূর্ণ করি ঘৃতে ভাজাইল;
চিনি পাকে কর্পূর দিয়া নাড়ু কৈল।
কহিতে না জানি নাম এ জন্মে যাহার;
ঐছে নানা ভক্ষ্য দ্রব্য সহস্র প্রকার।
রাঘবের আজ্ঞা আর করে দময়ন্তী;
১৩। দুঁহার প্রভুতে স্নেহ পরমশকতি।
গঙ্গামৃত্তিকা আনি বস্ত্রেতে ছাঁকিয়া;

প্রিয়েণেতি। কাচিৎ পীবরস্তনী সমুন্নতপয়োধরা কামিনী, প্রিয়েণ সংগ্রথ্য বিপক্ষসন্নিধৌ বক্ষসি উপাহিতাং অর্পিতাং স্রজং, জলাবিলাং কর্দ্দমাদিযুক্তমপি ন বিজহৌ ত্যক্তবতী। হি যস্মাৎ, প্রেম্ণি গুণা বসন্তি, ন তু বস্তুনীতি। প্রেম্ণা প্রদত্তং বস্তু গুণহীনমপি সুখায় ভবতীতি তাৎপর্য্যং ॥ ২ ॥

প্রিয়তম স্বহস্তে গাঁথিয়া বিপক্ষসন্নিধানে স্বয়ং বক্ষঃস্থলে অর্পণ করিলে, কোন সমুন্নতপয়োধরা কামিনী সেই মালা কর্দ্দমাদিযুক্ত হইলেও তাহাকে পরিত্যাগ করেন নাই, যেহেতু গুণ প্রেমেতেই থাকে—বস্তুতে থাকে না ॥ ২ ॥

প্রেমপূর্ব্বক প্রদত্ত বস্তু গুণহীন হইলেও পরম স্বাদু, তাহাই এই শ্লোকে দেখাইলেন ॥ ২ ॥

১। মোহুরী—মৌরী। ২। কুথলী—বস্ত্রখণ্ড নির্ম্মিত ক্ষুদ্র থলিয়া।

৩। কোলি—বদরী কুল। ৪। আচার—লবণাদি স্রক্ষিত ফলাদি।

৫। নাড়ু গঙ্গাজল—গঙ্গাজলীয় নাড়ু, অর্থাৎ শুক্লবর্ণ নাড়ু যাহা পরিষ্কৃত চিনি দ্বারা প্রস্তুত। ৬। চিরস্থায়ী—দীর্ঘকালেও যাহা বিকৃত হয় না সেইরূপে সকল প্রস্তুত। খণ্ডবিকার—নবাত, বাতাসা এবং কদমা প্রভৃতি।

৭। ক্ষীরসার—ক্ষীরের নাড়ু। মণ্ডা—করতালাকৃতি যোড়া সন্দেশ বিশেষ। ৮। অমৃতকর্পূর—মিষ্টান্ন বিশেষ।

৯। শালিকা চুটি ধান্য—কাঁচা শালি ধান্য। আতপচিঁড়া—জলসেক ব্যতীত প্রস্তুত চিঁড়া।

১০। হুড়ুম—ভর্জিত। ১১। উখড়া—মুড়কি।

১২। ফুটকলাই—ফাটা ফাটা ভ্রষ্ট বড় মটর।

১৩। পরম শকতি—অতিশয় প্রবল।

১। পাঁপড়ি করি দিল গন্ধদ্রব্য দিয়া।
২। পাতল মৃৎপাত্রে সোন্দাইঞা নিল ভরি;
আর সব বস্তু ভরে বস্ত্রের কুথলী।
সামান্য ঝালি হৈতে দ্বিগুণ ঝালি কৈল;
পরিপাটী করি সব ঝালি সাজাইল।
৩। ঝালি বান্ধি মোহর দিল আগ্রহ করিয়া;
৪। তিন বোঝারি ঝালি বহে ক্রম করিয়া।
সংক্ষেপে কহিল এই ঝালির বিচার;
রাঘবের ঝালি বলি খ্যাতি যাহার!
৫। ঝালির উপর মুনসব মকরধ্বজ কর;
প্রাণরূপে ঝালি রাখে হইয়া তৎপর।
  এইমতে বৈষ্ণব সব নীলাচলে আইলা;
দৈবে সেই দিন জগন্নাথের জললীলা।
৬। নরেন্দ্রের জলে গোবিন্দ নৌকাতে চড়িয়া
জলক্রীড়া করে সব ভক্তগণ লঞা।
সেইকালে মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে;
নরেন্দ্রে আইলা দেখিতে জলকেলি রঙ্গে।
সেইকালে আইলা গৌড়ের ভক্তগণ;
নরেন্দ্রেতে প্রভুসঙ্গে হইল মিলন।
ভক্তগণ পড়ে আসি প্রভুর চরণে;
উঠাইয়া প্রভু সবারে কৈল আলিঙ্গনে।
গৌড়িয়া সম্প্রদায় সব করয়ে কীর্ত্তন;
প্রভুর মিলনে উঠে প্রেমের ক্রন্দন।
জলক্রীড়া বাদ্য, গীত, নর্ত্তন, কীর্ত্তন;
৭। মহাকোলাহল তীরে, সলিলে খেলন।
গৌড়িয়ার কীর্ত্তন আর রোদন মিলিয়া;
মহাকোলাহল হৈল ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া।
সব ভক্ত লঞা প্রভু নামিলেন জলে;
সবা লয়ে জলক্রীড়া করে কুতুহলে।
প্রভুর এই জলক্রীড়া দাস বৃন্দাবন;
৮। চৈতন্য মঙ্গলে বিস্তারি করিয়াছেন বর্ণন।
পুনঃ ইঁহা বর্ণিলে পুনরুক্তি হয়;
ব্যর্থ লিখন হয় আর গ্রন্থ বাড়য়।
জললীলা করি গোবিন্দ চলিল আলয়;
৯। নিজগণ লঞা প্রভু গেলা দেবালয়।
জগন্নাথ দেখি পুনঃ নিজঘরে আইলা;
প্রসাদ আনাইয়া ভক্তগণে খাওয়াইলা।
ইষ্টগোষ্ঠী কতক্ষণ সবা লঞা কৈল;
নিজ নিজ পূর্ব্ব বাসায় সবায় পাঠাইল।
গোবিন্দ ঠাঞি রাঘব ঝালি সমর্পিল;
ভোজনগৃহের কোণে ঝালি গোবিন্দ রাখিল।
পূর্ব্ববৎসরের ঝালি আজাড় করিয়া;
দ্রব্য ভরিবারে রাখে অন্যগৃহে লঞা।
  আর দিনে মহাপ্রভু নিজগণ লঞা;
জগন্নাথ দেখিলেন শয্যোত্থানে যাঞা।
বেড়া কীর্ত্তনের তাঁহা আরম্ভ করিল;
সাত সম্প্রদায় তবে গাইতে লাগিল।
সাত সম্প্রদায়ে নৃত্য করে সাতজন;
অদ্বৈত-আচার্য্য আর প্রভু-নিত্যানন্দ।
বক্রেশ্বর, অচ্যুতানন্দ, পণ্ডিত-শ্রীবাস;

১। পাঁপড়ি—দলা। ২। সোন্দাইঞা—সোঁদাগন্ধ যুক্ত করিয়া। প্রভুর মুখ প্রক্ষালনার্থ এরূপ করিয়া মৃত্তিকা লইলেন।
৩। মোহর—শীল করিয়া দিলেন কেহ পথে যেন খুলিতে না পারে। ৪। বোঝারি—ভারবাহক। ক্রম—অর্থাৎ পরপর গমন করিয়া।
৫। মুনসব- তত্ত্বাবধায়ক। ৬। নরেন্দ্র—চন্দন পুকুর, যাহাতে শ্রীমদনমোহনের চন্দনযাত্রা হয়। গোবিন্দ—দোলগোবিন্দ, যিনি দোলযাত্রার দোলায় আরোহণ করেন।
৭। মহা কোলাহল…খেলন—তীরে কীর্ত্তনাদি কোলাহল এবং জলে জল ক্রীড়া।
৮। চৈতন্য মঙ্গলে—চৈতন্য ভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে ষষ্ঠ অধ্যায়ে।
৯। দেবালয়—শ্রীজগন্নাথের শ্রীমন্দির।

সত্যরাজ খান্ আর নরহরি দাস।
সাত সম্প্রদায়ে প্রভু করেন ভ্রমণ ;
'মোর সম্প্রদায়ে প্রভু' ঐছে সবার মন।
সংকীর্ত্তন-কোলাহলে আকাশ ভেদিল ;
১। সব জগন্নাথবাসী দেখিতে আইল।
রাজা আসি দূরে দেখে নিজগণ লঞা ;
২। রাজপত্নী সব দেখে অট্টালী চড়িয়া।
৩। কীর্ত্তন আটোপে পৃথিবী করে টলমল ;
হরিধ্বনি করে লোক, হৈল কোলাহল।
এইমত কতক্ষণ করাইল কীর্ত্তন ;
আপনি নাচিতে প্রভুর তবে হৈল মন।
সাত দিকে সাত সম্প্রদায় গায় বাজায় ;
মধ্যে মহাপ্রেমাবেশে নাচে গৌররায়।
৪। উড়িয়া পদ মহাপ্রভুর স্মৃতি হৈল ;
স্বরূপেরে সেই পদ গাইতে আজ্ঞা দিল।

তথাহি পদম্—

৫। জগমোহন পরি মুণ্ডা যাউ।
এই পদে নৃত্য করে আপন আবেশে ;
সব লোক চৌদিকে প্রভুর প্রেমে ভাসে।
'বোল বোল' বলেন প্রভু বাহু তুলিয়া ;
হরিধ্বনি করে লোক আনন্দে ভাসিয়া।
৬। প্রভু পড়ি মূর্চ্ছা যান শ্বাস নাহি আর ;
৭ আচম্বিতে উঠে প্রভু করিয়া হুঙ্কার।
৮। সঘন পুলকে যেন শিমুলের তরু ;
৯। কভু প্রফুল্লিত অঙ্গ কভু হয় সরু।
১০। প্রতিরোমে হয় প্রস্বেদ রক্তোদ্গম ;
১১। 'জ জ' 'গ গ' পরি 'ম ম' গদ্গদ বচন।
১২। এক এক দন্ত সব পৃথক্ পৃথক্ নড়ে ;
লোকে দেখে দন্ত যেন ভূমে খসি পড়ে।
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে প্রভুর আনন্দ আবেশ ;
তৃতীয় প্রহর হৈল নৃত্য তবু নহে শেষ।
সব লোকের উথলিল আনন্দসাগর ;
সব লোক পাশরিল দেহ-আত্ম-পর।
তবে নিত্যানন্দ প্রভু সৃজিল উপায় ;
ক্রমে ক্রমে কীর্ত্তনীয়া রাখিল সবায়।
স্বরূপের সঙ্গে মাত্র এক সম্প্রদায় ;
স্বরূপের সঙ্গে সেও মন্দস্বরে গায়।
কোলাহল নাহি, প্রভুর কিছু বাহ্য হৈল ;
তবে নিত্যানন্দ সবার শ্রম জানাইল।
ভক্তশ্রম জানি কৈল কীর্ত্তন সমাপন ;
১৩। সবা লঞা আসি কৈল সমুদ্রে স্নপন।
সবা লঞা প্রভু কৈল প্রসাদ ভোজন ;
সবারে বিদায় দিল করিতে শয়ন।
১৪। গম্ভীরার দ্বারে কৈল আপনি শয়ন ;
গোবিন্দ আইল করিতে পাদসম্বাহন।
সর্ব্বকাল আছে এই দৃঢ় নিয়ম ;

১। জগন্নাথবাসী—পুরীবাসী। ২। অট্টালী—চতুর্দ্দোলা। ৩। আটোপ—উৎসাহ। ৪। উড়িয়া পদ—উড়িষ্যা ভাষায় লিখিত গীত।

৫। জগমোহন পরি মুণ্ডা যাউ—জগমোহন পরি জগন্নাথদেবে ; মুণ্ডা—মস্তক ; যাউ—দেই, অর্থাৎ জগন্নাথে মস্তক অর্পণ করি।

৬। মূর্চ্ছা—মূর্চ্ছা এবং নিশ্বাসভাব মোহনামক ব্যভিচারী ভাবের অনুভাব অর্থাৎ ক্রীয়া। ৭। হুঙ্কার—উদ্ভাস্বর নামক অনুভাব।

৮। পুলক—রোমাঞ্চ নামা সাত্ত্বিক ভাব। শিমুলের তরু—এই দৃষ্টান্ত দেওয়ায় ইহাকে উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক বলে ; অর্থাৎ সাত্ত্বিকের পরাকাষ্ঠা হইয়াছে, এতাদৃশ সাত্ত্বিক মহাভাবের ক্রিয়া। ইহা ঈশ্বর ভিন্ন অন্যত্র লক্ষিত হয় না। ৯। প্রফুল্লিত—স্ফীত। শরীরের স্ফীতত্তা উদ্ভাস্বর নামক অনুভাব, ইহা সাধারণে লক্ষিত হয় না। সরু—ক্ষীণ। এটীও পূর্ব্ববৎ অনুভাব। ১০। প্রস্বেদ—স্বেদনামক সাত্ত্বিক ভাব। রোমকূপে রক্তোদ্গম—এতাদৃশ অনুভাব সাধারণে লক্ষিত হয় না। ১১। 'জ জ, গ, গ, ইত্যাদি স্বর-ভেদ নামক সাত্ত্বিক ভাবের অনুভাব অর্থাৎ ক্রিয়া, যাহা হইলে গদ্গদ বচন হইয়া থাকে।

১২। এক এক দন্ত…নড়ে—বেপথু নামক সাত্ত্বিক ভাবের পরম উৎকর্ষ। এতাদৃশ ভাব সকল মহাভাব ব্যতীত সম্ভবে না।

১৩। স্নপন—স্নান। ১৪। গম্ভীরা—ভিতরের ঘর।

প্রভু যদি প্রসাদ পাঞা করেন শয়ন।
গোবিন্দ আসিয়া করে পাদ-সম্বাহন ;
তবে যাই প্রভুর শেষ করেন ভোজন।
সব দ্বার যুড়ি প্রভু করিয়াছেন শয়ন ;
ভিতরে যাইতে নারে, গোবিন্দ করে নিবেদন।
"এক পাশ হও মোরে দেহ ভিতরে যাইতে।"
প্রভু কহে "শক্তি নাহি অঙ্গ চালাইতে।"
১। বার বার গোবিন্দ কহে একদিক্ হৈতে,
প্রভু কহে—"অঙ্গ আমি নারি চালাইতে।"
গোবিন্দ কহে—"করিতে চাহি পাদ সম্বাহন।"
প্রভু কহে "কর বা না কর যেই তোমার মন।"
২। তবে গোবিন্দ তাঁর বহির্ব্বাস উপরে দিয়া;
ভিতর ঘরে গেলা মহাপ্রভুকে লঙ্ঘিয়া।
পাদ-সম্বাহন কৈল কটি পৃষ্ঠ চাপিল ;
মধুর মর্দ্দনে প্রভুর পরিশ্রম গেল।
সুখে নিদ্রা হৈল প্রভুর গোবিন্দ চাপে অঙ্গ ;
দণ্ড দুই বই প্রভুর হৈল নিদ্রাভঙ্গ।
গোবিন্দে দেখিয়া প্রভু বলে ক্রুদ্ধ হঞা—
"আজি কেন এতক্ষণ আছিস্ বসিয়া ?
নিদ্রা হৈলে কেন নাহি গেলা প্রসাদ খাইতে ?"
গোবিন্দ কহে "দ্বারে শুইলা, যাইতে নাহি পথে"
প্রভু কহে "ভিতরে তবে আইলে কেমনে ?
তৈছে কেন প্রসাদ লৈতে না কৈলে গমনে ?"
৩। গোবিন্দ মনে কহে" আমার সেবার নিয়ম
অপরাধ হউক কিবা নরকে গমন।
সেবা লাগি কোটি অপরাধ নাহি গণি ;
৪। স্বনিমিত্ত অপরাধ-আভাসে ভয় মানি।"
এত সব মনে করি গোবিন্দ রহিল ;
প্রভু যে পুছিলা তার উত্তর না দিল।
প্রত্যহ প্রভু নিদ্রা গেলে যায় প্রসাদ লইতে ;
সে দিবসের শ্রম জানি লাগিলা চাপিতে।
যাইতেও পথ নাহি যাইবে কেমনে ;
মহা অপরাধ হয় প্রভুর লঙ্ঘনে।
এই সব হয় ভক্তিশাস্ত্রের সূক্ষ্মধর্ম্ম ;
চৈতন্যের কৃপায় জানে সেই ধর্ম্মমর্ম্ম।
ভক্তগণ প্রকাশিতে প্রভু বড় রঙ্গী ;
৫। এই সব প্রকাশিতে কৈল এত ভঙ্গী।
সংক্ষেপে কহিল এই 'পরিমুণ্ডা'-নৃত্য ;
অদ্যাপিও গায় যাহা চৈতন্যের ভৃত্য।

এইমত মহাপ্রভু লঞা নিজগণ ;
গুণ্ডিচা-গৃহের কৈল ক্ষালন মার্জ্জন।
পূর্ব্ববৎ কৈল প্রভু কীর্ত্তন নর্ত্তন ;
৬। পূর্ব্ববৎ টোটাতে কৈল বন্যভোজন।
পূর্ব্ববৎ রথ আগে করিল নর্ত্তন ;
৭। হেরাপঞ্চমী যাত্রা কৈল দরশন।
চারিমাস বর্ষা রহিলা সব ভক্তগণ ;
জন্মাষ্টমী আদি যাত্রা কৈল দরশন।
৮। পূর্ব্বে যদি গৌড় হৈতে ভক্তগণ আইলা ;
প্রভুরে কিছু খাওয়াইতে সবার ইচ্ছা হৈলা।
কেহ কোন প্রসাদ আনি দেন গোবিন্দ ঠাঞি ;

১। একাদিক্ হইতে—একপাশে একটু সরিয়া শুইতে। ২। বহির্বাস উপরে দিয়া—অর্থাৎ মহাপ্রভুর বহির্বাস দ্বারা মহাপ্রভুর অঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া। ৩। সেবার নিয়ম—অর্থাৎ নিয়মভঙ্গ হইলে মহান্ দোষ হয়। অতএব যেরূপেই হউক নিয়মিত সেবা কখনই পরিত্যাগ হইতে পারে না। ৪। স্বনিমিত্ত…মানি— নিজের প্রয়োজনার্থ অপরাধের কথা দূরে থাকুক, তাহার আভাসেও ভয় হয়।

৫। এই সব—অর্থাৎ গোবিন্দ প্রভুর অঙ্গমর্দ্দন রূপ সেবার নিমিত্ত তাঁহাকে লঙ্ঘন রূপ অপরাধও অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।

৬। টোটা—উদ্যান অর্থাৎ জগন্নাথবল্লভ নামক উদ্যান।

৭। হেরাপঞ্চমী—রথযাত্রার পঞ্চমী রাত্রি, যে রাত্রিতে লক্ষ্মীদেবী জগন্নাথ দেবকে দেখিতে গুণ্ডিচা মন্দিরাভিমুখে গমন করেন। জগন্নাথকে হেরিতে যান বলিয়া এই রাত্রির নাম হেরা পঞ্চমী। ৮। যদি—যে কালে। সবার অর্থাৎ সকল ভক্তগণের।

"ইহা যেন অবশ্য ভক্ষণ করেন গোসাঞী।"
কেহ পেড়া, কেহ নাড়ু, কেহ পিঠাপানা;
১। বহুমূল্য প্রসাদ প্রকার যার নানা।
'অমুক এই দিয়াছে' গোবিন্দ করে নিবেদন;
'ধরি রাখ' বলি প্রভু না করে ভক্ষণ।
ধরিতে ধরিতে ঘরের ভরিল এক কোণ;
শত জনের ভক্ষ্য যত হৈল সঞ্চয়ন।
গোবিন্দেরে সবে পুছে করিয়া যতন—
"আমা দত্ত প্রসাদ প্রভু কি করিলেন ভক্ষণ?"
২। কাঁহা কিছু কহি গোবিন্দ করেন বঞ্চন।
আর দিনে প্রভুকে কহেন নির্ব্বেদ বচন—
৩। "আচার্য্যাদি মহাশয় করিয়া যতনে;
তোমাকে খাওয়াইতে বস্তু দেন মোর স্থানে।
তুমি সে না খাও তাঁরা পুছেন বার বার;
কত বঞ্চনা করিব, আমার কেমনে নিস্তার?"
৪। প্রভু কহে "আদিবস্যা! দুঃখ কাহে মনে?
কেবা কি দিয়াছে তাহা আনহ এখানে।"—
এত বলি মহাপ্রভু বসিলা ভোজনে;
৫। নাম ধরি ধরি গোবিন্দ করে নিবেদনে।
৬। "আচার্য্যের এই পেড়া নানা রসপূপী;
এই অমৃতমণ্ডা, এই কর্পূর পূপী।
শ্রীবাস পণ্ডিতের এই অনেক প্রকার;
৭। পীঠাপানা অমৃতমণ্ডা পদ্মচিনি আর।
আচার্য্যরত্নের এই সব উপহার;
আচার্য্যনিধির এই অনেক প্রকার।
বাসুদেব দত্তের, মুরারি গুপ্তের আর;
বুদ্ধিমন্ত খানের এই বিবিধ প্রকার।
৮। শ্রীমান সেন, শ্রীমান পণ্ডিত, আচার্য্যনন্দন;
তাঁ সবার দত্ত এই করহ ভোজন।
কুলীনগ্রামীর এই আগে দেখ যত;
খণ্ডবাসী লোকের এই দেখ তত।"
ঐছে সবার নাম লঞা প্রভুর আগে ধরে;
সন্তুষ্ট হইয়া প্রভু সব ভোজন করে।
৯। যদ্যপি মাসেকের বাসি মুকুরা নারিকেল;
১০। অমৃত গুটীকা আদি পানাদি সকল।
তথাপি নূতন-প্রায় সব দ্রব্যের স্বাদ;
বাসি বিস্বাদ নহে, প্রভুর প্রসাদ।
শত জনের ভক্ষ্য প্রভু দণ্ডেকে খাইল;
'আর কিছু আছে?' বলি গোবিন্দে পুছিল।
গোবিন্দ বলে 'রাঘবের ঝালি মাত্র আছে';
প্রভু কহে 'আজি রহুক তাহা দেখিব পাছে'।
আর দিনে প্রভু যদি নিভৃতে ভোজন কৈল;
রাঘবের ঝালি খুলি সকল দেখিল।
১১। সব দ্রব্যের কিছু কিছু উপযোগ কৈল;
স্বাদু সুগন্ধি দেখি বহু প্রশংসিল।
বৎসরের তরে আর রাখিল বাঁধিয়া;
১২। ভোজনকালে স্বরূপ পরিবেশে খসাইয়া।
কভু রাত্রিকালে কিছু করে উপযোগ;
ভক্তের শ্রদ্ধার দ্রব্য অবশ্য করে ভোগ।
এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে:

১। প্রকার যার নানা—যে প্রসাদের প্রকার (রকম) নানাবিধ। ২। কাহা কিছু—কাহাকে কিছু না কিছু বলিয়া। নির্ব্বেদ বচন—নির্ব্বেদ পূর্ব্বক বচন। ৩। আচার্য্য—অদ্বৈতাচার্য্য।

৪। আদিবস্যা—এই শব্দের ব কারটী লঘু করিয়া পাঠ করিতে হইবে। আদিবস্যা—অদিবসীয় অর্থাৎ কুদিনজাত, যাঁর্থাৎ চণ্ডভাগ্য। আদিবস্যা শব্দটী স্থানবিশেষে স্নেহপূর্ব্বক গালি প্রদানে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ৫। নিবেদন—অর্পণ।

৬। রস পূপী—কর্পূর পূপী প্রভৃতি পিষ্টক বিশেষ। ৭। পদ্মচিনি—পদ্মগন্ধযুক্ত চিনি।

৮। আচার্য্য নন্দন—নন্দনাচার্য্য। ৯। মুকুরা—মুখ খোলা। ১০। অমৃত গুটিকা—পিষ্টক বিশেষ। পানাদি—পানীয় প্রভৃতি।

১১। উপযোগ—উপভোগ। ১২। খসাইয়া—বাঁধন খুলিয়া।

চাতুর্মাস্য গোঙাইল কৃষ্ণকথা রঙ্গে।
মধ্যে মধ্যে আচার্য্যাদি করে নিমন্ত্রণ ;
ঘরে ভাত রান্ধে আর বিবিধ ব্যঞ্জন।
১। মরিচের ঝাল মধুরাম্ল আর ;
আদা লবণ লেবু দুগ্ধ দধি খণ্ড সার।
শার্ক দুই চারি আর সুকুতার ঝোল ;
২। নিম্ববার্ত্তাকু আর ভ্রষ্টপটোল।
ভ্রষ্ট ফুলবড়ি, ভাজা মুদ্গাদি সূপ ;
৩। বিবিধ ব্যঞ্জন রান্ধে প্রভুর রুচি-
অনুরূপ।
জগন্নাথের প্রসাদ আনে করিতে মিশ্রিত ;
কাঁহা একা যান, কাঁহা গণের সহিত।
৪। আচার্য্যরত্ন, আচার্য্যনিধি, নন্দন, রাঘব ;
৫। শ্রীবাস আদি যত বিপ্র ভক্ত সব।
এইমত নিমন্ত্রণ করে যত্ন করি ;
বাসুদেব গদাধর গুপ্ত মুরারি।
কুলীনগ্রামী খণ্ডবাসী আর যত জন ;
জগন্নাথের প্রসাদ আনি করে নিমন্ত্রণ।
শিবানন্দ সেনের শুন নিমন্ত্রণাখ্যান ;
শিবানন্দের বড় পুত্রের চৈতন্যদাস নাম।
প্রভুকে মিলাইতে তারে সঙ্গে আনিল ;
মিলাইলে প্রভু তারে নাম পুছিল।
চৈতন্যদাস নাম শুনি কহে গৌর রায়—
"কি নাম ধরিয়াছ ? বুঝন না যায়।"
সেন কহে—"যে জানিল সে নাম ধরিল।"
এত বলি মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ কৈল।
জগন্নাথের প্রসাদ বহুমূল্যে আনাইলা ;
ভক্তগণে লঞা প্রভু ভোজনে বসিলা।
শিবানন্দের গৌরবে প্রভু করিল ভোজন ;
অতি গুরু ভোজনে প্রভুর প্রসন্ন নহে মন।
আরদিনে চৈতন্য দাস কৈল নিমন্ত্রণ ;
প্রভুর অভীষ্ট বুঝি আনিল ব্যঞ্জন।
দধি লেম্বু আদা আর ফুলবড়ি লবণ ;
সামগ্রী দেখিয়া প্রভুর প্রসন্ন হৈল মন।
প্রভু কহে—"এ বালক আমার মত জানে ;
সন্তুষ্ট হইলাম আমি ইহার নিমন্ত্রণে।"
এত বলি দধিভাত করিল ভোজন ;
চৈতন্যদাসেরে দিল উচ্ছিষ্ট ভোজন।
চারিমাস এইমত নিমন্ত্রণে যায় ;
৬। কোন কোন বৈষ্ণব দিবস নাহি পায়।
গদাধর পণ্ডিত, ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম,
ইঁহা সবার আছে ভিক্ষার দিবস নিয়ম।
গোপীনাথাচার্য্য, জগদানন্দ, কাশীশ্বর ;
ভগবান্, রাম ভট্টাচার্য্য, শঙ্কর, বক্রেশ্বর।
৭। মধ্যে মধ্যে ঘর ভাতে করে নিমন্ত্রণ ;
অন্যের নিমন্ত্রণে প্রসাদের কৌড়ি দুই পণ।
প্রথমে আছিল নির্ব্বন্ধ কৌড়ি চারি পণ ;
৮। রামচন্দ্রপুরী ভয়ে ঘাটাইলা নিমন্ত্রণ।
চারিমাস রহি গৌড়ের ভক্তে বিদায় দিলা ;
নীলাচলের সঙ্গী ভক্ত সঙ্গেই রহিলা।
এই ত কহিল প্রভুর ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ ;
ভক্তদত্ত বস্তু যৈছে কৈল আস্বাদন।

১। মরিচের ঝাল—মরিচ ঝালাক্ত ব্যঞ্জন। মধুরাম্ল—মিষ্ট অম্ল। খণ্ড সার—সাপ চিনিনির্ম্মিত লাড়ু।
২। নিম্ব বার্ত্তাকু—নিম্বপত্রের সহিত ভ্রষ্ট বার্ত্তাকু। ভাজা মুদ্গার—ভাজা মুগের দাইল। সূপ—দাইল।
৩। প্রভুর রুচি অনুরূপ—অর্থাৎ প্রভু যাঁহা ভালবাসেন।
৪। নন্দন—নন্দনাচার্য্য। রাঘব—রাঘব পণ্ডিত। ৫। বিপ্র ভক্ত—অর্থাৎ যাঁহারা ভোজ্যান্ন ব্রাহ্মণ ভক্ত তাঁহারাই পাক করিয়া ভিক্ষা প্রদান করেন। ৬। দিবস নাহি পায়—কবে নিমন্ত্রণ করিবে তাহার অবসর পায় না।
৭। ঘর ভাতে—ঘরে পাক করিয়া তদ্দ্বারা। ৮। ঘাটাইলা—হ্রাস করিলা। নিমন্ত্রণ—নিমন্ত্রণের প্রসাদের মূল্য।

তার মধ্যে রাঘবের ঝালি বিবরণ ;
তার মধ্যে পরিমুণ্ডা নৃত্যের কথন।
শ্রদ্ধা করি শুনে যেই চৈতন্যের কথা ;
চৈতন্যচরণে প্রেম পাইবে সর্ব্বথা।
শুনিতে অমৃত সম জুড়ায় কর্ণ মন ;
সেই ভাগ্যবান্ যেই করে আস্বাদন।
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ;
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে ভক্তদত্তাস্বাদনং নাম
দশম পরিচ্ছেদঃ॥

একাদশ পরিচ্ছেদ।

নমামি হরিদাসং তং চৈতন্যং তঞ্চ তৎপ্রভুং।
সংস্থিতামপি যন্মূর্ত্তিং স্বাঙ্কে কৃত্বা ননর্ত্ত যঃ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য! জয় দয়াময়!
জয়াদ্বৈতপ্রিয়! নিত্যানন্দপ্রিয় জয়!
জয় শ্রীনিবাসেশ্বর! হরিদাস-নাথ!
জয় গদাধরপ্রিয়! স্বরূপ-প্রাণনাথ!
জয় কাশীশ্বর-জগদানন্দ-প্রাণেশ্বর!
জয় রূপসনাতন-রঘুনাথেশ্বর!
জয় গৌরদেহ! কৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্!
কৃপা করি দেহ প্রভু! নিজপদ দান।
নিত্যানন্দচন্দ্র জয়! চৈতন্যের প্রাণ!
তোমার চরণারবিন্দে ভক্তি দেহ দান ;
জয় জয়াদ্বৈতচন্দ্র! চৈতন্যের আচার্য্য ;
স্বচরণে ভক্তি দেহ জয়াদ্বৈতাচার্য্য!
জয় গৌরভক্তগণ! গৌর যার প্রাণ ;
সব ভক্ত মিলি মোরে ভক্তি দেহ দান।
১। জয় রূপ সনাতন জীব রঘুনাথ!
২। রঘুনাথ গোপাল জয়! ছয় মোর নাথ।
এ সব প্রসাদে লিখি চৈতন্য লীলা-গুণ ;
যৈছে তৈছে লিখি করি আপন পাবন।
এইমত মহাপ্রভুর নীলাচলে বাস ;
সঙ্গের ভক্তগণ লঞা কীর্ত্তনবিলাস।
দিনে নৃত্য কীর্ত্তন ঈশ্বর-দরশন ;
রাত্রে রায়-স্বরূপ-সনে রস-আস্বাদন।

নমামীতি। তং ভক্ততয়া প্রসিদ্ধং হরিদাসং তস্য হরিদাসস্য প্রভুং তং ভক্তবৎসলতয়া প্রসিদ্ধং চৈতন্যং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবঞ্চ অহং নমামি নমস্করোমি। যঃ শ্রীচৈতন্যদেবঃ সংস্থিতাং মৃতামপি যস্য হরিদাসস্য মূর্ত্তিং কলেবরং স্বাঙ্কে কৃত্বা নিধায় ননর্ত্ত॥১॥

সেই প্রসিদ্ধ হরিদাস এবং তাঁহার প্রভু চৈতন্যদেবকে আমি প্রণাম করি ; যে চৈতন্যদেব হরিদাসের মৃত কলেবর ক্রোড়ে নিহিত করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন॥১॥

১। রঘুনাথ—রঘুনাথ দাস। ২। রঘুনাথ - রঘুনাথ ভট্ট। মোর নাথ - অর্থাৎ সমষ্টি গুরু।

এইমত মহাপ্রভুর সুখে কাল যায় ;
কৃষ্ণের বিরহ বিকার অঙ্গে নানা হয়।
দিনে দিনে বাড়ে বিকার রাত্রে অতিশয় ;
১। চিন্তা উদ্বেগ প্রলাপাদি যত শাস্ত্রে কয়।
স্বরূপ গোসাঞী আর রামানন্দ রায় ;
২। রাত্রিদিনে করে দোঁহে প্রভুর সহায়।
একদিন গোবিন্দ মহাপ্রসাদ লইয়া ;
হরিদাসে দিতে গেল আনন্দিত হঞা।
দেখে হরিদাস ঠাকুর করিয়াছেন শয়ন ;
মন্দ মন্দ করিতেছেন সংখ্যা-সংকার্ত্তন।
গোবিন্দ কহে 'উঠ আসি করহ ভোজন' ;
হরিদাস কহে "আজি করিব লংঘন।
সংখ্যা কীর্ত্তন নাহি পুজে কেমনে খাইব ?
মহাপ্রসাদ আনিয়াছ কেমনে উপেক্ষিব ?"
এত বলি মহাপ্রসাদ করিল বন্দন ;
৩। এক রঞ্চ লঞা তার করিল ভক্ষণ।
আর দিনে মহাপ্রভু তাঁর ঠাঁই আইলা ;
"সুস্থ হও হরিদাস ?" তাঁহারে পুছিলা।
নমস্কার করি তেঁহ কৈল নিবেদন—
"শরীর সুস্থ হয় মোর, অসুস্থ বুদ্ধি মন।"
প্রভু কহে—"কোন্ ব্যাধি ? কহত নির্ণয়।"
তেঁহো কহেন—"সংখ্যা সংকীর্ত্তন না পূরয়।"
প্রভু কহে—"বৃদ্ধ হৈলা সংখ্যা অল্প কর ;
সিদ্ধদেহ তুমি সাধনে আগ্রহ কেন ধর ?
লোক নিস্তারিতে এই তোমার অবতার ;
নামের মহিমা লোকে করিলা প্রচার।
এবে অল্প সংখ্যা করি কর সংকীর্ত্তন।"

হরিদাস কহে—"শুন মোর নিবেদন ;
৪। হীনজাতি জন্ম মোর নিন্দ্য কলেবর ;
হীনকর্ম্মে রত মুই অধম পামর।
৫। অদৃশ্য অস্পৃশ্য মোরে অঙ্গীকার কৈলে ;
৬। রৌরব হৈতে তুলি মোরে বৈকুণ্ঠে চড়াইলে।
স্বতন্ত্র-ঈশ্বর তুমি হও ইচ্ছাময় ;
জগৎ নাচাও যারে যৈছে ইচ্ছা হয়।
অনেক নাচালে মোরে প্রসাদ করিয়া ;
৭। বিপ্রের শ্রাদ্ধপাত্র খাইনু ম্লেচ্ছ হইয়া।
এক বাঞ্ছা হয় মোর বহু দিন হৈতে ;
লীলা সম্বরিবে তুমি লয় মোর চিত্তে।
সে লীলা প্রভু মোরে কভু না দেখাইবা ;
৮। আপনার আগে মোর শরীর পাড়িবা।
হৃদয়ে ধরিব তোমার কমল-চরণ ;
নয়নে দেখিব তোমার চাঁদ-বদন।
জিহ্বায় উচ্চারিব তোমার কৃষ্ণচৈতন্য-নাম ;
এইমত মোর ইচ্ছা ছাড়িব পরাণ।
মোর ইচ্ছা এই, যদি তোমার প্রসাদ হয় ;
৯। এই নিবেদন মোর কর দয়াময় !
এই নীচ দেহ মোর পড়ে তব আগে ;
১০। এই বাঞ্ছা সিদ্ধি মোর তোমাতেই লাগে।"
প্রভু কহে—"হরিদাস ! তুমি যে মাগিবে ;
কৃষ্ণ কৃপাময় তাহা অবশ্য করিবে।
কিন্তু আমার যে কিছু সুখ সব তোমা লঞা ;
তোমার যোগ্য নহে যাবে আমারে ছাড়িয়া।"
১১। চরণে ধরি কহে হরিদাস—"না করিহ মায়া ;
অবশ্য মো অধমে প্রভু কর এই দয়া।

১। চিন্তা ইত্যাদি—চিন্তা ইত্যাদি প্রেমের সহকারী ভাব। ২। সহায়—সহায়তা। ৩। এক রঞ্চ—এক বিন্দু। ৪। হীনজাতি—হীনজাতিতে। নিন্দ্য—অর্থাৎ অপবিত্র। ৫। অদৃশ্য—দেখিবার অযোগ্য। অস্পৃশ্য—স্পর্শ করিবার অযোগ্য। ৬। রৌরব—তন্নাম নরক।
৭। বিপ্রের শ্রাদ্ধপাত্র—অদ্বৈতাচার্য্য শ্রাদ্ধ করিয়া পাত্রান্ন হরিদাসকে খাওয়াইয়াছিলেন। ৮। পাড়িবা—পতন করাইবে।
৯। কর—পূর্ণ কর। ১০। তোমাতেই লাগে—অর্থাৎ আমার এই সিদ্ধি করিবার যোগ্যতা তোমাতেই আছে। ১১। মায়া—কপট।

মোর শিরোমণি কত কত মহাশয় ;
তোমার লীলার সহায় কোটি ভক্ত হয়।
আমা হেন যদি এক কীট মরি গেল ;
এক পিপীলিকা মৈলে পৃথিবীর কাঁহা হানি হৈল ?
ভকতবৎসল প্রভু মুঞি ভক্তাভাস ;
অবশ্য পূরাবে প্রভু মোর এই আশ।
মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু চলিলা আপনে ;
ঈশ্বর দেখিয়া কালি দিবে দরশনে।"
তবে মহাপ্রভু তাঁরে করি আলিঙ্গন ;
মধ্যাহ্ন করিতে সমুদ্রে করিলা গমন।
প্রাতঃকালে ঈশ্বর দেখি সব ভক্ত লঞা ;
হরিদাসে দেখিতে আইলা শীঘ্র করিয়া।
হরিদাসের আগে আসি দিল দরশন ;
১। হরিদাস বন্দিল প্রভুর আর বৈষ্ণবচরণ।
২। প্রভু কহে—"হরিদাস ! কহ সমাচার ?"
হরিদাস কহে—"প্রভু যে আজ্ঞা তোমার।"
অঙ্গনে আরম্ভিল প্রভু মহাসংকীর্ত্তন ;
বক্রেশ্বর পণ্ডিত তাঁহা করেন নর্ত্তন।
স্বরূপ গোসাঞী আদি যত প্রভুর গণ ;
হরিদাসে বেড়ি করে নামসংকীর্ত্তন।

রামানন্দ সার্ব্বভৌম সবার অগ্রেতে ;
হরিদাসের গুণ প্রভু লাগিল কহিতে।
হরিদাসের গুণ কহিতে হৈলা শতমুখ ;
কহিতে কহিতে প্রভুর বাড়ে মহাসুখ।
হরিদাসের গুণে সবার বিস্মিত হয় মন ;
সর্ব্বভক্ত বন্দে হরিদাসের চরণ।
৩। হরিদাস নিজাগ্রেতে প্রভুরে বসাইল ;
৪। নিজনেত্র দুই ভৃঙ্গ মুখপদ্মে দিল।
স্বহৃদয়ে আনি ধরি প্রভুর চরণ ;
সর্ব্বভক্ত-পদরেণু মস্তকে ভূষণ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম বলে বার বার ;
প্রভুমুখমাধুরি পীয়ে নেত্রে জলধার।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শব্দ করিতে উচ্চারণ ;
৫। নামের সহিত প্রাণ কৈল উৎক্রামণ।
৬। মহাযোগেশ্বর প্রায় স্বচ্ছন্দমরণ ;
ভীষ্মের নির্য্যাণ সবার হইল স্মরণ।
হরি হরি কৃষ্ণ শব্দে করে কোলাহল ;
প্রেমানন্দে মহাপ্রভু হইলা বিহ্বল।
৭। হরিদাসের তনু-প্রভু কোলে উঠাইয়া ;
অঙ্গনে নাচেন প্রভু প্রেমাবিষ্ট হঞা।

১। প্রভুর আর বৈষ্ণবচরণ—প্রভুর চরণ এবং বৈষ্ণবগণের চরণ। ২। কহ সমাচার—এই ইঙ্গিত দ্বারা মহাপ্রভু হরিদাসকে ইহাই জানাইলেন, যদি আমার অপ্রকটের পূর্ব্বে তুমি দেহ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা কর, তবে এই সকল বৈষ্ণববর্গ মিলিত হইয়া সমাগত হইয়াছেন, আর বিলম্ব করিও না। ৩। নিজাগ্রেতে—আপনার সম্মুখে। ৪। মুখপদ্মে—অর্থাৎ মহাপ্রভুর মুখপদ্মে। ৫। উৎক্রামণ—অর্থাৎ মহাযোগী দিগের ন্যায় ইচ্ছাপূর্ব্বক ব্রহ্মরন্ধ্র দ্বারা প্রাণবায়ু নিঃসারিত করিলেন। ৬। প্রায়—ন্যায়। স্বচ্ছন্দমরণ—ইচ্ছামৃত্যু।

৭। হরিদাসের তনু…প্রেমাবিষ্ট হঞা। যেমন নানাবিধ সদ্‌গুণশালী ব্যক্তির মাতা-পিতার নিকটে একপ্রকার, পত্নীর নিকট অন্যপ্রকার এবং পুত্রাদির নিকট ভিন্ন ভিন্ন প্রকার গুণের প্রকাশ হয়, তদ্রূপ অনন্তগুণশালী ভগবানের সাধুগণের নিকট সদাচারপরতা এবং তাদৃশ ভক্তের অগ্রে ভক্তবাৎসল্য গুণের আবিষ্কার হইয়া থাকে। এস্থানে সর্ব্বোপমর্দ্দী ভক্তবাৎসল্য গুণের আবিষ্কার হওয়ায়, বিজাতীয় শবস্পর্শ নিষিদ্ধ হইলেও ভগবান হরিদাসের মৃতকলেবর ক্রোড়ে করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ যাঁহার চিদাভাস সম্বন্ধে শোণিত-শুক্র-সম্ভূত কলেবরও যখন পবিত্রতা লাভ করিয়া থাকে, তখন সাক্ষাৎ-সচ্চিদানন্দ হরিদাসের কলেবর পবিত্র না হইবে কেন ? যিনি একমাসে এক কোটি নাম গ্রহণ করিতেন, এক দিনের জন্যও যাঁহার নিয়মের অন্যথা হয় নাই, সে হরিদাস কখনই প্রাকৃত মনুষ্য নন্। আর অধিক কি বলিব, যাঁহাকে দেখিবার জন্য ভগবান মহাপ্রভু প্রতিদিন স্বয়ং যাঁহার কুটীরে উপস্থিত হইতেন, ইত্যাদি ব্যাপারেই হরিদাসের অপ্রাকৃততা জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। যদি কোন প্রাকৃত লোক শাস্ত্রমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া এতাদৃশ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই পতিত তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কারণ যাহারা অবিদ্যাচ্ছন্ন, তাহারাই বিধি-নিষেধের অধীন যেহেতু অবিদ্যাবদ্ধির কর্ম্মবাদ। কিন্তু ঈশ্বর ও তাঁহার পার্ষদবর্গ নিত্যমুক্ত অর্থাৎ মায়াতীত, এজন্য তাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডের অধিকারে না থাকায় বিধি ও নিষেধের উল্লঙ্ঘন জন্য প্রত্যবায়ী হন্ না।

প্রভুর আবেশে অবশ সর্ব্ব ভক্তগণ ;
প্রেমাবেশে সবে নাচে করেন কীর্ত্তন।
এইমত নৃত্য প্রভু করে কতক্ষণ ;
স্বরূপ গোসাঞী প্রভুকে কৈল নিবেদন।
হরিদাস ঠাকুরে তবে বিমানে চড়াইয়া ;
সমুদ্রে লইয়া গেলা কীর্ত্তন করিয়া।
আগে মহাপ্রভু চলেন নৃত্য করিতে করিতে ;
পাছে নৃত্য করে বক্রেশ্বর ভক্তগণ সাতে।
হরিদাসে সমুদ্রজলে স্নান করাইল ;
প্রভু কহে—"সমুদ্র এই মহাতীর্থ হৈল।"
১। হরিদাসের পাদোদক পীয়ে ভক্তগণ ;
হরিদাসের অঙ্গে দিল প্রসাদ চন্দন।
২। ডোর-কড়ার-বস্ত্র অঙ্গে দিল ;
বালুকার গর্ত্ত করি তাহে শোয়াইল।
চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন ;
বক্রেশ্বর পণ্ডিত করেন আনন্দে নর্ত্তন।
হরিবোল হরিবোল বলে গৌররায় ;
আপনি শ্রীহস্তে বালু দিল তাঁর গায়।
৩। তাঁরে বালু দিয়া উপরে পিণ্ডা বান্ধাইল ;
চৌদিকে পিণ্ডার মহা আবরণ কৈল।
তবে মহাপ্রভু কৈল কীর্ত্তন নর্ত্তন ;
হরিধ্বনি কোলাহলে ভরিল ভুবন।
তবে মহাপ্রভু সব ভক্তগণ সঙ্গে ;
সমুদ্রে করিলা স্নান জলকেলি রঙ্গে।
হরিদাসে প্রদক্ষিণ করি আইলা সিংহদ্বারে ;
হরিকীর্ত্তন কোলাহল সকল নগরে।
৪। সিংহদ্বারে আসি প্রভু পসারীর ঠাঁঞি ;
আঁচল পাতিয়া প্রসাদ মাগিল তথাই।—
"হরিদাস ঠাকুরের মহোৎসবের তরে ;
৫। প্রসাদ মাগিয়ে ভিক্ষা দেহত আমারে।"
৬। শুনিয়া পসারী সব চাঙ্গড়া উঠাইয়া ;
প্রসাদ দিতে আসে তারা আনন্দিত হৈয়া।
স্বরূপ গোসাঞী পসারীকে নিষেধিল ;
৭। চাঙ্গড়া লইয়া পসারী পসারে বসিল।
স্বরূপ গোসাঞী প্রভুকে ঘরে পাঠাইল ;
৮। চারি বৈষ্ণব চারি পিছাড়া সঙ্গে রাখিল।
স্বরূপ গোসাঞী কহিলেন সব পসারীরে—
৯। "একেকদ্রব্যের একেক পুয়া আনি দেহ মোরে
এইমতে নানা প্রসাদ বোঝা বান্ধাইয়া ;
লঞা আইলা চারিজনের মস্তকে চড়াইয়া।
বাণীনাথ পট্টনায়ক প্রসাদ আনিলা ;
কাশীমিশ্র অনেক প্রসাদ পাঠাইলা।
সব বৈষ্ণবেরে প্রভু বসাইলা সারি সারি ;
আপনি পরিবেশে প্রভু লঞা জনা চারি।
মহাপ্রভুর শ্রীহস্তে অল্প না আইসে ;
একেক পাতে পঞ্চ জনার ভক্ষ্য পরিবেশে।

১। পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ—সেকালে সেই সকল ভক্ত হরিদাসের কলেবর সচ্চিদানন্দ স্বরূপ অনুভব করিয়া তাঁহার পাদোদক পান করিয়াছিলেন। যদি আধুনিক কোন অবিজ্ঞাধিকৃত ব্যক্তি এই দৃষ্টান্তে মৃতকলেবরের অঙ্গস্পৃষ্ট জলাদি পান করে, তবে সে নিষিদ্ধাচরণ জন্য প্রায়শ্চিত্তার্হ এবং প্রায়শ্চিত্ত না করিলে পরলোকে নরকগামী হইবে।

২। ডোর—পট্টডোরী, যাহা দ্বারা জগন্নাথকে বদ্ধ করিয়া শ্রীমন্দির হইতে রথে লইয়া যায়। কড়ার বস্ত্র—যে বস্ত্র দ্বারা জগন্নাথদেবের অঙ্গ আবৃত করিয়া অঙ্গরাগ করে।

৩। পিণ্ডা—বেদী। ৪। পসারী—দোকানদার।

৫। মাগিয়ে—অর্থাৎ আমি অকিঞ্চন হইয়াও প্রার্থনা করিতেছি।

৬। চাঙ্গড়া—প্রসাদ রাখিবার পাত্র, ঝাঁকা। ৭। পসারে—দোকানে।

৮। পিছাড়া—পেছে, পাখিয়া, পাত্র বিশেষ। ৯। পুয়া—পোয়া, এক সেরের চতুর্থাংশ।

স্বরূপ কহে—"প্রভু ! বসি কর দরশন ;
আমি ইহা সবা লঞা করি পরিবেশন।"
স্বরূপ জগদানন্দ, কাশীশ্বর, শঙ্কর ;
চারিজন পরিবেশন করে নিরন্তর।
প্রভু না খাইলে কেহ না করে ভোজন ;
প্রভুকে সে দিনে কাশীমিশ্রের নিমন্ত্রণ।
আপনি কাশীমিশ্র আইলা প্রসাদ লইয়া ;
প্রভুকে ভিক্ষা করাইলা আগ্রহ করিয়া।
১। পুরী ভারতীর সঙ্গে প্রভু ভিক্ষা কৈল ;
সকল বৈষ্ণব তবে ভোজন করিল।
আকণ্ঠ পূরিয়া সবায় করাইল ভোজন ;
'দেহ দেহ' বলি প্রভু বলেন বচন।
ভোজন করিয়া সবে কৈল আচমন ;
সবারে পরাইল প্রভু মাল্য-চন্দন।
প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু করে বর দান ;
শুনি ভক্তগণের জুড়ায় মন কাণ।—
২। "হরিদাসের বিজয়োৎসব যে কৈল দরশন ;
যে তাঁহা নৃত্য কৈল, যে কৈল কীর্ত্তন।
যে তাঁরে বালু দিতে করিল গমন ;
তাঁর মহোৎসবে যে বা করিল ভোজন।
অচিরে হইবে সবার কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্তি।—
৩। হরিদাস দরশনে হয় ঐছে শক্তি।
কৃপা করি কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল সঙ্গ ;
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা কৈল সঙ্গ ভঙ্গ।
৪। হরিদাসের ইচ্ছা যবে হইল চলিতে ;
আমার শকতি তাঁরে নারিল রাখিতে।
ইচ্ছামাত্র কৈল নিজ প্রাণ নিষ্ক্রামণ ;
পূর্ব্বে যেন শুনিয়াছি ভীষ্মের মরণ।
হরিদাস আছিলা পৃথিবীর শিরোমণি ;
তাঁহা বিনা রত্নশূন্য হইল মেদিনী।
জয় হরিদাস ! বলি কর হরিধ্বনি।"—
এত বলি মহাপ্রভু নাচেন আপনি।
সবে গায়—"জয় জয় জয় হরিদাস !
নামের মহিমা যেই করিল প্রকাশ।"
তবে মহাপ্রভু সব ভক্তে বিদায় দিল ;
৫। হর্ষ বিষাদে প্রভু বিশ্রাম করিল।
এইত কহিল হরিদাসের বিজয় ;
যাহার শ্রবণে কৃষ্ণে দৃঢ়ভক্তি হয়।
চৈতন্যের ভক্তবাৎসল্য ইহাতেই জানি ;
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ কৈল ন্যাসি-শিরোমণি।
শেষকালে দিলা তাঁরে দর্শন স্পর্শন ;
তাঁরে কোলে করি কৈল আপনি নর্ত্তন।
আপনি শ্রীহস্তে কৃপায় বালু তাঁরে দিল ;
আপনি প্রসাদ মাগি মহোৎসব কৈল।
মহাভাগবত হরিদাস পরম বিদ্বান্ ;
৬। এ সৌভাগ্য লাগি আগে করিল পয়ান।
চৈতন্যচরিত এই অমৃতের সিন্ধু ;
৭। কর্ণমন তৃপ্ত করে যার একবিন্দু।
ভবসিন্ধু তরিবারে আছে যার চিত্ত ;
শ্রদ্ধা করি শুন সেই চৈতন্যচরিত্র।
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ ;
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

১। পুরী—পরমানন্দ পুরী। ভারতী—ব্রহ্মানন্দভারতী। ২। হরিদাসের বিজয়োৎসব—এই হইতে "কৃষ্ণপ্রেম প্রাপ্তি" এই পর্যন্ত বরদান বাক্য। ৩। ঐছে—এতাদৃশী অর্থাৎ বরদানে যাহা বলিলেন। ৪। চলিতে—লীলা সম্বরণ করিতে। ৫। হর্ষবিষাদে—হরিদাসের মহাপ্রভুর শ্রীমুখ দর্শন করিতে করিতে কলেবর ত্যাগ, মৃতদেহে তাদৃশ শক্তিতে হর্ষ; লোকব্যবহারে সঙ্গাভাবে বিষাদ। ৬। এ সৌভাগ্য—প্রভুর তাঁহার অঙ্গস্পর্শ, তদন্ত বালুকায় মৃতদেহের আবরণ এবং প্রভু স্বয়ং যাচ্ঞা করিয়া হরিদাসের মহোৎসব প্রভৃতি রূপ সৌভাগ্য। আগে—প্রভুর অপ্রাকট্যের পূর্ব্বে। ৭। কর্ণমন তৃপ্ত করে—শ্রবণ সময়ে কর্ণের তৃপ্তি এবং তদর্থ আলোচনা সময়ে মনের তৃপ্তি হয়।

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীহরিদাস নির্য্যাণবর্ণনং নাম
একাদশ পরিচ্ছেদঃ ॥

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং নিত্যংগীয়তাং গীয়তাং মুদা
চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাং ভক্তাশ্চৈতন্যচরিতামৃতং ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য ! জয় দয়াময় !
জয় জয় নিত্যানন্দ ! কৃপাসিন্ধু জয় !
জয়াদ্বৈতচন্দ্র ! জয় করুণাসাগর !
জয় গৌরভক্তগণ। কৃপাপূর্ণান্তর !

অতঃপর মহাপ্রভু বিষণ্ণ অন্তর ;
কৃষ্ণের বিয়োগ-দশা স্ফুরে নিরন্তর।
"হাহা কৃষ্ণ ! প্রাণনাথ ব্রজেন্দ্র নন্দন !
কাঁহা যাও ? কাঁহা পাও মুরলীবদন ?"
রাত্রিদিনে এই দশা স্বাস্থ্য নাহি মানে ;
কষ্টে রাত্রি গোঙায় স্বরূপ রামানন্দ সনে।

এথা গৌরদেশে প্রভুর যত ভক্তগণ ;
প্রভু দেখিবারে সবে করিলা গমন।
শিবানন্দ সেন আর আচার্য্য গোসাঞি ;
নবদ্বীপে সব ভক্ত হৈল এক ঠাঞি।
কুলীনগ্রামবাসী আর যত খণ্ডবাসী ;
একত্র মিলিলা সব নবদ্বীপে আসি।
নিত্যানন্দ প্রভুরে যদ্যপি আজ্ঞা নাই ;
তথাপি দেখিতে চলে চৈতন্য গোসাঞি।
১। শ্রীনিবাস চারি ভাই সঙ্গেতে মালিনী ;
আচার্য্যরত্নের সঙ্গে তাঁহার গৃহিণী।
শিবানন্দপত্নী চলে তিন পুত্র লঞা ;
রাঘবপণ্ডিত চলে ঝালি সাজাইয়া।
২। দত্ত গুপ্ত বিদ্যানিধি আর যত জন ;
দুই তিন শত ভক্ত, কে করে গণন ?
শচীমাতা দেখি সবে তাঁর আজ্ঞা লঞা ;
আনন্দে চলিলা কৃষ্ণকীর্ত্তন করিয়া।
৩। শিবানন্দ সেন করে ঘাটি সমাধান ;
সবাকে পালন করি সুখে লঞা যান।
সবার সব কার্য্য করেন দেন বাসস্থান ;
শিবানন্দ জানে উড়িয়া-পথের সন্ধান।

একদিন সব লোকে ঘাটিতে রাখিলা ;
সবা ছাড়াইয়া শিবানন্দ একেলা রহিলা।
সবে গিয়া রহিল গ্রামের ভিতর বৃক্ষতলে ;
শিবানন্দ বিনা বাসা স্থান নাহি মিলে।
৪। নিত্যানন্দ প্রভু ভোকে ব্যাকুল হইয়া ;
শিবানন্দে গালি পাড়ে বাসা না পাইয়া—
"তিন পুত্র মরুক্ শিবার, এবেও না আইল ?
ভোকে মরি গেনু মোরে বাসা না দেয়াইল।"
শুনি শিবানন্দের পত্নী কাঁদিতে লাগিল ;
হেনকালে শিবানন্দ ঘাটি হৈতে আইল।
শিবানন্দের পত্নী তাঁরে কহেন কাঁদিয়া—
"পুত্রে শাপ দিছেন গোসাঞি বাসা না পাইয়া।"
৫। তেঁহো কহে "বাউলি ! কেন মরিস্ কান্দিয়া ?
মরুক মোর তিন পুত্র তাঁর বালাই লঞা।"

শ্রূয়তামিতি। হে ভক্তা যুষ্মাভিঃ চৈতন্যচরিতামৃতং মুদা হর্ষেণ পুনঃপুনঃ শ্রূয়তাং গীয়তাং চিন্ত্যতাঞ্চেতি। অত্যাদরে বীপ্সা। বক্তরি সতি শ্রূয়তাং শ্রোতরি সতি গীয়তামন্যদা তু চিন্ত্যতামিতি ভাবঃ ॥ ১ ॥

হে ভক্তগণ ! তোমরা বারংবার চৈতন্যচরিতামৃত পরমানন্দে শ্রবণ, কীর্ত্তন এবং স্মরণ কর ॥ ১ ॥

১। মালিনী—শ্রীবাসের পত্নী। ২। দত্ত—বাসুদেব দত্ত। গুপ্ত—মুরারি গুপ্ত।
৩। ঘাটি—টোল, যে স্থানে শুল্ক আদায় হয়। ৪। ভোকে—ক্ষুধায়। ৫। বাউলি—পাগলি ; এটী প্রীতি-সম্বোধন।

এত বলি প্রভু পাশে গেলা শিবানন্দ ;
১। উঠি তাঁরে নাথি মাইল প্রভু নিত্যানন্দ।
আনন্দিত হৈল শিবাই পাদ-প্রহার পাঞা ;
২। শীঘ্র বাসাঘর কৈল গৌড়ঘরে গিয়া।
চরণে ধরিয়া প্রভুকে বাসায় লঞা গেলা ;
বাসা দিয়া হৃষ্ট হঞা কহিতে লাগিলা—
"আজি মোরে ভৃত্য করি অঙ্গীকার কৈলা ;
যেমন অপরাধ ভৃত্যের যোগ্য ফল দিলা।
শাস্তি ছলে কৃপা কর—এ তোমার করুণা ;
ত্রিজগতে তোমার চরিত্র বুঝে কোন্ জনা ?
ব্রহ্মার দুর্লভ তোমার শ্রীচরণরেণু ;
হেন চরণ-স্পর্শ পাইল মোর অধম তনু।
আজি সফল হৈল মোর জন্মকুলকর্ম্ম ;
আজি পাইনু কৃষ্ণভক্তি অর্থ-কাম-ধর্ম্ম।"
শুনি নিত্যানন্দ প্রভুর আনন্দিত মন ;
উঠি শিবানন্দে কৈল প্রেম-আলিঙ্গন।
আনন্দিত শিবানন্দ করে সাবধান ;
আচার্য্যাদি বৈষ্ণবেরে দিল বাসস্থান।
নিত্যানন্দপ্রভুর চরিত্র সব বিপরীত ;
ক্রুদ্ধ হঞা নাথি মারি করে তার হিত।
শিবানন্দের ভাগিনা শ্রীকান্ত সেন নাম ;
মামার অগোচরে কহে করি অভিমান—
"চৈতন্য-পার্ষদ মোর মাতুলের খ্যাতি ;
৩। ঠাকুরালি করে গোসাঞী তাঁরে মারি নাথি।"
এত বলি শ্রীকান্ত বালক আগে চলি যান ;
সঙ্গ ছাড়ি আগে গেলা মহাপ্রভুর স্থান।
৪। পেটাঙ্গি গায় করে দণ্ডবৎ নমস্কার ;
গোবিন্দ কহে "শ্রীকান্ত! আগে পেটাঙ্গি উতার"
প্রভু কহে "শ্রীকান্ত আসিয়াছে পাঞা মনোদুঃখ
কিছু না বলিহ করুক্ যাতে ইহার সুখ।"
৫। বৈষ্ণবের সমাচার গোসাঞী পুছিল ;
একে একে সবার নাম শ্রীকান্ত জানাইল।
"দুঃখ পাঞা আসিয়াছে" এই প্রভুর বাক্য শুনি ;
জানিলা 'সর্ব্বজ্ঞ প্রভু' এত অনুমানি।
শিবানন্দে নাথি মারিলা ইহা না কহিলা ;
এথা সব বৈষ্ণবগণ আসিয়া মিলিলা।
পূর্ব্ববৎ কৈল প্রভু সবার মিলন ;
স্ত্রী সব দূর হৈতে কৈল প্রভু দরশন।
বাসা-ঘর পূর্ব্ববৎ সবারে দেয়াইল ;
মহাপ্রসাদ-ভোজনে সবারে বোলাইল।
শিবানন্দ তিন পুত্র গোসাঞীকে মিলাইল ;
শিবানন্দ-সম্বন্ধে সবায় বহু কৃপা কৈল।
ছোট পুত্র দেখি প্রভু নাম পুছিল ;
পরমানন্দ দাস নাম, সেন জানাইল।
পূর্ব্বে যবে শিবানন্দ প্রভু-স্থানে আইলা ;
তবে মহাপ্রভু তাঁরে কহিতে লাগিলা—
"এবার তোমার যেই হইবে কুমার ;
'পুরীদাস' বলি নাম ধরিও তাহার।"
৬। তবে মায়ের গর্ভে হয় সেইত কুমার ;
শিবানন্দ ঘরে গেলে জন্ম হৈল তার।
প্রভু আজ্ঞায় ধরিল নাম পরমানন্দ দাস ;
৭। পুরীদাস বলি প্রভু করে উপহাস।
শিবানন্দ সেই বালকে যবে মিলাইল ;
মহাপ্রভু পাদাঙ্গুষ্ঠ তার মুখে দিল।
শিবানন্দের ভাগ্যসিন্ধু কে পাইবে পার ?
যাঁর সব গোষ্ঠীকে প্রভু কহে আপনার।
তবে সব ভক্ত লঞা করিল ভোজন,
গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিল করি আচমন—

১। নাথি মাইল—নাথি মারিলেন ; পদাঘাত করিলেন। ২। গৌড়—জাতি বিশেষ। ৩। ঠাকুরালি—প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা। গোসাঞী—নিত্যানন্দপ্রভু। ৪। পেটাঙ্গি—জামা। উতার—খোল ; উন্মোচন কর। ৫। গোসাঞী—মহাপ্রভু। ৬। তবে—সেই সময়ে। ৭। উপহাস—পরিহাস।

১। শিবানন্দের প্রকৃতি পুত্র যাবৎ এথায় ;
আমার অবশেষ পাত্র তারা যেন পায়।"—
নদীয়াবাসী মোদক তার নাম পরমেশ্বর ;
মোদক বেচে প্রভুর ঘরের নিকট তার ঘর।
বালককালে প্রভু তার ঘরে বার বার যান ;
২। দুগ্ধখণ্ডমোদক দেয় প্রভু তাহা খান।
প্রভুবিষয় স্নেহ তার বালক-কাল হৈতে ;
সে বৎসর সেও আইল প্রভুকে দেখিতে।
৩। "পরমেশ্বরা মুঞি" বলি দণ্ডবৎ কৈল ;
তারে দেখি প্রীতে প্রভু তাহারে পুছিল—
"পরমেশ্বর কুশল হয় ? ভাল হৈল আইলা।"
৪। "মুকুন্দার মাতা আসিয়াছে" প্রভুকে কহিলা
মুকুন্দার মাতার নাম শুনি প্রভুর সঙ্কোচ হইলা,
তথাপি তাহার প্রীতে কিছু না বলিলা।
৫। প্রশ্রয় পাগল শুদ্ধ বৈদগ্ধী না জানে ;
অন্তরে সুখী হইলা প্রভু তার সেই গুণে।
পূর্ব্ববৎ সবা লঞা গুণ্ডিচা মার্জ্জন ;
রথ আগে পূর্ব্ববৎ করিলা নর্ত্তন।
চতুর্মাস্য সব যাত্রা কৈল দরশন ;
মালিনী প্রভৃতি প্রভুকে কৈল নিমন্ত্রণ।
প্রভুর প্রিয় নানা দ্রব্য আনিয়া দেশ হৈতে ;
৬। সেই ব্যঞ্জন করি ভিক্ষা দেন ঘর-ভাতে।
দিনে নানা ক্রীড়া করেন লঞা ভক্তগণ ;
রাত্রিতে কৃষ্ণবিচ্ছেদে করেন রোদন।
এইমত নানা লীলায় চাতুর্মাস্য গেল :
গৌড়দেশে যাইতে তবে ভক্তে আজ্ঞা দিল।
সব ভক্তগণ করেন প্রভুর নিমন্ত্রণ ;
সব ভক্তে কহেন প্রভু মধুর বচন—
"প্রতিবর্ষে আইস সবে আমারে দেখিতে ;
আসিতে যাইতে দুঃখ পাও বহু মতে।
তোমা সবার দুঃখ জানি চাহি নিষেধিতে ;
তোমা সবার সঙ্গসুখ-লোভ বাড়ে চিত্তে।
৭। নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিলুঁ গৌড়েতে রহিতে ;
আজ্ঞা লঙ্ঘি আইলেন, কি পারি বলিতে ?
আইলেন আচার্য্য-গোসাঞী মোরে কৃপা করি ;
প্রেমঋণে বদ্ধ আমি শোধিতে না পারি।
মোর লাগি স্ত্রী-পুত্র-গৃহাদি ছাড়িয়া ;
নানা দুর্গম পথ লঙ্ঘি আইসেন ধাঞা।
আমি এই নীলাচলে রহি যে বসিয়া ;
পরিশ্রম নাহি মোর সবার লাগিয়া।
সন্ন্যাসী মানুষ মোর নাহি কোন ধন ;
৮। কি দিয়া তো'সবার ঋণ করিব শোধন ?
দেহ মাত্র ধন তোমায় কৈলুঁ সমর্পণ ;
তাঁহাই বিকাই যাঁহা বেচিতে তোমার মন।"
প্রভুর বচনে সবার দ্রবীভূত মন ;
৯। অঘোর নয়নে সবে করেন ক্রন্দন।
প্রভু সবার গলা ধরি করেন রোদন ;
কাঁদিতে কাঁদিতে সবায় কৈল আলিঙ্গন।
সবাই রহিল কেহ চলিতে নারিল ;
আর দিন-পাঁচ-সাত এইমতে গেল।
অদ্বৈত-অবধূত কিছু কহে প্রভুপায়—
"সহজে তোমার গুণে জগৎ বিকায়।
১০। আর তাতে বান্ধ ঐছে কৃপাবাক্য-ডোরে ;
তোমা ছাড়ি কেবা কাঁহা যাইবারে পারে ?"
তবে প্রভু সবাকারে প্রবোধ করিয়া ;
সবারে বিদায় দিল সুস্থির হইয়া।
নিত্যানন্দে কহিল "তুমি না আইস বারবার ;
তথাই আমার সঙ্গ হইবে তোমার।"

১। প্রকৃতি—স্ত্রী। ২। খণ্ড—চিনির লাড়ু। মোদক—খইয়ের মোয়া। ৩। পরমেশ্বরা মুঞি—আমিই সেই অধম পরমেশ্বর মোদক। ৪। মুকুন্দা—পরমেশ্বর মোদকের পুত্র। ৫। প্রশ্রয়—অতিশয়। শুদ্ধ—অকপট। বৈদগ্ধী—চাতুরী। ৬। ঘর ভাতে—ঘরে রন্ধন করিয়া অন্নাদি দান। ৭। দিলুঁ—দিয়াছিলাম। ৮। তো'সবার—অত্যন্ত প্রীতিব্যঞ্জক সম্বোধন। ৯। অঘোর—অজস্র। ১০। বান্ধ—বন্ধন কর।

চলে সব ভক্তগণ রোদন করিয়া ;
মহাপ্রভু রহিলা ঘরে বিষণ্ণ হইয়া।
নিজকৃপাগুণে প্রভু বান্ধিল সবারে ;
মহাপ্রভুর কৃপা-ঋণ কে শোধিতে পারে ?
যারে যৈছে নাচায় প্রভু স্বতন্ত্র-ঈশ্বর ;
১। তাতে তাঁহা ছাড়ি লোক যায় দেশান্তর।
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায় ;
ঈশ্বর-চরিত্র কিছু বুঝন না যায়।
২। পূর্ব্ব বর্ষে জগদানন্দ আই দেখিবারে ;
প্রভুর আজ্ঞা লয়ে আইলা নদীয়া-নগরে।
আইর চরণ যাই করিল বন্দন ;
জগন্নাথের বস্ত্র-প্রসাদ কৈল নিবেদন।
প্রভুর নাম করি মাতাকে দণ্ডবৎ কৈলা ;
প্রভুর মিনতি-স্তুতি মাতারে কহিলা।
জগদানন্দে পাঞা মাতা আনন্দিত মনে ;
৩। তেঁহো প্রভুর কথা কহে, শুনে রাত্রি দিনে
জগদানন্দ কহে "মাতা ! কোন কোন দিনে ;
তোমার এথা আসি প্রভু করেন ভোজনে।
ভোজন করিয়া কহে আনন্দিত হঞা—
'মাতা আজি খাওয়াইল আকণ্ঠ পূরিয়া।
আমি যাই ভোজন করি মাতা নাহি জানে ;
সাক্ষাতে খাই আমি তেঁহো স্বপ্ন মানে'।"
মাতা কহে "কভু রান্ধি উত্তম ব্যঞ্জন ;
নিমাই ইহা খায় ঐছে হয় মোর মন।
পাছে জ্ঞান হয় মুঞি দেখিনু স্বপন ;
পুত্র না দেখিয়া মোর ঝরয়ে নয়ন।"
এইমত জগদানন্দ শচীমাতা সনে ;
চৈতন্যের সুখকথা কহে রাত্রিদিনে।
নদীয়ার ভক্তগণ সবারে মিলিলা ;
জগদানন্দে পাঞা সবে আনন্দিত হৈলা।
আচার্য্যে মিলিতে তবে গেল জগদানন্দ ;
জগদানন্দে পাঞা আচার্য্যের হইল আনন্দ।
বাসুদেব, মুরারিগুপ্ত জগদানন্দে পাঞা ;
আনন্দে রাখেন ঘরে না দেন ছাড়িয়া।
চৈতন্যের মর্ম্মকথা শুনে তাঁর মুখে ;
আপনা পাসরে সবে চৈতন্যকথা-সুখে।
জগদানন্দ মিলিতে যায় যেই-ভক্তঘরে ;
সেই-সেই-ভক্ত সুখে আপনা পাসরে।
চৈতন্যের প্রেমপাত্র জগদানন্দ ধন্য ;
যারে মিলে সেই মানে—পাইল চৈতন্য !
শিবানন্দ-সেন-গৃহে যাইয়া রহিল ;
৪। চন্দনাদি তৈল তাঁহা এক মাত্রা কৈল।
৫। সুগন্ধি করিয়া তৈল গাগরী ভরিয়া ;
নীলাচলে লঞা আইল যতন করিয়া।
গোবিন্দের ঠাঁই তৈল ধরিয়া রাখিল ;
"প্রভু অঙ্গে দিও তৈল" গোবিন্দে কহিল।
তবে প্রভু ঠাঁই গোবিন্দ নিবেদন কৈল—
"জগদানন্দ আনিয়াছেন চন্দনাদি তৈল।
তাঁর ইচ্ছা—প্রভু অল্প মস্তকে লাগায় ;
৬। পিত্ত বায়ু ব্যাধি প্রকোপ শান্তি হঞা যায়।
এক কলস সুগন্ধি তৈল গৌড়ে করিয়া ;
ইঁহা আনিয়াছেন বহু যতন করিয়া।"
প্রভু কহে—"সন্ন্যাসীর তৈলে নাহি অধিকার ;
৭। তাহাতে সুগন্ধি তৈল পরম-ধিকার।

১। তাতে—সেইজন্য, অর্থাৎ তিনি যেমন করান তাই করে।
২। পূর্ব্ববর্ষে—পরবর্ত্তী বৎসরে। আই—আর্য্যা, পূজ্যা, অর্থাৎ শচীমাতা। ৩। তেঁহ—জগদানন্দ।
৪। এক মাত্রা—পূর্ণমাত্রা অর্থাৎ যে তৈল যে পরিমাণে প্রস্তুত করিতে হয়, সেই তাহার পূর্ণ মাত্রা।
৫। গাগরী—গর্গরী, কলসী। ৬। পিত্ত বায়ুব্যাধি—পিত্তব্যাধি ও বায়ুব্যাধি। ৭। পরম-ধিকার—অত্যন্ত নিন্দনীয়।

জগন্নাথে দেহ তৈল দীপে যেন জ্বলে ;
১। তাঁর পরিশ্রম হবে পরম সফলে।"
এই কথা গোবিন্দ জগদানন্দেরে কহিল ;
মৌন করি রহিল পণ্ডিত কিছু না কহিল।
দিন দশ গেলে গোবিন্দ জানাইল আবার—
"পণ্ডিতের ইচ্ছা তৈল করেন অঙ্গীকার।"
শুনি প্রভু কহে কিছু সক্রোধ বচন—
২। "মর্দ্দনিয়া এক রাখ করিতে মর্দ্দন !
এই সুখ লাগি আমি করিয়াছি সন্ন্যাস !
আমার সর্ব্বনাশে তোমা সবার পরিহাস !
পথে যাইতে তৈল-গন্ধ মোর যে পাইবে ;
৩। দারী সন্ন্যাসী করি আমারে কহিবে।"
শুনি প্রভুর বাক্য গোবিন্দ মৌন করিলা ;
প্রাতঃকালে জগদানন্দ প্রভু-স্থানে আইলা।
প্রভু কহে "পণ্ডিত! তৈল আনিলা গৌড় হৈতে
আমি ত সন্ন্যাসী তৈল না পারি লইতে।
জগন্নাথে দেহ লঞা দীপে যেন জ্বলে ;
তোমার সকল শ্রম হইবে সফলে।"
৪। পণ্ডিত কহে "কে তোমাকে কহে মিথ্যাবাণী
আমি গৌড় হইতে তৈল কভু নাহি আনি।"
এত বলি ঘর হৈতে তৈল-কলস আনিয়া ;
প্রভুর আগে আঙ্গিনাতে ফেলিল ভাঙ্গিয়া।
তৈল ভাঙ্গি সেই পথে নিজঘরে গিয়া ;
শুইয়া রহিল ঘরে কপাট মারিয়া।
তৃতীয় দিবসে প্রভু তাঁর দ্বারে যাঞা :
"উঠহ পণ্ডিত !" করি কহেন ডাকিয়া।
"আজি ভিক্ষা দিবে আমায় করিয়া রন্ধনে ;
মধ্যাহ্নে আসিব এবে যাই দরশনে।"
এত বলি প্রভু গেলা, পণ্ডিত উঠিলা ;
স্নান করি নানা ব্যঞ্জন রন্ধন করিলা।
৫। মধ্যাহ্ন করিয়া প্রভু আইলা ভোজনে ;
পাদপ্রক্ষালন করি বসিলা আসনে।
সঘৃত শাল্যন্ন কলাপাতে স্তূপ কৈল ;
কলার ডোঙ্গা করি ব্যঞ্জন চৌদিকে ধরিল।
অন্ন-ব্যঞ্জনোপরি তুলসী-মঞ্জরী ;
জগন্নাথের পিঠাপানা আগে রাখে ধরি।
প্রভু কহে—"দ্বিতীয় পাতে বাড় অন্ন ব্যঞ্জন ;
তোমায় আমায় একত্র আজি করিব ভোজন।"
হস্ত তুলি রহে প্রভু, না করে ভোজন ;
তবে পণ্ডিত কহে কিছু সপ্রেম বচন—
"আপনি প্রসাদ লউন পাছে মুঞি লইব ;
তোমার আগ্রহ আমি কেমনে খণ্ডিব ?"
তবে মহাপ্রভু সুখে ভোজনে বসিলা ;
ব্যঞ্জনের স্বাদ পাঞা কহিতে লাগিলা—
"ক্রোধাবেশে পাকের ঐছে হয় এত স্বাদ ?
এহত জানিয়ে তোমায় কৃষ্ণের প্রসাদ।
আপনি খাইবেন কৃষ্ণ তাহার লাগিয়া ;
তোমার হস্তে পাক করান উত্তম করিয়া।
ঐছে অমৃত অন্ন কৃষ্ণে কর সমর্পণ ;
তোমার ভাগ্যের সীমা কে করে বর্ণন ?"
পণ্ডিত কহে—"যে খাইবে সেই পাককর্ত্তা ;
আমি সব কেবল মাত্র সামগ্রী-আহর্ত্তা।"
পুনঃ পুনঃ পণ্ডিত নানা ব্যঞ্জন পরিবেশে ;
৬। ভয়ে কিছু না বলেন প্রভু খায়েন হরিষে।

১। তাঁর…সফলে—জগন্নাথের মন্দিরের দীপে জ্বালাইলেই জগদানন্দ যে পরিশ্রম করিয়া আনিয়াছে, তাহা সার্থক হইবে। ২। মর্দ্দনিয়া—ভাল করিয়া তৈল মর্দ্দন করিয়া দিবার জন্য একজন সেবক। ৩। দারী—সস্ত্রীক, অর্থাৎ বিলাসী। ৪। পণ্ডিত কহে…আনি—জগদানন্দ বলিলেন আমি তৈল আনি নাই। এই মিথ্যা-বাক্য প্রেমের পোষক। জগদানন্দের সত্যভামার ন্যায় বাম্য প্রেম, মহাপ্রভুর নিমিত্ত বহুযত্নে বহু পরিশ্রমে তৈল আনিলাম ; কিন্তু প্রভু অঙ্গীকার করিলেন না ; তখন আমার সকল পরিশ্রমাদি বিফল হইল ; অতএব আমার তৈল আনা না আনাই হইল, যেহেতু আনয়নের ফল পাইলাম না। উৎকট প্রেমার স্বভাবই এই। অভিমত সেবার কিঞ্চিৎ অন্যথা হইলে, এরূপ প্রণয়কোপ ও মিথ্যা-বাক্য উপস্থিত হয়, সেটি প্রেমার ভূষণ ভিন্ন দূষণ হইতে পারে না।
৫। মধ্যাহ্ন—মধ্যাহ্ন সন্ধ্যাদি। ৬। ভয়ে—পাছে আবার জগদানন্দ অভিমান করেন এই ভয়ে।

আগ্রহ করিয়া পণ্ডিত করাইল ভোজন ;
১। আর দিন হৈতে ভোজন হৈল দশগুণ।
বার বার প্রভুর হয় উঠিবারে মন ;
পুনঃ সেইকালে পণ্ডিত পরিবেশে ব্যঞ্জন।
কিছু বলিতে নারেন প্রভু খায়েন তরাসে ;
না খাইলে জগদানন্দ করিবে উপবাসে।
তবে প্রভু কহেন করি বিনয় সম্মান—
"দশগুণ খাওয়াইলে, এবে কর সমাধান।"
তবে মহাপ্রভু উঠি কৈল আচমন ;
পণ্ডিত আনি দিল মুখবাস-মাল্য-চন্দন।
চন্দনাদি লঞা প্রভু বসিলা সেইস্থানে—
"আমার আগে আজি তুমি করহ ভোজনে।"
পণ্ডিত কহে—প্রভু যাই করুন বিশ্রাম ;
মুঞি এবে প্রসাদ লইব করি সমাধান।
রসুয়ের কার্য্য করিয়াছে রামাই রঘুনাথ ;
ইঁহা সবায় দিতে চাহি কিছু ব্যঞ্জন ভাত।"
প্রভু কহে—"গোবিন্দ! তুমি ইঁহাই রহিবে ;
পণ্ডিত ভোজন কৈলে আমারে কহিবে।"
এত কহি মহাপ্রভু করিলা গমন।
গোবিন্দেরে পণ্ডিত কিছু কহেন বচন ;—
"তুমি শীঘ্র যাহ করিতে পাদ-সম্বাহনে ;
কহিও পণ্ডিত এবে বসিল ভোজনে।
তোমার প্রভুর শেষ রাখিব ধরিয়া ;
প্রভু নিদ্রা গেলে তুমি খাইও আসিয়া।"
রামাই নন্দাই আর গোবিন্দ রঘুনাথ ;
সবারে বাঁটিয়া দিল প্রভুর ব্যঞ্জন ভাত।
আপনি প্রভুর শেষ করিল ভোজন ;
তবে গোবিন্দেরে প্রভু পাঠাইল পুনঃ।—
"দেখ জগদানন্দ প্রসাদ পায় কি না পায় ;
শীঘ্র আসি সমাচার কহিবে আমায়।"
গোবিন্দ আসি দেখি কহিল পণ্ডিতের ভোজন ;
২। তবে মহাপ্রভু স্বাস্থ্যে করিল শয়ন।
জগদানন্দে প্রভুর প্রেমা চলে এইমতে ;
সত্যভামা কৃষ্ণে যেন শুনি ভাগবতে।
জগদানন্দের সৌভাগ্যের কে কহিবে সীমা ?
৩। জগদানন্দের সৌভাগ্যের তেঁহই উপমা।
জগদানন্দের প্রেমবিবর্ত্ত শুনে যেই-জন ;
প্রেমের স্বরূপ জানে পায় প্রেমধন।
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ;
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

১। আর দিন…দশ গুণ—অন্যদিন স্বভাবতঃ যে পরিমাণ ভোজন করেন, আজ জগদানন্দের অভিমান দূর করিবার জন্য তাঁহার আগ্রহে দশগুণ আহার করিতে হইল।

২। স্বাস্থ্যে—নিশ্চিন্ত হইয়া। ৩। তেঁহই—জগদানন্দই।

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীজগদানন্দতৈলভঞ্জনং নাম

দ্বাদশ পরিচ্ছেদঃ॥

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

কৃষ্ণবিচ্ছেদজাতার্ত্ত্যা ক্ষীণে চাপি মনস্তনূ।
দধাতে ফুল্লতাং ভাবৈ র্যস্য তং গৌরমাশ্রয়ে ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য! জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈতচন্দ্র! জয় গৌরভক্তবৃন্দ!

হেনমতে মহাপ্রভু জগদানন্দ সঙ্গে;
নানামতে আস্বাদয়ে প্রেমের তরঙ্গে।
কৃষ্ণের বিচ্ছেদ-দুঃখে ক্ষীণ মন-কায়;
ভাবাবেশে তবু প্রভু প্রফুল্লিত হয়।
১। কলার শরলাতে শয়ন ক্ষীণ অতিকায়;
শরলাতে হাড় লাগে ব্যথা হয় গায়।
দেখি সব ভক্তগণ মহাদুঃখ পায়;
সহিতে না পারি জগদানন্দ সৃজিল উপায়।
২। সূক্ষ্ম বস্ত্র আনি গিরি দিয়া রঙ্গাইল;
শিমুলের তুলা দিয়া তাহা পুরাইল।
৩। এই তুলী-বালীশ গোবিন্দের হাতে দিল;
"প্রভুকে শোয়াইও ইহায়" তাহারে কহিল।
স্বরূপ গোসাঞীকে কহে জগদানন্দ—
"আজি আপনি যাঞা প্রভুকে করাইও শয়ন।"
শয়নের কালে স্বরূপ তাঁহাই রহিলা;
তুলা-বালীশ দেখি প্রভু ক্রোধাবিষ্ট হৈলা।
গোবিন্দেরে পুছে "ইহা করাইল কোন্ জন?"
জগদানন্দের নাম শুনি সঙ্কোচ হৈল মন।
গোবিন্দেরে কহি সেই তুলী দূর কৈল;
কলার শরলা উপর শয়ন করিল।
স্বরূপ কহে "তোমার ইচ্ছা, কি কহিতে পারি
শয্যা উপেক্ষিলে পণ্ডিত দুঃখ পাবে ভারি।"
প্রভু কহেন "খাট এক আনহ পাড়িতে;
জগদানন্দ চাহে আমায় বিষয় ভুঞ্জাইতে।
সন্ন্যাসী মানুষ আমার ভূমিতে শয়ন;
আমারে খাট তুলী বালীশ! মস্তক মুণ্ডন!"
স্বরূপ গোসাঞী আসি পণ্ডিতে কহিল;
শুনিয়া জগদানন্দ মহাদুঃখ পাইল।
স্বরূপ গোসাঞী তবে সৃজিল প্রকার;
কদলীর শুষ্কপত্র আনিল অপার।
নখে চিরি চিরি তাহা অতিসূক্ষ্ম কৈল;
প্রভুর বহির্বাসেতে সে সব ভরিল।
৪। এইমত দুই কৈল ওড়ন পাড়নে;
অঙ্গীকার কৈল প্রভু অনেক যতনে।
তাতে শয়ন করে প্রভু দেখি সবে সুখী;
জগদানন্দ ভিতর বাহিরে মহাদুঃখী।
পূর্ব্বে জগদানন্দের ইচ্ছা বৃন্দাবন যাইতে;
প্রভু আজ্ঞা না দেন তাতে না পারে চলিতে।

কৃষ্ণবিচ্ছেদেতি। যস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবস্য মনশ্চ তনুশ্চ তে মনস্তনূ ক্ষীণে অপি প্রাপ্তকার্শ্যে অপি। অস্বাস্থ্যাদি জনিততাপেন মনসঃ ক্ষীণত্বং রসশোষণাদিনা তনো ক্ষীণত্বমিতি। ভাবৈঃ সাত্ত্বিকাদিভিঃ ফুল্লতাং স্ফীততাং দধাতে ধারয়তঃ, তং গৌরং আশ্রয়ে শরণং ব্রজামীত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

কৃষ্ণবিচ্ছেদজনিত পীড়ায় যাহার মন এবং তনু ক্ষীণ হইয়া, ভাব সকল দ্বারা স্ফীততা অবলম্বন করে, আমি সেই গৌরের শরণাগত হইলাম ॥ ১ ॥

---

*১। শরলা—বাসনা, বক্ষল। ২। গিরি—গিরিমাটি; গেরুয়া।
৩। তুলী—তোষক। ৪। ওড়ন—উপাধান, বালিশ। পাড়ন—শয্যা।

ভিতরের ক্রোধ দুঃখ প্রকাশ না কৈল ;
মথুরা যাইতে প্রভুস্থানে আজ্ঞা মাগিল।
প্রভু কহে—"মথুরা যাবে আমায় ক্রোধ করি,
১। আমায় দোষ লাগাইয়া হইবে ভিখারী।"
জগদানন্দ কহে প্রভুর ধরিয়া চরণ—
"পূর্ব্ব হৈতে ইচ্ছা মোর যাইতে বৃন্দাবন।
প্রভু-আজ্ঞা নাহি তাতে না পারি যাইতে ;
এবে আজ্ঞা দেও অবশ্য যাইব নিশ্চিতে।"
২। প্রভু প্রীতে তাঁর গমন না করে অঙ্গীকার ;
তেঁহো প্রভুর ঠাঁই আজ্ঞা মাগে বার বার।
স্বরূপ গোসাঞীকে পণ্ডিত কৈল নিবেদন,—
"পূর্ব্ব হৈতে বৃন্দাবন যাইতে মোর মন।
প্রভু-আজ্ঞা বিনা তাঁহা যাইতে না পারি ;
৩। এবে আজ্ঞা না দেন মোরে ক্রোধে 'যাহ' বলি।
৪। সহজেই মোর তাঁহা যাইতে মন হয় ;
প্রভু-আজ্ঞা লঞা দেহ করিয়া বিনয়।"
তবে স্বরূপ গোসাঞী কহে প্রভুর চরণে—
"জগদানন্দের বড় ইচ্ছা যাইতে বৃন্দাবনে।
তোমার ঠাঞি আজ্ঞা তেঁহো মাগে বার বার ;
আজ্ঞা দেহ মথুরা দেখি আইসেন একবার।
৫। আইকে দেখিতে যৈছে গৌড়দেশে যায় ;
৬। তৈছে একবার বৃন্দাবন দেখি আয়।"
স্বরূপ গোসাঞীর বোলে প্রভু আজ্ঞা দিল ;
জগদানন্দে বোলাইয়া তাঁরে শিক্ষাইল।—
"বারাণসী পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দে যাবে পথে ;
৭। আগে সাবধানে যাবে ক্ষত্রিয়াদি সাথে।
৮। কেবল গৌড়িয়া পাইলে বাটপারি করি বান্ধে ;
সব লুটি বান্ধি রাখে যাইতে বিরোধে।
মথুরা গেলে সনাতন-সঙ্গে রহিবা ;
৯। মথুরার স্বামী সবের চরণ বন্দিবা।
দূরে রহি ভক্তি করিও সঙ্গে না রহিবা ;
তাঁ'সবার আচার-চেষ্টা লইতে নারিবা।
সনাতনের সঙ্গে করিও বন দরশন ;
সনাতনের সঙ্গ না ছাড়িবে একক্ষণ।
শীঘ্র আসিও, তাঁহা না রহিও চিরকাল ;
গোবর্দ্ধনে না চড়িও দেখিতে গোপাল।
আমিও আসিতেছি কহিও সনাতনে :
আমার তরে এক স্থান করেন বৃন্দাবনে।"
এত বলি জগদানন্দে কৈল আলিঙ্গন ;
জগদানন্দ চলিলা প্রভুর বন্দিয়া চরণ।
সব ভক্তগণ ঠাঁই আজ্ঞা মাগিলা ;
১০। বনপথে চলি চলি বারাণসী আইলা।
তপন মিশ্র, চন্দ্রশেখর, দোঁহারে মিলিলা ;
তাঁর ঠাঁই প্রভুর কথা সকল শুনিলা।
মথুরায় আসি মিলিলা সনাতনে ;
দুইজনের সঙ্গে দোঁহে আনন্দিত মনে।
সনাতন করাইল তাঁরে দ্বাদশাদি বন ;
গোকুলে রহিলা দোঁহে দেখি মহাবন।

১। রাগ করিয়া আমার উপর দোষ চাপাইয়া সন্ন্যাসী হইতে চাহিতেছে ? ২। প্রীতে—প্রীতি হেতু, অর্থাৎ জগদানন্দকে ত্যাগ করিয়া পারেন না, এতই তাঁহার উপর প্রীতি ; সেই প্রীতিবশতঃ। ৩। ক্রোধে যাহ বলি—অর্থাৎ কিছুতেই বৃন্দাবন যাইতে আজ্ঞা প্রদান করেন না, বারম্বার বলিলে ক্রোধ করিয়া বলেন 'যাও'। ৪। সহজেই—স্বাভাবিক আকর্ষণেই। ৫। আইকে—শচীমাতাকে।
৬। আয়—আগমন করুন্। সেইভাবে একবার শ্রীবৃন্দাবন দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসুন। ৭। আগে—বারাণসী ছাড়িয়া। ক্ষত্রিয়াদি সাথে—অর্থাৎ অস্ত্র-শস্ত্র-ধারী বলবান্ লোকের সঙ্গে। ৮। গৌড়ীয়া—গৌড়দেশীয় মনুষ্য। বাটপারে—যাহারা পথ ভুলাইয়া আয়ত্ত স্থানে লইয়া যায়, তাহাদিগকে বাটপার বলে, তাহাদিগের কার্য্যকে বাটপারি বলে। অর্থাৎ যদি কেবল মাত্র গৌড়দেশীয় লোক পায়, তবে তাহাদিগকে ভুলাইয়া লয়। ৯। স্বামী—অর্থাৎ প্রধান ব্যক্তি। ১০। বনপথ—যে পথে মহাপ্রভু বৃন্দাবন গমন করিয়াছিলেন।

১। সনাতনের গোফাতে দোঁহে রহেন এক ঠাঁই ;
পণ্ডিত পাক করেন দেবালয়ে যাই।
সনাতন ভিক্ষা করেন যাই মহাবনে ;
কভু দেবালয়ে, কভু ব্রাহ্মণ-সদনে।
২। সনাতন পণ্ডিতের করে সমাধান ;
মহাবনে ভিক্ষা করি দেন অন্ন-পান।
একদিন সনাতনে পণ্ডিত নিমন্ত্রিল ;
নিত্যকৃত্য করি তিঁহ পাক চড়াইল।
মুকুন্দ-সরস্বতী নাম সন্ন্যাসী মহাজনে ;
এক বহির্বাস তিঁহো দিল সনাতনে।
সনাতন সেই বস্ত্র মস্তকে বান্ধিয়া ;
জগদানন্দের বাস দ্বারে বসিলা আসিয়া।
৩। রাতুল বস্ত্র দেখি পণ্ডিত প্রেমাবিষ্ট হৈলা ;
মহাপ্রভুর প্রসাদ জানি তাঁহারে পুছিলা—
"কাঁহাতে পাইলে এই রাতুল বসন ?"
"মুকুন্দ সরস্বতী দিলেন"— কহে সনাতন।
শুনি পণ্ডিতের মনে ক্রোধ উপজিলা ;
ভাতের হাঁড়ি হাতে লঞা মারিতে আইলা।
সনাতন তাঁরে জানি লজ্জিত হইলা ;
বলিতে লাগিলা পণ্ডিত, হাণ্ডি চুলাতে ধরিলা
—"তুমি মহাপ্রভুর হও পার্ষদপ্রধান ;
তোমা সম মহাপ্রভুর প্রিয় নাহি আন্।
৪। অন্য সন্ন্যাসীর বস্ত্র তুমি ধর শিরে ;
কোন্ ঐছে হয় ? ইহা পারে সহিবারে ?"
সনাতন কহে—"সাধু পণ্ডিত মহাশয় !
চৈতন্যের তোমা সম প্রিয় কেহ নয়।
ঐছে চৈতন্যনিষ্ঠা যোগ্য তোমাতে ;
তুমি না দেখাইলে ইহা শিখিব কি মতে ?
৫। যাহা দেখিবারে বস্ত্র মস্তকে বান্ধিল ;
সেই অপূর্ব্ব প্রেম এই প্রত্যক্ষে দেখিল।
রক্তবস্ত্র বৈষ্ণবের পরিতে না যুয়ায় ;
কোন প্রবাসীকে দিব, কি কাজ উহায় ?"
পাক করি জগদানন্দ চৈতন্যে সমর্পিল ;
দুইজন বসি তবে প্রসাদ পাইল।
প্রসাদ পাই দুইজনে কৈল আলিঙ্গন ;
চৈতন্যবিরহে দোঁহে করিল ক্রন্দন।
এইমত মাস দুই রহিলা বৃন্দাবনে ;
চৈতন্যবিরহদুঃখ না যায় সহনে।
মহাপ্রভুর সন্দেশ কহিল সনাতনে—
'আমিহ আসিতেছি, রহিতে করহ এক স্থানে'।
জগদানন্দপণ্ডিত তবে আজ্ঞা মাগিল ;
সনাতন প্রভুকে কিছু বস্তু ভেট দিল।
রাসস্থলীর বালু আর গোবর্দ্ধনের শিলা ;
শুষ্ক পক্ব পীলুফল আর গুঞ্জামালা।
জগদানন্দপণ্ডিত চলিলা সবা লঞা ;
ব্যাকুল হৈলা সনাতন তাঁরে বিদায় দিয়া।
প্রভুর নিমিত্ত এক স্থান বিচারিল ;
দ্বাদশাদিত্য-টিলায় এক মঠ পাইল।
সেই স্থান রাখিল গোসাঞী সংস্কার করিয়া ;
মঠের আগে রাখিল এক চালি বান্ধিয়া।
শীঘ্র চলি নীলাচলে গেলা জগদানন্দ ;
সব ভক্ত সহ গোসাঞী পরম আনন্দ।
প্রভুর চরণ বন্দি সবারে মিলিলা ;
মহাপ্রভু তাঁরে দৃঢ় আলিঙ্গন কৈলা।
সনাতনের নামে পণ্ডিত দণ্ডবৎ কৈল ;
রাসস্থলীর ধূলি আদি সব ভেট দিল।

১। গোফা নিভৃতভজনস্থান। ২। পণ্ডিতের—জগদানন্দের। সমাধান—অর্থাৎ ভোজ্য দ্রব্যাদি অর্পণ করেন।
৩। রাতুল – রক্তবর্ণ। ৪। বস্ত্র—অর্থাৎ ধৃতবস্ত্র। কোন্ ঐছে হয়—এমন কে আছে অর্থাৎ মহাপ্রভুগণে।
৫। যাহা—অর্থাৎ তোমার চৈতন্যনিষ্ঠা।

সব দ্রব্য রাখিলেন, পীলু দিলেন, বাঁটিয়া ;
বৃন্দাবনের ফল বলি খাইল হৃষ্ট হঞা।
যে কেহ জানে আঁঠি চুষিতে লাগিল ;
যে না জানে গৌড়িয়া পীলু চাবাইয়া খাইল।
মুখে তার ঝাল গেল জিহ্বায় পড়ে লালা ;
বৃন্দাবনের পীলু খাইতে এই এক লীলা।
জগদানন্দের আগমনে সবার উল্লাস ;
এইমতে নীলাচলে প্রভুর বিলাস।

একদিন প্রভু যমেশ্বর টোটা যাইতে ;
সেইকালে দেবদাসী লাগিলা গাইতে।
গুর্জ্জরীরাগ লঞা সুমধুরস্বরে ;
২। গীতগোবিন্দ-পদ গায় জগমোহনেরে।
দূরে গান শুনি প্রভুর হইল আবেশ ;
স্ত্রী-পুরুষ কেবা গায় না জানি বিশেষ !
তারে মিলাবারে প্রভু আবেশে ধাইলা ;
৩। পথে সিজের বারি হয় ফুটিয়া চলিলা।
অঙ্গে কাঁটা লাগিল, কিছু না জানিল ;
আস্তেব্যস্তে গোবিন্দ তাঁর পাছেতে ধাইল।
ধাইয়া যায়েন প্রভু, স্ত্রী আছে অল্প দূরে ;
স্ত্রী-গান বলি গোবিন্দ প্রভু কৈল কোলে।
স্ত্রীনাম শুনিতে প্রভুর বাহ্য হইলা ;
৪। পুনরপি সেই পথে বাহুড়ি চলিলা।
প্রভু কহে—"গোবিন্দ ! আজি রাখিলে জীবন ;
স্ত্রীপরবশ হৈলে হৈত আমার মরণ।
এ ঋণ শোধিতে আমি নারিব তোমার।"
গোবিন্দ কহে "জগন্নাথ রাখেন, মুঁই কোন ছার"
প্রভু কহে—"গোবিন্দ ! মোর সঙ্গে রহিবা ;
যাঁহা তাঁহা মোর রক্ষায় সাবধান হৈবা।"
৫। এত বলি উলটি প্রভু গেলা নিজ স্থানে ;
শুনি মহাভয় পাইল স্বরূপাদি মনে।

এথা তপন মিশ্রের পুত্র রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য ;
প্রভুকে দেখিতে চলিলা ছাড়ি সর্ব্বকার্য্য।
কাশী হইতে চলিলা তিঁহো গৌরপথ দিয়া ;
সঙ্গে সেবক চলে তাঁর ঝালি সাজাইয়া।
পথে তাঁরে মিলিলা বিশ্বাস রামদাস ;
৬। বিশ্বাসখানার কায়স্থ তিঁহো রাজবিশ্বাস।
৭। সর্ব্বশাস্ত্রে প্রবীণ, কাব্যপ্রকাশ-অধ্যাপক ;
পরম বৈষ্ণব, রঘুনাথ উপাসক।
অষ্টপ্রহর রামনাম জপে রাত্রি দিনে ;
সর্ব্বত্যাগী চলিলা জগন্নাথ-দরশনে।
রঘুনাথ ভট্ট সনে পথেতে মিলিলা ;
ভট্টের ঝালি মাথে করি বহিয়া চলিলা।
নানা সেবা করি করে পাদ সম্বাহন ;
তাতে রঘুনাথের হয় সঙ্কুচিত মন।—
"তুমি বড় লোক পণ্ডিত মহাভাগবত ;
সেবা না করিহ সুখে চল মোর সাথ।"
রামদাস কহে—"আমি শূদ্র অধম ;
ব্রাহ্মণের সেবা এই মোর নিজ ধর্ম্ম।
সঙ্কোচ না কর তুমি তোমার আমি দাস ;
তোমার সেবা করিতে হয় হৃদয়ে উল্লাস।"
এত বলি ঝালি বহেন, করেন সেবনে ;
রঘুনাথের তারক মন্ত্র জপেন রাত্রিদিনে।

১। যমেশ্বর টোটা—যমেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ, তাঁহার টোটা—উদ্যান। দেবদাসী—ইহারা কুমারী থাকিয়া জগন্নাথের অগ্রে নৃত্য এবং গান করে। ২। জগমোহন—মন্দিরের বারেন্দা, দরদালান।
৩। সিজ—মনুহীবৃক্ষ। বারি—আবৃতি, বেড়া। ৪। বাহুড়ি—ফিরিয়া।
৫। উলটি—ফিরিয়া। ৬। বিশ্বাসখানা—খাজাঞ্চি খানা। রাজবিশ্বাস—রাজার বিশ্বাসপাত্র।
৭। কাব্য প্রকাশ—অলঙ্কার শাস্ত্র বিশেষের নাম।

এইমতে রঘুনাথ আইলা নীলাচলে ;
প্রভুর চরণে যাই মিলিলা কুতূহলে।
১। দণ্ডপ্রণাম করি ভট্ট পড়িলা চরণে ;
প্রভু রঘুনাথ জানি কৈল আলিঙ্গনে।
মিশ্র শেখরের দণ্ডবৎ জানাইলা ;
মহাপ্রভু, তাঁ'সবার বার্ত্তা পুছিলা।
২। "ভাল হৈল আইলা, দেখ কমললোচন ;
আজি আমার এথা করিবে প্রসাদ ভোজন।"
গোবিন্দেরে কহি এক বাসা দেওয়াইল ;
স্বরূপাদি ভক্তগণ সনে মিলাইল।
এইমত প্রভুসঙ্গে রহিলা অষ্টমাস ;
দিনে দিনে প্রভুর কৃপায় বাড়য়ে উল্লাস।
মধ্যে মধ্যে মহাপ্রভুর করেন নিমন্ত্রণ ;
ঘর ভাত করে আর বিবিধ ব্যঞ্জন।
রঘুনাথ ভট্ট পাকে অতি সুনিপুণ ;
যেই রান্ধে সেই হয় অমৃতের সম !
পরম সন্তোষে প্রভু করেন ভোজন ;
প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র ভট্টের ভক্ষণ।
রামদাস বিশ্বাস যদি প্রভুরে মিলিলা ;
মহাপ্রভু অধিক তারে কৃপা না করিলা।
৩। অন্তরে মুমুক্ষু তিঁহো বিদ্যাগর্ব্ববান্ ;
সর্ব্বচিত্তজ্ঞাতা প্রভু সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ !
রামদাস কৈল তবে নীলাচলে বাস ;
৪। পট্টনায়কের গোষ্ঠীকে পড়ায় কাব্যপ্রকাশ।
অষ্টমাস রহি প্রভু ভট্টে বিদায় দিল ;
"বিবাহ না করিও" বলি নিষেধ করিল।
৫। "বৃদ্ধ মাতা পিতার যাই করহ সেবন ;
বৈষ্ণব পাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন।

পুনরপি একবার আসিও নীলাচলে।"
এত বলি কণ্ঠমালা দিল তাঁর গলে।
আলিঙ্গন করি প্রভু বিদায় তাঁরে দিলা ;
প্রেমে গর-গর ভট্ট কান্দিতে লাগিলা।
স্বরূপ আদি ভক্ত ঠাঞি আজ্ঞা মাগিয়া ;
বারাণসী আইল ভট্ট প্রভু-আজ্ঞা পাঞা।
চারি বৎসর ঘরে পিতা-মাতা সেবা কৈলা ;
বৈষ্ণব-পণ্ডিত ঠাঞি ভাগবত পড়িলা।
পিতা-মাতা কাশী পাইলে উদাসীন হঞা ;
পুনঃ প্রভুর ঠাঞি আইলা গৃহাদি ছাড়িয়া।
পূর্ব্ববৎ অষ্টমাস প্রভু পাশে ছিলা ;
অষ্টমাস রহি প্রভু পুনঃ আজ্ঞা দিলা।—
"আমার আজ্ঞায় রঘুনাথ যাও বৃন্দাবনে ;
তাঁহা যাই রহ রূপ-সনাতন-স্থানে।
ভাগবত পড় সদা লও কৃষ্ণনাম ;
অচিরে করিবেন কৃপা কৃষ্ণ-ভগবান্।"
—এত বলি প্রভু তাঁরে আলিঙ্গন কৈলা ;
প্রভুর কৃপায় কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হৈলা।
৬। জগন্নাথের চৌদ্দ হাত তুলসীর মালা ;
ছুটাপানবিড়া মহোৎসবে পাঞা ছিলা।
সেই মালা ছুটাপান প্রভু তাঁরে দিলা ;
ইষ্টদেব করি মালা ধরিয়া রাখিলা।
প্রভু ঠাঁই আজ্ঞা লঞা গেলা বৃন্দাবনে ;
আশ্রয় করিলা আসি রূপ-সনাতনে।
রূপ গোসাঞীর সভায় করে ভাগবত পঠন ;
৭। ভাগবত পড়িতে প্রেমে আলায় তাঁর মন।
অশ্রু-কম্প-গদ্‌গদ প্রভুর কৃপাতে ;
নেত্ররোধ করে বাষ্প, না পারে পড়িতে।

১। দণ্ডপ্রণাম—ভূমিষ্ঠ হইয়া দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম। ২। কমললোচন—জগন্নাথদেব। ৩। মুমুক্ষু—মুক্তিকামী। মুমুক্ষা কৈতব, তাহা থাকিলে কথনই শুদ্ধভক্ত হইতে পারে না। ৪। পট্টনায়ক—রাজার প্রধান কর্ম্মচারী। ৫। যাই—যাইয়া।
৬। তুলসী—তুলসী পত্র এবং মঞ্জরী। ছুটাপানবিড়া—মসলাদি রহিত বদ্ধ তাম্বুল গুচ্ছ। ইহা সম্মানার্থ প্রদত্ত হইয়া থাকে।
৭। আলায়—অর্থাৎ অধীর হয়।

পিকস্বর কণ্ঠ তাতে রাগের বিভাগ ;
১। এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় তিন চারি রাগ।
কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য যবে পড়ে শুনে ;
প্রেমে বিহ্বল হয় তবে কিছুই না জানে।
গোবিন্দ-চরণে কৈল আত্মসমর্পণ ;
গোবিন্দ চরণারবিন্দ যাঁর প্রাণধন।
নিজশিষ্যে কহি গোবিন্দের মন্দির করাইল ;
বংশীমকরকুণ্ডলাদি ভূষণ করি দিল।
গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনেন, না কহেন জিহ্বায় ;
কৃষ্ণকথা পূজাদিতে অষ্টপ্রহর যায়।
বৈষ্ণবের নিন্দ্য কর্ম্ম নাহি শুনে কাণে ;
সবে কৃষ্ণভজন করে এইমাত্র জানে।
২। মহাপ্রভুর দত্ত মালা মননের কালে ;
৩। প্রসাদ কড়ার সহ বান্ধি লন্ গলে।
মহাপ্রভুর কৃপায় কৃষ্ণপ্রেম অনর্গল ;
এইত কহিল তাঁতে চৈতন্য কৃপাফল।
জগদানন্দের কহিল বৃন্দাবনে আগমন ;
তার মধ্যে দেবদাসীর গান-শ্রবণ।
৪। মহাপ্রভুর রঘুনাথে কৃপাপ্রেমফল ;
এক পরিচ্ছেদে তিন কথা কহিল সকল।
যে এই সব কথা শুনে শ্রদ্ধা করি ;
৫। তারে কৃষ্ণপ্রেমধন দেন গৌরহরি ;
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ;
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

১। ফিরায়—আলাপচারি করেন। ২। মনন—লীলা স্মরণ। ৩ প্রসাদ কড়ার—জগন্নাথের নির্মাল্য চন্দন।
৪। রঘুনাথে—রঘুনাথ ভট্টাচার্য্যে। ৫। কৃষ্ণপ্রেমধন—কৃষ্ণবিষয়ক প্রেম রূপ ধন।

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে জগদানন্দ-বৃন্দাবনগমনং নাম
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদঃ॥

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

কৃষ্ণবিচ্ছেদবিভ্রান্ত্যা মনসা বপুষা ধিয়া।
যদযদ্ব্যধত্ত গৌরাঙ্গস্তল্লেশঃ কথ্যতেঽধুনা ॥১॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য ! স্বয়ংভগবান্ ;
জয় জয় গৌরচন্দ্র ! ভক্তগণপ্রাণ।
জয় জয় নিত্যানন্দ ! চৈতন্যজীবন ;
জয়াদ্বৈতাচার্য্য ! জয় গৌরপ্রিয়তম !

কৃষ্ণবিচ্ছেদেতি। শ্রীগৌরাঙ্গঃ কৃষ্ণস্য বিচ্ছেদেন বিরহেন যা বিভ্রান্তিঃ ভ্রমময়ী অবস্থা তয়া হেতুভূতয়া মনসা সঙ্কল্পবিকল্পাত্মিকয়া অন্তঃকরণবৃত্ত্যা তথা ধিয়া বপুষা কায়েন তথা বিচারনিশ্চয়াত্মিকয়া অন্তঃকরণবৃত্ত্যা যদযদ্ভাব-চেষ্টাদিকং ব্যধত্ত চকার, তস্য তস্য চ লেশঃ যৎকিঞ্চিদিত্যর্থঃ, কথ্যতে বাক্যপ্রবন্ধেনোচ্যত ইত্যর্থঃ। গৌরাঙ্গ ইতি তদানীন্তনী বিচ্ছেদজনিতপাণ্ডিমাভিব্যক্তিঃ সূচিতা ॥ ১ ॥

কৃষ্ণবিচ্ছেদজনিত ভ্রান্তিহেতু গৌরাঙ্গমহাপ্রভু মন, শরীর এবং বুদ্ধি দ্বারা যে যে ভাবচেষ্টাদি করিয়াছিলেন, এইক্ষণে তাহার যৎকিঞ্চিৎ বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম ॥ ১ ॥

জয় স্বরূপ-শ্রীবাসাদি প্রভুভক্তগণ !
১। শক্তি দেহ—করি যেন চৈতন্য বর্ণন।
প্রভুর বিরহোন্মাদ ভাবগম্ভীর ;
বুঝিতে না পারে কেহ যদ্যপি হয় ধীর।
বুঝিতে না পারি যাহা বর্ণিতে কে পারে ?
সেই বুঝে বর্ণে, চৈতন্য শক্তি দেন যারে।
স্বরূপ গোসাঞী আর রঘুনাথদাস :
২। এ দোঁহার কড়চাতে এ লীলা প্রকাশ।
৩। সেকালে এই দুই রহে মহাপ্রভুর পাশে ;
আর সব কড়চাকর্ত্তা রহে দূরদেশে।
৪। ক্ষণে ক্ষণে অনুভবি এই দুইজন ;
৫। সংক্ষেপ বাহুল্যে করে কড়চা গ্রন্থন।
৬। স্বরূপ সূত্রকর্ত্তা, রঘুনাথ বৃত্তিকার ;
তার বাহুল্য বর্ণি পাঁজিটীকা ব্যবহার।
তাতে বিশ্বাস করি শুন ভাবের বর্ণন ;
হইবে ভাবের জ্ঞান, পাইবে প্রেমধন।
কৃষ্ণ মথুরায় গেলে গোপীর যে দশা হইল ;
৭। কৃষ্ণবিচ্ছেদে প্রভুর সে দশা উপজিল।
উদ্ধব-দর্শনে যৈছে রাধার বিলাপ ;
ক্রমে ক্রমে হৈল প্রভুর সে উন্মাদ-বিলাপ।
রাধিকার ভাবে প্রভুর সদা অভিমান ;
সেই ভাবে আপনাকে হয় রাধা জ্ঞান।
দিব্যোন্মাদে ঐছে হয়, কি ইহা বিস্ময় ?
৮। অধিরূঢ়ভাবে দিব্যোন্মাদ প্রলাপ হয়।

তথাহি **উজ্জ্বলনীলমণৌ** স্থায়িভাবে সপ্তত্রিংশাধিকশতশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং ;—

এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামপ্যুপেয়ুষঃ,
ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্য্যতে
উদ্ঘূর্ণাচিত্রজল্পাদ্যাস্তদ্ভেদা বহবো মতাঃ ॥২॥

এক দিন মহাপ্রভু করিয়াছেন শয়ন ;
কৃষ্ণ রাসলীলা করে দেখেন স্বপন।
ত্রিভঙ্গসুন্দর দেহ মুরলীবদন ;
পীতাম্বর বনমালা মদনমোহন।

এতস্যেতি। এতস্য মোহন আখ্যা যস্য তস্য মোদনাখ্যস্য অধিরূঢ়মহাভাববিশেষস্য কামপি গতিমবস্থামুপেয়ুষঃ প্রাপ্তস্য সতঃ ভ্রমস্যেবাভা যস্যাঃ সা কাপি বৈচিত্রীসহৃদয়চমৎকারিতা সম্পাদকোঽবস্থাবিশেষঃ দিব্যোন্মাদ ইতীর্য্যতে কথ্যতে। উদ্ঘূর্ণাচিত্রজল্পাদ্যা বহবস্তদ্ভেদা দিব্যোন্মাদভেদামতাঃ ॥ ২ ॥

এই মোহন নামক অধিরূঢ় মহাভাব (মোদন) কোন অবস্থা বিশেষ প্রাপ্ত হইলে তাহার ভ্রম সদৃশী কোন বৈচিত্র্য অর্থাৎ সহৃদয়ের চমৎকারিতা সম্পাদক যে অবস্থা বিশেষ, তাহাকে দিব্যোন্মাদ বলে। উদ্ঘূর্ণা চিত্রজল্পাদিভেদে সেই দিব্যোন্মাদ বহুবিধ ॥ ২ ॥

১। চৈতন্য বর্ণন—চৈতন্যদেবের ভাব চেষ্টাদি বর্ণন। ২। কড়চা—স্মরণার্থ সংক্ষিপ্ত লিপি, খসড়া।

৩। সে কালে—বিরহোন্মাদ সময়ে। এই দুই—স্বরূপ গোস্বামী ও রঘুনাথ দাস। আর সব—মুরারি গুপ্ত প্রভৃতি।

৪। অনুভবি—অনুভব করিয়া। ৫। সংক্ষেপ বাহুল্যে—একজন সংক্ষেপে, একজন বিশদভাবে।

৬। সূত্রকর্ত্তা—অর্থাৎ অল্পাক্ষরে লিখিয়াছেন। বৃত্তিকার—অর্থাৎ স্বরূপ অপেক্ষা বিবৃত করিয়া লিখেন। পাঁজী টীকা ব্যবহার—কলাপ ব্যাকরণের পঞ্জিকা নাম্নী এক খানি টীকা আছে, ব্যাকরণের সূত্র ও বৃত্তিতে যাহা ব্যক্ত হয় নাই, টীকাকার সেই সকল কথা ব্যক্ত রূপে লিখিয়া মূলগ্রন্থের অভাব দূর করিয়াছেন। আমিও সেই পঞ্জিকাকারের ব্যবহারানুসারে বাহুল্য করিয়া লিখিতেছি।

৭। উপজিল—উৎপন্ন হইল। ৮। অধিরূঢ় ভাবে—অধিরূঢ় মহাভাবে। প্রলাপ—অনর্থক বচন।

মোদন ও মাদন ভেদে অধিরূঢ় মহাভাব দ্বিবিধ। মোদন নামক অধিরূঢ় মহাভাব রাধিকা যূথব্যতীত অন্যত্র প্রকাশ পায় না। এই মোদনকে বিচ্ছেদদশাতে মোহন বলা যায়। বিরহবৈবশ্য হেতু যাহাতে সমস্ত সাত্বিক সূদ্দীপ্তভাবে প্রকাশ পায়। দিব্যোন্মাদ প্রভৃতি যাহার অনুভাব। এই মোহন শ্রীবৃষভানুনন্দিনীতেই বাহুল্যভাবে উদিত হইয়া থাকে। ইহার সকল কার্য্যই মোহবশতঃ সম্যক্‌রূপে বিলক্ষণ হইয়াছে। এ বিষয়ের বিশেষ জানিতে ইচ্ছা হইলে মধ্যলীলার ত্রয়োবিংশতিতম পরিচ্ছেদে ৫৫৮ পৃষ্ঠায় টিপ্পনী দেখিবেন। ২ ॥

মণ্ডলীবন্ধে গোপীগণ করেন নর্ত্তন ;
মধ্যে রাধাসহ নাচে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
১। দেখি প্রভু সেই রসে আবিষ্ট হইলা ;
'বৃন্দাবনে কৃষ্ণ পাইনু'—এই জ্ঞান কৈলা।
২। প্রভুর বিলম্ব দেখি গোবিন্দ জাগাইলা ;
৩। জাগিলে স্বপ্ন জ্ঞান হৈল, প্রভু দুঃখী হৈলা।
৪। দেহাভ্যাসে নিত্যকৃত্য করি সমাপন ;
৫। কালে যাই কৈল জগন্নাথ দরশন।
যাবৎকাল দর্শন করে গরুড়ের পাছে ;
প্রভুর আগে দর্শন করে লোক লাখে-লাখে।
উড়িয়া এক স্ত্রী ভিড়ে দর্শন না পাঞা ;
গরুড়ে চড়ি দেখে প্রভুর স্কন্ধে পদ দিয়া।
৬। দেখি গোবিন্দ আস্তেব্যস্তে সেই স্ত্রীকে বর্জিল
তারে নামাইতে প্রভু গোবিন্দে নিষেধিল।
৭। "আদিবস্যা ! এই স্ত্রীকে না কর বর্জ্জন ;
৮। করুক যথেষ্ট জগন্নাথ দরশন।"
আস্তেব্যস্তে সেই নারী ভূমিতে নামিল ;
মহাপ্রভুকে দেখি তাঁর চরণ বন্দিল।
তার আর্ত্তি দেখি প্রভু কহিতে লাগিলা—
"এত আর্ত্তি জগন্নাথ আমারে না দিলা।
জগন্নাথে আবিষ্ট ইহার তনু-মন-প্রাণে ;
মোর স্কন্ধে পদ দিয়াছে তাহা নাহি জানে।
অহো ! ভাগ্যবতী এই, বন্দি ইহার পায় ;
ইহার প্রসাদে ঐছে আর্ত্তি আমার বা হয়।
পূর্ব্বে আমি যবে কৈল জগন্নাথ দরশন ;
জগন্নাথ দেখি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
স্বপ্নে দর্শনাবেশে তদ্রূপ হৈল মন ;
যাঁহা তাঁহা দেখি সর্ব্বত্র মুরলীবদন।"
এবে যদি স্ত্রীকে দেখি প্রভুর বাহ্য হৈল ;
৯। জগন্নাথ বলরামের স্বরূপ দেখিল।
কুরুক্ষেত্রে দেখি কৃষ্ণ ঐছে হৈল মন ;
১০। কাঁহা কুরুক্ষেত্রে আইলাম ? কাঁহা বৃন্দাবন ?
১১। প্রাপ্ত রত্ন হারাইলা, ঐছে ব্যগ্র হৈলা ;
বিষণ্ণ হইয়া প্রভু নিজ বাসা আইলা।

১। আবিষ্ট হইলা—মিশিয়া গেলেন। ২। বিলম্ব—নিদ্রাভঙ্গের বিলম্ব। ৩। দুঃখী হইলা—যথা পতাকা গ্রন্থে বলিয়াছেন—

বিয়োগাবস্থাসু প্রিয়জন সদৃক্ষানুভবনং, ততশ্চিত্রং কর্ম্ম স্বপনসময়ে দর্শনমপি।
তদঙ্গস্পৃষ্টানামুপনতবতাং দর্শনমপি, প্রতীকারোঽনঙ্গব্যথিতমনসাং কোঽপি গদিতঃ ॥

প্রিয়জনের সদৃশ বস্তুর অনুভব, চিত্র কর্ম্ম, স্বপ্নসময়ে দর্শন এবং প্রিয়জনের অঙ্গস্পৃষ্ট হইয়া উপনীতের সন্দর্শন, বিয়োগাবস্থাতে অনঙ্গব্যথিতমনার পূর্ব্বোক্ত চারিটী প্রতীকার উক্ত হইয়াছে। অতএব স্বপ্নে প্রিয়জনের দর্শন বিরহাবস্থায় দুঃখের শান্তি করে বলিয়াই মহাপ্রভু স্বপ্নে রাস দর্শন করিতেছিলেন, এমন সময় নিদ্রাভঙ্গে তাহার ব্যাঘাত হওয়ায়, দুঃখী হইলেন।

৪। দেহাভ্যাসে—যে দেহ দ্বারা প্রথম হইতে যে কার্য্য অভ্যস্ত হয়, পরে সেই দেহে অভিনিবেশ না থাকিলেও পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ সেই দেহ দ্বারা সেই কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। অতএব মহাপ্রভুর পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ দেহ দ্বারা স্নানাদি নিত্যকৃত্য নির্ব্বাহ হইত। ৫। কালে—প্রতি দিন যে সময়ে দর্শন করিয়া থাকেন। ৬। বর্জ্জিল—সরাইয়া দিল। ৭। আদিবস্যা—ইহার অর্থ (১০) পরিচ্ছেদের (৭৭৩) পৃষ্ঠায় দেখুন।

৮। যথেষ্ট—আশা মিটাইয়া।

৯। স্বরূপ দেখিল—পূর্ব্বে জগন্নাথ দর্শন সময়ে মনে এই ভাব উদিত হইয়াছিল যে, আমি কুরুক্ষেত্র যাত্রায় আসিয়া কৃষ্ণকে লাভ করিলাম ; এই আবেশে জগন্নাথ দর্শন করিতেছিলেন, স্ত্রীকে দেখিয়া বাহ্যানুসন্ধান হওয়ায়, জগন্নাথ ও বলরামের স্বরূপ অর্থাৎ দারুব্রহ্মরূপ দেখিলেন।

১০। কাঁহা ইত্যাদি—আমি যে কুরুক্ষেত্রে আসিয়া কৃষ্ণকে দেখিলাম, এখন সে কুরুক্ষেত্রই বা কোথায় এবং স্বপ্নে যে বৃন্দাবনে গমন করিয়া রাসমণ্ডলীতে কৃষ্ণ দর্শন করিলাম, সে বৃন্দাবনই বা কোথায়।

১১। প্রাপ্ত রত্ন—প্রথমতঃ স্বপ্নে বৃন্দাবনে কৃষ্ণরূপ রত্নের লাভ করিয়া, পরে স্বপ্ন ভঙ্গে হারাইলেন। পুনর্ব্বার কুরুক্ষেত্রে অর্থাৎ জগন্নাথ দর্শনে ইহাই বোধ হইল, যাহা বৃন্দাবনে হারাইয়াছিলাম সেই কৃষ্ণ রত্ন পুনর্ব্বার কুরুক্ষেত্রে আসিয়া পাইলাম। পুনর্ব্বার স্ত্রী দর্শনে বাহ্যানুসন্ধান হইলে বোধ করিলেন, বহুকষ্টে প্রাপ্ত হারাণ রত্ন আবার হারাইলাম। এইস্থানে হর্ষের শান্তি এবং বৈয়গ্র্য ও বিষাদ এই ভাবদ্বয়ের সন্ধি হইল।

১। ভূমি উপর বসি নিজ নখে ভূমি লিখে ;
২। অশ্রুগঙ্গা নেত্রে বহে কিছুই না দেখে।
৩। "পাইনু বৃন্দাবননাথ, পুনঃ হারাইনু ;
কে মোর নিলেক কৃষ্ণ ? কাঁহা মুঞি আইনু ?"
৪। স্বপ্নাবেশে প্রেমে প্রভুর গর-গর মন ;
বাহ্য হৈলে হয় যেন হারাইনু ধন।
৫। উন্মত্তের প্রায় প্রভু করে গান-নৃত্য ;
দেহের স্বভাবে করে স্নান-ভোজন কৃত্য।
রাত্রি হৈলে স্বরূপ রামানন্দে লঞা ;
৬। আপন মনের ভাব কহে উঘারিয়া।

তথাহি গোস্বামিপাদোক্তশ্লোকঃ—

প্রাপ্তপ্রণষ্টাচ্যুতবিত্ত আত্মা,
যযৌ বিষাদোজ্মিতদেহগেহঃ।
গৃহীতকাপালিকধর্ম্মকো মে,
বৃন্দাবনং সেন্দ্রিয়শিষ্যবৃন্দঃ ॥৩॥

যথা রাগ।

৭। প্রাপ্তরত্ন হারাইয়া, তার গুণ সঙরিয়া,
মহাপ্রভু সন্তাপে বিহ্বল ;
রায় স্বরূপের কণ্ঠে ধরি, কহে 'হাহা হরি হরি,'
ধৈর্য্য গেল হইল চাপল।
"শুন বান্ধব ! কৃষ্ণের মাধুরী !

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ স্বরূপরামানন্দৌ প্রত্যাহ—প্রাপ্তেতি। প্রাপ্তং পুনর্নষ্টং অদৃষ্টং অচ্যুতএব বিত্তং যেনেতি স তথা ততোবিষাদেন উজ্মিতং উজ্ঝিতপ্রায়ং দেহ এব গেহং যেন স, তথা গৃহীতঃ কাপালিকস্য ধর্ম্মোবেগস্বভাবাদি-কোয়েন স মে আত্মা মনঃ ইন্দ্রিয়াণ্যেব শিষ্যবৃন্দানি তৈঃ সহ বর্ত্তমানঃ সেন্দ্রিয়শিষ্যবৃন্দঃ তৈঃ সার্দ্ধং বৃন্দাবনং যযৌ। কাপালিকো হি যথা গৃহং বিহায় অস্থিভস্মাদিভূষিতঃ শিষ্যৈঃ সার্দ্ধং পর্য্যটন্তি তদ্বদিতি তদংশমাত্রে দৃষ্টান্তঃ ॥ ৩ ॥

আমার মন, বহুযত্নে প্রাপ্ত অচ্যুত-রত্ন পুনর্ব্বার হারাইয়া, দেহ-রূপ গৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাপালিকের ব্রত অবলম্বন করতঃ ইন্দ্রিয়রূপ-শিষ্যবর্গের সহিত বৃন্দাবনে গমন করিয়াছে ॥ ৩ ॥

১। নখে ভূমি লেখে—অভীষ্টের অপ্রাপ্তি এবং অনিষ্টের প্রাপ্তি জনিত বিচারকে চিন্তা বলে। সেই চিন্তা-রূপ সঞ্চারি-ভাবের অনুভাব ভূমি-লিখন। এই চিন্তা, প্রবাস-বিপ্রলম্ভের প্রাথমী দশা। এ স্থানেও বৈয়গ্র্য, বিষাদ এবং চিন্তা এই ভাবত্রয়ের সন্ধি হইয়াছে। ২। অশ্রুগঙ্গা—এই অশ্রুতে উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা হওয়ায় ইহাকে সুদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক বলে।

৩। পাইনু ইত্যাদি—এই সকল প্রলাপ (অনর্থক) বচন উন্মাদ নামক সঞ্চারি-ভাবের অনুভাব।

৪। গরগর মন—অর্থাৎ স্বপ্নাবেশে কৃষ্ণ-সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। ভাবের সন্ধি-সাবল্যাদি অনুভবি পাঠক অনুভব করিবেন। সে সকল লিখিতে হইলে গ্রন্থ বড়ই বিস্তৃত হইয়া যায়। তবে স্থানে স্থানে ভাবের উট্টঙ্কন এবং মধ্যে মধ্যে শাবল্যাদি প্রকাশ করা হইয়াছে।

৫। প্রায়—সদৃশ। উন্মাদ—বয়োগুণের কার্য্য, তাহা গুণাতীতে সম্ভাবিত হয় না। এজন্য 'প্রায়' বলিবেন।

৬। উঘারিয়া—উদ্ঘাটিত করিয়া, খুলিয়া।

৭। প্রাপ্তরত্ন—পুনঃপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণ রূপরত্ন। সঙরিয়া—স্মরণ করিয়া। হরি হরি—এই শব্দটী খেদবাচক। ধৈর্য্যগেল হইল চাপল—পূর্ব্বে স্বপ্নে বৃন্দাবনে রাসলীলা দর্শনে এবং জগন্নাথ দর্শনে বোধ হইয়াছিল যে কুরুক্ষেত্রে আসিয়া কৃষ্ণ দর্শন করিলাম, তাহাতে ধৈর্য্য অর্থাৎ ধৃতিলাভ করিয়াছিলেন। অতঃপর জাগরণ এবং বাহ্যানুসন্ধানে পুনর্ব্বার কৃষ্ণবিরহের স্ফুরণ হওয়ায়, চাপল নামক সঞ্চারি-ভাবের উদয় হইল। রাগদ্বেষাদি জনিত চিত্তলাঘবকে চাপল বলে। অবিচার, পারুষ্য এবং স্বচ্ছন্দাচরণ প্রভৃতি তাহার চেষ্টা। এইস্থানে বর্ণিত ধৃতির শান্তি এবং চাপলের উৎপত্তি হইল।

কাপালিকধর্ম্ম বৈদিকধর্ম্মবিরুদ্ধ, মহাভৈরবোক্ত মোহনার্থক তন্ত্রানুসারে ইহাদিগের উপাসনা। ইহারা কর্ণে মহাশংখ অর্থাৎ চণ্ডালের কপালাস্থির কুণ্ডলধারণ, অলাবুপাত্র ধারণ, স্কন্ধে ঝুলি, চিতাভস্ম ধারণ, সুরাপানার্থ নরকপাল হস্তে ধারণ, নরাস্থিনির্ম্মিত ভূষণ ধারণ এবং শিষ্যবর্গ সঙ্গে করিয়া সর্ব্বত্র পর্য্যটন এবং ভিক্ষাদ্বারা প্রাণধারণ করিয়া থাকে। কাপালিনীর উচ্ছিষ্ট সুরা-পান করে। ইহারা এই শরীরেই সিদ্ধ হইয়া মহেশসারূপ্য প্রাপ্ত হইয়া এবং পার্ব্বতী-সদৃশ-স্ত্রী লাভ করিয়া সুখে বিহার করে। ইহাই কাপালিক-মতে মুক্তি, মহাপ্রভু দিব্যোন্মাদ বশতঃ সেই কাপালিক ধর্ম্মের সদৃশ মনের বেগ দেখাইয়া বলিতেছেন ॥ ৩ ॥

১। যার লোভে মোর মন, ছাড়িলেক বেদধর্ম্ম,
যোগী হঞা হইল ভিখারী ॥ ধ্রু॥
২। কৃষ্ণলীলা মণ্ডল, শুদ্ধ শঙ্খকুণ্ডল,
গড়িয়াছে শুক কারিকর ;
সেই কুণ্ডল কাণে পরি, তৃষ্ণালাউ থালি ধরি,
আশাঝুলি স্কন্ধের উপর।
৩। চিন্তাকাস্থা উড়ে গায়, ধূলিবিভূতিমলিনকায়
'হাহা! কৃষ্ণ' প্রলাপ উত্তর ;
৪। উদ্বেগ দ্বাদশ হাতে, লোভের ঝুলনী মাথে,
ভিক্ষাভাবে ক্ষীণ কলেবর।
ব্যাস শুকাদি যোগিগণ, কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন,
ব্রজে তাঁর যত লীলাগণ ;
ভাগবতাদি শাস্ত্রগণে, করিয়াছেন বর্ণনে,
সেই তর্জ্জা পড়ি অনুক্ষণ।

৫। দশেন্দ্রিয় শিষ্য করি, মহাবাউল নাম ধরি,
শিষ্য লঞা করিল গমন ;
মোর দেহ স্বসদন, বিষয় ভোগ মহাধন,
সব ছাড়ি গেলা বৃন্দাবন।
৬। বৃন্দাবনে প্রজাগণ, যত স্থাবর-জঙ্গম,
বৃক্ষলতা-গৃহস্থ আশ্রমে ;
তার ঘরে ভিক্ষাটন, ফল মূল পত্রাশন,
এই বৃত্তি করে শিষ্যসনে।
৭। কৃষ্ণগুণ-রূপরস, শব্দ-গন্ধ পরশ,
সে সুধা আস্বাদে গোপীগণ ;
তাঁ'সবার গ্রাস শেষে, আনি পঞ্চেন্দ্রিয় শিষ্যে,
সে ভিক্ষায় রাখিল জীবন।
শূন্য কুঞ্জ মণ্ডপ কোণে, যোগাভ্যাস কৃষ্ণধ্যানে
তাঁহা রহে লঞা শিষ্যগণ ;

১। বেদধর্ম্ম—কাপালিকেরাও বেদধর্ম্ম ত্যাগ করে, আমার মনও কর্ম্মকাণ্ডরূপ বেদধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে।

২। কাপালিকেরা কর্ণে মহাশঙ্খের কুণ্ডল ধারণ করে, কিন্তু তাহা শুদ্ধ নয়, আমার মন কৃষ্ণলীলারূপ বিশুদ্ধ শঙ্খকুণ্ডল কর্ণে অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়ে ধারণ করিয়াছে। তাহারা অলাবুপাত্র ধারণ করে, আমার মন শ্রীকৃষ্ণবিষয়িণী তৃষ্ণারূপ লাউথালি (অলাবুপাত্র) ধারণ করিয়াছে। তাহারা স্কন্ধে ঝুলি ধারণ করিয়া থাকে, আমার মন আশারূপ ঝুলি ধারণ করিয়াছে।

৩। চিন্তাকান্থা—তাহারা কান্থাদ্বারা গাত্র আবৃত করে, আমার মনও চিন্তারূপ কান্থা জড়াইয়াছে। তাহাদিগের চিতাভস্ম বিভূতি, আমার মনেরও পথের ধূলি বিভূতি। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে, হাহা কৃষ্ণ এইরূপ প্রলাপ অনর্থক বচনই উত্তর। উদ্বেগ দ্বাদশ হাতে—এই পাঠটী সকল পুস্তকেই দেখা যায়, কিন্তু ইহার কোন বিশেষ অর্থ দেখা যায় না। অনেকেই প্রহেলিকার ন্যায় অনেক প্রকার অর্থ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষতঃ তাদৃশ রসজ্ঞ কবির এতাদৃশ শব্দ প্রয়োগ কখনই হইতে পারে না। বোধ হয় এ পাঠটী লিপিকর প্রমাদজনিত ; কিন্তু উদ্বেগাদিদশা হাতে এই পাঠ হইলে এস্থানে সুসঙ্গত হয়। প্রোষিতভর্ত্তৃকাদিগের বহুতর সকারিভাবের সম্ভাবনা হইলেও প্রাচীনেরা যে দশটী দশা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে উদ্বেগাদি দশাহস্তে নরকপাল স্বরূপ।

৪। ঝুলনী—মস্তকাচ্ছাদন বস্ত্র বিশেষ। আত্মা—সর্ব্বাশ্রয়। নিরঞ্জন—উপাধিশূন্য। তর্জ্জা—প্রবন্ধ। পড়ি—পড়িয়া, পাঠ করিয়া।

৫। মহাবাউল—মহবাতুল, ক্ষিপ্ত। ৬। বৃন্দাবনে ইত্যাদি—স্থাবর জঙ্গম-বৃক্ষলতাদিরূপ গৃহস্থ, তাহাদিগের আশ্রমে। যেমন কাপালিক গৃহীর আশ্রমে ভিক্ষা করে তদ্রূপ।

৭। কৃষ্ণগুণ ইত্যাদি—রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ এবং স্পর্শস্বরূপ, যে কৃষ্ণগুণ গোপীগণ আস্বাদন করেন, তাহাদিগের ভুক্তাবশেষ চক্ষু, জিহ্বা, কর্ণ, নাসিকা, এবং ত্বক্‌রূপশিষ্যগণ আনয়ন করিয়া মনকে অর্পণ করে ও মন সেই গুণরূপসুধা পান করেন। যেমন কাপালিক শিষ্যগণ সুধা (অর্থাৎ সুরা) আনয়ন করিয়া নিজ গুরুকে অর্পণ করেন, কাপালিক নরকপালে করিয়া কাপালিনী বদনোচ্ছিষ্টাবশেষ পান করেন। তদ্রূপ শিষ্যগণরূপ ইন্দ্রিয়গণ সমানীত গোপীগণের ভুক্তাবশিষ্ট রূপ-রসাদি-কৃষ্ণগুণরূপ সুধা, উদ্বেগাদি পাত্রে করিয়া, মন ভোগ করে। ইহাতে প্রোষিত ভর্তৃকার দশ দশা বর্ণিত হইয়াছে। যথা 'চিন্তা কান্থা' ইতি চিন্তা। 'ধ্যানে রাত্রিকরে জাগরণ' ইতি জাগরণ। মনের কম্পকে উদ্বেগ বলে, দীর্ঘনিশ্বাস, চাপল, স্তম্ভ, চিন্তা, অশ্রু, বৈবর্ণ্য এবং স্বেদাদি তাহার চেষ্টা এই প্রলাপবাক্যে সর্ব্বত্রই উদ্বেগের চেষ্টা ব্যক্ত আছে। তানব—শরীরের ক্ষীণতা। 'ভিক্ষাভাবে ক্ষীণ কলেবর' এই স্থানে তানব বলা হইয়াছে। 'ধূলি বিভূতি মলিনকায়' এইস্থানে মলিনাঙ্গতা। 'প্রলাপ উত্তর' এই স্থানে প্রলাপ। 'সন্তাপে বিহ্বল' এইস্থানে ব্যাধি ; অভীষ্টের অলাভে শরীরের পাণ্ডুতা এবং উত্তাপকে ব্যাধি বলে। 'মহা বাউলরূপ ধরি'—ইহাতে উন্মাদ। 'যোগাভ্যাস কৃষ্ণ ধ্যানে' ইহাতে মোহ। 'শূন্য মোর শরীর আলয়' ইহাতে মৃত্যু। এ স্থানে মরণোদ্যমকে মৃত্যু বলে।

কৃষ্ণ আত্মা নিরঞ্জন, সাক্ষাৎ দেখিতে মন,
ধ্যানে রাত্রি করে জাগরণ।
মন কৃষ্ণ বিয়োগী, দুঃখে মন হৈল যোগী,
সে বিয়োগে দশ দশা হয় ;
সে দশায় ব্যাকুল হঞা, মন গেল পলাইয়া,
শূন্য মোর শরীর আলয়।"
কৃষ্ণের বিয়োগে গোপীর দশ দশা হয় ;
সেই দশ দশা হয় প্রভুর উদয়।

তথাহি **উজ্জ্বলনীলমণৌ** শৃঙ্গারভেদকথনে পঞ্চ-ষষ্টিতমশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামীবাক্যং—

চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা।
প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দ্দশা দশ॥৪

এই দশ দশায় প্রভু ব্যাকুল রাত্রিদিনে ;
১।কভু কোন দশা উঠে স্থির নহে মনে।
২। এত কহি মহাপ্রভু মৌন করিলা ;
রামানন্দ রায় শ্লোক পড়িতে লাগিলা।
স্বরূপ গোসাঞী করে কৃষ্ণলীলা গান ;
৩। দুইজনে কিছু কৈল প্রভুর বাহ্যজ্ঞান।
৪। এইমতে অর্দ্ধরাত্রি কৈল নির্ব্বাহণ ;
ভিতর প্রকোষ্ঠে প্রভুকে করাইল শয়ন।
রামানন্দ রায় তবে গেলা নিজ ঘরে ;
স্বরূপ গোসাঞী গোবিন্দ শুইলেন দ্বারে।
সব রাত্রি মহাপ্রভু করে জাগরণ ;
উচ্চ করি করে কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন।
শব্দ না পাঞা স্বরূপ কপাট কৈল দূরে ;
৫। তিন দ্বার দেওয়া আছে, প্রভু নাহি ঘরে।
চিন্তিত হইল সবে প্রভু না দেখিয়া ;
৬। প্রভু চাহি বুলে সবে দিয়াটি জ্বালিয়া।
সিংহদ্বারের উত্তর দিশায় আছে এক ঠাঁঞি ;
তার মধ্যে পড়িয়াছে চৈতন্য গোসাঞী।
দেখি স্বরূপ গোসাঞী আদি আনন্দিত হৈলা ;
প্রভুর দশা দেখি পুনঃ চিন্তিত হইলা।
প্রভু পড়িয়াছে দীর্ঘে হাত পাঁচ ছয় ;
অচেতন দেহ, নাশায় শ্বাস নাহি বয়!
একেক হস্ত পাদ দীর্ঘ তিন হাত ;
৭। অস্থি-গ্রন্থি ভিন্ন, চর্ম্ম আছে মাত্র তাত।
হস্ত-পদ-গ্রীবা-কটি-অস্থি-সন্ধি যত ;
৮। একেক বিতস্তি ভিন্ন হইয়াছে তত।

চিন্তেতি। অত্র প্রবাস-বিপ্রলম্ভে অভীষ্টারাপ্তাবুপায়ধ্যানং চিন্তা। নিদ্রাক্ষয়ো জাগরঃ মনসঃ কম্প উদ্বেগঃ। গাত্রকৃশতা তানবং। অঙ্গমালিন্যং মলিনাঙ্গতা। অনর্থক বচনং প্রলাপঃ। অভীষ্টস্যাপ্রাপ্ত্যা শরীরে তাপাদিকং ব্যাধিঃ। সর্ব্বাবস্থাসু সদা সর্ব্বত্র তন্মনস্কতয়া অতস্মিংস্তদিতি ভ্রান্তিরুন্মাদঃ। বিচিত্ততা মোহঃ। মরণোদ্যমো মৃত্যুরিতি দশ দশা অবস্থাঃ স্যুরিতি ॥ ৪ ॥

চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, তানব, মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ এবং মৃত্যু—প্রবাস-বিপ্রলম্ভে এই দশটি দশা ॥ ৪ ॥

তানব শরীরের কৃশতা। প্রলাপ অনর্থক বচন। সাক্ষাৎ মরণ অমঙ্গল হেতু এস্থানে মৃত্যু বলিতে মরণোদ্যম ॥ ৪ ॥

১। উঠে—অর্থাৎ প্রবল হয়। ২। এত কহি—প্রাপ্ত রত্ন হারাইয়া ইত্যাদি প্রলাপ বাক্য বলিয়া।
৩। কিছু—অল্প। বাহ্যজ্ঞান বাহ্যানুসন্ধান অর্থাৎ সম্পূর্ণ রূপ বাহ্যানুসন্ধান হইল না।
৪। নির্ব্বাহণ—যাপন। ভিতর প্রকোষ্ঠে—অভ্যন্তর গৃহে।
৫। তিন দ্বার—যে গৃহ মধ্যে মহাপ্রভু শয়ন করিয়াছিলেন, তাহার তিনটা মাত্র যাতায়াতের দ্বার ছিল। দেওয়া আছে—বন্ধ আছে।
৬। চাহি—অন্বেষণ করিয়া। বুলে—ভ্রমণ করে। দিয়াটি—দীপযষ্টি অর্থাৎ মশাল।
৭। তাত—তাতে, তাহাতে অস্থি গ্রন্থিতে।
৮। বিতস্তি—দ্বাদশাঙ্গুলি পরিমিত। ভিন্ন—পৃথক্।

চর্ম্মমাত্র উপরে সন্ধির আছে দীর্ঘ হঞা ;
দুঃখিত হইলা সবে প্রভুকে দেখিয়া।
১। মুখে লালা ফেনা প্রভুর উত্তান নয়ন ;
দেখিয়া সকল ভক্তের দেহ ছাড়ে প্রাণ।
স্বরূপ গোসাঞী তবে উচ্চ করিয়া ;
প্রভুর কাণে কৃষ্ণনাম কহে ভক্ত লঞা।
২। বহু ক্ষণে কৃষ্ণনাম হৃদয়ে পশিল ;
'হরিবোল' বলি প্রভু গর্জ্জিয়া উঠিল।
চেতন পাইতে অস্থি সন্ধি লাগিল ;
৩। পূর্ব্বপ্রায় যথাবৎ শরীর হইল।
এই লীলা মহাপ্রভুর রঘুনাথ দাস ;
'চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে' করিয়াছে প্রকাশ।

তথাহি **স্তবাবল্যাং** চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে চতুর্থ শ্লোকঃ ;—

কাচিন্মিশ্রাবাসে ব্রজপতিসুতস্যোরুবিরহাৎ,
শ্লথৎ শ্রীসন্ধিত্বাদ্দধদধিকদৈর্ঘ্যং ভুজপদোঃ।
লুঠন্ ভূমৌ কাক্বাবিকল-বিকলং গদ্গদবচা,
রুদন্ শ্রীগৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥৫॥

সিংহদ্বারে দেখি প্রভুর বিস্ময় হইল ;
"কাঁহা ? কর কি ?"—এই স্বরূপে পুছিল।
স্বরূপ কহে—"উঠ প্রভু চল নিজ ঘর ;
তথাই তোমারে সব করিব গোচর।"
এত বলি প্রভু ধরি ঘরে লঞা গেল ;
তাঁহার অবস্থা সব কহিতে লাগিল।
শুনি মহাপ্রভু বড় হৈল চমৎকার ;
প্রভু কহে—"কিছু স্মৃতি নাহিক আমার।
সবে দেখি হয় মোর কৃষ্ণ বিদ্যমান ;
বিদ্যুৎপ্রায় দেখা দিয়া হয় অন্তর্ধান।"
হেনকালে জগন্নাথের পানিশঙ্খ বাজিল ;
স্নান করি মহাপ্রভু দরশনে গেল।
এইত কহিল প্রভুর অদ্ভুত বিকার ;
যাহার শ্রবণে লোকে লাগে চমৎকার।
লোকে নাহি দেখে, ঐছে শাস্ত্রে নাহি শুনি ;
হেন ভাব ব্যক্ত করে ন্যাসিচূড়ামণি।
শাস্ত্রলোকাতীত যেই যেই ভাব হয় ;
ইতর লোকের তাতে না হয় নিশ্চয়।
রঘুনাথদাসের সদা প্রভুসঙ্গে স্থিতি ;
৪। তাঁর মুখে শুনি লিখি করিয়া প্রতীতি।

আবির্ভবন্তং শ্রীকৃষ্ণমদৃষ্ট্বা পরমোৎকণ্ঠাবত্যাঃ শ্রীরাধায়াস্তাদৃগ্ভাবকলুষিতান্তঃকরণস্তাদৃগবস্থং প্রাপ্নুভবন্ স্তৌতি—ক্বচিদিতি। ক্বচিৎ কুত্রচিৎ মিশ্রাবাসে কাশীমিশ্রগৃহে ব্রজপতিসুতস্য নন্দনন্দনস্য উরুবিরহাৎ অত্যন্তবিরহাৎ বিকল-বিকলং (প্রকারে দ্বির্বচনমিতি ন্যায়াৎ) অতিশয়েন বিকলং যথাস্যাত্তথা, কাক্বা অতিকাতর্য্যেণ 'হা হরে প্রাণনাথ অবিচ্ছেদ-গতপ্রায়প্রাণাঃ মাং জীবয়িত্বা পুনর্বিরহার্ণবে ক্ষিপসি, কীদৃক্ প্রাণস্তবে'তি প্রকারয়া বাচা রুদন্ শ্লথচ্ছ্রীসন্ধিত্বাৎ ভুজপদো-বাহুচরণয়োরতি দৈর্ঘ্যং দধৎ ধারয়ন্ শ্লথন্ স্বাশ্রয়ং ত্যজন্ শ্রীঃ শোভা সন্ধিশ্চ যয়োস্তত্ত্বাদিতি প্রলয়াখ্যাসাত্ত্বিকবিকারঃ। ভূমৌ লুঠন্ বভূব। স গৌরাঙ্গো মম হৃদয়ে উদয়ন্নাবির্ভবন্ মাং মদয়তি হর্ষয়তি চক্ষুর্গোচরত্বাৎ স্বপরতীতি বা ॥ ৫ ॥

কোন সময়ে কাশীমিশ্রের আবাসে শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় বিরহ যাতনা বশতঃ অঙ্গের সন্ধি সকল শিথিল হওয়ায়, যাঁহার বাহু এবং চরণ সাতিশয় দীর্ঘাকার হইয়াছিল এবং অতীব বিকলতাবশতঃ কাতর হইয়া গদ্গদবচনে রোদন করতঃ ভূমিতলে বিলুণ্ঠিত হইয়াছিলেন, সেই গৌরাঙ্গ হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া আমার সন্তাপ বর্দ্ধন করিতেছেন ॥ ৫॥

বিরহ বশতঃ মহাপ্রভুর অঙ্গসন্ধির শৈথিল্য এবং হস্তপদের দীর্ঘতা হইয়াছিল, এইমাত্র দেখাইবার নিমিত্ত এই শ্লোক বলিলেন ॥ ৫ ॥

১। লালা ফেনা—ইহা অপস্মার নামক সঞ্চারি-ভাবের চেষ্টা, শরীরের এতাদৃশ অর্থাৎ অস্থিসন্ধি শৈথিল্য প্রভৃতি পরমোৎকর্ষে পরাকাষ্ঠা-পন্ন প্রলয় নামক সাত্ত্বিক ভাবের চেষ্টা।
২। পশিল—প্রবেশ করিল। ৩। পূর্ব্বপ্রায়—পূর্ব্বের ন্যায়। যথাবৎ—যেখানে যেমন হওয়া উচিৎ। ৪। প্রতীতি—বিশ্বাস।

একদিন মহাপ্রভুর সমুদ্রে যাইতে ;
১। চটক পর্ব্বত দেখিলেন আচম্বিতে।
গোবর্দ্ধন শৈল জ্ঞানে আবিষ্ট হইলা ;
পর্ব্বত দিকেতে প্রভু ধাইয়া চলিলা।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একবিংশাধ্যায়ে অষ্টাদশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য গোপীবাক্যং—

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্য্যো,
যদ্রামকৃষ্ণচরণস্পর্শপ্রমোদঃ।
মানং তনোতি সহ গোগণয়োস্তয়োর্যৎ,
পানীয়-সূযবস-কন্দর-কন্দমূলৈঃ ॥৬॥

এই শ্লোক পড়ি প্রভু চলে বায়ুবেগে ;
গোবিন্দ ধাইল পাছে নাহি পায় লাগে।
ফুকার পড়িল, মহাকোলাহল হৈল ;
যেই যাঁহা ছিল সেই উঠিয়া ধাইল।
স্বরূপ, জগদানন্দ, পণ্ডিত গদাধর ;
রামাই, নন্দাই, নিলাই, পণ্ডিত শঙ্কর।
পুরী ভারতী গোসাঞী আইলা সিন্ধুতীরে ;
২। ভগবান্-আচার্য্য খঞ্জ চলিলা ধীরে ধীরে।
প্রথমে চলিলা প্রভু যেন বায়ুগতি ;
৩। স্তম্ভভাব পথে হৈল, চলিতে নাহি শক্তি।

প্রতি রোমকূপে মাংস ব্রণের আকার ;
৪। তার উপরে রোমোদ্গম কদম্ব প্রকার।
৫। প্রতি রোমে প্রস্বেদ পড়ে রুধিরের ধার ;
৬। কণ্ঠে ঘর্ঘর, নাহি বর্ণের উচ্চার।
৭। দুই নেত্র ভরি অশ্রু বহয়ে অপার ;
সমুদ্রে মিলিলা যেন গঙ্গা-যমুনা-ধার।
৮। বৈবর্ণ্য শঙ্খপ্রায় শ্বেত হৈল অঙ্গ ;
৯। তবে কম্প উঠে যেন সমুদ্রে তরঙ্গ।
১০। কাঁপিতে কাঁপিতে প্রভু ভূমিতে পড়িলা ;
তবেত গোবিন্দ প্রভুর নিকটে আইলা।
১১। করঙ্গের জলে করে সর্ব্বাঙ্গ সিঞ্চন ;
বহির্ব্বাস লঞা করে অঙ্গসংবাজন।
স্বরূপাদি গণ তাঁহা আসিয়া মিলিলা ;
প্রভুর অবস্থা দেখি কান্দিতে লাগিলা।
প্রভুর অঙ্গে দেখে অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার ;
১২। আশ্চর্য্য সাত্ত্বিক দেখি হৈলা চমৎকার।
উচ্চ সংকীর্ত্তন করে প্রভুর শ্রবণে ;
সুশীতল জলে করে অঙ্গ সম্মার্জ্জনে।
এইমত বহুবার করিতে করিতে ;
'হরিবোল' বলি প্রভু উঠিলা আচম্বিতে।

ইহার ব্যাখ্যা মধ্যলীলার (১৮) পরিচ্ছেদে (৪২৯) পৃষ্ঠায় (৫) শ্লোকে দেখুন ॥ ৬ ॥

১। চটক পর্ব্বত—পুরীর পূর্ব্বাংশস্থিত। ২। খঞ্জ—খোঁড়া। ধীরে ধীরে চলিবার কারণ হইল যে তিনি খঞ্জ।

৩। স্তম্ভভাব—স্তম্ভনামক সাত্ত্বিক ভাব। যাহাতে কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ব্যাপার থাকে না।

৪। কদম্ব প্রকার—কদম্ব কুসুমের কেশরোদ্গমের ন্যায়। ইহাকে রোমাঞ্চ নামক সাত্ত্বিক বলে। গাত্রের পরস্পর সংলগ্নতাদি যাহার অনুভাব। ৫। প্রস্বেদ—ঘর্ম্ম। রুধিরের ধার—এতাদৃশ প্রস্বেদ মহাভাবের পরমোৎকর্ষ ব্যতীত সম্ভাবিত হয় না, সুতরাং পরমেশ্বর ভিন্ন অন্যত্র দেখা যায় না। ইহাকে প্রস্বেদ নামক সাত্ত্বিক ভাব বলে। শরীরের ক্লেদোৎপাদন যাহার ক্রিয়া। ৬। কণ্ঠে ঘর্ঘর—ঘর্ঘরধ্বনি। ইহাকে স্বরভেদ নামক সাত্ত্বিক ভাব বলে। বিষাদ, বিস্ময়, অমর্ষ এবং ভয়াদি-জনিত বিকৃত স্বরকে স্বরভেদ বলে। গদ্গদাদি উক্তি ইহার চেষ্টা। এস্থানে হর্ষ-জনিত স্বরভেদ। ৭। দুই নেত্র…ধার—ইহাকে অশ্রু নামক সাত্ত্বিক বলে। হর্ষাদি জনিত নেত্রে জলোদ্গমকে অশ্রু বলে। সেই অশ্রু হর্ষে শীতল, রোষ-বিষাদাদিতে উষ্ণ হয়। এইজন্য গঙ্গা ও যমুনার সহিত উৎপ্রেক্ষা দিলেন।

৮। বৈবর্ণ্য…অঙ্গ—বৈবর্ণ্য-হেতু অঙ্গ শঙ্খসদৃশ শ্বেতবর্ণ হইল। ইহাকে বৈবর্ণ্য নামক সাত্ত্বিক ভাব বলে। রোষ-বিষাদাদি-জনিত বর্ণ বিকৃতিকে বৈবর্ণ্য বলে। ৯। কম্প—ইহাকে বেপথুনামা সাত্ত্বিক বলে। বিত্রাস-অমর্ষ-হর্যাদি-জনিত গাত্র-লৌল্যাদিকে বেপথু বলে।

১০। ভূমিতে পড়িলা—ইহাকে প্রলয় নামক সাত্ত্বিক ভাব বলে, ভূমিপতনাদি তাহার অনুভাব। এতাদৃশ পরমোৎকর্ষপ্রাপ্ত অষ্টবিধ সাত্ত্বিকের দীর্ঘকাল অবস্থান, মহাভাব ব্যতীত হয় না ; রসজ্ঞেরা এতাদৃশ সাত্ত্বিককে সুদ্দীপ্ত বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন।

১১। করঙ্গ—কমণ্ডলু। ১২। আশ্চর্য্য—অদৃষ্ট-অশ্রুতপূর্ব্ব।

আনন্দে সকল বৈষ্ণব বলে 'হরি হরি' ;
উঠিল মঙ্গলধ্বনি চতুর্দ্দিক ভরি ।
উঠি মহাপ্রভু বিস্মিত ইতি-উতি চায় ;
১। যে দেখিতে চায় তাহা দেখিতে না পায় ।
২। বৈষ্ণব দেখিয়া প্রভুর অর্দ্ধবাহ্য হৈল ;
স্বরূপ গোসাঞীকে কিছু কহিতে লাগিল—
"গোবর্দ্ধন হৈতে মোরে কে ইঁহা আনিল ?
পাইয়া কৃষ্ণের লীলা দেখিতে না পাইল ।
ইঁহা হৈতে আজি মুঞি গেনু গোবর্দ্ধনে ,
৩। দেখোঁ যদি কৃষ্ণ করে গোধন-চারণে ।
গোবর্দ্ধনে চড়ি কৃষ্ণ বাজাইল বেণু ;
গোবর্দ্ধনের চৌদিকে চরে সব ধেনু ।
বেণুনাদ শুনি আইল রাধা ঠাকুরাণী ;
তার রূপ, ভাব সখী বর্ণিতে না জানি ।
৪। রাধা লঞা কৃষ্ণ প্রবেশিলা কন্দরাতে ;
সখিগণ চাহে কেহ ফুল উঠাইতে ।
হেন কালে তুমি সব কোলাহল কৈলা ;
তাঁহা হৈতে ধরি মোরে ইঁহা লঞা আইলা ।
কেন বা আনিলে মোরে বৃথা দুঃখ দিতে ?
পাইয়া কৃষ্ণের লীলা না পাইনু দেখিতে ।"
—এত বলি মহাপ্রভু করেন ক্রন্দন ;
তাঁর দশা দেখি বৈষ্ণব করেন রোদন ।
হেন কালে আইলা পুরী-ভারতী দুইজন ;
দোঁহা দেখি মহাপ্রভুর হইল সম্ভ্রম ।
৫। নিপট বাহ্য হৈলে প্রভু দোঁহাকে বন্দিলা ;
মহাপ্রভুকে দুইজন প্রেমালিঙ্গন কৈলা ।
প্রভু কহে—"দোঁহে কেন আইলা এত দূরে ?"
পুরী গোসাঞী কহে—"তোমার নৃত্য দেখিবারে"
লজ্জিত হইলা প্রভু পুরীর বচনে ;
সমুদ্রের ঘাটে আইলা সব বৈষ্ণব সনে ।
স্নান করি মহাপ্রভু ঘরেতে আইলা ;
সবা লঞা মহাপ্রসাদ ভোজন করিলা ।
　এইত কহিল প্রভুর দিব্যোন্মাদ-ভাব ;
ব্রহ্মাণ্ড কহিতে নারে যাহার প্রভাব ।
চটকগিরি-গমনলীলা রঘুনাথ দাস ,
চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছে প্রকাশ ।

তথাহি **স্তবাবল্যাং** চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে অষ্টমশ্লোকে রঘুনাথদাস-বাক্যং—

সমীপে নীলাদ্রেশ্চটকগিরিরাজস্য কলনাদয়ে
গোষ্ঠে গোবর্দ্ধনগিরিপতিং লোকিতুমিতঃ
ব্রজন্নস্মীত্যুক্ত্বা প্রমদ ইব ধাবন্নবধৃতো
গণৈঃ স্বৈ গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৭॥

সমীপ ইতি । নীলাদ্রেঃ সমীপে চটকগিরিরাজস্য কলনাদ্দর্শনাৎ প্রমদঃ প্রমত্ত ইব ধাবন, স্বৈর্গণৈঃ স্বরূপাদিভিঃ অবধৃতো নিশ্চিত আবৃত ইতি বা । কিং কৃত্বা ধাবন—গোষ্ঠে ব্রজে গোবর্দ্ধনগিরিপতিং লোকিতুং দ্রষ্টুং ইতঃ ক্ষেত্রাৎ অয়ে গচ্ছাম্যস্মি ইত্যুক্ত্বা ব্রজন্ । যদ্বা—অয়ে বান্ধব লোকিতুং ব্রজন্নস্মি গচ্ছন্ ভবামীতি ॥ ৭ ॥

নীলাচল হইতে চটকপর্ব্বত অবলোকন করতঃ, 'হে বান্ধবগণ ! গোবর্দ্ধন-গিরিরাজকে দর্শন করিতে, এখান হইতে ব্রজে গমন করি'—এই কথা বলিয়া যিনি প্রমত্তের ন্যায় স্বগণের সহিত ধাবমান হইয়াছিলেন, সেই গৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া সন্তাপ বর্দ্ধন করিতেছেন ॥ ৭ ॥

চটক পর্ব্বত দর্শন করিয়া গোবর্দ্ধন বোধে মহাপ্রভু ধাবমান হইয়াছিলেন, ইহাই এই শ্লোক দ্বারা অবধারিত করিলেন ॥ ৭ ॥

১। যে দেখিতে চায়—অর্থাৎ গোবর্দ্ধন পর্ব্বত দেখিতে চাহিয়াছিলেন ।
২। অর্দ্ধবাহ্য—যাহাতে অন্তরের আবেশ সম্পূর্ণ যায় না, অথচ কথঞ্চিৎ (কিঞ্চিন্মাত্র) বাহ্যানুসন্ধান হয় ।
৩। দেখোঁ—দেখিব । ৪। কন্দরা—পর্ব্বতের দরী । ৫। নিপট—কেবল অর্থাৎ সম্পূর্ণ ।

এবে প্রভু যত কৈল অলৌকিক লীলা ;
কে বুঝিতে পারে তাহা মহাপ্রভুর খেলা ?
সংক্ষেপ করিয়া করি দিগদরশন ;
ইহা যেই শুনে পায় কৃষ্ণের চরণ।
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ;
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে চটকগিরিগমনরূপ দিব্যোন্মাদ-বর্ণনং নাম
চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদঃ ॥

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

দুর্গমে কৃষ্ণভাবাব্ধৌ নিমগ্নোন্মগ্নচেতসা।
গৌরেণ হরিণা প্রেমমর্য্যাদা ভূরি দর্শিতা ॥১॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অধীশ্বর !
জয় নিত্যানন্দ ! পূর্ণানন্দ-কলেবর।
জয়াদ্বৈতাচার্য্য ! কৃষ্ণচৈতন্য-প্রিয়তম ;
জয় জয় শ্রীবাসাদি ! প্রভুর ভক্তগণ।
এইমত মহাপ্রভু রাত্রি-দিবসে ;
আত্মস্ফূর্ত্তি নাহি কৃষ্ণভাবাবেশে।
কভু ভাবে মগ্ন, কভু অর্দ্ধবাহ্যস্ফূর্ত্তি ;
কভু বাহ্যস্ফূর্ত্তি, তিন রীতে প্রভুর স্থিতি।
স্নান-দর্শন-ভোজন দেহস্বভাবে হয় ;
১। কুমারের চাক যেন সতত ফিরয়।
একদিন করে প্রভু জগন্নাথ দরশন ;
জগন্নাথে দেখে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
২। একেবারে স্ফুরে প্রভুর কৃষ্ণের পঞ্চগুণ ;
পঞ্চগুণে করে পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষণ।
৩। এক মন পঞ্চদিকে পঞ্চগুণ টানে ;
টানাটানি প্রভুর মন হৈল অগেয়ানে।
হেনকালে ঈশ্বরের উপানভোগ সরিল ;
ভক্তগণ মহাপ্রভুকে ঘরে লঞা আইল।

দুর্গমে ইতি। দুর্গমে দুর্বিগাহে কৃষ্ণভাবাব্ধৌ নিমগ্নং উন্মগ্নঞ্চ চেতো যস্য তেন গৌরেণ রাধাভাবাবিষ্টেন হরিণা শ্রীকৃষ্ণেন প্রেম্নো মর্য্যাদা ভূরি ভূরি প্রকারং যথাস্যাত্তথা দর্শিতা লোকে প্রকটিকৃতা ॥ ১ ॥

অন্যের দুর্বিগাহ্য কৃষ্ণভাব-সমুদ্রে যাহার চিত্ত একবার ডুবিতেছে, আবার উঠিতেছে ; সেই গৌরহরি অনেক প্রকারে প্রেমার মর্য্যাদা দেখাইয়াছেন ॥ ১ ॥

১। কুমারের চাক…ফিরয়—কুম্ভকারের চক্র যেমন পূর্ব্বদত্ত বেগে ঘুরিতে থাকে, ঘটাদি-নির্ম্মাণ-সময়ে আর বেগ দিতে হয় না, তদ্রূপ অভিনিবেশ ব্যতিরেকেও পূর্ব্ব সংস্কারানুসারে মহাপ্রভুর স্নান-ভোজনাদিক্রিয়া সম্পন্ন হইত।

২। পঞ্চ গুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, এবং গন্ধ। পঞ্চেন্দ্রিয়—কর্ণ, ত্বগিন্দ্রিয়, চক্ষুঃ, রসনা এবং ঘ্রাণ। শব্দাদি যথাক্রমে কর্ণাদির আকর্ষণ করে।

৩। এক মন…টানে—মনঃসংযোগ ব্যতীত কোন ইন্দ্রিয়ই বিষয় গ্রহণ করিতে পারে না, এজন্য কর্ণ শব্দের প্রতি, ত্বগিন্দ্রিয় স্পর্শের প্রতি, ইত্যাদি রূপে মনকে পঞ্চগুণ (অর্থাৎ শব্দ-স্পর্শাদি) আকর্ষণ করে। টানা টানি—টানা টানি হইতে।

৪। উপানভোগ—উপাগ্র ভোগ অর্থাৎ অন্নব্যঞ্জনাদি ব্যতিরিক্ত ভোগ।

স্বরূপ-রামানন্দ এই দুইজন লঞা ;
বিলাপ করেন দোঁহার কণ্ঠেতে ধরিয়া।
কৃষ্ণের বিয়োগে রাধার উৎকণ্ঠিত মন ;
বিশাখাকে কহে আপন উৎকণ্ঠা-কারণ।
সেই শ্লোক পড়ি আপনে করে মনস্তাপ ;
শ্লোকের অর্থ শুনায় দোঁহারে করিয়া বিলাপ।

তথাহি **শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে** অষ্টমসর্গে তৃতীয়শ্লোকে বিশাখাং প্রতি শ্রীরাধিকাবাক্যং—

সৌন্দর্য্যামৃতসিন্ধুভঙ্গললনাচিত্তাদ্রিসংপ্লাবকঃ,
কর্ণানন্দিসনর্ম্মরম্যবচনঃ কোটীন্দুশীতাঙ্গকঃ।
সৌরভ্যামৃতসংপ্লবাবৃতজগৎ পীযুষরম্যাধরঃ
শ্রীগোপেন্দ্রসুতঃ স কর্ষতি বলাৎ পঞ্চেন্দ্রিয়া-
ণ্যালি মে ॥২॥

যথা রাগ।

১। কৃষ্ণরূপ-শব্দ-স্পর্শ, সৌরভ-অধররস,
যার মাধুর্য্য কহন না যায় ;
২। দেখি লোভে পঞ্চজন, এক অশ্ব মোর মন,
৩ চড়ি পঞ্চ পাঁচদিকে ধায়।
সখি হে শুন মোর দুঃখের কারণ !
৪। মোর পঞ্চেন্দ্রিয়গণ, মহালম্পট দস্যুপন
সবে করে, হরে পরধন ॥ ধ্রু ॥
৫। এক অশ্ব একক্ষণে, পাঁচে পাঁচদিকে টানে,
এক মন কোন্ দিকে ধায় ?
এককালে সবে টানে, গেল ঘোড়ার পরাণে,
এই দুঃখ সহন না যায়।
ইন্দ্রিয়ে না করি রোষ, ইহা সবার কাঁহা দোষ,
কৃষ্ণরূপাদি মহা আকর্ষণ ;

সৌন্দর্য্যেতি। হে আলি সখি ! সৌন্দর্য্যমেবামৃতসিন্ধুস্তস্য ভঙ্গৈস্তরঙ্গৈশ্ছটারূপৈর্ললনানাং স্ত্রীবিশেষাণাং চিত্তমেব অদ্রিঃ পর্ব্বত উন্নতশীলত্বাৎ তং প্লাবয়িতুং শীলমস্যেতি সঃ। তথা কর্ণমানন্দয়িতুং শীলমস্যেতি তথাভূতং নর্ম্মণা পরিহাসেন সহিতঞ্চ রম্যং বচনং যস্যেতি সঃ। কোটীন্দুতোপি কোটিসংখ্যাকাদমৃতরশ্মিতোপি শীতং সুখশীতলং অঙ্গং যস্যেতি সঃ। তথা সৌরভ্যমেবামৃতং নাসোন্মাদকত্বাৎ তস্য সংপ্লবেন আবৃতং আচ্ছাদিতং জগদ্ যেন সঃ। তথা পীযুষতোপি পরমাস্বাদ্যতোঽমৃতাদপি রম্যোঽধরো যস্য সঃ। স মহালম্পটতয়া বিখ্যাতঃ শ্রীগোপেন্দ্রস্য শ্রীনন্দমহারাজস্য সুতঃ মে মম পঞ্চনেত্র-শ্রবণত্বগ্ঘ্রাণরসনাখ্যানি ইন্দ্রিয়াণি বলাৎ হঠকারেণ কর্ষতি আকৃষ্য নয়তীত্যর্থঃ। অত্র সৌন্দর্য্যেতি নেত্রস্য, কর্ণানন্দীতি শ্রবণেন্দ্রিয়স্য, কোটীন্দ্বিতি ত্বগিন্দ্রিয়স্য, সৌরভ্যেতি ঘ্রাণেন্দ্রিয়স্য, পীযুষেতি রসনেন্দ্রিয়স্য চ কর্ষণং জ্ঞেয়ং ॥২॥

যিনি সৌন্দর্য্যরূপ অমৃতসিন্ধুর তরঙ্গ দ্বারা সুধীর ললনাগণের চিত্ত-পর্ব্বতকে আপ্লাবিত করেন, যাঁহার রমণীয় নর্ম্ম-বচন কর্ণরসায়নকারি, যাঁহার অঙ্গ কোটিচন্দ্র অপেক্ষাও সুশীতল, যাঁহার সৌরভামৃত নিখিল জগতের আপ্লাবনকারি এবং যাঁহার অধর পরম স্বাদু অমৃত অপেক্ষাও রমণীয়, হে সখি ! সেই নন্দনন্দন বলপূর্ব্বক আমার পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করিতেছেন ॥ ২ ॥

সৌন্দর্য্যামৃতদ্বারা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের, রমণীয় বচন দ্বারা শ্রবণেন্দ্রিয়ের, সুশীতল অঙ্গদ্বারা ত্বগিন্দ্রিয়ের, অঙ্গসৌরভ দ্বারা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের এবং অধরামৃত দ্বারা রসনেন্দ্রিয়ের আকর্ষণ করেন—ইহাই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য ॥ ২ ॥

১। কৃষ্ণ—কৃষ্ণের। শব্দ—বচনরূপ। স্পর্শ—অঙ্গস্পর্শ। সৌরভ—অঙ্গসৌরভ। কহন না যায়—অর্থাৎ বাক্যদ্বারা প্রকাশ করা যায় না ২। পঞ্চজন—পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়। এক অশ্ব মোর মন—অর্থাৎ মনকে আশ্রয় না করিলে ইন্দ্রিয়গণ রূপাদি বিষয় গ্রহণ করিতে পারে না। ৩। পঞ্চ—পাঁচ ইন্দ্রিয়। পাঁচদিকে—রূপাদি পাঁচ বিষয়ের প্রতি।

৪। মহালম্পট—অতিশয় বিষয়-পরায়ণ। দস্যুপন—দস্যুপনা অর্থাৎ দস্যুর ন্যায় ব্যবহার এবং পরের ধন অপহরণ করে। অর্থাৎ স্ত্রীজাতির ধৈর্য্যাদি ধন হরণ করে।

৫। একক্ষণে—এক সময়ে।

১। রূপাদি পাঁচ পাঁচে টানে, গেল ঘোড়ার পরাণে
মোর দেহে না রহে জীবন।
কৃষ্ণরূপামৃতসিন্ধু, তাহার তরঙ্গবিন্দু,
একবিন্দু জগৎ ডুবায় ;
২। ত্রিজগতে যত নারী, তার চিত্ত উচ্চগিরি,
তাহা ডুবায় আগে উঠি ধায়।
৩। কৃষ্ণের বচন-মাধুরী, নানা রস-নর্ম্মধারী,
তার অন্যায় কহন না যায় ;
জগতের নারীর কাণে, মাধুরীগুণে বান্ধি টানে,
টানাটানি কাণের প্রাণ যায়।
কৃষ্ণ-অঙ্গ সুশীতল, কি কহিব তার বল ?
৪। ছটায় জিনে কোটীন্দু চন্দন ;
৫। সশৈল নারীর বক্ষ, তাহা আকর্ষিতে দক্ষ,
আকর্ষয়ে নারীগণ মন।
৬। কৃষ্ণাঙ্গ সৌরভ্য ভর, মৃগমদ মনোহর,
৭। নীলোৎপলের হরে গর্ব্ব ধন ;
৮। জগৎ-নারীর নাসা, তার ভিতর পাতে বাসা,
নারীগণে করে আকর্ষণ।
৯। কৃষ্ণের অধরামৃত, তাহে কর্পূর মন্দস্মিত,
স্বমাধুর্য্যে হরে নারীমন ;
অন্যত্র ছাড়ায় লোভ, না পাইলে মনক্ষোভ,
১০। ব্রজনারীগণের মূলধন।"
১১। এত কহি গৌরহরি, দুইজনার কণ্ঠ ধরি,
কহে—"শুন স্বরূপ রামরায় !
কাঁহা করোঁ, কাঁহা যাঁও ?
কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাঁও ?
দোঁহে মোরে কহ সে উপায়।"
এইমত গৌরপ্রভু প্রতি দিনে দিনে ;
বিলাপ করেন স্বরূপ রামানন্দ সনে।
দুইজন প্রভুকে করেন আশ্বাসন ;
স্বরূপ গায়, রায় করে শ্লোক পঠন।
কর্ণামৃত-বিদ্যাপতি-শ্রীগীতগোবিন্দ ;
ইহার শ্লোক-গীতে প্রভুর করায় আনন্দ।
একদিন মহাপ্রভু সমুদ্রে যাইতে ;
পুষ্পের উদ্যান তথা দেখে আচম্বিতে।
বৃন্দাবন-ভ্রমে তাঁহা পশিল ধাইয়া ;
১২। প্রেমাবেশে বুলে, তাঁহা কৃষ্ণ অন্বেষিয়া।
রাসে রাধা লঞা কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান কৈল ;
১৩। পাছে সখিগণ যৈছে চাহি বেড়াইল।
সেই ভাবাবেশে প্রভু প্রতি তরুলতা ;
শ্লোক পড়ি পড়ি চাহি বুলে যথা তথা।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রিংশাধ্যায়ে নবমশ্লোকে বৃক্ষাদীন্ প্রতি গোপীবাক্যং—

১। রূপাদি পাঁচ—কৃষ্ণের রূপ, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ এবং রস। পাঁচে—পাঁচ ইন্দ্রিয়কে।
২। তার—ত্রিলোকের নারীর। তাহা—চিত্তরূপ উচ্চগিরিকে। আগে উঠি ধায়—ধাইয়া গিয়া পর্ব্বতের উপরে উঠে।
৩। নানারস নর্ম্মধারী—নানাবিধ সরস পরিহাস ধারণ করে। নর্ম্ম—পরিহাস। মাধুরী-গুণে—মাধুর্য্য-রূপ গুণদ্বারা ; স্নেহে মাধুর্য্য রূপ রজ্জুদ্বারা।
৪। কোটীন্দু চন্দন—কোটি ইন্দু (চন্দ্র) এবং চন্দন। ৫। সশৈল...বক্ষ—স্তনদ্বয় পর্ব্বত তুল্য, তাহাতে গুরুতর ভারাক্রান্ত নারীর বক্ষ-স্থলকে আকর্ষণ করিতে দক্ষ (নিপুণ)।
৬। মৃগমদ মনোহর—মৃগমদ হইতেও মনোহর, অর্থাৎ সুগন্ধি। মৃগমদ—মৃগনাভি কস্তূরী। ৭। নীলোৎপলের হরে গর্ব্বধন—'আমিই সর্ব্বাপেক্ষা সুগন্ধি' ইহাই নীলোৎপলের চিরকাল অহঙ্কার ছিল, কৃষ্ণাঙ্গসৌরভ নীলোৎপলের সেই গর্ব্ব অপহরণ করিয়াছেন, অর্থাৎ নীলোৎপল অপেক্ষাও কৃষ্ণাঙ্গসৌরভ অতিশয় শ্রেষ্ঠ। ৮। তার—সেই নাসার।
৯। তাহে—অধরামৃতে। কর্পূর মন্দস্মিত—মৃদুমন্দ হাস্য সেই অধরামৃতে কর্পূর তুল্য হইয়াছে। ১০। মূলধন—পুঁজি। অর্থাৎ যে মাধুর্য্য মাত্রই ব্রজনারীদিগের মূলধন, সুতরাং তাহাকে না পাইলে মনের ক্ষোভ হয়।
১১। দুই জনার—স্বরূপ এবং রামানন্দের। ১২। বুলে—ভ্রমণ করেন। ১৩। চাহি—অন্বেষণ করিয়া।

চূতপ্রিয়ালপনসাসনকোবিদার-
জম্ব্বর্কবিল্ববকুলাম্রকদম্বনীপাঃ।
যেঽন্যে পরার্থভবিকা যমুনোপকূলাঃ
শংসন্তু কৃষ্ণপদবীং রহিতাত্মনাং নঃ ॥৩॥

তথাহি তত্রৈব সপ্তমশ্লোকে তুলসীং প্রতি গোপী-বাক্যং—

কচ্চিত্তুলসি কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে।
সহ ত্বালিকুলৈ বিভ্রদ্দৃষ্টস্তেঽতিপ্রিয়োঽচ্যুত ॥৪॥

তথাহি তত্রৈব অষ্টমশ্লোকে মালত্যাদীন্ প্রতি গোপীবাক্যং—

মালত্যদর্শি বঃ কচ্চিন্মল্লিকে জাতি যূথিকে।
প্রীতিং বো জনয়ন্ যাতঃ করস্পর্শেন মাধবঃ ॥৫॥

১। আম্র! পনস! পিয়াল! জম্বু! কোবিদার!
২। তীর্থবাসী সবে, কর পর-উপকার।

ফলাদিভিঃ সর্ব্বপ্রাণিসন্তর্পকা এতে পশ্যেয়ুরিতি পৃচ্ছন্তি—চূতেতি। চূতো লতাজাতিঃ আম্রো বৃক্ষজাতিঃ এবং কদম্বনীপয়োশ্চাবান্তরো ভেদঃ। প্রিয়ালঃ অস্যৈব বীজং চারুবীজতয়া খ্যাতং ভুজ্যতে। পনসঃ কণ্টকিফলং। অসনঃ পীতসালঃ। কোবিদারঃ যুগপত্রকঃ 'কোইলার' ইতি বিন্ধ্যাদৌ প্রসিদ্ধঃ কাঞ্চনারতুল্যঃ কাঞ্চনারভেদোঽয়ং। অর্কঃ অতিনিকৃষ্টোপি পৃষ্ট ইতি তাসামুৎকণ্ঠাতিশয়ঃ স্পষ্টীকৃতঃ। হে চূতাদয়ঃ! যেঽন্যে চ পরার্থমেব ভবিকং মঙ্গলং অভ্যুদয় ইত্যর্থঃ যেষাং তে! তত্রাপি যমুনোপকূলা ইতি তীর্থবাসিত্বেন সত্যবাদিত্বাৎ কৃপালুত্বাচ্চ সত্যমেব শংসনীয়ং ন তু বঞ্চনীয়ামিতি ভাবঃ। উপ সমীপে কূলং যেষাং তে উপকূলা যমুনায়া উপকূলা ইতি তু বিগ্রহঃ। রহিতাত্মনাং বিরহহত-জ্ঞানানামিত্যর্থঃ, নঃ কৃষ্ণপদবীং কৃষ্ণস্য পদবীং মার্গং শংসন্তু কথয়ন্তু ॥ ৩ ॥

কচ্চিদিতি। হে তুলসী! হে কল্যাণি! জগন্মঙ্গলকারিণি পরম সৌভাগ্যবতীতি বা। তত্র হেতুঃ গোবিন্দেতি গোবিন্দস্য গোকুলেন্দ্রস্য চরণপ্রিয়ে! তৎপ্রিয়ত্বে হেতুঃ সহেতি অলিকুলৈঃ সহ ত্বাং বিভ্রৎ। ন চ তত্র ত্বানবধানং সম্ভবেৎ, যতস্তে তবাতিপ্রিয়োঽচ্যুতস্ত্বয়া কিং দৃষ্ট ইতি। অলিকুলৈঃ সহেতি তস্যাঃ সাদ্গুণ্যং দর্শিতং অলীনাম-নিবার্য্যত্বসূচনাৎ অতোঽবশ্যং ত্বদান্তিকমাগতস্ত্বয়া দৃষ্ট ইতি ভাবঃ। অচ্যুত ইতি শ্লেষেণ কদাপি ত্বত্তো ন বিচ্যুতো ভবিষ্যতীতি তদেব দৃঢ়ীকৃতং ॥ ৪ ॥

গুণাতিরেকেপি নম্রত্বাদিমাঃ পশ্যেয়ুরিতি পৃচ্ছন্তি—মালতীতি! হে মালতি! মল্লিকে! জাতি! যূথিকে! বঃ যুষ্মাভিঃ কিং অদর্শি দৃষ্টঃ। তাসাং তদ্দর্শনং সম্ভাবয়ন্তি প্রীতিমিতি করস্পর্শেন করস্পর্শাচ্চন্দ্রদর্শনাদীতি ভাবঃ। বঃ প্রীতিং জনয়ন্ যাত ইতি তত্র হেতুশ্চ পুষ্পপ্রিয়ত্বান্মাধবো বসন্ত ইব মাধব ইতি। অত্র মালতীজাত্যোরবান্তরবিশেষো দ্রষ্টব্যঃ ॥৫॥

হে চূত, হে প্রিয়াল, হে পনস, হে অসন, হে কোবিদার, হে জম্বু, হে অর্ক, হে বিল্ব, হে বকুল, হে আম্র, হে কদম্ব, হে নীপ, হে অপরাপর তরুগণ! তোমরা পরের মঙ্গলার্থ মহাতীর্থ যমুনাতীরে বাস করিতেছ, আমরা কৃষ্ণবিরহে জ্ঞানহারা হইয়াছি, অতএব কৃষ্ণ কোন্ পথে গমন করিয়াছেন তাহা আমাদিগকে বলিয়া দাও ॥ ৩ ॥

হে তুলসী, হে কল্যাণি, হে গোবিন্দচরণপ্রিয়ে! যিনি অলিকুলের সহিত তোমাকে সর্ব্বদা ধারণ করেন, সেই তোমার অতিপ্রিয় অচ্যুতকে কি দেখিয়াছ? ৪ ॥

হে মালতী, হে মল্লিকে, হে জাতি, হে যূথিকে! করস্পর্শপূর্ব্বক তোমাদিগের প্রীতি উৎপাদন করতঃ মাধব গমন করিয়াছেন—তাঁহাকে কি তোমরা দেখিয়াছ? ৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ রাসক্রীড়া করিতে করিতে অন্তর্ধান করিলে গোপীগণ বিরহজনিত উন্মাদ বশতঃ যে সকল চেষ্টা করিয়াছিলেন, মহাপ্রভু সেই ভাবে আবিষ্ট হইয়া গোপীগণের উক্ত সেই সকল শ্লোক পাঠ করতঃ উদ্যানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এই তিন শ্লোক দ্বারা তাহার দিগ্দর্শন করাইয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন ॥ ৫ ॥

১। আম্র ইত্যাদি—ইহাতে পয়ার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত শ্লোকত্রয়ের অর্থ করিতেছেন। প্রিয়াল—ইহার বীজকে চারবীজ বলে। কোবিদার—কাঞ্চনবৃক্ষ। ২। কর—করিয়া থাক।

কৃষ্ণ তোমার ইঁহা আইলা ? পাইলা দর্শন ?
কৃষ্ণের উদ্দেশ কহি রাখহ জীবন।”
উত্তর না পাঞা পুনঃ করে অনুমান—
১। “এ সব পুরুষ-জাতি, সখার সমান।
এ কেন কহিবে কৃষ্ণের উদ্দেশ আমায় ?
২। এই স্ত্রীজাতি লতা আমার সখী-প্রায় ;
অবশ্য কহিবে কৃষ্ণের পেয়েছে দর্শনে।”
এত অনুমানি পুছে তুলস্যাদিগণে—
“তুলসি ! মালতি ! যূথি ! মাধবি ! মল্লিকে !
৩। তোমার প্রিয় কৃষ্ণ আইলা তোমার অন্তিকে ?
তুমি সব হও আমার সখির সমান ;
কৃষ্ণোদ্দেশ কহি সবে রাখহ পরাণ।”
উত্তর না পাঞা পুনঃ ভাবেন অন্তরে—
৪। “এই কৃষ্ণদাসী, ভয়ে না কহে আমারে”
৫। আগে মৃগগণ দেখি কৃষ্ণাঙ্গগন্ধ পাঞা ;
তার মুখ দেখি পুছেন নির্ণয় করিয়া—

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রিংশাধ্যায়ে একাদশশ্লোকে হরিণীং প্রতি গোপীবাক্যং—

অপ্যেণপত্ন্যুপগতঃ প্রিয়য়েহ গাত্রৈ-
স্তন্বন্ দৃশাং সখি সুনির্বৃতিমচ্যুতো বঃ।
কান্তাঙ্গসঙ্গকুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ
কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধঃ ॥৬॥

অথাত্রেতি বিচার্য্যতে। কামপ্যাদায় শ্রীভগবানন্তর্হিত। ইতি ব্যক্তীভবিষ্যদপি পূর্ব্বং যন্মুনীন্দ্রঃ স্বয়ং ন স্ফুটমুক্তবান্ তস্যায়মভিপ্রায়ঃ। সৎস্বপি নানা ভগবদাবির্ভাবেষু মম স্বয়ং ভগবতি শ্রীকৃষ্ণাখ্য এব তস্মিন্নাগ্রহবিশেষ ইতি তথা সৎস্বপি নানা-তত্তৎপরিকরেষু শ্রীব্রজবাসিষ্বেব স ইতি তথা সৎস্বপি তেষু শ্রীব্রজদেবীষ্বেব ততোঽপ্যধিকতরঃস ইতি রহস্যং সর্ব্বেপি জ্ঞাতবন্ত এব, কিন্তু তাস্বপি সতীষু শ্রীরাধিকায়ামেবাধিকতমঃ স ইতি ন জ্ঞাতবন্তঃ, তদেতন্মদাগ্রহতারতম্যঞ্চ তত্তদুৎকর্ষতারতম্যাদেব। অস্যাঃ পরমরহস্যায়াস্তদেতত্তু সাক্ষাজ্জ্ঞাপয়িতুং সঙ্কুচতি মচ্চিত্তং জ্ঞানখলতাভিয়া বিজ্ঞাপয়িতুমপীচ্ছতি, তস্মাদস্যাঃ সখীনাং বচনাত্তত্রাপ্রতীতৌ চ প্রতিপক্ষাণামপি বচনাদ্ব্যঞ্জনয়ৈব বৃত্ত্যা যথাবসরং মধ্যে মধ্যে প্রকটয়িষ্যামঃ। যদি চ জাতু স্বয়মপ্যাবেশবশাৎ প্রকটয়িষ্যামঃ তদা নাম তু তস্যাঃ নাক্ষান্ন-বক্ষ্যামঃ। এতস্যাস্তৎ পুনরাস্তাং অন্যাসামপি ন। কিঞ্চ ব্যঞ্জনাবৃত্তিরেব সর্ব্বত্র নানারসপ্রকাশিনী ন তু মুখ্যা সা চ যদি প্রসঙ্গে অবধারিতে বিশেষব্যঞ্জনার্থমভ্যুদয়তে তদাতীবচমৎকারিণী স্যাদিতি, তদেতদভিপ্রেত্য প্রথমং সখীদ্বারেদং জ্ঞাপয়তি—যদা তামাদায় শ্রীভগবান্ সহসান্তর্হিতস্তদাতস্যা সখ্যস্ত সংশয়ানা এবাসন্, কিন্তু কেবলবলানুজান্বেষণপরাভিস্তাভিঃ সহচারিষ্বেপি কিঞ্চিদুন্মাদধারিষ্বেপি তন্মিথুনান্বেষণব্যগ্রতয়া পৃথগবস্থিতস্বযূথতয়া তদবধান দূরস্ফুরদীহাঃ সত্য পর্য্যটিতবত্যো বক্ষমাণং তৎপাদচিহ্ন দর্শনং বিনাপি ক্বচিৎ কিঞ্চিদুপলব্ধবত্যশ্চ। তথাহি তাসাং বাক্যং—অপ্যেণপত্নীতি। অত্রা খণ্ডস্য বাক্যস্য নিখিলপদানামপ্যনুমোদনব্যঞ্জক এবার্থঃ প্রতিপাদ্যতে। ততঃ সখ্যমেবাসাং তন্মিথুনমনুলক্ষ্যতে তদ্দর্শনোৎকণ্ঠা চ তত্র বাক্যার্থঃ। অপীতি সম্ভাবনায়াং, তদিদং সম্ভাবয়াম ইত্যর্থঃ। অথবা অপীতি প্রশ্নে তদেতৎ পৃচ্ছাম ইত্যর্থঃ। কিস্তত্রাহুঃ—হে সখি ! অচ্যুতোবো যুষ্মাকমুপাগতঃ সমীপং প্রাপ্তঃ। নমু বনবিহারিণস্তস্য ধন্যানামস্মাকং সমীপপ্রাপ্তৌ কিমাশ্চর্য্যং তত্রাহুঃ—প্রিয়য়া সহেতি। নমু তৎ খল্বাশ্চর্য্যমেব কিন্তু যত্র তস্য দর্শনং তত্র তস্যাঃ সহযোগেন কিমাশ্চর্য্যমধিকং সুখং

হে সখি এণপত্নি ! শ্রীকৃষ্ণ নিজ প্রিয়তমার (শ্রীরাধিকার) সহিত গাত্র দ্বারা তোমাদিগের নয়নের তৃপ্তি

১। পুরুষজাতি—আম্রাদি শব্দ পুংলিঙ্গ হেতু পুরুষজাতি বলিলেন। সখার সমান—কৃষ্ণের সখার সমান। এই হইতে পরবর্ত্তী শ্লোকদ্বয়ের ব্যাখ্যা আরম্ভ হইল। ২। এই—তুলসী প্রভৃতি এই সকল। ৩। অন্তিকে—নিকটে।
৪। এই—ইহারা অর্থাৎ তুলসী প্রভৃতি। ভয়ে—অর্থাৎ কৃষ্ণ হইতে ভয় করিয়া।
৫। কৃষ্ণাঙ্গগন্ধ পাঞা—অর্থাৎ সেই স্থানে কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ অনুভব করিয়া।

"কহ মৃগি! রাধা সহ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বথা;
তোমায় সুখ দিতে আইলা—নাহিক অন্যথা।
রাধার প্রিয়সখী মোরা নহি বহিরঙ্গ;
১। দূর হৈতে জানি তাঁর যৈছে অঙ্গগন্ধ।
২। রাধাঅঙ্গসঙ্গে কুচকুঙ্কুমভূষিত;
কৃষ্ণ-কুন্দমালা-গন্ধে বায়ু সুবাসিত।"
৩। কৃষ্ণ ইঁহা ছাড়ি গেলা, ইঁহ বিরহিণী;
কিবা উত্তর দিবে? এই না শুনে কাহিনী।

আগে বৃক্ষগণ দেখি ফল-পুষ্পভরে;
শাখা সব পড়িয়াছে পৃথিবী-উপরে।
৪। কৃষ্ণে দেখি এই সব করে নমস্কার;
কৃষ্ণ-গমন পুছে তারে করিয়া নির্দ্ধার।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রিংশাধ্যায়ে দ্বাদশশ্লোকে তরূন্ প্রতি গোপীবাক্যং—

বাহুং প্রিয়াংস উপধায় গৃহীতপদ্মো
রামানুজস্তুলসিকালিকুলৈর্মদান্ধৈঃ।

নাম তত্রাহুঃ—তথৈব সহগাত্রৈস্তাদৃশানন্দব্যঞ্জকনানানুভাববিচিত্রৈ রঙ্গৈ র্বোঽস্মাকং ভবত্যা ভবৎসঙ্গিনীনাঞ্চ দৃশাং সুনির্বৃতিং কেবলস্য তস্য দর্শনাদপি তৎসাহিত্যদর্শনে পরমানন্দং তন্বন্ বিস্তারয়ন্নিতি তদিদঞ্চ নাস্মাসু গোপয়িতুমর্হসি, বয়ং হি তদঙ্গরঙ্গধর্ম্মবিদঃ সংচর্য্যঃ তদ্‌গন্ধবাহমাত্রেণাপি তদীয়ং সর্ব্বং জ্ঞাতুং শক্নুম ইত্যাহুঃ—কান্তাঙ্গেতি। প্রথমস্থাবং কুলপতেস্তস্য তত্র কান্তায়াস্তস্যাস্তত্র তদঙ্গসঙ্গস্য তত্র তৎকুচসঙ্গিকুঙ্কুমস্য তত্র চ তচ্ছিপ্তকুন্দস্রজঃ স এষ গন্ধঃ স্ফুটমত্রায়াতি, স চাভ্যস্তত্বাদস্মাভিরুপলভ্যত ইত্যর্থঃ। অথ দ্রষ্টৃ-দৃষ্টি-দৃশ্য-প্রশংসয়া তদনুমোদনব্যঞ্জকপদানামর্থঃ। অতএব প্রথমমপীতি সকাকু সম্ভাবনা গিরা তত্রোৎকণ্ঠাং ব্যনক্তি। এণপত্নীতি জাত্যৈব দৃষ্টিপ্রশংসা। এণপত্নীত্যনেন 'পত্যু র্নো যজ্ঞসংযোগে' ইতি পাণিনিস্মৃতেরেণানাং যাজ্ঞিকত্বং তস্যা যজ্ঞপত্নীত্বং ব্যঞ্জিতমিতি দ্রষ্টৃপ্রশংসা। উপগতঃ সমীপমপি প্রাপ্ত ইতি তদ্ভাগ্যপ্রশংসা, তত্রাপি প্রিয়য়েতি দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োর্দ্বয়োরপি প্রশংসাতিশয়ঃ। গাত্রৈরপি সঙ্গমেনাসাধারণতাং প্রাপ্তৈরিতি পূর্ব্ববদেব তন্বন্ দৃশাং সখি সুনির্বৃতিমিত্যোভির্দৃষ্টেশ্চ তদতিশয়ঃ। অচ্যুত ইতি প্রিয়য়া সহ বিচাররাহিত্যেন পুনর্দৃশ্যপ্রশংসা। ব ইতি যত্র ভবতীদৃশী তত্র ভবৎসঙ্গিনীনামপীদৃশত্বং সূচয়তীতি দ্রষ্টৃপ্রশংসা। অথ কান্তেতি দৃশ্যায়াস্তস্যাস্তদঙ্গসঙ্গেতি গন্ধঃ, দুর্ল্লভস্য দৃশ্যস্য কান্তস্য কুচকুঙ্কুমেতি তৎসংযোগলব্ধভাগ্যস্য দৃশ্যস্য কুঙ্কুমস্য তদ্রঞ্জিতয়া ইতি তৎসম্বন্ধেন লব্ধশোভাতিশয়ায়া দৃশ্যায়াঃ, কুন্দস্রজঃ শুভ্রতয়া তদুভয়শোভাযোগ্যায়াঃ, স্বরূপেণ চ তস্যা এব। কুলপতেরিতি দৃশ্যস্য কান্তস্য। ইহেতি লব্ধতদ্‌গন্ধসৌভাগ্যস্য দৃশ্যস্য তৎস্থানস্য। বাতীতি বাতম্পৃশ্যমসংস্কৃত্য স্বয়মেব সর্ব্বতশ্চলতীতি গন্ধবিলাসতস্য। গন্ধ ইতি তত্তদ্বিশেষযোগাত্তস্য চ প্রশংসাবগতেতি॥ ৬॥

অথ তস্যা মৌনময় বিলোকনাভিনিবেশেনাশঙ্কিতান্নিজবিরহাত্তিদৃষ্ট্যাতিতিরোদয়াৎ গুপ্ততাং মত্বা তাং বিহায় ফলপুষ্পাদিভর নম্রান্ বৃক্ষান্ বীক্ষ্য বিনয়ভর প্রণতান্ মত্বা সর্ব্বানেবতান্ পৃচ্ছন্তি বাহুমিতি। ইহাপি তৎ প্রশংসয়ানুমোদনং ব্যঙ্গ্যং। তত্র বাক্যার্থেন যথা হে তরবো রামানুজো বোঽস্মাকং প্রণামং কিংবা প্রণয়াবলোকৈরভিনন্দতি। ইতি মেঽতস্য তৎ কৃপায়াশ্চ যোগ্যতাস্পদতাং সূচয়িত্বা তেষাং দ্রষ্টৄণাং গুণপ্রশংসা। কথং নাভিনন্দেদিত্যাশঙ্ক্য তত্র তস্য তথা সহ

সম্পাদন করতঃ এই স্থানে আসিয়াছিলেন কি? কারণ সেই কান্তার অঙ্গ সঙ্গ প্রাপ্ত তাঁহার কুচস্থ কুঙ্কুম দ্বারা রঞ্জিত কুলপতি শ্রীকৃষ্ণের যে কুন্দমালা তাহার গন্ধ এই স্থানে প্রবাহিত হইতেছে॥ ৬॥

হে তরুগণ! তুলসী-মধু-মদে অন্ধ হইয়া অলিকুল যাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছে, সেই রামানুজ শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সীর

১। তাঁর—শ্রীরাধিকার। যৈছে—যে প্রকার।

২। রাধা…সুবাসিত—রাধিকার অঙ্গ সঙ্গ পাইয়া শ্রীকৃষ্ণের কুন্দমালা রাধিকার কুচ কুঙ্কুম দ্বারা ভূষিত হইয়াছে তাহারই গন্ধে বাসিত হইয়া বায়ু প্রবাহিত হইতেছে।

৩। ইঁহা—এই স্থানে। ইঁহ—মৃগী।

৪। এই সব—বৃক্ষ সকল। করে—করিয়াছে। নির্দ্ধার—নিশ্চয়।

অন্বীয়মান ইহ ব স্তরবঃ প্রণামং
কিম্বাভিনন্দতি চরন্ প্রণয়াবলোকৈঃ ॥৭॥

প্রিয়ামুখে ভৃঙ্গ পড়ে, তাহা নিবারিতে ;
লীলাপদ্ম চালাইতে হৈল অন্যচিত্তে।
তোমার প্রণাম কি করিয়াছে অবধান ?
১। কিবা, নাহি করে ? কহ বচন-প্রমাণ।
২। কৃষ্ণের বিয়োগে এই সেবক দুঃখিত ;
৩। কিবা উত্তর দিবে ইহার নাহিক সংবিত।
এত বলি আগে চলে যমুনার কূলে ;
৪। দেখে তাঁহা কৃষ্ণ হয় কদম্বের তলে।
কোটি মন্মথমোহন মুরলীবদন ;
অপার সৌন্দর্য্যে হরে জগতের নেত্র-মন।
সৌন্দর্য্য দেখিয়া ভূমে পড়ে মূর্চ্ছা পাঞা ;
হেন কালে স্বরূপাদি মিলিলা আসিয়া।
৫। পূর্ব্ববৎ সর্ব্বাঙ্গে সাত্ত্বিক সকল ;
অন্তরে আনন্দ আস্বাদ বাহিরে বিহ্বল।
৬। পূর্ব্ববৎ সবে মিলি করাইল চেতন ;
উঠিয়া চৌদিকে প্রভু করেন দর্শন।—
"কাঁহা গেলা কৃষ্ণ ? এখনি পাইনু দর্শন ;
যাঁহার সৌন্দর্য্য মোর হরিল নেত্র-মন।
পুনঃ কেন না দেখিয়ে মুরলীবদন ?
তাঁহার দর্শন-লোভে ভ্রময়ে নয়ন।"
বিশাখাকে রাধা যৈছে শ্লোক কহিলা ;
সেই শ্লোক মহাপ্রভু পড়িতে লাগিলা।

তথাহি **গোবিন্দলীলামৃতে** অষ্টমসর্গে চতুর্থ শ্লোকে বিশাখাং প্রতি শ্রীরাধিকাবাক্যং—

মধুরবিলাসাবেশকারণমাহুঃ। তজ্জ্ঞানে চ কারণং গন্ধমাত্রেণ পূর্ব্ববন্নিজতদন্তরঙ্গধর্ম্মবিজ্ঞতামাহ—বাহুমিত্যাদিনা। তত্রাভিনন্দনে সামান্যতঃ কারণং চরন্নিতি তত্তৎক্রীড়াস্থানগমনব্যগ্র ইত্যর্থঃ। ননু সদা সর্ব্বত্র ভ্রমতি পশ্যতি চাস্মান্ অন্য বা কো বিশেষস্তত্রাহুঃ—বাহুং প্রিয়াংস উপধায়েতি প্রিয়ায়াঃ স্বস্মিন্ পরমস্নিগ্ধায়া অংসে স্কন্ধে উপধায় কোমলেয়মিতি যৎকিঞ্চিদাধায়েত। নন্বু তমেবাস্মান্ দর্শয়িতুমাগতঃ কথমস্মৎপ্রণামং নাভিনন্দেদিত্যাশঙ্ক্যাহুঃ—তুলসিকালিকুলৈরন্বীয়মানঃ গৃহীতপদ্মঃ প্রিয়ায়াস্তান্নিবারয়িতুং দাক্ষিণেন ভুজেন লীলাপদ্মধুননাসক্ত ইত্যর্থঃ। তর্হি কথমভিনন্দেদিতি ভাবঃ। অত্র তু তুলসীকালিকুলৈরিতি তৎক্রীড়াবনতুলসীনাং সর্ব্বসুগন্ধিত উৎকর্ষ এব দ্যোতিতঃ। তথা বক্ষ্যতে দিব্যগন্ধতুলসামধুমত্তৈরিতি। অতএব মদান্ধে স্তদ্রসপানমদেনান্ধৈরপ্যন্বীয়মান ইতি প্রিয়াঙ্গসঙ্ঘর্ষেণ পরিমলবিশেষো দর্শিত ইতীত্থমত্রাপি পূর্ব্ববত্তত্তৎপ্রশংসা দর্শিতা। অথচ মালাং বিভ্রদ্বৈজয়ন্তীমিতি যা বৈজয়ন্তী প্রোক্তা মধ্যে কচ্চিত্তুলসীত্যাদৌ ত্বাবিভ্রদিত্যনেন তৎপ্রাশস্ত্যাতিশয়স্য প্রস্তুতত্বাৎ যা তুলসীমালা সূচিতা, পুনশ্চ কুন্দস্রজ ইত্যনেন যা কুন্দস্রক্ চ দর্শিতা, সম্প্রতি তস্যাস্তস্যাঃ স্খলনহেতবোবিহারাশ্চ ব্যঞ্জিতাঃ। তদিত্থং বাক্যার্থেন তত্তৎপ্রশংসয়ানুমোদনমেব ব্যঞ্জিতং। অথ পদানামর্থৈরপি পূর্ব্ববদন্নসন্ধেয়ং তদেবং বক্ত্রীণাং সখ্যমেব লব্ধং। তস্যা অমূনিনঃ ক্ষোভমিত্যাদৌ বিরোধমুখেন চ তদেব হি নিশ্চেতব্যং ॥৭॥

স্কন্ধে বাম-বাহু নিধান করিয়া দক্ষিণ-হস্তে লীলাপদ্ম ধারণ করতঃ গমন করিতে করিতে এইস্থানে কি প্রণয়াবলোকন দ্বারা তোমাদিগের প্রতি অভিনন্দন করিয়াছিলেন ? ৭ ॥

শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ধান করিলে কৃষ্ণবিরহজনিত উন্মাদ বশতঃ শ্রীরাধিকার সখীগণ যে সকল অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, মহাপ্রভু সেইভাবে আবিষ্ট হইয়া সখীগণের উক্ত শ্লোক সকল পাঠ করতঃ উদ্যানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন,—এই দুই শ্লোক দ্বারা তাহার দিগ্দর্শন করাইলেন ॥ ৭ ॥

১। কিবা—কিংবা। প্রমাণ—অর্থাৎ সত্যবচন বল।

২। এই সেবক—অর্থাৎ তরুগণ। ৩। সংবিৎ—চেতনা।

৪। হয়—বিদ্যমান রহিয়াছেন। ৫। পূর্ব্ববৎ—প্রতি রোমকূপে মাংসব্রণের আকার ইত্যাদি অন্ত্যলীলা (১৪) পরিচ্ছেদ (৭১৮) পৃষ্ঠায় দেখুন। ৬। পূর্ব্ববৎ—নামসঙ্কীর্ত্তনাদি দ্বারা।

নবাম্বুদলসদ্দ্যুতির্নবতড়িন্মনোজ্ঞাম্বরঃ
সুচিত্রমুরলীমুখঃ শরদমন্দচন্দ্রাননঃ।
ময়ূরদলভূষিতঃ সুভগতারহারপ্রভঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি নেত্র-
স্পৃহাং॥৮॥

১। "নবঘন স্নিগ্ধবর্ণ, দলিতাঞ্জন চিক্কণ,
ইন্দীবর-নিন্দি সুকোমল;
জিনি উপমার গণ, হরে সবার নয়ন,
কৃষ্ণকান্তি পরম-প্রবল।
কহ সখি! কি করি উপায়?
২। কৃষ্ণাদ্ভুত বলাহক, মোর নেত্র চাতক,
না দেখি পিয়াসে মরি যায়॥ ধ্রু॥
৩। সৌদামিনী পীতাম্বর, স্থির নহে নিরন্তর,
মুক্তাহার বকপাঁতি ভাল;
ইন্দ্রধনু শিখিপাখা, উপরে দিয়াছে দেখা,
আর ধনু বৈজয়ন্তী-মাল।
৪। মুরলীর কলধ্বনি, মধুর গর্জ্জন শুনি,
বৃন্দাবনে নাচে ময়ূর-চয়;
অকলঙ্ক পূর্ণকল, লাবণ্য-জ্যোৎস্না ঝলমল,
চিত্রচন্দ্র তাহাতে উদয়।
৫। লীলামৃত বরিষণে, সিঞ্চে চৌদ্দভুবনে,
৬। হেন মেঘ যবে দেখা দিল।
দুর্দ্দৈব ঝঞ্ঝা-পবনে, মেঘ নিল অন্যস্থানে,
মরে চাতক, পীতে না পাইল।"
পুন কহে "হায়! হায়! পড় পড় রামরায়!"
কহে প্রভু গদ্গদ আখ্যানে;
৭। রামানন্দ পড়ে শ্লোক, শুনি প্রভুর হর্ষ শোক,
আপনি প্রভু করেন ব্যাখ্যানে।

নবাম্বুদেতি। নবাম্বুদাৎ নবঘনাদপি লসন্তী শোভমানা দ্যুতিঃ কান্তির্যস্য সঃ। তথা নবতড়িতোপি মনোজ্ঞে রুচিরে অম্বরে বস্ত্রে যস্য সঃ। তথা সুচিত্রা নানাবর্ণরত্নময়ী মুরলী তয়া উপলক্ষিতং মুখং যস্য সঃ। তথা শরদি অমন্দঃ পূর্ণচন্দ্র ইব আননং বদনং যস্য সঃ। তথা ময়ূরদলেন বর্হাপীড়েনেত্যর্থঃ ভূষিতঃ শোভিতঃ। তথা সুভগেন শোভমানেন তারেণ মুক্তানামৌজ্জল্যেন হারস্য প্রভা যস্য সঃ। (মুক্তা শুদ্ধৌচ তারস্যাদিত্যমরাৎ)। স প্রসিদ্ধো মদনমোহনো মম নেত্রস্পৃহাং তনোতি স্বসৌন্দর্য্যেণ নেত্রয়োর্দিদৃক্ষাং বর্দ্ধয়তীত্যর্থঃ॥ ৮॥

যাঁহার অঙ্গকান্তি নবমেঘ অপেক্ষাও শোভমান, বস্ত্রযুগল নবনবিদ্যুৎশ্রেণী অপেক্ষাও রুচির, বদন নানা রত্নময়ী মুরলী-ভূষিত, মুখমণ্ডল শরৎকালীন পূর্ণচন্দ্রসদৃশ, মস্তক বর্হাপীড়বিভূষিত এবং বক্ষস্থল মুক্তাহারপ্রভান্বিত, হে সখি! সেই মদনমোহন আমার লোচনস্পৃহা বিস্তার করিতেছেন॥ ৮॥

১। **নবঘন ইত্যাদি—**যাহা নবমেঘ অপেক্ষা স্নিগ্ধ অর্থাৎ সুশীতল, দলিতাঞ্জন অপেক্ষা সুচিক্কণ এবং ইন্দীবর নিন্দি অর্থাৎ ইন্দীবর অপেক্ষা সুকোমল, শ্রীকৃষ্ণের সেই কান্তি উপমার গণ অর্থাৎ নবঘন, দলিতাঞ্জন এবং ইন্দীবর প্রভৃতিকে জিনি (পরাভব করতঃ) পরম প্রবল হইয়া সবার নয়ন হরণ করে।

২। **কৃষ্ণাদ্ভুত বলাহক—**কৃষ্ণ অদ্ভুত মেঘ। নেত্র চাতক—নেত্র চাতক-স্বরূপ। চাতক যেমন মেঘের জল ব্যতীত অন্য জল পান করে না, সুতরাং মেঘ না দেখিয়া পিপাসায় মরে, তদ্রূপ আমার নেত্র কৃষ্ণ-রূপ ভিন্ন অন্য রূপ দেখে না, এজন্য কৃষ্ণদর্শন না পাইয়া মরণোন্মুখ হইয়াছে।

৩। **সৌদামিনী…মাল—**প্রসিদ্ধ মেঘে বিদ্যুৎ, বকপাঁতি এবং ইন্দ্রধনু থাকে, এই কৃষ্ণ-মেঘে পীতাম্বর বিদ্যুৎস্বরূপ, মুক্তাহার বকপংক্তি-স্বরূপ এবং মস্তকোপরি শিখিপুচ্ছ ইন্দ্রধনু স্বরূপ হইয়াছে। এবং এই অদ্ভুত মেঘে বৈজয়ন্তীমালা রূপ আরও একটী ধনু আছে। বৈজয়ন্তী পত্র-পুষ্পময়ী মালা।

৪। **মুরলী…উদয়—**অন্য মেঘের গর্জ্জন শুনিয়া যেমন ময়ূরগণ নৃত্য করে, তদ্রূপ এ কৃষ্ণমেঘের মুরলীধ্বনিরূপ গর্জ্জন শুনিয়া বৃন্দাবনের ময়ূরগণ নৃত্য করিতে থাকে। অন্য মেঘ উদিত হইয়া চন্দ্রকে আবৃত করে, কিন্তু এই অদ্ভুত মেঘে কলঙ্করহিত, পূর্ণকল (ষোড়শকলাপূর্ণ) এবং যাহাতে লাবণ্য রূপ জ্যোৎস্না ঝলমল করিতেছে সেই চিত্র চন্দ্র (অদ্ভুতচন্দ্র অর্থাৎ শ্রীমুখ) উদিত হইয়াছে।

৫। **লীলামৃত…চৌদ্দভুবনে—**প্রসিদ্ধ মেঘ জল বর্ষণ করিয়া পৃথিবীকে সিক্ত করে, এই অদ্ভুত মেঘ লীলামৃত বর্ষণ করিয়া চতুর্দ্দশ ভুবনকে সিক্ত করে। ৬। **হেন—**এতাদৃশ। **দুর্দ্দৈব ঝঞ্ঝাপবনে—**দুরদৃষ্টরূপ ঝড়বাতাসে।

৭। **হর্ষ শোক—**হর্ষ এবং শোক। শ্লোকস্থ শ্রীকৃষ্ণরূপ অনুভব করিয়া হর্ষ এবং বাহ্যানুসন্ধানে বিরহজনিত শোক। এস্থলে হর্ষ ও শোক এই ভাবদ্বয়ের শাবল্য হইয়াছে। উপমর্দ্দ্য ও উপমর্দ্দক-ভাবে ভাবের অবস্থানকে শাবল্য বলে।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একোনত্রিংশাধ্যায়ে ষট্‌ত্রিংশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি গোপীবাক্যং—

বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রী
গণ্ডস্থলাধরসুধং হসিতাবলোকং।
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য
বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাস্যঃ ॥৯॥

যথা রাগঃ।

১। "কৃষ্ণ জিতি পদ্মচান্দ, পাতিয়াছে মুখফান্দ,
তাতে অধরমধুরস্মিত চার ;
ব্রজনারী আসি আসি, ফান্দে পড়ি হয় দাসী
ছাড়ি লাজ পতি-ঘর-দ্বার।
বান্ধব ! কৃষ্ণ করে ব্যাধের আচার ;
২। নাহি মানে ধর্ম্মাধর্ম্ম, হরে নারীমৃগীমর্ম্ম,
করে নানা উপায় তাহার ॥ ধ্রু ॥
গণ্ডস্থল ঝলমল, নাচে মকর-কুণ্ডল,
সেই নৃত্যে হরে নারীচয় ;
৩। সস্মিত কটাক্ষ বাণে, তা'সবার হৃদয়ে হানে,
নারীবধে নাহি কিছু ভয়।
৪। অতি উচ্চ সুবিস্তার, লক্ষ্মী শ্রীবৎস-অলঙ্কার,
৫। কৃষ্ণের যে ডাকাতিয়া বক্ষঃ ;
৬। ব্রজদেবী লক্ষ লক্ষ, তা সবার মন বক্ষঃ,
হরিদাসী করিবারে দক্ষ।
৭। সুবলিত দীর্ঘার্গল, কৃষ্ণের ভুজযুগল,
ভুজ নহে কৃষ্ণসর্পকায় ;
৮। দুই শৈল ছিদ্রে পৈশে, নারীর হৃদয়ে দংশে,
মরে নারী সে বিষজ্বালায়।
৯। কৃষ্ণকরপদতল, কোটিচন্দ্র সুশীতল,
১০। জিনি কর্পূর-বেণামূল-চন্দন ;
একবার যারে স্পর্শে, স্মরজ্বালাবিষনাশে,
যার স্পর্শে লুব্ধ নারীমন।"
এতেক বিলাপ করি, বিষাদে শ্রীগৌরহরি,
১১। এই অর্থে পড়ে এক শ্লোক ;
১২। এই শ্লোক পাঞারাধা, বিশাখাকে কহেবাধা
উঘারিয়া হৃদয়ের শোক।

তথাহি গোবিন্দলীলামৃতে অষ্টমসর্গে সপ্তম শ্লোকে বিশাখাং প্রতি শ্রীরাধাবাক্যং—

হরিণ্মণিকবাটিকা প্রততিহারি বক্ষঃস্থলঃ,
স্মরার্ত্ততরুণীমনঃকলুষহারিদোরর্গলঃ।

হরিণ্মণীতি। হরিণ্মণিকবাটিকায়া ইন্দ্রনীলমণি-কপাটিকায়াঃ প্রততিং বিস্তারং হর্ত্তুং পরাভবিতুং শীলং যস্য তথাভূতং বক্ষস্থলং যস্য সঃ। তথা স্মরার্ত্তানাং কামপীড়িতানাং তরুণীনাং যুবতীনাং মনঃকলুষং মনস্তাপং কামস্বরূপ-

---

যাঁহার বক্ষঃস্থল ইন্দ্রনীলমণি কপাটের বিশালতাকেও পরাভব করে, যাঁহার বাহুরূপ অর্গল-যুগল কামপীড়িত

ইহার ব্যাখ্যা মধ্যখণ্ডে (২৪) পরিচ্ছেদে (৫৭৭) পৃষ্ঠায় (১৩) শ্লোকে দেখুন ॥ ৯ ॥

১। কৃষ্ণজিতি…আচার—ব্যাধ যেমন ফাঁদ পাতিয়া তন্মধ্যে চার (অর্থাৎ প্রলোভন বস্তু) অর্পণ করে, পরে নানা উপায় দ্বারা মৃগাদিকে ঐ ফাঁদে আনিয়া তাহাদিগকে বাণ দ্বারা মর্ম্মস্থানে বিদ্ধ করে, তদ্রূপ কৃষ্ণও ব্যাধের ন্যায় আচরণ করেন ; পদ্ম এবং চন্দ্র বিজয়ী মুখ স্বরূপ ফাঁদ পাতিয়া স্বীয় অধরের মধুর মন্দহসিত রূপ চার সেই ফাঁদে দিয়া নানা উপায় দ্বারা ব্রজনারীগণকে সেই চার দেখাইয়া ফাঁদে নিপাতিত করেন। হানে—বিদ্ধ করে।
২। হরে—হরিবার জন্য। মর্ম্ম—অর্থাৎ চিত্ত। ৩। সস্মিত কটাক্ষবাণে—মন্দহাস্যযুক্ত কটাক্ষ বাণস্বরূপ তদ্বারা। অর্থাৎ লক্ষ্মী ও শ্রীবৎসচিহ্ন দ্বারা অলঙ্কৃত।
৪। সুবিস্তার—বিশাল। লক্ষ্মী—বক্ষস্থলের বামভাগে স্বর্ণরেখাকৃতি চিহ্ন। শ্রীবৎস—দক্ষিণভাগে দক্ষিণাবর্ত্ত রোমচয়। ৫। ডাকাতিয়া—বলপূর্ব্বক পরস্বাপহারী ডাকাত, তদ্রূপ। ৬। ব্রজদেবী…দক্ষ—লক্ষ লক্ষ ব্রজদেবীর মন হরণ করিয়া কৃষ্ণের বক্ষঃ তাহাদিগকে দাসী করিতে দক্ষ (নিপুণ)। ৭। দীর্ঘার্গল—দীর্ঘ বিকত্ত কাষ্ঠদণ্ড (অর্থাৎ হুরকা)। কায়—শরীর। ৮। দুই শৈল ছিদ্রে—অর্থাৎ স্তনদ্বয়রূপ পর্ব্বতের মধ্যে। পৈশে—প্রবেশ করিয়া। ৯। কোটিচন্দ্র সুশীতল—কোটিচন্দ্র হইতেও সুশীতল। ১০। জিনি—জিতিয়া। 'গণ্ডস্থল ঝলমল'—এই হইতে 'লুব্ধ নারী মন' এই পর্য্যন্ত ফাঁদে পাড়িবার উপায়। ১১। এই অর্থে—প্রলাপ বচনের অর্থানুরূপ। ১২। বাধা—পীড়া। উঘারিয়া—উদ্ঘাটিত করিয়া।

সুধাংশুহরিচন্দনোৎপলসিতাভ্রশীতাঙ্গকঃ,
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি বক্ষঃস্পৃহাং ॥১০

প্রভু কহে—"কৃষ্ণ মুঞি এখনি দেখিনু ;
১। আপনার দুর্দ্দৈবে পুনঃ হারাইনু।
চঞ্চলস্বভাব কৃষ্ণের না রয় একস্থানে ;
দেখা দিয়া মন হরি করে অন্তর্ধানে।"

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একোনত্রিংশাধ্যায়ে ত্রিচত্বারিংশ শ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শ্রীশুকবাক্যং—

তাসাং তৎসৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ।
প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ১১ ॥

স্বরূপগোসাঞীকে কহে—"গাও এক গীত,
২। যাতে আমার হৃদয়ের হয় ত সংবিৎ।
৩। স্বরূপগোসাঞী তবে মধুর করিঞা।
গীতগোবিন্দের পদ গায় প্রভুকে শুনাঞা।

তথাহি পদং শ্রীগীতগোবিন্দে দ্বিতীয়সর্গে দ্বিতীয়শ্লোকে সখীং প্রতি শ্রীরাধিকাবাক্যং—

মিত্রাণং হর্তুং নাশয়িতুং শীলং যয়োস্তথাভূতৌ দোষৌ বাহু এব অর্গলে বিষ্কম্ভদণ্ডে যস্য সঃ। (কবাটমররং তুল্যে তদ্বিষ্কম্ভেহর্গলং ন নেত্যমরঃ)। সুধাংশুশ্চন্দ্রঃ, হরিচন্দনং চন্দনবিশেষঃ, উৎপলং কুবলয়ং, সিতাভ্রঃ কর্পূরঃ, তেভ্যোঽপি শীতং সুশীতলমঙ্গং যস্য সঃ। (তৈলপর্ণিক গোশীর্ষে হরিচন্দনমস্ত্রিয়ামিতি। স্যাদুৎপলং কুবলয়মিতি। অথ কর্পূরমস্ত্রিয়াং। ঘনসারশ্চন্দ্রসংজ্ঞঃ সিতাভ্রোহিমবালুকমিতি চামরঃ)। হে সখি বিশাখে! স মদনমোহনঃ স্বস্পর্শেন মম বক্ষঃস্পৃহাং তনোতীতি ॥ ১০ ॥

তাসামিতি। তাসাং তাদৃশীনাং তদতি তং সৌভগমদং সৌভাগ্যহেতুকং গর্ব্বং। (তথা চ বিশ্বঃ। মদোরেতসি কস্তূর্য্যাং গর্ব্বে হর্ষেভদানয়োরিতি।) তং মানঞ্চ বিশেষেণ দৃষ্ট্বা, তত্র গর্ব্বপক্ষে যুক্ত্যন্তরাসাধ্যং তথা মানপক্ষে স্তুতে-রপানুনয়াদিভিরসাধ্যং দৃষ্ট্বেত্যর্থঃ। গর্ব্বং প্রতি প্রশমনায় মানস্য প্রতি প্রসাদায় প্রসাদনায় তত্রৈবান্তরধীয়ত অন্তরধাৎ। (ধীঞ অনাদরে দৈবাদিকঃ) ন ত্বন্যত্র গচ্ছন্ দৃষ্ট ইত্যর্থঃ। অত্র বক্ষ্যমাণানুসারেণ শ্রীরাধয়ৈব সহান্তর্ধানং জ্ঞেয়ং। তচ্চ তস্য তদিচ্ছায়াং জ্ঞাতায়াং যোগমায়য়ৈব সম্পাদিতমিতি। যদ্যপি সহেতুকস্যৈব মানস্যৈব শান্তয়ে রুচিন্নায়কোপেক্ষাপেক্ষাতে হেতুজোপি শমং যাতি যথাযোগং প্রকল্পিতৈঃ। সামভেদক্রিয়াদানানত্যুপেক্ষারসান্তরৈ'রিত্যুক্তেঃ। নির্হেতুকস্য প্রণয়-মানস্য তু বিনৈব প্রতীকারেণ যৎকিঞ্চিৎ প্রতিকারেণ বা তথাপি তচ্ছান্ত্যর্থমপেক্ষেয়ং পরস্পর গন্ধ-সম্বন্ধেন গাঢ়তাপত্তেঃ। তত উভয়ভাবশান্ত্যর্থমেব সা। প্রেমবিপাকয়োরপি তয়ো সমনেচ্ছা চ স্বেচ্ছাময়লীলেচ্ছয়া যুগপদেব সর্ব্বাএব প্রতি মহারসদান-ময়বাসেচ্ছয়া চ। তথা চ বিপ্রলম্ভঃ পরমপ্রেমার্থমেব গোক্ষ্যতীতি বক্ষ্যতে চ নাহস্য সখ্য ইত্যাদি। অন্তর্ধানে মূলং কারণন্ত একয়ৈব তয়া সহ লীলায়া লালসৈব। তত্র কেশব ইতি। 'অংশবো যে প্রকাশন্তে মম তে কেশ-সংজ্ঞিতাঃ। সর্ব্বজ্ঞাঃ কেশবং তস্মান্মামাহুর্মুনিসত্তমে'তি ভারতীয়-তদ্বাক্যাৎ পরমদাপ্তি-মানিত্যর্থঃ। ততশ্চ তদন্তর্ধানে সর্ব্বাসু শোভাসু বিদ্যমানাস্বপি তত্র সহৈব শোভারাহিত্যং বাঞ্ছিতমিতি ॥ ১১ ॥

তরুণীগণের মনস্তাপ শমক এবং যাঁহার অঙ্গ, চন্দ্র হরিচন্দন উৎপল ও কর্পূর অপেক্ষাও সুশীতল, হে সখি বিশাখে! সেই মদনমোহন আমার বক্ষস্পৃহা বিস্তার করিতেছেন ॥ ১০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ সেই গোপীগণের সৌভাগ্যজনিত গর্ব্ব এবং মান বিশেষরূপে দর্শন করিয়া প্রশমার্থ ও প্রসাদনার্থ সেই রাসমণ্ডলেই অন্তর্হিত হইয়াছিলেন ॥ ১১ ॥

অন্য গোপীর গর্ব্বশান্তি এবং শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর মান প্রসাদনের নিমিত্ত তাঁহার সহিত অন্তর্ধান করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দর্শনদান দিয়া মন হরণ করতঃ অন্তর্ধান করেন,—ইহাই এই শ্লোক দ্বারা প্রতিপন্ন করিলেন ॥ ১১ ॥

১। আপনার দুর্দ্দৈবে—নিজের দুরদৃষ্ট বশতঃ, অর্থাৎ কৃষ্ণের কোন দোষ নাই।
২। সংবিৎ—চেতনা, অর্থাৎ স্বাস্থ্য।
৩। মধুর করিয়া—অর্থাৎ মিষ্টস্বরে।

রাসে হরিমিহ বিহিতবিলাসং।
স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসং ॥১২॥

১। স্বরূপ গোসাঞী যবে এই পদ গাইলা ;
উঠি প্রেমাবেশে প্রভু নাচিতে লাগিলা।
২। অষ্ট সাত্ত্বিক অঙ্গে প্রকট হইল ;
৩। হর্ষাদি ব্যভিচারী সব উথলিল।
৪। ভাবোদয়ে ভাবসন্ধি ভাবশাবল্য ;
৫। ভাবে ভাবে মহাযুদ্ধ সবার প্রাবল্য।
সেই পদ পুনঃ পুনঃ করায় গায়ন ;
পুনঃ পুনঃ আস্বাদয়ে, করেন নর্ত্তন।
এই মত নৃত্য যদি হইল বহুক্ষণ ;
স্বরূপ-গোসাঞা পদ কৈল সমাপন।
'বোল বোল' বলি প্রভু কহে বার বার ;
৬। না গায় স্বরূপ-গোসাঞী শ্রম দেখি তাঁর।
'বোল বোল' প্রভু বলে, ভক্তগণ শুনি ;
চৌদিকেতে সবে মিলি করে হরিধ্বনি।
রামানন্দ রায় তবে প্রভুকে বসাইল ;
বীজনাদি করি প্রভুর শ্রম ঘুচাইল।
প্রভু লঞা গেলা তবে সমুদ্রের তীরে ;
স্নান করাইয়া পুনঃ লঞা আইলা ঘরে।
ভোজন করাইয়া প্রভুকে করাইল শয়ন ;
রামানন্দ আদি সবে গেলা নিজস্থান।
এই ত কহিল প্রভুর উদ্যান-বিহার ;
৭। বৃন্দাবন ভ্রমে যাঁহা প্রবেশ তাঁহার।
বিলাপ সহিত এই উন্মাদ বর্ণন ;
শ্রীরূপ-গোসাঞী ইহা করিয়াছে লিখন।

তথাহি স্তবমালায়াং শ্রীচৈতন্যদেবস্তবে ষষ্ঠশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং—

পয়োরাশেস্তীরে স্ফুরদুপবনালীকলনয়া,
মুহুর্ব্বৃন্দারণ্যস্মরণজনিতপ্রেমবিবশঃ।
ক্বচিৎ কৃষ্ণাবৃত্তিপ্রচলরসনো ভক্তিরসিকঃ,
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদং ॥১৩॥

অনন্ত চৈতন্যলীলা না যায় লিখন ;
দিঙ্মাত্র দেখাইয়া করিল সূচন।
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ;
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

রাস ইতি। হে সখি মম মনঃ ইহ রাসে বিহিতো বিলাসো যেন তং, তথাকৃতঃ পরিহাসো যেন তং, হরিং স্মরতি ॥ ১২ ॥

পয়োরাশেরিতি। পয়োরাশেঃ সমুদ্রস্য তীরে তটে স্ফুরন্তীনামুপবনালীনামারামপঙ্‌ক্তীনাং কলনয়া বীক্ষয়া যন্মুহুর্ব্বৃন্দারণ্যস্মরণং তজ্জনিতেন প্রেম্না বিবশঃ অধৈর্য্যংগতঃ ক্বচিৎ স্থানে কৃষ্ণাবৃত্ত্যা কৃষ্ণেতিনাম্নোঽসকৃৎকীর্ত্তনেন প্রচলা রসনা জিহ্বা যস্য সঃ যস্মাৎ ভক্তিরসিকঃ স চৈতন্যঃ পুনরপি কিং মে মম দৃশোর্নয়নয়োঃ পদং যাস্যতি ॥ ১৩ ॥

যিনি এই রাসে বিবিধ বিলাস এবং পরিহাস করিয়াছেন, হে সখি! আমার মন সেই হরিকে স্মরণ করিতেছে ॥১২॥

সমুদ্রতীরে সুশোভিত উপবনশ্রেণী দর্শন করিয়া পুনঃ পুনঃ বৃন্দাবন স্মরণ হওয়ায় যিনি প্রেমভরে অধীর হইয়াছিলেন, "কৃষ্ণ" এই নাম-কীর্ত্তনে যাঁহার জিহ্বা সর্ব্বদা প্রচলিত হয় সেই ভক্তিরসিক চৈতন্যদেব কি আবার আমার নয়নপথের পথিক হইবেন? ১৩ ॥

১। এই পদ—"রাসে হরিমিহ" ইত্যাদি পদ। ২। অষ্ট সাত্ত্বিক—স্তম্ভস্বেদাদি। মধ্যলীলায় (৩৭৭) পৃষ্ঠায় দেখুন। ৩। উথলিল—উচ্ছলিত হইল। ৪। ভাবোদয়—ভাবের উৎপত্তি। ভাবসন্ধি—সমান অথবা বিভিন্ন ভাবদ্বয়ের সংমিশ্রণকে ভাবসন্ধি বলে। ভাবশাবল্য—ভাবের পরস্পর সম্মর্দ্দনকে ভাবশাবল্য বলে। ৫। মহাযুদ্ধ—পরস্পরের উপমর্দ্দন। ৬। তাঁর—মহাপ্রভুর। ৭। যাঁহা—যে উদ্যানে। তাঁহার—মহাপ্রভুর।

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে উদ্যানবিহারো নাম
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ॥

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং কৃষ্ণভাবামৃতং হি যঃ।
আস্বাদ্যাস্বাদয়ন্ ভক্তান্ প্রেমদীক্ষামশিক্ষয়ৎ ॥১

জয় জয় শ্রীচৈতন্য! জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র! জয় গৌরভক্তবৃন্দ!
এই মত মহাপ্রভু রহে নীলাচলে;
ভক্তগণ সঙ্গে সদা প্রেম-বিহ্বলে।
বর্ষান্তরে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ;
পূর্ব্ববৎ আসি কৈল প্রভুর মিলন।
১। তাঁ'সবার সঙ্গে প্রভুর চিত্তে বাহ্য হৈল;
পূর্ব্ববৎ রথযাত্রায় নৃত্যাদি করিল।
তাঁ'সবার সঙ্গে আইল কালিদাস নাম;
কৃষ্ণনাম বিনা তেঁহো নাহি কহে আন্।
২। মহাভাগবত তেঁহো সরল উদার;
৩। কৃষ্ণনাম সঙ্কেতে চালায় ব্যবহার।
৪। কৌতুকেতে তেঁহো যদি পাশক খেলায়;
'হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ' করি পাশক চালায়।
রঘুনাথ-দাসের তেঁহ হয় জ্ঞাতি-খুড়া;
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট খাইতে তেঁহ হইল বুড়া।
গৌড়দেশে হয় যত বৈষ্ণবের গণ;
সবার উচ্ছিষ্ট তেঁহ করিলা ভোজন।
৫। ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব যত ছোট বড় হয়;
৬। উত্তম বস্তু ভেট লঞা তাঁর ঠাঞি যায়।
৭। তাঁর ঠাঞি শেষপাত্র লয়েন মাগিয়া;
কাঁহাও না পান যবে রহেন লুকাইয়া।
ভোজন করিলে পাত্র ফেলাইয়া যায়;
লুকাইয়া সেই পাত্র আসি চাটি খায়।
শূদ্র-বৈষ্ণবের ঘরে যায় ভেট লঞা;
৮। এইমত তার উচ্ছিষ্ট খায় লুকাইয়া।
ভূমিমালী-জাতি বৈষ্ণব ঝড়ু তাঁর নাম;
৯। আম্রফল লঞা তেঁহো গেলা তাঁর স্থান।
আম্র ভেট দিয়া তাঁর চরণ বন্দিল;
১০। তাঁর পত্নীকে তবে নমস্কার কৈল।
১১। পত্নীর সহিত তেঁহো আছেন বসিয়া;
বহু সম্মান কৈল কালিদাসে দেখিয়া।
১২। ইষ্টগোষ্ঠী কতক্ষণ করি তাঁর সনে;
ঝড়ু ঠাকুর কহে তাঁরে মধুর বচনে—
"আমি নীচজাতি, তুমি অতিথি সর্ব্বোত্তম;
কোন্ প্রকারে করি আমি তোমার সেবন?
১৩। আজ্ঞা দেহ ব্রাহ্মণ-ঘরে অন্ন লঞা দিয়ে;
তাঁহা তুমি প্রসাদ পাও তবে আমি জীয়ে।"

বন্দে ইতি। অহং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং বন্দে। যঃ প্রভুঃ কৃষ্ণভাবামৃতং স্বয়মাস্বাদ্য ভক্তান্ আস্বাদয়ন্ প্রেমদীক্ষামশিক্ষয়ৎ ॥ ১ ॥

যিনি কৃষ্ণভাবামৃত স্বয়ং আস্বাদন করিয়া এবং ভক্তগণকে আস্বাদন করাইয়া প্রেমদীক্ষার শিক্ষা করাইয়াছিলেন, আমি সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে বন্দনা করি ॥ ১ ॥

কি প্রণালীতে বর্ণাবলী লিখিতে হয় তাহাই শিষ্যকে শিক্ষা দিবার জন্য গুরু যেমন স্বয়ং লিখিয়া শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন, তদ্রূপ কৃষ্ণভাবামৃত কিরূপে আস্বাদন করিতে হয়, তাহাই ভক্তবর্গকে শিক্ষা দিবার জন্য মহাপ্রভু স্বয়ং আস্বাদন করিয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

১। বাহ্য—বাহ্যানুসন্ধান। ২। সরল—অকপট। উদার—অর্থাৎ অতিশয় অকপট। ৩। কৃষ্ণনাম...ব্যবহার—অর্থাৎ সাংসারিক সকল ব্যাপারেই কৃষ্ণনামের দোহাই দেন। ৪। কৌতুকেতে—অর্থাৎ আসক্তি বর্জ্জিত হইয়া। ৫। ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব—ব্রাহ্মণ-জাতি বৈষ্ণব। ৬। ভেট—উপহার। ৭। শেষপাত্র—ভুক্তাবশেষ অন্নাদি। ৮। এইমত—প্রক্ষিপ্ত উচ্ছিষ্ট পাত্র কুড়াইয়া। ৯। তেঁহো—কালিদাস। ১০। তাঁর—ঝড়ুর। ১১। পত্নীর...বসিয়া—ইহাতে গৃহস্থ বৈষ্ণব ইহাই বুঝাইল। ১২। তাঁর—কালিদাসের। ১৩। অন্ন—তণ্ডুলাদি।

কালিদাস কহে ঠাকুর ! কৃপা কর মোরে ;
তোমার দর্শনে আইনু মুঞি পতিত পামরে !
পবিত্র হইনু মুঞি পাইনু দর্শন ;
কৃতার্থ হইনু মোর সফল জীবন।
এক বাঞ্ছা হয় যদি কৃপা করি কর ;
১। পদরজঃ দেহ, পাদ মোর মাথে ধর।"
২। ঠাকুর কহে "ঐছে বাত কহিতে না যুয়ায় ;
৩। আমি নীচজাতি, তুমি সুসজ্জন রায়।"
তবে কালিদাস শ্লোক পড়ি শুনাইল ;
৪। শুনি ঝড়ু ঠাকুরের বড় সুখ হৈল।

তথাহি শ্রীহরিভক্তিবিলাসস্য দশমবিলাসে একনবতিতমাঙ্কধৃতং ইতিহাসসমুচ্চয়ে ভগবদ্বাক্যং—

ন মে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথাহ্যহং ॥২॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে নবমাধ্যায়ে নবমশ্লোকে নরসিংহং প্রতি প্রহ্লাদবাক্যং—

বিপ্রাদ্দিষড়্ গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ ॥৩॥

তথাহি তত্রৈব দ্বিতীয়স্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশাধ্যায়ে অষ্টম-শ্লোকে দেবহূতিং প্রতি কপিলদেববাক্যং—

অহোবত। শ্বপচোহতো গরীয়ান্,
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যং।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যাঃ,
ব্রহ্মানূচু র্নাম গৃণন্তি যে তে ॥৪॥

শুনি ঠাকুর কহে —"শাস্ত্র এই সত্য হয় ;
সেই শ্রেষ্ঠ ঐছে যাতে কৃষ্ণভক্তি হয়।
আমি নীচ জাতি, আমার নাহি কৃষ্ণভক্তি ;
৫। অন্যত্র ঐছে হয়, আমার নাহি শক্তি।"
তাঁরে নমস্করি কালিদাস বিদায় মাগিলা ;
৬। ঝড়ু ঠাকুর তবে তাঁরে অনুব্রজি আইলা।
তাঁরে বিদায় দিয়া ঠাকুর যদি ঘরে আইলা ;
৭। তাঁহার চরণচিহ্ন যে ঠাঞি পড়িলা।
সেই ধূলা লয়ে কালিদাস সর্ব্বাঙ্গে লেপিল ;
তার নিকট এক স্থানে লুকাঞা রহিল !
ঝড়ু ঠাকুর ঘরে যাই দেখি আম্রফল ;
মনে সেই কৃষ্ণচন্দ্রে অর্পিল সকল।
৮। কলার পাটুয়াখোলা হৈতে আম্র নিকাসিয়া
তার পত্নী তাঁরে দেন খায়েন চুষিয়া।
৯। চুষি চুষি চোকা-আঁটি ফেলিল পাটুয়াতে ;
তাঁরে খাওয়াইয়া পত্নী খাইল পশ্চাতে।
আঁটি-চোকা সেই পাটুয়াখোলাতে ভরিয়া ;
বাহিরে উচ্ছিষ্টগর্ত্তে ফেলাইল লঞা।
সেই খোলা আঁটি-চোকা চুষে কালিদাস ;
চুষিতে চুষিতে হয় প্রেমের উল্লাস।
এইমত যত বৈষ্ণব বৈসে গৌরদেশে ;
১০। কালিদাস ঐছে সবার নিল অবশেষে।

ইহার ব্যাখ্যা মধ্যলীলার (১৯) পরিচ্ছেদে (৪৪২) পৃষ্ঠার (২) শ্লোকে দেখুন ॥ ২ ॥
ইহার ব্যাখ্যা মধ্যলীলার (২০) পরিচ্ছেদে (৪৭১) পৃষ্ঠার (৪) শ্লোকে দেখুন ॥ ৩ ॥
ইহার ব্যাখ্যা (৩৪৩) পৃষ্ঠার (১৩) শ্লোকে দেখুন ॥ ৪ ॥ এই তিন শ্লোক দ্বারা বৈষ্ণব মাহাত্ম্য দেখাইলেন।

১। দেহ—দাও। ২। ঠাকুর—ঝড়ু ঠাকুর। না যুয়ায়—যুক্তিসঙ্গত হয় না। ৩। রায়—প্রধান বংশজ। ৪। বড় সুখ হইল—অর্থাৎ ভক্তমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া। ৫। ঐছে—অর্থাৎ আপনি হরিভক্তের যে মহিমা বলিলেন, তাহা অন্য বৈষ্ণবে আছে। নাহি শক্তি—অর্থাৎ আমাতে তাদৃশ গুণের লেশও নাই।
৬। অনুব্রজি—সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাদ্গমন করিয়া। ৭। তাঁহার—ঝড়ু ঠাকুরের।
৮। নিকাসিয়া—বাহির করিয়া। ৯। চোকা—বকল। ১০। অবশেষ—উচ্ছিষ্ট।

সেই কালিদাস যবে নীলাচলে আইলা :
মহাপ্রভু তাঁর উপর মহাকৃপা কৈলা।
প্রভু যদি যান জগন্নাথ-দরশনে ;
জলকরঙ্গ লঞা গোবিন্দ যায় প্রভুসনে।
সিংহদ্বারের উত্তরদিকে কপাটের আড়ে ;
১। বাইশ পাঁহাচা তলে আছে নিম্ন গাড়ে।
সেই গাড়ে করি প্রভু পাদপ্রক্ষালন ;
তবে করিবারে যান ঈশ্বর দর্শন।
গোবিন্দেরে মহাপ্রভু করিয়াছে নিয়ম—
"মোর পাদজল যেন না লয় কোন জন।"
প্রাণিমাত্র লইতে না পায় সেই পদজল ;
অন্তরঙ্গ ভক্ত লয় করি কোন ছল।
একদিন প্রভু তাঁহা পাদ প্রক্ষালিতে ;
কালিদাস আসি তাঁহা পাতিলেন হাতে।
২। এক অঞ্জলি, দুই অঞ্জলি, তিন অঞ্জলি পীল ;
তবে মহাপ্রভু তাঁরে নিষেধ করিল।—
"অতঃপর আর না করিহ পুনর্ব্বার ;
এতাবতা বাঞ্ছা পূর্ণ করিল তোমার।"
সর্ব্বজ্ঞশিরোমণি চৈতন্য-ঈশ্বর ;
৩। বৈষ্ণবে তাঁহার বিশ্বাস জানেন অন্তর।
সেই গুণ লঞা প্রভু তাঁরে তুষ্ট হৈল ;
অন্যের দুর্ল্লভ প্রসাদ তাঁহারে করিল।
৪। বাইশ পাঁহাচা পাছে উত্তর দক্ষিণ দিগে ;
এক নৃসিংহ মূর্ত্তি আছে উঠিতে বামভাগে।
প্রতিদিন তাঁরে প্রভু করেন নমস্কার ;
নমস্করি এই শ্লোক পড়ে বার বার—

তথাহি নৃসিংহপুরাণং—

নমস্তে নরসিংহায় প্রহ্লাদাহ্লাদদায়িনে।
হিরণ্যকশিপো র্বক্ষঃশিলাটঙ্কনখালয়ে ॥৫॥

তথা নৃসিংহ পুরাণং—

ইতো নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহো,
যতো যতো যামি ততো নৃসিংহঃ।
বহি র্নৃসিংহো হৃদয়ে নৃসিংহো,
নৃসিংহমাদিং শরণং প্রপদ্যে ॥৬॥

নমস্ত ইতি। প্রহ্লাদায় আনন্দং দাতুং শীলমস্য তস্মৈ। তথা হিরণ্যকশিপোঃ প্রহ্লাদস্য পিতুর্বক্ষএব শিলা তস্যা বিদারণে ইত্যর্থঃ, টঙ্কঃ পাষাণবিদারকোঽস্ত্রবিশেষ এব নখানামালিযস্য তস্মৈ। (টঙ্কঃ পাষাণদরণ ইত্যমরঃ) তে তুভ্যং নম ইতি ॥ ৫ ॥

ইত ইতি। ইতঃ অস্মিন্ দৃশ্যমানপ্রপঞ্চে কারণতয়া তথা পরতঃ পরোক্ষে বৈকুণ্ঠাদিধাম্নি স্বস্বরূপেণেত্যর্থঃ। তথা যতোযতো যদ্যৎ প্রতিযামি যত্র যত্র মনোনিবেশং করোমি, ততঃ ততস্ততঃ নৃসিংহঃ নৃসিংহতয়া স্ফুরতীত্যর্থঃ। তথা

যিনি প্রহ্লাদের আনন্দপ্রদ, যাঁহার নখশ্রেণী হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃস্থল বিদারণে টঙ্কস্বরূপ, সেই নরসিংহ তোমাকে প্রণাম ॥ ৫ ॥

এখানে, সেখানে, বাহিরে, অন্তরে এবং যেখানে যেখানে যাইতেছি, সর্ব্বত্র নৃসিংহই দেখি, অতএব আমি সেই

টঙ্ক—পাষাণ বিদারক অস্ত্র বিশেষ ॥ ৫ ॥

১। বাইশ পাঁহাচা—সিংহদ্বারের নিম্নস্থ ভূমিতল হইতে রত্নবেদি ত্রিশ হস্ত অপেক্ষাও উচ্চ, যে সোপান পরম্পরা দ্বারা সিংহদ্বারে উঠিতে হয় তাহাকে বাইশ পাঁহাচা বলে। অর্থাৎ সেই সিঁড়িতে বাইশটী ধাপ আছে। পাঁহাচা—ধাপ। ২। পীল—পান করিল।

৩। তাঁহার—কালিদাসের। কালিদাসের বৈষ্ণবে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, সেই অংশই গ্রহণ করিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে কৃপা করিয়াছিলেন।

৪। বাইশ পাঁহাচা ইত্যাদি—বাইশ পাঁহাচার পাছে (পশ্চাৎ অর্থাৎ পশ্চিমদিকে) দ্বিতীয় কক্ষায় সোপান পরম্পরায় উঠিতে উত্তরদিগে এক নৃসিংহ মূর্ত্তি এবং দক্ষিণ দিকে আর এক নৃসিংহ মূর্ত্তি আছেন, তন্মধ্যে উঠিতে বামভাগে (অর্থাৎ দক্ষিণদিকে) যে নৃসিংহ মূর্ত্তি আছেন, মহাপ্রভু যাইবার সময়ে তাঁহাকে নতিস্তুতি করিতেন।

তবে প্রভু কৈল জগন্নাথ দরশন ;
১। ঘরে আসি মধ্যাহ্ন করি করিলা ভোজন।
২। বহির্দ্বারে আছে কালিদাস প্রত্যাশা করিয়া
৩। গোবিন্দেরে ঠারে প্রভু কহেন জানিয়া।
প্রভুর আদেশেতে গোবিন্দ সব জানে ;
কালিদাসে দিল প্রভুর শেষপাত্র দানে।
বৈষ্ণবের শেষ ভক্ষণের এতেক মহিমা ;
কালিদাসে পাওয়াইলা প্রভুর কৃপাসীমা।
৪। তাতে বৈষ্ণবের ঝুঠা খাও ছাড়ি ঘৃণা লাজ ;
যাহা হৈতে পাইবে বাঞ্ছিত সব কায।
কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ নাম ;
৫। ভক্তশেষ হৈলে মহামহাপ্রসাদ আখ্যান।
ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদজল ;
৬। ভক্ত-ভুক্তশেষ—এই তিন মহাবল।
এই তিন সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয় ;
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়।
তাতে বার বার কহি শুন ভক্তগণ ;
বিশ্বাস করিয়া কর এ তিন সেবন।
তিন হৈতে কৃষ্ণনাম প্রেমের উল্লাস ;
৭। কৃষ্ণের প্রসাদ, তাতে সাক্ষী কালিদাস।

নীলাচলে মহাপ্রভু রহে এই মতে ;
৮। কালিদাসে মহাকৃপা কৈল অলক্ষিতে।
৯। সে বৎসর শিবানন্দ পত্নী লঞা আইল ;
পুরীদাস ছোট পুত্রে সঙ্গেতে আনিল।
পুত্রসঙ্গে লঞা তেঁহো আইল প্রভুর স্থানে ;
পুত্রে করাইল প্রভুর চরণ বন্দনে।
'কৃষ্ণ কহ' বলি প্রভু বলে বার বার ;
তবু কৃষ্ণনাম বালক না করে উচ্চার।
শিবানন্দ বালকেরে বহু যত্ন কৈল ;
তবু সেই বালক কৃষ্ণনাম না কহিল।
প্রভু কহে—"আমি নাম জগতে লওয়াইল ;
স্থাবর পর্য্যন্ত কৃষ্ণনাম কহাইল।
ইহারে নারিল কৃষ্ণনাম কহাইতে!"
১০। শুনিয়া স্বরূপগোসাঞী কহেন হাসিতে—
তুমি কৃষ্ণনামমন্ত্র কৈলে উপদেশে ;
মন্ত্র পাঞা কারও আগে না করে প্রকাশে!
১১। মনে মনে জপে, মুখে না করে আখ্যান;
এই ইহার মন কথা করি অনুমান।"
আর দিনে কহে প্রভু - "পঢ় পুরীদাস!"
১২। এই শ্লোক করি তেঁহো করিল প্রকাশ।

বহির্জাগ্রদবস্থায়াং হৃদয়ে সমাধ্যবস্থায়াঞ্চ নৃসিংহএব অনুভূয়ত ইত্যর্থঃ। অত আদিং সর্ব্বকারণকারণং নৃসিংহং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৬ ॥

আদি পুরুষ নৃসিংহের শরণাগত ॥ ৬ ॥

১। মধ্যাহ্ন—মধ্যাহ্নকৃত্য সন্ধ্যাবন্দনাদি। ২। প্রত্যাশা—মহাপ্রভুর প্রসাদান্নেরআকাঙ্ক্ষা।

৩। ঠারে—সঙ্কেত করিয়া।

৪। ঝুঁঠা—উচ্ছিষ্ট। ঘৃণা—উচ্ছিষ্টজ্ঞানে। লজ্জা—লোকাপেক্ষা।

৫। আখ্যান—নাম। ৬। মহাবল—প্রভাবাতিশয়শালী।

৭। তাতে—কৃষ্ণের প্রসাদ সেবনে। যদ্যপি কালিদাসের বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টেই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তথাপি কৃষ্ণপ্রসাদ ব্যতীত বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট হয় না, এই অভিপ্রায়েই কৃষ্ণপ্রসাদ ইহাই বলিলেন।

৮। মহাকৃপা—পাদোদক ও পাত্রাবশেষ-প্রদান রূপ। অলক্ষিতে—অন্যের অগোচরে।

৯। পত্নী—পত্নীকে। ১০। হাসিতে—হাসিতে হাসিতে।

১১। আখ্যান—নাম। ১২। এই—পরবর্ত্তী।

তথাহি **কর্ণপূরকৃত** শ্লোকঃ—

শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষ্ণো রঞ্জনমুরসো মহেন্দ্রমণিদাম
বৃন্দাবনরমণীনাং মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তি ॥৭॥

সাত বৎসরের শিশু নাহি অধ্যয়ন ;
ঐছে শ্লোক করে, লোকে চমৎকার মন।
চৈতন্যপ্রভুর এই কৃপার মহিমা ;
ব্রহ্মাদি দেব যার নাহি পায় সীমা।
ভক্তগণ প্রভুসঙ্গে রহে চারি মাসে ;
প্রভু আজ্ঞা দিল সব গেলা গৌরদেশে।
১। তাঁ'সবার সঙ্গে প্রভুর ছিল বাহ্যজ্ঞান ;
তাঁরা গেলে পুনঃ হৈল উন্মাদপ্রধান।
২। রাত্রি দিনে স্ফুরে কৃষ্ণের রূপগন্ধরস ;
সাক্ষাদনুভবে যেন কৃষ্ণের পরশ।
একদিন প্রভু গেলা জগন্নাথদর্শনে ;
৩। সিংহদ্বারের দলই আসি করিল বন্দনে।
তারে বলে—"কোথা কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ ?
মোরে কৃষ্ণ দেখাও"—বলি ধরে তার হাত।
সেই কহে—"ইঁহা হয় ব্রজেন্দ্রনন্দন ;
আইস তুমি মোর সঙ্গে করাও দর্শন।"
"তুমি মোর সখা দেখাও কাঁহা প্রাণনাথ ?"
৪। এত বলি জগমোহন গেলা ধরি তার হাত।
৫। সেই বলে "এই দেখ শ্রীপুরুষোত্তম ;
নেত্র ভরিয়া তুমি করহ দর্শন।"
গরুড়ের পাছে রহি করেন দর্শন ;
৬। দেখি প্রভুর মন হইল আনন্দে মগন।
এই লীলা নিজগ্রন্থে রঘুনাথ-দাস ;
চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছে প্রকাশ।

তথাহি **স্তবাবল্যাং** চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে সপ্তমশ্লোকে রঘুনাথদাসবাক্যং—

ক্ক মে কান্তঃকৃষ্ণস্ত্বরিতমিহতং লোকয় সখে !
ত্বমবেতি দ্বারাধিপমভিবদন্নুন্মদ ইব।

শ্রবসোরিতি। বৃন্দাবনতরুণীনাং ব্রজদেবীনাং শ্রবসোঃ কর্ণয়োঃ কুবলয়ং নীলোৎপলং তথা অক্ষ্ণোর্নয়নয়োরঞ্জনং। তথা উরসোবক্ষসো মহেন্দ্রমণিদাম ইন্দ্রনীলমণিহারঃ। ইত্যেবং প্রকারেণ অখিলং সর্ব্ববিধং মণ্ডনং অলঙ্কারো হরিঃ শ্রীকৃষ্ণো জয়তি স্বোৎকর্ষমাবিষ্করোতি। অত্রোপমেয়ে শ্রীকৃষ্ণে উপমানানাং কুবলয়াঞ্জনমহেন্দ্রমণীনামারোপাদ্রূপকালঙ্কারঃ। তথাহি—'রূপকং রূপিতারোপাদ্বিষয়ে নিরপহ্নব' ইতি ॥ ৭ ॥

কদাচিৎ সিংহদ্বারং গত্বা প্রলপন্তং গৌরাঙ্গং স্মরন্ স্তৌতি—**ক্কমে** ইতি। শ্রীকৃষ্ণং গোপয়ন্তীং স্বসঙ্গিনীং দ্বারপালং মত্বাহ—হে সখে ! **মে মম কান্তঃ** কমনীয়ঃ **কৃষ্ণঃ ক্ক** কুত্র ? তং কৃষ্ণং ইহ স্থলে ত্বমেব লোকয় দর্শয় ইতি দ্বারাধিপং দ্বারপালং উন্মদ উন্মত্ত ইব **অভিবদন্** কথয়ন্। অভিবদন্নিতি দধত্তদানে ইত্যস্য পরস্মৈপদামিচ্ছন্তি আত্মনেপদিনাং ক্কাচাদিতি ন্যায়েন শতৃপ্রত্যয়ান্তস্য প্রয়োগো ন তু ধাধাতোঃ ন যক্ষাদিহ্বাদেরিত্যনেন লুম্ নিষেধাদ্দধাদিতি প্রয়োগাপত্তেঃ। অস্য পরস্মৈপদিত্বে

যিনি, শ্রুতিযুগলের নীলোৎপল, নয়নদ্বয়ের অঞ্জন এবং বক্ষঃস্থলের ইন্দ্রনীলমণিহার, এবং যিনি ব্রজদেবীগণের নিখিল ভূষণ স্বরূপ সেই শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে স্বীয় উৎকর্ষের আবিষ্কার করিতেছেন ॥ ৭ ॥

হে সখে ! আমার কান্ত শ্রীকৃষ্ণ কোথায়, তুমি তাঁহাকে দেখাও, উন্মত্তের ন্যায় এই কথা দ্বারপালকে বলিলে, "তোমার প্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবার জন্য শীঘ্র চল" এইরূপ দ্বারপালের বচনে যিনি তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়াছিলেন,

১। বাহ্যজ্ঞান—বাহ্যানুসন্ধান। উন্মাদ প্রধান—উন্মাদবহুল প্রোষিতভর্তৃকার অবস্থা বিশেষ।

২। রাত্রি দিনে ইত্যাদি—'উন্মাদের লক্ষণ করায় কৃষ্ণ দর্শন' ইত্যাদির ন্যায় উন্মাদ প্রবল হইলে কৃষ্ণ সাক্ষাৎকার, মধ্যম হইলে বিরহ জনিত প্রলাপবচন (ইহাকেই অর্দ্ধবাহ্য বলে) এবং মন্দ হইলে বাহ্যানুসন্ধান। এস্থানে উন্মাদের প্রাবল্য বশতঃ কৃষ্ণের রূপ-রসাদি স্ফূর্ত্তি এবং সাক্ষাৎ স্পর্শবৎ হইয়াছিল।　　৩। দলই—দ্বারপাল।

৪। জগমোহন—গর্ভমন্দিরের সম্মুখবর্ত্তী দরদালান (বারেণ্ডা)　　৫। সেই—দ্বারপাল।

৬। আনন্দে মগন—এই স্থানে বিষাদের শান্তি ও হর্ষের উৎপত্তি হইল।

দ্রুতং গচ্ছদ্ দ্রষ্টুং প্রিয়মিতি তদুক্তেন ধৃত ত-
ভুজান্ত গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥৮॥

হেন কালে গোপালবল্লভ ভোগ লাগাইল ;
শঙ্খ-ঘণ্টা আদি সব আরতি বাজিল।
ভোগ সরিলে জগন্নাথের সেবকগণ ;
প্রসাদ লঞা প্রভুর ঠাঞি কৈল আগমন।
মালা পরাইয়া প্রসাদ দিল প্রভুর হাতে ;
আস্বাদ রহুক যার গন্ধে মন মাতে।
বহুমূল্য প্রসাদ সেই বস্তু সর্ব্বোত্তম ;
তার অল্প খাওয়াইতে করিল যতন।
তার অল্প লঞা প্রভু জিহ্বাতে যদি দিল ;
আর সব গোবিন্দের আচলে বাঁধিল।
১। কোটি অমৃতস্বাদ পাঞা প্রভুর চমৎকার ;
সর্ব্বাঙ্গে পুলক, নেত্রে বহে অশ্রুধার।
'এই দ্রব্যে এত স্বাদ কাঁহা হৈতে আইল ?
কৃষ্ণের অধরামৃত ইথে সঞ্চারিল'—
এই বুদ্ধ্যে মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ হৈল ;
জগন্নাথের সেবকে দেখি সম্বরণ কৈল।
২। 'সুকৃতিলভ্য-ফেলালব' বলে বার বার ;
ঈশ্বর-সেবক পুছে—"কি অর্থ ইহার ?"
প্রভু কহে "এই যে দিলে কৃষ্ণাধরামৃত ;
৩। ব্রহ্মাদিদুর্ল্লভ এই নিন্দয়ে অমৃত।
কৃষ্ণের যে ভুক্তশেষ তার ফেলা নাম ;
৪। তার এক লব পায় সেই ভাগ্যবান্।
সামান্য ভাগ্য হৈতে তার প্রাপ্তি নাহি হয় ;
কৃষ্ণের যাঁতে পূর্ণকৃপা সেই তাহা পায়।
'সুকৃতি' শব্দে কহে কৃষ্ণকৃপা-হেতু পুণ্য ;
সেই যার হয় ফেলা পায় সেই ধন্য।"
—এত বলি প্রভু তাঁ'সবারে বিদায় দিলা ;
উপন-ভোগ দেখি প্রভু নিজ বাসা আইলা।
মধ্যাহ্ন করিয়া কৈল ভিক্ষা-নির্ব্বাহন ;
কৃষ্ণাধরামৃত সদা অন্তরে স্ফুরণ।
বাহ্যে কৃত্য করে, প্রেমে গরগর মন ;
কষ্টে সম্বরণ করে আবেশ সঘন।
সন্ধ্যাকৃত্য করি পুনঃ নিজগণ সঙ্গে ;
নিভৃতে বসিলা নানা কৃষ্ণকথা রঙ্গে।
প্রভুর ইঙ্গিতে গোবিন্দ প্রসাদ আনিল ;
পুরী ভারতীরে প্রভু কিছু পাঠাইল।
রামানন্দ সার্ব্বভৌম স্বরূপাদিগণ ;
সবারে প্রসাদ দিল করিয়া বণ্টন।
প্রসাদের সৌরভ্য মাধুর্য্য করি আস্বাদন ;
অলৌকিক আস্বাদে সবার বিস্ময় হৈল মন।
প্রভু কহে—"এই সব হয় প্রাকৃত দ্রব্য ;
৫। ঐক্ষব কর্পূর মরিচ এলাইচ লবঙ্গ গব্য।
৬। রসবাস গুরুত্বক্ আদি যত সব ;
প্রাকৃত বস্তুর স্বাদ সবার অনুভব।

প্রয়োগোপি ময়ূরভট্টেন দত্তঃ, তথাচ 'আদধ্যাদন্ধকারে রতিমতিশয়িনী'মিতি। পুনঃ কিম্ভূতঃ সন্ তং শ্রীকৃষ্ণং দ্রষ্টুং দ্রুতং গচ্ছেতি তদুক্তেন দ্বারপালোক্ত্যাধৃত তদ্ভুজান্তো গৃহীতদ্বারপালকরঃ গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্নাবির্ভবন্ মাং মদয়তি হর্ষয়তি চক্ষুষোরগোচরত্বাৎ মপয়তীতি বা ॥ ৮ ॥

সেই গৌরাঙ্গ হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া আমার সন্তাপ বর্দ্ধন করিতেছেন ॥ ৮ ॥

১। কোটি অমৃতস্বাদ—কোটিসংখ্যক অমৃততুল্য স্বাদ, অর্থাৎ অনুপম।
২। ফেলা—ভুক্তাবশিষ্ট, 'ফেলা ভুক্তসমুজ্ঝিতং' ইতি অমরকোষ। লব—কণা অর্থাৎ যৎকিঞ্চিৎ।
৩। এই—কৃষ্ণাধরামৃত। ৪। লব—লেশ। ৫। ঐক্ষব—ইক্ষুবিকার গুড়াদি। গব্য—দুগ্ধ ঘৃতাদি।
৬। রসবাস—কাবাবচিনি। গুরুত্বক্—দারুচিনি।

এই দ্রব্যের এত স্বাদ—গন্ধ লোকাতীত ;
আস্বাদ করিয়া দেখ সবার প্রতীত।
আস্বাদ দূরে রহুক্ গন্ধে মাতে মন ;
১। আপনা বিনা অন্য মাধুর্য্য করায় বিস্মরণ।
তাতে এই দ্রব্যে কৃষ্ণাধর স্পর্শ হৈল ;
অধরের গুণ সব ইহাতে সঞ্চারিল।
২। অলৌকিক গন্ধ স্বাদ অন্যবিস্মরণ ;
৩। মহামাদক হয় এই কৃষ্ণাধরের গুণ।
অনেক সুকৃতে ইহার হঞাছে সম্প্রাপ্তি ;
সবেই আস্বাদ কর করি মহাভক্তি।”
—হরিধ্বনি করি সবে কৈল আস্বাদন ;
আস্বাদিতে প্রেমে মত্ত হৈল সবার মন।
প্রেমাবেশে মহাপ্রভু যবে আজ্ঞা দিলা ;
রামানন্দ রায় শ্লোক পড়িতে লাগিলা।—

তথাহি **শ্রীমদ্ভাগবতে** দশমস্কন্ধে একত্রিংশাধ্যায়ে চতুর্দ্দশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণমুদ্দিশ্য গোপীবাক্যং—

সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং,
স্বরিতেবেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতং।
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং
বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতং ॥ ৯ ॥

শ্লোক শুনি মহাপ্রভু মহাতুষ্ট হৈলা ;
রাধার উৎকণ্ঠা শ্লোক আপনি পড়িলা।

তথাহি **গোবিন্দলীলামৃতে** অষ্টমসর্গে অষ্টমশ্লোকে বিশাখাং প্রতি শ্রীরাধিকাবাক্যং—

ব্রজাতুলকুলাঙ্গনেতররসালিতৃষ্ণাহর
প্রদীব্যদধরামৃতঃ সুকৃতিলভ্যফেলালবঃ।

সুরতেতি। হে বীর! দানশূর! তে অধরএবামৃতং নো বিতর দেহি। কিম্ভূতঃ সুরতং প্রেমবিশেষময়-সম্ভোগেচ্ছাং বর্দ্ধয়তীতি তদিতি মধ্বাদিবন্মাদকত্বমুক্ত্বা মুহুর্লব্ধেপি তস্মিন্নতৃপ্তিঃ সূচিতা নিজধার্ষ্ট্যাদিকঞ্চ পরিকৃতং। শোকং তদপ্রাপ্তিদুঃখস্যানুভবমপি নাশয়তি বিস্মারয়তীতি তথা তদিতি চোক্তং ইতররাগবিস্মারণস্য নৃণামপি কিমুত নারীণাং তাস্বপ্যস্মাকন্তু তদ্বিস্মারণমিতি কিং বাচ্যং শাশ্বতস্বস্পৃহয়া তদত্যন্তাভাবস্যাপি সম্পাদকমিত্যর্থঃ। তদেব প্রমাণয়তি—স্বরিতেতি, স্বরিতেন নাদিতেন বেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতমিতি নাদামৃতবাসিতং বেণুদ্বারা সুষ্ঠুগায়কমিত্যর্থঃ। ইদঞ্চ লোভবিশেষোৎপাদকতাগমকং সুগায়নস্য শ্রোতৃষু মুখাদীনা স্পর্শাদীচ্ছাজনকত্বাৎ তত্র চামৃতস্যাপ্যমৃতবাসিতত্বং গন্ধযুক্তিন্যায়েন পরস্পর-কিঞ্চিদ্বৈলক্ষণ্যাদিতি জ্ঞেয়ং। যদ্বা—স্বরিতেন সপ্তাতষড়্জাদিস্বরেণ বেণুনা চুম্বিতমিতি তস্য মাদকত্বমেব দর্শিতং বেণোস্তচ্চুম্বনং গানপৌনঃপুণ্যেন বৈজাত্যাভিব্যক্তেস্তৎসম্পর্কজ স্বরেণাপি জগতোঽপ্যুন্মাদকত্বাভিব্যক্তেশ্চ। বেণোঃ পুংভাবেন খ্যাতত্বাত্তেষাং তৎপ্রাপ্তিস্তাম্বুলচর্ব্বিতাদি সম্বন্ধেন তদীয়রসে তদুপচারাৎ। ক্রমত স্বয়েণ স্বেচ্ছাবন্ধন-দুঃখান্তরস্ফূর্ত্তিনাশন-বিষয়ান্তরবিস্মরণানি উক্ত্বা তস্য পরমপুরুষার্থত্বং দর্শিতং। এবমর্থত্রয়মেব পূর্ব্বপদ্যেপি দর্শিতমিত্যেকার্থঞ্চ জ্ঞেয়ং ॥৯॥

ব্রজাতুলেতি। ব্রজে যা অতুলা অনুপমাঃ কুলাঙ্গনাঃ কুলস্ত্রিয়স্তাসামিতররসালিষু অন্যরসপরম্পরাসু চতুর্বর্গ-ফলরূপাস্বিত্যর্থঃ। যা তৃষ্ণা তাং হর্ত্তুং শীলং যস্য তৎ দিব্যং সর্ব্বোপরি বিরাজমানং অধরামৃতং যস্য সঃ। তথা সুকৃতি-

যাহা প্রেম-বিশেষময় সম্ভোগেচ্ছার পরিবর্দ্ধনকারী, যাহা তাহার অপ্রাপ্তি-জনিত দুঃখানুভবের বিস্মারক, যাহা বেণুনাদবাসিত এবং চতুর্বর্গের অভিলাষ ভুলাইয়া দেয়, হে দানবীর! আমাদিগকে তোমার সেই অধরামৃত বিতরণ কর ॥ ৯ ॥

যাঁহার অধরামৃত ব্রজদেবীগণের অন্যরস-পরম্পরার তৃষ্ণাহরণ করিয়া সর্ব্বোপরি বিরাজমান আছেন, সুকৃতিগণ

১। আপনা বিনা—নিজমাধুর্য্য ব্যতীত, অর্থাৎ এই প্রসাদের মাধুর্য্য ভিন্ন।
২। অন্যবিস্মরণ—যাহা আর সকলকে ভুলাইয়া দেয়।
৩। মহামাদক—প্রেমোন্মত্ত করে।

সুধাজিদহিবল্লিকাসুদলবীটিকাচর্ব্বিতঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি জিহ্বাস্পৃহাং॥১০

এত কহি গৌর প্রভু ভাবাবিষ্ট হঞা ;
১। দুই শ্লোকের অর্থ করেন প্রলাপ করিয়া।

যথা রাগঃ।

২। তনু-বর্ণ করায় ক্ষোভ, বাড়ায় সুরত লোভ,
৩। হর্ষ-শোকাদি ভাব বিনাশয় ;
৪। পাসরায় অন্য রস, জগৎ করে আত্মবশ,
লজ্জা-ধর্ম্ম-ধৈর্য্য করে ক্ষয়।
নাগর ! শুন তোমার অধর-চরিত
মাতায় নারীর মন, জিহ্বা করে আকর্ষণ,
৫। বিচারিতে সব বিপরীত।
আছুক নারীর কায, কহিতে বাসিয়ে লাজ,
৬। তোমার অধর বড় ধৃষ্টরায়।
পুরুষে করে আকর্ষণ, আপনা পিয়াইতে মন,
৭। অন্য-রস সব পাসরায়।
সচেতন রহু দূরে, অচেতন সচেতন করে
৮। তোমার অধর বড় বাজীকর ;
তোমার বেণু শুষ্কেন্ধন, তার জন্মায় ইন্দ্রিয় মন,
৯। তারে আপনা পীয়ায় নিরন্তর।
১০। বেণু ধৃষ্ট পুরুষ হঞা, পুরুষাধর পীয়াইয়া,
১১। গোপীগণে জানায় নিজ পান—
'ওহে শুন গোপীগণ ! বলে পিঙো তোমার ধন,
তোমার যদি থাকে অভিমান ;
১২। তবে মোরে ক্রোধকরি, লজ্জা ভয় ধর্ম্ম ছাড়ি,
১৩। ছাড়ি দিমু করসিয়া পান।
নহে পিমু নিরন্তর, তোমায় মোর নাহিক ডর,
অন্যে দেখোঁ তৃণের সমান।'
১৪। অধরামৃত নিজস্বরে, সঞ্চারিয়া সেই বলে,
আকর্ষয়ে ত্রিজগতজন ;
১৫। আমরা ধর্ম্মে ভয় করি, রহি যদি ধৈর্য্য ধরি,
তবে আমায় করে বিড়ম্বন।

ভিস্তৎকৃপাজনিত সৌভাগ্যবাত্তির্লভ্যো লব্ধুং শক্যঃ, ফেলায়াভুক্তোজ্মিতস্য লবো যস্য সঃ। তথা সুধাং পীযূষং জিতবন্তীতি, সুধাজিতি অহিবল্লিকানাং তাম্বুলবল্লিনাং যানি দলানি তৈর্যা বীটীকাঃ চর্ব্বিতাস্তা যেন স ইতি মুখজাতাদিবৎ চর্ব্বিতশব্দস্য পরনিপাতঃ। হে সখি বিশাখে ! স মদনমোহনো মে মম জিহ্বাস্পৃহাং তনোতি স্বাধরামৃতেনেতি শেষঃ॥ ১০॥

যাঁহার ফেলালব লাভ করিতে সমর্থ এবং যিনি সুধাবিজয়ী তাম্বুলবীটিকা-চর্ব্বণ তৎপর, হে সখি বিশাখে ! সেই মদনমোহন স্বায় অধরামৃত দ্বারা আমার জিহ্বাস্পৃহা বিস্তার করিতেছেন॥ ১০॥

১। দুই শ্লোক—'সুরতবর্দ্ধনং' ইত্যাদি এবং 'ব্রজাতুলকুল' ইত্যাদি।

২। ক্ষোভ—অর্থাৎ বিচলিত। সুরত—প্রেমময় সম্ভোগেচ্ছা। ৩। হর্ষ শোকাদি—অধরামৃত পাইলে হর্ষ, না পাইলে শোক, এ দুইকেই বিনাশ করে অর্থাৎ ভুলাইয়া দেয় ; যেহেতু মত্ত করিয়া তোলে। ৪। অন্যরস—অধরামৃত ব্যতীত যে সকল রস।

৫। সব বিপরীত—অমৃত পান করিলে শরীর মন সুস্থ, কামাদি বৃত্ত নিবৃত্তি এবং হর্ষাদির বৃদ্ধি হইবে, কিন্তু তোমার অধরামৃতে তাহার বিপরীত ফল দেখিতেছি। ৬। ধৃষ্টরায়—ধৃষ্টের চূড়ামণি। আপনা—অর্থাৎ অধরামৃতকে। ৭। পাসরায়—ভুলাইয়া দেয়।

৮। বাজীকর—ঐন্দ্রজালিক। শুষ্কেন্ধন—নীরস কাষ্ঠ। তার—নীরস কাষ্ঠের। ৯। আপনায়—আপনাকে অর্থাৎ অধরামৃতকে।

১০। পুরুষ হঞা—বেণু শব্দ পুংলিঙ্গ, এই নিমিত্ত বেণুকে পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। পুরুষাধর—অর্থাৎ তোমার অধর।

১১। গোপীগণে জানায় নিজ পান—অর্থাৎ আমি কৃষ্ণের অধরামৃত পান করিতেছি, ইহাই শব্দ করিয়া গোপীগণকে জানায়। পিঙ—পান করিতেছি। ধন—অধরামৃতরূপ। অভিমান—অর্থাৎ কৃষ্ণের অধরামৃত আমাদিগের বলিয়া যদি দাবি রাখ।

১২। মোরে ক্রোধ করি—আমার প্রতি ক্রোধ করিয়া। ১৩। ছাড়ি দিমু—তোমরা আসিলে আমি অধরামৃত ত্যাগ করিব। করসিয়া পান—আসিয়া পান কর। নহে পিমু—তা' না হইলে আমিই নিরন্তর পান করিব। ডর—ভয়। দেখোঁ—দেখি। ১৪। নিজ স্বরে—অর্থাৎ বেণু স্বরে। সঞ্চারিয়া—মিশাইয়া। সেই বলে—অধরামৃতের বলে। ১৫। করি—করিয়া। ধরি—ধরিয়া। বিড়ম্বন—নীবি খসায় ইত্যাদি-রূপ বিড়ম্বন।

১। নীবি খসায় গুরু আগে, লজ্জা ধর্ম্মকরায়ত্যাগে
কেশে ধরি যেন লঞা যায় ;
আনি করায় তোমার দাসী, শুনি লোক করেহাসি
এই মত নারীরে নাচায়।
শুষ্ক বাঁশের কাঠখান, এত করে অপমান ?
২। এই দশা করিল গোসাঞী।
না সহি কি করিতে পারি ? তাহে রহি মৌন ধরি,
৩। চোরার মাকে ডাকি কান্দিতে নাই।
অধরের এই রীতি, আর শুন কুনীতি,
সে অধর সনে যার মেলা ;
সেই ভক্ষ্য-ভোজ্য পান, হয় অমৃত সমান,
নাম তার হয় 'কৃষ্ণফেলা'।
৪। সে ফেলার এক লব, না পায় দেবতা সব,
৫। এই দম্ভে কেবা পাতিয়ায় ?
বহুজন্ম পুণ্য করে, তবে 'সুকৃতি' নাম ধরে,
৬। সে সুকৃতি তবে লব পায়।
কৃষ্ণ যে খায় তাম্বুল, কহে তার নাহি মূল,
তাহে আর দম্ভ-পরিপাটী ;
৭। তার যে বা উদ্গার, তারে কয় অমৃতসার,
৮। গোপীর মুখ করে আলবাটী।
৯। এ সব তোমার কুটিনাটি, ছাড় এই পরিপাটী
বেণু দ্বারা কাহে হর প্রাণ ?
আপনার হাসি লাগি, নহ নারীর বধভাগী ?
দেহ নিজাধরামৃত দান।"
কহিতে কহিতে প্রভুর ভাব ফিরি গেল ;
১০। ক্রোধ অংশ শান্ত হৈল উৎকণ্ঠা বাড়িল।—
—"পরম দুর্ল্লভ এই কৃষ্ণাধরামৃত ;
তাহা যেই পায় তার সফল জীবিত !
যোগ্য হঞা তাহা কেহ করিতে না পায় পান,
তথাপি সে নির্লজ্জ বৃথা ধরে প্রাণ।
অযোগ্য হঞা তাহা কেহ সদা পান করে ;
যোগ্যজন নাহি পায় লোভে মাত্র মরে।
তাতে জানি কোন তপস্যার আছে এত বল ;
অযোগ্যেরে দেওয়ায় কৃষ্ণাধরামৃত ফল।
কহ রামরায় ! কিছু শুনিতে হয় মন।"
ভাব জানি পড়ে রায় গোপীর বচন—

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে একবিংশাধ্যায়ে নবমশ্লোকে বেণুগীতে কাশ্চিদ্‌গোপীঃ প্রতি কাশ্চিদ্‌গোপ্যঃ প্রাহুঃ—

গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণু-
র্দামোদরাধর সুধামপি গোপীকানাং।

অহোবতাস্তত্তন্নাং গোপানাং ভাগ্যং বেণোরপি ভাগ্যং কিং বক্তব্যমিতি মহাভাবস্ফুরত্তম্মাদতয়া মিথ্যাকল্পনা পূর্ব্বকং তেষাভিলাষমাহু—**গোপ্য** ইতি। অয়মস্মাভির্দৃশ্যমান ইব নারসদাকময়ো বেণুঃ কিং কতমং পুণ্যং কৃতবান্ অস্মিন্ জন্মনি পূর্ব্বস্মিন্ বা তৎপুণ্যে জ্ঞাতে বয়মপি তদর্থং যতামহ ইতি ভাবঃ। স্মেতি বিস্ময়ে। তল্লিঙ্গমাহুঃ যদ্ যস্মাদ্দামোদরেত্যাদি দামোদরশব্দেন তস্যাস্মাকঞ্চ তাদৃশবাল্যমারভ্য জাতেদৃশভাবাঙ্কুরতয়া স্বাভাবিকং সম্বন্ধ বিশেষং সূচয়ন্তি, অতএব

হে গোপীগণ ! এই বেণু কীদৃশ পুণ্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, যেহেতু গোপীদিগেরই ভোগ্য দামোদরের অধর

১। নীবি—বস্ত্রবন্ধন। খসায়—খুলিয়া দেয়।
২। গোসাঞী—প্রভু অর্থাৎ পরমেশ্বর। ৩। ডাকি—উচ্চৈঃস্বরে।
৪। লব—কণা। ৫। এই দম্ভে—অর্থাৎ এতাদৃশ গর্ব্ব যুক্ত কথা বলিলে ; কেবা পাতিয়ায়—কে প্রত্যয় করিবে ?
৬। লব—কৃষ্ণফেলালব। ৭। উদ্গার—চর্ব্বিত তাম্বুলের ত্যাগার্হ অংশ। ৮। আলবাটী—পিকদানী।
৯। কুটিনাটী—ভিন্ন বিষয়ে অভিনিবেশ। এই প্রকরণে অমর্ষ, বিষাদ, উন্মাদ, ঔৎসুক্য, অসূয়া এবং চাপল্য প্রভৃতি ভাবের শাবল্য হইয়াছে। ১০। ক্রোধ…বাড়িল—ক্রোধের একাংশে শান্তি এবং উৎকণ্ঠার বৃদ্ধি হওয়ায়, এই উভয় ভাবের শাবল্য হইয়াছে।

ভুঙ্‌ক্তে স্বয়ং যদবশিষ্টরসং হ্রদিন্যো
হৃষ্যত্ত্বচোঽশ্রু মুমুচু স্তরবো যথার্য্যাঃ ॥ ১১॥

এই শ্লোক শুনি প্রভু ভাবাবিষ্ট হঞা ;
উৎকণ্ঠাতে অর্থ করে প্রলাপ করিয়া।—

যথা রাগঃ।

'অহো ! ব্রজেন্দ্রনন্দন, ব্রজের কোন কন্যাগণ,
অবশ্য করিবে পরিণয় ;
১। সে সম্বন্ধে গোপীগণ, যাকে জানে নিজধন,
সে সুধা অন্যের লভ্য নয়।
২। গোপীগণ ! কহ সব করিয়া বিচারে ;
কোন্ তীর্থে কোন্ তপ, কোন্ সিদ্ধ মন্ত্রজপ,
এই বেণু কৈল জন্মান্তরে ? ধ্রু॥
৩। হেন কৃষ্ণাধরসুধা, যে কৈল অমৃত মুধা,
যার আশায় গোপী ধরে প্রাণ ;
এই বেণু অযোগ্য অতি, একে স্থাবর পুরুষ জাতি
সে সুধা সদাই করে পান।
যার ধন না কহে তারে, পান করে বলাৎকারে
৪। পিতে তারে ডাকিয়া জানায় ;
তার তপস্যার ফল, দেখ ইহার ভাগ্যবল,
ইহার উচ্ছিষ্ট মহাজনে খায়।

গোপীকানামস্মাকমেব ভোগ্যং। অয়মিতি পুংস্ত্বনির্দ্দেশেন তস্য তদ্ভোগাযোগ্যতা চোক্তা। তথাহি ভুঙ্‌ক্তে তদেকভোগ্যত্বেন সদা পিবতি তস্য তদন্যভোগাদর্শনাৎ। নম্বু দামোদরাধরস্তৎসঙ্গানন্তরমপি সরস এব দৃশ্যতে ন তু শুষ্কস্তস্মাদসৌ ন কিঞ্চিদপি ভুঙ্‌ক্তে, তত্রাহুঃ অবশিষ্টো রসমাত্রং যত্র তদ্ যথা স্যাৎ। সুধাং ভুঙ্‌ক্তে ব কেবলং দ্রবমাত্রমেবাবশিষ্যত ইত্যর্থঃ। হে গোপ্য ইতি তস্মাদ্বেণুজন্মনৈব সৌভাগ্যং ন তু গোপীজন্মনেতি কুতো যূয়ং গোপ্যজাতা ইতি ভাবঃ। অস্মাকমিতি বক্তব্যে গোপীকানামিত্যুক্তির্গোকুলবাসিত্বেনাস্মৎকোটিপ্রবেশেপি গোপীকাবিশেষত্বাভাবাৎ ন তদ্বিধস্যাধিকার ইতি নিজাভিমানবিশেষাৎ বৈদগ্ধীরসবিশেষাচ্চ শ্লেষেণ তদেকাশয়ৈব দেহাদিরক্ষিণামিতি। কিঞ্চ তস্য যুষ্মদীয়কান্তস্য করে হৃদয়ে বদনে চ সদা বর্ত্ততাং নাম অধরসুধামপি স্বয়ং যুষ্মৎ-সম্মতিং বিনৈব ভুঙ্‌ক্ত ইতি ভাবান্তরং। অথবা তচ্চ কথং ভুঙ্‌ক্তে ? তত্রাহু—অবেতি বশিষ্টং অবশিষ্টং বষ্টিবাস্তরিরল্লোপমিত্যাদেঃ নবশিষ্টং অবশিষ্টং অনবশিষ্টমিত্যর্থঃ, তাদৃশোরসো যত্র তথাভূতং যথা স্যাৎ রসমাত্রমপি নাবশেষয়তীত্যর্থঃ। যদ্বা—অবশিষ্টোরসোরাগো যত্র তদ্যথাস্যাৎ রাগস্যাবশিষ্টত্বাৎ ন কদাচিদপি বিরমেৎ কিন্তু মুহুর্ভোক্ষ্যত এবেত্যর্থঃ। যদ্বা—সুধাং কথম্ভূতামপি গোপীকানামবশিষ্টো যো রসঃ তদকাপেক্ষয়া তদিতরাশেষরসপরিত্যাগাত্তদ্রূপামপি। অথবা—কুশলাচরণে লক্ষণান্তরমপ্যাহুঃ হ্রদিন্যো হৃষ্যত্ত্বচ ইতি, তস্য তাদৃশং ভোগং দৃষ্ট্বা পরমপুণ্যা হ্রদিন্যোপি লোভাদ্বিকশিত-কমলমিষেণ হৃষ্যত্ত্বচোজাতরোমহর্ষা বভুবুরিত্যর্থঃ। অথবা—যদবশিষ্টরসমিতি তু অত্রৈব যোজ্যং যচ্ছব্দং বিনৈব পূর্ব্বহেতুত্বমস্য চ প্রাপ্তেঃ। যস্য বেণোরবশিষ্ট উচ্ছিষ্টো যো রস নাদরূপস্তং হ্রদিন্যোপি ভুঞ্জতে আস্বাদয়ন্তি যতশ্চ হৃষ্যত্ত্বচো ভবন্তীত্যর্থঃ। কিঞ্চ যস্য স্বজাতিসম্ভবস্য বেণুস্তাদৃশং সৌভাগ্যং দৃষ্ট্বা সর্ব্বে স্থাবরজাতয়োপি মধুমিষেণাশ্রু মুমুচুঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ—যথার্য্যাঃ পিতরঃ স্বকুলসম্ভবস্য তাদৃশং সৌভাগ্যমনুভূয়াশ্রু মুঞ্চন্তীত্যর্থঃ। ঈর্ষ্যাপক্ষে তস্মাৎ সমাজএব তাদৃশ স্তন্যৈকস্য বা কো দোষঃ ? অত্রায়ং গোপ্যো নিভৃতং কুত্রাপি সঙ্গোপ্য রক্ষণীয় ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

সুধারসমাত্রও অবশেষ না রাখিয়া এই বেণু স্বয়ং ভোগ করিতেছে, যাহা অবলোকন করিয়া মাতার ন্যায় নদী সকল বিকসিত, কমলবনচ্ছলে শরীরে পুলক ধারণ করিয়াছেন এবং পিতার ন্যায় তরুগণ পুষ্পবর্ষণচ্ছলে অশ্রু বিমোচন করিয়াছেন ॥১১॥

১। সে সম্বন্ধে—বিবাহ সম্বন্ধে। যাকে—যে অধরামৃতকে।

২। গোপীগণ—হে গোপীগণ ! গোপীগণের প্রতি গোপীগণের উক্তি।

৩। মুধা—বৃথা। স্থাবর—জড় অর্থাৎ রসাস্বাদনে অনভিজ্ঞ। পুরুষ জাতি—বেণু শব্দ পুংলিঙ্গ বলিয়া পুরুষ জাতি বলিলেন।

৪। পিতে—অর্থাৎ পান সময়ে। তারে—যাহার ধন অধরামৃত তাহারে অর্থাৎ গোপীরে। ডাকিয়া—চীৎকার করিয়া।

১। মানসগঙ্গা কালিন্দী, ভুবনপাবন নদী,
কৃষ্ণ যদি তাতে করে স্নান ;
২। বেণু-ঝুটাধররস, হঞা লোভপরবশ,
সেই কালে হর্ষে করে পান।
এত নদী রহু দূরে, বৃক্ষসব তার তীরে,
তপ করে পর-উপকারী ;
৩। নদীর শেষরস পাঞা, মূলদ্বারে আকর্ষিয়া,
কেন পিয়ে—বুঝিতে না পারি।
৪। নিজাঙ্কুরে পুলকিত, পুষ্পহাস্যবিকসিত,
মধু মিষে বহে অশ্রুধার ;
বেণুকে মানি নিজজাতি, আর্য্যের যেন পুত্রনাতি
৫। বৈষ্ণব হইলে আনন্দ বিকার।

বেণুর তপ জানি যবে, সেই তপ করি তবে,
এত ত অযোগ্য আমরা যোগ্যনারী ;
যাহানাপাঞাদুঃখেমরিঅযোগ্যপিয়েসহিতেনারি
তাহা লাগি তপস্যা বিচারি।”—
এতেক বিলাপ করি, প্রেমাবেশে গৌরহরি,
সঙ্গে লঞা স্বরূপ-রামরায় ;
কভু নাচে কভু গায়, ভাবাবেশে মূর্চ্ছা যায়,
এইরূপে রাত্রিদিন যায়।
স্বরূপ-রূপ-সনাতন, রঘুনাথের শ্রীচরণ,
শিরে ধরি করি যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত, অমৃত হৈতে পরমামৃত,
গায় দীনহীন কৃষ্ণদাস ॥

১। মানস গঙ্গা ইত্যাদি—বেণুর উচ্ছিষ্ট যে মহাজনগণ পান করেন, তাহাই দেখাইতেছেন। ২। বেণুঝুটাধর রস—বেণুর উচ্ছিষ্ট যে অধরামৃত তাহাতে। ৩। মূল দ্বারে—শিয়াড় দ্বারা ; শিকড় দিয়া, ৪। নিজাঙ্কুর ইত্যাদি—সেই অধরামৃত পান করিলে বৃক্ষগণের যে অঙ্কুরোদ্গম, তাহা পুলকস্বরূপ পুষ্পবিকাশ হাস-স্বরূপ এবং মধুবর্ষণ অশ্রুস্বরূপ, অর্থাৎ সেই বৃক্ষগণের এইরূপে সাত্বিকভাব উপস্থিত হয়। নিজ জাতি স্থাবর জাতি অর্থাৎ বৃক্ষ জাতি। ৫। বৈষ্ণব…বিকার—কুলে বৈষ্ণব জন্মগ্রহণ করিলে পিতৃলোকের আনন্দ হয়।

৬। অযোগ্য—অর্থাৎ বেণু। এই স্থানে ঈর্ষা ও ঔৎসক্যের সান্ধ এবং উন্মাদ, মতি, অমস এবং বিষাদ প্রভৃতির শাবল্য হইয়াছে।

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে কালিদাস প্রসাদবিরাহোন্মাদপ্রলাপো নাম

ষোড়শ পরিচ্ছেদঃ ॥

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

লিখ্যতে শ্রীল-গৌরস্য অত্যদ্ভুতমলৌকিকং।
যৈ দৃষ্টং তন্মুখাৎ শ্রুত্বা দিব্যোন্মাদবিচেষ্টিতং ॥ ১
জয় জয় শ্রীচৈতন্য ! জয় নিত্যানন্দ
জয়াদ্বৈতচন্দ্র ! জয় গৌরভক্তবৃন্দ !

এইমত মহাপ্রভু রাত্রিদিবসে ;
উন্মাদের চেষ্টা প্রলাপ করে প্রেমাবেশে।
একদিন প্রভু স্বরূপ-রামানন্দ-সঙ্গে ;
অর্দ্ধরাত্রি গোঙাইল কৃষ্ণকথা রঙ্গে।

লিখ্যতে ইতি। শ্রীলো মহাভাব সম্পত্ত্যাতিশয়যুক্তঃ স চাসৌ গৌরশ্চেতি তস্য অত্যদ্ভুতং অশ্রুতচরং অলৌকিকং অদৃষ্টচরং দিব্যোন্মাদস্য মহাভাববৈচিত্রীবিশেষস্য বিচেষ্টিতং যৈর্মহাত্মাভির্দৃষ্টং প্রত্যক্ষীকৃতং তেষামাপ্তানাং মুখাৎ শ্রুত্বা ময়া লিখ্যতে ॥ ১ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের অতিশয় অদ্ভুত এবং লোকাতীত দিব্যোন্মাদের চেষ্টা যাঁহারা সাক্ষাৎ করিয়াছেন, আমি তাঁহাদিগেরই মুখে শুনিয়া লিখিতেছি ॥ ১ ॥

যবে যেই ভাব প্রভু করয়ে উদয় ;
ভাবানুরূপ গীত গায় স্বরূপ মহাশয়।
বিদ্যাপতি চণ্ডিদাস-শ্রীগীতগোবিন্দ ;
ভাবানুরূপ শ্লোক পড়ে রায় রামানন্দ।
মধ্যে মধ্যে আপনি প্রভু শ্লোক পড়িয়া ;
শ্লোকের অর্থ করেন প্রলাপ করিয়া।
এইমতে নানা ভাবে অর্দ্ধরাত্রি হৈলা ;
গোসাঞীকে শয়ন করাই দোহে ঘরে গেলা
গম্ভীরার দ্বারে গোবিন্দ করিলা শয়ন ;
অর্দ্ধরাত্রি প্রভু করে উচ্চ সংকীর্ত্তন।
আচম্বিতে শুনে প্রভু কৃষ্ণবেণুগান ;
ভাবাবেশে প্রভু তাঁহা করিলা পয়ান।
১। তিন দ্বারে কপাট তৈছে আছে ত লাগিয়া ;
ভাবাবেশে প্রভু গেলা বাহির হইয়া।
২। সিংহদ্বারের দক্ষিণে আছে তেলাঙ্গা গাবীগণ
তাঁহা যাই পড়িলা প্রভু হঞা অচেতন।
এথা গোবিন্দ প্রভুর শব্দ না পাইয়া ;
স্বরূপেরে বোলাইল কপাট খুলিয়া।
স্বরূপ-গোসাঞী সঙ্গে লঞা ভক্তগণ ;
৩। দিয়াটি জ্বালিয়া করে প্রভুর অন্বেষণ।
৪। ইতি-উতি অন্বেষিয়া সিংহদ্বারে গেলা ;
গাভীগণ মধ্যে যাই প্রভুরে পাইলা।
পেটের ভিতর হস্ত-পাদ কূর্ম্মের আকার ;
মুখে ফেন, পুলকাঙ্গ, নেত্রে অশ্রুধার।
অচেতন পড়িয়াছে যেন কুষ্মাণ্ড ফল ;
৫। বাহিরে জড়িমা, অন্তরে আনন্দবিহ্বল।
৬। গাই সব চৌদিগে শুঁকে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ ;
দূর কৈলে নাহি ছাড়ে মহাপ্রভুর সঙ্গ।
অনেক করিল যত্ন না হৈল চেতন ;
প্রভু উঠাইয়া ঘরে আনিল ভক্তগণ।
৭। উচ্চ করি শ্রবণে করে নাম সংকীর্ত্তন ;
অনেকক্ষণে মহাপ্রভু পাইল চেতন।
চেতন পাইলে হস্ত পাদ বাহির আইল ;
৮. পূর্ব্ববৎ যথাযোগ্য শরীর হইল।
উঠিয়া বসিয়া প্রভু চাহে ইতি-উতি ;
৯। স্বরূপেরে কহে—"তুমি আমা আনিলে কতি ?
বেণু-শব্দ শুনি আমি গেলাম বৃন্দাবন ;
দেখি গোষ্ঠে বেণু বাজায় ব্রজেন্দ্রনন্দন ;
সঙ্কেত-বেণুনাদে রাধা গেলা কুঞ্জ-ঘরে ;
কুঞ্জেতে চলিলা কৃষ্ণ ক্রীড়া করিবারে।
তাঁর পাছে পাছে আমি করিনু গমন ;
ভূষণ-ধ্বনিতে আমার হরিল শ্রবণ।
গোপীগণ সহ বিহার হাস-পরিহাস ;
কণ্ঠধ্বনি উক্তি শুনি মোর কর্ণোল্লাস।
হেনকালে তুমি সব কোলাহল করি ;
আমা ইঁহা লঞা আইলা বলাৎকারে ধরি।
শুনিতে না পাইনু সেই অমৃতসম-বাণী !
শুনিতে না পাইনু ভূষণ মুরলীর ধ্বনি !!"

১। তৈছে—সেইরূপ অর্থাৎ পূর্ব্বের ন্যায়। ২। তেলাঙ্গা—তৈলঙ্গদেশীয় জগন্নাথদেবের গাভী। চৈতন্যকল্পতরুবে কালিঙ্গিক গাবী বলিয়া আছে। ৩। দিয়াটি—মশাল। ৪। ইতি উতি—ইতস্ততঃ। ৫। জড়িমা—জাড্য বিরহাদিজনিত মোহের পূর্ব্ব এবং পর অবস্থা, সদৃশ-বিচার-রাহিত্য।

৬। গাই সব—গাভী সকল। শুঁকে—আঘ্রাণ করে। ৭। শ্রবণে—কর্ণমূলে।

৮। পূর্ব্ববৎ—অর্থাৎ পূর্ব্বের ন্যায় সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন শরীর হইল। প্রাণবায়ু আকাশাশ্রিত হইয়া প্রলয়-নামক সাত্ত্বিক ভাব উৎপাদন করিয়া থাকে। প্রলয়ে যেমন বায়ুদ্বারা সন্ধি সকল শিথিল হওয়ায়, শরীর বিস্তৃত হয়, তদ্রূপ কখন কখন কার্য্যবশতঃ শিরাজালের সঙ্কোচ হওয়ায় শরীর পিণ্ডাকারও হয়। সাধারণ আক্ষেপ অবতানাদি বায়ুরোগ তাহার দৃষ্টান্তস্থান। অতএব এই কূর্ম্মাকৃতি শরীর হওয়া, উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত প্রলয়-নামক সাত্ত্বিকভাবের চেষ্টা। ৯। কতি—কোথায় ?

—ভাবাবেশে স্বরূপে কহে গদ্‌গদ বাণী—
"কর্ণতৃষ্ণায় মরি, পড় রসামৃত শুনি।"
স্বরূপ গোসাঞী প্রভুর ভাব জানিয়া;
১। ভাগবতের শ্লোক পড়ে মধুর করিয়া —

তথাহি **শ্রীমদ্ভাগবতে** দশমস্কন্ধে উনত্রিংশাধ্যায়ে সপ্তত্রিংশশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি গোপীবাক্যং—

কাস্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃতবেণুগীত-
সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেত্রিলোক্যাং।
ত্রৈলোক্যসৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগা পুলকান্যবিভ্রন্ ॥২॥

শুনি প্রভু গোপীভাবে আবিষ্ট হইলা;
ভাগবতের শ্লোকার্থ করিতে লাগিলা।

যথা রাগঃ

হৈল গোপী-ভাবাবেশ, কৈল রাসে পরবেশ,
২। কৃষ্ণের শুনি উপেক্ষা-বচন;
৩। কৃষ্ণের মধুর-বাণী, ত্যাগে তাহা সত্য মানি,
৪। রোষে কৃষ্ণে দেন ওলাহন।—
'নাগর! কহ তুমি করিয়া নিশ্চয়!
এই ত্রিজগত ভরি, আছে যত যোগ্য নারী,
৫। তোমার বেণু কাঁহা না আকর্ষয়? ধ্রু ॥
৬। কৈলে জগতে বেণুধ্বনি, সিদ্ধমন্ত্রাদি যোগিনী
দূতী হঞা মোহে নারী মন;
৭। মহোৎকণ্ঠা বাড়াইয়া, আর্য্যপথ ছাড়াইয়া,
আনি তোমায় করে সমর্পণ।
৮। ধর্ম্ম ছাড়াও বেণু দ্বারে, হান কটাক্ষ কামশরে
লজ্জা-ভয় সকল ছাড়াও;
৯। এবে আমায় কর রোষ, কহ পতিত্যাগ দোষ
১০। ধার্ম্মিক হঞা ধর্ম্ম শিখাও।
১১। অন্য কথা অন্য মন, বাহিরে অন্য আচরণ,
এই সব শঠ-পরিপাটী;
১২। তুমি জান পরিহাস, হয় নারীর সর্ব্বনাশ,
১৩। ছাড় এই সব কুটিনাটি।
১৪। বেণুনাদ অমৃতঘোলে, অমৃত সমান মিঠাবোলে
অমৃতসমান ভূষণ-শিঞ্জিত;
১৫। তিন অমৃতে হরে কাণ, হরে মন, হরে প্রাণ,
কেমনে নারী ধরিবেক চিত?
এত কহি ক্রোধাবেশে, ভাবের তরঙ্গে ভাসে,
উৎকণ্ঠা-সাগরে ডুবে মন;
১৬। রাধার উৎকণ্ঠাবাণী, পড়ি আপনি বাখানি
কৃষ্ণ মাধুর্য্য করে আস্বাদন।

ইহার ব্যাখ্যা মধ্যলীলার (২৪) পরিচ্ছেদে (৫৭৯) পৃষ্ঠায় (১৬) শ্লোকে দেখুন ॥ ২ ॥

১। **মধুর করিয়া**—অর্থাৎ মধুর স্বরে। ২। উপেক্ষা বচন—'তদ্‌যাত মারিচং ঘোষং' ইত্যাদি উপেক্ষাময় বচন। যদিও শ্রীকৃষ্ণের বাক্য উপেক্ষাময় এবং প্রার্থনাময় এই দুই প্রকার অর্থ যুক্ত, তথাপি 'অনিষ্টাশংসী বন্ধুর হৃদয়' এই ন্যায় অনুসারে উপেক্ষাই বুঝিয়া ছিলেন। ৩। ত্যাগে—উপেক্ষাতে। ৪। **ওলাহন**—তাড়ন। ৫। কাঁহা—কাহাকে। ৬। সিদ্ধ মন্ত্রাদি…নারীমন—সেই বেণু সিদ্ধ মন্ত্রাদি, যোগিনী এবং দূতী এই তিন প্রকার হইয়া নারীর মন মোহিত করে। ৭। আর্য্যপথ—বৈদিক মার্গ; 'তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত' ইত্যাদি বচনে ভক্তির প্রাধান্যে কর্ম্ম বন্ধন শিথিল হয়, ইহাই বুঝাইল। ৮। ধর্ম্ম—কর্ম্মকাণ্ড।

৯। **কহ পতিত্যাগ দোষ**—স্বয়ং বংশীধ্বনিপূর্ব্বক এই রাত্রিকালে আহ্বান করিয়া আনিয়া এখন পতিত্যাগ দোষ (অর্থাৎ গৃহপতিকে ত্যাগ করিলে, নারীর যে পাপ হয় এই কথা) বলিতেছ। পাঠান্তরে=কহ পরিত্যাগ দোষ। ইহার অর্থ স্বয়ং আহ্বান করিয়া এই রাত্রিকালে অবলাকে পরিত্যাগ করিলে কি দোষ হয়, তাহা বল দেখি। ১০। ধার্ম্মিক হঞা—অর্থাৎ বেণুধ্বনিদ্বারা আমাদিগকে আকর্ষণ করিয়া এক্ষণে পরম ধার্ম্মিক হইয়া আমাদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ কিন্তু বেণুধ্বনি করিবার সময় তোমার এ ধার্ম্মিকতা কোথায় ছিল?

১১। **অন্যকথা…আচরণ**—তোমার কথায় এক ভাব, মনে অন্য প্রকার ভাব এবং বাহিরে অন্যবিধ আচরণ।

১২। **হয় নারীর সর্ব্বনাশ**—অর্থাৎ তুমি পরিহাস করিতে জান, কিন্তু, সেই পরিহাসে নারীর সর্ব্বনাশ হয় তাহা জান না। ১৩। কুটি নাটি—অন্তবিধ অভিসন্ধি অর্থাৎ হেঁয়োকথা, কপটতা।

১৪। **বেণুনাদ অমৃতঘোলে**—বেণুনাদরূপ অমৃত ঘোল (পরমস্বাদু দধি) স্থানবিশেষে গোপেরা সার-দধিকে ঘোল বলে। অমৃতসমান… শিঞ্জিত—অমৃততুল্য মিষ্টবচন এবং অমৃতসদৃশ ভূষণধ্বনি। ১৫। তিন অমৃতে—অর্থাৎ তোমার বেণুধ্বনি, বচন এবং ভূষণধ্বনি—এ তিনই পরম মধুর। এই বাক্যে রোষ ও দৈন্যের সন্ধি এবং ভয়ের উৎপত্তি ও শান্তি হইয়াছে। ১৬। বাখানি—ব্যাখ্যা করিয়া।

তথাহি শ্রীগোবিন্দলীলামৃতে অষ্টমসর্গে পঞ্চম শ্লোকে বিশাখাং প্রতি শ্রীরাধিকাবাক্যং—

নদজ্জলদনিস্বনঃ শ্রবণহারিসৎশিঞ্জিতঃ,
সনর্ম্মরসসূচকাক্ষরপদার্থভঙ্গ্যুক্তিকঃ।
রসাদিকবরাঙ্গনাহৃদয়হারিবংশীকলঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি কর্ণস্পৃহাং ॥৩॥

পুনর্যথারাগঃ।

কণ্ঠের গম্ভীর ধ্বনি, নবঘন-ধ্বনি-জিনি,
১। যার গানে কোকিল লাজ পায় ;
২। তার এক শ্রুতিকণে, ডুবায় জগতের কাণে
৩। পুনঃ কাণ বাহুড়ি না যায়।
কহ সখি! কি করি উপায়?
কৃষ্ণের সে শব্দ-গুণে, হরিলে আমার কাণে,
৪। এবে না পাই তৃষ্ণায় মরি যায়। ধ্রু
নূপুর-কিঙ্কিনী-ধ্বনি, হংস-সারস-জিনি,
৫। কঙ্কনধ্বনি চটক লাজায় ;
৬। একবার যেই শুনে, ব্যাপি রহে তার কাণে
অন্য শব্দ সে কাণে না যায়।
৭। সে শ্রীমুখ-ভাষিত, অমৃত হৈতে পরামৃত,
৮। স্মিত-কর্পূর তাহাতে মিশ্রিত ;
৯। শব্দ, অর্থ, দুই শক্তি, নানা রস করে ব্যক্তি,
১০। প্রত্যক্ষরে নর্ম্ম-বিভূষিত।
১১। সে অমৃতের এক কণ, কর্ণচকোর-জীবন,
কর্ণচকোর জীয়ে যেই আশে ;
ভাগ্যবশে কভু পায়, অভাগ্যে কভু নাহি পায়
না পাইলে মরয়ে পিয়াসে।
যেবা বেণুকলধ্বনি, একবার তাহা শুনি,
১২। জগন্নারীচিত্ত আলুলায় ;
১৩। নীবিবন্ধ পড়ে খসি, বিনা-মূলে হয় দাসী
১৪। বাউলী হঞা কৃষ্ণপাশে ধায়।
১৫। যেবা লক্ষ্মীঠাকুরাণী, তেঁহো যে কাকলী শুনি
১৬। কৃষ্ণপাশে আইসে প্রত্যাশায় ;
না পেয়ে কৃষ্ণের সঙ্গ, বাড়ে তৃষ্ণার তরঙ্গ,
১৭। তপ করে তবু নাহি পায়।
১৮। এই শব্দামৃত চারি, যার হয় ভাগ্য ভারি,
সেই কর্ণ ইহা করে পান ;
ইহা যেই নাহি শুনে, সে কান জন্মিল কেনে?

নদজ্জলদেতি। নদতাং জলদানাং মেঘানাং নিস্বন ইব নিস্বনো যস্য সঃ। শ্রবণং শ্রবণেন্দ্রিয়ং হর্ত্তুং শীলং যস্য তৎ সৎ উত্তমং শিঞ্জিতং ভূষণধ্বনি র্যস্য সঃ। তথা নর্ম্মণা সহ বিদ্যমানৈ রসসূচকৈ রসাভিব্যক্তিং কুর্ব্বদ্ভিরক্ষরৈ র্ঘটিতানাং পদানামর্থভঙ্গী অর্থপরিপাটী যস্যাং তথাভূতা উক্তি র্যস্য সঃ। তথা রমা শ্রীলক্ষ্মীবাদির্মুখ্যা যাসাং তাসাং বরাঙ্গনানাং উত্তমস্ত্রীবিশেষাণাং হৃদয়হারী হৃদয়াকর্ষী কলো মধুরাস্ফুটোধ্বনি র্যস্য সঃ মদনমোহনো, হে সখি বিশাখে! মে মম কর্ণস্পৃহাং তনোতি শব্দ গুণেনেতি শেষঃ। ভূষণানাস্তু শিঞ্জিতমিতি ধ্বনৌ তু মধুরাস্ফুটে কল ইতি চামরঃ ॥ ৩ ॥

যাঁহার কণ্ঠধ্বনি নবজলধরের ন্যায় গম্ভীর, ভূষণধ্বনি শ্রবণেন্দ্রিয়াকর্ষী, উক্তি-পরিহাস ও রসসূচক যে অক্ষর সমূহ, তদ্দ্বারা ঘটিত যে পদাবলি তাহার অর্থ ভঙ্গীশালিনী এবং বংশীধ্বনি লক্ষ্মী প্রভৃতি বরাঙ্গনাগণের চিত্তাকর্ষী, হে সখি বিশাখে! সেই মদনমোহন শব্দদ্বারা আমার কর্ণস্পৃহা বিস্তার করিতেছেন ॥ ৩ ॥

১। যার—যে কণ্ঠের। ২। শ্রুতিকণ—শ্রবণলেশ। ৩। বাহুড়ি—ফিরিয়া। ৪। না পাই—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠধ্বনি শুনিতে না পাইয়া। ৫। চটক—চড়ুই পক্ষী। লাজায়—লজ্জা দেয়। ৬। ব্যাপি রহে—অর্থাৎ কর্ণকে আচ্ছাদন করিয়া থাকে।

৭। ভাষিত—বচন। অমৃত—সাধারণ অমৃত। পরামৃত—যাহা হইতে আর উৎকৃষ্ট অমৃত নাই। ৮। স্মিত—মন্দহসিত।

৯। শব্দ অর্থ দুই শক্তি—শব্দশক্তি ও অর্থশক্তি। রস—শৃঙ্গারাদি এবং ভাব। ১০। নর্ম্ম—পরিহাস। ১১। সে—শ্রীমুখ ভাষিত।

১২। আলুলায়—এলায়িত হয় অর্থাৎ স্বাধীন ভাবে থাকে না। ১৩। নীবিবন্ধ—কটিদেশে বস্ত্র বন্ধন। ১৪। বাউলী—বাতুলা, পাগলের ন্যায়। ১৫। কাকলী—সূক্ষ্ম মধুর অস্ফুটধ্বনি। ১৬। প্রত্যাশায়—তাহাতে আশা করিয়া। ১৭। তবু—তথাপি।

১৮। চারি—কৃষ্ণের কণ্ঠের গম্ভীর স্বর, বদনের ভাষা, ভূষণের ধ্বনি এবং বেণুধ্বনি এই চারি শব্দামৃত।

১। কাণাকড়ি সম সেই কাণ।
২। করিতে ঐছে বিলাপ, উঠিল উদ্বেগ-ভাব,
৩। মনে কিছু নাহি আলম্বন;
৪। উদ্বেগ-বিষাদ-মতি, ঔৎসুক্য ত্রাস ধৃতি স্মৃতি
নানা ভাবে হইল মিলন।
৫। ভাব শাবল্যে রাধার উক্তি, লীলাশুকে হৈল স্ফূর্ত্তি
সেই ভাবে পড়ে এক শ্লোক;
৬। উন্মাদের সামর্থে, সেই শ্লোকের করে অর্থে
সেই অর্থ নাহি জানে লোক।

তথাহি **শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে** দ্বিচত্বারিংশশ্লোকে

বিল্বমঙ্গলবাক্যং—

কিমিহ কৃণুমঃ কস্য ব্রূমঃ কৃতং কৃতমাশয়া
কথয়ত কথামন্যাং ধন্যামহো হৃদয়ে শয়ঃ।
মধুরমধুরস্মেরাকারে মনোনয়নোৎসবে
কৃপণকৃপণা কৃষ্ণে তৃষ্ণা চিরং বত লম্বতে ॥৪॥

সখ্যা রাগঃ

এই কৃষ্ণের বিরহে, উদ্বেগ মন স্থির নহে,
৭। প্রাপ্ত্যুপায় চিন্তন না যায়;
৮। যে বা তুমি সখীগণ, বিষাদে বাউল মন,
কারে পুছোঁ কে করে উপায়?

কিমিতি। অথোদ্বেগেন পুনর্ভাবশাবল্যোদয়াৎ প্রলাপন্তী বচোহমুবদন্নাহ। প্রথমমাবেগোদয়াদাহ—হে সখ্যঃ! ইহ বৈশসে তৎ-কিং কৃণুমঃ যেন তদ্দর্শনং স্যাত্তস্যা অপি ব্যগ্রা দৃষ্ট্বা চিন্তোদয়াদাহ—কস্য ব্রূমঃ, যূয়মপি তুল্যাবস্থা এব, তদন্যং কং যেন ভদ্রং স্যাত্তং পৃচ্ছাম ইত্যর্থঃ। তদেব তামাচ্ছাদ্য মত্যাখ্যভাবোদয়াৎ 'আশাহি পরমং দুঃখমি'ত্যাদিবদাহ—আশয়া তদাশয়া যৎ কৃতং তৎ কৃতমেবাস্তু ন কর্ত্তব্যং। কিংবা তয়া যৎ কৃতং তৎকৃতং ব্যর্থং, তৎ তাং ত্যজতেত্যর্থঃ। তদেবামর্ষোদয়াদাহ—অতস্তস্যাকৃতজ্ঞস্য বার্ত্তাং ত্যক্ত্বা অন্যাংকামপি ধন্যাং পুণ্যাং কথাং কথয়ত। কথয়ামীতি পাঠে একাং সখিং প্রত্যুক্তিঃ। ভবতীতার্থাত্তদেব হৃদি স্ফুরন্তং কৃষ্ণং শরৈর্বিদ্ধাৎকামং মত্বা তমাচ্ছাদ্য প্রাসোদয়াৎ স বৈক্লব্যমাহ—অহো কষ্টং হৃদয়েশয়ঃ কামঃ শত্রুরয়ং মারয়তি কিং কুর্ম্ম ইত্যর্থঃ। ততস্তমাচ্ছাদ্য সংজ্ঞৌৎসুক্যোদয়াৎ তজ্জানতীনাং নঃ কৃষ্ণ ইত্যাদিবৎ স বিষাদমাহ—মধুরেতি। বত ইতি খেদে। অস্য তাবদ্ভাগং, প্রত্যুত কৃষ্ণে চিরংতৃষ্ণালম্বিত প্রতিক্ষণং বর্দ্ধতে। কীদৃশী কৃপণাদপি কৃপণা উৎকণ্ঠয়াতিদীনেত্যর্থঃ। কীদৃশে মধুরাদপি মধুরঃ স্মেরো মদনমদাদিভিঃ প্রফুল্লশ্চাকার আকৃতি র্যস্য তস্মিন্। অতো মননয়নয়োরুৎসবো যস্মাত্তস্মিন্ ॥ ৪ ॥

হে সখিগণ! এখন এই বিপদে আমি কি করি, অর্থাৎ কি করিলে কৃষ্ণ দর্শন পাই, কাহাকেই বা বলি? আর কৃষ্ণের আশায় প্রয়োজন নাই অন্য কোন পবিত্র কথা বল। কি কষ্টের বিষয় সেই কৃষ্ণ কাম হইয়া আমার হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন। যাঁহার আকৃতি মধুর অপেক্ষাও সুমধুর ও সর্ব্বদা প্রফুল্ল এবং যিনি মন ও নয়নের উৎসবপ্রদ, সেই শ্রীকৃষ্ণে অতি দীনা আমার তৃষ্ণা প্রতিক্ষণই বৃদ্ধি পাইতেছে ॥ ৪ ॥

১। **কাণাকড়ি—সছিদ্র বরাটিকা** কড়ির ছিদ্র উপকারের নিমিত্ত হয় না, অতিরিক্ত আবার কাণকে অব্যবহার্য্য করে, তদ্রূপ।

২। **ঐছে—এতাদৃশ।** ৩। **আলম্বন**—আশ্রয়। ৪। উদ্বেগ—মনের অস্থিরতা, ইহার লক্ষণ (২০৮) পৃষ্ঠায় টিপ্পনী দেখুন। বিষাদ (২০২) **পৃষ্ঠায় টিপ্পনী দেখুন।** মতি—শাস্ত্রাদির বিচারোৎপন্ন অর্থাবধারণকে মতি বলে। কর্ত্তব্যকরণ, সংশয়, ও ভ্রমের নিরাস এবং শিষ্যদিগকে উপদেশ **প্রভৃতি তাহার চেষ্টা। ঔৎসুক্য** (২০৯) পৃষ্ঠায় দেখুন। ত্রাস বিদ্যুৎ, ভয়ানক প্রাণী এবং উগ্র শব্দদ্বারা হৃদয়ের ক্ষোভকে ত্রাস বলে; **পার্শ্বস্থিত বস্তুর অবলম্বন,** রোমাঞ্চ, কম্প এবং ভ্রমাদি তাহার চেষ্টা। ধৃতি জ্ঞান, দুঃখাভাব এবং উত্তম প্রাপ্তি নিবন্ধন পূর্ণতাকে ধৃতি বলে; **অপ্রাপ্ত ও অতীত নষ্ট বিষয়ের** নিমিত্ত অনুশোচনা ভাব তাহার চেষ্টা। স্মৃতি—সদৃশ বস্তু দেখিয়া দৃঢ়াভ্যাসজনিত পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের প্রতীতিকে **স্মৃতি বলে; শিরঃকম্প,** এবং ভ্রূবিক্ষেপাদি তাহার চেষ্টা।

৫। **ভাবশাবল্য (২০৩) পৃষ্ঠায় দেখুন। লীলাশুক—**বিল্বমঙ্গল। ৬। সামর্থ্য—প্রভাব।

৭। **প্রাপ্ত্যুপায় চিন্তন না** [illegible]—কি উপায় অবলম্বন করিলে, কৃষ্ণকে পাওয়া যাইতে পারে, উদ্বেগ বশতঃ অর্থাৎ চিত্ত স্থির না হওয়াতে তাহা **চিন্তাও করিতে পারি না।** ৮। বাউল—বায়ুগ্রস্ত অর্থাৎ বিষাদ বশতঃ তোমাদিগের মনও লিপ্ত হইয়াছে, তবে আর কাহাকেই বা কৃষ্ণ **পাইবার উপায় জিজ্ঞাসা করিব।**

হাহা-সখি ! কি করি উপায় ?
কাহা করোঁ ? কাঁহা যাঙ ? কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ
কৃষ্ণ বিনা প্রাণ মোর যায়।
ক্ষণে মন স্থির হয়, তবে মনে বিচারয়,
১। বলিতে হইল মতি ভাবোদ্গম ;
পিঙ্গলার বচন-স্মৃতি, করাইল ভাব মতি,
তাতে করে অর্থ নির্দ্ধারণ।—
"দেখি এই উপায়ে, কৃষ্ণ আশা ছাড়ি দিয়ে,
আশা ছাড়িলে সুখী হয় মন ;
ছাড়ি কৃষ্ণকথা অধন্য, কহ অন্য কথা ধন্য,
যাতে হয় কৃষ্ণ বিস্মরণ।"
২। কহিতে হইল স্মৃতি, চিত্তে হৈল কৃষ্ণস্ফুর্ত্তি,
সখীকে কহে হইয়া বিস্মিতে—
"যারে চাহি ছাড়িতে, সে শুইয়া আছে চিতে
৩। কোন রীতে না পারি ছাড়িতে।"
৪। রাধাভাবের স্বভাব আন, কৃষ্ণে করায় কামজ্ঞান
কামজ্ঞানে ত্রাস হৈল চিত্তে ;
৫। কহে 'যে জগৎ মারে, সে পশিল অন্তরে,
৬। এই বৈরী না দেয় পাসরিতে'।
৭। ঔৎসুক্যের প্রাধান্য, জিনি অন্য ভাবসৈন্য,
উদয় কৈল নিজ রাজ্য মনে ;
৮। মনে হৈল লালস, না হয় আপন বশ,
দুঃখে মনে করেন ভর্ৎসনে—
৯। 'মন মোর বাম দীন, জল বিনা যেন মীন,
কৃষ্ণ বিনা ক্ষণে মরি যায় ;
১০। মধুর হাস্য বদনে, মননেত্র রসায়নে,
কৃষ্ণতৃষ্ণা দ্বিগুণ বাড়ায়।
হাহা কৃষ্ণ ! প্রাণধন ! হাহা পদ্মলোচন !
হাহা দিব্য সদ্গুণসাগর !
হাহা শ্যামসুন্দর ! হাহা পীতাম্বরধর !
হাহা রাসবিলাস-নাগর !
১১। কাঁহা গেলে তোমা পাই ? তুমি কহ তাঁহা যাই
—এত কহি চলিলা ধাইয়া ;
স্বরূপ উঠি কোলে করি, প্রভুরে আনিল ধরি,
১২। নিজস্থানে বসাইল লঞা।

১। মতি ভাবোদ্গম—মতি নামক সঞ্চারি ভাবের উদয়। সেই মতি রূপ ভাব পিঙ্গলা নাম্নী বেশ্যার বচন মনে পড়াইয়া দিল।
পিঙ্গলার বচন যথা—"আশাহি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখং।" অর্থাৎ আশাই পরম দুঃখ এবং নৈরাশ্যই পরম সুখ॥
২। স্মৃতি—অর্থাৎ মতি যে স্মৃতি-নামক ভাবের উদয় করিল, তাহাই এই স্থানে বিবৃত করিতেছেন। ৩। রীতে—প্রকারে।
৪। আন্—অন্য অর্থাৎ বিলক্ষণ। কামজ্ঞান—বস্তুত কাম শব্দের মুখ্য শক্তি শ্রীকৃষ্ণে, যেহেতু, কামবীজ ও কামগায়ত্রী কৃষ্ণেরই বীজ ও গায়ত্রী ; অতএব প্রাকৃতকাম কৃষ্ণেরই আভাসমাত্র এজন্য প্রাকৃত চিত্তে আভাসরূপ প্রাকৃতকামের উদয় হয়। যাহাতে নিজসুখের অভিলাষ জন্মে এবং মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধিকাতে সাক্ষাৎকাম শ্রীকৃষ্ণেরই উদয় হয়। ত্রাস—ত্রাস-নামক সঞ্চারি ভাবের উদয় হইল। ৫। মারে—কাম সকলকে মারেন বলিয়া তাঁহার নাম মার। পশিল—প্রবেশ করিল। ৬। এই বৈরী—এই কাম বৈরী (অর্থাৎ শত্রু) হইয়া না দেয় পাসরিতে অর্থাৎ কৃষ্ণকে ভুলিতে দেয় না, যেহেতু সর্ব্বদাই চিত্তে বসিয়া রহিয়াছে।
৭। ঔৎসুক্যের প্রাধান্য—ঔৎসুক্য নামক সঞ্চারি ভাব তখন সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া উদ্বেগাদি ভাবগণকে জয় করিয়া নিজ রাজ্যরূপ শ্রীরাধিকার মনে উদয় করিল, অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইল। ৮। লালস—লালসা। যথা ;—
অভীষ্টার্থাপ্সয়া গাঢ় গৃধ্নুতা লালসা মতা। তত্রৌৎসুক্যং চপলতা ঘূর্ণাশ্বাসাদয়ো মতাঃ॥
অভিষ্ট বস্তুর প্রাপ্তিকামনার অত্যন্ত লোভকে লালসা বলে। ঔৎসুক্য, চপলতা, ঘূর্ণা এবং শ্বাসাদি তাহার চেষ্টা। না হয় আপন বশ—অর্থাৎ লালসার আয়ত্ত হইয়া মন নিজের বশীভূত থাকে না। মনে—মনকে।
৯। বাম—প্রতিকূল, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক ঔৎসুক্যের অধীন হইয়া আমাকে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ দিতেছে। দীন—দুরবস্থাপন্ন, যেহেতু তাহাতে আপনিও যার পর নাই দুঃখ ভোগ করিতেছে। ১০। মধুর হাস্য বদনে—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের [illegible]হাস্য এবং মধুর বদন।
১১। তুমি কহ তাঁহা যাই—অর্থাৎ কোথায় যাইলে তোমাকে পাইতে পারি তাহাই তুমি বল, আমি সেই খানেই যাইব। চলিলা ধাইয়া—উন্মাদ নামক সঞ্চারি ভাবের অনুভাব ধাবন। ১২। নিজস্থানে—যে স্থানে পূর্ব্বে ছিলেন। এই প্রলাপ বাক্যে উদ্বেগ, বিষাদ, মতি, স্মৃতি, ত্রাস, ঔৎসুক্য, লালসা প্রভৃতি এবং উন্মাদ প্রভৃতি ভাবের শাবল্য হইয়াছে।

ক্ষণে প্রভুর বাহ্য হৈল, স্বরূপেরে আজ্ঞা দিল,
—"স্বরূপ! কিছু কর মধুর গান!"
১ স্বরূপ গায় বিদ্যাপতি, গীতগোবিন্দ-গীতি,
শুনি প্রভুর জুড়াইল কাণ।
এইমত মহাপ্রভু প্রতি রাত্রি দিনে;
২। উন্মাদ চেষ্টিত হয় প্রলাপ বচনে।
একদিন যত হয় ভাবের বিকার;
৩। সহস্রমুখে বর্ণে যদি নাহি পায় পার।
জীব দীন কি করিবে তাহার বর্ণন?
শাখাচন্দ্র-ন্যায় করি দিগ্‌দরশন।
ইহা যেই শুনে তার জুড়ায় মন কাণ;
৪। অলৌকিক গূঢ়প্রেম চেষ্টা হয় জ্ঞান।
৫। অদ্ভুত নিগূঢ় প্রেমের মাধুর্য্য মহিমা;
আপনি আস্বাদি প্রভু দেখাইল সীমা।
৬। অদ্ভুত-দয়ালু চৈতন্য, অদ্ভুত-বদান্য;
ঐছে দয়ালু দাতা লোকে শুনি নাহি অন্য।
সর্ব্বভাবে ভজ লোক! চৈতন্য-চরণ;
যাহা হৈতে পাবে কৃষ্ণপ্রেমামৃত ধন।
এইত কহিল প্রভুর কূর্ম্মাকৃতি ভাব;
৭। উন্মাদ-চেষ্টিত তাতে উন্মাদ প্রলাপ।
এই লীলা স্বগ্রন্থে রঘুনাথ দাস;
চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছে প্রকাশ।

তথাহি স্তবাবল্যাং চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে পঞ্চমশ্লোকে শ্রীরঘুনাথদাসবাক্যং—

অনুদ্‌ঘাট্য দ্বারত্রয়মুরুচভিত্তিত্রয়মহো
বিলঙ্ঘ্যোচ্চৈঃ কালিঙ্গিকসুরভিমধ্যে নিপতিতঃ।
তনূদ্যৎসঙ্কোচাৎ কমঠ ইব কৃষ্ণোরুবিরহাৎ
বিরাজন্ গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥৫॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ;
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

সঙ্কীর্ত্তনানন্তর শ্রমাপনোদনায় গৃহান্তঃশায়িতমপি পরমোৎকণ্ঠয়া তত্র স্থাতুমশক্নুবন্তং নির্গমদ্বারাপ্রাপ্ত্যা উদ্ধদ্বারেণ গৃহোদ্ধদেশং গত্বা তাদৃক্‌চেষ্টমানং শ্রীগৌরাঙ্গং স্মরন্ স্তৌতি—অনুদ্‌ঘাট্যেতি। যো দ্বারত্রয়মনুদ্‌ঘাট্য অনুন্মুচ্য উরু চ উর্দ্ধেব মহদেব ন তুচ্ছনীচং ভিত্তিত্রয়মহো সহসোল্লঙ্ঘ্য কালিঙ্গিকসুরভিমধ্যে কলিঙ্গদেশোদ্ভবগোমধ্যে নিপতিতঃ। অথচ কৃষ্ণস্য উরুবিরহেণ তনৌ শরীরে উদ্যন্ যঃ সঙ্কোচঃ খর্ব্বতা তস্মাৎ কমঠ ইব কচ্ছপ ইব বিরাজন্ বভূবেতি শেষঃ। স গৌরাঙ্গো হৃদয়ে উদয়ন্ মাং মদয়তি গ্লপয়তীতি ॥ ৫ ॥

গৃহ-মধ্যে অবস্থিত হইয়া যিনি গৃহের দ্বারত্রয়ের উদ্‌ঘাটন না করিয়াও উদ্ধ দ্বারদ্বারা গৃহোপরি আরোহণ করতঃ অতি-উচ্চ ভিত্তি-ত্রয় লঙ্ঘন পূর্ব্বক কলিঙ্গদেশীয় গোগণ মধ্যে নিপতিত এবং অতিশয় কৃষ্ণবিরহজনিত শরীরের খর্ব্বতা হেতু কূর্ম্মাকৃতি হইয়াছিলেন, সেই গৌরাঙ্গ হৃদয়ে উদিত হইয়া, এইক্ষণে আমাকে সন্তাপিত করিতেছেন ॥ ৫ ॥

এই শ্লোক দ্বারা পূর্ব্ববর্ণিত গৌরাঙ্গ প্রভুর গোগণ মধ্যে নিপতনাদি লীলা সমূলক করিলেন ॥ ৫ ॥

১। বিদ্যাপতি-গীতগোবিন্দ গীতি—অর্থাৎ বিদ্যাপতি রচিত এবং জয়দেব রচিত গীতি।
২। উন্মাদ ইত্যাদি— প্রলাপবচনরূপ উন্মাদ নামক সঞ্চারি ভাবের চেষ্টা অনুভব হইয়া থাকে। ৩। সহস্রমুখ—অনন্তদেব।
৪। চেষ্টা—ক্রিয়া ব্যাপার। জ্ঞান—প্রেম জ্ঞানের সাধন অর্থাৎ চেষ্টা দেখিয়া অলৌকিক প্রেমার জ্ঞান হইয়া থাকে।
৫। অদ্ভুত ইত্যাদি—নিগূঢ় প্রেমার অদ্ভুত মাধুর্য্য এবং মহিমা। ৬। বদান্য—অতিশয় দাতা।
৭। তাতে—উন্মাদ চেষ্টার মধ্যে উন্মাদের প্রধান চেষ্টা প্রলাপ।

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে কূর্ম্মাকারানুভাবোন্মাদপ্রলাপো নাম

সপ্তদশ পরিচ্ছেদঃ ॥

শরজ্জ্যোৎস্নাসিন্ধোরবকলনয়া জাতযমুনা-
ভ্রমাদ্ধাবন্ যোঽস্মিন্ হরিবিরহতাপার্ণব ইব।
নিমগ্নো মূর্চ্ছালঃ পয়সি নিবসন্রাত্রিমখিলাম্,
প্রভাতে প্রাপ্তঃ স্বৈরবতু স শচীসূনুরিহ নঃ ॥১॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য ! জয় নিত্যানন্দ !
জয়াদ্বৈতচন্দ্র ! জয় গৌরভক্তবৃন্দ !
এইমতে মহাপ্রভু নীলাচলে বৈসে ;
রাত্রি দিনে কৃষ্ণবিচ্ছেদার্ণবে ভাসে।
শরৎকালের রাত্রি সব চন্দ্রিকা-উজ্জ্বল ;
১। প্রভু নিজগণ লঞা বেড়ান সকল।
উদ্যানে উদ্যানে ভ্রমে কৌতুক দেখিতে ;
রাসলীলার গীত-শ্লোক পড়িতে শুনিতে।
প্রভু প্রেমাবেশে করেন গান-নর্ত্তন ;
২। কভু ভাবাবেশে রাসলীলানুকরণ।
কভু ভাবোন্মাদে প্রভু ইতি-উতি ধায় ;
৩। ভূমে পড়ি কভু মূর্চ্ছা, কভু গড়ি যায়।
রাসলীলার এক শ্লোক যবে পড়ে শুনে ;
পূর্ব্ববৎ তবে অর্থ করেন আপনে।
এইমত রাসলীলার হয় যত শ্লোক ;
৪। সবার অর্থ করে প্রভু, কভু হর্ষ শোক।
৫। সে সব শ্লোকের অর্থ, সে সব বিকার ;
সে সব বর্ণিতে গ্রন্থ হয় অতি বিস্তার।
দ্বাদশ বৎসরে যে যে লীলা ক্ষণে ক্ষণে ;
অতিবাহুল্য ভয়ে গ্রন্থে না কৈল লিখনে।
পূর্ব্বে যেই দেখাঞাছি দিগ্‌দরশন ;
তৈছে জানিও বিকার প্রলাপ বর্ণন।
সহস্র-বদনে যবে কহয়ে অনন্ত ;
একদিনের লীলার তবু নাহি পায় অন্ত।
কোটিযুগ পর্য্যন্ত যদি লিখেন গণেশ ;
একদিনের লীলার তবু নাহি পায় শেষ।
ভক্তের প্রেমবিকার দেখি কৃষ্ণের চমৎকার ;
কৃষ্ণ যার না পায় অন্ত, কেবা ছার আর ?
ভক্তপ্রেমের যত দশা, যে গতি প্রকার ;
যত দুঃখ, যত সুখ, যতেক বিকার।
কৃষ্ণ তাহা সম্যক্ না পারে জানিতে ;
৬। ভক্ত-ভাব অঙ্গীকারে তাহা আস্বাদিতে।
৭। কৃষ্ণেরে নাচাই প্রেমা, ভক্তেরে নাচাই ;
আপনি নাচয়ে, তিনে নাচে এক ঠাঞি।

শরজ্জ্যোৎস্নেতি। শরদি যা জ্যোৎস্না তয়া উপলক্ষিতো যঃ সিন্ধুঃ। উভয়ত্রাপি জলস্য স্বচ্ছশ্যামত্বং জ্ঞেয়ং। তস্যাবকলনয়া অবলোকনেন কলি-হল্যোঃ কামধেনুত্বাৎ। জাতো যো যমুনায়া ভ্রমো ভ্রমাত্মকং জ্ঞানং তস্মাৎ হেতোঃ, ধাবন্, হরিবিরহতাপার্ণবে কৃষ্ণবিরহতাপসাগর ইব অস্মিন্ পয়সি সমুদ্রজলে নিমগ্নো মূর্চ্ছালো মূর্চ্ছিতশ্চ সন্, অখিলাং সমগ্রাং রাত্রিং ব্যাপ্যেত্যর্থঃ, নিবসন্, প্রভাতে যঃ স্বৈঃ স্বরূপাদিভিঃ স্বগণৈঃ প্রাপ্তো বভূবেতি শেষঃ, স শচীসূনুঃ শ্রীগৌরাঙ্গ ইহ অস্মিন্ সময়ে নোঽস্মান্ অবতু রক্ষতু। মূর্চ্ছালো মূর্ত্তমূর্চ্ছিতাবিত্যমরঃ। অত্র স্মৃত্যুদ্বেগমূর্চ্ছোন্মাদানাং শাবল্যং ॥ ১ ॥

শরৎকালীন কৌমুদীময় সিন্ধুর অবলোকনে যমুনা-ভ্রমে বেগে গমন পূর্ব্বক, কৃষ্ণবিচ্ছেদতাপার্ণববৎ সেই সমুদ্রজলে নিমগ্ন এবং মূর্চ্ছিত হইয়া সমগ্র রজনী যাপন করতঃ, প্রভাতে যিনি স্বরূপাদি স্বগণ কর্ত্তৃক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই প্রভু শচীনন্দন এইক্ষণে আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ১ ॥

১। সকল—সকত্র। ২। অনুকরণ—অভিনয়। ৩। গড়ি যায়—ভূমিতে লুণ্ঠি[illegible] হয়।
৪। হর্ষ শোক—হর্ষ এবং শোক ; কৃষ্ণ স্ফুরণে হর্ষ এবং অস্ফূর্ত্তিতে শোক। ৫। বিকার—সে[illegible] শ্লোকাদি শ্রবণে প্রভুর যে যে বিকার।
৬। তাহা—ভক্তপ্রেমের যত প্রকার দশা, গতি, দুঃখ, সুখ এবং বিকার।
৭। নাচাই—নাচাইয়া। তিনে—কৃষ্ণ, ভক্ত এবং প্রেমা। যখন শ্রীকৃষ্ণ প্রেমবশ্য এবং ভক্তও প্রেমার অধীন, সুতরাং তখন প্রেমা কৃষ্ণ এবং ভক্তকে নাচাইয়া সেই আনন্দে আপনিও নাচিতে থাকেন।

প্রেমার বিকার বর্ণিতে চাহে যেই জন ;
চন্দ্র ধরিতে চাহে যেন হইয়া বামন।
বায়ু যৈছে সিন্ধুজলের হরয়ে এক কণ ;
কৃষ্ণ প্রেমাকণার তৈছে জীবের স্পর্শন।
ক্ষণে ক্ষণে উঠে প্রেমার তরঙ্গ অনন্ত ;
জীব ছার কাঁহা তার পাইবেক অন্ত ?
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যাহা করে আস্বাদন ;
১। সবে এক জানে তাহা স্বরূপাদিগণ।
জীব হঞা করে যেই তাহার বর্ণন ;
২। আপনা শোধিতে তার ছোঁয় এক কণ।
এইমত রাসের শ্লোক সকলই পড়িলা ;
শেষে জলকেলির শ্লোক পড়িতে লাগিলা।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশাধ্যায়ে ত্রয়োবিংশশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুক বাক্যং—

তাভি র্যুতঃ শ্রমমপোহিতুমঙ্গসঙ্গ-
ঘৃষ্টস্রজঃ স কুচকুঙ্কুমরঞ্জিতায়াঃ।
গন্ধর্ব্বপালিভিরনুদ্রুত আবিশদ্বাঃ,
শ্রান্তো গজীভিরিভরাড়িব ভিন্নসেতুঃ ॥২॥

এইমত মহাপ্রভু ভ্রমিতে ভ্রমিতে ;
৩। যাইটোটা হৈতে সমুদ্রে দেখে আচম্বিতে।
৪। চন্দ্রকান্ত্যে উছলিত তরঙ্গ উজ্জ্বল ;
৫। ঝলমল করে যেন যমুনার জল।
যমুনার ভ্রমে প্রভু ধাইয়া চলিলা ;
অলক্ষিতে যাই সিন্ধুজলে ঝাঁপ দিলা।
পড়িতেই হৈল মূর্চ্ছা কিছুই না জানে ;
কভু ডুবায়, কভু ভাসায় তরঙ্গের গণে।
৬। তরঙ্গে বহিয়া ফিরে যেন শুষ্ক কাঠ ;
কে বুঝিতে পারে এই চৈতন্যের নাট ?
৭। কোনার্কের দিকে প্রভুকে তরঙ্গে লঞা যায় ;
কভু ডুবাইয়া রাখে, কভু বা ভাসায়।
যমুনাতে জলকেলি গোপীগণ সঙ্গে ;
কৃষ্ণ করে, মহাপ্রভু মগ্ন সেই রঙ্গে।
ইঁহা স্বরূপাদিগণ প্রভু না দেখিয়া ;
'কাঁহা গেলা ?'—সবে কহে চমকিত হঞা।

ততঃ পরমহৃষ্টস্য শ্রীভগবতোঽপি প্রেমচেষ্টিতমাহ—**তাভিরিতি** ত্রিভিঃ। তাভি র্যুতঃ শ্রমং তাসামপোহিতুমপনেতুং তাদৃশপ্রেমময়মধুরনবলীলাবিষ্টত্বাদাত্মনশ্চেত্যর্থঃ। তাসামঙ্গসঙ্গেন ঘৃষ্টাঃ সম্মর্দ্দিতায়া স্রক্ তস্যা, অতস্তাসাং কুচকুঙ্কুমেন রঞ্জিতায়াঃ। অঙ্গসঙ্গেত্যনেন পদ্মিনী স্ত্রীবর্গ পূজ্যপাদানাং তাসামঙ্গতঃ স্বাভাবিক পরমামোদ-সঞ্চারোঽভিপ্রেতঃ। স্রক্ কৌন্দী জ্ঞেয়া পরমশুভ্রত্বেন কুঙ্কুমব্যাঞ্জিতত্বসম্পত্তেঃ। এবং জলক্রীড়ায়াং কামোদ্দীপন সামগ্রী চ দর্শিতা। তং সম্বন্ধিভি গন্ধর্ব্বপালিভি গন্ধর্ব্বপা গন্ধর্ব্বপতয় ইব গায়ন্তি যেঽলয়স্তৈরনুদ্রুতং বাঃ যামুনং জলমাবিশদাসক্ত্যা প্রাবিশৎ। ভিন্নসেতু-বিদারিতবপ্রঃ গজেন্দ্রো গজীভিরিবেতি দৃষ্টান্তো গজেন্দ্রস্য বহ্বীভির্গজীভিঃ সহ জলবিহারাসক্ত্যাদ্যনুসারেণ। যদ্বা—গন্ধর্ব্বপা গায়নশ্রেষ্ঠাঃ। গন্ধর্ব্বো মৃগভেদে স্যাদ্ গায়নে খেচরেঽপিচেতি বিশ্বঃ। ত ইব যে অলয়শ্চ তৈরিতি জলক্রীড়াযোগ্যমুত্তমগীত-যুক্তং। যদ্বা—কাভিঃ শ্রীভগবদঙ্গসঙ্গেন ঘৃষ্টস্রজো যাঃ। যাশ্চ নিজ কুচকুঙ্কুমেন রঞ্জিতা রত্যাবেশেন সর্ব্বাঙ্গেষু সংস্পৃক্তাস্তাভিঃ। অতএব তাসাং শ্রমমপনেতুং ন কেবলং তাসামেব স্বস্যাপীত্যাহ—শ্রান্ত ইতি। ভিন্নেত্যুপমানেপি শ্রান্তত্বে হেতুঃ। ভিন্নসেতুরিব কৃতলীলোদ্ধত্য ইত্যর্থঃ। স কুচেতি স্বামি-সম্মতঃ পাঠঃ, স শ্রীকৃষ্ণ ইতি ব্যাখ্যানাৎ স্বেতাস্যাব্যাখ্যানাচ্চ ॥ ২ ॥

বিদারিতবপ্র মত্তহস্তী যেমন বহুতর হস্তিনীর সহিত জলকেলি করে, তদ্রূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রমাপনোদনার্থ সেই ব্রজদেবীগণের সহিত যমুনাজলে অবগাহন করিয়াছিলেন। সেই কালে ব্রজাঙ্গনাদিগের কুচকুঙ্কুমরঞ্জিত কুন্দমালাস্থিত গায়নশ্রেষ্ঠ অলিগণও তাঁহার অনুগমন করিয়াছিল ॥ ২ ॥

১। সবে—কেবলমাত্র। ২। শোধিতে—পবিত্র করিতে। ছোঁয়—স্পর্শ করে। ৩। যাইটোটা—জাতি কুসুমের উদ্যান।
৪। চন্দ্রকান্ত্যে—চন্দ্রকান্তি দ্বারা। ৫। যেন—যাদৃশ। ৬। কাট—কাষ্ঠখণ্ড।
৭। কোনার্ক—কোনারক, পুরীর সমীপস্থ সমুদ্রতীরস্থিত স্থানবিশেষ।

১। মনোবেগে গেলা প্রভু লখিতে নারিলা ;
প্রভু না দেখিয়া সংশয় করিতে লাগিলা।—
"জগন্নাথ দেখিতে কিবা দেবালয়ে গেলা ?
অন্য উদ্যানে কিবা উন্মাদে পড়িলা ?
২। গুণ্ডিচা-মন্দিরে কিবা, কিবা নরেন্দ্রেতে ?
৩। চটক-পর্ব্বতে কিবা, গেলা কোনার্কেতে ?"
৪। এত বলি সবে ফিরে প্রভুরে চাহিয়া ;
সমুদ্রের তীরে আইলা কত জন লঞা।
চাহিয়া বেড়াইতে ঐছে শেষরাত্রি হৈল ;
অন্তর্দ্ধান কৈল প্রভু নিশ্চয় করিল।
প্রভুর বিচ্ছেদে কারও দেহে নাহি প্রাণ ;
৫। অনিষ্ট আশঙ্কা বিনা মনে নাহি আন।

তথাহি **অভিজ্ঞান শকুন্তলা** নাটকে চতুর্থ-পরিচ্ছেদে শকুন্তলাং প্রতি প্রিয়ম্বদাবাক্যং—

অনিষ্টাশঙ্কীনি বন্ধুহৃদয়ানি ভবন্তি হি ॥৩॥

৬। সমুদ্রের তীরে আসি যুকতি করিলা ;
৭। চিরায়ু পর্ব্বতদিকে কত জন গেলা।
পূর্ব্বদিশায় চলে স্বরূপ লঞা কত জন ;
সমুদ্রের তীরে নীরে করে অন্বেষণ।
বিষাদে বিহ্বল সবে নাহিক চেতন ;
তবু প্রেমবলে করে প্রভুর অন্বেষণ।
দেখে এক জালিয়া আইসে কান্ধে জাল করি।
হাসে কান্দে নাচে গায় বলে হরি হরি।
জালিয়ার চেষ্টা দেখি সবার চমৎকার ;
স্বরূপ গোসাঞী তারে পুছে সমাচার।—
"কহ জালিয়া ! এইদিকে দেখিলে এক জন ?
৮। তোমার এই দশা কেন, কহ ত কারণ ?"
জালিয়া কহে—"ইহা এক মনুষ্য না দেখিল ;
৯। জাল বাহিতে এক মৃত মোর জালে আইল।
'বড় মৎস্য' বলি আমি উঠাইল যতনে ;
মৃতক দেখিতে মোর ভয় হৈল মনে।
জাল খসাইতে তাঁর অঙ্গ স্পর্শ হৈল ;
স্পর্শ মাত্র সেই ভূত হৃদয়ে পশিল।
ভয়ে কম্প হৈল মোর নেত্রে বহে জল ;
গদ্গদ বাণী মোর উঠিল সকল।
কিবা ব্রহ্মদৈত্য, কিবা ভূত, কহনে না যায় !
১০। দর্শন মাত্র মনুষ্যের পৈশে সেই কায়।
শরীর দীর্ঘল তার হাত পাঁচ সাত ;
এক এক হস্ত-পদ তার তিন তিন হাত।
অস্থিসন্ধি ছুটি চর্ম্ম করে নড়বড়ে ;
তাহা দেখি প্রাণ মোর নাহি রহে ধড়ে।
১১। মড়ারূপ ধরি রহে উত্তান-নয়ন ;
কভু গোঁ গোঁ করে, কভু রহে অচেতন।
সাক্ষাৎ দেখিছ মোরে পাইল সেই ভূত ;
মুই মৈলে মোর কৈছে জীবে স্ত্রী পুত ?

অনিষ্টেতি। অনিষ্টমমঙ্গলমাশঙ্কিতুং শীলমেষামিতি তথাভূতানি বন্ধূনাং প্রেমবতাং হৃদয়ানি মানসানি ভবন্তি, প্রমাণতোঽভূাদয়প্রায়াবধারণেঽপীত্যর্থঃ. হি প্রসিদ্ধৌ ॥ ৩ ॥

বন্ধুবর্গের হৃদয়ে অনিষ্টের আশঙ্কাই উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

তাদৃশ মঙ্গলময় মহাপ্রভুতে অমঙ্গলের সম্ভাবনা না থাকিলেও স্বরূপাদির অন্তরের স্নেহ বশতঃ অমঙ্গলের উদয়ই হইয়াছিল ॥ ৩ ॥

১। প্রভু—প্রভুকে, লখিতে—লক্ষ্য করিতে। ২। নরেন্দ্র—চন্দন পুষ্করিণী। এইস্থানে মদনমোহনের চন্দন যাত্রা হয়।
৩। চটক পর্ব্বত—পুরীর সমীপস্থ পর্ব্বত বিশেষ। ৪। চাহিয়া—অন্বেষণ করিয়া। ৫। আন্—[illegible] অর্থাৎ মঙ্গল সম্ভাবনা।
৬। যুকতি—যুক্তি। ৭। চিরায়ু—চিরাই, পুরীর সমীপস্থ পর্ব্বত বিশেষ। ৮। দশা—অবস্থা, অর্থাৎ কি নিমিত্ত হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া নৃত্য করতঃ হাস্য এবং রোদন করিতেছ। ৯। মৃত—শব। ১০। কায়—শরীর, অর্থাৎ শরীরে।
১১। উত্তান নয়ন—অর্থাৎ নয়নের তারা উর্দ্ধভাগে প্রবিষ্ট।

সেই ভূতের কথা ভাই ! কহন না যায় ;
১। ওঝা ঠাই যাইছি যদি সে ভূত ছাড়ায়।
২। একা রাত্রে বুলি, মৎস্য মারিয়ে নির্জ্জনে ;
ভূত প্রেত আমায় না লাগে নৃসিংহ-স্মরণে।
এই ভূত নৃসিংহ-নামে চাপয়ে দ্বিগুণে ;
তাহার আকার দেখিতেই ভয় লাগে মনে।
৩। ওথা না যাইও আমি নিষেধি তোমারে ;
তাঁহা গেলে সেই ভূত লাগিবে সবারে।”
—এত শুনি স্বরূপ গোসাঞী সব তত্ত্ব জানি ;
জালিয়াকে কিছু কয় সুমধুর বাণী—
“আমি বড় ওঝা জানি ভূত ছাড়াইতে।”
মন্ত্র পড়ি শ্রীহস্ত দিল তাহার মাথে।
তিন চাপর মারি কহে—“ভূত পলাইল ;
ভয় না পাইও”—বলি সুস্থির করিল।
একে প্রেম, তাতে ভয়, দ্বিগুণ অস্থির ;
ভয় অংশ গেলে সেই হৈল কিছু ধীর।
স্বরূপ কহে—“যারে তুমি কর ভূতজ্ঞান ;
ভূত নহে তেঁহ কৃষ্ণচৈতন্য-ভগবান্।
প্রেমাবেশে পড়িল তেঁহো সমুদ্রের জলে ;
তাঁরে তুমি উঠাইলে আপনার জালে।
তাঁর স্পর্শে হৈল তোমার কৃষ্ণপ্রেমোদয় ;
ভূত-প্রেত-জ্ঞানে তোমার হৈল মহাভয়।
এবে ভয় গেল তোমার মন হৈল স্থিরে ;
কাঁহা তাঁরে উঠাঞাছ—দেখাও আমারে।”
জালিয়া কহে “প্রভুকে দেখিয়াছি বার বার ;
তেঁহো নহে, এই অতি বিকৃত আকার।”
স্বরূপ কহে—“তাঁর হয় প্রেমের বিকার ;
অস্থিসন্ধি ছাড়ি হয় অতি দীর্ঘাকার।”
—শুনি সেই জালিয়া আনন্দিত হইল ;
সবা লঞা গেল, মহাপ্রভুকে দেখাইল।
ভূমিতে পড়িয়া আছে দীর্ঘ মহাকায় ;
৪। জলে শ্বেত তনু, বালু লাগিয়াছে গায়।
৫। অতিদীর্ঘ শিথিল তনু চর্ম্ম নট্‌কায় ;
উঠাইয়া দূর পথ আনন না যায়।
আর্দ্র কৌপীন দূর করি শুষ্ক পরাইয়া ;
বহির্ব্বাসে শোয়াইল বালুকা ঝাড়িয়া।
সবে মিলি উচ্চ করি করে সংকীর্ত্তনে ;
উচ্চ করি কৃষ্ণনাম কহে প্রভুর কাণে।
কতক্ষণে প্রভুর কাণে শব্দ প্রবেশিল ;
হুঙ্কার করিয়া প্রভু তবহি উঠিল।
উঠিতেই অস্থি সব লাগিল নিজ স্থানে ;
অর্দ্ধবাহে ইতি উতি করে দরশনে।
তিন দশায় মহাপ্রভু রহে সর্ব্বকাল ;
অন্তর্দ্দশা, বাহ্যদশা, অর্দ্ধবাহ্য আর।
৬। অন্তর্দ্দশায় কিছু ঘোর কিছু বাহ্য জ্ঞান ;
সেই দশাকে কহে ভক্ত অর্দ্ধবাহ্য নাম।
অর্দ্ধবাহে কহে প্রভু প্রলাপ বচনে ;
৭। আকাশে কহেন সব শুনে ভক্তগণে।—
৮। “কালিন্দী দেখিয়া আমি গেলাঙ বৃন্দাবন
দেখি জলকেলি করে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
রাধিকাদি গোপীগণ সঙ্গে একত্র মিলি ;
যমুনায় মহারঙ্গে করে জলকেলি।
৯। তীরে রহি দেখি আমি সখীগণ সঙ্গে ;
এক সখী সখীগণে দেখায় সে রঙ্গে।

১। ওঝা—ভূতাবেশের চিকিৎসক। যাইছি—যাইতেছি। ২। বুলি ভ্রমণ-করি। ৩। ওথা—ঐ স্থানে। ৪। শ্বেত তনু—দীর্ঘকাল জল মধ্যে নিমগ্ন থাকায় শরীর পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছিল। ৫। নট্‌কায়—ঝুলিতে লাগিল।

৬। ঘোর—অর্থাৎ আবৃত। ৭। আকাশে—যাহা কোন ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য না করিয়া কেবল আপনিই বলা হয়, তাহাকে আকাশে কহা কহে। ৮। কালিন্দী দেখিয়া—অর্থাৎ দূর হইতে যমুনা দেখিতে পাইয়া।

৯। সখীগণ—সখীগণ স্ব স্ব যূথেশ্বরীর সহিত কৃষ্ণের ক্রীড়াদি দর্শনে যে আনন্দ অনুভব করেন, স্বয়ং ক্রীড়া করিয়া সে আনন্দের শতাংশও অনুভব করেন না। এই জন্য তাঁহারা ক্রীড়ার্থ জলে অবগাহন না করিয়া, তীরে অবস্থান করতঃ জলকেলি দর্শন করিয়াছিলেন।

যথা রাগঃ।

১। পট্টবস্ত্র অলঙ্কারে, সমর্পিয়া সখী-করে,
সূক্ষ্ম শুক্লবস্ত্র পরিধান ;
কৃষ্ণ লঞা কান্তাগণ, কৈল জলাবগাহন,
২। জলকেলি রচিল সুঠাম।
সখি হে ! দেখ কৃষ্ণের জলকেলি রঙ্গে ;
৩। কৃষ্ণ মত্তকরিবর, চঞ্চল করপুষ্কর,
গোপীগণ করিণীর সঙ্গে ॥ ধ্রু ॥
৪।আরম্ভিল জলকেলি, অন্যোন্যেজল ফেলাফেলি,
৫। হুড়াহুড়ি বর্ষে জলধার ;
সবে জয় পরাজয়, নাহি কিছু নিশ্চয়,
জলযুদ্ধ বাড়িল অপার।
৬। বর্ষে স্থির তড়িদ্গণ, সিঞ্চে শ্যাম নবঘন,
৭। ঘন বর্ষে তড়িত উপরে ;
সখীগণের নয়ন, তৃষিত চাতকীগণ,
৮। সে অমৃত সুখে পান করে।
৯। প্রথমে যুদ্ধ জলাজলি, তবে যুদ্ধ করাকরি,
১০। তার পাছে যুদ্ধ মুখামুখি ;
১১। তবে যুদ্ধ হৃদাহৃদি, তবে হৈল রদারদি,
১২। তবে হৈল যুদ্ধ নখানখি।
১৩। সহস্রকরজল সেকে, সহস্রনেত্রেগোপীদেখে,
১৪। সহস্র পদে নিকটে গমনে ;
সহস্র মুখ চুম্বনে, সহস্র বপু সঙ্গমে,
১৫। গোপী নর্ম্ম শুনে সহস্র কাণে।
১৬। কৃষ্ণরাধায় লঞা বলে, গেলা কণ্ঠদঘ্ন জলে,
১৭। ছাড়িল তাঁহা যাঁহা অগাধ পানী ;
১৮। তেঁহো কৃষ্ণকণ্ঠ ধরি, ভাসে জলের উপরি,
১৯। গজোৎখাতে যৈছে কমলিনী।
২০। যত গোপসুন্দরী, কৃষ্ণ তত রূপ ধরি,
সবার বস্ত্র করিল হরণ ;
যমুনাজল নির্ম্মল, অঙ্গ করে ঝলমল,
২১। সুখে কৃষ্ণ করে দরশন।
২২। পদ্মিনীলতা সখীচয়, কৈল কারও সহায়,
২৩। তার হস্তে পত্র সমর্পিল ;
কেহ মুক্ত কেশপাশ, আগে কৈল অধোবাস,
হস্তে কেহ কঞ্চুলী ধরিল।

১। পট্টবস্ত্র…সখীকরে—পট্টবস্ত্র ও অলঙ্কার পরিধানে ভার হয় বলিয়া, স্বীয় স্বীয় সখীগণের হস্তে অর্পণ করিয়া। রঙ্গিলাবস্ত্রও অপেক্ষাকৃত ভার হয়, এই হেতু সূক্ষ্ম এবং শুক্লবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিলেন। ২। সুঠাম—তদুচিত সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন।

৩। চঞ্চল করপুষ্কর—কৃষ্ণের করপদ্ম এতাদৃশ চঞ্চল যে, গোপীগণ একবার কৃষ্ণের অঙ্গে জল না দিতে দিতে কৃষ্ণ শত শত বার তাঁহাদিগের প্রত্যেকের অঙ্গে জলসেক করিয়াছিলেন। ৪। অন্যোন্য - পরস্পর। ৫। হুড়াহুড়ি—পরস্পর ঠেলাঠেলি করিয়া।

৬। স্থির তড়িদ্গণ—বিদ্যুৎ স্বরূপ গোপীগণ জল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সিঞ্চে শ্যাম নবঘন—শ্যামবর্ণ নবঘন শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে জল সেচন করিতে লাগিলেন। ৭। ঘনবর্ষে তড়িত উপরে—পরে মেঘ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ তড়িৎ-স্বরূপ গোপীগণের উপরি জল বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

৮। সে অমৃত—জলসেচন লীলামৃত। যেমন চাতক মেঘজল ভিন্ন জীবনধারণ করিতে পারে না, তদ্রূপ সখীগণের নয়ন-চাতকী কৃষ্ণ লীলামৃত ভিন্ন জীবন ধারণ করিতে পারে না।

৯। জলাজলি—পরস্পর সমানজাতীয় ক্রিয়াতে জলাজলি মুখামুখি ইত্যাদি রূপ শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। জলাজলি—পরস্পরের গাত্রে জল সেচন করিয়া। করাকরি—জল সেক নিবারণচ্ছলে পরস্পর হস্তধারণ পূর্ব্বক। ১০। মুখামুখি—মুখ চুম্বন করিবার উদ্দেশে পরস্পর মুখে মুখযোগ। ১১। হৃদাহৃদি—আলিঙ্গন উদ্দেশে পরস্পর বক্ষঃস্থল সংযোগ। রদারদি—দণ্ডাঘাত উদ্দেশে পরস্পর দণ্ডাঘাত। ১২। নখানখি—নখাঘাত। করাকরি প্রভৃতি ক্রিয়া নিচয় কামোদ্দীপক ; অতএব শ্রীকৃষ্ণ এবং গোপীগণ পরস্পর করাদি আঘাত পূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

১৩ সহস্র ইত্যাদি—এইস্থানে সহস্র শব্দগুলি অসংখ্যবাচক। ১৪। সহস্র পদে—অর্থাৎ কৃষ্ণের অসংখ্যপাদক্ষেপে। নিকটে—অর্থাৎ গোপীর নিকটে। ১৫। নর্ম্ম—পরিহাস, অর্থাৎ কৃষ্ণ কর্ত্তৃক পরিহাস।

১৬। কণ্ঠদঘ্ন—কণ্ঠ পরিমিত। ১৭। ছাড়িল—অর্থাৎ শ্রীরাধিকাকে পরিত্যাগ করিলেন। ১৮। তেঁহো—শ্রীরাধিকা। কৃষ্ণকণ্ঠ ধরি—জলমজ্জন ভয়ে শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠে আলিঙ্গন করিয়া। ১৯। গজোৎখাতে—হস্তী পদ্মবনে প্রবিষ্ট হইয়া পদ্মিনীকে উৎখাত করিলে, সেই কমলিনী যেমন হস্তীর কণ্ঠলগ্ন হয়, তদ্রূপ শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠলগ্ন হইয়াছিলেন। ২০। তত রূপ ধরি—তত রূপে প্রকাশ হইয়া।

২১। করে দর্শন—যমুনার জল নির্ম্মল বিধায়, জল মধ্যস্থ সমস্ত অঙ্গই দৃষ্ট হইয়াছিল। ২২। পদ্মিনীলতা সখীচয়—যমুনা জলস্থ পদ্মিনী-লতা সখীসমূহ স্বরূপ হইয়া। কারও—কোন কোন গোপীর। সহায়—সহায়তা। ২৩। পত্র—পদ্মপত্র। তাঁহাদিগের আবরণার্থ পদ্মপত্র প্রদান করিলেন অর্থাৎ তাঁহারা পদ্মপত্রকে অধোবসন করিলেন।

কেহ মুক্ত…অধোবাস—কেহ কেহ বা স্বীয় কেশকলাপ মুক্ত করিয়া তাহাকে অধোবসন করিলেন। কঞ্চুলী ধরিল—হস্তদ্বয়কে কঞ্চুলী করিলেন ; অর্থাৎ হস্ত দ্বারা স্তনমণ্ডল আবৃত করিলেন।

১। কৃষ্ণেরকলহ রাধাসনে, গোপীগণ সেইক্ষণে,
হেমাব্জ বনে গেলা লুকাইতে ;
আকণ্ঠ বপু জলে পৈশে, মুখপাত্র জলেভাসে,
পদ্মে মুখে না পারি চিনিতে।
এথা কৃষ্ণ রাধা-সনে, কৈল যে আছিল মনে,
গোপীগণ অন্বেষিতে গেলা ;
তবে রাধা সূক্ষ্মমতি, জানিয়া সখীর স্থিতি,
সখীমধ্যে আসিয়া মিলিলা।
২। যত হেমাব্জজলেভাসে, তত নীলাব্জতার পাশে
আসি আসি করয়ে মিলন ;
নীলাব্জ হেমাব্জে ঠেকে, যুদ্ধ হয় প্রত্যেকে,
৩। কৌতুক দেখে তীরে গোপীগণ।
৪। চক্রবাক মণ্ডল, পৃথক্ পৃথক্ যুগল,
জল হৈতে করিল উদ্গম ;
৫। উঠিল পদ্ম মণ্ডল, পৃথক্ পৃথক্ যুগল,
৬। চক্রবাকে কৈল আচ্ছাদন।
৭। উঠিল বহু রক্তোৎপল, পৃথক্ পৃথক্ যুগল,
৮। পদ্মগণে কৈল নিবারণ ;
৯। পদ্ম চাহে লুঠি নিতে, উৎপল চাহে রাখিতে
১০। চক্রবাক লাগি দোঁহার রণ।
১১। পদ্মোৎপল অচেতন, চক্রবাক সচেতন,
১২। চক্রবাকে পদ্ম আস্বাদয় ;
১৩। ইহা দোহার উলটা স্থিতি, ধর্ম্ম হৈলবিপরীত
১৪। কৃষ্ণের রাজ্যে ঐছে ন্যায় হয়।
১৫। মিত্রের মিত্র সহবাসী,চক্রবাকেপদ্মলুঠেআসি
১৬।কৃষ্ণের রাজ্যে ঐছে ব্যবহার :
অপরিচিত শত্রুর মিত্র, রাখে উৎপল এ বড় চিত্র,
এ বড় বিরোধ অলঙ্কার।

১। কলহ—প্রণয় কলহ অর্থাৎ যে কালে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার সহিত প্রণয় কলহে আবিষ্ট হইলেন।

২। হেমাব্জ—গোপীমুখ। নীলাব্জ—শ্রীকৃষ্ণ বদন। তার—হেমাব্জ রূপ গোপী মুখের। যুদ্ধ—মুখ চুম্বন দন্তাঘাতাদি রূপ। ৩। গোপীগণ—সখীগণ এবং শ্রীরাধিকা। ৪। চক্রবাক—পক্ষিবিশেষ ; কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য থাকায় কবিগণ চক্রবাকের সহিত স্তনের উপমা দিয়া থাকেন। এই-স্থানে রূপক দ্বারা স্তনমণ্ডলকেই চক্রবাক শব্দে নির্দ্দেশ করিলেন ; এইরূপ পদ্মাদিকেও বলিলেন। চক্রবাক-মিথুন একত্র থাকে অর্থাৎ ইহা-দিগের দিবসে ব্যভিচার নাই ; এস্থানে চক্রবাকমণ্ডল—স্তনমণ্ডল। করিল উদ্গম—গোপীগণ কণ্ঠদঘ্ন জলে ছিলেন, পরে তীরে উঠিতে চেষ্টা করায়, জল হইতে স্তনমণ্ডলের উদ্গম হইল। ৫। পদ্মমণ্ডল—শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশের করপদ্ম সমূহ। ৬। চক্রবাকে কৈল আচ্ছাদন—অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ স্তনমণ্ডলকে হস্ত দ্বারা আচ্ছাদন করিলেন। ৭। রক্তোৎপল—অর্থাৎ গোপীগণের হস্ত। ৮। পদ্মগণে—শ্রীকৃষ্ণের করপদ্মগুলিকে। নিবারণ—অর্থাৎ গোপীগণ হস্ত দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশের হস্ত ধারণ করিয়া ফেলিলেন, আর স্তন স্পর্শ করিতে দিলেন না। ৯। লুঠি নিতে—অর্থাৎ লুণ্ঠন কারীদের ন্যায় বলপূর্ব্বক স্তন স্পর্শ করিতে। উৎপল—গোপীদের হস্তরূপ উৎপল। রাখিতে—অর্থাৎ নিবারণ করিতে।

১০। দোঁহার—পদ্ম ও রক্তোৎপলের। ১১। পদ্মোৎপল—পদ্ম এবং উৎপল। অচেতন—উদ্ভিজ্জ প্রাণিবিশেষ। সচেতন—অণ্ডজ প্রাণিবিশেষ। ১২। চক্রবাকে পদ্ম আস্বাদয়—পদ্ম চক্রবাককে আস্বাদন করিতে লাগিলেন অর্থাৎ কৃষ্ণহস্ত গোপীগণের স্তনমণ্ডলকে স্পর্শ করিতে লাগিলেন। ১৩। দোঁহার—চক্রবাক ও পদ্মের। উলটা স্থিতি—চক্রবাকই পদ্মের আস্বাদন করিয়া থাকে, এই নিয়ম সর্ব্বত্র আছে ; কিন্তু এই স্থানে পদ্ম চক্রবাককে আস্বাদন করা উলটা (বিপরীত) হইল। ধর্ম্ম হইল বিপরীত—জড় পদ্মের চেতনধর্ম্ম এবং চেতন চক্রবাকে জড়ের ধর্ম্ম প্রকাশ পাইল। ১৪। ন্যায়—বিচার।

১৫। মিত্রের মিত্র…লুঠে আসি—পদ্মের মিত্র সূর্য্য, যেহেতু সূর্য্য উদয় হইলে পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে ; সেই পদ্মমিত্র সূর্য্যের আবার মিত্র চক্রবাক, যেহেতু রাত্রিকালে চক্রবাক-মিথুনের বিয়োগ হয়, সূর্য্য উদয় হইলে পুনর্ব্বার উভয়ের মিলন হইয়া থাকে এইজন্য চক্রবাককে পদ্মের মিত্রের মিত্র বলা হইল। সহবাসী—পদ্মও জলজ এবং চক্রবাকও জলচর পক্ষী, অতএব চক্রবাক পদ্মের সহবাসী। পদ্ম আপনার মিত্রের মিত্র এবং সহবাসী চক্রবাককে লুঠিতে লাগিল। ১৬। ব্যবহার—বিচার। অপরিচিত শত্রুর মিত্র—উৎপলের শত্রু সূর্য্য, যেহেতু সূর্য্য উদয়ে উৎপল মুদ্রিত হয় ; সেই সূর্য্যের মিত্র চক্রবাক ; অতএব অপরিচিত ; উৎপল রাত্রিতে প্রফুল্ল হয় বলিয়া চক্রবাকের সহিত পরিচয় নাই। রাখে… চিত্র—শত্রুর-মিত্র চক্রবাককে উৎপল রক্ষা করে, এ বড়ই আশ্চর্য্য। বিরোধ অলঙ্কার—বিরোধ-নামা অলঙ্কার, তথাহি কাব্যপ্রকাশে,—'বিরোধঃ সোঽবিরোধেপি বিরুদ্ধত্বেন যদ্বচঃ'। বস্তুতঃ বিরোধ না থাকিলেও আপাততঃ যে বচন বিরুদ্ধরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাকে বিরোধালঙ্কার বলে। এস্থানে শ্রীকৃষ্ণহস্ত গোপী স্তনমণ্ডল স্পর্শ করিতে উদ্যত হওয়ায়, গোপীহস্ত তাহাকে নিবারণ করিয়াছিলেন। ইহাতে কোন বিরোধ নাই কিন্তু চমৎকারাতিশয় দেখাইবার জন্য কৃষ্ণহস্তে পদ্মত্ব, গোপীহস্তে উৎপলত্ব এবং স্তনমণ্ডলে চক্রবাকত্ব আরোপ করিয়া এতাদৃশ বিরোধ প্রতীয়মান হওয়ায়, ইহাকে বিরোধালঙ্কার বলে।

১। অতিশয়উক্তি-বিরোধাভাস,দুইঅলঙ্কারপ্রকাশ
করি কৃষ্ণে প্রকট দেখাইল ;
যাহা করি আস্বাদন, আনন্দিত মোর মন,
নেত্র কর্ণযুগ জুড়াইল।
ঐছে বিচিত্র ক্রীড়া করি, তীরে আইলা শ্রীহরি
সঙ্গে লঞা সব কান্তাগণ ;
২। গন্ধতৈল মর্দ্দন, আমলকী উদ্বর্ত্তন,
সেবা করে তীরে সখীগণ।
৩। পুনরপি কৈল স্নান, শুষ্কবস্ত্র পরিধান,
রত্নমন্দিরে কৈল আগমন ;
৪। বৃন্দাকৃত সম্ভার, গন্ধ পুষ্প অলঙ্কার,
৫। বন্যবেশ করিল রচন।
বৃন্দাবনে তরু লতা, অদ্ভুত তাহার কথা,
বার মাস ধরে ফুল ফল ;
৬। বৃন্দাবনে দেবীগণ, কুঞ্জদাসী যত জন,
ফল পাড়ি আনিয়া সকল।
৭। উত্তম সংস্কার করি, বড় বড় থালি ভরি,
৮। রত্নমন্দিরে পিণ্ডার উপরে ;
৯। ভক্ষণের ক্রম করি, ধরিয়াছে সারি সারি,
১০। আগে আসন বসিবার তরে।
১১। নারিকেল নানা জাতি,এক আম্র নানাভাতি
১২। কলা কোলি বিবিধ প্রকার ;
১৩। পনস খর্জ্জুর কমলা, নারঙ্গ জাম সমতারা,
১৪। দ্রাক্ষা বাদাম মেওয়া যত আর।
১৫। খরমুজা ক্ষীরিণী তাল, কেশর পানিফলমৃণাল
১৬। বিল্ব পীলু দাড়িম্বাদি যত ;
কোন দেশে কার খ্যাতি, বৃন্দাবনে সবার স্থিতি
সহস্র জাতি, লেখা যায় কত ?
১৭। গঙ্গাজল অমৃতকেলি,পীযুষ গ্রন্থি কর্পূর কেলি
সরপুপী অমৃত পদ্মচিনি ;
১৮। খণ্ড খিরিসাবৃক্ষ, ঘরে করি নানা ভক্ষ্য
রাধা যাহা কৃষ্ণ লাগি আনি।

১। অতিশয়-উক্তি—তথাহি সাহিত্য দর্পণে—'সিদ্ধত্বেঽধ্যবসায়স্যাতিশয়োক্তির্নিগদ্যতে' অর্থাৎ অধ্যবসায়ের (উপমেয় পদার্থের স্বীয় শব্দ দ্বারা উল্লেখ না করিয়া উপমান বাচক শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করতঃ অভেদপ্রতিপত্তি নিশ্চয়ের) সিদ্ধি থাকিলে তাহাকে অতিশয়োক্তি-নামক অলঙ্কার বলে। এ স্থানে উপমেয় পদার্থ গোপীমুখ, কৃষ্ণমুখ, স্তনমণ্ডল, কৃষ্ণহস্ত এবং গোপীহস্তকে স্বীয় অর্থাৎ গোপীমুখাদি শব্দ দ্বারা উল্লেখ না করিয়া উপমান-বাচক হেমাব্জ, নীলাব্জ, চক্রবাক, পদ্ম এবং উৎপল শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করতঃ গোপীমুখাদির হেমাব্জাদির সহিত অভেদনিশ্চয় সিদ্ধ হওয়ায়, অতিশয়োক্তি নামক অলঙ্কার হইয়াছে। বিরোধাভাস অলঙ্কারের লক্ষণ এই যে—'শব্দশ্লেষ নিবন্ধশ্চেদ্বিরোধাভাস উচ্যতে।' অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বিরোধালঙ্কার শব্দশ্লেষ নিবন্ধন হইলে, তাহাকে বিরোধাভাস নামক অলঙ্কার বলে। এস্থানে মিত্র শব্দ সূর্য্যবাচক অর্থাৎ চক্রবাক সূর্য্যের মিত্র, ইহা বলা হইয়াও শ্লেষ দ্বারা বন্ধু বুঝাইয়াছে, অতএব এইস্থানে বিরোধাভাস অলঙ্কার হইল। বস্তুতঃ বিরোধালঙ্কার ও বিরোধাভাস একই অলঙ্কার বিধায় সকল আলঙ্কারীরা এ উভয়ের ভেদ স্বীকার করেন না।

২। গন্ধতৈল—পুষ্পবাসিত তৈল। আমলকী—আমলকী চূর্ণ। উদ্বর্ত্তন—যদ্দ্বারা শরীরের মলাপকরণ করে।

৩। পুনরপি কৈল স্নান—তৈল মর্দ্দন পূর্ব্বক আমলকী চূর্ণ উদ্বর্ত্তন দ্বারা শরীরের মলাদির অপাকরণ করিয়া, পুনর্ব্বার স্নান করিলেন।

৪। সম্ভার—গন্ধ পুষ্প বেশভূষাদি।

৫। বন্যবেশ—বনজাত পুষ্পাদি দ্বারা কৃত বেশ। ৬। দেবী—বনদেবী।

৭। সংস্কার—পাকাদি দ্বারা উপভোগোপযোগী। ৮। পিণ্ডা—বারেণ্ডা। ৯। ক্রম—পূর্ব্ব ভক্ষ্য সম্মুখে, তাহার পরের ভক্ষ্য তৎপরে ইত্যাদি রূপে। ১০। আগে—সম্মুখে। ১১। ভাতি—প্রকার। ১২। কোলী—বদরী। ১৩। পনস—কাঁঠাল। কমলা—কমলালেবু। নারঙ্গ—স্বনামপ্রসিদ্ধ লেবু বিশেষ। সমতারা—পশ্চিম দেশজ প্রসিদ্ধ ফল বিশেষ। ১৪। দ্রাক্ষা—আঙ্গুর।

১৫। খরীমুজা—স্বনামপ্রসিদ্ধ কর্কটীফল সদৃশ। ক্ষীরিণী—স্বনামখ্যাত খর্জ্জুর অপেক্ষাও অতি ক্ষুদ্র ফল বিশেষ। মৃণাল—পদ্মমৃণাল। ১৬। পীলু—বৃন্দাবনাদিতে স্বনামখ্যাত। ১৭। গঙ্গাজল—শুক্লবর্ণ লাড়ু অর্থাৎ গঙ্গাজলী লাড়ু। অমৃতকেলি পীযুষ গ্রন্থি, কর্পূরকেলি এবং সরপুপী—পিষ্টক বিশেষ। অমৃত পদ্মচিনি—অমৃত চিনি এবং পদ্মচিনি।

১৮। খণ্ড—চিনির লাড়ু। ক্ষিরসা বৃক্ষ—ক্ষিরসার নির্ম্মিত বৃক্ষাকৃতি।

ভক্ষ্যের পরিপাটী দেখি, কৃষ্ণ হৈল মহাসুখী,
১। বসি কৈল বন্যভোজন ;
সঙ্গে লঞা সখিগণ, রাধা কৈল ভোজন,
দোঁহে কৈল মন্দিরে শয়ন।
কেহ করে বীজন, কেহ পাদসম্বাহন,
কেহ করায় তাম্বুল ভক্ষণ ;
রাধা কৃষ্ণ নিদ্রা গেলা, সখীগণ শয়ন কৈলা,
দেখি আমার সুখী হৈল মন।
হেন কালে মোরে ধরি, মহা কোলাহল করি,
তুমি সব ইঁহা লঞা আইলা ;
কাঁহা যমুনা বৃন্দাবন ? কাঁহা কৃষ্ণ গোপীগণ ?
সে সুখ ভঙ্গ করাইলা।"
কহিতে কহিতে প্রভুর কেবল বাহ্য হৈল ;
স্বরূপ গোসাঞীকে দেখি তাঁহাকে পুছিল—
"ইঁহা কেন তোমরা আমারে লঞা আইলা ?"
স্বরূপ গোসাঞী তবে কহিতে লাগিলা—
"যমুনার ভ্রমে তুমি সমুদ্রে পড়িলা ;
সমুদ্রতরঙ্গে ভাসি এতদূর আইলা।
এই জালিয়া জালে করি তোমায় উঠাইলা ;
তোমার পরসে এই প্রেমে মত্ত হৈলা।
সব রাত্রি সবে বেড়াই তোমায় অন্বেষিয়া ;
জালিয়ার মুখে শুনি পাইল আসিয়া।
তুমি মূর্চ্ছাছলে বৃন্দাবনে দেখ ক্রীড়া ;
তোমার মূর্চ্ছা দেখি সবে মনে পাই পীড়া।
কৃষ্ণ নাম লৈতে তোমার অর্দ্ধবাহ্য হৈল ;
তাতে যে প্রলাপ কৈলে তাহা যে শুনিল।"
প্রভু কহে—"স্বপ্নে দেখি গেলাম বৃন্দাবনে ;
দেখি কৃষ্ণ রাস করেন গোপীগণ সনে।
জলক্রীড়া করি কৈল বন্যভোজনে ;
দেখি আমি প্রলাপ কৈল হেন লয় মনে।"
তবে স্বরূপ গোসাঞী তাঁরে স্নান করাইয়া ;
প্রভু লঞা ঘরে আইলা আনন্দিত হঞা।
এইত কহিল প্রভুর সমুদ্রে পতন ;
ইহা যেই শুনে পায় চৈতন্য-চরণ।
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ;
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণ দাস।

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে সমুদ্রপতনং নাম
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদঃ ॥

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

বন্দে তং কৃষ্ণচৈতন্যং মাতৃভক্তশিরোমণিং
প্রলপ্য মুখসংঘর্ষী মধূদ্যানে ললাস যঃ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য ! জয় নিত্যানন্দ !
জয়াদ্বৈতচন্দ্র ! জয় গৌরভক্তবৃন্দ !

বন্দে ইতি। মাতৃভক্তেষু শিরোমণিং শ্রেষ্ঠতমমিত্যর্থঃ। তং প্রসিদ্ধং কৃষ্ণচৈতন্যমহং বন্দে। যঃ প্রলপ্য প্রলাপং কৃত্বা মুখং সঙ্ঘর্ষয়িতুং শীলমস্য সঃ। তথা মধূদ্যানে মধুনা বসন্তেন উপলক্ষিতে উদ্যানে জগন্নাথবল্লভোদ্যানে ললাস বিলসিতবান্ ॥ ১ ॥

যিনি প্রলাপ করিয়া ভিত্তিতে মুখঘর্ষণ এবং বসন্ত রজনীতে জগন্নাথবল্লভ-উদ্যানে বিলাস করিয়াছিলেন, সেই মাতৃভক্তের শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুকে বন্দনা করি ॥ ১ ॥

১। বন্যভোজন—বনভোজন।

এইমতে মহাপ্রভু কৃষ্ণ প্রেমাবেশে ;
১। উন্মাদ-প্রলাপ করে রাত্রি-দিবসে।
প্রভুর অত্যন্তপ্রিয় পণ্ডিত জগদানন্দ ;
যাঁহার চরিত্রে প্রভু পায়েন আনন্দ।
প্রতি বৎসর প্রভু তাঁরে পাঠান নদীয়াতে ;
বিচ্ছেদদুঃখিতা জানি জননী আশ্বাসিতে।
—"নদীয়া চলহ মাতাকে কহিও নমস্কার ;
আমার নামে পাদপদ্ম ধরিও তাঁহার।
২। কহিও তাঁহাকে 'তুমি করহ স্মরণ ;
নিত্য আসি আমি তোমার বন্দিয়ে চরণ।
যে-দিনে তোমার ইচ্ছা করাইতে ভোজন ;
সে-দিনে আসিয়া অবশ্য করিয়ে ভক্ষণ।
তোমার সেবা ছাড়ি আমি করিলুঁ সন্ন্যাস ;
৩। বাউল হইয়া আমি কৈলুঁ ধর্ম্মনাশ।
এই অপরাধ তুমি না লইও আমার ;
তোমার অধীন আমি পুত্র সে তোমার।
নীলাচলে আছি আমি তোমার আজ্ঞাতে ;
যাবৎ জীব, তাবৎ আমি নারিব ছাড়িতে।'"
৪। গোপলীলায় পায় যেই প্রসাদ-বসনে ;
৫। মাতাকে পাঠান তাহা পুরীর বচনে।
জগন্নাথের উত্তম প্রসাদ আনিয়া যতনে ;
মাতাকে পৃথক্ পাঠান আর ভক্তগণে।
মাতৃভক্ত গণের প্রভু হয় শিরোমণি ;
সন্ন্যাস করিয়া সদা সেবেন জননী।
জগদানন্দ নদীয়াতে গিয়া মাতাকে মিলিলা ;
প্রভুর যত নিবেদন সকল কহিলা।
আচার্য্যাদি ভক্তগণে মিলিল প্রসাদ দিয়া ;
মাতা ঠাঞি আজ্ঞা লৈল মাসেক রহিয়া।
আচার্য্যের ঠাঞি গিয়া আজ্ঞা মাগিল ;
আচার্য্য গোসাঞী প্রভুকে সন্দেশ কহিল।
৬। তরজা-প্রহেলী আচার্য্য কহে ঠারে ঠোরে ;
প্রভু মাত্র বুঝে কেহ বুঝিতে না পারে।
—"প্রভুকে কহিও আমার কোটি নমস্কার ;
এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার।
৭। বাউলকে কহিও লোক হইল আউল ;
৮। বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল।
৯। বাউলকে কহিও কাযে নাহিক আউল ;
বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল।"
—এত শুনি জগদানন্দ হাসিতে লাগিল ;
নীলাচলে আসি তবে প্রভুকে কহিল।

১। উন্মাদ প্রলাপ—উন্মাদ জনিত প্রলাপ। ২। তাঁহাকে—মাতাকে। ৩। বাউল—বাতুল, পাগল।

৪। গোপলীলায়—অর্থাৎ জগন্নাথের গোপলীলায়। প্রসাদ বসনে—প্রসাদ বস্ত্র। ৫। পুরী—পরমানন্দ পুরী।

৬। তরজা প্রহেলী—তরজা প্রবন্ধ প্রহেলী রূপ তরজা। প্রহেলী—অভিপ্রেতার্থ সঙ্গোপনকারী বচনবিন্যাস। ঠারে ঠোরে- ইঙ্গিতে অর্থাৎ যাহাকে বলিবেন তিনি মাত্র বুঝিতে পারিবেন।

৭। বাউলকে—মোহনাখ্য মহাভাবোন্মত্ত মহাপ্রভুকে। আউল—প্রেমে এলথ্যাল অর্থাৎ অবশ হইয়াছে। ৮। হাটে না বিকায় চাউল—ক্ষুধা নিবৃত্তি, শরীর পুষ্টি এবং তুষ্টি এই তিনের সাধনকে চাউল (তণ্ডুল) বলে। এস্থানে তুষ্টি প্রেম, পুষ্টি ভগবত্তত্ত্বানুভব এবং ক্ষুধা নিবৃত্তি (বৈরাগ্য) এই তিনের হেতু সাধনভক্তিকে চাউল বলিয়া উল্লেখ করিলেন। এইক্ষণে তোমার কৃপায় বিনা সাধনে সকল লোক প্রেম লাভ করিতেছে। কিন্তু সাধনভক্তির সম্প্রদায় বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে, ভাবি জগতের প্রেম লাভের সামগ্রী থাকিতেছে না। তাই বলি—হাটে না বিকায় চাউল অর্থাৎ এইক্ষণেই সাধনানুষ্ঠান অনেকে গ্রহণ করিতেছে না।

৯। কাযে নাহিক আউল—এইক্ষণে কর্ত্তব্য কার্য্যের সুবিধা নাই অর্থাৎ এইক্ষণে তুমি স্বমাধুর্য্য আস্বাদনার্থ যে সকল ভাব বিকারের আবিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, তাহার গ্রাহক জীবলোকে সম্ভবেনা। তুমি বাহ্যানুসন্ধানরহিত হইয়া ভাবের প্রভাবে যে সকল আচরণ করিতেছ, ভাবিকালের লোক সদাচরণ বলিয়া সেই সকল আচারের অনুষ্ঠান করতঃ ধর্ম্মপথ হইতে বিচ্যুত হইবে। অতএব ধর্ম্মপ্রচার এবং স্বমাধুর্য্যাস্বাদন যথেষ্ট হইয়াছে, এইক্ষণে ভাবি জগতের মঙ্গলার্থ এই লীলা সম্বরণ কর। কার্য্য সাধন হইলে আর বিলম্বে

তরজা শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিলা ;
১। "তাঁর এই আজ্ঞা"—বলি মৌন করিলা।
২। জানিয়া স্বরূপ-গোসাঞী প্রভুকে পুছিল ;
"এই তরজার অর্থ বুঝিতে-নারিল।"
প্রভু কহে—"আচার্য্য হয় পূজক প্রবল ;
৩। আগমশাস্ত্রের বিধি-বিধানে কুশল।
উপাসনা লাগি দেবের করে আবাহন ;
৪। পূজা লাগি কতক কাল করে নিরোধন।
৫। পূজা নির্ব্বাহণ হৈলে পাছে করে বিসর্জ্জন ;
তরজার না জানি অর্থ কিবা তাঁর মন।
৬। মহাযোগেশ্বর আচার্য্য তরজাতে সমর্থ ;
আমিও বুঝিতে নারি কিবা তার অর্থ।"
শুনিয়া বিস্মিত হৈল সব ভক্তগণ ;
৭। স্বরূপ গোসাঞী কিছু হইলা বিমন।
৮। সেইদিন হইতে প্রভুর আর দশা হৈল ;
কৃষ্ণের বিরহদশা দ্বিগুণ বাড়িল।
উন্মাদ প্রলাপ চেষ্টা করে রাত্রিদিনে ;
রাধাভাবাবেশে বিরহ বাড়ে অনুক্ষণে।
আচম্বিতে স্ফুরে কৃষ্ণের মথুরা গমন ;
৯। উদ্ঘূর্ণা দশা হৈল উন্মাদ লক্ষণ।
রামানন্দের গলা ধরি করেন প্রলাপন ;
১০। স্বরূপে পুছেন জানি নিজ সখীজন।
১১। পূর্ব্বে যেন বিশাখাকে রাধিকা পুছিলা ;
সেই শ্লোক পড়ি প্রলাপ করিতে লাগিলা।

তথাহি **ললিতমাধবে** তৃতীয়াঙ্কে পঞ্চবিংশতিতম শ্লোকে নেপথ্যে শ্রীরাধায়া উৎকণ্ঠাপ্রশ্নবাক্যং—

ক্ব নন্দকুলচন্দ্রমাঃ ক্ব শিখিচন্দ্রিকালঙ্কৃতিঃ
ক্ব মন্দ্রমুরলীরবঃ ক্ব নু সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ।
ক্ব রাসরসতাণ্ডবী ক্ব সখি জীবরক্ষৌষধি-
নিধির্মম সুহৃত্তমঃ ক্ব বত হন্ত হা ধিগ্‌ধিগিং ॥২॥

শ্রীরাধিকাহ—**ক্ব নন্দেতি**। হে সখি বিশাখে! নন্দকুলচন্দ্রমাঃ ক বর্ত্তত ইতি সর্ব্বত্র ক্রিয়াধ্যাহারঃ। কৃষ্ণে চন্দ্রত্বারোপণেন নন্দকুলস্য ক্ষীরসিন্ধুত্বমাক্ষিপ্তং। নন্দয়তীতি নন্দস্তৎকুলোৎপন্নত্বাৎ সর্ব্বানন্দকত্বেন কথং মামেবৈকাকিনীং দুঃখাকরোতীতি ধ্বনিঃ। শিখিচন্দ্রকং ময়ূরপিচ্ছং অলঙ্কৃতির্যস্যেতি মাধুর্য্যাতিশয়ো ব্যঞ্জিতঃ। তেনাস্মদ্বৃন্দাবনীয় মাধুর্য্যমস্মান্ বঞ্চয়িত্বা ইদানীং মথুরানাগরীভিরনুভবনীয়ামিত্যনুধ্বনিঃ, স ক্বেতি। মন্দ্রো গম্ভীরো মুরলীরবো মুরলী ধ্বনির্যস্যেতি, স ক্বেতি। সুরেন্দ্র ইব ইন্দ্রনীলমণিরিব নীলা শ্যামা দ্যুতিঃ কান্তির্যস্যেতি, সক্বেতি। রাসরসেন তাণ্ডবয়িতুং শীলমস্যেতি, স ক্বেতি। জীবস্য জীবনস্য রক্ষায়ৈ ওষধিরিবেতি, স ক্বেতি। নিধিঃ সেবধিঃ সর্ব্বসম্পৎপ্রসূরিত্যর্থঃ। স ক্বেতি।

হে সখি কোথায় সেই নন্দকুলের চন্দ্রমা! ময়ূরপিচ্ছ যাঁহার শিরোভূষণ তিনি কোথায়! যাঁহার মুরলীধ্বনি অতি-গম্ভীর তিনি কোথায়! যাঁহার অঙ্গকান্তি ইন্দ্রনীলমণি সদৃশ তিনি কোথায়! যিনি রাসরসে নৃত্যপর তিনি কোথায়!

১। তাঁর—আচার্য্যের। ২। জানিয়া—বুঝিতে পারিয়াও।

৩। আগম শাস্ত্র—তন্ত্রশাস্ত্র। বিধি বিধানে কুশল—বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানে নিপুণ।

৪। নিরোধন—পূজা কাল পর্য্যন্ত স্বসমীপে স্থাপন। ৫। বিসর্জ্জন—ক্ষমা পুরঃসর স্বস্থানে প্রেরণ। আচার্য্য ধর্ম্মপ্রচার এবং প্রেম বিতরণার্থ মহাপ্রভুকে আবাহন করেন এবং তৎকার্য্য সাধনার্থ অবনীতলে প্রকটিত রাখেন ; এই স্বকার্য্য সাধন করিয়া পুনর্ব্বার স্বস্থানে গমন করিতে অনুরোধ করিতেছেন। অস্ত অর্থ দ্বারা এই ভাব প্রকট করিলেন।

৬। তরজাতে—তরজা নির্ম্মাণে। ৭। বিমন—মহাপ্রভু সত্বরই অন্তর্ধান করিবেন জানিয়া বিমনা হইলেন।

৮। আর—অধিক। দশা—প্রোষিতভর্ত্তৃকার অবস্থা।

৯। উদ্ঘূর্ণা—দিব্যোন্মাদ বিশেষ। উজ্জ্বল-নীলমণিতে বলিয়াছেন—

'স্যাদ্বিলক্ষণমুদ্ঘূর্ণা নানাবৈবশ্য চেষ্টিতং।' বিলক্ষণ নানাবিধ বৈবশ্য চেষ্টাকে উদ্ঘূর্ণা বলে।

[illegible] সখীজন—অর্থাৎ স্বরূপ গোস্বামীকে স্বীয় সখী (অর্থাৎ বিশাখা) জ্ঞান করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

[illegible]

যথা রাগঃ।

১। ব্রজেন্দ্র কুল দুগ্ধসিন্ধু, কৃষ্ণ তাহে পূর্ণ ইন্দু,
জন্মি কৈল জগৎ উজোর ;
কান্ত্যমৃত যেবা পীয়ে, নিরন্তর পীয়া জীয়ে,
ব্রজ জনের নয়ন চকোর।
সখি, হে! কোথা কৃষ্ণ ? করাও দর্শন ;
ক্ষণেকে যাঁহার মুখ, না দেখিলে ফাটে বুক,
শীঘ্র দেখাও না রহে জীবন।

২। এই ব্রজের রমণী, কামার্ক তপ্ত কুমুদিনী,
নিজ করামৃত দিয়া দান ;
প্রফুল্লিত করে যেই, কাঁহা মোর চন্দ্র সেই ?
দেখাও সখি ! রাখ মোর প্রাণ।

৩। কাঁহা সে চূড়ার ঠাম ? শিখীপুচ্ছের উড়ান ?
নব মেঘে যেন ইন্দ্রধনু ;
পীতাম্বর তড়িদ্দ্যুতি, মুক্তামালা বকপাঁতি,
নবাম্বুদ জিনি শ্যামতনু।

৪। একবারযারনয়নেলাগে, সদা তারহৃদয়ে জাগে,
কৃষ্ণতনু যেন আম্র আঠা ;
নারীর মনে পশি যায়, যত্নে নাহি বাহিরায়,
তনু নহে সেয়াকুলের কাঁটা।

৫। জিনিয়া তমাল দ্যুতি, ইন্দ্রনীল সম কান্তি,
যেই কান্তি জগৎ মাতায় ;
শৃঙ্গার রস সার সানি, তাতে চন্দ্র জ্যোৎস্না ছানি,
জানি বিধি নিরমিল তায়।
কাঁহা সে মুরলীধ্বনি ? নবাম্বুদ-গর্জ্জিত জিনি,
জগদাকর্ষে শ্রবণে যাহার ;
উঠি ধায় ব্রজজন, তৃষিত চাতকগণ,
আসি পীয়ে কান্ত্যমৃত ধার।

সুহৃত্তমঃ স্বসুখানপেক্ষয়া মদেকসুখপ্রদঃ, কে তি। মন্দ্রেতি মুরলীধ্বনৌ ঘনগর্জ্জিতত্বং সুরেন্দ্রেতি শ্রীকৃষ্ণে নবজলধরত্বং শিখিচন্দ্রকেতি। বর্হাপীড়ে ইন্দ্রচাপত্বঞ্চাক্ষিপ্তং। তেন সর্ব্বতাপহরকত্বঞ্চ সূচিতং। জীবেতি চাতকত্বাক্ষেপেণ স্বেষাং তদেক জীবনত্বং ব্যঞ্জিতং। উত্তরমনবাপ্য বিয়োগজকং বিধিং নিন্দতি-বিধিং ধিগিতি। বত হন্ত! হেতি খেদাতিশয়ে! অত্রোদ্বেগবিষাদামর্ষোৎসুক্যনির্ব্বেদানাং শাবল্যমনুসন্ধেয়মিতি ॥ ২ ॥

যিনি আমার জীবন রক্ষার একমাত্র মহৌষধি তিনি কোথায়! যিনি আমার নিধি, যিনি আমার পরম সুহৃদ তিনি কোথায়! হে বিধাতঃ! এতাদৃশ কৃষ্ণ বিয়োজক তোমাকে ধিক্ ॥ ২ ॥

১। ব্রজেন্দ্র কুল ইত্যাদি—প্রসিদ্ধ চন্দ্র ক্ষীর সমুদ্র হইতে উৎপন্ন। কৃষ্ণচন্দ্র নন্দকুলরূপ দুগ্ধ সিন্ধু হইতে উৎপন্ন। প্রসিদ্ধ চন্দ্র কদাচিৎ অর্থাৎ পূর্ণিমা তিথিতে পূর্ণ হইয়া থাকেন, কৃষ্ণচন্দ্র সর্ব্বদা পূর্ণ। প্রসিদ্ধ চন্দ্র কদাচিৎ কোন প্রদেশকে উজ্জ্বল করেন, কৃষ্ণচন্দ্র সমস্ত জগৎকে উজ্জ্বল করেন। উজোর—উজ্জ্বল। চন্দ্রের সুধা প্রসিদ্ধ চকোর পান করিয়া থাকে। কৃষ্ণচন্দ্রের কান্তি রূপ অমৃত সুধাকে ব্রজবাসীর নয়ন চকোর পান করে। চন্দ্রের কিঞ্চিৎ সুধা পান করিয়া চকোর পরিতৃপ্ত হয়। কৃষ্ণচন্দ্রের কান্ত্যমৃত যত পান করে ততই পিপাসার বৃদ্ধি হয়, যতক্ষণ পান করে ততক্ষণ জীবিত থাকে পানের অভাবে আর প্রাণ ধারণ করিতে পারে না। পীয়ে—পান করে। পীয়া—পান করিয়া। জীয়ে—জীবিত থাকে।

২। এই ব্রজের ইত্যাদি—প্রসিদ্ধ চন্দ্র সূর্য্য তাপে উত্তপ্ত কুমুদিনীকে করামৃত দ্বারা প্রফুল্লিত করেন। কৃষ্ণচন্দ্র কাম রূপ অর্ক সূর্য্য তাপে উত্তপ্ত ব্রজরমণী রূপ কুমুদিনীকে স্বীয় কর—পাণি রূপ অমৃত দ্বারা প্রফুল্লিত করেন।

৩। কাঁহা ইত্যাদি—চন্দ্র রাত্রিতে স্বীয় কিরণ দ্বারা তাপ নাশ করেন কিন্তু দিবসে তাপ নষ্ট করিতে পারেন না, আমার কৃষ্ণ দিবা রজনীতেই তাপ নাশ করিয়া থাকেন, অতএব চন্দ্রের দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। এই বিবেচনা পুনর্ব্বার মেঘের সাদৃশ্য দিতেছেন, যেহেতু মেঘ দিন ও রাত্রিতে সমভাবে তাপ নাশ করিয়া থাকেন। মেঘে ইন্দ্রধনুঃ, তড়িৎ এবং বকপঙ্ক্তি থাকে, এ কৃষ্ণ মেঘে বর্হাপীড় ইন্দ্রধনু, পীতাম্বর তড়িৎ এবং মুক্তামালা বকপাঁতি।

৪। আম্র আঠা—যেমন আম্র আঠা শরীরের কোন স্থানে সংলগ্ন হইলে সহসা ছাড়ান যায় না। সেয়াকুল—বজ্রবদরী। ইহার কণ্টক অতি সূক্ষ্ম অঙ্গে বিদ্ধ হইলে শীঘ্র নিঃসৃত হয় না। ৫। ইন্দ্রনীল—ইন্দ্রনীলমণি। শৃঙ্গার রস ইত্যাদি—শৃঙ্গার রস সার অর্থাৎ গাদকাটা শৃঙ্গার রস তাহাকে আবার সানি ছেঁকিয়া। তাহাতে চন্দ্রের জ্যোৎস্না মিশাইয়া দুই দ্রব্য একত্র ছানিয়া অর্থাৎ এক করিয়া।

১। মোর সেই কলানিধি, প্রাণরক্ষার মহৌষধি,
সখি ! মোর তেঁহো সুহৃত্তম ;
২। দেহ জীয়ে তাঁহা বিনে, ধিক্ এই জীবনে,
বিধি করে এত বিড়ম্বন !
৩। যে জন জীতে নাহি চায়, তারে কেন জীয়ায়,
৪। বিধি প্রতি উঠে ক্রোধ শোক.
৫। বিধিকে করে ভর্ৎসন, কৃষ্ণে দেন ওলাহন,
পড়ি ভাগবতের এক শ্লোক।

তথাহি **শ্রীমদ্ভাগবতে** দশমস্কন্ধে একোনচত্বারিংশাধ্যায়ে সপ্তদশশ্লোকে বিধাতারং প্রতি গোপীবাক্যং—

অহো বিধাত স্তব ন ক্বচিদ্দয়া
সংযোজ্য মৈত্র্যা প্রণয়েন দেহিনঃ।
তাংশ্চাকৃতার্থান্ বিযুনঙ্ক্ষ্য পার্থকং
বিচেষ্টিতং তেঽর্ভকচেষ্টিতং যথা ॥৩॥

অস্যার্থো যথা রাগঃ।

না জানিস প্রেম-মর্ম্ম, ব্যর্থ করিস্ পরিশ্রম,
তোর চেষ্টা বালক-সমান ;
তোর যদি লাগি পাইয়ে, তবে তোরে শিক্ষা দিয়ে,
৬। এমন যেন না করিস্ বিধান।
ওরে বিধি তো বড় নিঠুর !
৭। অন্যোন্যে দুর্ল্লভ জন, প্রেমে করায়ে সম্মিলন,
৮। অকৃতার্থে কেন করিস্ দূর ? ॥ধ্রু॥
৯। আরে বিধি ! অকরুণ, দেখাইয়া কৃষ্ণানন,
নেত্র মন লোভাইলি আমার ;
ক্ষণেকে করিতে পান, কাড়ি নিলি অন্য স্থান,
পাপ কৈলি দত্ত অপহার।

শ্রীকৃষ্ণস্য সঙ্গতাবিব বিচ্ছেদেঽপি কমপ্যন্যহেতুমনালোচয়ন্ত্যো বিধাতারমেব তত্র হেতুং মন্বানাস্তমেবাক্রোশন্ত্য আহুঃ—**অহো** ইতি। অহো খেদে.। হে বিধাতরিতি সর্ব্বং ত্বমেব বিদধাসীতি ভাবঃ। অতঃ সর্ব্বেষপি জীবেষু দয়াং কর্ত্তুমর্হস্যাপী তব কস্মিংশ্চিদ্দয়া নাস্তি। বিধাতৃত্বমেব দর্শয়ন্ত্যো নির্দয়ত্বঞ্চ দর্শয়তি সংযোজ্যেত্যাদিনা। দেহিনঃ দেহাভিমানবশেনেতস্ততো বর্ত্তমানানপি জীবান্ অকস্মাদন্যোন্যং মৈত্র্যাপি কেবলং তথা প্রণয়েন চ সংযোজ্যেতি বিধাতৃত্বং দর্শিতং। এবং শ্রীকৃষ্ণসঙ্গতৌ নিজগুণাদিরাহিত্যং সূচিতং। অপ্যর্থে চকারঃ। সংযোজ্যাপি অকৃতার্থানপি বিয়োজয়সি বিবিধচেষ্টিতং অপার্থকং অপগতৌ অর্থৌ হেতুপ্রয়োজনে যস্যেতি। কেন হেতুনা কিমর্থং বা বিয়োজয়সীতি নাবগচ্ছাম ইত্যর্থঃ। হেতৌ প্রয়োজনে চ সতি সংযোজিতানামকস্মাদ্বিয়োজনমযুক্তমেবেতি ভাবঃ। অপার্থকত্বে দৃষ্টান্তঃ—অর্ভকেতি। অর্ভকচেষ্টিতং যথা হেতুং প্রয়োজনঞ্চ বিনা কেবলং মৌঢ্যাদেব তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

অহো বিধাত ! তোমার কাহারই প্রতি দয়া নাই, যেহেতু তুমি মৈত্রী ও প্রণয়দ্বারা দেহিগণকে পরস্পর সংযুক্ত করিয়া কৃতার্থ হইতে না হইতেই, তাহাদিগকে বিযুক্ত কর ; অতএব বালকের ন্যায় তোমার বিবিধচেষ্টা হেতুশূন্য ও প্রয়োজনশূন্য ॥ ৩ ॥

১। কলানিধি—চতুঃষষ্টি কলার গুরু। ২। দেহ…জীবনে—যে দেহ তাঁহাকে ছাড়িয়াও বাঁচিতে চায়, তাহাকে ধিক্। ৩। জীতে—বাঁচিতে। জীয়ায়—বাঁচায়। এখানে উদ্বেগ, বিষাদ, অমর্ষ, ঔৎসুক্য এবং নির্ব্বেদ এই সকল ভাবের শাবল্য হইয়াছে। ৪। ক্রোধ ইহার লক্ষণ যথা,—প্রাতিকূল্যাদিভিশ্চিত্তজ্বলনং ক্রোধ ঈর্য্যতে। পারুষ্য ভ্রূকুটী-নেত্রলৌহিত্যাদি বিকারকৃৎ ॥ অর্থাৎ—প্রাতিকূল্যাদি-জনিত চিত্ত-জ্বলনকে ক্রোধ বলে। কঠোর বাক্যপ্রয়োগ মুখাদিকৌটিল্য এবং নেত্রের লৌহিত্যাদি বিকার তাহার চেষ্টা। শোক ইহার লক্ষণ যথা—শোকস্ত্বিষ্টবিয়োগাদ্যৈশ্চিত্তক্লেশভরঃ স্মৃতঃ। বিলাপপাত নিশ্বাস-মুখশোষ-ভ্রমাদিকৃৎ ॥ অর্থাৎ ইষ্টবিয়োগাদি জনিত চিত্তের ক্লেশভরকে শোক বলে। বিলাপ, ভূমিতে পতন, দীর্ঘনিশ্বাস, মুখশোষ এবং ভ্রমাদি তাহার চেষ্টা। ৫। ওলাহন—ভর্ৎসন। ৬। এমন যেন…বিধান—অর্থাৎ তোকে দেখিতে পাইলে এমন শিক্ষা দিতাম, যাহাতে আর এতাদৃশ কার্য্য করিতে পারিতে না। ৭। অন্যোন্য—পরস্পর ৮। অকৃতার্থে—অর্থাৎ কৃতার্থতা লাভ না করিতেই। দূর—দূরবর্ত্তী। ৯। আরে বিধি ইত্যাদি—বিধাতার নিষ্ঠুরতা দেখাইতেছেন। লোভাইলি—কৃষ্ণাননে নেত্র ও মনের লোভ উৎপাদন করিলি। দত্ত অপহার—দান করিয়া পুনর্ব্বার কাড়িয়া লওয়া ; ইহাতে শাস্ত্রানুসারে গুরুতর পাপের উৎপত্তি হয়। অর্থাৎ তুই আমাকে কৃষ্ণ দান করিয়াছিলি, পুনর্ব্বার তুই কাড়িয়া লওয়ার দত্তাপহার পাপে পাপী হইলি।

অক্রূর করে তোর দোষ, আমায় কেন কররোষ
ইহো যদি কহে দুরাচার ;
তুই অক্রূর মূর্ত্তি ধরি, কৃষ্ণ নিলি চুরি করি,
১। অন্যের নহে ঐছে ব্যবহার।
আপনার কর্ম্ম দোষ, তোরে কিবা করি রোষ,
২। তোয় আমায় সম্বন্ধ বিদূর ;
যে আমার প্রাণনাথ, একত্র রহি যাঁর সাথ,
সেই কৃষ্ণ হইলা নিঠুর।
সব ত্যজি ভজি যাঁরে, সেই আপন হাতে মারে,
নারীবধে কৃষ্ণের নাহি ভয় ;
তাঁর লাগি আমি মরি, উলটি না চাহে হরি,
ক্ষণ মাত্রে ভাঙ্গিল প্রণয়।
৩। কৃষ্ণেরে কেন করি রোষ? আপন দুর্দ্দৈব দোষ
পাকিল মোর এই পাপফল ;
যে কৃষ্ণ মোর প্রেমাধীন, তাঁরে কৈল উদাসীন,
এই মোর অভাগ্য প্রবল।"—
এই মত গৌররায়, বিষাদে করে "হায়! হায়!
হাহা কৃষ্ণ! গেলে তুমি কতি?"
৪। গোপীভাব হৃদয়ে, তাঁর বাক্যে বিলাপয়ে,
৫।—গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি।
তবে স্বরূপ রামরায়, করি নানা উপায়,
মহাপ্রভুর করে আশ্বাসন ;
৬। গায়েন সঙ্গম গীত, প্রভুর ফিরাইতে চিত
প্রভুর কিছু স্থির হৈল মন।
এইমত বিলাপেতে অর্দ্ধ রাত্রি গেল ;
৭। গম্ভীরাতে স্বরূপ গোসাঞী প্রভুকে শোয়াইল
প্রভু শোয়াইয়া রামানন্দ গেলা ঘরে ;
স্বরূপ গোবিন্দ শুইলা গম্ভীরা-দুয়ারে।
প্রেমাবেশে মহাপ্রভুর গরগর মন ;
নামসংকীর্ত্তন করি করে জাগরণ।
বিরহে ব্যাকুল প্রভু উদ্বেগে উঠিলা ;
গম্ভীরা ভিতরে মুখ ঘষিতে লাগিলা।
মুখে গণ্ডে নাকে ক্ষত হইল অপার ;
ভাবাবেশে না জানে প্রভু, পড়ে রক্তধার।
৮। সর্ব্বরাত্রি করে ভাবে মুখ সংঘর্ষণ ;
গোঁ গোঁ শব্দ করে, স্বরূপ শুনিল তখন।
দীপ জ্বালি ঘরে গেলা, দেখি প্রভুর মুখ
স্বরূপ গোবিন্দ দোঁহার হৈল বড় দুখ।
প্রভুকে শয্যাতে আনি শয়ন করাইল ;
"কাঁহা কৈলে এই তুমি?"—স্বরূপ পুছিল।
প্রভু কহে—"উদ্বেগে ঘরে না পারি রহিতে ;
৯। দ্বার চাহি ফিরি শীঘ্র বাহিরে যাইতে।
দ্বার না পাইয়া মুখ লাগে চারি ভিতে ;
ক্ষত হয় রক্ত পড়ে না পাই যাইতে।"
উন্মাদ-দশায় প্রভুর স্থির নহে মন ;
যেই করে যেই বলে উন্মাদ-লক্ষণ।
১০। স্বরূপ গোসাঞী তবে চিন্তা পাইল মনে ;
ভক্তগণ লঞা বিচার কৈল আর দিনে।
১১। সব ভক্ত মিলি তবে প্রভুরে সাধিল ;
শঙ্কর পণ্ডিতে প্রভুর সঙ্গে শোয়াইল।

১। ঐছে ব্যবহার—অর্থাৎ তুই ভিন্ন অন্য ব্যক্তি এতাদৃশ পাপ করিতে সাহসী হয় না।

২। সম্বন্ধ বিদূর—দূরবর্ত্তী সম্পর্ক। অর্থাৎ তোমার সহিত এমন কোন শত্রুতা নাই, যাহাতে আমাদিগের প্রাণসর্ব্বস্ব কৃষ্ণকে অকারণে হরণ করিয়া লইবে। ৩। দুর্দ্দৈব—দুরদৃষ্ট। ৪। তাঁর—গোপীর। ৫। গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি—অক্রুর শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া যাইবার সময় গোপীগণ এই নাম কীর্ত্তন করতঃ রোদন করিয়াছিলেন। এ স্থানে ক্রোধ, শোক, নির্ব্বেদ, অমর্ষ, অসূয়া, মতি এবং বিষাদ এই সকল ভাবের মধ্যে কোন ভাবের সন্ধি, উৎপত্তি, লয় এবং শাবল্য হইয়াছে। ৬। সঙ্গম গীত—মিলন গীত।

৭। গম্ভীরা—অভ্যন্তর গৃহে। ৮। মুখ ঘর্ষণ—উদঘূর্ণা দশার চেষ্টা। ৯। চাহি—অন্বেষণ করিয়া। ১০। চিন্তা—অর্থাৎ দুশ্চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইল। এ রূপ মুখঘর্ষণাদিদ্বারা না জানি কি অনর্থ হইবে। ১১। সাধিল—অনেক বলিয়া সম্মত করাইল।

প্রভুর পদতলে শঙ্কর করেন শয়ন ;
প্রভু তাঁর উপরে করেন পাদ প্রসারণ।
১। প্রভুপাদোপধান বলি তাঁর নাম হৈল ;
পূর্ব্বে বিদুরে যেন শ্রীশুক বর্ণিল।

তথাহি **শ্রীমদ্ভাগবতে** তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়োদশাধ্যায়ে চতুর্থশ্লোকে পরীক্ষিতং প্রতি শুকবাক্যং—

ইতি ব্রুবাণং বিদুরং বিনীতং,
সহস্রশীর্ষ্ণশ্চরণোপধাণং।
প্রহৃষ্টরোমা ভগবৎকথায়াং,
প্রণীয়মানো মুনিরভ্যচষ্ট ॥৪॥

শঙ্কর করেন প্রভুর পাদ-সম্বাহন ;
২। ঘুমাঞা পড়েন তৈছে করেন শয়ন।
৩। উঘার অঙ্গে পড়িয়া শঙ্কর নিদ্রা যায় ;
প্রভু উঠি আপন কাঁথা তাহারে জড়ায়।
৪। নিরন্তর ঘুমায় শঙ্কর শীঘ্রচেতন ;
বসি পাদ চাপি করে রাত্রি জাগরণ।
তাঁহার ভয়ে নারে প্রভু বাহিরে যাইতে ;
তাঁর ভয়ে নারে ভিতে মুখাব্জ ঘষিতে।
এই লীলা মহাপ্রভুর রঘুনাথ দাস ;
চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে করিয়াছে প্রকাশ।

তথাহি **স্তবাবল্যাং** চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে ষষ্ঠশ্লোকে রঘুনাথ দাসবাক্যং—

স্বকীয়স্য প্রাণার্ব্বুদসদৃশগোষ্ঠস্য বিরহাৎ
প্রলাপানুন্মাদাৎ সততমতিকুর্ব্বন্ বিকলধীঃ।
দধদ্ভিত্তৌ শশ্বদ্বদনবিধুঘর্ষেণ রুধিরং
ক্ষতোত্থং গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥৫॥

এইমত মহাপ্রভু রাত্রি-দিবসে ;
প্রেমসিন্ধুতে মগ্ন রহি কভু ডুবে ভাসে।
৫। এককালে বৈশাখের পৌর্ণমাসী দিনে ;
রাত্রিকালে মহাপ্রভু চলিলা উদ্যানে।

ইতি ব্রুবাণমিতি। মুনি মৈত্রেয়ঃ, তেন বিদুরেণ প্রণীয়মানঃ প্রবর্ত্তমানঃ ভগবৎকথায়াং প্রহৃষ্টানি রোমাণি যস্য স পুলকিততনুরিতর্থঃ, ইতি ব্রুবাণং বিনীতং বিনয়াণ্বিতং তথা সহস্রাণামনন্তসংখ্যানাং তৎপ্রাদুর্ভাবাণাং শীর্ষ্ণঃ শ্রেষ্ঠরূপস্য শ্রীকৃষ্ণস্য চরণাবুপধীয়েতে যস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রীত্যা যস্যাৎসঙ্গে চরণৌ প্রসারয়তীত্যর্থঃ। মহাভারতে ভগবতস্তদ্গৃহভোজনে প্রসিদ্ধং। শীর্ষস্য শীর্ষাচ্ছন্দসীতি ভগবান্ পাণিনিঃ। তং বিদুরং অভ্যচষ্ট অভ্যভাষত ॥ ৪ ॥

স্বকীয়স্যেতি। স্বকীয়স্যাত্মনঃ প্রাণার্ব্বুদসদৃশস্য গোষ্ঠস্য ব্রজস্য বিরহাৎ যদ্দুঃখং তস্মাৎ সততং নিরন্তরং প্রলাপানতিকুর্ব্বন্ তত্তৎ প্রতিপাদকান্ শব্দান্ দ্বিত্রিরুচ্চারয়ন্, পুনঃ কিংভূতঃ সন্ বিকলধীর্ব্যাকুলবুদ্ধিঃ সন্, শশ্বন্নিরন্তরং উন্মাদাৎ দিব্যোন্মাদাৎ ভিত্তৌ বদনবিধুঘর্ষেণ মুখচন্দ্রবিঘর্ষণেন ক্ষতোত্থং রুধিরং দধৎ, সর্ব্বাঙ্গেষু ধারয়ন্ গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্ মাং মদয়তি গ্লপয়তীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

মৈত্রেয় ঋষি বিদুর-কর্ত্তৃক এইরূপে ভগবৎকথায় প্রবর্ত্তিত হইয়া, বিনয়াণ্বিত এবং শ্রীকৃষ্ণের পাদোপধান স্বরূপ বিদুরকে লোমাঞ্চ পূর্ব্বক বলিয়াছেন ॥ ৪ ॥

স্বকীয় প্রাণার্ব্বুদ সদৃশ ব্রজধামের বিরহজনিত উন্মাদ বশতঃ ব্যাকুলচেতা হইয়া, যিনি নিরন্তর প্রলাপ করতঃ ভিত্তিতে মুখসংঘর্ষণ পূর্ব্বক ক্ষতজনিত রুধির সর্ব্বাঙ্গে ধারণ করিয়াছিলেন, এইক্ষণে সেই গৌরাঙ্গ হৃদয়ে উদিত হইয়া আমায় গ্লানি দিতেছেন ॥ ৫ ॥

এই শ্লোকদ্বারা স্ববাক্য সপ্রমাণ করিলেন ॥ ৫ ॥

১। পাদোপধান—পায়ের বালিশ। যেন—যেরূপে। ২। ঘুমাঞা পড়েন- যে অবস্থায় নিদ্রা আকর্ষণ করে সেই ভাবে শয়ন করেন।
৩। উঘার—উদঘাটিত, অনাবৃত। জড়ায়—শঙ্করের গাত্র স্বীয় কান্থাদ্বারা ঢাকেন।
৪। শীঘ্রচেতন—অল্পকালেই নিদ্রাভঙ্গ হয়।
৫। পৌর্ণমাসী দিনে—পূর্ণিমা তিথিতে।

জগন্নাথবল্লভ নাম উদ্যান-প্রধানে ;
প্রবেশ করিলা প্রভু লয়ে ভক্তগণে।
প্রফুল্লিত বৃক্ষবল্লী যেন বৃন্দাবন ;
১। শুক-শারী-পিক-ভৃঙ্গ করে আলাপন।
পুষ্পগন্ধ লঞা বহে মলয় পবন ;
২। গুরু হঞা তরুলতায় শিখায় নাচন।
পূর্ণচন্দ্র চন্দ্রিকায় পরম উজ্জ্বল ;
তরুলতা জ্যোৎস্নায় সব করে ঝলমল।
৩। ছয় ঋতুগণ যাঁহা বসন্ত প্রধান ;
দেখি আনন্দিত হৈলা গৌর ভগবান্‌।
৪। 'ললিত লবঙ্গলতা'-পদ গাওয়াইয়া ;
৫। নৃত্য করি বুলে প্রভু নিজগণ লঞা।
৬। প্রতি বৃক্ষ বল্লী ঐছে ভ্রমিতে ভ্রমিতে ;
অশোকের তলে কৃষ্ণে দেখে আচম্বিতে।
কৃষ্ণে দেখি মহাপ্রভু ধাইয়া চলিলা ;
আগে দেখে হাসি কৃষ্ণে অন্তর্দ্ধান হৈলা।
আগে পাইল কৃষ্ণ তাঁরে পুনঃ হারাইয়া ;
ভূমিতে পড়িলা প্রভু মূর্চ্ছিত হইয়া।
কৃষ্ণের অঙ্গের গন্ধে ভরিয়াছে উদ্যানে ;
সেই গন্ধ পাঞা প্রভু হইলা চেতনে।
৭। নিরন্তর নাসায় পৈশে কৃষ্ণ-পরিমল ;
৮। গন্ধ আস্বাদিতে প্রভু হইলা পাগল।
কৃষ্ণগন্ধলুব্ধ রাধা সখীকে যে কহিলা ;
সেই শ্লোক পড়ি প্রভু অর্থ করিলা।

তথাহি **গোবিন্দলীলামৃতে** অষ্টমসর্গে ষষ্ঠ শ্লোকে বিশাখাং প্রতি শ্রীরাধিকাবাক্যং—

কুরঙ্গমদজিদ্বপুঃ পরিমলোর্ম্মিকৃষ্টাঙ্গনঃ
স্বকাঙ্গনলিনাষ্টকে শশিযুতাব্জগন্ধপ্রথঃ।
মদেন্দুবরচন্দনাগুরুসুগন্ধচর্চ্চার্চিতঃ
স মে মদনমোহনঃ সখি তনোতি নাসাস্পৃহাং॥৬॥

কুরঙ্গেতি। কুরঙ্গমদং কস্তূরীং জয়তীতি, তেন বপুষঃ পরিমলোর্ম্মিণা মনোহরগন্ধপ্রবাহেণ আকৃষ্টা অঙ্গনা ব্রজাঙ্গনা যেন সঃ। তথা স্বকানামঙ্গনলিনানাং অঙ্গকমলানামষ্টকে নাভিবদননেত্রযুগকরযুগচরণযুগলক্ষণে শশিনা কর্পূরেণ যুতস্যাব্জগন্ধস্য পদ্মগন্ধস্য প্রথা বিস্তারো যত্র সঃ। তথা মদঃ কস্তূরী ইন্দুঃ কর্পূরঃ বরচন্দনং শুভ্রচন্দনং অগুরু অগুরুচন্দনং এতৈঃ কল্পিতাভি গন্ধর্ব্বাভিরচ্চিতঃ অনুলিপ্তঃ, হে সখি! স প্রসিদ্ধঃ মদনমোহনো মম নাসায়াঃ স্পৃহাং স্বস্মা ইতি শেষঃ, তনোতি বিস্তারয়তি। মৃগনাভির্মৃগমদঃ কস্তূরী মদ ইত্যপীতি কোষঃ। বিমর্দ্দোত্থে পরিমলো গন্ধে জনমনোহর ইতি। অথ কর্পূরমস্ত্রিয়াং। ঘনসারশ্চন্দ্রসংজ্ঞ ইতি। বংশিকাগুরুরাজার্হ লোহক্রিমিজজোঙ্গকামিতি চামরঃ॥ ৬॥

যিনি কস্তূরীবিজয়ী অঙ্গের পরিমলোর্ম্মিদ্বারা ব্রজাঙ্গনাগণকে সমাকর্ষণ করেন, যাঁহার মুখ, নাভি, নেত্রযুগল, করযুগল এবং চরণযুগল এই অষ্ট পদ্মে কর্পূরব্রক্ষিত পদ্মগন্ধ নিহিত রহিয়াছে, এবং যিনি মৃগমদ, কর্পূর, শুভ্রচন্দন এবং অগুরু এই সকল সুগন্ধচর্চ্চায় অর্চ্চিত, হে সখি বিশাখে! সেই মদনমোহন আমার নাসিকা-স্পৃহা বিস্তার করিতেছেন॥ ৬॥

১। আলাপন—মধুর স্বরে রাগের আলাপ। ২। শিখায় নাচন—মলয় বায়ুতে লতা ঈষৎ কম্পিত হইতেছে, বোধ হইতেছে যেন মলয় পবন গুরু হইয়া, লতাগণকে নৃত্য শিক্ষা করাইতেছে। ৩। ছয় ঋতুগণ ইত্যাদি—জগন্নাথবল্লভ উদ্যানে বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ এবং শিশির এই ছয় ঋতু নিরন্তর বিদ্যমান থাকিলেও, সে সময় বসন্ত ঋতু প্রধান হইয়া বিরাজমান হইয়াছেন।

৪। ললিতলবঙ্গ···গাওয়াইয়া—'ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলন' ইত্যাদি গীতগোবিন্দ কাব্যের বসন্তবর্ণন পদ স্বরূপাদিদ্বারা গান করাইয়া।

৫। বুলে—ভ্রমণ করেন। ৬। বল্লী—লতা।

৭। পৈশে—প্রবেশ করে। পরিমল—মনোহর গন্ধ।

৮। আস্বাদিতে—অনুভব করিতে।

যথা রাগঃ।

কস্তূরিকা নীলোৎপল, তার যেই পরিমল,
তাহা জানি কৃষ্ণঅঙ্গ গন্ধ ;
ব্যাপে সর্ব্বভুবনে, করে সর্ব্ব আকর্ষণে,
১। নারীগণের আঁখি করে অন্ধ।
সখি হে ! কৃষ্ণগন্ধ জগতে মাতায় ;
২। নারীর নাসাতে পৈশে, সর্ব্বকাল তাঁহা বৈশে,
কৃষ্ণ-পাশ ধরি লঞা যায়।
৩। নেত্র-নাভি-বদন, করযুগ-চরণ,
এই অষ্ট পদ্ম কৃষ্ণ-অঙ্গে ;
কর্পূরলিপ্ত কমল, তার যৈছে পরিমল,
সেই গন্ধ অষ্টপদ্ম সঙ্গে।
৪। হেমকীলিত চন্দন, তাহা করি ঘর্ষণ,
তাহে অগুরু-কুঙ্কুম-কস্তূরী ;
কর্পূর সনে চর্চ্চা অঙ্গে, পূর্ব্বে অঙ্গের গন্ধ সঙ্গে,
৫। মিলি তাকে যেন কৈলা চুরি।
হরে নারীর তনু-মন, নাসা করে ঘূর্ণন,
৬। খসায় নীবী, ছুটায় কেশবন্ধ ;
৭। করি আগে বাউরী, নাচায় জগৎনারী,
হেন ডাকাইত কৃষ্ণঅঙ্গ-গন্ধ।
সেই গন্ধ-বশ নাসা, সদা করে গন্ধের আশা
কভু পায় কভু নাহি পায় ;
পাইলে পীয়া পেট ভরে, পীঙ পীঙ তবু করে,
না পাইলে তৃষ্ণায় মরি যায়।

৮। মদনমোহন নাট, পসারি গন্ধের হাট,
৯। জগন্নারী গ্রাহক লোভায় ;
বিনিমূলে দেয় গন্ধ, গন্ধ দিয়া করে অন্ধ,
ঘরে যাইতে পথ নাহি পায়।
এই মত গৌরহরি, গন্ধে কৈল মন চুরি,
ভৃঙ্গ প্রায় ইতি উতি ধায় ;
যায় বৃক্ষলতা পাশে, কৃষ্ণ স্ফুরে সেই আশে,
কৃষ্ণ না পায়—গন্ধ মাত্র পায়।
স্বরূপ রামানন্দ গায়, প্রভু নাচে সুখ পায়,
এইমতে প্রাতঃকাল হৈল ;
স্বরূপ রামানন্দ রায়, করি নানা উপায়,
মহাপ্রভুর বাহ্যস্ফূর্ত্তি কৈল।
মাতৃভক্তি, প্রলাপন, ভিত্ত্যে মুখঘর্ষণ,
১০। কৃষ্ণগন্ধ-স্ফূর্ত্তি দিব্যনৃত্য ;
এই চারি লীলা ভেদে, গাইল এই পরিচ্ছেদে,
কৃষ্ণদাস রূপগোসাঞির ভৃত্য।
এই মত মহাপ্রভু পাইয়া চেতন ;
স্নান করি কৈল জগন্নাথ দরশন।
অলৌকিক কৃষ্ণলীলা দিব্য শক্তি তাঁর ;
তর্কের গোচর নহে চরিত্র যাঁহার।
এই প্রেমা সদা জাগে যাঁহার অন্তরে ;
১১। পণ্ডিতেও তাঁর চেষ্টা বুঝিতে না পারে।

তথাহি **ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ** পূর্ব্ববিভাগে প্রেমভক্তিলহর্য্যাং দ্বাদশশ্লোকে শ্রীরূপগোস্বামিবাক্যং ;—

১। **আঁখি করে অন্ধ**—অর্থাৎ সেই অঙ্গ গন্ধে উন্মত্ত হইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করিতে পারে না।

২। **তাঁহা**—নাসিকাতে। **ধরি লঞা যায়**—অর্থাৎ নারীগণকে। ৩। নেত্র—নেত্রদ্বয়। চরণ—চরণদ্বয়। অষ্ট পদ্ম—নেত্র নাভি প্রভৃতি। ৪। **হিমকীলিত চন্দন**—শুভ্রচন্দন। চর্চ্চা—ছিটা দেওয়া। ৫। তাকে—কৃষ্ণ অঙ্গ গন্ধকে। অর্থাৎ চন্দনাদি কৃষ্ণাঙ্গগন্ধের সহিত মিলিয়া, সেই **কৃষ্ণাঙ্গ গন্ধকে চুরি করায়, ইহারা** এতাদৃশ গন্ধযুক্ত হইয়াছে ; নচেৎ কেবল চন্দনাদির এতাদৃশ সৌরভ সম্ভবপর নহে। যেন—এটী উৎপ্রেক্ষা বাচক। ৬। **নীবী**—কটিতে বস্ত্রবন্ধন। নীবীবন্ধন এবং কেশবন্ধন মোচন কামোদ্দীপনের অনুভাব।

৭। **বাউরী—পাগলী**। ৮। পসারি—প্রসারিত করিয়া অর্থাৎ ছড়াইয়া।

৯। **লোভায়—গন্ধ গ্রহণে লোভ উৎপাদন করে।**

১০। **কৃষ্ণ গন্ধ স্ফূর্ত্তি দিব্য নৃত্য**—কৃষ্ণের অঙ্গ গন্ধ স্ফূর্ত্তিজনিত দিব্য নৃত্য।

১১। **বুঝিতে না পারে**—অর্থাৎ যাহার অন্তরে প্রেমার উদয় হইয়াছে, তিনি কোন্ অভিপ্রায়ে কোন্ কার্য্য করেন তাহা পণ্ডিতেরও দুর্গম্য।

ধন্যস্যায়ং নবপ্রেমা যস্যোন্মীলতি চেতসি।
অন্তর্ব্বাণীভিরপ্যস্য মুদ্রা সুষ্ঠুসুদুর্গমা ॥৭॥

অলৌকিক প্রভুর চেষ্টা প্রলাপ শুনিয়া;
তর্ক না করিও শুন বিশ্বাস করিয়া।
১। ইহার সত্যত্বে প্রমাণ শ্রীভাগবতে;
শ্রীরাধার প্রেমপ্রলাপ ভ্রমরগীতাতে।
মহিষীর গীত যেন দশমের শেষে;
পণ্ডিতে না বুঝে যার অর্থবিশেষে।
মহাপ্রভু নিত্যানন্দ দোঁহার দাসের দাস;
যারে কৃপা করে, তার ইহাতে বিশ্বাস।
শ্রদ্ধা করি শুন, শুনিলে পাবে মহাসুখ;
২। খণ্ডিবে আধ্যাত্মিকাদি কুতর্কাদি দুঃখ।
চৈতন্যচরিতামৃত নিত্য নূতন;
শুনিতে শুনিতে জুড়ায় হৃদয়-শ্রবণ।
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ;
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।

এই ব্যাখ্যা (২৩) পরিচ্ছেদে (৫৫৭) পৃষ্ঠায় (১৭) শ্লোকে দেখুন। জাত প্রেমার চেষ্টা পণ্ডিতেরও দুর্ব্বোধ—ইহাই এই শ্লোকদ্বারা সমর্থন করিলেন ॥ ৭ ॥

১। শ্রীভাগবতে—১০ স্কন্ধে ৪৭ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ মথুরাপুরে গমন করিলে, এক সময় উদ্ধব মহাশয় ব্রজে আগমন করেন। উদ্ধব মহাশয় গোপীগণের সান্ত্বনার্থ তাঁহাদিগের সভায় উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে কৃষ্ণের দূত জানিয়া অন্যান্য গোপীগণ কৃষ্ণের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীরাধিকা কেবল কৃষ্ণসঙ্গ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় একটী ভ্রমর সেই স্থানে উপস্থিত হইলে দিব্যোন্মাদবশতঃ আপনাকে মানিনী এবং ভ্রমরকে মান-প্রসাদনার্থ কৃষ্ণপ্রেষিত দূত জ্ঞান করিয়া ভ্রমরকে উদ্দেশ করিয়া 'মধুপ কিতব বন্ধো' ইত্যাদি দশ শ্লোকের প্রলাপ করিয়াছিলেন। এবং দশম-স্কন্ধে নবতিতম অধ্যায়ে মহিষীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত জলক্রীড়া করিতে করিতে প্রেমবৈচিত্ত্যবশত আচম্বিতে কৃষ্ণবিরহস্ফূর্ত্তি হওয়ায়, দশ শ্লোকে প্রলাপ করিয়াছিলেন। এই সকল বাক্যদ্বারা মহাপ্রভুর প্রলাপ উন্মাদের সত্যতা প্রমাণ হইতেছে, অর্থাৎ এই সকল ভাবচেষ্টা অসম্ভব হইলে কখনই আর্ষগ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইত না।

২। আধ্যাত্মিকাদি—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, এবং আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখ। এবং কুতর্কাদিরূপ দুঃখ।

ইতি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে বিরহপ্রলাপমুখসঙ্ঘর্ষণাদিবর্ণনং নাম
ঊনবিংশতিতম পরিচ্ছেদঃ ॥

বিংশতিতম পরিচ্ছেদ।

প্রেমোদ্ভাবিত-হর্ষের্ষ্যোদ্বেগদৈন্যার্ত্তিমিশ্রিতং।
লপিতং গৌরচন্দ্রস্য ভাগ্যবদ্ভির্নিষেব্যতে ॥১॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র! জয় নিত্যানন্দ!
জয়াদ্বৈতচন্দ্র! জয় গৌরভক্তবৃন্দ!
এই মতে মহাপ্রভু বৈসে নীলাচলে;
রজনী দিবসে কৃষ্ণবিরহ-বিহ্বলে।
স্বরূপ-রামানন্দ এই দুইজন সনে;
রাত্রিদিনে করে রসগীত শ্লোক আস্বাদনে।

প্রেমোদ্ভাবিতেতি। হর্ষশ্চেতোবিকাশঃ। ঈর্ষা অসহিষ্ণুতা। উদ্বেগশ্চিত্তাস্থিরতা। দৈন্যং আত্মনি নিকৃষ্টত্ব-মননং। আর্ত্তিঃ শ্রীকৃষ্ণবিয়োগজনিতগ্লানিঃ। প্রেম্ন উদ্ভাবিতা বিলসিতাঃ সিন্ধোস্তরঙ্গা ইব হর্ষাদয়স্তাভির্মিশ্রিতং বাসিতং গৌরচন্দ্রস্য লপিতং প্রলাপঃ ভাগ্যবদ্ভিঃ বাসনাযুগলান্বিতৈর্মহাভক্তৈর্নিষেব্যতে আস্বাদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

প্রেমবিলাস-রূপ হর্ষ, ঈর্ষা, উদ্বেগ, দৈন্য এবং আর্ত্তি দ্বারা বাসিত গৌরচন্দ্রের প্রলাপবচন ভাগ্যবানেরা আস্বাদন করিয়া থাকেন ॥ ১ ॥

নানা ভাব উঠে প্রভুর হর্ষ-শোক-রোষ ;
দৈন্য-উদ্বেগ-আর্ত্তি-উৎকণ্ঠা-সন্তোষ।
সেই সেই ভাবে নিজে শ্লোক পড়িয়া ;
১। শ্লোকের অর্থ আস্বাদয়ে দুই বন্ধু লঞা।
কোন দিন কোন ভাবে শ্লোক পঠন ;
সেই শ্লোক আস্বাদিতে রাত্রি জাগরণ।
হর্ষে প্রভু কহে—"শুন স্বরূপ রামরায় !
২। নামসংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়।
৩। সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ-আরাধন ;
৪। সেইত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ।

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশস্কন্ধে পঞ্চমাধ্যায়ে ঊনত্রিংশশ্লোকে জনকং প্রতি করভাজন বাক্যং—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈ র্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥২॥

নাম-সংকীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থ নাশ ;
সর্ব্বশুভোদয় কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস।

তথাহি পদ্যাবল্যাং সপ্তমাঙ্কধৃত আনন্দাচার্য্যকৃত শ্লোকঃ—

চেতো দর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপনং,
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং,
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং,
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনং ॥৩

চেতোদর্পণেতি। চেত এব দর্পণঃ পরমস্বাচ্ছ্যেন তত্ত্বস্ফুরণযোগ্যতাৎ, তস্য মার্জ্জনং রাগদ্বেষাদিজনিত-মালিন্যস্যাপাকরণং যস্মাত্তৎ। তথা ভবঃ সংসারঃ স এব দাবাগ্নিরাধ্যাত্মিকাদিতাপত্রয়রূপত্বাত্তস্য নির্ব্বাণং সম্যক্ শান্তি-র্যস্মাত্তৎ। তথা শ্রেয়াংসি অভ্যুদয়াপবর্গলক্ষণানি এব কৈরবানি কুমুদানি পরাপেক্ষ্য প্রকাশাৎ তেষাং চন্দ্রিকা জ্যোৎস্না তদ্বিতরণং উদ্বোধ ইতি যাবৎ যস্মাত্তৎ। যথা সূর্য্যপ্রকাশাদিভিরপ্রকাশ্যানাং কৈরবানাং চন্দ্রালোকমাত্রেণৈব উদ্বোধো জায়তে, তথা বিঘ্নবাহুল্যময়-কর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ প্রকাশয়িতুমশক্যানাং শ্রেয়সাং যথা কথঞ্চিন্নামসঙ্কীর্ত্তনসম্পর্কেণৈবোদ্বোধো ভবতীতি ভাবঃ। তথা বিদ্যা পঞ্চপর্ব্বা ; 'সাঙ্খ্যযোগৌ তু বৈরাগ্যং তপোভক্তিশ্চ কেশবে। পঞ্চপর্ব্বেতি বিদ্যেয়ং যয়া বিদ্বান্ হরিং বিশেদি'তি বচনাৎ। সৈব বধূর্জায়া ; 'বধূর্জায়া স্নুষা স্ত্রী চে'ত্যমরাৎ। তস্যা জীবনং প্রাণধারণং যস্মাত্তৎ ; যথা পতিং বিনা সাধ্বীস্ত্রীনাং প্রাণধারণং ন সম্ভবতি, তথা নামাদিকীর্ত্তনং বিনা বিদ্যাপীতি। তথা আনন্দাম্বুধিঃ প্রেমবারিধিস্তস্য বর্দ্ধনং উচ্ছলনং যস্মাত্তৎ। অত্রাম্বুধিবর্দ্ধন-সামর্থ্যাৎ শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনস্য চন্দ্ররূপকত্বং ব্যঞ্জিতং। যথা চন্দ্রোদয়াদেব সমুদ্র উচ্ছলিতো ভবতি, তথা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনাৎ প্রেমাপীতি। তথা প্রতিপদং প্রতিক্ষণং ; যদ্বা—একার্থ-বোধকা বর্ণাঃ পদং, উপলক্ষণমেতৎ, প্রত্যক্ষরমপি যথাস্যাত্তথা পূর্ণামৃতস্য নির্ব্বিশেষানন্দাদপি চমৎকারাতিশয়েনোৎকৃষ্টস্য সবিশেষানন্দস্যাস্বাদনং যস্মাত্তৎ 'যা নির্বৃতিস্তনুভৃতাম্' ইত্যাদ্যুক্তেঃ। সর্ব্বেষাং স্থাবর-জঙ্গমাদি-লক্ষণানামাত্মনাং জীবানাং স্নপনং শোধন যস্মাত্তৎ। স্থাবরাদীনামপি প্রতিধ্বন্যাদিনা শোধনং জায়ত ইতি ভাবঃ। শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনং পরং কেবলং নিরপেক্ষ্যমিতি যাবৎ যথা স্যাত্তথা বিজয়তে বিশেষেণ সর্ব্বত উৎকর্ষমাবিষ্করোতি। 'বি-পরাভ্যাং জেরি'ত্যাত্মনেপদং। অন্যেষাং তপ আদীনাং বিঘ্নবাহুল্যেন নামকীর্ত্তন-সাহায্যাভাবেন চ বন্ধ্যায়মানত্বাৎ। অত্র সর্ব্বত্র নামকীর্ত্তনস্য অপাদানতয়া

যিনি চিত্তের কষায়াবলী নির্মূলিত করেন, যাহা হইতে সংসার-দাবানলের নিঃশেষে শান্তি হইয়া যায়, যিনি শ্রেয়ঃ-কৈরবের কল্যাণপ্রদ (অর্থাৎ চন্দ্রতুল্য), যিনি বিদ্যাবধূর জীবনপ্রদ, যাঁহা হইতে প্রেমাম্বুধি উচ্ছলিত হয়, যাঁহা হইতে প্রতিপদে পূর্ণামৃতের আস্বাদন হয় এবং যিনি স্থাবর-জঙ্গমাদি সর্ব্ববিধ প্রাণিবর্গের সংশোধনকারী,—সেই শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন

এই ব্যাখ্যা (৩৭) পৃষ্ঠার (১০) শ্লোকে দেখুন। নামসঙ্কীর্ত্তন শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির পরম উপায়,—ইহাই এই শ্লোকদ্বারা সপ্রমাণ করিলেন ॥২॥

১। দুই বন্ধু—স্বরূপ ও দামোদর। ২। কলৌ—কলিযুগে (সংস্কৃত)
৩। সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞ—সঙ্কীর্ত্তনরূপ যজ্ঞ। ৪। সুমেধা—যাহার ধারণাবতী বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছে।

সংকীর্ত্তন হৈতে পাপ সংসার নাশন ;
১। চিত্তশুদ্ধি, সর্ব্বভক্তি সাধন-উদ্গম।
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম, প্রেমামৃত-আস্বাদন ;
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন।”—
২। উঠিল বিষাদ-দৈন্য, পড়ে আপন শ্লোক ;
যাহার অর্থ শুনি সব যায় দুঃখ শোক।

তথাহি পদ্যাবল্যাং একোনবিংশাঙ্কধৃতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবস্য শ্লোকঃ—

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥৪॥

“অনেক লোকের বাঞ্ছা অনেক প্রকার ;
কৃপাতে করিল অনেক নামের প্রচার।
খাইতে শুইতে যথা-তথা নাম লয় ;
কালদেশ-নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয়।
সর্ব্বশক্তি নামে দিল করিয়া বিভাগ ;
৩। আমার দুর্দ্দৈব, নামে নাহি অনুরাগ।
৪। যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজায় ;
তাহার লক্ষণ শুন স্বরূপ রামরায়!

তথাহি পদ্যাবল্যাং বিংশাঙ্কধৃতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রোক্তশিক্ষাশ্লোকঃ—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥৫॥

৫। উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম ;
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম।

সাক্ষাৎকর্ত্তৃত্বানির্দ্দেশাত্তদাভাসাদেব চিত্তশুদ্ধ্যাদিকং ভবতীতি সূচিতং ॥ ৩ ॥

নাম্নামিতি। হে প্রভো! নাম্নাং বহুধা কৃষ্ণগোবিন্দবামনেত্যাদিরূপো বহুঃ প্রকারোঽকারি ভবতেতি শেষঃ। তত্র প্রত্যেকং তেষু নামসু নিজসর্ব্বশক্তিঃ স্বায়ত্তশক্তিবর্গঃ অর্পিতা নিহিতা। তথাহি স্কান্দে—'দানব্রততপস্তীর্থ-ক্ষেত্রাদি-নাঞ্চ যা স্থিতাঃ। রাজসূয়াশ্বমেধানাং জ্ঞানস্যাধ্যাত্মবস্তুনঃ। শক্তয়ো দেবমহতাং সর্ব্বপাপহরাঃ শুভাঃ। আকৃষ্য হরিণা সর্ব্বাঃ স্থাপিতাঃ স্বেষু নামসু' ইতি। তত্রাপি তেষাং নাম্নাং স্মরণে চিন্তনে মন্ত্রাদীনামিব কালো ব্রাহ্মমুহূর্ত্তাদিরূপেণ নিয়মিতঃ ন বিহিতঃ, যস্মিন্ কস্মিংশ্চিদপি সময়ে নামস্মরতাং কৃতার্থতা স্যাদিতি ভাবঃ। তথা বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—'ন দেশ-নিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা। নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি হরের্নামনি লুব্ধকে'তি। হে ভগবন্! জনেষু তব এতাদৃশী পূর্ব্বোক্তা কৃপা। মমাপীদৃশং দুর্দ্দৈবং যদিহ নামসু অনুরাগঃ প্রীতির্নাজনি ন জাত, ইতি নির্বেদদৈন্যয়োঃ সন্ধিঃ ॥ ৪ ॥

কেবল সর্ব্বোপরি বিরাজমান আছেন ॥ ৩ ॥

হে প্রভো! তুমি জীবের মঙ্গলার্থ বহুবিধ নামের প্রকটন করিয়া, সেই সকল নামে স্বীয় সর্ব্বশক্তি অর্পণ করিয়াছ। আবার সেই নাম চিন্তা করিতে কোন সময়-বিশেষেরও অবধারণ কর নাই। হে ভগবন্! জীবগণের প্রতি তোমার এতাদৃশী কৃপা হইলেও আমার দুর্দৈবের কথা কি বলিব—এহেন নামে আমার অনুরাগ জন্মিল না ॥ ৪ ॥

এই শ্লোকের ব্যাখ্যা (১৬৯) পৃষ্ঠায় (৪) শ্লোকে দেখুন ॥ ৫ ॥

১। সর্ব্ববিধ ভক্তি সাধন—সর্ব্বপ্রকার সাধনভক্তি। উদ্গম—উদয়।

২। উঠিল—এইরূপ হর্ষসহকারে নামমহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রেমসমুদ্রের তরঙ্গবিশেষ বিষাদ ও দৈন্যরূপ সঞ্চারি-ভাবে উথিত হইল। আপন শ্লোক—নিজকৃত শ্লোক।

৩। আমার…অনুরাগ—এই পদে নির্ব্বেদ ও দৈন্য ভাবদ্বয়ের সন্ধি হইয়াছে। ৪। উপজায়—উৎপন্ন হয়।

৫। তৃণাধম—তৃণ হইতেও অধম। তৃণ, কখন মূলদেশে পদাঘাত করিলে উন্নতশিরঃ হইয়া থাকে, কিন্তু উত্তম ব্যক্তি তাদৃশ পদাঘাতেও নতমস্তকই থাকিবে। বৃক্ষসম—বৃক্ষতুল্য গুণশালী। বৃক্ষ যেমন কাটিলেও, অর্থাৎ কুঠারের আঘাত করিলেও, সেই আঘাত সহ্য করে এবং শুষ্ক হইয়া মরিলেও জল প্রার্থনা না করিয়া, সেই পিপাসা সহ্য করতঃ সহিষ্ণুতা স্বীকার করে, তদ্রূপ উত্তমব্যক্তিও পরের আঘাত এবং বাচ্ঞা না করিয়া ক্ষুধা-পিপাসার তাপ সহন করিবে।

বৃক্ষ যেন কাটিলেও কিছু না বলয় ;
শুকাইয়া মৈলে কারে পাণি না মাগয়।
১। যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন ;
ঘর্ম্ম-বৃষ্টি সহি আনের করয়ে রক্ষণ।
২। উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান ;
৩। জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান।
এইমত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয় ;
শ্রীকৃষ্ণচরণে তার প্রেম উপজয়।"
—কহিতে কহিতে প্রভুর দৈন্য বাড়িল ;
শুদ্ধভক্তি কৃষ্ণ ঠাঞি মাগিতে লাগিল।
৪। প্রেমের স্বভাব—যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ ;
সেই মানে কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তিগন্ধ।

তথাহি **পদ্যাবল্যাং** পঞ্চাশীতিতমাঙ্কধৃতঃ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবস্য শ্লোকঃ—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাম্বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥ ৬॥

"ধন, জন, নাহি মাগোঁ কবিতা, সুন্দরী ;
৫। শুদ্ধভক্তি দেহ মোরে কৃষ্ণ! কৃপা করি।"
৬। অতিদৈন্যে পুনঃ মাগে দাস্যভক্তি দান ;
আপনাকে করে সংসারী-জীব-অভিমান।

তথাহি **পদ্যাবল্যাং** ভক্তমাহাত্ম্যে ত্রয়োদশাঙ্কধৃত-দাক্ষিণাত্যকৃতঃ শ্লোকঃ—

অয়ি নন্দতনুজ! কিঙ্করং
পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত-
ধূলি সদৃশং বিচিন্তয় ॥ ৭ ॥

ন ধনমিতি। হে জগদীশ! জগন্নাথ! অহং ধনং মণিমুক্তাদিকং, জনং দারাপত্যাদিকং, সুন্দরীং রসালঙ্কারবতীং কবিতাং বা, ন কাময়ে ন প্রার্থয়ে মদাভিনিবেশ-গর্ব্বাশ্রয়ত্বাৎ ; সর্ব্বত্র কর্ম্মাদৌ নাঞ্ দেশাদ্ধনাদিষত্যন্তানাদরঃ সূচিতঃ। তর্হি কিং প্রার্থয়সে ? তত্রাহ—ত্বয়ি ঈশ্বরে কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুং সমর্থে মম জন্মনি জন্মনি হেতুঃ ফলানুসন্ধানং তদ্রহিতা নিষ্কামা ভক্তির্ভবতাৎ ভূয়াৎ। জন্মনি জন্মনীতি বীপ্সয়া মুক্ত্যবপানাদরঃ সূচিতঃ। ভবতাদিতি 'তুহ্যোস্তাতঙাশিষ্য'ত্যাশিষি তোস্তাতঙাদেশঃ। সুন্দরী নাম্নীয়মর্দ্ধসমাবৃত্তিঃ, তথাহি—'অযুজোর্যদি সৌ জগৌ যুজোঃ সভরালৌ যদি সুন্দরী তদা' ইতি ॥ ৬ ॥

হে জগদীশ্বর!" আমি ধন, জন, সুন্দরী, কবিতা, ইহার মধ্যে কিছুই চাই না ; হে পরমেশ্বর! আমার জন্মে জন্মে তোমাতে নিষ্কাম ভক্তিযোগ হউক ॥ ৬ ॥

১। যেই যে...করয়ে রক্ষণ—বৃক্ষ যেমন তাহার নিকট যে ব্যক্তি শাখাপল্লবাদি যাহা প্রার্থনা করে, তাহাই প্রদান করিয়া থাকে এবং স্বয়ং রৌদ্র-বৃষ্টি সহন করিয়া অন্যের তাপ এবং বর্ষণ নিবারণ করে, তদ্রূপ উত্তম ব্যক্তি আপনার যাহা কিছু থাকে তাহা প্রার্থনামাত্র সন্তোষের সহিত অন্যকে প্রদান করিবে এবং স্বয়ং ক্ষুধা-পিপাসা সহন করিয়া অন্যকে আহার প্রদান করিবে। এই দুই গুণ বৃক্ষের নিকট হইতে লইবে।

২। উত্তম...নিরভিমান—বিদ্যা, ধন এবং জাতিতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়াও, আমি পণ্ডিত, ধনী এবং উত্তম জাতি বলিয়া অভিমান করিবে না, অর্থাৎ মনে মনে বিদ্যাদি-নিমিত্ত গৌরবের আকাঙ্ক্ষা করিবে না। ৩। জীবে...কৃষ্ণ অধিষ্ঠান—সর্ব্বজীবে কৃষ্ণের অধিষ্ঠান, অর্থাৎ সকল জীবে অন্তর্যামি রূপে শ্রীকৃষ্ণ অধিষ্ঠিত আছেন এই জ্ঞানে সকল জীবের আদর করিবে।

৪। প্রেমের স্বভাব...ভক্তিগন্ধ—যাহাতে প্রেমের সম্বন্ধ আছে, সেই ব্যক্তিই মনে মনে ইহাই ভাবে যে, আমাতে ভক্তির লেশও নাই। এইটী প্রেমার স্বভাব। ৫। শুদ্ধভক্তি—নিষ্কাম ভক্তি।

৬। অতি দৈন্যে...অভিমান—প্রেমার সহচারিভাব দৈন্য, যেস্থানে প্রেম থাকে সেই স্থানে দৈন্যও থাকে, অতএব দৈন্যহেতু সখ্যাদিতে অনধিকার-জ্ঞানে দাস্যভক্তি প্রার্থনা, এবং আপনাকে হীন-জ্ঞানে সংসারী করিয়া অভিমান করিতেছেন।

১। "তোমার নিত্যদাস মুঞি তোমা পাসরিয়া ;
২। পড়িয়াছি ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হইয়া।
কৃপা করি কর মোরে পদধূলি-সম ;
৩। তোমার সেবক, করোঁ তোমার সেবন।"
৪। —পুনঃ অতি উৎকণ্ঠা দৈন্য হইল উদ্গাম ;
৫। কৃষ্ণ ঠাঞি মাগে প্রেম-নামসংকীর্তন।—

তথাহি পদ্যাবল্যাং চতুরশীতিতমাঙ্কধৃতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্লোকঃ—

নয়নং গলদশ্রুধারয়া
বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা
তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥৮॥

৬। "প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন ;
দাস করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন।
৭। রসান্তরাবেশে হৈল বিয়োগ-স্ফুরণ ;
উদ্বেগ-বিষাদ-দৈন্যে করে প্রলাপন।

তথাহি পদ্যাবল্যাং সপ্তবিংশত্যধিক-ত্রিশততমাঙ্কধৃতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রোক্তশ্লোকঃ—

যুগায়িতং নিমিষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে ॥৯॥

৮। "উদ্বেগে দিবস না যায় ক্ষণে যুগসম ;
বর্ষার মেঘপ্রায় অশ্রু বর্ষে নয়ন।

দৈন্যেন দাস্যভক্তিং প্রার্থয়তে—অয়ীতি। অয়ীতি কাতর-সম্বোধনে, অয়ি হে নন্দতনুজ! নন্দাত্মজ! বিষমে পারাবারশূন্যে ভবাম্বুধৌ সংসারসাগরে পতিতং কিঙ্করং দাসং মাং কৃপয়া নিজকারুণ্যেন তব পাদপঙ্কজে চরণকমলে স্থিতা যা ধূলী তস্যাঃ সদৃশং নাতীবভারমিত্যর্থঃ, বিচিন্তয়। ন হি চরণস্থিতা ধূলী ভারায়ত ইতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

নয়নমিতি। হে প্রভো! তব নামগ্রহণে নাম গ্রহণসময়ে গলন্তী যা অশ্রুধারা তয়া উপলক্ষিতং নয়নং, তথা গদ্গদেন স্বরভেদেন রুদ্ধয়া গিরা বাণ্যা উপলক্ষিতং বদনং বাগিন্দ্রিয়াধিষ্ঠানং, তথা পুলকৈ রোমাঞ্চৈর্নিচিতং ব্যাপ্তং বপুশ্চ কদা ভবিষ্যতীতি। অত্রোৎকণ্ঠা-দৈন্যয়োঃ সন্ধিঃ ॥ ৮ ॥

যুগায়িতমিতি। গোবিন্দস্য শ্রীগোকুলেন্দ্রস্য বিরহেণ মে মম নিমেষেণ নিমেষপরিমিতকালেন অত্যল্পেনেত্যর্থঃ। যুগায়িতং যুগবৎ যুগপরিমিতকালবৎ আচরিতং নিমিষেণ যুগেনেব ভূয়ত ইত্যর্থঃ। চক্ষুষা নয়নেন প্রাবৃষায়িতং প্রাবৃষাবং বর্ষর্তু বদাচরিতং বর্ষাকালীনঘনাঘনবৎ অশ্রু বর্ষুকেন ভূয়ত ইত্যর্থঃ। সর্ব্বং জগৎ শূন্যায়িতং শূন্যবদাচরিতং আচরতীত্যর্থঃ। অকর্ম্মকাল্লিমেষাদে বর্ত্তমানে ভাবে কর্ত্তরি চ ক্ত প্রত্যয়ঃ। কর্ত্তুঃ ক্যঙ্সলোপশ্চেতি উপমানাৎ কর্ত্তুরাচারে ক্যঙ ইতি ॥ ৯ ॥

হে নন্দাত্মজ! আমি তোমার দাস হইয়া ভয়ানক ভবসাগরে নিপতিত রহিয়াছি, তুমি কৃপা করিয়া আমাকে স্বীয় পাদপদ্মস্থিত ধূলীকণার ন্যায় বিবেচনা করতঃ নিজদাস্যে নিযুক্ত কর ॥ ৭ ॥

হে প্রভো! তোমার নাম গ্রহণসময়ে আমার নয়নে অশ্রুধারা বর্ষণ, বদন গদ্গদস্বরে রুদ্ধ এবং শরীর রোমাঞ্চব্যাপ্ত কবে হইবে? ৮ ॥

গোবিন্দ-বিরহে আমার নিমেষকাল যুগ-পরিমিতের ন্যায় বোধ হয়, নয়ন বর্ষাকালীন জলধরের ন্যায় নিরন্তর অশ্রুবর্ষণ করে এবং সকল জগৎ শূন্য বলিয়া প্রতিভাত হয় ॥ ৯ ॥

১। পাসরিয়া—ভুলিয়া। ২। মায়াবদ্ধ হইয়া—অর্থাৎ তোমার দাসের মায়াবন্ধন উচিত হয় না।

৩। তোমার সেবক—অর্থাৎ তোমার সেবকের মায়ার সেবা করা উচিত হয় না। এই স্থানে দৈন্য ও ঔৎসুক্যের সন্ধি হইয়াছে।

৪। অতি উৎকণ্ঠা—অতি উৎকণ্ঠা হেতু। ৫। প্রেম-নামসঙ্কীর্ত্তন—প্রেম সহকৃত নামসঙ্কীর্ত্তন।

৬। প্রেমধন…দেহ প্রেমধন—যাহার প্রেম ধন নাই, সেই প্রকৃত দরিদ্র, সুতরাং তাহার জীবন ধারণ বিফল। অতএব হে প্রভো! আমাকে তোমার দাস করিয়া তোমার প্রেমধন বেতন দাও। ৭। রসান্তরাবেশে—বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার রসাবেশে। বিয়োগ—কৃষ্ণ বিরহ।

৮। ক্ষণে যুগ সম—ক্ষণকাল অর্থাৎ অত্যল্পকাল যুগ-পরিমিত বোধ হয়। এইটী মহাভাবের অনুভাব।

গোবিন্দ-বিরহে শূন্য হৈল ত্রিভুবন ;
১। তুষানলে পোড়ে যেন না যায় জীবন'।
২। কৃষ্ণ উদাসীন হৈল করিতে পরীক্ষণ ;
সখী সব কহে—'কৃষ্ণে কর উপেক্ষণ'।
৩। এতেক চিন্তিতে রাধার নির্ম্মল হৃদয় ;
৪। স্বাভাবিক-প্রেমার স্বভাব করিল উদয়।
ঈর্ষা, উৎকণ্ঠা, দৈন্য, প্রৌঢ়ি, বিনয় ;
এত ভাব এক ঠাঁই করিল উদয়।
এত ভাবে রাধার মন অস্থির হইল ;
সখীগণ আগে প্রৌঢ়ি-শ্লোক যে পড়িল।
সেই-ভাবে প্রভু সেই-শ্লোক উচ্চারিল ;
৫। শ্লোক উচ্চারিতে তদ্রূপ আপনি হইল।

তথাহি **পদ্যাবল্যাং** চতুস্ত্রিংশাধিকশততমাঙ্কধৃতঃ কস্যচিৎ শ্লোকঃ—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥১০॥

এই শ্লোকে হয় অতি অর্থের বিস্তার ;
সংক্ষেপে কহি যে তার নাহি পাই পার।

যথা রাগঃ।

৬। "আমি কৃষ্ণপদ দাসী, তেঁহো রস-সুখরাশি,
৭। আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাৎ ;
৮। কিবা না দেন দরশন, জারে মোর তনুমন,
তবু তেঁহো মোর প্রাণনাথ।
৯। সখি হে ! শুন মোর মনের নিশ্চয় ;
কিবা অনুরাগ করে, কিবা দুঃখ দিয়া মারে,
মোর প্রাণেশ্বর কৃষ্ণ, অন্য নয়।
১০। ছাড়ি অন্য নারীগণ, মোর বশ তনু-মন,
মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া,

উদ্বেগাতিশয়েন রাধাভাবাভিনিবিষ্টঃ সন্ হর্ষোৎকণ্ঠা-দৈন্য-প্রৌঢ়ি-বিনয়ৈরাহ—আশ্লিষ্যেতি। লম্পটঃ স্বেন্দ্রিয়-সুখতাৎপর্য্যকঃ **শ্রীকৃষ্ণঃ** পাদরতাং তৎপাদৈকপুরুষার্থাং মাং আশ্লিষ্য গাঢ়তরমালিঙ্গ্য পিনষ্টু আত্মসাৎ করোতু অথবা অদর্শনাদ্বিরহান্মাং মর্ম্মহতাং মর্ম্মসু নিপীড়িতাং করোতু, যথা যথা তস্মৈ রোচত ইত্যর্থঃ, তথা করোতু, তদেবমমাভিপ্রেত-মিতিভাবঃ। কুতঃ ? যতঃ, স এব মৎপ্রাণনাথঃ প্রাণকোটিবিনিময়েনাপি প্রার্থনীয়ো ভবতি, ন তাবদপরো দেহ-গেহাদিঃ। তদভীষ্টসম্পত্তিরেব তৎসুখৈকাভিলাষিণীং মাং সুখাকরোতি নান্যদিতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

সেই লম্পট তাঁহার পাদসেবাভিলাষিণী আমাকে গাঢ়তর আলিঙ্গনে পেষণ করুন, কিংবা দর্শনাভাবে মর্ম্ম-পীড়িতাই করুন, তাঁহার যাহা অভিরুচি হয়, তাহাই করুন, কিন্তু তিনি বিনা আমার প্রাণনাথ আর কেহই নয় ॥ ১০ ॥

১। তুষানলে…জীবন—এই প্রলাপ বচনে উদ্বেগ, বিষাদ এবং দৈন্য এই ভাবত্রয়ের সন্ধি হইয়াছে।

২। পরীক্ষণ—শ্রীরাধিকার প্রেম পরীক্ষা অর্থাৎ আমি রাধিকাকে উপেক্ষা করিলে, তাঁহার প্রেম যদি ক্রটিত হয়, তবে জানিলাম শ্রীরাধিকার সোপাধিক প্রেম। আর যদি তাহা না হইয়া গাঢ় হয়, তবে জানিলাম শ্রীরাধিকার অকৈতব প্রেম। ইহাই পরীক্ষা করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাকে উপেক্ষা করিলেন।

৩। নির্ম্মল—নিষ্কাম ; যাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও স্বসুখ কামনা নাই। ৪। স্বাভাবিক-প্রেমার স্বভাব—গুণদ্বারা যাহার বৃদ্ধি হয় না এবং শত শত দোষ প্রতীত হইলেও যাহার ক্ষয় হয় না, যাহাতে স্তুতিবাদ তটস্থ হইয়া চিত্তে ব্যথা দেয় এবং নিন্দা পরিহাস হইয়া আনন্দ সম্পাদন করে, তাহাই স্বাভাবিক-প্রেমার স্বভাব। ৫। তদ্রূপ—রাধাস্বরূপ।

৬। তেঁহো—শ্রীকৃষ্ণ। রসসুখরাশি—রসসুখময় মূর্ত্তি। ৭। আত্মসাৎ—নিজায়ত্ত। ৮। জারে—বিরহজ্বালায় জারিত করেন।

৯। নিশ্চয়—নির্ণয়, অর্থাৎ আমার মনের স্থিরসিদ্ধান্ত।

১০। তনুমন—কৃষ্ণের তনু এবং মন। তা'সবারে—অন্য নারীগণকে।

তা'সবারে দিয়া পীড়া, আমা সনে করে ক্রীড়া,
সেই নারীগণে দেখাইয়া।
১। কিবা তেঁহো লম্পট, শঠ ধৃষ্ট সকপট,
অন্য নারীগণ করি সাথ ;
মোরে দিত মনঃ পীড়া, মোর আগে করে ক্রীড়া
তবু তেঁহো মোর প্রাণনাথ।
২। না গণি আপন দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ,
৩। তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য্য ;
৪। মোরে যদি দিলে দুঃখ, তাঁর হৈল মহাসুখ,
সেই দুঃখ মোর সুখবর্য্য।
যে নারীকে বাঞ্ছে কৃষ্ণ, তার রূপে সতৃষ্ণ,
তারে না পাঞা কাহে হয় দুঃখী ?
৫। মুঞি তার পায়ে পড়ি, লঞা যাঙ হাতে ধরি,
৬। ক্রীড়া করাঞা তাঁরে করোঁ সুখী।
৭। কান্তা কৃষ্ণে করে রোষ, কৃষ্ণ পায় সন্তোষ,
সুখ পায় তাড়ন-ভৎ সনে ;
৮। যথাযোগ্য করে মান—কৃষ্ণ তাতে সুখ পান,
ছাড়ে মান অলপ সাধনে।
৯। সেই নারী জীয়ে কেনে ? কৃষ্ণের মর্ম্ম নাহি জানে,
১০। তবু কৃষ্ণে করে গাঢ় রোষ ;
১১। নিজ সুখে মানে লাভ, পড়ুক তার শিরে বাজ,
কৃষ্ণের মাত্র চাহি যে সন্তোষ।
যে গোপী করে মোর দ্বেষে, কৃষ্ণের করে সন্তোষে
১২। কৃষ্ণ যারে করে অভিলাষ,
মুঞি তার ঘরে যাঞা, তারে সেবোঁ দাসী হঞা
তবে মোর সুখের উল্লাস।
১৩। কুষ্ঠীবিপ্রের রমণী, পতিব্রতা-শিরোমণি,
পতি লাগি কৈল বেশ্যার সেবা ;

১। শঠ—শঠ নায়কের লক্ষণ যথা—

" " শঠোহয়মেকত্রবদ্ধভাবো যঃ। দর্শিত বহিরনুরাগো বিপ্রিয়মন্যত্র গূঢ়মাচরতি ॥

যিনি এক নায়িকাতে বদ্ধভাব হইয়া, নায়িকাদ্বয়ে বাহিরে অনুরাগ দেখাইয়া অন্য নায়িকাতে গূঢ়রূপে বিপ্রিয়ের আচরণ করেন, সেই নায়ককে শঠ বলে। ধৃষ্ট—ধৃষ্ট নায়কের লক্ষণ যথা—

কৃতাগা অপি নিঃশঙ্কস্তর্জ্জিতোপি ন লজ্জিতঃ। দৃষ্টদোষোহপি মিথ্যাবাক্ কথিতোধৃষ্টনায়কঃ ॥

অপরাধ করিয়াও যিনি শঙ্কারহিত, নানাবিধ তর্জ্জনেও যাহার লজ্জা হয় না, এবং সুস্পষ্ট দোষ দর্শনেও যে নায়ক মিথ্যাবচনপরায়ণ, তাহাকে ধৃষ্ট নায়ক বলে। সকপট—যাহার অন্তরে এক ভাব, বাহিরে অন্যভাব। ক্রীড়া—সেই নারীগণের সহিত ক্রীড়া করেন।

২। তাঁর—কৃষ্ণের। ৩। তাৎপর্য্য—আমি যাহা করি সকলই একমাত্র কৃষ্ণসুখের নিমিত্ত। ৪। মোরে যদি.. সুখবর্য্য—আমাকে দুঃখ দিয়া যদি কৃষ্ণের সুখ হয়, আমি সেই দুঃখকে সুখ করিয়া মানি। সুখবর্য্য—শ্রেষ্ঠসুখ।

৫। তার—কৃষ্ণের বাঞ্ছনীয় নারীর। ৬। ক্রীড়া করাঞা—অর্থাৎ সেই নারীর সহিত কৃষ্ণের ক্রীড়া করাইয়া। তাঁরে—কৃষ্ণকে সুখী করিব। ৭। রোষ—প্রণয়কোপ। ৮। যথাযোগ্য—প্রেমানুরূপ।

৯। মর্ম্ম—হৃদয়স্থিত অভিপ্রায়। ১০। গাঢ় রোষ—পাদপ্রসারণাদিতেও যাহার শান্তি হয় না। ১১। নিজ সুখে মানে লাভ—অর্থাৎ কৃষ্ণকে দুঃখ দিয়া নিজসুখ বাঞ্ছা করে। বাজ—বজ্র। ১২। যারে—যে গোপীকে।

১৩। কুষ্ঠী বিপ্রের রমণী—ইহার একটী আখ্যায়িকা আছে। কোনগ্রামে এক পতিব্রতা বিপ্ররমণী বাস করিতেন। তাঁহার পতি কুষ্ঠরোগ-গ্রস্ত ছিলেন। পতিব্রতা ভিক্ষা করিয়া প্রতিদিন পতিসেবা নির্ব্বাহ করিতেন। একদা তাঁহার পতি নদী অবগাহনে অভিলাষ করায়, তিনি সেই গলৎকুষ্ঠী পতিকে একটী করণ্ডিকামধ্যে স্থাপিত করিয়া নদীতীরে উপনীত হইলেন। সেই সময়ে কোন এক বেশ্যা স্নানার্থ নদীতে আসিয়া-ছিল। সেই গলৎকুষ্ঠী ব্রাহ্মণ বেশ্যার রূপ-লাবণ্যে মোহিত হইলেন। তৎপরে গৃহে আগমন করতঃ মনকে সংযত করিতে অসমর্থ হইয়া, নির্লজ্জ ভাবে পতিব্রতাকে বলিলেন—'পতিব্রতে! স্নান-সময়ে যে বেশ্যাকে অবলোকন করিয়াছি, যদি তাহার সঙ্গলাভ করিতে পারি, তবেই জীবন ধারণ করিব, নচেৎ অনাহারে এই দেহ বিনাশ করিব। তুমি যদি সেই বেশ্যার সহিত আমাকে সঙ্গত করিতে পার, তবেই জানিব তুমি প্রকৃত পতিব্রতা, অন্যথা তোমার সকলই কপটতা।' তখন পতিব্রতা বলিলেন—'প্রভো! আপনি ভোজন করুন্ যাহাতে সেই বেশ্যার সহিত আপনার সংসর্গ হয়, তাঁহাতে প্রাণপণে যত্ন করিব।' তখন পতিব্রতার বাক্যে ব্রাহ্মণ বিশ্বাস করিয়া ভোজনকৃত্য সম্পাদন করিলেন, কিন্তু তাঁহার মন সেই বেশ্যাতেই অভিনিবিষ্ট হইয়া থাকিল। পরদিন রাত্রিশেষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পতিব্রতা যখন সেই বেশ্যাগৃহে উপস্থিত হইলেন, তখন

দাসীবর্গের সহিত বেশ্যা নিদ্রা যাইতেছিল। পতিব্রতা সেই অবসরে বেশ্যার অঙ্গনাদি সম্মার্জন, কুপ্যভাজনাদি সংস্কার এবং অন্যান্য গৃহকৃত্য সম্পন্ন করিয়া অলক্ষিত ভাবে স্বগৃহে সমাগত হইলেন। এইরূপ প্রতিদিনই পতিব্রতা অলক্ষিত ভাবে বেশ্যার গৃহসংস্কার করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করেন। বেশ্যা নিদ্রাভঙ্গের পর গাত্রোত্থান করতঃ অদৃষ্টচর তাদৃশ গৃহাদিসংস্কার দর্শন করিয়া, দাসীবর্গের স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইলে, তাহারা বলিল,—মা! আমরা গৃহসংস্কারের বিষয় কিছুই জানি না। বিস্মিতা বেশ্যা প্রতিদিনই পূর্ব্ববৎ গৃহসংস্কারাদি অবলোকন করিয়া, একদিন রজনীর শেষযামে গাত্রোত্থান করতঃ কোন নিভৃতস্থলে অলক্ষিতভাবে অবস্থান করিয়া গৃহদ্বারে বদ্ধদৃষ্টি হইয়া থাকিল। এমন সময়ে পতিব্রতা পূর্ব্ববৎ বেশ্যার গৃহে উপস্থিত হইলে, বেশ্যা পতিব্রতার স্বাভাবিক রূপলাবণ্য এবং প্রভাবাদি অবলোকন করতঃ মোহিত হইয়া, জিজ্ঞাসা করিল,—মাতঃ! আপনি কে? আপনার রূপলাবণ্য এবং প্রভাবাদি দর্শনে বোধ হইতেছে আপনি মানুষী নন্, হয় বিষ্ণুর হৃদিস্থিতা কমলা অথবা গঙ্গাধরের শরীরার্দ্ধভাগিনী গিরিজা, কিংবা প্রজাপতির কণ্ঠস্থা সাবিত্রী হইবেন। আপনার তেজে ধর্ষিতা হইয়া আর অধিক জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছি না। কৃপা করিয়া স্বীয় পরিচয় দিয়া আমার উদ্বেগের শান্তি করুন্। তখন পতিব্রতা মৃদুস্বরে বলিলেন,— বোধ করি তোমাদিগের অবিদিত নাই, এই গ্রামের লোক যাহাকে পতিব্রতা বলে, সে আমি। এই কথা শুনিবা মাত্র বেশ্যা রুদমুখী হইয়া সজল নয়নে বলিতে লাগিল,—মা! তুই কি সর্ব্বনাশ করিলি? তুই জগৎপবিত্রকারিণী হইয়া কেন এই অপবিত্র বেশ্যালয়ে আসিলি? পূর্ব্বজন্মের গুরুতর পাপের ফলে ইহজন্মে বেশ্যা হইয়া, আত্মবিক্রয়দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছি। যে স্ত্রীদেহ লাভ হইলে যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, উপবাস এবং দেবার্চ্চনা কিছুই না করিয়া একমাত্র পতিসেবা করতঃ যোগীগণের অলভ্যগতিও লাভ করা যায়, আমি সেই স্ত্রীদেহ লাভ করিয়াও পতিসেবায় বঞ্চিত হইয়াছি। এই পাপে কতকাল নরকযাতনা ভোগ করিব, তাহা বলিতে পারি না। আবার সাক্ষাৎ দেবীমূর্ত্তি তুই আমার গৃহে দাস্য কর্ম্ম করিয়া অধিকতর নরকভোগের পথ উন্মুক্ত করিলি। যাঁহার সেবা করিতে দেবীরাও প্রার্থনা করেন, সেই কি না বেশ্যার সেবায় নিরত? ইহাই বলিতে বলিতে বেশ্যা পতিব্রতার চরণধারণ করতঃ নিপতিত হইয়া বলিতে লাগিল,—মা! বল্ দেখি তুই কি নিমিত্ত আমার দাস্যকর্ম্ম করিলি? কি করিলে আমার এই অপরাধের শান্তি হয়? তখন পতিব্রতা বলিলেন—আমার পতি গলৎকুষ্ঠী। তিনি তোমার রূপলাবণ্যে বিমোহিত হইয়াছেন। এই কথা শুনিবা মাত্র বেশ্যা আনন্দে, অধীর হইয়া বলিল,—মা! এ যে বড়ই সৌভাগ্যের কথা। যাহাকে ঘৃণা করিয়া কেহই স্পর্শ করিতে চায় না, যাহার বাসস্থান গ্রামের বহির্ভাগে, যাহার সহিত বাক্যালাপে মহাজনেরা আপনাতে প্রায়শ্চিত্তার্হ বোধ করেন, এবং যাহার ছায়াস্পর্শ করিলে কুলকামিনীগণ সচেল স্নান করেন, আজ পাপিনী সেই পতিব্রতার পতির অঙ্গসঙ্গ লাভ করিবে? আজ জানিলাম, অন্তর্যামী হরি আমার কোন কর্ম্মবিশেষে পরিতোষ লাভ করিয়াছেন। নচেৎ বিনা চেষ্টায় এতাদৃশ দুর্লভ লাভ কেন হইবে? যাহাই হউক মা! আপনি রাত্রিকালে অলক্ষিত ভাবে আপনার পতিকে লইয়া আমার গৃহে আগমন করিবেন। তখন পতিব্রতা আনন্দ সহকারে স্বগৃহে গমন করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত পতিচরণে আবেদিত করিলেন। বেশ্যা নিজগৃহে স্বীয় সৌভাগ্যলক্ষ্মী চিন্তা করতঃ কালাতিপাত করিতে লাগিল। পরে অধিক রাত্রি হইলে পতিব্রতা পতিকে একটী করণ্ডিকায় স্থাপিত করিয়া মস্তকোপরি বহন করতঃ বেশ্যার দ্বারে উপস্থিত হইলেন। বেশ্যা সমাদর পূর্ব্বক অনুব্রজ্যা করিয়া তাঁহাদিগকে অভ্যন্তরে লইয়া গমন করিলেন। বিপ্র বেশ্যাদত্ত বিচিত্র আসনে উপবিষ্ট হইয়া, গৃহের সজ্জাদর্শনে চমৎকার বোধ করতঃ সহধর্ম্মিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—প্রিয়ে আমরা কোথায় আসিয়াছি? তখন পতিব্রতা বলিলেন—প্রভো! আপনি যাহার রূপলাবণ্যে বিমোহিত হইয়াছিলেন, সেই বেশ্যার গৃহে। তখন ব্রাহ্মণ চমকিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—পতিব্রতে! জন্মান্তরীণ গুরুতর পাপের ফলে ইহজন্মে এই কষ্ট ভোগ করিতেছি, আবার ভাবি জন্মে ইহা অপেক্ষাও অধিকতর কষ্টভোগার্থ বেশ্যালয়ে আনিয়া নরকপথ পরিষ্কার করিলে? আর এখানে থাকিবার প্রয়োজন নাই, শীঘ্র গৃহে লইয়া যাও। তখন পতিব্রতা গ্রামের বহির্ভাগ শ্মশান দিয়া আসিতেছিলেন। অন্ধকারে দেখিতে পান নাই, সেই স্থানে শূলপ্রোত মাণ্ডব্যঋষি সমাধিস্থ ছিলেন। গলৎকুষ্ঠী ব্রাহ্মণের স্পর্শে তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইলে, তিনি "যে আমার সমাধি ভঙ্গ করিল সূর্য্যোদয়ে তাহার প্রাণ বিয়োগ হইবে" বলিয়া অভিসম্পাত প্রদান করিলেন। পতিব্রতা এই রূপ অভিসম্পাত শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, সূর্য্যোদয়ে পতির প্রাণ বিয়োগ হইলে আমি বিধবা হইব, পতিব্রতা কখনই বিধবা হয় না। পরে গৃহে আগমন করিয়া পতিকে ক্রোড়ে ধারণ করতঃ উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—ঋষিবর অভিসম্পাত করিয়াছেন সূর্য্যোদয়ে আমার পতির প্রাণ বিয়োগ হইবে। আমি পতিব্রতা বলিতেছি—যদি সূর্য্যদেব উদিত হইয়া আমার পতির প্রাণ বিয়োগ করেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ভস্মসাৎ করিব। তখন পতিব্রতার বচনে সূর্য্যের গতি স্তম্ভিত হইল, আর সূর্য্যদেব উদয় হইতে পারিলেন না। এমন সময়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব এই তিন মুখ্য দেব উপস্থিত হইয়া পতিব্রতাকে বলিলেন—মাতঃ পতিব্রতে! তোমার পাতিব্রত্য ধর্ম্মে আমরা পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছি। তোমার পতি কুষ্ঠরোগ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া দিব্য কলেবর ধারণ করিবেন—এই বর দিতেছি তুমি কখনই বিধবা হইবে না। এইক্ষণে ক্ষণকালের জন্য তুমি পতিকে ত্যাগ কর, সূর্য্যোদয় হইলে তোমার পতি ক্ষণকালের নিমিত্ত প্রাণ ত্যাগ করিয়া ঋষিবাক্য সত্য করুন্, পরক্ষণেই জীবন লাভ করিবেন। তখন পতিব্রতা তাঁহাদিগের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া, পতিকে ত্যাগ করিলেন। সূর্য্য উদিত হইলেন। কুষ্ঠীব্রাহ্মণ প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া, পরক্ষণেই দিব্য কলেবর ধারণ করত গাত্রোত্থান করিলেন। বেশ্যা পতিব্রতার সংসর্গে বিশুদ্ধচেতা হইয়া গৃহস্থিত ধনাদি ব্রাহ্মণসাৎ করিয়া, ভিক্ষাবৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করতঃ ভগবদ্ভজন করিতে লাগিলেন।

স্তম্ভিলে সূর্য্যের গতি, জীয়াইলে মৃতপতি,
তুষ্ট কৈল মুখ্য তিন দেবা।
কৃষ্ণ মোর জীবন, কৃষ্ণ মোর প্রাণধন,
কৃষ্ণ মোর প্রাণের পরাণ ;
হৃদয় উপরে ধরোঁ, সেবা করি সুখী করোঁ,
'এই' মোর সদা রহে ধ্যান।
১। মোর সুখ সেবনে, কৃষ্ণের সুখ সঙ্গমে,
অতএব দেহ দেঙ দান ;
কৃষ্ণ মোরে কান্তা করি, কহে মোরে 'প্রাণেশ্বরি,
মোর হয় দাসী-অভিমান।
২। কান্ত-সেবা সুখপূর, সঙ্গম হৈতে সুমধুর,
তাতে সাক্ষী লক্ষ্মী-ঠাকুরাণী ;
নারায়ণের হৃদে স্থিতি, তবু পাদসেবায় মতি,
৩। সেবা করে দাসী-অভিমানী।"—
৪। এই রাধার বচন, শুদ্ধ প্রেমের লক্ষণ,
আস্বাদয়ে শ্রীগৌররায় ;
৫। ভাবে মন নহে স্থির, সাত্ত্বিকে ব্যাপে শরীর,
মন দেহ ধারণ না যায়।
৬। ব্রজের বিশুদ্ধ-প্রেম, যেন জাম্বুনদ-হেম,
আত্মসুখের যাহে নাহি গন্ধ ;
সে প্রেম জানাইতে লোকে, প্রভু কৈল এই শ্লোকে
পদে কৈল অর্থের নির্ব্বন্ধ।

এইমত মহাপ্রভু ভাবাবিষ্ট হঞা ;
প্রলাপ করিল কিছু শ্লোক পড়িয়া।
৭। পূর্ব্বে অষ্টশ্লোক পড়ি লোকে শিক্ষা দিল,
সেই অষ্ট শ্লোকার্থ আপনি আস্বাদিল।
প্রভুর অষ্ট শিক্ষাশ্লোক যেই পড়ে শুনে ;
কৃষ্ণপ্রেমভক্তি তার বাড়ে দিনে-দিনে।
যদ্যপিও প্রভু কোটিসমুদ্র-গম্ভীর ;
নানা ভাবচন্দ্রোদয়ে হয়েন অস্থির।
৮। যেই-যেই শ্লোক জয়দেব-ভাগবতে ;
রায়ের নাটকে যেই, আর কর্ণামৃতে।
সেই-সেই-ভাবের শ্লোক করিয়া পঠনে ;
সেই-সেই-ভাবাবেশে করে আস্বাদনে।
দ্বাদশ বৎসর ঐছে দশা রাত্রিদিনে ;
৯। কৃষ্ণরস আস্বাদয়ে দুই বন্ধু সনে।
সেই রসলীলা সব আপনি অনন্ত ;
সহস্র বদনে বর্ণে, নাহি পায় অন্ত।
জীব ক্ষুদ্রবুদ্ধি তাহা কে পারে বর্ণিতে ?
তার এক কণ স্পর্শি আপনা শোধিতে।
১০। যত চেষ্টা যত প্রলাপ নাহি তার পার ;
সে সব বর্ণিতে গ্রন্থ হয় সুবিস্তার।
বৃন্দাবন-দাস প্রথম যে লীলা বর্ণিল ;
সেই সব লীলার আমি সূত্রমাত্র কৈল।
১১। তাঁর ত্যক্ত অবশেষ সংক্ষেপে কহিল ;
লীলার বাহুল্যে গ্রন্থ তথাপি বাড়িল।

স্তম্ভিল—স্থগিত করিলেন। ১। মোর…দানকৃষ্ণের সেবা করিয়াই আমার সুখ হয় ; কিন্তু কৃষ্ণ আমার সহিত সঙ্গমে সুখানুভব করেন বলিয়া আমি কৃষ্ণকে নিজ দেহ অর্পণ করি, নিজ সুখের নিমিত্ত কৃষ্ণকে দেহ সমর্পণ করি না। ইহাতে আত্মেন্দ্রিয় সুখ বাঞ্ছা রহিত কৃষ্ণ সুখ তাৎপর্য্যই বুঝাইল। দেঙ—দিই।

২। কান্তসেবা…সুমধুর—সঙ্গমসুখ হইতে কৃষ্ণসেবার কোটিগুণ সুখরাশি উপস্থিত হয় বলিয়া, সঙ্গম হইতে কান্তসেবা অতিশয় মধুর। ৩। দাসী-অভিমানী—'আমি নারায়ণের দাসী' বলিয়া অভিমান করেন। এই প্রলাপবাক্যে যথা সম্ভব ঈর্ষা, উৎকণ্ঠা, দৈন্য, বিনয় এবং মতি প্রভৃতি ভাবের সন্ধি ও শাবল্য হইয়াছে। ৪। শুদ্ধপ্রেম—কামগন্ধবর্জ্জিত। ৫। সাত্ত্বিক—স্তম্ভ, স্বেদ,রোমাঞ্চ, বেপথু, বৈবর্ণ এবং প্রলয় প্রভৃতি। ৬। যেন—যেমন। জাম্বুনদ—জাম্বুনদীসম্ভূত, যাহাতে কিছু খাইদ নাই। এই শ্লোক—'আশ্লিষ্য বা' ইতি শ্লোক।

৭। অষ্ট শ্লোক—'চেতো দর্পণমার্জ্জনং' এই হইতে 'আশ্লিষ্য বা' এই পর্য্যন্ত এই অষ্টশ্লোক ; শ্লোকাষ্টক বলে। ৮। জয়দেব-ভাগবতে—জয়দেবকৃত শ্রীগীতগোবিন্দগ্রন্থে ও শ্রীমদ্ভাগবতে। ৯। দুই বন্ধু—স্বরূপ ও রামানন্দ রায়।

১০। চেষ্টা—ভাবের অনুভাব। পার—শেষ।

১১। ত্যক্ত অবশেষ—বৃন্দাবনদাস যে যে লীলা বর্ণন করেন নাই।

অতএব সে সব লীলা না পারি বর্ণিবারে ;
সমাপ্ত করিল লীলায় করি নমস্কারে।
১। যে কিছু কহিল এই দিগ্‌দরশন ;
২। এই অনুসারে হবে তাঁর আস্বাদন।
প্রভুর গম্ভীর লীলা না পারি বুঝিতে ;
বুদ্ধিপ্রবেশ নাহি, তাতে না পারি বর্ণিতে।
সব শ্রোতা বৈষ্ণবের বন্দিয়া চরণ ;
চৈতন্যচরিত্র-বর্ণন কৈল সমাপন।
আকাশ অনন্ত, তাহে যৈছে পক্ষিগণ ;
যার যত শক্তি তত করে আরোহণ।
৩। ঐছে মহাপ্রভুর লীলার নাহি ওর পার ;
জীব হঞা কেবা সম্যক্ পারে বর্ণিবার ?
যাবৎ বুদ্ধির গতি, ততেক বর্ণিল ;
সমুদ্রের মধ্যে যেন এক কণ ছুঁইল।
নিত্যানন্দ কৃপাপাত্র বৃন্দাবন দাস ;
৪। চৈতন্য লীলার তেঁহো হয় আদিব্যাস।
৫। তাঁর আগে যদ্যপি সব লীলার ভাণ্ডার ;
তথাপি অল্প বর্ণিয়া ছাড়িলেন আর।
যে কিছু বর্ণিলা সেও সংক্ষেপ করিয়া ;
৬। লিখিতে না পারি গ্রন্থ রাখিলা ধরিয়া।
চৈতন্যমঙ্গলে তেঁহো লিখিয়াছে স্থানে স্থানে
সেই বচন শুন সেই পরম প্রমাণে—
"সংক্ষেপে কহিল বিস্তার না যায় কথনে ;
বিস্তারিয়া বেদব্যাস করিবেন বর্ণনে।"
৭। চৈতন্যমঙ্গলে ইহা লিখিয়াছে স্থানে স্থানে ;
সত্য কহে—"আগে ব্যাস করিবে বর্ণনে"।
চৈতন্যলীলামৃত-সিন্ধু দুগ্ধাব্ধি-সমান ;
৮। তৃষ্ণানুরূপ ঝারি ভরি তেঁহো কৈল পান।

তাঁর ঝারি শেষামৃত কিছু মোরে দিলা ;
৯। ততেকে ভরিল পেট তৃষ্ণা মোর গেলা।
১০। আমি অতি ক্ষুদ্র জীব পক্ষী রাঙ্গাটুনি ;
সে যৈছে তৃষ্ণায় পিয়ে সমুদ্রের পানী।
তৈছে আমি এক কণ ছুঁইল লীলারি ;
এই দৃষ্টান্তে জানিহ প্রভুর লীলার বিস্তার।
'আমি লিখি' ইহা মিথ্যা করি অভিমান ;
আমার শরীর কাষ্ঠপুতলী-সমান।
বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির ;
১১। হস্ত হালে, মন বুদ্ধি নহে মোর স্থির।
নানা রোগগ্রস্ত, চলিতে বসিতে না পারি ;
১২। পঞ্চ রোগ পীড়ায় ব্যাকুল রাত্রিদিনে মরি।
পূর্ব্বে গ্রন্থে ইহা করিয়াছি নিবেদন ;
তথাপি লিখিয়ে শুন ইহার কারণ।
শ্রীগোবিন্দ, শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ ;
শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীভক্ত, আর শ্রীশ্রোতৃবৃন্দ।
শ্রীস্বরূপ, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ;
১৩। শ্রীরঘুনাথ দাস, শ্রীগুরু, শ্রীজীব চরণ।
ইঁহা সবার চরণকৃপায় লেখায় আমারে ;
আর এক হয় তেঁহো অতি কৃপা করে।
মদনগোপাল মোরে লেখায় আজ্ঞা করি ;
১৪। কহিতে না যুয়ায়, তবু রহিতে না পারি।
না কহিলে হয় মোর কৃতঘ্নতা-দোষ ;
দম্ভ করি বলি—শ্রোতা না করিহ রোষ।
তোমা সবার চরণধূলি করিনু বন্দন ;
তাতে চৈতন্যলীলা হৈল যে কিছু লিখন।
এবে অন্ত্যলীলাগণের করি অনুবাদ ;
১৫। অনুবাদ কৈলে পাই লীলার আস্বাদ।

১। দিগ্‌দরশন—সংক্ষেপে সূচনা করিলাম মাত্র। ২। এই…আস্বাদন—অন্যান্য লীলাগুলিও এই ভাবেই আস্বাদন করিতে হইবে। ৩। ওর—সীমা ; পার—শেষ। ৪। আদিব্যাস—প্রথম বিস্তারকর্তা। ৫। আগে—সমীপে। ৬। লিখিতে না পারি—অর্থাৎ ভাবাবেশে লিখিতে অসমর্থ হইয়া। ৭। চৈতন্যমঙ্গল—শ্রীবৃন্দাবনদাস বিরচিত শ্রীচৈতন্যভাগবতের পূর্ব্বে নাম ছিল 'চৈতন্যমঙ্গল'। ৮। তেঁহ—বৃন্দাবন দাস। ঝারি—পানপাত্র। ৯। ততেকে—সেইটুকুতেই। ১০। রাঙ্গাটুনি—টুন্‌টুনি পাখী, আকারে ক্ষুদ্র হইলেও দেখিতে রাঙ্গা ; এখানে প্রেমরঙে রঞ্জিত। ১১। হালে—কাঁপে। ১২। পঞ্চরোগ—অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ। ১৩। শ্রীগুরু—সমষ্টিগুরু। ১৪। যুয়ায়—যোগ্য হয়। ১৫। অনুবাদ—সামান্যতঃ কথন।

১। প্রথম পরিচ্ছেদে রূপের দ্বিতীয় মিলন ;
২। তার মধ্যে দুই নাটকের বিধান শ্রবণ।
তার মধ্যে শিবানন্দ সঙ্গে কুক্কুর আইল ;
প্রভু তারে কৃষ্ণ কহাইয়া মুক্ত কৈল।
৩। দ্বিতীয়ে ছোট-হরিদাসে করাইল শিক্ষণ ;
৪। তার মধ্যে শিবানন্দের আশ্চর্য্য দর্শন।
৫। তৃতীয়ে হরিদাসের মহিমা প্রচণ্ড ;
দামোদর পণ্ডিত কৈল প্রভুকে বাক্যদণ্ড।
প্রভু নাম দিয়া কৈল ব্রহ্মাণ্ড মোচন ;
হরিদাস কৈল নামের মহিমা স্থাপন।
৬। চতুর্থে শ্রীসনাতনের দ্বিতীয় মিলন ;
৭। দেহত্যাগ হৈতে তাঁরে করিল রক্ষণ।
৮। জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রভু তাঁরে কৈল পরীক্ষণ ;
শক্তি সঞ্চারিয়া পুনঃ পাঠাইল বৃন্দাবন।
পঞ্চমে প্রদ্যুম্নমিশ্রে প্রভু কৃপা কৈল ;
৯। রায় দ্বারা তাঁরে কৃষ্ণ কথা শুনাইল।
তার মধ্যে বাঙ্গাল কবির নাটক উপেক্ষণ ;
১০। স্বরূপ গোসাঞী কৈল বিগ্রহের মহিমা স্থাপন
ষষ্ঠে রঘুনাথদাস প্রভুরে মিলিলা ;
নিত্যানন্দ-আজ্ঞায় চিঁড়া মহোৎসব কৈলা।
দামোদর-স্বরূপ ঠাঞি তাঁরে সমর্পিলা ;
গোবর্দ্ধনের শিলা, গুঞ্জামালা তাঁরে দিলা।
সপ্তম পরিচ্ছেদে বল্লভভট্টের মিলন ;
নানামতে কৈল তাঁর গর্ব্ব খণ্ডন।
অষ্টমে রামচন্দ্র-পুরীর আগমন ;
তাঁর ভয়ে কৈল প্রভু ভিক্ষা-সঙ্কোচন।
১১। নবমে গোপীনাথপট্টনায়ক-মোচন ;
ত্রিজগতের লোক প্রভুর পাইল দর্শন।
দশমে করিল ভক্তদত্ত আস্বাদন ;
রাঘব-পণ্ডিতের তাঁর ঝালির সাজন।
তার মধ্যে গোবিন্দের কৈল পরীক্ষণ ;
তার মধ্যে পরিমুণ্ডা-নৃত্যের বর্ণন।
একাদশে হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যান ;
ভক্তবাৎসল্য যাঁহা দেখাইল গৌর-ভগবান্।
দ্বাদশে জগদানন্দের তৈলভঞ্জন ;
নিত্যানন্দ কৈল শিবানন্দেরে তাড়ন।
১২। ত্রয়োদশে জগদানন্দ মথুরা যাই আইলা ;
মহাপ্রভু দেবীদাসীর গীত শুনিলা।
১৩। রঘুনাথ-ভট্টাচার্য্যের তাঁহাই মিলন ;
প্রভু তাঁরে কৃপা করি পাঠাইল বৃন্দাবন।

১। দ্বিতীয় মিলন—প্রথম মিলন প্রয়াগে। সেই সময় মহাপ্রভু রূপ-গোস্বামীকে রসতত্ত্বাদি উপদেশ দিয়া বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন। দ্বিতীয় বার তিনি ক্ষেত্রে আসিয়া মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হন। যদ্যপি রামকেলি-গ্রামে রূপ ও সনাতন উভয়ের সহিত মিলন হইয়াছিল, তথাপি সংসার-ত্যাগের পর কেবল রূপের সহিত প্রয়াগে প্রথম এবং ক্ষেত্রে দ্বিতীয় মিলন হয় ; এজন্য দ্বিতীয় মিলন বলিলেন। ২। বিধান—প্রণালী।

৩। শিক্ষণ—শিক্ষা প্রদান। ইহাতে বুঝিতে হইবে মহাপ্রভু হরিদাসকে পরিত্যাগ করেন নাই। ৪। আশ্চর্য্য দর্শন—প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারীর ভোগ মহাপ্রভু আবির্ভূত হইয়া ভোজন করিয়াছিলেন, এই আশ্চর্য্য দর্শন।

৫। হরিদাসের—ব্রহ্মহরিদাসের। বাক্যদণ্ড—মহাপ্রভু বিধবা ব্রাহ্মণীর শিশুসন্তানকে স্নেহ করিতেন, তাহাতে অপযশের ভয়ে দামোদর পণ্ডিত মহাপ্রভুর প্রতি বাক্যদণ্ড করিয়াছিলেন। ৬। দ্বিতীয় মিলন—রূপের ন্যায় সনাতনের সহিত কাশীতে প্রথম মিলন, তাহার পর ক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার মিলন হয়। ৭। তাঁরে—সনাতনকে।

৮। পরীক্ষণ—অর্থাৎ মধ্যাহ্নকালে আহ্বান করায়, সনাতন দৈন্য বশতঃ সিংহদ্বার সমীপ দিয়া আসিলে 'জগন্নাথসেবকেরা পাছে আমাকে স্পর্শ করিয়া অপবিত্র হয়' এই বিবেচনায় তপ্ত বালুকায় উপরি দিয়া আগমন করায় সনাতনের চরণে ফোস্কা হয়, তাহাতে মহাপ্রভু সনাতনের তাদৃশ দৈন্য দেখিয়া পরিতোষ লাভ করেন। 'দেখি সনাতন এই মধ্যাহ্নসময়ে কোন্ পথে আগমন করেন'—তজ্জন্য আহ্বান করিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন।

৯। রায়—ভবানন্দ রায়। ১০। বিগ্রহ—ভগবদ্বিগ্রহ।

১১। মোচন—প্রাণবিনাশ ও ঋণ হইতে মোচন। ১২। যাই—যাইয়া।

১৩। রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য—তপনমিশ্রের পুত্র। তাঁহাই—ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে।

দিব্যোন্মাদ আরম্ভ বর্ণন ;
এথা প্রভুর মন গেলা বৃন্দাবন।
প্রভুর সিংহদ্বারে পতন ;
ন্ধি-ত্যাগ অনুভাবের উদ্গাম।
-পর্ব্বত দেখি প্রভুর ধাবন ;
প্রভুর কিছু প্রলাপ বর্ণন।
শ পরিচ্ছেদে উদ্যান-বিলাসে ;
ভ্রমে যাঁহা করিল প্রবেশে।
মধ্যে প্রভুর পঞ্চেন্দ্রিয়-আকর্ষণ ;
কৈল রাসে কৃষ্ণ-অন্বেষণ।
কালিদাসে প্রভু কৃপা কৈল ;
চ্ছিষ্ট খাইবার ফল দেখাইল।
নন্দের বালকে শ্লোক করাইল ;
রর দ্বারী প্রভুকে কৃষ্ণ দেখাইল।
দের তাঁহা মহিমা বর্ণিল ;
ধরামৃতের ফল শ্লোকে আস্বাদিল।
শে গাবী মধ্যে প্রভুর পতন ;
কার অনুভাবের তাঁহাই উদ্গাম।
শব্দ গুণে প্রভুর মন আকর্ষিল ;
ঙ্গ তে' শ্লোকের অর্থ আবেশে করিল।
বল্যে পুনঃ কৈল প্রলাপন ;
-শ্লোকের অর্থ বিবরণ।
পরিচ্ছেদে সমুদ্রে পতন ;
াপীর জলকেলি তাঁহাই দর্শন।
দেখিল কৃষ্ণের বন্যভোজন ;

৯। জালিয়া উঠাইল, প্রভু আইলা স্বভবন।
উনবিংশে ভিত্তিতে প্রভুর মুখ সংঘর্ষণ ,
কৃষ্ণের বিরহস্ফূর্ত্তি, প্রলাপ বর্ণন।
বসন্ত-রজনী, পুষ্পোদ্যানে বিহরণ ;
১০। কৃষ্ণের সৌরভ্য শ্লোকের অর্থ বিবরণ।
১১। বিংশ পরিচ্ছেদে নিজ শিক্ষাষ্টক পড়িয়া ;
তার অর্থ আস্বাদিল প্রেমাবিষ্ট হইয়া।
ভক্তে শিক্ষাইতে যেই শিক্ষাষ্টক কৈল ;
সেই শ্লোকাষ্টকের অর্থ পুনঃ আস্বাদিল।
মুখ্য মুখ্য লীলার অর্থ করিল কথন ;
অনুবাদ হৈতে স্মরে গ্রন্থ বিবরণ।
একেক পরিচ্ছেদে কথা অনেক প্রকার ;
মুখ্য মুখ্য কহিল, কহা না যায় বিস্তার।
শ্রীরাধা সহ শ্রীমদনমোহন ;
শ্রীরাধা সহ শ্রীগোবিন্দচরণ।
শ্রীরাধা সহ শ্রীল গোপীনাথ ;
১২। এই তিন ঠাকুর সব গৌড়িয়ার নাথ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ ;
শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য, শ্রীগৌরভক্তবৃন্দ।
শ্রীস্বরূপ, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ;
১৩। শ্রীগুরু, শ্রীরঘুনাথ, শ্রীজীব চরণ।
নিজ শিরে ধরি এই সবার চরণ ;
যাহা হৈতে হয় সব বাঞ্ছিত-পূরণ।
১৪। সবার চরণ-কৃপা গুরু উপাধ্যায়ী ;
মোর বাণী শিষ্য, তারে বহুত নাচাই।

এথা—শ্রীক্ষেত্রে। ২। ধাবন—চটক পর্ব্বতকে গোবর্দ্ধন জ্ঞান করিয়া, সেই দিকে বেগে গমন। ৩। উদ্যান—জগন্নাথবল্লভ উদ্যান। পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষণ—কৃষ্ণের অঙ্গ সৌরভাদি পঞ্চ, মহাপ্রভুর নাসিকাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণ করিয়াছিল। বালক—কবিকর্ণপূর। ৬। শ্লোক—'সুরতবর্দ্ধনং' ইত্যাদি, গোপীগীতের শ্লোক। ৭। গাবী মধ্যে—তৈলঙ্গী গাভীগণের মধ্যে। অনুভাব—ভাবের চেষ্টা। ৯। জালিয়া—ধীবর, জেলে। ১০। সৌরভ্য শ্লোক—'কুরঙ্গমদজিদ্বপু' ইত্যাদি। । শিক্ষাষ্টক—শিক্ষা শ্লোকাষ্টক, 'চেতোদর্পণ মার্জ্জনং' ইত্যাদি অষ্টশ্লোক। । গৌড়িয়ার নাথ—অর্থাৎ মহাপ্রভু সম্প্রদায়ের অর্চ্চামূর্ত্তি। ১৩। শ্রীগুরু—সমষ্টি গুরু। । সবার চরণকৃপা…নাচাই—আপনাদিগের সকলের চরণকৃপাই আমাকে নাচাইতে গুরু স্থানীয়। উপাধ্যায়ী—শিক্ষয়িত্রী। আমার [illegible]